শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
১ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ ও তাফসীর ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা অনেকাংশে সহজ হলেও আরবী ভাষায় কম অভিজ্ঞ লোকদের জন্যে সরাসরি শব্দে অর্থ বুঝার মত অনুবাদের অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরনের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। তবে শুধু শব্দার্থ দ্বারা অনেক সময় মূল বক্তব্য জানা সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাঃ) এর তরজমা -এ কুরআন থেকে ভাবার্থ ও সংক্ষিপ্ত টিকা সংযোগ করা হয়েছে, যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে না হয়।

পবিত্র কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ চয়নের ক্ষেত্রে আমি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সীরগণের গ্রহণীয় অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। এ **ক্ষেত্রে** শাহ রফিউদ্দিন দেহলভী (রাঃ) এর শাব্দিক অনুবাদ (উর্দু) তফসীরে মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) ও ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশিত আল কুরআনুল করিম (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর(রাঃ) এর তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) এবং মক্কাশরীফে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran"(আরবী-ইংরেজী) এর সহযোগিতা নিয়েছি। এ সত্বেও কোন ত্রুটি যদি কোন গবেষকের সামনে ধরা পড়ে তা অনুবাদককে অবহিত করতে অনুরোধ রইল। বিদেশে অবস্থানের কারণে মুদ্রণ ত্রুটি ও রয়ে গিয়েছে। আগামীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বঙ্গানুবাদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে বাংলা শব্দার্থগুলোকে ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে পড়ার পরিবর্তে আরবী শব্দের নীচে দেয়া বাংলা শব্দার্থ ও আয়াতগুলোর শেষে দেয়া বাংলা ভাবার্থ পড়তে হবে। এভাবে শব্দার্থ ও ভাবার্থ বুঝে কিছুদুর অধ্যয়ন করতে পারলে পরবর্তিতে কুরআনের বাকী অংশের অর্থ অনুধাবন সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এরপরও পূর্ন কুরআন অধ্যয়নের জন্যে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সহযোগিতা নেয়াই উত্তম হবে।

এ কাজে জনাব মাওলানা আ, ন, ম, রশীদ আহমাদ এবং জনাব মাওলানা শামাউন আলীর সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি।

সবশেষে এ কাজে যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার এ ক্ষুদ্র মেহনত যাতে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন তার জন্য তারই দরগায় কাতরভাবে মোনাজাত করছি।

মতিউর রহমান খান

জেদ্দা, সৌদি আরব

প্রথম প্রকাশঃ

২১শে মহররম ১৪১০ হিঃ

২২শে আগষ্ট ১৯৮৯

সূচী পত্র

সূরার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১। সূরা আল-ফাতিহা	৫
২। সূরা আল-বাকারা	৮
৩। সূরা আলে-ইমরান	১৪৯

সূরা আল-ফাতিহা

নামকরণ

এ সূরার নাম 'আল-ফাতিহা'। বিষয়-বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে । যা দ্বারা কোন বিষয়, কোন গ্রন্থ কিংবা কোন কাজ আরম্ভ করা হয়, আরবী ভাষায় তাকেই 'ফাতিহা' বলা হয়। বাংলা ভাষায় তা ভূমিকা ও মুখবন্ধের অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়্যতের প্রথম অধ্যায়েই এ সূরা নাযিল হয়। নির্ভরযোগ্য হাদিস হতে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি এ সূরাই সর্ব-প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাযিল হয়। এর পূর্বে শুধু কয়েকটি খন্ড-আয়াতই নাযিল হয়েছিল, যা বর্তমানে সূরায়ে 'আলাক', সূরায়ে 'মুযযাম্মিল', সূরায়ে 'মুদ্দাচ্ছির' প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়-বস্তু

এ সূরা মূলতঃ একটি প্রার্থনা মাত্র। খোদার এ মহান কালাম অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহতা'আলা এ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। একে কোরআনের অগ্রভাগে স্থান দেয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে এ কথা শিক্ষা দেয়া যে, এ মহান গ্রন্থ হতে উপকৃত হতে হলে সর্বপ্রথম খোদার নিকট প্রার্থনাই করতে হয়।

বস্তুতঃ মানুষের মনে যে জিনিস লাভ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয় মানুষ স্বভাবতঃ তারই প্রার্থনা করে থাকে এবং সে প্রার্থনাও ঠিক তখনই করে যখন সে নিঃসন্দেহে জানতে ও অনুভব করতে পারে যে, সে যার নিকট প্রার্থনা করছে উক্ত জিনিসটি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ এবং তার মঞ্জুরী ছাড়া তা আদৌ পাওয়া যেতে পারেনা। অতএব কোরআন-মজীদের শুরুতেই এ প্রার্থনা স্থান নির্দেশ করতঃ লোকদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সত্য পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে সত্যানুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়েই এ কিতাব পাঠ করে এবং আল্লাহতা'আলাকেই সকল জ্ঞানের মূল উৎস মনে করে তাঁরই নিকট পথ-নির্দেশ লাভের প্রার্থনা দ্বারা কোরআন অধ্যয়ন শুরু করে।

এ কথা বুঝে নেয়ার পর এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরায়ে ফাতিহা প্রকৃত পক্ষে কোরআন গ্রন্থের ভূমিকা নয়, বরং এটা হচ্ছে প্রার্থনা এবং কোরআন হচ্ছে তার বাস্তব উত্তর । বস্তুতঃ সূরায়ে ফাতিহা মানুষের একটি প্রার্থনা-বিশেষ এবং মূল কোরআন খোদার নিকট হতে এ প্রার্থনার জবাব মাত্র। মানুষ প্রার্থনা করে এ বলে ঃ 'হে খোদা-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সত্যের পথ দেখাও' । উত্তরে আল্লাহতা'আলা পূর্ণ কোরআন মানুষের সম্মুখে পেশ করে বলেনঃ "তোমাদের প্রার্থনানুযায়ী আমার পক্ষ হতে তোমাদেরকে এ জীবন-বিধান দান করা হল"।
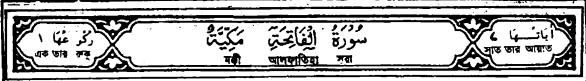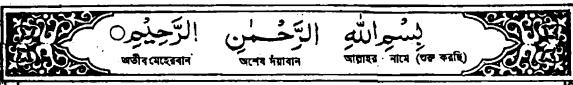
Arabic	অর্থ
اَلْحَمْدُ	সকল প্রশংসা
لِلّٰهِ	আল্লাহরই জন্য
رَبِّ	(যিনি) রব
الْعٰلَمِيْنَ ①	সারা জাহানের
الرَّحْمٰنِ	অশেষ দয়াবান
الرَّحِيْمِ ②	অতীব মেহেরবান
مٰلِكِ	মালিক
يَوْمِ	দিনের
الدِّيْنِ ③	বিচারের
اِيَّاكَ	তোমারই (শুধু)
نَعْبُدُ	আমরা এবাদত করি
وَ	এবং
اِيَّاكَ	তোমারই (কাছে শুধু)
نَسْتَعِيْنُ ④	সাহায্য চাই আমরা
اِهْدِنَا	আমাদেরকে দেখাও
الصِّرَاطَ	পথ
الْمُسْتَقِيْمَ ⑤	সঠিক সরল

১. সকল প্রশংসা[1] একমাত্র আল্লাহতা'আলারই জন্যে যিনি সারাজাহানের রব[2]।

২. যিনি দয়াময় মেহেরবান। ৩. বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা তোমারই এবাদত করি[3] এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সঠিক.দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর।

১। আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাগণকে (দাসদের) এই সূরা ফাতিহা এ জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি চান তাঁর বান্দাগণ প্রার্থনা-স্বরূপ এ সূরা তাঁর সমীপে পেশ করুক।

২। আরবী ভাষায় 'রব' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়ঃ ১- মালিক, প্রভু, মনিব; ২-লালন-পালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী; ৩- আদেশ-দাতা, বিধান-দাতা, শাসক, বিচারকর্তা, কার্য নির্বাহক, শৃংখলা বিধায়ক। আল্লাহতা'আলা এ সকল অর্থেই বিশ্বের 'রব'।

৩। 'এবাদত' শব্দটিও আরবী ভাষায় তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ ১-পূজা, উপাসনা; ২- আনুগত্য, আদেশ পালন; ৩-দাসত্ব, গোলামী।

৬. ঐসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।

৭. যারা অভিশপ্ত নয় পথভ্রষ্ট নয়[৪]।
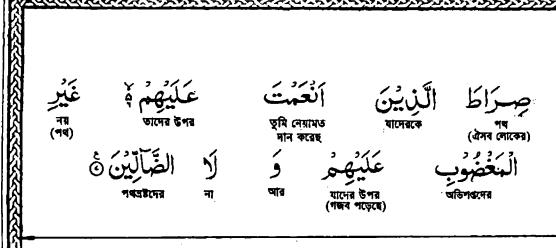
৪। বান্দাহর এ প্রার্থনারই উত্তর হচ্ছেঃ সমগ্র কোরআন । দাস আপনার প্রভুর কাছে পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করছে, আর প্রভু তাঁর দাসের সে প্রার্থনার উত্তরে তাকে এ কোরআন দান করছেন।

*[এখানে ঐলোকেদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপর অভিশাপ পড়েছে]

সূরা আল- বাকারা

নামকরণ

এ সূরার এক স্থানে 'বাকারা' (গাভী) শব্দটির উল্লেখ হওয়ার কারণে গোটা সূরারই নাম নির্দিষ্ট হয়েছে "আল-বাকারা"। কোরআনের প্রত্যেকটি সূরায়ই এত অসংখ্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিতে কোন সূরার সর্বব্যাপক শিরোনাম নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব । আরবী ভাষা শব্দ-সম্পদের দিক দিয়ে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী তাতে সন্দেহ নেই; তা সত্ত্বেও এটা যে মানুষেরই একটা ভাষা তাও অনস্বীকার্য । মানুষ যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন, তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভাব-প্রকাশক বলে এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত বিষয়ের ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ বা বাক্যাংশ রচনা করা যায় না। এ জন্যেই নবী করীম (সঃ) খোদাতা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী শিরোনামের পরিবর্তে প্রত্যেকটি সূরার নাম নির্ধারণ করেছেন । মূলতঃ এই নামগুলি গোটা সূরার নিদর্শন মাত্র । এ সূরার নাম 'বাকারা' বলে এতে গাভী সম্পর্কীয় তত্ত্বের আলোচনা হয়েছে, এ কথা মনে করা ভুল হবে; বরং এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, এ সেই সূরা যাতে গাভীর উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার অধিকাংশ আয়াতই মদীনায় হিজরত করার পর মদীনীয় জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। এর কিছু অংশ অবশ্য পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। কিন্তু বিষয়-বস্তুর সামঞ্জস্যের জন্যই তা এ সূরার সহিত সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে যে আয়াত কয়টি নাযিল হয়েছে, তাও এ সূরার মধ্যে শামিল করা হয়েছে, অথচ তা নবী করীমের (সঃ) জীবনের একেবারে শেষ অধ্যায়ে নাযিল হয়েছিল। এ সূরার উপসংহারে যে কয়েকটি আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে তা হিজরতের পূর্বে মক্কা নগরীতে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু বিষয়বস্তুর সাদৃশ সামঞ্জস্যের দরুন তাও এ সূরার সাথে মিলিত করে দেয়া হয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য

এ সূরাকে সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভাল করে বুঝে নওয়া আবশ্যক। (১)হিজরতের পূর্বে মক্কায় যতদিন পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা হচ্ছিল, ততদিন কোরআন মজীদের আয়াতগুলিতে প্রধানতঃ আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করেই আলোচনা করা হয়েছে। মুশরিকদের পক্ষে ইসলামের এই আহবান ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও পূর্ব-অপরিচিত। কিন্তু হিজরতের পর মুসলিমগণকে প্রধানতঃ ইয়াহুদীদের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ মদীনার সন্নিকটেই তারা বসবাস করত। তারা তওহীদ, নবুয়্যাত, অহী, পরকাল ও ফিরেশতা ইত্যাদি সবকিছুই বিশ্বাস করত এবং তাদের নবী হযরত মূসার (আঃ) মারফতে খোদার নিকট হতে শরীয়তের যে বিধান নাযিল হয়েছিল, তাও তারা সমর্থন করত। মূলতঃ তাদেরও 'দীন' ছিল হযরতেরই প্রচারিত "ইসলাম" । কিন্তু কয়েক শতাব্দী-কালের ক্রমাগত অধঃপতন তাদেরকে প্রকৃত 'দীন' হতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন করে বহু দূরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের আকিদা-বিশ্বাসে অসংখ্য প্রকার অনৈসলামিক ভাবধারা প্রবেশ করে এক ঘোলাটে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল ; অথচ তওরাতে সে সবের কোনই ভিত্তি বর্তমান ছিল না। তাদের কর্মজীবনেও অসংখ্য ধর্মবিরোধী ও তওরাতের বিপরীত আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়ম-প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মূল তওরাতেই তারা মানুষের নিজস্ব অনেক কথাই শামিল করে নিয়েছিল; এমনকি খোদার মূল 'কালাম' যতখানি শব্দগত কিংবা অর্থগত ভাবে সুরক্ষিত ছিল, তাকেও তারা নানাবিধ মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা বিকৃত করেছিল । দ্বীন-এর প্রকৃত বিপ্লবী ভাবধারা ও প্রাণশক্তি তা থেকে সম্পূর্ণ রূপে নির্বাসিত

হয়েছিল। বাহ্যিক ধার্মিকতার একটা প্রাণহীন অবয়ব মাত্র দন্ডায়মান ছিল। আর তখন এটাই ছিল তাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। তাদের আলেম ও পীরগণের, তাদের জাতীয় নেতাগণ ও জনসাধারণের আকিদা-বিশ্বাসে, নৈতিক চরিত্রে ও বাস্তব কর্মে চরম বিপর্যয় ঘটেছিল। আর এ বিপর্যস্ত অবস্থার সাথে তাদের মনের এতো গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যে, তার কোনরূপ সংশোধনকে পর্যন্ত তারা বরদাশত করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাদের এই বিপর্যস্ত অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এবং তাদেরকে সহজ, সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি চেষ্টা করত, তবে তারা তাকেই নিজেদের দুশমন মনে করত এবং তার এ চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সকল শক্তিদিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টাকরত। মূলতঃ এরা ছিল বিকৃতমনা ও পথভ্রষ্ট মুসলিম; বিদয়াৎ, বিকৃত মতবাদ, খুঁটিনাটি বিষয়ের চর্চা, দলাদলি সৃষ্টি, মূল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো, খোদাকে ভুলে বৈষয়িকতার দিকে অধিক দৃষ্টি ও গুরুত্ব আরোপ করা প্রভৃতি কারণে তাদের পতন ও বিপর্যয় এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তারা নিজদেরকে 'মুসলিম' না বলে 'ইয়াহুদি' নামে অভিহিত করতে শুরু করেছিল। তারা যে মূলতঃ মুসলিম, এ কথা তারা একেবারে ভুলেই বসেছিল। খোদার প্রেরিত 'দ্বীন'কে তারা ইসরাঈলী বংশের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত এক নিজস্ব সম্পদ মনে করে নিয়েছিল। এই অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মদীনায় উপনীত হলেন, তখন তাদেরকে মূল দ্বীন-ইসলামের দিকে আহবান জানাবার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরায়ে বাকারায় প্রাথমিক পনেরো-যোল রুকুতে এই দাওয়াতেরই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইয়াহুদীদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার যেরূপ আলোচনা করা হয়েছে, তাদের বিকৃত ধর্মমত ও নৈতিকতার মোকাবিলায় প্রকৃত দ্বীন-ইসলামের মূলনীতিগুলি যেভাবে পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে, তা দেখে এক পয়গম্বরের উম্মতের পতন হলে তা যে কত তীব্র ও সাংঘাতিক হতে পারে, তা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়। উপরন্তু আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার পরিবর্তে প্রকৃত ধার্মিকতা কাকে বলে, দ্বীন-ইসলামের মূলনীতি কি এবং খোদার দৃষ্টিতে কোন সব জিনিসের গুরুত্ব রয়েছে উক্ত আলোচনা থেকে তাও সহজেই অনুধাবন করা যায়।

(২) মদীনায় পৌছে ইসলামী আন্দোলন এক নূতনতর পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় দ্বীন ইসলামের শুধু মৌলিক নীতির প্রচার এবং এই 'দ্বীন' গ্রহণকারীদের নৈতিক সংশোধন পর্যন্তই কার্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের ইসলামে দীক্ষিত লোকগণ চতুর্দিক হতে একই স্থানে এসে সমবেত হচ্ছিল এবং আনসারদের সহযোগিতায় একটি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল, তখন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আইন ও রাষ্ট-নীতি সম্পর্কীয় মৌলিক নির্দেশ ও ব্যবস্থা আল্লাহ পাক নাযিল করতে শুরু করলেন। ইসলামের ভিত্তির উপর এই নূতন জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার পন্থাও জানিয়ে দিলেন। এই সূরার শেষ ২৩ রুকুতে এই সম্পর্কীয় আয়াতই অধিক রয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ আয়াত সূচনাতেই নাযিল হয়েছিল। আর কয়েকটি আয়াত পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছিল।

(৩) হিজরতের পর ইসলাম ও কুফরের পারস্পরিক চিরন্তন দ্বন্দ্বও এক নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরতের পূর্বে কুফরের ঘরেই ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। বিভিন্ন গোত্রের যে সব লোক ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল তারা নিজ নিজ স্থানে বসেই দ্বীন-ইসলামের প্রচারকার্য সম্পন্ন করত এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অত্যাচার ও যুলম-পীড়ন নির্মমভাবে ভোগ করত। কিন্তু হিজরতের পর এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুসলমানগণ যখন মদীনায় সমবেত হয়ে একটি ঐক্যজোটে পরিনত হল এবং ক্ষুদ্রায়তন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল তখন মুসলমানদের অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন একদিকে একটি ক্ষুদ্র বস্তি ছিল, আর অপরদিকে সমগ্র আরব দেশ একত্রিত হয়ে তার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিল। এখন এই মুষ্টিমেয় দলের সাফল্যই শুধু নয়, তার অস্তিত্ব রক্ষা পর্যন্ত একান্তভাবে নির্ভর করতে লাগল প্রধানতঃ পাঁচটি কাজের উপর।

প্রথমতঃ পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমের সাহায্যে নিজেদের জীবনাদর্শের ব্যাপক প্রচার করে অন্যান্য বহু লোককে স্ব-মতাবলম্বী করে তুলতে চেষ্টা করা; দ্বিতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্তি ও অমূলকতা অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে অনস্বীকার্য ও নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করা; তৃতীয়তঃ আশ্রয়হীন প্রবাসী হওয়ার ও সমগ্র দেশের শত্রুতা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার দরুন দারিদ্র, উপবাস এবং চব্বিশ ঘন্টার অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার যে অস্বস্তিকর অবস্থার বেড়াজালে তারা জড়িয়ে পড়েছিল, তার মধ্যেও তাদের হতাশ না হওয়া; বরং পূর্ণ ধৈর্য, তিতিক্ষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করা এবং তাদের সঙ্কল্পে কোনরূপ দুর্বলতা প্রবেশ করতে না দেওয়া। চতুর্থতঃ তাদের এই ইসলামী দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য যে-কোন শক্তির পক্ষ হতে যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে, তার সশস্ত্র মোকাবিলা করবার জন্য পূর্ণ সাহসিকতার সাথে প্রস্তুত থাকা। এ ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের লোকসংখ্যা, তাদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য ইত্যাদী কিছুরই বিন্দুমাত্র পরোয়া না করা, এবং পঞ্চম হচ্ছে তাদের মধ্যে এতদূর সাহস ও হিম্মৎ জাগিয়ে দেওয়া যে, আরববাসী ইসলামের নামে অভিনব জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থাকে আপোষে গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হলে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাহেলী জীবন-ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে চূর্ণ করতেও কোনপ্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করা। আলোচ্য সূরায় এই পাঁচটি বিষয়েই আল্লাহতা'আলা প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছেন।

(৪) ইসলামী দাওয়াতের এই পর্যায়ে একটি নূতন শ্রেনী আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এরা হল মুনাফিক। পূর্ব লক্ষণ যদিও মক্কাতেই পরিলক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানকার মুনাফিকদের স্বরূপ ছিল স্বতন্ত্র। তারা ইসলামকে এক সত্য জীবন-ব্যবস্থা বলে মানত, প্রকাশ্যভাবে ঈমানের কথা ঘোষণাও করত; কিন্তু এই সত্যকে বাস্তবিকই গ্রহণ করে তার জন্য নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে এবং নিজেদের পার্থিবসম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিন্ন করতে ও এই পথের অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে সব দুঃখ-বিপদ ও মর্মান্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা বরদাস্ত করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মদীনায় এ ধরণের মুনাফিক ছাড়াও আরো কয়েক প্রকারের মুনাফেক দেখা দিতে লাগল। একদল মুনাফিক ইসলামের মূলতঃই দুশমন ছিল; কিন্তু শুধু অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যই মুসলমানদের জামা'আতের অর্ন্তভূক্ত হত। দ্বিতীয় একদল মুনাফিক ইসলামী জামাআত ও পরিবেশবেষ্টিত হওয়ার দরুন নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করানোতে এবং অপরদিকে ইসলামের দুশমনদের সংগে সম্পর্ক রাখার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ নিহিত বলে মনে করতো; যেন একই সংগে উভয় দিকের বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার এবং উভয় দিকের শান্তি ও সুখের অংশীদার হওয়ার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে। তৃতীয় প্রকার মুনাফিক ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সংশয়াপন্ন। ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তারা পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ ছিলনা। কিন্তু তাদের গোত্রের বা বংশের অধিকাংশ লোকই মুসলিম হয়েছিল বলে তারাও প্রকাশ্যভাবে মুসলিম হয়েছিল। চতুর্থ প্রকার মুনাফিক ছিল তারা, যারা ইসলামের এক সত্য সনাতন জীবন-ব্যবস্থা হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করত না; কিন্তু জাহেলিয়াতের রীতি-প্রথা, কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে, ইসলামের নৈতিক বাঁধনে নিজেদেরকে বন্দী করতে এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার বোঝা নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করতে তাদের নফস (প্রবৃত্তি) অস্বীকৃতি জানাতো।

সূরায়ে বাকারা নাযিল হওয়ার সময় উক্তরূপে বিভিন্ন প্রকার মুনাফিক সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ জন্য এ সূরার বিভিন্ন আয়াতে তাদের সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা সংক্ষিপ্ত ইংগিত মাত্র করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি বিধি যতই প্রকটিত হতে লাগল, পরবর্তী সূরাসমূহে তাদের সম্পর্কে আলোচনাও ততই স্পষ্ট ও বিস্তারিত হতে লাগল। তাতে সকল প্রকার মুনাফিকদের সম্পর্কে তাদের স্বরূপ ও ধরণ অনুযায়ী আলাদা আলাদা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

الٓمّٓ ۚ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

আলিফ লা-ম মী-ম | সেই (এটা) | মহাগ্রন্থ (আল্লাহর) | নেই | কোন সন্দেহ | তারমধ্যে | হেদায়াত (সৎপথনির্দেশ) | মুত্তাকীদের জন্য

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾

যারা | বিশ্বাস করে | অদৃশ্যকে | এবং | প্রতিষ্ঠিত করে | নামাজ | ও | তা হতে যা | তাদের আমরা রিযিক দিয়েছি | তারা খরচ করে

১. আলীফ লা-ম মী-ম[১]।

২. ইহা আল্লাহতা'আলার কিতাব, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। ইহা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা, সেই মুত্তাকী'দের জন্যে।

৩. যারা গায়েবে[২] (অদৃশ্যকে) বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে[৩], আমরা তাদেরকে যে রেযেক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

১।এরূপ "হরূফে মুকাত্তা'আত"- বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার সূচনাতে আছে। তফসীরকারগণ (কোরআনের ব্যাখ্যাতাগণ) এগুলির বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোন অর্থে তাঁরা ঐক্যমত নন। এগুলির অর্থ জানাও আবশ্যক নয়। কেননা এগুলির অর্থ না জানার জন্য কোরআন থেকে হেদায়াত হাসেলের (পথ - নির্দেশ গ্রহনের) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটেনা।

২। "গায়েব" - 'অদৃশ্য' বলতে বুঝানো হচ্ছে- সেই সমস্ত সত্যকে যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে গুপ্ত আছে। যা' সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে বা ইন্দ্রিয়ের গোচরে কখনোও প্রত্যক্ষ ভাবে আসে না যথাঃ আল্লাহতা'আলার সত্তা ও গুণ; ফেরেশতাগণ; আল্লাহর প্রত্যাদেশ-বাণী; জান্নাত (স্বর্গ); জাহান্নাম (নরক) প্রভৃতি।

৩। "নামায কায়েম" করার অর্থ শুধু যথারীতি ব্যক্তিগত ভাবে নামায আদায়করা নয়। বরং এর অর্থ সমষ্টিগতভাবে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি মানুষ যথারীতি নামায আদায় করে; কিন্তু যদি সেখানে সমষ্টিগতভাবে অর্থাৎ জাম'আতের সাথে এই ফরয আদায়ের- এই অবশ্যপাল্য কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ
এবং যারা বিশ্বাস করে ঐবিষয়ে যা নাজিলকরা হয়েছে তোমারপ্রতি এবং যা

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤
নাযেলকরা হয়েছে তোমার পূর্বে এবং আখেরাতের উপর তারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥
তারাই (প্রতিষ্ঠিত) উপর সত্যপথের পক্ষ হতে তাদের রবের এবং তারাই (ঐসব লোক) যারা কল্যাণ লাভকারী

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ
নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে বরাবর তাদের জন্যে তাদের তুমি সতর্ক কর কি অথবা নাই

تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى
সতর্ক কর তুমি তাদেরকে না তারা ঈমান আনবে মোহরকরে দিয়েছেন আল্লাহ উপর তাদের অন্তরের এবং উপর

سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ
তাদেরশ্রবণশক্তির এবং উপর দৃষ্টিসমূহের তাদের পর্দা (দিয়েছেন) এবং তাদেরজন্যে রয়েছে আযাব

عَظِيْمٌ ۝٧
কঠিন

৪. যে কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

৫. বস্তুতঃ এই ধরনের লোকেরাই তাদের খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী।

৬. যারা (পূর্বোক্ত কথাগুলি) মানতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তুমি সতর্ককর আর নাইকর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান,- তারা কখনই ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের মন ও শ্রবণ-শক্তির উপর 'মোহর' করে দিয়েছেন[৪] এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ পড়েছে; বস্তুতঃ তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য।

৪।এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহতা'আলা মোহর মেরে দিয়েছিলেন সে জন্য তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তারা যেহেতু উপরে বর্ণিত বুনিয়াদী বিষয়গুলি অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জন্য কোরআন- প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্যবিধ পথ পছন্দ করেছিল, সেজন্য আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে মোহর মেরে দিয়েছিলেন।
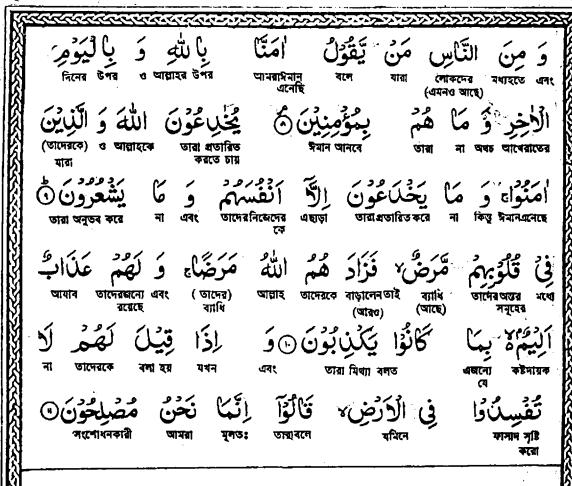
রুকু-২

৮. এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে, আমরা খোদা ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করতে চায় মাত্র। কিন্তু মূলতঃ তারা নিজদেরকেই প্রতারিত করে। যদিও সে সম্পর্কে তাদের কোনই চেতনা নেই।

১০. তাদের মনে একটি রোগ রয়েছে, যে রোগকে আল্লাহ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন[৫], আর তারা যে মিথ্যাকথা বলে, তার প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১১. তাদেরকে যখনি বলা হয়েছে যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। তখনি তারা বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।

৫। "ব্যাধি"র অর্থ কপটতার ব্যাধি। এবং "আল্লাহতা'আলা এই ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন" – এ কথার অর্থ হচ্ছেঃ কপট ব্যক্তিকে আল্লাহতা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দান করেন না, তাকে ঢিল দিতে থাকেন, আর কপট ব্যক্তি অধিকতর কপট হতে থাকে।

আরবি	অর্থ
اَلَآ	সাবধান
اِنَّهُمْ	তারা নিশ্চয়
هُمُ	তারাই
الْمُفْسِدُوْنَ	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী
وَلٰكِنْ	কিন্তু
لَّا	না
يَشْعُرُوْنَ ۝١٢	তারা অনুভব করে
وَ	এবং
اِذَا	যখন
قِيْلَ	বলা হয়
لَهُمْ	তাদেরকে
اٰمِنُوْا	তোমরা ঈমান আন
كَمَآ	যেমন
اٰمَنَ	ঈমান এনেছে
النَّاسُ	লোকেরা
قَالُوْٓا	তারা বলে
اَنُؤْمِنُ	ঈমান আনব আমরা কি
كَمَآ	যেমন
اٰمَنَ	ঈমান এনেছে
السُّفَهَآءُ	নির্বোধেরা
اَلَآ	সাবধান
اِنَّهُمْ	নিশ্চয় তারা
هُمُ	তারাই
السُّفَهَآءُ	নির্বোধ লোক
وَلٰكِنْ	কিন্তু
لَّا	না
يَعْلَمُوْنَ ۝١٣	তারা জানে
وَ	এবং
اِذَا	যখন
لَقُوا	তারা মিলিত হয়
الَّذِيْنَ	(তাদের সাথে) যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছে
قَالُوْٓا	তারা বলে
اٰمَنَّا	আমরা ঈমান এনেছি
وَ	এবং
اِذَا	যখন
خَلَوْا	গোপনে মিলে
اِلٰى	সাথে
شَيٰطِيْنِهِمْ	তাদের শয়তান (বন্ধুদের)
قَالُوْٓا	তারা বলে
اِنَّا	নিশ্চয় আমরা
مَعَكُمْ	তোমাদের সাথে
اِنَّمَا	মূলতঃ
نَحْنُ	আমরা
مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٤	উপহাসকারী (মু'মিনদের সাথে)
اَللّٰهُ	আল্লাহ
يَسْتَهْزِئُ	উপহাস করেন
بِهِمْ	তাদের সাথে
وَ	এবং
يَمُدُّهُمْ	তাদের ঢিলদেন
فِيْ	মধ্যে
طُغْيَانِهِمْ	তাদের খোদা দ্রোহিতার
يَعْمَهُوْنَ ۝١٥	তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে
اُولٰٓئِكَ	তারাই (ঐসবলোক)
الَّذِيْنَ	যারা
اشْتَرَوُا	ক্রয় করেছে
الضَّلٰلَةَ	গুমরাহী
بِالْهُدٰى	হেদায়াতের পরিবর্তে

১২. সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কিন্তু এর কোন চেতনাই তাদের নেই।

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্য লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে তোমরাও সেরূপ ঈমান আন। তখন তারা উত্তর দেয়, "আমরা কি নির্বোধ লোকদের ন্যায় ঈমান আনব?" সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই নির্বোধ; কিন্তু এরা তা জানেই না।

১৪. তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তান বন্ধুদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে, আসলে আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি; আর ওদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র।

১৫. আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন; তিনি তাদের রশি লম্বা করেছেন, আর তারা খোদাদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে।

১৬. এরাই হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর পথ ক্রয় করেছে;

কিন্তু এই ব্যবসায় তাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক হয়নি। তারা আদৌ সঠিক পথের অনুসারী নয়।

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো; যখন সমস্ত পরিবেশটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেললেন যে অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না[৬]।

১৮. তারা বধির, বোবা, অন্ধ; তারা এখন আর প্রত্যাবর্তন করবে না।

১৯. অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে অন্ধকারময় মেঘমালা, গর্জন ও বিদ্যুতের চমকও রয়েছে।

৬। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছেঃ একজন আল্লাহর বান্দাহ যখন আলোক বিস্তার করলো এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট-প্রকট করে দিল, তখন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কাছে সত্য তত্ত্ব সমূহ স্পষ্ট আলোকিত হল; কিন্তু এই সকল মোনাফেক (কপট ব্যক্তি) যারা প্রবৃত্তি-পূজায় অন্ধত্ব-প্রাপ্ত হয়েছিল তারা সেই আলোকে কিছু দেখতে পেলোনা।

তারা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুরভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এই সত্যদ্রোহীদের সকল দিক দিয়ে বেষ্টন করে নিয়েছেন।

২০. বিদ্যুতের চমকে তাদের অবস্থা এতটা সংকটপূর্ণ হচ্ছে যে মনে হয় অচিরেই বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিবে। যখন তারা সামান্য আলোক দেখতে পায় তখন তারা সেই আলোকে কিছুদূর পথ অতিক্রম করে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়[৭]। আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ রূপেই হরণ করে নিতেন। তিনি নিশ্চয় সর্বশক্তিমান।

৭। প্রথম উপমা হচ্ছে সেই সকল কপট ব্যক্তিগণের যারা আন্তরিকভাবে ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী; কিন্তু কোনও স্বার্থ ও সুবিধার খাতিরে মুসলমান বনেছিল আর এ দ্বিতীয় উপমা হচ্ছে তাদের-- যারা সন্দেহ দ্বিধা ও ঈমানী দুর্বলতার বশবর্তী ছিল। তারা সত্যকে কিছুটা স্বীকার করতো,কিন্তু তারা সত্যের এতটা ভক্ত ও উপাসক ছিল না যে তার জন্য তারা দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদও বরদাস্ত করে নেবে।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

হে | মানুষ | তোমরাএবাদত কর | তোমাদের রবের | যিনি | তোমাদের সৃষ্টি করেছেন | এবং | যারা (ছিল)

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

তোমাদেরপূর্বে (তাদেরও স্রষ্টা) | তোমরা যেন | বেঁচে চলতে পার (পাপ হতে) | যিনি | বানিয়েছেন | তোমাদের জন্য | যমীনকে

فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ

শয্যা | ও | আকাশকে | ছাদ স্বরূপ | এবং | বর্ষণ করেছেন | থেকে | আকাশ | পানি | এরপর বের করেছেন

بِهِۦ مِنَ الثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَّ

তা দ্বারা | (নানা ধরনের) ফলমূল | রিযক হিসাবে | তোমাদের জন্য | অতএব না | বানাও | আল্লাহর (সাথে) | সমতুল্য (অন্যকাউকে) | অথচ

أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ

তোমরা | জানো | এবং | যদি | তোমরা হও | মধ্যে | সন্দেহের | তাহতে যা | আমরানাযিল করেছি | উপর

عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ ۖ

আমাদের বান্দার | তবে তোমরানিয়েআস | একটি সূরা | তার সদৃশ

রুকু-৩

২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই খোদার দাসত্ব স্বীকার কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকেরই সৃষ্টিকর্তা। তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায়[৮] এতেই নিহিত রয়েছে।

২২. সেই খোদাই তোমাদের জন্যে মাটির শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরী করেছেন, উর্ধ্বদেশ হতে বৃষ্টিপাত করিয়েছেন এবং তার সাহায্যে নানা প্রকার ফল উৎপন্নকরে তোমাদের জন্যে রেযেকের (জীবিকার) ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা যখন এসব কথা জান, তখন অন্য কাউও খোদার প্রতিদ্বন্দী[৯] হিসেবে স্বীকার করোনা।

২৩. আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ জেগে থাকে তবে তারমত একটি সূরা রচনা করে আনো।

৮। অর্থাৎ পৃথিবীতে ভুল চিন্তা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল কাজ থেকে এবং পরকালে খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা।

৯। অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করার অর্থ হচ্ছে বন্দেগী ও এবাদতের-দাসত্ব ও উপাসনা-আনুগত্যের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে কোনটি আল্লাহতা'আলা ছাড়া অন্য কারুর উদ্দেশ্যে পালন করা।

وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٢٣

এবং | তোমরা ডাক | সহযোগী দেরকে | তোমাদের | ছাড়া | আল্লাহ | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا

যদি কিন্তু | নাই | তোমরা কর | এবং | কক্ষণ না | তোমরা করতে পারবে | তোমরাভয়কর | দোজখের আগুনের | যা (এমন যে) | তার ইন্ধন (হবে)

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝٢٤ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

মানুষ | ও | পাথরসমূহ | প্রস্তুত করা হয়েছে | কাফেরদের জন্যে | এবং | সুসংবাদ দাও | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে

وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

ও | কাজ করেছে | নেকীর | যে | তাদের জন্যে রয়েছে | জান্নাত | প্রবাহিত হয় | তার তলদেশে

الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا

ঝর্ণাধারা | যখনি | তাদের রিযক দেয়া হবে | তা থেকে | কোন | ফলমূল | রিযক হিসেবে | তারা বলবে

هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ

এটা | (তাই) যা | আমাদের রিযক দেওয়া হয়েছিল | ইতিপূর্বে | এবং | যা দেওয়া হয়েছিল | সদৃশ হবে (পরস্পরে) | এবং | তাদের জন্যে

فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٥

তারমধ্যে (থাকবে) | স্ত্রীরা | পূত পবিত্র | এবং | তারা | তারমধ্যে | চিরস্থায়ী হবে

এজন্যে তোমাদের সকল সমর্থক ও একমতের লোকদের একত্র কর, এক আল্লাহ ছাড়া আর যারযার সাহায্য তোমরা চাও তা গ্রহণ কর; তোমরা সত্যবাদী হলে একাজ অবশ্যই করে দেখাবে।

২৪. কিন্তু তোমরা যদি তা না কর– নিশ্চয় তা কখনো করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে তোমরা ভয়কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর[১০] যা সত্যদ্রোহী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৫. এবং হে নবী, যারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং (সেই অনুসারে) নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, তাদের এই সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্যে এমন সব বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যে গুলির নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে। এসব বাগিচার ফল বাহ্যতঃ দেখতে পৃথিবীর ফলসমূহের মতই হবে। যখনি কোন ফল তাদের খেতে দেয়া হবে, তখনি তারা বলে উঠবে- এধরনের ফলই ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমাদেরকে দেয়া হতো। তাদের জন্যে তথায় পবিত্রা স্ত্রী হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

১০। অর্থাৎ সেখানে মাত্র তুমিই দোযখের জ্বালানি (নরকের ইন্ধন) হবে না বরং সেখানে তোমার সাথে তোমার সেই উপাস্য মূর্তিগুলিও দোযখের ইন্ধন হবে যাদেরকে তুমি উপাসনা ও প্রণিপাত করতে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

নিশ্চয় আল্লাহ না লজ্জাবোধ করেন পেশ করতে দৃষ্টান্ত যা মশা কিম্বা যা তারচেয়ে ক্ষুদ্রতর

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا

আর যারা ঈমান এনেছে জানতেপারেতখন তানিশ্চয় সত্য পক্ষথেকে তাদেররবের আর

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

যারা কুফরী করেছে তারা বলে তখন কি চেয়েছেন আল্লাহ এই দিয়ে উদাহরণ

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ

তিনিবিভ্রান্ত করেন তা দিয়ে অনেককে এবং পথ প্রদর্শন করেন তাদিয়ে অনেককে এবং না বিভ্রান্ত করেন এদিয়ে

إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ

ছাড়া ফাসিকদেরকে যারা ভঙ্গকরে প্রতিশ্রুতি আল্লাহর পরে তা আবদ্ধ হওয়ার

২৬. বস্তুতঃ আল্লাহ মশা কি তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত পেশকরতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না [১১]। যারা সত্যকামী ঈমানদার তারা এই উদাহরণ সমূহ দেখেই জানতে পারে যে তা সত্য, তা তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে। আর যারা (সত্যকে) মানতে প্রস্তুত নয়, তারা সেই দৃষ্টান্তসমূহ শুনে বলতে শুরু করে যে, এধরনের উদাহরণের সাথে খোদার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এভাবে আল্লাহ একই কথা দ্বারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করেন এবং বহুলোককে সঠিকপথ প্রদর্শন করেন। আর বিভ্রান্ত তাদেরই করেন যারা ফাসেক [১২]।

২৭. যারা খোদার প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেওয়ার পর তা ভঙ্গ করে[১৩],

১১। এখানে একটি অভিযোগের উল্লেখ না করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝবার জন্য মাকড়শা, মশা, মাছি ইত্যাদির যে উপমা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিরুদ্ধ-বাদীদের আপত্তি ছিল– এ কি ধরনের আল্লাহর কালাম (বাণী) যার মধ্যে এরূপ তুচ্ছ বস্তুসমূহের দৃষ্টান্ত দান করা হয়েছে?

১২। "ফাসেক" – এর অর্থ খোদার নির্দেশ অমান্যকারী, তাঁর আনুগত্যের সীমা–লংঘনকারী।

১৩। রাজা বা সম্রাট তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণের প্রতি যে আদেশ বা নির্দেশ দান করেন তাকে আরবী ভাষায় 'আহদুন' বলা হয়। আল্লাহর "আহদ" অর্থঃ তাঁর সেই স্থায়ী ফরমান যাতে সমগ্র মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য–উপসনা, বন্দেগী–আরাধনা করার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ

এবং / তারা ছিন্নকরে / যা / নির্দেশ দিয়েছেন / আল্লাহ / তাকে / যুক্ত করতে / এবং

يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾ كَيْفَ

তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে / পৃথিবীতে / ঐসব(লোক) / (তারাই) / ক্ষতিগ্রস্থ / কিরূপে

تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ

তোমরা অস্বীকার করবে / আল্লাহকে / অথচ / তোমরা ছিলে / মৃত অবস্থায় / পরে / তোমাদের জীবিত করেছেন / এরপর / তোমাদের মৃত্যু দেবেন / এরপর

يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا

তোমাদেরজীবিত করবেন / এরপরে / তারদিকেই / ফিরে যেতে হবে তোমাদের কে / তিনিই (আল্লাহ) / যিনি / সৃষ্টি করেছেন / তোমাদের জন্যে / যা কিছু আছে

فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ

মধ্যে / পৃথিবীর / সবকিছুকেই / এরপর / লক্ষ্য দিলেন / দিকে / আকাশের / অতঃপর / তাদেরকে সম্পূর্ণকরলেন

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

সাত / আসমান / এবং / তিনি / সব / সম্পর্কে / জিনিষ / মহাজ্ঞানী

আল্লাহ যা যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্নকরে[১৪] এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে; প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

২৮. তোমরা খোদার সাথে কুফরীর আচরণ কিরূপে করতে পার? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদের জীবনদান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতঃপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন। এরপর তারই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৯. একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর উপরের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আকাশ[১৫] রচনা করলেন। বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই অভিজ্ঞ।

১৪। অর্থাৎ যে সমস্ত সম্বন্ধ-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা ও যা মজবুত করার উপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ নির্ভরশীল ও যা সুষ্ঠু-সঠিক রাখার জন্য আল্লাহতা'আলা আদেশ দিয়েছেন এ সকল ফাসেক-লোক সেই সম্বন্ধ-সম্পর্ক গুলি ছেদন করে।

১৫। 'সাত আসমান', এর প্রকৃত স্বরূপ কি –তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা দুরুহ। প্রত্যেক যুগে মানুষ "আসমান" অন্য কথায় উর্দ্ধলোক সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণা-কল্পনাপোষণ করে আসছে; আর বরাবর এক ধারণা-সমূহ ও পরিবর্তিত হয়ে আসছে। মোট কথা, মোটামুটি ভাবে এতটুকু বুঝে নওয়া দরকার যে- প্রথিবী উর্দ্ধে বিশ্বের যে অংশ আছে আল্লাহতা'আলা তাকে সাতটি দৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন, অথবা এই বিশ্ব-জগতের যে অংশে ভূমন্ডল অবস্থিত তা সাতটি স্তর বিশিষ্ট।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا

এবং যখন | বলে (স্মরণকর) ছিলেন | তোমার রব | ফেরেশতাদেরকে | নিশ্চয় আমি | সৃষ্টিকারী | পৃথিবীতে | প্রতিনিধি | তারা বলেছিল

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ

আপনি কি বানাবেন | তারমধ্যে (পৃথিবীতে) | যে | ফাসাদ সৃষ্টি করবে | তারমধ্যে | ও | ঝরাবে | রক্ত | এবং | আমরাইতো | তাসবীহকরি

بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

আপনার প্রশংসা | ও | পবিত্রতা বর্ণনাকরি | আপনার | তিনি বলেছিলেন | নিশ্চয় আমি | জানি | যা | না | তোমরা জান

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ

এবং | শিখালেন | আদমকে | নাম সমূহ | সব কিছুর | এরপর | তাদেরকেউপস্থাপন করলেন | সামনে | ফেরেশতাদের

فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۱﴾

এরপর বললেন | আমাকেঅবহিত কর | নামসমূহের | এসবের | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۲﴾

তারা বলেছিল | আপনি পবিত্র | না (আছে) | আমাদের জ্ঞান | এছাড়া | যা | আমাদেরআপনি শিখিয়েছেন | নিশ্চয় আপনি | আপনিই | মহাজ্ঞানী | মহাবিজ্ঞ

রুকূঃ৪

৩০. সেই সময়ের কথাও কল্পনা করে দেখ, যখন তোমাদের রব ফিরেশতাদের বললেন, "আমি পৃথিবীতে এক খলিফা[১৬] নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক"। তারা বললঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন একটি জীব সৃষ্টি করবেন যে উহার নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত করবে? আপনার প্রশংসা ও স্তুতিরসাথে তসবিহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজতো আমরাই করছি। উত্তরে আল্লাহ বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না"।

৩১. অতঃপর আল্লাহতা'আলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন এবং তা সবই ফিরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। বললেনঃ তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়, (কাউকে খলিফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় দেখা দিবে) তবে তোমরা এসব জিনিষের নাম একবার বলে দাওতো।

৩২. তারা বললঃ সকল দোষক্রটি হতে মুক্ত একমাত্র আপনিই; আমরাতো শুধু ততটুকুই জানি যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন; প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ ও সবদ্রষ্টা আপনি ব্যতীত আর কেউই নেই।

১৬। 'খলিফা' তাকে বলে যে কারুর মালিকত্বের অধীনে প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করে।

৩৩. এরপর আল্লাহ বললেনঃ "হে আদম! তুমি এই জিনিসগুলির নাম তাদের বলে দাও।" আদম যখন তাদেরকে সকল নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহতা'আলা বললেন, তোমাদের কি বলিনাই, "আমি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সব নিগুঢ় তত্ব জানি যা তোমাদের অজ্ঞাত। বস্তুতঃ তোমরা যা প্রকাশকর, আমি তাও জানি, আর যা তোমরা গোপন কর, তাও আমার জ্ঞাত"।

৩৪. অতঃপর আমি যখন ফিরেশতাদের আদেশ করলাম যে আদমের সামনে নত হও, তখন সকলেই অবনত হল কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফারমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

৩৫. অতঃপর আমি আদমকে বললামঃ তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে বেহেশতে বসবাস করতে থাক এবং এখানে যাই চাও পূর্ণ স্বাচ্ছন্দেরসাথে খেতে থাক; কিন্তু এই গাছটির নিকট যেওনা, অন্যথায় যালেমদের মধ্যে গণ্যহবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَ قُلْنَا

এরপর তাদেরকে বিচ্যুতি ঘটাল — শয়তান — তা হতে — অতঃপর তাদের দুজনকে বের করল — সেখান থেকে — দুজনে ছিল — যার মধ্যে — এবং — আমরা বললাম

اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ

তোমরা নেমে যাও (এখান থেকে) — তোমাদের একে — অপরের জন্যে — শত্রু — এবং — তোমাদের জন্যে — মধ্যে (থাকবে) — পৃথিবীর — অবস্থান (কিছু কালের) — ও

مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ

জীবনসামগ্রী — পর্যন্ত — একটা নির্দিষ্ট সময় — তখন শিখেনিল — আদম — নিকট হতে — তার রবের — কিছু বাণী (ও ক্ষমাচাইল) — ফলে তিনি মাফ করলেন — তাকে

اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ

নিশ্চয় তিনি — তিনিই — বড় ক্ষমাশীল — মেহেরবান — আমরা বললাম — তোমরা নামো — এখান থেকে — সবাই

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ

অতঃপর যখন — তোমাদের কাছে আসবে অবশ্যই — আমার পক্ষ হতে — পথ নির্দেশনা — যে তখন — মেনে চলবে — আমার পথ নির্দেশনা — অতঃপর নাই — কোন ভয়

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا

তাদের জন্যে — এবং — না — তারা — বিষন্ন হবে — এবং — যারা — কুফরি করবে — ও — মিথ্যা মনে করবে

بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

আমার নিদর্শন সমূহকে — তারা — অধিবাসী (হবে) — জাহান্নামের — তারা — তারমধ্যে — চিরস্থায়ী হবে

৩৬. শেষপর্যন্ত শয়তান উভয়কেই সেই গাছ সম্পর্কে প্রলোভিত করে আমার নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত করল, এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা হতে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেই ছাড়ল। আমি আদেশ করলাম যে এখন তোমরা সকলেই এই স্থানহতে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন; একটা বিশেষ সময়পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে এবং সেখানেই জীবন-যাপন করতে হবে।

৩৭. তখন আদম তার খোদার নিকট হতে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল। তার খোদা তার এই তওবা কবুল করলেন। কেননা তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট হতে যে জীবন-বিধান তোমাদের নিকট পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তদের জন্যে কোন চিন্তা ও ভাবনার কারণ থাকবে না।

৩৯. আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয় জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

হে সন্তান ইসরাইলের তোমরা স্মরণ কর আমার নেয়ামতের যা আমি নেয়ামত দিয়েছি তোমাদের উপর

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَ اِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

এবং তোমরা পূর্ণ কর আমার (কাছেকৃত) ওয়াদা আমি পূর্ণ করব তোমাদের (কাছেকৃত) ওয়াদা এবং শুধু আমাকেই তোমরা ভয় কর

وَ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ

এবং তোমরা ঈমান আন যা আমি নাযিল করেছি ঐবিষয়ে সত্যতা সমার্থনকারী তার যা তোমাদের কাছেআছে এবং না তোমরা হয়ো প্রথম

كَافِرٍۭ بِهٖ ۪ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّ اِيَّاىَ

অস্বীকারকারী তার এবং না তোমরা বিক্রয় করো আমার আয়াত মূল্যে সামান্য এবং শুধু আমাকেই

فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ

তোমরা অতএব ভয় কর এবং না তোমরা মিশ্রণ করো হককে বাতেলের সাথে এবং তোমরা লুকাবে (না) হককে

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ

যখন তোমরা জান এবং তোমরা কায়েম কর নামাজ ও তোমরা দাও জাকাত

রুকুঃ৫

৪০. হে বণী ইসরাঈল[১৭]। আমার দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, আমার সাথে তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করব; এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয়কর।

৪১. এবং আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান আন যা তোমাদের নিকট যে কিতাব রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণকারী। অতএব সর্বপ্রথম তোমরাই তা আমান্যকারী হয়োনা; এবং সামান্য মূল্যে[১৮] আমার বাণী বিক্রি করোনা; আমারই ক্রোধ হতে তোমরা আত্মরক্ষা কর।

৪২. মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে তুলোনা; আর জেনে-শুনে তোমরা সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করোনা।

৪৩. নামায কায়েম কর, যাকাত দাও;

১৭। পবিত্র মদিনা ও তার নিকটবর্তী এলাকায় বিপুল সংখ্যায় ইহুদীদের বসবাস থাকায়, এখন থেকে কয়েক রুকু পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে তবলীগ (ধর্মোপদেশ দান) করা হয়েছে।

১৮। 'সামান্য মূল্য'- এর অর্থঃ পার্থিব স্বার্থের জন্য তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ উপদেশকে খন্ডন ও প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রয় করার বিনিময়ে মানুষ পৃথিবী পূর্ণ ধন-সম্পদ লাভ করলেও তা যৎসামান্য মূল্য বটে, কেননা সত্য নিশ্চিতরূপে তার থেকে অধিকতর মূল্যবান বস্তু।

وَ	ارْكَعُوْا	مَعَ	الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾	اَتَاْمُرُوْنَ	النَّاسَ	بِالْبِرِّ
এবং	তোমরা রুকুকর	সাথে	রুকুকারীদের	তোমরা নির্দেশদিচ্ছ কি	লোকদের	নেকীর

وَ	تَنْسَوْنَ	اَنْفُسَكُمْ	وَ	اَنْتُمْ	تَتْلُوْنَ	الْكِتٰبَ ط	اَفَلَا
আর	তোমরা ভুলেযাচ্ছ	তোমাদের নিজেদেরকে	অথচ	তোমরা	তেলাওয়াত কর	কিতাব	না তবে কি

تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾	وَ	اسْتَعِيْنُوْا	بِالصَّبْرِ	وَ	الصَّلٰوةِ ط	وَ	اِنَّهَا
তোমরা বুঝ	এবং	তোমরা চাও সাহায্য	সবরের সাথে	ও	নামাজের (সাথে)	এবং	তানিশ্চয়

لَكَبِيْرَةٌ	اِلَّا	عَلَى	الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ لا	الَّذِيْنَ	يَظُنُّوْنَ
বড় অবশ্যই (কঠিন)	তবে	উপর	বিনীতদের (কঠিন নয়)	যারা	বিশ্বাস করে

اَنَّهُمْ	مُّلٰقُوْا	رَبِّهِمْ	وَ	اَنَّهُمْ	اِلَيْهِ	رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾	يٰبَنِيْٓ
তারানিশ্চয়	সাক্ষাৎকারী	তাদের রবের সাথে	এবং	তারা নিশ্চয়	তারই দিকে	প্রত্যাবর্তনকারী	সন্তান হে

اِسْرَآءِيْلَ	اذْكُرُوْا	نِعْمَتِيَ	الَّتِيْٓ	اَنْعَمْتُ	عَلَيْكُمْ
ইসরাইলের	তোমরা স্মরণ কর	আমার নেয়ামতকে	যা	আমি নেয়ামত দিয়েছি	তোমাদের উপর

আর যারা আমার সম্মুখে অবনত হয়, তাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমরানতি স্বীকার কর।

৪৪. তোমরা অন্যলোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজদেরকে তোমরা ভুলেযাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করতে থাক, তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না?

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মারফতে সাহায্য চাও। নামাজ নিঃসন্দেহে একটি শক্তকাজ; কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়।

৪৬. যারা মনেকরে যে শেষপর্যন্ত খোদারসাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

রুকু:৬

৪৭. হে বণী ইসরাঈলেরা, আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।

وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ

এবং | আমি | তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে | উপর | বিশ্ববাসীর | এবং | তোমরা ভয় কর | সেদিনকে | (যখন) না | কাজে আসবে | কোন প্রাণী

عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ

জন্যে | (অন্যকোন) প্রাণীর | কিছুই (মাত্রও) | এবং | না | কবুল করা হবে | তার থেকে | কোন সুপারিশ | আর না | নেওয়া হবে

مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ

তারথেকে | কোন বিনিময় | এবং | না | তাদের | সাহায্য করা হবে | এবং (স্বরণ কর) যখন | তোমাদেরকে মুক্তিদিয়েছিলাম | হতে

اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ

অনুসারী দের | ফেরাউনের | তোমাদেরকে তারা আযাব দিত | নিকৃষ্ট | আযাব | তারা জবেহ করত

اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ

তোমাদের ছেলে সন্তানদের | এবং | জীবিত রাখত | তোমাদের কন্যা সন্তানদের | এবং | মধ্যে (ছিল) | এর | পরীক্ষা | পক্ষহতে

رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿٤٩﴾

তোমাদের রবের | কঠিন

একথাও স্বরণকর যে আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানকরেছি[১৯]।

৪৮. এবং সেদিনের ভয়কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবেনা, কারো সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কোন কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবেনা এবং পাপীদের কোনদিক হতেই সাহায্য করা হবেনা।

৪৯. স্বরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ফিরাউনী দলের[২০] দাসত্ব হতে মুক্তিদান করেছিলাম– তারা তোমাদেরকে কঠিন যাতনায় নিক্ষেপ করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্রসন্তানদের যবেহ করত এবং তোমদের কন্যাসন্তানদের জীবিত রাখত; বস্তুতঃ এ অবস্থায় তোমাদের খোদার পক্ষ হতে এক কঠিন পরীক্ষা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল।

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, চিরকালের জন্য দুনিয়ার সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। বরং এর তাৎপর্য হচ্ছেঃ এক সময় দুনিয়ার জাতি-সমূহের মধ্যে তোমরাই সেই একক জাতি ছিলে যাদের কাছে আল্লাহ-প্রদত্ত সত্যের শিক্ষা বর্তমান ছিল এবং যাদেরকে জগতের জাতি-সমূহের নেতা ও পথ প্রদর্শক বানানো হয়েছিল; যেন তোমরা বিশ্বের প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহতা'আলার আনুগত্য-উপাসনার পথে সকল জাতিকে আহবান জানাও ও চালাও।

২০. 'আলে ফেরাউন'-এর অনুবাদ করা হয়েছেঃ ফেরাউনী দল। এর দ্বারা ফেরাউনের বংশ ও মিশরের শাসক শ্রেণী উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
اِذْ	(স্মরণ কর) যখন
فَرَقْنَا	আমরা বিভক্ত করেছিলাম
بِكُمُ	তোমাদের (জন্যে)
الْبَحْرَ	সমুদ্রকে
فَاَنْجَيْنٰكُمْ	তোমাদের আমরা এরপর নাজাত দিয়েছিলাম
وَ	এবং
اَغْرَقْنَآ	আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম
اٰلَ	অনুসারী দেরকে
فِرْعَوْنَ	ফেরাউনের
وَ	যখন
اَنْتُمْ	তোমরা
تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٠﴾	দেখতেছিলে
وَ	এবং
اِذْ	যখন
وٰعَدْنَا	নির্ধারিত করেছিলাম
مُوْسٰٓى	মূসার জন্যে
اَرْبَعِيْنَ	চল্লিশ
لَيْلَةً	রাত
ثُمَّ	এরপর
اتَّخَذْتُمُ	তোমরা গ্রহণ করেছিলে
الْعِجْلَ	গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে)
مِنْۢ بَعْدِهٖ	তার পরে
وَ	যখন
اَنْتُمْ	তোমরা
ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾	জালেম (ছিলে)
ثُمَّ	অতঃপর
عَفَوْنَا	আমরা ক্ষমা করেছিলাম
عَنْكُمْ	তোমাদেরকে
مِّنْۢ بَعْدِ	পরেও
ذٰلِكَ	এর
لَعَلَّكُمْ	যেন তোমরা
تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾	কৃতজ্ঞ হও
وَ	এবং
اِذْ	(স্মরণ কর) যখন
اٰتَيْنَا	আমরা দিয়েছিলাম
مُوْسَى	মূসাকে
الْكِتٰبَ	কিতাব
وَ	এবং
الْفُرْقَانَ	ফুরকান
لَعَلَّكُمْ	তোমরা যেন
تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾	সঠিক পথ প্রাপ্ত হও

৫০. সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমরা সমুদ্র বিদীর্ণ করে তোমাদের জন্যে পথ বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার মধ্যেদিয়ে তোমাদেরকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং সেখানে তোমাদের চোখের সামনে ফেরাউনী দলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

৫১. স্মরণ কর, আমরা যখন মূসাকে চল্লিশ দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ডেকেছিলাম[২১]। তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। বস্তুতঃ তখন তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে।

৫২. কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম– এ জন্যে যে অতঃপর তোমরা সম্ভবতঃ কৃতজ্ঞ হবে।

৫৩. স্মরণ কর (তোমরা যখন এই জুলুম করতেছিলে ঠিক তখনই) আমরা মূসাকে কিতাব এবং 'ফোরকান'[২২] দান করেছিলাম; যেন তার সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্যপথ লাভ করতে পার।

২১. অর্থাৎ মিশর থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বনীইসরাঈলগণ সিনাই উপদ্বীপে উপস্থিত হল, তখন আল্লাহতা'আলা এই সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতির উদ্দেশ্যে শরিয়তী বিধান ও বাস্তব জীবনে অনুসরণীয় হেদায়াত দানের জন্য হযরত মূসাকে (আঃ) চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তুর পর্বতে আহবান করেন।

২২. "ফোরকান" -এর অর্থ ঃ যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট-প্রকট হয়। অর্থাৎ দ্বীনের সেই বুঝ ও জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

وَ اِذْ	قَالَ	مُوْسٰى	لِقَوْمِهٖ	يٰقَوْمِ	اِنَّكُمْ
(স্মরণ কর) এবং যখন	বলেছিল	মূসা	তার জাতিকে	হে আমার জাতি	তোমরা নিশ্চয়

ظَلَمْتُمْ	اَنْفُسَكُمْ	بِاتِّخَاذِكُمُ	الْعِجْلَ	فَتُوْبُوْٓا	اِلٰى
তোমরা জুলুম করেছ	তোমাদের নিজেদের (উপর)	তোমাদের গ্রহণ করার মাধ্যমে	গোবাছুরকে (উপাস্যরূপে)	তোমরা কাজেই ফিরে এস	দিকে

بَارِئِكُمْ	فَاقْتُلُوْٓا	اَنْفُسَكُمْ ط	ذٰلِكُمْ	خَيْرٌ	لَّكُمْ
তোমাদের সৃষ্টিকর্তার	তোমরা এরপর প্রাণ সংহার কর	তোমাদের (অপরাধী) লোকদেরকে	এটাই	উত্তম	তোমাদের জন্যে

عِنْدَ	بَارِئِكُمْ ط	فَتَابَ	عَلَيْكُمْ ط	اِنَّهٗ	هُوَ	التَّوَّابُ
কাছে	তোমাদের স্রষ্টার	তিনি তখন মাফ করলেন	তোমাদেরকে	তিনি নিশ্চয়	তিনিই	তওবা কবুলকারী

الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾	وَ اِذْ	قُلْتُمْ	يٰ	مُوْسٰى	لَنْ	نُّؤْمِنَ	لَكَ	حَتّٰى	نَرَى
বড়ই মেহেরবান	স্মরণ কর এবং যখন	তোমরা বলেছিলে	হে	মূসা	কক্ষনো না	আমরা ঈমান আনব	তোমার উপর	যতক্ষণ না	আমরা দেখব

اللّٰهَ	جَهْرَةً	فَاَخَذَتْكُمُ	الصّٰعِقَةُ	وَ	اَنْتُمْ	تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾
আল্লাহকে	প্রকাশ্যভাবে	ফলে তোমাদেরকে ধরেছিল	বজ্র পাত	এ অবস্থায় যে	তোমরা	দেখতেছিলে

ثُمَّ	بَعَثْنٰكُمْ	مِّنْ بَعْدِ	مَوْتِكُمْ	لَعَلَّكُمْ	تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾
এরপর	তোমাদের আমরা পুনঃর্জীবিত করলাম	পরে	তোমাদের মৃত্যুর	তোমরা যেন	কৃতজ্ঞ হও

৫৪. স্মরণ কর, মূসা যখন (খোদার এ দান নিয়ে ফিরে এসে) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলল: "হে লোক সকল! বাছুরকে উপাস্যরূপে তোমরা গ্রহণকরে তোমাদের নিজেদের উপর বড় যুলুম করেছ, কাজেই তোমরা সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং নিজেদের প্রাণ সংহার কর,[২৩] বস্তুতঃ এর ফলে তোমাদের জন্যে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট কল্যাণ রয়েছে"। তখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিলেন; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী।

৫৫. স্মরণ কর, তোমরা মূসাকে বলেছিলে যে খোদাকে নিজ চোখে প্রকাশ্যে (তোমার সাথে কথোপকথন করতে) দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তোমার কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারিনা। এ সময় দেখতে দেখতেই এক বজ্রএসে তোমাদের উপর পড়ল, তোমরা প্রাণহীন হয়ে গেলে।

৫৬. কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম; এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞহবে বলে আশাকরা গিয়েছিল।

২৩. অর্থাৎ নিজেদের সেই লোকদেরকে হত্যা কর যারা গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তার উপাসনা করেছিল।
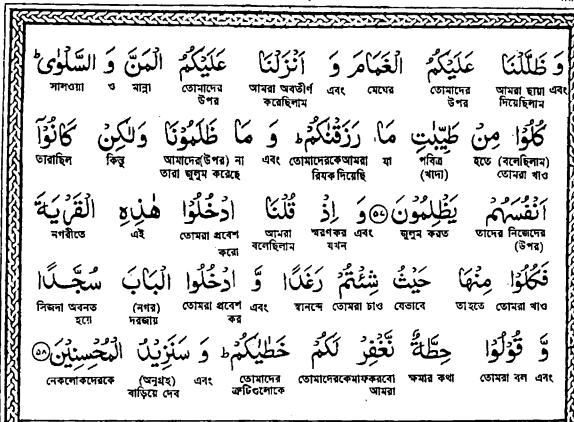
৫৭. আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করলাম; 'মান্না' ও 'সালোয়া' নামক খাদ্য তোমাদের জন্যে যোগান দিলাম এবং তোমাদের বললাম, আমরা তোমাদেরকে যে পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী দিয়েছি তা খাও; তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা করেছে তা দিয়ে আমাদের উপর জুলুম করা হয়নি; বরং তারা নিজেরা নিজেদেরই উপর যুলুম করেছে।

৫৮. আরো স্মরণ কর যখন আমরা বলেছিলাম যে তোমাদের সম্মুখস্থ এ 'নগরে' প্রবেশ কর, তার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেরূপ ইচ্ছে আনন্দের সাথে আহার কর। মনেরেখো, নগরের দ্বারপথে সেজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ করবে এবং 'হিত্তাতুন'[২৪] বলতে থাকবে আমরা তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করব এবং ন্যায়পন্থীদেরকে অধিক অনুগ্রহ দান করব।

২৪. "হিত্তাতুন" -এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারেঃ (১) খোদার কাছে স্বীয় দোষ-ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে করতে যাওয়া। (২) লুঠ-মার ও পাইকারী হত্যার পরিবর্তে জনপদের অধিবাসীদের অপরাধ ক্ষমা ও সাধারণ মার্জনার কথা ঘোষণা করতে করতে যাওয়া।
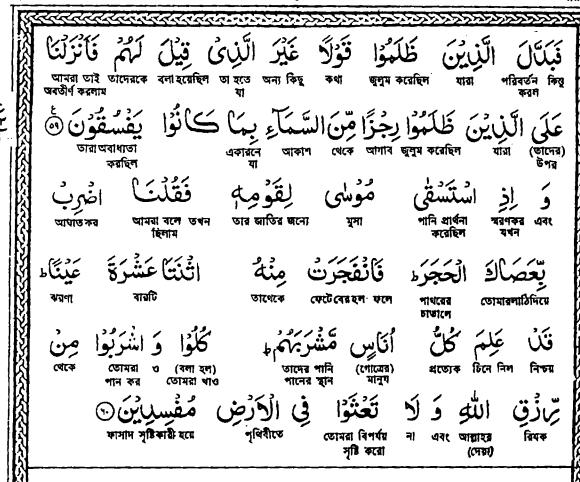
৫৯. কিন্তু যা বলাহয়েছিল, জালেমগণ তারবদলে অন্যকিছু করে ফেলল, শেষ পর্যন্ত আমরা যালেমদের উপর আকাশ হতে আযাব নাযিল করলাম, বস্তুতঃ এটা তাদের অবাধ্যতার শাস্তি।

রুকুঃ৭

৬০. স্মরণ কর, মূসা যখন নিজ জাতির লোকদের জন্যে পানির প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, অমুক চাতালের (কংকরময় ভূমির) উপর তোমার লাঠির আঘাত কর। এর ফলে তা হতে ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্রই তার নিজের পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল[২৫]। তখনই এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল যে, খোদাপ্রদত্ত 'রেযক' খাও, পান কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা।

২৫. বণী-ইসরাঈল বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে এক একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন– যেন তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কোন ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
اِذْ	যখন
قُلْتُمْ	বলেছিলে(স্মরণকর) তোমরা
يٰمُوْسٰى	হে মূসা
لَنْ	কক্ষণ না
نَّصْبِرَ	আমরা ধৈর্য ধরতে পারব
عَلٰى	উপর
طَعَامٍ	খানার
وَّاحِدٍ	একই (ধরণের)
فَادْعُ	প্রার্থনা তাই কর
لَنَا	আমাদের জন্যে
رَبَّكَ	তোমরা রবের কাছে
يُخْرِجْ	বের করেন তিনি
لَنَا	আমাদের(যেন) জন্যে
مِمَّا	তাহতে যা
تُنْۢبِتُ	উৎপাদন করে
الْاَرْضُ	যমীন
مِنْۢ	অর্থাৎ
بَقْلِهَا	তার শাকসবজী
وَ	ও
قِثَّآئِهَا	তার শশা কাকুড়
وَ	ও
فُوْمِهَا	তার গম (বা রসুন)
وَ	ও
عَدَسِهَا	তার মশুর ডাল
وَ	ও
بَصَلِهَا ط	তার পিঁয়াজ (ইত্যাদী)
قَالَ	তিনি বললেন
اَ	কি
تَسْتَبْدِلُوْنَ	তোমরা বদল করতে চাও
الَّذِىْ	তাই
هُوَ	যা
اَدْنٰى	নগন্য জিনিষ
بِالَّذِىْ	সেটার বদলে
هُوَ	যা
خَيْرٌ ط	উত্তম
اِهْبِطُوْا	(তাহলে) তোমরা নামো
مِصْرًا	(কোন) শহরে
فَاِنَّ	অতঃপর নিশ্চয়
لَكُمْ	তোমাদের জন্যে(পাবে)
مَّا	যা
سَاَلْتُمْ ط	তোমরা চেয়েছো
وَ	এবং
ضُرِبَتْ	আপতিত হলো
عَلَيْهِمُ	তাদের উপর
الذِّلَّةُ	অপমান লাঞ্ছনা
وَ	ও
الْمَسْكَنَةُ	দরিদ্রতা-দুরবস্থা
وَ	এবং
بَآءُوْ	পরিবেষ্টিত হল তারা
بِغَضَبٍ	গজবে
مِّنَ	পক্ষহতে
اللّٰهِ ط	আল্লাহর
ذٰلِكَ	এটা
بِ	একারণে যে
اَنَّهُمْ	তারা
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ	অস্বীকার করতেছিল
بِاٰيٰتِ	আয়াতগুলো কে
اللّٰهِ	আল্লাহর
وَ	ও
يَقْتُلُوْنَ	তারা কতল করতেছিল
النَّبِيّٖنَ	নবীদেরকে
بِغَيْرِ الْحَقِّ ط	অন্যায়ভাবে
ذٰلِكَ	এটা
بِمَا	একারণে যে
عَصَوْا	তারা অবাধ্যতা করেছিল
وَّ	এবং
كَانُوْا	করেছিল
يَعْتَدُوْنَ ع (৬১)	তারা সীমালংঘন

৬১. স্মরণ কর তোমরা যখন বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই প্রকার খাদ্যে ধৈর্যধারণ করতে পারব না। তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে জমির ফসল, শাক-শব্জী, গম, রসুন-পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদির উৎপাদন করেন। তখন মূসা বললেন, "একটা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে তোমরা কি একটা সামান্য জিনিস গ্রহণ করতে চাও? তাহলে কোন শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস কর। তোমরা যাকিছু চাও, তা সেখানে পাওয়া যাবে"। শেষপর্যন্ত পরিণতি এই হলো যে, লাঞ্ছনা, অপমান-অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের উপর চেপে বসল এবং তারা খোদার গজবে পরিবেষ্টিত হল। এরূপ পরিণতির কারণ এই ছিল যে তারা খোদার আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করেছিল এবং পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যাকরতেছিল, আর এটাও ছিল তাদের নাফরমানী এবং শরীয়তের সীমালংঘন করার ফল।

রুকুঃ৮
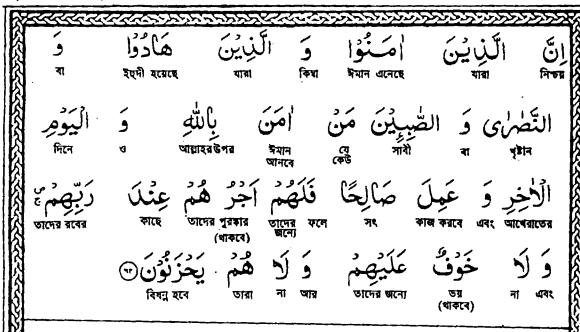
৬২. নিশ্চয় জেনো, আরবীয় নবীর প্রতি বিশ্বাসী হোক কিংবা ইহুদী, খৃষ্টান হোক বা সাবী- যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে তার পুরস্কার তার খোদার নিকট পাবে এবং তার জন্যে কোন প্রকার ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না[২৬]।

২৬. পূর্বাপর বাক্য-ধারা লক্ষ্য রাখলে একথা স্বতঃই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, এখানে ঈমান ও সৎ-কাজ সমূহের বিস্তারিত বর্ণনাদান করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন কোন সত্য স্বীকার করলে ও কোন কোন কাজ সম্পাদন করলে মানুষ আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবে। এখানে ইহুদীদের একটি বাতিল ধারণার খণ্ডণ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা মনে করতো যে, ইহুদী সম্প্রদায়ই পরকালে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তারা এ ভুল ধারণার বশবর্তী ছিল যে, ইহুদীদের সঙ্গে খোদার বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অপর কারুর সংগে নেই। কাজেই তাদের দলের সংগে যাদের এদিক দিয়ে সম্পর্ক আছে, আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও কাজের দিক দিয়ে তারা যে রূপই হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই তারা নিশ্চিতরূপে মুক্তি লাভ করবে। আর অপরাপর লোকগণ যাদের সংগে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, যারা তাদের দলের বাইরে তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবার জন্যই জন্মলাভ করেছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে খোদার কাছে তোমাদের দল-বিভাগের কোনই স্থান নেই। তাঁর কাছে মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র ঈমান ও সৎ কাজের। যে মানুষ এই সম্পদ নিয়ে খোদার সামনে উপস্থিত হবে, সে তার কাছে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে। খোদার কাছে মানুষের গুণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেখানে মানুষের আদম শুমারীর তালিকা ও খাতাবই-এর কোন মূল্য নেই।

وَإِذْ	أَخَذْنَا	مِيثَاقَكُمْ	وَ	رَفَعْنَا	فَوْقَكُمُ	الطُّورَ	خُذُوا
(স্মরণকর)এবং যখন	আমরা নিয়েছিলাম	তোমাদের প্রতি শ্রুতি	এবং	আমরা উঠিয়ে ছিলাম	তোমাদের উপর	তুর পাহাড়	(আর বলেছিলাম) তোমরা ধারণ কর

مَا	آتَيْنَاكُم	بِقُوَّةٍ	وَ	اذْكُرُوا	مَا	فِيهِ	لَعَلَّكُمْ	تَتَّقُونَ ۝٦٣
যা	তোমাদেরকে আমরা দিয়েছি	শক্তভাবে	এবং	তোমরা স্মরণ রাখ	(তা) যা	তার মধ্যে আছে	তোমরা যাতে	তাকওয়া অবলম্বন করতে পার

ثُمَّ	تَوَلَّيْتُم	مِّن بَعْدِ	ذَٰلِكَ	فَلَوْ	لَا	فَضْلُ	اللَّهِ	عَلَيْكُمْ
আবার	তোমরা ফিরে গিয়েছিলে	পরেও	এর	যদি তাই	না (হতো)	অনুগ্রহ	আল্লাহর	তোমাদের উপর

وَ	رَحْمَتُهُ	لَكُنتُم	مِّنَ	الْخَاسِرِينَ ۝٦٤	وَ	لَقَدْ	عَلِمْتُمُ
ও	তাঁর দয়া	তোমরা অবশ্যই হতে	অন্তর্ভুক্ত	ক্ষতিগ্রস্থদের	এবং	নিশ্চয়	তোমরা জেনেছ

الَّذِينَ	اعْتَدَوْا	مِنكُمْ	فِي	السَّبْتِ	فَقُلْنَا	لَهُمْ	كُونُوا
(তাদেরকে) যারা	সীমালংঘন করেছিল	তোমাদের মধ্য হতে	সম্পর্কে	শনিবারের (বিধান)	আমরা তখন বলেছিলাম	তাদেরকে	তোমরা হও

قِرَدَةً	خَاسِئِينَ ۝٦٥
বানর	লাঞ্ছিত

৬৩. স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন আমরা তুর পর্বতকে তোমাদের উপর উত্তোলিত করে তোমাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম; বলেছিলাম, আমরা তোমাদেরকে যে কিতাব দানকরছি তা মজবুত করে ধারণ কর এবং তাতে যে সব আদেশ-নিষেধ ও উপদেশবাণী সন্নিবেশিত রয়েছে তা স্মরণ করে রাখ। বস্তুতঃ এরই সাহায্যে আশাকরা যায় যে তোমরা তাকওয়ার নীতি মেনে চলতে পারবে।

৬৪. কিন্তু এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি হতে ফিরেগেলে। তা সত্ত্বেও খোদার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত তোমাদের সংগ ত্যাগ করেনাই; অন্যথায় তোমরা বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে।

৬৫. তোমাদের নিজেদের জাতির সে সব লোকদের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে, যারা শনিবার দিনের[২৭] নিয়ম লংঘন করেছিল। আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে- বানর হয়েযাও। এমন অবস্থায় দিন যাপন কর যে, চর্তুদিক হতে তোমাদের উপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে।

২৭. 'সাবত' -এর অর্থ শনিবার । বনী-ইসরাঈলের জন্যে এ বিধান নির্দেশ করা হয়েছিল যেঃ তারা সপ্তাহের মধ্যে একদিন- শনিবারকে বিশ্রাম গ্রহণ ও এবাদতের (উপাসনা-আরাধনার) জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখবে; ঐদিন তারা কোন বৈষয়িক কাজ-কারবার এমনকি খাদ্য রান্নার কাজও নিজেরা করবে না বা তাদের সেবক বা চাকরদের দ্বারাও করাবে না।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا

আমরা এরপর এটাকে বানিয়েছি | (শিক্ষামূলক) শাস্তি | তাদের জন্য যারা (ছিল) | আগে | তার | ও | যারা (ছিল)

خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى

তারপরে | এবং | উপদেশ | মুত্তাকীদের জন্য | এবং | (স্মরণ কর) যখন | বলেছিল | মূসা

لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا

তার জাতিকে | নিশ্চয় | আল্লাহ | তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন | যে | তোমরা যবেহ কর | একটি গাভীকে | তারাবলেছিল

اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ

আমাদের তুমি গ্রহণ করেছ কি | বিদ্রূপের (বস্তু) হিসেবে | সে বলল | পানা চাই আমি | আল্লাহর নিকট | যে | আমি হব | অর্ন্তভুক্ত

الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ

মূর্খদের | তারা বলেছিল | আমাদের জন্যে দোয়া কর | তোমার রবের কাছে (যেন) | তিনি বর্ণনাকরেন | আমাদের জন্যে | কেমন | সেটা | সে বলল

اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ

তিনি নিশ্চয় | বলেন | তা নিশ্চয় | একটি গাভী | না | বৃদ্ধ | আর | না | বাচ্চা | মধ্যম বয়সের

بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا

মাঝামাঝি | এর | অতএব | তোমরা কর | যা | তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | তারা বলেছিল | দোয়াকর | আমাদের জন্যে

رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ

তোমাররবের কাছে | তিনি বর্ণনা করেন(যেন) | আমাদের জন্যে | কি | তার রং

৬৬. এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সেকালের লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে শিক্ষা এবং খোদাভীরু লোকদের জন্যে মহান উপদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

৬৭. তারপর সেই ঘটনাও স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতিকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছ? মূসা বলল, আমি মূর্খদের ন্যায় কথাবলা হতে খোদার নিকট পানাহ চাই।

৬৮. তারা বলল, তুমি তোমার খোদার নিকট প্রার্থনা করে গাভীসম্পর্কে কিছু বিস্তারিত জানাতে বল। মূসা বলল, খোদা বলছেন,"তা এমন একটি গাভী হবে, যা বৃদ্ধাও নয় , একেবারে বাছুরও নয়, বরং মধ্যম বয়সের হবে"। অতএব যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা পালন কর।

৬৯. এর পরও তারা বলতে লাগল, " তোমার খোদার নিকট এও জিজ্ঞেস করে লও যে, তার বর্ণ কি হবে?"

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ

সে বলল | তিনি নিশ্চয় | বলেন | তা নিশ্চয় | গাভী | হলদে | গাঢ় | তার রং | আনন্দ দেয়

النّٰظِرِيْنَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اِنَّ

দর্শকদেরকে | তারা বলেছিল | তুমি দোয়া কর | আমাদের জন্যে | তোমার রবের কাছে | তিনি বর্ণনা করেন (যেন) | আমাদের জন্যে | কেমন | তা | নিশ্চয়

الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۭ وَ اِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ (٧٠) قَالَ اِنَّهٗ

গাভীটি (সম্পর্কে) | সংশয় হচ্ছে | আমাদের কাছে | এবং | নিশ্চয় আমরা | যদি | চান | আল্লাহ | অবশ্যই | সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত হব | (মূসা) বলল | তিনি নিশ্চয়

يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَ لَا تَسْقِي

বলেন | তা নিশ্চয় | একটি গাভী | না | লাগান হয়েছে | চাষে | জমীন | আর | না | সেচ করেছে

الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ۭ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ

ক্ষেতে | সুস্থ | নাই | কোন খুঁত | তার মধ্যে | তারা বলেছিল | এখন | তুমি এনেছ (বর্ণনা)

بِالْحَقِّ ۭ فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧١)

সঠিক ভাবে | তখন তা তারা জবেহ করল | এবং | না | আগ্রহী ছিল | তারা করতে

মূসা বলল, "তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যই হলুদ বর্ণের হবে– তার বর্ণ এতখানি চাকচিক্যপূর্ণ হবে তা দেখেলোকেরা সন্তুষ্ট হতে পারবে"।

৭০. তারা আবার বলল, "তোমার খোদার নিকট পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করে বল; গাভীটি কিরূপ হওয়া চাই। কেননা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের সংশয় হচ্ছে। খোদা চাইলে আমরা উহার সন্ধান করে নিতে পারবো"।

৭১. মূসা উত্তরে বলল, "তা এমন এক গাভী হবে যা দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয়না, জমিও চাষ করেনা, পানি সেচের কাজও করেনা ---- নিখুঁত ও নির্মল"। একথা শুনেই তারা বলে উঠল, "হ্যাঁ এবার তুমি সঠিক সন্ধান দিয়েছ"। অতঃপর তারা এরূপ গাভী জবেহ করল; অন্যথায় তারা এ কাজ করবে বলে মনে হতেছিল না [২৮]।

২৮. মিশরবাসী ও প্রতিবেশী জাতি-সমূহের কাছ থেকে গাভীর মাহাত্ম-মহিমা ও পবিত্রতার ধারণা ও সংস্কার এবং গো-পূজার রোগ বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে গভীর ভাবে সংক্রামিত হয়েছিল। সে কারণে তারা মিশর থেকে বহির্গত হবার অব্যবহিত পরেই গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। এ জন্যই তাদেরকে গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল । তারা এ নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ও এ-সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা যতই এ-সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রশ্ন করে, ততই তারা সেই প্রশ্ন-সমূহের বেড়াজালে অধিকতর আটকে যেতে থাকে; এমনকি সে যমানায় তারা যে বিশেষ ধরনের গাভী নিজেদের পূজার জন্য নির্দিষ্ট করতো, শেষ পর্যন্ত সেই বিশেষ ধরনের স্বর্ণবর্ণের গাভী যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়। এ যেন অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয়া হলো যেঃ তারা তাদের উপাস্য নির্দিষ্ট ধরনের গাভীকেই যবেহ করুক।

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا

এবং যখন | তোমরা হত্যা করেছিলে (স্মরণকর) | এক ব্যক্তিকে | তোমরা অতঃপর পরস্পরকেদোষ দিয়ে ছিলে | সে ব্যাপারে | এবং | আল্লাহ | প্রকাশকারী | যা

كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ

তোমরা গোপন করতেছিলে | আমরা তখন বলেছিলাম | তাকেতোমরাআঘাত কর | তার কিছু অংশ দিয়ে (এবং সে বেঁচে উঠল) | এভাবে | জীবিত করেন

اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ

আল্লাহ | মৃতকে | ও | তোমাদের দেখান | তাঁর নিদর্শন গুলোকে | তোমরা যাতে | বুঝতেপার | পরে

قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ

কঠিন হয়ে গেল | তোমাদের অন্তর গুলো | পরেও | এর | তা অতঃপর (হয়েগেল) | যেমন | পাথর | অথবা (তারচেয়েও)

اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ

অধিকতর | কঠিন | অথচ | নিশ্চয় | কিছু | পাথর (এমনও আছে) | অবশ্য যা | ফেটেবের হয় | তাহতে | ঝর্ণাধারা

وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا

এবং | নিশ্চয় | তার কিছু (এমনও আছে) | অবশ্যই যা | ফেটে যায় | অতঃপর বেরহয় | তাথেকে | পানি | এবং | নিশ্চয় | তার কিছু (এমনওআছে)

لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ

অবশ্যই যা | পড়ে যায় | ভয়ে | আল্লাহর

রুকূঃ৯

৭২. তোমাদের স্মরণ আছে সেই ঘটনা, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর সে সম্পর্কে তোমরা ঝগড়া ও একে অপরের উপর হত্যার দোষারোপ করতে শুরুকরেছিল। কিন্তু আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তোমরা যা গোপন করবে, তিনি তা প্রকাশ করে দিবেন।

৭৩. তখন আমরা এই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, নিহত ব্যক্তির শবদেহের উপর উহার একাংশদ্বারা আঘাতদাও। বস্তুতঃ এরূপেই আল্লাহতা'আলা মৃতদের জীবন দান করেন এবং তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শণ করেন- যেন তোমরা অনুধাবণ করতে পার।

৭৪. কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ দেখতে পাওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছে- পাথরের ন্যায় কঠিন কিংবা তা অপেক্ষাও কঠিনতর। কেননা কোন কোন পাথর এমনও হয়ে থাকে যা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোন কোনটি দীর্ণ হয়ে যায় এবং তার মধ্যহতে জলধারা উৎসারিত হয়। আর কোন কোনটি খোদার ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপতিত হয়।

وَ	مَا	اللّٰهُ	بِغَافِلٍ	عَمَّا	تَعْمَلُوْنَ ۝٧٤	اَفَتَطْمَعُوْنَ
এবং	না	আল্লাহ	অনবহিত	তাহতে যা	তোমরা করছো	তবেকি তোমরা আশা কর

اَنْ	يُّؤْمِنُوْا	لَكُمْ	وَ	قَدْ	كَانَ	فَرِيْقٌ	مِّنْهُمْ
যে	তারা ঈমান আনবে	তোমাদের (দাওয়াতে)	অথচ	নিশ্চয়	আছে	একদল	তাদের মধ্যে

يَسْمَعُوْنَ	كَلٰمَ	اللّٰهِ	ثُمَّ	يُحَرِّفُوْنَهٗ	مِنْۢ بَعْدِ	مَا
(যারা) শুনে	কালাম	আল্লাহর	পরে	তা তারা বিকৃত করে	এর পরেও	যা

عَقَلُوْهُ	وَ	هُمْ	يَعْلَمُوْنَ ۝٧٥	وَ	اِذَا	لَقُوا	الَّذِيْنَ
তা তারা বুঝেছিল	অথচ	তারা	(ভালভাবে) জানেও	এবং	যখন	তারা মিলে (তাদের সাথে)	যারা

اٰمَنُوْا	قَالُوْٓا	اٰمَنَّا ۚ	وَ	اِذَا	خَلَا	بَعْضُهُمْ	اِلٰى	بَعْضٍ
ঈমান এনেছে	তারা বলে	আমরা ঈমান এনেছি	এবং	যখন	মিলে গোপনে	তাদের কেউ	সাথে	কারো

আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন।

৭৫. হে মুসলমানেরা! এখনাক তোমরা ঐসব লোকের প্রতি এ আশা পোষণ কর যে, তারা তোমাদের ইসলামী দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে [২৯] অথচ তাদের একটা দলের এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে তারা খোদার কালাম শুনে এবং খুব ভাল করে বুঝেনিয়ে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করেছে।

৭৬. তারা মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও তাকে মানি; কিন্তু নির্জনে তাদের পরস্পরে যখন কথাবার্তা হয়,

২৯. মদীনার যে সমস্ত নও-মুসলিম সবে মাত্র আরবী নবীর (সঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল– ঈমান এনেছিল তাদের উদ্দেশ্যে এই সম্ভাষণ । নবুয়্যত (আল্লাহ কর্তৃক নবী প্রেরণের ব্যবস্থা), কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, শরীয়ত প্রভৃতি যে সব কথা তারা পূর্বে শুনেছিল, সে সব তারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদীদেরই কাছ থেকে শুনেছিল। এখন তারা স্বাভবতঃই এ আশা পোষণ করছিল যে –পূর্ব থেকেই যেসব লোক নবী ও আসমানী কিতাব মান্য করে আসছে এবং যাদের দেয়া সংবাদের সাহায্যে তারা ঈমানের নেয়ামত লাভকরে ধন্য হয়েছে তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই তাদের সংগী হবে– বরং এ পথে তারাই হবে অগ্রণী।

قَالُوْٓا	اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ	بِمَا	فَتَحَ	اللّٰهُ	عَلَيْكُمْ	لِيُحَآجُّوْكُمْ
তারা বলে	তাদেরকে তোমরা বলে দাও কি	ঐ বিষয় যা	প্রকাশ করেছেন	আল্লাহ	তোমাদের কাছে	তোমাদের বিরুদ্ধে যেন প্রমাণ পেশ করতে পারে

بِهٖ	عِنْدَ	رَبِّكُمْ ؕ	اَفَ	لَا	تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾	اَوَ	لَا	يَعْلَمُوْنَ
তাদিয়ে	কাছে	তোমাদের রবের	তবে কি?	না	তোমরা বুঝ	কি	না	তারা জানে

اَنَّ	اللّٰهَ	يَعْلَمُ	مَا	يُسِرُّوْنَ	وَ	مَا	يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾	وَ	مِنْهُمْ
যে	আল্লাহ	জানেন	যা কিছু	তারা গোপন করে	ও	যা	তারাপ্রকাশ করে	এবং	তাদের মধ্যে কিছু (আছে)

اُمِّيُّوْنَ	لَا	يَعْلَمُوْنَ	الْكِتٰبَ	اِلَّآ	اَمَانِيَّ	وَ	اِنْ	هُمْ	اِلَّا
নিরক্ষর	না	তারা জানে	কিতাব	এছাড়া	আশা আকাংখা	এবং	না	তারা	এছাড়া

يَظُنُّوْنَ ﴿٧٨﴾	فَوَيْلٌ	لِّلَّذِيْنَ	يَكْتُبُوْنَ	الْكِتٰبَ	بِاَيْدِيْهِمْ ۗ	ثُمَّ
(অমূলক) ধারণা করে	ধ্বংস অতএব	তাদের জন্যে (যারা)	লিখে	কিতাবে (অর্থাৎ শরয়ীবিধান)	তাদেরহাতদিয়ে	পরে

يَقُوْلُوْنَ	هٰذَا	مِنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ	لِيَشْتَرُوْا	بِهٖ	ثَمَنًا	قَلِيْلًا ؕ	فَوَيْلٌ
তারা বলে	এটা (এসেছে)	থেকে	নিকট	আল্লাহর	(এরূপ করে) কেনার জন্যে	তাদিয়ে	মূল্য (অর্থাৎ স্বার্থ)	সামান্য	অতএব ধ্বংস

لَّهُمْ	مِّمَّا	كَتَبَتْ	اَيْدِيْهِمْ	وَ	وَيْلٌ	لَّهُمْ	مِّمَّا	يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾
তাদের জন্যে	একারণে যা	লিখেছে	তাদের হাত	এবং	ধ্বংস	তাদের জন্যে	তাহতে যা	তারা উপার্জন করেছে

তখন তারা বলেঃ তোমরা নির্বোধ হয়েছ, তাদেরকে তোমরা এমনসব কথা বলেদিচ্ছ যা আল্লাহ একমাত্র তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। ফলে তারা তোমাদের নিকট তোমাদেরই বিরুদ্ধে এ কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

৭৭. একথা কি তারা জানেনা যে, তারা যা কিছু গোপন করে আর যা প্রকাশ করে তার সবকিছুই আল্লাহতা'আলার জানা আছে।

৭৮. তাদের মধ্যে আর একটি দল আছে, যারা উম্মী; খোদার কিতাব সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাংখা ও ইচ্ছা-বাসনাই তাদের একমাত্র সম্বল ও অমূলক ধারণা-বিশ্বাস দ্বারা তারা পরিচালিত হয়।

৭৯. তাই সেসব লোকের ধবংস নিশ্চিত যারা নিজেদেরই হাতে শরীয়তের বিধান রচনাকরে এবং তারপর লোকদেরকে বলে, এ খোদার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে- এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ লাভ করবে। বস্তুতঃ তাদের হাতের এই লিখনও তাদের ধ্বংসের কারণ এবং এর সাহায্যে তারা যাকিছু উপার্জন করে তা তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

এবং — তারা বলে — কক্ষণ না — আমাদেরকে স্পর্শ করবে — আগুন — (যদি করেও) তবে — কিছুদিন — গুনা গুণতির

قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ

তুমি বল — তোমরা গ্রহণ করেছ কি — নিকট হতে — আল্লাহর — ওয়াদা (যা) — কক্ষণ না — ভঙ্গ করবেন — আল্লাহ — তাঁর ওয়াদা

اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨٠ بَلٰى مَنْ كَسَبَ

অথবা — তোমরা বলছ — উপর — আল্লাহর — যা — না — তোমরা জান — বরং (সত্যহল) — যেকেউ — উপার্জন করবে

سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ

পাপ — এবং — ঘিরে নিয়েছে — তাকে — তার পাপসমূহ — ফলে — ঐসব লোক — অধিবাসী (হবে) — দোযখের

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٨١ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তারাই — তার মধ্যে — হবে — চিরস্থায়ী — আর — যারা — ঈমান এনেছে — ও — কাজ করেছে — নেকীর

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٨٢ وَ اِذْ

ঐ সব (লোক) — অধিবাসী (হবে) — জান্নাতের — তারাই — তারমধ্যে — চিরস্থায়ী হবে — এবং — (স্মরণকর) যখন

اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

আমরা নিয়েছিলাম — প্রতিশ্রুতি — বনি — ইসরাঈলের (থেকে) — (যে) না — তোমরা ইবাদত করবে — ছাড়া — আল্লাহর

৮০. তারা বলে, দোযখের আগুন কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না, তবে মাত্র কয়েকদিনের শাস্তি মিললে মিলতে পারে। তাদের জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি খোদার নিকটহতে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়েছ যার বিরোধিতা তিনি কখনই করবেন না? কিংবা তোমারই এমনসব কথা খোদার উপর চাপিয়ে দিচ্ছ যে সম্পর্কে তিনি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কি না তা তোমরা কিছুই জান না? দোযখের আগুণ তোমাদের কেনই বা স্পর্শ করবে না?

৮১. বস্তুতঃ যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং নিজের পাপজালে নিজেরাই বিজড়িত হবে, সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামেই চিরদিন থাকবে।

৮২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা বেহেশতী হবে এবং বেহেশতে তারা চিরদিন বসবাস করবে।

রুকুঃ১০

৮৩. স্মরণ কর, ইসরাঈল-সন্তানদের নিকট হতে আমরা এই পাকা পোখতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করবেনা।

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ

পিতামাতার সাথে এবং | সদয় ব্যবহার করবে | এবং | আত্মীয়স্বজনের | ও | ইয়াতীমদের | ও | মিসকীনদের (সাথে)

وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ط

তোমরা এবং বলবে | লোকদেরকে | ভাল (কথা) | এবং | তোমরাকায়েম করবে | নামাজ | ও | তোমরা দেবে | যাকাত

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٨٣

এরপরেও তোমরাফিরে গিয়েছিলে | ব্যতীত | সামান্য কিছু (লোক) | তোমাদের মধ্য হতে | এবং | তোমরা (আজও) | মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ

যখন এবং | আমরা নিয়ে ছিলাম | তোমাদের প্রতিশ্রুতি | (যে) না | তোমরা ঝরাবে | তোমাদের রক্ত | এবং | না | তোমরা বের করবে

اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝٨٤

তোমাদের নিজে দেরকে | থেকে | তোমাদের ঘর | এরপর | তোমরা স্বীকার করেছিলে | এবং | তোমরাই | সাক্ষ দিচ্ছ

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا

আবার | তোমরাই | ঐ সব (লোক যারা) | তোমরা কতল করছ | তোমাদের নিজে দেরকে | এবং | তোমরা বের করছ | এক পক্ষকে

مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ

তোমাদের মধ্যকার | হতে | তাদের ঘরগুলো | তোমরা সাহায্য দিচ্ছ | তাদের বিরুদ্ধে | গোনাহের সাথে

وَ الْعُدْوَانِ ط

ও | বাড়াবাড়িকরে

মাতা-পিতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, এতীম ও মিসকীনদের সাথে ভালব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভাল কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। মুষ্টিমেয় লোকছাড়া তোমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ভংগকরেছ এবং এখন পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই রয়েছ।

৮৪. আর স্মরণ কর, আমরা তোমাদের নিকট হতে এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবেনা ও পরস্পরকে ঘরবাড়ী হতে বিতাড়িত করবে না; তোমরা সকলে তা স্বীকার করেছিলে; তোমরা নিজেরাই তার সাক্ষী।

৮৫. কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-স্বজনদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোকদের তোমরা ঘরবাড়ী হতে নির্বাসিত করছ, যুলুম ও অত্যাধিক বাড়াবাড়িসহকারে দল পাকাচ্ছ

وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ

এবং | যদি | তোমাদের কাছে আসে | বন্দী (হয়ে) | ছাড়াও বিনিময় দিয়ে তাদের | অথচ | তা

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ

নিষিদ্ধ | তোমাদের উপর | তাদের বহিষ্কার করা | কি তোমরা তবে বিশ্বাস কর | কিছু অংশ | কিতাবের

وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ

এবং | তোমরা অবিশ্বাস কর | (অপর) কিছু অংশকে | তবে কি | প্রতিদান (হতেপারে) | যে | করবে | এরূপ

مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

তোমাদের মধ্যকার | এছাড়া যে | অপমান লাঞ্ছনা | জীবনে | দুনিয়ার | এবং | দিনে | কিয়ামতের

يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ

তারা নিক্ষিপ্ত হবে | দিকে | কঠোর | আযাবের | এবং | না | আল্লাহ | বে খবর

عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ

এ বিষয়ে যা | তোমরা করছ | ঐ সব(লোক) | (তারাই) যারা | কিনে নিয়েছে | জীবনকে

الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

দুনিয়ার | আখেরাতের বিনিময়ে | না ফলে | হালকা করা হবে | তাদের থেকে | আযাব

وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾ ع

এবং | না | তারা | সাহায্যপ্রাপ্ত হবে

এবং যখন তারা যুদ্ধে বন্দীহয়ে

তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাদের মুক্তির জন্যে তোমরা বিনিময়ের আদান-প্রদান কর। অথচ তাদেরকে ঘর হতে নির্বাসিত করাই ছিল তোমাদের প্রতি হারাম (নিষিদ্ধ)। তবে তোমরা কি কিতাবের একাংশ বিশ্বাসকর এবং অপর অংশকে কর অবিশ্বাস? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তিরদিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।

৮৬. প্রকৃত পক্ষে এসব লোকেরাই নিজেদের পরকাল বিক্রিকরে দুনিয়ার জীবন খরিদকরে নিয়েছে। কাজেই এদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাসকরা হবে না এবং কোন সাহায্যও তারা পাবেনা।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ
এবং নিশ্চয় আমরা দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠিয়েছি তার পরে

بِالرُّسُلِ ز وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ
রসূলদেরকে এবং আমরা দিয়েছি ঈসাকে পুত্র মরিয়মের সুস্পষ্ট নির্দশন সমূহ

وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ
ও তাকে আমরা সাহায্য করেছি আত্মাদিয়ে পবিত্র যখনই অতঃপর কি তোমাদের কাছে এসেছে

رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج
কোন রসূল তা নিয়ে যা না পছন্দ করে তোমাদের মন অহংকার করেছ তোমরা

فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَ قَالُوْا
অতঃপর কতককে তোমরা অস্বীকার করেছ আর কতককে তোমরা হত্যা করেছ এবং তারা বলেছিল

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا
আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত (সুরক্ষিত) বরং (সত্যহল) তাদেরকে লানত করেছেন আল্লাহ তাদের কুফরির কারণে তাই কম (লোকই)

مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾
যারা ঈমান আনবে

রুকুঃ১১

৮৭. আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতঃপর ক্রমাগতভাবে রসূল প্রেরণ করেছি। শেষকালে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সহকারে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র আত্মার[৩০] দ্বারা তাকে সাহায্যও করেছি। এরপর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যখনি কোন নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছে তখনি তোমরা নিজেদেরকে তার অপেক্ষা বড় মনেকরে তার বিরুদ্ধাচারণই করেছ; কাকেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাকেও করেছ হত্যা।

৮৮. তারা বলে, আমাদের মন সুরক্ষিত; না, বরং আসল ব্যাপার এই যে তাদের কুফরীর কারণে তাদের উপর খোদার অভিশম্পাত বর্ষিত হয়েছে। এজন্যে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

৩০. 'রুহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা'র অর্থ– অহীর (আল্লাহর প্রত্যাদেশবাণীর) মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান হতে পারে, আবার এর অর্থ অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) -ও হতে পারে। এ ছাড়া এর মানে হযরত ঈসার (আঃ) নিজের পবিত্র 'আত্মা'ও হতে পারে; কেননা আল্লাহতা'আলা তার আত্মাকে পবিত্র গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করেছিলেন।
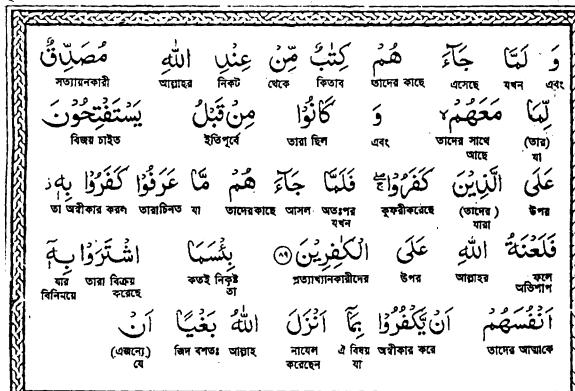
৮৯. এখন খোদার নিকট হতে যে কিতাবখানি তাদের নিকট এসেছে তার সাথে তারা কিরূপ ব্যবহার করেছে? যদিও তারা তাদের নিকট পূর্বহতে মওজুদ গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করত। যদিও উহার আগমনের পূর্বে তারা নিজেরা কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যলাভের জন্যে প্রার্থনা করত[৩১]; কিন্তু যখন সে জিনিষ এসে পৌঁছাল যাকে তারা চিনতে পারল তখন তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। এ সমস্ত অবিশ্বাসীর উপর খোদার অভিশম্পাত!

৯০. তারা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্তনা লাভকরে[৩২] তা কতই না নিকৃষ্ট। তা এই যে, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তারা শুধু এ জিদের বশবর্তী হয়ে তা মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে,

৩১. নবী করীমের (সঃ) আগমনের পূর্বে ইহুদীরা সেই নবীর আবির্ভাবের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো যাঁর আগমন সম্পর্কে তাদের নবীগণ ভবিষ্যৎ-বাণী করে গিয়েছিলেন; এবং তারা তাঁর সত্বর আগমনের জন্য প্রার্থনাও করতো যাতে তাঁর আবির্ভাবে কাফেরদের আধিপত্য মিটে যায় ও তাদের উত্থান ও উন্নতির যুগ শুরু হয়।

৩২. এ আয়াতের আর একটি তরজমা এরূপ হতে পারেঃ যার জন্য তারা নিজেদের প্রাণকে বিক্রয় করছে তা কত নিকৃষ্ট জিনিস; অর্থাৎ নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্য ও নিজেদের মুক্তিকে তারা জলাঞ্জলি দিল।
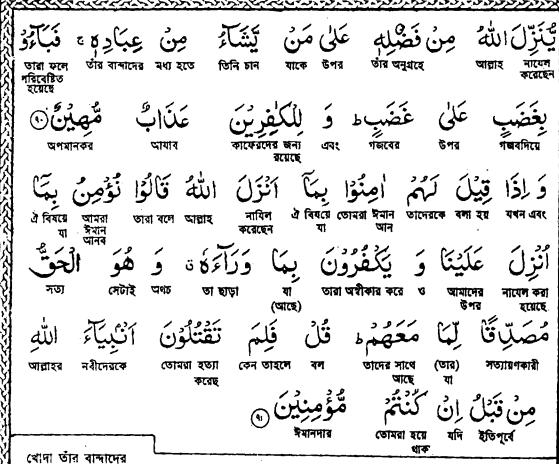
খোদা তাঁর বান্দাদের মধ্যেহতে নিজ মনোনীত একজনকে তাঁর অনুগ্রহ (অহী ও নবুয়্যত) দানে ভূষিত করেছেন[৩৩]। অতএব তারা খোদার দ্বিগুণ গযবের উপযুক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ এ সমস্ত কাফেরদের জন্যে কঠিন অপমানকর শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৯১. যখনই তাদের বলাহয়, আল্লাহ যাকিছু নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আন, তখন তারাবলে, "আমরাতো শুধু সেই জিনিসের প্রতিই ঈমান এনেথাকি, যা আমাদের (ইসরাঈল বংশের) প্রতি নাযিল হয়েছে"। উহার পরিসীমার বাইরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানতে তারা অস্বীকার করছে; অথচ যা মানতে তারা অস্বীকার করছে, তা সত্য; এবং তাদের নিকট পূর্বহতে যে (আদর্শের) শিক্ষা বর্তমান ছিল তা তার সত্যতা স্বীকারকরে ও তার সমর্থন করে। যাই হোক, তাদের জিজ্ঞেস কর, তোমাদের নিকট অবতীর্ণ আদর্শের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাসীই হয়ে থাক, তবে ইতিপূর্বে (বণী-ইসরাঈল বংশে আগত) খোদার সেই নবীদের কেন হত্যা করতেছিলে?

৩৩. তাদের মনের বাসনা ছিল-ভবিষ্যতে যে নবী আসবেন তিনি তাদের কওমের মধ্যে জন্মলাভ করুন। কিন্তু সেই নবী যখন অন্য একটি কওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন, যে কওমকে তারা নিজেদের তুলনায় হীন মনে করতো , তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে উদ্যোগী হলো; তাদের মনের বাসনা- যেন আল্লাহ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তাদের কথা মতো নবী পাঠালে তবে ঠিক হতো।

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

এবং | নিশ্চয় | তোমাদের কাছে এসেছিল | মূসা | সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে | এরপর | গ্রহণ করে ছিলে | তোমরা | গো বাছুরকে (উপাস্যরূপে)

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ

তারপরও | এবং | তোমরা ছিলে | যালেম | এবং | যখন | আমরা গ্রহণ করেছিলাম | তোমাদের প্রতিশ্রুতি | এবং

رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا

উঠিয়েছিলাম | তুরপাহাড়কে তোমাদের উপর | (বলেছিলাম) তোমরা ধর | (তা) যা | তোমাদেরকে আমরা দিয়েছি | শক্তভাবে | ও | তোমরা শুন

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِ

তারা বলেছিল | আমরা শুনলাম | কিন্তু | আমরা অমান্য করলাম | এবং | সিঞ্চিত হয়েছিল | মধ্যে | তাদের অন্তরগুলোর | বাছুর (পূজা) | কুফরির কারণে

هِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

তাদের | বল | কতইনা নিকৃষ্ট | তোমাদের নির্দেশ দেয় | যার | তোমাদের ঈমান | যদি | তোমরা হয়ে থাক | ঈমানদার

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً

বল | যদি | হয় (নির্দিষ্ট) | তোমাদের জন্যে | ঘর | আখেরাতের | কাছে | আল্লাহ | শুধুমাত্র (তোমাদেরই)

مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾

ব্যতীত | (সমগ্র) মানুষ | তোমরা তাহলে কামনা কর | মৃত্যুর | যদি | তোমরা হয়ে থাক | সত্যবাদী

৯২. তোমাদের নিকট মূসা কিরূপ উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল৷ তা সত্বেও তোমরা এমন জালেম হয়ে গিয়েছিলে যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমরা বাছুরকে উপাস্য-দেবতা বানিয়েছিলে।

৯৩. এছাড়া তোমাদের উপর তুর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের নিকট হতে আমরা যে চুক্তি গ্রহণ করেছিলাম, তাও স্মরণ করে দেখ। তাতে আমরা তাকীদ করেছিলাম যে, যে পথ-নির্দেশ আমরা দিতেছি তা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে কাজে পরিণত কর এবং মনোনিবেশ সহকারে শোন। তোমাদের উর্ধ্বতন পুরুষেরা বলেছিলঃ আমরা শুনেছি বটে, কিন্তু মানবনা। বাতিল ও অন্যায়ের প্রতি তাদের মন এতই আকৃষ্ট হয়েপড়েছিল যে, তাদের মনের পটে বাছুরেরই প্রভাব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বলে দাওঃ তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে যে ঈমান এধরণের পাপকাজের প্রেরণা দেয়, তা বড়ই আশ্চর্যজনক ঈমান৷

৯৪. তাদের বল, পরকালের ঘর সমগ্রমানুষ ব্যতীত কেবল তোমাদের জন্যেই যদি নির্দিষ্ট হয়েথাকে, তাহলে তোমাদের মৃত্যু কামনা করাই বাঞ্চনীয়; অবশ্য যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ

কিন্তু / নিশ্চয়না / তা কামনা করবে তারা / কখনও / এ কারণে যা / আগে পাঠিয়েছে / তাদের হাত / এবং / আল্লাহ / খুবই অবহিত

بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى

জালেমদের সম্পর্কে / এবং / তাদেরকে তোমরা পাবে অবশ্যই / অত্যাধিক লোভী / লোকদের মধ্যে / প্রতি

حَيٰوةٍ ۚ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ

বেঁচেথাকার / এবং / (তাদের) চেয়েও- / যারা / শির্ক করে / তাদের প্রত্যেকে চায় / যদি / বয়স দেওয়া হত

اَلْفَ سَنَةٍ ج وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ

একহাজার / বছরের / অথচ / না / তা(অর্থাৎ দীর্ঘায়ু) / তাকে টলাতে পারবে / থেকে / আযাব

يُّعَمَّرَ ط وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ

বয়সদেওয়া হয়ও / এবং / আল্লাহ / খুব দেখেন / ঐ বিষয় যা / তারা করছে / বল / যে / হবে

عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ

শত্রু / জিব্রাইলের (সে জেনে রাখুক)

ع

৯৫. নিশ্চয় জেনো এরা কখনই মৃত্যু কামনা করবেনা। নিজেদের হাতে উপার্জন করে তারা যাকিছু সেখানে পাঠিয়েছে,তার প্রেক্ষিতে সেখানে যাওয়ার কামনা না করাই স্বাভাবিক। আল্লাহ এই যালেমদের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন।

৯৬. তোমরা তাদেরকে বেচেঁ থাকার জন্যে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোভী দেখতে পাবে। এমনকি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কোননা কোন রূপে হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করে। অথচ (ইহা নিঃসন্দেহে) দীর্ঘজীবন তাদেরকে আযাব হতে কখনো দূরে রাখতে (রক্ষাকরতে) সমর্থ হবে না। তারা যেসব কাজকর্ম করছে তা সবই আল্লাহর গোচরীভূত হচ্ছে।

রুকূঃ১২

৯৭. তাদের বল, জিব্রাঈলের যে শত্রুতা পোষণ করে[৩৪] তার জেনেরাখা দরকার যে,

৩৪. ইহুদীরা মাত্র নবী করিম (সঃ) এবং তাঁর প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলেন তাঁদের মন্দ বলতো না, খোদার প্রিয় সম্মানিত ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)-কেও তারা গাল-মন্দ করতো ও বলতোঃ সে আমাদের শত্রু; সে রহমতের (কৃপা ও করুণার) ফেরেশতা নয়, বরং আযাবের (শাস্তির)।

فَإِنَّهُ	نَزَّلَهُ	عَلَى	قَلْبِكَ	بِإِذْنِ	اللهِ	مُصَدِّقًا
সে নিশ্চয়	তা নাযিল করেছে	উপর	তোমারঅন্তরে	অনুমতিক্রমে	আল্লাহর	সত্যায়নকারী

لِّمَا	بَيْنَ يَدَيْهِ	وَ	هُدًى	وَّ	بُشْرَى	لِلْمُؤْمِنِينَ ⑨৭
(তার) যা	তার সামনে (আছে)	এবং	হেদায়াত	ও	সুসংবাদ	মু'মিনদের জন্যে

مَنْ	كَانَ	عَدُوًّا	لِّلَّهِ	وَ	مَلَٰٓئِكَتِهِ	وَ	رُسُلِهِ	وَ	جِبْرِيلَ
যে	হবে	শত্রু	আল্লাহর	ও	তাঁর ফেরেশতাদের	ও	তাঁর রসূলদের	ও	জীব্রাঈলের

وَ	مِيكَٰلَ	فَإِنَّ	اللَّهَ	عَدُوٌّ	لِّلْكَٰفِرِينَ ⑨৮	وَ	لَقَدْ
ও	মিকাঈলের	নিশ্চয় ফলে	আল্লাহ (হবেন)	শত্রু	(সেইসব) কাফেরদের জন্য	এবং	নিশ্চয়

أَنزَلْنَآ	إِلَيْكَ	ءَايَٰتٍۭ	بَيِّنَٰتٍ	وَ	مَا	يَكْفُرُ	بِهَآ	إِلَّا
আমরা নাযিল করেছি	তোমার উপর	আয়াত সমূহ	সুস্পষ্ট	এবং	না	অস্বীকার করে	তাকে	ছাড়া

الْفَٰسِقُونَ ⑨৯	أَوَ	كُلَّمَا	عَٰهَدُوا	عَهْدًا	نَّبَذَهُۥ	فَرِيقٌ
ফাসেকরা	এমন নয়কি	যখনই	তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে	কোন প্রতিশ্রুতি	তা নিক্ষেপ করেছে	একদল

مِّنْهُمْ	بَلْ	أَكْثَرُهُمْ	لَا	يُؤْمِنُونَ ①০০
তাদের মধ্যকার	বরং	তাদের অধিকাংশ	না	বিশ্বাস করে

জিব্রাইল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এ কোরআন মজীদ তোমার মনের উপর নাযিল করেছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থণকরে এবং ঈমানদারদের জন্যে সঠিকপথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।

৯৮. (জিব্রাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এই যদি কারণ হয়ে থাকে তবে বলেদাও যে) যারা আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতাগণ, তাঁর পয়গম্বরগণ এবং জিব্রাইল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ স্বয়ং সেই কাফেরদেরও শত্রু।

৯৯. আমরা তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি যা সুস্পষ্টরূপে সত্যপ্রকাশ করছে। কেবল ফাসেক তা মেনেনিতে অস্বীকার করে থাকে।

১০০. সাধারণতঃ এটাই কি হয়নি যে তারা যখন কোনকিছুর প্রতিশ্রুতি দানকরেছে, তখন তাদের একটি না একটি উপদল নিশ্চিতরূপেই তা উপেক্ষা করেছে? আর সত্যি কথা এই যে, তাদের মধ্যে অনেকলোক আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমানই আনেনি।

وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

এবং যখন তাদের কাছে এসেছে কোন রসূল থেকে কাছ আল্লাহর সত্যায়নকারী (তার) যা

مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ

তাদের সাথে (আছে) নিক্ষেপ করেছে একদল (তাদের) মধ্যকার যাদের দেওয়া হয়েছে কিতাব কিতাব আল্লাহর

وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾ وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا

পিছনে পিঠের তাদের তারা যেন না জানেই এবং তারা অনুসরণ করেছে (তার) যা পেশকরত

الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ

শয়তানরা সম্পর্কে রাজত্বের সুলায়মানের আর না কুফরী করেছিল সুলাইমান

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَا

কিন্তু শয়তানরা কুফরী করেছিল (তারাই)শিখাত লোকদেরকে যাদু এবং (আয়ত্ব করত) যা

اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ط

নাযিল করা হয়েছিল দুই ফেরেশতার উপর বাবেল (শহরে) হারুত ও মারুত (নামের)

১০১. যখনি তাদের নিকট খোদার তরফ হতে কোন রসূল আগমণকরে তাদের নিকট (পূর্বহতে) মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থণকরে তখনি এই কিতাবধারীদের মধ্যে হতে একটি উপদল খোদার কিতাবকে এমন ভাবে পিছনে ফেলে রেখেছে যেন তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা।

১০২. অথচ সে সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সোলাইমানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সোলাইমান কখনই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরী অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে যাদুগিরি শিক্ষাদান করছিল। বেবিলনের হারুত ও মারুত দুই ফিরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

অথচ না দুজনে শিখিয়েছে কাউকে যতক্ষণ না দুজনে বলেছে মূলতঃ আমরা পরীক্ষা (মাত্র)

فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ

অতএব না কুফরী করো তবুও তারা শিখে তাদের দুজন থেকে যা তারা পৃথক করত তা দিয়ে মাঝে

الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا

পুরুষের (স্বামীর) ও তার স্ত্রীর এবং না তারা ক্ষতি করতে পারত এদিয়ে কাউকে এছাড়া

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ

অনুমতি ক্রমে আল্লাহর এবং তারা শিখে (এমনকিছু) যা তাদের ক্ষতি করত এবং না তাদের উপকার করত

وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ

এবং নিশ্চয় তারা জেনেছিল অবশ্যই যে কেউ তা ক্রয় করেছিল নেই তার জন্যে আখেরাতে কোন

خَلَاقٍ ؕ

অংশ

অথচ তারা (ফিরেশতারা) যখনি কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই একথা বলে স্পষ্টভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত যে, 'দেখ, আমরা নিছক একটি পরীক্ষামাত্র, তোমরা কুফরীর পংকে নিমজ্জিত হয়োনা'[৩৫]। তা সত্ত্বেও তারা ফিরেশতাদ্বয়ের নিকট হতে সেই জিনিসই শিখতেছিল, যা দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকরা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, খোদার অনুমতি ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হত না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত যা তাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না বরং ক্ষতিকর ছিল; এবং তারা ভাল করেই জানত যে এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তাদের জন্যে পরকালের কোনই কল্যাণ নেই।

৩৫. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি আছে। কিন্তু আমি এর যা অর্থ বুঝেছি তা হচ্ছেঃ বণী-ইসরাঈল যে সময়ে বাবেলে দাস ও বন্দী জীবণ-যাপন করছিল সে সময়ে তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহতা'আলা দুই ফেরেশতাকে প্রেরণ করে থাকবেন। লূত (আঃ)-এর জাতির কাছে যেরূপ ফেরেশতাগণ সুদর্শন, বালকরূপ ধারণ করে গিয়েছিলেন, উক্ত ইসরাঈলীগনের কাছে ফেরেশতারা সম্ভবতঃ পীর ও ফকিরের রূপধারণ করে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা হয়তো একদিকে যাদুর বাজারে নিজেদের দোকান ফেঁদে বসেছিলেন ও অন্যদিকে তাঁরা লোকদের কাছে যুক্তি-জ্ঞানসহ সত্য পৌঁছে দিয়ে সতর্ক করার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাবধানও করে দিতেন। যে দেখ, আমরা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ; তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট করোনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে তাঁদের উপস্থাপিত 'সিফলী আমলিয়াত'– যাদুর হীন ক্রিয়াকান্ড ও তাবীজ-তুমার, মন্ত্র-তন্ত্রের জন্য উম্মাদের মত ছুটে আসতো।

وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

এবং | অবশ্যই কত নিকৃষ্ট | তা | যার বদলে তারা বিক্রয় করে | তাদের জীবনকে | যদি | তারা জানতো

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ

এবং | যদি | তারা | ঈমান আনত | এবং | তাকওয়া অবলম্বন করত | অবশ্যই ছওয়াব পেত | থেকে

عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ ع يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

আল্লাহর নিকট | উত্তম | যদি | তারা জানত | ওহে | যারা

اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ط

ঈমান এনেছ | না | তোমরা বল | 'রায়েনা' | বরং | তোমরা বল | 'উনজুরনা' | এবং | তোমরা শ্রবণ কর

وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

এবং | কাফেরদের জন্য (রয়েছে) | আযাব | বড় কষ্টদায়ক

তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রি করেছে, তা কতই নিকৃষ্ট জিনিস। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত।

১০৩. তারা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে খোদার নিকট তার যে প্রতিফল পাওয়া যেত তা তাদের পক্ষে কল্যাণময় হত। তারা যদি তা জানতে পারত।

রুকূঃ১৩

১০৪. হে ঈমানদাররা 'রায়েনা' বলোনা, বরং 'উনযুরনা' বল এবং লক্ষ্য করে শ্রবণ কর[৩৬]। এ কাফেররা নিশ্চিতরূপে কঠিন শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

৩৬. ইহুদীরা যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে আসতো তখন তারা প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে তাদের অন্তরের জ্বলন মিটাবার চেষ্টা করতো। নবী করীমের (সঃ) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথা বার্তার মধ্যে যখন তাদের কোন সময়ে একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, 'থামুন, আমাদের কথাটা বুঝে নেবার একটু অবকাশ দিন'; তখন তারা বলতো 'রায়েনা' । এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছেঃ 'আমাদের জন্যে একটু অবকাশ দান করুন, রেয়ায়েত করুন, বা আমাদের কথা শুনুন' । কিন্তু এর কয়েকটি কদর্থও আছে। এ জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা এ শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকো; ও তার পরিবর্তে 'উনযুরনা' বলতে থাকো অর্থাৎ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বা আমাদের একটু বুঝে নিতে অবকাশ দিন'।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ

না চায় যারা কুফরী ক'রেছে মধ্য হতে আহলে কিতাবদের এবং না মোশরেকদের (মধ্যহতে) যে

يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ

নাযেল হউক তোমাদের উপর কোন কল্যাণ পক্ষহতে তোমাদের রবের কিন্তু আল্লাহ বিশেষভাবে মনোনীত করেন তার দয়ার জন্যে

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ

যাকে তিনিচান এবং আল্লাহ অনুগ্রহশীল মহান যা আমরা রহিত করি (অর্থাৎ) কোন

اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ

আয়াত অথবা তা আমরা ভুলিয়ে দেই আনি আমরা উত্তম তার চেয়ে অথবা তার অনুরূপ নাকি তুমি জান

اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۰۶﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ

নিশ্চয় আল্লাহ উপর সব কিছুর সক্ষম নাকি তুমি জান যে

اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ

আল্লাহ (এমনযে) তাঁরই জন্যে রাজত্ব আসমান ও যমীনের এবং নাই তোমাদের জন্যে

دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیْرٍ ﴿۱۰۷﴾

ছাড়া আল্লাহ কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী

১০৫. যারা সত্যের এই আহবান কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা আহলি-কিতাব হোক আর মুশরিকই হোক তোমার প্রতি তোমার খোদার নিকট হতে কোন প্রকার কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়াকে কেউ পছন্দ করেনা; অথচ আল্লাহ যাকেই চান নিজের রহমত দানের জন্যে মনোনীত করে নেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমরা যে আয়াত 'মনসুখ' করি কিংবা ভুলিয়ে দিই, তার স্থানে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি, কিংবা অন্ততঃ অনুরূপ[৩৭] জিনিসই এনে দিই।

১০৭. তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান? এটা কি জানা নেই যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহরই জন্যে? তিনি ব্যতীত অন্য কেউই তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

৩৭. এখানে একটা বিশেষ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যা ইহুদীগণ মুসলমানদের অন্তরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করতো। তাদের আপত্তি ছিলঃ যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলি খোদার তরফ থেকে এসে থাকে আর এ কোরআনও যদি খোদার পক্ষ থেকে হয় তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের কতক নির্দেশের পরিবর্তে কোরআনে অন্যরূপ নির্দেশাবলী কেন দেওয়া হয়েছে?

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

কি · তোমরা চাও · যে · প্রশ্নকরবে · তোমাদের রসূলকে · যেমন · জিজ্ঞাসিত হয়েছিল · মূসা · ইতিপূর্বে

وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

এবং · যে · পরিবর্তন করল · কুফরীতে · ঈমানের বদলে · নিশ্চয় · সে হারাল · সরল-সোজা · রাস্তাটি

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

কামনা করে · অনেকে · আহলে · কিতাবদের · যদি · তোমাদের ফিরাতে পারত · পরে · তোমাদের ঈমানের

كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا

কুফরীতে · হিংসা বশতঃ · কাছের · তাদের নিজেদের · এর পরও · যা

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

সুস্পষ্ট হয়েছে · তাদের কাছে · প্রকৃত সত্য · অতএব তোমরা মাফকর · ও · উপেক্ষা কর · যতক্ষণ না · (ফয়সালা করে) দেন · আল্লাহ

بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

তাঁর নির্দেশ দিয়ে · নিশ্চয় · আল্লাহ · উপর · সব · কিছুর · ক্ষমতাবান · এবং · তোমরাকায়েম কর · নামাজ

১০৮. তোমার কি তোমাদের নবীর নিকট সে ধরণের দাবী ও প্রশ্ন পেশ করতে চাও, যেমন ইতিপূর্বে মূসার নিকট করা হয়েছে[৩৮]? অথচ যে ব্যক্তিই ঈমানের আদর্শকে কুফরীর আদর্শে পরিবর্তিত করল, সে-ই পথ ভ্রষ্ট হল।

১০৯. 'আহলি-কিতাব' দের মধ্যে অনেক লোকই তোমাদেরকে কোন উপায়ে ঈমানের পথ হতে কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে; কিন্তু শুধু নিজেদের হিংসামূলক মনোবৃত্তির কারণেই তোমাদের জন্যে তাদের এই মনোবাঞ্ছা। এর উত্তরে তোমরা ক্ষমা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন কর। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। নিশ্চিত জেনো, সবকিছুর উপরই আল্লাহর শক্তি কার্যকরী হয়।

১১০. নামায কায়েম কর,

৩৮. ইহুদীগণ খুঁটিনাটি ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম কূট আলোচনা-তর্ক তুলে মুসলমানদের সামনে নানা প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করতো ও নবী (সঃ)-কে নানা প্রশ্ন করার জন্য তাদেরকে প্ররোচনা দিত; এটা জিজ্ঞেস কর, ওটা জিজ্ঞেস কর, সেটা জিজ্ঞেস কর প্রভৃতি। এ ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা এ ব্যাপারে ইহুদীদের ন্যায় মতি-গতি অবলম্বন করোনা; সে রকম ভাব থেকে বেঁচে থাকো।

وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ
ও তোমরা আদায় কর | জাকাত | এবং | যা | তোমরা আগে পাঠাবে | তোমাদের নিজেদের জন্যে | কোন | কল্যাণ | তা তোমরা পাবে

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾ وَ قَالُوْا
কাছে | আল্লাহর | নিশ্চয় | আল্লাহ | যা | তোমরা আমল করছ | খুব দেখছেন | এবং | তারা বলে

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ
কক্ষণ না | প্রবেশ করবে (অন্যকেউ) | জান্নাতে | এছাড়া | যে | হবে | ইহুদী | অথবা | খৃষ্টান

تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
এটা | তাদের আকাংখামাত্র | বল | তোমরা নিয়ে আস | তোমাদের প্রমাণ | যদি | তোমরা হও

صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ بَلٰى ۗ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ
সত্যবাদী | তবে হ্যাঁ | যে | সঁপে দিয়েছে | তার সত্বাকে | আল্লাহর জন্যে | এবং | সে

مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا
সত্য নিষ্ঠও | সেক্ষেত্রে তার জন্য | তার প্রতিফল (রয়েছে) | কাছে | তার রবের | এবং | না (আছে) | কোন ভয় | তাদের জন্যে | আর | না

هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۲﴾
তারা | চিন্তা করবে

যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের পরকালীন মুক্তির জন্যে যা কিছু কল্যাণ আগে পাঠিয়ে দিবে তা তোমরা আল্লাহরই নিকট মওজুদ পাবে। বস্তুতঃ তোমরা যাই কর না কেন, তা সবই আল্লাহর গোচরীভূত হয়।

১১১. তারা বলে, কোন ব্যক্তিই বেহেশতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না সে ইয়াহুদী কিংবা (খৃষ্টানদের মতে) খৃষ্টান হবে। মূলতঃ এ তাদের মনের কামনা মাত্র। তাদের বল, তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হলে তার উপযুক্ত প্রমাণ পেশ কর।

১১২. (বস্তুতঃ তোমাদের বা অন্য কারো বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই) বরং সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তিই নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করেদিবে এবং কার্যতঃ সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করবে, তার খোদার নিকট তার জন্যে প্রতিদান রয়েছে–এবং এ ধরণের লোকদের জন্যে কোন প্রকার ভয় ও আশংকার কারণ নেই।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ

এবং বলে ইহুদীরা নাই খৃষ্টানরা উপর কোনকিছুর (প্রতিষ্ঠিত)

وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ

এবং বলে খৃষ্টানরা নাই ইহুদীরা ওপর কোনকিছুর (প্রতিষ্ঠিত)

وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অথচ তারা তেলাওয়াত করে কিতাব এভাবে (তারাও) বলে যারা না জানে (প্রকৃতসত্য)

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا

মত তাদের উক্তির অতএব আল্লাহ ফয়সালা করবেন তাদের মাঝে দিনে কিয়ামতের সে বিষয়ে যা

كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ

ছিল সেব্যাপারে তারা মতবিরোধ করত এবং কে (আছে) অধিক জালেম তারচেয়ে যে বাধাদেয় মসজিদে

اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ

আল্লাহর স্মরণ করতে তারমধ্যে তাঁর নাম এবং চেষ্টাকরে তার ধ্বংসের ঐসব লোক

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِي

নয় (সংগত) ছিল তাদের জন্যে যে তাতে প্রবেশ করবে এছাড়া যে ভীত হয়ে তাদেরজন্যে রয়েছে মধ্যে

الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও তাদের জন্যে রয়েছে মধ্যে আখেরাতের আযাব কঠিন

রুকুঃ১৪

১১৩. ইয়াহুদীরা বলে, খৃষ্টানদের নিকট কিছুই নেই। খৃষ্টানরা বলে ইয়াহুদীদের নিকট কোন সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব পাঠ' করছে। আর যাদের নিকট কিতাবের কোন জ্ঞান নেই তারাও অনুরূপ দাবী পেশ করে থাকে। তাদের এই যে মতবিরোধ, আল্লাহতা'আলা কিয়ামতের দিনই এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিবেন।

১১৪. যে ব্যক্তি খোদার এবাদতস্থল সমূহে খোদার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টানুবর্তী হয়, তার অপেক্ষা যালেম আর কে হতে পারে? এ ধরণের লোক কোন দিক দিয়েই এ এবাদতস্থল সমূহে প্রবেশানুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। আর তারা যদি সেখানে একান্তই প্রবেশ করে, তবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়ই প্রবেশ করতে পারে। বস্তুতঃ এদের জন্যে পৃথিবীতে চরম লাঞ্ছনা রয়েছে এবং পরকালে রয়েছে কঠিন ও বিরাট শাস্তি।

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ

এবং আল্লাহরই জন্যে | পূর্ব | ও | পশ্চিম | অতএব | যে দিকেই | মুখ ফিরাও | অতঃপর সেখানেই | দিক

اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ

আল্লাহর | নিশ্চয় | আল্লাহ | সর্বব্যাপী | সবকিছু জানেন | এবং | তারা বলে | গ্রহণ করেছেন | আল্লাহ

وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

সন্তান | তিনি পবিত্র | বরং | (রয়েছে) তাঁরজন্যে | যাকিছু (আছে) | মধ্যে | আসমান সমূহের | ও

الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ

জমীনে | সবকিছুই | তাঁরই কাছে | অনুগত | (তিনি)স্রষ্টা | আসমানসমূহের | ও

الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

পৃথিবীর | এবং | যখন | সিদ্ধান্ত করেন | কোন কাজ (করার) | শুধুমাত্র | বলেন | তাকে | হও

فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا

তখনই হয়ে যায় | এবং | বলে | যারা | না | জানে | কেন | না | আমাদের সাথে কথা বলেন

اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ

আল্লাহ | অথবা | আমাদের দেন (না) | কোন নিদর্শন

---

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। যে দিকেই তুমি মুখ ফিরাবে, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ বিশালতা সম্পন্ন ও সর্বোজ্ঞ।

১১৬. তারা বলে আল্লাহ কাকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ এ কথার পংকিলতা হতে আল্লাহ পবিত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসই খোদার মালিকানার বস্তু, সবই তাঁর আদেশানুগত।

১১৭. তিনিই আসমান-জমীনের স্রষ্টা। তিনি যা কিছুরই সিদ্ধান্ত করেন, তার জন্যে শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

১১৮. অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন কিংবা কোন নির্দশনই বা কেন দেখান না?

আরবী	অর্থ
كَذٰلِكَ	এভাবে
قَالَ	বলেছিল
الَّذِيْنَ	যারা (ছিল)
مِنْ قَبْلِهِمْ	তাদের পূর্বে
مِّثْلَ	অনুরূপ
قَوْلِهِمْ ط	তাদের কথার
تَشَابَهَتْ	সদৃশ হয়েছে
قُلُوْبُهُمْ ط	তাদের অন্তর সমূহ
قَدْ	নিশ্চয়
بَيَّنَّا	বর্ণনাকরেছি আমরা
الْاٰيٰتِ	নিদর্শন সমূহ
لِقَوْمٍ	(সেই) লোকদের জন্যে
يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾	(যারা) বিশ্বাস করে
اِنَّآ	নিশ্চয় আমরা
اَرْسَلْنٰكَ	তোমাকে পাঠিয়েছি
بِالْحَقِّ	সত্য সহকারে
بَشِيْرًا	সুসংবাদদাতা
وَّ	ও
نَذِيْرًا لا	সতর্ককারী হিসাবে
وَّ	এবং
لَا	না
تُسْئَلُ	তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে
عَنْ	সম্পর্কে
اَصْحٰبِ	অধিবাসীদের
الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾	দোজখের
وَ	এবং
لَنْ	কক্ষণ না
تَرْضٰى	খুশী হবে
عَنْكَ	তোমার থেকে
الْيَهُوْدُ	ইহুদীরা
وَ	আর
لَا	না
النَّصٰرٰى	খৃষ্টানরা
حَتّٰى	যতক্ষণ না
تَتَّبِعَ	তুমি অনুসরণ করবে
مِلَّتَهُمْ ط	তাদের দ্বীনের
قُلْ	বল
اِنَّ	নিশ্চয়
هُدَى	পথ নির্দেশনা
اللّٰهِ	আল্লাহর
هُوَ	সেটাই
الْهُدٰى ط	সঠিকপথনির্দেশনা

এ ধরণের কথা এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বলত। অতীত ও বর্তমানের সকল পথভ্রষ্টদের মনোবৃত্তি মূলতঃ একই ধরণের।....... বিশ্বাসীদের জন্যে তো আমরা নির্দশনসমূহ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।

১১৯. (এ অপেক্ষা বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে যে) আমরা তোমাকে সত্যজ্ঞানের সাথে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি[৩৯]। ফলতঃ যারা জাহান্নামের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে তাদের জন্যে তুমি দায়ী নও।

১২০. ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পদাংক অনুসরণ করতে শুরু করবে। তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে আল্লাহ যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, প্রকৃত পথ তাই।

৩৯. অর্থাৎ অন্য নিদর্শনের আবশ্যকতা কি ? সব থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন তো মুহাম্মদের (সঃ) নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের নবুয়্যাতপূর্ব অবস্থা, আর যে দেশ ও জাতির মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছেন তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন ও জীবনের চল্লিশটি বৎসর যাপন করেছেন, তার পর সেই বিরাট মহিমান্বিত কর্ম-কান্ড যা নবুয়্যাত-প্রাপ্তির পর তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন– এ সবকিছু এমন এক আলোকোজজ্বল নিদর্শন যারপর অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা আর বাকী থাকে না।

وَ	لَئِنِ	اتَّبَعْتَ	اَهْوَآءَهُمْ	بَعْدَ	الَّذِیْ	جَآءَكَ	مِنَ الْعِلْمِ ۙ
এবং	অবশ্য যদি	তুমি অনুসরণ কর	তাদের খাহেশের	পরেও	যা	এসেছে তোমার কাছে	(সঠিক) জ্ঞান

مَا	لَكَ	مِنَ	اللّٰهِ	مِنْ	وَّلِیٍّ	وَّ	لَا	نَصِیْرٍ ۝١٢٠	اَلَّذِیْنَ
না	তোমার জন্যে (পাবে)	হতে	আল্লাহ (বাঁচাতে)	কোন	বন্ধু	আর	না	(কোন) সাহায্যকারী	যারা

اٰتَیْنٰهُمُ	الْكِتٰبَ	یَتْلُوْنَهٗ	حَقَّ	تِلَاوَتِهٖ ط	اُولٰٓئِكَ
তাদের আমরা দিয়েছি	কিতাব	তা তারা পাঠ করে	যথোপযুক্ত	তার তেলোয়াত	তারাই

یُؤْمِنُوْنَ	بِهٖ ط	وَ	مَنْ	یَّكْفُرْ بِهٖ	فَاُولٰٓئِكَ	هُمُ
ঈমান আনে	এর উপর	এবং	যে	তা অস্বীকার করে	ঐসব(লোক)মূলতঃ	তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ۝١٢١	یٰبَنِیْٓ	اِسْرَآءِیْلَ	اذْكُرُوْا	نِعْمَتِیَ
ক্ষতিগ্রস্ত	হে বনী	ইসরাইল	তোমরা স্মরণ কর	আমার নেয়ামতের

ع ১৫ / ৭ / ১৫

الَّتِیْٓ	اَنْعَمْتُ	عَلَیْكُمْ	وَ	اَنِّیْ	فَضَّلْتُكُمْ	عَلَی	الْعٰلَمِیْنَ ۝١٢٢
যা	আমি নেয়ামত দিয়েছি	তোমাদের উপর	ও	আমি	তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি	উপর	সারা বিশ্বের

অন্যথায় তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পরও যদি তুমি তাদের লালসা অনুসারে চলতে থাক তবে খোদার আযাব হতে রক্ষা করার মত তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী হবে না।

১২১. আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথোপযুক্তভাবে পড়ে, তারা তার প্রতি নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনে[৪০]। তার প্রতি যারা কুফরী করে মূলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রুকূঃ১৫

১২২. হে বনী ইসরাঈলেরা! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আমাদের দেয়া নেয়ামতকে। একথাও স্মরণ কর যে আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতি-সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

৪০. এখানে আহলি-কিতাবদের মধ্যকার সৎ ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। যেহেতু তাঁরা সততা, ন্যায়পরতা ও সত্যপ্রিয়তার সংগে খোদার সেই কিতাব যা তাঁদের কাছে পূর্ব থেকে ছিল তা পাঠ করেন এজন্য তাঁরা কোরআন শুনে বা পাঠ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন।
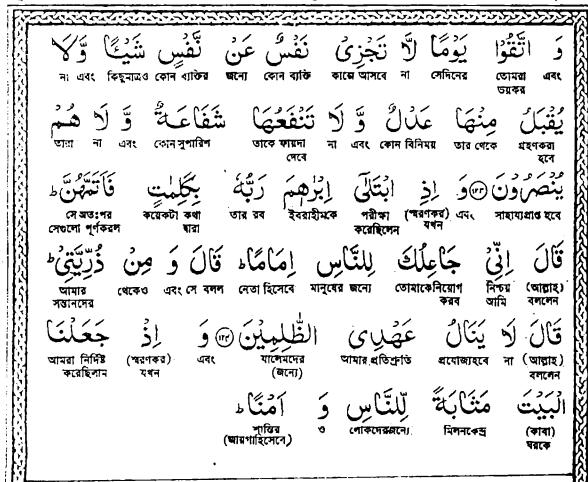
১২৩. তোমরা ভয় কর সে দিনটির যখন কেউ কারো একবিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন 'বিনিময়' গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশই কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবেনা, আর পাপীরা কোন দিক দিয়েও কিছুমাত্র সাহায্য পাবে না।

১২৪. স্মরণ কর, যখনই ইবরাহীমকে তার খোদা বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে যাচাই করলেন এবং সবগুলি ব্যাপারে সে উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করতে চাই"। ইবরাহীম বলল, "আমার সন্তানদের প্রতিও কি এ ওয়াদা?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমার এই প্রতিশ্রুতি যালেমদের সম্পর্কে নয়"[৪১]।

১২৫. একথাও স্মরণ কর, আমরা এই ঘরকে ("কাবা"কে) জনগণের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম

৪১. অর্থাৎ এ প্রতিশ্রুতি তোমাদের বংশের মধ্যকার মাত্র সেই সব ব্যক্তিদের অনুকূলে দেওয়া হয়েছে যারা সৎ। তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী তাদের জন্য এ প্রতিশ্রুতি নয়। এখানে যালেমের অর্থ মাত্র মানুষের উপর অত্যাচারকারী নয়। হক ও সদাকতের– সত্য ও ন্যায়পরতার উপর যুলুমকারীদেরও বোঝানো হচ্ছে।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدْنَآ اِلٰٓى

এবং (নির্দেশ দিলাম) তোমরা গ্রহণকর | মাকামে | ইবরাহিমকে | নামাজের জায়গা হিসেবে | এবং | আমরাতাকিদ করেছিলাম | প্রতি

اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ

ইবরাহীমের | ও | ইসমাঈলের (প্রতি) | যেন | পাক রাখে (উভয়ে) | আমার ঘরকে | তওয়াফকারীদের জন্যে | ও

الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ

ইতেকাফকারীদের | ও | রুকুকারীদের | সিজদাকারীদের (জন্যে) | এবং যখন | বলেছিল (স্মরণকর) | ইবরাহীম | হে আমার রব

اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ

বানাও | এই | নগরকে | নিরাপদ | ও | রেযেক দাও | তার অধিবাসীদের | (সব রকমের) ফলমূল | যে কেউ

اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ

ঈমান আনবে | তাদের মধ্যে | ও আল্লাহর উপর | দিনে | আখেরাতের | আর (আল্লাহ) বললেন | যে কেউ | কুফরী করবে

فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَ

তাকেও জীবন সামগ্রী দেব | কিছুদিন পর্যন্ত | এরপর | তাকে আমি বাধ্য করব | দিকে | আযাবের | দোযখের | এবং

بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

(তা) অতিনিকৃষ্ট | স্থান

এবং লোকদের এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে ইবরাহীম যেখানে এবাদতের জন্যে দাঁড়ায়, সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাজের জায়গা রূপে গ্রহণ কর। ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকিদ করে বলেছিলাম যে তাওয়াফ, ই'তেকাফ ও রুকূ-সেজদাকারীদের জন্যে আমার এই ঘরকে পবিত্র করে রাখ।

১২৬. এও স্মরণ কর যে ইবরাহীম দোয়া করেছিল, "হে আমার খোদা! এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগর বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে মানে তাদেরকে সব ধরণের ফলের রেযেক দান কর"। উত্তরে তার খোদা বললেন, "আর যে মানবে না, কয়েক দিনের এই জৈব-জীবনের সামগ্রী তাকেও আমি দেব"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব এবং তা নিকৃষ্টতম স্থান।

وَ	اِذْ	يَرْفَعُ	اِبْرٰهٖمُ	الْقَوَاعِدَ	مِنَ	الْبَيْتِ
এবং	(স্মরণ কর) যখন	উঠায়	ইবরাহীম	প্রাচীর বা ভিত্তি		(কাবা) ঘরের

وَ	اِسْمٰعِيْلُ ؕ	رَبَّنَا	تَقَبَّلْ	مِنَّا ؕ	اِنَّكَ
ও	ইসমাঈল	(তারাবলেছিল) হে আমাদের রব	কবুলকর	আমাদের থেকে (এ কাজ)	তুমি নিশ্চয়

اَنْتَ	السَّمِيْعُ	الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾	رَبَّنَا	وَ	اجْعَلْنَا	مُسْلِمَيْنِ
তুমিই	শ্রবণকারী	সবকিছু জ্ঞাত	হে আমাদের রব	এবং	আমাদেরকে বানাও	উভয়কে অনুগত

لَكَ	وَمِنْ	ذُرِّيَّتِنَاۤ	اُمَّةً	مُّسْلِمَةً	لَّكَ ۪	وَ	اَرِنَا
তোমারই জন্যে	মধ্যে এবং হতেও	আমাদের বংশধরদের	একটি জাতি (বানাও)	অনুগত	তোমারই	এবং	আমাদেরকে দেখাও

مَنَاسِكَنَا	وَ	تُبْ	عَلَيْنَا ۚ	اِنَّكَ	اَنْتَ	التَّوَّابُ	الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾
আমাদের ইবাদতের পন্থা	এবং	ক্ষমাশীল হও	আমাদের উপর	নিশ্চয় তুমি	তুমিই	ক্ষমাশীল	মেহেরবান

رَبَّنَا	وَ	ابْعَثْ	فِيْهِمْ	رَسُوْلًا	مِّنْهُمْ	يَتْلُوْا	عَلَيْهِمْ	اٰيٰتِكَ
হে আমাদের রব	এবং	পাঠাও	তাদের মাঝে	একজন রসূল	তাদের মধ্য হতে	সে পাঠ করবে	তাদের কাছে	তোমার আয়াত গুলোকে

وَ	يُعَلِّمُهُمُ	الْكِتٰبَ	وَ	الْحِكْمَةَ	وَ	يُزَكِّيْهِمْ ؕ	اِنَّكَ	اَنْتَ
এবং	তাদের সে শিখাবে	কিতাব	ও	হিকমত	ও	তাদের পরিশুদ্ধ করবে	তুমি নিশ্চয়	তুমিই

الْعَزِيْزُ	الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾
পরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ

১৫ ع ৮ ১৫

১২৭. স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের প্রাচীর রচনা করতেছিল, তখন উভয়েই দোয়া করতেছিল, "হে আমাদের খোদা! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল কর; তুমি নিশ্চয় সব কিছু শুনতে পাও এবং সবকিছু জান।

১২৮. হে খোদা! আমাদের দুজনকেই তোমার অনুগত বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ হতে এমন একটা জাতি উত্থিত কর যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তুমি তোমার এবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষক্রটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয় ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

১২৯. হে খোদা! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। তুমি নিশ্চয় বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ"।

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ

আর কে বিমুখ হবে হতে দ্বীন ইবরাহীমের এছাড়া যে

سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ

নির্বোধ বানিয়েছে তার নিজকে এবং নিশ্চয় তাকে আমরা বাছাই করেছি মধ্যে দুনিয়ার

وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ

এবং সে নিশ্চয় (হবে) আখেরাতে অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই সৎলোকদের (সেটিছিলএমনযে) যখন বলেছিলেন তাকে

رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَ وَصّٰى

তার রব তুমি অনুগত হও সে বলেছিল আমি অনুগত হলাম রবের কাছে বিশ্বজাহানের এবং নির্দেশ দিয়েছিল

بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى

এ সম্বন্ধে ইবরাহীম তারসন্তান দেরকে ও এবং ইয়াকুবও (সে বলেছিল) হে আমার সন্তানরা নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দকরেছেন

لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

তোমাদের জন্যে (এই) দ্বীনকে না অতএব তোমরা মৃত্যুবরণ করো এ ছাড়া যখন তোমরা অনুগত হবে

রুকূঃ১৬

১৩০. এবং ইবরাহীমের জীবন-পন্থাকে ঘৃণা করবে কে? বস্তুতঃ যে নিজকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে, সে ছাড়া আর কে এরূপ ধৃষ্টতা করতে পারে? ইবরাহীম আর কেউ নয়, তাকেই আমি পৃথিবীতে কাজ সম্পন্ন করার জন্যে বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং পরকালে সে সৎ লোকদের মধ্যেই গণ্য হবে।

১৩১. তার অবস্থা এ ছিল যে তার খোদা যখন তাকে বললেন, "অবনত ও অনুগত হও"[৪২] তখনি সে বলল, "আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম"।

১৩২. এ পথেই চলার জন্যে সে তার সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এ উপদেশ দিয়ে গেছে। সে বলেছিল, "হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা)-ই মনোনীত করেছেন। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা 'মুসলিম' (অনুগত) হয়েই থাকবে"।

৪২. 'মুসলিম' অর্থ ঃ যে খোদার সামনে আনুগত্যের শির অবনত করে; মাত্র খোদাকেই নিজের মালিক, প্রভু, শাসক, বিধান ও নির্দেশদাতা ও উপাস্য বলে গণ্য ও মান্য করে; যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে খোদার কাছে সমর্পণ করে ও খোদার কাছ থেকে আগত হেদায়াত ও নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করে। এই বিশ্বাস, প্রত্যয় ও এই কর্ম-ধারার নাম 'ইসলাম'। আর এটাই হচ্ছে সমস্ত নবীদের দ্বীন-ধর্ম বা জীবন-ধারা– যা সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এসেছে।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ

অথবা (কি) | তোমরা ছিলে | উপস্থিত | যখন | উপস্থিত হয়েছিল | ইয়াকুবের | মৃত্যু | যখন | সে বলেছিল

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

তার পুত্র দেরকে | কার | তোমরা ইবাদত করবে | পরে | আমার | তারা বলেছিল | আমরা ইবাদত করব | তোমার ইলাহকে

وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا

এবং | ইলাহ | তোমার পূর্ব পুরুষের | (অর্থাৎ) ইবরাহীমের | ও | ইসমাঈলের | ও | ইসহাকের (ইলাহকে) | (যিনি) ইলাহ | একই

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا

আমরা এবং | তারই কাছে | অনুগত থাকব | সেই | উম্মত | নিশ্চয় | অতীত হয়েছে | তার জন্যে আছে | যা

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

সে অর্জন করেছে | আর | তোমাদের জন্যে আছে | যা | তোমরা উপার্জন করেছ | এবং | না | তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে | সে সম্পর্কে যা

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا

তারা কাজ করতেছিল | এবং | তারা বলে | তোমরা হও | ইহুদী | অথবা | খৃষ্টান | তোমরা সঠিক পথ পাবে

১৩৩. ইয়াকুব যখন এ পৃথিবী হতে বিদায় নিচ্ছিল তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের নিকট জিজ্ঞেস করেছিল, "হে পুত্ররা! আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা সকলে সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "আমরা সেই এক খোদারই এবাদত করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক খোদারূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুগত হয়ে থাকব"।

১৩৪. তারা ছিল একটি দল, যা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই জন্যে; আর তোমরা যা কিছু আর্জন করবে, তার ফল তোমরাই ভোগ করবে। তারা কি করতেছিল তা তোমাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে না।

১৩৫. ইয়াহুদীরা বলে ইয়াহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খৃষ্টান বলে, খৃষ্টান হও তবেই সত্যের সন্ধান পাবে।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۭ وَ مَا كَانَ مِنَ

বল (না তা নয়) বরং (গ্রহণকর) দ্বীনকে ইবরাহীমের একনিষ্ঠভাবে এবং না সেছিল অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ

মুশরিকদের (হে মুসলমান) তোমরাবল আমরাঈমান এনেছি আল্লাহরউপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা

اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

নাযিল করা হয়েছে প্রতি ইবরাহীমের ও ইসমাঈলের ও ইসহাকের ও ইয়াকুবের

وَالْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ

ও (তাদের) বংশধরদের (উপর) এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসাকে ও ঈসাকে এবং যা দেওয়া হয়েছে

النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ۖ وَ

নবীদেরকে পক্ষহতে তাদের রবের না পার্থক্য আমরা করি মাঝে কারো তাদের মধ্য হতে এবং

نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ

আমরা তাঁরই অনুগত(মুসলিম) হয়েছি অতএব যদি তারা ঈমান আনে অনুরূপ যেমন তোমরা ঈমান এনেছ তার উপর

فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ

তবে নিশ্চয় তারা সঠিক পথ পাবে আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে প্রকৃতপক্ষে তারা মধ্যে (লিপ্ত) বিরোধে

তাদের সকলকেই বলে দাও যে, এর কোন কথাই ঠিক নয়, বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন কর। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৩৬. হে মুসলমানেরা ! তোমরা বল যে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও আমাদের জন্যে সে জীবন-ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতি; যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীকে তাদের খোদার তরফ হতে দেয়া হয়েছে, তার প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আমরা একমাত্র আল্লাহরই অনুগত।

১৩৭. তারাও যদি ঠিক সেরূপ ঈমান আনে, যেরূপ ঈমান তোমরা এনেছ, তবে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর তা হতে যদি তারা অন্যদিকে মুখ ফিরায় তবে তারা যে কঠিন গোঁড়ামিতে লিপ্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ

তাই তাদের মুকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট | এবং আল্লাহই | তিনি | সবকিছু শ্রবণকারী | সবকিছু জানেন | (গ্রহণকর) রং (অর্থাৎ দ্বীন)

اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ز وَّ نَحْنُ لَهٗ

আল্লাহর | এবং | কে (আছে) | উত্তম | চেয়ে | আল্লাহর | রঙে | এবং | আমরা | তাঁরই

عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ

ইবাদতকারী | বল | কি আমাদের সাথে ঝগড়া করছ | ব্যাপারে | আল্লাহর | অথচ | তিনি | আমাদের রব | ও

رَبُّكُمْ ۚ وَ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ

তোমাদের রব | এবং | আমাদের জন্যে | আমাদের কাজ | ও | তোমাদের জন্যে | তোমাদের কাজ | এবং | আমরা | তাঁরই

مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ

একনিষ্ঠ ভাবে (দাসত্ব কারী) | অথবা (কি) | তোমরা বল | নিশ্চয় | ইবরাহীম | ও | ইসমাঈল

وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ

ও | ইসহাক | ও | ইয়াকুব | এবং | (তাদের) বংশধর | ছিল | ইহুদী | অথবা

نَصٰرٰى ط

খৃষ্টান

অতএব তাদের মোকাবেলায় তোমাদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহতা'আলাই যথেষ্ট, একথা জেনে নিশ্চিত থাক। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।

১৩৮. বল, খোদার রঙ ধারণ কর, তাঁর রঙ হতে আর কার রঙ উৎকৃষ্ট হতে পারে? এবং বল আমরা তারই দাসত্ব করে থাকি।

১৩৯. হে নবী! তাদের বল- তোমরা খোদার সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনিই আমাদেরও খোদা, আর তোমাদেরও খোদা। আমাদের কাজ আমাদের জন্যে, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে। আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দাসত্ব করে থাকি।

১৪০. অথবা তোমরা কি বলতে চাও যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধর সকলেই ইহুদী ছিলেন কিংবা খৃষ্টান?

قُلْ	ءَاَنْتُمْ	اَعْلَمُ	اَمِ	اللّٰهُ ط	وَ	مَنْ	اَظْلَمُ	مِمَّنْ
বল	তোমরা কি	বেশীজান	অথবা	আল্লাহ (বেশী জানেন?)	এবং	কে	অধিক যালেম	তারচেয়ে যে

كَتَمَ	شَهَادَةً	عِنْدَهٗ	مِنَ اللّٰهِ ط	وَ	مَا	اللّٰهُ	بِغَافِلٍ	عَمَّا
গোপন করে	একটি সাক্ষ্য (বা প্রমাণ)	(যা আছে) তার কাছে	আল্লাহর পক্ষহতে	এবং	না	আল্লাহ	গাফেল	সে সম্পর্কে যা

تَعْمَلُوْنَ ⑭⓪	تِلْكَ	اُمَّةٌ	قَدْ	خَلَتْ ج	لَهَا	مَا	كَسَبَتْ	وَ
তোমরা কাজ করছ	সেই	উম্মত	নিশ্চয়	অতীত হয়েছে তা	তার জন্যে আছে	যা	সে উপার্জন করেছে	এবং

لَكُمْ	مَّا	كَسَبْتُمْ ج	وَ	لَا	تُسْـَٔلُوْنَ	عَمَّا	كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑭①
তোমাদের জন্যে	যা	তোমরা উপার্জন করেছ	এবং	না	তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে	সে সম্পর্কে যা	তারা কাজ করতোছিল

ع ١٧

سَيَقُوْلُ	السُّفَهَآءُ	مِنَ	النَّاسِ	مَا	وَلّٰىهُمْ	عَنْ
বলবে শীগগীর	নির্বোধরা	মধ্যহতে	লোকদের	কিসে	তাদের মুখ ফিরাল	হতে

قِبْلَتِهِمُ	الَّتِيْ	كَانُوْا	عَلَيْهَا ط	قُلْ	لِّلّٰهِ	الْمَشْرِقُ	وَ
তাদের কেবলা	সেই (কেবলাহতে)	তারা ছিল	যার দিকে (মুখ করত)	বল	আল্লাহরই	পূর্ব	ও

الْمَغْرِبُ ط	يَهْدِيْ	مَنْ	يَّشَآءُ	اِلٰى	صِرَاطٍ	مُّسْتَقِيْمٍ ⑭②
পশ্চিম	তিনি পথ দেখান	যাকে	তিনি চান	দিকে	পথের	সরলসোজা

বল, তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন? যার নিকট খোদার তরফ হতে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন করে তবে তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? জেনে রাখ, তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই গাফেল নন।

১৪১. এরা কিছু সংখ্যক লোক ছিল, তারা আজ অতীত হয়ে গিয়েছে। তাদের অর্জন তাদেরই জন্যে ছিল এবং তোমাদের অর্জন তোমাদের জন্যে। তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমাদের নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না।

রুকূঃ১৭

১৪২. নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলবে, এদের কি হয়েছে, প্রথমে যে কেবলার দিকে মুখ করে এরা নামায পড়ত, তা হতে সহসা কেন ফিরে গেল[৪৩]। হে নবী! এদের বলে দাও–"পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর, তিনি যাকে ইচ্ছে করেন সহজ-সঠিক পথ দেখান"।

৪৩. নবী করিম (সঃ) হিজরতের পর পবিত্র মদীনা নগরীতে ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তার পরে পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
كَذٰلِكَ	এভাবে
جَعَلْنٰكُمْ	তোমাদের আমরা বানিয়েছি
اُمَّةً	একটি উম্মত
وَّسَطًا	মধ্যমপন্থী
لِّتَكُوْنُوْا	তোমরা হও যেন
شُهَدَآءَ	সাক্ষী
عَلَى	উপর
النَّاسِ	(দুনিয়ার) লোকদের
وَ	ও
يَكُوْنَ	হয়
الرَّسُوْلُ	রসূল
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
شَهِيْدًا	সাক্ষী
وَ	এবং
مَا	না
جَعَلْنَا	আমরা বানিয়ে ছিলাম
الْقِبْلَةَ	কেবলা
الَّتِىْ	সেটাকে
كُنْتَ	তুমি ছিলে
عَلَيْهَآ	যার উপর
اِلَّا	এছাড়া
لِنَعْلَمَ	আমরা যেন জানতে পারি
مَنْ	কে
يَّتَّبِعُ	অনুসরণ করে
الرَّسُوْلَ	রসূলকে (আর)
مِمَّنْ	কে তাদের মধ্য হতে
يَّنْقَلِبُ	ফিরে যায়
عَلٰى	উপর
عَقِبَيْهِ	তার দুই গোড়ালির (অর্থাৎ উল্টোদিকে)
وَ	এবং
اِنْ	যদিও
كَانَتْ	তা ছিল (বেনেচলা)
لَكَبِيْرَةً	অবশ্যই কঠিন
اِلَّا	তবে (নয়কঠিন)
عَلَى	(তাদের) উপর
الَّذِيْنَ	যাদেরকে
هَدَى	পথ দেখিয়েছেন
اللّٰهُ	আল্লাহ

১৪৩. আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মাৎ বানিয়েছি[৪৪], যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্যে সাক্ষী হও, আর রসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর[৪৫]; পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে, তাকে আমরা শুধু এ জন্যে কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম যে, কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়, তাই আমরা দেখতে ও জানতে চেয়েছিলাম। এ ব্যাপারটি তো বড় কঠিন ছিল, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হেদায়াত দানে সুপথগামী করেছেন তাদের পক্ষে এ কিছুমাত্র কঠিন প্রমাণিত হয়নি।

৪৪. "উম্মতে অসাৎ" –মধ্যম-পন্থী বা মধ্যম মর্যাদা-সম্পন্ন জাতি বা দলের অর্থ : এমন একটা সুউচ্চ আদর্শ-ধারী মর্যাদা সম্পন্ন দল যারা ন্যায়পরতা, সুবিচার ও আতিশয্য-মুক্ত মধ্যম পন্থার অনুসারী হবে; দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতি-সমূহের মধ্যমণি বা নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে, সকলের সংগে যাদের সম্বন্ধ হবে ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারুরই সংগে অন্যায় ও অনুচিত ব্যবহার তারা করবে না।

৪৫. এর অর্থ পরকালে আমি যখন গোটা মানব জাতির একত্রে হিসাব গ্রহণ করবো, সে সময়ে আমার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে রসূল তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবেন যে, আমি তাঁকে যে নির্ভুল চিন্তা, সৎকাজ ও ন্যায়-ভিত্তিক ব্যাবস্থাপনার শিক্ষা দান করেছিলাম তা তিনি কিছুমাত্র কম-বেশী না করে পূর্ণ ও সমগ্রভাবে তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন, ও বাস্তবে সেই অনুসারে কাজ করে তোমাদেরকে দেখিয়েছেন। এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত রূপে তোমাদেরকে সাধারণ মানুষের পক্ষে সাক্ষী স্বরূপ আমার সামনে খাড়া হতে হবে ও তোমাদের এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌছে দিয়েছেন ও কাজ করে যা কিছু দেখিয়ে গিয়েছেন মানুষের কাছে তা তোমাদের সাধ্যমত পৌছে দিতে ও কাজ করে দেখিয়ে দিতে কোনরূপ অবজ্ঞা-অবহেলা তোমরা করনি।
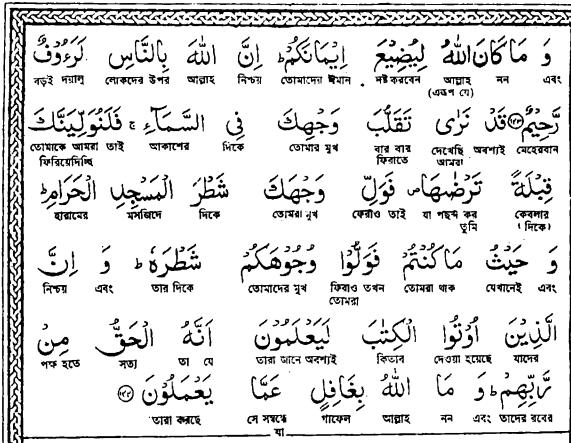
বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করে দিবেন না; নিশ্চিত জেনো যে তিনি লোকদের পক্ষে অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।

১৪৪. তোমার বারবার আকাশের দিকে ফিরে তাকানোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ; এখন তোমার মুখ আমরা সেই কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। এখন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরাও, অতঃপর তুমি যেখানেই থাকনা কেন, তার দিকেই মুখ করে নামাজ পড়তে থাকবে[৪৬]। আর এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে , তারা ভাল করেই জানে যে, (কেবলা পরিবর্তনের) এ নির্দেশ তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে এবং তা সত্য। এ সত্ত্বেও যা কিছু তারা করছে, আল্লাহ সে সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফেল নন।

৪৬. কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে এই ছিল মূল নির্দেশ । দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে এ হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল । নবী করিম (সঃ) এক সাহাবীর বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের ওয়াক্তে হুযুর ইমাম রূপে নামায পড়াচ্ছেন। দু'রাকাআত পড়ানো শেষ হয়েছে, অকস্মাৎ তৃতীয় রাকাআতে অহীর মাধ্যমে এই আয়াত নাযিল হয়। আর তখনই তিনি ও তাঁর অনুবর্তী জমা'আতের সকল লোক বায়তুল মোকাদ্দসের দিক থেকে কাবার দিকে মুখ ফেরান। অতঃপর মদিনা ও তার চতুর্দিকে এই কেবলা পরিরবর্তনের ব্যাপক ঘোষণা প্রচার করা হয় । আয়াত শরীফে যে বলা হয়েছে-"আমি বার বার তোমাকে আকাশের দিকে মুখ উত্তোলন করতে দেখতে পাচ্ছি" এবং "আমি সেই কেবলার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর" -এর দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় যে, কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার পূর্বে থেকেই নবী করিম (সঃ) এর জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا

অবশ্য এবং যদি | তুমি এনেদাও | (তাদেরকে) যাদের | দেওয়া হয়েছে | কিতাব | সব | নিদর্শন | তারা অনুসরণ (তবুও) করবে না

قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم

তোমার কেবলার | এবং | নও | তুমি | অনুসারী | তাদের কেবলার | এবং | নয় | তাদের কেউ

بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن

অনুসারী | কেবলার | কারোর | এবং | অবশ্য যদি | তুমি অনুসরণ কর | তাদের খেয়াল খুশীর

بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

এর পরেও | যা | তোমার কাছে এসেছে | (সঠিক) জ্ঞান | নিশ্চয় তুমি | তাহলে | অবশ্য গণ্য হবে | জালেমদের

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ

যারা | তাদেরকে আমরা দিয়েছি | কেতাব | তা তারা চিনে | যেমন | তারা চিনে | তাদের সন্তান দেরকে

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

নিশ্চয় এবং | একদল | তাদেরমধ্যহতে | অবশ্যই | গোপন করে | সত্যকে | যখন | তারা | জানেও

১৪৫. এসব আহলে কিতাবের নিকট তোমরা যে কোন নিদর্শনই নিয়ে এসনা কেন, তোমাদের কেবলার অনুসরণ করতে শুরুকরা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তোমাদের পক্ষেও তাদের কেবলা মেনে নেয়া সম্ভব হতে পারেনা। এদের কোন একটি দলই অপর দলের কেবলার অনুসরণ করতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের নিকট যে জ্ঞান পৌঁছেছে তার পরও যদি তোমরা তাদের মনের ইচ্ছা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতরূপে তোমরা যালেমদের মধ্যে গণ্যহবে।

১৪৬. যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা সেই (কেবলারূপে নির্দিষ্ট) স্থানকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পারে, যেমন চিনতেপারে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে[৪৭], কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দল জেনে-বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করছে।

৪৭. এটা আরবে প্রচলিত একটি বাগধারা। যে জিনিসকে লোকে নিশ্চিত রূপে জানে এবং সে সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে তবে বলা হয় যে, সে বস্তুকে সে সেই রূপে চেনে যেমন সে নিজের সন্তানকে চেনে। ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমরা একথা ভালভাবেই জানতো যে হযরত ইব্রাহীমই (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছিলেন ; কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দস তার ১৩শ' বৎসর পর হযরত সোলাইমান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল– একথা সকলেই জানতো, কারুর কাছে গোপন ছিলনা।

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝١٤٧

পক্ষহতে প্রকৃত সত্য | তোমার রবের | না তাই | তোমরা হবে | অন্তর্ভূক্ত | সন্দেহ পোষণকারীদের

وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ

প্রত্যেকের এবং জন্যে | একটি দিক (আছে) | সে | মুখ ফিরায় তার দিকে | তোমরা তাই প্রতিযোগিতা কর | কল্যাণের

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

যেখানেই | তোমরা থাক | আনবেন | তোমাদেরকে | আল্লাহ | সকলকেই (একসাথে) | নিশ্চয় | আল্লাহ | উপর

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٤٨ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | এবং | যেখান থেকেই | তুমি বের হও | তখন ফিরাও | তোমার মুখ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ مَا

দিকে | মসজিদে | হারামের | এবং | তা নিশ্চয় | অবশ্যই সত্য | পক্ষ হতে | তোমার রবের | নন এবং

اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝١٤٩ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

আল্লাহ | গাফেল | তাহতে যা | তোমরা কাজ করছ | এবং | যেখান হতেই | তুমি বের হও

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ

তুমি তখন ফিরাও | তোমার মুখ | দিকে | মসজিদে | হারামের

১৪৭. এটা নিশ্চিতরূপে একটা সত্য বিষয়– তোমার খোদার তরফ হতে নাযিল হয়েছে। অতএব এ সম্পর্কে তোমরা কখনো কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত হয়োনা।

রুকুঃ১৮

১৪৮. প্রত্যেকের জন্যে একটা দিক রয়েছে, যে দিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। কাজেই তোমরা কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হও। যেখানেই তোমরা থাকবে আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চয় পাবেন, তাঁর শক্তির বাইরে কোন জিনিসই নেই।

১৪৯. তুমি যে স্থান হতে চলনা কেন, সে স্থান হতেই নিজের মুখ (নামাজের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। কেননা ইহাই তোমার খোদার সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক ফয়সালা এবং আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মে মোটেই বে-খবর নন।

১৫০. পরন্তু যেখান হতেই তোমাদের যাত্রা হোকনা কেন, সেখানেই নিজেদের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাবে,

وَ	حَيْثُ مَا	كُنْتُمْ	فَوَلُّوْا	وُجُوْهَكُمْ	شَطْرَهٗ	لِئَلَّا	يَكُوْنَ
এবং	যেখানেই	তোমরা থাক	তোমরা তখন ফিরাবে	তোমাদের মুখ	তার দিকে	না যেন	হয়

لِلنَّاسِ	عَلَيْكُمْ	حُجَّةٌ	اِلَّا	الَّذِيْنَ	ظَلَمُوْا	مِنْهُمْ	فَلَا
লোকদের জন্যে	তোমাদের বিরুদ্ধে	কোন প্রমাণ	তবে	যারা	জুলুম করেছে	তাদের মধ্যেথেকে (তাদের কথা ভিন্ন)	না তাই

تَخْشَوْ	هُمْ	وَ	اخْشَوْنِيْ	وَ	لِاُتِمَّ	نِعْمَتِيْ	عَلَيْكُمْ	وَ	لَعَلَّكُمْ
ভয়কর	তাদেরকে	বরং	তোমরা আমাকেই ভয়কর	এবং	আমি পূর্ণকরি যেন	আমার নেয়ামত	তোমাদের উপর	ও	আশা করা যায় তোমরা

تَهْتَدُوْنَ ﴿১৫০﴾	كَمَا	اَرْسَلْنَا	فِيْكُمْ	رَسُوْلًا	مِّنْكُمْ	يَتْلُوْا
সঠিক পথে চলবে	যেমন	আমরা প্রেরণ করেছি	তোমাদের মধ্যে	একজন রসূল	তোমাদের মধ্যহতে	সে পাঠকরে

عَلَيْكُمْ	اٰيٰتِنَا	وَ	يُزَكِّيْكُمْ	وَ	يُعَلِّمُكُمُ	الْكِتٰبَ	وَ
তোমাদের কাছে	আমাদের আয়াত সমূহ	ও	তোমাদেরকে পরিশুদ্ধকরে	এবং	তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়	কিতাব	ও

الْحِكْمَةَ	وَ	يُعَلِّمُكُمْ	مَّا	لَمْ	تَكُوْنُوْا	تَعْلَمُوْنَ ﴿১৫১﴾
হিকমত	আর	তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়	যা	না	তোমরা	জানতে

যেখানেই তোমরা থাকবে সেদিকেই ফিরে নামাজ পড়। যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা কোন প্রমাণ পেতে না পারে[৪৮]। তবে যারা যালেম, তাদের মুখ যে কখনো বন্ধ হবেনা তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাদের তোমরা ভয় করোনা, বরং আমাকেই ভয় কর। এবং[৪৯] এজন্যে যে, আমি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিব এবং আশা এই যে, আমার এ নির্দেশ পালন করে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে কল্যাণ লাভ করবে।

১৫১. যেমন (এদিক দিয়ে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে হতে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়; তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষাদেয় এবং যে সব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।

৪৮. অর্থাৎ কারুর পক্ষে যেন একথা বলার সুযোগ না ঘটে যেঃ এরা তো আচ্ছা মু'মিন যারা খোদার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করছে!

৪৯. এ বাক্যাংশের সম্পর্ক হচ্ছে এই কথার সংগেঃ "ওরই দিকে ফিরে নামায পড়ো, যেন তোমার বিরুদ্ধে লোকদের কাছে কোন সনদ ও যুক্তি-প্রমাণ না থাকে"।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

কাজেই স্মরণকর তোমরা আমাকে স্মরণ করব আমি তোমা দেরকে এবং শোকর কর আমার এবং না তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ো

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ

ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্যদ্বারা ও নামাজ (দ্বারা) নিশ্চয়

اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ

আল্লাহ (আছেন) সাথে সবরকারীদের এবং না তোমরা বলো (তাদেরকে) যারা নিহত হয় পথে

اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ

আল্লাহর তারা মৃত বরং তারা জীবিত কিন্তু না তোমরা অনুভব কর এবং তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব আমরা

بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ

কিছু জিনিষ দিয়ে যেমন ভয় ও ক্ষুধা ও ক্ষয়ক্ষতি ধনসম্পদের

وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

ও জীবনের ও ফল ফসলাদির এবং সুসংবাদ দাও (ঐসব) সবরকারীদের

---

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণে রাখ, আমিও তোমাদেরকে স্মরণে রাখব এবং আমার শোকর আদায় কর, (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা পালন কর) আমার নিয়ামতের কুফরী করোনা (আমার দানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা)।

রুকু:১৯

১৫৩. হে ঈমানদাররা! ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সংগে রয়েছেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত; কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।

১৫৫. আমরা নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। এসব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করে, তাদের সুসংবাদ দাও।
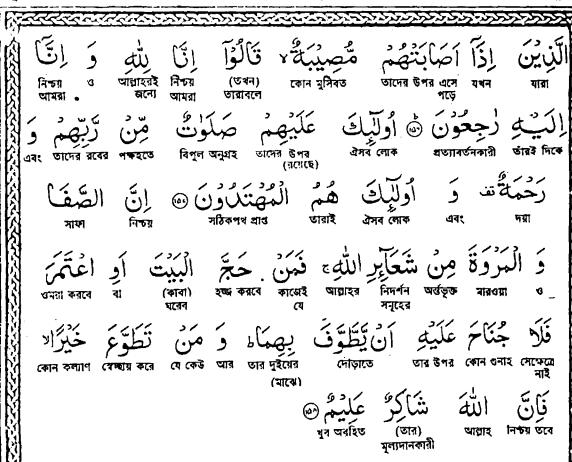
১৫৬. এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে–আমরা আল্লাহরই জন্যে, আল্লাহর নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৫৭. তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতি তাদের খোদার নিকট হতে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে; খোদার রহমত তারা লাভ করতে পারবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথগামী।

১৫৮. নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ করবে[৫০], এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তাদের পক্ষে কোন পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা–আগ্রহ ও উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তার মূল্য দান করবেন।

৫০. যিল-হজ্ব মাসের নির্দিষ্ট তারিখ গুলিতে কাবা শরীফের যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্ব' বলা হয়। আর এই দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'উমরা' বলা হয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

নিশ্চয় | যারা | গোপন করে | যা | আমরা নাযিল করেছি | স্পষ্টনির্দেশনাদি | ও | হেদায়াত

مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

এর পরেও | যা | তা স্পষ্ট বর্ণনা করেছি আমরা | লোকদের জন্যে | কিতাবে | ঐসবলোক | তাদেরকে লা'নত করেন | আল্লাহ

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَ

ও | তাদেরকে লা'নত করে | সমস্ত লা'নতকারী | ছাড়া | (তাদের) যারা | তওবা করেছে | ও | সংশোধিত হয়েছে | এবং

بَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

(স্পষ্টভাবে সত্য) বর্ণনা করেছে | অতঃপর ঐসবলোক | আমি ক্ষমাশীল হব | তাদের উপর | এবং | আমি | বড় ক্ষমাশীল | মেহেরবান

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

নিশ্চয় | যারা | কুফরী করেছে | ও | মরে গেছে | এঅবস্থায় যে | তারা | কাফের (ছিল) | ঐসবলোক | তাদের উপর

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

অভিশাপ | আল্লাহর | ও | ফেরেশতাদের | ও | মানুষের | সকলেরই

১৫৯. যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে নিজ কিতাবে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি, নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তাদের উপর লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে;

১৬০. অবশ্য যারা এই অবাঞ্ছিত আচরণ হতে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দেব, প্রকৃত পক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।

১৬১. যারা কুফরীর[৫১] আচরণ অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ পড়বে:

৫১. 'কুফর' -শব্দটি 'ঈমান'-এর বিপরীত অর্থবোধক। 'ঈমান' এর অর্থ হচ্ছে- মান্য করা। সত্য বলে গ্রহণ করা, কবুল করা; স্বীকার করা। বিপরীত পক্ষে 'কুফর' এর অর্থ হচ্ছেঃ মান্য না করা, রদ করা অস্বীকার করা। কুরআনের দৃষ্টিতে কুফরের বিভিন্ন রূপ আছেঃ (১) আদৌ খোদাকে না মানা; তাঁর সার্বভৌমত্ব- অর্থাৎ তিনি একমাত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একথা স্বীকার না করা; আল্লাহকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব-জগতের
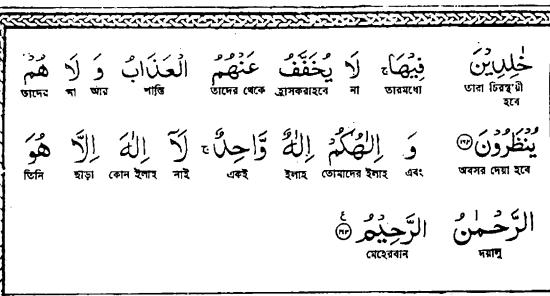
১৬২. এ অভিশাপ অবস্থায়ই তারা সব সময় লিপ্ত হয়ে থাকবে, না তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে আর না তাদেরকে তা হতে মুক্তি লাভের কোন অবসর দেয়া হবে।

১৬৩. তোমাদের খোদা এক ও একক, মেহেরবান ও দয়ালু খোদা ভিন্ন (বিশ্ব ভূবনে) আর কোন খোদা নেই।

মালিক ও উপাস্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করা।(২) আল্লাহকে স্বীকার বা মান্য করেও তাঁর নির্দেশ ও হেদায়াতকে জ্ঞানবিদ্যা ও আইন-কানুনের একমাত্র উৎসরূপে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৩) আল্লাহতা'আলার নির্দেশ মোতাবেক চলা আবশ্যক– একথা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর হেদায়াত ও তাঁর আদেশ-নির্দেশ যে সব নবীগণের মাধ্যমে প্রেরণ করেন– তাদেরকে অস্বীকার করা। (৪) পয়গম্বরদের মধ্যে পার্থক্য করা, নিজের পছন্দ ও সংস্কার অনুসারে নবীগণের মধ্যে কাউকে মান্য করা ও কাউকে অমান্য করা।(৫) নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকায়েদ (প্রত্যয়-বিশ্বাস), আখলাক (নৈতিকতা ; চরিত্র ও ব্যবহার) এবং জীবনের বিধান সম্পর্কে যে শিক্ষা দান করেছেন সেসবকে বা তার মধ্যকার কোন কিছুকে মান্য করতে অস্বীকার করা। (৬) আদর্শ ও মতবাদ হিসাবে এই সব জিনিসকে স্বীকার করা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে জেনে-শুনে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের অমান্য করতে থাকা এবং এরূপ অমান্য করার ব্যাপারে জিদ করা এবং পার্থিব জীবনে নিজের গতি খোদার আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না রেখে নাফরমানির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা।

إِنَّ	فِي	خَلْقِ	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْأَرْضِ	وَ
নিশ্চয়	মধ্যে (আছে)	সৃষ্টিতে	আকাশ মন্ডলীর	ও	পৃথিবীর	ও

اخْتِلَافِ	الَّيْلِ	وَ	النَّهَارِ	وَ	الْفُلْكِ	الَّتِي	تَجْرِي
পরিবর্তনে	রাতের	ও	দিনের	ও	নৌযান সমূহে	যা	চলে

فِي	الْبَحْرِ	بِمَا	يَنْفَعُ	النَّاسَ	وَ	مَا	أَنْزَلَ	اللّٰهُ	مِنَ
মধ্যে	সাগরের	যা	উপকার দেয়	লোকদের	এবং	যাকিছু	বর্ষণ করেন	আল্লাহ	থেকে

السَّمَاءِ	مِنْ	مَّاءٍ	فَأَحْيَا	بِهِ	الْأَرْضَ	بَعْدَ	مَوْتِهَا
আকাশ		পানি	এ ভাবে পুনর্জীবিত করেন	তা দিয়ে	যমীনকে	পর	তার মৃত্যুর

وَ	بَثَّ	فِيهَا	مِنْ	كُلِّ	دَابَّةٍ ص	وَّ	تَصْرِيفِ	الرِّيٰحِ	وَ
ও	বিস্তার করেন	তার উপরে		সব (ধরণের)	প্রাণী	ও	প্রবাহে	বায়ুর	ও

السَّحَابِ	الْمُسَخَّرِ	بَيْنَ	السَّمَاءِ	وَ	الْأَرْضِ	لَاٰيٰتٍ
মেঘমালার	(যা) নিয়ন্ত্রিত	মাঝে	আকাশের	ও	যমীনের	অবশ্যই নির্দশনাদি

لِّقَوْمٍ	يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾
লোকদের জন্যে	(যারা) জ্ঞান রাখে

রুকুঃ২০

১৬৪. (এ সত্য অনুধাবন করার অন্য কোন নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত-দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্যে উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে নদী ও সমুদ্রে ভাসমান চলমান নৌকা সমূহে, উপর হতে বর্ষিত বৃষ্টির ধারায় ও তার সাহায্যে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণশীল সৃষ্টির বিস্তার সাধনে, বায়ুর প্রবাহে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নির্দশন রয়েছে।

وَ	مِنَ	النَّاسِ	مَنْ	يَّتَّخِذُ	مِنْ	دُوْنِ	اللّٰهِ
কিন্তু	মধ্যে	লোকদের (এমনও আছে)	যারা	গ্রহণ করে		ছাড়া	আল্লাহ

اَنْدَادًا	يُّحِبُّوْنَهُمْ	كَحُبِّ	اللّٰهِ ط	وَ	الَّذِيْنَ
(অন্যকে) সমতুল্য রূপে	তাদেরকে তারা ভালবাসে	যেমন ভালবাসা	আল্লাহর (প্রতি হওয়া উচিৎ)	অথচ	যারা

اٰمَنُوْٓا	اَشَدُّ	حُبًّا	لِّلّٰهِ ط	وَ	لَوْ	يَرَى	الَّذِيْنَ	ظَلَمُوْٓا	اِذْ	يَرَوْنَ
ঈমান আনে (তাদের রয়েছে)	অধিক	ভাল বাসা	আল্লাহর জন্যে	এবং	যদি	(ভেবে) দেখত (আজ)	যারা	জুলুম করেছে	যখন	তারা দেখবে

الْعَذَابَ لا	اَنَّ	الْقُوَّةَ	لِلّٰهِ	جَمِيْعًا لا	وَّ	اَنَّ	اللّٰهَ	شَدِيْدُ
আযাব (এবং অনুভব করবে)	যে	শক্তি	আল্লাহরই	সবটুকুই	এবং	এও যে	আল্লাহ	কঠিন

الْعَذَابِ ١٦٥	اِذْ	تَبَرَّاَ	الَّذِيْنَ	اتُّبِعُوْا	مِنَ	الَّذِيْنَ	اتَّبَعُوْا
শাস্তিদানে	যখন	সম্পর্কছিন্ন করবে	(তারা) যাদের	অনুসরণ করাহত (অর্থাৎ নেতারা)	হতে	(তাদের) যারা	অনুসরণ করত (অর্থাৎ অনুসারীদের)

وَ	رَاَوُا	الْعَذَابَ	وَ	تَقَطَّعَتْ	بِهِمُ	الْاَسْبَابُ ١٦٦
ও	দেখবে	আযাব	এবং	বিচ্ছিন্ন হবে	তাদের সাথে	সকল উপায় উপকরণ

১৬৫. কিন্তু (খোদার একত্ব প্রমাণকারী এসব সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নির্দশনসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি)কে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্য রূপে গ্রহণ করে এবং তারা ঠিক এরূপ ভালবাসে, যেরূপ ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। কঠিন শাস্তিকে সম্মুখে দেখে যা কিছু অনুধাবন করবে, এ যালেমরা তা যদি আজই অনুভব করতে পারত যে, সমগ্র শক্তি ও সকল প্রকার ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ব এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কঠোর, তবে কতইনা ভাল হত।

১৬৬. আল্লাহ যখন শাস্তি দিবেন তখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে যে, দুনিয়াতে যে সব নেতা ও প্রধান ব্যক্তির অনুসরণ করা হত তারা নিজ নিজ অনুসরণকারীদের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সকল উপায়-উপাদানের সম্পর্ক ও কার্যকারণ-ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে।
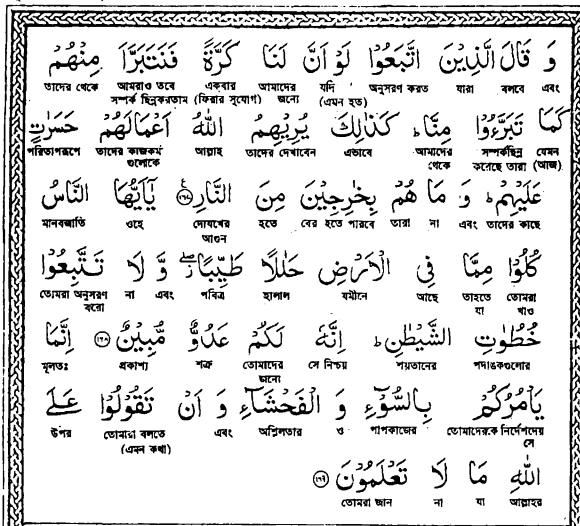
১৬৭. আর দুনিয়ায় যারা তাদের অনুসরণ করত তারা বলবেঃ হায় আমাদেরকে আবার যদি সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের দায়িত্বহীন থাকার কথা প্রকাশ করছে আমরাও তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সকল কাজ যা কিছু তারা দুনিয়াতে করছে তাদের সম্মুখে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা শুধু লজ্জিত হবে ও দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু জাহান্নামের গর্ত হতে বের হবার কোন পথই তারা খুঁজে পাবে না।

রুকূঃ২১

১৬৮. হে মানুষ, জমীনে যে সব হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে, তা খাও এবং শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলো না; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সে তোমাদেরকে পাপ কাজ ও অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ যে সব কথা বলেছেন বলে তোমরা জান-না তা আল্লাহর নামে বলে বেড়াতে শিখায়।

وَ	إِذَا	قِيلَ	لَهُمُ	اتَّبِعُوا	مَا	أَنزَلَ
এবং	যখন	বলা হয়	তাদেরকে	তোমরা অনুসরণ কর	যা	নাযিল করেছেন

اللَّهُ	قَالُوا	بَلْ	نَتَّبِعُ	مَا	أَلْفَيْنَا	عَلَيْهِ	آبَاءَنَا ط
আল্লাহ	তারা বলে	বরং	আমরা অনুসরণ করব	তা	আমরা পেয়েছি	যার উপর	আমাদের বাপ দাদাদেরকে

أَوَلَوْ	كَانَ	آبَاؤُ	هُمْ	لَا	يَعْقِلُونَ	شَيْئًا
যদিও কি	ছিল	বাপদাদারা	তাদের (এমন যে)	না	তারা বুঝতো	কিছুই

وَ	لَا	يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾	وَ	مَثَلُ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	كَمَثَلِ
এবং	না	তারা সঠিক পথে চলত	এবং	দৃষ্টান্ত	(তাদের) যারা	অস্বীকার করেছে	এরূপ

الَّذِي	يَنْعِقُ	بِمَا	لَا	يَسْمَعُ	إِلَّا	دُعَاءً	وَ	نِدَاءً ط	صُمٌّ
(এক রাখাল) যে	চিৎকার করে ডাকে	ঐ বিষয় যা	না	শুনে (তার পশু)	এ ছাড়া	ডাক	ও	আওয়াজ	বধির

بُكْمٌ	عُمْيٌ	فَهُمْ	لَا	يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾
বোবা	অন্ধ	তারা তাই (কোন কথাই)	না	বুঝতে পারে

১৭০. তাদেরকে যখনি আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুসরণ করতে বলা হয়, তখনি তারা উত্তরে বলেঃ আমরাতো সে পথেরই অনুসরণ করব আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথের অনুসারী পেয়েছি। তাদের বাপ-দাদারা যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ না-ও করে থাকে ও সঠিক পথে না-ও চলে থাকে তবুও কি এরা তাদের (বাপ-দাদাদের)-ই অনুসরণ করতে থাকবে?

১৭১. এ সব লোক যারা খোদার নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করেছে, তাদের অবস্থা ঠিক এরূপঃ রাখাল জন্তুগুলিকে ডাকে, কিন্তু উহারা এই ডাকের আওয়াজ ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ; এ জন্যে কোন কথা তারা বুঝতে পারে না।

১৭২. হে ঈমানদাররা, তোমরা যদি প্রকৃতই একমাত্র খোদার বান্দা হয়ে থাক, তবে যে সব পবিত্র দ্রব্যাদি আমি তোমাদের দান করেছি তা অসংকোচে খাও ও আল্লাহর শোকর আদায় কর।
১৭৩. এ ব্যাপারে খোদার তরফ হতে শুধু এটুকু নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা মৃতদেহ খাবে না, রক্ত ও শুকরের মাংস হতে বিরত থাকবে এবং এমন কোন জিনিস খাবে না যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি কঠিন ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায় এবং সে যদি তা হতে কোন জিনিস খায়, কিন্তু আইন ভঙ্গ করার যদি তার ইচ্ছে না থাকে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লংঘন না করে, তবে এতে তার কোনই পাপ হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রকারী[৫২]।

৫২. এই আয়াত শরীফে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) জিনিসের ব্যবহারের অনুমতির জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছেঃ (১) যথার্থ মজবুরী অর্থাৎ নিরূপায় অবস্থা। যথাঃ ক্ষুধা বা পিপাসায় জীবন-সংকট অবস্থা; বা রোগ ও অসুস্থতার কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া ও সেই অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিস পাওয়া না যাওয়া। (২)আল্লাহতা'আলার কানুন ভঙ্গ করার কোন ইচ্ছা অন্তরে স্থান না পাওয়া। (৩) আবশ্যকতার সীমা অতিক্রম না করা যথাঃ হারাম জিনিসের কয়েক গ্রাস বা কয়েক টুকরা বা কয়েক ঢোক দ্বারা যদি প্রাণ বাঁচে তবে সে পরিমান অপেক্ষা অধিক ব্যবহার না করা।

১৭৪. বস্তুতঃ যারা খোদার দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলতঃ নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।
১৭৫. এরাই হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তির ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। এদের সাহস খুবই বিস্ময়কর, এ জন্যে যে এরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।
১৭৬. এ সব কিছু শুধু এজন্যেই হতে পেরেছে যে আল্লাহ তো পূর্ণ সত্যের অনুসারে ঠিকভাবে কিতাব নাজিল করেছেন; কিন্তু কিতাবে যারা মতবৈষম্য আবিষ্কার করেছে তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হতে বহুদূরে সরে গিয়েছে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ

নাই · পূণ্য · যে · তোমরাও ফিরাও · তোমাদের মুখ · দিকে · পূর্ব · অথবা

الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

পশ্চিমে · কিন্তু · পূণ্য (হল) · যে কেউ · ঈমান আনল · আল্লাহরপ্রতি · ও · দিনের · আখেরাতের

وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى

ও · ফেরেশতাদের · ও · কিতাবের · ও · নবীদের (প্রতি) · এবং · দান করল · মাল · কারণে

حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ

তাঁরই মহব্বতের · আত্মীয়স্বজনদেরকে · ও · ইয়াতিমদেরকে · ও · মিসকিনদেরকে · ও

ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ

পথিকদেরকে. · ও · সাহায্যপ্রার্থীদেরকে · এবং · জন্যে · দাসমুক্তির · এবং · প্রতিষ্ঠা করে · নামাজ

وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ

ও · আদাই করে · যাকাত · এবং · পূর্ণকারী · ওয়াদা · তাদের · যখন · ওয়াদাকরে তারা।

وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ

এবং · সবরকারী · অর্থসংকটে · ও · রোগ ব্যাধিতে · ও · সময়ে · সংগ্রাম সংকটে;

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

তারা ঐসব লোক · যারা · সত্যবাদী (ঈমানের দাবীতে) · এবং · ঐসব লোক · তারাই · মুত্তাকী

রুকুঃ২২

১৭৭. তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা কোন প্রকৃত পূণ্যের ব্যাপার নয়। বরং প্রকৃত পূণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকাল ও ফিরেশতাকে এবং খোদার অবতীর্ণ কিতাব ও তাঁর নবীদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে; আর খোদার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিকের জন্যে, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্যে ব্যয় করবে; এতদ্ব্যতীত নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। প্রকৃত পূণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে; দারিদ্র, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুতঃ এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এরাই মুত্তাকী।

আরবী	অর্থ
يَاَيُّهَا	ওহে
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছো
كُتِبَ	ফরজ করা হয়েছে
عَلَيْكُمُ	তোমাদের উপর
الْقِصَاصُ	কিসাস
فِي	ক্ষেত্রে
الْقَتْلٰى ؕ	(অন্যায়) হত্যার
اَلْحُرُّ	স্বাধীন ব্যক্তি
بِالْحُرِّ	স্বাধীন ব্যক্তির বদলে
وَ	ও
الْعَبْدُ	ক্রীতদাস
بِالْعَبْدِ	ক্রীতদাসের বদলে
وَ	এবং
الْاُنْثٰى	মহিলা
بِالْاُنْثٰى ؕ	মহিলার বদলে
فَمَنْ	অতঃপর তার (ক্ষেত্রে)
عُفِيَ	মাফ করা হবে
لَهٗ	যাকে
مِنْ	পক্ষ হতে
اَخِيْهِ	তার ভাইর
شَيْءٌ	কোন কিছু
فَاتِّبَاعٌ	তখন অনুসরণ করা
بِالْمَعْرُوْفِ	প্রচলিত পন্থার
وَ	এবং
اَدَآءٌ	(রক্তপণ) আদায় করা
اِلَيْهِ	তাকে
بِاِحْسَانٍ ؕ	নিষ্ঠার সাথে (অপরিহার্য হবে)
ذٰلِكَ	এটা
تَخْفِيْفٌ	লাঘব
مِّنْ	পক্ষ থেকে
رَّبِّكُمْ	তোমাদের রবের র
وَ	এবং
رَحْمَةٌ ؕ	রহমত
فَمَنِ	যে অতঃপর
اعْتَدٰى	সীমালংঘন করবে
بَعْدَ	পর
ذٰلِكَ	এর
فَلَهٗ	আছে তখন তার জন্যে
عَذَابٌ	শাস্তি
اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾	অতি কষ্টদায়ক

১৭৮. হে ঈমানদারেরা, তোমাদের জন্যে নরহত্যার ব্যাপারে 'কেসাস' এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে, মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই 'কেসাস' নেয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোন নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে 'কেসাস' নেয়া হবে, অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তবে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য[৫৩]। এটা তোমাদের খোদার তরফ হতে দন্ড হ্রাস ও অনুগ্রহমাত্র। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি[৫৪] করবে তার জন্যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৫৩. এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইসলামী দন্ড-বিধিতে হত্যাপরাধের দন্ডও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে ক্ষমাযোগ্য। হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের আছে। সুতরাং সে অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণ হরণেরই উপর জিদ করা আদালতের পক্ষে বৈধ নয়। ক্ষমার ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে অবশ্য রক্তপণ (দন্ডের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ) আদায় করতে হবে।

৫৪. 'বাড়াবাড়ি করে' যথা- নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ গ্রহণ করার পরও আবার প্রতিশোধ গ্রহনের চেষ্টা করে। অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করতে টাল-বাহানা করে ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করেছে সে তার প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে।
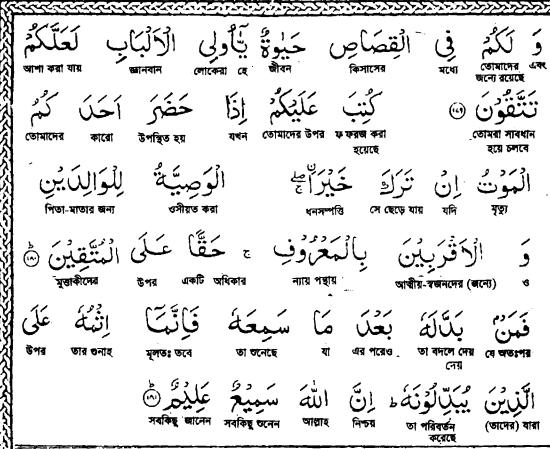
১৭৯. বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন হে মানুষ, 'কিসাসে'ই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, আশা করা যাচ্ছে যে তোমরা এ আইন লংঘন হতে বিরত থাকবে।

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্যে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে[৫৫]। মুত্তাকী লোকদের উপর এটা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ।

১৮১. যারা অসীয়াত শুনতে পেল এবং পরে তাকে পরিবর্তন করে ফেলল, তবে এই পরিবর্তন কারীদের উপরই এর সব পাপ বর্তিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৫৫. উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য যখন কোন কানুন নির্দিষ্ট হয়নি সে সময়, অন্তিম নির্দেশ দ্বারা নিজ উত্তরাধিকারীদের জন্য অংশ নির্দেশ করে দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে তার মৃত্যুর পর বংশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হতে পারে এবং কোন হকদারের হক না মারা যায়। পরবর্তী কালে যখন স্বয়ং আল্লাহতা'আলা পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-বিধান দান করলেন (সূরা নিসাতে পরে উল্লেখিত আছে) তখন নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে এ নীতি নির্দিষ্ট করে দিলেন যেঃ উত্তরাধিকারীদের জন্য আল্লাহতা'আলা যে অংশ নির্দেশ করে দিয়েছেন, তার মধ্যে অসীয়ত দ্বারা কোন কম-বেশী করা যাবে না; এবং যারা উত্তরাধীকারী নয় এমন ব্যক্তিদের অনুকূলে সমগ্র সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী অসীয়ত করা চলবে না; এবং মুসলিম ও কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

আরবি	অর্থ
فَمَنْ	যে তবে
خَافَ	ভয় করে
مِنْ	হতে
مُّوْصٍ	ওসীয়তকারী
جَنَفًا	পক্ষপাতিত্বের
اَوْ	বা
اِثْمًا	অন্যায়ের
فَاَصْلَحَ	তবে কেউ মীমাংসা করে দেবে
بَيْنَهُمْ	তাদের মাঝে
فَلَآ	সে ক্ষেত্রে নাই
اِثْمَ	কোন গোনাহ
عَلَيْهِ ط	তার উপর
اِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
غَفُوْرٌ	ক্ষমাশীল
رَّحِيْمٌ ۝١٨٢	মেহেরবান
يٰۤاَيُّهَا	ওহে
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছে
كُتِبَ	ফরজ করা হয়েছে
عَلَيْكُمُ	তোমাদের উপর
الصِّيَامُ	রোযা
كَمَا	যেমন
كُتِبَ	ফরজ করা হয়েছিল
عَلَى	উপর
الَّذِيْنَ	(তাদের) যারা
مِنْ	
قَبْلِكُمْ	তোমাদের পূর্বে (ছিলো)
لَعَلَّكُمْ	আশাকরা যায়
تَتَّقُوْنَ ۝١٨٣	তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে
اَيَّامًا	দিনগুলোতে
مَّعْدُوْدٰتٍ ط	নির্দিষ্ট সংখ্যক
فَمَنْ	যে অতঃপর
كَانَ	হবে
مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্যে
مَّرِيْضًا	অসুস্থ
اَوْ	অথবা
عَلٰى سَفَرٍ	সফরে
فَعِدَّةٌ	সংখ্যা তখন (পূরণ করবে)
مِّنْ	
اَيَّامٍ	দিনগুলোতে
اُخَرَ ط	অন্যান্য
وَ	এবং
عَلَى	উপর
الَّذِيْنَ	(তাদের) যারা
يُطِيْقُوْنَهٗ	তার সামর্থ রাখে (কিন্তু রাখবে না)
فِدْيَةٌ	বিনিময় দিবে
طَعَامُ	খাদ্য দান করে
مِسْكِيْنٍ ط	এক মিসকিনের

১৮২. অবশ্য কারো যদি এ আশংকা হয় যে, অসীয়াতকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে অবিচার করেছে বা কারো হক নষ্ট করেছে, তখন যদি সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মাঝে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোনই দোষ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

রুকুঃ২৩

১৮৩. হে ঈমানদারেরা, তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিল; ফলে আশাকরা যায় যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুন ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।

১৮৪. ইহা কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা, তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা ভ্রমন কার্যে লিপ্ত থাকলে অন্য সময় এই দিনগুলির রোযা পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ হয়েও (না রাখবে)তারা যেন 'ফেদিয়া' (বিনিময়) দানকরে। এক রোযার 'ফেদিয়া' (বিনিময়) হচ্ছে একজন দরিদ্রকে খাদ্যদান করা।
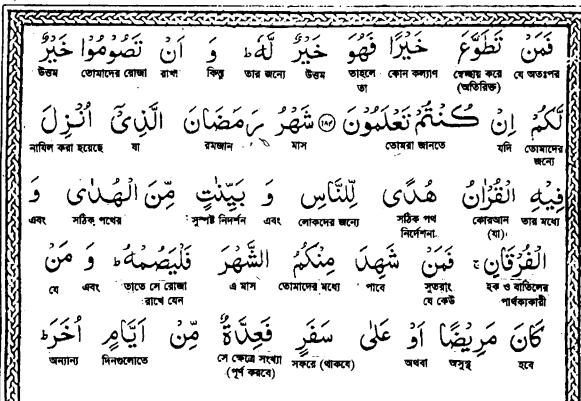
আর যদি কেউ নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহে অতিরিক্ত কোন কল্যাণের কাজ করতে চায় তবে তা করা তারই পক্ষে মঙ্গলকর হবে; কিন্তু তোমরা যদি বুঝতে পার তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে মঙ্গলময় হবে[৫৬]।

১৮৫. রমযানের মাস ইহাতেই কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছেঃ তা গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলিতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্যপথ প্রদর্শণ করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। কাজেই আজহতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে এ পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমনকার্যে নিরত থাকে তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়।

৫৬. ইসলামের অধিকাংশ নির্দেশ ও বিধানের ন্যায় রোযাও ক্রমিক নিয়মে ফরয (অবশ্যপাল্য) করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ) শুরুতে মুসলমানদের প্রত্যেক মাসে মাত্র তিনটি রোযা পালনের হেদায়াত (উপদেশ) দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন এ রোযা ফরয ছিল না। তার পর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসে রোযা রাখার এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ নির্দেশের মধ্যেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবে না, প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে তারা একজন মিসকিন (দরিদ্র)কে খাদ্য দান করবে। এর পরে দ্বিতীয় নির্দেশ নাযিল হয় যা পরে উল্লেখিত হয়েছে।
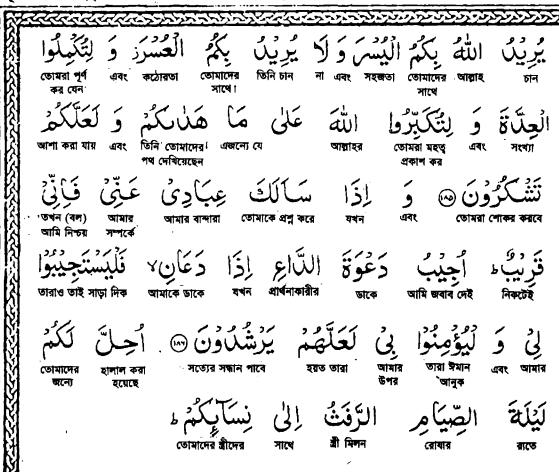
বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনরূপ কঠোরতা আরোপ বা কঠিন কাজের ভার দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তোমাদেরকে এ পন্থা বলাহচ্ছে এজন্যে যে, তোমরা রোযার সংখ্যা পুরণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন, সে জন্য যেন তোমরা খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পার এবং খোদার কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৮৬. হে নবী আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কজেই আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য; এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়ত তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে।

১৮৭. রোযার সময় রাতের বেলা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সংগমকরা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে।

هُنَّ	لِبَاسٌ	لَّكُمْ	وَ	أَنْتُمْ	لِبَاسٌ	لَّهُنَّ ط	عَلِمَ	اللّٰهُ
তারা	পোশাক	তোমাদের জন্যে	ও	তোমরা	পোশাক	তাদের জন্যে	জেনেছেন	আল্লাহ

أَنَّكُمْ كُنْتُمْ	تَخْتَانُونَ	أَنْفُسَكُمْ	فَتَابَ	عَلَيْكُمْ	وَ	عَفَا	عَنْكُمْ ج
তোমরা যে	খিয়ানত করতেছিলে	তাই তোমাদের (নিজেদের সাথে)	ক্ষমাশীল হলেন	তোমাদের উপর	এবং	ক্ষমা করলেন	তোমাদেরকে

فَالْئٰنَ	بَاشِرُوْهُنَّ	وَ	ابْتَغُوْا	مَا	كَتَبَ	اللّٰهُ	لَكُمْ ص	وَ	كُلُوْا
অতএব এখন	তাদের সাথে তোমরা সহবাস কর	এবং	তোমরা সন্ধান কর	যা	লিখে দিয়েছেন	আল্লাহ	তোমাদের জন্যে	ও	তোমরা খাও

وَ	اشْرَبُوْا	حَتّٰى	يَتَبَيَّنَ	لَكُمُ	الْخَيْطُ	الْأَبْيَضُ	مِنَ
ও	তোমরা পান কর	যতক্ষণ না	স্পষ্ট হয়ে যায়	তোমাদের জন্যে	রেখা	সাদা (অর্থাৎ সুবেহ সাদেক)	হতে

الْخَيْطِ	الْأَسْوَدِ	مِنَ	الْفَجْرِ ص	ثُمَّ	أَتِمُّوا	الصِّيَامَ	إِلَى
রেখা	কাল (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার)		ফজরে	এরপর	তোমরা পূর্ণ কর	রোযা	পর্যন্ত

الَّيْلِ ج	وَ	لَا	تُبَاشِرُوْهُنَّ	وَ	أَنْتُمْ	عٰكِفُوْنَ لا	فِي
রাত্র (অর্থাৎ সূর্যাস্ত)	এবং	না	তোমরা সহবাস কর	তাদের সাথে	যখন	তোমরা	এতেকাফে থাক	মধ্যে

الْمَسٰجِدِ ط	تِلْكَ	حُدُوْدُ	اللّٰهِ	فَلَا	تَقْرَبُوْهَا ط	كَذٰلِكَ
মসজিদের	এই	সীমাসমূহ	আল্লাহর	না তাই	তার নিকটে যাবে তোমরা	এভাবে

يُبَيِّنُ	اللّٰهُ	اٰيٰتِهٖ	لِلنَّاسِ	لَعَلَّهُمْ	يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾
স্পষ্ট বর্ণনা করেন	আল্লাহ	তার নিদর্শনগুলো	লোকদের জন্যে	আশা করা যায় তারা	তাকওয়া অবলম্বন করবে

তারা তোমাদের পক্ষে পরিচ্ছদ স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্যে পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা গোপনে গোপনে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছ; কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ 'মাফ' করে দিয়েছেন ও তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্যে জায়েজ করে দিয়েছেন, তার আস্বাদন কর; আর রাত্রিবেলা খানা-পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সামনে রাতের বুক হতে প্রভাতের সাদা আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন এসব কাজ পারিত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে নাও। আর তোমরা যখন মসজিদে 'এ'তেকাফে' লিপ্ত থাকবে তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবেনা। জেনে রাখ, এটা খোদার নির্ধারিত সীমা, তার নিকটেও যেওনা। এভাবে আল্লাহ তাঁর যাবতীয় আদেশ লোকদের জন্যে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। ফলে তারা ভুল আচারণ হতে দূরে থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়।
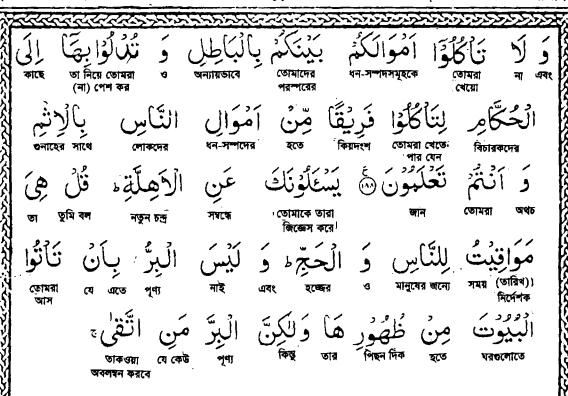
১৮৮. এবং তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করোনা, আর শাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ করোনা যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন এক অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে[৫৭]।

রুকুঃ২৪

১৮৯. লোকেরা তোমার নিকট চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, তা জনগনের সময়-তারিখ নির্ধারণের ও হজ্জের নিদর্শন স্বরূপ। তারা এ কথাও বলে যে, তোমাদের ঘরের পশ্চাদ্দিক হতে প্রবেশ কর–এটা কোন পূণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত নেকীর কাজ হচ্ছে খোদার অসন্তোষ হতে দূরে সরে থাকা।

৫৭. এই আয়াতের একটি অর্থ হচ্ছেঃ শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অবৈধ স্বার্থ লাভের চেষ্টা করোনা। এবং এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ তোমরা নিজেরাই যখন জানো যে এ অপরের সম্পদ তখন তার কাছে তার নিজ মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার সুযোগে, বা কোন কলা-কৌশলে তোমরা সে সম্পদ হস্তগত করতে পারো, মাত্র এই কারণে আদালতে সে সম্পর্কে মকদ্দমা নিয়ে যেওনা। কেননা হতে পারে মকদ্দমার রুয়দাদ অনুযায়ী বিচারক ঐ সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেবে ; কিন্তু তাতে সে সম্পদ তোমার পক্ষে বৈধ হবে না।
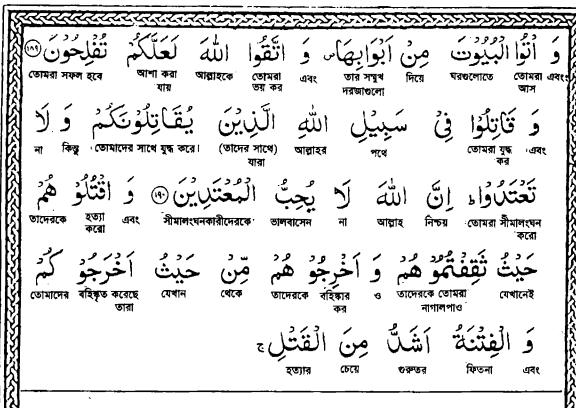
অতএব তোমরা নিজেদের ঘরে সম্মুখ-দুয়ার দিয়েই আসা-যাওয়া করবে। অবশ্য সেই সাথে খোদাকে ভয় করতে থাকবে, সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে[৫৮]।

১৯০. তোমরা খোদার পথে তাদের সাথে লড়াই কর, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করো না, কেননা আল্লাহ সীমা লংঘণকারীদের পছন্দ করেন না।

১৯১. তাদের সাথে লড়াই কর, যেখানে তাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়; এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার কর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে। এ জন্যে যে, নরহত্যা যদিও একটা অন্যায় কাজ, কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা আপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়[৫৯]।

৫৮. আরবে প্রচলিত অসংখ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন রসম-রেওয়াজের মধ্যে এ প্রথাও ছিল যে, তারা হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধলে আর নিজেদের ঘরে নির্দিষ্ট দ্বারপথ দিয়ে প্রবেশ করতো না; বরং পিছন দিক দিয়ে দেওয়াল টপকিয়ে বা খিড়কীতে দেওয়ালের মধ্যে পথ বানিয়ে প্রবেশ করতো। শুধু তাই নয়, এ ছাড়া সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেও তারা নিজেদের ঘরের পিছন দিকের পথ দিয়েই প্রবেশ করতো। আলোচ্য আয়াতে এরূপ প্রথার কেবল প্রতিবাদই করা হয়নি, বরং সকল রকমের কুসংস্কারের উপর এই বলে আঘাত হানা হয়েছে যে, এই সমস্ত রসম ও প্রথার মধ্যে কোন পূণ্য নেই । আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর নির্দেশ অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে প্রকৃত পূণ্য।

৫৯. এখান 'ফেতনা' -এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করার কারণেই মাত্র কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি অত্যাচার করা।

আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবেনা, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করোনা। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসংকোচে তাদেরকে হত্যা কর। কেননা এধরনের কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি।

১৯২. তবে পরে যদি বিরত হয়, তবে এ-কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাগ্রহণকারী ও অনুগ্রহশীল।

১৯৩. তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্ত ভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র খোদার জন্যেই নির্দিষ্ট হয়। তার পরে যদি তারা বিরত হয়, তবে বুঝে নাও যে, কেবল মাত্র যালেমদের ছাড়া আর কারো উপর হস্ত প্রসারিত করা সংগত নয়।

১৯৪. হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত 'হুরমাত'ই তুল্যভাবে মানতে হবে[৬০]।

---

৬০. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর সময় থেকেই আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যিলক্বদ, যিল-হজ্ব ও মহরম এই তিন মাস 'হজ্বের' জন্য ও রজব মাস 'উমরার' জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই চার মাসে যুদ্ধ-লড়াই, নরহত্যা, লুঠতরাজ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; কাবার যিয়ারৎকারীগণ যেন শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে খোদার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে ও যিয়ারত শেষে নিজেদের ঘরে নিরাপত্তাসহ ফিরে যেতে পারে। এই নিয়মের ভিত্তিতে এই মাস চারটিকে 'হারাম' মাস নামে অভিহিত করা হতো।
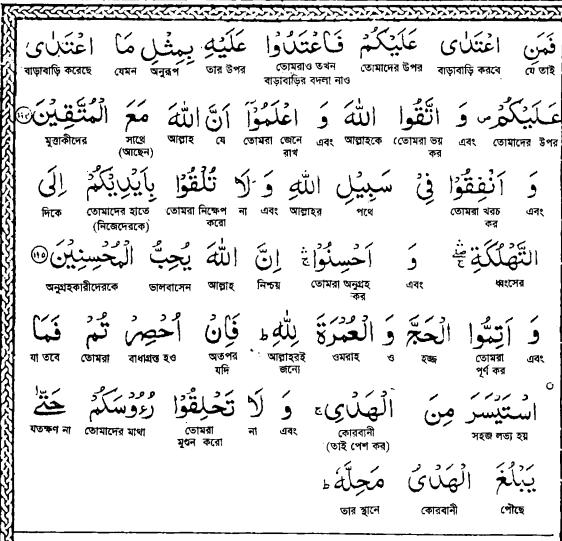
কাজেই যে তোমাদের উপর হস্ত প্রসারিত করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদের উপর হস্ত প্রসারিত করবে; অবশ্য খোদাকে ভয় করতে থাক এবং এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সংগেই রয়েছেন, যারা তাঁর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন হতে দূরে সরে থাকে।

১৯৫. খোদার পথে সম্পদ ব্যয়কর এবং নিজদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না; ইহসানের পথ অবলম্বন কর, কেননা আল্লাহ মুহসিনদেরকেই পছন্দ করে থাকেন।

১৯৬. খোদার সন্তোষ বিধানের জন্যে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে, আর কোথাও যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তবে যে কোরবাণীই সম্ভব তাই খোদার উদ্দেশ্যে পেশ[৬১] করে দাও এবং নিজের মাথা মুড়িওনা, যতক্ষণ না কোরবাণী তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়।

৬১. অর্থাৎ যদি পথে এমন কোন কারণ ঘটে যার জন্য আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব না হয়, এবং নিরূপায় হয়ে থেমে যেতে হয়; তবে উট, গরু, ছাগল– যে জন্তুই পাওয়া যায় খোদার নামে তা কোরবানী করা।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ

যে অতঃপর | হয় | তোমাদের মধ্যে | পীড়িত | বা | তার আছে | অসুখ | তার মাথায়

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ

তবে | ফিদয়া (দিবে) | একটি রোযা | বা | সদকা | বা | কোরবানী (দ্বারা) | অতঃপর যখন

اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

তোমরা নিরাপদ হও | যে তখন | ফায়দা নিতে চায় | ওমরাহর | পর্যন্ত | হজ্জ | যা তবে | সহজ লভ্য হবে

مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ

কোরবানী (দেবে) | যে কিন্তু | না | পায় | তাহলে | রোযা রাখবে | তিন | দিনের | মধ্যে | হজ্জের

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ

ও | সাত (দিন) | যখন | তোমরা ফিরবে | এই | দশ (দিন) | পূর্ণ (রোযা রাখবে) | এটা | যার তার জন্যে

لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا

না | হয় | তার পরিজনবর্গ | বাসিন্দা | মসজিদে | হারামের | এবং | তোমরা ভয় কর

اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

আল্লাহকে | এবং | তোমরা জেনে রাখ | যে | আল্লাহ | কঠোর | (মন্দ কাজে) শাস্তিদানে

কিন্তু যে ব্যক্তি রুগ্ন হবে, অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে এবং এ কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে, 'ফেদিয়া' হিসেবে রোযা রাখা, অথবা সাদকা দেয়া কিংবা কোরবাণী[৬২] করা তার কর্তব্য। অতঃপর যদি শান্তি স্থাপিত ও নিরাপত্তা লাভ[৬৩] হয় (এবং তোমরা হজ্জের পূর্বেই মক্কায় পৌঁছে যাও) তবে তোমাদের যে-ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে, সে যেন সামর্থ অনুযায়ী কোরবাণী দেয়, আর কোরবাণী দেয়া সম্ভব না হলে সে তিনটি রোজা হজ্জের সময়ে আর সাতটি ঘরে ফিরে–এই মোট দশটি রোযা রাখবে। এ সুবিধাটুকু তাদের জন্যে দেয়া হচ্ছে, যাদের ঘরবাড়ী মসজিদে-হারামের নিকটে নয়। খোদার এই আদেশসমূহের বিরুদ্ধতা হতে দূরে থাক এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

---

৬২. হাদিস দৃষ্টে জানা যায়, নবী করীম (সঃ) এই অবস্থায় তিনদিন রোযা রাখার, অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়ানো কিংবা কমপক্ষে অন্ততঃ একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৩. অর্থাৎ যদি সেই কারণ দূর হয়ে যায়, যার জন্য তোমাদের পথিমধ্যে থেমে যেতে হয়েছিল।

اَلْحَجُّ	اَشْهُرٌ	مَّعْلُوْمٰتٌ	فَمَنْ	فَرَضَ	فِيْهِنَّ	الْحَجَّ	فَلَا
হজ্জের	মাসগুলো	সুবিদিত	তাই যে কেউ	নিয়ত করল	তার মধ্যে	হজ্জ করার	না তখন

رَفَثَ	وَلَا	فُسُوْقَ	وَلَا	جِدَالَ	فِي	الْحَجِّ	وَ	مَا	تَفْعَلُوْا
যৌন সম্ভোগ করবে (হজ্জের সময়)	না এবং	অন্যায় আচরণ করবে	না এবং	কলহ-বিবাদ করবে	মধ্যে	হজ্জের	এবং	যা	তোমরা কর

مِنْ خَيْرٍ	يَّعْلَمْهُ	اللّٰهُ	وَ	تَزَوَّدُوْا	فَاِنَّ	خَيْرَ	الزَّادِ
কল্যাণ	তা জানেন	আল্লাহ	এবং	তোমরা পাথেয় সাথে নাও।	নিশ্চয় তবে	উত্তম	পাথেয় (হল)

التَّقْوٰى	وَ	اتَّقُوْنِ	يٰاُولِي	الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾	لَيْسَ	عَلَيْكُمْ
তাকওয়া	এবং	আমাকে তোমরা ভয় কর	হে	বুদ্ধিমান লোকেরা	নাই	তোমাদের উপর

جُنَاحٌ	اَنْ	تَبْتَغُوْا	فَضْلًا	مِّنْ رَّبِّكُمْ	فَاِذَآ	اَفَضْتُمْ
কোন গুনাহ	যে	তোমরা সন্ধান করবে	অনুগ্রহ	তোমাদের রবের	অতঃপর যখন	তোমরা প্রত্যাবর্তন কর

مِّنْ	عَرَفٰتٍ	فَاذْكُرُوا	اللّٰهَ	عِنْدَ	الْمَشْعَرِ	الْحَرَامِ
থেকে	আরাফাত	তোমরা স্মরণ কর	আল্লাহকে	কাছে	মাশআরিল	হারামের (মুজাদালেফায়)

রুকুঃ২৫

১৯৭. হজ্জের মাসসমূহ সকলেই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোন পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোন জেনা-ব্যাভিচার, কোনরকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। আর নেক কাজ যা কিছুই তোমরা করবে, খোদা সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত হবেন। হজ্জের সফরের জন্যে পাথেয় সংগে নিয়ে যাবে, আর পরহেজগারীই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পাথেয়। অতএব হে বুদ্ধিমান লোকেরা, আমার নাফরমানী হতে বিরত থাক। ১৯৮. আর হজ্জের সংগে সংগে তোমরা যদি তোমাদের খোদার অনুগ্রহও সন্ধান করতে থাক, তবে তাতে কোন দোষ নেই[৬৪]। তারপর যখন আরাফাতের ময়দান হতে রওনা হবে, তখন 'মাশয়ারে হারাম' (মুযদালফা)-এর নিকট থেকে খোদাকে স্মরণ কর,

৬৪. নিজ প্রতিপালকের ফযল (অনুগ্রহ) অন্বেষণ করার অর্থ হজ্বের সময়ের মধ্যে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করা।
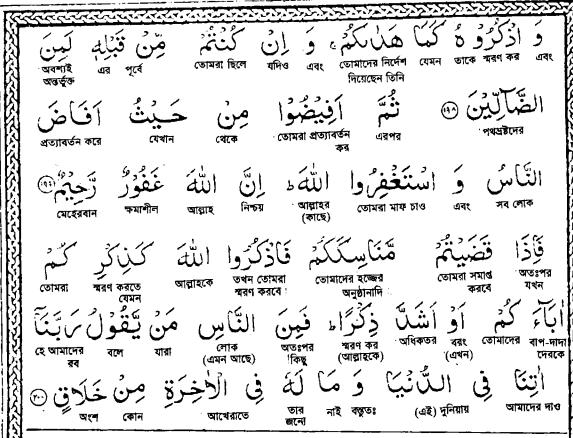
তেমনিভাবে স্মরণ করবে যেমন করার জন্যে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় এর পূর্বে তো তোমারা পথভ্রষ্ট ছিলে।

১৯৯. অতঃপর যেখান হতে সবলোক প্রত্যাবর্তন করে সেখান হতে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর[৬৫]; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

২০০. এভাবে হজ্জের সমস্ত রুকন যখন আদায় করবে তখন পূর্বে যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতেছিলে এখন সেভাবেই- বরং তাহতেও অনেক বেশী খোদার স্মরণ কর (অবশ্য খোদাকে স্মরণকারী লোকদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে); তাদের কেউ এমন আছে, যে বলেঃ হে আমাদের খোদা, এ দুনিয়ায়ই আমাদের সব কিছু দান কর। বস্তুতঃ এরূপ লোকদের জন্যে পরকালে কোন অংশই প্রাপ্য হতে পারে না।

৬৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমুসসালামের) কাল থেকে আরব দেশে সাধারণ পরিচিতি ও প্রচলিত হজ্ব-পদ্ধতি ছিলঃ লোকেরা এই যিলহজ্বে মিনা থেকে আরাফাতে গমন করতো, এবং রাত্রে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো । কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে কোরায়েশদের ব্রাহ্মণ্য প্রভূত্ব ও প্রধান্য কায়েম হয়ে গেলো তখন তারা বললোঃ আমরা হলাম হারাম শরীফের অধিবাসী। সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিলে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়া আমাদের পক্ষে মর্যাদা-হানিকর । সুতরাং তারা নিজেদের জন্য বিশেষ মর্যাদা-সূচক ও বৈশিষ্ট্যমূলক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলো যে তারা মুযদালফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো ও সাধারণ লোকদেরকে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ত্যাগ করতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের এই আভিজাত্য-গৌরব ও অহংকারের বুত'কে চূর্ণ করা হয়েছে।

وَ	مِنْهُمْ	مَّنْ	يَّقُوْلُ	رَبَّنَآ	اٰتِنَا	فِى الدُّنْيَا
এবং	তাদের মধ্যে (এমনও আছে)	যারা	বলে	হে আমাদের রব	আমাদের দাও	(এই) দুনিয়ায়

حَسَنَةً	وَّ	فِى الْاٰخِرَةِ	حَسَنَةً	وَّ	قِنَا	عَذَابَ
কল্যাণ	ও	আখেরাতেও	কল্যাণ	এবং	আমাদের বাঁচাও	শাস্তি (হতে)

النَّارِ ﴿٢٠١﴾	اُولٰٓئِكَ	لَهُمْ	نَصِيْبٌ	مِّمَّا	كَسَبُوْا ط
দোজখের আগুনের	ঐসব লোক	তাদের জন্যে রয়েছে	অংশ (উভয় স্থানে)	তা থেকে যা	তারা অর্জন করেছে।

وَ	اللّٰهُ	سَرِيْعُ	الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾	وَ	اذْكُرُوا	اللّٰهَ	فِىْٓ	اَيَّامٍ
আর	আল্লাহ	দ্রুত	হিসাব নিতে।	এবং	তোমরা স্মরণ কর	আল্লাহকে		দিনগুলোতে

مَّعْدُوْدٰتٍ ط	فَمَنْ	تَعَجَّلَ	فِىْ	يَوْمَيْنِ	فَلَآ	اِثْمَ
নির্দিষ্ট সংখ্যক	যে অতঃপর	তাড়াতাড়ি করে		দুইদিনে (চলে আসে)	নাই তবে	কোন গুনাহ

عَلَيْهِ ج	وَ	مَنْ	تَاَخَّرَ	فَلَآ	اِثْمَ	عَلَيْهِ لا	لِمَنِ	اتَّقٰى ط
তার উপর	আর	যে	বিলম্ব করে (ফিরে)	তাতেও নাই	কোন গুনাহ	তার উপর	তার জন্যে যে	তাকওয়া অবলম্বন করে

وَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	اعْلَمُوْٓا	اَنَّكُمْ	اِلَيْهِ	تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾
এবং	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	এবং	তোমরা জেনে রাখ	যে তোমাদেরকে	তারই দিকে	একত্রিত করা হবে

২০১. আর কেউ বলেঃ হে আমাদের খোদা, আমাদেরকে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও, আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।

২০২. এ ধরনের লোক নিজেদের কাজ অনুযায়ী (উভয় স্থানেই) অংশ লাভ করবে; বস্তুতঃ হিসাব সম্পন্ন করতে খোদার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

২০৩. এই গুনতির কয়েকটি দিন, আল্লাহর স্মরণেই তোমরা কাটিয়ে দাও। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দু'দিনেই ফিরে আসে, তবে তাতে কোন দোষ নেই, আর যদি কেউ একটু বেশীক্ষণ অবস্থান করে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাতেও কোন আপত্তির কারণ নেই[৬৬] – অবশ্য এ দিনগুলি যদি সে তাকওয়ার সাথে যাপন করে। খোদার নাফরমানী হতে দূরে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, একদিন তাঁরই দরবারে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে।

৬৬. অর্থাৎ "আইয়ামে তশরীকে"– মিনা থেকে মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন ১২ই যিলহজ্জ তারিখে হোক বা ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে হোক- কোন অবস্থাতে দোষ নেই।
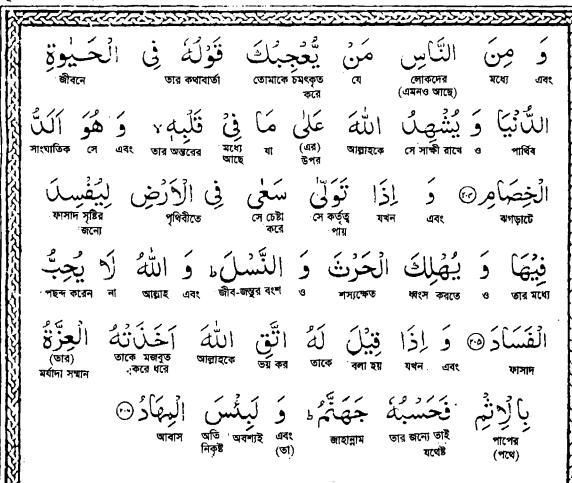
২০৪. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এই পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভাল লাগে এবং নিজের 'নিয়ত' সৎ হওয়া সম্পর্কে সে বার বার খোদাকে সাক্ষী বানায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু।
২০৫. যখন সে ক্ষমতা লাভ করে[৬৭] তখন পৃথিবীতে তার সমগ্র শক্তি এ চেষ্টায় নিয়োজিত হয় যে, কি করে সে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, শস্যক্ষেত ও জীবজন্তুর বংশ ধ্বংস করবে...... অথচ আল্লাহ (যাঁকে সে কথায় কথায় সাক্ষী বানায়) অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না।
২০৬. এই ব্যক্তিকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার নিজের মান রক্ষার চিন্তা তাকে পাপ পথে মজবুত করে রাখে। এ ধরণের লোকের পক্ষে জাহান্নামই যথেষ্ট; যদিও তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।

৬৭. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে- "যখন সে ফিরে যায়" অর্থাৎ সে ব্যক্তি ভাল ভাল ও চমৎকার চমৎকার কথা বানিয়ে যখন ফিরে যায় তখন কার্যতঃ এ-সব অপকর্ম করে।
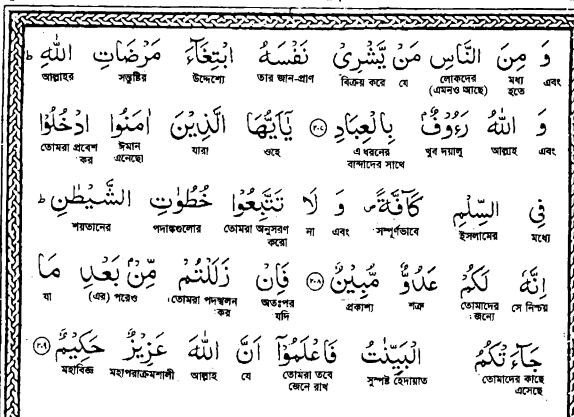
২০৭. অপর দিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবলমাত্র খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুতঃ আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

২০৮. হে ঈমানদারেরা, তোমরা পূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও[৬৮] এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

২০৯. যে সব সুস্পষ্ট হেদায়াতের বাণী তোমাদের নিকট এসেছে তা পাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন হয় তবে ভাল করে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্বজয়ী শক্তিমান এবং সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ ও প্রতিভাশীল।

---

৬৮. অর্থাৎ কোন প্রকার সংরক্ষণ ও ব্যতিক্রম ছাড়াই তোমাদের সমগ্র জীবনকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণে আনো। নিজেদের জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে কয়েকটি বিভাগে তোমরা ইসলামের অনুবর্তী হবে, আবার কয়েকটি বিভাগকে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখবে- এরূপ যেন না হয়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ

কি | তারা অপেক্ষা করছে | এছাড়া | যে | তাদের কাছে আসবেন | আল্লাহ | মধ্যে | ছায়ার | হতে

الْغَمَامِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ ط وَ اِلَى اللّٰهِ

মেঘমালা | এবং | ফেরেশতারাও | আর | ফয়সালা হয়ে যাবে | সব কাজের | এবং | দিকে | আল্লাহর

تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾ سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ

প্রত্যাবর্তিত হবে | সব ব্যাপার | জিজ্ঞাসা কর | বনী | ইসরাঈলদেরকে | কতবেশী | তাদেরকে দিয়েছি আমরা

مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ط وَ مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ

নিদর্শন | সুস্পষ্ট | এবং | যে | পরিবর্তন করে | নেয়ামতের | আল্লাহর

مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

(এর) পরেও | যা | তার কাছে এসেছে | তখন নিশ্চয় | আল্লাহ | কঠোর | (অন্যায়ের) শাস্তিদানে

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ

সুশোভিত করা হয়েছে | তাদের জন্যে | কুফরী করেছে (যারা) | জীবনকে | পার্থিব | ও | তারা বিদ্রূপ করে

مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا م وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ

(তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | অথচ | যারা | তাকওয়া অবলম্বন করে | তাদের উপর (মর্যাদাসম্পন্ন হবে)) | দিনে

الْقِيٰمَةِ ط وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

কিয়ামতের | এবং | আল্লাহ | রিজিক দেন | যাকে | তিনি চান | ব্যতীত | কোন হিসাব

---

২১০. (এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়াত দেওয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে তবে) তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফিরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সব কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালাই করে দিবেন?–শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।

রুকূঃ২৬

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, কত সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ আমরা তাদের দেখিয়েছি। একথাও তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, খোদার নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে 'দুর্ভাগ্যে' পরিণত করে, আল্লাহ তাকে কত কঠিন শাস্তি দান করেন।

২১২. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, পৃথিবীর জীবন তাদের জন্যে বড়ই প্রিয় ও লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। এ সব লোক ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদের বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন খোদাভীরু লোকেরাই তাদের মোকাবিলায় অধিকতর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হবে। অবশ্য দুনিয়ার রেযেক দানের ব্যাপারে আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত দান করেন।

আরবি	অর্থ
كَانَ	প্রথমে ছিল
النَّاسُ	সব মানুষ
أُمَّةً	উম্মত
وَّاحِدَةً ۚ	একই
فَبَعَثَ	(তাদের পথভ্রষ্টতার) পাঠালেন পরে
اللّٰهُ	আল্লাহ
النَّبِيّٖنَ	নবীদেরকে
مُبَشِّرِيْنَ	সুসংবাদদাতা
وَ	ও
مُنْذِرِيْنَ ۖ	সতর্ককারী (হিসেবে)
وَ	এবং
أَنْزَلَ	নাযিল করলেন
مَعَهُمُ	তাদের সাথে
الْكِتٰبَ	কিতাব
بِالْحَقِّ	সত্য সহকারে
لِيَحْكُمَ	ফয়সালার জন্যে
بَيْنَ	মাঝে
النَّاسِ	লোকদের
فِيْمَا	(সে বিষয়ে) যা
اخْتَلَفُوْا	তারা মতভেদ করেছিলো
فِيْهِ ۗ	তার মধ্যে
وَ	এবং
مَا	নাই
اخْتَلَفَ	মতভেদ করে
فِيْهِ	তার মধ্যে
إِلَّا	এছাড়া
الَّذِيْنَ	যাদের
أُوْتُوْ	দেয়া হয়েছিল
هُ	তা
مِنْۢ بَعْدِ	পরে
مَا	যা
جَآءَتْهُمُ	তাদের কাছে এসেছে
الْبَيِّنٰتُ	স্পষ্ট নিদর্শনগুলো
بَغْيًا	বাড়াবাড়ির (কারণে)
بَيْنَهُمْ ۚ	তাদের মাঝে
فَهَدَى	অতঃপর পথ দেখালেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
الَّذِيْنَ	(তাদেরকে) যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছে
لِمَا	যে বিষয়ে
اخْتَلَفُوْا	তারা মতভেদ করেছিল
فِيْهِ	তার মধ্যে
مِنَ	থেকে
الْحَقِّ	সত্য
بِإِذْنِهٖ ۗ	তার অনুমতিক্রমে (ও অনুগ্রহে)
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
يَهْدِيْ	পথ দেখান
مَنْ	যাকে
يَّشَآءُ	তিনি চান
إِلٰى	দিকে
صِرَاطٍ	পথের
مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾	সহজ-সরল

২১৩. প্রথমদিকে সবমানুষই এক পথের অনুসারী ছিল (উত্তরকালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে)। তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন। তারা সঠিকপথের অনুসারীদের জন্যে সুসংবাদদাতা ও বক্র পথের পথিকদের জন্যে আযাবের ভয় প্রদর্শনকারী ছিল এবং তাদের সাথে সত্যগ্রন্থ নাযিল করেন; যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে (এবং এসব মতবিরোধ একারনে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেয়া হয়নি)। মতবিরোধ তারাই করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তার উজ্জ্বল নিদর্শন, সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এজন্যেই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পথের আবিষ্কার করেছে যে, তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব যারা নবীদের প্রতি ঈমান আনল তাদেরকে আল্লাহতা'আলা নিজের অনুমতিক্রমে সে সত্যের পথ দেখালেন, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

কি | তোমরা মনে করেছ | যে | তোমরা প্রবেশ করবে | জান্নাতে | অথচ | এখনও | তোমাদের আসে নাই | (তাদের) অবস্থা

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ

যারা | গত হয়েছে | তোমাদের পূর্বে | তাদের স্পর্শ করেছিল | অভাব-অনটন | ও

الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ

বিপদ-মুসিবত | এবং | তাদের কম্পিত করা হয়েছিল | এমনকি | বলল | রসূল | এবং | যারা

آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ

ঈমান এনেছিল | তার সাথে | কখন (আসবে) | সাহায্য | আল্লাহর | মনে রেখো | নিশ্চয় | সাহায্য | আল্লাহর

قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ

নিকটে | তোমাকে তারা প্রশ্ন করে | কি | খরচ করবে তারা | তুমি বল | যা | তোমরা খরচ কর

مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ

হতে | ধন-সম্পদ | তা | পিতা-মাতার জন্যে | এবং | আত্মীয়-স্বজনদের | ও | ইইয়াতীমদের | ও | অভাব গ্রস্থদের

وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۗ

ও | মুসাফিরদের (জন্য ব্যয় করবে)।

---

২১৪. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি[৬৯]। তাদের উপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রসূল ও তার সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে উঠেছে (ও বলেছে),-আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? -তখন তাদেরকে শান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে!

২১৫. লোকেরা জিজ্ঞাসা করেঃ আমরা কি খরচ করব? উত্তরে বলঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্যে,ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য, (অবশ্যই) খরচ করবে;-

---

৬৯. অর্থাৎ কোন নবী যখনই দুনিয়াতে আগমন করেছেন তখনই খোদার বিদ্রোহী ও অবাধ্য বান্দাহদের পক্ষ থেকে সেই নবী ও তাঁর অনুগামী বিশ্বাসীদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁরা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের প্রাণ রক্তরঞ্জিত করে তবে জান্নাত-লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। খোদার জান্নাত এতটা মূল্যহীন নয় যে, তোমরা খোদা ও তাঁর দ্বীনের জন্য কোনও কষ্ট স্বীকার করবে না, অথচ তা তোমরা এমনিতেই লাভ করে যাবে।

وَ	مَا	تَفْعَلُوْا	مِنْ خَيْرٍ	فَاِنَّ	اللّٰهَ	بِهٖ	عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾
এবং	যা কিছু	তোমরা কর	কল্যাণের	নিশ্চয় তবে	আল্লাহ	তা সম্পর্কে	খুব অবহিত

كُتِبَ	عَلَيْكُمُ	الْقِتَالُ	وَ	هُوَ	كُرْهٌ	لَّكُمْ ۚ	وَ
নির্দেশ দেয়া হল	তোমাদেরকে	যুদ্ধের	এবং	তা	অপ্রিয়	তোমাদের কাছে	কিন্তু

عَسٰٓى	اَنْ	تَكْرَهُوْا	شَيْـًٔا	وَّ	هُوَ	خَيْرٌ	لَّكُمْ ۚ
হতে পারে	যে	তোমরা অপছন্দ কর	কোন জিনিস	অথচ	তা	কল্যাণকর	তোমাদের জন্যে

وَ	عَسٰٓى	اَنْ	تُحِبُّوْا	شَيْـًٔا	وَّ	هُوَ	شَرٌّ	لَّكُمْ ؕ	وَ	اللّٰهُ
আবার	হতে পারে	যে	তোমরা পছন্দ কর	কোন জিনিস	অথচ	তা	অকল্যাণকর	তোমাদের জন্যে	এবং	আল্লাহ

يَعْلَمُ	وَ	اَنْتُمْ	لَا	تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ ع	يَسْـَٔلُوْنَكَ	عَنِ	الشَّهْرِ
জানেন	কিন্তু	তোমরা	না	জান	তোমাকে প্রশ্ন করে তারা	সম্পর্কে	মাসে

الْحَرَامِ	قِتَالٍ	فِيْهِ ؕ	قُلْ	قِتَالٌ	فِيْهِ	كَبِيْرٌ ؕ	وَ	صَدٌّ
হারামের	যুদ্ধ করা	তার মধ্যে	তুমি বল	যুদ্ধ করা	তার মধ্যে	বড় (গুনাহ)	কিন্তু	বাধাদান

عَنْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	وَ	كُفْرٌۢ	بِهٖ	وَ	الْمَسْجِدِ	الْحَرَامِ ۗ
হতে	পথ	আল্লাহর	ও	অস্বীকার করা	তাকে	ও	মসজিদে	হারামে (যেতে বাধাদান)

আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

২১৬. তোমাদেরকে যুদ্ধকরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তা তোমাদের অসহ্য মনে হচ্ছে,- হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হল, অথচ তা-ই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এটাও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভাল লাগল, অথচ তা-ই তোমাদের পক্ষে খারাপ। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।

রুকুঃ২৭

২১৭. লোকেরা জিজ্ঞেসা করে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা কি? উত্তরে বলে দাও- এ মাসে লড়াই করা বড়ই অন্যায়। কিন্তু খোদার নিকট তা হতেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখা, খোদাকে অস্বীকার ও অমান্য করা, খোদা-বিশ্বাসীদের জন্যে "মসজিদে-হারাম" এর পথ বন্ধ করা

এবং হেরেমের
অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। আর ফেতনা ও বিপর্যয় রক্তপাত হতেও কঠিনতর ব্যাপার[৭০]। তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে, এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে নিবে। (একথা খুব ভাল করে বুঝে নাও যে) তোমাদের মধ্যে হতে যে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৭০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাসে নবী করীম (সঃ) আটজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে "নাখলা" (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী) নামক স্থানের দিকে পাঠিয়ে কোরাইশদের গতি-বিধি ও তাদের ভবিষ্যতের ইচ্ছা-বাসনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে যুদ্ধের কোন অনুমতি দান করেননি। কিন্তু পথিমধ্যে কোরাইশদের একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সংগে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটলে, তাঁরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একজনকে হত্যা করে ও অবশিষ্ট লোকদের মালসহ বন্দীকরে মদীনাতে নিয়ে আসে। এ ঘটনাটি এমন সময় ঘটে যখন রজব মাস শেষ হয়ে শাবান শুরু হচ্ছিল; পরে এ ব্যাপারটি সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় যে- আক্রমণের ঘটনাটা কি রজব মাসে (অর্থাৎ "হারামমাসে") ঘটলো না শাবান মাসে?

কিন্তু কোরাইশরা ও তাদের সঙ্গে গোপনভাবে মিলিত থেকে মদীনায় ইহুদী ও মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার জন্য এই ঘটনাটির খুব হাওয়া দিল। তারা কাঠোর আপত্তি-অভিযোগ শুরু করে দিল যে, এ-সব লোক তো নিজেদের খুব আল্লাহ-ওয়ালা রূপে পেশ করে! কিন্তু এদের অবস্থা দেখ। এরা হারাম মাসেও রক্ত-পাত ঘটাতে দ্বিধা করেনা। এই সব অভিযোগের উত্তর এই আয়াতে দান করা হয়েছে।
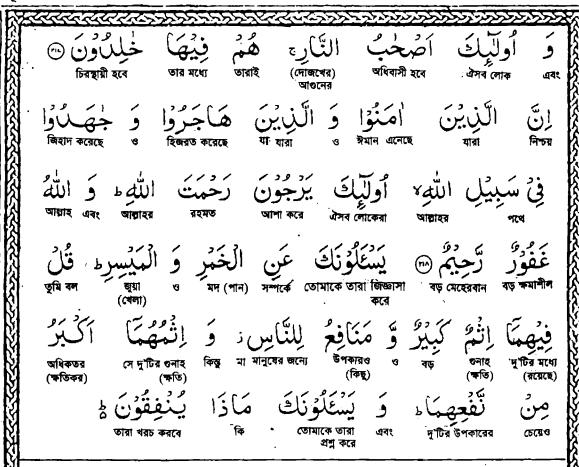
এ ধরণের সব লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

২১৮. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে, যারা খোদার জন্যে ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে এবং খোদার পথে জিহাদ করেছে[৭১] তারাই খোদার অনুগ্রহ লাভের আশা করার ন্যায়সংগত অধিকারী। আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহদানে তাদেরকে ধন্য করবেন।

২১৯-২২০. জিজ্ঞাসা করছেঃ মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ? বলে দাও, এ দুটি জিনিসেই বড় পাপ রয়েছে। যদিও এতে লোকদের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও আছে, কিন্তু উভয় কাজের পাপ উপকারিতা হতে অনেক বেশী[৭২]। তারা জিজ্ঞাসা করছেঃ আমরা আল্লাহর পথে কি খরচ করব?

৭১. জিহাদের অর্থ হচ্ছে ঃ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের পূর্ণশক্তি-সামর্থ ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা । "জেহাদ" মাত্র যুদ্ধের সমার্থ বাচক নয় "জেহাদ" বলতে মাত্র যুদ্ধকে বোঝায় না। যুদ্ধের অর্থ প্রকাশ করতে 'কেতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়। জেহাদের অর্থ এর থেকে ব্যাপক। জেহাদের অর্থের ব্যাপকতার মধ্যে যুদ্ধসহ সব রকমের চেষ্টা ও সাধনা-সংগ্রাম বর্তমান আছে।

৭২.মদ ও জুয়া সম্পর্কে এ প্রথম নির্দেশ । শরাব ও জুয়া যে পছন্দনীয় জিনিস নয়, এখানে মাত্র সেই কথাটুকু উল্লেখ করা হয়েছে -এর বেশী এখানে কিছু বলা হয়নি। পরে সূরা নিসায় (৪৩আয়াত) ও সূরা মা'এদায় (৯০ আয়াত) পরবর্তী আহকাম দান করা হয়েছে।
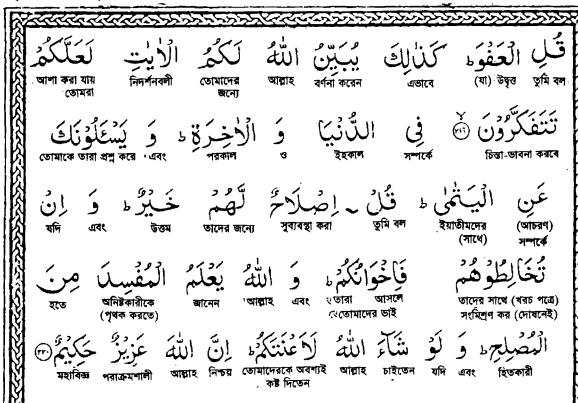
বল, "যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত"৭৩।

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে এভাবেই সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানের জন্যেই চিন্তা কর। জিজ্ঞাসা করছেঃ ইয়াতীমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বল, যে ধরণের কাজ-কর্মে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা করাই উত্তম। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখ, তবে তাতে কোন দোষ নেই; তারা তোমাদেরই ভাই-বন্ধু ছাড়া আর তো কিছুই নয়। যারা অন্যায় করে, আর যারা উপকারের কাজ করে, তাদের সকলেরই প্রকৃত অবস্থা আল্লাহতা'আলা ভাল করে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ ব্যাপারে তোমাদের উপর অনেক কঠোরতা আরোপ করতেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে হিকমতেরও অধিকারী।

৭৩. আজকাল এই আয়াত থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বের করা হচ্ছে। কিন্তু এই আয়াতের ভাষা ও শব্দ থেকে পরিষ্কার এই অর্থ বুঝা যাচ্ছে যে, লোকেরা নিজেদের অর্থের মালিক নিজেরাই ছিল। তাদের জিজ্ঞাস্য ছিল-আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কি ব্যয় করবো? জওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ তোমাদের অর্থ দ্বারা প্রথমে নিজেদের প্রয়োজন মিটাও। তারপর যা অতিরিক্ত বাঁচে তা আল্লাহর পথে খরচ কর। এ খরচ হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক, যা বান্দা তার প্রতিপালকের রাস্তায় নিজের খুশীতে করে।
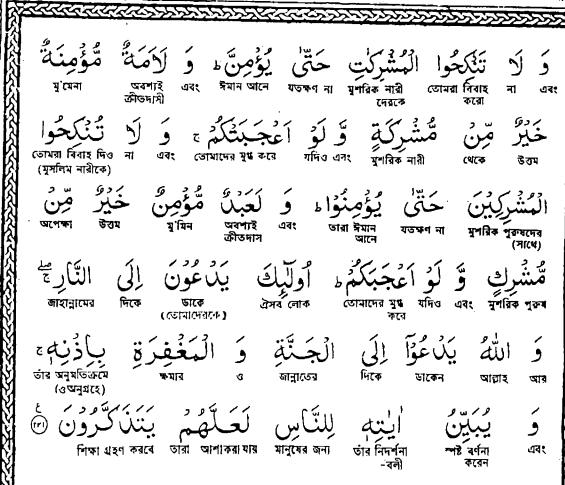
২২১. তোমরা মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। বস্তুতঃ একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক শরীফজাদী অপেক্ষাও অনেক ভাল, যদিও এই শেষোক্ত নারীকেই তোমরা পছন্দ করে থাক। (অনুরূপ ভাবে) নিজেদের কন্যাদেরকে মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। কেননা একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও এ ব্যক্তিকেই তারা অধিক পছন্দ করে থাকে। কেননা তারা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডেকে নেয়। আর আল্লাহ তার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে বেহেশত ও ক্ষমার দিকে আহবান জানান। তিনি তাঁর বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের নিকট ব্যক্ত করেন। আশা করা যায়, তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে ও উপদেশ কবুল করবে।
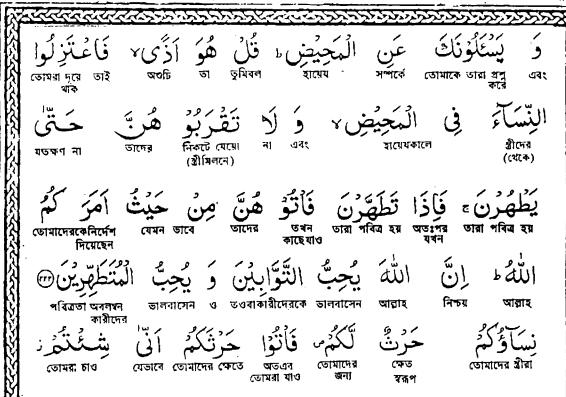
রুকূঃ২৮

২২২. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'হায়য' (রজঃ স্রাব) সম্পর্কে নির্দেশ কি? বল, তা এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা, কাজেই তখন স্ত্রীদের হতে দূরে থাক এবং তাদের নিকট যেওনা[৭৪], যতক্ষণ না তারা ময়লাবিমুক্ত হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট যাও ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপ কাজ হতে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেতের মত, তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে-যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর-নিজেদের ক্ষেতে গমন কর।

৭৪. অর্থাৎ এই অবস্থায় সংগম করো না।

وَ	قَدِّمُوْا	لِاَنْفُسِكُمْ ط	وَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	اعْلَمُوْٓا	اَنَّكُمْ
এবং	তোমরা আগে পাঠাও	তোমাদের নিজেদের জন্যে	এবং	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	এবং	জেনে রাখ তোমরা	তোমরা যে

مُّلٰقُوْهُ ط	وَ	بَشِّرِ	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾	وَ	لَا	تَجْعَلُوا	اللّٰهَ	عُرْضَةً
তাঁর সাক্ষাৎকারী (হবে)	এবং	সুসংবাদ দাও	মু'মিনদেরকে	এবং	না	তোমরা ব্যবহার করো	আল্লাহর (নামকে)	প্রতিবন্ধকের বস্তু হিসেবে

لِّاَيْمَانِكُمْ	اَنْ	تَبَرُّوْا	وَ	تَتَّقُوْا	وَ	تُصْلِحُوْا	بَيْنَ
তোমাদের শপথের জন্যে	যে (না)	তোমরা সৎকাজ করবে	ও (না)	তোমরা আত্ম সংযম করবে	ও (না)	তোমরা শান্তি স্থাপন করবে	মাঝে

النَّاسِ ط	وَ	اللّٰهُ	سَمِيْعٌ	عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾	لَا	يُؤَاخِذُكُمُ	اللّٰهُ
লোকদের	এবং	আল্লাহ	সবকিছু শুনেন	সবকিছু জানেন	না	তোমাদেরকে ধরবেন	আল্লাহ

بِاللَّغْوِ	فِيْٓ	اَيْمَانِكُمْ	وَلٰكِنْ	يُّؤَاخِذُ	كُمْ	بِمَا	كَسَبَتْ
অর্থহীন (শপথের) জন্যে	মধ্যে	তোমাদের শপথ গুলোর	কিন্তু	তিনি ধরবেন	তোমাদেরকে	একারণে যা	দৃঢ় সংকল্প করেছে

قُلُوْبُكُمْ ط	وَ	اللّٰهُ	غَفُوْرٌ	حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾
তোমাদের অন্তর গুলো	এবং	আল্লাহ	বড় ক্ষমাশীল	বড় সহিষ্ণু

কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা কর। খোদার নাফরমানী ও অবাধ্যতা হতে দূরে থাক[৭৫]। জেনে রাখ, তোমাদেরকে একদিন খোদার সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে। হে নবী, তোমার উপস্থাপিত বিধান যারা মেনে নিবে তাদেরকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দাও।

২২৪. খোদার নাম এমন সব প্রতিজ্ঞার (কসম খাওয়ার) কাজে ব্যবহার করোনা যার উদ্দেশ্য হবেঃ নেক কাজ, খোদার ভয়, খোদার বান্দাদের প্রতি কল্যাণকর কাজ হতে বিরত থাকা। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথাই শুনছেন এবং তিনি সব কিছুই জানছেন।

২২৫. যে সব অর্থহীন প্রতিজ্ঞা তোমরা বিনা ইচ্ছাতেই করে ফেল সে জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তিদান করবেন না। কিন্তু যে সব প্রতিজ্ঞা তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাক সে সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।

৭৫.ব্যাপক অর্থ-বোধক শব্দ; এর দুটো অর্থ হতে পারে । এবং দুটো অর্থেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছেঃ নিজের বংশরক্ষার চেষ্টা করো, যেন তোমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের স্থলে কাজ করার জন্য অন্যেরা পয়দা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ যে ভবিষ্যৎ বংশধরকে তোমরা নিজেদের জায়গায় রেখে যাবে তাদেরকে দ্বীন (ধর্ম) আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্র) ও মনুষ্যত্বের গুনে গুনান্বিত করার চেষ্টা করো।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ
(তাদের) জন্যে যারা শপথ করে সম্পর্ক না রাখার হতে স্ত্রীদের তাদের অপেক্ষা করবে চার মাস

فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَ اِنْ عَزَمُوا
অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে নিশ্চয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান এবং যদি তারা সংকল্প করে

الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ
তালাকের তবে নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন এবং তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীরা অপেক্ষা করবে

بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
নিজেদের তাদের জন্যে তিন মাসিক ঋতুস্রাব (পর্যন্ত) এবং না বৈধ হবে তাদের জন্যে যে

يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ
তারা গোপন করবে যা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মধ্যে তাদের গর্ভাশয়ে যদি

كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ
ঈমান এনে থাকে আল্লাহরউপর ও দিনে আখেরাতের (উপর)

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করে বসে, তাদের জন্যে চার মাসের অবকাশ রয়েছে[৭৬]। যদি তারা তা হতে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব জানেন[৭৭]।

২২৮. যে সব স্ত্রী লোককে তালাক দেয়া হয়েছে, তারা যেন তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে জায়েজ নয়, এরূপ করা তাদের কিছুতেই উচিত নয়- যদি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি তাদের ঈমান থেকে থাকে।

৭৬. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'ইলা' বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সব সময় সুষ্ঠু নাও থাকতে পারে। বিপর্যয় ও মনোমালিন্যের কারণ ঘটা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত এরূপ বিপর্যয় পছন্দ করেনা যাতে উভয়ে আইনতঃ তো স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু সেই সঙ্গে কার্যতঃ একে অপরের কাছ থেকে এরূপভাবে পৃথক থাকবে যেন তারা স্বামী-স্ত্রীই নয়। এ প্রকার বিপর্যয়ের জন্য আল্লাহতা'আলা চার মাসের সময় সীমা নির্ধারিত করে দিয়ে আদেশ করেছেনঃ এই সময়ের মধ্যে হয় তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দোরস্ত করে নাও, নতুবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন কর।

৭৭. অর্থাৎ যদি তুমি স্ত্রীকে অন্যায় করে ত্যাগ করে থাকো তবে খোদা সম্পর্কে তোমার নির্ভয় হওয়া উচিৎ নয়। কেননা আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

তাদের স্বামী যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয় তবে তারা এই অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে[৭৮]। নারীদের জন্যেও সঠিকভাবে সেরূপ অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের জন্যে তাদের উপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর সকলেরই উপর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ ও সুবিবেচক।

রুকুঃ২৯

২২৯. তালাক দু'বার দেয়। অতঃপর হয় সোজাসোজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে, অন্যথায় সঠিক পন্থায় তাকে বিদায় করে দিবে[৭৯]।

৭৮. এ আদেশ মাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দান করে। এরূপ তালাক 'রযয়ী' অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনযোগ্য হয়ে থাকে; এবং ইদ্দতের (তালাক প্রাপ্তা হয়ে যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীলোককে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়) মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।

৭৯. এই আয়াতের বিধান অনুসারে একজন পুরুষ একটি বিবাহ-বন্ধন কালের মধ্যে নিজের স্ত্রীর উপর তালাকে রযয়ী (প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাক) দেবার অধিকার মোট মাত্র দুই বার প্রয়োগ করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে দুবার তালাক দিয়ে আবার গ্রহণ করেছে- সে জীবনে যখনি তাকে তৃতীয় বার তালাক দান করবে তার স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বিদায় দেয়ার সময় এরূপ করা তোমাদের পক্ষে জায়েয নয় যে, তোমরা যা কিছুই তাদেরকে দিয়েছ, তা হতে কোন কিছু ফিরিয়ে নিবে। অবশ্য এ অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী খোদার নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারবে না বলে আশংকা হবে। এরূপ অবস্থায় যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা পরস্পরে খোদার বিধান অনুযায়ী চলতে পারবে না, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিবে[৮০]- কিছুমাত্র দোষণীয় নয়। বস্তুতঃ ইহা খোদার নির্দিষ্ট সীমা বিশেষ, ইহা অতিক্রম করো না। আর যারাই খোদার নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে তারাই যালেম।

৮০. শরীয়তের পরিভাষায় একে 'খোলা' বলে। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক হাসেল করা। এক্ষেত্রে, পুরুষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ বা তার অংশবিশেষ স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে- এটা তার পক্ষে বৈধ হবে। কিন্তু পুরুষ যদি নিজেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে তার প্রদত্ত অর্থের কোন কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

فَإِنْ	طَلَّقَهَا	فَلَا	تَحِلُّ	لَهُ	مِنْ بَعْدُ	حَتّٰى	تَنْكِحَ
অতঃপর যদি	তাকে সে তালাক দেয়	না তবে	হালাল হবে	তার জন্যে	পরে (তালাকের)	যতক্ষণ না	বিবাহ হয়

زَوْجًا	غَيْرَ	هُ ط	فَإِنْ	طَلَّقَهَا	فَلَا	جُنَاحَ	عَلَيْهِمَا
(অন্য) স্বামীর সাথে	ব্যতীত	সে	অতঃপর যদি	সে তাকে তালাক দেয়	নাই তবে	গুনাহ	তাদের দুজনের উপর

أَنْ يَتَرَاجَعَا	إِنْ	ظَنَّا	أَنْ	يُقِيمَا	حُدُودَ	اللّٰهِ ط	وَ	تِلْكَ
পরস্পরে ফিরে আসতে	যদি	দুজনেই মনে করে	যে	তারা দুজনে রক্ষা করতে পারবে	সীমারেখা	আল্লাহর	এবং	এটা

حُدُودُ	اللّٰهِ	يُبَيِّنُهَا	لِقَوْمٍ	يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾	وَ	إِذَا	طَلَّقْتُمُ
সীমারেখা	আল্লাহর	তা স্পষ্ট বর্ণনা করেন তিনি	লোকদের জন্যে	(যারা) জ্ঞান রাখে	এবং	যখন	তোমরা তালাক দাও

النِّسَاءَ	فَبَلَغْنَ	أَجَلَهُنَّ	فَأَمْسِكُوا	هُنَّ	بِمَعْرُوفٍ
স্ত্রীদেরকে	তারা অতঃপর পৌঁছে	তাদের মেয়াদে	বন্ধন রাখ তখন	তাদেরকে	বিধি মোতাবেক

أَوْ	سَرِّحُوهُنَّ	بِمَعْرُوفٍ ص	وَ	لَا	تُمْسِكُوا	هُنَّ	ضِرَارًا
অথবা	তাদের মুক্ত করে দাও	ন্যায় সংগতভাবে	এবং	না	তোমরা আটকে রেখো	তাদেরকে	ক্ষতির (উদ্দেশ্যে)

لِتَعْتَدُوا ج	وَ	مَنْ	يَفْعَلْ	ذٰلِكَ	فَقَدْ	ظَلَمَ	نَفْسَهُ ط
বাড়াবাড়ি করার জন্যে	এবং	যে কেউ	করবে	এটা	তাহলে নিশ্চয়	জুলুম করবে	তারা নিজের (উপর)

২৩০. অতঃপর (দু'বার তালাকদেবার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) যদি তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী তার পক্ষে হালাল (বিবাহযোগ্য) হবে না; অবশ্য তখন সে পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে, যদি অপর কোন ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে যায় এবং সে তালাক দেয়[৮১]। তখন যদি যেই প্রথম স্বামী এবং এ স্ত্রীলোকটি মনে করে যে, তারা খোদার বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে পারবে, তবে তাদের পুনঃমিলনে কোন দোষ নেই। এটাই খোদার নির্দিষ্ট সীমা, আল্লাহ সেই লোকদের হেদায়াতের জন্যে ইহার ব্যাখ্যা করছেন যারা তাঁর সীমা লংঘন করার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত।

২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে আসে তখন হয় তাদের ভালভাবে ফিরিয়ে নাও, অথবা ভালভাবে বিদায় করে দাও। শুধু কষ্ট দেয়ার জন্যে তাদেরকে আটকে রেখো না কেননা তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে। আর যে এরূপ করবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই উপর যুলুম করবে।

৮১.অর্থাৎ কোন সময় যদি নিজের ইচ্ছায় তালাক দেয় । কিন্তু নিছক প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র মূলক বিবাহ ও তালাক দেওয়া হয় এই আয়াত দ্বারা তার বৈধতা সাব্যাস্থ করা যায় না।

وَ لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۡ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ

এবং · না · তোমরা গ্রহণকরো · নিদর্শনাবলীকে · আল্লাহর · তামাশা হিসেবে · এবং · তোমরা স্মরণ কর · অনুগ্রহকে

اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ

আল্লাহর · তোমাদের উপর · এবং · যা · নাযিল করেছেন · তোমাদের উপর · কিতাব

وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ

ও · হিকমত · উপদেশ দিচ্ছেন তোমাদেরকে তিনি · তা দিয়ে · এবং · তোমরা ভয়কর · আল্লাহকে · এবং · তোমরা জেনে রাখ · যে

اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾ وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ

আল্লাহ · সম্পর্কে সব কিছুর · খুব অবহিত · এবং · যখন · তালাক দাও তোমরা · স্ত্রীদেরকে

ع ২৯

فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ

পরে · তারা পৌছে যায় · তাদের মেয়াদে · না তখন · বাধা দিয়ো · তাদেরকে · যদি · তারা বিবাহ করতে চায়

اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ

তাদের (প্রস্তাবিত) স্বামীকে · যখন · তারা রাজী হয় · তাদের মাঝে · ন্যায় সংগত উপায়ে · এটা

يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

উপদেশ দেয়া হচ্ছে · এসম্পর্কে · (তারজন্যে) যে কেউ · তোমাদের মধ্যে কার · ঈমান এনে থাকে · আল্লাহর উপর · ও · দিনের

الْاٰخِرِ ؕ

আখেরাতের

খোদার আয়াতকে খেল তামাশার বস্তু বানিওনা। ভুলে যেয়োনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যে কিতাব ও যুক্তির বাণী তিনি তোমাদের জন্যে নাযিল করেছেন তার মর্যাদা রক্ষা করে চল। খোদাকে ভয় কর, ভাল করে জেনে নাও যে, তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন।

রুকু ঃ ৩০

২৩২. তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার কাজ সম্পন্ন কর এবং তারাও তাদের নির্দিষ্ট 'ইদ্দত' পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়িও না, যখন তারা সঠিক ও প্রচলিত পন্থায় পরস্পরে বিবাহিত হতে রাযী হয়েছে; তোমাদেরকে এই উপদেশ দেয়া যাচ্ছে যে, তোমরা কখনই এরূপ কাজ করবে না। যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক,

আরবি	অর্থ
ذٰلِكُمْ	এটা
أَزْكٰى	শুদ্ধতম পন্থা
لَكُمْ	তোমাদের জন্যে
وَ	ও
أَطْهَرُ ط	পবিত্রতম
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
يَعْلَمُ	জানেন
وَ	আর
أَنْتُمْ	তোমরা
لَا	না
تَعْلَمُونَ ۝٢٣٢	জান
وَ	এবং
الْوَالِدٰتُ	মায়েরা
يُرْضِعْنَ	স্তন্য পান করাবে
أَوْلَادَ	সন্তানদের
هُنَّ	তাদের
حَوْلَيْنِ	দু'বছর
كَامِلَيْنِ	পূর্ণ
لِمَنْ	তার জন্যে যে (বাপ)
أَرَادَ	চায়
أَنْ يُّتِمَّ	পূর্ণ করতে
الرَّضَاعَةَ ط	স্তন্যপান করানো
وَ عَلَى	(দায়িত্ব তার) এবং উপর
الْمَوْلُوْدِ لَهٗ	যার সন্তান
رِزْقُهُنَّ	তাদের(অর্থাৎ মাদের) খোরাক
وَ	ও
كِسْوَتُهُنَّ	তাদের পোষাকের
بِالْمَعْرُوْفِ ط	ন্যায় সংগত উপায়ে
لَا	না
تُكَلَّفُ	কষ্ট দেওয়া হবে
نَفْسٌ	কাউকে
إِلَّا	এছাড়া
وُسْعَهَا ج	তার সামর্থ্য অনুযায়ী
لَا	না
تُضَآرَّ	ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে
وَالِدَةٌ م	মাকে
بِوَلَدِهَا	তার বাচ্চার কারণে
وَ	আর
لَا	না
مَوْلُوْدٌ لَّهٗ	যার নবজাতক (অর্থাৎ বাপকে)
بِوَلَدِهٖ ق	তার বাচ্চার কারণে
وَ	এবং
عَلَى	উপর
الْوَارِثِ	উত্তরাধিকারীর
مِثْلُ	অনুরূপ
ذٰلِكَ ج	এটা (অধিকার)

তবে তোমাদের পক্ষে সুষ্ঠু ও পবিত্র কর্মনীতি এ হতে পারে যে, তোমরা এ ধরণের কাজ হতে বিরত থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জাননা।

২৩৩. যে পিতা চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকালপর্যন্ত দুধ সেবন করতে থাকুক, তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ সেবন করাবে[৮২]। এ অবস্থায় সন্তানের পিতাকে সুনিয়মিতভাবে মা'দের খোরাক-পোষাক দিতে হবে। কিন্তু কারো উপর সামর্থের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়– না মা'দের এ-জন্যে কোন কষ্টে নিক্ষেপ করা উচিত যে এ সন্তান তাদেরই, আর না পিতাকেই এ-জন্যে অতিরিক্ত চাপ দেয়া উচিত যে, এ তারই সন্তান। দুধ সেবনকারিনীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর, তেমনি তার উত্তরাধিকারীদের উপরও।

৮২. এ সেই অবস্থার হুকুম যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, এবং স্ত্রীর কোলে দুগ্ধপোষ্য সন্তান রয়েছে । সে বিচ্ছিন্নতা তালাকের মাধ্যমে হোক বা 'খোলা' 'ফিসক' (বিবাহ ভঙ্গ) বা তফরীক (বিচ্ছিন্নকরণ) দ্বারা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।

فَإِنْ	أَرَادَا	فِصَالًا	عَنْ تَرَاضٍ	مِّنْهُمَا	وَ
অতঃপর যদি	(উভয় পক্ষ) চায়	দুধ ছাড়াতে	সম্মতিতে	উভয় পক্ষের	ও

تَشَاوُرٍ	فَلَا	جُنَاحَ	عَلَيْهِمَا ط	وَ	إِنْ	أَرَدْتُّمْ	أَنْ
পরামর্শের ভিত্তিতে	নাই তবে	কোন গুনাহ	তাদের উভয়ের উপর	এবং	যদি	তোমরা চাও	যে

تَسْتَرْضِعُوٓا	أَوْلَادَكُمْ	فَلَا	جُنَاحَ	عَلَيْكُمْ	إِذَا	سَلَّمْتُمْ
তোমরা দুধপান করাবে (কোন ধাত্রী দিয়ে)	তোমাদের সন্তানদের	নাই তবে	কোন গুনাহ	তোমাদের উপর	যখন	তোমরা অর্পন কর

مَّآ	اٰتَيْتُمْ	بِالْمَعْرُوفِ ط	وَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	اعْلَمُوٓا	أَنَّ
যা	তোমরা দিতে চেয়েছিলে	সংগত ভাবে	এবং	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	এবং	তোমরা জেনে রাখ	যে

اللّٰهَ	بِمَا	تَعْمَلُونَ	بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾	وَ	الَّذِينَ	يُتَوَفَّوْنَ
আল্লাহ	ঐ বিষয় যা	তোমরা কাজ করছ	সবকিছু দেখেন	এবং	যারা	মারা যায়

مِنْكُمْ	وَ	يَذَرُونَ	أَزْوَاجًا	يَّتَرَبَّصْنَ	بِأَنْفُسِهِنَّ
তোমাদের মধ্যেকার	এবং	তারা রেখে যায়	স্ত্রীদেরকে	তারা অপেক্ষায় রাখবে (অর্থাৎ স্ত্রীরা)	তাদের নিজেদেরকে

أَرْبَعَةَ	أَشْهُرٍ	وَّ	عَشْرًا ج
চার	মাস	ও	দশ (দিনপর্যন্ত)

কিন্তু উভয় পক্ষই যদি পারস্পরিক সন্তোষ ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে এরূপ করায় কোনই দোষ নেই। আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ সেবন করাবার ইচ্ছে করে থাক, তবে তাদের কোন দোষ হতে পারে না– অবশ্য যা কিছু মূল্য নির্দিষ্ট হবে, তা যদি নিয়মিত আদায় কর। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর তা সবই আল্লাহ দেখতে পান।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় তাদের পর তাদের স্ত্রীগণ যদি জীবিত থাকে, তবে তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত (বিবাহ হতে) বিরত রাখবে[৮৩]।

৮৩. স্বামীর মৃত্যুতে এই 'ইদ্দত' সেই স্ত্রীলোকদের পক্ষেও পালনীয় স্বামীর সংগে যাদের 'খেলওয়াতে সহীহ্' (নির্জন বাস) হয়নি। তবে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্র।গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের 'ইদ্দত' তার গর্ভমোচন পর্যন্ত; স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গর্ভমোচন ঘটুক বা কয়েকমাস পরে ঘটুক উভয় ক্ষেত্রেই এক নিয়ম। নিজেকে বিরত রাখার অর্থ মাত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ থেকে বিরত থাকা নয়, অলংকরণ ও প্রসাধন থেকেও বিরত থাকা।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ

অতঃপর যখন | তারা পৌঁছে | তাদের মেয়াদে | নাই তখন | কোন গুনাহ | তোমাদের উপর | সেক্ষেত্রে যা | তারা করে | সম্পর্কে

اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

তাদের নিজেদের | ন্যায়সংগত পন্থায় | এবং | আল্লাহ | ঐবিষয়ে যা | তোমরা কাজ কর | সবিশেষ অবহিত

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ

এবং | নাই | কোন গুনাহ | তোমাদের উপর | সেক্ষেত্রে যা | তা তোমরা ইংগিতে প্রকাশ কর | বিবাহ প্রস্তাবের | (বিধবা) নারীদের

اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ

বা | তোমরা গোপন কর | মধ্যে | তোমাদের মনের | জানেন | আল্লাহ | তোমরা যে | তাদেরকে আলোচনা করবে তোমরা

وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا

কিন্তু | না | ওয়াদা করবে তোমরা | তাদেরকে | গোপনে | এছাড়া | যে | তোমরা বল | কথা

مَّعْرُوْفًا ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى

সঠিক পন্থায় | এবং | না | তোমরা সংকল্প করো | বন্ধনের | বিবাহের | যতক্ষণ না

يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ

পৌঁছে | বিধান | তার নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ ইদ্দত) | এবং | তোমরা জেনে রেখ | যে | আল্লাহ | জানেন | যা (আছে) | মধ্যে

اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

তোমাদের মনের | অতএব | তোমরা ভয়কর | তাকে | এবং | তোমরা জেনে রেখ | যে | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | বড় সহনশীল

রুকু ৩০

যখন তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চায়, তা করার ইখতিয়ার হবে; তোমাদের উপর তার কোন দায়িত্ব আসবে না। আল্লাহ প্রত্যেকেরই কাজ সম্পর্কে অবহিত।

২৩৫. 'ইদ্দত' পালনকালে তোমরা যদি এই বিধবা স্ত্রী লোকদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা ইশারা-ইংগিতে প্রকাশ কর, কিংবা তা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখ, উভয় অবস্থায় তা কোন দোষের কাজ নয়। আল্লাহ জানেন, তাদের কথা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু সাবধান! তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি বা বাগদানের কাজ করবে না। কোন কথা যদি বলতেই হয়, তবে তা প্রচলিত সঠিক পন্থায় বলবে। আর বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত তখন পর্যন্ত করবে না, যতক্ষণ না 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়। ভাল করে জেনে নাও, তোমাদের মনের অবস্থা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর, আর একথা জেনে নাও যে, আল্লাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় তিনি নিজেই মাফ করে দেন।

لَا	جُنَاحَ	عَلَيْكُمْ	اِنْ	طَلَّقْتُمُ	النِّسَآءَ	مَا لَمْ	تَمَسُّوْهُنَّ
নাই	কোন গুনাহ	তোমাদের উপর	যদি	তোমরা তালাক দাও	স্ত্রীদেরকে	নাই যে পর্যন্ত	তাদেরকে স্পর্শ কর

اَوْ	تَفْرِضُوْا	لَهُنَّ	فَرِيْضَةً ۚۖ	وَّ	مَتِّعُوْ	هُنَّ ۚ	عَلَى
অথবা	তোমরা ধার্য কর (নাই)	তাদের জন্যে	কোন মোহর	এ অবস্থায়	কিছু ফায়দা দাও	তাদেরকে	উপর

الْمُوْسِعِ	قَدَرُهٗ	وَ	عَلَى	الْمُقْتِرِ	قَدَرُهٗ ۚ	مَتَاعًا	بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
বিত্তবানের	তার সাধ্যমত	ও	উপর	বিত্তহীনের	তার সাধ্যমত	ফায়দা দেবে	ন্যায়সংগত পন্থায়

حَقًّا	عَلَى	الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾	وَ	اِنْ	طَلَّقْتُمُوْ	هُنَّ	مِنْ
কর্তব্য	উপর	নেক লোকদের	এবং	যদি	তোমরা তালাক দিয়ে দাও	তাদেরকে	

قَبْلِ	اَنْ	تَمَسُّوْهُنَّ	وَ	قَدْ فَرَضْتُمْ	لَهُنَّ	فَرِيْضَةً
এর পূর্বেই	যে	তাদেরকে স্পর্শ করবে	অথচ	তোমরা নির্দিষ্ট করেছ	তাদের জন্যে	মোহর

فَنِصْفُ	مَا	فَرَضْتُمْ	اِلَّآ	اَنْ	يَّعْفُوْنَ	اَوْ	يَعْفُوَا
অর্ধেক তবে	যা	নির্দিষ্ট করেছ (মোহর)	কিন্তু	যদি (স্ত্রীরা)	অনুগ্রহ প্রকাশ করে (না নেয়)	অথবা	অনুগ্রহ প্রকাশ করে (পূর্ণদেয়)

الَّذِىْ	بِيَدِهٖ	عُقْدَةُ	النِّكَاحِ ط
সেই (পুরুষ)	যার হাতে রয়েছে	বন্ধন	বিবাহের (তা স্বতন্ত্র কথা)

রুকূঃ৩১

২৩৬. তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের জন্যে 'মোহরানা' নির্দিষ্ট করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোন দোষ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে কিছু দেয়া অবশ্য কর্তব্য। স্বচ্ছল অবস্থাশীল ব্যক্তি নিজ তওফীক অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থানুযায়ী সঠিক প্রচলিত পন্থায় তা আদায় করবে। বস্তুতঃ এটা নেকলোকদের উপর আরোপিত অধিকার বিশেষ।

২৩৭. তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দাও, আর তার 'মোহরানা' যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় (তালাক দিলে) তাকে অর্ধেক পরিমাণ 'মোহরানা' দিতে হবে। আর স্ত্রী লোক নিজেই যদি অনুগ্রহ দেখায় ('মোহরানা' গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে, তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

وَ اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

এবং | তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করলে | (তা) নিকটতর | তাকওয়ার ক্ষেত্রে | এবং | না | তোমরা ভুলে যেয়ো | সহৃদয়তা

بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۷﴾ حٰفِظُوْا عَلَى

তোমাদের মাঝে | নিশ্চয় | আল্লাহ | ঐ বিষয় যা | তোমরা কাজ কর | খুব দেখেন | তোমরা হেফাজত কর

الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

সব নামাজ গুলোকে | এবং (বিশেষ করে) | নামাজ | মধ্যবর্তী (অর্থাৎআছরের) | এবং | তোমরা দাঁড়িয়ে যাও | আল্লাহর জন্যে | একান্ত বিনীত ভাবে

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ

অতঃপর যদি | তোমরা ভয় কর | তবে পদচারী অবস্থায় | বা | আরোহী অবস্থায় (নামাজ পড়বে) | অতঃপর যখন | তোমরা নিরাপদ হও

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۹﴾

স্মরণকরতখন | আল্লাহকে | যেমন | তোমাদেরতিনি শিখিয়েছেন | যা | না | তোমরা জানতে

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ

এবং | যারা | মারা যায় | তোমাদের মধ্যহতে | এবং | তারা রেখে যায় | স্ত্রীদেরকে

আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তবে এ কর্মনীতি 'তাকওয়ার' খুবই অনুকূল ও তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক কাজকর্মে সদয়তা দেখাতে কখনো ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ দেখছেন।

২৩৮. নিজেদের নামাযসমূহ পূর্ণ হেফাযত কর। বিশেষতঃ এমন নামায, যা নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্যের সমন্বয়[৮৪]। খোদার সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত দাস দন্ডায়মান হয়ে থাকে।

২৩৯. ভয়ের সময়ে পদাতিক কিংবা আরোহী যে অবস্থাতেই হোকনা কেন নামায পড়বে। অতঃপর শান্তি স্থাপিত হলে আল্লাহকে সে নিয়মেই স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা তোমরা পূর্বে মোটেই জানতেনা।

২৪০. তোমাদের মধ্যে হতে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায়,

---

৮৪. মূলে 'সালাতিল ওয়াসতা' শব্দ আছে। 'ওয়াসতা' এই শব্দের অর্থ -মধ্যবর্তী বস্তু হতে পারে, আবার এর অর্থ উত্তম ও উন্নততর উৎকৃষ্ট জিনিসও হতে পারে। 'সালাতে ওয়াসত' -এর অর্থ হতে পারে এরূপ নামায যা সঠিক সময়ে যথাযথ ভয়-ভক্তি-বিনয় ও আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা সহ পাঠ করা হয় ও যার মধ্যে নামাযের সকল সৌন্দর্য্য বর্তমান থাকে । পবিত্র কোরআনের যে সকল ব্যাখ্যাকার এ শব্দের অর্থ মধ্যবর্তী নামায গ্রহন করেছেন তাঁরা সাধারণতঃ এর অর্থ 'আসরের নামায' বুঝেছেন।

وَّصِيَّةً — (তাদের উচিৎ) ওসীয়ত করা
لِّاَزْوَاجِهِمْ — তাদের স্ত্রীদের জন্যে
مَّتَاعًا — ভরণপোষণের
اِلَى — পর্যন্ত
الْحَوْلِ — একবছর
غَيْرَ — ব্যতীত

اِخْرَاجٍ ۚ — বহিষ্কার (ঘরথেকে)
فَاِنْ — যদি তবে
خَرَجْنَ — তারা বের হয় (নিজেরাই)
فَلَا — নাই তবে
جُنَاحَ — কোন গুনাহ
عَلَيْكُمْ — তোমাদেরউপর
فِيْ — সেক্ষেত্রে
مَا — যা

فَعَلْنَ — তারা করেছে
فِيْٓ — ক্ষেত্রে
اَنْفُسِهِنَّ — তাদের নিজেদের
مِنْ
مَّعْرُوْفٍ ؕ — ন্যায় সংগত পন্থায়
وَ — এবং
اللّٰهُ — আল্লাহ
عَزِيْزٌ — পরাক্রমশালী

حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾ — মহাবিজ্ঞ
وَ — এবং
لِلْمُطَلَّقٰتِ — তালাক প্রাপ্তাদের জন্যে
مَتَاعٌۢ — কিছু ফায়দা দেওয়া
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ — উপযুক্তভাবে
حَقًّا — কর্তব্য

عَلَى — উপর
الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ — মুত্তাকীদের
كَذٰلِكَ — এভাবে
يُبَيِّنُ — বর্ণনা করেন
اللّٰهُ — আল্লাহ
لَكُمْ — তোমাদের জন্যে
اٰيٰتِهٖ — তাঁর বিধান বলীকে

لَعَلَّكُمْ — তোমরা যেন
تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾ — বুঝতে পার

তাদের স্ত্রীদের জন্যে
এ অসীয়াত তাদের করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচ পত্রের ব্যবস্থা যেন করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর হতে বিতাড়িত করা না হয়; অবশ্য তারা নিজেরাই যদি চলেযায় তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত সঠিক পন্থায় তারা যা কিছুই করুক না কেন, সে জন্যে তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ সকলের উপর বিজয়ী, শক্তি সম্পন্ন, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

২৪১. অনুরূপভাবে যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় দেয়া কর্তব্য। এটা মুত্তাকী-লোকদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য বিশেষ।

২৪২. এভাবে আল্লাহ তাঁর যাবতীয় হুকুম-বিধান তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন। আশা এই যে তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে।

اَلَمْ تَرَ	اِلَى	الَّذِيْنَ	خَرَجُوْا	مِنْ	دِيَارِ	هِمْ
তুমি দেখ নাই কি	প্রতি	(তাদের) যারা	বের হয়েছিল	থেকে	ঘরগুলো	তাদের

وَ	هُمْ	اُلُوْفٌ	حَذَرَ	الْمَوْتِ	فَقَالَ	لَهُمُ
এবং	তারা (ছিল)	হাজার হাজার	ভয়ে	মৃত্যুর	অতঃপর বললেন	তাদেরকে

اللّٰهُ	مُوْتُوْا	ثُمَّ	اَحْيَا	هُمْ	اِنَّ	اللّٰهَ	لَذُوْ
আল্লাহ	তোমরা মরে যাও	এরপর	জীবিত করলেন (আবার)	তাদেরকে	নিশ্চয়	আল্লাহ	অবশ্যই

فَضْلٍ	عَلَى	النَّاسِ	وَلٰكِنَّ	اَكْثَرَ	النَّاسِ	لَا
অনুগ্রহশীল	উপর	লোকদের	কিন্তু	অধিকাংশ	লোক	না

يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾	وَ	قَاتِلُوْا	فِيْ سَبِيْلِ	اللّٰهِ	وَ	اعْلَمُوْٓا
শোকর করে	এবং	যুদ্ধ কর তোমরা	পথে	আল্লাহর	এবং	তোমরা জেনে রেখ

اَنَّ	اللّٰهَ	سَمِيْعٌ	عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾
যে	আল্লাহ	সবকিছু শুনেন	সবকিছু দেখেন

রুকূঃ৩২

২৪৩. তুমি সে সব লোকের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছ কি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছিল, অথচ তাদের সংখ্যাছিল হাজার হাজার? আলাহ তাদের বললেন, মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে পুর্নজীবন দান করলেন[৮৫]। বস্তুতঃ আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহদানকারী কিন্তু অধিকাংশ লোকই তার শোকর আদায় করে না।

২৪৪. হে মুসলমানেরা! খোদার পথে লড়াই কর এবং খুব ভালরূপে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।

৮৫. এখানে বনী-ইসরাঈলদের মিশর থেকে বহির্গমনের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মা'এদায় ৪র্থ রুকুতে আল্লাহতা'আলা এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন।
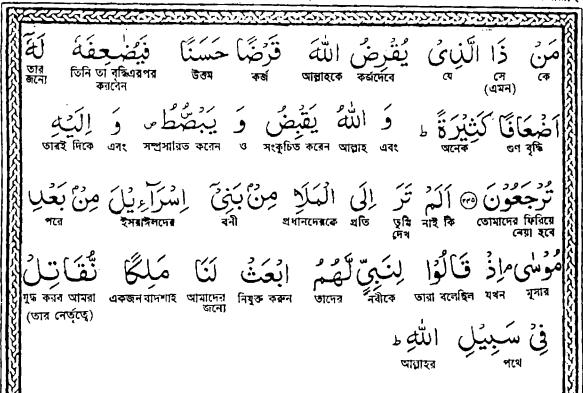
১৪৫. তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, তা হলে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বেশী ফিরিয়ে দিবেন[৮৬]। হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহর হাতে নিহিত। আর তার নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. অনন্তর সে ব্যাপারটি সম্পর্কেও চিন্তা করে দেখেছ কি, যা মূসার পরে এই বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে ঘটেছিল? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিলঃ আমাদের জন্যে একজন বাদশা নিযুক্ত করে দাও, যেন আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।

৮৬.এখানে "করযে হাসানা" -এর অর্থ পূণ্য লাভের বিশুদ্ধ প্রেরণায় নিস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে মাল খরচ করা। এরূপ ব্যয়কে আল্লাহতা'আলা নিজের যিম্মায় 'করয' বলে অভিহিত করেছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে 'আমি মাত্র আসল' আদায় করব না বরং 'আসলকে বহু গুনে বৃদ্ধি করে' পরিশোধ করবো।

قَالَ	هَلْ	عَسَيْتُمْ		اِنْ	كُتِبَ	عَلَيْكُمُ	الْقِتَالُ
সে বলল	নয়তো	এমন হবে	তোমরা	যদি	নির্ধারিত করা হয়	তোমাদের উপর	যুদ্ধ

اَلَّا	تُقَاتِلُوْا ط	قَالُوْا	وَ	مَا لَنَا	اَلَّا	نُقَاتِلَ
যে না	তোমরা যুদ্ধ করবে	তারা বলেছিল	এবং	আমাদের হয়েছে কি	যে না	আমরা যুদ্ধ করব

فِيْ سَبِيْلِ	اللّٰهِ	وَ	قَدْ	اُخْرِجْنَا	مِنْ	دِيَارِنَا	
পথে	আল্লাহর	অথচ	নিশ্চয়	আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি	হতে	ঘরবাড়ী	আমাদের

وَ	اَبْنَآئِنَا ط	فَلَمَّا	كُتِبَ	عَلَيْهِمُ	الْقِتَالُ	تَوَلَّوْا
ও	আমাদের সন্তানদের (হতে)	অতঃপর যখন	নির্দেশ দেয়া হল	তাদের উপর	যুদ্ধের	তারা পিঠফিরাল

اِلَّا	قَلِيْلًا	مِّنْهُمْ ط	وَ	اللّٰهُ	عَلِيْمٌ	بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾
এছাড়া	স্বল্প সংখ্যক	তাদের মধ্য হতে	এবং	আল্লাহ	খুব অবহিত	জালিমদের সম্বন্ধে

وَ	قَالَ	لَهُمْ	نَبِيُّهُمْ	اِنَّ	اللّٰهَ	قَدْ بَعَثَ	لَكُمْ	طَالُوْتَ
এবং	বলেছিল	তাদেরকে	তাদের নবী	নিশ্চয়	আল্লাহ	নিযুক্ত করেছেন	তোমাদের জন্যে	তালুতকে

مَلِكًا ط
বাদশা হিসেবে

নবী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রতি লড়ায়ের নির্দেশ দিলে তোমরা লড়াই করতে অস্বীকার করবে না তো? তারা বললঃ তা কিরূপে হতে পারে যে, আমরা খোদার পথে লড়াই করবনা। বিশেষতঃ আমাদেরকে যখন আমাদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত করা হয়েছে, আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু (কার্যতঃ) যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হল, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল- আল্লাহ তাদের এক এক যালেমকে জানেন ও চিনেন।

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বলল,আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্যে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন।

قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ

তারা বলেছিল — কিরূপে — হবে — তার জন্যে — বাদশাহী — আমাদের উপর — অথচ — আমরা

اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط

অধিক হকদার — বাদশাহীর — তার চেয়ে — এবং — নাই — দেওয়া হয় তাকে — প্রাচুর্য — মালসম্পদের

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً

সে বলল — নিশ্চয় — আল্লাহ — তাকে মনোনীত করেছেন — তোমাদের উপর — ও — তাকে বেশী দিয়েছেন — প্রাচুর্য

فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ط وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ

জ্ঞানে — ও — শারীরিক শক্তিতে — এবং — আল্লাহ — দেন — তাঁর রাজত্ব — যাকে

يَّشَآءُ ط وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ

তিনি চান — এবং — আল্লাহ — প্রাচুর্যময় — মহাজ্ঞানী — এবং — বলল — তাদেরকে — তাদের নবী

اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ

নিশ্চয় — নিদর্শন হবে — তার বাদশাহীর — (এই) যে — তোমাদের কাছে আসবে — সেই সিন্দুক — যার মধ্যে আছে

سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى

প্রশান্তি — পক্ষ হতে — তোমাদের রবের — ও — অবশিষ্ট — তা হতে যা — ছেড়ে গেছে — উত্তরাধিকারী — মূসার

وَ اٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط

ও — উত্তরাধিকারী — হারুনের — তা বহন করে চলছে — ফেরেশতারা

এ শুনে তারা বলল, আমাদের উপর বাদশাহ হয়ে বসার তার কি অধিকার আছে ? বাদশাহ হবার অধিকার তার অপেক্ষা আমাদের বেশী। সে-তো কোন বড় ধনী ব্যক্তি নয়। নবী উত্তরে বলল, আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার যোগ্যতা প্রচুর দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর রাজ্য দানের ইখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ কোথাও সংকীর্ণতার মধ্যে লিপ্ত নন এবং সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভূক্ত।

২৪৮. সে সংগে তাদের নবী একথাও তাদেরকে বলে দিল যে, খোদার তরফ হতে তার বাদশা নিযুক্ত হবার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের খোদার নিকট হতে তোমাদের শান্তনার সামগ্রী রয়েছে, যাতে মূসা ও হারুণের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকত পূর্ণ জিনিস রয়েছে এবং যা এখন ফিরেশতারা ধারণ করে আছে।

৩২ ع ১৭

إِنَّ	فِي	ذَٰلِكَ	لَآيَةً	لَّكُمْ	إِن	كُنتُم	مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾	فَلَمَّا
নিশ্চয়	মধ্যে (রয়েছে)	এর	অবশ্যই নিদর্শন	তোমাদের জন্যে	যদি	তোমরা হও	মুমিন	যখন অতঃপর

فَصَلَ	طَالُوتُ	بِالْجُنُودِ	قَالَ	إِنَّ	اللَّهَ	مُبْتَلِيكُم
রওনা হল	তালুত	সৈন্যদের সাথে	বলল	নিশ্চয়	আল্লাহ	তোমাদের পরীক্ষা করবেন

بِنَهَرٍ	فَمَن	شَرِبَ	مِنْهُ	فَلَيْسَ	مِنِّي	وَ	مَن
একটা নদী দিয়ে	যে অতঃপর	পান করবে	তা থেকে	তখন সে না থাকবে	আমার দলে	এবং	যে

لَّمْ	يَطْعَمْهُ	فَإِنَّهُ	مِنِّي	إِلَّا	مَنِ	اغْتَرَفَ	غُرْفَةً
না	তার স্বাদ নেবে	নিশ্চয় তবে সে	আমার দলভুক্ত থাকবে	কিন্তু	যে	কোষ ভরে নেবে/ (পানি)	এক কোষ

بِيَدِهِ	فَشَرِبُوا	مِنْهُ	إِلَّا	قَلِيلًا	مِّنْهُمْ	فَلَمَّا	جَاوَزَهُ
তার হাত দিয়ে (সেটা ভিন্ন)	তারা অতঃপর পান করল	তা থেকে	ব্যতীত	স্বল্প সংখ্যক	তাদের মধ্যে হতে	অতঃপর যখন	তা অতিক্রম করল

هُوَ	وَ	الَّذِينَ	آمَنُوا	مَعَهُ	قَالُوا	لَا	طَاقَةَ	لَنَا	الْيَوْمَ
সে	ও	যারা	ঈমান এনেছিল	তার সাথে	তারা বলেছিল	নাই	শক্তি	আমাদের	আজ

بِجَالُوتَ	وَ	جُنُودِهِ
জালূতের সাথে	ও	তার সৈন্যদের (সাথে যুদ্ধের)

বস্তুতঃ তোমরা ঈমানদার হলে, এর মধ্যে তোমাদের জন্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে।

রুকূঃ৩৩

২৪৯. অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হল, তখন সে বলল, একটি নদীকে কেন্দ্রকরে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন। যে তার পানি পান করবে, সে আমার সংগী নয়। আমার সাথী কেবল সে হবে যে তা হতে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য দু-এক অঞ্জলি পান করা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা হতে আকন্ঠ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হল। এর পর তালুত এবং তার সহযাত্রী মুসলমানেরা যখন নদী পারহয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হল, তখন তারা তালুতকে বলল, আজ জালুত এবং তার সৈন্য বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার কোন শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই[৮৭]।

৮৭.সম্ভবতঃ এ উক্তি সেই সব লোকদের যারা প্রথমেই নদীতে নিজেদের ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিয়েছিল।

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ

বলল | যারা | মনে করত | তারা যে | সাক্ষাৎকারী | আল্লাহর সাথে

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً

এমন বহু | দল (রয়েছে) | ছোট ছোট | বিজয়ী হয়েছে (যারা) | দলের (উপর) | বড় বড়

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ وَ لَمَّا

অনুমতিতে | আল্লাহর | এবং | আল্লাহ | সাথে আছেন | সবরকারীদের | এবং | যখন

بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ

তারা সম্মুখীন হল | জালুতের বিরুদ্ধে | ও | তার সৈন্যদের (বিরুদ্ধে) | বলেছিল তারা | হে আমাদের রব | দানকর

عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى

আমাদেরকে | সবর | ও | দৃঢ়কর | আমাদের পদক্ষেপ | এবং | আমাদেরকেসাহায্য কর | বিরুদ্ধে

الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫

জাতির | কাফের | তারা অতঃপর পরাজিত করল | তাদেরকে | হুকুমে | আল্লাহর

وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ

এবং | হত্যা করল | দাউদ | জালুতকে | এবং | তাকে দিয়েছিলেন | আল্লাহ | রাজত্ব | ও

الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ

হিকমত | ও | তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন | (বিভিন্ন জিনিসের) যা | তিনি চেয়েছেন

কিন্তু যারা মনে করত যে, তাদেরকে একদিন খোদার সাথে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করতে হবে, তারা বললঃ অনেকবারই দেখাগেছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল খোদার অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের উপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের সংগী রয়েছেন।

২৫০. যখন তারা জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হল, তখন তারা দোয়া করলঃ "হে আমাদের খোদা, আমাদের ধৈর্যদান কর, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং এ কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর"।

২৫১. শেষ পর্যন্ত খোদার অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে রাজত্বজ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন।

আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতে থাকতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)।

২৫২. এ সবই খোদার নিদর্শন, যা আমি যথাযথ ভাবে তোমাদের নিকট পেশ করছি এবং তুমি নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষের মধ্যে একজন।

২৫৩. এই রসূলগণ– যারা আমার পক্ষহতে মানুষকে হেদায়াত দানের জন্যে নিযুক্ত রয়েছে–আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ-ই কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিকদিয়ে উচ্চ সম্মান দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়ম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল চিহ্নসমূহ দান করেছি ও "পবিত্র আত্মা দ্বারা" তাকে সাহায্য করেছি।

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ

এবং | যদি | চাইতেন | আল্লাহ | না | তারা পরস্পরে যুদ্ধ করত | যারা (ছিল)

بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ

পরে | তাদের | এরপরও | যা | তাদের কাছে এসে ছিল | সুস্পষ্ট নির্দশনাদি | কিন্তু

اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَ لَوْ

মতবিরোধ করল তারা | পরে | তাদের মধ্যকার | কেউ | ঈমান আনল | আবার | তাদের মধ্যে | কেউ | অস্বীকার করল | এবং | যদি

شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝٢٥٣

ইচ্ছা করতেন | আল্লাহ | না | তারা একে অপরে লড়ত | কিন্তু | আল্লাহ | করেন | যা | তিনি চান

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা খরচ কর | তা থেকে যা | তোমাদের আমরা রিযিক দিয়েছি | এর পূর্বে

اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا

যে | আসবে | দিন | না | কেনাবেচা হবে | সেখানে | আর | না | বন্ধুত্ব | আর | না

شَفَاعَةٌ ط وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٢٥٤

সুপারিশ (কাজে আসবে) | এবং | কাফেররা | তারাই | জালেম

ع ৩২ ৫

আল্লাহ চাইলে যারা
উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল – তারা এই রসূলদের পর পরস্পরে লড়াই করতে পারতনা, কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ হতে বিরত রাখা আল্লাহর নিয়ম নয়, এজন্যে) তারা পরস্পর মতবিরোধ করল, কেউ ঈমান আনল, আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করল। আল্লাহ চাইলে তারা কখনই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

রুকুঃ৩৪

২৫৪. হে ঈমানদারেরা, যা কিছু মাল আমি তোমাদেরকে দান করেছি তা হতে ব্যয় কর, সেই দিনের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে– যে দিন না ক্রয়-বিক্রয় হবে, না বন্ধুতা কোন উপকারে আসবে, আর না চলবে কোন সুপারিশ। প্রকৃত যালেম তারাই যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে।

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَ

ٱللَّهُ — আল্লাহ
لَآ — নাই
إِلَٰهَ — কোন ইলাহ
إِلَّا هُوَ — তিনি ছাড়া
ٱلْحَىُّ — চিরঞ্জীব
ٱلْقَيُّومُ — চিরন্তন (শাশ্বত সত্তা)
لَا — না
تَأْخُذُهُۥ — তাকে স্পর্শ করতে পারে
سِنَةٌ — তন্দ্রা
وَ — আর

لَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ

لَا — না
نَوْمٌ — ঘুম
لَّهُۥ — তাঁরই জন্যে
مَا — যা কিছু
فِى — মধ্যে আছে
ٱلسَّمَٰوَٰتِ — আসমানসমূহের
وَ — এবং
مَا — যা কিছু
فِى — মধ্যে আছে
ٱلْأَرْضِ — পৃথিবীর

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا

مَن — কে
ذَا — সে (এমন)
ٱلَّذِى — যে
يَشْفَعُ — সুপারিশ করবে
عِندَ — কাছে
هُۥٓ — তাঁর
إِلَّا — ব্যতীত
بِإِذْنِهِۦ — তাঁর অনুমতি
يَعْلَمُ — তিনি জানেন
مَا — যা(আছে)

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ — তাদের সামনে
وَ — এবং
مَا — যাকিছু
خَلْفَهُمْ — তাদের পিছনে
وَ — এবং
لَا — না
يُحِيطُونَ — তারা আয়ত্ব করতে পারে

بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

بِشَىْءٍ — সামান্য কিছুও
مِّنْ — হতে
عِلْمِهِۦٓ — তাঁর জ্ঞান
إِلَّا — এছাড়া
بِمَا — যা
شَآءَ — তিনি চান
وَسِعَ — বিস্তৃত
كُرْسِيُّهُ — তাঁর (কর্তৃত্ব) আসন

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَ

ٱلسَّمَٰوَٰتِ — আসমান সমূহে
وَ — ও
ٱلْأَرْضَ — পৃথিবীতে
وَ — এবং
لَا — না
يَـُٔودُهُۥ — তাকে ক্লান্ত করে
حِفْظُهُمَا — এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ
وَ — এবং

هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

هُوَ — তিনি
ٱلْعَلِىُّ — সর্বোচ্চ (সত্তা)
ٱلْعَظِيمُ — মহান

২৫৫. আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, যিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের (লোকদের) সম্মুখে রয়েছে তাও তিনি জানেন; আর যা কিছু তার অগোচরে সে সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয় সমূহের মধ্যে হতে কোন জিনিসই তাদের (লোকদের জ্ঞান-সীমার) আয়ত্বাধীন হতে পারেনা। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে অন্য কথা)। তাঁর সাম্রাজ্য[৮৮] সমগ্র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কাজ নয় যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুতঃ তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।

৮৮.মূল শব্দ- 'কুরসী' । এ শব্দ সাধারণতঃ রাষ্ট্র-শক্তি ও ক্ষমতার রূপক বা প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়।

আরবি	অর্থ
لَآ	নেই
اِكْرَاهَ	জবরদস্তি
فِي	মধ্যে
الدِّيْنِ	দ্বীনের
قَدْ	নিশ্চয়
تَّبَيَّنَ	স্পষ্ট হয়েছে
الرُّشْدُ	শুদ্ধ-নির্ভুল পথ
مِنَ	হতে
الْغَيِّ	ভুল চিন্তাধারা
فَمَنْ	যে অতঃপর
يَّكْفُرْ	অস্বীকার করবে
بِالطَّاغُوْتِ	খোদাদ্রোহীতাকে
وَ	ও
يُؤْمِنْ	ঈমান আনবে
بِاللّٰهِ	আল্লাহর উপর
فَقَدِ	তাহলে সে নিশ্চয়
اسْتَمْسَكَ	ধারণ করল
بِالْعُرْوَةِ	রজ্জু (বা হাতলকে)
الْوُثْقٰى	মজবুত করে
لَا	না
انْفِصَامَ	ছিন্নহওয়ার
لَهَا	যা
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
سَمِيْعٌ	সব শুনেন
عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾	সব জানেন
اَللّٰهُ	আল্লাহ
وَلِيُّ	অভিভাবক
الَّذِيْنَ	(তাদের) যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছে
يُخْرِجُهُمْ	তাদের বের করে আনেন
مِّنَ	হতে
الظُّلُمٰتِ	অন্ধকার
اِلَى	দিকে
النُّوْرِ	আলোর
وَ	এবং
الَّذِيْنَ	যারা
كَفَرُوْٓا	অস্বীকার করেছে
اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ	তাদের অভিভাবক
الطَّاغُوْتُ	খোদাদ্রোহীরা

২৫৬. দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই[৮৯]। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তাধারা হতে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ 'তাগুতকে'[৯০] অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সবকিছু শ্রবণ করেন ও সবকিছু জানেন।

২৫৭. যারা ঈমান আনে, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী অবলম্বন করে, তাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে 'তাগুত'[৯১];

৮৯. অর্থাৎ কাউকে 'ঈমান' আনার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না।

৯০. আভিধানিক অর্থে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা যায়, যে নিজের বৈধ সীমা লংঘন করে। বান্দাহ যখন বন্দেগীর সীমা লংঘন করে নিজে মনিব ও প্রভু হওয়ার ঠাট জমিয়ে খোদার বান্দাদেরকে দিয়ে নিজের বন্দেগী-দাসত্ব করায় তখন কোরআনের পরিভাষায় তাকে তাগুত বলা যায়।

৯১. 'তাগুত' শব্দটি একবচন হলেও এখানে তা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাওয়াগিত- তাগুত সমূহ। খোদার দিক থেকে মানুষ যখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সে মাত্র এক তাগুতের জালে ফাঁসে না বরং অসংখ্য 'তাগুত' তখন তার স্কন্ধে চেপে বসে।

আরবী	অর্থ
يُخْرِجُوْنَهُمْ	তাদেরকে তারা বের করে নিয়ে যায়
مِّنَ	থেকে
النُّوْرِ	আলো
اِلَى	দিকে
الظُّلُمٰتِ ط	অন্ধকারের
اُولٰٓئِكَ	ঐ সব লোক
اَصْحٰبُ	অধিবাসী
النَّارِ ج	জাহান্নামের আগুনের
هُمْ	তারা
فِيْهَا	তার মধ্যে
خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ ع	চিরস্থায়ী হবে
اَلَمْ	নাই কি
تَرَ	তুমি দেখ
اِلَى	প্রতি
الَّذِىْ	(তার) যে
حَآجَّ	বিতর্ক করেছিল
اِبْرٰهٖمَ	ইবরাহীমে (সাথে)
فِىْ	সম্বন্ধে
رَبِّهٖٓ	তার রব
اَنْ	(এজন্য) যে
اٰتٰىهُ	তাকে দিয়ে ছিলেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
الْمُلْكَ م	রাজত্ব
اِذْ	যখন
قَالَ	বলেছিল
اِبْرٰهٖمُ	ইবরাহীম
رَبِّىَ	আমার রব (হচ্ছেন)
الَّذِىْ	(ঐ সত্ত্বা) যিনি
يُحْىٖ	জীবিত করেন
وَ	এবং
يُمِيْتُ لا	মৃত্যু দেন
قَالَ	সে বলল
اَنَا	আমি
اُحْىٖ	জীবিত রাখি
وَ	ও
اُمِيْتُ ط	মৃত্যু দেই
قَالَ	বলল
اِبْرٰهٖمُ	ইবরাহীম
فَاِنَّ	নিশ্চয় তবে
اللّٰهَ	আল্লাহ
يَاْتِىْ	আনেন
بِالشَّمْسِ	সূর্যকে
مِنَ	হতে
الْمَشْرِقِ	পূর্বদিক
فَاْتِ	তুমি তাহলে আন
بِهَا	তাকে
مِنَ	হতে
الْمَغْرِبِ	পশ্চিমদিক
فَبُهِتَ	তখন হতবুদ্ধি হয়ে গেল
الَّذِىْ	যে
كَفَرَ ط	অস্বীকার করেছিল

তারা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামে যাবার লোক, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

রুকূঃ৩৫

২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করনি যে ব্যক্তি ইব্রাহীমের সাথে তর্ক করেছিল[৯২]? তর্ক একথা নিয়ে যে 'রব'-কে এবং তা এজন্যে হয়েছিল যে আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। ইব্রাহীম যখন বলল, আমার রব তিনিই-জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ারভুক্ত রয়েছে। সে তখন উত্তর দিল, জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারে রয়েছে। ইব্রাহীম বলল, তা-ই যদি সত্যি হয়, তবে আল্লাহ তো সূর্য পূর্বদিক থেকে প্রকাশ করেন, তুমি একবার তাকে পশ্চিম দিক থেকে প্রকাশ করে দেখাও। একথা শুনে সত্যের সে দুশমন নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল।

৯২. 'ঐ ব্যক্তি' বলতে এখানে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) মাতৃভুমি ইরাকের বাদশাহ 'নমরূদ'কে বোঝানো হয়েছে।

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
اللّٰهُ	আল্লাহ
لَا	না
يَهْدِى	সঠিক পথ দেখান
الْقَوْمَ	সম্প্রদায়কে
الظّٰلِمِيْنَ	যালেম
اَوْ	অথবা
كَالَّذِىْ	দৃষ্টান্ত (ঐলোকের) যে
مَرَّ	অতিক্রম করছিল

عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى

আরবি	অর্থ
عَلٰى	উপর দিয়ে
قَرْيَةٍ	এক নগরের
وَّ	এবং
هِىَ	তা
خَاوِيَةٌ	ধ্বংসস্তুপ হয়েছিল
عَلٰى	উপর
عُرُوْشِهَا	তার ছাদগুলোর
قَالَ	সে বলল
اَنّٰى	কিরূপে

يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ

আরবি	অর্থ
يُحْىٖ	জীবিত করবেন
هٰذِهِ	এটাকে
اللّٰهُ	আল্লাহ
بَعْدَ	পর
مَوْتِهَا	তার ধ্বংসের
فَاَمَاتَهُ	তখন তাকে মৃত্যুদিলেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
مِائَةَ	একশত

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا

আরবি	অর্থ
عَامٍ	বছর (পর্যন্ত)
ثُمَّ	এরপর
بَعَثَهُ	তাকেপুনর্জীবিত করলেন
قَالَ	(তাকে) বললেন
كَمْ	কতকাল
لَبِثْتَ	তুমি অবস্থান করেছ
قَالَ	সে বলল
لَبِثْتُ	অবস্থান করেছি
يَوْمًا	একদিন

اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

আরবি	অর্থ
اَوْ	কিংবা
بَعْضَ	কিছু অংশ
يَوْمٍ	দিনের
قَالَ	তিনি বললেন
بَلْ	বরং
لَّبِثْتَ	তুমি অবস্থান করেছ
مِائَةَ	একশত
عَامٍ	বছর

فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ

আরবি	অর্থ
فَانْظُرْ	অতঃপর লক্ষ্য কর
اِلٰى	দিকে
طَعَامِكَ	তোমার খাদ্যের
وَ	ও
شَرَابِكَ	তোমার পানীয়ের (দিকে)
لَمْ	নাই
يَتَسَنَّهْ	বিকৃত হয়

কিন্তু আল্লাহ যালেমকে কখনো সঠিক পথ দেখান না।

২৫৯. অথবা উদাহরণ স্বরূপ সে ব্যক্তির কথা চিন্তা কর যে এমন একটি বস্তিতে গিয়ে পৌছেছিল যা উপুড় হয়ে ধ্বসে পড়েছিল। সে বলল, এ জনপদ- যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে একে আল্লাহ পুনরায় কিভাবে জীবন্ত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন এবং সে একশত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে থাকল। অতঃপর আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল কতকাল পড়েছিলে? সে বলল, একটি দিন কিংবা কয়েক ঘন্টা মাত্র। আল্লাহ বললেন, তোমার উপর দিয়ে এমনি অবস্থায় একশতটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছে। এখন তোমার খাদ্য ও পানীয় একবার পরীক্ষা করে দেখ যে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা দেয়নি।
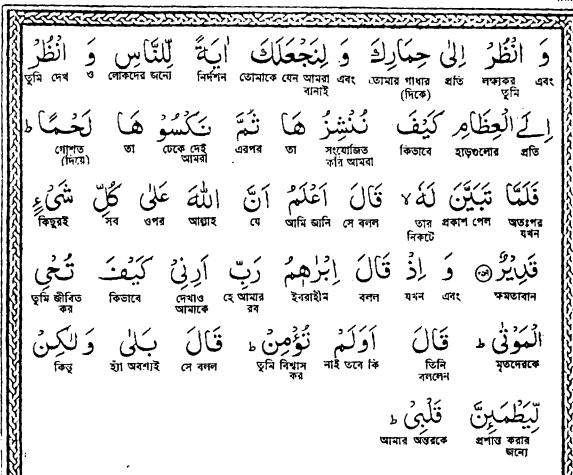
অপরদিকে একবার তোমার গাধাটাকেও দেখ, (যে, তার দেহ পাঁজর পর্যন্ত জীর্ণ হয়েছে) আর আমরা এটা এজন্যে করেছি যে, আমরা তোমাকে লোকদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিতে চাই। তারপর দেখতে থাক, হাড় গোড়ের এই পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা তাকে কিভাবে মাংস ও চামড়া দিয়ে ভরে দেই, এভাবেই প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখন তার সম্মুখে উদঘাটিত হল তখন সে বললঃ আমি জানি যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

২৬০. সে ঘটনাও স্মরণে রেখো, যখন ইব্রাহীম বলেছিলঃ হে খোদা, আমাকে দেখিয়ে দাও তুমি মৃতকে কেমন করে পূনর্জীবিত কর। আল্লাহ বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস করনা? সে বলল, বিশ্বাস তো আমি করি। কিন্তু শুধু মনের সান্ত্বনার প্রয়োজন[৯৩]।

৯৩. অর্থাৎ সেই নিঃসন্দেহ বিশ্বাস ও নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্তি যা চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা লাভ করা যায়।

فَصُرْهُنَّ	الطَّيْرِ	مِّنَ	اَرْبَعَةً	فَخُذْ	قَالَ
তাদেরকে এরপর পোষ মানাও	পাখী		চারটি	তুমি তাহলে ধর	তিনি বললেন

مِّنْهُنَّ	جَبَلٍ	كُلِّ	عَلٰى	اجْعَلْ	ثُمَّ	اِلَيْكَ
তাদের থেকে	পাহাড়ের	প্রত্যেক	উপর	রেখে দাও	এরপর	তোমার প্রতি

اعْلَمْ	وَ	سَعْيًا ط	يَاْتِيْنَكَ	ادْعُهُنَّ	ثُمَّ	جُزْءًا
তুমি জেনে রাখ	এবং	দৌড়ে	তোমার কাছে আসবে	তাদেরকে ডাক	এরপর	(কর্তিত একএক) অংশ

يُنْفِقُوْنَ	الَّذِيْنَ	مَثَلُ	حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾	عَزِيْزٌ	اللّٰهَ	اَنَّ
খরচ করে	যারা	দৃষ্টান্ত (তাদের ঐরূপ)	মহাবিজ্ঞ	পরাক্রমশালী	আল্লাহ	যে

سَبْعَ	اَنْۢبَتَتْ	حَبَّةٍ	كَمَثَلِ	اللّٰهِ	سَبِيْلِ	فِيْ	اَمْوَالَهُمْ
সাতটি	তা উৎপন্ন করে	একটা শস্যকণার (বীজের)	যেমন দৃষ্টান্ত	আল্লাহর	পথে		তাদের ধন সম্পদ

يُضٰعِفُ	اللّٰهُ	وَ	حَبَّةٍ ط	مِّائَةُ	سُنْۢبُلَةٍ	كُلِّ	فِيْ	سَنَابِلَ
বৃদ্ধি করেন বহুগুনে	আল্লাহ	এবং	শস্যকণা	একশত	শীষে	প্রত্যেকটি	মধ্যে আছে	শীষ

عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾	وَاسِعٌ	اللّٰهُ	وَ	يَّشَآءُ ط	لِمَنْ
সর্বজ্ঞ	প্রাচুর্যময়	আল্লাহ	এবং	তিনি ইচ্ছা করেন	তার জন্যে যাকে

আল্লাহ বললেন, তবে তুমি চারটি পাখী ধর এবং সেগুলিকে নিজের সাথে সুপরিচিত করে নাও। তার পর ওদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর তাদের ডাক, তারা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। বিশেষভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞানী।

রুকূঃ৩৬

২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এইঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হল, এবং তা হতে সাতটি ছড়া বের হল আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি 'দানা' হয়েছে। আল্লাহ যাকে চান তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদারহস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও।

الَّذِينَ	يُنفِقُونَ	أَمْوَالَهُمْ	فِي سَبِيلِ	اللَّهِ	ثُمَّ	لَا	يُتْبِعُونَ
যারা	খরচ করে	তাদের মাল সম্পদ	পথে	আল্লাহর	এরপর	না	পরে আনে

مَا	أَنفَقُوا	مَنًّا	وَ	لَا	أَذًى	لَّهُمْ	أَجْرُهُمْ	عِندَ	رَبِّهِمْ
(তার) যা	তারা খরচ করে	অনুগ্রহ করারখোটা	আর	না	কষ্ট	তাদের জন্যে রয়েছে	তাদের পুরস্কার	কাছে	তাদের রবের

وَ	لَا	خَوْفٌ	عَلَيْهِمْ	وَ	لَا	هُمْ	يَحْزَنُونَ	قَوْلٌ	مَّعْرُوفٌ
এবং	নাই	কোন ভয়	তাদের জন্যে	আর	না	তারা	চিন্তা করবে	কথা	ভাল

وَ	مَغْفِرَةٌ	خَيْرٌ	مِّن	صَدَقَةٍ	يَتْبَعُهَا	أَذًى	وَ	اللَّهُ
ও	ক্ষমা	উত্তম	চেয়ে	(এমন) দানের	যার পরে আসে	কষ্ট	এবং	আল্লাহ

غَنِيٌّ	حَلِيمٌ	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَا	تُبْطِلُوا
মুখাপেক্ষীহীন	পরম সহিষ্ণু	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরানষ্ট করো

صَدَقَاتِكُم	بِالْمَنِّ	وَ	الْأَذَىٰ	كَ	الَّذِي	يُنفِقُ
তোমাদের দান সমূহ	অনুগ্রহপ্রদানের খোটা দ্বারা	ও	কষ্ট (দিয়ে)	(ঐ ব্যক্তির) মত	যে	খরচ করে

مَالَهُ	رِئَاءَ	النَّاسِ	وَ	لَا	يُؤْمِنُ	بِاللَّهِ	وَ	الْيَوْمِ	الْآخِرِ
তার মাল সম্পদ	দেখানোর জন্যে	লোকদের	আর	না	বিশ্বাস করে	আল্লাহর প্রতি	ও	দিনে	আখেরাতের

২৬২. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে এবং তার প্রতিদান চেয়ে বেড়ায় না, (অনুগৃহীতকে) কোন প্রকার কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট সুরক্ষিত এবং তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই।

২৬৩. একটু মিষ্টি কথা এবং কোন দুঃসহ ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখান সে দান অপেক্ষা ভাল– যার পিছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাই তাঁর গুণ।

২৬৪. হে ঈমানদারেরা, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্টদিয়ে উহাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করোনা যে ব্যক্তি শুধু লোক দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে; না আল্লাহর প্রতি ঈমানরাখে, না পরকালের প্রতি।

فَمَثَلُهٗ	كَمَثَلِ	صَفْوَانٍ	عَلَيْهِ	تُرَابٌ	فَاَصَابَهٗ
তার এরূপর দৃষ্টান্ত	দৃষ্টান্ত যেমন	একটি পাথরের চাতাল	তার উপর আছে	মাটি	অতঃপর তাতে বর্ষিত হয়

وَابِلٌ	فَتَرَكَهٗ	صَلْدًا ؕ	لَا	يَقْدِرُوْنَ	عَلٰى	شَيْءٍ
প্রবল বৃষ্টি	ফলে তাকে ছেড়ে দেয়	পরিষ্কার মসৃণ করে	না	তারা সক্ষম হয় (কাজে লাগাতে)	এক্ষেত্রে	কোন কিছুই

مِّمَّا	كَسَبُوْا ؕ	وَ	اللّٰهُ	لَا	يَهْدِي	الْقَوْمَ	الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾
তাহতে যা	তারা অর্জন করেছে	এবং	আল্লাহ	না	হেদায়াত দেন	লোকদেরকে	(যারা) অস্বীকারকারী

وَ	مَثَلُ	الَّذِيْنَ	يُنْفِقُوْنَ	اَمْوَالَهُمُ	ابْتِغَآءَ	مَرْضَاتِ
এবং	দৃষ্টান্ত	(তাদের) যারা	খরচ করে	তাদের সম্পদগুলো	উদ্দেশ্যে	সন্তুষ্টির

اللّٰهِ	وَ	تَثْبِيْتًا	مِّنْ	اَنْفُسِهِمْ	كَمَثَلِ	جَنَّةٍۭ	بِرَبْوَةٍ
আল্লাহর	এবং	সুদৃঢ় করতে		তাদের আত্মা	(তাদের) দৃষ্টান্ত যেমন	একটি বাগানের	উঁচু ভূমির

اَصَابَهَا	وَابِلٌ	فَاٰتَتْ	اُكُلَهَا	ضِعْفَيْنِ ۚ	فَاِنْ	لَّمْ
তাতে বর্ষিত হয়	প্রবল বৃষ্টি	আনে অতঃপর	তার ফলমূল	দ্বিগুণ	যদি তবে	না

يُصِبْهَا	وَابِلٌ	فَطَلٌّ ؕ	وَ	اللّٰهُ	بِمَا	تَعْمَلُوْنَ	بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾
তাতে বর্ষিত হয়	প্রবল বৃষ্টি	তবে সামান্য বৃষ্টিই (যথেষ্ট)	এবং	আল্লাহ	(ঐবিষয়ে) যা	তোমরা কাজ করছ	সম্যক দ্রষ্টা

তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপঃ যেমন একটি চাতাল, যার উপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। তার উপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়েগেল, এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। এসব লোক দান-সদকা করে যে পূণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদেরকে হেদায়াত করা আল্লাহর রীতি নয়[৯৪]।

২৬৫. পক্ষান্তরে যারা নিজের ধন-মাল খালেসভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কোন উচ্চভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে দ্বিগুন ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেনুই উহার জন্যে যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর খোদার গোচরীভূত রয়েছে।

৯৪. এখানে 'কাফের' শব্দ অকৃতজ্ঞ ও নেয়ামত-অস্বীকারকারীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে তার একটি শস্য-শ্যামল বাগান হবে, তা ঝর্ণাধারায় সিক্ত এবং খেজুর, আংগুর– সব রকমের ফলে ভরপুর হবে, আর ঠিক সে সময়ে–যখন সে নিজে বৃদ্ধ হল ও তার অল্প বয়স্ক সন্তানেরা কোন কাজের উপযুক্ত হয়নি–একটি উত্তপ্ত দ্রুতগামী হাওয়া লেগে তা জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে[৯৫]? এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিজের কথাগুলি তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেন, যেন চিন্তা ও গবেষণা কর।

৯৫. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবন-ব্যাপী শ্রম-সাধনায় উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া তোমাদের জন্য সব চেয়ে বেশী আবশ্যক ও নূতন ভাবে উপার্জন করার কোন সুযোগই বর্তমান নেই, এমন এক সংকট সময়ে তোমাদের সকল সম্পদ অকস্মৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ কর না তবে তোমরা একথা কেমন করে পছন্দ করছো যে, দুনিয়ায় জীবন ভোর শ্রম করার পর পরকালের জগতে পা রেখেই তোমরা দেখতে পাবেঃ তোমাদের সারা জীবন-ব্যাপী কর্ম-কান্ডের সেখানে কোন মূল্যই নেই, দুনিয়ার জন্য তোমরা যা কিছুই উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গিয়েছে, এবং পরকালের জন্য তোমরা এমন কিছুই উপার্জন করে নিয়ে যাওনি, যার ফল তোমরা সেখানে ভোগ করতে পারো?

يٰٓاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْٓا	اَنْفِقُوْا	مِنْ	طَيِّبٰتِ	مَا	كَسَبْتُمْ
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	খরচ কর তোমরা	হতে	পবিত্র জিনিষ গুলো	যা	তোমরা অর্জন করেছ

وَ	مِمَّآ	اَخْرَجْنَا	لَكُمْ	مِّنَ	الْاَرْضِ ۪	وَ	لَا	تَيَمَّمُوا
এবং	তাহতেও যা	বের করেছি আমরা	তোমাদের জন্যে	থেকে	ভূমি	এবং	না	তোমরা সংকল্প করো

الْخَبِيْثَ	مِنْهُ	تُنْفِقُوْنَ	وَ	لَسْتُمْ	بِاٰخِذِيْهِ	اِلَّآ	اَنْ
নিকৃষ্ট বস্তুগুলোকে	তা থেকে	খরচ করতে	অথচ	তোমরা নও	তা গ্রহণকারী	এছাড়া	যে

تُغْمِضُوْا	فِيْهِ ؕ	وَ	اعْلَمُوْٓا	اَنَّ	اللّٰهَ	غَنِيٌّ	حَمِيْدٌ ﴿۲۶۷﴾
তোমরা চক্ষু বন্দ করে থাক	তা হতে	এবং	তোমরা জেনে রেখ	যে	আল্লাহ	অভাবমুক্ত	প্রশংসিত

اَلشَّيْطٰنُ	يَعِدُكُمُ	الْفَقْرَ	وَ	يَاْمُرُكُمْ	بِالْفَحْشَآءِ ۚ
শয়তান	তোমাদের ভয়দেখায়	দারিদ্রের	এবং	প্ররোচনাদেয়	অশ্লীলতার

وَ	اللّٰهُ	يَعِدُكُمْ	مَّغْفِرَةً	مِّنْهُ	وَ	فَضْلًا ؕ	وَ	اللّٰهُ
এবং	আল্লাহ	তোমাদের ওয়াদা দেন	ক্ষমার	তাঁর থেকে	ও	তাঁর অনুগ্রহের	এবং	আল্লাহ

وَاسِعٌ	عَلِيْمٌ ﴿۲۶۸﴾	يُّؤْتِي	الْحِكْمَةَ	مَنْ	يَّشَآءُ ۚ
প্রাচুর্যময়	সর্বজ্ঞ	দেন তিনি	হিকমত	যাকে	তিনি ইচ্ছা করেন

রুকূঃ৩৭

২৬৭. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমরা তোমাদের জন্যে জমি হতে উৎপাদন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। এরূপ হওয়া উচিত নয় যে, খোদার পথে খরচ করার জন্যে নিকৃষ্টতম জিনিষগুলি বেছে নিতে চেষ্টা করবে। কেননা সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হবেনা-তা গ্রহণ করার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া। তোমাদের জেনে নেয়া উচিৎ যে, আল্লাহ কারো মুখোপেক্ষী নন ও তিনি সবচেয়ে উত্তম গুনে বিভূষিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের কথা বলে ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলোভিত করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করেন। আল্লাহ বড়ই উদারহস্ত ও সবজ্ঞ।

২৬৯. তিনি যাকে চান, জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দান করেন;

وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَ مَا

এবং | যাকে দেয়া হয়েছে | হিকমত | অতঃপর নিশ্চয় | তাকে দেওয়া হয়েছে | কল্যাণ | অনেক | এবং | না

يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ

শিক্ষা নেয় (এ থেকে) | এছাড়া | সম্পন্নরা | বোধশক্তি | এবং | যা | তোমরা খরচ কর

مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ

কোন | খরচা খরচ | অথবা | তোমরা মানত কর | কোন | মানত | নিশ্চয় অতঃপর | আল্লাহ

يَعْلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِنْ تُبْدُوا

তা জানেন | এবং | নেই | জালিমদের জন্যে | সাহায্যকারী | যদি | তোমরা প্রকাশ্যে দাও

الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَ إِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا

সদকা সমূহ | উত্তম তবে | তা | আর | যদি | তা গোপনে কর | ও | তোমরা দাও | তা

الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ

ফকিরদেরকে | তা তবে | (আরও) ভাল | তোমাদের জন্যে | এবং | দূর করবেন | তোমাদের থেকে

سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

তোমাদের পাপগুলো | এবং | আল্লাহ | ঐ বিষয় যা | তোমরা কাজ কর | ভালভাবে অবহিত

আর যে ব্যক্তি এ জ্ঞান লাভ করল, প্রকৃত পক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করল। এসব কথা হতে তারাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে যারা বুদ্ধিমান।

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করেছ আর যে নযরই[৯৬] মেনেছ, আল্লাহ তা ভাল ভাবেই জানেন; প্রকৃতপক্ষে যালেমদের কেহ সাহায্যকারী নেই।

২৭১. তোমরা তোমাদের দান-সদকা যদি প্রকাশ্যভাবে দাও তবে তাও ভাল, যদি গোপনে অভাবি লোকদেরকে দাও তবে তা তোমাদের পক্ষে বেশী ভাল, এরূপ কাজের ফলে তোমাদের বহুসংখ্যক পাপ মিটে যায়। আর তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ তার খবর রাখেন।

৯৬. নিজের কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়ার বিনিময়ে কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন নেক কাজ করার অঙ্গীকার করে, যেকাজ তার পক্ষে ফরয ছিল না, তবে তাকে 'নযর' বলা হয়। যদি এই উদ্দেশ্য কোন হালাল ও জায়েয-সিদ্ধ ও বৈধ বিষয় সম্পর্কে হয় ও তা আল্লাহতা'আলারই কাছে প্রার্থনা করা হয়, এবং তা সফল হলে তার বিনিময়ে যে কাজ করার অঙ্গিকার করা হয়। তা যদি শুধু আল্লাহতা'আলারই জন্য হয় তবে এরূপ 'নযর' আল্লাহর আনুগত্যের পথে হয়েছে বলা যায়; এবং এরূপ 'নযর' পূর্ণ করা পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ। আর যদি এরূপ না হয়, তবে সে 'নযর' মানা ও তা পূর্ণ করা আল্লাহর আযাবের কারণ হবে।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط

নয় | তোমার উপর (দায়িত্ব) | তাদের হেদায়াতের | কিন্তু | আল্লাহ | পথ দেখান | যাকে | তিনি চান

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَ مَا تُنْفِقُوْنَ

এবং | যা | তোমরা খরচ কর | কোন | সম্পদ | তা | তোমাদের নিজেদের জন্যে | এবং | না | তোমরা খরচ কর

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ

এছাড়া যে | সন্ধানে | সন্তুষ্টির | আল্লাহর | এবং | যা | তোমরা খরচ কর | সম্পদ

يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ

পূর্ণ দেয়া হবে | তোমাদেরকে | ও | তোমাদের (প্রতি) | না | হক নষ্ট করা হবে | অভাবগ্রস্থদের জন্যে

الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

যারা | আটকে পড়েছে (ব্যস্ততার কারণে) | পথে | আল্লাহর | না | পারে

ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ

ঘুরাফিরা করতে | পৃথিবীতে (অর্থাৎ উপার্জন করতে) | তাদেরকে মনে করে | অজ্ঞ লোকেরা | স্বচ্ছল

التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط

বিরত থাকায় (চাওয়া থেকে) | তাদেরকে চিনবে তুমি | তাদের লক্ষণ দিয়ে | না | তারা চায় | মানুষ (থেকে) | নাছোড় হয়ে

২৭২. লোকদেরকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার উপর নয়। কেননা হেদায়াত তো আল্লাহই যাকে চান দান করেন। আর দান-খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণকর। তোমরা এজন্যেই তো খরচ কর যে, তোমরা খোদার সন্তোষ লাভ করবে। কাজেই তোমরা যে সব ধন-মাল দান-খয়রাতের ব্যাপারে খরচ করবে, তার পুরোপুরি প্রতিফলই তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের 'হক' কখনই নষ্ট করা হবে না।

২৭৩. বিশেষভাবে সাহায্য পাবার অধিকারী হচ্ছে সে সব গরীব লোক যারা খোদার কাজে এমন ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্যে পৃথিবীতে কোন চেষ্টা-যত্ন করতে পারে না। আত্মসম্মান বোধ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থার লোক বলে ধারণা করে। তুমি তাদের চেহারা দেখেই তাদের ভিতরকার অবস্থা বুঝতে পার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদের ধরে ধরে ভিক্ষা করার মত লোক নয়।

وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیۡمٌ ﴿۲۷۳﴾
এবং যা তোমরা খরচ কর হতে সম্পদ অতঃপর নিশ্চয় আল্লাহ তা সম্পর্কে খুব অবহিত

اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ بِالَّیۡلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا
যারা খরচ করে তাদের সম্পদ সমূহকে রাতে ও দিনে গোপনে

وَّ عَلَانِیَةً فَلَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَ لَا خَوۡفٌ
ও প্রকাশ্যে ফলে (রয়েছে) তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার কাছে তাদের রবের এবং নাই কোন ভয়

عَلَیۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۲۷۴﴾ اَلَّذِیۡنَ یَاۡكُلُوۡنَ
তাদের জন্যে এবং না তারা চিন্তা করবে যারা খায়

الرِّبٰوا لَا یَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا كَمَا یَقُوۡمُ الَّذِیۡ یَتَخَبَّطُهُ
সুদ না তারা দাঁড়াবে এছাড়া যেমন দাঁড়ায় সেই (ব্যক্তি) যাকে পাগল করেছে

الشَّیۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ
শয়তান যারা (তার) স্পর্শ

তাদের সাহায্যার্থে যা কিছু জান-মাল তোমরা খরচ করবে তা নিশ্চয় খোদার দৃষ্টি হতে গোপণ থাকবে না।

রুকু:৩৮

২৭৪. যারা নিজেদের ধন-মাল রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকটই প্রাপ্য রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

২৭৫. কিন্তু যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার স্পর্শদ্বারা পাগল ও সুস্থজ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে[৯৭]।

৯৭. পাগল ও দিওয়ানা ব্যক্তিকে আরববাসীরা 'মজনুন' অর্থাৎ "প্রেতগ্রস্থ' বলতো। কাউকে পাগল বলতে হলে তারা বলতো সে জ্বিনগ্রস্থ হয়েছে। এই বাগধারা ব্যবহার করে কোরআন সূদখোর ব্যক্তির প্রতি উদ্ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তির উপমা প্রয়োগ করেছে।

ذٰلِكَ	بِاَنَّهُمْ	قَالُوْٓا	اِنَّمَا	الْبَيْعُ	مِثْلُ	الرِّبٰوا م
এটা	এ জন্যে যে তারা	বলে	মূলতঃ	ব্যবসাও	অনুরূপ	সূদেরই

وَ	اَحَلَّ	اللّٰهُ	الْبَيْعَ	وَ	حَرَّمَ	الرِّبٰوا ط	فَمَنْ	جَآءَهٗ
অথচ	হালাল করেছেন	আল্লাহ	ব্যবসাকে	ও	নিষিদ্ধ করেছেন	সূদকে	অতঃপর যে	তার কাছেএসেছে

مَوْعِظَةٌ	مِّنْ	رَّبِّهٖ	فَانْتَهٰى	فَلَهٗ	مَا	سَلَفَ ط
উপদেশ	পক্ষ হতে	তার রবের	অতঃপর সে বিরত হয়েছে (সূদখোরী হতে)	সে ক্ষেত্রে তার জন্যে	যা	অতীত হয়েছে (হয়ে গেছে)

وَ	اَمْرُهٗٓ	اِلَى	اللّٰهِ ط	وَ	مَنْ	عَادَ	فَاُولٰٓئِكَ
এবং	তার ব্যাপার (সোপর্দ)	কাছে	আল্লাহ	আর	যে	পুনরাবৃত্তি করবে	তাহলে ঐ সব লোক

اَصْحٰبُ	النَّارِ ج	هُمْ	فِيْهَا	خٰلِدُوْنَ (٢٧٥)
অধিবাসী (হবে)	দোজখের	তারা	তার মধ্যে	চিরস্থায়ী হবে

তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা তো সূদের মতই জিনিস[৯৮]। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার খোদার তরফ হতে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে এ সূদখোরী হতে বিরত থাকবে সে পূর্বে যাকিছু খেয়েছে[৯৯] তা তো খেয়েছেই- ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে খোদারই উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৯৮. অর্থাৎ তাদের মতবাদ ও ধারণায় এই ভুল আছে যে ব্যবসায়ে মূলধনের উপর গৃহীত লাভের প্রকৃতি ও সূদের প্রকৃতির মধ্যকার পার্থক্য তারা বুঝতে পারেনা; এবং ব্যবসায়-জাত মুনাফা ও সূদ এই দুই জিনিসকে একই মনে করে তারা এই যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসায়ে নিয়োগকরা টাকার মুনাফা যদি বৈধ হয় তবে কর্য স্বরূপ দেওয়া টাকার মুনাফা অবৈধ হবে কেন?

৯৯.একথা বলা হয়নি যে যা কিছু তারা খেয়ে নিয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হয়েছে , তার ব্যাপার আল্লাহরই এখতিয়ারে। এই বাক্যাংশ থেকে বোঝা যায়- যা খেয়ে নিয়েছে তাখেয়ে নিয়েছে 'এই কথা বলার তাৎপর্য এই নয় যে, যা খেয়ে নিয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হলো; বরং এর লক্ষ্য এতটুকু আইনগত সুবিধাদান করা যে, যে সূদ ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে তা ফেরৎ দেওয়ার জন্য আইনতঃ নির্দেশ দেওয়া হবে না।
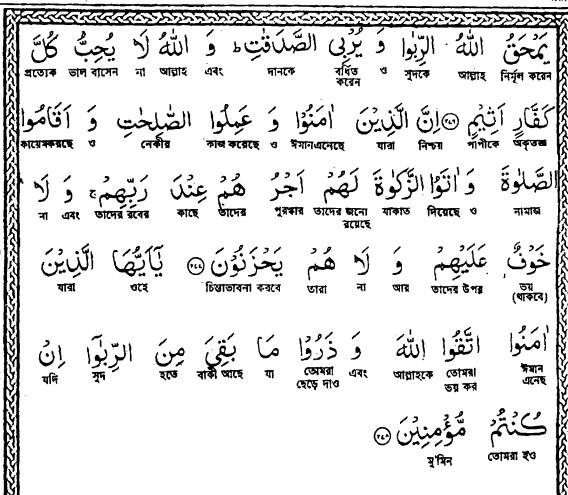
২৭৬. আল্লাহ সূদকে নির্মূল করে দেন এবং দান-খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। এবং আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে মাত্রই পছন্দ করেন না।

২৭৭. তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, তাদের প্রতিফল নিশ্চিতরূপেই তাদের খোদার নিকট রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

২৭৮. হে ঈমানদারেরা, খোদাকে ভয় কর, আর তোমাদের যে সূদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও; যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাক।

فَإِنْ — অতঃপর যদি
لَّمْ — না
تَفْعَلُوا — তোমরা কর
فَأْذَنُوا — তোমরা তবে জেনেরেখ
بِحَرْبٍ — যুদ্ধের (ঘোষণা রয়েছে)
مِّنَ — পক্ষ হতে
اللَّهِ — আল্লাহর

وَ — ও
رَسُولِهِ ج — তাঁর রসূল
وَ — আর
إِنْ — যদি
تُبْتُمْ — তোমরা তওবা কর
فَلَكُمْ — তবে (থাকবে) তোমাদের জন্যে
رُءُوسُ — মূলধন
أَمْوَالِكُمْ ج — তোমাদের মালের

لَا — না
تَظْلِمُونَ — তোমরা জুলুম করো
وَ — আর
لَا — না
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ — জুলুম করা হবে (তোমাদের উপর)
وَ — এবং
إِنْ — যদি
كَانَ — হয় (ঋণ গ্রহীতা)
ذُو عُسْرَةٍ — অভাবগ্রস্থ

فَنَظِرَةٌ — অবসর তবে দেবে
إِلَىٰ — পর্যন্ত
مَيْسَرَةٍ ط — সচ্ছলতা
وَ — এবং
أَنْ — যদি
تَصَدَّقُوا — তোমরা সদকা করে দাও
خَيْرٌ — উত্তম
لَّكُمْ — তোমাদের জন্যে

إِنْ — যদি
كُنتُمْ — তোমরা
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ — জানতে

২৭৯. কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না কর, তবে জেনে রাখ যে খোদা এবং রসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা হয়েছে[১০০]। এখনো যদি তওবা কর (এবং সূদ পরিত্যাগ কর) তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে। না তোমরা যুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে।

২৮০. তোমাদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণকারী (ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবসর দাও। আর যদি সাদকা করে দাও তবে তা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা বুঝতে পার[১০১]।

১০০. মক্কা বিজয়ের পর যখন আরব ইসলামী শাসনাধীনে আসে সেই সময় এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। এর পূর্বে সূদকে যদিও না পছন্দ জিনিস মনে করা হতো কিন্তু আইনতঃ তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সূদী কারবারকে ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আয়াতের শেষাংশের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ) ,ইবনে সিরিন (রাঃ) ও রবী বিন আনাস (রঃ) এই অভিমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) মধ্যে সূদ গ্রহণ করবে তাকে তওবা করার জন্য বাধ্য করা হবে, এবং যদি সে সূদ থেকে বিরত না হয় তবে তাকে নিহত করা হবে। অন্যান্য ফিকাহবিদদের অভিমত হচ্ছে– এরূপ ব্যক্তিকে বন্দী করাই যথেষ্ট । যতক্ষণ পর্যন্ত সে সূদ খাওয়া ত্যাগ করার অংগীকার না করে ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

১০১. এই আয়াত শরীফ থেকে এই শরীয়তী বিধান নির্গত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হবে তাকে ঋণ আদায়ের জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্যে ইসলামী আদালত ঋণ দাতাকে বাধ্য করবে। কোন কোন অবস্থায় আদালত সম্পূর্ণ ঋণ কিংবা তার অংশ বিশেষ একেবারে মাফ করে দেওয়ারও অধিকারী হবে । ফিকাহ বিদগণ সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন : এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবারের পাত্র, পরনের কাপড় এবং যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্র পাতি দ্বারা সে জীবিকা উপার্জন করে, কোন অবস্থাতেই তা ক্রোক করা যাবে না ।
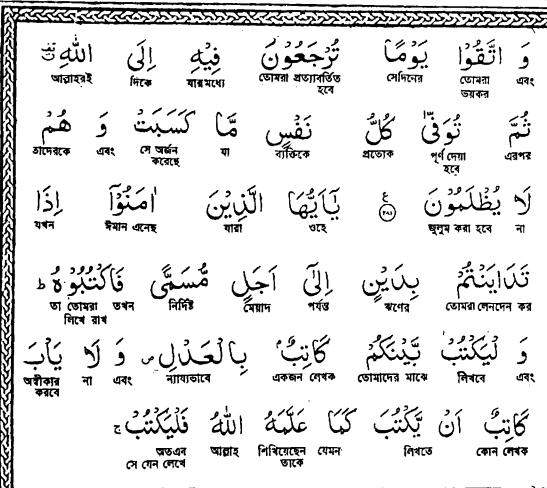
২৮১. আর সেই দিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ হতে আত্মরক্ষা কর যে দিন তোমরা খোদার দিকে ফিরে যাবে। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ কিংবা পুণ্যের পুরাপুরি ফল দানকরা হবে এবং কখনো কারো উপর যুলুম করা হবে না।

রুকু:৩৯

২৮২. হে ঈমানদারেরা, যদি কোন নির্দিষ্ট মীয়াদের জন্যে তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন কর[১০২], তবে তা লিখে নিও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের সাথে সুবিচার সহ দস্তাবেজ লিখে দিবে। আল্লাহ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লিখবার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়।

১০২. এর থেকে এই বিধান নির্গত হয় যে, ঋণের ব্যাপারে মীয়াদ (সময়-সীমা) নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

وَ لْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ

এবং | যেন লেখায় (লেখ্যবিষয়) | সেই (ব্যক্তি) | যার উপর আছে | অধিকার (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা) | এবং | ভয় করে যেন (লেখক) | আল্লাহকে (যিনি) | তার রব | এবং

لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا

না | কমবেশী করবে | তা থেকে | কিছুই | অতঃপর যদি | হয় | সে | যার উপর | অধিকার (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা) | নির্বোধ

اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ

বা | দুর্বল | বা | না | পারে | লিখারবস্তু লিখাতে | সে | তবে | লেখ্য বিষয় লেখাবে

وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ

তার অভিভাবক | ন্যায্যভাবে | এবং | তোমরা সাক্ষী রাখ | দুজন সাক্ষী | মধ্য হতে

رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ

তোমাদের পুরুষদের | অতঃপর যদি | না | থাকে | দুজন পুরুষ | তবে একজন পুরুষ | ও | দুজন মহিলা

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا

(তাদের) হতে যাদের | তোমরা পছন্দ কর | মধ্য হতে | সাক্ষীদের | যদি | ভুলে যায় | দুজনের একজন

فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ

তখন স্মরণ করাবে | দুজনের একজন | অন্যজনকে | এবং | না | অস্বীকার করবে | সাক্ষীরা

اِذَا مَا دُعُوْا ؕ

যখন | তাদের ডাকা হবে

সে লিখবে, আর লিখাবে (লেখ্য বিষয় বলে দিবে) সে ব্যক্তি যার উপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা)। তার প্রভু-আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যে সব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে, তাতে যেন কোন প্রকার কম-বেশী করা না হয়; কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয়, অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে তার ওলি (গার্জেন) ইনসাফ সহকারে লিখায়ে দিবে। অতঃপর পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে উহার সাক্ষী বানিয়ে নাও। দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে, যেন একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষী এমন লোকদের মধ্যে হতে হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তা তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়।

وَ — এবং
لَا — না
تَسْـَٔمُوْٓا — তোমরা বিরক্তি বোধ করবে
اَنْ تَكْتُبُوْهُ — তা লিখতে
صَغِيْرًا — ছোট (ব্যাপার হউক)
اَوْ — বা
كَبِيْرًا — বড় (হউক)

اِلٰٓى — পর্যন্ত
اَجَلِهٖ ط — তার মীয়াদ
ذٰلِكُمْ — এটা
اَقْسَطُ — অধিকতর ন্যায়সংগত
عِنْدَ — কাছে
اللّٰهِ — আল্লাহর
وَ — ও
اَقْوَمُ — দৃঢ়তর

لِلشَّهَادَةِ — সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে
وَ — ও
اَدْنٰٓى — অধিক নিকটবর্তী
اَلَّا — (যেন) না
تَرْتَابُوْٓا — তোমরা সন্দেহ কর
اِلَّآ — তবে
اَنْ — যে (সব)
تَكُوْنَ — হয়ে থাকে

تِجَارَةً — ব্যবসা
حَاضِرَةً — নগদ
تُدِيْرُوْنَهَا — তা তোমরা সম্পন্ন কর
بَيْنَكُمْ — তোমাদের মাঝে
فَلَيْسَ — নাই যেক্ষেত্রে

عَلَيْكُمْ — তোমাদের উপর
جُنَاحٌ — কোন গুনাহ
اَلَّا — যদি না
تَكْتُبُوْ — তোমরা লিখে রাখ
هَا ط — তা
وَ — এবং
اَشْهِدُوْٓا — তোমরা সাক্ষী রাখ
اِذَا — যখন
تَبَايَعْتُمْ ص — তোমরা বেচা কেনা কর

وَ — এবং
لَا — না
يُضَآرَّ — কষ্ট দেওয়া যাবে
كَاتِبٌ — লেখককে
وَّ — আর
لَا — না
شَهِيْدٌ ط — সাক্ষীকে
وَ — এবং
اِنْ — যদি
تَفْعَلُوْا — তোমরা কর

فَاِنَّهٗ — তবে তা নিশ্চয়
فُسُوْقٌ — গোনাহ
بِكُمْ ط — তোমাদের জন্যে
وَ — এবং
اتَّقُوا — তোমরা ভয় কর
اللّٰهَ ط — আল্লাহকে
وَ — এবং
يُعَلِّمُكُمُ — তোমাদেরকে শিক্ষা দেন
اللّٰهُ ط — আল্লাহ

وَ — এবং
اللّٰهُ — আল্লাহ
بِكُلِّ شَيْءٍ — সব কিছু সম্পর্কে
عَلِيْمٌ (২৮২) — খুব অবহিত

ব্যাপার ছোট হোক কি বড়–মীয়াদ নির্দিষ্ট করে তার 'দস্তাবেজ' লিখিয়ে নেয়াকে উপেক্ষা করো না। খোদার নিকট এ পন্থা তোমাদের জন্যে অধিকতর সুবিচার-মূলক। এর দরুণ সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমান করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যে সব ব্যবসা সম্পর্কীয় লেন-দেন তোমরা পরস্পরে হাতে হাতে (নগদ) করে থাক তা লিখে না নিলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ করা হবে। আল্লাহর গজব হতে আত্মরক্ষা কর, তিনি তোমদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ

এবং যদি তোমরা হও সফরের এবং না তোমরা পাও কোন লেখক তবে বন্ধকীবস্তু

مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ

হস্তগত (রাখতে পার) অতঃপর যদি তোমাদের কেউ আস্থা রাখে কারো উপর তবে সে প্রত্যার্পন করে যেন যার (উপর) আস্থারাখা হয়েছিল

اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَ

এবং তার আমানতের সে যেন ভয় করে আল্লাহকে (যিনি) তার রব এবং না তোমরা গোপন করবে সাক্ষ্য এবং

مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

যে তা গোপন করবে তাহলে সে নিশ্চয় পাপী তারঅন্তর এবং আল্লাহ যা তোমরা কাজ কর খুব অবহিত

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ط وَ اِنْ تُبْدُوْا

আল্লাহর জন্যে যা কিছু মধ্যে আছে আসমান সমূহের ও যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর এবং যদি তোমরা প্রকাশ কর

مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط

যা কিছু মধ্যে আছে তোমাদের মনের অথবা গোপন কর তোমরা তা তোমাদের হিসাব নেবেন তা সম্পর্কে আল্লাহ

২৮৩. তোমরা যদি প্রবাসী অবস্থায় থাক এবং দস্তাবেজ লিখবার জন্যে কোন লেখক পাওয়া না যায় তবে 'রেহেন' বন্ধক দ্বারা কাজ সম্পন্ন কর[১০৩]। তোমাদের মধ্য কেউ যদি কারো উপর নির্ভর করে তার সাথে কোন কাজ করে তবে যার উপর নির্ভর করা হয়েছে তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথ রূপে আদায় করা এবং আল্লাহকে ভয় করে চলা। এবং সাক্ষ্য কখনই গোপন করবে না, যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন পাপের কালিমা-যুক্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন।

রুকু:৪০

২৮৪. আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর আর না-ই কর, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের নিকট হতে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন।

১০৩. গচ্ছিত জিনিসের বিনিময়ে ঋণ দানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণদাতার ঋণ শোধ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা লাভ করা। কিন্তু ঋণের পরিবর্তে গচ্ছিত মাল থেকে কোন ফায়দা হাসিল করার অধিকার ঋণদাতার নেই । কেননা তা সুদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোন পশু বন্দক রাখা হয়, তবে তার দুগ্ধ ব্যবহার করা যাবে ও তাকে যানবাহন ও ভারবহনের কাজেও লাগানো যাবে । কেননা প্রকৃত পক্ষে তা হচ্ছে উক্ত পশুকে ঘাস ও খাদ্য দানের বিনিময়।

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَ اللّٰهُ

অতঃপর মাফ করবেন | যাকে | তিনি ইচ্ছা করবেন | এবং | তিনি আযাব দেবেন | যাকে | তিনি ইচ্ছা করবেন | এবং | আল্লাহ

عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ

উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | ঈমান এনেছে | রসূল | ঐ বিষয় যা | নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

তার প্রতি | পক্ষ হতে | তার রবের | এবং | মোমেনরাও | সবাই | ঈমান এনেছে | আল্লাহর উপর

وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ

ও | তাঁর ফেরেশতাদের | ও | তার গ্রন্থগুলোর | এবং | তাঁর রসূলদের (উপর) | (তারা বলে) না | আমরা পার্থক্যকরি | মাঝে | কারও

مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ

মধ্যেহতে | তাঁর রসূলদের | এবং | তারা বলে | আমরা শুনলাম | এবং | আমরা মানলাম | তোমার কাছে ক্ষমা (চাই)

رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا

হে আমাদের রব | এবং | তোমারই কাছে | প্রত্যাবর্তন হবে | না | কার্যভার দেন | আল্লাহ | কোন ব্যক্তিকে | এছাড়া যা

وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط

তার সামর্থ (আছে) | তার জন্যে আছে | যা (পূণ্য) | সে অর্জন করেছে | এবং | তার বিরুদ্ধে | যা (পাপ) | সে অর্জন করেছে

অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এটা তাঁর ইখতিয়ার, তিনি সর্বশক্তিমান।

২৮৫. রসূল সে হেদায়াত (পথ-নির্দেশ)-কেই বিশ্বাস করেছে যা তার পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তার প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সে হেদায়াতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ, ফিরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলদেরকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এইঃ আমরা খোদার রসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আমারা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। 'হে খোদা' আমরা তোমার নিকট গুনাহ মাফের জন্যে প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।

২৮৬. আল্লাহ কোন প্রাণীর উপরই তার শক্তি-সামর্থের অধিক দায়িত্ব-বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পূণ্য অর্জন করেছে তার প্রতিফল তারই জন্যে, আর যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে তার খারাপ ফল তার উপর পড়বে।

(ঈমানদাররেরা! তোমরা এভাবে দোয়া কর) "হে, আমাদের খোদা, ভুল ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিওনা। হে খোদা, আমাদের উপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিওনা যে রূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে খোদা, যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই তা আমাদের উপর চাপায়োনা, আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর, তুমিই আমাদের মাওলা আশ্রয়দাতা; কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান কর।

সূরা আলে-ইমরান

নাম

এই সূরার মধ্যে এক স্থানে আলে-ইমরান- এর উল্লেখ করা হয়েছে, চিহ্নস্বরূপ উহাকেই এই সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়।

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও মূল বিষয়-বস্তুর বিভিন্ন দিক

এই সূরায় চারটি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছেঃ

প্রথম ভাষণ হচ্ছে সূরার শুরু হতে চতুর্থ রুকুর প্রথম দুই আয়াত পর্যন্ত যা সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের পরবর্তীকালেই নাযিল হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছেঃ "আল্লাহ আদম, নূহ, আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানকে সমগ্র দুনিয়াবাসীদের অপেক্ষা উত্তম বলে স্বীয় রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন" -এই আয়াত হতে এবং ৬ষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত উহা সমাপ্ত হয়েছে। নবম হিজরীতে নাজরাণ প্রতিনিধিদল আগমনের সময় এটা নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণ সপ্তম রুকুর শুরু হতে দ্বাদশ রুকুর শেষ ভাগ পর্যন্ত চলেছে । মনে হয় তা প্রথম ভাষণের সমসাময়িক কালেই নাযিল হয়েছে।

চতুর্থ ভাষণ ত্রয়োদশ রুকু হতে সূরার শেষ পর্যন্ত । এটা ওহদের যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে।

আলোচনা

মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তুর ঐক্য ও সামঞ্জস্যই উল্লিখিত বিভিন্ন ভাষণকে একটি ধারাবাহিক নিবন্ধে পরিণত করেছে। এই সূরার কথাগুলি বিশেষভাবে দুইটি দলের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে । প্রথম আহলি কিতাব, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান; আর দ্বিতীয় যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল ।

প্রথম দলকে সূরা বাকারার অনুরূপ এই সূরায় আরও অধিক পূর্ণতাসহকারে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাদের আকীদার ভ্রান্তি ও নৈতিক ত্রুটি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছেঃ এই রসূল ও এই কোরআন সেই দ্বীন-ইসলামের দিকেই আহবান জানাচ্ছে যেদিকে প্রথম হতে সকল নবীই জানিয়ে এসেছেন এবং যা প্রকৃতপক্ষে খোদার স্থায়ী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী একমাত্র সত্য জীবন-ব্যবস্থা। এই দ্বীনের সহজ-সরল ও সঠিক পথ পরিত্যাগ করে যে পথই তোমরা অবলম্বন করেছ তা তোমাদের সমর্থিত আসমানী কিতাবসমূহের দৃষ্টিতেও ঠিক নয়। কাজেই এই মহান সত্যকে গ্রহণ কর যার সত্যতা তোমরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পার না।

দ্বিতীয় দল- যাদেরকে এখন সর্বোত্তম জাতিরূপে সত্যের ধারক ও পৃথিবীর সংস্কারক হিসাবে দায়িত্বশীল করে দেওয়া হয়েছে, এই সূরায় তাদেরকে পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক উপদেশ দান করা হয়েছে। তাদেরকে অতীত কালের উম্মতদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের মর্মান্তিক চিত্র দেখিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পদাংক অনুসরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি সংস্কারক জাতি হিসাবে কিভাবে তাদের কাজ করা উচিৎ এবং যে সব আহলি-কিতাব ও মুনাফিক মুসলিম খোদার পথে নানা ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে তাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে তাদেরকে প্রয়োজনীয় কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ওহদ যুদ্ধের সময় তাদের যে সব দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে তা সংশোধনের জন্যও তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবে আলোচ্য সূরাটিতে যে বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিকতা ও সুসংবদ্ধতা বর্তমান আছে শুধু তাই নয়, সূরা বাকারার সাথেও এর এতদুর নিকট সম্পর্ক পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মনে হয়ে এ সর্বতোভাবে সূরা বাকারার পরিশিষ্ট মাত্র এবং এটাও মনে হয় যে, সূরা বাকারার পরেই এর স্থান স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

(১) সূরা বাকারায় ইসলাম-বিশ্বাসীদিগকে যে সব কঠিন বিপদ-মুসিবৎ ও অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সর্তক করে দেওয়া হয়েছিল তার সবকিছুই পূর্ণ তীব্রতা সহকারে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে যদিও ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করেছিলেন কিন্তু মূলতঃ এই যুদ্ধ ছিল ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার সমান। আরবের যে সব শক্তি এই নূতন আন্দোলনের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করত, তারা সর্বপ্রথম সশস্ত্র যুদ্ধেই হতচকিত হয়ে উঠল । চারিদিকে শত্রুতার প্রবল ঝড়-ঝনঝার সৃষ্টি হল । মুসলমানদের উপর এক স্থায়ী ভয় ও অস্বস্তি–অশান্তির অবস্থা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগল যে, মদীনার এই ক্ষুদ্র জনপদকে- যা চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সমগ্র দুনিয়ার সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে নিয়েছে– মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। এরূপ অবস্থার কারণে মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থাও সাংঘাতিকরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হল। প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র জনপদ-যেখানে মাত্র কয়েকশ' ঘর অবস্থিত ছিল তথায় সহসা বহু সংখ্যক মুহাজিরের আগমনে তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভেংগে পড়েছিল। তদুপরি এই যুদ্ধের অবস্থা একে আরও কঠিন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল।

(২) হিজরতের পর নবী করীম (সঃ) মদীনার চতুর্দিকের ইয়াহুদী গোত্রসমূহের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তারা সেসব চুক্তির বিন্দুমাত্র পরোয়া করল না। বদর যুদ্ধের সময় এই আহলি-কিতাবগণ তওহীদ, রেসালাত, আসমানী কিতাব ও পরকাল-বিশ্বাসী মুসলমানদের পরিবর্তে মূর্তিপূজারী মুশরিকদের প্রতিই অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিল। বদরের পর এরা প্রকাশ্যভাবে কোরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উসকানী দিতে লাগল। বিশেষ করে বনী নজীর গোত্রের প্রধান কায়াব বিন আশরাফ মুসলমানদের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে অন্ধ শত্রুতা ও চরম হীনতার আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের শয়তানী কার্যক্রম ও চুক্তি-ভংগ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল তখন নবী করীম (সঃ) বদর যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই ইয়াহুদী গোত্র সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শয়তান এই বনুকায়নাকা গোত্রের উপর আক্রমন চালালেন এবং তাদেরকে মদীনার উপকণ্ঠ হতে বিতাড়িত করে দিলেন । এর ফলে অন্যান্য ইয়াহুদী গোত্রসমূহের শত্রুতার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমান এবং হেজাজের মুশরিক গোত্রসমূহের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চারদিকে বিপদের পাহাড় সৃষ্টি করে দিল। এমন কি স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) জীবন সম্পর্কেও আশংকার সৃষ্টি হতে লাগল এবং যে কোন মুহূর্তে তাঁর উপর আক্রমন হবার পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিল। এজন্য সাহাবাগণ এসময় সাধারণতঃ সশস্ত্র অবস্থায় থাকতেন । রাত্রের আকস্মিক আক্রমনের ভয়ে রাত্রিবেলা রীতিমত পাহারা দেওয়া হতে লাগল । নবী করীম (সঃ) অল্প সময়ের জন্যও যদি চোখের আড়ালে যেতেন অমনি সাহাবাগণ তাঁকে খোঁজ করার জন্য নেমে পড়তেন।

(৩) বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর কোরাইশদের মনে আপনা হতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল । ইয়াহুদীগণ তাতে তেল নিক্ষেপ করে তাকে দ্বিগুনভাবে প্রজ্জ্বলিত করল । ফলে মাত্র একটি বৎসর পরই মক্কার তিন হাজার বীর সৈনিকের একটি বাহিনী মদীনার উপর আক্রমন করে বসল। এবং ওহদ পর্বতের পাদদেশে বিরাট যুদ্ধ

সংঘটিত হল। ইতিহাসে এটাই 'ওহদের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের জন্য নবী করীমের সহিত এক হাজার সৈনিক মদীনা হতে রওয়ানা হয়েছিল; কিন্তু পথিমধ্যে তিনশ মুনাফিক সহসা মুসলমানদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মদীনায় ফিরে গেল । আর বাকী সাতশ সৈনিকের মধ্যেও মুনাফিকদের একটি ক্ষুদ্র দল শামিল ছিল, তারা যুদ্ধ চলতে থাকা কালেই মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করেছিল । মুসলমানদের নিজেদের ঘরেই যে এত সংখ্যক 'কোঁচের সাপ' রয়েছে এবং তারা বহিঃশত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরই ভাই-বন্ধুদের ক্ষতি করতে বদ্ধ পরিকর তা এই প্রথমবারই জানতে পারা গেল।

(৪) ওহদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের মূলে যদিও মুনাফিকদের এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতাও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। বস্তুতঃ একটি বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি ও বিশেষ নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে দলটি এই মাত্র (নতুন নতুন) গঠিত হয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত লোকদের নৈতিক শিক্ষাদানের কাজ এখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং যারা নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস ও আদর্শের জন্য লড়াই করার এই দ্বিতীয়বার মাত্র সুযোগ পেয়েছিল, তাদের কাজে কোন কোন এবং কিছু কিছু দুর্বলতা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য যুদ্ধের পরে যুদ্ধকালীণ সম্পূর্ণ ঘটনাকে সম্মুখে রেখে একটি বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করা এবং তাতে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে যেসব দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার এক একটি করে পুংখানুপুংখ সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। আলোচ্য সূরায় তাই করা হয়েছে। দুনিয়ার সেনাধ্যক্ষগণ যুদ্ধ অবসান হওয়ার পর সাধারণতঃ যুদ্ধ সম্পর্কে যে ভাবে সমালোচনা পেশ করে থাকে কোরআন মজীদের এই সমালোচনা তা অপেক্ষা যে কত ভিন্ন ধরনের সেটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

الٓمّٓ ۝١ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢ نَزَّلَ

আলিফ লা-ম মী-ম | আল্লাহ (এমন সত্তা) | নাই | কোন ইলাহ | ছাড়া | তিনি | (তিনিই) চিরঞ্জীব | শাশ্বত | তিনি অবতীর্ণ করেছেন

عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তোমার উপর | কিতাবখানা | সত্যসহকারে | সত্যায়নকারী | (তার) যা | (এসেছে) তার পূর্বে

وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۝٣ مِنْ قَبْلُ هُدًى

এবং | তিনি অবতীর্ণ করেছেন | তওরাত | ও | ইনজীল | ইতিপূর্বে | সঠিকপথ (হিসেবে)

لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ

মানুষের জন্যে | এবং | তিনি অবতীর্ণ করেছেন | ফুরকান | নিশ্চয় | যারা | অস্বীকার করেছে | নিদর্শন গুলোকে

اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤

আল্লাহর | তাদের জন্যে | শাস্তি (রয়েছে) | কঠিন | এবং | আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রতিশোধ ক্ষমতা সম্পন্ন

রুকূ:১

১. আলীফ লা-ম মী-ম।

২. আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শ্বাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্ব-প্রকৃতির শৃংখলা-গ্রন্থি দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে আছেন; প্রকৃত পক্ষে তিনি ছাড়া আর কেই খোদা নয়।

৩-৪. তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন; তা সত্যের বাণী নিয়েই এসেছে এবং পূর্বের অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতিপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্যে তওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছেন। তিনি সে মানদন্ড নাযিল করেছেন, যা হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। এখন যারা আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে নিশ্চয় কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক. তিনি সকল অন্যায়ের প্রতিশোধ দান করে থাকেন।
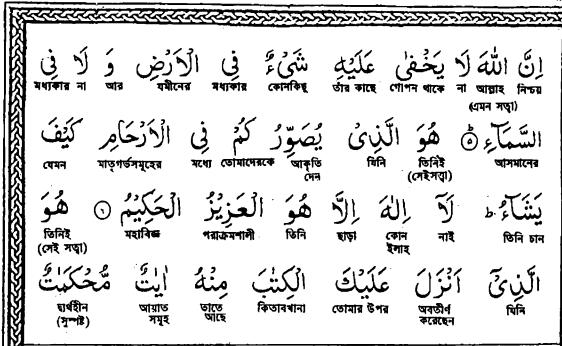
৫। আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই খোদার নিকট হতে গোপন নয়।

৬। তিনিই তো তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে থাকেন। বাস্তবিকই এই মহান বুদ্ধি-জ্ঞানের মালিক ব্যতীত আর কোন খোদা নেই।

৭. তিনিই খোদা যিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। একঃ মুহকামাত[১]

১. 'আয়াতে মুহকামাত' বলতে সেইসব আয়াত বুঝায় যেসবের ভাষা একান্ত সহজবোধ্য যার অর্থ নির্ধারণে কোন দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আয়াত কিতাবের মূল বুনিয়াদ অর্থাৎ কোরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে এইসব আয়াতেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এর মাধ্যমেই দুনিয়াকে ইসলামের দিকে আহবান জানানো হয়েছে; এসবের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে; এগুলির দ্বারাই ভ্রান্তির খন্ডন ও সঠিক পথের পরিচয় দান করা হয়েছে এবং দ্বীনের বুনিয়াদী নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসবের মধ্যেই আকায়েদ (বিশ্বাস-প্রত্যয়), এবাদত (উপাসনা-আনুগত্য), আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্রনীতি), ফারায়েয (অবশ্য-পাল্য কর্তব্য) এবং আমর ও নাহীর (আদেশ ও নিষেধ-মূলক) বিধান দান করা হয়েছে।

هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَ أُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَأَمَّا الَّذِيْنَ
সেগুলো বুনিয়াদ কিতাবের এবং অন্যগুলো রূপক সাদৃশ আর যারা

فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
মধ্যে (আছে) তাদের অন্তরে বক্রতা তাই তারা অনুসরণ করে (তার) যা রূপক অর্থ দেয় তার মধ্যে অনুসন্ধান করে

الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهٖ ۚ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ إِلَّا
ফেতনা এবং অনুসন্ধান করে তার ব্যাখ্যা এবং না কেউ জানে তার ব্যাখ্যা ছাড়া

اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ
আল্লাহ এবং (যারা)সুগভীর জ্ঞানে তারা বলে আমরা বিশ্বাস করেছি তার উপর

যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ, আর দুইঃ মুতাশাবেহাত[২]। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবেহাত'–এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোখত লোক তারা বলেঃ আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি;

২. 'মোতাশাবেহাত' -অর্থাৎ সেই আয়াত যার অর্থ গ্রহণে দ্ব্যর্থতা ও সন্দেহের অবকাশ আছে। একথা সহজেই বুঝা যায় যে বিশ্ব প্রকৃতির অদৃশ্য তত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞান মানুষকে পরিবেশন না করে তাদের কোন সুস্পষ্ট জীবন প্রদর্শন করা যেতে পারে না।একথাও সুস্পষ্ট যে, যে সব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত, যা সে কোন দিন দেখেনি, স্পর্শ করেনি, আস্বাদন করেনি, সে সবের জন্য মানুষের ভাষায় এরূপ শব্দ পাওয়া যেতে পারেনা যা সেইসব জিনিসগুলির জন্য রচিত হয়েছে; এবং সেরূপ পরিচিত বর্ণনাভঙ্গীও পাওয়া যেতে পারে না যার দ্বারা প্রত্যেক শ্রোতার মানসপটে সেইসব বস্তুর সঠিক চিত্র ফুটে উঠতে পারে। কাজে-কাজেই এই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য এরূপ শব্দ ও বর্ণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য যা আসল হকিকতের (সত্য তত্ত্ব ও ব্যাপারের) সংগে নিকটতর সাদৃশ্য-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জিনিসের জন্য মানবীয় ভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং এই প্রকারের হকিকৎ সমূহের বর্ণনার জন্য কুরআনে এরূপই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে; 'মোতাশাবেহাত' বলতে সেই সমস্ত আয়াতকে বোঝানো হয় যাতে এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।
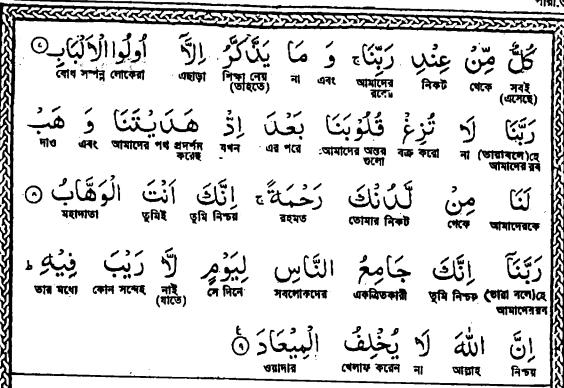
এ সবই আমাদের খোদার তরফ হতেই এসেছে[৩]। আর সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।

৮. তারা খোদার নিকট দোয়া করতে থাকে, হে খোদা পরোয়ারদিগার! তুমিই যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়ে দিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোন বক্রতা ও কুটিলতা সৃষ্টি করে দিওনা। আমাদেরকে তোমার মেহেরবানীর ভান্ডার হতে অনুগ্রহ দান কর, কেন না প্রকৃত দাতা তুমিই।

৯. হে খোদা, তুমি নিশ্চয় একদিন সমস্ত লোককে একত্রিত করবে যে দিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ নিজের ওয়াদা হতে বিচ্যুত হন না।

৩. এখানে কারো মনে এ সন্দেহ জাগা উচিত নয় যে যখন তারা 'মুতাশাবেহ' আয়াতের সঠিক অর্থই জানেনা তখন তারা তার প্রতি কেমন করে ঈমান আনবে? প্রকৃতপক্ষে একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের মনে কুরআন যে আল্লাহতা'আলার বাণী এ দৃঢ় বিশ্বাস 'মুহকাম আয়াত' পাঠেই হয়ে থাকে; 'মুতাশাবেহ' আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা হয় না। 'মুহকাম' আয়াত সমূহে চিন্তা-গবেষণা করার পর এই কিতাব যখন আল্লাহরই কিতাব বলে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততা জন্মে তখন 'মুতাশাবেহ' আয়াত তার মনে কোন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُ

নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে কক্ষণ না উপকার দিবে তাদেরকে তাদের ধনসম্পদ গুলো আর না সন্তানাদি

هُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ

তাদের কাছে আল্লাহর কিছু মাত্রই এবং ঐ সব লোক তারাই (হবে) ইন্ধন আগুনের (দোজখের) পরিণতি যেমন (হয়েছে)

آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ

সম্প্রদায়ের ফিরআউনের এবং যারা তাদের পূর্বে (ছিল) তারা অস্বীকার করেছিল আমাদের নিদর্শন গুলোকে

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

অতঃপর ধরলেন তাদেরকে আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে এবং আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদানে

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ

বল তুমি তাদেরকে (যারা) অস্বীকার করেছে শীঘ্রই তোমাদের পরাভূত করা হবে ও তোমাদের একত্রিত করা হবে দিকে

جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ

জাহান্নামের এবং (তা) অতিনিকৃষ্ট আবাসস্থল নিশ্চয় রয়েছে তোমাদের জন্যে নিদর্শন

فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ

মধ্যে দুই দলের সম্মুখীন হয়েছিল পরস্পরে (বদরের যুদ্ধে)

রুকুঃ২

১০. যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, খোদার মোকাবিলায় তাদেরকে না তাদের ধন-সম্পদ কোন উপকার দিতে পারবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি। তারা দোযখের ইন্ধন হয়েই থাকবে।

১১. তাদের পরিণতি সে রকমই হবে যা ফিরাউনের সংগী-সাথী এবং তাদের পূর্ববর্তী নাফরমান লোকদের হয়েছে। তারা খোদার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের জন্যে ধরে ফেললেন; আর বাস্তবিকই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদানকারী।

১২. অতএব হে মুহাম্মদ! যারা তোমার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে বলে দাও যে, সেদিন খুব নিকটে যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। আর জাহান্নাম বস্তুতঃই খুব খারাপ স্থান।

১৩. সেই দুই দলের মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক শিক্ষার নিদর্শন ছিল, যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ

একদল | লড়াই করেছে | পথে | আল্লাহর | এবং | অন্যটি | কাফের

يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ط وَ اللّٰهُ يُؤَيِّدُ

তাদেরকে তারা দেখে | তাদের দ্বিগুণ | চাক্ষুসভাবে | এবং আল্লাহ | শক্তিশালী করেন

بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً

তাঁর সাহায্য দিয়ে | যাকে | তিনি চান | নিশ্চয় | মধ্যে (আছে) | এর | শিক্ষা অবশ্যই

لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ

জন্যে | অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের | মনোরম করা হয়েছে | লোকদেরজন্যে | আসক্তি

الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ

কামনার | হতে | নারীদের | ও | সন্তানাদির | এবং | স্তুপ | রাশীকৃত

مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ

সোনার | ও | রূপার | ও | ঘোড়ার | (যা) চিহ্নিত | ও

الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج

গবাদিপশুর | এবং | ক্ষেতখামারের | এটা | ভোগসামগ্রী | জীবনের | দুনিয়ার

এক দল আল্লাহর পথে লড়াই করতেছিল আর অপর দলটি ছিল কাফের। চক্ষুষ্মান লোকেরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল যে কাফেরদের দল মুমিনদের দল অপেক্ষা দ্বিগুণ[৪]; কিন্তু (ফল প্রমাণ করল যে) আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর সাহায্য ও বিজয় দান করেন। বস্তুতঃ দৃষ্টিমান লোকদের জন্যে ইহাতে খুবই শিক্ষার বস্তু নিহিত রয়েছে।

১৪. মানুষের জন্যে তার মনঃপুত জিনিস– নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি-জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র।

৪. যদিও প্রকৃত পার্থক্য ছিল তিনগুন, তবুও যে কোন ব্যক্তি সাধারণভাবে দেখলেও অন্ততঃ এতটুকু মনে করবেই যে, কাফেরদের লোক সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুন।

মূলতঃ ভাল আশ্রয় তো খোদার নিকটই রয়েছে।

১৫. বল, আমি কি তোমাদের বলব এ সবের অপেক্ষা অধিক ভাল জিনিস কোনটি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে তাদের জন্যে খোদার নিকট বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ হতে ঝর্ণাধার প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্রা স্ত্রীগণ তাদের সংগী হবে। এবং খোদার সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয় তার বান্দাদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন।

১৬. এসব লোক তারাই যারা বলেঃ "হে খোদা, আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনাহ-খাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও"।

১৭। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিনীত-অনুগত, দাতা এবং তারা রাতের শেষ ভাগে খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে থাকে।

وَ	هُوَ ۚ	اِلَّا	اِلٰهَ	لَآ	اَنَّهٗ	اللّٰهُ	شَهِدَ
এবং	তিনি	ছাড়া	কোন ইলাহ	নাই	তিনি নিশ্চয় (এমন যে)	আল্লাহ	সাক্ষী দিচ্ছেন

اِلَّا	اِلٰهَ	لَآ	بِالْقِسْطِ ؕ	قَآئِمًا	اُولُوا الْعِلْمِ	وَ	الْمَلٰٓئِكَةُ
ছাড়া	কোন ইলাহ	নাই	ন্যায়নীতিতে	(যারা) প্রতিষ্ঠিত	জ্ঞানীগণও	এবং	ফেরেশতারা (সাক্ষ্য দিচ্ছে)

الْاِسْلَامُ ۗ	عِنْدَ اللّٰهِ	الدِّيْنَ	اِنَّ	الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾	الْعَزِيْزُ	هُوَ
(একমাত্র) ইসলাম	আল্লাহর কাছে (গ্রহণযোগ্য)	জীবন ব্যবস্থা	নিশ্চয়	মহাবিজ্ঞ	পরাক্রমশালী	তিনি

مِنْۢ بَعْدِ	اِلَّا	الْكِتٰبَ	اُوْتُوا	الَّذِيْنَ	اخْتَلَفَ	مَا	وَ
পরে	এছাড়া	কিতাব	দেওয়া হয়েছিল	যাদের	মতানৈক্য করেছে	না	এবং

يَّكْفُرْ	مَنْ	وَ	بَيْنَهُمْ ؕ	بَغْيًا	الْعِلْمُ	جَآءَهُمُ	مَا
অস্বীকারকরবে	যে কেউ	এবং	তাদের মাঝে	বিদ্বেষের কারণে	জ্ঞান	তাদের কাছেএসেছে	যা

فَاِنْ	الْحِسَابِ ﴿١٩﴾	سَرِيْعُ	اللّٰهَ	فَاِنَّ	اللّٰهِ	بِاٰيٰتِ
যদি এখন	হিসাব (নিতে)	তৎপর	আল্লাহ (তাদের হতে)	নিশ্চয়	আল্লাহর	নির্দশনগুলোকে

اتَّبَعَنِ ؕ	مَنِ	وَ	لِلّٰهِ	وَجْهِىَ	اَسْلَمْتُ	فَقُلْ	حَآجُّوْكَ
আমার অনুসরণ করেছে (তারাও)	যারা	ও	আল্লাহর কাছে	আমার মুখ	আমি সমর্পন করেছি	বল তবে	তোমাদের সাথে বিতর্ক করে

১৮. আল্লাহ নিজেই একথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই, ফিরেশতা এবং সব জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউই খোদা হতে পারে না।

১৯. আল্লাহর নিকট জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। এ জীবন-ব্যবস্থা হতে বিচ্যুত হয়েছে সেসব লোকেরা যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের এই কর্মনীতির একমাত্র কারণ এ হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পর তারা পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই এরূপ করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও হেদায়াত মেনে নিতে যে অস্বীকার করবে তার নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করতে খোদার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

২০. এখন যদি এসব লোক তোমার সাথে বির্তক করে, তবে তুমি তাদের বলঃ "আমি ও আমার অনুসারীরা খোদার সম্মুখে আত্ম-সমর্পন করেছি"।

وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَ اَسْلَمْتُمْ ط

এবং তুমি বল তাদেরকে (যাদের) দেওয়া হয়েছিল কিতাব এবং নিরক্ষরদেরকেও কি তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

অতএব যদি তারা আত্ম সমর্পণ করে থাকে নিশ্চয়ই তবে তারা সঠিক পথ পেয়েছে আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবেমূলতঃ

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ اِنَّ

তোমার (দায়িত্ব) (দাওয়াত) পৌছান এবং আল্লাহ খুব দৃষ্টি রাখছেন বান্দাদের উপর নিশ্চয়

الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ

যারা অস্বীকার করে নির্দশনাবলীকে আল্লাহর ও হত্যা করে নবীদেরকে

بِغَيْرِ حَقٍّ لا وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ

অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে (তাদেরকেও) যারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়নতার

مِنَ النَّاسِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾

মধ্যেহতে লোকদের তাই সুসংবাদ দাও তাদেরকে আযাবের বড় যন্ত্রণাদায়ক

অতঃপর আহলি-কিতাব ও অ-আহলি-কিতাব উভয়কেই জিজ্ঞাসা করঃ "তোমারও কি আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করেছ?" তা করে থাকলে তারা সঠিক পথ লাভ করেছে; আর তা হতে ফিরে গেলে (তোমার কোন দায়িত্ব নেই), কেবল দাওয়াত পৌছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব ছিল, পরে অবস্থা আল্লাহ নিজেই সবকিছু দেখবেন।

রুকূঃ৩

২১. যারা খোদার আদেশ-নিষেধ ও হেদায়াত মেনে নিতে অস্বীকার করে, এবং তার নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যাকরে, আর জনগনের মধ্যে হতে যারা সুবিচার ও সততার আদেশ দানের জন্যে উত্থিত হয় তাদেরকেও হত্যা করে- তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا
ঐসব লোক (তারাই) যাদের নষ্ট হয়েছে তাদের আমল সমূহ মধ্যে দুনিয়ার ও আখেরাতের এবং নাই

لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী তুমি দেখনাই কি প্রতি (ঐ লোকদের) যাদের দেওয়া হয়েছে অংশ

مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
কিছু কিতাবের তাদের ডাকা হয় দিকে কিতাবের আল্লাহর ফয়সালা করার জন্যে তাদের মাঝে

ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝
এরপর ফিরে যায় একদল তাদের মধ্য হতে এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
এটা এজন্যে যে তারা বলে কক্ষনো না আমাদের স্পর্শ করবে আগুন তবে (যদিকরেও) কয়েকদিন (মাত্র)

مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا
সীমিত আর ধোকা দিয়েছে তাদেরকে ব্যাপারে তাদের দ্বীনের (তাই) যা

كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝
তারা উদ্ভাবন করতেছিল

২২. এসব লোকের কাজকর্ম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই ধ্বংস ও নিরর্থক হয়ে গিয়েছে এবং তাদের সাহায্যকারী কেউই নয়।

২৩. তুমি কি দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি? তাদেরকে যখন খোদার কিতাবের দিকে আহবান জানানো হয়– তাদের পরস্পরের মধ্যে (তদানুযায়ী) ফয়সালা করার জন্যে তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফয়সালা হতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৪. তারা এরূপ করে এ জন্যে যে, তারা বলেঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। আর জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদের একান্তই ভোগ করতে হয় তবে তা মাত্র কয়দিনের জন্যে (বেশী নয়)"। বস্তুতঃ তাদের মনগড়া আকীদা তাদেরকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ

তখন কেমন হবে | যখন | তাদের আমরা একত্রিত করব | সেদিন | নাই | কোন সন্দেহ | যার মধ্যে

وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا

এবং | পূর্ণ দেয়া হবে | প্রত্যেক | ব্যক্তিকে | যা | সে উপার্জন করেছে | এবং | তাদের কে | না

يُظْلَمُونَ ۝٢٥ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ

জুলুম করা হবে | তুমি বল | হে আল্লাহ | মালিক | রাজত্বের | দাও তুমি | শাসন ক্ষমতা

مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ

যাকে | তুমিইচ্ছেকর | আর | কেড়ে নাও | শাসন ক্ষমতা | যার থেকে | ইচ্ছেকর তুমি | এবং | তুমি দাও ইজ্জত

مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ

যাকে | তুমিইচ্ছেকর | আর | লাঞ্ছিত কর | যাকে | তুমিইচ্ছেকর | তোমারই হাতে | সব কল্যাণ | তুমি নিশ্চয়

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢٦ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | তুমি প্রবেশ করাও | রাতকে | মধ্যে | দিনের

وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

আবার | তুমি প্রবেশ করাও | দিনকে | মধ্যে | রাতের | এবং | বের কর তুমি | জীবন্তকে | হতে | মৃত

২৫. কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যেদিন আমরা তাদেরকে একত্রিত করব, যেদিনের আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজের পুরাপুরি ফলই দেয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না।

২৬. বলঃ হে খোদা, সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান কর; আর যার নিকট হতে ইচ্ছা কেড়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান কর; আর যাকে চাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই এখতিয়ারে রয়েছে, নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান।

২৭. রাতকে দিনের মধ্যে তুমিই শামিল করে দাও, আবার দিনকেও শামিল করে দাও রাতের মধ্যে।জীবনহীন জিনিস হতে বের কর জীবন্ত জিনিস,

وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

আবার বের কর তুমি | মৃতকে | হতে | জীবন্ত | এবং | রিযিক দাও তুমি | যাকে | তুমি ইচ্ছে কর

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ

ছাড়াই | কোন হিসেব | না | গ্রহণ করবে | মু'মিনরা | কাফেরদেরকে

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

অভিভাবক হিসেবে | ব্যতীত | মু'মিনদেরকে | এবং | করবে | এরূপ

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ

নাইসেক্ষেত্রে | সাথে | আল্লাহর | কোন কিছু (সম্পর্ক) | তবে | তোমরা আত্মরক্ষা করলে | তাদের থেকে

تُقٰةً ۗ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَ إِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

আত্মরক্ষা হিসেবে (সেটা ভিন্নকথা) | এবং | সাবধান করেছেন | তোমাদেরকে | আল্লাহ | তাঁর নিজের (সম্পর্কে) | এবং | দিকে | আল্লাহরই | (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে

আর জীবন্ত জিনিস হতে জীবনহীন জিনিস বের কর, তুমি যাকে চাও, বে-হিসাব পরিমানে রেযেক দান কর।
২৮. মুমিনরা যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে খোদার সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের যুলুম হতে বাঁচবার জন্যে বাহ্যতঃ এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন[৫]। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে[৬]।

৫. অর্থাৎ কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি কোন ইসলামের দুশমন দলের পাল্লায় পড়ে ও তার উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় হয় তা হলে তার প্রতি এ অবকাশ আছে যে, সে তার ঈমানকে তখন গোপন রাখতে পারে এবং কাফেরদের সংগে বাহ্যতঃ সে এরূপভাবে অবস্থান করতে পারে যেন সে তাদেরই একজন। অথবা তার মুসলমানত্ব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সে নিজ প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফেরদের সংগে বন্ধুত্ব মূলক আচরণ- ভাব প্রকাশ করতে পারে। এমনকি, কঠিন ভয়ের অবস্থায়, যে ব্যক্তির সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে কুফরী কথা পর্যন্তও বলে যাওয়ার অনুমতি ('রুখসৎ') আছে। (অর্থাৎ এর জন্য আল্লাহতা'আলা পাকড়াও করবেন না)।

৬. অর্থাৎ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফেরদের সঙ্গে যদি আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করতে তুমি একান্তই বাধ্য হও তবে তা শুধু এতটুকু পর্যন্ত হতে পারে যে, ইসলামের আন্দোলন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামী জমাআতের স্বার্থ ও কোন মুসলমানের জান ও মালের কোন ক্ষতি না হয় এরূপভাবে তুমি নিজের জান ও মাল রক্ষার পন্থা অবলম্বন করতে পারো । কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, যেন তোমার দ্বারা কুফরী ও কাফেরদের এমন কোন খেদমত আঞ্জাম না পায় যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরীর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলমানদের উপর কাফেরদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা আছে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ

তুমি বল | যদি | তোমরা গোপন কর | যা কিছু | মধ্যে আছে | তোমাদের অন্তরের | বা | তা তোমরা প্রকাশ কর | তা জানেন

اللّٰهُ ط وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ط

আল্লাহ | এবং | তিনি জানেন | যা কিছু | মধ্যে আছে | আসমান সমূহের | এবং | যা | মধ্যে আছে | যমীনের

وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ

এবং | আল্লাহ | উপর | সব | কিছুরই | ক্ষমতাবান | যেদিন | পাবে | প্রত্যেক

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّ مَا عَمِلَتْ

ব্যক্তি | যা | সে কাজ করেছে | কোন | ভাল (কাজ) | বিদ্যমান (পাবে) | আর | যা কিছু | কাজ করেছে

مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ط

কোন | মন্দ | সে কামনা করবে | যদি | (এমনহত) যে | তারমাঝে (ব্যক্তির) | ও | তারমাঝে (মন্দ কাজের) | ব্যবধান | সুদূর

وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

এবং | তোমাদেরকে সাবধান করছেন | আল্লাহ | তার নিজের (সম্পর্কে) | এবং | আল্লাহ | দয়াশীল | বান্দাদের উপর

২৯. হে নবী! লোকদের সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা গোপন কর, আর প্রকাশ কর, আল্লাহ তার সব কিছুইজানেন। আসমান-যমীনের কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয় এবং তাঁর ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব প্রত্যেকটি বস্তুকেই গ্রাস করে আছে।

৩০. সে দিন নিশ্চয় আসবে, যখন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে, সে ভাল কাজই করুক, আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এদিনটি যদি তার নিকট হতে বহুদূরে অবস্থিত হত, তবে কতই না ভাল হত। আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকামী।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
(হে নবী) তুমি বল যদি তোমরা ভালবেসে থাক আল্লাহকে আমাকে তোমরা তবে অনুসরণ কর ভালবাসবেন তোমাদেরকে আল্লাহ

وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾
এবং মাফ করবেন তোমাদের জন্য তোমাদের গোনাহ সমূহকে এবং আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল মেহেরবান

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
তুমি বল আনুগত্যকর তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে নিশ্চয় আল্লাহ

لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ
না ভালবাসেন কাফেরদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন আদমকে ও

نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾
নূহকে ও বংশধরদেরকে ইবরাহীমের ও বংশধরদেরকে ইমরানের উপর সারাদুনিয়ার (লোকদের)

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾
সন্তানসন্ততি তাদের একে হতে অন্যের এবং আল্লাহ সবকিছুই শুনেন সবকিছুই জানেন

রুকূঃ৪

৩১. হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই খোদার প্রতি ভাল বাসা পোষন কর তবে আমার অনুসরণ কর; তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৩২. তাদের বল, আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য কবুল কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে আল্লাহ সে সব লোকদেরকে যারা তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে– কিছুতেই ভাল বাসতে পারেন না।

৩৩. আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে[৭] সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করে (ও নিজের নবুয়্যত ও রিসালাতের জন্যে) মনোনীত করেছিলেন।

৩৪. তারা সকলেই এক সূত্রে গাঁথা ছিল, একজন অপরজনের বংশ হতে উদ্ভূত হয়েছিল। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

৭. 'ইমরান' হযরত মূসা (আঃ) ও হারুণের (আঃ) পিতার নাম ছিল। বাইবেলে তার নাম 'আমরান' লেখা আছে।

إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ

إِذْ	قَالَتِ	امْرَاَتُ	عِمْرٰنَ	رَبِّ	اِنِّىْ	نَذَرْتُ	لَكَ
(স্মরণ কর) যখন	বলেছিল	স্ত্রী	ইমরানের	হে আমার রব	নিশ্চয় আমি	উৎসর্গ করেছি	তোমার জন্য

مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ

مَا	فِىْ	بَطْنِىْ	مُحَرَّرًا	فَتَقَبَّلْ	مِنِّىْ	اِنَّكَ	اَنْتَ
যা	মধ্যে আছে	আমার পেটে	(তোমারই কাজে) মুক্ত	অতএব তুমি কবুল কর	আমার থেকে	তুমি নিশ্চয়	তুমিই

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ

السَّمِيْعُ	الْعَلِيْمُ	فَلَمَّا	وَضَعَتْهَا	قَالَتْ	رَبِّ
সবকিছুই শোন	সবকিছুই জান	অতঃপর যখন	তাকে সে প্রসব করল	(তখন) সেবলল	হে আমার রব

اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ

اِنِّىْ	وَضَعْتُهَآ	اُنْثٰى	وَ	اللّٰهُ	اَعْلَمُ	بِمَا	وَضَعَتْ
নিশ্চয় আমি	তা প্রসব করেছি	কন্যা	অথচ	আল্লাহ	খুব জানেন	যা	সে প্রসব করেছিল

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ

وَ	لَيْسَ	الذَّكَرُ	كَالْاُنْثٰى	وَ	اِنِّىْ	سَمَّيْتُهَا	مَرْيَمَ	وَ	اِنِّىْٓ
এবং	নয়	ছেলে	মেয়ের মত	এবং	নিশ্চয় আমি	তার নাম রেখেছি	মারয়াম	এবং	নিশ্চয় আমি

اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

اُعِيْذُ	هَا	بِكَ	وَ	ذُرِّيَّتَهَا	مِنَ	الشَّيْطٰنِ	الرَّجِيْمِ
আশ্রয়ে দিচ্ছি	তাকে	তোমার (কাছে)	এবং	তার বংশধরকেও	হতে	শয়তান	অভিশপ্ত

৩৫. (তখনো তিনি শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা[৮] বলতেছিল, হে আমার খোদা! আমার এ সন্তানকে– যে এখন আমার গর্ভে রয়েছে– আমি তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। সে তোমার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আমার এই অর্ঘ তুমি কবুল কর। তুমি শোন এবং তুমি জান।

৩৬. অতঃপর যখন সে সেই সন্তান প্রসব করল তখন সে বললঃ খোদা, আমার তো কন্যা–সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা খোদার জানাই ছিল– আর পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তানের মত হয় না। যাই হোক, আমি তার নাম রাখলাম মরিয়ম এবং আমি তাকে এবং তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে মরদূদ শয়তানের ফেতনা হতে রক্ষা করার জন্যে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করে দিচ্ছি।

৮. 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরানের স্ত্রী' বুঝানো হয়, তবে বুঝতে হবে ইনি সে ইমরান নন, যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং ইনি হযরত মরিয়মের পিতা। সম্ভবতঃ তাঁর নামও 'ইমরান' ছিল। কিন্তু অপর পক্ষে 'ইমরানের মহিলা'বলতে যদি 'ইমরান বংশের মহিলা' বুঝায়, তবে তার মানে এই হবে যে, হযরত মরিয়মের মাতা এই বংশেরই ছিলেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا

তাকে অতঃপর কবুল করলেন | তার রব | কবুল হিসেবে | উত্তম | এবং | তাকে গড়ে তুললেন | গড়া

حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا

উত্তমরূপে | এবং | তার তত্ত্বাবধায়ক বানালেন | যাকারিয়াকে | যখনই | প্রবেশ করত | তারকাছে | যাকারিয়া

الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى

(মারয়ামের) কক্ষে | পেত | তার নিকট | খাদ্যসামগ্রী | (যাকারিয়া) বলল | হে মারয়াম | কোথাথেকে (আসে)

لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ

তোমার জন্যে | এটা | (মারয়াম) বলল | তা (আসে) | থেকে | নিকট | আল্লাহর | নিশ্চয় | আল্লাহ | রিযিকদেন

مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا

যাকে | তিনি চান | ব্যতীত | কোন হিসাব | সেখানেই | দোয়া করল | যাকারিয়া

رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً

তার রবের কাছে | সে বলল | হে আমার রব | আমাকে দাও | থেকে | তোমার নিকট | বংশধর

طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

পবিত্র (সৎ) | তুমি নিশ্চয় | শ্রবণকারী | দোয়া

৩৭. শেষ পর্যন্ত তার খোদা এই কন্যা-সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভাল মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন। যাকারিয়া যখনই তার নিকট মেহরাবে যেত তখনি তার নিকট কিছু না কিছু খাদ্য বা পাণীয় দ্রব্য দেখতে পেত। জিজ্ঞাসা করতঃ মরিয়ম এ তুমি কোথায় পেলে? উত্তর দিত, ইহা খোদার নিকট হতে এসেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণ রেযেক দান করেন।

৩৮. এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া তার খোদাকে ডাকল, হে খোদা! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎ-সন্তান দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমিই দোয়া-প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৩৯. উত্তরে ফিরেশতারা আওয়াজ দিল– যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেছিল– "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন"। সে খোদার তরফ হতে একটি ফরমানের[৯] সত্য প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সাধুতার বৈশিষ্ট্য থাকবে, নবুয়্যতের সম্মানে ভূষিত হবে এবং যোগ্য ও সৎ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

৪০. যাকারিয়া বলল, "হে খোদা! আমার পুত্রসন্তান হবে কিরূপে, আমিতো বৃদ্ধ হয়েছি, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা"। উত্তর আসল: "এটাই হবে[১০]; আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই তিনি করেন"।

৪১. নিবেদন করল : খোদা, তাহলে আমার জন্যে কোন নিদর্শন ঠিক করে দাও।

৯. 'আল্লাহতা'আলার ফরমান' -এর অর্থ হযরত ঈসা (আঃ)। যেহেতু তার জন্ম আল্লাহতা'আলার এক অসাধারণ নির্দেশে সাধারণ স্বভাবের-নিয়মের ব্যতিক্রমে ঘটেছিল সেজন্য পবিত্র কুরআনে 'কালিমাতুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ খোদার ফরমান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলা তোমাকে পুত্র-সন্তান দান করবেন।

আরবি	অর্থ
قَالَ	তিনি বললেন
اٰيَتُكَ	তোমার নিদর্শন
اَلَّا	এই যে না
تُكَلِّمَ	কথা বলবে
النَّاسَ	মানুষের (সাথে)
ثَلٰثَةَ	তিন
اَيَّامٍ	দিন (পর্যন্ত)
اِلَّا	এছাড়া
رَمْزًا ط	ইংগিত
وَ	এবং
اذْكُرْ	তুমি স্মরণ কর
رَّبَّكَ	তোমার রবকে
كَثِيْرًا	বেশী বেশী
وَّ	ও
سَبِّحْ	তুমি তসবিহ কর
بِالْعَشِيِّ	সন্ধ্যার সময়
وَ	ও
الْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾	প্রভাতে
وَ	এবং
اِذْ	যখন
قَالَتِ	বলেছিল
الْمَلٰٓئِكَةُ	ফেরেশতারা
يٰمَرْيَمُ	হে মারয়াম
اِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
اصْطَفٰكِ	তোমাকে মনোনীত করেছেন
وَ	এবং
طَهَّرَكِ	তোমাকে পবিত্র করেছেন
وَ	এবং
اصْطَفٰكِ	তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন
عَلٰى	উপর
نِسَآءِ	নারীদের
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾	সারাবিশ্বের
يٰمَرْيَمُ	হে মারয়াম
اقْنُتِىْ	তুমি অনুগত হও
لِرَبِّكِ	তোমার রবের জন্যে
وَ	এবং
اسْجُدِىْ	তুমি সিজদাকর
وَ	ও
ارْكَعِىْ	তুমি রুকু কর
مَعَ	সাথে
الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾	রুকুকারীদের

বললেন, নিদর্শন এ হবে যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে ইশারা-ইংগিত করা ছাড়া কোন কথাবার্তা বলবে না (বা বলতে পারবেনা)। এ সময়ের মধ্যে তোমার খোদাকে খুব বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তসবীহ করতে থাকবে।

রুকু:৫

৪২. অতঃপর সে সময় উপস্থিত হল যখন মরিয়ামকে ফিরেশতারা এসে বলল: "হে মরিয়াম, আল্লাহ তোমাকে উচ্চ সম্মানদানে মহিমান্বিত করেছেন ও পবিত্রতা দান করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের উপর তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নিজের কাজের জন্যে মনোনীত করেছেন।

৪৩. হে মরিয়াম, তোমার খোদার আদেশের অনুগত ও অধীন হয়ে থাক, তাঁর সম্মুখে সিজদা- অবনত হয়ে থাক আর যে বান্দা অবনত হয়, তুমিও তাদের সাথে অবনত হও"।

ذٰلِكَ	مِنْ	اَنْۢبَآءِ	الْغَيْبِ	نُوْحِيْهِ	اِلَيْكَ ؕ	وَ	مَا	كُنْتَ
এটা	অংশবিশেষ	খবরাদির	গায়েবের	তা আমরা ওহী করছি	তোমার প্রতি	এবং	না	তুমি ছিলে

لَدَيْهِمْ	اِذْ	يُلْقُوْنَ	اَقْلَامَهُمْ	اَيُّهُمْ	يَكْفُلُ	مَرْيَمَ ۪
তাদের কাছে	যখন	তারা নিক্ষেপ করে	তাদের কলমগুলো (লটারী করতে)	তাদের মধ্যে কে	তত্ত্বাবধান করবে	মরিয়ামের

وَ	مَا	كُنْتَ	لَدَيْهِمْ	اِذْ	يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾	اِذْ	قَالَتِ
এবং	না	তুমি ছিলে	তাদের কাছে	যখন	তারা ঝগড়া করতেছিল পরস্পরে	যখন	বলেছিল

الْمَلٰٓئِكَةُ	يٰمَرْيَمُ	اِنَّ	اللّٰهَ	يُبَشِّرُكِ	بِكَلِمَةٍ	مِّنْهُ ۙ
ফেরেশতারা	হে মারয়াম	নিশ্চয়	আল্লাহ্	তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন	একটি কথার (অর্থাৎ সন্তানের)	তাঁর পক্ষ হতে

اسْمُهُ	الْمَسِيْحُ	عِيْسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	وَجِيْهًا	فِى
তার নাম (হবে)	মসীহ্	ঈসা	পুত্র	মরিয়ামের	সম্মানিত হবে	মধ্যে

الدُّنْيَا	وَ	الْاٰخِرَةِ	وَ	مِنَ	الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾	وَ	يُكَلِّمُ
দুনিয়ার	ও	আখেরাতে	এবং	(গন্যহবে) মধ্যে	সান্নিধ্য প্রাপ্তদের	এবং	সে কথা বলবে

النَّاسَ	فِى	الْمَهْدِ	وَ	كَهْلًا	وَّ	مِنَ	الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾
মানুষের (সাথে)		দোলনায়	ও	পরিনত বয়সে	এবং	অন্যতম হবে	সৎকর্মশীলদের

৪৪. হে মুহাম্মদ! এ সবই অদৃশ্য জগতের খবর, এ আমি অহীর সাহায্যে তোমাকে বলে দিচ্ছি। অন্যথায় তুমি তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে না, যখন হায়কালের সেবায়েতরা মরিয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে তা ঠিক করার জন্যে নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করতেছিল[১১], আর এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যখন ঝগড়া সৃষ্টি হচ্ছিল (তখন তুমি সেখানে ছিলে না)।

৪৫. যখন ফিরেশতারা বলল, "হে মরিয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হবে মসীহ ঈসা বিন মরিয়াম; ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই সে সম্মানিত হবে। তাকে খোদার নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে।

৪৬. সে লোকদের সাথে দোলনায় থেকেও কথা বলবে এবং খুব বেশী বয়সের অবস্থায়ও। বস্তুতঃ সে এক সৎ ও সাধু পুরুষ হবে।"

১১. অর্থাৎ 'কোরা' ব্যবহার করে লোক নির্বাচন করছিল। (কোরা ভাগ্য-নির্বাচক গুটিকা, যথা পাশা)।
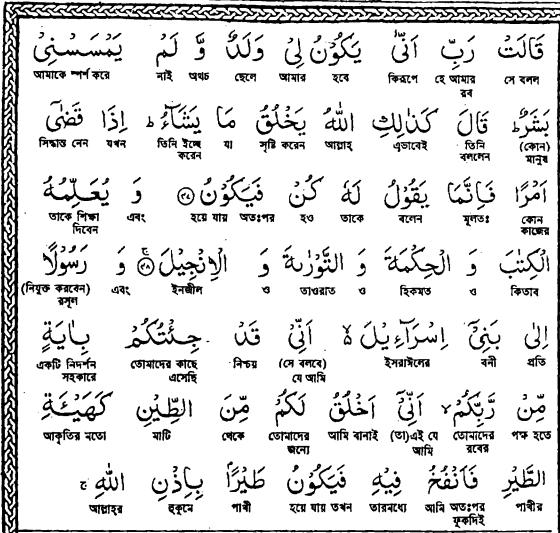
৪৭. একথা শুনে মরিয়াম বলল, "খোদা, আমার গর্ভে সন্তান হবে কোথা হতে, আমাকে তো কোন ব্যক্তি স্পর্শ পর্যন্তও করেনি"। উত্তর আসলঃ এরূপ হবে[১২]। আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেনঃ হয়ে যাও, আর তখনি তা হয়ে যায়।

৪৮. (ফিরেশতারা তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) "এবং আল্লাহ্ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন"।

৪৯. এবং বণী ইসরাঈলের প্রতি স্বীয় রসূল হিসেবে নিযুক্ত করবেন। (যখন সে রসূল হিসেবে বণী ইসরাঈলদের নিকট উপস্থিত হল তখন বলল) আমি তোমাদের খোদার তরফ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সম্মুখেই মাটি দ্বারা পাখীর আকারে একটি মূর্তি বানাই এবং উহাকে ফুঁক দিই, উহা তার খোদার নির্দেশে পাখী হয়ে যায়।

১২. কোন পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে।

وَ	اُبْرِئُ	الْاَكْمَهَ	وَ	الْاَبْرَصَ	وَ	اُحْيِ	الْمَوْتٰى	بِاِذْنِ	اللّٰهِ ۚ
এবং	সুস্থ্যকরি	জন্মান্ধকে	ও	কুষ্ঠ ব্যাধীগ্রস্থকে	এবং	জীবিত করি	মৃতকে	হুকুমে	আল্লাহর

وَ	اُنَبِّئُكُمْ	بِمَا	تَاْكُلُوْنَ	وَ	مَا	تَدَّخِرُوْنَ ۙ	فِيْ
এবং	তোমাদের বলে দেই আমি	যা কিছু	তোমরা খাও তোমাদের ঘরে	এবং	যা	তোমরা মওজুদ কর	মধ্যে

بُيُوْتِكُمْ ؕ	اِنَّ	فِيْ	ذٰلِكَ	لَاٰيَةً	لَّكُمْ	اِنْ	كُنْتُمْ
তোমাদের গৃহগুলোর	নিশ্চয়	মধ্যে আছে	এর	অবশ্যই নিদর্শন	তোমাদের জন্যে	যদি	তোমরা হও

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾	وَ	مُصَدِّقًا	لِّمَا	بَيْنَ يَدَيَّ	مِنَ
মু'মিন	এবং	সত্যায়নকারী	(তার) যা	আমার সামনে আছে	

التَّوْرٰىةِ	وَ	لِاُحِلَّ	لَكُمْ	بَعْضَ	الَّذِيْ	حُرِّمَ	عَلَيْكُمْ
(অর্থাৎ) তওরাত	এবং	আমি হালাল করতে (এসেছি)	তোমাদের জন্যে	(এমন) কিছু	যা	হারাম করা হয়েছিল	তোমাদের উপর

وَ	جِئْتُكُمْ	بِاٰيَةٍ	مِّنْ	رَّبِّكُمْ ۫	فَ	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ
ও	তোমাদের কাছে এসেছি	নিদর্শনসহ	পক্ষ হতে	তোমাদের রবের	অতএব	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	এবং

اَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾
আমার আনুগত্যকর

আমি খোদার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দিই এবং মৃতকে জীবন্ত করি। আমি তোমাদের বলি, তোমরা নিজেদের ঘরে কি খাও, আর কি সঞ্চয় করে রাখ। এতে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে থাক।

৫০. এবং তওরাতের যে শিক্ষা ও হেদায়েতের বাণী এখন আমার সম্মুখে বর্তমান আছে আমি তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী হয়ে এসেছি। এ জন্যেও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে[১৩] এমন কতিপয় জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করে দিব। জেনে রাখ, আমি তোমাদের খোদার নিকট হতে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অতএব খোদাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের মূর্খ জনগণের কুসংস্কারপূর্ণ অমূলক ধারণা-বিশ্বাস, তোমাদের ফকিহগণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চুলচেরা তর্ক -আলোচনা, তোমাদের বৈরাগ্যবাদী লোকদের কঠোর কৃচ্ছসাধনা এবং অমুসলিম জাতি সমূহের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কারণে তোমাদের মধ্যে আসল শরীয়তে ইলাহীর (আল্লাহর আইনের) উপর যে বাধা-বন্ধন বৃদ্ধি করা হয়েছে আমি তা বাতিল করে দেব। এবং তোমাদের জন্য আল্লাহতা'আলা যা হালাল ও যা হারাম করেছেন আমিও তাই-ই হালাল ও হারাম করে দেবো।
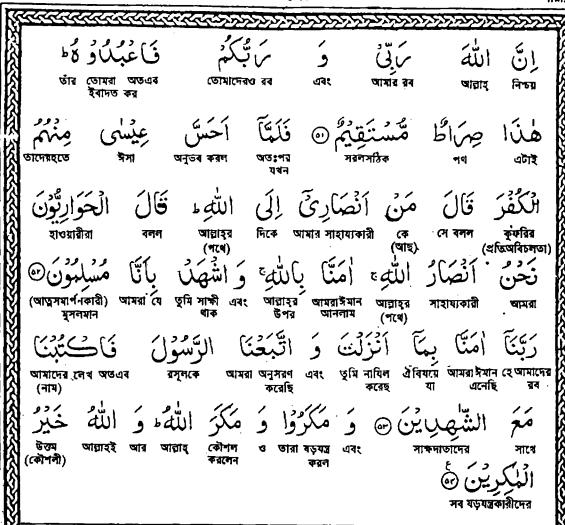
৫১. আল্লাহ আমারও খোদা, তোমাদেরও খোদা, অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কবুল কর। বস্তুতঃ এটাই সঠিক ও সোজাপথ।

৫২. ঈসা যখন অনুভব করল যে, বণী ইসরাঈলেরা কুফরী ও অস্বীকার করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তখন সে বললঃ খোদার পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে। 'হাওয়ারীরা'[১৪] উত্তরে বললঃ আমরা খোদার সাহায্যকারী[১৫]। আমরা খোদার প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম– খোদার আনুগত্যে আত্মসমর্পণকারী।

৫৩. হে খোদা, তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসূলের অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

৫৪. অতঃপর বণী ঈসরাঈলেরা (মসীহর বিরুদ্ধে) গোপন-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। আল্লাহতা'আলাও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। আর এধরণের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে থাকেন।

১৪. আমরা 'আনসার' বলতে যা বুঝি 'হাওয়ারী'-র অর্থ প্রায় তাই ।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে, আপনার সাহায্যকারী।

وَ	مُتَوَفِّيْكَ	اِنِّيْ	يٰعِيْسٰى	اللّٰهُ	قَالَ	اِذْ
ও	(আয়ুষ্কাল পূর্ণকরে) তোমাকে গ্রহণ করব	নিশ্চয় আমি	ঈসা	হে	আল্লাহ্	বলেছিলেন	যখন

كَفَرُوْا	الَّذِيْنَ	مِنَ	مُطَهِّرُكَ	وَ	اِلَيَّ	رَافِعُكَ
অস্বীকার করেছে	(তাদের) যারা	(সংস্রব) হতে	তোমাকে পবিত্র করব	ও	আমার কাছে	তোমাকে উঠিয়ে নেব

كَفَرُوْٓا	الَّذِيْنَ	فَوْقَ	اتَّبَعُوْكَ	الَّذِيْنَ	جَاعِلُ	وَ
অস্বীকার করেছে	(তাদের) যারা	উপর (বিজয়ী)	তোমাকে অনুসরণ করবে	(তাদেরকে) যারা	আমি বানাব	এবং

فَاَحْكُمُ	مَرْجِعُكُمْ	اِلَيَّ	ثُمَّ	الْقِيٰمَةِ	يَوْمِ	اِلٰى
আমি ফয়সালা অতঃপর করব	তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে	আমারই কাছে	এরপর	কিয়ামতের	দিন	পর্যন্ত

فَاَمَّا	تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾	فِيْهِ	كُنْتُمْ	فِيْمَا	بَيْنَكُمْ
আর	মতবিরোধ করতে	যারমধ্যে	তোমরা ছিলে	ঐ ব্যাপারে যা	তোমাদের মাঝে

فِي	شَدِيْدًا	عَذَابًا	فَاُعَذِّبُهُمْ	كَفَرُوْا	الَّذِيْنَ
মধ্যে	কঠোর	শাস্তি	তাদেরকে অতঃপর আমি আযাব দিব	কুফ্রি করেছে	যারা

نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾	مِّنْ	لَهُمْ	مَا	وَ	الْاٰخِرَةِ	وَ	الدُّنْيَا
সাহায্যকারী	কোন	তাদের জন্যে	নাই	এবং	আখেরাতে	ও	দুনিয়ার

রুকু:৬

৫৫. (এটা আল্লাহরই এক গোপন ব্যবস্থাপনা ছিল) যখন তিনি বলেছিলেন, হে ঈসা, এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব[১৬]। এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে আনব। যারা তোমাকে মেনেনিতে অস্বীকার করেছে তাদের (সংস্রব, সাহচর্য ও তাদের পংকিল পরিবেশ) হতে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী করে রাখব। অবশেষে তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি সে সব বিষয়েই মীমাংসা করে দেব যেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে।

৫৬. যারা অমান্য ও অস্বীকার করার ভূমিকা অবলম্বন করেছে তাদেরকে ইহকাল-পরকাল সর্বত্রই কঠিন শাস্তি দান করব এবং তারা (এ শাস্তি হতে বাঁচার জন্যে) কোন সাহায্যকারী পাবে না।

১৬ . মূলে-'মুতাওয়াফফিকা' -শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাওয়াফফি'-এর আসল অর্থ 'গ্রহণ করা' 'আদায় করা'। রূহ কবয করার (অর্থাৎ মৃত্যুকালে ফেরেস্তা কর্তৃক দেহ থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে নিজ আয়ত্বে গ্রহণ করার) অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ গৌণ, এর মূল আভিধানিক অর্থ তা নয়।

وَاَمَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	فَيُوَفِّيْهِمْ	اُجُوْرَهُمْ ؕ
আর	যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজ করেছে	নেকীর	তাদেরকে তখন তিনি পূর্ণ দিবেন	তাদের প্রতিফল

وَ	اللّٰهُ	لَا	يُحِبُّ	الظّٰلِمِيْنَ ۝٥٧	ذٰلِكَ	نَتْلُوْهُ	عَلَيْكَ
এবং	আল্লাহ্	না	ভালবাসেন	জালেমদেরকে	এটা	তা পাঠকরছি আমরা	তোমার কাছে

مِنَ	الْاٰيٰتِ	وَ	الذِّكْرِ	الْحَكِيْمِ ۝٥٨	اِنَّ	مَثَلَ	عِيْسٰى
হতে	নিদর্শনাবলী	ও	উপদেশ	জ্ঞানগর্ভ	নিশ্চয়	উদাহরণ	ঈসার

عِنْدَ	اللّٰهِ	كَمَثَلِ	اٰدَمَ ؕ	خَلَقَهٗ	مِنْ	تُرَابٍ	ثُمَّ	قَالَ
নিকট	আল্লাহ্‌র	উদাহরণের মত	আদমের	তাকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন	হতে	মাটি	তারপর	তিনি বলেছিলেন

لَهٗ	كُنْ	فَيَكُوْنُ ۝٥٩	اَلْحَقُّ	مِنْ	رَّبِّكَ	فَلَا	تَكُنْ	مِّنَ
তাকে	হও	সে তখনই হয়ে যায়	(এটাই) প্রকৃত সত্য	পক্ষ হতে	তোমার রবের	অতএব না	তুমি হয়ো	অন্তর্ভুক্ত

الْمُمْتَرِيْنَ ۝٦٠
সন্দেহকারীদের

৫৭. পক্ষান্তরে যারা ঈমান ও সৎকাজের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতিফল পুরাপুরি দান করা হবে। ভাল করে জেনে রাখো আল্লাহ যালেমকে মোটেই ভালবাসেন না।

৫৮. এ যা কিছু আমি তোমাকে শুনাচ্ছি তা আয়াত এবং যুক্তি ও জ্ঞান-পূর্ণ উপদেশ।

৫৯. খোদার নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মত, এরূপ যে, আল্লাহ তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'হও', আর সে হয়ে গেল[১৭]।

৬০. এটাই প্রকৃত ও মূল সত্যকথা, যা তোমার খোদার তরফ হতে ঘোষণা করা হচ্ছে অতএব তোমরা সেসব লোকের মধ্যে শামিল হয়ো না যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

১৭. অর্থাৎ মাত্র 'বিনা পিতায়' জন্মগ্রহণ করাই যদি কাহারো পক্ষে খোদার পুত্র হওয়ার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আদম (আঃ) সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ খৃষ্টানদের পক্ষে অধিকতর উচিৎ ছিল। কারণ, মসীহ (আঃ) এর জন্ম তো মাত্র বিনা বাপে হয়েছিল কিন্তু আদম (আঃ) তো মা ও বাপ ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا
যে অতঃপর | তোমার সাথে বিতর্ক করে | সে ব্যাপারে | এর পরেও | যা

جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ
তোমার কাছে এসেছে | জ্ঞান | বল তাহলে | তোমরা আস | ডাকি আমরা | আমাদের ছেলে দেরকে | ও

اَبْنَآءَ كُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَ كُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف
তোমাদের ছেলে দেরকে | ও | আমাদের নারী দেরকে | ও | তোমাদের নারীদেরকে | ও | আমাদের নিজে দেরকে | তোমাদের নিজে ও দেরকে

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾
এরপর | বিনীতভাবে আমরা আবেদন করি | আমরা অতঃপর দেই | অভিশাপ | আল্লাহর | উপর | মিথ্যাবাদীদের

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا
নিশ্চয় | এটা | অবশ্যই সেই | বৃত্তান্ত | সত্য | আর | নাই | কোন | ইলাহ | ছাড়া

اللّٰهُ ط وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾ فَاِنْ
আল্লাহ | এবং | নিশ্চয় | আল্লাহ | নিশ্চয়ই তিনি | পরাক্রমশালী | মহাবিজ্ঞ | যদি অতঃপর

تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾ع
তারা ফিরে যায় | তবে নিশ্চয় | আল্লাহ | খুব অবহিত | ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে

৬১. এই জ্ঞান পাওয়ার পর এখন যে কেউ তোমার এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে, হে মোহাম্মদ, তাকে বলেদাও যে- এস, আমরা নিজেরা ও আমি এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও নিয়ে হাজির হই, আর খোদার নিকট দোয়া করি যে, যে মিথ্যাবাদী তার উপর খোদার অভিশাপ বর্ষিত হোক।

৬২. এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ-নির্ভুল ঘটনা, আর প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ খোদা নেই, এবং খোদারই শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী ও তাঁরই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বপ্রকৃতির বুকে কার্যকরী।

৬৩. অতএব তারা যদি (এ শর্তে মোকাবেলা করতে) প্রস্তুত না হয়, তবে (তারাই যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তা-ই প্রমাণিত হবে) আর আল্লাহ তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অবস্থা ভাল করেই জানেন।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ
তুমি বল হে আহলে কিতাব তোমরা এস প্রতি একটি বাণীর (যা) সমান আমাদের মাঝে ও

بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا
তোমাদের মাঝে (এই)যে না ইবাদত করব আমরা ছাড়া আল্লাহর এবং না শেরক করব আমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকেই এবং না

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا
গ্রহণ করবে আমাদের কেউ কাউকে রব হিসেবে ছাড়া আল্লাহ যদি অতঃপর তারা ফিরে যায়

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ
তবে তোমরা বল তোমরা সাক্ষী থাক আমরা যে মুসলমান (আল্লাহর অনুগত বান্দা) হে আহলে কিতাব

لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ مَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ
কেন তোমরা বিতর্ক করছ প্রশ্নে ইবরাহীমের অথচ না নাযিল হয়েছে তাওরাত

وَ الْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾
ও ইনজীল কিন্তু পরে তার না তবুও কি তোমরা বুঝবে

রুকুঃ৭

৬৪. বল, "হে আহলি-কিতাব, এস, এরূপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান, তা এই যে, আমরা (উভয়ই) আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবনা, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব বা খোদরূপে গ্রহণ করব না"। –এ দাওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয়, তবে পরিষ্কার বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরাতো মুসলিম–কেবলমাত্র খোদার বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজেদেরকে সোপর্দ করে রেখেছি।

৬৫. হে আহলি কিতাব ! তোমরা ইব্রাহীম সম্পর্কে আমাদের সংগে কেন ঝগড়া কর? তওরাত ও ইঞ্জিল তো ইব্রাহীমের পরে নাযিল হয়েছে, তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝনা ?

هَاَنْتُمْ	هٰۤؤُلَآءِ	حَاجَجْتُمْ	فِيْمَا	لَكُمْ	بِهٖ	عِلْمٌ	فَلِمَ
তোমরাই তো	ঐ সব লোক (যারা)	বিতর্ক করেছ	সে বিষয়ে	তোমাদের (আছে)	যে সম্পর্কে	(সামান্য) জ্ঞান	এখন কেন

تُحَاجُّوْنَ	فِيْمَا	لَيْسَ	لَكُمْ	بِهٖ	عِلْمٌ ؕ	وَ	اللّٰهُ	يَعْلَمُ
তোমরা বিতর্ক করছ	সে সম্পর্কে	নাই	তোমাদের	যেসম্পর্কে	কোন জ্ঞান	এবং	আল্লাহ	জানেন

وَ	اَنْتُمْ	لَا	تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾	مَا	كَانَ	اِبْرٰهِيْمُ	يَهُوْدِيًّا
আর	তোমরা	না	(প্রকৃত সত্য) জান	না	ছিল	ইবরাহীম	ইয়াহুদী

وَّ	لَا	نَصْرَانِيًّا	وَّلٰكِنْ	كَانَ	حَنِيْفًا	مُّسْلِمًا ؕ	وَ	مَا
আর	না	খৃষ্টান	কিন্তু	সে ছিল	একনিষ্ঠ	(আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম	এবং	না

كَانَ	مِنَ	الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾	اِنَّ	اَوْلَى	النَّاسِ	بِاِبْرٰهِيْمَ
সে ছিল	অন্তর্ভুক্ত	মুশরিকদের	নিশ্চয়	অগ্রাধিকারী (ঘনিষ্ঠ হওয়ার)	লোকদের (মধ্যে)	ইবরাহীমের সাথে

لَلَّذِيْنَ	اتَّبَعُوْهُ	وَ	هٰذَا	النَّبِيُّ	وَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا ؕ
(তারা) অবশ্যই যারা	তার অনুসরণ করে	ও	এই	নবী	ও	যারা	ঈমান এনেছে

---

৬৬. তোমরা যে সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখো, সে সব বিষয় নিয়ে তো যতেষ্ট বিতর্ক করলে, এখন যে সব বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই তা নিয়ে কেন বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছ? প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহর রয়েছে, তোমরাতো কিছুই জাননা।

৬৭. ইব্রাহীম না ছিল ইয়াহুদী, আর না ছিল খৃষ্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ[১৮] মুসলিম, সে কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিল না।

৬৮. ইব্রাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশী অধিকার রয়েছে তাদের যারা তার অনুসরণ করেছে, আর এখন এ সম্পর্ক রাখার বেশী অধিকারী হচ্ছে এই নবী এবং তার অনুসারী ঈমানদার লোকেরা।

---

১৮. মূলে 'হানিফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলে। এর মর্ম বুঝাবার জন্য আমরা অনুবাদ করেছি "একনিষ্ঠ মুসলিম"।

وَ	اللّٰهُ	وَلِيُّ	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾	وَدَّتْ	طَّآئِفَةٌ	مِّنْ
এবং	আল্লাহ	অভিভাবক	ঈমানদারদের	চায়	একদল	মধ্য হতে

أَهْلِ	الْكِتٰبِ	لَوْ	يُضِلُّوْنَكُمْ ط	وَ	مَا	يُضِلُّوْنَ	إِلَّآ
আহলি	কিতাবদের	যদি	তোমাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করতে পারত	আর	না	তারা পথ ভ্রষ্ট করে	এছাড়া

أَنْفُسَهُمْ	وَ	مَا	يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾	يٰٓ	أَهْلَ	الْكِتٰبِ	لِمَ
তাদের নিজেদেরকে	কিন্তু	না	তারা উপলব্ধি করে	হে	আহলি	কিতাব	কেন

تَكْفُرُوْنَ	بِاٰيٰتِ	اللّٰهِ	وَ	أَنْتُمْ	تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾	يٰٓ	أَهْلَ
তোমরা অস্বীকার করছ	নিদর্শন গুলোকে	আল্লাহর	অথচ	তোমরাই	পর্যবেক্ষণ করছ	হে	আহলি

الْكِتٰبِ	لِمَ	تَلْبِسُوْنَ	الْحَقَّ	بِالْبَاطِلِ	وَ	تَكْتُمُوْنَ	الْحَقَّ
কিতাব	কেন	তোমরা মিলাও	হককে	বাতেলের সাথে	এবং	তোমরা গোপন করছ	হককে

وَ	أَنْتُمْ	تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ ع
অথচ	তোমরা	(ভালভাবেই) জান

ع ٨ ১৫

বস্তুতঃ আল্লাহ কেবল তাদেরই সহায়ক ও সাহার্য্যকারী যারা ঈমানদার।

৬৯. (হে ঈমানদারেরা) আহলি-কিতাবদের মধ্যে একটি দল তোমাদেরকে কোন না কোন রকমে পথ ভ্রষ্ট করে দিতে চায় যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করতে পারেনা; কিন্তু তাদের সে চেতনাই নেই।

৭০. হে আহলি-কিতাবরা, খোদার আয়াত কেন অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করছ[১৯]।

৭১. হে আহলি-কিতাব, সত্যকে বাতিলের সাতে মিশিয়ে কেন সন্দেহযুক্ত করে তুলছ? জেনে-বুঝে কেন সত্যকে গোপন করছ ?

১৯ .এই বাক্যাংশের আর একটি অনুবাদ হতে পারে-"তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছ" । উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে, তাতে কোন প্রকার পার্থক্য দেখা দেয় না। বস্তুতঃ নবী করীমের পবিত্র জীবন-ধারা এবং সাহাবাদের জীবনের উপর তাঁর মহান শিক্ষা ও দীক্ষা-প্রণালীর বিস্ময়কর প্রভাব এবং কোরআনে বর্ণিত উন্নত স্তরের বিষয়বস্তুসমূহ- এ সবই খোদার উজ্জ্বল নিদর্শন। নবীদের বিশেষ অবস্থা ও আসমানী কিতাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির পক্ষে এ সব আয়াত দেখে হযরতের নবুয়্যত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বড়ই কঠিন ছিল।

وَ	قَالَتْ	طَّآئِفَةٌ	مِّنْ	اَهْلِ	الْكِتٰبِ	اٰمِنُوْا
এবং	বলে	একদল	মধ্য হতে	আহলি	কিতাবদের	তোমরা ঈমান আন

بِالَّذِىْٓ	اُنْزِلَ	عَلَى	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَجْهَ
(তার) প্রতি যা	নাযীল করা হয়েছে	নিকট	(তাদের) যারা	ঈমান এনেছে	শুরুতে

النَّهَارِ	وَ	اكْفُرُوْٓا	اٰخِرَهٗ	لَعَلَّهُمْ	يَرْجِعُوْنَ	وَ	لَا	تُؤْمِنُوْٓا
দিনের	এবং	তোমরা অস্বীকার কর	তার শেষে	তারা সম্ভবত	ফিরে যাবে	এবং		তোমরা বিশ্বাস না করো

اِلَّا	لِمَنْ	تَبِعَ	دِيْنَكُمْ ط	قُلْ	اِنَّ	الْهُدٰى	هُدَى	اللّٰهِ
ব্যতীত	(তাদেরকে) যারা	অনুসরণ করে	তোমাদের দ্বীনের	(হেনবী) তুমি বল	নিশ্চয়	প্রকৃত হেদায়াত	হেদায়াত	আল্লাহর

اَنْ	يُّؤْتٰٓى	اَحَدٌ	مِّثْلَ	مَآ	اُوْتِيْتُمْ	اَوْ	يُحَآجُّوْ	كُمْ
(এও) যে	দেয়া হচ্ছে (আজ)	কাউকে	অনুরূপ	(অতীতে) যা	তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল	নইলে	বিতর্ক করবে তারা	তোমাদের (বিরুদ্ধে)

عِنْدَ	رَبِّكُمْ ط	قُلْ	اِنَّ	الْفَضْلَ	بِيَدِ	اللّٰهِ ج	يُؤْتِيْهِ	مَنْ
কাছে	তোমাদের রবের	তুমি বল	নিশ্চয়	সব অনুগ্রহ	হাতে	আল্লাহরই	তিনি দেন	যাকে

يَّشَآءُ ط
তিনি ইচ্ছে করেন

রুকুঃ৮

৭২. আহলি কিতাবদের মধ্যে হতে একটি দল বলে, এই নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের নিকট যা কিছু নাযিল হয়েছে তার প্রতি তোমরা সকালবেলা ঈমান আন আর সন্ধ্যাবেলা অস্বীকার কর। সম্ভবতঃ এ কৌশলে কাজ করলে তারা নিজেদের ঈমান হতে ফিরে যাবে।

৭৩. উপরন্তু তারা পরস্পরে বলাবলী করে, নিজেদের ধর্মমতের লোকছাড়া আর কারো কথা মানবে না। হে নবী, তাদেরকে বলে দাও যে, "প্রকৃত হেদায়াত হচ্ছে খোদার হেদায়াত এবং এটা তাঁরই নীতি যে, একদিন তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাই অন্য কাউকে দেয়া হবে। অথবা অন্য লোকরা তোমাদের খোদার সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্যে কোন মজবুত প্রমাণ পেয়ে যাবে"। হে নবী তাদের বলে দাও যে, অনুগ্রহ, দান ও মর্যাদা সবই খোদার হাতে, তিনি যাকে চান, দান করেন।

وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۙ﴿۷۳﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ

এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ তিনি বাছাই করেন তাঁর রহমতের জন্যে যাকে

يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۴﴾ وَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

তিনি ইচ্ছে করেন এবং আল্লাহ অনুগ্রহশীল মহান এবং মধ্য হতে আহলি কিতাবদের (এমনও আছে)

مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ

যে যদি তাকে আমানত দাও ধন সম্পদের স্তূপ তা ফেরত দেবে তোমার নিকট আবার তাদের মধ্যে (এমনও আছে) যে

اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ

যদি তাকে আমানত দাও একটি দিনারও না তা ফেরত দেবে তোমার নিকট এছাড়া যতক্ষণনা তুমি

عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ

তার উপর দণ্ডায়মান থাকবে

তিনি বিশাল দৃষ্টিসম্পন্ন[২০] সর্বজ্ঞ।

৭৪. নিজের অনুগ্রহ দানের জন্যে যাকে চান নির্দিষ্ট করে থাকেন, আর তাঁর অনুগ্রহও অনেক বেশী এবং বিরাট।

৭৫. আহলি-কিতাবদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন আছে যে, তোমরা যদি তাদের প্রতি আস্থা রেখে ধন-সম্পদের একটা বিরাট স্তূপও তাদের নিকট আমানত রেখে দাও তবে তারা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে। আর কারো অবস্থা এরূপ যে, একটি মুদ্রার ব্যাপারেও যদি তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তা কখনো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেনা। অবশ্য তখন দিতে পারে যদি তোমরা একেবারে তাদের মাথার উপর চড়ে বস।

২০. মূলে 'ওয়াসেউন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে এ শব্দ সাধারণতঃ তিনপ্রকার জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমতঃ যেখানে কোন মানব গোষ্ঠীর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ চিন্তার কথা আলোচিত হয় এবং এ সত্য তাদের জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় যে আল্লাহ তোমাদের মত সংকীর্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন নন, সেখানে এ শব্দ খোদা সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে কাহারো কার্পণ্য, সংকীর্ণ হৃদয় ও সাহসহীনতার জন্য তিরস্কার করে এ কথা বলার প্রয়োজন হয় যে, আল্লাহ অত্যন্ত উদার-হস্ত, তোমাদের মত কৃপণ নন, সেখানেও খোদার পরিচয় হিসাবে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ সেখানেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তা-বিশ্বাসের সংকীর্ণতার কারণে খোদার প্রতি কোন না কোন দিক দিয়ে সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং তাদেরকে একথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্যে হয় যে- আল্লাহ অসীম।

ذٰلِكَ	بِاَنَّهُمْ	قَالُوْا	لَيْسَ	عَلَيْنَا	فِى	الْاُمِّيّٖنَ
এটা	এজন্যে যে তারা	বলে	নাই	আমাদের উপর	ব্যাপারে	নিরক্ষরদের (অর্থাৎ আরবদের জন্যে)

سَبِيْلٌ ج	وَ	يَقُوْلُوْنَ	عَلَى	اللّٰهِ	الْكَذِبَ	وَ	هُمْ
কোন দায়িত্ব	এবং	তারা বলে	উপর	আল্লাহর	মিথ্যা	অথচ	তারা

يَعْلَمُوْنَ ۝٧٥	بَلٰى	مَنْ	اَوْفٰى	بِعَهْدِ	هٖ	وَ	اتَّقٰى	فَاِنَّ	اللّٰهَ
(ভালভাবে) জানে	হাঁ বরং	যে	পূর্ণকরবে	ওয়াদা	তার	ও	নাফরমানী থেকে বাচবে	তাহলে নিশ্চয়	আল্লাহ

يُحِبُّ	الْمُتَّقِيْنَ ۝٧٦	اِنَّ	الَّذِيْنَ	يَشْتَرُوْنَ	بِعَهْدِ	اللّٰهِ
ভাল বাসবেন	নাফরমানী থেকে বেঁচে চলা লোকদেরকে	নিশ্চয়	যারা	বিক্রয় করে	প্রতিশ্রুতিকে	আল্লাহর (সাথে কৃত)

وَ	اَيْمَانِهِمْ	ثَمَنًا	قَلِيْلًا	اُولٰٓئِكَ	لَا	خَلَاقَ	لَهُمْ
ও	তাদের শপথ সমূহকে	মূল্যে	সামান্য	ঐসব লোক	নাই	কোন অংশ	তাদের জন্যে

فِى الْاٰخِرَةِ	وَ	لَا	يُكَلِّمُهُمُ	اللّٰهُ	وَ	لَا	يَنْظُرُ	اِلَيْهِمْ	يَوْمَ
আখেরাতে	এবং	না	তাদের সাথে কথা বলবেন	আল্লাহ	এবং	না	(দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন	তাদের প্রতি	দিনে

الْقِيٰمَةِ	وَ	لَا	يُزَكِّيْهِمْ ص	وَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	اَلِيْمٌ ۝٧٧
কিয়ামতের	এবং	না	তাদের পরিশুদ্ধ করবেন	এবং	তাদের জন্যে রয়েছে	শাস্তি	অতিকষ্টদায়ক

তাদের এরূপ নৈতিক অবস্থার মূল কারণ, তারা বলে, উম্মীদের (ইয়াহুদী ছাড়া অন্যান্য লোক) ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। বস্তুতঃ তারা এ কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। অথচ তারা ভাল করেই জানে যে, আল্লাহ এমন কোন কথাই বলেননি।

৭৬. তাদের প্রতি কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা কেন? যে ব্যক্তিই নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং পাপ-নাফরমানী হতে বিরত থাকবে, সে খোদার প্রিয় হবে। কেননা পরহেযগার লোকই খোদার প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।

৭৭. আর যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ-প্রতিজ্ঞাসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে ফেলে পরকালে তাদের জন্যে কোন অংশই নির্দিষ্ট নেই। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্যে তো কঠিন ও উৎপীড়ক শাস্তি রয়েছে।

وَ اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ
এবং নিশ্চয় তাদের মধ্যে অবশ্যই একদল (আছে) তারা মুড়াতে থাকে তাদের জিহবা গুলোকে কিতাব (পাঠে) তোমরা যেন মনে কর তাকে

مِنَ الْكِتٰبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ
অংশ (হিসেবে) কিতাবের অথচ না তা অংশ কিতাবের এবং তারা বলে তা (এসেছে) থেকে

عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
কাছ আল্লাহর অথচ না তা (এসেছে) থেকে নিকট আল্লাহর এবং তারা বলে বিরুদ্ধে আল্লাহর

الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ
মিথ্যা অথচ তারা (ভালভাবে) জানে নয় শোভনীয় কোন মানুষের জন্যে যে তাকে দেবেন

اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ
আল্লাহ কিতাব ও জ্ঞান ও নবুয়্যত এরপর সে বলবে মানুষকে

كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ
তোমরা হয়ে যাও দাস আমার ব্যতীত আল্লাহ কিন্তু (সে বলবে) তোমরা হও আল্লাহওয়ালা

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۞
যেহেতু তোমরা শিখিয়ে থাক কিতাব ও যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন করে থাক

৭৮. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কিতার পাঠ করার সময় জিহবাকে এমন ভাবে উলট-পালট করে যে, তোমরা যেন মনে কর, তারা কিতাবের মূল ভাষন পাঠ করছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে তা কিতাবের এবারত নয়। তারা বলেঃ আমরা এই যা কিছু পড়ি তা সবই খোদার তরফ হতে প্রাপ্ত-অথচ তা প্রকৃত পক্ষে খোদার তরফ হতে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে-শুনে মিথ্যে কথা খোদার প্রতি আরোপ করছে।

৭৯. কোন মানুষেরই এটা কাজ নয় যে, আল্লাহ তো তাকে কিতাব, ক্ষমতা ও নবুয়্যত দান করবেন, আর সে এ সব কিছু লাভ করে লোকদের বলবে যে, তোমরা খোদার পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও, সে তো এটাই বলবে যে, সত্যবাদী রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হও- যেমন এই কিতাবও এর তাকীদ দিতেছে যা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকে পড়াও।
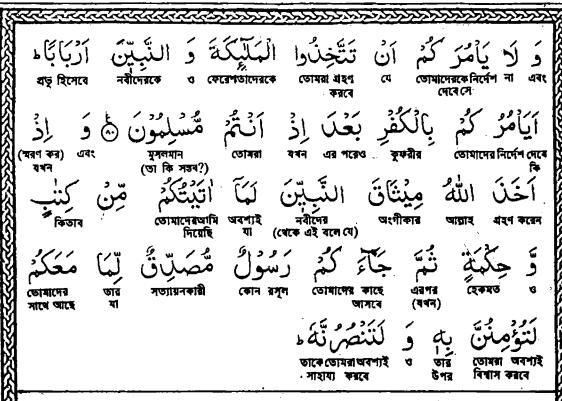
৮০. সে কখনো তোমাদেরকে এ কথা বলবে না যে, ফিরেশতা অথবা পয়গম্বরদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নাও। তোমরা যখন মুসলিম তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে, তা কি সম্ভব ?

রুকূঃ৯

৮১. স্মরণ কর, খোদা নবীদের নিকট হতে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান, কর্মকৌশল ও বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছি। কাল অপর কোন নবী তোমাদের নিকট ঠিক সে শিক্ষা নিয়েই যদি আসে যা তোমাদের নিকট পূর্ব হতেই বর্তমান আছে তবে তার প্রতি তোমাদের ঈমান আনতে হবে এবং তার সাহায্য করতে হবে[২১]।

২১. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে বরাবর এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু কথা আরও বুঝে লওয়া আবশ্যক যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং তারই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী তাঁর পরবর্তী নবী সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ও তাঁকে সমর্থন ও তাঁর সংগে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু কি কুরআন বা কি হাদিস– কোন ক্ষেত্রেই এরূপ কোন বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ ও সন্ধান পাওয়া যায় না যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) - এর কাছ থেকে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে বা তিনি নিজের উম্মতকে তাঁর পরবর্তী কোন নবীর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে তাঁর (পরবর্তী নবীর) প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ উপদেশ দান করেছেন। কুরআন মজিদে নবী করীমকে (সঃ) সুস্পষ্টভাবে 'খাতেমুন নবীইন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বহু সংখ্যক হাদিসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এই কথা নির্দেশ করেছেন যে, তার পরে আর কোন নবী আগমন করবেন না।

قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط

তিনি বললেন | তোমরা অংগীকার করলে কি | ও | তোমরা গ্রহণ করলে (কি) | উপর | এসবের | দায়িত্বভার

قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ

তারা বলল | আমরা অংগীকার করলাম | তিনি বললেন | তোমরা সাক্ষী থাকো | এবং | আমিও | তোমাদের সাথে

مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

অন্তর্ভুক্ত (রইলাম) | সাক্ষীদাতাদের | অতঃপর যে | ফিরে যাবে | পরও | এর | তাহলে | ঐসব লোকই

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ

তারাই | নাফরমান | তাহলে কি ব্যতীত | দ্বীন | আল্লাহর | তারা চায় (অন্যদ্বীন) | অথচ

لَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا

তার কাছে | আত্মসমর্পণ করেছে | যা কিছু | মধ্যে আছে | আসমান সমূহের | ও | যমীনে | ইচ্ছায়

وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

বা | অনিচ্ছায়, | আর | তাঁরই দিকে | তাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে | তুমি বল | আমরা ঈমান এনেছি | আল্লাহর উপর

وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ

ও | যা কিছু | নাযিল করা হয়েছে | আমাদের উপর | ও | যা কিছু | নাযিল করা হয়েছে | উপর | ইবরাহীমের | ও | ইসমাঈলের

وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ

ও | ইসহাকের | ও | ইয়াকুবের | এবং | (তাদের)বংশধরদের (উপর)

এ কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেনঃ তোমরা কি ইহার অংগীকার করছ এবং এ সম্পর্কে আমার নিকট হতে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ? তারা বললঃ হ্যাঁ আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

৮২. এর পর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে সে-ই কাফের।

৮৩. এখন এসব লোক কি খোদার আনুগত্য করার পন্থা (খোদার দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক খোদারই নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে। আর মূলতঃ তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৮৪. হে নবী, বল আমরা আল্লাহকে মানি, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুবও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে-তাও মানি।

وَ مَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَ النَّبِيُّونَ

এবং | যা কিছু | দেওয়া হয়েছে | মূসাকে | ও | ঈসাকে | ও | নবীদেরকে

مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫

পক্ষহতে | তাদের রবের | না | আমরা পার্থক্য করি | মাঝে | কারো | তাদের মধ্যকার

وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝٨٤ وَ مَنْ يَّبْتَغِ

আর | আমরা | তারই কাছে | আত্মসমর্পণকারী (অর্থাৎ মুসলমান) | এবং | যে কেউ | গ্রহণ করতে) চায়

غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ

ব্যতীত | ইসলাম | (অন্যকোন) দ্বীন | তা | কক্ষণ না | কবুল করা হবে | তার থেকে | এবং | সে (হবে)

فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٨٥ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا

আখেরাতে | অন্তর্ভূক্ত | ক্ষতিগ্রস্থদের | কিরূপে | হেদায়াত দিবেন | আল্লাহ | কোন সম্প্রদায়কে

كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ

(যারা) কুফরী করল | পরেও | তাদের ঈমানের | অথচ | তারা সাক্ষী দিল | যে | (এই) রসূল | সত্য | ও

جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٦

তাদের কাছে এসেছে | স্পষ্ট নিদর্শনাবলী | আর | আল্লাহ | না | হেদায়াত দেন | সম্প্রদায়কে | (যারা) জালেম

সেই হেদায়াতের প্রতিও আমাদের ঈমান আছে যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য পয়গম্বরদেরকে তাদের খোদার তরফ হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য বা তারতম্য করিনা এবং আমরা খোদার ফরমানের অধীন ও অনুসারী (মুসলিম)।

৮৫. এই আনুগত্য-ইসলাম-ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার সেই পন্থা একবারেই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।

৮৬. যারা ঈমানের নিয়ামত একবার পাবার পর পুনরায় কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়াত দান করতে পারেন। অথচ তারা নিজেরা এ কথার সাক্ষী দিয়েছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহও এসেছে। আল্লাহ যালেমদেরকে কখনই হেদায়াত দান করেন না।

أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَٰٓئِكَةِ

ঐসব লোক | তাদের প্রতিফল | এই যে | তাদের উপর | অভিশাপ (বর্ষিত হয়) | আল্লাহর | ও | ফেরেশতাদের

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ

ও | মানুষের | সকলকেই | তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | না | হালকা করা হবে | তাদের থেকে

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

শাস্তি | আর | না | তাদের | অবকাশ দেয়া হবে | তবে | (ঐসব লোক) যারা | তওবা করেছে

مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ

পরে | এর | ও | তারা সংশোধন করেছে (নিজেদেরকে) | তখন নিশ্চয় | আল্লাহ | বড় ক্ষমাশীল | মেহেরবান | নিশ্চয়

الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن

যারা | অস্বীকার করেছে | পরে | তাদের ঈমানের | এরপর | তারা বৃদ্ধি করেছে | কুফরী | কক্ষণ না

تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾

কবুল করা হবে | তাদের তওবা | এবং | ঐসব লোক | তারাই | পথভ্রষ্ট

৮৭. তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান তো এই যে, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়।

৮৮. তারা চির দিন এ অবস্থাতেই থাকবে; না তাদের শাস্তি একটুও হ্রাস করা হবে, আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে।

৮৯. অবশ্য সে সব লোক এ অভিশাপ হতে মুক্ত থাকবে যারা তওবা করে নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৯০. কিন্তু যারা ঈমান আনার পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারপর কুফরীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে গেছে[২২], তাদের তওবা কবুল কর হবে না, এ ধরনের লোকতো একবারে পথভ্রষ্ট।

২২. অর্থাৎ মাত্র অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং কার্যতঃ বিরুদ্ধতা ও প্রতিরোধও করেছে; লোকদের খোদার পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টায় নিজেদের সব শক্তি নিয়োগ করেছে, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছে। মানুষের মনে শয়তানী অসওয়াসা-কুপ্ররোচনা নিক্ষেপ করেছে এবং নবী করীমের মিশন -তাঁর আন্দোলন এবং আদর্শ ও লক্ষ্যকে ব্যর্থ করার হীন মনোভাবে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করেছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ

নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং মরেগেছে এ অবস্থায় তারা (ছিল) কাফের সেক্ষেত্রে কক্ষণ না কবুল করা হবে হতে (কোনবিনিময়)

أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَ لَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ط

কারও তাদের (যদি হয়) পূর্ণ পৃথিবী সোনা (দিয়ে) এবং যদি বিনিময় দেয়ও তা

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

ঐসব লোক তাদের জন্যে (রয়েছে) শাস্তি অতি কষ্ট দায়ক এবং নাই তাদের জন্যে কেউ সাহায্যকারীদের

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ط

কক্ষণ না তোমরা পাবে কল্যাণ যতক্ষণ না তোমরা খরচ করবে তা থেকে যা তোমরা ভালবাস

وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

এবং যা তোমরা খরচ কর কোন কিছু নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব অবগত

৯১. নিশ্চিত জেনো, যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজকে শাস্তি হতে বাঁচাবার জন্যে পৃথিবী-ভরা পরিমান স্বর্ণ বিনিময় হিসেবে দান করে তবে তা ও কবুল করা হবে না। বস্তুতঃ এসব লোকের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তারা কাউকে নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

রুকূঃ১০

৯২. তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা (খোদার পথে) সে সব জিনিস ব্যয় ও নিয়োগ করবে যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে বে-খবর থাকবেন না।

৯৩. সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই (যা মোহাম্মদী শরীয়তে হালাল ঘোষিত হয়েছে) বনী ইসরাঈলদের জন্যেও হালাল ছিল[২৩]। অবশ্য কোন কোন জিনিস এমন ছিল যা তওরাত নাযিল হবার পূর্বে ইসরাঈল (হযরত ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে বল, তোমরা যদি (তোমাদের আপত্তি বা প্রশ্নের ব্যাপারে) বাস্তবিকই সত্যবাদী হও তবে তওরাত নিয়ে এস এবং তার কোন ভাষণ পেশ কর।

৯৪. এর পরও যারা নিজেদের মনগড়া কথা খোদার উপর আরোপ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই যালেম।

৯৫. বল, আল্লাহ যাকিছু বলেছেন সত্য বলেছেন।

২৩. কুরআন মজিদ ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপস্থাপিত আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে ইহুদী আলেমগণ যখন কোন নৈতিক আপত্তি পেশ করার সুযোগ পেল না (কেননা দ্বীনের মূল ভিত্তি যে সব জিনিসের উপর স্থাপিত সে দিক দিয়ে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) শিক্ষার মধ্যে এক বিন্দুও পার্থক্য নেই) তখন তাঁর ফিকাহ সম্পর্কীয় আপত্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগলো । এ সম্পর্কে তাদের প্রথম আপত্তি ছিল– রসূলে করীম (সঃ) এমন অনেক খাদ্যবস্তু হালাল ঘোষণা করেছেন পূর্ববর্তী নবীদের সময় থেকে যেগুলো হারাম বলে মানিত হয়ে আসছে । এখানে ইহুদীদের এই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে । তাদের অনুরূপ আরও একটি অভিযোগ এই ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে ত্যাগ করে কাবাকে কেন কিবলা নির্ধারণ করা হলো ? পরবর্তী আয়াতে তাদের এই অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

فَاتَّبِعُوْا	مِلَّةَ	اِبْرٰهِيْمَ	حَنِيْفًا ۚ	وَ	مَا	كَانَ	مِنَ
তোমরা অতএব অনুসরণ কর	পন্থা	ইবরাহীমের	একমুখী হয়ে	এবং	না	সে ছিল	অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾	اِنَّ	اَوَّلَ	بَيْتٍ	وُّضِعَ	لِلنَّاسِ	لَلَّذِىْ
মুশরিকদের	নিশ্চয়	প্রথম	ঘর	তৈরী করা হয়েছিল	লোকদের জন্যে	যা অবশ্যই

بِبَكَّةَ	مُبٰرَكًا	وَّ	هُدًى	لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾	فِيْهِ	اٰيٰتٌ
মক্কায় (অবস্থিত)	বরকতময়	ও	হেদায়াতের (কেন্দ্র)	বিশ্ববাসীদের জন্যে	তার মধ্যে (আছে)	নির্দশনাবলী

بَيِّنٰتٌ	مَّقَامُ	اِبْرٰهِيْمَ ۚ	وَ	مَنْ	دَخَلَهٗ	كَانَ	اٰمِنًا ۚ
সুস্পষ্ট	মাকামে	ইবরাহীম	এবং	যে	তাতে প্রবেশ করল	সে হল	নিরাপদ

তোমাদের সকলেরই একমুখী হয়ে, ইবরাহীমের (আঃ) পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য; আর ইবরাহীম (আঃ) কখনই শেরেককারীদের মধ্যে ছিলেন না।

৯৬. একথা নিঃসন্দেহ যে মক্কায় অবস্থিত ঘরখানাকেই মানুষের এবাদতের ঘর হিসেবে সর্বপ্রথম তৈরী করা হয়েছে। উহাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করে দেয়া হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়াত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল।

৯৭. তারমধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ রয়েছে[২৪], ইবরাহীমের (আঃ) এবাদতের জায়গাও রয়েছে এবং তার অবস্থা এই যে তাতে যে-ই প্রবেশ করল সে-ই নিরাপদ হল।

২৪. অর্থাৎ এই ঘরে এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায় যার দ্বারা প্রমানিত হয় যে, এ ঘর আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং এই ঘরকে আল্লাহতা'আলা নিজের ঘর হিসাবে মনোনীত ও মর্যাদা দান করেছেন। উষর-ধুসর মরুভূমির বুকে এ ঘরকে প্রতিষ্ঠিত করে, পরে আল্লাহতা'আলা উহার চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসীদের জীবিকা সংগ্রহের সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বৎসর পর্যন্ত জাহেলিয়াতের কারণে সারা আরবদেশ নিতান্ত নিরাপত্তাহীন ও অশান্তির অবস্থায় বর্তমান ছিল। কিন্তু সেই অশান্তি ও হাঙ্গামাময় পরিবেশে কাবা ও কাবার চতুষ্পার্শ্ব এমনই একটি ভূখন্ড ছিল যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। বরং এটা কাবারই বরকত (পূণ্যময় কল্যাণ) ছিল যে বৎসরের মধ্যে পূর্ণ চারমাস কাল এই ঘরেরই ওসিলায় সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতো। এ ছাড়া মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বে সকলে প্রত্যক্ষ করেছে- আবরাহা যখন কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা শহর আক্রমন করেছিল তখন তার সৈন্যবাহিনী কেমনভাবে আল্লাহর কহরে পড়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি শিশুও এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লোকও আরবে মওজুদ ছিল।

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ
এবং আল্লাহরই জন্যে উপর লোকদের হজ্জ করা (ফরজ) ঐ ঘরের (তার ক্ষেত্রে) যে সমর্থ রাখে তার কাছে (পৌঁছবার)

سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾
উপকরণের এবং যে অস্বীকার করল তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন থেকে দুনিয়াবাসীদের

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖۗ
তুমি বল হে আহলি কিতাব কেন তোমরা অস্বীকার করছ নিদর্শনাবলীকে আল্লাহর

وَ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ
আর আল্লাহ সাক্ষী উপর (তার) যা তোমরা কাজ করছ তুমি বল হে আহলে

الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
কিতাব কেন তোমরা বাধা দাও হতে পথ আল্লাহর (তাকে) যে ঈমান এনেছে

تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّ اَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَ مَا اللّٰهُ
তাতে অনুসন্ধান করে বক্রতা অথচ তোমরা প্রত্যক্ষ করছ এবং নন আল্লাহ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾
গাফেল তা হতে যা তোমরা কাজ করছ

লোকদের উপর খোদার এ অধিকার রয়েছে যে, যার এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছাবার সামর্থ আছে সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ন করে, আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।

৯৮. বল, হে আহলি-কিতাব, তোমরা কেন খোদার কথা মানতে অস্বীকার কর? তোমরা যে সব কাজ-কর্ম করছ, তা সবই আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন।

৯৯. বল, হে আহলি-কিতাব, তোমাদের একি অবস্থা- যারা খোদার হুকুম মানে তাদেরকেও তোমরা খোদার পথ হতে রোধ করছ এবং চাচ্ছ যে, তারাও যেন বাঁকা পথে চলে। অথচ তোমরা নিজেরাই তাদের সত্যপথগামী হওয়া সম্পর্কে সাক্ষী-প্রত্যক্ষ দর্শী। বস্তুতঃ তোমাদের এসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে খোদা কিছুমাত্র গাফিল নন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | যদি | তোমরা আনুগত্য কর | (কোন এক) দলের ও

مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ

মধ্য হতে | (তাদের) যাদের | দেওয়া হয়েছে | কিতাব | তোমাদেরকে ফিরাবে | পরে

اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ

তোমাদের ঈমানের | কাফির হিসেবে | এবং | কিরূপে | তোমরা অস্বীকার করবে | অথচ

اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط

তোমরা (এমন যে) | পাঠ করা হয় | তোমাদের নিকট | আয়াত সমূহকে | আল্লাহর | এবং | তোমাদের মধ্যে (আছেন) | তাঁর রসূল

وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ

এবং | যে কেউ | দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে | আল্লাহর (রজ্জুকে) | তাহলে নিশ্চয় | সে পরিচালিত হবে | দিকে | পথের

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ

সরল সঠিক | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | যথোপযুক্ত

تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

এবং তাঁর ভয় | না | তোমরা মৃত্যু বরণ করো | এছাড়া | যখন | তোমরা | মুসলমান

---

১০০. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যদি এই আহলি-কিতাবদের মধ্যে কোন একটি দলেরও কথা মেনে নাও তবে তারা তোমাদেরকে পুনরায় ঈমান হতে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

১০১. এখন তোমাদের কুফরীর দিকে ফিরে যাবার কি অবকাশ থাকতে পারে যখন তোমাদেরকে খোদার আয়াত শুনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে খোদার রসূল বর্তমান রয়েছেন? বস্তুতঃ খোদার রজ্জু যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে ধরবে সে নিশ্চয় সত্য ও সঠিক পথ পেতে পারবে।

রুকুঃ১১

১০২. হে ঈমানদারেরা, খোদাকে ভয় কর, যেমন ভাবে তাকে ভয় করা উচিত। তোমদের মৃত্যু হওয়া উচিত নয় সে অবস্থা ছাড়া যখন তোমরা হবে মুসলিম।
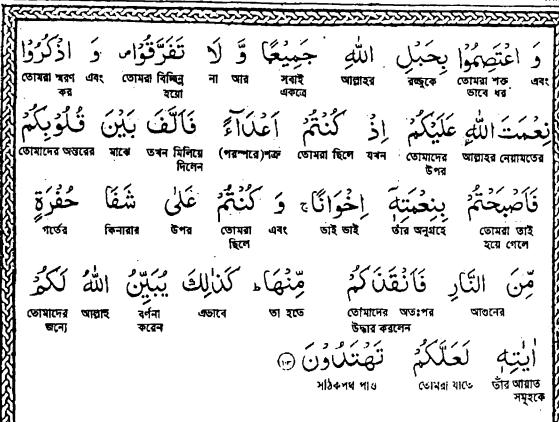
১০৩. সকলে মিলে খোদার রজ্জু[২৫] শক্ত করে ধারণ কর এবং দলাদলিতে পড়োনা। খোদার সেই অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শন সমূহ তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন, এ উদ্দেশ্যে যে হয়তবা এ নিদর্শন সমূহ হতে তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথ লাভ করতে পার।

২৫. 'খোদার রজ্জু' অর্থ তার দ্বীন– ইসলাম । দ্বীনকে 'রজ্জু' এই কারণে বলা হয়েছে যে, এই সূত্র দ্বারাই এক দিকে খোদার সংগে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অন্যদিকে এই দ্বীনই সমস্ত ঈমানদার লোকদেরকে পরস্পরে মিলিত করে একটি সুসংঘবদ্ধ দল সৃষ্টি করে।

وَ	لْتَكُنْ	مِّنْكُمْ	اُمَّةٌ	يَّدْعُوْنَ	اِلَى	الْخَيْرِ
এবং	অবশ্যই থাকবে	তোমাদের মধ্যে	(এমন) একদল	(যারা) ডাকবে	দিকে	কল্যাণের

وَ	يَاْمُرُوْنَ	بِالْمَعْرُوْفِ	وَ	يَنْهَوْنَ	عَنِ	الْمُنْكَرِ ط
ও	তারা নির্দেশ দেবে	ভাল (কাজের)	এবং	তারা নিষেধ করবে	হতে	মন্দ (কাজ)

وَ	اُولٰٓئِكَ	هُمُ	الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾	وَ	لَا	تَكُوْنُوْا	كَالَّذِيْنَ
এবং	ঐসব লোক	তারাই	সফলকাম	এবং	না	তোমরা হয়ো	(তাদের) মত যারা

تَفَرَّقُوْا	وَ	اخْتَلَفُوْا	مِنْۢ بَعْدِ	مَا	جَآءَ	هُمُ
বিচ্ছিন্ন হয়েছিল	এবং	মতভেদ করেছিল	এর পরেও	যা	এসেছিল	তাদের(কাছে)

الْبَيِّنٰتُ ط	وَ	اُولٰٓئِكَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾	يَّوْمَ
স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ	এবং	ঐ সব লোক	তাদের জন্যে (রয়েছে)	আযাব	কঠিন	সে দিন

تَبْيَضُّ	وُجُوْهٌ	وَّ	تَسْوَدُّ	وُجُوْهٌ ج	فَاَمَّا	الَّذِيْنَ
উজ্জ্বল হবে	(অনেক)চেহারা	ও	মলিন হবে	(অনেক) চেহারা	অতঃপর	যাদের

اسْوَدَّتْ	وُجُوْهُهُمْ قف
মলিন হবে	তাদের চেহারা

১০৪. তোমারদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা নেকী ও মংগলের দিকে ডাকবে। ভাল ও সত্যকাজের নির্দেশ দিবে, এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সার্থকতা পাবে।

১০৫ তোমরা যেন সে সব লোকের মত না হও, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান) পাবার পরও মত বিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, যারা এরূপ আচারণ অবলম্বন করে নিয়েছে তারা সেদিন কঠোর,শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

১০৬. সেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্য মন্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে,

أَكَفَرْتُم	بَعْدَ	إِيمَانِكُمْ	فَذُوقُوا	الْعَذَابَ
(তাদের বলা হবে) তোমরা কুফরী করেছ কি	পরেও	তোমাদের ঈমানের	তোমরা তাই স্বাদ গ্রহণ কর	আযাবের

بِمَا	كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝١٠٦	وَأَمَّا	الَّذِينَ	ابْيَضَّتْ
এ কারণে যা	তোমরা কুফরী করতেছিলে	আর	যাদের	উজ্জ্বল হবে

وُجُوهُهُمْ	فَفِي	رَحْمَةِ	اللَّهِ ط	هُمْ	فِيهَا
তাদের চেহারা	অতঃপর মধ্যে	রহমতে	আল্লাহর (আশ্রয় পাবে)	তারা	তারমধ্যে

خَالِدُونَ ۝١٠٧	تِلْكَ	آيَاتُ	اللَّهِ	نَتْلُوهَا	عَلَيْكَ
চিরস্থায়ী হবে	এগুলো	আয়াত	আল্লাহর	তা পড়ছি আমরা	তোমার নিকট

بِالْحَقِّ ط	وَ	مَا	اللَّهُ	يُرِيدُ	ظُلْمًا	لِلْعَالَمِينَ ۝١٠٨
যথাযথভাবে	এবং	না	আল্লাহ	চান	যুলুম করতে	দুনিয়াবাসীর উপর

وَ	لِلَّهِ	مَا	فِي	السَّمَاوَاتِ	وَ	مَا	فِي	الْأَرْضِ ط	وَ
এবং	আল্লাহর জন্যে	যা কিছু	মধ্যে আছে	আসমানসমূহের	ও	যা কিছু	মধ্যে আছে	যমীনের	এবং

إِلَى	اللَّهِ	تُرْجَعُ	الْأُمُورُ ۝١٠٩ ع
দিকে	আল্লাহরই	ফিরানো হয়	সকল বিষয়

তাদেরকে বলা হবে, ঈমানের নিয়ামত পাবার পরও কি কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে?........ তাহলে এখন এই কুফরী ও খোদার অকৃতজ্ঞতার পরিবর্তে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা খোদার রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এ অবস্থায়ই থাকবে।

১০৮. ইহা খোদার বাণী, যা যথাযথ ভাবে আমি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি, কেননা আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের উপর যুলুম করার কোনই ইচ্ছা রাখেননা।

১০৯. যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং যাবতীয় ব্যাপার ও বিষয় সমূহ খোদারই দরবারে পেশ হয়ে থাকে।

আরবী	অর্থ
كُنْتُمْ	তোমরা হলে
خَيْرَ	উত্তম
أُمَّةٍ	জাতি
أُخْرِجَتْ	(তোমাদেরকে) বের করা হয়েছে
لِلنَّاسِ	মানুষের (কল্যাণের) জন্যে
تَأْمُرُونَ	তোমরা নির্দেশ দাও
بِالْمَعْرُوفِ	সৎকাজের
وَ	ও
تَنْهَوْنَ	তোমরা নিষেধ কর
عَنِ	হতে
الْمُنْكَرِ	অসৎকাজ
وَ	এবং
تُؤْمِنُونَ	তোমরা ঈমান রাখ
بِاللَّهِ ط	আল্লাহর উপর
وَ	এবং
لَوْ	যদি
آمَنَ	ঈমান আনত
أَهْلُ	আহলি
الْكِتَابِ	কিতাবরা
لَكَانَ	অবশ্যই হত
خَيْرًا	উত্তম
لَهُمْ ط	তাদের জন্যে
مِنْهُمُ	তাদের মধ্যে কিছু
الْمُؤْمِنُونَ	ঈমানদার (আছে)
وَ	কিন্তু
أَكْثَرُ	অধিকাংশই
هُمُ	তাদের
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾	নাফরমান
لَنْ	কক্ষণ না
يَضُرُّوكُمْ	তোমাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে
إِلَّا	এছাড়া
أَذًى ط	কষ্ট দেওয়া
وَ	আর
إِنْ	যদি
يُقَاتِلُوكُمْ	তোমাদের সাথে লড়ে তারা
يُوَلُّوكُمُ	তোমাদের দিকে ফিরাবে
الْأَدْبَارَ قف	পিঠ সমূহ
ثُمَّ	এরপর
لَا	না
يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾	তাদের সাহায্যও করা হবে

রুকুঃ১২

১১০. এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্যে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখ এবং খোদার প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। এই আহলি-কিতাবগণ[২৬] ঈমান আনলে তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছুলোক ঈমানদার পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

১১১. এরা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারেনা, খুব বেশী কিছু করলে হয়তবা সামান্য কষ্ট দিতে পারে। এরা যদি তোমার সাথে লড়াই করে, তবে সম্মুখ যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে এবং এমন ভাবে অসহায় হয়ে পড়বে যে, কোন দিক হতে সাহায্যও তারা পাবেনা।

২৬. এখানে আহলে-কিতাব বলতে ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّآ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ

মার পড়েছে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানের যেখানেই তাদের পাওয়া গিয়েছে তবে এছাড়া আশ্রয়ে পক্ষহতে আল্লাহর

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ

অথবা আশ্রয়ে পক্ষহতে মানুষের ও তারা ঘেরা পড়েছে গযব দ্বারা পক্ষ হতে আল্লাহর ও

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

মার পড়েছে তাদের উপর দারিদ্রের এটা এই জন্যে যে তারা অস্বীকার করেছিল

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ

আয়াত গুলোকে আল্লাহর ও তারা কতল করেছে নবীদেরকে অন্যায়ভাবে এটা

بِمَا عَصَوا وَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

এ জন্যে যে তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং করত তারা সীমালংঘন

১১২. এরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই এদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে বা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করে থাকলে অবশ্য অন্য কথা[২৭]; খোদার গজব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে, এদের উপর অভাব, দারিদ্র ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ সব কিছু শুধু এ জন্যে হয়েছে যে এরা খোদার আয়াত অমান্য করছিল। তারা পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে অকারণে হত্যা করেছে। বস্তুতঃ এটা তাদের নাফরমানী ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ির পরিণতি মাত্র।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় কোথাও অন্ন-বিত্তর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদের ভাগ্যে জুটলেও তা তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থে অর্জিত শান্তি নিরাপত্তা ছিলনা; বরং তা ছিল সবই অন্যের সাহায্য ও অনুগ্রহের ফল মাত্র । কোথাও কোন মুসলিম রাষ্ট্র খোদার নামে তাদের নিরাপত্তা দান করেছে আর কোথাও কোন অমুসলিম রাষ্ট্র নিজস্বভাবে তাদের আশ্রয় দান করেছে। এই ভাবে অনেক সময় তারা দুনিয়ার বুকে শক্তি-সঞ্চয় করার সুযোগও পেয়েছে- কিন্তু তা তাদের নিজেদের বল বিক্রমের ফল ছিল না, তা ছিল নিছক অন্যের অনুগ্রহের দান।

لَيْسُوا	سَوَآءً ط	مِنْ	اَهْلِ	الْكِتٰبِ	اُمَّةٌ	قَآئِمَةٌ
তারা নয়	(সব) সমান	মধ্যহতে	আহলে	কিতাবদের	(তাদের) একদল	(সত্যের উপর) দাঁড়িয়ে আছে

يَّتْلُوْنَ	اٰيٰتِ	اللّٰهِ	اٰنَآءَ	الَّيْلِ	وَ	هُمْ	يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾
তারা পাঠ করে	আয়াত সমূহকে	আল্লাহর	সময়	রাতের	ও	তারা	সিজদা অবনত হয়

يُؤْمِنُوْنَ	بِاللّٰهِ	وَ	الْيَوْمِ	الْاٰخِرِ	وَ	يَاْمُرُوْنَ
তারা ঈমান আনে	আল্লাহর উপর	ও	দিনে	আখেরাতের	এবং	তারা নির্দেশ দেয়

بِالْمَعْرُوْفِ	وَ	يَنْهَوْنَ	عَنِ	الْمُنْكَرِ	وَ	يُسَارِعُوْنَ
সৎ কাজের	ও	তারা নিষেধ করে	হতে	অসৎ কাজ	ও	তারা তৎপর হয়

فِي	الْخَيْرٰتِ ط	وَ	اُولٰٓئِكَ	مِنَ	الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾	وَ
ক্ষেত্রে	কল্যাণকর কাজগুলোর	এবং	তারাই	অন্তর্ভূক্ত	সৎলোকদের	এবং

مَا	يَفْعَلُوْا	مِنْ	خَيْرٍ	فَلَنْ	يُّكْفَرُوْهُ ط	وَ	اللّٰهُ
যা কিছু	তারা করবে	কোন	কল্যাণ	কক্ষণ না	তা অস্বীকার করা হবে	এবং	আল্লাহ

عَلِيْمٌ م	بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾	اِنَّ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	لَنْ	تُغْنِيَ
অধিক অবহিত	মুত্তাকীদের সম্পর্কে	নিশ্চয়	যারা	কুফরী করেছে	কক্ষণ না	উপকারে আসবে

عَنْهُمْ	اَمْوَالُهُمْ	وَ	لَآ	اَوْلَادُهُمْ	مِّنَ	اللّٰهِ	شَيْئًا ط
তাদের জন্যে	তাদের ধনসম্পদ	আর	না	সন্তান সন্ততি	তাদের হতে	আল্লাহ	কিছু মাত্রই

১১৩. কিন্তু সমস্ত আহলি-কিতাব একই ধরণের লোক নয়। এদের মধ্যে কিছু লোকও আছে যারা সত্য-সঠিক পথে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, রাত্তেরবেলা খোদার আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সম্মুখে সেজদায় অবনত হয়।

১১৪. আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আছে, নেক ও সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপকাজ হতে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে তারা তৎপর থাকে। তারা সৎ ও নেক লোক।

১১৫. আর যে নেকীই } করবে তার অসম্মান করা হবেনা। আল্লাহ পরহেযগার লোকদের খুব ভাল করেই জানেন।

১১৬. তারপরে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কুফরী অবলম্বন করেছে; না তাদের ধন-সম্পদ কোন উপকারে আসবে, না তাদের সন্তান।

وَ	أُولٰٓئِكَ	أَصْحٰبُ	النَّارِ ج	هُمْ	فِيهَا	خٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾
এবং	ঐসব লোক	অধিবাসী	জাহান্নামের আগুনের	তারা	তার মধ্যে	চিরস্থায়ী হবে

مَثَلُ	مَا	يُنْفِقُونَ	فِي	هٰذِهِ	الْحَيٰوةِ	الدُّنْيَا	كَمَثَلِ
উদাহরণ	যা	তারা খরচ করে	মধ্যে	এই	জীবনে	দুনিয়ার	উদাহরণ যেমন

رِيحٍ	فِيهَا	صِرٌّ	أَصَابَتْ	حَرْثَ	قَوْمٍ	ظَلَمُوٓا
বায়ু	তার মধ্যে আছে	ভীষণ ঠান্ডা	তা পড়ে	ক্ষেতে	লোকদের	জুলুম করেছে (যারা)

أَنْفُسَهُمْ	فَأَهْلَكَتْهُ ط		وَ	مَا	ظَلَمَهُمُ	اللّٰهُ	وَلٰكِنْ
তাদের নিজেদের (উপর)	অতঃপর	তা বরবাদ করে দেয়	এবং	না	তাদের উপর জুলুম করেছেন	আল্লাহ	কিন্তু

أَنْفُسَهُمْ	يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾	يٰٓأَيُّهَا	الَّذِينَ	اٰمَنُوا	لَا	تَتَّخِذُوا
তারা নিজেরা (নিজেদের উপর)	জুলুম করেছিল	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরা গ্রহণ করো

بِطَانَةً	مِّنْ دُونِكُمْ	لَا	يَأْلُونَكُمْ	خَبَالًا ط	وَدُّوا
অন্তরঙ্গ বন্ধু (হিসেবে)	তোমাদের ছাড়া (অমুসলমানদেরকে)	না	তারা তোমাদের সুযোগ ছাড়ে	অনিষ্ট সাধনে	তারা কামনা করে

مَا	عَنِتُّمْ ج	قَدْ	بَدَتِ	الْبَغْضَآءُ	مِنْ	أَفْوَاهِهِمْ ج
(তাই) যাতে	তোমরা অসুবিধায় পড়	নিশ্চয়	প্রকাশ পেয়েছে	বিদ্বেষ	হতে	তাদের মুখগুলো

তারা তো জাহান্নামী এবং তারা চিরদিনই সেখানে থাকবে।

১১৭. তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে তা সেই বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'পালা' রয়েছে এবং তা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদের ক্ষেতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং উহাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন যুলুম করেননি; মূলতঃ এরা নিজেরা নিজেদের উপরই যুলুম করছে।

১১৮. হে ঈমানদারেরা, নিজ জাম'আতের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানিয়ো না। তারা তোমাদের অসুবিধাকালের সুযোগ নিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয় না। যা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি হতে পারে তাই তাদের নিকট প্রিয় জিনিস। তাদের মনের প্রতিহিংসা তাদের মুখ হতে নিঃসৃত হয়ে পড়ছে

وَ	مَا	تُخْفِي	صُدُورُ	هُمْ	أَكْبَرُ	قَدْ	بَيَّنَّا	لَكُمُ
এবং	যা	গোপন করে	অন্তরগুলো	তাদের	(তা আরও) গুরুতর	নিশ্চয়	আমরা বর্ণনা করেছি	তোমাদের জন্যে

الْآيٰتِ	إِنْ	كُنْتُمْ	تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾	هَآ أَنْتُمْ	أُولَآءِ
নির্দশনগুলোকে	যদি	তোমরা	অনুধাবন কর	তোমরাই তো	ঐ সব লোক

تُحِبُّونَهُمْ	وَ	لَا	يُحِبُّونَكُمْ	وَ	تُؤْمِنُونَ	بِالْكِتٰبِ
তাদেরকে ভালবাস	অথচ	না	তোমাদেরকে তারা ভালবাসে	এবং	তোমরা বিশ্বাস কর	কিতাবের উপর

كُلِّهٖ	وَ	إِذَا	لَقُوكُمْ	قَالُوٓا	اٰمَنَّا	وَ	إِذَا	خَلَوْا	عَضُّوا
সবগুলোর	এবং	যখন	তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে	তারা বলে	আমরাও ঈমান এনেছি	আর	যখন	তারা একান্তে মিলে	তারা কামড়ায়

عَلَيْكُمُ	الْأَنَامِلَ	مِنَ	الْغَيْظِ	قُلْ	مُوتُوا	بِغَيْظِكُمْ
তোমাদের বিরুদ্ধে	(তাদের) আঙ্গুলগুলোকে	কারণে	আক্রোশের	বলো	তোমরা মরো	তোমাদের আক্রোশে

إِنَّ	اللّٰهَ	عَلِيمٌ	بِذَاتِ	الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾	إِنْ	تَمْسَسْكُمْ
নিশ্চয়	আল্লাহ	অধিক অবহিত	অবস্থা সম্পর্কে	(তোমাদের) বুকের (অর্থাৎঅন্তরের)	যদি	তোমাদেরকে স্পর্শ করে

حَسَنَةٌ	تَسُؤْ	هُمْ	وَ	إِنْ	تُصِبْكُمْ	سَيِّئَةٌ	يَفْرَحُوا	بِهَا
কোন কল্যাণ	খারাপ লাগে	তাদের	আর	যদি	তোমাদের পৌঁছে	কোন অকল্যাণ	তারা আনন্দ করে	তাতে

এবং

তারা যা কিছু বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, তা এতদাপেক্ষাও তীব্রতর। আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হেদায়াত দান করেছি, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সর্তকতা অবলম্বন করবে)।

১১৯. তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি কোন ভালবাসাই পোষণ করে না, অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মান। তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরাও তোমাদের রসূল ও তোমাদের কিতাবকে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা অন্যত্র চলে যায় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতদূর তীব্র হয়ে উঠে যে তারা নিজেদের আংগুল কামড়াতে থাকে। তাদের বল, "তোমাদের ক্রোধের আগুণে তোমরাই জ্বলে মর"– আল্লাহ মনের গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন।

১২০. তোমাদের কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে, আর তোমাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা সন্তুষ্ট হয়।

وَ اِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَ تَتَّقُوۡا لَا یَضُرُّکُمۡ کَیۡدُهُمۡ

এবং যদি তোমরা সবর কর ও তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর না তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে চক্রান্ত তাদের

شَیۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا یَعۡمَلُوۡنَ مُحِیۡطٌ ﴿۱۲۰﴾ وَ اِذۡ غَدَوۡتَ

কিছুমাত্রই নিশ্চয় আল্লাহ ঐ বিষয় যা তারা কাজ করছে বেষ্টনকরে আছেন এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি সকালে বের হয়েছিলে

مِنۡ اَهۡلِکَ تُبَوِّیُٔ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ مَقَاعِدَ لِلۡقِتَالِ ؕ

হতে তোমার পরিবার মুতায়েন করতেছিলে ঈমানদারদেরকে ঘাটিসমূহে লড়ায়ের জন্যে

وَ اللّٰهُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۲۱﴾ اِذۡ هَمَّتۡ طَّآئِفَتٰنِ مِنۡکُمۡ

এবং আল্লাহ সবকিছু শুনেন সব কিছু জানেন (স্মরণ কর) যখন মনস্থ করেছিল দুইদল তোমাদের মধ্যকার

اَنۡ تَفۡشَلَا ۙ وَ اللّٰهُ وَلِیُّهُمَا ؕ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلۡیَتَوَکَّلِ

দুর্বলতা প্রদর্শনের অথচ আল্লাহ তাদের উভয়ের পৃষ্টপোষক(ছিলেন) এবং উপর আল্লাহরই ভরসা করা উচিত

الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۲۲﴾ وَ لَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّ

ঈমানদারদের এবং নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করেছিলেন আল্লাহ বদরে অথচ

اَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾

তোমরা (ছিলে) দুর্বল তোমরা তাই ভয়কর আল্লাহকে তোমরা সম্ভবতঃ শোকর করবে

কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হতে পারবেনা, অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং খোদাকে ভয় করে কাজ করতে থাক। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তাকে বেষ্টন করে আছেন।

রুকুঃ১৩

১২১. হে নবী, (মুসলমানদের নিকট সে সময়ের কথা উল্লেখ কর) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজ ঘর হতে বের হয়েছিলে এবং (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে জায়গায় জায়গায় নিযুক্ত ও মোতায়েন করছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথাই শুনছেন, তিনি সবকিছুই ভাল করে জানেন।

১২২. স্মরণ কর, তোমাদের মধ্য হতে যখন দুটি দল কাপুরুষতা ও সাহসহীনতা দেখাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্যে বর্তমান ছিলেন। আর ঈমানদার লোকদের তো খোদার উপরই ভরসা রাখা উচিত।

১২৩. ইতিপূর্বেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তখন তোমরা খুবই দূর্বল ছিলে। অতএব খোদার না-শোকরী হতে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশাকরা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।
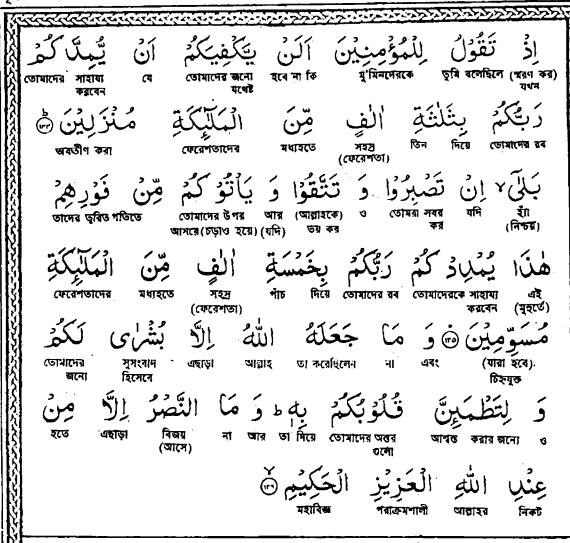
১২৪. স্মরণ কর, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলতে ছিলেঃ তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফিরেশতা অবতরণ করিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন?

১২৫. নিশ্চয় তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর এবং খোদাকে ভয় করতে থেকে কাজ কর তবে যে মুহূর্তে শত্রুরা তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসবে ঠিক সে মুহূর্তে তোমাদের খোদা (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতাদ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৬. একথা আল্লাহ তোমাদের এ জন্যে জানিয়ে দিচ্ছেন, যেন তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ জয়লাভ ও সাহায্য যা কিছু হয় তা সবই খোদার তরফ হতে হয়, যিনি বড়ই শক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানী।
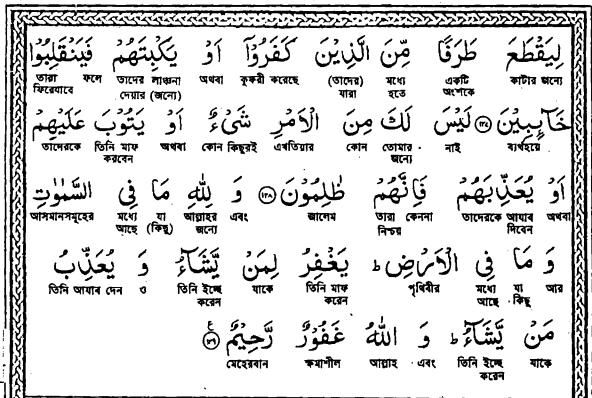
১২৭. (তিনি তোমাদেরকে এ জন্যে সাহায্য দিবেন) যেন কুফরী–পথের পথিকদের একটি হাত কেটে যায় কিংবা তাদেরকে এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করবেন যে, তারা একেবারে ব্যর্থ হয়ে পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে।

১২৮. (হে নবী) চূড়ান্ত ভাবে কোন কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। আল্লাহরই ইখতিয়ার রয়েছে; ইচ্ছা হলে তাদেরকে তিনি মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। কেননা তারা যালেম।

১২৯. আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী[২৮]।

২৮. ওহদের যুদ্ধে যখন নবী করীম (সঃ) আহত হন, তখন তাঁর মুখ থেকে কাফেরদের জন্য 'বদ-দোওয়া' নির্গত হয়ে যায়। তিনি বলেন "যে জাতি নিজেদের নবীকে আহত করে সে জাতি কেমন করে মুক্তি ও সাফল্য পেতে পারে" এরই উত্তরে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

ওহে যারা ঈমান এনেছ না তোমরা খেয়ো সুদ বহুগুনে গুনকরা (অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধিহারে)

وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٣٠ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ

এবং তোমরা ভয়কর আল্লাহকে আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে এবং তোমরা আত্ম রক্ষা কর (সেই)আগুন (হতে) যা

اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝١٣١ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ

তৈরী করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে এবং তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও রসূলের আশা করা যায়

تُرْحَمُوْنَ ۝١٣٢ وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

রহম করাহবে তোমাদেরকে এবং তোমরা দ্রুত আস দিকে ক্ষমার পক্ষ হতে তোমাদের রবের

وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ

ও জান্নাতের যার প্রশস্ততা আসমান সমূহের ও যমীনের (সমান) তৈরী করা হয়েছে

لِلْمُتَّقِيْنَ ۝١٣٣ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ

মুত্তাকীদের জন্যে যারা খরচ করে মধ্যে খুশীর (স্বচ্ছল অবস্থায়) ও

الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ

কষ্টে (অর্থাৎদুরাবস্থায়) এবং দমনকারী রাগ ও মাফকারী

النَّاسِ ۭ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٣٤

লোকদের আর আল্লাহ ভালবাসেন নেকলোকদেরকে

রুকূঃ১৪

১৩০. হে ঈমানদারেরা, চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাওয়া ত্যাগ কর এবং খোদাকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

১৩১. সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর যা কাফেরদের জন্যে তৈরী করে রাখা হয়েছে।

১৩২. এবং আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নাও; আশাকরা যায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

১৩৩. সে পথে তীব্র গতিতে চল যা তোমাদের খোদার ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গিয়েছে এবং যা সেই খোদাভীরু লোকদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে;

১৩৪. যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে, দুরাবস্থাতেই হোক, আর স্বচ্ছল অবস্থাতেই হোক; যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়। এসব নেককার লোকদেরকেই খোদা খুব ভালবাসেন।

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

এবং | যারা (এমন যে) | যখন | করে ফেলে | অশ্লীলতা | অথবা | যুলুম করে ফেলে | তাদের নিজেদের (উপর)

ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ

স্মরণ করে (তৎক্ষনাত) | আল্লাহকে | অতঃপর | তারা মাফচায় | তাদের গুনাহর জন্যে | আর | কে (আছে) | (এমন যে) মাফ করতে পারে

الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا

গুনাহ সমূহকে | ব্যতীত | আল্লাহ | এবং | না | তারা বাড়া বাড়ি করে | (তার) উপর | যা | তারা করে ফেলেছে

وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ

যখন | তারা | জানেও | (তারা) ঐসব লোক | যাদের প্রতিফল(হল) | ক্ষমা

مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

পক্ষ হতে | তাদের রবের | ও | জান্নাত | প্রবাহিত হয় | তার তলদেশে | ঝর্ণা সমূহ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | এবং | কত উত্তম | পুরস্কার (রয়েছে) | (সৎ) কর্মশীলদের (জন্যে)

---

১৩৫. আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় কিংবা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে তবে সাথে সাথে খোদার কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর নিকট তারা তাদের পাপের ক্ষমা চায়– কেননা, খোদা ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? এই লোকেরা জেনে-বুঝে নিজেদের (অন্যায় কাজ নিয়ে) বাড়াবাড়ি করে না।

১৩৬. এ ধরণের লোকদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমাকরে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদেরকে দাখিল করাবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে তাদের জন্যে কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে।
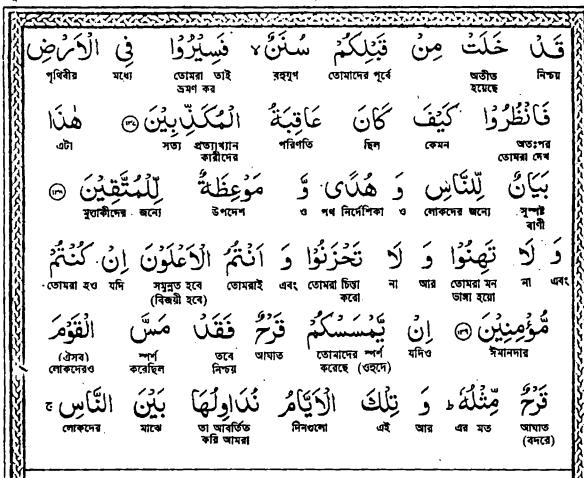
১৩৭. তোমাদের পূর্বেও বহু যুগ অতীত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখ, খোদার (আদেশ ও বিধান) অমান্য কারীদের পরিণতি কি হয়েছে!

১৩৮. বস্তুতঃ এটা লোকদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট সতর্কতার বাণী এবং খোদাকে যারা ভয় করে তাদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও উপদেশ।

১৩৯. মন-ভাঙা হয়ো না, চিন্তা করো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে– যদি তোমরা ঈমানদার হও।

১৪০. এখন যদি তোমাদের উপর কোন আঘাত এসে থাকে তবে ইতিপূর্বে তোমাদের বিরুদ্ধবাদী দলের উপরও অনুরূপ আঘাতই এসেছে[২৯]। এটা তো কালের উত্থান ও পতন, মাত্র যাকে আমরা লোকদের মাঝে আবর্তিত করতে থাকি।

২৯. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ বদর যুদ্ধে কাফেররা আঘাত খেয়েও যখন সাহস হারায়নি, তখন তোমরা ওহুদের যুদ্ধে আঘাতের ফলে কেন সাহস হারাবে?
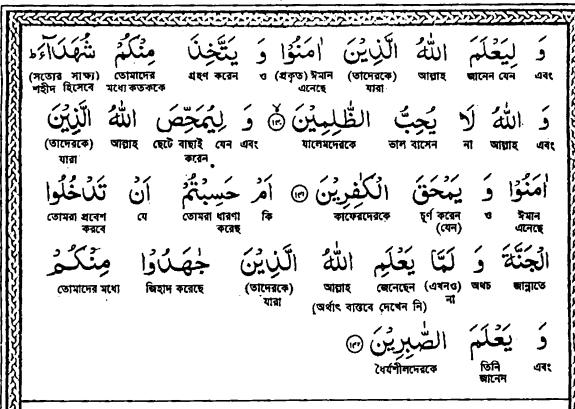
তোমাদের উপর এ সময় এ জন্যে উপস্থিত হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার কে এবং যারা বাস্তবিকই (প্রকৃত সত্যের) সাক্ষী[৩০] তাদেরকে তিনি আলাদা করে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা যালেম লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না।

১৪১. উপরন্তু এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাচ্চা মুমিনদেরকে আলাদা করে দিয়ে কাফেরদের মস্তক চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

১৪২. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতেই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত এটা দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে খোদার পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্যে ধৈর্যশীল।

৩০. মূলে আছে " ওইয়াত্তাখেজা মিনকুম শোহাদা'আ" -এর এক অর্থ "তোমাদের মধ্য থেকে কিছু 'শহীদ' গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন" । অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোককে শাহাদতের মর্যাদা দান করতে চাচ্ছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ, ঈমানদার ও মুনাফিকদের সেই যুক্ত ও মিশ্রিত দল থেকে , যার মধ্যে এখন তোমরাও শামিল রয়েছ, সেইসব লোকদের আলাদা ছাটাই করে নিতে চাচ্ছিলেন যারা প্রকৃত পক্ষে............................ মানবজাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ, অর্থাৎ সেই মহান দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য যে পদ আমি মুসলিম জাতিকে দান করেছি।

وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ
এবং নিশ্চয় তোমরা কামনা করতেছিলে মৃত্যুর ইতিপূর্বে তার সাক্ষাৎপেতে

فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝١٤٣ وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا
অতঃপর নিশ্চয় তোমরা দেখছ তা এবং তোমরা প্রত্যক্ষ করছ এবং নয় মোহাম্মদ (সঃ) এছাড়া

رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ
একজন রসূল নিশ্চয় অতীত হয়েছে তার পূর্বে (অনেক) রসূল কি তবে যদি সে মারা যায় বা

قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى
নিহত হয় তোমরা ফিরে যাবে উপর তোমাদের গোড়ালির (অর্থাৎপিছন দিকে) আর যে ফিরে যাবে উপর

عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ
তার দুই গোড়ালির তাহলে কক্ষণ না ক্ষতিকরতে পারবে আল্লাহর কিছুই এবং প্রতি ফল দিবেন আল্লাহ

الشّٰكِرِيْنَ ۝١٤٤ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ
শোকরকারীদেরকে এবং (সম্ভব) নয় জন্য কোন প্রাণীর যে সেমরবে এছাড়া অনুমতিক্রমে

اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا
আল্লাহর লিখিত নির্দিষ্ট সময় এবং যে চায় সওয়াব দুনিয়ার তাকে দিব আমরা তা হতে

১৪৩. তোমরাতো মৃত্যুর কামনা করছিলে! কিন্তু তা তখনকার কথা, যখন মৃত্যু সম্মুখে এসে পৌঁছেনি। এখন তা তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং তোমরা তা নিজেদের চক্ষে দেখতে পেয়েছ।

রুকু:১৫

১৪৪. মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বেও অনেক রসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি (তার আদর্শ হতে) উল্টোদিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, সে খোদার কোন নোকসান করবে না, অবশ্য যারা খোদার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তার প্রতিফল দান করবেন।

১৪৫. কোন প্রাণীই মরতে পারেনা আল্লাহর লিখিত নির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া। যে ব্যক্তি ইহকালীন ফলের আসায় কাজ করবে তাকে আমরা এই দুনিয়া হতেই দান করব,

وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَ سَنَجْزِى

আর যে চায় সওয়াব আখেরাতের তাকে দিব আমরা তা হতে এবং আমরা শীগগীর প্রতিফল দেব

الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۵﴾ وَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ

শোকরকারীদেরকে এবং কত(ছিল) নবী (যারা) লড়াই করেছে (আল্লাহর পথে) তার সাথে (ছিল)

رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ

আল্লাহওয়ালা লোকেরা অনেক অতঃপর না তারা হতাশ হয়েছে (তার)জন্যে যা তাদের (ওপর) আপতিত হয়েছে পথে

اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ

আল্লাহর এবং না দুর্বলতা দেখিয়েছে আর না তারা মাথানত করেছে আর আল্লাহ ভালবাসেন

الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا

সবরকারীদেরকে এবং না ছিল তাদের কথা এছাড়া যে তারা বলেছিল হে আমাদের রব

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ

মাফকর আমাদের জন্যে আমাদের গোনাহ সমূহকে ও আমাদের বাড়াবাড়ীকে ক্ষেত্রে আমাদের কাজের এবং দৃঢ়কর

اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

আমাদের পদক্ষেপ এবং আমাদের সাহায্য কর বিরুদ্ধে জাতির কাফের

আর যে পরকালীন সুফল পাবার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে,
সে পরকালেই সওয়াব পাবে। এবং কৃতজ্ঞতাস্বীকার কারীদেরকে তাদের ফল আমি নিশ্চয় দান করব।
১৪৬. পূর্বে আরো কত নবী এমন এসেছিল যাদের সাথে মিলে বহু খোদাওয়ালা লোক লড়াই করেছে। খোদার পথে যত বিপদই তাদের উপর পড়েছিল সে জন্যে তারা হতাশ হয়ে যায়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি, (বাতিলের সামনে) মাথা নত করেনি। বস্তুতঃ এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করে থাকেন।
১৪৭. তাদের দো'য়া ছিল শুধু এতটুকুঃ হে আমাদের খোদা, আমাদের ভুল-ত্রুটিও অক্ষমতাকে ক্ষমা কর, আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে তা মাফ কর, আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ

তাদের অবশেষে দিলেন | আল্লাহ | সওয়াব | দুনিয়ার | ও | উত্তম | সওয়াব

الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

আখেরাতের | এবং | আল্লাহ | পছন্দ করেন | সৎকর্মশালীদেরকে | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ

اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ

যদি | তোমরা আনুগত্য কর | (তাদেরকে) যারা | কুফরী করেছে | তোমাদের তারা ফিরিয়ে দেবে | উপর | তোমাদের গোড়ালীর (অর্থাৎ পিছন দিকে)

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ

ফলে | তোমরা ফিরবে | ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে | বরং | আল্লাহ | তোমাদের অভিভাবক | এবং | তিনিই | উত্তম

النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

সাহায্যকারীদের (মধ্যে) | আমরা শীঘ্রই সঞ্চার করব | মধ্যে | অন্তরগুলোর | (তাদের) যারা | কুফরী করেছে | ভীতি

بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَ

এ কারণে যে | তারা শিরক করেছে | আল্লাহর সাথে | যার | না | তিনি অবতীর্ণ করেছেন | সে ব্যাপারে | কোন প্রমাণ | এবং

مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ

তাদের ঠিকানা (হবে) | (জাহান্নামের) আগুন

১৪৮. শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াবও দিয়েছেন এবং তা হতে উত্তম পরকালীন সওয়াবও দান করলেন। আল্লাহ এ ধরনের সৎকর্মশীল লোকদের ভালবাসেন।

রুকূঃ১৬

১৪৯. হে ঈমানদারেরা, তোমরা যদি সে সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরু কর, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ব্যর্থ হবে।

১৫০. (তারা যা কিছু বলে তা ভুল) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহতা'আলাই তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক এবং বস্তুতঃই তিনি অতি উত্তম সাহায্যকারী।

১৫১. সে সময় অতি শীঘ্র এসে পৌছবে যখন আমরা সত্যের বিরোধী কাফেরদের মনের মধ্যে একপ্রকার ভীতি ও বিভিষিকা সৃষ্টি করে দিব। কেননা, তারা খোদার সাথে এমন সব জিনিসকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক গণ্য করেছে যাদের এরূপ শরীক হওয়া সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা কোনই সনদ নাযিল করেন নি। তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম;

وَ بِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ
এবং অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল যালেমদের (জন্যে) এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে সত্য করে দেখিয়েছেন আল্লাহ

وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَ
তাঁর ওয়াদা যখন তাদেরকে তোমরা হত্যা করতেছিলে তাঁর নির্দেশে এমনকি যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং

تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ
তোমরা মতবিরোধ করলে ক্ষেত্রে কাজের ও তোমরা অবাধ্য হলে এর পরও যা

اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ
তোমাদের তিনি দেখালেন যা তোমরা ভালবাস তোমাদের মধ্যে (কিছু আছে) (এমন) যারা চায় দুনিয়া এবং

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
তোমাদের মধ্যে কিছু (আছে) (এমনও) যারা চায় আখেরাত এরপর তোমাদেরকে ফিরালেন তাদের থেকে

لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ
তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে এবং অবশ্য মাফ করেছেন তোমাদেরকে এবং আল্লাহ অনুগ্রহশীল

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾
উপর ঈমানদারদের

আর এই সব যালেমদের বসবাস করার জন্যে যে স্থান দেয়া হবে তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

১৫২. আল্লাহতা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের নিকট করেছিলেন, তা তো তিনি পুরা করে দিয়েছেন। প্রথমে তাঁরই হুকুমে তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে; কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মতপার্থক্য করলে এবং যখনই আল্লাহ তোমাদেরকে সে জিনিষ দেখালেন যার ভালবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল) তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করে বসলে– কেননা, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিল, আর কিছু সংখ্যক লোক ছিল পরকালের সন্ধানকারী; তখন আল্লাহতা'আলা কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদেরকে পশ্চাৎবর্তী করে দিলেন, যেন তোমাদের যাচাই–পরীক্ষা করতে পারেন। আর সত্যকথা এই যে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমাই করলেন। কেননা ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহতা'আলা বড় অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন।
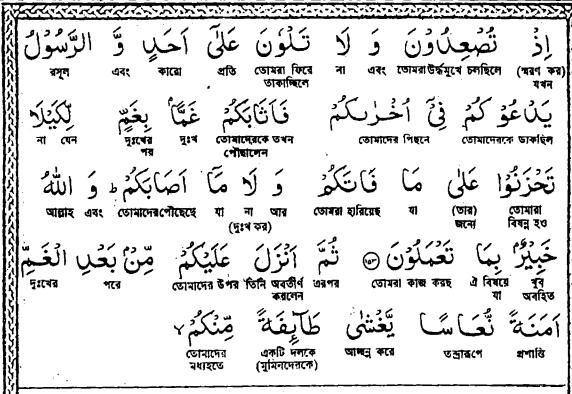
১৫৩. স্মরণ কর, যখন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছিলে, কারো দিকে ফিরে তাকানোর মত চেতনাটুকু তোমাদের ছিল না, ওদিকে রসূল তোমাদের পিছন হতে তোমাদেরকে ডাকতেছিল[৩১]। তখন তোমাদের এ আচারণের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন ভবিষ্যতের জন্যে তোমাদের শিক্ষা হয়ে যায়। যা কিছু তোমরা হারিয়ে ফেল কিংবা যে বিপদ তোমাদের উপর নাযিল হয় সে সম্পর্কে যেন মর্মাহত না হও আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

১৫৪. এ চিন্তা ও দুঃখের পর পুনরায় আল্লাহতা'আলা তোমাদের মধ্যে হতে কিছু লোকের উপর এরূপ সান্তনার অবস্থা বিস্তার করেছিলেন যে, তারা তন্দ্রাবিষ্ট হতে লাগল[৩২],

৩১. ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যখন অকস্মাৎ দুই দিক দিয়ে একই সময় আক্রমন হলো, তখন কিছু সংখ্যক লোক মদীনার দিকে পলায়ন করলো, আর কিছু লোক অহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো, কিন্তু নবী করীম (সঃ) নিজের স্থান থেকে এক ইঞ্চিও হটেননি। চারিদিকে দুশমনদের প্রচণ্ড ভীড়, তাঁর নিকটে দশ-বার জন লোকের একটি ক্ষুদ্র দল বর্তমান ছিল মাত্র । কিন্তু খোদার রসূল এই সংগীন সময়েও পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হয়ে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন, ও পলায়নকারী লোকদের আহবান জানাচ্ছিলেনঃ "ইলাইয়া এবাদাল্লাহ, ইলাইয়া এবাদাল্লাহ" "খোদার বান্দারা আমার দিকে এসো, খোদার বান্দারা আমার দিকে এস"।

৩২. এই সময় ইসলামী সৈন্য বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক এক আশ্চর্য ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) যিনি নিজে এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, বর্ণনা করেন- এই সময় আমাদের উপর তন্দ্রার এমন প্রভাব পড়ে যে, তরবারী পর্যন্ত আমাদের হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল।

وَ	طَآئِفَةٌ	قَدْ	اَهَمَّتْهُمْ	اَنْفُسُهُمْ	يَظُنُّوْنَ	بِاللّٰهِ
কিন্তু	(আর) একটি দল (অর্থাৎমুনাফিকরা)	নিশ্চয়	তাদেরকে গুরুত্ব দিন	তারা নিজেরা	ধারণা করে	আল্লাহর ব্যাপারে

غَيْرَ	الْحَقِّ	ظَنَّ	الْجَاهِلِيَّةِ ط	يَقُوْلُوْنَ	هَلْ	لَّنَا	مِنَ	الْاَمْرِ
বিপরীত	সত্যের	ধারণা	জাহেলীয়াতের	তারা বলে	কি	আমাদের জন্যে (আছে)	কোন	এখতিয়ার

مِنْ	شَيْءٍ ط	قُلْ	اِنَّ	الْاَمْرَ	كُلَّهٗ	لِلّٰهِ ط	يُخْفُوْنَ	فِيْٓ
কোন	কিছুর	বল	নিশ্চয়	এখতিয়ার	সবটাই	আল্লাহরই জন্যে	তারা লুকায়	মধ্যে

اَنْفُسِهِمْ	مَّا	لَا يُبْدُوْنَ	لَكَ ط	يَقُوْلُوْنَ	لَوْ	كَانَ	لَنَا
তাদের মনের	যা	তারা প্রকাশ করে না	তোমার কাছে	তারা বলে	যদি	থাকত	আমাদের জন্যে

مِنَ	الْاَمْرِ	شَيْءٌ	مَّا	قُتِلْنَا	هٰهُنَا ط	قُلْ	لَّوْ	كُنْتُمْ	فِيْ
কোন	এখতিয়ার	কোন কিছুর	না	আমরা নিহত হতাম	এখানে	বল	যদি	তোমরা হতে	মধ্যে

بُيُوْتِكُمْ	لَبَرَزَ	الَّذِيْنَ	كُتِبَ	عَلَيْهِمُ	الْقَتْلُ	اِلٰى	مَضَاجِعِهِمْ ج
তোমাদের ঘরের	অবশ্যই বের হত	(তারা) যাদের	লেখা হয়েছে	তাদের উপর	নিহত হওয়া	দিকে	তাদের নিহত হওয়ার জায়গাগুলোর

কিন্তু অপর একটি দল যার নিকট সমস্ত গুরুত্ব ছিল একমাত্র স্বার্থের, আল্লাহ সম্পর্কে নানা জাহেলী মনোভাব পোষণ করতে লাগল, যা ছিল সত্যের সুস্পষ্ট খেলাফ। তারা এখন বলে, "এ কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোন অংশ আছে?" তাদেরকে বল, (কারো কোন অংশ নেই) এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ারই খোদার হাতে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরা যে কথা নিজেদের মনে গোপন করে রেখেছে তা তোমার নিকট প্রকাশ করছে না। তাদের আসল বক্তব্য এই যে, "যদি কর্তৃত্বের ইখতিয়ারে আমাদেরও কোন অংশ হত তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না"। তাদেরকে বলঃ তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করতে তবে যাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল তারা নিশ্চয় তাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বের হয়ে আসত।

وَ لِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا
এবং (এটা ঘটিয়েছেন) পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ যা কিছু মধ্যে আছে তোমাদের বুকে (অর্থাৎ অন্তরে) এবং বিশুদ্ধ করার জন্যে যা

فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾
মধ্যে আছে তোমাদের অন্তর গুলোতে এবং আল্লাহ খুব অবহিত অবস্থা সম্পর্কে অন্তরের

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ
নিশ্চয় যারা পিঠটান দিয়েছে তোমাদের মধ্য হতে দিনে মুকাবিলার দুই দলের

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ
মূলতঃ তাদেরকে পদস্খলন ঘটিয়েছিল শয়তান কিছু জিনিসের কারণে যা তারা উপার্জন করেছিল

وَ لَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾
এবং নিশ্চয় মাফ করেছেন আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল বড় সহনশীল

আর এ ঘটনা এজন্যে ঘটেছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে আল্লাহ তার পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের মনে যে কুটিলতা রয়েছে তা পরিষ্কার করে দিবেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভাল করে জানেন।

১৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা মোকাবিলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিল- ইহার কারণ এই ছিল যে, তাদের কোন কোন দুর্বলতার সুযোগে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল- আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও ধৈর্যধারণকারী।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ওহে — যারা — ঈমান এনেছ — না — তোমরা হয়ো — (তাদের) মত যারা — কুফরী করেছে

وَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ

ও — তারা বলেছে — তাদের ভাইদেরকে — যখন — তারা ভ্রমণ করে — দেশেবিদেশে — অথবা

كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَ مَا

তারা হয় — যুদ্ধে(শরিক) — যদি — তারা থাকত — কাছে আমাদের — না — তারা মরত — আর — না

قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ

তারা নিহত হত — (এরূপ হয়েছে) যেন করেন — আল্লাহ — এরূপ (কথাবার্তা) — মনস্তাপের (কারণ) — মধ্যে — তাদের অন্তর গুলোর — আর

اللّٰهُ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

আল্লাহই — জীবন দেন — ও — মৃত্যু দেন — এবং — আল্লাহ — ঐ বিষয়ে যা — তোমরা কাজ করছ — ভালভাবে দেখছেন

وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ

এবং — অবশ্যই যদি — তোমরা নিহত হও — পথে — আল্লাহর — অথবা — তোমরা মরে যাও — ক্ষমা অবশ্যই

مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

পক্ষ হতে — আল্লাহর — ও — রহমত — উত্তম — তাহতে যা — তোমরা জমা করছ

রুকূঃ১৭

১৫৬. হে ঈমানদারেরা, কাফেরদের ন্যায় কথাবার্ত বলো না, নিকটাত্মীয় লোক যদি কখনো বিদেশ ভ্রমনে চলে যায় কিংবা যুদ্ধে শরীক হয় (এবং সেখানে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়) তবে তারা বলে, তারা যদি আমাদের নিকট থাকত তা হলে তারা মরত না ও নিহত হত না। আল্লাহ এ ধরনের কথাবার্তাকে তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণ বানিয়ে দেন। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ও জীবনদানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, এবং তোমাদের সকল প্রকার কাজকর্মের উপর তাঁর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।

১৫৭. তোমরা যদি খোদার পথে নিহত হও অথব মারা যাও তবে খোদার যে রহমত ও দান তোমাদের নসীবে হবে তা এসব লোক যা কিছু সংগ্রহ-সঞ্চয় করে তাহতে অনেক উত্তম।

وَ لَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِ۠لَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا

এবং অবশ্যই যদি তোমরা মারা যাও অথবা তোমরা নিহত হও অবশ্যই দিকে আল্লাহর তোমাদের একত্রিত করা হবে বস্তুতঃ কারনে

رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ

অনুগ্রহের পক্ষ হতে আল্লাহর তুমি নরম হয়েছ তাদের জন্যে এবং যদি তুমি হতে উগ্রস্বভাব পাষাণ

الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ

হৃদয়ের তারা অবশ্যই সরে যেত হতে তোমার চতুর্দিক অতএব মাফকর তাদেরকে ও

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ

ক্ষমা চাও তাদের জন্যে এবং পরামর্শকর তাদের (সাথে) ক্ষেত্রে কাজের অতঃপর যখন তুমি সংকল্প কর

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾ اِنْ

তখন ভরসা কর উপর আল্লাহর নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন ভরষাকারীদেরকে যদি

يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ

সাহায্য করেন তোমাদের আল্লাহ তবে না কেউ বিজয়ী হবে তোমাদের উপর আর যদি তিনি তোমাদের ত্যাগ করেন তবে কে

ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ

এমন (আছে) যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে তারপরে

১৫৮. আর তোমরা মৃত্যু মুখে পতিত হও কিংবা নিহত হও; সকল অবস্থায়ই তোমাদের সকলকেই একত্রিত হয়ে খোদার নিকট উপস্থিত হতে হবে।

১৫৯. হে নবী, এটা খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্যে খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছে। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র-স্বভাব ও পাষাণ-হৃদয়ের অধিকারী হতে তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত, অতএব তাদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া কর এবং দ্বীন-ইসলামের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে খোদার উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে।

১৬০. আল্লাহই যদি তোমাদের সাহায্য করেন তবে কোন শক্তিই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে অতঃপর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে?

وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ

এবং | উপর | আল্লাহরই | ভরসা করা উচিত | ঈমানদারদের | এবং | না | (শোভনীয়) হতে পারে | নবীর জন্যে | যে

يَّغُلَّ ؕ وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

সে খিয়ানত করবে | এবং | যে | খেয়ানত করবে | সে আসবে | তা নিয়ে যা | খেয়ানত করেছিল | দিনে | কিয়ামতের

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

অতঃপর | দেয়া হবে পুরাপুরি | প্রত্যেক | ব্যক্তিকে | যা | সে অর্জন করেছে | এবং | তাদের উপর | না | যুলুম করা হবে

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ

তবে কি যে | অনুসরণ করল | সন্তুষ্টির | আল্লাহর | তার মত যে | পরিবেষ্টিত হয়েছে | অসন্তুষ্টি দ্বারা | পক্ষহতে | আল্লাহর

وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجٰتٌ

এবং | তার ঠিকানা | জাহান্নাম | এবং (তা) | অতি খারাপ | গন্তব্যস্থান | তারা | মর্যাদায় (এক নয়)

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

কাছে | আল্লাহ | এবং | আল্লাহ | খুব দেখেন | ঐবিষয়ে যা | তারা কাজ করছে

কাজেই প্রকৃত মুমিন যারা তাদের আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা উচিত।

১৬১. খিয়ানত করা কোন নবীরই কাজ হতে পারেনা, আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তার খিয়ানতসহ হাজির হতে বাধ্য হবে। অতঃপর সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফলই লাভ করবে; কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।

১৬২. যে ব্যক্তি সব সময় খোদার মর্জী অনুযায়ী চলতে প্রস্তুত হবে সে কিরূপে সেই ব্যক্তির মত কাজ করতে পারে যে খোদার গজবে পরিবেষ্টিত হয়েছে এবং যার পরিণতি হবে জাহান্নাম? যা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।

১৬৩. খোদার নিকট এই উভয় প্রকার লোকদের মধ্যে বহুপর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সকলেরই কাজের উপর দৃষ্টি রাখেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ

নিশ্চয় | অনুগ্রহ করেছেন | আল্লাহ | উপর | মোমেনদের | যখন | প্রেরণ করেন | তাদের মধ্যে | একজন রসূল | মধ্যহতে

اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ

তাদের নিজেদের | সে পাঠ করে | তাদেরকাছে | তাঁর নির্দশন গুলোকে | ও | তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে | এবং | তাদেরকে শিক্ষা দেয়

الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

কিতাব | ও | প্রজ্ঞা | যদিও এবং | তারা ছিল | ইতিপূর্বে | অবশ্যই মধ্যে | বিভ্রান্তির | সুস্পষ্ট

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ

না কি যখন | তোমাদের পৌছে | কোন মুসিবত | (অথচ) নিশ্চয় | তোমরা পৌছেছো (তাদেরকে মুসিবতে) | তার দ্বিগুণ

قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۭ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۭ اِنَّ

তোমরা বলে ছিলে | কোথা থেকে | এটা (আসল) | তুমি বল | তা (এসেছে) | থেকে | কাছ | তোমাদের নিজেদের | নিশ্চয়

اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾ وَ مَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ

আল্লাহ | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | এবং | যা (মুসিবত) | তোমাদের পৌছেছে | দিনে

الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ﴿١٦٦﴾

মুকাবিলার | দুই দলের | তা (এসেছে) অনুমতিক্রমে | আল্লাহর | এবং | তিনি যেন জানেন | মু'মিনদেরকে

১৬৪. প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যে তাদেরকে খোদার আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরী করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদেয়। অথচ ইতিপূর্বে এ সব লোকই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

১৬৫. তোমাদের অবস্থা কি......? তোমাদের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে আসল তখন তোমরা বলতে লাগলেঃ এ কোথা হতে আসল? অথচ (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরই হাতে এর দ্বিগুণ মুসীবত (বিরোধী দলের উপর) পড়েছিল। হে নবী, তাদের বল, এ বিপদ তোমাদের নিজেদেরই কারণে এসেছে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

১৬৬. যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা খোদার অনুমতি ক্রমেই হয়েছিল এবং এ জন্যে হয়েছিল যে, আল্লাহ (বাস্তব ভাবে) দেখতে চেয়েছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন কে।

وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

এবং | জানেন যেন | (তাদেরকে) যারা | মুনাফেকী করেছে | এবং | বলা হল | তাদেরকে | তোমরা এস

قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۭ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ

তোমরা যুদ্ধ কর | পথে | আল্লাহর | বা | তোমরা প্রতিরক্ষা কর | তারা বলে ছিল | যদি | আমরা জানতাম

قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ۭ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ

যুদ্ধ(হবে) | অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম | তারা | কুফরীর ক্ষেত্রে | সেদিন (ছিল) | বেশী নিকটে

مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ

তাদের মধ্যে | ঈমানের চেয়ে | তারা বলে (এমন কথা) | তাদের মুখগুলো দিয়ে | যা | নাই

فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾ اَلَّذِيْنَ

মধ্যে | তাদের অন্তরে | এবং | আল্লাহ | খুব জানেন | ঐ বিষয়ে যা | তারা গোপন করছে | যারা

قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۭ

বলেছিল | তাদের ভাইদের সম্পর্কে | ও | তারা বসেছিল (ঘরে) | যদি | আমাদের আনুগত্য করত | না | তারা নিহত হত

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ

বল | তোমরা তাহলে দূরে সরাও | হতে | তোমাদের নিজেদের | মৃত্যুকে | যদি | হও তোমরা

صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

সত্যবাদী

১৬৭. এবং মুনাফিক কে? এই মুনাফিকদের যখন বলা হল, এস, খোদার পথে যুদ্ধ কর, অথবা অন্ততঃপক্ষে (নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষার কাজই কর; তখন তারা বলতে লাগল, আজই যুদ্ধ হবে তা যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সংগে যেতাম। একথা যখন তারা বলতেছিল তখন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীরই অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যা মূলতঃ তাদের অন্তরে বর্তমান নেই। আর যা কিছু তারা মনে গোপন করে রাখে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন।

১৬৮. তারা নিজেরা তো বসে রইল, আর তাদের যে সব ভাই-বন্ধু লড়াই করতে গিয়েছিল ও সেখানে নিহত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তারা বলল, তারা যদি আমাদের কথা শুনত তাহলে তারা নিশ্চয় নিহত হতনা, তাদের বল, তোমাদের এই কথায় তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে স্বয়ং তোমাদের মৃত্যু যখন আসবে তখন উহাকে দূরে রেখে তার সত্যতা প্রমাণ করো।

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

এবং | না | মনে করো | (তাদেরকে) যারা | নিহত হয়েছে | পথে | আল্লাহর

اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(তারা)মৃত | বরং | তারা জীবিত | কাছে | তাদের রবের | তাদের রিযেক দেয়া হয়

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ

তারা খুশী হয়েছে | যা কিছু | তাদের দিয়েছেন | আল্লাহ | অনুগ্রহে | তাঁর | এবং | তারা আনন্দিত হবে (এসবজেনে)

بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ

(তাদের) জন্যে যারা | নাই | মিলিত হয় | তাদের সাথে | তাদের পেছনে (রয়েগেছে এখনও) | যে না | কোন ভয় (আছে)

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ

তাদের জন্যে | এবং | না | তারা | দুঃখিত হবে | তারা আনন্দিত হবে | নেয়ামতের কারণে

مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ

পক্ষ হতে | আল্লাহর | ও | অনুগ্রহে | এবং | (এও) যে | আল্লাহ | না | নষ্ট করেন | পুরস্কার

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾ ع

ঈমানদারদের

১৬৯. যারা খোদার পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না! প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত, তারা খোদার নিকট হতে রেযেক পায়।

১৭০. আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা খুশী ও পরিতৃপ্ত। এবং যে সব ঈমানদার লোক তাদের পিছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে ও এখনো তথায় পৌছেনি তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত।

১৭১. তারা খোদার নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল এবং তারা জানে যে, আল্লাহ ঈমানদার লোকদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

اَلَّذِيْنَ	اسْتَجَابُوْا	لِلّٰهِ	وَ	الرَّسُوْلِ	مِنْۢ بَعْدِ	مَآ
যারা	সাড়া দেয়	আল্লাহর	ও	রসূলের (ডাকে)	এরপরেও	যা

اَصَابَهُمُ	الْقَرْحُ ۛؕ	لِلَّذِيْنَ	اَحْسَنُوْا	مِنْهُمْ	وَ
তাদের পৌঁছেছে	আঘাত	তাদের জন্যে	নেকী করেছে (যারা)	তাদের মধ্যে	ও

اتَّقَوْا	اَجْرٌ	عَظِيْمٌ ﴿۱۷۲﴾	اَلَّذِيْنَ	قَالَ	لَهُمُ	النَّاسُ	اِنَّ
ভয় করেছে (আল্লাহকে)	পুরস্কার (রয়েছে)	বিরাট	(এমন) যারা	বলেছিল	তাদেরকে	লোকেরা	নিশ্চয়

النَّاسَ	قَدْ جَمَعُوْا	لَكُمْ	فَاخْشَوْ	هُمْ	فَزَادَهُمْ
সব লোক (অর্থাৎ বড়বাহিনী)	জমা হয়েছে	তোমাদের জন্যে	তাই ভয় কর	তাদেরকে	কিন্তু তাদের বেড়ে গেল

اِيْمَانًا ۖۗ	وَّ	قَالُوْا	حَسْبُنَا	اللّٰهُ	وَ	نِعْمَ	الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾
ঈমান	এবং	তারা বলেছিল	আমাদের জন্যে যথেষ্ট	আল্লাহই	এবং	(তিনিই) উত্তম	অভিভাবক

রুকুঃ১৮

১৭২. যারা আহত হওয়ার পর ও আল্লাহও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে[৩৩] তাদের মধ্যে যারা প্রকৃত পূন্যশীল, নেককার ও পরহেযগার তাদের জন্যে অত্যধিক সুফল রয়েছে।

১৭৩. আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের ভয় কর", এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল, উত্তরে তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা।

৩৩. ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুশরিকরা কয়েক মঞ্জিল দূরে চলে যাওয়ার পর তাদের মনে এই খেয়াল উদয় হল, আমরা করলাম কি? মুহাম্মদের শক্তি চূর্ণ করার মহা সুযোগ হাতে পেয়েও আমরা তার সদ্ব্যবহার না করে ফিরে এলাম। অতএব তারা এক স্থানে সমবেত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করে স্থির করলো যে মদীনার উপর এখনই দ্বিতীয়বার আক্রমন করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাহসে তা কুলালো না, তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো । এদিকে নবী করীমও কাফেরদের পুনরায় ফিরে আসার আশংকা করছিলেন , তাই তিনি ওহুদের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় দিনই মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন যে , কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা আবশ্যক। যদিও এ অত্যন্ত সংগীন ব্যাপার ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাঁটি মুমিনগণ আত্মদান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবং নবী করীমের সংগে 'হাজরা উল আসওয়াদ' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। এই জায়গাটি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। আলোচ্য আয়াতে এই সব আত্মদানে প্রস্তুত লোকদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।
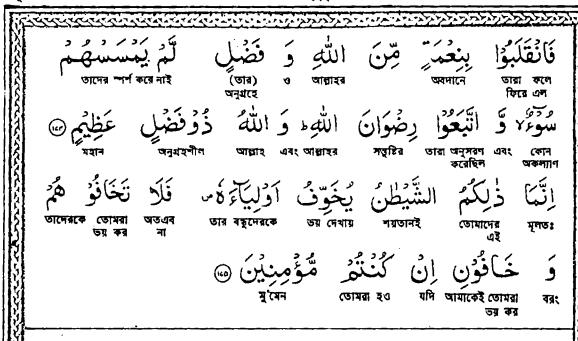
১৭৪. শেষ পর্যন্ত তারা খোদার অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যে, তাদের কোন প্রকার ক্ষতি হল না এবং খোদার মর্জী অনুযায়ী চলবার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী[৩৪]।

১৭৫. এখন তোমরা জানতে পারলে যে, মূলতঃ শয়তানই উহার বন্ধুদেরকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। অতএব ভবিষ্যতে তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, আমাকেই ভয় করবে- যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

৩৪. ওহদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল যে আগামী বৎসর বদরে তোমাদের ও আমাদের আবার মোকাবিলা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির সময় যখন কাছে এলো তখন তার আর সাহস হলো না। অতএব মুখরক্ষার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বণ করলো। সে গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করলো। সে মদীনায় এসে মুসলমানদের মধ্যে এই সংবাদ রটানো শুরু করলো যে, এ বৎসর কোরাইশরা আক্রমনের জন্য জবরদস্ত প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এমন বিরাট শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করেছে যে সারা আরবে কারুর পক্ষে তার মোকাবিলা করার সাধ্য নেই। এই প্রপাগান্ডায় মুসলমানরা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর রসূল পূর্ণ মজলিসে ঘোষণা করলেন যে, 'যদি কেউ অগ্রসর না হয়, তবে আমি একাকীই অগ্রসর হবো' তখন একথা শুনে ১৫০০ আত্মোৎসর্গী সাহাবা তাঁর সংগে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। নবী করীম তাঁদের সংগে নিয়ে বদরপ্রান্তে যাত্রা করলেন। আবু সুফিয়ান মোকাবিলার জন্য এলোনা। মুসলমানরা আট দিন পর্যন্ত অবস্থান করে তেজারতী কারবার থেকে যথেষ্ট আর্থিক ফায়দা হাসিল করে তারপর প্রত্যাবর্তন করে।

وَ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ

এবং । না । তোমাকে (যেন) চিন্তিত করে । (তারা) যারা । তৎপর হয়েছে । মধ্যে । কুফরীর । তারা নিশ্চয়

لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ

কক্ষণ না । ক্ষতি করতে পারবে । আল্লাহর । কিছু মাত্রও । চান । আল্লাহ । যে না । রাখবেন । তাদের জন্যে

حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

কোন অংশ । মধ্যে । আখেরাতের । এবং । তাদের জন্যে রয়েছে । শাস্তি । বড় কঠিন । নিশ্চয় । যারা

اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَ

ক্রয় করেছে । কুফরীকে । ঈমানের বদলে । কক্ষণও না । ক্ষতি করতে পারবে । আল্লাহকে । কিছুমাত্রও । এবং

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾ وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا

তাদের জন্যে রয়েছে । শাস্তি । বড়ই কষ্টদায়ক । এবং । না । (যেন) তারা মনে করে । যারা । কুফরী করেছে । এই যে

نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ

আমরা ঢিল দেই । তাদেরকে । উত্তম । তাদের নিজেদের জন্যে । মূলতঃ । আমরা ঢিল দেই । তাদেরকে

لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

তারা বৃদ্ধি করে যেন । পাপ । এবং । তাদের জন্যে (রয়েছে) । শাস্তি । বড় অপমাননাকর

১৭৬. হে নবী, আজ যারা কুফরীর পথে যারপরনাই চেষ্টা-সাধনা করছে তাদের কর্মতৎপরতা যেন তোমাদেরকে চিন্তিত না করে। তারা খোদার বিন্দুমাত্র ক্ষতিও করতে পারবে না। খোদার ইচ্ছা এই যে, পরকালে কোন অংশই তাদের জন্যে রাখবেন না। সর্বশেষে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

১৭৭. যারা ঈমান ছেড়ে দিয়ে কুফরীকে খরিদ করল তারা নিশ্চয় খোদাতা'আলার কোন ক্ষতি করছে না। তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি মওজুদ রয়েছে।

১৭৮. কাফেরদেরকে আমরা এই যে ঢিল দিচ্ছি, একে তারা যেন নিজেদের পক্ষে মঙ্গলজনক না মনে করে। আমরা তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি এজন্যে যে, এরা যেন পাপের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে নেয়। অতঃপর তাদের জন্যে অপমান- কর আযাব প্রস্তুত রয়েছে।

مَا	كَانَ	اللّٰهُ	لِيَذَرَ	الْمُؤْمِنِيْنَ	عَلٰى	مَآ	اَنْتُمْ	عَلَيْهِ
নয়	(পদ্ধতি)	আল্লাহর	যে ছেড়ে দেবেন	মু'মিনদেরকে (এমনি)	উপর	যেমন	তোমরা (আছ)	তার উপর

حَتّٰى	يَمِيْزَ	الْخَبِيْثَ	مِنَ	الطَّيِّبِ ط	وَ	مَا	كَانَ	اللّٰهُ	لِيُطْلِعَكُمْ
যতক্ষণ না	পৃথক করবেন	নাপাক (অসৎলোকদেরকে)	হতে	পাক (সৎ লোকদের)	এবং	নয়	(পদ্ধতি)	আল্লাহর	তোমাদের খবর দেয়া

عَلَى	الْغَيْبِ	وَلٰكِنَّ	اللّٰهَ	يَجْتَبِىْ	مِنْ	رُّسُلِهٖ	مَنْ
সম্পর্কে	গায়েবের	কিন্তু	আল্লাহ	বাছাই করেনেন	মধ্যহতে	তাঁর রসূলদের	যাকে

يَّشَآءُ صلى	فَاٰمِنُوْا	بِاللّٰهِ	وَ	رُسُلِهٖ ج	وَ	اِنْ	تُؤْمِنُوْا	وَ
তিনি চান	তোমরা তাই ঈমান আন	আল্লাহর উপর	ও	তাঁর রসূলদের (উপর)	এবং	যদি	তোমরা ঈমান আন	ও

تَتَّقُوْا	فَلَكُمْ	اَجْرٌ	عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾	وَ	لَا	يَحْسَبَنَّ	الَّذِيْنَ
তোমরা ভয় কর	তবে তোমাদের জন্যে	পুরস্কার (রয়েছে)	বিরাট	এবং	না (যেন)	তারা মনে করে	যারা

يَبْخَلُوْنَ	بِمَآ	اٰتٰهُمُ	اللّٰهُ	مِنْ	فَضْلِهٖ	هُوَ	خَيْرًا	لَّهُمْ ط
কৃপণতা করে	যা	তাদের দিয়েছেন	আল্লাহ	মধ্যহতে	তাঁর অনুগ্রহের	তা	কল্যাণ	তাদের জন্যে

১৭৯. আল্লাহ মুমিনদেরকে এ অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দিবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমান সময়ে (দাঁড়িয়ে) আছ; তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের হতে অবশ্যই পৃথক করবেন। কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা খোদার নিয়ম নয়[৩৫], গায়েবের কথা জানাবার জন্যে আল্লাহ তাঁর রসূলদের মধ্যে হতে যাকে চান মনোনীত করে নেন। অতএব (গায়েবের বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রেখো। তোমরা যদি ঈমান ও খোদা-ভয়ের নীতি অবলম্বন কর তবে তোমরা বিপুল পুণ্যের অধিকারী হবে।

১৮০. যে সব লোককে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন এবং তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এই কৃপণতা তাদরে জন্যে ভাল।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের এ জানিয়ে দেয় যে তোমাদের মধ্যে কে মুমিন ও কে মুনাফিক।

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ

বরং | তা | তাদের জন্যে অকল্যাণ | তাদের (গলায়) বেড়ি পরান হবে | যা | তার তারা কৃপণতা করেছে | দিনে

الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ

কিয়ামতের | এবং | আল্লাহরই জন্যে | স্বত্বাধিকার | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর | এবং

اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١٨٠ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ

আল্লাহ | সে সম্পর্কে যা | তোমরা কাজ করছ | খুবই অবহিত | নিশ্চয় | শুনেছেন | আল্লাহ

قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ

(তাদের) কথা | যারা | বলেছিল | নিশ্চয় | আল্লাহ | দরিদ্র | আর | আমরা | ধনী

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ

আমরা লিখে রাখবো | যা | তারা বলেছিল | ও | তাদের হত্যা করা | নবীদেরকে | অন্যায়ভাবে

وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝١٨١ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

এবং | আমরা বলব | তোমরা স্বাদ নাও | শাস্তির | দহনের | এটা | একারণে যা | আগে পাঠিয়েছে

اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٨٢

তোমাদের হাত (অর্থাৎ কৃতকর্ম) | এবং | নিশ্চয় | আল্লাহ | নন | জুলমকারী | বান্দাদের উপর

না,............ এটা তাদের পক্ষে খুবই খারাপ জিনিস। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করছে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় রশি হয়ে দাঁড়াবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার খোদারই জন্যে; আর তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।

রুকূঃ১৯

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে, আল্লাহ দরিদ্র, কিন্তু আমরা ধনী[৩৬]। তাদের এ কথাও আমরা লিখে রাখব, আর ইতিপূর্বে তারা পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে যে হত্যা করত তাও তাদের আমলনামায় রক্ষিত হবে। (যখন চূড়ান্ত ফয়সালার সময় উপস্থিত হবে তখন) আমরা তাদের বলবঃ নাও, এখন জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ কর।

১৮২. এটা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জিত। খোদা তাঁর বান্দাদের পক্ষে কখনো যালেম নন।

---

৩৬. ইহুদীদের কথা। কুরআন মজিদে যখন এই আয়াত নাযিল হলো যে "আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে কে প্রস্তুত আছো?" তখন ইহুদীরা এ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে বলতে লাগলো- "জি হাঁ, আল্লাহ মিয়াতো নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাই তিনি এখন তাঁর বান্দাহদের কাছ থেকে কর্জ চাওয়া শুরু করেছেন"।

اَلَّذِيْنَ	قَالُوْٓا	اِنَّ	اللّٰهَ	عَهِدَ	اِلَيْنَآ	اَلَّا	نُؤْمِنَ
যারা	বলে	নিশ্চয়	আল্লাহ	নির্দেশ দিয়েছেন	আমাদের প্রতি	যে না	আমরা ঈমান আনব

لِرَسُوْلٍ	حَتّٰى	يَاْتِيَنَا	بِقُرْبَانٍ	تَاْكُلُهُ	النَّارُ ؕ	قُلْ
কোন রাসূলের উপর	যতক্ষণ না	আমাদের কাছে নিয়ে আসবে	এক কুরবানী	তা খেয়ে ফেলবে	(অদৃশ্যের) আগুনে	বল

قَدْ	جَآءَكُمْ	رُسُلٌ	مِّنْ قَبْلِىْ	بِالْبَيِّنٰتِ	وَ	بِالَّذِىْ
নিশ্চয়	তোমাদের কাছে এসেছে	অনেক রসূল	আমার পূর্বে	উজ্জ্বল নিদর্শন সহকারে	এবং	ঐ বিষয়ে যা

قُلْتُمْ	فَلِمَ	قَتَلْتُمُوْ	هُمْ	اِنْ	كُنْتُمْ	صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾
তোমরা বলেছ	তবে কেন	তোমরা হত্যা করেছ	তাদেরকে	যদি	তোমরা হও	সত্যবাদী

فَاِنْ	كَذَّبُوْكَ	فَقَدْ	كُذِّبَ	رُسُلٌ	مِّنْ قَبْلِكَ	جَآءُوْ
যদি তবুও	তোমাকে তারা অস্বীকার করে	তবে (নতুন কিছু নয়)	অস্বীকার করেছে	রসূলদেরকে	তোমার পূর্বেও	তারা এসেছিল

بِالْبَيِّنٰتِ	وَ	الزُّبُرِ	وَ	الْكِتٰبِ	الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾	كُلُّ	نَفْسٍ
সুস্পষ্ট নির্দশনসহ	ও	(অনেক) সহীফা	ও	কিতাব	আলোকদানকারী (সাথে নিয়ে)	প্রত্যেক	ব্যক্তিই

ذَآئِقَةُ	الْمَوْتِ ؕ	وَ	اِنَّمَا	تُوَفَّوْنَ	اُجُوْرَكُمْ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ ؕ
স্বাদ গ্রহণকারী (হবে)	মৃত্যুর	এবং	প্রকৃতপক্ষে	তোমাদের পূর্ণ দেয়া হবে	তোমাদের পুরস্কার সমূহ	দিনে	কিয়ামতের

১৮৩. যারা বলে, "আল্লাহ আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা কাউকে রসূল বলে মেনে নেব না, যতক্ষণ না সে আমাদের সামনে এমন এক কোরবাণী পেশ করবে যা আগুন (অদৃশ্য হতে এসে) খেয়ে ফেলবে", তাদের বলঃ তোমাদের নিকট পূর্বে আমার অনেক রসূলই এসেছে, তারা বহু উজ্জ্বল নিদর্শনও এনেছিল, এবং তোমরা যে নিদর্শনের উল্লেখ করছ তাও তারা এনেছিল, এতদসত্ত্বেও (ঈমান আনার জন্যে এ শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হতে তবে সেই রসূলদের তোমরা কেন হত্যা করলে?

১৮৪. এখন হে মোহাম্মদ, এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে অমান্য করা হয়েছে যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন, সহিফা ও আলোকদানকারী কিতাব-সমূহ নিয়ে এসেছিল।

১৮৫. অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে। এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবে কিয়ামতের দিন পাবে।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ

অতঃপর যাকে | রক্ষা করা হবে | থেকে | আগুন | এবং | প্রবেশ করানো হবে | জান্নাতে | তবে নিশ্চয় | সে সফল হবে

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۱۸۵﴾ لَتُبْلَوُنَّ

এবং | নয় | জীবন | দুনিয়ার | এ ছাড়া | সামগ্রী | ধোঁকার | তোমাদের অবশ্যাই পরীক্ষা করা হবে

فِیْۤ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۫ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِیْنَ

মধ্যে | তোমাদের সম্পদ সমূহের | ও | তোমাদের জান সমূহে | এবং | তোমরা অবশ্যাই শুনবে | তাদের থেকে | যাদের

اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْۤا

দেওয়া হয়েছে | কিতাব | তোমাদের পূর্বে | এবং | হতে ও | (তাদের) যারা | শিরক করেছে

اَذًى كَثِیْرًا ؕ وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ

কষ্টদায়ক (কথা) | অনেক | এবং | যদি | তোমরা সবর কর | ও | তোমরাতাকওয়া অবলম্বন কর | তবে নিশ্চয় | এটা

مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾ وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ

অন্যতম | দৃঢ় সংকল্পের | ব্যাপার | এবং | (স্মরণ কর) যখন | নিয়েছিলেন | আল্লাহ | প্রতিশ্রুতি

الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَیِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا

(তাদের থেকে) যাদেরকে | দেওয়া হয়েছিল | কিতাব | তা অবশ্যাই তোমরা প্রচার করবে | লোকদের জন্যে | এবং | না

تَكْتُمُوْنَهٗ ز

তা তোমরা গোপন করবে

সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। তারপর এই দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস।

১৮৬. মুসলমানেরা! তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক দিয়েই পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলি-কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হতে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এসব অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করে ও খোদার ভয় রক্ষা করে চলতে পার তবে নিশ্চয় এটা অত্যন্ত উচুঁদরের সাহসিকতার ব্যাপার।

১৮৭. এসব আহলি-কিতাবদেরকে সে ওয়াদাও স্মরণ করিয়ে দাও যা আল্লাহ তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন। তা এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা ও ভাবধারা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে, তা গোপন করে রাখতে পারবে না।

فَنَبَذُوْهُ	وَرَآءَ	ظُهُوْرِهِمْ	وَ	اشْتَرَوْا بِهٖ	ثَمَنًا
তা অতঃপর তারা ফেলেদিল	পিছনে	তাদের পিঠের (অর্থাৎ অগ্রাহ্য করল)	এবং	তা দিয়ে তারা ক্রয় করল	মূল্যের (জিনিষ)

قَلِيْلًا ط	فَبِئْسَ	مَا	يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾	لَا	تَحْسَبَنَّ
অতিঅল্প	অতএব কত নিকৃষ্ট	যা	তারা ক্রয় করে	না	তারা(যেন) মনে করে

الَّذِيْنَ	يَفْرَحُوْنَ	بِمَآ	اَتَوْا	وَّ	يُحِبُّوْنَ	اَنْ	يُّحْمَدُوْا
যারা	আনন্দ করে	ঐ বিষয়ে যা	তারা করেছে	ও	তারা পছন্দ করে	যে	তাদের প্রশংসা করা হোক

بِمَا	لَمْ يَفْعَلُوْا	فَلَا	تَحْسَبَنَّهُمْ	بِمَفَازَةٍ	مِّنَ	الْعَذَابِ
ঐবিষয়েও যা	তারা করেও নাই	অতএব না	তাদের মনে করবে	নিরাপদ স্থানে	হতে	আযাব

وَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾	وَ	لِلّٰهِ	مُلْكُ	السَّمٰوٰتِ	وَ
এবং	তাদের জন্যে রয়েছে	শাস্তি	কষ্টদায়ক	এবং	আল্লাহর জন্যে	রাজত্ব	আকাশ মণ্ডলীর	ও

الْاَرْضِ ط	وَ	اللّٰهُ	عَلٰى	كُلِّ	شَيْءٍ	قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾	اِنَّ	فِيْ
পৃথিবীর	এবং	আল্লাহ	উপর	সব	কিছুর	ক্ষমতাবান	নিশ্চয়	মধ্যে রয়েছে

١٧ ع ٩ ١٠

خَلْقِ	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْاَرْضِ	وَ	اخْتِلَافِ	الَّيْلِ	وَ	النَّهَارِ
সৃষ্টির	আকাশ সমূহের	ও	পৃথিবীর	ও	আবর্তনে	রাতের	ও	দিনের

لَاٰيٰتٍ	لِّاُولِي	الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
অবশ্যই নিদর্শন সমূহ	জন্যে	বুদ্ধিমানদের

কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করেছে, ইহা (তারা যা করছে তা) কতই না খারাপ কাজ।

১৮৮. তোমরা এসব লোককে আযাব হতে সুরক্ষিত মনে করো না যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত এবং এসব কাজের জন্যে তারা প্রশংসা লাভ করতে চায় যা মূলতঃ তাদের কৃত নয়। প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তি তৈরী রয়েছে।

১৮৯. যমীন ও আসমানের মালিক আল্লাহ এবং তার শক্তিই সর্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী।

রুকূঃ২০

১৯০. আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সে সব বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে;

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

যারা | স্মরণ করে | আল্লাহকে | দাঁড়িয়ে | ও | বসে | এবং | উপর | তাদের পার্শ্ব সমূহের (শুয়ে)

وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا

আর | তারা চিন্তা গবেষণা করে | বিষয়ে | সৃষ্টির | আকাশ মন্ডলীর | ও | পৃথিবীর | (তারা বলে) হে আমাদের রব | না

خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٩١

তুমি সৃষ্টি করেছ | এটা | অর্থহীন | তুমিই পবিত্র | অতঃপর আমাদেরকে বাঁচাও | শাস্তি(হতে) | আগুনের

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَ مَا

হে আমাদের রব | নিশ্চয় তুমি | যাকে | প্রবেশ করাও | আগুনে | তাহলে নিশ্চয় | তাকে তুমি অপমান করলে | এবং | নাই

لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝١٩٢ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

যালেমদের জন্যে | কোন | সাহায্যকারী | হে আমাদের রব | নিশ্চয় আমরা | আমরা শুনেছি | এক আহ্বানকারীকে

يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ

আহ্বান করতে | ঈমানের দিকে | (এবলে) যে | তোমরা ঈমান আন | তোমাদের রবের উপর | আমরা ফলে ঈমান এনেছি

১৯১. যারা উঠতে, বসতে, শুতে– সকল অবস্থায়ই খোদাকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে) খোদা এ সবকিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন, সৃষ্টি করনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা হতে পবিত্র। অতএব হে খোদা, দোযখের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও।

১৯২. তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছ তাকে বাস্তবিকই বড় অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করেছ। তাছাড়া এসব যালেমদের সাহায্যকারীও কেউ হবে না।

১৯৩. খোদা! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পেয়েছি যে ঈমানের জন্যে আহ্বান জানাতেছিল (এবং বলতেছিল)যে, তোমরা তোমাদের খোদাতা'আলাকে মেনে নাও। আমরা তার দাওয়াত কবুল করেছি,

رَبَّنَا	فَاغْفِرْ	لَنَا	ذُنُوْبَنَا	وَ	كَفِّرْ	عَنَّا	سَيِّاٰتِنَا	وَ
হে আমাদের রব	মাফকর	আমাদের জন্যে	আমাদেরঅপরাধ গুলোকে	ও	দূরকর	আমাদের থেকে	আমাদের দোষক্রটি	এবং

تَوَفَّنَا	مَعَ	الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾	رَبَّنَا	وَ	اٰتِنَا	مَا	وَعَدْتَّنَا	عَلٰى
আমাদের মৃত্যু দাও	সাথে	নেকলোকদের	হে আমাদের রব	এবং	আমাদেরকে দাও	যা	আমাদেরকেতুমি ওয়াদা করেছ	নিকট

رُسُلِكَ	وَ	لَا	تُخْزِنَا	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ ط	اِنَّكَ	لَا	تُخْلِفُ	الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾
তোমার রসূলদের	এবং	না	আমাদেরকে অপমান করো	দিনে	কিয়ামতের	নিশ্চয় তুমি	না	খেলাফ কর	ওয়াদার

فَ	اسْتَجَابَ	لَهُمْ	رَبُّهُمْ	اَنِّيْ	لَآ	اُضِيْعُ	عَمَلَ
তাই	সাড়াদিলেন	তাদেরকে	তাদের রব	(এবলে) যে আমি	না	নষ্ট করব	কাজ

عَامِلٍ	مِّنْكُمْ	مِّنْ	ذَكَرٍ	اَوْ	اُنْثٰى ج	بَعْضُكُمْ	مِّنْ
কোন আমল কারীর	তোমাদের মধ্যকার	মধ্যহতে	পুরুষ (লোকদের)	অথবা	স্ত্রী (লোকদের)	তোমাদের একে	হতে

بَعْضٍ ج
অন্যের (অর্থাৎ সমশ্রেণী ভূক্ত)

অতএব হে আমাদের পরোয়ারদিগার! যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা কর, আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সংগে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন কর।

১৯৪. খোদা! তুমি তোমার রসূলদের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জার সম্মুখীন করো না। নিঃসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাপকারী নও।

১৯৫. উত্তরে তাদের খোদা বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো কাজকে বিনষ্ট করে দিব না, পুরুষ হোক কি স্ত্রী-তোমরা সকলেই সমজাতের লোক।

فَالَّذِيْنَ	هَاجَرُوْا	وَ	اُخْرِجُوْا	مِنْ	دِيَارِ	هِمْ
যারা কাজেই	হিজরত করেছে	ও	বহিষ্কৃত হয়েছে	হতে	ঘরবাড়ী	তাদের

وَ	اُوْذُوْا	فِيْ	سَبِيْلِيْ	وَ	قٰتَلُوْا	وَ	قُتِلُوْا	لَاُكَفِّرَنَّ
এবং	নির্যাতিত হয়েছে		আমার পথে	এবং	তারা যুদ্ধ করেছে	ও	নিহত হয়েছে	আমি অবশ্যই দূর করে দেবই

عَنْهُمْ	سَيِّاٰتِهِمْ	وَ	لَاُدْخِلَنَّهُمْ	جَنّٰتٍ	تَجْرِيْ	مِنْ
তাদের থেকে	তাদের দোষত্রুটি	এবং	তাদেরকে অবশ্যই আমি প্রবেশ করাবই	জান্নাতে	প্রবাহিত হয়	

تَحْتِهَا	الْاَنْهٰرُ	ثَوَابًا	مِّنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ ؕ وَ	اللّٰهُ	عِنْدَهٗ
তার পাদদেশে	ঝর্ণাধারা	প্রতিফল	থেকে	নিকট	আল্লাহর এবং	আল্লাহ (এমন যে)	তাঁরইকাছে (আছে)

حُسْنُ	الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾	لَا	يَغُرَّنَّكَ	تَقَلُّبُ	الَّذِيْنَ
উত্তম	প্রতিফল	না (যেন)	তোমাকে ধোকা দেয়	(দম্ভপূর্ণ) চলাফেরা	(তাদের) যারা

كَفَرُوْا	فِي	الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾	مَتَاعٌ	قَلِيْلٌ قف	ثُمَّ	مَاْوٰىهُمْ
কুফরী করেছে		দেশে দেশে	(এটা) ভোগবিলাস ও স্ফূর্তি	অতি সামান্য	এরপর	তাদের ঠিকানা (হবে)

جَهَنَّمُ ؕ	وَ	بِئْسَ	الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾
জাহান্নাম	এবং	অতিনিকৃষ্ট	বিশ্রামস্থল

কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্যে নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্যে লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নীচহতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। খোদার নিকট ইহাই তাদের প্রতিফল; আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র খোদার নিকটই পাওয়া যেতে পারে।

১৯৬. হে নবী, দুনিয়ার রাজ্য সমূহে খোদার নাফরমান লোকদের দম্ভপূর্ণ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে।

১৯৭. এটা কয়েকদিনের জীবনের স্বল্প আনন্দ মাত্র, অতঃপর এরা সকলে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে, আর তা হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থল।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

কিন্তু | যারা | ভয়করে | তাদের রবকে | তাদের জন্যে (রয়েছে) | জান্নাতসমূহ | প্রবাহিত হবে | তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ

ঝর্ণাধারা সমূহ | তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | মেহমানদারী (পাবে) | হতে | নিকট | আল্লাহর | এবং | যা কিছু | কাছে (রয়েছে) | আল্লাহর

خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

(তাই) উত্তম | নেক লোকদের জন্যে | এবং | নিশ্চয় | মধ্যে | আহলি | কিতাবদের (এমনও আছে) | অবশ্যই যে | ঈমান আনে | আল্লাহর উপর

وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ

এবং | যা | নাযিল হয়েছে | তোমাদের প্রতি | এবং | যা | নাযিল হয়েছে | তাদের প্রতি | বিনয়ী হয়ে | আল্লাহর জন্যে

لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

না | তারা ক্রয়করে | আয়াতের বিনিময়ে | আল্লাহর | মূল্যের (জিনিষ) | সামান্য | ঐসব লোক | তাদের জন্যে (রয়েছে)

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

তাদের প্রতিফল | কাছে | তাদের রবের | নিশ্চয় | আল্লাহ | ত্বরিত | হিসাবে

১৯৮. পক্ষান্তরে যারা খোদাকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্যে এমন বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। খোদার নিকট হতে মেহমানদারীর এটাই সরঞ্জাম তাদেরই জন্যে, আর খোদার নিকট যা কিছু আছে নেক লোকদের পক্ষে তাই উত্তম জিনিস।

১৯৯. আহলি-কিতাবদের মধ্যেও কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং এর পূর্বে স্বয়ং তাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল তার প্রতিও তারা বিশ্বাস রাখে; তারা খোদার প্রতি নিষ্ঠাবান, অবনত এবং খোদার আয়াতকে সামান্য-নগন্য মূল্যে বিক্রিকরে দেয় না; তাদের প্রতিফল তাদের খোদার নিকট মওজুদ রয়েছে, আর আল্লাহ হিসাব সম্পূর্ণ করতে দেরী করেন না।

২০০. হে ঈমানদারেরা, ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, সত্যের খেদমতের জন্যে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং খোদাকে ভয় করতে থাক; আশা আছে যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

معانی الفاظ
القرآن المجید
المجلد الاول
عربی - بنغالی
المترجم
مطیع الرحمٰن خان

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
২য় খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মাখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত্ তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহম্মাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহ্‌সীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran, (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরো বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যেসব ক্ষেত্রে দু'টি আরবী শব্দ মিলে একটি বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দু'টোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে; এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান- এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউল আউয়াল-১৪২১ হিঃ
আগস্ট- ২০০০
শ্রাবন-১৪০৭

সূচীপত্র

	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা নম্বর
৪।	সূরা আন্-নিসা	৪/৫/৬	৫
৫।	সূরা আল-মায়েদা	৬/৭	১০৩
৬।	সূরা আল-আন'আম	৭/৮	১৭৯

সূরা আন্-নিসা

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও বিষয়-বস্তু আলোচনা

এই সূরাটি বিভিন্ন ভাষণের সমন্বয়। এটা সম্ভবতঃ তৃতীয় হিজরী সনের শেষ ভাগ হতে শুরু করে ৪র্থ হিজরীর শেষ কিংবা ৫ম হিজরীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন স্থান হতে কোন স্থান পর্যন্তকার আয়াত এক একটি ভাষণের প্রসংগে নাযিল হয়েছে এবং ঠিক কোন সময়ে তা নাযিল হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু কোন কোন আদেশ ও ঘটনা সম্পর্কে এমন কিছু ইশারা পাওয়া যায় যার অবতীর্ণ হবার সময় ও তারিখ আমরা অন্যান্য বর্ণনার সাহায্যে জানতে পারি। এ জন্যে এর সাহায্যে এই সূরার বিভিন্ন ভাষণের যাতে এই সব আদেশ ও ঘটনার দিকে ইংগিত উল্লেখ হয়েছে– বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মীরাস বন্টন ও ইয়াতীমদের হক সম্পর্কীয় বিধান ওহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে কেননা এই যুদ্ধেই মুসলমানদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়েছিল। মদীনার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র উপ-শহরে এই দুর্ঘটনার কারণে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে ঐ সম্পর্কে এবং যেসব ইয়াতীম শিশু তারা রেখে গিয়েছেন তাদের অধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে এই প্রশ্ন বহু পরিবারের সম্মুখেই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। আমরা ধারণা করতে পারি যে, সূরার প্রাথমিক চারটি রুকু ও পঞ্চম রুকুর প্রথমোক্ত তিনটি আয়াত সম্ভবতঃ এই সময় নাযিল হয়েছিল।

হাদীসের বর্ণনাসমূহে ভয় কালীন নামায (যুদ্ধকালীন নামায) পড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় 'জা-তুর-রিকা' যুদ্ধ প্রসংগে। এই যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্যে মনে করা যেতে পারে যে, সূরার যে ভাষণাংশে ভয় কালীন নামায পড়ার রীতি-নীতির বিবরণ রয়েছে (১৫ রুকু) তা উল্লেখিত সময়ের কোন এক মুহূর্তে নাযিল হয়েছিল।

মদীনা হতে বনী-নজীর গোত্রের বহিষ্কার ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। কাজেই এই সূরার যে অংশে ইয়াহুদীদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল এই বলে যে, "ঈমান আন" –অন্যথায় মুখ-মন্ডল বিকৃত করে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে" সেই অংশ তার পূর্বে কোন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

পানি না পেলে' তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরী সনে। কাজেই যে অংশে তায়াম্মুমের উল্লেখ রয়েছে তা এরই নিকটবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে মনে করতে হবে। (৭ম রুকু)

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও বিষয়-বস্তু

এরূপ আলোচনা হতে সমগ্র সূরাটি অবতরণ কাল মোটামুটি জেনে নেয়ার পর সে সময়কার ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক। এই আলোচনা হতে সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে বিশেষ সাহায্যে হবে।

এ সময় নবী করীমের (সঃ) সামনে যে বিরাট কাজ ছিল তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হিজরতের পর মুহূর্তেই মদীনার ও তার আশে-পাশে যে নতুন সুসংবদ্ধ সমাজ গঠনের সূচনা হয়েছিল তার ক্রমবিকাশ দান এবং জাহেলী যুগের পুরাতন রীতি-নীতি ও স্বভাব নির্মূল করে নৈতিক চরিত্র, তমদ্দুন, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন আদর্শ প্রচলন করাই ছিল সর্ব প্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয়, আরবের মুশরিক, ইয়াহূদী উপ-জাতি ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তি সমূহের সংগে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ছিল, পূর্ণ শক্তিতে তার মোকাবিলা করা।

আর তৃতীয় হচ্ছে, এই সব বিরোধী শক্তির হাজার বিরুদ্ধতাকেও পদদলিত করে ইসলামের আন্দোলনকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা, আরও অসংখ্য জনগণের মন ও মগজকে তার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত করে তোলা। এই সময় আল্লাহর নিকট হতে যতগুলি ভাষণ নাযিল হয়েছে তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইসলামী সমাজ গঠন সম্পর্কে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ-উপদেশ দান করা হয়েছিল বর্তমান পর্যায়ে এই সমাজের আরো অধিক আদেশ-উপদেশের প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই সূরা নিসার এই ভাষণসমূহে এ সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমানগণ তাদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবন ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী কিভাবে গঠন করবে তা এতে বিবৃত হয়েছে। পরিবার সংগঠনের নিয়ম পদ্ধতিও এতে বলে দেয়া হয়েছে, বিবাহ-শাদীর উপর নানা প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, সমাজ জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক-সম্বন্ধের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, ইয়াতীমদের 'হক' ঠিক করা হয়েছে, মীরাস বর্ন্টনের নিয়ম-ধারা ঠিক করা হয়েছে, অর্থনৈতিক জীবনকে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া হয়েছে, পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ ও মন কষা-কষির মীমাংসার পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, দন্ড-বিধি আইনের ভিত্তি স্থাপনও করা হয়েছে। মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, পবিত্রতা লাভের জন্য বিভিন্ন আইন জারী করা হয়েছে, আল্লাহ ও মানুষের সংগে একজন নেককার ব্যক্তির কী ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত তা মুসলমানদের বলে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জামাআতী সংগঠনের দৃঢ়তা ও সংহতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করা হয়েছে। আহলি-কিতাব লোকদের নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণের সমালোচনা করে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যেন তারা এই সব পূর্বগামীদের পদাংক অনুসরণ হতে বিরত থাকে। মুনাফিকদের আচার-আচরণের সমালোচনা করে প্রকৃত ও সত্যকার ঈমানদারীর পরিচয় কি হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ঈমান ও মুনাফেকীর তারতম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে।

সংস্কার-বিরোধী শক্তিসমূহের সংগে যে দ্বন্দ্ব ছিল ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর তা অধিকতর নাজুক হয়ে দেখা দেয়। ওহুদের পরাজয়ে চতুস্পার্শস্থ মুশরিক গোত্র, ইয়াহুদী প্রতিবেশী ও ঘরের মুনাফিকদের সাহস খুবই বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানগণ চতুর্দিক হতে কঠিন বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলা একদিকে অত্যন্ত তেজপূর্ণ ভাষণের সাহায্যে মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ কার্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন অপর দিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্যে তাদেরকে বিভিন্ন জরুরী উপদেশ দান করেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা সকল প্রকার বিভীষিকাপূর্ণ খবরা-খরব প্রচার করে চরম হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। আদেশ করা হয়েছিল যে, এই ধরণের প্রত্যেকটি খবরকেই সর্ব প্রথম দায়িত্বশীল লোক পর্যন্ত পৌছাতে হবে এবং তিনি যতক্ষণ কোন খবরের সত্যাসত্য যাচাই করে না নেবেন ততক্ষণ যেন কোন খবরই প্রচার না হয়।

এই মুসলমানদের বারবার বিভিন্ন প্রকার সামরিক মিশনে ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ যুদ্ধে গমন করতে হত এবং প্রায়শঃ এমন সব এলাকা অতিক্রম করতে হত যেখানে পানি পাওয়া যেত না। এজন্য তখন অনুমতি দেওয়া হল যে, পানি পাওয়া না গেলে গোশল ও অজু উভয়েরই পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যেতে পারে। উপরুন্ত এরূপ পরিস্থিতিতে নামায সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হল এবং বিপদ ঘনীভূত সময়ে-ভয়-কালীন নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হল। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যে সব মুসলমান কাফের-গোত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করছিল এবং অনেকে যুদ্ধের আওতায় পড়ে জীবন দান করতে বাধ্য হ'ত তাদের ব্যাপারটি মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। এ সম্পর্কে ইসলামী জামায়াতকে একদিকে বিস্তারিত উপদেশ দান করা হল, অপরদিকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ও কাফের পরিবেষ্টিত মুসলমানদেরকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল।

ইয়াহুদীদের মধ্যে বনী নজীর গোত্রের আচরণ বিশেষ ভাবে শত্রুতামূলক ছিল। তারা সম্পাদিত চুক্তি সমূহ প্রাকশ্যভাবে ভংগকরে ইসলামের দুশমনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছিল। অপর দিকে মদীনায় স্বয়ং নবী করীম(সঃ) এবং তার জামাআতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার কাজে ব্যস্ত হয়েছিল। তাদের এরূপ আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এর অব্যবহিত পর মদীনা হতে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন উপদলের কর্মনীতি বিভিন্ন ধরনের ছিল। ফলে কোন ধরনের মুনাফিকদের সংগে কোন ধরণের আচরণ করা উচিত তা ঠিক করা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়ায়। এজন্য এই সকল শ্রেণীর মুনাফিকদের আলাদা আলাদা উল্লেখ করে তাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিরপেক্ষ চুক্তি-সম্পন্ন গোত্র সমূহের সাথে মুসলমানদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তাও বিস্তারিত রূপে বলে দেয়া হয়েছে।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল মুসলমানদের চরিত্র নির্মল হওয়া। কেননা এই সাংঘাতিক ধরণের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে একমাত্র উন্নত ও নির্মল চরিত্রের সাহায্যেই জয়লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এজন্যে মুসলমানদের উন্নত ধরনের চরিত্র শিক্ষাদান করা হয় এবং তাদের সামাজ-জামা'আতে যে দুর্বলতাই দেখা গিয়েছে তারই উপর আপত্তি জানানো হয়েছে।

আদর্শ প্রচার ও আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানানোর দিকটিও এই সূরায় পরিত্যক্ত হয়নি। জাহেলী আদর্শ, সভ্যতা ও তমদ্দুনের বিপক্ষে ইসলাম যে ধরনের নৈতিক চরিত্র ও তমদ্দুনিক সংশোধনের দিকে গোটা দুনিয়াকে আহ্বান জানাচ্ছিল তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা ছাড়াও ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক এই তিন শ্রেণীর লোকদের ভ্রান্ত ধার্মিকতা ও ধর্মীয় ধারণা এবং ভুল চরিত্র ও ভ্রান্তিপূর্ণ কাজ-কর্মের সমালোচনা করে তাদেরকে এই সূরায় একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

رُكُوعَاتُهَا ٢٤ سُورَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ (٤) اٰيَاتُهَا ١٧٦

চব্বিশ তার রুকু (সংখ্যা) মাদানী আন-নিসা সূরা (৪) একশত ছিহাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ

হে মানবজাতি তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন থেকে

نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا

প্রাণ একটি (অর্থাৎ আদম (আঃ)) ও তিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জুড়ি (অর্থাৎ হাওয়া) ও ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দুজন থেকে

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ

পুরুষ লোক অনেক ও স্ত্রীলোক (অনেক) এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে সেই (সত্তার) তোমরা পরস্পরে (হক) দাবী কর

بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

যার (দোহাই)দিয়ে আর আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাক নিশ্চয় আল্লাহ আছেন তোমাদের উপর দৃষ্টিবান

وَ اٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ

এবং তোমরা (ফেরত) দাও য়াতীমদেরকে তাদের মাল সম্পদ সমূহ এবং না তোমরা বদল করো খারাব (মালকে)

بِالطَّيِّبِ ص

পরিবর্তে ভাল (মালের)

রুকু-১

১. হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি 'প্রাণ' হতে সৃষ্টি করেছেন, তা হতেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং এই উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজের নিজের হক দাবী কর। এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।

২. ইয়াতীমদের মাল-সম্পত্তি তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও, ভাল মাল খারাব মালের সাথে বদল করো না

وَ لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ط

এবং | না | তোমরা খেয়ো | তাদের মাল সমূহকে | সাথে (মিশিয়ে) | তোমাদের মালসমূহের

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ② وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

তা নিশ্চয়ই | হলো | গুনাহর (কাজ) | বড়ই | এবং | যদি | তোমরা ভয় কর | যে না | তোমরা সুবিচার করতে পারবে

فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى

প্রতি | য়াতীমদের | তোমরা বিয়েতবে কর | যা | পছন্দনীয় | তোমাদের জন্য | মধ্যহতে | (অন্য স্বাধীনা) নারীদের | দুই

وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ج فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

বা | তিন | বা | চারটা (পর্যন্ত) | কিন্তু যদি | তোমরা ভয় কর | না যে | তোমরা ইনসাফ করতে পারবে | একজনকে তবে (বিয়ে করবে)
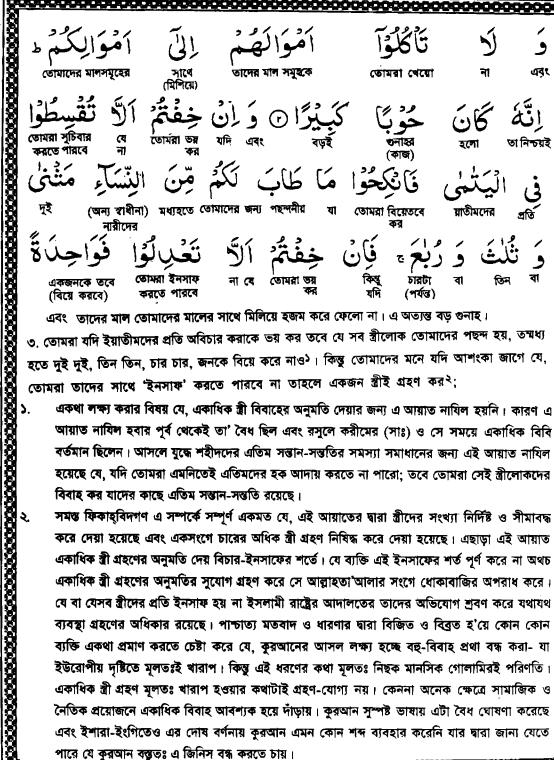
এবং তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে হজম করে ফেলো না। এ অত্যন্ত বড় গুনাহ।

৩. তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তন্মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন, চার চার, জনকে বিয়ে করে নাও[১]। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে 'ইনসাফ' করতে পারবে না তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ কর[২];

১. একথা লক্ষ্য করার বিষয় যে, একাধিক স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দেয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়নি। কারণ এ আয়াত নাযিল হবার পূর্ব থেকেই তা' বৈধ ছিল এবং রসূলে করীমের (সাঃ) ও সে সময়ে একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। আসলে যুদ্ধে শহীদদের এতিম সন্তান-সন্ততির সমস্যা সমাধানের জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি তোমরা এমনিতেই এতিমদের হক আদায় করতে না পারো; তবে তোমরা সেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর যাদের কাছে এতিম সন্তান-সন্ততি রয়েছে।

২. সমস্ত ফিকাহ্‌বিদগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, এই আয়াতের দ্বারা স্ত্রীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং একসংগে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই আয়াত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় বিচার-ইনসাফের শর্তে। যে ব্যক্তি এই ইনসাফের শর্ত পূর্ণ করে না অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে সে আল্লাহতা'আলার সংগে ধোকাবাজির অপরাধ করে। যে বা যেসব স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ হয় না ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। পাশ্চাত্য মতবাদ ও ধারণার দ্বারা বিজিত ও বিব্রত হ'য়ে কোন কোন ব্যক্তি একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, কুরআনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে বহু-বিবাহ প্রথা বন্ধ করা- যা ইউরোপীয় দৃষ্টিতে মূলতঃই খারাপ। কিন্তু এই ধরণের কথা মূলতঃ নিছক মানসিক গোলামিরই পরিণতি। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ মূলতঃ খারাপ হওয়ার কথাটাই গ্রহণ-যোগ্য নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এটা বৈধ ঘোষণা করেছে এবং ইশারা-ইংগিতেও এর দোষ বর্ণনায় কুরআন এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেনি যার দ্বারা জানা যেতে পারে যে কুরআন বস্তুতঃ এ জিনিস বন্ধ করতে চায়।

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ③ وَ

অথবা (বিয়েকর) | যা | মালিক হয়েছে | তোমাদের ডানহাত (অর্থাৎদাসী) | এটা | (সম্ভাবনার) নিকটবর্তী | যে না | তোমরা অবিচার করবে | এবং

آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ

তোমরা দাও | নারীদেরকে | তাদের মোহরগুলো | স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে | যদি অতঃপর | তারা ছেড়ে দেয় | তোমাদের জন্য

عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ④ وَلَا تُؤْتُوا

কোন কিছু | তা থেকে | নিজেই | তা তোমরা খাও তবে | স্বানন্দে | তৃপ্তিসহ | এবং | না | তোমরা দিও

السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

অবোধদেরকে | তোমাদের সম্পদগুলোকে | যা | বানিয়েছেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | (জীবিকা) প্রতিষ্ঠার(জন্যে)

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

এবং | তোমরা খাওয়াও তাদেরকে | তা থেকে | ও | তোমরা পরাও তাদেরকে | এবং | তোমরা বল | তাদেরকে | কথা

مَعْرُوفًا ⑤ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

উত্তম | এবং | তোমরা পরীক্ষা কর | ইয়াতীমদেরকে | পর্যন্ত | যতক্ষণ | তারা পৌঁছে | বিবাহ (বয়সে)

কিংবা সেই সব মেয়েলোকদেরকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নাও যারা তোমাদের মালিকানা ভুক্ত হয়েছে;[৩] অবিচার হতে বাঁচার জন্যে এই অধিকতর সঠিক কাজ।

৪. এবং স্ত্রীদের 'মোহরাণা' মনের সন্তোষের সাথে (ফরয মনে করে) আদায় কর। অবশ্য তারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশীতে 'মোহরানার' কোন অংশ মাফ করে দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে (গ্রহণ করতে) পার।

৫. এবং তোমাদের সেইসব ধন-সম্পদ যা আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্যে জীবনে প্রতিষ্ঠার উপকরণ স্বরূপ বানিয়েছেন তা অজ্ঞ লোকদের আয়ত্তে ছেড়ে দিওনা। অবশ্য তাদের খাওয়া ও পরার জন্যে ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও।

৬. এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাক, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে[৪]।

---

৩. এর অর্থ ক্রীতদাসী। অর্থাৎ যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছে এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময় না-হবার কারণে যাদেরকে হুকুমতের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ যখন তারা বয়সে সাবালক হতে চলেছে তখন লক্ষ্য করতে থাকো–তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কতটা বিকাশ লাভ করছে এবং তাদের নিজেদের কাজকর্ম নিজেদের দায়িত্বে চালাবার কতটা যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে।

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ج

অতঃপর যদি | তোমরা দেখ | তাদের মধ্যে | বিচারের জ্ঞান | তোমরা তখন অর্পণ কর | তাদের কাছে | তাদের ধন মাল

وَلَا تَأْكُلُوْهَآ إِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ

এবং | না | তা খেয়ো তোমরা | সীমালংঘন করে | ও | তাড়াতাড়ি করে | যে | তারা বড় হয়ে যাবে | আর | যে (পৃষ্ঠপোষক) | হবে

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ

অভাব মুক্ত | সে ক্ষেত্রে সে নিবৃত্ত থাকবে (তার মাল খাওয়া হতে) | আর | যে | হবে | অভাবী | সে খাবে সেক্ষেত্রে

بِالْمَعْرُوْفِ ط فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

ন্যায় সঙ্গতভাবে | যখন তবে | তোমরা সমর্পণ কর | তাদের কাছে | তাদের সম্পদ সমূহ

فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ لِلرِّجَالِ

তখন তোমরা সাক্ষী রাখ | তাদের উপর | এবং | যথেষ্ট | আল্লাহই | হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে | পুরুষদের জন্যে

نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ ص

অংশ | তাহতে যা | ছেড়ে গেছে (সম্পত্তি) | পিতা-মাতা | ও | আত্মীয়-স্বজনরা

অতঃপর তোমরা যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরই হাতে তুলে দাও। এই ভয়ে যে, তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নেবে –ইনসাফের সীমা লংঘন করে তাদের মাল জলদি জলদি খেয়ে ফেলোনা। ইয়াতীমের যে পৃষ্ঠপোষক সচ্ছল অবস্থার লোক হবে, সে যেন পরহেযগারী অবলম্বন করে, আর যে হবে গরীব সে যেন প্রচলিত সঠিক পন্থায় তা গ্রহণ করে[৫]। অতঃপর তাদের মাল-সম্পদ যখন তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তার সাক্ষী বানিয়ো। বস্তুতঃ হিসেব গ্রহণের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

৭. পুরুষদের জন্যে সেই মাল-সম্পদে অংশ রয়েছে যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে।

---

৫. অর্থাৎ নিজের খেদমতের বিনিময় স্বরূপ এতটুকু গ্রহণ করবে যা' সকল নিরপেক্ষ বিবেচক লোক যুক্তিসংগত মনে করবে। উপরন্তু যা সে গ্রহণ করবে তা গোপনে লুকিয়ে চোরের মত গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্য ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করবে ও তার হিসাব রাখবে।

وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ

এবং | নারীদের জন্যে | অংশ | তাহতে যা | ছেড়ে গেছে (সম্পত্তি) | পিতামাতা | ও | আত্মীয়স্বজন

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ وَ اِذَا

তা হতে যা | কম হ'ক | তাহতে | বা | বেশী হ'ক | অংশ | নির্ধারিত | এবং | যখন

حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ

উপস্থিত হয় | বন্টন (কালে) | দূর আত্মীয়-স্বজনরা | ও | য়াতীমরা | ও | দরিদ্ররা

فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

সেক্ষেত্রে | তাদের দান কর | তাহতে | এবং | তোমরা বল | তাদের | কথা | সদ্ভাবে

এবং স্ত্রীলোকদের জন্যেও সেই মাল-সম্পদে অংশ রয়েছে যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনগণ রেখে যায়, তা অল্প হোক আর বেশী হোক[৬]; এবং এই অংশ (আল্লাহর তরফ হতে) নির্ধারিত।

৮. আর মীরাস বন্টনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে তখন সে মাল হতে তাদেরকেও কিছু দান কর। এবং তাদের সংগে ভাল মানুষের ন্যায় কথা বল।

---

৬. এই আয়াতে সুস্পষ্টরূপে পাঁচটি কানুনী নির্দেশ দান করা হয়েছেঃ প্রথমতঃ উত্তরাধিকার শুধুমাত্র পুরুষের হক নয়। স্ত্রীলোকদেরও এর মধ্যে হক আছে। দ্বিতীয়তঃ মীরাস অবশ্যই বন্টন করতে হবে তা' পরিমাণে যতই কম হোক না কেন তৃতীয়তঃ, এই আয়াতে মৃতের পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পদকে বন্টনযোগ্য ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে- তা সে সম্পদ স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক, আবাদী হোক বা অনাবাদী হোক, পৈত্রিক হোক বা অপৈত্রিক হোক-বন্টনযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। চতুর্থতঃ এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মৃতের জীবিত কালে তার সম্পদ-সম্পত্তিতে কারো কোন উত্তরাধিকার হক উদ্ভূত হয় না। উত্তরাধিকারের হক মাত্র তখনই উৎপন্ন হয় যখন মৃতব্যক্তি কোন সম্পদ ত্যাগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পঞ্চমতঃ এই আয়াত থেকে এ নিয়মও পাওয়া যায় যে, নিকটতর আত্মীয়ের বর্তমানে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাস পাবে না। এ নিয়মের বিশদ বিবরণ পরে ১১ নং আয়াতের শেষাংশে ও ৩৩ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে।

وَلْيَخْشَ	الَّذِينَ	لَوْ تَرَكُوا	مِنْ خَلْفِهِمْ	ذُرِّيَّةً	ضِعٰفًا
এবং ভয় করুক	তারা	ছেড়ে যায় যদি	তাদের পিছনে	সন্তান	অসহায় অবস্থায়

خَافُوا	عَلَيْهِمْ	فَلْيَتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	لْيَقُولُوا	قَوْلًا	سَدِيدًا ⑨
তারা ভয় পায়	তাদের জন্যে	তারা অতএব ভয় করে যেন	আল্লাহকে	এবং	তারা যেন বলে	কথা	সঠিক

إِنَّ	الَّذِينَ	يَأْكُلُونَ	أَمْوَالَ	الْيَتٰمٰى	ظُلْمًا	إِنَّمَا
নিশ্চয়ই	যারা	খায়	মালসমূহ	য়াতীমদের	অন্যায়ভাবে	মূলতঃ

يَأْكُلُونَ	فِي	بُطُونِهِمْ	نَارًا	وَ	سَيَصْلَوْنَ	سَعِيرًا ⑩
তারা খায়	মধ্যে	তাদের পেটগুলোর	আগুন	এবং	জ্বলবে	আগুনে

يُوصِيكُمُ	اللّٰهُ	فِي	أَوْلَادِكُمْ	لِلذَّكَرِ	مِثْلُ	حَظِّ	الْأُنْثَيَيْنِ
তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন	আল্লাহ	সম্বন্ধে	তোমাদেরসন্তানদের	এক পুত্রের জন্য	বরাবর	অংশ	দুই কন্যার

৯. লোকদের এ কথা চিন্তা করে ভয় করা উচিত যে, তারা নিজেরা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া হতে চলে যায় তবে মৃত্যুর সময় তাদের নিজেদের সন্তানদের সম্পর্কে কত না আশংকা তাদেরকে কাতর করে ! অতএব আল্লাহকে ভয় করা ও সঠিক কথাবার্তা বলা তাদের কর্তব্য।

১০. যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে হরণ করে, তারা মূলতঃ আগুন দ্বারা নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

রুকু-২

১১. তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে এ বিধান দিচ্ছেনঃ পুরুষের অংশ দুজন মেয়েলোকের সমান হবে[৭],

৭. যেহেতু শরীয়ত পারিবারিক জীবনে পুরুষের উপর অধিকতর আর্থিক দায়িত্বভার অর্পণ করেছে এবং বহু আর্থিক দায়িত্ব থেকে স্ত্রীলোকদের মুক্ত রেখেছে সেজন্য বিচারের দাবী হচ্ছে- মীরাসে স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষলোকের অংশ অপেক্ষা কম নির্দ্ধারিত করা।

فَإِنْ	كُنَّ	نِسَاءً	فَوْقَ	اثْنَتَيْنِ	فَلَهُنَّ	ثُلُثَا
যদি অতএব	তারা হয়	কন্যা	উর্দ্ধে	দুইএর	তবে তাদের জন্য	দুই-তৃতীয়াংশ

مَا	تَرَكَ ۚ	وَ	إِنْ	كَانَتْ	وَاحِدَةً	فَلَهَا	النِّصْفُ ۚ ৮
যা	ছেড়ে গিয়েছে	এবং	যদি	হয়	একজন (কন্যা)	তবে তারজন্যে	অর্ধেক

وَ	لِأَبَوَيْهِ	لِكُلِّ وَاحِدٍ	مِنْهُمَا	السُّدُسُ	مِمَّا	تَرَكَ
এবং	তার মা বাপের জন্যে	প্রত্যেকের জন্যে	দুজনের মধ্য হতে	ষষ্ঠাংশ	তাহতে যা	ছেড়ে গেছে

إِنْ	كَانَ	لَهُ	وَلَدٌ ۚ	فَإِنْ	لَمْ	يَكُنْ	لَهُ	وَلَدٌ	وَّ	وَرِثَهُ
যদি	থাকে	তার জন্যে	ছেলে সন্তান	অতঃপর যদি	না	থাকে	তার জন্যে	ছেলে সন্তান	ও	তার উত্তরাধিকারী

أَبَوَاهُ	فَلِأُمِّهِ		الثُّلُثُ ۚ
তারমা-বাপ	তবে	তার মার জন্যে	এক তৃতীয়াংশ

(মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দু'জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে ত্যাক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেয়া হবে[৮], আর একজন কন্যা হলে সে ত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠ অংশ পাবে[৯]। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা-কে দেয়া হবে তিন ভাগের একভাগ[১০]।

৮. দুই কন্যার ক্ষেত্রেও এই একই নির্দেশ। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির কোন পুত্রসন্তান উত্তরাধিকারী না থাকে, তার শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই থাকে তবে কন্যাসন্তান সংখ্যায় দু'জন হোক বা দুই এর অধিক হোক, উভয় অবস্থাতেই তার সমগ্র পরিত্যাক্ত সম্পদের $\frac{২}{৩}$ অংশ উক্ত কন্যা-সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হবে; এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির যদি মাত্র একটি পুত্র সন্তান থাকে, তবে সর্ব সম্মত অভিমত হচ্ছে, অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে সে সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে; এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারী যদি বর্তমান থাকে তবে তাদের নির্দিষ্ট অংশ দানের পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি সেই পুত্র পাবে।

৯. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি থাকলে তার মাতা-পিতা প্রত্যেকেই ত্যাক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ ভাগ হকদার হবে। এক্ষেত্রে মৃতের উত্তরাধিকারী মাত্র কন্যা সন্তান বা পুত্র, বা পুত্র-কন্যা উভয়ই থাকুক কিংবা মাত্র এক পুত্র বা এক কন্যা থাকুক এসব অবস্থাতে একই বিধি। অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা পাবে।

১০. মাতা-পিতা ছাড়া যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তবে অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ পিতা পাবে। অন্যথায় $\frac{২}{৩}$ অংশে পিতা ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা শরীক হবে।

فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ
অতঃপর যদি | হয় | তার জন্যে | ভাইবোন | তারমার জন্যে তবে | এক ষষ্ঠাংশ

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ
পরে | অসীয়ত (পূর্ণকরার) | সে ওসীয়ত করেছে (যা) | এসম্পর্কে | বা | ঋণ (পরিশোধের)

اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ
তোমাদের মা বাপ | বা | তোমাদেরসন্তানসন্ততি | না | তোমরা জান | তাদের মধ্যে কে | নিকটতর | তোমাদের জন্যে

نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا
উপকারে | নির্দিষ্ট | পক্ষহতে | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | সর্বজ্ঞ

حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾
প্রজ্ঞাময়

আর মৃতের যদি ভাই-বোন থাকে তবে মা ষষ্ঠ ভাগের হকদার হবে[১১]। এসব অংশ বন্টন করে দেয়াহবে তখন যখন মৃতের অসীয়াত –যা সে মরার পূর্বে করেছে– পূর্ণ করা হবে, এবং তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে তা আদায় করা হবে[১২]। তোমরা জাননা তোমাদের মা-বাপ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী। এই সব অংশ আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিশ্চিত রূপেই সমস্ত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মংগলময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত।

---

১১. ভাই-ভগ্নির বর্তমানে মায়ের অংশ $\frac{১}{৩}$ এর স্থলে $\frac{১}{৬}$ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই ভাবে মায়ের অংশ থেকে যে $\frac{১}{৬}$ অংশ গ্রহণ করা হল তা বাপের অংশে দেয়া হবে, কেননা সে অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। একথা জানা দরকার যে মৃতের মাতা-পিতা জীবিত থাকলে তার ভাই-ভগ্নীদের কোন অংশ বর্তাবে না।

১২. যদিও অসীয়াতের উল্লেখ ঋণের উল্লেখের পূর্বে করা হয়েছে, কিন্তু উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে ঋণ অসীয়াত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। অর্থাৎ যদি মৃতের দায়িত্বে কোন ঋণ থাকে তবে সকলের আগে মৃতের ত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে, তারপর অসীয়াত পালন করা হবে; এর পরে উত্তরাধিকার বন্টন করা হবে।

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ

এবং | তোমাদের জন্যে | অর্ধেক | যা | ছেড়ে গিয়েছে | তোমাদের স্ত্রীগণ | যদি | না

يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ

থাকে | তাদের জন্যে | কোন সন্তান | অতঃপর যদি | থাকে | তাদের জন্যে | সন্তান | তবে | তোমাদের জন্যে

الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ

এক চতুর্থাংশ | তা হতে | তারা ছেড়েছে | পরে | অসীয়াত (পূর্ণ করার) | তারা অসীয়ত করেছে (যা) | এ সম্পর্কে

اَوْ دَيْنٍ ط وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ

অথবা | ঋণ পরিশোধের | এবং | তাদের জন্যে | এক চতুর্থাংশ | তাহতে যা | তোমরা ছেড়েছ | যদি | না | থাকে | তোমাদের জন্যে

وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا

কোন সন্তান | অতঃপর যদি | থাকে | তোমাদের জন্যে | কোন সন্তান | তাদের জন্যে তবে | এক অষ্টমাংশ | তাহতে যা

تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط

তোমরা ছেড়ে গিয়েছ | পরে | অসীয়তের (যা) | তোমরা অসীয়ত করেছ | সে সম্পর্কে | বা | ঋণ (পরিশোধের পরে)

১২. আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমরা পাবে– যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের কৃত অসীয়াত পূরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চুতর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আটভাগের একভাগ[১৩]। এও তখনই কার্যকরী হবে যখন তোমাদের অসীয়াত পূরণ করা হবে আর যে ঋন রেখে গেছ তা আদায় করা হবে।

১৩. অর্থাৎ এক স্ত্রী হোক বা একাধিক স্ত্রী হোক, সন্তান-সন্ততি থাকলে স্ত্রী বা স্ত্রীরা $\frac{১}{৮}$ অংশ, ও সন্তান সন্ততি না থাকলে $\frac{১}{৪}$ অংশের হকদার হবে। এবং এই $\frac{১}{৪}$ অংশ বা $\frac{১}{৮}$ ভাগ সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত হবে।

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ

এবং যদি হয় কোন পুরুষ (যার) মিরাশ বন্টন করা হবে পিতামাতা ও সন্তানহীন অথবা মহিলা (পিতা-মাতাও সন্তানহীন) এবং তার থাকে এক ভাই (বৈপিত্রেয়)

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟

অথবা একবোন (বৈপিত্রেয়) তবে প্রত্যেকের জন্যে তাদের দুজনের (মধ্যকার) এক ষষ্ঠাংশ (পাবে) যদি অতঃপর তারা হয়

أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ

অধিক থেকে এর তবে তারা (সমান হবে) অংশীদার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের পরে

وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً

অসীয়তের (যা) অসীয়ত করেছে তা সম্পর্কে অথবা ঋণ (পরিশোধের পরে) ব্যতীত (কাউকে) ক্ষতি করা এনির্দেশ

مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ

পক্ষহতে আল্লাহর এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ সহনশীল এইসব সীমাসমূহ আল্লাহর

সেই পুরুষ কিংবা স্ত্রী (যার মীরাস বন্টন করা হবে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক বোন যদি জীবিত থাকে তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দু'জনের অধিক হয় তবে সমস্ত ত্যাক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে তারা সকলেই শরীক হবে[১৪] , যখন অসীয়াত পূরণ করা হবে ও ঋণ যা মৃত ব্যক্তি অনাদায় রেখে গেছে– আদায় করা হবে; অবশ্য শর্ত এই যে, তা যেন ক্ষতিকর[১৫] না হয়। বস্তুতঃ এ আল্লাহতা''আলারই নির্দেশ এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও পরম ধৈর্যশীল।

১৩. এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা।

---

১৪. এ আয়াত সম্পর্কে সমস্ত তফসীরকার একমত যে, এখানে ভাই ও বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সংগে যাদের মাত্র মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্ক এবং পিতা তাদের ভিন্ন। কিন্তু আপন ভাই-বোন, ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন যারা বাপের দিক দিয়ে মৃতের সংগে সম্পর্ক যুক্ত এবং মা যাদের ভিন্ন তাদের সম্পর্কে বিধান এই সূরার শেষ আয়াতে দান করা হয়েছে।

১৫. অসীয়াত দ্বারা ক্ষতি সাধনের অর্থ এরূপ ভাবে অসীয়াত করা যাতে হকদার আত্মীয়েদের হক মারা যায়; এবং কার্যের ব্যাপারে ক্ষতি সাধন হচ্ছে- মাত্র হক দারদের বঞ্চিত করার জন্য নিজের উপর এরূপ ঋণের কথা বলা যা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করা হয়নি, বা এরূপ অন্যকোন অপকৌশল অবলম্বন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে হকদার উত্তরাধিকারীদের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা।

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

এবং / যে / আনুগত্য করবে / আল্লাহর / ও / তাঁর রসূলের / তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন / জান্নাতে / প্রবাহিত হয়

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾

তার পাদদেশে / ঝর্ণাধারা / তারা স্থায়ী হবে / তার মধ্যে / এবং / এটাই / সাফল্য / বিরাট

وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ

এবং / যে / অবাধ্য হবে / আল্লাহর / ও / তাঁর রসূলের / এবং / লংঘন করবে / সীমাসমূহের / তাঁর

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾

তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন / (জাহান্নামের) আগুনে / সে স্থায়ীহবে / তার মধ্যে / এবং / তার জন্যে (রয়েছে) / শাস্তি / অপমানকর

وَ الّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا

এবং / যে সব মহিলা / লিপ্ত হয় / ব্যভিচারে / মধ্যে হতে / তোমাদেরনারীদের / তবে / তোমরা সাক্ষী চাও

عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ

তাদের উপর / চার (জনের) / তোমাদের মধ্য থেকে / যদি অতঃপর / তারা সাক্ষী দেয় / তোমরা আবদ্ধকর তবে / তাদেরকে

فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ

মধ্যে / (তাদের) ঘরগুলোর / যতক্ষণনা / তাদের উঠিয়ে নেয় / মৃত্যু / অথবা / করেদেন / আল্লাহ

لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾

তাদের জন্যে / কোন পথ

যে লোক আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে আল্লাহ এমন বাগীচার মধ্যে দাখিল করাবেন যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এই বাগীচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে বিরাট সাফল্য।

১৪. পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহকে লংঘন করবে তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে সব সময় থাকবে, আর এ তার জন্যে অপমানকর শাস্তি বিশেষ।

রুকু-৩

১৫. তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারাই ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতে চারজন সাক্ষী গ্রহণ কর। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে তবে তাদেরকে (স্ত্রীলোক) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখ– যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্যে কোন পথ বের করে দেন।

وَ	الَّذٰنِ	يَاْتِيٰنِهَا	مِنْكُمْ	فَاٰذُوْهُمَا ج	فَاِنْ
এবং	যে দুজন	তাতে লিপ্ত হবে	তোমাদের মধ্যহতে	তাদের দু'জনকে অতঃপর শাস্তি দাও	অতঃপর যদি

تَابَا	وَ	اَصْلَحَا	فَاَعْرِضُوْا	عَنْهُمَا ط	اِنَّ	اللّٰهَ
দু'জনে তওবা করে	ও	দুজনে সংশোধন হয়	তোমরা তবে উপেক্ষা কর	তাদের দুজনকে (অর্থাৎ মাফ করে দাও)	নিশ্চয়ই	আল্লাহ

كَانَ	تَوَّابًا	رَّحِيْمًا ⑯	اِنَّمَا	التَّوْبَةُ	عَلَى	اللّٰهِ	لِلَّذِيْنَ
হলেন	বড়ই ক্ষমাশীল	মেহেরবান	মূলতঃ	তওবা	কাছে	আল্লাহর	(তাদের) জন্যে যারা

يَعْمَلُوْنَ	السُّوْٓءَ	بِجَهَالَةٍ	ثُمَّ	يَتُوْبُوْنَ	مِنْ قَرِيْبٍ
কাজ করে	মন্দ	অজ্ঞতার কারণে	এরপর	তারা তওবা করে	অবিলম্বে

فَاُولٰٓئِكَ	يَتُوْبُ	اللّٰهُ	عَلَيْهِمْ ط	وَ	كَانَ	اللّٰهُ
ঐসব লোকঅতঃপর	ক্ষমাশীল হন	আল্লাহ	তাদের উপর	এবং	হলেন	আল্লাহ

عَلِيْمًا	حَكِيْمًا ⑰	وَ	لَيْسَتِ	التَّوْبَةُ	لِلَّذِيْنَ	يَعْمَلُوْنَ
সর্বজ্ঞ	প্রজ্ঞাময়	এবং	নয়	তওবা	(তাদের) জন্যে যারা	কাজ করে

السَّيِّاٰتِ ج
পাপের

১৬. আর তোমাদের মধ্যে হতে যারা এই কায করবে সেই দুইজনকেই শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। কেননা আল্লাহ মহান তওবা গ্রহণকারী ও অনুগ্রহ দানকারী[১৬]।

১৭. জেনে রেখ, তাদেরই তওবা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবার অধিকার লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন অন্যায় কায করে বসে এবং তার পর অবিলম্বে তওবা করে নেয়। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান।

১৮. কিন্তু তাদের জন্যে তওবার কোন অবকাশ নেই যারা অব্যহতভাবে পাপকায করতেই থাকে।

---

১৬. এ হচ্ছে ব্যাভিচার সম্পর্কীয় প্রাথমিক নির্দেশ। পরে সূরা নূরের আয়াত নাযিল হয়। তাতে পুরুষও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান দেয়া হয়- প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত।

حَتّٰۤى إِذَا حَضَرَ أَحَدَ هُمُ الْمَوْتُ قَالَ

এমনকি | যখন | উপস্থিত হয় | কারও | তাদের | মৃত্যু | সেবলে

إِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَ لَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ ؕ

আমি নিশ্চয়ই | তওবা করছি | এখন | এবং | নয় | (তাদের জন্যেও) যারা | মারা যায় | তারা এঅবস্থায় যে | কাফের

أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٨﴾ يٰٓأَيُّهَا

ঐ সব লোক | আমরা তৈরী করেরেখেছি | তাদের জন্যে | আযাব | বড় যন্ত্রণাদায়ক | ওহে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ

যারা | ঈমান এনেছ | না | বৈধহবে | তোমাদের জন্যে | যে | তোমরা উত্তরাধিকারী হবে | স্ত্রীলোকদের

كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْ هُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ

জোরপূর্বক | এবং | না | তোমরা বাঁধা দিও (বিবাহ বন্ধন হতে) | তাদেরকে | তোমরা নেয়ার জন্যে | কিছু অংশ | যা

اٰتَيْتُمُوْ هُنَّ إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

তোমরা দিয়েছ | তাদেরকে. | কিন্তু | তারা লিপ্ত হলে | ব্যভিচারে | প্রকাশ্য (তা হতে বাধা দিও)

এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে যে, এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন তওবা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। এই সব লোকের জন্যে আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

১৯. হে ঈমানদারগণ, জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয়[১৭] এবং যে 'মোহরাণা' তোমরা তাদের দান করেছ তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে তার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্যে হালাল নয়। কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (তবে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে, [১৮])

---

১৭. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকজন তার বিধবাকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তি মনে করে তার ওলি ও উত্তরাধিকারী হয়ে না বসে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী হবে স্বাধীন। ইদ্দৎ পালনের পর সে যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যার সঙ্গে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে।

১৮. মাল হরণ করার জন্য নয় বরং তার বদ-চলনের শাস্তি দান স্বরূপ।

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ⑲ وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ⑳ وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَ قَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّ اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ㉑
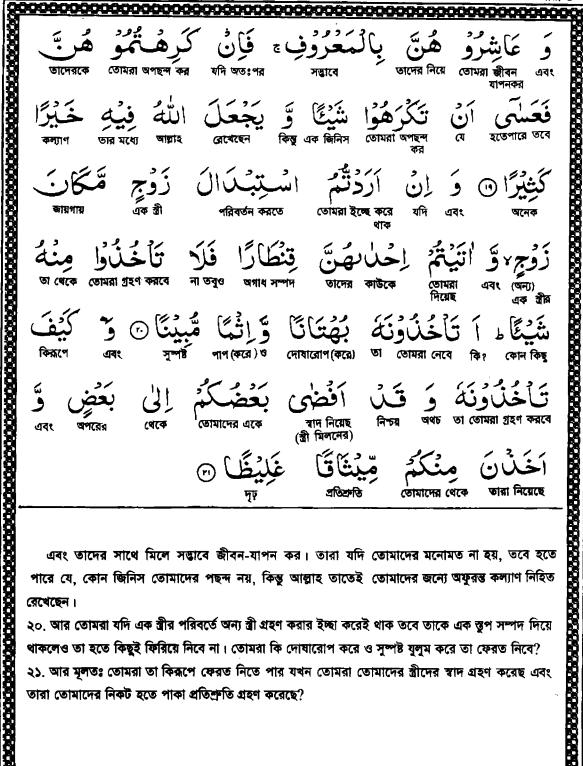
এবং তাদের সাথে মিলে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তারা যদি তোমাদের মনোমত না হয়, তবে হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ তাতেই তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেই থাক তবে তাকে এক স্তুপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা হতে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফেরত নিবে?

২১. আর মূলতঃ তোমরা তা কিরূপে ফেরত নিতে পার যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

وَ لَا تَنۡكِحُوۡا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا

এবং না তোমরা বিবাহ করো যাদের বিবাহ করেছে তোমাদেরপিতা (পিতামহ ইত্যাদি) মধ্য হতে স্ত্রীলোকদের কিন্তু যা

قَدۡ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقۡتًا ؕ وَ سَآءَ سَبِيۡلًا ﴿۲۲﴾

হয়েছে বিগত (সেটা ধর্তব্য নয়) তা নিশ্চয়ই হল অশ্লীল কাজ ও বড়ই অপছন্দীয় এবং নিকৃষ্ট আচরণ

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ اُمَّهٰتُكُمۡ وَ بَنٰتُكُمۡ وَ اَخَوٰتُكُمۡ وَ

নিষিদ্ধ করা হয়েছে(বিবাহ) তোমাদের উপর তোমাদের মাতা দেরকে ও তোমাদেরকন্যাদেরকে ও তোমাদের বোনদেরকে ও

عَمّٰتُكُمۡ وَ خٰلٰتُكُمۡ وَ بَنٰتُ الۡاَخِ وَ بَنٰتُ الۡاُخۡتِ

তোমাদের ফুফুদেরকে ও তোমাদের খালা দেরকে ও কন্যাদেরকে ভাই-এর ও কন্যাদেরকে বোনের

---

২২. আর যে সব স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতা বিয়ে করেছেন তোমরা তাদেরকে কখনই বিয়ে করবে না। অবশ্য পূর্বে যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা ধর্তব্য নয় [১৯]। মূলতঃ এ এক অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ, এ কোন মতেই পছন্দনীয় নয় এবং এ খুবই খারাপ পথ[২০]।

রুকু-৪

২৩. তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা[২১], তোমাদের মেয়ে[২২], ভগ্নী[২৩], ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী[২৪],

---

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, জাহেলিয়াতের যামানায় যে ব্যক্তি সৎ মায়ের সাথে বিয়ে করেছিল সে এ নির্দেশ আসার পরও তার সেই সৎ মাকে নিজের স্ত্রী রূপে রাখতে পারবে; বরং এর দ্বারা এখানে বোঝানো হচ্ছে; পূর্বে এই প্রকারের যেসব বিয়ে করা হয়েছিল তার থেকে উদ্ভূত সন্তানরা এ নির্দেশ আসার পরও হারামী বলে গন্য হবে না এবং নিজেদের পিতার সম্পত্তিতে তাদের উত্তাধিকারীর স্বত্ব লুপ্ত হবে না।

২০. ইসলামী আইনে এ কাজ ফৌজদারি অপরাধ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের উপযোগী।

২১. 'মা' বলতে 'আপন' ও 'সৎ' উভয় প্রকার মা'ই বোঝায়। কাজেই এই উভয় প্রকার মাকে বিয়ে করা হারাম। উপরন্তু এই নির্দেশের আওতার মধ্যে পিতার মা ও মাতার মাও অন্তর্ভুক্ত।

২২. পুত্রী সম্পর্কে এখানে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পৌত্রী ও নাতনীও অন্তর্ভুক্ত।

২৩. আপন সহোদরা বোন, বৈপিত্রিক বোন ও বৈমাতৃক বোন-সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে এই হুকুম প্রযোজ্য।

২৪. এই সব আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও 'আপন' ও 'সৎ'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

ও | তোমাদের (সেই সব) মাতাদেরকে | যারা | তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন | ও | বোনদের | দুধ পান করান (সম্পর্কিত)

وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ

ও মাতাদেরকে | তোমাদের স্ত্রীদের | ও | তোমাদের স্ব-পত্নীদের কন্যাদেরকে | যারা | মধ্যে | তোমাদের ঘরে (লালিতা-পালিতা)

مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا

পক্ষহতে | তোমাদের স্ত্রীদের | যাদের | তোমরা সহবাস করেছ | তাদের সাথে | যদি তবে | নাই | করে থাক

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ

তোমরা সহবাস | তাদের সাথে | নাই তবে | কোন দোষ (তাদের কন্যা) | তোমাদের উপর | এবং (নিষিদ্ধ) | স্ত্রীরা | তোমাদের ছেলেদের

الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ

যারা | হতে | তোমাদের ঔরস

এবং তোমাদের সেইসব মা যারা তোমাদের দুধ খাওয়ায়েছে। আর তোমাদের দুধবোন[২৫], তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে[২৬],- সে সব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যদি (কেবল বিয়ে হয়ে থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তা হলে (তাদের পরিবর্তে তাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে করায়) তোমাদের কোন দোষ হবেনা। আর তোমাদের ঔরসজাত[২৭] পুত্রদের স্ত্রীগণ

২৫. এ বিষয়েও উম্মতের মধ্যে ঐক্যমত আছে যে, কোন ছেলে বা কোন মেয়ে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে থাকলে সেই ছেলেমেয়ের জন্য সেই স্ত্রীলোক মায়ের মত ও তার স্বামী পিতার মত গণ্য হবে। এবং আপন মা ও বাপের সম্পর্কের দিক দিয়ে যে সব আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হারাম, দুধ-মা ও দুধ বাপের দিক দিয়েও তা হারাম হবে। দুধ-মার মাত্র সেই সন্তানটি যার সঙ্গে দুধপান করা হয়েছে হারাম নয় বরং দুধমার সকল সন্তান-সন্ততি আপন ভাই বোনের মত গণ্য হবে ও তাদের সন্তান-সন্ততি আপন ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নির মত।

২৬. এই ধরণের মেয়েদের বিবাহ করা হারাম হওয়া কেবল সৎ-পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। উম্মতের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রায় ঐক্যমত বর্তমান যে, সৎ কন্যা সৎ পিতার জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, তা সে সৎ কন্যা সৎ পিতার ঘরে লালিত পালিত হোক বা না হোক।

২৭. পুত্রের ন্যায় পৌত্র ও নাতির স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا

এবং | (এওনিষিদ্ধ) যে | তোমরাএকত্রিত করবে | মাঝে | দুই বোনের | কিন্তু | যা

قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

হয়েছে | অতীত (সেটা কর্তব্য নয়) | নিশ্চয় | আল্লাহ | হলেন | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ

এবং (বিবাহ নিষিদ্ধ) | (অন্যের) বিবাহাধীন নারীদেরকে | মধ্যহতে | স্ত্রীলোকদের | এব্যতীত | যা | মালিক হয়েছে | তোমাদের ডান হাত (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্দিনী)

كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ

নির্দেশ | আল্লাহর | তোমাদের উপর | এবং | হালাল করা হয়েছে | তোমাদের জন্য | যা (আছে নারী) | ব্যতীত | এসব

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ

(এশর্তে) যে | তোমরাচাইবে | তোমাদের ধনমাল দিয়ে | বিবাহবন্ধনেআবদ্ধ হবে (হিসেবে) | নয় | ব্যভিচারী হিসেবে

এবং একই সংগে দুই বোনকে বিয়ে করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে[২৮], কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে, তাতো হয়েই গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী[২৯]।

২৪. সে সব মেয়েলোকও তোমাদের প্রতি হারাম যারা অন্য কারো বিবাহাধীন রয়েছে; অবশ্য সে সব স্ত্রীলোক এর বাইরে যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে[৩০]। এ আল্লাহতা'আলারই প্রদত্ত আইন, যা মেনে চলা তোমাদের পক্ষে একান্তই কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আর যত মেয়েলোক রয়েছে তাদেরকে নিজেদের মাল-সম্পদের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে, যদি বিয়ের দূর্গে তাদেরকে সুরক্ষিত কর এবং স্বাধীন-মুক্ত যৌনস্পৃহা পুরণে উদ্যত না হও।

---

২৮. নবী করীমের (সঃ) নির্দেশ হচ্ছেঃ খালা, ভাগ্নী এবং ফুফি ও ভাইঝিকেও একই সঙ্গে বিবাহ করা হারাম। এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি বুঝে নেয়া প্রয়োজন– এমন দু'জন স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো, তাহলে অন্যের সংগে তার বিবাহ হারাম হতো।

২৯. অর্থাৎ এর জন্য শাস্তিদান করা হবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের থাকা অবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করে রেখেছে ইসলাম গ্রহণের পর তাকে একজনকে রেখে অন্যজনকে ত্যাগ করতে হবে।

৩০. অর্থাৎ যে সব স্ত্রী লোক যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসে, তাদের কাফের স্বামী 'দারুল হরাবে' অর্থাৎ কাফের শত্রুদের দেশে বর্তমান থাকলেও তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়। কেননা দারুল হারাব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে মধু তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর, তার বিনিময়ে তাদের মোহরাণা ফরয হিসাবে আদায় কর। অবশ্য মোহরাণার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পরিক রেযামন্দীর সাথে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই আল্লাহ সর্বজ্ঞ জ্ঞানী।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বংশীয় মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করতে পারে না সে যেন তোমাদের মালিকানা ভুক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্যে হতে এমন নারীকে বিয়ে করে যে মু'মিনা হবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা সব মূলতঃ একই গোত্রের লোক,

আরবি	অর্থ
فَانْكِحُوهُنَّ	তাদেরকে তোমরা অতএব বিবাহ কর
بِإِذْنِ	অনুমতি নিয়ে
أَهْلِهِنَّ	তাদের মালিকের
وَ	এবং
آتُوهُنَّ	তাদের তোমরা দাও
أُجُورَ	মোহরানা
هُنَّ	তাদের
بِالْمَعْرُوفِ	প্রচলিত পন্থায়
مُحْصَنَاتٍ	(ঐসব দাসীদেরকে যারা) সচ্চরিত্রা
غَيْرَ	নয়
مُسَافِحَاتٍ	ব্যভিচারিণী
وَ	এবং
لَا	না
مُتَّخِذَاتِ	গ্রহণকারিণী
أَخْدَانٍ	উপ-পতি
فَإِذَا	যখন অতঃপর
أُحْصِنَّ	বিবাহিতা হয়
فَإِنْ	যদি তখন
أَتَيْنَ	লিপ্ত হয়
بِفَاحِشَةٍ	ব্যভিচারে
فَعَلَيْهِنَّ	তাদের উপর তবে
نِصْفُ	অর্ধেক (শাস্তি)
مَا	যা (নির্ধারিত)
عَلَى	উপর
الْمُحْصَنَاتِ	স্বাধীনা নারীদের
مِنَ	
الْعَذَابِ ط	শাস্তি
ذَٰلِكَ	এটা
لِمَنْ	(ঐ ব্যক্তির)জন্যে যে
خَشِيَ	ভয় করে
الْعَنَتَ	ব্যভিচারের
مِنْكُمْ ط	তোমাদের মধ্যহতে
وَ أَنْ	যদি এবং
تَصْبِرُوا	তোমরা সবর কর
خَيْرٌ	উত্তম
لَكُمْ ط	তোমাদের জন্যে
وَ	এবং
اللَّهُ	আল্লাহ
غَفُورٌ	ক্ষমাশীল
رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾	মেহেরবান

অতএব তাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তাদের সাথে বিয়ে করে নাও এবং প্রচলিত পন্থায় 'মোহরাণা' আদায় কর, যেন তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকে এবং স্বাধীন মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা ভাবে যৌন লালসা নিবৃত্ত করায় লিপ্ত না হয় ও গোপনে চুরি করে প্রেম করে না বেড়ায়। তারা যখন বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হবে তার পর যদি তারা কোন প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা বংশীয় স্বাধীন মেয়েলোকদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক[৩১]। এই সুবিধা দান করা হয়েছে তোমাদের মধ্যের সে লোকদের জন্যে ,বিয়ে না করলে যাদের তাকওয়ার বাঁধন ভেঙে যাবার আশংকা হবে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তবে তা তোমাদের পক্ষে ভাল। আল্লাহ ক্ষমাকারী মেহেরবান।

৩১. এই রুকুতে 'মুহসানাত' (সুরক্ষিতা মেয়েরা) শব্দটি দুই ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম- বিবাহিত স্ত্রীলোক যারা স্বামীর সংরক্ষণ লাভ করেছে। দ্বিতীয় বংশীয়-মহিলা যারা পারিবারিক ও বংশীয় সংরক্ষণের মধ্যে আছে, যদিও তারা বিবাহিতা না হয়। ২৪নং আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দটি ক্রীতদাসীর বিপরীতার্থক রূপে অবিবাহিত বংশীয় স্ত্রী লোকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; আয়াতের বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে 'মুহসানাত' শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যখন তারা বিবাহবন্ধন সংরক্ষণের মধ্যে আনিত হবে, (কা-ইযা উহ্‌সিন্না) তখন তাদের 'যেনা'র অপরাধের জন্য, 'মুহসানাত' (অবিবাহিত বংশীয়) স্ত্রী লোকদের জন্য উক্ত অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দান করা হবে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ

চান | আল্লাহ | বর্ণনা করতে (বিশদ ভাবে) | তোমাদের জন্যে | ও | তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে | রীতিনীতি (নেক লোকদের) | যারা (ছিল)

مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ط وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾ وَ اللّٰهُ

তোমাদের পূর্বে | এবং | ক্ষমা করবেন | তোমাদেরকে | এবং | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময় | এবং | আল্লাহ

يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ قف وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

চান | যে | ক্ষমা করবেন | তোমাদেরকে | এবং | চায় | (তারা) যারা | অনুসরণ করে

الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

কুপ্রবৃত্তির | যে | তোমরা ঝুঁকে পড় (পথভ্রষ্টতার দিকে) | ঝুঁকা | ভীষণ ভাবে | চান | আল্লাহ

يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

হালকা করতে | তোমাদের থেকে (বোঝা) | আর | সৃষ্টি করা হয়েছে | মানুষকে | দুর্বলভাবে

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা খেয়ো | তোমাদের মাল-সম্পদ | তোমাদের মাঝে

بِالْبَاطِلِ

অন্যায়ভাবে

রুকূ-৫

২৬. আল্লাহ চান যে, তিনি তোমাদের সামনে সেই পন্থাসমূহ সুস্পষ্ট করে বিবৃত করবেন এবং সে পন্থা অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করবেন যা তোমাদের পূর্বগামী নেক ও আদর্শবান লোকেরা অনুসরণ করে চলত। আল্লাহ নিজের রহমতের সাথে তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করার ইচ্ছে রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

২৭. হ্যাঁ, আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের নফসের লালসার পায়রুবী করে তারা চায় যে, তোমরা সত্যের পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে যাবে।

২৮. আল্লাহ তোমাদের উপর বাধা-নিষেধের বোঝা হাল্কা করতে চান, কেননা মানুষকে অনেক দুর্বল পয়দা করা হয়েছে।

২৯. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করো না,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

তবে (অবশ্যই) | হবে | ব্যবসা | ভিত্তিতে | সন্তোষের | তোমাদের মধ্যকার

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

এবং | না | তোমরা হত্যা করো | তোমাদের নিজেদের কে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | তোমাদের উপর | মেহেরবান

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ

এবং | যে | করবে | এটা | বাড়াবাড়ি স্বরূপ | ও | যুলুম স্বরূপ | শীঘ্রই তা হলে | তাকে ঝলসাব আমরা

نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِن تَجْتَنِبُوا۟

আগুনে | এবং | হল | এটা | উপর | আল্লাহর | সহজ | যদি | তোমরা বেঁচে চল

كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم

বড় বড় গুনাহ (থেকে) | যা | তোমাদের নিষেধ করা হয় | তা থেকে | মোচন করব আমরা | তোমাদের থেকে | তোমাদের ছোট পাপগুলো | ও | তোমাদের আমরা প্রবেশ করাব

مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

প্রবেশ পথে | সম্মানজনক

লেন-দেন তো পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক[৩২]। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা[৩৩]। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

৩০. যে-ব্যক্তিই অন্যায় বাড়াবাড়ী ও যুলমের সাথে এ রূপ করবে, তাকে আমরা নিশ্চয়ই আগুনে নিক্ষেপ করব, আর আল্লাহর পক্ষে এ কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

৩১. তোমরা যদি সেই সব বড় বড় গুনাহের কাজ হতে বিরত থাক, যা হতে বিরত থাকার জন্যে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে, তবে তোমাদের ছোট ছোট দোষ-ক্রটি তোমাদের হিসাব হতে খারিজ করে দিব। এবং তোমাদেরকে সম্মানের স্থানে দাখেল করব।

৩২. বাতিল পন্থা অর্থাৎ সেই সমস্ত পন্থা যা সত্যের বিপরীত এবং শরীয়ত ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়ে অবৈধ। 'পারস্পরিক সন্তোষ' এর অর্থ স্বাধীন ভাবে জেনে ও বুঝে যে সম্মতি দান করা হয়। কোন চাপ, ধোকা ও প্রতারণার দ্বারা অর্জিত সন্তোষ বা 'সম্মতি' 'সন্তোষ' বা 'সম্মতি'ই নয়।

৩৩. এই বাক্যাংশ এর পূর্বের বাক্যাংশ্যের সম্পূরকও হতে পারে; আর এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পরে। যদি পূর্বের বাক্যের সম্পূরক হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে অর্থ হবে অপরের মাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করা, নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা। আর যদি এটাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্যাংশ রূপে গ্রহণ করা হয় তবে এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে, প্রথম একে অপরকে হত্যা করো না; আর দ্বিতীয় আত্মহত্যা করোনা।

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ

এবং | না | তোমরা লোভ করো | যা | শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন | আল্লাহ | তার

بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ

তোমাদের কাউকে | উপর | কারও | পুরুষদের জন্যে | অংশ (রয়েছে) | তা হতে যা | তারা অর্জন করে

وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَ سْـَٔلُوا اللّٰهَ

এবং | মহিলাদের জন্যে (রয়েছে) | অংশ | তা হতে যা | তারা অর্জন করে | এবং | চাও তোমরা | আল্লাহর (কাছে)

مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۳۲﴾

হতে | তাঁর অনুগ্রহ | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | সব সম্বন্ধে | কিছুর | খুব অবহিত

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ؕ

প্রত্যেকের জন্যে এবং | আমরা বানিয়েছি | উত্তরাধিকারী | তাহতে যা | ত্যাগ করেছে | পিতামাতা | এবং | আত্মীয় স্বজনরা (তাদের)

وَ الَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ

আর | যাদের (সাথে) | আবদ্ধ হয়েছে | তোমাদের অংগীকার | সেক্ষেত্রে তাদেরকে দাও | তাদের অংশ

৩২. আর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কাউকে অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেশী দান করেছেন তোমরা তার লোভ করোনা । যা পুরুষেরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে তদানুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্যে প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

৩৩. এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন যাকিছু সম্পত্তি রেখে যায় আমরা তার প্রত্যেকটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও ওয়াদা রয়েছে তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দান কর।

ع ৫ ৮ ২

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ۝٣٣ اَلرِّجَالُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন উপর সব কিছুরই পর্যবেক্ষক পুরুষেরা

قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى

পরিচালক উপর নারীদের এ জন্যে যে বিশিষ্টতা দিয়েছেন আল্লাহ কাউকে তাদের উপর

بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ

কারও এবং এ জন্যেও যে তারা খরচ করে থেকে তাদের মাল সম্পদ অতএব (যারা) সৎমহিলা

قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

আনুগত্যপরায়না (হয়ে থাকে) (তারা)রক্ষণাবেক্ষণ কারিণী লোক চক্ষুর অন্তরালে ঐ বিষয়ে যা হেফাজত করেছেন আল্লাহ

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই পর্যবেক্ষক ৩৪।

রুকু-৬

৩৪. পুরুষ স্ত্রীলোকদের পরিচালক৩৫ এই কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, এবং এ জন্যে যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব যারা সৎ মেয়েলোক আনুগত্য পরায়ণা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষাণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে।

---

৩৪. আরববাসীদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, যেসব লোকের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃ সম্পর্কের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি করা হতো তারা একে অপরের মীরাস পাওয়ার হকদার হতো। অনুরূপ ভাবে যাকে পালক-পুত্র রাখা হতো সেও মুখ-ডাকা (পালক) পিতার উত্তরাধিকারী হতো। এই আয়াতে জাহেলী যুগের এই নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আমি মীরাস বন্টনের যে বিধি দান করেছি, সেই নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তা বন্টন হওয়া চাই। অবশ্য যেসব লোকের সংগে তোমাদের অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি আছে তাদেরকে তোমরা জীবিত কালে তোমাদের যা ইচ্ছা তা দান করতে পারো।

৩৫. 'কাউয়াম' অথবা 'কাইয়েম' সেই লোককে বলা হয় যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারসমূহ সুষ্ঠু সঠিকভাবে পরিচালনা করার, রক্ষাণাবেক্ষণ ও পাহারাদারী করার ও তার সকল প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে।

وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ

এবং | যাদেরকে | তোমরা ভয় কর | তাদের অবাধ্যতার | তাদেরকে তোমরা তবে উপদেশ দাও | ও | তাদেরকে তোমরা ত্যাগ কর (একাকী)

فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا

উপর | শয্যার | ও | তাদেরকে তোমরা মার | যদি অতঃপর | তোমাদের তারা অনুগত হয় | না তবে | তোমরা তালাশ করো

عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

তাদের বিরুদ্ধে | কোনবাহানা | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | উচ্চতর | শ্রেষ্ঠ

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ

এবং | যদি | তোমরা আশংকা কর | সম্পর্কচ্ছেদের | তাদের দুজনের মাঝে | তোমরা তবে নিযুক্ত কর | একজন শালিশ | মধ্যহতে

اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا

তার পরিবারের (অর্থাৎ স্বামীর) | ও. | একজন শালিশ | মধ্যেহতে | তার পরিবারের (অর্থাৎ স্ত্রীর) | যদি | দুজনে চায় | মীমাংসা

يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

তৌফিক দিবেন | আল্লাহ | তাদের দুজনের মাঝে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | সর্বজ্ঞ | খুব অবহিত

আর যে সব স্ত্রী লোক বিদ্রোহী ভাবধারা-সম্পন্না হওয়ার তোমরা আশংকা করবে তাদেরকে তোমরা বুঝাতে চেষ্টা কর, বিছানায় তাদের হতে দূরে থাক এবং তাদেরকে মারধর কর[৩৬]। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতা তালাশ করো না। নিঃসন্দেহে মনে রেখো যে উপরে আল্লাহ রয়েছেন যিনি অধিক বড় ও উচ্চতর।

৩৫. আর কোথাও যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশংকা হয় তবে একজন শালিশ পুরুষের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হতে এবং আর একজন স্ত্রীলোকের আত্মীয়দের মধ্যে হতে নিযুক্ত কর। তারা দুইজনই [৩৭] সংশোধন ও মিটমাট করতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল-মিশের অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সর্বাভিজ্ঞ।

৩৬. তিনটি কাজ একই সময়ে করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং এখানে অর্থ হচ্ছেঃ স্ত্রীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা গেলে এই তিনটি পন্থায় চেষ্টা তদবির করার অনুমতি আছে। অবশ্যই এই চেষ্টা–তদবিরের ব্যাপারে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেখানে সহজ ও হালকা তদবিরে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন উচিৎ হবে না। নবী করীম (সঃ) স্ত্রীদেরকে প্রহার করার অনুমতি যখনই দিয়েছেন, দিয়েছেন খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বেও - তবুও তিনি মারধরকে অপছন্দই করেছেন।

৩৭. এখানে 'দুইজন' অর্থঃ দুইজন শালিশও হয়; এবং স্বামী ও স্ত্রী এই দুইজন-এও হয়। প্রত্যেক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা সম্ভব; অবশ্যই যদি পক্ষদ্বয় সন্ধি-প্রিয় হয় এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিরাও যে কোন প্রকারে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আন্তরিকতার সংগে চেষ্টা-যত্ন করে।

وَ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا وَّ بِالۡوَالِدَيۡنِ

তোমরা ইবাদত কর এবং | আল্লাহর | ও | না | তোমরা শিরক করো | তার সাথে | কোন কিছুকে | ও | পিতা মাতার সাথে

اِحۡسَانًا وَّ بِذِي الۡقُرۡبٰى وَ الۡيَتٰمٰى وَ الۡمَسٰكِيۡنِ

সৎ ব্যবহার (করবে) | এবং | আত্মীয় - স্বজনদের সাথে | ও | ইয়াতীমদের | ও | অভাব গ্রস্থদের

وَ الۡجَارِ ذِي الۡقُرۡبٰى وَ الۡجَارِ الۡجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ

ও | প্রতিবেশী | আত্মীয় | ও | প্রতিবেশী | দূরের (অর্থাৎ অনাত্মীয়ও) | ও | সাথী

بِالۡجَنۡۢبِ وَ ابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ

পাশাপাশি চলার | ও | পথ চারী | ও | যা | মালিক হয়েছে | তোমাদের ডান হাত (সবার সাথে ভাল ব্যবহার করবে)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا ۙ ﴿۳۶﴾

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | পছন্দ করেন | (তাকে) যে | হল | দাম্ভিক | গর্বকারী

৩৬. আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর; নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিও। এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী[৩৮] ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গৌরবে বিভ্রান্ত ।

৩৮. 'সাহেবিল জামবে' – 'পার্শ্বের সাথী'র অর্থ- একত্র বসবাসকারী বন্ধু হতে পারে; কোথায়ও কোন সময় সাময়িক ভাবে একজনের সংগী হয় তাকেও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আপনি বাজারে চলেছেন, এবং কোন ব্যক্তি আপনার সংগে পথ চলেছে; বা আপনি কোন দোকানে জিনিষ খরিদ করছেন আর কোন দ্বিতীয় খরিদদার ও আপনার পাশে বসেছে; বা সফরে কোন ব্যক্তি আপনার সহযাত্রী হয়েছে। এসব অস্থায়ী ও সাময়িক প্রতিবেশীদেরও প্রত্যেক ভদ্র ও সম্ভ্রমশীল মানুষের উপর কিছু না কিছু হক আছে। সুতরাং তার প্রতি যথাসম্ভব ভাল ব্যবহার করা ও তাকে দুঃখ দেয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

الَّذِيْنَ	يَبْخَلُوْنَ	وَ	يَأْمُرُوْنَ	النَّاسَ	بِالْبُخْلِ
যারা	কৃপণতা করে	ও	নির্দেশ দেয়	মানুষকে	কৃপণতার জন্যে

وَ	يَكْتُمُوْنَ	مَآ	اٰتٰهُمُ	اللّٰهُ	مِنْ	فَضْلِهٖ ؕ	وَ	اَعْتَدْنَا
ও	গোপন করে	যা	তাদের দিয়েছেন	আল্লাহ	হতে	তাঁর অনুগ্রহ	এবং	আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি

لِلْكٰفِرِيْنَ	عَذَابًا	مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾	وَ	الَّذِيْنَ	يُنْفِقُوْنَ
এমন অকৃতজ্ঞদের জন্যে	আযাব	অপমানকর	এবং	যারা	খরচ করে

اَمْوَالَهُمْ	رِئَآءَ	النَّاسِ	وَلَا	يُؤْمِنُوْنَ	بِاللّٰهِ	وَ	لَا
তাদের সম্পদগুলো	দেখানোর জন্যে	লোকদেরকে	না এবং	ঈমান আনে	আল্লাহর উপর	এবং	না

بِالْيَوْمِ	الْاٰخِرِ ؕ	وَ	مَنْ	يَّكُنِ	الشَّيْطٰنُ	لَهٗ	قَرِيْنًا
দিনের উপর	আখেরাতের	এবং	যার	হবে	শয়তান	তার জন্যে	সংগী

فَسَآءَ	قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾
অতি অতপর খারাব	সংগী (তার জুটেছে)

৩৭. সে সব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে আমরা অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

৩৮. আর সে সব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেদের ধন-মাল শুধু লোকদের দেখাবার ছলে ব্যয় করে থাকে, আর প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আর না পরকালের প্রতি। সত্য কথা এই যে, শয়তান যার সংগী হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাব সংগীই জুটেছে।

وَ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ

এবং | কি (হত) | তাদের উপর | যদি | তারা ঈমান আনত | আল্লাহর উপর | ও

الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ كَانَ

দিনে | আখেরাতের | ও | তারা খরচ করত | তা হতে যা | তাদের রিযিক দিয়েছেন | আল্লাহ | এবং | হলেন

اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ

আল্লাহ | তাদের সম্পর্কে | খুব অবগত | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | যুলুম করেন | পরিমাণ (কারও উপরে) | অনু

وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ

এবং | যদি | হয় | নেকী (কারও) | তা দ্বিগুণ করেন (তার জন্যে) | এবং | দেন | থেকে | তাঁর নিকট

اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ

পুরস্কার | বিরাট | কেমন অতঃপর (হবে) | যখন | আমরা হাযির করব | মধ্যহতে | প্রত্যেক | উম্মতের | একজনসাক্ষী

وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿۴۱﴾ؕ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ

এবং | আমরা হাযির করব | তোমাকে | উপর | তাদের | সাক্ষী হিসেবে | সে দিন | কামনা করবে

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ

যারা | কুফরি করেছে | ও | অবাধ্যতা করেছে | রসূলের | যদি | মিশিয়ে দেয়াহত | তাদেরকে | যমীনে

---

৩৯. তাদের উপর কি বিপদটা ঘটত যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনত, এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তা হতে খরচ করত? তারা যদি এরূপ করত, তা হলে তাদের এই নেক কাজ আল্লাহর অগোচরে থেকে যেত না।

৪০. আল্লাহ কারও উপর একবিন্দু পরিমান যুলম করেন না; কেউ যদি একটি নেকী করে তবে আল্লাহ তাকে দ্বিগুন করে দেন, তদুপরি তিনি নিজের তরফ হতে আরও বড় ফল দান করেন।

৪১. তার পরে চিন্তা কর যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে হতে একজন করে সাক্ষী হাযির করব, এবং এ সমস্ত সম্পর্কে তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) সাক্ষী হিসেবে পেশ করব তখন তারা কি করবে!

৪২. তখন সে সব লোক– যারা রসূলের কথা মেনে নেয়নি, বরং তাঁর না–ফরমানিতেই নিযুক্ত রয়েছে– কামনা করবে, হায়! যমীন যদি ফেটে যেত এবং তার মধ্যে সে প্রবেশ করতে পারত!
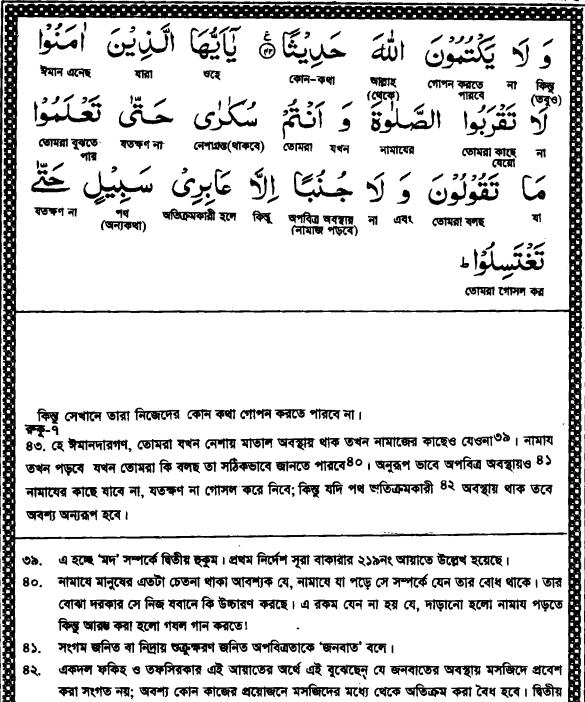
কিন্তু সেখানে তারা নিজেদের কোন কথা গোপন করতে পারবে না।

রুকু-৭

৪৩. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাক তখন নামাজের কাছেও যেওনা[৩৯]। নামায তখন পড়বে যখন তোমরা কি বলছ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে[৪০]। অনুরূপ ভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও [৪১] নামাযের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করে নিবে; কিন্তু যদি পথ অতিক্রমকারী [৪২] অবস্থায় থাক তবে অবশ্য অন্যরূপ হবে।

৩৯. এ হচ্ছে 'মদ' সম্পর্কে দ্বিতীয় হুকুম। প্রথম নির্দেশ সূরা বাকারার ২১৯নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

৪০. নামাযে মানুষের এতটা চেতনা থাকা আবশ্যক যে, নামাযে যা পড়ে সে সম্পর্কে যেন তার বোধ থাকে। তার বোঝা দরকার সে নিজ যবানে কি উচ্চারণ করছে। এ রকম যেন না হয় যে, দাড়ানো হলো নামায পড়তে কিন্তু আরম্ভ করা হলো গযল গান করতে।

৪১. সংগম জনিত বা নিদ্রায় শুক্রস্খলন জনিত অপবিত্রতাকে 'জনবাত' বলে।

৪২. একদল ফকিহ ও তফসিরকার এই আয়াতের অর্থে এই বুঝেছেন যে জনবাতের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা সংগত নয়; অবশ্য কোন কাজের প্রয়োজনে মসজিদের মধ্যে থেকে অতিক্রম করা বৈধ হবে। দ্বিতীয় দলের অভিমতে এর অর্থ -সফর। অর্থাৎ সফর কালে কোন ব্যক্তির জনাবতের অবস্থা হলে সে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা হাসেল করতে পারে।

وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ

এবং যদি তোমরা হও অসুস্থ বা উপর সফরের অথবা আসে

اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ

কেউ তোমাদের মধ্যহতে হতে পায়খানা (প্রস্রাব পায়খানা করে) বা তোমরা সহবাস কর স্ত্রীদের (সাথে) অতঃপর না

تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا

তোমরা পাও পানি তবে তোমরা তায়াম্মুম কর মাটি দিয়ে পবিত্র অতঃপর তোমরা মসেহ কর

بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۴۳﴾

তোমাদের মুখমন্ডলকে ও তোমাদের হাতগুলোকে নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন মাফকারী ক্ষমাশীল

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ

তুমি দেখনাই কি তাদের প্রতি যাদের দেওয়াহয়েছিল এক অংশ কিতাবের (জ্ঞানের)

يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۴۴﴾

তারা ক্রয় করে পথ-ভ্রষ্টতা ও তারাকামনা করে যে তোমরা হারিয়ে ফেল (সঠিক) পথ

আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাক, কিংবা পথিক অবস্থায় থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পায়খানা করে আসে, কিংবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাক[৪৩], আর তার পর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ কর এবং তা দিয়ে নিজের মুখমন্ডল ও হাত 'মসেহ' কর[৪৪]। আল্লাহ নিঃসন্দেহে কোমলতার সাথে কাজ নিয়ে থাকেন ও তিনি ক্ষমাশীল।

৪৪. তুমি সে সব লোকও কি দেখেছ যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা নিজেরা মূর্খতা ও গোমরাহীর খরিদ্দার সেজে বসেছে, বরং তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চাইছে।

৪৩. স্পর্শ করার অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক ইমামের মতে এর অর্থ স্ত্রী-সহবাস। ইমাম আবু হানিফা ও তার সহচরগণ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য কিছু সংখ্যক ফকিহর মতে এর অর্থ 'স্পর্শ করা' বা 'হাত লাগানো' মাত্র। ইমাম শাফীও এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিকের মতে, যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোক কামনাবশে এক অন্যকে স্পর্শ করে তবে ওযূ নষ্ট হবে, কিন্তু কামভাব ছাড়া যদি একের দেহে অন্যের স্পর্শ লাগে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

৪৪. এই নির্দেশের বিস্তারিত কথা এই যে, কেউ যদি ওযুহীন হয়, বা কারো যদি গোশলের প্রয়োজন হয় কিন্তু পানি না পাওয়া যায় তবে তায়াম্মুম করে সে নামায় পড়তে পারে। আর যদি কেউ অসুস্থ্য ও রোগগ্রস্থ হয় এবং গোশল বা ওযু করলে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় তবে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম করার অনুমতির সুযোগ সে গ্রহণ করতে পারবে।

وَ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاَعۡدَآئِكُمۡ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۫ وَّ كَفٰى

এবং আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে এবং যথেষ্ট আল্লাহই অভিভাবক হিসেবে ও যথেষ্ট

بِاللّٰهِ نَصِيۡرًا ﴿۴۵﴾ مِنَ الَّذِيۡنَ هَادُوۡا يُحَرِّفُوۡنَ

আল্লাহই সাহায্যকারী হিসেবে (তাদের) মধ্য হতে যারা ইহুদী হয়েছে তারা বিকৃত করে

الۡكَلِمَ عَنۡ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوۡلُوۡنَ سَمِعۡنَا وَ عَصَيۡنَا

শব্দগুলোকে হতে তার জায়গাগুলো (অর্থ মূলঅর্থ হতে) এবং তারা বলে আমরা শুনলাম কিন্তু আমরা অমান্য করলাম

وَ اسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلۡسِنَتِهِمۡ وَطَعۡنًا

ও শুনুন ব্যতীত শুনা এবং (বলে) 'রাইনা' মুড়া দিয়ে তাদের জিহ্বাগুলো (অর্থ বিকৃতকরার জন্যে) ও তাচ্ছিল্য করে

فِى الدِّيۡنِ ؕ

দ্বীনের ক্ষেত্রে

৪৫. আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের খুব ভাল করেই জানেন। তোমাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৬. যারা ইহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা শব্দগুলোকে তার মূল অর্থ হতে সরিয়ে দেয়[৪৫] এবং দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্যে নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে বলে—"সামে'না ও আসাইনা"[৪৬] ও "এসমা গাইরা মুসমাইন"[৪৭] এবং "রায়েনা"[৪৮],

৪৫. এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দ অদল-বদল করতো; দ্বিতীয় তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর কিতাবের আয়াতের বিকৃত অর্থ করতো; তৃতীয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার অনুগামীদের সহচার্যে এসে তাদের কথা শুনতো এবং ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে তার বিবরণ দান করতো। তারা এক কথা বলতেন, কিন্তু ওরা নিজেদের নষ্টামি বশেঃ তার থেকে অন্য কথা বানিয়ে লোকদের মধ্যে বিকৃত প্রচার করতো।

৪৬. অর্থাৎ যখন তাদের আল্লাহর নির্দেশ শোনানো হতো তখন তারা প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে বলতো 'সামে'না' অর্থাৎ 'আমরা শুনেছি'। কিন্তু সেই সংগে অনুচ্চস্বরে চুপেচুপে বলতো 'আ-সাইনা' অর্থাৎ আমরা মানিনা। কিংবা 'আতাইনা' (আমরা মেনে নিলাম)। শব্দটি এরূপভাবে জিহবা বাঁকিয়ে বিকৃত করে বলতো যে তার দ্বারা তা 'আসাইনা' (আমরা মানিনা) হয়ে যেতো।

৪৭. অর্থাৎ কথাবার্তা বলার মধ্যে যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে কিছু বলার ইচ্ছা করতো তখন তারা বলতো—.........اِسۡمَعۡ.(শুনুন) , এবং সংগে সংগে বলতো— ....غَيۡرَ مُسۡمَعٍ এই শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছেঃ আপনি এরূপ সম্মানীয় ব্যক্তি যে আপনার মর্জির খেলাফ কোন কথা আপনাকে শোনানো যেতে পারে না। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ— তোমাকে কোন কথা বলা যেতে পারে এর যোগ্যই তুমি নও। ৪৮. এর ব্যাখ্যা সুরা বাকারার ৩৬ নং টীকাতে করা হয়েছে।
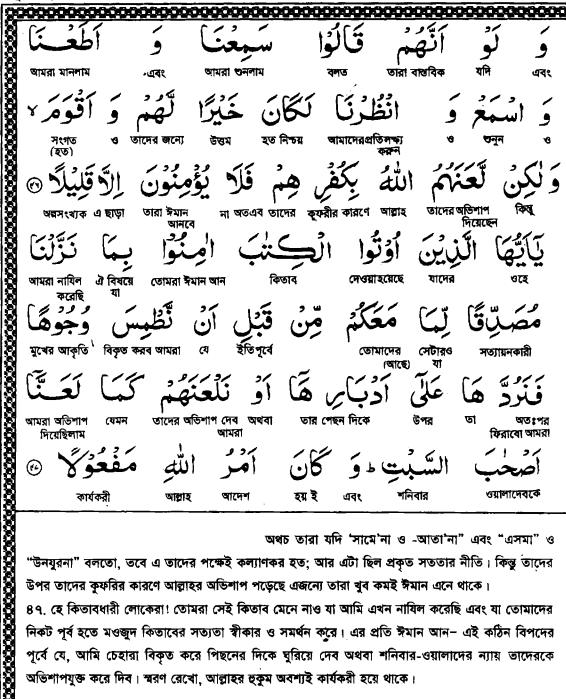
অথচ তারা যদি 'সামে'না ও -আতা'না" এবং "এসমা" ও "উনযুরনা" বলতো, তবে এ তাদের পক্ষেই কল্যাণকর হত; আর এটা ছিল প্রকৃত সততার নীতি। কিন্তু তাদের উপর তাদের কুফরির কারণে আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে এজন্যে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

৪৭. হে কিতাবধারী লোকেরা! তোমরা সেই কিতাব মেনে নাও যা আমি এখন নাযিল করেছি এবং যা তোমাদের নিকট পূর্ব হতে মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে। এর প্রতি ঈমান আন– এই কঠিন বিপদের পূর্বে যে, আমি চেহারা বিকৃত করে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেব অথবা শনিবার-ওয়ালাদের ন্যায় তাদেরকে অভিশাপযুক্ত করে দিব। স্মরণ রেখো, আল্লাহর হুকুম অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾

নিশ্চয় আল্লাহ না মাফ করেন শিরক করাকে তার সাথে কিন্তু মাফ করেন যা (আছে) ছাড়া এটা (অর্থাৎ শিরক) যাকে তিনি ইচ্ছে করেন এবং যে কেউ শিরক করে আল্লাহর সাথে নিশ্চয়ই তবে সে রচনা করল গুনা বিরাট

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿۴۹﴾

নাইকি তুমি দেখ প্রতি (তাদের) যারা পবিত্র করেছে (বলে দাবী করে) তাদের নিজেদেরকে বরং আল্লাহ্‌ই পবিত্র করেন যাকে তিনি ইচ্ছে করেন এবং না যুলুম করা হয় (কারও প্রতি) সুতা পরিমাণও

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَ كَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۵۰﴾

লক্ষ্য কর কেমন তারা রচনা করে উপর আল্লাহ মিথ্যার এবং তা যথেষ্ট গুনাহ (হিসাবে) সুস্পষ্ট

৪৮. আল্লাহ কেবল শেরকের গুনাহ-ই মাফ করেন না; এ ছাড়া আর যত গুনাহ আছে তা-যার জন্যে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করল; সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল, এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল।

৪৯. তুমি সেই লোকদেরও দেখেছ যারা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির গৌরব করে থাকে? অথচ প্রকৃত পবিত্রতা ও শুদ্ধি তো আল্লাহ যাকে চান দান করেন এবং (যারা এই পবিত্রতা ও শুদ্ধি পায় না, প্রকৃত পক্ষে) তাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হয় না।

৫০. দেখনা, এরা আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। তাদের প্রকাশ্য গুনাহগার হওয়ার জন্যে এই একটি গুনাহই যথেষ্ট।

اَلَمْ تَرَ	اِلَى	الَّذِيْنَ	اُوْتُوْا	نَصِيْبًا
তুমি দেখ নাই কি	প্রতি	(তাদের) যাদের	দেওয়াহয়েছিল	এক অংশ

مِّنَ الْكِتٰبِ	يُؤْمِنُوْنَ	بِالْجِبْتِ	وَ	الطَّاغُوْتِ
কিতাবের (জ্ঞানের)	তারা বিশ্বাস করে	উপর ‘জিবতের’	এবং	তাগুতের (উপর)

وَ	يَقُوْلُوْنَ	لِلَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	هٰٓؤُلَآءِ	اَهْدٰى	مِنَ
ও	তারা বলে	যারা (তাদেরকে)	কুফুরী করেছে	এরা	অধিকতর সঠিক	(তাদের) চেয়ে

الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	سَبِيْلًا ﴿٥١﴾	اُولٰٓئِكَ	الَّذِيْنَ	لَعَنَهُمُ
যারা	ঈমান এনেছে	পথ (প্রাপ্তির ব্যাপারে)	ঐ সব লোক	(তারাই) যাদের	তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন

اللّٰهُ ۖ	وَ	مَنْ	يَّلْعَنِ	اللّٰهُ	فَلَنْ	تَجِدَ	لَهٗ	نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾
আল্লাহ	এবং	যাকে	অভিশাপ দেন	আল্লাহ	এরপর কক্ষণ না	তুমি পাবে	তার জন্যে	কোন সাহায্যকারী

রুকু-৮

৫১. তুমি কি সেই লোকদের দেখনি যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের একাংশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা এই যে, তারা ‘জিব্‌ত’[৪৯] ও ‘তাগুত’কে[৫০] মেনে চলছে এবং কাফেরদের[৫১] সম্পর্কে বলে যে, ঈমানদার লোক অপেক্ষা এরাই তো অধিকতর সঠিক পথে চলছে।

৫২. বস্তুতঃ এ সব লোকের উপরই আল্লাহতা'আলা লা'নৎ পাঠিয়েছেন। আর আল্লাহ যার উপর লা'নৎ পাঠান তার কোন সাহায্যকারী তুমি পাবে না।

৪৯. ‘জিব্‌ত’ এর আসল অর্থ–অর্থ শূন্য, ভিত্তিহীন নিষ্ফল জিনিষ। ইসলামী পরিভাষায় জাদু, গোনা-পড়া (জ্যোতিষ), ফাল গ্রহণ, টোনা টোটকা, শগুন (কুসংস্কারমূলক শুভাশুভ লক্ষণবিচার বিদ্যা, মাহুরাত–) এবং অন্যান্য সকল প্রকার কুসংস্কারপূর্ণ অমূলক ধারণা ভিত্তিক ও খেয়ালী কথাবার্তা ও জিনিসকে ‘জিব্‌ত’ বলা হয়।

৫০. সূরা বাকারার ৮৯-৯০ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১. এখানে ‘কাফের’ বলতে আরবের মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে।
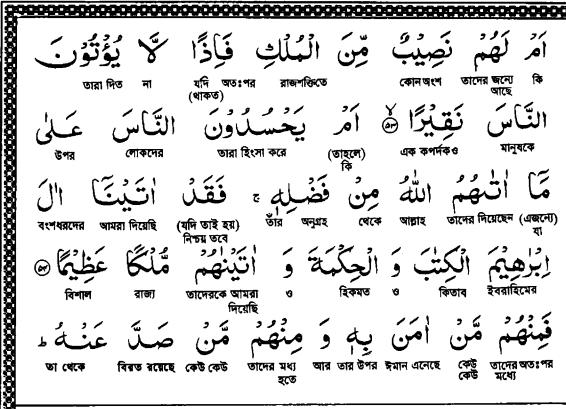
৫৩. রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তাদের কোন অংশ আছে কি? যদি তাই হত, তবে তারা অন্য লোকদেরকে একটি ফুটো কড়িও দান করত না।

৫৪. তাহলে এরা অন্যান্য লোকদের প্রতি কি শুধু এজন্যে হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন? যদি তাই হয় তবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আমরা তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও বুদ্ধি-বিজ্ঞান দান করেছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়েছি।

৫৫. কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর কেউ কেউ তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

وَ كَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا

এবং যথেষ্ট জাহান্নামের অগ্নি শিখা (তাদের জন্যে) নিশ্চয়ই যারা প্রত্যাখ্যান করেছে আমাদের নিদর্শনাদির

سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

শীঘ্রই তাদের জ্বালাবো আমরা (দোজখের) আগুনে যখনই জ্বলে যাবে চামড়াগুলো তাদের

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ

তাদের আমরা পাল্টে দেব (আরও অন্য) চামড়ায় তা ব্যতীত তারা স্বাদ নেয় যেন আযাবের নিশ্চয়ই

اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا

আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় এবং যারা ঈমান এনেছে ও কাজ করেছে

الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

নেকীর তাদের প্রবেশ করাব আমরা জান্নাতে প্রবাহিত হয় তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط

ঝর্ণাধারা চিরস্থায়ী হবে তারা তার মধ্যে অনন্তকাল ধরে

আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্যে জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনই যথেষ্ট[৫২]।

৫৬. যে সব লোক আমাদের আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দিব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকরী করার পন্থা-কৌশল খুব ভাল করেই জানেন।

৫৭. আর যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে,

৫২. মনে রাখা আবশ্যক, এখানে বনী-ইসরাঈলের হিংসাত্মক কথাবার্তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ জাবাবের, অর্থ হচ্ছে- তোমরা কোন কথাটায় জ্বলে মরছো? তোমরা যেমন ইবরাহিমের (আঃ) সন্তান, এই বনী ইসরাঈলরাও তো সেরূপ ইব্রাহিমেরই (আঃ) সন্তান, ইব্রাহিমকে দুনিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তা ইব্রাহিমের বংশধরদের মধ্যে মাত্র সেইসব লোকদের জন্য ছিল যারা আমার প্রেরিত কিতাব ও জ্ঞানের অনুসারী হবে। এই কিতাব ও জ্ঞান প্রথমে আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের অযোগ্যতার ফলে তা থেকে বিমূখ হয়ে গেলে। এখন সেই জিনিসই আমি বনী-ইসরাঈলকে দান করেছি। এবং এটা তাদের সৌভাগ্য যে তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

আরবী	অর্থ
لَهُمْ	তাদের জন্যে
فِيْهَآ	তার মধ্যে (আছে)
اَزْوَاجٌ	স্ত্রীরা
مُّطَهَّرَةٌ ز	পূত পবিত্রা
وَّ	ও
نُدْخِلُهُمْ	তাদের প্রবেশ করাব আমরা
ظِلًّا	ছায়ায়
ظَلِيْلًا ۝٥٧	ঘন
اِنَّ	(হে মুসলমান) নিশ্চয়ই
اللّٰهَ	আল্লাহ
يَاْمُرُكُمْ	তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন
اَنْ	যে
تُؤَدُّوا	তোমরা সমর্পণ কর
الْاَمٰنٰتِ	আমানত গুলোকে
اِلٰٓى	কাছে
اَهْلِهَا لا	তার উপযোগী লোকদের
وَ	এবং
اِذَا	যখন
حَكَمْتُمْ	তোমরা ফয়সালা কর
بَيْنَ	মাঝে
النَّاسِ	লোকদের
اَنْ	(তখন) যেন
تَحْكُمُوْا	তোমরা ফয়সালা দিবে
بِالْعَدْلِ ط	ইনসাফের সাথে
اِنَّ	নিশ্চয়ই
اللّٰهَ	আল্লাহ
نِعِمَّا	কত উত্তম তা
يَعِظُكُمْ	তোমাদের উপদেশ দেন
بِهٖ ط	যে সম্পর্কে
اِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
كَانَ	হলেন (এমন যে)
سَمِيْعًا	সবকিছু শুনেন
بَصِيْرًا ۝٥٨	সবকিছু দেখেন

সেখানে পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমি ঘন ছায়ায় আশ্রয় দান করব।

৫৮. মুসলমানগণ ! আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত তার যোগ্য লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফয়সালা করবে, তখন তা ইনসাফের সাথে করো[৫৩], আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম নসিহত করছেন, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

৫৩. অর্থাৎ বনী-ইসরাঈল যে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা তা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। বনী-ইসরাঈলের লোকেদের মৌলিক ভুল-ত্রুটির মধ্যে একটি এই ছিল যে, তারা তাদের পতন যুগে আমানত সমূহ অর্থাৎ দায়িত্বের পদ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় কর্তৃত্বের মর্যাদা ও দায়িত্ব -অযোগ্য, সংকীর্ণচেতা, দুশ্চরিত্র, নীতিহীন, বিশ্বাসঘাতক ও দুষ্কর্মী, পাপী-ব্যাভিচারী লোকদের হাতে সমর্পন করত। ফলে খারাপ লোকদের নেতৃত্বাধীনে সমগ্র জাতি খারাপের পথে চলে যেতে লাগলো। মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে তোমরা এরূপ পন্থা অবলম্বন করোনা। বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় খারাপ দুর্বলতা ছিল– তাদের মধ্যে থেকে বিচার-বোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের জন্য তারা বিনা দ্বিধায় ঈমানকে বিসর্জন দিতো, সুস্পষ্ট হঠকারিতার কাজ করতে তাদের কুণ্ঠা ছিল না, ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে তাদের বিন্দু মাত্র সংকোচ বোধ হতো না। আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের উপদেশ দান করেন তোমরা যেন ঐরূপ অবিচারক হয়ো না। কারুর সংগে বন্ধুত্ব থাক বা শত্রুতা সর্ব অবস্থায় তোমরা যখন কথা বলবে তখন বিচারের সংগে কথা বলো, এবং যখন কোন ফায়সালা করবে তখন ন্যায় সহকারে, ফায়সালা কর।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ

ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও

اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ

তোমরা আনুগত্য কর রসূলের এবং অধিকারীর নির্দেশের (অর্থাৎ দায়িত্বশীলদের) তোমাদের মধ্যহতে অতঃপর যদি

تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ

তোমরা মত ভেদ কর ব্যাপারে কোন কিছুর তবে তা প্রত্যার্পণ কর প্রতি আল্লাহর ও রসূলের

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক আল্লাহর উপর ও দিনের আখেরাতের (উপর)
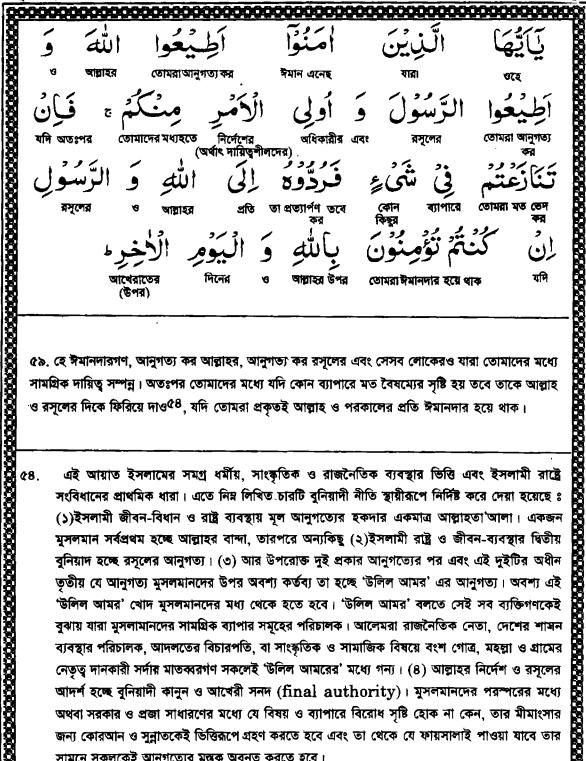
৫৯. হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মত বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও[৫৪], যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক।

৫৪. এই আয়াত ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাথমিক ধারা। এতে নিম্ন লিখিত চারটি বুনিয়াদী নীতি স্থায়ীরূপে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঃ (১)ইসলামী জীবন-বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূল আনুগত্যের হকদার একমাত্র আল্লাহতা'আলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, তারপরে অন্যকিছু (২)ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে রসূলের আনুগত্য। (৩) আর উপরোক্ত দুই প্রকার আনুগত্যের পর এবং এই দুইটির অধীন তৃতীয় যে আনুগত্য মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য তা হচ্ছে 'উলিল আমর' এর আনুগত্য। অবশ্য এই 'উলিল আমর' খোদ মুসলমানদের মধ্য থেকে হতে হবে। 'উলিল আমর' বলতে সেই সব ব্যক্তিগণকেই বুঝায় যারা মুসলামানদের সামগ্রিক ব্যাপার সমূহের পরিচালক। আলেমরা রাজনৈতিক নেতা, দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিচালক, আদলতের বিচারপতি, বা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে বংশ গোত্র, মহল্লা ও গ্রামের নেতৃত্ব দানকারী সর্দার মাতব্বরগণ সকলেই 'উলিল আমরের' মধ্যে গন্য। (৪) আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের আদর্শ হচ্ছে বুনিয়াদী কানুন ও আখেরী সনদ (final authority)। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে অথবা সরকার ও প্রজা সাধারণের মধ্যে যে বিষয় ও ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি হোক না কেন, তার মীমাংসার জন্য কোরআন ও সুন্নাতকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং তা থেকে যে ফায়সালাই পাওয়া যাবে তার সামনে সকলকেই আনুগত্যের মস্তক অবনত করতে হবে।

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
এটা উত্তম ও প্রকৃষ্টতর পরিণতিতে তুমি দেখ নাই কি (তাদের) প্রতি যারা

يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ
দাবী করে যে তারা ঐ বিষয়ে যা ঈমান এনেছে নাযিল হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে

مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ
তোমার পূর্বে তারা চায় যে তারা বিচার প্রার্থী হবে কাছে 'তাগুতের'

وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ
অথচ নিশ্চয় তারা নির্দেশিত হয়েছে যে তারা অস্বীকার করবে তাকে কিন্তু চায় শয়তান

اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ
যে তাদের পথ ভ্রষ্ট করবে পথ ভ্রষ্টতায় বহুদূরে এবং যখন বলা হয় তাদেরকে

تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ
তোমরা আস দিকে যা নাযিল করেছেন আল্লাহ ও দিকে রসূলের

এটাই সঠিক কর্ম-নীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও উত্তম।

রুকু-৯

৬০. হে নবী! তুমি কি সে সব লোকদের দেখনি যারা দাবী তো করে যে, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে 'তাগুতে'র নিকট পৌঁছিতে চায়। অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করার তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল[৫৫], মূলতঃ শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য-সঠিক পথ হতে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।

৬১. তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেই দিকে আস ও রসূলের নীতি গ্রহণ কর

৫৫. এখানে, 'তাগুত' বলতে সম্পূর্ণ রূপে বোঝানো হচ্ছে সেই শাসককে যে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং সেই বিচার ব্যবস্থাকে যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের অনুগত নয় এবং আল্লাহর কিতাবকে সর্বোচ্চ সনদরূপে মান্য করে না।

رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ اِذَآ

তুমি দেখবে — মুনাফিকদেরকে — তারা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে — তোমার থেকে — (যেমন) পাশ কাটান হয় — অতঃপর কেমনে (হবে) — যখন

اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ

তাদের পৌঁছে — কোন বিপদ — এ কারণে যে — আগে পাঠিয়েছে — তাদের হাতগুলো — এরপর

جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا

তোমার কাছে তারা আসে — তারা হলফ করে (বলে) — আল্লাহর (নামে) — না — আমরা চেয়েছিলাম — এছাড়া — কল্যাণ

وَّ تَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ق

ও — সম্প্রীতিসহ — ঐসব লোক — যাদেরকে — জানেন — আল্লাহ — যা কিছু (আছে) — মধ্যে — তাদের অন্তর গুলোর

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا

অতএব উপেক্ষা কর — তাদেরকে — ও — তাদের উপদেশ দাও এবং — বল — তাদেরকে (যেন) — মধ্যে — তাদের অন্তরে — কথা

بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ

পৌঁছে — এবং — না — আমরা পাঠিয়েছি — কোন রসূল — এছাড়া যে — আনুগত্য করার জন্যে

بِاِذْنِ اللّٰهِ ط

অনুমতিক্রমে — আল্লাহর

তখন এই মুনাফিকদেরকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার নিকট আসতে ইতস্ততঃ করছে ও পাশ কাটায়ে চলে যাচ্ছে।

৬২. অতঃপর তাদের কৃতকমের্র ফলে কোন বিপদ যদি এসে পড়ে তখন তাদের অবস্থা কি হয়...? তখন তারা তোমার নিকট এসে কসম খায় এবং বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমরা তো কেবল কল্যাণই করতে চেয়েছিলাম এবং আমাদের নিয়ত এই ছিল যে, উভয় দলের মধ্যে কোন প্রকারে মিল-মিশ ও ঐক্যের সৃষ্টি হয়!

৬৩. মূলতঃ তাদের মনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের পিছে লেগোনা তাদের বুঝাতে চেষ্টা কর এবং এমন উপদেশ দান কর যা তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে।

৬৪. (তাদেরকে বল) আমরা যে রসূল পাঠিয়েছি তাঁকে এ জন্যে পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে।

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ

এবং | যদি | তারা বাস্তবিক | যখন | যুলুম করেছিল | তাদের নিজেদের উপর | তোমার কাছে আসত

فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا

তারা অতঃপর ক্ষমা চাইত | আল্লাহর কাছে | ও | ক্ষমা চাইত | তাদের জন্যে | রসূল | তারা পেত অবশ্যই

اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

আল্লাহকে | ক্ষমাশীল | মেহেরবান (হিসেবে) | অতএব না | কসম | তোমার রবের | না | তারা মু'মিন হবে

حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ

যতক্ষণ না | তোমাকে বিচারক মানবে | সে ক্ষেত্রে (যে বিষয়ে) | মতভেদ করে | তাদের মাঝে | এরপর | না | তারা পাবে | মধ্যে

اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ

তাদের মনের | কুণ্ঠাবোধ | তাহতে যা | তুমি সিদ্ধান্ত দিয়েছ | ও | তারা আত্মসমর্পণ করবে | পূর্ণ আত্মসমর্পণ | এবং | যদি

اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا

নিশ্চয়ই আমরা | হুকুম দিতাম | তাদের উপর | যে | তোমরা হত্যা কর | তোমাদের নিজেদেরকে | বা | তোমরা বের হও

مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ط

থেকে | তোমাদের ঘরগুলো | না | তারা করত | তা | এছাড়া | অল্প কিছু সংখ্যক | তাদেরমধ্যেহতে

তারা যদি এই পন্থা অবলম্বন করত যে, যখনি তারা নিজেদের উপর যুলম করে বসত তখনি তোমার নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করত; তবে তারা আল্লাহকে নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল অনুগ্রহকারীরূপে পেতে পারত।

৬৫. না, হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠবোধ করবে না, বরং তার সম্মুখে নিজদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে।

৬৬. আমি যদি তাদেরকে এই হুকুম দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজদেরকে ধ্বংস কর, অথবা নিজেদের ঘর হতে বের হয়ে যাও তবে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তদানুযায়ী আমল করত।
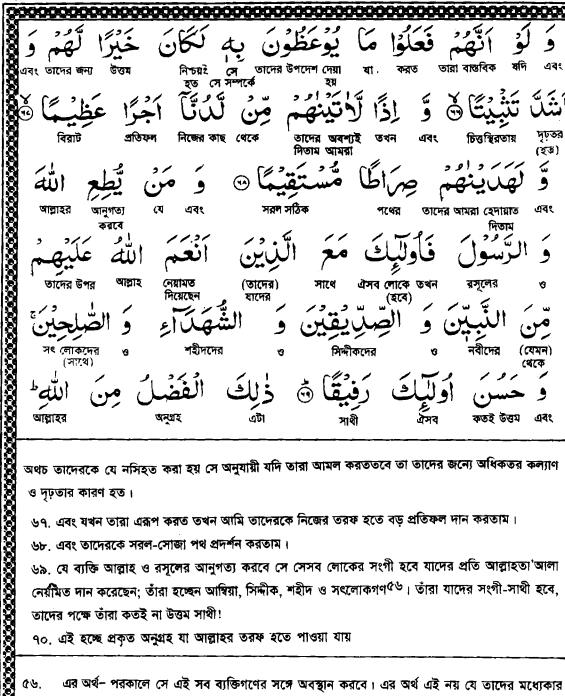
অথচ তাদেরকে যে নসিহত করা হয় সে অনুযায়ী যদি তারা আমল করততবে তা তাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণ ও দৃঢ়তার কারণ হত।

৬৭. এবং যখন তারা এরূপ করত তখন আমি তাদেরকে নিজের তরফ হতে বড় প্রতিফল দান করতাম।

৬৮. এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করতাম।

৬৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে সেসব লোকের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহতা'আলা নেয়ামত দান করেছেন; তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোকগণ[৫৬]। তাঁরা যাদের সংগী-সাথী হবে, তাদের পক্ষে তাঁরা কতই না উত্তম সাথী!

৭০. এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ যা আল্লাহর তরফ হতে পাওয়া যায়

৫৬. এর অর্থ– পরকালে সে এই সব ব্যক্তিগণের সঙ্গে অবস্থান করবে। এর অর্থ এই নয় যে তাদের মধ্যেকার কেউ নিজের এই কাজের জন্য 'নবী' হয়ে যাবে।
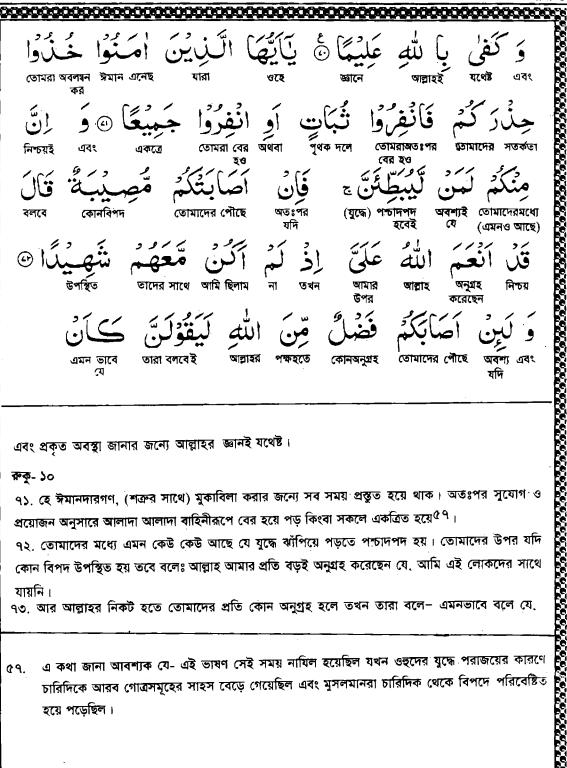
এবং প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

রুকু- ১০

৭১. হে ঈমানদারগণ, (শত্রুর সাথে) মুকাবিলা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাক। অতঃপর সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা আলাদা বাহিনীরূপে বের হয়ে পড় কিংবা সকলে একত্রিত হয়ে[৫৭]।

৭২. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পশ্চাদপদ হয়। তোমাদের উপর যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে বলেঃ আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি এই লোকদের সাথে যায়নি।

৭৩. আর আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ হলে তখন তারা বলে– এমনভাবে বলে যে,

৫৭. এ কথা জানা আবশ্যক যে- এই ভাষণ সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে চারিদিকে আরব গোত্রসমূহের সাহস বেড়ে গেয়েছিল এবং মুসলমানরা চারিদিক থেকে বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ
না ছিল তোমাদের মাঝে ও তার মাঝে কোন সম্পর্ক হায় আফসোস আমার আমি হতাম (যদি) তাদের সাথে

فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
আমি সফল তবে হতাম সাফল্য বিরাট অতএব লড়াই করা উচিত পথে আল্লাহর

الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَ مَنْ
যারা বিক্রয় করে জীবন দুনিয়ার আখেরাতের বিনিময়ে এবং যে

يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
লড়াই করবে পথে আল্লাহর অতঃপর নিহত হবে বা বিজয়ী হবে শীঘ্রই অতঃপর

نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾ وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ
দেব আমরা তাকে পুরস্কার বিরাট এবং কি হলো তোমাদের (যে) না তোমরা লড়াই করছ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ
পথে আল্লাহর অথচ দুর্বল পুরুষ ও নারী

وَ الْوِلْدَانِ
ও শিশু

তোমাদের ও তাদের মধ্যে যেন ভালবাসার কোন সম্পর্কই ছিলনা– হায়, আমিও যদি তাদের সংগে থাকতাম তা হলে আমি বড়ই সাফল্য লাভ করতাম।

৭৪. (এই সব লোকের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব।

৭৫. কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপিড়িত হচ্ছে

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ

যারা বলছে হে আমাদের রব আমাদের বের কর হতে

هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ

এই জনপদ যালিম তার অধিবাসীরা এবং বানিয়ে দাও আমাদের জন্যে থেকে

لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

তোমার নিকট কোন অভিভাবক ও বানাও আমাদের জন্যে থেকে তোমরা নিকট কোন সাহায্যকারী

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়ে পথে আল্লাহর এবং যারা কুফরী করেছে

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ

তারা লড়ে পথে তাগুতের অতএব তোমরা লড় (বিরুদ্ধে) বন্ধুদের

الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

শয়তানের নিশ্চয়ই কৌশল শয়তানের হলো (বড়) দুর্বল

এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বের করে নাও, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, এবং তোমার নিজের নিকট হতে আমাদের কোন বন্ধু,দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও[৫৮]।

৭৬. যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে 'তাগুতে'র পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই অত্যন্ত দুর্বল[৫৯]।

৫৮. মক্কাতে ও আরবের অন্যান্য গোত্রে যে সমস্ত শিশু, বালক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সেজন্য অত্যাচারিত হচ্ছিল কিন্তু তারা হিজরত করতে এবং নিজেদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না এখানে তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এই বেচারাদের উপর নানা উৎপীড়ন-অত্যাচার চালান হচ্ছিল ও তারা একমাত্র আল্লাহতা'আলার কাছে করুণ প্রার্থনা জানাচ্ছিল যে তাদের এই নিপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ কোন সাহায্যকারীকে প্রেরণ করুন।

৫৯. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের আঞ্জাম দাও ও তাঁর পথে প্রাণপণ সাধ্য-সাধনা কর তবে এ কখনো সম্ভব নয় যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের এ কাজের প্রতিদান নষ্ট হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَ

কি তুমি দেখনাই প্রতি যাদের বলা হয়েছিল তাদেরকে সংবরণ কর (তোমরা) হাতগুলো তোমাদের ও

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

তোমরাকায়েম কর নামায ও তোমরা দাও যাকাত অতঃপর যখন নির্দেশ দেয়া হলো তাদের উপর

الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ

যুদ্ধের তখন একদল তাদের মধ্য হতে ভয় করেছে মানুষকে যেমন ভয় (করা উচিৎ)

اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَ قَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

আল্লাহকে বা অধিকতর ভয় এবং তারা বলেছিল হে আমাদের রব কেন তুমিনির্ধারিত করলে

عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ

আমাদের উপর যুদ্ধ কেন না আমাদের অবকাশ দিলে পর্যন্ত কাল আরও কিছু বল

مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى

সম্ভোগ দুনিয়ার অতিসামান্য আর আখেরাত উত্তম (তার)জন্যে যে ভয় করে (আল্লাহকে)

وَ لَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾

এবং না তোমাদেরকে যুলুম করা হবে একবিন্দু ও

রুকু-১১

৭৭. তুমি তাদেরকে দেখেছ কি? তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হাত ফিরিয়ে রাখ, নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও। এখন যখন তাদেরকে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে তখন তাদের এক অংশের লোকদের অবস্থা এই যে তারা অন্য লোকদেরকে এমন ভয় করে যে রকম ভয় আল্লাহকে করা উচিত। কিংবা তা অপেক্ষাও বেশী ভয়। বলেঃ হে আল্লাহ, এই লড়াই করার আদেশ কেন আমাদের প্রতি লিখে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু কাল অবসর দেয়া হলো না কেন? তাদেরকে বল, দুনিয়ার জীবন-সম্পদ অত্যন্ত কম। আর পরকাল একজন আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির জন্যে অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণও যুলম করা হবে না।

أَيْنَ مَا	تَكُونُوا	يُدْرِكْكُّمُ	الْمَوْتُ	وَ	لَوْ
যেখানেই	তোমরা থাক	তোমাদের নাগাল পাবে	মৃত্যু	এবং	যদিও

كُنْتُمْ	فِي	بُرُوجٍ	مُّشَيَّدَةٍ ط	وَ	إِنْ	تُصِبْهُمْ
তোমরা হও	মধ্যে	কেল্লার	সুদৃঢ় (তবুও)	এবং	যদি	তাদের পৌছে

حَسَنَةٌ	يَّقُولُوا	هٰذِهٖ	مِنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ ج	وَ	إِنْ	تُصِبْهُمْ
কোন কল্যাণ	তারা বলে	এটা (এসেছে)	হতে	নিকট	আল্লাহর	আর	যদি	তাদের পৌছে

سَيِّئَةٌ	يَّقُولُوا	هٰذِهٖ	مِنْ	عِنْدِكَ ط	قُلْ	كُلٌّ	مِّنْ	عِنْدِ
কোন অকল্যাণ	তারা বলে	এটা (এসেছে)	হতে	তোমার নিকট	বল	সবকিছুই (আসে)	হতে	নিকট

اللّٰهِ ط	فَمَالِ	هٰٓؤُلَآءِ	الْقَوْمِ	لَا	يَكَادُونَ	يَفْقَهُونَ
আল্লাহর	অতঃপর কি হল	এসব	লোকদের	না	একেবারেই	তারা বুঝে

حَدِيثًا ۝৭৮	مَا	أَصَابَكَ	مِنْ	حَسَنَةٍ	فَمِنَ	اللّٰهِ ز	وَ	مَا
কোন কথা	যা	তোমার কাছে পৌছে (হে মানুষ)		কল্যাণ	তা (আসে) হতে	আল্লাহ	এবং	যা

أَصَابَكَ	مِنْ	سَيِّئَةٍ	فَمِنْ	نَّفْسِكَ ط	وَ	أَرْسَلْنٰكَ
তোমার কাছে পৌছে		অকল্যাণ	তা (আসে) হতে	তোমার নিজের	এবং (হে নবী)	তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি

لِلنَّاسِ	رَسُولًا ط
মানুষের জন্যে	রসূল (হিসেবে)

৭৮. তারপরে মৃত্যু, সে তো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায়ই তা তোমাদেরকে ধরবে, তোমরা যত মজবুত দালানের মধ্যেই থাকনা কেন। তারা যদি কোন কল্যাণ লাভ করে তবে বলে যে, এ আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, আর যদি কোন ক্ষতি সাধিত হয় তবে বলেঃ এ তোমার কারণেই হয়েছে । বলঃ সবকিছু আল্লাহরই নিকট হতে হয়ে থাকে। .... এদের হল কি, কেন এরা কোন কথাই বুঝতে সক্ষম হয় না!

৭৯. হে মানুষ, তুমি যে কল্যাণই লাভ করে থাক তা আল্লাহ অনুগ্রহে পেয়ে থাক! আর তোমার উপর যে বিপদই আসে তা তোমার নিজের অর্জন এবং কাজের ফলেই এসে থাকে। হে মুহাম্মদ, আমরা তোমাকে লোকদের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি,

وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُّطِعِ

এবং যথেষ্ট আল্লাহই সাক্ষী(এর) হিসেবে যে আনুগত্য করে

الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ

রসূলের তবে নিশ্চয় সে আনুগত্য করল আল্লাহর এবং যে মুখ ফিরাল (তাতে দুঃখ নেই) কারণ না আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি

عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨٠﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ

তাদের উপর পাহারাদার হিসেবে এবং তারা বলে আনুগত্য (করি আমরা) অতঃপর যখন তারা বের হয় হতে

عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ

তোমার নিকট রাত্রে পরামর্শ করে এক দল তাদের মধ্যহতে (তার) বিপরীত যা তুমি বল

وَ اللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ

এবং আল্লাহ লিখছেন যা শলা পরামর্শ করে তারা অতএব উপেক্ষা কর তাদেরকে ও ভরসা কর তুমি

عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ

উপর আল্লাহর এবং যথেষ্ট আল্লাহই ভরসারস্থল হিসেবে অতঃপর কি না তারা চিন্তাভাবনা করে

الْقُرْاٰنَ ؕ

কুরআন (সম্পর্কে)

এই কথার (সত্যতা প্রমাণিত হবার জন্যে) একমাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

৮০. যে ব্যক্তি রসূলকে মেনে চলল সে মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরাল, ...তা যাই হোক না, আমরা তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাই নি।

৮১. তারা মুখে মুখে বলে, আমরা অনুগত-ফরমাবরদার; কিন্তু তোমার নিকট হতে যখন বের হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে একটি দল রাত্রিবেলা একত্রিত হয়ে তোমার সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সলা-পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কানাকানি লিখে রাখছেন, তুমি তাদের একটুও পরোয়া করো না এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখ, বস্তুতঃ ভরসার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

৮২. এরা কি কোরআন গভীর মনোনিবেশের সাথে চিন্তা করে না?

وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ

এবং | যদি | হতো | থেকে | নিকট (অন্য কারো) | ব্যতীত | আল্লাহ | তারা পেত অবশ্যই | তার মধ্যে

اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾ وَ إِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ

অসংগতি | বহু | এবং | যখন | কাছে আসে | তাদের | কোন বিষয় (সংবাদ) | শান্তির

أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهٖ ط وَ لَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَ

বা | ভয়ের | তারা প্রচার করে | তা সম্পর্কে | কিন্তু | যদি | তা পৌঁছে দিত | কাছে | রসূলের | ও

إِلٰٓى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ط

কাছে | দায়িত্বশীলদের | তাদের মধ্যকার | তা অবশ্যই জেনে নিত | যারা | তার তথ্যানুন্ধান করে | তাদেরমধ্যহতে
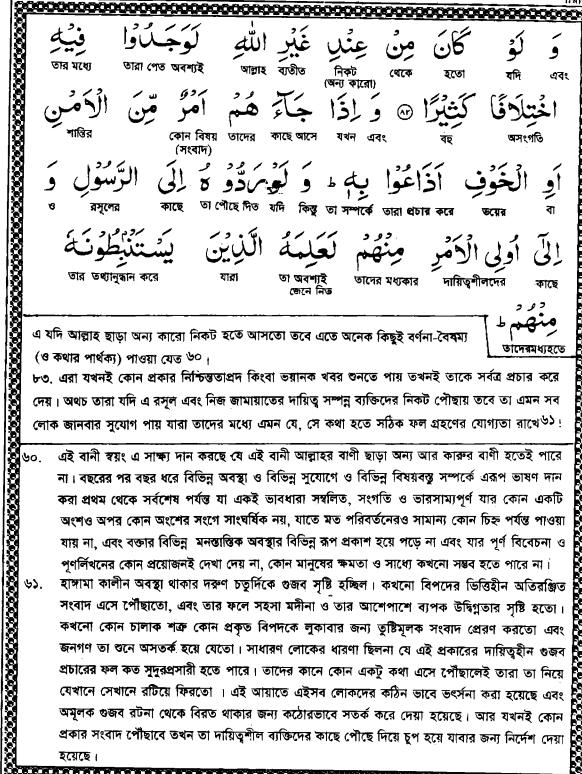
এ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসতো তবে এতে অনেক কিছুই বর্ণনা-বৈষম্য (ও কথার পার্থক্য) পাওয়া যেত ৬০।

৮৩. এরা যখনই কোন প্রকার নিশ্চিন্ততাপ্রদ কিংবা ভয়ানক খবর শুনতে পায় তখনই তাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি এ রসূল এবং নিজ জামায়াতের দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট পৌছায় তবে তা এমন সব লোক জানবার সুযোগ পায় যারা তাদের মধ্যে এমন যে, সে কথা হতে সঠিক ফল গ্রহণের যোগ্যতা রাখে৬১।

৬০. এই বানী স্বয়ং এ সাক্ষ্য দান করছে যে এই বানী আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য আর কারুর বাণী হতেই পারে না। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন সুযোগে ও বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এরূপ ভাষণ দান করা প্রথম থেকে সর্বশেষ পর্যন্ত যা একই ভাবধারা সম্বলিত, সংগতি ও ভারসাম্যপূর্ণ যার কোন একটি অংশও অপর কোন অংশের সংগে সাংঘর্ষিক নয়, যাতে মত পরিবর্তনেরও সামান্য কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না, এবং বক্তার বিভিন্ন মনস্তাত্তিক অবস্থার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে না এবং যার পূর্ণ বিবেচনা ও পূণর্লিখনের কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় না, কোন মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যে কখনো সম্ভব হতে পারে না।

৬১. হাঙ্গামা কালীন অবস্থা থাকার দরুণ চতুর্দিকে গুজব সৃষ্টি হচ্ছিল। কখনো বিপদের ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত সংবাদ এসে পৌঁছাতো, এবং তার ফলে সহসা মদীনা ও তার আশেপাশে ব্যপক উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হতো। কখনো কোন চালাক শত্রু কোন প্রকৃত বিপদকে লুকাবার জন্য তুষ্টিমূলক সংবাদ প্রেরণ করতো এবং জনগণ তা শুনে অসতর্ক হয়ে যেতো। সাধারণ লোকের ধারণা ছিলনা যে এই প্রকারের দায়িত্বহীন গুজব প্রচারের ফল কত সুদুরপ্রসারী হতে পারে। তাদের কানে কোন একটু কথা এসে পৌঁছালেই তারা তা নিয়ে যেখানে সেখানে রটিয়ে ফিরতো । এই আয়াতে এইসব লোকদের কঠিন ভাবে ভৎর্সনা করা হয়েছে এবং অমূলক গুজব রটনা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর যখনই কোন প্রকার সংবাদ পৌঁছাবে তখন তা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে পৌছে দিয়ে চুপ হয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ

এবং | যদি | না (থাকত) | অনুগ্রহ | আল্লাহর | তোমাদের উপর | ও | তাঁর রহমত (তবে এ সব কারণে) | তোমরা অনুসরণ করতেই

الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا

শয়তানের | ব্যতীত | অল্প সংখ্যক | লড়াই কর অতএব | পথে | আল্লাহর | না

تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج عَسَى اللّٰهُ

দায়ী করা হবে | এছাড়া | তোমারনিজেকে | ও | উদ্বুদ্ধ কর (যুদ্ধে) | মু'মিনদেরকে | হয়ত | আল্লাহ

اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَ اللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّ

খর্ব করবেন | শক্তি (ঐসব লোকদের) | যারা | কুফরী করেছে | এবং | আল্লাহ | প্রবলতর | শক্তিতে | ও

اَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ

কঠোরতর | শাস্তি দানে | যে | সুপারিশ করবে | কোন সুপারিশ | উত্তম (কাজের) | থাকবে | তার জন্যে

نَصِيْبٌ مِّنْهَا ج وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ

একটি অংশ | তা থেকে | ও | যে | সুপারিশ করব | কোনসুপারিশ | মন্দ (কাজের) | থাকবে

لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

তার জন্যে | একটি অংশ | তা থেকে | এবং | আছেন | আল্লাহ | উপর | সব | কিছুরই | দৃষ্টিমান

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হলে তোমাদের (মধ্যে এতদুর দুর্বলতা ছিল যে) মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই শয়তানের অনুসারী হয়ে পড়ত।

৮৪. অতএব হে নবী, তুমি আল্লাহর পথে লড়াই কর, তুমি তোমার নিজ ছাড়া অন্য কারও জন্যে দায়ী নও। অবশ্য ঈমানদার লোকদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাক। সম্ভবতঃ আল্লাহ অতি শীঘ্র কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহর শক্তিই সর্বাপেক্ষা জবরদস্ত এবং তাঁর দেয়া শাস্তি সবচেয়ে কঠোর।

৮৫. যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা হতে অংশ পাবে। আর যে খারাব কাজের সুপারিশ করবে, সেও তা হতে অংশ পাবে! বস্তুতঃ আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই উপর দৃষ্টিমান।

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ط

যখন এবং | তোমাদেরকে সালাম করা হয় | সম্মান সহকারে | তোমরাও তখন সালাম দাও | উত্তমভাবে | তার চেয়েও | বা | তার জওয়াবদাও (অনুরূপ ভাবে)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | আছেন | উপর | সব | কিছুর | হিসাবগ্রহণকারী | আল্লাহ (এমন সত্ত্বা যে) | নাই | কোনইলাহ

إِلَّا هُوَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ط

ছাড়া | তিনি | তোমাদেরএকত্রিত করবেনই | দিনে | কিয়ামতের | নাই | কোনসন্দেহ (বিন্দুমাত্র) | তার মধ্যে

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾ فَمَا لَكُمْ فِي

এবং | কে | অধিক সত্য | চেয়ে | আল্লাহর | কথায় | অতঃপর কি হয়েছে | তোমাদের

الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ط

মুনাফিকদের | (তোমরা) দুই মতের অধিকারী | অথচ | আল্লাহই | তাদের ঘুরিয়েদিয়েছেন | এ কারণে যা | তারা অর্জন করেছে

أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ط وَمَن يُضْلِلِ

কি | তোমরা চাও | যে | তোমরা হেদায়াত দিবে | যাকে | পথভ্রষ্ট করেছেন | আল্লাহ | অথচ | যাকে | পথভ্রষ্টকরেন

اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

আল্লাহ | কক্ষণ না তখন | পাবে তুমি | তার জন্যে | কোন পথ

৮৬. আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মানের সাথে তোমাদের 'সালাম' করবে তখন তোমরা আরো উত্তমভাবে তাকে জবাব দাও; অন্ততঃ অনুরূপ ভাবে তো বটেই। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন।

৮৭. আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সকলকে সেই কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যে দিনের আগমনে কোনই সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে?

রুকু-১২

৮৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে দুই প্রকারের মত পাওয়া যাচ্ছে? অথচ তারা যে অন্যায় কাজ করেছে, তার কারণে আল্লাহ তাদেরকে বিপরীত মুখে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন নি তুমি কি তাকে হেদায়েত দান করতে চাও? অথচ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার জন্যে তুমি কোন পথ পেতে পার না।

আরবী	অর্থ
وَدُّوْا	তারা কামনা করে
لَوْ	যদি
تَكْفُرُوْنَ	তোমরা কাফেরা হয়ে যাও
كَمَا	যেমন
كَفَرُوْا	তারা কাফের হয়েছে
فَتَكُوْنُوْنَ	তোমরা হয়ে তবে যাবে
سَوَآءً	(তাদের সাথে) সমান
فَلَا	না সুতরাং
تَتَّخِذُوْا	তোমরা গ্রহণ করো
مِنْهُمْ	তাদেরকে
اَوْلِيَآءَ	বন্ধুরূপে
حَتّٰى	যতক্ষণ না
يُهَاجِرُوْا	তারা হিজরত করে
فِيْ سَبِيْلِ	পথে
اللّٰهِ ط	আল্লাহর
فَاِنْ	অতঃপর যদি
تَوَلَّوْا	তারা মুখ ফিরায়
فَخُذُوْهُمْ	তাদের তোমরা তবে ধর
وَ	ও
اقْتُلُوْهُمْ	তাদেরকেহত্যা কর
حَيْثُ	যেখানে
وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص	তাদের তোমরা পাও
وَ	এবং
لَا	না
تَتَّخِذُوْا	তোমরা গ্রহণ করো (কাউকে)
مِنْهُمْ	তাদেরমধ্যহতে
وَلِيًّا	বন্ধুরূপে
وَّ	আর
لَا	না
نَصِيْرًا ۝٨٩	সাহায্যকারীরূপে
اِلَّا	তবে
الَّذِيْنَ	যারা
يَصِلُوْنَ	মিলিত হয়
اِلٰى	সাথে
قَوْمٍ	(এমনকোন) জাতির
بَيْنَكُمْ	তোমাদের মাঝে
وَ	ও
بَيْنَهُمْ	তাদের মাঝে
مِّيْثَاقٌ	চুক্তি (রয়েছে)
اَوْ	অথবা
جَآءُوْكُمْ	তোমাদেরকাছেআসে (এমন ভাবেযে)

৮৯. তারা তো এই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি ভাবে কাফের হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা একেবারে সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্যে হতে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর পথে হিজরত করে আসবে। আর সে যদি হিজরত না করে তবে যেখানেই পাবে তাকে ধরবে, তাকে হত্য করবে[৬২] এবং তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না।

৯০. অবশ্য সেই সমস্ত মুনাফিক এই কথার মধ্যে শামিল নহে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ[৬৩] কোন জাতির সাথে যেয়ে মিলিত হবে। অনুরূপ ভাবে সেই সব মুনাফিকরাও এর-অন্তর্ভূক্ত নয়, যারা তোমার নিকট আসে

৬২. এ নির্দেশ সেই সব মোনাফেক মুসলমানদের প্রতি যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের কওমের সংগে সম্পর্ক রাখে ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যক্রমে কার্যত অংশ গ্রহণ করে।

৬৩. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ মোনাফেকদের বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তাদেরকে ধরা ও মারা যাবে না, কেননা তারা এমন জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে যাদের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধি-চুক্তি আছে।

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُّقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا

অনিচ্ছুক | তাদের অন্তর | তোমাদেরবিরুদ্ধেযুদ্ধকরতে | অথবা | যুদ্ধকরতে

قَوْمَهُمْ ط وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوكُمْ ج

তাদের জাতিরবিরুদ্ধে (তবে ভিন্ন কথা) | যদি এবং | চাইতেন | আল্লাহ | তাদের চাপিয়েদিতেনই | তোমাদের উপর | তোমাদের সাথে তখন যুদ্ধ করতই

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ

সুতরাং যদি | তোমাদের থেকে সরে দাড়ায় | অতঃপর না | তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে | ও | তারা প্রস্তাব করে | তোমাদের কাছে

السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

শান্তির | তবে না | রেখেছেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্যে | তাদের বিরুদ্ধে | (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোন পথ

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّأْمَنُوكُمْ وَ

তোমরা পাবে শীঘ্রই | অপর কতক (মুনাফিক) | তারা চায় | তোমাদের থেকে নিরাপত্তা পেতে | ও

يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا رُدُّوٓا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا

নিরাপত্তাপেতে | তাদের জাতিহতেও | যখনই (সুযোগ পায়) | তারা ফিরে যায় | দিকে | ফেতনার | তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে

فِيهَا ج

তার মধ্যে

লড়াই-সংঘর্ষে উৎসাহী নয়; না তোমাদের সাথে লড়াই করতে চায়, না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের সাথে লড়াই করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ হতে আলাদা হয়ে যায় ও লড়াই হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের প্রতি সন্ধি ও বন্ধুতার হাত প্রসারিত করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদের আক্রমণ করার কোন পথই রাখেন নি।

৯১. আর এক ধরণের মুনাফিক তোমরা পাবে যারা তোমাদের দিক হতেও নিরাপত্তা পেতে চায় এবং নিজ জাতির দিক হতেও; কিন্তু যখনই ফেতনা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে তাতে ঝাপিয়ে পড়বে।
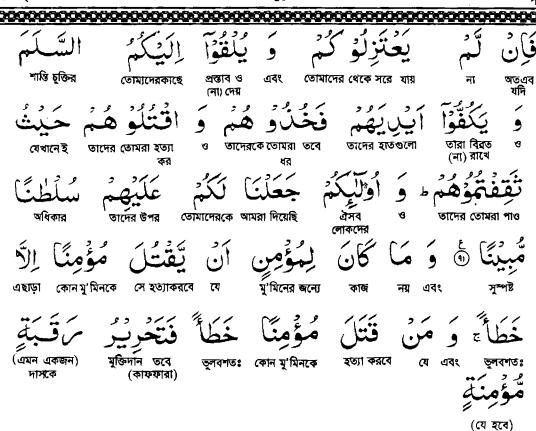
এই ধরনের লোক যদি তোমাদের সাথে মোকাবেলা করা হতে বিরত না থাকে এবং সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সামনে পেশ না করে এবং নিজেদের আক্রমনের হাত বিরত না রাখে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই তাদেরকে ধরবে এবং হত্যা করবে। এই ধরনের লোকদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ফরমান দান করলাম।

রুকু-১৩

৯২. কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হতে পারেনা; অবশ্য ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা করবে তার 'কাফ্ফরা' স্বরূপ এক মুমিন ব্যক্তিকে গোলামী হতে মুক্ত করতে হবে ৬৪

৬৪. নিহত ব্যক্তি মু'মিন থাকার কারণে তার হত্যার কাফফরা স্বরূপ একটি মুমিন গোলাম মুক্ত করার বিধি দান করা হয়েছে।
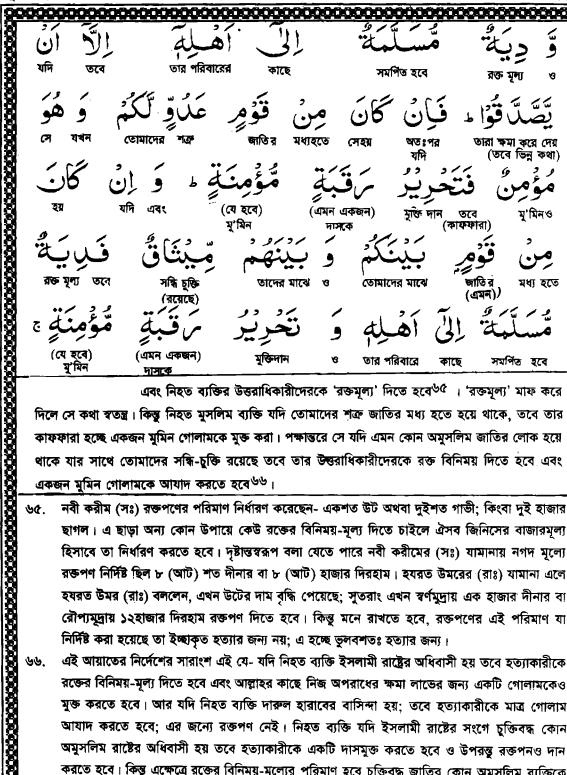
এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে 'রক্তমূল্য' দিতে হবে[৬৫]। 'রক্তমূল্য' মাফ করে দিলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু জাতির মধ্য হতে হয়ে থাকে, তবে তার কাফফারা হচ্ছে একজন মুমিন গোলামকে মুক্ত করা। পক্ষান্তরে সে যদি এমন কোন অমুসলিম জাতির লোক হয়ে থাকে যার সাথে তোমাদের সন্ধি-চুক্তি রয়েছে তবে তার উত্তরাধিকারীদেরকে রক্ত বিনিময় দিতে হবে এবং একজন মুমিন গোলামকে আযাদ করতে হবে[৬৬]।

৬৫. নবী করীম (সঃ) রক্তপণের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন- একশত উট অথবা দুইশত গাভী; কিংবা দুই হাজার ছাগল। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কেউ রক্তের বিনিময়-মূল্য দিতে চাইলে ঐসব জিনিসের বাজারমূল্য হিসাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নবী করীমের (সঃ) যামানায় নগদ মূল্যে রক্তপণ নির্দিষ্ট ছিল ৮ (আট) শত দীনার বা ৮ (আট) হাজার দিরহাম। হযরত উমরের (রাঃ) যামানা এলে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, এখন উটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে; সুতরাং এখন স্বর্ণমুদ্রায় এক হাজার দীনার বা রৌপ্যমুদ্রায় ১২হাজার দিরহাম রক্তপণ দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রক্তপণের এই পরিমাণ যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য নয়; এ হচ্ছে ভুলবশতঃ হত্যার জন্য।

৬৬. এই আয়াতের নির্দেশের সারাংশ এই যে- যদি নিহত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে রক্তের বিনিময়-মূল্য দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজ অপরাধের ক্ষমা লাভের জন্য একটি গোলামকেও মুক্ত করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারাবের বাসিন্দা হয়; তবে হত্যাকারীকে মাত্র গোলাম আযাদ করতে হবে; এর জন্যে রক্তপণ নেই। নিহত ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্টের সংগে চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিম রাষ্টের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে একটি দাসমুক্ত করতে হবে ও উপরন্তু রক্তপনও দান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে রক্তের বিনিময়-মূল্যের পরিমাণ হবে চুক্তিবদ্ধ জাতির কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার জন্য চুক্তি-মত যে পরিমাণ প্রদেয়।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً

তবে যে — না — পায় — রোযা সেক্ষেত্রে রাখবে — দু'মাস — ক্রমাগত — তওবা (করার নীতি)

مِّنَ اللّٰهِ ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾ وَ مَنْ

হতে — আল্লাহর — এবং — হলেন — আল্লাহ — সর্বজ্ঞ — প্রজ্ঞাময় — এবং — যে

يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا

হত্যা করবে — মু'মিনকে — ইচ্ছাকৃত — তার শাস্তি (হল) — জাহান্নাম — সে স্থায়ী হবে

فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا

তার মধ্যে — ও — ক্রুদ্ধ হয়েছেন — আল্লাহ — তার উপর — ও — তাকে লা'নত করেছেন — ও — প্রস্তুত করে রেখেছেন — তার জন্যে — শাস্তি

عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

বিরাট

আর যে কোন গোলাম পাবে না সে ক্রমাগত দুমাস পর্যন্ত রোযা রাখবে[৬৭]। এ ধরনের গুনাহ হতে আল্লাহর নিকট তওবা করার এই হচ্ছে রীতি[৬৮]। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

৯৩. তারপর যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে জেনে-বুঝে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, তাতে সে চিরদিন থাকবে। তার উপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার জন্যে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৬৭. অর্থাৎ রোযা অবিচ্ছিন্ন ভাবে রাখতে হবে, মাঝে রোযা ভংগ করা চলবে না। যদি শরীয়ত-সংগত কোন কারণ ছাড়া মাঝে একদিনও রোযা ভংগ করা হয়, তবে পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে একাধিক্রমে রোযা রাখা শুরু করতে হবে।

৬৮. অর্থাৎ এ জরিমানা নয়, এ হচ্ছে- তওবা ও কাফফারা, জরিমানা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন আন্তরিক, অনুতাপ, লজ্জা ও আত্মসংশোধনের প্রেরণাবোধ থাকে না বরং সাধারণতঃ তা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির সাথে নিরুপায় হয়ে দেয়া হয়ে থাকে, এবং অসন্তুষ্টি ও মনের তিক্ততা থেকেই যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ চান, যে বান্দার ভুল হয়েছে, সে এবাদত, সৎকাজ ও হক আদায় করার মাধ্যমে নিজের আত্মার উপর থেকে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলুক ও বিনয়, লজ্জা ও অনুতাপের সংগে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুক, যেন শুধু মাত্র বর্তমান গুনাহই মাফ না হয়, বরং ভবিষতেও সে এরূপ ভুলক্রটির পুনরাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৯৪. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে বের হবে, তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করো। কেউ তোমাদেরকে প্রথমেই সালাম দিলে সহসাই তাকে বলে ফেলোনা যে, 'তুমি মুমিন নও'। তোমরা যদি বৈষয়িক স্বার্থ পেতে চাও তবে আল্লাহর নিকট প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে। তোমরা নিজেরাই তো ইতিপূর্বে ঠিক এরূপ অবস্থার মধ্যেই লিপ্ত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই সতর্কতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার সাথে কাজ করো[৬৯]।

৬৯. ইসলামের সূচনা কালে 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দটি মুসলমানদের ধর্মীয় কৃষ্টির বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শন রূপে গণ্য হত, এবং একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখে এ শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করতো যে আমি তোমাদেরই দলভুক্ত লোক, আমি তোমাদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী, শত্রু নই। বিশেষতঃ সে সময়ে এই 'শেআর' (ধর্মীয় চিহ্ন)-এর গুরুত্ব আরও বেশী থাকার কারণ ছিল তখন আরবের নব মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে পোষাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের এরূপ কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিলনা যে একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে সাধারণভাবে দেখে তাকে মুসলমান বলে চিনতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালে একটি জটিলতার সৃষ্টি হতো। মুসলমান যখন কোন শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাতো, সেখানে যদি কোন মুসলমান এই আক্রমণের পাল্লায় পড়ে যেতো তবে সে আক্রমণকারী মুসলমানকে সে যে তার দ্বীনি ভাই একথা জানাবার জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠতো। কিন্তু মুসলমানদের তার উপর এই সন্দেহ হতো যে- এ কোন কাফের হবে, কিন্তু নিছক প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করছে। এজন্য অনেক সময় তাকে হত্যা করে ফেলা হতো। আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে তার সম্পর্কে বিনা অনুসন্ধানে হালকা ভাবে তোমাদের এ সিদ্ধান্ত করার অধিকার নেই যে- সে মাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে আর মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার তো অনুসন্ধানের পরই জানা যেতে পারে। তদন্ত ছাড়া ছেড়ে দেওয়ায় যেমন একজন কাফেরের পক্ষে মিথ্যা বলে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা আছে সেরূপ তদন্ত ছাড়া তাকে হত্যা করার মধ্যেও একজন নিষ্পাপ মুমিনের তোমাদের হাতে নিহত হবার সম্ভাবনাও বর্তমান আছে।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِي

নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন ঐবিষয়ে যা তোমরা কাজকর খুব অবহিত না সমান হয়

الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ

(গৃহে) উপবেশন কারী (ঐসব লোক) মধ্যহতে মু'মিনদের এ ব্যতীত অক্ষমতাশীলরা ও

الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ ط

মুজাহিদরা (যারা জিহাদ করে) পথে আল্লাহর তাদের মাল-সম্পদ দিয়ে ও তাদের জান (দিয়ে)

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে তাদের মালসম্পদদিয়ে ও তাদের জান (দিয়ে)

عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ط وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ

(তাদের) উপর (যারা) (গৃহে) উপবেশনকারী মর্যাদায় এবং প্রত্যেকেরই ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহ

الْحُسْنَىٰ ط وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

কল্যাণের কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে উপর উপবিষ্টদের

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً ط

পুরস্কারের (ক্ষেত্রে) বিরাট মর্যাদায় তাঁরপক্ষহতে ও ক্ষমা ও রহমত (রয়েছে)

তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

৯৫. যেসব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহতা'আলা বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন; এদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও কল্যাণের ওয়াদা রয়েছে ; কিন্তু তাঁর দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণ কর কাজের ফল বসে-থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

৯৬. তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে।

وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ

এবং হলেন আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান নিশ্চয় যারা তাদের জান কবজ করে

الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط

ফেরেশতারা জুলুমকারী তাদের নিজেদের উপর (ফেরেশতারা) বলে কেমন তার মধ্যে তোমরা ছিলে

قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ

তারা বলে আমরা ছিলাম দুর্বল মধ্যে দুনিয়ার তারা বলে কি না

تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط

ছিল যমীন আল্লাহর প্রশস্ত তোমরা অতঃপর হিজরত করতে তার মধ্যে

فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

ঐসবলোক অতএব তাদের বাসস্থল (হবে) জাহান্নাম এবং অতি খারাব গন্তব্যস্থান

আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

রুকু-১৪

৯৭. যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করছিল[৭০] এই অবস্থায় ফিরেশতাগণ যখন তাদের 'জান-কবয' করল, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করলঃ তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে? জবাবে তারা বললঃ আমরা দূর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতারা বললঃ আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলনা– তোমরা কি অন্য স্থানে হিজরত করে যেতে পারতে না? এ সব লোকের পরিনতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাব জায়গা।

৭০. অর্থাৎ সেই সব লোক-যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোন বাধ্যতা ও অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আপন কাফের কওমের মধ্যে বসবাস করছিল ও আধামুসলমানী ও আধাকাফেরী জীবন-যাপনে তৃপ্ত ছিল, অথচ একটি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে হিজরত করে স্বীয় দ্বীন ও ঈমান মোতাবেক পূর্ণ ইসলামী জীবন-যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, এবং দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে তাদেরকে এই আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল যে- নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা হিজরত করে সেখানে আসুক।
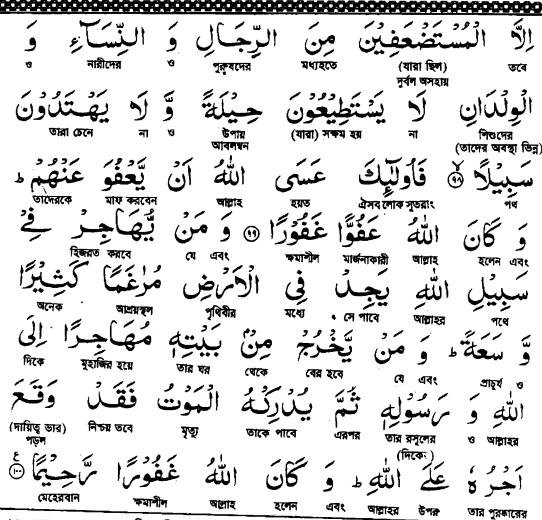
৯৮. তবে যে সব পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার কোন পথ –কোন উপায় ছিলনা;

৯৯. সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও রেহাই দানকারী।

১০০. বস্তুতঃ আল্লাহর পথে যে হিজরত করবে যমীনে আশ্রায় নিবার জন্যে সে অনেক জায়গা এবং দিন-যাপনের জন্যে বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর হতে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরত করার জন্যে বের হবে, এবং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহর প্রতি ওয়াজিব হবে। আল্লাহ বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল [৭১]।

৭১. একথা বুঝে লওয়া আবশ্যক যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে কাফেরী সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে জীবন-যাপন করা মাত্র দুই ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে। প্রথম- সে সেই ভুখন্ডে ইসলামকে বিজয়ী করার এবং কাফেরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে থাকবে। যেমন নবীগণ (আঃ) ও তাদের প্রাথমিক সঙ্গী-সাথীরা করেছিলেন। দ্বিতীয়- সে সেখান থেকে প্রস্থান করার কোন উপায়ই পাচ্ছে না এবং তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সঙ্গে নিরূপায় হয়ে সেখানে বসবাস করছে।

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

এবং যখন তোমরা সফর কর যমীনে তখন নাই তোমাদের উপর কোন গুনাহ

اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ

যে তোমরা কসর করবে থেকে নামাযে যদি তোমরা ভয় কর যে তোমাদের বিপদে ফেলবে

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا

যারা কুফরী করেছে নিশ্চয়ই কাফেররা হলো তোমাদের জন্যে শত্রু

مُّبِيْنًا ﴿۱۰۱﴾ وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

প্রকাশ্য এবং (হে নবী) যখন তুমি হও তাদের মধ্যে তুমি অতঃপর কায়েম করবে তাদের জন্য নামাজ

فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۖ

তখন দাঁড়ায় যেন একদল তাদের মধ্যহতে তোমার সাথে এবং তারা রাখে যেন তাদের অস্ত্র (তাদের কাছে)

فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۠

অতপর যখন তারা সিজদা করে ফেলে তারা তখন হবে তোমাদের পিছনে

রুকু-১৫

১০১. আর তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে[৭২] কোন দোষ নেই, (বিশেষতঃ) কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্থ করতে পারে বলে যখন আশংকা হবে। কেননা তারা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের শত্রুতার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

১০২. হে নবী! তুমি যখন মুসলমানদের মধ্যে অবস্থিত হবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) নামাযে তাদের ইমামতি করার জন্যে দাঁড়াবে তখন তাদের মধ্যে হতে একদল তোমার সংগে দাঁড়াবে এবং অস্ত্র নিয়ে থাকবে[৭৩]। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে তখন তারা পিছনে চলে যাবে

৭২. শান্তির সময়কার সফরে কসর (নামায সংক্ষিপ্ত করণ) হচ্ছেঃ চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকায়াত করে পড়া। যুদ্ধের অবস্থায় কসরের জন্য কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যখন যেভাবে সম্ভব হয় সেই ভাবে নামায পড়ার অনুমতি আছে।

৭৩. ভয়কালীন নামাযের এই হুকুম সেই অবস্থার জন্য যখন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা আছে বটে, তবে কার্যতঃ যুদ্ধ বাধেনি।

وَ لْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰی لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ

আসে যেন এবং | দল | অন্য (যারা) | নামাজ পড়ে নাই | তারা পড়ে যেন তখন | তোমার সাথে

وَ لْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ

ও | তারাও রাখে যেন | সতর্কতা | তাদের | ও | তাদের অস্ত্র শস্ত্র (তাদের কাছে) | কামনা করে | যারা

كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ

কুফরী করেছে | যদি | গাফেল হও তোমরা | হতে | তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র | ও | সাজসরঞ্জাম (হতে)

فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَ لَا جُنَاحَ

তারা তবে আক্রমণ করবে | তোমাদের উপর | আক্রমণ | একবারই | এবং | না (হবে) | গুনাহ

عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًی مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ

তোমাদের উপর | যদি | হয় | তোমাদের | কষ্ট | হতে | বৃষ্টি | অথবা | তোমরা হও

مَّرْضٰۤی اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ج وَ خُذُوْا حِذْرَكُمْ ط

অসুস্থ | তোমাদের সংবরণ করায় | তোমাদের অস্ত্র সস্ত্র | কিন্তু | তোমরা অবলম্বন করবে | তোমাদের সতর্কতা

اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | প্রস্তুত করে রেখেছেন | কাফেরদের জন্যে | আযাব | লাঞ্ছনাকর

এবং দ্বিতীয় দল– এখনো যারা নামায পড়ে নি– তারা এসে তোমার সাথে পড়বে এবং তারাও সতর্ক থাকবে ও নিজেদের অস্ত্র সংগে রাখবে, কেননা কাফেরগণ সুযোগ-সন্ধান করছে: তোমরা তোমাদের অস্ত্র-সস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হতে একটু অসতর্ক হলেই তারা আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তোমরা যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও কিংবা অসুস্থ হও তবে অস্ত্র সংবরণ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক থাকবে। নিশ্চয় জেনো, আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকার আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُودًا

অতঃপর যখন | তোমরা সমাপ্ত কর | নামাজ | তখন | তোমরা স্মরণ কর | আল্লাহকে | দাঁড়িয়ে | ও | বসে

وَّ عَلٰى جُنُوبِكُمْ ج فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ج

ও | উপর | তোমাদের পার্শগুলোর (অর্থাৎ শুয়ে) | অতঃপর যখন | তোমরা নিরাপদ হও | তখন তোমরা কায়েম কর | নামাজ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

নিশ্চয় | নামাজ | হল | উপর | মু'মিনদের | ফরজ | নির্দিষ্ট সময়ে

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ط إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ

এবং না তোমরা হতোদ্যম হয়ো | পশ্চাদ্ধাবনে | (শত্রু) জাতির | যদি | তোমরা যন্ত্রণা পেয়ে থাকো

فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ج وَ تَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ

তবে নিশ্চয় তারাও | যন্ত্রণা পায় | যেমন | তোমরা যন্ত্রণা পাও | আর | তোমরা আশা কর (পুরস্কার) | হতে | আল্লাহ

مَا لَا يَرْجُونَ ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

যা | না | তারা আশা করে | এবং | হলেন | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময়

১০৩. অতঃপর তোমরা যখন নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে –বসে –শুয়ে-সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে। আর যখন স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ হবে, তখন পূর্ণ নামায পড়বে। বস্তুতঃ নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ, যা সময়ানুবর্তিতার সাথে (আদায় করার জন্যে) ঈমানদার লোকদের জন্যে ফরয করে দেয়া হয়েছে।

১০৪. এই দলের পশ্চাদ্ধাবনে কিছুমাত্র দূর্বলতা দেখিয়ো না। তোমরা কষ্টে পড়ে থাকলে তোমাদের ন্যায় তারাও কষ্ট ভোগ করছে। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর নিকট সেই জিনিসের আশা পোষণ কর যার আশা তারা করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

আমরা নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি তোমার প্রতি (এই) গ্রন্থখানি সত্যসহকারে তুমি যাতে বিচার কর মাঝে লোকদের

بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

যেমনি যা তোমাকে দেখিয়েছেন আল্লাহ এবং না তুমি হয়ো খিয়ানতকারীদের জন্যে বিতর্ককারী

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

এবং ক্ষমা চাও (কাছে) আল্লাহর নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল মেহেরবান

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ

এবং না তুমি বিসম্বাদ করো (তাদের) জন্যে যারা খিয়ানত করে তাদের নিজেদের (উপর) নিশ্চয়ই

اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَّسْتَخْفُونَ

আল্লাহ না পছন্দ করেন যে হবে খিয়াতনকারী পাপিষ্ঠ তারা লুকাতে চায়

مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ

থেকে লোকদের অথচ না তারা লুকাতে পারে থেকে আল্লাহ ও তিনি (ছিলেন) তাদের সাথে

إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ

যখন তারা রাতে পরামর্শ করে যা না তিনি পছন্দ করেন (কুট-কৌশলের) কথা বার্তা

রুকু-১৬

১০৫. হে নবী! আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতার সাথে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পার। তুমি খিয়ানতকারী ও দূর্নীতিপরায়ন লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হয়ো না।

১০৬. এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১০৭. যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করে[৭৪], তুমি তাদের সাহায্য করো না। বস্তুতঃ আল্লাহ খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের পছন্দ করেন না।

১০৮. তারা মানুষের নিকট হতে নিজেদের কর্মকান্ড লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সে সময়ও তাদের সংগে থাকেন যখন এরা রাত্রিবেলা গোপনে আল্লাহর মর্যির খেলাফ পরামর্শ করতে থাকে।

৭৪. যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে প্রকৃতপক্ষে তার দ্বারা প্রথমে নিজ সত্তার প্রতিই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে।

وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ

এবং হলেন আল্লাহ ঐ বিষয় যা তারা কাজ করছে আয়ত্তকারী হ্যাঁ তোমরাই ঐসব লোক (যারা)

جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ

তোমরা ঝগড়া করেছ তাদের পক্ষে জীবনে দুনিয়ার কে অতঃপর ঝগড়া করবে আল্লাহর (সাথে)

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾

তাদের পক্ষে দিনে কিয়ামতের অথবা কে হবে তাদের পক্ষে উকীল

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ

এবং যে কাজ করবে মন্দ বা জুলুম করবে তার নিজের উপর এরপর ক্ষমা চাইবে

اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَ مَنْ يَّكْسِبْ

আল্লাহর (কাছে) সে পাবে আল্লাহকে ক্ষমাশীল মেহেরবান হিসেবে আর যে অর্জন করে

اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ

গুনাহ তাহলে মূলতঃ তা অর্জন করেসে উপর তার নিজের এবং হলেন আল্লাহ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়

এদের সকল কাজই আল্লাহর আয়ত্তাধীন।

১০৯. হ্যাঁ, তোমরা এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে দুনিয়ার জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে; কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে তাদের উকীল কে হবে?

১১০. কেউ যদি কোন পাপকাজ করে ফেলে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে বসে এবং তার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে।

১১১. কিন্তু যে পাপ কাজ করবে তার এই পাপকাজ তার জন্যেই বিপদ হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।

وَ	مَنْ	يَّكْسِبْ	خَطِيْٓـَٔةً	اَوْ	اِثْمًا	ثُمَّ
এবং	যে	অর্জন করে	অন্যায়	বা	পাপ কাজ	এরপর

يَرْمِ بِهٖ	بَرِيْٓــًٔا	فَقَدِ	احْتَمَلَ	بُهْتَانًا	وَّ	اِثْمًا	مُّبِيْنًا ﴿۱۱۲﴾
তা চাপিয়ে দেয়	নির্দোষের (উপর)	নিশ্চয় তবে	সে বহন করল	মিথ্যা অপবাদ	ও	পাপ	সুস্পষ্ট

وَ	لَوْ	لَا	فَضْلُ	اللّٰهِ	عَلَيْكَ	وَ	رَحْمَتُهٗ	لَهَمَّتْ
এবং	যদি	না	অনুগ্রহ (হত)	আল্লাহর	তোমার উপর	ও	তাঁর রহমত (তবে)	সংকল্প করেই ফেলেছিল

طَّآئِفَةٌ	مِّنْهُمْ	اَنْ	يُّضِلُّوْكَ ؕ	وَ	مَا	يُضِلُّوْنَ	اِلَّآ
একদল	তাদের মধ্য হতে	যে	তোমাকে পথ ভ্রষ্ট করবে	এবং	না	তারা পথ ভ্রষ্ট করবে	এ ছাড়া

اَنْفُسَهُمْ	وَ	مَا	يَضُرُّوْنَكَ	مِنْ	شَيْءٍ ؕ	وَ	اَنْزَلَ	اللّٰهُ
তাদের নিজেদেরকে	এবং	না	তোমাকেতারা ক্ষতি করতে পারে		কোন কিছুই	এবং	নাযিল করেছেন	আল্লাহ

عَلَيْكَ	الْكِتٰبَ	وَ	الْحِكْمَةَ	وَ	عَلَّمَكَ	مَا	لَمْ	تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ
তোমার উপর	কিতাব	ও	বুদ্ধিমত্তা	ও	তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন	যা	না	তুমি জানতে

১১২. তারপরে যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার দোষ চাপিয়ে দেয় সে তো বড় সাংঘাতিক দোষারোপ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজ কাঁধে গ্রহণ করে।

রুকূ-১৭

১১৩. হে নবী! আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমার প্রতি না হতো এবং তাঁর রহমত যদি তোমার কল্যাণে নিযুক্ত না হত তবে তাদের মধ্য হতে একটি দল তোমাদেরকে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করার ফায়সালা করেই ফেলেছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ভুল ধারণায় ফেলতেছিলনা এবং তারা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারত না[৭৫]। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও বুদ্ধিমত্তা নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না।

৭৫. অর্থাৎ যদি তারা ভুল বিবরণ ও সাক্ষ্য পেশ করে তোমাকে ভুল ধারণার বশবর্তী করতে সক্ষমও হয়ে যেত. এবং নিজেদের অনুকূলে ইনসাফের খেলাফ ফায়সালাও হাসেল করে নিতো, তবু ক্ষতি তাদেরই হতো। তোমার তাতে কোন ক্ষতি হতো না। কেননা তার জন্য আল্লাহর কাছে তারাই দোষী সাব্যস্ত হতো, তুমি নও। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজের অনুকূলে অন্যায় ফায়সালা হাসেল করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজেকে এই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে যে, এই তদবিরের ফলে 'হক' তারই পক্ষে এসে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে হক তারই আছে, প্রকৃত যার হক। কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আদালতের বিচারক ফায়সালা দান করলে তার দ্বারা প্রকৃত সত্যের উপর কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়া পড়ে না।

وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾ لَا خَيْرَ

এবং হল অনুগ্রহ আল্লাহর তোমার উপর বিরাট নাই কোন কল্যাণ

فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ

মধ্যে অধিকাংশের গোপন তাদের তবে যে নির্দেশ দেয় দানখয়রাতের বা
(দোষনেই তার শলাপরামর্শে) পরামর্শের

مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ

সৎ কাজের বা সন্ধি স্থাপনের মাঝে লোকদের এবং যে করে

ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا

এরূপ সন্ধানে সন্তুষ্টির আল্লাহর শীঘ্রই সেক্ষেত্রে তাকে দেব আমরা প্রতিফল

عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا

বিরাট এবং যে বিরুদ্ধাচারণ করে রসূলের এরপরেও যা

تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

সুস্পষ্ট হয়েছে তার কাছে সৎ পথ ও অনুসরণ করে ব্যতীত পথ মু'মিনদের (তাহলে)

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

আমরা তাকে ফিরাব যে দিকে সে ফিরেছে(সেদিকেই) ও আমরা তাকে দগ্ধ করব জাহান্নামে এবং (তা) কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল

বস্তুতঃ তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট।

১১৪. লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ কাউকে যদি দান খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা কোন ভাল কাজের জন্যে অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের মধ্যে সংশোধন সূচিত করার জন্যে কাউকে কিছু বলে তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আর আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে যে কেউ এরূপ করবে তাকে আমরা বড় প্রতিফল দান করব।

১১৫. কিন্তু যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধতা করার জন্যে কৃতসংকল্প হবে এবং ঈমানদার লোকের নিয়ম-নীতির বিপরীত নীতিতে চলবে- এমতাবস্থায় যে, প্রকৃত সত্যপথ তার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে- তাকে আমরা সেই দিকেই চালাব যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো যা নিকৃষ্টতম স্থান।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ না মাফ করেন শিরক করাকে তার সাথে কিন্তু মাফ করবেন যা (আছে) ব্যতীত

ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

এটা যাকে তিনি ইচ্ছে করবেন ও যে শিরক করে আল্লার সাথে নিশ্চয় অতঃপর সে পথভ্রষ্ট হয়েছে

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ

পথভ্রষ্টতায় বহুদূরে না তারা ডাকে তাঁকে ছাড়া কিন্তু দেবী-দেরকে

وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ

এবং না তারা ডাকে এছাড়া শয়তানকে বিদ্রোহী যাকে লানত দিয়েছেন আল্লাহ

وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

এবং (শয়তান) বলেছিল আমি অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব মধ্যহতে তোমার বান্দাদের এক অংশ নির্দিষ্ট

রুকূ-১৮

১১৬. আল্লাহর নিকট কেবল শেরকই ক্ষমা পেতে পারে না, এতদ্ব্যতীত অন্য সব পাপই মার্জনা লাভ করতে পারে, যাকে তিনি ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল, সে তো গোমরাহীর পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

১১৭. এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীসমূহকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করে[৭৬]। তারা সেই আল্লাহদ্রোহী শয়তানকেও মাবুদ রূপে মেনে নেয়

১১৮. যার উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন (তারা সেই শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করে) যে আল্লাহকে বলেছিল যে, আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে হতে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব[৭৭];

৭৬. শয়তানকে কেউই এই অর্থে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেনা যে, তার সামনে কেউ পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পালন করে বা তাকে আল্লাহ রূপে মর্যাদা দান করে। শয়তানকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার অর্থ মানুষের নিজের প্রবৃত্তির লাগাম শয়তানের হাতে সমর্পন করা এবং সে যেদিকে পরিচালনা করে সে দিকে চালিত হওয়া, যেন এ তার বান্দা এবং সে তার আল্লাহ। এর থেকে এ সত্য জানা যায় যে- অন্ধ ও প্রশ্নাতীত ভাবে কারুর আনুগত্য ও আদেশ পালন করাকেও 'এবাদত' বলা হয়; এবং যে ব্যক্তি কারুর এরূপ আনুগত্য করে সে আল্লাহকে ত্যাগ করে তাকেই নিজের মাবুদ বানিয়েছে বলা যেতে পারে।

৭৭. অর্থাৎ তার সময়ের মধ্যে, তার শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার মধ্যে, শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতার মধ্যে, তার মাল ও আওলাদের মধ্যে নিজের জন্য অংশ নির্ধারণ করবো এবং তাকে প্রতারিত করে এরূপ প্ররোচিত করবো যে, সে এই সমস্ত জিনিসের অংশ বিশেষ আমার পথে ব্যয় করবে।

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ

এবং তাদের আমি অবশ্যই এবং পথ ভ্রষ্ট করব — তাদের আমি অবশ্যই আশা আকাংখা দিব — এবং তাদের আমি অবশ্যই নির্দেশ দেব — অতঃপর তারা অবশ্যই ছেদ করবে

اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ

কানগুলো — গবাদি পশুর — ও অবশ্যই তাদের আমি নির্দেশ দেব — অতঃপর তারা অবশ্যই বিকৃত করবে — সৃষ্টিকে — আল্লাহর

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ

এবং যে — গ্রহণ করে — শয়তানকে — অভিভাবক রূপে — ছাড়া — আল্লাহ — নিশ্চয়ই তবে

خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ؕ ﴿١١٩﴾

সেক্ষতিগ্রস্ত হয় — ক্ষতিতে — প্রকাশ্য
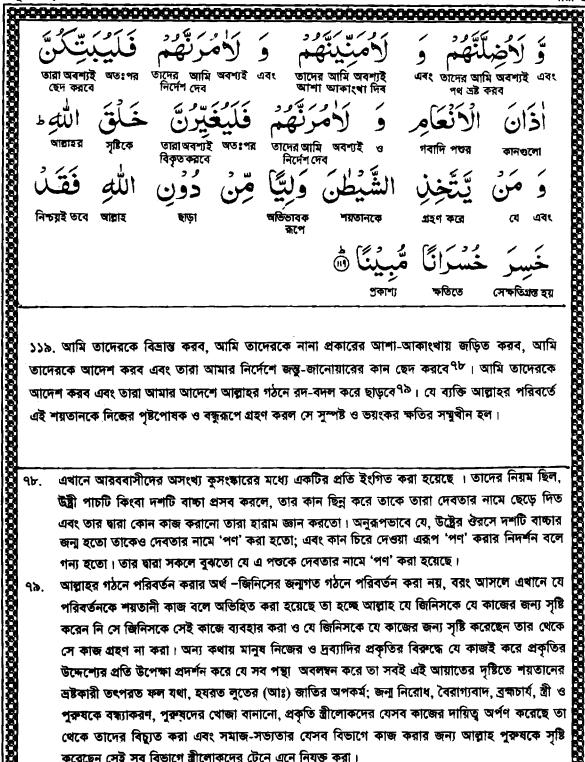
১১৯. আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, আমি তাদেরকে নানা প্রকারের আশা-আকাংখায় জড়িত করব, আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার নির্দেশে জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদ করবে[৭৮]। আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার আদেশে আল্লাহর গঠনে রদ-বদল করে ছাড়বে[৭৯]। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এই শয়তানকে নিজের পৃষ্টপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল সে সুস্পষ্ট ও ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হল।

৭৮. এখানে আরববাসীদের অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে একটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । তাদের নিয়ম ছিল, উষ্ট্রী পাচটি কিংবা দশটি বাচ্চা প্রসব করলে, তার কান ছিন্ন করে তাকে তারা দেবতার নামে ছেড়ে দিত এবং তার দ্বারা কোন কাজ করানো তারা হারাম জ্ঞান করতো। অনুরূপভাবে যে, উষ্ট্রের ঔরসে দশটি বাচ্চার জন্ম হতো তাকেও দেবতার নামে 'পণ' করা হতো; এবং কান চিরে দেওয়া এরূপ 'পণ' করার নিদর্শন বলে গন্য হতো। তার দ্বারা সকলে বুঝতো যে এ পশুকে দেবতার নামে 'পণ' করা হয়েছে।

৭৯. আল্লাহর গঠনে পরিবর্তন করার অর্থ –জিনিসের জন্মগত গঠনে পরিবর্তন করা নয়, বরং আসলে এখানে যে পরিবর্তনকে শয়তানী কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নি সে জিনিসকে সেই কাজে ব্যবহার করা ও যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সে কাজ গ্রহণ না করা। অন্য কথায় মানুষ নিজের ও দ্রব্যাদির প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কাজই করে প্রকৃতির উদ্দেশ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে যে সব পন্থা অবলম্বন করে তা সবই এই আয়াতের দৃষ্টিতে শয়তানের ভ্রষ্টকারী তৎপরত ফল যথা, হযরত লূতের (আঃ) জাতির অপকর্ম; জন্ম নিরোধ, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচার্য, স্ত্রী ও পুরুষকে বন্ধ্যাকরণ, পুরুষদের খোজা বানানো, প্রকৃতি স্ত্রীলোকদের যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা থেকে তাদের বিচ্যুত করা এবং সমাজ-সভ্যতার যেসব বিভাগে কাজ করার জন্য আল্লাহ পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই সব বিভাগে স্ত্রীলোকদের টেনে এনে নিযুক্ত করা।
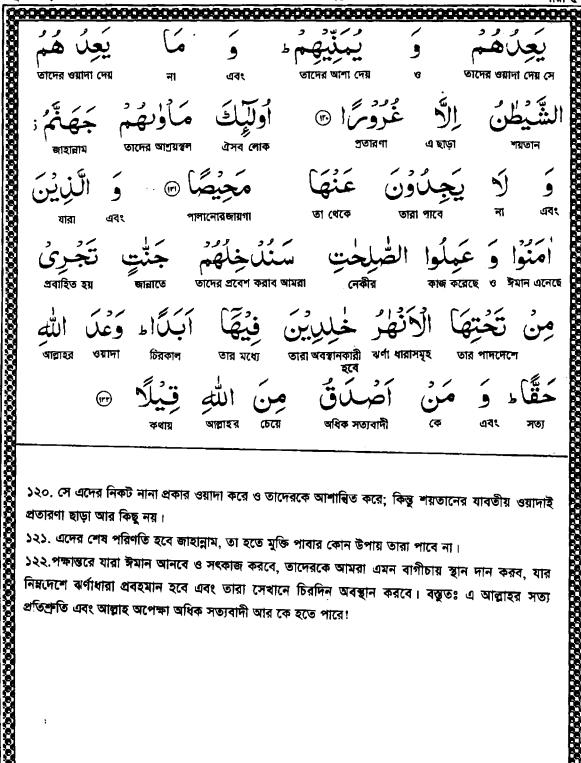
১২০. সে এদের নিকট নানা প্রকার ওয়াদা করে ও তাদেরকে আশান্বিত করে; কিন্তু শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

১২১. এদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম, তা হতে মুক্তি পাবার কোন উপায় তারা পাবে না।

১২২.পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমরা এমন বাগীচায় স্থান দান করব, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুতঃ এ আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে!

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ط مَنْ يَّعْمَلْ

না(হবে শেষ পরিনতি) | তোমাদের আকাংখা অনুযায়ী | আর | না | আকাংখা (অনুযায়ী) | আহলি কিতাবদের | যে | কাজ করবে

سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا

মন্দ | প্রতিফল দেয়া হবে | অনুযায়ী | এবংসে | না | পাবে সে | তার জন্যে | ছাড়া | আল্লাহ | কোন অভিভাবক

وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ

এবং | না | কোন সাহায্যকারী | এবং | যে | কাজ করবে | নেকীসমূহের | মধ্যহতে | পুরুষদের

اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

অথবা | নারীদের | এবং | সে | মু'মিনও | ঐসব লোকতখন | প্রবেশ করবে | জান্নাতে

وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ

এবং | না | যুলুম করা হবে | সামান্য পরিমাণও | এবং | কার | উত্তম | জীবন-যাপন পন্থা | (তার) চেয়ে যে

اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ

আত্মসমর্পণ করল | তার নিজেকে | আল্লাহর কাছে | এবং | সে | সৎ কর্মশীলও | এবং | অনুসরণ করল | পন্থা

اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

ইবরাহিমের | একনিষ্ঠভাবে | এবং | গ্রহণ করেছেন | আল্লাহ | ইবরাহীমকে | বন্ধু হিসেবে

---

১২৩. শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাংখার উপর নির্ভর করছে, না আহলি-কিতাবের মনস্কামনার উপর। যে পাপ করবে সেই তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে নিজের জন্যে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

১২৪. আর যে নেক কাজ করবে– সে পুরুষ হোক আর স্ত্রী হোক– সে যদি ঈমানদার হয় তবে এই ধরনের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে পারবে না।

১২৫. বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রা সততার সাথে সম্পন্ন করে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করে- সেই ইবরাহীমের পথ যাকে আল্লাহতা'আলা নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন- তার অপেক্ষা উত্তম জীবন-যাপন পন্থা আর কার হতে পারে?

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ط وَ كَانَ

এবং আল্লাহরই জন্যে যা কিছু (আছে) মধ্যে আসমানসমূহের ও যাকিছু (আছে) মধ্যে পৃথিবীর এবং হলেন

اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾ وَ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي

আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং তোমাকে তারা ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করে সম্পর্কে

ع ১৮ ১৫

النِّسَآءِ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

স্ত্রীলোকদের বল আল্লাহ তোমাদের ব্যবস্থা বলে দিচ্ছেন এবং তাদের সম্পর্কে (তাওস্মরন কর) যা শুনান হয়েছে তোমাদের নিকট

فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ

মধ্যে (এই) কিতাবের সম্পর্কে য়াতীম নারীদের যাদেরকে না দাও তোমরা তাদের (প্রাপ্য)

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ

যা নির্ধারিত তাদের জন্যে অথচ আগ্রহ কর তোমরা বিবাহ করতে তোমরা তাদেরকে এবং

الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى

অসহায় শিশুদের (সম্পর্কেও) এবং (এও নির্দেশ দিচ্ছেন)যে তোমরা কায়েম থাক য়াতীমদের জন্যে

بِالْقِسْطِ ط

ইনসাফের সাথে

১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর এবং আল্লাহ সর্বব্যাপক।

রুকূ-১৯

১২৭. লোকেরা তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে[৮০]; বল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সেই সংগে সেই হুকুমগুলিও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা পূর্ব হতে তোমাকে এই কিতাবের মাধ্যমে শোনানো হচ্ছে। অর্থাৎ সেই হুকুমগুলি যা সেই ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছিল যাদের হক তোমরা আদায় কর না এবং তাদেরকে বিয়ে করার কোন আগ্রহ পোষণ করনা (অথবা লোভাতুর হয়ে তোমরা নিজেরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও[৮১]); সেই হুকুমগুলিও যা অসহায় অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো ।

৮০. তারা কি ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করতো তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু ১২৮ থেকে ১৩০ পর্যন্ত আয়াতে যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরণ বুঝা যায়।

৮১. تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এর অর্থ হতে পারেঃ তোমরা তাদের যে বিবাহ করার আগ্রহ কর। আবার এ অর্থও হতে পারে যে তোমরা তাদের বিবাহ করতে ইচ্ছা কর না।

كَانَ	اللّٰهَ	فَاِنَّ	خَيْرٍ	مِنْ	تَفْعَلُوْا	مَا	وَ
হলেন	আল্লাহ	নিশ্চয়ই	কল্যাণ		তোমরা কর	যা	এবং

بَعْلِهَا	مِنْ	خَافَتْ	امْرَاَةٌ	اِنِ	وَ	عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾	بِهٖ
তার স্বামীর	থেকে	ভয় করে	কোন স্ত্রী	যদি	এবং	সবিশেষ অবহিত	সে ব্যাপারে

يُّصْلِحَا	اَنْ	عَلَيْهِمَا	جُنَاحَ	فَلَا	اِعْرَاضًا	اَوْ	نُشُوْزًا
দুজনে আপোষ করবে	যে	তাদের দুজনের উপর	কোন দোষ	নাই তবে	উপেক্ষারা	বা	দুর্ব্যবহারের

الْاَنْفُسُ	اُحْضِرَتِ	وَ	خَيْرٌ ؕ	الصُّلْحُ	وَ	صُلْحًا ؕ	بَيْنَهُمَا
নফসগুলোতে	বিদ্যমান আছে	আর	উত্তম	আপোষ নিষ্পত্তি	এবং	কোন আপোষ নিষ্পত্তি	তাদের দুজনের মাঝে

الشُّحَّ ؕ
সংকীর্ণতা
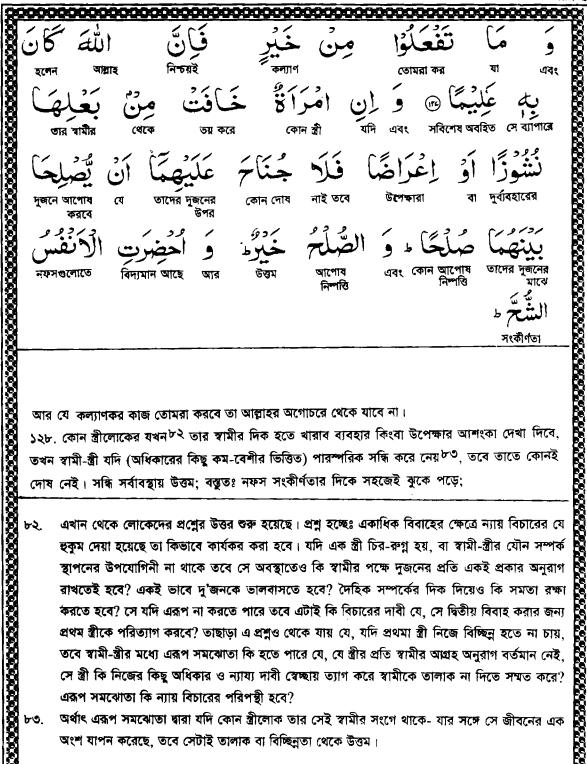
আর যে কল্যাণকর কাজ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচরে থেকে যাবে না।

১২৮. কোন স্ত্রীলোকের যখন[৮২] তার স্বামীর দিক হতে খারাব ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা দেখা দিবে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি (অধিকারের কিছু কম-বেশীর ভিত্তিত) পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়[৮৩], তবে তাতে কোনই দোষ নেই। সন্ধি সর্বাবস্থায় উত্তম; বস্তুতঃ নফস সংকীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুকে পড়ে;

৮২. এখান থেকে লোকেদের প্রশ্নের উত্তর শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছেঃ একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা কিভাবে কার্যকর করা হবে। যদি এক স্ত্রী চির-রুগ্ন হয়, বা স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উপযোগিনী না থাকে তবে সে অবস্থাতেও কি স্বামীর পক্ষে দুজনের প্রতি একই প্রকার অনুরাগ রাখতেই হবে? একই ভাবে দু'জনকে ভালবাসতে হবে? দৈহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কি সমতা রক্ষা করতে হবে? সে যদি এরূপ না করতে পারে তবে এটাই কি বিচারের দাবী যে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে? তাছাড়া এ প্রশ্নও থেকে যায় যে, যদি প্রথমা স্ত্রী নিজে বিচ্ছিন্ন হতে না চায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ সমঝোতা কি হতে পারে যে, যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আগ্রহ অনুরাগ বর্তমান নেই, সে স্ত্রী কি নিজের কিছু অধিকার ও ন্যায্য দাবী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে স্বামীকে তালাক না দিতে সম্মত করে? এরূপ সমঝোতা কি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হবে?

৮৩. অর্থাৎ এরূপ সমঝোতা দ্বারা যদি কোন স্ত্রীলোক তার সেই স্বামীর সংগে থাকে- যার সঙ্গে সে জীবনের এক অংশ যাপন করেছে, তবে সেটাই তালাক বা বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তম।

وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

এবং যদি তোমরা ইহসান কর ও তোমরা ভয় কর (আল্লাহকে) নিশ্চয়ইতবে আল্লাহ হলেন ঐ বিষয়ে যা

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ

তোমরা কাজ কর খুব অবহিত এবং কক্ষণ না তোমরা পারবে করতে তোমরা পূর্ণ সমতা মাঝে

النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا

(একাধিক) স্ত্রীর এবং যদিও তোমরা আকাংখা কর তবে না তোমরা ঝুঁকে পড়ো (একজনের দিকে) একেবারেই ঝুকা তোমরা অতঃপর রেখো (না) তাকে (অর্থাৎ অপরকে)

كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

ঝুলানো অবস্থা যেমন এবং যদি তোমরা সংশোধিত হও ও তোমরা ভয় কর নিশ্চয়ই তবে আল্লাহ

كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

হলেন ক্ষমাশীল মেহেরবান

কিন্তু তোমরা যদি ইহসান অবলম্বন কর ও আল্লাহকে ভয় করে চল, তবে নিঃসন্দেহে জেনো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্ম-নীতি সম্পর্কে নিশ্চয় অবহিত হবেন।

১২৯. স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বাজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমার অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অতএব (আল্লাহর আইনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে,) একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপর জনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না[৮৪]। তোমরা যদি নিজেদের কাজ-কর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে আল্লাহ তো মার্জনাকারী ও মেহেরবান।

---

৮৪. এই আয়াত থেকে কোন কোন লোক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসেছে যে- কোরআন একদিকে 'আদল' করার শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, অপরদিকে আদল রক্ষা করা অসম্ভব ঘোষনা করে সে অনুমতিকে কার্যতঃ বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আয়াতে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অবকাশই নেই। কুরআনে যদি কেবলমাত্র তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' রক্ষা করতে পারবে না' বলে ক্ষান্ত করা হতো, তা হলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একটি যুক্তি থাকতে পারতো, কিন্তু তারপরই যে বলা হয়েছে, 'সুতরাং এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ ঝুকে পড়োনা'। আসলে খৃষ্টান ইউরোপের অনুসরণকারী হযরত এই আয়াত থেকে এরূপ অর্থ নির্গত করতে চান।

وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ
আর যদি তারা দুজনে পৃথক হয় অভাবমুক্ত করবেন আল্লাহ প্রত্যেককে দ্বারা

سَعَتِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾ وَ لِلّٰهِ مَا
তারপ্রাচুর্য এবং হলেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় প্রজ্ঞাময় এবং আল্লাহরই যা কিছু (আছে)

فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ
মধ্যে আসমানসমূহের ও যা কিছু (আছে) পৃথিবীতে এবং নিশ্চয় আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম (তাদেরকে) যাদের

اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
দেওয়া হয়েছিল কিতাব তোমাদের পূর্বে ও তোমাদের কেও যে তোমরা ভয় কর আল্লাহকে

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ
এবং যদি তোমরা না মান তবুও নিশ্চয় আল্লাহরই জন্যে যা কিছু আছে মধ্যে আসমানসমূহের এবং যা কিছু আছে মধ্যে যমীনের

وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
এবং হলেন আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন প্রশংসিত এবং আল্লাহরই জন্যে যাকিছু আছে মধ্যে আসমানসমূহের

وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾
ও যা কিছু আছে মধ্যে যমীনের এবং যথেষ্ট আল্লাহই কর্মবিধায়ক হিসেবে

১৩০. কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তার বিপুল শক্তির সাহায্যে প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষিতা হতে রেহাই দান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশাল ক্ষমতার মালিক ও বিজ্ঞানী।

১৩১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছিলাম তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম, আর এখন তোমাদেরকেও এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো; কিন্তু তোমরা যদি তা না মানো তবে মেনো না,- আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন! উপরন্তু সকল প্রকার প্রশংসার তিনিই যোগ্য অধিকারী।

১৩২. নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মালিক, যা কিছু আসমানে ও যমীনে আছে সেই সবকিছুরই; আর যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্যে এক আল্লাহই যথেষ্ট।

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ

যদি করেন | তিনি ইচ্ছে | অপসারিত করবেন | তোমাদেরকে | হে | লোকেরা | এবং | আনবেন | অন্যদেরকে (তোমাদের স্থানে) | এবং | হলেন

اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ

আল্লাহ | উপর | এর | ক্ষমতাবান | যে | চায় | সওয়াব

الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ

দুনিয়ার (সে যেন জানে) | কাছে যে (আছে) | আল্লাহর | সওয়াব | দুনিয়ার | ও | আখেরাতের | এবং | হলেন

اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا

আল্লাহ (এমন যে) | সব কিছু শুনেন | সবকিছু দেখেন | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা থাক

قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

প্রতিষ্ঠিত | ইনসাফের উপর | সাক্ষীদাতা হিসেবে | আল্লাহরই জন্যে | এবং | যদিও | বিরুদ্ধে (যায়) | তোমাদের নিজেদের

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

অথবা | পিতামাতর | এবং | আত্মীয় স্বজনদের (বিরুদ্ধেও) | যদি | (তাদের কেউ) হয় | ধনী | বা | গরীব

فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ

তবুও (তোমাদেরচেয়ে) বেশী শুভাকাঙ্খী আল্লাহই | তাদের দুজনের | অতএব না | তোমরা অনুসরণ করো | প্রবৃত্তির কামনার | ন্যায় বিচারকরতে

১৩৩. তিনি ইচ্ছে করলেই তোমাদেরকে অপসারিত করে তোমাদের স্থানে অন্য লোককে এনে বসাবেন, তিনি এর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ।

১৩৪. যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার সওয়াবের সন্ধানী সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সওয়াবও রয়েছে আর আখেরাতের সওয়াব। আল্লাহ বস্তুতঃই সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

রুকু-২০

১৩৫.হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ধারক হও, ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও! তোমাদের এই সুবিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার- অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনার) অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা হতে বিরত থেকো না।

وَ إِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

এবং যদি তোমরামন রাখা কথা বল বা তোমরা পাশ কাটাও (সত্যহতে) তবুও নিশ্চয় আল্লাহ হলেন ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজ করছ

خَبِيْرًا ۝١٣٥ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ

খুব অবহিত ওহে যারা ঈমান এনেছ ঈমান আন আল্লাহর উপর ও

رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ

তাঁর রসূলের ও কিতাবের (উপর) যা অবতীর্ণ করেছেন উপর তাঁর রসূলের এবং ঐ কিতাবেরও

الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ

যা অবতীর্ণ করেছেন ইতি পূর্বে এবং যে অস্বীকার করে আল্লাহকে ও তাঁরফেরেশতাদেরকে ও

كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝١٣٦

তাঁরকিতাব গুলোকে ও তাঁররসূলদেরকে ও দিনকে আখেরাতের তবে নিশ্চয়ই সেপথভ্রষ্ট হয়েছে পথভ্রষ্টতায় দূরে বহু

তোমরা যদি মন-রাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা হতে দূরে সরে থাক তবে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

১৩৬. হে ঈমানদাররা, ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলে প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন৮৫। সেই কিতাবের প্রতিও ঈমান আন, যা আল্লাহতা'আলা এর পূর্বে নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করল৮৬ সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে গেল।

---

৮৫. ঈমানদার লোকদের আবার বলা 'তোমরা ঈমান আনো' বাহ্য দৃষ্টিতে আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে 'ঈমান' শব্দটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার অর্থ হচ্ছেঃ মানুষ 'অস্বীকার করার' পরিবর্তে স্বীকার ও গ্রহণ করার পথ অবলম্বন করবে, অমান্যকারীদের থেকে পৃথক হয়ে মান্যকারীদের অর্ন্তভুক্ত হবে। আর এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে- মানুষ যে জিনিসকে মানে তাকে আন্তরিকতার সংগে মানে, পূর্ণ গম্ভীরতা ও অকপট নিষ্ঠার সংগে মানে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যে সমস্ত মুসলমান মান্যকারীদের মধ্যে গন্য হয়েছিল, তাদের প্রতি এই আয়াতে সম্বোধন করে দাবী করা হচ্ছে যে- তোমরা দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েও খাটি মুমিন হয়ে যাও।

৮৬. কুফুরী করারও দুটি অর্থ আছে। প্রথম সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা; দ্বিতীয়- মুখে তো মান্য করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে মান্য করেনা, কিংবা নিজের কার্য ও গতিধারা দ্বারা প্রমাণিত করে যে, সে যাকে স্বীকার ও মান্য করার মৌখিক দাবী করে বস্তুত তাকে মান্য করে না।

আরবী	অর্থ
إِنَّ	নিশ্চয়ই
الَّذِينَ	যারা
آمَنُوا	ঈমান এনেছে
ثُمَّ	এরপর
كَفَرُوا	কুফরী করেছে
ثُمَّ	আবার
آمَنُوا	ঈমান এনেছে
ثُمَّ	আবার
كَفَرُوا	কুফরী করেছে
ثُمَّ	এরপর
ازْدَادُوا	তারা বৃদ্ধি করেছে
كُفْرًا	কুফরী
لَّمْ	না
يَكُنِ	(নিশ্চয়) হবেন
اللَّهُ	আল্লাহ (এমন যে)
لِيَغْفِرَ	মাফ করবেন
لَهُمْ	তাদেরকে
وَلَا	এবং না
لِيَهْدِيَهُمْ	তাদের হেদায়াত দিবেন
سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾	(সঠিক) পথের
بَشِّرِ	সু সংবাদ দাও
الْمُنَافِقِينَ	মুনাফিকদেরকে
بِأَنَّ	যে
لَهُمْ	তাদের জন্যে (রয়েছে)
عَذَابًا	শাস্তি
أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾	মর্মন্তুদ
الَّذِينَ	যারা
يَتَّخِذُونَ	গ্রহণ করে
الْكَافِرِينَ	কাফেরদেরকে
أَوْلِيَاءَ	বন্ধুরূপে
مِن دُونِ	বাদ দিয়ে
الْمُؤْمِنِينَ ۚ	মু'মিনদেরকে
أَيَبْتَغُونَ	তারা সন্ধান করে কি
عِندَ	কাছে
هُمُ	তাদের
الْعِزَّةَ	সম্মান
فَإِنَّ	নিশ্চয়-তবে (জেনে রাখুক)
الْعِزَّةَ	সম্মান
لِلَّهِ	আল্লাহরই জন্যে
جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾	সব টুকুই
وَقَدْ	নিশ্চয় এবং
نَزَّلَ	অবতীর্ণ করেছেন
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
فِي	মধ্যে
الْكِتَابِ	কিতাবের
أَنْ	যে
إِذَا	যখন
سَمِعْتُمْ	তোমরা শুনবে
آيَاتِ	আয়াতগুলো
اللَّهِ	আল্লাহর
يُكْفَرُ	অস্বীকার করা হচ্ছে
بِهَا	সে গুলোকে
وَ	ও
يُسْتَهْزَأُ بِهَا	সেগুলোকে ঠাট্টা করা হচ্ছে

১৩৭. আর যারা ঈমান আনল, তারপরে কুফরী করল, তারপর ঈমান আনল ও আবার কুফরী করল, উপরন্তু সেই কুফরীতেই সে সামনে অগ্রসর হল তবে আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না, আর কখনই তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিবেন না ।

১৩৮-১৩৯.যে সব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সংগীরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এই 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এরা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকট যায়? অথচ সম্মান তো সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য।

১৪০. আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরীর কথা বলতে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে,

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ

না তবে | তোমরা বসবে | তাদের সাথে | যতক্ষণ না | তারা লিপ্ত হয় | মধ্যে

حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ

(অন্য) কথার | তা ছাড়া | (তবে যদি বস) তোমরাও নিশ্চয়ই | তখন | তাদের মত (হয়ে যাবে) | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | একত্রিতকারী

الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ﴿۱۴۰﴾ الَّذِيْنَ

মুনাফিকদেরকে | ও | কাফেরদেরকে | মধ্যে | জাহান্নামের | সকলকে (এক সাথে) | যারা

يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا

অপেক্ষা করে | তোমাদের ব্যাপারে | যদি পরে | হয় | তোমাদের জন্যে | বিজয় | পক্ষহতে | আল্লাহর | তারা বলে (মুমিনদেরকে)

اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَ اِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا

নাকি | আমরা ছিলাম | তোমাদের সাথে | আর | যদি | হয় | কাফেরদের জন্যে | ভাগ্য | তারা বলে (কাফেরদেরকে)

اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ

নাকি | আমরা প্রবল ছিলাম | তোমাদের উপর | ও | তোমাদের রক্ষা করে ছিলাম আমরা | হতে | মু'মিনদের | আল্লাহই তাই

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

ফয়সালা করে দিবেন | তোমাদের মাঝে | দিনে | কিয়ামতের

সেখানে তোমরা আদৌ বসবে না- যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায় লিপ্ত হয়। তোমরা যদি তাই কর, তবে তোমরাও তাদেরই মত হবে। নিশ্চয়ই জেনো আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। ১৪১. এই মুনাফিকগণ তোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি দাড়ায়! আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জয় সূচিত হলে তারা এসে বলবেঃ আমরাও কি তোমাদের সংগে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা ভারী হলে তাদেরকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতাম না? তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে মুসলমানদের হতে রক্ষা করেছি। বস্তুতঃ আল্লাহই তোমাদের ও তাদের পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কিয়ামতের দিন করবেন।

وَ لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

এবং | কক্ষণ না | রাখবেন | আল্লাহ | কাফেরদের জন্যে | বিরুদ্ধে | মু'মিনদের

سَبِيْلًا ۟ ﴿١٤١﴾ ع اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ

(এ ফয়সালায় বিজয়ের) পথ | নিশ্চয়ই | মুনাফিকরা | ধোকাবাজী করে | আল্লাহর (সাথে) | অথচ

هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا

তিনি | তাদেরকে ধোকায় ফেলেছেন | এবং | যখন | তারা উঠে | জন্যে | নামাজের | তারা উঠে

كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا

শৈথিল্যভাবে | দেখানোর (জন্যে) | লোকদেরকে | আর | না | তারা স্মরণ করে | আল্লাহকে | কিন্তু

قَلِيْلًا ۟ ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ

অতিসামান্য | (তারা) দোদুল্যমান | মাঝে | এর | না | দিকে | এদের

وَ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ

আর | না | দিকে | ওদের | এবং | যাকে | পথভ্রষ্ট করেন | আল্লাহ | অতঃপর কক্ষণ না | পাবে তুমি | তার জন্যে

سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

(মুক্তির) পথ

আর এই (ফয়সালায়) মুসলমানদের উপর কাফেরদের জয়লাভ করার কোন পথই আল্লাহ অবশিষ্ট রাখেন নি।

রুকু-২১

১৪২. এই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোকাবাজী করছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলাই তাদেরকে ধোকায় ফেলেছেন। এরা যখন নামায পড়ার জন্যে উঠে তখন অনিচ্ছা ও শৈথিলের সাথে শুধু লোক দেখানোর জন্যে করে এবং আল্লাহকে তারা কমই স্মরণ করে।

১৪৩. এরা কুফরী ও ঈমানের মঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে; না পুরোপুরি এদিকে না পুরোপুরি ওদিকে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার মুক্তির জন্যে তুমি কোন পথ পেতে পারনা [৮৭]

৮৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও তাঁর রসুলের জীবন থেকে হেদায়াত পায়নি। যাকে সত্য থেকে বিচ্যুত ও বাতিলের প্রতি অনুরাগী দেখে আল্লাহতা'আলাও তাকে সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন যে দিকে সে নিজে মুখ ফেরানোর কামনা করেছিল; এবং যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার প্রতি আগ্রহের কারণে আল্লাহ তার প্রতি হেদায়াতের (সঠিক পথ প্রাপ্তির) দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র বিভ্রান্তির রাস্তা উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিকে সত্য সঠিক-পথ দেখানো বাস্তবিক কোন মানুষের সাধ্যের বাইরে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা গ্রহণ করো | কাফেরদেরকে

اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ

বন্ধু রূপে | পরিবর্তে | মু'মিনদের | তোমরা চাও কি | যে

تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾ اِنَّ

তোমরা রাখবে | আল্লাহরকাছে | তোমাদের বিরুদ্ধে | দলিল প্রমাণ | সুস্পষ্ট | নিশ্চয়ই

الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ

মুনাফিকরা | (থাকবে) মধ্যে | স্তরের | নিম্নতম | জাহান্নামের | এবং | কক্ষণ না

تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا

তুমি পাবে | তাদের জন্যে | কোন সাহায্যকারী | তবে | যারা | তওবা করে | ও | সংশোধন করে (তাদের কর্মনীতি)

وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ

ও | দৃঢ়ভাবে ধারণ করে | আল্লাহর (রজ্জুকে) | ও | একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে | তাদের দ্বীনকে | আল্লাহরই জন্যে | ঐসব লোক সেক্ষেত্রে

مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ

(থাকবে) সাথে | মু'মিনদের | ও | শীঘ্রই | দেবেন | আল্লাহ | মু'মিনদেরকে

اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

প্রতিফল | বিরাট

১৪৪. হে ঈমানদারা! ঈমানদার লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও?

১৪৫. নিশ্চয় জেনো, মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর তুমি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পাবে না।

১৪৬. তবে তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে ও আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নিবে এই ধরনের লোক মু'মিনদের সংগী হবে, আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

مَا	يَفْعَلُ	اللّٰهُ	بِعَذَابِكُمْ	اِنْ	شَكَرْتُمْ
কি	করবেন	আল্লাহ	তোমাদের আযাব দিয়ে	যদি	তোমরা শুকর কর

وَ	اٰمَنْتُمْ ؕ	وَ	كَانَ	اللّٰهُ	شَاكِرًا	عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾
ও	তোমরা ঈমান আন	এবং	হলেন	আল্লাহ	মূল্যদানকারী	সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী

لَا	يُحِبُّ	اللّٰهُ	الْجَهْرَ	بِالسُّوْٓءِ	مِنَ الْقَوْلِ	اِلَّا	مَنْ
না	পছন্দ করেন	আল্লাহ	প্রকাশ করাকে	মন্দদিক	কথা(ও কাজের)	এ ব্যতীত	যাকে

ظُلِمَ ؕ	وَ	كَانَ	اللّٰهُ	سَمِيْعًا	عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾	اِنْ	تُبْدُوْا	خَيْرًا
জুলম করা হয়েছে	এবং	হলেন	আল্লাহ	সর্বশ্রোতা	সর্বজ্ঞ	যদি	তোমরা প্রকাশ্যে কর	কোন কল্যাণ

اَوْ	تُخْفُوْهُ	اَوْ	تَعْفُوْا	عَنْ	سُوْٓءٍ	فَاِنَّ	اللّٰهَ	كَانَ	عَفُوًّا
বা	তা গোপনে কর	অথবা	ক্ষমা কর		মন্দকে	নিশ্চয় তবে	আল্লাহ	হলেন	ক্ষমাশীল

قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾
(শাস্তিদেওয়ারও) ক্ষমতাবান

১৪৭. আল্লাহর কি লাভ তোমাদেরকে শুধু শুধু শাস্তিদান করে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকএবং ঈমানের নীতি অনুসরণ করে চলতে থাক? বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই কাজের মূল্য দানকারী[৮৮] ও সকলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।

১৪৮. মানুষ খারাব কথা বলুক তা আল্লাহতা'আলা পছন্দ করেন না। কারো উপর যুলম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা[৮৯]। আল্লাহ সব কিছুই শুনেন এবং সব কিছুই জানেন। (অত্যাচারিত হলে যদিও তোমাদের খারাব কথা বলার অধিকার আছে।)

১৪৯. কিন্তু তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল ভাল কাজই করে যাও, অন্ততঃ খারাব কাজ পরিত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহর গুণ-পরিচয়ও এই যে, তিনি বড় ক্ষমাশীল, অথচ শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতাই তিনি রাখেন।

৮৮. 'শোকর' যখন বান্দার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ কৃতজ্ঞতা, এবং যখন আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ হয়ঃ কদরদানি অর্থাৎ কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্য ও মর্যাদা দান।

৮৯. অর্থাৎ অত্যাচারিতের হক্ব বা অধিকার আছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানোর।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ

নিশ্চয় যারা অমান্য করে আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে ও

يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ

তারা চায় যে তারা পার্থক্য করবে মাঝে আল্লাহর (প্রতি ঈমানে) এবং তাঁর রসূলদের (প্রতি ঈমানে) ও তারা বলে

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ لا وَّ يُرِيدُونَ أَنْ

ঈমান আনব আমরা কাউকে ও অস্বীকার করব আমরা কাউকে ও তারা চায় যে

يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ

তারা গ্রহণ করবে মধ্যবর্তী এর একটি পথ ঐসব লোক তারাই কাফের

حَقًّا ج وَ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَ الَّذِينَ

যথার্থ এবং আমরা প্রস্তুতকরে রেখেছি কাফেরদের জন্যে শাস্তি লাঞ্ছনাদায়ক এবং যারা

اٰمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও তাঁর রসূলদের ও তারা পার্থক্য করেনি মাঝে কারও তাদের মধ্যহতে

أُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ط وَ كَانَ اللَّهُ

ঐসব লোকদের শীঘ্রই তাদের দিবেন তিনি তাদের পুরস্কারগুলো এবং হলেন আল্লাহ

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾ ع

ক্ষমাশীল মেহেরবান

ع ২১ ১১

১৫০. যারা আল্লাহ ও তাঁর নবী-রসূলদের অমান্য করে এবং চায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করবে, আর বলেঃ আমরা কাউকে মানব, আর কাউকে মানবনা, এবং কুফরী ও ঈমানের মাঝে একটি পথ বের করবার ইচ্ছা পোষণ করে।

১৫১. তারা পাক্কা কাফের, এই কাফেরদের জন্যে আমরা এমন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করবে।

১৫২. অপর দিকে যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল নবী-রসূলগণকে মানে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না তাদেরকে আমরা অবশ্যই তাদের পুরস্কার দান করব। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

يَسْـَٔلُكَ	اَهْلُ	الْكِتٰبِ	اَنْ	تُنَزِّلَ	عَلَيْهِمْ
তোমার কাছে দাবী করে	আহলে	কিতাবরা	যে	নাযিল করাবে তুমি	তাদের উপর

كِتٰبًا	مِّنَ	السَّمَآءِ	فَقَدْ	سَاَلُوْا	مُوْسٰٓى	اَكْبَرَ
কিতাব (লিখিত দলীল)	হতে	আসমান	বস্তুতঃ(এটা নতুন কিছু নয়)	তারা দাবী করেছিল	মূসার (কাছে)	অনেক বড়

مِنْ	ذٰلِكَ	فَقَالُوْٓا	اَرِنَا	اللّٰهَ	جَهْرَةً	فَاَخَذَتْهُمُ
চেয়েও	এর	অতঃপর বলে ছিল তারা	আমাদের দেখাও	আল্লাহকে	প্রকাশ্যে	অতঃপর তাদের ধরে ছিল

الصّٰعِقَةُ	بِظُلْمِهِمْ	ثُمَّ	اتَّخَذُوا	الْعِجْلَ	مِنْۢ بَعْدِ	مَا
বজ্রপাতে	তাদের জুলুমের কারণে	এরপর	তারা গ্রহণ করেছিল	বাছুরকে (উপাস্যরূপে)	এরপরেও	যা

جَآءَتْهُمُ	الْبَيِّنٰتُ	فَعَفَوْنَا	عَنْ	ذٰلِكَ	وَ	اٰتَيْنَا
তাদের কাছে এসেছিল	সুস্পষ্ট প্রমাণ গুলো	আমরা তবুও মাফ করে ছিলাম	হতে	এটা	এবং	আমরা দিয়েছিলাম

مُوْسٰى	سُلْطٰنًا	مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾	وَ	رَفَعْنَا	فَوْقَهُمُ	الطُّوْرَ
মূসাকে	প্রমাণ	সুস্পষ্ট	ও	আমরা উঠিয়ে ছিলাম	তাদের উপর	তূর পাহাড়

بِمِيْثَاقِهِمْ	وَ	قُلْنَا	لَهُمُ	ادْخُلُوا	الْبَابَ	سُجَّدًا	وَّ	قُلْنَا	لَهُمْ
তাদের অংগীকারের জন্যে	ও	আমরা বলেছিলাম	তাদেরকে	প্রবেশ কর	দরজায়	নতশিরে	ও	আমরা বলেছিলাম	তাদেরকে

রুকু-২২

১৫৩. এই আহলি-কিতাবের লোকেরা যদি আজ তোমার নিকট এই দাবী করে যে, তুমি আসমান হতে কোন লিখিত দলীল তাদের প্রতি নাযিল করাবে তবে এ হতেও অনেক বড় বড় দাবী ইতিপূর্বে তারা মূসা নবীর নিকট পেশ করেছে। তাঁর নিকট তারা এতদূর দাবী করেছিল যে, আমাদেরকে প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহকে দেখাও। আর আল্লাহদ্রোহিতার দরুণ সহসাই তাদের উপর বিদ্যুৎ ভেঙ্গে পড়েছিল। তার পর তারা বাছুরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল, অথচ তারা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখতে পেয়েছিল। এ সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছি। আমরা মূসাকে সুস্পষ্ট অকাট্য ফরমান দান করেছি।

১৫৪. এবং এই লোকগুলোর উপর 'তুর' পাহাড় উঠিয়ে ধরে তাদের নিকট হতে এই ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি। আমরা তাদেরকে আদেশ করলাম যে, দ্বারপথে সিজদায় নত অবস্থায় প্রবেশ কর[৯০]। আমরা তাদেরকে বললামঃ

৯০. সূরা বাকারাহ- এর ৫৮ - ৫৯ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।
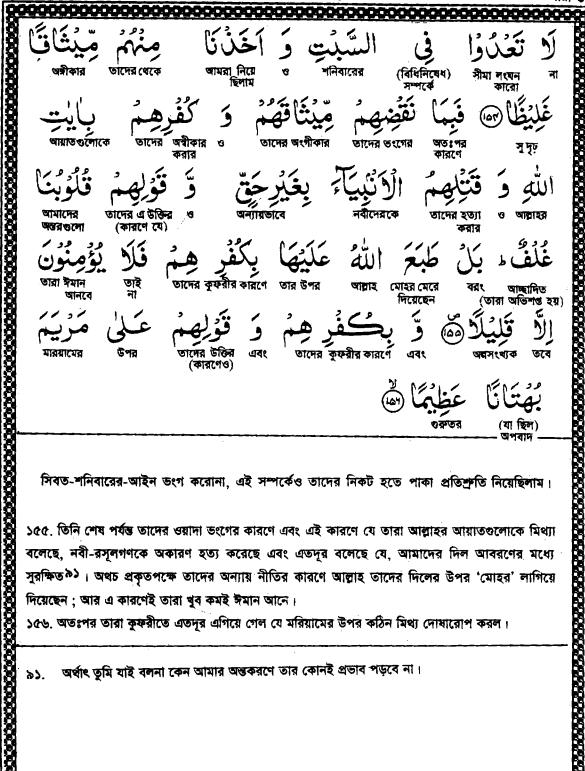
সিবত-শনিবারের-আইন ভংগ করোনা, এই সম্পর্কেও তাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম।

১৫৫. তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়াদা ভংগের কারণে এবং এই কারণে যে তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলেছে, নবী-রসূলগণকে অকারণ হত্যা করেছে এবং এতদূর বলেছে যে, আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত[৯১]। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্যায় নীতির কারণে আল্লাহ তাদের দিলের উপর 'মোহর' লাগিয়ে দিয়েছেন ; আর এ কারণেই তারা খুব কমই ঈমান আনে।

১৫৬. অতঃপর তারা কুফরীতে এতদূর এগিয়ে গেল যে মরিয়ামের উপর কঠিন মিথ্যা দোষারোপ করল।

৯১. অর্থাৎ তুমি যাই বলনা কেন আমার অন্তকরণে তার কোনই প্রভাব পড়বে না।

وَّ قَوۡلِهِمۡ اِنَّا قَتَلۡنَا الۡمَسِيۡحَ عِيۡسَى
এবং | তাদের উক্তি (এও যে) | আমরা নিশ্চয় | আমরা হত্যা করেছি | মসীহকে | (অর্থাৎ) ঈসাকে

ابۡنَ مَرۡيَمَ رَسُوۡلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوۡهُ وَ مَا
তনয় | মারইয়ামের | (যিনি) রসূল | আল্লাহর | এবং | না | তাকে তারা হত্যা করেছে | এবং | না

صَلَبُوۡهُ وَلٰكِنۡ شُبِّهَ لَهُمۡ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيۡنَ اخۡتَلَفُوۡا
তাকে তারা শুলে চড়িয়েছে | কিন্তু | বিভ্রম হয়েছিল | তাদের জন্যে | এবং | নিশ্চয় | যারা | মতভেদ করেছিল

فِيۡهِ لَفِيۡ شَكٍّ مِّنۡهُ ؕ مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ اِلَّا
সে বিষয়ে | অবশ্যই মধ্যে আছে | সন্দেহের | তা থেকে | না | তাদের আছে | এ সম্পর্কে | কোন | জ্ঞান | এ ছাড়া যে

اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوۡهُ يَقِيۡنًا ۙ﴿۱۵۷﴾ بَلۡ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيۡهِ ؕ
অনুসরণ করে | অনুমানের | এবং | না | তাকে তারা হত্যা করেছে | নিঃসন্দেহে | বরং | তাকে উঠিয়ে নেন | আল্লাহ | তাঁর দিকে

১৫৭. তারা নিজেরাই বললঃ আমরা মরিয়ম পুত্র মসীহ-ঈসা, আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি[৯২]– অথচ প্রকৃতপক্ষে না তারা তাঁকে হত্যা করেছে, না শুলে বসিয়েছে; বরং গোটা ব্যাপারটাই তাদের নিকট গোলক ধাঁধায় পরিণত করে দেয়া হয়েছে[৯৩]। আর যারা এই বিষয়ে মতভেদ করছে, তারাও মূলত সন্দেহে পড়ে গেছে। তাদের নিকট এই বিষয়ে কোন জ্ঞানই নেই, আছে শুধু অমূলক ধারণার অন্ধ অনুসরণ; নিশ্চয়ই তারা মসীহকে হত্যা করে নি,

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে নিজের নিকটে উঠিয়ে নিয়েছেন।

৯২. অর্থাৎ তাদের অপরাধমূলক দুঃসাহস এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে, রসূলকে রসূল বলে চিনতে ও জানতে পেরেও তাকে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং গর্ব ভরে বলতো, 'আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি'। এই প্রসঙ্গে এই টীকার সঙ্গে যদি সূরা মরিয়মের ২য় রুকু পাঠ করা যায়, তবে জানতে পারা যাবে যে, বনী-ইসরাঈল হযরত ঈসাকে (আঃ) বস্তুত রসূল বলে জানতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের ধারণায় তাকে শূল বিদ্ধ করেছে।

৯৩. এ আয়াত পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করে যে, হযরত মসিহ (আঃ)-কে শূলে চড়াবার আগেই তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল; এবং খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের এ ধারণা যে তিনি শুলের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন নিছক বিভ্রান্তিজনিত। ইয়াহুদীরা হযরত মসিহকে (আঃ) শূলের উপর চড়াবার কোন এক সময় আল্লাহতা'আলা তাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ইয়াহুদীরা যে ব্যক্তিকে শুলের উপর চড়িয়েছিল সে ছিল অন্য কোন লোক; কিন্তু আল্লাহ জানেন কি কারণে ইয়াহুদীরা তাকেই ঈসা ইবনে মরিয়ম মনে করেছিল।

وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ

এবং | হলেন | আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময় | এবং | না(আছে এমন কেউ) | মধ্যহতে | আহলে

الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ج وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কিতাবদের | এছাড়া | অবশ্য ঈমান আনবে | তারউপর | পূর্বে | তার মৃত্যুর | এবং | দিনে | কিয়ামতের

يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

সে হবে | তাদের বিরুদ্ধে | সাক্ষী | তাই জুলুমের কারণে | (তাদের) মধ্যহতে | যারা | ইহুদী হয়েছে

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ

আমরা নিষিদ্ধ করেছিলাম | তাদের উপর | পবিত্রবস্তুগুলোকেও (যা) | বৈধ করা হয়েছিল (পূর্বে) | তাদের জন্যে | এবং | তাদের বাধা দানের কারণেও | থেকে

سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا

পথ | আল্লাহর | অনেককে | এবং | তাদের গ্রহণের ও (কারণে) | সুদ | ও | নিশ্চয় | তাদেরকে মানা করা হয়েছিল

عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط

তা থেকে | ও | তাদের খাওয়ার (জন্যে) | মালসমূহ | মানুষের | অন্যায়ভাবে (এ কঠোরতাদিয়েছিলাম)

বস্তুতঃ আল্লাহ বিরাট শক্তি সম্পন্ন ও বিজ্ঞানী।

১৫৯. আহলি-কিতাবের মধ্যে এমন কেউ হবেনা যে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা[৯৪]। এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।

১৬০–১৬১. মোট কথা এই ইয়াহুদী নীতি অবলম্বনকারী লোকের এই যুলুম-মূলক কাজের কারণে এবং এই কারণে যে, এরা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং সুদ গ্রহণ করে- যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল- ও লোকদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আমরা এমন অনেক পাক জিনিসই তাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছে, যা পূর্বে তাদের জন্যে হালাল ছিল[৯৫]।

৯৪ এই বাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ করা হয়েছে। ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে এই দুই প্রকার অর্থের সমভাবে অবকাশ রয়েছে; একটি অর্থ তো এ-খানে অনুবাদে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে - আহলি-কিতাব গ্রন্থধারীদের মধ্যে থেকেই এরূপ নেই, যে না নিজের মৃত্যুর পূর্বে মসিহ (আঃ)-এর উপর ঈমান আনে।

৯৫. সূরা আনআমের ১৪৬ নং আয়াতে যে বিষয় পরে উল্লেখিত হবে, সম্ভবত সেই বিষয়ের প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সব জন্তুর নখর আছে তা সবই বনী-ইসরাঈলের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া ইয়াহুদীদের ফিকাহ শাস্ত্রে যে সব বিধিনিষেধ আছে সম্ভবত সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। কোন গোষ্ঠীর জন্য জীবন-পরিধি সংকীর্ণ করে দেয়া বস্তুতঃ তাদের প্রতি এক শাস্তিস্বরূপ।

وَ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لٰكِنِ الرّٰسِخُونَ

ও আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি কাফেরদের জন্যে তাদের মধ্যকার শাস্তি মর্মন্তুদ কিন্তু সুগভীর ব্যক্তিরা

فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ

জ্ঞানে তাদের মধ্যকার ও মু'মিনরা ঈমান আনে (ঐবিষয়ে) যা নাযিল করা হয়েছে

إِلَيْكَ وَ مَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلٰوةَ

তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে এবং (তারা) প্রতিষ্ঠাকারীরা নামাজ

وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

ও (তারা) আদায়কারী যাকাত ও (তারা) ঈমানদার আল্লাহর উপর ও দিনের (উপর)

الْاٰخِرِ أُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ

আখেরাতের ঐসব লোকদেরকে তাদের দেব আমরা প্রতিফল বিরাট (হেনবী) আমরা নিশ্চয় আমরাওহী পাঠিয়েছি

إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلٰى نُوحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهِ

তোমার প্রতি যেমন আমরা ওহী পাঠিয়েছি প্রতি নূহের ও নবীদের পরে তার।

এবং তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্যে আমরা কষ্টদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের দৃঢ় ইলম রয়েছে, ও যারা ঈমানদার তারা সকলে সেই জ্ঞানের প্রতি ঈমান আনে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আর যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। এরূপ ঈমানদার রীতিমত নামায ও যাকাত আদায়কারী, এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব।

রুকু-২৩

১৬৩. হে মুহাম্মদ! আমি তোমার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গম্বরদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম।

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

ও আমরা ওহী পাঠিয়েছি প্রতি ইবরাহীমের ও ইসমাঈলের ও ইসহাকের ও ইয়াকুবের

وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ

ও (তার) বংশধরদের (প্রতি) ও ঈসার ও আইয়ুবের ও ইউনুসের ও হারুনের

وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۱۶۳﴾ وَ رُسُلًا قَدْ

ও সুলাইমানের (প্রতি) এবং আমরা দিয়েছি দাউদকে যবুর এবং (এসব) রসূলদেরকে নিশ্চয়ই

قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

তাদের আমরা বর্ণনা করেছি তোমার নিকট ইতিপূর্বে এবং (এমন সব) রসূলও(ছিলেন) না তাদের আমরা বর্ণনা করেছি

عَلَيْكَ ؕ وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿۱۶۴﴾ رُسُلًا

তোমার কাছে এবং কথা বলেছেন আল্লাহ মূসার (সাথে) (সরাসরি) কাথাবার্তা (এসব) রসূল

مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ

সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী (ছিলেন) না যেন থাকে লোকদের জন্যে বিরুদ্ধে আল্লাহর

حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۶۵﴾

কোন যুক্তি পরে রসূলদের (আগমনের) এবং হলেন আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূণ ও সোলাইমানের প্রতি অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যবুর দিয়েছি।

১৬৪. আমি সেই রসূলগণের প্রতিও অহী পাঠিয়েছি, যার সম্পর্কে তোমার নিকট পূর্বে বর্ণনা দান করেছি. এবং সেই রসূলদের প্রতিও অহী অবতীর্ণ করেছি যাদের সম্পর্কে তোমার নিকট উল্লেখ করিনি। আমি মূসার সাথে কথা বলেছি যেমন করে কথা বলা হয়ে থাকে।

১৬৫. এসব রসূলই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন যেন তাদেরকে পাঠাবার পর লোকদের আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে[৯৬]। আর আল্লাহ তো **সর্বাবস্থায় জয়ী**।

৯৬. অর্থাৎ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠানোর একটিই উদ্দেশ্যে ছিল, তা হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা মানব জাতির প্রতি পূর্ণ যুক্তি সহকারে সত্য প্রদর্শন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে তাদের প্রতি নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, যেন শেষ বিচারের সময় কোন পথভ্রষ্ট অপরাধী আল্লাহতা'আলার সামনে এই ওযর পেশ করতে না পারে যে, -'আমি অজ্ঞাত ছিলাম, এবং প্রকৃত সত্যাবস্তা আমাকে জ্ঞাত করানোর জন্য আপনি কোন ব্যবস্থা করেননি'।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ج

কিন্তু | আল্লাহ | সাক্ষ্য দিচ্ছেন | (ঐবিষয়ে) যা | নাযিল করেছেন | তোমার প্রতি | তাতিনি নাযিল করেছেন | তাঁরা জ্ঞানেরভিত্তিতে

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

এবং | ফেরেশতারাও | সাক্ষ্য দিচ্ছে | এবং | যথেষ্ট | আল্লাহই | সাক্ষীহিসেবে

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ

নিশ্চয়ই | যারা | কুফুরী করেছে | ও | বাধাদিয়েছে | হতে | পথ | আল্লাহর | নিশ্চয়ই

ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا

তারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে | পথভ্রষ্টতায় | বহুদূরে | নিশ্চয়ই | যারা | কুফরী করেছে | ও | জুলুম করেছে

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ لا

না | হবেন | আল্লাহ (এমন যে) | মাফ করবেন | তাদেরকে | এবং | না | তাদেরকে হেদায়েত দেবেন | (সঠিক) পথের

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط

এছাড়া | পথ | জাহান্নামের | অবস্থানকারী হবে | তার মধ্যে | চিরকাল

১৬৬. (লোকেরা যদি নাই মানে তো না মানুক,) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যা কিছু তিনি নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন। এবং সেই সম্পর্কে ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, যদিও কেবলমাত্র আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই সর্বতোভাবে যথেষ্ট।

১৬৭. যারা নিজেরা এ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং অপর লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে তারা নিশ্চয়ই পথ ভ্রষ্টতায় সত্য হতে বহু দূরে চলে গেছে।

১৬৮-১৬৯. অনুরূপ ভাবে যারা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে ও যুলুম-নির্যাতন পর্যন্ত শুরু করেছে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখাবেন না। এ জাহান্নামে তারা চিরদিন থাকবে,

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

এবং হলো এটা উপর আল্লাহ সহজ হে লোকেরা নিশ্চয়ই

جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا

তোমাদের কাছে এসেছে রসূল সত্য সহকারে তোমাদের রবের পক্ষহতে অতএব তোমরা ঈমান আন (এটাই) উত্তম

لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

তোমাদের জন্যে আর যদি তোমরা অস্বীকার কর নিশ্চয় তবে আল্লাহরই জন্যে যাকিছু (আছে) মধ্যে আসমানসমূহের ও

الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾ يٰٓاَهْلَ

পৃথিবীতে এবং হলেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় হে আহলে

الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ

কিতাব না তোমরাবাড়াবাড়ি কাবো ব্যাপারে তোমাদের দ্বীনের এবং না তোমরা বলো উপর আল্লাহর

اِلَّا الْحَقَّ ؕ

এ ছাড়া যা হক

আর আল্লাহর পক্ষে এ কোন কঠিন কাজ নয়।

১৭০. হে মানুষ! এই রসূল তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর তরফ হতে সত্য বিধান নিয়ে এসে পৌঁছেছেন। অতএব তোমরা ঈমান আন, এ তোমাদের জন্যে কল্যাণ কর, আর যদি অস্বীকার ও অমান্য কর তবে জেনে রাখ, আকাশমন্ডল ও যমীনের বুকে যা কিছু আছে তা সব কিছু আল্লাহর জন্যে, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানী[৯৭]।

১৭১. হে কিতাবধারী জাতি নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি করোনা[৯৮], এবং আল্লাহর সম্পর্কে খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু বলো না।

---

৯৭. অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ বে-খবর নন যে তোমরা তার রাজত্বের মধ্যে থেকে অপরাধ-অপকর্ম করবে, অথচ তিনি তা জানতে পারবেন না, এবং তিনি অজ্ঞও নন যে তার নির্দেশ অমান্যকারীদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পন্থাই তিনি জানেন না।

৯৮. এখানে আহলি-কিতাব বলতে খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে এবং আতিশয্যের অর্থ হচ্ছে- কোন জিনিসের সাহায্য-সমর্থনে সীমলংঘন করা। ইয়াহুদীদের অপরাধ ছিল তারা মসীহ (আঃ)কে অস্বীকার করার ও তাঁর বিরোধিতার সীমালংঘন করে গিয়েছিল; পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের অপরাধ ছিল, তারা মসিহ (আঃ)-এর প্রতি ভক্তি ভালবাসায় সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিল এবং তাকে তারা আল্লাহর পুত্র এমনকি স্বয়ং আল্লাহ বলে অভিহিত করেছিল।

إِنَّمَا	الْمَسِيحُ	عِيسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	رَسُولُ	اللَّهِ
মূলতঃ	মসীহ	ঈসা	পুত্র	মারইয়ামের	(তিনি ছিলেন) রসূল	আল্লাহর

وَ	كَلِمَتُهُ	أَلْقَاهَا	إِلَى	مَرْيَمَ	وَ	رُوحٌ مِّنْهُ	فَآمِنُوا	بِاللَّهِ	وَ
ও	তাঁর ফরমান	তা তিনি প্রেরণ করেন	প্রতি	মারিয়ামের	ও	তাঁর পক্ষহতে রূহ	তোমরা অতএব ঈমান আন	আল্লাহর উপর	ও

رُسُلِهِ
তাঁর রসূলদের (উপর)
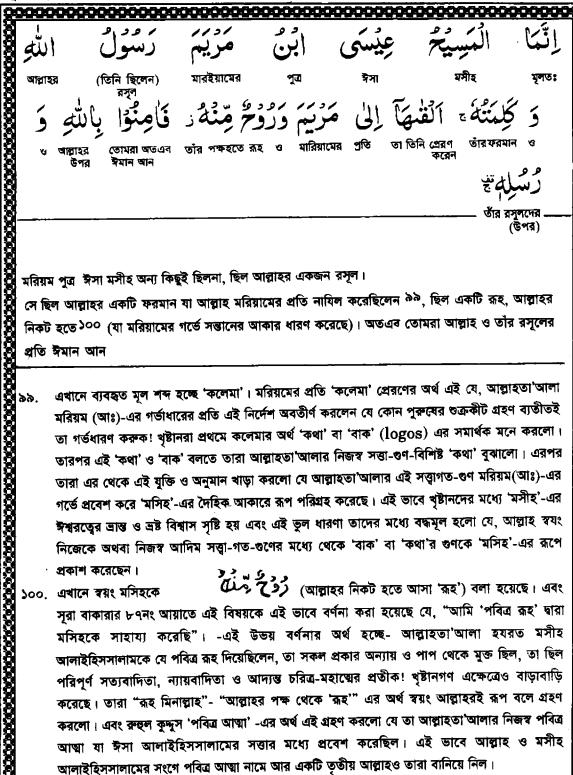
মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিলনা, ছিল আল্লাহর একজন রসূল।
সে ছিল আল্লাহর একটি ফরমান যা আল্লাহ মরিয়ামের প্রতি নাযিল করেছিলেন [৯৯], ছিল একটি রূহ, আল্লাহর নিকট হতে[১০০] (যা মরিয়ামের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন

৯৯. এখানে ব্যবহৃত মূল শব্দ হচ্ছে 'কলেমা'। মরিয়মের প্রতি 'কলেমা' প্রেরণের অর্থ এই যে, আল্লাহতা'আলা মরিয়ম (আঃ)-এর গর্ভাধারের প্রতি এই নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন যে কোন পুরুষের শুক্রকীট গ্রহণ ব্যতীতই তা গর্ভধারণ করুক! খৃষ্টানরা প্রথমে কলেমার অর্থ 'কথা' বা 'বাক' (logos) এর সমার্থক মনে করলো। তারপর এই 'কথা' ও 'বাক' বলতে তারা আল্লাহতা'আলার নিজস্ব সত্তা-গুণ-বিশিষ্ট 'কথা' বুঝালো। এরপর তারা এর থেকে এই যুক্তি ও অনুমান খাড়া করলো যে আল্লাহতা'আলার এই সত্ত্বাগত-গুণ মরিয়ম(আঃ)-এর গর্ভে প্রবেশ করে 'মসিহ'-এর দৈহিক আকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ভাবে খৃষ্টানদের মধ্যে 'মসীহ'-এর ঈশ্বরত্বের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং এই ভুল ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হলো যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে অথবা নিজস্ব আদিম সত্ত্বা-গত-গুণের মধ্যে থেকে 'বাক' বা 'কথা'র গুণকে 'মসিহ'-এর রূপে প্রকাশ করেছেন।

১০০. এখানে স্বয়ং মসিহকে رُوحٌ مِّنْهُ (আল্লাহর নিকট হতে আসা 'রূহ') বলা হয়েছে। এবং সূরা বাকারার ৮৭নং আয়াতে এই বিষয়কে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "আমি 'পবিত্র রূহ' দ্বারা মসিহকে সাহায্য করেছি"। -এই উভয় বর্ণনার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা হযরত মসীহ আলাইহিসসালামকে যে পবিত্র রূহ দিয়েছিলেন, তা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ থেকে মুক্ত ছিল, তা ছিল পরিপূর্ণ সত্যবাদিতা, ন্যায়বাদিতা ও আদ্যন্ত চরিত্র-মহাত্মের প্রতীক! খৃষ্টানগণ এক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা "রূহ মিনাল্লাহ"- "আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রূহ'" এর অর্থ স্বয়ং আল্লাহরই রূপ বলে গ্রহণ করলো। এবং রুহুল কুদ্দুস 'পবিত্র আত্মা' -এর অর্থ এই গ্রহণ করলো যে তা আল্লাহতা'আলার নিজস্ব পবিত্র আত্মা যা ঈসা আলাইহিসসালামের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই ভাবে আল্লাহ ও মসীহ আলাইহিসসালামের সংগে পবিত্র আত্মা নামে আর একটি তৃতীয় আল্লাহও তারা বানিয়ে নিল।

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا

এবং না তোমরা বলো তিন (ইলাহ) তোমরা বিরত হও (এটাই) উত্তম তোমাদের জন্যে মূলতঃ

اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا

আল্লাহ ইলাহ একই তিনি পবিত্র (এ হতে) যে হবে তার কোন সন্তান তারই যা কিছু আছে

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

মধ্যে আসমানসমূহের ও যাকিছু (আছে) মধ্যে পৃথিবীর এবং যথেষ্ট আল্লাহই কর্মবিধায়ক হিসেবে
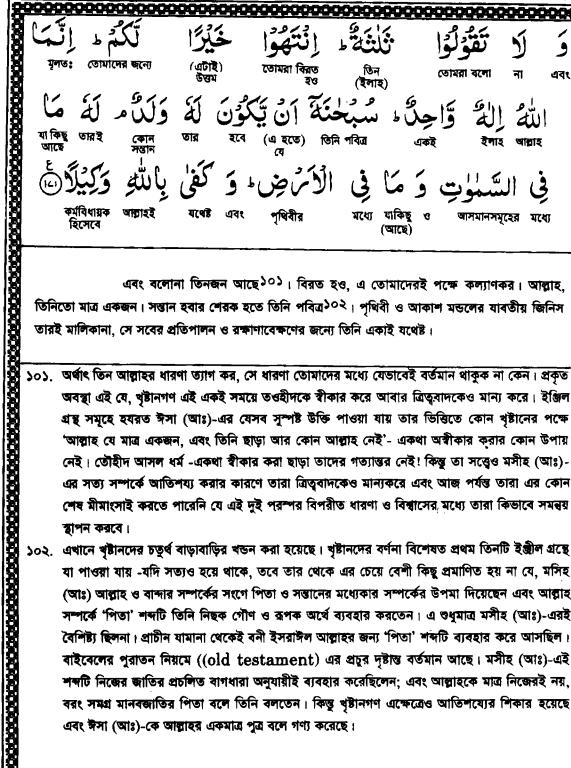
এবং বলোনা তিনজন আছে[১০১]। বিরত হও, এ তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহ, তিনিতো মাত্র একজন। সন্তান হবার শেরক হতে তিনি পবিত্র[১০২]। পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের যাবতীয় জিনিস তারই মালিকানা, সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্যে তিনি একাই যথেষ্ট।

১০১. অর্থাৎ তিন আল্লাহর ধারণা ত্যাগ কর, সে ধারণা তোমাদের মধ্যে যেভাবেই বর্তমান থাকুক না কেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, খৃষ্টানগণ এই একই সময়ে তওহীদকে স্বীকার করে আবার ত্রিত্ববাদকেও মান্য করে। ইঞ্জিল গ্রন্থ সমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যেসব সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোন খৃষ্টানের পক্ষে 'আল্লাহ যে মাত্র একজন, এবং তিনি ছাড়া আর কোন আল্লাহ নেই'- একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তৌহীদ আসল ধর্ম -একথা স্বীকার করা ছাড়া তাদের গত্যান্তর নেই! কিন্তু তা সত্ত্বেও মসীহ (আঃ)-এর সত্য সম্পর্কে আতিশয্য করার কারণে তারা ত্রিত্ববাদকেও মান্যকরে এবং আজ পর্যন্ত তারা এর কোন শেষ মীমাংসাই করতে পারেনি যে এই দুই পরস্পর বিপরীত ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে তারা কিভাবে সমন্বয় স্থাপন করবে।

১০২. এখানে খৃষ্টানদের চতুর্থ বাড়াবাড়ির খন্ডন করা হয়েছে। খৃষ্টানদের বর্ণনা বিশেষত প্রথম তিনটি ইঞ্জীল গ্রন্থে যা পাওয়া যায় -যদি সত্যও হয়ে থাকে, তবে তার থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু প্রমাণিত হয় না যে, মসিহ (আঃ) আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের সংগে পিতা ও সন্তানের মধ্যেকার সম্পর্কের উপমা দিয়েছেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে 'পিতা' শব্দটি তিনি নিছক গৌণ ও রূপক অর্থে ব্যবহার করতেন। এ শুধুমাত্র মসীহ (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ছিলনা। প্রাচীন যামানা থেকেই বনী ইসরাঈল আল্লাহর জন্য 'পিতা' শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ((old testament) এর প্রচুর দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। মসীহ (আঃ)-এই শব্দটি নিজের জাতির প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ীই ব্যবহার করেছিলেন; এবং আল্লাহকে মাত্র নিজেরই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির পিতা বলে তিনি বলতেন। কিন্তু খৃষ্টানগণ এক্ষেত্রেও আতিশয্যের শিকার হয়েছে এবং ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করেছে।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا

না এবং আল্লাহর বান্দা হওয়াতে মসীহ হেয় জ্ঞান করে কক্ষণ না

الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ

হতে হেয় জ্ঞান করে যে এবং (যারা) ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও

عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾

সকলকে তাঁর দিকে তাদের একত্র করবেন তবে অহংকার করে ও তার বন্দেগী

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ

তাদেরকে অতঃপর পূর্ণ দেবেন নেকীসমূহের কাজ করেছে ও ঈমান এনেছে যারা অতঃপর

اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا

হেয় জ্ঞান করলো যারা আর তার অনুগ্রহ হতে তাদেরকে বেশীও দিবেন এবং তাদের কর্মফল সমূহ

وَ اسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ لَا يَجِدُوْنَ

তারা পাবে না এবং মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে তাহলে শাস্তি দেবেন অহংকার করল ও

لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

কোন সাহায্যকারী না আর কোন অভিভাবক আল্লাহ ছাড়া তাদেরজন্যে

রুকু-২৪

১৭২. মসীহ আল্লাহর বান্দা হবার ব্যাপারে কখনো বিন্দু মাত্র লজ্জাবোধ করেন নি। আর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও নিজেদের জন্যে কোন লজ্জার কারন মনে করেনি। কেউ যদি আল্লাহর বন্দেগী করাকে নিজের জন্যে লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও অহংকার-গৌরব করে, তবে এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সকলকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে উপস্থিত করবেন।

১৭৩. তখন তারা- যারা ঈমান এনে সৎ-কর্মপন্থা গ্রহণ করল, নিজেদের প্রতিফল পরোপুরি লাভ করবে। আল্লাহ তার নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক মজুরী দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর বন্দেগীকে লজ্জাজনক কাজ মনে করে ও অহংকার করে, তাদেরকে আল্লাতাআলা কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন। উপরন্তু আল্লাহ ছাড়া আর যার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য দানের উপর তারা ভরসা করে তাদের কাউকেও তারা সেখানে পাবে না।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَا

হে | মানব জাতি | নিশ্চয়ই | এসেছে তোমাদের কাছে | দলীল প্রমাণ | পক্ষহতে তোমাদের রবের | ও | আমরা নাযিল করেছি

اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوْا

তোমাদের প্রতি | 'আলো' | সুস্পষ্ট | অতঃপর | যারা | ঈমান এনেছে | আল্লাহর উপর | ও | দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে

بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ وَّ يَهْدِيْهِمْ

তাতে | অতঃপর তাদেরকে প্রবেশ করাবেন শীঘ্রই | মধ্যে | রহমতের | তাঁর পক্ষহতে | ও | অনুগ্রহে | ও | তাদেরকে পরিচালিত করবেন

اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ

তাঁর দিকে | (অর্থাৎ) পথে | সরলসঠিক | তোমার কাছে সমাধান চায় তারা | বল | আল্লাহ

يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ

তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন | ব্যাপারে | মাতা-পিতাহীন ও নিঃসন্তান ব্যক্তির

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের নিকট উজ্জ্বল 'প্রমাণ' এসে পৌছেছে এবং আমি তোমাদের জন্যে এমন আলো প্রেরণ করেছি যা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে!

১৭৫. এখন যার আল্লাহর কথা মেনে নিবে এবং তাঁর আশ্রয় অনুসন্ধান করবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত ও নিজ অনুগ্রহের আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন এবং সঠিক-নির্ভুল পথে তাদেরকে পরিচালিত করবেন।।

১৭৬. লোকেরা তোমার কাছে 'কালালা'[১০৩] সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে; বলঃ আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিতেছেনঃ

১০৩. 'কালালা' এর অর্থ কি সে সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। কারুর কারুর মতে নিঃসন্তান মৃত ব্যক্তিকেই মাত্র 'কালালা' বলা হয়। কিন্তু সাধারণ ফিকাহবিদগণ হযরত আবুবকরের (রাঃ) অভিমতকে মেনে নিয়ে প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। খোদ কুরআন শরীফ থেকেও এই অর্থের সমর্থণ পাওয়া যায়। কেননা সেখানে 'কালালা'র ভগ্নীকে ত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক হকদার বলা হয়েছে। কিন্তু 'কালালা'র পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ভগ্নী কোন অংশই পেতে পারে না।
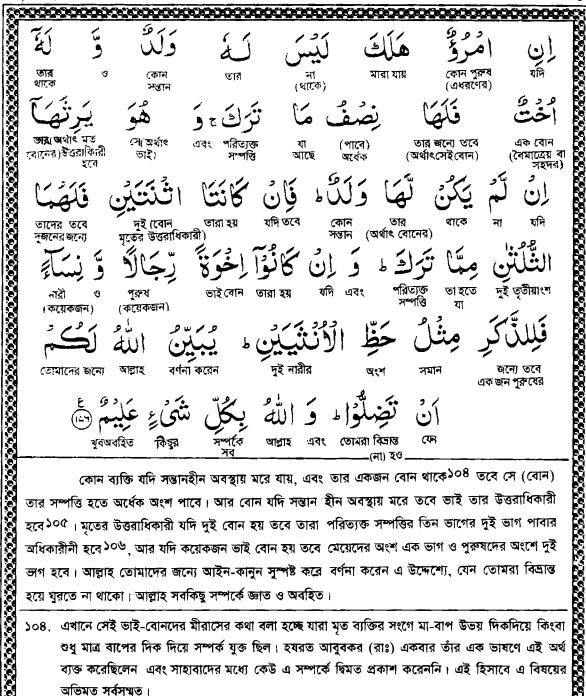
কোন ব্যক্তি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মরে যায়, এবং তার একজন বোন থাকে[১০৪] তবে সে (বোন) তার সম্পত্তি হতে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তান হীন অবস্থায় মরে তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে[১০৫]। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবার অধিকারীনী হবে[১০৬], আর যদি কয়েকজন ভাই বোন হয় তবে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশে দুই ভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে আইন-কানুন সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে না থাকো। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত।

১০৪. এখানে সেই ভাই-বোনদের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃত ব্যক্তির সংগে মা-বাপ উভয় দিকদিয়ে কিংবা শুধু মাত্র বাপের দিক দিয়ে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ) একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থ ব্যক্ত করেছিলেন এবং সাহাবাদের মধ্যে কেউ এ সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এই হিসাবে এ বিষয়ের অভিমত সর্বসম্মত।

১০৫. অর্থাৎ ভাই তার সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অপর কেউ বর্তমান না থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অন্য কেউ বর্তমান থাকে, যেমন স্বামী, তবে তার অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সমগ্র ত্যাক্ত সম্পদ ভাই পাবে।

১০৬. দুই এর অধিক সংখ্যক বোনের বেলায়ও এই একই হুকুম কার্যকরী হবে।

সূরা আল-মায়েদা

নামকরণ

এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে পঞ্চদশ রুকু'তে উল্লেখিত 'মায়েদা' শব্দ হতে। কোরআনের অন্যান্য অধিকাংশ সূরার ন্যায় এই সূরার নামকরণের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়-বস্তুর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। অন্যান্য সূরা হতে একে পৃথক করে নেয়ার উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র চিহ্ন ও নিদর্শন স্বরূপ এই নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

সূরার আলোচিত বিষয়বস্তু দৃষ্টে মনে হয় এবং হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা হতেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে কিংবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে এই সূরা নাযিল হয়েছে। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসের ঘটনা, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) চৌদ্দশত মুসলমান সাথে নিয়ে 'উমরা' আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। কিন্তু কোরাইশ কাফেররা আরবের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অন্ধ শত্রুতার বশবর্তী হয়ে নবী করীমকে (সঃ) 'উমরা' করতে বাধা প্রদান করে এবং বহু বাদ-প্রতিবাদের পর পরবর্তী বছর যিয়ারতের জন্য নবী করীমকে (সঃ) মক্কা আগমনের অনুমতি দান করতে প্রস্তুত হয়। এই প্রসংগে একদিকে যেমন মুসলমানদেরকে কাবা যিয়ারতের সফরনীতি জানিয়ে দেয়ার আবশ্যকতা ছিল– যেন পরবর্তী বছর উমরার সফর পূর্ণ ইসলামী ভাবধারা ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে– অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন ছিল এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে কাফের শত্রুগণ তাদেরকে উমরা করতে না দিয়ে যে যুলুম করেছে তার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রতি-আক্রমণমূলক পদক্ষেপ নেয়া তাদের উচিত হবে না। কেননা অসংখ্য কাফের গোত্রের হজ্জ-যাত্রার পথ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং কাফেরগণ যেমন তাদেরকে কাবা যিয়ারতের পথে বাধা দান করেছে, তারাও অনুরূপভাবে কাফেরদের পথ বন্ধ করে দিতে পারত। এই সূরার প্রথম দিকে ভুমিকা স্বরূপ যে ভাষণ পেশ করা হয়েছে, তাই হচ্ছে তার প্রসংগ। এর পর ত্রয়োদশ রুকুতে এই বিষয়ের পূনরুল্লেখ করা হয়েছে বলে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম রুকু হতে চতুর্দশ রুকু পর্যন্ত একই ভাষণের ক্রমিক ধারা চলেছে। এই সূরায় এতদ্ব্যতীত আর যে যে বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, তা সবই এই একই সময় নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

বিবরণধারা দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, এই গোটা সূরাটি একই ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সম্ভবতঃ একই সময় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য এর কোন কোন আয়াত অন্যান্য সময়ও নাযিল হয়ে থাকতে পারে এবং বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সে গুলিকেও এই সূরার বিভিন্ন স্থানে শামিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা হয়ে থাকলেও বর্ণনার ক্রমিক ধারার কোথাও একবিন্দু শূন্যতা অনুভূত হয় না এবং সে জন্য এই সূরাকে বিভিন্ন ভাষণের সমষ্টিও মনে করার কোন কারণ থাকতে পারেনা।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরা আল-ইমরাণ ও সূরা নিসার অবতরণ কাল হতে এই সূরার অবতরণ হওয়া পর্যন্ত পৌছুতে অবস্থার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এমন এক দিন ছিল, যখন ওহুদ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের জন্য মদীনার নিকটবর্তী এলাকা ও পরিবেশকে পর্যন্ত বিপদ সংকুল বানিয়ে দিয়েছিল। আর আজ এমন সময় এসে পৌছেছে যে, সমগ্র আরব দেশে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নাজদের সীমানা পর্যন্ত অপর দিকে সিরিয়ার সীমারেখা পর্যন্ত , তৃতীয়দিকে লোহিত সাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত এবং চতুর্থ দিকে মক্কার নিকট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে আঘাত খেয়েছিল তা তাদের সাহস হিম্মত চূর্ণ করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে দৃঢ় বাসনা ও সংকল্প সৃষ্টির জন্য তীব্র চাবুকের ন্যায় কাজ করেছে। তারা আহত শার্দুলের ন্যায় মরিয়া হয়ে উঠল এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে গোটা অঞ্চলের রূপই বদলে দিয়েছিল। তাদের অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনা এবং আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের ফলে মদীনার চতুর্দিকে দেড়-দুইশত মাইল পর্যন্ত বিরোধী গোত্রসমূহের শক্তি চূর্ণ হয়ে গেল। মদীনার উপর যে ইয়াহূদী হামলার আতংক প্রতিটি মুহূর্তে ঘনীভূত হয়ে থাকত চিরদিনের জন্য তার অবসান হয়ে গেল। হেজাজের অন্যান্য যেসব স্থানে ইয়াহুদী গোত্র বসবাস করত তারা সকলেই মদীনার ইসলামী হুকুমতের বশ্যতা স্বীকার করল। ইসলামকে দমন করার উদ্দেশ্যে কোরাইশরা খন্দক যুদ্ধের সময় শেষ প্রচেষ্টা করে দেখেছে; কিন্তু তাতেও তারা নির্মম ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর আরববাসীদের এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকল না যে, ইসলামী আন্দোলনকে চূর্ণ করার শক্তি কারো নেই, ইসলাম এখন নিছক একটি আকীদা (মত-বিশ্বাস) বা আর্দশের পর্যায়ে পড়ে নেই এবং তার প্রভুত্ব-আধিপত্য এখন লোকদের কেবল মাত্র মন ও মগজের উপরই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই; রবং ইসলাম এখন বাস্তব রূপ ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা গ্রহণ করেছে, তার শাসন ক্ষমতা এখন তার সীমার মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত জনতার গোটা জীবনকেই গ্রাস করে নিয়েছে। মুসলমানগণ এখন এতদূর শক্তিশালী হয়েছে যে, যে আদর্শের প্রতি তাদের ঈমান ছিল, এখন তদানুযায়ী কাজ করতে, জীবন-যাপন করতে এবং তার বিপরীত কোন আদর্শ, নীতি বা আইনকেই নিজেদের জীবন পরিসীমা হতে সম্পূর্ণ বে-দখল করে দিতে তাদেরকে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হত না।

এতদ্ব্যতীত এই কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী আদর্শ-রীতিনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ সভ্যতা দানা বেধে উঠেছিল। জীবনের সমগ্র বিস্তৃতিতেই এই সভ্যতা অন্যান্যদের হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্টপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তমদ্দুন প্রত্যেক ব্যাপারেই মুসলমানগণ অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র ছিল। ইসলামের অধিকারভুক্ত সমগ্র এলাকায়ই মসজিদ ও জামাতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। প্রত্যেকটি মহল্লা ও প্রত্যেক গোত্রের জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন যথেষ্ট পরিমাণ বিস্তারিত ও খুটিনাটি সহকারে রচিত হয়েছিল ও নিজস্ব আদালত-সমূহের মাধ্যমে তা কার্যকরী করা হচ্ছিল; লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বতন ধরণ ও রীতি-পদ্ধতি সবই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং নবতর সংশোধিত নিয়ম, পন্থা চালু করা হয়েছিল। মীরাস বন্টনের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পর্ণ বিধান চালূ হয়েছিল। বিবাহ-তালাকের নিয়ম-কানুন, শরীয়ত-সম্মত পর্দা ও অনুমতি নিয়ে অপরের গৃহে প্রবেশের নির্দেশ এবং যেনা ও মিথ্যা দোষারোপের দন্ড কার্যকরী হওয়ার ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবন একটি বিশেষ ধাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। মুসলমানদের ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, খানা-পিনা, চাল-চলন ও বসবাস করার পদ্ধতি এক নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছিল। ইসলামী জীবণধারার এইরূপ পরিপূর্ণ রূপায়ণ হওয়ার পর- অমুসলিমগণ কিছুতেই এই আশা পোষণ করতে পারছিল না যে, মুসলিমগণ আর কোনদিনই তাদের সাথে এসে মিলিত হবে।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের অগ্রগতির পথে একটি বাধা ছিল এবং তা ছিল এই যে, কোরাইশ কাফেরদের সাথে তারা দীর্ঘসূত্রসম্পন্ন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণেই তাদের নিজেদের আন্দোলনের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করার অবকাশ লাভ করা সম্ভব হতনা। হোদায়বিয়া সন্ধির বাহ্যঃ পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এই প্রতিবন্ধকতা উৎপাটিত করেছিল। এর ফলে তারা নিজেদের কর্মসীমার মধ্যেই যে নিরাপত্তা লাভ করেছিল তাই নয়, চতুষ্পার্শ্বের নিকট ও দূরের অঞ্চলসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও উহার ক্ষেত্র বিস্তারের অবাধ সুযোগও তারা লাভ করেছিল। আর নবী করীম(সঃ) ইরান, তুরস্ক,মিশর ও আরবের বাদশাহ ও নৃপতিদের নামে লিখিত চিঠির মাধ্যেমেই এর সূচনা করেছিলেন এবং সেই সংগেই বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচারকগণ ছড়িয়ে পড়লেন।

আলোচ্য বিষয়বস্তু

ঠিক এরূপ অবস্থার মধ্যেই সূরা মায়েদা নাযিল হয়। এই সূরা নিম্ন লিখিত তিনটি বড় বড় বিষয়-বস্তু সমন্বিতঃ

(১) মুসলমানদের ধর্মীয়, তমদ্দুনিক ও ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরো বেশী বিধান ও হেদায়াত দান । এই প্রসংগে হজ্জের-সফরের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ও কা'বা যিয়ারতকারীদের প্রতি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেয়া হয়। খানা-পিনার দ্রব্যাদিতে হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয় এবং জাহিলিয়াতের যুগের স্বয়ং রচিত বন্ধনসমূহ ছিন্নভিন্ন করা হয়। আহলি-কিতাবের সাথে পানাহার করার এবং তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। আল্লাহর নামে করা প্রতিজ্ঞা-ভংগের কাফ্ফারা নির্দিষ্ট করা হয় এবং সাক্ষ্য-আইনের আরো কয়েকটি ধারা বৃদ্ধি করা হয়।

(২) মুসলমানদের প্রতি উপদেশ দান । মুসলমানগন তখন শাসক গোষ্ঠিতে পরিনত হয়েছিল, তাদের হাতে ছিল শাসন-শক্তি। আর ক্ষমতার নেশাই জাতি সমূহের জন্য প্রায়ই গোমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। তাদের মযলুম অবস্থার অবসান হচ্ছিল এবং তদাপেক্ষাও কঠিন পরীক্ষার অধ্যায়ে তারা পদক্ষেপ করছিল। এই জন্য তাদের সম্বোধন করে বার বার এই উপদেশ দান করা হল যে, তারা যেন সুবিচার ও ইনসাফের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। পূর্ববর্তী আহলি-কিতাবদের অবলম্বিত আচরণ হতে যেন দূরে সরে থাকে। আল্লাহর আনুগত্য, হুকুম-বরদারী এবং তাঁর আইন মেনে চলার যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছে তার উপর যেন তারা দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে; ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় তা ভংগ করে অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন যেন না হয়। নিজেদের যাবতীয় কাজকর্মে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যেন তারা আল্লাহর কিতাবকে যথাযথ মর্যাদা সহকারে অনুসরণ করে চলে এবং মুনাফেকী আচরণ যেন তারা বর্জন করে।

(৩) ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের প্রতি উপদেশ দান। ইয়াহুদীদের শক্তি এক্ষণে চূর্ণ হয়েছিল এবং আরবের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সমগ্র ইয়াহুদী আধ্যুষিত জনপদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। এই সময় তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার হুশিয়ার করে দেয়া হয়। এবং তাদেরকে সত্যের পথ অসনুসরণ করার দাওয়াত জানানো হয়। উপরন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির কারণে সমগ্র আরব ও নিকটবর্তী জাতিসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ ঘটেছিল, এই জন্য ঈসায়ীদেরকেও সম্বোধন করে বিস্তারিত ভাবে তাদের আকীদার ভুল-ভ্রান্তি জানিয়ে দেয়া হল। তাদেরকে আখেরী নবীর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানো হল। প্রতিবেশী রাজ্য সমূহে অবস্থিত মূর্তি-পূজারী ও মজুসী (অগ্নি-পূজারী) জাতিসমূহকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়নি। কেননা তাদেরই সমনীতি সম্পন্ন আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে মক্কা শরীফে যেসব হেদায়াত নাযিল হয়েছিল তাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

রুকু-১

১. হে ঈমানদারগণ, বন্ধন সমূহ পুরোপুরি মেনে চল[১]। তোমাদের জন্যে গৃহপালিত ধরনের সমস্ত জন্তুকে হালাল করা হয়েছে[২] সে সব বাদে যা একটু পরেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এহরামের অবস্থায় শিকারকার্যকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিওনা। বস্তুতঃ আল্লাহ যাই চান তারই আদেশ করেন।

---

১. অর্থাৎ সেই সীমা ও নিয়মগুলি পালন কর যা তোমাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

২. 'আন'আম' (গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু) শব্দটি আরবী ভাষায় উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর বোহিমাত শব্দটি সব রকমের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। 'গৃহ-পালিত-ধরনের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হল'- একথার অর্থ হচ্ছেঃ সকল বিচরণশীল জন্তু যা গৃহপালিত প্রকৃতির তা সবই হালাল । অর্থাৎ যারা খোলস ছাড়েনা, যা জন্তু খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে এবং অন্যান্য পাশব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর সংগে সাদৃশ্য রাখে। নবী (সঃ)-এর সেই নির্দেশে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যার দ্বারা তিনি হিংস্র পশুও শিকারী পক্ষী এবং মৃত ভক্ষণকারী সব কিছুকে হারাম বলে গণ্য করেছেন।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا

ওহে যারা ঈমান এনেছ না তোমরা অবমাননা করো নিদর্শনসমূহকে আল্লাহর এবং না(বৈধ করো)

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْىَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَآ

কোন হারাম মাসকে এবং না(হাত লাগাবে) কোরবানীর পশুকে এবং না গলায় পট্টি পরান মানতের পশুগুলোকে এবং না (কষ্টদিও)

آٰمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ

যাত্রীদেরকে (অভিমুখী) ঘরের পবিত্র সন্ধান করছে তারা অনুগ্রহ তাদের রবের

وَ رِضْوَانًا ؕ

ও সন্তুষ্টি
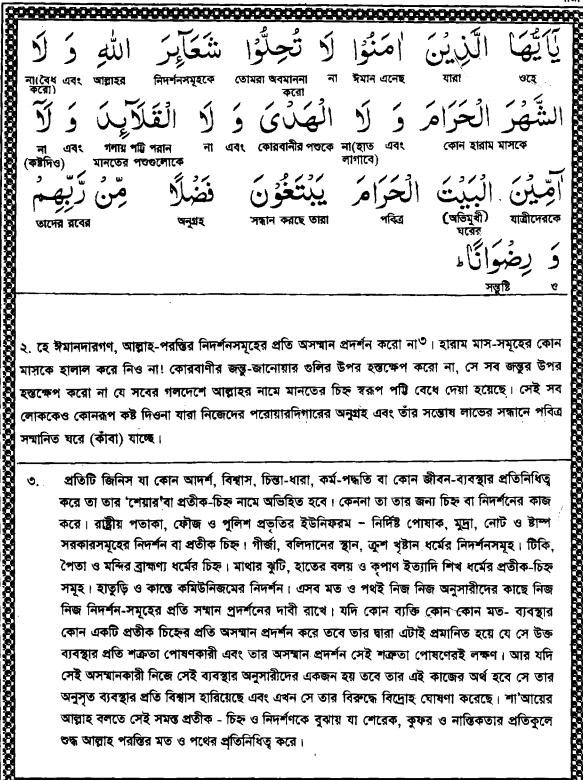
২. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ-পরস্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো না[৩]। হারাম মাস-সমূহের কোন মাসকে হালাল করে নিও না! কোরবাণীর জন্তু-জানোয়ার গুলির উপর হস্তক্ষেপ করো না, সে সব জন্তুর উপর হস্তক্ষেপ করো না যে সবের গলদেশে আল্লাহর নামে মানতের চিহ্ন স্বরূপ পট্টি বেধে দেয়া হয়েছে। সেই সব লোককেও কোনরূপ কষ্ট দিওনা যারা নিজেদের পরোয়ারদিগারের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তোষ লাভের সন্ধানে পবিত্র সম্মানিত ঘরে (কাঁবা) যাচ্ছে।

৩. প্রতিটি জিনিস যা কোন আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তা-ধারা, কর্ম-পদ্ধতি বা কোন জীবন-ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তা তার 'শেয়ার'বা প্রতীক-চিহ্ন নামে অভিহিত হবে। কেননা তা তার জন্য চিহ্ন বা নিদর্শনের কাজ করে। রাষ্ট্রীয় পতাকা, ফৌজ ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম – নির্দিষ্ট পোষাক, মুদ্রা, নোট ও ষ্টাম্প সরকারসমূহের নিদর্শন বা প্রতীক চিহ্ন। গীর্জা, বলিদানের স্থান, ক্রুশ খৃষ্টান ধর্মের নিদর্শনসমূহ। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিহ্ন। মাথার ঝুটি, হাতের বলয় ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের প্রতীক-চিহ্ন সমূহ। হাতুড়ি ও কাস্তে কমিউনিজমের নিদর্শন। এসব মত ও পথই নিজ নিজ অনুসারীদের কাছে নিজ নিজ নিদর্শন-সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী রাখে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কোন মত- ব্যবস্থার কোন একটি প্রতীক চিহ্নের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে তবে তার দ্বারা এটাই প্রমানিত হয়ে যে সে উক্ত ব্যবস্থার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী এবং তার অসম্মান প্রদর্শন সেই শত্রুতা পোষণেরই লক্ষণ। আর যদি সেই অসম্মানকারী নিজে সেই ব্যবস্থার অনুসারীদের একজন হয় তবে তার এই কাজের অর্থ হবে সে তার অনুসৃত ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে এবং এখন সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শা'আয়ের আল্লাহ বলতে সেই সমস্ত প্রতীক - চিহ্ন ও নিদর্শণকে বুঝায় যা শেরেক, কুফর ও নাস্তিকতার প্রতিকূলে শুদ্ধ আল্লাহ পরস্তির মত ও পথের প্রতিনিধিত্ব করে।

وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ

এবং | যখন | তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে | তখন তোমরা শিকারকরতে পার | এবং | না (যেন) | তোমাদেরকেপ্ররোচিত করে

شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

বিদ্বেষ | কোনসম্প্রদায়ের | (এ কারণে) যে | তারা বাধা দেয় | তোমাদের | হতে | মসজিদে | হারাম

اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا

(এতদূর) যে | তোমরা সীমালংঘন করবেস | তোমরাসহযোগিতা করবে | এবং | ক্ষেত্রে | সৎকর্মের | ও | তাকওয়ার | কিন্তু | না | তোমরাসহযোগিতা করবে

عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

ক্ষেত্রে | গুনাহর | ও | সীমালংঘনের | এবং | তোমরাভয় কর | আল্লাহকে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | কঠিন

الْعِقَابِ ﴿۲﴾

শাস্তিদানে

এহরামের অবস্থা শেষে হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পার; আর দেখ, একদল লোক যে তোমাদের জন্যে 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সে জন্যে তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, তোমরাও তাদের মোকাবিলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি শুরু করবে[৪]। হাঁ, যেসব কাজ পূণ্য ও আল্লাহর ভয়মূলক তাতে সকলের সাথে যোগাযোগ কর; আর যা গুনাহ ও সীমা-লঙ্গণের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা, তাঁর দন্ড অত্যন্ত কঠিন।

---

৪. কাফেরা সে সময়ে মুসলমানদের কাবা যিয়ারতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাদের হজ্ব করা থেকে বঞ্চিতকরে রেখেছিল। এই কারণে মুসলমানদের মনে এই খেয়াল দেখা দিল যে, যে সমস্ত কাফের গোত্রের হজ্জ-যাত্রাপথ মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের কাছে দিয়ে গিয়েছে তাদের হজ করতে যাওয়া আমরাও বাধা দেবো; ও হজ্জে মৌসুমে তাদের কাফেলাসমুহের উপর আমরা আকস্মিক আক্রমণ শুরু করে দেবো। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এই আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে এই খেয়াল থেকে বিরত করেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ
হারাম করা হয়েছে | তোমাদের উপর | মৃত(পশু পাখী) | ও | (প্রবাহিত) রক্ত | ও | মাংস

الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ
শুকরের | ও | যা | জবেহকরা হয়েছে | ব্যতীত | আল্লাহর (নামে) | তা | ও | শ্বাসরোধে মৃত

وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ
ও | প্রহারে মৃত | ও | পতনে মৃত | ও | সংঘর্ষে মৃত(পশু) | ও | যাকে | খেয়েছে

السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ
হিংস্র পশুতে | এছাড়া | যা | তোমরা(জবেহ করে) পাক করেছ | এবং (হারাম) | যা | যবেহকৃত | উপর | পূজার বেদীসমূহের | এবং

اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ
(এও হারাম) যে | তোমরা ভাগ্যনির্ণয় কর | জুয়ার তীরগুলো দিয়ে | এসব | ফাসেকী (কাজ)

৩. তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সে সব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয়েছে । যা গলায় ফাঁস পড়ে আঘাত পেয়ে বা উপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে, বা যাকে কোন হিংস্র জন্তু ছিন্ন-ভিন্ন করেছে- যা জীবিত পেয়ে যবেহ করেছে তা ব্যতীত এবং যা কোন "আস্তানায়"[৫] যবেহ করা হয়েছে। সেই সংগে পাশা-খেলার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য জেনে নেয়াও তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। এসব কাজ সম্পূর্ণ ফাসেকী।

৫. মূলে 'নোসোব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ ঃ এমন সব স্থান যা গায়রুল্লাহর – আল্লাহ ছাড়া অন্যের -নযর ও নিয়াযের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, সেখানে কোন পাথর বা কাঠের মূর্তি থাকুক বা না–থাকুক। আমাদের ভাষায় এর সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে 'আস্তানা বা 'থান'- যা কোন বিশেষ বোজর্গ ব্যক্তি বা কোন দেবতা বা বিশেষ কোন মূশরেকানা বিশ্বাসের সংগে জড়িত। এরূপ কোন আস্তানায় যবেহ-করা পশুও হারাম।

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

আজ | নিরাশ হয়েছে | যারা | কুফরী করেছে | হতে | তোমাদের দ্বীন | না অতএব | তাদেরকে তোমরা ভয় কর

وَ اخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ

এবং | আমাকে তোমরা ভয় কর | আজ | আমি পূর্ণাঙ্গ করলাম | তোমাদের জন্যে | তোমাদের দ্বীনকে | ও

اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

আমি সম্পূর্ণ করলাম | তোমাদের উপর | আমার নিয়ামত | ও | আমি পছন্দ করলাম | তোমাদের জন্যে | ইসলামকে | দ্বীন (হিসেবে)
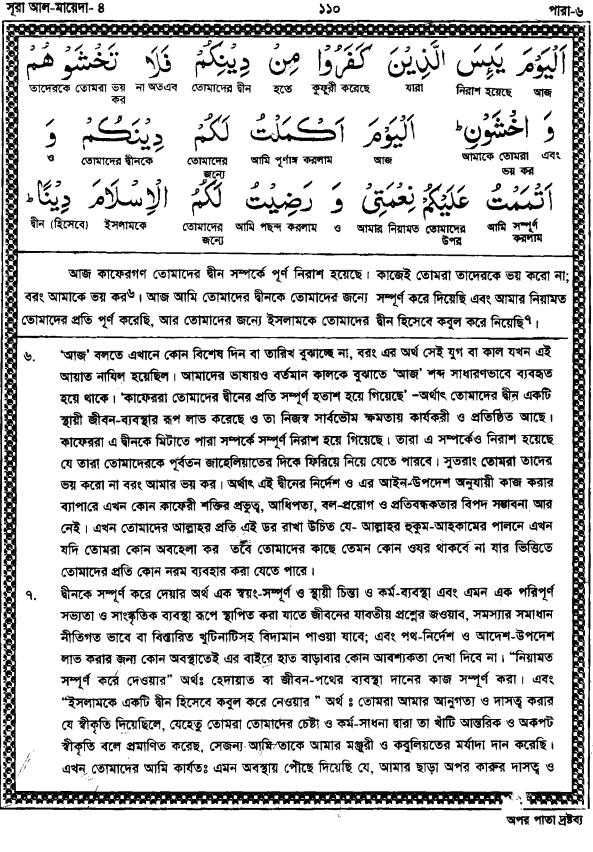
আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় কর[৬]। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি[৭]।

৬. 'আজ' বলতে এখানে কোন বিশেষ দিন বা তারিখ বুঝাচ্ছে না, বরং এর অর্থ সেই যুগ বা কাল যখন এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। আমাদের ভাষায়ও বর্তমান কালকে বুঝাতে 'আজ' শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'কাফেররা তোমাদের দ্বীনের প্রতি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গিয়েছে' –অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন একটি স্থায়ী জীবন-ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে ও তা নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতায় কার্যকরী ও প্রতিষ্ঠিত আছে। কাফেররা এ দ্বীনকে মিটাতে পারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তারা এ সম্পর্কেও নিরাশ হয়েছে যে তারা তোমাদেরকে পূর্বতন জাহেলিয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না বরং আমার ভয় কর। অর্থাৎ এই দ্বীনের নির্দেশ ও এর আইন-উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে এখন কোন কাফেরী শক্তির প্রভুত্ব, আধিপত্য, বল-প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতার বিপদ সম্ভাবনা আর নেই। এখন তোমাদের আল্লাহর প্রতি এই ডর রাখা উচিত যে- আল্লাহর হুকুম-আহকামের পালনে এখন যদি তোমরা কোন অবহেলা কর তবে তোমাদের কাছে তেমন কোন ওযর থাকবে না যার ভিত্তিতে তোমাদের প্রতি কোন নরম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দেয়ার অর্থ এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্থায়ী চিন্তা ও কর্ম-ব্যবস্থা এবং এমন এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রূপে স্থাপিত করা যাতে জীবনের যাবতীয় প্রশ্নের জওয়াব, সমস্যার সমাধান নীতিগত ভাবে বা বিস্তারিত খুটিনাটিসহ বিদ্যমান পাওয়া যাবে; এবং পথ-নির্দেশ ও আদেশ-উপদেশ লাভ করার জন্য কোন অবস্থাতেই এর বাইরে হাত বাড়াবার কোন আবশ্যকতা দেখা দিবে না। "নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেওয়ার" অর্থঃ হেদায়াত বা জীবন-পথের ব্যবস্থা দানের কাজ সম্পূর্ণ করা। এবং "ইসলামকে একটি দ্বীন হিসেবে কবুল করে নেওয়ার " অর্থ ঃ তোমরা আমার আনুগত্য ও দাসত্ব করার যে স্বীকৃতি দিয়েছিলে, যেহেতু তোমরা তোমাদের চেষ্টা ও কর্ম-সাধনা দ্বারা তা খাঁটি আন্তরিক ও অকপট স্বীকৃতি বলে প্রমাণিত করেছ, সেজন্য আমি তাকে আমার মঞ্জুরী ও কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেছি। এখন তোমাদের আমি কার্যতঃ এমন অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছি যে, আমার ছাড়া অপর কারুর দাসত্ব ও

অপর পাতা দ্রষ্টব্য

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ

যে অতঃপর | বাধ্য হয় (খেতে) | কারণে | ক্ষুধার | নয় | ইচ্ছাকৃত ঝুঁকে | গুনাহর প্রতি | নিশ্চয় তবে

اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ③ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ

আল্লাহ (তারউপর) | ক্ষমাশীল | মেহেরবান | তোমাকে তারা প্রশ্ন করে | কি | হালাল করা হয়েছে | তাদের জন্যে

قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ

বল | হালাল করা হয়েছে | তোমাদের জন্যে | পবিত্র জিনিসগুলো

(অতএব হালাল ও হারামের যে সব বিধি-নিষেধ তোমাদের প্রতি আরোপ করেছি তা পূর্ণরূপে পালন কর) অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে তার মধ্যে হতে কোন জিনিস খেয়ে ফেলে- গুনাহ করার কোন প্রবণতা ছাড়াই -তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ মাফকারী[৮] ও রহমত দানকারী।

৪. লোকেরা জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করে দেয়া হয়েছে[৯]। বলঃ সকল পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

আনুগত্যের শৃঙ্খলে তোমাদের গলা আর আবদ্ধ নেই। তোমরা আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যেরূপ মুসলিম হয়েছ, সেই ভাবে বাস্তব জীবনেও আমার ছাড়া কার্যতঃ অন্য কারুর অনুগত থাকার অনুকূলে কোন বাধ্য-বাধকতা বোধ করাও এখন আর তোমাদের পক্ষে উচিৎ নয়।

৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ সুরা বাকারার টীকা নং ৫২।

৯. প্রশ্নকারীদের বাসনা এই যে- তাদেরকে সমস্ত হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হোক, যেন তারা সেগুলি ছাড়া প্রত্যেক জিনিসকে হারাম গণ্য করতে পারে। কিন্তু উত্তরে কুরআন হারাম জিনিসের বিবরণ দান করে সাধারণভাবে এই নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিল যে, সমস্ত পবিত্র বস্তুই হালাল। এইভাবে প্রাচীন ধর্মীয়-ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'লো। প্রাচীন ধর্মীয়-ধারণা এই ছিল যে-সবকিছু হারাম, মাত্র সেই জিনিসগুলি ছাড়া যে গুলিকে হালাল বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এর প্রতিকূলে কুরআন এই নীতি স্থির করে দিল যে, যেগুলি হারাম বলে নির্দিষ্ট করা হয় তাছাড়া সব কিছুই হালাল। হালালের জন্য পাক ও পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কোন নাপাক ও অপবিত্র জিনিসকে যেন হালাল করার চেষ্টা না করা হয়। এখন প্রশ্ন উঠে, কোন জিনিসের পাক-পবিত্র হওয়া কেমন করে নির্ণয় করা হবে? তার উত্তর হচ্ছে ঃ শরীয়তের কোন নীতির ভিত্তিতে যে বস্তুকে নাপাক স্থির করা হবে, বা সুস্থ রুচি-বোধ যে সব জিনিসের প্রতি ঘৃনা পোষণ করবে অথবা সুসভ্য শালীনতাবোধ-সম্পন্ন মানুষ যেসব জিনিসকে সাধারণতঃ নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনুভূতির বিপরীত বোধ করবে সেগুলি ছাড়া সবকিছু পাক-পবিত্র ব'লে মনে করতে হবে।

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ

এবং | যাদের | তোমরা (শিকার) শিক্ষা দিয়েছ | মধ্যহতে | শিকারী পশুদের | শিকার শিক্ষক হিসেবে | তাদের তোমরা শিখিয়ে থাক

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ز فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ

তাহতে যা | তোমাদের শিখিয়েছেন | আল্লাহ | তোমরা অতএব খাও | (তা)থেকে যা | তারা ধরে আনবে | তোমাদের জন্যে | (ছাড়ার সময়)এবং স্মরণ করবে | নাম

اللّٰهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

আল্লাহর | তার উপর | এবং | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | তৎপর | হিসাব (গ্রহণে)

এবং যে সব শিকারী জন্তুকে তোমরা শিক্ষিত করে নিয়েছ- যে সবকে আল্লাহর দেয়া ইলমের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাক- তারা যে সব জন্তুকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখবে তাও তোমরা খেতে পার[১০]। অবশ্যই তার উপর আল্লাহর নাম নিতে হবে[১১]। আল্লাহর আইন ভংগ করাকে ভয় কর, হিসাব নিতে আল্লাহর কোন দেরী লাগেনা।

১০. 'শিকারী জন্তু' বলতে বুঝায় ঃ কুকুর, চিতা-বাঘ, বাজ, শিকরা আর যে-সব পাখী ও জন্তুর দ্বারা মানুষ শিকার করার কাজ করে থাকে তা সবই। শিক্ষা দেওয়া জন্তুর বিশেষত্ব এই যে, তারা যা কিছু শিকার করে সাধারণ হিংস্র জন্তুর মত- তারা তা দীর্ণ করে ভক্ষণ করে না; বরং নিজ মালিকের জন্য তা ধরে রাখে। এই কারণে সাধারণ হিংস্র জন্তুর দীর্ণ-করা জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু শিক্ষিত শিকারী জন্তুর শিকার হালাল।

১১. অর্থাৎ শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে ছাড়ো। আলোচ্য আয়াত থেকে এ মসলাটি জানা গেল যে, শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম লওয়া জরুরী। এরপর শিকার যদি জীবন্ত অবস্থায় হস্তগত হয় তবে পুনরায় তাকে যবেহ করা চাই, আর যদি জীবন্ত না পাওয়া যায় তবে তা যবেহ ছাড়াই হালাল হবে; কেন না শুরুতেই শিকারী জন্তু ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম লওয়া হয়েছে। তীর দিয়ে শিকার করার হুকুম এবং বিধিও অনুরূপ।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

আজ / হালাল করা হল / তোমাদের জন্যে / পাক (জিনিস) সমূহ / ও / খাবার / (তাদের) যাদের / দেয়াহয়েছে

الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَ الْمُحْصَنٰتُ

কিতাব / হালাল / তোমাদের জন্যেও / এবং / তোমাদের খাবার / হালাল / তাদের জন্যে / এবং / সচ্চরিত্রা নারীরা

مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

মধ্যহতে / মু'মিনাদের / এবং / সচ্চরিত্রা নারীরা / (তাদের) মধ্যহতে / যাদেরকে / দেওয়াহয়েছে

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ

কিতাব / পূর্বে / তোমাদের / যখন / তাদের তোমরা দাও / তাদের মোহরগুলো / বিবাহকারী হিসাবে

غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ

নয় / ব্যভিচারী হিসাবে / এবং / না / গ্রহণকারীহিসাবে / উপপত্নী

৫. আজ তোমাদের জন্যে সকল পাক জিনিসই হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহলি-কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খানা তাদের জন্যেও [১২] হালাল। এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্যে হালাল– তারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে হতে হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে[১৩] তাদের মধ্যে হতে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের 'মোহরাণা' আদায় করে বিবাহ-বন্ধনে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীন লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুতা করে নয়।

১২. আহলি-কিতাবের খাদ্যে তাদের যবেহ করা জন্তুও শামিল রয়েছে। আমাদের জন্য তাদের ও তাদের জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন বাধা-নিষেধ ও কোন প্রকার ছুতমার্গের ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সংগে খেতে পারি ও তারা আমাদের সংগে খেতে পারে। কিন্তু এই সাধারণ অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এই বাক্যাংশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করে দেওয়া হয়েছে"। এর থেকে জানা গেল আহলি-কিতাবগণ যদি পবিত্রতা ও 'পাকি' সম্পর্কীয় সেই সকল নিয়ম-কানুন পালন না করে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যকীয়; কিংবা তাদের খাদ্যে যদি হারাম জিনিস শামিল থাকে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে কোন জন্তু যবেহ করে বা তার উপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নেয় তবে তা খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ হবে না।

১৩. এখানে ইয়াহুদ, ও নাসারা অর্থাৎ খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবল তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেই সংগে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে তাদের 'মোহসিনা' অর্থাৎ সুরক্ষিতা নারী হ'তে হবে অর্থাৎ তারা আওয়ারা (অবাধ-উৎশৃঙ্খল) হবে না। এবং পরবর্তী বাক্যাংশে এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে যে ইয়াহুদী বা খৃষ্টানী বিবির খাতিরে যেন 'ঈমান' না নষ্ট করে ফেলা হয়।

وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ

এবং যে অস্বীকার করবে ঈমানের (বিষয়াবলীকে) তাহলে নিশ্চয় নষ্ট হবে তার কাজ এবং সে (হবে) আখেরাতে

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى

অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের ওহে যারা ঈমান এনেছ যখন তোমরা উঠবে জন্যে

الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

নামাজের তখন তোমরা ধু'বে তোমাদের মুখমন্ডলগুলো ও তোমাদের হাতগুলো পর্যন্ত কনুইগুলো

وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَ اِنْ

ও তোমরা মসেহ করবে তোমাদের মাথাগুলো ও তোমাদের পাগুলো পর্যন্ত গোড়ালীদ্বয় এবং যদি

كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى

তোমরা হও অপবিত্র তবে তোমরা পবিত্র হবে এবং যদি তোমরা হও পীড়িত, বা উপর

سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ

সফরে (থাক) বা আসে কেউ তোমাদের মধ্যে হতে পায়খানা (মলমূত্র ত্যাগকরে) বা তোমরা স্পর্শ কর

النِّسَآءَ

স্ত্রীদের

যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে।

রুকু-২

৬. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নামাযের জন্যে উঠবে, তখন তোমরা নিজেদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথার উপর হাত ঘুরাবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে[১৪], অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হও, পথে-প্রবাসে থাক, কিংবা তোমাদের কোন লোক মলমূত্র-ত্যাগ করে আসে, অথবা তোমরা যদি নারীকে স্পর্শ কর

১৪. নবী করীম (সঃ) এই নির্দেশের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তার থেকে জানা যায় যে, মুখ-মন্ডল ধৌত করার মধ্যে কুলি করা ও নাক পরিচ্ছন্ন করাও শামিল আছে। এ না করলে মুখমন্ডল ধৌত করা সম্পূর্ণ হয় না। কান যেহেতু মাথারই একটি অংশ সেই জন্য মাথা মাসেহ করার মধ্যে কানের বাহির ও ভীতর দিক মাসেহ করাও শামিল আছে। অযু শুরু করার পূর্বে হাত দুটি ধৌত করাও আবশ্যক, কেননা যে হাত দ্বারা লোক অযু সম্পন্ন করে সেই হাত প্রথমে পাক করে নেয়া দরকার।
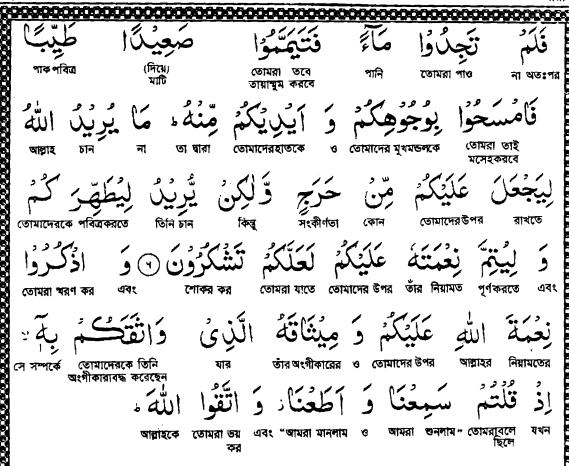
আর যদি পানি পাওয়া না যায়, তা হলে পাক মাটির দ্বারা কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তার উপর হাত রেখে নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মসেহ করে নাও[১৫]। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। তিনি এই চান যে, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করে দিবেন এবং নিজের নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিবেন; সম্ভবত তোমরা শোকর আদায়কারী হবে।

৭. আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার কথা স্মরণ রাখো। তিনি তোমাদের নিকট হতে যে পাকা-পোখতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন তা ভুলে যেওনা– অর্থাৎ তোমাদের এই কথা– "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম"। আল্লাহকে ভয় কর,

১৫ সূরা 'নিসার' ৪১ও ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑦ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا

নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব অবহিত অবস্থা সম্পর্কে অন্তরসমূহের ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা থাক

قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে ন্যায়ের উপর এবং না (যেন) তোমাদেরকেপ্ররোচিত করে

شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ

বিদ্বেষ কোন জাতির (এর) উপর যে না তোমরা ইনসাফ করো তোমরা ইনসাফ কর তা নিকটতর

لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑧

তাকওয়ার ক্ষেত্রে এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব অবগত ঐবিষয়ে যা তোমরা কাজ কর

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا لَهُمْ

ওয়াদাকরেছেন আল্লাহ (তাদেরকে) যারা ঈমান আনে ও কাজ করে নেকীর তাদের জন্যে রয়েছে

مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑨ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

ক্ষমা ও প্রতিফল বিরাট কিন্তু যারা কুফুরী করে ও মিথ্যা মনে করে

بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ⑩

আমাদের আয়াত গুলোকে ঐসব লোক অধিবাসী দোজখের

নিশ্চয় আল্লাহতা'আলা লোকদের মনের কথা ভাল করেই জানেন।

৮. হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুতঃ আল্লাহ-পরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমারা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

৯. যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে তাদের প্রতি আল্লাহর এই ওয়াদা যে, তাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বড় প্রতিফল পাবে।

১০. কিন্তু যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে তারা জাহান্নামী হবে।

১১. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তিনি (সম্প্রতি) তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন একটি দল তোমাদের উপর যুলমের হাত প্রসারিত করতে উদ্যত হয়েছিল তখন আল্লাহ সে হস্ত তোমাদের উপর পড়া হতে ফিরিয়ে দিলেন [১৬]। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। বস্তুতঃ ঈমানদার লোকদের একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক।

রুকু-৩

১২. আল্লাহ বনী-ঈসরাইলদের নিকট হতে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব' [১৭] নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের সংগেই রয়েছি।

---

১৬. এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের একটি দল নবী করীম (সঃ) ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের এক ভোজনের আমন্ত্রণ করেছিল, এবং গুপ্তভাবে এই ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আকস্মিক ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যথাসময়ে আল্লাহর অনুগহে এই ষড়যন্ত্রের কথা রসূলে করীম (সঃ) জানতে পেরেছিলেন ও নিমন্ত্রণে তাঁরা উপস্থিত হননি।

১৭. 'নকীব' এর অর্থ পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী। বনী-ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল, আল্লাহতা'আলা তাদের প্রত্যেকটি গোত্রের একজন নকীব সেই গোত্রের লোকদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন সে সংশ্লিষ্ট গোত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও তাদেরকে 'বে-দ্বীনী' ও অসচ্চরিত্রা তা থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ

অবশ্যই যদি — তোমারা কায়েম কর — নামাজ — ও — তোমরা আদায় কর — যাকাত — ও — তোমরা ঈমান আন

بِرُسُلِىْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

আমার রসূলদের উপর — ও — তাদের তোমরা শক্তি বৃদ্ধি কর — ও — তোমরা কর্জ্জ দাও — আল্লাহকে — কর্জ — উত্তম

لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ

মোচন করব আমিঅবশ্যই — তোমাদের থেকে- — তোমাদের পাপসমূহ — এবং — তোমাদের প্রবেশকরাব অবশ্যই — জান্নাতে

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ

প্রবাহিত হয় — তার পাদদেশে — ঝর্ণাধারাসমূহ — যে অতঃপর — কুফরী করেছে — পরেও — এর

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ

তোমাদের মধ্যহতে — নিশ্চয়ফলে — সে হারিয়েফেলেছে — সরলসোজা — পথ — অতএব কারণে — তাদের ভঙ্গের

مِيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ

তাদের অংগীকারের — তাদের লানত করেছি আমরা — ও — আমরা করেছি — তাদের অন্তরসমূহকে — কঠিন

তোমরা যদি নামায কায়েম রাখ, যাকাত দাও এবং আমার নবীদেরকে মান্য করতে, তাঁদের সাহায্য এবং শক্তিবৃদ্ধি করতে, এবং তোমাদের আল্লাহকে ভাল ঋণ দান করতে থাক তবে নিশ্চিত বিশ্বাস রেখো– আমি তোমাদের অন্যায় কাজ ও দোষ-ত্রুটি তোমাদের হতে দূরীভুত করে দিব এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগীচায় বসবাস করাব যার নিন্মদেশ হতে ঝর্ণাধারা সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। কিন্তু তার পর তোমাদের মধ্য হতে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা সত্য-সঠিক[১৮] পথ হারিয়ে ফেলেছে।

১৩. অতঃপর তাদের নিজেদেরই ওয়াদা ভংগ করাই ছিল তাদের (বড়)অপরাধ যে কারণে আমরা তাদেরকে নিজের রহমত হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের দিল শক্ত করে দিয়েছি।

---

১৮. 'সাওয়া আসসবীল' এর অর্থঃ গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য যথারীতিভাবে লিখিত রাজপথ। তা হারিয়ে ফেলার অর্থঃ সে রাজপথ হারিয়ে মানুষের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ে মাড়ানো পথে বিভ্রান্ত হয়ে চলা।

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَ نَسُوْا حَظًّا مِّمَّا
তারা বিকৃত করে | কথাকে | থেকে | তার (প্রসংগ) স্থান | ও | তারা ভুলে গিয়েছে | এক অংশ | তাহতে যা

ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا
তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল | যেব্যাপারে | এবং | তুমি সর্বদাই | অবগত হতে থাকবে | সম্পর্কে | তাদেরমধ্যহতেখিয়ানত করা | কিন্তু

قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
অল্প (লোক) | তাদের মধ্যহতে (ব্যতিক্রম হবে) | সুতরাং ক্ষমা কর | তাদেরকে | ও | উপেক্ষা কর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى
ভালবাসেন | সৎ কর্মশীলদেরকে | এবং | মধ্যহতে | তাদের | (যারা) বলেছিল | আমরা নিশ্চয় | খৃষ্টান

اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا
আমরা নিয়েছিলাম | তাদের অংগীকার | তারা কিন্তু ভুলেগেল | এক অংশ | তাহতে যা | তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল | সে ব্যাপারে | সুতরাং আমরা সঞ্চারিত করেছি

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ
তাদের মাঝে | শত্রুতা | ও | বিদ্বেষ | পর্যন্ত | দিন | কিয়ামতের

এখন তাদের অবস্থা এই যে, শব্দের উল্টা- পাল্টা করে মূল কথার নাড়া-চাড়া করে ফেলে। যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার অধিকাংশই তারা ভুলে গেছে এবং প্রায় প্রত্যেক দিনই তাদের কোন না কোন খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এই দোষ হতে বেঁচে আছে, (তারা যখন এই অবস্থায় পৌছে গেছে, তখন যে দুষ্টামী আর শয়তানীই তারা করবে, তার কোনটিই তাদের নিকট হতে অপ্রত্যাশিত নয়)। কাজেই তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের কাজ-কর্ম হতে দৃষ্টি ফিরাও। যারা ঈমানের নীতি মেনে চলে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন।

১৪. এই ভাবে তাদের নিকট হতেও আমরা পাকা-পোখ্‌তা ওয়াদা নিয়েছিলাম যারা বলেছিল যে, আমরা নাসারা; কিন্তু তাদেরকেও যে সবক স্মরণ করায়ে দেয়া হয়েছিল তার একটি বিরাট অংশ তারা ভুলে গিছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের মধ্যে সকল সময়ের জন্যে চিরন্তন দুশমনী ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি।

وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ

এবং শীঘ্রই তাদের জানিয়ে দিবেন আল্লাহ ঐবিষয়ে যা তারা বানাতে ছিল হে আহলি কিতাব

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ

নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে আমাদের রসূল প্রকাশ করে তোমাদের কাছে অনেক (কথা) (তা) হতে যা ছিলে

تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ قَدْ جَآءَكُمْ

তোমরা গোপন করতে মধ্যহতে কিতাবের ও উপেক্ষাকরে অনেক কিছু নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে

مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ

পক্ষহতে আল্লাহর জ্যোতি ও গ্রন্থ উজ্জ্বল পরিচালিত করেন তা দিয়ে আল্লাহ

مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ

(তাকে) যে অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টির পথে শান্তির ও তাদের বের করেন

مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى

থেকে অন্ধকারসমূহ দিকে আলোর তাঁর অনুমতিক্রমে এবং তাদের পরিচালিত করেন দিকে

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

পথের সরল সঠিক

এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন তারা এই দুনিয়ায় কি করতে ও বানাতেছিল তা তাদেরকে আল্লাহতা'আলা জানিয়ে দেবেন।

১৫. হে আহলি-কিতাব! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, সে আল্লাহর কিতাবের এমন অনেক কথাই তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় যাকে তোমরা গোপন করে রেখেছিলে। অনেক কথা আবার সে বাদ দিয়েও দেয়[১৯]। তোমাদের নিকট আল্লাহর কাছ হতে রোশনী এসেছে, এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও–

১৬. যার দ্বারা আল্লাহতা'আলা তাঁর সন্তোষ–সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেয় এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যায় ও সঠিক পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করে।

১৯. অর্থাৎ তোমাদের সেইসব চুরি ও খেয়ানত, যেগুলি প্রকাশ করে দেয়া সত্য দ্বীন কায়েম করার জন্য অপরিহার্য সেগুলি প্রকাশ করে দেন ও যেগুলি প্রকাশ করার কোন যথার্থ আবশ্যকতা দেখা দেয় না সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, তার জন্য পাকড়াও করেন না।
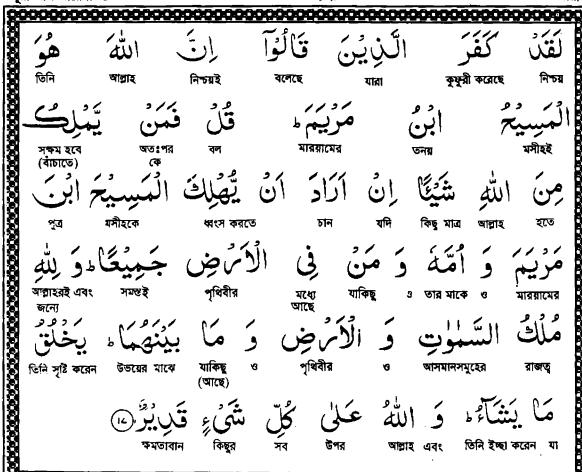
১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছেঃ মরিয়ম-পুত্র মসীহ আল্লাহ । হে মুহম্মাদ! তাদেরকে বল যে, আল্লাহ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহকে এবং তার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা হতে তাকে বিরত রাখার মত শক্তি কার আছে? আল্লাহ তো আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসেরই মালিক; তিনি যা কিছু চান তাই পয়দা করেন[২০]। তাঁর শক্তি প্রত্যেকটি জিনিসেরই উপর রয়েছে।

---

২০. অর্থাৎ মসীহ (আঃ) কেবলমাত্র বিনা-বাপে পয়দা হওয়ার কারণে তোমরা তাকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু আল্লাহতা'আলা যাকে যেভাবে ইচ্ছা করেন সেই ভাবে পয়দা করেন। আল্লাহতা'আলা কোন বান্দাকে অসাধারণ ভাবে পয়দা করলেই সে আল্লাহ হয়ে যায়না।

১৮. ইয়াহুদ ও নাসারাগণ বলে যে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ তাহলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ-খাতার কারণে তোমাদেরকে কেন শাস্তি দান করেন? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরাও আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য মানুষের মতই সমান মর্যাদার মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন মাফ করে দেন ও যাকে ইচ্ছে হয় শাস্তি দান করেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই মালিকানা, সব কিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

১৯. হে আহলি-কিতাব! আমাদের এই রসূল এমন এক সময় তোমাদের নিকট এসেছে ও দ্বীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা তোমাদের সামনে পেশ করছে- যখন রসূল আগমনের ক্রমিক ধারা দীর্ঘ দিনের জন্যে বন্ধ ছিল। (নবী এই জন্যে এসেছে) যেন তোমরা বলতে না পরে যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী আসেনি। অতএব দেখ, এখন সেই সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শন কারীই এসেছে,

– আর আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই শক্তিশালী[২১]।

রুকু-৪

২০. স্মরন কর, যখন মূসা তাঁর জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার অবশ্যই খেয়াল রেখো। তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শাসনকর্তা বানিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন আরো অনেক কিছু দান করেছেন যা দুনিয়ার আর কাউকে দেন নি।

২১. হে আমার জাতীয় ভাইগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে পবিত্র এলাকা লিখে দিয়েছেন[২২] তাতে প্রবেশ কর, পিছনে হটো না, অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

২১. অর্থাৎ যদি তোমরা এই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর কথা না মানো তবে মনে রেখো - আল্লাহতা'আলা সর্বক্ষম ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা বাধায় যে কোন শাস্তি ইচ্ছা করেণ তোমাদের দান করতে পারেন।

২২. এখানে 'ফিলিস্তিনের' সুর-যমীনকে বুঝানো হচ্ছে। সে সময় ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা কঠিন মুশরিক ও বদকার ছিল। বনী-ইসরাঈল মিশর থেকে বহির্গত হয়ে এলে আল্লাহতা'আলা এই ভূখন্ড তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেন ও তাদেরকে এ ভূখন্ড জয় করার জন্য নির্দেশ দান করেন।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا

তারা বলেছিল হে মূসা নিশ্চয়ই সেখানে আছে জাতি প্রবল শক্তিধর এবং আমরা নিশ্চয়ই কক্ষণনা সেখানেপ্রবেশ করবো

حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا

যতক্ষণ না তারা বের হবে সেখানথেকে অতঃপর যদি তারা বের হয় সেখানথেকে তবে নিশ্চয় আমরা

دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ

প্রবেশকরবো বলল দুব্যক্তি (তাদের) মধ্যহতে যারা ভয় করে (আল্লাহকে) অনুগ্রহ করেছিলেন

اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ

আল্লাহ তাদের দুজনের উপর তোমরা প্রবেশকর তাদের সাথে (মুকাবেলাকরে) দরজায় অতঃপর যখন তাতে তোমরা প্রবেশ করবে

فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ

তখন তোমরা নিশ্চয় বিজয়ী হবে এবং উপর আল্লাহর তোমরা তাই ভরসা কর যদি তোমরা হও

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

ঈমানদার

২২. উত্তরে তারা বললঃ হে মূসা! সেখানে তো বড় বড় শক্তিমান ও প্রবল পারাক্রমশালী লোকেরা বাস করে, সেখানে আমরা কিছুতেই যাব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায় তবে আমরা তাতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।

২৩. এই ভয়-পাওয়া লোকদের মধ্যে দু'জন লোক এমন ছিল যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেছেন[২৩]। তারা বললঃ "এই পরাক্রমশালী লোকদের মুকাবিলা করেই সেই শহরের দ্বারে প্রবেশ কর। তোমরা যখন ভিতরে পৌঁছে যাবে তখন তোমরাই নিশ্চিতরূপে জয়ী হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখো, যদি তোমরা ঈমানদার হও"।

২৩. এই দুই বোযর্গের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ইউশা-বিননুন। হযরত মূসার (আঃ) পর তিনি তাঁর খলিফা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত কালেব। ইনি হযরত ইউশার দক্ষিন হস্ত স্বরূপ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর যাবৎ বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করার পর যখন বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তখন হযরত মূসার (আঃ) সাথীদের মধ্যে মাত্র এই দুই বোযর্গ জীবিত ছিলেন।

২৪. কিন্তু তারা আবার সেই কথা বললঃ "হে মূসা, আমরা তো তথায় কখনো যাব না যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার আল্লাহ উভয়েই যাও ও লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসে পড়লাম"।

২৫. তা শুনে মূসা বললঃ "হে আল্লাহ, আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার কোন ইখতিয়ার চলেনা। কাজেই হে আল্লাহ, তুমি এই না-ফরমান লোকদের সংস্পর্শ হতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দাও"।

২৬. আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ ভালই উক্ত দেশ, চল্লিশ বছরের জন্যে এদের প্রতি হারাম (করে দেয়া হল), এরা দুনিয়ায় নিরুদ্দেশ ঘুরে ফিরে ও হাতড়িয়ে মরবে। অতএব এই না-ফরমান লোকদের অবস্থার প্রতি কোন দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করো না[২৪]।

---

২৪. এখানে এ ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বনী ইসরাঈলদেরকে জানিয়ে দেয়া যে মূসার (আঃ) যামানায় না-ফরমানি, বিচ্যুতি ও ভীরুতা প্রদর্শন করার ফলে তোমরা যে শাস্তি লাভ করেছিলে তার থেকে অনেক বেশী শাস্তি তোমরা পাবে যদি তোমরা হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণ কর।

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ

এবং | শুনাও | তাদের কাছে | খবর | দু'ছেলের | আদমের | যথাযথভাবে

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ

যখন | দুজনে পেশ করল | কোরবাণী | কবুল করা হল তখন | হতে | তাদের দুজনের একজন | এবং | না | কবুল করা হল

مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ

থেকে | অন্য জনের | সে বলল | তোমাকে আমি অবশ্যই হত্যা করব | সে বলল | মূলতঃ | কবুল করেন (কুরবাণী)

اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ

আল্লাহ | হতে | মুত্তাকীদের | অবশ্যই যদি | তুমি সম্প্রসারিত কর | আমার দিকে | তোমার হাত

لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ

আমাকে তুমি হত্যা করতে | না | আমি | সম্প্রসারিতকারী (হব) | আমার হাত | তোমার দিকে | তোমাকে আমি হত্যা করার জন্যে

রুকু-৫

২৭. এবং তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের গল্পটিও পুরো-পুরি শুনিয়ে দাও। তারা দুজন যখন কোরবানী করল তখন তাদের মধ্যে একজনের কোরবানী কবুল করা হল ও অপর জনের করা হল না। সে বললঃ আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে সে বললঃ 'আল্লাহ তো মুত্তাকীদের মানত কবুল করে থাকেন।

২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হাত উঠাও তবে আমি তোমাকে হত্যার জন্যে কখনও হাত তুলব না[২৫]।

২৫. এর অর্থ এই নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি আমার হাত পা বন্ধ করে নিহত হবার জন্য তোমার সামনে বসে পড়ে নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো। বরং এর অর্থ হচ্ছেঃ তুমি আমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হলেও আমি তোমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হবো না।

আমি আল্লহ রব্বুল আলা'মীনকে ভয় করি'।

২৯. আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের গুনাহ তুমি একাই নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও ও দোযখী হয়ে থাক। যালেমদের যুলমের এই উপযুক্ত প্রতিফল।

৩০. শেষ পর্যন্ত তার নফ্স নিজ ভায়ের হত্যা কার্যকে তার জন্যে সহজসাধ্য করে দিল এবং সে তাকে খুন করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

৩১. তার পর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, তা যমীন খুচতে লাগল, সে নিজ ভায়ের লাশ কিভাবে লুকাবে তার পথ দেখিয়ে দিল। এ দেখে সে বললঃ আমার প্রতি ধিক, আমি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না, নিজ ভায়ের লাশ লুকাবার পথও বের করতে পারলাম না।
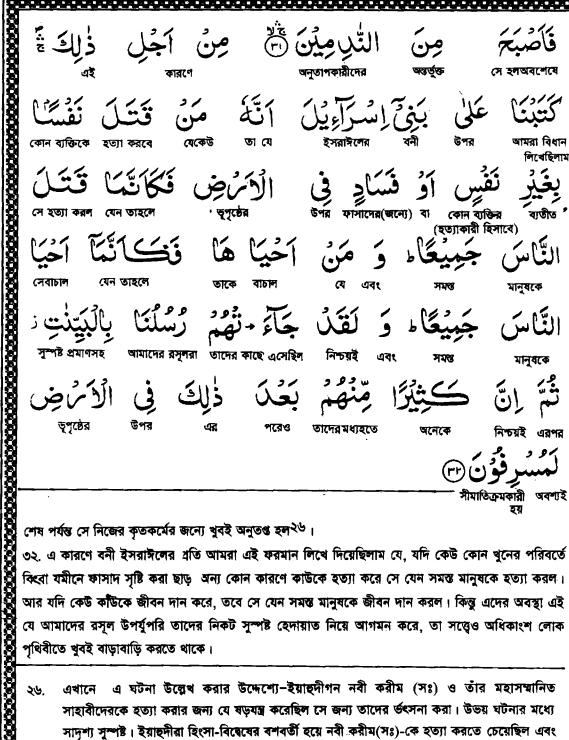
শেষ পর্যন্ত সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে খুবই অনুতপ্ত হল[২৬]।

৩২. এ কারণে বনী ইসরাঈলের প্রতি আমরা এই ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কোন খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড় অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাঁউকে জীবন দান করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে আমাদের রসূল উপর্যুপরি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে আগমন করে, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক পৃথিবীতে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে।

---

২৬. এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে–ইয়াহুদীগন নবী করীম (সঃ) ও তাঁর মহাসম্মানিত সাহাবীদেরকে হত্যা করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল সে জন্য তাদের র্ভৎসনা করা। উভয় ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ইয়াহুদীরা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নবী করীম(সঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আদম (আঃ)-এর এক পুত্রও হিংসার বশবর্তী হয়েই নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।

إِنَّمَا	جَزَآؤُا	الَّذِينَ	يُحَارِبُونَ	اللهَ	وَ
মূলতঃ	প্রতিফল (অর্থাৎ শাস্তি)	(তাদের) যারা	লড়াই করে	আল্লাহর	ও

رَسُولَهُ	وَ	يَسْعَوْنَ	فِي	الْأَرْضِ	فَسَادًا	أَنْ يُقَتَّلُوٓا
তাঁর রসূলের (বিরুদ্ধে)	এবং	সচেষ্ট হয়	উপর	ভূপৃষ্ঠের	ফাসাদ (সৃষ্টি করতে)	তাদের হত্যাকরা হবে

أَوْ	يُصَلَّبُوٓا	أَوْ	تُقَطَّعَ	أَيْدِيهِمْ	وَ	أَرْجُلُهُمْ	مِّنْ
বা	তাদের শুলে চড়ান হবে	বা	কেটে দেওয়া হবে	তাদের হাতগুলো	ও	তাদের পাগুলো	থেকে

خِلَافٍ	أَوْ	يُنْفَوْا	مِنَ	الْأَرْضِ	ذٰلِكَ	لَهُمْ
বিপরীত দিক	অথবা	তাদের নির্বাসিত করা হবে	থেকে	দেশ	এটা	তাদের জন্যে

خِزْيٌ	فِي	الدُّنْيَا	وَ	لَهُمْ	فِي	الْأٰخِرَةِ	عَذَابٌ
লাঞ্ছনা	মধ্যে	দুনিয়ার	ও	তাদের জন্যে রয়েছে	মধ্যে	আখেরাতের	শাস্তি

عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾
কঠোর

৩৩. যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়[২৭] তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শুলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা। এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়ঃ কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে এ অপেক্ষাও কঠিনতম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে!

২৭. এখানে যমীন এর অর্থ সেই দেশ বা সেই এলাকা যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। এবং আল্লাহ ও রসূলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ ইসলামী শাসন দেশে যে সৎ রাষ্ট্র ও জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইসলামী ফিকাহবিদদের অভিমতে এর দ্বারা সেই সব লোকদের বোঝানো হচ্ছে যারা অস্ত্র সজ্জিত ও দলবদ্ধ হয়ে খুন-ডাকাতি ও ধ্বংস-বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

اِلَّا	الَّذِيْنَ	تَابُوْا	مِنْ قَبْلِ	اَنْ	تَقْدِرُوْا
কিন্তু	যারা	তওবা করবে	এরপূর্বে	যে	তোমরা সক্ষম হবে

عَلَيْهِمْ ج	فَاعْلَمُوْٓا	اَنَّ	اللّٰهَ	غَفُوْرٌ	رَّحِيْمٌ ﴿٣٤﴾ ع	يٰٓاَيُّهَا
তাদের উপর (আধিপত্য বিস্তারে	তোমরা তবে জেনে রেখ	যে	আল্লাহ	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	ওহে

الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	ابْتَغُوْٓا	اِلَيْهِ	الْوَسِيْلَةَ
যারা	ঈমান এনেছ	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	ও	তোমরা সন্ধান কর	তাঁর দিকে	নৈকট্যলাভের উপায়

وَ	جَاهِدُوْا	فِيْ	سَبِيْلِهٖ	لَعَلَّكُمْ	تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾
এবং	তোমরা জিহাদ কর		তাঁর পথে	তোমরা সম্ভবতঃ	সফল হবে
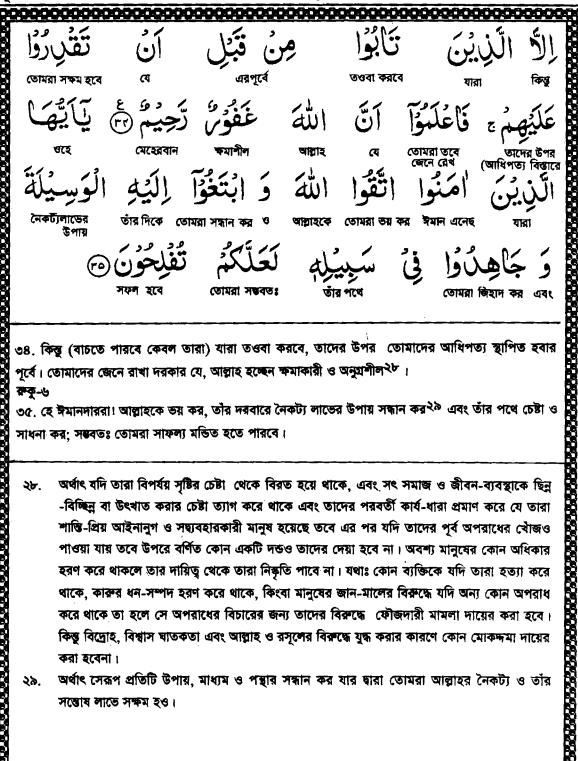
৩৪. কিন্তু (বাচতে পারবে কেবল তারা) যারা তওবা করবে, তাদের উপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ও অনুগ্রশীল[২৮]।

রুকু-৬

৩৫. হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর[২৯] এবং তাঁর পথে চেষ্টা ও সাধনা কর; সম্ভবতঃ তোমরা সাফল্য মন্ডিত হতে পারবে।

২৮. অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে থাকে, এবং সৎ সমাজ ও জীবন-ব্যবস্থাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বা উৎখাত করার চেষ্টা ত্যাগ করে থাকে এবং তাদের পরবর্তী কার্য-ধারা প্রমাণ করে যে তারা শান্তি-প্রিয় আইনানুগ ও সদ্ব্যবহারকারী মানুষ হয়েছে তবে এর পর যদি তাদের পূর্ব অপরাধের খোঁজও পাওয়া যায় তবে উপরে বর্ণিত কোন একটি দণ্ডও তাদের দেয়া হবে না। অবশ্য মানুষের কোন অধিকার হরণ করে থাকলে তার দায়িত্ব থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না। যথাঃ কোন ব্যক্তিকে যদি তারা হত্যা করে থাকে, কারুর ধন-সম্পদ হরণ করে থাকে, কিংবা মানুষের জান-মালের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোন অপরাধ করে থাকে তা হলে সে অপরাধের বিচারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাস ঘাতকতা এবং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হবেনা।

২৯. অর্থাৎ সেরূপ প্রতিটি উপায়, মাধ্যম ও পন্থার সন্ধান কর যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সন্তোষ লাভে সক্ষম হও।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে যদি (করায়ত্তে) হয় তাদের জন্যে যাকিছু (আছে) মধ্যে দুনিয়ার সমস্তই

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ও তার সমতুল্য (আরও কিছু) তার সাথে তাদের মুক্তিপণ দিয়ে বাঁচার জন্যে তা দিয়ে হতে শাস্তি দিনের কিয়ামতের (আর মুক্তিপণ দেয়ও)

مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ

(তবুও) না গৃহীত হবে তাদের থেকে এবং তাদের জন্যে (রয়েছে) আযাব বড় যন্ত্রনাদায়ক তারা চাইবে

أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ

যে তারা বের হবে থেকে দোজখের আগুন কিন্তু না তারা বেরহতে পারবে তা থেকে

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি স্থায়ী এবং পুরুষ চোর (হউক) বা নারীচোর

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ

অতঃপর তোমারা কাট উভয়ের হাত প্রতিফল স্বরূপ একারণে যা উভয়েঅর্জন করেছে দন্ডহিসেবে পক্ষহতে আল্লাহর

৩৬. ভালরূপে জেনে নাও, যারা কুফরী-নীতি অবলম্বন করেছ, সমগ্র দুনিয়ার ধন-দৌলতও যদি তাদের কারায়ত্ত হয় এবং তার সাথে অত পরিমান আরো একত্র করে দেয়া হয়, আর তারা যদি তা 'ফেদিয়া' হিসাবে দিয়ে কিয়ামতের দিনের আযাব হতে রক্ষা পেতে চায় তবুও তা তাদের নিকট হতে কবুল করা হবে না, তারা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে।

৩৭. তারা দোযখের অগ্নি-গহ্বর হতে বের হয়ে যেতে চাবে; কিন্তু তা হতে তারা বের হতে পারবে না; তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট করা হবে।

৩৮. চোর-স্ত্রী হোক বা পুরুষ- উভয়েরই হাত কেটে দাও[৩০], এ তাদের কর্মফল ও আল্লাহর নিকট হতে শিক্ষা মূলক শাস্তি বিশেষ।

৩০. উভয় হাত নয়, বরং একটি হাত । প্রথম চুরির অপরাধে ডান হাত কাটা হবে। 'চুরি' অর্থ অন্যের মাল তার সংরক্ষণ থেকে বের করে নিজের কব্জায় আনা। একটি ঢালের মূল্য থেকে কম মূল্যের জিনিস চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবেনা। বিশ্বস্ত বর্ণনা মতে নবী করীম (সঃ)-এর পূণ্য যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। সেকালে দিরহামে তিন মাশা ১$\frac{১}{৫}$ রতি রৌপ্য থাকতো অনেক জিনিস এমন আছে যার চুরিতে হাত কাটার দন্ড দেয়া যাবে না। যথা ফল, তরকারী খাবার জিনিস, সামান্য ও তুচ্ছ জিনিস, পাখি, বায়তুলমাল চুরি। এ সবের চুরিতে হাত না কাটা যাওয়ার অর্থ এই নয় যে একেবারে মাফ।
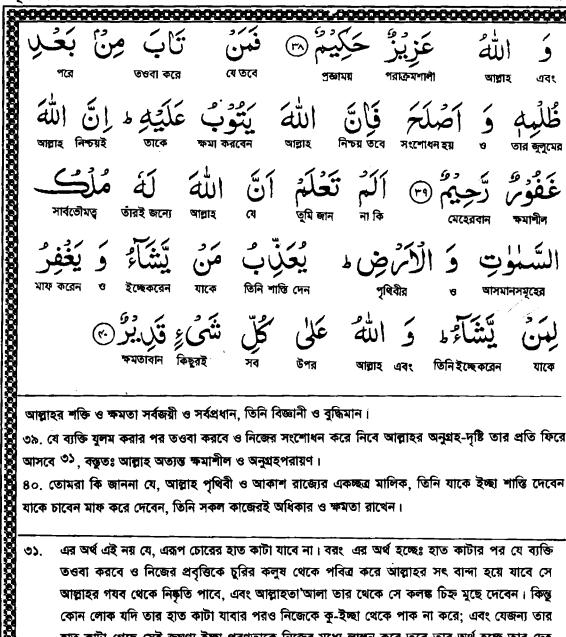
আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী ও সর্বপ্রধান, তিনি বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

৩৯. যে ব্যক্তি যুলম করার পর তওবা করবে ও নিজের সংশোধন করে নিবে আল্লাহর অনুগ্রহ-দৃষ্টি তার প্রতি ফিরে আসবে [৩১], বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহপরায়ণ।

৪০. তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন যাকে চাবেন মাফ করে দেবেন, তিনি সকল কাজেরই অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন।

---

৩১. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ চোরের হাত কাটা যাবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছেঃ হাত কাটার পর যে ব্যক্তি তওবা করবে ও নিজের প্রবৃত্তিকে চুরির কলুষ থেকে পবিত্র করে আল্লাহর সৎ বান্দা হয়ে যাবে সে আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পাবে, এবং আল্লাহতা'আলা তার থেকে সে কলঙ্ক চিহ্ন মুছে দেবেন। কিন্তু কোন লোক যদি তার হাত কাটা যাবার পরও নিজেকে কু-ইচ্ছা থেকে পাক না করে; এবং যেজন্য তার হাত কাটা গেছে সেই জঘণ্য ইচ্ছা প্রবণতাকে নিজের মধ্যে লালন করে তবে তার অর্থ হচ্ছে তার দেহ থেকে তার হাত তো বিছিন্ন হয়েছে কিন্তু তার প্রবৃত্তির মধ্যে চুরি যথা-রীতি বর্তমান আছে। সেজন্য সে হাত কাটা যাবার পূর্বে যেরূপ আল্লাহর গযবের পাত্র ছিল হাত কাটা যাবার পরও সেই একই রূপে আল্লাহর গযবের পাত্র হয়ে রয়েছে। এ জন্যই কোরআন মজিদ চোরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার ও নিজের প্রবৃত্তির সংশোধন করার জন্য উপদেশ দান করে। কেননা নফসের পবিত্রতা আদালতী শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এ পবিত্রতা লাভ করা যায় মাত্র তওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে।
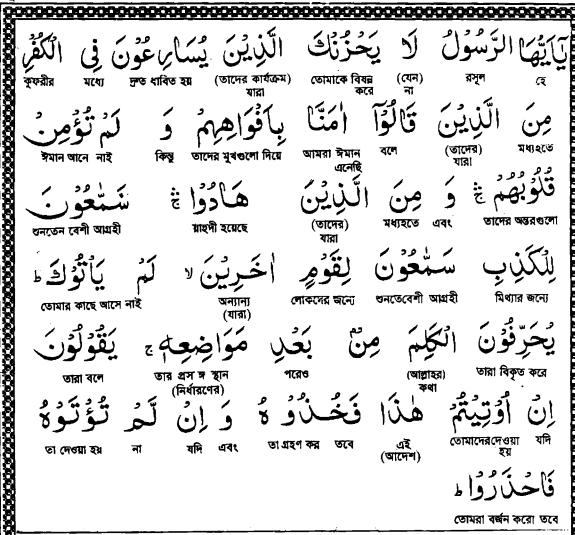
৪১. হে নবী! সেই সব লোক যারা কুফরীর পথে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে যেন তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। তারা সেই সব লোক হলেও -যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের দিল ঈমান গ্রহণ করেনি। কিংবা তারা হলো – যারা ইয়াহূদ হয়ে গেছে; যাদের অবস্থা এই যে, মিথ্যার জন্যে উৎকর্ণ হয়, এবং অন্য এমন লোকের জন্যে -যারা তোমার নিকট কখনো আসেনি -কথা টোকায়ে বেড়ায়। আল্লাহর কিতাবের শব্দ সমূহকে উহার আসল স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থ হতে সরিয়ে দেয় এবং লোকদের বলে যে, তোমাদের এই আদেশ দেয়া হলে তা মানবে, অন্যথায় মানবে না[৩২]।

৩২. অর্থাৎ অজ্ঞ জনসাধারণকে বলে আমরা তোমাদেরকে যে হুকুম জানাচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) যদি এই হুকুম দেয় তবে তা মানো, নচেৎ মেনো না।

وَ مَنۡ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتۡنَتَهٗ فَلَنۡ تَمۡلِكَ

এবং | যাকে | চান | আল্লাহ | তার ফেতনায় (ফেলতে) | তবে কক্ষণনা | সক্ষম হবে তুমি

لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَمۡ يُرِدِ

তাকে (বাঁচাতে) | থেকে | আল্লাহ | কিছুমাত্রও | ঐসব লোক | (তারাই) যাদের | না | চেয়েছেন

اللّٰهُ اَنۡ يُّطَهِّرَ قُلُوۡبَهُمۡ ؕ لَهُمۡ فِى الدُّنۡيَا خِزۡىٌ ۖۚ

আল্লাহ | যে | পবিত্র করবেন | তাদেরঅন্তর গুলোকে | তাদের জন্যে রয়েছে | মধ্যে | দুনিয়ার | লাঞ্ছনা

وَّ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ﴿۴۱﴾ سَمّٰعُوۡنَ

ও | তাদের জন্যে রয়েছে | মধ্যে | আখেরাতে | আযাব | কঠোর | তারা শুনতে বেশী আগ্রহী

لِلۡكَذِبِ اَكّٰلُوۡنَ لِلسُّحۡتِ ؕ فَاِنۡ جَآءُوۡكَ فَاحۡكُمۡ

মিথ্যার জন্যে | অধিক ভক্ষণকারী | অবৈধ জিনিষের | অতএব যদি | তোমার কাছে আসে | ফয়সালা দাও তবে

بَيۡنَهُمۡ اَوۡ اَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ ۚ وَ اِنۡ تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ

তাদের মাঝে | অথবা | বিরত থাকো | তাদের থেকে (এটা তোমার ইচ্ছা) | এবং | যদি | বিরত থাক তুমি | তাদের থেকে

বস্তুতঃ আল্লাহই যাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে করেছেন তাকে আল্লাহর পাকড়াও হতে উদ্ধার করার জন্যে তুমি কিছু করতে পারনা[৩৩]। এরা সেই লোক যাদের মন-হৃদয়কে আল্লাহতা'আলা পাক করতে চান নি, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্চনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি।

৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণকারী। কাজেই এরা যদি তোমাদের নিকট (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে তবে তোমার ইখতিয়ার রয়েছে ইচ্ছা করলে তাদের বিচার কর, অন্যথায় অস্বীকার কর।

তুমি অস্বীকার করলে

৩৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে 'ফিতনায়' নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছেঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন আল্লাহতা'আলা খারাব প্রবণতা লালিত-পালিত হতে দেখেন তখন তিনি তার সামনে উপর্যুপরি এরূপ সুযোগ উপস্থিত করেন যার দ্বারা সে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যদি সে ব্যক্তি তখনও পর্যন্ত খারাবের দিকে পুরোপুরি ঝুকে না থাকে, তবে সেই সকল পরীক্ষা দ্বারা সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে পাপ ও খারাবের মোকাবেলা করার জন্য যে শক্তি বর্তমান আছে তা জাগরুক ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু যদি সে মন্দের দিকে পুরোপুরি ঝুকে গিয়ে থাকে এবং তার পূণ্যশীলতা তার পাপ-প্রবনতার কাছে ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি আরও বেশী পাপ ও খারাবের জালে ক্রমাগত জড়িত হয়ে পড়তে থাকে। এটাই হচ্ছে আল্লাহতা'আলার সেই 'ফিতনা' যার থেকে কোন ভ্রষ্টচারী মানুষকে উদ্ধার করা তার কোন হিতাকাঙ্খীর পক্ষে অসাধ্য হয়ে থাকে।

فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۭ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ

তবে কক্ষণ না, তোমাকে ক্ষতিকরতে পারবে, কিছু মাত্র, আর, যদি, তুমি ফয়সালা দাও, ফয়সালাকরোতবে, তাদের মাঝে, ইনসাফের সথে, নিশ্চয়ই, আল্লাহ, ভালবাসেন, ইনসাফ কারীদেরকে, এবং, কিরূপে, তোমাকে তারা বিচারক মানবে, অথচ, কাছে (আছে), তাদের, তাওরাত, তার মধ্যে (রয়েছে), নির্দেশ, আল্লাহর, এরপর, তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে, পরেও, এর, এবং, না, ঐসবলোক, মু'মিন, নিশ্চয়ই আমরা, আমরা নাযিল করেছি, তাওরাত, তার মধ্যে (ছিল), হেদায়াত, ও, আলো

তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার ফয়সালা করলে ঠিক ইনসাফ মোতাবেকই করবে, কেননা আল্লাহ ইনসাফ কারী লোকদেরকে পছন্দ করেন[৩৪]।

৪৩. তারা তোমাকে কিরূপে বিচারক মানে, যখন তাদের নিকট তওরাত বর্তমান রয়েছে, তাতেই আল্লাহর আইন ও বিধান লিখিত রয়েছে। কিন্তু তারা তা হতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, আসল কথা এই যে, তারা ঈমানদার লোকই নয়।

রুকূ-৭

৪৪. আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়াত ও আলো বর্তমান ছিল।

৩৪. সে সময় পর্যন্ত ইয়াহুদীরা ইসলামী রাষ্ট্রের যথারীতি প্রজা হয়নি, ইসলামী রাষ্ট্রের সংগে তাদের সম্বন্ধ চুক্তি-ভিত্তিক ছিল। সে জন্য নবী করীম (সঃ)-এর আদালতে আসা তাদের জন্য জরুরী ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা না করতে চাইতো, সে সকল ব্যাপারে তারা এই আশা নিয়ে নবী করীমের (সঃ) কাছে ফয়সালা করানোর জন্য আসতো যে, সম্ভবতঃ ইসলামী শরীয়তে সে সব ব্যাপারে ভিন্নরূপ নির্দেশ থাকতে পারে এবং তারা এভাবে তাদের নিজেদের ধর্মীয় কানুনের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি পাবে।

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا

য়াহুদী হয়েছিল তাদেরকে (যারা) আত্মসমর্পণ করেছিল যারা নবীগণ তা দিয়ে ফয়সালা দিতেন

وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ

কিতাবের তাদের রক্ষক বানানো (হয়েছিল) কেননা ফকীহগণ ও আলেমগণ (ফয়সালা দিতেন) ও

اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ

মানুষকে তোমার ভয় কর (হে বনীইসরাঈল) না অতএব সাক্ষী তার উপর তারা ছিল এবং আল্লাহর

وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَ

এবং সামান্য মূল্যে আমার আয়াতগুলোকে তোমরা বিক্রয়করো না এবং আমাকে তোমরা ভয় কর এবং

مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

তারাই ঐসব লোক তবে আল্লাহ নাযিল করেছেন তাদিয়ে যা ফয়সালা করে না যেকেউ

الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

কাফের

সমস্ত নবী– যারা ছিল মুসলিম

তদানুযায়ী এই ইয়াহূদী মত-অবলম্বনকারীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী এবং আহবারও [৩৫] (এরই ভিত্তিতে ফয়সালা করত), কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব (হে ইয়াহূদী সমাজ)তোমরা লোকদের ভয় করোনা, আমাকে ভয় কর, এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগন্য বিনিময় নিয়ে বিক্রয় করা পরিত্যাগ কর, যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।

৩৫. 'রব্বানী' এর অর্থ- আলেমগণ। 'আহবার' এর অর্থ ফকীহগণ।

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ

এবং | আমরা বিধান দিয়েছি | তাদের উপর | তার মধ্যে (অর্থাৎ তাওরাতে) | যে | জান

بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ

জানের বদলে | ও | চোখ | চোখের বদলে | ও | নাক | নাকের বদলে

وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوْحَ

ও | কান | কানের বদলে | ও | দাত | দাতের বদলে | ও | যখমগুলোর

قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ

কিসাস (অনুরূপ যখম) | যে তবে | সদকা করে | তা দিয়ে (অর্থাৎ কিসাসের) | তা তবে | কাফফারা হবে | তার জন্যে

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

এবং | যে | ফয়সালা দেয় না | তা দিয়ে (যা) | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | তবে | ঐসব লোক | তারাই

الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ

জালিম | এবং | আমরা পিছনে পাঠিয়েছি | উপর | তাদের পদাঙ্কসমূহের | ঈসাকে | তনয়

مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ

মারইয়ামের | সত্যায়নকারী রূপে | তার যাকিছু | তারপূর্বে (ছিল) | মধ্যহতে | তওরাতের

৪৫. তওরাতে আমরা ইয়াহূদীদের প্রতি এ হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাতের পরিবর্তে দাত এবং সব রকমের যখমের জন্যে সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ কেসাস সাদকা করে দিলে তা তার জন্যে কাফফারা হবে, আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই যালেম!

৪৬. এই পয়গম্বদের পরে আবার আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাত হতে যা কিছু তাঁর সামনে ছিল, সে ছিল তারই সত্যতা প্রমাণকারী

وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ ۙ وَّ مُصَدِّقًا

ও | তাকে আমরা দিয়েছি | ইঞ্জিল | তার মধ্যে (ছিল) | হেদায়াত | ও আলো | এবং | (ইঞ্জিলও) সত্যায়নকারী

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً

তার যাকিছু | তারপূর্বে (ছিল) | মধ্যহতে | তওরাতের | হেদায়াত এবং | ও | উপদেশ

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ

মুত্তাকীদের জন্যে | এবং (নির্দেশ ছিল) | ফয়সালা দেয় যেন | অনুসারীরা | ইঞ্জিলের | যা | নাযিল করেছেন (সেই অনুসারে)

اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ

আল্লাহ | তার মধ্যে | এবং | যে | ফয়সালা করে না | তাদিয়ে যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | তবে ঐসব লোক

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

তারা | ফাসেক

এবং আমরা ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়াত ও আলো, এবং তওরাতের যা কিছু তার সামনে ছিল তারই সত্যতা প্রমমানকারী ছিল এবং আল্লাহ-ভীরু লোকদের জন্যে পূর্ণাংগ হেদায়াত ও নসীহত ছিল।

৪৭. আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জীল-বিশ্বাসীরা তাতে আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা ও বিচার করবে। আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী-বিচার ফয়সালা করবেনা, তারাই ফাসেক[৩৬]।

---

৩৬. যারা আল্লাহতা'আলার নাযিল করা এই আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না এখানে আল্লাহতা'আলা তাদের জন্য তিনটি হুকুম নির্দেশ করেছেন। প্রথম, তারা কাফের; দ্বিতীয়, তারা যালেম; এবং তৃতীয়, তারা ফাসেক। যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার হুকুমকে ভুল ও নিজের বা অন্য কারুর হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ফয়সালা করে, সে পরিপূর্ণ কাফের, যালেম ও ফাসেক; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, তবুও কার্যতঃ আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ফয়সালা করে, সে যদিও ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় না কিন্তু নিজের ঈমানকে 'কুফর', 'যুলুম' ও 'ফিসক' এর সংগে সংমিশ্রিত করে। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে সমস্ত ব্যাপারেই কাফের, যালেম ও ফাসেক। আর যে ব্যক্তি কোন কোন ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত ও কোন কোন ব্যাপারে বিপথগামী, তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং 'কুফর', 'যুলুম' ও ফিসক'-এর সংমিশ্রণ ঠিক সেই অনুপাতেই থাকে যে অনুপাতে সে আনুগত্য ও বিপথ গামীতাকে সংমিশ্রিত করে রেখেছে।

وَ	أَنْزَلْنَآ	إِلَيْكَ	الْكِتٰبَ	بِالْحَقِّ	مُصَدِّقًا
এবং (হেনবী)	আমরা নাযিল করেছি	তোমার প্রতি	কিতাব	সত্যসহকারে	সত্যায়নকারী

لِّمَا	بَيْنَ	يَدَيْهِ	مِنَ	الْكِتٰبِ	وَ	مُهَيْمِنًا	عَلَيْهِ
তার যা	তার পূর্বে (আছে)		মধ্যহতে	'আলকিতাবের'	ও	সংরক্ষকরূপে	তার উপর

فَاحْكُمْ		بَيْنَهُمْ	بِمَآ	أَنْزَلَ	اللّٰهُ	وَ	لَا
অতএব	ফয়সালা কর	তাদের মাঝে	(সে অনুসারে) যা	নাযিল করেছেন	আল্লাহ	এবং	না

تَتَّبِعْ	أَهْوَآءَهُمْ	عَمَّا	جَآءَكَ	مِنَ	الْحَقِّ ط
অনুসরণ করো	তাদের খাহেশাতের	তাছেড়ে যা	তোমার কাছে এসেছে	থেকে	মহাসত্য (অর্থ্যাৎ আল-কোরআন)
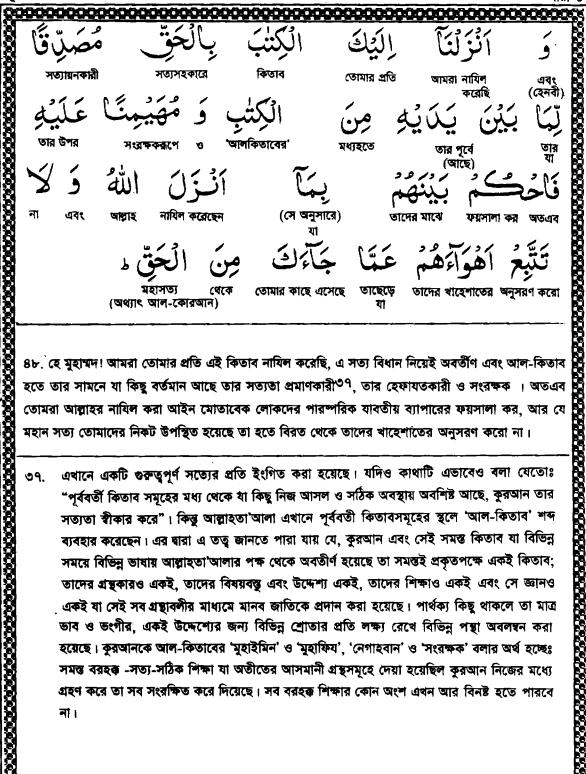
৪৮. হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, এ সত্য বিধান নিয়েই অবতীর্ণ এবং আল-কিতাব হতে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী[৩৭], তার হেফাযতকারী ও সংরক্ষক । অতএব তোমরা আল্লাহর নাযিল করা আইন মোতাবেক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা কর, আর যে মহান সত্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে তা হতে বিরত থেকে তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না।

৩৭. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যদিও কাথাটি এভাবেও বলা যেতোঃ "পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্য থেকে যা কিছু নিজ আসল ও সঠিক অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, কুরআন তার সত্যতা স্বীকার করে"। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের স্থলে 'আল-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এ তত্ত্ব জানতে পারা যায় যে, কুরআন এবং সেই সমস্ত কিতাব যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সমস্তই প্রকৃতপক্ষে একই কিতাব; তাদের গ্রন্থকারও একই, তাদের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য একই, তাদের শিক্ষাও একই এবং সে জ্ঞানও একই যা সেই সব গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে মানব জাতিকে প্রদান করা হয়েছে। পার্থক্য কিছু থাকলে তা মাত্র ভাব ও ভংগীর, একই উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআনকে আল-কিতাবের 'মুহাইমিন' ও 'মুহাফিয', 'নেগাহবান' ও 'সংরক্ষক' বলার অর্থ হচ্ছেঃ সমস্ত বরহক্ক -সত্য-সঠিক শিক্ষা যা অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহে দেয়া হয়েছিল কুরআন নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তা সব সংরক্ষিত করে দিয়েছে। সব বরহক্ক শিক্ষার কোন অংশ এখন আর বিনষ্ট হতে পারবে না।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَآءَ

প্রত্যেকের(উম্মতের) জন্যে | আমরা দিয়েছি | তোমাদের মধ্যকার | (শরীয়তের) বিধান | ও | কর্মপন্থা | এবং | যদি | ইচ্ছে করতেন

اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ

আল্লাহ | অবশ্যই তোমাদের বানাতেন | উম্মত | একটি (মাত্র) | কিন্তু (ভিন্নভিন্ন করেছেন) | তোমাদের পরীক্ষা করেন যেন | যা (তার) মধ্যে

اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

তোমাদের দিয়েছেন | তোমরা তাই প্রতিযোগিতা কর | কল্যাণসমূহের | দিকে | আল্লাহরই | তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে | সবারই

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاَنِ احْكُمْ

তিনিতখন তোমাদের জানিয়ে দিবেন | ঐবিষয়ে যা | তোমরা ছিলে | তার মধ্যে | মতভেদ করতে | এবং | (এও নির্দেশ) যে | ফয়সালা কর তুমি

بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ

মাঝে তাদের | তাদিয়ে যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | এবং | না | অনুসরণ করো | খেয়াল-খুশীর | তাদের

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

এবং | তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও | যেন (না) | তোমাকে ফেতনায় ফেলে (বিচ্যুত করে) | হতে | কিছু অংশ | যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ

اِلَيْكَ ط

তোমার প্রতি

আমরা তোমাদের মধ্যে হতে প্রত্যেকের জন্যে একটি শরীয়ত এবং একটি কর্মপথ নির্দিষ্ট করেছি। যদিও তোমাদের আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উম্মাত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা এ জন্যে করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন,সেই ব্যাপারে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই ভাল ও সৎ কাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রে চলে যেতে চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতেছিলে, তার আসল সত্যটি তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দিবেন।

৪৯. সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহর আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কর, এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করো না। সাবধান থাক, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা হেদায়াত হতে একবিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

যদি অতএব | তারা মুখ ফিরায় | জেনে রাখ তবে | মূলতঃ | চান | আল্লাহ | যে

يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ

তাদের পৌঁছাবেন (শাস্তি) | কিছু অংশের কারণে | তাদের পাপসমূহের | এবং | নিশ্চয়ই | অনেকে | মধ্যহতে

النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ

লোকদের | অবশ্যই | ফাসেক | তবে কি | বিধান | জাহিলীয়াতের | তারা চায়

وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

এবং | কে (আছে) | উত্তম | চেয়ে | আল্লাহর | বিধান দানে | (সেইসব) লোকদের জন্যে | (যারা) দৃঢ় বিশ্বাসী

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা গ্রহণ করো | য়াহূদীদেরকে | এবং | খৃষ্টানদেরকে

اَوْلِيَآءَ ؔۘ

বন্ধুরূপে

আর এরা যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের কোন কোন গুনাহের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। বস্তুতঃ এদের অনেক লোকই ফাসেক।

৫০. (তারা যদিও আল্লাহর আইন হতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়) তবে কি তারা পূনরায় জাহেলিয়াতের[৩৮] বিচার কামনা করে? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী কেউ নেই।

রুকু-৮

৫১. হে ঈমানদার লোকরা! ইয়াহূদী ও ঈসায়ীদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা,

৩৮. 'জাহেলিয়াত' শব্দটি 'ইসলামে'র বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পন্থা হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞানের পন্থা। কেননা সেই আল্লাহই এই পন্থা প্রদর্শন করেছেন, যিনি সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ও মৌলিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। পক্ষান্তরে ইসলাম থেকে ভিন্ন যে-কোন পন্থা জাহেলিয়াতের পন্থা। আরবের ইসলাম-পূর্ব যুগকে এই অর্থে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়েছে যে, সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া নিছক ভিত্তিহীন অলীক অনুমান, কল্পনা, ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনা-কামনার ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের জীবন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। এরূপ কার্যপদ্ধতি যেখানে যে যুগে অবলম্বন করা হোক না কেন তাকে জাহেলিয়াতেরই কার্য পদ্ধতি বলতে হবে।
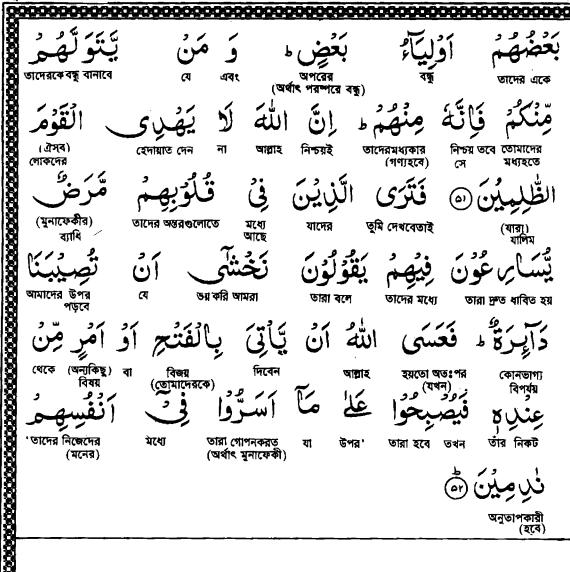
তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তা হলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালেমদেরকে নিজের হেদায়াত হতে বঞ্চিত করেন।

৫২. তুমি দেখছ যাদের মনে মুনাফেকীর কঠিন রোগ রয়েছে তারাই তাদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করে থাকে। তারা বলেঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমরা কোন বিপদের ফেরে না পড়ে যাই; তবে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন, কিংবা নিজের তরফ হতে অন্য কোন জিনিস প্রকাশ করবেন তখন তারা মনের মধ্যে লুক্কায়িত মুনাফেকীর কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হবে।

৫৩. তখন ঈমানদার লোকেরা বলবে, 'এরা কি সেই সব লোক যারা আল্লাহর নামে শক্ত কিরা করে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করত যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি'। তাদের সব আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল।

৫৪. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায় (তবে যাক না), আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়,
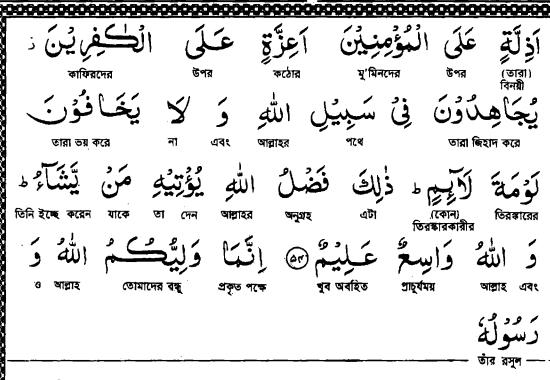
যারা মু'মিনদেরপ্রতি নম্র-বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর [৩৯] যারা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনাকরবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ, যাকে তিনি ইচ্ছাকরেন তাকেই তা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশাল বিপুল উপায়-উপাদানের মালিক, তিনি সর্বজ্ঞ।

৫৫. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠ-পোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল

---

৩৯. মুমিনের প্রতি 'নরম' হবার অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে সে কখনো নিজ শক্তি প্রয়োগ করবে না; তার বুদ্ধি প্রতিভা, তার সতর্কতা-বিচক্ষণতা, তার যোগ্যতা, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার- ধন, তার দৈহিক-বল কোন কিছুই সে মুসলমানদের দমন ও অত্যাচারে ও অনিষ্ট সাধনে নিয়োগ করবে না। মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে তাকে সর্বদা নম্র স্বভাব, দয়াদ্র-চিত্ত, সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যশীল মানুষরূপে পাবে। 'কাফেরদের প্রতি কঠোর' এর অর্থ- একজন মু'মিন নিজ ঈমানের পরিপক্কতা, দ্বীনদারীর ও ঐকান্তিকতা , আদর্শ - নীতির দৃঢ়তা; চরিত্র-শক্তি ও ঈমানী দুরদর্শিতার কারণে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় বিশাল পাথরের ন্যায় ভারী, মজবুত ও দৃঢ় হবে যাকে কোন রূপেই নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। কাফেররা কখনো তাকে মোমের পুতুল বা 'নরম চারা' রূপে পাবে না। যখনই কাফেরদের সংগে তার কোন সংঘর্ষ ঘটবে তখন তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, এই আল্লাহর বান্দা মৃত্যু বরণ করতে পারে কিন্তু কোন মূল্যেই তাকে কেনা যেতে পারে না, এবং কোন চাপেই তাকে নত করা যায় না।

এবং সেই সব ঈমানদার লোক যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে অবনমিত হয়।

৫৬. আর যে ব্যক্তি বস্তুতঃই আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে তার একথা জানা দরকার যে, কেবলমাত্র আল্লাহর দলই জয়ী হবে।

রুকু-৯

৫৭. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি-কিতাব হতে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করে নিয়েছে তাদেরকে এবং অপরাপর কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।

وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا

وَ	اِذَا	نَادَيْتُمْ	اِلَى	الصَّلٰوةِ	اتَّخَذُوْهَا
এবং	যখন	তোমাদেরকে ডাকা হয়	দিকে	নামাজের	তারা গ্রহণ করে তা

هُزُوًا وَّ لَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

هُزُوًا	وَّ	لَعِبًا	ذٰلِكَ	بِاَنَّهُمْ	قَوْمٌ	لَّا	يَعْقِلُوْنَ
বিদ্রুপ (রূপে)	ও	খেলা হিসেবে	এটা	একারণে যে তারা	(এমন) লোক	(যারা) না	বিচার বিবেচনা করে

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ

قُلْ	يٰۤا	اَهْلَ	الْكِتٰبِ	هَلْ	تَنْقِمُوْنَ	مِنَّاۤ	اِلَّاۤ	اَنْ
বল	হে	আহলি	কিতাব	কি	তোমরা প্রতিশোধ নিচ্ছ	আমাদের থেকে	এছাড়া (অন্যকিছুর)	যে

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ

اٰمَنَّا	بِاللّٰهِ	وَ	مَاۤ	اُنْزِلَ	اِلَيْنَا	وَ	مَاۤ	اُنْزِلَ	مِنْ
আমরা ঈমান এনেছি	আল্লাহর উপর	এবং	যা	নাযিল করা হয়েছে	আমাদের প্রতি	এবং	যা	নাযিল করা হয়েছে	

قَبْلُ ۙ وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ

قَبْلُ	وَ	اَنَّ	اَكْثَرَكُمْ	فٰسِقُوْنَ	قُلْ	هَلْ
ইতিপূর্বে	আর	যে (মূল কথাহল)	তোমাদের অধিকাংশ	ফাসেক	বল	কি

اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ

اُنَبِّئُكُمْ	بِشَرٍّ	مِّنْ	ذٰلِكَ	مَثُوْبَةً	عِنْدَ	اللّٰهِ
তোমাদের সংবাদ দিব	নিকৃষ্ট	চেয়েও	এর	প্রতিদানে	কাছে	আল্লাহর

৫৮. তোমরা যখন নামাযের জন্যে ঘোষণা দাও, তখন তারা বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে, তাকে খেলার বস্তু বানায়[৪০]। এর কারণ এই যে, তাদের কোনই বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

৫৯. তাদেরকে বলঃ 'হে আহলি-কিতাবগণ, তোমরা যে কারণে আমাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছ তা এতদ্ব্যতীত আর কি হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের মূল শিক্ষার প্রতি ঈমান এনেছি! বস্তুতঃ তোমাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক।"

৬০. বলঃ আমি কি নির্দিষ্ট করে সেই সব লোকের নাম বলব, যাদের পরিনতি আল্লাহর নিকট ফাসেক লোকদের পরিনতি হতেও নিকৃষ্টতম হবে?

৪০. অর্থাৎ 'আযান' -এর শব্দ শুনে বিদ্রূপাত্মকভাবে তার নকল করে; আযানের শব্দ পরিবর্তিত ও বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে, ব্যঙ্গ করে ও নানারকম ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি করে।
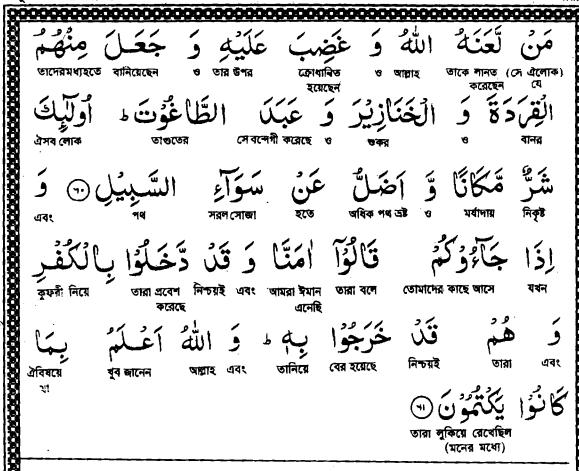
তারা সেই লোক যাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। যাদের উপর তাঁর অসন্তোষ নাযিল হয়েছে, যাদের মধ্য হতে কিছু লোককে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা 'তাগুতে'র বন্দেগী করেছে; তাদের অবস্থা অধিকতর খারাব এবং তারা 'সাওয়াউস-সাবীল' হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়েছে।

৬১. তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ এসেছিল কুফরী নিয়ে এবং কুফরী নিয়েই তারা ফিরে গেছে। তারা মনের গহনে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছে সে সম্পর্কে আল্লহ খুব ভালরূপে অবহিত রয়েছেন।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ

এবং | তুমি দেখবে | অনেক (লোককে) | তাদেরমধ্যকার | তারা দ্রুত ধাবিত হয় | মধ্যে | গুনাহের

وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا

ও | সীমালংঘনে | ও | তাদের ভক্ষণে | অবৈধ্য জিনিষে (অতি তৎপর) | নিকৃষ্ট অবশ্যই | যা

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ

তারা কাজ করে এসেছে | কেন | না | তাদেরবিরতরাখে | আল্লাহওয়ালারা | ও | আলেমরা (তাদের মধ্যকার)

عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا

হতে | তাদের কথা (বলা) | পাপের | ও | তাদেরভক্ষণকরা (হতে) | অবৈধ জিনিষের | নিকৃষ্ট অবশ্যই | যা

كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ

তারা রচনা করে এসেছে | এবং | বলে | ইহুদীরা | হাত | আল্লাহর | অবরুদ্ধ

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ

প্রকৃতপক্ষে অবরুদ্ধহয়েছে | তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদের)হাতগুলো | ও | তাদের লানত করা হয়েছে | একারণে যা | তারা বলেছে | বরং | তাঁরদুহাত | উদার উন্মুক্ত

৬২. তোমরা দেখতে পাও, এদের অনেক লোক গুনাহ, যুলুম ও অত্যাধিক বাড়াবাড়ির কাজে চেষ্টা ও সাধনা করে বেড়ায়, হারাম মাল খায়। মোট কথা, তারা যা কিছু করে তা অত্যন্ত খারাব।

৬৩. এদের আলেম ও পীর পুরোহিতগণ তাদেরকে গুনাহের কথা বলা এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন বিরত রাখে না? তারা যা কিছু রচনা করছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাব আমলনামা।

৬৪. ইয়াহুদীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে[৪১]-বাঁধা হয়েছে তাদের হাত[৪২] এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে- আল্লাহর হাত তো উদার উন্মুক্ত,

৪১. আরবী বাগ-ধারা অনুযায়ী কারুর হাত বন্ধ হওয়ার অর্থ সে কৃপণ, দান-খয়রাত থেকে তার হাত সংকুচিত।

৪২. অর্থাৎ তারা নিজেরা কৃপণতা-দোষে দোষী। নিজেদের কৃপণতা ও সংকীর্ণ চিত্ততার জন্য তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ

ব্যয় করেন তিনি | যেভাবে | ইচ্ছা করেন তিনি | এবং | বৃদ্ধি করবে অবশ্যই | অনেককে | তাদেরমধ্যকার | (তা) যা | নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۗ وَ اَلْقَيْنَا

তোমার প্রতি | পক্ষহতে | তোমার রবের | সীমালংঘন | ও | কুফরী | এবং | আমরাসঞ্চারিত করেছি

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ

তাদের মাঝে | শত্রুতা | ও | বিদ্বেষ | পর্যন্ত | দিন | কিয়ামতের

كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ

যখনই | তারা জ্বালিয়েছে | আগুন | যুদ্ধের জন্যে | তানিভিয়ে দিয়েছেন | আল্লাহ | এবং | তারা চেষ্টা করে

فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۗ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

মধ্যে | ভূপৃষ্ঠের | বিপর্যয়ের | এবং | আল্লাহ | না | পছন্দ করেন | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ

এবং | যদি | (এমন হতো) যে | আহলি | কিতাব | ঈমান আনত | এবং | তারা ভয় করত | আমরা অবশ্যই মুছে দিতাম | তাদের থেকে

سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

তাদের দোষগুলো | এবং | তাদের আমরা অবশ্যই প্রবেশ করাতাম | জান্নাতে | নিয়ামতে ভরা

তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন ব্যয় করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমার আল্লাহর নিকট হতে যে কালাম তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে, তা উল্টোভাবে তাদের অনেক লোকেরই সীমা লংঘন ও বাতিল তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারণ হয়ে পড়েছে। এবং (তার শাস্তি স্বরূপ) আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও দুশমনি সৃষ্টি করে দিয়েছি। যখনি তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। এরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করে না।

৬৫. (এই বিদ্রোহমূলক তৎপরতার পরিবর্তে)আহলি-কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো ও আল্লাহর আনুগত্যের ভূমিকা অবলম্বণ করত, তাহলে আমরা তাদের সব দোষ-ত্রুটি ও অন্যায় তাদের হতে দূর করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামত-পূর্ণ বেহেশতে পৌছাতাম।

وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَآ أُنْزِلَ

এবং যদি তারা প্রতিষ্ঠা করত তাওরাত ও ইনজীল এবং যা নাযিল করা হয়েছে

إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ط

তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষহতে তারা অবশ্যই রিযক পেতো থেকে তাদের উপর ও থেকে নীচে তাদের পায়ের

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا

তাদের মধ্যে একদল (আছে) সত্যপন্থী কিন্তু অধিকাংশই তাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট যা

يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ يٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ

তারা কাজ করছে হে রসূল পৌঁছাও যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি

ع ١٠

مِنْ رَّبِّكَ ط وَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ط

পক্ষহতে তোমার রবের এবং যদি না কর তবে না তুমি পৌঁছালে তাঁর পয়গাম

وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي

এবং আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন থেকে লোকদের নিশ্চয় আল্লাহ না পথ দেখান

الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾

সম্প্রদায়কে কাফেরদের

---

৬৬. হায় কতই না ভাল হত যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং আল্লাহর তরফ হতে তাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাব-সমূহকে কায়েম করত! তবে আসমান ও যমীন হতে তাদের রেযেক প্রদান করা হত। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায়বাদী ও সত্যপন্থীও রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিকভাবে খারাব আমলকারী।

রুকু-১০

৬৭. হে রসূল! তোমার আল্লাহর তরফ হতে তোমার প্রাপ্ত যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছে দাও। তুমি যদি তা না কর, তবে তা পৌঁছে দেয়ার 'হক' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দুষ্কৃতি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। বিশ্বাস কর, আল্লাহ কাফেরদেরকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) সাফল্যের পথ কখনো দেখাবেন না।

قُلْ	يٰٓاَهْلَ	الْكِتٰبِ	لَسْتُمْ	عَلٰى	شَىْءٍ
বল	আহলি হে	কিতাব	তোমরা নও	উপর	কোন কিছুর (দন্ডায়মান)

حَتّٰى	تُقِيْمُوا	التَّوْرٰىةَ	وَ	الْاِنْجِيْلَ	وَ	مَآ	اُنْزِلَ
যতক্ষণ না	তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর	তাওরাত	ও	ইনজীল	এবং	যা	নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكُمْ	مِّنْ	رَّبِّكُمْ	وَ	لَيَزِيْدَنَّ	كَثِيْرًا	مِّنْهُمْ	مَّآ	اُنْزِلَ
তোমাদের প্রতি	তোমাদের রবের পক্ষহতে		এবং	বৃদ্ধি করবে নিশ্চয়	অনেক (লোককে)	তাদের মধ্যহতে	যা	নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكَ	مِنْ	رَّبِّكَ	طُغْيَانًا	وَّ	كُفْرًا	فَلَا	تَاْسَ	عَلَى
তোমার প্রতি	তোমার রবের পক্ষহতে		বিদ্রোহ	ও	কুফরী	না অতএব	আফসোস করো	উপর

الْقَوْمِ	الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾	اِنَّ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ
সম্প্রদায়ের	কাফের	নিশ্চয়ই	যারা	ঈমান এনেছে	ও

الَّذِيْنَ	هَادُوْا	وَ	الصّٰبِئُوْنَ	وَ	النَّصٰرٰى	مَنْ	اٰمَنَ
যারা	য়াহুদী হয়েছে	ও	সাবী	ও	খৃষ্টান	যে কেউ	ঈমান আনবে

بِاللّٰهِ	وَ	الْيَوْمِ	الْاٰخِرِ	وَ	عَمِلَ	صَالِحًا	فَلَا	خَوْفٌ
আল্লাহর উপর	ও	দিনে	আখেরাতের	ও	আমল করবে	নেক	নাই তাহলে	কোন ভয়

عَلَيْهِمْ
তাদের উপর

৬৮. সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে, হে আহলি-কিতাব, তোমরা কোন ক্রমেই কোন মৌলিক জিনিসের উপর দন্ডায়মান নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল এবং আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের প্রতি নাযিল করা অন্যান্য কিতাবাদি কায়েম না করবে। একথা অবশ্য সত্য যে, এই ফরমান- যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ লোকের বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে দেবে কিন্তু অস্বীকার-অমান্যকারীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই আফসোস করো না।

৬৯. (নিশ্চয় জানিও, এখানে কারো একচেটে বন্দোবস্ত নেই) মুসলিম হোক কি ইয়াহুদী, সাবী হোক কি ঈসায়ী- যেই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, এ নিঃসন্দেহ যে, তার জন্যে না কোন ভয়ের কারণ আছে,

وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ اَخَذْنَا

আর / না / তারা / দুশ্চিন্তা করবে / নিশ্চয়ই / আমরা নিয়েছিলাম

مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ط

অংগীকার / সন্তানদের (থেকে) / ইসরাঈলদের / আমরাপাঠিয়েছিলাম ও / তাদের প্রতি / (বহু)রসূলকে

كُلَّمَا جَآءَ هُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ لا

যখনই / এসেছে / তাদের (কাছে) / কোন রসূল / (এমনকিছু) নিয়ে যা / না / পছন্দ করে / তাদের মন

فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ حَسِبُوْٓا اَلَّا

কতককে / প্রত্যাখ্যান করেছে তারা / ও / কতককে / তারা হত্যা করেছে / এবং / তারা ধারণা করেছিল / যে না

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَ صَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

হবে / কোন বিপর্যয় / ফলে তারা অন্ধ হয়েরইল / ও / তারা বধির হয়ে রইল / এরপর / মাফ করলেন / আল্লাহ / তাদেরকে

ثُمَّ عَمُوْا وَ صَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ط وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌ

এরপরও / অন্ধহয়ে রইল / ও / বধির হয়ে রইল / অনেক (লোক) / তাদেরমধ্যহতে / এবং / আল্লাহ / দৃষ্টিবান

بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

ঐবিষয়ে যা / তারা কাজ করে

না দুঃখ ও চিন্তার[৪৩]।

৭০. আমরা বনী-ইসরাঈলের নিকট হতে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করেছি এবং তাদের প্রতি বহুসংখ্যক রসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু যখনি কোন রসূল তাদের নিকট তাদের নফসের খাহেশের বিপরীত কোন জিনিস নিয়ে এসেছে, তখন তাদের কতককে তারা মিথ্যারোপ করেছে আবার কতককে তারা হত্যা করেছে।

৭১. তারা নিজেরা ধারণা করেছে যে, কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে না; এ জন্যে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এর পরও তাদের অধিকাংশ লোক আরো বেশী করে অন্ধ-বধির হয়ে যেতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের এই সব গতিবিধি ও অবস্থা খুব ভাল করেই লক্ষ্য করছেন।

---

৪৩. সূরা বাকারাহ- আয়াত -৬২ ,টীকা ২৬ দৃষ্টব্য।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

নিশ্চয়ই কুফরী করেছে যারা বলেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি

الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ

মসীহই পুত্র মারয়মের অথচ বলেছিল মসীহ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ؕ

হে বনী ইসরাঈল তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর (যিনি) আমাররব ও তোমাদের রব

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

(কথা) এটা নিশ্চয়ই যে কেউ শিরক করে আল্লাহর সাথে নিশ্চয়ইতবে হারাম করেছেন আল্লাহ তার উপর জান্নাত

وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۷۲﴾

এবং তারআবাসস্থল (হবে) জাহান্নাম এবং নাই জালিমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ

নিশ্চয় কুফরী করেছে (তারা) যারা বলেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তৃতীয়

ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ

তিনজনের অথচ (প্রকৃতপক্ষে) নাই কোন ইলাহ ছাড়া ইলাহ একজন (অর্থাৎ আল্লাহ)

৭২. নিশ্চয় কুফরী করেছে তারা যারা বলেছে মসীহ ইবনে মরিয়ামই হচ্ছে আল্লাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল- 'হে বনী ইসরাঈল, আল্লাহর বন্দেগী কর, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যে শরীক করেছে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এই সব যালেমের কেউ সাহায্যকারী নেই।

৭৩. নিশ্চয়ই কুফরী করেছেঃ তারা যারা বলেছে। আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃত পক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

তারা যদি তাদের এই সব কথা হতে বিরত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দান করা হবে।

৭৪. তারা কি আল্লাহর নিকট তওবা করবে না, তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? বস্তুতঃ আল্লাহ বড় ক্ষমাদানকারী ও অনুগ্রহশীল।

৭৫. মরিয়ম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না- একজন রসূল ছাড়া। তাঁর পূর্বে আরও অনেক রসূলই অতীত হয়ে গেছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যপন্থী মহিলা ছিল। তারা দুজনই খাদ্য গ্রহণ করত। লক্ষ্য কর, তাদের সামনে সত্যের নিদর্শন সমূহ আমরা কিভাবে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরছি।

ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ

এরপরও লক্ষ্য কর কোথায় তাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে বল তোমরা ইবাদত কর কি

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا

ছাড়া আল্লাহ (অন্যকিছুর) যা না ক্ষমতা রাখে তোমাদের জন্যে কোন ক্ষতির এবং না কোন উপকারের

وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ

অথচ আল্লাহ তিনিই সবকিছু শুনেন সবকিছুই জানেন বল হে আহলি

الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا

কিতাব না তোমরা বাড়া বাড়ী করো ব্যাপারে তোমাদের দ্বীনের অন্যায় ভাবে এবং না

تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ

তোমরা অনুসরণ করো খেয়াল খুশীর লোকদের নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ইতিপূর্বেও ও

اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

তারা পথ ভ্রষ্ট করেছে অনেককে এবং তারা ভ্রষ্ট হয়েছে হতে সরল সোজা পথ

তারপর এও লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে বিপরীত পথে চলে যাচ্ছে[৪৪]।

৭৬. তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে সেই জিনিসের এবাদত ও পূজা-উপাসনা কর যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার। অথচ সব কিছু শুনার ও সবকিছু জানার ক্ষমতাশালী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।

৭৭. বল, হে আহলি-কিতাব, নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। এবং সেই লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না। যারা তোমাদের পূর্বে গোমরাহ হয়ে গেছে ও অনেক লোককে গোমরাহ করেছে এবং 'সাওয়াউস্-সাবীল' হতে ভ্রষ্ট হয়েছে।

৪৪. এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে ঈসা (আঃ)-এর খোদায়ী সম্পর্কিত খৃষ্টানদের বিশ্বাস এরূপ পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে খন্ডন করা হয়েছে যে তার থেকে ভাল ও স্পষ্টরূপে খন্ডন সম্ভব নয়। হযরত ঈসা মসিহ প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন- কেউ যদি তা জানতে চায় তবে উক্ত চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ দ্বারা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে- তিনি মাত্র একজন মানুষ ছিলেন। যে ব্যক্তি এক স্ত্রী লোকের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন, তাঁর বংশনামা পর্যন্ত বর্তমান আছে, যিনি মানুষের দেহ-বিশিষ্ট ছিলেন, মানবীয় সীমা ও নিয়মে বদ্ধ ছিলেন, মানুষের জন্য বিশিষ্ট গুনাবলী দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন, যিনি নিদ্রা যেতেন, আহার করতেন, গরম ও ঠান্ডা দ্বারা প্রভাবিত হতেন- এমনকি খৃষ্টানদেরই নিজেদের বর্ণনা মতে- যাঁকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি এ ধারণা করতে পারে যে,-তিনি স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর 'উলুহিয়াতে অংশীদার বা সহকারী ছিলেন?

রুকূ-১১
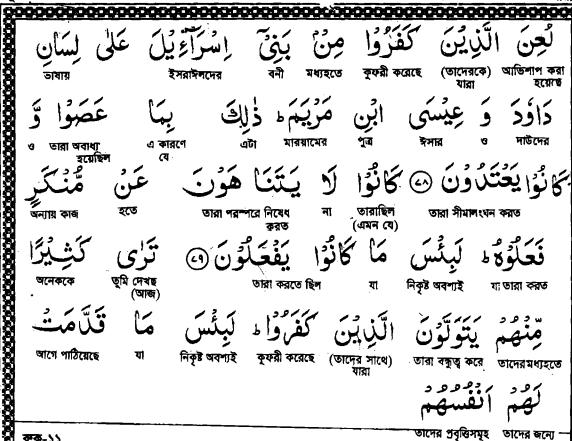
৭৮. বনী-ইসরাঈলে মধ্য হতে যেসব লোক কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে, কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছিল।

৭৯. তারা পরস্পরকে পাপ কাজ হতে বিরত রাখা পরিহার করেছিল[৪৫]; অত্যন্ত খারাব কর্মনীতি ছিল যা তারা অবলম্বন করেছিল।

৮০. আজ তোমরা এমন বহু লোক দেখতে পাচ্ছ যারা (ঈমানদার লোকদের বিপরীতে) কাফেরদের সাথে বন্ধুতা ও সহযোগিতা করতে ব্যতিব্যস্ত। নিশ্চয় অত্যন্ত খারাব পরিণামই সামনে রয়েছে যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তি সমূহ তাদের জন্যে করেছে।

৪৫. এ কথা অতি স্পষ্ট- পরিষ্কার যে, প্রত্যেক জাতির পতন ও বিপর্যয় প্রথমে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের দ্বারা শুরু হয়। তখন জাতির সমষ্টি গত চেতনা ও অনুভূতি যদি জীবন্ত থাকে, তবে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোক কয়টিকে দমন করে রাখতে পারে, এবং জাতি সামগ্রিক ভাবে বিগড়ে যেতে পারে না। কিন্তু জাতি যদি ঐ ক'টি লোক সম্পর্কে শিথিলতা ও অসতর্কতা পোষণ শুরু করে এবং দুষ্কৃতকারী লোকদের নিন্দা-তিরস্কার করার পরিবর্তে যদি সমাজের মধ্যে খারাব কাজ করার জন্য তাদের স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে সেই খারাবি যা প্রথমে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে তা বিস্তার লাভ করবেই। এইটিই ছিল মূল কারণ, যা শেষ পর্যন্ত বনী-ইসরাইলের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

এজন্যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ তাদের উপর এবং মধ্যে আযাবের তারা চিরস্থায়ী হবে

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ

এবং যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর উপর ও নবীর (উপর)

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ

ও যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি (তবে) না তাদেরকেতারা গ্রহণ করত বন্ধু রূপে কিন্তু

كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ

অনেকেই তাদেরমধ্যহতে সত্যত্যাগী তুমি পাবেঅবশ্যই সর্বাধিক উগ্র লোকদের (মধ্যে)

عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج

শত্রুতায় তাদেরজন্যে (যারা) ঈমান এনেছে য়াহূদীদেরকে ও যারা শিরক করেছে (তাদেরকে)

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ

এবং তুমিপাবেঅবশ্যই তাদেরকে নিকটবর্তী বন্ধুত্বে তাদের জন্যে (যারা) ঈমান এনেছে যারা

قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ

বলে আমরা নিশ্চয় খৃস্টান এটা এ জন্যে যে তাদের মধ্যে

قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

(অনেক) পণ্ডিত (রয়েছে) ও (আছে) দুনিয়া ত্যাগী (অনেক)ফকির এবং (এও) যে তারা না অহঙ্কার করে

আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরস্থায়ী আযাবে নিমজ্জিত হবে।

৮১. তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ, রসূল এবং সেই জিনিস মেনে নিতে প্রস্তুত হত যা নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে তবে তারা কখনো (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকেই সীমালংঘন করে।

৮২. তোমরা ঈমানদার লোকদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে ইয়াহূদ ও মুশরিকদেরকে অধিক মজবুত পাবে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুতা করার দিক দিয়ে সেই লোকদেরকে অতি নিকটবর্তী পাবে যারা বলেছিল, যে, 'আমরা নাসারা"। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে এবাদতকারী আলেম ও দুনিয়াত্যাগী ফকীর দরবেশ বর্তমান আছে, আর তাদের মধ্যে অহঙ্কার-অহমিকতা বোধ নেই।

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ

এবং যখন তারা শুনে যা নাযিল করা হয়েছে প্রতি রসূলের তুমি দেখবে তাদের চোখগুলো

تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ

ভরে পড়ে দ্বারা অশ্রু একারণে (যা) তারা চিনেছে মহাসত্যকে তারা বলে

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَ مَا لَنَا

হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের লিখে নাও সাথে সাক্ষীদাতাদের এবং কি আমাদের হয়েছে

لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ نَطْمَعُ اَنْ

(যে) না আমরা ঈমান আনব আল্লাহর উপর এবং যা আমাদের কাছে এসেছে মহাসত্য ও বাসনা করি আমরা যে

يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاَثَابَهُمُ

আমাদের শামিল করবেন আমাদের রব সাথে লোকদের সৎকর্মশীল তাই প্রতিদান দিলেন তাদের

اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

আল্লাহ একারণে যা তারা বলেছিল জান্নাত প্রবাহিত হয় তার পাদদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

চিরস্থায়ী হবে তারা তার মধ্যে এবং এটা প্রতিদান নেক লোকদের

৮৩. যখন তারা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী শুনতে পায় তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে জানা ও চেনার প্রভাবে তাদের চক্ষু সমূহ অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে উঠেঃ হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের নাম সাক্ষীদাতাদের সংগে লিখে নিন।

৮৪. তারা আরও বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনব না কেন, এবং যে মহান সত্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে তাকে মেনে নেব না কেন যখন আমরা বাসনা করি যে, আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল করে নিন?

৮৫. তাদের এই কথার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এ সঠিক অচারণ গ্রহণ-কারীদের কর্মফল।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

কিন্তু যারা কুফরীকরেছে ও মিথ্যারোপ করেছে আমাদের আয়াত গুলোকে ঐ সব লোক অধিবাসী (হবে) জাহান্নামের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ

ওহে যারা ঈমান এনেছ না তোমরা হারাম করো জিনিসসমূহকে পবিত্র যা

اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

হালাল করেছেন আল্লাহ তোমাদের জন্য এবং না তোমার সীমালংঘন করো নিশ্চয়ই আল্লাহ না ভালবাসেন

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص

সীমালংঘনকারীদেরকে এবং তোমরা খাও তাহতে যা তোমাদেররিযিক দিয়েছেন আল্লাহ হালাল পবিত্র

وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

ও তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যিনি (মহানসত্বা) তোমরা তার উপর ঈমান এনেছ

---

৮৬. কিন্তু যারা আমার আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে মিথ্যা মনে করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

রুকু-১২

৮৭. হে ঈমানদারেরা যে পাক জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমারা সেগুলোকে হারাম করে নিয়ো না [৪৬] এবং সীমালঙ্গন করে যেওনা। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে সাংঘাতিক অপছন্দ করেন।

৮৮. যা কিছু হালাল ও পবিত্র রেযেক আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও, পান কর এবং সেই আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক যাঁর প্রতি তুমি ঈমান এনেছ।

---

৪৬. এই আয়াতে দুটি কথার আদেশ করা হয়েছে। প্রথম এই যে- নিজেরা হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী বনে বসো না। হালাল তা-ই যা আল্লাহ হালাল করেছেন, ও হারাম তা-ই যা আল্লাহ হারাম করেছেন। নিজেদের স্বেচ্ছাধীনে যদি কোন হালালকে হারাম কর তবে আল্লাহর কানুনের পরিবর্তে প্রবৃত্তির কানুনের অনুসারী হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আদেশ হচ্ছে- খৃষ্টান সন্ন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌধ ভিক্ষু ও প্রাচ্য মরমিয়া বাদীদের মত বৈরাগ্য এবং দুনিয়ার বৈধ স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করার পন্থা অবলম্বন করো না।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ

না | তোমাদের ধরবেন | আল্লাহ | অর্থহীন শপথের কারণে | মধ্যকার | তোমাদের শপথগুলোর | কিন্তু | ধরবেন | তোমাদের

بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ

একারণে যা | তোমরা দৃঢ়ভাবে কর | শপথগুলো | তার কাফ্ফারা অতএব | খানা খাওয়ান | দশজন

مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ

দরিদ্র ব্যক্তিকে | ধরণের | মধ্যম | যা | তোমরা খাওয়াও | তোমাদের পরিবারকে. | বা | তাদের বস্ত্রদান করা

اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ

বা | মুক্তিদান | একজন দাসের (শপথের কাফ্ফারা) | তবে যে | না | পায় (অর্থাৎ অসমর্থ) | তাহলে রোজা (রাখবে) | তিন | দিন

ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا

এটা | কাফ্ফারা | তোমাদের শপথের | যখন | তোমরা কসম খাও | এবং | তোমরা হেফাজত কর

اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ

তোমাদের শপথগুলোর | এভাবে | বর্ণনা করেন | আল্লাহ | তোমাদের জন্য | তাঁর নিদর্শনাবলী | তোমরা যেন

تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

শুকর কর

---

৮৯. তোমরা যে সব অর্থহীন শপথ করে থাক আল্লাহ সে জন্য পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব 'কসম' খাও সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। (এই ধরণের কসম ভংগ করার জন্য) কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো- যা তোমরা তোমাদের ছেলে-পিলেদের খাওয়ায়ে থাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। আর তা করার যার সামর্থ নেই সে তিনদিন রোযা রাখবে। বস্তুতঃএ হচ্ছে তোমাদের কাফ্ফারা, যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেল। তোমরা নিজেদের কসমের হেফাযত করতে থেকো। আল্লাহ তাঁর আহকামকে এভাবেই তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করেন, সম্ভবতঃ তোমরা শোকর আদায় করবে।
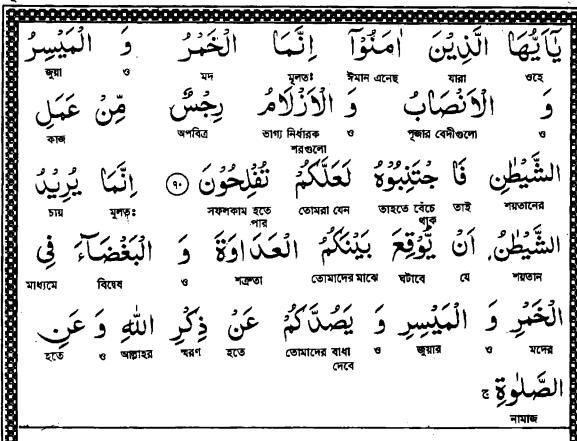
৯০. হে ঈমানদার লোকেরা শরাব (মদ্য), জুয়া ও এই আস্তনা ও পাশা– এসব না-পাক শয়তানী কাজ। তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে[৪৭]।

৯১. শয়তান তো চায় যে শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বিরত রাখবে।

৪৭. মদ্যপানের হারাম হওয়া সম্পর্কে এর পূর্বে দুটি আদেশ এসেছিল তা সূরা বাকারার ২২৯ আয়াত ও সূরা নিসার ৪৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এখন এই শেষ হুকুম আসার পূর্বে নবী করীম (সঃ) এক ভাষণে লোকদেরকে সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহতালা শরাবকে খুবই অপছন্দ করেন। সুতরাং এর চূড়ান্তরূপে হারাম হবার হুকুম নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব যাদের কাছে মদ্য মওজুত আছে তারা তা বিক্রয় করে ফেলুক। এর কিছুদিন পরে এই আয়াত নযিল হয়, এবং তিনি ঘোষণা করে দেন যে, এখন যার কাছে শরাব আছে সে তা পানও করতে পারবে না, বিক্রয়ও করতে পারবে না; তাকে তা নষ্ট করে ফেলতে হবে। ফলে, তখনই সমস্ত শরাব মদীনার গলিতে গলিতে প্রবাহিত করে দেয়া হলো।

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ

তবুও কি | তোমরা | নিবৃত্ত হবে (না) | এবং | তোমরা আনুগত্য কর | আল্লাহর

وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ

ও | তোমরা আনুগ্যত কর | রসূলের | ও | তোমরা সতর্ক হও | অতঃপর যদি | তোমরা বিমুখ হও

فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ

তোমরা তবে জেনে রেখ | যে | উপর | আমাদের রসূলের (দায়িত্ব) | (নির্দেশাবলী) পৌছান | সুস্পষ্ট ভাবে | নেই

عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا

উপর | (তাদের) যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর | গোনাহ | সে ক্ষেত্রে যা

طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তারা খেয়েছে (পূর্বে) | যখন | তারা ভয় করে | ও | ঈমানে দৃঢ় থাকে | ও | কাজ করে | নেকীর

ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ط وَ اللّٰهُ يُحِبُّ

তারাবেঁচেচলে (নিষিদ্ধ জিনিষ হতে) | এরপর | ও | তারা মেনে নেয় (সব নির্দেশ) | এরপর | তারা সংযত থাকে | ও | তারা উত্তম কাজ করে | এবং | আল্লাহ | ভালবাসেন

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ ع

উত্তম কর্মশীলদেরকে

এখন তোমরা কি এ সব জিনিস হতে বিরত থাকবে?

৯২. আল্লাহর ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চল এবং (নিষিদ্ধ কাজ হতে) ফিরে থাক। কিন্তু তোমরা যদি এই আদেশের বিরুদ্ধতা কর তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রসূলের উপর সুস্পষ্ট ভাষায় শুধু হুকুম গুলি পৌছে দেয়া ছিল দায়িত্ব।

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা পূর্বে যা কিছু 'খানা-পিনা' করেছে সেজন্যে কোনরূপ পাকড়াও করা হবে না; অবশ্য যদি তারা ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলো হতে দুরে সরে থাকে এবং ঈমানের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও ভাল কাজ করে। অতঃপর যে যে কাজের নিষেধ করা হবে, তা হতে বিরত থাকবে এবং আল্লাহর যে ফরমানই হবে তা মেনে নিবে ও আল্লাহর ভয়ের সাথে সৎ নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ নেক আচরণশীল লোকদেরকে পছন্দ করেন।

يَٰٓأَيُّهَا	ٱلَّذِينَ	ءَامَنُوٓا۟	لَيَبْلُوَنَّكُمُ	ٱللَّهُ
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করবেন	আল্লাহ

بِشَىْءٍ	مِّنَ	ٱلصَّيْدِ	تَنَالُهُۥٓ	أَيْدِيكُمْ	وَ	رِمَاحُكُمْ
(কিছু) জিনিস দিয়ে		শিকারের	যা নাগালে আসে	তোমাদের হাতগুলোর	ও	তোমাদের বর্শাগুলোর

لِيَعْلَمَ	ٱللَّهُ	مَن	يَخَافُهُۥ	بِٱلْغَيْبِ ۚ	فَمَنِ	ٱعْتَدَىٰ	بَعْدَ
জানেনযেন	আল্লাহ	কে	তাঁকে ভয় করে	অদৃশ্য অবস্থায়	যে অতঃপর	সীমালংঘন করবে	পরেও

ذَٰلِكَ	فَلَهُۥ	عَذَابٌ	أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾	يَٰٓأَيُّهَا	ٱلَّذِينَ	ءَامَنُوا۟	لَا	تَقْتُلُوا۟
এর	তারজন্যে তবে (রয়েছে)	আযাব	মর্মন্তুদ	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরা হত্যা করো

ٱلصَّيْدَ	وَ	أَنتُمْ	حُرُمٌ ۚ	وَ	مَن	قَتَلَهُۥ	مِنكُم	مُّتَعَمِّدًا
শিকারের জন্তুকে	যখন	তোমরা	এহরামে থাক	এবং	যে	তা হত্যা করবে	তোমাদের মধ্য হতে	ইচ্ছাকৃতভাবে

রুকূ-১৩

৯৪. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে সেই শিকারের দরূণ কঠিন পরীক্ষার সম্মূখীন করবেন, যা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের করায়ত্ব ও বল্লমের পাল্লার মধ্যে হবে। দেখার জন্যে যে, কে আল্লাহকে অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে। এরূপ সাবধান-বাণীর পরও যারা আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করবে তাদের জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

৯৫. হে ঈমানদারগণ, এহরাম বাধা অবস্থায় শিকার করো না[৪৮]। তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এরূপে করে বসে

---

৪৮. স্বয়ং শিকার করা বা অন্য কারুর শিকারে কোনরূপ সাহায্য করা- দুটা কাজই এহরাম বাধা অবস্থায় হারাম। এমন কি যদিও অন্য কেউ শিকার করে তবুও তা খাওয়া মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য নিজে শিকার করে এবং সে তা থেকে মুহরিম ব্যক্তিকে উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দেয় তবে মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়ায় কোন দোষ নেই। অবশ্য 'মুহরিম অবস্থায় শিকার করা হারাম'এই সাধারণ নির্দেশের আওতা থেকে ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার বাদ। এহরাম বাধা অবস্থাতেও সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং এদের মত ক্ষতিকর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার মারা বৈধ।

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ

বিনিময়তবে | (সেই জন্তুর) অনুরূপ | যা | সে হত্যা করেছে | মধ্যহতে | (গৃহপালিত) পশুর | ফয়সালা দেবে | তা সম্পর্কে | ন্যায়পরায়ণ দুজন লোক

مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ

তোমাদের মধ্যকার | কোরবাণী স্বরূপ | পৌছাতে হবে | কাবায় | বা | কাফফারা | খানা খাওয়ান | (কয়েকজন) দরিদ্রকে

اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا

বা | সমতুল্য | এর | রোজা (রাখতে হবে) | সে স্বাদনেয় যেন | কুফলের | তার কাজের | মাফ করেছেন

اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَ

আল্লাহ | তা(সব) যা | অতীত হয়েছে | কিন্তু | যে | পুনরাবৃত্তি করবে | প্রতিশোধ নেবেন তখন | আল্লাহ | তার থেকে | এবং

اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম | হালাল করা হয়েছে | তোমাদের জন্যে | শিকার | সমুদ্রের

وَ طَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ ۚ

ও | তা ভক্ষণকরা (হালাল) | ভোগ্যবস্তুহিসেবে | তোমাদের জন্যে | এবং | কাফেলার জন্যেও

তবে যে জন্তু সে হত্যা করেছে তারই সমান পর্যায়ের একটি জন্তু তাকে উৎসর্গ করতে হবে। এ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য হতে দুজন সুবিচারক লোক এবং এই অর্ঘ কা'বায় পৌছে দিতে হবে নতুবা এই গুনাহের কাফফারা স্বরূপ কয়েকজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে; কিংবা তার অনুপাতে রোযা রাখতে হবে, যেন সে নিজের কৃতকর্মের স্বাদ নিতে পারে। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি করে তবে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন আল্লাহ সর্বজয়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তিতে শক্তিমান।

৯৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান কর সেখানেও তা খেতে পার এবং কাফেলার জন্যে সম্বল বানিয়ে নিতে পার।

وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَ اتَّقُوا

কিন্তু হারাম করা হয়েছে | তোমাদের উপর | শিকার | স্থলভাগের | তোমরা যতক্ষণ থাক | এহরামে | এবং | তোমরা ভয় কর

اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ

আল্লাহকে | যিনি (এমনসত্ত্বা যে) | তাঁরই দিকে | তোমাদের একত্রিত করা হবে | বানিয়েছেন | আল্লাহ | কাবা | ঘরকে

الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْىَ

সম্মানিত | (কল্যাণ)প্রতিষ্ঠার উপকরণ | লোকদের জন্যে | ও | মাস | সম্মানিত | ও | কোরবাণীর জন্তু

وَ الْقَلَآئِدَ ط ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى

ও | গলায় মালা পরান মানতের পশু | এটা | তোমরা জান যেন | যে | আল্লাহ | জানেন | যা কিছু | মধ্যে (আছে)

السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ

আসমানসমূহের | ও | যাকিছু (আছে) | মধ্যে | ভূপৃষ্ঠের | এবং | (এও) যে | আল্লাহ | সম্পর্কে সব | কিছুর

عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾

খুব অবহিত

অবশ্য স্থলভাগের শিকার- যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'ইহরাম' বাঁধা অবস্থায় থাকবে তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। অতএব সেই আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক যার সামনে পেশ হবার জন্যে তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টিত করে হাযির করা হবে।

৯৭. আল্লাহতা'আলা মহান সম্মানিত ঘর 'কাবা'কে লোকদের জন্যে (সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের) প্রতিষ্ঠার উপকরণ বানিয়েছেন এবং হারাম মাস, কোরবানীর জন্তু ও গলার রশিসমূহকে (এই কাজের) সাহায্যকারী বানিয়ে দিয়েছেন। যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ আকাশ রাজ্য ও দুনিয়ার সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, এবং প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি জানেন।
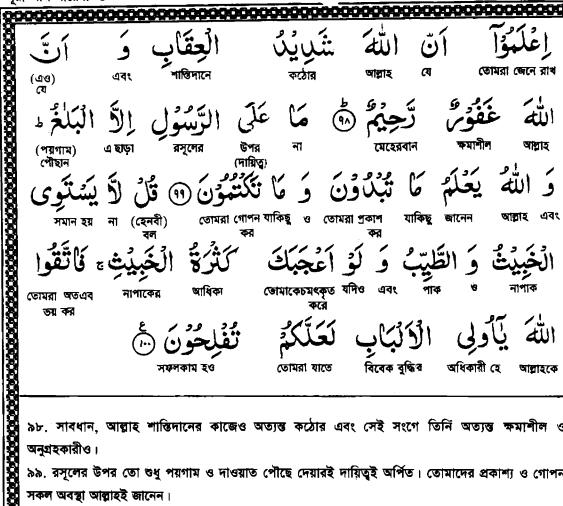
৯৮. সাবধান, আল্লাহ শাস্তিদানের কাজেও অত্যন্ত কঠোর এবং সেই সংগে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারীও।

৯৯. রসূলের উপর তো শুধু পয়গাম ও দাওয়াত পৌছে দেয়ারই দায়িত্বই অর্পিত। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা আল্লাহই জানেন।

১০০. হে নবী, তাদের বল, পাক ও নাপাক কোন অবস্থায় এক রকম নয়, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য তোমাদেরকে যতই আসক্ত ও আকৃষ্ট করুক না কেন[৪৯]। অতএব হে লোকেরা যাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে, আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক; আশা করা যায় যে, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।

---

৪৯. এ আয়াত মূল্য ও মর্যাদার অন্য এমন একটি মানদন্ড পেশ করে যা বাহ্যদর্শী মানুষের মূল্যমান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে ১০০ (একশত) টাকা অবশ্য ৫ (পাঁচ) টাকা থেকে বেশী মূল্যবান। কারণ একটা সংখ্যা একশ ও অন্যটা মাত্র পাঁচ। কিন্তু এ আয়াত শরীফ বলেঃ শত টাকা যদি আল্লাহর না-ফরমানির রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয় তবে তা অপবিত্র; এবং পাঁচ টাকা যদি আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয়, তবে তা পবিত্র। আর অপবিত্র জিনিস পরিমাণে যতই বেশী হোক না কেন তা কখনো কোনরূপেই পবিত্র বস্তুর তুল্য হতে পারে না।

يَآيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَسۡـَٔلُوۡا عَنۡ اَشۡيَآءَ اِنۡ تُبۡدَ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা জিজ্ঞাসা করো | সম্পর্কে | (এমন) বিষয়াদি | যদি | প্রকাশ করা হয়

لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَسۡـَٔلُوۡا عَنۡهَا حِيۡنَ يُنَزَّلُ الۡقُرۡاٰنُ

তোমাদের জন্যে | তোমাদের খারাপ লাগবে | এবং | যদি | তোমরা জিজ্ঞেস কর | তা সম্পর্কে | যে সময়ে | নাযিল হয় | কোরআন

تُبۡدَ لَكُمۡ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنۡهَا ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ حَلِيۡمٌ ﴿۱۰۱﴾

প্রকাশ করা হবে | তোমাদের জন্যে | মাফ করেছেন | আল্লাহ | সে সম্পর্কে (যা অতীত হয়েছে) | এবং | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | সহনশীল

قَدۡ سَاَلَهَا قَوۡمٌ مِّنۡ قَبۡلِكُمۡ ثُمَّ اَصۡبَحُوۡا بِهَا

নিশ্চয় | তা প্রশ্ন করেছিল | লোকেরা | তোমাদের পূর্বেও | এরপর | তারা হয়ে গিয়েছিল | তা সম্পর্কে

كٰفِرِيۡنَ ﴿۱۰۲﴾

অস্বীকারকারী

রুকু-১৪

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনা যা তোমাদের সামনে জাহির করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহ্য মনে হবে[৫০]। কিন্তু তোমরা যদি সে বিষয়ে কোরআন নাযিল হবার সময় জিজ্ঞাসা কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

১০২. তোমাদের পূর্বে একদল এই ধরনেরই প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করেছিল, পরে তারা এই সব কারনেই কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

৫০. নবী করীম (সঃ)-এর কাছে লোকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থহীন এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো যার না দ্বীনের ব্যাপারে আর না দুনিয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এরূপ অনর্থক প্রশ্ন করা সম্পর্কে এখানে সতর্কবানী উচ্চরণ করা হয়েছে।

مَا	جَعَلَ	اللّٰهُ	مِنْۢ	بَحِيْرَةٍ	وَّ	لَا	سَآئِبَةٍ
না	(নির্দিষ্ট) করেছেন	আল্লাহ	কোন	'বাহীরা'	ও	না	কোন 'সাইবা'

وَّ	لَا	وَصِيْلَةٍ	وَّ	لَا	حَامٍ ۙ	وَّ لٰكِنَّ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا
ও	না	কোন অসীলা	ও	না	কোন 'হাম'	কিন্তু	যারা	কুফরী করেছে

يَفْتَرُوْنَ	عَلَى	اللّٰهِ	الْكَذِبَ ؕ	وَ	اَكْثَرُهُمْ	لَا	يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰۳﴾
তারা রচনা করে	উপর	আল্লাহর	মিথ্যা	এবং	তাদের অধিকাংশই	না	জ্ঞানবুদ্ধি রাখে
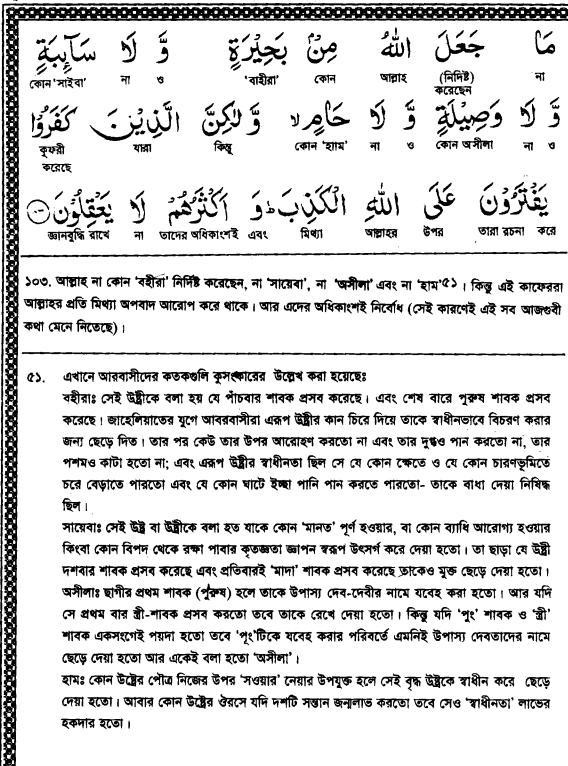
১০৩. আল্লাহ না কোন 'বহীরা' নির্দিষ্ট করেছেন, না 'সায়েবা', না 'অসীলা' এবং না 'হাম'[৫১]। কিন্তু এই কাফেররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে। আর এদের অধিকাংশই নির্বোধ (সেই কারণেই এই সব আজগুবী কথা মেনে নিতেছে)।

---

৫১. এখানে আরবাসীদের কতকগুলি কুসংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

বহীরাঃ সেই উষ্ট্রীকে বলা হয় যে পাঁচবার শাবক প্রসব করেছে। এবং শেষ বারে পুরুষ শাবক প্রসব করেছে। জাহেলিয়াতের যুগে আবরবাসীরা এরূপ উষ্ট্রীর কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দিত। তার পর কেউ তার উপর আরোহণ করতো না এবং তার দুগ্ধও পান করতো না, তার পশমও কাটা হতো না; এবং এরূপ উষ্ট্রীর স্বাধীনতা ছিল সে যে কোন ক্ষেতে ও যে কোন চারণভূমিতে চরে বেড়াতে পারতো এবং যে কোন ঘাটে ইচ্ছা পানি পান করতে পারতো- তাকে বাধা দেয়া নিষিদ্ধ ছিল।

সায়েবাঃ সেই উষ্ট্র বা উষ্ট্রীকে বলা হত যাকে কোন 'মানত' পূর্ণ হওয়ার, বা কোন ব্যাধি আরোগ্য হওয়ার কিংবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ উৎসর্গ করে দেয়া হতো। তা ছাড়া যে উষ্ট্রী দশবার শাবক প্রসব করেছে এবং প্রতিবারই 'মাদা' শাবক প্রসব করেছে তাকেও মুক্ত ছেড়ে দেয়া হতো।

অসীলাঃ ছাগীর প্রথম শাবক (পুরুষ) হলে তাকে উপাস্য দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হতো। আর যদি সে প্রথম বার স্ত্রী-শাবক প্রসব করতো তবে তাকে রেখে দেয়া হতো। কিন্তু যদি 'পুং' শাবক ও 'স্ত্রী' শাবক একসংগেই পয়দা হতো তবে 'পুং'টিকে যবেহ করার পরিবর্তে এমনিই উপাস্য দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো আর একেই বলা হতো 'অসীলা'।

হামঃ কোন উষ্ট্রের পৌত্র নিজের উপর 'সওয়ার' নেয়ার উপযুক্ত হলে সেই বৃদ্ধ উষ্ট্রকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হতো। আবার কোন উষ্ট্রের ঔরসে যদি দশটি সন্তান জন্মলাভ করতো তবে সেও 'স্বাধীনতা' লাভের হকদার হতো।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى

এবং যখন বলা হয় তাদেরকে তোমরা এস (তার) দিকে যা নাযিল করেছেন আল্লাহ ও দিকে

الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط

রসূলের তারা বলে আমাদের জন্যে যথেষ্ট (তাসব) যা আমরা পেয়েছি (অনুসরণ করতে) তার উপর আমাদেরবাপ দাদাদেরকে

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

(তাদেরকে বল যদিও কি ছিল তাদের বাপ দাদারা না জানত কিছুই এবং না সঠিক পথে চলত (তবুও অনুসরণ করবে)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ

ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের উপর (দায়িত্ব) তোমাদের নিজেদের না তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে

مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

যেকেউ পথভ্রষ্ট হবে যখন তোমরা সঠিক পথে থাকবে দিকে আল্লাহরই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে সবারই

---

১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিল করা আইন ও বিধানের দিকে এস ও কবুল কর, এবং এসো পয়গম্বরের দিকে (ও তাঁকে মেনে চল), তখন তারা জবাব দেয় যে, আমাদের জন্যে তো সেই পথ ও পন্থাই যথেষ্ট যা অবলম্বন করে আমাদের বাপ-দাদারা চলে গেছে। কিন্তু এই বাপ-দাদারা কিছু না জানলেও এবং সঠিক-নির্ভুল পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলেও কি তারা তাদের অন্ধ অনুসরণ করে চলতে থাকবে?

১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদেরই কথা চিন্তা কর, অপর কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকতে পার[৫২]। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

---

৫২. অর্থাৎ অন্যে কি করছে, তার বিশ্বাসের মধ্যে কি খারাবি আছে, তার কাজের মধ্যে কি দোষ-ত্রুটি আছে সর্বদা তা দেখতে থাকার পরিবর্তে মানুষের নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার যে, সে নিজে কি করছে। কিন্তু এ আয়াতের অর্থ কখনো এই নয় যে- মানুষ মাত্র নিজের মুক্তির চিন্তা করুক, অন্যের সংশোধনের চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের এক ভাষণে এই ভুল ধারণা খন্ডন করে বলেছেনঃ হে লোক সকল, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর; কিন্তু তার ভুল অর্থ গ্রহণ কর। আমি রসূলে করীম (সঃ)-কে এরশাদ করতে শুনেছি- তিনি বলেছেনঃ যখন লোকেদের এই অবস্থা হবে যে, তারা খারাব কাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না; যালেমকে যুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার হাত ধরবে না, তবে তখন এটা অজব নয় যে আল্লাহ তার গযব দ্বারা সকলকে বেষ্টন করবেন। আল্লাহর শপথ, ভাল কাজের হুকুম দেয়া, খারাব ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহতা'আলা তোমাদের মধ্যকার সব থেকে খারাব লোকদেরকে তোমাদের উপর অধিপত্যশীলরূপে চাপিয়ে দেবেন, এবং তারা তোমাদের কঠোর দুঃখ-যন্ত্রণা দান করবে। এ অবস্থায় তোমাদের সৎ লোকগণ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা গৃহীত হবে না।

তার পর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন যে, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করছিলে।

১০৬. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে ও সে অসীয়ত করতে প্রবৃত্ত হলে তখন সে জন্যে সাক্ষ্য ঠিক করার নিয়ম এই যে, তোমাদের সমাজ হতে দুজন সুবিচারক ও ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে[৫৩]। অথবা তোমরা যদি বিদেশ ভ্রমণে রত হও এবং সেখানে মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হয়, তা হলে অমুসলিমদের মধ্য হতেই দুজন সাক্ষী নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে তা হলে নামাযের পর উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) ধরে রাখবে এবং তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রয়কারী নই। আর আমাদের কোন আত্মীয়ই হোক না কেন (আমরা তার কোন খাতির করব না) এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করবো না। আমরা যদি তা করি, তা হলে গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব।

৫৩. অর্থাৎ- ধর্ম -পরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুসলমান।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا

অতঃপর যদি | প্রকাশ পায় | এক্ষেত্রে | যে তারা দুজনে | লিপ্ত হয়েছে | দুজনে | অপরাধে | তবে | অন্যদুজন | দাঁড়াবে | জায়গায় দুজনের | তাদের

مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ

মধ্যকার | (ঐলোকদের) যারা | (অধিকার) দাবীকরে | তাদের উপর | (দাড়াবে তাদের) নিকটতম দুজন | দুজনেঅতঃপর কসম খাবে | আল্লাহর (নামে)

لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ

আমাদের সাক্ষ্যঅবশ্যই | অধিক সত্য | চেয়ে | তাদের দুজনের সাক্ষ্যের | এবং | না | আমরা সীমালংঘন করছি | (যদি করি) আমরা নিশ্চয়

اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ

তাহলে (হব) | অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত | যালিমদের | এটা | নিকটতর (সম্ভবনা) | যে | তারা দেবে | সাক্ষ্য

عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ

উপর | তার সঠিকতার | বা | তারা ভয় করবে | যে | ফিরান হবে | শপথগুলো | পরে | তাদের শপথগুলোর

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

এবং তোমরাভয় কর | আল্লাহকে | ও | তোমারা শুন | এবং | আল্লাহ | না | হেদায়াত দেন | লোকদেরকে

الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾ ع

(যারা) সত্যত্যাগী

১০৭. কিন্তু যদি জানা যায় যে, এই দুজনই নিজদেরকে নিজেরাই গুনাহে লিপ্ত করেছে, তা হলে তাদের স্থলে অপর দুজন লোক সেই লোকদের মধ্যে হতে দাঁড়াবে যাদের সত্ত্ব পূর্বের দুজন সাক্ষী নষ্ট করতে চেয়েছিল। এবং তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে যে, "আমাদের সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্যভিত্তিক এবং আমরা নিজেদের সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনরূপ সীমা লংঘন করেনি। আমরা যদি এরূপ করি তবে আমরা যালেমদের মধ্যে গন্য হব"।

১০৮. এই পন্থায় বেশী আশা করা যায় যে, লোকেরা ঠিক ভাবে সাক্ষ্য দান করবে; কিংবা অন্ততঃপক্ষে এই ভয় তারা অবশ্যই করবে যে, তাদের 'কসম' করার পর অপর কোন 'কসম' দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহতা'আলা তাঁর অমান্যকারী লোকদেরকে স্বীয় হেদায়াত হতে বঞ্চিত করে দেন।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ

যে দিন | একত্রিতকরবেন | আল্লাহ | রসূলদেরকে | বলবেন অতঃপর | কি

أُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾

তোমাদের উত্তর দেওয়াহয়েছিল | তারা বলবে | নাই | কোন জ্ঞান | আমাদের | আপনি নিশ্চয় | আপনিই | খুবজানেন | অদৃশ্যসমূহের অবস্থা

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ

(চিন্তাকর) যখন বলেছিলেন | আল্লাহ | হে | ঈসা | পুত্র | মারয়ামের | তুমি স্মরণ কর | আমার নিয়ামতের

عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ

তোমার উপর | ও | উপর | তোমার মাতার | যখন | তোমাকে সাহায্য করেছিলাম | আত্মাদিয়ে

الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ۚ وَ اِذْ

পবিত্র | তুমি কথাবলতে | লোকদের (সাথে) | দোলনায় | এবং | পরিণত বয়সেও | এবং | যখন

عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۚ

তোমাকে শিখিয়েছিলাম | কিতাব | ও | হিকমত | ও | তাওরাত | ও | ইনজীল

রুকু-১৫

১০৯. যে দিন আল্লাহতা'আলা সমস্ত রসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের কি জবাব দেয়া হয়েছে[৫৪]? তখন তারা বলবেঃ আমরা কিছুই জানিনা, তুমিই সকল গোপন সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব জান।

১১০. সেই সময়ের কথা চিন্তা কর, যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাকে ও তোমার মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক 'রূহ' দিয়ে তোমার সাহায্য করেছি, তুমি দোলনায় থেকে লোকদের সাথে কথা বলছিলে এবং বড় বয়সে পৌঁছেও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান দান করেছি।

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন রসূলদের কাছে প্রশ্ন করা হবেঃ তোমরা দুনিয়ার প্রতি ইসলামের যে আহবান জানিয়েছিলে, দুনিয়া তোমাদের সে আহ্বানে কি জবাব দিয়েছিল?

وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ

ফুকদিতে এরপর আমার অনুমতিতে পাখীর আকৃতি সদৃশ মাটি দ্বারা তুমি তৈরি করতে যখন এবং (স্মরণকর)

فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِيْ وَ تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ

কুষ্ঠ রোগীকে ও জন্মান্ধকে নিরাময় করতে তুমি ও আমার অনুমতি ক্রমে পাখী তখন হয়ে যেত তার মধ্যে

بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ

বনী আমি নিবৃত্ত করেছিলাম যখন এবং আমারআদেশে মৃতদেরকে বের করতে তুমি (জীবিত করে) যখন এবং আমার আদেশে

اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ

যারা বলেছিল অতঃপর স্পষ্ট নির্দশনাদিসহ তাদের কাছে এসেছিল যখন তোমার থেকে ইসরাঈলকে

كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾ وَ اِذْ

যখন এবং সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া এটা (অন্যকিছু) নয় তাদেরমধ্যহতে অস্বীকার করেছিল

اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ ۚ

আমার রসূলের প্রতি ও আমার প্রতি ঈমান আন যে হাওয়ারীদের প্রতি প্রেরণাদিয়েছিলাম

তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতির পুতুল তৈরী করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, আর তা আমার আদেশক্রমে পাখী হত। তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী আমারই আদেশক্রমে নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদের বের করে আনতে[৫৫]। পরে তুমি যখন বনী-ইরাঈলের নিকট সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল তারা বলল, এই নিদর্শন গুলি যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন আমি তোমাকে তা হতে বাচিয়েছি।

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদের ইশারা করে বললাম, আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন,

---

৫৫. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বহির্গত করে জীবনের অবস্থায় আনায়ন করতো।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ

তারা বলেছিল | আমরা ঈমান আনলাম | ও | সাক্ষী থাক | যে আমরা | মুসলমান (হলাম) | যখন বলেছিল (স্মরণকর) | হাওয়ারীরা

يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ

হে ঈসা | পুত্র | মারয়ামের | কি | পারেন | তোমার রব | যে | অবতীর্ণ করবেন

عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ

আমাদের উপর | খাদ্য পূর্ণ পাত্র | থেকে | আসমান | সে বলেছিল | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | যদি | তোমরা হও

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ

মু'মিন | তারা বলেছিল | চাই আমরা | যে | খাব আমরা | তা থেকে (খাদ্য) | ও | প্রশান্তি লাভ করবে

قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَكُوْنَ عَلَيْهَا

আমাদের অন্তরগুলো | আমরা জানব এবং | যে | নিশ্চয় | আমাদেরকে তুমি সত্য বলেছ | এবং | হব আমরা | তার উপর

مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

অন্তর্ভুক্ত | সাক্ষীদাতাদের

তখন তারা বললঃ আমরা ঈমান আনলাম, আর সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।

১১২. হাওয়ারীদের প্রসঙ্গে[৫৬] এই ঘটনাও স্মরণ রেখো যে তারা যখন বললঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, আপনার আল্লাহ আসমান হতে খাদ্য ভরা একখানি পাত্র কি আমাদের জন্যে নাযিল করতে পারেন? তখন ঈসা বললঃ আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

১১৩. তারা বললঃ আমার শুধু এই চাই যে সেই পাত্র হতে আমরা খাবার খাব এবং আমাদের দিল শান্ত ও পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জানতে পারব যে আপনি আমাদের নিকট যা কিছু বলেছেন তা সত্য; আমরা তার সাক্ষী রয়েছি।

---

৫৬. মাঝখানে হাওয়ারীদের উল্লেখ এসে যাওয়ায় ভাষণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে এখানে হাওয়ারীদেরই এই সম্পর্কে আরও এমন একটি ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা থেকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, মসিহ (আঃ)-এর কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে যে সমস্ত শিষ্য শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা মসিহকে একজন মানুষ ও আল্লাহর একজন বান্দা বলেই জানতেন; তাদের সুদূর-চিন্তা ও কল্পনাতেও নিজেদের গুরু সম্পর্কে এ ধারণা ছিল না যে- তিনি আল্লাহ, বা আল্লাহর শরীক বা আল্লাহর পুত্র ছিলেন। অধিকন্তু এ কথাও জানা যায় যে, মসিহ নিজেও তাদের সামনে নিজেকে আল্লাহর একজন শক্তিহীন বান্দারূপেই পেশ করেছিলেন।

قَالَ	عِيسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	اللّٰهُمَّ	رَبَّنَآ
(তখন) দোয়া করেছিল	ঈসা	পুত্র	মারয়ামের	হে আল্লাহ	হে আমাদের রব

اَنْزِلْ	عَلَيْنَا	مَآئِدَةً	مِّنَ	السَّمَآءِ	تَكُوْنُ	لَنَا
নাযিল করেন	আমাদের উপর	খাদ্যপূর্ণ পাত্র	থেকে	আসমান	হবে	আমাদের জন্যে

عِيْدًا	لِّاَوَّلِنَا	وَ	اٰخِرِنَا	وَ	اٰيَةً	مِّنْكَ	وَ	ارْزُقْنَا	وَ	اَنْتَ
খুশীর উপলক্ষ	আমাদেরপূর্ববর্তীদের জন্যে-	ও	আমাদের পরবর্তীদের	ও	নিদর্শন (হবে)	আপনার থেকে	এবং	আমাদেরকে রিযিক দিন	এবং	আপনি

خَيْرُ	الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾	قَالَ	اللّٰهُ	اِنِّىْ	مُنَزِّلُهَا	عَلَيْكُمْ
উত্তম	রিযিকদাতা	বললেন	আল্লাহ	আমি নিশ্চয়	তা অবতীর্ণকারী	তোমাদের উপর

فَمَنْ	يَّكْفُرْ	بَعْدُ	مِنْكُمْ	فَاِنِّىْٓ	اُعَذِّبُهٗ	عَذَابًا	لَّآ
যে তবে	অস্বীকার করবে	এরপরেও	তোমাদের মধ্যহতে	আমি নিশ্চয় তখন	তাকে শাস্তি দিব আমি	(এমন) শাস্তি	(যা) না

اُعَذِّبُهٗٓ	اَحَدًا	مِّنَ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾	وَ	اِذْ	قَالَ	اللّٰهُ
তা আমি শাস্তিদিয়েছি	কাউকে	মধ্যে	বিশ্বজগতের	এবং	যখন	বলবেন	আল্লাহ

১১৪. এই সময় ঈসা ইবনে মরিয়ম দোয়া করলঃ "হে আল্লাহ, আমাদের পরোয়ারদেগার, আমাদের প্রতি আসমান হতে একটি খাদ্য-ভরা পাত্র নাযিল কর, যা খুশী ও আনন্দের উপলক্ষ্য হবে এবং তোমার নিকট হতে তা একটি নিদর্শণ স্বরূপ হবে। আমাদেরকে রেযেক দাও, তুমিই সবচেয়ে উত্তম রেযেকদাতা।"

১১৫. আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ "আমি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করব, কিন্তু অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, তাকে আমি এমন শাস্তি দান করব, যা দুনিয়ার কাউকে দেই নি।"

১১৬. যাই হোক -(এই সব দান-অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেনঃ-

يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ

হে ঈসা পুত্র মারয়ামের তুমি কি বলেছিলে লোকদের আমাকে তোমরা গ্রহণকর

وَ اُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ

ও আমার মাকে দুই ইলাহ রূপে ছাড়া আল্লাহকে সে বলবে আপনি মহান পবিত্র না শোভাপায়

لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ

আমার জন্যে যে বলব আমি যা নয় আমার অধিকার যদি তা আমি বলেথাকি নিশ্চয় তবে

عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَ لَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ؕ

তা আপনি জানেন জানেন আপনি যা কিছু মধ্যে আছে আমার অন্তরের এবং না জানি আমি যা কিছু মধ্যে আছে আপনার মনের

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا

আপনি নিশ্চয় আপনিই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত অদৃশ্য সম্বন্ধে না আমিবলেছি তাদেরকে এছাড়া যা

اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبَّكُمْ ۚ

আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে যে তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর (যিনি) আমার রব ও তোমাদের রব

রুকু-১৬ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকেও ইলাহ বানিয়ে নাও[৫৭]? তখন উত্তরে সে বলবেঃ মহান পবিত্র আল্লাহ, এমন কোন কথা বলা আমার কাজ নয় যা বলার আমার অধিকার ছিল না। এরূপ কথা যদি আমি বলেই থাকতাম, তবে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনি জানেন আমার মনে যা কিছু রয়েছে, কিন্তু আমি জানিনা যা কিছু আপনার মনে রয়েছে; আপনি তো সকল গোপন তত্ত্ব কথাই জানেন।

১১৭. আমি তাদেরকে এ ছাড়া আর কিছুই বলিনি- বলেছি শুধু তাই, যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব।

৫৭. আল্লাহতা'আলার সংগে মাত্র মসিহ ও 'পবিত্র আত্মা' কেই আল্লাহ বানিয়ে খৃষ্টানগণ ক্ষান্ত হয়নি, এ ছাড়া তারা মসিহর সম্মানীয়া জননী মরিয়মকেও এক স্থায়ী উপাস্যরূপে গণ্য করে বসে। মসিহ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রথম তিনশ বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টান জগত এ ধারণার সংগে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় খৃঃ শতাব্দীর শেষাংশে আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন ধর্মীয় পন্ডিত প্রথম বারের মত হযরত মরীয়মকে 'আল্লাহর মাতা' এই আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে গীর্জাতে মরিয়ম-পূজা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ

আমিছিলাম এবং | তাদের উপর | সাক্ষী | আমি ছিলাম যতক্ষণ | তাদের মধ্যে (উপস্থিত) | অতঃপর যখন | আমাকে উঠিয়ে নিলেন

كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾

আপনি ছিলেন | আপনি | তত্ত্বাবধায়ক | তাদের উপর | এবং | আপনি | উপর | সব | কিছুরই | সাক্ষী

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ

(এখন) যদি | তাদেরশাস্তিদেন আপনি | তারা তবুও নিশ্চয় | আপনার বান্দারা | আর | যদি | ক্ষমাকরেন আপনি | তাদেরকে | আপনি তবুও নিশ্চয়ই

اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ

আপনিই | পরাক্রমশালী | মহা বিজ্ঞ | (তখন) বলবেন | আল্লাহ | এই | দিনে | উপকার দেবে

الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

সত্যবাদীদেরকে | তাদের সত্যতা | তাদের জন্যে রয়েছে | জান্নাত | প্রবাহিত হয় | তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط

ঝর্ণাধারাসমূহ | তার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে | সর্বদাই

আমি সেই সময় পর্যন্ত তাদের পাহারাদার-পরিচালক ছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে আমি ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে ফেরত ডেকে পাঠালেন তখন তো আপনিই ছিলেন তাদের সংরক্ষক ; আর আপনি তো সমগ্র জিনিসের উপর দৃষ্টিমান।

১১৮. এখন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও জ্ঞান-বুদ্ধিমান।

১১৯. তখন আল্লাহ বলবেনঃ আজ সেই দিন যেদিন সত্যপন্থীদেরকে তাদের সত্যতা কল্যাণ দান করবে, তাদের জন্যে এমন দালান সজ্জিত হবে যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। এখানে তারা চিরদিন থাকবে।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

সন্তুষ্ট হয়েছেন | আল্লাহ | তাদের থেকে | ও | তারা সন্তুষ্ট হয়েছে | তাঁর থেকে | এটা | সাফল্য

الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا فِيْهِنَّ ۭ

বিরাট | আল্লাহর জন্যে (রয়েছে) | সার্বভৌমত্ব | আসমানসমূহের | ও | যমীনের | এবং | যা কিছু | তাদের মধ্যে (আছে)

وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۲۰﴾

এবং তিনি | উপর | সব | কিছুরই | ক্ষমতাবান
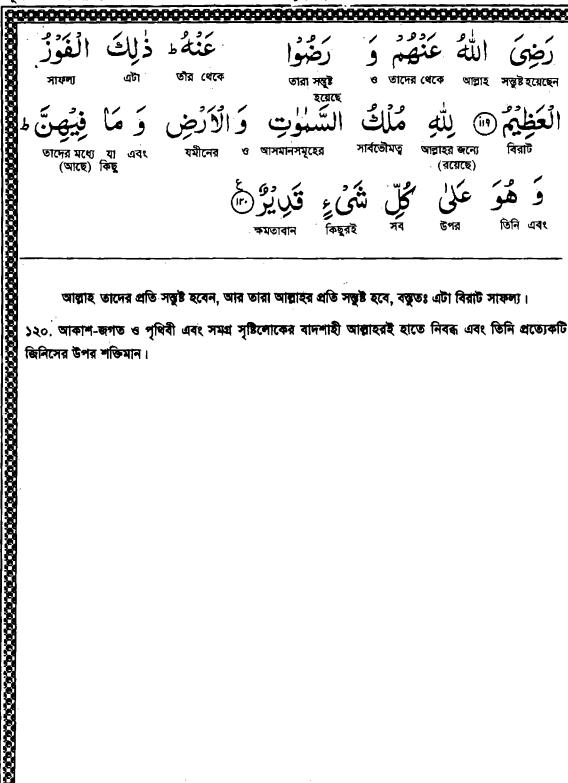
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, আর তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, বস্তুতঃ এটা বিরাট সাফল্য।

১২০. আকাশ-জগত ও পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহী আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর শক্তিমান।

সূরা আল-আন্'আম

নামকরণ

এই সূরার ১৬ ও ১৭ রুকুতে কোন কোন গৃহপালিত জন্তুর হালাল ও কোন কোনটির হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন'আম' অর্থাৎ গৃহপালিত জন্তু।

নাযিল হওয়ার সময়

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, এই সূরাটি মক্কাশরীফে একই সংগে নাজিল হয়েছে। হযরত মা'আয ইবনে জাবালের চাচাতো ভগ্নি আসমা বিনতে ইয়াজীদ বলেনঃ এই সূরা যখন নবী করীমের প্রতি নাযিল হচ্ছিল, তখন তিনি এক উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহিত ছিলেন, আর আমি তার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দুর্বহ সওয়ারীর চাপে উষ্ট্রীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, তার মেরুদন্ড বুঝি এখুনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হাদিসে এ কথাও স্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে রাত্রে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে, সেই রাত্রেই নবী (সঃ) এটা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

এই সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট ভাবে মনে হয় যে, সূরাটি সম্ভবত মক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদের উপরোক্ত হাদীসও এর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা তিনি ছিলেন আনসার গোত্রের মহিলা। হিজরতের পরে তিনি ইসলাম কবুল করার পূর্বে শুধু ভক্তি শ্রদ্ধার কারণেই যদি তিনি রসূলে করীমের (সঃ) নিকট মক্কায় হাযির হয়ে থাকেন, তবে তা নিশ্চয়ই মক্কী জীবনের শেষ বৎসরই সম্ভব হয়ে থাকবে। এর পূর্বে ইয়াসরাববাসীদের সাথে নবী করীমের সম্পর্ক খুব গভীর ও নিকটতর ছিলনা এবং সেই কারণেই সেখানকার কোন মহিলার পক্ষে তার দরবারে হাযির হওয়াও সম্ভবপর হতে পারে না।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরাটির নাযিল হওয়ার সময় ও কাল নির্ধারিত হওয়ার পর আমরা অতি সহজেই এর নাযিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কাজ করতে করতে আল্লাহর রসূলের বারোটি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। কুরাইশদের শত্রুতা, বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নিপ্পেষণের মাত্রা চরম সীমায় পৌছেছে। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক লোক তাদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং তারা হাবশায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছে। নবী করীমের সাহায্য সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য না আবু তালেব জীবিত ছিলেন আর না ছিলেন খাদীজাতুল কুবরা –এইজন্য সকল বৈষয়িক-আশ্রয় নির্ভর হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের তবলীগের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার প্রচারে-প্রভাবে মক্কা এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্র সমূহের মধ্যেও বহু সৎলোক পরপর ইসলাম কবুল করে যাচ্ছিল। কিন্তু গোটা আরব জাতি সামগ্রিক ভাবে তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার জন্যই কৃতসংকল্প হয়েছিল। যেখানেই কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করত তাকেই বিদ্রুপ

তিরস্কার, দৈহিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট, সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি আঘাতে জর্জ্জরিত ও পর্যুদস্ত হতে হ'ত। এই অন্ধকারময় পরিবেশে কেবলমাত্র ইয়াসরাবের দিক থেকে এক অস্পষ্ট আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল মাত্র। মদীনার আওস এবং খাযরাজের প্রভাবশালী লোকেরা নবীকরীমের নিকটে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করছিল।

কিন্তু এই সামান্য ও সংকীর্ণ সূচনায় ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা কোন স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ দেখতে পেত না। বাহ্যদৃষ্টিতে লোকেরা শুধু এতটুকুই দেখতে পেত যে, ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলন মাত্র। তার পশ্চাতে কোন বস্তুর ও বস্তুনিষ্ট শক্তির সাহায্য-সহযোগিতা বর্তমান নেই। তার নেতা নিজ বংশের দুর্বল প্রকৃতির কয়েকজন লোকের সাহায্য ছাড়া আর কোন শক্তিরই অধিকারী নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসহায় নিরাশ্রয় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লোক নিজেদের জাতীয় বিশ্বাস ও আদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র, কিন্তু এর ফলে তাদেরকে সমাজ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে– যেমন পত্র-পল্লব বৃন্তচ্যুত হয়ে গাছ থেকে ঝরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই খোদায়ী ভাষণ প্রদত্ত হয়। এর আলোচ্য বিষয়সমূহকে নিম্ন লিখিত সাতটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) শেরক বাতিল করণ, তৌহীদ-বিশ্বাস গ্রহণের জন্য আহ্বান;

(২) পরকাল বিশ্বাসের প্রচার ঃ এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন-এর পর কিছুই নেই– এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস বা ধারণার প্রতিবাদ;

(৩) জাহেলী যুগের লোকদের মনে বদ্ধমূল অমূলক ধারণা-খেয়ালের প্রতিবাদ;

(৪) সমাজ গঠনের জন্য ইসলামের উপস্থাপিত নৈতিক মূলনীতি-সমূহ শিক্ষাদান;

(৫) নবীকরীম (সঃ) ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে লোকদের উপস্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তি সমূহের জওয়াব;

(৬) দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাধনা ও সংগ্রাম করার পরও আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ার দরুণ নবী করীম (সঃ) ও সাধারণ মুসলমানদের মনে যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও মনভাঙ্গা-জনিত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে সম্পর্কে সান্ত্বনা দান; এবং

(৭) বিরুদ্ধবাদী ও ইসলামে অবিশ্বাসী লোকদের উপেক্ষা, অবহেলা ও তন্ময়তা এবং অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মহত্যামূলক নীতি অবলম্বনের দরুণ তাদেরকে নসীহত করা- সাবধান, সতর্ক এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করা।

কিন্তু ভাষণের এই এক একটি ভাগ আলাদা আলাদাভাবে একই স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার ধরণে পেশ করা হয়নি, বরং ভাষণ এক সামুদ্রিক গতিশীলতায় চলে গিয়েছে। প্রসংগক্রমেই এই ভাগগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতিতে বারে বারে আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বারই এক নবতর ধরণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলের কথা বলা হয়েছে।

মক্কী জীবনের কয়েক পর্যায়

এখানে যেহেতু সর্ব প্রথমবার মক্কায় অবতীর্ণ এক দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা সমন্বিত একটি সূরা উপস্থিত হচ্ছে সেহেতু এখানে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা-সমূহের পটভূমির এক ব্যাপক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করা সমীচীন মনে হয়, যেন পরবর্তী সকল মক্কী সূরা এবং তার তফসীর প্রসংগে লিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সমূহ উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সহজ হয়। মদীনায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের প্রায় প্রত্যেকটিই অবতীর্ণ হওয়ার সময়, কাল ও পরিপ্রেক্ষিত পাঠকদের জানা রয়েছে, কিংবা সামান্য একটু চেষ্টা করলেই তা নির্দিষ্ট রূপে জানা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, মাদানী সূরা সমূহের বিপুল সংখ্যক আয়াতের স্বতন্ত্র শানে নুযুল পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মারফত জানা যায়। কিন্তু মক্কী সূরাগুলি সম্পর্কে অতদূর বিস্তারিত তথ্য ও জ্ঞান লাভের কোন উপায়ই আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। খুব কম সংখ্যক সূরা বা আয়াতেরই অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল ও ক্ষেত্র সম্পর্কে নিভুল ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ লাভ করা যায়। এর কারণ এই যে, এই সময়ের ইতিহাস মাদানী পর্যায়ের মত ততখানি খুটি-নাটি সহকারে ও বিস্তারিত ভাবে সুসংবদ্ধ করা নেই। এই জন্য মক্কায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের ব্যাপারে আমাদেরকে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের পরিবর্তে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য, বর্ণনা-ভংগী এবং স্বীয় পটভূমির প্রতি সুস্পষ্ট কি অস্পষ্ট ইশারা ইঙ্গিতে যে সাক্ষ্য নিহিত রয়েছে তার উপরই অধিক নির্ভর করতে হবে। আর এই ধরণের সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে এক একটি সূরা ও এক একটি আয়াতের নাযিল হওয়ার সন, তারিখ, সময়, কাল ও ক্ষেত্র-উপলক্ষ নির্ধারণ করা যে সম্ভব নয়, তা সুস্পষ্ট। পূর্ণমাত্রার নির্ভরতা ও শুদ্ধতা সহকারে শুধু এতটুকু কাজই করা যেতে পারে যে, একদিকে মক্কী সূরার অভ্যন্তরস্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং অপর দিকে নবী করীমের (সঃ) মক্কী জীবনের ইতিহাসকে সামনা-সামনি রাখব এবং উভয়ের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করে কোন সূরা কোন যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সম্পর্কে একটা মত নির্ধারণ করব।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এই পদ্ধতি মনের পটে জাগ্রত রেখে যখন আমরা নবী করীমের (সঃ) মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিতে তাকে নিম্নোক্ত চারটি বড় বড় ও সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রথম পর্যায় নবুয়্যত লাভ হতে নবূয়্যতের প্রকাশ, প্রচার ও ঘোষণাকাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর কাল। এ সময় খুব গোপনে বিশেষ ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হত; মক্কার সাধারণ অধিবাসীগণ এর কোন খবর'ই রাখত না।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ নবুয়্যতের ঘোষণা হতে অত্যাচার-নির্যাতন ও উৎপীড়ন (persecution) শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর । এই পর্যায়ে প্রথমতঃ বিরুদ্ধতা শুরু হয়, পরে তা প্রতিবন্ধকতার রূপ পরিগ্রহ করে; ক্রমে তা ঠাট্টা-বিদ্রুপ, অন্যায় ভাবে অপবাদ আরোপ, গালা-গালি, ভৎর্সনা-মিথ্যা প্রচারণা ও বিরোধী দল গঠন পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত অধিক গরীব, দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের উপর অমানুষিক নিষ্পেষণ শুরু হয়।

তৃতীয় পর্যায়ঃ অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু হওয়ার (৫ম নব্বীসন) সময় হতে আবুতালেব ও হযরত খাদীজার (রাঃ) ইন্তেকাল (১০ম নব্বীসন) পর্যন্ত প্রায় পাচ-ছয় বছর। এই সময়ে বিরুদ্ধতা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। বহু সংখ্যক মুসলমান মক্কার কাফেরদের যুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার দিকে হিজরত করে। নবী করীম(সঃ) তার পরিবারের অন্যান্য লোক এবং অবশিষ্ট মুসলমানগণের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করা হয় এবং আবু তালেব তার সমর্থক ও সংগী-সাথীসহ গুহায় অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায়ঃ ১০ম নব্বী সন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এই সময়টি নবী করীম (সঃ) এবং তার সংগী-সাথীদের জন্য অতিশয় দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সময়। মক্কায় নবীর জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। তিনি তায়েফ গমন করেন, কিন্তু সেখানেও কোন আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময় আরবের এক এক কবীলার নিকট তিনি তার দাওয়াত কবুল করবার ও তাকে সমর্থ করার জন্য আহবান-আবেদন জানালেন।

কিন্তু সকল দিক দিয়েই তিনি উপেক্ষার জওয়াবই পেতে থাকেন। অপর দিকে মক্কাবাসীগণ বার বার এই পরামর্শ করতে লাগল যে, নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করা হবে, কিংবা বন্দী করা হবে, অথবা লোকালয় হতে বহিস্কৃত করা হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা মদীনার আনসারদের হৃদয়-মন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত উদঘাটিত করলেন এবং তাদেরই আহবানে নবী করীম (সঃ) মদীনায় হিজরত করলেন।

এই পর্যায়সমূহের মধ্যে এক একটি পর্যায় কোরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, তার বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় বর্ণনাভংগী ও পদ্ধতি অপর পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহ হতে সম্পুর্ণ পৃথক ভিন্ন ধরণের। তন্মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এমন ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা হতে পশ্চাদপটের ঘটনাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে বিশেষ অবস্থা ও বিশেষত্বের প্রভাব সে পর্যায়ে অবতীর্ণ কালামের উপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও তীব্রভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই সব চিহ্ন ও নিদর্শনের উপর নির্ভর করে আমরা প্রত্যেক মক্কী সূরার আলোচনা-ভূমিকায় মক্কার কোন পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছে ,তা বলতে থাকব।

اٰيَاتُهَا ١٦٥ (٦) سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ (٥٥) رُكُوْعَاتُهَا ٢٠

একশত পয়ষট্টি তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা আল-আনআম মক্কী বিশ তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অতীব দয়াবান অশেষ মেহেরবান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও পৃথিবী ও বানিয়েছেন

الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ۥ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

অন্ধকারসমূহ ও আলো এরপরও যারা অস্বীকার করেছে তাদের রবকে তার সমকক্ষ দাঁড় করায় (অন্যান্যদেরকে)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَ

তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন হতে মাটি এরপর স্থির করেছেন একটি মিয়াদ (জীবনকাল) এবং (এছাড়াও)

اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ②

একটি মীয়াদ (অর্থাৎ কেয়ামত) নির্ধারিত (আছে) তার কাছে এরপরও তোমরা সন্দেহ করছ

রুকু-১

১. সমস্ত প্রশংসা ও তা'রীফ আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আলো এবং অন্ধকার তৈরী করেছেন, তা সত্ত্বেও যারা সত্যের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে তারা অপর জিনিসকে নিজেদের রবের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করছে।

২. (অথচ) সেই আল্লাহই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তার পর তোমাদের জন্যে জীবনের একটি মীয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন, এতদ্ব্যতীত অপর একটি মীয়াদও রয়েছে, যা তাঁর নিকট নির্ধারিত[১], কিন্তু তারা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত হয়ে রয়েছে।

১. অর্থাৎ কিয়ামতের সময় যখন সকল পূর্বের ও পরের লোককে পুনরায় নুতনভাবে জীবিত করা হবে এবং তারা হিসেব দেয়ার জন্য নিজেদের প্রভুর সম্মুখে হাযির হবে।

وَ هُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ فِي الْاَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ

এবং তিনিই আল্লাহ (যিনি) আছেন আসমানসমূহে এবং আছেন পৃথিবীতে তিনি জানেন তোমাদের গোপন বিষয় ও

جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ

তোমাদের প্রকাশ্য বিষয় এবং তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন কর এবং না তাদের কাছে এসেছে (এমন) কোন নিদর্শন

مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ④ فَقَدْ

মধ্যহতে নিদর্শন গুলোর তাদের রবের এ ব্যতীত যে তারা হয়ে ছিল তা হতে বিমুখ এভাবে নিশ্চয়

كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ط فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ

তারা প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যকে যখনই তাদের কাছে তা এসেছে সুতরাং শীঘ্রই তাদের কাছে আসবে

اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑤ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ

খবর ঐবিষয়ের তারাছিল যানিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত কি তারা দেখে নাই কত (জাতিকে)

اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ

আমরা ধ্বংস করেছি পূর্বেও তাদের হতে মানবগোষ্ঠী আমরা তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম মধ্যে পৃথিবীর (এমনভাবে)

৩. সেই এক আল্লাহই আকাশ রাজ্যেও রয়েছেন, রয়েছেন এই পৃথিবীতেও। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল অবস্থাই তিনি জানেন, আর ভাল বা মন্দ যা কিছু তোমরা উপার্জন কর সে সর্ম্পকেও তিন পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল।

৪. লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে কোন একটি নিদর্শনও এমন নেই, যা তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি।

৫. এ ভাবে এখন যে সত্য তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তাও তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। যাই হোক তারা আজ পর্যন্ত যেসব জিনিসকে বিদ্রূপ করছিল অতি শীঘ্রই সে সম্পর্কে তাদের নিকট কিছু খবর পৌছিবে[২]।

৬. তারা কি দেখেনি যে তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকে ধ্বংস করেছি যারা নিজ নিজ সময়ে অতিশয় প্রভাবশালী ছিল, তাদেরকে আমরাই যমীনের বুকে এতদূর ক্ষমতা-আধিপত্য দান করেছিলাম,

---

২. এখানে হিযরত ও হিযরতের পরবর্তী কালে উপর্যুপরি ইসলাম যে সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে। যে সময় এ ইংগিত করা হয় তখন কি ধরনের সংবাদ তাদের কাছে পৌছাবে সে সম্পর্কে না কাফেররা কোন অনুমান করতে পেরেছিল আর না মুসলমানদের মনেও সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল।

مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا

যেমনটি | না | আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি | তোমাদেরকে | এবং | আমরা পাঠিয়েছিলাম | আকাশ (থেকে) | তাদের উপর | মুষল ধারে বৃষ্টি

وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ

ও | আমরা করে ছিলাম | নদীসমূহকে | প্রবাহিত | থেকে | তাদের নিম্ন (ভূমি) | তাদের আমরা অতঃপর ধ্বংস করেছি

بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٦﴾

তাদের গোনাহের কারণে | ও | আমরা সৃষ্টি করেছি | পরে | তাদের | জাতিকে | অন্যান্য

وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ

এবং | যদি | আমরা নাযিল করতাম | তোমার উপর | (লিখিত) কিতাব | মধ্যে | কাগজের | তা তারা অতঃপর স্পর্শ করত

بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

তাদের হাত দিয়ে | (তবুও) অবশ্যই বলত | যারা | কুফরী করেছে | নয় | এটা | এছাড়া যে | যাদু | সুস্পষ্ট

যা তোমাদেরকে দান করিনি, তাদের প্রতি আকাশ হতে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করেছি, তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি, (কিন্তু তারা যখন নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তখন) শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ের জাতিসমূহকে অভিষিক্ত করলাম।

৭. হে নবী, আমরা যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব নাযিল করতাম এবং লোকেরা তা নিজেদের হাতে স্পর্শ করে দেখত, তা হলেও সত্য অমান্যকারী লোকেরা বলত যে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু বিশেষ।
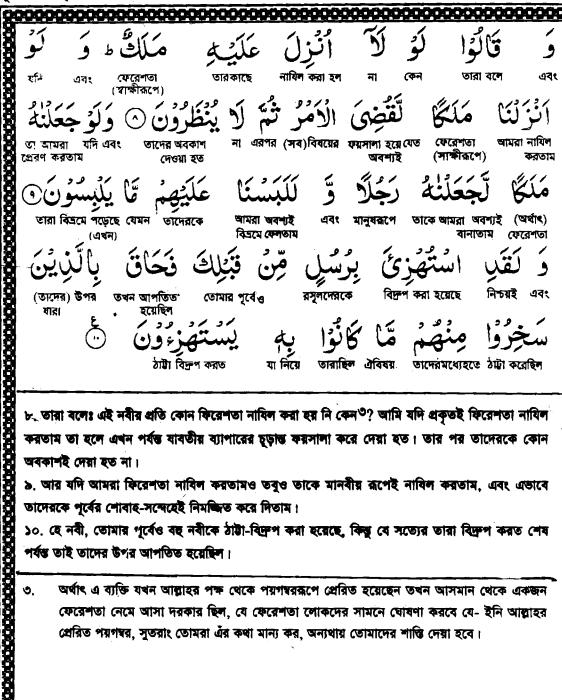
৮. তারা বলেঃ এই নবীর প্রতি কোন ফিরেশতা নাযিল করা হয় নি কেন[৩]? আমি যদি প্রকৃতই ফিরেশতা নাযিল করতাম তা হলে এখন পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হত। তার পর তাদেরকে কোন অবকাশই দেয়া হত না।

৯. আর যদি আমরা ফিরেশতা নাযিল করতামও তবুও তাকে মানবীয় রূপেই নাযিল করতাম, এবং এভাবে তাদেরকে পূর্বের শোবাহ-সন্দেহেই নিমজ্জিত করে দিতাম।

১০. হে নবী, তোমার পূর্বেও বহু নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, কিন্তু যে সত্যের তারা বিদ্রূপ করত শেষ পর্যন্ত তাই তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ এ ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গম্বররূপে প্রেরিত হয়েছেন তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে আসা দরকার ছিল, যে ফেরেশতা লোকদের সামনে ঘোষণা করবে যে- ইনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর, সুতরাং তোমরা এঁর কথা মান্য কর, অন্যথায় তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

বল | তোমরা ভ্রমণ কর | মধ্যে | পৃথিবীর | এরপর | তোমরা লক্ষ্য কর | কেমন | ছিল | পরিণাম

الْمُكَذِّبِيْنَ ⑪ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

সত্য অমান্যকারীদের | বল | কার (মালিকানায়) | যাকিছু | মধ্যে আছে | আসমানসমূহের | ও | যমীনে

قُلْ لِّلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى

বল | আল্লাহরই | তিনি নির্ধারিত করে নিয়েছেন (মালিকানায়) | উপর | তার নিজের | রহমত | তোমাদের নিশ্চয় একত্রিত করবেন

يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

দিনে | কিয়ামতের | নাই | সন্দেহ | তার মধ্যে (বিন্দুমাত্র) | যারা | ক্ষতিগ্রস্থ করেছে | তাদের নিজেদেরকে

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑫ وَ لَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَ النَّهَارِ

অতঃপর তারা | না | ঈমান আনবে | এবং | তাঁরই জন্যে | যাকিছু | স্থিতিলাভ করে | মধ্যে | রাতের | ও | দিনের

وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑬ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا

এবং | তিনিই | সবকিছু শুনেন | সব কিছুজানেন | বল | কি | ব্যতীত | আল্লাহ | গ্রহণ করব আমি | অভিভাবক (অন্য)

فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ

(অথচ আল্লাহ) স্রষ্টা | আসমানসমূহের | ও | যমীনের | এবং | তিনিই | খাওয়ান | কিন্তু | না | তাকে খাওয়ান হয়

রুকু-২

১১. হে নবী, তাদেরকে বলঃ যমীনের বুকে চলে ফিরে দেখ আমান্যকারীদের পরিণাম কি হয়েছে!

১২. তাদের জিজ্ঞাসা করঃ আকাশ-জগত ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার (মালিকানা)? বল, সব কিছুই আল্লাহর, তিনি নিজের উপর দয়া-অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। (এ কারণেই তোমাদের আইন অমান্য ও খোদাদ্রোহিতার শাস্তি সংগে সংগেই দেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। বস্তুতঃ এ এক সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের বিপদে নিমজ্জিত করে নিয়েছে, তারা এ বিশ্বাস করেনা।

১৩. রাত্রির অন্ধকারে ও দিনের উজ্জ্বল আলোকে যা কিছু স্থিতি লাভ করে তা সব কিছুই আল্লাহর । তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন।

১৪. বলঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি অপর কাউকেও নিজের পৃষ্টপোষক বানিয়ে নিব কি- সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে- যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুযী-দান করেন, রুযী গ্রহণ করেন না?

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَ لَا

বল | আমি নিশ্চয়ই | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যেন | হই আমি | প্রথম | যে, | আত্মসমর্পণ করে | এবং | না

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ

তুমি কিছুতেই হয়ো | অন্তর্ভুক্ত | মুশরিকদের | বল | আমি নিশ্চয় | ভয় করি আমি | যদি

عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُّصْرَفْ

আমি অবাধ্য হই | আমার রবের | আযাবের | দিনের | ভয়াবহ | যে | রেহাই পেল

عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾

তা থেকে | সেদিন | নিশ্চয় তবে | তাকে তিনি দয়াকরলেন | এবং | এটা | সাফল্য | সুস্পষ্ট

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ

এবং | যদি | তোমাকে স্পর্শ করেন | আল্লাহ | অনিষ্ট দিয়ে | তবে নাই | কোন অপসারণ কারী | তা | ছাড়া | তিনি

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۷﴾

এবং | যদি | তোমাকে স্পর্শ করেন | কল্যাণ দিয়ে | তবুও তিনি | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۸﴾

এবং | তিনি | পরাক্রমশালী | উপর | বান্দাদের তাঁর | এবং | তিনি | প্রজ্ঞাময় | খুবই অবহিত

বলঃ আমাকে তো এই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমিই তাঁর সামনে মাথা নত করে দেব। আমাকে তাকীদ করা হয়েছে যে, (কেউ যদি আল্লাহর সাথে শরীক করে তবে সে করুক কিন্তু) 'তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না'।

১৫. বলঃ আমি যদি আমার রবের না-ফরমানী করি তাহলে ভয় করছি যে, এক বড় (ভয়াবহ) দিনে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১৬. সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি হতে রেহাই পেল আল্লাহ তার উপর বড় অনুগ্রহ করলেন, আর এই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য।

১৭. আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ব্যতীত তোমাকে এই ক্ষতি হতে রক্ষা করবে এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোন কল্যাণের ভাগী করে দেন তবে তিনি সর্বশক্তিমান।

১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জ্ঞানী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

قُلْ	اَىُّ	شَىْءٍ	اَكْبَرُ	شَهَادَةً ط	قُلِ	اللّٰهُ قف	شَهِيْدٌۢ
বল	কোন	জিনিস	অধিকতর (গন্য)	সাক্ষ্যদানে	বল	আল্লাহ	সাক্ষী

بَيْنِىْ	وَ	بَيْنَكُمْ قف	وَ	اُوْحِىَ	اِلَىَّ	هٰذَا	الْقُرْاٰنُ	لِاُنْذِرَكُمْ
আমার মাঝে	ও	তোমাদের মাঝে	এবং	অহী করা হয়েছে	আমার প্রতি	এই	কোরআন	তোমাদের আমি যেন সতর্ক করি

بِهٖ وَ	مَنْۢ	بَلَغَ ط	اَئِنَّكُمْ	لَتَشْهَدُوْنَ	اَنَّ	مَعَ	اللّٰهِ
এবং তাদিয়ে	যাকে	পৌছে (তা)	তোমরা নিশ্চয় কি	অবশ্যই সাক্ষী দিচ্ছ	যে	সাথে	আল্লাহর

اٰلِهَةً	اُخْرٰى ط	قُلْ	لَّآ	اَشْهَدُ ج	قُلْ	اِنَّمَا	هُوَ	اِلٰهٌ
ইলাহ (আছে)	অন্যকোন	বল	না	সাক্ষী দেই আমি	বল	প্রকৃতপক্ষে	তিনিই	ইলাহ

وَّاحِدٌ	وَّ	اِنَّنِىْ	بَرِىْٓءٌ	مِّمَّا	تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾
একই	এবং	নিশ্চয় আমি	দায়িত্বমুক্ত	(তা)হতে যা	তোমরা শিরক করছ

১৯. তাদের জিজ্ঞাসা কর, কার সাক্ষ্য সব চেয়ে বেশী গণ্য? বলঃ আমার ও তোমাদের মাঝখানে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কোরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে ও যার যার নিকট এ পৌছিবে সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে দিই। তোমরা কি বাস্তবিকই এই সাক্ষ্য দান করতে পার যে, আল্লাহর সঙ্গে অপর কোন ইলাহও রয়েছে[৪]? বলঃ আমি তো এরূপ সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। বলঃ আল্লাহ তো সেই একই; তোমরা যে, শেরক-বিশ্বাসে লিপ্ত আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।

৪. কোন জিনিস সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মাত্র অনুমান আন্দায যথেষ্ট নয়, বরং তার জন্য 'জ্ঞান' এর দরকার যার ভিত্তিতে মানুষ নিঃসন্দেহে দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বলতে পারে যে- 'এটা এরূপ'। এখানে জিজ্ঞাসার তাৎপর্য এই যে, তোমাদের কি সত্য সত্যই এ জ্ঞান আছে যে এই বিশ্ব-জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কার্যকারক, ক্ষমতাবান, নির্দেশক ও শাসক আছেন যিনি উপাসনা ও আনুগত্য পাবার উপযুক্ত?

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ

যাদেরকে | তাদের আমরা দিয়েছি | কিতাব | তাকে তারা চিনে | যেমন | তারা চিনে | তাদের সন্তানদের | যারা

خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ

ক্ষতিগ্রস্ত করেছে | তাদের নিজেদেরকে | অতঃপর তারা | না | বিশ্বাস করবে | এবং | কে | অধিক যালেম (হতেপারে)

مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ

তার চেয়ে যে | রচনা করে | উপর | আল্লাহর | মিথ্যা | বা | মিথ্যারোপ করে | তার নিদর্শনাদিতে | নিশ্চয়ই

لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ

না | সফল হয় | যালিমরা | এবং | সেদিন | তাদের একত্রিতকরব আমরা | সকলকে | এরপর | আমরা বলব

لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ

তাদেরকে (যারা) | শিরক করেছিল | কোথায় | শরীকরা | তোমাদের | যাদেরকে | তোমরাছিলে

تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾

মনে করতে (শরীক হিসেবে)

---

২০. যে সব লোককে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ কথা নিঃসন্দেহে জানে, যেমন তাদের নিজেদের সন্তানকে জানতে ও চিনতে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় না। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে তারা একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

রুকু-৩

২১. তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করে? এরূপ যালেম লোক কখনই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না।

২২. যে দিন আমি এই সবকেই একত্রিত করব এবং মুশরিকদের নিকট জিজ্ঞাসা করবঃ তোমাদের নির্দিষ্ট করা সেই শরীকগণ এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা নিজেদের ইলাহ বলে মনে করতে?

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾

এরপর — না — থাকবে — তাদের ফিতনা — এ ছাড়া — যে — তারা বলবে — আল্লাহর শপথ — হে আমাদের রব — না — আমরাছিলাম — মুশরিক

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

লক্ষ্য কর — কেমন — তারা মিথ্যাবলবে — উপর — তাদের নিজেদের — ও — উধাও হবে — তাদের থেকে — যা — তারা মিথ্যা রচনা করত

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج وَ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

এবং — তাদের মধ্যহতে — অনেকে — কান পেতে রাখে — তোমার দিকে — এবং — আমরা দিয়েছি — উপর — তাদেরঅন্তর সমূহের — পর্দা — যেন (না) — তা বুঝে তারা — এবং — মধ্যে — তাদের কান গুলোর — বধিরতা (দিয়েছি) — এবং — যদি — তারা দেখে — সমস্ত — নিদর্শন (তবুও) — না — তারা ঈমান আনবে — তার প্রতি — এমন কি — যখন — তোমার-কাছে তারা আসে — তোমার সাথে বিতর্ক করে — বলে — যারা — অস্বীকার করেছে — নয় — এটা — ছাড়া — উপকথাসমূহ — পূর্ববর্তীদের

২৩. তখন তারা এই (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোন ফিতনার সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের মনিব-মালিক, তোমার কসম করে বলি , আমরা কখনই মুশরিক ছিলাম না।

২৪. দেখ, তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে কি রকম মিথ্যা কথা রচনা করে নিবে। সেখানে তাদের সকল কৃত্রিম মা'বুদ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

২৫. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কানপেতে তোমার কথা শ্রবণ করে; কিন্তু অবস্থা এই যে, আমরা তাদের অন্তরের উপর পর্দা টানিয়ে দিয়েছি, যার কারণে তারা একে কিছুমাত্র বুঝতে পারেনা। তাদের কর্ণে কঠিন ভার রয়েছে যে, সব কিছু শোনার পরও কিছুই শোনে না। কোন নিদর্শণ তারা দেখতে পেলেও তার প্রতি তারা ঈমান আনবে না। এমন কি তারা তোমার নিকট এসে যখন ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্যে যারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত করে তারা (সব কথা শোনার পর) এই বলে যে, এ প্রাচীন কালের এক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছু নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ

এছাড়া তারা ধ্বংস করে না এবং তা হতে তারা দূরে থাকে ও তা থেকে মানা করে (লোকদেরকে) তারা এবং

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى

কাছে তাদের দাঁড় করান হবে যখন দেখতে তুমি যদি এবং তারা উপলব্ধি করে না অথচ তাদের নিজেদেরকে

ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا

আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যারোপ করতাম আমরা না এবং (সেখানে যদি) ফেরান হতো আমাদেরকে আমাদের আফসোস তারা বলবে তখন (দোযখের) আগুনের

وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟

তারা যা তাদের জন্যে প্রকাশপাবে বরং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হোতাম আমরা এবং

يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَ

এবং তাহতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল যা কিছু পুনরাবৃত্তি করবে অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হয়ও যদি এবং ইতি পূর্বে গোপন করতে ছিল

إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا

দুনিয়ার আমাদের জীবন ছাড়া এটা (অর্থাৎ আখেরাতের জীবন) নাই তারা বলে এবং মিথ্যাবাদী অবশ্যই তারা নিশ্চয়ই

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

পুনরুত্থিত হব আমরা না এবং

২৬. তারা এই মহান সত্যবানী কবুল করার কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, আর তারা নিজেরাও তা হতে দূরে সরে থাকে। (তারা মনে করে যে, এরূপ করে তোমার কিছু-না-কিছু ক্ষতি-সাধন করছে) অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা নিজেদেরই ধ্বংসের আয়োজন করছে; কিন্তু সে চেতনা তাদের নেই।

২৭. হায়, সেই সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে দোযখের কিনারে দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ হায়, আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর নিদর্শন-সমূহ প্রত্যাখ্যান না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতাম।

২৮. মূলতঃ এ কথা তারা শুধু এ জন্যে বলবে যে, যে সত্যকে তারা পূর্বে আবৃত ও গোপন করে রেখেছিল সে সময় তা উন্মুক্ত হয়ে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে; নতুবা তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনের দিকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তা হলেও তারা সে সব কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো বড়ই মিথ্যাবাদী।

২৯. (এই জন্যে তাদের এই ইচ্ছা প্রকাশের ব্যাপারেও তারা মিথ্যাই বলে।) আজ তারা বলেঃ জীবন যা কিছু আছে তা শুধু এই দুনিয়ার জীবন। এবং মৃত্যুর পর আমরা কখনই পুনরুত্থান লাভ করব না।

وَ لَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ

এবং | যদি | দেখতে তুমি (সে অবস্থা) | যখন | তাদের দাঁড় করান হবে | সামনে | তাদের রবের | (আল্লাহ) বলবেন

اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ رَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا

কি নয় | এই (পুনরুত্থান) | সঠিক | তারা বলবে | হা | শপথ | আমাদের রবের | বলবেন তিনি | তোমরা তাহলে স্বাদ নাও

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

শাস্তির | একারণে যা | তোমরা অস্বীকার করতেছিলে | নিশ্চয়ই | ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে | যারা | মিথ্যা মনে করেছে

بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا

সাক্ষাতকে | আল্লাহর | এমন কি | যখন | তাদের কাছে আসবে | কিয়ামত | অকস্মাৎ | তারা বলবে

يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَ هُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ

আমাদের আক্ষেপ হায় | এরউপর | যা | আমরা ত্রুটি করেছি | তার মধ্যে | এবং | তারা | বহন করবে | তাদের বোঝাসমূহ

عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

উপর | পিঠগুলোর | তাদের | সাবধান | নিকৃষ্ট | যা | তারা বহন করবে

৩০. হায়, তোমরা যদি সে দৃশ্য দেখতে পার, যখন এদেরকে তাদের আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেনঃ এ কি সত্য নয়? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, হে আমাদের আল্লাহ, এ প্রকৃত সত্য। তখন আল্লাহ বলবেনঃ তা হলে এখন তোমরা প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফলস্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

রুকু-৪

৩১. ক্ষতিগ্রস্ত হল সে সব লোক যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবার সংবাদকে মিথ্যা মনে করেছে। সেই সন্ধিক্ষণ যখন সহসা এসে পড়বে তখন তারা বলবেঃ হায়! এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা কতই না ত্রুটি হয়ে গেছে! তাদের অবস্থা এরূপ হবে যে, তারা নিজেদের পৃষ্ঠের উপর তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা বহন করে চলতে থাকবে। দেখ, এরা কত নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা বহন করছে।

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّ

এবং | নয় | জীবন | দুনিয়ার | এছাড়া | ক্রীড়া | ও

لَهْوٌ ۭ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

কৌতুক | এবং | আবাস নিশ্চয় | আখিরাতের | উত্তম | তাদের জন্যে (যারা)

يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ

আত্মরক্ষা করে চলে | তবুও কি না | তোমরা বুঝবে | নিশ্চয় | জানি আমরা | তা নিশ্চয়

لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ

তোমাকে অবশ্যই বিষণ্ন করে | যা | তারা বলে | তবে নিশ্চয় তারা | না | তোমাকে মিথ্যারোপ করে

---
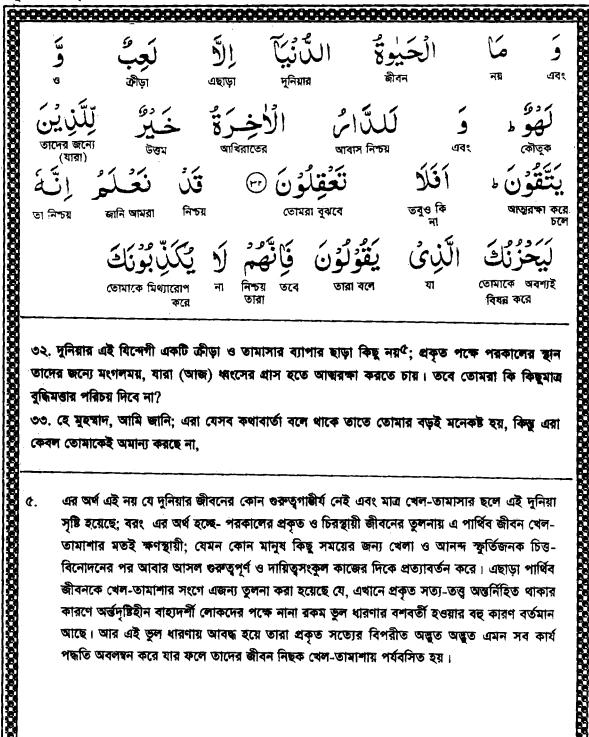
৩২. দুনিয়ার এই যিন্দেগী একটি ক্রীড়া ও তামাসার ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়[৫]; প্রকৃত পক্ষে পরকালের স্থান তাদের জন্যে মংগলময়, যারা (আজ) ধ্বংসের গ্রাস হতে আত্মরক্ষা করতে চায়। তবে তোমরা কি কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে না?

৩৩. হে মুহম্মাদ, আমি জানি; এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনেকষ্ট হয়, কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই অমান্য করছে না,

---

৫. এর অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার জীবনের কোন গুরুত্বগাম্ভীর্য নেই এবং মাত্র খেল-তামাসার ছলে এই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে; বরং এর অর্থ হচ্ছে- পরকালের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় এ পার্থিব জীবন খেল-তামাশার মতই ক্ষণস্থায়ী; যেমন কোন মানুষ কিছু সময়ের জন্য খেলা ও আনন্দ স্ফূর্তিজনক চিত্ত-বিনোদনের পর আবার আসল গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বসংকুল কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এছাড়া পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার সংগে এজন্য তুলনা করা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত সত্য-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকার কারণে অর্ন্তদৃষ্টিহীন বাহ্যদর্শী লোকদের পক্ষে নানা রকম ভুল ধারণার বশবর্তী হওয়ার বহু কারণ বর্তমান আছে। আর এই ভুল ধারণায় আবদ্ধ হয়ে তারা প্রকৃত সত্যের বিপরীত অদ্ভুত অদ্ভুত এমন সব কার্য পদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলে তাদের জীবন নিছক খেল-তামাশায় পর্যবসিত হয়।

وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ

কিন্তু যালিমরা নিদর্শনাবলীকে আল্লাহর মানতে অস্বীকার করছে এবং নিশ্চয় মিথ্যারোপ করা হয়েছে রসূলদেরকে

مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى

তোমার পূর্বেরও তারা তবে ধৈর্য ধরেছে এর উপর তাদের মিথ্যারোপ যাকিছু করা হয়েছে ও তাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না

اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ

তাদের কাছে এসেছে আমাদের সাহায্য ও নাই কোন পরিবর্তনকারী বাণীসমূহের আল্লাহর এবং নিশ্চয় তোমার কাছে এসেছে

مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ

(কিছু) খবর প্রেরিত পুরুষদের (সম্পর্কে) এবং যদি হয় কষ্টকর তোমার উপর

اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ

তাদের উপেক্ষা করা যদি তবে তুমি সমর্থ হও সন্ধান কর তুমি কোন সুড়ঙ্গ মধ্যে যমীনের

এই যালেমরা মূলতঃ আল্লাহর বাণী ও নিদর্শনসমূহকেই মানতে অস্বীকার করছে[৬]।

৩৪. তোমার পূর্বেও বহু সংখ্যক রসূলকে অমান্য করা হয়েছে; কিন্তু এই অমান্যতা ও তাঁদের প্রতি আরোপিত জ্বালাতন-নির্যাতন তাঁরা বরদাশত করে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাঁদের প্রতি এসে পৌছেছে। আল্লাহর বানী-সমূহ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই, পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে খবরাদি তো তোমার নিকট পৌছেছে।

৩৫. তা সত্তেও তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয় তা হলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোন সুড়ংগ তালাশ কর,

৬. নবী করীম (সঃ) যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর বাণী শুনাবার কাজ শুরু করেননি ততোদিন তাঁর জাতির লোকজন তাঁকে 'আমীন' ও 'সত্যবাদী' বলে মনে করতো এবং তার সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিল। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য ও অস্বীকার করতে শুরু করলো তখন যখন তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের সামনে পেশ করতে শুরু করলেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়েও তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিও এরূপ ছিল না যে রসূলে করীম (সঃ)-কে ব্যক্তিগত দিক দিয়ে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস করতে পারতো। তাঁর কোন প্রাণের শত্রুও কখনো তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেননি যে তিনি দুনিয়ার কোন ব্যাপারে কখনো কোন মিথ্যা বলেছেন। তারা তাঁর যা কিছু বিরোধিতা করেছে তা তাঁর নবী হওয়ার দিক দিয়েই। তাঁর সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল আবুজেহেল। হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনা মতে একবার আবুজেহেল নিজে নবী করীম (সঃ)-এর সংগে কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী তো বলিনা, কিন্তু আপনি যা কিছু প্রচার করছেন আমরা তাকেই মিথ্যা বলছি'।

اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ

বা | সিঁড়ি (চড়ার জন্যে) | মধ্যে | আকাশের | তাদেরকে অতঃপর এনেদাও | কোন নিদর্শন | এবং | যদি | ইচ্ছে করতেন | আল্লাহ (তবে)

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

তাদের অবশ্যই এক ত্র করতেন | উপর | হেদায়াতের (অর্থাৎ সৎপথের) | না অতএব | তুমি হয়ো | অন্তর্ভুক্ত | অবুঝদের

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕؔ وَ الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ

প্রকৃতপক্ষে | ডাকে সাড়া দেয় | (তারাই) যারা | শ্রবণ করে | এবং | মৃতদেরকে | তাদের পুনর্জীবিত করবেন

اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ

আল্লাহ | এরপর | তারই দিকে | তাদের ফিরিয়ে আনা হবে | এবং | তারা বলে | কেন | না | নাযিল করা হয় | তার উপর | কোন নিদর্শন

مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

পক্ষহতে | তার রবের

অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সামনে কোন নিদর্শন পেশ করতে চেষ্টা কর। আল্লাহ চাইলে এ সব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ মূর্খের মত হয়ো না[৭]।

৩৬. আসলে সত্যের দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয় যারা শুনতে পায়; আর যারা মূর্দা[৮] তাদেরকে তো আল্লাহ কবর হতেই জিন্দা করে উঠাবেন। তখন আল্লাহর বিচারালয়ে উপস্থিত হবার জন্যে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৭. এই লোকেরা বলেঃ এই নবীর উপর তার আল্লাহর নিকট হতে কোন নিদর্শন নাযিল হয় নি কেন?

---

৭. অর্থাৎ এই চিন্তার মধ্যে পড়না যে তাদের কোন আলৌকিক নিদর্শন দেখানো হোক যার দ্বারা তারা ঈমান নিয়ে আসবে। যদি আল্লাহতা'আলার উদ্দেশ্য এই হতো যে সারা মানব জাতিকে সত্য পথের উপর একত্রীত করে দেয়া হবে তবে তিনি সকলকে মু'মিন রূপেই পয়দা করে দিতেন; রসূল পাঠাবার ও বিশ্বাসীদল ও কাফের দলের মধ্যে বৎসরের পর বৎসর দ্বন্দ্ব করানো কি প্রয়োজন ছিল?

৮. 'যারা শুনতে পায়' বলতে সেই সব লোক বোঝানো হচ্ছে যাদের অন্তর ও বিবেক জীবন্ত ও প্রানবন্ত আছে, যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অকর্মণ্য করে দেয়নি; এবং যারা নিজেদের অন্তঃকরণের দ্বারগুলোতে বিদ্বেষ ও জড়ত্বের তালা লাগিয়ে দেয়নি। অপরপক্ষে 'মূর্দা' হচ্ছে সেই সব লোক যারা গতানুগতিক ধারায় অন্ধত্বের মধ্যে জীবন-যাপন করে চলেছে এবং গতানুগতিক ধারা থেকে সামান্য বিচ্যুত হয়ে কোন কথা গ্রহণ করার জন্য তারা প্রস্তুত নয়– যদিও সে কথা সুস্পষ্ট সত্য হয়।

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً

কোন নিদর্শন — নাযিল করবেন — যে — এর উপর — সক্ষম — আল্লাহ — নিশ্চয়ই — বল

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ

পৃথিবীর — মধ্যে — বিচরণশীল জন্তু — কোন — নাই — এবং — তারা জানে — না — তাদের অধিকাংশই — কিন্তু

وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا

আমরাত্রুটিরেখেছি (নিয়তি নির্ধারণে) — না — তোমাদের সদৃশ্য — জাতি প্রজাতি — এছাড়া যে (তারাও) — তার দুডানা দিয়ে — উড়ে — পাখী (যা) — না — আর

فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ

যারা — এবং — তাদের একত্রিত করা হবে — তাদের রবের — দিকে — এরপর — কিছুই — কোন — কিতাবের — মধ্যে

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ

আল্লাহ — ইচ্ছে করেন — যাকে — অন্ধকারের মধ্যে — (তারাআছে) বোবা — ও — (তারা) বধির — আমাদের নিদর্শন গুলোকে — মিথ্যারোপ করেছে

يُضْلِلْهُ ؕ

তাকে পথভ্রষ্ট করেন

তুমিবলঃ আল্লাহতা'আলা নিদর্শন নাযিল করতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাবান; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত[৯]।

৩৮. যমীনের উপর বিচরনশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখীই দেখ, এরা তোমাদের মতই বিচিত্র জাতি-প্রজাতি। আমরা এদের নিয়তি নির্ধারণ করায় কোন ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত এদের সকলকেই তাদের রবের দিকে একত্রিত করে উপস্থিত করা হবে।

৩৯. কিন্তু যে সব লোক আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা কালা ও বোবা; অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে তারা। আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন,

৯. এখানে 'নিদর্শন' এর অর্থ হচ্ছে- অনুভবযোগ্য মুজেযা (আলৌকিক ক্রিয়া)। আল্লাহতা'আলার বক্তব্য এই যে, মু'জেযা না দেখানোর কারণ এই নয় যে, তিনি তা দেখাতে অসমর্থ ; বরং তার কারণ অন্য কিছু। এই সব লোক নিজেদের নিছক অজ্ঞতার কারণে তা উপলব্ধি করতে পারছে না।

وَ مَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾

এবং | যাকে | ইচ্ছে করেন | তাকে রাখেন | উপর | পথের | সরল-সোজা

قُلْ اَ رَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ

বল | কি | তোমরা(ভেবে) দেখেছে | যদি | তোমাদের কাছে আসে | শাস্তি | আল্লাহর | বা | তোমাদের কাছে আসে | কিয়ামত

اَ غَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ بَلْ اِيَّاهُ

(তবে) কি ব্যতীত | আল্লাহ | ডাকবে তোমরা (অন্য কাউকে) | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী (তবে উত্তর দাও) | (না) বরং | তাকেই শুধু

تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاۤءَ

ডাক তোমরা | অতঃপর | তিনি দূর করেন | যে জন্যে | তোমরা ডাক (অর্থাৎ দোয়াকরা) | তার কাছে | যদি | তিনি ইচ্ছে করেন
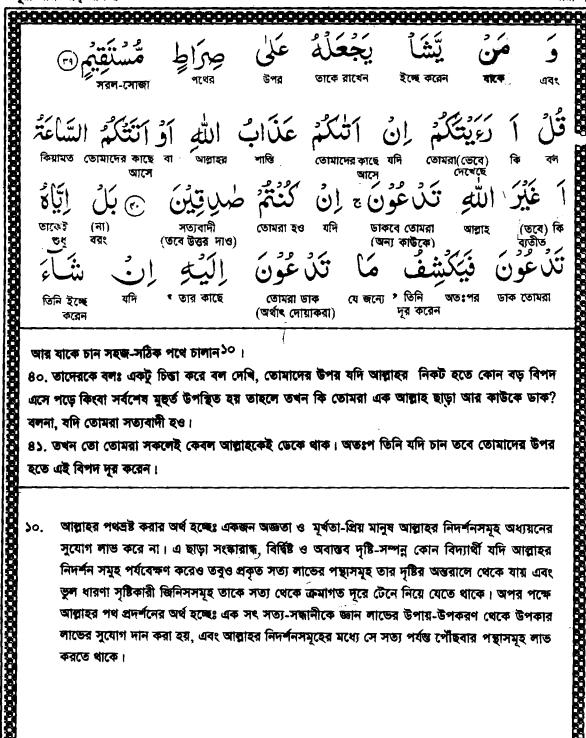
আর যাকে চান সহজ-সঠিক পথে চালান[১০]।

৪০. তাদেরকে বলঃ একটু চিন্তা করে বল দেখি, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর নিকট হতে কোন বড় বিপদ এসে পড়ে কিংবা সর্বশেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয় তাহলে তখন কি তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাক? বলনা, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৪১. তখন তো তোমরা সকলেই কেবল আল্লাহকেই ডেকে থাক। অতঃপ তিনি যদি চান তবে তোমাদের উপর হতে এই বিপদ দূর করেন।

১০. আল্লাহর পথভ্রষ্ট করার অর্থ হচ্ছেঃ একজন অজ্ঞতা ও মূর্খতা-প্রিয় মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে না। এ ছাড়া সংস্কারান্ধ, বিদ্বিষ্ট ও অবাস্তব দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন বিদ্যার্থী যদি আল্লাহর নিদর্শন সমূহ পর্যবেক্ষণ করেও তবুও প্রকৃত সত্য লাভের পন্থাসমূহ তার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায় এবং ভুল ধারণা সৃষ্টিকারী জিনিসসমূহ তাকে সত্য থেকে ক্রমাগত দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অপর পক্ষে আল্লাহর পথ প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছেঃ এক সৎ সত্য-সন্ধানীকে জ্ঞান লাভের উপায়-উপকরণ থেকে উপকার লাভের সুযোগ দান করা হয়, এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সে সত্য পর্যন্ত পৌঁছবার পন্থাসমূহ লাভ করতে থাকে।

وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ

এবং (তখন) / তোমরা ভুলে যাও / যাকে / তোমরা শিরককরে থাক / এবং / নিশ্চয়ই / আমরা পাঠিয়েছি (রসূলদেরকে) / প্রতি / জাতিগুলোর

مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ

তোমার পূর্বেও / তাদেরকেঅতঃপর আমরা ধরেছি / বিপদ দিয়ে / ও / কষ্ট (দিয়ে) / তারা যাতে

يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْ لَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا

বিনীত হয় / কেনঅতঃপর / না / যখন / এসেছিল / তাদের (কাছে) / আমাদের শাস্তি / তারা বিনীত হল

وَ لٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا

বরং / শক্ত হয়ে গেল / তাদের অন্তরগুলো / এবং / সুশোভিত করেছিল / তাদের জন্যে / শয়তান / যা / তারা

يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

কাজ করতেছিল

এই ধরনের অবস্থায় তোমরা তোমাদের বানিয়ে নেয়া শরীক-মাবুদদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও[১১]।

রুকূ-৫

৪২. তোমার পূর্বে অসংখ্য জাতির প্রতি আমরা রসূল পাঠিয়েছি; সেই জাতিগুলোকে বহু বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করেছি, যেন তারা নম্রতার সাথে আমাদের সামনে নতি স্বীকার করে।

৪৩. এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষ হতে যখন তাদের উপর কঠোরতা এসেছে, তখন তারা কোন নম্রতা ও বিনয় স্বীকার করে নি; বরং তাদের দিল তখন আরো অধিক শক্ত হয়ে গেছে। আর শয়তান তাদেরকে এই সান্ত্বনা দিয়েছে যে, তারা যা কিছু করছে ভালই করছে।

---

১১. অর্থাৎ এ নিদর্শন তো তোমাদের নিজদের সত্ত্বার মধ্যে বর্তমান আছে। যখন তোমাদের উপর কোন বড় বিপদ ঘটে, কিংবা মৃত্যু তার ভয়াবহরূপ নিয়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়; সে সময় আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া দ্বিতীয় কোন আশ্রয়স্থল তোমরা দেখতে পাওনা, বড় বড় মুশরেকরাও এরূপ অবস্থায় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের বিস্মৃত হয়ে একমাত্র সেই এক আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। কট্টর থেকে কট্টর নাস্তিকও আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় হাত প্রসারিত করে দেয়। এ ঘটনা এই সত্যই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পরস্ত ও তওহীদের সাক্ষ্য প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান আছে। তার উপর উদাসীনতা ও অজ্ঞানতার যতই আবরণ ঢেকে দেয়া হোক না কেন তবুও তা কখনো কখনো আবরণ ভেদ করে উপরে জাগরুক হয়।

আরবি	অর্থ
فَلَمَّا	যখন অতঃপর
نَسُوْا	তারা ভুলে গেল
مَا	যা
ذُكِّرُوْا	তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল
بِهٖ	সে সম্পর্কে
فَتَحْنَا	আমরা তখন খুলে দিলাম
عَلَيْهِمْ	তাদের উপর
اَبْوَابَ	(স্বচ্ছলতার) দরজাসমূহ
كُلِّ	সব
شَيْءٍ ط	কিছুর
حَتّٰٓى	এমন কি
اِذَا	যখন
فَرِحُوْا	তারা উল্লসিত হল
بِمَآ	এজন্যে যা
اُوْتُوْٓا	তাদের দেওয়া হয়েছিল
اَخَذْنٰهُمْ	তাদের আমরা ধরলাম
بَغْتَةً	অকস্মাৎ
فَاِذَا	তখন ফলে
هُمْ	তারা
مُّبْلِسُوْنَ (৪৪)	হতাশাগ্রস্তহল
فَقُطِعَ	অতঃপর কেটে দেওয়া হল
دَابِرُ	শিকড়
الْقَوْمِ	(ঐ) লোকদের
الَّذِيْنَ	যারা
ظَلَمُوْا ط	যুলুম করেছিল
وَ	আর
الْحَمْدُ	সব প্রশংসা
لِلّٰهِ	আল্লাহরই জন্যে
رَبِّ	(যিনি) রব
الْعٰلَمِيْنَ (৪৫)	বিশ্বজাহানের
قُلْ	বল
اَرَءَيْتُمْ	তোমরা (ভেবে) দেখছ কি
اِنْ	যদি
اَخَذَ	নিয়ে নেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
سَمْعَكُمْ	তোমাদের শ্রবণ শক্তি
وَ	ও
اَبْصَارَكُمْ	তোমাদের দৃষ্টি শক্তি
وَ	এবং
خَتَمَ	মোহর লাগান
عَلٰى	উপর
قُلُوْبِكُمْ	তোমাদের অন্তর গুলোর
مَّنْ	কোন্
اِلٰهٌ	ইলাহ (আছে)
غَيْرُ	ব্যতীত
اللّٰهِ	আল্লাহ (যে)
يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ط	তা তোমাদের ফিরিয়ে দেবে

৪৪. অতঃপর তারা যখন তাদের প্রতি যে নসীহত করা হয়েছিল তা ভুলে গেল, তখন সকল প্রকার সচ্ছলতার দুয়ার তাদের জন্যে খুলে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদের দেয়া নিয়ামতসমূহে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে গেল তখন আমরা সহসা তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন অবস্থা এই হল যে, তারা সকল কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেল।

৪৫. এভাবে সেই সমস্ত লোকের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে যারা যুলম করেছে; আর প্রকৃতপক্ষে সকল তা'রিফ ও প্রশংসা রব্বুল আ'লামীন আল্লাহর জন্যে। (এ জন্যে যে, তিনি এই সব লোকের শিকড় কেটে দিয়েছেন)।

৪৬. হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলঃ একথা কি তোমরা কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লাহই যদি তোমাদের দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের দিলের কপাট বন্ধ করে দেন[১২] তা হলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ এমন আছে, তোমাদেরকে এই শক্তি ফিরিয়ে দেবে?

---

১২. এখানে অন্তকরণের উপর মোহর লাগানোর অর্থ চিন্তা করার ও বুঝবার শক্তি হরণ করে নেয়া।
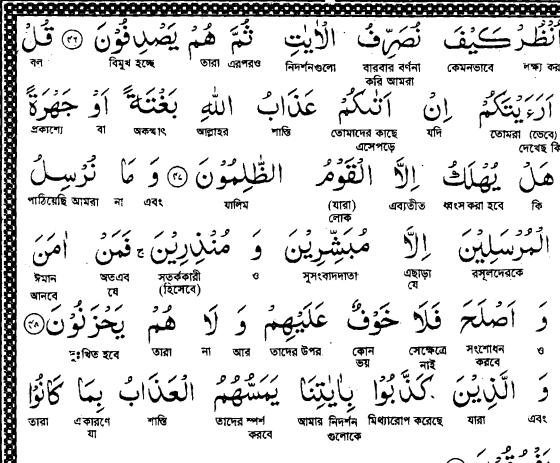
দেখ, আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ কেমন করে বার বার তাদের সামনে পেশ করছি। তা সত্ত্বেও এগুলো কিভাবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে।

৪৭. তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, আল্লাহর নিকট হতে যদি হঠাৎ কিংবা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের উপর আযাব এসে পড়ে তখন যালেম লোকেরা ছাড়া অপর কেউ কি ধ্বংস হবে?

৪৮. আমরা যে রসূলই পাঠাই, তাকে এ জন্যেই তো পাঠাই যে, তারা নেক চরিত্রের লোকদের জন্যে সুসংবাদদাতা হবে, আর খারাব চরিত্রের লোকদের জন্যে হবে ভয় প্রদর্শনকারী। যারা তাদের কথা মেনে নিবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে তাদের জন্যে কোন ভয় ও দুঃখের কারণ হবে না।

৪৯. আর যারা আমাদের আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করবে তারা নিজেদের এই না-ফরমানীর ফল হিসেবে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ
(হেনবী) বল — না — বলি আমি — তোমাদেরকে (যে) — আমার কাছে (আছে) — ধনভান্ডারসমূহ — আল্লাহর

وَ لَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ
এবং — না — জানি আমি — অদৃশ্যকে — এবং — না — বলি আমি — তোমাদেরকে (যে) — আমি নিশ্চয় — ফেরেশতা — (প্রকৃতপক্ষে) না

اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى
অনুসরণ করি আমি — এছাড়া — যা — ওহী করা হয় — আমার প্রতি — বল — কি — সমান হয় — অন্ধ

وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۵۰﴾ وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ
আর — চক্ষুমান — তবে কি না — তোমরা চিন্তা কর — আর (হে নবী) — তুমি সতর্ক কর — এ সম্পর্কে — (তাদেরকে) যারা

يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ
ভয় করে — যে — একত্রিত করা হবে — দিকে — তাদের রবের — নাই — তাদের জন্যে

دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۵۱﴾
তিনি ছাড়া — কোন অভিভাবক — এবং — না — কোন সুপারিশকারী — তারা যাতে — তাকওয়াঅবলম্বন করে

৫০. হে মুহাম্মদ ! তাদেরকে বলঃ আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন–ভান্ডার রয়েছে, না আমি গায়েবের কোন জ্ঞান রাখি, না এ কথা বলি যে, আমি ফিরেশতা; আমি তো শুধু সেই অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?

রুকু-৬

৫১. হে মুহাম্মাদ, তুমি এর (অহীর জ্ঞানের)সাহায্যে সেই লোকদের ভয় প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদের কখনো আল্লাহর সামনে এমন ভাবে উপস্থিত হতে হবে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ (এমন শক্তিমান) হবে না যে তাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু হতে পারে; কিংবা তাদের জন্যে শাফাআত করতে পারে। সম্ভবতঃ এই উপদেশ দানে ও ভয় প্রদর্শনে তারা আল্লাহ-ভীতির নীতি ও আদর্শ ও অবলম্বন করবে।

وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ

এবং | না | দূরে সরিয়ে দিয়ো | (তাদেরকে) যারা | ডাকে | তাদের রবকে | সকালে | ও | সন্ধ্যায়

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ

তারা চায় | তাঁর সন্তুষ্টি | নাই | তোমার উপর | তাদের হিসাব (দেওয়ার দায়িত্ব) | কোন

شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

কিছুই | এবং | না (আছে) | তোমার হিসাব | তাদের উপর | কোন | কিছুই | অতএব (যদি) দূরে সরাও তাদেরকে

فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ

তবে তুমি হবে | অন্তর্ভুক্ত | যালিমদের | এবং | এভাবে | আমরা পরীক্ষা করেছি | তাদের কাউকে

بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ط

(অন্য) কাউকে | যেন তারা বলে | কি এসব লোকদের | অনুগ্রহ করেছেন | আল্লাহ | তাদের উপর | হতে | আমাদের মধ্য

৫২. আর যারা তাদের আল্লাহকে দিন-রাত ডাকতে থাকে ও তাঁর সন্তোষ সন্ধানে নিমগ্ন হয়ে আছে তাদেরকে নিজেদের নিকট হতে দূরে সরিয়ে দিওনা, তাদের হিসেবের কোন জিনিসের দায়িত্ব তোমাদের নেই, আর তোমাদের হিসেবেরও কোন জিনিসের বোঝা তাদের উপর নয়। এতদসত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তবে তুমি যালেমদের মধ্যে গন্য হবে।

৫৩. মূলতঃ আমরা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে এই ভাবেই পরীক্ষায় নিমজ্জিত করেছি[১৩]। যেন তারা তাদেরকে দেখে বলেঃ এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী হয়েছে?

১৩. অর্থাৎ গরীব, নিঃস্ব ও সেইসব লোক যারা সমাজে মর্যাদাহীন। সকলের আগে এদের ঈমান আনার সুযোগ দিয়ে আমি ধন ও সম্মানের গর্বে গর্বিত লোকদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছি।

আরবী	অর্থ
أَلَيْسَ	কি নন
اللّٰهُ	আল্লাহ
بِأَعْلَمَ	অধিক অবহিত
بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾	শুকরকারীদের সম্পর্কে
وَ	এবং
إِذَا	যখন
جَآءَكَ	তোমার কাছে আসে
الَّذِيْنَ	(তারা) যারা
يُؤْمِنُوْنَ	ঈমান এনেছে
بِاٰيٰتِنَا	আমাদের নিদর্শন গুলোর উপর
فَقُلْ	তখন বল
سَلٰمٌ	শান্তি (বর্ষিত হউক)
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
كَتَبَ	নির্ধারিত করে নিয়েছেন
رَبُّكُمْ	তোমাদের রব
عَلٰى	উপর
نَفْسِهِ	তাঁর নিজের
الرَّحْمَةَ	রহমত
أَنَّهُ	তা এমন যে
مَنْ	যে কেউ
عَمِلَ	কাজ করে বসে
مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্যে
سُوْٓءًا	মন্দ
بِجَهَالَةٍ	অজ্ঞতাবশতঃ
ثُمَّ	এরপর
تَابَ	তওবা করে
مِنْ بَعْدِهِ	তার পর
وَ	ও
أَصْلَحَ	সংশোধিত হয়
فَأَنَّهُ	তিনি তবে বাস্তবিকই
غَفُوْرٌ	ক্ষমাশীল
رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾	মেহেরবান

আল্লাহ্ কি তাঁর শোকর আদায়কারী বান্দাদেরকে তাদের অপেক্ষা বেশী জানেন না?

৫৪. আমাদের আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যখন তোমর নিকট আসে, তখন তাদেরকে বলঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের আল্লাহ দয়া-অনুগ্রহের নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তাঁর এই দয়া-অনুগ্রহের কারণেই তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে তওবা করে ও সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং নরম ব্যবহার করেন[১৪]।

১৪. যেসব লোক সে সময় নবী করীমের(সঃ) উপর ঈমান এনেছিলে তাদের মধ্যে অনেক এরূপ লোকও ছিল যাদের দ্বারা ইসলাম পূর্ব যামানায় বড় বড় পাপ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর যদিও তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল তবুও ইসলামের বিরুদ্ধাচারীরা তাদের অতীত জীবনের দোষ-ত্রুটি ও কাজের উল্লেখ করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে চাইতো। এই সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে যে, ঈমানদারদেরক আশ্বাস দান করে তাদের বলে দাও- যে ব্যক্তি তওবা করে অনুতাপসহ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেকে সংশোধন করে নেয় তার অতীত দোষ-ত্রুটির জন্য পাকড়াও করার রীতি আল্লাহতা'আলার কাছে নেই।

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ

এবং | এভাবে | বিস্তারিত বর্ণনা করি আমরা | নিদর্শনগুলোকে | এবং | সুস্পষ্ট প্রকাশ হয় যেন

سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾ قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ

পথ | অপরাধীদের | বল | নিশ্চয় | আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আমাকে | যে | (যেন না) আমি ইবাদত করি | (তাদেরকে) যাদের

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ

তোমরা ডাক | ছাড়া | আল্লাহ | বল | না | অনুসরণ করি আমি | তোমাদের খেয়াল খুশির

قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾ قُلْ

নিশ্চয়ই | আমি পথভ্রষ্ট হব | তাহলে | এবং | না (হব) | আমি | অন্তর্ভুক্ত | সঠিক পথপ্রাপ্তদের | বল

اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِىْ

নিশ্চয়ই আমি | উপর | স্পষ্টপ্রমাণের (প্রতিষ্ঠিত) | পক্ষহতে | আমার রবের | অথচ | তোমরামিথ্যা আরোপকরছ | সেবিষয়ে | নাই | আমার কাছে

مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ

যা | তোমরা শীঘ্র চাচ্ছ | তা | নাই | ফয়সালার ক্ষমতা | ব্যতীত | আল্লাহ | তিনি বর্ণনা করেন

الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا

সত্যকে | এবং | তিনিই | উত্তম | ফয়সালাকারীদের | বল | যদি | হত | আমার কাছে | যা

تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ

তোমরা শীঘ্র চাচ্ছ | তা | ফয়সালা(তাহলে) হয়েযেত অবশ্যই | ব্যাপারটির | আমার মাঝে | ও | তোমাদের মাঝে

৫৫. এভাবেই আমরা আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশকরি, যেন অপরাধীদের পথ সুপ্রকট হয়ে উঠে।

রুকু-৭

৫৬. হে মুহাম্মদ, তাদের বলঃ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরই পূজা-উপাসনা কর তাদের দাসত্ব করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলঃ আমি তোমাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করব না। এরূপ করলে আমি পথ-ভ্রষ্ট হয়ে যাব, সৎ পথে পথিক হতে ও হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে শামিল থাকতে পারব না।

৫৭. বলঃ আমি আমার আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত এক উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত , অথচ তোমরা তা অবিশ্বাস করলে। সেই জিনিস আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও। ফয়সালা করার সমগ্র ইখতিয়ার কেবল মাত্র আল্লাহরই। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।

৫৮. বলঃ সেই জিনিস যদি আমার ইখতিয়ারে থাকত যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাও তা হলে তোমাদের ও আমার মধ্যে কবেই না ফয়সালা হয়ে যেত।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

আল্লাহই এবং | খুব অবগত | সম্বন্ধে | যালিমদের | এবং | তার কাছে (আছে) | চাবীসমূহ | অদৃশ্যের

لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ

না | তা জানেকেউ | ব্যতীত | তিনি | এবং | জানেন তিনি | যা কিছু (আছে) | মধ্যে | স্থলভাগের | ও | জলভাগে

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ

এবং | না | পড়ে | কোন | পাতা | এছাড়া যে | তা জানেন তিনি | এবং | না | কোন শস্যকণা | মধ্যে (আছে)

ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ

অন্ধকারের | যমীনের | না এবং | আর্দ্র | আর | না | শুষ্ক | এছাড়া যে | মধ্যে আছে

كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَ

এক কিতাবের | সুস্পষ্টভাবে (লিখিত) | এবং | তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | তোমাদের মৃত্যু (অর্থাৎ নিদ্রা) দেন | রাত্রে | ও

يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ

তিনি জানেন | যাকিছু | তোমরা অর্জন কর | দিনে | এরপর | তোমাদের উঠান | তার মধ্যে

কিন্তু যালেমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

৫৯. সমস্ত গায়েবের চাবি-কাঠি তাঁরই নিকটে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেনা। স্থল ও জল ভাগে যা কিছু আছে তিনি তার সবকিছুই জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না। যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই যা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আর্দ্র ও শুষ্ক জিনিস সব কিছুই এক উন্মুক্ত কিতাবে লিখিত রয়েছে।

৬০. তিনি রাত্রিবেলা তোমাদের রূহ কবয করেন, আর দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি জানেন। তার দ্বিতীয় দিনে তিনি তোমাদেরকে সেই কর্ম-জগতে ফিরিয়ে পাঠান,

لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ج ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ

পূর্ণ হয় যেন | একটি মেয়াদ | নির্দিষ্ট (অর্থাৎ জীবনকাল) | এরপর | তারই দিকে | তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে | এরপর

يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ

তোমাদের জানিয়ে দিবেন | ঐবিষয়ে যা | তোমরা কাজ করতেছিলে | তিনিই এবং | পরাক্রমশালী | উপর

عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ

তাঁর বান্দাদের | এবং | পাঠান | তোমাদের উপর | তত্ত্বাবধায়ক | এমন কি | যখন | আসে

اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾

কারও | তোমাদের | মৃত্যু | তার মৃত্যু ঘটায় | আমাদের প্রেরিত (ফেরেশতারা) | এবং | তারা | না | ত্রুটি করে

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ط اَلَا لَهُ الْحُكْمُ قف

এরপর | তারা প্রত্যানীত হয় | দিকে | আল্লাহর | (যিনি) তাদের মনিব | প্রকৃত | সাবধান | তারই জন্যে | ফায়সালার ক্ষমতা

وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ

তিনিই এবং | দ্রুততর | হিসাব গ্রহণকারীদের (মধ্যে) | (হে নবী) বল | কে | তোমাদের উদ্ধার করেন | হতে

ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ج

অন্ধকারসমূহ | স্থলভাগের | ও | জলভাগের | (যখন) তাকে তোমরা ডাক | কাতরভাবে | ও | গোপনে

যেন জীবনের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ হতে পারে। কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি কাজ করছ তা তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন।

রুকু-৮

৬১. তাঁর বান্দাদের উপর তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠান। এমন কি, যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তাঁর প্রেরিত ফিরেশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজদের কর্তব্য পালনে একবিন্দু ত্রুটি করেনা।

৬২. অতপর সকলেই স্বীয় প্রকৃত মনিব ও মাবুদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। সাবধান থেকো, ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত গ্রহনের সমস্ত ইখতিয়ার কেবল তাঁরই রয়েছে; হিসেব গ্রহণে তিনি পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাশালী।

৬৩. হে নবী মুহাম্মদ, এদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ মরুপ্রান্তর ও নদী-সমূদ্রের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে তোমাদেরকে রক্ষা করেন কে? কার সামনে (বিপদের সময়) কাতর কণ্ঠে ও চুপেচুপে প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাক?

لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

যদি অবশ্য (এবং বলে থাক) — আমাদের উদ্ধার করেন — হতে — এই (বিপদ) — আমরা (তবে) হব অবশ্যই — অন্তর্ভুক্ত — শুকরকারীদের

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ

বল — আল্লাহ — তোমাদের উদ্ধার করেন — তা হতে — এবং — হতে — দুঃখ বিপদ সব — এরপরও — তোমরা

تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ

শিরক কর — বল — তিনিই — সক্ষম — এরউপর — যে — পাঠাবেন — তোমাদের উপর

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

আযাব — থেকে — তোমাদের উপর — বা — থেকে — তল দেশ — তোমাদের পায়ের
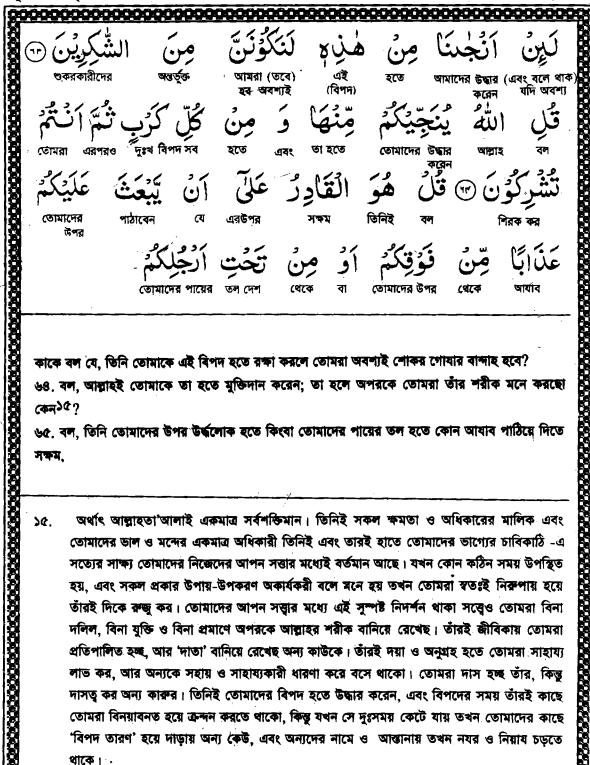
কাকে বল যে, তিনি তোমাকে এই বিপদ হতে রক্ষা করলে তোমরা অবশ্যই শোকর গোযার বান্দাহ হবে?

৬৪. বল, আল্লাহই তোমাকে তা হতে মুক্তিদান করেন; তা হলে অপরকে তোমরা তাঁর শরীক মনে করছো কেন[১৫]?

৬৫. বল, তিনি তোমাদের উপর উর্দ্ধলোক হতে কিংবা তোমাদের পায়ের তল হতে কোন আযাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম,

---

১৫. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলাই একমাত্র সর্বশক্তিমান। তিনিই সকল ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক এবং তোমাদের ভাল ও মন্দের একমাত্র অধিকারী তিনিই এবং তারই হাতে তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি -এ সত্যের সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের আপন সত্তার মধ্যেই বর্তমান আছে। যখন কোন কঠিন সময় উপস্থিত হয়, এবং সকল প্রকার উপায়-উপকরণ অকার্যকরী বলে মনে হয় তখন তোমরা স্বতঃই নিরুপায় হয়ে তাঁরই দিকে রুজু কর। তোমাদের আপন সত্ত্বার মধ্যে এই সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তোমরা বিনা দলিল, বিনা যুক্তি ও বিনা প্রমাণে অপরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছ। তাঁরই জীবিকায় তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছ, আর 'দাতা' বানিয়ে রেখেছ অন্য কাউকে। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ হতে তোমরা সাহায্য লাভ কর, আর অন্যকে সহায় ও সাহায্যকারী ধারণা করে বসে থাকো। তোমরা দাস হচ্ছ তাঁর, কিন্তু দাসত্ব কর অন্য কারুর। তিনিই তোমাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেন, এবং বিপদের সময় তাঁরই কাছে তোমরা বিনয়াবনত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকো, কিন্তু যখন সে দুঃসময় কেটে যায় তখন তোমাদের কাছে 'বিপদ তারণ' হয়ে দাড়ায় অন্য কেউ, এবং অন্যদের নামে ও আস্তানায় তখন নযর ও নিয়ায চড়তে থাকে।

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ط اُنْظُرْ

বা / তোমাদের বিভক্ত করতে পারেন / বিভিন্ন দলে / এবং / আস্বাদন করাতে পারেন / তোমাদের কতককে (দিয়ে) / সংঘর্ষের (কুফল) / কতককে / লক্ষ্য কর

كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ كَذَّبَ بِهٖ

কিভাবে / আমরা বারবার বর্ণনা করি / আমার নিদর্শনাবলী / তারা সম্ভবত / বুঝে নেবে (নিগূঢ় তথ্য) / এবং / অস্বীকার করেছে / সে সম্পর্কে

قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ ط قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ ط

তোমার জাতি / অথচ / তা (অর্থাৎ আয়াত) / সত্য / তুমি বল / আমি নই / তোমাদের উপর / কার্যনির্বাহক

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ز وَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ اِذَا رَاَيْتَ

প্রত্যেক জন্যে / সংবাদ (প্রকাশের) / নির্দিষ্ট সময় (রয়েছে) / এবং / শীঘ্রই / তোমরা জানবে / এবং / যখন / তুমি দেখ

الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى

(তাদেরকে) যারা / আলোচনা করছে (উপহাসমূলক) / সম্বন্ধে / আমার আয়াত গুলো / তখন সরে থাক / তাদের থেকে / যতক্ষণ না

يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط

তারা আলোচনা করে / সম্বন্ধে / (অন্য) কথা / ব্যতীত তা

অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দল দ্বারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ, আমরা কিভাবে বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের আয়াতসমূহ তাদের সামনে পেশ করছি। সম্ভবতঃ তারা এই নিগূঢ় কথা বুঝতে পারবে।

৬৬. তোমার জাতি এটা অস্বীকার করছে, অথচ তা সত্য ও প্রকৃত। তাদের বল, আমি তোমাদের উপর হাবিলদার নিযুক্ত হয়ে আসেনি[১৬]।

৬৭. প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশেরই এক নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৬৮. হে মুহাম্মদ, তুমি যখন দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াত সমূহের দোষ সন্ধান করছে তখন তাদের নিকট হতে সরে যাও যতক্ষণ না তারা এই প্রসংগের কথা-বার্তা বন্ধ করে অপর কোন কথায় মগ্ন হয়।

---

১৬. অর্থাৎ আমার এ কাজ নয় যে, তোমরা যা দেখছো না তা আমি বল পূর্বক তোমাদের দৃষ্টিগোচর করাবো এবং যা কিছু তোমরা বুঝছো না তা বল পূর্বক তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। আর যদি তোমরা না দেখ ও না বোঝ তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়।

وَ اِمَّا یُنۡسِیَنَّکَ الشَّیۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّکۡرٰی مَعَ

এবং | যদি | তোমাকে ভুলিয়ে দেয় | শয়তান | তবে না | তুমি বসবে | পরে | স্মরণের | সাথে

الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۶۸﴾ وَ مَا عَلَی الَّذِیۡنَ یَتَّقُوۡنَ مِنۡ حِسَابِهِمۡ

লোকদের | (যারা) যালিম | এবং নাই (দায়িত্ব) | উপর | (তাদের) যারা | ভয় করে | থেকে | তাদের হিসাবের

مِّنۡ شَیۡءٍ وَّ لٰکِنۡ ذِکۡرٰی لَعَلَّهُمۡ یَتَّقُوۡنَ ﴿۶۹﴾ وَ ذَرِ

কোন | কিছুই | কিন্তু | উপদেশের (দায়িত্ব আছে) | তারা যাতে | বিরত থাকে | এবং | ছেড়ে দাও

الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا دِیۡنَهُمۡ لَعِبًا وَّ لَهۡوًا وَّ غَرَّتۡهُمُ الۡحَیٰوۃُ

(তাদেরকে) যারা | গ্রহণ করেছে | তাদের দ্বীনকে | ক্রীড়া | ও | কৌতুক রূপে | ও | তাদের প্রতারিত করেছে | জীবন

الدُّنۡیَا وَ ذَکِّرۡ بِهٖۤ اَنۡ تُبۡسَلَ نَفۡسٌۢ بِمَا کَسَبَتۡ ۖ

দুনিয়ার | এবং | উপদেশ দাও | তা(অর্থাৎ কোরআন) দিয়ে | যেন (না) | ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হয় | কোন ব্যক্তি | কারণে যা | সে অর্জন করেছে

لَیۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِیٌّ وَّ لَا شَفِیۡعٌ ۚ

(সেসময়) না | তার জন্যে (থাকবে) | ছাড়া | আল্লাহ | কোন বন্ধু | আর | না | কোন সুপারিশকারী

আর শয়তান যদি কখনো তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয় তবে যখনি তোমার এই ভুলের অনুভূতি হবে তার পর এই যালেম লোকদের কাছে বসবে না।

৬৯. তাদের কাজের কোন জিনিসেরই কোন দায়িত্ব পরহেযগার লোকদের উপর অর্পিত নয়; অবশ্য তাদের উপদেশ দান করা কর্তব্য । এই আশায় যে, তারা যদি তাদের ভ্রান্ত-নীতি ও চরিত্র হতে বিরত থাকে।

৭০. যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে, আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোকায় নিমজ্জিত করেছে তাদের কথা ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাক, এই ভয়ে যে, কেউ কোথাও নিজস্ব কীর্তি-কলাপের দরুণ খারাব পরিনামে নিমজ্জিত হয়ে না যায়। বিশেষতঃ এমতাবস্থায় যে, আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার জন্যে কোন বন্ধু সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না।

وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

এবং যদি সে বিনিময় দিতে চায় (সম্ভব্য) সবকিছু বিনিময় (তবুও) না গ্রহণ করা হবে তার থেকে ঐসব লোক (তারাই) যাদেরকে

اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ

ধ্বংসে নিক্ষেপ করা হবে একারণে যা তারা অর্জন করেছে তাদের জন্যে (থাকবে) পানীয় হতে ফুটন্ত পানি ও আযাব

اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ

অতি কষ্ট দায়ক এ কারণে যা তারা অস্বীকার করতেছিল (হেনবী) বল কি আমরা ডাকব ছাড়া

اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا

আল্লাহ (অন্যদেরকে) যা না আমাদের উপকার করতে পারে আর না আমাদের ক্ষতি করতে পারে এবং (কি) ফিরব আমরা উপর আমাদের গোড়ালীর (অর্থাৎ পিছন দিকে)

بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ

এরপরেও যখন আমাদের হেদায়াত দিয়েছেন আল্লাহ (তার) মত যাকে তাকে বিভ্রান্ত করেছে শয়তান

فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۠ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى

মধ্যে পৃথিবীর দিশেহারা হয়ে (সে ফিরছে) তার আছে সংগী-সাথী তাকে তারা ডাকছে দিকে

الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ

সঠিক পথের (এই বলে) আমাদের কাছে আস বল নিশ্চয় সঠিক পথই আল্লাহর সেটাই সঠিক পথ

আর যদি সম্ভাব্য সকল জিনিস 'ফিদিয়া' দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায় তবে তাও তার নিকট হতে কবুল করা হবে না। কেননা এই সব লোক তো নিজেদের কাজের ফলেই ধরা পড়ে যাবে। সত্যকে অস্বীকার করার পরিণামে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্যে ও পীড়নকারী আযাব ভোগ করার জন্যেও দেয়া হবে।

রুকূ-৯

৭১. হে নবী, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবকে কি ডাকব যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, না পারে কোন ক্ষতি করতে? বিশেষতঃ আল্লাহ যখন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, এখন কি আমরা উল্টা পায়ে ফিরে যাব? আমরা কি নিজেদের অবস্থা এমন ব্যক্তির মত বানিয়ে নিব যাকে শয়তান মরুভূমির বুকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে এবং সে দিশাহারা লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরেছে? অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে, এই দিকে আস, সহজ-সঠিক পথ এই দিকেই রয়েছে। বলঃ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হেদায়াতই হচ্ছে সত্যতার হেদায়াত

وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَ اَنْ اَقِيْمُوا

এবং | আমরা আদিষ্ট হয়েছি | আত্মসমর্পণ যেন করি আমরা | রবের কাছে | বিশ্ব জাহানের | এবং | (এ নির্দেশও) যে | তোমরা কায়েম কর

الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

নামাজ | ও | তাকে তোমরা ভয় কর | এবং | তিনিই | যিনি | তাঁর দিকে | তোমাদের একত্রিত করা হবে

وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ

এবং | তিনিই | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আসমানসমূহ | ও | যমীন | যথাযথভাবে
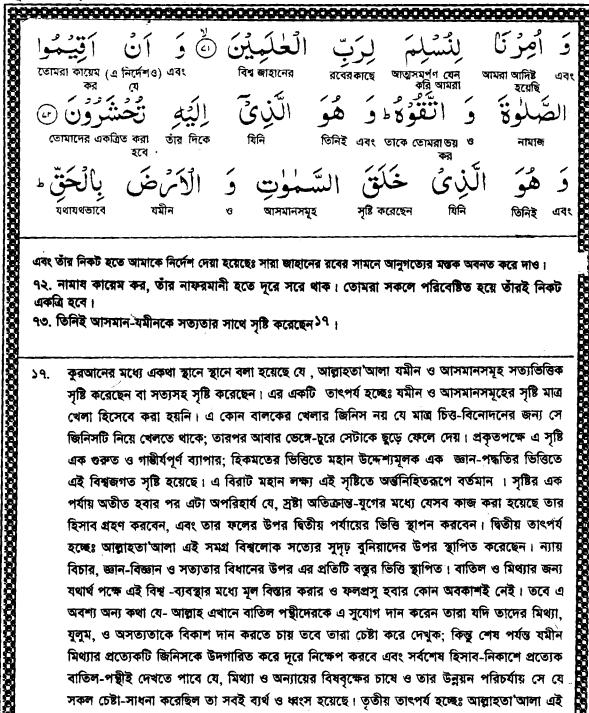
এবং তাঁর নিকট হতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ সারা জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও।

৭২. নামায কায়েম কর, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে সরে থাক। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রি হবে।

৭৩. তিনিই আসমান-যমীনকে সত্যতার সাথে সৃষ্টি করেছেন[১৭]।

১৭. কুরআনের মধ্যে একথা স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা যমীন ও আসমানসমূহ সত্যভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন বা সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। এর একটি তাৎপর্য হচ্ছেঃ যমীন ও আসমানসমূহের সৃষ্টি মাত্র খেলা হিসেবে করা হয়নি। এ কোন বালকের খেলার জিনিস নয় যে মাত্র চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে জিনিসটি নিয়ে খেলতে থাকে; তারপর আবার ভেঙ্গে-চুরে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ সৃষ্টি এক গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যাপার; হিকমতের ভিত্তিতে মহান উদ্দেশ্যমূলক এক জ্ঞান-পদ্ধতির ভিত্তিতে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে। এ বিরাট মহান লক্ষ্য এই সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিতরূপে বর্তমান। সৃষ্টির এক পর্যায় অতীত হবার পর এটা অপরিহার্য যে, স্রষ্টা অতিক্রান্ত-যুগের মধ্যে যেসব কাজ করা হয়েছে তার হিসাব গ্রহণ করবেন, এবং তার ফলের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করবেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহতা'আলা এই সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর স্থাপিত করেছেন। ন্যায় বিচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যতার বিধানের উপর এর প্রতিটি বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত। বাতিল ও মিথ্যার জন্য যথার্থ পক্ষে এই বিশ্ব -ব্যবস্থার মধ্যে মূল বিস্তার করার ও ফলপ্রসূ হবার কোন অবকাশই নেই। তবে এ অবশ্য অন্য কথা যে- আল্লাহ এখানে বাতিল পন্থীদেরকে এ সুযোগ দান করেন তারা যদি তাদের মিথ্যা, যুলুম, ও অসত্যতাকে বিকাশ দান করতে চায় তবে তারা চেষ্টা করে দেখুক; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যমীন মিথ্যার প্রত্যেকটি জিনিসকে উদগারিত করে দূরে নিক্ষেপ করবে এবং সর্বশেষ হিসাব-নিকাশে প্রত্যেক বাতিল-পন্থীই দেখতে পাবে যে, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিষবৃক্ষের চাষে ও তার উন্নয়ন পরিচর্যায় সে যে সকল চেষ্টা-সাধনা করেছিল তা সবই ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়েছে। তৃতীয় তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহতা'আলা এই সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ সত্তার সত্যতার ভিত্তিতে তিনি এই বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। তাঁর আদেশ এখানে এজন্যে চলে যে তাঁর সৃষ্টি করা বিশ্বে একমাত্র তিনিই হুকুম পরিচালনার ন্যায্য অধিকার রাখেন। অন্য কারুর এখানে হুকুম পরিচালনার কোনই অধিকার নেই।

وَ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَ لَهُ

এবং যেদিন বলবেন তিনি হয়ে যাও (কিয়ামত) তখনই হয়ে যাবে তাঁর কথাই সত্য এবং তাঁরই (হবে)

الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ؕ

আধিপত্য (নিরঙ্কুশ ভাবে) যেদিন ফুঁক দেওয়া হবে মধ্যে শিংগার তিনি অবহিত অদৃশ্যের এবং প্রকাশ্যের

وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ

এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় সবিশেষ অবহিত (চিন্তাকর) এবং যখন বলেছিল ইবরাহীম তার বাপকে

اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَ قَوْمَكَ

(অর্থাৎ) আজরকে আপনি গ্রহণ করেন কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে নিশ্চয় আমি আপনাকে দেখছি ও আপনার জাতির লোদেরকে

فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَ كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ

মধ্যে পথভ্রষ্টতার সুস্পষ্ট এবং এভাবে দেখাই আমরা ইবরাহীমকে

مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ

বাদশাহী আসমানসমূহের ও যমীনের এবং সে হয় যেন অন্তর্ভুক্ত

الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

দৃঢ় বিশ্বাসীদের

এবং যে দিন তিনি বলবেন 'হাশর' হও সেই দিনই 'হাশর' হবে। তাঁর কথা সর্বাত্মক ভাবে সত্য– এবং যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেই দিন সর্বাত্মক বাদশাহী নিরংকুশ ভাবে তাঁরই হবে। গোপন ও প্রকাশ্য[১৮] সবকিছুই তাঁর জানা; তিনি অত্যন্ত সুবিজ্ঞ ও ওয়াকিফহাল।

৭৪. ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ কর, যখন সে তার পিতা আজরকে বলেছিলঃ"তুমি কি বুত ও মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? আমিতো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি!"

৭৫. ইবরাহীমকে আমরা এমনি ভাবেই যমীন ও আসমানের সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা দেখাতেছিলাম এবং দেখাতেছিলাম এ জন্যেই যে, সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বসীদের মধ্যে একজন হতে পারে।

---

১৮. 'গায়েব' অর্থ- সে সব কিছুই যা সৃষ্টিলোকের অন্তরালে লুক্কায়িত আছে। 'শাহাদত' অর্থ সেই সব কিছু যা সৃষ্টি লোকের জন্য প্রকাশিত ও সকলের নিকট জ্ঞাত।

فَلَمَّا	جَنَّ	عَلَيْهِ	الَّيْلُ	رَاٰ	كَوْكَبًا ج		
যখন অতঃপর	আচ্ছন্ন হ'ল	তার উপর	রাত	(ইবরাহীম) দেখল	একটি তারকা (উজ্জ্বল)		
قَالَ	هٰذَا	رَبِّيْ ج	فَلَمَّآ	اَفَلَ	قَالَ	لَآ	اُحِبُّ
সে বলল	এই	আমার রব	যখন অতঃপর	অস্তে গেল	সে বলল	না	আমি ভালবাসি
الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾	فَلَمَّا	رَاَ	الْقَمَرَ	بَازِغًا	قَالَ	هٰذَا	رَبِّيْ ج
অস্তগামীদেরকে	অতঃপর যখন	সে দেখল	চন্দ্রকে	উদীয়মান (উজ্জ্বল)	সে বলল	এই	আমার রব
فَلَمَّآ	اَفَلَ	قَالَ	لَئِنْ	لَّمْ	يَهْدِنِيْ	رَبِّيْ	لَاَكُوْنَنَّ
অতঃপর যখন	অস্তে গেল	সে বলল	যদি অবশ্যই	না	আমাকে সৎ পথ দেখান	আমার রব	হব আমি অবশ্য
مِنَ	الْقَوْمِ	الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾	فَلَمَّا	رَاَ	الشَّمْسَ	بَازِغَةً	
অন্তর্ভুক্ত	লোকদের	পথভ্রষ্ট	যখন অতঃপর	দেখল	সূর্যকে	উদীয়মান (উজ্জ্বল)	
قَالَ	هٰذَا	رَبِّيْ	هٰذَآ	اَكْبَرُ ج	فَلَمَّآ	اَفَلَتْ	قَالَ
সে বলল	এই	আমার রব	এই	সর্ববৃহৎ	যখন অতঃপর	অস্তে গেল	বলল

৭৬. পরে যখন তাঁর উপর রাত ছেয়ে গেল তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বললঃ এই আমার রব , কিন্তু পরে তা যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন বললঃ অস্ত হয়ে যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই।

৭৭. পরে যখন জ্বলমান চন্দ্র দেখা গেল তখন বললঃ এই আমার রব। কিন্তু তাও যখন অস্তগমন করল তখন বললঃ আমার রবই যদি আমাকে পথ না দেখান তবে আমিও গোমরাহ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব।

৭৮. এর পর যখন সূর্যকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পেল তখন বললঃ এই হচ্ছে আমার রব। এ সব অপেক্ষা বড়। কিন্তু পরে এও যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম চিৎকার করে বলে উঠলঃ

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّىْ وَجَّهْتُ

হে আমার জাতি | আমি নিশ্চয় | নিঃসম্পর্ক | (তা)হতে যা | তোমরা শিরক করছ | আমি নিশ্চয় | আমি মুখ করেছি

وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا

আমার মুখ(অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত করেছি) | (তার)দিকে যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আসমানসমূহ | ও | যমীন | একনিষ্ঠভাবে

وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ط قَالَ

না এবং | আমি | অন্তর্ভুক্ত | মুশরিকদের | কিন্তু | তার সাথে বিতর্ককরল | তার জাতি | সে বলল

اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنِ ط وَ لَآ اَخَافُ مَا

আমার সাথে বিতর্ক করছ কি | সম্বন্ধে | আল্লাহ | অথচ | আমাকে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন | না এবং | আমিভয় করি | তার (যাকিছুর)

تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ط وَسِعَ رَبِّىْ

তোমরা শিরক কর | তাঁর সাথে | এ ছাড়া | যে (যদি) | ইচ্ছে করেন | আমার রব | (অন্য) কিছু | পরিব্যাপ্ত করেছেন | আমার রব

كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾

সব | কিছুকে | জ্ঞানে | তবুওকি না | তোমরা শিক্ষা গ্রহণকরবে

হে লোকজন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাচ্ছ আমি সেসব হতে নিঃসম্পর্ক [১৯]।

৭৯. "আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি যিনি যমীন ও আসমান সমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।"

৮০. তাঁর জাতি তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগল; সে জাতির লোকদের বললঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর আমি তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ভয় করিনা। তবে আমার রব যদি কিছু চান, তবে তা অবশ্যই হতে পারে। আমার আল্লাহর জ্ঞান সকল জিনিসের উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এখন তোমাদের কি আদৌ হুশ হবে না[২০]?

১৯. হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নবুয়্যতের মর্যাদা লাভ করার পূর্বে যে প্রাথমিক চিন্তা ও মননের সাহায্যে সত্যের উপলব্ধি লাভ করে ছিলেন এই আয়াতে সেই চিন্তা ও মননের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য শেরক-আচ্ছন্ন পরিবেশে জন্মলাভ করেও একজন সুস্থ্য বিবেক ও স্বচ্ছ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কেমন করে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং এ সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করে সত্যের জ্ঞান লাভে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

২০. মূলে এখানে 'তাযাক্কুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এস সঠিক অর্থ হচ্ছেঃ কোন বিষয়ে গাফলতির ও বিস্মৃতিতে পড়ার পর হঠাৎ চমকিত হয়ে সেই জিনিসকে স্মরণ করা। এজন্য اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ এর এই অনুবাদ করা হয়েছে।

৮১. তোমাদের বানানো শরীকদের আমি কি করে ভয় করতে পারি যখন তোমরা আল্লাহর সাথে এমন সব জিনিসকে শরীক বানাতে ভয় করনা, যাদের সম্পর্কে তিনি তোমাদের নিকট কোন সনদ নাযিল করেন নি? আমাদের দু'দলের মধ্যে কে অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? বল, যদি তোমাদের কোন কিছু জানা থাকে।

৮২. প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা তাদেরই জন্য -ঠিক পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি।

রুকু-১০

৮৩. এই ছিল আমাদের সেই যুক্তি প্রমাণ যা আমরা ইবরাহীমকে তাঁর জাতির মোকাবিলার জন্য দান করেছি। আমরা যাকে চাই উচ্চতর মর্যাদা দান করি।

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ

নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী এবং আমরা দান করেছি তাকে ইসহাক ও য়াকুবকে

كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ

প্রত্যেককে আমরা সৎ পথ দেখিয়েছি এবং নূহকেও আমরা সৎ পথ দেখিয়েছি এরপূর্বে এবং মধ্যে থেকে তার বংশধরদের (যেমন) দাউদ

وَ سُلَيْمٰنَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسٰى وَ هٰرُونَ وَكَذٰلِكَ

ও সুলায়মান ও আয়্যুব ও ইউসুফ ও মূসা ও হারুনকে এবং (সৎপথদেখিয়েছি) এভাবে এবং

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيسٰى وَ إِلْيَاسَ

পুরস্কার দেই আমরা নেক লোকদের এবং যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া ও ঈসা ও ইলয়াস

كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَ إِسْمٰعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ

প্রত্যেকেই (ছিল) অন্তর্ভুক্ত নেক লোকদের এবং ইসমাঈল ও আলয়াসাআ ও ইউনুস ও

لُوطًا

লূত

বস্তুতঃ তোমাদের রব নিরতিশয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

৮৪. তার পর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব এর মত সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি; (সেই সঠিক পথ, যা) এর পূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। এবং তাঁরই বংশ হতে আমরা দায়ূদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হেদায়াত দান করেছি)। এ ভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই।

৮৫. (তাদেরই বংশধর হতে) যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি) তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নেককার ছিল।

৮৬. তাঁরই পরিবার হতে ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)।
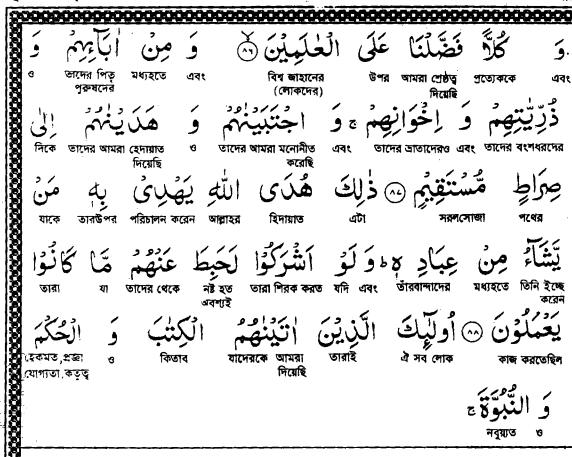
তাদের প্রত্যেককে আমি সমগ্র দুনিয়া জাহানের লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট দান করেছি।

৮৭. উপরন্তু তাদের পিতা-মাতা, তাদের সন্তান এবং তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য হতে বহু লোককে আমরা সম্মানিত করেছি, তাদেরকে নিজের খেদমতে মনোনীত করে নিয়েছি এবং সঠিক-সোজা পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছি।

৮৮. এটা আল্লাহর হেদায়াত, তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শেরেক করে থাকত, তবে তাদের সব কৃতকর্মই বিনষ্ট হয়ে যেত।

৮৯. এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমরা কিতাব, হুকুম ও নবুয়্যত দান করেছি[২১]।

২১. পয়গম্বরদেরকে তিনটি বস্তু দান করার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম- 'কিতাব' অর্থাৎ আল্লাহতাআ'লার হেদায়াত-নামা (আদেশ-উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ), দ্বিতীয়- 'হুকুম' অর্থাৎ এই হেদায়াত-নামার সঠিক বুঝ ও উপলব্ধি এবং তার আদর্শ ও নীতি-নিয়মগুলোর জীবনের ব্যাপারসমূহের উপর সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার যোগ্যতা; এবং জীবনের সমস্যা সমূহের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তকারী অভিমত গ্রহণ করার আল্লাহ-প্রদত্ত ক্ষমতা; তৃতীয়- 'নবুয়্যত' অর্থাৎ এই হেদায়াত-নামা অনুযায়ী সৃষ্টিলোকের পথ-প্রদর্শন করার আল্লাহ-প্রদত্ত পদ ও সনদ।

فَإِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا

যদি এখন | অস্বীকার করে | (মানতে) তা | এ সব (লোক) (তবে কোনপরোয়ানেই) | এখন নিশ্চয় | আমরা তার অর্পন করেছি | তার | (এমন) লোকদের উপর

لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ

তারা নয় | তা | অস্বীকারকারী | ঐ সব (নবীরসূল) | তাদেরকে | সৎ পথে পরিচালনা করেছিলেন | আল্লাহ | সুতরাং তাদের সঠিক পথের

اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ؕ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى

তুমি অনুসরণ কর | (হেনবী) বল | না | তোমাদের কাছে চাই আমি | এরজন্যে | কোন পারিশ্রমিক | নয় | তা | এছাড়া | উপদেশ

لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ إِذْ قَالُوْا مَآ

বিশ্বের লোকদের জন্যে | এবং | না | তারা মর্যাদা দিল | আল্লাহকে | যথাযথ | তাঁর মর্যাদা | যখন | তারা বলেছিল | না

أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ

নাযিল করেছেন | আল্লাহ | উপর | কোন মানুষের | কোন কিছুই (অর্থাৎ কিতাব) | বল | কে | নাযিল করেছেন | কিতাব

الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ

যা | এনেছিল | তা | মুসা | আলো | ও | পথ নির্দেশ স্বরূপ | লোকাদের জন্যে | তা তোমরা রাখ

قَرَاطِيْسَ

কাগজসমূহে

এখন তারা যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে (করতে পারে, কোন পরোয়া নেই) আমরা অন্য কিছু লোককে এই নিয়ামত সোর্পদ করেছি, যারা এর অস্বীকারকারী নয়।

৯০. হে মুহাম্মাদঃ আল্লাহর তরফ হতে তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তোমরা চলো এবং বলে দাও যে, আমি(তবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে তোমাদের প্রতি কোন মজুরীর প্রার্থী নই। এতো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাধারণ নসীহত বিশেষ।

রুকু- ১১

৯১. সেই লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে ভুল অনুমান করে নিয়েছে যখন তারা বলেছে যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেন নি। তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাহলে সে কিতাব -যা মূসা নিয়ে এসেছিল, যা সমগ্র মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ ছিল, যাকে তোমরা টুকরা টুকরা করে রাখছ–

تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ج وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ

তার (কিছু) প্রকাশ কর — ও — গোপন কর — অনেক (কিছু) — এবং — তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল — যা — না

تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَ لَآ اٰبَآؤُكُمْ ط قُلِ اللّٰهُ لا ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ

তোমরা জানতে — (না) তোমরা — আর — না — তোমাদের বাপ দাদারা — বল — আল্লাহই (নাযিল করেছেন) — এরপর — তাদের ছেড়ে দাও — মধ্যে — তাদের অর্থহীন আলোচনার

يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ

তারা খেলতে থাকুক — এবং — এই — কিতাব — তা আমরা নাযিল করেছি — কল্যাণময় — সত্যায়নকারী (হিসেবে) — যা

بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ط وَ الَّذِيْنَ

তার পূর্বে (ছিল) — এবং — যেন — তুমি সতর্ক কর — জনপদসমূহের কেন্দ্রকে (অর্থাৎ মক্কারলোকদেরকে) — ও — যারা (আছে) — তার চার পাশে — এবং — যারা

يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ

ঈমান আনে — আখেরাতেরউপর — তারা ঈমান আনে — তার উপর — এবং — তারা — তাদের নামাজকে

يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

হেফাজত করে

কিছু অংশ দেখাও, আর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখো এবং যার সাহায্যে তোমাদেরকে সেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা না তোমাদের জানা ছিল, না তোমাদের বাপ-দাদাদের- সেই কিতাব কে নাযিল করেছিল[২২]? শুধু এতটুকু বলে দাও যে, আল্লাহ। তার পর তাদেরকে তাদের যুক্তিবাদের খেলায় মাতবার জন্য ছেড়ে দাও।

৯২. (সেই কিতাবের ন্যায়) এও একখানি কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতে পূর্ণ; এর পূর্ববর্তী জিনিসের সত্যতা প্রমাণকারী এবং তা এই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে যে, এর সাহায্যে তোমরা জনপদসমূহের এই কেন্দ্র (কাবা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক ও সাবধান করবে। যারা পরকাল বিশ্বাস করে তারা এই কিতাবের উপর ঈমান রাখে, আর তারা নিজেদের নামায সমূহের পূর্ণ হেফাযত করে।

২২. ইয়াহুদীদের প্রতি এ জবাব দেয়া হচ্ছেঃ সেজন্য মূসা (আঃ)-এর উপর তৌরাত নাযিল করার বিষয়টি এখানে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। কেননা তারা নিজেরাই এ বিষয়টি স্বীকার করে। তারা যখন স্বীকার করে যে, মূসা (আঃ)-এর উপর তৌরাত নাযিল হয়েছিল তখন স্পষ্টতঃ তাদের এই স্বীকৃতি দ্বারা তাদের একথা আপনা আপনিই রদ হয়ে যায় যে, আল্লাহতা'আলা কোন মানব-সন্তানের উপর কিছু নাযিল করেন না। উপরন্তু এর দ্বারা অন্ততঃ একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মানব-সন্তানের উপর আল্লাহর 'কালাম' অবতীর্ণ হতে পারে, ও হয়েছে।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

এবং | কে (হবে) | অধিক যালিম | (তার) চেয়ে যে | রচনা করে | উপর | আল্লাহর | মিথ্যা

اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَ لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ

বা | বলে | ওহী করা হয়েছে | আমার প্রতি | অথচ | ওহী করা হয় নাই | তার প্রতি | কিছুই | এবং যে | বলে | নাযিল করব আমিও

مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۭ وَ لَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ

অনুরূপ | যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | এবং (হায়) | তুমি দেখতে যদি | যখন (থাকবে) | যালিমরা | মধ্যে | যন্ত্রণার

الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ

মৃত্যুর | এবং | ফিরিশতারা | প্রসারিত করে | তাদের হাতগুলো (এবং বলবে) | তোমরা বের করো | তোমাদের জানগুলো

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى

আজ | তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে | আযাব | অবমাননাকর | একারণে যা | তোমরা বলে এসেছ | উপর

اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

আল্লাহর | অন্যায়ভাবে | এবং তোমরা ছিলে | হতে | তাঁর নিদর্শনাদি | অহংকার করতে

৯৩. সেই ব্যক্তির তুলনায় বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা বলে যে, আমার উপর কোন অহী নাযিল হয়েছে– অথচ প্রকৃতপক্ষে তার উপর কোন অহীই নাযিল করা হয়নি; অথবা যে আল্লাহর নাযিল করা জিনিসের মোকাবিলায় বলে, আমিও এরূপ জিনিস নাযিল করে দেখাব; হায়, তুমি যদি যালেমদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকে। এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে ঃ দাও, বের কর তোমাদের জান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসেব লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে, আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে যা তোমরা অকারণ প্রলাপ বকছিলে, এবং তার আয়াতের মোকাবেলায় অহংকার-বিদ্রোহ দেখাতেছিলে।

وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ

এবং (তিনি বলবেন) নিশ্চয় আমাদের কাছে তোমরা এসেছ একাকি যেমন তোমাদের আমরা সৃষ্টি করেছি প্রথম বার ও তোমরা ছেড়ে এসেছ

مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ

যা তোমাদের আমরা দিয়েছিলাম পিছনে তোমাদের পিঠের এবং না আমরা দেখছি তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশ কারীদেরকে

الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ

যাদেরকে তোমরা ধারণা করতে যে তারা তোমাদের ব্যাপার শরীকরা (হবে কার্যোদ্ধারেরজন্যে) নিশ্চয়ই কেটে গেছে (সম্পর্ক) তোমাদের মাঝে ও

ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۹۴﴾ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ

বিলীন হয়েছে তোমাদের থেকে যা তোমরা ধারণা করতেছিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ বিদীর্ণকারী শস্য-বীজ

وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ

ও আটি বের করেনতিনি জীবন্তকে থেকে প্রাণহীন ও নির্গতকারী প্রাণহীনকে থেকে

الْحَىِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۹۵﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ

জীবন্ত এই (হচ্ছেন) আল্লাহ অতএব কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তিনিই বিদীর্ণকারী (অন্ধকারের আবরণ) প্রভাতের (জন্যে)

৯৪. (এবং আল্লাহ বলবেন) নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমাদের সামনে হাজির হয়েছ, যেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমরা দুনিয়ায় যাকিছু দিয়েছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছে। এখন আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শাফায়াতকারীদেরকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট হতে বিলীন হয়ে গেছে।

রুকু-১২

৯৫. দানা ও বীজ দীর্ণকারী হচ্ছেন আল্লাহ[২৩]। তিনিই জীবনকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবন্ত হতে[২৪]। এসব কাজেরই আসল কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ, তা হলে তোমরা কোথায় ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ।

৯৬. রাত্রির আবরণ দীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের তিনিই উন্মেষ করেন,

---

২৩. অর্থাৎ ভূমির অভ্যন্তরে বীজকে বিদীর্ণ করে তার থেকে উদ্ভিদের অংকুর ও চারার বিকাশকারী।

২৪. 'জীবিত' থেকে 'মৃত' বহির্গত করার অর্থ- প্রাণহীন উপাদান থেকে জীবন্ত জীব সৃষ্টি করা। আর 'মৃত' থেকে 'জীবিত'কে নির্গত কার অর্থ- জীবদেহ থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করা।
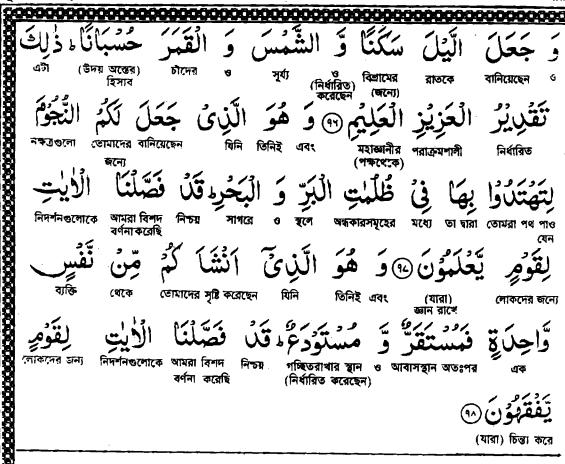
তিনিই রাত্রিকে শান্তির সময় বানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের হিসেব নির্দিষ্ট করেছেন; বস্তুতঃ এ সবই সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী নির্ধারিত পরিমাণ।

৯৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকাসমূহকে মরু-সমূদ্রের গভীর অন্ধকারে পথ জানার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্যকর, আমরা চিহ্ন সমূহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি[২৫] – তাদের জন্য যারা জ্ঞানী।

৯৮. এবং তিনিই এক প্রাণী হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার পর প্রত্যেকেরই জন্য একটি অবস্থানের স্থল রয়েছে, আর একটি আছে তাকে গচ্ছিত রাখার জায়গা। এই নিদর্শনসমূহ আমরা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করলাম তাদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক।

---

২৫. অর্থাৎ এই সত্যের নিদর্শনসমূহ যে, আল্লাহ মাত্র একজন; অন্য কোন দ্বিতীয় জন আল্লাহর গুনাবলী ধারণ করে না ও আল্লাহর ক্ষমতা ও অধিকারেও কেউ অংশীদার নেই, এবং আল্লাহর স্বত্ব ও হকসমূহে অন্য কেউ হকদার নেই।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
هُوَ	তিনিই
الَّذِىٓ	যিনি
اَنْزَلَ	বর্ষণ করেন
مِنَ	থেকে
السَّمَآءِ	আকাশ
مَآءً	পানি
فَاَخْرَجْنَا	আমরা অতঃপর বের করেছি
بِهٖ	তাদিয়ে
نَبَاتَ	উদ্ভিদ
كُلِّ	সব
شَىْءٍ	জিনিসের
فَاَخْرَجْنَا	আমরা অতঃপর বের করেছি
مِنْهُ	তা থেকে
خَضِرًا	সবুজ (ক্ষেত ও বৃক্ষ)
نُّخْرِجُ	বের করি আমরা
مِنْهُ	তা থেকে
حَبًّا	শস্যদানা
مُّتَرَاكِبًا	ঘনসন্নিবিষ্ট
وَ	এবং
مِنَ النَّخْلِ	খেজুর গাছের
مِنْ	থেকে
طَلْعِهَا	তার মাথি
قِنْوَانٌ	খেজুর থোকা (বের করি)
دَانِيَةٌ	(যা) নুয়েথাকে
وَّ	এবং
جَنّٰتٍ مِّنْ	বাগানগুলো
اَعْنَابٍ	আংগুরের
وَّ	ও
الزَّيْتُوْنَ	যয়তুনের
وَ	ও
الرُّمَّانَ	আনারের
مُشْتَبِهًا	সদৃশ
وَّ	ও
غَيْرَ مُتَشَابِهٍ	ভিন্ন ভিন্ন
اُنْظُرُوْٓا	তোমরা লক্ষ্য কর
اِلٰى	প্রতি
ثَمَرِهٖٓ	তার ফলের
اِذَآ	যখন
اَثْمَرَ	ফলবান হয়
وَ	ও
يَنْعِهٖ	তা পরিপক্ক হয়

৯৯. এবং তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করান, তার সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ সাজিয়েছেন এবং তার দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছ-পালার সৃষ্টি করেছেন। তার পর তা হতে বিভিন্ন কোষ-সম্পন্ন দানা বের করেছি, খেজুরের মোচা হতে ফলের থোকা বানিয়েছি যা ভারের চাপে নুয়ে পড়ছে। আর আংগুর, জয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছি, সেখানে ফল-সমূহ পরস্পরের সদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছগুলি যখন ফল ধারণ করে, তখন তাদের ফল বের হওয়া ও তার পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে।

এই সব জিনিসেই সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিহিত রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান এনে থাকে।

রুকূ-১৩

১০০. এ সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদের আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নেয়[২৬] অথচ তিনিই (আল্লাহ) তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর (আল্লাহর) জন্য পুত্র কন্যা রচনা করে; অথচ তিনি তাদের এসব কথা হতে পবিত্র ও মহান।

১০১. তিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক; তাঁর সন্তান হতে পারে কিরূপে যখন তাঁর জীবন-সংগিনীই কেউ নেই? তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি জ্ঞানী।

১০২. এই হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের রব,

২৬. অর্থাৎ নিজেদের অলীক কল্পনা ও অনুমানে এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনায় ও মানুষের ভাগ্য-রচনায় ও ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আল্লাহর সংগে সংগে অপরাপর প্রচ্ছন্ন সত্তাসমূহ শরীক আছে- কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেই বৃদ্ধি ও বিকাশের দেবতা, কেউ ধণ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী, কেউ রোগ-ব্যাধির দেবী। আত্মা,শয়তান, রাক্ষস, দেবতা ও দেবীদের সম্পর্কে এই সব ধরনের অলীক ধারণা-বিশ্বাস দুনিয়ার সমস্ত মুশরিক জাতিগুলির মধ্যে বরাবর পাওয়া যায়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ

তিনিই এবং | তারই তোমরা ইবাদতকর | সুতরাং | কিছুরই | সব | তিনিস্রষ্টা | তিনি | ছাড়া | কোন ইলাহ | নাই

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ

পরিবেষ্টন করে আছেন | তিনি | কিন্তু | দৃষ্টিশক্তিসমূহ | তাকে পেতে পারে | না | তত্ত্বাবধায়ক | কিছুর | সব | উপর

الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ

পক্ষহতে | (অন্তর্দৃষ্টির) আলো | তোমাদের কাছে এসেছে | নিশ্চয়ই | সম্যক অবহিত | সূক্ষ্মদর্শী | তিনি | এবং | দৃষ্টিশক্তি সমূহকে

رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۭ

(তার ক্ষতি) তবে তারউপর পড়বে | অন্ধ হবে | যে | এবং | (তা) তবে নিজের জন্যে | দেখবে | অতএব যে | তোমাদের রবের

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

নিদর্শনাবলী | বারবার বর্ণনা করি আমরা | এভাবে | এবং | কোন সংরক্ষক | তোমাদের উপর | আমি | না এবং

তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; সকল জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা; অতএব তোমরা তাঁরই দাসত্ব কবুল কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।

১০৩. দৃষ্টি-শক্তিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষদর্শী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

১০৪. মনে রেখো, তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে অর্ন্তদৃষ্টির আলো এসে পৌঁছেছে। এখন যে লোক নিজের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কাজ করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধত্ব গ্রহণ করবে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তো তোমাদের উপর পাহারাদার নই[২৭]।

১০৫. এ ভাবেই আমরা আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে বারে বারে নানা ভাবে বর্ণনা করে থাকি।

---

২৭. এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহতা'আলার বাণী কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছেঃ যেমন সূরা 'ফাতেহা'– আল্লাহতা'আলার কালাম বটে, কিন্তু তা বান্দার পক্ষথেকে বলা হয়েছে। 'আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নহ'। অর্থাৎ আমার কাজ মাত্র এতটুকুই যে আমি এই 'আলোক'কে তোমাদের সামনে পেশ করে দেবো। তারপর চোখ মেলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। আমার দায়িত্বে এ কাজ সোপর্দ করা হয়নি যে, যারা চক্ষু বন্ধ করে রাখবে তাদের চক্ষু আমি বলপূর্বক খুলে দেবো, এবং তারা যা দেখতে চাবে না আমি তাদের বলপূর্বক তা দেখিয়েই ছাড়বো।
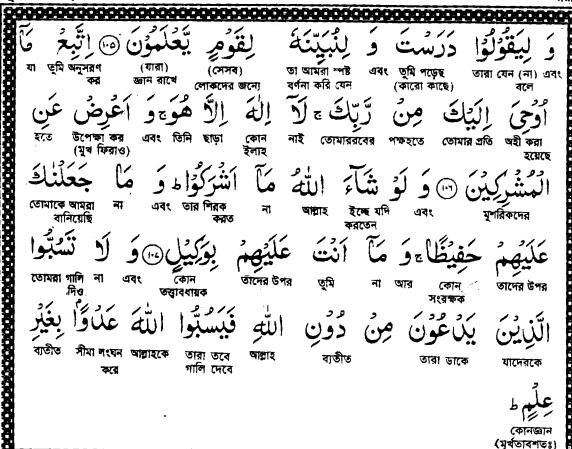
করি এই জন্য যে, এরা বলবে, তুমি কারো নিকট হতে পড়ে এসেছ, আর জ্ঞানবান লোকদের সামনে আমরা প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত করে তুলব।

১০৬. হে মুহাম্মদ, তোমার প্রতি তোমার আল্লাহর নিকট হতে যে অহী নাযিল হয়েছে তুমি তারই অনুসরণ করে চল। কেননা, সেই তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং এই মুশরিকদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ো না।

১০৭. আল্লাহর ইচ্ছাই যদি হত তবে(তিনি এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যে) এরা শেরক করত না। তোমাকে আমরা এদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি, আর তুমি তাদের জন্য দায়িত্বশীলও নও।

১০৮. এবং (হে ঈমানদার লোকেরা): এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে তাদেরকে তোমরা গালাগালি দিওনা। এমন যেন না হয় যে, এরা শেরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে মূর্খতাবশতঃ আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে।
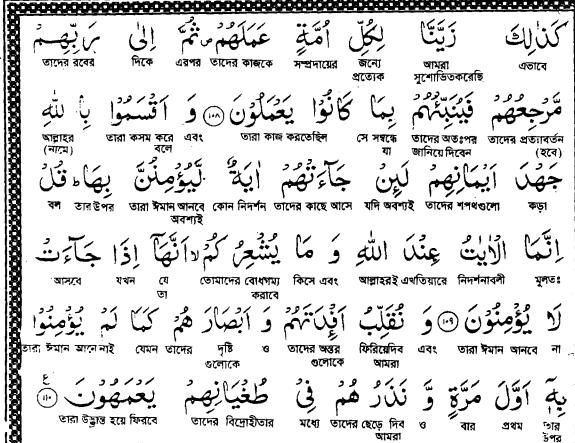
আমরা তো এভাবেই প্রতিটি মানব-মন্ডলীর জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের নিজেদের রবেরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তারা কি কি কাজ করছিল তা তিনি তাদেরকে বলে দিবেন।

১০৯. এরা কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে যে, আমাদের সামনে কোন নিদর্শন যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তবে আমরা তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনব। হে মুহাম্মদ, তাদেরকে বল যে, আল্লাহর নিকট নিদর্শন অনেক রয়েছে। আর তোমাদেরকে কেমন করে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও এরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়[২৮]।

১১০. তারা যেমন প্রথম বারে তার প্রতি ঈমান আনে নি তেমনি করেই আমি তাদের দিল ও দৃষ্টিকে নানা দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে তাদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি।

---

২৮. এ কথা মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কেননা তারা অস্থিরতার সংগে কামনা করছিল যে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হোক, যা দেখে তাদের পথভ্রষ্ট ভায়েরা সত্য-সঠিক পথে এসে যায়।

রুকু-১৪

১১১. আমরা যদি ফেরেশতাও তাদের প্রতি নাযিল করতাম, মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকেও যদি তাদের চোখেই সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছাই যদি এমন হয় (যে, তারা ঈমান আনবে) তবে অন্যকথা। কিন্তু অনেক লোকই অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে।

১১২. আর আমরা তো এ ভাবেই চিরদিন শয়তান-মানুষ আর শয়তান-জ্বিনকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি, এরা পরস্পরের কাছে মনোহরী কথা ধোকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে। তারা এরূপ করবে না এটা যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তবে তারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও- তারা মিথ্যা কথা বলতে ও মিথ্যা চর্চা করতে থাকুক।

وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ

এবং(তারা এজন্যে করে) ঝুঁকে যেন তার (অর্থাৎ চাকচিক্যের) প্রতি (তাদের) অন্তর যারা না ঈমান আনে আখেরাতের উপর

وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيْرَ

এবং তাতে তারা যেন পরিতুষ্ট হয় এবং তারা যেন অপকর্ম করে যা তারা অপকর্ম করছে তবে কি ব্যতীত

ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ

আল্লাহ তালাশ করব আমি বিচারক (অন্য কাউকে) তিনিই অথচ যিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাব

مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ

বিস্তারিত এবং যাদেরকে (তোমার পূর্বে) তাদের আমরা দিয়েছি কিতাব তারা জানে

أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

যে তা অবতীর্ণ হয়েছে পক্ষহতে তোমার রবের সত্যসহকারে অতএব না তুমি হয়ো অন্তর্ভুক্ত

ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

সন্দেহকারীদের

১১৩. (আমরা তাদেরকে এসব করতে দিই এ জন্য যে,) পরকালের প্রতি যাদের ঈমান নেই তাদের দিল এর (চাকচিক্য ময় প্রতারণার) প্রতি আকৃষ্ট হবে, তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তারা যেসব পাপ কাজ করতে ইচ্ছুক তা করার সুযোগ তারা লাভ করবে [২৯]।

১১৪. অতএব অবস্থা যখন এই তখন আমি কি আল্লাহ ছাড়া অপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বিচারক তালাশ করব? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত ভাবে তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন[৩০]। আর যে সব লোককে আমার তোমাদের পূর্বে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে যে, এই কিতাব তোমাদের রবের নিকট হতেই সত্যতার সাথে নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না।

২৯. আয়াত ১১০ থেকে ১১৩ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার মর্ম হচ্ছেঃ মানুষ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলার কানুন এই নয় যে, আল্লাহতা'আলা তাঁর 'মশিয়ত' অনুযায়ী মানুষকে সেই প্রকারে হেদায়াত দান করবেন যে প্রকারে উদ্ভিদে ফল উদ্গাত হয় অথবা মানুষের নিজের মস্তকে চুল উদ্গাত হয়। বরং তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পরীক্ষার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে সত্য পথে চলতে পারে বা ইচ্ছা করলে বিপদগামী হতে পারে। মানুষ যদি নিজেই গোমরাহীর দিকে থেকে যায় তবে আল্লাহ তাঁর মশিয়াতে বলপূর্বক তাকে হেদায়াতের পথে আনেন না।

৩০. এখানে বক্তা হচ্ছেন নবী করীম (সঃ); এবং সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে।

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ؕ

এবং | পরিপূর্ণ হয়েছে | কথাগুলো | তোমার রবের | সত্যতায় | ও | ন্যায়পরায়নতায়

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

নন | তিনি পরিবর্তনকারী | তাঁর কথাগুলোকে | এবং | তিনি | সবকিছুই শুনেন | সবকিছুই জানেন

وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ

এবং | যদি | অনুসরণ কর | অধিকাংশের | যারা | মধ্যে আছে | দুনিয়ার | তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ

হতে | পথ | আল্লাহর | না | তারা অনুসরণ করে | এছাড়া | ধারণার | এবং

اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ

না | তারা | এছাড়া | অনুমান করে | নিশ্চয় | তোমার রব | তিনি | খুব জ্ঞাত | কে

يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

ভ্রষ্টহয়েছে | হতে | তাঁর পথ | এবং | তিনি | খুব জ্ঞাত | সঠিক পথ প্রাপ্তদেরকে

১১৫. তোমার আল্লাহর বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তাঁর আইন-বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এবং তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।

১১৬. এবং হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তা হলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা- অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা-অনুমানই তারা করতে থাকে।

১১৭. প্রকৃত পক্ষে তোমার আল্লাহ সর্বাধিক ভালভাবে জানেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট আর কে সঠিক পথের পথিক।
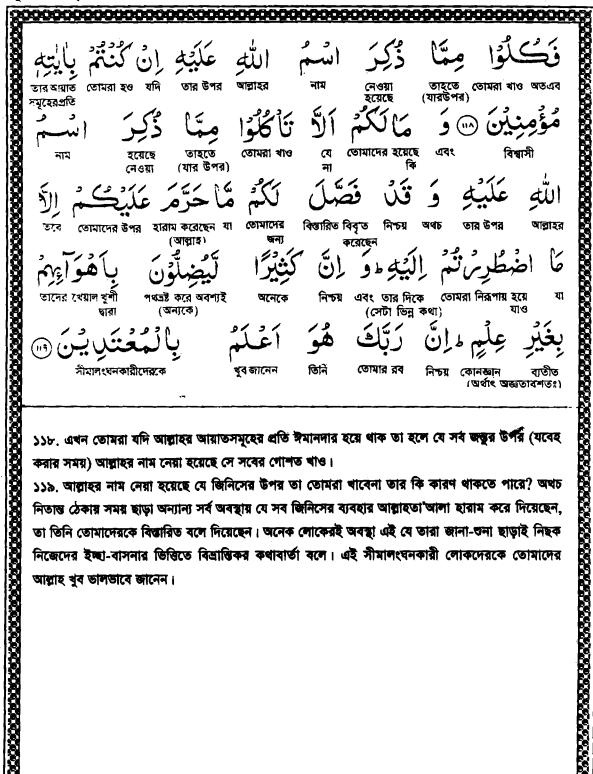
১১৮. এখন তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তা হলে যে সব জন্তুর উপরি (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সে সবের গোশত খাও।

১১৯. আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে যে জিনিসের উপর তা তোমরা খাবেনা তার কি কারণ থাকতে পারে? অথচ নিতান্ত ঠেকায় সময় ছাড়া অন্যান্য সর্ব অবস্থায় যে সব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহতা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। অনেক লোকেরই অবস্থা এই যে তারা জানা-শুনা ছাড়াই নিছক নিজেদের ইচ্ছা-বাসনার ভিত্তিতে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে। এই সীমালংঘনকারী লোকদেরকে তোমাদের আল্লাহ খুব ভালভাবে জানেন।

وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ

এবং | তোমরা বর্জন কর | প্রকাশ্য | গোনাহের কাজ | এবং | তার গোপন (কাজও) | নিশ্চয় | যারা | উপার্জন করে

الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾ وَ لَا تَاْكُلُوْا

গোনাহ | তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে | তেমনি যা | তারা কুকর্ম করতেছিল | এবং | না | তোমরা খেয়ো

مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَ اِنَّ

তাহতে (যার উপর) | নেওয়া হয়নাই | নাম | আল্লাহর | তার উপর | এবং | তা নিশ্চয় | অবশ্যই | পাপ | এবং | নিশ্চয়

الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَ اِنْ

শয়তানরা | অবশ্যই প্ররোচনা দেয় | তাদের বন্ধুদেরকে | যেন ঝগড়া করে | তোমাদের (সাথে) | এবং | যদি

اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا

তোমরা আনুগত্য কর | তাদের | (তবে) তোমরাও নিশ্চয়ই | অবশ্যই | মুশরিক | কি | যে | ছিল | মৃত

فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ

অতঃপর তাকে আমরা জীবিত করেছি | এবং | আমরা দিয়েছি | তাকে | আলো | সে চলে | তা দিয়ে | মধ্যে | লোকদের

ع ١٤

১২০. তোমরা প্রাকাশ্য পাপ হতেও দূরে থাক, আর গোপন পাপ হতেও । যারা পাপের কাজ করে তারা নিজেদের এই উপার্জনের প্রতিফল অবশ্যই পাবে।

১২১. আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয় নি তার গোশত খেয়োনা। তা খাওয়া ফাসেকী (পাপের) কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সংগী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার কর তবে নিশ্চিতই তোমরা মুশরিক।

রুকূ-১৫

১২২. যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমরা তাকে জীবন দান করলাম এবং তাকে সেই রৌশনী দান করলাম যার আলোক ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন-যাপন করে,

كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ

সমান সেই ব্যক্তির | যার উদাহরণ | মধ্যে আছে | অন্ধকারসমূহের | নয় | সে বের হবার | তা থেকে

كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَ كَذٰلِكَ

এভাবে | চাকচিক্যময় করা হয়েছে | কাফেরদের কাছে | যা | তারা কাজ করে থাকে | এবং | এভাবে

جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ

আমরা দিয়েছি (অবকাশ) | মধ্যে | প্রত্যেক | জনপদের | বড়বড় | তার অপরাধীদেরকে | তারা চক্রান্ত করে যেন | তার মধ্যে

وَ مَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَ اِذَا

কিন্তু | না | তারা চক্রান্ত করে | এছাড়া | তাদের নিজেদের সাথে | না অথচ | তারা অনুভব করে | এবং | যখন

جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ

তাদের কাছে আসে | কোন নিদর্শন | তারা বলে | কক্ষণ না | ঈমান আনব আমরা | যতক্ষণ না | দেওয়া হবে আমাদেরকেও | তেমনিই | যাকিছু

اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ

দেওয়া হয়েছে | রসূলদেরকে | আল্লাহর | আল্লাহই | খুবজানেন | যেখানে | রাখবেন | তার রিসালতের (দায়িত্বভার)

সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং তা হতে কোন ক্রমেই বের হয়না[৩১]? কাফেরদের জন্য এই রকমই তাদের আমলকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১২৩. এমনি ভাবে আমরা প্রতিটি জনপদে তার বড় বড় অপরাধী লোকদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারা তথায় নিজেদের ধোকা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। মূলতঃ তারা নিজেদের প্রতারণার জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এর চেতনা তাদের নেই।

১২৪. তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা মানব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে তা স্বয়ং আমাদেরকে দেয়া না হবে। আল্লাহ তার নবূয়্যত ও রেসালতের দায়িত্ব কার দ্বারা পালন করাবেন এবং কিভাবে করাবেন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩১. অর্থাৎ তোমরা কেমন করে এই আশা পোষণ করতে পারো যে- যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ বর্তমান, যে জ্ঞানের আলোর সাহায্যে ভ্রষ্ট ও বক্রপথসমূহের মধ্য থেকে সত্যের সরল সোজা পথটি পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছে- সে মানুষ সেই বোধহীন ও চেতনাহীন মানুষদের মত পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে যারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরছে?

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ

পৌছবে শীঘ্রই (তাদের উপর) যারা অপরাধ করেছে লাঞ্ছনা নিকট (হতে) আল্লাহর ও শাস্তি কঠিন এ কারণে যা তারা চক্রান্ত করতেছিল অতএব যাকে চান আল্লাহ যে তাকে হেদায়াত দিবেন প্রশস্ত করেদেন তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে এবং যাকে চান যে তাকে বিপথগামী করবেন বানান তার বক্ষকে অতিশয় সংকীর্ণ (ইসলামের অনুসরণে) যেন (তার মনে হবে) সে আরোহণ করছে মধ্যে আসমানের এভাবে রাখেন আল্লাহ অপবিত্রতা উপর (তাদের) যারা না ঈমান আনে এবং এই পথ তোমার রবের সরল-সঠিক (পথ)

সেদিন দূরে নয় যখন এই অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের শাস্তিস্বরূপ আল্লার নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

১২৫. অতএব (এ অকাট্য সত্য যে,) আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করে দেন যে, (ইসলামের ধারণা করা মাত্রই) মনে হয়, তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্যকে পরিহার করে চলা ও সত্যের প্রতি ঘৃণা রাখার) অপবিত্রতা বেঈমান লোকদের উপর চাপিয়ে দেন[৩২]।

১২৬. অথচ এই পথই তোমার রবের সোজা ও ঋজু পথ।

৩২. এই বাক্যাংশ দ্বারা একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, যারা ঈমান আনায়ন করে না আল্লাহতা'আলা তাদের বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত না করে বন্ধ করে দেন, এবং তাদেরকে হেদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেন না।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَ قَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾
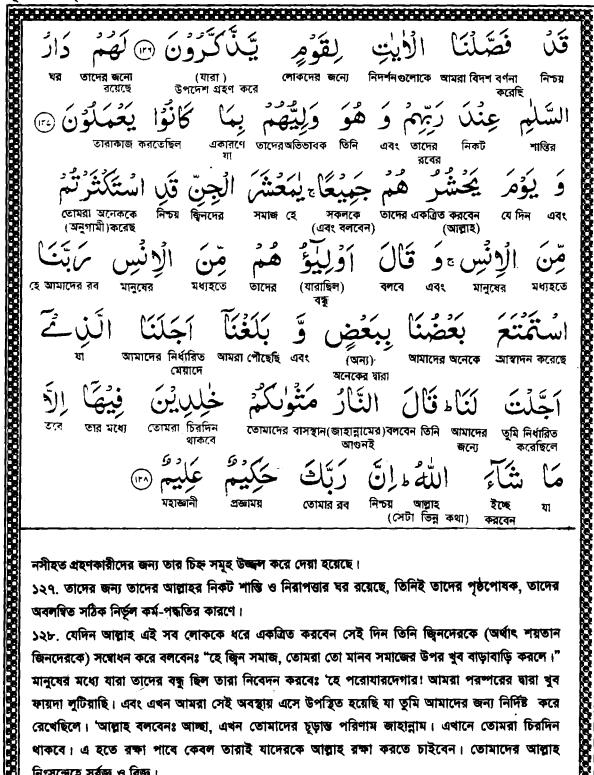
নসীহত গ্রহণকারীদের জন্য তার চিহ্ন সমূহ উজ্জ্বল করে দেয়া হয়েছে।

১২৭. তাদের জন্য তাদের আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর রয়েছে, তিনিই তাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের অবলম্বিত সঠিক নির্ভুল কর্ম-পদ্ধতির কারণে।

১২৮. যেদিন আল্লাহ এই সব লোককে ধরে একত্রিত করবেন সেই দিন তিনি জ্বিনদেরকে (অর্থাৎ শয়তান জিনদেরকে) সম্বোধন করে বলবেনঃ "হে জ্বিন সমাজ, তোমরা তো মানব সমাজের উপর খুব বাড়াবাড়ি করলে।" মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা নিবেদন করবেঃ 'হে পরোয়ারদেগার! আমরা পরস্পরের দ্বারা খুব ফায়দা লুটিয়াছি। এবং এখন আমরা সেই অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। 'আল্লাহ বলবেনঃ আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। এ হতে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের আল্লাহ নিঃসন্দেহে সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ।
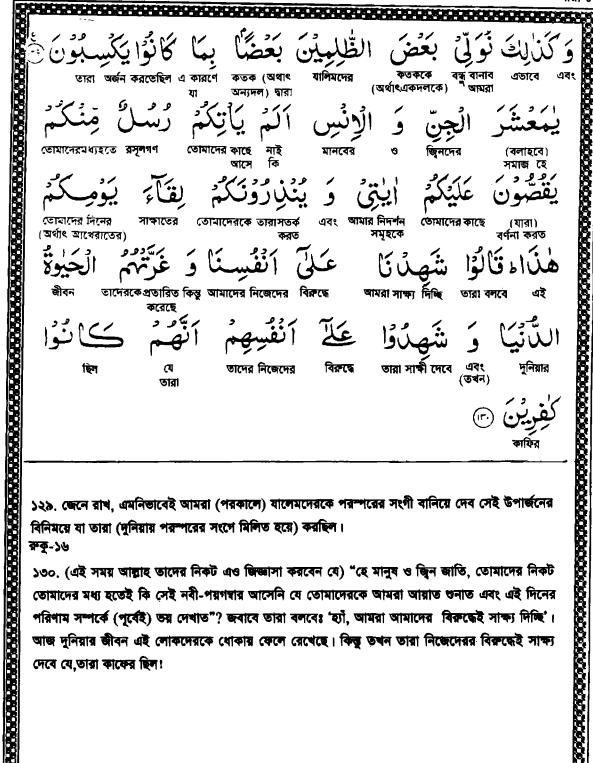
১২৯. জেনে রাখ, এমনিভাবেই আমরা (পরকালে) যালেমদেরকে পরস্পরের সংগী বানিয়ে দেব সেই উপার্জনের বিনিময়ে যা তারা (দুনিয়ায় পরস্পরের সংগে মিলিত হয়ে) করছিল।

রুকু-১৬

১৩০. (এই সময় আল্লাহ তাদের নিকট এও জিজ্ঞাসা করবেন যে) "হে মানুষ ও জ্বিন জাতি, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই কি সেই নবী-পয়গম্বার আসেনি যে তোমাদেরকে আমরা আয়াত শুনাত এবং এই দিনের পরিণাম সম্পর্কে (পূর্বেই) ভয় দেখাত"? জবাবে তারা বলবেঃ 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আজ দুনিয়ার জীবন এই লোকদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে। কিন্তু তখন তারা নিজেদেরর বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে,তারা কাফের ছিল।
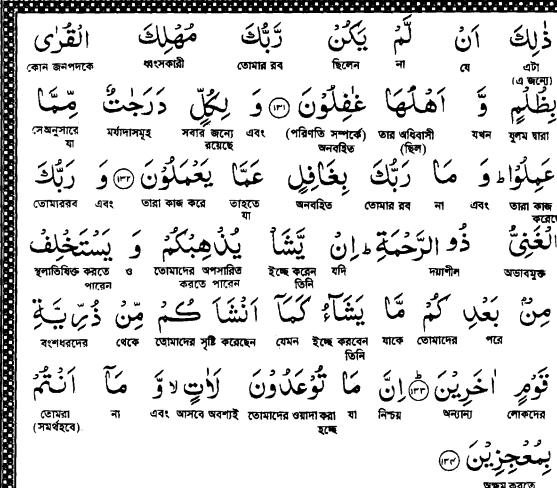
১৩১. (এই সাক্ষ্য তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এই জন্য, যেন প্রমাণ হয়ে যায় যে,) তোমাদের রব জনপদ সমূহকে যুলুম করে ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যখন তার অধিবাসীরা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত ছিলনা।

১৩২. প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতে হয়। আর তোমাদের রব লোকদের আমল সম্পর্কে বে-খবর নন।

১৩৩. তোমাদের রব পর মুখাপেক্ষী নন; অনুগ্রহদান তাঁর নীতি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন, এবং তোমাদের স্থলে অন্য লোকদের আনবেন, যেমন করে তিনি তোমাদেরকে অপর কিছু লোকদের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৪. তোমাদের কাছে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। আর তোমরা আল্লাহকে দুর্বল অক্ষম করে দেয়ার মত ক্ষমতা রাখনা।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ

(হেনবী) বল — হে আমার জাতি — তোমরা কাজ কর — উপর — তোমাদের জায়গায় — আমি নিশ্চয়

عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ

কর্মসম্পাদনকারী (নিজের স্থানে) — শীঘ্রই অতঃপর — তোমরা জানবে — কে — হবে (এমন যে) — তার জন্যে (থাকবে) — পরিণামে

الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا

(কল্যাণকর) আবাসস্থল — তা নিশ্চয় (এমন সত্য যে) — না — সফল হয় — যালিমরা — এবং — তারা নির্দিষ্ট করেছে — আল্লাহর জন্যে — তাহতে যা

ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ

তিনি সৃষ্টি করেছেন — মধ্যহতে — ক্ষেত ফসলের — ও — গবাদি পশুর — এক অংশ — তারা বলে অতঃপর — এটা — আল্লাহর জন্যে

بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ

তাদের ধারণাঅনুযায়ী — এবং (বলে) — এই (অন্য অংশটা) — আমাদের শরীকদের জন্যে — অতঃপর যা — হয় — তাদের শরীকদের জন্যে

فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ

তা না — পৌঁছায় — পর্যন্ত — আল্লাহর

১৩৫. হে মুহাম্মদ, বলে দাও যে, তোমরা নিজেদের জায়গায় থেকে আমল করতে থাক, আর আমিও নিজের স্থানে আমল করছি। অতিশীঘ্র তোমরা জানতে পারবে যে, শেষ অবস্থা কার পক্ষে কল্যাণময় হয়। যাই হোক একথা চূড়ান্ত সত্য যে, যালেম কখনো কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না।

১৩৬. এই লোকেরা আল্লাহর জন্য তার নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশু হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করছে। এবং বলে ঃ এ আল্লাহর জন্য -এ তাদের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা মাত্র- আর এ আমাদের বানানো শরীকদের জন্য। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে না[৩৩]।

৩৩. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্দিষ্ট করতো তার মধ্যেও নানা প্রকার বাহানাবাজী করে যেন-তেন প্রকারে নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ যে শস্য বা ফল প্রভৃতি তারা আল্লাহর অংশে নির্দিষ্ট করতো তার মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু পড়ে যেত তবে তা শরীকদের অর্থাৎ দেব-দেবীদের অংশে শামিল করে দেয়া হতো। কিন্তু অপর পক্ষে যদি শরীকদের অংশ থেকে কিছু পতিত হতো যা আল্লাহর অংশের সংগে মিশ্রিতি হয়ে যেতো; তাহলে তা পুনরায় শরীকদের অংশেই শামিল করে দেয়া হতো। যদি কোন কারন বশতঃ নযর ও নিয়াযের শস্য নিজেদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো তবে আল্লাহর অংশ থেকে নিত, কিন্তু শরীকদের অংশে হাত দিতে ভয় পেতো, পাছে কোন বিপাদ ঘটে!

وَ	مَا	كَانَ	لِلّٰهِ	فَهُوَ	يَصِلُ	اِلٰى
অথচ	যাকিছু	হয়	আল্লাহর জন্যে	তা পরে	পৌঁছায়	কাছে

شُرَكَآئِهِمْ	سَآءَ	مَا	يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾	وَ	كَذٰلِكَ	زَيَّنَ	لِكَثِيْرٍ
তাদের শরীকদের	নিকৃষ্ট	যাকিছু	তারা ফয়সালা করে	এবং	এভাবে	শোভনীয় করেছে	অনেকের জন্যে

مِّنَ	الْمُشْرِكِيْنَ	قَتْلَ	اَوْلَادِهِمْ	شُرَكَآؤُ	هُمْ	لِيُرْدُوْهُمْ
মধ্যহতে	মুশরিকদের	হত্যাকরাকে	তাদের সন্তানদের	শরীকরা	তাদের	তাদের তারা যেন ধ্বংস করে

অথচ যা আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কতই না খারাব এই লোকদের ফয়সালা।

১৩৭. এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে[৩৪] যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে,

৩৪. এখানে 'শরীক' শব্দটি উপরোক্ত অর্থ থেকে এক ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩৬ আয়াতে যে 'শরীক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাদের সেই সব উপাস্য দেব-দেবীদের– নেয়ামত লাভের জন্য যাদের বরকত, সুপারিশ বা মধ্যস্থতাকে তারা সহায়ক মনে করতো এবং প্রাপ্ত নেয়াততের কৃতজ্ঞাতার হক স্বরূপ তারা তাদের সেই সব উপাস্য ঠাকুর- দেবতাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাতো। অপর পক্ষে এই আয়াতে 'শরীক' এর অর্থ সেই মানুষ যে সন্তান-হত্যার প্রথা প্রথম চালু করেছিল; এবং সেই শয়তান যে এই অত্যাচারমূলক প্রথাকে তাদের দৃষ্টিতে এক বৈধ ও পছন্দনীয় কাজ রূপে দাঁড় করিয়েছে। সন্তান-হত্যার তিন রকম প্রথা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এবং কোরআন মজীদে এই তিন প্রথার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছেঃ (১) কেউ যেন জামাতার মর্যাদা না পেতে পারে, বা গোত্র সমূহের মধ্য পারস্পরিক লড়ায়ে কন্যা-সন্তান শত্রুদের কবজায় না পড়ে বা অন্য কোন কারণে সে যেন তাদের অপমান - অসম্মানের কারণ না হয়– সে জন্য কন্যা-সন্তান হত্যা (২) এধারণায় সন্তান হত্যা যে তাদের প্রতিপালনের ভার বহন করা যাবে না এবং জীবিকার অভাববশতঃ তারা এক অসহনীয় বোঝা স্বরূপ হয়ে দাড়াবে। (৩) নিজেদের উপাস্য দেবদেবীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সন্তান-সন্তুতি উৎসর্গ করা।

وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ

এবং | তারা যেন দুর্বোধ্য করে | তাদের উপর | তাদের দ্বীনকে | এবং | যদি | ইচ্ছে করতেন | আল্লাহ | না | তা তারা করত

فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَ قَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّ

অতএব ছেড়ে দাও তাদেরকে | এবং | যাকিছু | তারা রচনা করছে | এবং | তারা বলে | " | এই | গবাদিপশুগুলো | ও

حَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ

ক্ষেত ফসল | সুরক্ষিত | না | তা খাবে | এছাড়া | যাকে | ইচ্ছা করিব আমরা " | তাদেরধারণাঅনুযায়ী | এবং

اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ

(কিছু) গবাদিপশু | নিষিদ্ধ করা হয়েছে | তার পিঠগুলোতে (কিছু উঠাতে) | ও | (কিছু) গবাদিপশু | না | তারা উচ্চারণ করে (জবাহ করার সময়)

اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۖ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا

নাম | আল্লাহর | তার উপর | তারা মিথ্যা রচনা করে | তার উপর | শীঘ্রই তাদের প্রতিফল দিবেন | একারণে যা

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

তারা মিথ্যা রচনা করতেছিল

এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়[৩৫]। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক।

১৩৮. তারা বলে ঃ এই জন্তু ও এই ক্ষেত-ফসল সুরক্ষিত! এই গুলি কেবল তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাইব। অথচ এই বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কল্পিত। এ ছাড়া কিছু জন্তু-জানোয়ার এমন আছে যেগুলির উপর সওয়ার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করা হয়েছে। আর কিছু জন্তুর উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চরণ করেনা। আর এই সব কিছুই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অতি শীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল দান করবেন।

৩৫. জাহেলীয়াতের যুগের আরবগণ নিজেদেরকে হযরত ইবরাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর অনুসারী বলতো ও মনে করতো এবং সেই হিসাবে তাদের ধারণা ছিল যে তারা যে ধর্মের অনুসারী তা আল্লাহতা'আলার প্রিয় ও পছন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু এই দ্বীনের মধ্যে পরবর্তী যুগ সমূহে– তাদের ধর্মীয় নেতারা, গোত্রীয় সর্দাররা, বংশের বড় ও জেষ্ঠরা এবং বিভিন্ন লোকে নানা অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকান্ড ও প্রথা সংযুক্ত করতে থাকে; পরবর্তী বংশধরেরা সেগুলিকে মূল ধর্মের অংগ বলে মনে করেছে, এবং এইভাবে তাদের সমগ্র ধর্মটাই সন্দেহ-সংশয় যুক্ত হয়ে গেছে।

وَ قَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ

এবং | তারা বলে | যাকিছু | মধ্যে আছে | পেটের | এই

الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ج

গবাদিপশুগুলোর | বিশেষভাবে (নির্দিষ্ট) | আমাদের পুরুষদের জন্যে | ও | নিষিদ্ধ | জন্যে | আমাদের স্ত্রীদের

وَ اِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ط سَيَجْزِيْهِمْ

এবং | যদি | হয় | মৃত | তারা তবে (নারীপুরুষ উভয়) | সেটায় | (খাওয়ায়) অংশীদারহবে | তাদেরপ্রতিফল দিবেন শীঘ্রই তিনি

وَصْفَهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ

তাদের(এরূপ) বিশ্লেষণের | তিনি নিশ্চয় | প্রজ্ঞাময় | মহাজ্ঞানী | নিশ্চয় | ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে | যারা

قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ حَرَّمُوْا مَا

হত্যা করেছে | তাদের সন্তানদেরকে | নিবুর্দ্ধিতার কারণে | ব্যতীত | কোন জ্ঞানের | ও | নিষিদ্ধ করেছে | তারা | যা

رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا

তাদের রিজিক দিয়েছেন | আল্লাহ | মিথ্যারচনা করে | উপর | আল্লাহর | নিশ্চয় | তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে | এবং | না | তারাছিল

مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾ ع

সৎপথ প্রাপ্ত

১৩৯. এবং তারা বলেঃ এই জন্তু গুলির গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত এবং আমাদের নারীদের জন্য তা হারাম। কিন্তু তা যদি মৃত হয়, তবে উভয়ই তা খাওয়ায় শরীক হতে পারে। এসব কথা যা তারা রচনা করে নিয়েছে, এর প্রতিফল আল্লাহ তাদের অবশ্যই দিবেন। নিঃসন্দেহে তিন সুবিজ্ঞ এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

১৪০. নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেই সব লোক যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া রেযেককে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে হারাম করে নিয়েছে। তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা কশ্মিনকালেও সঠিক পথ-প্রাপ্ত লোকাদের মধ্যে গণ্য ছিল না।

রুকূ-১৭

১৪১. তিনি আল্লাহই যিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট ও স্বীয় কান্ডের উপর দন্ডায়মান বৃক্ষ-বিশিষ্ট বাগান পয়দা করেছেন । যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন যা হতে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়। যিনি যয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল বাহ্যিক রূপে পরস্পর সদৃশ এবং স্বাদ বিভিন্ন। তোমরা তার উৎপাদন খাও, যখন তা ফল ধারণ করবে এবং তাঁর (আল্লাহর) হক আদায় কর যখন এই সবের ফসল আহরণ করবে। আর তোমরা সীমা লংঘন করোনা। কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারী লোকদের পছন্দ করেন না।

১৪২. সেই আল্লাহই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তুও সৃষ্টি করেছেন যা যাত্রী বহন ও তার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং যা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন পূর্ণ করে[৩৬]। তোমরা খাও সেই সব জিনিস যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন

৩৬. অর্থাৎ তাদের চামড়া ও পশম থেকে বিছানা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

এবং | না | তোমরা অনুসরণ করো | পদাঙ্কসমূহের | শয়তানের | নিশ্চয় সে | তোমাদের জন্যে | শত্রু

مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ

প্রকাশ্য | (এসব পশু) আট | প্রকার | (যেমন) মধ্যহতে | মেষ (শ্রেণীর) | দুটি(অর্থাৎ নর ও মাদী) | এবং | মধ্যহতে

الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ

ছাগল(শ্রেণীর) | দুটি(অর্থাৎ নর ও মাদী) | জিজ্ঞেসকর | কি | নর দুটিকে | নিষিদ্ধ করেছেন (আল্লাহ) | না | মাদী দুটিকে

اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ

অথবা যা | ধারণ করেছে | তার কাছে | গর্ভসমূহ (অর্থাৎ বাচ্চা) | মাদী দুটির | আমাকে অবহিত কর | জ্ঞানেরভিত্তিতে

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَ مِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ

যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী | এবং | মধ্যহতে | উট (শ্রেণীর) | দুটি(অর্থাৎ নর ও মাদী) | এবং | মধ্যহতে

الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ

গাভী (শ্রেণীর) | দুটি (অর্থাৎ নর ও মাদী) | বল | কি | নরদুটি | নিষিদ্ধ করেছেন (আল্লাহ) | অথবা | মাদি দুটিকে

এবং শয়তানের অনুসরণ করো না, কেননা সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমান।

১৪৩. এই আট পুরুষ ও স্ত্রী জন্তু রয়েছে, দুই ভেড়া শ্রেণীর জন্তু ; আর দুই ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মদ। এদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, আল্লাহ এদের পুরুষ জাতীয় পশু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জাতীয় পশু? কিংবা যে সব বাছুর-ভেড়া ছাগলের গর্ভে রয়েছে তা? যর্থাথ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪৪. এমনি ভাবে দুইটি রয়েছে উট শ্রেণীর এবং দুইটি গাভী শ্রেণীর। জিজ্ঞাসা করঃ আল্লাহ এগুলির পুরুষ জন্তু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জন্তু?

أَمَّا	اشْتَمَلَتْ	عَلَيْهِ	أَرْحَامُ	الْأُنْثَيَيْنِ ط	أَمْ	كُنْتُمْ
অথবা যা	ধারণ করেছে	তার কাছে	গর্ভসমূহ (অর্থাৎ বাচ্চা)	মাদী দুটির	অথবা	তোমরাছিলে

شُهَدَاءَ	إِذْ	وَصَّاكُمُ	اللَّهُ	بِهَٰذَا ج	فَمَنْ	أَظْلَمُ	مِمَّنِ
সাক্ষী	যখন	তোমাদের নির্দেশ দেন	আল্লাহ	এটার	অতএব কে	অধিক যালিম (হতেপারে)	তারচেয়ে যে

افْتَرَىٰ	عَلَى	اللَّهِ	كَذِبًا	لِيُضِلَّ	النَّاسَ	بِغَيْرِ	عِلْمٍ ط	إِنَّ
রচনা করে	উপর	আল্লাহর	মিথ্যা	পথভ্রষ্ট করার জন্যে	লোকদেরকে	ব্যতীত	কোন জ্ঞান	নিশ্চয়

اللَّهَ	لَا	يَهْدِي	الْقَوْمَ	الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ ع	قُلْ	لَا	أَجِدُ	فِي
আল্লাহ	না	সৎপথ দেখান	লোকদেরকে	(যারা) যালিম	বল	না	পাই আমি	মধ্যে

مَا	أُوحِيَ	إِلَيَّ	مُحَرَّمًا	عَلَىٰ	طَاعِمٍ	يَطْعَمُهُ	إِلَّا	أَنْ
(তার) যা	ওহী করা হয়েছে	আমার প্রতি	নিষিদ্ধ হিসেবে	উপর	খাদ্য গ্রহণকারীর	যা সে খায়	এ ছাড়া	যে

يَكُونَ	مَيْتَةً	أَوْ	دَمًا	مَسْفُوحًا	أَوْ	لَحْمَ	خِنْزِيرٍ	فَإِنَّهُ
(যাকিছু) হবে	মৃত	বা	রক্ত	প্রবাহিত	বা	মাংস	শুকরের	তা নিশ্চয় তবে

رِجْسٌ
নাপাক

কিংবা উট ও গাভীর গর্ভে অবস্থিত বাচ্চুর হারাম? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এই গুলির হারাম হওয়ার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছিলেন? তা হলে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় যালেম আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে; যার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ছাড়াই ভুল পথে পরিচালিত করা হবে? নিশ্চিতই আল্লাহ এই সব যালেমকে হেদায়াত করেন না।

রুকু-১৮

১৪৫. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল যে, আমার নিকট যে অহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাইনা যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম হতে পারে; তবে তা যদি মৃত, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শুকরের গোশত হয় তবে অন্য কথা। কেননা তা নাপাক জিনিষ।

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

বা / অবৈধ(হওয়ার কারণ) / (জবাহ করার সময়) নাম নেওয়া হয়েছে / (অন্যের) ব্যতীত / আল্লাহ / তার উপর / তবে যে / নিরুপায় হয়ে (খায়) / না

بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَ عَلَى الَّذِيْنَ

অবাধ্য হয়ে / আর / না / সীমালংঘন করে / তবে নিশ্চয় / তোমার রব (সেক্ষেত্রে) / ক্ষমাশীল / মেহেরবান / এবং / (তাদের) উপর / যারা

هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ

য়াহুদী হয়েছে / আমরা নিষিদ্ধ করেছিলাম / সব / নখর বিশিষ্ট (জন্তু) / এবং / মধ্যহতে / গরু / ও / ছাগলের

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ

আমরা হারাম করেছিলাম / তাদের উপর / উভয়ের চর্বি গুলো / তবে / যা / বহন করে / পৃষ্ঠ গুলো / উভয়ের

اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۫

বা / অন্ত্র গুলো / অথবা / যা / মিলিত হয়েথাকে / হাড়ের সাথে / এটা (সেটা ভিন্ন কথা) / তাদেরকে আমরা শাস্তি দিয়েছি / তাদেরঅবাধ্যতার কারণে

কিংবা যদি ফিসক হয়– যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে তা যবেহ করা হয়ে থাকে[৩৭]। তারপরে কোন ব্যক্তি যদি একান্ত ঠেকায় পড়ে (এই সবের কোন একটি জিনিস খায়) কোনরূপ না- ফরমানীর ইচ্ছা না রাখে এবং প্রয়োজনের সীমা লংঘন না করে তবে নিশ্চিতই তোমার রব ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও করুনাময়।

১৪৬. আর যারা ইয়াহুদী মত অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি আমরা সব ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু হারাম করে দিয়েছিলাম এবং গাভী ও ছাগলের চর্বিও - যা তাদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্ত্রের মধ্যে লেগে রয়েছে, কিংবা যা হাড়ের সাথে যুক্ত রয়েছে তা ব্যতীত। এ ছিল তাদের সীমা লংঘনের জন্য তাদের প্রতি আমাদের শাস্তি[৩৮]।

৩৭. এর অর্থ এই নয় যে এ ছাড়া কোন খাদ্য-বস্তু শরীয়তে হারাম নয়, এর অর্থ হচ্ছে- সে সব জিনিস হারাম নয়, যেগুলিকে তোমরা হারাম করে নিয়েছ; বরং হারাম হচ্ছে এই জিনিসগুলি - সূরা মায়েদাঃ টীকা ২ এবং ৯ দ্রষ্টব্য।

৩৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৯; নিসা আয়াত- ১৬০ দ্রষ্টব্য।

وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ

এবং নিশ্চয় আমরা | অবশ্যই সত্যবাদী | অতঃপর যদি | তোমাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে | তবে বল | তোমাদের রব | মালিক

رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ

দয়ার | সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক | কিন্তু | না | ফিরান যায় | তাঁর শাস্তি | থেকে | লোকদের

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ

(যারা) অপরাধী | শীঘ্রই বলবে | যারা | শিরক করেছে | যদি | ইচ্ছে করতেন

اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ

আল্লাহ | না | আমরা শিরক করতাম | এবং | না | আমাদের পূর্ব পুরুষরা | এবং | না | আমরা নিষিদ্ধ করতাম | কোন কিছুই

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ

এভাবে | মিথ্যা বলেছে | (তারাও) যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | যতক্ষণ না | তারা স্বাদ নিয়েছে | আমাদের শাস্তির

আর আমরা যা কিছু বলছি তা পূর্ণ মাত্রায় সত্যই বলছি।

১৪৭. এখন তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখান করে তবে তাদেরকে বল যে, তোমাদের রব ব্যাপক রহমতের মালিক এবং অপরাধী লোকদের প্রতি তাঁর দেয়া আযাব প্রতি রোধ করা সম্ভব নয়।

১৪৮. এই মুশরিক লোকেরা (তোমার এই সব কথার জবাবে) অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে না আমরা শেরক করতাম, আর না করত আমাদের বাপ-দাদারা; আর না আমরা কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম[৩৯]। বস্তুতঃ এই ধরনের কথা বলেই এদের পূর্বের লোকেরাও সত্যকে মিথ্যা নিরূপণ করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাদের দেয়া আযাবের স্বাদ তারা গ্রহণ করেছিল।

---

৩৯. অর্থাৎ তারা নিজেদের অপরাধ ও খারাব কাজ গুলোর জন্য সেই পুরাতন ওযর গুলিই পেশ করবে যেগুলো অপরাধী ও দুষ্কৃতকারী লোকেরা চিরদিন পেশ করে থাকে। তারা বলবে- আমাদের জন্য আল্লাহর মশিয়তই হচ্ছে এই যে, আমরা শেরক করব এবং যে সব জিনিসকে আমরা হারাম করে রেখেছি সেগুলি আমরা হারাম করবো। কারণ আল্লাহ যদি না চাইতো যে আমরা এরূপ করি তবে কেমন করে এটা সম্ভব যে আমাদের দ্বারা ঐ কাজগুলি সংঘটিত হয়? সুতরাং যেহেতু আল্লাহর মশিয়ত অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি, আমরা ঠিকই করছি। এর জন্য যদি দোষ হয়ে থাকে তবে সে দোষ আমাদের নয়, সে দোষ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহতা'আলার। আর যা কিছু আমরা করছি তা করতে আমরা বাধ্য, কেন না এ ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

قُلْ	هَلْ	عِنْدَكُمْ	مِّنْ عِلْمٍ	فَتُخْرِجُوْهُ	لَنَا ؕ
বল	(আছে) কি	তোমাদের কাছে	কোন জ্ঞান	তবে তা তোমরা পেশ কর	আমাদেরকে

إِنْ	تَتَّبِعُوْنَ	إِلَّا	الظَّنَّ	وَ	إِنْ	أَنْتُمْ	إِلَّا	تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾
(প্রকৃতপক্ষে) না	তোমরা অনুসরণ কর	এছাড়া	অনুমানের	এবং	না	তোমরা	এছাড়া	মিথ্যা রচনা কর

قُلْ	فَلِلّٰهِ	الْحُجَّةُ	الْبَالِغَةُ ۚ	فَلَوْ	شَآءَ	لَهَدٰىكُمْ	أَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾
বল	আল্লাহরই	যুক্তিপ্রমাণ	পরিপূর্ণও চূড়ান্ত	অতঃপর যদি	ইচ্ছে করতেন	তোমাদের অবশ্যই হেদায়াত দিতেন	সকলকে
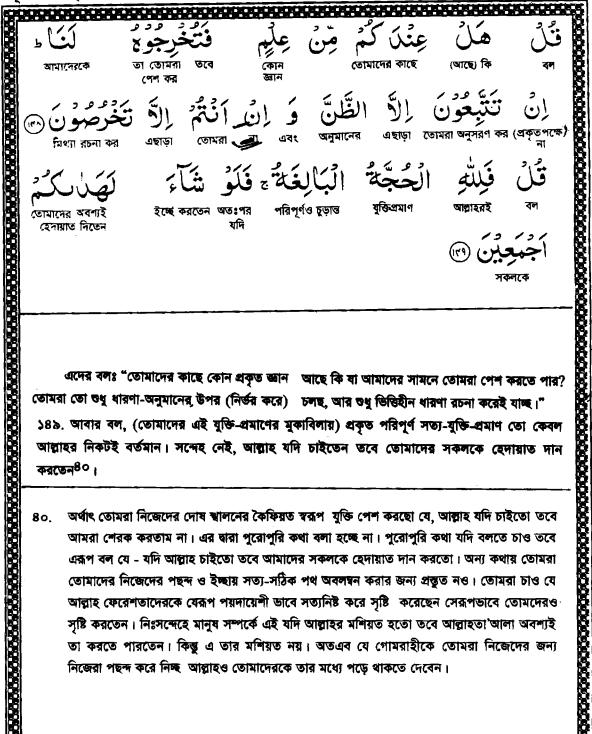
এদের বলঃ "তোমাদের কাছে কোন প্রকৃত জ্ঞান আছে কি যা আমাদের সামনে তোমরা পেশ করতে পার? তোমরা তো শুধু ধারণা-অনুমানের উপর (নির্ভর করে) চলছ, আর শুধু ভিত্তিহীন ধারণা রচনা করেই যাচ্ছ।"

১৪৯. আবার বল, (তোমাদের এই যুক্তি-প্রমাণের মুকাবিলায়) প্রকৃত পরিপূর্ণ সত্য-যুক্তি-প্রমাণ তো কেবল আল্লাহর নিকটই বর্তমান। সন্দেহ নেই, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তোমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতেন[৪০]।

৪০. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দোষ স্খালনের কৈফিয়ত স্বরূপ যুক্তি পেশ করছো যে, আল্লাহ যদি চাইতো তবে আমরা শেরক করতাম না। এর দ্বারা পুরোপুরি কথা বলা হচ্ছে না। পুরোপুরি কথা যদি বলতে চাও তবে এরূপ বল যে - যদি আল্লাহ চাইতো তবে আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতো। অন্য কথায় তোমরা তোমাদের নিজেদের পছন্দ ও ইচ্ছায় সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত নও। তোমরা চাও যে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে যেরূপ পয়দায়েশী ভাবে সত্যনিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন সেরূপভাবে তোমদেরও সৃষ্টি করতেন। নিঃসন্দেহে মানুষ সম্পর্কে এই যদি আল্লাহর মশিয়ত হতো তবে আল্লাহতা'আলা অবশ্যই তা করতে পারতেন। কিন্তু এ তার মশিয়ত নয়। অতএব যে গোমরাহীকে তোমরা নিজেদের জন্য নিজেরা পছন্দ করে নিচ্ছ আল্লাহও তোমাদেরকে তার মধ্যে পড়ে থাকতে দেবেন।
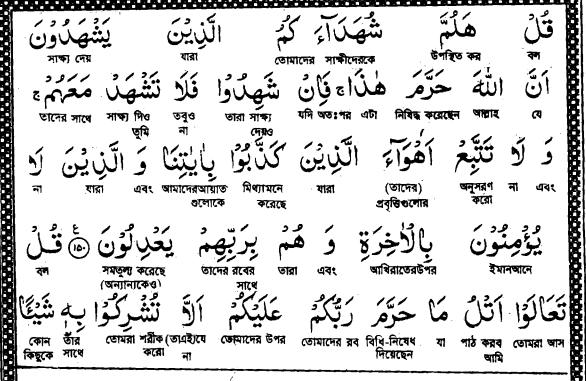
১৫০. এদের বল যে, 'তোমাদের সেই সাক্ষী উপস্থিত কর যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহই এই জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন'। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ই তা হলেও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবেনা[৪১]। এবং কস্মিনকালেও তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে চলবে না। যারা আমাদের আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করেছে, আর যারা পরকাল অস্বীকারকারী এবং যারা অন্যান্যকে নিজেদের রবের সমতুল্য করে নিয়েছে।

রুকু-১৯

১৫১. হে মুহাম্মদ! এই লোকদের বল যে, তোমরা এস ,আমি তোমাদের শুনাব তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন[৪২]। (তা হল) এই যে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না।

৪১. অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং এটা বোঝে যে, সাক্ষ্য সেই কথার দেয়া উচিত যে সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তবে তারা কখনো এই সাক্ষ্যদান করার সাহস করবে না। কিন্তু যদি তারা শাহাদতের দায়িত্ব উপলব্ধি না করেই এতটা হঠকারিতা দেখায় যে আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করতে দ্বিধা না করে, তবে তাদের এই মিথ্যায় তুমি তাদের সহযোগী হয়ো না।

৪২. অর্থাৎ তোমরা যে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে আছ সেগুলি তোমাদের প্রভুর নির্দেশিত বাধ্য-বাধকতা নয়।

وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ

এবং — পিতামাতার সাথে — সদ্ব্যবহার করবে — এবং — না — তোমরা হত্যা করো — তোমাদের সন্তানদের

مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا

দরিদ্রতায় পড়ার ভয়ে — আমরা — তোমাদের আমরা রিয্‌ক দেই — এবং — তাদেরকেও — এবং — না — তোমরা নিকটে যেয়ো

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا

অশ্লীলতার — যা — প্রকাশ্য (হউক) — তা হতে — কিম্বা — যা — অপ্রকাশ্য (তাও) — এবং — না — তোমরা হত্যা করো

النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ

কোন প্রাণকে — যাকে — নিষিদ্ধ করেছেন — আল্লাহ — ব্যতীত — যথার্থ কারণ (যেমন জিহাদে) — এটা — তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন

بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا

তা সম্পর্কে — তোমরা যাতে — অনুধাবন কর — এবং — না — তোমরা নিকটেও যেয়ো — সম্পদের — য়াতীমের — তবে

بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ

এমনভাবে — যা — অতি উত্তম (যেমন তাদের ভরণ পোষণ) — যতক্ষণ না — পৌঁছে — তার বয়ঃপ্রাপ্ততায়

পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। নিজেদের সন্তানদের গরীবীর ভয়ে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরও রেযেক দিই, আর তাদেরও দিব। নির্লজ্জতার বিষয় ও ব্যাপারের[৪৩] কাছেও যাবেনা, তা প্রকাশ্যই হোক, কি গোপন। কোন প্রাণ, আল্লাহ যাকে সম্মানীয় করেছেন, হত্যা করবেনা, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে। এসব কথা, যা পালনের জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভব্য তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে।

১৫২. আরো এই যে তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের নিকটেও যাবে না— অবশ্যই এমন নিয়ম ও পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা ভাল. যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৪৩. মূলে শব্দ فَوَاحِشَ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সকল কাজের প্রতি এই শব্দ প্রযুক্ত হয় যেগুলোর খারাবি অতি সুস্পষ্ট! যৌন ব্যভিচার ; লূত (আঃ)-এর জাতির অপকর্ম, সম-যোনি মৈথুন, নগ্নতা, মিথ্যা অপবাদ ও পিতার বিবাহিতার সংগে বিবাহ করাকে পবিত্র কোরআনে 'ফাহেশ' কাজের মধ্যে গন্য করা হয়েছে। হাদীসে মদ্যপান ও ভিক্ষা করাকে মোটামোটি 'ফাহেশ' কাজ বলা হয়েছে। এরূপে অন্যান্য সকল লজ্জাকর কাজও ফাহেশ কাজ বলে গণ্য এবং আল্লাহতা'আলার আদেশঃ এরূপ কাজ প্রকাশ্য বা গোপনে করা নিষিদ্ধ।

وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

এবং | তোমরা পূর্ণ দিবে | পরিমাপ | ও | ওজন | ইনসাফের সাথে | না | ভার অর্পণকরি আমরা | কোন ব্যক্তিকে

اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ

এ ছাড়া (যা) | তার সামর্থ (আছে) | এবং | যখন | তোমরা কথা বল | তখন তোমরা ইনসাফ কর | এবং | যদি | সে হয় | নিকট আত্মীয়

وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ

এবং | ওয়াদাকে | আল্লাহর | তোমরা পূর্ণকর | এটা | তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন | সে সম্পর্কে | তোমরা সম্ভবতঃ

تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا

উপদেশ গ্রহণ করবে | এবং | এটাই | আমার পথ | সরল-সঠিক

فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

তা তোমরা অতএব অনুসরণ কর | এবং | না | তোমরা অনুসরণ করো | (শয়তানের) পথগুলোর | বিচ্ছিন্ন তাহলে করবে | তোমাদেরকে | হতে

سَبِيْلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

তাঁর পথ | এটা | তোমাদেরকে(আল্লাহ) নসীহত করেন | সে সম্পর্কে | তোমরা সম্ভবতঃ | সংযত হবে

আর মাপে-ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ কর। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই দিই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। আর যখন কথা বল, ইনসাফের কথা বল, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন। এবং আল্লাহর ওয়াদা পুরা কার[৪৪]। এ সব বিষয়ের হেদায়াত আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; হয়ত তোমরা নসীহত কবুল করবে।

১৫৩. এও তাঁর হেদায়াত যে, এই-ই আমার সোজা ও সরল পথ, অতএব তোমরা এই পথেই চল; এ ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না; চললে তা তাঁর পথ হতে সরিয়ে নিয়ে তোমাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে। এই হচ্ছে সেই হেদায়াত, যা তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তোমরা বাঁকা পথ হতে বাঁচতে পারবে।

৪৪. 'আল্লাহর ওয়াদা' এর অর্থ- সেই আহাদ বা প্রতিশ্রুতি যা মানুষ ও আল্লাহ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবেই বাধা হয়ে যায় যখনই একজন মানুষ আল্লাহর পৃথিবীতে এবং মানুষের সমাজে জন্মলাভ করে।
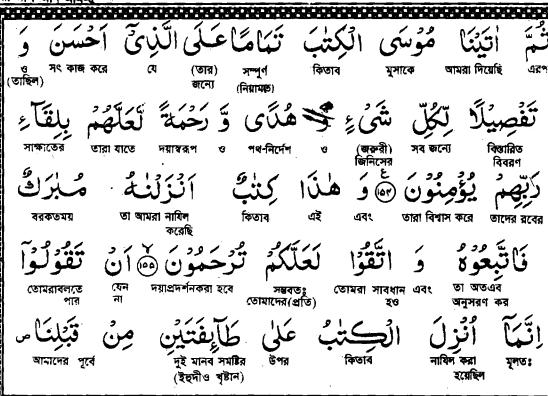
১৫৪. আবার আমরা মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম যা মঙ্গলজনক নীতি গ্রহণকারী মানুষের প্রতি ছিল নিয়ামতের পূর্ণতা বিধায়ক ও সকল জরুরী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এবং পরিপূর্ণ হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। (এবং বনী ইসরাঈলকে এই উদ্দেশ্যে তা দেয়া হয়েছিল যে,) হয়ত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাত হওয়ার প্রতি ঈমান আনবে[৪৫]।

রুকূ-২০

১৫৫. এমনিভাবে এই কিতাব আমরা নাযিল করেছি; এ এক বরকত ওয়ালা কিতাব। অতএব তোমরা তা অনুসরণ করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি-আচরণ গ্রহণ কর। হয়ত বা তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে।

১৫৬. এখন তোমরা বলতে পারনা যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুই মানব-সমষ্টিকে দেয়া হয়েছিল

৪৫. অর্থাৎ মানুষ যেন নিজেকে দায়িত্বহীন না ভাবে, এবং এ সত্য যেন তারা মেনে নেয় যে একদিন তাদেরকে তাদের প্রতিপালক প্রভুর সামনে হাযির হয়ে নিজেদের কাজের জবাব-দিহি করতে হবে।

وَ اِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ

এবং নিশ্চয় আমরাছিলাম হতে তাদের অধ্যায়ন অবশ্যই অনবহিত বা তোমরা বল যদি

اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ج

বাস্তবিক নাযিল করা হত আমাদের উপর কোন কিতাব আমরা হতাম অবশ্যই অধিকহেদায়াতপ্রাপ্ত তাদের অপেক্ষা

فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ ج

এখন নিশ্চয় এসেছে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ পক্ষহতে তোমাদের রবের ও পথ-নির্দশনা ও দয়াস্বরূপ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ صَدَفَ

অতএব কে অধিক যালিম (হতেপারে) তারচেয়ে যে মিথ্যারোপ করে নিদর্শনাবলীকে আল্লাহর ও বিমুখ হয়

عَنْهَا ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا

তা থেকে, শীঘ্রই প্রতিফল দিব আমরা (তাদেরকে) যারা বিমুখ হয়েছে হতে আমাদের নিদর্শনাবলী

سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

নিকৃষ্ট শাস্তি একারণে যা তারা মুখ ফিরাত

এবং আমরা কিছুই জানতাম না যে, তারা কি পড়ত ও পড়াত।

১৫৭. আর তোমরা এখন এই বাহানাও করতে পারনা যে, আমাদের উপর যদি কিতাব নাযিল করা হত তা হলে তাদের অপেক্ষা আমরা অধিক মাত্রায় সৎপথগামী প্রমানিত হতাম। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে এক উজ্জলতম দলীল এবং হেদায়াত ও রহমত এসেছে। এখন যে লোক আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, অস্বীকার করবে এবং এ হতে বিমুখ হবে তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াত হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের এই বিমুখ হবার শাস্তি স্বরূপ আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি অবশ্যই দেব।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ

কি / তারা অপেক্ষা করছে / এছাড়া / যে / তাদের কাছে আসবে / ফেরেশতারা / অথবা / আসবেন / তোমার রব / অথবা

يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ

আসবে / কিছু / নিদর্শনাবলী / তোমার রবের / যে দিন / আসবে / কিছু / নিদর্শনাবলী / তোমার রবের

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

না / কল্যাণ দেবে / কোন ব্যক্তিকে / (সে সবদেখে) তার ঈমান গ্রহণের / সে ঈমান আনে নাই / ইতিপূর্বে

أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوٓا إِنَّا

অথবা / সে অর্জন করে (নাই) / মাধ্যমে / তার ঈমানের / কোন কল্যাণ / বল / তোমরা অপেক্ষা কর / আমরা নিশ্চয়

مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا

অপেক্ষাকারী / নিশ্চয় / যারা / খন্ডবিখন্ড করেছে / তাদের দ্বীনকে / ও / তারা হয়েছে (বিভক্ত)

شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۗ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ

(বিভিন্ন) উপদলে / তুমি নাও / তাদের মধ্যহতে / কোন কিছু / মূলতঃ / তাদের বিষয় (ন্যাস্ত) / উপর / আল্লাহর

১৫৮. লোকেরা কি এখন এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, তাদের সামনে ফেরেশতা এসে উপস্থিত হবে? কিংবা স্বয়ং তোমাদের রব আসবেন? অথবা তোমাদের রবের কোন কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনই[৪৬] প্রকাশিত হবে? যেদিন তোমাদের আল্লাহর কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন এমন লোকের ঈমান তাকে কোন উপকারই দেবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আননি কিংবা যে নিজের ঈমানের মাধ্যমে কোন কাল্যাণ অর্জন করেনি। হে মুহম্মাদ! এদের বল যেঃ আচ্ছা তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।

১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড খন্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে নিশ্চয়ই তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণতঃ আল্লাহর উপরই সোপর্দ রয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ কিয়ামতের নিদর্শনাবলী বা আযাব বা এরূপ আর কোন চিহ্ন বা হকিকতকে দুনিয়ার পশ্চাতে লুক্কায়িত নিগূঢ় সত্য-তত্বকে অনাবৃত করে দেবে যা প্রকাশ পাওয়ার পর পরীক্ষা ও যাচাই এর কোন প্রশ্নই বাকী থাকেনা।

তিনিই তাদেরকে বলবেন যে, তারা কি কি করেছে।
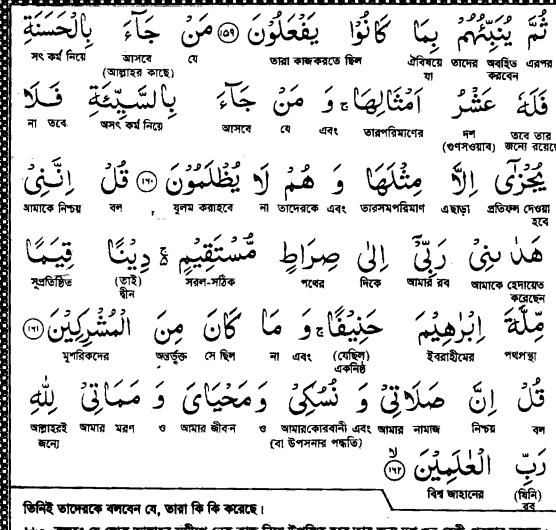
১৬০. বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহর সমীপে নেক কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য দশ গুন বেশী পুরস্কার রয়েছে। আর যে পাপের কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততখানি প্রতিফল দেয়া হবে যতখানি সে অপরাধ করেছে। আর কারো উপর যুলুম করা হবে না।

১৬১. হে মুহম্মাদ! বলঃ আমার আল্লাহ নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ ও সর্বোত ভাবে নির্ভুল দীন, যাতে বক্রতার কোন স্থান নেই। এ ইবরাহীমের অবলম্বিত পথ ও পন্থা; যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের মধ্যে ছিল না।

১৬২. বল, আমার নামায, আমার সর্ব প্রকার ইবাদত অনুষ্ঠানসমূহ[৪৭], আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য।

---

৪৭. এখানে 'নুসুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কোরবানীও হয় এবং সাধারণভাবে বন্দেগী-উপাসনার সকল প্রকার- পদ্ধতির উপরও এ শব্দ প্রযুক্ত হয়।

আরবী	অর্থ
لَا	নাই
شَرِيْكَ	কোন শরীক
لَهٗ ۚ	তার
وَ	এবং
بِذٰلِكَ	এভাবেই
اُمِرْتُ	আমি আদিষ্ট হয়েছি
وَ	এবং
اَنَا	আমি
اَوَّلُ	প্রথম
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾	আত্মসমর্পণকারীদের (মধ্যে)
قُلْ	বল
اَغَيْرَ	কি ব্যতীত
اللّٰهِ	আল্লাহ
اَبْغِيْ	খুঁজব আমি
رَبًّا	রব (অন্যকোন)
وَّ	অথচ
هُوَ	তিনিই
رَبُّ	রব
كُلِّ	সব
شَيْءٍ ۭ	কিছুর
وَ	এবং
لَا	না
تَكْسِبُ	অর্জন করে (কোন পাপ বা পূণ্য)
كُلُّ	প্রত্যেক
نَفْسٍ	ব্যক্তি
اِلَّا	এছাড়া
عَلَيْهَا ۚ	তারই উপর (তা বর্তিবে)'
وَ	এবং
لَا	না
تَزِرُ	বোঝা উঠাবে
وَازِرَةٌ	কোন বোঝা বহনকারী
وِّزْرَ	বোঝা
اُخْرٰى ۚ	অন্যের
ثُمَّ	এরপর
اِلٰى	দিকে
رَبِّكُمْ	তোমাদের রবের
مَّرْجِعُكُمْ	তোমাদের প্রত্যাবর্তন (হবে)
فَيُنَبِّئُكُمْ	তোমাদের তখন অবহিত করবেন
بِمَا	ঐবিষয়ে
كُنْتُمْ	তোমরাছিলে
فِيْهِ	যার মধ্যে
تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾	মত বিরোধ করতে

১৬৩. তাঁর শরীক কেউ নেই। আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্ব প্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী হচ্ছি আমি নিজে।

১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন রব তালাশ করব? অথচ তিনিই সব জিনিসেরই একমাত্র রব। প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু অর্জন করে, তার জন্য দায়ী সে নিজেই। কোন ভার বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করে না[৪৮]। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের যাবতীয় মত বিরোধের মূল অবস্থা তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে ধরবেন।

৪৮. অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী, একের কাজের জন্য অন্যে দায়ী নয়।

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে অপর কোন কোন লোকের মোকাবেলায় অধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা তিনি তোমাদেরকে যাচাই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের আল্লাহ শাস্তিদানের ব্যাপারেও খুবই সিদ্ধহস্ত এবং বিপুল ভাবে ক্ষমাকারী এবং রহমত দানকারীও।

معانى الفاظ
القرآن المجيد
المجلد الثانى
عربى - بنغالى
المترجم
مطيع الرحمٰن خان

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৩য় খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দায়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কেরাআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছে মিশরের প্রখ্যাত মোফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলামহযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মূল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প মুহসীন খানের Interpretation of the Meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran. Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দর্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাঃ)-এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-(১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না পূরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে- এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়-বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীর ভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবে পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান-এ দোয়াই করছি।

শাবান ১৪২২

কার্ত্তিক ১৪০৮

নভেম্বর-২০০১

মতিউর রহমান খান

জেদ্দা

সূচীপত্র

সূরার নাম্বার ও নাম	পারা	পৃষ্ঠা নম্বর
৭. সূরা আল-আ'রাফ	৮	৫
৮. সূরা আল-আনফাল	৯	৭৪
৯. সূরা আত্-তওবা	১০	১০৯
১০. সূরা ইউনুস	১১	১৬৪

সূরা আল-আ'রাফ

নামকরণ

এই সূরার নাম 'আল-আ'রাফ' এই জন্যে রাখা হয়েছে যে, এই সূরার পঞ্চম রুকুর এক জায়গায় আস্‌হাবুল আ'রাফ - আ'রাফবাসিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দরুন এরূপ নামকরণের অর্থ দাঁড়ায় যে, এ এমন একটি সূরা যাতে আ'রাফবাসিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরায় আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে মনে হয় যে, সূরা আল-আন'আমের নাযিল হওয়ার যে সময়-কাল, এই সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালও ঠিক তাই। কিন্তু এই সূরা দুটির কোন্‌টি প্রথমে নাযিল হয়েছে আর কোনটি পরে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মোটামুটি ভাবে এই সূরার বর্ণনাভংগী হতে একথা সুস্পষ্ট রূপে অনুমিত হয় যে, এই দুটি সূরা একই সময়-কালের সাথে সম্পর্কিত এ কারণে এর ঐতিহাসিক পটভূমি বুঝবার জন্য সূরা আল-আন'আমের শুরুত লেখা ভূমিকা মনে রাখাই যথেষ্ট হবে।

আলোচ্য বিষয়-সমূহ

এই সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নবুয়্যত ও রেসালত এর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। সমস্ত আলোচনার মোদ্দাকথা হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহ প্রেরিত নবী-পয়গম্বরদের আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা। কিন্তু এই আহাবানে ভয় প্রদর্শনের ধরণটা খুবই সুস্পষ্ট। কেননা যাদের লক্ষ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে তারা হল মক্কার অধিবাসী। এক দীর্ঘকাল ধরেই নানাভাবে তাদেরকে এ কথা বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু তার প্রতি তাদের অমনোযেগিতা, যিদ ও হঠকারিতা এবং বিরুদ্ধ প্রবণতা এমন চরম সীমায় পৌছেছিল যে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা অনতিবিলম্বে বন্ধ করে অন্য লোকদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করার জন্যে নবীর প্রতি নির্দেশ আসার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। এ কারণে বুঝাবার ভঙ্গীতে নবুয়্যৎ ও রেসালাতের দাওয়াত কবুল করার আহ্বান জানানোর সংগে সংগে তাদেরকে এও বলা হয়েছে যে, আজ তোমরা নবীর সংগে যে ধরনের ব্যবহার করছ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তৎকালীন নবী-পয়গম্বরগণের সংগে অনুরূপ আচরণ করে তারা অত্যন্ত খারাব পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। আর যেহেতু তাদের প্রতি বলার মত কথা প্রায় সম্পূর্ণই হয়ে গিয়েছিল, এজন্য ভাষণের শেষাংশে মক্কা বাসিদের পরিবর্তে আহলি-কেতাবদের সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । এক জায়গায় তো সারা দুনিয়ার, লোকদেরকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বাণী পেশ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তখন হিজরতের আর বড় বেশী দেরী নেই এবং নবী যে কালে কেবল নিজের নিকটবর্তী লোকদের লক্ষ্য করে কথা বলেন, সেই কালটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আলোচনার উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও ইয়াহুদীদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। এর দরুন নবুয়্যতের আর একটি দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তা হচ্ছে, নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সংগে মুনাফেকী করা, আনুগত্য ও অনুসরণের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তা ভংগ করা এবং হক্‌ ও বাতিল-এর মৌলিক পার্থক্য জেনে ও বুঝে নেবার পরও বাতিল নীতিতে আত্ম নিমগ্ন হয়ে থাকার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

এই সূরার শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের প্রচার-পদ্ধতিতে অনুসৃত বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত পন্থা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেওয়া হয়েছে । বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা দান ও অত্যাচারমূলক কর্মতৎপরতা মুকাবিলায় অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ এবং ভাবাবেগের বন্যা-প্লাবনে ভেসে গিয়ে আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্যে বিশেষভাবে নসীহত করা হয়েছে।

ايَاتُهَا ٢٠٦ (٧) سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

২০৬ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা (৭) আল-আ'রাফ মক্কী ২৪ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব করুনাময়

الٓمّٓصٓ ۝١ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ

আলীফ-লাাম মীম-স্যাদ (এই) কিতাব নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি অতএব না(যেন) হয় মধ্যে তোমার মনের

حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ اِتَّبِعُوْا

কোন সংকোচ তা হতে তা দিয়ে তুমি যেন সতর্ক কর এবং (এই কিতাব) উপদেশ মু'মিনদের জন্যে তোমরা অনুসরন কর

مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ

যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি পক্ষ হতে তোমাদের রবের এবং না তোমরা অনুসরণ করো তাকে ছাড়া

اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣ وَ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

(অন্যান্যদেরকে) অভিভাবকরূপে (কিন্তু) অল্পই যা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং কত (সব) জনপদ তা আমরা ধ্বংস করেছি

فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤

তার উপর তখন এসেছিল আমাদের শাস্তি রাতের বেলায় অথবা তারা (ছিল) দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণকারী

১। আলিফ লা-ম মী-ম সা-দ। ২। এটা একখানি কিতাব, এ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অতএব হে মুহাম্মদ! তোমার 'দিলে' এর জন্য যেন কোনরূপ কুণ্ঠা না জাগে [১]। এ নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, এ দিয়ে তুমি (অমান্যকারীদের) ভয় দেখাবে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য এ হবে উপদেশ। ৩। হে লোকেরা! তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের প্রতি যাকিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চল এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ অবলম্বন করো না। কিন্তু তোমরা উপদেশ খুব কমই মেনে থাক। ৪। কত সব জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। সেখানকার লোকদের উপর আমাদের আযাব সহসা রাতের বেলা এসে পড়েছে; কিংবা দিনের বেলা এসেছে যখন তারা বিশ্রাম গ্রহণ করতেছিল।

১. অর্থাৎ কোন দ্বিধা ও ভয় না করে মানুসের কাছে এটা পৌছে দাও এবং বিরুদ্ধবাদীরা কিভাবে তা গ্রহণ করবে বা এর সংগে কি ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে মোটেই পরোয়া করো না।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا

তারা বলেছিল | যে | এছাড়া | আমাদের শাস্তি | তাদের(কাছে) এসেছিল | যখন | তাদের আর্তনাদ (কথা) | ছিল | অতঃপর না

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ

ও | যাদের প্রতি | পাঠান হয়েছিল | তাদেরকে | আমরা অতএব জিজ্ঞাসা করবই | যুলমকারী | আমরা ছিলাম | নিশ্চয় আমরা

لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا

আমরা ছিলাম | না | আর | জ্ঞানের ভিত্তিতে | তাদের কাছে | আমরা অঃপর ঘটনা বর্ণনা করবই | রসূলদেরকেও | আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব

غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ

তার পাল্লাসমূহ (নেকীর) | ভারী হবে | অতঃপর যার | যথার্থই | সেদিন (হবে) | ওজন | এবং | অনুপস্থিত

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨﴾ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

তার পাল্লাসমূহ (নেকীর) | হাল্কা হবে | যার | এবং | সফলকাম (হবে) | তারাই | অতঃপর ঐসব লোক

فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا

আমাদের নিদর্শনাদির সাথে | তারা ছিল | একারণে যা | তাদের নিজেদেরকে | ক্ষতিগ্রস্থ করেছে | (তারাই) যারা | অতঃপর ঐসব লোক

يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾

যুল্‌ম করত

৫. এবং যখন আমাদের আযাব তাদের উপর এসে পড়ল, তখন তাদের মুখে একমাত্র ধ্বনি ছিল- "আমরা বাস্তবিকই যালেম"। ৬. অতএব এটা অনিবার্য যে, আমরা সেই লোকদের নিকট অবশ্যই কৈফিয়ত চাইব যাদের প্রতি আমরা নবী-রসূলদের পাঠিয়েছি। আমরা নবী-রসূলদেরও অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব(যে, তারা পয়গাম পৌছার দায়িত্ব কতদূর পালন করেছে এং তারা তার কি জবাব পেয়েছিল)। ৭. অতঃপর আমরা পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাহিনী তাদের সামনে পেশ করব। আমরা তো কোথাও লুকিয়েছিলাম না। ৮. আর ওজন সেদিন নিশ্চিতই সত্য-সঠিক[২] হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে। ৯. আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কেননা তারা আমাদের সাথে যালেমদের ন্যায় আচারণ করছিল।

২। অর্থাৎ সেদিন আল্লাহর ন্যায়ের তুলাদন্ডে 'হক' ছাড়া -কোন কিছুরই ওজন থাকবে না। এবং ওজন ছাড়া কোন জিনিস 'হক' হবে না। যার সংগে যতটা 'হক' থাকবে তা ততটা 'ভারী' হবে এবং ফায়সালা যা কিছু হবে তা ওজন অনুযায়ী হবে, অন্য কোন কিছুর সামান্যতমও গুরুত্ব দেয়া হবে না।

আমরা তোমাদেরকে যমীনে ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবনের সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় কর। **রুকু-০২** ১১. আমরা তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি, তার পর তোমাদের রূপ দান করেছি, অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি ঃ আদমকে সিজ্দা কর। এই আদেশ পেয়ে সকলে সিজ্দা করল। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হল না[৩]। ১২. জিজ্ঞাসা করলেনঃ "সিজদা হতে তোমাকে কোন জিনিস বিরত রাখল, যখন আমিই তোমাকে ইহার হুকুম দিয়েছিলাম।" বলল "আমি তার অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে করেছ মাটি দিয়ে"।১৩. বললেনঃ "তাহলে তুমি এখান হতে নীচে নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার দেখাবার তোমার কোনই অধিকার নেই। বের হয়ে যাও;

৩। এ দ্বারা এ বোঝায় না যে ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্গত ছিল। যখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার পরিচালক ফেরেশতাদের আদমকে সেজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন তার তাৎপর্য এও ছিল যে, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাধীন সমগ্র সৃষ্টিলোকও আদমের আনুগত্য মেনে নেবে। এই সৃষ্টি লোকের মধ্যে কেবল ইবলিসই অগ্রসর হয়ে এ ঘোষণা করলো যে সে আদমের সামনে শির অবনত করবে না।

إِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِيٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

(যখন) পুনরুত্থিত (ঐ)দিন পর্যন্ত আমাকে (ইবলীস) অধমদের অন্তর্ভুক্ত তুমি
করা হবে অবকাশ দিন বলল নিশ্চয়ই

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي

আমাকে আপনি অতঃপর সে বলল অবকাশ অন্তর্ভুক্ত তুমি (আল্লাহ)
গোমরাহ করলেন যেহেতু প্রাপ্তদের নিশ্চয়ই বললেন

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ

তাদেরকাছে অবশ্যই এরপর (যা) তোমার তাদের আমি অবশ্যই
আমি আসবই সরল সঠিক পথে বিরুদ্ধে ওৎ পেতে বসবই

مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

তাদের হতে ও তাদের হতে ও তাদের সামনে হতে
ডানদিক পিছন

وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شٰكِرِينَ ﴿١٧﴾

শোকরকারী তাদের পাবেন না এবং তাদের হতে ও
রূপে অধিকাংশকে বামদিক

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَنْ تَبِعَكَ

তোমাকে অবশ্য বিতাড়িত ধিকৃতরূপে এখান তুমি (আল্লাহ)
অনুসরণ করবে যে হয়ে হতে বেরহও বললেন

مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

সবাইকে তোমাদের জাহান্নামকে আমি অবশ্যই তাদের
(দিয়ে) মধ্যকার পূর্ণকরব মধ্যহতে

মূলতঃ তুমি তাদেরই একজন যারা নিজের অপমান-লাঞ্ছনাই কামনা করে"[৪]। ১৪. শয়তান বললঃ "আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন এসব লোক পুনরুত্থিত হবে।" ১৫. আল্লাহ বললেনঃ "তোমার জন্য অবকাশ রইল" ১৬.-১৭. শয়তান বললঃ "আপনি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দিয়েছেন, আমিও এখন আপনার সত্য-সরল পথের বাঁকে এই লোকদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকব; পিছনে, ডানে ও বামে সকল দিক হতেই তাদেরকে ঘিরে ফেলব। এবং আপনি এদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।" আল্লাহ বললেনঃ "বের হয়ে যাও এখান হতে, ধিকৃত ও বিতড়িত হয়ে। নিশ্চিতই জেনে রেখ, এদের মধ্যে যারাই তোমার আনুগত্য-অনুসরণ করবে তাদেরকে ও তোমাকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করে ফেলব।

৪। মূলে الصّٰغِرِينَ 'সাগেরীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাগির' শব্দের অর্থ অর্থাৎ যে স্বেচ্ছায় অপমান লাঞ্ছনা ও ক্ষুদ্রত্ব নিজের জন্য গ্রহণ করে। আল্লাহতা'আলার হুকুমের তাৎপর্য ঃ বান্দা ও সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তোমার নিজের বড়াই ও অহংকারে মত্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে- তুমি নিজেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে চাচ্ছ।
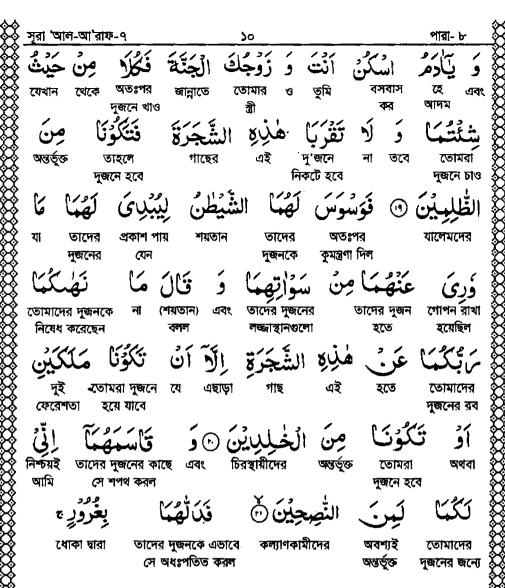
১৯. "এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়েই এই জান্নাতে বসবাস কর, এখানে তোমাদের মন যা চায় তা খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট ভুলক্রমেও যাবে না। অন্যথায় যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়বে। ২০. অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল, যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ যা পরস্পরের নিকট গোপনীয় করা হয়েছিল, তা তাদের সামনে খুলে দেয়। সে তাদেরকে বললঃ "তোমাদের রব যে তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ এ ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে না যাও, কিংবা তোমরা যেন চিরন্তন জীবন লাভ করে না বস।" ২১. এবং সে শপথ করে তাদেরকে বলল, "আমি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামী।" ২২. এভাবে ধোকা দিয়ে সে দুজনকে অধঃপতিত করল।

وَ	سَوْاٰتُهُمَا	لَهُمَا	بَدَتْ	الشَّجَرَةَ	ذَاقَا	فَلَمَّا
এবং	তাদের দুজনের লজ্জাস্থানগুলো	তাদের দুজনের কাছে	প্রকাশ পেল	বৃক্ষটির (ফলের)	দুজনে স্বাদ নিল	অতঃপর যখন

نَادٰىهُمَا	وَ	الْجَنَّةِ ؕ	وَّرَقِ	مِنْ	عَلَيْهِمَا	يَخْصِفٰنِ	طَفِقَا
তাদের দুজনকে ডাকলেন	এবং	জান্নাতের	পাতা	দ্বারা	তাদের দুজনের উপর	দুজনে আবৃত করতে	দুজনে শুরু করল

اَقُلْ	وَ	الشَّجَرَةِ	تِلْكُمَا	عَنْ	اَنْهَكُمَا	اَلَمْ	رَبُّهُمَآ
আমি বলি (নাই)	এবং	বৃক্ষ	এই	থেকে	তোমাদের দুজনকে আমি নিষেধ করেছি	নাই কি	তাদের দুজনের রব

رَبَّنَا	قَالَا	مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾	عَدُوٌّ	لَكُمَا	الشَّيْطٰنَ	اِنَّ	لَّكُمَآ
হে আমাদের রব	(আদম ও হাওয়া) দুজনে বলল	প্রকাশ্য	শত্রু	তোমাদের দুজনের	শয়তান	নিশ্চয়ই	তোমাদের দুজনকে

تَرْحَمْنَا	وَ	تَغْفِرْ لَنَا	لَّمْ	اِنْ	وَ	اَنْفُسَنَا سكتة	ظَلَمْنَآ
আমাদেরকে দয়া (না) কর	ও	আমাদেরকে মাফ কর তুমি	না	যদি	এবং	আমাদের নিজেদের (উপর)	আমরা যুলুম করেছি

لِبَعْضٍ	بَعْضُكُمْ	اهْبِطُوْا	قَالَ	الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾	مِنَ	لَنَكُوْنَنَّ
অপরের জন্য	তোমাদের একে	তোমরা নেমে যাও	আল্লাহ বললেন	ক্ষতিগ্রস্তদের	অন্তর্ভুক্ত	অবশ্যই আমরা হব

حِيْنٍ ﴿٢٤﴾	اِلٰى	مَتَاعٌ	وَّ	مُسْتَقَرٌّ	الْاَرْضِ	فِي	لَكُمْ	وَ	عَدُوٌّ ج
নির্দিষ্ট সময়	পর্যন্ত	জীবন সামগ্রী	ও	বসবাস স্থান	পৃথিবীর	মধ্যে	তোমাদের জন্যে (থাকবে)	এবং	শত্রু

শেষ পর্যন্ত তারা যখন বৃক্ষটির স্বাদ আস্বাদন করল, তাদের গোপণীয় স্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের পত্র-পল্লব দিয়ে নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ ক'রিনি? আর বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?" ২৩. উভয়ে বলে উঠলঃ "হে আমাদের রব আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব[৫]। ২৪. বললেনঃ "নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের দুশমন। আর তোমাদের জন্য এক বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত যমীনেই বসবাসের জায়গা ও জীবনের সামগ্রী রয়েছে।"

৫। এর দ্বারা বোঝা যায় মানুষের মধ্যে লজ্জা শরমের অনুভূতি তার প্রকৃতিগত, এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছেঃ মানুষের নিজের দেহের বিশেষ বিশেষ অংশকে অপরের সামনে উন্মুক্ত করতে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা অনুভব করা। এজন্যেই মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের সোজা সরল রাস্তা থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের সর্বপ্রথম চাল হচ্ছেঃ মানুষের এই শরম ও লজ্জাবোধের উপর আঘাত হানা, নগ্নতার পথ দিয়ে মানুষের জন্য প্রকাশ্য জঘন্যতা ও অশ্লীলতার দরজা মুক্ত করা ও কোন প্রকারে মানুষকে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত করা। উপরন্তু এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় পৌছার জন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে এক আকাংখা বর্তমান;-এই জন্যই শয়তানকে মানুষের সামনে হিতাকাঙ্খীর ছদ্মবেশে এসে বলতে হয়েছিলঃ "আমি তোমাকে অধিকতর উন্নত অবস্থায় সমুন্নত করতে চাই।" এছাড়া এর দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের যে বিশেষ সদগুণ মানুষকে শয়তানের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তা হচ্ছেঃ মানুষ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ করে ফেললে লজ্জিত হয়ে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, অন্য পক্ষে যে জিনিস শয়তানকে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল তা হচ্ছেঃ সে দোষ করা সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলার সামনে একগুয়েমী প্রদর্শন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পিছপা হয়নি।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

তিনি বললেন | তার মধ্যে | জীবিত থাকবে তোমরা | ও | তার মধ্যে | মৃত্যুবরণ করবে তোমরা | ও | তা থেকে | তোমাদের বের করা হবে

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِي

সন্তান হে | আদমের | নিশ্চয়ই | আমরা নাযিল করেছি | তোমাদের উপর | পোশাক | ঢাকতে

سَوْءَٰتِكُمْ وَ رِيشًا ۖ وَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ۙ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ

তোমাদের লজ্জাস্থান গুলো | ও | শোভা বর্ধণ রূপে | ও | পোষাক | তাকওয়ার | এটাই | উত্তম

ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ

এটা | নিদর্শনাবলীর অন্যতম | আল্লাহর | তারা সম্ভবত | শিক্ষা গ্রহণ করবে | হে | সন্তান | আদমের

لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ

(যেন) না | তোমাদের ফেতনায় ফেলে | শয়তান | যেমন | বের করেছিল | তোমাদের পিতা-মাতাকে | থেকে | জান্নাত

يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ إِنَّهُۥ

খুলে ফেলে | তাদের দুজন থেকে | তাদের দুজনের পোশাক | তাদের দুজনকে দেখানোর জন্যে | তাদের দুজনের লজ্জাস্থান | নিশ্চয়ই সে

يَرَىٰكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا

তোমাদের দেখে | সে | ও | তার দলবল | যেখান থেকে | না | তাদেরকে তোমরা দেখ | নিশ্চয়ই আমরা

جَعَلْنَا الشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

আমরা বানিয়েছি | শয়তানদেরকে | অভিভাবকরূপে | (তাদের)জন্যে যারা | না | ঈমান আনে

২৫. এবং বললেনঃ "সেখানেই তোমাদের বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদের মরতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান হতেই তোমাদের বের করা হবে।" **রুকু-০৩** ২৬. হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থান সমূহকে ঢাকতে পার। এ তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবতঃ লোকেরা এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। ২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে তেমন করে আবার ফেতনায় ফেলতে না পারে, যেমন করে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল, এবং তাদের পোশাক তাদের দেহ হতে খুলে ফেলেছিল, যেন তাদরে লজ্জাস্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সে এবং তাদের সাথী তোমাদেরকে এমন এক স্থান হতে দেখতে পায়, যেখান হতে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। এই শয়তান গুলিকে আমরা ঈমানদার নয় এমন লোকদের জন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দিয়েছি।

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا

এবং যখন তারা করে অশ্লীল কাজ তারা বলে আমরা পেয়েছি এসবের উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে

وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ

এবং আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এরূপ (করতে) তুমি বল নিশ্চয়ই আল্লাহ না নির্দেশ দেন

بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾ قُلْ

অশ্লীলতার তোমরা বলছ কি উপর আল্লাহর যা না তোমরা জান (হে নবী) বল

اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ۟ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

নির্দেশ দিয়েছেন আমার রব ন্যায়ের এবং তোমরা স্থির রাখ তোমাদের লক্ষ্য সময় প্রত্যেক

مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ؕ كَمَا

নামাজের এবং তাঁকে তোমরা ডাক তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্যে আনুগত্যকে (নিষ্ঠাপূর্ণকরে) যেমন

بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا

তোমাদের প্রথম সৃষ্টিকরেছেন তোমরা (তেমনি) ফিরে আসবে একদলকে তিনি সঠিক পথে চালিয়েছেন এবং (অপর এক) দলের (জন্যে)

حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ

অবধারিত হয়েছে তাদের উপর পথ ভ্রষ্টতা

২৮. এই লোকেরা যখন কোন লজ্জাকর কাজ করে, তখন বলেঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এই সব কাজ করতে মশগুল পেয়েছি, আর আল্লাহই আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন[৬]। তাদেরকে বল, আল্লাহ লজ্জাকর কাজ করার হুকুম কখনই দেননা। তোমরা কি আল্লাহর নামে সেই সব কথা বল, যা আল্লাহর কথা বলে তোমরা মোটেই জাননা? ২৯. হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আমার রব তো ইনসাফ ও সততা-সত্যতার হুকুম দিয়েছেন এবং তাঁর হুকুম এই যে, প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখবে, তাঁকেই ডাক; আগনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। তিনি প্রথম তোমাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে। ৩০. একদলকে তো তিনি সোজা পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু অপর দলের উপর ভ্রান্তি ও গোমরাহী চেপে বসেছে।

৬। আরব বাসীদের উলংগ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করার প্রথার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোক হজ্জ করার সময় নগ্ন হয়ে কাবা তওয়াফ করতো। এবং এ ব্যাপারে তাদের স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের থেকেও বেশী বে-হায়া ছিল। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং পূণ্য কাজ মনে করেই তারা তা করত।

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ

তারা নিশ্চয়ই | গ্রহণ করেছে | শয়তানদেরকে | অভিভাবকরূপে | ছাড়া | আল্লাহকে | এবং

يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ

তারা মনেকরে | যে তারা | সঠিক-পথপ্রাপ্ত | হে সন্তান | আদমের | তোমরা গ্রহণ কর | তোমাদের সুন্দর পোষাক

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ

সময় | প্রত্যেক | নামাজের | এবং | তোমরা খাও | ও | তোমরা পান কর | কিন্তু | না | তোমরা সীমা লংঘন করো

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ

তিনি নিশ্চয়ই | না | ভালবাসেন | সীমালংঘন-কারীদেরকে | (হে নবী) বল | কে | নিষেধ করেছে | শোভার বস্তুকে | আল্লাহর (দেওয়া)

الَّتِيْٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ

যা | সৃষ্টি করেছেন | তাঁর বান্দাদের জন্যে | ও | পবিত্র বস্তুসমূহকে | হতে | রিযিক | বল

هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ

তা | (তাদের)জন্যে যারা | ঈমান আনে | জীবনে | দুনিয়ার | বিশেষ করে | দিনে

الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

কিয়ামতের | এভাবে | বিস্তারিত বর্ণনা করি আমরা | নিদর্শনাদি | লোকদের জন্যে | (যারা) জ্ঞান রাখে

কেননা তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানগুলিকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে; তারা মনে করে যে, আমরা খুব সোজা ও সঠিক পথেই রয়েছি। ৩১. হে আদম সন্তান ! প্রত্যেকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাক[৭]। আর খাও ও পান কর কিন্তু সীমা-লংঘন করোনা। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। **রুকু-০৪** ৩২. হে নবী! এদের বল, আল্লাহর সে সব সৌন্দর্য অলংকার-কে হারাম করেছে,? যা আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর দেওয়া পাক জিনিস সমূহকে কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই; আর কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যই হবে। এভাবে আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করি যারা জ্ঞান রাখে তাদের জন্য।

৭। এখানে 'ঝিনাত' বা ভূষণ এর অর্থ পরিপূর্ণ সুন্দর পোশাক। আল্লাহর এবাদতে দাঁড়াবার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ শুধু নিজ লজ্জার-শরমের অংশগুলি আবৃত করবে; বরং সেই সংগে এটাও আবশ্যক যে মানুষ তার সাধ্যমত পূর্ণ পোশাক পরিধান করবে যার দ্বারা তার লজ্জাস্থান আবৃত হবে ও শোভা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ যেমন সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাতের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করে, সেরূপ আল্লাহতা'আলার এবাদতের সময় তার উত্তম পোশাক পরিধান করা উচিত।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

তুমি বল প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ করেছেন আমার রব অশ্লীল কাজগুলোকে যা প্রকাশ্যে হয় তারমধ্য হতে বা

مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ

যা গোপনেও হয় এবং পাপ ও বিদ্রোহ অসংগত ভাবে এবং (এও) যে

تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا

তোমরা শিরক করো আল্লাহর সাথে যার তিনি অবতীর্ণ করেন নাই সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ এবং (এও) যে তোমরা বলো

عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا

উপর আল্লাহর যা না তোমরা জান এবং জন্যে প্রত্যেক জাতির (আছে) নির্দিষ্ট সময় অতঃপর যখন

جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

আসবে তাদের সময় (পূর্ণহয়ে) না তারা বিলম্ব করতে পারবে এক মুহূর্তও আর না আগে নিয়ে যেতে পারবে

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ

হে সন্তান আদমের যদি তোমাদের কাছে আসে রসূলগণ তোমাদের মধ্যহতে বর্ণনা করে

عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ

তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী

৩৩. হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আমার রব যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই ঃ নির্লজ্জাতার কাজ- প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের[৮] কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি[৯]। আরো এই যে, আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকেও শরীক মনে করবে, যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ নাযিল করেননি; এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলবে যা সম্পর্কে (প্রকৃতই তিনি বলেছেন বলে) তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। ৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। পরে কোন জাতির মীয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে তখন তারা এক মুহূর্তও পরে বা আগে করতে পারবে না। ৩৫. (আর আল্লাহতা'আলা প্রথম সৃষ্টির দিনই সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন যে,) হে আদম সন্তান! স্মরণ রাখো, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন সব রসূল আসে যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাবে;

৮। মূল اِثْم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার আসল অর্থ হল কোতাহী, অর্থাৎ আপন প্রভুর আনুগত্য ও আদেশ পালনের ব্যাপারে অবহেলা করা, অপরাধ করা।

৯। অর্থাৎ নিজের সীমা অতিক্রম করে এরূপ সীমায় পদার্পণ করা যেখানে প্রবেশকরার হক মানুষের নেই।

فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ

অতঃপর যে | সংযত হবে | ও | সংশোধন করবে (নিজেকে) | তখন না | তাদের উপর ভয় (থাকবে) | আর | না | তারা

يَحْزَنُوْنَ ۝٣٥ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ

দুঃখিত হবে | এবং | যারা | প্রত্যাখ্যান করবে | আমাদের আয়াতগুলোকে | ও | অহংকার করবে | তাহতে

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٣٦ فَمَنْ اَظْلَمُ

ঐসব লোক | অধিবাসী (হবে) | দোজখের | তারা | তার মধ্যে | চিরস্থায়ী হবে | অতঃপর কে | অধিক যালেম (হতে পারে)

مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ

(তার)চেয়ে যে | রচনা করে | উপর | আল্লাহর | মিথ্যা | বা | প্রত্যাখান করে | তাঁর আয়াত গুলোকে | ঐসব লোক

يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ

তাদের পৌছবে | তাদের অংশ | হতে | লিখন(অর্থাৎ তকদির) | শেষ পর্যন্ত | যখন | তাদেরকাছে আসবে

رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ

আমাদের ফেরেশতারা | তাদের প্রাণ হরণ করতে | (ফেরেশতারা) বলবে | কোথায় (তারা) | যাদের | তোমরা ডাকতে ছিলে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا

ছাড়া | আল্লাহকে | (মুশরিকরা) বলবে | তারা লুকিয়ে গিয়েছে | আমাদের থেকে

তখন যে কেউ না-ফরমানী হতে বিরত থাকবে, এবং নিজের আচার-আচারণকে সংশোধন করে নিবে, তার জন্য কোন দুঃখ বা ভয়ের কারণ ঘটবে না। ৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে এবং অহংকার করবে, তারাই হবে দোযখী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ৩৭. একথা পরিস্কার তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহর নামে চালাবে কিংবা আল্লাহর সত্য আয়াতসূহকে মিথ্যা বলবে। এই সব লোক নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী নিজেদের অংশ পেতে থাকবে[১০]। শেষ পর্যন্ত সেই সময় এসে পৌছিবে যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তাদের রূহ কবয্ করার জন্য এসে পৌছিবে। সেই সময় তারা তাদের জিজ্ঞাসা করবে বলঃ "এখন কোথায় তোমাদের সেসব মাবুদ- আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকছিলে?" তারা বলবে, "আমাদের নিকট হতে সব লুকিয়ে গিয়েছে"।

---

১০. অর্থাৎ তাদের জন্য যতদিন দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করার অবকাশ নির্দিষ্ট আছে ততদিন তারা সেখানে অবস্থান করবে।

وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝٣٧ قَالَ

এবং তারা সাক্ষ্য দিবে বিরুদ্ধে নিজেদের তাদের যে তারা ছিল সত্য অমান্যকারী (আল্লাহ) বলবেন

ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ

তোমরা প্রবেশ কর সাথে (শামিল হয়ে) দলগুলোর গত হয়েছে তোমাদের পূর্বে মধ্য হতে জ্বীনদের

وَ الْاِنْسِ فِى النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ

ও মানবদের মধ্যে দোজখের যখনই প্রবেশ করবে কোন দল লা'নত করবে তার সম (দলকে)

حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ

এমনকি যখন তারা পেয়েযাবে তার মধ্যে সবাইকে বলবে তাদের পরবর্তীরা তাদেরপূর্ববর্তীদের সম্পর্কে

رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا

হে আমাদের রব এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল অতএব তাদের দিন শাস্তি দ্বিগুণ

مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝٣٨

আগুনের (আল্লাহ) বলবেন প্রত্যেকের জন্যে (রয়েছে) দ্বিগুন (শাস্তি) কিন্তু না তোমরাজান

وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

এবং বলবে তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদেরকে মূলতঃ না ছিল তোমাদের জন্য আমাদের উপর

مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝٣٩ ع

কোন শ্রেষ্ঠত্ব অতএব তোমরা স্বাদ নাও আযাবের একারণে যা তোমরা অর্জন করতেছিলে

"আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা বাস্তবিকই সত্য অমান্যকারী ছিলাম।" ৩৮. আল্লাহ বলবেনঃ যাও, তোমরাও সেই জাহান্নামে চলে যাও- যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গেছে। প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে দাখিল হবে তখন নিজেদের পূর্বগামী দলের উপর লা'নৎ করতে করতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকেই যখন তথায় একত্রিত হবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের রব! এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন। উত্তরে বলা হবে, প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না[১১]। ৩৯. আর পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলকে লক্ষ্য করে বলবে, (আমরা যদি দোষী হয়ে থাকি) তোমরা আমাদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলে? এখন নিজেদেরই উপার্জনের বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

১১. অর্থাৎ এক শাস্তি নিজে গোমরাহী অবলম্বন করার ও অন্যটি অপরকে গোমরাহ করার। এক শাস্তি নিজের অপরাধসমূহের জন্য, দ্বিতীয় শাস্তি অপরের জন্য আগাম অপরাধ অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার ত্যাগ করার জন্য।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا

নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা মনে করে আমাদের নিদর্শনাবলীকে ও অহংকার করে তা থেকে না

تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ

খোলা হবে তাদের জন্যে দরজা গুলো আকাশের আর না তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে যে পর্যন্ত না

يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي

প্রবেশ করবে উট মধ্যে ছিদ্রের সূঁচের (অর্থাৎ তাদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব) এবং এভাবে প্রতিফলদেই আমরা

الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ

অপরাধীদেরকে তাদের জন্যে (রয়েছে) জাহান্নামে শয্যাসমূহ ও তাদের উপর (থাকবে)

غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

আচ্ছাদনসমূহ (আগুনের) এবং এভাবে প্রতিফলদেই আমরা যালিমদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ও কাজ করেছে নেকীর না দায়িত্বভার দেই আমরা কোন ব্যক্তিকে এছাড়া তার সাধ্যে আছে

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَ

ঐসব লোক অধিবাসী জান্নাতের তারা তারমধ্যে চিরস্থায়ী হবে এবং

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ

আমরা দূর করে দেব যা (আছে) মধ্যে তাদের অন্তরসমূহের (অর্থাৎ) কোন ঈর্ষা

রুকু-০৫ ৪০. নিশ্চিতই জেনো যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ-জগতের দুয়ার কখনই খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রগমন। অপরাধী লোকেরা আমার নিকট এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। ৪১. তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা এবং জাহান্নামের আচ্ছাদন নির্দিষ্ট হয়ে আছে? এ সেই প্রতিফল যা আমরা যালেম লোকদের দিয়ে থাকি। ৪২. পক্ষান্তরে যারা আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে- এই পর্যায়ে প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ীই দায়ী করে থাকি- তারা জান্নাতী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ৪৩. তাদের পরস্পরের মনের গ্লানি আমরা দূর করে দেব।

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ

প্রবাহিত হয় | তাদের পাদদেশে | ঝর্ণা ধারাগুলো | ও | তারা বলবে | সব প্রসংশা | আল্লাহরই জন্যে | যিনি

هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا

আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন | এ জন্যে | এবং | না | আমরা ছিলাম(যে) | সৎপথ পেতাম আমরা | যদি | না | আমাদের পথ দেখাতেন

اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ نُوْدُوْۤا

আল্লাহ | নিশ্চয় | এসেছিল | রসূলগণ | আমাদের রবের | প্রকৃত সত্যসহ | এবং | তাদের ডেকে বলা হবে

اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾

যে | এইসেই | জান্নাত | তোমাদেরকে উত্তরা-ধিকারী করা হয়েছে | তা | বিনিময়ে যা | তোমরা কাজ করতেছিলে

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ

এবং | ডেকে বলবে | অধিবাসীরা | জান্নাতের | অধিবাসীদেরকে | দোজখের | যে | নিশ্চয়ই

وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا

আমরা পেয়েছি | যা | আমাদের ওয়াদা করেছিলেন | আমাদের রব | সত্য | কিন্তু কি | তোমরা পেয়েছ | যা

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ

ওয়াদা করেছিলেন | তোমাদের রব | সত্য

তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলবেঃ "সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথ পেতাম না যদি আমাদের রব আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের রবের প্রেরিত রসূলগণ প্রকৃতই সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন।" তখন আওয়ায আসবে যে, "তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের সেসব আমলের প্রতিফল হিসেবেই পেয়েছ যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করতেছিলে।" ৪৪. পরে এই জান্নাতের লোকেরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবেঃ "আমরা সেই সব ওয়াদাকে বাস্তবভাবে পেয়েছি, যা আমাদের রব আমাদের নিকট করেছিলেন; কিন্তু তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা বাস্তবে ঠিক ভাবে লাভ করেছ?

قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ

তারা বলবে | হ্যাঁ | অতঃপর ঘোষণা দেবে | এক ঘোষণাকারী | তাদের মাঝে | যে | লা'নত | আল্লাহর

عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ

উপর | যালিমদের | যারা | (মানুষকে) বাধাদিত | হতে | পথ | আল্লাহর | ও

يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ بَيْنَهُمَا

তাতে তারা অন্বেষণ করত | বক্রতা | আর | তারা (ছিল) | আখিরাতের উপর | অবিশ্বাসী | এবং | উভয়ের মাঝে

حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ

পর্দা থাকবে | এবং | উপর | আরাফের | কিছুলোক (থাকবে) | তারা চিনবে | প্রত্যেককে | তাদের চিহ্নগুলো দিয়ে

وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۟ لَمْ يَدْخُلُوْهَا

এবং | ডেকে বলবে | অধিবাসী-দেরকে | জান্নাতের | যে | শান্তি | তোমাদের উপর (বর্ষিত হোক) | তাতে প্রবেশ করেনাই (তারা এখনও)

وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ

কিন্তু | তারা | আকাঙ্খা করে | এবং | যখন | ফিরান হবে | তাদের দৃষ্টিগুলো | দিকে | অধিবাসীদের

النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ ع

(জাহান্নামের) আগুনের | তারা বলবে | হে আমাদের রব | না | আমাদের শামিল করো | সাথে | (ঐসব) লোকদের | (যারা) যালিম

তারা জবাবে বলবেঃ "হ্যাঁ"। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেবেঃ আল্লাহর অভিশাপ সেই যালেমদের উপর; ৪৫. যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিত, তাতে তারা বক্রতা অনুসন্ধান করত এবং পরকালের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল। ৪৬. এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পার্থক্যকারী পর্দা হবে, তার উচ্চ পর্যায়ে থাকবে অপর কিছু লোক। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দিয়ে চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদের ডেকে এরা বলবেঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক"। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা তার জন্য আকাংখী[১২]। ৪৭. পরে দোযখীদের প্রতি যখন তাদের চোখ পড়বে, তখন বলবেঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করো না।"

১২। অর্থাৎ এই আ'রাফবাসীরা হবে সেই সব লোক যাদের জীবনের ইতিবাচক দিক এতটা শক্তিশালী হবে না যে তারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হবে ও তাদের জীবনের নেতিবাচক দিকও এতটা খারাব হবে না যে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্য তারা জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক সীমায় অবস্থান করবে এবং তারা এই আশা পোষন করতে থাকবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের ভাগ্যে জান্নাত লাভ ঘটবে।

وَ نَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ رِجَالًا يَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ

এবং ডাকবে অধিবাসীরা আরাফের (দোযখের কিছু) লোকদেরকে তারা চিনবে তাদের তাদের চিহ্নগুলো দিয়ে

قَالُوۡا مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَ مَا كُنۡتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾

তারা বলবে না আসল কাজে তোমাদের জন্যে তোমাদের দল ও যা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে তোমরা

اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ ؕ

এসব(জান্নাতবাসী) লোক কি (তারানয়) যাদের (সম্পর্কে) তোমরা কসম করে বলতে(যে) না তাদের পৌঁছাবেন আল্লাহ করুণা

اُدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ

(তাদেরকে বলা হবে) তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে না কোন ভয় (আছে) তোমাদের জন্যে আর না তোমরা

تَحۡزَنُوۡنَ ﴿۴۹﴾ وَ نَادٰۤى اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ

দুঃখিত হবে (দুশ্চিন্তা করবে) এবং ডেকে বলবে অধিবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসী-দেরকে জান্নাতের

اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ

যে তোমরা ঢেলে দাও আমাদের দিকে কিছুটা পানি বা (তা) হতে যা তোমাদের রিজিক দিয়েছেন আল্লাহ

قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۵۰﴾

তারা বলবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সেদু'টি নিষিদ্ধ করেছেন উপর কাফেরদের

রুকু-০৬ ৪৮. অতঃপর এই আ'রাফের লোকেরা দোযখের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে তাদের চিহ্ন দিয়ে চিনে নিয়ে ডেকে বলবেঃ দেখলে তো, আজ না তোমাদের বাহিনী কোন কাজে আসল, আর না সেই সব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় বলে মনে করছিলে। ৪৯. আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেসব লোক নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এই লোকদেরকে তো আল্লাহ স্বীয় রহমত হতে কোন অংশেই দান করবেন না। আজ তো তাদেরকেই বলা হইল যে, তোমরা সব বেহেশতে প্রবেশ কর, তোমাদের জন্য না ভয় আছে, না কোন দুঃখ বা আশংকা। ৫০. ওদিকে দোযখের লোকেরা জান্নাতী লোকদের ডেকে বলবে যে, সামান্য পানি আমাদের দিকে ঢেলে দাও; কিংবা আল্লাহ যে রেযেক তোমাদের দিয়েছেন তা হতে কিছু এদিকে নিক্ষেপ কর। তারা জবাবে বলবেঃ " আল্লাহতা'আলা এই দুইটি জিনিসই সত্যের অমান্যকারীদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ

যারা গ্রহণ করেছিল | তাদের দ্বীনকে | কৌতুক | ও | ক্রীড়া (রূপে) | এবং | তাদের প্রতারিত করেছিল | জীবন

الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ

দুনিয়ার | অতএব আজ | তাদের ভুলে যাব আমরা | যেমন | তারা ভুলে গিয়েছিল | সাক্ষাৎ | তাদের দিনের | এই

وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾ وَ لَقَدْ جِئْنٰهُمْ

এবং | যেভাবে | তারাছিল | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | অস্বীকার করত | নিশ্চয় এবং | তাদের কাছে আমরা এনেদিয়েছি

بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

এক কিতাব | তা আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি | (পূর্ণ) দ্বারা জ্ঞান | পথ নির্দেশ | ও | দয়া (স্বরূপ) | লোকদের জন্যে | (যারা) ঈমান আনে

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ۚ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ

কি | তারা প্রতীক্ষা করছে | এছাড়া | তার পরিণতির | যেদিন | আসবে | তার পরিণতি | বলবে

الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ

যারা | তা ভুলে গিয়েছিল | পূর্বে | নিশ্চয়ই | এসেছিলেন | রসূলগণ | আমাদের রবের | সত্য(বাণী)সহ

فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ

কি তবে | আমাদের জন্যে(আছে) | কোন সুপারিশকারী | তারা অতঃপর সুপারিশ করবে | আমাদের জন্যে

৫১. যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল, আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণার গোলক ধাঁধায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল।" আল্লাহ বলেনঃ আজ আমরা তেমনিভাবেই তাদেরকে ভুলে থাকব যেমন করে তারা এইদিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে রয়েছিল এবং আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করছিল। ৫২. আমরা এদের নিকট এমন একখানি কিতাব এনে দিয়েছি যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছি, এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকের জন্য যা হেদায়াত ও রহমত। ৫৩. এখন কি এই লোকেরা এর পরিবর্তে এই কিতাব যে পরিণামের সংবাদ দেয় তারই অপেক্ষায় রয়েছে? সেই পরিণাম যেদিন সামনে এসে পৌঁছিবে তখন পূর্বে যারা তাকে ভুলে গিয়েছিল তারাই বলবেঃ "বাস্তবিকই আমাদের রবের রসূল সত্য দ্বীনই নিয়ে এসেছিলেন। এখন কি আমরা এমন কিছু সুপারিশকারী পাব যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে?

أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ

অথবা | ফিরিয়ে পাঠান হবে আমাদেরকে | আমরা তখন কাজ করব | এ ব্যতীত | যা (পূর্বে) | আমরা কাজ করতাম | নিশ্চয়ই

خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

তারা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে | তাদের নিজেদেরকে | ও | উধাও হয়েছে | তাদের হতে | যা | তারা রচনা করতেছিল

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي

নিশ্চয়ই | তোমাদের রব | আল্লাহই | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আসমান-সমূহকে | ও | যমীনকে | মধ্যে

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ

ছয় | দিনের | এরপর | সমাসীন হন | উপর | আরশের | তিনি আচ্ছাদিত করেন | রাতকে

النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

দিনের (উপর) | তাকে সে অনুসরণ করে | দ্রুত গতিতে | এবং | সূর্য | ও | চন্দ্র | ও | তারকাগুলো

مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ

অধীনস্থ করেছেন | তাঁর নির্দেশের | জেনে রাখ | তাঁরই | সৃষ্টি | এবং | নির্দেশ (তাঁরই) | বড় বরকতময় | আল্লাহ

رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

রব | বিশ্বজাহানের

অথবা আমাদেরকে ফিরিয়ে পাঠালে পূর্বে আমরা যা করেছিলাম তার বিপরীত পন্থায় কাজ করতাম?" তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যেসব মিথ্যা রচনা করে নিয়েছিল আজ তা হারিয়ে যাবে। রুকু-০৭ ৫৪. বস্তুতঃ তোমাদের রব সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন[১৩]। অতঃপর স্বীয় সিংহাসনের উপর আসীন হন[১৪]। যিনি রাতকে দিনের উপর বিস্তার করে দেন। তারপরে দিন রাতের পিছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি সূর্য চন্দ্র ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিই তাঁর এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই [১৫]। অপরিসীম বরকতময়[১৬] আল্লাহ, সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী।

১৩. দিন অর্থ এখানে দুনিয়ার ২৪ ঘন্টায় দিনের সমার্থক হতে পারে। অথবা এখানে দিন' শব্দটি যুগ বা কালের একটি অধ্যায়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৪. আল্লাহর আরশের উপর আসীন হওয়ার বিস্তারিত রূপ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ 'মোতাশাবেহাত' এর অন্তর্গত যার অর্থ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। ১৫. অর্থাৎ আল্লাহ এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন ও তিনিই এর নির্দেশক ও পরিচালক। নিজের সৃষ্টিকে তিনি অন্যের অধীনে ছেড়ে দেননি। এবং তিনি তার কোন সৃষ্টিকেও এ অধিকার দেননি যে সে নিজ ক্ষমতা ও অধিকারে যা ইচ্ছা করবে। ১৬. আল্লাহতা'আলা বরকতময়' হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সুগুনের কোন সীমা পরিসীমা নেই। সীমাহীন কল্যাণ তাঁর থেকে আশা করা যায়।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

তোমরা ডাক | তোমাদের রবকে | বিনীতভাবে | ও | গোপনে | নিশ্চয়ই তিনি | না | ভালবাসেন

الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

সীমালংঘনকারীদেরকে | এবং | না | তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো | মধ্যে | দুনিয়ার | পরেও

إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

তা সংস্কারের | এবং | তাকে তোমরা ডাক | ভয় | ও | আশার (সাথে) | নিশ্চয় | অনুগ্রহ | আল্লাহর

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ

নিকটে | সৎকর্মশীলদের | এবং | তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | প্রেরণ করেন | বায়ু

بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا

সু সংবাদ স্বরূপ | আগে | তাঁর রহমতের | এমনকি | যখন | বহন করে | মেঘমালা

ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا

ভারী | তা আমরা চালনা করি | ভূখন্ডের জন্যে | নির্জীব | আমরা অতঃপর বর্ষণ করি | তা থেকে | পানি | আমরা অতঃপর উৎপাদন করি

بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

তা দিয়ে | প্রত্যেক রকমের | ফলমূল | এভাবেই | আমরা পুনরুত্থিত করব | মৃতদেরকে | তোমরা সম্ভবত

تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

শিক্ষা নেবে

৫৫. তোমাদের রবকে ডাক, কাঁদকাঁদ কণ্ঠে ও চুপে-চুপে। নিশ্চিতই তিনি সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ৫৬. যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তার সংশোধন ও স্থিতি বিধানের পর[১৭]। এবং আল্লাহকেই ডাক, ভয়ের সাথে এবং আশান্বিত হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি নিকটে। ৫৭. তিনিই আল্লাহ যিনি বাতাসকে স্বীয় রহমতের আগে আগে সুসংবাদ বহনকারী রূপে পাঠিয়ে দেন। পরে যখন তা পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উত্থিত করে, তখন তাকে কোন মৃত যমীনের দিকে চালিয়ে দেন এবং সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে (সেই মৃত যমীন হতে) নানা রকম ফল উৎপাদন করেন। লক্ষ্য কর, এভাবেই আমরা মৃত অবস্থা হতে জীবিত করে বের করব। সম্ভবতঃ তোমরা এই পর্যবেক্ষণ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

১৭. অর্থাৎ শত-শত, হাজার-হাজার বছর ধরে আল্লাহর পয়গাম্বর ও মানবজাতির সংস্কারকদের চেষ্টা-সাধনায় মানবিক চরিত্র, নৈতিকতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির যে সংশোধন সাধিত হয়েছে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টাচার দিয়ে তার মধ্যে বিকৃতি ও খারাবি সৃষ্টি করো না।

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَ

এবং | ভূখণ্ড | উৎকৃষ্ট | উৎপন্ন করে | তার ফসল (উৎকৃষ্ট) | আদেশে | তার রবের | এবং

الَّذِیْ خَبُثَ لَا یَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ

যা | নিকৃষ্ট | না | উৎপন্ন করে | এছাড়া | নিকৃষ্ট (ফসল) | এভাবে | বারবার পেশ করি আমরা

الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا

নিদর্শনগুলোকে | লোকদের জন্যে | (যারা) শোকর করে | নিশ্চয়ই | আমরা প্রেরণ করেছি | নূহকে

اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

প্রতি | তার জাতির | অতঃপর সে বলল | হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নাই | তোমাদের জন্য

مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ

(অন্য) কোন | ইলাহ | তিনি ছাড়া | আমি নিশ্চয়ই | ভয় করি আমি | তোমাদের উপর | আযাবের | দিনের

عَظِیْمٍ ﴿۵۹﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ

কঠিন | বলল | কর্তা (প্রধান) ব্যক্তিরা | মধ্যকার | তার জাতির | আমরা নিশ্চয়ই | আমরা অবশ্যই তোমাকে দেখছি

فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ

মধ্যে | ভ্রান্তির | প্রকাশ্য | সে বলল | হে আমার জাতি | নাই | আমার মধ্যে | কোন নির্বুদ্ধিতা

وَّ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۱﴾

বরং আমি | রসূল | পক্ষহতে | রবের | বিশ্বজাহানের

৫৮. যে যমীন ভাল, তা তার রবের হুকুমে খুব ফুল ও ফল ফলায়। আর যে যমীন খারাব, তা হতে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এইভাবে আমরা নিদর্শন সমূহকে বারবার পেশ করি- তাদের জন্য যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক। রুকু-০৮ ৫৯. আমরা নূহকে তার সময়কার লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি[১৮]; সে বলল, "হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য (নির্দিষ্ট) একটি দিনের আযাবের ভয় পোষণ করি।" ৬০. তার সময়কার জাতির কর্তাব্যক্তিরা জবাবে বললঃ "আমরা তো দেখতে পাই যে, তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছ।" ৬১. নূহ বললঃ "হে আমার জাতি, আমি কোন প্রকার গোমরাহীতে লিপ্ত নই, আমি তো রব্বুল'আলামীনের রসূল।

১৮। আজকের যুগে 'ইরাক' নামে অভিহিত ভূখণ্ডেই হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির বাসস্থান ছিল।

৬২. আমি তোমাদের নিকট রবের পয়গাম সমূহ পৌঁছিয়ে থাকি, আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আমি আল্লাহর নিকট হতে সেই সব বিষয় জানি, যা তোমাদের জানা নেই। ৬৩. তোমরা কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছ যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যহতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট হতে উপদেশ এসেছে, যেন তোমাদেরকে সাবধান করে দেয় এবং তোমরা ভুল পথে চলা হতে রক্ষা পেতে পার, আর যেন তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়।" ৬৪. কিন্তু তারা তাকে (মিথ্যাবাদী মনে করে) অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সংগীদেরকে এক নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করলাম এবং সেই লোকদের ডুবিয়ে দিলাম, যারা আমার আয়াতসমূহকে (মিথ্যামনে করে) অমান্য করেছিল। বস্তুতঃ তারা ছিল অন্ধলোক। রুকু–০৯ ৬৫.এবং 'আদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'হুদ'কে পাঠিয়েছি[১৯]।

১৯। 'হেজায' 'য়ামান' ও য়ামামা'র মধ্যবর্তী 'আহকাফ্'-এর এলাকায় 'আদ' জাতির মুল বাসস্থান ছিল। এখান থেকেই বিস্তৃত হয়ে তারা 'য়ামান'এর পশ্চিম উপকুল এবং ওমান ও হাজরে মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের শক্তির প্রভাব বিস্তার করেছিল।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

সে বলল | হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নাই | তোমাদের জন্যে | কোন ইলাহ | তিনি ছাড়া

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ

তবুও কি না | তোমরা সংযত হবে | বলল | (সেই জাতির) প্রধান ব্যক্তিরা | যারা | অস্বীকার করেছিল | মধ্যহতে

قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ

তার জাতির | নিশ্চয়ই আমরা | আমরা অবশ্যই তোমাকে দেখছি | মধ্যে | নির্বুদ্ধিতার | এবং | আমরা নিশ্চয়ই | আমরা অবশ্যই তোমাকে মনেকরি

مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ

পক্ষ হতে | মিথ্যাবাদীদের | সে বলল | হে আমার জাতি | নাই | আমার মধ্যে | কোন নিবুদ্ধিতা

وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ

আমি বরং | একজন রসূল | পক্ষহতে | রবের | বিশ্বজাহানের | তোমাদেরকে পৌঁছাই | পয়গামসমূহ

رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَ عَجِبْتُمْ

আমার রবের | এবং | আমি | তোমাদের জন্যে | হিতাকাঙ্খী | বিশ্বস্ত | কি | তোমরা বিস্মিত হয়েছ

اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ

যে | তোমাদের কাছে এসেছে | উপদেশ | পক্ষ হতে | তোমাদের রবের | উপর | একজনের | তোমাদেরই মধ্যেকার

لِيُنْذِرَكُمْ

তোমাদেরকে সতর্ক করে যেন

সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না?" ৬৬. তার জাতির সরদার-মাতব্বররা যারা তার দাওয়াত মানতে অস্বীকার করছিল জবাবে বললঃ"আমরা তোমাকে তো নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী।" ৬৭. সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, আমি নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত নই, বরং আমি বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহর রসূল। ৬৮. তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিই। আমি তোমাদের এমন কল্যাণকামীও যার উপর নির্ভর করা যায়। ৬৯. তোমার কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়েছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই নিজ জাতির এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের 'স্মারক' এসেছে, এই জন্য যে, সে তোমাদেরকে সাবধান-সতর্ক করবে।

তোমরা স্মরণকর, তোমাদের রব নূহের জাতির পরে তোমাদেরকেই তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে খুবই স্বাস্থ্যবান বানিয়েছেন। অতএব আল্লাহর কুদরতের কীর্তিকলাপ স্মরণে রেখো[২০]। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" ৭০. তারা বললঃ তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লাহরই দাসত্ব করব, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করব? আচ্ছা, তাহলে নিয়ে এস সেই আযাব যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদি হও।" ৭১.সে বললঃ "তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর পড়েছে। তোমরা কি আমার সাথে সেই নামগুলির কারণে ঝগড়া করছ,

---

২০. মূলে آلَاءَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ নেয়ামতসমূহও হয় এবং ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহও হয়, আবার উত্তম গুণাবলীও হয়।

سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ
তোমরা নাম দিয়েছ | যা | তোমরা | ও | তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা | না | অবতীর্ণ করেছেন | আল্লাহ

بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ
সে সম্বন্ধে | কোন | প্রমাণ | তোমরা অতএব প্রতীক্ষা কর | নিশ্চয়ই আমি | তোমাদের সাথে | অন্তর্ভুক্ত

الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
প্রতীক্ষাকারীদের | তাকে অতঃপর আমরা উদ্ধার করলাম | এবং | যারা (ছিল) | তার সাথে | অনুগ্রহ দিয়ে

مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا
আমাদের পক্ষহতে | এবং | আমরা কেটেদিলাম | জড় | (তাদের) যারা | মিথ্যা মনে করেছিল | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | এবং | না

كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ
তারাছিল | ঈমানদার | এবং | প্রতি | সামুদ জাতির | তাদেরই ভাই | সালেহ কে (পাঠিয়েছিলাম) | সে বলল

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ
হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদতকর | আল্লাহর | নাই | তোমাদের জন্যে | কোন ইলাহ | তিনি ব্যতীত

যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো[২১]?" এবং যেগুলির সমর্থনে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি?- আচ্ছা, তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকলাম।" ৭২. শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অনুগ্রহের সাহায্যে হূদ' এবং তার সংগী-সাথীদের বাঁচালাম এবং সেই লোকদের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং যারা ঈমানদার ছিলনা। রুকু-১০ ৭৩. এবং 'সামুদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি[২২]। সে বললঃ হে আমার জাতি, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।

২১. অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ঐশ্বর্যের, আবার কাউকে রোগ-ব্যাধির প্রভু, দেবতা বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউই কোন জিনিসের প্রভুনয়; এগুলো তোমাদের কল্পিত নিছক কতকগুলো নাম মাত্র। যারা এইগুলো নিয়ে বিবাদ করে তারা আসলে কতকগুলি নাম নিয়ে মাত্র বিবাদ করে, কোন সত্য বস্তুর জন্য বিবাদ করে না। ২২. সামুদ জাতির বাসস্থান উত্তর পশ্চিম আরবের সেই এলাকায় ছিল, যা আজও 'আল-হিজর' নামে খ্যাত আছে, বর্তমান যামানায় মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী একটি জায়গা আছে যাকে 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়। এই জায়গাই সামুদ জাতির সদর জায়গা ছিল এবং প্রাচীন কালে এ স্থান 'হিজর' নামে অভিহিত ছিল। আজও এখানে সামুদীদের কিছু ইমারত বর্তমান আছে যা তারা পাহাড় খনন করে নির্মাণ করেছিল।

قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ
নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পক্ষহতে তোমাদের রবের এই উষ্ট্রী আল্লাহর

لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا
তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন তাকে সুতরাং তোমারা ছেড়েদাও সে খাবে উপর যমীনের আল্লাহর এবং না

تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٧٣ وَ اذْكُرُوْٓا
তাকে তোমরা স্পর্শ করবে মন্দভাবে তাহলে তোমাদের ধরবে শাস্তি বড় কষ্টকর এবং তোমরা স্মরণ কর

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي
যখন তোমাদের বানিয়েছিলেন স্থলাভিষিক্ত পরে আ'দের ও তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন উপর

الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ
যমীনের তোমরা নির্মাণ করছ তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ ও তোমরা খোদাই করে তৈরী করেছ

الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا
পাহাড় গুলোতে বাসগৃহ সমূহ তোমরা অতএব স্মরণ কর অনুগ্রহ গুলোকে আল্লাহর এবং না অনাচার সৃষ্টি করো

فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٧٤
মধ্যে পৃথিবীর ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে

তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। এ আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদরে জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ[২৩]। অতএব তাকে ছেড়ে দাও- আল্লাহর যমীনে চলে বেড়াবে; কোন খারাব উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদের গ্রাস করবে। ৭৪. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ 'আঁদ' জাতির লোকদের পরে তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং জীবনে তোমাদের এই মর্যাদা দিয়েছেন যে, আজ তোমরা তার সমতল ভূমির উপর সু-উচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছ ও তার পর্বত-গাত্র খোদাই করে বাড়ীঘর বানাচ্ছ। অতএব তাঁর কুদরতের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে গাফিল হয়োনা এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"

২৩. এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে জানা যায় সামুদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহের কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবী করেছিল যা তিনি যে আল্লাহতা'আলার প্রেরিত নবী -এক কথায় সুস্পষ্ট প্রমাণ-পত্র স্বরূপ হবে। এই দাবীর উত্তর হিসেবে হযরত সালেহ (আঃ) এই উষ্ট্রীকে পেশ করেছিলেন।

৭৫. তার জাতির সরদার মাতব্বর লোকেরা যারা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করছিল- দূর্বল শ্রেণীর সেই লোকদের যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললঃ "তোমরা কি সত্যি করে জানো যে, সালেহ তার রবের প্রেরিত নবী?" তারা জবাবে বললঃ "নিশ্চয়ই যে পয়গামসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা মানি, বিশ্বাস করি।" ৭৬. এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার লোকেরা বললঃ "তোমরা যা মেনে নিয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করি, অমান্য করি।" ৭৭. অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল[২৪] এবং পূর্ণ অহংকার সহকারে তাদের রবের স্পষ্ট নিদের্শের বিরুদ্ধতা করল আর সালেহকে বলল "নিয়ে এস সেই আযাব, যার ধমক তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যিই একজন রসূল হয়ে থাকো।" ৭৮. শেষ পর্যন্ত একটি প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প এসে তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উল্টিয়ে পড়ে রইল।

২৪. যদিও এক ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল সূরা 'কমর' ও সূরা 'শামসে' যেমন উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সমগ্র জাতিই এই অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী ব্যক্তি এই অপরাধী জাতির ইচ্ছা সাধনের যন্ত্র-স্বরূপ ছিল, সেজন্য গোটা জাতির উপরই এ অপরাধের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে।।

رِسَالَةَ	اَبْلَغْتُكُمْ	لَقَدْ	يٰقَوْمِ	قَالَ	وَ	عَنْهُمْ	فَتَوَلّٰى
পয়গাম	তোমাদেরকে পৌছেছিলাম	নিশ্চয়ই	হে আমার জাতি	সে বলল	এবং	তাদের থেকে	সে অতঃপর মুখ ফিরাল

النّٰصِحِيْنَ ⑦٩	تُحِبُّوْنَ	لَا	وَلٰكِنْ	لَكُمْ	نَصَحْتُ	وَ	رَبِّيْ
নসীহত কারীদেরকে	তোমরা পছন্দ কর	না	কিন্তু	তোমাদেরকে	আমি নসীহত করেছিলাম	এবং	আমার রবের

مَا	الْفَاحِشَةَ	اَتَاْتُوْنَ	لِقَوْمِهٖٓ	قَالَ	اِذْ	لُوْطًا	وَ
(যা) না	(এমন) অশ্লীলকাজে	তোমরা কি আস	তার জাতিকে	সে বলেছিল	(স্মরণকর) যখন	লূতকে (পাঠিয়েছিলাম)	এবং

لَتَاْتُوْنَ	اِنَّكُمْ	الْعٰلَمِيْنَ ⑧٠	مِّنَ	مِنْ اَحَدٍ	بِهَا	سَبَقَكُمْ
তোমরা অবশ্যই আস	তোমরা নিশ্চয়ই	সারা বিশ্বের	মধ্যে	কেউ	তা	তোমাদের পূর্বে করেছে

مُّسْرِفُوْنَ ⑧١	قَوْمٌ	اَنْتُمْ	بَلْ	النِّسَآءِ	مِّنْ دُوْنِ	شَهْوَةً	الرِّجَالَ
সীমালংঘনকারী	লোক	তোমরা	বরং	স্ত্রীলোকদের	বাদ দিয়ে	কামবশতঃ	পুরুষদের (কাছে)

مِّنْ	اَخْرِجُوْهُمْ	قَالُوْٓا	اَنْ	اِلَّآ	قَوْمِهٖٓ	جَوَابَ	كَانَ	مَا	وَ
হতে	তাদের বের করে দাও	তারা বলেছিল	যে	এছাড়া	তার জাতির	জওয়াব	ছিল	না	এবং

اَهْلَهٗٓ	وَ	فَاَنْجَيْنٰهُ	يَّتَطَهَّرُوْنَ ⑧٢	اُنَاسٌ	اِنَّهُمْ	قَرْيَتِكُمْ
তার পরিবারকে	ও	তাকে অতঃপর আমরা উদ্ধার করলাম	যারা অতি পবিত্র থাকতে চায়	(এমন) লোক	তারা নিশ্চয়ই	তোমাদের জনপদ

الْغٰبِرِيْنَ ⑧٣	مِنَ	كَانَتْ	امْرَاَتَهٗ	اِلَّا
পিছনে অবস্থানকারীদের	অন্তর্ভুক্ত	সে ছিল	তার স্ত্রী	ব্যতীত

৭৯. আর সালেহ এ কথা বলে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, "হে আমার জাতির লোকেরা আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি, আমি তোমাদের কল্যাণই চেয়েছি; কিন্তু কল্যাণকামীকে তোমরা পছন্দ কর না।" ৮০. আর 'লূত'কে আমার পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। অতঃপর স্মরণ কর যখন সে নিজ জাতির লোকদের বলল[২৫]ঃ তোমরা কি এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছ যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জতার কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউই করেনি? ৮১. তোমার স্ত্রী লোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দিয়ে নিজেদের যৌন ইচ্ছা পূরণ করে নিচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী লোক।" ৮২. কিন্তু তার জাতির লোকদের জবাব এতদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা, যে "বহিষ্কার কর এই লোকদেরকে তাদের নিজেদের জনপদ হতে- এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে জাহির করছে।" ৮৩. শেষ পর্যন্ত আমরা লূত' ও তার ঘরের লোকদেরকে- তার স্ত্রীকে ছাড়া, যে পিছনের লোকদের মধ্যে রয়েগিয়েছিল - বাঁচিয়ে বের করে নিলাম।

২৫. হযরত লূত, ইব্রাহিম (আঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং তিনি যে জাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের বাসস্থান ছিল সেই স্থানে যেখানে আজ মৃত সাগর (Dead sea) অবস্থিত।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

এবং আমরা বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলাম তাদের উপর (পাথর) বৃষ্টি অতঃপর লক্ষ্যকর কেমন ছিল পরিণাম

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يٰقَوْمِ

অপরাধীদের এবং দিকে মাদয়ানের তাদের ভাই শুয়াইবকে সে বলল আমার হে জাতি

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ

তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর নাই তোমাদের জন্যে কোন ইলাহ তিনি ছাড়া নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে

بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ

সুস্পষ্ট প্রমাণ পক্ষহতে তোমাদের রবের অতএব তোমরাপূর্ণকর মাপ ও ওজন এবং

لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ

না তোমরা কম দিও লোকদেরকে তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যে এবং না তোমরা ফাসাদ করো মধ্যে পৃথিবীর

بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

পরেও তার সংস্কারের এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরাহও ঈমানদার

---

৮৪. এবং সেই জাতির লোকদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষিয়ে[২৬] দিলাম। তার পর দেখ, সেই অপরাধী লোকদের কি পরিণাম হল! রুকু-১১ ৮৫. আর মাদিয়ানবাসিদের[২৭] প্রতি আমরা তাদের ভাই 'শুয়াইব'কে পাঠিয়েছি। সে বললঃ "হে জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। অতএব ওজন ও পরিমান পূর্ণমাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্য কম করে দিওনা এবং যমীনে ফাসাদ করোনা, যখন তার সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মুমিন হয়ে থাক[২৮]।

---

২৬. 'বর্ষণ' বলতে এখানে পানি বর্ষণ বোঝাচ্ছে না এখানে বর্ষণ অর্থ- প্রস্তর বর্ষণ। কুরআনের অন্যত্র এই প্রস্তর বর্ষণের কথাও বলা হয়েছে। ২৭. মাদিয়ানের আসল এলাকা হেজাজের উত্তর পশ্চিম ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও ওকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল; কিন্তু সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এ এলাকার কিছু অংশ প্রসারিত ছিল। মাদিয়ান জাতি ছিল এক বড় ব্যবসায়ী জাতি। প্রাচীনকালে লোহিত সাগরের তীর বরাবর ইয়ামেন থেকে মক্কা এবং ইয়াম্বুর মধ্য দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক রাজপথ প্রসারিত ছিল, এবং অন্য একটি বানিজ্যিক রাজপথ যা ইরাক থেকে মিশর অভিমুখে প্রসারিত ছিল- এদের ঠিক চৌমাথায় এই জাতির বসতি অবস্থিত ছিল। ২৮. এই বাক্যাংশ থেকে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় এরা নিজেরা ঈমানদার হওয়ার দাবী করতো।

وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَ تَصُدُّوْنَ

এবং | না | তোমরা বসবে | উপর প্রত্যেক | রাস্তার | তোমরা হুমকি দেবে (না) | ও | তোমরা বাধা দেবে (না)

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا

হতে | পথ | আল্লাহর | (তাকে) যে | ঈমান আনে | তাঁর উপর | এবং (না) | তাতে তোমরা অনুসন্ধান করবে

عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪

বক্রতা | এবং | তোমরা স্মরণকর | যখন | তোমরা ছিলে | (সংখ্যায়) অল্প | তোমাদেরকে অতঃপর আধিক্য দিয়েছেন

وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ اِنْ

এবং | তোমরা লক্ষ্য কর | কিরূপ | ছিল | পরিণাম | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের | এবং | যদি

كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ

(এমন) হয় | একদল | তোমাদের মধ্যহতে | (যারা) ঈমানআনে | ঐবিষয়ে যা সহ | আমি প্রেরিত হয়েছি | তার উপর | এবং

طَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ

(অন্য) একদল | তারা ঈমান আনে নাই | তোমরা তবে সবর কর | যতক্ষণ না | ফয়সালা করেন | আল্লাহ

بَيْنَنَا ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

আমাদের মাঝে | এবং | তিনিই | উত্তম | ফয়সালাকারীদের

---

৮৬. আর (জীবনের) প্রতি পথে ডাকাত হয়ে বসোনা যে, লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে ও ঈমানদার লোকদেরকে রবের পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ-সরল পথকে বাঁকা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে। পরে আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক করে দিয়েছেন। এবং চোখ খুল দেখ, দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। ৮৭. তোমাদের মধ্যে কিছু লোক যদি সেই শিক্ষার প্রতি - যা সহ আমি প্রেরিত হয়েছি- ঈমান আনে, আর অপর কিছু লোক ঈমান নাই আনে, তবে ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে কোন ফয়সালা করে দেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ

তোমাকে অবশ্যই তার মধ্য অহংকার যারা কর্তা বলল
আমরা বেরকরব জাতি হতে করেছিল প্রধানরা

يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ

অথবা আমাদের হতে তোমার ঈমান যারা এবং শুয়াইব হে
জনপদ সাথে এনেছে

لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾

অপছন্দকারী আমরা হলাম যদিও কি সে আমাদের মধ্যে তোমরা অবশ্যই
(তোমাদের দ্বীনকে) বলল দ্বীনের ফিরে আসবে

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ

তোমাদের মধ্যে আমরা যদি মিথ্যা আল্লাহর উপর আমরা (সেক্ষেত্রে)
দ্বীনের ফিরে যাই আরোপ করলাম নিশ্চয়ই

بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَ مَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ

যে আমাদের শোভা না এবং তা হতে আল্লহ আমাদের যখন এর
জন্যে পায় মুক্তি দিয়েছেন পরেও

نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا

আমাদের পরিবেষ্টন আমাদের আল্লাহ ইচ্ছে যদি তবে তার আমরা
রব করে আছেন রব করেন মধ্যে ফিরব

كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ

ফয়সালা হে আমরা ভরসা আল্লাহরই (অতএব) জ্ঞানে কিছুকে সব
করেদাও আমাদের রব করেছি উপর

بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾

ফয়সালা উত্তম তুমিই এবং সঠিক আমাদের মাঝে ও আমাদের
কারীদের ভাবে জাতির মাঝে

৮৮. সেই লোকদের সরদার মাতব্বরগণ যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব- অহংকারে নিমগ্ন ছিল- তাকে বললঃ "হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এই জনপদ হতে বহিষ্কার করে দিব; অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে।" শুয়াইব জবাব দিলঃ "আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে, আমরা যদি রাজী না-ও হই তবুও? ৮৯. আমরা রবের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হইব যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি, যখন আল্লাহ আমাদেরকে এ হতে মুক্তিদান করেছেন। আমাদের পক্ষে তো তার দিকে ফিরে আসা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়, তবে আমাদের রব আল্লাহই যদি এরূপ চান তবে সেটা ভিন্ন কথা। আমাদের রবের জ্ঞান সর্বব্যাপক, তাঁরই উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছি। হে আমার রব! আমাদের ও আমাদরে জাতির লোকদের মাঝে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দাও,আর তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৯০. তার জাতির সরদারগণ যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল- পরস্পরে বললঃ তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে[২৯]। ৯১. কিন্তু হল এই যে একটি প্রচন্ড বিপদ এসে তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ৯২. যারা শুয়ায়বকে অমান্য করল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যেন তারা এই ঘরসমূহে কোনদিনই বসবাস করেনি; শুয়াইবকে অমান্যকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত বরবাদ হয়ে গেল। ৯৩. এবং শুয়াইব এই কথা বলে তাদের লোকদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিল যে, "হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি, তোমাদের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছি। এখন সেই লোকদের জন্য কেন আফসোস করব যারা সত্যদ্বীন কবুল করতেই অস্বীকার করে?"

২৯. মাত্র 'শুয়াইব'(আঃ)-এর জাতির সরদারদের পর্যন্ত এ কথা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক যুগের ভ্রষ্ট লোকেরা সত্য, সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলার মধ্যে এরূপ অনিষ্টের আশংকা অনুভব করে। প্রত্যেক যুগের দুষ্কৃতকারীদের ধারণাই হচ্ছে- ব্যবসায়, রাজনীতি ও অন্যান্য পার্থিব ব্যাপার মিথ্যা, বেঈমানী ও নীতিহীনতা ছাড়া চলতে পারেনা। ঈমানদারী অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন হলে নিজের পার্থিব স্বার্থ বরবাদ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

وَ مَآ اَرْسَلْنَا فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا

তার অধিবাসীদেরকে ধরেছি — আমরা — ব্যতীত যে — নবী — (এমন) কোন — কোন জন বসতির — মধ্যে — আমরা প্রেরণ করেছি — না — এবং

بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُوْنَ ﴿۹۴﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ

অবস্থাকে — আমরা বদলে দিয়েছি — এরপর — অতীব বিনয়ী হয় — তারা যাতে — কষ্ট (দিয়ে) — ও — অভাব দিয়ে

السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰی عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا

আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও — স্পর্শ করেছিল — নিশ্চয়ই — তারা বলে — ও — তারা প্রাচুর্য লাভ করে — শেষ পর্যন্ত — ভালতে — খারাপ

الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۹۵﴾

টেরওপায় — না — তারা — অথচ — অকস্মাৎ — তাদেরকে তখন আমরা ধরেছি — স্বাচ্ছন্দে — ও — কষ্টে

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤی اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ

তাদের উপর — আমরা অবশ্যই খুলেদিতাম — তাকওয়া অবলম্বন করত — ও — ঈমান আনত — জনপদের — এসব অধিবাসীরা — যদি — এবং

بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ

তাদেরকে আমরা ধরেছি — সুতরাং — তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল — কিন্তু — যমীন (থেকে) — ও — আসমান — থেকে — বরকতসমূহ

بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۹۶﴾

তারা অর্জন করতেছিল — তাসহ যা

রুকূ-১২ ৯৪. এমন কখনই হয়নি যে আমরা কোন লোকালয়ে নবী পাঠিয়েছি; অথচ সেই লোকালয়ের লোকদেরকে প্রথমে অভাব ও কষ্টে নিমজ্জিত করিনি- এই আশায় যে, তারা হয়ত নম্র ও কাতর হয়ে আসবে। ৯৫. পরে আমরা তাদের দুরাবস্থাকে সচ্ছল অবস্থায় বদলে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা খুব স্বাচ্ছন্দ লাভ করল এবং বলতে লাগল যে, "আমাদের পূর্বপুরুষদের উপরও এরূপ ভাল আর মন্দ দিন সমান ভাবেই আসত।" পরে আমরা তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম; অথচ তারা টের পর্যন্ত পেল না[৩০]। ৯৬. লোকালয়ের লোকেরা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করত, তা হলে আমরা তাদের প্রতি আসমান ও যমীনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো অমান্যই করল। এই কারণে আমরা তাদেরকে তাদের নিজেদেরই করা খারাব কাজের দরুন পাকড়াও করলাম।

৩০. এক একজন নবী ও এক এক জাতির বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর এখানে সেই সামগ্রীক নিয়ম বর্ণনা করা হচ্ছে যা আল্লাহতা'আলা প্রতিটি যুগে নবী প্রেরণকালে অবলম্বন করেন। যখনই কোন জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করা হয়েছে তখন তার পূর্বে সে জাতিকে বিপদ- আপদে নিক্ষেপ করা হয়েছে যেন তাদের কর্ণ উপদেশ শ্রবণের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং তারা তাদের রবের সামনে বিনয়ের সঙ্গে অবনত হতে প্রস্তুত হয়। এরপর এই অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও যদি তাদের অন্তর সত্য গ্রহণের প্রতি অনুরাগী না হয় তবে তাদেরকে (স্বচ্ছলতার) ফিতনায় (পরীক্ষায়) নিক্ষেপ করা হয়; এবং এখান থেকেই তাদের ধ্বংসের সূচনা শুরু হয়। পয়গম্বরদের কথা অমান্য করা সত্ত্বেও যখন তাদের উপর নেয়ামতের অঢেল বর্ষণ শুরু হয় তখন তারা ভাবে তাদেরকে পাকড়াও করার কোন রব নেই। আমাদের সমকক্ষ আর কেউ নেই- এই অহংকার তাদের পেয়ে বসে; এই জিনিসই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত করে।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰٓ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ
তবে কি নির্ভয় হয়েছে অধিবাসীরা জনপদের (এ বিপদ হতে)যে তাদের উপর আসবে আমাদের কঠোর শাস্তি রাত্রে যখন তারা

نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰٓ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا
ঘুমন্ত থাকবে কিম্বা নির্ভয় হয়েছে অধিবাসীরা জনপদের (এ বিপদ হতে)যে তাদের উপর আসবে আমাদের শাস্তি

ضُحًى وَّ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ
দিনের পূর্বাহ্নে যখন তারা ক্রীড়ারত (থাকে) তারা তবেকি নির্ভয় হয়েছে কৌশল (হতে) আল্লাহর অথচনা নির্ভয় হয়

مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ
কৌশল (হতে) আল্লাহর ব্যতীত (এমন) লোকেরা (যারা) ক্ষতিগ্রস্ত কি শিক্ষাদেয় নাই তাদেরকে (যাদের)

يَرِثُوْنَ الْأَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَنْ لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنٰهُمْ
উত্তরাধিকারী করা হয়েছে পৃথিবীতে পরে তার(পূর্ববর্তী) অধিবাসীদের যে যদি ইচ্ছেকরি আমরা তাদেরকে আমরা শাস্তি দেব

بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾
তাদের পাপগুলোর কারণে এবং মোহর লাগাব উপর তাদের অন্তরগুলোর অতঃপর তারা না শুনবে

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْۢبَآئِهَا ۚ
এই(সব) জনপদ সমূহ বর্ণনা করেছি আমরা তোমার কাছে হতে তাদের বৃত্তান্তগুলো

৯৭. জনপদের লোকেরা কি এখন নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমাদের আযাব সহসা রাতের বেলা এসে তাদের ঘেরাও করবেনা যখন তারা ঘুমে বিভোর হয়ে থাকবে। ৯৮. কিংবা তারা কি এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আমাদের শক্তহাত সহসা কোন সময় দিনের বেলা এসে তাদের উপর পড়বে না যখন তারা খেলায় মেতে থাকবে? ৯৯. এই লোকেরা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে গেছে? অথচ আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে সেই লোকেরাই নির্ভয় হতে পারে, যারা অনিবার্য-রূপে ধ্বংসই হয়ে যাবে[৩১]। রুকু-১৩ ১০০. যারা পূর্ববর্তী দুনিয়াবাসীদের পরে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়, তাদেরকে কি এই বাস্তব ব্যাপারটি কোন শিক্ষাই দেয় না যে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করতে পারি? (কিন্তু তারা শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ও তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে) আর আমরা তাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়ে দিব, ফলে তারা কিছুই শুনবে না। ১০১. এই জাতিসমূহ যাদের কাহীনী আমরা তোমাদের শুনাচ্ছি- (তোমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান)

৩১. মূল مَكْرٌ (মকর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় 'মকর' এর অর্থ গুপ্ত তদবির। অর্থাৎ এরূপ 'চাল' চালা যে যতক্ষণ পর্যন্ত চরম আঘাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি এই চরম আঘাতে আঘাত-প্রাপ্ত হবে সে-সম্পর্কে সে একেবারেই বে-খবর থাকে, সে জানতেই পারে না যে তার দুর্গতিময় পরিণাম আসন্ন; বরং বাহ্য অবস্থা দৃষ্টে সে মনে করতে থাকে- সবই ঠিক আছে।

وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا

তারা ঈমান আনবে | তারাছিল (এমন যে) | আসলে না | স্পষ্ট প্রমাণসহ | তাদের রসূলগণ | তাদের কাছে এসেছিল | নিশ্চয়ই | এবং

بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ

অন্তর সমূহের | উপর | আল্লাহ | মোহর লাগান | এভাবে | পূর্বে | তারা প্রত্যাখ্যান করেছে | ঐ বিষয়ে যা

الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾ وَ مَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَ اِنْ

নিশ্চয়ই এবং | প্রতিশ্রুতির | উপর | তাদের অধিকাংশকে | আমরা পাই | না | এবং | কাফেরদের

وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى

মূসাকে | তাদেরপরে | আমরা পাঠিয়েছি | এরপর | সত্যত্যাগী অবশ্যই | তাদের অধিকাংশকে | আমরা পেয়েছি

بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ

অতঃপর লক্ষ্যকর | তার সাথে | তারা অতঃপর যুলুম করেছিল | তার পরিষদ বর্গের(কাছে) | ও | ফিরাউনের | প্রতি | আমাদের নিদর্শনগুলোসহ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের | পরিণাম | ছিল | কিরূপ

তাদের নবী ও রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে এসেছে; কিন্তু যে জিনিসকে তারা একবার মিথ্যা বলে অমান্য করেছে তা পরে আর তারা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। লক্ষ্য কর, এমনিভাবেই আমরা সত্যের অমান্যকারীদের দিলের উপর 'মোহর' মেরে দেই। ১০২. আমরা এদের মধ্যে অধিকাংশকেই ওয়াদা পালকারীরূপে পাইনি; বরং অধিকাংশকে ফাসেকই পেয়েছি। ১০৩. অতঃপর এই জাতিসমূহের পরে (উপরে যাদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে) আমরা মূসাকে আমাদের আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সহকারে ফিরআউন[৩২] ও এই জাতির সরদার-মাতব্বরদের নিকট পাঠিয়েছি। কিন্তু তারাও আমাদের আয়াত ও নিদর্শন সমূহের প্রতি যুলুম করেছে। এখন দেখ, এই ফাসাদকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

---

৩২. 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ সৌর বংশ- সূর্যদেবের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীদের কাছে সূর্য ছিল 'রব্বে আলা' বা মহাদেবতা, আর তারা সূর্যকে 'রা' বলতো। এই 'রা' থেকেই 'ফিরাউন' শব্দ উদ্ভূত। 'ফিরাউন' কোন এক ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। মিশরের বাদশাহদের উপাধি ছিল 'ফিরাউন', যেমন রুশ সম্রাটগণের উপাধি ছিল 'যার' ও পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল 'খসরু'।

وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

এবং বলল মূসা হে ফিরাউন নিশ্চয়ই আমি একজন রসূল পক্ষহতে রবের বিশ্ব জাহানের

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ

(আমার)মর্যাদা এটাই যে না বলি আমি ব্যাপারে আল্লাহর এছাড়া প্রকৃত সত্য নিশ্চয়ই

جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

তোমাদের কাছে এসেছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পক্ষ হতে তোমাদের রবের অতঃপর তুমি পাঠাও আমার সাথে বনী ইসরাঈলকে

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ

সে বলল যদি তুমি এসেথাক নিদর্শনসহ তবে পেশ কর তা যদি তুমিহও অন্তর্ভূক্ত

الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

সত্যবাদীদের সে অতঃপর নিক্ষেপ করল তার লাঠি অতঃপর তখন তা অজগর (হয়েগেল) সুস্পষ্ট

وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ

এবং টেনে বের করল তার হাত অতঃপর তখন তা সাদা উজ্জ্বল (হলো) দর্শকদের কাছে বলল

الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾

কর্তা ব্যক্তিরা মধ্য হতে জাতির ফিরাউনের নিশ্চয়ই এই (ব্যক্তি) অবশ্যই যাদুকর সুদক্ষ

১০৪. মূসা বললঃ "হে ফিরাউন আমি বিশ্বজাহানের মালিক রবের নিকট হতে প্রেরিত হয়ে এসেছি। ১০৫. আমার পদ-মর্যদাই এই যে, আল্লাহর নামে আমি প্রকৃত হক ছাড়া অন্য কোন কথাই বলব না। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের তরফ হতে সুস্পষ্ট নিয়োগ প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমরা সংগে পাঠিয়ে দাও।" ১০৬. ফিরাউন বললঃ "তুমি যদি কোন চিহ্ন-নিদর্শন নিয়ে এসে থাক এবং তোমার এই দাবীতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে তা পেশ কর।" ১০৭. মূসা তার নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই তা এক জীবন্ত বাস্তব অজগর হল। ১০৮. সে নিজের হাত টেনে বের করল, আর সব দৃষ্টিমান লোকের সামনে তা ঝকমক করতে লাগল। **রুকু-১৪** ১০৯। দেখে ফিরাউনের জাতির কর্তা ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে বললঃ "নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর।

১১০. তোমাদেরকে সে তোমাদের জমি-জায়গা হতে বে-দখল করতে চায়"[৩৩] এখন কি বলবে বল? ১১১. পরে তারা সকলে ফিরাউনকে পরামর্শ দিল যে, তাকে এবং তার ভাইকে অপেক্ষায় ফেলে রাখুন। এই সময়ের মধ্যে সব শহরে-নগরে প্রচারক ও সংগ্রহক পাঠিয়ে দিন। ১১২. যেন সকল দক্ষ যাদুকরকে আপনার এখানে নিয়ে আসে ১১৩. এই অনুযায়ী যাদুকররা ফিরাউনের নিকট আসল। তারা বললঃ "জয়ী হলে আমরা এর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক পাব তো? ১১৪. ফিরাউন জবাব দিল ঃ "হ্যাঁ , আর তোমারই হবে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি ।" ১১৫. পরে তারা মূসাকে বলল ঃ "তুমি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করব?"

৩৩. মূসা (আঃ) এর নবুয়্যতের দাবীর মধ্য এ তাৎপর্য স্বতঃই নিহিত ছিল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পুরা জীবন-ব্যবস্থাটি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলেন এবং এই জীবনব্যবস্থার আওতার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, বিশ্বপ্রভুর প্রতিনিধি কখনো অনুগত, বশ্য ও প্রজা বনে থাকার জন্য আসে না; বরং আনুগত্য পাবার হকদার ও শাসকের দায়িত্ব বহনের জন্য আগমন করে; এবং কোন কাফেরের শাসনাধিকার স্বীকার করা তার নবুয়্যতের পদ ও মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেই হযরত মূসা (আঃ) এর মুখে রেসালাতের দাবী শোনা মাত্রই ফিরাউন ও তার রাজ দরবারের সামনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিল; এবং তারা বুঝে নিয়েছিল যে, যদি এই ব্যক্তির কথা চলে, তবে আমাদের ক্ষমতাচ্যুতি অনিবার্য।

১১৬। মূসা বললঃ "তোমরাই নিক্ষেপ কর"। তারা যে যাদুর বান ছাড়ল তা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করল ও লোকদের দিলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল। এক কথায়, খুব সাংঘাতিক যাদু দেখাল ১১৭. আমরা মূসাকে বললাম ঃ "তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর"। তা নিক্ষিপ্ত হয়ে সহসা তাদের এই মিথ্যা তেলেসমাতিকে গিলে ফেলতে লাগল। ১১৮. এভাবে যা হক ছিল তাই হক প্রমাণিত হল। আর তারা যা কিছু বানিয়ে রাখছিল তা সবই বাতিল হয়ে গেল। ১১৯ ফিরাউন এবং তার সংগীরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হল এবং (বিজয়ী হওয়ার পরিবর্তে) লাঞ্ছিত হল। ১২০. যাদুকরদের অবস্থা এই হল যে, কোন কিছু যেন ভিতর হতেই তাদের মাথাকে সিজদায় নূয়ে দিল। ১২১. বলতে লাগলঃ "আমরা রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম। ১২২ .যাকে মূসা ও হারুন উভয়েই মানে[৩৪]।

৩৪. এইভাবে আল্লাহতা'আলা ফিরাউনের চালকে তার নিজেরই উপর প্রত্যাবৃত করেন; অর্থাৎ ফিরাউন নিজেরই কৌশলজালে নিজে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে সারা দেশের দক্ষ যাদুকরদের আহুত করে জনসাধারণের সামনে এই উদ্দেশ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল যে, জনসাধারণ দৃঢ়-বিশ্বাস করে নেবে হযরত মূসা একজন যাদুকর, অন্ততঃপক্ষে জনগনের মনে এ সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হবার পর তার নিজেরই আহুত যাদু-বিদ্যায় দক্ষ ও কীর্তিমান যাদুকরেরা সকলে একযোগে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যে হযরত মূসা (আঃ) যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কিছুতেই যাদু নয়; বরং নিশ্চিতরূপে তা হচ্ছে বিশ্ব প্রভুর শক্তির বিস্ময়কর নিদর্শন, যার সামনে কোন প্রকার যাদুর শক্তি অচল।

১২৩. ফিরাউন বললঃ "তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে আমরা অনুমতি নেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয়ই এ কোন গোপন ষড়যন্ত্র ছিল যা তোমরা এই শহর বসে করেছ- এই উদ্দেশ্যে যে তার মালিকদের সেখান হতে বের করে দেবে। আচ্ছা, এখনই এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। ১২৪. আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব, আর তার পর তোমাদেরকে শুলে চড়াব।" ১২৫. তারা জবাব দিল ঃ "যাই হোক, আমাদেরকে তো আমাদের রবের দিকেই ফিরে যেতে হবে। ১২৬. তুমি যে কারণে আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তা এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের সামনে আসল তখন আমরা তা মেনে নিলাম। হে আমার রব আমাদের ধৈর্যধারণের গুণ দান কর, আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত[৩৫]।"

৩৫. পাশা উল্টে যেতে দেখে ফিরাউন শেষ 'চাল' চালালো। সমস্ত ব্যাপারটিকে সে মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে অপবাদ দিয়ে যাদুকরদেরকে দৈহিক শাস্তিদান ও হত্যার ভয় দেখিয়ে তাদের

(অপর পাতায়)

রুকূ-১৫ ১২৭. ফিরাউনকে তার জাতির কর্তা-প্রধানরা বললঃ "তুমি কি মূসা এবং তার লোকজনকে দেশে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এমনভাবে খোলা ছেড়ে দিবে? আর তারা তোমার ও তোমার মাবুদদের বন্দেগী ছেড়েদিয়ে রেহাই পেয়ে যাবে?" ফিরাউন বললঃ "আমি তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করব এবং তাদের স্ত্রীলোকদের জীবিত থাকতে দিব[৩৬]। তাদের উপর আমাদের ক্ষমতা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।"

কাছ থেকে এর স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো। কিন্তু ফিরাউনের এ চালও উল্টে গেল! যাদুকরেরা যে কোন প্রকার শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে একথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা আলাইহিসসালামের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপন কোন ষড়যন্ত্র নয় বরং অকপট সত্য স্বীকারের ফল। এখানে লক্ষণীয় যে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈমান এই যাদুকরদের চরিত্রে কত বড় বিপ্লব ঘটিয়ে দিল! মাত্র কিছু সময় পূর্বে এই যাদুকরদের মানসিক অবস্থা তো এই ছিল যে- তারা নিজেদের পৈতৃকধর্মের বিজয় ও সাহায্য-সহায়তার জন্য গৃহ থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং ফিরাউনের কাছে প্রশ্ন করেছিল যে যদি আমরা আমাদের ধর্মকে মূসার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারি তবে সরকার থেকে আমরা পুরস্কার লাভ করবো তো? এখন ঈমানের মহাধন লাভ করার পর সেই যাদুকরদের সত্যানুরাগ ও কৃতসংকল্প এতদূর বৃদ্ধি পেল যে কিছু পূর্বে তারা যে বাদশার সামনে লালসার বশে বিক্রীত হচ্ছিল, এখন সেই বাদশার বড়াই ও শাস্তিকে তারাই প্রত্যাঘ্যাত করছে এবং সেই ভীষনতম শাস্তি যার ভয় ফিরাউন তাদেরকে দেখাচ্ছে তা ভোগ করার জন্যও তারা প্রস্তুত। কিন্তু সেই সত্যকে ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয় যার সত্যতা তারা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ংগম করেছে । ৩৬. এ কথা জানা দরকার যে এক যুলুমের যুগ চলছিল মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে এবং দ্বিতীয় অত্যাচারের যুগ মূসা (আঃ)-এর অভ্যুত্থানের পর শুরু হয়েছিল। উভয় যুগেই এই অত্যাচার ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করা হতো ও তাদের কন্যা-সন্তানদের অব্যহতি দেওয়া হতো। এর উদ্দেশ্যে ছিল যে, ক্রমে ক্রমে তাদের বংশধর যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং জাতি হিসাবে তারা যেন অন্য জাতির মধ্যে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে।

১২৮. মূসা লোকজনকে বললঃ "আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর ধৈর্য-ধারণ কর। এই যমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন[৩৭]। এবং শেষ সাফল্য তাদের জন্যই নির্দিষ্ট যারা তাকে ভয় করে কাজ করে।" ১২৯. তার জাতির লোকেরা বললঃ "তোমার আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হচ্ছিলাম এবং এখন তোমার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি"। সে জবাব দিলঃ "সেই সময় দূরে নয় যখন তোমাদের রব তোমাদের দুশমনদের ধ্বংস করে দেবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে খলীফা বানাবেন, তার পর তোমরা কি রকম কাজ কর তা তিনি দেখবেন।" রুকু- ১৬ ১৩০. আমরা ফিরাউনের লোকদেরকে ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও কম পরিমাণ ফসল উৎপাদনে নিমজ্জিত রাখলাম, এই উদ্দেশ্যে যে, সম্ভবতঃ তাদের চেতনা ফিরে আসবে।

৩৭. আধুনিককালে কতক লোক এই আয়াত থেকে 'যমীন আল্লাহতা'আলার' এই অংশটুকু গ্রহণ করে। ও 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে উত্তরাধিকারী করেন' এই পরবর্তী অংশ ত্যাগ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার দলীল পেশ করে যা মূলতঃ ঠিক নয়।

فَاِذَا جَآءَتۡهُمُ الۡحَسَنَةُ قَالُوۡا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ

অতঃপর যখন | তাদের কাছে আসে | কল্যাণ | তারা বলে | আমাদের (অধিকার) | এটা | এবং | যদি | তাদের পৌছে

سَیِّئَةٌ یَّطَّیَّرُوۡا بِمُوۡسٰی وَ مَنۡ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا

কোন অকল্যাণ | তারা মন্দভাগ্যের দোষ চাপায় | মূসার উপর | ও | যারা (ছিল) (তাদের উপর) | তার সাথে | জেনেরাখ | প্রকৃতপক্ষে

طٰٓئِرُهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳۱﴾ وَ

তাদের মন্দভাগ্য | নিয়ন্ত্রণে | আল্লাহরই | কিন্তু | তাদের অধিকাংশই | না | জানে | এবং

قَالُوۡا مَهۡمَا تَاۡتِنَا بِهٖ مِنۡ اٰیَةٍ لِّتَسۡحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا

তারা বলে | যা কিছুই | আমাদের কাছে আনবে তুমি | সে সম্বন্ধে | অর্থাৎ | কোন নিদর্শন | আমাদের যাদুকরার জন্যে | তাদিয়ে | তবুও না

نَحۡنُ لَکَ بِمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۳۲﴾ فَاَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمُ الطُّوۡفَانَ وَ

আমরা | তোমার উপর | ঈমান আনব | আমরা অতঃপর প্রেরণ করি | তাদের উপর | প্লাবণ | ও

الۡجَرَادَ وَ الۡقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰیٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۟

পঙ্গপাল | ও | উকুন | ও | ব্যাং | ও | রক্ত | নিদর্শন রূপে | (পৃথক পৃথক ভাবেও) স্পষ্ট

فَاسۡتَکۡبَرُوۡا وَ کَانُوۡا قَوۡمًا مُّجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۳۳﴾

তারা তবুও অহংকার করল | এবং | তারাছিল | সম্প্রাদায় | অপরাধী

১৩১. কিন্তু তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন ভাল সময় আসত তখন বলতঃ এরূপ হওয়াই আমাদের অধিকার। আর যখন অসময় দেখা দিত তখন মূসা এবং তার সংগী-সাথীদেরকে নিজেদের মন্দ-ভাগ্যের কারণরূপে গণ্য করত। অথচ প্রকৃত পক্ষে তাদের মন্দ-ভাগ্যের কারণ তো আল্লাহর নিকটেই নিহিত ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল জ্ঞানশূণ্য। ১৩২. তারা মূসাকে বললঃ "তুমি আমাদেরকে যাদু প্রভাবিত করার জন্য যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা তোমার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" ১৩৩. শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর তুফান পাঠালাম, পঙ্গপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাং-এর উপদ্রব্য বাড়িয়ে দিলাম আর রক্ত বর্ষণ করালাম। এই নিদর্শনসমূহ আলাদা আলাদা ও স্পষ্ট করে দেখালাম; কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইল। বস্তুতই তারা বড় অপরাধ প্রবণ লোক ছিল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يٰمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

তোমার রবের কাছে | আমাদের জন্যে | তুমি দোয়াকর | মূসা | হে | তারা বলত | কোন শাস্তি | তাদের উপর | আপতিত হতো | যখন | এবং

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ

আমরা অবশ্যই ঈমান আনব | শাস্তি | আমাদের হতে | তুমি সরিয়ে দাও | অবশ্যই যদি | তোমার কাছে (তোমার রব) | অঙ্গীকার করেছে | ঐ বিষয়ে যা

لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا

আমরা সরিয়ে দিলাম | অতঃপর যখন | ইসরাঈলকে | বনী | তোমার সাথে | আমরা অবশ্যই প্রেরণ করব | এবং | তোমার উপর

عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

অঙ্গীকার ভঙ্গকরে | তারা | তখন | যাতে পৌছানো নির্ধারিত ছিল | তারা | একটি নির্দিষ্ট সময় | পর্যন্ত | শাস্তি | তাদের থেকে

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল | কারণ তারা নিশ্চয়ই | সমুদ্রের | মধ্যে | তাদেরকে আমরা অতঃপর ডুবিয়ে দিলাম | তাদের থেকে | আমরা অতঃপর প্রতিশোধ নিলাম

بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا

আমরাউত্তরাধিকারী বানালাম | এবং | বে-পরোয়া | তাহতে | তারাছিল | এবং | আমাদের নিদর্শন গুলোকে

الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ

দূর্বলকরে রাখা হয়েছিল | যাদের | (সেই) লোকদের

১৩৪. যখনই তাদের উপর কোন বালা-মুসীবৎ নাযিল হত তখন তারা বলতঃ "হে মূসা, তোমাকে তোমার রবের পক্ষ হতে যে অঙ্গীকার বা পদ-মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তার বদৌলতে তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। এইবার যদি তুমি আমাদের উপর হতে এ বিপদ দূরকরে দিতে পার তা হলে আমরা তোমার কথা মেনে নিব এবং বনী-ইসরাঈলদেরকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।" ১৩৫. কিন্তু আমরা যখন তাদের উপর হতে আযাব একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত- যে পর্যন্ত তারা অবশ্যই পৌছাত- সরিয়ে নিতাম, তখন সহসাই তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করত। ১৩৬. তখন আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল এবং সে ব্যাপারে তারা একেবারেই বে-পরোয়া হয়ে গিয়েছিল। ১৩৭.আর তাদের স্থলে আমরা দূর্বল বানিয়ে রাখা লোকেদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَ

পূর্ব দিক সমূহে (সেই) ভূখন্ডের ও তার পশ্চিম দিকেসমূহে যা(এমন ভূখন্ড) আমরা বরকত দান করেছি তার মধ্যে এবং

تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا

পূর্ণহল (ওয়াদার) কথাগুলোর তোমার রবের কল্যাণময় (ওয়াদা) উপর বনী ইসরাঈলের এ কারণে যা

صَبَرُوْا ۭ وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ

তারা সবর করেছিল এবং আমরা ধ্বংস করলাম (তা সবই) যা বানাতেছিল (শিল্প) ফিরাউন ও তার জাতি

وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

এবং (তাসব) যা তারা উচ্চ করতেছিল (প্রাসাদ) আর আমরা পার করালাম বনী ইসরাঈলকে

الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ

সমুদ্র অতঃপর তারা আসল কাছে এক জাতির তারা ইবাদতে লেগে ছিল উপর প্রতিমাদের তাদের (নিমিত্ত)

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۭ قَالَ

তারা বলল হে মূসা বানাও আমাদের জন্যে একটি দেবতা যেমন তাদের জন্যে (রয়েছে) দেবতা সমূহ (মূসা) বলল

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

তোমরা নিশ্চয়ই (এমন) লোক (যারা) মূর্খতা করছো

সেই অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম, যা আমরা বরকতে কানায় কানায় ভরে দিলাম[৩৮]। এভাবে বনী-ইসরাঈলের ভাগ্যে তোমার রবের কল্যাণময় ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেল। কেননা, তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফিরাউন ও তার লোকজনের সে সবকিছুই আমরা বরবাদ করে দিলাম যা তারা বানাচ্ছিল এবং উচ্চ করছিল। ১৩৮. বনী-ইসরাঈলকে আমরা সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। তারা চলতে চলতে পথে এমন একটি জাতির নিকট এসে পৌছিল যারা নিজেদের নির্মিত মূর্তির পূজায় নিয়োজিত ছিল। বলতে লাগলঃ "হে মূসা, আমাদের জন্যও এমন মা'বুদ বানিয়ে দাও যেমন এদের মা'বুদ রয়েছে"[৩৯]। মূসা বললঃ "তোমরা বড় মূর্খ লোকদের মত কথাবার্তা বলছ।"

---

৩৮. অর্থাৎ বনী-ইসরাঈলকে প্যালেস্টাইন ভূখন্ডের উত্তরাধিকারী করা হলো। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার ভূভাগের জন্যই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে যে আমি এই ভূখন্ডের মধ্যে বরকত দান করেছি। ৩৯. এ জাতি যদিও মুসলিম ছিল, কিন্তু মিশরে কয়েক শতাব্দী যাবত এক পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বাস করার প্রভাব ছিল এটা।

إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

তারা কাজ করে আসছে যা ভ্রান্ত এবং লিপ্ত আছে তারা যাতে বিধ্বস্ত হবে এসব (লোক) নিশ্চয়ই

قَالَ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيكُمْ إِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ

তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তিনিই অথচ (অন্য) ইলাহ তোমাদের জন্য আমি খুঁজব আল্লাহ্ ব্যতীত কি (মূসা) বলল

عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ

ফিরাউনের লোকজন হতে তোমাদের আমরা উদ্ধার করেছিলাম (স্মরণকর) যখন এবং বিশ্বজগতের উপর

يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

তারা জীবিত রাখত ও তোমাদের পুত্রদেরকে তারা হত্যাকরত আযাবে নিকৃষ্ট তোমাদেরকে যন্ত্রনা দিত

نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ ع

বড় তোমাদের রবের পক্ষহতে পরীক্ষা এর মধ্যে (ছিল) ও তোমাদের নারীদেরকে

وَوٰعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِينَ لَيْلَةً وَّأَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ

(আরও) দশদিয়ে তা আমরা (বাড়িয়ে)পূর্ণকরি ও রাতের (জন্যে) ত্রিশ মূসাকে আমরা নির্ধারিতকরে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এবং

فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهٖٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ

রাত (অর্থাৎ) চল্লিশ তার রবের নির্ধারিত সময় অতঃপর পূর্ণহল

১৩৯. এই লোকেরা যে নীতি অনুসরণ করে চলে তা তো বরবাদ হয়ে যাবে, আর যে আমল তারা করছে তা পুরাপুরি বাতিল।" ১৪০. তার পর মূসা বললঃ "আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য আর একজন মাবুদ তালাশ করব? অথচ তিনি আল্লাহই যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ১৪১. এবং (আল্লাহ বলেন) সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন আমরা ফিরাউনের লোকজন হতে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা তোমাদের কঠিন আযাবে নিমজ্জিত করে রাখত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়ে লোকদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আর এতে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বড় পরীক্ষা নিহিত ছিল"। রুকু-১৭ ১৪২. আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত (ও দিন-এর জন্য সীন পর্বতের উপর) ডাকলাম। পরে আরো দশ বাড়িয়ে দিলাম। এ ভাবে তার রবের নির্ধারিত মীয়াদ চল্লিশ রাত (ও দিন) পূর্ণ হয়ে গেল।

وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ

ও | বলল | মূসা | তার ভাইকে | (অর্থাৎ) হারুনকে | আমার প্রতিনিধিত্বকর | মধ্যে | আমার জাতির | এবং

اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَ لَمَّا جَآءَ

সংশোধন কর | এবং | না | অনুসরণ করো | পথ | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের | এবং | যখন | আসল

مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ

মূসা | আমাদের নির্ধারিত সময়ে | ও | তার সাথে কথা বললেন | তার রব | সে বলল | হে আমার রব | আমাকে দর্শন দাও

اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ

(যেন) আমি দেখি | তোমার প্রতি | (আল্লাহ) বললেন | কক্ষণ না | তুমি আমাকে দেখতে পারবে | কিন্তু | তুমি লক্ষ্যকর | দিকে | পাহাড়টির

فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ فَلَمَّا تَجَلّٰى

অতঃপর যদি | স্থির থাকে | তার জায়গায় (পাহাড়) | তবে | শীঘ্রই | আমাকে তুমি দেখতে পারবে | অতঃপর যখন | জ্যোতি প্রকাশ করলেন

رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّآ

তার রব | পাহাড়টিতে | তা করেদিলেন | চূর্ণ বিচূর্ণ | এবং | পড়ে গেল | মূসা | অজ্ঞান হয়ে | অতঃপর যখন

اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

চেতনা পেল | সে বলল | তোমার সত্তা পবিত্র | আমি তওবা করছি | তোমার কাছে | এবং | আমি (হচ্ছি) | প্রথম | ঈমানদারদের

রওনা হবার সময় সে তার ভাই হারুণকে বললঃ "আমার অনুপস্থিতির সময় তুমি আমার লোকজনের উপর আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভাল ভাবে কাজ করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের রীতি-নীতি অনুসারে কাজ করবেনা।" ১৪৩. সে যখন আমার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌছিল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন সে নিবেদন করলঃ "হে আমার রব, আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।" বললেনঃ "তুমি আমাকে দেখতে পার না। তবে হ্যাঁ সামনের এই পাহাড়টির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, যদি তা নিজ স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা হলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" অতঃপর তার রব পাহাড়ের ওপর আলোকসম্পাৎ করলেন এবং তাকে চূর্ণ -বিচূর্ণ করে দিলেন। আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। যখন হুঁশ হল তখন বললঃ "পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার দরবারে তওবা করছি, আর সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনছি।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ

(আল্লাহ্) বললেন | হে | মূসা | নিশ্চয়ই আমি | তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি | উপর | লোকেদের | আমার রিসালাতের জন্যে | ও

بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَ

আমার বাক্যালাপের জন্যে | অতএব গ্রহণ কর | যা | তোমাকে আমি দিয়েছি | এবং | হও | অন্তর্ভুক্ত | শোকর কারীদের | এবং

كَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ

আমরা লিখেছি | তার জন্যে | মধ্যে | ফলকগুলোর | প্রত্যেক | জিনিসের | উপদেশ | ও

تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ

বিস্তারিত (হেদায়েত) | জন্যে সব | কিছুর | তা অতএব ধারণ কর | দৃঢ়ভাবে | এবং | নির্দেশ দাও | তোমার জাতিকে

يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۭ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾ سَاَصْرِفُ

তারা গ্রহণ করবে | তার উত্তম (তাৎপর্য)সহ | তোমাদেরকে শীঘ্রই আমি দেখাব | বাসস্থান | সত্য-ত্যাগীদের | ফিরিয়ে দেব আমি (দৃষ্টি)

عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ وَ

হতে | আমার নিদর্শনগুলো | যারা | অহংকার করে | যমীনে | অন্যায়ভাবে | এবং

اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ

যদি | তারা দেখেও | প্রত্যেক | নিদর্শন | না | তার উপর তারা ঈমান আনবে | এবং | যদি | তারা দেখেও | পথ

الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ

সঠিক | না | তা তারা গ্রহণ করবে | পথ হিসেবে

---

১৪৪. বললেনঃ "হে মূসা আমি সব লোকের মধ্য হতে তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি আমার নবুয়্যৎ দেওয়ার জন্য এবং আমার সাথে কথা বলার জন্য। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দিই তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায় কর।" ১৪৫. অতঃপর আমরা মূসাকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ ও সর্ববিষয়ে সুস্পষ্ট হেদায়াত তখতির উপর লিখে দিলাম এবং তাকে বললামঃ "এই হেদায়াত-সমূহকে মজবুত হাতে শক্ত করে ধর এবং তোমার লোকজনকে আদেশ কর, এর উত্তম তাৎপর্য মেনে চলবে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে ফাসেকদের ঘর দেখাব। ১৪৬. আমি সেই লোকদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে দেব যারা কোন্ অধিকার ব্যতীতই যমীনের বুকে বড়-মানুষী করে বেড়ায়। তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, তার প্রতি কখনই ঈমান আনবে না। সঠিক-সরল পথ তাদের সামনে আসলেও তারা তা গ্রহণ করবে না।

وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

কিন্তু যদি তারা দেখে পথ ভ্রান্ত তা তারা গ্রহণ করবে পথ হিসেবে এটা এজন্যে যে তারা

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

প্রত্যাখ্যান করেছে আমাদের নিদর্শনগুলোকে এবং তারাছিল সে সব হতে উদাসীন এবং যারা অস্বীকার করেছে

بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ

আমাদের নিদর্শনগুলোকে ও সাক্ষাত আখেরাতের নষ্ট হয়েছে তাদের আমলগুলো কি তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে

اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾ وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ

এছাড়া যা তারা কাজকরে আসছে এবং বানাল জাতি মূসার তার পরে

مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۚ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا

দ্বারা তাদের অলংকারগুলো বাছুর অবয়ব (সম্পন্ন) তার ছিল হাম্বারব তারা দেখে নাই কি যে তা না

يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

তাদের সাথে কথা বলে এবং না তাদের পরিচালনা করে (সঠিক) পথে তা তারা গ্রহণ করল (উপাস্য-রূপে) এবং তারা ছিল যালিম

বাঁকা পথ দেখা দিলে তাকেই পথরূপে গ্রহণ করে চলবে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং তাকে কিছুমাত্র পরোয়া করেনি। ১৪৭. বস্তুতঃ আমাদের নিদর্শনসমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেল। লোকেরা এ ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে যে, যেমন করবে, তেমনি ফলই পাবে। **রুকু-১৮** ১৪৮. মূসার চলে যাওয়ার পর তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকারের দ্বারা একটি বাছুরের পুতুল তৈরী করল। তা হতে গরুর মত আওয়াজ বের হত। তারা কি দেখত না যে তা না তাদের সাথে কথা বলে, আর না কোন ব্যাপারে তাদের পথের সন্ধান দিতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকেই মাবুদ বানিয়ে নেয়। আর তারা ছিল বড় যালেম[৪০]।

---

৪০. মিশরীয় প্রভাবের এটা ছিল দ্বিতীয় নিদর্শন, যা সংগে নিয়ে বনী-ইসরাঈল মিশর থেকে বের হয়েছিল। মিশরে গো-পূজা করা ও গোজাতির পবিত্রতা ও মহাত্মের যে রেওয়াজ বর্তমান ছিল তা দিয়ে বনী-ইসরাঈল এত গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে নবী পিছন ফিরতেই তারা উপাসনার জন্য একটি কৃত্রিম গো-বৎস বানিয়ে ফেললো।

وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا

এবং যখন তাদের ভুল ভাঙ্গল ও তারা দেখল যে তারা নিশ্চয়ই গোমরাহ হয়েগিয়েছিল তারা বলল

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ

অবশ্যই যদি না আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন আমাদের রব ও আমাদের মাফ (না) করেন আমরা অবশ্যই হব অন্তর্ভুক্ত

الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ

ক্ষতিগ্রস্তদের এবং যখন প্রত্যাবর্তন করল মূসা নিকট তার জাতির রাগান্বিত হয়ে

اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ

দুঃখিত অবস্থায় সে বলল কত নিকৃষ্টই আমার তোমরা প্রতিনিধিত্ব করেছ আমরা পরে তোমরা তাড়াহুড়া করেছ কি

اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ

আদেশের তোমাদের রবের এবং ফেলে দিল ফলকগুলো এবং ধরল মাথার (চুল) তার ভাই-এর

يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ

তাকে টানল তার দিকে (তখন) সে বলল মায়ের ছেলে (অর্থাৎ হে ভাই) নিশ্চয়ই এ জাতি আমাকে পরাভূত করেছিল

وَ كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۫ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ

ও উপক্রম হয়েছিল আমাকে তারা হত্যা করবে অতএব না হাসতে দিও আমার উপর শত্রুদেরকে

وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٠﴾

এবং না আমাকে গণ্য করো অন্তর্ভুক্ত লোকদের যালিম

১৪৯. তার পর যখন তাদের ধোঁকার গোলকধাঁধা ভাঙ্গল এবং তারা দেখতে পেল যে প্রকৃতপক্ষে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগল- আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদেরকে মাফ না করেন তা হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" ১৫০.ওদিকে মূসা ক্রোধ ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে নিজের লোকজনের নিকট ফিরে আসল। এসেই সে বললঃ আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা খুব খারাবভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা কি এতটুকুও ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না যে- তোমাদের রবের ফরমান পাওয়ার অপেক্ষা করতে?" অতএব সে তখতিসমূহ ফেলে দিল ও নিজের ভাই (হারুন)-এর মাথার চুল ধরে তাকে নিজের দিকে টানল। হারুণ বললঃ "হে আমার মায়ের পেটের ভাই, এই লোকগুলি আমাকে পরাভূত করে নিয়েছিল, আর আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি শত্রুদেরকে আমার উপর হাস্যরস করার সুযোগ দিওনা এবং এই যালেম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না।

১৫১. তখন মূসা বলল "হে আমার রব, আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর- তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াবান। রুকু-১৯ ১৫২. (জবাবে বলা হল)ঃ "যে লোকেরা গো-বৎসকে মা'বুদ বানিয়েছে তারা অবশ্যই নিজেদের রবের রোষে পড়বেই- আর দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমরা এই রকম শাস্তিই দিয়ে থাকি। ১৫৩. আর যারা খারাব কাজ করে তার পর তওবা করে ও ঈমান আনে- নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" ১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ ঠান্ডা হল তখন সে সেই ফলকগুলো উঠিয়ে নিল যাতে হেদায়াত ও রহমত লিখিত ছিল সেই লোকদের জন্য যারা তাদের রবকে ভয় করে।

وَ اخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ

এবং বেছেনিল মূসা তার জাতির সত্তর (জন) লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে অতঃপর যখন

اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ

তাদের ধরল ভূমিকম্পে সে বলল হে আমার রব যদি আপনি চাইতেন তাদের ধ্বংস করতে পারতেন

مِّنْ قَبْلُ وَ اِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ

এর পূর্বেই এবং আমাকেও আমাদের ধ্বংস করবেন কি এ কারণে যা করেছে নির্বোধরা

مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ

আমাদের মধ্যকার না (ছিল) তা এছাড়া যে আপনার পরীক্ষা পথভ্রষ্ট করেন তা দ্বারা যাকে ইচ্ছেকরেন আপনি

وَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا

ও পথ দেখান যাকে ইচ্ছেকরেন আপনিই আমাদের অভিভাবক অতএব মাফকরুন আমাদেরকে ও আমাদেরকে অনুগ্রহ করুন

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারীদের এবং লিখে দিন আমাদের জন্যে মধ্যে এই দুনিয়ার

حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ

কল্যাণ ও মধ্যে আখেরাতে (কল্যাণ) নিশ্চয়ই আমরা আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম আপনার দিক

১৫৫. অতঃপর সে নিজ জাতির লোকদের মধ্য হতে সত্তর জন লোক বাছাই করে নিল- যেন তারা (তার সংগে) আমাদের নির্ধারিত স্থান উপস্থিত হয়[৪১]। যখন এই লোকগুলিকে একটি কঠিন ভূকম্পন পেয়ে বসল- তখন মূসা বললঃ"হে আমার রব, আপনি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন! আপনি কি সেই অপরাধের দরুন যা আমাদের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ লোক করেছে, আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিবেন? এ তো আপনারই পেশ করা একটি পরীক্ষা ছিল যা দিয়ে আপনি যাকে চান গোমরাহীতে লিপ্ত করে দেন, আর যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আমাদের পৃষ্ঠপোষক তো আপনিই । অতএব আমাদেরকে মাফ করে দিন এবং আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল। ১৫৬. অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ার কল্যাণও লিখে দিন আর পরকালেরও। আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি।

৪১. এই ডাক এইজন্যে যে, জাতির প্রতিনিধি বৃন্দ সিনাই পর্বতে হাযির হয়ে আল্লাহতা'আলার কাছে জাতির পক্ষ থেকে গোবৎস পূজার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় নতুন ভাবে আল্লাহতা'আলার পূর্ণ আনুগত্যের শপথ করবে।

قَالَ عَذَابِىٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِىْ وَسِعَتْ

(আল্লাহ) বললেন | আমার শাস্তি | তা প্রদান করি আমি | যাকে | ইচ্ছেকরি আমি | ও | আমার রহমত | পরিব্যপ্ত করে রয়েছে

كُلَّ شَىْءٍ ۭ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ

সব | জিনিসকেই | তা আমি লিখে দিব | (তাদের) জন্যে যারা | ভয়করে | ও | আদায় করে

الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

যাকাত | এবং | তাদেরকে | যারা | আমার নিদর্শন গুলোর উপর | বিশ্বাস করে | যারা | অনুসরণ করে

الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا

রসূলকে | নবীকে | নিরক্ষর | যার | তারা(উল্লেখ) পায় | তার | লিখিত অবস্থায়

عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

তাদের কাছে | মধ্যে | তাওরাতের | ও | ইনজীলে | তাদের সে নির্দেশ দেয় | সৎ কাজের

وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ

ও | তাদের নিষেধ করে | হতে | অসৎ কাজ | ও | বৈধ করে | তাদের জন্যে | পাক-বস্তু গুলোকে | ও | নিষিদ্ধ করে

عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِىْ

তাদের উপর | অপবিত্র জিনিসগুলোকে | এবং | নামিয়ে দেয় | তাদের থেকে | তাদের বোঝা | ও | শৃংখল সমূহ | যা

كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ

ছিল | তাদের উপর

জবাবে বলা হলঃ "শাস্তি তো আমি যাকে ইচ্ছা দিই; কিন্তু আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আর তা আমি সেই লোকদের জন্য লিখে দেব- যারা না-ফরমানী হতে দূরে থাকবে, যাকাত দান করবে এবং আমার আয়াত ও নিদর্শণসমূহের প্রতি ঈমান আনবে।"

১৫৭. (অতএব আজ এই রহমত তাদেরই প্রাপ্য)-যারা এই উম্মীনবী রসূলের অনুসরণ করবে[৪২]। -যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইনজীলে দেখতে পাবে। সে তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ হতে বিরত রাখে। তাদের জন্য পাক জিনিস সমূহ হালাল ও না-পাক জিনিসগুলোকে হারাম করে। আর তাদের উপর হতে সেই বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের উপর চাপানো ছিল; এবং সেই বাঁধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী হয়েছিল[৪৩]।

৪২. এখানে ইয়াহুদী পরিভাষা অনুযায়ী 'উম্মী' শব্দ নবী করীমের (সঃ) প্রতি ব্যবহৃত হয়েছে। বনী ইসরাঈল নিজেদের ছাড়া অন্য সব জাতিকে উম্মী (গোয়েম বা জেন্টাইল) বলে অভিহিত করতো। এবং তাদের জাতীয় গর্ব ও অহংকার এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোন উম্মীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া তো দূরের

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا

অতএব যারা ঈমান আনে তার উপর ও তাকে সহযোগীতা করে ও তাকে তারা সাহায্য করে এবং অনুসরন করে

النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

আলোর যা নাযিল করা হয়েছে তার সাথে ঐসব লোক তারাই সফলকাম

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۨالَّذِيْ

বল হে মানব মন্ডলী আমি নিশ্চয়ই রসূল আল্লাহর তোমাদের প্রতি সকলের জন্যে যিনি (এমন যে)

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ

তারই (রয়েছে) সার্বভৌমত্ব আসমান সমূহের ও যমীনের নাই (কোন) ইলাহ ছাড়া তিনি তিনি জীবিত করেন

وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ

ও মৃত্যু দেন অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর ও তার রসূলের উপর নবীর (উপর) নিরক্ষর যে

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

ঈমান আনে আল্লাহর উপর ও তাঁর বাণী সমূহের(উপর) এবং তাকেই তোমরা অনুসরণ কর তোমরা সম্ভবতঃ সঠিক পথ পাবে

অতএব যেসব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তার সংগে নাযিল করা হয়েছে- তারাই কল্যাণ লাভ করবে। রুকু-২০ ১৫৮. হে মুহাম্মদ বলঃ "হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত নবী- যিনি যমীন ও আসমানের বাদশাহীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু তিনিই দেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর উপর এবং তাঁর প্রেরিত উম্মীনবীর উপর যে নিজে আল্লাহ এবং তার সকল বাণীকে মেনে চলে। তাঁর আনুগত্য কর, আশা করা যায় যে তোমরা সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে।

কথা, কোন উম্মীর জন্য তারা মানবিক অধিকারও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। কুরআন মজীদে তাদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "উম্মীদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও অপহরণ করলে তার জন্য আমাদের কোন পাকড়াও হবে না।" (আলে-ইমরান, আয়াতঃ ৭৫) এখন আল্লাহতা'আলা তাদেরই পরিভাষা ব্যবহার করে এরশাদ করছেন - এখন এই উম্মীর সাথেই তোমাদের ভাগ্য গাথা হয়ে গেছে। এরই আনুগত্য -অনুসরণ কর তো তোমাদের ভাগ্যে আমার রহমত প্রাপ্তি ঘটবে, নচেৎ সেই গযবই তোমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে যার ঘোষনায় তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী আবদ্ধ হয়ে রয়েছো।
৪৩. অর্থাৎ তাদের ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ আইনত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্ক দ্বারা তাদের সন্ন্যাসীগণ নিজেদের বৈরাগ্যের আতিশয্য দ্বারা এবং তাদের অজ্ঞ জনসাধারণ নিজেদের কুসংস্কার ও মনগড়া সীমা ও নিয়মনীতি দ্বারা তাদের জীবনকে যেসব বোঝায় ভারাক্রান্ত ও যেসব জটিল বন্ধন দ্বারা আষ্টে-পৃষ্টে বদ্ধ করে রেখেছে, এ নবী সে সমস্ত গুরুভার নামিয়ে দেবে ও সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে জীবন-ধারনকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ করে দেবে।

وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ

এবং মধ্যহতে জাতির মূসার একদল (এমনও ছিল) (যারা) পথ দেখায়ও সত্যের এবং তা দিয়ে

يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾ وَ قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَ

তারা ন্যায় বিচার করত এবং তাদেরকে আমরা বিভক্ত করেছিলাম বার গোত্রে দলে এবং

اَوْحَیْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ

আমরা ওহী করলাম প্রতি মূসার যখন তার কাছে পানি চাইল তার জাতি যে আঘাত কর

بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا ؕ

তোমার লাঠি দিয়ে পাথরকে ফলে উৎসারিত হল তা থেকে বারটি ঝর্ণা

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَ ظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ

নিশ্চয়ই চিনেনিল প্রত্যেক (গোত্রের) মানুষ তাদের পানস্থান এবং আমরা ছায়া করলাম তাদের উপর মেঘমালার

وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰی ؕ كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ

এবং আমরা নাযিল করলাম তাদের উপর 'মান্না' ও "সালওয়া" (এবং বললাম) তোমরা খাও থেকে পবিত্র বস্তুগুলো

مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ

যা আমরা তোমাদের রিজিক দিয়েছি এবং না আমরা তাদের উপর যুলম করি কিন্তু তারা ছিল তাদের নিজেদের উপর

یَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

যুলুম করত

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সত্য-বিধান মুতাবিক হেদায়াত করত এবং সত্য বিধান অনুযায়ীই ইনসাফ করত। ১৬০. আর আমরা এই জাতিকে বারোটি পরিবারে ভাগ করে তাদেরকে স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন মূসার নিকট পানি চাইল তখন আমরা তাকে ইশারা করলাম যে, অমুক শৈলের (প্রস্তরময় ভূমির) উপর তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত কর। সুতরাং অচিরেই সেই শৈলের (প্রস্তরময় ভূমির) বুক হতে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হল এবং প্রত্যেকটি দল পানি নেয়ার জন্য জায়গা ঠিক করে নিল। আমরা তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছিলাম- খাও সেই পাক জিনিসসমূহ যা আমরা তোমাদের দান করেছি। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে, তার দরুন আমরা তাদের উপর যুলুম করিনি বরং তাদের নিজেদের উপরই তারা যুলুম করেছিল।

وَ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوْا مِنْهَا

তাহতে | তোমরা খাও | এবং | জনপদে | এই | তোমরা বাস কর | তাদেরকে | বলা হয়েছিল | যখন | এবং

حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ

আমরা মাফ করব | নতশিরে | দরজায় | তোমরা প্রবেশ কর | এবং | হিত্তাতুন (ক্ষমাচাই) | তোমরা বল | ও | তোমরা চাও | যেখান (থেকে)

لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶۱﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যুলুম করেছিল | যারা | অতঃপর বদলে দিল | সৎকর্মশীদের (জন্যে) | আমরা শীঘ্রই বৃদ্ধি করব (অনুগ্রহ) | তোমাদের গুনাহসমূহকে | তোমাদের জন্যে

مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

তাদের উপর | আমরা ফলে পাঠিয়েছি | তাদেরকে | বলা হয়েছিল | যা | অন্য কিছুতে | কথাকে | তাদের মধ্যহতে

رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۲﴾ ع وَ سْـَٔلْهُمْ

তাদেরকে জিজ্ঞেস কর | এবং | তারা যুলুম করতেছিল | একারণে যা | আসমান | হতে | শাস্তি

عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ

তারা সীমা লংঘন করত | যখন | সমুদ্র(তীরে) | অবস্থিত | ছিল | যা | জনপদ | সম্বন্ধে

فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا

প্রকাশ্যে উপরিভাগে | তাদের শনিবারের | দিনে | তাদের মাছগুলো | তাদের কাছে আসতো | যখন | শনিবারে (নির্দেশের) | ব্যাপারে

وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ

এভাবে | তাদের কাছে আসত (মাছ) | না | সপ্তাহিক ইবাদত করত | (যখন) না | (অন্য) দিনে | এবং

১৬১. সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তাদের বলা হয়েছিল যে, "এই জনপদে গিয়ে বসবাস করতে থাক, সেখানকার উৎপাদন হতে নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে রুযি হাসিল কর। 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে থাক ও নগরের দ্বার পথে সিজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ কর। আমরা তোমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেব এবং নেক-আচরণ-সম্পন্ন লোকদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দানে ভূষিত করব। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিল, তারা তাদেরকে বলা কথাকে বদলে ফেলল। তার ফল হল এই যে, আমরা তাদের যুলুমের প্রতিশোধ হিসেবে তাদের উপর আসমান হতে আযাব পাঠিয়েছি। **রুকূ-২১** ১৬৩. আর তাদের নিকট সেই জনপদের অবস্থাটাও জিজ্ঞাসা কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল[৪৪]। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সেই ঘটনা যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারের দিন আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বরখেলাফ কাজ করত, ওদিকে মাছ শনিবার দিনই উচ্চ হয়ে উপরিভাগে তাদের সামনে আসত, শনিবার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনই আসত না। এরূপ হত এই কারণে যে,

৪৪. গবেষকদের প্রবল আনুকূল্য এই অভিমতের প্রতি যে—এই জায়গা হচ্ছেঃ ইলা, ইলাত বা ইলওয়াত যেখানে বর্তমান ইজরাইলের ইহুদী রাষ্ট্র ঐ নামেই একটি বন্দর নির্মান করেছে এবং জর্ডানের বিখ্যাত বন্দর 'আকাবা' যার নিকটে অবস্থিত।

نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾ وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ

তাদের পরীক্ষা করি আমরা | একারণে যা | তারা নাফরমানী করতেছিল। | এবং | যখন | বলেছিল | একদল

مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ

তাদের মধ্যেহতে | কেন | তোমরা সদুপদেশদাও | (এমন) লোকদেরকে | আল্লাহ | যাদেরকে ধ্বংস করবেন | অথবা | তাদের শাস্তিদিবেন

عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ

শাস্তি | কঠোর | তারা বলেছিল | ওজরপেশ (করার জন্যে) | কাছে | তোমাদের রবের | ও | তারা যাতে

يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ

সংযত হয় | অতঃপর যখন | তারা ভুলে গেল | যা | তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল | সে সম্বন্ধে | আমরা উদ্ধার করলাম | (তাদেরকে) যারা

يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ

বিরত হয়েছিল | হতে | মন্দ | ও | আমরা ধরলাম (তাদেরকে) | যারা | যুলুম করেছিল | শাস্তি দিয়ে

بَئِيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا

ভয়ানক | একারণে যা | তারা নাফরমানী করতেছিল | অতঃপর যখন | ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল | (তা) হতে | যা

نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿١٦٦﴾

নিষেধ করা হয়েছিল | তা থেকে | আমরা বললাম | তাদেরকে | তোমরা হও | বানর | লাঞ্ছিত-অপমানিত

আমরা তাদের না-ফরমানীর কারণে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। ১৬৪. তাদেরকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দাও যে, যখন তাদের একটি দল অপর দলকে বলেছিলঃ "তোমরা এমন লোকদের কেন নসীহত কর যাদেরকে আল্লাহই ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন?" তারা জবাব দিলঃ "আমরা এ সব তোমাদের রবের দরবারে নিজেদের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে করছি, এই আশায় করছি যে, হয়ত বা এই লোকেরা তাঁর না-ফরমানী হতে ফিরে থাকবে।" ১৬৫. শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেই হেদায়াত সম্পূর্ণ ভুলে গেল যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম যারা খারাব কাজ হতে বিরত থাকত; আর বাকী লোকগুলোকে- যারা যালেম ছিল- তাদেরই না-ফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম। ১৬৬. পরে যখন তারা পূর্ণ ধৃষ্টতারসাথে নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে থাকল, তখন আমরা বললাম যে, বানর হয়ে যাও [৪৫], লাঞ্ছিত-অপমানিত।

---

৪৫. এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই জনপদে তিন প্রকার লোক বর্তমান ছিল। প্রথম, যারা বে-ধড়ক আল্লাহর হুকুম অমান্য করছিল। দ্বিতীয়, যারা নিজেরা আল্লাহতা'আলার হুকুম অমান্য করছিল না কিন্তু এই অমান্য করাকে তারা নীরবে বসে দেখছিলো ও যারা উপদেশ দিতো তাদের বলতো- এই

(অপর পাতায়)

১৬৭. আরো স্মরণ কর— যখন তোমাদের রব ঘোষণা করে দিলেন যে, তিন কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় বনী ইসরাঈলীদের উপর এমন সব লোককে প্রভাবশালী করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম নির্যাতনে পীড়িত করবে। নিশ্চিতই তোমার রব শাস্তিদানে ক্ষিপ্রহস্ত এবং নিশ্চিতই তিনি ক্ষমা এবং দয়া-অনুগ্রহ করে থাকেন। ১৬৮. আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় খন্ড খন্ড করে অসংখ্য জাতির মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক সদাচারী ছিল, আর কিছু লোক তাহতে ভিন্নতর। আর আমরা তাদেরকে ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করতে থাকি এই আশায় যে, হয়ত তারা ফিরে আসবে।

হতভাগাদের নসিহত করে লাভ কি? তৃতীয়, সেই সব লোক যাদের ঈমানী মর্যাদাবোধ আল্লাহর সীমাসমূহের এই প্রকাশ্য অমর্যাদাকে সহ্য করতে পারছিলো না এবং তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সৎ কাজের আদশে ও অসৎ কাজের নিষেধে তৎপর ছিল যে- সম্ভবতঃ অপরাধী লোক তাদের উপদেশের ফলে সঠিক পথে আসতে পারে, বা যদি তারা সঠিক পথ অবলম্বন নাও করে, তবুও আমরা তো আমাদের সাধ্যমত নিজেদের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সামনে নিজেরদের দায়িত্ব-মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে! এই অবস্থায় যখন ঐ জনপদের উপর আল্লাহর আযাব এলো- পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুসারে এ তিন দলের মধ্যে মাত্র তৃতীয় দলকেই এই আযাব থেকে বাঁচানো হয়েছিল; কেননা এরাই আল্লাহর সামনে নিজেদের 'কৈফিয়ত' পেশ করার চিন্তা করেছিল এবং এরাই নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। অবশিষ্ট দুই দল অত্যাচারী হিসাবে গণ্য হয়েছিল । এবং তারা তাদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি পেয়েছিল। অবশ্য মাত্র সেই সব লোককে বানরে পরিণত করা হয়েছিল যারা পূর্ণ হঠকারিতা ও বিদ্রোহের সংগে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে চলছিল।

১৬৯. কিন্তু তাদের পরে এমন সব অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, যারা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকে আর বলেঃ "আশা করা যায় যে, আমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে।" সেই বৈষয়িক স্বার্থই আবার যদি তাদের সামনে এসে পড়ে, তা হলে অমনি টপ করে তা হস্তগত করে। তাদের নিকট হতে কিতাবের প্রতিশ্রুতি কি পূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই যে, রবের নামে তারা কেবল সেই কথাই বলবে, যা সত্য? আর কিতাবে যাকিছু লেখা হয়েছে- তা তারা নিজেরাই পড়েছে। পরকালের বাসস্থান তো আল্লাহভীরু লোকদের জন্যই উত্তম[৪৬]। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পারনা? ১৭০. যারা কিতাব পালন করে চলে, আর যারা নামায কায়েম রেখেছে, এই ধরনের নেক চরিত্রের লোকদের কর্ম ফল আমরা নিশ্চয়ই নষ্ট করব না।

৪৬. এই আয়াতের দুই প্রকার অনুবাদ হতে পারে। প্রথম, এখানে মতনে যে অনুবাদ করা হয়েছে। দ্বিতীয়, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তো পরকালের বাসস্থানই উৎকৃষ্টতর।

১৭১. তাদের কি সেই সময়ের কথাও কিছুটা স্মরণ আছে, যখন আমরা পাহাড়কে তাদের উপর সামিয়ানার মত করে তুলে ধরেছিলাম। তারা তখন মনে করেছিল যে, তা তাদের উপর পড়ে যাবে, আর তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমাদেরকে আমরা যে কিতাব দান করছি, তাকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখ, আর যা কিছু তাতে লেখা হয়েছে, তা স্মরণ রাখ। খুবই আশা করা যায় যে, তোমরা ভুল আচরণ হতে বেঁচে থাকতে পারবে। রুকু-২২ ১৭২. এবং হে নবী, লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-আমি কি তোমাদের রব নই?[৪৭] তারা বললঃ নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এ আমরা করলাম এই জন্য যে, তোমরা কিয়ামতের দিন যেন না বল যে, "আমরা তো এই কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।"

৪৭. কতিপয় হাদীস হতে জানা যায় আদমের (আঃ) সৃষ্টির সময় ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে সময় যেরূপে ফেরেশতাদের একত্রিত করে প্রথম মানুষের প্রতি সেজদা করানো হয়েছিল, এবং পৃথিবীর উপর মানবজাতির খেলাফতের ঘোষণা করা হয়েছিল, সেইরূপ সমগ্র আদম-বংশকেও যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে আল্লাহতা'আলা একই সময়ে অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে নিজের সামনে হাযির করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে স্বীয় প্রভুত্বের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।
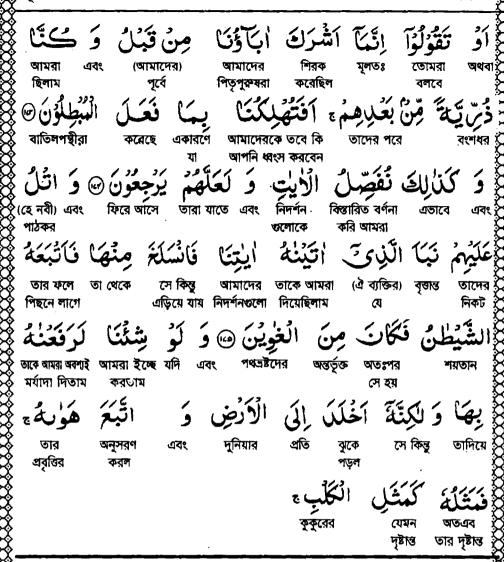
১৭৩. কিংবা যেন বলতে শুরু না কর যে, "শেরক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের পূর্বে শুরু করেছিল, আমরা তো পরে তাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। এখন কি আপনি ভ্রান্ত ও বাতিল পন্থী লোকদের করা অপরাধের দরুন আমাদেরকে পাকড়াও করবেন?" ১৭৪. লক্ষ্য কর, এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে পেশ করে থাকি[৪৮]। করি এই উদ্দেশ্যে যেন তারা ফিরে আসে। ১৭৫. আর হে মুহাম্মদ! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ননা কর যাকে আমরা আমাদের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলাম; কিন্তু সে সেই আয়াতসমূহ পালন করার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পশ্চাতে ধাওয়া করে, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। ১৭৬. আমরা চাইলে তাকে ঐ আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম কিন্তু সে তো যমীনের দিকেই ঝুকে পড়ে থাকে এবং স্বীয় নফসের খাহেশ পূরণেই নিমগ্ন হয়। ফলে তাদের অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল;

৪৮. অর্থাৎ 'মারেফাত হক'-এর ('সত্য পরিচিতি'র) সেই নিদর্শনাবলী বা মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে বিদ্যমান ও যা সত্যের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।

তুমি তার উপর বোঝা দিলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে আর তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে ৪৯। আমাদের আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা মনে করে অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত এই। তুমি এই কাহিনীসমূহ তাদেরকে শুনাতে থাক, সম্ভবতঃ এরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে। ১৭৭. বড়ই খারাব দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই লোকদের যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতে থাকে। ১৭৮. আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন কেবল সেই সত্যের পথ লাভ করে । আর আল্লাহ যাকে তার পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। ১৭৯. একথা একান্তই সত্য যে বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি।

৪৯. তফসীরকারগণ রসূলের যুগের ও তার পূর্ব কালের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি এই দৃষ্টান্ত আরোপ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে- যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য এ দৃষ্টান্ত সে বিশেষ ব্যক্তিটির পরিচয় তো গুপ্তই আছে। অবশ্য এ দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হতে পারে যাদের মধ্যে এ বিশেষত্ব পাওয়া যায়। আল্লাহতা'আলা তাদের অবস্থাকে কুকুরের সাথে উপমা দেন যারা সর্বদা লটকাতে থাকা জিহবা ও টপকাতে থাকা লালা-রস তার সদা প্রজ্জ্বলমান লালসার আগুণ ও চির অতৃপ্ত বাসনার পরিচয় দান করে। এ দৃষ্টান্তের ভিত্তি অনুরূপঃ যেমন আমরা নিজেদের ভাষায় দুনিয়ার প্রতি লোভান্ধ ব্যক্তিকে দুনিয়ার কুত্তা বলে থাকি।

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا

(কিন্তু) না | চক্ষুসমূহ | তাদের রয়েছে | এবং | তাদিয়ে | তারা চিন্তা ভাবনা করে | (কিন্তু) না | অন্তরসমূহ | তাদের রয়েছে

يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ

ঐসব (লোক) | তা দিয়ে তারা শুনে | (কিন্তু) না | কানসমূহ | তাদের রয়েছে | এবং | তা দিয়ে তারা দেখে

كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾ وَ

এবং | গাফিলতিতে নিমগ্ন | তারাই | ঐসব (লোক) | অধিক বিভ্রান্ত | তারা | বরং | (যেন) পশুর মত

لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ

(তাদেরকে) যারা | তোমরা বর্জনকর | এবং | তাদিয়ে | অতএব তাঁকে ডাক | উত্তম | নামসমূহ | আল্লাহর জন্যে রয়েছে

يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

তারা কাজ করে চলেছে | যেমন | তাদেরকে শীঘ্রই প্রদিফল দেওয়া হবে | তাঁর ামসূহের | মধ্যে | বিকৃত করে

وَ مِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾ ع

তারা ন্যায় বিচার করে | তা দিয়ে | এবং | সত্যের দিকে | (যারা) পথ দেখায় | (এমনও) একদল | আমরা সৃষ্টি করেছি | তাদের মধ্যেহতে | এবং

তাদের দিল আছে কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি রয়েছে, কিনতু তা দিয়ে তারা শুনতে পায়না। তারা আসলে জন্তু জানোয়ারের মত, বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন[৫০]। ১৮০. আল্লাহ ভাল-ভাল নামের অধিকারী। তাকে ভাল ভাল নামেই ডাক। সেই লোকদের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামকরণে বিপথাগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বদলা তারা অবশ্যই পাবে[৫১]। ১৮১. আমাদের সৃষ্টির মধ্যে একটি উম্মৎ এমনও রয়েছে যারা পূর্ণ হক অনুযায়ী হেদায়াত করে এবং হক মোতাবেক ইনসাফও করে।

৫০. অর্থাৎ আমি তো তাদের হৃদয়, মস্তিষ্ক, চোখ ও কান দান করে সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু যালেমরা এগুলোর সঠিক ব্যবহার করলো না এবং নিজেদের অপকর্মের জন্য শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের যোগ্য বলে গন্য হলো। ৫১. 'উত্তম নাম সমূহ'– এর অর্থঃ- সেই সব নাম যা দিয়ে রবের মহানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা ও মহাত্ম এবং তাঁর পূর্ণতা সূচক গুনাবলী প্রকাশ পায়। আল্লাহর নাম দেওয়ার ব্যাপারে সত্য-চ্যুতি হচ্ছে– আল্লাহর প্রতি এরূপ নামসমূহ আরোপ করা যা তাঁর মর্যাদার হানিকর, তাঁর শ্রদ্ধা সম্মানের পরিপন্থী, যা দিয়ে তার প্রতি দোষ-ক্রটি আরোপিত হয় কিংবা যা দিয়ে তার শ্রেষ্ট ও মহান পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণা বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

রুকু-২৩ ১৮২. আর যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদেরকে আমরা ক্রমশঃ এমন সব উপায়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে- বুঝতেও পারবে না। ১৮৩. আমি তাদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছি, আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, অটুট ও অকাট্য। ১৮৪. এই লোকেরা কখনো কি চিন্তা করেনি? তাদের সঙ্গীর উপর উম্মত্ততার কোন লেশ নেই[৫২]। সেতো একজন সংবাদ দাতা মাত্র, (খারাব পরিণাম সামনে আসার পূর্বেই) সে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিতে থাকে। ১৮৫. এই লোকেরা কি আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেনি? আর এমন কোন জিনিস যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন— দুই চোখ খুলে কি দেখেনি? তারা এও কি চিন্তা করেনি যে, তাদের জীবনের মীয়াদ পূর্ণ হবার সময় হয়ত বা নিকটেই এসে পড়েছে? নবীর এই সতর্কীকরণের পরে এমন আর কোন্ কথা হতে পারে, যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?

৫২. 'সহচর' অর্থ- মোহাম্মদ (সঃ) তাকে মক্কাবাসীদের সহচর এই কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি তাদের অপরিচিত ছিলেন না; তাদেরই মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন; তাদেরই মধ্যে তিনি থেকেছেন, বাস করেছেন, তাদের মধ্যেই তিনি শিশু থেকে যুবক হয়ে বেড়ে উঠেছেন ও যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন। নবুয়্যতের পূর্বে সমগ্র জাতি তাকে একজন নিতান্ত সৎ-স্বভাব ও স্বচ্ছ-সঠিক বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষরূপে জানতো। নবুয়্যতের পর যখন তিনি আল্লাহর বানী প্রচার শুরু করলেন তখন অকস্মাৎ তাকে তারা পাগল বলতে শুরু করলো । স্পষ্টতঃ তিনি নবী হবার পূর্বে যা কিছু বলতেন সে কথার জন্য তাকে পাগল বলা হচ্ছিল না বরং তিনি নবী হওয়ার পর যেসব কথার তবলীগ শুরু করেছিলেন সেই সব কথার কারণেই তাঁকে পাগল বলা হচ্ছিল। এ জন্যই বলা হয়েছে; এ কথা কি কখন চিন্তাও করে দেখেছে- ঐ সব কথার মধ্যে কোন্ কথাটি পাগলামীর?

مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ ۚ لَا یُجَلِّیْهَا

তা ঘটবে | বল | মূলতঃ | তারজ্ঞান | কাছে | আমার রবের | না | তা তিনি প্রকাশ করেন

لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔ ثَقُلَتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا

তার সময়কে (অন্য কারোকাছে | ছাড়া | তিনি | ভারীহবে | উপর | আকাশ মন্ডলীর | ও | পৃথীবীর (উপর) | না

تَاْتِیْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ یَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ

তোমাদের কাছে তা আসবে | এছাড়া | আকস্মাৎ | তোমাকে তারা প্রশ্ন করে | তুমি যেন | সবিশেষ অবহিত | তা সম্পর্কে | বল

اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

মূলতঃ | তার জ্ঞান (রয়েছে) | কাছে | আল্লাহর | কিন্তু | অধিকাংশ | লোক | না | তারাজানে

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ

বল | না | ক্ষমতারাখি আমি | আমার নিজের জন্যে | কোন লাভের | আর | না | কোন ক্ষতির | এছাড়া | যা | ইচ্ছে করেন | আল্লাহ

---

১৮৬. আল্লাহ যাকে তাঁর হেদায়াত হতে বঞ্চিত করে দেন তার জন্য আর কোন পথপ্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিদ্রোহাত্মক অনমনীয় ভূমিকায় বিভ্রান্তি হবার জন্য ছেড়ে দেন। ১৮৭.এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করেঃ আচ্ছা, সেই কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? বল "এই জ্ঞান কেবলমাত্র আমার রবের নিকটই রয়েছে, তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনে তা বড় কঠিন দিন হবে। তা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। এই লোকেরা এর সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যেন তুমি তা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। বলঃ তার সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই নিগুঢ় সত্যকে জানেনা-বুঝেনা।" ১৮৮. হে নবী! এদেরকে বলঃ "আমার নিজের কোন ফায়দা বা লোকসানের ইখতিয়ারই আমার নেই। আল্লাহই যা চান তাই হয়।

وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَ
এবং যদি জানতাম আমি অদৃশ্যকে আমি অবশ্যই অনেক নিতাম কল্যাণ হতে এবং

مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ
না আমাকে স্পর্শকরত কোন অকল্যাণ (প্রকৃতপক্ষে) নই আমি এছাড়া একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা ঐলোকদের জন্যে

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ
(যারা) ঈমান আনে (আল্লাহ) তিনিই যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন হতে ব্যক্তি একই এবং

جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا
বানিয়েছেন তাহতে তার জোড়া যেন সে শান্তি পায় তারা কাছে অতঃপর যখন সে তাকে ঢেকে নেয়(সংগত হয়)

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا
(স্ত্রী) গর্ভধারণ করে গর্ভ হাল্কা সে অতঃপর চলাচলকরে তা নিয়ে অতঃপর যখন ভারী হয় দুজনেই দোয়া করে

اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ
আল্লাহর (কাছে) (যিনি) তাদের উভয়ের রব অবশ্যই যদি আমাদের দাও তুমি পূর্ণাংগ ও নেক (সন্তান) অবশ্যই আমরা হব অন্তর্ভুক্ত

الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ
শোকরকারীদের অতঃপর যখন তাদের দুজনকে দিলেন পূর্ণাঙ্গ (সন্তান) দুজনে নির্ধারণ করল তার সাথে শরীক তার ব্যাপারে যা

اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾
তাদের দুজনকে (আল্লাহ) দিলেন মূলতঃ বহু উর্দ্ধে আল্লাহ তাহতে যা তারা শিরক করে

অথচ অদৃশ্য সম্পর্কে যদি আমার জ্ঞান থাকত তা হলে আমি আমার নিজের জন্য অনেক কিছু ফায়দাই হাসিল করে নিতাম এবং কখনো আমার কোনই ক্ষতি হতে পারত না। আমি তো তাদের জন্য নিছক একজন সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র— যারা আমার কথা মেনে নিবে। **রুকু-২৪** ১৮৯. তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই সত্তা হতে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার নিকট পরম শান্তি লাভ করতে পারে। পরে যখন পুরুষটি স্ত্রীকে ঢেকে নিয়ে সংগত হয়। তখন সে হালকা ভাবে গর্ভ ধারণ করে। তা নিয়েই সে চলাফিরা করে। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভারী ও অচল হয়ে পড়ে তখন উভয়ে মিলে তাদের রবের নিকট প্রার্থনা করেঃ তুমি যদি আমাদেরকে নেক সন্তান দান কর তবে আমরা তোমার শোকর গুযার হব। ১৯০. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে এক সুস্থ নিখুত বাচ্চা দিয়ে দিলেন তখন তারা তাঁর এই দান ও অনুগ্রহে অন্যান্যকে শরীক করতে লাগল[৫৩]। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় মহান ও উচ্চ এদের কথিত এ সব মুশরেকী কথা-বার্তা হতে।

৫৩. অর্থাৎ সন্তান দান করার মালিক তো আল্লাহতা'আলা। স্ত্রী-লোকের গর্ভে বানর বা সাপ বা অন্য (অপর পাতা দেখুন)

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا

না এবং সৃষ্টিকরা হয় তাদেরকে অথচ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না যা তারা শিরককরে কি

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن

যদি এবং তারা সাহায্য করতে পারে তাদের নিজেদের জন্যে না আর সাহায্য করতে তাদেরকে তারা ক্ষমতারাখে

تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

তোমাদের জন্যে সমানই তোমাদেরকে তারা অনুসরণ করবে না সঠিকপথের দিকে তাদেরকে ডাক

أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ

তোমরা প্রার্থনা কর যাদের (কাছে) নিশ্চয়ই নিরবতা অবলম্বনকারী হও তোমরা অথবা তাদেরকে তোমারা ডাক

مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

তারা তখন সাড়াদিক তাদেরকে তাহলে তোমরা ডেকে দেখ তোমাদেরই মত তারা বান্দা আল্লাহ ছাড়া

لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

সত্যবাদী তোমরা হও যদি তোমাদেরকে

১৯১. এরা কতইনা অজ্ঞ ও মূর্খ ঃ এরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর শরীক গন্য করে, যারা কোন কিছুই পয়দা করেনা, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। ১৯২. যারা না তাদের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না তাদের নিজেদের সাহায্য করতে তারা সক্ষম। ১৯৩. তাদেরকে তোমরা যদি হেদায়াতের পথে আসার জন্য আহবান জানাও তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না, তোমরা তাদেরকে ডাক কিংবা চুপ-চাপ থাক, উভয় অবস্থায়ই ফল তোমাদের জন্য সমানই থাকবে[৫৪]। ১৯৪. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরই ডাক তারা নিছক বান্দা ছাড়া আর কিছুই ন। যেমন তোমরাও বান্দা। তাদের কাছে দোয়া করেই দেখ, তারা তোমাদের প্রার্থনার জবাব দান করুকনা, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যি হয়।

কোন অদ্ভুত জন্তু সৃষ্টি করে দেন কিংবা যদি শিশুকে পেটের মধ্যে অন্ধ, বধির, খঞ্জ ও পংগু করে দেন, কিংবা তার দৈহিক মানসিক ও প্রবৃত্তি-গত শক্তি-প্রবণতার মধ্যে কোন ত্রুটি রেখে দেন তবে কারুর মধ্যেই আল্লাহতাআলার এই গঠনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। এক আল্লাহতা'আলার উপাসকদের ন্যায় ঠিক একই রূপে বহু দেব-বাদীরাও এ সত্য জানে। এ কারণেই গর্ভকালে সমস্ত আশা ভরসা আল্লাহরই প্রতি নিবদ্ধ রাখা হয়- তিনিই সুস্থ-সঠিক শিশু-সন্তান পয়দা করবেন। কিন্তু যখন আশা ফলপ্রসূ হয় এবং চাদের মত সুন্দর শিশু ভাগ্যে লাভ হয়, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নযর ও নিয়ায কোন দেবী, কোন অবতার, কোন ওলি ও কোন হযরতের নামেই চড়ানো হয় এবং শিশুর এরূপ নামকরণ করা হয় যার দ্বারা মনে হয় সে যেন রব ছাড়া কারো অনুগ্রহের ফল। ৫৪. অর্থাৎ এই মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের অবস্থা তো এরূপ যে- সোজা পথ দেখানো বা নিজেদের উপাসকদের পথ-নির্দেশ করা তো দূরের কথা বেচারাদের তো কোন পথ-প্রদর্শকের অনুসরণ করারও ক্ষমতা নেই, এমন কি যদি কেউ ডাকে তবে তার ডাকের জবাব দেওয়ারও ক্ষমতা তাদের নেই।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ ز

তাদিয়ে তারা ধরতে পারে হাত সমূহ তাদের আছে (কি) বা তা দিয়ে তারা চলে পা সমূহ তাদের আছে কি

أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ

তারা শুনে কান সমূহ তাদের আছে (কি) বা তাদিয়ে তারা দেখে চোখ সমূহ তাদের আছে (কি) বা

بِهَا ط قُلِ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

আমাকে তোমরা অবকাশ দাও অতঃপর না কৌশলকর আমার বিরুদ্ধে এরপর তোমাদের শরীকদেরকে তোমরা ডাক বল তাদিয়ে

إِنَّ وَلِيِّ ـَۧ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ ز وَهُوَ يَتَوَلَّى

অভিভাবকত্ব করেন তিনি এবং কিতাব নাযিল করেছেন যিনি আল্লাহ আমার অভিভাবক নিশ্চয়ই

الصّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهٖ لَا يَسْتَطِيعُونَ

তারা সমর্থ হয় না তাকে ছাড়া তোমরা আহবান কর যাদের এবং সৎকর্মশীলদের

نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ

তাদেরকে আহবান কর যদি এবং সাহায্যকরতে পারে তাদের নিজেদেরকে না আর তোমাদেরকে সাহায্য করতে

إِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوا ط وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ

তোমার দিকে তারা তাকাচ্ছে তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে এবং (বাহ্যতঃ) তারা শুনতে পায় না সৎপথের দিকে

وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

দেখতে পায় না তারা অথচ

---

১৯৫. এদের কি পা আছে যাতে ভর করে চলতে পারে? এদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ধরতে পারে? এদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখতে পারে? এদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনতে পারে? হে নবী, এদের বলঃ "ডেকে নাও তোমাদের বানানো সব শরীকদের, তার পর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চেষ্টা-যত্ন ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ কর; আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা। ১৯৬. আমার সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি নেক চরিত্রের লোকদের সাহায্যে করে থাকেন। ১৯৭. পক্ষান্তরে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না তারা নিজেদেরই সাহায্য করতে সমর্থ। ১৯৮. বরং তোমরা যদি তাদেরকে সঠিক পথে আসতে আহবান জানাও, তবে তারা তোমার কথা শুনতে পর্যন্ত পারে না। বাহ্যতঃ তোমরা মনে কর, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু মূলতঃ তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর ও নির্দেশ দাও সৎকাজের এবং উপেক্ষা কর মূর্খদেরকে

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ

এবং যদি তোমার উষ্কানী দেয় পক্ষহতে শয়তানের কোন প্ররোচনা তুমি তবে পানাহ চাও আল্লাহর নিশ্চয়ই তিনি

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ

সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করে যখন তাদেরকে স্পর্শ করে কোন কুচিন্তা

مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَ اِخْوَانُهُمْ

পক্ষহতে শয়তানের তারা স্মরণকরে (আল্লাহকে) অতঃপর তখন তারা দেখতেপায় (সঠিক পথ) এবং তাদের(বিভ্রান্ত) ভাইয়েরা

يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ وَ اِذَا لَمْ

তাদেরকে টেনে নেয় মধ্যে ভ্রান্তির এরপর না তারা ত্রুটি করে (বিভ্রান্তিতে রাখতে) এবং যখন না

تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْ لَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ

তাদের কাছে উপস্থিত কর কোন নিদর্শন তারা বলে কেন না তা তুমি বেছে নিলে বল প্রকৃত পক্ষে অনুসরণ করি আমি

مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ؕ

যা ওহী করা হয় আমার প্রতি পক্ষহতে আমার রবের

১৯৯. হে নবী. নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর। সৎ কাজের উপদেশ দান করতে থাক এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।২০০. শয়তান যদি তোমাকে কখনো উষ্কানী দেয়, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও; তিনি সব শুনেন, সব জানেন। ২০১. প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা এই হয় যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোন খারাব খেয়াল তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সংগে সংগে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিক কল্যাণকর পথ ও পন্থা কি তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। ২০২. তারপরে তাদের (শয়তানের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে বাঁকা-চোরা পথেই তীব্রভাবে টেনে নিয়ে যায়। এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটিই রাখে না। ২০৩. হে নবী তুমি যখন এই লোকদের সামনে কোন নিদর্শন (মুজিযা) পেশ না কর, তখন তারা বলে "তুমি নিজের জন্য কোন নিদর্শন বাছাই করে নিলে না কেন?" তাদের বলঃ "আমিতো কেবল সেই অহীকেই মেনে চলি যা আমার রব আমার প্রতি নাজিল করেছেন।

বস্তুতঃ এ অর্ন্তদৃষ্টির উজ্জ্বলতম আলো, তোমাদের রবের নিকট হতেই অবতীর্ণ। এ হেদায়াত ও রহমত হইতেছে সেই লোকেদের জন্য, যারা এ মেনে নিবে॥ ২০৪. যখন কুরআন মজীদ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তা পূর্ণ মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ-চাপ থাক; সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিও রহমত নাযিল হইবে।" ২০৫. হে নবী, তোমার রবকে সকাল ও সন্ধ্যা স্মরণ করতে থাক, অন্তরে বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। তুমি সেই লোকদের মধ্যে হবে না যারা চরম গাফিলতির মধ্যে পড়ে রয়েছে। ২০৬. যেসব ফেরেশতা তোমার রবের নিকটে নৈকট্যের মর্যাদার অধিকারী তারা কক্ষনো নিজের বড়ত্বের অহমিকায় পড়ে তাঁর ইবাদত হতে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তসবীহ করে এবং তাঁর সামনে অবনত হয়ে থাকে[৫৫] (সিজদা)।

৫৫. যে ব্যক্তি এই আয়াত পড়ে বা শোনে তার প্রতি সেজদা করার আদেশ। কুরআন মজিদে এরূপ ১৪টি সিজদার আয়াত আছে।

সূরা আল-আনফাল

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরা ২য় হিজরী সনে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে। এতে ইসলাম ও কুফর-এর মাঝে প্রথম অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় সমূহ চিন্তা করলে মনে হয়, সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ ভাষণটি এক সংগেই নাযিল হয়েছে তবে এটাও সম্ভব যে এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধ জনিত সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে পরে নাযিল হয়েছে এবং ভাষণের ধারাবাহিকতায় উপযুক্ত স্থানে তা সন্নিবেশিত করে একটি ধারাবাহিক ভাষণে রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে অবতীর্ণ দুই-তিনটি ভাষণকে জুড়ে একটি সমষ্টি সূরা বানানো হয়েছে- এ কথা বলার মত কোন প্রমাণ ধারাবাহিকতায় কোথায়ও দেখা যায় না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পূর্বে বদরের যুদ্ধ ও তার সংগে সম্পর্কিত অবস্থাসমূহের উপর ঐতিহাসিক দৃষ্টিপাত করে নেয়া আবশ্যক।

নবী করীম (সঃ) এর ইসলামী দাওয়াতী আন্দোলন প্রাথমিক দশ-বারো বছরে, যখন তিনি মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন, খুবই পরিপক্কতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ করতে পেরেছিল। একদিকে তার পিছনে কার্যকর ছিলেন এক উন্নত চরিত্র, বড় আত্মার অসাধারণ বুদ্ধিমান নেতা। তিনি স্বীয় ব্যক্তি-সত্তার সম্পূর্ণ মূলধনই তাতে নিয়োগ করেছিলেন। একদিকে এই দাওয়াতী-আন্দোলনকে সফলতার চূড়ান্ত মনযিল পর্যন্ত নিয়ে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর অচল-অটল সঙ্কল্প বর্তমান ছিল, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে সর্বপ্রকার বিপদ মূসীবতকে সহ্য করার এবং সব বাধা বিপত্তিকে মুকাবিলা করার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন- তাঁর কর্মপন্থা হতে এই সত্য পূর্ণরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। অপর দিকে স্বয়ং এই দাওয়াতী আন্দোলনেই এমন তীব্র আকর্ষণ বর্তমান ছিল যে, তা লোকদের মন-মগজকে পুরো মাত্রায় প্রভাবান্বিত করে নিচ্ছিল এবং মূর্খতা, জাহেলিয়াত ও হিংসা-বিদ্বেষের পর্বত সমান বাধাও তাঁর পথ রোধ করতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। এই কারণেই আরবের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক লোকেরা-যারা প্রথমে তাঁকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত- মক্কা অধ্যায়ের শেষ সময়ে তাঁকে এক গুরুতর বিপদ বলে মনে করতে শুরু করেছিল, আর পূর্ণশক্তি দিয়ে তাঁকে খতম করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও এই সময় পর্যন্ত মূল আন্দেলনে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলঃ

প্রথমতঃ এ কথা এখনো অপ্রমাণিত ছিল যে এই আন্দোলনের জন্য বিপুল সংখ্যক অনুগত কর্মী সংগৃহীত হয়েছে কিনা, যারা এটাকে কেবল মানে-ই না, তার নীতি আদর্শের প্রতি গভীর প্রেমও অনুভব করে। এটাকে বিজয়ী ও কার্যকর করার চেষ্টায় নিজেদের সমগ্র শক্তি ও সম্পূর্ণ জীবন-পূঁজি নিয়োজিত করতে প্রস্তুত, তার জন্য নিজেদের সবকিছু কোরবান করতে দুনিয়ায় সব মানুষের সংগে লড়াই করতে- এমন কি, প্রয়োজন হলে নিজেদের প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনের সহিতও সম্পর্কচ্ছেদ করতে-সঙ্কল্পবদ্ধ। এ কথা সত্য যে, এই সময় পর্যন্ত ইসলাম অনুসারী লোকেরা কুরাইশের যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার-নিপীড়ন অকাতরে সহ্য করে নিজেদের ঈমানের সত্যতা ও ইসলামের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তার অনেকটা প্রমাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামী আন্দোলন এমন প্রাণ-উৎসর্গকারী অনুসারীর দল- যারা নিজেদের জীবন-লক্ষ্যের তুলনায় অপর কোন জিনিসকেই অধিক ভালবাসে না- লাভ করতে পেরেছে কিনা, তা প্রমাণিত হবার জন্য এখনো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বাকী ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই দাওয়াতী আন্দোলনের আওয়ায যদিও সমগ্র আরব দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব ছিল বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন। ইসলামী আন্দোলনের সংগৃহীত শক্তিও সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল। ইসলামের সামগ্রিক সুসংবদ্ধ শক্তি এতদুর দৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি যা প্রাচীন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের ব্যবস্থার সাথে কোন চূড়ান্ত মুকাবিলায় নামবার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল।

তৃতীয়তঃ এই দাওয়াতী-আন্দোলন কোন একস্থানে দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তখন পর্যন্ত তা কেবল বায়ুমন্ডলেই প্রভাব বিস্তার করছিল। দেশের কোন ভূখন্ডে তা তখনো দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের আদর্শকে বস্তবায়িত করতে এবং ক্রমে আরো অগ্রসর হবার ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেনি। তখন পর্যন্ত যে মুসলমান যেখানেই ছিল- কুফর ও শেরক ভিত্তিক সমাজে তাদের অবস্থা ছিল ঠিক খালি পেটে কুইনাইনের মত। পেট যেমন সব সময়ই তাকে বমন করে বাইরে নিক্ষেপ করতেই চেষ্টিত হয় এবং এতটুকু স্থিতিলাভের সুযোগ দিতে প্রস্তুত হয় না, তাদের অবস্থাও ছিল ঠিক ঐরূপ।

চতুর্থতঃ এই সময় পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতী-আন্দোলন জনগণের বাস্তব জীবনের ব্যাপার ও কাজ কর্মসমূহ নিজ হস্তে ধারণ করে চালাবার কোনই সুযোগ পায়নি। নিজস্ব কোন তামাদ্দুন- সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিও তখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। তার নিজস্ব অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতিও বিরচিত হয়নি এবং অন্যান্য শক্তির সাথে তার যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারও তখন পর্যন্ত ঘটেনি। ফলে এই আন্দোলন যে নৈতিক নিময়-পদ্ধতির উপর মানব-জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে গড়তে ও চালাতে ইচ্ছুক, তার কোন বাস্তব প্রকাশ ঘটতে পারেনি এবং এই দাওয়াতে মূল নেতা, নবী এবং তাঁর অনুসারীরা যে দিকে দুনিয়াকে আহ্বান জানাচ্ছে সে মত আমল করতে কতখানি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তাও তখন পর্যন্ত পরীক্ষিত হতে পারেনি। পরবর্তী ঘটনাবলী এমন সুযোগ ও ক্ষেত্র পয়দা করে দিয়েছিল, যাতে এই চারটি অপূর্ণতাই সম্পূর্ণ হবার সুবিধা পেয়েছিল।

মক্কী পর্যায়ের শেষ তিন-চার বছরে ইয়স্‌রাব-এ (মদীনার প্রাচীন নাম ইয়াসরাব) ইসলামের আলোকোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং সেখানকার লোক কয়েকটা কারণে আরবের অন্যান্য গোত্রের-লোকের চেয়ে এই আলো অনেক বেশী কবুল-করছিল। শেষবারে-নবুয়্যতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ ব্যক্তির প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবী করীম (সঃ) -এর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা কেবল ইসলামই কবুল করলনা; বরং সেই সঙ্গে নবী এবং তাঁর অনুসারীদের নিজেদের শহরে স্থান দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করল। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল এক বিপ্লবী পর্যায়; আল্লাহতা'আলা নিজের অনুগ্রহে এই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইয়াস্‌রাববাসীরা নবী করীম (সঃ) কে একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে নয়, আল্লাহর প্রতিনিধি ও নিজেদের ইমাম, নেতা ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ইসলামের অনুসারী-অনুগামীদের প্রতিও তাদের আহ্বান কেবল এজন্য ছিল না যে তারা সেখানে নিছক মুহাজির হয়ে থাকবে। বরং আসল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আরবের বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে যে সব মুসলমান বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তারা ইয়াস্‌রাব-এ একত্রিত হয়ে সেখানকার মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে এক সুসংগঠিত সমাজ রচনা করবে। ইয়াস্‌রাব আসলে নিজেকে 'মদীনাতুল ইসলাম' হিসেবেই পেশ করছিল এবং নবী করীম (সঃ) এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আরবে সর্ব প্রথম 'দারুল ইসলাম' কায়েম করলেন।

এ ভাবে আমন্ত্রণ জানাবার অর্থ যা কিছু ছিল মদীনাবাসীগণ সে সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফিল ছিলনা। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র বস্তি নিজেকে সমগ্র দেশের তরবারী ও অর্থনৈতিক এবং তামাদ্দুনিক বয়কটের সামনে পেশ করছিল। এই কারণে 'আকাবা বায়আ'ত-এর সময় রাতের সেই অনুষ্ঠানে ইসলামের সেই প্রাথমিক সাহায্যকারী আনসাররা এই অর্থ ও পরিণতিকে ভালভাবে বুঝে শুনেই নবী করীম (সঃ) হাতে হাত দিয়েছিলেন। 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক মুহূর্তে ইয়াস্‌রাবী লোকদের মধ্য হতে সাআদ ইবনে জুরারাহ্‌ নামক এক যুবক- যার বয়স প্রতিনিধিদলের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল- দাড়িয়ে বললঃ

- "থামো হে ইয়াস্‌রাববাসীরা, আমরা তো (রসূলের) নিকট এই কথা মনে করে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল। আর আজ তাকে এখান হতে বের করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আরবদের সাথে শত্রুতার বীজ বোনা। এর ফলে তোমাদের ভালো লোকেরা নিহত হবে, তোমাদের উপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই তোমরা যদি এই আঘাত সহ্য করার মত শক্তি নিজেদের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তার হাত ধর, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট হতেই পাবে। আর যদি তোমাদের নিজেদের জীবন-প্রাণই তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে হাত ছেড়ে দাও। আর স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ কর, কেননা এখন অক্ষমতা প্রকাশ করলে তা আল্লাহর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে।" প্রতিনিধিদলের অপর এক ব্যক্তি আব্বাস ইব্‌নে উবাদাহ্‌ ইব্‌নে ফুজলাও বলেন। তার কথা ছিলঃ

- "তোমরা জান, এই ব্যক্তির হাতে তোমরা কিসের 'বায়আত' করছ? (আওয়ায উঠলঃ হ্যাঁ, আমরা জানি) এর হাতে 'বায়আত' করে গোটা দুনিয়ার সাথে লড়াইয়ের কারণ ঘটাচ্ছ। কাজেই তোমরা যদি মনে কর যে, যখন তোমাদের ধন-মাল ধ্বংস ও তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার বিপদ ঘনিভূত হবে তখন তোমরা তাকে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেবে, তাহলে আজই ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা আল্লাহর শপথ, দুনিয়া-আখেরাত সব জায়গায়ই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা এই হয়ে থাকে যে, এই লোকটিকে তোমরা যে আহবান দিতেছ এর জন্য তোমরা নিজেদের ধন-মালের ধ্বংস ও নেতৃবৃন্দের ধ্বংস সত্তেও তা রক্ষা করবে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা তাঁর হাত ধারণ কর । আল্লাহর শপথ, এটা ইহকাল পরকাল সর্বক্ষেত্রের জন্য একান্তই কল্যাণময়।"

এসব কথা শুনে প্রতিনিধি দলের সকলেই একমত হয়ে বললঃ -"তাঁকে গ্রহণ করে আমরা আমাদের ধন-মালের বিপদ ও নেতৃস্থানীয়দের হত্যার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

অতঃপর 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটাই 'আকাবার দ্বিতীয় বায়আত' নামে খ্যাত। অপরদিকে মক্কীবাসীদের জন্যে এই ব্যাপারটির আকস্মিকতা যে কি অর্থ বহন করে তা কারো অজানা ছিল না। কেননা এই ঘটনার ফলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একটি আশ্রয়-স্থান লাভ করতে ছিলেন- যার অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অপরিমিত কর্মশক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে কুরাইশরা ইতিপূর্বেই খুব ভালভাবে ওয়াকিফহাল হয়েছিল। আর তাঁর নেতৃত্বে ইসলাম মান্যকারীরা এক সু-সংগঠিত জনশক্তি হিসেবে দানা বাধবার সুযোগ লাভ করছিল- যাদের দৃঢ়-সংকল্প, সাহস-হিম্মৎ ও আত্মোৎসর্গ ভাবধারাকে কুরাইশরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা ছিল আরবের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে কঠিন মৃত্যুর ঘন্টা। এছাড়া মদীনার মত জায়গায় মুসলমানদের এই মিলিত শক্তির একত্র সমাবেশ হওয়া কুরাইশদের পক্ষে ছিল অধিকতর বিপদের কারণ। কেননা ইয়েমেন হতে যে বাণিজ্য পথ লোহিত সাগরের বেলাভূমি হয়ে সিরিয়ার দিকে চলে গিয়েছে তার নিরাপত্তার ওপর কুরাইশ ও অপরাপর বড় বড় মুশরিক কবিলার অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে নির্ভর করে। মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের ফলে এই পথ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। মুসলমানগণ এই রাজপথ দখল করে জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থাকে কঠিন ও দূরুহ করে তুলিতে পারে। কেবল এই সড়কের উপর দিয়ে একমাত্র মক্কাবাসীদেরই যে ব্যবসা চলতো, তার বাৎসরিক পরিমাণ আড়াই হাজার আশরাফী পর্যন্ত পৌছিত। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসা এর বাহিরে। কুরাইশগন এই পরিণতির কথা খুব ভালভাবেই বুঝত। যে রাতে 'আকাবার' এই 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হয়, সে রাতেই তার ইশারা মক্কা-বাসীদের কানে গিয়ে পৌছেছিল এবং তখনই তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। প্রথমে তাঁরা মদীনাবাসীদের নবী করীম (সঃ) হতে

ভাগিয়ে নিতে চেষ্টা করল। পরে যখন মুসলমানরা একজন দুইজন করে মদীনার দিকে হিজরত করতে শুরু করলো এবং কুরাইশগণ নিশ্চিত বুঝল যে, অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ও সেখানে চলে যাবেন, তখন এই আসন্ন বিপদকে ঠেকাবার জন্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত হল। হিজরতের কয়েকদিন পূর্বেই কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসল। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, বনী-হাশিমকে বাদ দিয়ে কুরাইশের অপরাপর পরিবার থেকে এক এক ব্যক্তিকে বাছাই করে এক বাহিনী গঠন করতে হবে এবং সকলে মিলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে চিরতরে খতম করে দিতে হবে। যাতে বনী হাশিমের পক্ষে কুরাইশের অপর পরিবার সমূহের সাথে লড়াই করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত না হয়ে রক্ত বিনিময় গ্রহণে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ, নবী করীমের আল্লাহ-বিশ্বাস ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনার ফলে তাদের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়ে গেল। নবী করীম (সঃ) নিরাপদে মদীনায় উপনীত হলেন।

এভাবে কুরাইশরা যখন মুসলমানদের হিজরাতে বাধা দিতে পারল না, তখন তারা মদীনার সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে - যাকে হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং নবী করীম (সঃ) এর মদীনাগমণ ও আওস্-খাজরাজ কবীলাদ্বয়ের অধিকাংশ লোকেরা মুসলমান হয়ে যাওয়ায় যার আশা-আকাংখা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল সেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে চিঠি লিখলঃ "তোমরা আমাদের লোকদের নিজেদের শহরে আশ্রয় দিয়েছ, আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি- হয় তোমরা নিজেরা তার সাথে লড়াই কর, কিংবা তাকে বহিষ্কার কর। অন্যথায় আমরা সকলে তোমাদের উপর আক্রমণ করব এবং তোমাদের পুরুষদের হত্যা করব, আর তোমাদের মেয়ে লোকদের দাসী করব। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এই চিঠি পেয়ে দুষ্কৃতিতে মেতে উঠছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে নবী করীম (সঃ) যথাসময়ে এই দুষ্কৃতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নিলেন। পরে মদীনার সরদার সায়াদ ইবনে সুয়াব যখন ওমরা করার জন্যে মক্কা গমন করে তখন হারাম শরীফের দ্বারদেশে আবুজেহেল তাকে ধরে বললঃ - "তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগী লোকদের আশ্রয় দাও, আর তাদের সাহায্য-সমর্থন করার মনোভাব পোষণ কর, আর আমরা তোমাদের মক্কায় নিশ্চিন্তে তওয়াফ করতে দেব- ভেবেছ কি? তুমি যদি উমাইয়া ইবনে খালফের অতিথি না হতে তুমি এখান হতে প্রাণ নিয়ে যেতে পারতে না।" তখন সায়াদ জবাব দিলেনঃ "আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাকে তওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে আমি তোমাদের এর থেকেও কঠিন ব্যাপারে বাধাদান করব- অর্থাৎ মদীনার উপর দিয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথে।"

প্রকৃতপক্ষে এটা মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে এ কথার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘরের জিয়ারাত করা বন্ধ। আর তার জবাবে মদীনাবাসীদের উক্তি এই ছিল যে, ইসলাম বিরোধীদের জন্য সিরিয়ার বানিজ্য পথ বিপদপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা ভিন্ন মুসলমানদের আর কোন উপায়ই ছিল না। কেননা এর ফলেই কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রকে এই বাণিজ্য পথের সাথে যাদের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও প্রতিবন্ধকতার নীতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবেচনা করতে বাধ্য করার পক্ষে এটাই ছিল একমাত্র কার্যকরী পন্থা। এ কারণে নবী করীম (সঃ) মদীনায় উপনীত হয়েই নবোত্থিত ইসলামী সমাজের প্রাথমিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মদীনার আশে-পাশে ইয়াহুদী জনবসতির সহিত সন্ধি-সূত্র স্থাপনের পর সর্বপ্রথম এই বাণিজ্য পথের ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি দিলেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনাও গ্রহণ করলেন। একটি এই যে, মদীনা ও লোহিত সাগরের বেলাভূমির মাঝখানে এই বাণিজ্য পথের কাছাকাছি যে

সব গোত্র ও কবীলা অবস্থিত ছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তাদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন – অন্ততঃ নিরপেক্ষতার চুক্তি করে নেয়াই ছিল এই কথাবার্তা চালাবার লক্ষ্য। এই কথাবার্তায় নবী করীম (সঃ) বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। সর্বপ্রথম জুহানিয়া কবীলার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি সম্পর্ক স্থাপিত হল। এটা বেলাভূমির নিকটস্থ পাহাড়ী অঞ্চলের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল। হিজরী প্রথম বছরের শেষ ভাগে ইয়ানবু ও যুল-উশাইরা সন্নিহিত অঞ্চলের বনী যুমরা গোত্রের সহিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার (Defensive Alliance) চুক্তি হয়। আর দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে বনী-মুদলাজ গোত্রও এই চুক্তিতে শামিল হয়। কেননা তারা বনী যুমরার প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত দূর্বার ইসলাম প্রচারের ফলে এই সব কবীলার বহু সংখ্যাক লোক ইসলামের সমর্থন ও অনুসারী হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা তিনি এই গ্রহণ করলেন যে, কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলবার জন্যে এই বাণিজ্য পথে ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করতে লাগলেন। কোন কোন ঝটিকা বাহিনীতে তিনি নিজেও শরীক থাকতেন। যুদ্ধ-ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে হামজা বাহিনী, উবাইদা ইবনে হারিস বাহিনী, সায়াদ ইবনে অক্কাস বাহিনী এবং আবওয়া যুদ্ধ বাহিনী নামে চারটি যুদ্ধবাহিনী হিজরীর প্রথম বছরেই প্রেরিত হয়। আর দ্বিতীয় বছরের প্রাথমিক মাসগুলিতে দুটি অতিরিক্ত সাঁড়াশি বাহিনী এই দিকেই প্রেরণ করেন। যুদ্ধ-ইতিহাস লেখক এটাকে বুয়াক যুদ্ধ ও যুল-উশাইরা যুদ্ধ নামে উল্লেখ করেন। এ সমস্ত অভিযানের দুটি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব অনুধাবনীয়। একটি এই যে, এসব অভিযানের কোন প্রকার রক্তপাত বা লুঠতরাজ হয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এসব অভিযানের মূলে কুরাইশদেরকে 'বাতাসের গতি' বুঝিয়ে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ এই যে, এসব অভিযানে নবী করীম (সঃ) মদীনার কোন ব্যক্তিকে শরীক করেননি। বরং মক্কার মুহাজিরদের সমন্বয়েই এসব অভিযাত্রী বাহিনী রচনা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদকে কেবলমাত্র কুরাইশ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। অন্যান্য গোত্রের লোক এতে জড়িত হয়ে পড়লে যুদ্ধের আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত; অথচ এটা রোধ করা আবশ্যক। ওদিকে মক্কাবাসীগণও মদীনার দিকে সাঁড়াশী বাহিনী পাঠাতে থাকে। এদেরই একটি বাহিনী কুরজ্ ইবনে জাবির আল-ফহরীর নেতৃত্বে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে হামলা চালায় এবং মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু নিয়ে যায়। কুরাইশরা কিন্তু অন্যান্য গোত্র-কবীলাকেও এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামে জড়াতে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করেছিল। উপরন্তু তারা কেবল ভীতি-প্রদর্শনমূলক তৎপরতা পর্যন্তই ব্যাপারটিকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, তারা লুঠ-তরাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

অবস্থা যখন এইরূপ পর্যায়ে পৌছায় তখন ২য় হিজরীর শাবান (৬২৩ খৃঃ- ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ) মাসে কুরাইশদের একটি বহু বড় বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনার প্রভাবিত এলাকায় এসে পড়ে। এই কাফেলার সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ হাজার আশ্রাফির পণ্যদ্রব্য। এর সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। পণ্যদ্রব্য বেশী ছিল, রক্ষী ছিল কম, আর পূর্বের অবস্থা দৃষ্টে মুসলমানদের কোন শক্তিশালী বাহিনী হামলা করতে পারে এই ভয়ও তীব্রভাবে বর্তমান ছিল। এই কারণে কাফেলা সরদার আবুসুফিয়ান এই বিপদসংকুল এলাকায় পৌছেই এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিল প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাবার জন্যে। এই ব্যক্তি মক্কায় পৌছেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে নিজের উটের কান কাটল, নাক ছিড়ে দিল, বসবার আসন উল্টে রাখল এবং গায়ের জামা পিছন ও সামনের দিক হতে ছিন্ন করে চীৎকার করতে শুরু করল ও বলতে লাগলঃ

-"হে কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ জানো?--- তোমাদের যে সব ধন-সম্পদ আবু সুফিয়ানের সংগে আছে মুহাম্মদ তার সংগীদের নিয়ে তার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

তোমরা তা ফেরৎ পাবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠাও।"

এ খবর শুনে সমস্ত মক্কায় ত্রাসের সৃষ্টি হল। কুরাইশের সমস্ত বড় বড় সরদাররা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা-বাহিনী পূর্ণ শান-শওকাত সহকারে লড়াই করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাদের মধ্যে ছয়শ' ছিল লৌহ-বর্মধারী, আর একশ' জন ছিল অশ্বারোহী বল্লম বাহিনী। তারা কেবল নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষার উদ্দেশ্যেই রওনা হয়নি; বরং নিত্যকার এই বিপদের মূল কারণকে চিরদিনের তরে শেষ করে দেয়া, মদীনার এই নবোত্থিত শক্তির মস্তক চূর্ণ করে দেয়া এবং এতদাঞ্চলের কবীলাসমূহকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে এই বাণিজ্য পথকে ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত করে দেয়াও তাদের লক্ষ্য।

নবী করীম (সঃ) অবস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছিলেন, সব বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মনে করলেন চূড়ান্ত ফায়সালার সময় সমু-উপস্থিতি। এটা এমন একটা সময় যে, এই মুহূর্তে কোন বীরত্বসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ইসলামী আন্দোলন চিরদিনের তরে প্রাণহীন নির্জীব হয়ে পড়বে। এমনকি এ আন্দোলনের পক্ষে মাথা তোলার আর কোন সুযোগই হয়ত অবশিষ্ট থাকবে না। হিজরত করে এসে দু'বছরও পূর্ণ হয়নি,মুহাজিরগণ নিতান্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পড়ে আছে, ওদিকে আনসারদের এখনো পরীক্ষা করা হয়নি. মদীনার ইয়াহুদী গোত্র সমূহ পূর্ব হতেই বিরুদ্ধতার মনোভাব সম্পন্ন, মদীনার মূল কেন্দ্রে মুনাফিক ও মুশরিকদের একটা শক্তিশালী অংশ বর্তমান, আশে-পাশের সব গোত্রই কুরাইশদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত আর ধর্মের দিক দিয়ে তাদের প্রতিই সহানুভূতিশীল এরূপ অবস্থায় কুরাইশ যদি মদীনার উপর আক্রমণ চালায় তাহলে অসম্ভব নয় যে, মুসলমান চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তারা আক্রমণ না করে, বরং নিজেদের শক্তির বলে কেবল বাণিজ্য কাফেলাকেই বাঁচিয়ে নিয়ে যায়, আর মুসলমানরা দমে বসে থাকে, তা হলেও মুসলমানদের সুখ্যাতি ও প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে, আরবের প্রতিটি মানুষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে পড়বে; আর তার পর তাদের জন্যে আর কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। আশে-পাশের সব গোত্রই কুরাইশদের ইশারায় কাজ করতে শুরু করবে। মদীনার ইয়াহুদী ও মুশরিক লোকেরা প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে থাকবে। তখন এখানে জীবন-ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমাদের কেউ সমীহ করবেনা বলে তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ওপর হামলা করতেও কেউ ভয় পাবেনা। এই সব চিন্তা করে নবী করীম (সঃ) সংকল্প করলেন, যতখানি শক্তি লাভ করা এখন সম্ভব তার সব কিছু নিয়ে এখন বের হতে হবে এবং বাঁচবার যোগ্যতা কার আছে ও কার নেই, তা ময়দানেই ফয়সালা করতে হবে।

এই সিদ্ধান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছায় তিনি আনসার ও মুহাজিরদের সভা আহবান করলেন এবং তাদের সামনে সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত ভাবে পেশ করলেন। বললেন, একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা আছে ও অপরদিকে দক্ষিণ থেকে কুরাইশের সৈন্যবাহিনী আসছে। আল্লাহতা'আলার ওয়াদা রয়েছে, এদের মধ্যে কোন একটি তোমরা লাভ করবে। তোমরাই বল, তোমরা কোনটির সহিত মুকাবিলা করার জন্যে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক লোক কাফেলার উপর হামলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু নবী করীম (সঃ) অন্য কিছু চিন্তা করছিলেন। এ কারণে তিনি প্রশ্নটি আবার পেশ করলেন। তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে মিকদাদ ইবনে আমর উঠে বললেন।

-" হে আল্লাহর রসূল! আপনার রব যেদিকে যেতে আপনাকে আদেশ করেছেন, সেই দিকেই আপনি আমাদের নিয়ে যান। আমরা আপনার সংগেই রয়েছি যেদিকেই আপনি যাবেন। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো বলব না- যেমন তারা মূসাকে বলেছিলঃ " তুমি আর তোমার রব যাও, লড়াই কর, আমরা তো এখানে বসে গেলাম। আমরা আপনার সাথে প্রাণ দিয়ে লড়ব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একটা চোখও দেখতে পাবে।"

কিন্তু লড়াই সম্পর্কে কোন ফয়সালা আনসারদের মতামত না জেনে করা যায় না। কেননা এতদিন পর্যন্ত সামরিক ক্ষেত্রে তাদের কোন সাহায্য লওয়া হয়নি। ইসলামের সমর্থন করার যে ওয়াদা তারা প্রথম দিন করেছিল, তা তারা কতদূর পালন করতে প্রস্তুত, তার পরীক্ষার এটাই প্রথম সুযোগ। এ কারণে সরাসরি তাদের সম্বোধন না করে রসূল করীম (সঃ) প্রশ্নটি আবার পেশ করলেন। তখন সায়াদ ইবনে মুয়ায উঠলেন এবং বললেনঃ "সম্ভবতঃ রসূল (সঃ) আমাদের নিকটই প্রশ্নটি পেশ করেছেন?" তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ' তখন সায়াদ বললেনঃ

– " আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, , আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা চিরন্তন সত্য। আপনার কথা শোনা ও মেনে নিতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আপনার নিকট। অতএব হে আল্লাহর রসূল, আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেছেন তা করুন। যে আল্লাহ আপনাকে মহাসত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সামনে সমুদ্রের নিকট পৌছান এবং আপনি তাতে ঝাপিয়ে পড়েন, তা হলে আমরাও আপনার সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ব এবং আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি যদি কাল আমাদের নিয়ে দুশমনের মুকাবিলায় যান, তবে তা আমাদের জন্যে মোটেই দুঃসহ হবেনা। যুদ্ধে আমরা দৃঢ় ও অটল থাকব। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমরা সত্যনিষ্ঠা সহকারে প্রাণ উৎসর্গ করব। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ আমাদের দিয়ে আপনার এমন কিছু দেখিয়ে দেবেন, যা দেখতে পেয়ে আপনার চক্ষু খুশীতে শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের উপর নির্ভর করে আমাদের নিয়ে রওনা হন।"

এই সব ভাষণের পর ঠিক হল যে, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে শত্রু সৈন্যবাহিনীরই মুকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এটা কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিলনা। এই কঠিন মুহূর্তে যারা লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী (৮৬ জন মুহাজির, আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খাজরাজ গোত্রের ১৭০ জন) । এদের মধ্যে মাত্র দু-তিন জনের নিকট যুদ্ধের ঘোড়া ছিল। আর অবশিষ্ট লোকদের জন্যে ৭০টির বেশী উট ছিল না। ফলে এক একটি উটে তিন-তিন জন চার-চারজন অদল বদল করে সওয়ার হচ্ছিল। যুদ্ধের সরঞ্জামও ছিল একেবারে অকিঞ্চিত। শুধু ৬০ জনের নিকট লৌহ বর্ম ছিল। এই কারণে কয়েকজন প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ ব্যতীত এই মারাত্মক অভিযানে গমনকারীর অধিকাংশ লোক সন্ত্রস্ত বোধ করছিল। তাদের মনে হল, তারা জেনে-বুঝে মৃত্যুর মুখে ঝাপ দিচ্ছে। কিছু সংখ্যাক সুবিধাবাদী লোক যদিও ঈমান এনেছিল কিন্তু জান-মালের ক্ষতি হতে পারে এমন ঈমানে তারা বিশ্বাসী ছিল না। তাদের কেউ কেউ এই অভিযানকে 'পাগলামী' আখ্যা দিতেও ত্রুটি করেনি। তাদের ধারণা ছিল যে, ধর্মীয় মানসিকতা এদের পাগল করে দিয়েছে। কিন্তু নবী এবং সত্যিকার ঈমানদার মুসলমান মনে করতেন, প্রাণ উৎসর্গ করার এটাই উপযুক্ত সময়। এ জন্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা বেরিয়ে পড়ল। তারা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুরাইশ সৈন্যদের আগমনের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। অথচ প্রথমেই বাণিজ্য কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্য থাকলে তাদের উত্তর-পশ্চিমে দিকেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ ছিল।

১৭ই রমজান বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হয়। যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখী দাঁড়াল এবং নবী করীম (সঃ) লক্ষ্য করলেন যে, তিনজন কাফেরের মুকাবিলায় একজন মুসলমান তাও পুরামাত্রায় অস্ত্র সজ্জিত নহে, তখন তিনি আল্লাহর সামনে হাত তুললেন এবং ঐকান্তিক বিনয় ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আরজ করতে শুরু করলেঃ - "হে আল্লাহ, এ দিকে কুরাইশরা নিজেদের অহংকারের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। এরা তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে এসেছে। হে আল্লাহ!

এখনই আসুক তোমার সেই মদদ, যার ওয়াদা তুমি আমার নিকট করেছিলে। হে আল্লাহ, আজ যদি এই মুষ্টিমেয় লোক ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে ভু-পৃষ্ঠে তোমার ইবাদতের আর কেউ থাকবে না।

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে মক্কার মুহাজিরগণ। কেননা তাদেরই আপন ভাই বন্ধুরা কাতারবন্দী হয়ে দাড়িয়েছিল এবং নিজ হাতেই নিজের প্রাণের টুকরাকে টুকরা টুকরা করতে হবে। এই মর্মান্তিক পরীক্ষায় কেবল তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা বুঝে শুনে অন্তরের অন্তস্থল হতেই মহান সত্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং যারা বাতিল এর সাথে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করতে প্রস্তুত হয়েছিল। অপরদিকে আনসারদের পরীক্ষার ও কম কঠিন ছিলনা। এতদিন পর্যন্ত আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী গোত্র কুরাইশ ও তার গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে নিজেদের জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এখন তো তারা ইসলামের সাহায্য সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ময়দানে নেমেছে। এর অর্থ এই ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র জনপদ যার অধিবাসীদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী নয়- সমগ্র আরব শক্তির সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। এরূপ দুঃসাহস কেবল তারাই করতে পারে, যারা ঈমানের জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে কিছুমাত্র পরোয়া করে না। শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠা ও সত্যতা আল্লাহর সাহায্য লাভে সক্ষম হয় এবং কোরাইশরা তাদের শক্তির বিপুল দম্ভ সত্ত্বেও সহায়-সম্বলহীন আত্মোৎসর্গীকৃত লোকদের হাতে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। তাদের ৭০ জন মুসলানদের হাতে বন্দী হয় এবং তাদের যাবতীয় যুদ্ধ-সরঞ্জাম গণীমতের মাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। কুরাইশদের যে সব সরদার গোত্রপতি- যাদের গোত্রীয় সম্পদ ও গৌরব ছিল এবং যারা ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে প্রবল প্রাণ শক্তির অধিকারী ছিল, তারা সকলেই এই যুদ্ধে শেষ হয়ে গেল। এই চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বিজয়ে সমগ্র আরব দেশে ইসলামকে একটি উল্লেখ্য ও সমীহযোগ্য শক্তিতে পরিণত করল। এই প্রসংগে জনৈক পশ্চিমী লেখক লিখেছেনঃ "বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম ছিল শুধু একটি ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, আর বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্ম বা স্বয়ং রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল।"

আলোচ্য বিষয়

কুরআন মজীদের বর্তমান সূরায় এই ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা-বাদশারা যুদ্ধ বিজয়ের পর স্বীয় সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে যেভাবে পর্যালোচনা সমালোচনা করে, এই পর্যালোচনা তা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এতে প্রথমতঃ সেই দোষত্রুটি গুলোর প্রতি অংগুলি সংকেত করা হয়েছে নৈতিকতার দিক দিয়ে যা এখনো মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। এই পর্যালোচনায় তাদেরকে আরো অধিক পূর্ণত্ব লাভের জন্যে চেষ্টা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পরে এই বিজয়ে আল্লাহর রহমত কতটুকু শামিল ছিল তা চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে। নাযিল হয়েছিল। যেন তারা নিজেদের সাহস-হিম্মত ও বাহাদুরীর ফল মনে করে অযথা গৌরবে স্ফীত হয়ে না ওঠে। বরং আল্লাহর উপর যেন অত্যাধিক তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা করতে শেখে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এরপর যে উচ্চতর নৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য মুসলমানদেরকে হক ও বাতিলের এই প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামানো হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ করা হয়। যে সব নৈতিক গুণের কারণে তারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল, তারও আলোচনা করা হয়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদী এবং যে সব লোক বন্দী

হয়ে এসেছিল তাদেরকে সম্বোধন করে শিক্ষা প্রদ পন্থায় ও ধরণে কথা বলা হয়।

যুদ্ধে হস্তগত মাল-সামান সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। এই প্রসংগে মুসলমানদের নসীহত করা হয়েছে যে, ও গুলিকে নিজস্ব মাল মনে করবে না, বরং আল্লাহর বলে মনে করবে। আল্লাহ এতে তাদের জন্য যে অংশ ঠিক করে দিবেন, শুকরিয়া জানিয়ে তা গ্রহণ করবে এবং যা আল্লাহ নিজের কাজের জন্য ও গরীব বান্দাদের সাহায্যার্থে নির্দিষ্ট করবেন, তা মনের সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারেই দিয়ে দেবে।

যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কতকগুলি নৈতিক হেদায়াত দান করা হয়। ইসলামী আন্দোলনের এই পর্যায়ে প্রবেশ করার পর এই হেদায়াত দান ছিল অত্যন্ত জরুরী। যেন মুসলমানরা যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের সব নিয়ম-প্রথা পরিহার করে, দুনিয়ায় তাদের নৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয় এবং ইসলাম প্রথম দিন হতেই নৈতিকতার উপর কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করার যে দাওয়াত দিচ্ছে-বাস্তব কর্মজীবনে তার ব্যাখ্যা ও রূপ কি দাঁড়ায় তা যেন দুনিয়ার মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায়। পরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতকগুলি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দারুল ইসলামের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা তার বাইরের মুসলমানদের হতে পৃথক করে দেওয়া হয়।

ايَاتُهَا ٧٥ (٨) سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

১০ তার রুকু (সংখ্যা) মাদানী আ'নফাল সূরা (৮) ৭৫ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا

তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করে সম্পর্কে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বল যুদ্ধলব্ধমাল আল্লাহর জন্য ও রসূলের (জন্যে) তোমরা অতএব ভয়কর

اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۠ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ

আল্লাহকে ও তোমরা সংশোধনকর অবস্থা তোমাদের মধ্যকার এবং তোমরা আনুগত্যকর আল্লাহর ও তাঁর রসূলের

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ① اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ

যদি তোমরা হও ঈমানদার প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার (তারাই) যারা (এমনযে) যখন স্মরণ করাহয়

اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ

আল্লাহর কেঁপে উঠে তাদের অন্তরগুলো এবং যখন পাঠকরা হয় তাদের নিকট তাঁরআয়াত গুলো তাদের বৃদ্ধিপায়

اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ②

ঈমান ও উপর তাদের রবের তারা ভরষা করে

১. তোমার নিকট গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে[১]? বলঃ "এই গণীমতের মাল তো আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের! অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কে সঠিক রূপে গড়ে নাও। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক[২]।" ২. প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের দিল আল্লাহর স্মরণের-কালে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহর উপর আস্থা এবং নির্ভরতা রাখে।

১.'আনফাল' হচ্ছে নফল'-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় আবশ্যিক ও 'হক' এর অতিরিক্ত জিনিসকে নফল বলে। অধীনস্তের পক্ষ থেকে 'নফল' হচ্ছে সেই ঐচ্ছিক খেদমত- যা একজন বান্দা তার প্রভুর জন্য সন্তোষের সংগে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার নির্ধারিত কর্তব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত করে- যথা নামায। এবং প্রভুর পক্ষে নফল হচ্ছে ঃ যে দান বা পুরস্কার প্রভুর ভক্তকে তার প্রাপ্য 'হক' অপেক্ষা অতিরিক্ত করে। এখানে 'আনফাল' অর্থ সেই যুদ্ধলব্ধ মাল, যা মুসলমানরা বদর যুদ্ধে লাভ করেছিল। "এ মাল তোমাদের উপার্জনের ফল নয়, বরং এ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও পুরস্কার যা তিনি তোমাদের দান করেছেন"- এ কথা মুসলমানদের অন্তরে ভালভাবে বুঝবার জন্য এ মালকে 'আনফাল' বলা হয়েছে।.২. এ কথা বলার কারণ, এই মাল বন্টন সম্পর্কে কোন হুকুম আসার পূর্বে মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠি তাদের নিজ নিজ অংশের জন্য দাবী উপস্থাপন করতে শুরু করেছিল।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾

যারা কায়েম করে নামাজ ও (তা)হতে যা তাদের আমরা রিযক দিয়েছি তারা খরচ করে

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ঐসব(লোক) তারাই ঈমানদার প্রকৃত তাদেরজন্যে (রয়েছে) মর্যাদাসমূহ কাছে তাদের রবের

وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ

ও ক্ষমা ও রিযিক সম্মানজনক যেমন তোমাকে বের করেছিলেন তোমার রব থেকে

بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ﴿٥﴾

তোমার ঘর ন্যায়ভাবে এবং নিশ্চয়ই একদল মধ্যহতে (ছিল)) মু'মিনদের অবশ্যই অপছন্দ কারী

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ

তোমারসাথে তারা বিতর্ক করে ব্যাপারে সত্যের পরেও তা সুস্পষ্ট হওয়ার যেন তারা চালিত হচ্ছে

اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٦﴾ وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ

দিকে মৃত্যুর এ অবস্থা (যেন) তারা প্রতক্ষ করছে (মৃত্যু) এবং যখন তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন আল্লাহ

اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ

একটির দুইদলের (মধ্যে) যে তা তোমাদের জন্য (আওতাধীন হবে)

৩. তারা নামায কায়েম করে আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা হতে (আমাদের পথে) খরচ করে। ৪. এই লোকেরাই সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে; আছে অপরাধের ক্ষমা ও অতি উত্তম রেযেক। ৫. (এই গণীমতের মালের ব্যাপারে সে রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল তখন, যখন) তোমার আল্লাহ তোমাকে সত্য সহকারে তোমার ঘর হতে বের করে এনেছিলেন এবং মু'মিনদের একটি দলের নিকট এ ছিল খুবই দুঃসহ। ৬. তারা এই সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করতেছিল। অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছেল। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যেন দেখে দেখে মৃত্যুর দিকে তাড়িত হতেছিল।৭. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমার নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে দুইটি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে[৩]।

৩. অর্থাৎ কোরেশদের ব্যবসায়ী দল যা সিরিয়ার দিক হতে আসছিল, বা কোরেশদের সেনাবাহিনী যা মক্কা থেকে আসছিল।

وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ

চান | কিন্তু তোমদের জন্যে | তা হবে (সংঘর্ষশীল) | অস্ত্রধারী (দলটি) | নয় | যে(ব্যবসায়ী দলটি) | তোমরা চেয়েছিলে | অথচ

اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿۷﴾

কাফেরদের | জড় | কাটবেন | এবং | তাঁর বাণীসমূহ দিয়ে | সত্যকে | সত্যে পরিণত করতে | আল্লাহ

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ﴿۸﴾

অপরাধীরা | অপছন্দ করে | যদিও এবং (তা) | বাতিলকে | বাতিলে পরিণত করেন | ও | সত্যকে | সত্যে পরিণত করেন যেন

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّیْ مُمِدُّكُمْ

তোমাদের সাহায্য করছি | (এভাবে)যে আমি | তোমাদের | তিনি তখন ডাকে সাড়াদিলেন | তোমাদের রবের কাছে | তোমরা সাহায্য (স্মরণকর) চেয়েছিলে | যখন

بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿۹﴾ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ

আল্লাহ | তা করেছিলেন | না | এবং | ধারাবাহিক ভাবে আগত | ফেরেশতাদের | মধ্যহতে

اِلَّا بُشْرٰى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا

এছাড়া | সাহায্য (আসে) | না | এবং | তোমাদের অন্তরসমূহ | তা দিয়ে | প্রশান্ত হয় যেন | এবং | সুসংবাদ হিসেবে | এছাড়া

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

মহাবিজ্ঞ | পরাক্রমশালী | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | আল্লাহর | নিকট | হতে

ع ১০ ১৫

তোমরা চেয়েছিলে যে দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এই ছিল যে, তিনি তাঁর বাণীসমূহের দিয়ে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন, এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দিবেন, ৮. যেন সত্য সত্য হয়ে ভেসে উঠে ও বাতিল বাতিল প্রমাণিত হয়; পাপী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। ৯. আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে। উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যে পরপর একহাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। ১০. এই কথা আল্লাহ তোমাদের কেবল মাত্র এই জন্য বললেন, যেন সুসংবাদ পাও এবং তোমাদের দিল নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়। নতুবা সাহায্য যখনই হয় আল্লাহর নিকট হতেই হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল ক্ষমতাশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।

রুকু-০২ ১১. আর সেই সময়ের কথাও (স্মরন কর), যখন আল্লাহতা'আলা নিজের তরফ হতে তন্দ্রার আকারে তোমাদের উপর শান্তি ও নিশ্চিন্ততার অবস্থা সৃষ্টি করতেছিলেন[৪]। এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছিলেন এই জন্য যে, তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন এবং শয়তানের নিক্ষিপ্ত ময়লা ও অপবিত্রতা তোমাদের হতে দূর করবেন; এবং তোমাদের সাহস বৃদ্ধি করবেন। আর এর সাহায্যে তোমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। ১২. আর সেই সময়ের কথাও, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করে বলতেছিলেনঃ "আমি তোমাদের সংগেই রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাখ, আমি এখনই এই কাফেরদের দিলে ভীতির উদ্রেক করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত হান এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত লাগাও[৫]"

৪. ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের এই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, সূরা আল-ইমরানে ৫৪ আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে। ৫. বদর যুদ্ধের যে ঘটনাগুলিকে এ পর্যন্ত এক এক করে স্মরণ করানো হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'আনফাল' শব্দটির তাৎপর্য পরিস্ফুট করা। প্রথমে এরশাদ করা হয়েছে যে এই যুদ্ধলব্ধ ধনকে নিজেদের প্রাণপাতের ফল মনে করে এর মালিক ও মোখতার হয়ে বসছো কি?- এতো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহের দান, এবং দানকারী প্রভু নিজেই এর মালিক ও মোখতার। এখন এর প্রমাণস্বরূপ এই ঘটনাগুলো এক এক করে উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা নিজেরাই হিসাব করে বোঝ- এই বিজয়ে তোমাদের নিজেদের প্রাণপাত, সাহসিকতা ও বীরত্বের কতটুকু অংশ ছিল এবং আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহদানের কতটা অংশ। সুতরাং কিভাবে এখন বন্টন করা হবে তা ঠিক করা তোমাদের কাজ নয়, সে কাজ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ

বিরোধীতা করে | যে | এবং | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর | তারা বিরোধিতা করেছিল | এজন্যে যে | এটা

اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑬ ذٰلِكُمْ

তোমাদের এটাই (শাস্তি) | দন্ডদানে | কঠোর | আল্লাহ | সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর

فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ⑭ يٰۤاَيُّهَا

ওহে | আগুনের | শাস্তি | কাফেরদের জন্যে(রয়েছে) | বাস্তবিকই এবং | তার | তোমরা এখন স্বাদ নাও

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا

(সৈন্য) বাহিনী হিসেবে | কুফরী করেছে | (তাদের) যারা | তোমরা সম্মুখীন হও | যখন | ঈমান এনেছ | যারা

فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ⑮ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ

তাবপৃষ্ঠ | সেদিন | তাদের দিকে ফিরাবে | যে | এবং | পৃষ্ঠসমূহকে | তাদেরদিকে ফিরাবে | তখন না

اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ

সে পরিবেষ্টিত হবে | তাহলে নিশ্চয়ই | অপর দলের | সাথে | মিলিত হওয়ার (জন্যে) | অথবা | যুদ্ধের জন্যে | কৌশল গ্রহণ (হিসেবে) | এছাড়া যে

بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑯

গন্তব্য স্থল | কত নিকৃষ্ট | এবং (তা) | জাহান্নাম | তার আশ্রয়স্থল (হবে) | এবং | আল্লাহর | পক্ষ হতে | গজব দিয়ে

---

১৩. এটা এজন্যে কর যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করেছে। আর যারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করবে, আল্লাহ তাদের জন্য বড়ই কঠোর– ১৪. এই[৬] তোমাদের শাস্তি ; এখন এর স্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের জানা উচিত যে মহান সত্যকে অস্বীকার-অমান্যকারীদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে। ১৫. হে ঈমানদার লোকেরা,তোমরা যখন এক সৈন্য-বাহিনীরূপে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদের মোকাবেলা করা হতে কখনো পিছপা হবে না। ১৬. এরূপ অবস্থায় যে লোক পিছে ফেরে- যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা অপর বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে, তা হলে অন্য কথা– সে নিশ্চয়ই আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে। জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা, আর তা বড়ই খারাব গন্তব্যস্থল।

---

৬. এই বাক্যাংশ কোরেশী কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যারা বদরে পরাজিত হয়েছিল।।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ص وَمَا رَمَيْتَ

তুমি নিক্ষেপ করেছিলে(কংকর) না এবং তাদের হত্যা করেছেন আল্লাহই কিন্তু তাদেরকে তোমরা হত্যা করনাই আসলে

اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ج وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ

তাহতে মু'মিনদেরকে পরীক্ষার করার জন্যে এবং নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহই কিন্তু তুমি নিক্ষেপ করেছিলে যখন

بَلَآءً حَسَنًا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ ذٰلِكُمْ وَ

আর তোমাদের(সাথে) এ(আচারণ) সবকিছু জানেন সবকিছু শুনেন আল্লাহ নিশ্চয়ই উত্তম পরীক্ষা

اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا

তোমরা ফয়সালা চাও (হে কাফেররা) যদি কাফেরদের কৌশল দুর্বলকারী আল্লাহই (কাফেরদের সাথে এরূপ)যে

فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ج وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج

তোমাদের জন্যে উত্তম তা তবে তোমরা বিরতহও যদি এবং ফয়সালা তোমাদের এসেছে তবে নিশ্চয়ই

وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ج وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ

তোমাদের দল-বল তোমাদের জন্যে কাজে আসেবে কক্ষণ না এবং পুনরাবৃত্তি করব আমরা তোমরা পুনরাবৃত্তি কর যদি এবং

شَيْئًا وَّ لَوْ كَثُرَتْ لا وَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾ ع

মু'মিনদের সাথে (আছেন) আল্লাহ (জেনেরেখ) যে এবং অধিকও হয় (তবুও) যদি আর কিছুমাত্রই

১৭. অতএব সত্য কথা এই যে, তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনিঃ বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন[৭]। (আর এই কাজে মু'মিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছে) এই জন্য যে, আল্লাহতা'আলা মু'মিনদেরকে এক সুন্দরতম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। ১৮. এ তো তোমাদের সাথের ব্যাপার। কাফেরদের সাথে আচরণ এরূপ যে, আল্লাহ কাফেরদের অপকৌশলসমূহ বলহীন করবেন। ১৯. (এই কাফেরদের বল)ঃ "তোমরা যদি ফয়সালা চাও, তবে গ্রহণ কর; ফয়সালা তোমাদের সামনে এসেছে[৮], আর যদি বিরত হও। এটা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর। অন্যথায় সেই নিবুর্দ্ধিতারই পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও সেই শাস্তিরই পুনরাবৃত্তি করব। আর তোমাদের বাহিনী যত বেশীই হোকনা কেন, তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবে না। আল্লাহ তো ঈমানদার লোকেদের সাথে রয়েছেন।"

৭. বদর যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেররা পরস্পরের সম্মুখীন হলো ও সাধারণ ঘাত-প্রত্যাঘাতের সময় এলো তখন নবী করীম (সঃ) এক মুষ্টি বালু হাতে নিয়ে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং সংগে সংগে তাঁর আদেশে মুসলমানরা কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হাত তো ছিল রসুলুল্লাহর কিন্তু আঘাত ছিল আল্লাহর পক্ষথেকে। ৮. মক্কা থেকে যাত্রা করার সময় মুশরেকরা কাবার পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল- 'আল্লাহ'! দুই দলের মধ্যে উত্তম দলকে তুমি বিজয় দান কর।"

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَ

এবং তাঁর রসূলের ও আল্লাহর তোমরা ঈমান যারা ওহে
আনুগত্য কর এনেছ

لَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا۟

তোমরা না এবং শ্রবণকরছ তোমরা যখন তাহতে তোমরা মুখ না
হয়ো ফিরাবে

كَٱلَّذِينَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ

নিকৃষ্ট নিশ্চয়ই শ্রবন করে না তারা অথচ আমরা বলেছিল (তাদের)মত
শুনলাম যারা

ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾

বুদ্ধি না যারা বোবা (এসব) আল্লাহর কাছে জীবগুলোর
কাজে লাগায় বধির (মধ্যে)

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ

তাদের যদি এবং তাদের অবশ্যাই কোন তাদের মধ্যে আল্লাহ জানতেন যদি এবং
শুনাতেনও শুনাতেন কল্যাণ (রয়েছে)

لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟

তোমরা ঈমান যারা ওহে উপেক্ষা করতো তারা ও তারা অবশ্যাই
সাড়া দাও এনেছে মুখ ফিরাত

لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟

তোমরা এবং তোমাদেরকে (তাই) তোমাদেরকে যখন রসূলের ও আল্লাহর
জেনেরাখ জীবনদান করবে যা তিনি ডাকেন (ডাকে)

أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ

তাঁরই (এও) এবং তার ও ব্যক্তি মাঝে অন্তরায় আল্লাহ যে
দিকে যে অন্তরের হয়ে থাকেন

تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

তোমাদের একত্রিত করা হবে

রুকু-০৩ ২০. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, এবং আদেশ শুনার পর তা অমান্য করোনা। ২১. তাদের মত হয়ো না, যারা বলেছিলঃ আমরা শুনলাম কিন্তু আসলে তারা শোনেনা। ২২. নিশ্চিতই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান– বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। ২৩. আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কোনরূপ কল্যাণ নিহিত আছে, তবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে শুনার তওফীক দিতেন (কিন্তু এই কল্যাণ ব্যতীত) তিনি যদি তাদেরকে শুনতে দিতেন, তবে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেত। ২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রসূল তোমদেরকে ডাকেন সেই জিনিসের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যক্তি ও তার দিলের মাঝখানে অন্তরায় এবং তাঁরই দিকেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ

যে / তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে / লোকেরা / তোমাদেরকে তখন তিনি আশ্রয়দেন / ও / তোমাদের শক্তিশালী করেন / তাঁর সাহায্য দিয়ে / ও

رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

তোমাদেরকে রিযিকদেন / হতে / পবিত্র জিনিস গুলো / তোমরা যাতে / শোকর কর / ওহে / যারা

اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ

ঈমান এনেছ / না / তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গকরো / আল্লাহর / ও / রসূলের / এবং / তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করো (না) / তোমাদের আমানতসমূহের

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

যখন / তোমরা / জান

২৫. এবং দূরে থাক সেই ফেতনা হতে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ করেছে[৯]। আর জেনে রাখ, আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদানকারী। ২৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক, যমীনে তোমাদেরকে প্রভাব প্রতিপত্তিহীন মনে করা হতো। তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা তোমাদের না নিশ্চিহ্ন করে দেয়! পরে আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয়স্থল জোগাড় করে দিলেন, নিজের দেওয়া সাহায্য দিয়ে তোমাদের হাতকে মজবুত করে দিলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রেযেক দান করিলেন, যাতে তোমরা শোকর কর।২৭. হে ঈমানদান লোকেরা, জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করো না। নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিওনা[১০]।

৯. এর অর্থ হচ্ছে- সেই সামগ্রিক ফেতনা যা মহামারীর ন্যায় ব্যাপক ধ্বস নিয়ে আসে যাতে মাত্র পাপী লোকেরা গ্রেফতার হয় না, বরং তারাও মারা পড়ে যারা সেই পাপী সমাজ- পরিবেশে বাস করাকে নিজেদের জন্য সহনীয় করে নেয়। ১০. নিজেদের 'আমানত সমূহ' বলতে সেই সমস্ত দায়িত্ব বুঝাচ্ছে, যা- কারুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে সোপর্দ করা হয় তা- সেগুলি প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব হতে পারে, দলগত প্রতিশ্রুতি হতে পারে বা দলের গুপ্ত ব্যাপার হতে পারে বা ব্যাক্তিগত ও দলগত ধন-সম্পদ, বা কোন পদের দায়িত্বও হতে পারে যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাকে অর্পন করা হয়।
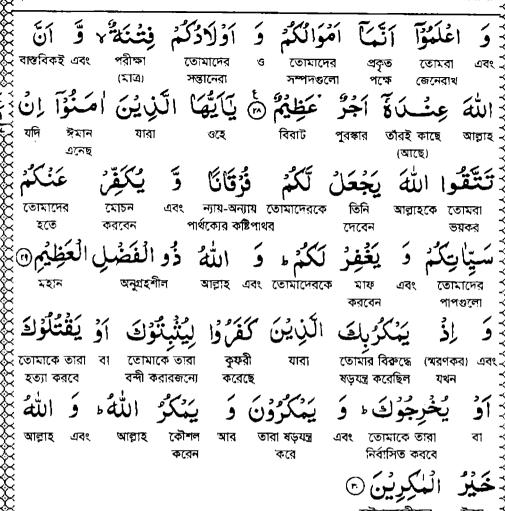
২৮. আর জেনে রেখো, তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। আল্লাহর নিকট প্রতিফল দানের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে। রুকু-০৪ ২৯. হে ঈমানদান লোকেরা তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্যের কষ্টিপাথর দান করবেন[১১], তোমাদের দোষ-ত্রুটি তোমাদের হতে দূর করে দিবেন, আর তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। ৩০. সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কৌশল চিন্তা করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে, অথবা দেশ হতে নির্বাসিত করবে[১২]। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চেলেছিল, আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চেলেছিলেন; অবশ্যই আল্লাহর চাল সবচেয়ে বড়।

১১. কষ্টিপাথর সেই জিনিসকে বলে যা খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে। 'ফোরকান' -এর অর্থও তাই। এজন্য আমি 'ফোরকান' এর অনুবাদ করেছি কষ্টিপাথর। আল্লাহতা'আলার এরশাদের তাৎপর্য হচ্ছেঃ যদি তুমি পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে কাজ কর তবে আল্লাহতা'আলা তোমরা মধ্যে সেই পার্থক্য করার বোধ শক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যা দিয়ে পদে পদে তুমি নিজেই এটা জানতে ও বুঝতে পারবে যে কোন কাজ সঠিক ও কোনটি ভুল, কোন পথ সত্য ও আল্লাহর দিকে গিয়েছে এবং কোন পথ মিথ্যা এবং শয়তানের সংগে মিলিত হয়েছে। ১২. এখানে সেই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন কোরেশদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে মোহাম্মদ (সঃ)ও এবার মদীনায় চলে যাবেন। সেই সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে বালাবলি করতে শুরু করে যে যদি এ ব্যক্তি মক্কা হতে সরে পড়ে তবে বিপদ আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং তারা তাঁর সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একটি বৈঠক আহ্বান করে কিভাবে এই বিপদাশংকা দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করলো।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ

এবং যখন পাঠকরা হয় তাদের নিকট আমাদের আয়াতগুলো তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা শুনলাম যদি ইচ্ছে করি আমরা

لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

আমরা অবশ্যই বলতে পারি মত এই (আয়াতগুলোর) নয় এটা এছাড়া উপকথাগুলো পূর্বকালের লোকদের

وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ

এবং (স্মরণকর) যখন তারা বলেছিল হে আল্লাহ যদি হয় এটা সেই সত্য হতে তোমার নিকট

فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ

তবে বর্ষণকর আমাদের উপর পাথর হতে আকাশ অথবা আমাদের উপর আন আযাবকে

اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَ

মর্মন্তুদ এবং না হয় (এমন যে) আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিবেন যখন তুমি তাদের মধ্যে (উপস্থিত আছে) এবং

مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ مَا

না হয় (এমনও যে) আল্লাহ তাদেরকে আযাবদানকারী অথচ তারা ক্ষমা চাচ্ছে এবং (এখন এমন) কি (রয়েছে)

لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ

তাদের জন্য যে না তাদের আযাব দিবেন আল্লাহ (যখন তুমি নাই) আর তারা (পথ) রোধ করছে হতে

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ

মসজিদুল হারাম অথচ না তারা হল তার তত্ত্বাবধায়ক

৩১. তাদেরকে যখন আমাদের আয়াত শোনান হত, তখন তারা বলত, "হ্যাঁ, আমরা শুনেছি। আমরা ইচ্ছা করলে এরূপ কথা আমরাও বলতে পারি; এতো সেই পুরাতন কাহিনী যা পূর্ব হতেই লোকেরা বলে আসছে"। ৩২. তারা যে কথা বলেছিল তাও স্মরণ আছে যে, "হে আমার রব এ যদি বাস্তবিকই সত্য হয়ে থাকে, আর তোমার নিকট হতেই এসে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষাও, কিংবা কোন কঠিন পীড়াদায়ক আযাব আমাদের উপর নিয়ে আস।" ৩৩. তখন তো আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করতে চাননি, যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে। আর আল্লাহর এও নিয়ম নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাইবে, আর আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দিবেন। ৩৪. কিন্তু এখন তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না কেন, যখন তারা মসজিদুল হারাম-এর পথ রোধ করছে? অথচ তারা এর বৈধ 'তত্ত্বাবধায়ক' নয়।

إِنْ أَوْلِيَآؤُهٗٓ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

না | তাদের অধিকাংশ | কিন্তু | (যারা) মুত্তাকী | এছাড়া | তার তত্ত্বাবধায়ক | (প্রকৃতপক্ষে) না

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً

শিস দেওয়া | এছাড়া | (কাবা) ঘরের | কাছে | তাদের নামাজ | নয় | এবং | জানে

وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

তোমরা কুফরী করতেছিলে | একারণে যা | আযাবের | তোমরা অতএব স্বাদনাও | করতালি বাজান | ও

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ

হতে | বাধা দেওয়ার জন্যে | তাদের সম্পদসমূহকে | তারা খরচ করে | কুফরী করেছে | যারা | নিশ্চয়ই

سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

আফসোস | তাদের উপর | হবে | এরপর | তা তারা অতঃপর খরচ করতে থাকবে | আল্লাহর | পথ

ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾

তাদের একত্রিত করা হবে | জাহান্নামের | দিকে | কুফরী করেছে | যারা | এবং | তাদের পড়াভূত করা হবে | এরপর

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ

অপবিত্রতাকে | রাখবেন | ও | পবিত্রতা (অর্থাৎ মুমিনদের) | হতে | অপবিত্রতাকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) | আল্লাহ | পৃথক করেন যেন

بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ

অন্যের | উপর | তার একে

তার বৈধ মুতাওয়াল্লী তো কেবল মুত্তাকী লোকেরা হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই কথা জানেনা। ৩৫. আল্লাহর ঘরের নিকট তারা কি বা নামায পড়ে? তারা তো শুধু শিসদেয় ও তালি পিটায়। কাজেই এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর তোমাদের অস্বীকৃতি ও অমান্যের ফল স্বরূপ, যা তোমরা করছিলে। ৩৬. যে সব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করার কাজে ব্যয় করে, আরো ভবিষ্যতে খরচ করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে, আর পরে এই কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে পরিবেষ্টিত করে নিয়ে যাওয়া হবে। ৩৭. বস্তুতঃ আল্লাহ অপবিত্রতা হতে পবিত্রতাকে বেছে নিয়ে আলাদা করবেন, এবং সব রকমের অপবিত্রতাকে মিলিয়ে একত্রিত করবেন।

পরে তাদেরকে জমা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মূলতঃ এই লোকেরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। **রুকু-৫** ৩৮. হে নবী, এই কাফেরদের বল, এখনো যদি তারা ফিরে আসে তাহলে পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি পূর্বের সেই নীতি অনুসরণ করেই চলতে থাকে, তবে অতীত জাতিসমূহের যে পরিণতি হয়েছে, তা সকলেরই জানা আছে। ৩৯. হে ঈমানদার লোকেরা, এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরাপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা হতে বিরত থাকে, তবে তাদের আমল আল্লাহই দেখবেন। ৪০. আর তারা যদি না-ই মানে তবে জেনে রাখ আল্লাহই তোমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক; তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ

তার এক পঞ্চমাংশ | আল্লাহর জন্যে | তা নিশ্চয়ই | (যা) কিছু | তোমরা গণীমত পেয়েছ | মূলতঃ | তোমরা জেনে রেখ | আর

وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ

ও | দরিদ্রদের | ও | ইয়াতীমদের | ও | (তার) নিকট আত্মীয়দের | জন্যে | ও | রসূলের জন্যে | এবং

ابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى

উপর | আমরা অবতীর্ণ করেছি | যা | এবং | আল্লাহর উপর | তোমরা ঈমান এনে থাক | যদি | পথিকদের (জন্যে)

عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ

আল্লাহ | এবং | দুদলের (বদরের যুদ্ধে) | সাক্ষাতের | (অথাৎ) দিন | ফয়সালার | দিন | আমাদের বান্দার (অর্থাৎ রসূলের)

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا

নিকটতর | উপত্যকার প্রান্তে | তোমরা (ছিলে) | (স্মরণকর) যখন | ক্ষমতাবান | কিছুরই | সব | উপর

وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ

তোমাদের হতে | নিম্নভূমিতে | উষ্ট্রারোহীদল বানিজ্য কাফেলা | এবং | দুরবর্তী | উপত্যকার প্রান্তে | তারা (ছিল) | ও

وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ

(যুদ্ধ) নির্ধারণের | ব্যাপারে | তোমরা অবশ্যই মতভেদ করতে | তোমরা পরস্পরে (যুদ্ধ)নির্ধারণকরতে | যদি | এবং

৪১. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যে গণীমতের মাল লাভ করেছ [১৩] তার এক-পঞ্চম অংশ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি, আর সেই জিনিসের প্রতি যা ফয়সালার দিন -অর্থাৎ উভয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ-যুদ্ধের দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম [১৪] (তাই এই অংশ খুশীর সংগে আদায় কর।) আল্লাহ সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। ৪২. স্মরণকর সেই সময়, যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে। আর তারা অপর দিকে শিবির রচনা করেছিল, এবং কাফেলা তোমাদের নিম্নস্থলে তীরের দিকে অবস্থিত ছিল। যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অবধারিত হয়ে থাকত, তাহলে এই সময় তোমরা অবশ্যই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে।

---

১৩. এখানে সেই যুদ্ধ-লব্ধ ধন বন্টনের বিধি জানানো হয়েছে। ভাষণের সূচনাতে বলা হয়েছিল যে- এটা আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহের দান ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অধিকার হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। এখন সেই সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪. অর্থাৎ সেই সহায়তা-সাহায্য যার বদৌলতে তোমরা বিজয় লাভ করতে পেরেছ এবং যার বদৌলতে তোমাদের এই মালে-গণীমত লাভ হয়েছে।

কিন্তু যা কিছু ঘটেছে, তা এ জন্য যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফয়সালা করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করবেন-ই, যেন যাকে ধ্বংস হতে হবে সে যেন স্পষ্ট যুক্তির আলোকে ধ্বংস হয়, আর যাকে জীবিত থাকতে হবে, সেও যেন স্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে জীবিত থাকে[১৪-ক]। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। ৪৩. আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা হে নবী, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখালেন, [১৫] তিনি যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তা হলে তোমরা অবশ্যই সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহই তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মনের অবস্থা ভালভাবে জানেন।

১৪. ক) অর্থাৎ যে জীবিত থাকল, তার জীবিত থাকারই হক ছিল। আর যে ধ্বংস হল সে ধ্বংস হওয়ারই যোগ্য ছিল। এখানে ইসলাম টিকে থাকা ও জাহেলিয়াত ধ্বংস হওয়ার যথার্থতার কথাই বলা হয়েছে। ১৫. এ হচ্ছে সেই সময়ের কথা, যখন নবী করীম (সঃ) মুসলমানদের সংগে নিয়ে মদীনা থেকে চলে যাচ্ছিলেন বা পথে কোন স্থানে ছিলেন; এবং কাফেরদের সেনা সংখ্যা প্রকৃত কত ছিল তা সঠিক জানা যায়নি। এ সময়ে হুযুর (সঃ) স্বপ্নে এ সৈন্যদলকে দেখেছিলেন এবং যে দৃশ্য তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল তা থেকে তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, শত্রু সংখ্যা খুব কিছু বেশী হবে না।
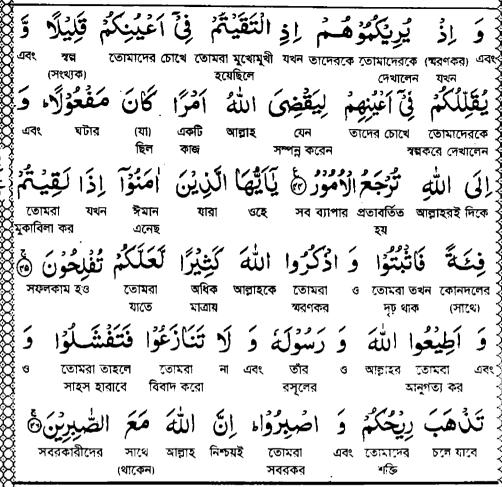
৪৪. আরো স্মরণ কর, যখন সম্মুখ যুদ্ধের সময় আল্লাহতা'আলা তোমাদের দৃষ্টিতে শত্রু সৈন্যকে অল্প সংখ্যক দেখালেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে কম দেখালেন, যেন যা অবধারিত তা প্রকাশ হতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। **রুকু-৬** ৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোন বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মুকাবিলা হয়, তখন যেন দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাক এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। আশা আছে যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। ৪৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করোনা। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দূর্বলতার সৃষ্টির হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্যের সাথে সব কাজ আনজাম দিবে[১৬]। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।

১৬. অর্থাৎ নিজেদের আবেগ ও বাসনা-কামনাকে সংযত করে রাখো। তাড়াহুড়া, বিহ্বলতা, সন্ত্রস্ততা, নিরাশা, লোভ ও অসমীচীন উদ্দীপনা ও আবেগ থেকে বাঁচো। ঠান্ডা হৃদয়ে ও বিচার-বিবেচনাসহ সিদ্ধান্ত করার শক্তি নিয়ে কাজ কর। আপদ-বিপদ সামনে এলে তোমাদের যেন পদস্খলন না হয়। উত্তেজনার মুহূর্ত সামনে এলে ক্রোধের প্রকোপে কোন অনুচিত কাজ যেন তোমার দিয়ে না ঘটে। দুঃখ-মুসিবতের আক্রমণ হোক, আর অবস্থার অবনতি ঘটুক- অস্থিরতা দিয়ে তোমার বোধ ও অনুভূতি যেন বিক্ষিপ্ত-বিভ্রান্ত না হয়। উদ্দেশ্য সাধন করার উদ্দীপনায় আকুল হয়ে কিংবা কোন অর্ধপক্ক তদবিরকে আপাত দৃষ্টিতে কার্যকরী দেখে তোমার সংকল্প যেন ব্যস্ততার শিকার না হয়। এবং যদি কখনো পার্থিব স্বার্থ লাভ এবং প্রবৃত্তির আস্বাদনের লোভ তোমাকে তার দিকে আকর্ষণ করে তবে তার মোকাবেলায় তোমার মন যেন এত দূর্বল না হয় যে বে-এখতিয়ার তুমি তার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে যাও এ সমস্ত অর্থ ও তাৎপর্য মাত্র একটি শব্দ 'সবর' এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা এসব দিক দিয়ে সাবের (ধৈর্যশীল) আমার সাহায্য তারাই লাভ করবে ।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا

দম্ভভরে তাদের ঘরগুলো থেকে বেরহয়েছিল (তাদের)মত যারা তোমরা হয়ো না এবং

وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং আল্লাহর পথ হতে তারা বাধাদেয় ও লোকদের দেখানোর (জন্যে) ও

بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾ وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

শয়তান তাদের জন্যে চাকচিক্যময় করেছিল যখন এবং পরিবেষ্টন করে আছেন তারা কাজ করছে ঐবিষয়ে যা

اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ

এবং লোকদের মধ্যকার কেউ আজ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না বলেছিল এবং তাদের কাজগুলোকে

اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ

দুগোড়ালীর উপর (অর্থাৎ পিছন দিকে) সে সরে পড়ল দু'দল পরস্পরে সম্মুখিন হল অতঃপর যখন তোমাদের প্রতিবেশী নিশ্চয়ই আমি

وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ

তোমারা দেখতে পাচ্ছ না যা দেখছি (ফেরেশতাদের) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে দায়িত্বমুক্ত নিশ্চয়ই আমি বলল এবং

اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ ع

দন্ডদানে কঠোর আল্লাহ এবং আল্লাহকে ভয়করি নিশ্চয়ই আমি

৪৭. আর সেই লোকদের মত চাল-চলন অবলম্বন করোনা, যারা নিজেদের ঘর হতে গৌরব-অহংকারের সাথে ও অপর লোকদেরকে নিজেদের শান-শওকাত দেখাতে দেখাতে বের হয়, যাদের আচরণই এই হয় যে, তারা আল্লাহর পথ হতে (লোকদের) বিরত রাখে। বস্তুতঃ তারা যা কিছু করে তা আল্লাহর পাকড়াও হতে রক্ষা পেতে পারবে না! ৪৮. মনে কর সেই সময়ের কথা, যখন শয়তান সেই লোকদের কার্যক্রমকে তাদের দৃষ্টিতে খুবই চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছিল। এবং তাদেরকে বলেছিল যে আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারেনা, আরও (বলেছিল যে,) আমি তোমাদের সংগে রয়েছি। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হল, তখন সে পিছনের দিকে ফিরে গেল। আর বলতে লাগল যে, তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তা সবই দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাওনা। আমি আল্লাহকে ভয় করি, বস্তুতঃ আল্লাহ বড় কঠিন শাস্তি দাতা।

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ

(স্মরণকর) যখন বলেছিল মোনাফিকরা ও যাদের মধ্যে অন্তরসমূহে রোগ (আছে) ধোকা দিয়েছে

هٰؤُلَآءِ دِينُهُمْ ؕ وَ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ

এদেরকে তাদের দ্বীন অথচ যে কেউ ভরষা করে . আল্লাহর উপর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহই

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَ لَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ

পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ এবং যদি দেখতে তুমি যখন জানকবজ করে (তাদেরকে) যারা কুফরী করেছে

الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوقُوا

ফেরেশতারা তারা আঘাত করে তাদের মুখমন্ডলগুলোতে ও পৃষ্ঠগুলোতে তাদের এবং (বলে) তোমরা স্বাদ নাও

عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ

শাস্তির দহনের এটা একারণে যা আগে পাঠিয়েছে তোমাদের হাতগুলো এবং (এটা সত্য) যে

اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

আল্লাহ নন জুলুমকারী বান্দাদের উপর

রুকু-৭ ৪৯. যখন মুনাফিক এবং যাদের দিলে রোগ বর্তমান ছিল তারা বলতেছিল যে, এই লোকদেরকে তো এদের দ্বীন ধোকায় নিমজ্জিত করে রেখেছে[১৭], অথচ কেউ যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে তা হলে তিনি বড়ই শক্তিমান ও সকল বিষয়ে সুক্ষ্মজ্ঞানী। ৫০. তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবয্ করছিল! তারা তাদের মুখমন্ডল ও দেহের পশ্চাতে আঘাত মারতেছিল এবং বলতেছিলঃ "লও এখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ কর।" ৫১. এ সেই শাস্তি, যার আয়োজন তোমাদের হাতসমূহ পূর্বাহ্নেই করে রেখেছে, নতুবা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।"

---

১৭. অর্থাৎ মদীনার মোনাফেকরা এবং সেসব লোক যারা দুনিয়া-পরস্থি ও আল্লাহর প্রতি গাফিলতির ব্যাধিতে ভুগছে, যখন দেখালো যে মুসলমানদের সহায়-সম্পদহীন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের একটি দল কোরেশদের মত জবরদস্ত শক্তির সংগে টক্কর দিতে চলেছে তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে বলাবলি করতো যে এরা নিজেদের দ্বীনী উৎসাহ-উদ্দীপনায় পাগল হয়ে গিয়েছে। এই সংঘর্ষে তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু এই নবী তাদের উপর এমন কিছু যাদুমন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যে তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি বিকৃত হয়ে গিয়েছে। তারা চোখে দেখেও এই মৃত্যুর মুখে দৌড়ে চলেছে।

৫২. এই ব্যাপারটি তাদের সাথে তেমনিভাবে করা হয়েছে, যেমন করে ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা শক্তিশালী এবং কঠিন শাস্তি দাতা। ৫৩. এ আল্লাহতা'আলার নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে যে আল্লাহতা'আলার কোন নিয়ামতকে- যা তিনি কোন লোক-সমষ্টিকে দান করেন- ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেকে বা নিজেদের কর্মনীতিকে পরিবর্তন করে না দেয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। ৫৪. ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে যা কিছু ঘটেছে তা সব এই মূলনীতি অনুযায়ীই ছিল। তারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তখন আমরা তাদের গুনাহের প্রতিফল হিসাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনী বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছি। এরা সকলে যালেম লোক ছিল।

৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলার নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেই সব লোক যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; পরে তারা কোন প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয় নি; ৫৬. (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে সেই লোকেরা যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, পরে তারা প্রত্যেকটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে এক বিন্দু ভয় করেনা [১৮]। ৫৭. অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আয়ত্তে পাও, তাহলে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মত আচরণ গ্রহণ করবে, তাদের চেতনা জাগ্রত হয়[১৯]। আশা করা যায় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এই পরিণতি দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। ৫৮. আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ হতে তোমরা ওয়াদা ভংগের ভয় পাও তবে তাদের ওয়াদা চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ কর[২০]; আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াদাভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

১৮. এখানে বিশেষ করে ইয়াহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে নবী করীমে (সঃ) চুক্তি ছিল। কিন্তু তা সত্তেও তারা তার ও মুসলমানদের বিরুদ্ধতায় তৎপর ছিল। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তারা কোরেশদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে। ১৯. অর্থাৎ যদি কোন জাতির সঙ্গে আমাদের সন্ধিচুক্তি থাকে এবং তারা যদি নিজেদের চুক্তিমত দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে আমাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো; এবং তাদের সংগে যুদ্ধ করা আমাদের হক হবে। তা ছাড়া যদি কোন কওমের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের সময় আমারা দেখি যে আমাদের সংগে সন্ধি-চুক্তিবদ্ধ কোন কওমের লোকেরাও শত্রু পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছে তবে আমরা তাদের হত্যা করতে ও তাদের সংগে শত্রুর যোগ্য ব্যবহার করতে কখনো কোন কুণ্ঠা বোধ করবো না। ২০. অর্থাৎ তাদের পরিষ্কাররূপে জানিয়ে দাও যে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি আর বাকী নেই। কেননা তোমরা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছো।

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾

এবং না (যেন) তারা মনেকরে যারা অস্বীকার করেছে(যে) তারা আগে চলেগেছে তারা নিশ্চয়ই না অক্ষম করতে পারবে (আল্লাহকে)

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ

এবং তোমরা প্রস্তুত রাখ তাদের জন্যে যা (কিছু) তোমরা সমর্থ হও সব শক্তি এবং সব সাজ-সরঞ্জাম

الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ

(যুদ্ধের) ঘোড়ার তোমরা সন্ত্রস্ত করবে তাদিয়ে শত্রুকে আল্লাহর ও শত্রুকে তোমাদের এবং

اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ

অন্যদেরকে তাদের ছাড়া না তাদেরকে তোমরা জান আল্লাহ তাদেরকে জানেন

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ

এবং যা তোমরা খরচকর কোনকিছু পথে আল্লাহর পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে তোমাদেরকে

وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ

এবং তোমাদের (উপর) না যুলুমকরা হবে এবং যদি তারাঝুঁকেপড়ে সন্ধি ও শান্তির জন্যে তুমিও তবে ঝুঁকেপড়

لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۱﴾

তার জন্যে এবং নির্ভরকর উপর আল্লাহর নিশ্চয়ই তিনি তিনিই সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন

রুকু-০৮ ৫৯. সত্য অমান্যকারী লোকেরা যেন এই ভুল ধারণায় না থাকে যে, তারা ময়দান দখল করে নিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। ৬০. আর তোমরা যথাসম্ভব শক্তি ও অশ্ববাহিনী তাদের সংগে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখ[২১]। যেন তার সাহায্যে আল্লাহর এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত-শংকিত করতে পার যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরোপুরি বদলা তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে কখনই যুলুম করা হবে না। ৬১. আর হে নবী, শত্রু যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয় তবে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।

২১. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যুদ্ধ-সামগ্রী ও একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সব সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার, যেন প্রয়োজনে অবিলম্বে যুদ্ধ ক্রিয়া শুরু করতে পারো। যেন এরূপ না হয় যে, বিপদ মাথার উপর এসে পড়ার পর তাড়াহুড়া করে স্বেচ্ছাসেবক, হাতিয়ার ও রসদ সামগ্রী সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে লেগে যাও আর ইতিমধ্যে তোমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই শত্রু তার কাজ শেষ করে চলে যায়।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ

তিনিই আল্লাহ তোমার তবে তোমাকে তারা যে তারাচায় যদি এবং
জন্যে যথেষ্ট নিশ্চয়ই ধোকা দেবে

الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ

মাঝে মহব্বত স্থাপন এবং মু'মিনদের দিয়ে ও তাঁর সাহায্য তোমাকে যিনি
করেছেন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন

قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ

তুমি মহব্বত স্থাপন (তবুও) সব যমীনের মধ্যে যাকিছু তুমি খরচ যদি তাদের
করতে পারতে না কিছুই (আছে) করতে অন্তরগুলোর

بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ

পরাক্রমশালী নিশ্চয়ই তাদের মহব্বত স্থাপন আল্লাহ কিন্তু তাদের মাঝে
তিনি মাঝে করেছেন অন্তরসমূহের

حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

(অর্থাৎ) তোমরা (তাদেরজন্যে) এবং আল্লাহই তোমারজন্যে নবী হে মহাবিজ্ঞ
অনুসরণকরে যারা যথেষ্ট

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ

যুদ্ধের জন্যে মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধকর নবী হে মুমিনদের
(জন্যে)

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ

যদি এবং দু'শতের তারা বিজয়ী ধৈর্যশালী বিশজন তোমাদের হয় যদি
(উপর) হবে মধ্যহতে

يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কুফরী যারা (তাদের) এক হাজারের তারা বিজয়ী একশত তোমাদের হয়
করেছে হতে (উপর) হবে মধ্যহতে

---

৬২. আর তারা যদি ধোঁকা দেবার নিয়েত রাখে তাহলে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো নিজের সাহায্য দিয়ে ও মু'মিনদের দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছেন। ৬৩. এবং মু'মিনদের দিলকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ধন-দৌলতও যদি ব্যয় করতে, তবুও এই লোকদের মন পরস্পরের সাথে জুড়ে দিতে পারতে না। কিন্তু তিনি আল্লাহই যিনি লোকদের মন জুড়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ। ৬৪. হে নবী, তোমার জন্য ও তোমার অনুসরী ঈমানদার লোকদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। রুকু-৯ ৬৫. হে নবী, মু'মিন লোকদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন লোক যদি ধৈর্যশালী হয় তবে তারা দুই শতের উপর জয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এরূপ থাকে তাহলে সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হতে পারবে।

কেননা তারা এমন লোক যারা জ্ঞান রাখেনা[২২]। ৬৬. এভাবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানতে পেরেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুইশতের উপর, আর হাজার লোক এরূপ হলে দুই হাজার লোকের উপর আল্লাহর হুকুমে জয়ী হবে[২৩]। এবং আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সংগী হন যারা ধৈর্যধারণকারী। ৬৭. কোন নবীর জন্য এ শোভা পায়না যে তার নিকট বন্দী লোক থাকবে, যতক্ষণ সে যমনি শত্রুবাহিনীকে খুব ভাল করে মথিত না করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের আখেরাতের কামিয়াবী! আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।

২২. আধুনিক পরিভাষায় যে জিনিসকে আত্মীক বা নৈতিকশক্তি বলা হয়ে থাকে আল্লাহতাআলা তাকে ফেকাহ ও ফহম বলে অভিহিত করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যের সঠিক চেতনা ও বুঝ রাখে এবং নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে খুব বুঝে-সুঝে এজন্য সংগ্রাম করছে যে, যে জিনিসের জন্য সে জীবনপাত করতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে অধিকতর মূল্যবান, এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার জীবনধারণ অর্থহীন, সে ব্যক্তি নিজ অজ্ঞাতেই তার সংগে সংগ্রামরত ব্যক্তির চেয়ে অনেকগুণ অধিক শক্তি ধারণ করে, যদিও দৈহিক শক্তিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে। ২৩. এর অর্থ এ নয় যে- প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল। আর এখন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে যাওয়ার জন্য এক ও দুই-এর অনুপাত কায়েম করে দেওয়া হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে নীতিগত ও আদর্শগত দিক দিয়ে তো মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে অনুপাত হচ্ছে এক ও দশেরই অনুপাত। যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়নি এবং এখনো পর্যন্ত তোমাদের চেতনা ও তোমাদের বুঝের মান পরিপক্কতা লাভ করেনি এজন্যে আপাততঃ অন্ততঃপক্ষে তোমাদের কাছে এ দাবী করা হচ্ছে যে তোমাদের থেকে দ্বিগুণ শক্তির সংগে টক্কর নিতে তোমাদের কোন দ্বিধা-সংকোচ হওয়া উচিত নয়। স্বরণ রাখা প্রয়োজন — এ হুকুম হচ্ছে দ্বিতীয় হিজরী সনের, যখন মুসলমানদের মধ্যে বহুলোক সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে ও তাদের (তরবিয়ত) চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

৬৮. আল্লাহর লিপি যদি পূর্বেই লিখিত না হত তাহলে তোমরা যা কিছু করেছ তার প্রতিফল হিসেবে তোমাদেরকে বড় কঠিন আযাব দেয়া হত। ৬৯. অতএব তোমরা যা কিছু ধন-মাল লাভ করেছ তা খাও; তা হালাল এবং পাক। এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক[২৪]। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল। **রুকু-১০** ৭০. হে নবী, তোমাদের হাতে যে সব বন্দী রয়েছে তাদের বলঃ আল্লাহ যদি জানতে পারেন যে, তোমাদের হৃদয়ে কোন কল্যাণ রয়েছে তা হলে তিনি তোমাদের নিকট হতে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা অপেক্ষা অনেক বেশী দিবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৭১. কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে খিয়ানত করার ইচ্ছা রাখে তবে তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সংগেই করেছে। আর এরই শাস্তি স্বরূপ তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করে দিয়েছেন।

২৪. বদর যুদ্ধের পূর্বে সূরা মোহাম্মদে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রাথমিক হেদায়াত দান করা হয়েছিল। তাতে যুদ্ধ-বন্দীদের কাছ থেকে ফিদ্ইয়া (মুক্তিপন) আদায়ের অনুমতি ছিল; কিন্তু তার সংগে এই শর্ত যুক্ত করা হয়েছিল যে প্রথমে শত্রুদের শক্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করে দিতে হবে, তারপরে যুদ্ধবন্দী গ্রহণের কথা। এই আদেশ অনুসারে মুসলমানগণ বদরে যে সমস্ত বন্দী গেরেফতার করেছিল ও তারপর তাদের কাছ থেকে যে ফিদইয়া গ্রহণ করেছিল তা আদেশ অনুযায়ী ছিল বটে, কিন্তু ভুল এই হয়েছিল যে 'শত্রুদের শক্তি চূর্ণ করে দেবার' যে শর্ত অগ্রগণ্য করা হয়েছিল তা পূর্ণ করার পূর্বেই মুসলমানগণ শত্রুদের বন্দী করা ও মালে গণিমত (যুদ্ধে লব্ধ ধন) সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কাজ আল্লাহতা'আলা পছন্দ করেন নি। কেননা যদি এরূপ না করে মুসলমানরা কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করতো তবে সেই সুযোগেই কোরেশদের শক্তি চূর্ণ করে দেওয়া যেতো।

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا

এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন সবকিছু শুনেন নিশ্চয়ই যারা ঈমানএনেছে ও হিজরত করেছে

وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ

ও জিহাদ করেছে তাদের মালসমূহ দিয়ে এবং তাদের জান সমূহ (দিয়ে) পথে আল্লাহর ও যারা

اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ

আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে ঐসবলোক তাদের একে বন্ধু অপরের এবং

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ

যারা ঈমান এনেছে কিন্তু তারা হিজরত করেনাই নাই তোমাদের জন্যে তাদের অভিভাবকত্বের দায়-দায়িত্ব

مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ

কোন কিছুই যতক্ষণ না তারা হিজরতকরে এবং যদি তোমাদের কাছে তারা সাহায্য চায় ব্যাপারে দ্বীনের

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ

সেক্ষেত্রে তোমাদের (দায়িত্ব) সাহায্যকরা যদি না সাথে কোন জাতির তোমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে সন্ধিচুক্তি (থাকে)

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

এবং আল্লাহ ঐসম্বন্ধে যা তোমরা কাজ কর খুবভালকরে দেখছেন

আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী। ৭২. যে সব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও মাল খরচ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান তো এনেছে কিন্তু হিজরত করে (দারুল-ইসলাম) আগমন করেনি তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমার উপর নেই- যতক্ষণ না তারা হিজরত করে আসবে[২৫]। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোন জাতির বিরুদ্ধে হতে পারবে না যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে[২৬]। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখে থাকেন।

২৫. 'বেলায়ত' শব্দটি আরবী ভাষায় সমর্থন-সহায়তা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব, নৈকট্য এবং অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ অনুসারে সুস্পষ্টরূপে এখানে বেলয়তের অর্থ হবেঃ রাষ্ট্রের সংগে তার নাগরিকদের ও নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ও নাগরিকেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। মোটকথা, এ আয়াত আইনী ও রাজনৈতিক 'বেলায়ত' কে ইসলামী রাষ্টের ভৌগোলিক সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়, এবং ঐ সীমা বর্হিভূর্ত মুসলমানদের এই বিশেষ সম্বন্ধ থেকে বর্হিভূত গণ্যকরে। এই বেলায়ত-শূন্যতার আইনগত ফল খুব ব্যাপক। এখানে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ

(অপর পাতায় অবশিষ্ট অংশ)

৭৩. যারা সত্য অমান্যকারী তারা একে অপরের সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস তাহলে যমীনে বড়ই ফেতনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে[২৭]। ৭৪. যারা ঈমান এনেছে, আর যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে এবং চেষ্টা-সাধনা করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি ও প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ভুল-ত্রুটির ক্ষমা ও সর্বোৎকৃষ্ট রেয্ক।

দানের ক্ষেত্র নয়। ২৬. উপরোক্ত বাক্যাংশের 'দারুল ইসলাম' এর বাহিরে অবস্থিত মুসলমানদের রাজনৈতিক 'বেলায়ত'-এর সম্বন্ধ থেকে বর্হিভূত গন্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াত এ ব্যাপারটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছে যে এই 'বেলায়তের' সম্বন্ধ থেকে বহির্ভূত গণ্য হলেও দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ থেকে নয়। যদি কোথাও তাদের উপর অত্যাচার হয় ও তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের খাতিরে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার অধিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের ফরজ (অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব) হচ্ছে নিজেদের অত্যাচারিত ভাইদের সাহায্য করা। কিন্তু এরপর আরও অধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে যে- এই 'দ্বীনি ভাইদের' সাহায্যের কর্তব্য এলোপাতাড়ি ভাবে করা যাবে না, বরং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও নৈতিক সীমার মর্যাদা রক্ষা করে করতে হবে। যদি অত্যাচারী জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্টের সন্দি চুক্তি থাকে, তবে সে অবস্থায় অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে এরূপ কোন সাহায্য করা যাবে না যা চুক্তির নৈতিক দায়িত্বের পরিপন্থী বলে গন্য হবে। ২৭. অর্থাৎ দারুল ইসলামের মুসলমানেরা যদি একে অপরের ওলি না হয়, এবং হিজরত করে যে সব মুসলমান দারুল ইসলামে না এসে দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের মুসলমানেরা নিজের বেলায়ত থেকে বহির্ভূত গণ্য না করে, এবং বাহিরের অত্যাচারিত মুসলমানেরা সাহায্য প্রার্থনা করলে যদি তাদের সাহায্য না করা হয়, এবং এই একই সঙ্গে যদি এই নীতিও মান্য করা হয় যে, যে জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধি-চুক্তি আছে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করা হবেনা, এবং যদি মুসলমানেরা কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তবে পৃথিবীতে ফেতনা ও বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হবে।
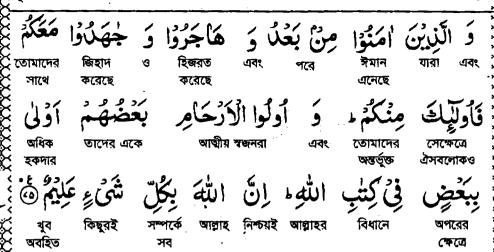
৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে চেষ্টা-সাধনায় নিয়ুক্ত হয়েছে তারাও তোমাদেরই মধ্যে গন্য। কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার[২৮]। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা সব কিছু জানেন।

২৮. অর্থাৎ উত্তরাধিকার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয়, বরং আত্মীয়তার ভিত্তিতে বন্টিত হবে। তবে নবী করীম (সঃ) এ হুকুমের ব্যাঁখ্যা করে. আরও এরশাদ করেছেন যে মাত্র মুসলমান আত্মীয়স্বজন একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে। মুসলমান কোন কাফেরের বা কাফের কোন মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না।

সূরা আত-তওবা-৯

এই সূরা দুই নামে ও পরিচিত। এক নাম তওবা আর দ্বিতীয় নাম বারা-আত। তওবা নাম এই কারণে যে, এ সূরার এক স্থানে কোন কোন ঈমানদার লোকদের গুনাহ্-খাতা মাফ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বারা-আত নাম হবার কারণ এই যে, সূরার শুরুতে মুশরিকদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা হয়েছে।

শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রহমা-নির-রহীম লেখা হয় না। তফসীরকারগণ এর বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের উল্লেখ করা কারণে গুলি মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা তা যা ইমাম রাজী লিখেছেন। তা এই যে, নবী করীম (সঃ) নিজেই এর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ লেখেননি। এর কারণে সাহাবায়ে কিরামও লেখেননি, পরবর্তীকালের লোকেরাও এরই অনুসরণ করেছেন। কুরআন মজীদকে নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে যথাযথভাবে গ্রহণ করা এবং অনুরূপভাবে তাকে পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এ তার এক অতিরিক্ত প্রমাণ।

নাযিল হওয়ার সময় ও সূরার বিভিন্ন অংশ

এই সূরাটি তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথম ভাষণ শুরু হতে পঞ্চম রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। এ নাযিল হবার সময়-কাল হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকাদ মাস কিংবা তার কাছাকাছি সময়। এই বছর নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ই এই ভাষণটি নাযিল হয়। আর তখনি নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর পিছনে-পিছনে মক্কায় পাঠালেন, যেন হজ্জের সময় সমস্ত আরবের হজ্জযাত্রী প্রতিনিধিদের সম্মেলনে তা পাঠ করে শুনানো হয় এবং এই অনুসারে যে কর্মনীতি অবলম্বিত হয়েছিল তা যেন সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকুর শুরু হতে ৯ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলে। এটা নবম হিজরীর রজব মাসে কিংবা তার কিছু পূর্বে তখন নাযিল হয় যখন নবী করীম (সঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিলেন। এতে ঈমানদার লোকদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আর যারা মুনাফিকী কিংবা ঈমানের দূর্বলতা অথবা অবসাদ ও গাফিলতির কারণে আল্লাহর পথে জান-মাল ক্ষয় করতে প্রস্তুত ছিলনা, তাদেরকে এতে তিরস্কৃত করা হয়। তৃতীয় ভাষণটি ১০ম রুকু হতে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত খতম হয়। এটা তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন কালে নাযিল হয়েছিল। এতে এমন কতো গুলো অংশও রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। পরে নবী করীম (সঃ) আল্লাহর হেদায়াত অনুসারে এই সব কটিকে একত্রিত করে একই ভাষণের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত করে দেন। যেহেতু এসব কটি অংশ-ই একই বিষয় সম্পর্কিত ও একই ঘটনা-ধারাবাহিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট, এ কারণে ভাষণের পরম্পরা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। এতে মুনাফিকদের 'তাম্বিহ' করা হয়েছে, তাবুক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকার ভাবে ঈমানদার থাকা সত্বেও আল্লাহর পথে জেহাদের অংশ গ্রহণ হতে বিরত রয়েছিল, তাদের জন্য ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নাযিল হওয়ার ক্রমিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম (সঃ) সংযোজন কালে এটা প্রথমে রেখেছেন, আর অপর ভাষণ দুটিকে শেষে রেখেছেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারণের পর এই সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে। ঘটনা পরম্পরার সাথে এই সূরার বিষয়বস্তুর সম্পর্ক- তার সূচনা হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি হতে। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ছয় বছরের নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা সংগ্রামের ফল এই দাড়িয়েছিল যে, আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংবদ্ধ সমাজের বিধান ও ব্যবস্থা, এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন দ্বীন-ইসলাম অপেক্ষাকৃত অধিক শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশে চারদিকে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ার বিপুল সুযোগ লাভ করে। (বিস্তারিত বিবরনের জন্য সূরা আল-মায়েদার ভূমিকা দ্রষ্টব্য) অতঃপর ঘটনার গতি দুটি বঁড় পথে চলতে শুরু করে, যার পরিণামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটির সম্পর্ক আরব দেশের সাথে, আর অপরটির সম্পর্ক রোমান-সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আরব দেশে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের এবং শক্তি সংগ্রহের জন্য যেসব উপায় ও পন্থা অবলম্বিত হয়, তার দরুন দু-বছরের মধ্যেই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তার শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তার সাথে মুকাবিলায় এসে প্রাচীন জাহেলী শক্তি পর্যদুস্ত ও নিস্তেজ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা যখন পরাজয় আসন্ন দেখতে পেল, তখন আর তারা তা বরদাস্ত করতে পারল না। উত্তেজনার আতিশয্যে তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বসল, তারা এই সন্ধির বাধ্য-বাধকতা হতে মুক্তি লাভ করে ইসলামের সাথে সর্বশেষ শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছিল। কিন্তু এই সন্ধি চুক্তি ভংগের পর নবী করীম (সঃ) তাদেরকে পুনরায় সংগঠিত হয়ে ওঠার কোন সুযোগই দিলেন না। তিনি আকস্মিকভাবে মক্কার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে জয় করে নিলেন। (সূরা আন্ফাল এর ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) অতঃপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি হুনাইনের ময়দানে শেষ আত্ম-হত্যায় অবতীর্ণ হয়। এখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নযর, জুশম এবং অন্যান্য জাহেলিয়াত পন্থী গোত্র ও কবীলার লোকেরা নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ সর্বাত্মক ভাবে নিয়োজিত করে। ইসলামের এই বিপ্লবী আন্দোলনকে- যা মক্কা বিজয়ের পর পূর্ণত্ব লাভ করেছিল- প্রতিহত করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু তাদের এই উদ্যমও ব্যর্থ হয়ে যায়। হুনাইনের ময়দানে পরাজিত হওয়ার পর সমগ্র আরব দেশ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে যে, এখন তা দারুল ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্রই হবে, অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর এক বছর কাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই আরবের অধিকাংশ এলাকা ইসলামের পদানত হয়। এই সময় জাহেলী জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উপাসকই বিভিন্ন এলাকায় অবশিষ্ট দেখা যায়। এ যুগে উত্তরাঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা ইসলামের সম্প্রসারণ ও বিজয়-সংগ্রামের সম্পূর্ণতা বিধানের পক্ষে বহু আনুকুল্য দান করে ও বিপুলভাবে সাহায্য করে। নবী করীম (সঃ) ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ণ সাহসিকতা ও বীরত্বের সংগে এখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রোমান বাহিনী তাঁর সংগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসতে রীতিমত ইতস্ততঃ করেছিল এবং অতিশয় দূর্বলতা দেখিয়েছিল। এতে সমগ্র আরব দেশে নবী করীমের এবং তার প্রচারিত দ্বীন ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পায়। এর আকস্মিক ফল এই দেখা গেল যে, তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রতিনিধি দল আগমনের এক ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করতে ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণ করতে লাগল। (মুহাদ্দেসগণ এই পর্যায়ে যে সব গোত্র- কবিলা এবং আমীর-

বাদশাদের প্রতিনিধি দলের উল্লেখ করেছেন, তাদের মোট সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌছেছে। এরা আরবের উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল হতে এসেছিল।) কুরআন মজীদে এই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

-"যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এল এবং তুমি দেখতে পেলে যে লোকেরা দলে দলে ইসলামে দাখেল হচ্ছে।"

তাবুক যুদ্ধ

রোমান সাম্রাজ্যের সংগে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি দল উত্তর দিকে সিরিয়া সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গোত্রসমূহের নিকট গিয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল খৃষ্টান এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা জা-তুত তালাহ নামক জায়গায় প্রতিনিধি দলের ১৫জন লোককে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা কাআব ইবনে উমাইর গাফারী কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই সময় নবী করীম (সঃ) বসরা অধিপতি শুরাহ্ বিল ইবনে আমর এর নামেও ইসলামের দাওয়াত-পত্র প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু সে নবীর পত্র বাহক হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এই বসরা প্রধানও ছিল খৃষ্টান এবং সরাসরি রোম-সম্রাট কাইজারের শাসনাধীন। এসব কারণে নবী করীম (সঃ) অষ্টম হিজরীর জমাদিউল-আউয়াল মাসে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পাঠিয়েছিলেন, যেন ভবিষ্যতে এই অঞ্চলটি মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তাপূর্ণ থাকে এবং এই এলাকার লোকেরা মুসলমানদের দূর্বল মনে করে তাদের উপর বাড়াবাড়ি করার দুঃসাহস না করে। এই বাহিনী মায়ান নামক স্থানে পৌছুলে জানা গেল যে, শুরাহ্ বিল ইবনে আমর এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রত্যক্ষ মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। ওদিকে স্বয়ং রোমের কাইজার হিসচ নামক স্থানে উপস্থিত এবং সে তার ভাই থিওডোর এর নেতৃত্বে আরও এক লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই সব ভয়াবহ খবরাদি সত্বেও তিন সহস্র প্রাণ উৎসর্গকারী এই সংক্ষিপ্ত বাহিনী সম্মুখেই অগ্রসর হতে থাকে এবং মুতা নামক স্থানে শুরাহ বিলের এক লক্ষ সৈন্যের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই দুঃসাহসের পরিণাম তো এ হওয়া উচিৎ ছিল যে, ইসলামের মুজাহিদগণ সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল হয়ে যাবে; কিন্তু এক ও তেত্রিশ এর পার্থক্য সমন্বিত এই সংঘর্ষেও কাফেররা মুসলমানদের উপর জয়ী হতে পারেনি দেখে সমগ্র আরব ও নিকট-প্রাচ্যের লোকরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঠিক এই ব্যাপারটিই সিরিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অর্ধ-স্বাধীন আরব গোত্র এবং ইরাকের নিকটবর্তী নজদী গোত্রগুলোকে- যারা ইরান সম্রাটের প্রভাবাধীন ছিল- ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করল এবং তারা হাজার সংখ্যায় মুসলমান হয়ে গেল। বনী সুলাইমা-যার সরদার ছিলেন আব্বাস ইবনে মিরদাস- এবং আশজা গাতখান জুদিয়ান ও ফাজারার লোকজন এই সময়ই ইসলামে প্রবেশ করে। আর এই সময়ই রোমান সাম্রাজ্যের আরব সৈন্য বাহিনীর ফরওয়া ইবনে আমর আলজু জামী নামক সেনাপতি ইসলাম কবুল করে। এই লোকটি নিজের ঈমানের এমন এক বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করে, যার ফলে চারিদিকে সমস্ত পরিবেশটিই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ফরওয়ার ইসলাম কবুল করার সংবাদ যখন কাইজারের নিকট পৌছিল তখন সে তাকে গ্রেফতার করে নিজের দরবারে উপস্থি করল এবং তাকে বলল যে, তুমি দুটি জিনিসের যে কোন একটিকে গ্রহণ কর। হয় ইসলাম ত্যাগ কর; ফলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দান করা হবেনা,

তোমাকে তোমার পদে পূর্ণবহাল করা হবে অথবা ইসলামকেই ধরে থাকবে, তাহলে তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। ফরওয়া ধীর-স্থিরভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে থাকারই সিদ্ধান্ত করেন এবং এর ফলে আল্লাহর পথেই জীবন দান করতে বাধ্য হন। আরবের বুক হতে উত্থিত এই শক্তির প্রকৃত বিপদ যে কতখানি তা এই সব ঘটনা হতেই কাইজার খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

পরবর্তী বছরই কাইজার মুসলমানদেরকে 'মুতা নামক স্থানে সমুচিত শিক্ষ (?) দেওয়ার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক তৎপরতা শুরু করে। সেই অনুসারে গাস্সানী ও অপরাপর আরব গোত্রপতিরা সৈন্য সংগ্রহে লেগে যায়। নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে কিছুমাত্র বে-খবর ছিলেন না। ইসলামী আন্দোলনের উপর অনুকূল বা প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এমন প্রত্যেকটি ছোট বড় ব্যাপার সম্পর্কেও নবী করিম (সঃ) পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। তিনি এসব প্রস্তুতির তাৎপর্য বুঝতে পারলেন এবং কোন প্রকার ভয় বা দ্বিধা ব্যতিরেকেই কাইজারের বিরাট শক্তির সাথে সংঘর্ষে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হলেন। বস্তুতঃ এ সময় একবিন্দু দুর্বলতাও যদি দেখান হত তাহলে ইসলামের সদ্যরচিত প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তা হলে একদিকে আরবের ক্ষয়িষ্ণু জাহেলিয়াত হুনাইনে যার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়েছিল- পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। অপর দিকে মদীনার মুনাফিকরা যারা আবু আমের পাদ্রীর মাধ্যমে গাসসান এর খৃষ্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইজারের সংগে গোপন যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, আর যারা নিজেদের কুটিল ষড়যন্ত্রকে দ্বীনদারীর আবরণ দিয়ে ঢাকবার উদ্দেশ্যে মদীনার উপকণ্ঠে মসজিদের দিরার প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা অবশ্য ভিতরে থেকে বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে কসুর করত না। পারসিকদের পরাজিত করার পর যে কাইজার নিকট ও দূরবর্তী এলাকার উপর অপ্রতিদ্বন্দী পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল, সে সম্মুখের দিক হতে এসে আক্রমণ করে বসত। পরিণামে এই তিনটি শক্তির সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় সহসাই পরাজয়ে পরিণত হওয়ার আশংকা ছিল। এই কারণে যদিও ইসলামী রাষ্ট্রে তখন চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল, দুঃসহ গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ছিল তীব্র, ফসল পাকার ও কাটার সময় নিকটবর্তী হয়েছিল, যানবাহন ও সাজ-সরঞ্জামের ভয়ানক অভাব বর্তমান ছিল, মুলধনের ছিল স্বল্পতা, আর ছিল সম-সাময়িক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুটি শক্তির একটির সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ-তা সত্বেও আল্লাহর নবী ইসলামী দাওয়াতের এই জীবন-মরণ সংকটের কঠিন মুহূর্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন। পূর্বের যুদ্ধ-বিগ্রহের কোথায় যাচ্ছেন, কার সংগে মুকাবিলা হবে তা শেষ পর্যন্ত কাউকেও না জানানোই ছিল নবী করীমের রীতি। অনেক সময় তিনি মদীনা হতে বের হয়েও লক্ষ্য স্থলের দিকে সোজা পথে অগ্রসর না হয়ে বাকা পথে অগ্রসর হতেন। কিন্তু এবারে তিনি এই ব্যাপারে কোন গোপণীয়তাই রাখলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, রোমান শক্তির সাথে যুদ্ধ হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এই অবস্থার নাজুকতা আরবের সকল লোকই অনুভব করছিল, প্রাচীন জাহেলিয়াতের অন্ধ প্রেমিক যারা তখনো জীবিত ছিল তাদের সামনে এ ছিল সর্বশেষ আশার আলো। রোমান শক্তি ও ইসলামের এই সংঘর্ষের ফলাফলের প্রতি তারা অধির আগ্রহে তাকিয়ে ছিল। কেননা তারা নিজেরাও জানত যে, আশার এক বিন্দু ঝলকও কোথাও দেখা যাবে না। মুনাফিকরাও নিজেদের সর্বশেষ শক্তি এরই পক্ষে নিয়োজিত করেছিল। তারা 'মসজিদে দিরার' রচনা করে এই আশায় অপেক্ষা করছিল যে, সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যস্ত হলেই তারা ভিতর হতে নিজেদের ফেত্নার পতাকা উড্ডীন করতে পারে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের এই অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সম্ভব্য সকল চেষ্টা করে। এদিকে সত্যিকার নিষ্ঠবান মুসলমানরাও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যে দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য বিগত বাইশটি বছর ধরে তারা প্রাণ-পন হয়ে রয়েছেন, এখন তারই ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের মুহূর্তে এসে পৌছেছে। এই সময় সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাবার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এ হবে যে, সমগ্র দুনিয়ায় এই দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার জন্য দ্বার উন্মুক্ত হবে। আর এই সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ হচ্ছে মূল আরব ভুখন্ডেও এই দাওয়াত তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবে। এই ভাবধারা নিয়ে

প্রকৃত নিষ্ঠবান মুসলমানেরা পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আত্ম নিয়োগ করলেন। সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় বেশী অংশ গ্রহণে তৎপর হলেন। হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফয়(রাঃ) বিপুল পরিমাণ অর্থ-দান করলেন। হযরত উমর নিজের সমগ্র জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে পেশ করলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করলেন। দরিদ্র সাহাবীরা মেহনত- মজুরী করে যা কিছু পেরেছিলেন, তা সবই এনে দিলেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে দিলেন। প্রাণ-উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবীদের বাহিনী চার দিক হতে এসে জমায়েত হতে লাগল। তারা দাবী করল, অস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা হলে আমরা আমাদরে প্রাণ কোরবান করতে প্রস্তুত। যাঁরা যানবাহন পায় নি, তাঁরা কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং এমনভাবে নিজেদের প্রাণের কাতরতা প্রকাশ করতে লাগলেন, যা দেখে রসূলে করীমের (সঃ) প্রাণে ব্যাথা অনুভুতহল। বস্তুতঃ ঈমান ও মুনাফেকীর পার্থক্য সূচিত হওয়ার জন্য এ সময়টি একটি নির্ভূল মানদন্ড হয়ে দাঁড়াল। এ সময় কারো যুদ্ধ ময়দান হতে দূরে পড়ে থাকার অর্থই হচ্ছে ইসলামের সাথে তার মনের সম্পর্ক সন্দেহ-পূর্ণ। এ কারণে তাবুকের দিকে যাবার সময় সফরকালে যে যে ব্যক্তিই পিছনে পড়ে যেত, সাহাবা কিরাম তাঁর সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) কে জানিয়ে দিতেন। এবং নবী করীম (সঃ) সংগে সংগেই জবাবে বলতেন।

-"ছাড়ো, তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকলে আল্লাহ আবশ্যই তাকে এনে তোমাদের সাথে একত্রিত করবেন। আর তা না হলে শোকর কর যে, আল্লাহ তাকে তোমাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন এবং তার মিথ্যা সাহচর্যের বন্ধন হতে তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।"

নবম হিজরীর রজব মাসে নবী (সঃ) ৩০ হাজার মুজাহিদ সংগে নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা হলেন। এই বাহিনীতে ছিল দশ হাজার উষ্ট্রারোহী যোদ্ধা। উটের সংখ্যা ছিল এতই কম যে, এক একটি উটের পিঠে একাধিক লোক সওয়ার হচ্ছিল। তার উপর গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরম ও পানির অভাব। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও প্রকৃত মুসলমানেরা এই সংকট সময়ে যে অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাবুকে পৌছে যাওয়ার পরই তার নগদ ফল তারা লাভ করেছিলেন। সেখানে পৌছে তাঁরা জানতে পারলেন যে, কাইজার ও তার অধীন লোকেরা প্রত্যাক্ষ মুক্কাবিলায় আসার পরিবর্তে সীমান্ত হতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এবং সম্মুখ যুদ্ধ করার মত কোন সৈন্যই অবশিষ্ট নেই । ইতিহাস লেখক এই ঘটনাকে এমনভাবে লিখেছেন যে তাতে মনে হয়, নবী করীম (সঃ) রোমান সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর পেয়েছিলেন, মূলতঃ তাই ছিল মিথ্যা। কিন্ত তা আসল ব্যাপার নয়। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, কাইজার সৈন্য-সমাবেশ শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু তার পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বেই যখন নবী করীম (সঃ) প্রত্যাক্ষ সংগ্রামে উপস্থিত হলেন, তখন সে সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহার করা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখতে পেল না। মূতা যুদ্ধে ৩ হাজার ও এক লক্ষ সৈন্যের যে প্রত্যাক্ষ সংগ্রাম সে দেখতে পেয়েছিল, সেখানে স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) নেতৃত্বে আগত ৩০ হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য এক-দু'লক্ষ সৈন্য নিয়েও ময়দানে আসতে কিছুমাত্র সাহস পেল না।

কাইজারের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী শক্তির যে নৈতিক বিজয় সূচিত হল, এ অবস্থায় নবী করীম (সঃ) এটাকে যথেষ্ট মনে করলেন। এ জন্য তাবুক অতিক্রম করে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশে করার পরিবর্তে এ 'নৈতিক বিজয়' -এর সাহায্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা লাভকেই অগ্রাধিকার দান করলেন। এ কারণে তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোমান সাম্রাজ্য ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ও প্রধানতঃ রোমান সাম্রাজ্য প্রভাবাধীন ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে সামরিক প্রভাব খাটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হলেন। 'দাওমাতুল জান্দাল'-এর খৃষ্টান গোত্রপতি আকিদার ইবনে আব্দুল মালেক কিন্দী, আয়লার খৃষ্টান গোত্রপতি ইউহানা ইবনে দূবা, এই ভাবে মাক্না, জারবা ও আজরাহ নামক জায়গার খৃষ্টান

দলপতিরাও জিযিয়া আদায়ের বিনিময়ে মদীনা সরকারের তাবেদারী গ্রহণ করল। এর ফল এই হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা সরাসরিভাবে রোমন সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। আর যে সব আরব গোত্রকে রোমান মম্রাটরা আরব শক্তির বিরুদ্ধে এতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করে এসেছে, তাদের অধিকাংশই এখন রোমানদের বিরোধী ও মুসলমানদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়ে গেল। এছাড়া সবচেয়ে বড় ফায়দা এই হল যে, রোমন সাম্রাজ্যের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী কোন দ্বন্দ্বে জড়িত হবার পূর্বেই ইসলাম আরবের বুকে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করল। অপরক দিকে যে সব লোক এত দিন প্রাচীন জাহেলীয়াতের পূনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় দিন গুণছিল, তাদের মেরুদন্ড একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেক ছিল প্রকাশ্য মুশরিক আর অনেক ছিল ইসলামের আবরণে মুনাফেক। তাদের অনেকেরই অবস্থা এতদূর চরমে পৌছেছিল যে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়া ভিন্ন তাদের আর কোন উপায় থাকল না। নিজেরা ঈমানের অমূল্য সম্পদে ধন্য হতে পারুক আর-না-পারুক, অন্ততঃ তাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করার সুযোগ পেল। এরপর যে অল্প সংখ্যক লোক শেরক্, ও জাহেলীয়াতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল, তারা বড়ই অসহায় হতে পড়ে। আর আল্লাহতা'আলা যে সংশোধনমূলক বিপ্লবের উদ্দেশ্য রসূল পাঠিয়েছিলেন তার অগ্রগতির পথে তারা কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারল না।

এই সূরায় আলোচিত বিষয়াদি

এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়কার ঘনীভুত বড় বড় সমস্যা এবং সূরা 'তওবায়' আলোচিত বিষয়াদি আমরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারি।

১. এই সময় পর্যন্ত আরব দেশের শাসন-শৃংখলার কর্তৃত্ব যেহেতু ঈমানদার লোকদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সকল বিরোধী শক্তিই প্রতিহত ও পর্যুদস্ত হয়েছিল, এ কারণে সমগ্র আরব দেশকে দারুল-ইসলামের পরিণত করার জন্য অপরিহার্য নীতিসমূহ সম্মুখে প্রতিভাত হওয়া একান্তই জরুরী ছিল। আমরা দেখছি তা নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশিত হলঃ

(ক) সমগ্র দেশ হতে শেরক্-কে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল ও উৎখাত করতে হবে। প্রাচীন মুশরেকী সমাজ-ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করতে হবে, যেন ইসলামের কেন্দ্রস্থল চিরদিনের তরে সত্যিকার ইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে এবং কোন শক্তি তার ইসলামী প্রকৃতিতে না কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে আর না কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীন বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এ কারণেই মুশরেকদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে পূর্বের সব চুক্তি ভংগ করার ঘোষণা দান করা হল।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা ঈমানদার লোকদের হাতে ন্যস্ত হবার পর আল্লাহর খালেস বন্দেগী উদযাপনের জন্য নির্মিত ও উৎসর্গীকৃত এই ঘরে এখনো পূর্বানুরূপ শেরক্ ও বুতপরস্তি চলতে থাকা কিছুতেই শোভা পায়না। সেই ঘরের পরিচালনা ক্ষমতাও মুশরিকদের হাতে থাকতে পারে না। এই কারণে নির্দেশ দেয়া হল যে কাবা ঘরের পরিচালনার- ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব ভবিষ্যতে তওহীদ বিশ্বাসীদের হাতেই থাকতে হবে। উপরন্তু আল্লাহর সীমা-সরহদের মধ্যে শেরক ও জাহেলীয়াতের সমস্ত রসম-রেওয়াজ শক্তিপ্রয়োগে বন্ধ করতে হবে। শুধু তাই নয়, অতঃপর মুশরিকরা আল্লাহর ঘরের নিকটও আসতে পারবে না। এমন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়; যেন ইবরাহিম নবীর (আঃ) প্রতিষ্ঠিত এই মহান প্রতিষ্ঠান শেরক্-এর পংকিলতায় মলীন হবার কোন আশংকাই অতঃপর না থাকে।

(গ) আরবে তামাদ্দুনিক জীবনে জাহেলীয়াতের যেসব রসম-রেওয়াজের এখন পর্যন্ত প্রচলন ছিল আধুনিক ইসলামী যুগেরও তা চলতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হতে পারে না। এ কারণে তারও মুলোৎপাটনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হল। নাসী (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করা)-র রেওয়াজ ছিল এই সব বদ্-রসমের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। এই জন্য তার উপর

সোজাসুজি আক্রমণ চালানো হয় এবং এই আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদের জানিয়ে দেয়া হল যে, অবশিষ্ট জাহেলীয়াতের চিহ্ন ও নিদর্শগুলির সাথেও এরূপ ব্যবহারই করতে হবে।

২. আরবে ইসলামের ভুমিকা পূর্ণত্ব লাভ করার পর দ্বিতীয় একটি পর্যায় সম্মুখে উপস্থিত হয়। তা হল আরবের বাইরে দ্বীন ইসলামের প্রভাব বিস্তার করা বা ইসলাম প্রভাবিত এলাকার সম্প্রসারণ। এ ব্যাপারে রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যের রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্বাধিক ভাবে পর্বত সমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ জন্য আরবদেশ-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন হবার পর পরই এই শক্তিগুলোর সাথে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও ছিল একান্ত অনিবার্য। অবশ্য পরে অপরাপর অমুসলিম রাষ্ট্র ও তামাদ্দুনিক শক্তির সাথেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, আরবের বাইরে যে সব লোক দ্বীন ইসলামের অনুসারী ও অনুগত নয়, তাদের স্বাধীন সার্বভৌমত্বকে শক্তির জোরে খতম করতে হবে, যতক্ষণ-না তারা ইসলামী প্রাধান্যকে স্বীকার করে তার অধীনতা কবুল করতে প্রস্তুত হয়। অবশ্য দ্বীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ রূপে তাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু তাই বলে আল্লাহর যমীনে নিজের আইন-বিধান চালাবার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব নিজেদের করায়ত্ব করে নিজেদের সমস্ত গোমরাহীকে মানব সাধারনের উপর ও তাদের বংশধরদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তাদের থাকতে পারেনা। খুব বেশীর পক্ষে যতখানি আযাদী ও ইখতিয়ার তাদের দেয়া যেতে পারে তা শুধু এতটুকুই যে, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারে কিন্তু সেজন্য শর্ত এই যে, জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল মুনাফিক সমস্যা। এ পর্যন্ত সাময়িক সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে তাদের ব্যাপরটিকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু যখন বৈদেশিক বিপদের চাপ হ্রাস পেয়েছিল- একেবারে ছিলই না বলা চলে, তখন ভবিষ্যতে তাদের সাথে কোন রূপ নম্র আচরণ করতে নিষেধ করা হয়। বরং ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনগণদের প্রতি নিয়োজিত কঠোর নীতি এই প্রচ্ছন্ন দুশমণদের সাথেও অবলম্বন করতে হবে বলে তাগিদ করা হয়। এই নীতির কারণেই নবী করীম (সঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে সুয়াইলিমের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে দিলেন। কেননা তথায় বহু সংখ্যাক মুনফিক মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল। আর নীতি অনুযায়ীই তাবুক হতে প্রত্যাবর্তন করার সংগে সংগে সর্বপ্রথম যে কাজটি নবী করীম (সঃ) করলেন, তা হচ্ছে 'মসজিদে যিরার'কে ধ্বংস করা ও অগ্নিসংযোগে ভস্ম করে দেবার নির্দেশ দান।

৪. সত্যিকার মুমিনদের মধ্যে এই সময় পর্যন্তও যে সংকল্পের দুর্বলতা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল তার সংশোধন ছিল একান্ত অপরিহার্য। কেননা ইসলাম এখন এক আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে গন্য হতে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্দাপণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এই সময় একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্রীকে সমগ্র অমুসলিম দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষে নামতে হচ্ছিল বলে মুসলমানদের অভ্যন্তরে সংকল্প দৌর্বল্যের মত মারাত্মক বিপদ আর কিছু হতে পারে না। এই কারণে তাবুক যাত্রা কালে যে সব লোক দূর্বলতা ও অবসাদ-অবহেলা বা সুযোগ সন্ধানের বাতুলতা প্রদর্শন করেছে তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়। কোন যুক্তি-সংগত কারণ বা ওযর ছাড়াই এই ধরনের সংকট মুহূর্তে পিছনে পড়ে থাকা মুলতঃই এক মুনাফিকী ভুমিকা এবং সঠিক ঈমানদার না হওয়ার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গন্য করলেন। অতঃপর ভবিষ্যতের জন্য স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করে দেয়া হয়ে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের চেষ্টা ও সাধনা এবং কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব হচ্ছে এমন এক মানদন্ড, যার ভিত্তিতে মুমিন লোকের ঈমানের দাবী পরীক্ষা করা হবে, এই সংঘর্ষে যে লোক ইসলামের জন্য জান-মাল সময়-শ্রম উৎর্সগ করতে পশ্চাদপদ হবে, তার ঈমান-ঈমান বলে গন্যই হবে না। আর এই ক্ষেত্রের কোনরকম ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা অপর কোন ধর্মীয় কাজ দ্বারা পূর্ণ হতেও পারবে না।

এসব মৌলিক বিষয় সামনে রেখে সূরা তওবা অধ্যয়ন করা হলে এর আলোচিত বিষয়াদি সঠিকরূপে বুঝতে পারা সহজ হবে।

اٰيَاتُهَا ١٢٩ (٩) سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

১২৯ তার আয়াত(সংখ্যা) ৯ সূরা তওবা মাদানী ষোল তার রুকূ (সংখ্যা)

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ

মধ্য হতে | তোমরা চুক্তি করেছিলে | তাদের (যাদেরসাথে) | প্রতি | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর | পক্ষহতে | সম্পর্কচ্ছেদ (ঘোষণা)

الْمُشْرِكِيْنَ ۝١ فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا

তোমরা জেনেরাখ | ও | মাস (পর্যন্ত) | চার | দেশের | মধ্যে | তোমরা অতএব চলাফেরা কর | মুশরিকদের

اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ۝٢

কাফেরদেরকে | লাঞ্ছনাকারী | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | ও | আল্লাহকে | অক্ষমকারী | নও | যে তোমরা

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ

দিনে | জন-সাধারণের | প্রতি | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর | পক্ষহতে | সাধারণ ঘোষণা | এবং

الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ

মুশরিকদের | থেকে | সম্পর্কহীন | আল্লাহ | যে | বড় | হজ্জের

১. সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা[১]; করা হল আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের তরফ হতে, যে সব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে[২]-যাদের সাথে। ২. অতএব তোমরা দেশে চারটি মাস আরো চলাফেরা করে লও। এবং জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না। আরো এই যে, আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের লাঞ্ছিত করবেন। ৩. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে সাধারণ ঘোষণা (সমস্ত মানুষের প্রতি) হজ্জের বড় দিনে[৩] এই যে, আল্লাহ মুশরিকেদের সাথে সম্পর্কহীন

১. নবী করীম (সঃ) যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) কে হজ্জের জন্য প্রেরণ করেছিলেন সেই সময়ে ৯ম হিজরীতে এই আয়াত (৫ম রুকূর শেষ পর্যন্ত) অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত আবুবকরের হজ্জে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন রসূলল্লাহ (সঃ) হাজীদের সাধারণ সম্মেলনে এই আয়াত শুনিয়ে দেবার জন্য ও সেই সঙ্গে নিম্নে চারটি বিষয় ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে প্রেরণ করলেনঃ (১) দ্বীন ইসলামকে কবুল করতে অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (২) এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জের জন্য যেন না আসে। (৩) উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ। (৪) যাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সঃ) চুক্তি বজায় আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সঙ্গে চুক্তির মীয়াদ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। নবী করীমের (সঃ) নির্দেশ অনুসারে হযরত আলী (রাঃ) ১০ই যিলহজ্জ তারিখে এ ঘোষণা করেন। ২. 'সূরা আনফাল' -এর ৫৮নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে যদি কোন জাতির কাছ থেকে তোমাদের বিশ্বাস-ভঙ্গের (চুক্তি-ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা) আশংকা হয় তবে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে যাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ চুক্তি প্রত্যাহার কর) এবং তাদের জানিয়ে দাও যে, এখন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চুক্তি বজায় নেই। এই নৈতিক নিয়মানুযায়ী যে সমস্ত গোত্র চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই সন্ধি-চুক্তির মর্যাদাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শত্রুতায় রত হতো সেই সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে চুক্তি বাতিল করণেরই সাধারণ ঘোষণা করা হলো। এই ঘোষণার পর আরবের মোশরেকদের পক্ষে এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না যে হয় তারা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হবে ও ইসলামী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে বা দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে, অথবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সেই শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার অধীনস্থ করে দেবে যা পূর্বেই দেশের অধিকাংশ অংশকে ইসলামী শাসনের আওতায় নিয়ে এসেছে। ৩. 'হজ্জে আকবর'(বড় হজ্জ) শব্দ 'হজ্জে আসগর' (ছোট হজ্জ)-এর মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। আরববাসীরা ওমরাহকে 'ছোট হজ্জ' বলতো। এর মোকাবেলায় যে হজ্জ যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখ গুলোতে করা হয় তাকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছে।

وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ

এবং তাঁর রসূলও (দায়িত্বমুক্ত) | অতএব যদি | তোমরা তওবাকর | তবে তা | উত্তম | তোমাদের জন্য | আর | যদি | তোমরা ফিরেযাও

فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ

তোমরা তবে জেনেরাখ | যে তোমরা | নও | অক্ষমকারী | আল্লাহকে | এবং | সুসংবাদ দাও | (তাদেরকে) যারা

كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ

কুফরী করেছে | আযাবের | অতিকষ্টদায়ক | তবে | যাদের (সাথে) | তোমরা চুক্তি করেছ | মধ্যহতে

الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ

মুশরিকদের | এরপর | তোমাদের সাথে ত্রুটি করেনাই (চুক্তি রক্ষায়) | কিছুমাত্র | ও | তারা সাহায্য করেনাই | তোমাদের বিরুদ্ধে

اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

কাউকে | তোমরা তাহলে পূর্ণকর | তাদের সাথে | চুক্তি | তাদের | পর্যন্ত | তাদের মেয়াদ | নিশ্চয়ই | আল্লাহ

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

ভালবাসেন | মুত্তাকীদেরকে | অতঃপর যখন | অতিবাহিত হয় | মাসসমূহ | হারাম | তোমরা তখন হত্যাকর

الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْ

মুশরিকদেরকে | যেখানে | তোমরাপাও | তাদেরকে | ও | তোমরাধর | তাদেরকে | ও | তোমরা ঘেরাও কর

هُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ

তাদেরকে | এবং | তোমরা বস | তাদের জন্য | প্রত্যেক | ঘাটিতে

এবং তার রসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা কর, তহলে তা তোমাদের জন্যই ভাল। আর যারা বিমুখ হও, তারা খুবভাল করে বুঝেনাওঃ তোমরা আল্লাহকে দূর্বল করতে অক্ষম। আর হে নবী, অমান্যকারীদের কঠিন আযাবের সুসংবাদ শুনাও। ৪. সেসব মুশরিক ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, পরে তারা সে চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের সাথে একবিন্দু ত্রুটি করেনি। আর না তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেছে। এই ধরনের লোকদের সাথে তোমরা চুক্তির-মীয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করে যাও। কেননা আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। ৫. অতএব হারাম মাস[৪] যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও; এবং তাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য শক্ত হয়ে বস।

৪. এখানে 'হারাম মাস' বলতে সেই চার মাসকে বুঝাচ্ছে মোশরেকদের যার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এই অবকাশের সময়-কালের মধ্যে মোশরেকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে বৈধ ছিলনা। এজন্য এই মাসগুলিকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا
অতঃপর যদি তারা তওবাকরে ও তারা প্রতিষ্ঠাকরে নামাজ ও তারা দেয় যাকাত তোমরা তবে ছেড়েদাও

سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ
তাদের রাস্তা নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান এবং যদি কেউ মধ্যহতে

الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ
মুশরিকদের তোমার আশ্রয় চায় তাকে তবে আশ্রয় দাও যতক্ষণ না সে শুনে বাণী আল্লাহর এরপর

اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝ كَيْفَ
তাকেপৌছাও তার নিরাপদস্থানে এটা এজন্যে যে তারা (এমন) লোক না তারা জানে কেমনকরে

يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ
(বহাল) থাকবে মুশরিকদের জন্যে চুক্তি কাছে আল্লাহর ও কাছে তাঁর রসূলের

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا
এছাড়া যাদের (সাথে) তোমরা চুক্তিকরেছ কাছে মসজিদে হারামের তাই যতক্ষণ

اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝
তারা সোজাথাকে তোমাদের জন্যে অতঃপর তোমরাও সোজাথাক তাদের জন্যে নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন মুত্তাকীদের

অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে তাদের পথ ছেড়ে দাও[৫]। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। ৬. আর মুশরিকদের মধ্যহতে কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় (আল্লাহর কালাম শুনার উদ্দেশ্যে) তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। পরে তাকে তার আশ্রয়স্থলে পৌছে দাও। এটা এ জন্যে করা উচিৎ যে এই লোকেরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানেনা। **রুকু-০২** ৭. এই মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট কোন চুক্তি কি করে হতে পারে- সেই লোকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের নিকট সন্ধিচুক্তি করেছিলে[৬]? অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সঠিক ব্যবহার করবে, তোমরাও ততক্ষণ তাদের ব্যাপারে সঠিক পথে থাকবে, কেননা আল্লাহতা'আলা মুত্তাকী লোকদের পছন্দ করেন।

৫. অর্থাৎ কেবলমাত্র কুফর ও শেরক থেকে তওবা করে নিলেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে না বরং তাদের নামায প্রতিষ্ঠা করতে ও যাকাত দান করতে হবে। নচেৎ তারা যে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ কথা মেনে নেয়া যাবে না। ৬. অর্থাৎ বনী-কেনানাহ, বনী-খোযাআহ্ এবং বনী-যামরাহ।

৮. কিন্তু তাদের ছাড়া অপরাপর মুশরিকদের সাথে কোন চুক্তি কিরূপে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা এই যে, তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তখন তারা না তোমাদের ব্যাপারে কোন নিকটাত্মীয়তার খেয়াল রাখে আর না - কোন প্রতিশ্রুতির দায়িত্বের কথা মনে করে? তারা নিজেদের মুখদিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের দিল তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক। ৯. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যই গ্রহণ করেছে, তার পর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে; খুব খারাব কাজই এরা করে আসছে। ১০. কোন ঈমানদার ব্যক্তির ব্যাপারে এরা না নিকটাত্মীয়তার কোন খেয়াল করে আর না কোন চুক্তির দায়িত্ব পালন করে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সব সময় তাদের পক্ষ হতেই হয়েছে। ১১. অতএব এখন যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়,তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই[৭]। জ্ঞান-সম্পন্ন লোকদের জন্য আমরা আইন-কানুন স্পষ্ট করে বলেদিতেছি।

৭. অর্থাৎ নামায ও যাকাত ছাড়া শুধু তওবা করে নিলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই বলে গন্য হবে না। অবশ্যই যদি তারা এ শর্ত পূর্ণ করে, তবে তার ফল মাত্র এই হবে না যে তোমাদের পক্ষে তাদের প্রতি কোন আঘাত করা বা তাদের ধন-প্রাণের কোন ক্ষতি-সাধান করা হারাম হবে অধিকন্তু এর ফল এও হবে যে ইসলামী সমাজে তারা সম-অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইন গত দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সকল মুসলমানদের সমান বলে গণ্য হবে, কোন পার্থক্য ও বৈষম্য তাদের উন্নতির পথে বাধা হবে না।

১২. আর যদি প্রতিশ্রুতি দানের পর তারা নিজেদের শপথকে ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীনের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে, তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কেননা তাদের কসমের কোন বিশ্বাস নেই। সম্ভবতঃ (আবার তরবারীর আঘাতের ভয়েই) তারা বিরত হবে[৮]। ১৩. তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অংগীকার ভংগ করতেই থাকে এবং যারা রসূলকে (সঃ) দেশ হতে বহিস্কৃত করার সংকল্প করেছিল, আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিৎ। ১৪.. তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। এবং বহুসংখ্যক মু'মিনের দিলকে ঠান্ডা ও শীতল করবেন।

৮. এখানে অঙ্গীকার করা ও শপথ করার অর্থ হচ্ছে মুসলমান হবার অঙ্গীকার করা ও ইসলামের আনুগত্যের শপথ করা। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হবার পর পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। এই আদেশ অনুযায়ীই হযরত আবু বকর (রা) মোরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى

(তাদের) আল্লাহ ক্ষমা পরায়ণ ও তাদের ক্ষোভ দূর করবেন এবং
প্রতি হবেন অন্তরসমূহের (জ্বালা) তিনি

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ

যে তোমরা কি? সুবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ আল্লাহ এবং তিনি যাদেরকে
মনেকরেছ ইচ্ছেকরবেন

تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ

ও তোমাদের প্রানান্তকর চেষ্টা (তাদেরকে) আল্লাহ দেখেন নাই অথচ তোমাদের ছেড়ে
মধ্যে করে(তারপথে) কারা (এখন পর্যন্ত) দেয়া হবে

لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ

ঈমানদার - না ও তাঁর রসূল না ও আল্লাহ ব্যতীত তারা গ্রহণকরেনি
দেরকে (অন্যকাউকে)

وَلِيْجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ

ع ১০

হতে পারে না তোমরা কাজকরছ ঐবিষয়ে খুব জানেন আল্লাহ এবং বন্ধু হিসেবে
(এমন) যা

لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى

উপর (কারণ) তারা আল্লাহর মসদিজ রক্ষণাবেক্ষণ যে মুশরিকদের জন্যে
সাক্ষ্য দিচ্ছে সমূহের করবে তারা

اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَ فِي

মধ্যে এবং তাদের আমল নষ্ট ঐসব কুফরীর তাদের
হয়েছে লোকের নিজেদের

النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

চিরস্থায়ী হবে তারা জাহান্নামের

১৫. তাদের দিলের জ্বালা নিভিয়ে দিবেন এবং যাকে চাইবেন তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন[৯]। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। ১৬. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এমনিই তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কোন্ লোকেরা (তাঁর পথে) প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনা করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিন লোকদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। **রুকু**-৩ ১৭. মুশরিকদের কাজ এ নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক হবে এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সব আমলই তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আর জাহান্নামে তাদের চিরকালই থাকতে হবে।

৯. মুসলমানরা ভয় করছিল যে, এ ঘোষণা হলেই আরবের সকল দিক থেকে আগুণ জ্বলে উঠবে, এবং আমরা মস্ত বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ব। আল্লাহতা'আলা এই আয়াত দিয়ে সান্তনা দান করেছেন যে তোমাদের এ অনুমান ভুল–ফল এর বিপরীতই হবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

মূলতঃ রক্ষণাবেক্ষণ করবে মসজিদ সমূহের আল্লাহর (সেই) যে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও দিবসের

الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ

আখেরাতের ও প্রতিষ্ঠা করে নামাজ ও আদায় করে যাকাত ও না ভয়করে (অন্যকাউকে)

إِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

ব্যতীত আল্লাহ আশাকরা যায় ঐসব লোক তারাই হবে অন্তর্ভূক্ত সঠিক পথ প্রাপ্তদের

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

তোমরা মনে করেছ কি পানি পান করান হাজীদের ও রক্ষণাবেক্ষণ করা মসজিদে হারামের তার সমান যে

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও দিবসের আখেরাতের ও প্রাণান্তকর চেষ্টা করে পথে আল্লাহর

لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

নয় তারা সমান নিকট আল্লাহর এবং আল্লাহ না সঠিক পথ দেখান লোকদের

الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا

(যারা) যালেম যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে ও প্রানান্তকর চেষ্টা করেছে

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ

পথে আল্লাহর তাদের মালদিয়ে ও তাদের জানসমূহ (দিয়ে)

১৮. আল্লাহর মসজিদের আবাদকারী (সংরক্ষক ও খাদিম) তো সেই লোকেরাই হতে পারে, যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদের সম্পর্কেই এই আশা করা যায় যে, তারা সঠিক-সোজা পথে চলবে। ১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম'-এর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং যে প্রাণান্ত করল আল্লাহরই পথে[১০]? আল্লাহর নিকট তো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সামন নয়। আর আল্লাহ যালেমদের কখনই পথ দেখান না। ২০. যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে,

১০. এই নির্দেশ দিয়ে এই ফায়সালা দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধান মুশরিকাদের হাতে আর থাকতে পারে না। মুশরিক কোরাইশরা খেদমত করে আসার অধিকারে বায়তুল্লাহর মোতাওয়ালী থাকার হকদার হতে পারে না।

তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে; আর তারাই সফলকাম ২১. তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যাস্ত রয়েছে। ২২. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তাদের কাজের বিরাট পুরস্কার রয়েছে। ২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে লোকেই এই ধরণের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সেই যালেম হবে। ২৪. হে নবী, বলে দাও যে, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-মাল যা তোমরা উপর্জন করেছ,

সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর- তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তা হলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ্ তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না। রুকু-০৪ ২৫. আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই সেদিন হুনায়ন যুদ্ধের দিন (আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও হস্ত ধারণের ব্যাপারটি তোমরা দেখতে পেয়েছ[১১])। সেদিন তোমাদের সংখ্যা-বিপুলতা তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন তার অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে গেলে।

১১. এই আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ১২/১৩ মাস পূর্বে ৮ম হিজরীর শওয়াল্ মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী হুনায়ন উপত্যকায় হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে ফৌজ ছিল ১২,০০০। কিন্তু অপরপক্ষে কাফেরদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাযেরা মুসলমানদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের সৈন্যদল শোচণীয় ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটেছিল। সে সময় মাত্র নবী করীম (সঃ) ও কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহাবার কদম আপন আপন জায়গায় অটল ছিল। এবং তাদেরই অবিচলতার ফলেই সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা দ্বিতীয়বার স্থাপিত হতে পেরেছিল এবং শেষে বিজয় মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। অন্যথায় মক্কা বিজয়ে যা কিছু লাভ করা গিয়েছিল হুনায়নে তার থেকে অনেক বেশী হারাতে হত।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

ঈমানদারদের উপর ও তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি আল্লাহ অবতীর্ণ এরপর
রসূলের করলেন

وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ

কুফরী (তাদেরকে) আযাব ও তা তোমরা (এমন) অবতীর্ণ ও
করেছিল যারা দিলেন দেখতে পাওনি বাহিনী করলেন

وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ

পরেও আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ অতঃপর কাফেরদের কর্মফল এটা ও
হলেন (ছিল)

ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾ يٰۤاَيُّهَا

ওহে মেহেরবান ক্ষমাশীল আল্লাহ এবং তিনি ইচ্ছে যাকে (তার) এর
করেন প্রতি

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ

মসজিদে তারা নিকটবর্তী অতএব নাপাক মুশরিকরা মূলতঃ ঈমান যারা
হবে না এনেছ

الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ

শীঘ্রই তবে দারিদ্রের তোমরা যদি এবং এই তাদের পরে হারামের
ভয়কর বছরের

يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

মহাবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ আল্লাহ নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছে যদি তাঁর অনুগ্রহে আল্লাহ তোমাদের অভাব
করেন মুক্ত করবেন

২৬. অতঃপর আল্লাহ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রসূল ও ঈমানদার লোকদের উপর বর্ষণ করলেন, আর সেই বাহিনীও পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর সত্যের অস্বীকার কারীদের তিনি শাস্তি দান করলেন, কেননা, সত্যের বিরোধীদের এই হচ্ছে প্রতিফল। ২৭. তার পর (তোমরা এও দেখতে পেয়েছ যে এই ভাবে শাস্তিদানের পর) আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন।[১২] আর আল্লাহই বড় ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। ২৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বছরের পরে তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটেও না আসতে পারে[১৩]। তোমাদের যদি অভাব-অনটনের ভয় হয়, তাহলে এ অসম্ভব নয় যে আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দেবেন। আল্লাহ বস্তুতঃই সর্বজ্ঞ ও অতুলনীয় জ্ঞানী।

১২. এখানে এই বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে হুনায়নের যুদ্ধে যে কাফেররা পরাজিত হয়েছিল তারা সকলে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ১৩. অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তাদের হজ্জ ও তাদের যিয়ারতই মাত্র বন্ধ থাকবে না বরং মসজিদে হারামের সীমার মধ্যে তাদের প্রবেশও নিষিদ্ধ হবে।

২৯. যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান আনেনা। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করেনা, এবং সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না। (তাদের সাথে লড়াই করতে থাক) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়[১৪]। রুকু-৫ ৩০. ইয়াহুদীরা বলে যে, উজাইর আল্লাহর পুত্র। আর ঈসায়ীরা বলে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অমূলক কথা যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সেই লোকদের দেখা দেখি, যারা তাদের পূর্বে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছিল। আল্লাহর মার হোক এদের উপর, এদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

১৪. অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা ঈমান আনবে ও সত্য-দ্বীনের অনুসারী হয়ে যাবে বরং তাদের শাসন-কতৃত্ব লুপ্ত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা যেন যমীনের উপর শাসন ও আদেশদাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না থাকে বরং পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থার রশি এবং কতৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দ্বীনে-হকের অনুসারীদের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং আহলি-কিতাবগণ তাদের অনুগত ও অধিনস্ত হয়ে অবস্থান করবে। এর পর যার ইচ্ছা হবে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করবে; নতুবা জিযিয়া দিতে থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মীদের যে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ দান করা হয় জিযিয়া হচ্ছে তার বিনিময়। এ ছাড়া জিযিয়া তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকৃতির নিদর্শনও বটে।

৩১. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে[১৫]। আর এই ভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই আল্লাহ যার ছাড়া অপর কেউ বন্দেগী পাবার অধিকারী নন। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরেকী কথাবার্তা হতে, যা তারা বলে। ৩২. এই লোকেরা চায় যে, আল্লাহর আলো-কে তারা নিজেদের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো-কে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফের লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন! ৩৩. তিনি আল্লাহই, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে অপর সব দ্বীনের উপরই জয়ী করে দেন[১৬] মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপারই হোক না কেন।

১৫. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছেঃ আদি-বিন হাতিম যিনি প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন, যখন রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এই আয়াতে নিজেদের আলেম ও দরবেশদের রব বানিয়ে নেয়ার যে দোষারোপ আমাদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বলেন এটা কি সত্য নয় যে- যা কিছু তারা হারাম বলে, তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নাও, ও যা কিছু তারা হালাল বলে সেগুলোকেও তোমরা হালাল বলে গন্য কর। তিনি নিবেদন করলেন, হ্যাঁ- এরূপ তো অবশ্য আমরা করে থাকি। নবী (সঃ) এরশাদ করলেন- বাস্ এরই অর্থ তাদেরকে রব বলে মান্য করা। তারা প্রকৃত পক্ষে স্বকল্পনার রুবুবিয়াতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়, এবং যারা তাদের এই শরীয়ত-রচনার অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে তারা তাদেরকে নিজেদের রব বানায়।

(অপর পাতায় দেখুন)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ

ওহে যারা ঈমান এনেছ নিশ্চয়ই অধিকাংশ মধ্যহতে (আহলে কিতাব) আলেমদের ও দরবেশদের (অবস্থা এই যে)

لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

অবশ্যই তারা খায় ধনমাল জনগণের বাতিল পন্থায় ও তারা বাধাদেয় হতে পথ

اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا

আল্লাহর এবং যারা জমাকরে রাখে সোনা ও রূপা এবং না তা তারা খরচ করে

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى

পথে আল্লাহর তাদেরকে তাই সুসংবাদ দাও আযাবের অতি কষ্টদায়ক একদিন (অবশ্যই আসবে) (যখন) গরম করা হবে

عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ

তারউপর মধ্যে আগুনের জাহান্নামের অতঃপর দাগ দেয়া হবে তা দিয়ে তাদের কপালে ও তাদের পার্শ্ব-সমূহে

وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا

ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (বলা হবে) এই যা তোমরা জমা করতে তোমাদের নিজেদের জন্যে তোমরা এখন স্বাদ নাও

مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

যা তোমরা জমা করেতেছিলে

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, এই আহলি-কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকেদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করেনা। ৩৫. একদিন অবশ্যই হবে, যখন এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে তা দিয়ে সেই লোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে- এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। নাও এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

১৬. আরবী ভাষায় দ্বীন বলা হয়- সেই জীবন-ব্যবস্থা বা জীবন-পদ্ধতিকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ বা আনুগত্যের হকদার হিসেবে কার্যতঃ মান্য করা হয়। মোট কথা, এই আয়াতে রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে- তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও 'দ্বীনে-হক' নিয়ে এসেছেন তাকে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পন্ন সকল প্রকার ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উপর জয়ী করতে হবে। রসূলের উত্থান কখনো এই উদ্দেশ্যে হতে পারে না যে, তাঁর আনীত জীবন-ব্যবস্থা অপর কোন জীবন-ব্যবস্থার অনুগত ও তার অধিনস্থ হয়ে বা তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহ-সুবিধা বা অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত হয়ে থাকবে; বরং তা যমীন ও আসমানের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে আসে এবং স্বীয় বাদশাহর 'সত্য-ব্যবস্থাকে বিজয়ী রূপে দেখতে চায়।যদি অন্যকোন জীবন-ব্যবস্থা পৃথিবীতে থাকে বা, তবে তাকে খোদায়ী ব্যবস্থায়' প্রদত্ত অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করতে হবে- যেমন জিযিয়া দেওয়ার বিনিময়ে জিম্মীদের জীবন-ব্যবস্থা থাকে। এ হতে পারেনা যে কাফেররা আধিপত্যশীল থাকবে ও সত্য-কর্মের অনুসারীরা 'জিম্মী'রূপে অবস্থান করবে।

নিশ্চয়ই সংখ্যা মাসগুলোর কাছে আল্লাহর বারো মাস বিধানে

আল্লাহর (তখনহতে) যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান সমূহ ও যমীন তার মধ্যে চার (মাস) হারাম

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

এটাই বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত সুতরাং না তোমরা জুলুম করো তার মধ্যে তোমাদের নিজেদের উপর

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ

এবং তোমরা যুদ্ধকর মুশরিকদের (সাথে) একত্রে যেমন তোমাদের সাথে তারা যুদ্ধ করে একত্রে এবং

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ

তোমরা জেনে-রাখ যে আল্লাহ সাথে (আছেন) মুত্তাকী'দের প্রকৃত পক্ষে নাসী (অর্থাৎ হারাম মাসের পরিবর্তন) (আরও) বাড়াবাড়ী

فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَ

উপর কুফরীর পথভ্রষ্ট করাহয় তাদিয়ে (তাদেরকে) যারা কুফরী করেছে তা হালাল করে তারা একবছর আবার (প্রয়োজনে)

يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا

তাই হারাম করে তারা (অন্য) এক বছর পুরা করার জন্যে সংখ্যা যা হারাম করেছেন আল্লাহ তারা এভাবে হালাল করে যা

حَرَّمَ اللَّهُ ۚ

হারাম করেছেন আল্লাহ

৩৬. প্রকৃত কথা এই যে, যখন হতে আল্লাহতা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতেই মাসগুলির সংখ্যা মাত্র বারো। তার মধ্যে চারটি মাস হারাম [১৭]। এটাই নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব এই চার মাসে নিজেদের উপর যুলুম করোনা। আর মুশরিকদের সাথে - সকলে মিলে লড়াই কর, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করছে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সংগেই রয়েছেন[১৮]। ৩৭. 'নাসী' (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম করণ) তো কুফরীর উপর আর একটি অতিরিক্ত কুফরীর কাজ, যাদিয়ে এই কাফের লোকদেরকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করা হয়। এক বৎসর একটি মাসকে হালাল করে নেয়, আবার কোন বছর তাকে হারাম বানিয়ে দেয়; যেন এভাবে আল্লাহর হারাম করা মাসগুলির সংখ্যাও পুরা হয়, আর আল্লাহর হারাম করা (মাস)) হালালও হয়ে যায়[১৯]।

১৭. চার 'হারাম' মাস বলতে বুঝায়ঃ হজ্জের জন্য যিলকা'দ, যিলহজ্জ, মহর্‌রম এবং ওমরার জন্য রজব। ১৮. অর্থাৎ মোশরেকেরা যদি এই মাসগুলিতেও লড়াই থেকে বিরত না হয়, তবে যেভাবে তারা একতাবদ্ধ হয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরাও সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াত এই আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে। ১৯. আরবের 'নাসী' দুই প্রকারের ছিল- এক প্রকার হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহ,

(অপর পাতায় দেখুন)

আসলে তাদের খারাব কাজগুলিকে তাদের জন্যে খুবই চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের কখনও হেদায়াত দান করেন না। ৩৮. হে[২০] ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে বের হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা যমীনের উপর বোঝায় নুয়ে পড়ছ? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছ? এই যদি হয়ে থাকে, তা হলে তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম পরকালে খুব সামান্যই বোধ হবে। ৩৯. তোমরা যদি যুদ্ধ-যাত্রা না কর, তাহলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন লোকসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার।

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোন 'হারাম' মাসকে 'হালাল' গন্য করা হতো এবং তার পরিবর্তে কোন 'হালাল' মাসকে হারাম করে নিয়ে মাসের সংখ্যা পূর্ণ করে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছেঃ চান্দ্র বছরকে সৌর বছরের অনুযায়ী করার জন্য তার মধ্যে তারা 'কাবীসা' নামে এক মাস বৃদ্ধি করতো যেন হজ্জ সকল সময় একই মৌসুমে পড়ে ও চান্দ্র বছর অনুযায়ী হজ্জের সকল মৌসুমে আবর্তিত হতে থাকলে যে অসুবিধা ও কাঠিন্য ভোগ করতে হয় তা থেকে বাঁচতে পারা যায়। এভাবে ৩৩ বছর যাবৎ হজ্জ তার সঠিক সময় অনুষ্ঠিত না হয়ে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হতে থাকতো এবং মাত্র ৩৪তম বছরে একবার হজ্জ তার যথা নির্দিষ্ট সময় যিলহজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত হতো। নবী করীম (সঃ) যে বছর বিদায় হজ্জ আদায় করেছিলেন সে বছর হজ্জ ঠিক তার যথা নির্দিষ্ট তারিখে পড়েছিল এবং সেই সময় থেকেই তা জারী আছে। ২০ এই আয়াত (৯রুকুর শেষ পর্যন্ত) তাবুকের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪০. তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে সেজন্য কোনই পরোয়া নেই। আল্লাহ সেই সময় তার সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন সে মাত্র দু'জনের দ্বিতীয় ছিল। যখন তারা দু'জন গুহায় অবস্থিত ছিল তখন সে তার সংগীকে বলেছিলঃ চিন্তা-ভাবনা করোনা, আল্লাহ আমাদের সংগে রয়েছেন[২১]। তখন আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সাহায্যে করলেন এমন সব সৈন্যবাহিনী দিয়ে, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হত না, এবং কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথা তো সর্বোচ্চই। আল্লাহ হলেন বড় শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ বিবেচক। ৪১. তোমরা বের হয়ে পড়— হালকাভাবে কিংবা ভারী-ভারাক্রান্ত হয়ে। আর জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সংগে নিয়ে; এ তোমাদের জন্য কল্যাণময়- যদি তোমরা জান।

২১. এখানে সেই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যখন মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং হত্যার জন্যে যে রাতটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ঠিক সেই রাতেই মক্কা থেকে বর্হিগত হয়ে সওর গুহার তিন দিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার পর মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। সেই সময় গুহায় মাত্র একা হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সংগে ছিলেন।

৪২. হে নবী, ফায়দা যদি সহজলভ্য হত ও বিদেশ-যাত্রা হত সুগম-স্বচ্ছন্দ তবে তারা অবশ্যই তোমার পিছনে চলতে প্রস্তুত হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই পথতো বড়ই কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে[২২]। এখন তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা যদি চলতেই পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যেতাম। আসলে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন যে তারা মিথ্যাবাদী। রুকু-৭ ৪৩. হে নবী আল্লাহ তোমাকে মাফ করেদেন, তুমি কেন এই লোকদের অবসর দিলে? (তোমার নিজের পক্ষ হতে অবসর না-দেওয়াই উচিৎ ছিল) তা হলে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যেত যে কোন লোকেরা সত্যবাদী; আর মিথ্যাবাদীদেরকেও তুমি জানতে পারতে। ৪৪. যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনই তোমার নিকট আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জেহাদ করার দায়িত্ব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভাল করেই জানেন।

২২. মোকাবিলা ছিল রোমের মত প্রধান শক্তির সংগে, 'সময় ছিল প্রচন্ড গ্রীষ্মের', দেশ ছিল দূর্ভিক্ষের কবলে, ও নতুন বাৎসরিক ফসল কাটার সময় ছিল আসন্ন- আর এই ফসলের আশা নিয়ে তারা দিন গুণছিল- এই অবস্থায় তাবুক যাত্রা তাদের পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হচ্ছিল।

৪৫. এরূপে কোন আবেদন কেবল তারাই করে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার নয়, যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে, আর তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে ইতস্ততঃ করছে। ৪৬.তাদের বের হবার ইচ্ছা যদি সত্যই থাকত, তবে তারা সেজন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াই আল্লাহর পছন্দ ছিলনা। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে বিরত রাখলেন। এবং বলা হল যে, বসে থাক বসে-থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে। ৪৭. তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ক্রটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিত না; তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করত। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা বিশেষ লক্ষ্য সহকারে শুনার মত অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ এই যালেমদের খুব ভাল করে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتّٰى

নিশ্চয়ই তারা চেয়েছিল ফেতনা (সৃষ্টিকরতে) পূর্বেও এবং তোমার জন্যে উল্টাপাল্টা করেছে কাজ-কর্ম যতক্ষণ না

جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُونَ ﴿٤٨﴾

এসেছে হক ও বিজয়ী হয়েছে নির্দেশ আল্লাহর এবং তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَ لَا تَفْتِنِّي ۗ أَلَا فِي

এবং তাদের মধ্যে (এমনও আছে) যারা বলে আমাকে অব্যাহতি দিন এবং না আমাকে ফেতনায় ফেলবেন সাবধান (শুনে রাখ) মধ্যে

الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾

ফেতনার তারা পড়েছে এবং নিশ্চয়ই জাহান্নাম অবশ্যই ঘিরে রেখেছে কাফেরদেরকে

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ

যদি তোমার পৌছে কোন কল্যাণ তাদের খারাপ লাগে এবং যদি তোমরা পৌছে কোন মুসিবত

يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا

তারা বলে আমরা (সামলে) নিয়েছি আমাদের কাজ পূর্বেই ও তারা ফিরে যায়

وَّ هُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

এ অবস্থায় তারা খুশী হয়ে যায়

৪৮. এর পূর্বেও এরা ফেতনা সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টা করেছে। এবং তোমাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা সকল রকমের চেষ্টা-যত্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। এ সত্ত্বেও তাদের মর্যীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সত্য আসলো আর আল্লাহর কাজ সম্পন্ন হল। ৪৯. তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলেঃ "আমাকে অবসর দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখ, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে রয়েছে। আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। ৫০. তোমাদের ভালো হলে তাদের দুঃখ হয়, আর তোমাদের উপর কোন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসলে এরা মুখ ফিরিয়ে খুশীর সাথে প্রত্যাবর্তন করে। আর বলতে থাকে ভালোই হল, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপারটি ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ

বল | কক্ষণ না | আমাদের পৌঁছুবে | এছাড়া | যা | নির্ধারিত করেছেন | আল্লাহ | আমাদের জন্যে | তিনিই

مَوْلٰىنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ

আমাদের মনীব | এবং | উপর | আল্লাহরই | ভরষা করা উচিৎ | মু'মিনদের | বল

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَ نَحْنُ

কি | তোমরা অপেক্ষা করছ | আমাদের জন্যে | এছাড়া | একটি | দুই কল্যাণের (অর্থাৎ শাহাদত বা বিজয়) | এবং | আমরা

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ

অপেক্ষা করছি | তোমাদের জন্য | যে | তোমাদের পৌঁছাবেন | আল্লাহ | আযাব | হতে | তার নিজের নিকট

اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

অথবা | আমাদের হাতদিয়ে (শাস্তি দিবেন) | তোমরা তাই অপেক্ষা কর | নিশ্চয়ইআমরা | তোমাদের সাথে | অপেক্ষাকারী

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ

বল | তোমরা খরচ কর | ইচ্ছায় | অথবা | অনিচ্ছায় | কক্ষণ না | কবুল করা হবে (তা) | তোমাদের হতে | নিশ্চয়ই তোমরা

كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

হলে | সম্প্রদায় | ফাসেক

---

৫১. তাদেরকে বলঃ "(ভালো কিংবা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না, হয় শুধু তাই যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের মনীব ও মুরুব্বী এবং আশ্রয়। আর ঈমানদার লোকদের তাঁরই উপর ভরসা করা উচিৎ"। ৫২. তাদেরকে বলঃ "তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষা করছ, তা দুইটি ভালোর মধ্যে একটি ছাড়া আর কি[২৩]! আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছি, তা এই যে, আল্লাহ নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন নাকি আমাদেরই হাতে শাস্তি দিবেন? যাই হোক, এখন তোমারাও অপেক্ষা কর, আর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।" ৫৩. তাদের বলঃ তোমরা নিজেদের ধন-মাল মনের ইচ্ছা ও আগ্রহের সাথে খরচ কর, কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, যাই হোক- তা কবুল করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছ ফাসেক লোক।

---

২৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে শাহাদত অথবা ইসলামের বিজয়।

وَ مَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ

এবং | না | তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে | কবুল করতে | তাদের থেকে | তাদের অর্থ সাহায্য | এছাড়া (অন্য কোন কারণে) | যে | তারা

كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَ لَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَ

অবিশ্বাস করেছে | আল্লাহর উপর | ও | তাঁর রসূলের উপর | এবং | না | তারা আসে | নামাজে | ব্যতীত | এ অবস্থা যে

هُمْ كُسَالٰى وَ لَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

তারা | শৈথিল্যভাবে (আসে) | এবং | না | তারা খরচ করে | ব্যতীত | এ অবস্থায় যে | তারা | অসন্তোষ প্রকাশকরে

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ

অতএব না | তোমাকেবিস্মিত করে (যেন) | তাদের মালসমূহ | ও | না | তাদের সন্তান-সন্ততি | প্রকৃত পক্ষে | চান | আল্লাহ

لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ

তাদের আযাব দিতে | তা দিয়ে | মধ্যে | জীবনে | দুনিয়ার | ও | চলেযায় | তাদের জান

وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۭ وَ

এ অবস্থায় | তারা | কাফের | এবং | তারা হলফ করে বলে | আল্লাহর (নামে) | নিশ্চয়ই তারা | তোমাদের অন্তর্ভূক্তই | কিন্তু

مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

না | তারা | তোমাদের অন্তর্ভূক্ত | কিন্তু | তারা | (এমন) লোক | (যারা) ভয়করে

৫৪. তাদের দেওয়া ধন-মাল কবুল না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি কুফীর করেছে। তারা নামাযের জন্য আসে বটে কিন্তু আসে অবসাদগ্রস্থ অবস্থায়; আর আল্লাহর পথে তারা ধন-মাল ব্যয় করে বটে কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছায়। ৫৫. তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সংখ্যার বিপুলতা দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়োনা, আল্লাহ তো এসব জিনিসের সাহায্যে তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনের আযাবে নিমজ্জিত করতে চান।এরা যদি জানও কোরবান করে, তবে তা করবে সত্যকে অস্বীকার করা অবস্থায়। ৫৬. তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যেঃ আমরা তো তোমাদেরই মধ্যের লোক। অথচ তারা কক্ষণই তোমাদের মধ্যের লোক নয়। আসলে তারা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত লোক।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ

যদি তারা পেত আশ্রয়স্থল অথবা গুহা অথবা ঢুকে বসার জায়গা অবশ্যই ফিরে যেত সেদিকে

وَ هُمْ يَجْمَحُوْنَ ۞ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ

এ অবস্থায় তারা দ্রুত ছুটে যেত এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাকে দোষারোপ করে ব্যাপারে সদকা (বন্টনের)

فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَ اِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا

কিন্তু যদি তাদের দেয়া হয় তা থেকে (কিছু) তারা খুশী হয় আর যদি না তাদের দেয়াহয় তা হতে (কিছুই) তখন

هُمْ يَسْخَطُوْنَ ۞ وَ لَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَ

তারা অসন্তোষ হয়েযায় এবং যদি তারা খুশীহত যা তাদের দিয়েছেন আল্লাহ এবং

رَسُوْلُهٗ ۙ وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ

তাঁর রসূল এবং (উত্তম হতো যদি) তারা বলত আমাদের জন্যে যথেষ্ট আল্লাহই আমাদের দেবেন শীঘ্রই আল্লাহ হতে

فَضْلِهٖ وَ رَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۞ اِنَّمَا

তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর রসূল নিশ্চয়ই আমরা প্রতি আল্লাহরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি প্রকৃত পক্ষে

الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

সদকা ফকীরদের জন্য ও মিসকীনদের ও কর্মচারীদের (জন্যে) তার উপর ও আকৃষ্ট করতে (দ্বিনের প্রতি) তাদের অন্তর

৫৭. তারা আশ্রয় নেবার মত কোন স্থান যদি পায়, কিংবা কোন গুহা অথবা ঢুকে বসার মত কোন জায়গা, তাহলে তারা সেখানে দ্রুদ ছুটে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। ৫৮. হে নবী, এদের কোন কোন লোক সদকা [২৪] বন্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি নানা প্রশ্ন করে, আপত্তি জানায়। এ মাল-সম্পদ হতে তাদেরকে কিছু দেয়া হলে তারা খুবই খুশী হয়ে যায়, আর দেয়া না হলে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। ৫৯. কতই না ভাল হত, যদি আল্লাহ ও রসূল তাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলেন তা পেয়েই তারা খুশী থাকত এবং বলতঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরো অনেক কিছু দিবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন; আমরা আল্লাহর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছি। **রুকু-৮** ৬০. এই সদকা সমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকীনদের [২৫] জন্য আর তাদের জন্য যারা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হল উদ্দেশ্য [২৬]।

২৪. অর্থাৎ যাকাতের মাল। ২৫. 'ফকীর' অর্থ যে ব্যক্তি নিজের জীবিকার জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী; মিসকীন অর্থ সেই সব লোক যারা সাধারণ অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকতর দূরবস্থা সম্পন্ন। ২৬. 'তালিফে কুলুব'-এর অর্থ অন্তর আকর্ষণ করা। এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ যারা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর যদি অর্থ দিয়ে তাদের শত্রুতাপূর্ণ উদ্দীপনা স্তিমিত করা যায়, কিংবা যদি কাফেরদের দলে এরূপ লোক থাকে যাদের অর্থ দান করলে তারা কাফেরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পরে কিম্বা যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে ও তাদের দূর্বলতা দেখে আশংকা হয়,

. অপর পাতায় দেখুন

وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ

এবং গলদেশের মুক্তিদানের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দাস মুক্তির) ও ঋণগ্রস্থদের (সাহায্যে) ও পথে আল্লাহর (অর্থাৎ জিহাদে) ও

ابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۖ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

(জন্যে) পথিকের (পথে বিপদগ্রস্থ হলে) নির্ধারিত হতে আল্লাহর এবং আল্লাহ সবকিছুই জানেন মহাবিজ্ঞ

وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۖ قُلْ

এবং তাদের মধ্যে যারা কষ্টদেয় নবীকে এবং তারা বলে সে কান (কথা শুনে) বল

اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

কান (কথা শুনা) উত্তম তোমাদের জন্যে সে ঈমান রাখে আল্লাহর উপর ও বিশ্বাস করে মু'মিনদেরকে

وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۖ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ

ও রহমত (তাদের) জন্যে যারা ঈমান এনেছে তোমাদের মধ্যে এবং যারা কষ্টদেয়

رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

রসূলকে আল্লাহর তাদের জন্যে (রয়েছে) আযাব যন্ত্রণাদায়ক

সেই সংগে গলদেশের মুক্তিদানে[২৭] ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে[২৮] ও পথিক-মুসাফিদের কল্যাণে[২৯] ব্যয় করার জন্য; এ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। ৬১. এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা বার্তা দিয়ে নবীকে কষ্টদেয় এবং বলে যে এই ব্যক্তি বড় কান-কথা শুনে। বলঃ তিনি তো তোমাদেরই ভালোর জন্য এরূপ করেন। আল্লাহর প্রতি তিনি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদার লোকদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তাদের জন্য রহমতের পূর্ণ প্রতীক যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য অতি পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

যদি অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করা না হয় তবে আবার তারা কুফরীতে ফিরে যাবে- এরূপ লোকদের স্থায়ী বৃত্তি বা সাময়িক দান ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে ইসলামের সমর্থক ও সহায়ক বা অনুগত বা কমপক্ষে তাদের থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে এরূপ নিষ্ক্রিয় শত্রুতে পরিণত করা। ২৭. গরদান মুক্ত করা অর্থাৎ দাসকে মুক্ত করা। ২৮. 'আল্লাহর পথে' কথাটি ব্যাপক। এর দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এরূপ সকল প্রকার কাজকেই বুঝায়। আলেমদের একটি দল এই মত প্রকাশ করেছেন যে এই নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের মাল প্রত্যেক প্রকার সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু বিপুল সংখ্যাধিক্যের অভিমত হচ্ছে- এখানে 'আল্লাহর পথ'-এর অর্থ আল্লাহর জন্য জেহাদের পথে- অর্থাৎ সেই সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টা সংগ্রামের পথে যার উদ্দেশ্য কুফরী সমাজ-ব্যবস্থকে ধ্বংস করে তার স্থলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এই চেষ্টা-সংগ্রামে যারা রত তাদের সফর খরচ, যানবাহন ও অস্ত্র-শস্ত্র, আসবাবপত্র সংগ্রহরে জন্য যাকাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। তারা নিজেরা সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও নিজেদের প্রয়োজনের জন্য তাদের সাহায্যের আবশ্যক না হলেও। ২৯. মোসাফির নিজ গৃহে ধনী হলেও সফরের অবস্থায় যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে যাকাতের অংশ থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۚ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ

বেশী তাঁর ও আল্লাহ এবং তোমাদেরকে তোমাদের আল্লাহর কসমখায় তারা
হকদার রসূল খুশী করতে জন্য (নামে)

أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ

যে তারা না কি মু'মিন তারা যদি তাকে সন্তুষ্ট যে
জানে হয় করবে তারা

مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

জাহান্নামের আগুন তার জন্যে অতঃপর তাঁর রসূলের ও আল্লাহর মোকাবিলা যে
(রয়েছে) নিশ্চয়ই (সাথে) করে ব্যক্তি

خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ

মুনাফিকরা ভয় করে চরম লাঞ্চনা এটা তার সে চিরস্থায়ী
মধ্যে হবে

أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ

বল তাদের মধ্যে ঐ বিষয় তাদেরকে ব্যক্ত কোন তাদের নাযিল যে
অন্তরে আছে যা করে দেবে সূরা সম্পর্কে হবে

اسْتَهْزِئُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ

অবশ্য এবং তোমরা যা প্রকাশকারী আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমরা হাসি
যদি ভয় করছ তামাশা করছ

سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ

বল আমরা কৌতুক ও বিতর্ক করতেছিলাম আমরা প্রকৃত তারা তাদের
করতেছিলাম পক্ষে বলবেই প্রশ্ন কর

أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

তোমরা হাসি তামশা করতেছিলে তাঁর রসূলের ও তাঁর আয়াতের ও আল্লাহর সাথে কি
(সাথে) (সাথে)

৬২. তারা তোমাদের সামনে শপথ করে, যেন তোমাদেরকে খুশী করতে পারে। অথচ তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) এ জন্যে বেশী অধিকারী যে, তারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা-ভাবনা করবে। ৬৩. তারা কি জানেনা যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করে তার জন্য দোযখের আগুন রয়েছে। যাতে তারা চিরদিন থাকবে? আর এ বড়ই লাঞ্ছনার ব্যাপার। ৬৪. এই মুনাফিকরা ভয় পায় যে তাদের সম্পর্কে এমন কোন সূরা যেন নাযিল না হয়, - যা তাহাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে। হে নবী! তাদেরকে বলঃ "আচ্ছা খুব করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কর। আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন যার প্রকাশ হওয়াকে তোমরা ভয়কর। ৬৫. তাদের যদি জিজ্ঞাসা কর যে, "তোমরা কি ধরণের কথা বার্তা বলতেছিলে" তবে তারা সংগে সংগে বলে দেবে যেঃ আমরা তো হাসি-তামাসা ও মন মাতানোর কাজ করতেছিলাম মাত্র[৩০]। তাদেরকে বলঃ তোমাদের হাসি-তামাসা ও মন-মাতানো কথা-বার্তা কি আল্লাহ তাঁর আয়াত এবং তার রসূলের ব্যাপারেই ছিল?

৩০. তাবুক যুদ্ধের সময় মোনাফেকরা প্রায়ই নিজেদের মজলিসসমূহে বসে নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো, এবং যাদেরকে সরল মনে জেহাদের উদ্যোগী দেখতে পেতো নিজেদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ দিয়ে তাদের সাহসকে নিরুৎসাহ ও দমিত করতে চাইতো। বর্ণনাসমূহে ঐ সব (অপর পাতায় দেখুন)

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ

না | তোমরা ওজর পেশ করো | নিশ্চয়ই | তোমরা কুফরী করেছ | পরেও | তোমাদের ঈমান আনার | যদিও

نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۢ بِاَنَّهُمْ

মাফ করি আমরা | হতে | একদল (তার অপরাধ) | তোমাদের মধ্যকার | আমরা (তবে) আযাব দিব | (অপর) এক দলকে | কারণ | তারা

كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ م

হল | অপরাধ প্রবণলোক | মুনাফেক পুরুষ | ও | মুনাফেক নারী | তারা একে | অপরের (অনুরূপ)

يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ

তারা নির্দেশ দেয় | অন্যায় কাজের | ও | তারা নিষেধ করে | হতে | ন্যায় কাজ | ও | তারা বন্দ রাখে

اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ

তাদের হাত (ভাল কাজ হতে) | তারা ভুলে গেছে | আল্লাহকে | তাদেরকে তাই তিনি ভুলে গেলেন | নিশ্চয়ই | মুনাফিকরা | তারাই

الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ

ফাসেক | ওয়াদা করেছেন | আল্লাহ | মুনাফিক পুরুষদের (জন্যে) | ও | মুনাফিক নারীদের (জন্যে) | ও

الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ

কাফেরদের (জন্যে) | আগুন | জাহান্নামের | তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | তা | তাদের জন্যে যথেষ্ট

وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

ও | তাদের উপর লানত করেছেন | আল্লাহ | ও | তাদের জন্যে রয়েছে | আযাব | স্থায়ী

৬৬. এখন টাল-বাহানা করো না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ। আমরা যদি তোমাদের মধ্যে হতে একশ্রেণীর লোকদের ক্ষমা করে দিই তাহলে অন্যান্যদের তো আমরা অবশ্যই শাস্তি দান করব, কেননা তারা তো অপরাধী। **রুকু-৯** ৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গিয়েছেন। এই মুনাফিকরাই নিঃসন্দেহে ফাসেক। ৬৮. এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহতা'আলা দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন থাকবে; তাই তাদের উপযুক্ত। তাদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য স্থিতিশীল আযাব রয়েছে।

মোনাফেকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। উদারহরণ সরূপ- কয়েকজন মোনাফিক এক জায়গায় জোট বেঁধে বসে গালগল্পে আড্ডা দিচ্ছিল। একজন বললো, রোমকদের কি তোমরা আরবদের মত ভেবে রেখেছ? এই যে সব বীরপুরুষ যারা লড়তে হাযির হয়েছেন কালই দেখে নিও এরা সব রজ্জু দিয়ে বদ্ধ হয়ে আছে! দ্বিতীয়জন বললো, মজা হয় যদি উপর থেকে একশ করে বেত্রাঘাতের হুকুম হয়। অন্য এক মোনাফিক নবী করীমকে (সঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বড় তৎপর দেখে নিজের বন্ধু বান্ধাবদের কাছে মন্তব্য করলো, "দেখ হে, তিনি রোম ও সিরিয়া জয় করতে চলেছেন।"

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ
(তাদের) মত যারা | তোমাদের পূর্বে (ছিল) | তারা ছিল | প্রবলতর | তোমাদের চেয়ে | শক্তিতে | ও | অধিক

اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ
ধনমালে | ও | সন্তান-সন্ততিতে | তারা অতঃপর ফায়দা লুটেছে | তাদের অংশের | তোমরা এখন ফায়দা লুটছ | তোমাদের অংশের

كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ
যেমন | ফায়দা লুটেছে | যারা | তোমাদের পূর্বে (ছিল) | তাদের অংশের | ও | তোমরা বিতর্ক করেছ | যেমনটি

خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ
তারা বিতর্ক করেছে | ঐসব লোকের | নষ্ট হয়েছে | তাদের আমল | মধ্যে | দুনিয়ার | এবং

الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ
আখেরাতেও | এবং | ঐসব লোক | তারাই | ক্ষতিগ্রস্ত | তাদেরকাছে আসে নাই কি | খবর

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۬ۙ وَ
(তাদের) যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | (যেমন) জাতি | নূহের | ও | আদের | ও | সামুদের | ও

قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ
জাতি | ইব্রাহীমের | ও | অধিবাসী | মাদয়ানের | ও | উল্টা করে দেয়া জন-বসতির | তাদেরকাছে এসেছিল

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ
তাদের রসূলরা | সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ | অতঃপর নন | আল্লাহ (এমন যে) | তাদের উপর যুলুম করবেন | কিন্তু

كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾
তারা ছিল | তাদের নিজেদের উপর | যুলুম করত

৬৯. তোমাদের হাব-ভাব তাই যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিল। তারা বরং তোমাদের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী ও অধিক মাল-সন্তানের অধিকারী ছিল। এই কারণে তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের মজা লুটে নিয়েছে, তোমরাও নিজেদের ভাগের স্বাদ এমনিভাবেই লুটে নিয়েছ- যেমন তারা লুটেছিল। আর সেই ধরণের তর্ক-বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত হয়েছ যে ধরনের বিতর্কে তারা লিপ্ত হয়েছিল। অতএব তাদের পরিণাম এই হল যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল এবং তারাই এখন ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস কি এদের নিকট পৌঁছেনি? নূহের লোকজন, 'আদ, সামুদ', ইব্রাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর সেই সব বস্তি-জনপদ যা উল্টে ফেলা হয়েছে[৩১], তাদের রসূল তাদের নিকট স্পষ্ট-প্রকট নিদর্শন-সমূহ নিয়ে এসেছে, এ তো আল্লাহরই কাজ ছিলনা যে, তিনি তাদের উপর যুলম করবেন; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুমকারী হয়েছিল।

৩১. অর্থাৎ লূতের কওমের বস্তিগুলি যা উল্টে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م

এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী তারা একে বন্ধু অপরের

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ

তারা নির্দেশ দেয় ন্যায় কাজের ও তারা নিষেধ করে হতে অন্যায় কাজ ও প্রতিষ্ঠিত করে

الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ط

নামাজ ও তারা দেয় জাকাত ও তারা আনুগত্য করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের

اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

ঐসবলোক তাদের উপর শীঘ্রই অনুগ্রহ করবেন আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

ওয়াদা করেছেন আল্লাহ ঈমানদার পুরুষদের জন্যে ও ঈমানদার নারীদের (জন্যে) বাগ-বাগিচা প্রবাহিত হয় হতে

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً

তার নীম্নদেশ ঝর্ণা-ধারা তারা চিরস্থায়ী হবে তার মধ্যে ও (ওয়াদা) বসবাসস্থানের পবিত্র

فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ

মধ্যে জান্নাতের চিরস্থায়ী ও সন্তুষ্টি আল্লাহর সবচেয়ে বড় এটাই

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

সেই সাফল্য বিরাট

ع ٧ ١٥

৭১. মুমিন পুরুষ ও মুমিন মেয়েলোক এরা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। ৭২. এই মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগীচা দান করবেন যারা নিম্ন-দেশে ঝর্ণা-ধারা প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে- এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

রুকু-১০ ৭৩. হে নবী, [৩২] কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জেহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। ৭৪. এই লোকেরা আল্লার নামে শপথ করে বলে যে তারা সেই কথা বলে নি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সে কাফেরী কথা বলেছে[৩৩]। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে, আর তারা সে সব কাজ করার ইচ্ছা করেছিল যা তারা করতে পারেনি[৩৪]। তাদের এই সকল ক্রোধ কেবল এই কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচারণ হতে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভাল; অন্যথায় আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন - দুনিয়া এবং আখেরাতেও, আর পৃথিবীতে এরা নিজেদের কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

৩৩. এখানে যে কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সে বিষয়টি যে কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মত কোন তথ্য আমাদের কাছে পৌছেনি। অবশ্য বর্ণনায় এরূপ কতকগুলি কুফরীমূলক কথার উল্লেখ আছে যা মোনাফেকরা যে সময়ে বলেছিল। যথা একজন মোনাফেক এক মুসলিম তরুনের সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেছিল, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) যা কিছু পেশ করছে তা যদি সত্য হয় তবে আমরা গাধার থেকেও অধম। আর একটি বর্ণনায় আছেঃ তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী করী(সঃ) এর উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে মুনাফেকদের একটি দল নিজেদের মজলিসে বসে খুব ব্যঙ্গ বিদ্রুপসহ নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছিল যে হযরত আসমানের খবর তো খুব শোনান, কিন্তু নিজের উটনীরই খবর জানেন না সে এখন কোথায় ৩৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মোনাফেকরা যে ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে তারই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এক সময় তারা পরিকল্পনা করেছিল যে, রাত্রে সফরের সময় তারা নবীকে একটি খাদের মধ্যে ফেলে দেবে।

৭৫. এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর নিকট ওয়াদা করেছিল যে, "তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহদানে আমাদেরকে ধন্য করেন তবে আমরা দান-খয়রাত করব ও নেক লোক হয়ে থাকব।" ৭৬. কিন্তু আল্লাহ যখন নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনশালী বানিয়ে দিলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে শুরু করল এবং নিজেদের ওয়াদা পালন হতে এমন ভাবে বিমুখ হল যে, তাদের এজন্য একটু ভয়ও হল না। ৭৭. ফল এই হল যে, তাদের এই ওয়াদা-ভংগের কারণে- যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল- এবং এই মিথ্যার কারণে, যা তারা বলতে অভ্যস্ত ছিল- আল্লাহ তাদের দিলে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন। এটা তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার দিন পর্যন্ত কখনও তাদের ছেড়ে যাবে না। ৭৮. এরা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের গোপন তথ্য এবং তাদের কান-পরামর্শ পর্যন্ত সবকিছু জানেন এবং তিনি সকল অদৃশ্য বিষয়গুলি সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ

যারা | বিদ্রূপ করে | স্বতঃস্ফূর্ত দানকারীদেরকে | ঈমানদারদের মধ্যহতে | দানের ব্যাপারে (স্বল্প)

وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ

এবং (তাদেরকেও) যারা | না | পায় (কোন কিছু দান করতে) | এছাড়া | শ্রম | তাদের | তারা ঠাট্টা করে তাই

مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

তাদেরকে | ঠাট্টা করেন | আল্লাহ | তাদেরকে (বিদ্রূপকারীদেকে) | এবং | তাদের জন্যে রয়েছে | আযাব | অতি যন্ত্রনাদায়ক

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ

ক্ষমা প্রার্থনা কর তুমি | তাদের জন্যে | অথবা | না | ক্ষমা প্রার্থনা কর | তাদের জন্যে (একই কথা) | (এমনকি) যদি | ক্ষমাপ্রার্থনা কর তুমি

لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

তাদের জন্যে | সত্তর | বারও | কক্ষণ না | মাফ করবেন | আল্লাহ | তাদেরকে | এটা | এজন্যে যে তারা

كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

অস্বীকার করেছে | আল্লাহকে | ও | তাঁর রসূলকে | এবং | আল্লাহ | না | সঠিক পথ দেখান | (এমন) লোকদের

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ع

(যারা) সত্যত্যাগী | খুশী হয়েছে | পিছনে থাকা লোকেরা | তাদের বসে থাকায় | পিছনে | রসূলের | আল্লাহর

৭৯. (তিনি সেই কৃপণ ধনশালী লোকদের খুব ভাল করেই জানেন) যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এবং তাদের ঠাট্টা করে, যাদের নিকট (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) কেবল তা আছে- যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেই দান করে। তাদের প্রতি বিদ্রূপকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। ৮০. হে নবী, তুমি এই লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর নাই কর- তুমি যদি সত্তর বারও তাদেরকে ক্ষমাকরে দেয়ার জন্য আবেদন কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে আর আল্লাহ ফাসেক লোকদের কখনো নাযাতের পথ দেখান না। **রুকু-১১** ৮১. যাদেরকে পিছনে থেকে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রসূলের সংগে না যাওয়ার ও ঘরে বসে থাকতে পারার দরুন খুব খুশী হয়।

এবং আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ নিয়োগ করে জেহাদ করা তাদের কাছে অপছন্দ হল। তারা লোকদেরকে বলল, "এই কঠিন গরমে বাইরে যেও না।" তাদেরকে বল যে, জাহান্নামের আগুন তো এ অপেক্ষাও অধিক গরম। হায়, এদের যদি এতটুকুও চেতনা হত। ৮২. এখন তাদের উচিত কম হাসা ও বেশী বেশী কাঁদা, কেননা তারা যে পাপ উপার্জন করছিল তার প্রতিফল স্বরূপ (তারা বেশী কাঁদবে)। ৮৩. আল্লাহ্ যদি এদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে আনেন এবং ভবিষ্যতে এদের কোন লোক-সমষ্টি যদি জেহাদের জন্য বের হবার তোমরা নিকট অনুমতি চায়, তবে পরিষ্কার বলে দেবেঃ "এখন তোমরা আমার সাথে কিছুতেই যেতে পারবে না, না আমার সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করতে পারবে। পূর্বে তোমরা বসে থাকাকেই পছন্দ করে নিয়েছিলে, এখন ঘরে উপবেশনকারীদের সাথেই বসে থাক।"

وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ

দাঁড়াবে তুমি না এবং কখনও মরে গেলে তাদের মধ্যকার কারও জন্যে তুমি জানাজা পড়বে না এবং

عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَاتُوْا

তারা মরে গেছে এবং তাঁর রসূলকে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে নিশ্চয়ই তারা তার কবরের পার্শ্বে

وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَ لَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ ؕ

তাদের সন্তান-সন্তুতি ও তাদের ধন মাল তোমাকে বিস্মিতকরে (যেন) না এবং ফাসেক তারা (ছিল) এ অবস্থায় যে

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ

চলে যাবে ও দুনিয়ার মধ্যে তা দিয়ে তাদের আযাব দিবেন যে আল্লাহ চান প্রকৃত পক্ষে

اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾ وَ اِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ

যে কোন সূরা নাযিল হয় যখন এবং কাফের (থাকবে) তারা এ অবস্থায় যে তাদের জান

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ

শক্তি-সামর্থবান (লোকেরা) তোমার কাছে অব্যহতি চায় তাঁর রসূলের সাথে জিহাদ কর ও আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান আন

مِنْهُمْ وَ قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿۸۶﴾

বসে থাকা লোকদের সাথে আমরা থাকব আমাদের ছেড়ে দিন তারা বলে ও তাদের মধ্যকার

৮৪. আর ভবিষ্যতে তাদের কোন লোক মরে গেলে তার জানাযাও তুমি কখনো পড়বেনা, তার কবরের পাশে কখনো দাড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে, তারা ফাসেক ছিল। ৮৫. তাদের ধন-মালের প্রাচুর্য ও সন্তান-সংখ্যার আধিক্য যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। আল্লাহ তো ইচ্ছাই করেছেন যে এই মাল ও সন্তান দিয়ে তাদেরকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি দান করবেন। আর তাদের প্রাণ এমনভাবে বের হবে যে, তারা হবে কাফের। ৮৬. আল্লাহকে মেনে চল এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলে যুদ্ধ কর- যখনই এই কথা নিয়ে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখেছ যে তাদের মধ্যে যারা সামর্থবান তারাই তোমাদের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে শুরু করেছে যে, "জেহাদে শরীক হওয়ার দায়িত্ব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করা হোক।" আর তারা বলেছে যে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা উপবেশনকারীদের সাথেই থাকব।

৮৭. তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের মধ্যে শামিল হওয়াকেই পছন্দ করেছে; তাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, এই জন্য এখন তাদের বুদ্ধিতে কিছু আসে না। ৮৮. পক্ষান্তরে রসূল এবং তার প্রতি ঈমানদার লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে। এখন তো সমস্ত রকমের কল্যাণই কেবল তাদেরই জন্য। আর তারাই কল্যাণ লাভে সফল হবে। ৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন যার নিম্নদেশ হতে নদ-নদী সতত প্রবহমান। এখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এ বস্তুতঃই বিরাট সাফল্য। **রুকু-১২** ৯০. বেদুঈন আরবদের মধ্যেও অনেক লোকই এসে ওযর প্রকাশ করল, যেন তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে বসে থাকলো সে সব লোক, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নিকট ঈমানের মিথ্যা ওয়াদা করেছিল। এই বেদুঈনদের মধ্যে যে যে লোক কুফরের নীতি গ্রহণ করেছে, অতি শীঘ্রই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে।
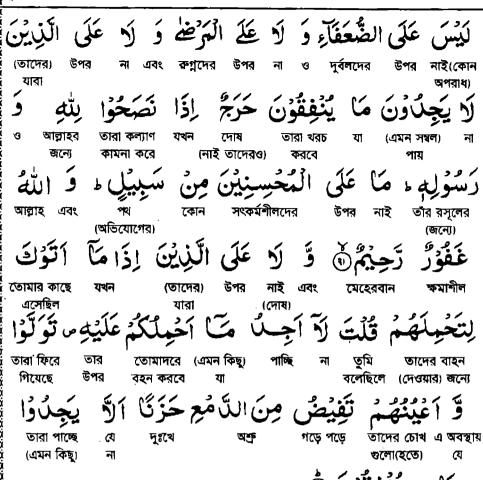
৯১. দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোক, যারা জেহাদে শরীক হওয়ার সম্বল পায়না তারা যদি পিছনে থেকে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই- যদি তারা খালিস দিলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুগত ও বিশ্বাসী হয়[৩৫]। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কোন রূপ অভিযোগ করার অবকাশ নেই । আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৯২. অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কেও আপত্তি করার কিছু নেই- যারা নিজেরা এসে তোমার নিকট যান-বাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিল, আর তুমি বলেছিল যে আমি তোমাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারিনা, তার ফলে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। আর অবস্থা এই ছিল যে, তাদের চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত হতেছিল, তাদের বড় মনোকষ্ট ছিল এই কারণে যে, নিজেরদের যান-বাহনে জেহাদে শরীক হওয়ার সামর্থ তাদের নেই।

৩৫. এর থেকে জানা গেল- যারা স্পষ্টতঃ নিরূপায় তাদের পক্ষেও শুধু মাত্র অক্ষমতা ও রোগ বা নিছক উপায়হীনতা মাফ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যশীল হলে তবেই মাত্র (নিরূপায় অবস্থায়) ক্ষমা পাওয়ার যথেষ্ট কারণ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় যদি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা না থাকে তবে কোন ব্যক্তি এই জন্যে ক্ষমা পেতে পারে না যে, সে ফরয পালনের সময়ে রোগগ্রস্থ অথবা নিরূপায় ছিল।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ط قُلْ لَّا

তারা ওজর পেশ করবে, তোমাদের কাছে, যখন, তোমরা ফিরে যাবে, তাদের নিকট, তুমি বলবে, না

تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ

তোমরা ওজর পেশ করো, কক্ষণ না, বিশ্বাস করব আমরা, তোমাদের, নিশ্চয়, আমাদের অবহিত করেছেন, আল্লাহ, হতে

أَخْبَارِكُمْ ط وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ

তোমাদের খবরাখবর, এবং, শীঘ্রই দেখবেন, আল্লাহ, তোমাদের কাজ-কর্ম, ও, তাঁর রসূল, এরপর, প্রত্যাবর্তিত হবে তোমরা

إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

(তাঁর) দিকে, (যিনি) খুব অবহিত, গোপন বিষয়ের, ও, প্রকাশ্য বিষয়ের, তোমাদের তখন অবহিত করবেন, ঐ বিষয়ে যা, তোমরা

تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

কাজ করতেছিলে

৯৩. অবশ্য অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধন-সম্পদের অধিকারী- তা সত্ত্বেও তোমার নিকট জেহাদের শরীক হওয়ার কর্তব্য হতে অব্যহতি চায়, তারা ঘরে উপবেশনকারীদের মধ্যে শামিল হওয়াকে পছন্দ করে নিল। আর আল্লাহ তাদের দিলের উপর মোহর অংকিত করে দিয়েছেন, এই জন্যে এখন তারা কিছু জানেনা। ৯৪. তোমরা যখন ফিরে এসে তাদের নিকট পৌছবে তখন এরা নানা ওযর পেশ করবে। কিন্তু তোমরা যেন স্পষ্ট বলে দাও যে, 'ওযরের বাহানা করোনা, আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করিনা। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের অবস্থা বলে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদের কর্মনীতি দেখবেন। পরে তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন তোমরা কি কি করছিলে।'

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا

তোমরা যেন উপেক্ষা কর | তাদের দিকে | তোমরা ফিরে যাবে | যখন | তোমাদেরকে | আল্লাহর (নামে) | তারা শীঘ্রই হলফ করে বলবে

عَنْهُمْ ط فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ج

জাহান্নাম | তাদের আবাসস্থল | এবং | অপবিত্র | নিশ্চয়ই তারা | তাদেরকে | তোমরা তাই উপেক্ষাকর | তাদেরকে

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج

তাদের থেকে | তোমরা যেন সন্তুষ্ট হও | তোমাদেরকে | হলফ করে তারা বলবে | তারা উপার্জন করে আসছে | ঐ বিষয়ের যা | প্রতিফল (স্বরূপ)

فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

(যারা) ফাসেক | (এমন) লোকদের | হতে | সন্তুষ্ট হন | না | আল্লাহ | তবে নিশ্চয়ই | তাদের থেকে | তোমরা সন্তুষ্ট হও | অতঃপর যদি

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا

তারা জানবে | যে না | বেশী উপযুক্ত | এবং | মুনাফেকীতে | ও | কুফরীতে | কঠোরতর | বেদূঈনরা

حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ط وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾

মহাবিজ্ঞ | মহাজ্ঞানী | আল্লাহ | এবং | তাঁর রসূলের | উপর | আল্লাহ | নাযিল করেছেন | যা | সীমারেখা

৯৫. তোমরা ফিরে আসলে এরা তোমাদের নিকট এসে কসম করবে, যেন তোমরা তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নও। তাহলে তোমরা অবশ্যই তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরে নিবে। কেননা এ একটি কদর্য জিনিস, আর তাদের আসল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, যা তাদের উপার্জনের বদলে তাদের ভাগ্যে জুটবে। ৯৬. এরা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। অথচ তোমরা তাদের প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তো কিছুতেই ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। ৯৭. এই বেদূঈন আরবরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত শক্ত। তারা এরই বেশী উপযুক্ত যে, তারা সেই দ্বীনের সীমাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে যা আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন[৩৬]। আল্লাহ তো সবকিছুই জানেন, তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।

৩৬. 'বেদূইন আরব' বলতে গ্রাম্য ও মরুস্থলবাসী আরবদের বুঝানো হয়েছে। যারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাতে বাস করতো। মদীনায় মযবুত ও সুসংগঠিত শক্তির অভ্যুথান দেখে এরা প্রথমতঃ ভীত হয়ে পড়েছিল। পরে তারা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের সময় দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদীর ভূমিকা অবলম্বন করে চলতে থাকে। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্য হেজায ও নজদের এক বৃহৎ অংশের উপর বিস্তৃত হলো এবং বিরোধী গোত্রসমূহের শক্তি তার মোকাবেলায় ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো, তখন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হওয়াকেই তাদের স্বার্থ সুবিধার অনুকূল ও সময়োপযোগী বিজ্ঞতা বলে মনে করলো। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এরূপ ছিল যারা এ দ্বীনের সত্যতা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করে আন্তরিকতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও অকপট নিষ্ঠার সাথে এ দ্বীনের দাবী ও দায়িত্বগুলি পালনে প্রস্তুত ছিল। তাদের এই অবস্থাকে এখানে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যেঃ শহরবাসীদের তুলনায় এ গ্রাম্য ও মরুবাসী লোকরা অধিকতর কপটভাবাপন্ন হয়ে থাকে। সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাদের মধ্য অধিকতর ভাবে দেখা যায়। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে শহরের অধিবাসীরা বিদ্বান ও সত্যপন্থীদের সঙ্গলাভের কারণে দ্বীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ তো করতে পারে, কিন্তু এ বেদূঈনরা সারাটি জীবন নিছক এক খাদ্যান্বেষী পশুর ন্যায় দিনরাত জীবিকার অন্বেষণেই কাল কাটায় এবং পশুসুলভ জৈবিকজীবনের প্রয়োজনসমূহ থেকে উর্দ্ধতর কোন জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেবার কোন অবকাশই তাদের মেলে না। এজন্যে দ্বীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনা তাদের পক্ষে অনেক বেশী। পরবর্তী ১২২ নং আয়াতে তাদের এই রোগের আরোগ্যের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ

অপেক্ষা করে ও জরিমানা স্বরূপ খরচ করে (আল্লাহর পথে) যা ধরে নেয় কেউ বেদূঈনদের মধ্যে এবং

بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ

সবকিছু শুনেন আল্লাহ এবং খারাপ কালের আবর্তন তাদের উপর (আসছে) কালের আবর্তনের (অর্থাৎ অমঙ্গলের) তোমাদের জন্যে

عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

আখেরাতের দিনে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে কেউ বেদুঈনদের মধ্য হতে এবং সবকিছু জানেন

وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ

রসূলের দোয়ার (মাধ্যম হিসেবে) ও আল্লাহর কাছে নৈকট্যের মাধ্যম স্বরূপ খরচ করে (আল্লাহর পথে) যা ধরে নেয় ও

اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ

তাঁর রহমতে মধ্যে আল্লাহ তাদের শীঘ্রই প্রবেশ করাবেন তাদের জন্যে নৈকট্যের মাধ্যম নিশ্চয়ই তা জেনেরাখ

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾ وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ

মুহাজেরদের মধ্যে হতে প্রথম দিকে অগ্রগামী ও মেহেরবান ক্ষমাশীল আল্লাহ নিশ্চয়ই

وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে যারা ও আনসারদের ও

وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ

ঝর্ণাধারা তার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় জান্নাত তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন ও তাঁর উপর তারা খুশী হয়েছে ও

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

বিরাট সফলতা এটাই চিরকাল তার মধ্যে তারা বসবাস করবে

---

৯৮. এই বেদুঈনদের মধ্যে এমন এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের উপর জোরপূর্বক চাপানো জরিমানার মত মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তণ অপেক্ষা করছে (যে তোমরা কোন বিপদে পড়লে তারা এই শাসন-শৃংখলার রশি তাদের গলদেশ হতে খুলে ফেলবে, যা দিয়ে তাদেরকে এখন বেঁধে রাখা হচ্ছে) অথচ কালের আবর্তন তাদের নিজেদেরই উপর চেপে রয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। ৯৯. এই মরুচারী বেদুঈনদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, আর যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং রসূলের দিক হতে রহমতের দোয়া লাভের মাধ্যম বানায়। জেনেরাখ তা অবশ্যই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতে দাখিল করাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাদানকারী ও করুণাময়। **রুকু-১৩** ১০০. সেই সব মুহাজির ও আনসার যারা সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল তারা ও যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও খুশী হল। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণা-ধারা সতত প্রবহমান; আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। বস্তুতঃ এটাই বিরাট সাফল্য।

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ

এবং তাদের মধ্যে যারা তোমাদের চারপার্শ্বে(আছে) বেদুঈনদের মধ্যহতে (অনেকেই) মুনাফেক এবং মধ্যেও মদিনা বাসীদের

مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۛ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ

তারা সিদ্ধহস্ত ক্ষেত্রে মুনাফেকীর না জান তুমি তাদের আমরা জানি তাদের শীঘ্রই আমরা সাজাদেব তাদের

مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۚ ﴿١٠١﴾ وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا

দুবার এরপর তাদের ফিরিয়ে নেয়াহবে দিকে আযাবের কঠোর এবং আরো কিছু লোক (আছে) তারা স্বীকার করেছে

بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ

তাদের গোনাহ তারা মিশ্রণ করেছে (কিছু) কাজ ভাল ও অন্যকিছু (কাজ) মন্দ সম্ভবতঃ আল্লাহ

اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ

ক্ষমা পরায়ন হবেন তাদের প্রতি নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান গ্রহণ কর হতে

اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ

তাদের মাল সদকা তাদের তুমি পবিত্র কর ও তাদের পরিশুদ্ধি কর তাদিয়ে ও দোয়া কর তুমি তাদের জন্যে

اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

নিশ্চয়ই তোমার দোয়া প্রশান্তি তাদের জন্যে এবং আল্লাহ সব শুনেন সব জানেন

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ

তারা জানে নাই কি যে আল্লাহ তিনিই (যিনি) কবুল করেন তওবা হতে তাঁর বান্দাদের

১০১. তোমাদের চতুর্দিকে যেসব মরুচারী থাকত তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক রয়েছে মুনাফিক। এভাবে মদীনার বাসিন্দাদের মধ্যেও যে মুনাফেকি রয়েছে তারা মুনাফেকীতে পাকা পোখ্ত হয়েছে। তুমি তাদেরকে জান না, আমরা জানি। সেদিন দূরে নয়, যখন আমরা তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিব। পরে তাদেরকে অধিক বড় শাস্তির জন্য ফিরিয়ে আনা হবে। ১০২. আরো কিছু লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের- কিছু ভাল, আর কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার ক্ষমা-পরায়ণ হবেন। কেননা তিনি ক্ষমাদানকারী ও করুনাময়। ১০৩. হে নবী, তুমি তাদের ধন-মাল হতে সাদকা নিয়ে তাদের পাক ও পবিত্র কর এবং (নেকীর পথে) তাদেরকে অগ্রসর কর, আর তাদের জন্য রহমতের দোয়া কর। কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্য বড়ই সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। ১০৪. তারা কি জানে না যে, তিনি আল্লাহই যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন।

وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝١٠٤ وَ

এবং মেহেরবান ক্ষমাশীল তিনিই আল্লাহ (এও) যে এবং সদকা গ্রহণ করেন ও

قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ

মু'মিনরাও (দেখবে) এবং তাঁর রসূল এবং তোমাদের কাজ আল্লাহ শিগ্রীই দেখবেন তোমরা কাজ কর বল

وَ سَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

অতঃপর তোমাকে জানাবেন প্রকাশ্য (সম্পর্কেও) এবং গোপন (সম্পর্কে) (যিনি) অবহিত (তাঁর) দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٠٥ وَ اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ

নির্দেশের জন্যে স্থগিত (যাদের ব্যাপার) অন্যকিছু (লোক) এবং কাজ করতেছিলে তোমরা ঐবিষয়ে যা

اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং তাদের প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন না হয় আর তাদের তিনি শাস্তি দিবেন হয় আল্লাহর

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠٦ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ

ও ক্ষতি করার মসজিদকে নির্মাণ করেছে যারা এবং প্রজ্ঞাময় সবকিছু জানেন

كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ

(তার জন্যে) যে ঘাটি হিসেবে (ব্যবহারের জন্যে) ও ঈমানদারদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও কুফরীর

حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ

ইতিপূর্বে তাঁর রসুলের (বিরুদ্ধে) ও আল্লাহর যুদ্ধ করেছে

এবং তাদের দান-খয়রাতকে গ্রহণ করেন; আরও এই যে আল্লাহ বড় ক্ষমাদানকারী ও দায়াবান? ১০৫. হে নবী, এই লোকদের বল যে, তোমরা কাজ কর; আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ সকলেই লক্ষ্য করবে যে, তাঁর পর তোমাদের কাজ কিরূপ হয়। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। এবং তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন তোমরা কি সব কাজ করতেছিলে। ১০৬. কিছু লোক আরো আছে যাদের ব্যাপারটি এখনো আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, আর চাইলে তাদের প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি বড় বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। ১০৭. কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকেই তারা) ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এবং (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করবে ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদত খানাকে) সেই ব্যক্তির জন্য ঘাটি বানাবে যে লোক ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে।

তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে যে, ভাল করা ছাড়া আমাদের তো আর কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি কশ্মিনকালেও সেই ঘরে দাড়াবেনা। যে মসজিদ প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, তাই এই জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তুমি তথায় (ইবাদতের জন্য) দাড়াবে। এতে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহরও পছন্দ হচ্ছে এসব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে[৩৭]। ১০৯. তুমি কি মনে কর, উত্তম মানুষ কি সে, যে নিজের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহর ভয় ও তার সন্তোষ কামনার উপর স্থাপন করেছে; না সে, যে তার ইমারত স্থাপন করেছে একটি প্রান্তরের অন্তঃসার শূণ্য স্থিতিহীন বেলাভূমির উপর এবং সে তাসহ সোজা জাহান্নামের অগ্নি গহ্বরে পতিত হল? এরূপ যালেম লোকদেরকে তো আল্লাহ কখনো সঠিক পথ দেখান না।

৩৭. মদীনায় এ সময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি হচ্ছে 'মসজিদে কোবা'- এ মসজিদটি শহরতলীতে অবস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মসজিদে নববী' যা শহরের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এ দুটি মসজিদ থাকা সত্তেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কপটচারীরা (মোনাফেকরা) এই বাহানা অবলম্বন করলো যে, বৃষ্টিতে ও শীতের রাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ করে দুর্বল ও অসমর্থ লোকদের পক্ষে যারা এই দুই মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করে, দৈনিক পাঁচবার নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়া কঠিন; সুতরাং আমরা মাত্র নামাযীদের সুবিধার জন্যই একটি নতুন সমজিদ নির্মাণ করতে চাই। এভাবে তারা এই মসজিদ নির্মানের অনুমহি গ্রহন করে এটাকে নিজেদের ষড়যন্ত্র-আড্ডাতে পরিণত করেছিল। তারা চেয়েছিল নবী করীম (সঃ) কে ধোঁকা দিয়ে তারা এই মসজিদের উদঘাটন করবে। কিন্তু তাদের সংকল্পের পূর্বেই আল্লাহতাআলা রসূল (সঃ) কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং রসূল (সঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করেই এই মসজিদে যেরারকে ধ্বংস করে দেন।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ

হয়ে থাকবে — তাদের ইমারত — যা — তারা বানিয়েছে — সন্দেহের (বীজ) — মধ্যে — তাদের অন্তরের — যে পর্যন্ত না — টুকরা টুকরা হবে

قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ

তাদের অন্তর — আর — আল্লাহ — সবকিছু জানেন — মহাবিজ্ঞ — নিশ্চয়ই — আল্লাহ — ক্রয় করে নিয়েছেন — হতে

الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ

ঈমানদারদের — তাদের জানকে — ও — তাদের মালকে — বিনিময়ে — তাদের জন্যে — জান্নাত (রয়েছে) — তারা লড়াই করে

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

পথে — আল্লাহর — তারা অতঃপর নিহত করে — ও — তারা নিহত হয় — ওয়াদা (রয়েছে) — এ সম্পর্কে — সত্য

فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ

তাওরাতের মধ্যে — ও — ইঞ্জীলের — এবং — কুরআনেও — এবং — কে — (আর) অধিকারপূর্ণকারী (হতেপারে) — তার ওয়াদার

مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ

চেয়েও — আল্লাহর — অতএব তোমরা খুশী হও — তোমাদের কেনা বেচায় — যা — তোমরা কেনাবেচা করছ — তাঁর সাথে — এবং

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

এটা — সেই — সফলতা — বিরাট

১১০. এই ইমারতটি যা তারা নির্মান করেছে, সব সময়ই তাদের দিলে অবিশ্বাসের বীজ হয়ে থাকবে, যতক্ষন না তাদের দিল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আল্লাহ সব বিষয়ের খবর রাখেন; তিনি সুবিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। **রুকু-১৪** ১১১. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতা'আলা মুমিনদের নিকট হতে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন[৩৮]। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ওয়াদা) আল্লাহর যিম্মায় একটি পাকা পোখ্‌ত ওয়াদা তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে আর আল্লাহ অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশী পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহর সাথে সম্পন্ন করেছ। এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

৩৮. আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে ঈমানের ব্যাপারটিকে এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ ঈমান প্রকৃতপক্ষে একটি অংগীকার ও চুক্তি যা দিয়ে বান্দা নিজের স্বকীয় সত্তা ও নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়, এবং এর বিনিময়ে বান্দাহ আল্লাহর পক্ষ হতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ

রুকুকারী (আল্লাহর পথে) পরিভ্রমণকারী (আল্লাহর) প্রশংসাকারী ইবাদতকারী (তারা) তওবাকারী

السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ

হতে নিষেধকারী ও ভালকাজের নির্দেশদানকারী সিজদাকারী

الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

(ঐসব) ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দাও তুমি আর আল্লাহর সীমা রেখার ক্ষেত্র সংরক্ষণকারী এবং মন্দকাজ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের জন্যে তারা ক্ষমাচাইবে (আল্লাহর কাছে) যে ঈমান এনেছে (তাদের জন্যে) যারা এবং নবীর জন্যে নয় শোভনীয়

وَ لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ

যে তারা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যা এরপরেও আত্মীয় স্বজন তারাহয় যদিও এবং

اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾ وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ

তার পিতার জন্যে ইবরাহীমের ক্ষমা চাওয়া ছিল না এবং দোজখের অধিবাসী

اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ

যে সে তার কাছে প্রকাশ হল অতঃপর যখন তার কাছে যা সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতিশ্রুতির এছাড়া যে

عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾

সহনশীল (মানুষ) অবশ্যই কোমল হৃদয়ের ইবরাহীম (ছিল) নিশ্চয়ই তার থেকে সে সম্পর্ক ছিন্ন করল আল্লাহর শত্রু

১১২. আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী[৩৯], তাঁর ইবাদত পালনকারী, তাঁর প্রশংসার বানী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে পরিভ্রমণকারী[৪০], তাঁর সামনে রুকু ও সিজদায় বিনীত, ভাল কাজের আদেশদানকারী, খারাব কাজের বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী (প্রভৃতি গুণধারী হয় সেইসব ঈমানদার লোক যারা আল্লাহর সাথে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে) এবং হে নবী, এই মুমিন লোকদের সুসংবাদ দাও। ১১৩. নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায়না যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের নিকট একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত। ১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা ছিল সেই ওয়াদার কারণে যা সে তার পিতার নিকট করেছিল। কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই কোমল হৃদয়, আল্লাহ- ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল।

৩৯. মূলে 'তায়েবুনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছেঃ তওবাকারীগণ। কিন্তু যেরূপ ভাষাগত ভংগীতে এ শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে এ অর্থ সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট হচ্ছে যে তওবা করা মুমিনের স্থায়ী গুনাবলীর মধ্যে একটি গুন। সুতারাং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে- তারা মাত্র একবার তওবা করেনা, বরং সর্বদা তারা তওবা করতে থাকে। আর তওবার আসল অর্থ হচ্ছে- রুজু করা বা প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং এই শব্দটার যথার্থ মর্ম প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যা মূলক অনুবাদ করেছিঃ তারা আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তন করে। ৪০. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ হতে পারেঃ রোযা পালনকারীগণ।

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى

এবং এমন নন আল্লাহর পথভ্রষ্ট করাব লোকদেরকে এরপরও যখন তাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন যতক্ষণ না

يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

স্পষ্টবলে দেন তাদের কাছে কি (থেকে) তারা বিরত থাকবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পর্কে সব কিছু খুব অবহিত

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَ

নিশ্চয়ই (এমনসত্তা)যে আল্লাহ তাঁরই জন্যে রাজত্ব আসমান সমূহের ও যমীনের তিনি জীবিত করেন এবং

يُمِيْتُ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

তিনি মৃত্যুদেন এবং নাই তোমাদের জন্যে ছাড়া আল্লাহ কোন অভিভাবক আর না সাহায্যকারী

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ন হলেন প্রতি নবীর এবং মুহাজিরদের ও আনসারদের (প্রতি) যারা

اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ

তাকে অনুসরণ করেছে সময়ে কঠিন এরপরে উপক্রম হয়েছিল বক্র হওয়ার অন্তর সমূহ

فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

এক দলের তাদের মধ্যকার এরপর ক্ষমা করলেন তাদেরকে নিশ্চয়ই তিনি তাদের উপর দয়াশীল মেহেরবান

১১৫. আল্লাহর এমন নন যে, লোকদেরকে হেদায়াত দানের পর তাদেরকে আযাব গোমরাহীতে নিমজ্জিত করবেন, যতক্ষণ তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে না দিবেন যে, কোন্ জিনিস হতে তাদেরকে দূরে থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সব বিষয়েরই জ্ঞান রাখেন। ১১৬. আর এও সত্য যে, আল্লাহরই মুঠোর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তাদের কোন সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন নেই যে তাদেরকে আল্লাহর (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারে। ১১৭. আল্লাহ ক্ষমা পরায়ন হয়েছেন নবীর প্রতি এবং সেই মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর সংগে ছিল যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের দিল বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম[৪১] করেছিল। (কিন্তু তারা যখন সে পথে চলল না; বরং নবীর সংগেই থাকল, তখন) আল্লাহই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ নিঃসন্দেহে দয়া ও অনুগ্রহশীল।

৪১. অর্থাৎ কয়েকজন অকপট সাহাবাও সেই কঠিন সময়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে কিছু পরিমাণ পলায়ন পর মনোবৃত্তি অবলম্বন করতেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল এবং তারা দ্বীনে-হক আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন সে জন্যে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছিলেন।

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
এবং উপর (ঐ) তিনজনের (ক্ষমা করলেন) যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল যতক্ষণ না সংকুচিত হয়েগেল তাদের উপর

الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا
যমীন এ সত্ত্বেও (তার)প্রশস্ত হওয়ার এবং সংকীর্ণ হল তাদের উপর তাদের জান প্রাণ এবং তারা ভাবল

اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
যে নাই কোন আশ্রয় (বাচার) হতে আল্লাহ (শাস্তি) এছাড়া তাঁর দিকে (প্রত্যাবর্তণ) এরপর তিনি মাফ করলেন তাদেরকে

لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
তারা যেন ফিরে আসে নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিই বড় ক্ষমাশীল মেহেরবান ওহে যারা

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ مَا كَانَ
ঈমান এনেছ ভয়কর আল্লাহকে ও তোমরা হও অন্তর্ভূক্ত সত্যবাদীদের শোভা পায় না

لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا
অধিবাসীদের জন্যে মদীনার ও যারা তাদের চার পাশে (থাকে) মধ্যহতে বেদুঈনদের যে তারা পিছনে রয়ে যাবে

عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ
(সহগামীহওয়া) থেকে রসূলের আল্লাহর এবং না তারা অধিক গুরুত্বদেবে তাদের জান প্রাণকে চেয়ে তার জান-প্রাণের

১১৮. সেই তিন জনকেও তিনি ক্ষমা করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন যখন তার বিস্তৃতি ও বিশলতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদরে জান-প্রাণও তাদের উপর বোঝা হয়ে পড়ল, তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর (আযাব) হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহর রহমতের আশ্রয় ছাড়া পানাহ নিবার আর কোন স্থান নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফেরেন, যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাদানকারী ও দয়াবান[৪২]। রুকু-১৫ ১১৯. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সংগী হও। ১২০. মদীনার অধিবাসী এবং চারপাশের বেদুঈনদের জন্য কখনই শোভনীয় ছিলনা যে, আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে ঘরে বসে থাকবে এবং তার দিক হতে বে-পরোয়া হয়ে নিজ নিজ নফসের চিন্তায় মশগুল হবে।

৪২. এই তিন ব্যক্তি হচ্ছেন- কাব বিন মালিক (রাঃ), হেলাল বিন উমাইয়া (রাঃ) এবং মোরারা বিন রবী (রাঃ); তিনজনই খাটি মু'মিন ছিলেন। এর পূর্বে এরা কয়েকবার নিজেদের অকপট নিষ্ঠার প্রমাণ দান করেছিলেন, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের এই সমস্ত পূর্ব খোদমত সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধের সংগীন সময়ে সকল যুদ্ধক্ষম বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা যে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন তার জন্যে তাদের কঠিন পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী করীম (সঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের হুকুম দান করেন যে, কেউ যেন তাদের সাথে সালাম-কালাম (অভিবাদন) ও বাক্যালাপ) না করে। ৪০ দিন পরে তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দান করা হয়। এই আয়াতে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে- মদীনার জনপদে তাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সেরূপই হয়েছিল। অবশেষে যখন তাদের বয়কটের ৫০ দিন অতিবাহিত হলো তখন ক্ষমার এই হুকুম নাযিল হয়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ

এই জন্যে যে, এটা তাদের | না | তাদের পৌঁছে | (এমন) তৃষ্ণা | ও | না | (এমন) মেহনত | এবং | না | (এমন) ক্ষুধা

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا

পথে | আল্লাহর | এবং | না | পদক্ষেপ নেয় | (এমন) পদক্ষেপ | (যা) ক্রোধান্বিত করে | কাফেরদেরকে | এবং | না

يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ

তারা মোকা-বেলা করে | কোন | শত্রুর | মোকাবেলা | এছাড়া যে | লেখা হয় | তাদের জন্য | এ দিয়ে | কাজ | নেক

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَ لَا يُنْفِقُوْنَ

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | নষ্ট করেন | প্রতিফল | নিষ্ঠাবান লোকদের | এবং | না | তারা খরচ করে

نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا

(এমন) কোন খরচ | ছোট | এবং | না | বড় | এবং | না | তারা অতিক্রম করে | (এমন) উপত্যাকা

اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

এছাড়া যে | লেখা হয় | তাদের জন্যে | তাদেরকে প্রতিফল দেন (যেন) | আল্লাহ | অতি উত্তম | যা | তারা কাজ করতেছিল

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ

এবং | না | (জরুরী) ছিল | ঈমানদারদের (জন্যে যে) | তারা বের হবে | সবাই (একযোগে) | কেন | না | বের হল | হতে

كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

প্রত্যেক | দলের | তাদের মধ্যকার | একটি অংশ | তারা যেন জ্ঞান অনুশীলন করত | ব্যাপারে | দ্বীনের

কেননা এমন কখনো হবেনা যে আল্লাহর পথে ক্ষুধা-পিপাসা ও দৈহিক পরিশ্রমের কোন কষ্ট তারা ভোগ করবে, আর সত্যের অবিশ্বাসীদের পক্ষে যে পথ অসহ্য তাতে তারা কোনরূপ পদক্ষেপ করবে এবং কোন দুশমনের উপর (সত্য দুশমনীর) কোন প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে, আর এর বদলে তাদের জন্য কোন নেক আমল লেখা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লহর নিকট নিষ্ঠাবান আমলকারীদের কাজের প্রতিফল মারা যায় না। ১২১. অনুরূপভাবে এও কখনো হবে না যে, (আল্লাহর পথে) অল্প বা বেশী কোন ব্যয় তারা বহন করবে এবং (জেহাদ-প্রচেষ্টায়) কোন উপত্যকা তারা অতিক্রম করবে, আর তাদের নামে তা লিখে নেয়া হবে না- যেন আল্লাহ তাদের এই ভাল কাজের প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। ১২২. ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন করত।

وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

এবং | তারা যেন সতর্ক করে | তাদের সম্প্রদায়কে | যখন | তারা ফিরে যায় | তাদের দিকে | (এভাবে) | যাতে তারা সতর্ক থাকে (ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা যুদ্ধকর (তাদের বিরুদ্ধে) | যারা | তোমাদের নিকটবর্তী আছে | মধ্যে হতে | কাফেরদের

وَ لْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ

ও | তারা যেন পায় | তোমাদের মধ্যে | কঠোরতা | এবং | তোমরা জেনে রাখ | যে | আল্লাহ | সাথে (আছেন)

الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾ وَ اِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ

মুত্তাকীদের | এবং | যখন | নাযিল করাহয় | কোন সূরা | তখন তাদেরমধ্যে | কেউ কেউ | বলে

اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

তোমাদের মধ্য কে | বৃদ্ধি করেছে তার | এটা (দিয়ে) | ঈমান | আর (বাস্তবিকই) | যারা | ঈমান এনেছে

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

তাদের বৃদ্ধি করেছে | ঈমান | এবং | তারা | খুশী হয়ে যায়

এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করত, যেন তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ হতে) বিরত থাকতে পারে[৪৩]। ~~রুকু~~-১৬ ১২৩ হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে [৪৪]। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়[৪৫]। আর জেনে নাও আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সংগেই রয়েছেন। ১২৪. যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে কিছুলোক (বিদ্রুপ-ছলে মুসলমানদের নিকট) জিজ্ঞাসা করে যেঃ বল, "তোমাদের মধ্যে কার ঈমান এতে বৃদ্ধি পেল?" যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই) তাদের ঈমান সত্যিই বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা এর দরুন খুবই সন্তুষ্টচিত্ত হয়।

---

৪৩. অর্থাৎ সকল গ্রামবাসীদের মদীনা আসা জরুরী ছিলনা। প্রত্যেক ব্যক্তি ও এলাকার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু লোক মদীনা এসে দ্বীনের ইলম হাসিল করতো ও নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানকার লোকদের দ্বীন শিক্ষা দিত তবে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে সেই সব মূর্খতা বাকী থাকতো না যার জন্য তারা কপটতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আছে। এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও মুসলমান হওয়ার যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। ৪৪. পরবর্তী বাক্য পরম্পরা অনুধাবন করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এখানে কাফেররা বলতে সেইসব মোনাফেকদেরকে বোঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারটি পূর্নরূপে পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী সমাজের মধ্য তাদের মিলেমিশে থাকার জন্য দারুন ক্ষতি সাধিত হচ্ছিল। ৪৫. অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হচ্ছিল এখন তার সমাপ্তি হওয়া উচিৎ।

১২৫. অবশ্য যেসব লোকের মনে (মুনাফেকীর) রোগ লেগে ছিল তাদের পূর্ব মলিনতার উপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আর একটি মলিনতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীতেই নিমজ্জিত থাকবে। ১২৬. এরা কি লক্ষ্য করেনা যে, তারা প্রতি বছরই এক-দুইটি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়[৪৬]? কিন্তু তা সত্ত্বেও না তওবা করে, না কোন শিক্ষা গ্রহণ করে। ১২৭. যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন এরা চোখে চোখে একে অপরের সাথে কথা বলে যে, কেউ দেখতে পায়না তো! পরে চুপি চুপি বের হয়ে চলে যায়। আল্লাহ তাদের দিলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা অবুঝ লোক।

৪৬. অর্থাৎ এরূপ কোন বছর অতিক্রান্ত হচ্ছিল না যার মধ্যে এক-দুবার এরূপ অবস্থা সংঘটিত না হচ্ছিল যা দিয়ে তাদের ঈমানের দাবী যাচাই এর কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত না হচ্ছিল ও তাদের ঈমানের কৃত্রিমতার গোপন তত্ত্ব প্রকাশ না পাচ্ছিল।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে একজন রসূল মধ্যহতে তোমাদের নিজেদের কষ্টদায়ক তার উপর যা তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হও

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا

সে কল্যাণকামী তোমাদের জন্যে ঈমানদারদের সাথে সহানুভূতিশীল মেহেরবান অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়

فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

বল তবে আমরা জন্যে যথেষ্ট আল্লাহই নাই কোন ইলাহ ছাড়া তিনি তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি

وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

এবং তিনিই মালিক আরশের মহান

১২৮. (লক্ষ্যকর) তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যের একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। ১২৯. এতদ্ব সত্তেও এই লোকেরা যদি তোমার দিক হতে মুখ ফিরায়, তবে হে নবী, তাদেরকে বলঃ "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।"

সূরা ইউনুস

নামকরণ

এই সূরার নাম সূরার ৯৮নং আয়াতে উল্লেখিত হযরত ইউনুস (আঃ) এর বর্ণনা হতে গৃহীত হয়েছে। হযরত ইউনুসের ঘটনার বর্ণনা করা এর একমাত্র বিষয়বস্তু নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় এবং মূল আলোচ্য বিষয় হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, এই সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কা শরীফেই নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, যে এর কিছু আয়াত রসূল (সঃ) এর মাদানী জিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটা স্থূল ধারণার ফল। এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, এ বিভিন্ন ভাষণ ও নানা সময়ে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের কোন সমষ্টি নয়, বরং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একই সুসংঞ্জবদ্ধ ও পরস্পর সংযোজিত ধারাবাহিক ভাষণ। এটা একই সময় নাযিল হয়েছে। আর বিষয়বস্তু হতে প্রমাণিত হয় যে এর কথা গুলি মক্কী পর্যায়ে অবতীর্ণ কথা।

নাযিল হওয়ার সময় কাল।

এ সূরা কবে কোন সময় নাযিল হয়েছে তা কোনো হাদীসের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি না। কিন্তু মূল বক্তব্য হতে স্পষ্ট হয় যে, এই সূরা রসূলে করীমের মক্কায় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এর বাচন ভংগি হতে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এই সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধতা এবং তার প্রতিরোধ প্রবল আকার ধারণা করেছে। তারা নবী ও নবীর অনুসারীদের অস্তিত্ব পর্যন্তও নিজেদের মধ্যে বরদাস্তত্ করতে প্রস্তুত নয়। তারা কোনরূপ উপদেশ-নসীহতের ফলে সত্যের পথে ফিরে আসবে তাদের সম্পর্কে এমন কোন আশাই পোষণ করা যায়না। কাজেই নবীকে চূড়ান্ত ও শেষ বারের মত প্রত্যাখ্যান করার অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার সময় এখন উপস্থিত। আলোচ্য বিষয়ের এই বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বই এমন, যা হতে মক্কার শেষ পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সূরা কোন গুলো, তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে ও জানতে পারি। কিন্তু সূরায় হিজরত সম্পর্কেও কোন ইংগিত পাওয়া যায়না। কাজেই হিজরত সম্পর্কে স্পষ্ট অস্পষ্ট কোনরূপ ইশারা পাওয়া যায় যে সব সূরায় এই সূরা তার পূর্বে নাযিল হয়েছে বলে মনে করতে হবে। নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারণের পর এর ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়না। কেননা এই পর্যায়ের ঐতিহাসিক পটভূমি সূরা আন'আম ও সূরা আ'রাফ এর ভূমিকায় বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এই ভাষণটির বিষয়বস্তু হচ্ছে দাওয়াত, বুঝানো, অনুভূতিদান ও সতর্কীকরণ। ভাষণটির সুচনা হয়েছে এই ভাবেঃ একজন মানুষ নবুয়্যতের পয়গাম পেশ করেছে দেখে লোকেরা আশ্চযান্বিত হয়ে পড়েছে, আর শুধু শুধুই তাকে যাদুকর হওয়ার অভিযোগ দিচ্ছে, অথচ সে যে কথা বলছে তাতে না আছে আশ্চর্যের কোন কথা, না যাদু ও গণকদারিরই কোন বিষয়। তিনি তো তোমাদেরকে দুটো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করছেন। একটি এই যে, যে আল্লাহ এই বিশ্ব-নিখিলের সৃষ্টিকর্তা এবং কার্যতঃ তিনিই এর ব্যবস্থাপনা করছেন, কেবল তিনিই তোমাদের মালিক এবং একমাত্র

তাঁরই অধিকার যে, ইবাদত কেবল তাঁরই করতে হবে। আর দ্বিতীয় এই যে, বর্তমান বৈষয়িক জীবনের পর জীবনের আর একটি পর্যায় অনিবার্যরূপে আসবে, যখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। তোমাদের বর্তমান জীবনের সমগ্র কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ নেয়া হবে এবং তোমরা আল্লাহকেই নিজেদের মুনিব রূপে মেনে নিয়ে তাঁরই মর্জী অনুসারে নেক আমল করেছ কিংবা বিপরীত কাজ করেছ এই দৃষ্টিতেই তোমাকে পুরস্কার বা শাস্তি দান করা হবে। নবী এই দুটি মহাসত্য তোমাদের সম্মুখে পেশ করছেন, তোমরা মান আর নাই মান, এ স্বতঃই অকাট্য সত্য ও অনস্বীকার্য। তিনি মেনে নেবার জন্যে তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন এবং এই আলোকে নিজেদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলবার জন্যে বলেছেন। তার এই দাওয়াত তোমারা কবুল করে নিলে তোমাদের পরিণাম উত্তম ও কল্যাণকর হবে; অন্যথায় নিজেরাই অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে।

এই প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নলিখিত দিক ও বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা পর্যায়ক্রমে আমাদের সামনে আসেঃ

১. এমন সব দলীল প্রমাণ, যা মূর্খতামূলক অন্ধ বিদ্বেষে নিমজ্জিত নয় এমন সব লোকের মন ও বিবেককে আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার ও পরকালীন জীবনের অনিবার্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী বানাতে পারে; যারা বিতর্কে জয় পরাজয়ের দিকে খেয়াল না করে নিজে ভুল দৃষ্টিভংগী ও খারাব পরিণাম হতে আত্মরক্ষা করতে চাইবে তাদের মনেও গভীর প্রীতি জন্মাতে পারে।

২. যেসব ভুল ধারনা ও গাফিলতি তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের আকিদাহ গ্রহণের প্রতিবন্ধক হচ্ছিল এবং সব সময় যা প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে এই আলোচনায় তা দূরীভূত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সে বিষয়ে সতর্ক করে তোলা হয়েছে।

৩. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নবী ও রসূল হওয়া এবং তার উপস্থাপিত পয়গাম সম্পর্কে যেসব সন্দেহ পেশ করা হত, এবং যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হত, এই আলোচনায় তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

৪. জীবনের পরববর্তী পর্যায়ে যাকিছু ঘটবে তার অগ্রিম খবর এই সূরায় বর্নিত হয়েছে; যেন মানুষ হুশিয়ার ও সতর্ক হয়ে নিজেদের র্বতমান কার্যকলাপ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং শেষে যেন সেজন্য অনুতাপ করতে না হয়।

৫. এই বিষয়ে সতর্ককরণ করা হয়েছে যে, বর্তমান জীবন আসলে পরীক্ষার জীবন, এবং এই দুনিয়ার আয়ূ থাকা পর্যন্তই এই পরীক্ষার জন্য দেওয়া সময় ও অবকাশ। এই সময়কে বিনষ্ট করলে ও নবীর হেদয়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা এখনই করে না নিলে তা করার আর কোন সময় কখনই পাওয়া যাবে না এই নবী এবং এই কুরআনের সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞান তোমাদের নিকট পৌছানো এমন একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা ও সুযোগ যা তোমরা এখন লাভ করছ। এখনই যদি এই সুযোগ গ্রহণ কর, যদি এই ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ ফায়দা লাভ না কর, তাহলে পরবর্তী চিরন্তন জীবনে চিরদিনের জন্যে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হবে।

৬. আল্লাহর দেওয়া হেদায়াতের বিধান গ্রহন না করে জীবন যাপন করার কারণেই যেসব প্রকাশ্য মূর্খতা ও গোমরাহী লোকদের জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছিল, এই সূরায় সেই দিকে ইংগিত ও ইশারা করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনা সংক্ষেপে এবং হযরত মূসা (আঃ) ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে; এ হতে চারটি কথা মন মগজে বদ্ধমূল করে দেয়াই উদ্দেশ্য। প্রথম এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সংগে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করছ, তা ঠিক হযরত নূহ ও মূসা (আঃ) এর

সংগে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের করা আচরণ ও ব্যবহারের অনুরূপ। নিশ্চিত জেনো, এরূপ আচরণের যে পরিণাম তারা ভোগকরেছে তোমরাও অনুরূপ পরিণাম অবশ্যই দেখতে পাবে। দ্বিতীয় এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সংগী সাথীগণকে এখন তোমরা যেরূপ দূর্বল ও দুরবস্থায় লিপ্ত দেখতে পাও, তাতে মনে করোনা যে, চিরদিনই তাদের অবস্থা এরূপ থাকেব। তোমরা তো জানো তাদের পশ্চাতে সেই আল্লাহই তাদের পৃষ্টপোষক রয়েছেন, যিনি ছিলেন মূসা ও হারুনের পশ্চাতে। এবং তিনি এমনভাবে অবস্থার অনিবার্য ধারাবাহিকতাকে উল্টে দেন যা কারো দৃষ্টিতেই পড়বার নয়। তৃতীয় এই যে, সতর্ক ও সংযত হওয়ার জন্যে আল্লাহতা'আলা তোমাদের যে, অবকাশ দিচ্ছেন তোমরা যদি তা বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দাও, আর ফিরাউনের ন্যায় আল্লাহর পাকড়াওতে পড়ে শেষ মূহূর্তে তওবা কর, তবে নিশ্চই মাফ করা হবে না। আর চতুর্থ এই যে, যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারা যেন বিপরীত অবস্থা ও পরিবেশের কঠোরতা ও তার মুকাবিলায় নিজেদের অসহায়তা দেখে নিরাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে এবং এই অবস্থায়ও কিভাবে দ্বীনের কাজ করতে হবে, তা যেন তারা ভালোভাবে বুঝে নেয়। এ বিষয়েও তাদের সাবধান হতে হবে যে, আল্লাহতা'আলা যখন তার নিজ অনুগ্রহে এ অবস্থা হতে তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। তখন যেন তারা বনী ইসরাঈলের লোকরা মিশর হতে মুক্তি পেয়ে যেমন করেছিল, তারা সেরূপ আচরণ অবলম্বন না করে। শেষ ভাগে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা যে আকীদা ও আদর্শ অনুসারে চলবার জন্যে তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করার প্রশ্নও উঠতে পারে না। এই আকীদা ও আদর্শ যে লোকই গ্রহন করবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে তা পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত পথে চলবে সে নিজেরই খারাব পরিণাম ডেকে আনবে।

اٰيَاتُهَا ١٠٩ (١٠) سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١١

একশত নয় তার আয়াত (সংখ্যা) (১০) সূরা ইউনুস মক্কী এগার তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

আলিফ-লাম-রা এই আয়াতগুলো (এমন) কিতাবের (যা) জ্ঞান গর্ভ হয়েছে কি লোকদের জন্যে আশ্চর্য-জনক

اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ

যে আমরা অহী পাঠিয়েছি প্রতি একজনের তাদেরই মধ্যহতে যে সতর্ক কর লোকদেরকে ও

بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ

সুসংবাদ দাও (তাদেরকে) যারা ঈমান আনে যে তাদের জন্যে রয়েছে পদ (মর্যাদা) সত্যিকার কাছে তাদের রবের

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

(এ কথায়) বলেছে কাফেররা নিশ্চয়ই এই (ব্যক্তি) অবশ্যই যাদুকর সুস্পষ্ট

১. আলিফ লা-ম-রা; এ সেই কিতাবের আয়াত , যা জ্ঞান-গর্ভও হেকমতপূর্ণ। ২. লোকদের জন্য কি এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা তাদের মধ্য হতেই এক ব্যক্তিকে অহী পাঠালাম যে, (গাফলতে পড়ে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও। আর যারা মেনে নিবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের আল্লাহর নিকট সত্যকার ইযযৎ ও মর্যাদা রয়েছে? (এই কথার উপরই) কাফেররা বলেছে যে, এই ব্যক্তিতো প্রকাশ্য যাদুকর১।

১. নবী করীম (সঃ)কে তারা এই অর্থে যাদুকর বলতো যে, যে ব্যক্তিই কুরআন শ্রবণ করে ও তার প্রচারে প্রভাবিত হয়ে ঈমান আনতো সে জীবন পণ করতে, সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে ও সব রকমের মুসিবৎ সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي
নিশ্চয়ই তোমাদের রব (সেই) আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-সমূহকে ও যমীনকে মধ্যে

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا
ছয়টি দিনে এরপর সমাসীন হয়েছেন উপর আরশের সম্পন্ন করেছেন সকল (বিষয়) নাই

مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
কোন সুপারিশকারী তবে (কেউ সুপারিশ করলে) পরে তাঁর অনুমতির (সেটা অন্য কথা) তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব

فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ③ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ
অতএব তারই তোমরা ইবাদত কর তবুকি না তোমরা শিক্ষা গ্রহণকরবে তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তনহবে সকলেরই

وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
(এটা) ওয়াদা আল্লাহর যথাযথ নিশ্চয়ই তিনি প্রথম অস্তিত্বে আনেন সৃষ্টিকে অতঃপর তার পুনরাবর্তন করবেন প্রতিফল দেওয়ার জন্যে

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ
(তাদেরকে) যারা ঈমান এনেছে ও কাজ করেছে নেকীর ইনসাফের সাথে এবং যারা

كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে (হবে) পানীয় হতে ফুটন্ত পানি ও শাস্তি মর্মন্তুদ একারণে যা

كَانُوا يَكْفُرُونَ ④
তারা অস্বীকার করতেছিল

৩. বস্তুতঃ সেই আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আসমান ও যমীন কে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন, পরে সিংহাসনে আসীন হয়েছেন এবং বিশ্বলোকের পরিচালনা করছেন। সুপারিশ ও শাফায়াতকারী কেউ নেই, তবে যদি আল্লাহর অনুমতির পর শাফায়াত করে (তবে অন্য কথা)। এই আল্লাহই তোমাদের রব। অতএব তাঁরাই ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা শিক্ষা নেবে না? ৪. তাঁর নিকটই তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা। নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন, পরে তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন। যেন যারা ঈমান আনল ও নেক আমল করল তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফের সাথে পুরস্কার দিতে পারেন। আর যারা কুফরীর নীতি গ্রহণ করল, তারা উত্তপ্ত পানি পান করবে ও কঠিন পীড়াদায়ক আযাব ভোগ করবে- তাদের সত্য অমান্য করার প্রতিফল হিসেবে।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ

তিনিই (আল্লাহ্) যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে আলোক বিশিষ্ট ও চাঁদকে আলোক ময় ও তার নির্দিষ্ট করেছেন

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ

(হ্রাস-বৃদ্ধির) মন্‌যিলসমূহ যেন তোমরা জান গণনা বছরগুলোর ও (তারিখের) হিসাব নাই সৃষ্টি করেছেন

اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥

আল্লাহ এসব ব্যতীত যথাযথ (উদ্দেশ্য) বিশদ বিবৃত করেন তিনি নিদর্শন গুলোকে লোকদের জন্যে (যারা) জ্ঞান রাখে

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي

নিশ্চয়ই (রয়েছে) মধ্যে পরিবর্তনে রাতের ও দিনের ও যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ মধ্যে

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦ اِنَّ الَّذِيْنَ

আসমান সমূহের ও পৃথিবীর অবশ্যই নিদর্শনসমূহ লোকদের জন্যে (যারা ভুল দৃষ্টি-ভঙ্গি হতে)বেঁচেচলে নিশ্চয়ই যারা

لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا

না আশারাখে আমাদের সাক্ষাতের ও পরিতৃপ্ত হয়েছে জীবন নিয়ে দুনিয়ার এবং নিশ্চিত হয়েছে

بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٧

তাতে এবং (এমন) যারা তারাই হতে আমাদের নিদর্শনগুলো গাফেল

৫. তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন দীপ্তি। এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মনযিল ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা তারই সাহায্যে বৎসর ও তারিখ সমূহের হিসাবে জেনে নাও। আল্লাহতা'আলা এই সব কিছু (খেলার ছলে নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করছেন- তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। ৬. নিশ্চিতই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমান ও যমীনে আল্লাহতাআলা যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিসে নিদর্শন সমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা (ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল আচরণ হতে) আত্মরক্ষা করতে চায়[২]। ৭. সত্যকথা এই যে যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করেনা, আর দুনিয়ার জীবন পেয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছে, তারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে একেবারে গাফিল,

২. অর্থাৎ এই সমস্ত নিদর্শন থেকে মাত্র সেই সব লোক প্রকৃত সত্যে পৌঁছাতে পারে যাদের মধ্যে এসব গুণাবলী বর্তমানঃ (১) সে মূর্খতামূলক সংস্কার হতে মুক্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের যেসব উপায়-উপকরণ আল্লাহতা'আলা মানুষকে দান করেছেন সেগুলি ব্যবহার করবে। (২) ভ্রান্তি হতে মুক্ত হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করার বাসনা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবে।

أُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ ٱلَّذِينَ

ঐসব লোক | তাদের বাসস্থান হবে | জাহান্নাম | একারণে যা | তারা অর্জন করতেছিল | নিশ্চয়ই | যারা

ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى

ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর | তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন | তাদের রব | তাদের ঈমানের কারণে | প্রবাহিত হয়

مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ⑨ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا

তাদের পাদদেশে | ঝর্ণধারা সমূহ | মধ্যে | জান্নাতের | নিয়ামতপূর্ণ | তাদের ধ্বনি (হবে) | তার মধ্যে

سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ

তুমি পবিত্র | হে আল্লাহ | ও | তাদের অভিবাদন (হবে) | তার মধ্যে | সালাম (বর্ষিত হোক) | এবং শেষ (হবে) | তাদের

أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ⑩ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ

(এই) যে | 'সব প্রশংসা' | আল্লাহরই জন্যে | রব | 'বিশ্ব জগতের | এবং | যদি | ত্বরিত করতেন | আল্লাহ

لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ

লোকদের জন্যে | অকল্যাণ | (যেমন) তারা ত্বরিত চায় | (দুনিয়ার) কল্যাণের | অবশ্যই পুরা হয়েযেত | তাদের প্রতি | তাদের মেয়াদ

فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪

অতএব ছেড়ে দিয়েছি | আমরা (তাদেরকে) যারা | না | আশার রাখে | আমাদের সাক্ষাতের | মধ্যে | তাদের বিদ্রোহীতার | উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে

৮. তাদের শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম- সেই সব খারাব কাজের প্রতিফল হিসেবে যা তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভ্রান্ত কর্ম-নীতির কারণে) করতেছিল। ৯. আর এও অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এই কিতাবে পেশ করা যাবতীয় সত্য গ্রহণ করেছে) এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে, তাদেরকে তাদের আল্লাহ তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, তাদের তলদেশে নদ-নদী প্রবহমান হবে। ১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবেঃ "পবিত্র তুমি হে আল্লাহ"। তাদের দোয়া হবে "শান্তি বর্ষিত হোক"। আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে এ কথাঃ "সমস্ত তা'রীফ প্রশংসা রব্বুলআ'লামীন আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। রুকু-২ ১১. আল্লাহ যদি লোকদের সাথে খারাব ব্যবহার ও তাড়াহুড়া করতেন, যতটা তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে থাকে, তা হলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই না খতম করে দেওয়া হত, (কিন্তু এ আমাদের রীতি নয়), এই জন্যে আমরা তাদের - যারা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখেনা তাদের বিদ্রোহ ও সীমা-লংঘনমূলক কার্য-তৎপরতায় বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেই।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا

বসে | বা তারা পার্শ্বের উপর (অর্থাৎ শুয়ে) | আমাদেরকে ডাকে | দুঃখ-দৈন্য (দিয়ে) | মানুষকে | স্পর্শ করে | যখন | এবং

اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ

আমাদেরকে ডাকেই নাই | যেন | সে চলে (এমনভাবে) | তার দুঃখ-দৈন্য | তার থেকে | আমরা দূরকরি | অতঃপর যখন | দাঁড়িয়ে | বা

اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲﴾

তারা কাজ করতেছিল | যা | সীমালংঘন-কারীদের জন্যে | সুশোভিত করা হয়েছে | এভাবে | তা যখন লেগেছিল | দুখের (সময়ে)

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ

ও | তারা যুলম করেছিল | যখন | তোমাদের পূর্বেও | জাতিগুলিকে | আমরা ধ্বংস করেছি | নিশ্চয়ই | এবং

جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ

এভাবে | ঈমান আনার | তারা ছিল | না | এবং | সুস্পষ্ট নিদর্শন গুলোসহ | তাদের রসূলরা | তাদের কাছে এসেছিল

نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ

স্থলাভিষিক্ত | তোমাদেরকে আমরা বানালাম | এরপর | যারা অপরাধী | লোকদের | প্রতিফল দেই আমরা

فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

তোমরা কাজকর | কেমন | দেখি যেন আমরা | তাদের | পরে | পৃথিবীর | মধ্যে

১২. মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার উপর কোন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাদের ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমন ভাবে চলে যায় যে, মনে হয় সে তার কোন দুঃসময়ে আমাদের ডাকেই নি। এই ধরনের সীমা-লংঘনকারী লোকদের জন্য তাদের কার্যকলাপ চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৩. হে লোকেরা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে[৩] আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী -রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল; কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনল না। এভাবেই আমরা পাপী ও অপরাধীদেরকে তাদের পাপ-অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৪. এখন তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, যেন দেখতে পারি যে, তোমরা কি রকম আমল কর।

৩. মূলে ' قرن ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সাধারণত এর অর্থঃ 'এক যুগের লোক' কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেরূপ বাকভংগীতে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় এদিয়ে নিজ নিজ যুগে সমুন্নত জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ জাতির ধ্বংসের অর্থ অবশ্যম্ভাবী রূপে তাদের বংশ ধরকে ধ্বংস করে দেয়া বুঝায় না; বরং তাদের উন্নত অবস্থান থেকে তাদের পতন ঘটানো, তাদের সভ্যতা - সংস্কৃতির ধ্বংস হয়ে যাওয়া তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র লুপ্ত হওয়া, তাদের বিভিন্ন অংশে খন্ড খন্ড হয়ে অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া; - এ সমস্তই ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রাকরভেদ।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا
না যারা বলে সুস্পষ্ট আমাদের আয়াতগুলোকে তাদের নিকট পাঠকরা হয় যখন এবং

يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ
বল তা পরিবর্তন কর অথবা এটা (অন্য একটি) ছাড়া কুরআন নিয়ে আস আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে

مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ
আমি অনুসরণকরি না আমার নিজের তরফ হতে তা বদলাব আমি যে আমার নয় কাজ

اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ
"আমার রবের আমি অবাধ্যতাকরি যদি" ভয়করি আমি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ওহী করা হয় যা এছাড়া

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑮ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ
তা আমি পাঠ করতাম না আল্লাহ চাইতেন যদি বল কঠিন দিনের শাস্তির

عَلَيْكُمْ وَ لَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۫ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ
তোমাদের মাঝে আমি অবস্থান করেছি অতঃপর নিশ্চয়ই তা সম্বন্ধে তোমাদের তিনি অবহিত করতেন না এবং তোমাদের কাছে

عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ⑯
তোমারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও তবুও কি না এর পূর্বে একবয়স

১৫. আমাদের স্পষ্ট কথাগুলি যখন তাদের শুনানো হয়, তখন সেই লোকেরা- যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা- বলে যে, "এর পরিবর্তে অপর কোন কুরআন নিয়ে আস, কিংবা এতেই কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত কর"। হে মুহাম্মদ, তাদের বল, "আমার এই কাজই নয় যে, আমার নিজের তরফ হতে তা রদবদল করে নেব। আমি তো শুধু সেই অহীরই অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার আল্লাহর নাফরমানী করি, তা হলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে"। ১৬. আর বল, আল্লাহর ইচ্ছা যদি এরূপ হত তাহলে আমি এই কুরআন তোমাদেরকে কখনো শুনাতাম না। এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরটুকুও দিতেন না। আমি তো এর পূর্বে একটা জীবন-কাল তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ করোনা[৪]?।"

৪. অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নই; আমি তোমাদের শহরেই জন্মলাভ করেছি, তোমাদের মধ্যেই শৈশব থেকে এই বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছি। তোমরা আমার সমগ্র জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্বস্ততার সাথে কি এ কথা বলতে পারো যে, এই কুরআন আমার নিজের রচিত কিতাব হওয়া সম্ভব? এবং তোমরা কি আমার থেকে এই আশা করতে পারো যে- আমি এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলবো! আমি নিজের মন থেকে কোন কথা গড়ে লোকদের কাছে বলবো যে, এটা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে!

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ

অতএব কে | অধিক যালেম (হতেপারে) | (তার) চেয়ে যে | রচনা করে | উপর | আল্লাহ | মিথ্যা | বা | মিথ্যা বলে

بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ⑰ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

তাঁর নিদর্শন গুলোকে | নিশ্চয়ই তা | না | সফলকাম হয় | অপরাধীরা | এবং | তারা ইবাদত করে | ছাড়া

اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ

আল্লাহকে | যা | না | তাদের ক্ষতি করতে পারে | আর | না | তাদের উপকার করতে পারে | এবং | তারা বলে

هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا

এসব | আমাদের সুপারিশকারী | কাছে | আল্লাহর | বল | তোমরা খবর দিচ্ছ কি | আল্লাহকে | তা সম্বন্ধে যা

لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى

না | তিনি জানেন | মধ্যে | আসমান সমূহের | এবং | না | মধ্যে | যমীনের | তিনি পূতঃপবিত্র | ও | বহু উর্দ্ধে

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⑱ وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً

তা হতে যা | তারা শিরক করছে | এবং | না | ছিল | মানুষ | এছাড়া | উম্মত | একই

فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ

তারা এরপর মতভেদ করে | এবং | যদি | না | একটি কথা | পূর্ব ঘোষিত হত | পক্ষ হতে | তোমার রবের | ফয়সালা অবশ্যই করে দেয়া হত

بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ⑲

তাদের মাঝে | সে বিষয়ে | যা সম্পর্কে | তারা মতভেদ করছে

১৭. অতঃপর তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে, যে একটি মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় কিংবা আল্লাহর কোন সত্যিকার আয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে? নিশ্চিত জেনো, পাপী-অপরাধী লোক কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারেনা। ১৮. এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা-উপাসনা দাসত্ব করে, যা না তাদের ক্ষতি করতে পারে, না কোন উপকার। তারা বলে যে, "এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" হে মুহাম্মদ, তাদের বল, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন সব খবর দিচ্ছ, যা তিনি না আসমানে জানেন, না যমীনে[৫]? মহান পবিত্র তিনি! তিনি এই শেরক হতে বহু উর্দ্ধে যা এই লোকেরা করে। ১৯. প্রথম সূচনায় সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন ধরনের আকীদা এবং মত ও পথ রচনা করে নিল; তোমাদের আল্লাহর দিক হতে পূর্বেই যদি একটি কথা সিদ্ধান্ত করে দেয়া না হত, তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতবিরোধ করে তার ফয়সালা অবশ্যই করে দেয়া হত[৬]।

৫. কোন জিনিস আল্লাহতা'আলার জ্ঞানে না থাকার অর্থ সে জিনিসের আদৌ অস্তিত্বই না থাকা। কারণ যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা আল্লাহর জ্ঞানে আছে। সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে এখানে অতি সুন্দর সূক্ষভাবে একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে- যমীন ও আসমানের মধ্যে কেউ তোমাদের জন্য আল্লাহতাআলার কাছে সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহতা'আলা তো জানেন না!। তোমরা আল্লাহকে কোন্ সুপারিশকারীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছ! ৬. অর্থাৎ আল্লাহতাআলা যদি প্রথমেই এ ফয়সালা না করে অপর পাতায় দেখুন

وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ

তাহলে তার পক্ষহতে কোন তার নাযিল করা না কেন তারা বলে এবং
বল রবের নিদর্শন উপর হল

اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝٢٠ ع ١٠

অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভূক্ত তোমাদের আমি তোমরা অতএব আল্লাহরই অদৃশ্যের মূলতঃ
. সাথে নিশ্চয়ই অপেক্ষ কর (আছে) (জ্ঞান)

وَ اِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ

তাদের স্পর্শ বিপদের পরে অনুগ্রহ লোকদেরকে আমরা যখন এবং
করেছিল (যা) আস্বাদন করাই

اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۚ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۚ

চাল অধিক আল্লাহই বল আমাদের ব্যাপারে চালবাজিতে তারা(লেগে তখন
কৌশলে দ্রুত নিদর্শনগুলোর যায়)

اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ۝٢١ هُوَ الَّذِيْ

যিনি তিনিই তোমরা যা লিখছে আমাদের নিশ্চয়ই
(আল্লাহ) ষড়যন্ত্র করছ ফেরেশতারা

يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ

নৌযানের মধ্যে তোমরা যখন এমনকি জলভাগে ও স্থল ভাগে তোমাদের
হও ভ্রমণ করান

---

২০ আর তারা এই বলে যে, এই নবীর প্রতি তার আল্লাহর তরফ হতে কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয়নি? তার জওয়াবে তুমি বলঃ অদৃশ্য জগতের একচ্ছত্র মালিক ও মুখতার এক মাত্র আল্লাহই। ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। রুকু-৩ ২১. লোকদের অবস্থা এই যে, বিপদের পরে আমরা যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দান করি, তখন তারা সহসাই আমাদের আয়াত ও নির্দশনের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়[৭]। তাদেরকে বলঃ "আল্লাহ তাঁর চাল ও কৌশলে তোমাদের অপেক্ষা অধিক দ্রুত।" নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল কুটিল ষড়যন্ত্রকে লিখে রাখছে। ২২. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আদ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরাহণ কর,

---

নিতেন যে ফায়সালা কেয়ামতের দিন হবে, তবে এখানেই এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেওয়া হতো।
৭. অর্থাৎ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিদর্শন। মুসিবত এসে মানুষকে এই চেতনা ও অনুভূতি দান করে, যে বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহতা'আলা ছাড়া কেউই মুসিবত দূর করতে পারেন না। কিন্তু যখন মুসিবত দূর হয়ে যায় ও ভাল সময় আসে তখন এরা বলতে আরম্ভ করে- এটা আমাদের উপাস্য দেবতা ও সুপারিশকারীদের অনুগ্রহের ফল।

رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْٓا

বাতাস ঝড়ো ও তাদের উপর আসে ঢেউ থেকে সব জায়গা ও তারা ভাবে

اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ

যে তারা পরিবেষ্টিত হয়েছে সে সব দিয়ে (তখন) তারা ডাকে আল্লাহকে খালেস করে তারই জন্যে আনুগত্যকে

لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

(এইবলে) যদি অবশ্যই আমাদের তুমি উদ্ধার কর হতে এটা আমরা অবশ্যই হব অন্তর্ভুক্ত শোকরকারীদের

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ

অতঃপর যখন তাদের উদ্ধার করেন তিনি তখন তারা বিদ্রোহ করে মধ্যে পৃথিবীর অন্যায়ভাবে

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ

হে লোকেরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বিদ্রোহ (উল্টো পড়েছে) উপর তোমাদের নিজেদের (ভোগ করে নাও) আনন্দ-সামগ্রী জীবনের দুনিয়ার

ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

এরপর আমাদেরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে তখন তোমাদের জানিয়ে দেব আমরা তা সম্বন্ধে যা তোমরা কাজ-কর্ম করতেছিলে

আর অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাক, আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে চারিদিক হতে- তরংগের আঘাত এসে ধাক্কা দেয়, মুসাফির মনে করে যে, তারা ঝঞ্ঝায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের আনুগত্যকে আল্লাহরই জন্য খালেস করে তারই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হতে রক্ষা কর, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর-গুযার বান্দা হয়ে থাকব। ২৩. কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন সেই লোকেরাই সত্য হতে বিমুখ হয়ে যমীনে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। হে লোকেরা, তোমাদের এই বিদ্রোহ উল্টো তোমাদেরই বিরুদ্ধে পড়েছে। দুনিয়ার জীবন কয়েক দিনের আনন্দ-সামগ্রী মাত্র, (ভোগ করে নাও); শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তোমাদের বলব, তোমরা কি সব এবং কি ধরনের কাজ-কর্ম করতেছিলে।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

আকাশ থেকে তা আমরা বর্ষণ করি যেমন পানি দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ প্রকৃতপক্ষে

فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ

ও মানুষ খায় তা হতে যমীনে উদ্ভিদ তা দিয়ে সংমিশ্রিত অতঃপর হয়ে (উদ্গত হয়)

الْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ

চাকচিক্য-ময় হল ও তার ভূষণ যমীন ধারণ করল যখন এমনকি জীবজন্তু

وَ ظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰهَآ اَمْرُنَا

আমাদের নির্দেশ তার উপর এসেপড়ে তার উপর (ভোগকরতে) সক্ষম হবে যে তারা তার মালিকরা মনে করল এবং

لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ

গতকাল (কোন ফসল) অবস্থিত ছিলই না যেন কর্তিত ফসল (নির্মূল) তা অতঃপর আমরা বানিয়ে দেই দিনে অথবা রাতে

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ اللّٰهُ يَدْعُوْٓا

ডাকেন আল্লাহ আর (যারা) চিন্তা-ভাবনা করে লোকদের জন্যে নিদর্শন গুলোকে বিশদ বর্ণনা করি আমরা এভাবে

اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ

পথের দিকে তিনিই ইচ্ছা করেন যাকে পথ দেখান ও শান্তির আবাসের দিকে

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

সরল সঠিক

২৪. দুনিয়ার এই জীবন, (যার নেশায় মত্ত হয়ে তোমরা আমাদের দেওয়া নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করছ), তার দৃষ্টান্ত এমন যেন আকাশ হতে আমরা পানি বর্ষণ করলাম, ফলে যমীনের উৎপাদন- যা মানুষ ও জন্তু সকলেই খায়- খুব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। পরে ঠিক সেই সময় যখন যমীন ফসল ভারাক্রান্ত ছিল এবং ক্ষেত-খামারগুলি ছিল শস্য-শ্যামল চাকচিক্যময়, তার মালিকগণ মনে করছিল যে, আমরা এখন তা ভোগ করতে সক্ষম- তখন সহসা রাতের বেলা কিংবা দিনের বেলা আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছিল এবং আমরা তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম, যেন কাল সেখানে কিছুই ছিলনা। এইভাবেই আমরা নির্দশন সমূহ বিস্তারিতভাবে পেশ করি তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝতে পারে! ২৫. (তোমরা এই অস্থায়ী ভংগুর জীবনের ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছ), অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির কেন্দ্রভূমির দিকে আহবান জানাচ্ছেন৮। (হেদায়াত দান একান্তভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত), যাকে তিনি চান সঠিক পথ দেখান।

৮. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের সেই জীবন-যাপন-পদ্ধতির প্রতি আহবান জানাচ্ছেন যা পারলৌকিক জীবনে তোমাদেরকে 'দারুস সালামে'র যোগ্য করবে। 'দারুস সালাম' বলতে জান্নাতকে বোঝানো হচ্ছে, আর এর অর্থ হচ্ছে, শান্তির আগার- সেই স্থান যেখানে কোন বিপদ-আপদ, কোন ক্ষতি, কোন দুঃখ ও কোন কষ্ট থাকবে না।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ۖ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ

তাদের মুখমন্ডল সমূহকে | আচ্ছন্ন করবে | না | এবং আরোও বেশী (অনুগ্রহ) | এবং | উত্তম ফল | (যারা)ভাল কাজ করে | তাদের জন্যে (আছে)

قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا

তার মধ্যে | তারা | জান্নাতের | অধিবাসী হবে | ঐসব লোক | লাঞ্চনা | না | এবং | কালিমা

خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ

তার সমান | মন্দ কাজের | (তারাপাবে) প্রতিফল | মন্দকাজ | অর্জন করেছে | যারা | এবং | স্থায়ী হবে

وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ

এমন যেন | রক্ষাকারী | কোন | আল্লাহ | হতে | তাদের জন্যে | নাই | লাঞ্ছনা | তাদের আচ্ছন্ন করবে | ও

اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۖ اُولٰٓئِكَ

ঐসবলোক | অন্ধকার | রাতের | টুকরা | তাদের মুখমন্ডলগুলো | ঢেকে ফেলেছে

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

তাদের একত্রিত করব আমরা | যেদিন | এবং | স্থায়ী হবে | তার মধ্যে | তারা | দোযখের (আগুনের) | অধিবাসী হবে

جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ

ও | তোমরা | তোমাদের স্থানে (অবস্থানকর) | শিরক করেছিল | তাদেরকে (যারা) | আমরা বলব | এরপর | সকলকে (আমার আদালতে)

شُرَكَآؤُكُمْ ۚ

তোমাদের শরীকরা

---

২৬. যারা ভাল কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভাল ফল পাবে, অধিক অনুগ্রহও পাবে। কলংক, কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমন্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ২৭. আর যারা মন্দকাজ করেছে তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট-লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহর এই আযাব হতে তাদের রক্ষক কেউ নেই। তাদের মুখমন্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের উপর পড়ে রয়েছে। তারাই দোযখের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ২৮. যেদিন আমরা এই সকলকে একত্রে (আমার বিচারালয়ে) উপস্থিত করব এরপর যারা দুনিয়ায় শেরক করেছে তাদের আমরা বলবঃ থাক, তোমরা ও তোমাদের বানানো শরীক মাবুদেরা সকলেই।

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا

আমাদেরকে তোমরা ছিলে না তাদের শরীকরা বলবে এবং তাদের মাঝে (অপরিচিতির আবরণ) আমরা অতঃপর সরিয়ে দেব

تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ

নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহই বস্তুতঃ যথেষ্ঠ ইবাদত করতে

كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ

ব্যক্তি প্রত্যেক যাচাই করে নিতে পারবে সেখানে অবশ্যই অনবহিত তোমাদের ইবাদত হতে আমরা ছিলাম

مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ

বিলুপ্ত হবে এবং প্রকৃত তাদের অভিভাবক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং অতীতে করেছে যা

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ

আসমান থেকে তোমাদের রিযিক দেন কে বল তারা রচনা করতেছিল যা তাদের থেকে

وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ

বের করেন কে এবং দৃষ্টিশক্তি সমূহের ও শ্রবণ শক্তির এখতিয়ার রাখেন অথবা কে যমীন (থেকে) ও

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ

কে এবং জীবন্ত হতে নিস্প্রাণকে বের করেন এবং (কে) নিস্প্রাণ হতে জীবন্তকে

يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

(সত্য বিরোধীতায়) তোমরা বিরতথাকবে তবুও কি না তাহলে বল আল্লাহই তখন তারা বলবে (বিশ্ব ব্যবস্থার সকল) কাজ সম্পাদন করেন

অতঃপর আমরা তাদের পারস্পারিক অপরিচিতির আবরণ তুলে ফেলব৯। তখন তাদের শরীক মাবুদেরা বলবেঃ তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। ২৯. আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এই ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম। ৩০. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই যাচাই করে নিতে পারবে যা সে অতীতে করেছে। সকলেই তাদের প্রকৃত মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তাদের রচিত সমস্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রুকু-৪ ৩১. তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও যমীন হতে তোমাদেরকে কে রিযক দান করে? এই শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কার ইখতিয়াধীন? এবং কে নিস্প্রাণ নির্জীব হতে সজীব জীবন্তকে ও সজীব জীবন্ত হতে নিস্প্রাণ নিজীবকে বের করে? এই বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করছে? তারা জওয়াবে অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ। বল তাহলে (এই মহাসত্যের বিপরীত আচরণ হতে) তোমরা কেন বিরত থাকনা।

৯. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে তাদের উপাস্য চিনতে পারবে যে, এরাই তারা যারা আমার এবাদত করতো; এবং মুশরিকরাও তাদের উপাস্যদের চিনে নেবে যে, এরাই হচ্ছে তারা যাদের আমরা ইবাদত করতাম।
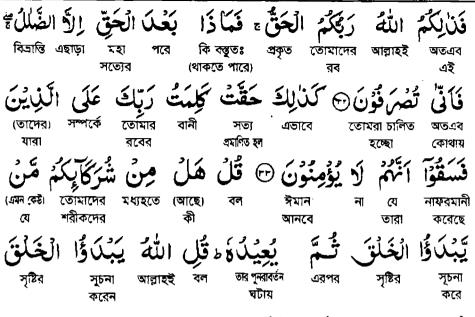
৩২.অতএব এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত রব। তাহলে মহান সত্যের পর সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছো[১০]? ৩৩. (হে নবী! দেখ) এরূপ না-ফরমানীর নীতি অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে তোমাদের রবের কথা সত্য প্রমাণিত হল যে, তারা মোটেই মেনে নেবে না ঈমান আনবে না। ৩৪. তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টির সূচনাও করে, তার পুনরাবর্তনও করে? বল, তিনি কেবল আল্লাহই, যিনি সৃষ্টির সূচনাও করেন, তার পুনরাবর্তনও। তা সত্ত্বেও তোমাদের কোথায় ফেরানো হচ্ছে?

১০. লক্ষ্য করা দরকার এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সাধারণ মানুষদের এবং তাদের প্রতি এ প্রশ্ন করা হয়নি যে তোমরা কোনদিকে চলেছো? বরং প্রশ্ন করা হচ্ছে তোমরা কোন দিকে চালিত হচ্ছো? এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হচ্ছে যে- এরূপ কোন বিভ্রান্তকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিদ্যমান আছে যারা লোকেদেরকে সঠিক দিন থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করছে। এই কারণে লোকদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা অন্ধের ন্যায় বিভ্রান্তকারী পথ-প্রদর্শকদের পিছনে কেন চলেছ? নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তোমরা চিন্তা করছো না কেন যে, সত্য অবস্থা যখন এই, তখন শেষ পর্যন্ত তোমরা এ কোন দিকে পরিচালিত হয়ে চলেছ।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ

বল সত্যের দিকে পথ (এমনকেউ) তোমাদের মধ্য (আছে) বল
দেখায় যে শরীকদের হতে কি

اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ

যে অধিক সত্যের দিকে সঠিকপথ তবে কি সত্যের পথ আল্লাহই
হকদার দেখায় যে দিকে দেখান

يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ قف

তোমাদের অতএব কি পথ প্রদর্শিত যে এছাড়া সঠিকপথ না অথবা অনুসরণ করা
হয়েছে হয় পায় যে হবে(তাঁর)

كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ط اِنَّ

নিশ্চয়ই ধারণা এছাড়া তাদের অনুসরণ না এবং তোমরা কেমন
অনুমানের অধিকাংশ করে রায় দাও

الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا

ঐ বিষয়ে খুব আল্লাহ নিশ্চয়ই কিছু সত্য ক্ষেত্রে কাজে না ধারণা
যা অবহিত মাত্র (পথ লাভের) আসে অনুমান

يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى

রচনা করা (এমন) কোরআন এই সম্ভব নয় এবং তারা
যেতে পারে যে করছে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ

তার আগে (তার) সত্যায়ন বরং আল্লাহ ব্যতীত
(এসেছে) যা কারী (এটা)

৩৫. তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের বানোনো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে মহা সত্যের দিকে পথ দেখায়? বল, কেবল আল্লাহই এমন, যিনি মহান সত্যের দিকে পথ দেখান? তাহলে এখন বলঃ মহান সত্যের দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশী অধিকারী নন যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে? না সে, যে নিজে কোন পথ দেখতে পায় না; যদি তাকে পথ দেখান হয় তাহলে তা আলাদা কথা। তোমাদের হল কি? কেমন করে উল্টো রায় দিচ্ছ? ৩৬. প্রকৃত কথা এই যে, তাদের অধিকাংশ শুধুমাত্র ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে চলেছে[১১]। অথচ ধারনা-অনুমান প্রকৃত সত্য জ্ঞান লাভের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পুরো করতে পারে না। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা খুব ভালো ভালভাবেই জানেন। ৩৭. আর এই কুরআন এমন কোন জিনিস নয় যা আল্লাহ ব্যতীত রচনা করে নেয়া সম্ভব হতে পারে। বরং এতে পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়ন কারী।

১১. অর্থাৎ যা মযহাব- বিভিন্ন ধর্ম পদ্ধতি তৈরী করেছে, যা দর্শন গড়েছে এবং যারা জীবনের জন্য আইন-কানুন রচনা করেছে তারা এ সব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে করেন নি; বরং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। এবং যারা এই সমস্ত মযহাবী-ধর্মীয় ও পার্থিব নেতাদের অনুসরণ করেছে, তারাও জেনে বুঝে তা করেনি, বরং মাত্র এই ধারণার ভিত্তিতে তাদের আনুগত্য করেছে যে, যখন এত সব বড় বড় লোক এই কথা বলছে এবং আমাদের পিতা-পিতামহরাও যখন বরাবর তাদের মেনে এসেছেন, এবং দুনিয়াভর লোক যখন তাদের অনুসরণ করেছে, তখন অবশ্যই তারা সঠিক কথা বলছেন।

وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

ও বিস্তারিত বর্ণনা বিধান সমূহের নাই কোন সন্দেহ তার মধ্যে (যে এটা) (এসেছে) পক্ষহতে রবের বিশ্বজাহানের

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا

অথবা কি তারা বলে তা সে রচনা করেছে (হেনবী) বল তা হলে তোমরা আন একটি সূরা (রচনাকরে) তারমত এবং তোমরা ডাক

مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ بَلْ

যাকে তোমরা পার ছাড়া আল্লাহ যদি তোমরা হও সত্যবাদী আসল কথা

كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَ لَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ

তারা মিথ্যা মনে করেছে ঐবিষয়ে যা তারা আয়ত্ত করতে পারে নাই তা জ্ঞানদিয়ে এবং তাদেরকাছে আসে নাই তার পরিণামও

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

এভাবে মিথ্যারোপ করেছিল যারা (ছিল) তাদের পূর্বে অতএব লক্ষ্যকর কেমন ছিল পরিণাম

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّا

জালিমদের এবং তাদের মধ্যহতে কেউ কেউ ঈমান আনবে তার উপর আবার তাদের মধ্যহতে কেউ কেউ না

يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

ঈমান আনবে তার উপর এবং তোমার রব খুব জানেন ফাসাদকারীদের সম্পর্কে

ও আল-কিতাবের বিস্তারিত রূপ। এ যে বিশ্বনিয়ন্তার তরফ হতে আসা কিতাব, তাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। ৩৮. এরা কি বলে যে, নবী নিজে তা রচনা করেছেন? বলঃ তোমরা যদি তোমাদের এই অভিযোগে সত্যবাদী হও তাহলে এরই মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস, আর এক রবকে বাদ দিয়ে যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পার সাহায্যের জন্য ডেকে নাও। ৩৯. আসল কথা এই যে, যে জিনিস তাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে আসেনি, আর যার পরিণতিও তাদের সামনে আসেনি তাকে তারা (শুধু শুধু আন্দাজ-অনুমানে) মিথ্যা বলে অমান্য করছে। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করে অমান্য করেছে। এখন দেখ, এই যালেম লোকদের পরিণাম কি হয়েছে। ৪০. এদের কিছুলোক ঈমান আনবে, আর কিছু লোক আনবে না। আর তোমার রব এই ফাসাদকারী লোকদের খুব ভাল করেই জানেন।

وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ

তোমরা তোমাদের কাজের (পরিণতি) তোমাদের জন্যে আর আমার কাজের (পরিণতি) আমার জন্যে তবে বল তোমাকে মিথ্যারোপ করে যদি এবং

بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ مِنْهُمْ

তাদের মধ্যে এবং তোমরা কাজ কর তা হতে যা দায়িত্ব মুক্ত আমি এবং আমি কাজ করি তাহতে যা দায়িত্ব মুক্ত

مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كَانُوْا لَا

না তারা হল (এমনযে) যদিও এবং বধিরদেরকে শুনাবে তবে কি তুমি তোমার দিকে কান পেতে রাখে কেউ কেউ

يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ

অন্ধকে পথ দেখাবে তবে কি তুমি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে কেউ কেউ তাদের মধ্যে এবং তারা জ্ঞানরাখে

وَ لَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا

কিছুমাত্রও লোকদের (উপর) জুলুম করেন না আল্লাহ নিশ্চয়ই দেখতে পায় না তারা হল (এমন যে) যদিও এবং

وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ

(তারাভাববে) যেন তাদেরকে একত্রিত করবেন (আল্লাহ) যেদিন এবং তারা জুলুম করে তাদের নিজেদের (উপর) লোকেরা কিন্তু

لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ

নিশ্চয়ই তাদের মাঝের (লোকদেরকে) তারা পরস্পরে চিনবে দিনের (মাত্র) একদন্ড এছাড়া তারা অবস্থান করে নাই

خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾

সৎপথ প্রাপ্ত তারা ছিল না এবং আল্লাহর সাক্ষাতের অস্বীকার করেছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

রুকূ-৫ ৪১. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে অমান্যকরে তাহলে বলে দাও যে, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত। আর যা কিছু তোমরা করছ তার দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত[১২]। ৪২. এদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথা শুনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও[১৩]? ৪৩. তাদের কেউ কেউ তোমাকে দেখে, কিন্তু তুমি কি অন্ধ লোকের পথ দেখাবে, তারা অনুধাবন না করলেও ৪৪. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের উপর যুলুম করেন না, লোকেরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে। ৪৫. (আজ এই লোকেরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুব মেতে আছে,) আর যেদিন আল্লাহ এদের একত্রিত করবেন, তখন (এই দুনিয়ার জীবনই তাদের এমন মনে হবে) যেন ক্ষণিকের জন্য তারা পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্য অবস্থান করেছিল। (তখন প্রমাণিত হবে যে,) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। আর তারা কখনই সত্য ও সঠিক পথে ছিল না।

---

১২. অর্থাৎ অনর্থক ঝগড়া ও কর্তৃত্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা রচনা ও করে থাকি তবে আমি নিজেই আমার কাজের জন্য দায়ী হবো, তোমাদের উপর তার কোন দায়িত্ব নেই। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার কর তবে তা দিয়ে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তা দিয়ে তোমরা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে। ১৩. এক প্রকার 'শোনা' তো সেই রকম- যেমন পশুরাও শব্দ শুনে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার শোনা হচ্ছে- অর্থ ও মর্মের দিকে মনোযোগ দিয়ে শোনা, এবং সে শোনার সংগে এই উদ্যোগ-আগ্রহও বর্তমান থাকে যে, কথা যদি যুক্তি- সংগত হয়, তবে তা মান্য করা হবে।

وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا

তবুও তোমাকে উঠিয়ে অথবা তাদের ভয় যার কিছু তোমাকে দেখাই যদি এবং
আমাদেরই দিকে নেই আমরা দেখাচ্ছি অংশ আমরা

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَ لِكُلِّ

জন্যে এবং তারা করছে (ঐবিষয়ের) উপর সাক্ষী আল্লাহ এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন
প্রত্যেক যা (আছেন) হবে

اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

ইনসাফের তাদের ফয়সালা তাদের রসূল এসেছে অতঃপর একজন রসূল উম্মতের
সাথে মাঝে করাহয়েছে যখন (রয়েছে)

وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ

তোমরা যদি ধমকী এই কখন (বাস্তবায়িত তারা এবং জুলুম করা না তাদের এবং
হও হবে) বলে হয়েছে (উপর)

صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا

এছাড়া কোন না আর কোন (এমনকি) এখতিয়ার না বল সত্যবাদী
উপকারের ক্ষতির নিজের জন্যেও রাখি আমি

مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا

অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট আসবে যখন নির্দিষ্ট উম্মতের জন্যে আল্লাহ ইচ্ছে যা
না সময় সময়(রয়েছে) প্রত্যেক করেন

يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

এগিয়ে নিতে পারবে না আর একদন্ডও পিছাতে পারবে

৪৬. যে সব খারাব পরিণতি হতে আমরা এদের ভয় দেখাচ্ছি, তার কোন অংশ আমরা তোমার জীবদ্দশায় দেখাই কিংবা তার পূর্বেই তোমাকে উঠিয়ে নেই। সকল অবস্থায় তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই আসতে হবে। আর এই লোকেরা যা কিছু করছে, সে বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী রয়েছেন। ৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে, [১৪] ফলে যখন কোন উম্মতের নিকট তার রসূল এসে পৌছে, তখন পূর্ণ ইনসাফের সাথে তার ফায়সালা চুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হয় না। ৪৮. বলে, তোমাদের এই ধমক যদি সত্যিই হয়, তবে তা কবে পূর্ণ হবে? ৪৯. বলঃ উপকার ও ক্ষতি-কিছুই আমার ইখতিয়ারভুক্ত নয়; সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবকাশের একটা মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। এই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন ক্ষণিকেরও অগ্র-পশ্চাত হয় না।

১৪. 'উম্মত' শব্দটি এখানে শুধু 'জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত (আহ্বান) যে যে লোকদের কাছে পৌছায় তারা সকলেই তাঁর উম্মত। তার জন্য তাদের মধ্যে রসূলের জীবিত বিদ্যমান থাকাও জরুরী নয়, বরং রসূলের পর যতদিন পর্যন্ত তার শিক্ষা বর্তমান থাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে রসূল যে জিনিসের শিক্ষা দিতেন তা সত্যিকার ভাবে জানা সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁর উম্মত রূপে গণ্য হবে এবং তাদের উপর সেই হুকুম প্রযুক্ত হবে যা পরে বর্নিত হয়েছে। এই হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ হচ্ছে তাঁর উম্মতঃ এবং ততদিন পর্যন্ত সব মানুষ তাঁর উম্মত বলে গন্য হবে যতদিন কুরআন বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এই কারণে এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, প্রত্যেক কওমের মধ্যে একজন রসূল আছেন, বরং বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একজন রসূল আছেন।

তাদের বলঃ তোমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, আল্লাহর আযাব যদি সহসা রাতে বা দিনের বেলা এসে পড়ে (তাহলে তোমরা কি করতে পার?); কি কারণ রয়েছে, যার দরুন অপরাধিরা তাড়াহুড়া করছে? ৫১. তা যখন তোমাদের উপর আপতিত হবে তখনি কি তোমরা তা মেনে নিবে? এখন তোমরা রক্ষা পেতে চাও? অথচ তোমরা নিজেরাই তা শীঘ্রই আগমনের দাবী জানিয়ে আসছিল। ৫২. পরে যালেমদের বলা হবে যে, এখন স্থায়ী ভাবে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা যাকিছু উপার্জন করতেছিলে তার প্রতিফল ছাড়া তোমাদের আর কি প্রতিদান দেয়া যেতে পারে! ৫৩. তারা আবার জিজ্ঞাসা করে, তুমি যা বলছ তা কি বাস্তবিকই সত্য? বলঃ আমার রবের শপথ, এ নিঃসন্দেহে সত্য। এবং তার আত্ম-প্রকাশ বন্ধ করতে পার এমন সামর্থবান তোমরা নও! রুকু-৬ ৫৪. যুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যদি দুনিয়াভরা বিত্ত সম্পদও থাকে তবে এই আযাব হতে বাঁচবার জন্য তা সে ফিদইয়া হিসাবে দিতেও প্রস্তুত হবে।

وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ

তারা গোপনে করবে এবং অনুতাপ যখন দেখবে আযাব এবং ফয়সালা করা হবে তাদের মাঝে

بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾ اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى

ইনসাফের সাথে এবং তাদের (উপর) না জুলুম করা হবে সাবধান (শুনেরাখ) নিশ্চয়ই আল্লাহরই জন্যে যাকিছু মধ্যে আছে

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

আসমানসমূহের ও যমীনের সাবধান (শুনেরাখ) নিশ্চয়ই ওয়াদা আল্লাহর সত্য কিন্তু তাদের অধিকাংশই

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾

না তারা জানে তিনিই জীবনদান করেন ও মৃত্যু দেন এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ

হে মানব সমাজ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ পক্ষহতে তোমাদের রবের ও

شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

আরোগ্য তার জন্যে যা মধ্যে আছে অন্তর সমূহের এবং হেদায়াত ও রহমত ঈমানদারদের জন্যে

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ

বল অনুগ্রহে আল্লাহর ও তাঁর রহমতে (এটা পাঠিয়েছেন) এজন্যে অতএব তাদের আনন্দকরা উচিত (এতো) উত্তম

مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

(তা হতে) যা তারা জমা করছে

যখন এই আযাব তারা দেখতে পাবে, তখন তারা মনে মনেই আফসোস করবে। তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফের সাথে ফায়সালা করা হবে। তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। ৫৫. শুনে রাখ, আসমান ও যমীনে যাকিছু আছে, তা সবই আল্লাহর। আরো শুনে রাখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। ৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, মৃত্যু তিনিই দেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। ৫৭. হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট হতে নসীহত এসে পৌঁছেছে,-তা দিলের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হেদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ৫৮. হে নবী! বলঃ "এ আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা পাঠিয়েছেন। সে জন্য তো লোকদের আনন্দ-স্ফুর্তি করা উচিৎ। এতো সেসব জিনিস হতে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ব করছে।"

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ

বল তোমরা(ভেবে) দেখেছ কি যা অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ তোমাদের জন্যে হতে রিজ্‌ক অতঃপর তোমরা বানিয়েছ

مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى

তার মধ্যেহতে (কিছুকে) হারাম আর (কিছুকে) হালাল বল আল্লাহ কি অনুমতি দিয়েছেন তোমাদেরকে অথবা উপর

اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আল্লাহর তোমরা মিথ্যারোপ করছ এবং কি ধারণা করে (তারা) যারা' রচনা করে উপর আল্লাহর

الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

'মিথ্যা (সম্বন্ধে) দিন কিয়ামতের নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহশীল উপর লোকদের

وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَ مَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ

কিন্তু তাদের অধিকাংশই না শোকর করে এবং না তুমি থাক মধ্যে (যেকোন) অবস্থার

وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ

এবং না তুমি আবৃত্তিকর তা সম্পর্কে (কিছু) হতে কোরআন এবং না তোমরা কাজ কর কোন কাজ

اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ

এছাড়া যে আমরা থাকি তোমাদের উপর পরিদর্শক যখন তোমরা প্রবৃত্ত হও তার মধ্যে

৫৯. হে নবী তাদের বলঃ তোমরা কি কখনো এ কথাও চিন্তা করে দেখেছ যে, যে রেয্‌ক আল্লাহ[১৫] তোমাদের জন্য নাযিল করেছিলেন, তা হতে তোমরা নিজেরাই কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল করে নিয়েছ[১৬]!" তাদের জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? কিংবা তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ[১৭]? ৬০. যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে, তারা কি ধারণা করে- কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হবে? আল্লাহতো লোকদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এমন, যারা আল্লাহর শোকর করে না। রুকু-৭ ৬১. হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকনা কেন এবং কুরআন হতে যা কিছু শুনাও- আর হে লোকেরা, তোমরাও যাকিছু কর- এসব অবস্থায়ই আমরা তোমাদেরকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি।

১৫.আরবী ভাষায় 'রিয্‌ক' এর অর্থ শুধুমাত্র খাদ্যই নয়। দান, অনুগ্রহ ও ভাগ্য অর্থেও রিয্‌ক সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহতা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছেন তা সবই মানুষের রিয্‌ক (জীবিকা)। ১৬. অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের জন্য কানুন ও শরীয়ত রচনা করে নেওয়ার অধিকারী বনে বসেছে। কিন্তু যিনি রিয্‌ক (জীবিকা) দান করেন তারই এ হক বা অধিকার যে, তিনি সেই জীবিকার বৈধ ও অবৈধ ব্যবহার-পদ্ধতি সম্পর্কেসমীমা ও নীতি নির্ধারণ করে দিবেন। ১৭. মিথ্যা গড়া বা মিথ্যা আরোপ তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথমতঃ এই বলা যে, আল্লাহতাআলা এ অধিকার মানুষকে সোপর্দ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ কথা বলা যে, আমাদের জন্য কানুন বা শরীয়ত নির্দিষ্ট করা আল্লাহর কাজই নয়। তৃতীয়তঃ হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী আল্লাহতা'আলার প্রতি আরোপ করা, কিন্তু সনদ স্বরূপ আল্লাহতাআলার কোন কেতাব পেশ করতে না পারা।

وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ

যমীনের মধ্যে অণু সামান্য পরিমাণও কোন তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না এবং

وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ لَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ

বৃহত্তর না আর এটার চেয়ে ক্ষুদ্রতর না এবং আসমানের মধ্যে না আর

إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ

কোনভয় নাই আল্লাহর বন্ধুদের নিশ্চয় সাবধান (জেনেরাখ) সুস্পষ্ট ভাবে কিতাবের (লিখিত আছে) মধ্যে এছাড়া যে

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

তাকওয়া অবলম্বন করেছে ও ঈমান এনেছে যারা দুঃখিত হবে তারা না আর তাদের উপর

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ

কোন পরিবর্তন নাই আখেরাতের মধ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের মধ্যে সুসংবাদ তাদের জন্যে রয়েছে

لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَ لَا يَحْزُنْكَ

তোমাকে দুঃখ দেয় না (যেন) এবং বিরাট সাফল্য সেই এটা আল্লাহর কথাগুলোতে

قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

সবকিছু জানেন সবকিছু শুনেন তিনিই সমস্তই আল্লাহরই জন্য সব সম্মানই নিশ্চয়ই তাদের কথা

আসমান ও যমীনে একবিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নাই– না ছোট, না বড়– যা তোমার আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ নয়। ৬২-৬৩. জেনেরাখ! যারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাক্ওয়ার আচারণ অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য কোন ভয় ও কষ্টের কারণ নেই। ৬৪. দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য কেবল সুসংবাদই সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর কথা সমূহ বদলাতে পারে না। এটা অতি বড় সাফল্য। ৬৫. হে নবী! এই লোকেরা যেসব কথা তোমার প্রতি আরোপ করে, তা যেন তোমাকে চিন্তান্বিত করতে না পারে। ইয্যত সম্মান সবকিছুই আল্লাহর ইখ্তিয়ার ভুক্ত। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ وَ مَا

সাবধান (জেনেরাখ) নিশ্চয়ই আল্লাহরই মালিকানাভুক্ত যারা আছে মধ্যে আসমানসমূহের এবং যারা মধ্যে আছে পৃথিবীর এবং কিসের

يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ

অনুসরণ করে (তারা) যারা ডাকে ছাড়া আল্লাহ (তাদের কল্পিত) শরীকদেরকে না তারা অনুসরণ করে

اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ

এছাড়া ধারণার এবং না তারা এছাড়া মিথ্যা অনুমান করে তিনিই (আল্লাহ) যিনি বানিয়েছেন

لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

তোমাদের জন্যে রাতকে তোমরা যেন শান্তি পাও তার মধ্যে এবং দিনকে (বানিয়েছেন) উজ্জ্বল নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ

অবশ্যই নিদর্শনাবলী লোকদের জন্যে (যারা উন্মুক্ত কানে) শোনে তারা বলে গ্রহণ করেছেন আল্লাহ সন্তান (প্রকৃত পক্ষে) তিনি পবিত্র

هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنْ

তিনি অভাবমুক্ত তারই জন্যে যা কিছু মধ্যে আছে নভোমন্ডলে এবং যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর নাই

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا

তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ এই (তোমাদের দাবীর) সম্বন্ধে তোমারা কি বলছ উপর আল্লাহর যা না

تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

তোমরা জান

---

৬৬. জেনে রাখ! আসমানের বাসিন্দা হোক কি যমীনের সকলে ও সবকিছুই আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। যারা আল্লাহকে ছাড়া (নিজেদের মনগড়া) শরীকদেরকে ডাকে, তারা নিছক ধারণা ও অনুমানের অনুসারী, আর শুধু কল্পনাই তারা করে। ৬৭. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, সেই সময় তোমরা শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল বানিয়েছেন। তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা (উন্মুক্ত কর্ণে নবীর দাওয়াত) শুনে। ৬৮. লোকেরা বলেছিল যে, আল্লাহ একজনকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন। মহান পবিত্র আল্লাহ! তিনি তো মুখাপেক্ষীহীন। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই মালিকানা; তোমাদের নিকট এ কথার কি প্রমাণ আছে? আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কি এমন সব কথা বল যা তোমাদের জানা নেই।

قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

তারা সফলকাম হয় না মিথ্যা আল্লাহর উপর রচনা করে যারা নিশ্চয়ই বল

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ

আযাব তাদের আস্বাদন এরপর তাদের আমাদেরই এরপর দুনিয়ার মধ্যে (তাদের জন্যে) সুখ
করাব আমরা প্রত্যাবর্তন হবে দিকে (অতি নগণ্য) আছে সম্ভোগ

الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ

(সেই সময়ের) নূহের খবর তাদের পাঠকরে এবং তারা কুফরী একারণে কঠোর
যখন কাছে শুনাও করতেছিল যা

ع

قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ

আমার ও আমার তোমাদের দুঃসহ হয় যদি হে তার সে
উপদেশ দান অবস্থান উপর আমার জাতি জাতিকে বলেছিল

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ

তোমাদেরশরীকদের ও তোমাদের তোমরা সুতরাং আমি ভরসা আল্লাহরই তবে আল্লাহর নিদর্শনাবলী
কেও (সমবেত কর) (করনীয়) কাজ সমবেত(হয়েসম্পন্ন)কর করছি উপর দ্বারা

ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا

না এবং আমার তোমরা এরপর সংশয়পূর্ণ তোমাদের তোমাদের হয় না এরপর
প্রতি নিষ্পন্ন কর কাছে কাজ (যেন)

تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۗ اِنْ اَجْرِيَ

আমার নাই কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে তবে তোমরা মুখ এরপরও আমাকে তোমরা
প্রতিদান আমি চাই না ফিরাও যদি অবকাশ দিও

اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

আত্ম-সমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত আমি হই যে আমি আদিষ্ট এবং আল্লাহর নিকট এছাড়া
(যেন) হয়েছি

৬৯. হে মুহাম্মদ! বলে দাও, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা আরোপ করে, তারা কখনই কল্যাণ পেতে পারে না। ৭০. দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনে মজা ভোগ করুক। পরে আমাদের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমরা তাদের করা এই কুফরীর বদলায় তাদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ ভোগ করাব। রুকু–৮ ৭১. তাদেরকে নূহের কাহিনী শুনাও। সেই সময়ের কাহিনী, যখন সে তার জনগণকে বলেছিল যে, "হে সমাজের ভাই সব," তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে তোমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে তোলা যদি তোমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আমার ভরসা তো কেবল এক আল্লাহরই উপর রয়েছে। তোমরা নিজেদের বানানো শরীকদের সংগে নিয়ে একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে লও। আর যে পরিকল্পনাই তোমাদের সামনে রয়েছে, তা খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। যেন তার কোন একটি দিকও তোমাদের চোখের আড়ালে পড়ে না থাকে। তার পর আমার বিরুদ্ধে তাকে কাজে পরিণত কর। আর আমাকে বিন্দু মাত্র সুযোগের অবকাশও দিওনা। ৭২. তোমরা আমার উপদেশ- নসীহত কবুল না করলে (তো আমার কি ক্ষতি করলে?) আমি তোমাদের নিকট হতে কোনই প্রতিদান চাই নি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, (কেউ মেনে নিক, আর নাই নিক) আমি নিজে তো মুসলিম হয়ে থাকব"।

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْنٰهُمْ

তাকে অতঃপর প্রত্যাখান করল | তাকে আমরা তখন উদ্ধার করলাম | এবং | যারা | তার সাথে (ছিল) | মধ্যে | নৌকার | এবং | তাদেরকেআমরা বানালাম

خَلٰٓئِفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

স্থলাভিষিক্ত | এবং | আমরা ডুবিয়ে দিলাম | (তাদেরকে) যারা | মিথ্যারোপ করেছিল | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | সুতরাং দেখ | কেমন | হয়েছিল

عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ

পরিণাম | যাদের সতর্ক করা হয়েছিল | এরপর | আমরা পাঠালাম | তারপরে | রসূল-দেরকে | প্রতি | তাদের জাতির

فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ

তারা অতঃপর তাদের কাছে এসেছিল | স্পষ্ট নিদর্শনা-বলীসহ | কিন্তু না | তারা ছিল | ঈমান আনার জন্যে (প্রস্তুত) | ঐ বিষয়ে যা | তারা মিথ্যারোপ করেছিল | তার উপর | ইতিপূর্বে

كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ

এভাবে | মোহর করে দেই আমরা | উপর | অন্তরসমূহের | সীমালংঘনকারীদের | এরপর | আমরা পাঠিয়েছি | তাদের পরে

مُّوْسٰى وَ هٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا

মূসাকে | ও | হারুনকে | প্রতি | ফিরাউনের | এবং | তার পরিষদ-বর্গের (প্রতি) | আমাদের নিদর্শনাবলীসহ | কিন্তু | তারা অহংকার করেছিল

وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا

এবং | তারাছিল | জাতি | অপরাধী | অতঃপর যখন | তাদের কাছে আসল | প্রকৃত সত্য | হতে | আমাদের নিকট

قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

তারা বলল | নিশ্চয়ই | এটা | অবশ্যই যাদু | সুস্পষ্ট

৭৩. তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করল, ফল এই হল যে, আমরা তাকে ও তার সংগে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম; আর তাদেরকেই যমীনে তাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এবং যারাই আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল তাদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখ, যাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দিলাম (আর তা সত্ত্বেও যারা মেনে নিতে রাযী হল না) তাদের কি পরিণাম হয়েছে? ৭৪. নূহের পর আমরা বিভিন্ন নবী-রসূলকে তাদের লোকদের প্রতি পাঠালাম। তারা তাদের প্রতি সুস্পষ্ট-অকাট্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল। কিন্তু যে জিনিসকে তারা পূর্বে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল, তা আর তারা মেনে নিল না। সীমা-লংঘনকারী লোকদের দিলের উপর আমরা এমনিভাবেই মোহর অংকিত করে দেই। ৭৫. এর পর আমরা মূসা ও হারুনকে আমাদের চিহ্ন ও নিদর্শন সংগে দিয়ে ফিরাউন ও তার পরিষদ বর্গের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল; আর তারা তো ছিল অপরাধী লোক। ৭৬. অতএব আমাদের নিকট হতে যখন প্রকৃত সত্য তাদের সামনে আসল তখন তারা বলল যে, এতো সুস্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا ۖ وَلَا

না আর এটা যাদু কি তোমাদের কাছে (তা) এসেছে যখন সত্যের প্রতি (এরূপকথা) তোমরা বলছ কি মূসা বলল

يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

তার উপর আমরা পেয়েছি তা হতে যা আমাদের বিচ্যুত করার জন্যে আমাদের কাছে কি তুমি এসেছ তারা বলেছিল যাদুকররা সফলকাম হয়

ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ

আমরা নই এবং দেশের মধ্যে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব তোমাদের দুজনের জন্যে হয় (যেন) এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে

لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

সুদক্ষ যাদুকরকে প্রত্যেক আমার কাছে আন ফিরাউন বলল এবং বিশ্বাসী তোমাদের দুজনের প্রতি

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم

তোমরা যা তোমরা নিক্ষেপ কর মূসা তাদেরকে বলল যাদুকররা আসল অতঃপর যখন

مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ

যাদু তা তোমরা এনেছ (ঐসব) যা মূসা বলল তারা নিক্ষেপ করল অতঃপর যখন নিক্ষেপ করার

إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

ফাসাদকারীদের কাজকে পরিশুদ্ধ করেন না আল্লাহ নিশ্চয়ই তা শীঘ্রই ব্যর্থকরে দিবেন আল্লাহ নিশ্চয়ই

---

৭৭. মূসা বললঃ "প্রকৃত সত্যকে তোমরা এসব কি বলছ, যখন তা তোমাদের সামনে এসে পড়েছে। এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা কখনো কল্যাণ পায় না১৮। ৭৮. তারা জবাবে বলল ঃ "তুমি কি এই জন্য এসেছে যে আমাদেরকে সেই পথ ও পন্থা হতে ফিরিয়ে নিবে, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি, আর যমীনে তোমাদের দুজনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে পারি না।" ৭৯. ফিরাউন (নিজের লোকদেরকে) বললঃ "প্রত্যেক পারদর্শী দক্ষ যাদুকরকে আমার নিকট উপস্থিত কর।" ৮০. যাদুকররা যখন এসে পৌঁছিল, তখন মূসা তাদের বললঃ "তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ কর।" ৮১. পরে যখন তারা নিজেদের যাদু নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললঃ তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, তা যাদু। আল্লাহ এখনই তা ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ শুদ্ধ হতে দেন না।

---

১৮. অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যাদু ও মুজেযার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে তোমরা বিনা সংকোচে এটাকে যাদু বলে অভিহিত করছো; কিন্তু অজ্ঞানেরা, তোমরা এটা দেখলে না যে যাদুকর কি প্রকার চরিত্র ও ব্যবহারের লোক হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্য সাধানের জন্য যাদুর ক্রিয়াকান্ড দেখায়! কোন যাদুকর কি নিঃস্বার্থভাবে বিনা দ্বিধায় এক পরাক্রমশালী শাসকের দরবারে এসে তার পথভ্রষ্টতার জন্য তিরস্কার করে এবং তাকে আল্লাহ পরস্তি ও আত্ম-শুদ্ধির আহ্বান জানায়?

وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَمَآ

এবং সত্যে পরিণত করবেন আল্লাহ সত্যকে তার বানী অনুযায়ী যদিও এবং অপছন্দ করে(তা) অপরাধীরা এরপরও না

اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

ঈমান আনল মূসার প্রতি (সেদেশের লোক) এছাড়া' বংশধর (কিছু যুবক) মধ্যহতে 'তার জাতির কারণে ভয়ের থেকে ফিরাউন

وَ مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ

ও তাদের কর্তা প্রধানদের যে তাদেরকে সে নির্যাতন করবে নিশ্চয়ই এবং ফিরাউন (ছিল) অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী মধ্যে দেশের

وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۸۳﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ

নিশ্চয়ই এবং সে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত সীমালংঘন-কারীদের এবং বলল মূসা হে আমার জাতি যদি তোমরা

اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۴﴾

ঈমান এনেথাক আল্লাহর উপর তবে তাঁরই উপর তোমরা ভরসাকর যদি তোমরা হও আত্ম সমর্পনকারী (অর্থাৎ মুসলমান)

৮২. আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা হক-কে হক্ করে দেখিয়ে থাকেন, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। রুকু-১০ ৮৩. (তার পর দেখ) মূসাকে তার লোকজনের মধ্যে কয়েকজন যুবক ছাড়া১৯ কেউ মেনে নিল না, ফিরাউনের ভয়ে এবং নিজ জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের ভয় ছিল এই যে) ফিরাউন তাদেরকে আযাবে নিমজ্জিত করবে। আর ব্যাপার এই যে,ফিরাউন দুনিয়ায় শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে ছিল এমন লোকদের মধ্যে একজন, যারা কোন সীমাই মানত না২০। ৮৪. মূসা তাঁর জাতির লোকজনকে বললঃ "হে লোকেরা, তোমরা যদি সত্যই আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তা হলে তাঁরই উপর ভরসা করো যদি মুসলিম হয়ে থাক।"

১৯. মূল পাঠে ذُرِّيَّةٌ (যুররিইয়াত) ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ-- বংশধর, সন্তান- সন্ততি। অনুবাদ করা হয়েছে- 'যুবক', প্রকৃত পক্ষে এই বিশেষ শব্দটির ব্যবহার দিয়ে পবিত্র কুরআন যা বলতে চেয়েছে, তা হচ্ছে- এই বিপদসংকুল সময়ে সত্যের সঙ্গ দিতে ও পতাকাবাহীদেরকে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে নেয়ার মত সাহস কতিপয় বালক বালিকারা তো প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু পিতা-মাতার এবং জাতির বয়স্ক লোকদের এ সৌভাগ্য লাভের সুযোগ ঘটেনি। সুবিধাবাদ, স্বার্থপূজাও নিরাপদ-নির্ঝঞ্ঝাট থাকার বাসনা তাদেরকে এত দূর প্রভাবিত করে রেখেছিল, যে- যে সত্যের পথ বিপদ-সংকুল তার সঙ্গ দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। বরং তারা বিপরীত পক্ষে তরুনদের বাধা দিতে থাকে যে, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেও না। যদি যাও, তাহলে তোমরা নিজেরা তো ফিরাউনের গযবে পড়বে, আর সেই সংগে আমাদেরও বিপদে ফেলবে। ২০. অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে কোন মন্দ থেকে মন্দতর পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করতো না; কোন অত্যাচার, কোন অসততা, কোন পাশবিকতাও বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। নিজেদের কামনা-লালসার পশ্চাতে যে কোন সীমা পর্যন্ত যেতে পিছপা হতো না। এমন কোন সীমাই ছিলনা যে পর্যন্ত গিয়ে তারা ক্ষান্ত হতে পারে।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

তারা অতঃপর বলল | উপর | আল্লাহর | আমরা ভরসা করেছি | হে আমাদের রব | না | আমাদের বানিও | ফেতনা | জাতির জন্যে

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَوْحَيْنَا

(যারা) যালেম | এবং | আমাদেরকে মুক্তি দাও | তোমার রহমত দ্বারা | হতে | জাতি | (যারা) কাফের | এবং | আমরা ওহী করলাম

اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ

প্রতি | মূসার | ও | তার ভায়ের (প্রতি) | যে | দু'জনে স্থাপনকর | তোমাদের দু'জনের জাতির জন্যে | মিশরে | (কয়েকখানা) ঘর | এবং

اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

তোমরা বানাও | তোমাদের ঘরগুলোকে | কেন্দ্র রূপে | এবং | তোমরা প্রতিষ্ঠাকর | নামাজ | এবং | সুসংবাদ দাও | ঈমানদার-দেরকে

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ

এবং | বলল | মূসা | হে আমাদের রব | নিশ্চয়ই তুমি | তুমি দিয়েছ | ফিরাউনকে | এবং | তার পরিষদবর্গকে

زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا

চাকচিক্যতা | ও | ধন সম্পদ | মধ্যে | জীবনের | পার্থিব | হে আমাদের রব | গোমরাহ করার জন্যে (লোকদেরকে)

عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ

হতে | তোমার পথ

৮৫. তারা জবাব দিল২১, "আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালেম লোকদের জন্য ফেত্না বানিও না"। ৮৬. ও তোমরা নিজের রহমত দিয়ে আমাদেরকে কাফের লোকদের হতে মুক্তি দান কর। ৮৭. আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ওহী করলাম যে, মিশরে কয়েক খানা ঘর প্রস্তুত কর এবং নিজেদের এই ঘর কয়খানাকে কেবলা বানিয়ে নাও। নামাজ কায়েম কর২২ এবং ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও। ৮৮. মূসা দোয়া করলঃ "হে আমার রব, তুমি ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের রব, তা কি এই জন্য যে তারা লোকদেরকে তোমার পথ হতে গোমরাহ করে অন্য দিকে নিয়ে যাবে?

২১. মূসা (আঃ) এর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে যে তরুণেরা প্রস্তুত হয়েছিল এ উত্তর ছিল তাদের। এখানে (তারা জবাব দিল) এই সর্বনামটি জাতির পরিবর্তে বসেনি, বংশধরদের পরিবর্তে বসেছে। বাক্যের পরম্পরা থেকে এটা বুঝা যায়। ২২. সরকারের যুলুম ও বনী-ইসরাঈলের নিজেদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মিশরে ইসরাঈলী ও মিশরীয় মুসলমানদের মধ্যে নামাযে জামাআতের ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের ঐক্য-শৃঙ্খলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ও তাদের ধর্মীয় প্রাণশক্তি মরণাপন্ন হওয়ার এটা ছিল একটা খুব বড় কারণ। এ জন্য হযরত মূসা (আঃ)কে জামাতবদ্ধ নামাযের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁকে এই উদ্দেশ্যে মিশরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ বা নির্দিষ্ট করার ও সেখানে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়। এই গৃহগুলিকে কেবলা করার অর্থ হচ্ছেঃ এই গৃহগুলিকে সারা জাতির জন্য কেন্দ্র স্বরূপ গন্য করা এবং এরপরই "নামায কায়েম কর" বলার অর্থ হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নিজ নিজ স্থানে নামায আদায় করার পরিবর্তে লোকেরা যেন নির্দিষ্ট স্থানসমূহে জমা হয়ে নামায পড়ে।

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰٓ اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا

তারা ঈমান যেন তাদের কঠোর কর ও তাদের বিনষ্টকর হে
আনে না অন্তরগুলো (অর্থাৎ মোহর করেদাও) সম্পদগুলোকে আমাদের রব

حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

তোমাদের গৃহীত নিশ্চয়ই তিনি মর্মন্তুদ আযাব তারা যতক্ষণ
দুজনের প্রার্থনা হল বললেন দেখবে না

فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

জ্ঞান রাখে না (তাদের) পথ দুজনে না এবং অতএব
যারা অনুসরণকরো দুজন দৃঢ়থাক

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ

ও ফিরাউন তাদের অতঃপর সমুদ্র ইসরাঈলের সন্তান- আমরা পার এবং
পশ্চাৎধাবন করল দেরকে করলাম

جُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ

সে ডুবে যাওয়া তাকেপেল যখন এমনকি বিদ্বেষ ও সীমালঙ্ঘন তার
বলল (অর্থাৎ সাগরে ডুবে যাচ্ছিল) বশতঃ সৈন্যবাহিনী

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ

ইসরাঈলের সন্তানরা তার ঈমান যিনি (তিনি) কোন নাই এই(বলে) আমি ঈমান
উপর এনেছে (সেই সত্তা) ছাড়া ইলাহ যে আনলাম

وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ آٰلْئٰنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ

এবং ইতিপূর্বে তুমি অমান্য নিশ্চয়ই এবং এখন কি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত আমি এবং
করেছ (ঈমান আনলে) (অর্থাৎ মুসলমানদের)

كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত তুমি ছিলে

হে আমার রব, তাদের ধন-ঐশ্বর্য ধ্বংস করে দাও এবং তাদের দিলের উপর এমন 'মোহর' করে দাও যেন, তারা ঈমান আনতে না পারে- যতক্ষণ না পীড়াদায়ক আযাব দেখতে পায়২৩। আল্লাহতা'আলা জবাবে বললেনঃ "তোমাদের দুইজনেরই দোয়া কবুল করা হয়েছে। দৃঢ় মজবুত হয়ে থাক এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করোনা, যারা কিছুই জানেনা।" ৯০. আর আমরা বণী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম; ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চলল- শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখন বলে উঠলঃ আমি ঈমান আনলাম যে প্রকৃত রব তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে, আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। ৯১. (জবাব দেয়া হল) "এখন ঈমান এনেছ, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে, আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে।

---

২৩. হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মিশরে অবস্থান-কালের একেবারে শেষ সময়ে এই প্রার্থনা করেছিলেন। উর্পযুপরি আল্লাহতাআলার নিদর্শন সমূহ (মুজেযা) দেখে নেওয়ার ও দ্বীনের সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমানিত হয়ে যাওয়ার ও পূর্ণ সতর্কীকরণের পরও ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ তবুও যখন সত্যের শত্রুতায় একান্ত হঠকারিতার সঙ্গে লিপ্ত ছিল তখন মূসা (আঃ) এই প্রার্থনা করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পয়গম্বরের বদ্‌দোয়া (অভিশাপ) কুফরীর উপর জিদকারী কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহতাআলার ফায়সালার অনুরূপই হয়ে থাকে; অর্থাৎ তারপর আর তাদের ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়না।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ط وَ

সুতরাং আজ | তোমাকে আমরা রক্ষা করব | তোমার শরীর দ্বারা (অর্থাৎ তোমার লাশকে) | যেন | তুমি হও | (তাদের) জন্যে যারা | তোমার পরবর্তীতে (আসবে) | একটি নিদর্শন | এবং

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝٩٢ وَ لَقَدْ

নিশ্চয়ই | অনেকে | মধ্যহতে | লোকদের | হতে | আমাদের নিদর্শনাবলী | অবশ্যই গাফেল | এবং | নিশ্চয়ই

بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ج

আমরা বসবাস করিয়েছি | সন্তানদেরকে | ইসরাঈলের | আবাস ভূমিতে | উত্তম | ও | তাদের আমরা রিজিক দিয়েছি | থেকে | পবিত্র জিনিসগুলো

فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ط اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ

অতঃপর না | তারা মতবিরোধ করেছে | যতক্ষণ না | তাদের কাছে এসেছে | (সত্যিকার) জ্ঞান | নিশ্চয়ই | তোমার রব | ফয়সালা করে দেবেন

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٩٣ فَاِنْ كُنْتَ

তাদের মাঝে | দিনে | কিয়ামতের | সে বিষয়ে যা | তারা ছিল | তার মধ্যে | মতবিরোধ করত | অতঃপর যদি | তুমি হও

فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ

সন্দেহের মধ্যে | তাহতে যা | আমরা নাযিল করেছি | তোমার প্রতি | তবে জিজ্ঞেস কর | (তাদেরকে) যারা | পাঠকরে | কিতাব

مِنْ قَبْلِكَ ج لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ

তোমার পূর্বে | নিশ্চয়ই | তোমার কাছে এসেছে | প্রকৃত সত্য | পক্ষহতে | তোমার রবের | অতএব না | তুমি হয়ো

مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝٩٤

অন্তর্ভুক্ত | সন্দেহ পোষণকারীদের

৯২. এখন তো আমরা কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষা লাভের প্রতীক হয়ে থাক"। যদিও অনেক লোকেই এমন, যারা আমার নিদের্শনার প্রতি গাফিলতির আচারণ দেখাচ্ছে। রুকু-১০ ৯৩. আমরা বনী-ইসরাঈলীদেরকে বড় ভালো স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর অতি উত্তম জীবন- যাপনের উপাদান তাদেরকে দান করেছি। পরে তারা মতবিরোধ করেনি- কেবল তখনই করেছে, যখন প্রকৃত ইলম তাদের নিকট এসে পৌঁছেছিল। নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে তাদের মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। ৯৪. এখন যদি তোমার প্রতি নাযিল করা হেদায়াত সম্পর্কে তোমার মনে কোন সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যারা পূর্ব হতে কিতাব পাঠ করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত সত্যই তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের নিকট হতে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ

অন্তর্ভুক্ত অন্যথায় তুমি হবে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা মনেকরে (তাদের) যারা অন্তর্ভুক্ত তুমি হয়ো না এবং

الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

তারা ঈমান আনবে না তোমার রবের বাণী তাদের উপর সত্যপ্রমাণিত হয়েছে যারা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের

وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْ لَا

না কেন অতঃপর মর্মন্তুদ আযাব তারা দেখবে না যতক্ষণ নিদর্শন সব তাদের কাছে আসে যদি এবং

كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ

ইউনুসের জাতি তবে (ব্যতিক্রম) তার ঈমান আনা তার তাহলে উপকারে আসত (আযাব আসার পূর্বেই) ঈমান আনত জনপদ বাসী (এমন) হল যে

لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

দুনিয়ার জীবনের মধ্যে অপমান জনক আযাব তাদের থেকে আমারা সরিয়ে দিয়েছি তারা ঈমান এনেছিল যখন (আযাব দেখে)

وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে আমরা ভোগের সুযোগ দিয়েছি ও

৯৫. আর তাদের মধ্যে তুমি শামিল হয়োনা, যারা আল্লাহতা'আলার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে একজন হবে২৪। ৯৬.-৯৭. প্রকৃত কথা এই যে, যাদের সম্পর্কে তোমার রবের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে২৫, তাদের সামনে যে কোন ধরনের নিদর্শনই আসুক না কেন, তারা কখনই ঈমান আনতে প্রস্তুত হবে না, যতক্ষণ না তারা পীড়াদায়ক আযাব সামনে আসতে দেখতে পাবে। ৯৮. এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, এক বসতির লোক আযাব দেখে ঈমান এনেছে, আর তার ঈমান তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে? ইউনুসের জাতির জনগণ ছাড়া (এর অপর কোন দৃষ্টান্ত নেই)। সেই লোকেরা যখন ঈমান এনেছিল, তখন অবশ্যই তাদের উপর হতে দুনিয়ার জীবনে আমরা আযাবকে দূর করে দিয়েছিলাম২৬ এবং যাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।

২৪. বাহ্যতঃ এ সম্বোধন নবী করীম (সঃ) এর প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা তাঁর দাওয়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিল তাদেরকে শোনানোই ছিল উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ-ধারীদের প্রসঙ্গের উল্লেখ এই জন্যে করা হয়েছে যে, আরবের জন-সাধারণ আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। তাদের পক্ষে এ আহ্বান একটি নতুন আহ্বান ছিল। কিন্তু গ্রন্থ-ধারীদের মধ্যে যারা ধর্মপরায়ণ ও সুবিবেচক প্রকৃতির ছিল তারা এ বিষয়ের সত্যতার সমর্থন জানাতে পারত যে, কুরআন যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তা হচ্ছে ঠিক সেই জিনিস যার দাওয়াত পূর্ববর্তী আল্লাহর নবী রসূলগণ দিয়ে এসেছেন। ২৫. অর্থাৎ এ কথা যে, যারা নিজেরা সত্যানুসন্ধানী না হয়, যারা নিজেদের অন্তকরণের উপর জিদ, কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও হঠকারিতার তালা লাগিয়ে রেখেছে, যারা দুনিয়ার প্রেমে মত্ত ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাহীন তাদের ঈমান আনার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে না। ২৬. তফসীরকারগণ (কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ) এর এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহর আযাব আসার সংবাদ ঘোষণার পর নিজ অবস্থান-স্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন সেজন্যে আযাবের লক্ষণাবলী দেখার পর যখন জনপদবাসীরা তওবা ও এস্তেগফার অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা করলো তখন আল্লাহতাআলা তাদেরকে ক্ষমা করলেন।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۗ اَفَاَنْتَ

তবে কি একসাথে তাদের পৃথিবীর মধ্যে যারা অবশ্যই তোমার ইচ্ছে যদি এবং
তুমি সবাই (আছে) ঈমান আনত রব করতেন

تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ

যে কোন ব্যক্তির নয় এবং ঈমানদার তারা হবে যতক্ষণ লোকদেরকে জবরদস্তি
জন্যে সম্ভব না করবে

تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا

না (তাদের) উপর অপবিত্রতা তিনি এবং আল্লাহর অনুমতিক্র ব্যতীত সে ঈমান
যারা রাখবেন ম আনবে

يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا

না এবং যমীনের এবং আসমান মধ্যে কি তোমরা তুমি বিবেক-বুদ্ধি
সমূহের (আছে) লক্ষ্যকর বল কাজে লাগায়

تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ

কি তবে (যারা) না (সেই) জন্যে সতর্কীকরণ আর নিদর্শন উপকারে
ঈমান আনে জাতির (না) সমূহ আসে

يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ قُلْ

বল তাদের পূর্বে অতিবাহিত (তাদের) দিনগুলোর অনুরূপ এছাড়া তারা অপেক্ষা
হয়েছে যারা (খারাব) করছে

فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত তোমাদের নিশ্চয়ই তোমরা তবে
সাথে আমি অপেক্ষা কর

৯৯. তোমার রবের ইচ্ছাই যদি এই হত (যে, যমীনের সব মানুষই মুমিন ও অনুগতই হবে) তা হলে দুনিয়ার সব অধিবাসীই ঈমান আনত। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে? ১০০. কোন ব্যক্তিই আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহর নিয়ম এই যে, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন। ১০১. তাদের বলঃ "যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে, তা চোখ খুলে দেখ"। আর যারা ঈমান আনতেই চায় না, তাদের জন্য নিদর্শন ও সতর্কীকরণ কি-ইবা উপকার দিতে পারে! ১০২. এখন তারা এ ছাড়া আর কোন্ জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছে যে, তারা সেই খারাব দিনই দেখতে পাবে, যা তাদের পূর্বের লোকেরা দেখতে পেয়েছে? তাদের বলঃ "ঠিক আছে, অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি"।

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

ঈমানদার লোকদেরকে উদ্ধার করা আমাদের উপর (এটা) দায়িত্ব এভাবে ঈমান এনেছিল (তাদের সাথে) যারা ও রসূলদেরকে আমাদের বাচিয়ে নেই এরপর আমরা

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَاۤ

তবে (জেনে রাখ) না আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে তোমরা হয়েথাক যদি লোকেরা হে বল

اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ

আল্লাহরই আমি দাসত্বকরি বরং আল্লাহর বদলে তোমরা দাসত্বকর (তাদেরকে) যাদের আমি ইবাদত করি

الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

মু'মিনদের অন্যতম (যেন) আমি হই যে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং তোমাদের মৃত্যুঘটান যিনি

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ

অন্তর্ভুক্ত তোমরা হয়ো না এবং একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের জন্যে তোমার লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত কর (এও) যে এবং

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا

না আর তোমার উপকার করতে পারে না যা আল্লাহ ছাড়া (অন্যকাউকে) ডেকো না এবং মুশরিকদের

يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

যালিমদের অন্তর্ভুক্ত (হবে) তখন তুমি তবে নিশ্চয়ই তুমি কর (তা) অতঃপর যদি তোমার অপকার করতে পারে

১০৩. পরে (এমন সময় যখন আসে, তখন) আমরা আমাদের নবী রসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষাকরে থাকি। আমাদের নিয়মই এই, মু'মিনদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। রুকু-১১ ১০৪. হে নবী, বল, হে লোকেরা তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে এখনো কোনরূপ সন্দেহের মধ্যে থেকে থাক, তা হলে শুনে রাখ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের দাসত্ব কর, আমি সে সবের দাসত্ব করিনা। বরং কেবল সেই আল্লাহরই বন্দেগী ও দাসত্ব করি, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু যাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের মধ্যের একজন হব। ১০৫. আর আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি একনিষ্ঠ-একমুখী হয়ে নিজেকে যথাযথভাবে এই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও২৭। আর কখিন কালেও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে না। ১০৬. আল্লাহকে ছেড়ে এমন কোন সত্তাকোই ডেকো না, যা না তোমাকে কোন ফায়দা পৌঁছাতে পারে, আর না কোন ক্ষতি। তুমি যদি এরূপ কর, তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে

২৭. মূল শব্দগুলি হচ্ছে أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا — أَقِمْ وَجْهَكَ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিজের মুখ একই দিকে নিবদ্ধ কর। এর মর্ম হচ্ছে, তোমার গতিমুখ যেন একই দিকে নিবদ্ধ হয়ঃ যেন চলায়মান ও দোদুল্যমান না হয়। কখন সামনে কখন ডাইনে কখনও বামে যেন না ফেরে। ঠিক নাকের সোজা সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলো যেদিকে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এ বাধন তো নিজ স্থানে ছিল একান্ত আঁটসাট। কিন্তু তবুও এই পর্যন্ত ক্ষান্ত দেওয়া হয়নি। এর উপর আরও একটি বাঁধন দেওয়া হয়েছে। حَنِيْفًا হানিফ তাকে বলে যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মাত্র একদিকেরই হয়ে থাকে।

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ

যদি এবং তিনিই এছাড়া তার মোচনকারী তবে কষ্টদিয়ে আল্লাহ তোমাকে যদি এবং (আল্লাহ) নাই স্পর্শ করেন

يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

তিনি ইচ্ছে করেন যাকে তা পৌছান তাঁর অনুগ্রহকে কোন রহিতকারী তবে নাই কোন কল্যাণ তোমার জন্যে চান

مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ

লোকেরা হে বল মেহেরবান ক্ষমাশীল তিনি এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যহ তে

قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا

প্রকৃতপক্ষে তবে সঠিক পথ পেল অতএব যে তোমাদের রবের পক্ষহতে প্রকৃত সত্য তোমাদের কাছে এসেছে নিশ্চয়ই

يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ

এবং তার (ক্ষতির) জন্যে সে পথভ্রষ্ট হয় তবে প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট হল যে এবং তার নিজের (মঙ্গলের) জন্যে সে সঠিক পথ পায়

مَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۱۰۸﴾ وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَ

এবং তোমার প্রতি ওহীকরা হয়েছে যা কিছু তুমি অনুসরণকর এবং কোন কর্মবিধায়ক তোমাদের উপর আমি না

اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚۖ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

ফয়সালাকারীদের উত্তম তিনি এবং আল্লাহ ফয়সালা করে দেন যতক্ষণ না সবর কর

১০৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে নিক্ষেপ করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত এমন কেউ নেই যে সেই বিপদকে দূর করে দিতে পারে। আর তিনিই যদি তোমার জন্য কোন কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর এই অনুগ্রহকে প্রত্যাহার করতে পারে এমনও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে হতে যাকে চান স্বীয় অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও অনুকম্পাকারী।১০৮. হে মোহাম্মদ বলঃ "হে লোকেরা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট হতে প্রকৃত সত্য এসে পৌছেছে। এখন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় নিজ মঙ্গলের জন্য। আর যে পথ ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে থাকে সে নিজ অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকে। আমি তোমাদের উপর কর্তৃত্বধারী নই।" ১০৯. আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন তোমরা নিকট ওহী প্রেরিত হয় এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেদেন আল্লাহ। বস্তুতঃ তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।
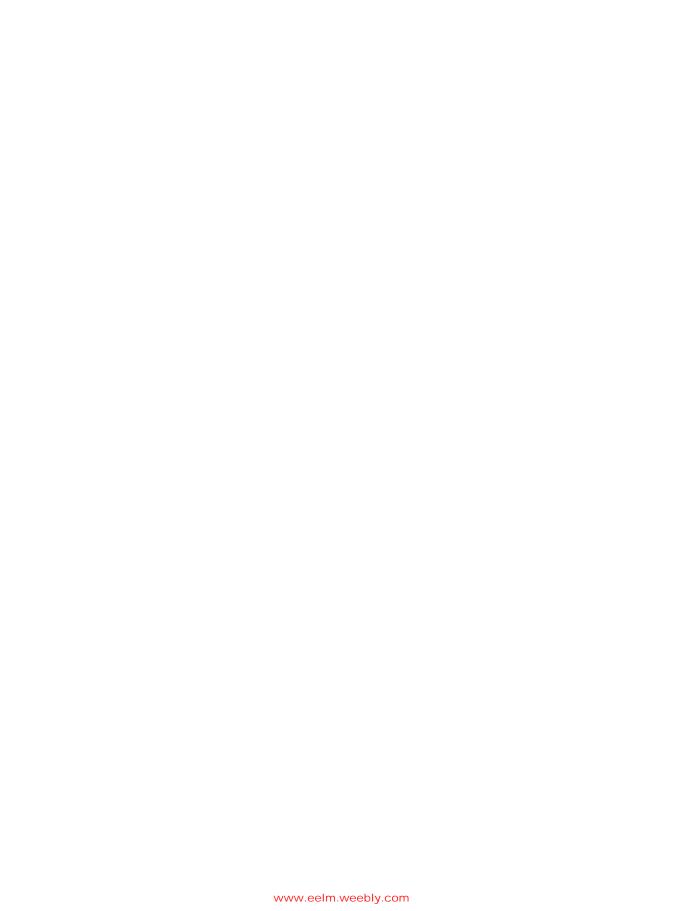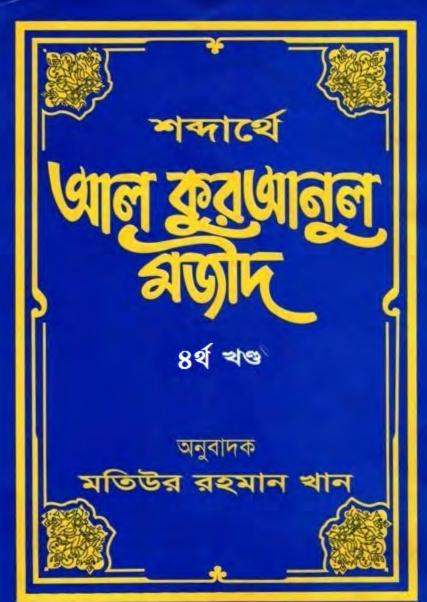
শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৪র্থ খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্বেও দ্বীনের দায়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছা দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৫ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার। এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পড়াশুনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছে মিশরের প্রখ্যাত মোফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর মাআরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কোরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল ক্বুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসূফ আলীর The Quran. Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রঃ) -এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়। শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এধরণের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না, পূরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শদ হয়েছে সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে -পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে- এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অততি কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়-বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীর ভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবে পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সবশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান-এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

সূচী পত্র

সূরার নাম্বার ও নাম	পারা	পৃষ্টা নম্বর
১১। সূরা হুদ	১১-১২	৫
১২। সূরা ইউসূফ়	১২	৩৫
১৩। সূরা আর-রাদ	১৩	৬৫
১৪। সূরা ইবরাহীম	১৩	৭৯
১৫। সূরা আল-হিজর	১৩-১৪	৯২
১৬। সূরা আন-নাহল	১৪	১০৩
১৭। সূরা বনী ইসরাঈল	১৫	১৩০
১৮। সূরা আল-কাহাফ	১৫	১৫৪

সূরা হুদ

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরায় আলোচিত বিষয় বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে মনে হয় যে, ঠিক যে সময়ে সূরা ইউনুস নাযিল হয়েছিল, প্রায় সে সময়েই এ সূরা নাযিল হয়েছে। এমন কি, দুটি সূরাই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। কেননা মূল ভাষণের বিষয়বস্তু একই ধরণের। অবশ্য এ সূরায় যে সব বিষয়ে তাম্বীহ (সাবধান) করা হয়েছে, তাতে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) নবী করীম (সঃ) নিকট আরজ করলেনঃ আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, এর কারণ কি? জবাবে নবী করীম (সঃ) বললেনঃ সূরা হুদ ও তার সমবিষয়ক সূরা গুলিই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

এ হতে ধারণা করা যায়, নবী করীমের পক্ষে কত কঠোর ছিল সেই সময়টি, যখন একদিকে কাফের কুরাইশরা নিজেদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দ্বীন ইসলামের দাওয়াতকে চূর্ণ ও খতম করার জন্যে ব্যবহার করছিল, আর অপর দিকে আল্লাহতা'আলার নিকট হতে পর পর নানাবিধ কঠোর ভাষার তাকীদ ও তাম্বীহ আসছিল, এরূপ অবস্থায় রসূলে করীম (সঃ) প্রতি মুর্হূতে ভয় পাচ্ছিলেন, ভয়ে দ্রবীভূত হচ্ছিলেন যে, কোন সময় না জানি আল্লাহতা'আলা কোন জাতিকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করেন। প্রকৃত পক্ষেই এ সূরা পাঠ করার সময় অনুভূত হয়, যেন এক মহা প্লাবনের বাধ এখনি ভেঙ্গে যাবে। আর এ বন্যার গ্রাসে যে জনতা পড়বে, তাদের শেষ বারের মত হুশিযার করে দেয়া হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এই মাত্র যেমন বলা হয়েছে, সূরা ইউনুসের যা বিষয়বস্তু, এই সূরার বিষয়বস্তুও তাই অর্থাৎ দাওয়াত, নানাভাবে বুঝানো, হুশিয়ার ও তাম্বীহ করা। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, দাওয়াত এখানে সূরা ইউনুস অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। নানা ভাবে বুঝানো হলেও তাতে যুক্তি ও প্রামাণ কম, ওয়াজ ও নসীহত বেশী। হুশিয়ারীমূলক কথা ব্যিাপক ও অত্যন্ত জোরালো। এই সূরায় দাওয়াত দেয়া হয়েছেঃ নবীর কথা মানো, শেরক পরিত্যাগ কর, সব কিছুর দাসত্ব ও বন্দেগী পরিত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ হয়ে থাক। নিজেদের বৈষয়িক জীবনের গোটা ব্যবস্থাকেই পরকালীন জবাব দিহির অনুভূতির ভিত্তিতেই গড়ে তোল। হুশিয়ার ও সতর্ককরা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর আযাব আসতে যে বিলম্ব হচ্ছে তা আসলে আল্লাহর দেয়া অবকাশ মাত্র। আল্লাহতাআলা নিজের অসীম অনুগ্রহেই এই অবকাশ দান করেন। এ অবকাশের মধ্যে তোমরা যদি সাবধান হয়ে না যাও, তাহলে এমন আযাব আসবে যা কেউই রোধ করতে বা দূর করতে পারবে না। তার পরিণামে মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোক ছাড়া তোমাদের গোটা জাতি ও জনতাকেই নির্মূল করে দেয়া হবে।

এ বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্যে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলা অপেক্ষা নূহ, আদ, সামূদ, লুত,মাদায়েনবাসী এবং ফিরাউনের জাতি ও লোকজনের ঘটনা ও কাহিনী বলেই উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়েছে বেশীরভাগে। এসব কাহিনী ও ঘটনায় যে কথাটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহ যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করে ফেলতে চান, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতিতেই তা করেন। সে ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমানও কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না, কাউকেও এক বিন্দু খাতির করা হয় না। কে কার পুত্র, কার নিকটাত্মীয়, তা তখন কিছুমাত্র লক্ষ্য করা হয় না। তখন আল্লাহর রহমত কেবল তারাই পায়, যারা সত্যের পথ অবলম্বন করে চলতে শুরু করেছে। নতুবা, আল্লাহর গযব হতে না কোন নবীর পুত্র রক্ষা পেয়েছে, না কোন নবীর স্ত্রী। শুধু তাই নয়, ঈমান ও কুফরের মধ্যে যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করা হয়, তখন দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি স্বতঃই দাবী করে যে, স্বয়ং মুমিনও যেন পিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে যায় এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারির ন্যায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে সত্য-দ্বীনের আত্মীয়তা ছাড়া আর সব সম্পর্ককেই ছিন্ন করে দেয়। এরূপ অবস্থায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক বা আত্মীয়তাকে এক বিন্দুও গুরুত্ব দেয়া ইসলামের বিপ্লবী ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মক্কার মুহাজির মুসলমানগণ এর তিন চার বছর পর বদর যুদ্ধে এ শিক্ষারই বাস্তব নমুনা দেখান দুনিয়ার সামনে।

اٰيَاتُهَا ١٢٣ سُوْرَةُ هُوْدٍ مَّكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

১২৩ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা হূদ মক্কী ১০ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়ালু অতীব মেহেরবান

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ﴿۱﴾ اَلَّا

আলীফ-লাম-রা (এই) কিতাব সুপ্রতিষ্ঠিত করাহয়েছে তার আয়াত সমূহ এরপর বর্ণিত পক্ষহতে (এমন সত্তার যিনি)প্রজ্ঞাময় পূর্ণ অবহিত (হুকুম হল) যে না

تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۙ﴿۲﴾ وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا

তোমরা দাসত্বকর ছাড়া আল্লাহর নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে তাঁরই পক্ষহতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা এবং (এও) যে তোমরা ক্ষমা চাও

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى

তোমাদের রবের (কাছে) এরপর তোমরা ফিরে আস তাঁরই দিকে তোমরাদের উপভোগ করতে দিবেন জীবন সমগ্রী উত্তম পর্যন্ত একটি কাল নির্দিষ্ট

وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ

ও দেবেন প্রত্যেক অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য (ব্যক্তিকে) তাঁর অনুগ্রহ কিন্তু যদি তোমার মুখ ফিরাও তবে নিশ্চয়ই আমি আমি ভয় করছি তোমাদের উপর

عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿۳﴾ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴﴾

আযাবের দিনের বড় ভীষণ দিকে আলাহরই তোমাদের প্রত্যাবর্তন(হবে) এবং তিনি উপর সব কিছুরই ক্ষমতাবান

রুকূ-১

(১) আলীফ লা-ম রা। এই কিতাবের [১]- আয়াত সমূহ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও সবিস্তারে বিবৃত। এক মহাজ্ঞানী ও পূর্ণ অবহিত মহান সত্তার নিকট হতে অবতীর্ণ।(২) আদেশ হল যে, তোমরা আর কারো দাসত্ব করবেনা, করবে কেবল মাত্র আল্লাহর। আমি তাঁরই তরফ থেকে ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদ দাতা।(৩) আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও ও তাঁরই দিকে ফিরে এস। তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন-সামগ্রী দান করবেন [২]। আর অনুগ্রহ পওয়ার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন [৩]। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক বড় ভীষণ দিনের আযাব সম্পর্কে ভয় করছি। (৪) আসলে তোমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে, এবং তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম।

(১) বর্ণনা ভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে কিতাবের অনুবাদ হতে পারে ফরমান- আদেশ। আরবী ভাষায় এ শব্দ শুধু গ্রন্থ ও লেখা-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না; এ ছাড়া রাজকীয় হুকুম ও আদেশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এবং কুরআনেরই কতিপয় স্থলে এ শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।(২) অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমার যে অবস্থান কাল নির্দিষ্ট আছে সে সময়ের জন্যে তিনি তোমাকে খারাবভাবে নয়, ভালভাবেই রাখবেনঃ তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হবে; তাঁর বরকত- কল্যাণ- প্রাচুর্যের দ্বারা তুমি অনুগ্রহীত হবে; সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দের সংগে থাকবে, জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরুদ্বিগ্নতা লাভ করবে। অপমান ও লাঞ্ছনার সংগে নয়, সম্মান ও সম্ভ্রমের সংগে বেঁচে থাকবে। (৩) অর্থাৎ যে কেউ চরিত্র,ব্যবহার ও কাজে যতটা অগ্রসর হবে আল্লাহতা ' আলা তাকে ততটা উচচ মর্যাদা দান করবেন। যে কেউ তার চরিত্র ও ব্যবহার দ্বারা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বর উপযুক্ত বলে নিজেকে প্রমাণিত করবে তাকে অবশ্যই সে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে।

اَلَاۤ اِنَّهُمۡ يَثۡنُوۡنَ صُدُوۡرَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُوۡا مِنۡهُ ؕ اَلَا حِيۡنَ يَسۡتَغۡشُوۡنَ ثِيَابَهُمۡ ۙ

তাদের কাপড়(দিয়ে) তারা আচ্ছাদিতকরে (নিজেদেরকে) যখন সাবধান (জেনেরাখ) তাঁর থেকে গোপন রাখারজন্যে (তাদের বিদ্বেষ) তাদের বক্ষ -গুলোকে দু-ভাজ করে তারা নিশ্চয় সাবধান (লক্ষ্য কর)

يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَ مَا يُعۡلِنُوۡنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ﴿۵﴾

অন্তর সমূহের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত নিশ্চয় তিনি তারা প্রকাশ করে যা আর তারা গোপন করে যা (তখনও) তিনি জানেন

وَ مَا مِنۡ دَآبَّةٍ فِی الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزۡقُهَا وَ يَعۡلَمُ

তিনি জানেন এবং তার রিযিকের (দায়িত্ব) আল্লাহরই উপর এছাড়া পৃথিবীর মধ্যে বিচরণশীল জীব (এমন) কোন নাই এবং

مُسۡتَقَرَّهَا وَ مُسۡتَوۡدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِیۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۶﴾ وَ هُوَ الَّذِیۡ

যিনি তিনিই (আল্লাহ) এবং সুস্পষ্ট ভাবে (লিখিত) এক কিতাবের মধ্যে (আছে) সবই তার অস্থায়ী অবস্থান ও তার স্থায়ী অবস্থান

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرۡشُهٗ عَلَی الۡمَآءِ

পানির উপর তাঁর আরশ (এরপূর্বে) ছিল এবং দিনে ছয় মধ্যে পৃথিবী ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন

لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ لَئِنۡ قُلۡتَ اِنَّكُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ مِنۡ بَعۡدِ

পরে পুনরুত্থিত হবে নিশ্চয়ই তোমরা তুমি বল যদি অবশ্যই এবং কাজকর্মে উত্তম তোমাদের মধ্যে কে (সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল) তোমাদের পরীক্ষাকরা

الۡمَوۡتِ لَيَقُوۡلَنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۷﴾

সুস্পষ্ট জাদু এছাড়া এটা নয় কুফরী করেছে যারা তারা বলবে অবশ্যই মৃত্যুর

(৫) লক্ষ্য কর, এই লোকেরা নিজেদের বক্ষদেশকে ঘুরিয়ে দেয়, যেন তাঁর নিকট হতে লুকিয়ে থাকতে পারে [৪]। সাবধান, এরা যখন কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে নিজেরা ঢেকে নেয়- আল্লাহ তাদের গোপনকেও জানেন, আর প্রকাশকেও। তিনি তো সেই গোপন রহস্যকেও জানেন, যা লোকদের মনের গভীর কোণেও নিহিত রয়েছে।(৬) যমীনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নেই, যার রেযক দানের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়; আর যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সব কিছু এক স্পষ্ট লিপিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৭) আর তিনিই আকাশ- রাজ্য ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এর পূর্বে তাঁর আরশ ছিল পানির উপর [৫]। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সব চেয়ে ভাল কাজ করে [৬]। এখন যদি - হে মোহাম্মদ তুমি বল যে, হে লোকেরা, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুর্ণবার উঠানো হবে, তখন সাথে সাথেই সত্য অমান্যকারী লোকেরা বলে উঠবেঃ 'এতো সুস্পষ্ট জাদু [৭]।

(৪) মক্কার কাফেরদের অবস্থা এরূপ ছিলযে,তারা রসূলে করীম (সঃ) কে দেখে তাঁর দিক থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিত, যেন তাঁর সংগে তারা সামনা-সামনি না হয়ে পড়ে। (৫)আমরা বলতে পারিনা এই 'পানি'র অর্থ কি? এই কি সেই 'পানি'যে জিনিসকে আমরা পানি বলে জানি? অথবা বর্তমান অবস্থায় রুপান্তরিত হওয়ার পূর্বে পদার্থ যে জলীয় অবস্থায় ছিল 'তাকেই'- বুঝাতে এ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? 'আরশ' এর উপর হওয়ার অর্থও স্থির করা কঠিন। হয়তো এর অর্থ এ হতে পারে যে, সে সময় আল্লাহর রাজত্ব পানির উপর ছিল ।(৬.) অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াতে মানুষকে সৃষ্টি করে তার পরীক্ষা করা।(৭) মৃত্যুর পর
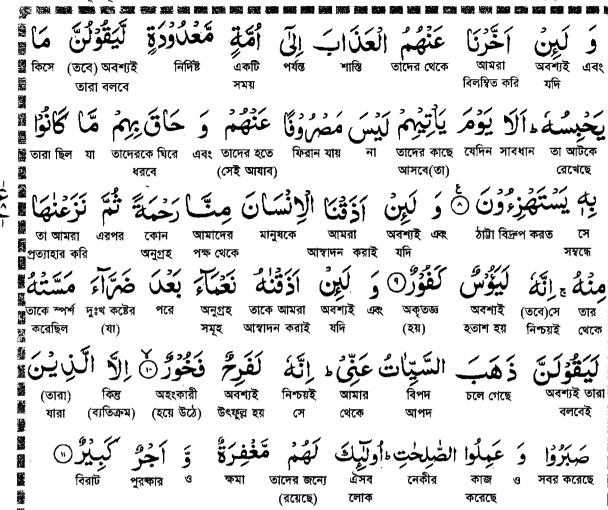
(৮) আর যদি আমরা এক বিশেষ সময় কাল পর্যন্ত তাদের জন্য শাস্তিকে বিলম্বিত করি, তা হলে তারা বলতে শুরু করে যে, কোন জিনিস তাকে আটকে রেখেছে? শুন, যেদিন সেই শাস্তির সময় এসে পৌছবে, তখন তা কেউ ফিরাতে চাইলেও ফিরানো যাবেনা। আর যে জিনিসের ঠাট্টা ও বিদ্রুপ তারা করছে, তাই এসে তাদেরকে ঘিরে ধরবে।

রুকু-২. (৯) কখনো যদি মানুষকে স্বীয় রহমতে ভুষিত করার পর তা হতে তাকে বঞ্চিত করে দিই, তাহলে সে নিরাশ হয়ে যায় এবং অকৃতজ্ঞতা ও নাশোকরী করতে শুরু করে। (১০) আর তার উপর আসা বিপদ-আপদের পর যদি আমরা তাকে নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন বলে, আমার তো সব দূরাবস্থা দূর হয়ে গেছে। অতঃপর সে আনন্দে ফুলে উঠে এবং অহংকারে ফেটে পড়তে চায়। (১১) এই ত্রুটি হতে কেবল সেই লোকেরাই মুক্ত যারা ধৈর্য অবলম্বনকারী এবং নেক আমলকারী। আর তারাই এমন যে, ক্ষমা ও বড় পুরুস্কার তাদেরই জন্য রয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বার জীবিত হওয়া তো সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের জ্ঞান- বুদ্ধিকে যাদু গ্রস্ত করা হচ্ছে, যেন আমরা এ কথা মেনে নেই!

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَ ضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا

তারা বলে (এজন্যে) যে তোমার মন এতে সংকুচিত কর (যেন না) এবং তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে (তার) যা কিছু অংশ পরিত্যাগকারী (হয়ো) তবে যেন তুমি (না)

لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং একজন সর্তক কারী(মাত্র) তুমি মূলতঃ কোন ফেরেশতা তার সাথে (কেন না) আসে অথবা ধন ভান্ডার তার উপর অবতীর্ণ করা হল না কেন

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۲﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ

তার সমান সূরা দশটি তবে তোমরা আন বল তা সে রচনা করেছে তারা বলে অথবা কর্ম বিধায়ক কিছুর সব উপর

مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَاِلَّمْ

অতপর যদি না সত্যবাদী হও তোমরা যদি আল্লাহ ছাড়া তোমরা পার যাকে ডাক তোমরা এবং স্বরচিত

يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই যে (এও) এবং আল্লাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিলকরাহয়েছে (এই কিতাব) মূলতঃ তবেতোমরা জেনে রাখ তোমাদের তারা ডাকে সাড়া দেয়

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا

তার চাকচিক্যতা ও পার্থিব জীবন কামনা করে কেউ যে আত্মসমর্পণকারী (অর্থাৎ মুসলিম হবে) তোমরা তবুও কি(না)

نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

(তারাই) যারা ঐসব লোক কম দেয়া হবে না তার মধ্যে তাদেরকেএবং তার মধ্যে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তাদের কর্মের কজ. তাদেরকে পূর্ণ ফল দিব আমরা

لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا

তার মধ্যে তারা বানিয়েছে যা বরবাদ হয়েছে এবং (জাহান্নামের) আগুন এছাড়া আখেরাতের মধ্যে তাদের জন্যে নাই

(১২) হে নবী, এরূপ যেন না হয় যে তোমার প্রতি যে অহী প্রেরণ করা হচ্ছে, তা হতে কোন জিনিসকে তুমি ছেড়ে দিলে, আর এ কথা ভেবে তোমার দিল ছোট হয়ে যাবে যে, লোকেরা বলবেঃ " এই ব্যক্তির প্রতি কোন ধনভান্ডর অবতীর্ণ হল না কেন"? অথবা বলবেঃ 'এর সাথে কোন ফেরেশতা কেন আসল না?' আসলে তুমি তো শুধু লোকদের হুঁশিয়ারকারী মাত্র। বাকী সব জিনিষেরই দায়িত্বশীল হচ্ছেন আল্লাহ।(১৩) এরা কি বলে যে, নবী এই কিতাবখানা নিজেই রচনা করেছে? বল, 'আচ্ছা এই কথা। তাহলে এভাবে স্বরচিত দশটি সূরাই তোমরা বানিয়ে নিয়ে এস, আর আল্লাহ ছাড়া আর যারা যারা (তোমাদের মাবুদ) আছে ,তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ডাকতে পার তো ডেকে নাও (তাদেরকে মাবুদ মনে করায়) যদি তোমরা সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাক। (১৪) এখন যদি তারা (তোমাদের সেই মাবুদেরা) তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহর জ্ঞানের ভিত্তিতেএ নাযিল হয়েছে, আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রকৃত মাবুদ নেই। এখন কি তোমরা (এই প্রকৃত সত্যের সামনে) বিনয়ের মস্তক নত করে দিবে?' (১৫) যে সব লোক শুধু এই দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ-কর্মের যাবতীয় ফল আমরা এখানেই তাদেরকে দান করি, আর তাতে তাদের প্রতি কোনরূপ কমতি করা হয় না। (১৬) কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (তখন তারা জানতে পারবে) তারা দুনিয়ায় যা কিছুই বানিয়েছে,
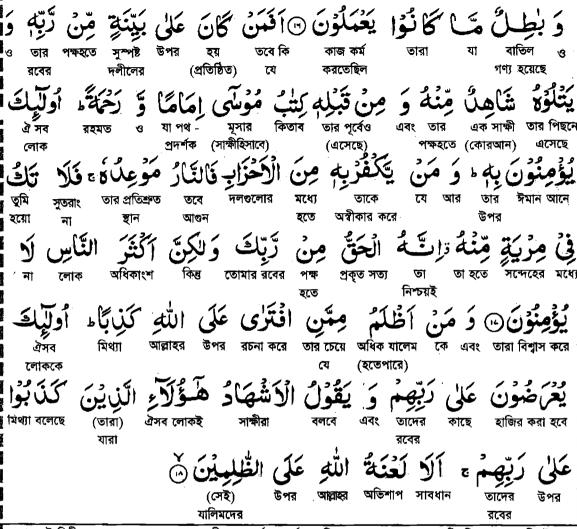
তা সবই বিলীন হয়ে গেছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিস্ফল হয়েছে। (১৭) যে ব্যক্তি নিজের রবের নিকট হতে 'একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য লাভ করেছে [৮]। পরে আল্লাহর তরফ হতে এক সাক্ষী (তার সাক্ষ্যের সমর্থনে) এসেছে [৯]। আর পূর্বে মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত হিসেবে এসে মজুদ রয়েছে। (সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া-পূজারীদের ন্যায় তা অস্বীকার করতে পারে?) এসব লোক তো তাঁর প্রতি ঈমানই আনবে। মানব সমাজের মধ্যে যারাই তাঁকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য যে স্থানের ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে জাহান্নাম। অতএব হে নবী তুমি যেন এই জিনিস সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহে পড়ে না যাও। এ প্রকৃত সত্য, তোমার রবের তরফ হতে এসেছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা মানে না। (১৮) আল্লাহ সম্পর্কে যে মিথ্যা [১০] বানিয়ে বলে, তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? ঐসব লোককে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে, আর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিবে যে, এই লোকেরাই তাদের রবের নামে মিথ্যা বলেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লার অভিশাপ [১১]

(৮) অর্থাৎ সে নিজে তার অস্তিত্বের মধ্যে এবং যমীন ও আসমানের গঠনের মধ্যে, বিশ্বের শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য লাভ করছিল যে- এই বিশ্বের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, শাসক ও নির্দেশদাতা হচ্ছেন মাত্র একজন রব; আবার এই সাক্ষ্য সমূহ দেখে অন্তর পূর্ব থেকেই এ সাক্ষ্যদান করছিল যে, সেই জীবনের অস্তিত্ব থাকা চাই যার মধ্যে মানুষ তার রবের কাছে নিজের কৃতকার্যের জন্য' পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ করবে।(৯)। অর্থাৎ কুরআন যা অবতীর্ণ হয়ে এই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক সাক্ষের সমর্থন করেছে এবং তাকে জানিয়েছে যে যার নির্দশন তুমি জাগতিক পরিবেশ ও নিজ সত্তার মধ্যে পাচ্ছ- বাস্তবিক প্রকৃত সত্য তত্ত্ব, তাই-ই। (১০)। অর্থাৎ এই বলে যে, আল্লাহর সংগে উলুহিয়াত ও উপসনা-আনুগত্য পাওয়ার হক
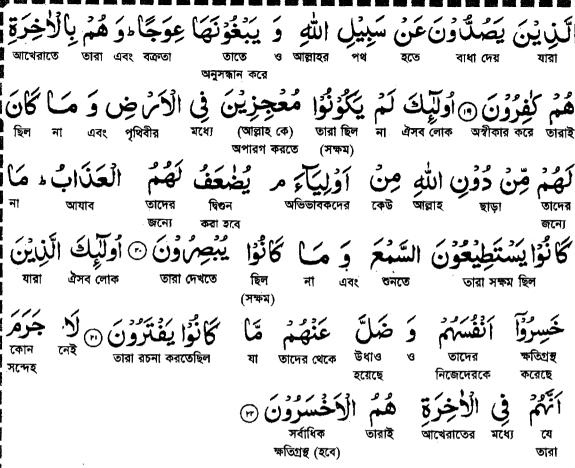
(১৯) (সেই যালেমদের উপর) যারা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে, তাঁর পথকে বাঁকা-টেরা করে দিতে চায় আর পরকালকে অস্বীকার করে। (২০) তারা যমীনে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারত না, আর না আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারী কেউ ছিল। তাদেরকে এখন দ্বিগুন আযাব দেয়া হবে। তারা না কারো কথা শুনতে পারত, না তাদের বুদ্ধিতে কিছু আসত। (২১) এরা সেই লোক, যারা নিজদেরকে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, আর তারা যাকিছু রচনা করেছিল, তা সবকিছু তাদের নিকট হতে হারিয়ে গেছে। (২২) অনিবার্যভাবে তারাই পরকালে সব চেয়ে বেশী ক্ষতির মধ্যে পড়বে।

ও যোগ্যতায় অন্যেরাও অংশীদার আছে; অথবা এই বলে যে নিজ বান্দার পথ প্রাপ্তির ও পথ-ভ্রষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহর কোন মনোযোগ বা পরোয়া নেই, এবং তিনি কোন কিতাব বা কোন নবী আমাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য পাঠান নি; বরং আমাদের জীবনের জন্য আমাদের মর্যী মতো যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা দিয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। অথবা এই বলে যে, আল্লাহ এমনিই আমাদেরকে খেলা-তামাশাচ্ছলে পয়দা করেছেন এবং এমনিই আমাদের অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটাবেন।। তাঁর সামনে আমাদের কোন জবাব দিহি করতে হবে না, এবং কোন পুরস্কার বা শাস্তিও পেতে হবে না। (১১)। বর্ণনা-ভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে যে, পরকালে আল্লাহর আদালতে তা যখন বিচারের জন্যে উপস্থাপিত হবে সেই সময় একথা বলা হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ

নিশ্চয়ই | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর | ও | তারা বিনয়ী হয়েছে | প্রতি | তাদের রবের | ঐসব লোক

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَ

অধিবাসী হবে | জান্নাতের | তারা | তার মধ্যে | চিরস্থায়ী হবে | দৃষ্টান্ত | দুপক্ষের | যেমন একজন অন্ধ | ও

الْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ

বধির | এবং (অপরজন) দৃষ্টিমান | ও | শ্রবণশীল | কি | সমান হয় | (দুপক্ষের) দৃষ্টান্ত | তবে কি না | তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে | এবং | নিশ্চয়ই

ع

أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

আমরা প্রেরণ করেছি | নূহকে | প্রতি | তার জাতির | (সে বলেছিল) আমি নিশ্চয়ই | তোমাদের জন্যে | সতর্ককারী | সুস্পষ্ট | (সে বলেছিল) যে | না | তোমরা ইবাদত করো

إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

এছাড়া | আল্লাহর | নিশ্চয়ই আমি | আমি ভয়করি | তোমাদের উপর | শাস্তির | দিনের | মর্মন্তুদ | অতঃপর বলল | (তার জাতির) সর্দার-প্রধানরা | যারা

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ

কুফরী করেছিল | মধ্যহতে | তার জাতির | না | তোমাকে আমরা দেখছি | এছাড়া | একজন মানুষ | আমাদেরই মত | এবং | না | তোমাকে আমরা দেখছি | অনুসরণ করতে

إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا

এছাড়া | যারা | তারা | আমাদের হীন-নীচ (লোক) (আমাদের মধ্যে) | অপরিপক্ক | মতের | এবং | না | দেখছি আমরা | তোমাদেরকে | আমাদের উপর

مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

কোনশ্রেষ্ঠত্ব | বরং | তোমাদের আমরা মনেকরি | মিথ্যাবাদী

(২৩) তবে যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে ও একান্তভাবে তাদের রবের হয়ে রয়েছে, তারা নিশ্চিতই জান্নাতি লোক, এবং জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে। (২৪) এই দুই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি লোক তো অন্ধ, বধির; আর অপর লোকটি দৃষ্টিমান ও শ্রবণশীল। এই দুজন কি সমান হতে পারে? (এই দৃষ্টান্ত হতে) তোমরা কি কোন শিক্ষাই গ্রহণ কর না? রুকু৩ -(২৫) (আর এরূপ অবস্থাই ছিল তখন যখন) আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সে বলল)'আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি। (২৬) যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না। অন্যথায় আমার আশংকা বোধ হচ্ছে যে, তোমাদের উপর একদিন পীড়াদায়ক আযাব আসবে।' (২৭) জবাবে তার জাতির সরদার লোকেরা - যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল- বললঃ 'আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের লোকদের মধ্যে যারা হীন-নীচ তারাই -না ভেবে না বুঝে তোমার পথ অবলম্বন করেছে। আর আমরা এমন কোন জিনিসই দেখতে পাইনা যাতে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র অগ্রসর। বরং আমরা তো তোমাদেরকে মিথ্যুকই মনে করি।''

(২৮) নূহ বললঃ 'হে আমার জাতি, একটু চিন্তা-বিবেচনা করে দেখ, আমি যদি আমার রবের নিকট হতে পাওয়া সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তার পর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দানে ধন্যও করেছেন; কিন্তু তোমরা তা দেখতে পেলে না, এমতাবস্থায় কি উপায় আছে যে, তোমরা মেনে নিতে না চাইলেও আমরা তোমাদের উপর তা জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে পারি।' (২৯) হে জাতির লোকেরা, আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন মাল-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে। আমার কথা যারা মেনে নিয়েছে, আমি তাদেরকে বিতাড়িত করতেও প্রস্তুত নই। তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে উপস্থিত হবে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, তোমরা মূর্খ জনোচিত কাজ করছ। (৩০) আর হে জনগন! আমি যদি এই লোকদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে বাঁচাতে আসবে? তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝতে পারছ না? (৩১) আমি তোমাদের এও বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে। না একথা বলি যে, আমি গায়েবকে জানি। ফেরেশতা হওয়ার দাবীও আমি করিনা। আমি এও বলতে পারিনা যে, তোমাদের চোখ যেসব লোককে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দেবেন না।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْا يٰنُوْحُ

হে নূহ (শেষ পর্যন্ত) তারা বলল যালেমদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হব তখন (এমন বললে) আমি নিশ্চয়ই তাদের মনের মধ্যে আছে ঐ বিষয়ে যা সম্যক অবগত আল্লাহ

قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ

তুমি হও যদি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ ঐ বিষয়ে যার অতএব আন আমাদের জন্যে আমাদের সাথে বিতর্ক তুমি অধিক করেছ অতঃপর আমাদের সাথে তুমি বিতর্ক করেছ নিশ্চয়

مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ

তোমরা না এবং তিনি ইচ্ছে করেন যদি আল্লাহ তা তোমাদের জন্যে আনবেন প্রকৃত পক্ষে সে বলল সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত

بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۳۳﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ

যদি তোমাদের জন্যে কল্যাণ করব যে আমি আমি চাইও যদি আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের উপকার দেবে না এবং অপারগ করতে পারবে (আল্লাহকে)

كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۴﴾ اَمْ

অথবা কি প্রত্যাবর্তিত হবে তোমরা তাঁরই দিকে এবং তোমাদের রব তিনিই তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান আল্লাহ (এমন) হয়

يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا

তা হতে যা দায়িত্ব মুক্ত আমি এবং আমার অপরাধ তবে আমার উপর তা আমি রচনা করে থাকি যদি (হে নবী) বল তা সে রচনা করেছে তারা বলে

تُجْرِمُوْنَ ﴿۳۵﴾

তোমরা অপরাধ করছ

তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। এই ধরনের কথা যদি আমি বলি তাহলে আমি তো যালেম হব। (৩২) শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা বললঃ "হে নূহ, তুমি তো আমাদের সাথে ঝগড়া করছ, আর ঝগড়া করলে খুব বেশী মাত্রায়। এখন সেই আযাবটাই নিয়ে এস যার ধমক তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।" (৩৩) নূহ জবাব দিলঃ "তাতো আল্লাহই আনবেন, যদি তিন চান। তোমাদের এতখানি শক্তি-সামর্থ নাই যে, তা প্রতিরোধ করবে!' ' (৩৪) এখন আমি যদি তোমাদের কোন কল্যাণ সাধন করতে চাইও তবুও আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না, যখন আল্লাহই তোমাদের পথ ভুলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন [১২]। তিনিই তোমাদের রব, তাঁর নিকটই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (৩৫) হে মুহাম্মদ, এরা কি বলে যে, এই ব্যক্তি সব কিছুই নিজে রচনা করে নিয়েছে? এদের বলঃ "এ যদি আমি রচনা করে নিয়ে থাকি, তাহলে আমার অপরাধের দায়িত্ব আমার উপর। আর যে আপরাধ তোমরা করছ, আমি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত।"

(১২)। অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের হঠকারিতা, কুস্বভাব এবং ভালো ও সততার প্রতি অনাসক্তি দেখে এ সিদ্ধান্ত করে বলেন যে, তোমাদের তিনি সঠিক পথ-প্রাপ্তির সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করবেন না এবং যে সব পথে তোমরা বিভ্রান্ত হতে চাচ্ছ সেই সব পথেই তোমাদের বিভ্রান্ত করবেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার কোন চেষ্টাই ফলবতী হতে পারবে না।

রুকু-৪ (৩৬) নূহের প্রতি অহী পাঠানো হল যে, তোমার জাতির যে সব লোক ঈমান আনার - তারাই ঈমান এনেছে। এখন আর কেউ ঈমান আনার নয়। এদের কার্যকলাপে দুঃখিত হয়ো না। (৩৭) এবং আমাদের পর্যবেক্ষণে ও আমাদের অহী অনুসারে একখানা নৌকা তৈরী করা শুরু কর। আর মনে রেখো যারা যুলুম করেছে তাদের অনুকূলে তুমি আমাদের নিকট কোন সুপারিশ যেন করো না। এরা সকলেই নিমজ্জিত হবে। (৩৮) নূহ নৌকা নির্মাণ করছিল। তার জাতির সর্দারদের মধ্যে যেই তার নিকট হতে যাতায়াত করত,সেই তার বিদ্রুপ করত। সে বললঃ "তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রুপ কর ,তা হলে আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করছি।(৩৯)খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার প্রতি অপমানকর আযাব আসে,আর কার উপর অটল স্থায়ী আযাব আসে[১৩]।"

(১৩)। এ এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এটা চিন্তা করলে বুঝা যায় মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক দিক দিয়ে কি পরিমাণ প্রতারিত হয়। নূহ (আঃ) যখন নদী থেকে বহুদূরে শুষ্ক ডাঙার উপর নিজের নৌকা নির্মাণ করছিলেন তখন বাস্তবিকই লোকদের কাছে ব্যাপারটি নিতান্ত হাস্যকর মনে হয়ে থাকবে, এবং তারা বিদ্রুপের হাসি হেসে অবশ্যই বলে থাকবে যে, বড় মিঞার পাগলামী এবার এতদূর পৌছেছে যে তিনি এখন ডাঙাতেই জাহাজ চালাবেন! সে সময়ে কেউ স্বপ্নেও একথা কল্পনা করতে পারেনি যে কয়েকদিন পর বাস্তবিকই এখানে জাহাজ চলবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং যিনি জানতেন যে, কাল এখানে জাহাজের কি প্রয়োজন হবে- বিদ্রুপকারী লোকদের অজ্ঞতা, বে-খবরী ও তাদের মূর্খতাসূচক নিশ্চিন্ততা দেখে উল্টো তাঁরও হাসি এসে থাকবে যে, এই লোকেরা কতই না নির্বোধ। শমন তাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাদের পূর্বে থেকে সতর্ক করছি যে তোমাদের শমন এসে গেছে এবং তাদের চোখের সামনেই তার থেকে বাঁচার তদ্বিরও আমি করছি, কিন্তু তবুও তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে এবং উল্টো আমাকেই পাগল মনে করছে।
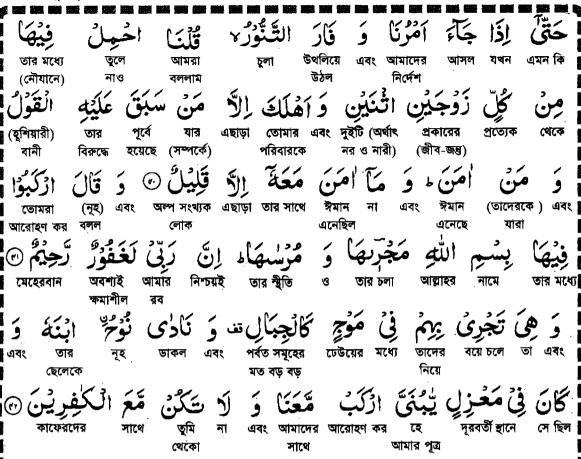
(৪০) এভাবে যখন আমাদের আদেশ আসল আর সেই চুলাটা উথলে উঠল [১৪], তখন আমরা বললামঃ "প্রত্যেক রকমের জন্তু-জানোয়ার এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নাও। তোমার ঘরের লোকদেরকেও এতে সওয়ার কর।" তবে যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে তাদের ব্যতীত [১৫]। সেই লোকদেরও তাতে বসাও, যারা ঈমান এনেছে" আর নূহের সাথে ঈমানদার লোকদের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। (৪১) নূহ বললঃ "তোমরা এতে চড়ে বস, আল্লাহর নামেই তার চলা এবং তার স্থিতি। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়"।(৪২) নৌকা এই লোকদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল এবং এক একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে আসছিল। নূহের পুত্র দূরবর্তী স্থানে দাড়িয়েছিল। নূহ তাকে ডেকে বললঃ "হে আমার পুত্র, আমাদের সাথে উঠে এস, কাফেরদের সাথে থেকো না।"

(১৪)। এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি সেটাই সঠিক বলে মনে করি কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট শব্দগুলি থেকে যা বুঝা যায়ঃ তুফানের সূচনা একটি বিশেষ চুল্লী থেকে হয়। চুল্লীর তলা থেকে পানির উৎস ফুটে পড়ে, সাথে সাথে একদিকে আসমান থেকে মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয় এবং অন্যদিকে যমীন থেকে বিভিন্ন জায়গায় পানির ঝর্ণা ফুটে বেরোয়। (১৫)। অর্থাৎ তোমার বাড়ীর যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে তারা কাফের তারা আল্লাহতা' আলার দয়া পাবার যোগ্য নয়, তাদের নৌকার উপর তুলো না।

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ

থেকে আজ কোন নাই (নূহ) পানি থেকে তা আমাকে এক দিকে আমি শীঘ্র সে বলল
রক্ষাকারী বলল রক্ষা করবে পর্বতের আশ্রয় নেব

اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

অন্তর্ভূক্ত অতঃপর ঢেউ তাদের আড়াল এ সময়ে তিনি রহম যাকে এছাড়া আল্লাহর নির্দেশ
সে হল দুজনের মাঝে করল করবেন

الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَ قِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَ غِيْضَ

শুষে এবং ক্ষান্ত হও হে এবং তোমার গিলে হে যমীন বলা হল এবং নিমজ্জিতদের
নেয়া হল আকাশ পানি ফেল

الْمَآءُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ

জাতির দূর হোক বলা হল এবং জুদী উপর স্থির হল এবং (যা হওয়ার) শেষ হয়ে এবং পানি
জন্যে (ধ্বংস আসুক) (পাহাড়ের) (নৌযান) বিষয় গেল

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَ نَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ

এবং আমার অন্তর্ভূক্ত আমার নিশ্চয়ই হে আমার অতঃপর তার নূহ ডাকল এবং যালিমদের
পরিবারের ছেলে রব সে বলল রবকে

اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ

নয় সে হে নূহ (আল্লাহ্) (সব) বিচারকদের উত্তম তুমিই এবং সত্য তোমার নিশ্চয়ই
নিশ্চয়ই বললেন বিচারক ওয়াদা

مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ

বিকৃত কাজ নিশ্চয়ই তোমার অন্তর্ভূক্ত
হওয়া তা পরিবারের

(৪৩) সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলঃ "আমি এখনি একটি পাহাড়ের উপর চড়ছি, তা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। "নূহ বললঃ "আজ কোন জিনিসই আল্লাহর হুকুম হতে রক্ষা করতে পারে না- তবে আল্লাহ কারো প্রতি রহম করলে অন্য কথা।" ইতিমধ্যে একটি ঢেউ উভয়ের মাঝখানে আড়াল করে দাড়াল আর সেও নিমজ্জিতদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (৪৪) নির্দেশ হলঃ হে যমীন, তোমার সব পানিই তুমি গিলে ফেল; আর হে আকাশ থাম। অতঃপর পানি যমীনে বসে গেল; যা হবার তা হয়ে গেল। নৌকা জুদী পর্বতে এসে ভিড়ে গেল [১৬]। আর বলে দেয়া হল ঃ যালেম লোকেরা দূর হয়ে গেল! (৪৫) নূহ তার রবকে ডাকল, বললঃ "হে আমার রব, আমার পুত্র তো আমরই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার ওয়াদাও সত্য। আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক"। (৪৬) জবাবে বলা হইল ঃ "হে নূহ, সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃত হয়ে-যাওয়া কাজ [১৭]।

(১৬)। জুদী পর্বত কুর্দিস্থান এলাকায় ইবনে ওমর দ্বীপের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং আজও তা এই জুদী নামেই খ্যাত আছে।

(১৭)। এটা হচ্ছে সেই রকম যেমন কোন ব্যক্তির শরীরের অংশবিশেষ পচনগ্রস্থ হওয়ার কারণে চিকিৎসক সে অংশটিকে কেটে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। এখন ব্যধি গ্রস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকে বলে যে, এতো আমারই শরীরের একটি অংশ, এটাকে কেটে ফেলছো কেন? উত্তরে চিকিৎসক বলে-এ তোমার শরীরের অংশ নয়, এ পচে গেছে ।সুতরাং এক সৎ পিতাকে তাঁর অযোগ্য পুত্র সম্পর্কে যখন এ কথা বলা হয় যে, এক ভ্রষ্টকর্ম "তখন তার অর্থ হচ্ছেঃ তুমি একে প্রতিপালন করতে যে পরিশ্রম করেছো তা ব্যর্থ হয়েছে, আর ফল ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝٤٦

মুর্খদের অন্তর্ভূক্ত তুমি হয়ো যে তোমাকে নিশ্চয়ই কোন সে তোমার নাই যার আমার কাছে অতএব
(না) উপদেশ দিচ্ছি আমি জ্ঞান সম্বন্ধে প্রার্থনা কর না

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ

কোন তা আমার নাই যার তোমার কাছে যে তোমার আশ্রয় নিশ্চয়ই হে আমার সে বলল
জ্ঞান সম্বন্ধে আমি প্রার্থনা করব চাচ্ছি আমি রব

وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٤٧ قِيْلَ يٰنُوْحُ

হে নূহ বলা হল ক্ষতি গ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত আমি আমার উপর এবং আমাকে মাফকর যদি এবং
হয়েযাব তুমি দয়াকর (না) তুমি না

اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓي اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۭ

তোমার সাথে তাদের মধ্যে (সে সব) উপর এবং তোমার কল্যাণ ও আমাদের শান্তিসহ অবতরণ
(আছে) যারা সম্প্রদায়ের উপর (সহ) পক্ষহতে কর

وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤٨ تِلْكَ مِنْ

(হে নবী) মর্মন্তুদ (যারা আযাব আমাদের তাদের স্পর্শ এরপর তাদের আমরা অন্য কিছু ও
এই কুফুরী করবে) পক্ষহতে করবে জীবন সামগ্রী দিব সম্প্রদায়

اَنْۢبَاۗءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ

তোমার জাতি না আর তুমি তা জানতে তুমি না তোমার তা ওহী গায়েবের সংবাদ
প্রতি করছি আমরা সমূহ

مِنْ قَبْلِ هٰذَا ڛ فَاصْبِرْ ڵ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝٤٩

মুত্তাকীদের জন্যে (শুভ) নিশ্চয়ই অতএব এটার পূর্বে
পরিণাম সবর কর

কাজেই তুমি সেই বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করো না, যার মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসিহত করি, নিজেকে জাহেলদের মত বানিয়ো না।" (৪৭) নূহ সঙ্গে সঙ্গে বলল : "হে আমার রব, আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই সেই বিষয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয়ে আমার জানা নাই [১৮]। তুমিই যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও দয়া না কর তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।" (৪৮) নির্দেশ হলঃ "হে নূহ! নেমে পড়, আমাদের নিকট হতে শান্তি ও বরকত তোমার প্রতি, আর সেই লোকদের প্রতি যারা তোমার সঙ্গে রয়েছে। আর কিছু লোক এমন আছে, যাদেরকে আমরা কিছুকাল জীবন-সামগ্রী দান করব। তার পর তাদের উপর আমাদের নিকট হতে মর্মান্তিক আযাব আসবে।" (৪৯) হে মুহাম্মদ, এ সবই গায়েবী খবর। আমরা তোমার নিকট তা অহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। এর পূর্বে না তুমি তা জানতে আর না তোমার জাতির লোকেরা। অতএব ধৈর্য ধারণ কর। শুভ পরিণতি মুত্তাকী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট [১৯]

(১৮) অর্থাৎ এ রকম প্রার্থনা করা থেকে যার সঠিকত্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই।(১৯) অর্থাৎ যেভাবে নূহ (আঃ) ও তাঁর সাথীদের অবশেষে বিজয় ঘটেছিল সে ভাবে তোমার ও তোমার সাথীদের বিজয় লাভ হবে। সুতরাং এখন যে বিপদ ও কাঠিন্য তোমাদের উপর আপতিত হচ্ছে তার জন্য মন খারাব করোনা। সাহস ও ধৈর্যের সাথে নিজের কাজ করে যাও।

وَ اِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ

ইলাহ কোন তোমাদের নাই আল্লাহর তোমরা হে আমার সে হূদকে তাদের আদ-এর প্রতি এবং
জন্য দাসত্ব কর জাতি বলল (পাঠিয়েছিলাম) ভাই

غَیْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿۵۰﴾ یٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا

এছাড়া আমার নাই কোন এর তোমাদের কাছে না হে আমার মিথ্যারচনাকারী এছাড়া তোমরা নও তিনি
পারিশ্রমিক পারিশ্রমিক উপর আমি চাই জাতি ছাড়া

عَلَی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۵۱﴾ وَ یٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا

ফিরে এস এরপর তোমাদের তোমরা হে আমার এবং তোমরা বুদ্ধি তবুও কি আমাকে সৃষ্টি (তার) উপর
তোমরা রবের(কাছে) ক্ষমা চাও জাতি কাজে লাগাবে না করেছেন যিনি

اِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ یَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ وَ لَا

না এবং তোমাদের উপর শক্তি তোমাদের এবং মুসলধারে তোমাদের বৃষ্টি তিনি প্রেরণ তাঁরই
শক্তির বৃদ্ধি করবেন উপর করবেন দিকে

تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِیْنَ ﴿۵۲﴾ قَالُوْا یٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِیْۤ اٰلِهَتِنَا

আমাদের পরিত্যাগকারী আমরা না এবং সুস্পষ্ট আমাদের কাছে না হে তারা অপরাধী হয়ে তোমরা মুখ
ইলাহদেরকে প্রমাণসহ তুমি এসেছ হূদ বলেছিল ফিরাও

عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۳﴾ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ

কেউ তোমাকে এছাড়া আমরা না ঈমান আনব তোমার আমরা না এবং তোমার
আবিষ্ট করেছে বলি উপর কথায়

اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اشْهَدُوْۤا

তোমারাও এবং আল্লাহকে সাক্ষী নিশ্চয়ই সে বলল মন্দ আমাদের
স্বাক্ষী থাক করছি আমি দিয়ে উপাস্যদের

রুকূ-৫ (৫০) আর 'আদ'-এর প্রতি আমরা তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছি। সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছ। (৫১) হে জাতির লোকজন, এই কাজের জন্য কোন মুজুরীই আমি তোমাদের নিকট চাই না। আমার পুরস্কার তো তাঁর যিম্মায় যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি আদৌ বুদ্ধি- বিবেচনা প্রয়োগ করবে না? (৫২) হে আমার জাতির লোকেরা, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে এস,। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দিবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তি ও ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। অপরাধী লোকদের মত (বন্দেগী হতে) মুখ ফিরিয়ে থেকো না।" (৫৩) তারা জবাব দিলঃ "হে হূদ, তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য নিয়ে আসনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করতে পারি না; আর আসলে তোমার প্রতি আমরা ঈমানদার হব না। (৫৪) আমরা তো মনে করি যে, তোমার উপর আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কারো 'মার' পড়েছে [২০]।" হূদ বললঃ আমি আল্লাহর স্বাক্ষী পেশ করছি। আর তোমরাও সাক্ষী থাক,

(২০) অর্থাৎ তুমি সম্ভবতঃ কোন দেবী, দেবতা বা কোন হযরতের আস্তানায় বে'আদবী করেছ, তাই তুমি তারই ফলভোগ করেছো, যেজন্য তুমি এই সব ভ্রষ্ট কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ, আর যে সব লোকালয়ে কাল তুমি সম্মানের সংগে বাস করতে সেখানে আজ তোমাকে গালি ও পাথর দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছে।

اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۵۴﴾ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا

নিশ্চয়ই আমি সম্পর্ক মুক্ত তা হতে যা তোমরা শিরক করছ তাঁকে ছাড়া আমার বিরুদ্ধে এখন তোমরা ষড়যন্ত্র কর সকলে (মিলে) এরপর না

تُنْظِرُوْنِ ﴿۵۵﴾ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا

আমাকে তোমরা অবকাশ দিও নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি (যিনি) আমার রব ও তোমাদের রব নাই কোন বিচরণশীল প্রাণী এছাড়া

هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۵۶﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ

তিনি ধারণকারী তার সামনের কেশগুচ্ছকে নিশ্চয় আমার রব উপর পথের সরল-সঠিক (অর্থাৎ এই পথেই তাঁকে পাবে) অতঃপর যদি মুখ ফিরাও তবে নিশ্চয়

اَبْلَغْتُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَیْكُمْ ؕ وَ یَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ۚ وَ لَا

তোমাদেরকে আমি পৌছিয়েছি তাই যা আমি প্রেরিত হয়েছি নিয়ে তোমাদের প্রতি এবং স্থলাভিষিক্ত করবেন আমার রব (অন্য) লোকদেরকে তোমাদের ছাড়া এবং না

تَضُرُّوْنَهٗ شَیْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ﴿۵۷﴾ وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا

তাঁকে তোমরা ক্ষতি করতে পারবে কিছুমাত্র নিশ্চয় আমার রব উপর সব কিছুর হেফাজতকারী (নিয়ন্ত্রনকারী) এবং যখন আসল আমাদের নির্দেশ

نَجَّیْنَا هُوْدًا وَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَ نَجَّیْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ

আমরা রক্ষা করলাম হূদকে ও যারা ঈমান এনেছিল তার সাথে রহমত দিয়ে আমাদের পক্ষ হতে এবং তাদেরকে আমরা রক্ষা করলাম হতে শাস্তি

غَلِیْظٍ ﴿۵۸﴾ وَ تِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهٗ وَ اتَّبَعُوْۤا

কঠিন এবং এই (ছিল) আদ জাতি অস্বীকার করেছিল নিদর্শনাবলীকে তাদের রবের এবং তারা অমান্য করেছিল তাঁর রসূলদেরকে এবং তারা অনুসরণ করেছিল

اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ﴿۵۹﴾ وَ اُتْبِعُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً

নির্দেশের প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর এবং তাদের অনুসরণ করান হল মধ্যে এই দুনিয়ায় অভিশাপ

তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।(৫৫)তাঁকে ছাড়া, তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর । আর আমাকে এতটুকুও অবকাশ দিওনা। (৫৬) আমার ভরসা তো আল্লাহর উপর, যিনি আমারও রব, আর তোমদেরও রব। কোন জীব এমন নাই যার মস্তক তাঁর মুঠিতে বন্ধী নয়! নিঃসন্দেহে আমার রব সোজা পথের উপর আছেন। (৫৭) তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক. তবে থাকতে পার। আমি যে পয়গাম সহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলাম, তা আমি তোমাদের নিকট পৌছেছি । এখন আমার রব তোমাদের স্থলে অপর লোকদেরকে উঠাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আমার রব নিশ্চিতই সব কিছুরই নিয়ন্ত্রনকারী।(৫৮) পরে যখন আমাদের ফরমান এসে পৌছিল, তখন আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে হূদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দান করলাম এবং এক কঠিন আযাব হতে তাদের বাচাঁলাম। (৫৯) এই হল 'আদ জাতি। তাদের রবের আয়াতকে তারা অমান্য করল, তাঁর নবী- রসূলদের কথাও তারা মানল না! আর সত্য দ্বীনের প্রত্যেক প্রবল পরাক্রান্ত দুশমনকে তারা অনুসরণ করল।(৬০) শেষ পর্যন্ত এই দুনিয়ায়ও তাদের উপর অভিশম্পাত হল,

আর কিয়ামতের দিনেও। শুন! আদ তাদের রবকে অমান্য ও অস্বীকার করল! শুন! দূরে নিক্ষেপ করা হল 'আদ, হূদ-এর জাতির লোকদেরকে।রুকু-৬ (৬১) আর সামূদ এর প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন রব নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন হতে পয়দা করেছেন, আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এস; নিঃসন্দেহে আমার রব অতীব নিকটে। আর তিনি প্রার্থনার জবাব দাতা [২১]।" (৬২) তারা বললঃ 'হে সালেহ পূর্বে তুমি আমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার সাথে অনেক আশা আকাঙ্খাই জড়িত ছিল। তুমি কি আমাদেরকে সেই মাবুদদের পূজা-উপাসনা করা হতে বিরত রাখতে চাও, যাদের পূজা-উপাসনা আমাদের বাপ-দাদারা করত?

(২১)। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত সালেহ (আঃ) শেরকের মূল কেটে দিয়েছেন। মোশরেকরা মনে করে- আর চালাক লোকেরা তাদের এ রকম বোঝাবার চেষ্টাও করে যে, আল্লাহতাআলার পবিত্র আস্তানা সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে খুবই দূরে; তাঁর দরবারে সাধারণ লোকের কেমন করে পৌছানো সম্ভব? সেখান পর্যন্ত দোয়া পৌছানো তার পর তার জবাব পাওয়া কখনই সম্ভব হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 'অসিলা' তালাস করা হয়, এবং উপর পর্যন্ত নযর নিয়ায ও আর্জি পৌছানোর কৌশল যাদের জানা আছে সেই মযহাবী মনসাবধারীদের (ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদের) খেদমত যা হাসিল করা হয়। এই ভুল ধারণাই বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে অসংখ্যা ছোট-বড় দেব-দেবী-উপাস্য ও সুপারিশকারীর এক মস্ত বড় শৃঙ্খল খাড়া করে দিয়েছে। হযরত সালেহ (আঃ) মুর্খতার এই সমগ্র জাদুকে মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে চূর্ণ করে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রথমতঃ এই কথা যে, আল্লাহতাআলা নিকটেই আছেন এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে তিনি প্রর্থনার উত্তর দানকারী। অর্থাৎ তোমাদের ধারণা ভুল যে তিনি দূরে আছেন, এবং তোমাদের এ ধারণাও ভুল যে, তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের প্রার্থনার উত্তর লাভ করতে পারো না! তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁকে তোমাদের কাছে পেতে পারো, তার সংগে নিভৃতে কথা বলতে পারো। সরাসরি তোমাদের আবেদন-নিবেদন তাঁর হুযুরে পেশ করতে পারো এবং তিনিও সরাসরি নিজে তার প্রত্যেক বান্দার প্রার্থনার উত্তর দান করেন। সুতরাং যখন বিশ্ব সম্রাটের আম দরবার সকল সময় সকল ব্যক্তির জন্য খোলা ও সকলেরই নিকটবর্তী তখন তোমরা কিরূপ মূর্খতার মধ্যে পড়ে আছো যে, তার জন্য মাধ্যম, অসিলা ও সুপারিশকারী খুঁজে খুঁজে ফিরছো?
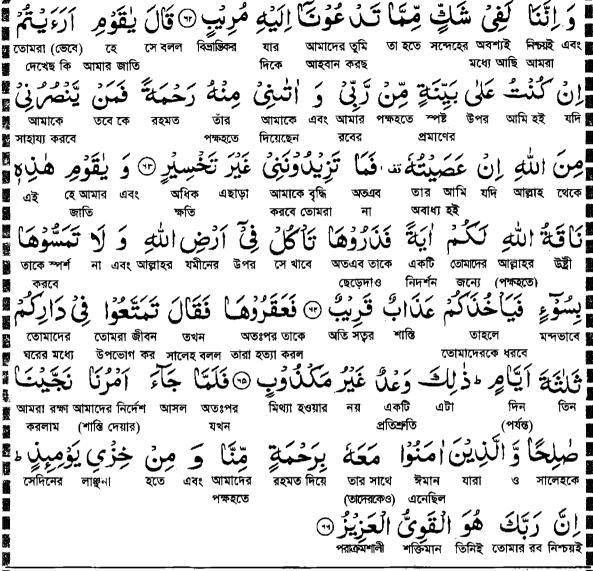
তুমি যেদিকে আমাদেরকে ডাকছ, সে সম্পর্কে আমাদের মনে বড়ই সন্দেহ রয়েছে, তা আমাদেরকে বড়ই দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে'।(৬৩) সালেহ বললঃ 'হে জাতির লোকেরা তোমরা এ কথা একটু ভেবে দেখ যে, আমার নিকট যদি আমার রবের তরফ হতে এক স্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান থেকে থাকে এবং তার পর তিনি যদি তাঁর রহমত দানেও আমাকে ধন্য করে থাকেন তা হলে এর পর আল্লাহর পাকড়াও হতে আমাকে কে বাঁচাবে, যদি আমি তার না-ফরমানী করি? তোমরা আমার কোন কাজে আসবে এই ছাড়া যে, তোমরা আমাকে অধিকতর ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করে দিবে? (৬৪) আর হে আমার জাতির লোকেরা! লক্ষ্য কর, আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করার জন্য আবাধ মুক্ত করে ছেড়ে দাও। এর পথে সামান্য বাধার সৃষ্টি করো না। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়তে খুব দেরী লাগবে না। (৬৫) কিন্তু তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। এ জন্য সালেহ তাদেরকে সতর্ক করে দিল, বললঃ "বাস,- অতঃপর মাত্র তিনটি দিন নিজেদের ঘরে আরো বসবাস করে নাও। এ এমন একটি মীয়াদ, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না"(৬৬) শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ফয়সালার সঠিক সময় উপস্থিত হল, তখন আমাদের রহমত দিয়ে সালেহকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা হতে তাদেরকে বাঁচালাম। নিঃসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিমান ও প্রবল!

وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾ كَاَنْ

হয়েছিল উপুড়হয়ে পড়া তাদের বস্তি মধ্যে অতঃপর প্রচন্ড শব্দে যুলুম (তাদেরকে) ধরল এবং
(এমন যেন)(নিস্পন্দ-নির্জীব) সমূহের তা হয়ে গেল করেছিল যারা

لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَا۟ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾ ع ٧

সামুদ দূরে অপসারণ জেনেরাখ তাদের রবের কুফ্‌রী সামুদ জাতি নিশ্চয়ই সাবধান তার বসবাস করেনি
জাতিকে (করা হয়েছিল) করেছিল মধ্যে

وَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا

অতঃপর সালাম (ইবরাহীম) সালাম তারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের আমাদের এসেছিল নিশ্চয়ই মধ্যে
না (বর্ষিত হোক) বলল (বর্ষিত হোক) বলেছিল কাছে ফেরেশতারা

لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

তাদেরকে তার দিকে প্রসারিত না তাদের সে অতঃপর কষানো এক তার নিয়ে দেরি
সন্দেহ করল (খানা খেতে) হচ্ছে হাতগুলো দেখল যখন (মেহমানদারীর জন্যে) বাছুর আসতে হল

وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾

লুতের জাতির প্রতি আমরা প্রেরিত নিশ্চয়ই ভয় করো না তারা ভীতি তাদের হতে মনে সঞ্চার ও
হয়েছি আমরা বলল হল

وَ امْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ

ইসহাকের পরবর্তীতে ও ইসহাক অতঃপর তাকে আমরা তখন সে হাসল দন্ডায়মান তার স্ত্রীও এবং
সম্বন্ধে সুসংবাদ দিলাম (কারণ ভয়দূর হল) ছিল (সেখানে)

يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ

বৃদ্ধ আমার এই এবং বৃদ্ধা আমি অথচ আমি কি সন্তান আমার কি সে বলল ইয়াকুব
স্বামী প্রসব করব আফসোচ

اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

আশ্চর্য অবশ্যই ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই

(৬৭) আর যারা যুলুম করেছিল, এক শক্ত প্রচন্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের বসতিতে এমন ভাবে নিস্পন্দ ও নির্জীব হয়ে পড়ে রইল,(৬৮) মনে হল যেন তারা সেখানে কোন দিনই বসবাস করেনি।
সাবধানঃ সামুদ নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে সামুদকে' ।
রুকূঃ৭ (৬৯)আর শুন ইবরাহীমের নিকট আমাদের ফেরেশতা সুসংবাদ নিয়ে পৌছিল। বললঃ' তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জবাব দিলঃ তোমাদের উপরও সালাম হোক। অনন্তর অল্পক্ষণ পরই ইবরাহীম একটি কষানো বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে আসল[২২]। (৭০) কিন্তু যখন দেখল যে, খাবারের দিকে তাদের হাত প্রসারিত হচ্ছে না[২৩]। তখন সে তাদের প্রতি সন্দিগ্ধহল এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল। তারা বললঃ ভয় পেয়ো না। আমরা লুত জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) ইবরাহীমের স্ত্রী-ও নিকটে দাড়িয়েছিল। সে এই কথা শুনে হেসে ফেলল। অতঃপর আমরা তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। (৭২) সে (স্ত্রী) বললঃ কি আমার আফসোচ [২৪]। এখন কি আর আমার সন্তান হবে, যখন আমি বৃদ্ধা হয়েছি। আর আমার স্বামী হয়েছে বৃদ্ধ। এ তো বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার।

(২২) এ থেকে জানা গেল-ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বাড়ীতে মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন এবং প্রথমে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দান করেননি। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ) তাঁদেরকে অপরিচিত অতিথি মনে করেছিলেন। এবং তাদের আগমনের সাথে সাথেই তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।(২৩) এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন যে তারা ফেরেশতা। (২৪) এর অর্থ এই নয় যে হযরত সারা বস্তুতঃ এ কথায় খুশী না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে স্ত্রীলোকেরা বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণতঃ যে ধরনের কথা বলে থাকে এ হচ্ছে সেরূপ একটি উক্তি মাত্র।

(৭৩) ফেরেশতারা বললঃ " আল্লাহর হুকুমের উপর আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? ইবরাহীমের ঘরবাসীরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত এবং তার বরকত রয়েছে । আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় প্রশংসার যোগ্য এবং বড়ই মহান।"(৭৪) পরে ইবরাহীমের ঘাবড়ানো অবস্থা যখন দূর হয়ে গেল এবং (সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে) তার দিল খুশী হয়ে গেল, তখন সে লুত জাতির ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করতে শুরু করল[২৫]। (৭৫) আসলে ইবরাহীম বড়ই ধৈর্যশীল ও নরম দিলের মানুষ ছিল। আর সকল অবস্থায় আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করত। (৭৬) (শেষ পর্যন্ত আমাদের ফেরেশতারা তাকে বললঃ) "হে ইবরাহীম, এ হতে তুমি বিরত থাক। তোমার রবের হুকুম হয়ে গেছে। এখন তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আসবে, তা কারো বাধাদানে ফিরে যাবেনা।"(৭৭) আর যখন আমাদের ফেরেশতারা লুতের নিকট পৌছিল তখন তাদের আগমনে সে ঘাবড়ে গেল, মন ছোট হয়ে গেল এবং বলতে লাগল যে," আজ বড়ই বিপদের দিন[২৬] ।"

বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণতঃ যে ধরনের কথা বলে থাকে এ হচ্ছে সেরূপ একটি উক্তি মাত্র।(২৫) ঝগড়া করা শব্দটি এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম(আঃ) আপন রবের সাথে যে একান্ত মহব্বত ও মনোরম সম্বন্ধ রাখতেন তারই সূচক। এ শব্দ দিয়ে চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ফুটে উঠে যে বান্দা ও তার রবের মধ্যে বহুক্ষণ ধরে পীড়া-পীড়ি চলতে থাকে; বান্দা যিদ করতে থাকে, যে-কোন ভাবে লুতের কওম থেকে আযাব হটিয়ে দেয়া হোক। আল্লাহ উত্তরে বলতে থাকেন - এ জাতির মধ্যে কল্যাণ বলতে আর কিছু বাকী নেই এবং তাদের অপরাধ এতদূর পর্যন্ত সীমা অতিক্রম করেছে যে এদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করা চলে না। কিন্তু বান্দা! তবুও বলে চলে, প্রতিপালক-প্রভূ যদি সামান্য কিছু ভালও তাদের মধ্যে থাকে, তবে আরও কিছু অবকাশ দান করুন। হতে পারে, তার থেকে কিছু সুফল ফলবে।(২৬) এ ফেরেশতারা সব সুন্দর বালকদের রূপে হযরত লুতের নিকট এসেছিলেন। তিনি জানতেন না যে এরা ফেরেশতা। একারণেই অতিথিদের আগমনে তিনি অত্যন্ত পেরেশানি ও উদ্বিগ্নতা বোধ করছিলেন। তিনি নিজ জাতি সম্পর্কে জানতেন যে তারা কতটা দুষ্কৃতকারী ও লজ্জাহীন হয়ে গিয়েছিল।

وَجَاۤءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ اِلَيۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ

কু কর্ম (অর্থাৎ তারা কাজ করতে পূর্বে এবং তার দিকে দ্রুত তার(জাতির) তার কাছে এবং
সমকামিতা) অভ্যস্ত ছিল দৌড়িয়ে লোকেরা আসল

قَالَ يٰقَوۡمِ هٰۤؤُلَاۤءِ بَنَاتِىۡ هُنَّ اَطۡهَرُ لَـكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا

না এবং আল্লাহকে অতএব তোমাদের অধিক পবিত্র তারা আমার(জাতির) এসব হে আমার সে
তোমরা ভয়কর জন্যে মেয়েরা(আছে) সম্প্রদায় বলল

تُخۡزُوۡنِ فِىۡ ضَيۡفِىۡ ؕ اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ رَّشِيۡدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوۡا لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا

নাই তুমি নিশ্চয়ই তারা সঠিক কোন তোমাদের নাই কি আমার ব্যাপারে আমাকে
জেনেছ অবশ্য বলল (চিন্তা ধারার) মানুষ মধ্যে মেহমানের লজ্জিত কর

لَـنَا فِىۡ بَنٰتِكَ مِنۡ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَـتَعۡلَمُ مَا نُرِيۡدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوۡ اَنَّ

হত যদি সে চাই কি অবশ্যই তুমি এবং আগ্রহ কোন তোমার (জাতির) ব্যাপারে আমাদের
বলল আমরা জান নিশ্চয়ই মেয়েদের জন্য

لِىۡ بِكُمۡ قُوَّةً اَوۡ اٰوِىۡۤ اِلٰى رُكۡنٍ شَدِيۡدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوۡا يٰلُوۡطُ اِنَّا رُسُلُ

(সবাই) নিশ্চয়ই লূত হে (আগন্তুকরা) শক্তিশালী কোন(আশ্রয়ের) কাছে আমি অথবা কোন তোমাদের আমার
ফেরেশতা আমরা বলল স্তম্ভের আশ্রয়পেতাম ক্ষমতা উপর জন্যে

رَبِّكَ لَنۡ يَّصِلُوۡۤا اِلَيۡكَ فَاَسۡرِ بِاَهۡلِكَ بِقِطۡعٍ مِّنَ الَّيۡلِ وَلَا

না এবং রাতের এক অংশে তোমার অতএব তোমার তারা পৌঁছতে কক্ষণ তোমাদের
পরিবারসহ চলেযাও কাছে পারবে না রবের

يَلۡتَفِتۡ مِنۡكُمۡ اَحَدٌ اِلَّا امۡرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيۡبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمۡ ؕ

তাদের পৌছবে যা তার পৌছবে তা নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী কিন্তু কেউ তোমাদের ফিরে
(সেই শাস্তি) (সিদ্ধান্ত) (সংগে যাবে না) মধ্যে তাকাবে

(৭৮) (এই মেহমানরা এসে পৌছতেই) তার জাতির লোকেরা ব্যস্ত হয়ে তাঁর ঘরের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। পূর্ব হতেই তারা এ রকম অসৎ কাজে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, এই আমার(জাতির) কন্যারা রয়েছে। এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র [২৭]। আল্লাহকে কিছুটা ভয় কর। আর আমার মেহমানের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ কি কেউ নেই?" (৭৯) তারা জবাব দিলঃ "তোমার তো জানাই আছে যে, তোমার(জাতির) কন্যাদের ব্যাপারে আমাদের কোনই আগ্রহ নেই। আর তুমি এও জান যে, আমরা কি চাচ্ছি।" (৮০) লূত বললঃ "হায়! আমার যদি এত খানি শক্তি থাকত যে তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম; অথবা কোন মজবুত আশ্রয় এমন হত যেখানে আশ্রয় নিতাম।" (৮১) তখন ফেরেশতারা বলল ঃ "হে লূত, আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কাছে পৌছুতে পারবে না। বাস,তুমি কিছুটা রাত থাকতে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও, আর দেখ, তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরে না দেখে। কিন্তু তোমার স্ত্রী (সংগে যাবেনা), কেননা, তার উপরও তাই ঘটবে, যা এদের উপর ঘটার রয়েছে।

(২৭)। এর অর্থ এই নয় যে, হযরত লূত তাদের সামনে নিজের বা নিজের সম্প্রদায়ের কন্যাদেরকে ব্যভিচারের জন্য পেশ করেছিলেন; তোমাদের জন্য এরা পবিত্রতর, এই বাক্যাংশ এরূপ ভুল অর্থ গ্রহণের কোন অবকাশ বাকী রাখেনি। হযরত লূতের উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে এই ছিল যে, নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা আল্লাহর নির্দিষ্ট স্বাভাবিক ও বৈধ্য উপায়ে তৃপ্ত কর; সেজন্য স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই।

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا

নিশ্চয়ই তাদের নির্ধারিত সময় সকাল নয় কি সকাল নিকটবর্তী অতঃপর যখন আসল আমাদের নির্দেশ আমরা করলাম

عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً

তার উপর দিককে তার নীচের দিকে এবং আমরা বর্ষণ করলাম তার উপর পাথর থেকে কংকরের ক্রমাগত (প্রত্যেকের জন্যে) চিহ্নিত

عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ

কাছ থেকে তোমার রবের এবং না তা হতে যালিমদের বহুদূরে এবং প্রতি মাদয়ানের

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ

তাদের ভাই শুআয়বকে (পাঠিয়েছিলাম) সে বলল হে আমার জাতি তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর নাই তোমাদের জন্যে কোন ইলাহ তিনি ছাড়া

وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ

এবং না তোমরা কম করো মাপে আর (না) ওজনে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দেখছি ভাল অবস্থায় কিন্তু নিশ্চয়ই আমি আমি ভয় করছি

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

তোমাদের উপর শাস্তি দিনের পরিবেষ্টনকারী এবং হে আমার জাতি তোমরা পূর্ণকর মাপ ও ওজন ন্যায়সংগত ভাবে

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

এবং না তোমরা ক্ষতি করো লোকদেরকে তাদের জিনিসগুলোকে এবং না তোমরা অনাচার কর মধ্যে যমীনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী (হয়ে)

এদের ধ্বংসের জন্য সকাল বেলার সময় নির্দিষ্ট রয়েছে- সকাল হতে আর দেরীই বা কতটুক।" (৮২) পরে আমাদের ফায়সালার সময় যখন এসে পৌছল, তখন আমরা সেই জনপদকে নীচ হতে উপরে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিলাম, এবং তার উপর পাকা মাটির প্রস্তর অবিশ্রান্ত বর্ষন করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি প্রস্তর খন্ডই তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল [২৮] । আর যালেমদের ব্যাপারে এই শাস্তি কিছুমাত্র দূরের জিনিস নয়।

রুকূ-৮ (৮৪) আর মাদয়ানবাসীদের প্রতি আমরা তার ভাই শুআয়বকে পাঠালাম। সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন রব নেই। আর ওযন ও পরিমাপে কমতি করো না। আজ আমি তোমাদের ভাল অবস্থায় দেখছি।কিন্তু আমার ভয় হয়, কাল তোমাদের উপর এমন্ দিন আসবে যার আযাব তোমাদের সকলকে ঘিরে ধরবে। ৮৫। আর হে জাতির ভাইসব! ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে পূর্ণ ওযন ও পরিমাপ কর। আর লোকদের জিনিসে কোনরূপ ক্ষতি সৃষ্টি করোনা। এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।

---

(২৮)।অর্থাৎ প্রত্যেক প্রস্তর খন্ড আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্টকৃত ছিল যে কোন প্রস্তরখন্ডটি কি কি ধ্বংস কার্য সাধন করবে ও কোন অপরাধীর উপর আপতিত হবে।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ

তোমাদের আমি না এবং ঈমানদার তোমরা হও যদি তোমাদের উত্তম আল্লাহর উদ্বৃত্তই
উপর জন্যে (দেওয়া)

بِحَفِيْظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ

আমাদের পূর্ব ইবাদত (তা) ছেড়ে দেব যে তোমাকে তোমার কি শুআয়ব হে তারা বলল কোন
পুরুষেরা করত যার আমরা নির্দেশ দেয় নামাজ সংরক্ষক

اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٧﴾

সদাচারী সহিষ্ণু অবশ্যই নিশ্চয়ই আমরা যা আমাদের মধ্যে আমরা যেন অথবা
তুমি তুমি করতেচাই সম্পদসমূহের করি (না)

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ

আমাকে রিযক এবং আমার পক্ষহতে সুস্পষ্ট উপর আমি হই যদি তোমরা কি হে সে বলল
দিয়েছেন রবের প্রমাণের (ভেবে)দেখেছ আমার জাতি

مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ

তা হতে তোমাদের আমি যা (তার) তোমাদের যে আমি চাই না এবং উত্তম রিযক তাঁর
নিষেধ করি প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করি নিকট হতে

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ

তারই (সংঘটিত হয়) এছাড়া আমার নাই এবং আমি করতে যতটুকু সংশোধন এছাড়া আমি না
উপর আল্লাহ দ্বারা (যা) সামর্থ পারি চাই

تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٨﴾ وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ

তেমন তোমাদের উপর(এতদূর) আমার (সাথে) তোমাদের অপরাধ না হে আমার এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই ও আমি ভরসা
(শাস্তি) আপতিত হয় যে বিরোধ করতে(উদ্বুদ্ধকরে) (যেন) জাতি আমি করছি দিকে করেছি

(৮৬) আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা মুমিন হও। আর আমি তো কোন অবস্থায়ই তোমাদের সংরক্ষক নই। (৮৭) তারা জবাব দিলঃ "হে শুআয়ব! তোমার নামায কি তোমাকে এই শিক্ষা দেয় যে আমরা ঐসব মাবুদদের পরিত্যাগ করব যাদের পূজা-উপসনা আমাদের বাপ-দাদারা করত? অথবা এই যে, আমাদের মাল-সম্পদ ইচ্ছামত ব্যয় করার ইখতিয়ার আমাদের থাকবে না? শুধু তুমিই একজন বড় আত্মার ও সদাচারী ব্যক্তিই থেকে গেলে!" (৮৮) শুআয়ব বললঃ "ভাইসব, তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ, আমি যদি আমার রবের নিকট হতে এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, আর তা ছাড়াও তিনি যদি নিজের নিকট হতে আমাকে উত্তম রেযক দান করে থাকেন [২৯]।" (তাহলে তোমাদের গোমরাহী ও হারাম খাওয়ার কাজে আমি তোমাদের সঙ্গে শরীক হই কি করে?) এবং আমি কিছুতেই চাই না যে, যেসব কথা হতে আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজেই অবলম্বন করব। আমি তো সংশোধন করতে চাই, যতখানি আমার সাধ্যে কুলায়। আর এই যা কিছু আমি করতে চাই, তার সব কিছুই আল্লাহর তওফীকের উপর নির্ভরশীল, তাঁরই উপর আমরা ভরসা করি এবং আমি সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (৮৯) আর হে আমার জ্ঞাতীয় ভাইসব! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এমন অবস্থার সৃষ্টি না করে যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের উপরও সেই আযাবই এসে পৌছবে।

(২৯)। অর্থাৎ আল্লাহ তা' আলা যখন আমাকে সত্য চিনার উপযোগী দৃষ্টি-শক্তি দান করেছেন, এবং হালাল রুযীও দান করেছেন, তখন আমার পক্ষে এ কেমন করে বৈধ হতে পারে যে, আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহে অনুগৃহীত করা সত্তেও হারাম খাওয়াকে হক ও হালাল বলে গণ্য করে আমার রবের আমি অকৃতজ্ঞ হবো!

مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَ مَا قَوْمُ لُوْطٍ

লুতের জাতি না এবং সালেহর জাতির অথবা হূদের জাতির বা নূহের জাতির আপতিত যেমন
(উপর) (উপর) (উপর) হয়েছিল

مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٩﴾ وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ

মেহেরবান আমার নিশ্চয়ই তাঁর দিকে তোমরা এরপর তোমাদের তোমরা এবং বহুদূরে তোমাদের
রব ফিরে এস রবের কাছে ক্ষমা চাও থেকে

وَّدُوْدٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا

আমাদের আমরা অবশ্যই নিশ্চয়ই এবং বল তাহতে অনেক আমরা না হে তারা প্রেমময়
মাঝে তোমাকেদেখছি আমরা তুমি যা (কথাই) বুঝি শুআয়ব বলেছিল

ضَعِيْفًا ۚ وَ لَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ

সে শক্তিশালী আমাদের তুমি না এবং তোমাকে আমরা তোমার না যদি এবং দূর্বল হিসেবে
বলল উপর পাথরই মেরে দিতাম স্বজনবর্গ থাকত

يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ

তাচ্ছিল্লকরে তোমাদের তাঁকে তোমরা অথচ আল্লাহর চেয়েও তোমাদের অধিক আমার স্বজন হে
পশ্চাতে গ্রহণ করেছ উপর প্রবল বর্গ কি আমার জাতি

اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٢﴾ وَ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ

নিশ্চয়ই তোমাদের উপর তোমরা হে আমার এবং পরিবেষ্টন তোমরা সে সম্বন্ধে আমার নিশ্চয়ই
আমিও পথের কাজ কর জাতি করে আছেন করছ যা রব

عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ

মিথ্যাবাদী সে কে এবং তাকে লাঞ্ছিত আযাব যার উপর (যে) তোমরা শীঘ্রই কাজ করছি
করে ছাড়বে আসবে কে সেই জানবে (আমার পথে)

وَ ارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٣﴾

প্রত্যক্ষ কারী তোমাদের নিশ্চয়ই তোমরা এবং
সাথে আমি প্রতীক্ষা কর

যা নূহ, হুদ বা সালেহর জাতির উপর এসেছিল। আর লুত এর জাতি তো তোমাদের হতে খুব বেশী দূরেও নয়। (৯০) দেখ, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিঃসন্দেহে আমার রব বড়ই দয়াবান , স্বীয় সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী।(৯১) তারা জবাব দিল''হে শুআয়ব, তোমার অনেক কথাই আমরা বুঝে উঠতে পারিনা। আর আমরা দেখছি যে, তুমি আমাদের মাঝে একজন দূর্বল অক্ষম ব্যক্তি'' তোমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক যদি না থাকত, তা হলে তোমাকে আমরা কবে কোন্ দিন পাথর নিক্ষেপ করে দিতাম। তোমার শক্তি-ক্ষমতা এতখানি নয় যে, আমাদের উপর খুব প্রবল হতে পার।(৯২) শুআয়ব বললঃ''ভাইসব আমার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কি তোমাদের উপর আল্লাহ হতেও অধিক প্রবল যে, তোমরা (আমার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে তো ভয় করছ, আর) আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে তাচ্ছিল্ল করে পিছনে ফেলে রাখলে? মনে রেখো, তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহর পাকড়াও হতে কিছুমাত্র মুক্ত নয়। (৯৩) হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের পথে কাজ করতে থাক, আর আমি আমার পথে কাজ করতে থাকি। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে- কার উপর লাঞ্ছনার আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী! তোমরাও অপেক্ষা কর, আর আমিও তোমাদের সাথে সাথে চোখ খুলে রইলাম।''

وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ اَخَذَتِ

ধরল এবং আমাদের পক্ষ হতে রহমত দিয়ে তার সাথে ঈমান এনেছিল যারা ও শুআয়বকে আমরা রক্ষা করলাম আমাদের নির্দেশ আসল যখন এবং

الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۙ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا

বসবাস করেই নাই যেন উপুড় হয়ে পড়া (নির্জীব নিস্পন্দ) তাদের ঘরগুলোর মধ্যে তারা অতঃপর হয়ে গেল প্রচন্ড শব্দ যুলম করেছিল (তাদেরকে) যারা

فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا

আমাদের নিদর্শনাবলীসহ মূসাকে আমরা পাঠিয়েছিলাম নিশ্চয়ই এবং সামূদকে দূর করা হয়েছিল যেমন মাদয়ান বাসীরা দূরে নিক্ষিপ্ত (হল) জেনে রাখ তার মধ্যে

وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ۝ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ مَاۤ

না এবং ফিরআউনের নির্দেশের তারা অতঃপর অনুসরণ করল তার রাজন্য বর্গের(প্রতি) ও ফিরআউনের প্রতি সুস্পষ্ট দলীল (দিয়ে) ও

اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَ بِئْسَ

অতি নিকৃষ্ট এবং (জাহান্নামের) আগুনে অতঃপর তাদের উপস্থিত করবে কেয়ামতের দিনে তার জাতির লোকদের সে আগে থাকবে ন্যায় সঙ্গত ফিরআউনের নির্দেশ (ছিল)

الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝ وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ

পুরস্কার অতি নিকৃষ্ট কিয়ামতের দিনে (অভিশাপ) এবং অভিশাপ এই (দুনিয়ার) মধ্যে তাদেরকে অনুসরণকরল এবং যেখানে তারা উপস্থিত হবে উপস্থিত স্থান

الْمَرْفُوْدُ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّ حَصِيْدٌ ۝

(কিছু) র্নিমূল হয়েছে আবার (কিছু)বিদ্যমান আছে তার মধ্যেহতে তোমার কাছে তা আমরা বর্ণনা করছি জনপদ সমূহের খবরাদির কিছু অংশ এই (খবর) (যা তাদেরকে) পুরস্কার দেয়া হবে

(৯৪) শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ফায়সালার সময় এসে পৌছল তখন আমারা আমাদের রহমত দিয়ে শুআয়ব ও তার সঙ্গী মুমিনদের রক্ষা করলাম। আর যারা যুলম করেছিল তাদেরকে এমন এক শক্ত প্রচন্ড ধ্বনি এসে পাকড়াও করল যে, তারা নিজেদের বসতির স্থানে র্নিজীব- নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল।(৯৫) মনে হচ্ছিল যে, তারা সেখানে কোন দিন বসবাসই করেনি। যেনে রাখ! মাদয়ানবাসীদেরকেও দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে, যেমনিভাবে সামূদকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

রুকূ-৯ (৯৬-৯৭) আর মূসাকে আমরা নিজস্ব নিদর্শন ও নবুয়্যতের সুস্পষ্ট সনদ ও প্রমাণ সহ ফিরাউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুমই মেনে নিল। অথচ ফিরাউনের হুকুম সত্যপন্থী ছিলনা। (৯৮) কিয়ামতের দিন সে নিজ জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং নিজের নেতৃত্বেই তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। কতই না নিকৃষ্ট স্থান এ, যেখানে কেউ পৌছায়! (৯৯) আর এদের উপর দুনিয়ায়ও অভিশাপ পড়েছে, আর কিয়ামতের দিনও পড়বে। এ কতই না খারাব প্রতিদান, যা কেউ লাভ করে! (১০০) এ কয়েকটি জনবসতির কাহিনী যা আমরা তোমাকে শুনাচ্ছি। এদের মধ্যে কোন কোনটি এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। আর কোন কোনটির ফসল ইতিপূর্বেই কর্তিত হয়েছে।

وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ

এবং | না | আমরা তাদের উপর যুলম করেছি | কিন্তু | তারা যুলম করেছিল | তাদের নিজদের (উপর) | অতঃপর না | কাজে আসল | তাদের জন্যে | তাদের উপাস্যরা

الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَ

যাকে | তারা ডাকত | ছাঁড়া | আল্লাহকে | কোন কিছুই | যখন | আসল | নির্দেশ | তোমার রবের | এবং

مَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾ وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِيَ

না | তারা বৃদ্ধি করল | তাদের | এ ব্যতীত | ধ্বংস | এবং | এভাবেই | পাকড়াও (আসে) | তোমার রবের | যখন | ধরেন | জনবসতিকে | এবং | তা

ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ

(ছিল) যালেম | নিশ্চয়ই | তার পাকড়াও | মর্মন্তুদ, | কঠোর | নিশ্চয়ই | মধ্যে (রয়েছে) | এর | অবশ্যই নিদর্শন | তার জন্যে যে | ভয় করে

عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾

শাস্তির | আখেরাতের | এটা | দিন | একত্রিত করার | তার (মধ্যে) | (সকল) মানুষকে | এবং | এটা | দিন | যা সবাই দেখবে

وَ مَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا

এবং | না | তা আমরা দেরী করব | এছাড়া | একটি সময়ের জন্যে | গণনা করা (নির্দিষ্ট) | সেদিন | (যখন) আসবে | না | কথা বলতে পারবে | কোন ব্যক্তি | এছাড়া

بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ

তার অনুমতি ক্রমে | অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ | হতভাগ্য (হবে) | আর | সৌভাগ্যবান (হবে কেউ) | অতঃপর | যারা | হতভাগ্য হবে | তখন আগুনের মধ্যে(হবে) | তাদের (জাহান্নামের) জন্যে

فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ

তার মধ্যে (থাকবে) | আর্তনাদ | ও | চিৎকার | তারা স্থায়ী হবে | তার মধ্যে | যতক্ষণ | বিদ্যমান থাকবে | আসমান সমূহ | এবং | পৃথিবী

(১০১) আমরা তাদের উপর কোন যুলম করি নি। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। আর যখন আল্লাহর নির্দেশ এসে পৌঁছল, তখন তাদের সেসব মাবুদ- আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকছিল- তাদের কোন কাজেই আসাল না। আর তাদের ধ্বংস করা ও বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করা ছাড়া তাদের কোন উপকারই করতে পারল না। (১০২) আর তোমার রব যখন কোন যালেম জন-বসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তার পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তার পাকড়াও বড়ই কঠিন কঠোর ও নির্মম পীড়াদায়কই হয়ে থাকে। (১০৩) প্রকৃত কথা এই যে, এতে একটি নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেকটি মানুষেরই জন্য, যে পরকালের আযাবকে ভয় করে। তা এমন একটি দিন হবে, যে দিন সব মানুষই একত্রিত করা হবে। তার পর সে দিন যা কিছুই হবে, তা সকলেরই চোখের সামনেই অনুষ্ঠিত হবে। (১০৪) আমরা সেই দিনকে আনতে খুব বেশী বিলম্ব করছি না; মাত্র কয়েকটি গণনা করা দিনের সময়ই তার জন্য নির্দিষ্ট। (১০৫) তা যখন আসবে তখন কারো পক্ষে কথা বলা সম্ভব হবে না! তবে আল্লহর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে কিছু বললে অন্য কথা। অনন্তর এই দিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু সৌভাগ্যবান।(১০৬) যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে। (যেখানে গরম ও পিপাসার তীব্রতায়) তারা আর্তনাদ থাকবে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে। (১০৭) আর এই অবস্থায়ই তারা চিরদিন পড়ে থাকবে, যতদিন যমীন ও আসমান বর্তমান আছে।

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

যারা আর তিনি চান যা খুব তোমার নিশ্চয়ই তোমার রব ইচ্ছে যা তবে
সম্পাদনকারী রব (সেটা ভিন্ন কথা) করেন

سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

পৃথিবী ও আসমান সমূহ বিদ্যমান যতক্ষণ তারমধ্যে স্থায়ী বেহেশতের তখন সৌভাগ্যবান
থাকবে (তারা থাকবে) বসবাসকারী মধ্যে হবে

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا

তাহতে সংশয়ের মধ্যে তুমি অতএব বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় (তারা পাবে) তোমার ইচ্ছে যা এছাড়া
যার হয়ো না পুরস্কার রব করেন

يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا

নিশ্চয়ই এবং ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব ইবাদত যেমন এছাড়া তারা ইবাদত না এসব ইবাদত
আমরা পুরুষেরা করত করে (মুশরিকরা) করে

لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

কিতাব মূসাকে আমরা নিশ্চয়ই এবং কম করা ব্যতীত তাদের অংশ তাদের অবশ্যই
দিয়েছিলাম পূর্ণ দেব

فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ

তাদের অবশ্যই ফয়সালা তোমার পক্ষহতে পূর্বে একটি না যদি এবং সে অতঃপর মতবিরোধ
মাঝে করে দেয়া হত রবের নির্ধারিত হত বাণী ব্যাপারে করা হয়েছিল

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ

অবশ্যই তাদের যখন প্রত্যেক নিশ্চয়ই এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বকর তা হতে সন্দেহের মধ্যে নিশ্চয় এবং
পূর্ণ দেবেন (সময় আসবে) (ব্যক্তিকে) (সন্দেহে) আছেই তারা

رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

খুব অবহিত তারা কাজ করছে ঐবিষয়ে নিশ্চয় তাদের কাজ গুলোর(প্রতিফল) তোমার রব
যা তিনি

অবশ্য তোমার রব অন্য রকম কিছু চাইলে স্বতন্ত্র কথা। কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমার রবের ইখতিয়ার রয়েছে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রাখেন। (১০৮) আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানেই চিরদিন থাকবে, যত দিন পর্যন্ত যমীন ও আসমান বর্তমান থাকবে [৩০]। তোমার রব অন্য রকম কিছু করতে চাইলে অন্য কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না। (১০৯) অতএব হে নবী, এই মাবুদদের - এরা যাদের ইবাদত করে- ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে পড়ে থাকবে না। এরা তো (অন্ধ অনুসারী হয়ে) তেমনি সব পূঁজা-উপসানা করে যাচ্ছে যেমন করে তাদের পূর্বে তাদের বাপ-দাদারা করত। আর আমরা তাদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় দিব তাতে কোনরূপ কাটছাট করা ছাড়াই। রুকু-১০ (১১০) আমরা ইতিপূর্বে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি। সে সম্পর্কেও নানা মতবিরোধ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের জন্য দেয়া কিতাব সম্পর্কেও মত বিরোধ করা হচ্ছে)। তোমার রবের তরফ হতে একটি কথা যদি পূর্বেই ফয়সালা করে দেয়া না হত তাহলে এই মতবিরোধকারীদের মধ্যে কবেই ফয়সালা করে দেয়া হত। একথা সত্য যে, এই লোকেরা এ ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (১১১) আর এতেও সন্দেহ নেই যে, তোমার রব তাদেরকে তাদের আমলের পুরাপুরি প্রতিফল অবশ্যই দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের সব কাজ কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

(৩০)। বাক-পদ্ধতি অনুসারে শব্দটি "চিরকাল" অর্থে ব্যবহৃত হয়।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا

ঐবিষয়ে নিশ্চয়ই তোমরা সীমা না এবং তোমার ফিরে এসেছে যে এবং তুমি আদিষ্ট যেমন অতএব
যা তিনি লংঘনকর সাথে (ঈমানওআনুগত্যে) হয়েছ সুদৃঢ় থাক

تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٢﴾ وَ لَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ

তোমাদের তাহলে যুলম (তাদের) প্রতি তোমরা না এবং পূর্ণদৃষ্টি তোমরা কাজ
স্পর্শ করবে করেছে যারা ঝুঁকো রাখেন করছ

النَّارُ ۙ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

তোমাদের সাহায্য না এরপর অভিভাবক কোন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না এবং (জাহান্নামের)
করাহবে জন্যে (হবে)

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ

দূর করে দেয় সৎকাজগুলো নিশ্চয়ই রাতের (নিকট) এবং দিনের দুই প্রান্তে নামাজ কায়েম এবং
অংশে কর

السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَ اصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ

নষ্ট করেন না আল্লাহ কারণ সবর এবং উপদেশ উপদেশ এটা মন্দকাজগুলোকে
নিশ্চয়ই কর গ্রহণকারীদের জন্যে

اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ

তোমাদের জাতিসমূহের মধ্যহতে (বর্তমান) না অতপর সৎকর্মশীলদের কর্মফল
পূর্বেকার ছিল কেন

اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا

আমরা রক্ষা তাদের স্বল্প সংখ্যক তবে পৃথিবীর মধ্যে বিপর্যয় হতে (যারা) সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা
করেছিলাম মধ্যকার লোক ব্যতিক্রম নিষেধ করত
(যাদেরকে)

مِنْهُمْ ۚ

তাদেরমধ্যহতে

(১১২) অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি এবং তোমার সেই সব সাথী যারা (কুফর ও বিদ্রোহমূলক আচরণ হতে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছ ,ঠিক ঠিক ভাবে সত্য পথের উপর সুদৃঢ় হয়ে থাক - যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দাসত্বের সীমা লংঘন করোনা। তোমরা যা কিছু করছ, তোমার রব তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) এই যালেমদের প্রতি একটুও ঝুঁকো না। নতুবা জাহান্নামের আওতার মধ্যে পড়ে যাবে এবং তোমরা এমন কোন বন্ধু বা অভিভাবক পাবে না যে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে বাঁচাতে পারে। আর অন্য কোথাও হতে তোমরা সাহায্যও পাবে না। (১১৪) সাবধান, তোমরা নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্ত সময়ে এবং কিছুটা রাত হওয়ার পর [৩১]। আসলে ন্যায় কাজ সমূহ সকল অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়। বস্তুতঃ এ এক মহা স্মারক সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত । (১১৫) আর ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল কখনো নষ্ট করেন না। (১১৬) তাহলে তোমাদের পূর্বে যে সব জাতি অতীত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন সৎকর্মশীল লোক বর্তমান থাকল না কেন, যারা লোকদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? এরূপ লোক হলেও সংখ্যায় তারা খুব কমই ছিল যাদেরকে আমরা এই জাতিগুলোর মধ্যহতে বাঁচিয়ে নিয়েছি।

(৩১)। দিনের কিনারা বলতে সকাল ও সন্ধ্যা বুঝায়, এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হলে - এর অর্থ এশার সময় (নামাযের সময় সমূহের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্যঃ সূরা বনীইসরাঈল আয়াত ৭৮, সূরা তাহা আয়াত ১৩০, এবং সূরা রুম, আয়াত ১৭-১৮) ।

وَ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَ مَا

না এবং অপরাধী তারা ছিল এবং তার তাদের স্বচ্ছন্দ (তারই) যুলম (তাদের) অনুসরণ এবং
মধ্যে দেয়া হয়েছিল যা করেছিল যারা করত

كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَ

এবং সংশোধনকারী তার অধিবাসীরা অথচ যুলম দিয়ে জনবসতি ধ্বংস তোমার রব ছিলেন
(ছিল) গুলোকে করবেন (এমন যে)

لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ

তারা সর্বদা হতো কিন্তু একই জাতি সমস্ত অবশ্যই তোমার ইচ্ছা যদি
(তবুও) মানুষকে বানাতেপারতেন রব করতেন

مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط وَ تَمَّتْ

(এভাবে) এবং তাদের সৃষ্টি করেছেন এ কারণে এবং তোমার রব অনুগ্রহ যাকে তবে মতবিরোধ কারী
সম্পূর্ণ হল (স্বাধীনতা দিয়ে) (সেটা ভিন্ন কথা) করতেন

كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَ

এবং একত্রেই মানুষ এবং জ্বিন দিয়ে জাহান্নামকে অবশ্যই তোমার একটি বাণী
ভরে দেব আমি রবের(যে)

كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَ

এবং তোমার তা আমরা সুদৃঢ় যা রসূলদের খবরাদি হতে তোমার আমরা বর্ণনা সব
দিলকে দিয়ে করছি কাছে করছি (কিছুই)

جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

মুমিনদের শিক্ষা ও উপদেশ এবং প্রকৃত এর মধ্যে তোমার কাছে
জন্যে সত্য এসেছে

অন্যথায় যালেম লোকেরা তো সেই স্বাদ আস্বাদনের কাজে লিপ্ত রয়েছে যে সবের সামগ্রী তাদেরকে বিপুল পরিমাণে দেয়া হয়েছিল। আর তারা মহা অপরাধী হয়ে থাকল। (১১৭) তোমার রব এরূপ নন যে, তিনি জন-বসতিগুলোকে অন্যায় ভাবে ধ্বংস করে দিবেন- এরূপ অবস্থায় যে, সে সবের আধিবাসীরা সংশোধণশীল ও সদাচারী। (১১৮) এ নিঃসন্দেহ যে, তোমার রব যদি চাইতেন তা হলে সমস্ত মানুষকে একই সমাজভুক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু এখন তো তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। (১১৯) আর সে সব ভুল পথ ও পন্থা হতে রক্ষা পাবে কেবল সেই সব লোক, যাদের প্রতি তোমার রবের রহমত বর্ষিত হয়েছে। (বাছাই ও গ্রহণ করার এই স্বাধীনতার) এ উদ্দেশ্যেই তো তিনি তাদেরকে পয়দা করেছিলেন এবং তোমার রবের সেই কথাই পূর্ণ হল যা তিনি বলেছিলেন যে, " আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেব"। (১২০) আর হে মুহাম্মদ, নবী রসূলদের এই কাহিনী যা আমরা তোমাকে শুনিয়েছি- এ এমন সব বিষয় যা দিয়ে আমরা তোমার দিলকে মজবুত করেছি। এতে তুমি মহাসত্যের জ্ঞান লাভ করলে, আর ঈমানদার লোকেরা নসীহত ও জাগরণ লাভ করল।

(১২১) আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে তুমি বল যে, তোমরা নিজেদের দায়িত্বে কাজ করতে থাক , আমরা নিজেদের পথে কাজ করে যাচ্ছি। (১২২) পরিণামের জন্য তোমরাও অপেক্ষা কর, আর আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম।(১২৩) আসমান ও যমীনে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে তা সবই আল্লাহরই কর্তৃত্বাধীন। আর সব ব্যাপারই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। অতএব হে নবী! তুমি তাঁরই বন্দেগী কর, এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখ। তোমরা যা কিছু কর, তোমার রব সে বিষয়ে বে-খবর নন।

সূরা ইউসুফ

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও নাযিল হওয়ার কারণ

এই সুরায় আলোচিত বিষয়বস্তু হতেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এও মক্কায় অবস্থানের শেষদিকে এমন এক সময় নাযিল হয়েছে, যখন কুরাইশ বংশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে হত্যা করবে, না দেশ থেকে বিতাড়িত করবে অথবা বন্দী করবে এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিল। এ সময়ই মক্কার কোন কোন কাফের (সম্ভবতঃ ইয়াহুদীদের ইশারায়) নবী করীমকে পরীক্ষা নেবার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলঃ বনী-ইসরাইলের মিশরে যাওয়ার কারণ কি ছিল? আরব দেশের সাধারণ লোক এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না, এর নাম চিহ্নও-পাওয়া যায় না সেখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কিংবদন্তীতে। স্বয়ং নবী করীমের মুখেও ইতিপূর্বে এর কোনই উল্লেখ শুনতে পাওয়া যায়নি। এ কারণে কুরাইশদের ধারণা ছিল, এ বিষয়ে নবী করীম (সঃ) বিস্তারিত কিছু বলতে পারবেন না, কিংবা এখন টাল-বাহনা করে পরে কোন ইয়াহুদীর নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে চেষ্টা করবেন। আর এভাবে নবীর সব গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষায় তারা উলটো অপদস্তই হয়ে গেল। আল্লাহতাআলা অনতিবিলম্বে ইউসুফ (আঃ)-এর সমস্ত ঘটনা ও কাহিনী তাঁর মুখে জারী করে দিলেন। শুধু তাই নয়, এ ঘটনাকে কুরাইশদের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। এবং ইউসুফের ভায়েরা তাঁর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিল সেই দুর অতীতে, সেরূপ ব্যবহারই যে কুরাইশরা করছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে-তাও বলে দিলেন।

নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দুটি বড় উদ্দেশ্যে এ কাহিনী নাযিল হয়েছিল ঃ প্রথম এই যে, এর দ্বারা নবী করীমের নবুয়্যতের প্রমাণ করা হল। বিরুদ্ধবাদীদের নিজেদের মুখে চাওয়া প্রমাণ তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত পরীক্ষায়ই প্রমাণ করে দেয়া হল যে, নবী করীম (সঃ) পরের নিকট শোনা কথা কখনো বলেন না বরং প্রকৃতই তাঁর নিকট অহী আসে ও অহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি কথা বলেন। ৩ ও ৭ নং আয়াতেও এ উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, আর ১০২ ও ১০৩নং আয়াতেও। দ্বিতীয়, কুরাইশ-সরদার ও হযরত মুহাম্মদের পারস্পরিক তখনকার ব্যাপারটি ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের পারস্পরিক ব্যাপার ও ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে কুরাইশদের বলা হল যে, আজ তোমরা তোমাদেরই এক ভায়ের সঙ্গে তাই করছ, যা ইউসুফের সঙ্গে করেছিল তার ভায়েরা। কিন্তু তারা যেভাবে ইউসুফের সঙ্গে লড়াই করতে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ব্যর্থ হয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত নিজেদের সেই ভায়ের পদতলে লুণ্ঠিত হতে বাধ্য হয়েছিল- যাকে তারা কোন এককালে অত্যন্ত নির্দয় ভাবে কূপে নিক্ষেপ করেছিল- অনুরূপ ভাবে আল্লাহর ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং একদা তোমাদের সেই ভায়ের দয়া-অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে হবে, যাকে তোমরা আজ নির্মুল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়েছ। এ উদ্দেশ্যটিও সুরার শুরুতেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় এই প্রশ্নকারীদের জন্য বড়ই নিদর্শন ও জ্ঞানের সূত্র নিহিত রয়েছে।

আসলে হযরত ইউসুফের ঘটনাটিকে নবী করীম (সঃ) ও কুরাইশের লোকদের পারস্পরিক ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে দিয়ে কুরআন মজীদ এক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তী ১০বছরের ঘটনাবলী এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে। এ সুরার নাযিল হবার পর দেড় দু-বছর সময়ই অতিবাহিত হয়েছিল, ইতিমধ্যেই ইউসুফের ভাইদের মত কুরাইশের লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এর ফলে নবী করীম (সঃ) কে বাধ্য হয়ে মক্কা ত্যাগ করে যেতে হয়। অতঃপর বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে নবী করীম (সঃ)ও সেরূপ উন্নতি ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। এ-ও ছিল কুরাইশদের ধারণা ও আশা-আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত। আরো পরে মক্কা বিজয়-কালে ঠিক সেরূপ ঘটনাই অনুষ্ঠিত হয় যা মিশরে হযরত ইউসুফের সামনে তাঁর ভাইদের শেষ বারের উপস্থিতির সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে ইউসুফের ভায়েরা অতিশয় বিস্ময়, নম্রতা ও কাতর অবস্থায় তাঁর সম্মুখে হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল। এবং বলেছিলঃ

আমাদের প্রতি দান-সাদকা করুন। আল্লাহ দান-সাদকা কারীদের নেক ফল দান করেন। তখন ইউসুফ প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন ও বললেনঃ

আজ তোমাদের পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করেন। তিনি তো সব দয়া প্রদর্শনকারীদের অপেক্ষা অনেক বেশী অনুগ্রহ দানকারী।

ঠিক এইরূপ ঘটনাই ঘটে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বেলায়ও। পরাজিত কুরাইশরা যখন মাথা নত করে নবী করীমের (সঃ) সামনে দাঁড়িয়েছিল, যখন তিনি কুরাইশদের এক একটি যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা

করলেনঃ তোমরা কি মনে করছ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা আশা পোষন করেছ? তাঁরা বললঃ -আপনি নিজে এক উদার আত্মা-সম্পন্ন ভাই এবং এক উদার আত্মা-সম্পন্ন ভাই-এর পুত্র। এ কথা শুনে নবী করীম (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদের সেই জবাবই দেব, যা ইউসুফ তার ভাইদের দিয়েছিলেন; আজ তোমাদের পাকড়াও করা হবেনা, তোমরা যেতে পার, তোমাদের ক্ষমা করা হল। তোমরা মুক্ত।

আলোচিত বিষয়াদি

এ দুটো দিকই আলোচ্য সূরাতে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে বিবৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ ঘটনাকেও কুরআন মজীদ নিছক একটা ঘটনা-বর্ণনার ছলে বা ইতিহাসের উল্লেখ হিসেবে বর্ণনা করেনি। বরং তাঁর স্থায়ী নিয়ম অনুযায়ী একে আসল দাওয়াত প্রচারেই ব্যাবহার করেছে।

কুরআন এই পুরো কাহিনীটিতে স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের দ্বীন তাই ছিল যা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) দ্বীন। তিনি আজ সেই দ্বীন কবুলের দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন- যেদিকে দাওয়াত দিতেন পূর্বকালের এই মহামানবেরা।

অতঃপর একদিকে হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের ভূমিকা এবং অপর দিকে ইউসুফের ভায়েরা, ব্যবসায়ী কাফেলা, মিশর অধিপতি ও তার স্ত্রী, মিশর শহরের বেগমগণ এবং মিশরীয় শাসক ও রাজন্যবর্গের ভূমিকা তুলনামুলক ভাবে পেশ করেছে। আর নিজস্ব ভঙ্গীতে শ্রোতা ও দর্শকদের সামনে নীরবে জিজ্ঞাসা করেছে, এইদেখঃ এক ধরনের ভূমিকা, সেগুলি যা ইসলাম-আল্লাহর বন্দেগী ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে- আর অপর এক ভূমিকা কুফর,জাহেলিয়াত, দুনিয়াদারী এবং আল্লাহ পরকাল বিমুখতার সাচে ঢেলে তৈরী হয়ে থাকে। এখন তোমরা এ দুটোর মধ্যে কোনটাকে পছন্দ করবে, তা তোমাদের বিবেকের নিকট জিজ্ঞাসা কর।

এ ঘটনা হতে কুরআন মজীদ আর একটা গভীর তত্ত্বও জনগণের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চায়। তা এই যে, আল্লাহতাআলা যে কাজই করতে ইচ্ছা করেন, তা যে কোন অবস্থায়ই হোকনা কেন অবশ্যই পূর্ণহবে। মানুষ নিজের চেষ্টা-যত্ন দিয়ে তার পরিকল্পনাকে বাধাদান করতে কিংবা বদলে দিতে কখনোই সফল হতে পারে না। বরং অনেক সময় দেখা যায় মানুষ নিজের প্রকল্প নিয়ে একটা কাজ করে, আর মনে করে যে, এবার লক্ষ্য ভেদ হবে। কিন্তু পরিণামে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তারই হাতে এমন কাজ করিয়েছেন যা তার নিজের প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত ইউসুফের ভায়েরা যখন তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল তখন তাদের ধারণা ছিলঃ আমরা আমাদের পথের কাটা চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দিলাম।কিন্তু আসলে তারা হযরত ইউসুফকে তাঁর জীবনের চরম উন্নতির প্রথম সিড়িতে নিজেদের হাতে পৌছে দিয়েছিল- যেখানে আল্লাহ তাঁকে পৌছাতে চেয়েছিলেন। অপর দিকে নিজেদের এই কর্মের মাধ্যমে তারা যা কিছু অর্জন করল তা শুধু এতটুকুই ছিল যে, হযরত ইউসুফের চরম উন্নতির উচ্চ স্তরে পৌছাবার পর তারা স্ব-সম্মানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার বদলে লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে অবনত মস্তকে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিল। মিশর অধিপতির স্ত্রী হযরত ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে নিজের ধারণা মত মনে করেছিল যে সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু আসলে তো সে তার রাজতখতে আরোহণের পথ মুক্ত করে দিয়েছিল। আর নিজের এ কাজের ফল হিসেবে পরিনামে নিজেকে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী মুরব্বীর সামনে প্রকাশ্য ভাবে নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার স্বীকৃত দেওয়ার লজ্জা ভোগ করতে হল। এ দু-চারটি বিশেষ ঘটনা মাত্র নয়, ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার কোন সীমা সংখ্যা নেই। এ হতে এই মহা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যাকে উন্নত করতে চান, সমগ্র দুনিয়া মিলে চেষ্টা করলেও তাকে নীচ করে রাখতে পারেনা। বরং ব্যাপার এ দেখা যায় যে,তাকে নীচ করে রাখার জন্য দুনিয়ায় যে সব ব্যবস্থাপনাকে সে বড়ই শান্তি ও অকাট্য বলে মনেকরে সে ব্যবস্থাপনার মধ্যহতে আল্লাহতাআলা তার উন্নতি লাভের উপায় করে দেন। আর যারা তাকে নীচ করতে সচেষ্ট হয়েছিল- লজ্জা ও অপমান ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটেনি। এ ভাবে তার বিপরীত অবস্থাও হয়ে থকে। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে নীচ করতে চান, কোন ব্যবস্থাপনাই তাকে রক্ষা করতে পারেনা। বরং আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থাই তার প্রতিকূল ফল দান করে। আর এই ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের পক্ষে লাঞ্চিত ও অপমানিত হওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় থাকেনা।

এ মূল সত্যটিকে যদি কেউ বুঝে নিতে পারে, তাহলে সে প্রথম সবক এ পাবে যে, মানুষের নিজের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং স্বীয় ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন না করাই মানুষের কর্তব্য। সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে লোক স্বীয় সৎ -উদ্দেশ্যের জন্য সরল-সোজা ও বৈধ চেষ্টা চালাবে ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করবে, সে যদি ব্যর্থও হয়ে যায় তবুও কোন অবস্থাতেই অপমান ও লাঞ্চনার সম্মুখীন হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য বাঁকা-চোরা পথে চেষ্টা করবে ও অনুরূপ ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করবে , সে পরকালে লাঞ্চিত হবেই, এই দুনিয়ায়ও তার ভাগ্যে লাঞ্চনার

আশংকা কিছু মাত্র কম নয়।এ হতে দ্বিতীয় শিক্ষা পাওয়া যায় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা ও তাঁর নিকট অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের। যে সব লোক ন্যায় ও সত্যের জন্যে চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে, ওদিকে দুনিয়ার মানুষ ও শক্তি তাদের নির্মুল করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে, তারা যদি এ মহা সত্যকে সামনে রাখে, তাহলে সান্তনা লাভ করতে পারবে। আর বিরোধী শক্তি গুলোর ভয়ংকর পদক্ষেপ ও আয়োজন-ব্যবস্থাপনা দেখে তারা কিছুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্থ হবে না। বরং তারা ফলাফলকে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে অবিচল হয়ে থাকবে।

এ কাহিনী হতে সবচেয়ে বড় সবক এ পাওয়া যায় যে, একজন মর্দে-মুমিন যদি প্রকৃত উন্নত স্বভাব-চরিত্র সম্পন্ন হয় এবং বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিও তার থাকে, তাহলে সে নিজের এ নৈতিক শক্তির বলেই গোটা দেশকে জয় করতে পারবে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। বয়স মাত্র ১৭বছর। নিতান্ত একাকী, সহায়-সম্বলহীন, বিদেশ-বিভুই, অপরিচিত জন-বসতি। অসহায় এতদুর যে, তাকে দাসকরে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। ইতিহাসের এ অধ্যায়ে ক্রীতদাসদের যে অবস্থা ছিল তা কারো অজানা নয়। তা ছাড়াও এক কঠিন নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ শাস্তির কোন নির্দিষ্ট মীয়াদও ছিল না। এরূপ এক চরম অধঃপতিত অবস্থায় তাকে ফেলে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি শুধুমাত্র নিজের ঈমানীশক্তি ও নৈতিক চরিত্রের উপর ভর করে উন্নত হন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশকে করায়ত্ব করতে সক্ষম হন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা

হযরত ইউসুফের এ কাহিনী ভালভাবে বুঝার জন্যে তখনকার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য জেনে নেয়া আবশ্যক। হযরত ইউসুফ ছিলেন হযরত ইয়াকুবের পুত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র এবং হযরত ইব্রাহীমের প্রপৌত্র ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনানুসারে (কুরআনের ইশারা -ইংগিত হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়) হযরত ইয়াকুবের চার জন স্ত্রীর গর্ভজাত বারজন পুত্র ছিল। হযরত ইউসুফ এবং তাঁর ছোট ভাই বিনইয়ামীন এক মায়ের সন্তান। আর বাকী সব অন্য মায়ের গর্ভজাত। ফিলিস্তিনে হযরত ইয়াকুবের বসতি ছিল হিবরুন উপত্যকায়। হযরত ইসহাক এবং তার পূর্বে হযরত ইব্রাহীম এখানেই বসবাস করতেন। এ ছাড়াও সিক্কম (বর্তমান নাবলুস) এ হযরত ইয়াকুবের কিছু জমি ছিল। বাইবেলের পন্ডিতদের গবেষণাকে সত্যবলে ধরে নিলে ধারণা করা যায় যে খৃষ্টপূর্ব ১৯০৬ সনের কাছাকাছি সময় হযরত ইউসুফের জন্ম হয়। আর খৃষ্টপূর্ব ১৮৯০সনের কাছাকাছি সময়ে এ কাহিনী-সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হয়। সে ঘটনা হচ্ছে স্বপ্ন দেখা, ও তারপর কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া। এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। যে কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তা বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা মুতাবিক সিক্কমের উত্তরে দুতান নামক (বর্তমান দুসান) স্থানের নিকটে অবস্থিত ছিল। আর তাঁকে উদ্ধার করেছিল যে কাফেলা, তা জিলয়াদ(জর্দান)হতে এসেছিল ও মিশরের দিকে যাচ্ছিল। জিলয়াদ এর ধ্বংসাবশেষ এখনো জর্দানের পূর্বদিকে আল-ইয়াবিস উপত্যকার পাশে অবস্থিত রয়েছে।

এ সময় মিশরে, মিশরীয় ইতিহাসে প্রখ্যাত রাখাল বাদশাহ (Hyksos Kings) দের পঞ্চদশ বংশের রাজত্ব চলছিল। এরা আরব বংশজাত ছিল এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিন হতে মিশরে পৌছে খৃস্টপূর্ব দু হাজার বছরের কাছাকাছি সময় মিশরীয় রাজত্ব অধিকার করে বসে। আরব ঐতিহাসিক ও কুরআনের তফসীরকাররা এ বাদশাহদের জন্যে আমালীক নাম ব্যাবহার করেছেন। মিশর সর্ম্পকিত আধুনিক গবেষণার সাথে এ পুরোপুরি খাপ খায়। মিশরে এরা বৈদেশিক আক্রমণকারী বলে অভিহিত। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের গৃহযুদ্ধ ও কোন্দলের দরুণ তারা এখানে এসে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছিল। এ কারণেই তাদের রাজত্বে হযরত ইউসুফের পক্ষে এতদুর উন্নতি লাভ করার সুযোগ হয়েছিল। বনী ইসরাঈলদেরও এখানে সাদর সম্বর্ধনার সাথে গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে দেশের সর্বাধিক উর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে দেয়া হয় এবং সেখানে তারা খুবই প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ পায়। কেননা তারা এই বৈদেশিক শাসকদেরই স্ব-গোত্রীয় ছিল। খৃষ্টপূর্ব পনের বছরের শেষ সময় পর্যন্ত তারা মিশরকে অধিকার করে রাখে। আর তাদের শাসনামলে দেশের আসল ক্ষমতা কার্যতঃ বনী ইসরাঈলদেরই কুক্ষিগত ছিল। সূরা মায়েদার ২০ আয়াতে এ সম্পর্কেই ইংগিত করে বলা হয়েছেঃ 'যখন তিনি তোমাদের মাঝে পয়গমবর বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন।'

এর পরই সমগ্র দেশে একটা সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলেই বিকসুস শাসনের অবসান ঘটে। আড়াই লক্ষ আমালীকাকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হয়এবং কিবতি গোত্রের এক প্রচন্ড বিদ্বেষান্ধ ও হিংসুক বংশের লোক ক্ষমতাসীন হয়। তারা আমালীকা শাসনকালীন কীর্তি-চিহ্ন একটা একটা করে ধ্বংস করে। আর ইসরাঈলীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়। হযরত মূসার প্রসংগে এর বিবরণ নানাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিশরীয় ইতিহাস হতে একথাও জানা যায় যে, এ রাখাল বাদশাহরা মিশরীয় দেব-দেবী ও দেবতাদের আদৌ মেনে নেয় নি। তারা নিজেদের সংগে সিরিয়া হতে আনিত দেবতাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই সংগে তারা মিশরে নিজেদের ধর্মেরই প্রচার ও

বিস্তারের জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করেছিল। এ কারণেই কুরআন মজীদে হযরত ইউসুফের সমসাময়িক বাদশাহকে ফিরাউন নামে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা ফিরাউন ছিল মিশরের একটা ধর্মীয় পরিভাষা। আর এ লোকেরা মিশরীয় ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু বাইবেলে ভুলবশতঃ তাকেও ফিরাউন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এর সংকলকরা মনে করতেন যে মিশরের সব বাদশাহই বুঝি ফিরাউন নামে অভিহিত হত। এ যুগের যে সব বিশেষজ্ঞ বাইবেল ও মিশরীয় ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তারা সাধারণ ভাবে এই মত পোষন করেন যে, রাখাল বাদশাহদের মধ্যে যে শাসকের নাম মিশরীয় ইতিহাসে আপোফীস (Apophis) লেখা হয়েছে সেই ছিল হযরত ইউসুফের সমসাময়িক বাদশাহ।

মিশরের রাজধানী তখন ছিল মম্‌ফস (মনফ)। কায়রোর দক্ষিনে ১৪ মাইল দূরে এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ ১৭/১৮ বছর বয়সে এখানে উপস্থিত হন। দু-তিন বছর তিনি মিশর অধিপতির ঘরে অবস্থান করেন। ৮/৯ বছর কারাগারে কাটান। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসনকর্তা হয়ে বসেন এবং ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত সমগ্র দেশের শাসন ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক হয়ে শাসন কাজ চালাতে থাকেন। তার শাসন কালের নবম কি দশম বছর তিনি হযরত ইয়াকুবকে তার সকল বংশের সকলকে ফিলিস্তিন থেকে মিশরে ডেকে আনেন এবং দিমইয়াত ও কায়রোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের বসবাস ঠিক করে দেন। বাইবেলে এ এলাকার নাম গোশন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসার সময় কাল পর্যন্ত এরা এ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইউসুফ একশ দশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং ইন্তেকালের সময় বনী ইসলাইলকে তিনি অসিয়াৎ করে বলেছিলেনঃ তোমরা যখন এ দেশ হতে বের হয়ে যাবে, তখন আমার হাড়গোড়গুলো সংগে নিয়ে যাবে। হযরত ইউসুফের কাহিনীর যে বিস্তারিত বিবরণ বাইবেল ও তালমুদে উদ্ধৃত হয়েছে, কুরআনের বর্ণনা তা তেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কিন্তু মূল কাহিনীর তিনটে অংশই সর্বত্র এক প্রকার। টীকা সমূহে প্রয়োজন মত এ সব পার্থক্য ও বিভিন্নতা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে।(এ সব বর্ণনা তাফহীমুল কোরআন থেকে নেয়া হয়েছে।)

اٰيَاتُهَا ١١١ سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٢

১২ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী ইউসুফ সূরা ১১১ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۞ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

আলিফ লাম-রা এই আয়াত গুলো (এমন) কিতাবের (যা) সুস্পষ্ট নিশ্চয়ই আমরা তা আমরা নাযিল করেছি কোরআন (বানিয়ে) আরবী (ভাষায়) তোমরা যাতে

تَعْقِلُوْنَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

বুঝতে পার আমরা বর্ণনা করছি তোমার কাছে অতি উত্তম ঘটনা সমূহ মাধ্যমে যা আমরা ওহী করছি তোমার প্রতি

هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ

এই কোরআন এবং নিশ্চয়ই তুমি ছিলে এর পূর্বে অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত অনবহিতদের যখন বলেছিল

يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ

ইউসুফ তার পিতাকে হে আমার আব্বা নিশ্চয়ই আমি (স্বপ্নে) দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে এবং সূর্যকে এবং চন্দ্রকে

رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۞ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ

তাদের আমি দেখেছি আমাকে (তারা) সিজদাকারী সে বলল হে আমার পুত্র না বর্ণনা কর তোমার স্বপ্ন কাছে তোমার ভাইদের

فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۞

তারা তাহলে চক্রান্ত করবে তোমার (বিরুদ্ধে) (বড়) চক্রান্ত নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্যে শত্রু প্রকাশ্য

রুকু-১ (১) আলিফ-লাম-রা; এ সেই কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলে। (২) আমরা তা কুরআন [১] বানিয়ে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। যেন তোমরা (আরববাসীরা) তাকে ভালো করে বুঝতে পার। (৩) হে মুহাম্মদ! আমরা এই কুরআনকে তোমার প্রতি অহী করে অতি উত্তম ভংগীতে ঘটনা ও প্রকৃত ব্যাপার সমূহ তোমার নিকট বর্ণনা করছি। নতুবা এর পূর্বে (এসব বিষয়) তুমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলে।(৪) এ সেই সময়ের কথা যখন ইউসুফ তার পিতাকে বললঃ "আব্বা আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারটি তারকা ও সূর্য এবং চন্দ্র রয়েছে, আর তারা আমাকে সিজদা করছে।" (৫) জবাবে পিতা বলল 'হে পুত্র ,তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট বলবে না।তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে বড় ধরনের চক্রান্ত করবে [২]; সত্য হল, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(১)। 'কুরআন' -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছেঃ পাঠকরা; এবং কিতাবকে এই নামে অভিহিত করার অর্থ হচ্ছে- এ সাধারণ ও বিশিষ্ট -সকলের পাঠ করার জন্যে, এবং বহুল পঠিত।(২)। হযরত ইউসুফের দশ ভাই ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছিল। এবং এক ভাই যে তাঁর থেকে ছোট ছিল তাঁর আপন মায়ের গর্ভজাত ছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ) জানতেন যে সৎ-ভাইরা হযরত ইউসুফকে হিংসা করতো।

(৬) আর এরূপই হবে, (যেমন তুমি স্বপ্নে দেখেছ যে) তোমার রব তোমাকে (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিবেন এবং তোমাকে প্রত্যেকটি কথার মর্মমূলে পৌছানোর নিয়ম শিখাবেন[৩]। আর তোমার প্রতি ও ইয়াকুব-বংশধরদের প্রতি স্বীয় নে'আমত তেমনি ভাবে পূর্ণ করবেন, যেভাবে এর পূর্বে তিনি তোমার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক এর উপর করেছিলেন। নিশ্চিতই তোমার রব সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

রুকূ-২ (৭) সত্য কথা এই যে, ইউসুফ এবং তার ভাইদের কাহিনীতে এই সব প্রশ্নকারীর জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে।(৮) (কাহিনী শুরু হয় এই ভাবে যে,) তাঁর ভায়েরা নিজেরা বলাবলি করলঃ "এই ইউসুফ এবং তার ভাই [৪] দুইজনই আমাদের পিতার নিকট আমাদের অপেক্ষা প্রিয়তর। অথচ আমরা একটা পুরো দল। আসল কথা হল এই যে, আমাদের পিতা একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেছেন।৯। চল, ইউসুফকে হত্যা করে ফেল, অথবা তাকে কোথাও নিক্ষেপ কর, তাহলে তোমাদের পিতার লক্ষ্য কেবল তোমাদের প্রতিই হবে। এই কাজ করার পর সদাচারী হয়ে থাকবে।"

চরিত্রের দিক দিয়েও তারা এরূপ সৎ ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা কোন অনুচিত কাজ করতে সংকোচ করবে। এজন্যে তিনি তাঁর নেক পুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাদের থেকে সাবধান থেকো। স্বপ্নের সুস্পষ্ট মর্ম ছিলঃ সূর্যের অর্থ হযরত ইয়াকুব (আঃ), চাঁদের অর্থ তার স্ত্রী (হযরত ইউসুফের সৎ- মা) এবং এগারটি তারার অর্থ ইউসুফ(আঃ)- এর এগারো ভাই। (৩)। আসলে تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ শুধু মাত্র স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান নয়, সাধারণতঃ যা মনে করা হয়। বরং এর অর্থ আল্লাহতা'আলা তোমাকে ব্যাপার বুঝার ও মূল সত্য-তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছবার শিক্ষা দান করবেন। তোমাকে সেই সুক্ষ্মদর্শীতা দান করবেন যার দ্বারা তুমি প্রতিটি ব্যাপারের গভীরতা পর্যন্ত উত্তরণের এবং তার তলদেশ পর্যন্ত পৌছার যোগ্যতা লাভ করবে।(৪) অর্থাৎ হযরত ইউসুফের (আঃ)-সহোদর ভাই বিনইয়ামীন, যিনি তার থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ

তাকে কূপের (অন্ধকার) মধ্য তাকে বরং ইউসূফকে তোমরা না তাদের এক বলল
তুলে নেবে তলদেশে নিক্ষেপ কর হত্যা কর মধ্যহতে প্রবক্তা

بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ⑩ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا

আমাদের না আপনার কি হে তারা কর্মসম্পাদন তোমরা যদি কাফেলার কেউ
বিশ্বাস করেন হয়েছে আমাদের আববা বলল -কারী হও

عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ⑪ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ

ও সে ফল আগামী আমাদের তাকে অবশ্যই তার নিশ্চয়ই অথচ ইউসুফের ব্যাপারে
খাবে কাল সাথে পাঠান (সবাই)হিতাকাঙ্খী আমরা

يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑫ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ

এবং তাকে তোমরা যে আমার অবশ্যই নিশ্চয়ই সে অবশ্যই তার নিশ্চয়ই এবং খেলবে
নিয়েযাবে চিন্তা লাগে আমার বলল (সবাই) সংরক্ষক জন্যে আমরা

اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ⑬ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ

তাকে খায় অবশ্য তারা অমনোযোগী তার তোমরা এঅবস্থায় নেকড়ে তাকে যে আমি
যদি বলল হয়ে যাবে থেকে যে বাঘে খেয়ে ফেলবে ভয় করি

الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ⑭ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْۤا

তারা এবং তাকে তারা অতঃপর অবশ্যই তাহলে নিশ্চয়ই একটি আমরা এ অবস্থায় নেকড়ে
একমত হল নিয়ে গেল যখন ক্ষতিগ্রস্থ হব আমরা দল যে বাঘে

اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا

এই তাদের কাজ তাদের তুমি নিশ্চয়ই তার আমরা ওহী এ কূপের (অন্ধকার) মধ্যে তাকে তারা যে
সম্পর্কে এক সময় খবর দিবে কাছে করলাম অবস্থায় তলদেশের নিক্ষেপ করবে

وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑮

তারা অনুভব করছে না তারা (এখন)অথচ

(১০) এই কথায় তাদের একজন বললঃ "ইউসুফকে হত্যা করো না। কিন্তু যদি করতেই হয়, তাহলে তাকে কোন অন্ধ কূপে ফেলে দাও। আসা-যাওয়ার পথে কোন কাফেলা তাকে বের করে নিয়ে যাবে।" (১১) এই প্রস্তাব ঠিক হওয়ার পর তারা তাদের পিতার কাছে যেয়ে বললঃ "আব্বাজান, কি ব্যাপার, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা তার সত্যিকার কল্যাণ কামী। (১২) কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে কিছুটা ঘুরে বেড়িয়ে নিবে[৫] ও খেলা তামাশা করে নিজেকে খুশী করবে। আমরা তার পূর্ণ হেফাযত করার জন্য উপস্থিত থাকব"। (১৩) পিতা বললঃ "তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এ আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক। আমার ভয় হয়, তাকে কোন নেকড়ে না খেয়ে ফেলে- যখন তোমরা তার সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে পড়বে।" (১৪) তারা জবাব দিলঃ "আমরা একটি দল উপস্থিত থাকতে যদি তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা আর কোন কাজের হব।" (১৫) এভাবে বার বার বলে তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তারা এক অন্ধ কূপে তাকে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল, তখন আমরা ইউসুফকে অহী পাঠালামঃ "একটি সময় আসবে যখন তুমি তোমার ভাইদের এই কাজ সর্ম্পকে তাদেরকে বলতে পারবে। এরা তো নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে একেবারে বে-খবর।"

(৫) আরবী বাকধারায় শিশু যখন জংগলে চলে ফিরে কিছু ফল পেড়ে খেতে থাকে তখন আদর করে তার প্রতি এ শব্দ (يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ) প্রয়োগ করাহয়।

وَ جَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ۝١٦ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ

দৌড় প্রতি- আমরা নিশ্চয়ই হে আমাদের তারা কাঁদতে সন্ধ্যাকালে তাদের তারা এবং
যোগিতায় গিয়েছিলাম আমরা আব্বা বলল কাঁদতে পিতার কাছে আসল

وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَ مَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا

আমাদের বিশ্বাস আপনি না অথচ নেকড়ে তাকে তখন আমাদের কাছে ইউসুফকে আমরা ও
কে কারী বাঘে খেয়ে ফেলে মাল-পত্রের ছেড়েযাই

وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝١٧ وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ

সাজিয়ে বরং সে মিথ্যা রক্ত তার উপর আনল এবং (সবাই) আমরা যদিও
দিয়েছে বলল (লাগিয়ে) জামার সত্যবাদী হই

لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝١٨

তোমরা যা এক্ষেত্রে সাহায্যস্থল আল্লাহই এবং উত্তম অতএব এ তোমাদের তোমাদেরকে
বর্ণনা করছ সবর করাই . কাজ মন

وَ جَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ

একটি এটা কি সুখবর সে তার সে তখন তাদের পানি অতঃপর এক আসল এবং
ছেলে বলল বালতি ফেলল সংগ্রাহক তারা পাঠাল যাত্রীদল

وَ اَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝١٩ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ

সামান্য মূল্য দিয়ে তাকে তারা এবং তারা কাজ বিষয়ে খুবই আল্লাহ এবং পন্য দ্রব্য তাকে এবং
বেচল করতেছিল যা অবহিত হিসেবে লুকাল

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَ كَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ ۝٢٠

নিরাসক্তদের অন্তর্ভূক্ত তার (মূল্যের) তারা ছিল এবং কয়েকটি মাত্র দিরহাম
ব্যাপারে

(১৬) সন্ধ্যাকালে তারা কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আসল। (১৭) ও বললঃ "হে পিতা, আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় লেগে গিয়েছিলাম; আর ইউসুফকে আমরা আমাদের জিনিস পত্রের কাছে রেখে গেলাম। ইতি মধ্যে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে গেল। আপনি হয়ত আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। আমরা সত্যবাদী হলেও।" (১৮) তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের পিতা বললঃ "বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটা বড় কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, সবর করব, আর ভালোভাবেই সবর করে থাকব। তোমার যা কিছু বলছ, সে বিষয়ে আল্লাহ আমার একমাত্র সাহায্যস্থল।" (১৯) এই দিকে একটি কাফেলা আসল। কাফেলা তার পানিসংগ্রহককে পানি আনার জন্য পাঠাল।পানি সংগ্রহক যেই কূপে বালতি ছাড়ল অমনি (ইউসুফকে দেখে) চিৎকার করে উঠলঃ "কি খুশীর ব্যাপার! এখানে তো একটি ছেলে।" "সেই লোকেরা তাকে একটি 'পন্যদ্রব্য' মনে করে লুকিয়ে রাখল। অথচ তারা যা কিছু করছিল, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। (২০) শেষ পর্যন্ত তারা তাকে সামান্য মূল্যে কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। তার মূল্যের ব্যাপারে তারা ছিল নির্লোভ ।

وَ قَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى

এবং বলল যে তাকে কিনেছিল থেকে মিশর তার স্ত্রীকে সম্মানজনক ব্যবস্থা কর তার থাকার সম্ভবত

اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۡ وَ

আমাদের জন্যে সে উপকারী হবে অথবা তাকে আমরা গ্রহণ করব পুত্র হিসেবে এবং এভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করলাম ইউসুফকে মধ্যে (সে) দেশের এবং

لِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

আমরা যেন তাকে জানাই সব ব্যাখ্যা কথাগুলোর এবং আল্লাহ অপ্রতিহত ক্ষেত্রে তার কাজের কিন্তু অধিকাংশ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ؕ وَ كَذٰلِكَ

লোক না তারা জানে এবং যখন সে পৌছল তার যৌবনে তাকে আমরা দিলাম হিকমত ও জ্ঞান এবং এভাবে

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۲﴾ وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ

প্রতিফল দেই আমরা সৎকর্মশীল লোকদেরকে এবং তাকে ফুসলিয়েছিল (সেইমহিলা) যার সে (ছিল) মধ্যে তার ঘরের হতে তার নিজের (আত্মসংবরন) এবং বন্ধ করল (মহিলাটি)

الْاَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ

দরজাগুলো এবং বলল চলে এস (আমি) তোমার জন্যে সে বলল পানাহ চাই আল্লাহর নিশ্চয়ই তিনি আমার রব উত্তম করেছেন আমার বসবাস

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا

নিশ্চয়ই এ অবস্থায় না সফল হয় যালিমরা এবং নিশ্চয়ই আসক্ত হয়েছিল (সে মহিলা) তার সাথে এবং সেও আসক্ত হত তার সাথে

রুকু-৩ (২১) মিশরে যে ব্যক্তি তাকে খরীদ করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ "একে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে। অসম্ভব নয় যে, সে আমাদের পক্ষে উপকারী হবে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেব"। এভাবে আমরা ইউসুফের জন্য সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার উপায় বের করলাম এবং তাকে সব ব্যাপার অনুধাবন করার উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।(২২) আর সে যখন তার পূর্ণ যৌবন কালে পৌছল, তখন আমরা তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি ও জ্ঞান দান করলাম। নেক লোকদেরকে আমরা এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (২৩) যে মেয়েলোকের ঘরে সে অবস্থান করছিল, সে তাকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতে লাগল। একদা সে দরজা বন্ধ করে বললঃ 'এস'। ইউসুফ বলল "আল্লাহর পানাহ চাই! আমার রব ৬ তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন (আমি কি এই কাজ করতে পারি!)। এই ধরনের যালেম লোক কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না"।(২৪) সে (স্ত্রীলোকটি) তার দিকে অগ্রসর হল। আর ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো

(৬)। সাধারণতঃ তফসীরকার ও অনুবাদকরা এখানে এই অর্থ করেছেন যে- 'আমার রব' বলতে হযরত ইউসুফ যার অধীন সে ছিল, চাকুরী করতেন- সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, এবং তার এ উত্তরের অর্থ ছিল আমার মনিব তো আমাকে এত সুন্দরভাবে রেখেছেন, আর আমি কেমন করে এই নেমকহারামী করতে পারি যে, আমি তার স্ত্রীর সংগে ব্যাভিচার করবো! কিন্তু একথা একজন নবীর শানের খেলাপ যে তিনি কোন পাপকাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহতা'আলার পরিবর্তে কোন বান্দার খেয়াল করবেন। এবং কুরআন মজীদেও এর কোন নযীর নেই যে কোন নবী কখনো আল্লাহতা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের রব বলেছেন।

لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَ الْفَحْشَآءَ ؕ

যদি না | সে দেখত | নিদর্শনাবলী | তার রবের | এ ভাবে (ঘটল) | আমরা যেন ফিরিয়ে রাখি | তার থেকে | মন্দ | ও | অশ্লীলতা

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمِيْصَهٗ

নিশ্চয়ই সে ছিল | অন্তর্ভুক্ত | আমাদের বান্দাদের | (যারা ছিল) বিশুদ্ধ চিত্ত | এবং | উভয়ে দৌড়ায় | দরজার দিকে | এবং | রমণী (টেনে) ছিড়ে দেয় | তার জামা

مِنْ دُبُرٍ وَّ اَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ

পিছন থেকে | এবং | উভয়ে পায় | তার স্বামীকে | কাছে | দরজার | রমণী বলল | কি | শাস্তি (হতেপারে) | যে | কামনা করে | তোমার গৃহিনীর সাথে

سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ

মন্দ | এছাড়া (কি অন্যকিছু) | যে | বন্দী করা হবে | বা | শাস্তি হতে পারে | মর্মন্তুদ | (ইউসুফ) বলল | সে (মহিলা) | আমাকে ফুসলিয়েছিল | হতে | আমার নিজের (আত্ম সংবরণ)

وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ

এবং | সাক্ষ্য দেয় | এক সাক্ষ্য দাতা | মধ্য হতে | তার পরিবারের | যদি | হয় | তার জামা | ছেড়া | থেকে | সামনের দিক | তবে রমনী সত্য বলেছে

وَ هُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ

এবং | সে (ইউসুফ) | অন্তর্ভুক্ত | মিথ্যাবাদীদের | আর | যদি | হয় | তার জামা | ছেড়া | থেকে | পিছনের দিক | তবে রমনী মিথ্যা বলেছে

وَ هُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

এবং | সে (ইউসুফ) | অন্তর্ভুক্ত | সত্যবাদীদের

যদি না সে তার রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেতো [৭]। এরূপই ঘটল, যাতে আমরা অন্যায় ,পাপ ও নির্লজ্জতা তার হতে বিদূরিত করে দেই । আসলে সে আমাদের বাছাই করা বান্দাদের একজন ছিল।(২৫) শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগে পিছনে দরজার দিকে দৌড়াল। আর সে পিছন হতে ইউসুফের জামা (টেনে) ছিড়ে দিল। দরজায় দুজনই তার স্বামীকে দেখতে পেল। তাকে দেখেই মেয়ে লোকটি বলতে লাগলঃ ''সেই লোকটি কি শাস্তি পেতে পারে যে তোমার গৃহিনীর প্রতি অসৎ ইচ্ছা পোষণ করে? এ ভিন্ন আর কি শাস্তিই হতে পারে যে, তাকে বন্দী করা হবে অথবা তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে?'' (২৬) ইউসুফ বললঃ ''প্রসেই আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছিল।'' সেই মেয়েলোকটির নিজ পরিবারের এক ব্যক্তি অবস্থাগত সাক্ষ্য পেশ করল, বললঃ ''ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেড়া হয়ে থাকে তা হলে স্ত্রী লোকটি সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যুক। (২৭) আর তার জামা যদি পিছন হতে ছেড়া হয়, তাহলে মেয়েলোকটি মিথ্যুক ও সে সত্যবাদী[৮]''।

(৭) 'বুরহান' – এর অর্থ দলীল ও যুক্তি- প্রমাণ। 'রবের' বুরহান এর অর্থ আল্লাহতা'আলা কর্তৃক বুঝিয়ে দেয়া সেই যুক্তি যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের বিবেক তার প্রবৃত্তিকে একথা মান্য করিয়েছিল যে, এই স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তি -সুখের আমন্ত্রণ কবুল করা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। এ দলীলটি পূর্ববর্তী এই বাক্যের মধ্যে রয়েছে যে আমার রব তো আমাকে এত উত্তম অবস্থান দান করেছেন, আর আমি এরকম কু-কর্ম করবো? এরূপ অত্যাচারীদের ভাগ্যে কখনো সাফল্য লাভ ঘটেনা।(৮) অর্থাৎ ইউসুফের (আঃ) জামা যদি সামনের দিকে ছেড়া হয়, তবে এটা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ-চিহ্ন যে ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছিল এবং স্ত্রীলোক নিজেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছিল। কিন্তু ইউসুফের জামা যদি পিছনের দিকে ছেড়া হয় তবে তার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে স্ত্রীলোকটি তার পিছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে চেয়েছিল। এছাড়া আনুষঙ্গিক আর একটি বাক্যও এই সাক্ষ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। উক্ত সাক্ষ্যটি হযরত ইউসুফের (আঃ) জামার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। এর দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীলোকটির শরীর বা তার পোষাকে বল প্রয়োগের কোন চিহ্ন আদৌ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু যদি বলাৎকারের জন্য উদ্যোগের ব্যাপার হতো তবে স্ত্রীলোকের উপর তার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পেতো।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ

অতঃপর যখন — দেখল — তার জামা — ছেড়া — হতে — পিছন দিক — (আযীয) বলল — নিশ্চয়ই তা — অর্ন্তভুক্ত — তোমাদের (অর্থাৎ মহিলাদের) ছলনা — নিশ্চয়ই — তোমাদের ছলনা

عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ

ভয়ানক — (হে) ইউসুফ — উপেক্ষা কর — হতে — এই (ব্যাপার) — এবং — (হে মহিলা) ক্ষমাচাও — তোমার গুনাহের জন্যে — নিশ্চয়ই তুমি — হলে — অন্তর্ভূক্ত

الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ

অপরাধীদের — এবং — বলল — স্ত্রীলোকেরা — মধ্যে — শহরের — (যে) স্ত্রী — আযীযের — ফুসলাতে চেয়েছিল — তার যুবক (দাস)কে — হতে

نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا

তার নিজের (আত্মসংবরণ) — নিশ্চয়ই — তাকে উন্মাদ করেছে — প্রেমে — নিশ্চয়ই আমরা — তাকে অবশ্যই আমরা দেখছি — মধ্যে — বিভ্রান্তির — সুস্পষ্ট — অতঃপর যখন

سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ

(মহিলা) শুনল — তাদের প্রতারণা মূলক কথা সম্বন্ধে — মহিলা (লোক) প্রেরণ করল — তাদের কাছে — ও — প্রস্তুত করল — তাদের জন্যে — (ঠেকদিয়ে) বসার আসন — ও

اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا

দিল — প্রত্যেককে — তাদের মধ্যকার — একটি করে ছুরি (ফল কেটে খেতে) — এবং — বলল (ইউসুফকে) — বেরহয়ে (আস) — তাদের সামনে — অতঃপর যখন

رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا

তাকে তারা দেখল — তারা অভিভূত হল — ও — তারা কেটে ফেলল — (ফলের পরিবর্তে) তাদের হাত — ও — তারা বলল — আল্লাহর কি মহাত্ম — নয় — এতো

بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣١﴾

মানুষ — নয় — এতো — এছাড়া — ফেরেশতা — সম্মানিত

(২৮) স্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পিছন হতে ছেড়া তখন সে বললঃ "এতো মেয়েলোকদের শঠতা। আর তোমাদের শঠতা ও কৌশল যে বড় সাংঘাতিক হয় তাতে সন্দেহ নেই; (২৯) ইউসুফ! এই ব্যাপারটির ক্ষমা কর। আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের ক্ষমা চাও, আসলে তুমিই ছিলে অপরাধী"।

রুকু-৪ (৩০) শহরের নারী সমাজ পরস্পরে বলাবলি করতে শুরু করল যে, আযীয়ের[৯] স্ত্রী তার যুবক ক্রীতদাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রেম-ভালবাসা তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে পড়েছে। (৩১) সে যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কথাবার্তা শুনতে পেল তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য ঠেক লাগিয়ে বসার ব্যবস্থা করল। খাওয়ার বৈঠকে প্রত্যেকের সামনে একখানা করে ছুরি রেখে দিল। (পরে ঠিক সেই সময়, যখন তারা ফল কেটে খেতেছিল) সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসতে ইশারায় নির্দেশ দিল। যখন সেই মেয়ে লোকদের দৃষ্টি তার উপর পড়ল, তখন তারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হল এবং নিজেদের হাত কেটে বসল। আর স্বতঃই উচ্চ স্বরের বলে উঠলঃ "আল্লাহর কসম এ ব্যক্তি মানুষ নয়! একে তো কোন সম্মানিত ফেরেশতা মনে হয়"।

(৯)আযীয সেই ব্যক্তির নাম ছিলনা। মিশরে কোন উচ্চ ক্ষমতাসীন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এ পরিভাষা ব্যবহৃত হতো।

(৩২) আযীযের স্ত্রী বললঃ" তোমরা দেখলে! এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে। নিশ্চয়ই আমি তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে আত্ম রক্ষা করে নিষ্পাপ রয়েছে। এ যদি আমার কথা না শুনে, তা হলে তাকে কয়েদ করা হবে এবং খুব লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে"। (৩৩) ইউসুফ বললঃ " হে আমার রব, কয়েদ হওয়া আমি বেশী পছন্দ করি সেই কাজ হতে যা এরা আমার নিকট পেতে চায়। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলি আমার হতে দূরে ফিরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্র জালে জড়িয়ে পড়ব ও জাহেলদের মধ্যে গন্য হয়ে যাব"। (৩৪) তার রব তার দোওয়া কবুল করলেন এবং ঐ সমস্ত মেয়েলোকদের কৌশলকে তার হতে প্রতিহত করলেন। নিশ্চিতই তিনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন। (৩৫) পরে একটা সময় কালের জন্য তাকে তারা কয়েদ করে দেয়া ভাল মনে করল;অথচ (তার চরিত্রের পবিত্রতা এবং নিজেদের নারী সমাজের অসদাচরণের) সুস্পষ্ট নিদর্শন তারা ইতিপূর্বেই দেখতে পেয়েছিল[১০]।

রুকু- ৫ (৩৬) জেলখানায় তার সাথে আরো দুজন গোলাম প্রবেশ করল। একদিন তাদের একজন তাকে বললঃ "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মদ প্রস্তুত করছি।" অপরজন বললঃ

---

(১০) এর দ্বারা জানা গেল- কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে দোষী সাব্যস্ত না করে এমনিই বন্দী করে জেলে পাঠানো বেঈমান শাসকদের একটা পুরাতন রীতি ।এই ব্যাপারে আজকের শাসকরা ৪ হাজার বছর পূর্বের দুরাচারদের থেকে খুব বিশী ভিন্ন ধরনের নয়।

إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا

নিশ্চয়ই আমরা | তার ব্যাখ্যা | বলেদিন আমাদেরকে | থেকে | তা | পাখি | খাচ্ছে | রুটি | আমার মাথার | উপর | বহন করছি | স্বপ্নে দেখেছি | নিশ্চয়ই আমি

نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا

তোমাদের দুজনকে আমি বলেদেব | এছাড়া | যা দুজনকে যে খাদ্য দেয়া হয় | খানা | তোমাদের দুজনের কাছে আসবে | না | সে বলল | সৎকর্মশীলদের | অন্তর্ভূক্ত | আপনাকে দেখছি আমরা

بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ

আমি ছেড়েছি | নিশ্চয়ই আমি | আমার রব | আমাকে শিখিয়েছে | তা হতে যা | এটা (বলব) | তোমাদের দুজনের কাছে আসার | এরপূর্বেই | তার ব্যাখ্যা

مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَ

এবং | অস্বীকারকারী | তারাই | আখেরাতের উপর | তারা | এবং | আল্লাহর উপর | (যারা) ঈমান আনে | না | ঐ জাতির | দ্বীন

ٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن

যে | আমাদের কাজ নয় (বা শোভা পায়না) | ইয়াকুবের | ও | ইসহাক | ও | (যেমন) ইবরাহীম | আমার পিতৃপুরুষদের | আদর্শ | আমি অনুসরণ করেছি

نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ

কিন্তু | মানুষের | উপর | এবং | আমাদের উপর | আল্লাহর | অনুগ্রহ | অন্যতম | এটা | কিছুরই | কোন | আল্লাহর সাথে | আমরা শরীক করব

أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ

উত্তম | পৃথক পৃথক | রব কি | কারাগারের | সংগীদয় হে | কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে | না | লোক | অধিকাংশ

أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً

(কিছু) নামের | এছাড়া | তাকে ব্যতীত | তোমরা ইবাদত করছ | না | (যিনি) সবকিছুর উপর বিজয়ী | একই (উত্তম রব) | আল্লাহ | না

"আমি দেখেছি যে, আমার মাথার উপর রুটি রাখা আছে, আর পাখী তা খাচ্ছে"। উভয়েই বললঃ "এর ব্যাখ্যা আমাদের বলুন। আমরা দেখছি আপনি একজন সদাচারী লোক।" (৩৭) ইউসুফ বলল ঃ "এখানে তোমরা যে খাবার পাও, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব। এই জ্ঞান আমার রব আমাকে শিখিয়েছেন। আসল কথা এই যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালকে অস্বীকার করে আমি তাদের নিয়ম ও নীতি পরিত্যাগ করেছি।(৩৮) আর ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব- প্রমুখ আমার পূর্ব পুরুষদের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়।প্রকৃতপক্ষে এ আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের প্রতি ও সমগ্র মানবতার প্রতি (যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিজের ছাড়া-আর কারো দাস বানান নি) কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোকর করে না। (৩৯) হে কয়েদখানার সংগীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ, বহু সংখ্যক বিভিন্ন আল্লাহ ভালো না সেই এক আল্লাহ যিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী! (৪০) তাকে বাদ দিয়ে তোমরা যে সবের বন্দেগী কর তারা কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়,

سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ

নাই প্রমান কোন সে আল্লাহ নাযিল না তোমাদের ও তোমরা যার তোমরা
(কারও) সম্বন্ধে করেছেন পিতৃ-পুরুষেরা নামকরণ করেছ

الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ

কিন্তু সঠিক দ্বীন এটা শুধু এছাড়া তোমরা যেন তিনি আদেশ আল্লাহ ব্যতীত নির্দেশ দানের
(তাঁরই) ইবাদত কর না দিয়েছেন ক্ষমতা

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٠ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ

সে পান তোমরা দুজনের (ব্যাখ্যাহল) কারাগারের সংগীদয় হে জানে না লোক অধিকাংশ
করাবে মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে

رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ

ফয়সালা তার মস্তক থেকে পাখী এরপর তাকে শূলে অন্যজনের (ব্যাখ্যা) আর মদ তার
হয়েগেছে খাবে চাড়ানো হবে ক্ষেত্রে মনিবকে

الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝٤١ وَ قَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا

তাদের দুজনের মুক্তি যে ভেবেছিল (তাকে) যার (ইউসুফ) এবং তোমরা দুজনে যা এমন বিষয়ের
মধ্যহতে পাবে সে ব্যাপারে বলল জানতে চেয়েছ সম্বন্ধে

اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ

কয়েক কারাগারের মধ্যে অতঃপর তার মনিবের উল্লেখ্য শয়তান অতপর তোমার কাছে আমার কথা
থাকল কাছে করতে তাকে ভুলাল মনিবের উল্লেখ করবে

سِنِيْنَ ۝٤٢

বছর (পর্যন্ত)

যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে নিয়েছ। আল্লাহ তাদের জন্য কোনই সনদ নাযিল করেননি। বস্তুতঃ সর্বভৌমত্বের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যেই নয়! তার নির্দেশ এই যে, স্বয়ং তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারোই দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এ-ই সঠিক ও খাঁটি জীবন-যাপনের পথ । কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।(৪১) হে কারাগারের বন্ধুরা! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন তো নিজের রব[১১] (মিশরাধিপতি) কে মদ পান করাবে। আর অপরজনকে তো শুলে চড়ানো হবে। আর পাখী গুলি তার মস্তক ঠুকরে ঠুকরে খাবে। ফয়সালা হয়ে গেছে সেই ব্যাপারের যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ''। (৪২) পরে তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে মনে করা হয়েছিল, তাকে ইউসুফ বললঃ ''তোমার প্রভুর (মিশরের বাদশাহ্‌র) নিকট আমার কথা উল্লেখ করো'' কিন্তু শয়তান তাকে এমন ভ্রান্তিতে ফেলল যে, সে তার প্রভুর (মিশর অধিপতির) নিকট তার উল্লেখ করা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাগারে আটক রয়ে গেল।

(১১)। ২৩ নং আয়াত এর সহযোগে এই আয়াত পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন বলেছিলেন আমার প্রভু তখন তার দ্বারা আল্লাহতাআলাকে বুঝানো হয়েছিল; এবং যখন মিশরের বাদশাহের গোলামকে বলেছিলেন যে, তুমি তোমার প্রভুকে শরাব পান করাবে তখন তার দ্বারা মিশরের বাদশাহকে বুঝানো হয়েছিল কেন না গোলাম মিশরের বাদশাহকেই নিজের রব (প্রভু) মনে করতো।

وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

শীর্ণকায় সাতটি তাদের স্থূলকায় গাভী সাতটি (স্বপ্নে) নিশ্চয়ই রাজা বলল এবং
(গাভী) খাচ্ছে দেখেছি আমি

وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ

আমার ব্যাপারে আমাকে পারিষদবর্গ ওহে শুষ্ক (অন্য) এবং সবুজ শীষ সাতটি এবং
স্বপ্নের অভিমত দাও সাতটি

اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٣﴾ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَ مَا نَحْنُ

আমরা নই এবং স্বপ্ন অর্থহীন তারা তোমরা ব্যাখ্যা আমার তোমরা হও যদি
বলেছিল করতে পার স্বপ্নের ব্যাপারে (এমন যে)

بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَ قَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ

পরে স্মরণ পড়ল এবং তাদের দুজনের মুক্তি যে বলল এবং পারদর্শী স্বপ্নসমূহের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে
(ইউসুফের কথা) মধ্যহতে পেয়েছিল

اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٥﴾ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ

সত্যবাদী ওহে (সেখানে পৌছে তবে আমাকেতোমরা তার ব্যাখ্যা তোমাদেরকে (সেবলল) দীর্ঘকাল
বলল) ইউসুফ পাঠাও (কারাগারে) সম্বন্ধে জানাব আমি

اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ

শীষ সাতটি এবং শীর্ণকায় সাতটি তাদের খাচ্ছে স্থূলকায় গাভী (এমন যে) (স্বপ্নের) আমাদের
(গাভী) সাতটি ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাও

خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

জানতে পারে তারা লোকদের কাছে ফিরে যাই আমি (সাতটি) অন্য এবং সবুজ
(এর ব্যাখ্যা) যাতে যাতে শুষ্ক সতেজ

রুকু-৬ (৪৩) একদিন বাদশাহ বলল[12]ঃ" আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী রয়েছে, এই গুলিকে অপর সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে, আর শষ্যের সাতটি গুচ্ছ সবুজ তাজা ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে দরবারের লোকেরা, আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝতে পার"। (৪৪) লোকেরা বলল "এ 'তো অর্থ হীন স্বপ্ন আমরা এ ধরনের স্বপ্নের কোনই তাৎপর্য বুঝিনা।" ('৪৫) সেই দুজন কয়েদীর মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল, এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এই সময় পূর্বের কথা তার স্মরণ হল এবং সে বললঃ "আমি আপনাদের তার তাৎপর্য জানাব। আমাকে কিছু সময়ের জন্য (জেলখানায় ইউসুফের নিকট) পাঠিয়েদিন।" (৪৬) সে যেয়ে বললঃ "ইউসুফ সত্যের মহাপ্রতীক[13]! সাতটি হৃষ্ট-পুষ্ট গাভী রয়েছে, সেই গুলিকে অপর সাতটি শীর্ণকায় গাভী খাচ্ছে। আর সাতটি শষ্যগুচ্ছ সবুজ সতেজ এবং অপর সাতটি শুষ্ক- এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাকে বল। সম্ভবত আমি সেই লোকদের নিকট ফিরে যাব আর তারা জানতে পারে[14]।"

(১২)। মাঝে বন্দী জীবনের কয়েক বছর বাদ দিয়ে যেখান থেকে হযরত ইউসুফের (আঃ) পার্থীব উথান শুরু হয়েছে সেখানকার সংগে বর্ণনা সমূহকে যুক্ত করা হয়েছে।(১৩) আসলে সিদ্দিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এই শব্দ 'সাচ্চাই' ও সত্যবাদিতার উচ্চতম পর্যায় সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। এই থেকে অনুমান করা যায় কারাগারে অবস্থানকালে এই ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আঃ)- এর পুতঃ চরিত্র দিয়ে কতটা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এবং দীর্ঘকাল কেটে যাওয়ার পরও এই প্রভাব দৃঢ়মূল ছিল। (১৪) অর্থাৎ আপনার মূল্য ও মর্যাদা জানতে পারে এবং তার এ অনুভূতি জাগে যে কিরূপ মর্যদাবান মানুষকে তিনি কোথায় বন্ধ করে রেখেছেন এবং এভাবে আমার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সুযোগ ঘটে ,যে প্রতিশ্রুতি আমি কারাগারে আপনাকে দিয়েছিলাম।
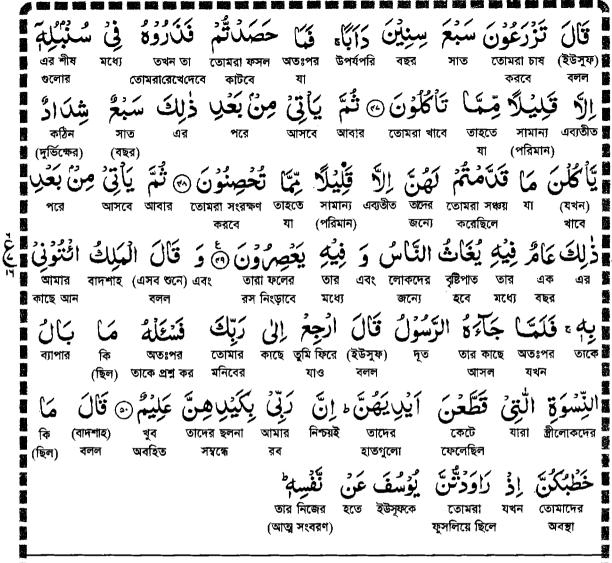
(৪৭) ইউসুফ বললঃ "সাতটি বৎসর ক্রমাগতভাবে তোমরা চাষাবাদ করতে থাকবে। এই সময় যেসব ফসল তোমরা কাটবে তা হতে অল্প অংশ যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজনীয়- বের করবে, আর বাকী গুলোকে তার গুচ্ছের মধ্যেই রেখে দাও। (৪৮)এর পর সাতটি বছর খুব কঠিন আসবে। এই সময়ের জন্যে তোমরা যে সব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা সবই এই কালে খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু উদ্বৃত হয় তবে শুধু তাই যা তোমরা সংরক্ষিত করে রাখবে। (৪৯) এরপর একটি বছর আবার এমন আসবে, যখন রহমতের বর্ষণ দিয়ে লোকদের ফরিয়াদ শুনা হবে, আর তারা ফলের রস নিংড়াবে অর্থাৎ ভোগবিলাস করবে।"

রুকু-৭ (৫০) বাদশাহ বললঃ "তাকে আমার নিকট নিয়ে এস।" কিন্তু বাদশার পাঠানো লোক যখন ইউসুফের নিকট পৌছল, তখন সে বললঃ ' 'তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর যে সেই মেয়েলোকদের ব্যাপারটি কি, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার রব তো তাদের এই সব কূটকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (৫১) এর পর বাদশাহ সেই মেয়েলোকদের জিজ্ঞাসা করলঃ "তোমরা যখন ইউসফকে ভুলাতে চেষ্টা করতেছিলে সেই সময়কার তোমাদের অভিজ্ঞতা কি?"

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ
তারা বলল | কি মাহাত্ম্য | আল্লাহর | না | আমরা জানি | তার উপর | কোন প্রকার | দোষ | বলল | স্ত্রী | আযীযের | এখন
حَصْحَصَ الْحَقُّ ؗ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۵۱﴾
প্রকাশ পেল | সত্য | আমি | তাকে ফুসলিয়ে ছিলাম | হতে | তার নিজের (আত্মসংবরণ) | এবং | নিশ্চয়ই সে | অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত | সত্যবাদীদের
ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ
এটা (এজন্যে) | জানে যেন (আযীয) | যে আমি | না | তার আমি খেয়ানত করেছি | (তার) অনুপস্থিতিতে | এবং | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | সফল করেন | কায়দা কৌশল
الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَ مَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ
খিয়ানতকারীদের | না এবং | নির্দোষ মনেকরি | নিজেকে | নিশ্চয়ই | মন (নফস) | নির্দেশ দেয়ই | মন্দের দিকে
اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۳﴾ وَ قَالَ الْمَلِكُ
তবে | যাকে | রহমত করেন | আমার রব (সেটা ভিন্নকথা) | নিশ্চয়ই | আমার রব | ক্ষমাশীল | অশেষ মেহেরবান | এবং | বলল | বাদশাহ
ائْتُوْنِيْ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
তাকে আমার কাছে নিয়ে আস | তাকে বিশেষ ভাবে আমি গ্রহণ করব | আমার নিজের জন্যে | অতঃপর যখন | তার সাথে কথা বলল | (বাদশাহ) বলল | তুমি নিশ্চয়ই | আজ | আমাদের কাছে
مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿۵۴﴾ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۵﴾
মর্যাদা শালী | বিশ্বস্ত | সে বলল | আমাকে নিযুক্ত করুন | উপর | ধনভান্ডারের (দায়িত্বের) | দেশের | নিশ্চয়ই আমি | হেফাযতকারী (বিশ্বস্ত রক্ষক) | সুবিজ্ঞ

সকলেই একবাক্যে বলে উঠলঃ আল্লাহর কিমাহাত্ম্য আমরা তো তার মধ্যে অন্যায়ের লেশমাত্র দেখতে পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলে উঠল এখন সত্য উদঘাটিত হয়েছে। আমি তাকে ফুসলাতে চেষ্টা করছিলাম। নিঃসন্দেহে সে অতি সাচ্চা ও খাঁটি লোক। (৫২) (ইউসুফ) বললঃ"এরূপ কথার মূলে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, (আযীয) যেন জানতে পারে, আমি পর্দার আড়ালে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আসলে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের কৌশলগুলিকে আল্লাহতাআলা সাফল্যের পথে চালিত করেন না। (৫৩) আমি নিজের নির্দোষিতার কথা কিছুই বলছিনা। নফস তো অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করেই। অবশ্য কারো উপর আমার রবের রহমত যদি হয়, তাহলে অন্যকথা। আমার রব নিঃসন্দেহে বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়"। (৫৪) বাদশাহ বললঃ "তাকে আমার নিকট নিয়ে এস, আমি তাকে নিজের জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করে নিব"। ইউসুফ যখন তার সাথে কথা বার্তা বলল, তখন সে বললঃ "আপনি আমাদের নিকট বড়ই সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনার বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে"। (৫৫) ইউসুফ বললঃ "দেশের অর্থ ভান্ডার আমার নিকট সোপর্দ করুন। আমি হেফাযতকারী এবং আমি জ্ঞানও রাখি।"
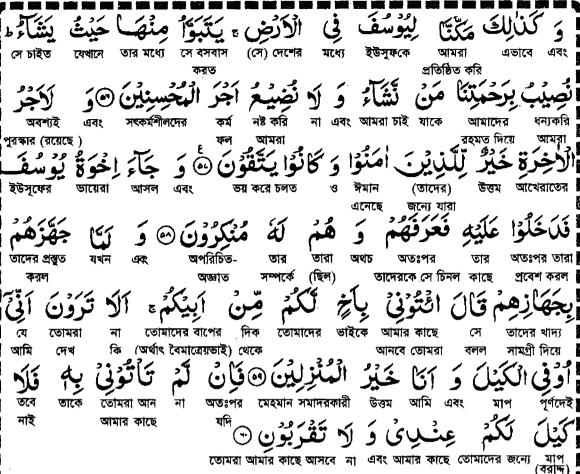
(৫৬) এভাবে আমরা সে দেশের উপর ইউসুফের প্রতিষ্ঠা লাভ করার পথ সুগম ও প্রশস্ত করে দিলাম। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের বসবাস স্থান বানানো[১৫] তার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল। বস্তুতঃ আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে যাকেই চাই ধন্য করে দেই। সদচারী লোকদের কর্মফল আমাদের নিকট কখনো নষ্ট হয় না। (৫৭) আর পরকালের কর্মফল তাদের জন্য অধিক কল্যাণময় যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছিল।

রুকু-৮; (৫৮) ইউসুফের ভায়েরা মিশরে আসল ও তার নিকট উপস্থিত হল[১৬]। সে তাদের চিনতে পারল; কিন্তু তারা তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে গেল। (৫৯) পরে যখন সে তার মাল-সামান প্রস্তুত করে দিল তখন যাওয়ার সময় তাদের বললঃ "তোমাদের সৎভাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। দেখনা আমি কিভাবে পাত্র ভরে দিই, আর কি রকম মেহমানদারী রক্ষা করি।(৬০) তোমরা যদি তাকে না আন তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন শষ্য নেই। বরং তোমরা আমার নিকটেও আসবে না"[১৭]।

(১৫)। অর্থাৎ এখন সারা মিশর-ভুমি তার অধিকারে। এর প্রত্যেক জায়গাকে তিনি নিজের জায়গা বলতে পারতেন। সেখানকার কোন নিভৃত প্রান্তও এরূপ ছিলনা যেখানে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) সে দেশে যে পূর্ণ আধিপত্য ও সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এ হচ্ছে তারই এক বর্ণনাভংগী। প্রাচীন তফসীরকারেরাও এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন। যথা ইবনে যায়েদ এই আয়াতের এই অর্থ করেছেন যে- "আমি ইউসুফকে মিশরের সমস্ত জিনিসের মালিক করেছিলাম"। পৃথিবীর এই অংশে তিনি যেখানে যা ইচ্ছা সেখানে তা করতে পারতেন। সে দেশ তাকে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি যদি তিনি ফিরাউনকে তার অধীনস্ত করে নিজে তার থেকে উচ্চতর হতে চাইতেন তবে তিনি তাও করতে পারতেন। মোজাহেদের ধারণা মিশরের বাদশাহ ইউসুফ (আঃ) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (১৬)। এখানে পুনরায় অর্ন্তবর্তী সাত- আট বৎসর কালের ঘটনাসমূহ বাদ দিয়ে বর্ণনাসুত্রকে সেইখানে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে যেখানে থেকে বণী ইসরাঈলদের মিশরে স্থানান্তরিত হওয়ার সূচনা হয়েছে।(১৭)। দূর্ভিক্ষের জন্যে মিশরে খাদ্যশস্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল- সম্ভবতঃ সেই কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ) এ কথা বলেছিলেন।

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَ اِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾ وَ قَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا

তোমরা তার (ইউসুফ) এবং অবশ্যই করব নিশ্চয়ই এবং তার তার আমরা শীঘ্রই তারা
রেখে দাও ভৃত্যদেরকে বলল আমরা পিতাকে সম্পর্কে সম্মত করাব বলল

بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ

তারা তার কাছে তারা ফিরবে যখন তা চিনতে তারা যাতে তাদের মধ্যে তাদের পন্য
সম্ভবত পরিবারের পারে গাঁটের (মূল্য)

يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ

মাপ (অর্থাৎ আমাদের নিষিদ্ধ করা হে তারা তার কাছে তারা অতঃপর ফিরে আসবে
বরাদ্দ) থেকে হয়েছে আমাদের আব্বা বলল পিতার ফিরেগেল যখন

فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ

তোমাদের আমি কি সে অবশ্যই (হব) তার নিশ্চয়ই এবং বরাদ্দ পাই আমাদের আমাদের অতএব
বিশ্বাসকরব বলল হেফাজতকারী জন্যে আমরা (পূর্ণ) ভাইকে (যেন) সাথে প্রেরণ করুন

عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ص

হেফাযতকারী উত্তম তবে ইতিপূর্বে তার ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি যেমন এছাড়া তার
আল্লাহই ভায়ের বিশ্বাস করেছিলাম ব্যাপারে

وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ

তাদের পন্যমূল্য তারা পেল তাদের মাল তারা যখন এবং দয়াশীলদের শ্রেষ্ঠ তিনিই এবং
সামগ্রী খুলল (মধ্যে) দয়ালূ

رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ج

আমাদের ফেরত দেয়া আমাদের এই যে চাই কি হে আমাদের তারা তাদের ফেরত দেয়া
প্রতি হয়েছে পন্যমূল্য আমরা আব্বা বলল প্রতি

(৬১) তারা বললঃ আমরা চেষ্টা করব, যেন পিতা তাকে পাঠাতে রাযী হন। আমরা তা করবই। (৬২) ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে ইংগিত করল যে, এরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে তা গোপনে তাদের মাল-সামানের মধ্যেই রেখে দাও। ইউসুফ তা এই আশায় করল যে, বাড়ীতে পৌছে নিজেদের ফিরে পাওয়া অর্থ তারা চিনতে পারবে (বা এই বদন্যতার জন্য কৃতজ্ঞ হবে) এবং সে কারণে ফিরে আশাও আশ্চর্যের কিছু নয়। (৬৩) তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে আসল তখন বললঃ "আব্বাজান আগামীতে আমাদের খাদ্যশস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সংগে পাঠিয়ে দিন, যেন আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি। আর আমরাই তার হিফাযতের যিম্মাদার।"(৬৪) পিতা জবাব দিলেনঃ" তার ব্যাপারেও আমি তোমাদের উপর তেমনই বিশ্বাসকবর যেরূপ ইতিপূবে তার ভাই সম্পর্কে করেছিলাম। আল্লাহই প্রকৃত ও উত্তম সংরক্ষক। তিনি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহকারী।" (৬৫) পরে যখন তারা নিজেদের সামান খুলল তখন দেখল যে, তাদের পন্য-মূল্যও তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এ দেখে তারা চীৎকার করে উঠলঃ "হে পিতা আমাদের আর কি চাই! এই দেখুন, আমাদের অর্থও আমাদের ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

খাদ্যশষ্য নেয়ার জন্যে দশভাই এসেছিল, কিন্তু সম্ভবত তারা নিজেদের পিতা ও একাদশতম ভাই এর অংশও প্রার্থনা করেছিল। হযরত ইউসুফ সম্ভবতঃ তাদের এই প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন যে, - তোমাদের পিতার না আসার যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে কেননা, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ, কিন্তু তোমাদের ভায়ের- না আসার কি যুক্তি থাকতে পারে? যা হোক এবার তো আমি তোমাদের এ কথায় বিশ্বাস করে তোমাদের পুরাপুরিভ্রাবে শস্য দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আগামীতে যদি তোমরা তাকে সংগে না আন তবে তোমাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাবে না এবং তোমরা এখান থেকে কোন শস্য পাবে না।

وَ نَمِيْرُ اَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ اَخَانَا وَ نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ
এবং আমরা খাদ্য এনেদেব আমাদের পরিবারকে আমরা হেফাজত করব এবং আমাদের ভাইকে ও অতিরিক্ত আনব আমরা পরিমাণ (বরাদ্দ) এক উটের ঐ পরিমাপ বরাদ্ধ

يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ
সহজ সে বলল কক্ষণ না তাকে আমি পাঠাব তোমাদের সাথে যতক্ষণ না তোমরা দিবে প্রতিশ্রুতি আল্লাহর নামে অবশ্যই আমার কাছে এনেদেবে

بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا
তাকে তবে যদি তোমাদেরকে পরিবেষ্ঠিত করাহয় (সেটা ভিন্নকথা) অতঃপর যখন তাকে দিল তাদের প্রতিশ্রুতি (ইয়াকুব) বলল আল্লাহর উপর (ভরসা) যা

نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾ وَ قَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ
আমরা বলছি তিনিই কর্মবিধায়ক এবং সে বলল হে আমার ছেলেরা না তোমরা প্রবেশ কর দিয়ে দরজা একটা

وَّ ادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَ مَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ
বরং তোমরা প্রবেশ কর দিয়ে দরজা ভিন্ন ভিন্ন এবং না আমি কাজে আসব তোমাদের জন্যে থেকে আল্লাহ কোন

شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
কিছুই নাই নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা এছাড়া আল্লাহ তাঁরই উপর আমি ভরষা করছি এবং তারই উপর ভরষা করা উচিত

الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ لَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ
ভরষাকারীদের এবং যখন তারা প্রবেশ করল যেভাবে তাদের নির্দেশ দিয়েছিল তাদের পিতা

এখন আমরা যাব ও নিজেদের পরিবার পরিজনদের জন্য রসদ নিয়ে আসব। আমাদের ভায়ের হেফাযতও করব। আর এক উট বোঝাই মাল আরো বেশী নিয়ে আসব। এত পরিমাণ বেশী শষ্য অতি সহজেই লাভ করা যাবে।" (৬৬)তাদের পিতা বললঃ "আমি তাকে কিছুতেই তোমাদের সাথে পাঠব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে, তাকে তোমরা অবশ্যই আমার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। অবশ্য তোমাদেরকে ঘিরে ফেল্য হলে অন্যকথা।" যখন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রতিশ্রুতি তাকে দিল, তখন সে বললঃ "দেখ আল্লাহ আমাদের এই কথার নেগাহবান।" (৬৭) পরে সে বললঃ "হে আমার ছেলেরা, মিশরের রাজধানীতে তোমরা সকলেই এক দার পথে প্রবেশ করবে না [১৮]। বরং ভিন্ন ভিন্ন দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি আল্লাহর ইচ্ছা হতে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। তাঁর হুকুম ব্যতীত আর কারো হুকুম চলেনা। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। আর ভরসা যদি কারো উপর করতে হয়, তবে তাঁরই উপর করা উচিত।" (৬৮) আর ঘটনাও ঘটিল সেরূপ- তারা যখন তাদের পিতার নির্দেশ অনুসারে শহরে (বিভিন্ন) দ্বার পথে প্রবেশ করল,

(১৮)। সম্ভবত হযরত ইয়াকুব (আঃ) আশংকা করেছিলেন যে, এই দুর্ভিক্ষের সময় যদি একসংগে জোটবদ্ধ হয়ে মিশরে প্রবেশ করে তবে হয়তো তাদের প্রতি সন্দেহ করা হতে পারে এবং ধারনা করা হতে পারে যে তারা লুট-পাটের উদ্দেশ্যে এসেছে।

مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ

না | কাজে আসল | তাদের জন্যে | হতে | আল্লাহ | কোন | কিছুই | এ ব্যতীত যে | খটকা (ছিল) | মধ্যে | মনের

يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَ اِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

ইয়াকুবের | যা সেদূর করেছিল | এবং | সে নিশ্চয়ই | অবশ্যই জ্ঞানবান (ছিল) | ঐবিষয়ে যা | তাকে আমরা শিখিয়েছিলাম | কিন্তু | অধিকাংশ | লোক

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ

না | তারা জ্ঞান রাখে | এবং | যখন | তারা প্রবেশ করল | কাছে | ইউসুফের | সে আশ্রয় দিল | তার কাছে | তার ভাইকে | সে বলল

اِنِّىْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا

আমি নিশ্চয়ই | আমি | তোমার ভাই (ইউসুফ) | সুতরাং না | আফসোস করো | ঐসম্বন্ধে যা | তারা কাজ করতেছিল | অতঃপর যখন

جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ

তাদেরকে সে প্রস্তুত করল | তাদের খাদ্য সামগ্রীসহ | সে রেখে দিল | (নিজের) পানপাত্র | মধ্যে | গাটের | তার ভায়ের | এরপর | ঘোষণা দিল | এক ঘোষক

اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾

ওহে | যাত্রীদল | নিশ্চয়ই তোমরা | অবশ্যই | চোর | তারা বলল | এবং | এগিয়ে এল | তাদের দিকে | কি | তোমরা হারিয়েছ

তখন তার এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনা আল্লাহর ইচ্ছার মুকাবিলায় কোন কাজেই আসল না। ইয়াকুবের দিলে একটা খটকা ছিল তা দূর করার জন্য নিজের সামর্থানুসারে চেষ্টা করছিল। নিঃসন্দেহে সে আমাদের দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত ব্যাপার জানেই না।

রুকু-৯ (৬৯) এই লোকেরা ইউসুফের সমীপে উপস্থিত হলে সে তার ভাইকে নিজের নিকট আলাদাভাবে ডেকে নিল এবং তাকে বলে দিল যে, আমি তোমার সেই ভাই (যে হারিয়ে গিয়েছিল)। এখন তুমি সে সব বিষয়ে আর দুঃখ করোনা যা এরা আজ পর্যন্ত করেছে [১৯]। (৭০) যখন ইউসুফ এই ভাইদের সামগ্রী বোঝাই করছিল তখন সে তার ভায়ের দ্রব্যাদির মধ্যে নিজের পান পাত্রটি রেখে দিল। পরে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বললঃ" হে কাফেলার লোকেরা! 'তোমরা তো চোর।" (৭১) তারা তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলঃ"তোমাদের কি জিনিস হারিয়েছে"

(১৯)। এই সাক্ষাতের সময় সম্ভবতঃ বিন ইয়ামীন হযরত ইউসুফ (আঃ) কে শুনিয়েছিলেন সৎভাইয়েরা তার অনুপস্থিতিতে তার উপর কি কি দুর্ব্যবহার করেছিল, এবং তা শুনে হযরত ইউসুফ ভাইকে সান্তনা দিয়ে থাকবেন যে এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে। ঐ যালেমদের কবজায় আমি তোমাকে আর দ্বিতীয়বার যেতে দেবোনা এও সম্ভব হতে পারে এই সুযোগে দুই ভায়ের মধ্যে এ কথাও স্থির হয়েছিল কি কৌশল অবলম্বনে বিন-ইয়ামীনকে যেতে না দিয়ে মিশরে রেখে দেয়া হবে এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) বিচক্ষণতার খাতিরে যে বিষয়টি আপাতঃ গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন তাও গোপন থেকে যাবে।

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَا بِهٖ

তারা বলল — আমরা হারিয়েছি — পেয়ালা — বাদশাহর — এবং — যে কেউ — তা এনে দিবে (সে খাদ্য পাবে) — বোঝা পরিমাণ — এক উটের — এবং — আমি — এ সম্বন্ধে

زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ

জামিন — তারা বলল — আল্লাহর শপথ — নিশ্চয়ই — তোমরা জেনেছ (যে) — না — আমরা এসেছি — আমরা ফাসাদ করার জন্যে — মধ্যে — এদেশের

وَ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالُوْا

এবং — নই — আমরা — চোর — তারা বলল — অতঃপর কি — তার শাস্তি — যদি — তোমরা হও — মিথ্যাবাদী — তারা বলল

جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي

তার শাস্তি — যার — পাওয়া যাবে — মধ্যে — তার গাটের — অতঃপর সেই — তার বদলা হবে — এভাবে — প্রতিদান দেই আমরা

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ

যালেমদেরকে — অতঃপর(তল্লাসী) শুরু করল — তাদের থলেগুলোর — পূর্বে — থলের — তার ভায়ের — এর পর — তা সে বের করল — হতে

وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ

থলে — তার ভায়ের — এভাবে — আমরা কৌশল করি — ইউসুফের জন্যে — না — শোভাপেত — ধরে রাখা — তার ভাইকে — আইনে

الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ

বাদশাহর — তবে — যদি — ইচ্ছে করেন — আল্লাহ — অমরা উন্নীত করি — মর্যাদা সমূহে — যাকে — ইচ্ছে কার আমরা

(৭২) সরকারী কর্মচারীরা বললঃ "বাদশার পানি পান করার পাত্র পাচ্ছিনা। (আর তাদের জমাদার বলল) যে ব্যক্তি তা এনে দিবে তাকে এক উট বোঝাই মাল পুরস্কার দেয়া হবে, আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি।"(৭৩) এই ভায়েরা বললঃ "আল্লাহর শপথ, তোমরা খুব ভালো করে জান যে, আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসেনি। আর আমরা চোরও নই।"(৭৪) তারা বললঃ "তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রামানিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে?"(৭৫) তারা বললঃ "সে শাস্তি পাবে যার মালের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যাবে, তাকেই নিজের শাস্তির দরুন ধরে রাখা হবে। আমাদের নিকট এই ধরনের যালেমদের শাস্তি দেয়ার এই নিয়ম।" (৭৬) তখন ইউসুফ নিজের ভায়ের পূর্বে অন্যান্য ভাইদের মাল গু লোর তালাশ শুরু করল। পরে তার ভায়ের মাল হতে হারানো জিনিসটি বের করল। এভাবে আমরা আমাদের ব্যবস্থাপনায় ইউসুফকে সাহায্য করলাম। বাদশার দ্বীনে (অর্থাৎ মিশরের রাজকীয় আইনে) নিজের ভাইকে ধরে রাখা তার জন্য শোভনীয় ছিল না, অবশ্য যদি আল্লাহই তা চান সে কথা স্বতন্ত্র [২০]। আমরা যার মর্যাদা উচ্চ করতে চাই, উচ্চ করে দিই।

(২০) সাধারণতঃ এই আয়াতের তর্জমা এরূপ করা হয়ে থাকে যে, ইউসুফ (আঃ) বাদশাহের আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে আটক করতে পারতেন না, কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করলে কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহের আইনে চোরকে আটক করতে না পারার কি কারণ থাকতে পারে? পৃথিবীতে কখনো এরূপ কোন রাজত্ব কি বর্তমান ছিল যার আইন চোরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দেয়না?

আর একজন বিজ্ঞ এমন আছেন যিনি সকল জ্ঞানবানের উর্দ্ধে। (৭৭) তারা (ভায়েরা) বললঃ "সে চুরি করলে তা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। ইতিপূর্বে তার ভাই ও(ইউসুফ) চুরি করেছে "। ইউসুফ তাদের এই কথা শুনে হজম করল, প্রকৃত ব্যাপার তাদের সামনে প্রকাশ করল না। শুধু (নিঃশব্দে) বললঃ "তোমরা তো বড়ই খারাব লোক (আমার মুখের উপর আমার সম্পর্কে) যে অভিযোগ তোমরা করছ, আল্লাহ প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন।" (৭৮) তারা বলল ঃ (হে ক্ষমতাশালী সম্মানিত)"আযীয[২১] এর পিতা বড়ই বয়োঃ বৃদ্ধ মানুষ। তার পরিবর্তে আপনি আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে বড়ই নির্মল-চিত্ত লোক দেখছি।"(৭৯) ইউসুফ বললঃ"আল্লাহর পানাহ! অপর কোন ব্যক্তিকে আমরা কিরূপে রাখতে পারি! আমরা যার নিকট মাল পেয়েছি[২২], তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে ধরে রাখলে তো আমরা যালেম হয়ে পড়ব।"

সুতরাং সঠিক কথা হচ্ছে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফের পক্ষে এ কথা শোভা পায় না যে তিনি বাদশাহের কানুন অনুযায়ী কাজ করবেন। সে জন্যে হযরত ইউসুফ ভাইদের কাছে তাদের ওখানকার আইন কি তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং ইবরাহীমী শরিয়ত অনুযায়ী নিজের ভইকে আটক করেছিলেন। (২১) এখানে ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি 'আযীয' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ার কারণেই তফসীরকারেরা অনুমান করেছেন যে, -ইতিপূর্বেই যোলায়খার স্বামী যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল হযরত ইউসুফ সেই পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ৯নং টীকাতে আমি এ কথা পরিষ্কার রুপে ব্যাখ্যা করেছি,যে এটা মিশরে কোন বিশেষ পদের নাম ছিল না বরং 'ক্ষমতার অধিকারী' এই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতো ।(২২) এখানে অবলম্বিত সতর্কতার প্রতি লক্ষ্যনীয়- 'চোর' বলা হচ্ছে না, বরং এই বলা হয়েছে যে- 'যার কাছে আমার নিজের মাল পেয়েছি' শরীয়তের পরিভাষায় একেই তাওকিয়া বলে। অর্থাৎ আসল তত্ত্বের উপর পর্দা ঢাকা বা প্রকৃত ঘটনাকে গোপন করা। বাস্তবে ঘটেনি এমন কথা বলা ছাড়া বা অসত্য কোন কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া যখন কোন অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচানোর বা কোন বৃহত্তর যুলুমকে নিবারণ করার অন্য কোন উপায় না থাকে- তবে সেই অবস্থায় একজন পরহেযগার লোক সুস্পষ্ট মিথ্যা বলতে সংকচ করে এরুপ কথা বলতে বা এরুপ তদ্বির করার চেষ্টা করবে যাতে প্রকৃত ঘটনাকে গুপ্ত রেখে অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়। লক্ষ্যনীয় সমস্ত ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ (আঃ) কিরুপে বৈধ তাওকিয়ার শর্ত পুরণ করেছেন। ভাই এর অনুমোদন নিয়ে তার জিনিসের মধ্যে পিয়ালা রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু কর্মচারীদেরকে তিনি একথা বলেননি যে, এর উপর তোমরা চুরির অপবাদ আরোপ কর।অতঃপর যখন সরকারী কর্মচারীরা চুরির অভিযোগে

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ

যে তোমরা না কি তাদের মধ্যে বলল পরামর্শে একান্তে তার তারা নিরাশ অতঃপর
জেনেছ যে বড় বসল থেকে হল যখন

اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ

তোমরা কি ইতিপূর্বে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তোমাদের নিয়েছেন নিশ্চয়ই তোমাদের
অন্যায় করেছ (নামে) হতে পিতা

فِيْ يُوْسُفَ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ

আল্লাহ ফয়সালা বা আমার আমাকে অনুমতি যতক্ষণ এদেশ ত্যাগ করব অতএব ইউসুফের ব্যাপারে
করবেন পিতা দিবেন না আমি কক্ষণনা

لِيْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ

নিশ্চয়ই হে অতঃপর তোমাদের কাছে তোমরা ফিরে ফয়সালাকারীদের উত্তম তিনিই এবং আমার জন্যে
আমাদেরআব্বা তোমরা বল পিতার যাও (অন্যকিছু)

ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾

হেফাযতকারী অদৃশ্যের আমরা না এবং আমরা ঐ সম্বন্ধে এ আমরা না এবং চুরি আপনার
(অর্থাৎ অবহিত) ব্যাপারে ছিলাম জেনেছি যা ছাড়া সাক্ষ্য দিচ্ছি করেছে ছেলে

وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَ

এবং যার সাথে আমরা সেই কাফেলাকে ও তার আমরা যে জনপদের জিজ্ঞাসা এবং
এসেছি (কাফেলার) মধ্যে ছিলাম (জনপদে) অধিবাসীদের করুন

اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ

উত্তম অতএব একাজ তোমাদের নফস তোমাদের সাজিয়ে বরং (ইয়াকুব) অবশ্যই নিশ্চয়ই
ধৈর্যই (অর্থাৎ প্রবৃত্তি) জন্যে দিয়েছে বলল সত্যবাদী আমরা

রুকু-১০ (৮০) তারা যখন ইউসুফের নিকট হতে নিরাশ হয়ে গেল তখন এক কোনায় বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় ছিল সে বললঃ "তোমরা জান যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। আর ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে অন্যায় করেছ তাও তোমাদের জানা আছে। আমি তো এখান হতে কখনই যাব না যতক্ষণ আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দিবেন কিংবা আল্লাহতা' আলা আমার জন্য কোন ফয়সালা না করেন, কেননা তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী। (৮১) তোমরা যেয়ে তোমাদের পিতার নিকট বল যে, আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করেছিল। আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি। আমাদের যা জানা আছে আমরা তাই বলছি। গায়েবে লক্ষ্য করার তো আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। (৮২) আপনি সেই বসতির লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যেখানে আমরা ছিলাম। সেই কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করুন যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমরা ঠিক সত্য কথাই বলছি।" (৮৩) পিতা এই কাহিনী শুনে বললেনঃ "আসলে তোমাদের নফস (প্রবৃত্তি) তোমাদের জন্য আর একটি বড় কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে [২৩]। যাই হোক, এতেও সবরই করব, আর উত্তমভাবেই করব।"

তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো তখন তিনি নীরবে উঠে তল্লাসি গ্রহণ করলেন। তার পর যখন ভায়েরা বললো যে বিন ইয়ামীনের স্থলে আমাদের মধ্যে কাউকে আটকে রাখুন তখন তাদেরই কথা দিয়ে তিনি তাদের জবাব দিলেন যে,- তোমাদের নিজেদের রায়তো এই ছিল যে, যার জিনিসপত্র থেকে মাল পাওয়া যাবে তাকেই আটক করা হোক। এখন তোমাদেরই সামনে বিন ইয়ামীনের মালের মধ্যে থেকেই আমার জিনিস পাওয়া গেছে। তাই আমি তাকেই আটক রাখছি, অন্যকে তার পরিবর্তে কেমন করে রাখতে পারি?(২৩)। অর্থাৎ আমার সেই পুত্র সম্বন্ধে যার সৎ চরিত্র সম্পর্কে আমি খুব ভালভাবেই জানি, তোমাদের এই ধারণা

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾

প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ তিনিই নিশ্চয়ই তিনি একত্রে তাদেরকে আমার কাছে আনবেন আল্লাহ সম্ভবতঃ

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ

শোকের কারণে তার দুচোখ সাদা হয়েগেল এবং ইউসুফের জন্যে হায় আফসোস বলল এবং তাদের থেকে মুখ ফিরাল এবং

فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا

মুমূর্ষ হবেন আপনি যতক্ষণ না ইউসুফকে স্মরণ করতে আপনি ক্ষান্ত হবেন (না) আল্লাহর শপথ তারা বলল বিষাদপূর্ণ অতঃপর সে (হয়েগেল)

اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ

আল্লাহর কাছে আমার শোক ও আমার দুঃখ আমি নিবেদন করছি প্রকৃত পক্ষে সে বলল জীবন ধ্বংস কারীদের অন্তর্ভূক্ত হবেন আপনি অথবা

وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ

ইউসুফকে অতঃপর তোমরা অনুসন্ধান কর তোমরা যাও হে আমার ছেলেরা তোমরা জান না যা (এমনকিছু) আল্লাহর থেকে জানি আমি এবং

وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ

আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয় না কেউ নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং তার ভাইকে এবং

اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا

আমাদের পরিবারেরও এবং আমাদের লেগেছে আযীয হে তারা বলল তার কাছে তারা প্রবেশ করল অতঃপর যখন কাফেরদের সম্প্রদায় এছাড়া

الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۭ

আমাদের দান করুন এবং মাপ (অর্থাৎ বরাদ্ধ) আমাদেরকে অতএব পূর্ণদিন তুচ্ছ পরিমান (পুঁজি হিসেবে) পণ্য আমরা এনেছি এবং বিপদ

অসম্ভব কিছু নয় যে, আল্লাহ তাদের একত্রে আমার কাছে এনে দেবেন। তিনি সবকিছুই জানেন এবং তাঁর সব কাজই মহাসত্য ও হেকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।(৮৪)পরে তিনি তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেনঃ হায় ইউসুফ। তিনি বিষাদ পূর্ণহচ্ছিলেন এবং শোকের কারনে তার চোখ সাদা হয়ে পড়ল। (৮৫) ছেলেরা বললঃ 'আল্লাহর কসম, আপনি তো কেবল ইউসুফের স্মরণেই ক্ষয়িত হচ্ছেন। অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, তার চিন্তায় আপনি নিজেকে জর্জরিত করবেন অথবা নিজের জীবন ধ্বংস করে ফেলবেন। (৮৬) তিনি বললেনঃ 'আমি আমার দুঃখ ও ব্যাথার ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট করছি না। আর আল্লাহর নিকট হতে যে জ্ঞান আমার আছে, তা তোমাদের জানা নেই। (৮৭) হে আমার ছেলেরা, তোমরা গিয়ে ইউসুফের এবং তার ভায়ের খোজ-খবর নাও! আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তার রহমত হতে নিরাশ হয় তো শুধু কাফেররাই।(৮৮) এরা যখন মিশরে গিয়ে ইউসুফের দরবারে উপস্থিত হল তখন তারা আবেদন করলঃ 'হে আযিয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ বড়ই বিপদে পতিত রয়েছি! আর আমরা খুব সামান্য পরিমাণ পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে ভান্ড ভরা শস্য দান করুন, আমাদেরকে খয়রাত দিন।

করে নেয়া খুবই সহজ হলো যে, সে একটি পিয়ালা চুরি করতে পারে। এর পূর্বে তোমাদের নিজেদের এক ভাইকে জেনে শুনে কুয়ায় নিক্ষেপ করে দিয়ে তার জামাতে মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আসা খুবই সহজ কাজ ছিল। এখন আবার অন্য ভাইকে চোর বলে স্বীকার করে নেয়া ও আমাকে সেই সংবাদ দেয়াও তোমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ

ও ইউসুফের তোমরা যা তোমরা স্মরণ কি ইউসুফ দানকারীদেরকে প্রতিদান আল্লাহ নিশ্চয়ই
সাথে করেছ কর (বলল) দেন

أَخِيْهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾ قَالُوْٓا ءَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوْسُفُ ط قَالَ أَنَا يُوْسُفُ

ইউসুফ আমিই সে বলল ইউসুফ তুমিই তুমি কি তারা জাহেল তোমরা যখন তার ভায়ের
নিশ্চয়ই বলল (অজ্ঞ) ছিলে (সাথে)

وَ هٰذَآ أَخِىْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط إِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا

না আল্লাহ সে ক্ষেত্রে সবর করে ও তাকওয়া যে নিশ্চয়ই আমাদের আল্লাহ অনুগ্রহ নিশ্চয়ই আমার এই ও
নিশ্চয়ই অবলম্বন করে (তা এমন) উপর করেছেন ভাই

يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنَّا

আমরা নিশ্চয়ই এবং আমাদের আল্লাহ তোমাকে নিশ্চয়ই আল্লাহর তারা সৎকর্মশীলদের শ্রম ফল নষ্ট
ছিলাম উপর প্রাধান্য দিয়েছেন শপথ বলল করেন

لَخٰطِئِيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَ هُوَ أَرْحَمُ

অধিক তিনিই এবং তোমাদেরকে আল্লাহ মাফ আজ তোমাদের ভর্ৎসনা নাই সে বলল অবশ্যই
মেহেরবান করুন উপর অপরাধী

الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ إِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِىْ يَأْتِ بَصِيْرًا ج

(তার) ফিরে আমার মুখ উপর অতঃপর এই আমার তোমরা (সব)
দৃষ্টিশক্তি আসবে পিতার মন্ডলের তা রেখেদাও জামাসহ নিয়েযাও দয়াকারীদের(চেয়েও)

وَ أْتُوْنِىْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ ع وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوْهُمْ إِنِّىْ لَأَجِدُ

অবশ্যই নিশ্চয়ই তাদের বলল যাত্রীদল বের হয়ে যখন এবং সকলকেই তোমাদের আমার কাছে ও
পাচ্ছি আমি পিতা পড়ল পরিবারের নিয়ে আস

رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ أَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

পুরান আপনার অবশ্যই আপনি আল্লাহর (লোকেরা) আমাকে তোমরা না যদি ইউসুফের ঘ্রাণ
ভ্রমের মধ্যে নিশ্চয় (রয়েছেন) শপথ বলল অপ্রকৃতিস্থভাব

আল্লাহ দানশীলদেরকে ভালো পুরুস্কার দান করেন। (এই কথা শুনে ইউসুফ আর সহ্য করতে পারল না)(৮৯) সে বললঃ "তোমরা ইউসুফ ও তার ভায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছ,- যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে, তা কি তোমাদের কিছু জানা আছে?"(৯০) তারা হতচকিত হয়ে বলে উঠলঃ " হায়! তুমিই কি ইউসুফ? " সে বললঃ "হ্য আমিই ইউসুফ। আর এই আমার ভাই! আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসল কথা এই যে, যদি কেউ বাস্তবিকই তাকওয়া ও ধৈর্য্য অবলম্বন করতে পারে, তাহলে আল্লাহর নিকট তার পুরস্কার কখনো নষ্ট হয় না।" (৯১) তারা বললঃ "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আর আমরা সত্যই বড় অপরাধী." (৯২) সে বললঃ "আজ তোমাদের কোনই অপরাধ ধরব না, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন! তিনিই সবচেয়ে অধিক অনুগ্রহ দানকারী।(৯৩) তোমরা যাও! আমার এই জামা নিয়ে যাও। এবং আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর তা রেখে দাও, তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গকে আমার নিকট নিয়ে আস।"

রুকু-১১(৯৪) এই কাফেলা যখন (মিশর) হতে রওনা হল তখন তাদের পিতা (কিনয়ানে বসে) বললঃ "আমি ইউসুফের সুগন্ধ অনুভব করছি। তোমরা যেন বলোনা যে, আমি বার্ধক্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। "(৯৫) ঘরের লোকেরা বলল ঃ "আল্লাহর শপথ! আপনি এখনো আপনার সেই পুরাতন ভ্রমে ডুবে রয়েছেন।"

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ

অতঃপর যখন | আসল | সুসংবাদ বাহক | তা (অর্থাৎ জামা) রাখল | উপর | তার মুখ মন্ডলের | তখন সে ফিরে পেল | দৃষ্টি শক্তি | (ইয়াকুব) বলল

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا

নাই কি | আমি বলি | তোমাদেরকে | নিশ্চয়ই আমি | জানি | আল্লাহর পক্ষহতে | যা (এমনকিছু) | না | তোমরা জান | তারা বলল | হে আমাদের পিতা

اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ؕ

আমাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন | আমাদের পাপসমূহের | নিশ্চয়ই আমরা | আমরা ছিলাম | অপরাধী | সে বলল | শীঘ্রই | ক্ষমা প্রার্থনা করব | আমি | তোমাদের জন্যে | আমার রবের কাছে

اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ

নিশ্চয়ই তিনি | তিনিই | ক্ষমাশীল | মেহেরবান | অতঃপর যখন | তারা উপস্থিত হল | নিকট | ইউসুফের | সে জায়গা দিল | তার কাছে

اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى

তার পিতা-মাতাকে | এবং | সে বলল | আপনারা প্রবেশ করুন | শহরে | যদি | চান | আল্লাহ | নিরাপদে (থাকবেন) | এবং | চড়ালেন | তার পিতা-মাতাকে | উপর

الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ

সিংহাসনের | এবং | তারা ঝুকে পড়ল | তার দিকে | সিজদায় (অর্থাৎ নতহয়ে) | এবং | সে বলল | হে আমার পিতা | এটা | ব্যাখ্যা | আমার স্বপ্নের

مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ؕ

পূর্বের | নিশ্চয়ই | তা করেছেন | আমার রব | সত্য

(৯৬) পরে সংবাদ বহনকারীরা যখন এসে পৌছল, তখন তারা ইউসুফের জামা ইয়াকুবের মুখের উপর রাখল। আর সহসাই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। তখন সে বললঃ "আমি তোমাদের বলেছিলাম না? আমি আল্লাহর নিকহ হতে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।"(৯৭) সকলেই বলে উঠলঃ "আপনি আমাদের পাপ ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। আমরা সত্যিই অপরাধী'। (৯৮) সে বললঃ "আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (৯৯) পরে যখন তারা সকলে ইউসুফের নিকট পৌছল, তখন সে তার পিতা-মাতাকে নিজের সংগে বসাল এবং (নিজের পরিবারের সব লোককে) বললঃ "চলেন এখন শহরে যাই। আল্লাহ চাইলে নিরাপদে ও সুখে -শান্তিতে থাকবেন।" (১০০) (শহরে প্রবেশ করার পর) সে তার পিতা-মাতাকে তুলে নিজের সিংহাসনে বসাল এবং সকলে তার উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সিজদায় ঝুকে পড়ল [২৪]। ইউসুফ বললঃ "আব্বাজান, এই হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম। আমার রব তাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করেছেন।

(২৪)। এই সেজদা শব্দ দ্বারা অনেক লোকের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি একে যুক্তি স্বরূপ ব্যবহার করে একদল তো বাদশাহ ও পীরদের প্রতি সম্মানসূচক সেজদার বৈধতা প্রমাণ করতে চান। অন্যান্যরা এই দোষ থেকে বাঁচার জন্য এরূপ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন যে পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে মাত্র এবাদতের সেজদা গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এবাদতের মনন ও প্রেরণা যে সেজদার মূলে থাকে না এমন সেজদা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে করা যেতে পারতো। অবশ্য শরীয়তে মোহাম্মদীতে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রকারের সেজদাই হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সেজদা শব্দকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে অর্থাৎ হাত, হাটু ও কপাল ভুপতিত করে সেজদা করার অর্থে বুঝার কারণেই যতকিছু ভুল ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেজদার আসল অর্থ হচ্ছে নত হওয়া, এবং এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَ قَدْ اَحْسَنَ بِیْۤ اِذْ اَخْرَجَنِیْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ

এবং নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করেছেন (আমার রব) আমার উপর যখন আমাদের বের করেছেন থেকে কয়েদখানা এবং আপনাদেরকে এনেছেন থেকে মরুভূমি

مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّیْطٰنُ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ اِخْوَتِیْ ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَطِیْفٌ

পরে বিরোধ বাধানোর শয়তানের আমার মাঝে ও মাঝে আমার ভাইদের নিশ্চয়ই আমার রব সুক্ষ্মদর্শী

لِّمَا یَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۰۰﴾ رَبِّ قَدْ اٰتَیْتَنِیْ مِنَ الْمُلْكِ

তার যা তিনি চান নিশ্চয়ই তিনি তিনিই মহাবিজ্ঞ প্রজ্ঞাময় হে আমার রব নিশ্চয়ই আমাকে দিয়েছ তুমি রাষ্ট্রক্ষমতা

وَ عَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قف اَنْتَ

ও আমাকে তুমি শিখিয়েছ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা কথা ও বৃত্তান্তের (তুমিই) স্রষ্টা আকাশ মন্ডলির ও পৃথীবীর তুমিই

وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰۱﴾

আমার অভিভাবক মধ্যে দুনিয়ার এবং আখেরাতেও আমাকে মৃত্যু দিও মুসলমান হিসেবে ও আমাকে মিলিত কর নেক লোকদের সাথে

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا

(হেনবী!) এটা অন্যতম সংবাদ সমূহের অদৃশ্যের তা আমরা ওহী করছি তোমার প্রতি এবং না তুমি ছিলে তাদের সংগে যখন তারা মতৈক্য করেছিল

اَمْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْكُرُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَ مَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۰۳﴾

তাদের কাজে এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং না অধিকাংশই লোকদের এবং যদিও তুমি আকাংখা কর - ঈমানদার (হবে)

وَ مَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰۴﴾ ع

এবং না তুমি চাচ্ছ তাদের কাছে এজন্যে কোন পারিশ্রমিক নয় তা এছাড়া উপদেশ বিশ্বজগতের জন্যে

এ তাঁরই অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি আমাকে কয়েদখানা হতে বের করেছিলেন এবং আপনাদেরকে মরুভূমি হতে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মাঝে চরম বিরোধের সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসল কথা এই যে, আমার রব অদৃশ্য সুক্ষ্ম উপায়ে স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করে থাকেন। তিনি নিঃসন্দেহে বড় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ"। (১০১) " হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছ। আর আমাকে সব বিষয়ের গভীর সুক্ষ্ম তত্বের অনুধাবন শিক্ষা দিয়েছ। আসমান ও যমীনের হে স্রষ্টা! তুমিই ইহকাল পরকালে আমার পৃষ্টপোষক-বন্ধু। ইসলামের আদর্শের উপরই আমার সমাপ্তি কর এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মশীল লোদের সাথে মিলিত কর।" (১০২) হে মুহাম্মদ! এই কাহিনী অদৃশ্য-জগতের খবর, যা আমি তোমাকে অহীর মারফতে জানাচ্ছি। তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভায়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। (১০৩) কিন্তু তুমি যতই কামনা কর, অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না। (১০৪) এদের নিকট হতে কোন মজুরীরও কামনা করোনা। বস্তুতঃ এ একটি উপদেশ মাত্র - নির্বিশেষে দুনিয়াবাসীদের সকলের জন্যই।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا

তা থেকে তারা অথচ তার উপর (দিয়ে) তারা অতিক্রমকরে যমীনের এবং আকাশ সমূহের মধ্যে নিদর্শন (রয়েছে) কতইনা এবং

مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

শিরক করে (বিশ্বাসকরলেও) তারা তখন এব্যতীত যে আল্লাহর উপর তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসকরে না এবং উপেক্ষাকারী

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ

কিয়ামত তাদের উপর আসবে অথবা আল্লাহর আযাব কোন আচ্ছন্নকারী তাদের উপর আসবে যে তবে কি তারা নিরাপদ হয়েছে

بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى

ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহবান করি আমি আমার পথ এই (হে নবী) বল টের ও পাবে না তারা অথচ হঠাৎ করে

بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত আমি নই এবং আল্লাহ পাক পবিত্র এবং আমার অনুসরণ করে যে এবং আমি জ্ঞানের

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে তাদের প্রতি আমরা ওহী করেছি পুরুষদেরকে এ ব্যতীত তোমার পূর্বে (রসূলদেরকে) আমরা প্রেরণ করেছি না এবং

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

যারা (ছিল) পরিণতি (তাদের) ছিল কেমন অতঃপর তারা দেখেনি পৃথিবীর মধ্যে তারা ভ্রমন করে নাইতবে কি

مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

তোমরা বুঝবে তবে কি না ভয় করে চলে তাদের জন্যে (যারা) উত্তম পরকালের অবশ্যই ঘর এবং তাদের পূর্বে

রুকু-১২ (১০৫) যমীন ও আসামানে কতইনা নিদর্শন রয়েছে যার উপর দিয়ে এই লোকেরা যেয়ে থাকে। অথচ তারা একটু লক্ষ্য করে দেখেনা (১০৬) এদের অধিকাংশই আল্লাহকে মানে; কিন্তু মানে এমন ভাবে যে, তার সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। (১০৭) তারা কি নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহর তরফ হতে কোন আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না? কিংবা কিয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত সহসাই তাদের উপর এসে পড়বে না অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) তুমি তাদের স্পষ্ট বলে দাও যে, 'আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই। আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে আমার পথ দেখতে পাচ্ছি, আর আমার সংগী -সাথীরাও। আর আল্লাহ তো মহান পবিত্র; আর মুশরিক লোকদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' (১০৯) হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বে আমরা যে নবী-পয়গম্বর পাঠিয়েছিলাম তারা সকলে মানুষই ছিল। আর এই জনবসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের প্রতিই আমরা অহি পাঠিয়েছিলাম। এখন এই লোকেরা কি দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে বেড়ায় না, সেই জাতিসমূহের পরিণাম তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না ,যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে? নিশ্চিতই পরকালের ঘর তাদেরই জন্য আরো উত্তম যারা (নবী রসলুদের কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার নীতি ও আচরণ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?

(১১০) পূর্বেও নবী রসূলদের সাথে এরূপ ব্যাবহার করা হয়েছিল যে, তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নসীহত করছিল; (কিন্তু লোকেরা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না) শেষ পর্যন্ত যখন নবীর লোকেরা নিরাশ হয়ে গেল, আর লোকরা মনে করে নিল যে, তাদের কাছে মিথ্যা বলা হয়েছিল, তখন সহসাই আমার সাহায্য নবী রসূলদের নিকট পৌছে গেল। তার পর যখনই এরূপ অবস্থা হয় তখন আমার নীতি এই হয় যে, যাকে আমরা চাই বাঁচিয়ে নেই। আর অপরাধী লোকেদের উপর হতে তো আমাদের আযাব দূর করা যায় না। (১১১) এই কাহিনীতে (অতীত কালের লোকদের) জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য বহু শিক্ষাই নিহিত রয়েছে। কুরআনে এই যে সব কথা বলা হয়েছে, এ মনগড়া বা কৃত্রিম কথাবার্তা নয়। বরং যেসব কিতাব এর পূর্বে এসেছে, এ তারই সত্যতার ঘোষণা দেয় এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ও আছে [২৫] আর ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

(২৫)। অর্থাৎ মানুষের হেদায়ত ও পথ প্রদর্শনের জণ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ। কেউ কেউ প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ বলতে দুনিয়া শুদ্ধ জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করে এবং তার পর তাদের এই পেরেশানি দেখা দেয় যে, কুরআনে উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা ও কলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না এবং অপর একদল ব্যক্তি জোর করেই প্রত্যেক বিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ কুরআন থেকে বের করতে শুরু করে দেয়।

সূরা আর-রাদ

নামকরণ

এ সূরার ১৩ নং আয়াতের অংশ-وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ-হতে-الرَّعْدُ শব্দটি এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ নামকরণের অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় الرَّعْدُ 'মেঘের গর্জন' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আসলে এ একটা আলামত অর্থাৎ এ এমন একটা সূরা যাতে الرَّعْدُ শব্দটির উল্লেখ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

৪র্থ রুকূ ও ৬ষ্ঠ রুকূতে আলোচিত বিষয়াদি সাক্ষ্য দেয় যে, যেকালে সূরা ইউসুফ, হুদ ও আরাফ নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ মক্কায় অবস্থানের শেষ সময়- এ সূরাটিও ঠিক সে সময়েই অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাভংগী হতে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় যে, ইসলামের দাওয়াত দিতে দিতে নবী করীমের (সঃ) এক দীর্ঘ সময় অতীত হয়ে গিয়েছে, বিরুদ্ধবাদীরা রাসূলকে আঘাত হানতে ও তাঁর সাধনা ও সংগ্রাম ব্যর্থ করতে নানা প্রকারের চেষ্টা ও অপকৌশল গ্রহণ করেছে। মু'মিনরা বারবার কামনা করছেন কোনরূপ মু'জিজা দেখিয়েও যদি এ লোকদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসা সম্ভব হত, তা হলে কতইনা ভালো হত! আল্লাহতাআলা মুসলমানদের বুঝাচ্ছেন যে, ঈমানের পথ দেখার জন্যে মু'জিজা দেখাবার নিয়ম আমাদের নেই। তাছাড়া ৩১নং আয়াতের বক্তব্য হতে এ জানা যায় যে, কাফেরদের হঠকারিতার পৌনঃপুনিকতা এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, অতঃপর কবর হতে মূর্দা উঠে আসলেও এরা তা মেনে নেবে না বলে যুক্তিসংগত ভাবেই মনে করা যেতে পারে। বরং তখন এ ঘটনারও কোন না কোন ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা তারা করে নেবে। এসব ব্যাপার হতে এই ধারণা জন্মে যে, এ সূরা সম্ভবতঃ মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল।

মূল বিষয়বস্তু

এই সূরার মূল বিষয়- আসল বক্তব্য- প্রথম আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছু পেশ করেছেন তাই সত্য। লোকেরা যে তা মানে না, এ তাদের ভুল ও ত্রুটি। সমস্ত আলোচনাটিই এ মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এ প্রসংগে বারবার ও নানা ভাবে তওহীদ, পরকাল ও নবুয়্যৎ-রেসালতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। তার প্রতি ঈমান আনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ বুঝানো হয়েছে। তাকে অমান্য করার ক্ষতিকর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আর কুফর যে নিছক একটা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই সংগে গোটা আলোচনার মূল লক্ষ্য যেহেতু লোকদের কেবল মগজকে পরিতৃপ্ত করাই নয়, দিল ও মনকে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করাও তার উদ্দেশ্য- এ কারণে শুধু যুক্তি ও প্রমাণ বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত করা হয়নি- বরং এক একটা প্রমাণ ও এক একটা সাক্ষ্য পেশ করার পর সেই অবকাশেই নানা ভাবে ভয়-ভীতি দেখান, উৎসাহ ও প্রেরণা দান এবং দরদপূর্ণ উপদেশ-নসীহতও দেয়া হয়েছে, যেন অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা নিজেদের বিভ্রান্তি-মূলক হঠকারিতা পরিহার করে। ভাষণ ব্যাপদেশে স্থানে স্থানে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন বা আপত্তি উল্লেখ না করেই তাদের জবাব দেয়া হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদের (সঃ) দাওয়াত সম্পর্কে লোকদের মনে যেসব সন্দেহ পাওয়া যেত কিংবা বিরুদ্ধবাদীরা যা উত্থাপন করত তা দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে কয়েক বছর দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম করতে থাকার কারণে ঈমানদার সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং নিতান্ত অস্থিরতা ও চরম ব্যাকুলতা সহকারে গায়েবী সাহায্যের উদগ্রীব অপেক্ষায় ছিল- একই সংগে এ সূরায় তাদেরকেও সান্তনা দান করা হয়েছে।

اٰيَاتُهَا ٤٣ سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٦

৪৩ তার আয়াত সংখ্যা — সূরা — আর-রাদ — মক্কী — ৬ তার রুকু সংখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অতিব দয়াবান অশেষ মেহেরবান

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

আলিফ লা-ম মী-ম রা- — এই — আয়াতসমূহ — কিতাবের — এবং — যা — নাযিল করা হয়েছে — তোমার প্রতি — থেকে — তোমার রবের — (তা) সত্য

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ

কিন্তু — অধিকাংশ — লোক — না — ঈমান আনে — (তিনিই) আল্লাহ — যিনি — উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন — আকাশ মন্ডলী — ব্যতীত

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ

কোন স্তম্ভ — তা তোমরা দেখছ — এরপর — সমাসীন হয়েছেন — উপর — আরশের — এবং — অধীন (নিয়মের) করেছেন — সূর্যকে — ও — চন্দ্রকে — প্রত্যেকে

يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ

চলছে — সময়ের জন্যে — নির্দিষ্ট — তিনি ব্যবস্থাপনা করেছেন — সকল বিষয়ের — বিশদ বর্ণনা করেছেন — নিদর্শন সমূহ — তোমরা যাতে — সাক্ষাত সম্পর্কে — তোমাদের রবের

تُوْقِنُوْنَ ۝٢ وَ هُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ

তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস কর — এবং — তিনিই — যিনি — বিস্তৃত করেছেন — যমীনকে — ও — বানিয়েছেন — তার মধ্যে — পর্বত সমূহ — ও

اَنْهٰرًا ؕ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

নদীসমূহ — এবং — প্রকার — প্রত্যেক — ফলমূল সমূহ — সৃষ্টি করেছেন — তার মধ্যে — জোড়া — দুই (ধরনের)

রুকু-১ (১) আলিফ লা-ম মী-ম-রা। এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত। আর তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য; কিন্তু (তোমার জাতির) অধিকাংশ লোকই মেনে নিচ্ছে না।(২) তিনি আল্লাহই যিনি আকাশ মন্ডলকে দৃশ্যমান[১] নির্ভর ব্যতিরেকেই স্থাপন করেছেন। পরে তিনি নিজের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি স্থায়ী নিয়মের অনুসারী বানিয়েছেন। এই গোটা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। আর আল্লাহই এই সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শন সমূহ আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করেন [২], যেন তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস কর[৩]। আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন; এতে পাহাড়ের খুটি গেড়ে রেখেছেন ও নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকমের ফল-মূলের জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।

(১)। অন্য কথায় আসমান সমূহকে অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত নির্ভরসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দৃশ্যতঃ মহাশূন্যে এরূপ কোন বস্তু নাই যা অসংখ্যা অগনিত গ্রহ-নক্ষত্রকে ধারণ করে আছে। কিন্তু এক ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি প্রত্যেককে তার অক্ষে ও কক্ষ পথে ধারণকরে আছে এবং এই বিরাট বিপুল বস্তুসমূহকে পৃথিবীর উপর আপতিত হওয়া থেকে বা তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে বিরত রেখেছে। (২)। অর্থাৎ এই বিষয়ের নিদর্শনাবলী যে- রসূল (সঃ)- যে সত্য সমূহের সংবাদ দান করছেন তা বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃত সত্য। বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রত্যেক দিকেই সে সবের সত্যতার সাক্ষ্য দান কারী নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান। মানুষ তার দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দেখলে দেখতে পাবে -পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে- যমীন ও আসামনের মধ্য বিস্তৃত অসংখ্যা নিদর্শন সমূহ সে সবের সত্যতার সাক্ষ্য দান করছে।(৩)। অর্থাৎ তাদের পরকালকে অস্বীকার
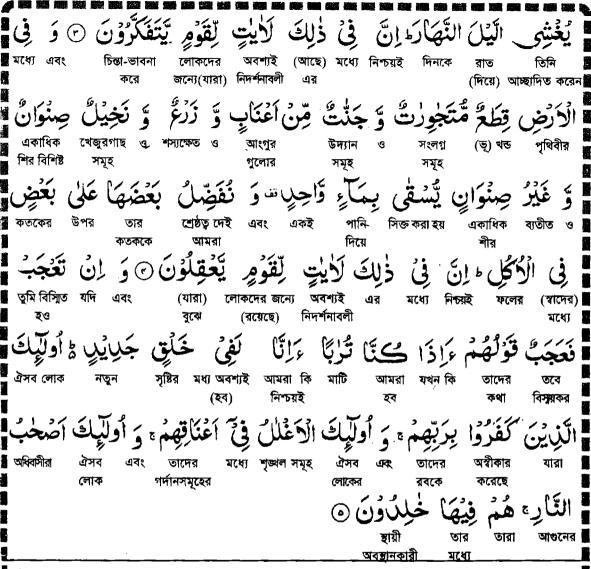
দিনের উপর রাতকে প্রবর্তিত করেছেন। এ সমস্ত জিনিসেই বহু ও বড় নিদর্শন রয়েছে- তাদের জন্যে যারা চিন্তা ভাবনা করে কাজ করে। ৪। আর লক্ষ্য কর, যমীনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, যা মূলতঃ পরস্পর মিলিত। আংগুরের বাগান রয়েছে, খেত-খামার আছে, খেজুরের গাছ আছে, যাদের কিছু একহারা এবং কিছু দ্বৈত। অথচ সবকেই একই পানি সিক্ত করে। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমরা কিছুকে উত্তম বানিয়েছি, আর কিছু কমতর। এই সব জিনিসেই অসংখ্যা নিদর্শন বিরাজমান তাদের জন্য যাদের বুদ্ধি- জ্ঞান রয়েছে। ৫। এখন যদি তোমার বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, তা হলে লোকদের এই কথাটি অধিক বিস্ময়ের বিষয় যে- আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমরা আবার নতুন করে সৃষ্টি হব! এরা সেই লোক যারা নিজেদের রবের সাথে কুফুরী করেছে [৩]। এবং এরা সেই লোক যাদের গলদেশে জিঞ্জির পড়ে আছে [৪]। এবং এরা জাহান্নামী ও জাহান্নামেই চিরকাল থাকবে।

করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা এবং জ্ঞান-কৌশল ও বিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা। তারা মাত্র এতটুকুই বলে না যে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার পয়দা হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া তাদের কথার মধ্যে এ ধারণাও গুপ্ত আছে যে-(মাআয আল্লাহ!) যে- রব তাদের পয়দা করেছেন তিনি অক্ষম, নাচার, মূর্খ ও অজ্ঞান!(৪)। তাদের গলদেশে জিঞ্জির গরদানে তওক পড়ে থাকার অর্থ হচ্ছে কয়েদী হওয়া । তারা নিজেদের মূর্খতার, নিজেদের হঠকারিতার, নিজেদের প্রবৃত্তি পরায়ণতার এবং নিজেদের পিতা-পিতামহদের অন্ধ অনুকরণ- অনুসরণে বন্দী হয়ে আছে; তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা

(৬) এই লোকেরা ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে [৫]। অথচ তাদের পূর্বে (যেসব লোক এই নীতিতে চলেছে, তাদের উপর আল্লাহর আযাব) শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত সমূহ অতীত হয়ে গেছে। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব লোকদের অত্যাধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই করে থাকেন। আর এও সত্য যে, তোমার রব কঠিন শাস্তিদাতা। (৭) এই লোকেরা, যারা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে- বলেঃ এই ব্যক্তির প্রতি এর রবের তরফ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? তুমি তো শুধু সাবধানকারী, আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথ প্রদর্শক রয়েছে।

রুকু-২ (৮)আল্লাহ এক একজন গর্ভবর্তী নারীর গর্ভ সম্পর্কে অবহিত। যা কিছু সে গর্ভ ধারণ করে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তাতে কম -বেশী হয় সে সম্পর্কেও তিনি পুরাপুরি ওয়াকিফহাল। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে তাঁর নিকট একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে। (৯) গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জ্ঞাত। তিনি মহান, সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ হয়েই থাকেন।

করতে অক্ষম। তাদের কুসংস্কারাদী তাদেরকে এরূপভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে তারা পরকালের অস্তিত্ব কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না, যদিও তা স্বীকার করা একান্ত যুক্তি সংগত ও তা অস্বীকার করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

(৫)। অর্থাৎ শাস্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে।

(১০) তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলুক কি নিম্ন স্বরে , আর কেউ রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকুক কিংবা দিনের আলোয় চলতে থাকুক আলাহর কাছে তাদের কার্যক্রম সমানভাবে জানা। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে আগে ও পিছে প্রহরী রয়েছে, আল্লাহর নির্দেশে তারা তাকে হেফাজত করে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতির অকল্যাণ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন রদ হওয়ার নয়। আল্লাহর বিরুদ্ধে এই রকমের জাতির কেউ সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে না। (১২) তিনিই তোমাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকিয়ে থাকেন, যা দেখে তোমাদের মনে ভীতির উদ্রেক হয় আর আশাও জাগে। তিনিই পানি ভরা মেঘের সঞ্চার করেন। (১৩) মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে [৬]। আর ফেরেশতাগণ তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে তাঁর তসবীহ পড়ে। তিনি গর্জনকারী বজ্রকে পাঠান এবং (অনেক সময়) তা যার উপর চান ঠিক সেই অবস্থায়ই নিক্ষেপ করেন তথাপিও লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়ায় নিয়োজিত থাকে, অথচ তাঁর কৌশলপূর্ণ চাল বড়ই প্রবল ও পরাক্রান্ত।

(৬)। অর্থাৎ মেঘের গর্জন এ সত্য ঘোষণা করে যে, যে আল্লাহ এই বাতাস প্রবাহিত করেছেন, এই বাষ্প উত্থিত করেছেন এবং ঘন মেঘ জমা করেছেন, বিদ্যুৎকে বারি বর্ষণের উপায় স্বরূপ করেছেন এবং এভাবে পৃথিবীর সৃষ্ট জীবসমূহের জন্যে পানি সরবরাহের

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ
তাঁরই জন্যে আহবান সত্যের এবং যারা ডাকে (অন্য কাউকে) তাকে ছাড়া না তারা সাড়াদেয় তাদেরকে কোন কিছুর

اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَى الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ
এ ব্যতীত যেমন সম্প্রসারণকারী তার হস্তদ্বয় প্রতি পানির যেন পৌছে তার মুখে অথচ নয় তা তার কাছে পৌছবার এবং নয় ডাক

الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾ وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
কাফেরদের এ ব্যতীত মধ্যে ভ্রান্তির এবং আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে মধ্যে আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর

طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল সমূহে এবং সন্ধ্যাসমূহে (নত হয়) বল কে রব আকাশ মন্ডলীর ও

الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِیَآءَ لَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ
পৃথিবীর বল (তিনিই) আল্লাহ বল তোমরা তাহলে কি গ্রহণ করেছ তার পরিবর্তে অভিভাবক (অন্যঅনেককে) না তারা সক্ষম হয় তাদেরনিজেদের জন্যে

نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَ الْبَصِیْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَ
কোন লাভের আর না কোন ক্ষতির বল কি সমান হয় অন্ধ ও চক্ষুমান অথবা কি সমান হয় অন্ধকার সমূহ ও

النُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ ؕ
আলো (তবে) কি তারা স্থির করেছে আল্লাহর জন্যে শরীকদের তারা কি সৃষ্টিকরেছে যেমন তার সৃষ্টি একারণে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে সৃষ্টি তাঁদের উপর

(১৪) তাঁকে ডাকাই (আহবান) করাই বাস্তব ও যথাযথ[৭]। আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই লোকেরা আর যে সব শক্তিকে ডাকে তারা তাদের ডাকের কোনই জওয়াব দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা তো এমন ব্যাপার, যেমন কেউ পানির দিকে হাত প্রসারিত করে তার নিকট আবেদন জানায় যে, তুই আমার মুখের মধ্যে পৌছে যা। অথচ পানি সে পর্যন্ত কখনো পৌছবে না। ঠিক এমনি ভাবে কাফেরদের সাহায্যের আহবান তাৎপর্যহীন, তা ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৫) আসমান যমীনের সব জিনিস তো ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কেবল আল্লাহর সিজদা করে।[৮]।তাদের ছায়া সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই সমানে নত হয়[৯] (সিজদা) (১৬) এই লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও যমীনের রব কে? বল আল্লাহ। তাদেরকে আরো বল যে, এই যখন প্রকৃত ব্যাপার তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব উপাস্যকে নিজেদের অভিভাবক মেনে নিয়েছ যারা খোদ নিজেদের জন্যও কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেনা? বলঃ অন্ধ ও চোখওয়ালা লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয়? তা যদি না হয় তা হলে এদের নির্দিষ্ট শরীকরাও কি তাঁর সৃষ্টির মত কিছু সৃষ্টি করেছে যে, এর কারণে এদেরও সৃস্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়েছে?

ব্যবস্থা করেছেন তিনি নিজের জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পূর্ণ। নিজের গুনরাজিতে অকলংক এবং নিজের কৃতিত্বে অংশবিহীন। পশুদের ন্যায় যারা মাত্র শোনে তারা তো মেঘের গর্জনে শুধু গর্জনের আওয়াজটুকুই শুনতে পায়, কিন্তু যাদের জ্ঞান- বুদ্ধি ও আত্মচেতনা সম্পন্ন কান আছে তারা মেঘের ভাষায় তৌহিদের -আল্লাহর একত্বের ঘোষণা শুনতে পান। (৭) আহ্‌বান করার অর্থ নিজের প্রয়োজন ও অভাবে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা। এ কথার মর্ম হচ্ছে প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি দূর করার সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। সুতরাং প্রার্থনা মাত্র তাঁরই কাছে জানানো উচিত। (৮) সেজদার অর্থ আনুগত্যে বিনত হওয়া, আদেশ পালন করা ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।(৯) ছায়া সমূহের সেজদা করার অর্থ হচ্ছেঃ বস্তুর ছায়া সমূহের সকাল ও সন্ধ্যায় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পতিত হওয়া, এই সত্যেরই নিদর্শন যে, সব জিনিসই কারো নির্দেশের অনুসারী, কারো নির্ধারিত আইনের অধীন।

السجدة

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

বল আল্লাহই স্রষ্টা সব কিছুর এবং তিনি এক সর্বজয়ী তিনি বর্ষণ করেন থেকে আকাশ পানি

فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَ مِمَّا يُوْقِدُوْنَ

ফলে প্লাবিত হয় উপত্যকা সমূহ তার পরিমাণমত অতঃপর বহন করে প্লাবন ফেনা উপরিভাগে এবং তা থেকেও যা তারা প্রজ্বলিত করে

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ

তার উপর মধ্যে আগুনের (বানাতে) চায় অলংকার বা তৈজসপত্র তার মত এভাবে উপমাদেন আল্লাহ

الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ

হক ও বাতিলকে অতঃপর ফেনা এভাবে চলেযায় অকেজো হয়ে আর যা উপকার করে লোকেদের এভাবে স্থিতি পায়

فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ

মধ্যে যমীনের এরূপে বর্ণনাকরেন আল্লাহ দৃষ্টান্ত সমূহ (তাদের)জন্যে যারা সাড়াদেয় তাদের রবের(কথায়)

الْحُسْنٰى ؕ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

কল্যাণ (রয়েছে) এবং যারা না সাড়া দেয় তাকে যদি হয় জন্যে তাদের যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর সমস্তই

وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَ مَاْوٰىهُمْ

আরও তার সম তার সাথে তারা অবশ্যই মুক্তিপন দিবে তা দিয়ে ঐসব (লোক) তাদেরজন্যে রয়েছে মন্দ হিসাব এবং তাদের আবাস

جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

জাহান্নাম এবং অতি নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল তবেকি যে ব্যক্তি জানে যে যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি থেকে তোমার রবের সত্য

كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾

যে (ঐব্যক্তির)মত সে অন্ধ প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা গ্রহণকরে(তা থেকে) বিবেক সম্পন্নরাই

বল প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবল মাত্র আল্লাহতা ' আলাই । তিনিই একক, তিনিই সর্বজয়ী।(১৭) আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন ও উপত্যাকা সমূহের(নদী-নালা) নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুপাতে তাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। আবার প্লাবন আসলে, তখন উপরিভাগে ফেনাও জেগে উঠে। আর এই রকমের ফেনা সেই সব ধাতুর উপরও জেগে উঠে যা অলংকার ও তৈজসপত্র বানাবার জন্য লোকেরা গলিয়ে থাকে।এই উপমা দিয়ে আল্লাহ হক ও বাতিল এর ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তুলেন। যা ফেনা তা উড়ে- উঠে যায়, আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা যমীনে স্থিতি পায়। এই ভাবে আল্লাহতাআলা উপমা দিয়ে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন। (১৮) যে সব লোক তাদের রবের আহবান কবুল করে নিল তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে । আর যারা তা কবুল করল না, তারা যদি দুনিয়ার সমগ্র সম্পদেরও মালিক হয়, আরো তত পরিমাণ সেই সাথে, তা হলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার জন্য এ সব কিছুকে বিনিময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এরা সে সব লোক যাদের নিকট হতে খুব সাংঘাতিকভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর তাদের পরিণতি জাহান্নাম। তা অত্যন্ত খারাব ঠিকানা।

রুকূ-৩ (১৯) এ কি করে সম্ভব! যে ব্যক্তি তোমার রবের এই কিতাবকে- যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন- সত্য বলে জানে, আর যে ব্যক্তি এই মহা সত্যের ব্যাপারে অন্ধ এরা দুজনেই সমান হয়ে যাবে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোক মাত্রই কবুল করে থাকে।

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ

যারা পূর্ণকরে ওয়াদা আল্লাহর এবং না তারাভংগকরে অঙ্গীকার এবং যারা অক্ষুন্ন রাখে যা

اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা সম্বন্ধে অক্ষুন্ন রাখতে ও তারাভয়করে তাদের রবকে এবং তারা আশংকা করে মন্দ হিসাবের

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا

এবং যারা সবর করে চায় সন্তুষ্টি তাদের রবের এবং তারা প্রতিষ্ঠা করে নামাজ ও তারা খরচকরে (তা)থেকে যা

رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

তাদের আমরা রিজিক দিয়েছি গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং তারা প্রতিরোধ করে ভাল দিয়ে মন্দকে ঐসব লোক তাদের জন্যে (রয়েছে)

عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ

পরকালের ঘর জান্নাত স্থায়ী তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং যে কেউ সৎকাজ করেছে মধ্য হতে তাদের পূর্বপুরুষদের ও

اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

তাদের পতি-পত্নীদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের এবং ফেরেশতরা প্রবেশ করবে (উপস্থিত হবে) তাদের কাছে থেকে প্রত্যেক দরজা

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

সালাম (বর্ষিত হোক) তোমাদের উপর একারণে যা তোমরা সবর করেছ অতএব কতই উত্তম পরকালের ঘর

(২০) আর তাদের কর্মনীতি এই হয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদাকে পূর্ণ করে থাকে,এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। (২১) তাদের আচরণ এই হয় যে, আল্লাহ যে সব সম্পর্ক-সম্বন্ধকে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা সব বহাল রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে, আর তাদের নিকট খুব খারাব ভাবে হিসাব নেয়ার আশংকা করে। (২২) তাদের অবস্থা এই হয় যে,তাদের নিজেদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, নামজ কায়েম করে, আমাদের দেয়া রেযক হতে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করতে থাকে। আর মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিরোধ করে। বস্তুতঃ পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট। (২৩) অর্থাৎ এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বসবাসের জায়গা হবে। তারা নিজেরাও তাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা নেক ও সৎ তারাও তাদের সঙ্গে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের সম্বর্ধনার জন্য উপস্থিত হবে।(২৪) এবং তাদের বলবেঃ 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, তার দরুন আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছ।' কাজেই কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর।

وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ

নির্দেশ দিয়েছে | যা | কেটে ফেলে | ও | তা(দৃঢ়ভাবে) বেধেনেয়ার | পরে | আল্লাহর | ওয়াদা | ভংগকরে | যারা | এবং

اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ

এবং | অভিশাপ | তাদের জন্যে | ঐসব লোক | যমীনের | মধ্যে | তারা ফাসাদ করে | এবং | জুড়ে দিতে | তা সম্পর্কে | আল্লাহ

لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ وَ فَرِحُوْا

তারা উল্লাসিত হয়েছে | এবং | পরিমিত দেন | এবং | তিনি ইচ্ছে করেন | যাকে | রিযক | প্রচুর দেন | আল্লাহ | ঘর | নিকৃষ্ট | তাদের জন্যে

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ ع وَ يَقُوْلُ

বলে | এবং | (ক্ষণস্থায়ী) ভোগ সামগ্রী | ছাড়া | আখেরাতের | তুলনায় | দুনিয়ার | জীবন | নয় | এবং | দুনিয়ার | জীবন নিয়ে

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ

পথভ্রষ্ট করেন | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | বল | তাঁর রবের | থেকে | একটি নিদর্শন | তার উপর | নাযিল করা হল | কেন না | অস্বীকার করেছে | যারা

مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ

শান্তি লাভ করে | ও | ঈমান এনেছে | যারা | ফিরে যায় | যে | তাঁর দিকে | পথ দেখান | ও | তিনি ইচ্ছে করেন | যাকে

قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾ اَلَّذِيْنَ

যারা | অন্তরসমূহ | শান্তি লাভ করে | আল্লাহর | স্মরণে | জেনে রাখ | আল্লাহর | স্মরণে | তাদের অন্তরগুলো

اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

গন্তব্যস্থানও (পরিণতি) | উত্তম | ও | তাদের জন্যে রয়েছে | কল্যাণসমূহ | নেকী সমূহের | কাজ করেছে | ও | ঈমান এনেছে

---

(২৫) আর যেসব লোক আল্লাহর ওয়াদা প্রতিশ্রুতি কে শক্ত করে বেধে নেয়ার পর ভংগ করে, যারা সেই সব সম্পর্ক-সম্বন্ধ কেটে ফেলে যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে- তারা অভিশাপ পাওয়ার উপযুক্ত। আর তাদের জন্য পরকালে অত্যন্ত খারাব জায়গা হবে। (২৬) আল্লাহ যাকে চান প্রচুর রিযক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে রেযক দেন। এই লোকেরা দুনিয়ার জীবনের আনন্দে নিমগ্ন হয়ে আছে। অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় এক সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুকু-৪ (২৭) এই লোকরা যারা (হযরত মুহাম্মদের (সঃ) রেসালাত ও নবুয়্যত মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে, বলেঃ 'এই ব্যক্তির প্রতি তাঁর রবের নিকট হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বল আল্লাহ যাকে চান পথ ভ্রষ্ট করে দেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখান যে তাঁর প্রতি ফিরে যায়।(২৮) এই ধরনের লোকেরাই (এই নবীর দাওয়াত) মেনে নিয়েছে এবং তাদের দিল পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে, আল্লাহর স্মরণের কারণে। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ আসলে সেই জিনিস যা দিয়ে দিল পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। (২৯) অনন্তর যেসব লোক হক দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ও সৎকাজ করেছে তারা সৌভাগ্যবান। আর তাদের জন্য আছে অতি উত্তম পরিণতি।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟

(হে মুহাম্মদ) এভাবে | তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি (রাসুলরূপে) | মধ্যে | এক জাতির | নিশ্চয়ই | অতীত হয়েছে | তার পূর্বে | জাতি সমূহ | শুনানোর জন্যে

عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ

তাদের কাছে | যা | আমরা ওহী করেছি | তোমার প্রতি | এ অবস্থায়ও | তারা | অস্বীকার করে | অতীব দয়াময়কে | বল | তিনিই

رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَ لَوْ اَنَّ

আমার রব | নাই | কোন ইলাহ | ছাড়া | তিনি | তারই উপর | আমি ভরষা করেছি | এবং | তারই দিকে | আমার প্রত্যাবর্তন | এবং | যদি | যে (এমন হত)

قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ

(এই) কুরআন | গতিশীল করা যেত | তা দিয়ে | পাহাড় সমূহ | বা | খন্ডিত করা যেত | তা দিয়ে | যমীনকে | অথবা | কথা বলান যেত | তা দিয়ে

الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ

মৃতদেরকে(তবুও ঈমান আনত না) | বরং | আল্লাহর ইখতিয়ারে | বিষয় | সমস্তই | তবে কি না | নিরাশ হয়েছে | যারা | ঈমান এনেছে | যে | যদি

يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ

ইচ্ছে করতেন | আল্লাহ | অবশ্যই পথ দেখাতেন | লোকদের | সকলকে | এবং | সর্বদাই | যারা | অস্বীকার করেছে | তাদের পৌছবে

بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ

একারণে যা | তারা করেছে | বিপদ | অথবা | নেমে আসবে | নিকটে | তাদের ঘরের | যতক্ষণ না | আসবে | ওয়াদা | আল্লাহর

(৩০) (হে মুহাম্মদ!) এরূপ মর্যাদারসাথে আমরা তোমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি[১০]। এমন এক মানবগোষ্ঠীর প্রতি যাদের পূর্বে বহু সংখ্যক মানবগোষ্ঠী অতীত হয়ে গেছে, যেন তুমি এই লোকদেরকে সেই পয়গাম শুনাতে পার, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। করেছি এই অবস্থায় যে, এই লোকেরা তাদের অতীব অনুগ্রহ সম্পন্ন আল্লাহর অমান্যকারী হয়ে রয়েছে। তাদেরকে বলঃ "তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই , তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি, এবংতারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।

(৩১) আর যদি এই কুরআন এমন হত, যার শক্তিতে পাহাড় চালান যেত বা যমীন দীর্ণ হত কিংবা মুর্দারা কবর হতে বের হয়ে কথা বলতে শুরু করত? (এ ধরনের নির্দশন দেখানো কঠিন কিছুই নয়)কিন্তু তারা ঈমান আনত না বরং সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার তো আল্লহরই হাতে রয়েছে। [১১]। ঈমানদার লোকেরা (এখন পর্যন্ত কাফেরদের দাবী দাওয়ার জবাবে কোন নিদর্শন যাহির হওয়ার জন্য আশায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল এবং তারা এই কথা জানতে পেরে) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়াত দান করতেন[১২]? যে সব লোক আল্লাহর সাথে কুফরীর আচরণ অবলম্বন করে রেখেছে তাদের উপর তাদের কার্যকলাপের কারণে কোন না কোন বিপদ আসতেই থাকে, কিংবা তাদের ঘরের নিকটে নাযিল হতেই থাকে, এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা এসে পূর্ণ হয়।

(১০) অর্থাৎ এসব লোক যেসব নিদর্শনের দাবী করে সেরূপ কোন নিদর্শন ছাড়া।(১১) অর্থাৎ নিদর্শন বা নিশানী না দেখানোর অর্থ এই নয় যে আল্লাহতাআলা তা দেখাতে অক্ষম । বরং প্রকৃত কারণ হচ্ছে এ পন্থায় কাজ করা আল্লাহতা ' আলার মসলেহাতের বিপরীত, তার বিচক্ষণতার সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ লোকদের চিন্তা ও দৃষ্টির সংশোধন-সংস্কার ছাড়া হেদায়াত সম্ভব নয়। ১২। অর্থাৎ সমঝ-বুঝ ছাড়া যদি মাত্র বোধহীন বিশ্বাসই উদ্দেশ্য হতো তবে তার জন্যে নিশানী দেখানোর আনুষ্ঠানিকতার কি প্রয়োজন ছিল?

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না।

রুকূ-৫ (৩২) তোমার পূর্বেও বহু নবী-রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি সব সময়ই অস্বীকার ও অমান্যকারীদের ঢিল দিয়ে এসেছি, আর শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। লক্ষ্যকর, আমার শাস্তি কত কঠিন ছিল। (৩৩) যিনি প্রত্যেকটি প্রানীর উপার্জনের উপর দৃষ্টি রাখেন, (তার মুকাবিলায় কি এ ধরনের দুঃসাহস করা হচ্ছে যে) লোকেরা তাঁর কিছু শরীক নির্দিষ্ট করে রেখেছে? হে নবী এদের বলঃ (তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহর নিজের বানানো শরীক হয়ে থাকে তবে) ' তাদের নাম কর দেখি কারা? তোমরা কি আল্লাহকে এক নতুন সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি নিজের যমীনে আছে বলে জানেন না?' কিংবা তোমরা বাস্ মুখে যা আসে তাই বলে ফেলছ? প্রকৃত কথা এই যে, যে সব লোক হক ও দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য তাদের কুটকৌশল[১৩] সমূহকে আকষর্ণীয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ যাকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

আল্লাহ তো সমস্ত মানুষকে মু' মিনরূপে পয়দা করে এ কাজ করতে পারতেন।(১৩)। কারণ হচ্ছে, যে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সমূহকে, যে ফেরেশতা ও আত্মাদেরকে অথবা যে সাধু ও মহৎ ব্যক্তিদের ইলাহী গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা ও যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ অধিকার সমূহে অংশীদার গণ্য করা হয়েছে আসলে তাদের মধ্যে কেউই কখনও না এই গুণ- ক্ষমতাগুলি নিজেদের বলে ঘোষণা করেছেন,আর না এই অধিকারগুলির কখনও দাবী করেছেন এবং না মানুষকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে তোমরা আমাদের উদ্দেশ্য উপসনার অনুষ্ঠানগুলি পালন কর, আমরা তোমাদের অভিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে দেবো। বরং চালাক ও চতুর লোকেরাই জনসাধারণের উপর নিজেদের প্রভুত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ও তাদের উপার্জনের মধ্যে নিজের ভাগ বসানোর জন্য কতকগুলি কৃত্রিম রব গড়েছে। সাধারণকে সেই সব ঠাকুর- দেবতা ও কৃত্রিম আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছে ও নিজেদেরকে কোন না কোনরূপে ঐ সব মিথ্যা আল্লার প্রতিনিধিরূপে পেশ করে মানুষকে প্রতারণা করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে।

(৩৪) এই ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই আযাব রয়েছে আর পরকালীন আযাব তো তা হতেও কঠিন ও কঠোর। এমন কেউ নেই যে তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে। (৩৫) আল্লাহ-ভীত লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় এই যে, তার পাদদেশ নির্ঝরিণী প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফল ফলাদি চিরন্তন এবং তার ছায়া অবিনশ্বর। এই মুত্তাকী লোকদের পরিণাম। আর সত্য অমান্যকারীদের পরিণতি এই যে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে। (৩৬) হে নবী, যে লোকদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এই কিতাব- যা আমরা তোমাকে দিয়েছি -পেয়ে সন্তুষ্ট। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কোন কোন কথা মানে না। তুমি স্পষ্ট বলে দাও যে, আমাকে তো কেবল আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর নিষেধ করা হয়েছে তাঁর সাথে কাউকে শরীক বানাতে। কাজেই আমি তাঁর দিকেই আহবান করছি। আমার প্রত্যাবর্তনও তাঁরই দিকে। (৩৭) এই নির্দেশের সংগে আমরা এই আরবী ফরমান তোমার উপর নাযিল করেছি। এখন যদি তুমি তোমার নিকট আসা এই ইলম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও লোকদের মনস্কামনার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর মুকাবিলায় তোমার না কোন সাহায্যকারী আছে না তাঁর পাকড়াও হতে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারে।

রুকু-৬ (৩৮) তোমার পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক নবী-রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সম্পন্ন বানিয়েছিলাম[১৪]। আর কোন রসূলেরই এই শক্তি ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকেই কোন নিদর্শন নিজেরাই দেখিয়ে দিবে; প্রত্যেক যুগের জন্যই একখানি কিতাব রয়েছে। (৩৯) বস্তুতঃ আল্লাহ যাই চান নিশ্চিহ্ন করে দেন, আর যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। উম্মুল কিতাব[১৫] (গ্রন্থের মূল উৎস) তো তাঁরই নিকট রক্ষিত। (৪০) আর হে নবী, এই লোকদেরকে আমরা যে খারাব পরিণতির ধমক দিচ্ছি, তার কোন অংশ চাই আমরা তোমার জীবদ্দশাতেই দেখিয়ে দিই কিংবা তা প্রাকাশিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমাকে উঠিয়ে নিই- অবস্থা যাই হোক না কেন, তোমার কাজ তো শুধু পয়গাম পৌছে দেয়া, আর হিসাব গ্রহণ করা আমাদের কাজ। (৪১) এই লোকেরা কি দেখতে পায়না যে, আমরা এই যমীনের উপর চলে আসছি এবং তার পরিধি চারিদিক হতে সংকীর্ণ করে আনছি[১৬]; আল্লাহ শাসন ও ফায়সালা দান করছেন, তাঁর ফায়সালার রদকারী কেউ নেই এবং তাঁর হিসাব নিতে কিছুমাত্র দেরী লাগে না।

(১৪) এখানে নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে একটি অভিযোগের জবাব দেয়া হচ্ছে। তারা বলতো যে এতো আচ্ছা নবী যার বিবিও আছে আবার বাচ্চাও আছে! পয়গম্বরদেরও বুঝি ইন্দ্রিয় কামনার সংগে সম্পর্ক থাকতে পারে! কিন্তু অন্যপক্ষে কোরায়েশগণ নিজেরাই হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর হওয়ার গৌরব করতো। (১৫) উম্মুল কিতাবের অর্থ হচ্ছে মুল কিতাব, অর্থাৎ সেই উৎস যার থেকে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ নির্গত হয়েছে। (১৬) অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কি দেখতে পাচেছ না যে- ইসলামের প্রভাব আরব ভূমির কোনায় কোনায় প্রসারিত হয়ে চলেছে? এবং চতুর্দিক থেকে তারা বেষ্টিত হয়ে আসছে। এটা যদি তাদের অন্তিম পরিণতির লক্ষণ না হয় তবে এটা কি? আল্লাহতায়ালা যে বলেছেন; ‘আমি এই ভুখন্ডকে বেষ্টন করে চলে আসছি’ এটা হচ্ছে একটা সুক্ষ মনোরম বর্ণনা পদ্ধতি। যেহেতু দাওয়াতে হক- সত্যের আহবান আল্লাতাআলারই পক্ষ থেকে হয় এবং আল্লাহতাআলা দাওয়াত পেশকারীদের সংগেই থাকেন -এজন্যে কোন ভূখন্ডে এই দাওয়াতের প্রসারকে আল্লাহতাআলা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ‘আমি নিজে এই ভুখন্ডে এগিয়ে চলে আসছি।’
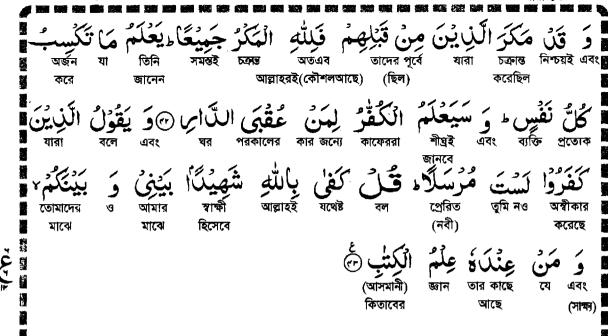
(৪২) এর পূর্বে যে সব লোক অতীত হয়ে গেছে তারা বহু বড় বড় অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু আসল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী কৌশল তো পুরোপুরিই আল্লাহরই মুষ্টিতে নিবদ্ধ রয়েছে। তিনি জানেন কে কি সব কামাই-রোজগার করছে। আর অতি শীঘ্রই এই সত্য- অমান্যকারীরা দেখতে পারবে- কার পরিণাম ভাল হয়ে থাকে। (৪৩) এই অমান্যকারীরা বলে, ' তুমি আল্লাহর প্রেরিত (নবী) নও'। বলঃ 'আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট, তার পর এমন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষ্যই যে আসমানী কিতাবের ইলম রাখে '।

সূরা ইবরাহীম

নামকরণ

ষষ্ঠ রুকূর প্রথম আয়াতঃ-وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا--এ উল্লেখিত ইবরাহীম শব্দটিকে গোটা সূরার নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় ইবরাহীমের জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে । বরং অন্যান্য অনেক সূরার ন্যায় এ শুধু আলামত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে হযরত ইবরাহীমের উল্লেখ হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়

এ সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগী মক্কার শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মতই। এ সূরা রা আদ এর নিকটবর্তী কালেই নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে তৃতীয় রুকূর প্রথম আয়াতে-

-وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا (১৩নং আয়াত)-

- আমান্যকারীরা নিজেদের নবী রসূলগণকে বললঃ 'হয় আমাদের সমাজের মধ্যেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আমাদের এ দেশ হতে তোমাদের তাড়িয়ে দেব। 'এ থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ সময় মক্কায় মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন চরম সীমায় পৌছেছিল এবং মক্কাবাসীরা অতীত কালের কাফের জাতিগুলোর মত নিজেদের দেশ হতে ঈমানদার লোকদেরকে বহিস্কৃত ও বিতাড়িত করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল। এ কারণেই তাদের এমন ধমক দেয়া হয়েছে- যেরূপ ধমক তাদের নীতি অনুসরণকারী প্রাচীন জাতিসমূহকে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছেঃ 'আমরা যালেম লোকদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।' পক্ষান্তরে ঈমানদার লোকদেরকে ঠিক সেরূপ সান্তনা দেয়া হয়েছে, যেমন দেয়া হয়েছিল তাদেরই পূর্বসূরীদের। বলা হয়েছিলঃ
-
- আমরা এ যালেম লোকদেরকে নির্মূল করার পর তোমাদেরকে এই ভূ-ভাগে আবাদ করে দেব। অনুরূপ ভাবে শেষ রুকূর বাচনভংগীও এমন যা হতে এ সূরা মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ বলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

মূলবক্তব্য

যে সব লোক নবী (সঃ) এর রেসালাত ও নবুয়্যতকে অমান্য করছিল এবং তার দাওয়াত ও আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে সব রকমের নিকৃষ্টতম কলা-কৌশল অবলম্বন করছিল, এ সূরাতে মূলতঃ তাদেরই সাবধান করা হয়েছে। কিন্তু বুঝান অপেক্ষা সতর্কীকরণ, তিরস্কার, ভৎর্সনা ও হুকুমের সুর এ সূরায় অধিক তীব্র ও তীক্ষ্ম। এর কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বুঝদানের দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় পালন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ কাফেরদের জিদ, হঠকারীতা, শত্রুতা, আক্রোশ, দুস্কৃতি, প্রতিবন্ধকতা এবং যুলুম ও নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েই যাচ্ছিল।

اٰيَاتُهَا ٥٢ (١٤) سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٧

৫২ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা ইবরাহীম মককী ৭ তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

আলিফ - লা- ম রা- | (এই) কিতাব | তা আমরা নাযিল করেছি | তোমার প্রতি | তুমি যেন বের কর | লোকদেরকে | থেকে | অন্ধকার সমূহ | দিকে | আলোর

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ① اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي

অনুমতি ক্রমে | তাদের রবের | দিকে | পথের | পরাক্রমশালী | স্বতঃই প্রশংসিত | আল্লাহ | তিনিই | যার মালিকানায় | যাকিছু | মধ্যে আছে

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ②

আকাশ মন্ডলীর | ও | যা কিছু | মধ্যে আছে | পৃথিবীর | এবং | দূর্ভোগ | কাফেরদের জন্যে | হতে | আযাব | কঠোর

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

যারা | প্রাধান্য দেয় | জীবনকে | দুনিয়ার | উপর | আখেরাতের | ও | (মানুষকে) বাধাদেয় | থেকে | পথ

اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ③ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ

আল্লাহর | ও | তাকে করতে চায় | বাঁকা | ঐসব লোক | মধ্যে আছে | গোমরাহীর | (বহু) দুরে | এবং | না | আমরা পাঠাই | কোন

رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ

রসূলকে | এ ব্যতীত | ভাষায় | তার জাতির | সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যেন | তাদেরকে | অতপর পথভ্রষ্ট করেন | আল্লাহ | যাকে | ইচ্ছে করেন | ও

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

সৎ পথ দেখান | যাকে | ইচ্ছে করেন | এবং | তিনি | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময়

রুকু-১ (১) আলিফ লা-ম রা- হে মুহাম্মদ! এ একখানি কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদেরকে জমাট বাঁধা অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসো -তাদের রবের দেয়া সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে- সেই আল্লাহর পথে যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত[১]। (২) আল্লাহই যমীন ও আসমানে বর্তমান সবকিছুরই মালিক। আর কঠিন শাস্তি রয়েছে সত্যদ্বীন অমান্যকারীদের জন্য। (৩) যারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যারা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং চায় যে এই পথ (তাদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী) বাঁকা হয়ে যাক; এই লোকেরা গোমরাহীতে বহুদুরে চলে গেছে। (৪) আমরা আমাদের বানী পৌঁছবার জন্য যখন যেখানেই কোন রসূল পাঠিয়েছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায় পয়গম পৌঁছেছে, যেন সে তাদেরকে ভাল ভাবেই কথা প্রকাশ করে বলতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ভ্রান্ত করেন, আর যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তিনি প্রবল-পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ।

(১) 'হামীদ' শব্দটি যদিও 'মোহাম্মদ' শব্দের সমার্থবোধক, তুবও দুটি শব্দের মধ্যে এক সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কোন ব্যক্তিকে তখনই 'মোহাম্মদ' বলা হলা হয় যখন তার প্রশংসা করা হয়েছে বা করা হয়। কিন্তু 'হামীদ' হচ্ছে স্বতঃই প্রশংসার যোগ্য- কেউ তার প্রশংসা করুক বা না করুক।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

আলোর দিকে অন্ধকার থেকে তোমার বের কর যে আমাদের মূসাকে আমরা প্রেরন নিশ্চয়ই এবং
সমূহ জাতিকে নিদর্শনাদি সহ করেছিলাম

وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑤ وَ

এবং পরম কৃতজ্ঞ পরম জন্যে অবশ্যই এর মধ্যে নিশ্চয়ই আল্লাহর দিনগুলো তাদেরকে এবং
ব্যক্তির ধৈর্যশীল প্রত্যেক নিদর্শনাবলী আছে দিয়ে উপদেশ দাও

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ

সম্প্রদায় থেকে তোমাদের তিনি যখন তোমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ তোমরা তার মূসা বলেছিল স্বরণকর
উদ্ধার করেন উপর স্মরণে রাখ জাতিকে যখন

فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

তারা জীবিত ও তোমাদের পুত্র তারা জবেহ এবং শাস্তি নিকৃষ্ট তোমাদের উপর ফিরাউনের
রাখত সন্তানদেরকে করত তারা প্রয়োগ করত

نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن

অবশ্যই তোমার ঘোষণা (স্বরণ কর) এবং বিরাট তোমাদের থেকে পরীক্ষা এর মধ্যে এবং তোমাদের
যদি রব করেন যখন রবের (ছিল) নারীদেরকে

রুকু-২

شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦ وَقَالَ مُوسَىٰ

মূসা বলেছিল এবং অবশ্যই আমার নিশ্চয়ই তোমরা অবশ্যই এবং তোমাদের অবশ্যই তোমরা কৃতজ্ঞ
কঠোর শাস্তি (তবে) অকৃতজ্ঞ,হও যদি অধিকদেব হও

إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑧

স্বতঃই অবশ্যই আল্লাহ তবুও সকলেই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু ও তোমরা কুফরী কর যদি
প্রশংসিত মুখাপেক্ষহীন নিশ্চয়ই আছে

(৫) আমরা এর পূর্বে মূসাকেও স্বীয় নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমার নিজের জাতির লোকদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে এসো, এবং তাদেরকে আল্লাহর ইতিহাসের[২] শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও। এতে বহু বড় বড় নিদর্শন বর্তমান- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী[৩]। (৬) স্মরণ কর, মূসা যখন তার জাতির লোকদেরকে বললঃ 'আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্মরণে রাখবে যা তিনি তোমাদের প্রতি দান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনীদের হাত হতে মুক্ত করলেন যারা তোমাদেরকে কঠিন কষ্ট দিচ্ছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েলোকদেরকে জীবিত রাখত। এতে তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের বড় অগ্নি পরীক্ষা নিহিত ছিল। রুকু-২ (৭) আর স্মরণ রেখো তোমাদের রব সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ হও তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দান করব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা করবে তাহলে জেনো আমার শাস্তি বড়ই কঠিন ও কঠোর।" (৮) আর মূসা বলেছিলঃ 'তোমরা যদি কুফরী কর এবং যমীনের অধিবাসী সব লোকও যদি কাফের হয়ে যায় তবে আল্লাহতো মুখাপেক্ষহীন এবং নিজ সত্তায় নিজে প্রশংসিত।'

(২) 'আইয়াম' স্মরনীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে বুঝাতে আরবী ভাষায় একটি পারিভাষিক শব্দ। আইয়ামাল্লাহ- আল্লাহর দিনগুলি,এর অর্থ -মানবীয় ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি যার মধ্যে আল্লাহতা'আলা অতীত যুগের জাতিসমূহের বিরাট বিরাট ব্যক্তিদের তাদের কার্যফল হিসাবে শাস্তি বা পুরস্কার দান করেছেন। ৩। অর্থাৎ এ নিদর্শনসমূহ তো নিজ স্থানে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তা থেকে উপকৃত হওয়া মাত্র সেই সব লোকদের কাজ যারা আল্লাহতা'আলার পরীক্ষাগুলি থেকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সংগে উত্তীর্ণ হয় ও আল্লাহতাআলার নেয়ামতসমূহের সঠিক উপলব্ধিসহ সে সবের জন্যে যথার্থ রূপে কৃতজ্ঞতা পালন করে।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ	نَبَؤُا	الَّذِينَ	مِن قَبْلِكُمْ	قَوْمِ	نُوحٍ	وَ	عَادٍ	وَ	ثَمُودَ ۛ
তোমাদের কাছে আসে নাই কি	খবরাদি	(তাদের) যারা	তোমাদের(ছিল) পূর্বে	জাতি	নূহের	ও	আদ	ও	সামূদ

وَ	الَّذِينَ	مِن بَعْدِهِمْ ۛ	لَا	يَعْلَمُهُمْ	إِلَّا	اللَّهُ ۚ	جَاءَتْهُمْ	رُسُلُهُم
এবং	যারা	তাদের পরে (এসেছে)	না	তাদেরকে কেউ জানে	ব্যতীত	আল্লাহ	তাদের কাছে এসেছিল	তাদের রসূলরা

بِالْبَيِّنَاتِ	فَرَدُّوا	أَيْدِيَهُمْ	فِي	أَفْوَاهِهِمْ	وَ	قَالُوا	إِنَّا	كَفَرْنَا	بِمَا
সুস্পষ্ট নিদর্শনাদীসহ	অতঃপর তারা ফিরিয়েছে	তাদের হাতগুলো	মধ্যে	তাদের মুখগুলোর	এবং	তা বলেছিল	নিশ্চয়ই	আমরা অস্বীকার করলাম	ঐবিষয়ে যা

أُرْسِلْتُم	بِهِ	وَ	إِنَّا	لَفِي	شَكٍّ	مِّمَّا	تَدْعُونَنَا	إِلَيْهِ	مُرِيبٍ ﴿٩﴾	قَالَتْ
তোমরা প্রেরিত হয়েছ	ঐ সম্বন্ধে	এবং	নিশ্চয় আমরা	অবশ্যই মধ্যে	সন্দেহের	তা হতে যা	আমাদের তোমরা ডাকছ	তারই দিকে	সন্দেহ উদ্রেককারী	বলেছিল

رُسُلُهُمْ	أَفِي	اللَّهِ	شَكٌّ	فَاطِرِ	السَّمَاوَاتِ	وَ	الْأَرْضِ ۖ	يَدْعُوكُمْ	لِيَغْفِرَ لَكُم
রসূলরা	আছে কি	আল্লাহর (সম্বন্ধে)	কোন সন্দেহ	যিনি সৃষ্টিকর্তা	আকাশমন্ডলীর	ও	পৃথিবির	তোমাদেরকে তিনি ডাকছেন	তোমাদের মাফ করে দেয়ার জন্য

مِّن	ذُنُوبِكُمْ	وَ	يُؤَخِّرَكُمْ	إِلَىٰ	أَجَلٍ	مُّسَمًّى ۚ	قَالُوا	إِنْ	أَنتُمْ	إِلَّا
থেকে	তোমাদের পাপ সমূহ	এবং	তোমাদের অবকাশ দেবেন	পর্যন্ত	কাল	নির্দিষ্ট	তারা বলেছিল	নও	তোমরা	ব্যতীত

بَشَرٌ	مِّثْلُنَا	تُرِيدُونَ	أَن تَصُدُّونَا	عَمَّا	كَانَ يَعْبُدُ	آبَاؤُنَا	فَأْتُونَا
মানুষ	আমাদের মত	তোমরা চাচ্ছ	আমাদের তোমরা যে বিরত রাখবে	ঐ বিষয়ে যা	ইবাদত করে আসছে	আমাদের পূর্বপুরুষরা	অতএব আমাদের কাছে আন

بِسُلْطَانٍ	مُّبِينٍ ﴿١٠﴾
কোন প্রমান	সুস্পষ্ট

(৯) তোমাদের নিকট[4] কি সেই জাতি সমূহের অবস্থার বিবরণ পৌছেনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে? নূহের জাতি আদ সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কালের বহু সংখ্যক জাতি- যাদের সংখ্যা আল্লাহই জানেন? তাদের নবী-রসূলগণ যখন তাদের নিকট স্পষ্ট কথা ও প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল তারা নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরল[5]। এবং বললঃ যে পয়গামসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না; আর তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ সে সম্পর্কে আমরা বড়ই কুণ্ঠাপূর্ণ-সন্দেহে পড়ে রয়েছি। (১০) নবীরসূলগণ বললঃ আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ আছে কি? যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করার ও তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে। তারা জবাব দিলঃ তোমরা কিছুই নও-শুধু সেই রকম লোক-যেমন আমরা। তোমরা আমাদেরকে সেই ব্যক্তিসত্তাদের বন্দেগী করা হতে বিরত রাখতে চাও যাদের বন্দেগী বাপ-দাদা হতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে কোন সুস্পষ্ট সনদ পেশ কর।

(৪) হযরত মূসার (আঃ) ভাষণ উপরে সমাপ্ত হয়েছে। এখন সরাসরি মক্কার কাফেরদের প্রতি ভাষণ শুরু হচ্ছে।(৫) অর্থাৎ কোন গুরুত্ব না দিয়ে তাচ্ছিল্লভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল।

(১১) নবী-রসূলরা বললঃ 'বাস্তবিকই আমরা কিছু নই, বরং আমরা তোমাদের মত মানুষ । কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান ধন্য করেন। আর আমাদের ক্ষমতা বা ইখতিয়ারে নাই যে, তোমাদের জন্য কোন সনদ এনে দেব। সনদ তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে আসতে পারে। আর আল্লাহরই উপর ঈমানদার লোকদের ভরষা করা কর্তব্য (১২) আমরা আল্লাহরই উপর ভরষা করব না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে পথে তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদেরকে যে সব কষ্ট ও পীড়ন দাও সেজন্য আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, আর যারা ভরষা করে তাদের কেবল আল্লাহরই ভরষা করা উচিত।'

রুকু-৩ (১৩) শেষ পর্যন্ত অমান্যকারীরা তাদের নবী রসূলদের বললঃ 'হয় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে[৬], অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দেব।' তখন তাদের রব তাদের প্রতি অহী পাঠালেন যে, আমরা এই যালেমদেরকে ধ্বংস করে দেব। (১৪) আর তাদের পরে তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করব। এ একটি পুরস্কার তার জন্য যে আমার নিকট জবাবদিহি করার ভয় রাখে এবং আমার আযাবের ভয় করে।

---

(৬) এর অর্থ এই নয় যে, পয়গম্বরেরা (আঃ) নবুয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নিজেদের পথভ্রষ্ট জাতির ধর্মীয় আদর্শ ও পদ্ধতির অনুবর্তী হয়ে থাকতেন, বরং এর অর্থ হচ্ছে যেহেতু নবুয়্যাতের পূর্বে তারা এক প্রকারের নীরব জীবন যাপন করতেন, কোন ধর্মের প্রচার বা কোন প্রচলিত ধর্মের খন্ডন ও প্রতিবাদ তারা করতেন না- এই জন্য তাদের জাতি বুঝতো তিনি তাদেরই মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত, তাদেরই জীবনাদর্শ ও জীবন পদ্ধতির অনুবর্তী ছিলেন এবং নবুয়্যাতের কাজ শুরু করে দেবার পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো- তিনি পৈত্রিক মিল্লাতের জীবন পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নবুয়্যাতের পূর্বেও কখনো মুশরেকদের মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হতেন না যে তাদের বিরুদ্ধে মিল্লাত থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ আনা যেতে পারে।

وَ اسْتَفْتَحُوْا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ⑮ مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى

এবং তারা ফায়সালা চাইল | এবং ব্যর্থ হল | প্রত্যেক | উদ্ধত | স্বৈরাচারী (সত্যেরদুশমন) | তার পশ্চাতে (রয়েছে) | জাহান্নাম | এবং | পান করান হবে

مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ⑯ يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ

থেকে | পানি | গলিত পুজের | তা সে ঢোক গিলবে | অথচ | না | প্রায় সম্ভব হবে | তা গলধঃকরণ করা | এবং | তার কাছে আসবে | মৃত্যু

مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ⑰ مَثَلُ

থেকে | প্রত্যেক | জায়গা | কিন্তু | না | সে (হবে) | মৃত্যুবরণকারী | এবং | থেকে | তার পশ্চাতে | আযাব | কঠোর | দৃষ্টান্ত

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ

যারা (তাদের) | কুফরী করেছে | তাদের রবের সাথে | তাদের কাজ সমূহ | যেন ভস্ম | প্রচন্ড চলে | তার সাথে | বায়ু | দিনে

عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ⑱

ঝটিকাপূর্ণ | না | তারা সমর্থ হবে | তা হতে যা | তারা উপার্জন করেছে | উপর | কিছুর | এটা | সেই | গুমরাহী | দূরের

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

না কি | তুমি লক্ষ্যকর | যে | আল্লাহ | সৃষ্টি করেছেন | আকাশ মন্ডলী | ও | পৃথিবী | মহাসত্যের উপর | যদি | তিনি ইচ্ছা করেন | তোমাদের নিয়ে যাবেন

وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑲ وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ⑳ وَ بَرَزُوْا

ও | নিয়ে আসবেন | সৃষ্টি | নয়া | এবং | নয় | এটা | উপর | আল্লাহর | কঠিন | এবং | উপস্থিত হবে (উন্মোচিত হবে)

لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا

আল্লাহর কাছে | সকলে | অতঃপর বলবে | দূর্বলেরা | তাদেরকে যারা | অহংকার করত | নিশ্চয়ই আমরা | ছিলাম তোমাদের জন্যে | অধীন

(১৫) তারা চূড়ান্ত ফায়সালা চেয়েছিল। (এভাবেই তাদের ফায়সালা হল) আর প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী সত্যের দুশমন ব্যর্থ হয়ে গেল। (১৬) অতঃপর তার সামনের দিকে তার জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে পুঁজ-রক্তের মত পানি পান করতে দেয়া হবে। (১৭) সে তা খুব কষ্ট করে গলধঃকরণ করতে চেষ্টা করবে, আর খুব কমই গলধঃকরণ করতে পারবে। মৃত্যুর ছায়া চারিদিক হতে আচ্ছন্ন করে রাখবে। কিন্তু সে মরতে পারবে না। আর সামনে এক কঠিন আযাব তার উপর চেপে বসবে। (১৮) যে সব লোক নিজেদের রবের সাথে কুফরী করেছে তাদের কাজের দৃষ্টান্ত সেই ভস্মের মত যাকে এক ঝটিকাপূর্ণ দিনের ঝড়ো হাওয়া উড়িয়ে দিয়েছে। তারা নিজেরদের কৃতকর্মের কোন ফলই পেতে পারে না। এ- প্রথম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতা। (১৯) তোমরা কি দেখনা, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকে মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন?তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন। (২০) এরূপ করা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। (২১) আর এই লোকেরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হবে, তখন এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে দূর্বল ছিল তারা যারা বড়লোক বনেছিল তাদেরকে বলবেঃ 'দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম,

فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَىٰنَا
আমাদের(মুক্তির) যদি তারা কিছু কোন আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে উপকারী তোমরা তাহলে
পথ দেখাতেন বলবে হবে(বাচাতে) কি

ٱللَّهُ لَهَدَيْنَـٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾ وَ
এবং পালানোর কোন আমাদের নাই আমরা বা আমরা ধৈর্য আমাদের সমান তোমাদের অবশ্যই আল্লাহ
জায়গা জন্যে ধৈর্যশীল হই চ্যুত হই জন্যে আমরা পথ দেখাতাম

قَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَ وَعَدتُّكُمْ
তোমাদের আমি এবং সত্য ওয়াদা তোমাদের আল্লাহ নিশ্চয়ই বিষয়টির ফয়সালা যখন শয়তান বলবে
ওয়াদা দিয়েছিলাম ওয়াদাদিয়েছিলেন করা হবে

فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَ مَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ
তোমাদের আমি যে এছাড়া আধিপত্য কোন তোমাদের আমার ছিল না এবং তোমাদের আমি কিন্তু
ডেকেছিলাম উপর জন্যে ওয়াদা ভংগ করেছি

فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَ لُومُوٓا أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَآ أَنتُم
তোমরা না এবং তোমাদের ফরিয়াদে আমি না তোমাদের তোমরা অবে আমাকে তোমরা সুতরাং আমার তোমরা তখন
সাড়াদানকারী নিজেদেরকে তিরষ্কারকর তিরষ্কার কর না জন্যে সাড়া দিয়েছিলে

بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ
তাদের যালেমদের নিশ্চয়ই ইতি পূর্বে আমাকে তোমরা ঐবিষয়ে অস্বীকার আমি আমার ফরিয়াদে
জন্যে আছে শরীক করেছ যা করছি নিশ্চয়ই সাড়াদানকারী

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَ أُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن
থেকে প্রবাহিত জান্নাতে নেকী কাজ ও ঈমান (তাদের) প্রবেশ এবং মর্মন্তুদ আযাব
হয় সমূহের করেছে এনেছে যারা করানো হবে

تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ
নির্ঝরিণী সমূহ তার পাদদেশ

এখন তোমরা আল্লাহর আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য কিছু করতে পার?' তারা জবাব দিবেঃ 'আল্লাহ যদি আমাদেরকেই মুক্তির কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরও দেখতাম। এখন আহাজারী করি কি ধৈর্য অবলম্বন করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নেই।'

রুকূ-৪ ২২। আর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবেঃ 'এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে সব ওয়াদা করেছিলেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম তম্মধ্যে কোন একটিও পুরা করি নাই। তোমাদের উপর আমার তো কোন জোর ছিলনা।আমি এছাড়া আর তো কিছু করিনি, শুধু এই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহবান করেছি। আর তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে দোষ দিওনা- তিরস্কার করো না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত কর। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পার। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ী ব্যাপারে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে[৭], আমি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত।' এরূপ যালেমদের জন্যতো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত। ২৩। পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ায় ঈমান এনেছে, আর যারা নেক আমল করেছে তদের এমন সব বাগীচায় প্রবেশ করান হবে, যে সবের নিম্ন দেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবহমান হবে।

(৭) এ কথা অতি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে কেউই শয়তানকে আল্লাহর সাথে প্রভুত্ব ও মর্যাদার অংশীদার মনে করে না বা তার উপাসনা করে না; বরং সকলেই তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে। কিন্তু তার আনুগত্য, দাসত্ব এবং জেনেশুনে বা অন্ধভাবে তার পন্থাপদ্ধতির অনুসরণ লোকে অবশ্য করে থাকে, এ কাজকেই এখানে শেরক বলা হয়েছে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۭ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ

তারা স্থায়ী হবে / তার মধ্যে / অনুমতিক্রমে / তাদের রবের / তাদের সম্বর্ধনা হবে / তার মধ্যে / সালাম / তুমি লক্ষ্য কর নাই কি / কেমন / বর্ণনা করেছেন / আল্লাহ

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي

উপমা / বাক্য (কালেমাতাইয়েবা) / পবিত্র / (তা) একটি বৃক্ষের মত / (যা) পবিত্র / তার মূল / সুদৃঢ় / ও / তার শাখাগুলো

السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۭ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

ঊর্দ্ধে (বিস্তৃত) / দানকরে / তার ফল / প্রত্যেক / মুহূর্তে / অনুমতি ক্রমে / তার রবের / এবং / বর্ণনা করেন / আল্লাহ / দৃষ্টান্ত সমূহ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ

লোকদের জন্যে / তারা যাতে / শিক্ষা গ্রহণকরে / এবং / উপমা / বাক্য / নোংরা / (তা) একটি বৃক্ষের মত / নোংরা

اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

উপড়ে নেয়া হয়েছে / থেকে / উপর / পৃথিবীর / নেই / তার জন্যে / কোন / স্থিতি / প্রতিষ্ঠিত করেন / আল্লাহ / (তাদের) যারা

اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ

ঈমান এনেছে / বাণী দিয়ে / সুদৃঢ় / মধ্যে / জীবনের / দুনিয়ার / এবং / মধ্যে / আখেরাতের / এবং / পথ ভ্রষ্ট করেন / আল্লাহ

الظّٰلِمِيْنَ ۙ۫ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ

যালেমদের / ও / করেন / আল্লাহ / যা / ইচ্ছে / তুমি লক্ষ্য কর নাই কি / প্রতি / (তাদের) যারা / বদলে দিয়েছে / নিয়ামত

ع

اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۭ وَ بِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

আল্লাহর / অকৃতজ্ঞ-তায় / এবং / নামিয়ে এনেছে / তাদের জাতিকে / ঘরে / ধ্বংসের / জাহান্নাম / তাতে তারা ঝলসে যাবে / এবং / অতিনিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল

সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে চিরদিন থাকবে। এবং সেখানে তাদের সম্বর্ধনা করা হবে মহা শান্তির মোবারকবাদ দিয়ে। (২৪) তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ্তা'আলা কালেমায়ে তাইয়েবা কোন্ জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন! তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যেন একটি ভাল জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে আছে এবং শাখাগুলি আকাশ পর্যন্ত পৌছেছে। (২৫) প্রতি মুহূর্তে তার রবের নির্দেশে নিজের ফল দান করছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ এই জন্য দিচ্ছেন যেন লোকেরা এ হতে সবক গ্রহণ করে। (২৬) আর না-পাক কলেমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি খারাব জাতের গাছের মত যা মাটির উপরিভাগ হতে উপড়ে ফেলা যায়, তার কোন দৃঢ়তা নেই। (২৭) ঈমান গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ এক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর যালেম লোকদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করে দেন। আল্লাহর ইখতিয়ার রয়েছে, যা চান করেন।

রুকু-৫ (২৮) তুমি সেই লোকদেরকে দেখ নাই কি যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে তাকে অকৃতজ্ঞতায় পরিবর্তন করে দিয়েছে? (এবং নিজের সাথে) নিজেদের জাতিকেও ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করেছে- (২৯) অর্থাৎ জাহান্নাম, যেখানে তারা ঝলসে যাবে; এবং তা বড় নিকৃষ্টতম স্থান।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ

এবং তারা বানিয়েছে | আল্লাহর জন্যে | সমকক্ষ সমূহ | তারা যেন পথ ভ্রষ্ট করে | হতে | তাঁর পথ (মানুষকে) | বল | তোমরা ভোগকর | অতঃপর নিশ্চয়ই | তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল

إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا

দিকে | (জাহান্নামের) আগুনের | বল (হেনবী) | আমার বান্দাদেরকে | যারা | ঈমান এনেছে | তারা যেন কয়েম করে | নামাজ | ও | তারা খরচ করে | তা হতে যা

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا

আমরা রিজিক দিয়েছি | তাদের | গোপনে | ও | প্রকাশ্যে | পূর্বে | যে | আসবে | সেদিন | না | কেনা-বেচা হবে | তার মধ্যে | আর | না

خِلَالٌ ﴿٣١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

বন্ধুত্ব (কাজেআসবে) | (তিনিই) আল্লাহ | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আকাশমন্ডলী | ও | পৃথিবী | এবং | বর্ষণ করেছেন | থেকে | আকাশ | পানি

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي

অতঃপর বের করেছেন | তা দিয়ে | (বিভিন্ন) ধরণের | ফল-মূল সমূহ | তোমাদের জীবিকার জন্য | এবং | অধীন করে দিয়েছেন | তোমাদের জন্য | নৌযান | যেন চলাচল করে | মধ্যে

الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

সাগরের | তার নির্দেশক্রমে | এবং | অধীন করেছেন | তোমাদের জন্য | নদীসমূহকে | এবং | সেবায় লাগিয়েছেন | তোমাদের জন্য | সূর্যকে | ও | চাঁদকে

دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

উভয়কে অবিরাম চলমান | এবং | কল্যাণে লাগিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | রাতকে | ও | দিনকে

(৩০) আর যারা আল্লাহর কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে যেন তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে দেয়- তাদেরকে বল, খুব মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে জাহান্নামেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) হে নবী, আমার যেসব বান্দাহ ঈমান এনেছে তাদেরকে বল যেন তারা নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (কল্যানের পথে) ব্যয় করে, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন না বেচা-কেনা হবে, না কোনরূপ বন্ধুত্ব রক্ষার কাজ হতে পারবে (৩২) আল্লাহ তো তিনিই যিনি যমীন ও আসমানকে পয়দা করেছেন এবং আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, আর তার সাহায্যে তোমাদেরকে রেযক পৌছবার জন্য নানা প্রকারের ফল-মূল সৃষ্টি করেছেন; যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ব করেছেন, তাঁর হুকুমে তা নদী- সমুদ্রে চলাচল করে। নদ-নদীগুলিকেও তোমাদের অধীন নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।(৩৩) যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, তা প্রতিনিয়ত চলছে। রাত ও দিনকেও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন[৮]।

(৮) তোমাদের জন্য 'মোসাখখার' 'করেছে এই কথাকে সাধারণতঃ লোকে ভুলবশতঃ তোমাদের অধীন ও অনুগত করে দেয়া হয়েছে- এই অর্থে গ্রহণ করে। এবং তারপর এই মর্মের আয়াতসমূহ থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ নির্গত করতে শুরু করে। এমন কি কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত মনে করে যে এই আয়াতের মর্মানুযায়ী আসমান সমূহ ও যমীনকে নিজেদের অধীন ও অনুগত করে নেয়া হচ্ছে মানুষের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের জন্য এসব বস্তুর মোসাখখার করার অর্থ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে আল্লাহত'আলা সে সব বস্তুকে এরূপ বিধানে শৃংখলিত করে রেখেছেন যার ফলে সে সমস্ত বস্তু মানুষের জন্য হিতকর ও লাভদায়ক হয়েছে।

وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ
তা তোমরা সংখ্যা না আল্লাহর নিয়ামত তোমরা যদি এবং তাঁর কাছে যা সব কিছু তোমাদের এবং
নির্ণয় করতে পারবে সমূহ গণনাকর তোমরা চেয়েছ দিয়েছেন

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ
নগরীকে এই বানাও হে আমার ইবরাহীম বলেছিল যখন এবং বড় অবশ্যই মানুষ নিশ্চয়ই
রব অকৃতজ্ঞ বড় অবিচারক

اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِیْ وَ بَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا
অনেককে বিভ্রান্ত নিশ্চয়ই হে আমার মূর্তিদেরকে আমরা (এহতে) আমার ও আমাকে এবং নিরাপদ
করেছে তারা রব ইবাদত করি যে সন্তানদেরকে দূরেরাখ

مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ ۚ وَ مَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾
অশেষ ক্ষমাশীল অতঃপর আমার যে এবং আমার অতপর আমার সুতরাং লোকদের থেকে
মেহেরবান তুমি নিশ্চয়ই অবাধ্য হবে অন্তর্ভূক্ত সেনিশ্চয়ই অনুসরণ করবে যে

رَبَّنَاۤ اِنِّیْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
(যা) মহান তোমার কাছে চাষাবাদ যোগ্য ব্যতীত উপত্যকায় আমার থেকে বসবাস আমি হে আমাদের
সম্মানিত ঘরের বংশধরদের (কতককে) করিয়েছি নিশ্চয়ই রব

رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ
তাদেরকে এবং তাদের অনুরক্ত লোকদের অন্তর অতএব নামাজ এজন্যেযে হে আমাদের
জীবিকা দাও দিকে হয়(যেন) সমূহ বানাও তারা কায়েম করবে রব

مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِیْ وَ مَا نُعْلِنُ ؕ
আমরা যা ও আমরা যা জান নিশ্চয়ই হে আমাদের শোকর তারা যাতে ফল-মূল থেকে
প্রকাশ করি গোপন করি তুমি রব করে সমূহ

(৩৪) তিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ[৯]। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত সমূহ গণনা করতে চাও তবে তা করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ বড়ই অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ।

রুকু-৬ (৩৫) স্মরণ কর সেই সময়, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিলঃ, ‘হে পরোয়ারদিগার! এই শহর (অর্থাৎ মক্কা)কে শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও, আর আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মুর্তি পূঁজার পংকিলতা হতে বাঁচাও। (৩৬) হে আমার রব! এই মূর্তিগুলি বহু সংখ্যক মানুষকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। (সম্ভবতঃ এরা আমার সন্তানদেরকেও গোমরাহ করে দেবে, কাজেই তাদের মধ্য হতে) যারা আমার পথ ও আদর্শ অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার বিরুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে তুমি নিশ্চিতই ক্ষমাদানকারী দয়াবান। (৩৭) হে আমাদের রব! আমি পানি ও তরুলতা শূণ্য এক মরু প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার মহাসম্মানিত ঘরের নিকটে এনে পুনর্বাসিত করলাম। হে আল্লাহ, এ আমি এজন্যে করেছি যে, তারা এখানে নামাজ কায়েম করবে। অতএব লোকদের দিলকে এদের প্রতি অনুরক্ত বানিয়ে দাও এবং খাবার জন্য তাদেরকে ফল-মূল দান কর, সম্ভবতঃ এরা শোকারকারী হবে। (৩৮) হে আমাদের রব! তুমি জান, যা আমরা গোপন করি আর যা প্রকাশ করি”

(৯) অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃতির সব চাহিদাপূর্ণ করেছেন, তোমাদের জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা সংগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য যা কিছু উপায়- উপকরণ আবশ্যক ছিল সে সরেব ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

وَ مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ

প্রশংসা মাত্রই | আকাশের | মধ্যে | না | আর | পৃথিবীর | মধ্যে | কিছুই | কোন | আল্লাহর | কাছে | গোপন থাকে | না এবং

لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ

অবশ্যই শ্রবণ কারী | আমার রব | নিশ্চয়ই | ইসহাককে | ও | ইসমাঈলকে | বার্ধক্যের অবস্থায় | আমাকে | দান করেছেন | যিনি | আল্লাহর জন্যে

الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

আমার দোয়া | তুমি কবুল কর | এবং | হে আমাদের রব | আমার বংশধরদের | থেকে | এবং | নামাজ | কায়েম কারী | আমাকে বানাও | হে আমার রব | দোয়ার

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَ لَا تَحْسَبَنَّ ع ১৮

কক্ষনই মনেকর(যেন) | না | এবং | হিসাব | কায়েম হবে | যে দিনে | ঈমানদারদেরকে | ও | আমার পিতামাতাকে | ও | আমাকে মাফকর | হে আমাদের রব

اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ

তার মধ্যে | স্থির হবে | দিনের | তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন | শুধুমাত্র | যালেমরা | করছে | তা হতে যা | গাফিল | আল্লাহ

الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ

এবং | তাদের পলক | তাদের দিকে | ফিরবে | না | তাদের মাথাগুলো | উত্তোলনকারী হয়ে | দৌড়াতে থাকবে | দৃষ্টি সমূহ

اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ

যারা | তখন বলবে | আযাব | তাদের আসবে | সেদিনের | লোকদেরকে | সতর্ককর | এবং | (আশা) শূণ্য (হবে) | তাদের অন্তরগুলো

ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ

নিকটবর্তী | (কিছু) কাল | পর্যন্ত | আমাদের অবকাশ দিন | হে আমাদের রব | যুলম করেছিল

আর বাস্তবিকই আল্লাহ হতে কিছুই লুকিয়ে নেই, না যমীনে, না আসমানে। (৩৯) শোকর, সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এই বার্ধক্য অবস্থায় ইসমাইল ও ইসহাকের মত পুত্র সন্তান দান করেছেন। আসল কথা এই যে, আমার রব অবশ্যই দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার রব, আমাকে নামাজ কায়েমকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও (এমন লোক বের কর যারা এই কাজ করবে)! হে আমার রব আমার দোয়া কবুল কর। (৪১) হে আমার রব! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে [১০] -আর সব ঈমানদার লোকদেরকে সেদিন ক্ষমা করে দিও যখন হিসাব কার্যকর হবে।

রুকূ-৭ (৪২) এখন এই যালেম লোকেরা যা কিছু করছে, আল্লাহকে তা হতে গাফিল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে ঢিল দিচ্ছেন সেই দিনের জন্য যখন অবস্থা এই হবে যে, চোখগুলো দিক ভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকবে। (৪৩) তারা মাথা তুলে পালিয়ে যেতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি সমূহ উপরে নিবদ্ধ থাকলেও দিল উড়ে যাবে! (৪৪) হে মুহাম্মদ, সেদিন সম্পর্কে তুমি এই লোকদেরকে ভয় দেখাও যখন আযাব এদেরকে গ্রাস করবে।তখন যালেমরা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে কিছু কালের জন্যে অবকাশদাও।

(১০) হযরত ইবরাহীম (আঃ) আপন জন্মভূমি হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় তার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালক প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো (মরিয়ম, আয়াত নং ৪৭।) নিজের সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি তার এই ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনার মধ্যে পিতার জন্যও ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি জানলেন যে তার পিতা আল্লাহর দুশমন ছিল তখন তার থেকে নিজের পূর্ণ দায়িত্ব মুক্তির ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন (তওবা আয়াত নং ১১৪)।

আমরা তোমার দাওয়াতে সাড়া দেব ও নবী রসূলদের অনুসরণ করব। কিন্তু (তাদেরকে স্পষ্ট জবাব দেয়া হবে যে,) তোমরা কি সেই লোক নও যারা ইতিপূর্বে কসম করে বলছিলে যে,তোমাদের জন্যে কখনই পতন হবে না? (৪৫) অথচ তোমরা এই জাতিগুলোর বসতিসমূহে বসবাস করতেছিলে, যারা নিজেরাই নিজের উপর যুলম করেছিল আর দেখছিল, আমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি। তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তোমাদেরকেও বুঝিয়েছি। (৪৬) তারা নিজেদের সব কৌশল প্রয়োগ করে দেখেছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি অপকৌশলের জবাব আল্লাহর নিকট বর্তমান ছিল, যদিও তাদের কৌশলগুলি এমন সাংঘাতিক ছিল যে, তাতে পর্বত নড়ে উঠতে পারে। (৪৭) অতএব হে নবী! তুমি কখনই ধারণা করবে না যে, আল্লাহ কখনো নিজের নবী-রসূলদের নিকট করা ওয়াদার খেলাপ কাজ করবেন। আল্লাহ সর্বজয়ী, প্রবল ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও যখন যমীন ও আসমান বদল করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে[১১]। এবং সব কিছু মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হয়ে উপস্থিত হবে।

(১১) এই আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য সংকেত থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতে যমীন ও আসমান পূর্ণ রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে না, বরং মাত্র বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে ওলট-পালট করে দেয়া হবে। তারপর প্রথম ও শেষ ফুৎকারের অন্তবর্তী বিশেষ সময়ের মধ্যে যার ব্যপ্তির পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন- যমীন ও আসমানের বর্তমান রূপ ও গঠন পরিবর্তিত করে দেয়া হবে এবং অন্য একটি বিশ্ব ব্যবস্থা অন্য এক প্রকার প্রাকৃতিক বিধান সহকারে গঠন করে দেয়া হবে। এই হবে পর-জগত। এরপর শিঙ্গায় শেষ ফুৎকারের সংগে সংগে আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হয়েছিল সকলকে নতুন করে জীবিত করা হবে, এবং তারা আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। এই ঘটনাকেই কুরআনের ভাষায় হাশর- পুনরুত্থান বলা হয়ে থাকে। হাশর এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংগৃহীত ও একত্রিত করা।
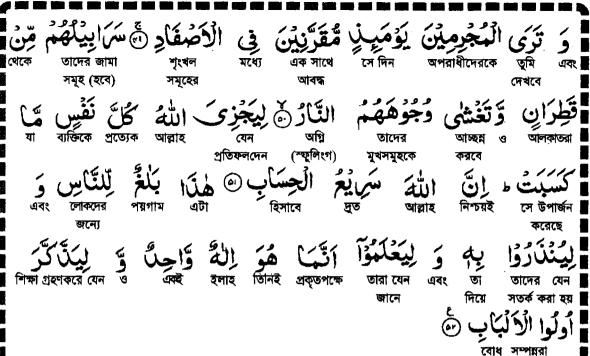
(৪৯) সেদিন তুমি পাপী লোকদেরকে দেখবে, শৃংখলে হাত পা শক্ত করে বাঁধা রয়েছে। (৫০) আলকাতরার পোষাক পরে থাকবে এবং আগুনের স্ফুলিংগ তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৫১) এ হবে এই জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার করা কাজের প্রতিফল দিবেন। হিসেব নিতে আল্লাহর কিছু মাত্র দেরী হয় না। (৫২) বস্তুতঃ এই একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য। আর এ পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, তা দিয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ শুধু একজন, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন এই ব্যাপারে সচেতন হয়।

সূরা আল-হিজর

নামকরণ

এই সূরায় ৮০নং আয়াতের অংশ كَذَّبَ اَصۡحٰبُ الۡحِجۡرِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ব্যবহৃত اَلۡحِجۡرِ-শব্দটিকে গোটা সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে اَلۡحِجۡرِ- শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরার বিষয়-বস্তু ও বর্ণনাভংগী হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল সূরা ইবরাহীম নাযিল হওয়ার সময়েরর সঙ্গে মিলিত। এর পটভূমিতে দুটি জিনিস অতীব স্পষ্ট। একটি এই যে, নবী করীম (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন, একটা যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। যাদেরকে এ দাওয়াত দেয়া হচেছ তারা ক্রমাগত হঠকারীতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, প্রতিরোধ ও অত্যাচার-উৎপীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে, অতঃপর এখন বুঝাবার সুযোগ কম এবং হুমকী ও সতর্কীকরণের সময়ই অধিক উপযুক্ত। দ্বিতীয় এই যে, নিজ জাতির অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা ও প্রতিরোধের পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে এবং তা অতিক্রম করতে করতেই নবী করীম (সঃ) শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এর দরুন বার বার তার মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে আল্লাহতা'আলা রাসূল (সঃ) কে সান্তনা দিচ্ছেন এবং তাঁর সাহস বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন।

মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

মূলতঃ দু'টি কথাই এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। সতর্ক করা হচ্ছে সেই লোকদেরকে, যারা নবী করীম (সঃ) এর দাওয়াতকে অস্বীকার করছিল এবং তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল; তাঁর কাজে নানা ভাবে বাধা দান করছিল। অপরদিকে নবী করীম (সঃ) কে সান্তনা দান করা হচ্ছে এবং তাঁর সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ সূরায় কোন প্রকার নসিহত করা হয়নি, মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়নি। বস্তুতঃ এসব হতে সূরাটি মুক্ত নয়। কুরআনের কোথাও আল্লাহতাআলা শুধু তাম্বীহ কিংবা নিছক শাসন-ভর্ৎসনা করে ক্ষান্ত হননি। কঠিন কঠিন ধমক ভর্ৎসনার মাঝেও তিনি নসিহত করতে, নানা উপদেশ দিতে এবং প্রকৃত ব্যাপারকে বুঝিয়ে সৎ-পথগামী বানাতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি। এ সূরায়ও তাই একদিকে তওহীদ প্রমাণকারী দলিলাদির প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত দেয়া হয়েছে, আর অপরদিকে আদম ও ইবলীস সংক্রান্ত কাহিনী শুনিয়ে এক মহা উপদেশের অবতারণা করা হয়েছে।
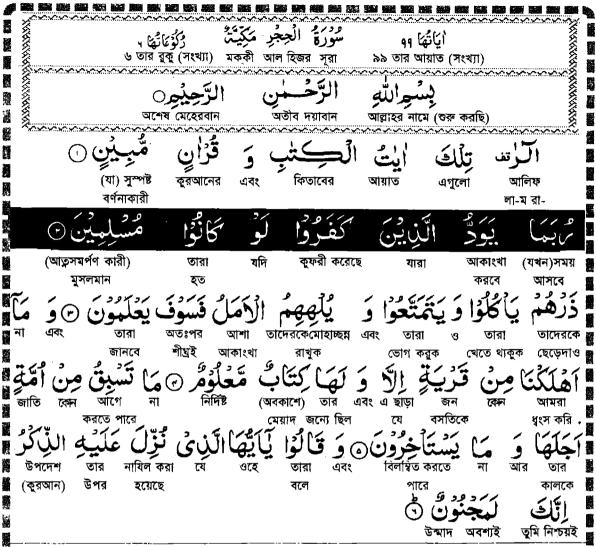
রুকূ-১ (১) আলিফ লা-ম রা- এ আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত[১]। (২) এ দূরের ব্যাপার নয় যে, এমন একটা সময় আসবে, যখন তারাই- যারা আজ (ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে) অস্বীকার করেছে, অনুতাপ ও আফসোস করে বলবে, হায়! আমরা যদি অনুগত হয়ে মেনে নিতাম! (৩) তুমি এদেরকে পরিহার কর। এরা পানাহার ও স্বাদ-আস্বাদন করুক এবং গাফিলতিতে ডুবিয়ে রাখুক মিথ্যা আশা-আকাংখার। অতি শীঘ্রই এরা জানতে পারবে। (৪) আমরা ইতিপূর্বে যে জন-বসতিকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য কর্মের এক বিশেষ অবকাশ লিখে দেয়া হয়েছিল। (৫) কোন জাতি না স্বীয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হতে পারে, না তার পরে নিস্কৃতি পেতে পারে। (৬) এই লোকেরা বলেঃ হে সেই ব্যক্তি যার প্রতি এই যিকর [২] নাযিল হয়েছে, তুমি নিঃসন্দেহে পাগল।[৩]

(১) কুরআনের জন্য 'মুবিন',- সুস্পষ্ট শব্দটি গুনবাচক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এ আয়াত হচেছ সেই কুরআনের যা নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য স্পষ্ট-পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করে। (২) 'যিকর' শব্দ পরিভাসারূপে আল্লাহর কালামের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তা পূর্ণ নসীহত হিসেবেই আসে। পূর্বে যত গ্রন্থ পয়গম্বরদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সবই 'যিকর' ছিল। 'যিকর' এর আসল অর্থ হচ্ছে 'স্মরণ করে' দেয়া 'সতর্ক করা' ও 'উপদেশ দান করা'। (৩) তারা এ কথা বিদ্রূপ করে বলতো। তারা তো এ কথা স্বীকারই করতো না যে 'যিকর' নবী করীম (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ স্বীকার করে নেওয়ার পর তারা তো আর তাকে পাগল বলতে পারে না। আসলে তাদের এ কথার অর্থ ছিল 'ওহে, তুমি যে দাবী কর যে, আমার উপর যিকর নাযিল হয়েছে।'

لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ﴿٨﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٩﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٠﴾ وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١١﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾

কেন না আমাদের কাছে নিয়ে আস ফেরেশতাদের যদি তুমি হয়েথাক অন্তর্ভুক্ত সত্যবাদীদের না আমরা নাযিলকরি ফেরেশতাদেরকে ব্যতীত হকসহ এবং না তারা তখন অবকাশ প্রাপ্ত হবে নিশ্চয়ই আমরা আমরা নাযিল করেছি উপদেশ (কোরআন) এবং নিশ্চয়ই আমরা তাকে অবশ্যই হেফাযতকারী এবং নিশ্চয়ই আমরা পাঠিয়েছি তোমার পূর্বে মধ্যে জাতি গুলোর (রসূলদেরকে) পূর্ববর্তী এবং না তাদের কাছে এসেছে কোন রসূল এছাড়া যে তারা ছিল তার সাথে তারা বিদ্রূপ করত এভাবে তা প্রবিষ্ট করি আমরা মধ্যে অন্তর অপরাধীদের না তারা ঈমান আনে তার উপর এবং নিশ্চয়ই চলে এসেছে রীতি পূর্ববর্তীদের এবং যদি আমরা খুলে দিতাম তাদের উপর দরজা থেকে আসমান অতঃপর তারা থাকত তার মধ্যে চড়তে অবশ্যই তারা বলত প্রকৃত পক্ষে সম্মোহিত করাহয়েছে আমাদের দৃষ্টিগুলো বরং আমরা সম্প্রদায় যাদুগ্রস্থ

(৭) তুমি যদি সত্য হতে, তাহলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে কেন নিয়ে আস না?' (৮) আমরা ফেরেশতাদেরকে শুধু শুধু নাযিল করি না; তারা যখন অবতীর্ণ হয় তখন মহাসত্যের সাথে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাদেরকে আর কোন অবকাশ দেয়া হয় না[৪]। (৯) নিশ্চয়ই এই যিকর আমরাই নাযিল করেছি, এবং অবশ্যই আমরাই তার হিফাযতকারী। (১০) হে মুহাম্মদ, আমরা তোমার পূর্বে অতীতের বহু জাতির মধ্যে নবী-রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) কখনো এমন হয়নি যে, তাদের নিকট কোন রসূল আসল, আর তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি (১২) অপরাধী লোকদের দিলে তো আমরা এই যিকরকে এমনি ভাবে (লৌহ শলাকার মত) প্রবিষ্ট করিয়ে দিই[৫]। (১৩) তারা এর প্রতি ঈমান আনে না। প্রাচীন কাল হতেই এই প্রকৃতির লোকদের এই নীতিই চলে আসছে। (১৪) আমরা যদি তাদের প্রতি আসমানের কোন দুয়ার খুলে দিতাম, আর তারা তাতে আরোহণও করতে থাকত। (১৫) তখনও তারা বলতো যে, আমাদের চোখকে ধোকা দেয়া হচ্ছে। বরং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ নিছক তামাসা দেখানোর জন্য ফেরেশতাদের অবতরণ করা হয় না যে- কোন কওম বললো ফেরেশতাদের ডাক আর অমনিই ফেরেশতারা এসে হাযির হয়ে গেল! সেই অন্তিম সময়েই তো মাত্র ফেরেশতাদের পাঠানো হয়ে থাকে যখন কোন জাতির শেষ ফায়সালা চুকিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হক এর সংগে অবতীর্ণ হয় এর অর্থ হক নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়, এর অর্থ সত্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সত্য ফায়সালা নিয়ে তারা অবতীর্ণ হয় এবং তা কার্যকরী করে তারা ক্ষান্ত হয়। (৫) মূলে سَلَكَ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় سَلَكَ এর অর্থ কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে চালানো, অতিক্রম করানো বা প্রবেশ করানো; যেমন সুচের ছিদ্র দিয়ে সূতা অতিক্রম করানো হয়। সুতরাং আয়াতটার অর্থ হচ্ছে মুমিনের হৃদয়ের মধ্যে 'যিকর' অন্তরের তৃপ্তি ও আত্মার জীবিকারূপে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু অপরাধী লোকদের হৃদয়ের মধ্যে তা যেন পটকাস্বরূপ বিদ্ধ হয়, তা শুনে তাদের মধ্যে এমন আগুণ জলে উঠে যেন একটি গরম শলাকা তাদের বুকের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেল!

وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَ مَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِينَ ﴿٢٢﴾

রুকূ-২ (১৬) এ আমাদের কীর্তিবিশেষ যে, আসমানে আমরা বহুসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গ [৬] বানিয়েছি, সেই সবকে দর্শকদের জন্য (তারকারাজি দিয়ে) সুসজ্জিত করে দিয়েছি। (১৭) এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে সেই গুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। (১৮) কোন শয়তান তাতে প্রবেশ করতে পারে না। তবে কোন কিছু শুনে নেয়া অন্য কথা,[৭]। আর যখন সে কোন কিছু শুনতে চেষ্টা করে, তখন একটি উজ্জল অগ্নিশিখা তার পশ্চাতে ধাবিত হয়[৮]। (১৯) আমরা যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি, তাতে সব জাতের উদ্ভিদ যথাযথ পরিমাণে সৃষ্টি করেছি। (২০) এবং তাতে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি তোমাদের জন্যও, আর সেই অসংখ্য মখলুকের জন্যও যাদের রেযকদাতা তোমরা নও। (২১) কোন জিনিসই এমন নেই যার সম্পদের স্তুপ আমাদের নিকট বর্তমান নেই। আর যে জিনিসকে আমরা নাযিল করি এক নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করি।(২২) ফলদায়ক বায়ু আমরাই পাঠাই, পরে পানি বর্ষণকরি, আর সেই পানি দিয়ে তোমাদের সিক্ত করি। এই সম্পদের কোষাধ্যক্ষ তোমরা নও।

(৬) মূলে 'বুরুজ' ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাসায় দুর্গ, প্রাসাদ এবং অতি মজবুত ইমারাতকে বুরুজ বলা হয়। পরবর্তী প্রসংগের বিষয় চিন্তা করলে মনে হয়- সম্ভবত এ দিয়ে উর্দ্ধ -জগতের এক এক সীমাবদ্ধ খন্ডকে বোঝানো হয়েছে যার মধ্যকার প্রতিটি খন্ড অন্য খন্ড থেকে অতি দৃঢ় ও মজবুত সীমারেখা দিয়ে সুরক্ষিত ও পৃথক করা আছে। এই অর্থের দিক দিয়ে আমি বুরুজ এর অর্থ সুরক্ষিত সীমাবদ্ধ অঞ্চল বা খন্ডরূপে গ্রহণ করা সঠিকতর মনে করি। (৭) অর্থাৎ সেই সব শয়তান যারা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের অদৃশ্য জগতের সংবাদ সরবরাহ করার চেষ্টা করে। তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য বিষয় জানার আদৌ কোন উপায় নেই। এই সৃষ্টি জগৎ তাদের জন্য উন্মুক্ত নয় যে তারা যথা ইচ্ছা তথা যাবে ও আল্লাহর গুপ্ত রহস্যসমূহ জেনে নেবে। তারা শুনে জেনে নেবার চেষ্টা তো অবশ্যই করে; কিন্তু আসলে তাদের পাল্লায় কিছু পড়ে না।(৮)-شِهَابٌ এর অভিধানিক অর্থ উজ্জল অগ্নিশিখা। কুরআন মজীদের অন্যত্র এই অর্থে - شِهَابٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ অন্ধকার ভেদকারী অগ্নিশিখা আমাদের ভাষায় আমরা খসে পড়া তারা' বলতে যে আধার ভেদকারী অগ্নিশিখাকে বুঝায় এক্ষেত্রে নিশ্চিত সে বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে- এরূপ নাও হতে পারে। এ অন্য কোন প্রকারের

(২৩) জীবন ও মৃত্যু আমরাই দিই এবং আমরাই সকলের উত্তরাধিকারী[৯]। (২৪) পূর্বে যেসব লোক তোমাদের মধ্য হতে চলে গেছে তাদেরকেও আমরা দেখে রেখেছি। আর পরে আসা লোকেরাও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। (২৫) তোমার রব নিশ্চিতই এ সবকে একত্রিত করবেন। তিনি বিজ্ঞানীও এবং সুবিজ্ঞও।

রুকু-৩ (২৬) আমরা মানুষকে পচা মাটির শুষ্ক গাড়া হতে বানিয়েছি[১০]।(২৭) এর পূর্বে জ্বিন জাতিকে আমরা আগুনের লেলিহান শিখা হতে সৃষ্টি করেছি[১১]। (২৮) অতঃপর স্মরণ কর সেই সময়ের ব্যাপার, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বললেনঃ 'আমি শীঘ্রই পচা মৃত্তিকার শুস্ক গাড়া হতে একটি মানুষ পয়দা করব। (২৯) আমি যখন তাকে পুরা মাত্রায় বানিয়ে ফেলব এবং তাতে নিজের রূহ হতে কিছু ফুকে দিব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে'।

রশ্মিও হতেও পারে যথা- মহাজাগতিক রশ্মি বা তার থেকে এমন কোন তীব্রতর রশ্মিও হতে পারে যা এখনও আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে অনাবিস্কৃত আছে। আর এও সম্ভব হতে পারে যে এ দিয়ে সেই আধার বিদারক অগ্নিশিখা বুঝাচ্ছে যাকে আমরা পৃথিবী পৃষ্টের দিকে পতিত হতে চোখে দেখতে পাই; এবং এই জিনিসেরই দিয়ে উর্দ্ধ জগতের দিকে শয়তানদের উত্থান বিঘ্নিত হয়। (৯) অর্থাৎ তোমাদের পর আমিই একমাত্র স্থায়ী থাকবো। আর যা কিছু লাভ করেছো তা সবই মাত্র অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য পেয়েছো। শেষে, আমার দেয়া প্রতিটি জিনিস ত্যাগ করে তোমাকে খালি হাতে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। এবং এ সমস্ত জিনিস যেমন ছিল তেমন ঠিক একইভাবে আমরাই ভান্ডারে থেকে যাবে। (১০) এখানে পবিত্র কুরআন এ বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করছে যে, মানুষ পাশবিকতার স্তর থেকে ক্রমে ক্রমে মানবিকতার পর্যায়ে উপনীত হয় নি- যেমনভাবে আধুনিক কালের ডারউইনের মতবাদ প্রভাবিত কুরআনের তফসীরকারেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন। বরং মানুষের সৃষ্টির সূচনা সরাসরি মৃত্তিকার উপাদান থেকে হয়েছে এবং আল্লাহতা 'আলা সে উপাদানের প্রকৃতি সালসলিম মিন হামাইমমাসনূন صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ-শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এ শব্দগুলি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করছে যে পচে যাওয়া মাটির খামির নিয়ে একটি পুতুল তৈরী করা হয়েছিল যা পরে শুকিয়ে যায় এবং তারপর তার মধ্যে আত্মা ফুৎকারিত হয়। (১১) السَّمُوم- গরম হাওয়াকে বলে। এবং আগুণকে যখন 'সামুম' বলে বিশেষিত করা হয় তখন তার দিয়ে আগুন না বুঝিয়ে তীব্র গরম বুঝানো হয়ে থাকে। এর দিয়ে কুরআন মজীদে যে যে স্থলে বলা হয়েছে যে জ্বিন আগুন

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ

অতঃপর সিজদাকরল | ফেরেশতারা | তাদের সবাই | একত্রে | ব্যতীত | ইবলীস | সে অস্বীকার করল | যে | হবে | অন্তর্ভূক্ত

السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ

সিজদাকারীদের | তিনি বললেন | হে ইবলিস | তোমার কি হয়েছে | যে না | তুমি হলে | সাথে | সিজদাকারীদের | সে বলল

لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ

আমি হই নাই | আমি সিজদা করার জন্য | মানুষকে | তাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন | হতে | শুষ্ক ঠনঠনে মাটি | তৈরী (থেকে) | কাদা | পচা | তিনি বললেন

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَّ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾

তাহলে বের হও | তা থেকে | কারণ তুমি নিশ্চয়ই | বিতাড়িত | এবং | নিশ্চয়ই | তোমার উপর | অভিশাপ | পর্যন্ত | দিন | বিচারের

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾

সে বলল | হে আমার রব | আমাকে তবে অবকাশ দিন | পর্যন্ত | দিবস | পুনরুত্থান | তিনি বললেন | তাহলে তুমি নিশ্চয়ই | অন্তর্ভূক্ত | অবকাশ প্রাপ্তদের

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ

পর্যন্ত | (কিয়ামতের) দিন | (যার) সময় | (আমারই) জানা | সে বলল | হে আমার রব | যে কারণে | আমাকে আপনি বিপথগামী করলেন | আমি অবশ্যই সুশোভন করব | তাদের জন্যে

فِي الْاَرْضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾

মধ্যে | পৃথিবীর | এবং | তাদেরকে অবশ্যই আমি বিপথগামী করব | সকলকে | ব্যতীত | আপনার বান্দাদেরকে | তাদের মধ্য হতে | যাদের বেছে নেয়া হয়েছে

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿٤١﴾

তিনি বললেন | এটা | পথ | আমার দিকে | সরল

(৩০) ফলে সব ফেরেশতাই সিজদা করল, (৩১) ইবলীস ব্যতীত; সে সিজদাকারীদের সংগী হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'হে ইবলীস তোমার কি হয়েছে; তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না কেন?' (৩৩) সে বললঃ 'এ আমার কাজ নয় যে, আমি সেই মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা মাটির শুষ্ক গাড়া হতে সৃষ্টি করেছেন'। (৩৪) আল্লাহ বললেনঃ 'ঠিক আছে, তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও; কেননা তুমি প্রত্যাখাত। (৩৫) এবং বিচার দিন পর্যন্ত তোমার উপর অভিশম্পাত।' (৩৬) সে বললঃ 'হে আমার রব! তাই যদি হয়ে থাকে তবে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যখন সব মানুষকে উঠানো হবে।' (৩৭)তিনি বললেনঃ ' আচ্ছা তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। (৩৮) সেই দিন পর্যন্ত, যার সময় আমারই জানা আছে!' (৩৯) সে বললঃ 'হে আমার রব! যেমন করে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন, অনুরূপ ভাবে আমি এখন পৃথিবীতে তাদের জন্য চাকচিক্যের সৃষ্টি করে এই সকলকে বিভ্রান্ত করে দেব। (৪০)আপনার সেই সব বান্দা ছাড়া যাদেরকে আপনি তাদের মধ্যে হতে একনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছেন।' (৪১) তিনি বললেন'ঃ এ একটি সোজা পথ আমারই পর্যন্ত পৌচেছে[১২]।

দিয়ে সৃষ্টি হয়েচে সে সব জায়গার ব্যাখ্যা পরিস্ফুটিত হয়। (১২) هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ---এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারেঃ এক অর্থ যা আমি অনুবাদে করেছি। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে- এ কথা ঠিক, আমিও একথা রক্ষা করবো।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

পথ ভ্রষ্ট তোমার যে এছাড়া কোন তাদের তোমার নাই আমার নিশ্চয়ই
অনুসরণ করবে কর্তৃত্ব উপর জন্যে বান্দারা (যারা)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَٰبٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ

তাদের দরজার জন্যে দরজা সাতটি তার সকলের তাদের অবশ্যই জাহান্নাম নিশ্চয়ই এবং
থেকে প্রত্যেক আছে ওয়াদার জায়গা

جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ

শান্তির তাতে তোমরা ঝর্ণা ধারা ও জান্নাতের মধ্যে মুত্তাকীরা নিশ্চয়ই ভাগ করা অংশ
সাথে প্রবেশ কর সমূহের (দল)

ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾

পরস্পরে আসন উপর ভ্রাতৃভাবে ঈর্ষা তাদের অন্তর মধ্যে যা আমরা বের এবং নিরাপদে
মুখোমুখিভাবে সমূহের (তারা বসবে) সমূহের আছে করে দেব

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي

যে আমার জানিয়ে বহিষ্কৃত তা তারা না আছে কোন তার তাদের না
আমি বান্দাদের দাও হবে থেকে অবসাদ মধ্যে স্পর্শ করবে

أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن

সম্পর্কে তাদের এবং মর্মন্তুদ শাস্তি তা আমার (এও) এবং অশেষ ক্ষমাশীল আমিই
জানিয়ে দাও শাস্তিও যে মেহেরবান

ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

আতঙ্কিত তোমাদের নিশ্চয়ই সে (তোমাকে) অতঃপর তার তারা প্রবেশ যখন ইবরাহীমের মেহমান
থেকে আমরা বলল সালাম তারা বলেছিল কাছে করেছিল

(৪২) এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, আমার প্রকৃত বান্দা যারা তাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না। তোমার কর্তৃত্ব তো কেবল সেই বিভ্রান্ত লোকদের উপরই চলবে, যারা তোমার অনুসরণ ও আনুগত্য করবে[১৩]। (৪৩) আর তাদের সকলের জন্য জাহান্নামের দুঃসংবাদ রয়েছে। (৪৪) সেই জাহান্নাম (যার দুঃসংবাদ ইবলীসের অনুসারীদেরকে শুনানো হয়েছে), এর সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য তাদের মধ্যে হতে একটি অংশকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে[১৪]।

রুকু-৪ (৪৫) পক্ষান্তরে মুত্তাকী লোকেরা,বাগ বাগীচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে থাকবে। (৪৬) এবং তাদেরকে বলা হবে যে, এতে প্রবেশ কর পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সাথে, নিশ্চিন্তে।(৪৭) তাদের দিলে যা কিছু সামান্য ঈর্ষা-ক্রোধ থাকবে তা আমরা বের করে দেব। তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে সামনা সামনি আসন সমূহের উপর বসবে। (৪৮) তারা সেখানে না কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে, না সেখান হতে তারা কখনো বহিষ্কৃত হবে। (৪৯) হে নবী! আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৫০) কিন্তু সেই সংগে আমার আযাব ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক। (৫১) আর এই লোকদেরকে খানিকটা ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী শুনাও। (৫২) তারা যখন তার নিকট আসল এবং বলল তোমার প্রতি সালাম, তখন সে বলল তোমাদের দেখে আমাদের ভয় হচ্ছে।

(১৩) এই বাক্যাংশের অন্য অর্থ এও হতে পারে যে আমার বান্দাদের (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের) উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না যে, তুমি তাদেরকে জোর পূর্বক নাফরমান বানাবে। অবশ্যই যে নিজেই পথ ভ্রষ্ট এবং তোমার অনুসরণ করতে নিজেই ইচ্ছা করে, তাদেরকেই তো তোমার পথে চলার জন্যে পরিত্যগ করা হবে, তাদেরকে আমরা জোরপূর্বক তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবো না।

(১৪)নির্দিষ্ট দরজাগুলি সম্ভবতঃ সেই সব ভ্রষ্টতা ও পাপরাশীর দিক দিয়ে হবে যে সব পথে চলার কারণে দোযখ অবধারীত হয় যেমন নাস্তিকতা, শেরকী, মোনাফেকী, বা জুলুম-অত্যাচার, মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতা, অশ্লীলতা, অন্যায় ইত্যাদি প্রচার প্রসারের রাস্তা- যে ব্যক্তির যেটি প্রকট হবে, সেই হিসেবেই তার রাস্তা নির্ধারিত হবে।

(৫৩) তারা জবাব দিল ভয় পেও না, আমরা তোমাকে এক বড় জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি।[১৫] (৫৪) ইবরাহীম বললঃ 'তোমরা আমার বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ? একটু চিন্তা করেই দেখনা, তোমরা আমাকে কি ধরণের সুসংবাদ দিচ্ছ'। (৫৫) তারা জবাব দিলঃ 'আমরা তোমাকে ঠিক সত্যই সংবাদ দিচ্ছি। তুমি নিরাশ হয়ো না। (৫৬) ইবরাহীম বললঃ 'নিজের রবের রহমত হতে তো কেবল গোমরাহ লোকেরাই নিরাশ হয়।' (৫৭) পরে ইবরাহীম জিজ্ঞাসা করল ঃ 'প্রেরিত লোকেরা কোন অভিযানে আপনারা আগমন করেছেন? (৫৮) তারা বললঃ 'আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কেবল মাত্র লুত এর ঘরের লোকেরাই এ হতে রক্ষা পাবে। তাদেরকে আমরা রক্ষা করব। (৬০) তার স্ত্রী ছাড়া, যার জন্য (আল্লাহতা'আলা বলেন) আমরা স্থির করে দিয়েছি যে, সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে থাকবে।'

রুকু-৫ (৬১) পরে যখন এই প্রেরিত-ফেরেস্তারা লুত এর নিকট পৌছিল। (৬২) তখন সে বললঃ 'আপনারা তো অপরিচিত মনে হচেছ'। (৬৩) তারা জবাবে বললঃ 'না আমরা সেই জিনিসই নিয়ে এসেছি, যার আগমন সম্পর্কে এই লোকেরা সন্দেহ পোষণ করত। (৬৪) আমরা তোমাকে সত্য বলছি যে, আমরা তোমার নিকট সত্য সহকারে এসেছি। (৬৫) কাজেই এখন তুমি কিছু রাত থাকতেই নিজের ঘরের লোকদের নিয় বের হয়ে যাবে।

(১৫) অর্থাৎ হযরত ইসহাকের (আঃ) পয়দা হবার সুসংবাদ, সূরা হুদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

وَ اتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّ امْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেখানে তোমরা চলেযাও এবং কেউ তোমাদের মধ্য থেকে তাকাবে (পেছনে) না এবং তাদেরপশ্চাদ সমূহ অনুসরণ কর এবং

وَ قَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

সকালহতে কেটেফেলা হবে ঐসব লোকদের মূল যে বিষয়ের এই তার প্রতি আমরা ফয়সালা (জানিয়ে)দিয়েছিলাম এবং

وَ جَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا

অতএব না আমার অতিথী ঐসব লোক নিশ্চয় (লূত) বলল তারাখুশিহয়ে শহরের অধিবাসীরা আসল এবং

تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾ قَالُوْٓا اَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ

থেকে তোমাকে আমরা নিষেধ করি নাই কি তারা বলল আমাকে তোমরা লাঞ্চিতকরো না এবং আল্লাহকে তোমরা ভয়কর এবং আমাকে তোমরা লজ্জিত করো

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ

অবশ্যই মধ্যে (ছিল) নিশ্চয়ই তারা তোমার জীবনের শপথ সম্পাদন-কারী তোমরা হও যদি আমার মেয়েরা এইসব সেবলল সারাদুনিয়ার (দায়িত্ব নেওয়া)

سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٢﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا

তার উপর ভাগকে অতঃপর আমরা রাখলাম সূর্যোদয়হতেই মহানাদ অতঃপর তাদের ধরল উদভ্রান্তহয়ে ফিরছিল তাদের নেশার

سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٤﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

অবশ্যই নিদর্শনসমূহ এর মধ্যে আছে নিশ্চয়ই পাকানো মাটির (তৈরী) থেকে পাথরসমূহ তাদের উপর আমরা বর্ষণকরলাম এবং তারনীচের ভাগে

لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَ اِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

বিদ্যমান পথেরসাথে অবশ্যই নিশ্চয়ই তা রয়েছে এবং অর্ন্তদৃষ্টি -সম্পন্নদের জন্য

এবং নিজে পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনের দিকে চেয়ে না দেখে। বাস, সোজা চলে যাবে, যেদিকে যাবার জন্য তোমাদেরকে হুকুম দেয়া হচ্ছে। (৬৬) আর তার নিকট আমরা এই ফায়সালা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে সকাল হতে না হতেই এই লোকদের মূল কেটে ফেলা হবে। (৬৭) ইতিমধ্যে শহরের লোকেরা খুশীতে আত্নহারা হয়ে লূতের ঘরের উপর চড়াও হল। (৬৮) লূত বললঃ ‘ভায়েরা এরা আমার অতিথি, আমাকে অপমানিত করো না; (৬৯) আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে লজ্জিত ও লাঞ্চিত করো না’। (৭০) লোকেরা বললঃ ‘আমরা কি তোমাকে বার বার নিষেধ করিনি যে, দুনিয়া জাহানের ঠিকাদার হয়ো না? (৭১) লূত (কাতর হয়ে) বললঃ ‘তোমাদের কিছু করতেই যদি হয় তাহলে আমার এই কন্যারা বর্তমান রয়েছে’ [১৬]। (৭২) তোমার প্রাণের শপথ হে নবী! এই সময় তাদের উপর একটি নেশার সওয়ার হয়ে বসেছিল, যাতে তারা আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিল। (৭৩) শেষ পর্যন্ত সূর্যোদয় হতেই তাদেরকে এক ভয়াবহ ও প্রচন্ড ধ্বনি এসে ঘিরে ধরল। (৭৪) আর আমরা সেই জনপদটিকে সমূলে উল্টে ফেললাম। এবং তাদের উপর পাকানো মাটির প্রস্তরসমূহের বৃষ্টি বর্ষিয়ে দিলাম। (৭৫) এই ঘটনায় বড় নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন। (৭৬) আর সেই অঞ্চল (যেখানে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল) সাধারণ চলাচল পথের পাশে অবস্থিত[১৭]।

(১৬) ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য সূরা হূদ, টীকা নং ২৬ - ২৭। (১৭) হেযায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে- মিশর যেতে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

নিশ্চয়ই (রয়েছে) মধ্যে এর অবশ্যই নিদর্শন ঈমানদারদের জন্যে এবং ছিল অধিবাসীরা আয়কার অবশ্যই যালিম

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ

আমরা অতঃপর প্রতিশোধ নিই তাদের থেকে এবং নিশ্চয়ই উভয়েই অবশ্যই পথের সাথে প্রকাশ্য এবং নিশ্চয়ই মিথ্যারোপ করেছিল অধিবাসীরা

الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَ

হিজরের রসূলদেরকে এবং আমরা তাদের দিয়েছিলাম আমাদের নিদর্শনাবলী তবুও তারা ছিল তাথেকে উপেক্ষাকারী এবং

كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

করত তারা খোদাই থেকে পাহাড় সমূহ ঘর সমূহ (বানাতে) নিরাপদ অতঃপর তাদের ধরল মহানাদে সকাল হতে

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

অতপর আসল না কাজে তাদের জন্যে যা তারা উপার্জন করেছিল এবং নাই আমরা সৃষ্টি করেছি আকাশ মন্ডলী এবং পৃথিবী

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ

এবং যা (আছে) উভয়ের মাঝে এ ব্যতীত মহাসত্য সহকারে এবং নিশ্চয়ই কিয়ামত অবশ্যই আসবে সুতরাং ক্ষমাকর ক্ষমা

الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

উত্তম নিশ্চয়ই তোমার রব তিনিই মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী

(৭৭) এতে বড় উপদেশের উপাদান রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমানদার লোক। (৭৮) আর 'আয়কা' বাসীরা[১৮] যালেম ছিল। (৭৯) তোমরা লক্ষ্য কর আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। এই দুটি জাতির পরিত্যক্ত এলাকাই প্রকাশ্য পথের উপর অবস্থিত[১৯]। রুকু-৬ (৮০) হিজর এর লোকেরাও নবী- রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে (অমান্য করেছে)। (৮১) আমরা আমাদের আযাব তাদের নিকট পাঠিয়েছি, আমাদের নিদর্শন সমূহ তাদেরকে দিয়েছিলাম; কিন্তু তারা এই সবের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি। (৮২) তারা পাহাড় খোদাই করে বসবাসের ঘর রচনা করত এবং নিজেদের মতে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত ছিল। (৮৩) শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ ও বিকট শব্দ তাদেরকে সকাল হতেই পেয়ে বসল। (৮৪) এবং তাদের উপার্জন তাদের কোন কাজেই আসল না। (৮৫) আমরা যমীন ও আকাশ মন্ডলকে এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টিকে মহাসত্য ব্যতীত অপর কোন ভিত্তিতে পয়দা করিনি। আর চূড়ান্ত ফায়সালা করার সময় নিঃসন্দেহে আসবে। অতএব হে মুহাম্মদ, তুমি (এ লোকদের অর্থহীন কাজ-কর্মকে) ভদ্রোচিত ভাবে ক্ষমা করতে থাক। (৮৬) নিঃসন্দেহে তোমার রব সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুই তিনিই জানেন।

বিরান এলাকা পথে পড়ে এবং সাধারণতঃ কাফেলাসমূহের লোক এই পুরা এলাকায় যে সব ধ্বংসের চিহ্নসমূহ আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে তা দেখে থাকে।

(১৮) অর্থাৎ হযরত শোয়েবের (আঃ) কওমের লোক। আয়কা তাবুকের প্রাচীন নাম। (১৯) মাদাইন ও আয়কার অধিবাসীদের এলাকা হেযায থেকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে পড়ে।

(৮৭) আমরা তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি যা বার বার আবৃত্তি করার যোগ্য[২০]। এবং তোমাকে মহান কুরআন দান করেছি। (৮৮) তুমি এই দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না, যা আমরা এদের মধ্যে বিভিন্ন লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি আর না এদের অবস্থার জন্য নিজের দিলে কষ্ট বোধ করবে। তাদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি মনোযোগ দেবে। (৮৯) এবং (অমান্যকারীদের) বলে দাও যে, আমি তো স্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী- ভীতিপ্রদর্শক মাত্র। (৯০) এ তেমনি ধরনের সাবধানতা দান, যেমন আমরা এই বিচ্ছিন্নবাদীদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। (৯১) যারা নিজেদের কুরআনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে[২১]।(৯২) অতএব শপথ তোমার রবের নামের আমরা অবশ্যই এই সকল লোককে জিজ্ঞাসা করব, যে, (৯৩) তারা যা করতেছিল? (৯৪) কাজেই হে নবী, যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরে সোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও এবং শেরককারীদের বিন্দু মাত্র পরোয়া করো না। (৯৫) তোমার পক্ষ হতে সে সব বিদ্রুপকারীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।(৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকেও শরীক বানাচ্ছে, অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৯৭-৯৮) আমরা জানি, এই লোকেরা যে সব কথা বার্তা বানিয়ে তোমার উপর আরোপ করে সে কারণে তোমার দিল বড়ই কুন্ঠিত হয়।(এর প্রতিবিধান) তুমি তোমার রবের হামদ সহকারে তার তসবিহ পাঠ কর, তার উদ্দেশ্যে সিজদা পালন কর।(৯৯) এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার রবের বন্দেগী করতে থাক যে মুত্যুর্তের উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

(২০) অর্থাৎ সূরা আল ফাতেহার আয়াত। প্রাচীনদের سلف অধিকাংশও এ বিষয়ে একমত, বরং ইমাম বোখারী এ বিষয়ে প্রমাণ দুটি মারফু রেওয়াত দিয়ে পেশ করেছেন যে স্বয়ং নবী করিম (সঃ) سَبۡعًا مِّنَ الۡمَثَانِیۡ কে সূরা ফাতেহা বলে বর্ণনা করেছেন।(২১)অর্থাৎ কুরআনের মত তাদের যে গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল তাকে -তারাখন্ড খন্ড করে ফেলেছে- তার কোন অংশকে তারা পশ্চাতে ফেলে রাখে।

সূরা আন-নাহল

নামকরণ

এই সূরার নামকরণ ৬৮ নং আয়াতের - وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ অংশ হতে গৃহীত হয়েছে। এতে যে-النَّحْلِ- শব্দ রয়েছে, একে সমগ্র সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এও শুধু চিহ্ন স্বরূপ বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার আভ্যন্তরীন বহুসংখ্যক সাক্ষ্য প্রমাণের দৃষ্টিতে এ সূরার নাযিল হবার সময়কাল সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। যেমন ৪১নং আয়াতের অংশ-وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا '-যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে' হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় হাবশার হিজরত সম্পন্ন হয়েছিল। ১০৬ নং আয়াত- مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ-ঈমান আনার পর যে লোক আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে -হতে জানা যায় যে, এ সময় মুসলমানদের উপর অমানুবিক অত্যাচার ও যুলুম পূর্ণ তীব্রতা ও অমানুষিকতা সহকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এবং প্রশ্ন জেগেছিল যে, কোন ব্যক্তি যদি অসহ্য নির্যাতন উৎপীড়নে ব্যাধ্য হয়ে কুফরীর কলেমা মুখে উচ্চারণ করে বসে, তা হলে তার হুকুম কি হবে? ১১২ - ১১৪নং আয়াতঃ -وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً-থেকে-اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ- হতে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, নবী (সঃ)- এর নবুয়্যত লাভের পর মক্কায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত তার অবসান হয়ে গিয়েছিল। এ সূরায় ১১৫নং আয়াতটি এমন যে, সূরা আনআম এর ১১৯নং আয়াতে তার হাওলা দেয়া হয়েছে। আর ১১৮নং আয়াতটি এমন যে, তাতে সূরা আনআম এর ১৪৬ নং আয়াতের কথা ইংগিত করা হয়েছে। এ হতে প্রমাণিত হয় যে এ দুটি সূরা প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে। এসব সাক্ষ্য প্রমাণদি হতে স্পষ্ট জানা যায় যে এ সূরা রসূলে করমী(সঃ)- এর মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগী হতেও তার সমার্থন পাওয়া যায়।

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ١٢٨ — ১২৮ তার আয়াত (সংখ্যা)
رُكُوْعَاتُهَا ١٦ — ১৬ তার রুকূ (সংখ্যা)

মক্কী আন নাহল সূরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ মেহেরবান অতীবদয়াবান

أَتٰى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

আদেশ এসেছে আল্লাহর সুতরাং না তা তোমরা তাড়াহুড়া কর তিনি পবিত্র ও বহু উর্দ্ধে তাথেকে যা তারা শরীক করে

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ أَنْ

অবতীর্ণ করেন ফেরেশতাদেরকে রূহ সহ তার নির্দেশে উপর (তার) যাকে ইচ্ছে করেন মধ্য হতে তাঁর বান্দাদের যে

أَنْذِرُوْٓا أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُوْنِ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

তোমরা সতর্ককর ঐই মর্মে যে নাই কোন ইলাহ ছাড়া আমি সুতরাংতোমরা আমাকেভয়কর তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী

بِالْحَقِّ ۚ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ③ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ

মহা সত্য সহকারে বহু উর্দ্ধে তা থেকে যা তারা শরীককরে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে থেকে শুক্র অতঃপর যখন (সৃষ্টিহল) সে (হল) ঝগড়াটে

مُّبِيْنٌ ④ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا

সুস্পষ্ট এবং চতুষ্পদ জন্তু সমূহ তা তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যেআছে তার মধ্যে শীত নিবারক উপকরণ ও উপকারিতা সমূহ এবং তা থেকে

تَأْكُلُوْنَ ⑤ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ⑥

তোমরা খাও এবং তোমাদের জন্যেআছে তার মধ্যে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তোমরা চারণ ক্ষেত্র থেকে আন ও যখন সকালে তোমরা চারণ ক্ষেত্রে নিয়ে যাও

রুকূ-১ (১) আল্লাহর ফায়সালা এসে গেছে[১]। এখন তার জন্য তাড়াহুড়া করো না। তিনি পবিত্র মহান তাদের করা শেরক হতে! (২) তিনি তাঁর এই রুহকে[২] যে বান্দাহর উপর চান নিজের নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করেন (এই হেদায়াত সাহকারে যে,) লোকেদের সাবধান ও সতর্ক কর, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর। (৩) তিনি আসমান ও যমীনকে সত্যতা সহকারে পয়দা করেছেন। তিনি বহু উচ্চে ও উর্ধে সেই শেরক হতে যা এই লোকেরা করে। (৪) তিনি মানুষকে এক শুক্র বিন্দু হতে পয়দা করেছেন এবং দেখতে দেখতে সে স্পষ্ট এক ঝগড়াটে ব্যক্তি হয়ে গেছে [৩]।(৫) তিনি জন্তু -জানোয়ার পয়দা করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য পোষাকও রয়েছে, আর খাদ্যও; আরও নানাবিধ অন্যান্য ফায়দাও নিহিত রয়েছে। (৬) তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য সৌন্দার্য রয়েছে, যখন সকাল বেলা তোমরা সেগুলিকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং সন্ধ্যায় সেগুলিকে ফিরিয়ে আনো।

---

(১) অর্থাৎ তা প্রকাশের ও কার্যকারী করণের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। সম্ভবত এই ফায়সালা বলতে নবী করীমের (সঃ) মক্কা থেকে হিজরতকে বুঝানো হয়েছে- কিছুকাল পরেই যার হুকুম দেয়া হয়েছিল। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নে এ কথা জানা যায় যে, নবীকে যে লোকদের মধ্যে উত্থিত করা হয় তারা যখন প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় এসে পৌছে তখন নবীকে হিজরতের হুকুম দেয়া হয় এবং এই হুকুমই তাদের ভাগ্যের শেষ ফায়সালা করে দেয়। এরপর হয় তাদের উপর ধ্বংসকর আযাব এসে যায়, অথবা নবী ও তার অনুসারীদের হাত দিয়ে তাদের মূল ছেদন করে দেয়া হয়। (২) 'রূহ' এর অর্থ নবুয়্যত ও অহীর প্রাণশক্তি যাতে পরিপূর্ণ হয়ে নবী (সঃ) কাজ করেন বা কথা বলেন। (৩) এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে; আর সম্ভবত এখানে দুই প্রকার অর্থই বোঝানো হয়েছে। প্রথম অর্থঃ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ

এবং / তা বহন করে / তোমাদের বোঝা সমূহ / দিকে / শহরের / না / তোমরা ছিলে / সেখানে পৌছাতে সক্ষম / এ ছাড়া / ক্লেশসহ / প্রানান্ত কর

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑦ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

নিশ্চয়ই / তোমার রব / অবশ্যই অনুগ্রশীল / অশেষ মেহেরবান / এবং / ঘোড়া (সৃষ্টি করেছেন) / ও / খচ্চর / ও / গাধা / তা তোমাদের চড়ার জন্যে

وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا

ও / সৌন্দার্য (স্বরূপ) / এবং / তিনি সৃষ্টি করেছেন / (কিছু) যা / না / তোমরা জান / এবং / উপর / আল্লাহর / প্রদর্শন (দায়িত্ব) / পথ / কিন্তু / তা থেকে আছে

جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ⑨ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

বক্র (পথও) / এবং / যদি / ইচ্ছে করেন / তোমাদের অবশ্যই হেদায়াত দিতেন / সকলকেই / তিনিই (রব) / যিনি / বর্ষণ করেছেন / থেকে / আকাশ

مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ⑩ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ

পানি / তোমাদের জন্যে / তা থেকে / পানীয় (পেয়েথাক) / এবং / তা থেকে / উদ্ভিদ (জন্মে) / তার মধ্যে / তোমরা পশু চারণ করা ও / তিনি উদগত করেন / তোমাদের জন্য / তা দিয়ে / ফসল

وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

ও / যায়তুন সমূহ / ও / খেজুর সমূহ / ও / আংগুর সমূহ / এবং / ধরণের / সব / ফল সমূহ / নিশ্চয়ই / মধ্যে (রয়েছে) / এর

لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑪ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَ

অবশ্যই নিদর্শন / লোকদের জন্য / (যারা) চিন্তা-ভাবনা করে / এবং / নিয়ন্ত্রিত করেছেন / তোমাদের জন্য / রাতকে / ও / দিনকে / এবং / সূর্যকে / ও

الْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑫

চাদকে / এবং / তারা গুলোও / নিয়ন্ত্রিত / তার বিধান দিয়ে / নিশ্চয়ই / মধ্যে (রয়েছে) / এর / অবশ্যই নিদর্শনসমূহ / লোকদের জন্য / (যারা) জ্ঞান রাখে

(৭) তারা তোমাদের ভার- বোঝা বহন করে এমন এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায় যেখানে তোমারা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌছতে পারো না। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন ও মেহেরবান। (৮) তিনি ঘোড়া ,খচ্চর ও গাধা পয়দা করেছেন, যেন তোমরা তার উপর সওয়ার হতে পার এবং তারা তোমাদের জীবনের সৌন্দর্য হয়। তিনি আরও বহু সংখ্যক জিনিস (তোমাদের কল্যাণের জন্য) পয়দা করেছেন, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা নেই [৪]। (৯) আর আল্লহরই দায়িত্বে রয়েছে সকল পথ প্রদর্শন, যখন বাকা-চোরা পথও অনেক রয়েছে। তিনি যদি চাইতেন তবে তোমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতেন ।

রুকু-২ (১০) তিনিই রব যিনি আকাশ মন্ডল হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন; তা থেকে তোমরা পানীয় পাও। আর তোমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্য খাদ্যও উৎপাদিত হয়। (১১) তিনি এই পানির সাহায্যেতোমাদের জন্যে ফসল ফলান এবং যয়তুন, খেজুর, আংগুর ও অন্যন্য নানাবিধ ফল পয়দা করেন। এই সবে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত (১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। আর সব তারকাও তাঁরই বিধানে নিয়ন্ত্রিত। এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

আল্লাহতা'আলা শুক্রের এক তুচ্ছ বিন্দু থেকে সেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে, তর্ক ও যুক্তি- প্রমান দানের যোগ্যতা রাখে ও নিজের উদ্দেশ্যের সমর্থনে যুক্তি-প্রমান পেশ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থঃ আল্লাহতাআলা যে মানুষকে তুচ্ছ শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষের আত্ম-অহংকারের বাড়াবাড়ি দেখ! সে স্বয়ং আল্লাহরই মোকাবেলায় দ্বন্দ্ব- বিতর্কে লেগে যায়। (৪) অর্থাৎ অনেক

(১৩) আর এই যে বহু সংখ্যক রঙ বে-রঙের দ্রব্যাদি তোমাদের জন্য যমীনে সৃষ্টি করে রেখেছেন এতেও অবশ্যই নিদর্শন নিহিত রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। (১৪) তিনিই যিনি তোমাদের জন্য নদী সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা হতে তাজা মাছ গোশত আহরণ করে খেতে পার এবং তা হতে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তেমরা বের করে নিতে পার যা তোমরা পরিধান কর। তোমরা দেখছ যে, নৌকা-জাহাজ নদী-সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে চলাচল করে। এই সব কিছু এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রবের মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিবে[৫]। এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। (১৫) তিনি যমীনে পর্বতের নোংগরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে হেলে যেতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করিয়েছেন এবং স্বাভাবিক পথও বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা পথের সন্ধান পেতে পার। (১৬) যিনি যমীনে পথ দেখাবার জন্য নিদর্শনসমূহ সংস্থাপন করে রেখেছেন। আর তারকার সাহায্যেও লোকেরা পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। (১৭) অতএব যিনি পয়দা করেন, আর যে কিছুই পয়দা করে না- উভয়ে কি সমান? তোমাদের কি হুশ হবে না? (১৮) তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে গণনা করতে চাও, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৯) এবং তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়েও অবহিত, গোপন বিষয়েও।

এরূপ জিনিস যা মানুষের হিতের জন্যে কাজ করে, কিন্তু মানুষ সে সম্পর্কে কিছুই জানেনা যে, কোথায় কোথায় কত সংখ্যক সেবক কি কাজ- খেদমতে রত আছে ও কি প্রকার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। (৫) অর্থাৎ হালাল পন্থায় নিজের জীবিকা হাসেল করবে।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

সৃষ্টি করা হয়েছে তাদেরকে বরং কোন কিছু তারা সৃষ্টি করে না আল্লাহকে ছাড়া ডাকে যারা এবং

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ

একই ইলাহ তোমাদের ইলাহ উঠানো হবে কবে তাদের চেতনা রাখে না এবং জীবিত নয় (তারা) মৃত

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا

নাই অহংকারী তারা এবং সত্যবিমুখ তাদের অন্তর সমুহ আখেরাতে বিশ্বাস করে না সুতরাং যারা

جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না তিনি নিশ্চয়ই তারা প্রকাশ করে যা এবং তারা গোপনরাখে যা জানেন আল্লাহ যে সন্দেহ

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا

তারা যেন বহন করে পূর্ববর্তীদের উপকথা সমুহ তারা বলে তোমাদের রব নাযিল করেছেন কি তাদেরকে বলাহয় যখন এবং

أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

কোন জ্ঞান ছাড়া তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তারা যাদের (তাদের) বোঝাসমুহ এবং কিয়ামতের দিনে সম্পূর্ণ তাদের বোঝা সমুহ

أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم

তাদের ইমারতের আল্লাহ অতঃপর আসলেন তাদের পূর্বে যারা (ছিল) চক্রান্ত করেছিল নিশ্চয়ই তারাবহন করবে যা অতি নিকৃষ্ট শুন

مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ

তাদের উপর হতে ছাদ তাদের উপর অতঃপর ধবসেপড়ল ভিত্তিমূলে (অর্থাৎ আঘাত করলেন)

(২০) আর সেই অন্যান্য সত্তাগুলি- মানুষ আল্লাহকে ত্যাগ করে যাদেরকে ডাকে, সেসব কোন কিছুরই সৃষ্টি কর্তানয়, বরং নিজেরাই সৃষ্টি। (২১) তারা সব মৃত, জীবত নয়। আর সেসবের কিছুই জানা নেই, তাদেরকে কবে (পুনরুজ্জীবিত করে) উঠানো হবে[৬]।

রুকু-৩ (২২) তোমাদের ইলাহ শুধু এক আল্লাহ। কিন্তু যারা পরকালকে মানে না তাদের দিলে আল্লাহর অস্বীকৃতি আসন গেড়ে বসেছে। আর তারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সব ক্রিয়াকান্ড জানেন- গোপন লুকানো বিষয়ও, এবং প্রকাশ্য ব্যাপারগুলিও। তিনি সেই লোকদের আদৌ পছন্দ করেনা না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত।(২৪) আর যখন তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের রব এ কি জিনিস নাযিল করেছেন[৭]। তখন বলে "তা তো পূর্ব কালের পুরাতন কাহিনী মাত্র"। (২৫) এই কথা তারা বলে এ জন্যে যে, কিয়ামতের দিন নিজেদের বোঝাও পুরা বহন করবে এবং সেই সাথে তাদের বোঝাও বহন করবে যাদেরকে এরা মূর্খতার কারণে গোমরাহ করছে। লক্ষ্যকর, এ কত বড় দায়িত্ব যা তাদের নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছে।

রুকু-৪ (২৬) এদের পূর্বেও বহুসংখ্যক লোক (মহাসত্যকে হীন ও নীচ দেখাবার উদ্দেশ্যে) এই রকমেরই সব ছল-চাতুরী করেছে। লক্ষ্য কর, আল্লাহ তা'আলা তাদের কলা-কৌশলের প্রাসাদ মূল হতে উৎপাটিত করে দিয়েছেন। আর তার ছাদ উপর হতে তাদের মাথার উপর এসে পড়ল।

---

(৬) এ শব্দগুলি দিয়ে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে এখানে বিশেষভাবে যে কৃত্রিম উপাস্যদের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে তারা হচ্ছে মৃত মানুষ কেননা ফেরেশতারা তো জীবিত, তারা তো মৃত নয় এবং কাঠ-পাথরের মূর্তিগুলির তো দ্বিতীয়বার জীবিত করে উঠানোর কথা উঠতে পারে না। (৭) আরবে যখন নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে চর্চা হতে লাগলো তখন বাইরের লোক মক্কাবাসীদের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতো।তখন তারা বলতো এটা কালের পুরান কেচ্ছা-কাহিনী।

وَ اٰتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ

তাদের তিনি লাঞ্ছিত করবেন কিয়ামতের দিনে অতঃপর তারা ধারণা করে না যেখান থেকে আযাব তাদের উপর আসল এবং

وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

দেওয়া হয়েছিল যাদেরকে বলবে তাদের মধ্যে তোমরা ঝগড়াকরতেছিলে যাদের (ব্যাপারে) আমার শরিকরা কোথায় বলবেন এবং

الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ

তাদের মৃত্যু ঘটায় যাদের (অবস্থান হল এই) কাফেরদের উপর অমঙ্গল (রয়েছে) ও আজকের দিনে লাঞ্চনা রয়েছে নিশ্চয়ই জ্ঞান

الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۭ

মন্দ কোন আমরা কাজ করতেছিলাম না তারা যখন আত্মসমর্পণ করবে(এবং বলবে) তাদের নিজেদের উপর যুলুমকারী অবস্থায় ফেরেশতারা

بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ

স্থায়ী বসবাসকারী হবে - জাহান্নামের দরজা সমূহে সুতরাং তোমরা প্রবেশ কর তোমরা কাজকরতেছিলে যা ঐসম্পর্কে জানেন খুব আল্লাহ নিশ্চয়ই হ্যাঁ

فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ

নাযিল করেছিলেন কি তাকওয়া অবলম্বন করত যারা (তাদেরকে) বলাহবে এবং অহংকারকারীদের আবাস স্থল অতএব অবশ্যই বড়নিকৃষ্ট তার মধ্যে

رَبُّكُمْ ۭ قَالُوْا خَيْرًا ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَ لَدَارُ

অবশ্যই ঘর এবং কল্যাণ দুনিয়ায় এই মধ্যে আছে সৎকাজ করে তাদের(জন্যে) যারা উত্তম তারা বলবে তোমাদের রব

الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۭ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

মুত্তাকীদের ঘর অবশ্যই চমৎকার এবং উত্তম আখেরাতের

এবং এমন দিক হতে তাদের উপর আযাব আসল, যেদিক হতে তার আসার কোন ধারণাও তাদের ছিলনা।(২৭) অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদেরকে বলবেনঃ 'বল, এখন কোথায় আমার সেই সব শরীকরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) ঝগড়া করতেছিলে?' যারা দুনিয়ায় জ্ঞান লাভ করেছিল তারা বলবেঃ আজ তো কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য নিশ্চিত। (২৮) হ্যাঁ, সে সব কাফেরদের জন্য, যারা নিজেদের উপর যুলুম করা অবস্থায়-যখন ফেরেশতাদের হাতে ধরা পড়ে যায় মৃত্যুর সময় তখন (বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে) অমনি আত্মসমর্পণ করে দেয়, আর বলে 'আমরা তো কোন অপরাধ করছিলাম না'। ফেরেশতাগণ জবাব দেবে কেমন করে করছিলে না; আল্লাহ তো তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল। (২৯) এখন যাও, জাহান্নামের দ্বার সমূহে প্রবেশ কর; সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে। অতএব সত্যকথা এই যে, বড়ই খারাব পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্য। (৩০) অপরদিকে আল্লাহভীরু লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে 'এ কি জিনিস, যা তোমাদের আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে?' তখন তারা জবাব দেবে 'খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিস নাযিল হয়েছে।' এই ধরণের নেককার লোকদের জন্য এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর পরকালের ঘর তো নিশ্চিতই তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হবে। বড়ই উত্তম ঘর মুত্তাকী লোকদের।

(৩১) চিরদিন অবস্থানের সব বাগ বাগীচা, তাতে তারা প্রবেশ করবে। নীচ দিয়ে নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। আর সব কিছু সেখানে ঠিক তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ীই সংঘটিত হবে। এই প্রতিফল দেন আল্লাহ মুত্তাকী লোকদেরকে। (৩২) সেই মুত্তাকীদেরকে- যাদের রূহ সমূহ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতাগণ কবয করে, তখন বলেঃ 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর, তোমরা যাও জান্নাতে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে'। (৩৩) হে মুহাম্মদ! এখন যে এই লোকেরা অপেক্ষা করছে, তবে এ ছাড়া আর কি বাকী রয়েছে- ফেরেশতারাই এসে পৌছবে কিংবা তোমার রবের ফায়সালাই প্রকাশিত হয়ে যাবে? এ ধরনের ধৃষ্টতা এদের পূর্বে বহু লোকই দেখিয়েছে। অতঃপর তাদের সাথে যা কিছু করা হয়েছে তা তাদের উপর আল্লাহর যুলুম ছিল না, বরং তা ছিল তাদের নিজেদেরই যুলুম যা তারা নিজেরা নিজেদের উপর করেছে। (৩৪) তাদের কাজ কর্মের দোষ-ত্রুটি শেষ পর্যন্ত তাদেরই ভাগে পড়ল এবং সেই জিনিসই তাদের উপর চেপে বসল যার তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেছিল।

রুকু-৫ (৩৫) এই মোশরেকরা বলে আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা তাঁর ব্যতীত অপর কারো ইবাদত করতাম না, আর না তাঁর হুকুম ছাড়া কোন জিনিসকে হারাম গণ্য করতাম। এ রকম বাহানাই এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বানাতেছিল।

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَ

مِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن

يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا

يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ

كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

তাহলে নবী রসূলদের প্রতি স্পষ্ট কথা পৌঁছে দেয়া ছাড়াও কি কোন দায়িত্ব আছে? (৩৬) আমরা প্রত্যেক উম্মতে একজন রসূল পাঠিয়েছি। আর তার সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের বন্দেগী হতে দূরে থাক। এর পর তাদের মধ্যে হতে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন, আর কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর যমীনের উপর একটু চলাফেরা করে দেখে নাও যে মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে! (৩৭) হে মুহাম্মদ! তুমি এদের হেদায়াতের জন্য যতই লালায়িত হও না কেন আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দেন তাকে তিনি আর হেদায়াত দেন না; আর এই ধরনের লোকদের সাহায্য কেউ করতে পারে না। (৩৮) এই লোকেরা আল্লহর নামে কড়া কড়া কসম খেয়ে বলেঃ 'আল্লাহ কোন মৃতকে পুনরায় জীবন্ত করে উঠাবেন না'- কেন উঠাবেন না? এতো একটি ওয়াদা যা পুরো করাকে তিনি নিজের জন্য ওয়াজেব করে নিয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা।(৩৯) আর এরূপ হওয়া এজন্য জরুরী যে, আল্লাহ এদের সামনে সেই মহাসত্যকে প্রকাশ করে দেবেন যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করছে এবং মহাসত্য অমান্যাকরীরা জানতে পারবে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) কোন জিনিসকে অস্তিত্বে আনার জন্য এ অপেক্ষা আর কিছুই করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দেই হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।
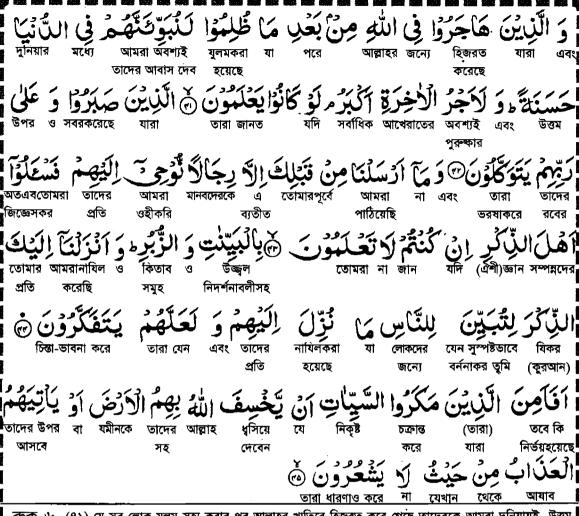
রুকূ-৬ (৪১) যে সব লোক যুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমরা দুনিয়ায়ই উত্তম জায়গা দান করব, আর আখেরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়[৮]। হায়, সেই নির্যাতিত লোকেরা যদি জানতে পারত, (৪২) যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে কাজ করে (যে, কত ভাল পরিণামই না তাদের অপেক্ষায় রয়েছে)! (৪৩) হে মুহাম্মদ, আমরা তোমার পূর্বেও যখনি রাসূল পাঠিয়েছি, তো মানুষই পাঠিয়েছি; যাদের প্রতি আমরা আমাদের পয়গামসমূহ অহী করতাম। এই যিকরওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ[৯]। যদি তোমরা নিজেরা না জান। (৪৪) অতীতের নবী রসূলদেরও আমরা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ ও কিতাবসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন এই যিকর তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাক যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে এবং যেন লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা-গবেষণা করে[১০]। (৪৫) তাহলে সেই লোকেরা যারা (নবীর দাওয়াতের বিরুদ্ধতায়) নিকৃষ্টতম অপকৌশল গ্রহণ করছে, এ ব্যাপারে কি একেবারেই নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে যমীনে নিমজ্জিত করে দেবেন কিংবা এমন দিক হতে তাদের উপর আযাব এনে দেবেন, যে দিক হতে তা আসার ধারণা- অনুমান পর্যন্ত হয় না;

(৮) এখনে সেই মোহাজেরীনদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা কাফেরদের অসহনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। (৯) অর্থাৎ যারা আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান রাখে সেই লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানো- পয়গম্বরেরা মানুষ হয়, না অন্য কিছু। (১০) অর্থাৎ রসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি কিতাব এজন্যে নাযিল করা হয়েছিল যে, তিনি নিজের কথা ও কাজ দিয়ে কিতাবের শিক্ষা এবং তার নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে থাকবেন। এদিয়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সঃ) এর সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের প্রামাণিক ও সরকারী ব্যাখ্যা।
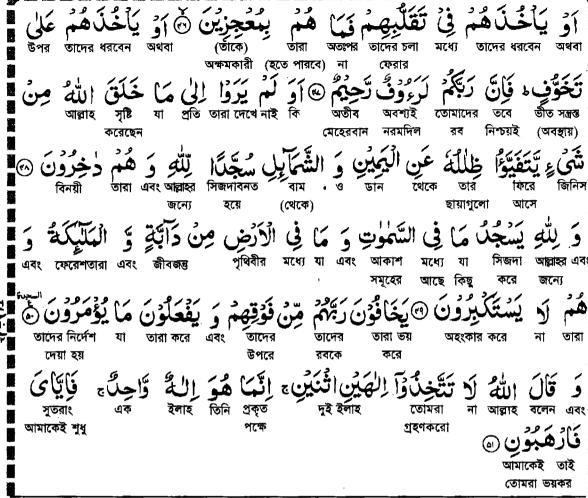
(৪৬-৪৭) কিংবা চলা ফেরা অবস্থায় সহসা তাদেরকে পাকড়াও করবেন; অথবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন, যখন তাদের নিজেদেরই আসন্ন মুসিবতের ভীতি লেগে থাকবে এবং তারা তা হতে আত্ম রক্ষা করার চিন্তায় সচেতন হয়ে থাকবে? তিনি যা কিছুই করতে চান, এই লোকেরা তাঁকে অক্ষম করার জন্য কোন ক্ষমাতই রাখে না। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব বড়ই নরম দিল এবং দয়াবান। (৪৮) আর এই লোকেরা কি আল্লাহর পয়দা করা কোন জিনিসকেই দেখে না যে, তার ছায়া কিভাবে আল্লাহর সমানে সিজদারত অবস্থায় ডাইনে ও বামে পতিত হচ্ছে[১১]। সব কিছুই এমনিভাবে বিনয় প্রকাশ করে।(৪৯) যমীন ও আসমানে যত পরিমাণ জানদার মখলুক রয়েছে, আর আছে যত ফেরেশতা, সবই আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত। তারা কিছুতেই এবং কিছু মাত্র অহংকার বা বড়াই করে না। (৫০) তারা তাদের রবের প্রতি ভয় পোষণ করে, যিনি তাদের উপর অবস্থিত। আর যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়, সেই অনুযায়ী তারা কাজ করে। (সিজদা)

রুকু-৭ (৫১) আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে দুই ইলাহ বানিয়ো না[১২]। ইলাহ তো মাত্র একজন। কাজেই তোমরা কেবল আমাকেই ভয়কর।

(১১) অর্থাৎ সকল জড় জিনিসের ছায়া -এ কথার নিদর্শনস্বরূপ যে, পর্বত হোক বা বৃক্ষ হোক, পশু হোক বা মানুষ হোক সকলেই এক সর্বব্যাপী আইনের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। সকলেরই ললাট দাসত্বের চিহ্নে চিহ্নিত; উলুহিয়াতে কারুরই কোন সামান্যতম অংশ নেই। কোন কিছুর ছায়া থাকা এ কথার সুস্পষ্ট নিদর্শন যে সে বস্তুটা জড়। আর কোন কিছুর জড় হওয়া তার দাস ও সৃষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। (১২) দুই রব না থাকার মধ্যে দুই এর অধিক রব না থাকার কথাও স্বতঃই শামিল আছে।

وَ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَ

অথচ (অপরকে) আল্লাহ তবে কি শাশ্বত আনুগত্য তাঁরই এবং পৃথিবীর ও আকাশ মধ্যে যা তাঁরই এবং
তোমরা ভয়করবে ব্যতীত চিরাচরিত জন্যে সমূহের আছে কিছু জন্যে

مَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿۵۳﴾

তোমরা ফরিয়াদ তখন তার দুঃখ- দৈন্য তোমাদের যখন এরপর আল্লাহ তা(এসেছে) নিয়ামত তোমাদের যা
কর কাছে স্পর্শকরে হতে (আছে) সাথে কিছু

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۵۴﴾

(অন্যদেরকে) তাদের তোমাদের একদল তখন তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর যখন এরপর
শরীক করে রবের সাথে মধ্যহতে থেকে করেদেন

لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَ يَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا

না সে বিষয়ে তারা এবং তোমরা অতঃপর আচ্ছা তাদের ঐ বিষয়ে না শুকরী
যা নির্ধারণ করে জানবে শীঘ্রই তোমরা ভোগকর আমরা দিয়েছি যা করার জন্যে

يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۶﴾

তোমরা রচনা করতেছিলে ঐ বিষয়ে তোমাদের অবশ্যই আল্লাহর তাদের আমরা তা হতে এক তারা জানে
যা জিজ্ঞাসা করা হবে শপথ রিযিক দিয়েছি যা অংশ

وَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَ لَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَ اِذَا بُشِّرَ

সুসংবাদ যখন অথচ তারা কামনা (তাই) তাদের এবং তিনি কন্যা- আল্লাহর তারা নির্ধারণ এবং
দেয়া হয় করে যা জন্যে পবিত্র ও মহান সন্তানসমূহ জন্যে করে

اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ﴿۵۸﴾

উত্তেজনা সে এবং কালো তার মুখ হয়ে যায় কন্যা- তাদের
প্রশমন কারী (হয়) সন্তানের কাউকে

(৫২) তাঁরই জন্য সব কিছু যা আছে আকাশমন্ডলে, আর যা আছে যমীনে। এবং একান্তভাবে তারই দ্বীন (সমগ্র সৃষ্টিলোকে) চলছে[১৩]। অতঃপর আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা অপর কারো প্রতি তাকওয়া পোষণ করবে? (৫৩) যে নিয়ামতই তোমরা লাভ করেছ তা আল্লাহর নিকট হতেই এসেছে। পরে যখন কোন কঠিন সময় তোমাদের উপর আসে তখন তোমরা নিজেরা নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাক; (৫৪) কিন্তু আল্লাহ যখন সেই সময়টি দূর করে দেন তখন সহসা তোমাদের মধ্যে হতে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের রবের সাথে অন্যান্যদের (এই অনুগ্রহের শোকরিয়া হিসাবে) শরীক বানাতে শুরু করে। (৫৫) যেন আল্লাহর অনুগ্রহের সাথে না শোকরী করা হয়। ঠিক আছে খুব করে মজা লুট, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) এই লোকেরা যে সবের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুমাত্র জানে না, তার অংশ আমাদের দেয়া রেযক হতে নির্দিষ্ট করে দেয়। আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এই মিথ্যা তোমারা কেমন করে রচনা করে নিয়েছিলে?(৫৭) এরা আল্লাহর জন্য কন্যা-সন্তান আরোপ করে[১৪]। সুবহানাল্লাহ! এ হতে তিনি পবিত্র ও মহান। এদের জন্য হবে তা যা এরা নিজেরা চাইবে[১৫]? (৫৮) অথচ যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান পয়দা হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালিমা লিপ্ত হয়ে যায়। আর সে তখন শুধু ক্রোধের রক্ত পান করে থাকে।

(১৩) অন্য কথায় তাঁর অনুগত্যের ভিত্তিতে সমগ্র অস্তিত্বের কারখানা- ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে। (১৪) আরবের মোশরেকদের উপাস্যদের মধ্যে দেবতা কম ছিল; দেবী ছিল সংখ্যায় অধিক। আর এই দেবীদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে এরা আল্লাহর কন্যা-সন্তান। এভাবে ফেরেশতাদেও তারা আল্লাহর কন্যা মনে করতো। (১৫) অর্থাৎ পুত্র-সন্তানগুলি ।
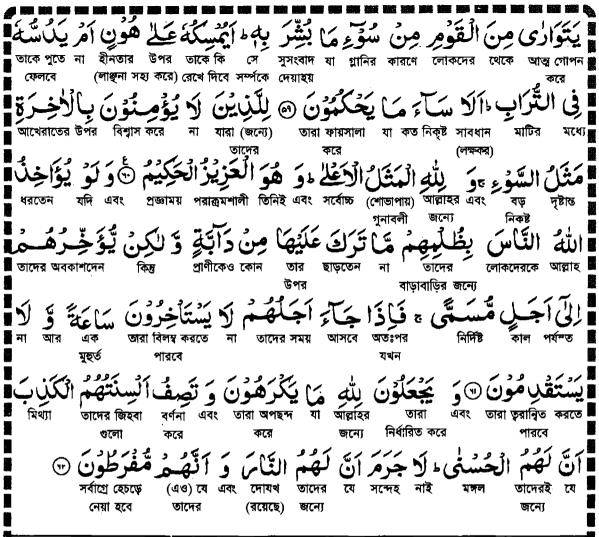
(৫৯) লোকদের নিকট হতে মুখ লুকিয়ে ফিরে যে, এই খারাব খবরের পর কেমন করে মুখ দেখাবে। সে চিন্তা করে, লাঞ্ছনা সহ্য করে কন্যাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে? লক্ষ্য কর, কি রকম খারাব ফায়সালা এরা আল্লাহ সম্পর্কে আরোপ করে[১৬]। (৬০) খারাব বিশেষণে অভিহিত হওয়ার যোগ্য তো সেই লোকেরা -যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আর আল্লাহ, তাঁর জন্য তো সব চাইতে উত্তম ও উন্নত গুনাবলী শোভনীয়। তিনিই তো সকলের উপর বিজয়ী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।

রুকু-৮ (৬১) লোকেদের অন্যায় বাড়াবাড়ির দরুন আল্লাহ যদি সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করতেন তা হলে যমীনের উপর কোন একটি প্রানীকেও ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি সকলকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। পরে যখন সেই সময় এসে উপস্থিত হয় তখন তার এক মুহূর্ত আগে পরে হতে পারে না। (৬২) আজ এই লোকেরা আল্লাহর জন্য এমন সব জিনিসের প্রস্তাবনা করছে যাকে তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে। আর মিথ্যা বলে তাদের জিহ্বা যে তাদের জন্য কেবল ভালই নির্দিষ্ট। আসলে তাদের জন্য একটি জিনিসই রয়েছে, আর তা হচেছ দোযখের আগুন। অবশ্যই তাদেরকে সকলের পূর্বে তাতে পৌঁছানো হবে ।

(১৬) অর্থাৎ নিজেদের জন্যে যে কন্যাসন্তানকে তারা এরূপ হীন ও অপমানকার মনে করতো সেই কন্যা সন্তানকেই তারা আল্লাহর জন্যে ভাবতে কোন সংকোচবোধ করতো না।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

শপথ আল্লাহর | নিশ্চয়ই | আমরা প্রেরণ করেছি | প্রতি | জাতি সমূহের | তোমার পূর্বে | অতঃপর মোহময় করেছিল | তাদের জন্যে | শয়তান

اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا

তাদের কাজগুলোকে | অতঃপর সেই | তাদের অভিভাবক | আজ | এবং | তাদের জন্যে | শাস্তি (রয়েছে) | মর্মন্তুদ | এবং | না | আমরা নাযিল করেছি

عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً

তোমার উপর | কিতাব | এব্যতীত | তুমি যেন প্রকাশ কর | তাদের কাছে | সে বিষয়ে | তারা মত-বিরোধ করেছে | যার মধ্যে | এবং | হেদায়াত | ও | রহমত

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ

লোকদের জন্যে | (যারা) বিশ্বাসকরে | এবং | আল্লাহ | বর্ষণ করেন | থেকে | আকাশ | পানি | অতঃপর জীবিত করেন | তা দিয়ে | ভূমিকে

بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ اِنَّ لَكُمْ

পর | তার মৃত্যুর | নিশ্চয়ই | মধ্যে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | লোকদের জন্যে | (যারা) শুনে | এবং | নিশ্চয়ই | তোমাদের জন্যে

فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا

মধ্যে রয়েছে | চতুষ্পদ পশুদের | অবশ্যই শিক্ষা | তোমাদের পান করাই আমরা | তা হতে যা | মধ্যে আছে | তার পেটগুলোর | মাঝ অবস্থায় | গোবর | ও | রক্তের | (তা হল) দুধ

خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَ مِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ

বিশুদ্ধ | উপাদেয় | পানকারীদের জন্যে | এবং | থেকে | ফলগুলো | খেজুর গাছের | ও | আঙ্গুর গুলো | তোমরা গ্রহণকর

مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

তা থেকে | মাদকদ্রব্য | ও | রিযক | উত্তম | নিশ্চয়ই | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | লোকদের জন্যে | (যারা) জ্ঞান রাখে

(৬৩) আল্লাহর শপথ! হে মুহাম্মদ, তোমার পূর্বেও আমরা বহু জাতির নিকট আমার নবী ও রসূল পাঠিয়েছি, (আর পূর্বেও এরূপই হয়ে আসছিল যে,) শয়তান তাদের খারাব কাজকর্মকে তাদের নিকট খুব মোহময় করে দেখিয়েছে। (আর নবী রসূলদের কথা তারা মেনে নিতে প্রস্তুতই হয়নি) সেই শয়তানই আজ এদেরও পৃষ্ঠপোষক হয়ে বসেছে। আর এরা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব ও শাস্তির যোগ্য হচ্ছে। (৬৪) আমরা এই কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নাযিল করেছি যেন তুমি এদের সামনে এদের যাবতীয় মতবিরোধের মূল কথা প্রকাশ করে দাও- যাতে এরা নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এই কিতাব হেদায়াত ও রহমত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা একে মেনে নিবে।(৬৫) (তোমরা দেখতে পাও যে,) আল্লাহ ঊর্ধ লোক হতে পানি বর্ষান, আর অমনি মৃতাবস্থায় পড়ে থাকা যমীনে তার দরুন জীবনের উন্মেষ হয় [১৭]। এতে একটি নিদর্শন রয়েছে, যারা লক্ষ্য করে শুনে তাদের জন্য।

রুকূ-৯ (৬৬) আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুতেও এক শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদের পেট হতে গোবর ও রক্তের মাঝখান হতে আমরা একটি জিনিস তোমাদের পান করাই -তাহল খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য খুব ভাল উপাদেয়। (৬৭) (এমনি ভাবে) খেজুরের গাছ ও আংগুরের ছড়া হতেও আমরা তোমাদেরকে একটা জিনিস পান করাই, যা থেকে তোমরা মাদকও বানিয়ে থাক, আর পবিত্র রেযকও[১৮]। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে।

(১৭) অর্থাৎ প্রতিটি বছর এ দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনেই প্রকটিত হয়- যমীন একেবারে প্রস্তরময় প্রান্তররূপে পড়ে থাকে, তার পর যখন বর্ষার আগমণ হয় একটি বা দুটি বর্ষণ না হতেই সেই যমীন থেকে জীবনের ঝরণা উৎসারিত হতে শুরু হয়।মৃত্তিকা স্তরের

(৬৮) আর লক্ষ্য কর, তোমার রব মধু-মক্ষিকার প্রতি এই কথা অহী করেছেন[১৯] যে, পাহাড়ে-পর্বতে, গাছে আর ওপরে ছড়ানো লতা-পাতায় নিজেদের চাক নির্মাণ কর। (৬৯) আর সব রকমের ফলের রস চুষে নাও এবং তোমার রবের সহজ পথে চলতে থাক। এই মক্ষিকার ভিতর হতে রঙ বে-রঙের শরবত বের হয়, তাতে নিরাময়তা রয়েছে লোকদের জন্য। নিশ্চয়ই এ হতেও একটি নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-গবেষণা করে। (৭০) আরো লক্ষ্য কর,আল্লাহ তোমাদের পয়দা করেছেন, পরে তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন আর তোমাদের কেউ নিকৃষ্টতম বয়স পর্যন্ত উপনীত হয়, যেন সব কিছু জানার পরও কিছুই জানে না। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ জ্ঞান ও জানার ব্যাপারেও পূর্ণ পরিণত, ক্ষমতা ও শক্তিতেও তাই।

রুকু-১০ (৭১) আরো লক্ষ্য কর, আল্লাহতা'আলা তোমাদের মধ্যে কতককে অপর কতকের উপর রেযকের ব্যাপারে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।

অভ্যন্তরে নিহিত অসংখ্যক মূল আকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এক এক মূল থেকে সেই সব লতাপাতা আবার উদগত হয় যা পূর্ববর্তী বর্ষায় জন্মে মরে গিয়েছিল। অসংখ্য মৃত্তিকাজাত কীট -পতঙ্গ- গরমকালে যে সবের নাম নিশানাও কোথাও বাকী ছিলনা - সহসা তেমনিভাবে ও প্রাচুর্যে আবার জেগে উঠে, যেমনিভাবে তারা বিগত বর্ষায় দেখা দিয়েছিল। নিজেদের জীবনে এ সব কিছু তোমরা বার বার লক্ষ্য করছো, তবুও আল্লাহ সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পর আর দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন - নবীদের মুখে এই কথা শুনে তোমরা বিস্ময়বোধ কর! (১৮) এখানে প্রসংগক্রমে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইশারা করা হয়েছে যে এ পবিত্র জীবিকা নয়। (১৯) অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোপন ও সূক্ষ্ম ইশারা যা ইশারাকারী ও যাকে ইশারা করা হয় সেই ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এ হিসাবে এ শব্দ এলকা (অন্তরে কথা নিক্ষেপকারী) ও এলহাম (গুপ্তভাবে শিক্ষা ও উপদেশ) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনন্তর যে লোকদেরকে এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তারা নিজেরা নিজেদের রেযক্ নিজেদের গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না, যেন এই রেযকের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান সমান অংশীদার হতে পারে। তবে কি কেবল আল্লাহরই অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে এই লোকেরা অপ্রস্তুত[২০]। (৭২) আর তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন এবং এই স্ত্রীদের হতেই তোমাদের পুত্র-পৌত্র দান করেছেন; আর উত্তম উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তোমাদেরকে খাবার জন্য দিয়েছেন। অনন্তর এই লোকেরা (এসব দেখে এবং বুঝতে পেরেও) কি বাতিলকে মানছে[২১] এবং আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছে, (৭৩) আর আল্লাহকে ত্যাগ করে তাদের পূঁজা করছে, যাদের হাতে না আসমান হতে রেযক দেয়া হয়, না যমীন হতে।আর না এই কাজ তারা করতে সমর্থ হতে পারে? (৭৪) অতএব আল্লাহর তুলনা বানিও না[২২]।

(২০) বর্তমান সময়ে কিছুলোক এই আয়াত থেকে তাদের মনগড়া এই অর্থ বের করেছে যে, যেসব লোকদের আল্লাহতা'আলা জীবিকার ব্যাপারে মর্যাদা দান করেছেন, তাদের জীবিকা তাদের নিজেদের ভৃত্য ও চাকরদের প্রতি অবশ্য দান করে দিতে হবে। যদি তারা তা না করে তবে তারা আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকারকারী বলে গন্য হবে। কিন্তু উপর থেকে সমগ্র ভাষণটাই শেরকের খন্ডনে ও তৌহিদের প্রমাণে বিবৃত হয়ে এসেছে এবং পরেও ধারাবাহিকভাবে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। পূর্বাপর প্রসঙ্গ লক্ষ্য রাখলে এ কথা অতি সুস্পৃষ্টরূপে বুঝা যাবে যে, এখানে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, তুমি যখন নিজের ধনে তোমার গোলাম ও চাকরদের সমমর্যাদা দান কর না- তবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ রাশি দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তোমরা আল্লাহতা'আলার সংগে কি প্রকারে তাঁর ক্ষমতাহীন বান্দাদেরও অংশীদার বানানোকে সঠিক মনে কর ও নিজেদের স্থানে এ বুঝে থাক যে, ক্ষমতা ও অধিকারে আল্লাহর এই বান্দারাও তাঁর সংগে সমভাগী?(২১) অর্থাৎ এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য গড়া ও ভাঙা, তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করা, প্রার্থনা শ্রবণ করা, তাদেরকে সন্তান-সন্তাদি দান করা , তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, তাদের মামলা-মকদ্দমায় বিজয় দান, তাদের ব্যাধি মুক্ত করা- এসব কাজ কতগুলি দেবী, দেবতা ও জিন এবং আগে পরের কিছু সংখ্যক মহাত্মাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে। (২২) অর্থাৎ আল্লাহকে পার্থিব রাজা মহারাজা বাদশাহের মত মনে ধারণা করো না।যেমন মোসাহেবদের এবং দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যস্থতা ছাড়া পার্থিব রাজা-বাদশাহর নিকট কেউ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা না জান বর্ণনাকরছেন আল্লাহ উপমা একজন গোলামের

مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

মালিকানাধীন না সে ক্ষমতা রাখে উপর কোন কিছু (খরচ করতে) এবং (এমনএকব্যক্তির) যাকে তাকে আমরা রিযক দিয়েছি আমাদের থেকে রিযক উত্তম

فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ

অতঃপর সে খরচকরে তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে কি তারা সমান হয় প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্যে বরং

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ

তাদের অধিকাংশই না জানে এবং বর্ণনা করেন আল্লাহ উপমা দুই ব্যক্তির একজন দুজনের তাদের বোবা বধির

لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ ۙ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ

না ক্ষমতা রাখে উপর কোন কিছুর এবং সে বোঝা উপর তার মনিবের যেদিকেই তাকে পাঠায় না আনে

بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۙ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

ভাল(কিছুই) কি সমান হয় সে ও যে নির্দেশ দেয় ইনসাফের এবং সে (আছে) উপর পথের

مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَٰوَٰتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ

সরল-সঠিক এবং আল্লাহরই আছে অদৃশ্যের (জ্ঞান) আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর এবং নয় ব্যাপার কিয়ামতের

إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

এছাড়া (যে) (যেমন) একপলক চোখের বরং তা তারও কম নিশ্চয়ই আল্লাহ উপর সব কিছুর ক্ষমতাবান

ع ١٠

নিশ্চয়ই আল্লাহই জানেন, আর তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ একজন হল গোলাম, অপরের মামলুক-মালিকানাধীন। সেই নিজে কোনই ক্ষমতা ইখতিয়ার রাখে না। অপর ব্যক্তি এমন, যাকে আমরা নিজস্বভাবে উত্তম রেযক দান করেছি। আর সে তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট খরচ করে। তোমরা বল- এই দুজনই কি সমান? সব প্রশংসা আল্লাহরই [২৩] জন্য, কিন্তু অধিক লোকই (এই সোজা ও সহজ কথাটি) জানে না। (৭৬) আল্লাহ আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ দুই জন লোক, একজন বোবা-বধির কোন কাজ করতে পারে না, নিজের মনিবের উপর এক বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোন একটি ভালো কাজও তার দিয়ে হয় না। অপর একজন আছে এমন, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় আর নিজেও সঠিক সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে। বল, এই দুজনই কি একই রকম?

রুকু-১১ (৭৭) আর যমীন ও আসমানের গোপন তত্ত্বের জ্ঞানতো আল্লাহই রয়েছে, কেয়ামত কায়েম হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না; শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে, বরং এরও কম। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম।

নিজের প্রয়োজন ও প্রার্থনার কথা পৌছাতে পারে না। সেই রকম আল্লাহতাআলা সম্পর্কে তোমরা এই ধারণা করতে লেগেছ যে তিনি নিজের শাহী প্রাসাদে ফেরেশতা, আওলিয়া ও তার অন্যান্য নৈকট্য প্রাপ্ত অনুগৃহীত জনদের দিয়ে বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন এবং তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কারুর কোন কাজই আল্লাহর কাছ থেকে হাসেল করা সম্ভব নয়। (২৩) যেহেতু এই প্রশ্নের জবাবে মুশরেকরা এ কথা বলতে পারে না যে দুই-ই সমান, এজন্যে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ- এতটুকু কথা তোমাদের বুঝের মধ্যে এসেছে!

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ

এবং আল্লাহ তোমাদের বের করেন থেকে পেট সমূহ তোমাদের মাদের (এ অবস্থায় যে) না তোমরা জান কিছুই এবং দিয়েছেন তোমাদের জন্যে

السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

শ্রবণশক্তি সমুহ ও দর্শনশক্তি সমুহ এবং হৃদয় সমুহ যাতে তোমরা তোমরা শোক রকর তারা লক্ষ্য করে নাই কি প্রতি (উড়ন্ত) পাখীগুলোর

مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

নিয়মের অধীন (করে দেন) মধ্যে শুন্য গর্ভের আকাশের না তাদের কেউ ধরেরাখে ছাড়া আল্লাহ নিশ্চয়ই মধ্যে এর রয়েছে অবশ্যই নির্দশন সমুহ

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ

লোকদের জন্যে (যারা) ঈমানআনে এবং আল্লাহ বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘর গুলোকে আবাসস্থল ও বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে

مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ

চামড়া গুলোকে চতুষ্পদ জন্তু সমুহের ঘর স্বরূপ তা তোমরা হালকা পাও দিনে তোমাদের সফরের ও দিনে তোমাদের অবস্থানের

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۸۰﴾

এবং থেকে তার পশমগুলো ও তার লোমগুলো ও তার চুলগুলো গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا

এবং আল্লাহ ব্যবস্থা করছেন তোমাদের জন্যে তা হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন ছায়া সমূহের এবং বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে পাহাড় সমূহে আশ্রয়স্থল সমূহ

وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ

এবং ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য পোশাক সমূহের তোমাদের রক্ষাকরে গরমে ও পোশাক সমূহ তোমাদের রক্ষাকরে তোমাদের যুদ্ধে

(৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাদের পেট হতে বের করেছেন এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি কান দিয়েছেন,দর্শণ শক্তি দিয়েছেন এবং চিন্তা করার মন দিয়েছেন; এই উদ্দেশ্যে যে তোমরা শোকরগুজার হবে। (৭৯) সেই লোকেরা কি কখনো পাখী সমূহকে দেখে নি যে, আকাশের শুন্যলোকে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদের ধরে রেখেছে? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা ঈমান গ্রহণ করে।(৮০) আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরসমূহকে স্থিতি লাভের স্থানরূপে বানিয়েছেন। তিনি জন্তু-জানোয়ারের চামড়া হতে তোমাদের জন্য এমন ঘর সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের জন্য বিদেশ সফরে ও এক স্থানে অবস্থান উভয় অবস্থাতেই -খুব হালকা হয়ে থাকে[২৪]। তিনি জন্তু জানোয়ারের পশম,লোম এবং চুল দিয়ে তোমাদের জন্য পরার ও ব্যবহার করার অসংখ্যা জিনিস পয়দা করেছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মীয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে আসে। (৮১) তিনি নিজ সৃষ্ট বহু জিনিস হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন পোশাক দান করেছেন যা তোমাদেরকে গরম হতে রক্ষা করে। আরো কিছু ধরনের পোশাক যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাযত করে।

(২৪) অর্থাৎ চামড়ার তাবু। আরবে এর বহুল প্রচলন ছিল।

এভাবে তিনি তোমাদের উপর স্বীয় নেয়ামতসমূহের পূর্ণত্ব দান করেন। সম্ভবতঃ তোমারা হুকুম পালনকারী হবে। (৮২) এখন যদি এই লোকেরা অন্য দিকে মুখ ফিরায় তবে হে মুহাম্মদ! তোমার উপর স্পষ্টভাবে হক্ পয়গাম পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই। (৮৩) এরা তো আল্লাহর দান উপলব্ধি করে; কিন্তু তা সত্বেও তারা তা অস্বীকার করে। আর এদের মধ্যে এমন বহু লোকও রয়েছে যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

রুকূ-১২ (৮৪) (এই লোকদের কোন হুশ আছে কি যে, সেই দিন কি অবস্থা হবে?) যখন আমরা প্রতি উম্মতের হতে একজন করে সাক্ষী দাড় করাব। তখন কাফেরদেরকে না কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে[২৫], না তাদেরকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হবে। (৮৫) যালেম লোকেরা যখন একবার আযাব দেখতে পাবে, তখন তাদের আযাবের মাত্রা কিছুমাত্র হালকা করা হবে না, আর এক নিমিষের জন্য তাদেরকে সময়-সুযোগও দেয়া হবে না। (৮৬) এবং যেসব লোক দুনিয়ায় শেরক করেছিল, তারা নিজেদের বানানো শরীক-উপাস্যদেরকে যখন দেখতে পাবে তখন বলবেঃ হে পরোয়ারদেগার! এরাই হচ্ছে আমাদের সেই সব শরীক মাবুদ- আমরা আপনাকে ত্যাগ করে যাদেরকে ডাকতাম, বন্দেগী করতাম। তখন তাদের সেই মাবুদরা তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিবেঃ তোমরা মিথ্যাবাদী[২৬]। (৮৭) তখন এ সবই আল্লাহর সামনে আত্মসমার্পিত হবে, আর তাদের সে সব মিথ্যা ও মনগড়া চিন্তাধারা সমূহ শূন্যে উড়ে যাবে যা তারা দুনিয়ায় অনুসরণ করছিল।

(২৫) এর অর্থ এই নয় যে- তাদের সাফাই পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে না। বরং এর মর্ম হচ্ছে তাদের অপরাধ এরূপ স্পষ্ট অনস্বীকার্য ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য-সমূহ দিয়ে প্রমানিত করে দেয়া হবে যে, তাদের জন্যে সাফাই পেশ করার কোন অবকাশই থাকবে না। (২৬) অর্থাৎ আমি তোমাদের কখনো

الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

যারা অস্বীকার করেছে ও বাধা দিয়েছে থেকে পথ আল্লাহর আমরা বাড়াব তাদের আযাব উপরে আযাবের

بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ

একারণে যা তারা ফাসাদ করত এবং সেদিন আমরা উঠাব মধ্যে প্রত্যেক উম্মতের এক জন সাক্ষী তাদের উপর মধ্য থেকে

أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰى هٰؤُلَآءِ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

তাদের নিজেদের এবং আমরা তোমাকে আনব সাক্ষী (স্বরূপ) উপর এদের এবং আমরা নাযিল করেছি তোমার উপর (এই) কিতাব

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ

সুস্পষ্ট বর্ণনা করা জন্যে প্রত্যেক জিনিষের ও হেদায়াত ও রহমত এবং সুসংবাদ আত্মসমর্পন কারীদের জন্যে নিশ্চয়ই

اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ

আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায় বিচারের ও অনুগ্রহের ও দান করার আত্মীয়-স্বজনকে এবং নিষেধ করেন থেকে অশ্লীলতা নির্লজ্জতা

وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ

ও অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন তোমাদের তিনি উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর এবং তোমরা পূর্ণকর ওয়াদা আল্লাহর

إِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ

যখন তোমরা ওয়াদা করেছ এবং না তোমরা ভংগকর শপথ সমূহকে পরে দৃঢ় করার তা এবং নিশ্চয়ই তোমরা করেছ

اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

আল্লাহকে তোমাদের উপর যামীন নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা তোমরা কাজ কর্ম করছ

(৮৮) যারা নিজেরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, আর অন্য লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে তাদেরকে আমরা আযাবের পর আযাবে নিমজ্জিত করব, সেই সব বিপর্যয়কর কাজকর্মের ফলস্বরূপ যা তারা দুনিয়ায় করছিল। (৮৯) (হে মুহাম্মদ! এই লোকদেরকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বয়ং তাদের মধ্য হতেই একজন সাক্ষী দাড় করাব- যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। উপরন্তু এই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য আমরা তোমাকে উপস্থিত করব। আর (এ এই সাক্ষ্য দানেরই প্রস্তুতি যে) আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ননাদানকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ-সেই সব লোকের জন্য যারা মস্তক অবনত করেছে।

রুকু-১৩ (৯০) আল্লাহতা'আলা সুবিচার ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের (সেলাহ রহমীর) নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্লজ্জতা, অন্যায় অসৎকাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (৯১) তোমরা আল্লাহর ওয়াদা পূরণ কর, যখন তোমরা তার নিকট কোন ওয়াদা শক্তকরে বেধে নিয়েছ এবং নিজেদের কসম পাকা-পোখত ভাবে করার পর ভংগ করো না, যখন তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর যামীন বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

একথা বলিনি যে তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে আমাকেই ডাক, আর তোমাদের এরূপ কাজে আমি রাজীও ছিলাম না; বরং আমি জানাতাম না যে তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলে।

(৯২) তোমাদের অবস্থা ও যেন সেই নারীর মত না হয় যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সুতা কেটেছে এবং পরে নিজেই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের কসমগুলিকে পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করছ; যেন একদল অপরদল অপেক্ষা বেশী ফায়দা লাভ করতে পারো অথচ আল্লাহ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন এবং অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল তত্ত্ব তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন। (৯৩) আল্লাহ যদি এই চাইতেন (যে, তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ হবে না) তবে তিনি তোমাদেরকে একটি উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, আর যাকে চান সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের নিকট অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। (৯৪) (আর হে মুসলমানরা) তোমরা নিজেদের কসমগুলিকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোকা দেয়ার উপায় বানিয়ো না। এমন যেন না হয় যে, কোন পদক্ষেপ স্থিতি লাভ করার পর তা স্খলিত হয়ে যাবে, আর তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রেখেছ, এই অপরাধের পরিণামে তোমরা খারাব ফল দেখতে বাধ্য হও ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়ে পড়[২৭]। (৯৫) আল্লাহর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে সামান্য-নগণ্য ফায়দার বিনিময়ে বিক্রি করো না। যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম

(২৭) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করার পর মাত্র তোমাদের অসততা ও অসচ্চরিত্রতা দেখে যেন এই

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَ

এবং তা আল্লাহর কাছে যা এবং (তা) শেষ তোমাদের কাছে যাকিছু তোমরা জানতে যদি
স্থায়ী আছে হয়েযাবে আছে

لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ

কাজ যে তারা কাজ করত যা অতি উত্তম তাদের সবর (তাদের) আমরা অবশ্যই
করবে পুরস্কার করেছে যারা প্রতিফল দিব

صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَ

এবং পবিত্র জীবন তাকে অবশ্যই তখন ঈমানদারও সে যখন নারীদের বা পুরুষদের মধ্যে সৎ
জীবন দেব আমরা

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ

তখন কোরআন তুমি পাঠ অতঃপর তারা করতোছিল যা অতি উত্তম তাদের তাদের অবশ্যই
পানাহ চাইবে করবে যখন পুরস্কার প্রতিদান দেব আমরা

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

ঈমান যারা (তাদের) আধিপত্য তার নাই সেনিশ্চয়ই যে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর
এনেছে উপর (এমন যে) কাছে

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ

তারা যারা ও তাকে অভিভাবক যারা (তাদের) তার মূলতঃ তারা তাদের উপর এবং
(এমন যে) বানিয়েছে উপর আধিপত্য ভরষাকরে রবের

بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

ঐ বিষয়ে খুব আল্লাহ এবং (অপর) জায়গায় এক আমরা যখন এবং শরীককারী তার
যা জানেন আয়াতের আয়াতকে বদলে দেই সাথে

يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

তারা জ্ঞানরাখে না তাদের বরং (কোরআন) তুমি মূলতঃ তারা তিনি নাযেল
অধিকাংশই রচনাকারী বলে করেন

যদি তোমরা জানতে ও বুঝতে পার।(৯৬) তোমাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা চিরদিন অবশিষ্ট থাকবে। আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের উত্তম কাজ অনুপাতে প্রতিফল দান করব।(৯৭) যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক অথবা নারী- যদি সে মু'মিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব, আর (পরকালে) এই ধরনের লোকদেরকে উত্তম প্রতিফল দান করব, তাদের আমল অনুপাতে। (৯৮) অতঃপর যখনই তুমি কুরআন পাঠ করতে শুরু করবে তখনই "শয়তানে রাজীম" (বিতাড়িত শয়তান) হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নিবে[২৮]। (৯৯) যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা ও নির্ভরতা পোষণ করে তাদের উপর তার কোন প্রভাব-আধিপত্য নাই। (১০০) তার জোর চলে কেবল সেই লোকদের উপর যারা তাকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেয় এবং তার ধোকায় পড়ে শেরক করে।

রুকূ-১৪ (১০১) আমরা যখন এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত নাযিল করি- আর আল্লাহ ভালই জানেন যে, তিনি কি নাযিল করেন- তখন এই লোকেরা বলে যে, তুমি এই কুরআন নিজে রচনাকারী। আসল কথা এই যে, এদের অধিকাংশই প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না।

দ্বীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না যায় এবং মাত্র এই কারণে সে বিশ্বাসীদের স্থলভুক্ত হতে বিরত না হয় যে, এই দলের যে সব লোকদের সংগে তার পরিচয় ঘটেছে তাদেরকে সে চরিত্র ও ব্যবহারে কাফেরদের থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন দেখতে পায়নি। (২৮) এর উদ্দেশ্য কেবল জিহ্বা দিয়ে "আউযুবিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম" উচ্চরণ করা নয় বরং এর সাথে হৃদয়ের প্রেরণা ও আন্তরিকতাসহ কার্যতঃ আল্লাহতাআলার কাছে এই প্রার্থনা করতে হবে যে কুরআন পাঠকালে আল্লাহ যেন শয়তানের ভ্রষ্টকারী প্ররোচনা থেকে তাকে নিরাপদ

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَ

বল | তা নাযিল করেন | রুহুল কুদুস (জিব্রাইল (আঃ)) | থেকে | তোমার রবের | যথাযথ ভাবে | দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | এবং

هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ

হেদায়াত | ও | সুসংবাদ | আত্মসমর্পণ কারীদের | এবং | নিশ্চয়ই | জানি আমরা | তারা যে | বলে | প্রকৃত | তাকে শিখিয়েছে

بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ

এক মানুষ | ভাষা | যার | তারা ইঙ্গিত করে | তার দিকে | অনারব | অথচ | এটা | ভাষা | আরবী

مُّبِيْنٌ ﴿١٠٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَ

স্পষ্ট | নিশ্চয়ই | যারা | না | ঈমান আনে | উপর নিদর্শন সমূহের | আল্লাহর | না | তাদের হেদায়াত দিবেন | আল্লাহ | এবং

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾ اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

তাদের জন্যে | শাস্তি | মর্মন্তুদ | প্রকৃত পক্ষে | রচনা করে | মিথ্যা | (তারাই) যারা | না | ঈমান আনে

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ

উপর নিদর্শনসমূহের | আল্লাহর | এবং | ঐসব লোক | তারাই | মিথ্যাবাদী | যে | অস্বীকার করে | আল্লাহকে | পরে

اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ

তার ঈমানের | এব্যতীত | যাকে | বাধ্য করা হয়েছে | অথচ | তার অন্তর | পরিতৃপ্ত | ঈমানের উপর | কিন্তু (তার কথা ভিন্ন) | যার

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

উন্মুক্ত | কুফুরীর উপর | অন্তর | তাদের উপর তাহলে | গযব | থেকে | আল্লাহর | এবং | তাদের জন্যে | শাস্তি | মহা

---

(১০২) এদেরকে বলঃ একে তো রুহুল কুদুস ঠিক ঠিক ভাবে আমার রবের নিকট হতে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন[২৯]। যেন ঈমানদার লোকাদের ঈমানকে পাকা পেখতা করে দেয় এবং অনুগত লোকদেরকে জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে সঠিক সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মহাকল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দেয়।(১০৩) আমরা জানি, এই লোকেরা তোমার সম্পর্কে বলে এই লোকটিকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে থাকে। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এ বিশুদ্ধ আরবী। (১০৪) আসল কথা এই যে, যে সব লোক আল্লাহর আয়াত মানে না, আল্লাহ কখনো তাদেরকে সঠিক কথা পর্যন্ত পৌছিবার তওফীক দেন না। আর এই ধরনের লোকদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (১০৫) (মিথ্যা কথা নবী রচনা করে না, বরং) মিথ্যা তো সেই লোকেরা রচনা করছে যারা আল্লাহর আয়াতকে মানে না। তারাই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী[৩০]। (১০৬) যে ব্যাক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে, (সে যদি) বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ তার দিল ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে (তবে কোন দোষ নেই) কিন্তু যে লোক মনের সন্তোষ সহকারে কবুল করে নিল, তাদের উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে এবং এমন সব লোকের জন্য বড় বড় আযাব রয়েছে[৩১]।

রাখেন। কেননা যে এখান থেকে হেদায়াত না পায় সে আর কোথাও হেদায়াত পাবে না। আর যে এই গ্রন্থ থেকে পথ ভ্রষ্টতা অর্জন করে বসে দুনিয়ায় আর কোন বস্তুই তাকে সেই পথভ্রষ্টতার গোলকধাধা থেকে উদ্ধার করতে পারে না (২৯) রুহুল কুদুস এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র আতনা। হযরত জিবরাইল(আঃ) কে এই পারিভাষিক উপাধিদান করা হয়েছে।এখানে তার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য
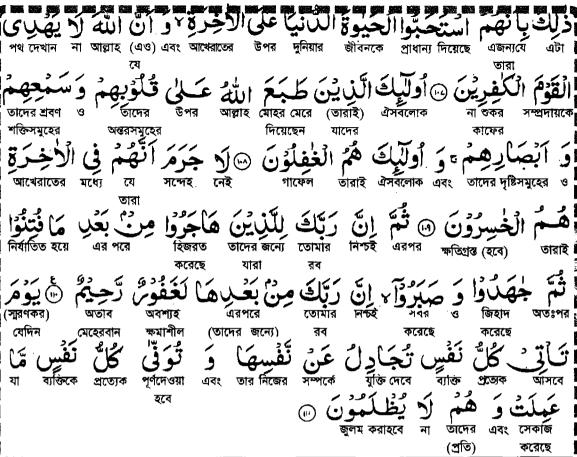
(১০৭) তা এই করণে যে, তারা পরকাল অপেক্ষা ইহ কালের জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছে। আর আল্লাহর নিয়ম এই যে, তিনি সেই লোকদের মুক্তির পথ দেখান না যারা তার নেয়ামতের না-শোকরী করে। (১০৮) এরা সেই লোক যাদের অন্তর, কান ও চোখের উপর আল্লাহতা' আলা মোহার লাগিয়ে দিয়েছেন। এরা তো গাফিলতিতে ডুবে গেছে। । (১০৯) অবশ্যই পরকালে তারাই চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে[৩২]। (১১০) পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা এই যে, যখন (ঈমান আনার কারণে) নির্যাতিত হয়েছে তখন তারা ঘর বাড়ী ছেড়ে হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কঠোর কষ্ট করেছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে, নিশ্চিতই তোমার রব তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

রুকু-১৫ (১১১) (এই সব কিছুরই ফয়সালা সেই দিন হবে) যখন প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের বাচার চিন্তায় লেগে থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা পুরাপুরি দেয়া হবে। আর কারো উপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলম হতে পারবে না।

শ্রোতাদের সাবধান ও সতর্ক করা যে এই বাণীকে এমন এক বাহক বহন করে আনেন যিনি মানবীয় দূর্বলতা মুক্ত এবং পূর্ন দায়িত্বের সাথে আল্লাহর বানী পোঁছে দেন। (৩০) দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে- যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না, তার নিদর্শনসমুহে যাদের প্রত্যয় নেই মিথ্যা তো তারাই রচনা করে।(৩১) এ আয়াতে সেই সব মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের উপর সে সময় নিদারুন অত্যাচার - নির্যাতন চলানো হচ্ছিল এবং অসহনীয় কষ্ট- যন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন সময় নির্যাতনে নিরুপায় হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ কর, কিন্তু অন্তর তোমাদের কুফরী ধারণা বিশ্বাস থেকে পবিত্র থাকে, তবে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু তোমরা যদি অন্তরে কুফরীকে স্বীকার করে নও। তবে দুনিয়াতে তোমাদের প্রাণ যদিও বাঁচে, পরকালের আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না। (৩২) এ হুকুম সেই সব লোকদের সম্পর্কে যারা ঈমানের রাস্তা কঠিন দেখে তা থেকে ফিরে গিয়েপুনরায় নিজেদের কাফের ও মুশরেক জাতির সংগে গিয়ে মিলিত হয়েছিল।

(১১২) আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তা শান্তি ও নিশ্চিন্ততার জীবন-যাপন করছিল। আর চারদিক হতে তার নিকট প্রাচুর্যের রেযক সেখানে পৌছুতো, অতঃপর তা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কুফরী (নাশুকরী) করতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তাঁর অধিবাসীদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতির মুসীবতসমূহ তাদের উপর চেপে বসল। (১১৩) তাদের নিকট তাদের নিজস্ব লোকদের মধ্য হতে এক রসূল আসল; কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত আযাব এসে তাদেরকে ঘিরে ধরল, যখন তারা যালেম হয়ে গিয়েছিল[৩৩]। (১১৪) অতএব হে লোকেরা! আল্লাহ যা কিছু হালাল ও পাক রেযক তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা বাস্তবিকই তাঁরই বন্দেগী করতে ইচ্ছুক হও। (১১৫) আল্লাহ যাকিছু তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন তা হচ্ছে মরা জীব, রক্ত, শুকরের গোশত আর সেই সব জন্তু যার উপর আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নাম নেয়া হয়েছে। অবশ্য ক্ষুধায় কাতর ও বাধ্য হয়ে কেউ যদি এই সব জিনিস খায়- আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধতা করার ইচ্ছুক না হয়ে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লঘণকারী না হয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

---

(৩৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতানুযায়ী নাম না নিয়ে এখানে মক্কাকেই দৃষ্টান্তরূপে পেশ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যানুয়ায়ী ভয় ও ক্ষুধার যে বিপদ ব্যাপক ছেয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে- তা হচ্ছে সেই দুর্ভীক্ষ যা নবী করীম (সঃ) এর দ্বীনি দাওয়াত মোশরেকদের প্রত্যাখানের পর দীর্ঘ কাল মক্কাবাসীদের উপর আপতিত ছিল।

(১১৬)তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলোনা যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের কল্যাণ হবে না [৩৪]। (১১৭) দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী কয়েকদিনের বিষয়। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।(১১৮) এই জিনিসগুলো আমরা বিশেষভাবে ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট করেছি। আর এ তাদের প্রতি আমাদের কোন যুলম ছিল না; বরং তাদের নিজেদেরই যুলম ছিল যা তারা নিজেদের উপর করছিল। (১১৯) অবশ্য যেসব লোক মূর্খতাবশতঃ খারাব কাজ করেছে এবং পরে তওবা করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিয়েছে, তবে নিশ্চিতই তওবা ও সংশোধনের পর তোমার রব তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(৩৪) এ আয়াত সুস্পষ্ট রূপে নির্দেশ করে যে আল্লাহ ছাড়া হালাল ও হারাম করার হক অন্য কারোই নেই। অন্য যে কেউই বৈধ্য ও অবৈধ নির্ধারণের সাহস করে সে নিজের সীমা অতিক্রম করে! অবশ্য যদি কেউ আল্লাহ তা আলার কানুনকে সনদ (উৎস মূল) স্বরূপ মান্য করে তার নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে এসতেমবাত (যুক্তি-সিদ্ধ অনুমান ও সিদ্ধান্ত) করে বলে যে অমুক জিনিস বা অমুক কাজ বৈধ ও অমুকটি অবৈধ, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। স্বাধীনভাবে হালাল ও হারাম নির্ধারণ করাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা এজন্য বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ বিধি নির্দেশ দান করে তার এ কাজটি দুই প্রকার ,অবস্থা-নিরপেক্ষতা হতে পারে না। হয় সে এই কথা দাবী করে যে, আল্লাহর কিতাব হতে নিরপেক্ষ থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে সে যাকে বৈধ বা অবৈধ বলেছে তাকে আল্লাহতাআলা বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে আল্লাহ তা ' আলা হালাল ও হারাম করার নিজ অধিকার পরিত্যাগ করে মানুষকে তাদের নিজেদের মর্জি মোতাবেক কানুন রচনা করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুটি দাবীর মধ্যে মানুষ যে কোনটাই করুক না কেন তা হবে মিথ্যা এবং আল্লাহতাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মত (প্রতিক) অনুগত আল্লাহর একনিষ্ঠ এবং না ছিল অন্তর্ভূক্ত মুশরিকদের

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ؕ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنٰهُ فِي

শোকরকারী তার নিয়ামত সমূহের জন্যে (আল্লাহ) তাকে মনোনীত করেছিলেন ও তাকে পরিচালিত করেছিলেন দিকে পথের সরল সঠিক এবং আমরা তাকে দিয়েছিলাম মধ্যে

الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا

দুনিয়ার কল্যাণ এবং নিশ্চয়ই সে মধ্যে আখেরাতে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত (হবে) সৎকর্মশালদের এরপর আমরা ওহী করেছি

إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا

তোমার প্রতি যে অনুসরণ কর মিল্লাতের (নিয়মনীতির) ইবরাহীমের একনিষ্ঠ ভাবে এবং না সে ছিল অন্তর্ভূক্ত মুশারকদের প্রকৃত পক্ষে

جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ؕ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

নির্ধারিত করা হয়েছিল শনিবার উপর (তাদের) যারা মতভেদ করেছিল তার মধ্যে এবং নিশ্চয়ই তোমার রব অবশ্যই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ اُدْعُ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ

দিনে কিয়ামতের ঐবিষয়ে যা তারাছিল তার মধ্যে মতভেদ করত তুমি আহবান কর দিকে পথের তোমার রবের

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ؕ إِنَّ رَبَّكَ

হিকমতের সাথে ও উপদেশ উত্তম (দ্বারা) এবং তাদের যুক্তি দাও এমন উপায়ে যা অতি উত্তম নিশ্চয়ই তোমার রব

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

তিনি খুব জানেন (তার) সম্বন্ধে যে ভ্রষ্ট হয়েছে থেকে তাঁর পথ এবং তিনি খুব জানেন হেদায়াত প্রাপ্তদেরকে

রুকু-১৬ (১২০) আসল কথা এই যে ইবরাহীম ছিলেন একটি গোটা উম্মতের প্রতীক, আল্লাহর আদেশানুগত এবং একমুখী-একনিষ্ঠ ছিল। সে কখনোই মোশরেক ছিল না। (১২১) সে আল্লাহর নেয়ামত সমুহের শোকর আদায়কারী ছিল। আল্লাহ তাকে পছন্দ করে নিয়েছেন এবং সঠিক-সোজা পথ দেখিয়েছেন। (১২২) দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দিয়েছেন এবং পরকালেও সে নিঃসন্দেহে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। (১২৩) পরে আমরা তোমার প্রতি এই অহী পাঠিয়েছি যে, একমুখী নিষ্ঠাবান হয়ে ইবরাহীমের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চল। আর সে মোশরেকদের মধ্যে ছিল না। (১২৪) তার পর শনিবার, তা তো আমরা সেই লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা তার আইন-বিধানে মতভেদ করেছিল। আর নিশ্চিত জেনো, তোমার রব কিয়ামতের দিন এই সব কথারই ফায়সালা করে দেবেন, যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল। (১২৫) হে নবী! তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার রবই বেশী ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে আছে।

(১২৬) আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর তা হলে শুধু ততটুকুই নিবে যতখানি তোমার উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তা হলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (১২৭) হে মুহাম্মদ! ধৈর্যসহকারে কাজ করতে থাক, আর তোমাদের এই ধৈর্যও আল্লাহরই দেয়া তওফীকের ফল- এই লোকদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হয়ো না এবং তাদের অবলম্বিত কৌশল-ষড়যন্ত্রের দরুন দিল ভারাক্রান্তও করবে না। (১২৮) আল্লাহ তো তাদের সংগে রয়েছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে।

সূরা বনী ইসরাঈল

নাম করণ

সূরাটির ৪র্থ আয়াতের একটি বাক্যাংশ হল- وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ --এতে যে বনী ইসরাঈল শব্দটির উল্লেখ হয়েছে তাকেই এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বনী ইসরাঈল সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। কুরআনের অন্যান্য অধিকাংশ সূরার মত একটি প্রতীক হিসেবেই এ নামটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়কাল

প্রথম আয়াতটি হতেই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে এ গোটা সূরাটি মিরাজের সময় নাযিল হয়েছে। হাদীস ও জীবন ইতিহাসে উদ্ধৃত অধিকাংশ বর্ণনার দৃষ্টিতে জানা যায় যে, হিজরতের এক বছর পূর্বে এই মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই এ সূরাটিও মক্কী পর্যায়ের শেষের দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে গন্য।

পটভূমি

নবী করীম (সঃ) মক্কা শরীফে তওহীদের আওয়ায বুলন্দ করছিলেন। এ দাওয়াতী অভিযানে ইতিপূর্বে সুদীর্ঘ বারটি বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তার বিরুদ্ধবাদীরা তাকে এ পথ হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সর্বশেষ চেষ্টা চালাতেও দ্বিধা বোধ করেনি। কিন্তু তাদের সকল প্রকার বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত ইতিমধ্যেই আরব ভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌছে গেছে। তাঁর এই দাওয়াতে দু-চারজন লোকও প্রভাবিত হয়নি এমন একটি গোত্রও সমস্ত আরবের কোথাও ছিল না। মক্কা নগরেই অতীব নিষ্ঠাবান এক জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যারা এ মহান তওহীদি দাওয়াতের সাফল্যের জন্য যে কোন বিপদের ঝুকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। মদীনায় আওস ও খাজরাজের ন্যায় শক্তিমান গোত্রদ্বয়ের বিরাট সংখ্যক লোক তাঁর সমর্থক হয়ে দাড়িয়েছিলেন। তখন সে সময়টি অতীব নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল যে, নবী করীম (সঃ) মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হওয়ার এবং চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা মুসলমানদেরকে এক স্থানে একত্রিত করে একটা পূর্ণাংগ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা- যার অতীব সম্ভাবনাময় সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। ঠিক এরূপ অবস্থায়ই মিরাজের বিস্ময়কর ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মিরাজ হতে ফিরে এসে নবী করীম (সঃ) বিশ্ববাসীর সামনে এ ভাষণটি পেশ করেছিলেন।

মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

সাবধান ও সর্তকীকরণ, বুঝ-সমঝদান এবং শিক্ষাদান এই তিনটি বিষয় আনুপাতিক সামঞ্জস্য সহকারে এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে বনী ইসরাঈল ও অন্যান্য জাতির পরিণতি দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহর দেয়া এ অবকাশের মধ্যে যা শেষ হওয়ার সময় উপস্থিত -তোমরা সতর্ক হও, সামলে যাও। আর মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআনের মাধ্যমে যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তা আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ কর। অন্যথায় তোমাদেরকে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য লোকদেরকে যমীনের ওপর পূর্নবাসিত করা হবে। প্রসংগতঃ বনী ইসরাঈলকেও তাম্বীহ করা হয়েছে। কেননা হিজরতের পর অতি শীঘ্রই অহীর ভাষায় তাদের সম্বোধন করে কথা বলা হবে। আলোচ্য সূরায় তাদের বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্বে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তা হতে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ কর। এখন রসূলে করীমের(সঃ) সর্ব শেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার ফলে তোমরা যে সুযোগটা পেয়ে গেলে, তার মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন কর, তা হতে ফায়দা গ্রহণ না করা তোমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক হবে। এ শেষ সুযোগও যদি তোমরা হারিয়ে ফেল এবং পুরাতন রীতি- নীতিই অনুসরণ করে চলতে থাক তাহলে তোমাদের কঠিন ও মর্মান্তিক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। এ পর্যায়ে মানবীয় সৌভাগ্য- দুর্ভাগ্য কল্যাণ ও অকল্যাণের মুল কারণসমুহ কি তা অতীব হৃদয়গ্রাহী ভংগীতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তওহীদ পরকাল, নবুয়্যত ও কুরআন পুরোপুরিভাবে সত্য, তার অকাট্য দলীলসমূহও পেশ করা হয়েছে। এসব মৌলিক মহাসত্য সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের পক্ষহতে যে সব সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল তা দূর করে দেয়া হয়েছে ।এবং যুক্তি সমূহ পেশ করার সাথে সাথে অমান্যকারীদের মূর্খতার দরুন তাদেরকে মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা এবং তীব্র শাসনও করা হয়েছে। শিক্ষাদান পর্যায়ে নৈতিকতা ও সমাজ তত্বের এমন বড় বড় কতকগুলি মৌলনীতি উপস্থাপিত করা হয়েছে যার উপর মানব জীবনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই মুহাম্মদ (সঃ) এর দাওয়াতের মূল

লক্ষ্য ছিল। অন্য কথায় এ ছিল যেন ইসলামের ঘোষণা পত্র, যা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার এক বছর পূর্বে আরববাসীদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। এ ঘোষণা-পত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজ দেশ ও সমগ্র মানব সমাজের এবং ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত মানুষের জীবনকে সুসংগঠিত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং এ হচ্ছে তার মোটামুটি কথা।

এ সমস্ত কথার সঙ্গে সঙ্গে নবী মুস্তাফা (সঃ) কে হেদায়াত করা হয়েছে যে, দুঃখ-বিপদের এই ঝঞ্ঝার সামনে পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে ইসলামী আদর্শের উপর অটল-অবিচল হয়ে থাকুন, কুফরের সাথে সন্ধি-সমঝোতা করার কথা চিন্তাও করবেন না। কাফেরদের যুলুম-নির্যাতান, তাদের বাঁকা-চোরা তর্ক-বিতর্ক এবং তাদের মিথ্যা ও মনগড়া কথা রচনার প্রচন্ড তুফানের চাপে মুসলমানরা কখনো কখনো অনমনীয় ও প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়ে উঠতেন। এই সূরায় তাদের বলা হয়েছে যে, পূর্ণ ধৈর্য, শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে অবস্থার মুকাবিলা করতে থাক, দ্বীনের প্রচার ও সংশোধমূলক কাজে নিজেদের আবেগ -উচ্ছাসকে আয়ত্তাধীন করে রাখবে। এ পর্যায়ে আত্ম- সংশোধন ও আত্ম-শুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে তাদের জন্যে নামায পড়ার নিয়ম স্থায়ীভাবে চালু করে দেয়া হয়। বলা হয়, আল্লাহর পথের মুজাহিদদের চরিত্রে যেসব মৌলিক গুনাবলী অপরিহার্য- এ নামায তোমাদের সেই উচ্চতর মহান গুনাবলীতে ভূষিত করবে। হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায়, নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার বিধান এই সময়ই মুসলমানদের জন্যে ফরয করে দেয়া হয়।

রুকূ-১ (১) পবিত্র তিনি, যিনি এক রাতে তাঁর বান্দাহকে মসজিদে হারাম হতে দূরবর্তী সেই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন যার চারপাশকে তিনি বরকত দান করেছেন। যেন তাকে নিজের কিছু নির্দশনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন[১]। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব দেখেন এবং শুনেন। (২) আমরা ইতিপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম- এই তাকীদ সহকারে যে আমাকে ছাড়া কাউকেও নিজের নির্ভরযোগ্য নিয়ন্তা বানিয়ো না[২]। (৩) তোমরা তো সেই লোকদের সন্তান যাদেরকে আমরা নূহের সংগে নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম। আর নূহ ছিল একজন শোকরগুজার বান্দা।

(১) এ হচ্ছে সেই ঘটনা যা ইসলামের পরিভাষায় মেরাজ নামে খ্যাত। অধিকাংশ ও বিশুদ্ধ বিবরণ অনুসারে এই ঘটনাটি হিজরতের এক বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। হাদীস ও রসূলুল্লাহর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারী সাহাবাদের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। কুরআন মজীদে মাত্র বায়তুল্লাহ (মসজীদে হারাম) থেকে মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত গমনের কথা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে।আর হাদীস সমূহে বায়তুল্লাহ থেকে উর্দ্ধ জগতের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌছে আল্লাহতা' আলার সকাশে তাঁর উপস্থিত হবার কথা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত রয়েছে। এই ভ্রমণের প্রকৃতি কিরূপ ছিল ,এটা স্বপ্নে ঘটেছিল না জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল? নবী করীম (সঃ) নিজে সশরীরে গমন করে ছিলেন না নিজ স্থানেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং মাত্র আত্মিকভাবে তাঁকে এই দিব্যদর্শন করানো হয়েছিল? পবিত্র কুরআনের শব্দগুলির এ সম্পর্কিত ভাষাই এ প্রশ্নগুলির উত্তর দান করে। "তিনি পবিত্র ও বিষ্কলুষ .... ভ্রমণ করালেন " এই কথা দিয়ে বর্ণনার সূচনা করাতে স্বতঃই এই তাৎপর্য ব্যক্ত হয় যে এ কোন বিরাট অসাধারণ ঘটনা ছিল যা আল্লাহতাআলার অসাধারণ ক্ষমতাতে সংঘটিত হয়েছিল। স্পষ্টতঃই স্বপ্নে কোন ব্যক্তির এরূপ কোন কিছু দর্শন করা বা অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখার এরূপ গুরুত্ব হতে পারে না যে, তা বর্ণনা করার জন্য এরূপ ভুমিকার প্রয়োজন হতে পারে যে- সকল প্রকার অক্ষমতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সেই সত্তা" যিনি নিজ বান্দাকে এ স্বপ্ন দর্শন করিয়েছিলেন বা অর্ন্তদৃষ্টিতে এসব কিছু দেখিয়েছিলেন। এ ছাড়া এই শব্দগুলিও "এক রাতে নিজের বান্দাকে ভ্রমণ করালেন।" সশরীর পরিভ্রমণের পক্ষে যুক্তি পেশকরে। স্বপ্নে ভ্রমণ বা অন্তদৃষ্টিতে ভ্রমণের জন্য এ শব্দগুলি কোনক্রমেই যথাযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং আমাদের

وَ قَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ

দুবার দেশের মধ্যে তোমরা অবশ্যই কিতাবের মধ্যে ইসরাঈলকে বনী প্রতি আমরা সর্তক এবং
ফাসাদ করবে করেছিলাম

وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤﴾ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا

বান্দাদেরকে তোমাদের আমরা দুটির প্রতিশ্রুত আসল অতপর বিরাট বিদ্রোহ তোমরা অবশ্যই এবং
উপর পাঠালাম প্রথমটি (সময়) যখন বিদ্রোহ করবে

لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۚ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ﴿٥﴾

সম্পূর্ণকরা (শাস্তির) হল এবং দেশের মধ্যে তারা অতঃপর অতিশয় শক্তি সম্পন্ন আমাদের
ওয়াদা ঢুকে ছার খার করল

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ

তোমাদের আমরা এবং সন্তানাদি ও সম্পদসমূহ তোমাদের আমরা এবং তাদের পালা তোমাদের আমরা এরপর
পরিণত করলাম (দিয়ে) দিয়ে সাহায্য করলাম উপর জন্যে ফিরিয়ে দিলাম

اَكْثَرَ نَفِيْرًا ﴿٦﴾ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۖ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۚ فَاِذَا

অতঃপর তাও তোমরা মন্দ যদি আর তোমাদের তোমরা ভাল তোমরা ভালযদি বাহিনীতে বিরাট
যখন নিজেদের জন্যে কাজ করে থাকে নিজেদের জন্যে কাজ করেছ কাজ করে থাক

جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ

সেখানে যেমন মসজিদে তাদের ঢুকে এবং তোমাদের কালিমাময় পরবর্তী প্রতিশ্রুত আসল
ঢুকেছিল পড়ার জন্যে চেহারা সমূহকে করার জন্যে (সময়)

اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ﴿٧﴾

(সম্পূর্ন) তারা যার উপর তারা যেন এবং বার প্রথম
ধ্বংস জয়ী হয় ধ্বংসকরে দেয় (শত্রুরা)

(৪) পরে আমরা আমাদের কিতাবে[৩] বনী ইসরাঈলীদেরকে এই বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দুই দুইবার পৃথিবীর বুকে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং খুব বেশী বিদ্রোহাত্মক কাজ করবে। (৫) শেষ পর্যন্ত তম্মধ্য হতে প্রথম বিদ্রোহের সময় যখন উপস্থিত হল তখন আমরা তোমাদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের এমন সব বান্দাদের সংগঠিত করে পাঠালাম যারা অতীব শক্তিশালী ছিল। আর তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে চারদিকে ছার খার করল[৪]। এ ছিল একটি ওয়াদা যা অবশ্যই পূর্ণ হল।(৬) অতঃপর আমরা তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি। আর তোমাদেরকে বিপুল ধনমাল ও সন্তানাদি দিয়ে সাহায্য করেছি এবং তোমাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করে দিয়েছি। (৭) লক্ষ্য কর, তোমরা ভাল কাজ করলে তা তো তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক, আর খারাব করলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর হবে। পরে যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় আসল তখন আমরা অপরাপর শত্রুদেরকে তোমাদের উপর প্রভাবশালী করে দিলাম, যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়, এবং মসজিদে (বায়তুল মুকাদ্দাস) তেমনই ঢুকে পড়ে, যেমন পূর্বের শত্রুরা ঢুকে ছিল। আর যে জিনিসের উপরই তাদের হাত লাগবে তাকে যেন তারা ধ্বংস করে দেয়[৫]।

জন্যে একথা সত্য বলে মানা ছাড়া উপায় নেই যে এ নিছক এক আত্মিক অভিজ্ঞতা ছিলনা, বরং এ ছিল এক সশরীর পরিভ্রমণ ও অদৃশ্য ব্যাপার সমূহের দর্শণ যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (সঃ) কেদিয়েছিলেন(২)অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভরসা র কেন্দ্রস্থল যারউপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যায় , যাকে নিজের ব্যাপার সমূহ সোপর্দ করা যায় ; হেদায়াত ও সাহার্য্য প্রার্থনার জন্যে যার প্রতি রুজু করা যায়। (৩) কিতাব বলতে এখানে তওরাতকে বোঝানো হয়েছে। (৪) এখানে সেই ভয়াবহ ধবংসের কথা বলা হয়েছে যা আসুরিয় ও ব্যবিলনীয় কওম বনী ইসরাইলদের উপর আপতিত হয়েছিল।(৫) এর দ্বারা রোমক জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে সম্পূর্ণ ধবংস করেছিল ও বনী ইসরাইলদের মেরে মেরে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করেছিল , এরপর আজ দুহাজার বছর যাবৎ তারা সারা দুনিয়ার মধ্য বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ

না শোকর- জাহান্নামকে আমরা এবং আমরা পুন- তোমরা যদি কিন্তু তোমাদের উপর তোমাদের সম্ভবতঃ
কারীদের জন্যে বানিয়েছি রাবৃত্তি করব পুনরাবৃত্তিকর দয়া করবেন রব

حَصِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনদেরকে সুসংবাদ ও অধিকতর যা সেই পথ দেখায় কুরআন এই নিশ্চয়ই কারাগার
দেয় সোজা দিকে

الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾ وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا

না যারা (এও) এবং বিরাট পুরস্কার তাদের যে নেকীসমূহের কাজকরে যারা
যে (রয়েছে) জন্যে

يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾ وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ

অকল্যাণের মানুষ কামনা এবং মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের আমরা প্রস্তুত আখেরাতের বিশ্বাসকরে
করে জন্যে রেখেছি

دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾ وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ

দুটি নিদর্শন দিনকে ও রাতকে আমরা এবং তাড়াহুড়াকারী মানুষ হল এবং কল্যাণের তার কামনা
করেছি (করা উচিৎ যেমন)

فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا

অনুগ্রহ তোমরা যেন উজ্জল দিনের নিদর্শনকে আমরা এবং রাতের নিদর্শনকে আমরা অতঃপর
সন্ধানকরতে পার করেছি নিষ্প্রভ করেছি

مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ۭ وَ كُلَّ شَيْءٍ

জিনিষ প্রত্যেক এবং হিসাব ও বছর গণনা তোমরা জান যেন এবং তোমাদের থেকে
সমূহের রবের

فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾

বিশদ বর্ণনা তা আমরা বিশদ
বর্ণনা করেছি

(৮) তোমাদের রব হয়ত এখন তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ববর্তী আচরণ আবার গ্রহণ কর তাহলে আমরাও সেই শাস্তি পুনঃ প্রবর্তিত করব। নেয়ামতের না-শোকর লোকদের জন্য আমরা জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি। (৯) সত্য কথা এই যে, এই কুরআন সেই পথ দেখায়, যা পুরাপুরি সোজা ও সরল। যেসব লোক তা মেনে নিয়ে ভাল ভাল কাজ করতে থাকবে। তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য বিরাট শুভ কর্মফল রয়েছে। (১০) আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদেরকে এ জানিয়ে দেয় যে, তাদের জন্য আমরা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

রুকু-২ (১১) মানুষ অকল্যাণ চায় এমন ভাবে যেমন কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়া প্রিয়[৬]। (১২) লক্ষ্য কর, আমরা রাত ও দিনকে দুইটি নির্দশন স্বরূপ বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনটিকে আমরা জ্যোতিহীন বানিয়েছি। আর দিনের নিদর্শনটিকে উজ্জল করে দিয়েছি, যেন তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং মাস ও বৎসরের হিসাব করতে পার। এভাবে আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকেই আলাদা আলাদা করে পরস্পর পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করে বর্ণনা করেছি।

(৬) মক্কায় কাফেররা রসূল করীমের (সঃ) কাছে বার বার এই মুর্খতাসূচক দাবী পেশ করেছে যে- বাস, তুমি সেই আযাব আমাদের উপর নিয়ে আস যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ। এখানে তাদের সেই মুর্খতাসূচক দাবীর জবাব দেয়া হয়েছে। উপরের বর্ণনা সমাপ্তির সংগে সংগে এই বাক্য এরশাদ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- এই কথার প্রতি সতর্ক করা যে, মুর্খের দল, কল্যানের প্রার্থনা না করে আযাবের প্রার্থনা করছ। আল্লাহর আযাব যখন কোন কওমের উপর আপতিত হয় তখন তার অবস্থা কিরূপ দাড়ায় সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে? এর সংগে সংগে এই বাক্যাংশে মুসলমানদের প্রতিও এক সুক্ষ্ম সতর্কবানী ছিল, কারণ তারা কাফেরদের

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

এবং প্রত্যেক মানুষের তাকে আমরা ঝুলিয়ে দিয়েছি তার কর্মকে তার গলায় এবং বের করব আমরা তার জন্যে দিনে কিয়ামতের

كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

লিপিকা (স্বরূপ) তা পাবে সে উন্মুক্ত তোমরা আমলনামা পড় যথেষ্ট তুমি নিজেই আজ তোমার উপর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ

যে সৎ পথে চলে তবে মূলতঃ সে সৎ পথে চলে তার নিজের জন্যে এবং যে গোমরাহ হয়ে যায় তবে মূলতঃ সে গোমরাহ হয় তার উপর

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ

এবং না বোঝা বইবে কোন বোঝা বহন কারী বোঝা অন্যের এবং না আমরা হই শাস্তিদান কারী যতক্ষণ না পাঠাই আমরা

رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا

কোন রসূল এবং যখন আমরা চাই যে ধ্বংসকরব কোন জনপদকে আমরা হুকুম দেই তার সচ্ছল লোক দেরকে (সৎকর্মের) তারা কিন্তু নাফরমানীকরে তার মধ্যে

فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ

তখন আপতিত হয় তার উপর (শাস্তির) আদেশ তা অতঃপর আমরাবিধ্বংস করি ধবংস এবং কত আমরা ধ্বংস করেছি থেকে মানব গোষ্টি

مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

পরে নূহের এবং যথেষ্ট তোমার রবই সম্পর্কে গোনাহসমূহ তার বন্দাদের খুব অবাহিত সর্বদ্রষ্টা

(১৩) প্রত্যেক ব্যক্তি কর্মকে আমরা তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি[৭] আর কেয়ামতের দিন আমরা একটি লিপিকা তার জন্য প্রকাশ করব- যাকে সে উন্মুক্ত ভাবে পাবে। (১৪) পড় নিজের আমল নামা, আজ নিজের হিসাব ঠিক করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করে, তার এই হেদায়াত প্রাপ্তি তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে গোমরাহ হয়ে যায় তার এই গোমরাহীর খারাব পরিণাম তারই উপর পড়বে। কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোজা বহন করবে না[৮]। আর আমরা আযাব দিইনা যতক্ষণ (লোকদেরকে হক ও বাতিল বুঝাবার জন্য) একনজ বার্তাবাহক না পাঠাই। (১৬) আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি, তখন তার সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে হুকুম দিই(সৎকর্মের) কিন্তু তারা সেখানে সর্বপ্রকার নাফরমানী করতে শুরু করেঃ তখন আযাবের ফায়সালা এই জনপদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাড়ায়, আর আমরা তাকে বরবাদ করি পুরাপুরি।[৯] (১৭) লক্ষ্যকর, নূহের পরে আমাদের হুকুমে কত মানব গোষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল। তোমার আল্লাহ বান্দাদের গুনাহ-খাতা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল আর তিনি সবকিছু দেখছেন।

অত্যাচার নির্যাতন ও তাদের হঠকারীতায় অতিষ্ঠ হয়ে কখনো কখনো তাদের প্রতি আল্লাহর আযাবের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করতেন। কিন্তু সেই কাফেরদের মধ্যে তখনও অনেক এরূপ লোক বর্তমান ছিল যারা পরে ঈমান এনেছিল এবং সারা দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা উন্নত করেছিল। এজন্য আল্লাহতাআলা বলেন মানুষ বড়ই অধৈর্য; উপস্থিত সময়ের যা কিছুর প্রয়োজন বোধ হয় মানুষ তখনই তা প্রার্থনা করে বসে, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা যায় যে, যদি সে সময়ে তার প্রার্থনা গৃহীত হতো তবে তা তার জন্যে কণ্যাণকর হতো না। (৭) অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ও তার পরিণতির কল্যাণ ও অকল্যাণের কারনগুলি তার নিজেরই মধ্যে বর্তমান থাকে। (৮) অর্থাৎ প্রতিটি মানুসের পক্ষে তার এক স্থায়ী নৈতিক দায়িত্বি রয়েছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে নিজে আল্লাহতাআলার কাছে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। এই ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্য কেউই তার সংগে অংশীদার নয়। (৯) এই আয়াতে এই সত্যের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে একটি সমাজকে শেষ পর্যন্ত যে জিনিস ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে তা হচ্ছে- সেই মসাজের স্বচ্ছল , অবস্থাপন্ন ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের পথ ভ্রষ্টতা। যখন কোন কওমের পরিণাম ফল হিসেবে ধ্বংস আসন্ন

(১৮) যে কেউ (এই পৃথিবীতে) নগদা-নগদী পেতে ইচ্ছুক তাকে আমরা এখানেই দিয়ে দিই, যাকেই যা দিতে চাই। অতঃপর তার ভাগ্যে জাহান্নাম লিখে দিই যা তাকে উত্তপ্ত করবে, সে হবে নিন্দিত ও রহমত-বঞ্চিত। (১৯) আর যে লোক পরকালকামী এবং তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, যতখানি তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা দরকার, সে যদি মুমিন হয় তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনাই সাদরে গৃহীত হবে[১০]। (২০) এদেরকেও আর তাদেরকও- উভয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আমরা (দুনিয়ার) জীবনে বাঁচার সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি। এ তো তোমার রবের দান বিশেষ। আর তোমার রবের দানের প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (২১) কিন্তু লক্ষ্যকর, দুনিয়ার ক্ষেত্রেই আমরা এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেনীর লোকের উপর কি রকমের বৈশিষ্ট্য-মর্যাদা দিয়ে রেখেছি[১১]। আর আখেরাতে তার মর্যাদা আরও বড় হবে, এবং তার ফযিলত হবে আরও বেশী।(২২) তুমি আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদ বানিয়ো না। অন্যথায় তিরস্কৃত ও সহায় সাহায্যহীন হয়ে পড়ে থাকবে।

হয় তখন তাদের অর্থশালী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অশ্লীলতা ও অনাচারে রত হয়। অত্যাচার-উৎপীড়ন অনাচার-ব্যভিচারে ও দুষ্টমিতে লিপ্ত হয় এবং পরিশেষে এই পাপ সমগ্র কওমকে ডুবায়। সুতরাং যে সমাজ নিজে নিজের শত্রুতে পরিণত না হতে চায় তার চিন্তা ভাবনা করা দরকার যাতে ক্ষমতার রশি ও সামাজিক সম্পদের চাবিকাটি সংকীর্ণ চিত্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের হাতে ন্যস্ত না হয়।(১০) অর্থাৎ তার কাজের মর্যাদা দান করা হবে- সে যেভাবে ও যতটা চেষ্টা-যত্ন পরকালে সফলতার জন্য করবে অবশ্যই সে তার ফল পাবে। (১১) অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনেও দুনিয়া পরস্ত লোকদের উপর পরকাল অভিলাষীদের শ্রেষ্টত্ব সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। শ্রেষ্ঠত্ব এই দিক দিয়ে নয় যে তাদের খাদ্য, পোশাক, গৃহ, যানবাহন এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার ধাচে দুনিয়া পরস্ত লোকদের থেকে উন্নত বরং শ্রেষ্ঠত্ব এই দিক দিয়ে যে এরা যা কিছু লাভ করেন সত্যতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির সহযোগে লাভ করেন।আর তারা যা কিছু পায় যুলুম, বেঈমানী এবং নানা প্রকার হারামখুরির মাধ্যমেই তা পায়। অপরদিকে এরা যা কিছু পান তা পরিমিতভাবে ব্যয়িত হয় ও তাদের দিয়ে হকদারের হক আদায় করা হয়। তার মধ্যে থেকে ভিক্ষুক ও দরিদ্রাও তাদের অংশ লাভ করে এবং তার মধ্যে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অন্যান্য ভাল কাজেও অর্থ ব্যয় করা হয়। অন্য পক্ষে দুনিয়াপরস্তদের যা কিছু লাভ হয় তার অধিকাংশ বিলাস ব্যাসনে, হারাম কাজ কারবারে বরং নানা প্রকারের দূনীর্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজে পানির মত খরচ করা হয়। এভাবে সমস্ত দিক দিয়েই পরকাল-অভিলাসীদের জীবন দুনিয়া-লোভীদের জীবন থেকে উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন।

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ

তারা যদি উত্তম পিতা মাতার ও শুধু এছাড়া তোমরা যে তোমার ফসালা এবং
পৌঁছে ব্যবহারের সাথে তাকেই ইবাদত করো না রব করে দিয়েছেন

عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ

এবং তাদের দুজনকে না এবং উহ তাদের বলবে তবে তাদের বা তাদের দুজনের বার্ধক্যে তোমার
ধমক দিবে দুজনকে না উভয়ে একজন কাছে

قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ

বলবে এবং মমতাবশে নম্রতার বাজু তাদের নত এবং সম্মান কথা তাদের বলবে
দুজনের জন্যে করবে সূচক দুজনকে

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ

যদি তোমাদের অন্তর মধ্যে ঐ সম্বন্ধে খুব তোমাদের বাল্য আমাকে দুজনে যেমন তাদের হে আমার
সমুহের আছে যা জানেন রব অবস্থায় পালনকরেছে দুজনকে দয়াকর রব

تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿۲۵﴾ وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

তার আত্নীয় দিবে এবং ক্ষমাশীল জন্যে(আল্লাহ) হলেন তিনি তবে সৎকর্মশীল তোমরা হও
প্রাপ্য স্বজনকে অভিমুখীদের নিশ্চয়ই

وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲۶﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا

হল অপব্যয় নিশ্চয়ই কোন অপব্যয় না এবং মুসাফিরকে ও অভাব ও
কারীরা অপব্যয় করো গ্রস্তকে

اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۷﴾ وَ اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ

তাদের পাশকাটাতে যদি এবং অকৃতজ্ঞ তার শয়তান হল এবং শয়তানদের ভাই
থেকে চাও রবের

ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿۲۸﴾

সহজ কথা তাদেরকে তখন তা তোমরা তোমার অনুগ্রহের সন্ধানে
ভাবে বল আশাকর রবের

রুকূ-৩ (২৩) তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, (এক) তোমরা কারোই ইবাদত করবে না কেবল তারই ইবাদত করবে। (দুই) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে উহ! পর্যন্ত বলবে না; তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদার সাথে কথা বলবে। (২৪) এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকেবে। আর এই দোয়া করতে থাকবেঃ" হে আমার রব, এদের প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহ-বাৎসল্যতার সাথে বাল্যাকালে আমাকে পালন করেছেন"। (২৫) তোমাদের রব খুব ভালোভাবেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক চরিত্রবান হয়ে থাক তবে এই ধরনের সব মানুষের জন্যই তিনি ক্ষমাশীল, যারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে বান্দাহ হওয়ার আচরনের দিকে ফিরে আসে। (২৬) (তিন) নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার দাও। (চার) তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না।(২৭) অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ। (২৮) (পাঁচ) তোমরা যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিক) হতে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে, তোমরা রবের যে রহমত পাওয়ার আকাংখী তা এখনো তালাশই করছ, তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও।

(২৯) (ছয়) নিজেদের হাত গলার সাথে বেধে রেখো না আর তাকে একেবারেই খোলা ছেড়ে দিও না- এ করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে[১২]। (৩০) তোমার রব যার জন্য চান রেযক প্রশস্ত করে দেন, আর যাকে চান তা সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন।

রুকু-৪ (৩১) (সাত) আর নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের আশংকায় হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রেযক দিব এবং তোমাদেরও।বস্তুতইঃ তাদের হত্যা করা একটি অতি বড় পাপ। (৩২) (আট) জ্বেনার নিকটেও যেয়োনা । তা অত্যন্ত খারাব কাজ, আর তা অতীব নিকৃষ্ট পথ। (৩৩) (নয়) কোন ন্যায় কারন ব্যাতীত প্রাণ-হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন । আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার ওলীকে আমরা কেসাস দাবী করার অধিকার দিয়েছি[১৩]। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে[১৪]। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে[১৫]।

(১২) কৃপণতার অর্থে হাত বন্ধ করা ও অপব্যয়ের অর্থে হাত একেবার খোলা ছেড়ে দেয়া- বাক ধারায় রুপকভাবে ব্যবহৃত হয়।(১৩) মূল আয়াতের অনুবাদ হলোঃ তার ওলীকে আমি সুলতান দান করেছি। এখানে 'সুলতান' এর অর্থ 'হুজ্জাত'- যুক্তি ভিত্তিক অধিকার- যার বলে সে কেসাস এর দাবী করতে পারে। (১৪) হত্যার সীমা লংঘনের কয়েকটি রূপ হতে পারে, এবং সে সকল রূপই নিষিদ্ধ। যথা প্রতিশোধের তীব্র উত্তেজনায় অপরাধী ছাড়া অন্যকে হত্যা করা, অথবা অপরাধীকে নির্যাতন করে করে হত্যা করা, অথবা হত্যা করার পর তার মৃত দেহের উপর ক্রোধ চরিতার্থ করা অথবা রক্তপণ নেওয়ার পরও আবার অপরাধীকে হত্যা করা প্রভৃতি।(১৫) যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে জন্য এ কথা পরিষ্কার করা হয় নি যে, কে তার সাহায্য করবে। হিজরতের পর যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, তখন এটাও স্থিরকৃত হয় যে, তার সাহায্যে করা তার গোত্র, বা তার মিত্রদের কাজ নয়; বরং সে কাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বিচার ব্যবস্থার। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি নিজেরা আপন হাতে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী হবে না, এ দায়িত্ব-পদ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের। বিচার পাওয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

(৩৪) (দশ) ইয়াতীমের ধন মালের কাছেও যেয়োনা, কিন্তু অতি উত্তম পন্থায়, যতদিনে না সে তার যৌবন লাভ করে। (এগার)এবং ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে, তাতে সন্দেহ নাই। (৩৫) (বার) আর পাত্র দিয়ে মাপ দিলে পুরাপুরি ভর্তি করে দেবে। আর ওযন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে ওযন করে মাপবে। এ খুবই ভালো নীতি, আর পরিণামের দৃষ্টিতেও এ অতীব উত্তম। (৩৬) (তের) এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগে যেয়ো না যে বিষয়ের কোন জ্ঞানই তোমার নেই[১৬]। নিশ্চিত জেনো, চোখ, কান ও দিল সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। (৩৭) (চৌদ্দ) যমীনে বাহাদুরী করে চলতে থেকো না। তোমরা না যমীনকে দীর্ণ করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে। (৩৮) এই আদেশ সমূহের প্রত্যেকটির খারাব দিকটি তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়[১৭]। (৩৯) এ সেই জ্ঞান-পূর্ণ কথা যা তোমার রব তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। আর লক্ষ্য কর, আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদ বানিয়ো না। অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে- তিরস্কৃত ও সব কল্যাণ হতে বঞ্চিত অবস্থায়[১৮]।

(১৬) এই নির্দেশের উদ্দেশ্যে হচ্ছে- মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অমূলক ধারণা-অনুমানের পরিবর্তে জ্ঞান-এর অনুসরণ করবে। (১৭) অর্থাৎ এই নির্দেশসমূহের মধ্যে যে কোন নির্দেশ অমান্য করা অপছন্দনীয় (১৮) প্রতিটি মানুষের প্রতি এ আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য। এ আদেশের মর্ম হচ্ছে ওহে মানুষ, তুমি এ কাজ করো না।

(৪০) এ কি রকম আশ্চর্যের কথা যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দান করে ধন্য করেছেন আর স্বয়ং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা বানিয়ে নিয়েছেন? অত্যন্ত বড় মিথ্যা কথা যা তোমারা মুখে উচ্চারণ করছ।

রুকু-৫ (৪১) আমরা এই কুরআনে নানা ভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সচেতন হয়, কিন্তু তারা প্রকৃত সত্য হতে আরও অধিক দূরেই পালিয়ে যাচ্ছে। (৪২) হে মুহাম্মদ, তাদেরকে বলঃ "আল্লাহর সাথে অন্যান্য রবও যদি হত- যেমন এই লোকেরা বলে- তা হলে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছে যেতে অবশ্যই চেষ্টা করত।' (৪৩) পবিত্র তিনি, মহিমান্বিত ও উচ্চতর সেই সব কথা হতে যা এই লোকেরা বলছে। (৪৪) তাঁর পবিত্রতা তো সাত আসমান ও যমীন আর সেই সমস্ত জিনিসেই বর্ণনা করে যা আসমান ও যমীনের মাঝে রয়েছে[১৯]। কোন জিনিসই এমন নেই যা তাঁর প্রশংসা করার সঙ্গে তাঁর তসবীহ্ করছে না। কিন্তু তোমরা ঐ সবের তসবীহ অনুধাবন করছ না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল। (৪৫) তোমরা যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমরা তোমার ও পরকালের প্রতি ঈমান না আনা লোকদের মাঝে পর্দার আড়াল করে দিই।

(১৯) অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি এবং এর প্রতিটি বস্তু নিজেদের পুরো অস্তিত্ব এই সত্যের সাক্ষ্য দান করছে যে যিনি এ সমস্ত সৃষ্টি করেছেন- এবং যিনি এ সবের প্রতিপালন রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন তার সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতা থেকে পবিত্র ও তার প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তার অংশীদার ও সমতুল্য হবে এ কলংক থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

(৪৬) এবং তাদের দিলের উপর এমন আবরণ লাগিয়ে দিই যে, তারা কিছুই বুঝে না, আর তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিই[২০]। আর যখন তুমি কুরআনে স্বীয় একই রবের উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়[২১]। (৪৭) আমাদের জানা আছে, তারা যখন কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে তখন তারা আসলে কি শুনে, আর যখন বসে পারস্পরিক গোপন কথা বলাবলি করে তখনই বা কি বলে। এই যালেম লোকেরা পরস্পরে বলে যে, এ তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি যার পিছনে তোমরা চলছ[২২]।(৪৮) লক্ষ্য কর, এরা কি সব কথাবার্তা তোমার সম্পর্কে প্রকাশ করছে! এরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, এরা পথ পায়না (৪৯) তারা বলে, আমরা যখন কেবল হাড় ও মাটিতে পরিণত হব, তখন কি আমরা নতুন ভাবে সৃষ্টি হয়ে উঠব? (৫০) তাদেরকে বল, তোমরা পাথর কিংবা লোহাও যদি হয়ে যাও,

(২০) অর্থাৎ পরকালের প্রতি বিশ্বাস না করার এটা স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে যে, মানুষের অন্তকরণ তালাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তার কান কুরআনের আহ্বানের প্রতি বধির হয়ে যায়। কুরআনের দাওয়াতের বুনিয়াদী কথা হচ্ছে- পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রতারিত হয়ো না। হক ও বাতিলের ফায়সালা এই দুনিয়ায় হবে না- তা হবে পরকালে। পরকালে যে জিনিসের পরিণাম ফল হবে উত্তম তা হচ্ছে পূণ্য বা ভাল, যদিও তার জন্য দুনিয়াতে কতই না দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, এবং পরকালে যে জিনিসের পরিণাম ফল হবে মন্দ, তাই হচ্ছে মন্দ- দুনিয়াতে তা যতই সুস্বাদু, সুখকর ও উপকারী মনে হোক না কেন! এখন যে ব্যক্তি পরকালকেই স্বীকার করেনা সে কুরআনের এই দাওয়াতের প্রতি কেমন করে মনোযোগ দিতে পারে? (২১) তুমি যেই মাত্র আল্লাহকেই মালিক ও মোখতার মান্য কর ও একমাত্র তারই স্তুতি-বন্দনা কর- এ কথা তাদের বড়ই অসহনীয় বোধ হয়। তারা বলে যে এ ব্যক্তি তো আশ্চর্য লোক; সে মনে করে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানতো কেবল আল্লাহর আছে, ক্ষমতা থাকে তো একমাত্র আল্লাহরই আছে; আধিপত্য ও অধিকার থাকে তো একমাত্র আল্লাহরই আছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের এই আস্তানাওয়ালারা কি কোন কিছুই নয়? তাদের কাছ থেকেই তো আমরা সন্তান-সন্ততি লাভ করি, রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ হয়, এবং তাদেরই অনুগ্রহে তো আমাদের মনোবাসনা ও প্রার্থনা পূর্ণ হয়।(২২) মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই ছিল যে- তারা চুপে চুপে গোপনে কুরআন শুনতো এবং তারপর আপোষে সলাপরামর্শ করতো। এর প্রতিকার কি? কেমন করে এর রদ করা যায়? বহু সময় তাদের নিজেদের লোকদেরই মধ্যকার কারো কারো প্রতিও তাদের সন্দেহ হতো যে, সম্ভবতঃ এ ব্যক্তি কুরআন শুনে কিছু প্রভাবিত

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي

যিনি বল আমাদেরকে কে তারা অতঃপর তোমাদের মধ্যে (জীবন পাওয়া) তাহতে (এমন) অথবা
ফিরিয়ে আনবে বলবে অন্তরসমূহের বড় কঠিন হবে যা সৃষ্টি

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ

বল তা কখন তারা ও তাদের তোমার অতঃপর বার প্রথম তোমাদের
হবে বলবে মাথাসমূহ দিকে তারা নাড়াবে সৃষ্টি করেছেন

عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن

না তোমরা ও তার প্রশংসার তোমরা তখন তোমাদেরকে যেদিন নিকটবর্তী তা যে সম্ভবতঃ
মনে করবে সাথে ডাকে সাড়াদিবে ডাকবেন হবে

لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ

শয়তান নিশ্চয়ই উত্তম যা ঐ (যেন) আমাদের বল এবং অলপ ব্যতীত তোমরা
(কথা) তারা বলে বান্দাদেরকে (সময়) অবস্থান করেছিলে

يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ

খুব তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু মানুষের জন্যে হল শয়তান নিশ্চয়ই তাদের উস্কানী
জানেন রব মাঝে দেয়

بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

তাদের তোমাকে আমরা না এবং তোমাদের ইচ্ছে যদি বা তোমাদের প্রতি ইচ্ছে যদি তোমাদের
উপর প্রেরণকরেছি শাস্তি দেবেন করেন দয়া করবেন করেন সম্পর্কে

وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ

পৃথিবীর ও আকাশ মধ্যে ঐ সম্বন্ধে খুব তোমার এবং কর্মাবধায়ক
মন্ডলীর আছে যা জানেন রব রূপে

(৫১) কিংবা তা হতেও কঠিন কোন পদার্থ যা তোমাদের মতে জীবন গ্রহণ হতে বহু দূরে অবস্থিত (তবুও তোমাদেরকে উঠানো হবে)। তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে, 'কে আছে এমন যে আমাদেরকে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে আনবে'? জবাবে বলঃ 'তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে পয়দা করেছেন'। তারা মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবে[২৩] 'আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু এ ঘটবে কবে'? তুমি বল 'কি বলা যায়- সে সময়টি অতি নিকটবর্তীও হতে পারে'। (৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন- তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে বের হয়ে আসবে; আর তখন তোমাদের ধারণা এই হবে যে, আমরা খুব অল্প সময়ই এই অবস্থায় পড়ে রয়েছি[২৪]। রুকু-৬ (৫৩) আর হে মুহাম্মদ, আমার বান্দাদেরকে (অর্থাৎ মুমিন বান্দাদেরকে) বল যে, তারা যেন মুখ হতে সেসব কথাই বের করে যা অতি উত্তম[২৫]। আসলে শয়তানই মানুসের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হল, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (৫৪) তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আর ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে আযাব দিবেন[২৬]। আর হে নবী, আমরা তোমাকে লোকদের উপর কর্মবিধায়ক বানিয়ে পাঠাই নি। (৫৫) তোমার রব যমীন ও আকাশ মন্ডলের যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল।

হয়ে পড়ছে। এজন্যে তারা সকলে মিলিত হয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতো যে- মিয়া, তুমি কার পাল্লায় পড়ে যাচ্ছ? এ লোকটি তো যাদুগ্রস্ত অর্থাৎ কেউ তো এই লোকটিকে যাদু করেছে যার জন্যে এ রকম আবোল-তাবোল বকছে। (২৩) انغاض এর অর্থ মস্তক উপর-নীচে ও নীচে থেকে উপরের দিকে নাড়ানো-যেমন মানুষ বিস্ময় প্রকাশের জন্যে বা ঠাট্টা-বিদ্রুপের উদ্দেশ্যে করে থাকে। (২৪) অর্থাৎ পৃথিবীতে মৃত্যুর সময় থেকে আরম্ভ করে কিয়ামতের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় তোমাদের মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তোমরা সে সময়ে মনে করবে- তোমরা কিছুক্ষণ নিদ্রায়মগ্ন ছিলে- অকস্মাৎ হাশরের শোরগোল তোমাদেরকে জাগিয়ে তুলেছে। (২৫) বিরোধীরা যতই অসহনীয় কথাবার্তা বলুক না কেন, কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের হক বিরুদ্ধ কোন কথা মুখ থেকে বের হওয়া

(বাকী অংশ ও ২৬ নং টিকা পরের পাতায়)

আমরা কোন কোন নবী পয়গম্বরকে অপর নবী পয়গম্বরের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি। আর আমরাই দায়ূদকে যবূর কিতাব দিয়েছি। (৫৬) তাদেরকে বল, সেই মাবুদদেরকে ডেকে দেখ যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কর্মকর্তা) মনে কর। তারা তোমাদের কোন কষ্ট লাঘব করতে পারে না, পারেনা তা বদলাতে[২৭]। (৫৭) এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের আল্লাহর নিকট পৌছবার অসীলা তালাশ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং তারা তাঁর রহমত পাবার প্রত্যাশী এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে[২৮]। আসল কথা এই যে, তোমার রবের আযাব বাস্তবিকই ভয় করার মতো। (৫৮) আর এমন কোন জনবসতি নেই যাকে আমরা কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করব না কিংবা কঠিন আযাব দেব না। এ আল্লাহর কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে (৫৯) আর নিদর্শন পাঠাতে আমাদের কেউ নিষেধ করেনি। তবে শুধু এই কারণে পাঠাই নি যে তাদের পূর্বের লোকেরা সে সবকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে[২৯]।

উচিৎ নয়, এবং ক্রোধেআত্মহারা হয়ে বেহুদা কথার জবাব বেহুদা কথায় দেয়া উচিত হবে না। তাদের ঠান্ডা-মাথায় সংযতভাবে হিসাব করে তাদের দাওয়াতের মর্যাদা মোতাবেক হক কথা বলা দরকার।(২৬) অর্থাৎ মুমিনদের জিহবা থেকে কখনও এরূপ দাবী উত্থিত হওয়া উচিত নয় যে- আমরা জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি বা দল দোযখী! এ জিনিসের ফায়সালা আল্লাহর হাতে ! তিনিই সকল লোকের প্রকাশ্য ও গোপন, ভিতর ও বাইর এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন। তিনিই এ ফায়সালা করবেন কাকে তিনি রহম করবেন ও কাকে তিনি আযাব দিবেন। একজন মুসলমান নীতিগত ভাবে তো এ কথা বলার হক রাখে- কোন প্রকারের লোক আল্লাহর কিতাব অনুসারে রহমত পাবার হকদার ও কোন ধরনের লোক শাস্তির যোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তির এ বলার অধিকার নেই যে অমুক ব্যক্তি শাস্তি লাভ করবে ও অমুক ব্যক্তি ক্ষমা ও মুক্তি লাভ করবে। (২৭) এদিয়ে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করাই মাত্র শেরক নয়, বরং আল্লাহ ছাড় অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনা করাও শেরক।(২৮) এ শব্দ গুলি দিয়ে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে মোশরেকদের যে সব উপাস্য ও ফরিয়াদ শ্রবনকারীর (?) উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তারা পাথরের মূর্তী নয়। হয় তারা ফেরেশতা না হয় অতীত কালের বোযর্গ লোক। (২৯) কাফেররা মুহাম্মদ সঃ এর কাছে তাদেরকে কোন মোজেযা দেখানোর

(আর তোমরা দেখ) সামূদকে আমরা প্রকাশ্য উষ্ট্রী এনে দিলাম-তখন তারা তার উপর যুলম করল। আমরা নিদর্শন তো এজন্যই পাঠাই যে লোকেরা তা দেখে ভয় পাবে। (৬০) স্মরণ কর হে মুহাম্মদ, আমরা তোমাকে বলে দিয়েছিলাম যে, তোমার রব এই লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন। আর এই যা কিছু এখনি আমরা তোমাদের দেখালাম[৩০], একে এবং এই গাছটিকে কুরআনে যাকে অভিশপ্ত করা হয়েছে [৩১], আমরা এই লোকদের জন্য শুধু একটি ফেতনা বানিয়ে রেখেছি[৩২]। আমরা তাদেরকে বার বার সাবধান করে যাচ্ছি, কিন্তু প্রতিটি সতর্কবাণী তাদের বিদ্রোহী ভূমিকার মাত্রা বৃদ্ধিই করে দেয়।

রুকূ-৭ (৬১) আর স্মরণ কর, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল; কিন্তু ইবলীশ করল না। সে বলল আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি দিয়ে বানিয়েছেন?

যে দাবী জানাতো এহচ্ছে সেই দাবীর জবাব। বলা হচ্ছে এরূপ মোজেযা দেখে নেয়ার পরও যখন লোকেরা তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে তখন অবশ্যম্ভাবী রূপেই তাদের উপর আল্লাহতা'আলার আযাব নাযিল হয়, এবং এরূপ কওমকে ধ্বংস না করে ছেড়ে দেয়া হয় না। এটা হচ্ছে আল্লাহর একান্ত করুনা যে তিনি এরূপ কোন 'মোজেযা' প্রেরণ করছেন না। কিন্তু তোমরা এরূপ নির্বোধ যে মোজেযার দাবী করে সামুদ জাতির মত পরিণতি লাভ করতে চাইছো। (৩০) মেরাজ এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, এখানে 'রুইয়া' শব্দটি স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করছে না বরং এখানে এর অর্থ চোখে দেখা। (৩১) অর্থাৎ "যাককুম" যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে তা দোযখের আদেশে পয়দা হবে ও দোযখীদের বাধ্য হয়ে তা খেতে হবে। এর প্রতি লানতের অর্থ- তার আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নিদর্শন। (৩২) অর্থাৎ আমি তাদের মঙ্গলের জন্যে তোমাকে মেরাজের দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়েছি যাতে তোমার মত সত্যবাদী বিশ্বস্ত মানুষের মাধ্যমে তারা প্রকৃত তত্ত্বের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং সতর্ক হয়ে সঠিক পথে এসে যায়। কিন্তু তারা উল্টা, সেজন্যে তোমার প্রতি বিদ্রূপ করছে। আমি তোমার মাধ্যমে তাদের সতর্ক করেছি যে এখানকার হারামখুরির ফলে পরিশেষে তোমাদের যাককুম ভক্ষণে বাধ্য হতে হবে। কিন্তু তারা এ কথা শুনে অট্টহাসির সংগে বলতে শুরু করলো দেখ, দেখ, লোকটি কি বলে দেখ? একদিকে তো এ বলছে যে দোযখের মধ্যে আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলছে; আবার সেই সংগে এই খবরও দিচ্ছে যে গাছ-পালাও সেখানে উদ্ভূত হবে।

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ

সে বলল আপনি দেখুনতো এই যাকে আপনি মর্যাদা দিয়েছেন আমার উপর অবশ্যই যদি আপনি অবকাশ দেন আমাকে পর্যন্ত দিন কিয়ামতের আমি অবশ্যই মূলোৎপাটিত করব

ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ

তার বংশধরদের ছাড়া স্বল্প সংখ্যক তিনি বললেন তুমি যাও অতঃপর যে তোমার অনুসরণ করবে তাদের থেকে সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই জাহান্নাম হবে তোমাদের প্রতিফল

جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ

প্রতিফল পূর্ণ এবং পদস্খালিত কর যাকে তুমি পার তাদের মধ্য হতে তোমার আওয়াজ দিয়ে ও হাঁকাও তাদের উপর

بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَ عِدْهُمْ ط وَ مَا يَعِدُهُمُ

তোমার অশ্বারোহী বাহিনী ও তোমার পদাতিক বাহিনী এবং তাদের সহযোগী কর মধ্যে সম্পদ সমূহের ও সন্তানদের এবং তাদের ওয়াদা দাও আর না তাদেরকে ওয়াদা দেয়

الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَ كَفٰى بِرَبِّكَ

শয়তান এ ছাড়া প্রতারণা নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের নাই তোমার জন্যে তাদের উপর কোন আধিপত্য এবং যথেষ্ট তোমার রব

وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾ رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ط

কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমাদের রব (তিনিই) যিনি চালনা করেন তোমাদের জন্যে নৌযান মধ্যে সাগরের তোমরা যেন সন্ধান করতেপার থেকে তাঁর অনুগ্রহ

اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ

নিশ্চয়ই তিনি হলেন তোমাদের উপর দয়াশীল এবং যখন তোমাদের স্পর্শকরে বিপদ মধ্যে সাগরের হারিয়ে যায় যাকে তোমরা ডাক

اِلَّآ اِيَّاهُ ج فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ط وَ كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾

ব্যতীত শুধু তিনিই অতএব যখন আমরা উদ্ধার করি তোমাদের দিকে স্থলের তোমরা মুখ ফিরাও এবং হল মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ

(৬২) তার পর সে বলল, দেখুন, সে কি এর যোগ্য ছিল যে, আপনি তাকে আমার উপর শ্রেষ্টত্ব দান করলেন? আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তা হলে আমি তার গোটা বংশধরকেই মূলোৎপাটিত করে দেব। খুব অল্প লোকই শুধু আমার হতে বাঁচতে পারবে। (৬৩) আল্লাহতাআলা বললেনঃ আচ্ছা, তুমি যাও। এদের মধ্যে হতে যেই তোমাকে অনুসরণ করবে তোমাকে সহ সেই সবার জন্য জাহান্নামই হচ্ছে পূর্ণমাত্রার প্রতিফল। (৬৪) তুমি যাকে যাকে নিজের কথা দিয়ে ভুলাতে পার ভুলিয়ে নাও, তাদের উপর নিজের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী চড়াও করে দাও, মাল-সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে তাদের সাথে সহযোগী নিয়োগ কর এবং তাদেরকে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির জালে জড়িত কর। আর শয়তানের ওয়াদা একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৬৫) নিশ্চিত জান, আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য খাটবে না, আর ভরসা নির্ভরতার জন্য তোমার রবই যথেষ্ট।(৬৬) তোমাদের (প্রকৃত) রব তো তিনিই যিনি নদী -সমুদ্রে তোমাদের জন্যে নৌযান চালান, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আসল কথা এই যে, তিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান।(৬৭) নদী-সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে তখন সেই এক (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাকো তারা সবাই হারিয়ে যায়; কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ!

(৬৮) তাহলে তোমরা কি এ সম্পর্কে নির্ভয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কখনো এই স্থলভাগেই যমীনের মধ্যে নিমজ্জিত করে দেবেন না; কিংবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দেবেন না, আর তোমরা তা হতে রক্ষাকারী কোন সাহায্যদাতা পাবে না কোথাও? (৬৯) আর তোমাদের কোন ভয় নেই কি যে, আল্লাহ আবার কখনো তোমাদেরকে নদী-সমুদ্রে নিয়ে যাবেন, তোমাদের অকৃতজ্ঞতার বিনিময়ে তোমাদের উপর কঠিন তীব্র ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে তোমাদেরকে ডুবিয়ে দিবেন, আর তোমরা এমন কাউকেও পাবে না যে তাঁর নিকট এর পরিণাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে? (৭০) আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তাদেরকে স্থল ও জল পথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পাক সাফ জিনিস দিয়ে রেযক দিয়েছি, আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি (এ সব আমার একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ)।

রুকূ-৮ (৭১) তার পর চিন্তা কর সেই দিনের ব্যাপার, যখন আমরা প্রত্যেক মানব দলকে তার অগ্রনেতাসহ ডাকব। সেই সময় যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের কর্মতালিকা পাঠ করবে; আর তাদের উপর একবিন্দু পরিমাণ যুলম করা হবে না। (৭২) আর যারা এই দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে ছিল তারা পরকালেও অন্ধ হয়ে থাকবে। বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে অন্ধদের অপেক্ষাও অধিক ব্যর্থকাম।

(৭৩) হে মুহাম্মদ, এই লোকেরা এই চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি রাখে নি যে, তোমাকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে সেই অহী হতে ফিরিয়ে দিবে যা আমরা তোমার প্রতি পাঠিয়েছি, যেন তুমি আমাদের নামে নিজের পক্ষ হতে কোন কথা রচনা কর। তুমি যদি এরূপ করতে তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিত। (৭৪) আর অসম্ভব ছিল না যে, আমরা যদি তোমাকে মজবুত না রাখতাম তা হলে তুমি তাদের প্রতি কিছু না কিছু ঝুকে পড়তে। (৭৫) কিন্তু তুমি যদি এরূপ করতে তাহলে আমরা তোমাকে দুনিয়ায়ও দ্বিগুন আযাবের আস্বাদন করাতাম, আর পরকালেও দ্বিগুন আযাব দিতাম; অতঃপর আমার মুকাবিলায় তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না। (৭৬) আর এই লোকেরা তোমাকে এই যমীন হতে উচ্ছেদ করে এখান থেকে বহিষ্কার করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি রাখেনি, তা করলে তোমার পরে এরা নিজেরা এখানে খুব বেশীক্ষণ টিকতে পারবে না। (৭৭) এটা আমার স্থায়ী কর্মনীতি। তোমার পূর্বে আমি যে সব নবী-রসূল পাঠিয়েছি তাদের সকলের ব্যাপারেই আমরা তা প্রয়োগ করেছি। আর আমাদের কর্ম-নীতিতে তুমি কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

রুকু-৯ (৭৮) নামাজ কায়েম কর সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত[৩৩]। আর ফজরের কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর, কেননা ফজরের কুরআনে উপস্থিত থাকা হয়[৩৪]।

৩৩। এর মধ্যে যোহর থেকে এশা পর্যন্ত চার ওয়াক্তের নামায অন্তর্ভূক্ত। ৩৪। ফজরকালীন কুরআন পাঠ এর অর্থ ফজরের নামায কায়েম করা। কুরআন পাঠ এবং ফজরের কুরআন এর 'মাসহুদ' হওয়ার অর্থ আল্লাহর ফেরেস্তারা বিশেষভাবে ফজরের নামাযের কুরআন পাঠের স্বাক্ষী থাকেন, কেননা এই কুরআন পাঠের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে।

وَ مِنَ الَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤی اَنۡ یَّبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

এবং এক রাত অতপর তাহাজ্জুদ পড় তা সহ নফল তোমার জন্যে আশা করাযায় যে তোমাকে পৌছাবেন তোমার রব স্থানে অংশে

مَّحۡمُوۡدًا ﴿۷۹﴾ وَ قُلۡ رَّبِّ اَدۡخِلۡنِیۡ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ وَّ اَخۡرِجۡنِیۡ مُخۡرَجَ صِدۡقٍ

প্রশংসিত বল এবং হে আমার রব আমাকে প্রবেশ করাও প্রবেশ দ্বারে সত্যের এবং আমাকে বেরকর বহিঃদ্বার সত্যের

وَّ اجۡعَلۡ لِّیۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ سُلۡطٰنًا نَّصِیۡرًا ﴿۸۰﴾ وَ قُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَ زَهَقَ

এবং বানাও আমার জন্যে থেকে তোমার নিকট কোন শক্তিকে বড় সাহায্যকারী এবং বল এসেছে সত্য এবং বিলুপ্ত হয়েছে

الۡبَاطِلُ ؕ اِنَّ الۡبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا ﴿۸۱﴾ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

বাতিল নিশ্চয়ই বাতিল হল বিলুপ্ত হওয়ার এবং আমরা নাযিল করেছি কুরআন যা (এমন যে) তা আরোগ্য

وَّ رَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۙ وَ لَا یَزِیۡدُ الظّٰلِمِیۡنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾ وَ اِذَاۤ اَنۡعَمۡنَا

ও রহমত মু'মিনদের জন্যে কিন্তু না বৃদ্ধি করে যালিমদের এ ছাড়া ক্ষতি এবং যখন আমরা অনুগ্রহকরি

عَلَی الۡاِنۡسَانِ اَعۡرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یَـُٔوۡسًا ﴿۸۳﴾

উপর মানুষের সে মুখ ফিরায় এবং দূরে নেয় (অহংকার করে) তারপার্শ্বকে আর যখন তাকে স্পর্শ করে অনিষ্ট সে হয় হতাশ

قُلۡ كُلٌّ یَّعۡمَلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمۡ اَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ اَهۡدٰی سَبِیۡلًا ﴿۸۴﴾ ع

বল প্রত্যেক কাজ করে উপর তার পন্থার অতঃপর তোমাদের রবই খুব জানেন কে সে অধিক পরিচালিত (সঠিক) পথে

---

(৭৯) আর রাতের বেলা তাহাজ্জুত পড় [৩৫]। এ তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় যে, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন[৩৬]।(৮০) আর দোয়া কর যে, হে পরোয়ারদিগার, আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও ও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও, আর যেখান হতেই তুমি আমাকে বের কর সত্যের সাথেই বের কর। আর তোমার নিকট হতে একটি সার্বভৌম শক্তিকে তুমি আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও[৩৭]। (৮১) আর ঘোষণা কর, সত্য এসে গেছে, বাতিল নির্মূল হয়েছে। বাতিল তো বিলুপ্ত হওয়ারই। (৮২) আমরা এই কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা ঈমানদারদের জন্য নিরাময়তা ও রহমত; কিন্তু তা যালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা। (৮৩) মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে নেয়ামত দান করি তখন সে অহংকারে পিঠ ফিরিয়ে নেয়। আর যখন সামান্য বিপদেরও সম্মুখিন হয়ে পড়ে তখন সে নিরাশ হতে শুরু করে। (৮৪) হে নবী, এই লোকদেরকে বলঃ 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে কাজ করছে। এখন তোমাদের রবই ভালো জানেন যে, সঠিক হেদায়াতের পথে কে চলছে।

---

(৩৫) তাহাজ্জুদ এর অর্থ নিদ্রা ভংগ করে ওঠা। সুতরাং রাতে তাহাজ্জুদ করার অর্থ হচ্ছে রাতের এক অংশে ঘুমাবার পর উঠে নামাজ পড়া। (৩৬) অর্থাৎ দুনিয়া ও পরকালে তোমাকে এরূপ মর্যাদায় উন্নীত করবেন যে তুমি সমগ্র সৃষ্টি দিয়ে প্রশংসিত হবে। চার দিকে তোমার প্রশংসা ও গুণ-কীর্ত্তন ধ্বনিত হবে এবং তোমার অস্তিত্ব এক প্রশংসাযোগ্য সত্তারূপে গণ্য হবে। (৩৭) অর্থাৎ হয় আমার নিজেকে ক্ষমতা দান কর, অথবা কোন রাষ্ট্র শক্তিকে আমার সাহায্যকারী করে দাও যেন আমি সেই শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার এই বিকৃতি-বিপর্যয়কে সুষ্ঠু সংশোধিত করতে পারি। পাপ এবং ব্যভিচার কদাচারের এই প্লাবনকে রোধ করতে পারি, তোমার ন্যায়ের বিধানকে কার্যকরী করতে পারি।

وَ يَسْــَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا

ব্যতীত জ্ঞান থেকে তোমাদের দেয়া হয়েছে না এবং আমার রবের নির্দেশে (আসে) রূহ বল রূহ সম্পর্কে তোমাকে তারা প্রশ্ন করে এবং

قَلِيْلًا ﴿۸۵﴾ وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ

তোমার জন্যে পেতে না এরপর তোমার প্রতি আমরা ওহী করেছি ঐ জিনিস যা আমরা অবশ্যই নিয়ে নিতাম আমরা অবশ্যই চাইতাম এবং যদি সামান্য

بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿۸۶﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿۸۷﴾

বিরাট তোমার উপর হল তাঁর অনুগ্রহ নিশ্চয়ই তোমার রব থেকে (তা না করা) রহমত কিন্তু কোন কর্মবিধায়ক আমাদের বিরুদ্ধে তা সম্পর্কে

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا

না কুরআনের এই অনুরূপ তারা আনবে যে (এর) উপর জিন ও মানুষ একত্রিত হয় অবশ্যই যদি বল

يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿۸۸﴾ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ

লোকদের জন্যে আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি নিশ্চয়ই এবং সাহায্যকারী কারো জন্যে তাদের হয় যদিও এবং তার অনুরূপ তারা আনতে পারবে

فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؗ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۸۹﴾ وَ

এবং দুফরী কিন্তু লোক অধিকাংশ তবুও অস্বীকার করল উপমা প্রত্যেক থেকে কুরআনের এই মধ্যে

قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿۹۰﴾

একটি ঝর্ণা ভুমি থেকে আমাদের জন্যে উৎসারিত করবে তুমি যতক্ষণ না তোমার উপর ঈমান আনব আমরা কক্ষণ না তারা বলল

রুকু-১০ (৮৫) এই লোকেরা তোমার নিকট 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলঃ এই 'রূহ' আমার রবের হুকুমে এসে থাকে। কিন্তু তোমরা সঠিক জ্ঞানের কম অংশই পেয়েছ[৩৮]। (৮৬) আর হে মুহাম্মদ, আমরা চাইলে সেই সব কিছুই তোমার নিকট হতে কেড়ে নিতে পারি যা আমরা অহীর মাধ্যমে তোমাকে দান করেছি। অতঃপর তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না যে তা ফিরিয়ে দিতে পারে। (৮৭) এই যা কিছু তুমি পেয়েছ তোমার রবের একান্ত রহমতের ফলেই পেয়েছ। প্রকৃত কথা এই যে, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বহু বিরাট। (৮৮) বলে দাও মানুষ ও জিন সকলে মিলেও যদি এই কুরআনের মত কোন জিনিস আনার চেষ্টা করে তবে তা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের যত সাহায্যকারীই হোক না কেন। (৮৯) আমরা এই কোরআনে লোকদের জন্যে বিভিন্ন উপমা দিয়ে বিশাদভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোকই কুফরীতেই দৃঢ় থাকল। (৯০) আর তারা বলল আমরা তোমার কথা মানবই না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য যমীনকে দীর্ণ করে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত না করবে।

(৩৮) সাধারণভাবে মনে করা হয় এখানে রুহ এর অর্থ প্রাণ। অর্থাৎ লোকে নবী করীম (সঃ) কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে এর প্রকৃত অবস্থা কি? এর উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, রুহ আল্লাহর নির্দেশেই আসে। কিন্তু বাক্যের পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে, এখানে রূহ এর অর্থ নবুয়্যতের প্রাণ-শক্তি বা অহী। এবং সূরা নহলের ২য় আয়াতে, সূরা মু'মেনের ৫ম আয়াতে, সূরা শুরার ৫২নং আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন বোজর্গদের মধ্যে ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও হাসান বসরী (রাঃ)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। রুহুল মা'আনীর গ্রন্থকার হাসান কাতাদাও এই উক্তি উদ্বৃত করেছেন যে, রুহ এর অর্থ জিবরাঈল (আঃ)। আসলে প্রশ্ন ছিল জিবরাঈল কিরূপে অবতীর্ণ হয়? এবং কিভাবে নবী করীমের (সঃ) অন্তরে প্রত্যাদেশবানী নিক্ষিপ্ত হয়?

أَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾

অথবা হবে তোমার জন্যে একটি বাগান খেজুরের ও আংগুরের অতপর প্রবাহিত করবে ঝর্ণাসমূহ তার ভিতর দিয়ে খুবপ্রবাহিত করা

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾

অথবা তুমি ফেলাবে আকাশ যেমন তুমি দাবী করেছ আমাদের উপর খন্ড-বিখন্ড করে বা নিয়ে আসবে আল্লাহকে ও ফেরেশতাদেরকে সামনা সামনি

أَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ

অথবা হবে তোমার জন্যে ঘর সোনার বা আরোহন করবে তুমি মধ্য আকাশের এবং কখণ আমরা বিশ্বাস করব না তোমার আরোহণকে

حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا

যতক্ষণ না নাযিল করবে তুমি আমাদের উপর একখানা লিপি তা আমরা পাঠ করব বল পবিত্র মহান আমার রব নই আমি হলাম (আরকিছু) এছাড়া মানুষ

رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى إِلَّآ

পয়গম বাহক এবং না বিরত রেখেছে লোকদেরকে যে তারা ঈমান আনবে যখন তাদের কাছে এসেছে হেদায়াত এছাড়া

ع

أَنْ قَالُوْٓا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ

যে তারা বলেছিল কি পাঠিয়েছেন আল্লাহ কোন মানুষকে রসূল হিসেবে বল যদি হত মধ্যে পৃথিবীর ফেরেশতারা (এমন)

يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ

চলাফেরা করত নিশ্চিন্তে আমরা অবশ্যই নাযিল করতাম তাদের উপর থেকে আকাশ ফেরেশতা রসূল হিসেবে বল যথেষ্ট আল্লাহই

شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾

সাক্ষী হিসেবে আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে নিশ্চয়ই তিনি হলেন সম্পর্কে তাঁর বান্দাদের খুব অবহিত সর্ব দ্রষ্টা

---

(৯১) কিংবা তোমার জন্য খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান রচিত না হবে, আর তুমি তাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে না দিবে। (৯২) অথবা তুমি আকাশমন্ডলীকে টুকরা টুকরা করে আমাদের উপর আপতিত না করবে যেমন তুমি দাবী করছ। কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনা সমনি নিয়ে আসবে। (৯৩) অথবা তোমার জন্য স্বর্নের একখানা ঘর নির্মিত হবে। কিংবা তুমি আসমানের উপর আরোহণ করবে। আর তোমার এই আরোহণকে আমরা বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের উপর এমন একখানি লিপি অবতরণ না করাবে যা আমরা পড়ব। হে মুহাম্মদ, তাদের বল পাক ও পবিত্র আমার রব। আমি একজন পয়গাম-বাহক মানুষ ছাড়া আর কিছু নই?

রুকু-১১ (৯৪) লোকদের সামনে যখনই হেদায়াত এসেছে, তখনই তার প্রতি ঈমান আনা হতে তাদেরকে কোন জিনিসেই বিরত রাখেনি; বিরত রেখেছে শুধু তাদের এই কথাটি যে, আল্লাহ কি মানুষকে নবী রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? (৯৫) তাদেরকে বল যমীনে যদি ফেরেশতাগণ নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত তা হলে আমরা অবশ্যই কোন ফেরেশতাদেরই তাদের জন্য পয়গম্বর বানিয়ে পাঠাতাম। (৯৬) হে মুহাম্মদ! তদেরকে বল যে, আমার ও তোমাদের মাঝে শুধু এক আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন; আর তিনি সবকিছুই দেখছেন।

وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ

এবং যাকে আল্লাহ হেদায়াত দেন অতঃপর সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন অতঃপর কক্ষণ না তুমি পাবে তাদের জন্যে অভিভাবক সমূহ তাকে ছাড়া

وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ

এবং আমরা তাদেরকে সমবেত করব কিয়ামতের দিনে উপর তাদের মুখ গুলোর অন্ধ অবস্থায় ও বোবা অবস্থায় ও বধির অবস্থায় তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ قَالُوْۤا

যখনই স্তিমিত হবে আমরা তাদের বাড়িয়ে দেব আগুন এটাই তাদের প্রতিফল একারণে যে তারা অস্বীকার করেছে আমাদের নির্দশনাদিকে এবং তারা বলেছে

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۹۸﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ

কি যখন আমরা হব অস্থি (সার) ও চূর্ণ-বিচূর্ণ নিশ্চয়ই কি আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হব সৃষ্টিতে নতুন কি না তারা লক্ষকরে যে

اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ

আল্লাহ (তিনি) যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবীকে সমূহকে সক্ষম (নন কি) উপর যে সৃষ্টি করবেন তাদের অনুরূপ এবং স্থিরকরে রেখেছেন তাদের জন্যে

اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۹۹﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ

নির্দিষ্ট কাল নাই কোন সন্দেহ তার মধ্যে তবুও অস্বীকার করল যালিমরা ব্যতীত কুফুরী বল যদি তোমরা অধিকারী হতে ভান্ডার সমূহের

رَحْمَةِ رَبِّيْۤ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿۱۰۰﴾ ع

রহমতের আমার রবের তাহলে তোমরা অবশ্যাহ ধরে রাখতে ভয়ে খরচ হওয়ার এবং হল মানুষ বড়ই কৃপন

(৯৭) আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সেই হেদায়াত পেয়ে থাকে। আর যাদেরকে তিনি গোমরাহীতে ফেলেন সেই ধরনের লোকদের জন্য তুমি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাহায্যকারী ও সমর্থক পেতে পার না। এই লোকদেরকে আমি কিয়ামতের দিন উল্টো মুখে টেনে আনব- অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায় ; তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম। যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে আমারা তাকে তাদের জন্যে আরও তেজস্বী করে দেব। (৯৮) এ তাদের এই কাজের প্রতিফল যে, তারা আমাদের আয়াত সমূহ অমান্য করেছে। আর বলেছেঃ 'আমরা যখন শুধু হাড় ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়ে যাব তখন কি নতুন করে আমাদেরকে সৃষ্টি করে উঠিয়ে দাড় করিয়ে দেয়া হবে'? (৯৯) তারা কি এতটুকু কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদেরই মত সকলকে সৃষ্টি করার শক্তি রাখেন? তিনি এদের হাশর করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা নিশ্চিত- অবধারিত! কিন্তু যালেম লোকেরা বার বারই তা অস্বীকার ও অমান্য করতে থাকবে। (১০০) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বল, আমার আল্লাহর রহমতের ভান্ডার যদি কোন রকমে তোমাদের করায়ত্ব হত তা হলে তোমরা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অবশ্যই আটক করে রাখতে। বাস্তবিকই মানুষ বড়ই সংকীর্ণ আত্মার হয়ে রয়েছে[৩৯]।

(৩৯) মক্কার মোশরেকরা যে মনস্তাত্বিক কারণে নবী করীমের (সঃ) নবুয়ত অস্বীকার করতো তার মধ্যে এক বিশেষ কারণ ছিল- তাকে নবী বলে মেনে নিলে তার শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদাকে স্বীকার করে নিত হয়। কিন্তু নিজেদের সমসাময়িক বা নিজেদের চোখে দেখা কোন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ স্বভাবতঃ সহজে স্বীকার করতে চায় না। এজন্যে বলা হচ্ছে যারা এতদুর কৃপন যে কারুর প্রকৃত মর্যদা স্বীকার করতে তাদের অন্তর কূণ্ঠাবোধ করে, যদি আল্লাহ নিজের রহমতের ভান্ডারের চাবী কোথাও তাদের সোপর্দ করে দিতেন তবে তারা কাউকেই একটি কপর্দকও দিত না। (৪০) এই নয়টি নিদর্শনের বিবরণ সূরা আরাফের ১৭নং আয়াতের পরে কিছু দুর পর্যন্ত এবং সূরা নমলে ১২নং আয়াতে বিস্তারিত ভাবে এসেছে।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ
এবং নিশ্চয়ই আমরা দিয়েছিলাম মূসাকে নয়টি নির্দশন সুস্পষ্ট তাহলে জিজ্ঞাসা কর বনী ইসরাঈলকে যখন সে এসেছিল তাদের কাছে তখন বলেছিল

لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ
তাকে ফিরআউন নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অবশ্যই আমি মনেকরি হে মূসা যাদুগ্রস্ত সে বলেছিল নিশ্চয়ই তুমি জেনেছ না নাযিল করেছেন (অন্যকেউ) এসব

اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾
কিন্তু রব আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর জ্ঞানগর্ভ (নিদর্শনাদি) এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অবশ্যই আমি মনেকরি হে ফিরআউন (ধ্বংসকৃত) হতভাগ্য

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّ قُلْنَا
অতঃপর সে চাইল যে তাদেরকে উচ্ছেদ করবে থেকে দেশ অতঃপর তাকে আমরা ডুবিয়ে ছিলাম এবং যারা (ছিল) তার সাথে সকলকে এবং আমরা বলেছিলাম

مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ
তারপর জন্যে বনী ইসরাঈলের তোমরা বসবাস কর যমীনে অতঃপর যখন আসবে প্রতিশ্রুতি আখেরাতের তোমাদেরকে আমরা আনব

لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ
সমবেত করে এবং সত্য সহকারে তা আমরা নাযিল করেছি এবং সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে এবং নাই তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি এছাড়া সুসংবাদ দাতা হিসেবে ও

نَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾
সতর্ককারী হিসেবে এবং এই কুরআন তাকে আমরা খন্ডখন্ড করেছি তা যেন তুমি পাঠকর নিকট লোকদের উপর অল্প-অল্প করে এবং তা আমরা অবতীর্ণ করেছি (ক্রমশঃ) অবতরণ

রুকু- ১২ (১০১) আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম, যা সুস্পষ্ট ও প্রকটরূপে পরিলক্ষিত হয়েছিল[৪০]। এখন তোমরা স্বয়ং বনী ইসরাঈলের নিকটই জিজ্ঞাসা করে দেখ, যখন সে তাদের সামনে আসল তখন ফেরাউন এই বলেছিল নাকি যে, হে মূসা, আমি মনে করি যে, তুমি অবশ্যই একজন জাদুগ্রস্থ ব্যক্তি। (১০২) মূসা এর জবাবে বললঃ 'তুমি ভালোভাবেই জান যে, এই জ্ঞান-গর্ভ নিদর্শন সমূহ আসমান-যমীনের প্রভূ ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি[৪১]। আর আমার ধারণা এই যে, হে ফেরাউন, তুমি অবশ্যই একজন হতভাগ্য ব্যক্তি।'(১০৩) শেষ পর্যন্ত ফেরাউন ইচছা করল যে, মূসা ও বনী-ইসলাঈলকে মুলোৎপাটিত করে ফেলবে। কিন্তু আমরা তাকে এবং তার সংগী-সাথীদেরকে একত্রে নিমজ্জিত করে ফেললাম। (১০৪) এবং অতঃপর বনী-ইসরাঈলকে বললামঃ এখন তোমরা যমীনে বসবাস কর। পরে যখন পরকালের ওয়াদা পূরণের সময় এসে পূর্ণ হবে তখন আমরা সকলকে একত্রে এনে উপস্থিত করব। (১০৫) এই কুরআনকে আমরা সত্যতার সাথে নাযিল করেছি এবং সত্যসহ নাযিল হয়েছে। আর হে মুহাম্মদ, তোমাকে আমরা কেবলমাত্র এই কাজ ছাড়া অন্য কিছুর জন্যই পাঠাইনি যে, (যে মেনে নিবে তাকে) সুসংবাদ দিবে, আর (যে না মানবে তাকে) সাবধান ও হুশিয়ার করে দিবে। (১০৬) আর এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি। যেন তুমি থেকে থেকে তা লোকদেরকে শুনাও আর তাকে আমরা (অবস্থা মত) ক্রমশঃ নাযিল করেছি।

(৪০) এই নয়টি নিদর্শনের বিবরণ সূরা আরাফের ১৭নং আয়াতের পরে কিছু দূর পর্যন্ত এবং সূরা নমলে ১২নং আয়াতে বিস্তারিতভাবে এসেছে। (৪১) এ কথা হযরত মূসা (আঃ) এই কারণে বলেছিলেন যে- একটি দেশের সমগ্র অঞ্চলে দুভিক্ষ দেখা দেয়া অথবা লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকায় এক মহা বিপদ রূপে সর্বত্র ব্যাঙের আবির্ভাব হওয়া অথবা সমগ্র দেশের খাদ্যশস্যের গুদামসমূহে ঘুন লেগে যাওয়া এবং এই প্রকারে ব্যাপাক বিপদাপদ কখনো কোন যাদুকরের যাদুতে বা কোন মানবীয় শক্তির বলে সংঘটিত হতে পারে না। যাদুকরেরা মাত্র একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় একটি সমাবেশে চোখ যাদুগ্রস্থ করে তাদের কিছু অদ্ভুত ক্রিয়া-কান্ড দেখাতে পারে এবং তাও প্রকৃত সত্য ব্যাপার ঘটে না, দৃষ্টিশক্তি প্রতারিত হয় মাত্র।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى

পাঠ করা যখন এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া যাদের নিশ্চয়ই তোমার না বা এর ঈমান বল
হয় হয়েছে ঈমান আন উপর আন

عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ ﴿۱۰۷﴾ وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ

প্রতিশ্রুতি হবে নিশ্চয়ই আমাদের পবিত্র তারা বলে এবং সিজদা চিবুক সমূহের তারা পড়ে তাদের
রব মহান অবস্থায় উপর যায় কাছে

رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۰۸﴾ وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿۱۰۹﴾ قُلِ

বল বিনয় অবস্থা তাদের বৃদ্ধি করে ও তারা কাদতে (সিজদায়) চিবুক তারা পড়ে এবং অবশ্যই আমাদের
(নিবিড় আনুগত্য) থাকে সমূহের উপর যায় কার্যকরী রবের

ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا

না এবং উত্তম নাম সমূহ অতঃপর তোমরা যেই রহমান তোমরা বা আল্লাহ তোমরা
তার আছে ডাক (নামেই) (বলে) ডাক (বলে) ডাক

تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۱۱۰﴾ وَ قُلِ الْحَمْدُ

সব বল এবং মধ্যবর্তী এর মাঝে তালাশ এবং তাতে খুব নীচু না এবং তোমার খুবউচু
প্রশংসাই পথ কর স্বর করো নামাজে স্বর করো

لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ

এবং বাদশাহীর মধ্যে কোন তাঁর আছে না আর পুত্রসন্তান গ্রহণকরেন না যিনি আল্লাহর
অংশীদার জন্যে জন্যে

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿۱۱۱﴾

(পূর্ণভাবে) তাঁর মহাত্ম এবং (এমন কোন) থেকে কোন তাঁর আছে না
মহাত্ম ঘোষণা কর দুর্বলতা অভিভাবক জন্যে (প্রয়োজন)

(১০৭) হে মুহাম্মদ, এই লোকদেরকে বল যে, তোমরা একে মেনে নাও বা না নাও,যে সব লোককে ইতিপূর্বে ইলম দেয়া হয়েছে, তাদেরকে যখন এ শুনানো হয় তখন তারা নতমুখে সিজদায় পড়ে যায়। (১০৮) আর বলে উঠেঃ 'পবিত্র আমাদের রব, তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে'। (১০৯) আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নত মুখে (সিজদায়) পড়ে যায়, আর তাদের নিবিড় আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পায় (সিজদা) (১১০) হে নবী! এই লোকদের বল, 'আল্লাহ বলে ডাক, কি রহমান বলে- যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর জন্য সব ভালো ভালো নামই নির্দিষ্ট'[৪২]। আর নিজেদের নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়বে আর না খুব নিম্ন স্বরে। এই দুই ধরনের মধ্যবর্তী মাত্রার ধ্বনিই অবলম্বন কর।[৪৩]। (১১১) আর বল ঃ সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীর ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক রয়েছে। আর না তিনি দূর্বল অক্ষম যে, কেউ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হবে। আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর- পূর্ণমাত্রার শ্রেষ্ঠত্ব।

(৪২) মক্কার মোশরেকরা আপত্তি তুলেছিল-' সৃষ্টিকর্তার জন্যে আল্লাহ নাম তো আমরা শুনেছি কিন্তু এ 'রহমান' নামটি তুমি কোথা থেকে পেলে?' এখানে তাদের এই আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহতা'আলার জন্যে তাদের মধ্যে এ নাম প্রচলিত ছিল না, তাই তারা এ নাম শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করতো। (৪৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- মক্কাতে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বা তাঁর সাহাবারা নামায পড়ার সময় উচ্চস্বরে কুরআন মজীদ পাঠ করতেন তখন কাফেররা শোর-গোল শুরু করতো ও বহু সময় অবাধে গালি-গালাজ দিতে আরম্ভ করতো। এজন্যে এই আদেশ দেয়া হয় যে এতটা উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করো না যাতে তা শুনে কাফেররা ভিড় করে বসে, আর না এতটা আস্তে পড় যে তোমাদের নিজেদের সাথীরাও শুনতে না পায়। এ নির্দেশ মাত্র সেই সময়কার অবস্থার জন্যে ছিল। মদীনাতে যখন অবস্থার পরিবর্তন হলো, তখন এ নির্দেশ আর বহাল ছিল না। অবশ্য যদি কোন সময় মুসলমানদের মক্কার ন্যায় অনুরূপ অবস্থার সম্মুখিন হতে হয়, তবে তাদের এই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা উচিত হবে।

সূরা আল-কাহাফ

এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে সূরাটির প্রথম রুকুর নবম আয়াত হতে। আয়াতটি এই أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ।-এরূপ নামকরনের তাৎপর্য হল, এ সেই সূরা যাতে কাহাফ শব্দটি আছে বা কাহাফের অধিবাসীদের কথা এসেছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এখান হতে সেই সব সূরা শুরু হল যা মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে নাযিল হয়েছে। মক্কী জীবনকে আমরা চারটি বড় বড় অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। সূরা আল আনআম এর ভূমিকায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায় প্রায় ৫ম নববী সনের প্রথম হতে শুরু হয়ে প্রায় ১০ ম নববী সন পর্যন্ত চলে। অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় এ অধ্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে সব অধ্যয়ে কুরাইশরা নবী করীম (সঃ) ও তাঁর দাওয়াত,আন্দোলন এবং জামাআতকে দমন করার উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগই হাসি, ঠাট্টা -বিদ্রূপ, প্রশ্ন -আপত্তি, অভিযোগ, দোষারোপ, ভয় প্রদর্শন, প্রলোভন ও বিরুদ্ধ প্রচার-প্রোপাগান্ডার ওপরই নির্ভর করত। কিন্তু এই তৃতীয় অধ্যায়ে তারা যুলুম, নির্যাতন ,মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপের অস্ত্রকে পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ করেছে। এমন কি মুসলমানদের বিরাট সংখ্যাক লোক এ চাপে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট মুসলমানকে এবং তাদের সংগে স্বয়ং নবীকরীম (সঃ) ও তাঁর পরিবারের লোকদেরকে আবুতালেব পর্বত-গুহায় অন্তরীণ করে তাদের পূর্ণ মাত্রায় সামাজিক ও অর্থনেতিক বয়কটে নিক্ষেপ করা হয় ।তথাপি এ অধ্যায়ে দুজন মহান ব্যক্তি -আবুতালেব ও উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) -এমন ছিলেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব- প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশের দুটি বড় পরিবার নবী করীম (সঃ)- এর পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। নবুয়্যতের ১০ম বছরে এ দুজনের জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ার ফলে এ অধ্যায়টি শেষ হয়ে যায়। অতঃপর চতুর্থ অধ্যায় সূচিত হয়। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্যে মক্কার জীবন দুঃসহ করে তোলা হয়। এমন কি, শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) সহ সকল মুসলমানই মক্কা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। সূরা কাহাফ এ আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা- ভাবনা করলে মনে হয়, এ সুরাটি হয়ত এই তৃতীয় অধ্যায়ের মূলে নাযিল হয়েছিল ।এ সময় কাফেরদের অত্যাচার, যুলুম-নিষ্পেষণ ও বিরুদ্ধতা তীব্র ও প্রচন্ড রূপ লাভ করেছিল বটে ,কিন্তু তখনো আবেসিনিয়ায় হিজরত করার ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এ সময় যেসব মুসলমানকে নির্যাতনে উৎপীড়িত করে করে তোলা হয়েছিল, তাদের আসহাবে কাহাফের কাহিনী শুনানো হল, যেন তাদের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বেকার ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্যে ইতপূর্বে কি সব উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা যেন তাঁরা জানতে পারেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এই সূরাটি মক্কার মোশরেকদের তিনটি প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। প্রশ্ন তিনটি তারা করেছিল নবী করীম (সঃ)-কে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে- আহলি-কিতাব লোকদের পরামর্শক্রমে। প্রশ্ন তিনটি এইঃ আসহাবে কাহাফ ছিল কারা ? খিযির বিষয়ক ঘটনার তাৎপর্য কি ? এবং যুল-কারনাইনের কাহিনীই বা কি ? মূলতঃ এই তিনটি কাহিনী খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। হেজাযের লোকদের মধ্যে এসব কাহিনীর কোন প্রচলন ছিল না। এ কারণে আহলি-কিতাবের লোকেরা পরীক্ষার উদ্দেশ্য এ তিনটি ঘটনাকেই বাছাই করে নিয়েছিল। বাস্তবিকই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট গায়েবী ইলমের কোন সূত্র ও উপায় আছে কিনা তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল এরর মূল লক্ষ্য। কিন্তু আল্লাহতা আলা নবী করীম (সঃ) এর জবানীতে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দান করিয়ে ক্ষান্ত হননি, তাদের নিজেদেরই উত্থাপিত এ তিনটি কাহিনীকে তৎকালে মক্কায় কুফর ও ইসলামের পারস্পরিক দ্বন্দের দিক দিয়ে যেরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার ওপর যথাযথভাবে প্রয়োগও করে দিলেন।

১। আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে বলা হল যে, তারা সেই তওহীদেই বিশ্বাসী ছিল যার দাওয়াত এই কুরআন পেশ করছে। তাদের অবস্থা তখনকার সময়ে ঠিক এরূপই ছিল যেমন বর্তমানে মক্কার এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের অবস্থা। আর তাদের সময়কার জাতির অবস্থাও বর্তমানের কুরাইশ কাফেরদের অবস্থা ও আচরণের সাথে হুবহু মিলে যায় ।এ কাহিনী হতে ঈমানদার লোকদেরকে যথেষ্ট শিক্ষা দান করা হয়েছে। সে শিক্ষা ছিল এই যে, কুফরী শক্তির দাপট যদি প্রবল ও প্রচন্ড হয়ে পড়ে এবং অত্যাচারীদের সমাজে মুসলমানদের জীবন যদি অতিষ্ট হয়ে পড়ে তবুও বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়া তাদের জন্যে কিছুতেই উচিত হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে দেশ হতে বের হয়ে যাওয়াই কর্তব্য। এ প্রসংগে মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে,আসহাবে কাহাফের কাহিনী পরকাল বিশ্বাসের সত্যতার এক উজ্জ্বল ও অকাট্য প্রমাণ-বিশেষ। আললাহতাআলা যেভাবে আসহাবে কাহাফকে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত মৃত্যুর মহানিদ্রায় নিমজ্জিত রাখার পরও পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন, অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবনদানও তার কুদরতে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়- অথচ তোমরা তাকেই অস্বীকারও অমান্য-করছ।

২। আসহাফে কাহাফের কাহিনীর সূত্র ধরে -মক্কার সরদার ও সচছল লোকেরা নিজেদের লোকালয়ের ক্ষুদ্র ও নওমুসলিম জামাআতের লোকদের ওপর যে সব অমানুষিক অত্যাচার ও যুলুম করত,লাঞ্চিত ও অপমানিত করত- সে সম্পর্কিত কথাবার্তা এসুরায় শুরু করা হয়েছে। এ প্রসংগে একদিকে নবী করীম (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হল যে, এই যালেমদের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতা করা যায় না, আর নিজেদের গরীব সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে এই বড়লোকদের কোন গুরুত্বও আদৌ স্বীকার করা যাবে না। অপর দিকে এই প্রধান লোকদেরকে নসীহত করা হয়েছে; বলা হয়েছে, তোমাদের এই কয়েক দিনের আয়েশ- আরামের জীবন লাভ করে আনন্দ-আহ্লাদে মেতে যেও না। বরং পরকালের চিরন্তন ও অক্ষয় কল্যাণ পেতে চেষ্টা করা তোমাদের কর্তব্য।

৩। এ আলোচনা প্রসংগেই খিযির ও হযরত মূসা (আঃ) -এর কাহিনী এমনভাবে শুনানো হয়েছে যে, তাতে কাফেরদের প্রশ্নগুলির জবাবও হয়ে গেছে আর মুমিন লোকদের জন্যে তাতে সান্তনার সামগ্রীও রয়েছে। এই কাহিনীর মাধ্যমে আসলে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহতাআলার এই বিশাল কারখানা যে সব কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে চলছে, তা যেহেতু তোমাদের চোখের অন্তরালে রয়েছে- এ কারণেই তোমরা কথায় কথায় বিস্ময় প্রকাশ করছ। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এ কেন হল, এ কি হয়ে গেল! এতো বড়ো খারাব হয়ে গেল! অথচ এই আড়ালটি যদি দূরীভূত করে দেয়া হয়, তাহলে তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে, এখানে যা কিছু হচেছ তা ঠিকই হচ্ছে, আর বাহ্যতঃ তোমরা যে সব খারাবী দেখতে পাও, তাও শেষ পর্যন্ত কোন না কোন কল্যাণময় সুফলের জন্যে হচ্ছে।

৪। অতঃপর যুল- কারনাইনের কাহিনী পেশ করা হয়েছে। এ কাহিনীতে প্রশ্নকারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো সামান্য সামান্য মাতব্বরী লাভ করেই গর্বে এতদুর ফুলে-ফেপে বসেছে, অথচ যুল-কারনাইন এত বড় শাসক, দিগ্বিজয়ী ও এতসব বিরাট উপায়-উপাদানের অধিকারী হয়েও নিজের প্রকৃত অবস্থাকে কখনোই ভুলে যায়নি এবং নিজের আল্লাহর সামনে সর্বদাই মাথা নত করে রয়েছে। তোমরা তোমাদের সামান্য সামান্য ঘর-বাড়ী ও বাগ-বাগীচার বসন্ত-চাকচিক্যকে চিরন্তন ও অক্ষয় মনে করে বসেছ। কিন্তু যুল-কারনাইন দুনিয়ার সর্বাধিক সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মান করেও মনে করত যে, আসল ভরসা করার যোগ্য আল্লাহ -এ প্রাচীর নয়। আল্লাহর মর্জী যতদিন থাকবে ততদিন এ প্রাচীর দুশমনদের প্রতিরোধ করতে থাকবে, আর যখন তার মর্জী অন্য রকম কিছু হবে তখন এ প্রাচীরেও ফাটল ও ছিদ্র ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। এভাবে কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলিকে তাদেরই প্রতি উল্টে দেবার পর উপসংহারে শুরুর কথা গুলো আবার শুনানো হল। অর্থাৎ তওহীদ ও পরকাল নিঃসন্দেহে সত্য; তোমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, তোমরা তাকে সত্য বলে মেনে নেবে। এই অনুসারে নিজেদের সংশোধন করে নেবে। আর রবের দরবারে নিজেদেরকে জবাবদিহী করতে বাধ্য মনে করে দুনিয়ার জীবন- যাপন করবে। এরূপ না করলে তোমাদের নিজেদেরই জীবন বিনষ্ট হবে এবং তোমাদের সবকিছু কৃতকর্ম নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

হাদীসের বর্ণনা সমূহে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রুহ সম্পর্কে ।সূরা বনী ইসলাঈলের ১০ম রুকুতে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা কাহাফ ও সূরা বনী-ইসরাঈল নাযিল হওয়ার সময়ে কয়েক বছরের পার্থক্য রয়েছে। আর সূরা কাহাফে দুটির পরিবর্তে তিনটি কাহিনী বর্নিত হয়েছে। এ কারণে আমরা মনে করি, দ্বিতীয় প্রশ্নটি রুহ সম্পর্কে নয়, মূলতঃ তা ছিল খিযির সম্পর্কে। কুরআনেই এমন কিছু ইংগিত রয়েছে যা হতে আমাদের এ ধারনার সমর্থন পাওয়া যায়।

রুকূ- ১ (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজের বান্দার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেন নি। (২) এ সত্য, অকাট্য ও সরল দৃঢ়কথা বলার কিতাব। যেন তা লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দেয়, এবং ঈমান গ্রহণ করে যারা নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য উত্তম কর্মফল রয়েছে। (৩) যাতে তারা চিরদিন বসবাস করবে। (৪) আর সেই লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যারা বলে যে, আল্লাহতা ' আলা কাউকে পুত্র রূপে গ্রহণ করেছেন। (৫) এ কথা না তারা জানে আর না তাদের বাপ-দাদাদের জানা ছিল। খুব সাংঘাতিক কথা -যা তাদের মুখ হতে বের হয়। আসলে তারা নিছক মিথ্যা কথাই বলে। (৬) তবে হে মুহাম্মদ, সম্ভবতঃ তুমি তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই বিনাশ করবে, যদি এরা এই বিষয়ের প্রতি ঈমন না আনে। (৭) আসল কথা হল, যমীনে এই যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে তাকে আমরা যমীনের অলংকার বানিয়ে দিয়েছি, যেন এই লোকদের পরীক্ষা করেত পারি যে, তাদের মধ্য উত্তম আমলকারী লোক কারা।
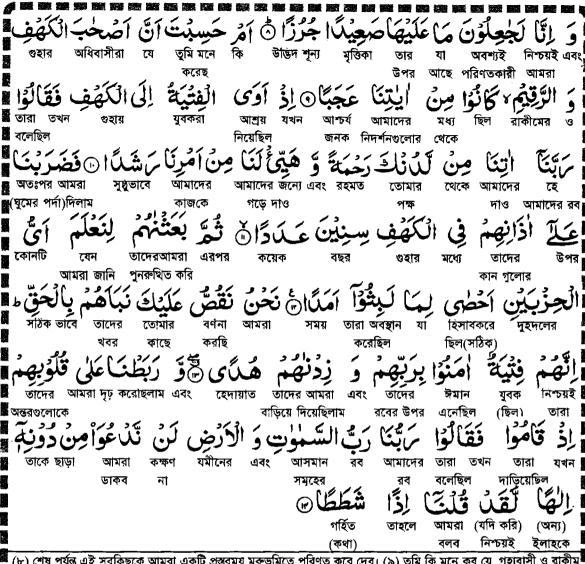
(৮) শেষ পর্যন্ত এই সবকিছুকে আমরা একটি প্রস্তরময় মরুভূমিতে পরিণত করে দেব। (৯) তুমি কি মনে কর যে, গুহাবাসী ও রাকীম ওয়ালা[১] লোকেরা আমাদের কোন বড় বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের মধ্যে ছিল? (১০) যখন তারা কয়েকজন যুবক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং তারা বলেছিল 'হে আমাদের রব আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দিয়ে ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও'। (১১) তখন আমরা তাদেরকে সেই গুহায়ই সান্তনা দিয়ে কয়েক বৎসরের জন্যে গভীর নিদ্রায় বিভোর করে দিয়েছিলাম। (১২) পরে আমরা তাদেরকে জাগ্রত করেদিলাম যেন দেখতে পারি তাদের দুই দুলের মধ্যে কারা নিজেদের অবস্থান কালের সঠিক হিসাব করতে পারে।

রুকু- ২ (১৩) আমরা তাদের প্রকৃত কাহিনী তোমাকে শুনাচ্ছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াতে অতিমাত্রায় উন্নতি দান করেছিলাম[২]। (১৪) আমরা তাদের দিলকে তখন মজবুত করে দিয়েছিলাম যখন তারা উঠেছিল এবং তারা ঘোষণা করেছিল, আমাদের রবতো শুধু তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের রব। আমরা তাকে ত্যাগ করে অন্য কোন মাবুদকে মেনে নিব না। আমরা যদি সেরূপ করি তাহলে এক গর্হিত কথাই বলা হবে।

(১) অর্থাৎ সেই তরুণেরা যারা ঈমান বাঁচানোর জন্যে গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিল ও যাদের গুহাতে পরে স্মারক লিপি লাগানো হয়েছিল।(২) বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মনে হয়, এ তরুণেরা প্রাথমিক যুগের ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের মধ্যে ছিল এবং তারা রোমের অধীনস্ত ছিল- সে সময় যে রাষ্ট্র মোশরেক-পন্থী ছিল ও তওহীদ-পন্থীদের ভীষণ শত্রু ছিল ।

هٰۤؤُلَآءِ قَوۡمُنَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَۃً ؕ لَوۡ لَا یَاۡتُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ بِسُلۡطٰنٍۭ

প্রমাণ তাদের উপর তারা আনে না কেন (অন্য) ইলাহ তাকে ছাড়া গ্রহণ করেছে আমার স্বজাতির লোক এসব

بَیِّنٍ ؕ فَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا ﴿۱۵﴾ وَ اِذِ اعۡتَزَلۡتُمُوۡهُمۡ

তাদের (থেকে) তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছ যখন এবং মিথ্যা আল্লাহর উপর আরোপ করে তারচেয়ে যে অধিক যালেম অতঃপর কে সুস্পষ্ট

وَ مَا یَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاۡوٗۤا اِلَی الۡکَهۡفِ یَنۡشُرۡ لَکُمۡ رَبُّکُمۡ مِّنۡ رَّحۡمَتِهٖ

তার রহমত তোমাদের রব তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করবেন গুহায় তাহলে আশ্রয়লও আল্লাহর ছাড়া তারা ইবাদত করে যাদের এবং

وَ یُهَیِّیٴۡ لَکُمۡ مِّنۡ اَمۡرِکُمۡ مِّرۡفَقًا ﴿۱۶﴾ وَ تَرَی الشَّمۡسَ اِذَا طَلَعَتۡ تَّزٰوَرُ

সরে যায় উদয় হয় যখন সূর্যকে তুমি দেখবে এবং ফলপ্রসু তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে তৈরী করেদেবেন এবং

عَنۡ کَهۡفِهِمۡ ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ وَ اِذَا غَرَبَتۡ تَّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمۡ

তারা এবং বাম পাশ দিয়ে তাদেরকে তা অতিক্রম করে অস্ত যায় যখন এবং ডান পাশ দিয়ে তাদের গুহা থেকে

فِیۡ فَجۡوَۃٍ مِّنۡهُ ؕ ذٰلِکَ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنۡ یَّهۡدِ اللّٰهُ فَهُوَ الۡمُهۡتَدِ ۚ وَ

এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত অতঃপর সেই আল্লাহ পথ দেখান যাকে আল্লাহর নিদর্শনাদির মধ্য থেকে এটা তা থেকে প্রশস্ত চত্বরের মধ্যে

مَنۡ یُّضۡلِلۡ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ وَلِیًّا مُّرۡشِدًا ﴿۱۷﴾

কোন মুরশীদ (পথ প্রদর্শক) কোন ওলী (অভিভাবক) তার জন্যে তুমি পাবে তখন কক্ষণ না পথ ভ্রষ্ট করেন যাকে

---

(১৫) (অতঃপর তারা পরস্পরে বলল) এই আমাদের জাতির লোকেরা তো তাকে অর্থাৎ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে অন্যাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এই লোকেরা তাদের মাবুদ হবার সমর্থনে কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করে না কেন? অতঃপর সেই ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক বড় যালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে? (১৬) এখন যখন তোমরা তাদের ও তাদের মা'বুদদের হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ তখন অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রায় গ্রহণ কর। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি নিজের রহমত ব্যাপক ও প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে দেবেন। (১৭) তুমি তাদেরকে গুহার ভিতরে দেখতে পারতে[৩]। তুমি দেখতে যে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক হতে উপরে উঠে যায়। আর যখন অস্ত যায় তখন তাদের হতে আড়ালে থেকে বাম দিকে নেমে যায়। আর সেই লোকেরা তো গুহার অভ্যন্তরে এক বিশাল জায়গায় পড়ে রয়েছে। বস্তুতঃ এ আল্লাহতাআলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সেই হেদায়াত পেতে পারে, আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কোন ওলী-মুরশিদ পেতে পারো না।

---

(৩) মধ্যের এ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়নি যে তাদের পরস্পরিক পরামর্শে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণ বা ধর্ম ত্যাগে বাধ্য হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শহর থেকে বের হয়ে পার্বত্য এলাকায় একটি গুহার মধ্যে গোপন আশ্রয় গ্রহণ করে।

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ

পাশে ও ডান পাশে তাদের পাশ এবং নিদ্রিত তারা অথচ জাগ্রত তুমি তাদের এবং
বদলাতাম আমরা (ছিল) মনেকরবে

الشِّمَالِ ۖ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۭ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

তাদের তুমি অবশ্যই তাদের উকি মেরে যদি গর্তের মুখে তার দুহাত প্রসারিত তাদের এবং বাম
থেকে পিঠ ফিরাতে উপর দেখতে কারী কুকুর (ছিল)

فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (১৮) وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۭ قَالَ

বলল তাদের তারাপরস্পরে যেন তাদের আমরা এভাবেই এবং ভীতি তাদের অবশ্যই এবং পালিয়ে
মাঝে জিজ্ঞেস করে উঠালাম থেকে সঞ্চার হত

قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۭ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۭ قَالُوْا رَبُّكُمْ

তোমাদের তারা এক কতক বা এক আমরা অবস্থান তারা তোমারা অবস্থান কত তাদের মধ্যে একজন
রব বলেছিল দিনের (অংশ) দিন করেছিলাম বলেছিল করেছিলে (দিন) থেকে কথক

اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۭ فَابْعَثُوْآ اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

শহরটির দিকে এই তোমাদের তোমাদের তোমরা তোমরা এসম্বন্ধে খুব
মুদ্রাসহ কাউকে এখন পাঠাও অবস্থান করেছ যা জানেন

فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ

এবং সে যেন এবং তাথেকে রিযক অতঃপর তোমাদের খাদ্য পবিত্রতম কোনটি তবে সে
সতর্ক হয় কাছে আনবে যেন দেখে

لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا (১৯) اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ

অথবা তোমাদের পাথর তোমাদের তারা যদি নিশ্চয়ই কাউকে তোমাদের টের পেতে না
মেরে হত্যাকরবে উপর টেরপায় তারা সম্বন্ধে দেয়

يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا (২০)

কক্ষণও তাহলে তোমরা সফল কক্ষণ এবং তাদের মধ্যে তোমাদের
হবে না দ্বীনের ফিরিয়ে আনবে

রুকূ-৩ (১৮) তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যে, তারা সজাগ রয়েছে। অথচ তারা নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে। আমরা তাদেরকে ডানে বামে পাশ বদলে দিচ্ছিলাম, তাদের কুকুর গর্তের মুখে হস্ত প্রসারিত করে বসেছিল। তুমি যদি তার ভিতরে তাকিয়ে দেখতে তা হলে পিছন দিকে সরে পালিয়ে যেতে। তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে তোমার মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হত। (১৯) আর এরূপ বিস্ময়কর কীর্তির দরুনই আমরা তাদেরকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম[৪]। যেন তারা পরস্পরের নিকট জিজ্ঞাসা বাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলঃ বল, এই অবস্থায় তোমরা কতদিন ছিলে?' অপরজন বলল, সম্ভবত পূর্ণ একটি দিন কিংবা তা হতেও কিছু কম সময় রয়েছিলাম। 'পরে তারা (সকলে) বললঃ 'তোমাদের রবই ভাল জানেন যে, এই অবস্থায় তোমরা কতকাল অতিবাহিত করেছ। এখন চল তোমাদের কাউকে এই মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দিই। সে দেখবে সবচেয়ে পবিত্র খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান হতে সে কিছু খাবার নিয়ে আসবে। তাকে একটু সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে যেন তোমাদের এখানে বসবাসের কথা কেউ টের না পায়। (২০) তাদের নিকট তোমাদের সংবাদ যদি একবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে। অথবা জোরপূর্বক তাদের নিজেদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নিবে। আর যদি তাই হয় তাহলে তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারব না।

(৪) অর্থাৎ যে রূপ বিস্ময়করভাবে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করা হয়েছিল, এক সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে উঠা ছিল প্রকৃতির এক অনুরূপ বিস্ময়কর অলৌকিক কান্ড।

وَ كَذٰلِكَ اَعۡثَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ لِيَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا

এবং এভাবে আমরা অবগত করালাম তাদের কাছে যেন তারাজানে যে ওয়াদা আল্লাহর সত্য এবং (এও) যে কিয়ামত নাই আসবেই

رَيۡبَ فِيۡهَا ۚۛ اِذۡ يَتَنَازَعُوۡنَ بَيۡنَهُمۡ اَمۡرَهُمۡ فَقَالُوا ابۡنُوۡا عَلَيۡهِمۡ بُنۡيَانًا ؕ رَبُّهُمۡ

কোন সন্দেহ তার মধ্যে যখন তারা পরস্পরে বিতর্ক করতেছিল তাদের মাঝে তাদের কাজে তারা তখন বলেছিল তোমরা বানাও তাদের উপর সৌধ তাদের রব

اَعۡلَمُ بِهِمۡ ؕ قَالَ الَّذِيۡنَ غَلَبُوۡا عَلٰۤى اَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِمۡ مَّسۡجِدًا ﴿۲۱﴾

ভাল জানেন তাদের সম্বন্ধে বলল যারা প্রবল হয়েছিল উপর তাদের কাজের অবশ্যই আমরা বানাবর তাদের উপর মসজিদ

سَيَقُوۡلُوۡنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ ۚ وَ يَقُوۡلُوۡنَ خَمۡسَةٌ سَادِسُهُمۡ

তারা শীঘ্রই বলবে তিন(তাদের সংখ্যা) তাদের চতুর্থটি (ছিল) তাদের কুকুর এবং (কিছু লোক) বলবে পাঁচ (জন) তাদের ষষ্ঠটি

كَلۡبُهُمۡ رَجۡمًۢا بِالۡغَيۡبِ ۚ وَ يَقُوۡلُوۡنَ سَبۡعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ ؕ قُلۡ رَّبِّيۡۤ

তাদের কুকুর আনুমানিক (কথা)) অজানা বিষয়ে এবং কিছু লোক সাত (তাদের সংখ্যা) এবং তাদের অষ্টমটি তাদের কুকুর বল আমার রব

اَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِمۡ مَّا يَعۡلَمُهُمۡ اِلَّا قَلِيۡلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيۡهِمۡ

ভাল জানেন তাদের সংখ্যা সম্পর্কে না তাদের জানে ব্যতীত অল্প (লোক) অতএব বিতর্ক করোনা তাদের বিষয়ে

(২১) এভাবে আমরা শহরবাসীদেরকে তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে দিলাম[৫]। যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় নিঃসন্দেহে এসে পৌছবে। (কিন্তু একটু ভেবে দেখ, এই যখন আসল চিন্তার বিষয় ছিল) তখন তারা পরস্পারে এই কথা নিয়ে বিতর্ক করতে ছিল যে, এই (গুহাবাসীদের সাথে) কি করা যাবে। কিছু লোক বললঃ 'এদের উপর একটি প্রাচীর বা সৌধ দাঁড় করিয়ে দাও। এদের রবই এদের ব্যাপারটিকে ভালো জনেন[৬]। কিন্তু যারা তাদের ব্যাপারে বিজয়ী কর্তৃত্বশীল ছিল তারা বলল আমরা তো এদের উপর একটি ইবাদত কেন্দ্র নির্মাণ করব[৭]'। (২২) কিছু লোক বলে, তারা ছিল তিনজন। আর চতুর্থ ছিল তাদের কুকুরটি। আর অপর কিছু লোক বলে, তারা ছিল পাঁচজন, আর ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর। এরা সকলেই আনুমানিক কথা বলে। অপর কিছু লোক বলে যে, এরা সাতজন ছিল, আর অষ্টম ছিল তাদের কুকুরটি [৮]। বল, এরা প্রকৃতপক্ষে কতজন ছিল তা আমাদের রবই ভালোভাবে জানেন। খুব কম লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে না[৯]।অতয়েব তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করো না।

(৫) অর্থাৎ যখন সে আহার্য ক্রয়ের জন্য শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তখন সারা দুনিয়াই ততদিনে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। পৌত্তলিক রোম দীর্ঘকাল পূর্বেই ইসায়ী ধর্ম অবলম্বন করেছিল। ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পোষাক প্রতিটি জিনিসের দিক দিয়ে সহসা এক বিচিত্র তামাসা বলে মনে হলো। এরপর যখন সে ব্যক্তি খাবার ক্রয় করার জন্যে পুরাতন কালের মুদ্রা বের করলো তখন তা দেখে দোকানদারের চোখ স্থির! যখন অনসুন্ধানে জানা গোলো যে এ ব্যক্তি সেই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদেরই একজন যারা দুশ বৎসর পূর্বে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে গিয়েছিল তখন এ সংবাদ মুহুর্তের মধ্যে শহরের ঈসায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেল এবং সরাসরি অফিসারদের সাথে সাধরণ লোকদের এক জনতা গুহায় উপস্থিত হল। এখন যখন 'আসহাবে কাহাফ' (গুহাবাসীরা) জানতে পারলো যে তারা দু'শ বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তখন তারা নিজেদের খৃষ্টান ধর্ম ভাইদেরকে সালাম করে আবার সেই গুহা-শয্যায় শয়ন করলো এবং তাদের প্রাণ পরজগতে প্রস্থান করলো! (৬) কথার ধরণ থেকে বুঝা যায় এ ঈসায়ী ধার্মিক ব্যক্তিদের কথা ছিল। তাদের অভিমত ছিল গুহাবাসীরা যেভাবে গুহা মধ্যে শায়িত আছে সেই ভাবেই তাদের শায়িত থাকতে দেয়া হোক এবং গুহার মধ্যে প্রস্তরখন্ড স্থাপন করা হোক। তাদের প্রভু আল্লাহই উত্তম জানেন তারা কারা, তারা কিরূপ মর্যাদার মানুষ কিরূপ পুরষ্কারের যোগ্য! (৭) এটা এই কারণে হয়েছিল যে, সে সময় খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও মোশরেকসুলভ চিন্তা-ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল। পুরাতন মূর্তির স্থলে পূঁজা করার জন্যে এ 'নতুন উপাস্য তারা গড়ে নিয়েছিল।(৮) এর দ্বারা জানতে পারা যায় যে,

إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّ لَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ۝٢٢ وَ لَا تَقُوْلَنَّ

ব্যতীত আলোচনা সাধারন এবং না জিজ্ঞাসাকরবে তাদের বিষয়ে তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে এবং না বলবে কক্ষণ

لِشَاْيْءٍ إِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝٢٣ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ

কোন কিছুকে আমি নিশ্চয়ই সম্পাদন কারী এটা আগামী কাল ব্যতীত যে ইচ্ছেকরেন আল্লাহ এবং স্মরণকর তোমার রবকে

إِذَا نَسِيْتَ وَ قُلْ عَسٰٓى أَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۝٢٤

যদি তুমি ভুলে যাও এবং বল সম্ভবত যে আমাকে পথ দেখাবেন আমাররব নিকটবর্তী (কথা) চেয়ে এটার সত্যের

وَ لَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَ ازْدَادُوْا تِسْعًا ۝٢٥ قُلِ اللّٰهُ

এবং তারা অবস্থান করেছিল মধ্যে তাদের গুহার তিন শত বছর এবং তারা বৃদ্ধিকরেছিল (আরও) নয় বল আল্লাহই

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهٖ وَ أَسْمِعْ ۖ

ভাল জানেন যা সম্পর্কে তারা অবস্থান করেছিল তাঁরই আছে অদৃশ্যের জ্ঞান আকাশসমূহের ও পৃথিবীর কত সুন্দর ভাবে দেখেন তা সম্পর্কে এবং কতসুন্দর শুনেন

مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۚ وَّ لَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ أَحَدًا ۝٢٦

নাই তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোন (অন্য) অভিভাবক এবং না তিনি শরীককরেন ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্বের (অন্য) কাউকে

অতএব তুমি সাধারণ কথাবার্তার অধিক তাদের সংখ্যা সম্পর্কে লোকাদের সাথে বিতর্ক করো না, তাদের সম্পর্কে কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসাও করো না।

রুকু- ৪ (২৩) আর মনে রেখো [১০]। কোন জিনিস সম্পর্কে কখনো একথা বলো না যে, আমি কাল এ কাজ করব।(২৪) (তুমি আসলে কিছুই করতে পারো না) যদি তা আল্লাহ না চান। যদি ভুলবশতঃ মুখ হতে এরূপ কথা বের হয়ে পড়ে তবে সংগে সংগে তুমি আল্লাহর স্মরণ করো, আর বল আশা করি আমার রব এই ব্যাপারে সত্যিকার হেদায়াতের নিকটবর্তী কথার দিকে আমাকে পথ দেখাবেন। (২৫) আর তারা নিজেদের গুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করেছিল আর কিছু লোক (মীয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরো নয়টি বৎসর অতিরিক্ত গণনা করেছে। (২৬) তুমি বল, তাদের অবস্থানের সঠিক মীয়াদ আল্লাহতা'আলা অধিক ভালো জানেন[১১]। আসমান ও যমীনের সব গোপন অবস্থা তাঁরই জানা আছে। তিনি কত সুন্দরভাবে দেখেন, কত সুন্দর নির্ভুলভাবে তিনি শুনেন! যমীন ও আসমানের সব সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাঁর রাজ্যশাসনে কাউকে শরীক করেন না।

এই ঘটনার পৌনে তিনশ বছর পর কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার সময় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে নানা রকম অলীক গল্প কাহিনী ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। এবং এ সম্পর্কে প্রমাণিত জ্ঞান সাধারণ লোকদের কাছে ছিল না। তা হলেও যেহেতু আল্লাহতা'আলা তৃতীয় উক্তিটি রদ করেন নি সুতরাং এ অনুমান করা যেতে পারে যে সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল।(৯)অর্থাৎ আসল জিনিস তাদের সংখ্যা নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই শিক্ষা যা এই কাহিনী হতে লাভ করা যায়। (১০) পূর্বাপর কথার মাঝখানে উক্ত এ একটি বাক্য। পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর সংগে সংগতি রেখে কথার পারম্পর্যের মধ্যে তা এরশাদ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে হেদায়াত করা হয়েছিল যে, আসহাবে কাহাফের সঠিক সংখ্যা আল্লাহতা'আলাই জানেন এবং এর সংখ্যা সম্পর্কে গবেষণা করা এক অনর্থক কাজ! এ বিষয়ে পরবর্তী কথা এরশাদ করে পূর্বের কথার মাঝখানে বলা বাক্য হিসাবে নবী করীম (সঃ) ও মুমিনদেরকে আর একটি হেদায়াত দান করা হয়েছে যে, তুমি কখনও দাবীকরে একথা বলোনা যে আমি 'আগামী কাল অমুক কাজ করবো'। তুমি সে কাজ করতে পারবে কি পারবে না তা তুমি জান না।(১১) অর্থাৎ আসহাবে কাহাফের সংখ্যার মত তাদের অবস্থান-কাল সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এর অনুসন্ধান করা তোমার প্রয়োজন নেই। আল্লাহতা'আলাই জানেন তারা সেই অবস্থায় কতকাল ছিল।

وَ اتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ لَنْ

কক্ষণ এবং তার কথা পরিবর্তনকারী নাই তোমার কিতাব থেকে তোমার প্রতি ওহীকরা যা আবৃত্তি এবং
না গুলোর রবের হয়েছে কর

تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

তাদের ডাকে (তাদের) সাথে তোমার স্থিতিশীল এবং আশ্রয় স্থান তিনি ছাড়া তুমিপাবে
রবকে যারা দিলকে রাখবে

بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ

শোভা তুমি চাও তাদের তোমার ফিরিয়ে না এবং তাঁর তারা সন্ধ্যায় ও সকালে
থেকে দুচোখ নিও সন্তুষ্টি চায়

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ

তাদের অনুসরণ এবং আমাদের থেকে তার আমরা গাফেল (তার) আনুগত্য না এবং দুনিয়ার জীবনের
খেয়াল-খুশির করে স্মরণ অন্তরকে করে দিয়েছি যার করো

وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ

এবং অতঃপর ইচ্ছে অতএব তোমার পক্ষ (এসেছে) বল এবং সীমা লংঘন তার কাজ হয়েছে এবং
ঈমান আনুক করে যে রবের হতে সত্য মূলক

مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ

এবং তার চাদোয়া তাদেরকে পরিবেষ্টন জাহান্নামের জালেমদের আমরা প্রস্তুত নিশ্চয়ই অতঃপর ইচ্ছে যে
ন্যায় শিখা করেছে আগুন জন্যে করে রেখেছি আমরা অস্বীকার করুক করে

اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ

অতিশয় এবং পানীয় কত নিকৃষ্ট মুখ ভেজে যেমন পানি তাদের পানি তারা যদি
খারাব সমূহকে দেব তেলের গাদ দেয়া হবে পানিয় চায়

مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

আশ্রয় স্থল

(২৭) হে নবী, তোমার আল্লাহর কিতাব হতে যা কিছু তোমার প্রতি অহী হিসেবে নাযিল করা হয়েছে তা (ঠিক ঠিকভাবে) শুনিয়ে দাও। তাঁর বলা কথার রদবদল করার অধিকার কারো নেই। (আর তুমি যদি কারো খাতিরে তাতে রদবদল কর তাহলে) তাঁর হতে বেঁচে পালাবার জন্য কোন আশ্রয়ই তুমি পাবে না। (২৮) আর তোমার দিলকে সেই লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্ট লাভের সন্ধানী হয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাদের হতে কক্ষণই অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না! তুমি কি দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাঁক-জমক পছন্দ কর? এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করো না[১২], যার দিলকে আমরা আমার স্মরণ-শূণ্য করে দিয়েছি এবং যে লোক নিজের নফসের খাহেশের অনুসরণ করে চলার নীতি গ্রহণ করেছে, আর যার কর্মনীতি সীমা লংঘনমূলক। (২৯) স্পষ্ট বলে দাও, এই মহাসত্য এসেছে তোমার রবের নিকট হতে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নিবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে। আমরা (অমান্যকারী) যালেমদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি ,যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্ঠন করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি চায় তাহলে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশণ করা হবে যা তেলের গাদের মত হবে এবং তাদের মুখ-মন্ডল ভাজা-ভাজা করে দেবে! এ অত্যান্ত নিকৃষ্ট পানীয়, আর অতিশয় খারাব আশ্রয়স্থল।

(১২) অর্থাৎ তার কথা মেনো না, তার সামনে নত হয়ো না, তার মতলব পূর্ণ করোনা এবং তার কথামত চলো না। এখানে এতা ' আত (আনুগত্য) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

কাজ ভাল করে যে কর্মফল আমরা না নিশ্চয়ই নেকী সমূহের কাজ ও ঈমান যারা নিশ্চয়ই
বিনষ্টকরি আমরা করেছে এনেছে

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

তার তাদের গহনা ঝর্ণা তার থেকে প্রবাহিত স্থায়ী জান্নাত তাদের ঐসব
মধ্যে পরান হবে সমূহ পাদদেশ হয় সমূহ জন্যে রয়েছে লোক

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

মোটা ও মিহি দিয়ে সবুজ বস্ত্র তাদের ও সোনার দিয়ে কংকন
রেশমের রেশমময় পরানো হবে (তৈরী)

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضْرِبْ

পেশ কর এবং আশ্রয়স্থল অতি উত্তম এবং প্রতিদান কত শাহী মসনদ উপর তার ঠেসদিয়ে
সুন্দর সমূহের মধ্যে বসবে

لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

দুটিকে আমরা ও আংগুর সমূহের দুই বাগান তাদের দুজনের আমরা দু ব্যাক্তির একটি তাদের
বেষ্টন করেছিলাম একজনকে দিয়েছিলাম দৃষ্টান্ত জন্যে

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَ

এবং তার ফল দিত উদ্যান উভয় শষ্য ক্ষেত্র উভয়ের মাঝে আমরা এবং খেজুর গাছ
বানিয়েছিলাম দিয়ে

لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ

অতঃপর (প্রচুর) তাতে ছিল এবং ঝর্ণা তাদের দুটির আমরা এবং কিছু তা কম করে নাই
সে বলল মুনাফা ফাকে ফাকে প্রবাহিত করলাম থেকে

لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

জন অধিক ও সম্পদে তোমার অধিকতর আমি তার সাথে সে এবং তার সাথীকে
শক্তিতে শক্তি শালী চেয়ে আলোচনা করছিল

৩০। তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, নিশ্চিত জেনো- আমরা নেক আমলকারী লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করি না। ৩১। তাদের জন্য চির সবুজ চির শ্যামল জান্নাত রয়েছে যার নিম্নদেশে ঝর্ণা-ধারা সদা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তাদেরকে স্বর্নের কংকন দিয়ে অলংকৃত করা হবে[১৩]। সূক্ষ্ম ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোষাক তারা পরিধান করবে এবং উচ্চ মসনদের উপর তারা ঠেস লাগিয়ে বসবে।আর এ অতি উত্তম কর্মফল ও উঁচুদরের অবস্থিতির স্থান।

রুকু-৫ ৩২। হে মুহাম্মদ, এই লোকদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করঃ দুই ব্যক্তি ছিল। তন্মধ্যে একজনকে আমরা আংগুরের দুটি বাগান দিলাম এবং তার চারপাশে খেজুর গাছের ঝাড়ের বেষ্টন দিয়েছি, আর তার মাঝখানে ফসলের জমিও রেখেছি। ৩৩। দুটি বাগানই খুব ফলে ফলে ভারাক্রান্ত হওয়ায় কোনরূপ কমতি রাখল না। সে সব বাগানের মধ্যে আমরা ঝর্ণা প্রবাহিত করলাম। ৩৪। এবং তাতে যথেষ্ট মুনাফা লাভ হল। এই সব কিছু পেয়ে সে একদিন তার (প্রতিবেশী) সাথীকে কথাবার্তা বলার সময় বলল আমি তোমার অপেক্ষা বেশী ধণী লোক, আর তোমার অপেক্ষা বেশী জনশক্তি আমার রয়েছে।

(১৩) প্রাচীনকালের বাদশাহরা স্বর্ণময় কংকন পরিধান করতো- বেহেস্তবাসীদের পোষাকরূপে এ জিনিসের উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে- বেহেশতে তাদের রাজকীয় পোষাক পরিধান করানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে হীন ও লাঞ্চিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎব্যক্তি সেখানে বাদশাহী শান-শওকাতে অবস্থান করবে।

وَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ

এই ধবংস যে আমি না সে বলল তার জুলমকারী সে এ তার প্রবেশ এবং
(সম্পদ) হবে মনেকরি নিজের উপর ছিল অবস্থায়যে উদ্যানে করল

اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّ مَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّ لَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا

উত্তম অবশ্যই আমার দিকে আমি প্রত্যা- অবশ্যই এবং প্রতিষ্ঠিত কিয়ামত আমি না এবং কখনো
আমি পাব রবের বর্তিত হই যদি হবে মনেকরি

مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ

(ঐসত্তা)কে তুমি অস্বীকার তারসাথে সে এবং তারসাথী তাকে বলল প্রত্যাবর্তণ তাদের
যিনি করছ কি আলোচনা করেছিল স্থান দুটির চেয়েও

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ

তিনিই কিন্তু মানুষে তোমাকে এরপর শুক্র থেকে এরপর মাটি থেকে তোমাকে
(আমি বলি) সম্পূর্ণ করেছেন সৃষ্টিকরেছেন

اللّٰهُ رَبِّيْ وَ لَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَ لَوْ لَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ

তোমার তুমি প্রবেশ যখন না কেন এবং কাউকে আমার রবের শরীক না এবং আমার আল্লাহ
উদ্যানে করতেছিলে সাথে করিআমি রব

قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ

তোমার স্বল্প তর আমি আমাকে যদি আল্লাহ ছাড়া কোন নাই আল্লাহ চেয়েছেন যা তুমি
চেয়ে দেখ শক্তি (তাই হয়েছে) বলেছিলে

مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ

প্রেরণ এবং তোমার থেকে উত্তম আমাকে দানকরবেন আমার তবে সন্তানে ও সম্পদে
করবেন উদ্যান রব হয়ত

عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

উদ্ভিদশূন্য মাটি হয়েযাবে অতঃপর আকাশ থেকে বিপর্যয় তার উপর

৩৫। অতঃপর সে তার বাগানে প্রবেশ করল আর নিজের উপর নিজে যালেম হয়ে মনে মনে বলতে লাগলঃ আমি মনে করি না যে, এই সম্পদ কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে। ৩৬। আর আমার এও আশা নেই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত কখনো আসবে। তা সত্বেও যদি কখনো আমাকে আমার রবের সামনে উপস্থিত করা হয়ই তাহলে সেখানেও আমি এ অপেক্ষাও অধিক সম্মানের স্থান লাভ করব। ৩৭। তার (প্রতিবেশী) সাথী কথা প্রসংগে তাকে বললঃ 'তুমি কি অস্বীকার করছ সেই মহান আল্লাহকে যিনি তোমাকে মাটি হতে আর শুক্রকীট হতে পয়দা করেছেন, আর তোমাকে এক পূর্ণাংগ দেহ -সম্পন্ন মানুষ করে দাড় করিয়ে দিলেন? ৩৮। .... তার পর আমার কথা? আমার রবতো সেই আল্লাহই আর আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। ৩৯। আর তুমি যখন বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন তোমার মুখ হতে এ কথা বের হল না কেন যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি নেই[১৪]। যদি তুমি আমাকে ধন-বল ও লোক-বলে তোমার অপেক্ষা ছোট দেখতে পাও। ৪০। তাহলে অসম্ভব নয় যে, আমার রব আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন। আর তোমার বাগানের উপর আসমান হতে কোন বিপদ পাঠিয়ে দিবেন যার ফলে তা শুণ্য ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে;

(১৪) অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমার ও অন্য কারোই কোন শক্তি নেই। আমাদের যদি কোন ক্ষমতা চলে তবে তা আল্লাহরই দেয়া তওফীক ও সাহায্য দিয়ে চলে।

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ

ফলে সে তার ফল (বিপর্যয়ে) এবং তালাশ তাকে তুমি সক্ষম অতঃপর শুষ্ক তারপানি হয়েযাবে অথবা
শুরু করল পরিবেষ্টিত হল করতে হবে কক্ষণনা

يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

সেবলল এবং তার উপর উল্টে তা এবং তার মধ্যে সেখরচ যা এর তার কচলাতে
মাচাগুলোর পড়েছিল করেছে উপর দুহাত

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ

তাকে তারা কোন তার ছিল না এবং অন্য আমার রবের আমি শরীক হায়
সাহায্য করবে বাহিনী জন্যে কাউকে সাথে করতাম না (যদি)

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ

তিনিই যিনি আল্লাহরই ক্ষমতা সে ক্ষেত্রে প্রতিরোধ কারী সেছিল না আর আল্লাহ ছাড়া
রবহক (এখতিয়ার) (জানতে পারল)

خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ

যেমন দুনিয়ার জীবনের একটি তাদের পেশ কর এবং পরিণামে উত্তম ও পুরস্কারে উত্তম
পানি দৃষ্টান্ত জন্যে

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ

তা উড়ায় ভূষি অতঃপর যমীনের যেন তাদিয়ে তখন আকাশ থেকে তা আমরা
হয়ে যায় সবুজ উদ্ভিদ উদগত হয় বর্ষণ করি

الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ

শোভা- সন্তান- ও মাল শক্তিমান কিছুর সব উপর আল্লাহ হলেন এবং বাতাস
চাকচিক্য সন্ততি সম্পদ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

আকাংখা উত্তম ও বদলা তোমার কাছে উত্তম নেক স্থায়ী এবং দুনিয়ার জীবনের
হিসেবে হিসেবে রবের কাজ সমূহ

৪১। কিংবা তার পানি মাটির নীচে চলে যাবে। আর তুমি তা কিছুতেই বের করতে পারবে না। ৪২। শেষ পর্যন্ত হল যে, তার সমস্ত ফল বিনষ্ট হল এবং সে আংগুরের বাগানকে শুষ্ক ডালির উপর উল্টানো দেখে নিজের নিয়োগকৃত পুঁজির জন্য হাত মলতে লাগল আর বলতে লাগলঃ 'হায় আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!' ৪৩। আল্লাহকে ত্যাগ করার পর তার নিকট এমন কোন বাহিনীও থাকল না যা তার সাহায্য করবে, আর না পারল সে নিজেই এই বিপদের মুকাবিলা করতে! ৪৪। তখন জানতে পারল যে, কর্মসম্পাদনের যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার কেবল এক বরহক আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে! পুরস্কার তাঁরই উত্তম, যা তিনি দান করেন। আর পরিণাম তাই উত্তম, যা তিনি দান করেন। আর পরিনাম তাই কল্যাণময়, যা তিনি দেখাবেন।

রুকু-৬ ৪৫। আর হে নবী, এই লোকদেরকে দুনিয়ায় জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাও যে, আজ আমরা আসমান হতে পানি বর্ষালাম ,তখন যমীন হতে গাছ-গাছড়ার চারা খুব ঘন হয়ে মাথা জাগাল। আর পরে সেই শ্যামল গাছ-পালাই ভুষিতে পরিণত হয়ে গেল, যাকে বাতাস উড়িয়ে এদিক ওদিক নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সব বিষয়ে শক্তিমান ৪৬। এই ধন-মাল আর এই সন্তান শুধু দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। আসলে তো টিকে থাকা নেক আমলই তোমার রবের নিকট পরিণামের দৃষ্টিতে অতি উত্তম, আর তার প্রতিই ভালো আশা পোষণ করা যেতে পারে।

وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۫ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

(শব্দার্থ) এবং যেদিন আমরা পর্বত সমূহকে চালাব এবং তুমি যমীনকে দেখবে উন্মুক্ত এবং আমরা তাদের একত্রিত করব অতপর আমরা ছাড়ব না তাদের মধ্য হতে কাউকে এবং তাদের পেশ করাহবে তোমার রবের কাছে সারিবদ্ধ ভাবে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তোমরা এসেছ যেমন আমরা সৃষ্টি করেছিলাম তোমাদেরকে প্রথম বার বরং তোমরা ভেবেছিলে যে আমরা কক্ষণও না উপস্থিত করব তোমাদের জন্যে ওয়াদার সময় এবং রাখা হবে আমলনামা অতঃপর তুমি দেখবে অপরাধীদেরকে আতংক গ্রস্ত তা থেকে যা মধ্যে আছে তার এবং তারা বলবে হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের কেমন এই আমল নামা না ছাড়ে ছোট আর না বড় কিন্তু তা গুনে রেখেছে এবং তারা পাবে যা তারা কাজ করছে উপস্থিত না এবং যুলম করবেন তোমার রব কাউকে এবং যখন আমরা বলেছিলাম ফেরেশতাদেরকে তোমরা সিজদাকর আদমকে তখন তারা সিজদা করেছিল ব্যতীত ইবলীশ সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভূক্ত সে তাই নাফরমানী করল থেকে নির্দেশ তার রবের তাকে কি তোমরা গ্রহণ করছ ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে আমাকে ছাড়া অথচ তারা তোমাদের জন্য শত্রু বড়ই খারাব যালমদের জন্য বিনিময় হিসেবে

রুকু-৭ ১৫

৪৭। মূলতঃ চিন্তা ও ভাবনা তো সেই দিনের হওয়া আবশ্যক, যখন আমরা পাহাড়- পর্বতগুলোকে চালিত করব। তখন তুমি যমীনকে সম্পূর্ণ উলংগ দেখতে পাবে। আর আমরা সমস্ত মানুষকে এমন ভাবে ঘিরে একত্রিত করব যে, (আগের ও পরের) কেউই বাকী থাকবে না। ৪৮। এবং সকলকেই তোমার রবের সামনে কাতারে কাতারে উপস্থিত করা হবে। লও দেখ, তোমরা সব আমার নিকট এসে গেলে না তেমনিভাবে, যে রকম আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার পয়দা করেছিলাম? তোমরা তো মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য ওয়াদার সময় নির্দিষ্ট করে দেইনি। ৪৯। আর তখন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তোমরা দেখবে যে, অপরাধী লোকেরা নিজেদের কিতাবে লিখিত সব বিষয় সর্ম্পকে খুবই ভয় পাচ্ছে। আর বলছেঃ হায়রে দুর্ভাগ্য! এ কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট - বড় কোন কাজই এমন থেকে যায়নি যা এতে লিপিবদ্ধ করা হয় নি!....... তারা যে যা করেছিল তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে, আর তোমার রব কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করবেন না।

রুকু-৭ ৫০। স্মরণ কর, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা কর তখন তারা তো সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস তা করল না। সে ছিল জিনদের মধ্যে হতে, এই জন্য নিজের রবের আদেশ মেনে নেয়ার বন্ধন হতে বের হয়ে গেল[১৫]। এখন কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে এবং তার বংশধরকে নিজেদের পৃষ্টপোষক বানিয়ে নিচ্ছ- অথচ তারা তোমাদের দুশমন। বড়ই খারাব বিনিময়, যা যালেম লোকেরা অবলম্বন করছে।

(১৫) অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতা ছিল না সে জ্বীন জাতির অন্তর্ভূক্ত- এ জন্যই আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব
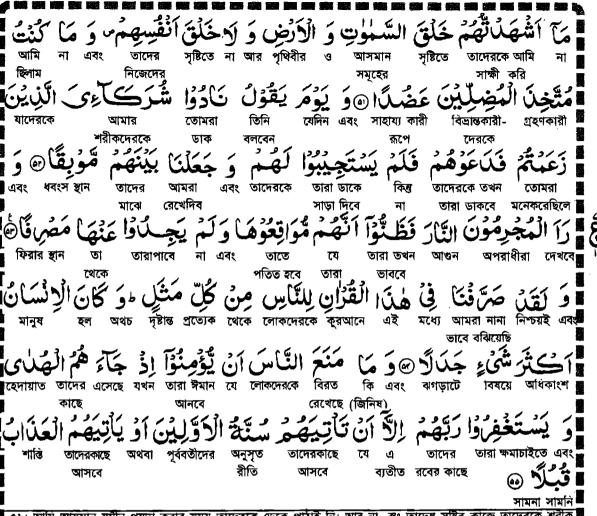
৫১। আমি আসমান যমীন পয়দা করার সময় তাদেরকে ডেকে পাঠাই নি। আর না- স্বং তাদের সৃষ্টির কাজে তাদেরকে শরীক করেছি। আর গোমরাহকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করা আমার নীতি নয়[১৬]। ৫২। তা হলে এই লোকেরা কি করবে সে দিন যখন তাদের রব তাদেরকে বলবেন যে, এখন ডাক সেই সব সত্ত্বাদেরকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে।এরা তাদেরকে ডাকবে! কিন্তু তারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর আমরা তাদের সকলের ধ্বংসের জন্য একটি ধবংস স্থান (গহ্বর) বানিয়ে দেব। ৫৩। সব অপরাধীই সেদিন আগুন দেখতে পাবে, আর মনে করবে যে, এখন তার মধ্যে তাদের পড়তে হবে এবং তা হতে বাঁচার কোন উপায়ই তারা পাবে না।

রুকু-৮ ৫৪। আমরা এই কুরআনে নানাভাবেদৃষ্টান্ত দিয়ে লোকদেরকে বুঝিয়েছি। কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে হয়ে পড়েছে। ৫৫। তাদের সামনে যখন হেদায়াত আসল তখন তা মেনে নিতে এবং নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা চাওয়া হতে কোন জিনিস তাদেরকে বাধা দিয়েছিল? এ ছাড়া আর তো কিছুই নয় যে, তারা অপেক্ষায় রয়েছে যে তাদের সাথেও তাই করা হবে যা অতীত জাতিসমূহের সাথে করা হয়েছে। অথবা এই যে, তারা আযাবকে পুরাপুরিভাবে সামনে উপস্থিত হতে দেখবে।

হয়েছিল। যদি সে ফেরেশতাদের মধ্যে হতো তবে সে নাফরমানী করতেই পারতো না। কিন্তু জ্বিন ফেরেশতাদের মত না হয়ে মানুষেরই মত এক স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি যাকে জন্মগতভাবে আনুগত্যশীল বানানো হয়নি বরং কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা এ দুয়েরই মধ্যে যে কোন একটাকে গ্রহণের ক্ষমতা তাকে দান করা হয়েছে। (১৬) অর্থাৎ এ শয়তানগুলি কিভাবে তোমাদের আনুগত্য ও বন্দেগীর উপযুক্ত হয়ে গেলো? বন্দেগীর যোগ্য তো একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই হতে পারেন। আর এ শয়তানদের আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কাজে শরীক হওয়া তো দূরের কথা; এরা তো নিজেরাই সৃষ্ট।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

কুফরী যারা বিতর্ক করে এবং সতর্ককারী ও সুসংবাদ এ রসুলদেরকে আমরা না এবং
করেছে (রূপে) দাতা ব্যতীত প্রেরণকরি

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

বিদ্রূপরূপে সতর্ক (সেগুলোকে) এবং আমার তারা গ্রহণ এবং সত্যকে তা তারা যেন বাতিল দিয়ে
করা হয়েছে যার নির্দশনগুলোকে করেছে দিয়ে ব্যর্থ করতে পারে

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ

আগে যা ভুলে ও তা সে তবুও মুখ তার নিদর্শন নসীহত (তার)চেয়ে অধিক কে এবং
পাঠিয়েছে গিয়েছে থেকে ফিরিয়েনিয়েছে রবের দিয়ে করা হয়েছে যাকে যালেম

يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ

বধিরতা তাদের মধ্যে ও তা যেন আবরণ তাদের উপর আমরা নিশ্চয়ই তার
(দিয়েছি) কানগুলোর তারা বুঝে (না) অন্তর গুলোর দিয়েছি আমরা দুহাত

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ

ক্ষমাশীল তোমার এবং কক্ষণও তাহলে তারা সঠিক না তবুও হেদায়াতের দিকে তাদেরকে যদি এবং
রব পথ পাবে তুমি ডাক

ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ

বরং শাস্তি তাদের অবশ্যই তারা অর্জন একারণে তাদের পাকড়াও যদি রহমত ওয়ালা
জন্যে তরান্বিত করতেন করেছিল যা করতেন

لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ

তাদের আমরা জনপদ এসব এবং পলায়নের তিনিছাড়া তারা পাবে কক্ষণ ওয়াদার তাদের
ধ্বংস করেছি গুলি জায়গা না সময় জন্যে রয়েছে

لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

একটা তাদের আমরা নির্দিষ্ট এবং তারাজুলুম যখন
নির্দিষ্টসময় ধ্বংসের জন্যে করে রেখেছি করেছিল

৫৬। নবী রসূলদেরকে আমরা এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, তারা সুসংবাদ দেয়ার ও সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে, তারা বাতিলের হাতিয়ার নিয়ে প্রকৃত সত্যকে নীচু করে দেখাবার জন্য চেষ্টা করছে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং তাদের জন্য করা সব সতর্কীকরণকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। ৫৭। এমতাবস্থায় তাদের অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে, যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হয়েছে, আর তারা তা হতে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এবং সেই খারাব পরিণতির কথা ভুলে গিয়েছে যার ব্যবস্থাপনা তারা নিজেদের জন্য নিজেদের হাতেই সম্পন্ন করে নিয়েছে? (যারাই এই নীতি অবলম্বন করেছে) তাদের দিলের উপর আমরা আবরণ বসিয়ে দিয়েছি, যেন কুরআনের কথা বুঝতে না পারে । আর তাদের কানে আমরা বধিরত্তা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে হেদায়াতের দিকে যতই ডাকোনা না কেন, এই অবস্থায় তারা কোনদিনই হেদায়াত পাবে না।৫৮। তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়াবান। তিনি যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন, তাহলে খুব তাড়াতাড়িই আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য ওয়াদার একটা সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। আর তারা তা হতে পালিয়ে যাবার কোন পথ পাবে না। ৫৯। এই আযাব-বিধ্বস্ত জন-বসতিগুলি তোমাদের সামনে রয়েছে৷ তারা যখন যুলুম করেছিল, তখন আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে ছিলাম। আর তাদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমরা একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ

আমি বা দুই নদীর সংগম স্থলে পৌছিব যতক্ষণ আমি না তার যুবক মূসা বলেছিল যখন এবং
চলতে থাকব আমি না থামব (খাদেম)কে

حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ

সমুদ্রের মধ্যে তারপথ অতঃপর দুজনের দুজনে দুই(নদীর) সংগম দুজনে অতঃপর যুগ যুগ
(মাছ) ধরল মাছকে ভুলেগেল মাঝের স্থলে পৌছেগেল যখন (দীর্ঘকাল)

سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا

আমাদের থেকে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আমাদেরকে তার যুবক সে দুজনে অতঃপর সুড়ঙ্গ
সফর পেয়েছি (নাশতা)খানা দাও (খাদেম)কে বলল অতিক্রম করল যখন করে

هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز

মাছকে ভুলে গিয়ে তখন প্রস্তরের কাছে আমরা যখন আপনি কি সেবলল ক্লান্তি এই
ছিলাম আমি নিশ্চয়ই আশ্রয় নিয়েছিলাম লক্ষ্যকরেছেন

وَ مَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج وَ اتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

আশ্চর্য সাগরের মধ্যে তারপথ ধরেছিল এবং তা উল্লেখ যে শয়তান এ তা আমাকে না এবং
ভাবে (মাছ) করব আমি ব্যতীত ভুলিয়েছিল

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا

এক তখন অনুসরণ করে তাদের উপর অতঃপর আমরা চেয়েছিলাম যা সেটাই সে বলল
বান্দাকে দুজনেপেল দুজনের পদচিহ্ন দুজনে ফিরেএল

مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

জ্ঞান আমাদের থেকে তাকে আমরা এবং আমাদের থেকে রহমত তাকে আমরা আমাদের মধ্যে
শিখিয়েছিলাম নিকট দিয়েছিলাম বান্দাদের হতে

রুকু-৯ ৬০। (এই লোকদেরকে মূসা সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ শুনাও) যখন মূসা তার খাদেম সঙ্গীকে বলেছিল যে, 'আমি আমার সফর শেষ করব না, যতক্ষণ না দুই নদীর সংগম-স্থলে পৌছাব, অন্যথায় আমি এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে[১৭]'। ৬১।অতঃপর যখন তারা দুইটি নদীর সংগমস্থলে পৌছল তখন তারা তাদের মাছ সম্পর্কে বে-খেয়াল হয়ে গেল। আর তা ছুটে গিয়ে এমন ভাবে নদীতে পথ ধরেছিল যে, যেন কোন সুড়ঙ্গ রয়েছে। ৬২। আরও সামনে গিয়ে মূসা তার খাদেমকে বললঃ আমাদের নাশতা পেশ কর। আজিকার সফরে তো আমরা ভয়ানক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ৬৩। খাদেম বলল, ' আমরা যখন সেই প্রস্তর ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছিল তা কি আপনি লক্ষ্য করেন নি? মাছের প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। আর শয়তান আমাকে এমন ভাবে বে-খেয়াল বানিয়ে দিয়েছিল যে, আমি (আপনার নিকট) তার উল্লেখ করতেও ভুলে গিয়েছি। মাছ তো আশ্চর্য রকম ভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেছে। ৬৪। মূসা বললঃ "আমরা তো এই চেয়েছিলাম[১৮]।" অতঃপর তারা দুজনই নিজেদের পায়ের চিহ্ন দেখে পুরনায় ফিরে আসল। ৬৫। আর সেখানে তারা আমাদের বান্দাদের মধ্যে হতে একজন বান্দাকে পেল, যাকে আমরা আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম। এবং নিজেদের তরফ হতে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম[১৯]।

(১৭) কোন প্রমাণ্য পন্থায় এ বিষয় জানা যায়নি যে হযরত মূসার (আঃ) এই সফর কোন সময় ঘটেছিল এবং সেই দুই নদীই বা কোন কোন নদী ছিল যাদের সংগমস্থলে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় মূসা (আঃ) যখন মিশরে অবস্থান করছিলেন ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন ফেরাউনের সংগে তাঁর দ্বন্দ চলছিল এবং দুটি নদী হচ্ছে -শ্বেতনীল(White Nile) ও কটানীল (Blue Nile) যাদের সংগমস্থলে বর্তমান খার্তুম শহর বিদ্যমান। তফহীমুল কুরআনের তৃতীয় খন্ডে সূরা কাহাফের ব্যাখ্যায় এই অনুমানের কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (১৮) অর্থাৎ গন্তব্যের এই চিহ্ন তো আমাকে জানানো হয়েছে। (১৯)আল্লাহর এই বান্দার নাম সমস্ত বিশ্বস্ত হাদীসে 'খিযির' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ

বলল | তাকে | মূসা | আমি কি | আপনাকে অনুসরণ করব | এ কথার (এশর্তের) | যে | আপনি শিখাবেন আমাকে | তা হতে যা | আপনাকে শিখানো হয়েছে

رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ

সত্য জ্ঞান | সে বলল | নিশ্চয়ই আপনি | কক্ষণ না | পারবেন | আমার সাথে | সবর করতে | এবং | কেমনে | ধৈর্য ধরবেন

عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَ

(এবিষয়ের) উপর | যা | আয়ত্ত করেন নাই | তা সম্পর্কে | জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় | সে বলল | আপনি পাবেন | আমাকে | যদি | চান | আল্লাহ | সবরকারী রূপে | এবং

لَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ

না | আমি অবাধ্যতা করব | আপনার | নির্দেশের | সে বলল | তাহলে যদি | আমার অনুসরণ করেন | তবে না | আমাকে প্রশ্ন করবেন | সম্বন্ধে | কোন কিছু

حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ

যতক্ষণ না | আমি বলি | আপনার জন্যে | তা থেকে | কিছু বর্ণনা | অতঃপর দুজন চলল | এমন কি | যখন | দুজন চড়ল | মধ্যে | একটি নৌকার

خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ

তা সে বিদীর্ণ করল | (মূসা) বলল | তা আপনি কি বিদীর্ণ করলেন | ডুবানোর জন্যে | তার আরোহীদেরকে | নিশ্চয়ই | আপনি করে এসেছেন | কিছু জিনিষ | গুরুতর | সে বলল

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا

আমি বলি নাই কি | নিশ্চয়ই আপনি | কক্ষণ না | পারবেন | আমার সাথে | ধৈর্য ধরতে | (মূসা) বলল | না | ধরবেন | আমাকে | একারণে যা

نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

আমি ভুলে গিয়েছি | এবং | না | আমার উপর আরোপা করবেন | আমার কাজে | কঠোরতা

৬৬। মূসা তাকে বলল ঃ আমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যেন আপনি আমাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে'। ৬৭। সে জবাব দিলঃ 'আপনি আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করে থাকেত পারবেন না। ৬৮। আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, আপনি সে বিষয়ে ধৈর্যই বা ধারণ করতে পারেন কিভাবে?' ৬৯। মূসা বললঃ 'আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। আর কোন ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুমের বর খেলাপ করব না। ৭০। সে বললঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি যদি আমার সংগে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার নিকট কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, যতক্ষন না আমি নিজে সে বিষয়ে আপনার নিকট বলি।

রুকু-১০ ৭১। এতক্ষণে তারা দুজন রওনা হল। পরে তারা যখন একটি নৌকায় আরোহণ করল তখন সেই লোকটি নৌকা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বললঃ 'আপনি তা বিদীর্ণ করলেন যেন সকল আরোহীকেই ডুবাতে পারেন? আপনার এই কাজটি তো বড় গুরুতর? ৭২। সে বললঃ 'আমি কি আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না? ৭৩। মূসা বললঃ 'ভুল হলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়ি করবেন না ।

فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ

কোন ব্যতীত নিষ্পাপ একটি আপনি কি (মূসা) তাকে সে এক দুজনে যখন এমনকি অতঃপর
জীবন (হত্যা) জীবনকে হত্যা করলেন বলল হত্যা করল বালকের সাক্ষাত পেল দুজনে চলল

لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ

আমার পারবেন কক্ষণ নিশ্চয়ই আপনাকে আমি নাই কি সে ভীষন কিছু করে নিশ্চয়ই
সাথে না আপনি বলি বলল অন্যায় এসেছেন

صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ

থেকে আপনি আমাকে আপনি তাহলে এর পর কোনকিছু সম্বন্ধে আপনাকে আমি যদি (মূসা) ধৈর্য
মুক্ত হলেন সংগে রাখবেন না প্রশ্ন করি বলল ধরতে

لَّدُنِّىْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا

তারা কিন্তু তার অধিবাসী -দুজনে এক অধিবাসী- দুজনে যখন এমনকি অতঃপর ওযর- আমার
অস্বীকারকরল দের কাছে খাদ্য চাইল জনপদের দের কাছে আসল দুজনে চলল আপত্তি পক্ষ

اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ قَالَ لَوْ

যদি (মূসা) তা অতঃপর ভেঙ্গেপড়বে যে চাচ্ছিল একটি তার অতঃপর তাদের তারা মেহমান- যে
বলল সে সুদৃঢ় করল দেওয়াল মধ্যে দুজনে পেল দুজনকে দারী করবে

شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ

আপনাকে শীঘ্রই আপনার ও আমার (যাত্রাশেষ) এটাই সেবলল মজুরী এর উপর আপনি অবশ্যই আপনি
জানিয়ে দেব মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ নিতে পারতেন চাইতেন

بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

পরিশ্রম কজন গরীব অতঃপর নৌকাটির ব্যাপার ধৈর্য তার পারেন নাই যে তাৎপর্য
করত ব্যক্তির সেটা ছিল হল ধরতে উপর বিষয়ে সম্পর্কে

فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

জোরপূর্বক নৌকা প্রত্যেক নিয়ে এক তাদের ছিল এবং তা ত্রুটি যে সুতরাং সমুদ্রের মধ্যে
নিত রাজা পিছনে যুক্ত করি আমি চেয়েছি

৭৪। পরে সে দুজন আবার চলতে লাগল। পরে তারা একটি বালককে দেখতে পেল। সে ব্যক্তি তাকে হত্যা করল। মূসা বললঃ 'আপনি একটি নিষ্পাপ জীবনকে হত্যা করলেন, অথচ সে তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো বড় অন্যায় করে ফেলেছেন? ৭৫। সে বলল আমি কি আপনাকে বলি নি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না? ৭৬। মূসা বললঃ 'অতঃপর আমি যদি আর কিছু আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক হতে আপনি ওযর আপত্তি মুক্ত হলেন!' ৭৭। পরে তারা সামনের দিকে চলতে চলতে একটি জন-বসতিতে গিয়ে পৌছিল। আর সেখানকার লোকদের নিকট খাবার চাইল। কিন্তু তারা এই দুইজনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে পেল। যা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সেই ব্যক্তি তা খাড়া করে দিল। মূসা বললঃ 'আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজের মুজুরী গ্রহণ করতে পারতেন'। ৭৮। সে বললঃ 'বাস্ এখাইে তোমার আমার সহযাত্রা শেষ হয়ে গেল। এখন আমি তোমাকে সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য বলব, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি। ৭৯। সেই নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, তা ছিল কয়েকজন গরীব ব্যক্তির, তারা নদীতে শ্রম মজদুরী করত। আমি তা দোষ-যুক্ত করে দিতে চাইলাম। কেননা সামনে এমন এক বাদশাহর অঞ্চল রয়েছে যে প্রত্যেকটি (ত্রুটিমুক্ত) নৌকাকে জোরপূর্বক কেড়ে নিত।

وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ

আর ব্যাপার ছেলেটির হল অতঃপর ছিল তার পিতামাতা দুজন মুমিন তখন আমরা আশংকা করলাম যে দুজনকে তাদের সে কষ্টদেবে বিদ্রোহাচরণ করে ও

كُفْرًا ۝٨٠ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ۝٨١ وَ

কুফুরীর (পথে চলে) সুতরাং আমরা চাইলাম যে দুজনকে পরিবর্তে দেবেন দুজনের রব উত্তম চেয়ে তার পবিত্র মহৎ এবং ঘনিষ্ট তর মহব্বত ও রক্ত সম্পর্ক রক্ষায় আর

اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ

ব্যাপার দেয়ালটির (হল) অতঃপর সেটা ছিল (এইযে) দুটি ছেলের পিতৃ হীন মধ্যে শহরটির এবং ছিল তার নীচে গুপ্তধন দুজনের জন্যে এবং

كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖۗ

ছিল তাদের দুজনের বাপ নেককার ব্যক্তি সুতরাং চাইলেন আপনার রব যে দুজনে পৌছবে তাদের দুজনের যৌবনে এবং দুজনে উদ্ধার করবে গুপ্তধন দুজনের

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ

(এটা) দয়া আপনার রবের এবং না তা আমি করেছি থেকে আমার এখতিয়ার এটা তাৎপর্য যে বিষয়ে পারেন নাই তার উপর

صَبْرًا ۝٨٢

ধৈর্যধরতে

৮০। তার পর সেই ছেলেটির কথা! তার পিতা-মাতা ছিল ম'ুমিন। আমরা আশংকা বোধ করলাম যে, এই ছেলেটি বিদ্রোহী আচরণ করে ও কুফুরির পথে চলে তাদেরকে কষট দেবে। ৮১। এ কারনে আমরা চাইলাম যে, তাদের রব ওর পরিবর্তে এমন সন্তান তাদের দেন, যে চরিত্রে ও তার তুলনায় উত্তম হবে, আর যে মাতা পিতার প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও সাধারণ রক্ত-সম্পর্ক রক্ষায় অধিক যত্নবান হবে। ৮২। আর দেয়ালটির ব্যাপার এই যে, তা দুজন এতিম ছেলের মালিকানা; তারা এই শহরেই বাস করে। এই দেয়ালের নীচে এই ছেলে দুটির জন্য এক সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। এবং তাদের পিতা ছিল এক জন নেককার ব্যক্তি। এই কারণে আপনার রব চাইলেন যে, এই দুটি ছেলে বালেগ হয়ে তাদের জন্য গচ্ছিত এই সম্পদ তারা বের করে নিবে। এ আপনার রবের রহমতের কারণে করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে এর কোনটিই করিনি। এই হচ্ছে সে সব বিষয়ের তাৎপর্য যে জন্য আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি [২০]।

(২০) এই কাহিনীতে একথা তো সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচেছ যে, হযরত খিজির (আঃ) যে তিনটি কাজ করেছিলেন তা আল্লাহতা'আলারই নিদের্শে করেছিলেন। একথাও অতি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজ এরূপ ছিল যার অনুমতি কোন শরীয়তে কোন মানুষকে কখনো দেয়া হয়নি। এমন কি এলহামের ভিত্তিতেও কোন মানুষ কারো মালিকানাভুক্ত নৌকা এজন্যে খারাব করে দিতে পারে না যে, আগে গিয়ে কোন ছিনতাইকারী নৌকাটি ছিনিয়ে নেবে এবং কোন বালককে এজন্যে হত্যা করতে পারেনা যে, বড় হয়ে সে কাফের বা অবাধ্য হবে। এ কারণে একথা না মেনে উপায় নেই যে হযরত খিজির এ কাজ শরীয়তের বিধান অনুসারে করেন নি; বরং তিনি এ কাজ করেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছা 'মশিয়ত' অনুসারে। তাছাড়া এ জাতীয় নির্দেশাবলী পালনের জন্যে আল্লাহতা'আলা মানুষ ছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টি দিয়ে কাজ নিয়ে থাকেন। কাহিনীর প্রকৃতি থেকে একথাও পরিস্ফুটিত হচ্ছে যে, পর্দার অন্তরালে আল্লাহতা'আলার 'মশিয়তে'র কারখানায় কিরূপ মসলেহাত অনুযায়ী কাজ হয়ে থাকে- যা বুঝা মানুষের সাধ্যের অতীত- পর্দা অপসারিত করে মূসা (আঃ)কে এক নজর তা দেখানোর জন্যে আল্লাহতা'আলা হযরত মূসাকে তাঁর এই বান্দার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহতাআলা হযরত খিযিরের প্রতি 'বান্দাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন- মাত্র এই যুক্তিটুকু তাকে মানুষ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। সূরা আম্বিয়া ২৬ আয়াত, সূরা যোখরোফ ১৯ আয়াত এবং আরো বারোটি জায়গায় ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ اِنَّا مَكَّنَّا

আমরাকর্তৃত্ব দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই আমরা (কিছু) বর্ণনা তাথেকে তোমাদের কাছে পাঠকরে শুনাব বল জুলকারনাইন সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করছে এবং

لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰۤى

শেষ পর্যন্ত এক পথ সে অতঃপর অনুসরণ করল কার্যোপকরণ জিনিষ প্রত্যেক থেকে তাকে আমরা দিয়েছিলাম এবং পৃথিবীর মধ্যে তাকে

اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا

তার কাছে সে পেল এবং পঙ্কিল জলাশয় মধ্যে অস্ত যাচ্ছে তা পেল সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছল যখন

قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

সদ্ব্যবহার তাদের জন্যে তুমি অবলম্বন কর না হয় আর তুমি শাস্তি দাও হয় যুলকারনাইন হে আমরা বললাম এক জাতিকে

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

সাংঘাতিক শাস্তি তাকে অতঃপর তিনিশাস্তি দিবেন তার রবের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে এরপর তাকে আমরা শাস্তি দিব অতঃপর শীঘ্রই যুলম করেছে (তার) যে ব্যাপারে সে বলল

وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ

মধ্য হতে তাকে আমরা বলব এবং উত্তম পুরস্কার (রয়েছে) তবে তারজন্যে নেকীর কাজ করবে ও ঈমান আনবে (তার) যে ব্যাপারে আর

اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

সে তা পেল সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছে গেল যখন শেষ পর্যন্ত আরও একপথ সে অনুসরণ করল এরপর যা সহজ আমাদের নির্দেশের

تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

কোন আবরণ তাছাড়া তাদের জন্যে আমরা সৃষ্টিকরি নাই এক জাতির উপর উদয় হতে

রুকু-১১ ৮৩। আর হে মুহাম্মদ! এই লোকেরা তোমার নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। তাদেরকে বল, আমি তার কিছু অবস্থা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। ৮৪। আমরা তাকে যমীনে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং তাকে সব রকমের উপায়-উপাদানও দান করেছিলাম।৮৫। সে (সর্বপ্রথম পশ্চিম দিকে এক অভিযান চালাবার) এক পথ অবলম্বণ করল । ৮৬। যখন সে সূর্যাস্তের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল[২১], তখন সে সূর্যকে এক কাল পানিতে ডুবে যেতে দেখতে পেল[২২]। আর সেখানে সে একটি জাতির লোকদের সাক্ষাৎ পেল। আমরা বললামঃ হে যুলকারনাইন! তুমি চাইলে তাদের কষ্ট দিতে পারো, আর তাদের সাথে ভালো ব্যবাহারও করতে পারো।৮৭। সে বললঃ তাদের মধ্যে যে যুলম করবে, আমরা তাকে শাস্তি দান করব। অতঃপর তাকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। আর তিনি তাকে আরো কঠিন আযাব দিবেন। ৮৮। আর তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর আমরা তাকে খুব সহজ বিধান দেব। ৮৯। পরে সে (অপর এক অভিযানের) আয়োজন করে। ৯০। এমন কি সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছে গেল[২৩]। সেখানে সে দেখল যে, সূর্য এমন এক জাতির লোকদের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যের তাপ হতে বাঁচার কোন ব্যবস্থা আমরা করে দেইনি।

(২১) অর্থাৎ পশ্চিম দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত। (২২) অর্থাৎ সেখানে সূর্যাস্তের সময় এরূপ মনে করা হতো যে সূর্য সমুদ্রের কর্দমাক্ত কৃষ্ণবৎ পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। (২৩) অর্থাৎ পূর্ব দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত।

كَذٰلِكَ ۖ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰۤى اِذَا

যখন অবশেষে (আরও) সে অনুসরণ এর বৃত্তান্ত তার সাথে ঐ বিষয় আমরা পূর্ণ নিশ্চয়ই এবং এরূপ
এক পথ করল পর ছিল যা অবগত আছি ছিল

بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا

তারা কথা তারা বুঝার নিকটেও না এক তাদের দুয়ের সে পেল দুই(পর্বত) মাঝে পৌছে
বলল হত জাতিকে ছাড়া ও প্রাচীরের গেল

يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

তোমার আমরা তবে যমীনের মধ্যে অশান্তি মাজুজ ও ইয়াজুজ নিশ্চয়ই হে
জন্যে দিব কি (এঅঙ্গনে) সৃষ্টি কারী জুলকারনাইন

خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ

আমার তার আমাকে যা সে একটি তাদের ও আমাদের বানাবে যে এই কর
রব মধ্যে ক্ষমতা দিয়েছেন বলল প্রাচীর মাঝে মাঝে তুমি (কাজে)

خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ۖ حَتّٰۤى

অবশেষে লোহার পাত আমাকে মজবুত তাদের ও তোমাদের বানাবো শ্রমদিয়ে সুতরাং আমাকে (তাই)
সমূহ এনেদাও দেয়াল মাঝে মাঝে আমি তোমারা সাহায্যকর উৎকৃষ্ট

اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ۖ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ

সে আগুনে তা পরিণত যখন অবশেষে তোমরা সে বলল দুই পর্বত প্রান্ত মাঝে সমান যখন
বলল করল (হাফরে)দম দাও করে দিল

اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا

তারা সক্ষম না এবং তা তারা যে তারা অতঃপর গলিত তার আমি আমাকে
হত অতিক্রম করবে সক্ষম হত না তামা উপর ঢেলে দিই এনেদাও

لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

ছিদ্র করতে তাকে

৯১। এ ছিল তাদের অবস্থা। আর যুল কারনাইনের নিকট যা কিছু ছিল তা আমরা জানতাম। ৯২। অতঃপর সে (অপর এক অভিযানের) প্রস্তুতি গ্রহণ করল। ৯৩। সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছিল তখন সে তাদের নিকট একটি জাতির লোকদেরকে পেল, যারা কথা-বার্তা খুব কমই বুঝতে পারে। ৯৪। সেই লোকেরা বলল যে, "হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ[২৪] এতদাঞ্চলে চরম অশান্তির সৃষ্টি করে ফিরছে। আমরা কি তোমাকে এই কাজের জন্য- যে তুমি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি বাঁধ বেধে দিবে - তোমাকে কোন কর দিব?" ৯৫। সে বললঃ "আমার রব যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই প্রচুর। তোমরা শুধু খাটুনি করে আমাকে সাহায্যে কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে মজবুত দেয়াল নির্মাণ করে দিব। ৯৬। আমাকে লোহারপাত এনে দাও। শেষ পর্যন্ত যখন সে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী শুণ্যস্থান পূর্ণরূপে ভরে দিল, তখন লোকদেরকে বললঃ "এখন আগুনের কুন্ডলি উত্তপ্ত কর।" শেষ পর্যন্ত যখন (এই লৌহ-প্রাচীর) সম্পূর্ণরূপে আগুনের মত লাল হয়ে উঠল, তখন সে বললঃ "আনো, আমি এখন এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেব, ৯৭। (এই দেয়াল এমন ছিল) ইয়াজুজ ও মাজুজ এর উপর হতে পার হয়ে আসতে পারত না। আর তাতে সুড়ঙ্গ করাও ছিল তাদের জন্য আরো দুষ্কর।

(২৪) ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সেই জাতিগুলি যারা প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলির উপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়ে এসেছে এবং মাঝে মাঝে প্লাবনের মত উত্থিত হয়ে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকেই মোড় নিতে থাকে। হিষকিষেলের কিতাবে (৩৮-৩৯ অধ্যায়) রূশ ও তোবল (বর্তমান তোবলস্ক) এবং মস্‌ককে (বর্তমানে মস্কো) এদের এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসিফুস ইয়াজুজ মাজুজ অর্থে সিথিয়ান কওম বুঝেছেন- যাদের এলাকা ছিল কৃষ্ণসাগরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। জিরূমের বর্ণনা মতে মাজুজ ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকট বসবাস করতো।

قَالَ هٰذَا رَحۡمَةٌ مِّنۡ رَّبِّیۡ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ رَبِّیۡ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعۡدُ

সে বলল | এটা | রহমত | পক্ষ হতে | আমার রবের | অতঃপর যখন | আসবে | ওয়াদা | আমার রবের | তা করে দেবেন | চূর্ণ-বিচূর্ণ | এবং | হল | ওয়াদা

رَبِّیۡ حَقًّا ﴿۹۸﴾ وَ تَرَكۡنَا بَعۡضَهُمۡ یَوۡمَئِذٍ یَّمُوۡجُ فِیۡ بَعۡضٍ وَّ نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ

আমার রবের | সত্য | এবং | আমরা ছেড়েদেব | তাদের কতককে | সে দিন | তরঙ্গের মত পড়বে | মধ্যে | কতকের | এবং | ফুক দেয়াহবে | মধ্যে | শিংগার

فَجَمَعۡنٰهُمۡ جَمۡعًا ﴿۹۹﴾ وَّ عَرَضۡنَا جَهَنَّمَ یَوۡمَئِذٍ لِّلۡكٰفِرِیۡنَ عَرۡضَا ﴿۱۰۰﴾ الَّذِیۡنَ

অতঃপর তাদেরকে আমরা একত্রিত করব | এক সঙ্গে | এবং | আমার পেশ করব | জাহান্নামকে | সেদিন | কাফেরদের জন্যে | (যথা যথ) পেশকরা | যাদের

كَانَتۡ اَعۡیُنُهُمۡ فِیۡ غِطَآءٍ عَنۡ ذِكۡرِیۡ وَ كَانُوۡا لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ سَمۡعًا ﴿۱۰۱﴾

ছিল | তাদের চোখ গুলোর | মধ্যে | পর্দা | থেকে | আমার স্মরণ | এবং | তারা ছিল | না | সক্ষম হত | শুনতে

ع ۱۲

اَفَحَسِبَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنۡ یَّتَّخِذُوۡا عِبَادِیۡ مِنۡ دُوۡنِیۡۤ اَوۡلِیَآءَ ؕ اِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا

কি মনে করেছে | যারা | কুফুরী করেছে | যে | তারা গ্রহণ করবে | আমার বান্দাদেরকে | আমাকেছাড়া | অভিভাবক রূপে | নিশ্চয়ই আমরা | আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি

جَهَنَّمَ لِلۡكٰفِرِیۡنَ نُزُلًا ﴿۱۰۲﴾ قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُمۡ بِالۡاَخۡسَرِیۡنَ اَعۡمَالًا ﴿۱۰۳﴾ اَلَّذِیۡنَ

জাহান্নামকে | কাফেরদের জন্যে | মেহমানদারী হিসেবে | বল | কি | তোমাদেরকে খবর দিব আমরা | খুবই ক্ষতি গ্রস্থদের সম্বন্ধে | কর্ম সমূহে | যাদের

ضَلَّ سَعۡیُهُمۡ فِی الۡحَیٰوةِ الدُّنۡیَا وَ هُمۡ یَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ یُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا ﴿۱۰۴﴾

বিভ্রান্ত হয়েছে | তাদের প্রচেষ্টা | মধ্যে | জীবনের | দুনিয়ার | অথচ | তারা | মনে করে | যে তারা | উত্তম করছে | কর্ম

৯৮। যুল কারনাইন বললঃ এ আমার রবের রহমত; কিন্তু যখন আমার রবের ওয়াদার নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি তাকে ধুলিস্যাৎ করে দিবেন। আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি ওয়াদা বরহক নিঃসন্দেহ।" ৯৯। আর সেদিন[২৫] আমরা লোকদেরকে ছেড়ে দেব, (সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত তারা) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আর শিংগায় ফুক দেয়া হবে এবং আমরা সব মানুষকে এক সঙ্গে একত্রিত করব। ১০০। সেদিন জাহান্নামকে কাফেরদের সামনে এনে উপস্থিত করব। ১০১। সেই কাফেরদের সামনে, যারা আমার নসীহতের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল। আর কিছুই শুনতে সক্ষম ছিলনা।

রুকু-১২ ১০২। তাহলে এই লোকেরা যারা কুফরী নীতি গ্রহণ করেছে- কি এই কথা মনে করে যে, আমাকে ছেড়ে তারা আমার বান্দাদেরকে নিজের কর্মকর্তা বানিয়ে নেবে? আমরা এসব কাফেরদের মেহমানদারীর জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। ১০৩। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলঃ আমরা কি তোমাদেরকে বলব নিজেদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ব্যর্থ ও অ সফল লোক কারা? ১০৪। তারা হচ্ছে সেই সকল লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আর তারা বুঝতে থাকে যে, তারা সব ঠিক কাজ করছে।

(২৫)অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ।কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতির প্রতি যুলকারনাইন যে ইংগিত করেছিলেন তার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে জের টেনে এই আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে ।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ

কায়েম সুতরাং তাদের তাই তার ও তাদের নিদর্শন অস্বীকার (তারাই) ঐসব
করব আমরা না কাজ গুলো নিষ্ফল হয়েছে সাক্ষাত রবের সমূহকে করেছে যারা লোক

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا

গ্রহণ ও অস্বীকার কারণে জাহান্নাম তাদের প্রতিফল এটাই ওজন কিয়ামতের দিনে তাদের
করেছে করেছে এ যা জন্যে

آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ

তাদের রয়েছে নেকী সমূহের কাজ ও ঈমান যারা নিশ্চয়ই বিদ্রূপ রূপে আমার ও আমার
জন্যে করেছে এনেছে রাসূলদেরকেও নিদর্শনাবলী

جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ

বল স্থানান্তর তা থেকে তারা চাইবে না তার মধ্যে তারা চিরস্থায়ী আপ্যায়ন ফিরদৌসের জান্নাত
হবে রূপে সমূহ

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ

কথা সমূহ শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র অবশ্যই আমার কথা সমূহ (লেখার) সমুদ্র হয় যদি
হত নিঃশেষিত রবের (লেখার জন্যে) কালি

رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ

ওহী তোমাদের একজন আমি শুধুমাত্র বল সাহায্যার্থে তার সমান আমরা যদিও এবং আমার
করা হয় মত মানুষ (সমুদ্র) এনেদিতাম রবের

إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ

সে অতপর তার সাক্ষাত কামনা করে সুতরাং একই ইলাহ তোমাদের যে আমার
কাজকরে যেন রবের যে কেউ ইলাহ প্রতি

عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

(অন্য) তার রবের তার ইবাদতের শিরক করে না এবং নেক কাজ
কাউকে ক্ষেত্রে

১০৫ ।ইহারা সেই লোক যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অসবীকার করেছে এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার বিষয়ও বিশ্বাস করেনি। এ কারণে তাদের যাবতীয় আমল বিফল হয়ে গেল ।কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে কোন গুরুত্বই দেব না। ১০৬। তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম, সেই কুফরের পরিবর্তে যা তারা করছে। আর সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের বদলে যা তারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি, আমার নবী- রসূলদের সাথে করছিল। ১০৭। অবশ্য যে সব লোক ঈমান এনেছে, আর নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারী করার জন্য ফেরদাউসের সজ্জিত বাগান রয়েছে ১০৮। সেখানে তারা চিরস্থায়ী বসবাস করবে। আর কখনই সে স্থান হতে বের হয়ে কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না। ১০৯। হে মুহাম্মদ! বল, সমুদ্রগুলি যদি আমার রবের কথা সমূহ লিখার জন্য কালি হয়ে যায়; তা হলে তা ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আমার রবের কথা লেখা শেষ হবে না; বরং এই সমুদ্র পরিমাণ কালি যদি আমরা আরো এনে দিই সাহায্যার্থে, তবে তাও যথেষ্ট হবে না২৬। ১১০। হে মুহাম্মদ বলঃ আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তোমাদেরই মত। আমার নিকট ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের রব শুধুমাত্র এক ও একক। অতএব যে লোক নিজের রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আশান্বিত হবে, সে যেন নেক আমল করে এবং বন্দেগী ও দাসত্বের ব্যাপারে নিজের রবের সাথে অপর কারো শরীক বানিয়ে না নেয়।

(২৬) আল্লাহতা ' আলার কথার অর্থ তাঁর কাজ, তাঁর কামালাত, তাঁর পূর্ণতাসূচক গুন-বৈশিষ্ট্য, তাঁর শক্তি, মহিমা ও তাঁর জ্ঞানকৌশল।

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৫ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ন করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোদ্বাছেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মাখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran, (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে ; যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটি বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে; এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরায় নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান – এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউস সানি-১৪২১ হিঃ

জুলাই-২০০০

শ্রাবন-১৪০৭ বাং

সূচীপত্র

	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা নম্বার
১৯।	সূরা মারয়াম	১৬	৫
২০।	সূরা ত্বাহা	১৬	৩২
২১।	সূরা আল-আম্বিয়া	১৭	৭০
২২।	সূরা আল-হজ্জ	১৭	১০০
২৩।	সূরা আল-মু'মেনুন	১৮	১৩৩
২৪।	সূরা আন-নূর	১৮	১৬০
২৫।	সূরা আল-ফোরকান	১৮/১৯	২০৩

সূরা মারয়াম

নামকরণ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ .....এই সূরার নাম এই আয়াতাংশটি হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এ সেই সূরা যাতে মরিয়মের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটি মুসলমানদের হাব্‌শায় হিজরত করার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ইসলামের এই মুহাজিরগণ যখন নাজ্জাশীর দরবারে আহুত হয়েছিলেন তখন হযরত জাফর ভরা দরবারে এই সূরাটি আদ্যপান্ত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিহাসের যে অধ্যায়ে এই সূরাটি নাযিল হয়েছিল সূরা কাহাফ-এর ভূমিকা প্রসংগে আমরা তার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ সূরাকে এবং এ সময়কার অনান্য সূরাকে বুঝবার জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে আমরা এখানে তখনকার অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে চেষ্টা করবো।

কুরাইশ সর্দার ও নেতাগণ হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রুপ, প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন এবং মিথ্যা অভিযোগ-দোষারোপের প্রচারণা দ্বারা ইসলামী দাওয়াতওআন্দোলনকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে অত্যাচার, উৎপীড়ন, মার-পিট এবং অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করল। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা নিজেদের গোত্রের নও-মুসলিমদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলল। আর নানাভাবে নিপীড়িত করে, বন্দী করে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কষ্ট দিয়ে - এমনকি শারীরিক নিগ্রহ ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করল। এ পর্যায়ে বিশেষ ভাবে দরিদ্র সম্প্রদায় এবং যে সব ক্রীতদাস ও আজাদ ক্রীতদাস সম্প্রদায় কোরাইশদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল তাদেরকে মর্মান্তিক ভাবে নিষ্পেষিত করা হত। বেলাল, আমের ইব্‌নে ফুহাইরা, উম্মে উবাইস, জিন্নিরাহ, আম্মার ইব্‌নে ইয়াসের এবং তাদের পিতা-মাতা ও অন্যদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশী খারাব। এই সব লোককে মেরে মেরে আধ-মরা করে দেওয়া হত, ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় বেঁধে রাখা হত, মক্কার উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর মরুভূমির প্রখর রৌদ্রে শুইয়ে রাখা হত এবং বুকের উপর ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মরণ জ্বালা দেয়া হত। শ্রমজীবীদের দিয়ে নানা কাজ করানো হত এবং তার মজুরী আদায় করার ক্ষেত্রে টাল-বাহানা করা হত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত খাব্বাব-ইবনুল ইরৃত বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেনঃ

"আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আস ইব্‌নে ওয়ায়েল আমার দ্বারা কাজ করাল। পরে আমি যখন তার নিকট মজুরী আনতে গেলাম তখন সে বলল, "মুহাম্মদকে অমান্য ও অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোকে মজুরী দেব না।"

অনুরূপভাবে যারা ব্যবসায় করত, তাদের গোটা কারবার বিনষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করা হত। যারা সমাজে কোন না কোন ইজ্জত ও মান-মর্যাদার অধিকারী ছিল তাদেরকে নানা ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হত। এ সময় কার অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেনঃ একদিন নবী করীম (সঃ) কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলামঃ "হে আল্লাহর রসূল, অত্যাচার ও যুলুমের তো এক শেষ হয়ে গেছে। আপনি কি আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ-মন্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেনঃ "তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার লোক ছিল তাদের ওপর তো এ থেকেও কঠিনও দুঃসহ যুলুম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের দেহের অস্থি-মজ্জার উপর লোহা নির্মিত চিরুনি চালানো হত। তাদের মাথার উপর দিয়ে করাত টানা হত। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তারা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করতে প্রস্তুত হত না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তার কাজকে সম্পূর্ণ করবেনই। এমন কি, এমন এক সময়ও আসবে যখন একজন লোক 'সান্‌য়া' হতে হাজরামাউত পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করতে পারবে এবং তখন সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছ।" (বুখারী)

এ অবস্থা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, তখন 'হাতীর বছরের' ৪৫ সনে (নবুয়্যত লাভের ৫ম বছর) নবী করীম (সঃ)-তাঁর সংগী-সাথীদের বললেনঃ

لَوْخَرَجْتُمْ اِلٰى اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهٗ اَحَدٌ وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ حَتّٰى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ ٥

-" তোমরা যদি হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যাও তবে খুবই ভালো হয়। কেননা সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছেন যার রাজত্বে কারও ওপর যুলুম করা হয় না। তা কাল্যাণের দেশ। যতদিনে আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্তমান বিপদ হতে মুক্তি লাভের অপর কোন ব্যবস্থা না করে দেন ততদিন তোমারা সেখানেই অবস্থান করতে থাক।" এ কথা শুনে প্রথমে এগার জন পুরুষ ও চারজন মহিলা মুসলমান ইথিওপিয়ার পথে রওনা হয়ে যায়। কুরাইশের লোকেরা সমুদ্র তীর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত শুয়াইবীয়ার সমুদ্র বন্দরে সময় মতই তারা পারের নৌকা পেয়ে গিয়েছিল। এ জন্য তারা গ্রেফতার হওয়া হতে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যে আরও কিছু লোক হিজরত করে সেখানে যায়। এভাবে সেখানে ৮২ জন পুরুষ, ১১ জন মহিলা ও ৭ জন অ-কুরাইশী মুসলমান একত্রিত হয়। আর এদিকে মক্কায় নবী করীম (সঃ)-এর সঙ্গে রইলেন মাত্র ৪০ জন লোক।

এই হিজরতের কারণে মক্কার ঘরে ঘরে ক্রোন্দনের রোল পড়ে গেল। কেননা কুরাইশ বংশের কোন ঘর বা পরিবারই এমন ছিল না যার কোন না কোন সন্তান এই মুহাজিরদের মধ্যে শামিল ছিলনা। কারও পুত্র গেছে, কারও গেছে জামাতা, কারও কন্যা, কারও ভাই, আবার কারও ভগ্নী। আবু-জেহেলের ভাই সালমা ইব্‌নে হিমাশ, তার চাচাতো ভাই হিশাম ইবনে আবু হুযাঈফা ও আইয়াশ ইবনে আবী রাবীয়া এবং তাঁর চাচাতো বোন হযরত উম্মে সালমা, আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবা, উৎবার পুত্র আর কলিজাভক্ষণকারিনী হিন্দার আপন ভাই আবু হুযাইফা, সুহাইল ইবনে আমরের মেয়ে সাহলা –এমনি ভাবে অন্যান্য কুরাইশ সরদার ও প্রখ্যাত ইসলাম-দুশমনদের কলিজার টুকরাগণ দ্বীন-ইসলামের জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়ল। এ কারণেই এ ঘটনার সরাসরি প্রভাব পড়েনি এমন কোনও ঘর ও পরিবারই তখন ছিল না। কেউ কেউ এ কারণে ইসলামের দুশমনীর ব্যাপারে অধিকতর কঠোর ও নির্মম হয়ে পড়েছিল। আবার অনেকের মনে তার প্রতিক্রিয়া এমন দেখা দিল যে, শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়ে থাকতেই পারল না। এ ঘটনাটি হযরত উমরের ইসলাম

বৈরীতার উপর প্রথম আঘাত হানল। তাঁরই এক নিকটাত্মীয়া হাশমার কন্যা লাইলা বর্ণনা করেনঃ "আমি হিযরতের জন্যে আমার জিনিস-পত্র বাধা-ছাদা করছিলাম। আমার স্বামী আমের ইবনে রবীয়া কোন কার্যোপলক্ষে ঘরের বাইরে গিয়েছিল। এরই মধ্যে উমর এসে উপস্থিত হল, আর দাড়িয়ে থেকে আমার ব্যস্ততা নীরবে লক্ষ্য করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলঃ 'আবদুল্লাহর মা! তোমরা কি চলে যাচ্ছ?' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ আল্লাহর শপথ তোমরা আমাদেরকে অনেক যন্ত্রনাই দিয়েছ! আল্লাহর পৃথিবী অতীব প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ। আমরা এখন এমন এক স্থানে চলে যাব যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে পরম নিরাপত্তা ও নির্যাতন-মুক্ত অবস্থা দান করবেন"। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উমর এত নম্র ও কাতর হয়ে পড়ল যা আমি কখনই তাঁর মধ্যে ইতিপূর্বে দেখতে পাইনি। সে শুধু এতটুকু কথা বলে উঠে চলে গেল যে, আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।"

এই লোকদের হাবশায় চলে যাওয়ার পর কুরাইশ সমাজপতিগণ গভীরভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে বসে গেল। তারা সিদ্ধান্ত করল যে, আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়া ও আমর ইবনে আসকে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়ায় পাঠানো হবে। তারা কোন না কোন রকমে সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশীকে এই মুহাজিরদেরকে দেশে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে। উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা (যিনি নিজে হাবশার মুহাজিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন)-এ ঘটনাটিকে খুবই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ "কুরাইশ বংশের এ দু'জন ঝানু ও দক্ষ রাজনীতিবিদ আমাদের পিছনে পিছনে হাবশায় গিয়ে পৌছিল। প্রথমের তারা নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্যে বিপুল ভাবে উপহার-উপঢৌকন বিতরণ করে এবং সকলকে মুহাজিরদের ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নাজ্জাশীকে রাজী করার জন্যে মিলিত ভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে। পরে প্রতিনিধিদ্বয় সারাসরি নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত হল এবং তাকে বিপুল পরিমাণ বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়ে বললঃ "আমাদের শহরের কতিপয় অর্বাচীন লোক পালিয়ে আপনার এই দেশে এস পৌছেছে। আমাদের সমাজপতিরা আমাদের দু'জনকে তাদের ফিরিয়ে দেবার জন্যে আপনার দরবারে দরখাস্ত পেশ করার জন্যে পাঠিয়েছেন। এই অবুঝ বালকেরা আমাদের দ্বীন ত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনার দ্বীনও তারা কবুল করেনি। বরং তারা এক নতুন অভিনব দ্বীন বের করেছে।"

তাদের কথা শেষ হবার সংগে সংগে দরবারের চারদিক হতে সকলে বলে উঠল ঃ "এ লোকদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের কি দোষ তা তাদের জাতির লোকেরাই বেশী ও ভালোভাবে জানে, সে জন্যে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। এদেরকে এখানে থাকতে দেয়া উচিত নয়।" কিন্তু নাজ্জাশী বিরক্ত হয়ে বললেনঃ "এভাবে তো আমি এই লোকদেরকে এদের হাতে সপে দিতে পারব না। যে সব লোক অপর দেশ ত্যাগ করে আমার দেশের ওপর ভরসা করে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে আমি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। প্রথমে আমি এ লোকদের ডেকে তদন্ত করব, এ লোকেরা নিজেদের সম্পর্কে যা কিছু বলে তা কতখানি সত্য।" অতঃপর নাজ্জাশী রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবীদেরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠান।

নাজ্জাশীর আহ্বান পেয়ে মুহাজির মুসলিমরা একত্রিত হন এবং পারস্পারিক পরামর্শ করে বাদশাহর নিকট কি বলা হবে তা ঠিক করেন। তাঁরা সর্বসম্মতি-ক্রমে সিদ্ধান্ত করলেন, নবী কারীম (সঃ) যে শিক্ষা তাদেরকে দিয়েছেন কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি না করে তাই তাঁর সামনে পেশ করবেন। নাজ্জাশী তাদেরকে এখানে থাকতে দেয় আর না দেয়, সে বিষয়ে কোনই চিন্তা করা চলবে না। তারা দরবারে পৌছিলে নাজ্জাশী সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলেনঃ "তোমরা নিজেদের দেশের প্রচলিত দ্বীন ত্যাগও করলে আর আমার দ্বীনও কবুল করলে না, না দুনিয়ার অন্য কোন প্রচলিত দ্বীন কবুল করলে, এ তোমরা কি করলে? তোমাদের এই নতুন দ্বীন কি?" এর জবাবে মুহাজিরদের পক্ষ হতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব একটি উপস্থিত বক্তৃতা পেশ করেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আরবের

জাহেলিয়াত যুগের দ্বীনী, নৈতিক ও সামাজিক দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করেন। পরে নবী করীম (সঃ)-এর আগমণ বৃত্তান্ত উল্লেখ করে তাঁর দেওয়া শিক্ষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন। নবী করীম (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করার কারণে লোকদের উপর কুরাইশরা যে সব অত্যাচার-যুলুম চালিয়েছে তারও বিবরণ পেশ করেন। শেষ পর্যায়ে তিনি অন্য দেশের পরিবর্তে এ দেশে আশ্রয় গ্রহণের কারণ বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, আমরা আপনার দেশে এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আমাদের উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না। নাজ্জাশী এ ভাষণ শুনে বললেনঃ আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের নবীর প্রতি যে কালাম নাজিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী কর তার খানিকটা আমাকে শুনাও। হযরত জাফর সূরা মারয়ামের প্রাথমিক আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনালেন। এ আয়াত সমূহে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। নাজ্জাশী এ মনোযোগের সঙ্গে শুনেন। শুনতে শুনতে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল। হযরত জাফর যখন কোরআন পাঠ শেষ করলেন, তখন তিনি বললেনঃ "এ কালাম এবং হযরত ঈসার নিয়ে আসা কালাম যে একই মূল উৎস হতে উৎসারিত হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদেরকে কিছুতেই এদের হাতে সপে দেব না।"

দ্বিতীয় দিন আমর ইবনে আস নাজ্জাশীকে বললঃ "মরিয়ম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে এদের আকীদা কি, তা এদের ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন। এরা তো তাঁর সম্পর্কে খুব বড় একটা কথা বলে।" নাজ্জাশী পুনরায় মুহাজিরদের ডেকে পাঠালেন। মুহাজিররা আমরের-এই নতুন যড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলেন। তারা একত্রিত হয়ে আবার পরামর্শ করলেন যে, নাজ্জাশী হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা কি বলবে? খুবই জটিল অবস্থা দেখা দিয়েছিল। এ জন্যে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসূলের সাহাবীরা ফয়সালা করলেনঃ যা হয় হবে, আমরা তো তাই বলব, যা আল্লাহ বলেছেন ও আল্লাহর রসূল শিক্ষা দিয়েছেন। পরে তারা দরবারে উপস্থিত হলে নাজ্জাশী যখন আমরের উত্থাপিত প্রশ্নটি তাদের সম্মুখে পেশ করলেন, তখন জাফর ইবনে আবু তালিব দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত ভাষায় বললেনঃ

- "তিনি আল্লাহ বান্দাহ, তাঁর রসূল, তাঁর নিকট হতে আসা এক রুহ, একটি বাণী, আল্লাহ তাঁকে কুমারী কন্যা মরিয়মের গর্ভে প্রক্ষিপ্ত করেন।"

নাজ্জাশী এ কথা শুনে মাটি হতে এক তৃণ-খন্ড তুলে নিলেন। আর বললেনঃ "আল্লাহর শপথ, তুমি যা বলছ ঈসা (আঃ) তা থেকে এই তৃণ-খন্ডের চেয়ে বিন্দুমাত্র অধিক কিছু ছিলেন না।" অতঃপর নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রেরিত সব হাদীয়া-তোহফা ফেরত দিয়ে বললেনঃ "আমি ঘুষ খাই না।" আর মুহাজিরদের বললেন "তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে বসবাস কর।"

আলোচ্য বিষয়

এই ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ সূরাটি সম্পর্কে আমরা যখনই বিবেচনা করি তখন সর্বপ্রথম আমাদের সামনে একথা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, মুসলমানরা এক মযলুম আশ্রয়প্রার্থী দল হিসেবে নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অপর দেশে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এ অবস্থায়ও আল্লাহতা'আলা দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ সমঝোতা বা দুর্বলতা প্রদর্শনের কোন শিক্ষাই দেননি। বরং বিদেশ যাত্রার সময় এ সূরাটিকে তাদের সংগের সম্বল করে দিলেন, যেন খৃষ্টানদের দেশে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও সঠিক ধারণা পেশ করতে পারেন এবং যেন তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর "আল্লাহর পুত্র" হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করতে এবং এই ভুল আকীদার তীব্র প্রতিবাদ করতে পারেন।

সূরাটির প্রথম দুই রুকুতে হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী শুনাবার পর তৃতীয় রুকুতে তদানীন্তন সময়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনীও শুনানো হয়েছে। কেননা এরূপ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পিতা, বংশ ও দেশবাসীর যুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কাহিনী বলে একদিকে মক্কার কাফেরদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এখন হিজরতকারী মুসলমানরা ইবরাহীম (আঃ)-এর মত অবস্থার সম্মুখীন, আর তোমরা সেই যালেমদের ভূমিকা অবলম্বন করে আছ যারা তোমাদের পিতা ও অগ্রনেতা ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর ঘরবাড়ী হতে বহিষ্কৃত করেছিল, এবং অন্যদিকে মুহাজিরদেরকে এ সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যেমন করে দেশ হতে বহিষ্কৃত হয়েও ধ্বংস হয়ে যাননি- বরং আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছেন- তোমাদের পরিণামও ঠিক এমনিই কল্যাণময় হবে, তা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অতঃপর চতুর্থ রুকুতে অন্যান্য নবী-রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে যা দ্বারা এ কথাই বলা উদ্দেশ্য যে, সমস্ত নবী-রসূল সেই দ্বীন-ই নিয়ে এসেছিলেন যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ চলে যাওয়ার পর তাঁদের উম্মতরা বিপথগামী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব দোষ-ত্রুটি ও বিভ্রান্তি দেখতে পাওয়া যায়, তা সেই মূল বিভ্রান্তির-ই ফল।

সর্বশেষ দুই রুকুতে মক্কার কাফেরদের গুমরাহীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। আর উপসংহারে ইমানদার লোকদেরকে এ সুসংবাদ শুনানো হয়েছে যে, ইসলামের দুশমনদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে জনগণ-বরেন্য ও সর্বজন-মান্য।

ايَاتُهَا ٩٨ (١٩) سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٦

তার আয়াত (সংখ্যা) ৯৮ সূরা (১৯) মারয়াম মক্কী ৬ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে(শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

كٓهٰيٰعٓصٓ ① ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ② اِذْ

কাফ-হা-ইয়া-আইন সা-দ উল্লেখ (করা হচ্ছে) অনুগ্রহের তোমার রবের তারবান্দা যাকারিয়ার (প্রতি) যখন

نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ

সে ডেকেছিল তার রবকে ডাক নিভৃতে সেবলেছিল হেআমার রব আমিনিশ্চয় (এ অবস্থায় যে) দুর্বলহয়েছে অস্থি (মজ্জা)

مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ

আমার হতে এবং উজ্জ্বল (হয়েছে) মাথা বার্ধক্যের (চিহ্নে) এবং নাই আমি হই তোমাকে ডেকে

رَبِّ شَقِيًّا ④ وَ اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَ

হেআমার রব ব্যর্থকাম এবং আমি নিশ্চয়ই আমিভয়করি আমার আত্মীয়বর্গদের আমার পরে এবং

كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

হয়েছে আমার স্ত্রী বন্ধ্যা তবুও দানকর আমাকে থেকে তোমারনিকট এক উত্তরাধিকারী

يَّرِثُنِيْ وَ يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

আমার উত্তরাধিকারী হবে সে ও উত্তরাধিকারী হবে বংশের ইয়াকুবের এবং তাকে করো হে আমার রব পছন্দনীয়

রুকূ ঃ ১

১. কাফ হা ইয়া আইন সা-দ।

২. উল্লেখ করা হচ্ছে সে রহমতের, যা তোমার আল্লাহ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন।

৩. যখন সে তার রবকে চুপে চুপে ডেকেছিল।

৪. সে নিবেদন করলঃ "হে পরোয়ারদিগার! আমার অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত গলে গেছে। আর মাথা বার্ধক্য-চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দোয়া করে কখনও ব্যর্থকাম হয়নি ।

৫. আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় রয়েছে আমার মনে। আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা। তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান কর।

৬. যে আমার উত্তরাধিকারীও হবে, আর ইয়াকুব-বংশের মীরাস ও লাভ করবে। আর হে আল্লাহ! তাকে একজন পছন্দনীয় মানুষ বানাও।"

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ

(বলাহল) যাকারিয়া হে | নিশ্চয়ই আমরা | তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি | একপুত্রের | তারনাম (হবে) | ইয়াহইয়া | আমরা করি নাই

لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ

তার | ইতিপূর্বে (অন্যাকাউকে) | (সম) নাম | সে বলল | হে আমার রব | কেমনকরে | হবে | আমার | পুত্র

وَّ كَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ

যখন | হ'ল | আমার স্ত্রী | বন্ধ্যা | এবং | নিশ্চয়ই | আমি উপনীত হয়েছি | বার্ধক্যের

عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّ

(চরম) শেষসীমায় | তিনি বললেন | এরূপই (হবে) | বলেন | তোমার রব | তা | আমার উপর | সহজ | এবং

قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩ قَالَ رَبِّ

নিশ্চয়ই | তোমাকে আমি সৃষ্টিকরেছি | ইতিপূর্বে | যখন | না | তুমি ছিলে | (কোন) কিছুই | সে বলল | হে আমার রব

اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ

দাও | আমাকে | কোন নিদর্শন | তিনি বললেন | তোমার নিদর্শন | (এই) যে না | কথা বলতে পারবে | লোকদের (সাথে) | তিন

لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠

রাতদিন | (ক্রমাগত) সুস্থ অবস্থায়

৭. (এর জবাবে বলা হলঃ) "হে যাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটি পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। আমরা এই নামের কোন মানুষ ইতিপূর্বে পয়দা করিনি"

৮. বললঃ "হে আল্লাহ! আমার ঘরে পুত্র-সন্তান হবে কি করে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আর আমি বৃদ্ধ হয়ে শুকিয়ে গিয়েছি।"

৯. জবাব আসলঃ " এই রকমই হবে[১]। তোমার আল্লাহ্ বলেন, এ তো আমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার। এর পূর্বে আমি তোমাকেও তো পয়দা করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"

১০. যাকারিয়া বললঃ "হে আল্লাহ! আমার জন্য কোন নিদর্শন ঠিক করে দাও।" বললেনঃ "তোমার জন্য চিহ্ন এই যে, তুমি ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।"

১। অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও তোমাদের সন্তান জন্মলাভ করবে।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ
অতঃপর সে বের হল | নিকট | তার(জাতির) লোকদের | থেকে | মেহরাব | সে অতঃপর ইংগিত করল | তাদের দিকে | যে

سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ﴿١١﴾ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ
তোমরা তসবীহ কর | সকালে | ও | সন্ধ্যায় | (বড় হলে তাকে বলা হল) হে ইয়াহইয়া | গ্রহণকর | কিতাবকে

بِقُوَّةٍ ط وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ
দৃঢ়তাসহ | এবং | তাকে আমরা দিয়েছিলাম | বুদ্ধি জ্ঞান | বাল্যঅবস্থায় | এবং | হৃদয়ের কোমলতা | থেকে | আমাদের নিকট | এবং

زَكٰوةً ط وَ كَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا
পবিত্রতা | এবং | সেছিল | মুত্তাকী পরহেযগার | এবং | অনুগত | তার মা-বাপের কাছে | এবং | না | ছিল | উদ্ধত

عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ
অবাধ্য | এবং | সালাম | তার উপর | যেদিন | পয়দাহয়েছে সে | ও | যেদিন | সে মরবে | এবং | যেদিন

يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ ع
তাকে উঠান হবে | জীবিত অবস্থায়

১১. অতঃপর সে মেহরাব হতে বের হয়ে তার জাতির লোকজনের নিকট আসল এবং সে ইংগিতে তাদেরকে বলল যে, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যা তসবীহ কর।

১২. "হে ইয়াহ্ইয়া(আল্লাহর)কিতাবকে শক্ত করে ধারণ কর"[২]। আমরা তাকে বাল্যকাল হতেই 'হুকুম'[৩] দিয়ে ধন্য করেছি।

১৩. এবং নিজের নিকট হতে তাকে নম্র-মন ও পবিত্রতা দান করেছি। আর সে ছিল বড় পরহেযগার

১৪. এবং তার পিতা-মাতার অধিকার রক্ষাকারী ছিল। সে না ছিল অহংকারী-অত্যাচারী, আর না না-ফরমান।

১৫. তার প্রতি সালাম যে দিন সে পয়দা হয়েছে, যে দিন সে মরবে এবং যে দিন সে জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।

২ মাঝখানের এ বিবরণ এখানে ত্যাগ করা হয়েছে যে আল্লাহতা'আলার এই ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) পয়দা হয়েছিলেন এবং যুবক রূপে বেড়ে উঠেছিলেন।

৩. 'হুকুম' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি, ইজতেহাদের ক্ষমতা, দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ, বৈষয়িক বিষয়ে সঠিক অভিমত গ্রহণ করার যোগ্যতা এবং ব্যাপার-সমূহে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা দেবার অধিকার।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
اذْكُرْ	বর্ণনা কর (যা)
فِي	(বলা হয়েছে) মধ্যে
الْكِتٰبِ	(এই) কিতাবের
مَرْيَمَ	: মারয়াম (সম্পর্কে)
اِذِ	যখন
انْتَبَذَتْ	সে পৃথকহয়ে গেল
مِنْ	থেকে
اَهْلِهَا	তার পরিবারবর্গ
مَكَانًا	স্থানে
شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾	(বায়তুল মুকাদ্দাসের) পূর্বদিকের
فَاتَّخَذَتْ	সে অতঃপর গ্রহণ [illegible]ছিল (স্থান)
مِنْ دُوْنِهِمْ	তাদের ছাড়া
حِجَابًا	আড়ালে (অর্থাৎ এতেকাফে বসল)
فَاَرْسَلْنَآ	আমরা অতঃপর প্রেরণ করলাম
اِلَيْهَا	তারপ্রতি
رُوْحَنَا	আমাদের রুহ (অর্থাৎফেরেশতাকে)
فَتَمَثَّلَ	সে অতঃপর আকৃতি ধারণকরল
لَهَا	তারকাছে
بَشَرًا	একজন মানুষরূপে
سَوِيًّا ﴿١٧﴾	পূর্ণাংগ
قَالَتْ	(মারয়াম) বলল
اِنِّيْٓ	আমি নিশ্চয়ই
اَعُوْذُ	আশ্রয় চাই
بِالرَّحْمٰنِ	দয়াময়ের কাছে
مِنْكَ	তোমার থেকে
اِنْ	যদি
كُنْتَ	তুমিহও
تَقِيًّا ﴿١٨﴾	মুত্তাকী
قَالَ	সেবলল
اِنَّمَآ	প্রকৃতপক্ষে
اَنَا	আমি
رَسُوْلُ	(প্রেরিত) দূত
رَبِّكِ	তোমার রবের
لِاَهَبَ	দানকরি যেন
لَكِ	তোমাকে
غُلٰمًا	একপুত্র
زَكِيًّا ﴿١٩﴾	পূত-পবিত্র

রুকূ ঃ ২

১৬. আর হে নবী! এই কিতাবে মারয়াম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর, যখন সে আপন লোকজন হতে আলাদা হয়ে পূর্বপ্রান্তে নিঃ-সম্পর্ক হয়ে রয়েছিল[৪]।

১৭. এবং পর্দা টানিয়ে তার পিছনে লুকিয়ে বসেছিল[৫]। এই অবস্থায় আমরা তার নিকট নিজের রুহকে (অর্থাৎ ফেরেশতাকে) পাঠালাম, আর সে তার সামনে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল।

১৮. মরিয়ম সহসা বলে উঠলঃ "তুমি যদি সত্যই কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি হয়ে থাক তবে আমি তোমা হতে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

১৯. সে বললঃ "আমি তো তোমার রবের প্রেরিত, আর এজন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তোমাকে এক পূত পবিত্র পুত্র দান করব।"

৪. অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের অংশ।

৫. অর্থাৎ এতেকাফে বসে গিয়েছিলেন।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ
সে বলল | কেমনকরে | হবে | আমার | পুত্র | যখন | আমাকে স্পর্শ করে নাই | কোন মানুষ

وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ⑳ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ
এবং | নই | আমি | চরিত্রহীনা | (ফেরেশতা) বলল | এরূপই (হবে) | বলেছেন | তোমার রব | তা | আমার উপর

هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ
সহজ | এবং | তা যেন আমরা করি | একটি নিদর্শন | লোকদের জন্যে | ও | রহমত | আমাদের থেকে | এবং | হয়েছে

اَمْرًا مَّقْضِيًّا ㉑ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ㉒
বিষয় | স্থিরীকৃত | তাকে সে অতঃপর গর্ভধারণ করল | সে অতঃপর পৃথক হয়েগেল | তাসহ | স্থানে | দূরবর্তী

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ
অতঃপর তাকে নিয়ে এল | প্রসববেদনা | কাছে | কান্ডের | খেজুরগাছের | সে বলল | হায় | আমার আফসোস

مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ㉓
আমি(যদি) মরে যেতাম | পূর্বে | এর | এবং | আমি হোতাম | বিস্মৃত | স্মৃতি বিলুপ্ত

২০. মরিয়ম বললঃ "আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। আর আমি কোন চরিত্রহীনা নারীও নই।"

২১. ফেরেশতা বললঃ "এভাবেই হবে[৬]। তোমার আল্লাহ বলেন যে, এরূপ করা আমার পক্ষে খুবই সহজ। আর আমরা এ করব এই উদ্দেশ্যে যে, এই পুত্রকে লোকদের জন্য একটি নিদর্শন বানাব[৭]। আর নিজের তরফ হতে এক রহমত বানাব। এই কাজ অবশ্যই হবে।"

২২. মরিয়মের গর্ভে এই সন্তানের ভ্রূণ সঞ্চার হল। আর সে এই গর্ভ বহন করে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল।

২৩. পরে প্রসব-যন্ত্রনা তাকে একটি খেজুর গাছের নীচে পৌঁছে দিল। সে বলতে লাগল ঃ "হায়, আমি যদি এর পূর্বেই মরে যেতাম, আর আমার নাম-চিহ্ন পর্যন্তও অবশিষ্ট না থাকত[৮]।

৬. অর্থাৎ কোন পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে।

৭. অর্থাৎ আমি এই শিশুকে এক জীবন্ত মো'জেজা (অলৌকিক ব্যাপার) স্বরূপ করতে চাই।

৮. যে ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এ কথা বলা হয়েছে তা বিবেচনা করলে বোঝা যাবে হযরত মরিয়ম (আঃ) প্রসব যন্ত্রণার জন্যে একথা বলেননি, বরং এই চিন্তায় বলেছিলেন যে- 'পিতা ছাড়া এই যে শিশু পয়দা হয়েছে একে নিয়ে আমি কোথায় যাব!' এ কারণেই গর্ভাবস্থায় তিনি একাকী দূরবর্তী এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর জননী ও বংশের লোক মাতৃভূমিতেই অবস্থান করছিলেন।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ

অতঃপর ডেকে বলল (ফেরেশতা) তাকে হতে তার পাদদেশ যে না তুমি চিন্তা করো নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেছেন তোমার রব তোমার নিচে

سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا

একঝর্ণা এবং তুমি নাড়াদাও তোমারদিকে কান্ডকে খেজুরগাছের ঝরেপড়বে তোমার উপর খেজুর

جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ

তাজা সুতরাং খাও ও পানকর এবং জুড়াও চোখকে অতঃপর যদি তুমিদেখ মধ্যহতে

الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ

মানুষের কাউকে তখন তুমি বল আমি নিশ্চয়ই মানতকরেছি দয়াময়ের জন্যে রোজা অতএব না

اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۭ قَالُوْا

কথাবলব আমি আজ মানুষের সাথে কোন অতঃপর সে আসল তাকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে তাকে বহণকরে তারাবলল

يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

হে মারয়াম নিশ্চয়ই এনেছ কিছু জঘন্য

২৪. ফেরেশতা এর পাদদেশ হতে তাকে ডেকে বললঃ "চিন্তা করো না, তোমার আল্লাহ তোমার নিম্নে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন।

২৫. আর তুমি এই গাছটির গোড়া ধরে নাড়া দাও, তোমার উপর তাজা-তাজা খেজুর টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়বে।

২৬. তুমি তা খাও, পান কর; আর তোমার চোখ ঠান্ডা কর। এই সময় তুমি যদি কোন লোক দেখতে পাও, তবে তাকে বলঃ আমি রহমানের জন্য রোযার মানত মেনেছি। এই কারণে আমি আজ কারো সাথে কথা বলব না।"

২৭. অতঃপর সে তার সন্তানকে নিয়ে নিজ জাতির লোকদের নিকটে আসল। লোকেরা বলতে লাগলঃ "হে মরিয়ম, তুমি তো বড়ই পাপের কাজ করে বসেছ।

يَاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ
হে ভগ্নী হারূনের না ছিলেন তোমারবাপ ব্যক্তি অসৎ

وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ
আর না ছিলেন তোমার মা (ব্যভিচারিনী) চরিত্রহীনা তখন সে ইশারা করল তারদিকে

قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ
তারা বলল কেমনে কথা বলব আমরা যে আছে মধ্যে দোলনার ছোট্টশিশু (শিশু ঈসা) বলল

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَّ جَعَلَنِىْ
নিশ্চয়ই আমি বান্দা আল্লাহর আমাকে তিনি দিয়েছেন কিতাব এবং আমাকে বানিয়েছেন নবী এবং আমাকে করেছেন

مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ
বরকতময় যেখানে আমি থাকি এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন নামাজের ও যাকাতের

مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾
আমি থাকি যতদিন পর্যন্ত জীবিত অবস্থায়

২৮. হে হারুনের বোন[৯], তোমার পিতা তো কোন খারাব লোক ছিল না, তোমার মা-ও ছিল না কোন চরিত্রহীনা নারী।"

২৯. মারয়াম বাচ্চাটির দিকে ইশারা করল। লোকেরা বললঃ " আমরা এর সাথে কি কথা বলব, এ তো দোলনায় শায়িত একটি শিশু মাত্র"।

৩০. শিশুটি বলে উঠল "আমি আল্লাহর বান্দা[১০], তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন।

৩১. বরকতওয়ালা করেছেন- যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর নামায ও যাকাত দেয়ার নিয়ম পালনের হুকুম করেছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকব।

৯. অর্থাৎ হারুন বংশীয় কন্যা। আরবী বাগ্‌ধারাতে কোন গোত্রের কোন ব্যক্তিকে সেই গোত্রের ভাই বলে অভিহিত করা হয়। কওমের লোকদের এ কথার অর্থ হচ্ছেঃ আমাদের সব থেকে উচ্চ মযহাবী ঘরের মেয়ে হয়ে তুমি এ কি করে বসলে!

১০. এ ছিল সে নিদর্শন এর পূর্বে ২১তম আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। নবজাত শিশু দোলনায় শায়িত অবস্থাতেই কথা বলতে শুরু করলো। এর দ্বারা সকলের কাছে একথা পরিষ্কার হ'য়ে গেলো যে– এ শিশু কোন পাপ-জাত শিশু হতে পারে না বরং এ আল্লাহতা'আলার প্রদর্শিত একটা অলৌকিক নিদর্শন। সূরা আলে-ইমরানের ৪৬নং আয়াত ও সূরা মায়েদার ১১০ নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে, যে হযরত ঈসা (আ:) দোলনায় কথা বলেছিলেন।

وَّ	بَرًّا	بِوَالِدَتِيْ	وَ	لَمْ يَجْعَلْنِيْ	جَبَّارًا
এবং	হক আদাইকারী	আমার মায়ের	এবং	আমাকে করেন নাই	উদ্ধত

شَقِيًّا ﴿٣٢﴾	وَ	السَّلٰمُ	عَلَيَّ	يَوْمَ	وُلِدْتُّ	وَ	يَوْمَ	اَمُوْتُ	وَ
হতভাগা	এবং	শান্তি	আমার উপর	যেদিন	আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি	ও	যেদিন	আমি মরব	ও

يَوْمَ	اُبْعَثُ	حَيًّا ﴿٣٣﴾	ذٰلِكَ	عِيْسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	قَوْلَ	الْحَقِّ
যেদিন	পুনরুত্থিতহব	জীবিত অবস্থায়	এই (হল)	ঈসা	পুত্র	মারয়ামের	কথা	চূড়ান্ত সত্য

الَّذِيْ	فِيْهِ	يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٤﴾	مَا	كَانَ لِلّٰهِ	اَنْ	يَّتَّخِذَ	مِنْ	وَّلَدٍ
যা (এমন যে)	সেক্ষেত্রে	তারাসন্দেহকরছে	নয়	আল্লাহর (কাজ)	যে	তিনি গ্রহণ করবেন	কোন	সন্তান

৩২. এবং আপন মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন[১১]। তিনি আমাকে স্বৈরাচারী ও খারাব চরিত্রের বানাননি।

৩৩. সালাম আমার প্রতি যখন আমি ভূমিষ্ট হয়েছি, যখন আমি মরব, আর যখন আমি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব[১২]।"

৩৪. এই হল মরিয়ম-পুত্র ঈসা। আর তার সম্পর্কে এই হল চূড়ান্ত সত্য কথা- যে-বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করে।

৩৫. আল্লাহ কাউকেও নিজের পুত্র বানাবার কাজ করেন না।

১১. মাতা-পিতার হক পালনকারী বলা হয়নি বরং শুধুমাত্র মাতার হক পালনকারী বলা হয়েছে। এর দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয় যে হযরত ঈসা (আ:)-এর কোন পিতা ছিল না; এবং এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে- কুরআন মজীদে সকল জায়গাতেই তাকে মরিয়ম পুত্র ঈসা বলা হয়েছে।

১২. এই অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন ক'রে আল্লাহতা'আলা সেই সময়ই বনী ইস্রাঈলের প্রতি তাঁর সতর্কীকরণের দায়িত্ব পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাই যখন যুবক হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ:) নবুয়তের কাজ শুরু করলেন বনী ইস্রাঈল মাত্র তাঁকে অস্বীকারই করলো না বরং তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টায় রত হ'লো, এবং তাঁর সম্মানীয়া জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিতেও যখন কুণ্ঠিত হ'লো না তখন আল্লাহতা'আলা তাদেরকে এরূপ শাস্তি দান করলেন যা তিনি অন্য কোন কওমকে দান করেননি।

سُبْحٰنَهٗ ؕ	اِذَا	قَضٰۤى	اَمْرًا	فَاِنَّمَا	يَقُوْلُ	لَهٗ	كُنْ
তিনিপবিত্র	যখন	ফয়সালা করেন	কোন বিষয়কে	শুধুমাত্র তখন	বলেন	তাকে	হও

فَيَكُوْنُ ﴿٣٥﴾	وَ	اِنَّ	اللّٰهَ	رَبِّيْ	وَ	رَبُّكُمْ	فَاعْبُدُوْهُ ؕ	هٰذَا
তখনই হয়েযায়	এবং	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	আমাররব	ও	তোমাদেররব	তাঁরই তোমরা সুতরাং ইবাদতকর	এটা

صِرَاطٌ	مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٣٦﴾	فَاخْتَلَفَ	الْاَحْزَابُ	مِنْۢ	بَيْنِهِمْ ۚ	فَوَيْلٌ
পথ	সরল সঠিক	মতভেদকরল অতঃপর	দলগুলি		তাদেরমাঝে	সুতরাং দুর্ভোগ

لِّلَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	مِنْ	مَّشْهَدِ	يَوْمٍ	عَظِيْمٍ ﴿٣٧﴾	اَسْمِعْ	بِهِمْ	وَ
(তাদের)জন্যে যারা	অস্বীকার করেছে	হতে	সাক্ষাত	দিনের	কঠিন	কত স্পষ্ট শুনবে	তারা	ও

اَبْصِرْ ۙ	يَوْمَ	يَاْتُوْنَنَا	لٰكِنِ	الظّٰلِمُوْنَ	الْيَوْمَ	فِيْ	ضَلٰلٍ
(কত স্পষ্ট) দেখবে	যেদিন	আমাদের কাছে তারা আসবে	কিন্তু	যালেমরা	আজ	মধ্যে (রয়েছে)	বিভ্রান্তির

مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾
সুস্পষ্ট

তিনি পাক ও পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে ফেলেন, তখন বলেনঃ হও, আর অমনি তা হয়ে যায়[১৩]।

৩৬. (আর ঈসা বলেছিলঃ) "আল্লাহ আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর, এটা সরল- সঠিক পথ।"

৩৭. কিন্তু পরে বিভিন্ন দল পরস্পরে মতভেদ করতে লাগল। অতএব যার কুফরী করল তাদের জন্য সেই সময়টি বড়ই ধ্বংসকর হবে যখন তারা এক বড় কঠিন দিন দেখতে পাবে।

৩৮. যখন তারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে সেদিন তো তাদের কানও খুব শুনতে পাবে, তাদের চোখও খুব দেখতে থাকবে। কিন্তু আজ এই যালেমরা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।

১৩. ঈসায়ীদের প্রতি এ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার 'এতেমামে হুজ্জত' (যুক্তি-প্রমাণ দানে সতর্কীকরণের দায়িত্ব পূর্ণকরন)। অলৌকিকভাবে কারুর জন্মলাভ করাটাই এ কথার প্রমাণ নয় যে তাকে খোদার পুত্ররূপে মা'আজাল্লাহ-(এ পাপ ধারণা থেকে আল্লাহ বাঁচান) গণ্য করতে হবে।
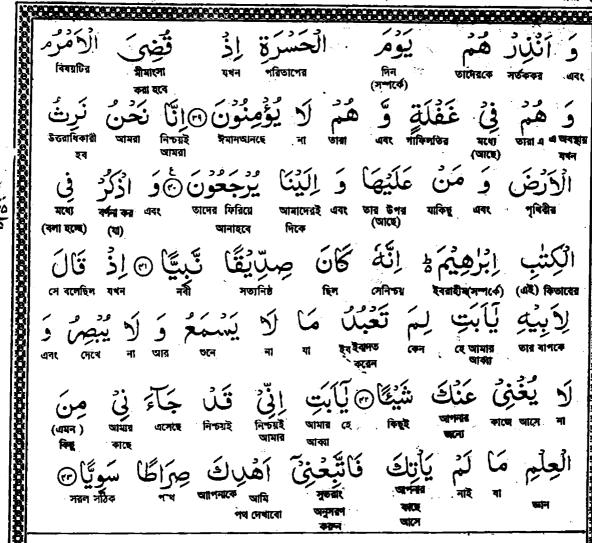
৩৯. হে নবী। এই অবস্থায় যখন এরা বে-খেয়াল হয়ে রয়েছে, ঈমান গ্রহণ করছে না, তাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে এবং আফ্‌সোস-অনুতাপ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

৪০. শেষ পর্যন্ত আমরাই যমীন ও তার সমস্ত জিনিষের উত্তরাধিকারী হব। এবং সব কিছু আমাদের দিকেই ফিরিয়ে আনা হবে।

রুকু ঃ ৩

৪১. আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা কর। সে নিঃসন্দেহে একজন সত্যপন্থী মানুষ ও একজন নবী ছিল।

৪২. (এই লোকদেরকে খানিকটা সেই সময়কার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন সে তার পিতাকে বলেছিলঃ "হে আব্বা, আপনি কেন সেই সব জিনিসের ইবাদত করেন যা না শুনতে পারে, না দেখতে পারে, আর না আপনার কোন কাজ সম্পাদন করে দিতে সক্ষম?

৪৩. হে আব্বা। আমার নিকট এমন এক ইল্‌ম, এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ

হে আমার আব্বা | না | ইবাদত করবেন | শয়তানের | নিশ্চয়ই | শয়তান | হল | দয়াময়ের

عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ

অবাধ্য | হে আমার আব্বা | নিশ্চয়ই আমি | ভয়করি আমি | যে | আপনাকে স্পর্শ করবে | শাস্তি

ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ

দয়াময়ের | অতঃপর আপনি হবেন | শয়তানের জন্যে | বন্ধু | সেবলল | কি বিমুখ | তুমি

عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَ

হতে | আমার ইলাহগুলো | হে | ইবরাহীম | অবশ্যই যদি | না | বিরতহও তুমি | তোমাকে অবশ্যই পাথরমেরে হত্যাকরবই | এবং

ٱهْجُرْنِى مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ

আমাকে ছেড়ে চলেযাও | চিরতরে | সে বলল | সালাম | তো. আপনার উপর | ক্ষমা চাইব আমি | আপনার জন্যে | আমার রবের কাছে | নিশ্চয়ই তিনি

كَانَ بِى حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

হলেন | আমার প্রতি | অনুগ্রহশীল | এবং | আপনার থেকে আমি পৃথক হচ্ছি | এবং | যাদেরকে | আপনারা ডাকেন | ছাড়া | আল্লাহ

وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

এবং | ডাকব আমি | আমার রবকে | আশাকরি | যে না | হব আমি | ডাকে | আমাররবের | ব্যর্থকাম

৪৪. আব্বা! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না। শয়তান তো রহমানের না-ফরমান।

৪৫. আব্বা ! আমার ভয় হচ্ছে, যেন আপনি রহমানের আযাবে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন আর শয়তানের সাথী হয়ে না বসেন।"

৪৬. পিতা বললঃ "ইবরাহীম! তুই কি আমার মা'বুদদের হাতে বিমুখ হয়ে গিয়েছিস? তুই যদি বিরত না হস তবে আমি তোকে পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দেব। তুই চিরদিনের তরে আমার নিকট হতে দূরে সরে যা।"

৪৭. ইবরাহীম বললঃ "আপনার উপর সালাম হোক! আমি আমার রবের নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আপনাকে মাফ করে দেন! আমার রব আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।

৪৮. আমি আপনাদেরকেও ছেড়ে যাচ্ছি, আর সেই সত্তাগুলিকেও যাদেরকে আপনারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডেকে থাকেন। আমি তো আমার রবকেই ডাকব। আশাকরি, আমি আমার রবকে ডেকে ব্যর্থকাম হব না।"

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

অতঃপর যখন — তাদের থেকে পৃথক হল — এবং — যাদের — তারা ইবাদত করত — ছাড়া — আল্লাহ — আমরা দান করলাম — তাকে — ইসহাককে — ও — ইয়াকুবকে — এবং — প্রত্যেককে — আমরা বানালাম — নবী

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

এবং — আমরা দান করলাম — তাদেরকে — আমাদের রহমত — এবং — আমরা দিলাম — তাদেরকে — ভাষা — সত্যের ও সুখ্যাতির — সমুচ্চ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

এবং — উল্লেখ কর (যা) — মধ্যে (বলা হচ্ছে) — (এই) কিতাবের — মুসা (সম্পর্কে) — সে নিশ্চয়ই — ছিল — বিশুদ্ধচিত্ত — এবং — ছিল — রাসূল — নবী
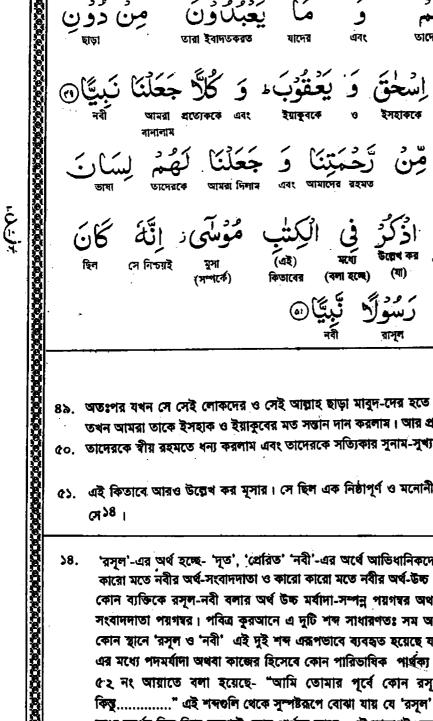
৪৯. অতঃপর যখন সে সেই লোকদের ও সেই আল্লাহ ছাড়া মাবুদ-দের হতে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল, তখন আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মত সন্তান দান করলাম। আর প্রত্যেককে নবী বানালাম,

৫০. তাদেরকে স্বীয় রহমতে ধন্য করলাম এবং তাদেরকে সত্যিকার সুনাম-সুখ্যাতি দান করলাম।

৫১. এই কিতাবে আরও উল্লেখ কর মূসার। সে ছিল এক নিষ্ঠাপূর্ণ ও মনোনীত ব্যক্তি। আর নবী-রসূলও ছিল সে[১৪]।

১৪. 'রসূল'-এর অর্থ হচ্ছে- 'দূত', 'প্রেরিত' 'নবী'-এর অর্থে আভিধানিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে নবীর অর্থ-সংবাদদাতা ও কারো কারো মতে নবীর অর্থ-উচ্চ মর্যাদা ও পদ সম্পন্ন। অতএব কোন ব্যক্তিকে রসূল-নবী বলার অর্থ উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন পয়গম্বর অথবা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সংবাদদাতা পয়গম্বর। পবিত্র কুরআনে এ দুটি শব্দ সাধারণতঃ সম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে 'রসূল ও 'নবী' এই দুই শব্দ এরূপভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যার দিয়ে বোঝা যায় যে এই দুই-এর মধ্যে পদমর্যাদা অথবা কাজের হিসেবে কোন পারিভাষিক পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ সূরা হজ্জের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "আমি তোমার পূর্বে কোন রসূল অথবা নবী প্রেরণ করিনি, কিন্তু..............." এই শব্দগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে 'রসূল' ও 'নবী' দুটি পরিভাষা- যাদের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে অবশ্যই কোন পার্থক্য আছে। এই কারণেই তফসীরকারদের মধ্যে এই বিতর্কের

(বাকী অংশ অপর পাতায়)

রুকূ ঃ ৪

৫২. আমরা তাকে তূর-এর ডান দিক হতে ডেকেছি এবং গোপন কথাবার্তা দ্বারা তাকে নৈকট্য দান করেছি।

৫৩. আর নিজের অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে (সাহায্যকারী হিসাবে) দিয়েছি।

৫৪. এই কিতাবে ইসমাঈলকেও স্মরণ কর। সে ছিল ওয়াদার সত্যতাবিধানকারী। আর নবী-রসূলও ছিল সে।

৫৫. সে তার ঘরের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিত। সর্বোপরি তার রবের নিকট এক পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিল সে।

উদ্ভব হয়েছে যে, এই পার্থক্যের স্বরূপ কি? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অকাট্য-প্রমাণসহ কেউই 'রসূল' ও 'নবী'র পৃথক পৃথক স্বরূপ ও পদ মর্যাদা নির্দিষ্ট করতে পারেননি। এ সম্পর্কে যতটুকু কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে তা হচ্ছে 'রসূল' শব্দটি 'নবী'র তুলনায় বিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রত্যেক 'রসূল' 'নবী' কিন্তু প্রত্যেক 'নবী'ই 'রসূল' নন। অন্য কথায়ঃ পয়গম্বরদের মধ্যে সেই সব মহান উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে রসূল বলা হয় যাদেরকে সাধারণ পয়গম্বরদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। একটি হাদীস দ্বারাও একথা সমর্থিত হয়। রসূলুল্লাহকে (সঃ) রসূলের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি তাদের সংখ্যা ৩১৩ বা ৩১৫ বলেছিলেন। কিন্তু তাকে নবীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের সংখ্যা একলাখ চব্বিশ হাজার বলেছিলেন।
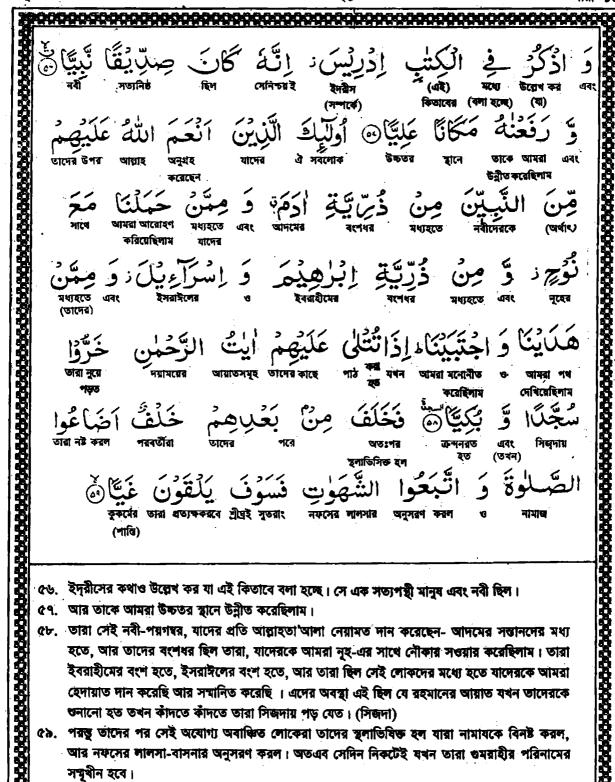
৫৬. ইদ্‌রীসের কথাও উল্লেখ কর যা এই কিতাবে বলা হচ্ছে। সে এক সত্যপন্থী মানুষ এবং নবী ছিল।

৫৭. আর তাকে আমরা উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছিলাম।

৫৮. তারা সেই নবী-পয়গম্বর, যাদের প্রতি আল্লাহতা'আলা নেয়ামত দান করেছেন- আদমের সন্তানদের মধ্য হতে, আর তাদের বংশধর ছিল তারা, যাদেরকে আমরা নূহ-এর সাথে নৌকায় সওয়ার করেছিলাম। তারা ইবরাহীমের বংশ হতে, ইসরাঈলের বংশ হতে, আর তারা ছিল সেই লোকদের মধ্যে হতে যাদেরকে আমরা হেদায়াত দান করেছি আর সম্মানিত করেছি । এদের অবস্থা এই ছিল যে রহমানের আয়াত যখন তাদেরকে শুনানো হত তখন কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদায় পড় যেত। (সিজদা)

৫৯. পরন্তু তাদের পর সেই অযোগ্য অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল, আর নফসের লালসা-বাসনার অনুসরণ করল। অতএব সেদিন নিকটেই যখন তারা গুমরাহীর পরিনামের সম্মুখীন হবে।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ

কিন্তু · যারা · করেছে তওবা · ও · ঈমান এনেছে · ও · কাজ করেছে · নেক · অতঃপর ঐসবলোক · তারা প্রবেশ করবে

الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ۣالَّتِيْ وَعَدَ

জান্নাতে · এবং · না · যুলুমকরা হবে · কিছুমাত্রও · জান্নাত · স্থায়ী · যার · ওয়াদা করেছেন

الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا

দয়াময় · তাঁর বান্দাদের কে · গোপনে · তিনি নিশ্চয়ই (এমন যে) · হল · তাঁর ওয়াদা · অবশ্যম্ভাবী · না

يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۭ وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا

তারা শুনবে · তারমধ্যে · বেহুদা কথা · এব্যতীত · শান্তি · এবং · তাদের জন্যে থাকবে · তাদের রিযক · তারমধ্যে

بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ

সকালে · ও · সন্ধ্যায় · এই · জান্নাত · যার · আমরা করব উত্তরাধীকারী · মধ্যহতে

عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ

আমাদের বান্দাদের · যে · হবে · মুত্তাকী · এবং (হেনবী) · না · আমরা অবতরণ করি · এব্যতীত · নির্দেশ ক্রমে · আপনার রবের

৬০. অবশ্য যে তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল অবলম্বন করবে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার বিনষ্ট হবে না।

৬১. তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে, রহমান তাঁর বান্দাদের সাথে গোপনে যার ওয়াদা করে রেখেছেন। আর এই ওয়াদা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবেই হবে।

৬২. সেখানে তারা কোন বেহুদা কথা শুনবে না। যা কিছু শুনবে ঠিকই শুনবে। আর তাদের রেযক তারা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা লাভ করতে থাকবে।

৬৩. এই সেই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী আমরা বানাব আমাদের বান্দাহদের মধ্য হতে সেই সব লোককে যারা পরহেজগার হয়ে রয়েছে।

৬৪. হে নবী, আমরা আপনার রবের হুকুম ব্যতীত অবতীর্ণ হই না[১৫]।

১৫। এখানে বক্তা হচ্ছে ফেরেশতা; যদিও কালাম আল্লাহতা'আলারই। অর্থাৎ ফেরেশতা রসূলে করীম (সঃ) কে বলছেন যে "আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আসি না, আল্লাহতা'আলা যখন আমাদের প্রেরণ করেন তখনই মাত্র আমরা এসে থাকি"

لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج

তাঁরই (মালিকানায়) যাকিছু (আছে) সামনে আমাদের ও যাকিছু (আছে) আমাদের পিছনে পিছনে এবং যাকিছু (আছে) মাঝে এর

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ

এবং না হলেন আপনার রব (এমন যে) ভুলে যান রব আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর এবং

مَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط هَلْ تَعْلَمُ

যাকিছু (আছে) উভয়ের মাঝে তারই সুতরাং ইবাদত করুন এবং ধৈর্যশীলথাকুক তাঁর ইবাদতের উপর কি জানেন আপনি (কাউকে)

لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ

তাঁর সমনাম (সমগুণসম্পন্ন) এবং বলে মানুষ কি যখন আমি মরে যাব পরে অবশ্যই

اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ اَوَ لَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ

আমি হব পুনরুত্থিত জীবিত অবস্থায় কি না স্মরণকরে মানুষ যে আমরা আমরা সৃষ্টি করেছি তাকে

قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ

ইতিপূর্বে যখন না সে ছিল কোন কিছুই শপথ সুতরাং তোমার রবের তাদের অবশ্যই সমবেত করব আমরা এবং

الشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

শয়তানদেরকেও এরপর তাদের অবশ্যই উপস্থিত করবই আমরা চতুর্দিকে জাহান্নামের নতজানু অবস্থায়

যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু পিছনে রয়েছে, আর যা কিছু তার মাঝখানে রয়েছে, সব জিনিসেরই মালিক তিনিই, আর আপনার রব কখনই ভুলে যান না। . ।

৬৫. তিনি রব আসমান-সমূহের, যমীনের, আর সেই সব জিনিসেরই যা আসমান ও যমীনের মাঝখানে রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর এবং তাঁরই বন্দেগীর উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক। তোমাদের জানামতে তাঁর সমতুল্য কোন সত্তা আছে কি?

রুকূ ঃ ৫

৬৬. মানুষ বলেঃ আমি যখন সত্যই মরে যাব, তখন কি আমাকে পূনর্জীবিত করে উত্থিত করা হবে?

৬৭. মানুষের কি একথা মনে পড়ে না যে, আমরা তাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছি তখন যখন তারা কিছুই ছিল না?

৬৮. .... তোমার আল্লাহর শপথ, আমরা অবশ্যই এই সব লোককে এবং তাদের সাথে শয়তানগুলিকেও ঘিরে আনব। তার পর জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে এনে তাদেরকে উপুড় করে ফেলে দেব।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ

এরপর | অবশ্যই আমরা বেছেবের করব | মধ্য হতে | প্রত্যেক | দলের | তাদের কোন (ব্যক্তি) | সর্বাধিক | ক্ষেত্রে | দয়াময়ের

عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَ

অবাধ্য | পরন্তু | অবশ্যই আমরা | খুবজানি | তাদেরকে | যারা | অধিকতর যোগ্য | তা'তে | প্রবেশের (জন্যে) | এবং

إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ

নাই | তোমাদের মধ্যেকেউ | এব্যতীত | অতিক্রমকারী | তা | (এটা) হল | কাছে | তোমার রবের | চূড়ান্ত | সিদ্ধান্তকৃত | এরপর

نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَ

উদ্ধার করব আমরা | (তাদেরকে) যারা | তাকওয়া অবলম্বন করেছে | ও | রেখেদিব আমরা | যালিমদেরকে | তারমধ্যে | নতজানু অবস্থায় | এবং

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

যখন | আবৃত্তি করা হয় | তাদের কাছে | আমাদের আয়াত সমূহ | সুস্পষ্ট | বলে | যারা | কুফুরীকরেছে

لِلَّذِينَ آمَنُوا

(তাদের) কে যারা | ঈমান এনেছে

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দল হতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাছাই-ছাটাই করে নেব, যারা রহমানের বিরুদ্ধে অত্যাধিক বিদ্রোহী ও দূর্বীনিত হয়েছিল।

৭০. পরন্তু আমরা জানি, এদের মধ্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার জন্য সবচেয়ে যোগ্য কারা।

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জাহান্নামের উপর উপস্থিত হবে না। এতো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত কথা। একে পুরা করা তোমার রবের দায়িত্ব।

৭২. সেই সঙ্গে আমরা সেই লোকদের রক্ষা করব যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী জীবন-যাপন করেছে। আর যালেমদেরকে তাতেই নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেব।

৭৩. এই লোকদেরকে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়, তখন অমান্যকারীরা ঈমানদার লোকদেরকে বলেঃ

اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ نَدِيًّا ٧٣

কোনটি দুইদলের উত্তম মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠতর (জাঁকজমকপূর্ণ) মজলিসে

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا

এবং কতই (না) আমরা ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে মানবগোষ্ঠিকে তারা (ছিল) উত্তম সম্পদ (সাজ সরঞ্জামে)

وَّ رِءْيًا ٧٤ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ

এবং (চাকচিক্যে) বাহ্যদৃষ্টিতে বল যে হবে মধ্যে বিভ্রান্তির সেক্ষেত্রে ঢিল দেবেন তাকে

الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ

দয়াময় (অনেক) ঢিল দেয়া শেষ পর্যন্ত যখন তারা দেখবে যা তাদের ওয়াদা করা হয়েছে হয় শাস্তি

وَ اِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ

আর না হয় কিয়ামতের সময় তখন তারা জানবে কে সে নিকৃষ্ট অবস্থায় ও

اَضْعَفُ جُنْدًا ٧٥

দুর্বলতর দলবলে (সৈন্য সামন্তে)

"বল, আমাদের দুই দলের মধ্যে উত্তম মর্যাদায় কে রয়েছে এবং কার মজলিসসমূহ অধিক জাঁকজমক পূর্ণ[১৬]?

৭৪. অথচ তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি, যারা এদের অপেক্ষাও অধিক সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে তাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল।

৭৫. তাদেরকে বলঃ যে ব্যক্তি গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়, রহমান তাকে ঢিল দিয়ে থাকেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত এসব লোক যখন সেই জিনিসটি দেখে লয়, যার ওয়াদা তাদের নিকট করা হয়েছে তা- আল্লাহর আযাব হোক অথবা কিয়ামতের সময়- তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাব এবং কার দলবল দুর্বল।

১৬। মক্কার কাফেরদের যুক্তি ছিল তোমরা দেখে নাও, দুনিয়াতে কারা আল্লাহর ফযল ও তাঁর নেয়ামতসমূহ দ্বারা অনুগৃহীত হচ্ছে। কাদের ঘর-বাড়ী বেশী শানশওকতপূর্ণ কাদের জীবন-যাপনের মান বেশী উন্নত? কাদের মজলিশগুলি বেশী জমকালো? যদি এগুলি আমরা পেয়ে থাকি আর তোমরা মুসলমানরা যদি সেগুলি থেকে বঞ্চিত থাক তবে তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা মিথ্যার উপর থেকেও এরূপ আয়েশ-আরাম ও মজা লুটছি, আর তোমরা সত্য পথে থেকেও এরূপ দুর্দশায় জীবন কাটাচ্ছ?
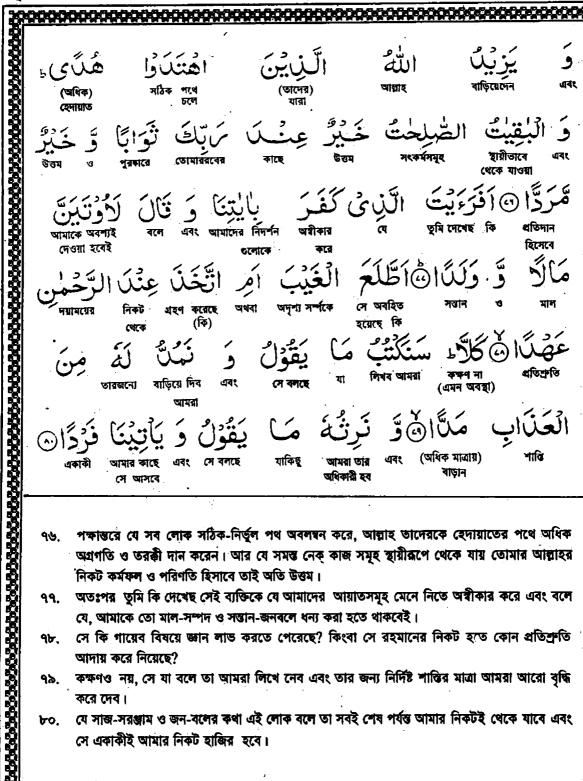
৭৬. পক্ষান্তরে যে সব লোক সঠিক-নির্ভুল পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতের পথে অধিক অগ্রগতি ও তরক্কী দান করেন। আর যে সমস্ত নেক্ কাজ সমূহ স্থায়ীরূপে থেকে যায় তোমার আল্লাহর নিকট কর্মফল ও পরিণতি হিসাবে তাই অতি উত্তম।

৭৭. অতঃপর তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমাকে তো মাল-সম্পদ ও সন্তান-জনবলে ধন্য করা হতে থাকবেই।

৭৮. সে কি গায়েব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে? কিংবা সে রহমানের নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে?

৭৯. কক্ষণও নয়, সে যা বলে তা আমরা লিখে নেব এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আমরা আরো বৃদ্ধি করে দেব।

৮০. যে সাজ-সরঞ্জাম ও জন-বলের কথা এই লোক বলে তা সবই শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই থেকে যাবে এবং সে একাকীই আমার নিকট হাজির হবে।
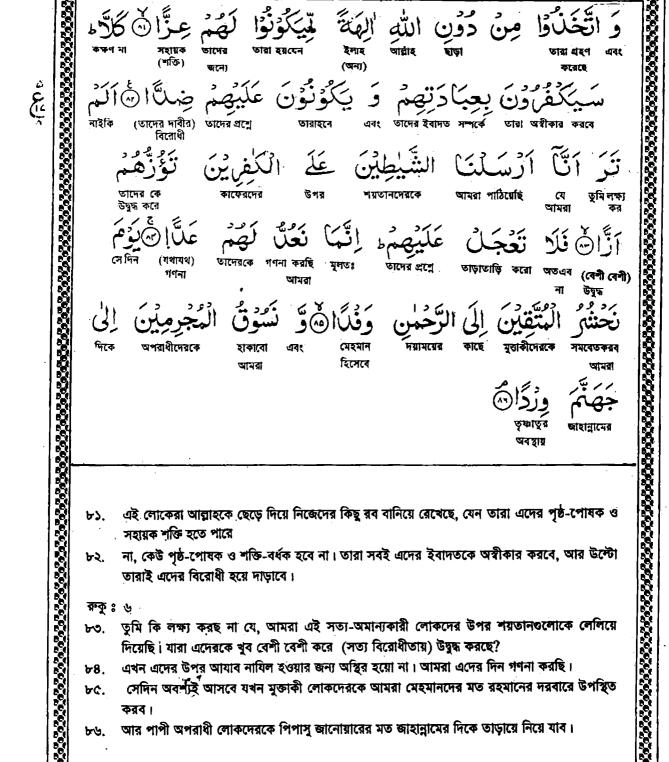
৮১. এই লোকেরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কিছু রব বানিয়ে রেখেছে, যেন তারা এদের পৃষ্ঠ-পোষক ও সহায়ক শক্তি হতে পারে

৮২. না, কেউ পৃষ্ঠ-পোষক ও শক্তি-বর্ধক হবে না। তারা সবই এদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে, আর উল্টো তারাই এদের বিরোধী হয়ে দাড়াবে।

রুকু ঃ ৬

৮৩. তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, আমরা এই সত্য-অমান্যকারী লোকদের উপর শয়তানগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছি। যারা এদেরকে খুব বেশী বেশী করে (সত্য বিরোধীতায়) উদ্বুদ্ধ করছে?

৮৪. এখন এদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য অস্থির হয়ো না। আমরা এদের দিন গণনা করছি।

৮৫. সেদিন অবশ্যই আসবে যখন মুত্তাকী লোকদেরকে আমরা মেহমানদের মত রহমানের দরবারে উপস্থিত করব।

৮৬. আর পাপী অপরাধী লোকদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মত জাহান্নামের দিকে তাড়ায়ে নিয়ে যাব।

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

না | তারা সক্ষম হবে | সুপারিশের | ব্যতীত | (সে) যে | গ্রহণ করেছে | নিকটহতে

الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

দয়াময়ের | প্রতিশ্রুতি | এবং | তারাবলে | গ্রহণ করেছেন | দয়াময় | পুত্র

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ

নিশ্চয়ই | তোমরা এনেছ | কিছু (কথা) | বীভৎস বেহুদা | উপক্রম হয়েছে | আকাশমন্ডলী | বিদীর্ণ হওয়ার | তাথেকে | ও

تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ

খন্ডবিখন্ড হবে | পৃথিবী | এবং | পতিত হবে | পাহাড় সমূহ | চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে | (একারণে) যে | দাবীকরছে | দয়াময়ের জন্যে

وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ

পুত্র | এবং | না | শোভাপায় | দয়াময়ের জন্যে | যে | তিনি গ্রহণ করবেন | পুত্র | নাই | (এমন) কেউ

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

যা কিছু | মধ্যে আছে | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর | এ ব্যতীত যে | উপস্থিত হবে | দয়াময়ের কাছে | বান্দারূপে

৮৭. সেই সময় লোকেরা কোন সুপারিশ আনতে সক্ষম হবে না- তাদের ছাড়া যারা রহমানের দরবার হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে।

৮৮. তারা বলেঃ রহমান কাউকে পুত্র বানিয়েছে।

৮৯. এ অতি সাংঘাতিক বেহুদা কথা যা তোমরা রচনা করে নিয়েছ।

৯০. অসম্ভব নয় যে, আসমান ফেটে পড়বে, যমীন দীর্ণ হয়ে যাবে আর পাহাড়-পর্বত ধুলিস্মাৎ হবে-

৯১. এ কারণে যে, লোকেরা রহমানের সন্তান হওয়া দাবী করেছে।

৯২. কাউকে পুত্র বানিয়ে নেয়া রহমানের জন্য শোভনীয় নয়।

৯৩. যমীন ও আসমানের মাঝখানে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর নিকট বান্দা হিসাবে উপস্থিত হবে।

لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

নিশ্চয়ই তিনি তাদের পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন গনি তাদেরকে ও গুনে রেখেছেন তাদেরকে গণনা করে এবং সকলে তাদের আসবে তাঁরকাছে দিনে কিয়ামতের ব্যক্তি হিসেবে নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও কাজকরেছে সৎ সৃষ্টি করবেন তাদের জন্যে (মানুষের মনে) দয়াময় ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে (হে-নবী) তা আমরা সহজকরেছি তোমার ভাষায় তুমি যেন সুসংবাদ দাও তাদিয়ে মুত্তাকীদেরকে আর তুমি কর সতর্ক তাদিয়ে লোকদেরকে (যারা) বিতণ্ডাপ্রবণ ও জেদী এবং কতই (না) আমরা ধ্বংস করেছি তাদেরপূর্বে হতে মানবগোষ্ঠি কি অনুভবকর (কোন চিহ্ন) তাদের মধ্যহতে কারও অথবা শুনতেপাও তাদের থেকে কোন ক্ষীন শব্দও

৯৪. তিনি সর্ব-ব্যাপক এবং তিনি তাদের গণনা করে রেখেছেন।

৯৫. কিয়ামতের দিন সকলেই তাঁর সম্মুখে ব্যক্তি ব্যক্তি (ব্যক্তিগত) হিসেবে হাজির হতে বাধ্য হবে।

৯৬. যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক্ আমল করেছে, অতি শীঘ্রই রহমান মানুষের মনে তাদের প্রতি অবশ্যই ভালোবাসার উদ্ভব করে দিবেন[১৭]।

৯৭. অতএব হে নবী! এই কালামকে আমরা সহজ করে তোমার মুখের মাধ্যমে এ জন্য নাযিল করেছি যে, তুমি মুক্তাকী লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে এবং জেদী লোকদেরকে ভয় দেখাবে।

৯৮. এদের পূর্বে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন কি তুমি তাদের কোন চিহ্ন খুঁজে পাও, কিংবা তাদের ক্ষীণ শব্দ ও কি কোথাও শোনা যায়?

১৭। অর্থাৎ আজ মক্কার অলিতে-গলিতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী থাকবেনা। সেদিন অতি নিকটে যখন তারা নিজেদের সৎ কাজ এবং উত্তম চরিত্র ও ব্যবহারের কারণে মানুষের কাছে অবশ্যই প্রিয় হবে, মানুষের হৃদয় তাদের প্রতি আকর্ষিত হবে এবং জাতি তাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করে দেবে। দূর্নীতি, অনাচার, অহংকার, ঔদ্ধত্য, মিথ্যা ও লোক দেখানো কার্যকলাপের জোরে যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চলে তা বলপূর্বক মানুষের মাথা নত করলেও তাদের হৃদয়কে জয় করতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা সত্যতা, ন্যায়পরতা, অকপটতা, সদ্ব্যবহার ও উত্তম নৈতিকতা সহ মানুষকে সত্য-সঠিক পথের দিকে আমন্ত্রণ জানায় প্রথম প্রথম জগত তাদের প্রতি যতই উপেক্ষা প্রদর্শন করুক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্যই মানুষের অন্তরকে জয় করে। আর অবিশ্বাসী অবিশ্বস্ত লোকদের মিথ্যা তাদের পথ বেশী দিন রুদ্ধ করে রাখতে পারে না।

সূরা ত্বাহা

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল সূরা মারয়ামের নাযিল হওয়ার কাছাকাছি। এটা সম্ভবত মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময়ে কিংবা তার পরেই নাযিল হয়েছিল। যাই হোক, এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত উমরের ইসলাম কবুল করার পূর্বেই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ করার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বিবরণ হলো এই যে, তিনি যখন নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন তখন পথের মাঝে এক ব্যক্তি তাকে বলে প্রথমে নিজের ঘর সামলাও। তোমার নিজের বোন ও দুলাভাই এই নতুন দ্বীন কবুল করেছে। এ কথা শুনে হযরত উমর সোজা তাঁর বোনের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর বোন ফাতেমা বিন্‌তে খাত্তাব ও দুলাভাই সাঈদ ইব্‌নে জায়েদ বসে হযরত খাব্বাব ইবনুল ইরত্‌-এর নিকট এক 'সহীফা'র (লিখিত কালাম) শিক্ষা লাভ করছিলেন। হযরত উমরের সেখানে উপস্থিত হওয়ার সংগে সংগে তাঁর বোন সহীফাখানি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু হযরত উমর পড়ার শব্দ ইতিপূর্বেই শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। পরে তাঁর দুলাভাই-এর ওপর হামলা চালালেন ও তাকে মার-ধর করতে লাগলেন। বোন তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাকেও মারধর করলেন– এমন কি আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে গেল। শেষ পর্যন্ত বোন ও দুলাভাই দুইজন-ই বললেন "হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়েছি– তুমি যা ইচ্ছা করতে পার"। হযরত উমর তাঁর বোনের দেহ হতে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে অনেকটা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। বলতে লাগলেনঃ "তোমরা যা পড়তেছিলে, তা আমাকেও দেখাও।" বোন প্রথমে তো প্রতিজ্ঞা করালেন যে, তিনি তা ছিঁড়ে ফেলবেন না। পরে বললেন "তুমি গোসল করে না আসা পর্যন্ত এ পাক সহীফা স্পর্শ করতে পারবে না।" হযরত উমর গোসল করে এলেন এবং পরে 'সহীফা' খানি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এ সহীফাখানিতে আলোচ্য সূরা ত্বাহা লিখিত ছিল। এ পড়তে পড়তে তার মুখ হতে সহসা ধ্বনিত হল "কী সুন্দর কালাম!" এ কথা শোনামাত্রই হযরত খাব্বাব ইবনুল ইরত্‌ যিনি হযরত উমরের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে পূর্বেই লুকিয়েছিলেন-বাইরে এলেন এবং বললেন "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি আল্লাহতা'আলা তোমার দ্বারা তাঁর নবীর দ্বীনের দাওআত বিস্তার ও সম্প্রসারণের বহু কাজ করাবেন- বহু খেদমত নেবেন। গতকাল-ই আমি নবী করীম (সঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেনঃ "হে আল্লাহ, আবুল হেকাম ইবনে হেশাম (আবু জেহেল) কিংবা উমর ইবনুল খাত্তাব– এই দুজনের কোন একজনকে ইসলামের সমর্থক বানিয়ে দাও।" অতএব হে উমর, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হও, আল্লাহর দিকে চলতে শুরু কর। হযরত উমরের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে এখনও যার অভাব ছিল এ ব্যাক্যটি তাও পূর্ণ করে দিল। আর তখনই তিনি হযরত খাব্বাব (রাঃ)-এর সংগী হয়ে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনার অল্পকাল পরেই এ ঘটনা ঘটে।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটির সূচনা হয় এ ভাবে "হে মুহাম্মদ! এই কুরআন তোমার প্রতি এ জন্য নাযিল করিনি যে– শুধু শুধুই তোমাকে বিপদে নিক্ষেপ করা হবে। পার্বত্য শিলাখন্ডের মধ্যে হতে দুধের স্রোত প্রবাহিত করার কোন দায়িত্ব তোমার নেই। যারা মানেনা, তাদের জোরপূর্বক মেনে নিতে বাধ্য করবে, হঠকারী লোকদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালাতেই হবে– এ দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত হয়নি। আসলে এ তো একটি নসীহত-স্মরনিকা-স্মারক। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, যারা তাঁর পাকড়াও হতে বাঁচতে চায়, তারা যেন এ শুনতে পেয়ে সরল-সোজা পথ অবলম্বন করে। এটা যমীনে ও আসমানের মালিক আল্লাহর কালাম। তিনি ছাড়া আর কেউই উলূহিয়াতের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। এ দুটি মহাসত্যই অটল, অকাট্য ও শাশ্বত। কেউ তা মানুক আর না-ই মানুক তাতে কিছুই আসে যায় না।

এ ভুমিকার পর সহসা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী শুরু হয়ে যায়। বাহ্যত এ একটা কাহিনী হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন অবস্থার দিকে এতে কোনই ইংগিত নেই । কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তখনকার অবস্থার সাথে কতকটা মিল থাকার দরুন এ মক্কাবাসীদেরকে আরও কিছু কথা বলছে বলে মনে হয়। যদিও তা এ সূরায় ব্যবহৃত শব্দ হতে ব্যাহ্যত জানা যায় না কিন্তু এর ছত্রে-ছত্রে , ছত্রের বাঁকে বাঁকে যেন এ মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। এ পর্যায়ের কথা-বার্তার ব্যাখ্যাদানের পূর্বে এ কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, আরব দেশে বিপুল সংখ্যক ইহুদী বর্তমান থাকার কারণে এবং সাধারণ আরববাসীদের ওপর ইহুদীদের জ্ঞান ও চিন্তাগত আধিপত্য ও শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় –উপরন্তু রোম ও আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ্য ও দেশগুলোর প্রভাবেও –আরবরা সাধারণভাবে হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী মনে করত ও মান্য করত। এ মহাসত্য সম্মুখে রাখার পর এখন দেখুন এ কাহিনীর মাধ্যমে মক্কাবাসীদের প্রতি পরোক্ষে কোন সব কথা বলা হয়েছে! এখানে আমরা তা উল্লেখ করছি।

১. আল্লাহতা'আলা কাউকেও এভাবে নবুয়্যত দান করেন না যে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিরাট এক জনসমুদ্র ডেকে রীতিমত এক অভিষেক উৎসবের অনুষ্ঠান করে ঘোষনা করবেন যে, আজ হতে আমরা অমুককে নবী নিযুক্ত করলাম। নবুয়্যত যাকেই দেয়া হয়েছে, খুব গোপনেই ও সাদা-সিধে ভাবেই দেয়া হয়েছে, যেমন হযরত মূসা (আঃ) কে দেয়া হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় মুহাম্মদ (সঃ)-কে সহসা নবী হয়ে তোমাদের সম্মুখে আসতে দেখে তোমরা বিস্মিত হচ্ছো কেন? অথচ এজন্যে না আসমান হতে কিছু ঘোষণা করা হয়েছে, না যমীনের উপর ফেরেশতারা চলাফেরা করে এর ঘোষণা করেছেন। বস্তুত ইতিপূর্বেও কোন দিন-ই নবী নিয়োগের ব্যাপারে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোন ঘোষণা করা হয় নি, তাই আজ মুহাম্মদ (সঃ)-এর ব্যাপারেও সে রূপ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

২. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আজ যে কথা পেশ করছেন-তওহীদ ও পরকাল– হযরত মূসা (আঃ)-কে ঠিক সেই কথাই আল্লাহতা'আলা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁকে নবী নিযুক্ত করার সময়।

৩. আজ যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কোনরূপ সাজ-সরঞ্জাম ও লোক-লস্কর ব্যাতিরেকেই এবং সম্পূর্ণ একাকী ও নিঃসংগ ভাবে কুরাইশদের সামনে সত্য দ্বীনের পতাকাধারী বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক অনুরূপ ভাবে হযরত মূসা (আঃ)-ও একাকী ও সহসাই এই বিরাট কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন ফেরাউনের মত অত্যাচারী বাদশাহকে না-ফরমানী ও খোদাদ্রাহীতা হতে বিরত থাকার উপদেশ দান করেন। কিন্তু সে জন্য তাঁর সংগে কোন লোক-লস্কর দেয়া হয়নি। আসলে আল্লাহর কাজ এমন-ই আশ্চর্য ধরনের হয়ে থাকে। তিনি মাদইয়ান হতে মিশরগামী এক মুসাফির হযরত

মূসা (আঃ)-কে পথ চলতে চলতে পাকড়াও করেন এবং বলেন যে, যাও এবং যুগের সবচেয়ে বড়-অত্যাচারী বাদশাহর কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাও। খুব বেশী কিছু করলেও শুধু এতটুকু করা হলো যে, তাঁর আবেদনক্রমে তাঁর ভাইকে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দিলেন। এ ব্যতীত কোন সৈন্য বাহিনী বা হাতী-ঘোড়া এই বিরাট কাজের জন্য তাঁর সংগে দেয়া হল না।

৪. আজ মক্কাবাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যে সব প্রশ্ন, আপত্তি ও সন্দেহ বা অভিযোগ উত্থাপন করছে, যে সব যুলুম ও উৎপীড়নের হাতিয়ার ব্যববার করছে, এ ধরনেরই হাতিয়ার– ইহাপেক্ষাও বেশী পরিমাণে ও ব্যাপকভাবে- ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তারপর কিভাবে সে সব ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হল, তা লক্ষ্য করার বিষয়। আল্লাহর সহায়-সম্বলহীন নবী জয়ী হলেন, কি লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ফেরাউন জয়ী হল? এ পর্যায়ে স্বয়ং মুসলমানদেরকেও এক অকথিত সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের অসহায় অবস্থা ও মক্কার কুরাইশ কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যাবে না। যে কাজের পিছনে আল্লাহর হাত রয়েছে শেষ পর্যন্ত তাই-ই সাফল্যমন্ডিত হয়ে থাকে। এ প্রসংগে মুসলমানদের সামনে মিশরের যাদুকরদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের সামনে প্রকৃত সত্য যখন উদ্ভাসিত হল, তখনই তারা ঈমান আনল। অতঃপর ফেরাউনের কঠোর শাস্তি ও প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ও তাদেরকে ঈমানের পথ হতে বিচ্যুত করতে পারল না।

৫. শেষ পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের ইতিহাস হতে একটা সাক্ষ্য পেশ করে দেখানো হয়েছে যে, দেবতা ও মা'বুদ রচনার কাজ শুরু হয় কত না হাস্যকরভাবে এবং আল্লাহর নবী এই জঘন্য কাজের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত রক্ষা করার পক্ষপাতী থাকেননি কখনো। অতএব আজ হযরত মুহম্মদ (সঃ) যে শিরক্ ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধতা করছেন, নবুয়্যতের ইতিহাসে তা কিছুমাত্র অভিনব ঘটনা নয়।

এভাবে, মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনার পর্যায়ে আরও অনেক জরুরী বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তখনকার সময়ে মক্কার কুরাইশ ও নবী করীম (সঃ)-এর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ই এ হতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতঃপর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আসলে এই কুরআন একটি নসীহত ও একটি মহামূল্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ তোমাদের নিজেদের ভাষায় তোমাদেরকে বুঝাবার জন্যে নাযিল হয়েছে। এর প্রতি মনোনিবেশ করলে এবং এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করলে নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর যদি নাই মানো, তবে তার পরিণামে তোমাদেরই চরম অকল্যাণ হবে।

অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে পথে চলেছো, যে মনোভংগী তোমরা গ্রহণ করেছ, আসলে তা শয়তানের অন্ধ অনুসরণেরই পথ। কখনও-কখনও শয়তানের ধোকায় পড়ে যাওয়া এক মানসিক দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়, এ হতে খুব কম মানুষই রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকের জন্য সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, ভুল ধরা পড়লে ও নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারলে মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর মতই অকপটে ও স্পষ্ট ভাষায় তা স্বীকার করা উচিত, স্বীকার করে তওবা করা কর্তব্য। অতঃপর আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ফিরে আসাই বাঞ্ছনীয়। ভুল করেও তার উপর জিদ্ করা এবং নসীহত শুনার পর-ও তা হতে বিরত না হওয়া নিজের পায়ের ওপর নিজ হাতে কুড়াল মারা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরিণাম শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ভুগতে হয়। এতে অপর কারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, এ সত্য অমান্যকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা, ধৈর্যহারা হয়োনা। আল্লাহর নিয়ম হলো এই যে, তিনি কোন জাতিকে তার কুফর ও না-ফরমানীর কারণে সহসা পাকড়াও করেন না ; বরং তিনি প্রত্যেককেই সংশোধনের যথেষ্ট অবকাশ দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা ঘাবড়াবে না। অটল ধৈর্য-সহকারে এ লোকদের অন্যায় বাড়াবাড়ি ও যুলুম পীড়ন সহ্য কর। আর তাদেরকে নসীহত করার দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় পালন করতে থাক। এ পর্যায়ে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, যেন এর দৌলতে ঈমানদার লোকেরা ধৈর্য, সহনশীলতা, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফয়সালায় রাজী ও খুশী থাকা এবং আত্ম সমালোচনা প্রভৃতি গুণসমূহ লাভ করতে পারে। কেননা সত্য দ্বীনের দাওআত দানের ব্যাপারে এই গুণাবলী একান্ত অপরিহার্য।

اٰيَاتُهَا ١٣٥ (٢٠) سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٨

১৩৫ তার আয়াত (সংখ্যা) (২০) সূরা ত্বা হা মক্কী আট তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

طٰهٰ ۝١ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝٢ اِلَّا تَذْكِرَةً

ত্বা হা / না / আমরা অবতীর্ণ করেছি / তোমার উপর / (এই) কুরআন / তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে / কিন্তু / উপদেশ

لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٣ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَ السَّمٰوٰتِ

(তার) জন্যে যে / ভয় করে / অবতীর্ণ করা (হয়েছে) / তার পক্ষ হতে / (যিনি) সৃষ্টি করেছেন / পৃথিবীকে / ও / আকাশমন্ডলীকে

الْعُلٰى ۝٤ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝٥ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

(যা) সমুচ্চ / (তিনিই) দয়াময় / যিনি উপর / আরশের / সমাসীন হয়েছেন / তাঁরই / যা কিছু (মালিকানায়) / মধ্যে আছে / আকাশমন্ডলীর

وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝٦

ও / যাকিছু / মধ্যে আছে / পৃথিবীর / এবং / যা কিছু (আছে) / উভয়ের মাঝে / এবং / যাকিছু (আছে) / নীচে / সিক্ত মাটির

রুকু ঃ ১

১. ত্বা-হা,

২. আমরা এই কুরআন তোমার প্রতি এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দরুন) মসীবতে পড়ে যাবে।

৩. এতো একটি স্মারক- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে[১]।

৪. নাযিল করা হয়েছে সেই মহান সত্তার তরফ হতে যিনি পয়দা করেছেন যমীনকে এবং উচ্চ বিশাল আসমানকে।

৫. তিনি রহমান, (বিশ্বলোকের) সিংহাসনে সমাসীন।

৬. তিনি মালিক সেই সব জিনিসের যা আসমানে ও যমীনে আছে, আর যা আছে যমীন ও আসমানের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে।

১। অর্থাৎ এই কুরআন অবতীর্ণ করে আমি তোমার দ্বারা কোন অসাধ্য কাজ সম্পাদন করতে চাইনা। তোমার উপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, যারা মান্য করতে চাইবে না তাদেরকে তোমার মানাতেই হবে, এবং যাদের অন্তর ঈমানের পক্ষে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে- তাদের অন্তরের মধ্যে তোমাকে ঈমান প্রবেশ করাতেই হবে। এ কুরআন তো মাত্র এক নসিহত-উপদেশ ও স্মারক। এ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বর্তমান আছে সে তা শ্রবণ করে সচেতন ও সতর্ক হবে।

وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰى ۝٧ اَللّٰهُ لَآ

এবং | যদি | উচ্চকণ্ঠে বল | কথাকে (তাও তিনি শুনেন) | নিশ্চয় তিনি | জানেন | গুপ্ত | এবং | অব্যক্ত (কথাও) | আল্লাহ (এমন সত্ত্বা যে) | নাই

اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝٨ وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ

কোন ইলাহ | ছাড়া | তিনি | তাঁরই আছে | নামসমূহ | উত্তম | আর | কি | তোমার কাছে এসেছে | বৃত্তান্ত

مُوْسٰى ۝٩ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ

মূসার | যখন | সে দেখেছিল | আগুন | অতঃপর বলেছিল | তারপরিবারবর্গকে | তোমরা থাক (অপেক্ষাকর) | নিশ্চয়ই আমি | দেখেছি

نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ

আগুন | সম্ভবত | তোমাদের জন্যে আমি আনব | তা থেকে | (কিছু) অংগার | অথবা | আমি পাব | কাছে | আগুনের

هُدًى ۝١٠ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۝١١ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ

পথের সন্ধান | অতঃপর যখন | তারকাছে আসল | তাকে ডাকা হল | (বলাহল) হে মূসা | নিশ্চয় আমি | আমিই | তোমাররব

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٢

খুলেফেল অতঃপর | তোমার জুতা জোড়া | তুমি নিশ্চয় | উপত্যকায় | পবিত্র | (যার নাম) তুওয়া

---

৭. তুমি নিজের কথা সোচ্চারেই বল না কেন, তিনি তো চুপে চুপে বলা কথাও শুনেন বরং তা হতেও গোপন ও নিঃশব্দের কথাও জানেন।

৮. তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নাই। তাঁর জন্য সর্বোত্তম নামসমূহ রয়েছে।

৯. তুমি মূসার খবর কিছু পেয়েছ কি?

১০. যখন সে এক আগুন দেখতে পেয়েছিল[২]; আর নিজের পরিবারবর্গকে বললঃ "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখেছি। সম্ভবত তোমাদের জন্য এক-দু'টি অংগার নিয়ে আসব; কিংবা এই আগুনে আমি (পথ সম্পর্কে) কোন নির্দেশ লাভ করব[৩]।

১১. সেখানে পৌঁছালে ডাক দিয়ে বলা হলঃ" হে মূসা,

১২. আমিই তোমার রব। জুতা জোড়া খুলে ফেল। তুমি তো 'তুয়া' নামক পবিত্র প্রান্তরে সমুপস্থিত।

২। এ সেই সময়ের কথা যখন হযরত মূসা (আঃ) কয়েক বৎসর মাদইয়ানে দেশান্তরিতের জীবন-যাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যাকে তিনি মাদইয়ানে বিবাহ করেছিলেন) নিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

৩। মনে হয় - তখন রাত্রিকাল ও শীতের সময় ছিল। হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে এক আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন হয়তো ওখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা রাত্রি-ভর ছেলে-পুলেদের গরম করে রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে অথবা অন্ততঃপক্ষে ওখান থেকে পথের দিশা জানতে পারা যাবে। তিনি চিন্তা করেছিলেন পার্থিব পথ পাওয়ার, কিন্তু সেখানে মিলে গেল পারলৌকিক মুক্তির পথ।

১৩. আর আমি তোমাকে বাছাই করে পছন্দ করে নিয়েছি। তুমি শোন (তোমার প্রতি) যা কিছু অহী করা হয়।
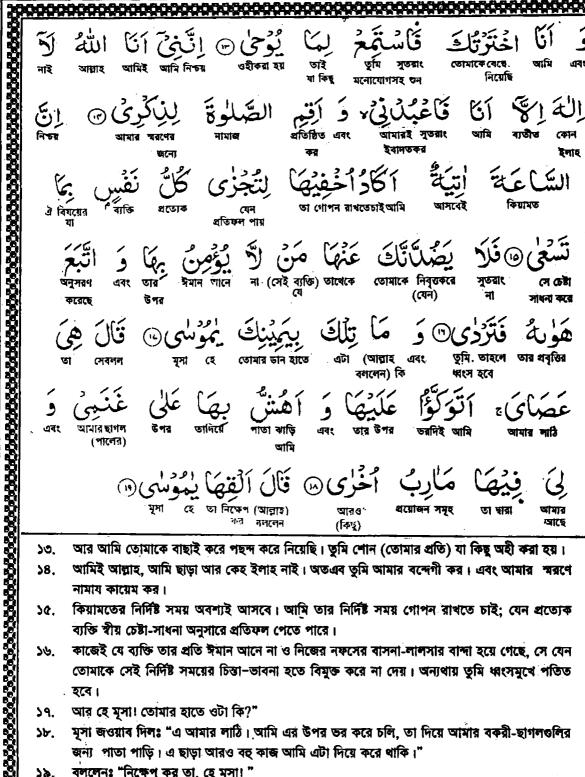
১৪. আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেহ ইলাহ নাই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী কর। এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।

১৫. কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আমি তার নির্দিষ্ট সময় গোপন রাখতে চাই; যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুসারে প্রতিফল পেতে পারে।

১৬. কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না ও নিজের নফসের বাসনা-লালসার বান্দা হয়ে গেছে, সে যেন তোমাকে সেই নির্দিষ্ট সময়ের চিন্তা–ভাবনা হতে বিযুক্ত করে না দেয়। অন্যথায় তুমি ধ্বংসমুখে পতিত হবে।

১৭. আর হে মূসা! তোমার হাতে ওটা কি?"

১৮. মূসা জওয়াব দিলঃ "এ আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর করে চলি, তা দিয়ে আমার বকরী-ছাগলগুলির জন্য পাতা পাড়ি। এ ছাড়া আরও বহু কাজ আমি এটা দিয়ে করে থাকি।"

১৯. বললেনঃ "নিক্ষেপ কর তা, হে মূসা!"

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ⑳ قَالَ خُذْهَا وَ لَا تَخَفْ
তা অতঃপর সে নিক্ষেপ করল | অমনি | তা (হলো) | সাপ | (যা) দৌড়াতে লাগল | তিনি বললেন | ধর তা | এবং | না | ভয়করো তুমি

سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ㉑ وَ اضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ
ফিরিয়েদিব আমরা তা | অবস্থায় তার | পূর্বের | এবং | চেপেধর | হাত তোমার | মধ্যে | বগলের তোমার

تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ㉒ لِنُرِيَكَ مِنْ
বেরহবে | উজ্জ্বল | ব্যতিরেকে | (কোন) দোষ | নিদর্শন | অপর (একটি) | যেন দেখাই আমরা তোমাকে | মধ্যহতে

اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ㉓ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ㉔ قَالَ
আমাদের নিদর্শনাবলীর | বড়বড় (কয়েকটি) | তুমি যাও | কাছে | ফিরআউনের | সে নিশ্চয় | বিদ্রোহী হয়েছে | (মূসা) বলল

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ㉕ وَ يَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ㉖ وَ احْلُلْ
হে আমাররব | প্রশস্তকর | আমার জন্যে | আমারবক্ষ | এবং | সহজকর | আমার জন্যে | আমার কাজ | এবং | খুলেদাও

عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ㉗
গিরা | আমার জিহবার

২০. সে নিক্ষেপ করল। আর অমনি তা সহসাই একটি সাপ হল। যা দৌড়াতে লাগল।

২১. বললেনঃ "ধর তাকে এবং ভয় পেও না। আমরা তাকে আবার তেমনই বানিয়ে দিব যেমন তা ছিল।

২২. আর তোমার হাতখানি বগলের মধ্যে চেপে ধর, উজ্জ্বল হয়ে বের হবে- কোন প্রকারের কষ্ট-দুঃখ ছাড়াই[৪]। এ দ্বিতীয় নিদর্শন।

২৩. কেননা আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখাব।

২৪. এখন তুমি ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হও। সে বড় অহংকারী-বিদ্রোহী হয়েছে।"

রুকু ঃ ২

২৫. মূসা নিবেদন করলঃ "হে আমার রব! আমার বুক খুলে দাও,

২৬. আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও,

২৭. এবং আমার মুখের গিরা ঢিলা করে দাও,

৪। অর্থাৎ সূর্যের মত দীপ্তমান হবে, কিন্তু তাতে তোমার কোন কষ্ট হবে না।
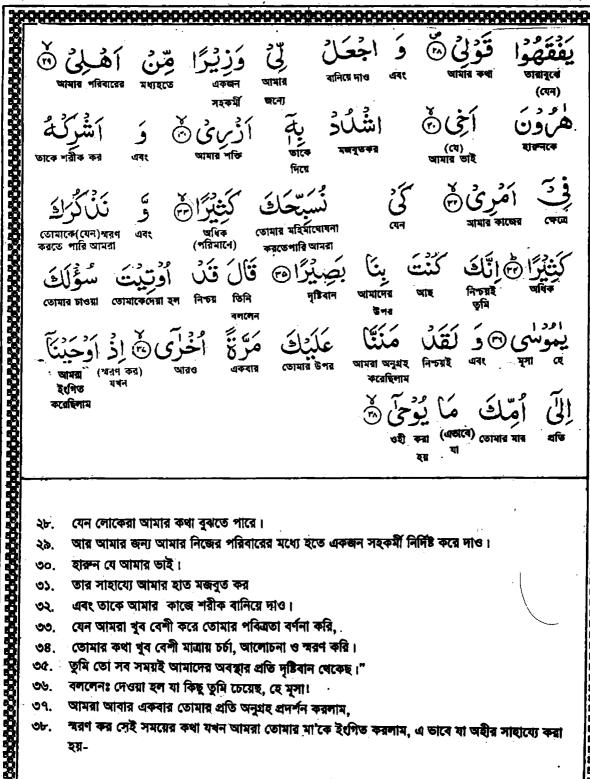
২৮. যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।

২৯. আর আমার জন্য আমার নিজের পরিবারের মধ্যে হতে একজন সহকর্মী নির্দিষ্ট করে দাও।

৩০. হারুন যে আমার ভাই।

৩১. তার সাহায্যে আমার হাত মজবুত কর

৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দাও।

৩৩. যেন আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি,

৩৪. তোমার কথা খুব বেশী মাত্রায় চর্চা, আলোচনা ও স্মরণ করি।

৩৫. তুমি তো সব সময়ই আমাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিবান থেকেছ।"

৩৬. বললেনঃ দেওয়া হল যা কিছু তুমি চেয়েছ, হে মূসা!

৩৭. আমরা আবার একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলাম,

৩৮. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমরা তোমার মা'কে ইংগিত করলাম, এ ভাবে যা অহীর সাহায্যে করা হয়-

أَنِ	اقْذِفِيهِ	فِي	التَّابُوتِ	فَاقْذِفِيهِ	فِي	الْيَمِّ
যে	তাকে নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ রেখে দাও)	মধ্যে	সিন্দুকের	তা নিক্ষেপ কর অতঃপর (অর্থাৎ ভাসিয়ে দাও)	মধ্যে	নদীর

فَلْيُلْقِهِ	الْيَمُّ	بِالسَّاحِلِ	يَأْخُذْهُ	عَدُوٌّ	لِّي
তা অতঃপর ঠেলে দিবে	নদী	তীরে	তা তুলে নেবে	শত্রু	আমার

وَ	عَدُوٌّ لَّهُ	وَ	أَلْقَيْتُ	عَلَيْكَ	مَحَبَّةً	مِّنِّي	وَ	لِتُصْنَعَ
ও	তার শত্রু	এবং	আমি ঢেলে দিয়েছিলাম	তোমার উপর	ভালবাসা	আমার পক্ষ হতে	এবং	তুমি প্রতিপালিত হও যেন

عَلَىٰ	عَيْنِي ﴿٣٩﴾	إِذْ	تَمْشِي	أُخْتُكَ	فَتَقُولُ	هَلْ	أَدُلُّكُمْ	عَلَىٰ
সামনে	আমার চোখের	(স্মরণ কর) যখন	চলেছিল	তোমার বোন	বলেছিল অতঃপর	কি	তোমাদের খোঁজ দিব	এবিষয়ে (যে)

مَن	يَكْفُلُهُ	فَرَجَعْنَاكَ	إِلَىٰ	أُمِّكَ	كَيْ	تَقَرَّ	عَيْنُهَا	وَ
কে	তাকে লালন-পালন করতে পারে	তোমাকে আমরা এভাবে ফিরিয়ে দিলাম	কাছে	তোমার মায়ের	যেন	জুড়ায়	তার চোখ	এবং

لَا	تَحْزَنَ
না	দুঃখ পায়

৩৯. যে, এই শিশুটিকে বাক্সের মধ্যে রেখে দাও এবং বাক্সটিকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে কিনারায় ঠেলে দিবে এবং তাকে আমার শত্রু ও এই শিশুটির শত্রু তুলে নিবে। আমি নিজের পক্ষ হতে তোমার উপর ভালবাসার সৃষ্টি করে দিলাম এবং ব্যবস্থা করে দিলাম যেন, তুমি আমারই রক্ষণাবেক্ষণে লালিত-পালিত হও।

৪০. স্মরণ কর, তোমার বোন যখন চলতেছিল, পরে যেয়ে বলেছিল "আমি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির খোঁজ দিব কি যে এই শিশুর লালন-পালন ভালোভাবেই করবে"[৫]? এই ভাবে আমরা তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের নিকট পৌঁছে দিলাম যেন তার চোখ শীতল থাকে এবং সে মর্মাহত না হয়।

৫। অর্থাৎ বাক্সের সাথে সাথে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর ফেরাউনের পরিবারের লোক যখন শিশুকে তুলে নিয়ে তার জন্যে ধাত্রীর খোঁজ করতে লাগল তখন হযরত মূসার (আঃ) বোন গিয়ে তাদের একথা বলেছিল।

وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنّٰكَ

এবং (স্মরণকর) | তুমি হত্যাকরে ছিলে | একব্যাক্তিকে | তোমাকেআমরাঅতঃপর মুক্তি দিয়েছিলাম | হতে | দুশ্চিন্তা | এবং | তোমাকে আমরা পরীক্ষা করেছি

فُتُوْنًا ۬ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۬ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى

(কঠিন) পরীক্ষা | তুমি অতঃপর অবস্থান করেছিলে | (কয়েক) বছর | মধ্যে | অধিবাসীদের | মাদয়ানের | এরপর | তুমি এসেছ | উপর

قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾ وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ﴿٤١﴾ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ

নির্ধারিত সময়ের | হে | মূসা | এবং | তোমাকে আমি প্রস্তুত করেছি | আমার নিজের জন্যে | যাও | তুমি | ও

اَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَ لَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٤٢﴾ اِذْهَبَآ اِلٰى

তোমারভাই | আমার নিদর্শনাবলীসহ | এবং | না | তোমরা দুজনে শৈথিল্য করো | ক্ষেত্রে | আমার স্মরণের | দুজনে যাও | নিকট

فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ

ফিরআউনের | সে নিশ্চয় | বিদ্রোহী হয়েছে | অতঃপর দুজনে বলবে | তাকে | কথা | নম্রভাবে | সে সম্ভবত | উপদেশ গ্রহণ করবে

اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

অথবা | ভয়করবে

আর (এই কথাও স্মরণ কর), তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। আমরাই তোমাকে এই ফাঁদ হতে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করেছি। আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করলে। এবং এখন তুমি ঠিক সময় মতই এসে পৌঁছেছ। হে মূসা!

৪১. আমি তোমাকে আমরা কাজের যোগ্য বানিয়ে নিয়েছি।

৪২. যাও, তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে; আর মনে রেখো, তোমরা দু'জন আমার স্মরণে কোনরূপ ত্রুটি করোনা।

৪৩. তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও, কেননা সে অহংকারী-বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

৪৪. তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে; সম্ভবতঃ সে নসীহত কবুল করতে কিংবা ভয় পেতে পারে।

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَ اَرٰى ﴿٤٦﴾ فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ وَ لَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَ السَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾ اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾

৪৫. উভয়েই নিবেদন করল[৬]ঃ " হে পরোয়ারদিগার! আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, সে আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে কিংবা সীমালংঘনকারী আচরণ করবে।"

৪৬. বললেনঃ "ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সংগে রয়েছি, সবকিছুই শুনছি এবং দেখছি।

৪৭. যাও তার নিকট, আর বল যে, আমরা তোমার আল্লাহর প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সংগে যাবার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমরা তোমার নিকট তোমার আল্লাহ নিদর্শন নিয়ে এসেছি। শান্তি ও নিরাপত্তা তারা জন্য, যে সঠিক পথের অনুসরণ করে চলবে।

৪৮. আমাদেরকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তার জন্য আযাব নির্দিষ্ট যে মিথ্যা আরোপ করবে ও অমান্য করবে।"

৪৯. ফেরাউন বলল [৭]ঃ " আচ্ছা, তা হলে তোমাদের দু'জনের রব কে- হে মূসা?"

৬। এ তখনকার কথা যখন হযরত মূসা (আঃ) মিশরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হযরত হারুন কার্যতঃ তার কাজের সহকারী হয়েছিলেন। সে সময় ফেরাউনের কাছে যাওয়ার পূর্বে দুজনে আল্লাহতা'আলার কাছে এ প্রার্থনা করে থাকবেন।

৭। এখন সেই সময়কার কাহিনী শুরু হচ্ছে, যখন দুই ভাই ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

قَالَ (মূসা) বলল — رَبُّنَا আমাদের রব — الَّذِيٓ (তিনি) যিনি — أَعْطٰى দিয়েছেন — كُلَّ প্রত্যেক — شَيْءٍ জিনিষকে — خَلْقَهٗ তারসৃষ্টি কাঠামো — ثُمَّ এরপর

هَدٰى পথ দেখিয়েছেন ۝٥٠ — قَالَ সেবলল — فَمَا তাহলে কি — بَالُ অবস্থা — الْقُرُوْنِ শত শত বছরের বংশধরদের — الْاُوْلٰى পূর্বের ۝٥١ — قَالَ সে বলল — عِلْمُهَا তারজ্ঞান — عِنْدَ নিকট (আছে)

رَبِّيْ আমার রবের — فِيْ মধ্যে — كِتٰبٍ একটি গ্রন্থে (সংরক্ষিত) — لَا না — يَضِلُّ ভুলকরেন — رَبِّيْ আমার রব — وَ আর — لَا না — يَنْسَى ভুলেযান ۝٥٢

৫০. মূসা জওয়াব দিলঃ "আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের মূল সৃষ্টি-কাঠামো দান করেছেন এবং তার পর তাকে পথ বাতিয়েছেন[৮]"।

৫১. ফেরাউন বললঃ "তা হলে পূর্বে যে সব বংশের লোক অতীত হয়ে গেছে তাদের অবস্থা কি ছিল?"[৯]

৫২. মূসা বললেনঃ "সে সম্পর্কিত জ্ঞান আমার রবের নিকট একটি গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে। আমার রব না ভুল করেন না ভুলে যান। [১০]"

৮। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস যেরূপেই তা গঠিত হোক না কেন, আল্লাহতা'আলা গঠন করেছেন বলেই তা সেরূপে গঠিত হয়েছে। তারপর আল্লাহতা'আলা এরূপ করেননি যে, তিনি প্রতিটি জিনিস গঠন করার পর তাকে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। বরং তিনিই এর পর তার সৃষ্ট সকল বস্তুকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। দুনিয়ার কোন বস্তুই এরূপ নেই যাকে আল্লাহতা'আলা তার নিজ গঠন অনুযায়ী কাজ করার ও তার নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি তাকে শিক্ষা না দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি বস্তুর মাত্র স্রষ্টাই নন, তিনি তার পথ প্রদর্শক এবং শিক্ষকও বটে।

৯। অর্থাৎ কথা যদি এই হয় যে আল্লাহ মাত্র একই আল্লাহ তবে আমাদের সকলের বাপ-দাদা, পিতা-পিতামহ শত শত বছর ধরে পুরুষ পরম্পরাগতভাবে যে অন্যান্য উপাস্য দেবতাদের উপাসনা করে চলে আসছেন তোমাদের কাছে তাদের স্থান কি? তারা কি সব রবের আযাবের যোগ্য? তাদের সকলের বুদ্ধি কি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

১০। ফেরাউনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের মনে ও তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির অন্তরে অন্ধ সংস্কারের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা। কিন্তু হযরত মূসার (আঃ) এই জবাব তার সবকটি বিষদাঁত ভেঙ্গে দিল যে, তারা যেরূপ থাকুন না কেন, তারা নিজেদের কাজ তামাম করে আল্লাহর কাছে পৌছে গিয়েছেন, তাদের প্রতিটি গতিও তৎপরতা এবং তারা যে যে প্রেরণা বশে কাজ করেছিলেন আল্লাহতা'আলার তার প্রতিটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার আল্লাহতা'আলা করবেন তা আল্লাহতা'আলাই ভাল জানেন।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

যিনি (الَّذِىْ) — করেছেন (جَعَلَ) — তোমাদের জন্যে (لَكُمُ) — যমীনকে (الْاَرْضَ) — বিছানা (مَهْدًا) — ও (وَّ) — চালিয়ে দিয়েছেন (سَلَكَ) — তোমাদের জন্যে (لَكُمْ) — তারমধ্যে (فِيْهَا) — পথসমূহ (سُبُلًا)

وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ

এবং (وَّ) — বর্ষণ করেছেন (اَنْزَلَ) — থেকে (مِنَ) — আকাশ (السَّمَآءِ) — পানি (مَآءً) — (আল্লাহবলেন) অতঃপর আমরা বের করেছি (فَاَخْرَجْنَا) — তাদিয়ে (بِهٖۤ) — (জোড়া বা বিভিন্ন) ধরণের (اَزْوَاجًا مِّنْ) — উদ্ভিদ (نَّبَاتٍ)

شَتّٰى ۝٥٣ كُلُوْا وَ ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى

বিভিন্ন (شَتّٰى) — তোমরা খাও (كُلُوْا) — ও (وَ) — তোমরা চরাও (ارْعَوْا) — তোমাদের গবাদি পশুগুলোকে (اَنْعَامَكُمْ) — নিশ্চয় (اِنَّ) — মধ্যে (রয়েছে) (فِىْ) — এর (ذٰلِكَ) — অবশ্যই নিদর্শনাবলী (لَاٰيٰتٍ) — অধিকারীদের জন্যে (لِّاُولِى)

النُّهٰى ۝٥٤ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا

বিবেকের (النُّهٰى) — তা (অর্থাৎ মাটি) হতে (مِنْهَا) — আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদের (خَلَقْنٰكُمْ) — ও (وَ) — তারমধ্যে (فِيْهَا) — তোমাদের ফিরিয়ে আনব আমরা (نُعِيْدُكُمْ) — এবং (وَ) — তারমধ্য হতে (مِنْهَا)

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝٥٥ وَ لَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا

তোমাদের বের করব আমরা (نُخْرِجُكُمْ) — একবার (تَارَةً) — আরও (اُخْرٰى) — এবং (وَ) — নিশ্চয় (لَقَدْ) — (ফিরআউনকে) তাকে আমরা দেখিয়েছি (اَرَيْنٰهُ) — আমাদের নিদর্শনাবলী (اٰيٰتِنَا) — তা সবই (كُلَّهَا)

فَكَذَّبَ وَ اَبٰى ۝٥٦

সে কিন্তু মিথ্যারোপ করেছে (فَكَذَّبَ) — ও (وَ) — অমান্য করেছে (اَبٰى)

৫৩. তিনি[১১] যিনি তোমাদের জন্য যমীনের শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন"। এবং তাতে তোমাদের চলার পথ করে দিয়েছেন, উর্দ্ধ হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে নানা প্রকারের উদ্ভিদ ফলিয়েছেন।

৫৪. খাও এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। নিশ্চয়ই এতে বহুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

রুকূ ঃ ৩

৫৫. এই (যমীন) হতেই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই আমরা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং তা হতেই তোমাদেরকে পুনর্বার বের করব।

৫৬. আমরা ফেরাউনকে নিজের সব নিদর্শনই দেখিয়েছি; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেই চলল এবং মেনে নিল না।

১১। কালামের বিন্যাস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, لا ينسى 'না ভুলে যান' পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ)-এর জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর ৫৫তম আয়াত পর্যন্ত সমগ্র ভাষণ আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও উপদেশ হিসেবে এরশাদ করা হয়েছে।

قَالَ — (ফিরআউন) বলল
اَجِئۡتَنَا — আমাদের কাছে তুমি এসেছ কি
لِتُخۡرِجَنَا — আমাদের তুমি বের করার জন্যে
مِنۡ — থেকে
اَرۡضِنَا — আমাদের দেশ
بِسِحۡرِكَ — তোমার যাদুবলে

يٰمُوۡسٰى ﴿٥٧﴾ — হে মূসা
فَلَنَاۡتِيَنَّكَ — সুতরাং অবশ্যই আনব আমরা তোমার কাছে
بِسِحۡرٍ — যাদুকে
مِّثۡلِهٖ — তার অনুরূপ
فَاجۡعَلۡ — অতএব স্থির কর

بَيۡنَنَا — আমাদের মাঝে
وَ — ও
بَيۡنَكَ — তোমার মাঝে
مَوۡعِدًا — নির্দিষ্ট সময়
لَّا — না
نُخۡلِفُهٗ — তা আমরা ব্যতিক্রম করব
نَحۡنُ — (না) আমরা
وَ — আর
لَاۤ — না
اَنۡتَ — তুমি

مَكَانًا — প্রান্তর
سُوًى ﴿٥٨﴾ — সমতল
قَالَ — (মূসা) বলল
مَوۡعِدُ — নির্দিষ্ট সময়
كُمۡ — তোমাদের
يَوۡمُ — দিন
الزِّيۡنَةِ — উৎসবের
وَ — এবং
اَنۡ — (এও) যে

يُّحۡشَرَ — সমবেত করা হবে
النَّاسُ — জনতা
ضُحًى ﴿٥٩﴾ — সূর্যোদয়ের সাথে
فَتَوَلّٰى — অতঃপর প্রস্থান করল
فِرۡعَوۡنُ — ফিরআউন
فَجَمَعَ — অতঃপর জমা করল
كَيۡدَهٗ — তার কলাকৌশল

ثُمَّ — এরপর
اَتٰى ﴿٦٠﴾ — আসল

৫৭. বলতে লাগলঃ "হে মূসা, তুমি কি আমার নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, তুমি তোমার যাদু-শক্তির বলে আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করবে?

৫৮. ঠিক আছে, আমরাও তোমার মুকাবিলায় যাদু দেখাব। ঠিক কর, কবে এবং কোথায় এই মুকাবিলা হবে। না আমরা এ প্রস্তাব হতে ফিরে যাব, না তুমি ফিরে যাবে। খোলা ময়দানে সামনা-সামনি মুকাবিলায় আস।"

৫৯. মূসা বললঃ "তোমাদের পূর্ব নির্দিষ্ট উৎসবের দিন, সূর্যোদয়ের সংগে সংগে জনতাও সমবেত হবে।"[১২]

৬০. ফেরাউন ফিরে গিয়ে তার সমস্ত হাতিয়ার একত্রিত করল, এবং মুকাবিলার জন্য উপস্থিত হল।

১২। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল- যদি একবার যাদুকরদের লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে দেখানো যায়, তবে মূসার অলৌকিক ক্রিয়ার যে প্রভাব মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। হযরত মূসার (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে এ ছিল এক অপূর্ব সুযোগ। তিনি বললেন পৃথকভাবে আবার একটি দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন কি? উৎসবের দিন তো নিকটবর্তী। সেদিন সমগ্র দেশের লোকেরা তো রাজধানীতে এসে সমবেত হবে। অতএব ঐ মেলার ময়দানেই মুকাবেলা অনুষ্ঠিত হোক যাতে সারা দেশের লোক তা দেখতে পারে। এবং সময়ও ঠিক করা হোক দিবসের পূর্ণ আলোকে, যাতে লোকের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى

বলল | তাদেরকে | মূসা | তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ | না | তোমরা আরোপ করো | উপর

اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ

আল্লাহর | মিথ্যা | তোমাদের তাহলে ধ্বংস করেদেবেন | শাস্তিদিয়ে | এবং | নিশ্চয় | ব্যর্থ হয়েছে | (সে) যে

افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾

মিথ্যারচনা করেছে | তারা অতঃপর মতবিরোধ করল | কাজে | তাদের | তাদের মাঝে | এবং | গোপনে করল | পরামর্শ

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ

(অবশেষে কিছু লোক) বলল | নিশ্চয়ই | এ দুজন | অবশ্যই দুই যাদুকর | দুজনে চায় | যে | তোমাদেরকে দুজনে বের করে দেবে | থেকে

اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾

তোমাদের দেশ | যাদুর বলে | তাদের দুজনের | এবং | দুজনে রহিতকরবে | তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে | (যা হল) আদর্শ

৬১. মূসা (প্রত্যক্ষ মুকাবিলার সময় প্রতিপক্ষের লোকদেরকে সম্বোধন করে) বললঃ "হে ভাগ্যাহত লোকেরা! আল্লাহর প্রতি[১৩] মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করো না। নতুবা তিনি এক কঠিন আযাব দ্বারা তোমাদের সর্বনাশ করে দিবেন। মিথ্যা যে-ই রচনা করবে সে-ই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যাবে।"

৬২. এ কথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং তারা চুপে চুপে পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল[১৪]।"

৬৩. শেষ পর্যন্ত কিছু লোক বললঃ "এই দুজন তো নিছক যাদুকর। এদের ইচ্ছা এই যে, তারা নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত ও বে-দখল করে দিবে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন-পদ্ধতিকে শেষ করে দিবে।

১৩। অর্থাৎ এ মো'জেজাকে যাদু ও এ জিনিসের প্রদর্শনকারীকে মিথ্যাবাদী যাদুকর বলে অভিহিত করো না।

১৪। এর দ্বারা বোঝা যায়, তারা তাদের অন্তরের মধ্যে নিজেদের দূর্বলতা নিজেরা উপলব্ধি করছিল। তারা একথা জানতো যে হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের দরবারে যা কিছু দেখিয়েছিলেন তা যাদু ছিল না। তারা প্রথম থেকেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভয়ে ভয়ে ইতঃস্ততার সঙ্গেই এসেছিল। এবং যখন ঠিক মুকাবেলার সময়ে হযরত মূসা (আঃ) তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সতর্ক করেন তখন তাদের সংকল্প অকস্মাৎ বিচলিত হয়ে যায়। তাদের মত-পার্থক্য সম্ভবতঃ এই বিষয়ে হয়েছিল যে বৃহৎ উৎসবের দিন – যখন সারা দেশের লোক একত্রিত হবে উন্মুক্ত ময়দানে দিনের পূর্ণ আলোকে –এই মুকাবেলা করা ঠিক হবে কিনা? যদি এখানে আমরা পরাজিত হই এবং সারা দেশের লোকের সামনে যাদু আর মো'জেজার (সত্যিকারের অলৌকিক ক্রিয়ার) পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় তবে আর কোন রকমের কথা বানিয়ে অবস্থা সামলানো যাবে না।

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ

তোমরা সুতরাং একত্রিত কর | কলাকৌশল | তোমাদের | এরপর | আস | সারীবদ্ধভাবে (একত্রিত হয়ে) | এবং | নিশ্চয় | সফল হবে | আজ

مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ

যে | প্রাধান্য বিস্তার করবে | (যাদুকররা) বলল | হে | মূসা | হয় | নিক্ষেপকর তুমি | আর | (না) হয়

اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا

আমরা হব | প্রথম | যে | নিক্ষেপ করবে | (মূসা) বলল | বরং | তোমরা নিক্ষেপকর | অত:পর তখন

حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ

তাদের দড়িগুলি | ও | তাদের লাঠিগুলি | মনেহল (দৌড়ে আসছে) | তারদিকে | কারণে | যাদুর | তাদের

اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

যে | তা | দৌড়াচ্ছে | অতঃপর অনুভব করল | মধ্যে | তারনিজের | ভীতি | মূসা (নিজেও)

---

৬৪. তোমরা নিজেদের সমস্ত উপায়-ক্ষমতা-ব্যবস্থাপনা আজ একত্রিত করে নাও এবং একত্রিত হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়। মনে রেখো, আজ যে প্রাধান্য বিস্তার করবে জয় তারই হবে।"

৬৫. যাদুকররা বললঃ "মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা আগে নিক্ষেপ করব?"

৬৬. মূসা বললঃ "না, তোমরাই আগে ছাড়"। সহসা তাদের রশিগুলি এবং তাদের লাঠিগুলি তাদের যাদুর জোরে দৌড়াচ্ছে বলে মূসার মনে হল।

৬৭. এতে মূসা নিজ মনে ভয় পেল[১৫]।

১৫। অর্থাৎ যখনই হযরত মূসার (আঃ) জবান থেকে 'নিক্ষেপ কর' এই কথাটি নির্গত হলো, তখনই যাদুকরেরা একযোগে তাদের লাঠি ও দড়িগুলি তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে এবং অকস্মাৎ মূসা (আঃ) দেখতে পেলেন যে শতশত সাপ তীব্র গতিতে তার দিকে ছুটে আসছে। এই দৃশ্য দেখে যদি মূসা (আঃ) নিজের মধ্যে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে ভীতি অনুভব করে থাকেন তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষ সর্বাবস্থায় মানুষই বটে, হোক না কেন তিনি পয়গম্বর। তিনি মানবীয় প্রকৃতির উর্ধ্বে হতে পারেন না । এই ক্ষেত্রে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে কুরআন মজিদ এ বিষয়ের সত্যতার স্বীকৃতি দান করেছে যে, – সাধারণ মানুষের ন্যায় একজন পয়গম্বরও যাদু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যদিও যাদু তাঁর নবুয়্যতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু তাঁর মানবীয় ক্ষমতা ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর দ্বারা সেই সব লোকদের ধারণার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যারা হাদীস সমূহে নবী করীমের (সঃ) উপর যাদুর প্রভাব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলি পাঠ করে মাত্র ঐ বর্ণনাগুলিকেই মিথ্যা বলেন না বরং আরও এগিয়ে গিয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অবিশ্বাস্য বলে গণ্য করতে শুরু করেন।

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَ اَلْقِ مَا

আমরা বললাম / না / ভয়করো / তুমি নিশ্চয় / তুমিই / বিজয়ী (হবে) / এবং / নিক্ষেপ করো / যা

فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ

মধ্যে (আছে) / তোমার ডান হাতের / গ্রাসকরবে / যাকিছু / তারা বানিয়েছে / মূলতঃ / তারা বানিয়েছে / কলাকৌশল / যাদুকরের

وَ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا

এবং / না / সফলহয় / যাদুকর / যেথা থেকেই / আসুক (নাকেন) / অতঃপর পড়ে গেল / যাদুকররা / সিজদায়

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ

তারা বলল / আমরা ঈমান আনলাম / রবের উপর / হারুনের / ও / মূসার / (ফিরআউন) বলল / তোমরা ঈমান এনেছ / তার উপর

قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ

পূর্বেই / যে / আমি অনুমতি দেব / তোমাদেরকে / সে নিশ্চয় / অবশ্যই প্রধান / তোমাদের / যে / তোমাদেরকে শিখিয়েছে

السِّحْرَ ج

যাদু

৬৮. আমরা বললামঃ "ভয় করো না, তুমিই জয়ী হবে।

৬৯. নিক্ষেপ কর যা তোমার হাতে আছে। তা এখনই এদের কৃত্রিম জিনিষগুলিকে গিলে ফেলবে। এরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, এতো যাদুকরের প্রতারণা। আর যাদুকর কখনও সফল হ'তে পারে না -যত জাঁক-জমক করেই আসুক না কেন"।

৭০. শেষ পর্যন্ত তাই হল, সমস্ত যাদুকর সিজদায় পড়ে গেল[১৬]। চিৎকার করে বলে উঠলঃ "মেনে নিলাম আমরা মূসা ও হারুনের রবকে।"

৭১. ফেরাউন বললঃ "তোমরা ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই? বোঝা গেল, এরা তোমাদের গুরু যারা তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে।

১৬। অর্থাৎ যখন তারা মূসার (আঃ) লাঠির ক্রিয়াকান্ড দেখলো তখন তাদের তৎক্ষণাৎই এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, নিশ্চিত এ মো'জেযা –সত্যিকারের অলৌকিক ক্রিয়া; তাদের বিদ্যার জিনিস নয়। সেজন্যে তারা হঠাৎ এমনভাবে স্বতঃই সিজদায় পতিত হয়ে গেলো যেন কেউ তাদেরকে ধরে ধরে ভূলুণ্ঠিত করে দিলো।
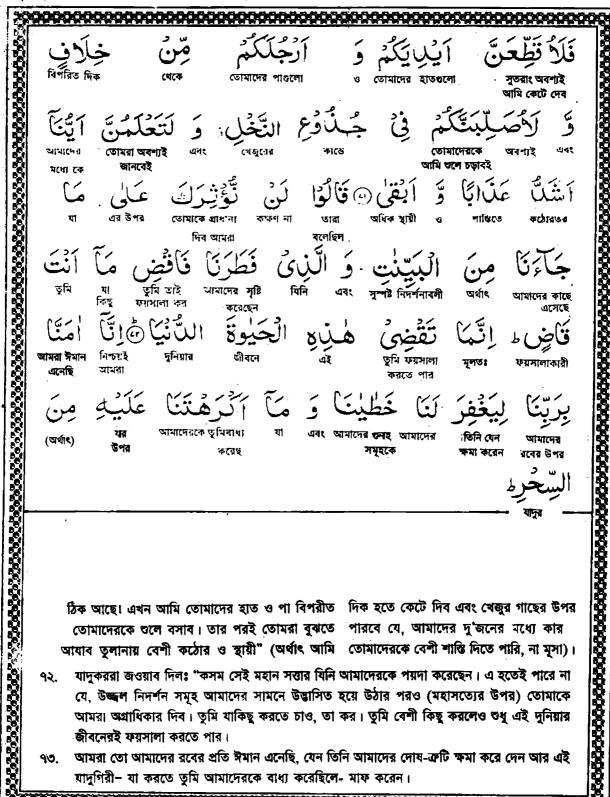
ঠিক আছে। এখন আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কেটে দিব এবং খেজুর গাছের উপর তোমাদেরকে শুলে বসাব। তার পরই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার আযাব তুলানায় বেশী কঠোর ও স্থায়ী" (অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বেশী শাস্তি দিতে পারি, না মূসা)।

৭২. যাদুকররা জওয়াব দিলঃ "কসম সেই মহান সত্তার যিনি আমাদেরকে পয়দা করেছেন। এ হতেই পারে না যে, উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠার পরও (মহাসত্যের উপর) তোমাকে আমরা অগ্রাধিকার দিব। তুমি যাকিছু করতে চাও, তা কর। তুমি বেশী কিছু করলেও শুধু এই দুনিয়ার জীবনেরই ফয়সালা করতে পার।

৭৩. আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন আর এই যাদুগিরী– যা করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে- মাফ করেন।

وَ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿٧٣﴾ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ

এবং আল্লাহ উত্তম ও চিরস্থায়ী (প্রকৃত কথা) তাই নিশ্চয়ই যে কেউ আসবে তার রবের কাছে

مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا

অপরাধী হয়ে অতঃপর নিশ্চয় তার জন্যে জাহান্নাম না সে মরবে তারমধ্যে আর না

يَحْيٰى ﴿٧٤﴾ وَ مَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ

বাঁচবে এবং যে তার কাছে আসবে মুমিন হয়ে নিশ্চয় সে কাজ করেছে নেকীর

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ

অতঃপর ঐসব লোক তাদের জন্যে (রয়েছে) মর্যাদাসমূহ সমুচ্চ জান্নাত স্থায়ী প্রবাহিত হয়

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا

তার পাদদেশে নির্ঝরিনীসমূহ তারা স্থায়ীহবে তারমধ্যে এবং এটা পুরস্কার

مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

(তার) যে পবিত্র হবে

আল্লাহই উত্তম- কল্যাণময় এবং তিনিই চিরস্থায়ী"।

৭৪. প্রকৃত কথা[১৭] এই যে, যে লোক অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাজির হবে তার জন্য জাহান্নাম, যেখানে সে না জীবিত থাকবে না মরবে।

৭৫. আর যে লোক তাঁর সমীপে মু'মিন হিসাবে হাজির হবে, যে নেক আমলকারী হবে এমন সব লোকের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে,

৭৬. চির শ্যামল চির সবুজ বাগ-বাগীচা রয়েছে, যার নীচে নহর-ধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন বসবাস করবে। এ পুরস্কার সেই ব্যক্তির জন্য যে পবিত্রতা অবলম্বন করবে।

১৭। যাদুকরদের কথার উপর বৃদ্ধি করে আল্লাহতা'আলা এ কথা বলেছেন। কথার ধরণ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, এ কথা যাদুকরদের কথার অংশ নয়।

وَ	لَقَدْ	اَوْحَيْنَآ	اِلٰى	مُوْسٰٓى ۙ	اَنْ	اَسْرِ
এবং	নিশ্চয়	আমরা ওহী করেছিলাম	প্রতি	মূসার	যে	রাতে যাত্রা কর

بِعِبَادِىْ	فَاضْرِبْ	لَهُمْ	طَرِيْقًا	فِى	الْبَحْرِ	يَبَسًا ۙ
আমার বান্দাদের সহ	অতঃপর (লাঠির) আঘাতে বানাও	তাদেরজন্যে	পথ	মধ্যে	সাগরের	শুষ্ক

لَّا	تَخٰفُ	دَرَكًا	وَّ	لَا	تَخْشٰى ﴿٧٧﴾	فَاَتْبَعَهُمْ	فِرْعَوْنُ
না	আশঙ্কা করোতুমি	ধরাপড়ার	আর	না	ভয়করো তুমি (ডুবে যাওয়ার)	তাদের অতঃপর পশ্চাদ্ধাবন করল	ফিরআউন

بِجُنُوْدِهٖ	فَغَشِيَهُمْ	مِّنَ	الْيَمِّ	مَا	غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾	وَ	اَضَلَّ
তার সৈন্য বাহিনীসহ	তাদেরকে অতঃপর ছেয়ে নিল		সাগর	যা	তাদেরকে ছেয়ে নিয়েছিল	এবং	পথভ্রষ্ট করেছিল

فِرْعَوْنُ	قَوْمَهٗ	وَ	مَا	هَدٰى ﴿٧٩﴾	يٰبَنِىْٓ	اِسْرَآءِيْلَ	قَدْ
ফিরআউন	তারজাতিকে	এবং	না	সৎপথ দেখিয়েছিল	হে সন্তানগন	ইসরাঈলের	নিশ্চয়ই

اَنْجَيْنٰكُمْ	مِّنْ	عَدُوِّكُمْ	وَ	وٰعَدْنٰكُمْ	جَانِبَ	الطُّوْرِ	الْاَيْمَنَ
তোমাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছি	হতে	তোমাদের শত্রু	ও	তোমাদেরকে আমরা (উপস্থিতির) সময় দিয়েছি	পার্শ্বে	তূরপাহাড়ের	ডানদিকের

রুকূ ঃ ৪

৭৭. আমরা[১৮] মূসার প্রতি অহী করেছিলাম যে, এখন রাতা-রাতি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে চলতে শুরু কর এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য হতে শুষ্ক পথ বানিয়ে নাও। পিছন হতে কেউ আমাদের তালাশ করে ধরে ফেলবে সে ভয় করো না, আর না (সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে কোন) ভয় পাবে।

৭৮. পিছন হতে ফেরাউন তার লোক-লস্কর নিয়ে এসে পৌঁছিল এবং পরে সমুদ্র তাদের উপর ছেয়ে গেল- যেমন করে ছেয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

৭৯. ফেরাউন তার জাতির জনগণকে গুমরাহ-ই তো করেছিল, কোন সঠিক নির্ভুল পথ-প্রদর্শন তো আর করেনি।

৮০. হে বনী-ইসরাঈল[১৯], আমরা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু বাহিনীর (অধীনতা ও চক্রান্ত) হতে মুক্তি দিয়েছি। আর 'তূর' পাহাড়ের ডান পাশে তোমাদের উপস্থিত হবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।

১৮। মিশরে দীর্ঘ অবস্থানকালে যে সব অবস্থা ঘটেছিল তার বিবরণ মাঝখানে ত্যাগ করে এখন সেই সময়ের ঘটনার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগ করে চলে যাও।

১৯। সমুদ্র পার হওয়া থেকে সিনাই পর্বতের পার্শ্বদেশে পৌছানো পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ মাঝখানে ত্যাগ করা হয়েছে। এর বিবরণ সূরা আ'রাফের ১৬-১৭ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে।
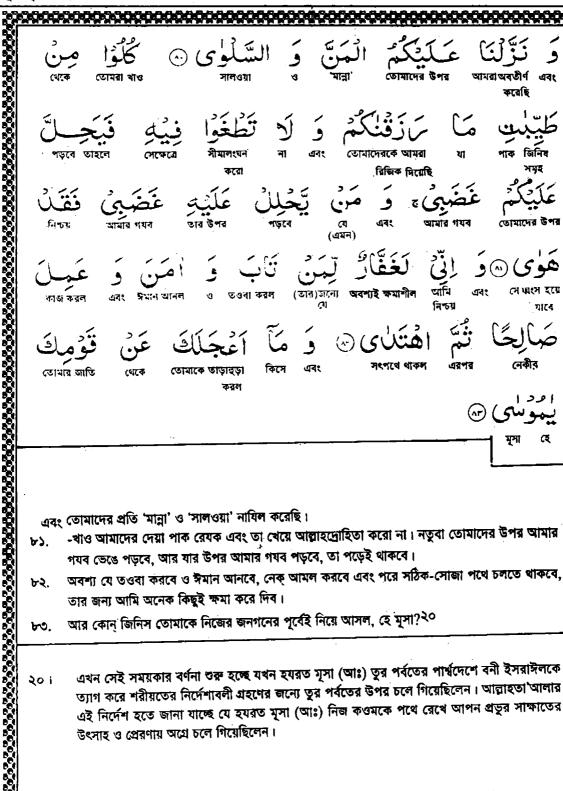
এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি।

৮১. -খাও আমাদের দেয়া পাক রেযক এবং তা খেয়ে আল্লাহদ্রোহিতা করো না। নতুবা তোমাদের উপর আমার গযব ভেঙে পড়বে, আর যার উপর আমার গযব পড়বে, তা পড়েই থাকবে।

৮২. অবশ্য যে তওবা করবে ও ঈমান আনবে, নেক্ আমল করবে এবং পরে সঠিক-সোজা পথে চলতে থাকবে, তার জন্য আমি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দিব।

৮৩. আর কোন্ জিনিস তোমাকে নিজের জনগনের পূর্বেই নিয়ে আসল, হে মূসা?[২০]

২০। এখন সেই সময়কার বর্ণনা শুরু হচ্ছে যখন হযরত মূসা (আঃ) তুর পর্বতের পার্শ্বদেশে বনী ইসরাঈলকে ত্যাগ করে শরীয়তের নির্দেশাবলী গ্রহণের জন্যে তুর পর্বতের উপর চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহতা'আলার এই নির্দেশ হতে জানা যাচ্ছে যে হযরত মূসা (আঃ) নিজ কওমকে পথে রেখে আপন প্রভুর সাক্ষাতের উৎসাহ ও প্রেরণায় অগ্রে চলে গিয়েছিলেন।

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ

সে বলল | তারা | ঐ তো | আমার পশ্চাতে | এবং | আমি তাড়াহুড়া করেছি

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

তোমারদিকে | হে আমার রব | তুমি যেন সন্তুষ্ট হও | (আল্লাহ) বললেন | অতঃপর নিশ্চয়আমরা | নিশ্চয়ই | আমারা পরীক্ষায় ফেলেছি | তোমার জাতিকে

مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ

তোমার পরে | এবং | তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছে | সামেরী | অতঃপর ফিরে আসল | মূসা

إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

কাছে | তার লোকদের | ক্রুদ্ধ হয়ে | অনুতপ্ত অবস্থায় | সে বলল | হে আমার জাতি | কি | নাই | তোমাদের ওয়াদাদেন

رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ

তোমাদের রব | ওয়াদা | উত্তম | তবে কি সুদীর্ঘ হয়েছে | তোমাদের উপর | নির্ধারিত সময় | অথবা

৮৪. সে বললঃ "তারা তো আমার পিছনে পিছনেই আসছে। আমি খুব তাড়াহুড়া করে তোমার দরবারে এসে গিয়েছি। হে আমার রব! যেন তুমি আমার প্রতি খুশী হও।"

৮৫. বললেনঃ "আচ্ছা, তাহলে শোন! আমরা তোমার পিছনে তোমার জাতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে গুমরাহ করেছে[২১]"।

৮৬. মূসা বড় ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত অবস্থায় নিজের লোকজনের নিকট ফিরে আসল। এসে সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকজন! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেছিলেন না?[২২] তোমাদের কি সেই দিনগুলি দীর্ঘতর মনে হল, কিংবা

২১। অর্থাৎ সোনার গো-বৎস নির্মাণ করে তাদেরকে তার পূজা-উপাসনায় রত করল।

২২। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সঙ্গে কল্যাণের যত কিছু প্রতিশ্রুতি দান করেছেন সে সব কিছুই তোমরা লাভ করে আসছো। তোমাদেরকে মিশর হতে কল্যাণের সঙ্গেই তিনি বহির্গত করেছেন, তোমাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্যে এই প্রান্তর ও পার্বত্য এলাকায় ছায়া ও জীবিকার বন্দোবস্ত করেছেন। এই সমস্ত উত্তম প্রতিশ্রুতি কি পূর্ণ হয়নি? তোমাদের জন্যে শরীয়ত ও হেদায়াতনামা দানের যে ওয়াদা তিনি করেছিলেন তা কি কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি ছিল না?

اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

তোমরা চেয়েছ — যে — পড়বে — তোমাদের উপর — গযব — পক্ষহতে — তোমাদের রবের

فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿٨٦﴾ قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ

তোমরা অতঃপর ভংগ করেছ — আমার সাথে ওয়াদা — তারাবলল — না — আমরা ভংগকরেছি — তোমার সাথে ওয়াদা

بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ

আমাদের ইচ্ছে মত — কিন্তু — আমাদের উপর চাপান হয়েছিল — বোঝা সমূহ — অলংকারের — লোকদের

فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ

তা আমরা ফলে নিক্ষেপ করি — পরে — এরূপে — নিক্ষেপ করল — সামেরীও — বেরকরল অতঃপর — তাদের জন্যে

عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ

একটি বাছুরের — অবয়ব — তারছিল — হাম্বা রব — তারা তখন বলল — এটা — তোমাদের ইলাহ — ও — ইলাহ

مُوْسٰى ۵ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۵

মূসার — (মূসা) আসলে ভুলে গিয়েছিল — নাইকি — তারা (ভেবে) দেখে — যে না — ফিরে আসে — তাদেরদিকে (অর্থাৎ উত্তর দেয়) — কথার

তোমরা নিজেদের রবের গযব-ই নিজেদের উপর চাপিয়ে নিতে চাইতেছিলে যে, তোমরা আমার সাথে ওয়াদা খেলাফী করলে?"

৮৭. তারা জওয়াব দিলঃ আমরা আপনার সাথে ওয়াদাখেলাফী নিজেদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে করিনি। ব্যাপার এই হয়েছিল যে, আমরা লোকদের অলংকারের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমরা তা শুধু ছুঁড়ি দিয়েছিলাম,[২৩] - পরে[২৪] এমনি ভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে দিল।

৮৮. এবং তাদের জন্য একটি গো-বৎসের মূর্তি বানিয়ে বের করে আনল। তা হতে গরুর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হত। লোকরা চীৎকার করে উঠলঃ "এই তোমাদের ইলাহও মূসার ইলাহ! মূসা একে ভুলে গেছে।"

৮৯. তারা কি দেখতে পাচ্ছিল না যে, তা না তাদের কথার জওয়াব দেয়,

২৩। যারা সামেরীর ফেতনাতে পড়েছিল এ ছিল তাদের ওযর। তারা বলতে চেয়েছিলঃ আমরা মাত্র অলংকারগুলি নিক্ষেপ করেছিলাম; আমাদের মনে গো-বৎস বানানোর কোন সংকল্পই ছিল না এবং আমরা জানতামও না যে কি জিনিস নির্মিত হতে চলছে। তারপর যা ঘটলো তা এমনই ছিল যে তা দেখে আমরা বে-এখতিয়ার শেরকে রত হয়ে গেলাম।

২৪। এখান থেকে ৯১ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত কালামের উপর চিন্তা করলে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় যে-কওমের উত্তর"ছুড়িয়া দিয়াছিলাম" পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পরের বিবরণ আল্লাহতা'আলার নিজের বক্তব্য।

আর না তাদের লাভ-ক্ষতি বিধানের কোন ক্ষমতা রাখে?

রুকূ ঃ ৫

৯০. হারুন (মূসার আসার) পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল যে, "হে লোকেরা, তোমরা এর কারণে ফেৎনায় পড়েছ। তোমাদের রব তো দয়াবান। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর, আর আমার কথা শোন।"

৯১. কিন্তু তারা তাকে বলে দিলঃ আমরা তো এরই পূজা করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে।

৯২. মূসা (জনগণকে শাসন করার পর হারুনের প্রতি ফিরে) বললঃ "হারুন! তুমি যখন দেখতে পেলে যে, এরা গুমরাহ হয়ে যাচ্ছে তখন কোন্ জিনিস তোমার হাত ধরে বসেছিলে যে,

৯৩. আমার নীতি অনুযায়ী কাজ করলে না? তুমি কি আমার হুকুমের বিরুদ্ধতা করলে"?[২৫]

২৫। আদেশের অর্থ- সেই আদেশ যা হযরত মূসা (আঃ) নিজে পর্বতের উপর যাওয়ার সময় ও নিজস্থলে হযরত হারুন (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার সময় দিয়েছিলেন। সূরা আরাফের ১৪২ নং আয়াতের এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে- হযরত মূসা (আঃ) যাওয়ার সময় নিজ ভাই হারুন (আঃ) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে- তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ কর এবং সতর্ক থেকোঃ সংস্কার-সংশোধনের কাজ করবে, যেন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পন্থা অনুসরণ করো না।

قَالَ	يَبْنَؤُمَّ	لَا	تَأْخُذْ	بِلِحْيَتِي	وَ	لَا
সেবলল	হেআমার মায়ের ছেলে (অর্থাৎ ভাই)	না	ধরো	আমার দাড়ি	আর	না

بِرَأْسِي	إِنِّي	خَشِيتُ	أَنْ	تَقُولَ	فَرَّقْتَ	بَيْنَ	بَنِي
আমার মাথার (চুল)	নিশ্চয়ই আমি	আশংকা করেছি	যে	বলবে তুমি	তুমি বিভেদ সৃষ্টি করেছ	মাঝে	সন্তানদের

إِسْرَاءِيلَ	وَ	لَمْ تَرْقُبْ	قَوْلِي ﴿٩٤﴾	قَالَ	فَمَا	خَطْبُكَ
ইসরাঈলের	এবং	তুমি মূল্য দেও নাই	আমার কথা	সেবলল	তাহলে কি	তোমার ব্যাপার

يَا سَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾
হে সামেরী
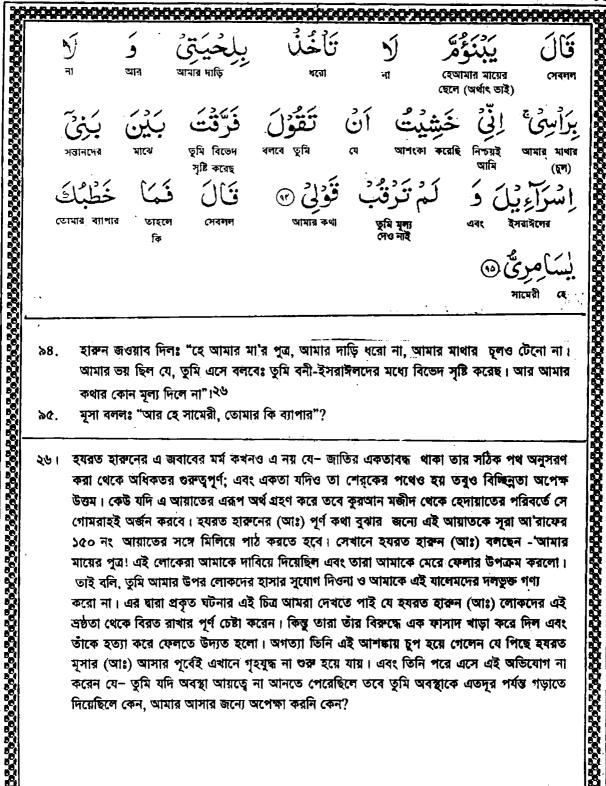
৯৪. হারুন জওয়াব দিলঃ "হে আমার মা'র পুত্র, আমার দাড়ি ধরো না, আমার মাথার চুলও টেনো না। আমার ভয় ছিল যে, তুমি এসে বলবেঃ তুমি বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আর আমার কথার কোন মূল্য দিলে না"।২৬

৯৫. মূসা বললঃ "আর হে সামেরী, তোমার কি ব্যাপার"?

২৬। হযরত হারুনের এ জবাবের মর্ম কখনও এ নয় যে– জাতির একতাবদ্ধ থাকা তার সঠিক পথ অনুসরণ করা থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; এবং একতা যদিও তা শেরকের পথেও হয় তবুও বিচ্ছিন্নতা অপেক্ষ উত্তম। কেউ যদি এ আয়াতের এরূপ অর্থ গ্রহণ করে তবে কুরআন মজীদ থেকে হেদায়াতের পরিবর্তে সে গোমরাহই অর্জন করবে। হযরত হারুনের (আঃ) পূর্ণ কথা বুঝার জন্যে এই আয়াতকে সূরা আ'রাফের ১৫০ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করতে হবে। সেখানে হযরত হারুন (আঃ) বলছেন -'আমার মায়ের পুত্র! এই লোকেরা আমাকে দাবিয়ে দিয়েছিল এবং তারা আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করলো। তাই বলি, তুমি আমার উপর লোকদের হাসার সুযোগ দিওনা ও আমাকে এই যালেমদের দলভুক্ত গণ্য করো না। এর দ্বারা প্রকৃত ঘটনার এই চিত্র আমরা দেখতে পাই যে হযরত হারুন (আঃ) লোকদের এই ভ্রষ্ঠতা থেকে বিরত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে এক ফাসাদ খাড়া করে দিল এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলতে উদ্যত হলো। অগত্যা তিনি এই আশঙ্কায় চুপ হয়ে গেলেন যে পিছে হযরত মূসার (আঃ) আসার পূর্বেই এখানে গৃহযুদ্ধ না শুরু হয়ে যায়। এবং তিনি পরে এসে এই অভিযোগ না করেন যে– তুমি যদি অবস্থা আয়ত্বে না আনতে পেরেছিলে তবে তুমি অবস্থাকে এতদূর পর্যন্ত গড়াতে দিয়েছিলে কেন, আমার আসার জন্যে অপেক্ষা করনি কেন?
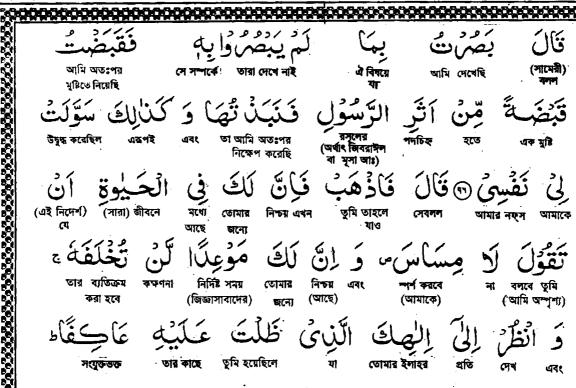
৯৬. সে জওয়াব দিলঃ " আমি সে জিনিস দেখেছি, যা এই লোকেরা দেখতে পায়নি। অতএব আমি রসূলের পায়ের চিহ্ন হতে এক মুষ্টি উঠিয়ে নিলাম এবং তা ফেলে দিলাম। আমার নফস্ আমাকে এই রকমেরই কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।"[২৭]

৯৭. মূসা বললঃ "আচ্ছা তুমি যাও। এখন সারা জীবন এ বলেই চীৎকার করতে থাকবেঃ আমাকে স্পর্শ করো না'[২৮]। আর তোমার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে যা কখনও তোমার উপর হতে চলে যাবে না। আর দেখ তোমার এই ইলাহকে যার জন্য তুমি ভক্ত হয়ে লেগে থাকতে বসে ছিলে;

২৭। এখানে 'রসূল' অর্থ সম্ভবতঃ খোদ হযরত মূসা (আঃ) –'সামেরী' এক প্রতারক ধূর্ত ব্যক্তি ছিল। সে হযরত মূসাকে (আঃ) নিজের প্রতারণার জালে ফাঁসাতে চেয়েছিল এবং তাঁকে বলেছিল যে– হযরত, এ আপনারই পদধূলির বরকত। আমি যখন আপনার পদধূলি গলিত সোনার মধ্যে নিক্ষেপ করলাম তখন তা থেকে এই শানওয়ালা মহিমাযুক্ত বৎস বহির্গত হয়ে পড়লো।

২৮। অর্থাৎ মাত্র এইটুকু নয় যে জীবনভর সমাজের সংগে তার সংযোগ-সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেওয়া হলো ও তাকে অস্পৃশ্য বানিয়ে ছাড়া হলো। বরং এ দায়িত্বও তার নিজেরই উপর চাপানো হলো যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে আপন অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে অবগত করাবে ও দূর থেকেই লোকদেরকে সতর্ক করে দেবে যেঃ আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করোনা।'

لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ

অবশ্যই আমরা ই জ্বালাব, এরপর, অবশ্যই আমরা তাকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াব, মধ্যে, নদীর, বিক্ষিপ্ত করে, প্রকৃত পক্ষে, তোমাদের ইলাহ, (একমাত্র) আল্লাহ

الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

যিনি (এমন যে), নাই, কোন ইলাহ, ছাড়া, তিনি, পরিবেষ্টিত, সব, কিছু, (তাঁর) জ্ঞানে

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ

এরূপে, বর্ণনা করছি আমরা, তোমার কাছে, হতে, খবরাদি, যা, অতীত হয়েছে, এবং, নিশ্চয়

اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ

তোমাকে আমরা দিয়েছি, হতে, আমার নিকট, উপদেশ, যে, বিমুখ হবে, তা থেকে, সে তবে নিশ্চয়ই

يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ

বহণ করবে, দিনে, কিয়ামতের, (দুর্বহ) বোঝা, চিরস্থায়ীহবে, তারমধ্যে, এবং, কতমন্দ দুর্বহ হবে, তাদের জন্যে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

দিনে, কিয়ামতের, বোঝা

এখন আমরা তা জ্বালিয়ে ভষ্ম করে ফেলব এবং বিক্ষিপ্তভাবে নদীতে ভাসিয়ে দিব।

৯৮. হে লোকেরা! তোমাদের ইলাহ তো মাত্র একই আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নয়। সমস্ত জিনিস তাঁর জ্ঞান- পরিবেষ্টিত।

৯৯. "হে নবী! এই ভাবে আমরা অতীতে চলে যাওয়া অবস্থার খবর তোমাকে জানাচ্ছি। আর আমরা একান্তভাবে আমাদের নিকট হতে তোমাকে এক 'যিক্‌র' (নসীহত-উপদেশ) দান করেছি।

১০০. যে কেউ এ হতে মুখ ফিরাবে সে কেয়ামতের দিন গুনাহের কঠিন দুর্বহ বোঝা বহন করবে।

১০১. আর এই ধরনের সব লোকই চিরদিন তাঁর অসন্তোষে নিমজ্জিত থাকবে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য (এই অপরাধের দায়িত্বের বোঝা) বড়ই দুর্বহ ও কষ্টদায়ক বোঝা হবে।
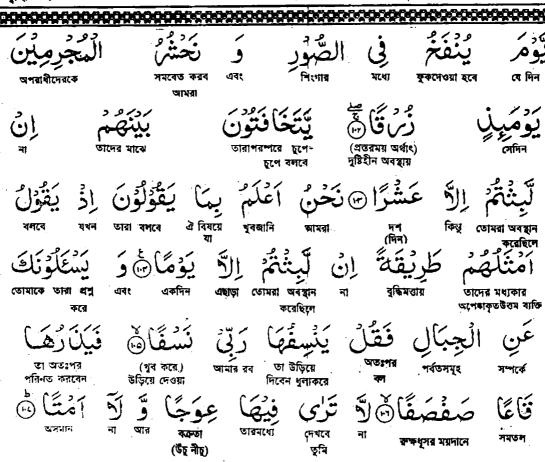
১০২. সেদিন যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে আর আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় ঘিরে আনব যে, তাদের চোখ (আতংকের কারণে) প্রস্তরময় হয়ে যাবে।

১০৩. তারা পরস্পরে চুপে চুপে বলবে যে, দুনিয়ায় বড়জোর মোটে দশটি দিন-ই হয়ত কাটিয়ে দিয়েছ।

১০৪. - আমরা ভালো করেই জানি তারা কি কথা বলবে। (আমরা এও জানি যে,) তখন তাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক সতর্ক অনুমান করতে পারবে সে বলবে যে, না, তোমাদের দুনিয়ার জীবন শুধুমাত্র একদিনের জীবন ছিল।

রুকু ঃ ৬

১০৫. এই লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, সে দিন এই পাহাড় কোথায় বিলিন হয়ে যাবে? বল, আমার রব এই গুলিকে ধুলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন,

১০৬. আর যমীনকে এমন সমতল রুক্ষ-ধুসর ময়দানে পরিণত করবেন যে,

১০৭. তুমি তাতে কোন উচ্চ-নীচ এবং সংকোচন দেখতে পাবে না।
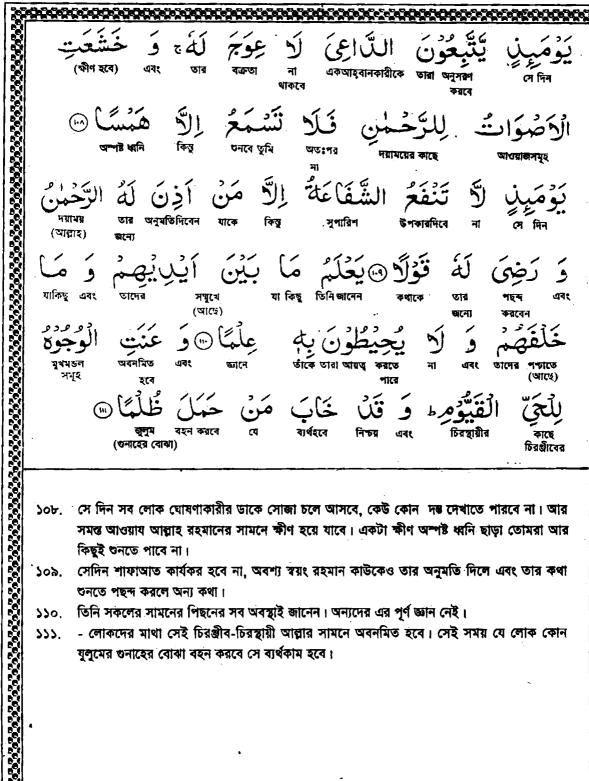
১০৮. সে দিন সব লোক ঘোষণাকারীর ডাকে সোজা চলে আসবে, কেউ কোন দম্ভ দেখাতে পারবে না। আর সমস্ত আওয়ায আল্লাহ রহমানের সামনে ক্ষীণ হয়ে যাবে। একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া তোমরা আর কিছুই শুনতে পাবে না।

১০৯. সেদিন শাফাআত কার্যকর হবে না, অবশ্য স্বয়ং রহমান কাউকেও তার অনুমতি দিলে এবং তার কথা শুনতে পছন্দ করলে অন্য কথা।

১১০. তিনি সকলের সামনের পিছনের সব অবস্থাই জানেন। অন্যদের এর পূর্ণ জ্ঞান নেই।

১১১. - লোকদের মাথা সেই চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী আল্লার সামনে অবনমিত হবে। সেই সময় যে লোক কোন যুলুমের গুনাহের বোঝা বহন করবে সে ব্যর্থকাম হবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضٰى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۡ

এবং, যে, করবে, কাজ, নেকীর, এ অবস্থায় (যে), সে, ঈমানদারও (হবে), তাহলে না, সে ভয়করবে, জুলুমের, আর, না, (ক্ষতির) হক নষ্টের, আর (হে নবী), এরূপে, আমরা তা অবতীর্ণ করেছি, (অর্থাৎ) কুরআনকে, আরবীতে, এবং, আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, তারমধ্যে, সতর্কবাণী, যাতে তারা, অবলম্বন করে তাকওয়া, অথবা, সৃষ্টি করবে, তাদের জন্যে, উপদেশ (হুশজ্ঞান), সুতরাং মহান, আল্লাহ, বাদশাহ, সত্যিকার, এবং, না, তাড়াহুড়া করো, (পাঠে) কুরআন, এর পূর্বে, যে, সম্পূর্ণ করা হয়, তোমার প্রতি, তার ওহী (প্রেরণ)

১১২. আর কোন যুলুম বা হক্ নষ্ট করার ঝুঁকি হবে না সেই ব্যক্তির উপর যে নেক আমল করবে, আর সেই সঙ্গে সে মু'মিনও হবে।

১১৩. আর হে নবী! এমনিভাবে আমরা একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি [২৯] এবং এতে নানা রকমের সতর্কবানী উচ্চারণ করেছি; সম্ভবতঃ এই লোকেরা বাঁকা পথে চলা হতে বিরত থাকবে কিংবা এর দরুন তাদের মধ্যে কিছুটা হুশ-জ্ঞানের লক্ষণ জাগবে।

১১৪. অতএব উচ্চ ও মহান সেই আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ[৩০]। আর লক্ষ্য কর, কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমার প্রতি উহার অহী পূর্ণতায় পৌঁছে যায়।

২৯। অর্থাৎ এরূপ বিষয়-বস্তু শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে পূর্ণ। এর ইংগিত সেই সকল বিষয়-বস্তুরই প্রতি যা পবিত্র কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩০। এই প্রকারের বাক্যাংশ কুরআনের একটি ভাষণের সমাপ্তিতে সাধারণতঃ এরশাদ করা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য, আল্লাহতা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি দ্বারা ভাষণের সমাপ্তি ঘটানো। বর্ণনার ধরণ ও পূর্বাপর প্রসংগ সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার রূপে বোঝা যায় যে এখানে একটি ভাষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং 'ওয়া লাকাদ 'আহেদনা' ইলা আদামা' থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছে।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ

وَ	قُلْ	رَّبِّ	زِدْنِيْ	عِلْمًا ﴿١١٤﴾	وَ	لَقَدْ عَهِدْنَآ	اِلٰٓى	اٰدَمَ مِنْ
এবং	বল	হেআমার রব	আমাকে অধিক দাও	জ্ঞান	এবং	আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম	প্রতি	আদমের

قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَاِذْ قُلْنَا

قَبْلُ	فَنَسِيَ	وَ	لَمْ نَجِدْ	لَهٗ	عَزْمًا ﴿١١٥﴾	وَ	اِذْ	قُلْنَا
ইতিপূর্বে	সে কিন্তু ভুলে যায়	এবং	আমরা পাই নাই	তার	দৃঢ়সংকল্পতা	এবং (স্মরণকর)	যখন	আমরা বলেছিলাম

لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾

لِلْمَلٰٓئِكَةِ	اسْجُدُوْا	لِاٰدَمَ	فَسَجَدُوْٓا	اِلَّآ	اِبْلِيْسَ	اَبٰى ﴿١١٦﴾
ফিরেশতাদেরকে	তোমরা সিজদা কর	আদমকে	তখন তারাসিজদা করল	কিন্তু	ইবলীস (করল না)	সে অমান্য করল

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

فَقُلْنَا	يٰٓاٰدَمُ	اِنَّ	هٰذَا	عَدُوٌّ	لَّكَ	وَ	لِزَوْجِكَ	فَلَا
আমরা তখন বললাম	হে আদম	নিশ্চয়	এটা	শত্রু	তোমার জন্যে	এবং	তোমার স্ত্রীর জন্যে	অতএব না যেন

يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ

يُخْرِجَنَّكُمَا	مِنَ	الْجَنَّةِ	فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾	اِنَّ	لَكَ	اَلَّا	تَجُوْعَ
তোমাদের দুজনকে বের করেদেয়	হতে	জান্নাত	তুমি ফলে কষ্টেপড়বে	নিশ্চয়ই	তোমার জন্যে	(এ ব্যবস্থা) যে না	তুমি ক্ষুধার্ত হবে

فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

فِيْهَا	وَ	لَا	تَعْرٰى ﴿١١٨﴾
তার মধ্যে	আর	না	তুমি নগ্ন হবে

আর দোয়া কর, হে পরোয়ারদিগার! আমাকে আরও অধিক ইলম্ দান কর[৩১]।

১১৫. আমরা ইতিপূর্বে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা ভুলে গেল। আর আমরা তার মধ্যে কোন দৃঢ় সংকল্প পাইনি[৩২]।

রুকু ঃ ৭

১১৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, আদমকে সিজদা কর। তারা সকলে তো সিজদা করল, কিন্তু শুধু ইবলীস অমান্য করে বসল।

১১৭. তখন আমরা আদমকে বললামঃ "দেখ, এ কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করে দিবে, আর তোমরা বিপদে পড়ে যাবে।

১১৮. এখানে তো তুমি মহা সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছ, না অভুক্ত উলংগ থাকছ,

৩১। এই শব্দগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সঃ)- প্রত্যাদেশ বাণী লাভ করার সময় সেগুলি স্মরণ করে লওয়ার জন্যে ও মুখে উচ্চারণ করার জন্যে চেষ্টা করে থাকবেন যায় জন্যে সম্ভবতঃ বাণী শ্রবণের দিকে মনোযোগ পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হচ্ছিল না। এই অবস্থা দৃষ্টে তাঁকে হেদায়াত দেয়া হয় যে তিনি যেন অহী নাযিল হওয়ার সময় তা স্মরণ করার চেষ্টা না করেন।

৩২। মনে হয় পরে আদম (আঃ) দ্বারা এই আদেশ ভংগের যে ঘটনা ঘটেছিল, তা জেনে বুঝে অবাধ্যতার কারণে ঘটেনি, বরং গাফিলতি ও বিস্মৃত হওয়ার কারণে ও সংকল্পের দূর্বলতায় পতিত হওয়ার জন্যে ঘটেছিল।

وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

এবং (এও) যে তুমি না পিপাসার্ত হবে তার মধ্যে আর না রৌদ্রতপ্তহবে

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ

কিন্তু কুমন্ত্রনা দিল তাকে শয়তান সে বলল হে আদম কি

اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾ فَاَكَلَا

তোমাকে আমি (হাকীকত) বলেদিব সম্বন্ধে এই বৃক্ষের চিরন্তন জীবনের ও অক্ষয় রাজত্বের (যা) না ক্ষয় হয় অতঃপর উভয়ে খেল

مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا

তাথেকে তখন প্রকাশ পেল তাদের উভয়ের কাছে তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান সমূহ এবং উভয়ে শুরু করল উভয়ে ঢাকতে তাদের দুজনের উপর

مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

থেকে পাতা জান্নাতের এবং অমান্য করল আদম তার রবকে সে অতঃপর বিভ্রান্ত হল

১১৯. না পিপাসা ও রৌদ্রতাপ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়।"

১২০. কিন্তু শয়তান তাকে প্রলোভিত করল। বলতে লাগলঃ "হে আদম, তোমাকে সেই গাছটি দেখাব কি, যার দ্বারা চিরন্তন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়?"

১২১. শেষ পর্যন্ত উভয়েই (স্বামী-স্ত্রী) সেই গাছের ফল খেল। পরিণাম এই হল যে, সহসাই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে উলংগ হয়ে পড়ল। আর দু'জনই নিজে নিজেকে জান্নাতের পাতা দ্বারা ঢাকতে লাগল[৩৩]। আদম তার রবের না-ফরমানী করল এবং সত্য-সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

৩৩। অন্য কথায় নাফরমানী ঘটতেই সেই সমস্ত সুখ-শান্তির উপকরণ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো- যেগুলি সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাকে দান করা হতো। এবং সরকারী পোষাক ছিনিয়ে নেয়ার মধ্যে দিয়ে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপার তো পরবর্তী পর্যায়ে ঘটার ছিল।
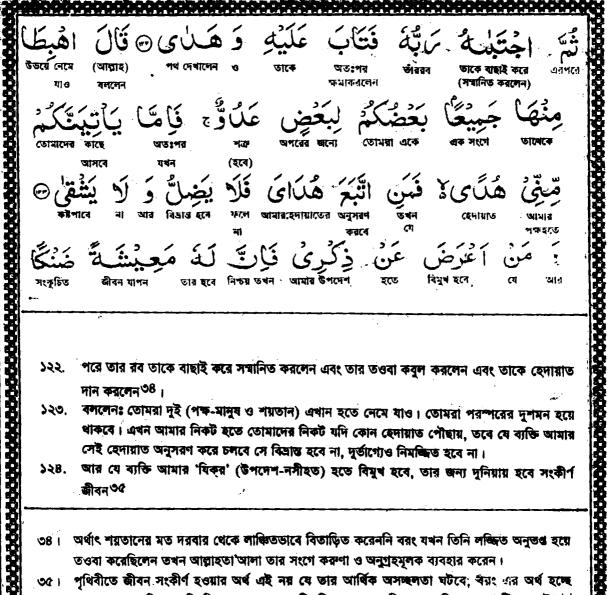
১২২. পরে তার রব তাকে বাছাই করে সম্মানিত করলেন এবং তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে হেদায়াত দান করলেন[৩৪]।

১২৩. বললেনঃ তোমরা দুই (পক্ষ-মানুষ ও শয়তান) এখান হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের দুশমন হয়ে থাকবে। এখন আমার নিকট হতে তোমাদের নিকট যদি কোন হেদায়াত পৌঁছায়, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে সে বিভ্রান্ত হবে না, দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না।

১২৪. আর যে ব্যক্তি আমার 'যিক্র' (উপদেশ-নসীহত) হতে বিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন[৩৫]

৩৪। অর্থাৎ শয়তানের মত দরবার থেকে লাঞ্ছিতভাবে বিতাড়িত করেননি বরং যখন তিনি লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন তখন আল্লাহতা'আলা তার সংগে করুণা ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করেন।

৩৫। পৃথিবীতে জীবন সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার আর্থিক অসচ্ছলতা ঘটবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে এখানে তার শান্তি ও স্বস্তি মিলবে না। সে কোটিপতি হলেও অস্বস্তি ও অশান্তিতে তার জীবন কাটবে। সপ্তরাজ্যের বাদশাহ হলেও অশান্তি ও অস্বস্তি থেকে তার মুক্তি সম্ভব হবে না। তার দুনিয়ার সাফল্য যা ঘটবে তা হাজার রকমের অবৈধ চেষ্টা তদবিরের ফলে ঘটবে। সে কারণে তার বিবেক থেকে শুরু করে তার চারিদিকের সমগ্র পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের সাথে তার এক অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম লেগে থাকবে। আর এই কারণে শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রকৃত নির্মল আনন্দ লাভ তার ভাগ্যে কখনও ঘটবে না।

وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ

আর আমরা তাকে উঠাব দিনে কিয়ামতের অন্ধ অবস্থায় সে বলবে হে আমার রব কেন আমাকে আপনি উঠালেন

اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا

অন্ধ অবস্থায় অথচ নিশ্চয় আমি ছিলাম চক্ষুষ্মান তিনি বলবেন এমনি ভাবেই তোমার কাছে এসেছিল আমাদের নিদর্শনাবলী

فَنَسِيْتَهَا ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ

তখন তা তুমি ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ বিস্মৃত হয়েছ তুমি এবং এরূপই প্রতিফলদিই আমরা

مَنْ اَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ

(তাকে) যে বাড়াবাড়ী করে এবং না বিশ্বাস করে নিদর্শনাবলীতে তার রবের এবং শাস্তি অবশ্যই আখেরাতের

اَشَدُّ وَ اَبْقٰى ﴿١٢٧﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

কঠোরতর ও অধিকস্থায়ী পথ দেখায় নাই তবেকি (ইতিহাসের এ শিক্ষা) তাদেরকে কতই (না) আমরা ধ্বংস করেছি (জনপদ) তাদের পূর্বে

مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

মধ্যহতে মানব গোষ্ঠির তারাচলছে (আজ) মধ্যদিয়ে তাদের বাসস্থান সমূহের নিশ্চয় মধ্যে (রয়েছে) এর

لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

অবশ্যই নিদর্শনাবলী অধিকারীদের জন্য বুদ্ধি-বিবেকের

আর কেয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব।

১২৫. সে বলবেঃ "হে আমার রব, দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে?"

১২৬. আল্লাহতা'আলা বলবেনঃ "হ্যাঁ, এমনি ভাবেই তো আমার আয়াতগুলি যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সে রকমই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"

১২৭. এ ভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং আল্লাহর আয়াত অমান্যকারী লোকদেরকে (দুনিয়ায়) ফল দান করে থাকি। আর পরকালের আযাব অধিক কঠোর ও স্থায়ী।

১২৮. এই লোকগুলি কি (ইতিহাসের এই শিক্ষা হতে) কোন হেদায়াত পেল না? - তাদের পূর্বে কত জাতিকেই না আমরা ধ্বংস করেছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদে আজ এই লোকেরা চলাফিরা করছে! বস্তুতঃ এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা সুস্থ বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী।

وَ	لَوْ	لَا	كَلِمَةٌ	سَبَقَتْ	مِنْ	رَّبِّكَ
এবং	যদি	না	একটি বাণী	পূর্বেনির্দিষ্ট হয়ে থাকত	পক্ষহতে	তোমাররবের

لَكَانَ	لِزَامًا	وَّ	اَجَلٌ	مُّسَمًّى ﴿۱۲۹﴾	فَاصْبِرْ	عَلٰى
অবশ্যই হত (শাস্তি)	অবশ্যম্ভাবী	ও,	একটিকাল (যদিনা থাকত)	নির্দিষ্ট	সবর কর সুতরাং	উপর

مَا	يَقُوْلُوْنَ	وَ	سَبِّحْ	بِحَمْدِ	رَبِّكَ	قَبْلَ	طُلُوْعِ	الشَّمْسِ
যা	তারা বলে	ও	মহিমা ঘোষণা কর	প্রশংসা সহ	তোমার রবের	পূর্বে	উদয়ের	সূর্য

وَ	قَبْلَ	غُرُوْبِهَا ج	وَ	مِنْ	اٰنَآءِ	الَّيْلِ	فَسَبِّحْ	وَ	اَطْرَافَ
ও	পূর্বে	তার অস্তের	এবং	কিছুঅংশে		রাতের	মহিমা অতঃপর ঘোষণাকর	ও	প্রান্ত সমূহে

النَّهَارِ	لَعَلَّكَ	تَرْضٰى ﴿۱۳۰﴾	وَ	لَا	تَمُدَّنَّ	عَيْنَيْكَ	اِلٰى	مَا
দিনের	তুমি সম্ভবত	সন্তুষ্টহবে	এবং	না	প্রসারিত তুমি করো	তোমার দুচোখ	প্রতি	যা

مَتَّعْنَا	بِهٖٓ	اَزْوَاجًا	مِّنْهُمْ	زَهْرَةَ	الْحَيٰوةِ	الدُّنْيَا ۙ
আমরা উপকরণ দিয়েছি	সে সম্পর্কে	বিভিন্ন শ্রেণীকে	তাদের মধ্যকার	জাঁকজমক	জীবনের	দুনিয়ার

রুকূ : ৮

১২৯. তোমার রবের তরফ হতে পূর্বেই একটি কথা যদি চূড়ান্ত করে দেয়া না হত এবং অবকাশের একটি মীয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া না হত, তা হলে এদের সম্পর্কেও ফয়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হত।

১৩০. অতএব হে নবী! এরা যা কিছু বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাক এবং তোমার আল্লাহর তারীফ প্রশংসার সাথে তাঁর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়েও তসবিহ কর এবং দিনের কিনারায়ও[৩৬] সম্ভবতঃ তুমি সন্তুষ্ট হবে[৩৭]।

১৩১. আর চোখ তুলেও দেখো না দুনিয়ার জীবনের সেই জাঁক-জমক যা আমরা এদের মধ্যে বিভিন্ন লোকদের দিয়েছি।

৩৬। হাম্‌দ ও সানা – প্রশংসা ও স্তুতির সংগে প্রভুর তসবীহ– পবিত্রতা কীর্তনের অর্থ হচ্ছে নামায। নামাযের নির্দিষ্ট সময়গুলির প্রতিও এখানে সুস্পষ্ট ইংগিত করে দেয়া হয়েছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায, সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এবং রাত্রিকালে এশা ও তাহাজ্জুদের নামায। আর দিবসের কিনারা সমূহ বলতে দিবসের তিনটি প্রান্তই হতে পারে- একটি প্রান্ত প্রত্যুষ, দ্বিতীয়ঃ দ্বিপ্রহর আর তৃতীয় প্রান্ত হচ্ছেঃ সন্ধ্যা। সুতরাং দিবসের প্রান্ত ভাগসমূহ বলতে ফজর, যোহর ও মগরেবেরই নামায বুঝায়।

৩৭। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটা অর্থ হচ্ছে– তোমার মিশনের জন্যে তোমাকে নানা প্রকার দুঃসহ কথা সহ্য করতে হলেও তুমি তোমার বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থাকো। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– তুমি এই কাজ কিছুটা করেই দেখনা এর ফল যা কিছু তুমি সামনে দেখতে পাবে তাতে তোমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হবে।
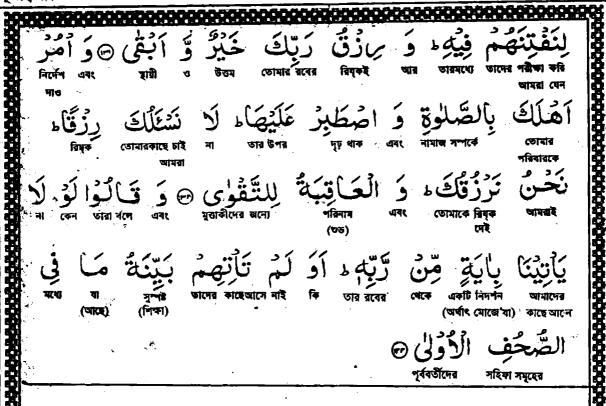
এতো আমরা দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যে। তোমার আল্লাহর দেওয়া হালাল রেযক্বই[৩৮] উত্তম ও স্থায়ী।

১৩২. তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাজ শিক্ষা দাও। আর তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক। আমরা তোমার নিকট কোন রেযক্ চাইনা, রেযক্ তো আমরাই তোমাদেরকে দিচ্ছি। আর পরিণামে কল্যাণ তাক্বওয়ারই হয়ে থাকে।

১৩৩. তারা বলে, এই ব্যক্তি নিজের রবের নিকট হতে কোন নিদর্শন (মো'জেজা) কেন আনে না? আর পূর্বের সহীফা সমূহের সমস্ত শিক্ষার বর্ণনা কি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি[৩৯]?

৩৮। 'রেযক' এর তরজমা আমি হালাল জীবিকা করেছি। কারণ আল্লাহতা'আলা কোথাও হারাম সম্পদকে প্রভুর 'রেযক' বলে অভিহিত করেন নি।

৩৯। অর্থাৎ এটা কি একটা কোন সামান্য মো'জেযা যে তাদেরই মধ্যকার একটি নিরক্ষর ব্যক্তি এমন এক গ্রন্থ পেশ করেছেন যার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার নির্যাস নির্গত করে ভরে দেয়া হয়েছে। মানুষের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্যে সে সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু ছিল তার সবকিছু তার মধ্যে মাত্র একত্রিতই করে দেয়া হয়নি বরং সে সমস্তকে এরূপ খুলে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, প্রান্তবাসী বেদুইন পর্যন্ত তা বুঝে নিয়ে তার থেকে উপকৃত হতে সমর্থ হবে।

وَ لَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ

এবং | যদি (এমন হতো) | যে আমরা | তাদের আমরা ধ্বংসকরে দিতাম | আযাব দিয়ে | তার পূর্বে

لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ لَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

তারা অবশ্যই বলত | হে আমাদের রব | কেন | না | তুমি পাঠিয়েছিলে | আমাদের প্রতি | কোন রসূল

فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَ نَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ

আমরা যাতে অনুসরণ করতাম | তোমার নিদর্শনাবলীর | এরপূর্বে | যে | লাঞ্ছিত হোতাম আমরা | ও | আমরা অপমানিত হোতাম | বল

كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ

প্রত্যেকেই | অপেক্ষাকারী | সুতরাং তোমরা অপেক্ষকর | তোমরা অতঃপর জানবে শীঘ্রই | কারা | অধিকারী

الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

পথের | সরল সঠিক | এবং | কে | হেদায়াত প্রাপ্ত

---

১৩৪. আমরা যদি তা আসার পূর্বে কোন আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম, তা হলে এই লোকেরাই বলত যে, "হে আমাদের রব, তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠালে না কেন, (তাহলে) লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করা শুরু করে দিতাম"?

১৩৫. হে নবী, এদেরকে বলঃ প্রত্যেকেই পরিণামের অপেক্ষায় রয়েছে। অতএব এখন প্রতীক্ষায় থাক, অতিশীঘ্র তোমরা জানতে পারবে যে, কারা সরল-সোজা পথের পথিক, আর কে হেদায়াত-প্রাপ্ত।

সূরা আল-আম্বিয়া

নামকরণ

এ সূরার নাম কোন বিশেষ আয়াত হতে গৃহীত নয়। এতে যেহেতু ধারাবাহিকভাবে বহুসংখ্যক নবী ও রসূলের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এ কারণে এর নাম 'আল-আম্বিয়া' 'নবীগণ' করা হয়েছে। এও সূরার মূল বিষয়-বস্তুর দৃষ্টিতে রাখা নাম নয়। বরং এটা শুধু পরিচয়ের একটা চিহ্ন মাত্র।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী উভয় দৃষ্টিতেই মনে হয়, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল হচ্ছে মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়, অর্থাৎ আমাদের সময় বন্টনের দৃষ্টিতে নবী করীম (সঃ)-এর মক্কী জীবনের তৃতীয় পর্যায়। এর পটভূমিকায় সেরূপ অবস্থা নেই যা শেষের দিকের সূরাগুলিতে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়

এ সময় নবী করীম (সঃ) ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল, এ সূরায় তাই আলোচিত হয়েছে। নবী করীম (সঃ)-এর নবুয়্যতের দাবী এবং তাঁর তওহীদের দাওআত ও পরকাল সংক্রান্ত আকীদা সম্পর্কে তারা যে সব সন্দেহ,-সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপন করত, এ সূরায় তার জবাব দেয়া হয়েছে। রসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা যে সব চাল চালতো ও কৌশল অবলম্বন করত, সে সম্পর্কে এতে তীব্র প্রতিবাদ ও হুমকী দেয়া হয়েছে এবং এ সব চালের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। রসূল (সঃ)-এর দাওআতের ব্যাপারে তারা যে বেপরোয়া ভাব দেখাত, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের যেখানে গাফিলতি দূর হত না, সে বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক করা হয়েছে। আর শেষ ভাগে তাদের এ অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের পক্ষে বিপদ মনে করছো আসলে তোমাদের জন্যে বিশেষ রহমতের কারণ হয়েই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।

ভাষণ প্রসংগে বিশেষ করে যে সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তা হচ্ছে এইঃ এক- মানুষ কখনো নবী-রসূল হতে পারেনা –মক্কার কাফেরদের এই ভুল ধারনা এবং এ কারণে নবী করীম (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে মেনে নিতে তাদের অস্বীকৃতি। এ বিষয়টি খুবই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। দুই-রসূল এবং কুরআন সম্পর্কে তাদের নানাবিধ ও পরস্পর বিরোধী প্রশ্ন উত্থাপন এবং কোন একটি কথার উপর স্থিতিশীল না হওয়া – এ সম্পর্কে সংক্ষেপে অথচ খুবই জোরালো ভাষায় ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পাকড়াও করা হয়েছে। তিন- জীবন শুধু খেলনার জিনিস; কয়েক দিনের খেলার পর আপনা-আপনি এর অবসান ঘটবে, এর কোন ফলাফল নেই, কোন হিসাব-কিতাব এবং শাস্তি ও পুরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে না- এই সব ধারণাই যেহেতু নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি আরোপিত তাদের গাফিলতি ও বে-পরোয়াভাবের মূল কারণ ছিল, এই কারণে খুবই জোরালো ভংগিতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। চার- শিরকী আকীদার ওপর তাদের অবিচল হয়ে থাকা এবং তওহীদী আকীদার বিরুদ্ধে তাদের মূর্খতামূলক হিংসা-বিদ্বেষ যা তাদের ও নবী করীম (সঃ)-এর মধ্যে বিরোধের মূল কারণ ছিল, এর সংশোধনের জন্যে শিরক্-এর বিরুদ্ধে ও তওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই

গুরুগম্ভীর এবং মর্মস্পর্শী যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। পাঁচ-নবীকে বার বার অমান্য করা ও মিথ্যাবাদী বলার পরও তাদের ওপর কোন আজাব আসে না, অতএব নবী অবশ্যই মিথ্যা এবং আল্লাহর তরফ হতে আল্লাহর আযাবের যে সব হুমকী শুনানো হচ্ছে তা সবই ফাঁকা আওয়াজ -তাদের এই ভিত্তিহীন ধারণাকে যুক্তি-প্রমাণ ও নসীহত-উপদেশ উভয় পন্থায় দূরীভূত করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

অতঃপর নবী-রসূলগণের জীবন-চরিত হতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তা দ্বারা এ কথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর নিকট হতে যত নবী ও রসূলেরই আগমন হয়েছে, তাঁরা সকলেই 'মানুষ' ছিলেন। আর নবুয়্যতের বিশেষ গুণ ছাড়া অন্যান্য সব ব্যাপারে সবদিক দিয়েই তাঁরা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মতই মানুষ ছিলেন, উলুহিয়তের কোন দিক বা কোন গুণই একবিন্দু পরিমাণও তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা সাধারণ মানুষেরই মত নিজেদের সব রকমের প্রয়োজন পূরণের জন্যে আল্লাহর সমীপে হাত প্রসারিত করতেন- কাতর প্রার্থনা জানাতেন। সে সংগে এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হতেই আরো দুটো কথা স্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। একটা হলো এই যে, নবী-রসূলগণের ওপর নানাবিধ বিপদ-মুসীবত এসেছে। তাঁদরে বিরোধীরাও তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে প্রাণ-পন চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর তরফ হতে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক উপায়ে তাঁদের প্রতি সাহায্য নাযিল করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টা হলো এই যে, সব নবী ও রসূলের দ্বীন একই ছিল- একই দ্বীন তাঁরা পেশ ও প্রচার করেছেন। আর তা সেই দ্বীন ছিল, যা এখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পেশ করছেন। মানব জাতির আসল দ্বীনই হচ্ছে এই। এ ছাড়া দুনিয়ায় আর যত ধর্ম পাওয়া যায়, তা গুমরাহ মানুষের সৃষ্ট বিভেদ-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, মানুষের মুক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে এই দ্বীন অনুসরণ ও পালনের ওপর। যারা একে কবুল করবে, পরকালে আল্লাহর আদালতের বিচারে তারাই সফল হয়ে বের হবে, আর পৃথিবীরও উত্তরাধীকারী হবে। আর যারা তাকে প্রত্যাখান করবে, তারা পরকালে নিকৃষ্টতম পরিণতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহতা'আলার বড় মেহরবানী হলো এই যে, তিনি আসল বিচারের (চূড়ান্ত ফয়সালার) পূর্বেই নিজের নবী ও রসূল পাঠিয়ে দুনিয়ার মানুষকে এই মহাসত্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এরূপ অবস্থায় নবীকে যারা রহমতের কারণ মনে না করে বিপদ বলে মনে করে তাদের মত অজ্ঞ-মূর্খ ও নির্বোধ আর কে হবে?

اياتها ١١٢ — سورة الانبياء مكية (٢١) — ركوعاتها ٧

১১২ তার আয়াত (সংখ্যা) (২১) সূরা আল-আম্বিয়া মক্কী ৭ তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

নামে (শুরুকরছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①

নিকটে এসেছে | লোকদের জন্যে | তাদের হিসাব (নেওয়ার সময়) | অথচ | তারা | মধ্যে | উদাসীনতার | বিমুখ হয়ে পড়ে আছে

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ

না | তাদের কাছে এসেছে | কোন | নসীহত | পক্ষহতে | তাদের রবের | নতুন | এ ব্যতীত যে | শুনে | তা তারা | ও

هُمْ يَلْعَبُونَ ② لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِينَ

তারা | খেলায় মেতে থাকে | (অন্যচিন্তায়) মশগুল | তাদেরঅন্তরগুলো | এবং | তারালুকিয়ে করে | গোপন আলোচনা | যারা

ظَلَمُوا ۖ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ

যুলুম করেছে | (তারা বলে) নয়কি | এই (ব্যক্তি) | এছাড়া | একজন মানুষ | তোমাদের মত | তোমরা তবে কি এসে পড়বে | যাদুর (কবলে)

وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ③

অথচ | তোমরা | দেখছ

রুকু ঃ ১

১. অতি নিকটে এসে গেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের সময় অথচ তারা এখনো গাফলতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে।

২. তাদের রবের তরফ হতে তাদের নিকট যে নতুন নসীহতের বিধানই আসে তা তারা অবজ্ঞার সাথে শুনে আর খেলায় মেতে থাকে।

৩. তাদের দিল থাকে (অন্য কোন চিন্তা-ভাবনায়) মশগুল। আর যালেমরা পরস্পরে গোপন আলোচনা করে যে, "এই ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তা হলে কি তোমরা দেখে শুনেও যাদুর ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে?"

قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَ

(নবী) বলল · আমার রব · জানেন · (সেই সব) কথা · (যা হয়) মধ্যে · আকাশ মন্ডলির · ও

الْاَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (৪) بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ

পৃথিবীর · এবং · তিনিই · সব কিছু শুনেন · সবকিছু জানেন · বরং · তারা বলে · (এসব) অলীক

اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَا

স্বপ্নসমূহ · বরং · তা সে উদ্ভাবন করেছে · বরং · সে · একজন কবি · তাহলে আনুক আমাদের কাছে · কোন নিদর্শন · যেমন

اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ (৫) مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ

প্রেরিত হয়েছিল · পূর্ববর্তীগণ (নিদর্শনসহ) · ঈমান আনে নাই · তাদের পূর্বে · কোন · জনবসতিই · যাকে আমরা ধ্বংস করেছি

اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ (৬)

এরা তবে কি · ঈমান আনবে (এখন)

৪. রসূল বললেনঃ আমার রব সে সব কথাই জানেন, যা আসমান ও যমীনে বলা হয়। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

৫. তারা বলেঃ "বরং এ তো আজেবাজে স্বপ্ন; বরং এ তার মনগড়া– বরং এই ব্যক্তিতো কবি। নতুবা এ কোন নিদর্শন আনুক, যেমন করে প্রাচীন কালের রসূলগণ নিদর্শন সহকারে প্রেরিত হয়েছিল।"

৬. অথচ এদের পূর্বে কোন জনবসতিই- যাকে আমরা ধ্বংস করেছি- ঈমান আনেনি; আর এখন কি এরা ঈমান আনবে?

১। অর্থাৎ এ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও কানাকানির এই অভিযানে রসূল কখনও এ ছাড়া কোন জওয়াব দেননি যে, তোমরা যা কিছু কথা বানাচ্ছ তা আল্লাহতা'আলা শুনছেন ও জানছেন– তোমরা জোরে জোরে শব্দ করে তা বল বা চুপে-চুপে কানে-কানেই বলনা কেন! বিচার-বিবেচনাহীন দুশমনদের মোকাবিলায় রসূল কখনও তর্ক-বিতর্ক করে উত্তর দেননি।

وَ مَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا
এবং (হেনবী) | না | আমরা প্রেরণ করেছি | তোমারপূর্বে (কোন রসূলকে) | এব্যতীত যে | (সে ছিল) মানুষ

نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ
ওহীকরতাম আমরা | তাদের কাছে | অতএব জিজ্ঞেস কর | আহলে | কিতাবদেরকে | যদি | তোমরা

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧﴾ وَ مَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ
না | জান | এবং | তাদের আমরা বানাই নাই | (এমন) দেহ বিশিষ্ট | যে না | তারাখেতো | আহার্য

وَ مَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ
আর | না | তারাছিল | চিরস্থায়ী | এরপর | তাদের প্রতি আমরা পূর্ণ করেছি | ওয়াদা | অতঃপর | তাদেরকে আমরা রক্ষাকরেছি

وَ مَنْ نَّشَآءُ وَ اَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٩﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ
ও | যাদেরকে | চেয়েছি আমরা | এবং | আমরা ধ্বংস করেছি | সীমালংঘনকারীদেরকে | নিশ্চয়ই | আমরা নাযিল করেছি | তোমাদের প্রতি

كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ
কিতাব | তারমধ্যে | তোমাদেরই বর্ণনা রয়েছে

৭. আর হে নবী! তোমার পূর্বেও আমরা মানুষকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম যাদের প্রতি আমরা অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না-ই জানো তা হলে আহলে-কিতাব লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ।

৮. সেই রসূলদেরকে আমরা এমন কোন দেহ-অবয়ব দিই নি যে, তারা খেত না; আর না তারা চিরঞ্জীব ছিল।

৯. তার পর লক্ষ্য কর, শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছি। আর তাদেরকে এবং আর যাকে যাকে আমরা চেয়েছি, বাঁচিয়েছি ; আর সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

১০. হে মানুষ! আমরা তোমাদের প্রতি এমন একখানি কিতাব পাঠিয়েছি, যাতে তোমাদেরই উল্লেখ রয়েছে।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٠ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝١١ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۝١٢ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۝١٣ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝١٤

তবেকি না | তোমরা বুঝবে | এবং | কত | আমরা বিধ্বস্ত করেছি | জনবসতীকে | যা ছিল | যালিম | এবং | আমরা সৃষ্টি করেছি | তার পরে | জাতি | অপর | অতঃপর যখন | তারা অনুভব করল | আমাদের শাস্তি | তখন | তারা | তাথেকে | পালাতে লাগল | (বলাহল) না | তোমরাপালাবে | বরং | তোমরা ফিরে যাও | দিকে | তার | তোমাদের সম্ভোগ দেওয়া হয়েছিল | যারমধ্যে | ও | তোমাদের ঘরবাড়ী গুলোতে | তোমাদের যাতে | জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতেপারে | তারাবলেছিল | আমাদের হায় দুর্ভোগ | নিশ্চয়ই আমরা | ছিলাম | অত্যাচারী

রুকূ ঃ ২। তোমরা কি বুঝতে পার না[২]?

১১. কত অত্যাচারী জনবসতিহ এমন আছে যেগুলিকে আমরা পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি। এবং তাদের পরে আমরা অন্য কোন জাতিকে উত্থিত করেছি।

১২. তারা যখন আমাদের আযাব অনুভব করতে পারল তখন তারা সেখান হতে পালাতে লাগল।

১৩. (বলা হল ,"পালিয়ো না; তোমরা যাও তোমাদের সেই সব ঘর-বাড়ীতে ও আয়েস-আরামের সরঞ্জামে যা নিয়ে তোমরা মহা আরামে নিমগ্ন হয়েছিলে; সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে[৩]।"

১৪. তারা বলতে লাগল ঃ হায় আমাদের দূর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।"

২। অর্থাৎ তার মধ্যে কোন খোয়াব ও খেয়ালের কথা তো নেই তার মধ্যে তোমাদের নিজেদেরই কথা রয়েছে। তোমাদেরই মনস্তত্ত্ব এবং তোমাদেরই জীবনের ব্যাপার ও সমস্যাসমূহের আলোচনা তাতে আছে, তোমাদেরই সূচনা ও পরিণতির বিষয় তাতে আলোচিত হয়েছে। তোমাদেরই পারিপার্শ্বিক মহল ও পরিবেশ থেকে সেই সমস্ত নিদর্শনগুলি বেছে বেছে পেশ করা হয়েছে যা প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিত দান করেছে, এবং তোমাদেরই নৈতিক ও চারিত্রিক গুনাবলীর মধ্যকার ভাল ও খারাব গুণের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তোমাদের সামনে দেখানো হয়েছে, তোমাদের বিবেকই যার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে। এসব কথার মধ্যে কি দুর্বোধ্যতা ও জটিল বিষয় আছে যা বুঝতে তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম?

৩। এর কয়েক প্রকার অর্থ হতে পারে। যথা, এই আযাব খুব উত্তমরূপে পরিদর্শন কর, কাল যদি কেউ এর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে যেন সঠিকভাবে বলতে পার। নিজেদের সেই ঠাট-বাটের মসলিস্ গরম কর, সম্ভবত এখনও তোমাদের চাকর নওকর হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করবে "হুযুর কি আদেশ করেন?" তোমাদের সেই কাউন্সিল ও কমিটিগুলি জমিয়ে বসো, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সমৃদ্ধ পরামর্শ ও বিজ্ঞতাপূর্ণ অভিমত দ্বারা উপকৃত হবার জন্যে সম্ভবতঃ জগত এখনও তোমাদের হুযুরে হাযির হবে!

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا

অতঃপর চলতে থাকে — এই — তাদের আর্তনাদ — যতক্ষণ না — তাদেরকে আমরা পরিনত করি — কর্তিত শষ্য

خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا

অগ্নিনির্বাপিতভস্ম — এবং — না — আমরাসৃষ্টি করেছি — আকাশ — ও — পৃথিবীকে — আর — যা কিছু — উভয়ের মাঝে

لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ

খেলার ছলে — যদি — আমরা চাইতাম — যে — আমরা গ্রহণ করব — (এসব সৃষ্টি) খেলারূপে — তা আমরা অবশ্যই (খেলা হিসেবে) নিতাম

لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ

আমাদের কাছে (সীমাবদ্ধ রেখে) — যদি — আমরা — (খেলা) করার হোতাম — (ব্যাপার তা নয়) বরং — আঘাত হানি আমরা — হককে দিয়ে

عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ

উপর — বাতিলের — তাকে ফলে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় — অতঃপর তখন — তা — নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় — আর — তোমাদের জন্যেআছে — দুর্ভোগ

مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾ وَ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ

সে কারণে যা — তোমরা রচনা করছ — এবং — তাঁরই (মালিকানায়) — যা কিছু — মধ্যে আছে — আকাশমন্ডলির — এবং — পৃথিবীর

১৫. তারা এই চীৎকারই করতে থাকল- ততদিন যখন আমরা তাদেরকে চূর্ণ-ভস্মে পরিণত করে দিয়েছি, জীবনের সামান্যতম স্ফুরণও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না।

১৬. আমরা এই আসমান ও যমীন এবং এদের মধ্যে আর যা কিছু আছে, খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

১৭. আমরা যদি কোন খেলনা বানাতেই চাইতাম, আর তাই আমাদের করণীয় হত, তাহলে নিজ হতেই তা করে নিতাম[৪]। বরং আমরা তো বাতিলের উপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি।

১৮. যা বাতিলের মাথা চূর্ণ করে দেয় এবং তা দেখতে দেখতেই বিলীন হয়ে যায়। আর তোমাদের ভাগ্যে ধ্বংস অবধারিত সে সব কারণে যা তোমরা রচনা করছ।

১৯. যমীন ও আসমানে যে যে মখ্‌লুকই আছে তা সব তাঁরই।

৪। অর্থাৎ যদি খেল-তামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো তবে আমি খেল-তামাশার সামগ্রী সৃষ্টি করে নিজেই খেলে নিতাম। সে অবস্থায় এ যুলম কখনও করা হত না যে অনর্থক এক অনুভূতিশীল চেতনা ও দায়িত্বসম্পন্ন জীব সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যার লড়াই ও দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে নিছক নিজের আনন্দ ও স্ফূর্তির জন্য আমার সৎ বান্দাদেরকে বিনা কারণে কষ্টে ফেলে দিতাম!

وَ مَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَا
এবং যারা আছে তার কাছে না তারা অহংকার বশে বিরত থাকে থেকে তাঁর ইবাদত আর না

يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾
তারা পরিশ্রান্ত হয় তারা তসবীহকরে রাতে ও দিনে না তারা থামে

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ
কি তারা বানিয়ে নিয়েছে (অন্যান্যদেরকে) ইলাহরূপে মধ্যহতে পৃথিবীর তারা (কি) পারে উঠাতে মৃতকে যদি

كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ
হতো তাদের উভয়ের মধ্যে (আরও অনেক) ইলাহ ছাড়া আল্লাহ উভয়ই অবশ্যই ধ্বংস হতো অতএব পবিত্র আল্লাহ

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ
মালিক আরশের তাহতে যা তারা বর্ণনা করে না তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে ঐবিষয়ে যা তিনি করেন

وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ ﴿٢٣﴾
বরং তারা জিজ্ঞাসীত হবে

আর যে সব (ফেরেশতা) তাঁর নিকট রয়েছে তারা না অহংকার বশে তাঁর বন্দেগী করতে ত্রুটি করে, আর না পরিশ্রান্ত হয়[৫]।

২০. রাতদিন তাঁরই তসবীহ করতে ব্যস্ত থাকে; একবিন্দুও থামে না।

২১. তাদের বানানো পার্থিব ইলাহ কি এমন আছে যে,(নির্জীব-নিষ্প্রাণকে প্রাণ ও জীবন দিয়ে) চলমান করে দিতে পারে?

২২. যদি আসমান ও যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো বহু আল্লাহ হত, তা হলে (যমীন ও আসমান) উভয়েরই শৃংখলা-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব আরশের মালিক আল্লাহ পাক ও পবিত্র সে সব কথা হতে যা এই লোকেরা বলে বেড়ায়।

২৩. তিনি নিজের কাজের ব্যাপারে(কারো নিকট) দায়ী নন। বরং তারা সবাই দায়ী।

৫। অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগী করা তাদের পক্ষে কোন অসহনীয় কাজও নয় যে, অনিচ্ছুক অন্তরে বন্দেগী করতে করতে তারা বিষন্ন হয়ে পড়বে। এ ছাড়া আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পালনে তাদের কোন ক্লান্তি হয় না।

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهٖٓ اٰلِهَةً ط قُلْ هَاتُوا

কি — তারা গ্রহণ করেছে — তাঁকে ছাড়া — (অন্যান্যদেরকে) ইলাহরূপে — (হেনবী) বল — পেশকর

بُرْهَانَكُمْ ج هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ط

তোমাদের দলিল — এটা — উপদেশ (কিতাব) — (তাদের জন্য) যারা — আমার সাথে (আছে) — এবং — উপদেশ (কিতাব) — (তাদেরও) যারা — আমার পূর্বে (ছিল)

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ

বরং — অধিকাংশই — তাদের — না — জানে — প্রকৃত সত্যকে — ফলে তারা — মুখফিরিয়েনেয় — এবং

مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ

না — আমরা প্রেরণ করেছি — পূর্বে — তোমার — কোন — রসূলকে — এব্যতীতযে — ওহী করেছি আমরা — তারকাছে

اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾ وَ قَالُوا اتَّخَذَ

এই যে — নাই — কোন ইলাহ — ছাড়া — আমি — সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদতকর — এবং — তারাবলে — গ্রহণকরেছেন

الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لَا

দয়াময় — সন্তান — তিনি মহান পবিত্র — বরং — (ফিরেশতারা) বান্দা — সম্মানিত — না

يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

তাঁর আগে বাড়ে তারা — কথা বলে — এবং — তারা — তাঁর হুকুম মত — কাজ করে

২৪. তারা কি এই আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্য আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে? হে নবী! তাদেরকে বলঃ "পেশ কর তোমাদের দলীল। এই কিতাবও রয়েছে যাতে আমার সম-সাময়িক কালের লোকদের জন্য নসীহত রয়েছে। আর সেই কিতাবসমূহও রয়েছে, যাতে আমার পূর্ববর্তীকালের লোকদের জন্য নসীহত ছিল"। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোক প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ। এজন্য তারা বিমুখ হয়ে রয়েছে।

২৫. আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তাকে এই অহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব কর।

২৬. এরা বলেঃ "রহমানের সন্তান" আছে। সুবহানাল্লাহ! তারা (অর্থাৎ ফেরেশতা) তা বান্দা মাত্র। তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে।

২৭. তাঁর আগে বেড়ে তারা কথা বলে না; বাস্, শুধু তাঁরই হুকুম মত কাজ করে যায়।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا

তিনি জানেন, যা (আছে), সামনে, তাদের, এবং, যা (আছে), তাদের পিছনে, এবং, না, তারা সুপারিশ করে, এব্যতীত

لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝٢٨ وَ مَنْ

তাদের জন্যে (যাদের প্রতি), (আল্লাহ) রাজী হন, এবং, তারা, তাঁর ভয়ে, ভীতসন্ত্রস্ত, এবং, কেউ

يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ

(যদি) বলে, তাদের মধ্য হতে, আমিও নিশ্চয়ই, একজন ইলাহ, ব্যতীত, তিনি, এ কারণে, তাকে শাস্তিদিব আমরা

جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۝٢٩ اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ

জাহান্নামে, এরূপে, শাস্তিদিই আমরা, যালিমদেরকে, কি, না, ভেবে দেখে, (তারা) যারা

كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ

অস্বীকার করেছে, যে, আকাশ মণ্ডলী, ও, পৃথিবী, উভয়ে ছিল, মিলিত অবস্থায়, অতঃপর উভয়কে আমরা পৃথক করে দিয়েছি

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٣٠

এবং, আমরা বানিয়েছি, থেকে, পানি, প্রত্যেক, জিনিষ, জীবন্ত, না তবুও কি, তারা বিশ্বাস করে

وَ جَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَ جَعَلْنَا

এবং, আমরা বানিয়েছি, মধ্যে, পৃথিবীর, পর্বতসমূহ, যেন (না), তাদেরসহ তা ঢলে পড়ে, এবং, আমরা বানিয়েছি

فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣١

তার মধ্যে, প্রশস্ত, রাস্তাসমূহ, যেন, তারা, পথ পেতে পারে

২৮. যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তাদের অজ্ঞাত, সে বিষয়েও তিনি অবহিত। তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করে না, শুধু তাদের জন্য করে যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজী হবেন। আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

২৯. তাদের মধ্যে হতে যদি কেউ বলে বসে যে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তি দেব। যালেমদের শাস্তি আমাদের নিকট এই।

রুকু ঃ ৩

৩০. সেই লোকেরা যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে কি চিন্তা করে না যে, এই আসমান ও যমীন সবকিছুই মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমরা এইগুলিকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি? এবং পানি হতে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছি? তারা কি (আমাদের এই সৃষ্টি-ক্ষমতাকে) স্বীকার করে না?

৩১. আর আমরা যমীনে পাহাড় খাড়া করে দিয়েছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে কেঁপে ঢলে না পড়ে। এবং তাতে প্রশস্ত পথ বানিয়ে দিয়েছি যেন লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নিতে পারে।
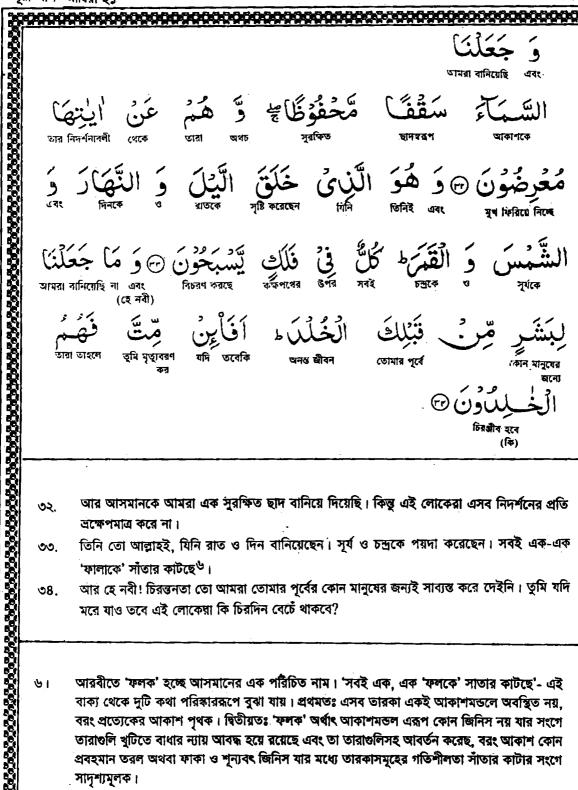
৩২. আর আসমানকে আমরা এক সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এই লোকেরা এসব নিদর্শনের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না।

৩৩. তিনি তো আল্লাহই, যিনি রাত ও দিন বানিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে পয়দা করেছেন। সবই এক-এক 'ফালাকে' সাঁতার কাটছে[৬]।

৩৪. আর হে নবী! চিরন্তনতা তো আমরা তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্যই সাব্যস্ত করে দেইনি। তুমি যদি মরে যাও তবে এই লোকেরা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে?

৬। আরবীতে 'ফলক' হচ্ছে আসমানের এক পরিচিত নাম। 'সবই এক, এক 'ফলকে' সাতার কাটছে'- এই বাক্য থেকে দুটি কথা পরিস্কাররূপে বুঝা যায়। প্রথমতঃ এসব তারকা একই আকাশমন্ডলে অবস্থিত নয়, বরং প্রত্যেকের আকাশ পৃথক। দ্বিতীয়তঃ 'ফলক' অর্থাৎ আকাশমন্ডল এরূপ কোন জিনিস নয় যার সংগে তারাগুলি খুটিতে বাধার ন্যায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তা তারাগুলিসহ আবর্তন করেছ, বরং আকাশ কোন প্রবহমান তরল অথবা ফাকা ও শূন্যবৎ জিনিস যার মধ্যে তারকাসমূহের গতিশীলতা সাঁতার কাটার সংগে সাদৃশ্যমূলক।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَ نَبْلُوْكُمْ

প্রত্যেক | প্রাণীই | স্বাদ নেবে | মৃত্যুর | এবং | তোমাদের আমরা পরীক্ষা করি

بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ

মন্দ দিয়ে | ও | ভাল (দিয়ে) | পরীক্ষা (স্বরূপ) | এবং | আমাদেরই দিকে | তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে | এবং

اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۗ

যখন | তোমাকে দেখে | যারা | অস্বীকার করেছে | না | তোমাকে তারা গ্রহণ করবে | এব্যতীত | বিদ্রূপের পাত্র রূপে

اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ

(এবং বলে) এই কি | (সেই ব্যক্তি) যে | সমালোচনা করে | তোমাদের ইলাহদেরকে | অথচ | তারা | আলোচনাকে | রহমানের | তারাই

كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا

অস্বীকারকারী | সৃষ্টি করা হয়েছে | মানুষকে | দিয়ে | তাড়াহুড়া প্রবৃত্তি | তোমাদেরকে শীঘ্রই আমি দেখাবো | আমার নিদর্শনাবলী | সুতরাং না

تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٧﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ

আমার কাছে তোমরা তাড়াহুড়া করো | এবং | তারা বলে | কখন (পূর্ণ হবে) | এই | (হুমকীর) ওয়াদা | যদি

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

তোমরাহও | সত্যবাদী

৩৫. প্রত্যেক জীবন্তকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৩৬. এই সত্য অমান্যকারীরা যখন তোমাকে দেখতে পায় তখন তোমার প্রতি বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে। বলে "এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মাবুদদের উল্লেখ করে থাকে?" আর তাদের নিজেদের অবস্থা এই যে, তারা রহমানের যিক্‌রের অস্বীকারকারী।

৩৭. মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখনি আমি তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দিচ্ছি, আমার কাছে তাড়াহুড়া করো না-

৩৮. এই লোকেরা বলেঃ "আচ্ছা, এই হুমকী পূর্ণ হবে কবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?"

لَوْ	يَعْلَمُ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	حِيْنَ	لَا
(হায়) যদি	জানত	যারা	কুফরী করেছে	সে সময় (যখন)	না

يَكُفُّوْنَ	عَنْ	وُّجُوْهِهِمُ	النَّارَ	وَ	لَا	عَنْ	ظُهُوْرِهِمْ
তারা প্রতিরোধ করতে পারবে	হতে	তাদের মুখমণ্ডলগুলো	আগুনকে	আর	না	হতে	তাদের পৃষ্ঠসমূহ

وَ	لَا	هُمْ	يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾	بَلْ	تَأْتِيْهِمْ	بَغْتَةً	فَتَبْهَتُهُمْ
আর	না	তাদের	সাহায্য করা হবে	বরং	তাদের কাছে আসবে	অতর্কিতভাবে	তাদেরকে অতঃপর হতভম্ব করে দেবে

فَلَا	يَسْتَطِيْعُوْنَ	رَدَّهَا	وَ	لَا	هُمْ	يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾	وَ
তখন না	তারা সক্ষম হবে	তা রোধ করতে	আর	না	তাদের	অবকাশ দেয়া হবে	এবং

لَقَدِ	اسْتُهْزِئَ	بِرُسُلٍ	مِّنْ	قَبْلِكَ	فَحَاقَ	بِالَّذِيْنَ
নিশ্চয়ই	বিদ্রূপ করা হয়েছে	রসূলদেরকে		তোমার পূর্বের	অতঃপর ঘিরে নিয়েছিল	তাদেরকে

سَخِرُوْا	مِنْهُمْ	مَّا	كَانُوْا	بِهٖ	يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾ ع	قُلْ	مَنْ
ঠাট্টা করেছিল (যারা)	তাদের মধ্যহতে	ঐ জিনিস	তারা ছিল	যা নিয়ে	বিদ্রূপ করত	(হে নবী) বল	কে

يَّكْلَؤُكُمْ	بِالَّيْلِ	وَ	النَّهَارِ	مِنَ	الرَّحْمٰنِ ط
তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে	রাতে	বা	দিনে	থেকে	রাহমান

৩৯. **হায়! এই কাফেররা যদি সেই সময়ের কথা কিছু জানতে পারত যখন এরা না নিজেদের মুখ আগুন হতে** বাঁচাতে পারবে, না নিজেদের পিঠ, আর না তাদের কাছে কোন দিক হতে সাহায্য পৌছাবে।

৪০. সে বিপদ তো আকষ্মিক ভাবেই আসবে এবং এদেরকে এমন ভাবে হঠাৎ করে চেপে ধরবে যে, এরা না তাকে দমন করতে পারবে, আর না এক মুহূর্তকাল তারা অবসর পাবে।

৪১. ঠাট্টা-বিদ্রূপ তো তোমাদের পূর্বের নবী-রসূলদেরকেও করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী লোকেরা সেই জিনিসের ফেরে পড়তে বাধ্য হয় যার তারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছিল।

রুকু ঃ ৪

৪২. হে নবী! এদেরকে বলঃ "কে আছে এমন যে রাতে বা দিনে তোমাদেরকে রহমান হতে রক্ষা করতে পারে?"

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ

বরং | তারাই | হতে | স্মরণ | তাদের রবের | মুখ ফিরিয়ে নেয় | কি | তাদের আছে | ইলাহসমূহ | তাদের রক্ষা করতে পারে

مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ مِّنَّا

আমাদের ছাড়া | না | তারা সক্ষম | সাহায্য করতে | তাদের নিজেদের | আর | না | তাদের | আমাদের পক্ষহতে

يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ

সহযোগিতা দেয়া হবে | বরং | আমরা ভোগ সামগ্রী দিয়েছি | তাদেরকে | ও | পিতৃপুরুষদেরকে | তাদের | এমনকি | দীর্ঘ হয়েছিল | তাদের জন্যে

الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ

আয়ুষ্কাল | না তবে কি | তারা দেখে | যে আমরা | আনছি | জমীনকে | তা সংকুচিত করে আমরা | হতে | তার চতুর্দিক

اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَ لَا

তারা তবুওকি | বিজয়ী হবে | বল | মূলতঃ | তোমাদের সতর্ক করছি আমি | ওহীদ্বারা | কিন্তু | না

يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

শুনে | বধির | কোন আহবান | যখন | তাদের সতর্ক করা হয়

কিন্তু এরা তাদের রবের নসীহত হতে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে।

৪৩. তাদের কি এমন কিছু ইলাহ আছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে? তারা তো না নিজেরা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে, না আমাদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা তারা লাভ করবে।

৪৪. আসল কথা এই যে, এই লোকদেরকে এবং এদের বাপ-দাদাদের আমরা জীবনের সামগ্রী দান করে চলেছি, এমন কি তাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়েছিল। কিন্তু তারা কি দেখে না যে, আমরা যমীনকে নানা দিক দিয়ে খাটো করে আনছি[৭]? তবে তারা কি জয়ী হবে?

৪৫. এদেরকে বলে দাও "আমি তো অহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে সাবধান-সতর্ক করছি"--- কিন্তু বধির লোকেরা কোন ডাক শুনতে পায় না যখন তাদেরকে সাবধান করা হয়।

৭। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমার বিজয়ী শক্তির কার্যকারিতার এ নিদর্শনগুলি অতি সুস্পষ্টরূপেই দেখা যায়। -হঠাৎ কখনও দুর্ভিক্ষের রূপে, কখনও বন্যার রূপে, কখনও ভুমিকম্পের রূপে, কখনও বা প্রচন্ড শীত ও অসহনীয় গরমের রূপে এরূপ বিপদাপাত ঘটে যা মানুষের সকল প্রচেষ্টা ও তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দেয়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মরণের গ্রাসে পতিত হয়, জনপদ ধ্বংস হয়, শস্য-শ্যামল ক্ষেতসমূহ বিনষ্ট হয়, উৎপাদন হ্রাস পায়, ব্যবসা-বাণিজ্য অচলতার সৃষ্টি হয়; এক কথায় মানুষের জীবন ধারণের উপায়-উপকরণে কখনও অন্য আর এক দিক দিয়ে হানি ঘটে; কিন্তু মানুষ নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেও সে হানি রোধ করতে পারেনা।

আরবি	অর্থ
وَ	আর
لَئِنْ	যদি অবশ্য
مَّسَّتْهُمْ	তাদের স্পর্শ করে
نَفْحَةٌ	কিছুমাত্রও
مِّنْ عَذَابِ	আযাব
رَبِّكَ	তোমার রবের
لَيَقُولُنَّ	তারা বলবে অবশ্যই
يٰوَيْلَنَا	হায় আমাদের দুর্ভোগ
اِنَّا	নিশ্চয়ই আমরা
كُنَّا	ছিলাম আমরা
ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾	যালিম
وَ	এবং
نَضَعُ	সংস্থাপন করব আমরা
الْمَوَازِيْنَ	মানদণ্ডসমূহ
الْقِسْطَ	ন্যায়ের
لِيَوْمِ	দিনের জন্যে
الْقِيٰمَةِ	কিয়ামতের
فَلَا	ফলে না
تُظْلَمُ	যুলম করা হবে
نَفْسٌ	কাউকে
شَيْئًا ط	কিছুমাত্রও
وَ	এবং
اِنْ	যদি
كَانَ	হয় (কৃতকর্ম)
مِثْقَالَ	পরিমাণও
حَبَّةٍ	একদানা
مِّنْ خَرْدَلٍ	শস্যের
اَتَيْنَا	আমরা আনব
بِهَا ط	তাকে (সামনে)
وَ	এবং
كَفٰى	যথেষ্ট
بِنَا	আমরাই
حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾	হিসাবগ্রহণকারীরূপে
وَ	এবং
لَقَدْ	অবশ্যই
اٰتَيْنَا	আমরা দিয়েছি
مُوْسٰى	মূসাকে
وَ	ও
هٰرُوْنَ	হারূনকে
الْفُرْقَانَ	ফুরকান
وَ	এবং
ضِيَاءً	জ্যোতি
وَّ	ও
ذِكْرًا	উপদেশ
لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾	মুত্তাকীদের জন্যে
الَّذِيْنَ	যারা
يَخْشَوْنَ	ভয় করে
رَبَّهُمْ	তাদের রবকে
بِالْغَيْبِ	অদৃশ্য অবস্থায়
وَ	এবং
هُمْ	তারাই
مِّنَ	হতে
السَّاعَةِ	কিয়ামত
مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾	ভীতসন্ত্রস্ত

৪৬. তোমার রবের আযাব যদি একটু পরিমাণ তাদের স্পর্শ করে যায়, তাহলে তারা তখনই চীৎকার করে উঠবে "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।"

৪৭. কেয়ামতের দিন আমরা সঠিক নির্ভুল ওযন করার দাড়িপাল্লা সংস্থাপন করব। তার ফলে কোন লোকের উপরই একবিন্দু পরিমাণ জুলুম হবে না। যার একবিন্দু পরিমাণও কিছু কৃতকর্ম হবে তা আমরা সামনে নিয়ে আসব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট।

৪৮. পূর্বে আমরা মূসা ও হারুনকে ফোরকান, আলো ও 'যিক্‌র' দান করেছি সেই মুত্তাকী লোকদের কল্যাণের জন্য,

৪৯. যারা না দেখেই নিজেদের রবকে ভয় করে, আর যারা (হিসাব-নিকাশের) সেই সময়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

আরবি	অর্থ
وَ	আর
هٰذَا	এই
ذِكْرٌ	উপদেশ (কুরআন)
مُّبٰرَكٌ	বরকত ময়
اَنْزَلْنٰهُ ؕ	তা আমরা নাযিল করেছি
اَفَاَنْتُمْ	তোমরা তবুওকি
لَهٗ	তাকে
مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾	অস্বীকারকারী হবে
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়ই
اٰتَيْنَآ	আমরা দিয়েছি
اِبْرٰهِيْمَ	ইবরাহীমকে
رُشْدَهٗ	তার সৎ পথের বুদ্ধি জ্ঞান
مِنْ قَبْلُ	ইতিপূর্বেও
وَ	এবং
كُنَّا	আমরা ছিলাম
بِهٖ	তার সম্পর্কে
عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾	খুব অবহিত
اِذْ	যখন
قَالَ	সে বলেছিল
لِاَبِيْهِ	তার পিতাকে
وَ	ও
قَوْمِهٖ	তার জাতিকে
مَا	কি
هٰذِهِ	এসব
التَّمَاثِيْلُ	মূর্তিগুলো
الَّتِيْٓ	যার
اَنْتُمْ	তোমরা
لَهَا	তাদের জন্যে
عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾	পূজায় নিবদ্ধ আছ
قَالُوْا	তারা বলল
وَجَدْنَآ	আমরা পেয়েছি
اٰبَآءَنَا	আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে
لَهَا	তাদের জন্যে
عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾	ইবাদতকারীরূপে
قَالَ	সে বলল
لَقَدْ	নিশ্চয়ই
كُنْتُمْ	আছ
اَنْتُمْ	তোমরা
وَ	ও
اٰبَآؤُكُمْ	তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (ছিল)
فِيْ	মধ্যে
ضَلٰلٍ	পথভ্রষ্টতার
مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾	সুস্পষ্ট
قَالُوْٓا	তারা বলল
اَجِئْتَنَا	আমাদের কাছে এনেছকি
بِالْحَقِّ	প্রকৃত সত্যকে
اَمْ	না
اَنْتَ	তুমি
مِنَ	অন্তর্ভুক্ত
اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾	কৌতুককারীদের

ع

৫০. আর এখন এই বরকতওয়ালা যিক্‌র আমরা (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। তা সত্ত্বেও তোমরা কি তা মেনে নিতে অস্বীকার করবে?

রুকু ঃ ৫

৫১. এরও পূর্বে আমরা ইবরাহীমকে তার সতর্ক বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমরা তাকে ভালোভাবে জানতাম।

৫২. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন সে তার পিতা ও নিজ জাতির লোকজনকে বলেছিল "এই মূর্তিগুলি কি রকম যেগুলির জন্য তোমরা পাগল-প্রায় হয়ে আছ?"

৫৩. তারা জবাবে বলল "আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এই গুলির ইবাদত করতে দেখেছি।"

৫৪. সে বলল "তোমরাও পথভ্রষ্ট, আর তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়েছিল।"

৫৫. তারা বলল "তুমি কি আমাদের সামনে তোমার আসল চিন্তা-বিশ্বাস পেশ করছ, না ঠাট্টা করছ?"

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ

সে বলল | বরং | তোমাদের রব (তিনিই) | (যিনি) রব | আকাশমন্ডলির | ও

الْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَ اَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِّنَ

পৃথিবীর | যিনি | তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন | এবং | আমি | উপর | এসবের উপর | অন্যতম

الشّٰهِدِیْنَ ﴿۵۶﴾ وَ تَاللّٰهِ لَاَكِیْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ

সাক্ষীদাতাদের | এবং | আল্লাহর শপথ | ব্যবস্থা নিব আমি অবশ্যই | তোমাদের মূর্তিগুলোর | পরে

اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۵۷﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِیْرًا لَّهُمْ

তোমাদের চলে যাওয়ার | পিঠ ফিরিয়ে | তাদেরকে সে অতঃপর করে দিল | টুকরা টুকরা | ব্যতীত | বড়টা | তাদের

لَعَلَّهُمْ اِلَیْهِ یَرْجِعُوْنَ ﴿۵۸﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا

তারা যাতে | তার দিকে | লক্ষ আরোপ করে | তারা বলল | কে | করেছে | এটা

بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۵۹﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًی یَّذْكُرُ

আমাদের ইলাহ গুলোর সাথে | সে নিশ্চয় | অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই | যালিমদের | তারা বলল | আমরা শুনেছি | এক যুবককে | সমালোচনা করতে

هُمْ یُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِیْمُ ﴿۶۰﴾

তাদের ব্যাপারে | বলা হয় | তার (নাম) | ইবরাহীম

৫৬. সে বলল "না, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের আল্লাহ্ তিনিই যিনি যমীন ও আসমানের রব্ব এবং এই গুলির সৃষ্টিকর্তা। এই বিষয়ে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫৭. আর আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলির প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।"

৫৮. এরপর সে সেই গুলোকে টুকরা-টুকরা করে দিল, আর তাদের কেবল বড় আকারের মূর্তিটিকে রেখে দিল, যেন তারা তার প্রতি লক্ষ আরোপ করে।

৫৯. (তারা ফিরে এসে মূর্তিগুলির এই অবস্থা দেখতে পেল, তখন) বলতে লাগল "আমাদের ইলাহগুলির এরূপ অবস্থা কে করেছে? সে বড়ই যালেম।"

৬০. (কেউ কেউ) বলল, "আমরা এক যুবককে এ গুলির কথা বলতে শুনেছি, যার নাম ইবরাহীম।"

قَالُوا	فَأْتُوا	بِهِ	عَلَىٰ أَعْيُنِ	النَّاسِ	لَعَلَّهُمْ
তারা বলল	আন তাহলে	তাকে	চোখের সামনে	লোকদের	তারা যাতে

يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾	قَالُوا	ءَأَنْتَ	فَعَلْتَ	هَٰذَا
সাক্ষী দিতে পারে	তারা বলল	তুমি কি	করেছ	এটা

بِآلِهَتِنَا	يَا	إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾	قَالَ	بَلْ	فَعَلَهُ	كَبِيرُهُمْ	هَٰذَا
আমাদের ইলাহ গুলোর সাথে	হে	ইবরাহীম	সে বলল	বরং	তা করেছে	তাদের প্রধান	এটা

فَاسْأَلُوهُمْ	إِنْ	كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾	فَرَجَعُوا	إِلَىٰ	أَنْفُسِهِمْ
তাদেরকেজিজ্ঞেসকরতবে	যদি	তারা কথা বলতেপারে	তারা তখন ফিরে এলো	প্রতি	তাদের মনের

فَقَالُوا	إِنَّكُمْ	أَنْتُمُ	الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾	ثُمَّ	نُكِسُوا عَلَىٰ
অতঃপর তারা বলল	তোমরা নিশ্চয়	তোমরাই	যালিম	এরপর	অবনত হয়ে গেল

رُءُوسِهِمْ	لَقَدْ	عَلِمْتَ	مَا	هَٰؤُلَاءِ	يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾
তাদের মস্তকগুলো	(এবং বলল) নিশ্চয়ই	তুমি জেনেছ	না	এরা সব	কথা বলতে পারে

৬১. তারা বলল "তা'হলে তাকে ধরে আনো সকলের সামনে, যেন লোকেরা দেখতে পায় (তাকে কিরূপ দন্ড দেয়া হয়)।"

৬২. (ইবরাহীম এসে পৌঁছিবার পর) তারা জিজ্ঞাসা করল "হে ইবরাহীম, তুমি আমাদের ইলাহগুলির সাথে এরূপ ব্যবহার করলে কেন?"

৬৩. সে বললঃ "বরং এ সব কিছু এ গুলির মধ্যের এই সরদারই করেছে। একে জিজ্ঞাসা কর, যদি এ কথা বলতে পারে[৮]।"

৬৪. এই কথা শুনে তারা নিজেদের মনের প্রতি ফিরে তাকাল এবং (মনে মনে) বলতে লাগল "আসলে তোমরা নিজেরাই তো যালেম।"

৬৫. কিন্তু পরে তাদের মত বদলে গেল। আর বলল "তুমিতো জান যে, এরা কথা বলে না।"

৮। শব্দগুলি থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এ কথাগুলি এ জন্য বলেছিলেন যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই এ কথা স্বীকার করে যে- তাদের মাবুদগুলো একেবারেই শক্তিহীন, তাদের কাছ থেকে কোন কাজেরই আশা করা যেতে পারেনা। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তির খাতিরে যদি কোন মানুষ প্রকৃত ঘটনার খেলাফ কোন কথা বলে তবে সে কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না, কেননা সে ব্যক্তি মিথ্যা বলার সংকল্প নিয়ে এরূপ কথা বলেনা; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয় সেও সে কথাকে মিথ্যা বলে মনে করেনা। যে বলে সে নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সাব্যস্থ করতেই বলে এবং যে শোনে সেও সেই অর্থে তা গ্রহণ করে।

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّ

সে বলল | তোমরা ইবাদত করবে তবুও কি | ছাড়া | আল্লাহ | যা | না | তোমাদের উপকার দিতে পারে | কিছুমাত্র | আর

لَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

না | তোমাদের ক্ষতি করতে পারে | আফসোস | তোমাদের জন্যে | (তাদের)জন্যেও এবং যাদের | তোমরা ইবাদত কর | ছাড়া

اللّٰهِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَ انْصُرُوْٓا

আল্লাহ | তবুও কি না | তোমরা বুঝবে | তারা বলল | তাকে পুড়িয়ে ফেল | এবং | তোমরা সাহায্য কর

اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ

তোমাদের ইলাহগুলোকে | যদি | তোমরা | করতে পার | আমরা বললাম | হে | আগুন | হয়ে যাও

بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا

শীতল | ও | নিরাপদ | জন্যে | ইবরাহীমের | এবং | তারা চেয়েছিল | তার সাথে | অন্যায় আচরণ করতে

فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

কিন্তু | তাদেরকে আমরা করে দিয়েছিলাম | সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত

৬৬. ইবরাহীম বলল "তা'হলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সব জিনিসের পূজা কর, যারা তোমাদের না কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি?

৬৭. আফসোস তোমাদের জন্য আর তোমাদের এই মাবুদগুলির জন্য, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যে গুলির পূজা করছ! তোমাদের কি কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই?"

৬৮. তারা বলল "একে আগুনের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেল। আর তোমাদের ইলাহদেরকে সাহায্য কর- যদি কিছু করতেই হয়।"

৬৯. আমরা বললাম "হে আগুন, ঠান্ডা হয়ে যাও এবং শান্তি স্বরূপ হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি[৯]।"

৭০. তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় আচরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।

৯। শব্দগুলি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে এবং পূর্বাপর প্রসংগও এই অর্থের সমর্থণ করছে যে তারা নিজেদের ফয়সালা বাস্তবে কার্যকরী করেছিল এবং যখন অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করে তারা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) তার মধ্যে নিক্ষেপ করে তখন আল্লাতা'আলা আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাবার আদেশ দেন। স্পষ্টতঃই কুরআনে বর্ণিত মো'জেযাগুলির মধ্যে এটি একটি মো'জেযা।
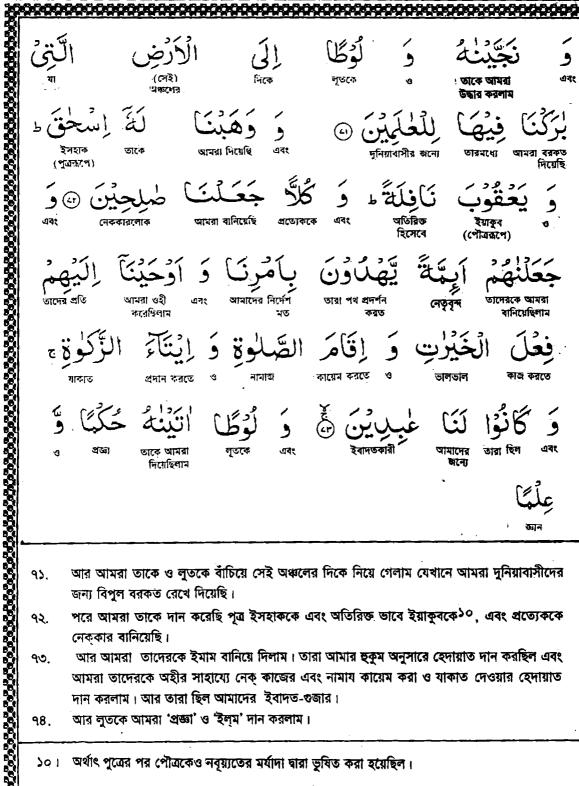
৭১. আর আমরা তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে সেই অঞ্চলের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমরা দুনিয়াবাসীদের জন্য বিপুল বরকত রেখে দিয়েছি।

৭২. পরে আমরা তাকে দান করেছি পুত্র ইসহাককে এবং অতিরিক্ত ভাবে ইয়াকুবকে[১০], এবং প্রত্যেককে নেক্‌কার বানিয়েছি।

৭৩. আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়ে দিলাম। তারা আমার হুকুম অনুসারে হেদায়াত দান করছিল এবং আমরা তাদেরকে অহীর সাহায্যে নেক্ কাজের এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার হেদায়াত দান করলাম। আর তারা ছিল আমাদের ইবাদত-গুজার।

৭৪. আর লূতকে আমরা 'প্রজ্ঞা' ও 'ইল্‌ম' দান করলাম।

১০। অর্থাৎ পুত্রের পর পৌত্রকেও নবূয়্যতের মর্যাদা দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল।

وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ

এবং | তাকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম | থেকে | জনপদ | যা | লিপ্ত ছিল

الْخَبٰٓئِثَ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَ

অশ্লীল কর্মসমূহে | তারা নিশ্চয়ই | ছিল | জাতি | খারাপ | সত্যত্যাগী | এবং

اَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَ

তাকে আমরা শামিল করিয়েছিলাম | মধ্যে | আমাদের রহমতের | সে নিশ্চয় (ছিল) | অন্যতম | সৎকর্মশীলদের | এবং

نُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ

নূহকে (স্মরণ কর) | যখন | সে ডেকেছিল | ইতিপূর্বে | তখন আমরা সাড়া দিয়েছিলাম | তাকে | অতঃপর তাকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম | ও | তার পরিবারকে

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

হতে | সংকট | বড় | এবং | তাকে আমরা সাহায্য করেছিলাম | বিরুদ্ধে | (এমন) লোকদের | যারা

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ

মিথ্যারোপ করেছিল | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | তারা নিশ্চয়ই | ছিল | লোক | খারাপ | সুতরাং | তাদের আমরা ডুবিয়ে দেই

اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

সকলকেই

আর তাকে সেই জনবসতি হতে বের করে আনলাম, যারা কদর্য ধরনের কাজ করতেছিল- প্রকৃত পক্ষে তারা অতিশয় খারাব, ফাসেক জাতি ছিল।

৭৫. আর লূতকে আমরা আমাদের নিজেদের রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। সে নেককার লোকদের মধ্যেকার একজন ছিল।

রুকু ঃ ৬

৭৬. আর এই নেয়ামতই আমরা নূহকেও দিয়েছি। স্মরণ কর, এই সবের পূর্বে সে যখন আমাদেরকে ডেকেছিল। আমরা তার দোয়া কবুল করে নিলাম এবং তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে মহা যন্ত্রণা হতে মুক্তি দান করলাম।

৭৭. আর তার সাহায্য করেছি সেই লোকদের মুকাবিলায় যারা আমার আয়াত-সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তারা বড় খারাব লোক ছিল। ফলে আমরা তাদের সকলকেই ডুবিয়ে দেই।
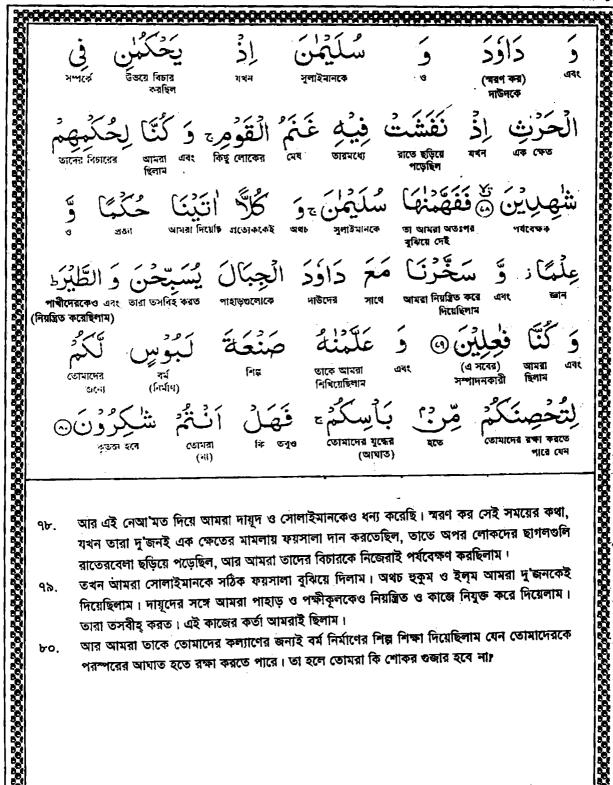
৭৮. আর এই নেআ'মত দিয়ে আমরা দায়ূদ ও সোলাইমানকেও ধন্য করেছি। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তারা দু'জনই এক ক্ষেতের মামলায় ফয়সালা দান করতেছিল, তাতে অপর লোকদের ছাগলগুলি রাতেরবেলা ছড়িয়ে পড়েছিল, আর আমরা তাদের বিচারকে নিজেরাই পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

৭৯. তখন আমরা সোলাইমানকে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিলাম। অথচ হুকুম ও ইল্‌ম আমরা দু'জনকেই দিয়েছিলাম। দায়ূদের সঙ্গে আমরা পাহাড় ও পক্ষীকূলকেও নিয়ন্ত্রিত ও কাজে নিযুক্ত করে দিয়েলাম। তারা তসবীহ্ করত। এই কাজের কর্তা আমরাই ছিলাম।

৮০. আর আমরা তাকে তোমাদের কল্যাণের জন্যই বর্ম নির্মাণের শিল্প শিক্ষা দিয়েছিলাম যেন তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত হতে রক্ষা করতে পারে। তা হলে তোমরা কি শোকর গুজার হবে না?
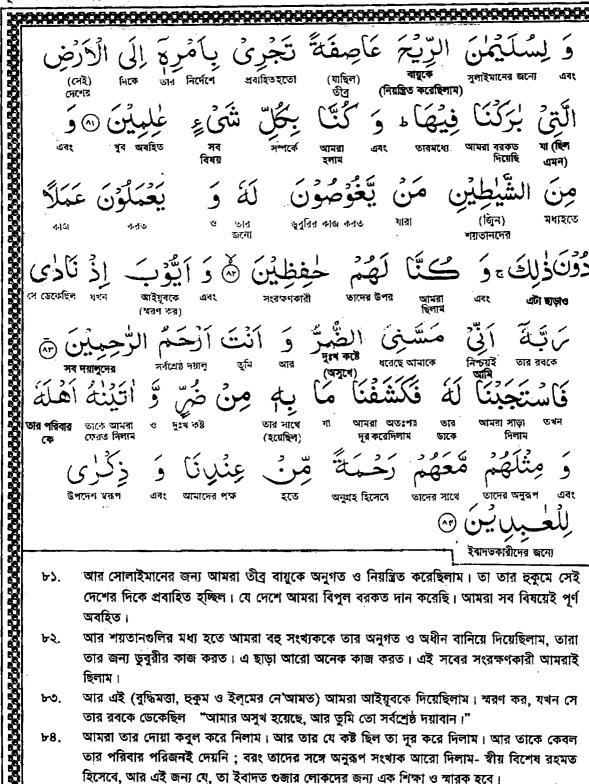
৮১. আর সোলাইমানের জন্য আমরা তীব্র বায়ুকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম। তা তার হুকুমে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। যে দেশে আমরা বিপুল বরকত দান করেছি। আমরা সব বিষয়েই পূর্ণ অবহিত।

৮২. আর শয়তানগুলির মধ্য হতে আমরা বহু সংখ্যককে তার অনুগত ও অধীন বানিয়ে দিয়েছিলাম, তারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত। এ ছাড়া আরো অনেক কাজ করত। এই সবের সংরক্ষণকারী আমরাই ছিলাম।

৮৩. আর এই (বুদ্ধিমত্তা, হুকুম ও ইল্‌মের নে'আমত) আমরা আইয়ূবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ কর, যখন সে তার রবকে ডেকেছিল "আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।"

৮৪. আমরা তার দোয়া কবুল করে নিলাম। আর তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম। আর তাকে কেবল তার পরিবার পরিজনই দেয়নি ; বরং তাদের সঙ্গে অনুরূপ সংখ্যাক আরো দিলাম- স্বীয় বিশেষ রহমত হিসেবে, আর এই জন্য যে, তা ইবাদত গুজার লোকদের জন্য এক শিক্ষা ও স্মারক হবে।

وَ اِسۡمٰعِيۡلَ وَ اِدۡرِيۡسَ وَ ذَاالۡكِفۡلِ ؕ

এবং (স্মরণ কর) ইসমাইলকে ও ইদরীসকে ও যুলকিফ্‌লকে

كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيۡنَ ۚ﴿۸۵﴾ وَ اَدۡخَلۡنٰهُمۡ فِيۡ رَحۡمَتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ

প্রত্যেকে (ছিল) অন্তর্ভুক্ত সবরকারীদের এবং তাদেরকে আমরা শামিল করেছি অনুগ্রহে আমাদের নিশ্চয় তারা (ছিল)

مِّنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۸۶﴾ وَ ذَاالنُّوۡنِ اِذۡ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا

অন্তর্ভুক্ত সৎকর্মশীলদের আর মাছওয়ালাকেও (স্মরণ কর) যখন চলে গিয়েছিল ক্রুদ্ধ হয়ে

فَظَنَّ اَنۡ لَّنۡ نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ

অতঃপর মনে করেছিল যে না ধর-পাকড় করতে পারব তার উপর সে অতঃপর ডেকেছিল মধ্যে অন্ধকারের

اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ٭ۖ اِنِّيۡ كُنۡتُ مِنَ

যে নেই কোন ইলাহ ছাড়া তুমি তুমি পবিত্র মহান নিশ্চয়ই আমি ছিলাম অন্তর্ভুক্ত

الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۸۷﴾

সীমালংঘনকারীদের

৮৫. আর এই নেআ'মত ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্‌লকে দিয়েছি। তারা ধৈর্যশীল লোক ছিল।

৮৬. আর তাদেরকে আমরা স্বীয় রহমতে শামিল করে নিলাম। কেননা তারা নেককার লোকদের মধ্যে ছিল।

৮৭. আর মাছওয়ালাকেও[১১] আমরা ধন্য করেছি। স্মরণ কর, সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল[১২], আর মনে করেছিল যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না। শেষ পর্যন্ত সে অন্ধকারের মধ্য হতে ডাকল[১৩] "নাই কোন ইলাহ তুমি ছাড়া, পবিত্র মহান তোমার সত্ত্বা। আমি অবশ্যই অপরাধী।"

১১। অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আঃ)। কোথাও নাম লওয়া হয়েছে এবং কোথাও তাকে 'যন্নুন' এবং 'সাহেবুল হুত' অর্থাৎ মৎসওয়ালা এই উপাধি দেয়া হয়েছে। মৎসওয়ালা তাঁকে এই জন্য বলা হয়নি যে তিনি মাছ ধরতেন বা বিক্রয় করতেন বরং আল্লাহতা'আলার হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গলধঃকরণ করেছিল সেই কারণে তাঁকে 'মৎসওয়ালা' বলা হয়েছে, যেমন সূরা সাফ্‌ফাতের ১৪২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১২। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ এসে তাঁর পক্ষে নিজ কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা বৈধ হওয়ার পূর্বেই তিনি নিজের কওমের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কর্তব্যস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

১৩। অর্থাৎ মাছের উদরের মধ্য থেকে– যা নিজেই অন্ধকারময় ছিল এবং তার উপর ছিল সমুদ্রের অন্ধকাররাশি।
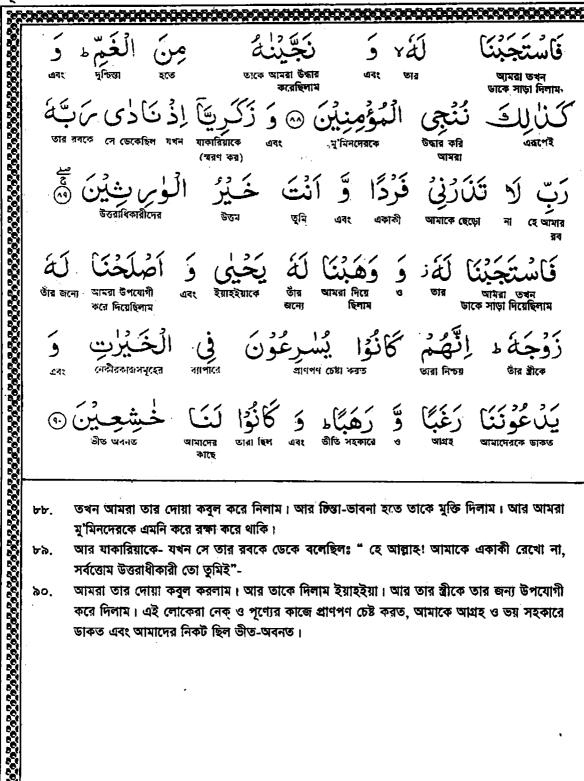
৮৮. তখন আমরা তার দোয়া কবুল করে নিলাম। আর চিন্তা-ভাবনা হতে তাকে মুক্তি দিলাম। আর আমরা মু'মিনদেরকে এমনি করে রক্ষা করে থাকি।

৮৯. আর যাকারিয়াকে- যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিলঃ " হে আল্লাহ! আমাকে একাকী রেখো না, সর্বত্তোম উত্তরাধীকারী তো তুমিই"-

৯০. আমরা তার দোয়া কবুল করলাম। আর তাকে দিলাম ইয়াহইয়া। আর তার স্ত্রীকে তার জন্য উপযোগী করে দিলাম। এই লোকেরা নেক্ ও পূণ্যের কাজে প্রাণপণ চেষ্ট করত, আমাকে আগ্রহ ও ভয় সহকারে ডাকত এবং আমাদের নিকট ছিল ভীত-অবনত।

وَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

(মারয়ামকে) এবং যে (স্মরণকর) | রক্ষা করেছিল | তার সতীত্বকে | আমরা অতঃপর ফুকে দিলাম | তারমধ্যে | আমাদের রূহ

وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ هٰذِهٖٓ

এবং | তাকে বানিয়েছিলাম | ও | তার পুত্রকে | একটি নিদর্শন | বিশ্ববাসীদের জন্যে | নিশ্চয়ই | এই যে

اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾ وَ

তোমাদের জাতি | জাতি (প্রকৃতপক্ষে) | একই | এবং | আমি | তোমাদের রব | সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর | কিন্তু

تَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ

তারা টুকরা টুকরা করে ফেলল | তাদের কার্যকলাপ (দ্বীন) | তাদের মাঝে | প্রত্যেককে | আমাদের দিকেই | প্রত্যাবর্তনকারী | তবে | যে

يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ

কাজ করবে | নেকীসমূহের | এ অবস্থায় যে | সে | মু'মিনও (হবে) | না তখন | অগ্রাহ্য হবে (তার কাজ)

لِسَعْيِهٖ ۚ وَ اِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَ حَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ

তার প্রচেষ্টার জন্যে | এবং | নিশ্চয়ই আমরা | তার জন্যে | লেখক(অর্থাৎ লিখেরাখি) | এবং | (প্রত্যাবর্তন) নিষিদ্ধ | জন্যে | কোন জনপদের

اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾

যাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছি | যে | তারা | না | ফিরে আসতে পারবে

৯১. আর সেই মহিলা, যে নিজের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল[১৪], আমরা তার গর্ভে স্বীয় 'রুহ' ফুঁকলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীদের জন্য এক উজ্জ্বল নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।

৯২. তোমাদের এই উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর-

৯৩. কিন্তু (লোকদের কর্মকান্ড এই যে,) তারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে- সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

রুকু ঃ ৭

৯৪. এখন যে লোক নেক আমল করবে- এই অবস্থায় যে, সে মু'মিন, তার কাজে কোন অমর্যাদা করা হবে না। আর আমরা তা লিখে রেখেছি।

৯৫. এ সম্ভব নয় যে, যে-জনপদকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি তা আবার ফিরে আসবে।

১৪। অর্থাৎ হযরত মরিয়ম (আঃ)।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ
এমনকি যখন মুক্তি দেয়া হবে ইয়াজুজ ও মাজুজকে এবং তারা হতে প্রত্যেক উচ্চভূমি

يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ
ছুটে আসবে এবং নিকটবর্তী হবে প্রতিশ্রুতি (কিয়ামতের) সত্য অতঃপর তখন বিস্ফোরিত হবে

اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ
চক্ষুসমূহ (তাদের) যারা কুফরী করেছিল (এবং বলবে) আমাদের দুর্ভোগ হায় নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম মধ্যে

غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا
গাফিলতির সম্পর্কে এটা বরং আমরা ছিলাম সীমালংঘনকারী তোমরা নিশ্চয় ও যাদের

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا
তোমরা ইবাদত করতে ছাড়া আল্লাহ ঈন্ধন (হবে) জাহান্নামে তোমরা তাতে

وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾
প্রবেশকারী (হবে)

৯৬. শেষ পর্যন্ত যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা সকল উচ্চতা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়বে

৯৭. এবং চূড়ান্ত সত্য ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময়[১৫] নিকটবর্তী হয়ে আসতে শুরু করবে, তখন কাফেরদের চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে পড়বে। তারা বলবেঃ "হায় আমাদের দূর্ভাগ্য! আমরা এই এই জিনিস সম্পর্কে একেবার গাফিলতির মধ্যে পড়ে ছিলাম। বরং আমরা অপরাধী ছিলাম।"

৯৮. নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সে সব মাবুদ যাদের তোমরা পূজা-উপাসনা করতে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তোমাদেরও সেখানেই যেতে হবে[১৬]।

১৫। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়।

১৬। বর্ণিত হয়েছে মোশরেক নেতাদের মধ্যে একজন এই আয়াতের উপর আপত্তি করেছিল যে- এই ভাবেতো মাত্র আমাদেরই উপাস্য নয়- মসিহ্, উযায়ের এবং ফেরেশতারাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কেননা পৃথিবীতে তাদেরও এবাদত করা হয়। এর উত্তরে নবী করীম (সঃ) বলেন- হ্যাঁ এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে একথা পছন্দ করে যে আল্লাহতা'আলার পরিবর্তে তার বন্দেগী করা হোক তাদের সাথী হবে যারা তার বন্দেগী করেছিল।

আরবি	অর্থ
لَوْ	যদি
كَانَ	হত
هٰٓؤُلَآءِ	এসব
اٰلِهَةً	মাবুদ
مَّا	(তাহলে) না
وَرَدُوْهَا ؕ	তাতে প্রবেশ করত
وَ	এবং
كُلٌّ	প্রত্যেকে
فِيْهَا	তারমধ্যে
خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾	স্থায়ীহবে
لَهُمْ	তাদের জন্যে
فِيْهَا	তারমধ্যে থাকবে
زَفِيْرٌ	কান ফাটা আর্তনাদ
وَّ	কিন্তু
هُمْ	তারা
فِيْهَا	তারমধ্যে
لَا	না
يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾	শুনতে পাবে (কিছুই)
اِنَّ	নিশ্চয়
الَّذِيْنَ	যাদের (জন্যে)
سَبَقَتْ	পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে
لَهُمْ	তাদের জন্যে
مِّنَّا	আমাদের থেকে
الْحُسْنٰٓى ۙ	কল্যাণ
اُولٰٓئِكَ	ঐসবলোকে
عَنْهَا	তাথেকে
مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾	দূরে রাখা হবে
لَا	না
يَسْمَعُوْنَ	তারা শুনতে পাবে
حَسِيْسَهَا ۚ	তার ক্ষীণতম শব্দও
وَ	আর
هُمْ	তারা (হবে)
فِيْ	মধ্যে
مَا	যা
اشْتَهَتْ	চাইবে
اَنْفُسُهُمْ	তাদের মন
خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾	তারা স্থায়ী হবে
لَا	না
يَحْزُنُهُمُ	তাদেরকে চিন্তিত করবে
الْفَزَعُ	ভীতি
الْاَكْبَرُ	চরম
وَ	এবং
تَتَلَقّٰىهُمُ	তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে
الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ	ফেরেশতারা
هٰذَا	এই
يَوْمُكُمُ	তোমাদের দিন
الَّذِيْ	সেই (যারা)
كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾	তোমাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছিল

৯৯. এরা যদি প্রকৃত ইলাহ হত তবে তারা নিশ্চয়ই সেখানে যেত না। অতঃপর সকলকেই চিরদিন সেখানে থাকতে হবে।

১০০. সেখানে তারা কানফাটা আর্তনাদ করতে থাকবে। আর অবস্থা এই হবে যে, সেখানে তারা কোন আওয়াজই শুনতে পাবে না।

১০১. তারপর যাদের সম্পর্কে আমাদের নিকট হতে কল্যাণ লাভ করবে বলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তারা তো অবশ্যই এ হতে দূরে অবস্থান করতে থাকবে।

১০২. তার ক্ষীণতম শব্দও তারা শুনতে পাবে না। তারা তো চিরদিন নিজেদের মনমত দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে ডুবে থাকবে।

১০৩. চরম ও সাংঘাতিক বিপদের সময়ও তারা এতটুকু কাতর হবে না এবং ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে তাদেরকে স-সম্মানে গ্রহণ করবে। "এই তোমাদের সে'দিন যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হচ্ছিল।"

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ

সেদিন | গুটিয়ে ফেলব আমরা | আকাশকে | গুটান যেমন | দফতর বা খাতা | (বিভিন্ন বিষয়ে) লিখিত | যেমন | আমরা সৃষ্টি করেছি | প্রথম

خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ

সৃষ্টি | তা আমরা পুনঃ সৃষ্টি করব | ওয়াদা (পালন) | আমাদের দায়িত্ব | নিশ্চয় আমরা | আমরা হলাম | সম্পাদনকারী (তা) | এবং | নিশ্চয়ই

كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا

আমরা লিখেছিলাম | মধ্যে | যাবুর গ্রন্থের | পরে | নসীহতের | যে | জমীনের | তার উত্তরাধিকারী হবে

عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِنَّ فِىْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ

(যারা) আমার বান্দা | সৎকর্মশীল | নিশ্চয় | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই পয়গাম | লোকদের জন্যে

عٰبِدِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ

ইবাদতকারী | এবং | না | তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি | এছাড়া যে | রহমত হিসেবে | বিশ্বজগতের জন্যে | বল

اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

মূলতঃ | ওহী করা হয়েছে | আমার প্রতি | যে | তোমাদের ইলাহ (কেবল) | ইলাহ | একই

১০৪. সেই দিন, যে দিন আমরা আসমানকে লিখিত দফতরগুলো গুটানোর মত গুটিয়ে রাখব[১৭ক]। যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম অনুরূপভাবে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করব। এ একটি ওয়াদা বিশেষ যা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। আর এই কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

১০৫. আর 'যাবুর' কিতাবে নসীহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী আমাদের নেক্ বান্দাহরা হবে[১৭খ]।

১০৬. এতে এক মহা সংবাদ নিহিত রয়েছে ইবাদত-গুজার লোকদের জন্য।

১০৭. হে নবী, আমরা তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।

১০৮. তাদেরকে বলঃ "আমার নিকট যে অহী আসে, তা এই যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক আল্লাহ।

১৭ক. এটা একটা উপমা। অতীতকালে দলীল দস্তাবেজগুলো গুটিয়ে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হতো। এখানে বলা হয়েছে কেয়ামতে আকাশকে অনুরূপভাবে গুটিয়ে ফেলা হবে। আর এর বাস্তব অবস্থা কেমন হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

১৭খ. এই আয়াত বুঝার জন্য সূরা 'যমর'-এর ৭৩-৭৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।
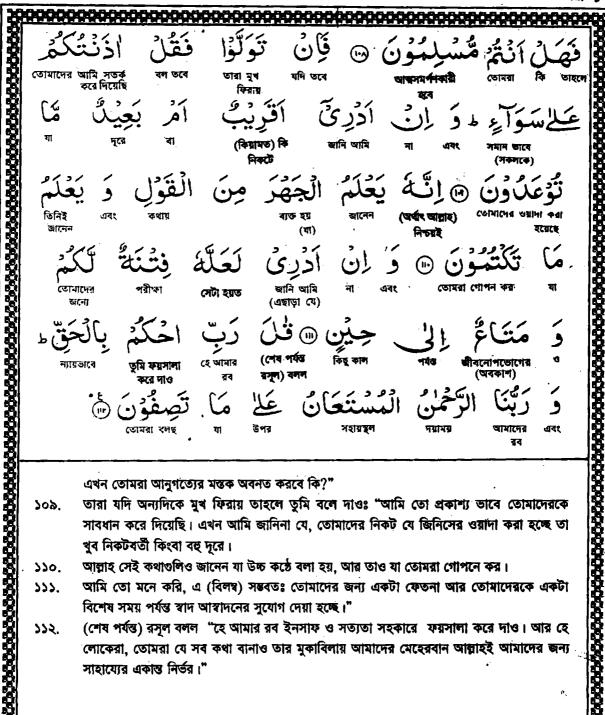
এখন তোমরা আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে কি?"

১০৯. তারা যদি অন্যদিকে মুখ ফিরায় তাহলে তুমি বলে দাওঃ "আমি তো প্রকাশ্য ভাবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। এখন আমি জানিনা যে, তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা খুব নিকটবর্তী কিংবা বহু দূরে।

১১০. আল্লাহ সেই কথাগুলিও জানেন যা উচ্চ কণ্ঠে বলা হয়, আর তাও যা তোমরা গোপনে কর।

১১১. আমি তো মনে করি, এ (বিলম্ব) সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য একটা ফেতনা আর তোমাদেরকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।"

১১২. (শেষ পর্যন্ত) রসূল বলল "হে আমার রব ইনসাফ ও সত্যতা সহকারে ফয়সালা করে দাও। আর হে লোকেরা, তোমরা যে সব কথা বানাও তার মুকাবিলায় আমাদের মেহেরবান আল্লাহই আমাদের জন্য সাহায্যের একান্ত নির্ভর।"

সূরা আল-হজ্জ

নামকরণ

এ সূরার চতুর্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ "হজ্জ উদ্‌যাপনের জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানাও"-এর আল-হজ্জ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় মক্কী এবং মদীনী সূরাসমূহের বিশেষত্ব মিশ্রভাবে দেখা যায়। এ কারণে এ মক্কায় অবর্তর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে তফসীরকারদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ রয়েছে। আমরা মনে করি,এর বিষয়-বস্তুতে ও বর্ণনা ভংগিতে মক্কী-মদীনী উভয় লক্ষণ দেখা যাওয়ার কারণ এই যে, এর একটা অংশ মক্কী পর্যায়ের শেষ ভাগে এবং দ্বিতীয় অংশ মদীনী জীবনের শুরুতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে এতে উভয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বই বর্তমান। সূরার প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী স্পষ্ট বলে দেয় যে, এ মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর সম্ভবতঃ মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে হিজরতের কিছু কাল পূর্বে এ সূরা নাযিল হয়েছে। ২৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ অংশ শেষ হয়েছে।

অতঃপর إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا হতে সহসাই বিষয়বস্তুর ধারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্পষ্ট মনে হয়, এ আয়াত হতে শেষ পর্যন্তকার অংশ পবিত্র মদীনায় নাযিল হয়েছে এবং হিজরতের পর প্রথম বছর যিলহজ্জ মাসেই হয়তো নাযিল হয়েছে, কেননা ২৫শ আয়াত থেকে ৪১শ আয়াত পর্যন্তকার বিষয়-বস্তু হতে এ কথাই বুঝতে পারা যায়। আর ৩৯ ও ৪০ আয়াতের নাযিল হবার প্রেক্ষাপট হতেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এ সময়টি ছিল এমন যে, মুহাজিরগণ নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে সদ্য মদীনায় এসেছিলেন। হজ্জ-এর সময় উপস্থিত হলে তখন তাদরে নিজেদের শহর ও হজ্জ-এর মহা সম্মেলনের কথা স্মরণ হয়ে থাকবে। আর মক্কার মোশরেকরা মসজিদে-হারাম (কাবার) পথ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে বলে তারা প্রাণে বড় ব্যাথা অনুভব করছিলেন। এ সময় তারা এরও প্রতিক্ষায় ছিলেন যে, যে যালেমরা তাদেরকে ঘরবাড়ী হতে বহিস্কৃতও বিতাড়িত করেছে, মসজিদের হারাম-এর যিয়ারত হতে বঞ্চিত করেছে এবং আল্লাহর দ্বীনের পথ অবলম্বনের কারণে তাদের জীবন পর্যন্ত দূর্বিসহ করে দিয়েছে। এখন আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার অনুমতি নিশ্চয়ই দেবেন। বস্তুতঃ এ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার এটাই ছিল মনস্তাত্বিক পটভুমি। এতে প্রথমত হজ্জ-এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, 'মসজিদে-হারাম' প্রতিষ্ঠার এবং হজ্জ উদযাপনের এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল এ উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহতা'আলার বন্দেগী করা হবে। কিন্তু আজ সেখানে শিরক্ হচ্ছে এবং এক আল্লাহর ইবাদতকারী লোকদের জন্যে সেদিকে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দেশ হতে তাদেরকে বে-দখল করে দিয়ে এমন এক কল্যাণময় সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া হয় যেখানে অন্যায়, পাপ ও না-ফরমানী স্তিমিত হবে এবং পূণ্যশীলতা ও আল্লাহনুগত্যের ভাবধারা জাগ্রত হবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ওরওয়া ইবনে যুবাইর, যায়দ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান,

কাতাদাহ এবং অন্যান্য বড় বড় তফসিরকার বলেছেন যে, মুসলমানদের জেহাদ করার অনুমতি দেয়ার এটাই প্রথম আয়াত। হাদীস ও রসূল (সঃ)- এর জীবন ইতিহাসের বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ অনুমতি লাভের পর-পরই কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তৎসংক্রান্ত তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে লোহিত সাগরের উপকূলের দিকে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযান ইতিহাসে 'দাওয়ান যুদ্ধ' বা 'আরওয়া যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় তিন শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। তারা হল ঃ মক্কার মোশরেক, দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াপন্ন মুসলমান এবং খাঁটি ও সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুসলমান। মোশরেকদের সম্বোধন করে কথা বলার সূচনা হয়েছে মক্কায়। মদীনায় এসে এর ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এ কথায় তাদেরকে পূর্ণ ও জোরালো ভাবে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে- তোমরা তোমাদের মূর্খতাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন চিন্তা-বিশ্বাসের ব্যাপারে চরম জিদ ও হঠকারিতা দেখাচ্ছ। আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব মা'বুদদের ওপর আস্থা স্থাপন করেছ যাদের কোন শক্তি নেই, সামর্থ নেই। আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছ। এখন তোমাদের পরিণাম তাই হবে যা অতীতে এ নীতি অবলম্বনকারীদের হয়েছে। নবীকে অমান্য করে এবং নিজ জাতির সবচেয়ে ভালো ও সৎ লোকদেরকে অত্যাচার ও যুলুমের লক্ষ্য স্থলে পরিণত করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছ। এর ফলে তোমাদের ওপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে, তা থেকে তোমাদের কৃত্রিম ও মনগড়া মা'বুদরা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। এ শুধু সাবধান ও সর্তকীকরণই নয়, সেই সংগে বুঝানোর কাজও সমানে চলেছে। গোটা সূরায় বিভিন্ন স্থানে উপদেশ-নসীহতের উল্লেখ করা হয়েছে এবং একদিকে শিরকের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের পক্ষে অকাট্য দলীল প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াবিষ্ট মুসলমানদের অবস্থা ছিল এই যে, আল্লাহর বন্দেগী তারা কবুল করেছিল; কিন্তু এ পথে কোন বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদেরকে সম্বোধন করে এ সূরায় কঠোর ভাবে র্ভৎসনা করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছেঃ এ কেমন তর ঈমান? আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-স্ফূর্তির সময় আসলে তো আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নাও আর তাঁর বান্দাহ হয়ে থাকতেও রাজী হও, কিন্তু যেখানেই আল্লাহর পথে বিপদ আসে, কষ্ট ভোগ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন না আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানতে রাজী হও, না তাঁর বান্দাহ থাকতে সম্মত হও। অথচ তোমরা এরূপ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে এমন কোন বিপদ-মূসীবতকে এড়িয়ে চলতে পার না যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

এ সূরায় ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করে দু'ধরনের কথা বলা হয়েছে। এক ধরনের সম্বোধন তাদের নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে এবং আরব দেশের জনমতকে উদ্দেশ্য করেও। আর অপর ধরনের সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র ঈমানদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে।

প্রথম ধরনের সম্বোধনে মক্কার মোশরেকদের আচার-আচরণের ব্যাপারে পাকড়াও করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের জন্যে 'মসজিদের হারাম' এর পথ বন্ধ করে দিয়েছে বলে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। অথচ মসজিদের হারাম তাদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাউকেও হজ্জ উদ্‌যাপন হতে বঞ্চিত করার কোন অধিকারই তাদের নেই। এ আপত্তিটা শুধু সত্য ভিত্তিকই ছিল না, রাজনীতির দিক দিয়ে এটা কুরাইশদের বিরুদ্ধে অতিবড় এক হাতিয়ারও ছিল। এ আপত্তির মাধ্যমে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, কুরাইশরা এরূপ করে কেন? তারা কি হারাম শরীফের মালিক, না শুধু ব্যবস্থাপক-পরিচালক মাত্র? এখন - যদি তারা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একশ্রেণীর লোকেদেরকে হজ্জ করা হতে বঞ্চিত রাখে এবং তা সহ্য করা হয়, তা হলে ভবিষ্যতে যাদের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক খারাব হবে, তাদেরকেই মসজিদে হারাম এ প্রবেশে বাধাদান করতে এবং তাদের হজ্জ ও ওমরাহ বন্ধ করে দিতে সাহস পাবে। এ প্রসংগে মসজিদের হারাম এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে বলা হয়েছে যে, হজরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে যখন তা নির্মাণ করলেন তখন সমস্ত মানুষের জন্যই হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এবং তথায় প্রথম দিন হতেই স্থানীয় জনগণ এবং বহিরাগত লোকদের সমান অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। অপর দিকে বলা হয়েছে যে, এ ঘর শিরক করার জন্যে নয়, এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। এখন সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী নিষিদ্ধ হবে, আর মূর্তি পূজার জন্যে হবে অবাধ স্বাধীনতা -এ খুবই আপত্তিকর পরিস্থিতি।

দ্বিতীয় সম্বোধনে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের অত্যাচার যুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর সেই সংগে তাদেরকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে- তোমরা যখন ক্ষমতা লাভ করবে, তখন তোমাদের আচরণ হতে হবে আদর্শ ভিত্তিক। তাদের শাসন ক্ষমতার লক্ষ্য কি হবে এবং কি উদ্দেশ্যে তা কাজ করবে তাও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এ কথা সূরার মাঝখানেও বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তার শেষ ভাগেও। শেষ ভাগে ঈমানদার জনসমষ্টিকে 'মুসলিম' নামে যথারীতি অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদের এই নামের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর আসল স্থলাভিষিক্ত লোক হচ্ছো তোমরা; তোমাদেরকে দুনিয়ার মানুষের সমানে সত্যের সাক্ষ্যদানের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। এখন তোমাদেরকে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে, যাকাত আদায় করতে এবং উত্তম ও মংগলময় কাজ সমাধা কাতে হবে। নিজেদের জীবনকে উত্তম আদর্শ জীবন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে, আল্লাহর কলেমা প্রচারের উদ্দেশ্য জেহাদ করতে হবে এ প্রসংগে সূরা বাকারা ও সূরা আনফালের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি রাখলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

اٰيَاتُهَا ٧٨ (٢٢) سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

অষ্টাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা) (২২) সূরা হাজ্জ মাদানী দশ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

হে লোকেরা তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে নিশ্চয়ই প্রকম্পন কিয়ামতের

شَيْءٌ عَظِيْمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ

জিনিস ভয়ংকর যেদিন তা তোমরা দেখবে (সেদিন) বিস্মৃত হবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী

عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

তাহতে যাকে সে দুধপান করিয়েছে (অর্থ দুগ্ধপোষ্যকে) ও গর্ভপাত করবে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভাবস্থিত বস্তুকে

وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ

এবং দেখবে লোকদেরকে মাতাল সদৃশ অথচ না তারা (হবে) মাতাল কিন্তু

عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ② وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ

শাস্তি আল্লাহর কঠিন (শাস্তি) আর মধ্য হতে লোকদের কতক (আছে) (যারা) বিতর্ক করে

فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ③

সম্বন্ধে আল্লাহর ব্যতীত কোন জ্ঞান এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক শয়তানকে উদ্ধত

রুকূ ঃ ১

১. হে লোকেরা, তোমাদের রবের গযব হতে আত্মরক্ষা কর। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কেয়ামতের কম্পন বড় (ভয়াবহ) জিনিস!

২. যে দিন তোমরা তাকে দেখবে সে দিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদানকারিনী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান হতে গাফেল হয়ে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদ্‌ভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। বরং আল্লাহর আযাবই এতদূর সাংঘাতিক হবে।

৩. কিছু লোক এমন রয়েছে যারা না জেনে-শুনে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক উদ্ধত দুর্বিনীত শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করে।

كُتِبَ	عَلَيْهِ	اَنَّهٗ	مَنْ	تَوَلَّاهُ	فَاَنَّهٗ	يُضِلُّهٗ	وَ
লিখে দেয়া হয়েছে	তার সম্পর্কে	যে তা(এমন)	যে কেউ	তাকে বন্ধু বানাবে	সে নিশ্চয়ই তখন	তাকে বিভ্রান্ত করবে	ও

يَهْدِيْهِ	اِلٰى	عَذَابِ	السَّعِيْرِ ۝٤	يٰاَيُّهَا	النَّاسُ
তাকে পরিচালিত করবে	দিকে	শাস্তির	প্রজ্জ্বলিত অগ্নির	হে	লোকেরা

اِنْ	كُنْتُمْ	فِيْ	رَيْبٍ	مِّنَ	الْبَعْثِ	فَاِنَّا	خَلَقْنٰكُمْ
যদি	তোমরা হও	মধ্যে	সন্দেহের	সম্পর্কে	পুনরুত্থান	নিশ্চয়ই তবে আমরা	তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি

مِّنْ	تُرَابٍ	ثُمَّ	مِنْ	نُّطْفَةٍ	ثُمَّ	مِنْ	عَلَقَةٍ	ثُمَّ	مِنْ
হতে	মাটি	এরপর	হতে	শুক্র	এরপর	হতে	রক্তপিন্ড	এরপর	হতে

مُّضْغَةٍ	مُّخَلَّقَةٍ	وَّ	غَيْرِ	مُخَلَّقَةٍ	لِّنُبَيِّنَ	لَكُمْ ؕ
মাংসপিন্ড	পূর্ণাকৃতির	ও	নয়	পূর্ণাকৃতির	প্রকৃত সত্য স্পষ্ট করি আমরা যেন	তোমাদের কাছে

وَ	نُقِرُّ	فِي	الْاَرْحَامِ	مَا	نَشَآءُ	اِلٰٓى	اَجَلٍ	مُّسَمًّى
এবং	স্থিতিশীল করি আমরা	মধ্যে	জরায়ু সমূহের	যেমন	চাই আমরা	পর্যন্ত	সময়	নির্দিষ্ট

ثُمَّ	نُخْرِجُكُمْ	طِفْلًا	ثُمَّ	لِتَبْلُغُوْٓا	اَشُدَّكُمْ ۚ
এরপর	তোমাদেরকে বের করি আমরা	শিশুরূপে	এরপর (ব্যবস্থা করি).	তোমরা যেন পৌঁছে যাও	যৌবনে তোমাদের

৪. অথচ তার ভাগ্যেই এ লিখিত রয়েছে যে, যে তাকে বন্ধু-রূপে গ্রহণ করবে তাকেই সে গুমরাহ করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের পথ দেখাবে।

৫. হে লোকেরা! মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি মনে কোন সন্দেহ পোষণ করে থাক তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, আমরা তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, পরে শুক্রকীট হতে, তার পর রক্তপিন্ড হতে, পরে মাংসপিন্ড হতে যা কোন আকৃতি সম্পন্নও হয়, আবার আকৃতিহীনও। (এ কথা আমরা এ জন্য বলছি,) যেন তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করি। আমরা যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। পরে তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে ভূমিষ্ট করি। (তার পর তোমাদেরকে লালন-পালন করি,) যেন তোমরা তোমাদের যৌবন পর্যন্ত পৌঁছিতে পার।

وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ

আর | তোমাদের মধ্য হতে | কাউকে পূর্বাহ্নেই | মৃত্যু দেয়া হয় | আবার | তোমাদের মধ্য হতে | কাউকে | প্রত্যার্পণ করান হয় | দিকে | হীনতম

الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ

বয়সের | যেন না | সজ্ঞান থাকে | পরেও | সবকিছু জেনে নেয়ার | কিছুমাত্র

وَ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

এবং | তুমি দেখছ | ভূমিকে | শুষ্ক | যখন অতঃপর | আমরা বর্ষণ করি | তার উপর

الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ

পানি | তা সতেজ হয় | ও | স্ফীত হয় | এবং | উদ্‌গত করে | সর্বপ্রকার | উদ্ভিদ

بَهِيْجٍ ۝٥ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ

সুদৃশ্য | এটা | এজন্যে যে | আল্লাহ | তিনিই | প্রকৃত সত্য | এবং | এসব এজন্যে যে তিনিই | জীবিত করেন

الْمَوْتٰى وَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ

মৃতদেরকে | এবং | এটা প্রমাণ করে যে তিনিই | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | এবং | এটা প্রমাণ করে যে | কিয়ামত

اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى

অবশ্যম্ভাবী | নেই | কোন সন্দেহ | সে সম্বন্ধে | এবং | এটা প্রমাণ করে যে | আল্লাহ | পুনরুত্থিত করবেন | যারা (আছে) | মধ্যে

الْقُبُوْرِ ۝٧

কবরসমূহের

আর তোমাদের মধ্যে কাউকেও পূর্বাহ্নেই মৃত্যু দেয়া হয়। আবার কাউকেও নিকৃষ্টতম জীবনের দিকে প্রত্যার্পণ করানো হয়, যেন সবকিছু জেনে নেয়ার পর কিছুই জানেনা। তোমরা দেখতে পাও, যমীন শুষ্কাবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে যখনই আমরা তার উপর পানি বর্ষণ করলাম সহসাই তা সতেজ হয়ে উঠল; ফুলে উঠল এবং তা সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপাদন করতে শুরু করে দিল।

৬. এই সব কিছু এ জন্য যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই মহাসত্য এবং তিনি মৃতদের জীবিত করে তোলেন। আর তিনি তো সবকিছুরই উপর শক্তিমান।

৭. (এই ব্যবস্থা এও প্রমাণ করে যে,) কেয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে, এতে কোনি প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সেই লোকদেরকে অবশ্যই উঠাবেন যারা কবরে অন্তর্হিত হয়েছে।

৮-৯. আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনরূপ ইল্‌ম্‌, হেদায়াত ও আলো দানকারী কিতাব ছাড়াই মস্তক উদ্ধত করে আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করা যায়। এই ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ায় ও লাঞ্ছনা, আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে আগুনের আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব।

১০. এই তোমার সেই ভবিষ্যত যা তোমার নিজের হাত তোমার জন্য রচনা করেছে। নতুবা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের উপর যুলমকারী নন।

রুকু ঃ ২

১১. লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর বন্দেগী করে[১];

১। অর্থাৎ কুফর ও ইসলামের সীমারেখার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে বন্দেগী করে; যেমন একজন দ্বিধাযুক্ত ব্যক্তি কোন সৈন্য-বাহিনীর এ ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি বিজয় দেখে তবে এসে মিলিত হয় আর পরাজয় দেখলে চুপি চুপি সরে পড়ে।
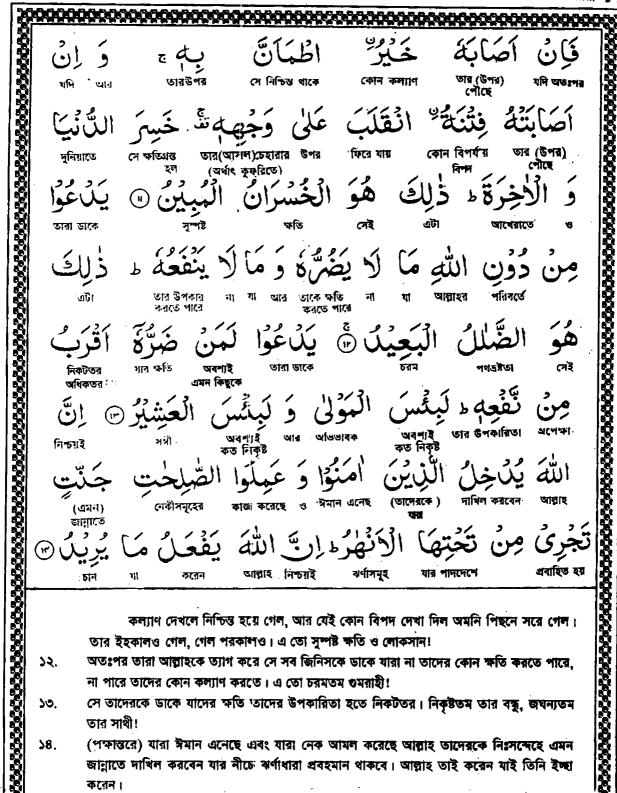
কল্যাণ দেখলে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, আর যেই কোন বিপদ দেখা দিল অমনি পিছনে সরে গেল। তার ইহকালও গেল, গেল পরকালও। এ তো সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান!

১২. অতঃপর তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে সে সব জিনিসকে ডাকে যারা না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে, না পারে তাদের কোন কল্যাণ করতে। এ তো চরমতম গুমরাহী!

১৩. সে তাদেরকে ডাকে যাদের ক্ষতি তাদের উপকারিতা হতে নিকটতর। নিকৃষ্টতম তার বন্ধু, জঘন্যতম তার সাথী!

১৪. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদেরকে নিঃসন্দেহে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। আল্লাহ তাই করেন যাই তিনি ইচ্ছা করেন।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي

যে ধারণা করত যে কক্ষণও না তাকে (রসূল সঃ কে) সাহায্য করবেন আল্লাহ মধ্যে

الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ

দুনিয়ার ও আখেরাতে তাহলে সে টেনে লম্বা করুক একটি রশিকে পর্যন্ত আকাশ

ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ⑮

এরপর কেটে দিক (ওহীর ধারা)(সেখানে পৌঁছে) দেখুক অতঃপর কি দূরকরতে পারবে তার কৌশল যা রাগান্বিত করে (তাকে)

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ

আর এরূপেই তা আমরা নাযিল করেছি আয়াত (রূপে) সুস্পষ্ট আর নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদায়াত দেন

مَنْ يُّرِيْدُ ⑯ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

যাকে চান নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে

وَ الصّٰبِـِٕيْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ

ও সাবেয়ী ও খৃষ্টান ও অগ্নি পূজারক এবং যারা শিরক করেছে

اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

নিশ্চয়ই আল্লাহ ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে দিনে কিয়ামতের নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পর্কে

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⑰

সব কিছু প্রত্যক্ষকারী

১৫। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোন সাহায্য করবেন না সে একটি রশির সাহায্যে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে ওহীর ধারা রোধ করুক। এর পর দেখুক তার কৌশল তার কোন দুঃসহ অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিরোধ করতে পারে কি না।

১৬. এই ধরনের স্পষ্ট কথা সহকারে আমরা কুরআন নাযিল করেছি। আর হেদায়াত তো আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন।

১৭. যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, সাবেয়ী, নাসারা ও মাজুসী হয়েছে এবং যারা শেরক করেছে—এই সকলের ব্যাপারেই আল্লাহ কেয়ামতের দিন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ লক্ষ্যভূত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي

তুমি দেখ নাই কি · যে · আল্লাহ (এমন সত্বা) · সিজদা করে · তাকে · যাকিছু · আছে

السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ

আকাশমন্ডলিতে · ও · যাকিছু · আছে · পৃথিবীতে · এবং · সূর্য · ও

الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ

চন্দ্র · ও · নক্ষত্রমন্ডলি · ও · পর্বতরাজি · ও · বৃক্ষলতা · ও · জীবজন্তু

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَ

এবং · অনেকে · মধ্য হতে · মানুষের (সিজদাবনত থাকে) · আবার · অনেকের · অবধারিত হয়েছে · যার উপর · শাস্তি (তারা এর বিপরীত) · এবং

مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ط إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ

যাকে · হেয় করেন · আল্লাহ · সেক্ষেত্রে নাই · তার জন্যে · কোন · সম্মান দাতা · নিশ্চয়ই · আল্লাহ · করেন

مَا يَشَآءُ ۩ ⑱ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ز

যা · তিনি চান · এই দুই · বিবদমান পক্ষদ্বয় · বিতর্ক করছে · সম্পর্কে · তাদের রব

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط

তাই যারা · কুফরী করেছে · কেটে তৈরী করা হয়েছে · তাদের জন্যে · পোশাক · দিয়ে · আগুন

---

১৮. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে সেই সব কিছুই যারা আসমানে রয়েছে, আর যারা যমীনে রয়েছে? সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার এবং বহুসংখ্যক মানুষ। আবার এমন বহু লোকও যারা আযাব পাবার অধিকারী হয়েছে। আর আল্লাহই যাকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করবেন তাকে ইজ্জত দিতে পারে এমন কেউ নেই। আল্লাহ যা চান তাই করেন। (সিজদা)

১৯. এই দুটি পক্ষ, এদের মধ্যে তাদের রব সম্পর্কে ঝগড়া হয়েছে[২]। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে তৈরী করা হয়েছে।

২। আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ককারী দলসমূহের সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও তাদের সমস্ত দলগুলোকে দুইভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। একদল হচ্ছে তারা যারা নবীদের কথা মান্য করে, আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় দল হচ্ছে তারা যারা নবীদের কথা অমান্য করে, ও কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের পরস্পরের মধ্যে যতই মত পার্থক্য থাকুক এবং তাদের কুফরী যতই বিভিন্নরূপ ধারন করুক না কেন।

তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে।

২০. যার ফলে তাদের চামড়াই শুধু নয়, পেটের মধ্যকার সবকিছুও গলে যাবে।

২১. আর তাদের শাস্তি দিবার জন্য তৈরী থাকবে লোহার গুর্জ।

২২. তারা যখন ভয় পেয়ে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় তার মধ্যেই ফেলে দেওয়া হবে, বলা হবে, এখন জ্বলার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

রুকূ ঃ ৩

২৩. (অন্যদিকে) যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং যারা নেক্ আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাত-সমূহে প্রবেশ করাবেন যে সবের নীচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, যেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কণ ও মোতির মালা দ্বারা ভূষিত করা হবে। আর তাদের পোশাক হবে রেশমের।

وَ هُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَ هُدُوْٓا

এবং / তাদেরকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে / প্রতি / পবিত্র / বাণীর (কবুলের) / ও / পরিচালিত করা হয়েছে

اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

দিকে / পথের / প্রশংসিতের (অর্থাৎ আল্লাহর) / নিশ্চয়ই / যেন / কুফরী করেছে

وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ও / নিবৃত্ত করছে / হতে / পথ / আল্লাহর / ও / মসজিদে / হারাম (হতে)

الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَ

যা / আমরা করেছি তা / লোকদের জন্যে / সমান (অধিকার) / (অর্থাৎ যারা) স্থানীয় বাসিন্দা / তার মধ্যে / ও

الْبَادِ ۭ وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ

বহিরাগত / আর / যে / ইচ্ছে করে / তার মধ্যে / পাপ কাজের / জুলুম ও অন্যায়ভাবে / তাকে আস্বাদন করাব আমরা

مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾ ع

শাস্তি / মর্মন্তুদ

২৪. তাদেরকে পবিত্র কথা কবুল করার হেদায়াত দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে মহান গুণ সম্পন্ন আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছে।

২৫. যে সব লোক কুফরী করেছে আর যারা (আজ) আল্লাহর পথ হতে (লোকদেরকে) ফিরিয়ে রাখছে এবং সেই মসজিদে হারামের যিয়ারতে বাধা দান করছে, যাকে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি , যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান (তাদের আচরণ নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)। এখানে (এই মসজিদে হারামে) যে লোকই সততার পথ পরিহার করে অন্যায়-যুলমের রীতি অবলম্বন করবে তাকে আমরা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব।

রুকূ ঃ ৪

২৬. স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমরা ইবরাহীমকে এই ঘরের (কাবার) জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম(এই হেদায়াত সহকারে) যে,আমার সাথে কোন জিনিসকে শরীক করো না। আর আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও রুকূ এবং সিজদাকারী লোকদের জন্য পাক রাখ।

২৭. আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য সাধারণ অনুমতি দান কর। তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেঁটে ও উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসবে,

২৮. যেন তাদের জন্য এখানে রাখা ফায়দাসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে, এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সেই জন্তু-জানোয়ারের উপর তারা আল্লাহর নাম লয় যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন, তারা নিজেরাও খাবে এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদেরকেও দেবে।

২৯. পরে তারা নিজেদের ময়লা-কালিমা দূর করবে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করবে ও এই প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে।

৩০. এটা (কাবা ঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য)। যে ব্যক্তি আল্লাহর কায়েম করা সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করবে, তা তার নিজের জন্যই তার রবের নিকট খুবই কল্যাণকর হবে। তোমাদের জন্য গৃহপালিত জানোয়ার হালাল করে দেয়া হয়েছে[৪], সে'গুলি ছাড়া যা তোমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, অতএব মূর্তির কদর্যতা হতে দূরে থাক, মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার কর,

৪। এখানে গৃহপালিত জন্তুদের হালাল হওয়ার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য দু'টি ভুল ধারণার অপনোদন। প্রথমতঃ কুরাইশ ও আরবের মোশরেকরা বহিরা, সায়বা, আছিলা ও হামকেও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত, 'হুরমত' সমূহের মধ্যে গণ্য করতো। এজন্য বলা হয়েছে যে এগুলো আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত হুরমত নয় বরং তিনি সকল প্রকার গৃহপালিত জন্তুকে হালাল করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এহরাম বাধা অবস্থায় যেরূপভাবে শিকার করা হারাম সেইরূপ ভাবে একথা যেন মনে করা না হয় যে ঐ অবস্থায় গৃহপালিত জন্তু জবেহ করা এবং ভক্ষণ করাও হারাম। এজন্য জানানো হয়েছে যে, এগুলি আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত নিষিদ্ধ জিনিসসমূহের মধ্যে গণ্য নয়।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

حُنَفَآءَ	لِلّٰهِ	غَيْرَ	مُشْرِكِيْنَ	بِهٖ	وَ	مَنْ	يُّشْرِكْ	بِاللّٰهِ
একনিষ্ঠ হয়ে	আল্লাহরই জন্যে	ব্যতীত	শরীককারী (হওয়া)	তাঁর সাথে	আর	যে	শরীক করে	আল্লাহর সাথে

فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ

فَ	كَاَنَّمَا	خَرَّ	مِنَ	السَّمَآءِ	فَتَخْطَفُهُ	الطَّيْرُ	اَوْ
অতঃপর	যেন	সে পড়ে গেল	হতে	আকাশ	তাকে অতঃপর ছোঁমেরে নিয়ে যাবে	পাখী	অথবা

تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۗ

تَهْوِىْ	بِهِ	الرِّيْحُ	فِىْ مَكَانٍ	سَحِيْقٍ	ذٰلِكَ
উড়িয়ে নিয়ে যাবে	তাকে	বায়ু	স্থানে	দূরবর্তী	এটাই (আসল ব্যাপার)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾

وَ	مَنْ	يُّعَظِّمْ	شَعَآئِرَ	اللّٰهِ	فَاِنَّهَا	مِنْ	تَقْوَى	الْقُلُوْبِ
আর	যে	সম্মান করে	নিদর্শনাবলীকে	আল্লাহর	তা নিশ্চয়ই (উৎসারিত হয়)	হতে	তাকওয়া	অন্তরসমূহের

৩১. একমুখী একনিষ্ট হয়ে আল্লাহর বান্দাহ হও। তাঁর সাথে কাউকেওশরীক করো না। যে কেউ আল্লাহর সাথে শেরক্ করবে সে যেন আসমান হতে পড়ে গেল। অতঃপর তাকে হয় পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, কিংবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে নিক্ষেপ করবে যেখানে তার বিন্দু বিন্দু উড়ে যাবে[৫]।

৩২. এই হচ্ছে আসল ব্যাপার (তা বুঝে নাও)। যে লোক আল্লাহর নিদর্শন-সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা অন্তরের তাক্ওয়া হতে হয়ে থাকে[৬]।

৫। এই উপমার মধ্যে আসমান বলতে মানুষের প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যে অনুসারে মানুষ এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর বান্দা নয় এবং তৌহিদ ছাড়া মানুষের প্রকৃতি অন্য কোন ধর্ম মানে না। মানুষ নবীদের প্রদর্শিত হেদায়াত গ্রহণ করলে সে তার সেই প্রকৃতিগত অবস্থার উপর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে; এবং নিম্নদিকে অবনতির পরিবর্তে আরও উচ্চতর অবস্থার দিকে তার উন্নতি ও উত্থান ঘটতে থাকে। কিন্তু শেরক (এবং মাত্র শেরকই নয় বরং নাস্তিকতা ও জড়বাদও) অবলম্বন করা মাত্র মানুষ নিজের স্বভাবগত অবস্থার আসমান থেকে হঠাৎ পতিত হয় এবং তাকে তখন দু'টি অবস্থার যে কোন একটির সম্মুখীন অবশ্যই হতে হয়। প্রথমতঃ শয়তান এবং পথভ্রষ্টকারী মানুষেরা তার দিকে ধাবিত হয় এবং প্রত্যেকে তাকে নিজের শিকাররূপে পাকড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা এবং নিজ বাসনা-কল্পনা তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, ও শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে কোন গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে।

৬। অর্থাৎ এই সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ হৃদয়ের ভক্তি-ভয়ের ফল এবং এ কথার নিদর্শন যে, মানুষের অন্তরে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় বর্তমান আছে সেজন্য সে তাঁর চিহ্নগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

৩৩. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (এই কোরবানীর জানোয়ার হতে) ফায়দা গ্রহণের তোমাদের অধিকার রয়েছে[৭]। পরে এই গুলির (কোরবানী করার) জায়গা সেই প্রাচীন ঘরের নিকটেই অবস্থিত।

রুকু ঃ ৫

৩৪. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কোরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যেন (সেই উম্মতের) লোকেরা সেই জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয় যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন[৮]। (এই সব বিভিন্ন নিয়ম-পন্থার মূল লক্ষ্য একই) অতএব তোমাদের আল্লাহ একই ইলাহ, তোমরা সেই একই আল্লাহর অনুগত ও আদেশ পালনকারী হও।

৭। প্রথম আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনগুলিকে সম্মান করার সাধারণ আদেশ দান করার পর এ বাক্যাংশটি একটি ভুল ধারণা দূর করার জন্য এরশাদ করা হয়েছে 'হাদী'র পশুও আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে গণ্য। আরববাসীরা মনে করতো এই পশু গুলিকে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাবার সময় তাদের উপর আরোহন করা চলবে না; তাদের উপর কোন ভার চাপানোও চলবে না; তাদের দুগ্ধ পান করাও চলবে না। এ সব ভ্রান্তি ধারনা দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা যে কাজ নেয়ার প্রয়োজন হয় তা নেয়া যাবে।

৮। এই আয়াত দ্বারা দুটি কথা জানা যায়। প্রথমতঃ- সকল আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তে কোরবানী ইবাদত পদ্ধতির একটি আবশ্যিক অংশরূপে গণ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহর নামে কোরবাণী করা যা সকল শরীয়তেই সমান ভাবে বর্তমান। অবশ্য কোরবাণীর সময়, ক্ষেত্র ও অন্যান্য খুটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন যুগের শরীয়তের আহকাম বিভিন্ন ছিল।

আর হে নবী, সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে।

৩৫. যাদের অবস্থা এরূপ যে, আল্লাহর নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের দিল কেঁপে উঠে, যে বিপদই তাদের উপর আপতিত হয় সে জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে রেযক দিয়েছি, তা হতে তারা খরচ করে।

৩৬. আর (কোরবানীর) উটগুলিকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য করেছি। তোমাদের জন্য তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব ঐ গুলিকে দাড় করিয়ে ঐগুলির উপর আল্লাহর নাম লও[৯]।

৯। তাদের উপর আল্লাহর নাম লওয়ার অর্থ যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম লওয়া। উটকে প্রথমে দাঁড় করে তার গলদেশে বল্লাম মারা হয়। একে নহর করা বলা হয়ে থাকে।
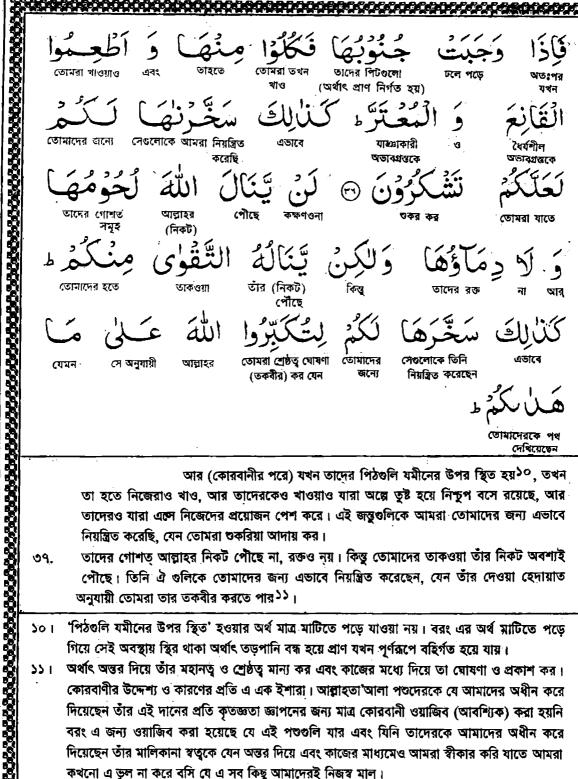
আর (কোরবানীর পরে) যখন তাদের পিঠগুলি যমীনের উপর স্থিত হয়[১০], তখন তা হতে নিজেরাও খাও, আর তাদেরকেও খাওয়াও যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে রয়েছে, আর তাদেরও যারা এসে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। এই জন্তুগুলিকে আমরা তোমাদের জন্য এভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছি, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।

৩৭. তাদের গোশত্ আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, রক্তও নয়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যই পৌঁছে। তিনি ঐ গুলিকে তোমাদের জন্য এভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যেন তাঁর দেওয়া হেদায়াত অনুযায়ী তোমরা তার তকবীর করতে পার[১১]।

১০। 'পিঠগুলি যমীনের উপর স্থিত' হওয়ার অর্থ মাত্র মাটিতে পড়ে যাওয়া নয়। বরং এর অর্থ মাটিতে পড়ে গিয়ে সেই অবস্থায় স্থির থাকা অর্থাৎ তড়পানি বন্ধ হয়ে প্রাণ যখন পূর্ণরূপে বহির্গত হয়ে যায়।

১১। অর্থাৎ অন্তর দিয়ে তাঁর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মান্য কর এবং কাজের মধ্যে দিয়ে তা ঘোষণা ও প্রকাশ কর। কোরবাণীর উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি এ এক ইশারা। আল্লাহতা'আলা পশুদেরকে যে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাঁর এই দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মাত্র কোরবানী ওয়াজিব (আবশ্যিক) করা হয়নি বরং এ জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে যে এই পশুগুলি যার এবং যিনি তাদেরকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাঁর মালিকানা স্বত্বকে যেন অন্তর দিয়ে এবং কাজের মাধ্যমেও আমরা স্বীকার করি যাতে আমরা কখনো এ ভুল না করে বসি যে এ সব কিছু আমাদেরই নিজস্ব মাল।

وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ
আর সুসংবাদ দাও নেককার লোকদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিরোধ করেন

عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
(তাদেরপক্ষ) হতে যারা ঈমান এনেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ না পছন্দ করেন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক

كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ
অকৃতজ্ঞকে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করা হচ্ছে কারণ তারা নির্যাতিত

وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ
আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষেত্রে সাহায্যের তাদের অবশ্যই ক্ষমতাবান যারা

أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا
বহিষ্কৃত হয়েছে হতে তাদের ঘরবাড়ীগুলো অন্যায়ভাবে (তাদের অপরাধ?) এছাড়া নয় যে তারা বলে

رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ
আমাদের রব আল্লাহই

আর হে নবী, নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ দাও।

৩৮. নিশ্চিতই আল্লাহ প্রতিরোধ করেন সেই লোকদের তরফ হতে যারা ঈমান এনেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী নেআ'মত অস্বীকারকারীকে পছন্দ করেন না।

রুকু ঃ ৬

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা তাঁরা নির্যাতিত[১২]। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।

৪০. এরা সেই লোক, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু যে, তারা বলতঃ আমাদের রব তো আল্লাহ!

১২। আল্লাহর পথে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এ তার প্রাথমিক আয়াত। এ আয়াত মাত্র অনুমতি দান করা হয়েছে। পরে সূরা বাকারার ১৯০ থেকে ১৯৩ এবং ২১৬ ও ২২৪ আয়াতে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে যুদ্ধের আদেশ দান করা হয়েছে। এই আহকামগুলির মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের তহকীক মতে অনুমতি প্রথম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে অবতীর্ণ হয় ও আদেশ বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ করতে না থাকতেন তা হলে খানকাসমূহ, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ– যাতে আল্লাহর প্রচুরভাবে যিক্র করা হয়- সবই চুরমার করে দেওয়া হত। আল্লাহ অবশ্যই সেই লোকদের সাহায্য করবেন যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে[১৩]। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় প্রবল।

৪১. এরা সেই লোক যে, তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, নেকীর হুকুম দিবে এবং মন্দের নিষেধ করবে। আর সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।

১৩। এ বিষয় কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে- যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে তৌহিদের দিকে আহ্বান জানায়, সত্য দ্বীন কায়েম করার ও মন্দের পরিবর্তে ভালোর বিকাশের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে তারা আল্লাহতা'আলার সাহায্যকারী স্বরূপ; কেননা এ কাজগুলি হচ্ছে আল্লাহরই কাজ যা সম্পাদনে তারা সহযোগী হয়।
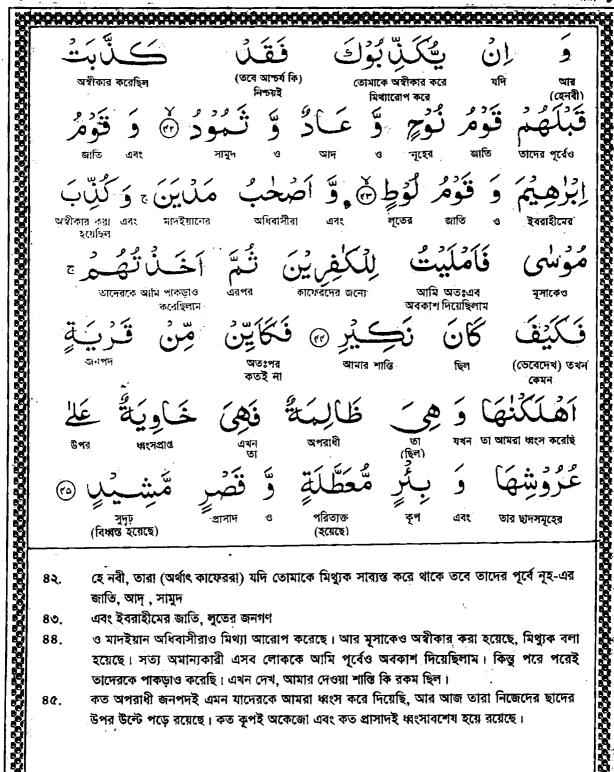
৪২. হে নবী, তারা (অর্থাৎ কাফেররা) যদি তোমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে থাকে তবে তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ্, সামুদ

৪৩. এবং ইবরাহীমের জাতি, লূতের জনগণ

৪৪. ও মাদইয়ান অধিবাসীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আর মূসাকেও অস্বীকার করা হয়েছে, মিথ্যুক বলা হয়েছে। সত্য অমান্যকারী এসব লোককে আমি পূর্বেও অবকাশ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে পরেই তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন দেখ, আমার দেওয়া শাস্তি কি রকম ছিল।

৪৫. কত অপরাধী জনপদই এমন যাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, আর আজ তারা নিজেদের ছাদের উপর উল্টে পড়ে রয়েছে। কত কূপই অকেজো এবং কত প্রাসাদই ধ্বংসাবশেষ হয়ে রয়েছে।
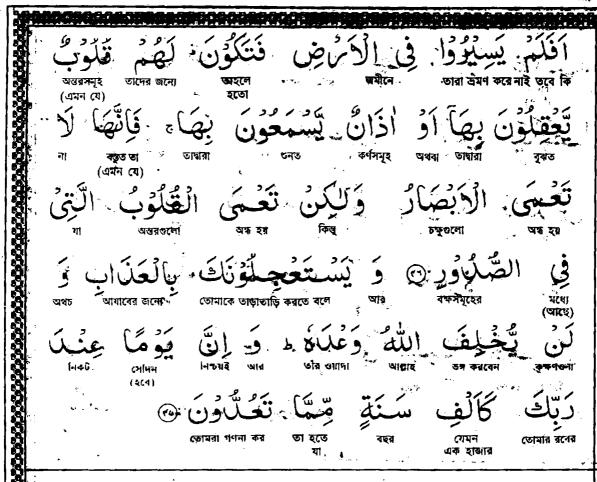
৪৬. এই লোকেরা কি যমীনে চলাফেরা করেনি যে, তাদের দিল বুঝতে পারত এবং তাদের কান শুনতে পারত? আসল কথা এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না, কিন্তু দিল অন্ধ হয় যা বুকের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

৪৭. এই লোকেরা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে। আল্লাহ কখনই তাঁর ওয়াদার খেলাফ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের নিকট এক দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে[১৪]।

১৪। অর্থাৎ মানবীয় ইতিহাসে আল্লাহর ফয়সালা তোমাদের ঘড়ি হিসেবে ও তাৎক্ষণিকভাবে হয় না যে, আজ কোন সঠিক বা অঠিক গতি অবলম্বন করা হলে কাল তার ভাল বা মন্দ ফল প্রকাশ পাবে। কোন জাতিকে যদি বলা হয় তোমাদের অমুক কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বনের পরিণতি তোমাদের ধ্বংসের রূপে প্রকাশ পাবে, আর এ কথার জওয়াবে যদি সে জাতি এ যুক্তি দেখায় যে আজ দশ, বিশ, পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল আমরা এই কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করে চলে আসছি, কই আজ পর্যন্ত তো আমাদের কোনও হানি ঘটেনি, তবে সে জাতি বড়ই নির্বোধ। ঐতিহাসিক ফল প্রকাশ পাওয়ার জন্য দিন, মাস, বৎসর তো দূরের কথা শতাব্দীও এর জন্য বড় কিছু ব্যাপার নয়।
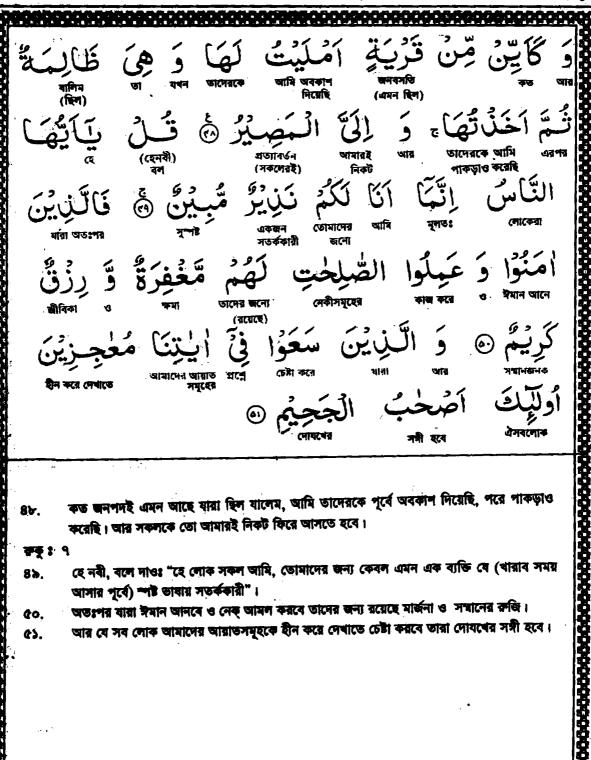
৪৮. কত জনপদই এমন আছে যারা ছিল যালেম, আমি তাদেরকে পূর্বে অবকাশ দিয়েছি, পরে পাকড়াও করেছি। আর সকলকে তো আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

রুকু ঃ ৭

৪৯. হে নবী, বলে দাওঃ "হে লোক সকল আমি, তোমাদের জন্য কেবল এমন এক ব্যক্তি যে (খারাব সময় আসার পূর্বে) স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী"।

৫০. অতঃপর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা ও সম্মানের রুজি।
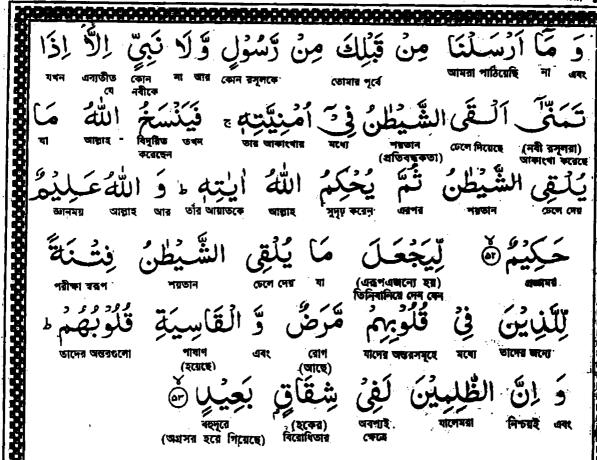
৫১. আর যে সব লোক আমাদের আয়াতসমূহকে হীন করে দেখাতে চেষ্টা করবে তারা দোযখের সঙ্গী হবে।

৫২. আর হে নবী, তোমার পূর্বে আমরা যে নবী ও রসূলই পাঠিয়েছি (তার অবস্থা এরূপ অবশ্য হয়েছে যে,) যখন সে কোন কামনা করেছে, শয়তান তার কামনায় প্রতিবন্ধক হয়েছে। এ ভাবে শয়তান যা কিছু প্রতিবন্ধকতা করে, আল্লাহ সে গুলিকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করেন এবং স্বীয় আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় ও পাকা-পোখ্‌তা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী সু-কৌশলী।

৫৩. (তিনি এ রূপ হতে দেন এজন্য যে,) যেন শয়তানের প্রবর্তিত ধারাবীকে ফেতনা বানিয়ে দেন সেই লোকদের জন্য যাদের দিলে (মুনাফেকীর) রোগ আছে, আর যাদের দিল দোষপূর্ণ- প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই যালেম লোকগুলি হিংসা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে বহুদূরে গেছে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن

আর | জানে যেন | যাদেরকে | দেয়া হয়েছে | জ্ঞান | যে তা | সত্য | নিকট হতে

رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ

তোমার রবের | তারা অতঃপর ঈমান আনে | তার উপর | অতঃপর অবনমিত হয় | তার প্রতি | তাদের অন্তরসমূহ | এবং | নিশ্চয়ই | আল্লাহ

لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

অবশ্যই পথ-প্রদর্শনকারী | (তাদেরকে) যারা | ঈমান এনেছে | দিকে | পথের | সরল
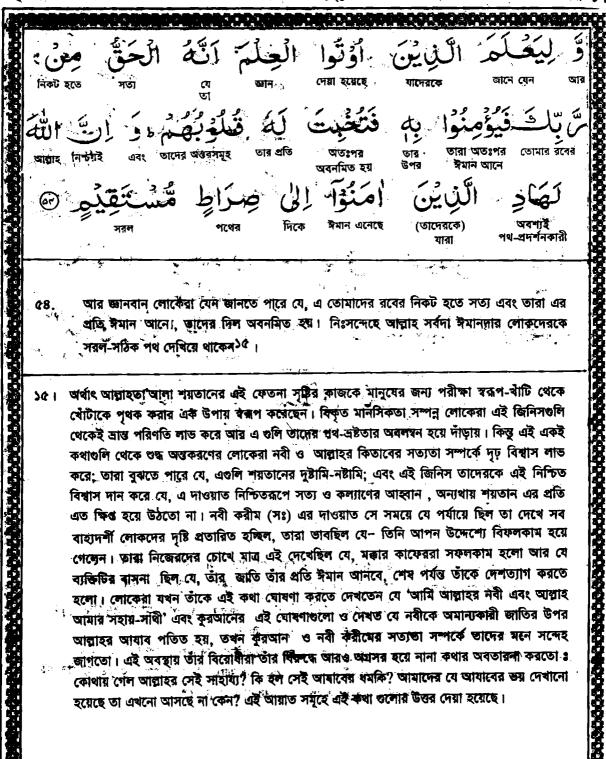
৫৪. আর জ্ঞানবান লোকেরা যেন জানতে পারে যে, এ তোমাদের রবের নিকট হতে সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে, তাদের দিল অবনমিত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বদা ঈমানদার লোকদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন[১৫]।

১৫। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা শয়তানের এই ফেতনা সৃষ্টির কাজকে মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ-খাঁটি থেকে খোঁটাকে পৃথক করার এক উপায় স্বরূপ করেছেন। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা এই জিনিসগুলি থেকেই ভ্রান্ত পরিণতি লাভ করে আর এ গুলি তাদের পথ-ভ্রষ্টতার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই একই কথাগুলি থেকে শুদ্ধ অন্তকরণের লোকেরা নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে; তারা বুঝতে পারে যে, এগুলি শয়তানের দুষ্টামি-নষ্টামি; এবং এই জিনিস তাদেরকে এই নিশ্চিত বিশ্বাস দান করে যে, এ দাওয়াত নিশ্চিতরূপে সত্য ও কল্যাণের আহ্বান , অন্যথায় শয়তান এর প্রতি এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো না। নবী করীম (সঃ) এর দাওয়াত সে সময়ে যে পর্যায়ে ছিল তা দেখে সব বাহ্যদর্শী লোকদের দৃষ্টি প্রতারিত হচ্ছিল, তারা ভাবছিল যে- তিনি আপন উদ্দেশ্যে বিফলকাম হয়ে গেছেন। তারা নিজেদের চোখে মাত্র এই দেখেছিল যে, মক্কার কাফেররা সফলকাম হলো আর যে ব্যক্তিটির বাসনা ছিল যে, তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশত্যাগ করতে হলো। লোকেরা যখন তাঁকে এই কথা ঘোষণা করতে দেখতেন যে 'আমি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহ আমার সহায়-সাথী' এবং কুরআনের এই ঘোষণাগুলো ও দেখত যে নবীকে অমান্যকারী জাতির উপর আল্লাহর আযাব পতিত হয়, তখন কুরআন ও নবী করীমের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জাগতো। এই অবস্থায় তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে আরও অগ্রসর হয়ে নানা কথার অবতারনা করতো ঃ কোথায় গেল আল্লাহর সেই সাহায্য? কি হল সেই আযাবের ধমকি? আমাদের যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তা এখনো আসছে না কেন? এই আয়াত সমূহে এই কথা গুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে।
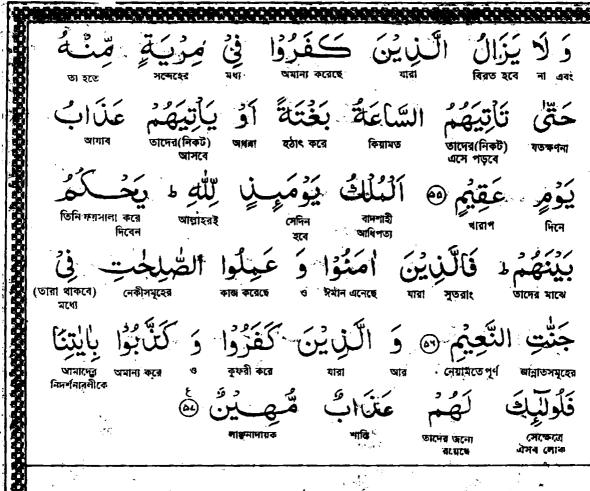
৫৫. আমান্যকারী লোকেরা তো তাঁর তরফ হতে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তাদের উপর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সহসা এসে পড়বে কিংবা এক অত্যন্ত খারাব দিনের আযাব নাযিল হবে।

৫৬. সে দিন বাদশাহী হবে আল্লাহর এবং তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও নেক আমলকারী হবে তারা নেআ'মতের পরিপূর্ণ জান্নাতে যাবে।

৫৭. আর যারা কাফের হবে এবং আমাদের আয়াত-সমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্যকারী হবে তাদের জন্য অপমানকর আযাব হবে।

রুকু ঃ ৮

৫৮. আর যে সব লোক আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত হয়েছে বা মরে গেছে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম উৎকৃষ্ট রেয্‌ক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই উৎকৃষ্টতম রেয্‌কদাতা।

৫৯. তিনি তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সত্যই আল্লাহতা'আলা সর্বজ্ঞ ও অতীব ধৈর্য সম্পন্ন।

৬০. এ তো হল তাদের পরিণতি। আর যে কেউ প্রতিশোধ নিবে তেমনই যেমন তার সাথে করা হয়েছে, উপরন্তু তার উপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ ক্ষমাদানকারী ও মার্জনাকারী।

৬১. এটা এজন্য যে, রাত হতে দিন এবং দিন হতে রাত বের করেন আল্লাহই। আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন।
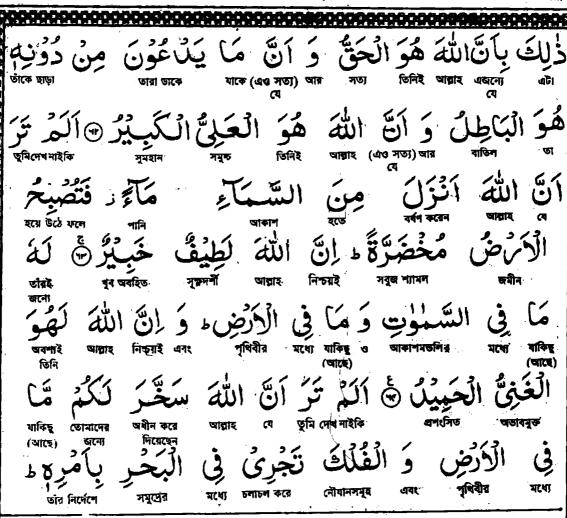
৬২. এটা এ জন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য। আর সেই সব কিছুই বাতিল যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকে। আল্লাহই প্রবল ও মহান।

৬৩. তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করান এবং তার সাহায্যে যমীন শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে? আসল কথা এই যে তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে অবহিত [১৬]।

৬৪. একান্তভাবে তাঁর-ই যা কিছু আছে আসমানসমূহে, আর যা কিছু আছে যমীনে। তিনি যে অভাবমুক্ত ও সর্ব প্রশংসিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রুকু ঃ ৯

৬৫. তুমি কি দেখ না, তিনি সেই সবকিছুকেই তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও কর্মে নিরত করে রেখেছেন-যা যমীনে রয়েছে; আর তিনিই নৌকা-জাহাজকে একটা নিয়মের অনুবর্তী বানিয়েছেন, তা তাঁর হুকুমে নদী-সমুদ্রে চলাচল করে

১৬। অর্থাৎ কুফর ও যুলমের পথগামী ব্যক্তিদের উপর আযাব নাযিল করা, মুমিন ও সৎ ব্যক্তিদের পুরস্কার দান করা, অত্যাচারিত ও সত্যপন্থীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা, এবং বলপ্রয়োগে অত্যাচার-প্রতিরোধকারী সত্য পন্থীদের সাহায্যদান –এ সব আল্লাহতা'আলার এই গুণাবলীর কারণে হয়ে থাকে।

এবং তিনিই আসমানকে এমনভাবে ধারণ করে আছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তা যমীনের উপর আপতিত হতে পারে না। অবস্থা এই যে, আল্লাহ লোকদের অধিকারের ব্যাপারে বড়ই দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহ সম্পন্ন।

৬৬. তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দেন, আর তিনিই তোমাদেরকে পুরনায় জীবিত করবেন! সত্য এই যে, মানুষ বড়ই সত্য অমান্যকারী[১৭]।

৬৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা একটি ইবাদত-প্রথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা তারা অনুসরণ করে চলে। অতএব হে নবী! তারা যেন এই ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়[১৮]। তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে রয়েছ।

১৭। অর্থাৎ এই সব কিছু দেখা সত্ত্বেও নবীদের উপস্থাপিত সত্যকে তারা অস্বীকার করে চলে।

১৮। অর্থাৎ পূর্বযুগের নবীরা নিজ নিজ যুগের উম্মতদের জন্য যেমন এক ইবাদত পদ্ধতি নিয়ে এসেছিলেন সেইরূপ এই যুগের উম্মতের জন্য তুমি এক ইবাদত পদ্ধতি নিয়ে এসেছ। সুতরাং এ নিয়ে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর অধিকার কারুর নেই। কেননা তোমার আনীত ইবাদত-পদ্ধতিই এ যুগের জন্য সত্য-সম্মত ইবাদত পদ্ধতি।
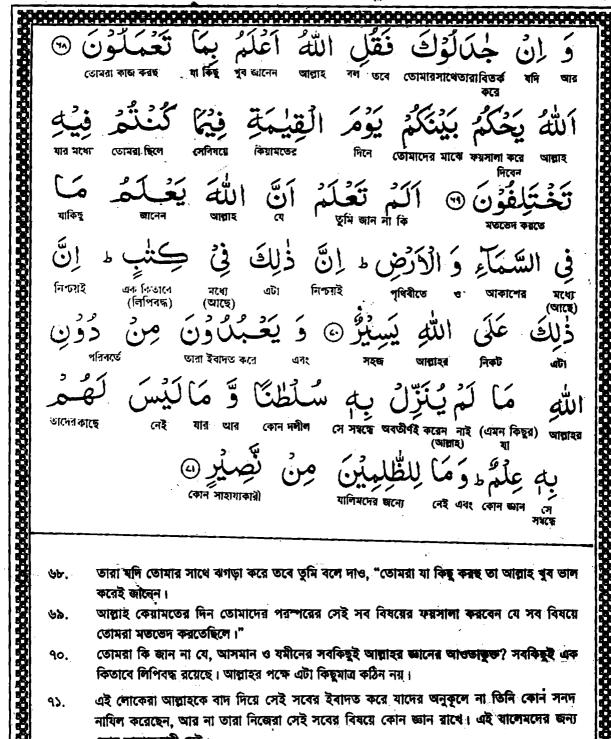
৬৮. তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে তুমি বলে দাও, "তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।

৬৯. আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের পরস্পরের সেই সব বিষয়ের ফয়সালা করবেন যে সব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতেছিলে।"

৭০. তোমরা কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত? সবকিছুই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহর পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

৭১. এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবের ইবাদত করে যাদের অনুকূলে না তিনি কোন সনদ নাযিল করেছেন, আর না তারা নিজেরা সেই সবের বিষয়ে কোন জ্ঞান রাখে। এই যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ

এবং | যখন | আবৃত্তি করা হয় | তাদের নিকট | আমাদের আয়াত গুলোকে | সুস্পষ্ট | তুমি লক্ষ্য করবে | মুখমণ্ডলসমূহে

الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ

(তাদের) যারা | অস্বীকার করেছে | ঘৃণাভাব | মনে হয় যেন | আক্রমণ করবে তারা | (তাদের) উপর যারা

يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ

আবৃত্তি করে | তাদের নিকট | আমাদের আয়াত গুলোকে | বল | তোমাদেরকে সংবাদ দিব তবেকি | নিকৃষ্ট কিছু সম্পর্কে

مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ

চেয়েও | এর | (সেটা হল) আগুন | যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | আল্লাহ | (তাদের জন্যে) যারা | কুফরী করেছে

وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٢﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ

এবং | কতনিকৃষ্ট | প্রত্যাবর্তনস্থল | হে | লোকেরা | পেশ করা হচ্ছে | একটি উপমা

فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ

তোমরা তাই মনযোগ দিয়ে শুন | তার প্রতি | নিশ্চয়ই | যাদেরকে | ডাকছ তোমরা | পরিবর্তে

اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ

আল্লাহর | কক্ষণওনা | তারা সৃষ্টি করতে পারে | একটি মাছিও | এবং | যদি | তারা একত্রিত হয় | সেজন্যে

---

৭২. আর তাদেরকে যখন আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয় তখন তুমি দেখতে পাও যে, সত্যের দুশমনদের মুখের চেহারা খারাব হয়ে যাচ্ছে। আর মনে হয়, তারা এখনই সেই লোকদের উপর ফেটে পড়বে, যারা তাদেরকে আমাদের আয়াত শুনায়। তাদেরকে বলঃ "আমি কি তোমাদের বলব, তা হতেও নিকৃষ্ট জিনিস কি?– তা হল আগুন। আল্লাহ তা দেয়ার ওয়াদাই করে রেখেছেন, সেই লোকদের জন্য যারা সত্য কবুল করতে অস্বীকার করে এবং তা অতিশয় খারাব পরিণতি।"

রুকু ঃ ১০

৭৩. হে লোকেরা একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। একটু চিন্তা করে মনোযোগের সাথে শোন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সব মাবুদদেরকে তোমরা ডাকছ তারা সকলে মিলে একটি মাছিও পয়দা করতে চাইলেও তা পারে না।
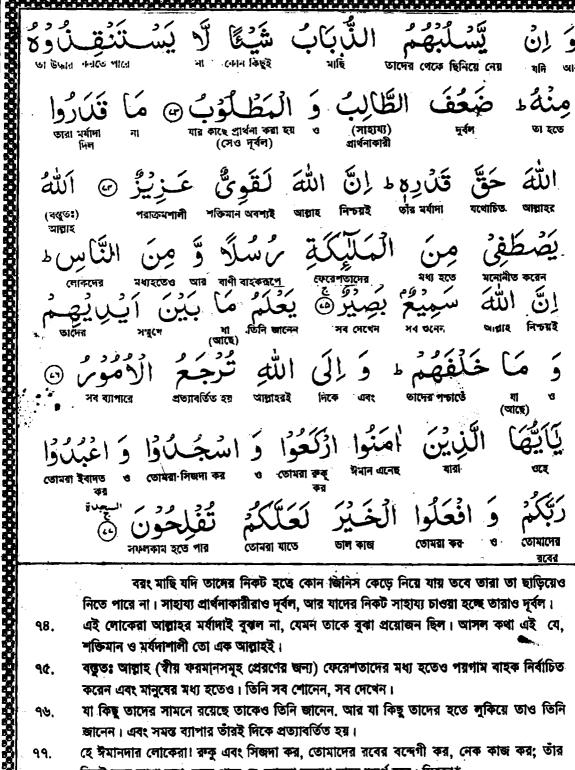
বরং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কোন জিনিস কেড়ে নিয়ে যায় তবে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারে না। সাহায্য প্রার্থনাকারীরাও দুর্বল, আর যাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তারাও দুর্বল।

৭৪. এই লোকেরা আল্লাহর মর্যাদাই বুঝল না, যেমন তাকে বুঝা প্রয়োজন ছিল। আসল কথা এই যে, শক্তিমান ও মর্যদাশালী তো এক আল্লাহই।

৭৫. বস্তুতঃ আল্লাহ (স্বীয় ফরমানসমূহ প্রেরণের জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য হতেও পয়গাম বাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।

৭৬. যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে তাকেও তিনি জানেন. আর যা কিছু তাদের হতে লুকিয়ে তাও তিনি জানেন। এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

৭৭. হে ঈমানদার লোকেরা! রুকু এবং সিজদা কর, তোমাদের রবের বন্দেগী কর, নেক কাজ কর; তাঁর নিকট হতে আশা করা যেতে পারে যে তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। সিজদা*

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا
আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর (পথে) যথাযথ তার জিহাদ তিনি তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং না

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ
আরোপকরেছেন তোমাদের উপর ব্যাপারে দ্বীনের কোন সংকীর্ণতা মিল্লাতে তোমাদের পিতার(প্রতিষ্ঠিতথাক)

اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ
(অর্থাৎ) ইবরাহীমের তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলিম পূর্বেও

وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ
এবং মধ্যে এই (কুরআনেও) হয় যেন রাসূল সাক্ষী তোমাদের উপর

وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا
আর তোমরাও হও সাক্ষী উপর সমস্ত লোকদের তোমরা কায়েম কর সুতরাং

الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ
নামাজ ও দাও যাকাত এবং তোমরা আকড়ে ধর আল্লাহকে

هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ۝٧٨
তিনিই তোমদের অভিভাবক অতএব কত উত্তম অভিভাবক আর কত উত্তম সাহায্যকারী

৭৮. আল্লাহর পথে জেহাদ কর যেমন জেহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখে ছিলেন, আর এই (কুরআনেও তোমাদের এ-ই নাম), যেন রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মাওলা-মুনীব। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা, বড়ই উত্তম সাহায্যকারী।

সূরা আল- মু'মেনুন

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াত قد افلح المؤمنون এর আল-মু'মেনুন' শব্দ দ্বারা এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয় হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা রসূলে করীম (সঃ)-এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছিল। পটভূমিতে স্পষ্ট মন হয়, এ সময় নবী করী (সঃ) ও কাফেরদের মধ্যে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব চলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা খুব বেশী জোরদার হয়ে উঠেনি। ৭৫-৭৬ নং আয়াত হতে পরিষ্কার ভাবে প্রমানিত হয় যে, এ সূরাটি মক্কার কঠিনতম দুর্ভিক্ষের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। আর নির্ভর যোগ্য বর্ণনা হতে একথা প্রমাণিত যে, এ এই মধ্যম যুগেই সংঘটিত হয়েছিল। উরওয়া ইবনে যুবাইর বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায়, এ সময় হযরত উমর (রাঃ) ঈমান এনেছিলেন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারীর সূত্রে হযরত উমর (রাঃ)-এর একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন "এ সূরাটি তার সামনেই নাযিল হয়েছে।" তিনি নিজে নবী করীম (সঃ)-এর ওপর অহীর বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখতে পেয়েছিলেন। পরে নবী করীম (সঃ) যখন তা হতে অবসর পেলেন, তখন তিনি বললেন, "এই মাত্র আমার প্রতি এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মানদন্ডে কেউ উত্তীর্ণ হলে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে।" অতঃপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পড়ে শুনান। (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ও হাকিম)

আলোচ্য বিষয়

এই সূরার কেন্দ্রীয় কথাটি হচ্ছে রসূল (সঃ)-এর আনুগত্য। সমস্ত ভাষণটি একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। কথার সূচনা করা হয়েছে এভাবে যে, যে সব লোক এ নবীর কথা মেনে নেবে, তাদের মধ্যে এ সব গুণ সৃষ্টি হবে। আর নিঃসন্দেহে এ লোকেরাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের অধিকারী। অতঃপর মানুষের সৃষ্টি, আসমান-যমীন সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি এবং বিশ্বলোকের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ হতে যে কথাটি লোকদের মন মগজে দৃঢ়মূল করে দেয়া উদ্দেশ্য তা এই যে, তওহীদ ও পরকালের যে মহত্ব ও সত্য মেনে নেয়ার জন্যে নবী তোমাদেরকে দাওআত দিচ্ছেন, তোমাদের নিজস্ব সত্ত্বা ও সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাই অকাট্য ভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে- প্রমাণ করছে যে, তা সবই সত্য। পরে নবী-রসূলগণের এবং তাঁদের উম্মতের কাহিনী বলতে শুরু করা হয়েছে। এ বাহ্যত কাহিনী হলেও আসলে এ পন্থায় কয়েকটি জরুরী কথা শ্রোতাদের কানে পৌছে ও তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে

প্রথম- এই যে, আজ তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করছ, যে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করছ তা নতুন কিছুই নয়। পূর্বকালেও যে সব নবী-রসূল দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন- যাদেরকে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ প্রেরিত বলে বিশ্বাস কর- তাঁদের সকলের প্রতিই সে সময়ের জাহেল ও মূর্খ লোকেরা নানারূপ প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করেছিল। এখন ইতিহাসের শিক্ষা কি বলে তা লক্ষ কর। প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন কারীরা হকপন্থী ছিল, না নবী-রসূলগণ, তা একবার ভেবে দেখ।

দ্বিতীয়- এই যে, তওহীদ ও পরকাল সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন, সকল কালের নবী-রসূলগণ তো সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। এ তা হতে ভিন্নতর কোন অভিনব জিনিস নয় –এমন কিছু নয় যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে কোন দিনই পেশ করা হয়নি।

তৃতীয়- এই যে, যে সব জাতি নবী-রসূলদের কথা শুনেনি, বরং ক্রমাগত ভাবে তাদের বিরুদ্ধতা করেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চতুর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট হতে সকল কালে একই দ্বীন এসেছে, সব নবী-রসূল একই উম্মতের লোক ছিলেন। সেই মূল একই দ্বীন ছাড়া দুনিয়ায় যে বিভিন্ন ধর্ম দেখতে পাচ্ছ তার সবই মানুষের মনগড়া। এ সবের মধ্যে কোন একটিও আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়নি।

এসব কাহিনী বলার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনের সচ্ছলতা, ধন-সম্পদ, লোক-বল, বংশ-বল, দাপট, জাঁকজমক, চাকর-নকর, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও আধিপত্য- এ সবের কোন একটিও এ কথা প্রমাণ করে না যে, এ যাদের আছে তারা সব হকপন্থী হবে। এ গুলো হওয়া বুঝি হক পন্থী হওয়ারই একটা প্রমাণ? না তা নয়। পক্ষান্তরে কারো গরীব ও দূর্দশাগ্রস্ত হওয়াও এ কথার প্রমাণ নয় যে, আল্লাহ বুঝি তার ও তার আচার-আচরণের প্রতি অসন্তুষ্ট। ,...........এও ঠিক নয়। আল্লাহর নিকট কারো প্রিয় বা অপ্রিয় তথা অভিশপ্ত একান্তভাবে নির্ভর করে তার ঈমান, তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ন্যায়বাদিতার ওপর। এসব কথাও বলা হয়েছে এ জন্য যে, এ সময় নবী করীম (সঃ)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা হচ্ছিল, তার আসল হোতা ছিল মক্কার শেখ, বড় বড় সরদার ও গোত্রপতি। তারা নিজেরা এ অহমিকতা বোধ করত এবং তাদের প্রভাবিত লোকেরাও এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত ছিল যে, যাদের ওপর নে'আমত বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা কেবল সম্মুখের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি আল্লাহ ও দেবতাদের অনুগ্রহ নিশ্চয়ই রয়েছে। আর এই সব দরিদ্র ও মর্যাদাহীন লোক- যারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগী-সাথী –তাদের অবস্থাই প্রকাশ ও প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তাদের পক্ষে নেই, বরং দেবতারা তো তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ। এদের ওপর তাদেরই ঘা পড়েছে। এ সূরায় এসব চিন্তাধারার অসারতা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর নবী করীম (সঃ)-এর নবুয়্যতের ব্যাপারে মক্কাবাসীদেরকে নানাভাবে আশ্বস্ত ও বিশ্বাসী বানাতে চেষ্টা করা হয়েছে। পরে আরো বলা হয়েছে যে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ, এ একটা বিশেষ সতর্কীকরণ, এ দেখে তোমাদের সতর্ক হওয়া ও ঠিক পথে আসা উচিত। অন্যথায় কঠিন শাস্তি নেমে আসবে; তখন আর আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে না।

অতঃপর বিশ্বলোকে বিক্ষিপ্ত এবং স্বয়ং তাদরে নিজেদের মধ্যে অবস্থিত নিদর্শনসমূহের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মোট বক্তব্য হলো এই যে, তোমরা চোখ খুলে দেখ যে তওহীদ ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের মহাসত্যতার কথা এই নবী তোমাদেরকে বলছেন তার বাস্তব প্রমাণ কি তোমরা চারদিকে প্রকট দেখতে পাও না? তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও প্রকৃতি কি এর সত্যতা ও ন্যায্যতা প্রমাণ করে না?

পরিশেষে নবী করীম (সঃ)-কে হেদায়াত দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যতই খারাব আচরণ করুক না কেন, তোমরা কিন্তু ভালো পন্থায়ই এদের প্রতিরোধ করবে। শয়তান যেন তোমাদেরকে কখনো খারাবের জওয়াবে খারাব কাজ করতে উত্তেজিত করতে না পারে, সে জন্য সতর্ক থাকবে। উপসংহারে সত্য ও হক দ্বীনের বিরোধী লোকদেরকে পরকালের জওয়াবদিহি সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তোমরা সত্য দ্বীনের দাওআত এবং তার অনুসারীদের সঙ্গে যা কিছু করছ একদিন শক্তভাবেই তার হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে।

اٰيَاتُهَا ١١٨ (٢٣) سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٦

১১৮ তার আয়াত (সংখ্যা) (২৩) সূরা মু'মিনুন মক্কী ৬ তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষ দয়াময় অতীব মেহেরবান

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ

নিশ্চয়ই সফল হয়েছে মু'মিনরা যারা (এমন লোক যে) তারা নামাজসমূহে তাদের

خٰشِعُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَ

বিনয়ী-নম্র-ভীত এবং যাদের (বৈশিষ্ট্য হল যে) তারা হতে বেহুদা কথা কাজ বিরত থাকে এবং

الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ

যাদের (বৈশিষ্ট্য এও যে) তারা জাকাতেরক্ষেত্রে সক্রিয় কর্মতৎপর এবং যাদের (এটাও গুণ যে) তারা তাদের লজ্জাস্থান গুলোকে

حٰفِظُوْنَ ۝

হেফাজতকারী

রুকু ঃ ১

১. নিশ্চিতই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা।

২. যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে,

৩. যারা বেহুদা কাজ হতে দূরে থাকে,

৪. যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়,

৫. যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে[১],

১। এর দুটি অর্থঃ ১. নিজের দেহের লজ্জা উপযোগী অংশগুলি আবৃত করে গুপ্ত রাখেন অর্থাৎ নগ্নতা থেকে বিরত থাকে ও নিজের সতর (লজ্জা স্থান) অন্যের সামনে উন্মুক্ত করে না। ২. নিজের পবিত্রতা ও সতীত্ব সুরক্ষিত রাখে অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে বন্ধনহীন স্বাধীনতা অবলম্বণ করে না এবং ইন্দ্রিয় কামনা চরিতার্থতায় উৎশৃঙ্খল নয়।

আরবি	অর্থ
إِلَّا	তবে (এটা প্রযোজ্য নয়)
عَلَىٰٓ	উপর
أَزْوَاجِهِمْ	তাদের স্ত্রীদের
أَوْ	বা
مَا	যা
مَلَكَتْ	মালিক হয়েছে
أَيْمَانُهُمْ	তাদের ডানহাত (অর্থাৎ দাসী)
فَإِنَّهُمْ	নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে তারা
غَيْرُ	নয়
مَلُومِينَ ۝٦	নিন্দনীয়
فَمَنِ	তবে যে
ابْتَغَىٰ	চায়
وَرَآءَ	বাইরে
ذَٰلِكَ	এর
فَأُولَٰٓئِكَ	সেক্ষেত্রে ঐসবলোক
هُمُ	তারাই
الْعَادُونَ ۝٧	সীমালংঘনকারী
وَ	এবং
الَّذِينَ	যাদের (বিশেষ গুণ হল)
هُمْ	তারা
لِأَمَانَاتِهِمْ	তাদের আমানত সমূহের
وَ	ও
عَهْدِهِمْ	তাদের ওয়াদার
رَاعُونَ ۝٨	সংরক্ষণকারী
وَ	এবং
الَّذِينَ	যাদের (বৈশিষ্ট্য হল যে)
هُمْ	তারা
عَلَىٰ	ক্ষেত্রে
صَلَوَاتِهِمْ	তাদের নামাজসমূহের
يُحَافِظُونَ ۝٩	তারা হেফাজত করে
أُولَٰٓئِكَ	ঐসবলোক
هُمُ	তারাই
الْوَارِثُونَ ۝١٠	(সেই) উত্তরাধিকারী
الَّذِينَ	যারা
يَرِثُونَ	উত্তরাধিকারী হয়েছে
الْفِرْدَوْسَ	ফিরদাউসের
هُمْ	তারা
فِيهَا	তারমধ্যে
خَالِدُونَ ۝١١	চিরস্থায়ী হবে

৬. নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং সেই মেয়েলোকদের ছাড়া যারা তাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন আছে[২]। এই ক্ষেত্রে (হেফাযত না করা হলে) তারা ভৎসনাযোগ্য নয়।

৭. অবশ্য এদের ছাড়া অন্যকিছু চাইলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে।

৮. যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তির রক্ষনাবেক্ষণ করে।

৯. এবং নিজেদের নামায সমূহের পূর্ণ হেফাযত করে।

১০. এই লোকেরাই সেই উত্তরাধিকারী

১১. যারা উত্তরাধিকার হিসাবে ফেরদাউস পাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।

২। অর্থাৎ দাসীরা। যুদ্ধে যাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় ও বন্দী বিনিময় না হলে যাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারুর মালিকানা সত্ত্বের অধীনস্থ করে দেয়া হয়।

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ

এবং নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেছি আমরা মানুষকে থেকে (নির্যাস) সার

مِّنْ طِيْنٍ ⑫ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ

মাটির এরপর তাকে (মানুষকে) আমরা বানিয়েছি শুক্র(হতে) মধ্যে আধারের

مَّكِيْنٍ ⑬ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

নিরাপদ এরপর আমরা পরিণত করি (এই প্রক্রিয়ায়) শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে আমরা অতঃপর সৃষ্টি করি

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ

জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে আমরা অতঃপর সৃষ্টি করি মাংশপিন্ডকে অস্থিতে আমরা অতঃপর ঢেকে দেই অস্থিকে

لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ

গোশত (দ্বারা) এরপর তাকে আমরা গড়ে তুলি সৃষ্টিরূপে অন্য এক অতএব কত বরকতময় আল্লাহ (যিনি) সর্বোত্তম

الْخٰلِقِيْنَ ⑭

(সব) কারিগরের

১২. আমরা মানুষকে মাটির সার হতে বানিয়েছি।

১৩. পরে তাকে এক নিরাপদ স্থানে শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি।

১৪. পরে এই ফোঁটাকে অর্থাৎ শুক্রকে জমাট-বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি, তারপর এই জমাট-বাঁধা রক্তকে মাংসপিন্ড বানিয়েছি। একেই অস্থি-মজ্জা বানিয়েছি। এই অস্থি মজ্জার উপর গোশত দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাকে অপর এক সৃষ্টি রূপ দিয়ে দাড় করিয়ে দিয়েছি[৩]। অতএব বড়ই বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সব কারিগর হতে উত্তম কারিগর।

৩। অর্থাৎ যদিও পশুদের সৃষ্টিতেও ও সব কিছু হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ এই সৃষ্টি কাজের দ্বারা মানুষকে আর এক প্রকারের সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছেন যা পশুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ

এরপর | নিশ্চয়ই তোমরা | পরে | এর | অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে | এরপর | নিশ্চয়ই তোমাদের

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ

দিনে | কিয়ামতের | পুনরুত্থিত করা হবে | আর | নিশ্চয়ই | আমরা সৃষ্টি করেছি | তোমাদের উর্ধে | সাতটি | পথ

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

এবং | না | আমরা ছিলাম | সম্পর্কে | সৃষ্টি | অমনোযোগী | আর | আমরা বর্ষণ করি | হতে | আকাশ

مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

পানি | পরিমাণ মত | তা আমরা অতঃপর সংরক্ষণ করি | মধ্যে | মাটির
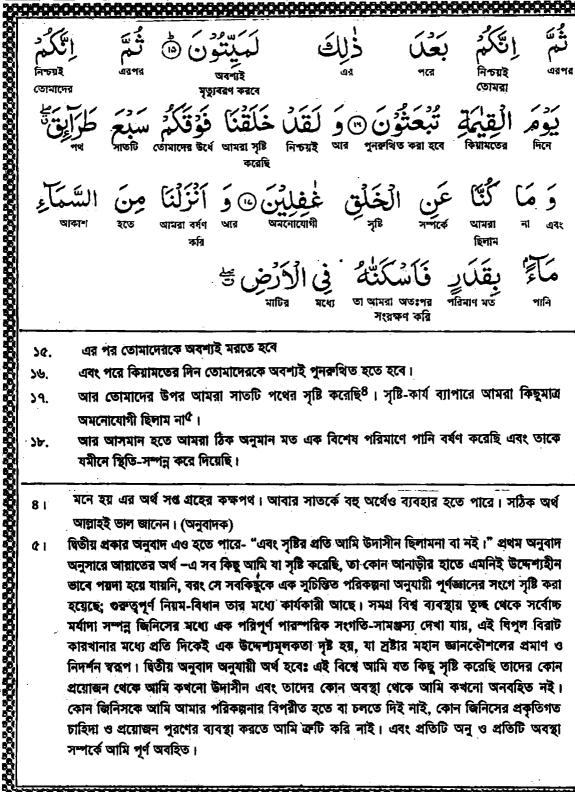
১৫. এর পর তোমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে

১৬. এবং পরে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে।

১৭. আর তোমাদের উপর আমরা সাতটি পথের সৃষ্টি করেছি[৪]। সৃষ্টি-কার্য ব্যাপারে আমরা কিছুমাত্র অমনোযোগী ছিলাম না[৫]।

১৮. আর আসমান হতে আমরা ঠিক অনুমান মত এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে যমীনে স্থিতি-সম্পন্ন করে দিয়েছি।

৪। মনে হয় এর অর্থ সপ্ত গ্রহের কক্ষপথ। আবার সাতকে বহু অর্থেও ব্যবহার হতে পারে। সঠিক অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন। (অনুবাদক)

৫। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে- "এবং সৃষ্টির প্রতি আমি উদাসীন ছিলামনা বা নই।" প্রথম অনুবাদ অনুসারে আয়াতের অর্থ –এ সব কিছু আমি যা সৃষ্টি করেছি, তা কোন আনাড়ীর হাতে এমনিই উদ্দেশ্যহীন ভাবে পয়দা হয়ে যায়নি, বরং সে সবকিছুকে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণজ্ঞানের সংগে সৃষ্টি করা হয়েছে; গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-বিধান তার মধ্যে কার্যকারী আছে। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় তুচ্ছ থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জিনিসের মধ্যে এক পরিপূর্ণ পারস্পরিক সংগতি-সামঞ্জস্য দেখা যায়, এই বিপুল বিরাট কারখানার মধ্যে প্রতি দিকেই এক উদ্দেশ্যমূলকতা দৃষ্ট হয়, যা স্রষ্টার মহান জ্ঞানকৌশলের প্রমাণ ও নিদর্শন স্বরূপ। দ্বিতীয় অনুবাদ অনুযায়ী অর্থ হবেঃ এই বিশ্বে আমি যত কিছু সৃষ্টি করেছি তাদের কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো উদাসীন এবং তাদের কোন অবস্থা থেকে আমি কখনো অনবহিত নই। কোন জিনিসকে আমি আমার পরিকল্পনার বিপরীত হতে বা চলতে দিই নাই, কোন জিনিসের প্রকৃতিগত চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে আমি ত্রুটি করি নাই। এবং প্রতিটি অনু ও প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবহিত।

وَ اِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ

আর | নিশ্চয়ই আমরা | ক্ষেত্রে | (অন্যত্র) নিয়ে যাওয়ার | তা | সক্ষম অবশ্যই | আমরা অতঃপর সৃষ্টি করি | তোমাদের জন্যে | তাদিয়ে | বাগান

مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّ

খেজুরের | ও | আংগুরের | তোমাদের জন্যে | তারমধ্যে (আছে) | ফলমূল | প্রচুর | আর

مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ

তাহতে | তোমরা খাও | এবং | গাছ (যয়তুনের) | বের হয় | হতে | পাহাড় | সিনাইয়ের

تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَ اِنَّ لَكُمْ فِيْ

উৎপন্ন হয় | তেল নিয়ে | এবং | আহার্য (সহ) | খাদ্যগ্রহণকারীদের জন্যে | এবং | নিশ্চয়ই | তোমাদের জন্য | মধ্যে (আছে)

الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَ لَكُمْ

গৃহপালিত পশুদের | অবশ্যই শিক্ষা | তোমাদেরকে পান করাই আমরা | তাহতে যা | রয়েছে | তাদের পেটে (অর্থাৎ দুগ্ধ) | আর | তোমাদের জন্যে রয়েছে

فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾

তাদের মধ্যে | ফায়দা | প্রচুর | আর | তাদের মধ্যে হতে | তোমরা খাও (গোশত)

আমরা তা যে দিকেই চাই নিয়ে যেতে পারি।

১৯. পরে এই পানির সাহায্যে আমরা তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান বানিয়েছি। তোমাদের জন্য এই সব বাগানে বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু ফল রয়েছে। আর তা হতে তোমরা খাদ্য লাভ কর।

২০. আর সেই গাছও আমরা সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পাহাড় হতে বের হয়[৬]। তেল নিয়েও বের হয় এবং খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্য আহার্যও নিয়ে উঠে।

২১. আর প্রকৃত কথা এই যে, তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও এক বিশেষ শিক্ষা রয়েছে- তাদের গর্ভে যা কিছু আছে তা হতে একটি জিনিস (অর্থাৎ দুগ্ধ) আমরা তোমাদেরকে সেবন করাই। আর তোমাদের জন্য তাতে অন্যান্য বহু রকমের ফায়দা নিহিত আছে। তা তোমরা খাও,

৬। অর্থাৎ যয়তুন যা ভুমধ্যসাগরের পার্শ্বস্থ এলাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সিনাইয়ের সঙ্গে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে ঐ অঞ্চলের সব থেকে বিখ্যাত ও পরিচিত স্থান সিনাই পর্বত হচ্ছে এই বৃক্ষের আসল জন্মস্থান।

ع

وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَ لَقَدْ

এবং | তাদের উপর | ও | উপর | নৌযানের | তোমাদের চড়ান হয় | আর | নিশ্চই

اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا

আমরা পাঠিয়েছি | নূহকে | প্রতি | তার জাতির | সে তখন বলেছিল | হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নেই

لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ

তোমাদের জন্যে | কোন | ইলাহ | তিনি ছাড়া | তবুও কি না | তোমরা সাবধান হবে | বলেছিল তখন | কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিরা | (তাদের) যারা

كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ

অস্বীকার করেছিল | মধ্যহতে | তার জাতির | নয় | এই (ব্যক্তি) | এব্যতীত যে | একজন মানুষ | তোমাদেরই মত | সে চায়

اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚۖ

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে | তোমাদের উপর | আর | যদি | চাইতেন | আল্লাহ | পাঠাতেন অবশ্যই | ফেরেশতা

مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا

না | আমরাশুনেছি | এধরনের (কথা) | মধ্যে | আমাদের পিতৃ পুরুষদের | পূর্বকালের | নয় | সে | এব্যতীত যে

رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

একজন মানুষ | তার সাথে (আছে) | জ্বিন | অতএব তোমরা অপেক্ষা কর | তার সম্পর্কে | পর্যন্ত | কিছুকাল

২২. এবং তার উপর আর নৌযানের উপর তোমরা আরোহিতও হও।

রুকু ঃ ২

২৩. আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল "হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর; তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?"

২৪. তার জাতির যে সকল সরদাররা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলতে লাগল, " এই ব্যক্তি কিছুই নয়, শুধু তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। তার উদ্দেশ্য এই যে, সে তোমাদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। আল্লাহই যদি পাঠিয়ে থাকতেন তবে ফেরেশতা পাঠাতেন। এই ধরনের কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার সময় হতে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রসূল হয়ে এসেছে)।

২৫. কিছু না, লোকটিকে কিছুটা পাগলামিতে পেয়েছে। কিছু কাল আরো দেখে নাও (হয়ত ভাল হয়ে যেতে পারে)।"

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝٢٦ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ

(নূহ) বলল — হে আমার রব — আমাকে সাহায্য কর — একারণে যে — আমাকে তারা অস্বীকার করেছে — আমরা অতঃপর ওহী করলাম — তার প্রতি — যে

اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ

নির্মাণকর — নৌকা — আমাদের তত্ত্বাবধানে — ও — আমাদের ওহীর ভিত্তিতে — অতঃপর যখন — আসবে — আমাদের নির্দেশ — ও — উথলিয়ে উঠবে

التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ

চুলাটি — (নৌকাতে) তখন উঠিয়ে নেবে — তারমধ্যে — প্রত্যেক ধরনের (জীব জন্তুর) — দুইটার জোড়া (অর্থাৎ নর ও নারী) — ও

اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لَا

তোমার পরিবারকে — তবে ব্যতিত — তাদের — পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে — যাদের সম্পর্কে — বাণী — তাদের মধ্যহতে — এবং — না

تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝٢٧ فَاِذَا

আমাকে কিছু বলো — সম্পর্কে — (তাদের) যারা — যুলম করেছে — তারা নিশ্চয়ই — নিমজ্জিত হবে — অতঃপর যখন

اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَ مَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ

আরোহণ করবে — তুমি — ও — যারা — তোমার সাথে — উপর — নৌকার — বলবে তখন

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٢٨

সব প্রশংসা — আল্লাহরই — যিনি — আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন — হতে — জাতি — যালেম

২৬. নূহ বললঃ "হে পরোয়ারদেগার, এই লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা বলেছে, এ ব্যাপারে এখন তুমিই আমাকে সাহায্য দান কর।"

২৭. আমরা তার প্রতি অহী পাঠালাম "আমাদের সংরক্ষণে ও আমাদের অহী অনুসারে নৌকা তৈরী কর। পরে আমার হুকুম যখন আসবে ও চূলাটি পানিতে ভরে যাবে, তখন সকল প্রকারের জীব-জন্তু হতে এক এক জোড়া সংগে নিয়ে তাতে আরোহণ করবে। তোমার বংশ পরিবারকেও সংগে রাখবে; কেবল সেই লোকদের নয়- যাদের বিরুদ্ধে পূর্বেই ফয়সালা করা হয়েছে। আর যালেমদের ব্যাপার সম্পর্কে আমার নিকট কিছুই বলবে না। এখন তারা ডুবে মরবে।

২৮. পরে তুমি যখন তোমার সংগী-সাথী নিয়ে নৌকায় সওয়ার হয়ে বসবে তখন বলবেঃ শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে যালেমদের হাত হতে মুক্তি দিয়েছেন।

وَ قُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ
এবং বল হে আমার রব আমাকেঅবতরণ করাও অবতরণস্থানে বরকতপূর্ণ আর তুমি

خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا
উত্তম অবতীর্ণকারীদের নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর অবশ্যই নিদর্শন আর আমরাই ছিলাম

لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾
পরীক্ষাকারী অবশ্যই এরপর আমরা সৃষ্টি করেছি পরে তাদের জাতি অন্য এক

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
অতঃপর আমরা প্রেরণ করি তাদের মধ্যে একজনকে রসূলরূপে তাদেরই মধ্যহতে (তার দাওয়াত এ ছিল) যে তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর নেই তোমাদের জন্যে

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ
কোন ইলাহ তিনি ব্যতিত তবুও কি না তোমরা সাবধান হবে এবং বলেছিল কতৃত্বশীল ব্যক্তিরা মধ্যহতে

قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ اَتْرَفْنٰهُمْ
তার জাতির যারা অস্বীকার করেছিল ও মিথ্যা ভেবেছিল সাক্ষাতকে পরকালের এবং তাদেরকে আমরা সচ্ছন্দতা দিয়েছিলাম

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ
মধ্যে জীবনের দুনিয়ার নয় সে এব্যতীত একজন মানুষ তোমাদেরই মত

২৯. আর বল, হে পরোয়ারদিগার, আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও; তুমিই উত্তম অবতরণকারী।

৩০. এই কাহিনীতে বড়ই নিদর্শন-সমূহ রয়েছে। আর পরীক্ষা তো আমরা করেই থাকি।

৩১. এদের পর আমরা অপর এক পর্যায়ের জাতি গড়ে তুললাম।

৩২. পরে তাদের প্রতি স্বয়ং তাদের জাতির মধ্যে একজনকে রসূল করে পাঠালাম (যে তাদেরকে দাওয়াত দিল) যে, আল্লাহর বন্দেগী কর, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না?

রুকু ঃ ৩

৩৩. তার জাতির যে সব সরদার মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং পরকালে উপস্থিত হওয়ার কথা মিথ্যা মনে করেছে, যাদেরকে আমরা দুনিয়ার জীবনে সচ্ছল-সচ্ছন্দ করে রেখেছিলাম তারা বলতে লাগল "এই ব্যক্তি কিছুই নয়, বরং তোমাদের মতই একজন মানুষ।

يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝٣٣ وَلَئِنْ

সে খায় তাহতে, তোমরা খাও, যাহতে, এবং, পান করে, যা তাহতে, তোমরা পান কর, আর, যদি অবশ্যই

أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ۝٣٤ أَيَعِدُكُمْ

তোমরা আনুগত্য কর, একজন মানুষের, তোমাদের মত, নিশ্চয়ই তোমরা, তাহলে, অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তোমাদেরকে ওয়াদা দেয় কি

أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ۝٣٥

যে তোমরা, যখন, মরে যাবে, ও, তোমরা হবে, মাটি, ও, হাড়, নিশ্চয়ই তোমরা, (কবর হতে) বহিষ্কৃত হবে

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝٣٦ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

(অসম্ভব) দূরে, (অসম্ভব) বহুদূরে, যা, তোমাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, না, তা, এব্যতীত যে, আমাদের জীবন

الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝٣٧ إِنْ هُوَ

দুনিয়ারই, (শুধু এখানেই) আমরা মরি, ও, আমরা বাঁচি, এবং, না, আমরা, পুনরুত্থিত হব, নয়, সে

إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝٣٨

এব্যতীত, এক ব্যক্তি, রচনা করেছে, সম্পর্কে, আল্লাহ, মিথ্যা, আর, না, আমরা, তার উপর, ঈমানদার

তোমরা যা খাও সেও তাই খায়, আর যা তোমরা পান কর সেও তাই পান করে।

৩৪. এখন তোমরা যদি নিজেদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কবুল কর তবে তোমরা তো ক্ষতি গ্রস্তই হলে।

৩৫. এই লোক তোমাদের বলে যে, তোমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাবে এবং হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমরা (কবর হতে) বহিষ্কৃত হবে?

৩৬. অসম্ভব, অসম্ভব এই ওয়াদা

৩৭. যা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে। জীবন কিছুই নয়, শুধু এই দুনিয়ারই জীবন একমাত্র জীবন। এখানেই আমাদেরকে মরতে ও বাঁচতে হবে। আর আমরা কক্ষণই পুনরুত্থিত হব না।

৩৮. এই ব্যক্তি আল্লাহর নামে শুধু মিথ্যা কথাই রচনা করে আমরা তার কথা কখনই মেনে নিব না।"

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ

(রসূল) বলল | হে আমার রব | আমাকে সাহায্যকর | এ কারণে যে | আমার উপর তারা মিথ্যারোপ করেছে | (আল্লাহ) বললেন | ঐবিষয় হতে | অচিরেই

لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ

তারা হবে অবশ্যই | অনুতপ্ত | অতঃপর তাদেরকে ধরল | এক বিকট শব্দ | মহা সত্য অনুযায়ী | তাদেরকে অতঃপর আমরা করেছিলাম

غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا

আবর্জনার (মত) | দুর হউক সুতরাং (অর্থাৎ ধ্বংস আসুক) | (এমন) জাতির জন্যে | (যারা) যালেম | এরপর | আমরা সৃষ্টি করলাম

مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا

পরে | তাদের | (বহু) জাতি | অন্যান্য | না | ত্বরান্বিত করতে পারে | জাতি কোন | তার নির্ধারিত সময়

وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا

আর | না | বিলম্বিত করতে পারে | এরপর | আমরা পাঠিয়েছি | আমাদের রসূলদেরকে | ক্রমাগত ভাবে

৩৯. রসূল বলল "হে আমার রব! এই লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা বলেছে, এ ব্যাপারে তুমিই আমার সাহায্য কর।"

৪০. জবাবে বলা হলঃ "সে সময় নিকটে যখন এরা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অনুতাপ করবে।"

৪১. শেষ পর্যন্ত ঠিক মহাসত্য অনুসারে এক বিরাট বিকট শব্দ এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল। আর আমরা তাদেরকে আবর্জনার মত করে ফেলে দিলাম- দূর হও যালেম জাতি!

৪২. অতঃপর আমরা অন্য জাতিসমূহকে উত্থান দান করলাম।

৪৩. কোন জাতি না নিজের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শেষ হয়েছে, আর না তার পর টিকে থাকতে পেরেছে।

৪৪. পরে আমরা পর পর রসূল পাঠালাম।
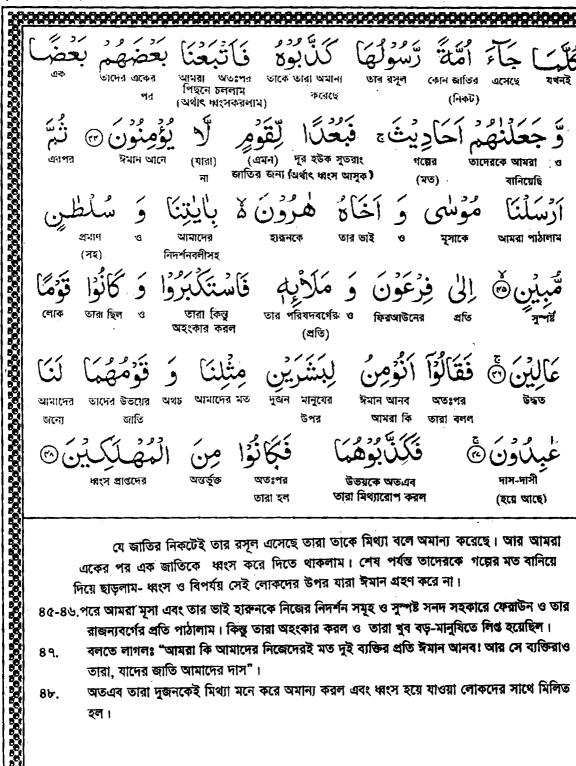
যে জাতির নিকটেই তার রসূল এসেছে তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করেছে। আর আমরা একের পর এক জাতিকে ধ্বংস করে দিতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে গল্পের মত বানিয়ে দিয়ে ছাড়লাম- ধ্বংস ও বিপর্যয় সেই লোকদের উপর যারা ঈমান গ্রহণ করে না।

৪৫-৪৬. পরে আমরা মূসা এবং তার ভাই হারুনকে নিজের নিদর্শন সমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করল ও তারা খুব বড়-মানুষিতে লিপ্ত হয়েছিল।

৪৭. বলতে লাগলঃ "আমরা কি আমাদের নিজেদেরই মত দুই ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব। আর সে ব্যক্তিরাও তারা, যাদের জাতি আমাদের দাস"।

৪৮. অতএব তারা দুজনকেই মিথ্যা মনে করে অমান্য করল এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোকদের সাথে মিলিত হল।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَ

আর | নিশ্চয়ই | আমরা দিয়েছিলাম | মূসাকে | কিতাব | তারা যাতে | সৎ পথ পায় | আর

جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّ اٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ

আমরা করেছি | তনয়কে | মারয়ামের | ও | তার মাতাকে | নিদর্শন | এবং | উভয়কে আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম | উচ্চভূমিতে

ذَاتِ قَرَارٍ وَّ مَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾ يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ

উপযোগী | অবস্থানের | ও | প্রস্রবণ (বিশিষ্ট) | (আর বলেছিলাম) হে | রাসূলরা | তোমরা খাও | হতে

الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾

পবিত্র (জিনিস) | ও | তোমরা কাজ কর | নেকীসমূহের | নিশ্চয়ই আমি | সে সম্পর্কে যা | তোমরা কাজ কর | খুব অবহিত

وَ اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾

এবং | নিশ্চয়ই | এই | তোমাদের জাতি | জাতি | একই | আর | আমি | তোমাদের রব | সুতরাং তোমরা ভয়কর আমাকেই

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ

(লোকেরা) কিন্তু বিভক্ত করল | তাদের কাজকে | তাদের মাঝে | টুকরা টুকরা করে | প্রত্যেক | দলই | যাকিছু | তাদের কাছে আছে

فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾

(তানিয়েই) আনন্দিত

৪৯. আর মূসাকে আমরা কিতাব দিলাম, যেন লোকেরা তার ভিত্তিতে হেদায়াত লাভ করতে পারে।

৫০. আর মরিয়ম-পুত্র ও তার মাতাকে আমরা একটি নিদর্শন বানালাম এবং তাদেরকে এক উচ্চ ভূমিতে স্থান দিলাম, যা ছিল শান্তি ও স্থিতির স্থান এবং ঝর্ণাধারা সেখানে ছিল প্রবহমান।

রুকু ঃ ৪

৫১. হে নবীগণ! খাও পবিত্র জিনিস-সমূহ এবং নেক্ আমল কর। তোমরা যা কিছুই কর আমি তা ভালো করেই জানি।

৫২. তোমাদের উম্মত একই উম্মত, আর আমি তোমাদের রব। অতএব আমাকেই ভয় কর।

৫৩. কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদেরই মধ্যে টুকরা টুকরা করে নিল। প্রত্যেক দলের নিকট যা কিছুই আছে তাতেই তারা মগ্ন।
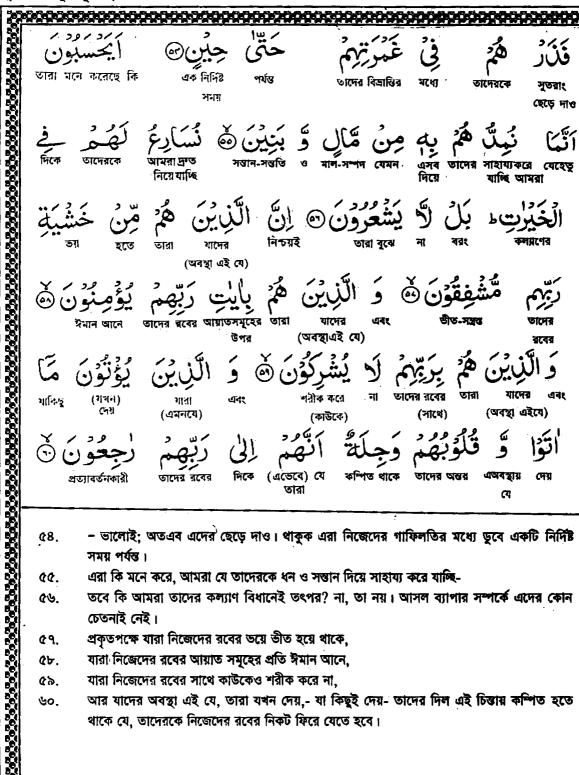
৫৪. – ভালোই; অতএব এদের ছেড়ে দাও। থাকুক এরা নিজেদের গাফিলতির মধ্যে ডুবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

৫৫. এরা কি মনে করে, আমরা যে তাদেরকে ধন ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি-

৫৬. তবে কি আমরা তাদের কল্যাণ বিধানেই তৎপর? না, তা নয়। আসল ব্যাপার সম্পর্কে এদের কোন চেতনাই নেই।

৫৭. প্রকৃতপক্ষে যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত হয়ে থাকে,

৫৮. যারা নিজেদের রবের আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান আনে,

৫৯. যারা নিজেদের রবের সাথে কাউকেও শরীক করে না,

৬০. আর যাদের অবস্থা এই যে, তারা যখন দেয়,- যা কিছুই দেয়- তাদের দিল এই চিন্তায় কম্পিত হতে থাকে যে, তাদেরকে নিজেদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।

أُولَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا

ঐসবলোক দ্রুত যায় দিকে কল্যাণের আর তারাই তা'তে অগ্রগামী হয় এবং না

نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ

দায়িত্ব দেই আমরা কাউকে এব্যতীত তার সামর্থ আর আমাদের কাছে আছে এক কিতাব (আমলনামা) ব্যক্ত করে (যা)

بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ

যথাযথ ভাবে এবং তাদেরকে না যুলম করা হবে বরং তাদের অন্তর (রয়েছে) মধ্যে অজ্ঞানতার হতে

هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾

এ (বিষয়ে) আর তাদের রয়েছে কার্যসমূহ ছাড়া এই (পূর্ব বর্ণিত নিয়মের) তারা যাকে করে যাচ্ছে

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾

শেষপর্যন্ত যখন আমরা পাকড়াও করব তাদের ঐশ্বর্যশালী দেরকে শাস্তি দিয়ে তখন তারা আর্তনাদ করে উঠবে

لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

না (বলাহবে) আর্তনাদ করো আজ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমাদের হতে না সাহায্য করা হবে

৬১. তারাই কল্যাণের দিকে দ্রুত গমণকারী এবং অগ্রসর হয়ে গিয়ে তা অর্জনকারী।

৬২. আমরা কাউকেও তার শক্তি-সামর্থের বেশী বিষয়ের দায়িত্ব দিই না। আর আমাদের নিকট একখানি কিতাব রয়েছে যা (প্রত্যেকের অবস্থা) যথাযথভাবে বলে দেয়[৭]। আর লোকদের উপর যুলুম কোনক্রমেই করা হবে না।

৬৩. কিন্তু এই লোকেরা এ ব্যাপার হতে সম্পূর্ণ অনবহিত। আর তাদের আমলও সেই নিয়ম হতে ভিন্ন রকমের (যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে)। তারা নিজেদের এই কার্যকলাপ করতে থাকবে।

৬৪. শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাদের সুখী-সচ্ছন্দ লোকদেরকে আযাবে নিমজ্জিত করব তখন তারা ফরিয়াদ করতে শুরু করবে,

৬৫. -এখন বন্ধ কর তোমাদের আহাজারি ও ফরিয়াদ, আমাদের নিকট হতে এখন আর কোনই সাহায্য মিলবে না।

৭। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নামায়ে আমল। (কার্য তালিকা) যাতে তার সমস্ত কৃতকর্ম লিখিত থাকে।

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾

নিশ্চয়ই হতো আমার আয়াত গুলোকে পড়ে শুনান তোমাদের কাছে তোমরা তখন ছিলে উপর তোমাদের গোড়ালির পশ্চাদ পসরণ করতে

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖۗ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا

অহংকার করে (গুরুত্ব দিতে না) এসম্পর্কে গল্পগুজবে মেতে তোমরা অর্থহীন কথা বলতে তবে কি তারা চিন্তা-ভাবনা করে নাই

الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

(এই) বাণী (সম্পর্কে) অথবা সে এসেছে তাদের (কাছে) (এমন কিছু নিয়ে) যা আসে নাই তাদের পিতৃপুরুষদের (কাছে) পূর্বেকার

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَمْ

অথবা তারা চিনে নাই তাদের রাসূলকে তারা তাই তাকে অস্বীকারকারী হয়েছে অথবা

يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ

তারা বলে তার সাথে (আছে) জ্বিন বরং সে নিয়ে এসেছে তাদের (নিকট) সত্যকে অথচ অধিকাংশ তাদের

لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾

সত্যকে অপছন্দকারী

৬৬. আমার আয়াত শুনানো হচ্ছিল, তখন তোমরা (রসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছনের দিকে পালিয়ে যেতেছিলে।

৬৭. নিজেদের অহংকারের দাপটে তাঁর প্রতি তোমরা কোন লক্ষ্যই দিচ্ছিলে না। নিজেদের মিলন-কেন্দ্রসমূহে তোমরা এ সম্পর্কে কথা কাটাকাটি করতে, আর বাজে কথায় সময় কাটাতেছিলে।

৬৮. এই লোকেরা কি কখনো এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনি? কিংবা সে এমন কোন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট আসেনি?

৬৯. অথবা এরা তাদের রসূল সম্পর্কে কখনও জানতই না, আর (না জানার কারণে) তারা তাঁর হতে দূরত্ব বোধ করে?

৭০. কিংবা তারা বলে যে, সে মজনুন? না, সে তো প্রকৃত সত্য নিয়ে এসেছে। অথচ এই সত্যই তাদের অধিকাংশেরই পক্ষে অসহনীয়।
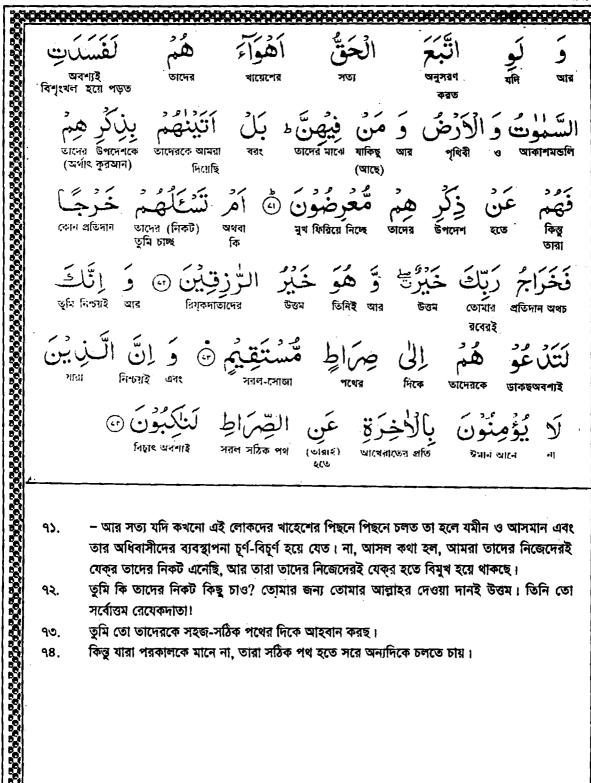
৭১. – আর সত্য যদি কখনো এই লোকদের খাহেশের পিছনে পিছনে চলত তা হলে যমীন ও আসমান এবং তার অধিবাসীদের ব্যবস্থাপনা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। না, আসল কথা হল, আমরা তাদের নিজেদেরই যেক্‌র তাদের নিকট এনেছি, আর তারা তাদের নিজেদেরই যেক্‌র হতে বিমুখ হয়ে থাকছে।

৭২. তুমি কি তাদের নিকট কিছু চাও? তোমার জন্য তোমার আল্লাহর দেওয়া দানই উত্তম। তিনি তো সর্বোত্তম রেযেকদাতা।

৭৩. তুমি তো তাদেরকে সহজ-সঠিক পথের দিকে আহবান করছ।

৭৪. কিন্তু যারা পরকালকে মানে না, তারা সঠিক পথ হতে সরে অন্যদিকে চলতে চায়।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ

আর যদি দয়া করি তাদেরকে আমরা ও আমরা দূর করে দেই যা (আছে) তাদের উপর দুঃখ কষ্ট (তবুও) তারা লেগে থাকবেই মধ্যে তাদের অবাধ্যতার

يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا

দিশেহারা হয়ে ঘুরবে এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে আমরা ধরেছি শাস্তি দিয়ে কিন্তু না তারা বিনত হলো

لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾ حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا

তাদের রবের প্রতি আর না তারা কাতর প্রার্থনা করল শেষ পর্যন্ত যখন আমরা খুলে দিব তাদের উপর দরজা

ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ

শাস্তির কঠিন তখন তারা তারমধ্যে হতাশ হয়ে পড়বে এবং তিনিই (আল্লাহ্)

الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا

যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে (শ্রবণশক্তির) কর্ণ ও (দর্শনশক্তির) চক্ষু ও অন্তঃকরণ কমই

مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

যা তোমরা শুকর কর

৭৫. আমরা যদি এদের উপর দয়া করি, আর তারা বর্তমানে যে কষ্ট ও দুঃখে নিমজ্জিত[৮], তা যদি দূর করে দিই, তা হলে এরা নিজেদের খোদাদ্রোহিতার রসাতলে ভেসে যাবে।

৭৬. এদের অবস্থা এই যে, আমরা তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করেছি, তা সত্ত্বেও এরা তাদের রবের সম্মুখে নত হয় নি, না কাতরতা অবলম্বন করেছে।

৭৭. অবশ্য অবস্থা যখন এতদূর খারাব হবে যে, আমরা তাদের উপর কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেব, তখন সহসাই তোমরা দেখবে যে, এই অবস্থায় এরা সকল কল্যাণ হতে নিরাশ।

রুকূ ঃ ৫

৭৮. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুনার ও দেখার শক্তি দান করেছেন, আর চিন্তা-বিবেচনা করার জন্য দিল দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোক্‌র আদায়কারী হয়ে থাক।

৮। অর্থাৎ সেই দুভিক্ষ নবী করীমের (সঃ) আবির্ভাবের পর কয়েক বৎসর যাবৎ যার প্রার্দুভাব ঘটেছিল।

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের একত্রিত করা হবে।

৮০. তিনিই জীবন দান করেন, আর তিনিই মৃত্যু দেন, রাত দিনের আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। এ কথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না?

৮১. কিন্তু এরা সেই কথাই বলে, যা তাদের পূর্ববর্তীরা বলেছে।

৮২. এরা বলেঃ "আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব এবং অস্থিসার হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে?

৮৩. আমরাও এই রকমের ওয়াদা অনেক শুনেছি, আর আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারাও বহু শুনেছে। এ তো নিছক একটা অতীত কাহিনী মাত্র!"
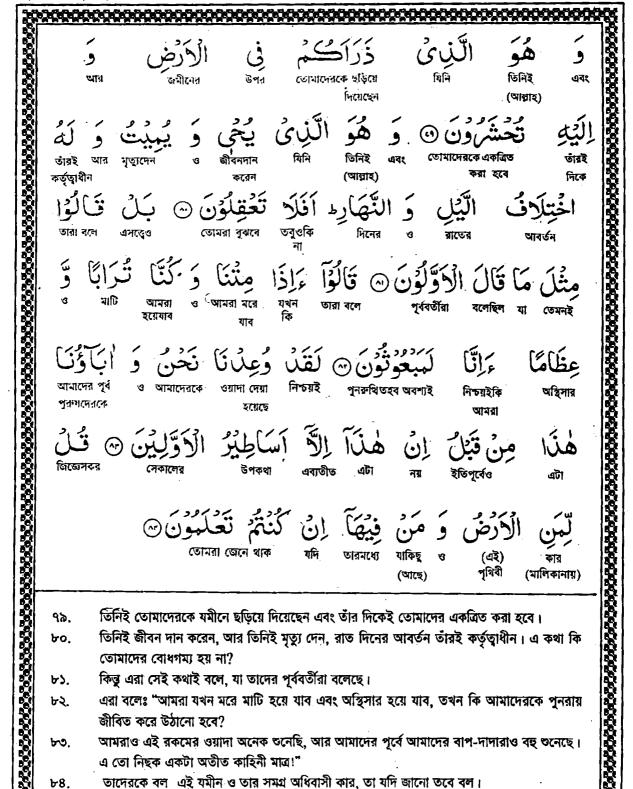
৮৪. তাদেরকে বল এই যমীন ও তার সমগ্র অধিবাসী কার, তা যদি জানো তবে বল।

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ

তারা বলবে | আল্লাহরই | বল | তবুওকি না | তোমরা শিক্ষা নেবে | জিজ্ঞেস কর | কে | রব | আকাশের | সাত

وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا

ও | রব | আরশের | মহান | তারা বলবে | আল্লাহর (উলুহিয়া ত) | বল | তবুওকি না

تَتَّقُوْنَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيْرُ

তোমরা ভয় করবে | জিজ্ঞেস কর | কে (এমন) | যার হাতে (রয়েছে) | কর্তৃত্ব | সব | কিছুর | এবং | তিনিই | আশ্রয় দেন

وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ

অথচ | না | আশ্রয় দিতে পারে কেউ | তাঁর মোকাবেলায় | যদি | তোমরা জেনে থাক | তারা বলবে | আল্লাহরই

قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿۸۹﴾ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَ اِنَّهُمْ

বল | তাহলে কোথা (হতে) | তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে | বল | তাদের কাছে আমরা নিয়ে এসেছি | মহাসত্যকে | আর | তারা নিশ্চয়ই

لَكٰذِبُوْنَ ﴿۹۰﴾

মিথ্যাবাদী অবশ্যই

৮৫. এরা অবশ্যই বলবে এ সবই আল্লাহর। বল তা হলে তোমরা শিক্ষা নেও না কেন?

৮৬. তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে?

৮৭. এরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, তাহলে তোমরা ভয় কর না কেন?

৮৮. তাদেরকে বল তোমরা যদি জান তবে বল, সব জিনিসের উপর কার কর্তৃত্ব চলছে? আর কে আছেন যিনি পানাহ দান করেন এবং তাঁর মুকাবিলায় অন্য কেউ পানাহ দিতে পারে না?

৮৯. এরা নিশ্চয়ই বলবে, এ তো আল্লাহরই উপযুক্ত কথা। বল, তা হলে তোমরা কোন দিক হতে ধোকায় পড়ে যাও?

৯০. যা প্রকৃত সত্য ব্যাপার আমরা তাদের সামনে নিয়ে এসেছি। আর কোনই সন্দেহ নেই, এই লোকেরা মিথ্যাবাদী[৯]।

৯। অর্থাৎ তারা নিজেদের এই উক্তিতে মিথ্যাবাদী যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর খোদায়ী গুণ-ক্ষমতা ও অধিকার আছে বা এ সবের কোন অংশ আছে; এবং নিজেদের এই কথায় তারা মিথ্যাবাদী যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাদের এই মিথ্যা তাদের স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয়। একদিকে

(বাকী অংশ অপর পাতায়)
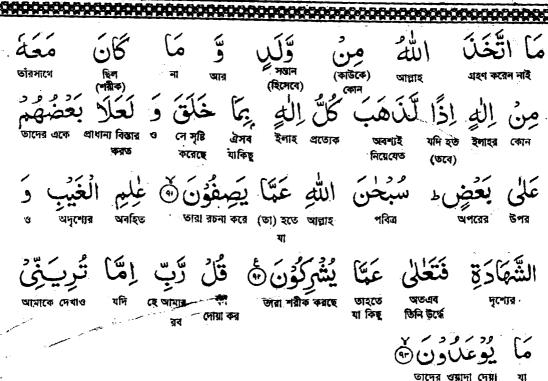
৯১. আল্লাহ কাউকেও নিজের সন্তান বানান নি১০। আর দ্বিতীয় কোন ইলাহ তার সাথে শরীকও নেই। যদি তাই হয় তাহলে প্রত্যেক ইলাহ-ই নিজের সৃষ্টি নিয়ে একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করত। আল্লাহ পবিত্র এ সব কথা হতে যা তারা রচনা করে।

৯২. প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু তিনিই জানেন। তিনি সেই শেরক-এর উর্দ্ধে, এই লোকেরা যার প্রস্তাবনা করছে।

রুকু ঃ৬

৯৩. হে নবী, দোয়া করঃ "পরোয়ারদেগার (প্রতিপালক প্রভু) তাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখানো হচ্ছে তা যদি তুমি আমার বর্তমান থাকা অবস্থায় এনে দাও

এ কথা স্বীকার করা যে যমীন ও আসমানের মালিক এবং বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের অধিকারী আল্লাহ এবং অন্যপক্ষে এ কথা বলা যেউলুহিয়াতএকমাত্র তাঁর নয় বরং অন্যেরাও (যারা- অবশ্যই তাঁরই দাস ও সৃষ্ট) উলুহিয়াতে তাঁর সংগে অংশীদার। এই দুই উক্তি স্পষ্টতঃই পরস্পর অসংগতিপূর্ণ। এরূপ একদিকে বলা যে, আমাদেরকে এবং এই বিরাট মহাবিশ্বকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন; আবার অন্যদিকে এ কথা বলা যে আল্লাহ নিজের সৃষ্টি করা সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় –স্পষ্টতঃই জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত কথা। সুতরাং তাদের মানিত সত্যের দ্বারাই প্রমা[illegible]ণিত হয় যে, শেরক (অংশীবাদিতা) ও পরকালের অস্বীকৃতি- এই উভয় ধারণাই ভ্রান্ত ও মিথ্যা যা তারা অবলম্বন করে [illegible] আছে।

১০। এখানে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে যে মাত্র খৃষ্টবাদের খন্ডনে [illegible] একথা বলা হয়েছে। তা নয়, আরবের মোশরেকরাও নিজেদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর সন্তান-সন্ততি বলে গণ্য করতো। এবং দুনিয়ার অধিকাংশ মোশরেকরাও এই পথ ভ্রষ্টতায় তাদের সহযোগী।

رَبِّ (হে আমার রব) فَلَا (তবে না) تَجْعَلْنِيْ (আমাকে করো তুমি) فِي (অন্তর্ভুক্ত) الْقَوْمِ (লোকদের) الظّٰلِمِيْنَ (যালেম) ۝٩٤ وَ (এবং) اِنَّا (নিশ্চয়ই আমরা) عَلٰٓى (একক্ষেত্রে)

اَنْ (যে) نُّرِيَكَ (তোমাকে দেখাব আমরা) مَا (যা) نَعِدُ (আমরা ওয়াদা করেছি) هُمْ (তাদেরকে) لَقٰدِرُوْنَ (তাদেখাতে) সক্ষম অবশ্যই) ۝٩٥ اِدْفَعْ (মোকাবেলা কর) بِالَّتِيْ (তা দিয়ে)

هِيَ (যা) اَحْسَنُ (উত্তম) السَّيِّئَةَ ط (মন্দের (মোকাবেলায়)) نَحْنُ (আমরা) اَعْلَمُ (খুব জানি) بِمَا (ঐ বিষয় যা) يَصِفُوْنَ (তারা বর্ণনা করে) ۝٩٦ وَ (এবং)

قُلْ (বল (দোয়া কর)) رَّبِّ (হে আমার রব) اَعُوْذُبِكَ (তোমার নিকট আমি আশ্রয় চাই) مِنْ (হতে) هَمَزٰتِ (প্ররোচণা) الشَّيٰطِيْنِ (শয়তানদের) ۝٩٧ وَ (ও) اَعُوْذُ (আশ্রয় চাই আমি)

بِكَ (তোমার নিকট) رَبِّ (হে আমার রব) اَنْ (যে) يَّحْضُرُوْنِ (আমার নিকট (শয়তান) উপস্থিত হবে) ۝٩٨

৯৪. তা হলে হে আমার রব, আমাকে এই যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করো না[১১]।"

৯৫. আর আসল কথা এই যে, আমরা তোমার চোখের সামনেই সেই জিনিস নিয়ে আসার পূর্ণ ক্ষমতা রাখি যার ভয় তাদেরকে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

৯৬. হে নবী, অন্যায় পাপকে সেই পথে দমন কর যা অতীব উত্তম। তারা তোমার সম্পর্কে যে সব কথা মনগড়াভাবে বর্ণনা করে তা আমাদের খুব ভাল ভাবেই জানা আছে।

৯৭. আর দোয়া করঃ "হে পরোয়ারদেগার, আমি সব শয়তানের উত্তেজনা দান হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

৯৮. বরং হে আমার রব, আমি তো তারা যে আমার নিকট আসবে তা হতেও আশ্রয় চাই।"

১১। এর অর্থ এই নয় যে, মা-আযাল্লাহ- নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষে আযাবে পতিত হওয়ার বস্তুতঃ কোন আশংকা ছিল, অথবা তিনি যদি এ প্রার্থনা না করতেন তবে ঐ আযাবে গেরেফতার হতেন। বরং এরূপ বর্ণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝানো যে আল্লাহর আযাব বাস্তবিক ভয় করারই জিনিস। তা এরূপ ভয়াবহ যে মাত্র পাপীরাই নয় সৎ ও দ্বীনদার লোকদেরও সমস্ত পূণ্য কাজ সত্ত্বেও তা থেকে আশ্রয় প্রার্থন করা উচিৎ

حَتّٰٓی	اِذَا	جَآءَ	اَحَدَ	هُمُ	الْمَوْتُ	قَالَ	رَبِّ
শেষ পর্যন্ত	যখন	আসবে	কারো	তাদের	মৃত্যু	সে বলবে	হে আমার রব

ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾	لَعَلِّیْٓ	اَعْمَلُ	صَالِحًا	فِیْمَا	تَرَكْتُ
আমাকে ফেরত পাঠাও	আশা করা যায় আমি	কাজ করব	নেকীর	(তার) মধ্যে যা	আমি ছেড়ে এসেছি

كَلَّا ؕ	اِنَّهَا	كَلِمَةٌ	هُوَ	قَآئِلُهَا ؕ	وَ	مِنْ	وَّرَآئِهِمْ	بَرْزَخٌ
কক্ষণও না	নিশ্চয়ই তা	একটি কথা (মাত্র)	সে	যার উক্তিকারী	এবং		তাদের পিছনে (আছে)	অন্তরায়

اِلٰی	یَوْمِ	یُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾	فَاِذَا	نُفِخَ	فِی	الصُّوْرِ	فَلَآ
পর্যন্ত	সেদিন (যেদিন)	পুনরুত্থান করা হবে	অতঃপর যখন	ফুঁক দেয়া হবে	মধ্যে	শিংগার	না তখন

اَنْسَابَ	بَیْنَهُمْ	یَوْمَئِذٍ	وَّ	لَا	یَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾	فَمَنْ
আত্মীয়তার বন্ধন (থাকবে)	তাদের মাঝে	সেদিন	আর	না	তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে	অতঃপর যার

ثَقُلَتْ	مَوَازِیْنُهٗ	فَاُولٰٓئِكَ	هُمُ	الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾
ভারী হবে	তার পাল্লা	ঐসবলোকই তখন	তারাই	সফলকাম (হবে)

৯৯. (এই লোকেরা নিজেদের করণীয় হতে বিরত হবে না,) এমন কি, যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে পৌঁছবে তখন বলতে শুরু করবে "হে আমার রব! আমাকে সেই দুনিয়ায়ই ফিরিয়ে পাঠিয়ে দাও যা আমি পিছনে ফেলে এসেছি।

১০০. আশা আছে, আমি এখন নেক্ আমল করব।" –কক্ষণও না, এ তো একটি কথামাত্র যা সে বলছে। এখন এসব (মরে যাওয়া লোকদের) পিছনে একটি বরজখ (অন্তরায়) হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত[১২]।

১০১. পরে যখন শিংগা ফুঁকা হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা থাকবে না, আর না তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

১০২. সেই সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

১২। 'বরযখ' ফারসী শব্দ, 'পর্দা'র আরবী ভাষায় গৃহীত রূপ। আয়াতের অর্থ হল- এখন দুনিয়া ও তাদের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক বর্তমান যা তাদেরকে ফিরে আসতে দেবেনা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও পরকালের মধ্যবর্তী এই ব্যবধান-সীমার মধ্যে অবস্থিত থাকবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا
আর — যার — হালকা হবে — তার পাল্লা — ঐসবলোক অন্তঃপর (হবে) — (তারাই) যারা — ক্ষতিগ্রস্ত করেছে

اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ
তাদের নিজেদেরকে — মধ্যে — দোজখের — তারা চিরস্থায়ী হবে (সেখানে) — দগ্ধকরবে — তাদের মুখমণ্ডলকে

النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى
আগুন — আর — তারা — তার মধ্যে — বীভৎস হবে (চেহারায়) — (বলা হবে) না কি — ছিল — আমার আয়াত গুলোকে — পাঠ করা হত

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ
তোমাদের নিকট — তোমরা তখন — তা সম্পর্কে — মিথ্যারোপ করতে — তারা বলবে — হে আমার রব — পরাভূত করেছিল

عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا
আমাদেরকে — আমাদের দুর্ভাগ্য — এবং — আমরা ছিলাম — লোক — পথভ্রষ্ট — হে আমার রব — আমাদেরকে বের করে দাও

مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا
তা হতে — অতঃপর যদি — আমরা পুনরায় করি — তবে আমরা নিশ্চয়ই — যালেম (প্রমাণিত হব) — তিনি বলবেন — পড়ে থাক হীন হয়ে — তারমধ্যে

وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾
এবং — না — সাথে আমরা তোমরা কথা বলবে

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহা ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; তারা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে।

১০৪. আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে। আর তাদের চেহারা বীভৎস হবে। (দাঁত বের হয়ে আসবে)

১০৫. "তোমরা কি সেই লোক নও যে, তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হত, তখন তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতে?"

১০৬. তারা বলবে "হেআমাদের রব, আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছিল। আমরা বাস্তবিকই গুমরাহ লোক ছিলাম।

১০৭. হে আমাদের রব, এখন আমাদেরকে এখান হতে বের করে দাও। অতঃপর যদি আমরা অপরাধ করি তাহলে যালেম প্রমাণিত হব।"

১০৮. আল্লাহ জবাব দিবেন,("দূর হয়ে যাও আমার সম্মুখ হতে) পড়ে থাক ওরই মধ্যে। আর মুখ খুলো না।

إِنَّهُ — নিশ্চয়ই; كَانَ — ছিল; فَرِيقٌ — একদল; مِّنْ — মধ্যে; عِبَادِي — আমার বান্দাদের; يَقُولُونَ — (যারা) বলত; رَبَّنَا — হে আমাদের রব

آمَنَّا — আমরা ঈমান এনেছি; فَاغْفِرْ لَنَا — তাই আমাদেরকে ক্ষমা কর; وَ — ও; ارْحَمْنَا — আমাদের উপর দয়া কর; وَ — আর; أَنتَ — তুমিই; خَيْرُ — অতি উত্তম

الرَّاحِمِينَ ⑩⑨ — দয়াকারীদের; فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ — তোমরা তখন গ্রহণ করেছিলে; هُمْ — তাদেরকে; سِخْرِيًّا — ঠাট্টার পাত্ররূপে; حَتَّىٰ — এমনকি (তা); أَنسَوْكُمْ — তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল

ذِكْرِي — আমার স্মরণ; وَ — আর; كُنتُم — তোমরা ছিলে; مِّنْهُمْ — তাদের সাথে; تَضْحَكُونَ ⑪⓪ — ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে; إِنِّي — নিশ্চয়ই আমি; جَزَيْتُهُمُ — তাদেরকে আমি পুরষ্কার দিলাম; الْيَوْمَ — আজ

بِمَا — এ কারণে যে; صَبَرُوا — তারা সবর করেছিল; أَنَّهُمْ — (ফল এই) যে তারা; هُمُ — তারাই; الْفَائِزُونَ ⑪① — সফলকাম (হল); قَالَ — (আল্লাহ) বলবেন; كَمْ — কত (কাল)

لَبِثْتُمْ — তোমরা অবস্থান করেছিলে; فِي — মধ্যে; الْأَرْضِ — পৃথিবীর; عَدَدَ — হিসাবে; سِنِينَ ⑪② — বছরের; قَالُوا — তারা বলবে; لَبِثْنَا — আমরা অবস্থান করেছিলাম; يَوْمًا — একদিন; أَوْ — অথবা

بَعْضَ — কিছু অংশ; يَوْمٍ — দিনের; فَاسْأَلِ — নয়তো জিজ্ঞাসা করুন; الْعَادِّينَ ⑪③ — গণনাকারীদেরকে

১০৯. তোমরা তো সেই লোক, আমার কিছু বান্দাহ যখন বলতঃ 'হে আমাদের পরোয়ারদেগার, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদেরকে মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি রহম কর, তুমি সব রহমকারীদের হতে অতি উত্তম দয়াবান'

১১০. – তখন তোমারা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছ। এমন কি তাঁদের বিরুদ্ধে জিদ তোমাদেরকে এ কথাও ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমিও আছি। আর তোমরা তাদের উপর হাস্যরস করতেছিলে।

১১১. আজ তাদের সেই ধৈর্যশীলতার এই ফল আমি দিয়েছি যে, তাঁরাই সফলকাম।"

১১২. অতপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন "বল, দুনিয়ায় তোমরা কত দিন ছিলে?"

১১৩. তারা বলবে, " একদিন কিংবা একদিনেরও কোন অংশ আমরা সেখানে অবস্থান করেছি। হিসাবকারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখুন।"

قَلَ	اِنْ	لَّبِثْتُمْ	اِلَّا	قَلِيْلًا	لَّوْ	اَنَّكُمْ
(আল্লাহ) বলবেন	না	তোমরাঅবস্থান করেছিলে	এব্যতীত	অল্প (কালই)	যদি	(এমনহতো) যে তোমরা

كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑪	اَفَحَسِبْتُمْ	اَنَّمَا	خَلَقْنٰكُمْ	عَبَثًا
তোমরা জানতে	তোমরা মনে করেছিলে কি	প্রকৃতপক্ষে	তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি	অনর্থক

وَّ	اَنَّكُمْ	اِلَيْنَا	لَا	تُرْجَعُوْنَ ⑪	فَتَعٰلَى	اللّٰهُ	الْمَلِكُ
আর	(এও বুঝেছিলে) যে তোমরা	আমাদেরকাছে	না	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে	অতএব মহান শ্রেষ্ঠ	আল্লাহ	(যিনি) বাদশাহ

الْحَقُّ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ	رَبُّ	الْعَرْشِ	الْكَرِيْمِ ⑪	وَ	مَنْ
প্রকৃত	নাই	কোন ইলাহ	ছাড়া	তিনি	রব (মালিক)	আরশের	মর্যাদাবান	আর	যে কেউ

يَّدْعُ	مَعَ	اللّٰهِ	اِلٰهًا	اٰخَرَ	لَا	بُرْهَانَ	لَهٗ	بِهٖ	فَاِنَّمَا
ডাকবে	সাথে	আল্লাহর	ইলাহ (হিসেবে)	অন্য (কাউকে)	নাই	কোন দলীল	তার জন্যে	এর উপর	প্রকৃত পক্ষে

حِسَابُهٗ	عِنْدَ	رَبِّهٖ	اِنَّهٗ	لَا	يُفْلِحُ	الْكٰفِرُوْنَ ⑪	وَ	قُلْ
তার হিসাব (হবে)	কাছে	তাররবের	নিশ্চয়ই	না	সফলকাম হবে	কাফেররা	আর (হেনবী)	বল

رَّبِّ	اغْفِرْ	وَ	ارْحَمْ	وَ	اَنْتَ	خَيْرُ	الرّٰحِمِيْنَ ⑪
হে আমার রব	ক্ষমাকর	আর	দয়াকর	আর	তুমিই	উত্তম	দয়াকারীদের

ع ٢

১১৪. বলা হবে, "অল্পকালই তোমরা ছিলে, না? এ কথা তোমরা সেই সময় জানতে যদি!

১১৫. তোমরা কি বুঝে নিয়েছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অকারণেই পয়দা করেছি, আর তোমাদেরকে কখনো আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে না?"

১১৬. অতএব মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ, প্রকৃত বাদশাহ! তিনি ছাড়া কেউই ইলাহ নেই, মর্যাদাবান আরশের মালিক!

১১৭. যে কেউ আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডাকবে - যার সমার্থনে তার নিকট কোনই দলীল নেই[১৩] তার হিসাব তার আল্লাহর নিকট রয়েছে। এই ধরনের কাফেরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনা।

১১৮. হে নবী বল "আমার রব! মাফ কর, দয়া কর, তুমি সব দয়াবান হতেও অতি উত্তম দয়াবান।"

১৩। দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'যে কেউ আল্লাহর সংগে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে তার এই কাজের অনুকূলে তার পক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই।'

সূরা আন-নূর

নামকরণ

নামকরণে নূর ..... শব্দটি পঞ্চম রুকূর প্রথম আয়াত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হতে গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরা বনী-মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নাযিল হয়, এ ব্যাপারটি সর্বসম্মত। কুরআন মজীদের বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা 'ইফ্‌ক' ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিল (দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূর আয়াত সমূহে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। আর এ ঘটনা যে এই বনী-মুস্তালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল তা নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুদ্ধ ৫ম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পূর্বে হয়েছিল না ৬ষ্ঠ হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পরে হয়েছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আসল ঘটনাটা কি? এর অনুসন্ধান একান্ত জরুরী। পর্দার হুকুম কুরআন মজীদের দু'টি সূরাতেই আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে একটা এই সূরায়। আর দ্বিতীয়টা হল সূরা আহযাবে। এ যে আহযাব যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল, তা সর্বসম্মত। এখন আহযাব যুদ্ধ যদি প্রথমে হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পর্দা সংক্রান্ত প্রাথমিক হুকুম সূরা আহযাবেই দেয়া হয়েছে। আর তার পরিপূর্ণতা বিধান হয়েছে এ সূরায়। কিন্তু বনী-মুস্তালিক যুদ্ধ যদি প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে পর্দা সংক্রান্ত আইন-বিধানের পরম্পরা উল্টা হয়ে যায়। তখন মানতে হয় যে, এ সংক্রান্ত আইন-বিধান সূরা নূর-এ নাযিল হওয়া শুরু হয়ে সূরা আহযাবে পূর্ণ হয়েছে এরূপ অবস্থায় পর্দা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধানের যৌক্তিকতা ও তার অন্তস্থ সৌন্দর্য বুঝতে পারা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে আসল আলোচনার পূর্বেই আমরা এর নাযিল হওয়ার সময় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বলেন, বনী -মুস্তালিক যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। পরে এই বছরই আহযাব (বা পরীখা) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর সমর্থনে বড় প্রমাণ এই যে, 'ইফ্‌ক' সংক্রান্ত ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে যেসব হাদীস বর্নিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কিছু হযরত সা'আদ ইবনে উবাদাহ ও সা'দ ইবনে মুয়াযের পারস্পরিক মনগড়া বিবরণে উল্লেখিত হয়েছে। আর সব নির্ভরযোগ্য বর্ণনার দৃষ্টিতে হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায বনী-কুরাইযা-যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। আর তা আহযাব যুদ্ধের পরপরই সংঘটিত হয়েছিল। কাজেই ৬ষ্ঠ হিজরীতে তার জীবিত থাকার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অপর দিকে ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনের ঘটনা। আর বনীল-মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীতে। এ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও অন্য লোকদের হতে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা এরই সমর্থক। তা হতে জানা যায় যে, 'ইফ্‌ক' ঘটনার পূর্বে পর্দা সংক্রান্ত বিধান নাযিল হয়েছিল। এবং তা সূরা আহযাবে বলা হয়েছে। তা হতে এ কথাও জানা যায় যে, এ সময় হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ আহযাব যুদ্ধের পরে ৫ম হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবে এরই উল্লেখ রয়েছে। এসব বর্ণনা হতে আরও জানা যায় যে, হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বোন হামনা বিনতে জাহাশ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ওপর দোষারোপ করার কাজে শুধু এ কারণে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-তার বোনের সতীন ছিলেন। আর বোনের সতীনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার

জন্যে সতীন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর কিছু কাল অতীত হওয়া যে আবশ্যক তা সুস্পষ্ট। এসব বর্ণনা ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে মজবুত করে দেয়। তবে একটা জিনিস এ সব বর্ণনাকে নিঃসন্দহে গ্রহণ করার পথে বাধা হয়ে আছে; তা এই যে, 'ইফ্‌ক' সংক্রান্ত ঘটনাকালে হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকার এভাবে হতে পারে যে, এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে যে সব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তার কোন কোনটিতে হযরত মুয়ায (রাঃ)-র নাম উল্লেখ রয়েছে, আর কোন কোনটিতে তার স্থলে হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এ প্রসংগে বর্ণিত বর্ণনা হতে প্রমাণিত ঘটানার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। অন্যথায় হযরত মুয়ায (রাঃ) জীবিত ছিলেন এ কথার সত্যতা ঠিক রাখার জন্যে যদি বনীল-মুস্তালিক যুদ্ধ ও 'ইফ্‌ক' সংক্রান্ত ঘটনা আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা বলে মেনে নিতে হয়, তা হলে আর একটি জটিলতা দেখা দেয়। তা হল এই যে, এ মেনে নিলে পর্দা সংক্রান্ত আয়াত ও যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ে তারও পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মেনে নিতে হয়। অথচ পবিত্র কুরআন ও বিপুল সংখ্যক সহীহ বর্ণনা উভয়ই এ প্রমাণ করে যে, যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ে ও পর্দার বিধান আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে ইবনে হাযম, ইবনে কাইয়েম এবং আরও কয়েকজন অনুসন্ধান বিশারদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। আমরাও তাকে সহীহ মেনে নিচ্ছি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

সূরা নূর ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহযাব নাযিল হওয়ার কয়েক মাস পরে নাযিল হয়েছিল, এ কথা প্রমাণিত হওয়ার পর, যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে এ সূরা নাযিল হয়েছিল তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। বদর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে গোটা আরবদেশে ইসলামী আন্দোলনের যে উত্থান শুরু হয়েছিল, পরীখা-যুদ্ধ পর্যন্ত পৌছুতে তার মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, মোশরেক, ইহুদী, মুনাফেক ও প্রতীক্ষমান লোকেরা স্পষ্ট মনে করছিল যে এই নবোত্থিত শক্তিকে শুধুমাত্র হাতিয়ার ও সৈন্য-সামন্তের জোরে পরাজিত করা যাবে না। পরীক্ষা-যুদ্ধে এরা সম্মিলিতভাবে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার উপর হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু একমাসকাল মাথা ঠুকে কিছুই করতে পারলো না, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের ফিরে যাওয়ার সংগে সংগে নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিলেনঃ

لن تغزو كم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم (ابن هشام، جلد ٣، ص ٢٦٦)

-"এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর- হে মুসলমানরা- হামলা করতে পারবে না। বরং তোমরাই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে।"

অন্যকথায় রসূলে করীম (সঃ) যেন ঘোষণা করলেন যে, ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর অগ্রগতির শক্তি রহিত হয়ে গেছে, এখন ইসলাম আত্মরক্ষার নয়, অগ্রগতির লড়াই লড়বে ও কুফরী শক্তিকে অগ্রগতির নয় আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। বস্তুতঃ এ ছিল তখনকার প্রকৃত অবস্থার সঠিক যাচাই ও বর্ণনা। প্রতিপক্ষও তা খুব ভালোভাবে অনুভব করছিল।

ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতির মূল কারণ মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল না। বদর হতে পরীখা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকটি লড়াইয়ে কাফেররা কয়েকগুণ অধিক শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। গণনার দিক দিয়ে কখনও আরববাসীদের মধ্যে মুসলমান শতকরা দশজনও ছিল না। অস্ত্র-শস্ত্রের দিক দিয়েও মুসলমানদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম কাফেরদেরই করায়ত্ব ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক

দিয়েও মুসলমানরা কাফেরদের মুকাবিলায় কিছুমাত্র অগ্রসর ছিল না। বরং সমগ্র আরবের যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায় উপাদান কাফেরদেরই করায়ত্ত ছিল; আর মুসলমানরা ছিল ক্ষুধার্ত ও অভাব-কাতর। কাফেরদের পশ্চাতে ছিল সমগ্র আরবের মোশরেক ও আহলি-কিতাব জনতা; আর মুসলমানরা নতুন দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে প্রাচীন ব্যবস্থার সকল সমর্থকদের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এরূপ অবস্থায়ও যে জিনিস মুসলমানদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আসলে তা ছিল মুসলমানদের নৈতিক শক্তি, সমগ্র ইসলাম-দুশমন শক্তি তা মর্মে মর্মে অনুভব করত। একদিকে তারা দেখতে পেত, নবী করীম (সঃ) ও সাহাবা কেরাম নিষ্কলংক চরিত্রের অধিকারী; তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ও দৃঢ়তা লোকদের দিলকে জয় করছিল; অপর দিকে তারা স্পষ্ট লক্ষ্য করছিল যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, মুসলিম সমাজে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃংখলাবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টি করেছে। তার মুকাবিলায় মোশরেক ও ইহুদীদের দুর্বল সমাজ-ব্যবস্থা শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় পরাজিতই হয়ে যাচ্ছে।

হীন প্রকৃতির লোকদের বিশেষত্ব হল এই যে, তারা যখন অন্যদের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিজেদের দুর্বলতা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পায় এবং লক্ষ্য করে যে, অন্যদের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অগ্রসর করছে, আর নিজেদের দুর্বলতা তাদেরকে ক্রমশঃ নীচের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের মধ্যে নিজেদের দুর্বলতা দূর করার এবং অন্যদের গুণ নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত করার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছাই জাগে না। বরং তারা যে রকমেই হোক অন্যদের মধ্যেও নিজেদেরই মত দুর্বলতা সৃষ্টি করতে চেষ্টিত হয়। আর এ যদি না-ই করতে পারে, অন্তত তাদের উপর এত পরিমাণ কাদা ছুঁড়তে চেষ্টা করে যেন দুনিয়ার সামনে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট নিষ্কলংক হয়ে থাকতে না পারে। বস্তুত এই মানসিকতাই পূর্বোক্ত পর্যায়ে ইসলামের দুশমনদের যাবতীয় তৎপরতা সামরিক তৎপরতার পরিবর্তে হীন আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই নিবদ্ধ হয়। আর এর কাজ বাইরের দুশমনদের তুলনায় মুসলিম সমাজের ভিতরকার মুনাফেকরা অধিক সাফল্য সহকারে সম্পন্ন করতে সক্ষম ছিল। এজন্যে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মদীনার মোনাফেকদের মধ্যে নানারূপ ফেতনা সৃষ্টি করা এবং বাইরে থেকে তা হতে ইহুদী ও মোশরেকদের বেশী-বেশী ফায়দা লাভ করাই তখন তাদের একমাত্র কর্মনীতি নির্ধারিত হয়েছিল।

এ নতুন চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে। এ সময় নবী করীম (সঃ) নিজে আরব দেশ হতে পালক-পুত্র বানানোর জাহেলী পদ্ধতির চূড়ান্ত সমাপ্তির জন্য নিজেই তাঁর পালক-পুত্র যায়েদ ইবনে হারিস (রাঃ)-এর তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী যয়নব বিন্‌তে জাহাশ (রাঃ)-কে বিয়ে করলেন। এতে মদীনার মুনাফেকরা রসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার এক সর্বাত্মক অভিযান শুরু করার সুযোগ পেল। আর বাইরের ইহুদী ও মোশরেকরাও মুনাফেকদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে মিথ্যা দোষারোপের এক মহা তুফান সৃষ্টি করলো। তারা নানাবিধ আশ্চর্যজনক গল্প রচনা করে সমাজের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। মিথ্যা-মিথ্যি বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সঃ)-তাঁর পালক-পুত্রের স্ত্রীকে দেখে তার ওপর আসক্ত হয়েছেন, পুত্র তা জানতে পেরে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি নিজে স্বীয় পুত্রবধুকে বিবাহ করেছেন। এ ভাবে মিথ্যা কাহিনীর একে পাহাড় রচনা করে তারা লোকদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। এ কাহিনী তারা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিল যে মুসলমানরা পর্যন্ত তার প্রভাব হতে বাঁচতে পারল না। এমন কি, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরদের একশ্রেণী হযরত জয়নব ও যায়েদ (রাঃ) সম্পর্কে যে সব বর্ণনার উল্লেখ করেছেন, তাতে এখন পর্যন্ত সেই মনগড়া কাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশ দেখতে পাওয়া যায়। আর পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা তার সংগে নূন-ঝাল মিশিয়ে নিজেদের বিভিন্ন গ্রন্থে তার

উল্লেখ করেছে। অথচ হযরত যয়নব (রাঃ) নবী করিম (সঃ)-এর আপন ফুফাতো বোন (উমাইমা বিন্‌তে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা) ছিলেন। বাল্যকাল হতে যৌবনকাল পর্যন্ত তার সমস্ত সময় নবী করীম (সঃ)-এর চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁকে রসূলে করীম (সঃ)-এর সহসা একদিন দেখে নেয়া এবং (নাউযুবিল্লাহ)-তাঁর ওপর আসক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ঘটনার মাত্র এক বছর পূর্বে তিনি নিজেই তাঁকে বাধ্য করে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এই বিয়েতে মাত্রই রাজী ছিলেন না। স্বয়ং হযরত যয়নব (রাঃ)-ও মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না এ বিয়ের জন্যে। কেননা কুরাইশদের অভিজাত ঘরের এক কন্যার পক্ষে এক আজাদ করা গোলামের স্ত্রী হতে রাজী হওয়া স্বভাবতই ছিল এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু নবী করীম (সঃ) মুসলিম সমাজে সামাজিক সমতা বিধানের কাজ নিজেদের খান্দানের মধ্যেই শুরু করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এজন্যে তিনি তাঁকে স্পষ্ট অদেশ দিয়ে এ বিয়েতে বাধ্য করেন। এ সমস্ত ব্যাপারই শত্রু-মিত্র সকলেরই ভালোভাবে জানা ছিল। আর হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বংশীয় গৌরব অনুভূতিই ছিল সেই আসল কারণ যার দরুন হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি, শেষ পর্যন্ত তালাক সংঘটিত হয়। এ সব কথাও সমাজের কারো অজানা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিরা নবী করীম (সঃ)-এর চরিত্রে নিকৃষ্ট ধরনের কলংক আরোপ করতে চেষ্টিত হয় এবং মারাত্মক নৈতিক অভিযোগ আনে। আর সেগুলোকে এতই ছড়িয়ে দেয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই মিথ্যা প্রচারণার ক্ষতচিহ্ন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর তারা দ্বিতীয় হামলা চালিয়েছিল বনী -মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। আর এ ছিল পূর্ব অপেক্ষাও কঠিনতর হামলা। বনী -মুস্তালিক ছিল বনী-খাযয়া নামক গোত্রের একটি শাখা। এরা লোহিত সাগরের তীরভূমে জেদ্দা ও রাবেগ-এর মধ্যবর্তী কুদাইদ এলাকায় বসবাস করত। তাদের ঝর্ণাধারার নাম ছিল 'মুরাইসী'। তারই আশেপাশে এই গোত্রের লোকেরা বসতি স্থাপন করে থাকত। এ সম্পর্কের কারণে হাদীসে এই যুদ্ধকে মুরাইসী .... অভিযান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ হিজরী সনের শাবান মাসে নবী করীম(সঃ) জানতে পারলেন যে, এ স্থানের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, আর অন্যান্য গোত্রকেও এজন্যে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টায় লেগে গেছে। একথা জানবার পরপরই এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি এই লোকদের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার পূর্বেই তাকে নির্মূল করে দেয়াই ছিল রসূলে করীম(সঃ)-এর এই অগ্রগমনের লক্ষ্য। মুনাফেক শ্রেষ্ঠ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিপুল সংখ্যক মুনাফেক সংগে নিয়ে এ যুদ্ধ-যাত্রায় নবী করীম(সঃ)-এর সংগে শরীক হয়। ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ বলেন, ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধেই এত সংখ্যক মুনাফেক যোগদান করেনি। 'মুরাইসী' নামক স্থানে পৌছে নবী করীম (সঃ) সহসাই শত্রুর ওপর হামলা চালান এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই সমস্ত গোত্রটিকে মাল-সামান সহ গ্রেফতার করে ফেলেন। এ অভিযান হতে অবসর লাভের পর ইসলামের সৈন্য-বাহিনী 'মুরাইসী'তে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করতে থাকা কালেই একদিন হযরত উমর (রাঃ)-এর জনৈক কর্মচারী (জাহজাহ ইবনে মাসউদ গেফারী)-এবং খাযরাজ গোত্রের জনৈক সহযোগীর (সিনান ইব্‌নে অবার জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। তাদের একজন আনসারদেরকে ডাক দেয় অপরজন ডাকে মুহাজিরদেরকে। উভয়দিকে লোক সমাবেশ হল। উপস্থিত ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই –যার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ কবীলার সংগে-তিলকে তাল করে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলল। সে আনসার বাহিনীকে এই বলে উত্তেজিত করতে লাগল যে, "এই মুহাজিররা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে বসেছে। আমাদের ও এই কুরাইশ কাংগালদের অবস্থা ঠিক এরূপ যে তোমরা কুকুর পাল, যেন সে তোমাকেই কামড়াতে পারে। এ সবকিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম। তোমরা নিজেরাই তাদের এখানে এনে

বসিয়েছ, তোমরাই তাদেরকে তোমাদের বিত্ত-সম্পত্তিতে অংশীদার করেছ। এখন তোমরাই যদি তাদের হতে হাত গুটিয়ে নাও তখন দেখবে এদের আর কোথায়ও আশ্রয় মিলবে না।" অতঃপর সে কসম খেয়ে বললঃ "মদীনায় পৌঁছানোর পর আমাদের মধ্যে যে 'সম্মানিত' সে 'সম্মানহীনকে' বহিষ্কৃত করবে*"।
" নবী করীম (সঃ) যখন এ সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পেলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) পরামর্শ দিলেন যে, এ ব্যক্তিকে খুন করে ফেলা উচিত। কিন্তু নবী করীম (সঃ) বললেনঃ

فكيف ياعمر اذاتحمدث الناس ان محمدايقتل اصحابه

"-হে উমর, তা কেমন করে করা যাবে। তা করলে তো লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মদ তাঁর নিজের সংগীদেরকে হত্যা করে।"

অতঃপর নবী করীম (সঃ)-এ স্থান ত্যাগ করে অবিলম্বে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্তও কোথাও অবস্থান করলেন না, চলতেই থাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকেরা চলতে চলতে যেন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে, কেহ বসে থেকে কোন পরামর্শ করার সুযোগ যেন না পায়। পথিমধ্যে উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর নবী, আজ তো আপনি আপনার নীতির বিপরীত অসময়ে চলবার নির্দেশ দিলেন?" জবাবে তিনি বললেনঃ "তোমাদের সংগীটি কি সব কথাবার্তা বলেছে তা তুমি শুনতে পাও নি কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন সংগী?" নবী করীম (সঃ) বললনঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বললেনঃ "হে রসূল, এ ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনি যখন এসেছিলেন, তখন এ ব্যক্তিকে আমরা বাদশাহ বানাবার সিদ্ধান্ত করেছিলাম, তার জন্যে বাদশাহীর মুকুট তৈরী হয়েছিল। আপনার আগমনে তার তৈরী করা খেলা নষ্ট হয়ে গেল। এ কারণে তার মনে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়েছে তাই সে এখন উদগীরণ করেছে মাত্র"। ব্যাপারটি তখন-ও জটিল হতে পারেনি। ইতিমধ্যে সে আর একটা মারাত্মক কান্ড করে বসল। কান্ডটাও এমন যে, নবী করীম (সঃ)-এবং তাঁর প্রাণ-উৎর্সগকারী সাহাবীগণ যদি পরিপূর্ণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার সংগে তার মুকাবিলা না করতেন, তা হলে মদীনার এই নবোত্থিত মুসলিম সমাজ-শক্তি এক সর্বাত্মক আত্ম-কলহ ও গৃহযুদ্ধে চুরমার হয়ে যেত। কান্ডটা ছিল এই যে, সে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ওপর এক চরম অপমানকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসল। মূল কাহিনীটা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাষায়ই শুনা যাবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। মাঝে মাঝে ব্যাখার বিষয়গুলোকে আমরা অপরাপর বর্ণনার সাহায্যে বন্ধনীর মধ্যে লিখে দেব। যেন হযরত আশেয়া সিদ্দিকার মূল বর্ণনার ধারা কোথাও বিনষ্ট বা ব্যহত হতে না পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই বলেনঃ

"রসূলে করীম (সঃ)-এর নিময় ছিল যখন তিনি দূর দেশের সফরে বের হতেন তখন 'কোরআ'র সাহায্যে ফয়সালা করতেন, তার স্ত্রীদের মধ্যে কে তার সংগী হবে*। বনী -মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এ 'কোরআ' ব্যবহারে আমার নাম বের হয়। ফলে আমি তাঁর সংগে যাই। ফিরে আসার সময় যখন আমরা মদীনার নিকট পৌঁছাই, রাতে এক স্থানে নবী করীম (সঃ)-তাবু গেড়ে অবস্থান করলেন। রাতের শেষভাগে সেখান হতে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করা হল। আমি ঘুম হতে উঠে স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় অবস্থানের জায়গার নিকটে

---

* সূরা মুনাফেকুনে আল্লাহ নিজেই এ কথা উদ্ধৃত করেছেন।

আসতেই মনে হল যে, আমার গলার হার ছিড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুজতে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে কাফেলা রওনা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল এ রকম যে, রওনা হবার সময় আমি আমার নিজের 'হাওদাজে' (পালকি) বসে যেতাম। আর চারজন লোক তাকে তুলে উঠের পিঠের ওপর বেধে দিত। এ সময় খাদ্যের অভাবহেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হালকা-ভারহীন। আমার 'হাওদা ' তুলবার সময় লোকেরা অনুভবই করতে পারল না যে, আমি তার মধ্যে বসে নেই। তারা অজ্ঞাতসারে 'হাওদা ' উটের ওপর বসিয়ে রওনা হয়ে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন সেখানে কাউকেও দেখতে পেলাম না। ফলে আমার গায়ের চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে সেখানেই পড়ে থাকলাম, আর চিন্তা করতে লাগলাম, সামনের দিকে গিয়ে লোকেরা যখন আমাকে দেখতে পাবে না, তখন আমাকে তারা তালাশ করতে নিজেরাই ফিরে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল বেলা সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সুলামী- যেখানে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম- সেখানে এসে পৌছলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি চিনতে পারলেন। কেননা পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে কয়েকবারই দেখতে পেয়েছিলেন। (এ সাহাবী বদর-যুদ্ধে যোগদানকারীদের একজন ছিলেন। সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা তার অভ্যাস ছিল** এ জন্য তিনিও সৌন্যদের অবস্থানের কোন এক স্থানে পড়ে ঘুমাচ্ছিলেন। আর এখন ঘুম হতে উঠে মদীনা যাত্রা করেছিলেন।)

---

* 'কোরআ'র নিয়ম লটারীর মত নয়। সব স্ত্রীরই অধিকার ছিল সমান। কাউকেও অপর কারো ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন নবী করীম (সঃ)নিজে যদি কাউকেও বাছাই করে নিতেন, তবে তাঁতে অন্যদের মনে কষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও হিংসা জাগতে পারত। এজন্যে তিনি 'কোরআ'র মাধ্যমে এই ব্যাপারের ফয়সালা করতেন। শরীয়তে এসব ক্ষেত্রেই 'কোরআ' প্রয়োগ করা বিধিসম্মত। কয়েকজন লোকের অধিকার যখন সমান, কাউকেও অন্য কারো ওপর অগ্রধিকার দেওয়ার যখন কোন যুক্তি-সংগত কারণ থাকে না, অথচ সকলকেই সে অধিকার দেওয়া যায় না, তখন 'কোরআ'র সাহায্যে ফয়সালা করাই একমাত্র বৈধ উপায়।

** আবুদাউদ ও অন্যান্য সুনান হাদীসের কিতাবে বলা হয়েছে, তাঁর স্ত্রী রসূল (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করেছিল যে, এ লোকটি কখনই ফজরের নামায সময়মত পড়ে না। তিনি এজন্যে ওযর পেশ করে বলেছিলেন যে, এ তাঁর বংশানুক্রমিক দোষ। বেলা উঠা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা তাঁর এ অভ্যাসকে তিন কোনক্রমেই দূর করতে পারেননি। এ শুনে নবী করীম (সঃ) বলেছিলেনঃ আচ্ছা, চোখ খুলতেই কিন্তু অবিলম্বে নামায পড়ে নেবে। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পিছনে থেকে যাওয়ার মূলে এ কারণেরই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য অন্য মুহাদ্দিসগণ এর কারণ বলছেন যে, নবী করীম (সঃ) নিজেই তাকে রাত্রির অন্ধকারে কাফেলা চলে যাওয়ার কারণে কোন জিনিস পড়ে থাকেত পারে এ আশংকায় সকাল বেলা তা তালাস করার দায়িত্ব দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।

আমাকে দেখে তিনি উট থামালেন এবং বিস্ময়ের সংগে তার মুখে উচ্চারিত হল, "ইন্নালিল্লাহে ওয়া- ইন্না ইলাইহে রাজেউন! রসূলে করীম (সঃ)-এর বেগম এখানে রয়ে গেছেন!" এ শব্দ কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম ও চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে ফেললাম। তিনি আমার সংগে কোন কথাই বললেন না। তিনি তাঁর উট এনে আমার সামনে বসিয়ে দিলেন, আর নিজে দূরে সরে দাঁড়ালেন। আমি উটের উপর উঠে বসলাম। আর তিনি লাগাম ধরে হেটে রওনা হলেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম যখন তারা একস্থানে কেবল গিয়ে থেমেছিলেন মাত্র। আর আমি যে পিছনে পড়ে রয়ে গিয়েছি, তা তাদের কেউ জানতেও পারেনি। এ ঘটনার ওপর মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হল। যারা এ ব্যপারে অগ্রণী ছিল, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্নে উবাই-ই ছিল সকলের অপেক্ষা অগ্রসর। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলা হচ্ছে আমি তার কিছুই জানতে পারিনি।

(অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, সাফওয়ানের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) যে সময় সৈনিকদের তাবুতে উপস্থিত হলেন এবং তিনি পিছনে পড়েছিলেন বলে জানা গেল, তখনই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে উঠলঃ "আল্লাহর কসম, এ মেয়েলোকটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী অপরের সংগে এক রাত্রি যাপন করে এসেছে, আর এখন সে প্রকাশ্যভাবে তাকে সংগে নিয়ে চলে এসেছে")।

মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় এক মাসকাল আমি শয্যাশায়ী হয়ে থাকি। শহরের সর্বত্র এ মিথ্যা দোষারোপের খবর উড়ে বেড়াচ্ছিল। নবী করীম (সঃ)-এর কাছে পৌঁছাতেও দেরী হয়নি। কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারিনি। একটি জিনিস অবশ্য আমার মনে লাগছিল। তা এই যে, অসুস্থ অবস্থায় সাধারণত রসূলে করীম (সঃ) যে রকম লক্ষ্য দিয়ে থাকেন, এবারে তিনি আমার প্রতি তেমন লক্ষ্য দিচ্ছেন না। তিনি ঘরে আসতেন, ঘরের লোকদের শুধু জিজ্ঞাসা করতেন : "ও কেমন আছে?" আমার সংগে কোন কথা-বার্তা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়তো। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে আমি আমার মা'এর নিকট চলে গেলাম, যেন মা আমার দেখা-শুনা ভালোভাবে করতে পারেন।

একবার রাতে স্বাভাবিক প্রয়োজন পুরণের জন্যে মদীনার বাইরে গেলাম। -তখনকার সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে পায়খানা নির্মিত হয় নি, আমরা প্রয়োজনের জন্যে বনে- জংগলেই যেতাম। আমার সংগে মিস্তাহ ইবনে উসামার মা-ও ছিলেন, তিনি ছিলেন আমার পিতার খালাতো বোন। (অপর একটি বর্ণনা হতে জানা যায়, এই গোটা পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হযরত আবু বকর সিদ্দীক-ই বহন করতেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও মিস্তাহ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণাকারী দলের মধ্যে শামিল হয়ে গিয়েছিল)। পথিমধ্যে তিনি আঘাত পান। সহসাই তার মুখ হতে বের হলঃ "ধ্বংস হোক মিস্তাহ" আমি বল্লাম "তুমি কি রকম মা- নিজের পুত্রের ধ্বংস কামনা কর। আর পুত্রও এমন, যে বদর-যুদ্ধে যোগদান করেছিল।" তিনি বললেনঃ "হে মেয়ে, তুমি কি কোনই খবর রাখো না?" অতপর তিনি সমস্ত কাহিনী আমাকে বললেন । মিথ্যাবাদীরা আমার সম্পর্কে কি কি বলে বেড়াচ্ছিল, তা সবই শুনালেন। (মোনাফেকরা ছাড়া স্বয়ং মুসলমানদের মধ্য হতে যারা এ মিথ্যার অভিযানে শরীক হয়েছিল, তাদের মধ্যে মিস্তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাসসান ইবনে সাবেত ও হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বোন হামনা বিনতে জাহাশ বিশেষ ভূমিকা পালন করছিলেন।)-এ কাহিনী শুনে আমার রক্ত পানি হয়ে গেল। যে জন্যে এসছিলাম সে প্রয়োজনের কথাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে গেলাম এবং সারা রাত কেদে কাটালাম।"

এরপরের এ কাহিনী হযরত আশেয়া (রাঃ) বলেনঃ "আমার অনুপস্থিতিকালে রসূল করীম (সঃ) আলী ও উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে ডাকলেন এবং তাদের নিকট এ বিষয় পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রাঃ) আমার পক্ষে ভালো কথাই বললেন। বললেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই কখনো দেখতে পাইনি। যা কিছু বলে বেড়ানো হচ্ছে তা সবই পরিষ্কার মিথ্যা কথা, রচিত অভিযোগ মাত্র।" আর আলী (রাঃ) বললেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সমাজে মেয়ে লোকের কোন অভাব নেই। আপনি এর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। আর প্রকৃত ব্যাপার যদি জানতে চান, তা'হলে খাদেম মেয়েলোককে ডেকে অবস্থা জেনে নিতে পারেন।" খাদেম মেয়েলোকটিকে ডাক হল, তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। সে বললঃ "আল্লাহর কসম- যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাব কিছুই দেখিনি, যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, আমি আটা মেখে রেখে যেতাম, আর বলতামঃ বিবি, একটু দেখবেন; কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর তৈরী আটা ছাগলে এস খেয়ে যেত।" সে দিনই নবী করীম (সঃ)-তাঁর এক ভাষণে বললেনঃ "হে মুসলমানরা, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে

আমাকে যারপরনাই কষ্ট দিয়েছে, তার আক্রমণ হতে আমাকে বাঁচাতে পারে? আল্লাহর শপথ, আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি, না সেই লোকটির মধ্যে যার সম্পর্কে এ অভিযোগ তোলা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতির সময়ে সে তো কখনই আমার ঘরে আসেনি।" এ কথা শুনে উসাইদ ইবনে হুযাইর (আর কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত সা'আদ ইবনে মাআয)* দাড়িয়ে বললেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে তা হলে আমরা তাকে হত্যা করব। আর আমাদের ভাই খাজরাজ কবীলার লোক হলে আপনি যা বলবেন, তাই করব।" এ কথা শুনতেই খাজরাজ প্রধান সাআদ ইবনে উবাদাহ দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি কিছুতেই তাকে মারতে পারো না। তুমি তাকে হত্যা করার কথা এ জন্যে বলেছ যে, সে খাজরাজ বংশের লোক। সে তোমাদের কবিলার লোক হলে তুমি কখনোই তাকে হত্যা করার কথা বলতে পারতে না।" ** জওয়াবে তাকে বলা হয়েছিলঃ "তুমি তো মুনাফেক, এজন্যেই মুনাফেকদের সমর্থন দিচ্ছ।" এতে মসজিদে নববীতে একটা হাংগামার সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সঃ) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। আওস ও খাজরাজ বংশদ্বয়ের লোকেরা মসজিদেই লড়াই করতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম করেছিল। কিন্তু নবী করীম (সঃ)- তাদেরকে ঠান্ডা করেন এবং পরে মিম্বরের উপর হতে নেমে আসেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) সংক্রান্ত কাহিনীর বিবরণ আমরা তফসীরে আলোচনা প্রসংগে সেখানে বর্ণনা করব যেখানে আল্লাহতা'আলা তার নির্দোষিতার কথা নাযিল করেছেন। এখানে যা বলতে চাই তা এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এ গন্ডগোলের সৃষ্টি করে একই ঢিলে কয়েক প্রকারের পাখী শিকার করতে চেয়েছিল। একদিকে সে রসূলে করীম (সঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ইজ্জতের উপর হামলা করল, অপর দিকে সে ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও মর্যাদাকে বিনষ্ট করতে চেষ্টিত হল। তৃতীয় দিকে সে এমন এক অগ্নিস্ফুলিংগ নিক্ষেপ করল, ইসলাম যদি মুসলমানদের মধ্যে সত্যিই কোন পরিবর্তন সূচিত করে না থাকত, তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদের উভয় কবীলাই পরস্পরের সাথে কঠিন লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তো।

---

* সম্ভবতঃ এ পা র্থক্যের কারণ এই যে হযরত আয়েশা (রাঃ) নাম উল্লেখের পরিবর্তে শুধু আওস সরদার বলেছিলেন। কোন বর্ননাকারী এর অর্থ বুঝেছেন হযরত মাআযকে। কেননা তার জীবনকালে তিনিই আওস বংশের সরদার ছিলেন। ইতিহাসে সরদার হিসাবে তিনিই প্রখ্যাত। কিন্তু আসল ব্যাপার হল এই যে, এ ঘটনার সময় তারই চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুজাইরই আওস বংশের সরদার ছিলেন।

** হযরত সাআদ ইবনে উবাদাহ যদিও খুবই নেক চরিত্রের ও নিষ্টবান মুসলমান ছিলেন, নবীর প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন, মদীনায় যাদের চেষ্টায় ইসলাম প্রচারিত হয়, তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রবর্তী, কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে নিজ গোত্রের ব্যাপারে শক্ত বিদ্বেষ বর্তমান ছিল। এ কারণেই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পৃষ্টপোষকতা করলেন। কেননা সে তাঁর কবীলার লোক ছিল। এ কারণেই মক্কা বিজয়কালে তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিলঃ اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة আজ তো রক্তপাতের দিন। আজ এখানকার মর্যাদা বিনষ্ট করা হবে।" এতে রসূলে করীম (সঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর হাত হতে ঝান্ডা কেড়ে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর সকীফায়ে বনী সায়েদার সভায় তিনিই দাবী করেছিলেন, খেলাফত তো আনসারদের প্রাপ্য। কিন্তু তাঁর দাবী যখন স্বীকৃত হল না, আনসার মুহাজির সকলে মিলে হযরত আবুবকর (রাঃ) হাতে 'বায়াত' করলেন তখন তিনি একাকী রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি 'বায়াত' করতে অস্বীকার করলেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কুরাইশ বংশের কোন খলীফাকে মেনে নিতে পারেন নি ।

প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় ঃ

এরূপ অবস্থায় প্রথম আক্রমণের সময় সূরা আহযাবের শেষ ছয় রুকু নাযিল হয়। আর দ্বিতীয় হামলার সময় এ সূরা 'নূর' নাযিল হয়। এ পটভূমি সামনে রেখে এই দুটো সূরারই ক্রমিক অধ্যয়ন করা হলে এতে সন্নিবেশিত আইন-বিধান সমূহের গভীর তাৎপর্য ও যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে তাদের আসল শ্রেষ্ঠত্বের ময়দানেই পরাজিত করতে চেয়েছিল। আল্লাহতা'আলা তাদের নৈতিক আক্রমণের জবাবে কোন ক্রোধান্ধ ভাষণ দেয়ার বা মুসলমানদেরকেও জবাবী হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে তাদেরকে বিশেষ শিক্ষাদানের ওপরই সমস্ত লক্ষ্য দান করলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের নৈতিকতার ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ফাটল ধরেছে, তা অবিলম্বে দূর কর, আর এ ক্ষেত্রটিকে আরও সুদৃঢ় ও নিখুঁত বানাতে চেষ্টা কর। এখানেই দেখা গিয়েছে, যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ের সময় মুনাফেক ও কাফেররা কত বড় বিরুদ্ধ তুফানের সৃষ্টি করেছিল এখন সূরা আহযাব বের করে পড়ুন; দেখবেন, ঠিক এ তুফানের সময়ই সমাজ-সংশোধন মূলক নিম্নোক্ত হেদায়াত সমূহ প্রদান করা হয়েছেঃ

১. নবীকরীম (সঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ঘরে সম্মান ও স্থিতি সহকারে অবস্থান কর। সু-সাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের বাইরে যেও না। পর-পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না। যেন কেউ অন্যায় আশা পোষণ করতে না পারে। (৪র্থ রুকু)

২. নবী করীম(সঃ)-এর ঘরে পর পুরুষদের বিনানুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হল। হেদায়াত করা হল যে, নবীর বেগমদের নিকট কোন জিনিস চাইতে হলে পর্দার আড়ালে থেকে চাইবে।

৩. গায়ের মুহাররম পুরুষ এবং মুহাররম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হল। নিদের্শ দেয়া হল যে, নবীর বেগমদের শুধু মুহাররম আত্মীয়রাই নবীর ঘরে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে।

৪. মুসলমানদের বলা হল যে, নবীর স্ত্রীরা তোমাদের মা। একজন মুসলমানের পক্ষে তার আপন মাকে বিয়ে করা যেমন হারাম, তেমনি রসূল (সঃ)-এর বেগমদের বিয়ে করাও চিরদিনের জন্যে হারাম। অতএব সব মুসলমানই যেন তাঁদের সম্পর্কে নিয়েত পাক রাখে।

৫. মুসলমানদেরকে সাবধান করে বলা হলঃ নবীর মনে কষ্ট দেয়া দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর লানত ও অপমানকর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ ঘটায়। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের ইজ্জতের উপর হামলা করা এবং তার ওপর অন্যায়ভাবে অভিযোগ করা বড়ই গুনাহের কাজ। (৫ম রুকু)

৬. সব মুসলিম মহিলাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হল, বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন হলে চাদর দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে নিয়ে এবং ঘোমটা দিয়ে বের হবে। (৮ম রুকু)

৭. পরে 'ইফক' ঘটনার কারণে মদীনার সমাজে যখন একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, তখন সূরা 'নূর' নৈতিক চরিত্র, সমাজ ও আইন সম্পর্কিত এমন সব বিধান ও হেদায়াতসহ নাযিল হল যার উদ্দেশ্য হল প্রথমত মুসলিম সমাজকে সব রকমের খারাবী সৃষ্টি ও তার বিস্তার হতে রক্ষা করা, আর যদি তেমন কোন ঘটনা কখনও ঘটেও তবে অনতিবিলম্বে তার প্রতিবিধান করা। এ পর্যায়ের আইন-বিধান যে ক্রমিকধারা অনুযায়ী এ সূরায় নাযিল হয়েছে, সে অনুপাতে এখানে আমরা তা লিপিবদ্ধ করছি। এ পড়ে পাঠক ধারণা করতে পারবেন যে, কুরআন ঠিক এক মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে মানব-জীবনের সংশোধন, শুদ্ধতা বিধান ও পূর্নগঠনের জন্যে একই সময় আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিলঃ

১। ব্যভিচারকে পূর্বেই একটা সামাজিক অপরাধ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। (সূরা নিসা, ৩য় রুকু)। এখানে তাকে একটা ফৌজদারী অপরাধরূপে নির্দিষ্ট করে সে জন্যে একশত কোড়া শাস্তি-বিধান করা হয়।

২। ব্যভিচার-অপরাধী স্ত্রী-পুরুষদের সংগে সামাজিক বয়কট প্রয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের সংগে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে ঈমানদার লোকদেরকে নিষেধ করা হয়।

৩। যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ আনবে অথচ তার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারবে না, তার জন্য ৮০ কোড়া শাস্তি বিধান করা হয়।

৪। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর এ তুহ্‌মাত (মিথ্যা দোষারোপ) লাগায় তবে তার জন্য 'লেয়ান'- এর বিধান করা হয়।

৫। হযরত আয়েশা (রাঃ)-র ওপর মুনাফেকদের আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শরীফ চরিত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগকে চোখ বুঁজে গ্রহণ করা উচিত নয়, আর না তা ছড়াতে চেষ্টা করা উচিত। এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা যদি উড়তে থাকে, তবে তা সংগে সংগেই চেপে যাওয়া ও তার বিস্তারের পথ বন্ধ করা কর্তব্য। এক মুখ হতে অন্য মুখে তাকে চারিদিকে বলে বেড়ানো কিছুতেই উচিত হতে পারে না। এ পর্যায়ে একটা নীতিগত সত্য কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তা এই যে, পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তির জুড়ি পবিত্র চরিত্রের মেয়ে লোকই হতে পারে। খবীস ও খারাব চরিত্রের মেয়েলোকের সংগে তার মন-মেজাজের কোন মিলই দুচারদিনের জন্যেও হতে পারে না। পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকের ব্যাপারটাও এরূপ যে। তার মন ও আত্মা পবিত্র চরিত্র বিশিষ্ট পুরুষের নিকট শান্তি ও তৃপ্তি পেতে পারে, খবীস চরিত্রহীন ব্যক্তির নিকট নয়। এ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখ, রসূলে করীম (সঃ)কে যদি তোমরা একজন পবিত্র আত্মার নিখুঁত চরিত্রের ব্যক্তি বলে জান, তাহলে একজন খবীস চরিত্রের নারী তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জীবন-সংগিনী হতে পারে কি করে, এ কি তোমাদের বুদ্ধিতে আসে না? যে নারী কার্যতঃ ব্যাভিচারের মতো হীনতর কাজে লিপ্ত হতে পারে, তার সাধারণ স্বাভাব ও আচার-ব্যবহার রসূল (সঃ)-এর সাথে খাপ খাওয়ার যোগ্য হতে পারে কি করে? অতএব একজন নীচ প্রকৃতির ও হীন মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ যদি তুলেই থাকে, তবে তাকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, তা সম্ভাব্য মনে করে নেয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। চক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখ, অভিযোগ তুলছে কোন ব্যক্তি? আর অভিযোগ তুলছে কার সম্পর্কে, কার ওপর?

৬। যে সব লোক ভিত্তিহীন খবর ও-উড়ো কথা ছড়ায় এবং মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা ও কুৎসিত বিষয়াদির প্রচলন করতে চেষ্টা করে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কোনরূপ সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা, বরং শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য।

৭। একটা মূলনীতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম সমাজে সামাজিক ও সামগ্রিক সম্পর্কের ভীত্তি হবে পারস্পরিক শুভ ধারণা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্দোষ মনে করতে হবে, -দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে এ মর্যাদাই পেতে থাকবে। এর বিপরীত প্রত্যেক-ব্যক্তিকেই অপরাধী মনে করে নিয়ে এবং তার নির্দোষিতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থার মধ্যে তাকে ফেলে রাখা ইসলামে সমর্থনীয় নয়।

৮। সাধারণভাবে লোকদেরকে বলা হয়েছে, কেউ যেন অপরের ঘরে অকুণ্ঠভাবে ঢুকে না পড়ে। অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করতে পারবে।

৯। নারী এবং পুরুষকে চোখ নীচু করার ও নীচু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১০। নারীদের আরও হুকুম দেয়া হল যে, নিজেদের ঘরের মধ্যেও যেন তারা মাথা ও বুক ঢেকে রাখে।

১১। নারী সমাজকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারা যেন নিজেদের ঘরের নিকটাত্মীয় ও ঘরের খাদেমদের ছাড়া আর কারো সামনে সুসজ্জিতা হয়ে চলাফেরা না করে।

১২। তাদেরকে এ নির্দেশও দেয়া হল যে বাইরে বের হলে নিজেদের সাজ-সজ্জা ও রূপ-সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখবে। শুধু তাই নয়, আওয়াজ সম্পন্ন কোন অলংকারও পরিধান করে বের হবে না।

১৩। সমাজে নারী ও পুরুষদের অবিবাহিত অবস্থায় বসে থাকাকে অপছন্দনীয় কাজ বলে ঘোষণা করা হয়। নির্দেশ দেয়া হয় যে, অবিবাহিত লোকদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি ক্রীতদাসী ও গোলামরাও যেন অবিবাহিত না থাকে। কেননা কুমারীত্ব অশ্লীল কাজ এবং অশ্লীল কাজের উদ্ভাবক উভয়ই হয়ে থাকে। অবিবাহিত লোকেরা আর কিছু না হোক খারাব ধরনের কথা শুনতে ও ছড়াতে ভালোবাসে।

১৪। দাস ও দাসীদেরকে মুক্তির পথ নির্ধারণের জন্য মালিকের সংগে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম চালু করা হল। মালিক ছাড়া অন্যদেরও নির্দেশ দেয়া হল যে, এ ধরণের চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসীদের যেন আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়।

১৫। দাসীদের দিয়ে 'রোজগার' করানো নিষিদ্ধ হল। তদানীন্তন আরবদেশে এ কাজ দাস-দাসীদের দ্বারাই করানোর রেওয়াজ ছিল। এ নিষেধের ফলে বেশ্যা প্রথাই আইনত বন্ধ হয়ে গেল।

১৬। গার্হস্থ্য সমাজে পারিবারিক চাকর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্যে নিয়ম করে দেয়া হল, তারা যেন নিভৃত সময়ে -সকাল, দুপুর ও রাতকালে ঘরের পুরুষ বা নারীর ঘরে হঠাৎ প্রবেশ না করে বসে। সন্তানদেরও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে।

১৭। বৃদ্ধা নারীদের জন্য নিয়ম করে দেয়া হল, তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে যদি মাথার কাপড় ফেলে দেয়, তবে তাতে কোন দোষ হবে না। কিন্তু নির্দেশ দেয়া হল যে, তারা যেন নিজেদেরকে পর পুরুষদের দেখিয়ে না বেড়ায়। তাদেরকে নসীহত করা হল যে, বার্ধক্যে যদি তারা মাথায় কাপড় দিয়ে রাখে তবে তাদের পক্ষে ভালোই হবে।

১৮। অন্ধ, পংগু ও রুগ্ন লোকদেরকে এতখানি সুবিধা দেয়া হল যে, তারা যদি কারো কোন খারাব জিনিস বিনা অনুমতিতে খায় তবে তা চুরি বা খেয়ানত বলে ধরা হবে না। সে জন্যে তাদেরকে কোন রূপ পাকড়াও করা হবে না।

১৯। নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন ও অতি আপন বন্ধুদেরকে এ অধিকার দেয়া হল যে, তারা পরস্পরের ঘরের জিনিস বিনা অনুমতিতে খেতে পারবে আর এ নিজেদের ঘরেরই জিনিস খাওয়ার মত গণ্য হবে। এভাবে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে পরস্পরের নিকটবর্তী করার ব্যবস্থা করা হল। এভাবে তাদের মধ্যে দূরত্ব ও অপরিচিতির ভাব দূর করা হল, যেন পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও গভীর আন্তরিকতার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে গড়ে ওঠে এবং কোনরূপ ফেতনা ও গন্ডগোল সৃষ্টির পথ অবশিষ্ট না থাকে।

এসব হোদায়াতের বিধান দেওয়ার সংগে সংগে মুনাফেক ও মু'মেন লোকদের কতকগুলি প্রকাশ্য চিহ্নও বলে দেয়া হয়েছে। এ চিহ্নের সাহায্যে প্রত্যেক মুসলমানই জানতে পারে যে, সমাজে নিষ্টাবান ঈমানদার লোক কারা এবং মুনাফেকই বা কারা। অপরদিকে মুসলমানদের জামাআতী নিয়ম-শৃংখলাকে আরও দীর্ঘ করে তোলা হল। এর জন্যে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হল, যেন এ সামাজিক শৃংখলা-শক্তি অধিকতর মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। এর দরুনই তো কাফের ও মুনাফেকরা ক্রোধান্ধ হয়ে আরও বেশী ফাসাদ সৃষ্টি করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। এ সমস্ত আলোচনায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, নির্লজ্জ ও ভিত্তিহীন আক্রমণের জবাবে যে ধরণের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সমগ্র সূরা নূর-এ তা কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না। যে অবস্থার মধ্যে এ সূরা নাযিল হয়েছে তা দেখুন একদিকে, আর অপরদিকে দেখুন সূরাটির আলোচ্য বিষয়াদি ও আলোচনার ধারা-পদ্ধতি। এতদূর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি-পরিবেশেও খুব ঠান্ডাভাবে আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, সংশোধন মূলক ও শান্তি-সন্ধির আদেশাবলী দেয়া হচ্ছে, অতীব মূল্যবান জ্ঞানপূর্ণ উপদেশাবলী দান করা হচ্ছে, শিক্ষাদান ও উপদেশ দানের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে। এসব থেকে ফেতনার মুকাবিলায় ও কঠিনতর উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতেও কি রকম ঠান্ডাভাবে বিচক্ষণতা, উদারতা ও বুদ্ধিমত্তার সংগে কাজ করা উচিত, তার অতি উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। এ হতে এ বিষয়েও অকাট্য প্রমাণ মেলে যে, এ কিতাব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর রচিত নয়। এ নিশ্চয়ই এমন কোন মহান সত্তার নাযিল করা কিতাব যিনি অতি উচ্চ মর্যাদায় থেকে মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক অবস্থা ও ব্যাপারাদি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং নিজের ক্ষেত্রে এ সব অবস্থা ও ব্যাপারাদিতে সম্পূর্ণ অপ্রভাবিত থেকে নির্দোষ হেদায়াত ও পথ নির্দেশ দেবার দায়িত্ব পালন করছেন। বস্তুতঃ এ যদি নবী করীম (সঃ)-এর নিজস্ব কালাম হতো, তবে তাঁর অতি চরম মাত্রার উদারতা ও বিশাল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক তিক্ততা ও উত্তেজনার কিছু না কিছু প্রভাব এর মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যেত, কেননা নিজের ইজ্জত ও আবরুর উপর নিকৃষ্ট ধরণের হামলা হতে দেখে কোন শান্ত-ভদ্র ব্যক্তিও সাধারণত শান্ত ও অনুত্তেজিত থাকেত পারে না।

রুকু ঃ ১

১. এটা একটি সূরা; এ আমরা নাযিল করেছি এবং একে আমরাই ফরয করেছি। এতে আমরা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হেদায়াতসমূহ নাযিল করেছি[১]; সম্ভবতঃ তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

২. ব্যভিচারী মেয়েলোক ও ব্যভিচারী পুরুষ- উভয়ের পত্যেককেই একশতটি কোড়া[২] মার। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ।

১। অর্থাৎ যে কথাগুলো এই সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তা নিছক সুপারিশ নয় যে ইচ্ছা হলে তা মান্য করা হবে ও ইচ্ছা না হলে যদৃচ্ছা আচরণ করা হবে। বরং এগুলি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ও বিধান যা মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে এগুলো মান্য করা তোমাদের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য।

২। ব্যভিচার সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান সূরা নিসার ১৫ তম আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই সুনির্দিষ্ট শাস্তি নিধারণ করে দেয়া হল। ব্যভিচারী পুরুষ অবিবাহিত ও ব্যভিচারিনী নারী অবিবাহিতা হলে সেই অবস্থায় এ শাস্তি নির্দিষ্ট । কিন্তু বহু হাদিস, নবী করীমের ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বাস্তব কার্যধারা এবং উম্মতের এজমাহ (সর্ব সম্মত অভিমত) থেকে একথা প্রমানিত হয় যে বিবাহিত হলে ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদন্ড। এবং পবিত্র কুরআনেও সূরা নিসার ২৫তম আয়াতে এর প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়।

وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ اَلزَّانِىْ

আর | প্রত্যক্ষ করে যেন | তাদের দুজনের শাস্তি | একদল | মধ্যহতে | মু'মিনদের | ব্যভিচারী

لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۡ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ

না | বিবাহ করবে (অন্য কাউকে) | ব্যতীত | ব্যভিচারিনীকে | অথবা | মুশরিকনারীকে | আর | ব্যভিচারিনী | না | তাকে বিবাহ করবে (অন্য কেউ)

اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

ব্যতীত | ব্যভিচারী | অথবা | মুশরিক | এবং | নিষিদ্ধ করা হল | এটা | জন্যে | মু'মিনদের

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ

এবং | যারা | অপবাদ দেয় | পবিত্র রমণীদেরকে | এরপর | না | উপস্থিত করে | চারজন

شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ

সাক্ষী | তখন কোড়া লাগাও | তাদেরকে | আশি | কোড়া | আর | না | তোমরা গ্রহণ করবে | তাদের (হতে)

شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٤

সাক্ষ্য | কক্ষণও | এবং | ঐসবলোক | তারাই | সত্যত্যাগী (ফাসেক)

আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে[৩]।

৩. ব্যভিচারী যেন বিবাহ না করে- ব্যাভিচারীনী বা মোশরেক স্ত্রীলোক ছাড়া (আর কাউকে)। আর ব্যাভিচারিণীকে বিবাহ করবে না ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া। এ ঈমানদান লোকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে[৪]।

৪. আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে,[৫] তার পর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি (কোড়া) মার, আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।

৩। অর্থাৎ দন্ড প্রকাশ্য জনসমক্ষে দিতে হবে, যাতে অপরাধী লাঞ্ছিত হয় এবং অন্যান্য লোকের পক্ষে তা শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ হয়, এবং মুসলিম সমাজে এ পাপ বিস্তার করতে না পারে।

৪। অর্থাৎ তওবা করেনি এরূপ (অনুতপ্ত হয়ে এ পাপ ত্যাগ করেনি এরূপ) ব্যভিচারী পুরুষের পক্ষে অনুরূপ ব্যভিচারিনী নারীই উপযুক্ত অথবা মোশরেকা; কোন সৎ মু'মেনা নারীর পক্ষে সে উপযুক্ত নয় এবং জেনে-শুনে এরূপ দুষ্কৃতকারীকে নিজের কন্যা দান করা মু'মেনের পক্ষে হারাম। এরূপভাবে ব্যভিচারিনী নারীর (যে তওবা করেনি) জন্য তাদেরই অনুরূপ ব্যভিচারী অথবা মোশরেক পুরুষই উপযুক্ত। কোন সৎ মু'মেন ব্যক্তির জন্য ব্যভিচারিনী উপযুক্তা নয় এবং কোন স্ত্রীলোকের কু-চলনের অবস্থা জানা সত্ত্বেও

(ফুটনোটের বাকী অংশ অপর পাতা দেখুন)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

ব্যতীত (তারা) যারা তওবা করবে পরে এর ও সংশোধন করবে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল

رَحِيمٌ ⑤ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

মেহেরবান আর যারা অপবাদ দেয় তাদের স্ত্রীদেরকে আর না থাকে তাদের কাছে

شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ

কোন সাক্ষী ব্যতীত তাদের নিজেদের সাক্ষ্য তখন তাদের একজনের চারবার (কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দেবে

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥

আল্লাহর (নামে যে) সেনিশ্চয়ই অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত সত্যবাদীদের
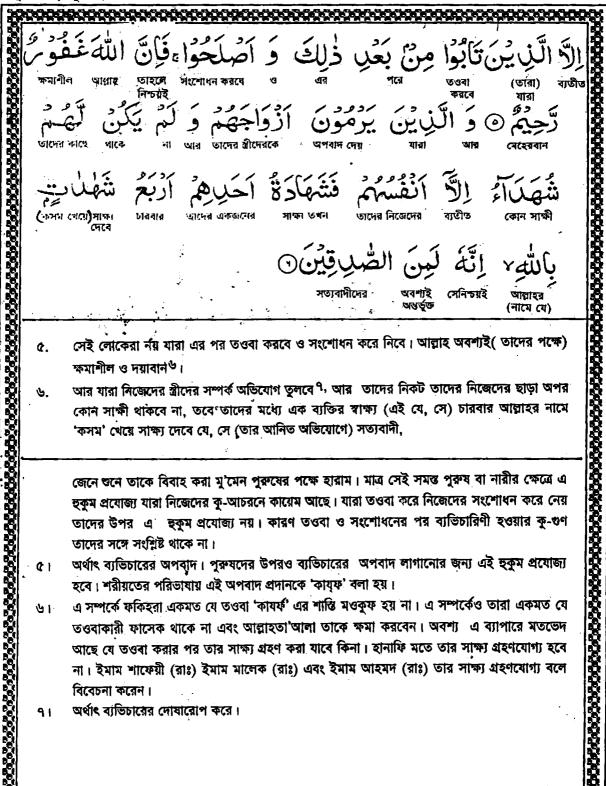
৫. সেই লোকেরা নয় যারা এর পর তওবা করবে ও সংশোধন করে নিবে। আল্লাহ অবশ্যই(তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান[৬]।

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্ক অভিযোগ তুলবে[৭], আর তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির স্বাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনিত অভিযোগে) সত্যবাদী,

---

জেনে শুনে তাকে বিবাহ করা মু'মেন পুরুষের পক্ষে হারাম। মাত্র সেই সমস্ত পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য যারা নিজেদের কু-আচরনে কায়েম আছে। যারা তওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাদের উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ তওবা ও সংশোধনের পর ব্যভিচারিণী হওয়ার কু-গুণ তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

৫। অর্থাৎ ব্যভিচারের অপবাদ। পুরুষদের উপরও ব্যভিচারের অপবাদ লাগানোর জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরীয়তের পরিভাষায় এই অপবাদ প্রদানকে 'কাযফ' বলা হয়।

৬। এ সম্পর্কে ফকিহরা একমত যে তওবা 'কাযফ' এর শাস্তি মওকুফ হয় না। এ সম্পর্কেও তারা একমত যে তওবাকারী ফাসেক থাকে না এবং আল্লাহতা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে তওবা করার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে কিনা। হানাফি মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) ইমাম মালেক (রাঃ) এবং ইমাম আহমদ (রাঃ) তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

৭। অর্থাৎ ব্যভিচারের দোষারোপ করে।
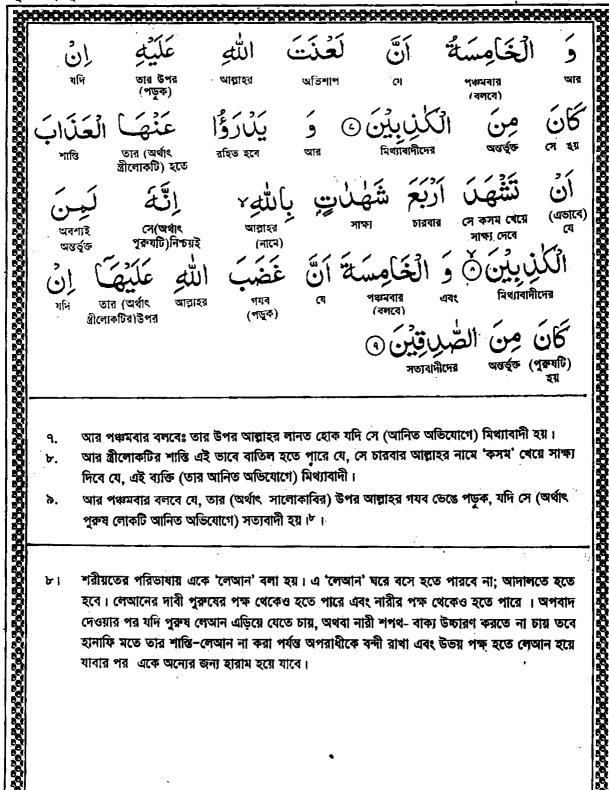
৭. আর পঞ্চমবার বলবেঃ তার উপর আল্লাহর লানত হোক যদি সে (আনিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়।

৮. আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এই ভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী।

৯. আর পঞ্চমবার বলবে যে, তার (অর্থাৎ সালোকাবির) উপর আল্লাহর গযব ভেঙে পড়ুক, যদি সে (অর্থাৎ পুরুষ লোকটি আনিত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।[৮]।

৮। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'লেআন' বলা হয়। এ 'লেআন' ঘরে বসে হতে পারবে না; আদালতে হতে হবে। লেআনের দাবী পুরুষের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং নারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে। অপবাদ দেওয়ার পর যদি পুরুষ লেআন এড়িয়ে যেতে চায়, অথবা নারী শপথ- বাক্য উচ্চারণ করতে না চায় তবে হানাফি মতে তার শাস্তি-লেআন না করা পর্যন্ত অপরাধীকে বন্দী রাখা এবং উভয় পক্ষ হতে লেআন হয়ে যাবার পর একে অন্যের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ

আর | যদি | না (হত) | অনুগ্রহ | আল্লাহর | তোমাদের উপর | ও | তাঁর দয়া(তবে তোমরাজটিলতায়পড়তে)

وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ⑩ اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ

আর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | তওবা গ্রহণ কারী | প্রজ্ঞাময় | নিশ্চয়ই | যারা | উপনীত হয়েছে

بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ

অপবাদ রচনায় | (তারা) একটি দল | তোমাদের মধ্যকার | না | তা তোমরা মনে করো | খারাপ | তোমাদের জন্যে | বরং | তা

خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج

ভাল | তোমাদের জন্যে | প্রত্যেক জন্যে | ব্যক্তির (রয়েছে) | তাদের মধ্যে হতে | যতটা | সে অর্জন করেছে | হতে | গুনাহ

وَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑪

আর | যে | দায়িত্ব নিয়েছে (নিজের উপর) | তার বড়(অংশ) | তাদের মধ্যহতে | তার জন্যে | শাস্তি (রয়েছে) | কঠিন

১০. তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহম যদি না হত, তা হলে (স্ত্রীদের উপর অভিযোগের ব্যাপারটি তোমাদেরকে বড়ই জটিলতায় ফেলত)। বস্তুতঃ আসল কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই তওবা গ্রহণকারী ও সুবিজ্ঞ কুশলী।

রুকু ঃ ২

১১. যে সব লোক এই মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে নিয়েছে তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক[৯]। এই ঘটনাকে নিজের জন্য খারাব মনে করো না, রবং এও তোমার জন্য কল্যাণময়ই হবে[১০]। যে লোক এই ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে সে ততটাই গুনাহ অর্জন করেছে। আর যে লোক এই দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে[১১] তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে।

৯। এখান থেকে ২৬ তম আয়াত পর্যন্ত সেই ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইতিহাসে যে ঘটনা اِفْك (মিথ্যা অপবাদ) নামে বিখ্যাত। এ ঘটা হচ্ছে হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি- মাআযাল্লাহ- মুনাফেকদের দ্বারা মিথ্যা অপবাদ লাগানো। মুনাফেকরা এর এতটা চর্চা করেছিল যে কোন কোন মুসলমানও এ চর্চাতে লিপ্ত হয়েছিল।

১০। অর্থাৎ ঘাবড়ে যেওনা! মুনাফেকরা তো মনে করেছে যে তারা তোমার উপর বড় শক্তিশালী আঘাত করেছে। কিন্তু ইন্শাআল্লাহ এই আঘাত উল্টে তাদেরই উপর বর্তাবে এবং তোমার পক্ষে এ আঘাত কল্যাণ প্রমাণিত হবে।

১১। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ-বিন উবাই যে এই অপবাদের মূল রচনাকারী এবং এই ফেতনার মূল স্রষ্টা।

لَوْ لَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ

তাদের নিজেদের সম্পর্কে — মু'মিনারা — ও — মু'মিনরা — অনুমান করল — তা তোমরা শুনলে — যখন — না কেন

خَيْرًا ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ⑫ لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ

এব্যাপারে — আনল — না — কেন — সুস্পষ্ট — মিথ্যা অপবাদ — এটা — (কেন না) বলল — ও — ভালো (ধারণা)

بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ

সাক্ষীদেরকে — উপস্থিত করে নাই — যখন — সাক্ষী — চারজন

فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ⑬

মিথ্যাবাদী — তারাই — আল্লাহর — নিকটে — তাহলে ঐসবলোক

---
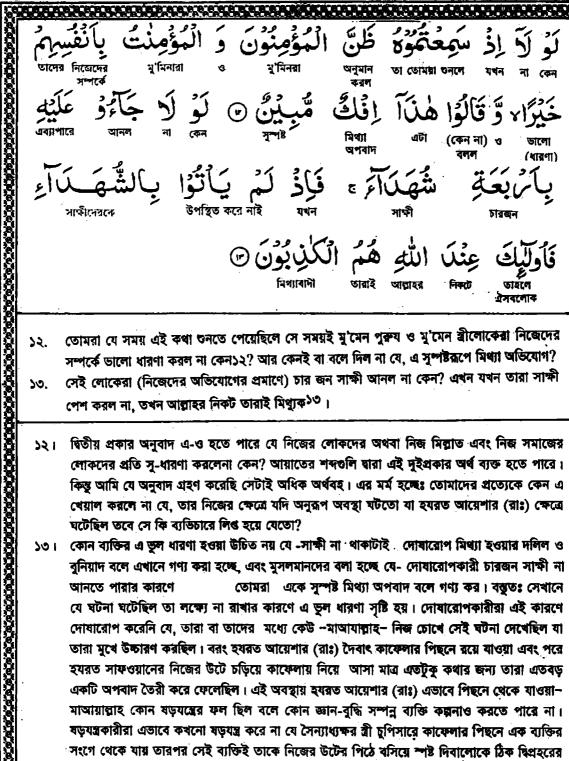
১২. তোমরা যে সময় এই কথা শুনতে পেয়েছিলে সে সময়ই মু'মেন পুরুষ ও মু'মেন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করল না কেন১২? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা অভিযোগ?

১৩. সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগের প্রমাণে) চার জন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক১৩।

১২। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এ-ও হতে পারে যে নিজের লোকদের অথবা নিজ মিল্লাত এবং নিজ সমাজের লোকদের প্রতি সু-ধারণা করলেনা কেন? আয়াতের শব্দগুলি দ্বারা এই দুইপ্রকার অর্থ ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু আমি যে অনুবাদ গ্রহণ করেছি সেটাই অধিক অর্থবহ। এর মর্ম হচ্ছেঃ তোমাদের প্রত্যেকে কেন এ খেয়াল করলে না যে, তার নিজের ক্ষেত্রে যদি অনুরূপ অবস্থা ঘটতো যা হযরত আয়েশার (রাঃ) ক্ষেত্রে ঘটেছিল তবে সে কি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যেতো?

১৩। কোন ব্যক্তির এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে -সাক্ষী না থাকাটাই দোষারোপ মিথ্যা হওয়ার দলিল ও বুনিয়াদ বলে এখানে গণ্য করা হচ্ছে, এবং মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে- দোষারোপকারী চারজন সাক্ষী না আনতে পারার কারণে তোমরা একে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ বলে গণ্য কর। বস্তুতঃ সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল তা লক্ষ্যে না রাখার কারণে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। দোষারোপকারীরা এই কারণে দোষারোপ করেনি যে, তারা বা তাদের মধ্যে কেউ -মাআযাল্লাহ- নিজ চোখে সেই ঘটনা দেখেছিল যা তারা মুখে উচ্চারণ করছিল। বরং হযরত আয়েশার (রাঃ) দৈবাৎ কাফেলার পিছনে রয়ে যাওয়া এবং পরে হযরত সাফওয়ানের নিজের উটে চড়িয়ে কাফেলায় নিয়ে আসা মাত্র এতটুকু কথার জন্য তারা এতবড় একটি অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। এই অবস্থায় হযরত আয়েশার (রাঃ) এভাবে পিছনে থেকে যাওয়া- মাআয়াল্লাহ কোন ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে কোন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। ষড়যন্ত্রকারীরা এভাবে কখনো ষড়যন্ত্র করে না যে সৈন্যাধ্যক্ষর স্ত্রী চুপিসারে কাফেলার পিছনে এক ব্যক্তির সংগে থেকে যায় তারপর সেই ব্যক্তিই তাকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে স্পষ্ট দিবালোকে ঠিক দ্বিপ্রহরের

(বাকী অংশ অপর পাতা দেখুন)
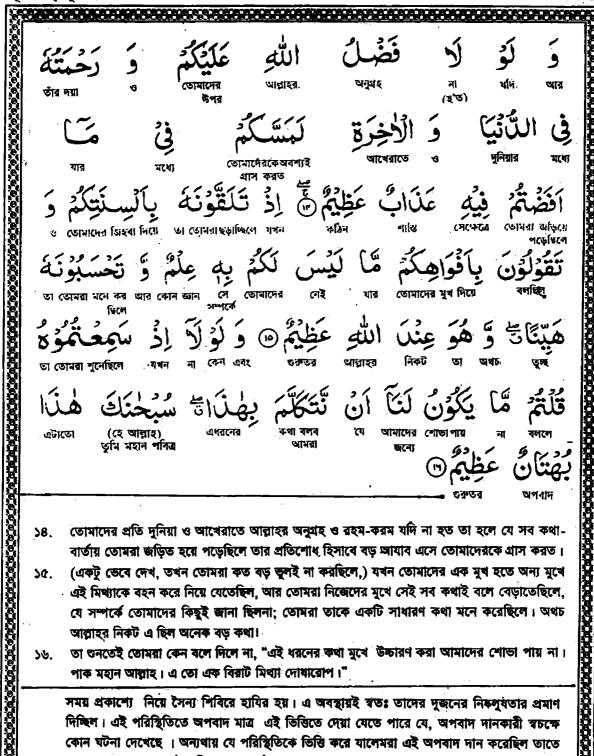
১৪. তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি না হত তা হলে যে সব কথা-বার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে তার প্রতিশোধ হিসাবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত।

১৫. (একটু ভেবে দেখ, তখন তোমরা কত বড় ভুলই না করছিলে,) যখন তোমাদের এক মুখ হতে অন্য মুখে এই মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যেতেছিল, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেই সব কথাই বলে বেড়াতেছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিলনা; তোমরা তাকে একটি সাধারণ কথা মনে করেছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট এ ছিল অনেক বড় কথা।

১৬. তা শুনতেই তোমরা কেন বলে দিলে না, "এই ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। পাক মহান আল্লাহ। এ তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।"

সময় প্রকাশ্যে নিয়ে সৈন্য শিবিরে হাযির হয়। এ অবস্থায়ই স্বতঃ তাদের দুজনের নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে অপবাদ মাত্র এই ভিত্তিতে দেয়া যেতে পারে যে, অপবাদ দানকারী স্বচক্ষে কোন ঘটনা দেখেছে। অন্যথায় যে পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে যালেমরা এই অপবাদ দান করেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশই সৃষ্টি হয়না।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖۤ اَبَدًا

তোমাদের নসীহত করেন — আল্লাহ — যেন (না) — পুনরাবৃত্তি করো — তার অনুরূপ — কক্ষণও

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ

যদি — তোমরা হয়ে থাক — ঈমানদার — এবং — সুস্পষ্ট বিবৃত করেছেন — আল্লাহ — তোমাদের জন্যে — আয়াতসমূহ — আর — আল্লাহ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ

সর্বজ্ঞ — প্রজ্ঞাময় — নিশ্চয় — যারা — পছন্দ করে — যে — প্রসার লাভ করুক — নির্লজ্জতা

فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ

মধ্যে — (তাদের) যারা — ঈমান এনেছে — তাদের জন্যে — শাস্তি — মর্মান্তুদ — মধ্যে — দুনিয়ার — ও — আখেরাতে

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

আর — আল্লাহ — জানেন — কিন্তু — তোমরা — না — জান — এবং — যদি না (হতো) — অনুগ্রহ — আল্লাহর

عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾ يٰۤاَيُّهَا

তোমাদের উপর — ও — তাঁর দয়া(তবে নিকৃষ্ট পরিণাম হতো) — কিন্তু — নিশ্চয়ই — আল্লাহ — বড়ই দয়াবান — মেহেরবান — ওহে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ

যারা — ঈমান এনেছ — না — তোমরা অনুসরণ করো — পদাংক — শয়তানের — আর — যে — অনুসরণ করবে

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ

পদাংক — শয়তানের — তাহলে নিশ্চয়ই — সে — নির্দেশ দেবে — নির্লজ্জতার — ও — পাপ কাজের

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে নসীহত করছেন ভবিষ্যতে যেন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না কর- যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

১৮. আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকৌশলী।

১৯. যে সব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক –তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাবার যোগ্য। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।

২০. আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে (এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা নিকৃষ্ট পরিণাম দেখাত) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান, করুণাময়।

রুকূ ঃ ৩

২১. হে ঈমানদার লোকেরা! শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। যে তার অনুসরণ করবে সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজেরই হুকুম দিবে।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ

আর যদি না অনুগ্রহ আল্লাহর তোমাদের উপর ও তাঁর দয়া না পাক-পবিত্র হতে পারত তোমাদের মধ্যে (হতো)

اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

কেউই কক্ষণও কিন্তু আল্লাহ পবিত্র করে দেন যাকে চান আর আল্লাহ সব শুনেন

عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ

সব জানেন আর না (যেন) কসম খায় অধিকারীরা অনুগ্রহের তোমাদের মধ্যকার ও প্রাচুর্যের (অধিকারীরা) যে

يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ

তারা দেবে (না) আত্মীয় স্বজনকে ও অভাবগ্রস্তদেরকে ও মোহাজেরদেরকে

سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ

পথে আল্লাহর এবং তারা মাফ করে দেয় যেন এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে যেন কি না তোমরা পছন্দ কর যে মাফ করবেন

اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল মেহেরবান

আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার রহম ও করম তোমাদের প্রতি যদি না থাকত তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ পাক ও পবিত্র হতে পারত না। বরং আল্লাহই যাকে চান পাক ও পবিত্র করে দেন। আর আল্লাহ সর্বাধিক শুনেন ও জানেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থবান তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত, মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মা'ফ করে দেবেন? আর আল্লাহর পরিচয় এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুনাময়[১৪]।

১৪। এই আয়াত এই উপলক্ষ্যে নাযিল হয় যে দোষারোপকারীদের মধ্যে কোন কোন সাদা-সিধা মুসলমানও শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবুবকরের এক নিকট আত্মীয় ছিলেন; হযরত আবুবকর যার প্রতি সব সময় অনুগ্রহ ও উপকার করতেন। এই দুঃখজনক ঘটনার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) শপথ করেন, যে এখন থেকে তিনি আর তার সঙ্গে কোন সদ্ব্যবহার করবেন না। সিদ্দিক আকবর (মহা সত্যবাদী) হযরত আবুবকরের ন্যায় ব্যক্তি ব্যাপারটি উপেক্ষা বা ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করবেন না আল্লাহতা'আলা তা পছন্দ করেননি।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا فِي

নিশ্চয়ই যারা অপবাদ দেয় চরিত্র সম্পন্না সাদাসিধা মু'মিনাদেরকে লা'নত করা হয়েছে মধ্যে

الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

দুনিয়ার ও আখেরাতে এবং তাদের জন্যে শাস্তি (রয়েছে) কঠিন সেদিন সাক্ষ্য দেবে তাদের বিরুদ্ধে

أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ

তাদের জিহ্বাগুলো ও তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো ঐ বিষয়ে যা তারা কাজ করছিল সেদিন

يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ

তাদেরকে পুরাপুরি দেবেন আল্লাহ তাদের প্রতিদান যথাযোগ্য আর তারা জানবে যে আল্লাহ তিনিই

الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ اَلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ

সত্য (সত্যের) সুস্পষ্ট প্রকাশক দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্যে (যোগ্য) ও দুশ্চরিত্র পুরুষরা

لِلْخَبِيثَٰتِ وَ الطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ

দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্যে (যোগ্য) এবং সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে (যোগ্য) ও সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্যে (যোগ্য)

---

২৩. যে সব লোক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না, সাদাসিধা ও মুমেন স্ত্রীলোকদের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করে, তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করা হয়েছে, আর তাদের জন্য বড় আযাব রয়েছে।

২৪. তারা যেন সেই দিনটি ভুলে না যায় যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা এবং তাদের নিজেদের হাত ও পা তাদের ক্রিয়া-কর্মের সাক্ষ্যদান করবে।

২৫. সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে সেই প্রতিদান পুরাপুরি দেবে যা তারা পাবার যোগ্য। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসাবেই প্রকাশ করেন।

২৬. খারাব চরিত্রের স্ত্রীলোক খারাব চরিত্রের পুরুষদের যোগ্য। এবং খারাব চরিত্রের পুরুষ খারাব চরিত্রের স্ত্রীদের যোগ্য। অনুরূপভাবে পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোক পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য যোগ্য এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষ পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের জন্য যোগ্য।
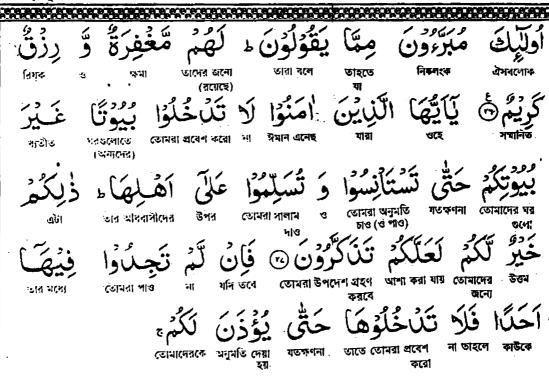
তারা নিষ্কলংক সেই সব কথা হতে যা লোকেরা রচনা করে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রেয্‌ক।

রুকু ঃ ৪

২৭. হে ঈমানদার লোকেরা[১৫] নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়; আশা করা যাচ্ছে যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে।

২৮. সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে ঘরে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমনি দেয়া না হবে[১৬]।

১৫। সমাজে খারাবি প্রকট হয়ে উঠলে তার প্রতিকার ও সংশোধন কি উপায়ে করতে হবে সূরার সূচনার নির্দেশগুলি তা দেখানোর জন্যই দেয়া হয়েছে।

১৬। অর্থাৎ কারও পক্ষে কারুর শূন্য ঘরে প্রবেশ করা বৈধ নয়, তবে অবশ্য গৃহকর্তা যদি অনুমতি দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহকর্তা কাউকে বললো 'যদি আমি উপস্থিত না থাকি, তবে আপনি আমার কামরাতে বসে থাকবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্যস্থানে আছেন আপনি এ খবর পাবার পর গৃহকর্তা আপনাকে বলে পাঠালেন যে "আপনি তশরীফ রাখুন, আমি এখুনি আসছি।"

وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط

আর যদি বলা হয় তোমাদেরকে তোমরা ফিরে যাও তোমরা তাহলে ফিরে যাও তা পবিত্রতম তোমাদের জন্যে

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ

আর আল্লাহ ঐ বিষয়ে যা তোমরা কর (সেসম্পর্কে) খুব অবহিত নেই তোমাদের উপর কোন গুনাহ যে

تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ

তোমরা প্রবেশ করবে (এমন) ঘরগুলোতে (যা) নয় বসবাসের স্থান (কারো) তার মধ্যে (আছে) উপকারী দ্রব্য তোমাদের (সবার জন্যে) আর আল্লাহ জানেন

مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا

যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর (হেনবী) বল মু'মিনদেরকে সংযত করে (যেন তারা)

مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط

তাদের দৃষ্টিগুলোকে এবং সংরক্ষণ করে (যেন) তাদের লজ্জাস্থান সমূহকে এটা পবিত্রতম তাদের জন্যে

আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তা হলে তোমরা ফিরে যেও; এ তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি[১৭]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।

২৯. অবশ্য তোমাদের জন্য এতে কোন দোষ নেই যে, তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করবে যা কারো বসবাসের জায়গা নয়, আর যেখানে তোমাদের কোন উপকারের (বা কাজের) জিনিস পড়ে রয়েছে[১৮]। তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর, আর যা কিছু গোপন কর সব বিষয় আল্লাহ জানেন।

৩০. হে নবী, মু'মেন পুরুষদের বলঃ তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচিয়ে চলে[১৯]। এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। এ তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি।

১৭। অর্থাৎ এতে কিছু খারাব মনে করা উচিৎ নয়। যে কোন ব্যক্তির এ হক আছে যে, যদি সে কোন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ করতে না চায় তবে সে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করতে পারে। অথবা কোন ব্যস্ততা যদি সাক্ষাৎকারে বাধা হয় তবে সে ওযর দেখাতে পারে।

১৮। অর্থাৎ হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মোসাফেরখানা প্রভৃতি যেখানে লোকের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে।

১৯। মূলে غض بصر এর নিদের্শ দেয়া হয়েছে সাধারণতঃ যার অনুবাদ করা হয়ঃ দৃষ্টি অবনত করা বা অবনত রাখা। আসলে এ হুকুমের মর্ম সর্বদা নিচের দিকে দৃষ্টি রাখা নয়। বরং এর অর্থ পূর্ণভাবে চোখ ভরে না দেখা, এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। চোখকে বাঁচিয়ে চলে এই কথা দ্বারা এ অর্থ ঠিক আদায় হতে পারে। অর্থাৎ যে জিনিস দেখা সমীচীন নয় তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া –তা এতে দৃষ্টি নিচের দিকে অবনত করা হোক বা অন্য কোনদিকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। পূর্বাপার প্রসংগ হতেও একথা জানা যায় যে এ বাধ্য-বাধকতা যে জিনিসের উপর আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে পুরুষ মানুষদের নারীদেরকে দেখা অথবা অপরের সতরের (লজ্জাস্থানের, আবরণ যোগ্য অংগের) প্রতি দৃষ্টিপাত করা বা অশ্লীল দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | খুব অবগত | (ঐ বিষয়ে) যা কিছু | তারা করে | এবং | বল | মুমিন স্ত্রীলোকদেরকে

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

তারা সংযত রাখে (যেন) | তাদের দৃষ্টিসমূহকে | ও | সংরক্ষণ করে (যেন) | তাদের লজ্জাস্থানসমূহকে

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

এবং | না (যেন) | প্রদর্শন করে | তাদের সৌন্দর্য | ব্যতীত | যা | (সাধারণভাবে) প্রকাশ পায় | তাহতে | এবং | যেন | ফেলে রাখে

بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

তাদের ওড়না | উপর | তাদের বক্ষদেশের | আর | না (যেন) | প্রকাশ করে | তাদের সাজসজ্জা

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ

ব্যতীত | তাদের স্বামীদের নিকট | অথবা | তাদের পিতাদের (নিকট) | অথবা | (নিকট) পিতাদের | তাদের স্বামীদের

যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত।

৩১. আর হে নবী, মু'মেন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে[২০] ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়; কেবল সেই সব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এই লোকদের সামনেঃ তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা[২১]

২০। এ কথা লক্ষ্য করা উচিত যে আল্লাহর শরীয়ত নারীদের বেলায় মাত্র ততটুকুই নির্দেশ দান করে ক্ষান্ত হয় না যতটুকু পুরুষদের সম্পর্কে দিয়ে থাকে, অর্থাৎ দৃষ্টি বাঁচানো এবং লজ্জাস্থানসমূহ সুরক্ষিত রাখা বরং শরীয়ত নারীদের কাছ থেকে কিছু বেশী দাবী করে যা পুরুষদের কাছে করে না। এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ তুল্য নয়।

২১। পিতা বলতে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ ও প্রমাতামহ বুঝায়। সুতরাং একজন স্ত্রীলোক নিজের পিতামহের ও মাতামহের তরফের এবং স্বামীর পিতামহ ও মাতামহের তরফের এই সব মুরব্বীদের সামনে ঠিক সেই ভাবে আসতে পারে যেমন পারে নিজের পিতা ও শ্বশুরের সামনে আসতে।
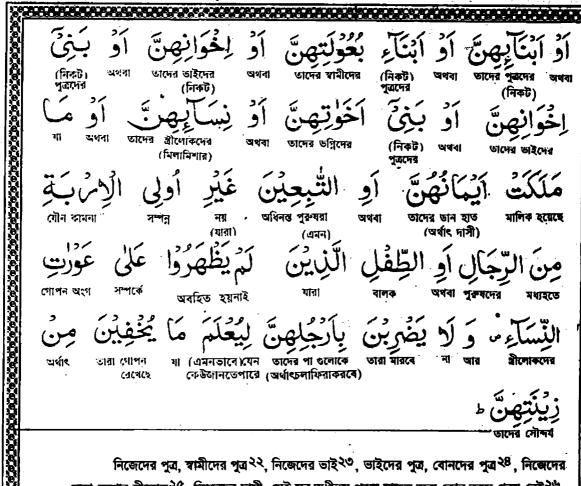
নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র[২২], নিজেদের ভাই[২৩], ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র[২৪], নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক[২৫], নিজেদের দাসী, সেই সব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নেই[২৬], আর সেই সব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয় নি। তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে চলাফিরা করবে না, এভাবে যে নিজেদের যে সৌন্দার্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে ।

২২। পুত্রদের মধ্যে পৌত্র, প্রোপৌত্র, কন্যার সন্তান ও সন্তানের সন্তান সবই অন্তর্ভুক্ত যে ব্যাপারে 'আপন বা সৎ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিজের সতীনের সন্তানদের সামনেও স্ত্রী লোকেরা সাজ-সজ্জাসহ তেমনি ভাবে আসতে পারে যেমন নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের সামনে পারে।

২৩। 'ভাই'দের মধ্যে আপন ভাই, সৎ ভাই ও মায়ের অন্য স্বামীর সন্তান সবই অর্ন্তভুক্ত।

২৪। ভাই ও ভগ্নি বলতে তিন প্রকারের ভাই ও ভগ্নি বোঝায় এবং তাদের সন্তান, সন্তানের সন্তান এবং কন্যার সন্তান সবই সন্তান বলে গণ্য।

২৫। এর দ্বারা আপনা আপনিই একথা প্রকাশ পায় যে আওয়ারা (ভবঘুরে) ও কু-চলন সম্পন্ন স্ত্রী লোকদের সামনে সম্ভ্রান্ত মুসলমান স্ত্রী লোকদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা উচিৎ নয়।

২৬। অর্থাৎ অধীনস্থ হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে এ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তারা এই ঘরের স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে কোন অপবিত্র আকাঙ্খা পোষণের সাহস পেতে পারে।

وَ تُوبُوٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ

আর | তোমরা তওবা কর | নিকট | আল্লাহর | সকলেই | ওহে | মু'মিনরা

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِينَ

আশা করা যায় | কল্যাণ পাবে তোমরা | এবং | তোমরা বিবাহ দাও | জুড়িহীনদেরকে | তোমাদের মধ্যকার | ও | (যারা) সচ্চরিত্রবান

مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

মধ্যহতে | তোমাদের দাসদের | ও | তোমাদের দাসীদের | যদি | তারা হয় | অভাবগ্রস্ত | তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন | আল্লাহ

مِنْ فَضْلِهٖ ط وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَ لْيَسْتَعْفِفِ

তাঁর অনুগ্রহে | আর | আল্লাহ | প্রাচুর্যময় | মহাবিজ্ঞ | এবং | সংযত হওয়া উচিত

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ

(তাদের) যারা | না | সামর্থ রাখে | বিবাহ করতে | যতক্ষণনা | তাদেরকেঅভাবমুক্ত করে দেন | আল্লাহ

فَضْلِهٖ ط وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ

তাঁর অনুগ্রহে | এবং | যারা | চায় | (মুক্তির) চুক্তিপত্র করতে | তাদের মধ্যহতে যাদের | মালিক করেছে

اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ

তোমাদের ডান হাত (অর্থাৎ দাসদাসী) | তোমরা তাহলে মুক্তির চুক্তিকর | তাদের সাথে

হে মু'মেন লোকেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কলাণ লাভ করবে।

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, আর তোমাদের দাসদাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান, তাদের বিবাহ দাও। তারা যদি গরীব হয়, তা হলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধণী করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততা বিধানকারী এবং মহাবিজ্ঞ।

৩৩. আর যারা বিবাহের সুযোগ পাবে না তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে হতে যারা চুক্তি-পত্র করার দরখাস্ত দিবে তাদের সাথে চুক্তি-পত্র কর[২৭]

২৭। 'মোকাতাবত' –এর অর্থ দাস বা দাসী মুক্তি লাভের জন্য নিজ মালিককে বিনিময় অর্থ দেবার প্রস্তাব করলে এবং মনিব তা কবুল করলে উভয়ের মধ্যে চুক্তি পত্র লেখা-পড়া।

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ
যদি তোমরা জানতে পার তাদের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ এবং তাদেরকে দাও হতে সম্পদ আল্লাহর

الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
যা তোমাদেরকেতিনি দিয়েছেন এবং না তোমরা বাধ্য করো তোমাদের দাসদাসীদেরকে জন্যে বেশ্যা বৃত্তির

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن
যখন তারা চায় চরিত্রবতী হয়ে থাকতে লাভের জন্যে স্বার্থ জীবনের দুনিয়ার আর যে

يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾
তাদেরকে বাধ্য করবে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরে তাদেরকে জবরদস্তির (তাদের উপর) ক্ষমাশীল স্নেহবান

তোমরা যদি জানতে পার যে তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে[২৮], আর তাদেরকে সেই মাল-সম্পদ হতে দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন[২৯]। আর তোমাদের দাসীদের নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করোনা[৩০]। যখন তারা নিজেরা চরিত্রবতী থাকতে চায়[৩১]। যে তাদেরকে সেজন্য জবরদস্তি করবে, আল্লাহ এ জবরদস্তির পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল দয়াময়।

২৮। 'কল্যাণ' বলতে দুটো জিনিস বোঝায়ঃ প্রথমত গোলামের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বিনিময় অর্থ দান করার যোগ্যতা। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে এতটা বিশ্বস্ততা ও সততা বর্তমান থাকা যে তার কথার উপর আস্থা স্থাপন করে চুক্তি করা যেতে পারে।

২৯। এটা এক সাধারণ নির্দেশ। মনিব যেন কিছু না কিছু অর্থ মাফ করে দেয়, মুসলমানরাও যেন তাকে সাহায্য করে এবং বায়তুলমাল থেকেও তাকে যেন সাহায্য দান করা হয়।

৩০। জাহেলিয়াতের যুগে আরববাসীরা নিজেদের দাসীদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতো এবং তাদের উপার্জন ভক্ষণ করতো। ইসলাম এই পেশাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩১। অর্থাৎ যদি দাসী স্বেচ্ছায় কু-কর্মে রত হয় তবে সে নিজে তার আপরাধের জন্য দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোরপূর্বক তাকে কু-ব্যবসায়ে লিপ্ত করায় তবে মালিকই দায়ী হবে এবং মালিককেই পাকড়ানো হবে।

وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ
আর নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি তোমাদের নিকট আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট

وَّ مَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً
ও দৃষ্টান্ত হতে (তাদের) যারা অতীত হয়েছে পূর্বে তোমাদের ও উপদেশ

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۴﴾ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ مَثَلُ
মুত্তাকীদের জন্যে আল্লাহ জ্যোতি আকাশমন্ডলির ও পৃথিবীর দৃষ্টান্ত

نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ
তাঁর জ্যোতির যেমন দীপাধার তারমধ্যে (আছে) একটি প্রদীপ প্রদীপটি (অবস্থিত) মধ্যে একটি কাঁচপাত্রের

اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ
(এমন) কাঁচপাত্র যেন তা তারকা উজ্জ্বল তা প্রজ্জ্বলিত করা হয় (তেল) দ্বারা গাছের বরকত ওয়ালা

৩৪. আমরা সুস্পষ্ট ভাষার হেদায়াত-সম্পন্ন আয়াত তোমাদের নিকট নাযিল করেছি, আর সেই জাতিগুলির শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত সমূহও আমরা তোমাদের সামনে পেশ করেছি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। আর সেই নসীহত সমূহও করে দিয়েছি যা খোদাভীরু লোকদের জন্য হয়ে থাকে।

রুকু : ৫

৩৫. আল্লাহ আকাশমন্ডল ও যমীনের নূর[৩২]। (বিশ্বলোকে) তাঁর নূর-এর দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একটি তার্কের উপর প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা ফানুসের মধ্যে। ফানুসের অবস্থা এরূপ, যেমন মোতির মত ঝকমক করা তারকা, আর সেই চেরাগ এমন এক বরকত ওয়ালা জয়তন গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়,

৩২। অর্থাৎ বিশ্বে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তারই নূরের বদৌলতে।
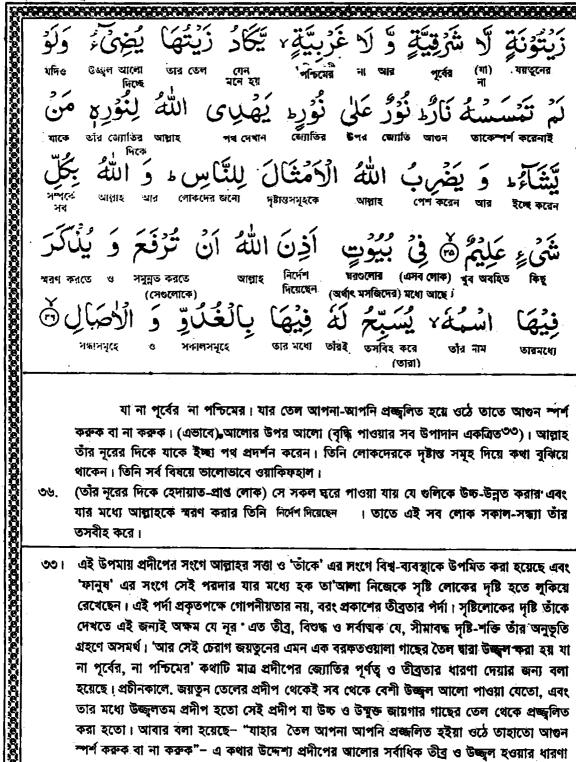
যা না পূর্বের না পশ্চিমের। যার তেল আপনা-আপনি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে তাতে আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর উপর আলো (বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান একত্রিত৩৩)। আল্লাহ তাঁর নূরের দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনি লোকদেরকে দৃষ্টান্ত সমূহ দিয়ে কথা বুঝিয়ে থাকেন। তিনি সর্ব বিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল।

৩৬. (তাঁর নূরের দিকে হেদায়াত-প্রাপ্ত লোক) সে সকল ঘরে পাওয়া যায় যে গুলিকে উচ্চ-উন্নত করার এবং যার মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন । তাতে এই সব লোক সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তসবীহ করে।

৩৩। এই উপমায় প্রদীপের সংগে আল্লাহর সত্তা ও 'তাঁকে' এর সংগে বিশ্ব-ব্যবস্থাকে উপমিত করা হয়েছে এবং 'ফানুষ' এর সংগে সেই পরদার যার মধ্যে হক তা'আলা নিজেকে সৃষ্টি লোকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রেখেছেন। এই পর্দা প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তার নয়, বরং প্রকাশের তীব্রতার পর্দা। সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি তাঁকে দেখতে এই জন্যই অক্ষম যে নূর এত তীব্র, বিশুদ্ধ ও সর্বাত্মক যে, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি-শক্তি তাঁর অনুভূতি গ্রহণে অসমর্থ। 'আর সেই চেরাগ জয়তুনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের তৈল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয় যা না পূর্বের, না পশ্চিমের' কথাটি মাত্র প্রদীপের জ্যোতির পূর্ণত্ব ও তীব্রতার ধারণা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। প্রচীনকালে. জয়তুন তেলের প্রদীপ থেকেই সব থেকে বেশী উজ্জ্বল আলো পাওয়া যেতো, এবং তার মধ্যে উজ্জ্বলতম প্রদীপ হতো সেই প্রদীপ যা উচ্চ ও উন্মুক্ত জায়গার গাছের তেল থেকে প্রজ্জ্বলিত করা হতো। আবার বলা হয়েছে- "যাহার তৈল আপনা আপনি প্রজ্জলিত হইয়া ওঠে তাহাতো আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক"- এ কথার উদ্দেশ্য প্রদীপের আলোর সর্বাধিক তীব্র ও উজ্জ্বল হওয়ার ধারণা দান করা।

৩৭. যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচায় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা হতে গাফিল করে দেয় না। তারা সে দিনকে ভয় করতে থাকে যে দিন দিল উল্টিয়ে যাওয়া এবং চোখ পাথর হয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখা দেবে।

৩৮. (আর তারা এ সব করে এ জন্য) যেন আল্লাহ তাদের উত্তম আমলের প্রতিফল তাদেরকে দেন এবং অতিরিক্ত স্বীয় অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেন। আল্লাহ যাকে চান বে-হিসেব রেজেক দান করেন।

৩৯. (পক্ষান্তরে) যারা কুফরী করেছে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শুষ্ক পানিহীন মরুভূমির বুকে মরীচিকা; পিপাসু ব্যক্তি তা পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সেখানে পৌছিল তখন কিছুই পেল না। বরং সেখানে সে আল্লাহকেই বর্তমান পেল যিনি তার পুরাপুরি হিসাব সম্পন্ন করে দিলেন।
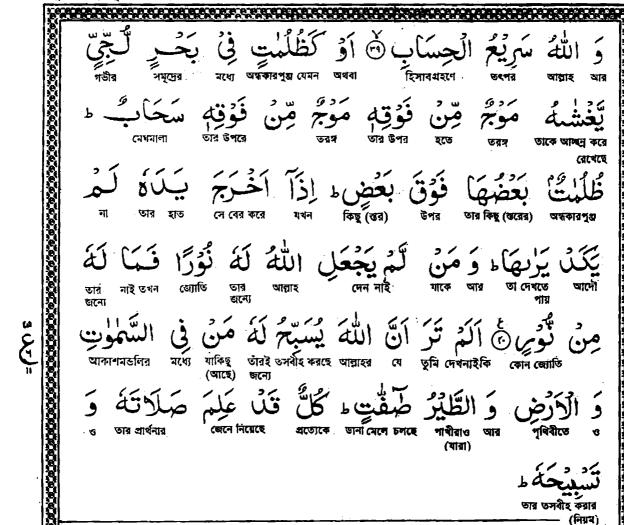
আর আল্লাহর হিসেব গ্রহণে তৎপর।

৪০. অথবা তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন এক গভীর সমুদ্রের বুকে অন্ধকার; উপরে এক ঢেউ ছেয়ে রয়েছে, তার উপর আর একটি ঢেউ, তার উপর রয়েছে মেঘমালা; অন্ধকারের উপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলেও তা সে দেখতে পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে নূর দেননি তার জন্য আর কোন নূরই নেই।

রুকু ঃ ৬

৪১. তোমরা কি দেখতে পাও না যে, আল্লাহর তসবীহ করছে সেই সব-কিছু যা আকাশ মন্ডল ও যমীনে অবস্থিত রয়েছে- আর সেই পক্ষীকূলও যারা পক্ষবিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে? প্রত্যেকেই নিজের নামায ও তসবীহ করার নিয়ম জানে।

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ
আর আল্লাহ্ খুব অবহিত যাকিছু তারা করছে আর আল্লাহরই জন্যে সার্বভৌমত্ব

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾ اَلَمْ تَرَ
আকাশমণ্ডলির ও পৃথিবীর এবং দিকে আল্লাহরই প্রত্যাবর্তন (সকলেরই) তুমি লক্ষ্যকর নাই কি

اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ
যে আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে এরপর পুঞ্জীভূত করেন তার মাঝে এরপর তাকে করেন

رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَ يُنَزِّلُ مِنَ
ঘনীভূত তুমি অতঃপর দেখ বৃষ্টি নির্গত হয় হতে তার ভিতর এবং বর্ষণ করেন (শিলাবৃষ্টি) হতে

السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ
আকাশ সাহায্যে পাহাড়গুলোর তার মধ্যে থাকে বরফ শিলা ক্ষতি পৌছান অতঃপর তা দিয়ে

مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ
যাকে ইচ্ছে করেন আবার তা ফিরিয়ে রাখেন হতে যার তিনি ইচ্ছে করেন উপক্রম হয় তার বিদ্যুৎ ঝলক

يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ
কেড়ে নেবে দৃষ্টিশক্তিকে আবর্তন ঘটান আল্লাহ রাতকে ও দিনকে

আর যারা এ সব করে, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল

৪২. আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী আল্লাহরই জন্য, আর তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন। পরে তার খন্ডগুলিকে পারস্পরিক একত্রিত ও সম্মিলিত করেন, পরে তাকে আরো পুঞ্জিভূত ও ঘনিভুত করে তোলেন ? তোমরা এও দেখ যে, তার অভ্যন্তর হতে বৃষ্টির ফোটা টপকিয়ে পড়তে থাকে। আর তিনি আকাশ হতে উচ্চ[৩৪] পাহাড়গুলির সাহায্যে শীলা বর্ষণ করেন। আর যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে ক্ষতি পৌঁছিয়ে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা তা হতে বাঁচিয়ে রাখেন। তার বিদ্যুতের চমক চোখকে ঝলসিয়ে দেয়।

৪৪. রাত ও দিনের আবর্তন তিনিই ঘটিয়ে থাকেন।

৩৪। এর অর্থ শৈত্যে জমে যাওয়া মেঘমালাও হতে পারে যাকে আলংকারিক ভাষায় আসমানের পাহাড় বলা হয়েছে এবং যমীনের বুকের পাহাড়ও হতে পারে যা শূন্যলোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই সব পাহাড়ের চূড়ায় জমা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এতই শীতল হয় যে তার ফলে মেঘমালা জমাট বাধে ও শিলাবৃষ্টি ঘটে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ

নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর শিক্ষা অবশ্যই অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্যে এবং আল্লাহ

خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ

সৃষ্টি করেছেন সব জীবকে হতে পানি অতঃপর তাদের মধ্যেহতে কেউ চলে উপর

بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ

তার পেটের আবার তাদের মধ্যেহতে কেউ চলে উপর দুপায়ের আবার তাদের মধ্য হতে

مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

কেউ চলে উপর চার (পায়ের) সৃষ্টি করেন আল্লাহ যা তিনি চান নিশ্চয়ই আল্লাহ উপর

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ

সব কিছুর ক্ষমতাবান নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট এবং আল্লাহ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ

পরিচালিত করবেন যাকে তিনি চান দিকে পথের সরল সোজা এবং তারা বলে

آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ

আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর ও রসূলের উপর আর আমরা আনুগত্য করেছি কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নেয় একদল

مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

তাদের মধ্য হতে পরে এর আর না ঐসবলোক ঈমানদার

তাতে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

৪৫. আল্লাহ সব জীবকেই এক প্রকারের পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। তার কোন কোনটি বুকের উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কোন কোনটি দুই পায়ে ভর করে চলে, আবার কোন কোনটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা-ই চান সৃষ্টি করেন, তিনি তো সর্বশক্তিমান।

৪৬. আমরা স্পষ্ট ভাষায় মহাসত্য প্রকাশকারী আয়াত-সমূহ নাযিল করে দিলাম। এখন সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে হেদায়াত আল্লাহই দিবেন যাহাকে তিনি চান।

৪৭. এই লোকেরা বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহও রসূলের প্রতি, আর আমরা আনুগত্য মেনে নিয়েছি। কিন্তু পরে তাদের মধ্য হতে একদল লোক আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এরূপ লোক কক্ষণই মু'মেন নয়।

৪৮. তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় - যেন রসূল তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের মামলার ফয়সালা করে দিবেন, তখন তাদের মধ্য হতে একদল পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

৪৯. অবশ্য সত্য যদি তাদের আনুকূল্য করে তা হলে তারা রসূলের নিকট বড় আনুগত্যশীল লোক হিসেবে উপস্থিত হয়।

৫০. তাদের দিলেকি (মুনাফেকীর) রোগ প্রবেশ করেছে? কিংবা তারা সন্দেহে পড়ে গেছে? অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন বলে তাদের ভয় হচ্ছে? আসল কথা এই যে, তারা নিজেরাই তো যালেম।

রুকু ঃ ৭

৫১. ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হবে- যেন রসূল তাদের মামলা-মুকদ্দমার ফয়সালা করে দেয়- তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুতঃ এ রূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভ করে।

৫২. আর সফল হবে সেই সকল লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে।

৫৩. তারা (মুনাফেকরা) আল্লাহর নামে কড়া কড়া শপথ করে বলে, "আপনি হুকুম দিলে আমরা ঘর-বাড়ী হতে বের হয়ে আসব।" তাদেরকে বলঃ "শপথ করোনা, তোমাদের আনুগত্যশীলতার অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানা আছে। তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ বে-খবর নন।"

৫৪. বলঃ "আল্লাহর অনুগত হও এবং রসূলের অধীন ও অনুসরণকারী হয়ে থাক। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তা হলে খুব ভালোভাবেই জেনে নাও, রসূলের উপর যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব দান করা হয়েছে সে জন্য সে-ই যিম্মাদার; আর তোমাদের উপর যে ফরযের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই হেদায়াত পাবে। অন্যথায় রসূলের দায়িত্ব এ হতে বেশী নয় যে, সে পরিষ্কার ভাবে বিধান পৌঁছিয়ে দিবে।"

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ওয়াদা করেছেন | আল্লাহ | (তাদেরকে) যারা | ঈমান আনে | তোমাদের মধ্যে হতে | ও | কাজ করে | নেকীর

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ

তাদেরকে তিনি অবশ্যই খলিফা বানাবেন | পৃথিবীতে | যেমন | খলীফা বানিয়েছিলেন | (তাদেরকে) যারা

قَبْلِهِمْ ۖ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ

তাদের পূর্বে (ছিল) | এবং | অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন | তাদের জন্যে | তাদের দ্বীনকে | যা | তিনি পছন্দ করেছেন | তাদের জন্যে

وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ

ও | অবশ্যই তাদের জন্যে পরিবর্তিত করে দেবেন | পরে | তাদের ভয়-ভীতির | নিরাপত্তায় | আমারই তারা ইবাদতকরবে

لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

(আর) না | তারা শরীক করবে | আমার সাথে | কোন কিছুরই | আর | যে | কুফরী করবে | পরে | এর | ঐসবলোক অতঃপর

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾

তারাই | সত্যত্যাগী

৫৫. তোমাদের মধ্যে হতে সেইসব লোকের সাথে–যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে– আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিন তাদেরকে তেমনি ভাবে যমীনে খলিফা বানাবেন যেমন ভাবে তাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের এই দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে দিবেন যা আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তা মূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিবেন। তারা শুধু আমারাই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না[৩৫]। অতঃপর যারা কুফরী করবে[৩৬] তারাই আসলে ফাসেক লোক।

৩৫। কেউ কেউ এর থেকে এই ভুল ধারণা গ্রহণ করে বসে যে– পৃথিবীতে যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে সেই খেলাফত লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত কথা আয়াতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছেঃ যে মু'মিন হবে আল্লাহ তাকে খেলাফত দান করবেন।

৩৬। এর অর্থ এ হতে পারে যে– খেলাফত পেয়ে না শোকরী (অকৃতজ্ঞতা) করে এবং এর অর্থ এও হতে পারে যে মুনাফেকদের মত আচরণ করতে লাগে বাহ্যতঃ যেন মু'মিন, কিন্তু আসলে ঈমান থেকে খালি।

৫৬. নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর। আশা আছে যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

৫৭. যে সব লোক কুফরী করেছে তাদের সম্পর্কে এই ভুল ধারণায় থেকো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে কাতর ও অক্ষম করে দিবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা খুবই খারাব ঠিকানা।

রুকু ঃ ৮

৫৮. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের মালিকানাধীন স্ত্রী-পুরুষ আর তোমাদের সে সব বালক, যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছেনি, তিনটি সময় যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে ঃ সকালের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রেখে দাও, আর এশার নামাযের পর।
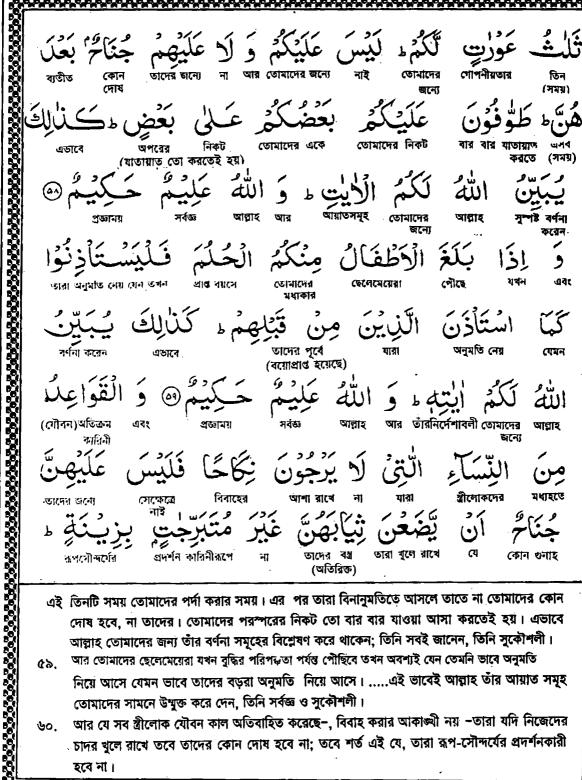
এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময়। এর পর তারা বিনানুমতিতে আসলে তাতে না তোমাদের কোন দোষ হবে, না তাদের। তোমাদের পরস্পরের নিকট তো বার বার যাওয়া আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বর্ণনা সমূহের বিশ্লেষণ করে থাকেন; তিনি সবই জানেন, তিনি সুকৌশলী।

৫৯. আর তোমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছিবে তখন অবশ্যই যেন তেমনি ভাবে অনুমতি নিয়ে আসে যেমন ভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। .....এই ভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াত সমূহ তোমাদের সামনে উম্মুক্ত করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সুকৌশলী।

৬০. আর যে সব স্ত্রীলোক যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে–, বিবাহ করার আকাঙ্খী নয় –তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের কোন দোষ হবে না; তবে শর্ত এই যে, তারা রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না।

وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

আর / বিরত থাকলে / উত্তম / তাদের জন্যে / আর / আল্লাহ / সব কিছু শুনেন / সবকিছুজানেন

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ

নেই / জন্যে / অন্ধের / কোন দোষ / আর / না / জন্যে / পংগুর / কোন দোষ

وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ

আর / না / জন্যে / রোগীর / কোন দোষ / আর / না / জন্যে / তোমাদের নিজেদের (কোনদোষ) / যে

تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

তোমরা খাও / হতে / তোমাদের ঘরগুলো / অথবা / ঘরগুলো (হতে) / তোমাদের বাপ দাদাদের / অথবা / ঘরগুলো (হতে)

اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ

তোমাদের মা-নানী দের / অথবা / ঘরগুলো (হতে) / তোমাদের ভাইদের / অথবা / ঘরগুলো (হতে) / তোমাদের বোনদের

اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

অথবা / ঘরগুলো(হতে) / তোমাদের চাচাদের / অথবা / ঘরগুলো (হতে) / তোমাদের ফুফুদের / অথবা / ঘরগুলো (হতে)

اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ

তোমাদের মামাদের / অথবা / ঘরগুলো (হতে) / তোমাদের খালাদের / অথবা / যার / তোমরা মালিক হয়েছ / তার চাবীগুলোর

اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ

অথবা / তোমাদের বন্ধুদের (গৃহে)

তা সত্ত্বেও তারা যদি লজ্জাশীলতাকে রক্ষা করে তবে তা তাদের জন্যই কল্যাণময় হবে। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনেন।

৬১. কোন অন্ধ-পংগু বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি (কারো ঘর হতে কিছু খেলে) কোন দোষ হবে না। না এ ব্যাপারে কোন দোষ আছে যে, নিজেদের ঘর হতে খাবে কিংবা নিজেদের বাপ-দাদার ঘর হতে, অথবা নিজেদের মা-নানীর ঘর হতে, নিজেদের ভাইদের ঘর হতে, নিজেদের বোনদের ঘর হতে চাচাদের ঘর হতে, আপন ফুফুদের ঘর হতে, মামাদের ঘর হতে, খালাদের ঘর হতে কিংবা তাদের ঘর হতে, যার চাবি তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, অথবা নিজেদের বন্ধু-সুহৃদদের ঘর হতে।

তোমরা একত্রিত হয়ে খাও বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খাও, তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য যখন ঘর-সমূহে প্রবেশ করবে তখন নিজেদের লোকজনকে সালাম করবে। কল্যাণের দোয়া আল্লাহর নিকট হতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের সামনে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আশা আছে যে, তোমরা বুঝে কাজ করবে।

রুকু ঃ ৯

৬২. মু'মেন মূলতঃই তারা যারা আল্লাহ ও রসূলকে অন্তর হতে মেনে নেয়। আর কোন সামাজিক-সামগ্রিক কাজে তারা যখন রসূলের সাথে একত্রিত হয় তখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে তারা চলে যায় না। হে নবী, যেসব লোক তোমার নিকট অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও রসূলকে মানে।

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ

অতএব যখন, তোমার(নিকট) অনুমতি চায়, কোনকিছুর জন্যে, তাদের ব্যাপারে, তখন অনুমতি দাও, যাকে, তুমি চাও

مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

তাদের মধ্য হতে, আর, ক্ষমা চাও, তাদের জন্যে, আল্লাহর (নিকট), নিশ্চয়ই, আল্লাহ, ক্ষমাশীল, মেহেরবান

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ

না, তোমরা গণ্য করো, আহবানকে, রাসূলের, তোমাদের মাঝে, আহবানের মত, তোমাদের একে

بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ

অপরের, নিশ্চয়ই, জানেন, আল্লাহ, (তাদেরকে) যারা, সরে পড়ে, তোমাদের মধ্যহতে

لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ

আড়ালে, ভয় করা উচিৎ সুতরাং, (তাদের) যারা, অমান্য করে, হুকুমের, তার, যে

تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

তাদের(উপর)পড়বে, বিপর্যয়, অথবা, তাদের (উপর) পড়বে, শাস্তি, মর্মন্তুদ

অতএব তারা যখন নিজেদের কোন কাজের কারণে অনুমতি চাইবে তখন তুমি যাকে ইচ্ছা অনুমতি দান কর। আর এই ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাতের দোয়া কর। আল্লাহ নিশ্চিতই ক্ষমাশীল ও দায়াবান।

৬৩. হে মুসলমান! রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের মত ব্যাপার মনে করো না। আল্লাহ সেই লোকদের খুবই ভালভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য হতে পরস্পরের আড়াল নিয়ে চুপে চুপে সরে পড়ে। রসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোন ফেতনায় আটক হয়ে না পড়ে, কিংবা তাদের উপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে।

أَلَآ	إِنَّ	لِلَّهِ	مَا	فِي	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْأَرْضِ ط	قَدْ	يَعْلَمُ
সাবধান হও	নিশ্চয়ই	আল্লাহরই জন্যে	যা কিছু	আছে	আকাশমন্ডলীতে	ও	পৃথিবীতে	নিশ্চয়ই	তিনি জানেন

مَآ	أَنْتُمْ	عَلَيْهِ ط	وَ	يَوْمَ	يُرْجَعُونَ	إِلَيْهِ	فَيُنَبِّئُهُمْ	بِمَا
তা	তোমরা (আছ)	যে (অবস্থার) উপরে	এবং	যেদিন	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে	তাঁর দিকে	তখন তাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন	ঐবিষয়ে যা

عَمِلُوا ط	وَ	اللَّهُ	بِكُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيمٌ ٦٤
তারা কাজ করেছে	আর	আল্লাহ	সব সম্পর্কে	কিছু	খুব জ্ঞাত
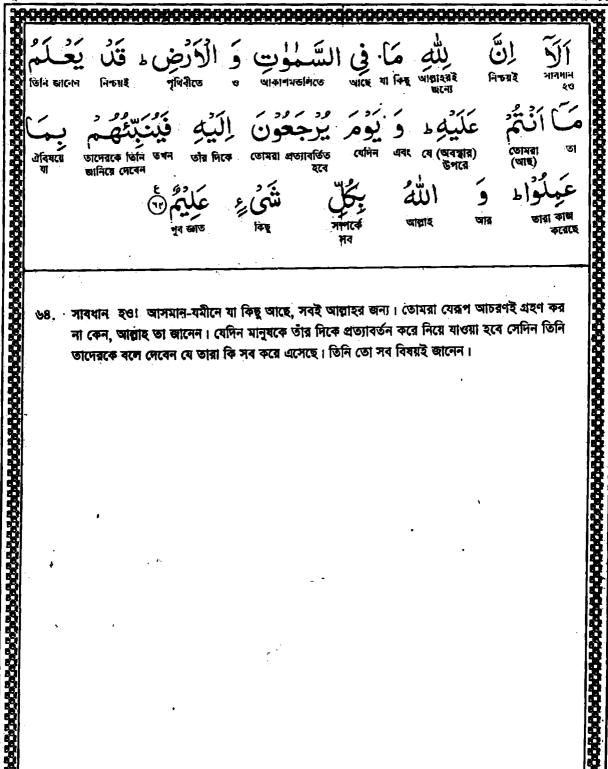
৬৪. সাবধান হও! আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জন্য। তোমরা যেরূপ আচরণই গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ তা জানেন। যেদিন মানুষকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যে তারা কি সব করে এসেছে। তিনি তো সব বিষয়ই জানেন।

সূরা আল-ফোরকান

নামকরণ

এ সূরার প্রথম আয়াত 'تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ' এর 'আল-ফোরকান' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ সূরার মত শুধু একটি চিহ্ন হিসেবেই এ নাম গ্রহণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ সূরার বিষয়-বস্তুর সঙ্গে এ নামের কিছু না কিছু সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানা যাবে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বর্ণনাভংগী এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, সূরা মু'মেনূন ইত্যাদি যখন নাযিল হয়, এ সূরাটিও তখন নাযিল হয়েছে, আর তা ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবনে জরীর ও ইমাম রাযী যাহ্‌হাক ইবনে মুজাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের এ রেওয়ায়াত্ উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি সূরা নিসার আট বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এ হিসেবেও এর নাযিল হওয়ার সময় কাল সেই মাঝামাঝি সময়ই মনে হয়। ইবনে জরীর , ১৯শ খন্ড, ২৮-৩০পৃঃ; তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড-, ৩৫৮পৃঃ

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

কুরআন মজীদ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এবং তার পেশকৃত আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের তরফ হতে যে সব সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল, এ সূরায় সে সবের জবাব এবং তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। তার এক একটা প্রশ্নের পরিমিত ও যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে। আর সংগে সংগে সত্য দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার মারাত্মক পরিণতির কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। শেষ ভাগে সূরা মু'মেনূন এর ন্যায়- ঈমানদার লোকদের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের একটা চিত্র অংকন করে জনগণের সামনে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ মাপকাঠি দ্বারা পরখ করে দেখ, কে খাঁটি ও কে অখাঁটি-কৃত্রিম। এক দিকে রয়েছে এহেন মহান স্বাভাব-চরিত্রসম্পন্ন লোক যারা নবী করীম (সঃ)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণের ফলে এ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ ব্যক্তি চরিত্র তৈরী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর অপরদিকে রয়েছে স্বভাব চরিত্রের সেই নমুনা, যা সাধারণ আরবদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যা বহাল রাখার জন্য জাহেলিয়াতের ধারক বাহকরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এ দু'ধরনের স্বভাব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে তোমরা এর কোনটি পছন্দ কর, তা বিবেচনাকরে দেখ। আসলে এ ছিল এমন একটি প্রশ্ন যা ভাষার পোশাকে সজ্জিত করে পেশ করা হয়নি বটে, কিন্তু তবুও এ আরবের প্রত্যেকটি বাসিন্দার সামনেই বর্তমান ছিল। অতঃপর কয়েক বছরের মধ্যেই এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ছাড়া গোটা জাতিই এর যে জওয়াব দিয়েছে তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য রক্ষিত হয়ে আছে।

اٰيَاتُهَا ٧٧ (٢٥) سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٦

সাতাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা) আল-ফুরকান— সূরা -(২৫) মক্কী ছয় তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামে(শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ

অতীব বরকতপূর্ণ (সেই সত্তা) যিনি নাযিল করেছেন সত্য- মিথ্যার মাপকাঠি উপর তাঁর বান্দার সে হয় যেন

لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ ﴿١﴾ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

জগদ্বাসীর জন্যে সতর্ককারী যিনি (এমন সত্তা যে) তাঁরই জন্যে রাজত্ব আকাশমন্ডলির

وَ الْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ

ও পৃথিবীর এবং তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পুত্র আর না আছে তাঁর জন্যে কোন অংশীদার

فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾

মধ্যে রাজত্বের এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক জিনিসকে তা অতএব পরিমিত করেছেন (যথাযথ) পরিমাণে

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ

আর (কিছুলোক) গ্রহণ করেছে তাঁর পরিবর্তে ইলাহরূপে (অন্যদেরকে) না (সেই ইলাহরা) সৃষ্টি করেছে কোন কিছু অথচ

هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا

তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে আর না তারা ক্ষমতা রাখে তাদের নিজেদের জন্যেও কোন ক্ষতির

وَّ لَا نَفْعًا

আর না উপকারের

রুকু ঃ ১

১. অতীব বরকতপূর্ণ সেই সত্তা, যিনি এই ফোরকান নিজের বান্দার উপর নাযিল করেছেন যেন তা সারা জগদ্বাসীর জন্য ভয়-প্রদর্শক হয়,

২. যিনি যমীন ও আসমানসমূহের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাউকেও পুত্র বানিয়ে নেননি, যাঁর সাথে বাদশাহীতে কেউই শরীক নেই, যিনি সব জিনিসই পয়দা করেছেন এবং পরে তার একটি তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন।

৩. লোকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে এমন সব মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে যারা কোন জিনিস পয়দা করে না, বরং নিজেরাই সৃষ্ট হয়, যারা নিজেরা নিজেদের জন্যও কোন ক্ষতি বা কল্যাণের ইখতিয়ার রাখে না,

وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا

এবং | না | তারা ক্ষমতা রাখে | মৃত্যুর | আর | না | জীবনের | আর | না

نُشُوْرًا ③ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ

পুনরুত্থানের | এবং | বলে | যারা | অস্বীকার করেছে | নয় | এই (কুরআন) | এব্যতীত

اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ

মন গড়া জিনিস | তা(মুহম্মাদ (সঃ)) রচনা করেছে | ও | তাকে সাহায্য করেছে | এক্ষেত্রে | লোকেরা | অন্য সব

فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ④ۚ وَ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ

নিশ্চয়ই এভাবে | তারা উপনীত হয়েছে | যুলমে | ও | মিথ্যায় | এবং | তারা বলে | (এই কোরআন) উপকথার সমাহার

الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً

পূর্বকালের | তা সে লিখিয়ে নিয়েছে | তা অতঃপর | শুনান হয় | তার নিকট | সকালে

وَّ اَصِيْلًا ⑤ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ

ও | সন্ধ্যায় | বল (হেনবী) | তা নাযিল করেছেন | (এমন সত্তা) যিনি | জানেন | (সমুদয়) রহস্য

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا

মধ্যকার | আকাশমন্ডলির | ও | পৃথিবীর | তিনি নিশ্চয়ই | হলেন | ক্ষমাশীল

رَّحِيْمًا ⑥

মেহেরবান

যারা না মারতে পারে, না জীবন দান করতে পারে, না মৃতদের পুনরুত্থিত করতে সক্ষম।

৪. যে সব লোক নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে "এই ফোরকান এক মনগড়া জিনিস যা এই ব্যক্তি নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং অপর কিছু লোক এই কাজে তাকে সাহায্য করেছে"। বড়ই যুলুম এবং অতীব কঠিন মিথ্যা এই কথা যাতে তারা লিপ্ত হয়েছে।

৫. তারা বলে "এ পূর্বতন লোকদের রচিত জিনিস যা এই ব্যক্তি নকল করে থাকে, আর তা সকাল-সন্ধ্যা তাকে শুনানো হচ্ছে।"

৬. হে নবী। এই লোকদেরকে বল তা নাযিল করেছেন সেই মহান সত্তা, যিনি যমীন ও আকাশ মন্ডলের তত্ত্ব-রহস্য জানেন। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
قَالُوْا	তারা বলে
مَالِ	কেমন
هٰذَا	এই
الرَّسُوْلِ	রসূল
يَأْكُلُ	সে খায়
الطَّعَامَ	খাবার
وَ	ও
يَمْشِيْ	চলাফেরা করে
فِي	মধ্যে
الْاَسْوَاقِ ط	হাট বাজার সমূহে
لَوْ	কেন
لَآ	না
اُنْزِلَ	নাযিল করা হল
اِلَيْهِ	তার উপর
مَلَكٌ	কোন ফেরেশতা
فَيَكُوْنَ	সে হতো অতঃপর
مَعَهٗ	তার সাথে
نَذِيْرًا ⑦	ভীতি প্রদর্শনকারী
اَوْ	অথবা
يُلْقٰٓى	অবতীর্ণ করা হতো
اِلَيْهِ	তার উপর
كَنْزٌ	কোন ধনভাণ্ডার
اَوْ	অথবা
تَكُوْنُ	হতো
لَهٗ	তার জন্যে
جَنَّةٌ	একটি বাগান
يَّأْكُلُ	খেতো
مِنْهَا ط	তাহতে
وَ	এবং
قَالَ	বলে
الظّٰلِمُوْنَ	যালেমেরা
اِنْ	না
تَتَّبِعُوْنَ	তোমরা অনুসরণ করছ
اِلَّا	এব্যতীত
رَجُلًا	এক ব্যক্তিকে
مَّسْحُوْرًا ⑧	যাদুগ্রস্ত
اُنْظُرْ	লক্ষ্য কর
كَيْفَ	কেমন
ضَرَبُوْا	পেশ করছে
لَكَ	তোমার জন্যে
الْاَمْثَالَ	উপমাসমূহ
فَضَلُّوْا	তারা এভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে
فَلَا	অতএব না
يَسْتَطِيْعُوْنَ	তারা পেতে পারে
سَبِيْلًا ⑨	কোন (সঠিক) পথ

৭. তারা বলে এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে। তার নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হল না যে তার সংগে থাকত এবং (অমান্যকারী লোকদেরকে) ভয় দেখাত।

৮. অথবা অন্তত তার জন্য কোন ধন-ভাণ্ডারই অবতীর্ণ করা হত; কিংবা তার নিকট কোন বাগানই হত যা হতে সে (নিশ্চিন্তে) রুযি লাভ করত। আর এই যালেমরা বলে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলতে শুরু করেছ।

৯. লক্ষ্য কর, কি রকম সব যুক্তি এরা তোমার সামনে পেশ করছে। তারা এমনভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোন সঠিক পথই তারা পেতে পারে না।

تَبٰرَكَ الَّذِىْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ

(সেই সত্তা) অতীব বরকতময় যিনি | যদি | চান | দিতে পারেন | তোমার জন্যে | (আরও) উত্তম | চেয়েও | এর

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ

(অনেক) বাগবাগিচা | প্রবাহিত হয় | তার পাদদেশে | ঝর্ণাধারাসমূহ | এবং | দিতে পারেন | তোমার জন্যে

قُصُوْرًا ⑩ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ قف وَاَعْتَدْنَا

(অনেক) প্রাসাদ | কিন্তু | তারা মিথ্যা ভাবছে | কিয়ামতকে | আর | আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি

لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ⑪ اِذَا رَاَتْهُمْ

(তার) জন্যে যে | মিথ্যারোপ করে | কিয়ামতকে | জ্বলন্ত অগ্নি | যখন (আগুন) | তাদেরকে দেখবে

مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ

হতে | জায়গা | দূরবর্তী | তারা শুনতে পাবে (তখন) | তার | ক্রোধের গর্জন | ও

زَفِيْرًا ⑫ وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ

চীৎকার | এবং | যখন | নিক্ষেপ করা হবে | তার মধ্যে | জায়গায় | সংকীর্ণ | শৃংখলিত অবস্থায়

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ⑬ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا

তারা ডাকবে | সেখানে | মৃত্যুকে | (বলাহবে) না | তোমরা ডাক | আজ | মৃত্যুকে

وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ⑭

এক(বার) | বরং | ডাক | মৃত্যু | বহুবার

রুকূ : ২

১০. বরকতওয়ালা তিনি যিনি চাইলে তাদের প্রস্তাবিত জিনিসগুলির অপেক্ষাও অধিক কল্যাণময় জিনিস তোমাকে দিতে পারেন। (একটি নয়) অসংখ্যা বাগ-বাগীচাও দিতে পারেন, যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, আর দিতে পারেন তোমাকে বড় বড় প্রাসাদ।

১১. আসল কথা এই যে, এরা সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তকে মিথ্যা মনে করেছে[১]। আর যে লোকই সেই মুহূর্তকে মিথ্যা মনে করবে তার জন্য আমরা জলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

১২. তা যখন দূরহতে এদেরকে দেখতে পাবে তখন এরা তার ক্রোধ ও তেজস্বী আওয়াজকে শুনতে পাবে।

১৩. আর এরা যখন হাত-পা বাধা অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন সেখানেই নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে ডাকতে শুরু করবে।

১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে) আজ একবারের মৃত্যু নয়, বহু মৃত্যুকেই তোমরা ডাকতে থাক।

১। অর্থাৎ কেয়ামতকে।

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ

বল | এটাকি | উত্তম | না | জান্নাত | চিরস্থায়ী | যা | ওয়াদা করা হয়েছে | মুত্তাকীদেরকে

كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ⑮ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ

(সেটা) হবে | তাদের জন্যে | পুরস্কার | ও | প্রত্যাবর্তনস্থল | তাদের জন্যে (থাকবে) | তারমধ্যে | যা | তারা চাইবে

خٰلِدِيْنَ ط كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ⑯

তারা স্থায়ী হবে (সেখানে) | (এটা) হল | উপর | তোমার রবের | ওয়াদা | অবশ্য পালনীয়

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আর | যেদিন | তাদেরকে তিনি একত্রিত করবেন | এবং | যাদেরকে | তারা ইবাদত করত | পরিবর্তে | আল্লাহর

فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓـؤُلَآءِ اَمْ هُمْ

তখন তিনি বলবেন | তোমরাই কি | তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে | আমার বান্দাদেরকে | এসব | না | তারাই

ضَلُّوا السَّبِيْلَ ط ⑰

ভ্রান্ত হয়েছিল | পথ

১৫. তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, এই পরিণতি ভালো, না সেই চিরন্তনের বেহেশত ভালো যার ওয়াদা করা হয়েছে খোদাভীরু পরহেজগার লোকদের জন্য, যা হবে তাদের আমলের প্রতিফল এবং তাদের মহাযাত্রার শেষ মনযিল,

১৬. যেখানে তাদের সকল আশা-বাসনা পুরণ করা হবে, যেখানে তারা চিরকালই থাকবে? যা পালন করা তোমাদের রবের দায়িত্বে এক অবশ্য পুরণীয় ওয়াদা বিশেষ।

১৭. আর সে দিনই (তোমাদের রব) তাদেরকেও ঘিরে ফেলবেন ও তাদের মাবুদদেরকেও ডেকে আনবেন যাদেরকে আজ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা-উপাসনা করছে। পরে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেনঃ "তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে গোমরাহ করেছ? না, এরা নিজেরাই সঠিক নির্ভুল পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল?"
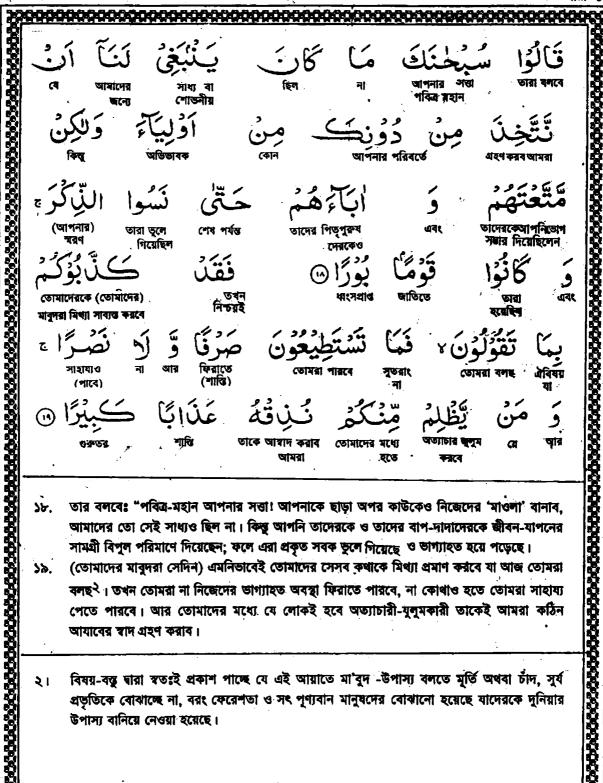
১৮. তার বলবেঃ "পবিত্র-মহান আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অপর কাউকেও নিজেদের 'মাওলা' বানাব, আমাদের তো সেই সাধ্যও ছিল না। কিন্তু আপনি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবন-যাপনের সামগ্রী বিপুল পরিমাণে দিয়েছেন; ফলে এরা প্রকৃত সবক ভুলে গিয়েছে ও ভাগ্যাহত হয়ে পড়েছে।

১৯. (তোমাদের মাবুদরা সেদিন) এমনিভাবেই তোমাদের সেসব কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করবে যা আজ তোমরা বলছ[২]। তখন তোমরা না নিজেদের ভাগ্যাহত অবস্থা ফিরাতে পারবে, না কোথাও হতে তোমরা সাহায্য পেতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে যে লোকই হবে অত্যাচারী-যুলুমকারী তাকেই আমরা কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব।

২। বিষয়-বস্তু দ্বারা স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে এই আয়াতে মা'বুদ -উপাস্য বলতে মূর্তি অথবা চাঁদ, সূর্য প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে না, বরং ফেরেশতা ও সৎ পূণ্যবান মানুষদের বোঝানো হয়েছে যাদেরকে দুনিয়ার উপাস্য বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا

আর (হে নবী) | না | আমরা পাঠিয়েছি | তোমার পূর্বে (কাউকে) | মধ্যহতে | রাসূলদের | এব্যতীত যে

إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

তারা নিশ্চয়ই | আহার করত অবশ্যই | খাদ্য | ও | চলাফিরা করত | মধ্যে

الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ

হাট- বাজারগুলোর | আর | আমরা করেছি | তোমাদের একে | অপরের জন্যে | পরীক্ষা স্বরূপ

أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

তোমরা ধৈর্য ধারন করবে কি | আর (জেনেরেখ) | হলেন | তোমার রব (এমন যে) | তিনি সব কিছু দেখেন

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا

এবং | বলবে | (তারা) যারা | না | আশংকা করে | আমাদের সাক্ষাতের | কেন | না | অবতীর্ণ করা হল | আমাদের উপর

الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

ফেরেশতাদের | অথবা | আমরা প্রতক্ষ্য করি | আমাদের রবকে | নিশ্চয়ই | তারা অহংকার করেছে | মধ্যে | তাদের নিজেদের মনের

وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

ও | অবাধ্য হয়েছে | অবাধ্য | গুরুতর

২০. হে নবী! তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রসূলই পাঠিয়েছি, তারাও সকলে খাবার খেত এবং হাট বাজারে চলাফেরাকারী লোকই ছিল। আসলে আমরা তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার কারণ ও মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি[৩]। তোমরা কি সবর অবলম্বন করবে[৪]? ... তোমাদের রব তো সব কিছুই দেখতে পান।

রুকু ঃ ৩

২১. যে সব লোক আমাদের সামনে হাজির হওয়ারআশংকাবোধ করে না, তারা বলে ফেরেশতা আমাদের নিকট পাঠানো হবে না কেন? না হয় আমরা আমাদের রবকে দেখব। এই লোকেরা বড় দাম্ভিকতা নিয়ে বসেছে নিজেদের মনের মধ্যে, আর তারা বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সীমা লংঘন করে গেছে।

৩। অর্থাৎ রসূল ও ঈমানদারদের জন্য সত্য অমান্যকারীরা পরীক্ষাস্বরূপ এবং অমান্যকারীদের জন্য রসূল ও মু'মিনরা পরীক্ষাস্বরূপ।

৪। অর্থাৎ এই মোসলেহাত বুঝে নেওয়ার পর এখন কি তোমাদের ধৈর্য বোধ এসে গিয়েছে যে, এই পরীক্ষামূলক অবস্থা সেই শুভ উদ্দেশ্যের জন্য একান্ত জরুরী যে উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছো। এখন কি তোমরা সেই সব আঘাত খেতে প্রস্তুত এই পরীক্ষামূলক অবস্থার সময় যা অপরিহার্য ?

আরবী	অর্থ
يَوْمَ	যেদিন
يَرَوْنَ	তারা দেখবে
الْمَلٰٓئِكَةَ	ফেরেশতাদেরকে
لَا	না
بُشْرٰى	সুসংবাদ (থাকবে)
يَوْمَئِذٍ	সেদিন
لِّلْمُجْرِمِيْنَ	অপরাধীদের জন্যে
وَ	এবং
يَقُوْلُوْنَ	তারা বলবে (আছে কি)
حِجْرًا	কোন আড়াল *
مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾	দুর্ভেদ্য
وَ	এবং
قَدِمْنَآ	আমরা অগ্রসর হব,বিবেচনা করব
اِلٰى	(তার) প্রতি
مَا	যা
عَمِلُوْا	তারা করেছে
مِنْ	
عَمَلٍ	কোন কাজ
فَجَعَلْنٰهُ	তা আমরা অতঃপর পরিণত করব
هَبَآءً	ধূলিকণায়
مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾	বিক্ষিপ্ত
اَصْحٰبُ	অধিবাসীদের (জন্যে)
الْجَنَّةِ	জান্নাতের
يَوْمَئِذٍ	সেদিন
خَيْرٌ	কল্যাণময়
مُّسْتَقَرًّا	বাসস্থান (থাকবে)
وَّ	ও
اَحْسَنُ	অতি উত্তম
مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾	দুপুরের বিশ্রাম স্থল
وَيَوْمَ	এবং সেদিন
تَشَقَّقُ	বিদীর্ণ হবে
السَّمَآءُ	আকাশ
بِالْغَمَامِ	পিন্ড মেঘসহ
وَ	ও
نُزِّلَ	অবতীর্ণ করা হবে
الْمَلٰٓئِكَةُ	ফেরেশতাদেরকে
تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾	অবতরণ (ক্রমাগত ভাবে)
اَلْمُلْكُ	কর্তৃত্ব (হবে)
يَوْمَئِذِ	সেদিন
الْحَقُّ	প্রকৃত (কর্তৃত্ব)
لِلرَّحْمٰنِ	দয়াময়ের জন্যে
وَ	আর
كَانَ	হবে
يَوْمًا	সেদিন
عَلَى	জন্যে
الْكٰفِرِيْنَ	কাফেরদের
عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾	কঠিন

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে সেদিন দুষ্কৃতিকারীদের জন্য কোন সুসংবাদের দিন হবে না। তারা 'আল্লাহর আশ্রয়!' বলে চিৎকার করে উঠবে।

২৩. আর যা কিছু তাদের কৃতকর্ম তাদের রয়েছে তা নিয়ে আমরা ধূলিকণার মত উড়িয়ে দেব।

২৪. শুধু তারাই- যারা জান্নাতের অধিকারী- সেদিন কল্যাণময় স্থানে অবস্থান করবে, আর দুপুরের সময় কাটাবার জন্য তারা উত্তম স্থান লাভ করবে।

২৫. আকাশ-মন্ডল দীর্ণ করে এক মেঘপিন্ড সেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, আর ক্রমাগতভাবে ফেরেশতা নাযিল করা হবে।

২৬. সেদিন প্রকৃত বাদশাহী কেবল রহমানেরই হবে, আর তা অমান্যকারীদের জন্য বড়ই কঠিন দিন হবে।

* حِجْرًا مَّحْجُوْرًا এর শাব্দিক অর্থ দুর্ভেদ্য আড়াল। আরবরা বড় ধরনের কোন বিপদ দেখলে এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করে মানুষের আশ্রয় প্রার্থনা করত। কিয়ামতের দিন অপরাধীরা শাস্তির ফেরেশতাদের আসতে দেখে এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করবে।

وَ	يَوْمَ	يَعَضُّ	الظَّالِمُ	عَلٰى	يَدَيْهِ	يَقُوْلُ
এবং	সেদিন	কামড়াবে	যালেম	উপর	তার দুহাতের	বলবে

يٰلَيْتَنِي	اتَّخَذْتُ	مَعَ	الرَّسُوْلِ	سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾	يٰوَيْلَتٰى
হায় আমার আফসোস	আমি ধরতাম (যদি)	সাথে	রাসূলের	পথ	হায় আমার দুর্ভাগ্য

لَيْتَنِيْ	لَمْ	اَتَّخِذْ	فُلَانًا	خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾	لَقَدْ	اَضَلَّنِيْ	عَنِ
আমার আফসোস	না	গ্রহণ করতাম	অমুককে	বন্ধুরূপে	নিশ্চয়ই	আমাকে সে বিভ্রান্ত করেছে	হতে

الذِّكْرِ	بَعْدَ	اِذْ	جَآءَنِيْ ؕ	وَ	كَانَ	الشَّيْطٰنُ	لِلْاِنْسَانِ
নসীহত (কুরআন)	এরপরও	যখন	আমার (নিকট) এসেছিল	আর	হল	শয়তান	মানুষের জন্যে

خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾	وَ	قَالَ	الرَّسُوْلُ	يٰرَبِّ	اِنَّ	قَوْمِي	اتَّخَذُوْا
প্রতারক	এবং	বলবে	রাসূল	হে আমার রব	নিশ্চয়ই	আমার জাতি	গ্রহণ করেছিল

هٰذَا	الْقُرْاٰنَ	مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾	وَ	كَذٰلِكَ	جَعَلْنَا	لِكُلِّ	نَبِيٍّ
এই	কুরআনকে	উপহাসের গুরুত্বহীন বস্তুরূপে	এবং	এভাবে	আমরা করেছি	জন্যে প্রত্যেক	নবীর

عَدُوًّا	مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ	وَ	كَفٰى	بِرَبِّكَ	هَادِيًا	وَّ	نَصِيْرًا ﴿٣١﴾
শত্রু	দুষ্কৃতকারীদেরকে	এবং	যথেষ্ট	তোমার রব (তোমার জন্যে)	পথ প্রদর্শক	ও	সাহায্যকারীরূপে

২৭. যালেম লোকেরা নিজেদের হাত কামড়াবে ও বলবে "হায়, আমি যদি রসূলের সংগ গ্রহণ করতাম।

২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য। অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

২৯. তার প্ররোচনায় পড়ে আমি সেই 'নসীহত' মেনে নেইনি যা আমার নিকট এসেছিল। মানুষের জন্যে শয়তান বড়ই প্রতারক

৩০. আর রসূল বলবে "হে আমার রব। আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল।"

৩১. হে নবী। আমরা তো এমনিভাবে দুষ্কৃতিকারীদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি। আর তোমার জন্য তোমার রবই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً

এবং বলে যারা কুফুরি করেছে কেন না অবতীর্ণ হল তার উপর কুরআন সমস্তই

وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنٰهُ

একবারে এভাবে (করেছি) আমরা যেন বদ্ধমূল করি এদ্বারা তোমার অন্তরকে এবং তা আমরা আবৃত্তি করেছি (সাজিয়েছি)

تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾ وَ لَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اَحْسَنَ

স্পষ্ট আবৃত্তি (স্পষ্টভাবে সাজানো) এবং না তোমার (কাছে) তারা আনে কোন সমস্যাকে যে এব্যতীত তোমাকে আমরা দিয়ে দেই সঠিক ভাবে (সমাধান) ও অতি উত্তম

تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى

ব্যাখ্যা (প্রদান করি) যাদেরকে একত্রিত করা হবে উপর (ভর করে) তাদের মুখমন্ডলের দিকে

جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾ وَ لَقَدْ

জাহান্নামের ঐসবলোকের (জন্যে হবে) নিকৃষ্ট অবস্থান ও চূড়ান্ত ভাবে ভ্রষ্ট হয়েছে পথ এবং নিশ্চয়ই

اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ

আমরা দিয়ে ছিলাম মূসাকে কিতাব ও আমরা করে ছিলাম তার সাথে তার ভাই হারুনকে

وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ۚ

সাহায্যকারী

৩২. অমান্যকারীরা বলেঃ "এই ব্যক্তির উপর সমস্ত কুরআন একই সময় নাযিল করা হল না কেন?" - হ্যাঁ এরূপ করা হয়েছে এজন্য যে, আমরা তা খুব ভালোভাবে তোমার মন-মগজে বদ্ধমূল করছিলাম, আর (এ উদ্দেশ্যেই) আমরা তা এক বিশেষ ধারায় আলাদা আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি।

৩৩. আর (এতে এই কল্যাণের উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে যে,) যখনই তারা তোমার সামনে কোন নতুন কথা (বা আশ্চর্যজনক প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে, তার জওয়াব সংগে সংগে আমরা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং অতি উত্তমভাবে মূল কথাকে ব্যক্ত করে দিয়েছি।"

৩৪. যারা উল্টোভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তাদের অবস্থান খুবই খারাব এবং তাদের পথ চূড়ান্তভাবে ভ্রান্ত।

রুকু ঃ ৪

৩৫. আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি[৫] এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত করে দিয়েছি।

৫। এখানে কিতাব বলতে সম্ভবতঃ সে কিতাব বুঝাচ্ছে না মিশর থেকে বহির্গত হওয়ার পর হযরত মূসাকে (আঃ)-যা দেয়া হয়েছিল। বরং এখানে কিতাবের অর্থ সেই হেদায়াত যা নবুয়্যাতের মর্যাদা প্রাপ্তির সময়

(বাকী অংশ অপর পাতায়)

فَقُلْنَا	اذْهَبَا	إِلَى	الْقَوْمِ	الَّذِينَ	كَذَّبُوا
আমরা অতঃপর বলেছিলাম	দু'জনে যাও	প্রতি	(সেজাতির) লোকদের	যারা	মিথ্যা ভেবেছে

بِآيَاتِنَا ط	فَدَمَّرْنَاهُمْ	تَدْمِيرًا ٣٦	وَ	قَوْمَ	نُوحٍ	لَمَّا	كَذَّبُوا
আমাদের নির্দশনা বলীকে	তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি	ধ্বংস (সম্পূর্ণরূপে)	এবং	জাতি	নূহের	যখন	মিথ্যারোপ করেছিল

الرُّسُلَ	أَغْرَقْنَاهُمْ	وَ	جَعَلْنَاهُمْ	لِلنَّاسِ	آيَةً ط	وَ	أَعْتَدْنَا
রাসূলদেরকে	তাদেরকে আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি	এবং	তাদেরকে আমরা করেছিলাম	লোকদের জন্যে	নিদর্শন	আর	আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি

لِلظَّالِمِينَ	عَذَابًا	أَلِيمًا ٣٧	وَ	عَادًا	وَ	ثَمُودَا	وَ	أَصْحَابَ
যালেমদের জন্যে	শাস্তি	মর্মন্তুদ	এবং (ধ্বংস করেছি)	আদ	ও	সামূদ	ও	অধিবাসী

الرَّسِّ	وَ	قُرُونًا	بَيْنَ	ذَٰلِكَ	كَثِيرًا ٣٨
রাস্	এবং	শতাব্দীসমূহে	মাঝের	এদের	অনেক (লোক)

৩৬. আর তাদেরকে বলেছি যে, তোমরা দু'জন যাও সে জাতির লোকজনের নিকট যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

৩৭. নূহের জাতির লোকজনের এই অবস্থাই দেখা দিল যখন তারা নবী-রসূলদেরকে অমান্য করল, আমরা তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং দুনিয়ার লোকজনের জন্য এক উপদেশ সামগ্রী বানিয়ে দিলাম। এই যালেমদের জন্য মর্মন্তুদ আযাব আমাদের নিকট প্রস্তুত রয়েছে।

৩৮. অনুরূপভাবে 'আদ, সামুদ ও রস' বাসী[৬] এবং মাঝখানের শতাব্দীর বহুসংখ্যক লোককে (ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।)

হতে মিশর থেকে বহির্গত হওয়া পর্যন্ত হযরত মূসাকে (আঃ) দিয়ে আসা হয়েছিল। এর মধ্যে সেই ভাষণগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে যা আল্লাহতা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের দরবারে দিয়েছিলেন। আর সেই হেদায়াতও এর অন্তর্ভুক্ত যা ফেরাউনের বিরুদ্ধে চেষ্টা-সংগ্রামে তাঁকে ক্রমাগত দেয়া হয়েছিল। কুরআনে স্থানে স্থানে এগুলির উল্লেখ আছে। কিন্তু খুব সম্ভব এ জিনিসগুলি তৌরাতে শামিল করা হয়নি। তৌরাতের সূচনা সেই দশ নির্দেশ থেকে হয়েছে যা বহির্গমনের পর সিনাই পর্বতে প্রস্তর-খোদিত লিপিরূপে তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

৬। 'রস্' আরবী ভাষায় পুরাতন অথবা মজে যাওয়া কূপকে বলা হয় 'রসবাসী' হচ্ছে সেই সম্প্রদায় যারা নিজেদের নবীকে কূপে নিক্ষেপ করে অথবা ল'টকে দিয়ে হত্যা করেছিল।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ

এবং প্রত্যেক (জাতিকে) আমরা বর্ণনা দিয়েছি তার জন্যে দৃষ্টান্ত সমূহ (পূর্বের) এবং প্রত্যেককে আমরা ধ্বংস করেছি ধ্বংস (সম্পূর্ণরূপে) এবং নিশ্চয়ই

أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ

তারা আসা যাওয়া করে উপর (দিয়ে) (সেই) জনপদের যার (উপর) বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল বৃষ্টি নিকৃষ্ট রকমের না তবেকি তা তারা দেখে থাকে

بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ

বরং তারা হল (এমন যে) না আশংকা করে পুনরুত্থানের এবং যখন তোমাকে তারা দেখে না তোমাকে তারা গ্রহণ করে

إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ

এ ব্যতীত যে বিদ্রূপের পাত্ররূপে (তারা বলে) এই কি যাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ রাসূলরূপে উপক্রম হয়েছিল

لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ

আমাদেরকে দূরে সরিয়েই দিত হতে আমাদের দেবতা গুলো যদি না আমরা দৃঢ় থাকতাম তাদের উপর আর শীঘ্রই

يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

তারা জানতে পারবে যখন তারা দেখবে শাস্তি কে চূড়ান্তরূপে ভ্রষ্ট হয়েছে পথ

৩৯. তন্মধ্যে প্রত্যেককেই আমরা (পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছি আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ভাবে ধ্বংস করেছি।

৪০. সেই জনপদে তারা উপস্থিত হয়েছে যার উপর নিকৃষ্ট রকমের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল[৭]। এরা কি তার অবস্থা দেখেনি? কিন্তু আসলে এরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কোন আশাই পোষণ করত না।

৪১. এই লোকেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তামাশা ছাড়া আর কিছু করে না। (তারা বলে) "এই ব্যক্তিকেই কি আল্লাহ তাঁর রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

৪২. এ লোকটি তো আমাদেরকে 'গোমরাহ' করে আমাদের উপাস্য দেবতা ও মাবুদ হতে বিপরীতমূখীই বানিয়ে দিত যদি আমরা তাদের প্রতি ভক্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে না থাকতাম।" ঠিক আছে, সে সময় দূরে নয় যখন আযাব দেখে তারা নিজেরা জেনে নিবে যে, কারা গোমরাহীতে পড়ে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।

৭। লূত (আঃ) এর কওমের বস্তি। নিকৃষ্ট রকমের বৃষ্টি অর্থাৎ প্রস্তর বৃষ্টি।

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰهُ ۚ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
তুমি(ভেবে) দেখছ কি | যে | গ্রহণ করেছে | ইলাহরূপে | তার বাসনা লালসাকে | তুমি তবে কি | হয়েছে | তার উপর

وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ
কর্মবিধায়ক | অথবা কি | মনে কর তুমি | যে | তাদের অধিকাংশ | শুনতে পায় | অথবা | বুঝতে পারে

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ
নয় | তারা | এব্যতীত | যেমন | চতুষ্পদ পশু | বরং | তারা | অধিকতর ভ্রষ্ট হয়েছে | পথ | তুমি(ভেবে)দেখ নাই কি

إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا
প্রতি | তোমার রবের | কেমনে | তিনি বিস্তার করেছেন | ছায়া | এবং | যদি | তিনি চাইতেন | তাকে অবশ্যই করেদিতে পারতেন | স্থির

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا
এরপর | আমরা করেছি | সূর্যকে | তার উপর | দলীল | এরপর | তাকে আমরা গুটিয়ে আনি | আমাদের দিকে

قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾
গুটিয়ে | ধীর ভাবে

---

৪৩. তুমি কি কখনো সেই লোকের অবস্থা চিন্তা করেছ যে নিজের মনের বাসনা-লালসাকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এরূপ ব্যক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তুমি নিতে পার কি?

৪৪. তুমি কি মনে কর, এদের অধিকাংশ লোকই শুনতে পায় ও বুঝতে পারে? আসলে এরা তো জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তাদের হতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট।

রুকু ঃ ৫

৪৫. তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমার রব ছায়া বিস্তার করে দেন? তিনি চাইলে তাকে স্থিতিশীল ছায়া বানিয়ে দিতে পারতেন। আমরা সূর্যকে তার উপর দলীল বানিয়ে দিয়েছি[৮]।

৪৬. (সূর্য যেভাবে উপরে উঠতে থাকে) আমরা এই ছায়াকে ধীরে ধীরে ও ক্রমাগত ভাবে নিজের দিকে গুটিয়ে নিয়ে যাই[৯]।

৮। 'দলীল' মাল্লাদের পরিভাষায় সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে নৌকার রাস্তা দেখায়। ছায়াকে সূর্যের 'দলীল' বানানো অর্থ ছায়ার প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়া নির্ভর করে সূর্যের(উত্থান-পতন ও উদয়-অস্তের) ওপর।

৯। নিজের দিকে গুটিয়ে লওয়ার অর্থাৎ অদৃশ্য করে দেয়া, কেননা প্রত্যেক জিনিস যা অস্তিত্বহীন হয় তা আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। প্রত্যেক জিনিস তাঁর দিক থেকে আসে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

وَ	هُوَ	الَّذِىْ	جَعَلَ	لَكُمُ	الَّيْلَ	لِبَاسًا
এবং	তিনিই (আল্লাহ)	যিনি	করেছেন	তোমাদের জন্যে	রাতকে	আবরণও পোষাক স্বরূপ

وَّ	النَّوْمَ	سُبَاتًا	وَّ	جَعَلَ	النَّهَارَ	نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾	وَ	هُوَ	الَّذِىْ
ও	নিদ্রাকে (করেছেন)	(মৃত্যুর সম) বিশ্রাম স্বরূপ	ও	তিনি করেছেন	দিনকে	জীবন্ত করে উত্থানস্বরূপ	এবং	তিনিই	যিনি

اَرْسَلَ	الرِّيٰحَ	بُشْرًا	بَيْنَ يَدَىْ	رَحْمَتِهٖ ۚ	وَ	اَنْزَلْنَا	مِنَ
প্রেরণ করেন	বাতাসকে	সুসংবাদরূপে	প্রাক্কালে	তাঁর রহমতের	এবং	আমরা বর্ষণ করি	হতে

السَّمَآءِ	مَآءً	طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾	لِّنُحْيِۦَ	بِهٖ	بَلْدَةً	مَّيْتًا	وَّ	نُسْقِيَهٗ
আকাশ	পানি	বিশুদ্ধ	সঞ্জীবিত করি আমরা যেন	তা দ্বারা	ভূখণ্ডকে	মৃত	ও	তা পান করাই আমরা

مِمَّا	خَلَقْنَآ	اَنْعَامًا	وَّ	اَنَاسِىَّ	كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾	وَ	لَقَدْ	صَرَّفْنٰهُ
যাদের মধ্যে	আমরা সৃষ্টি করেছি	জীবজন্তু	ও	মানুষ	বহু	এবং	নিশ্চয়ই	তা আমরা বারবার পেশ করি

بَيْنَهُمْ	لِيَذَّكَّرُوْا ۖ	فَاَبٰٓى	اَكْثَرُ	النَّاسِ	اِلَّا	كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾
তাদের মাঝে	তারা শিক্ষা নেয় যেন	কিন্তু অস্বীকার করে	অধিকাংশ	লোক	(আর) কেবল	অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

৪৭. তিনি আল্লাহই, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক, নিদ্রাকে মৃত্যুসম বিশ্রাম এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে উঠার সময় বানিয়ে দিয়েছেন।

৪৮. এবং তিনিই স্বীয় রহমতের আগে আগে বাতাসটা সুসংবাদ করে পাঠিয়ে থাকেন। পরে আসমান হতে পরিচ্ছন্ন-পবিত্র পানি নাযিল করেন।

৪৮. যেন একটি মৃত অঞ্চলকে উহার সাহায্যে জীবন দান করেন এবং স্বীয় সৃষ্টিলোকের বহু জন্তু-জানোয়ার ও মানুষকে সিক্ত-পরিতৃপ্ত করে দেন।

৫০. এই কীর্তিকে আমরা বার বার তাদের সম্মুখে পেশ করি, যেন তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কুফর ও নাশুকরী ছাড়া অপর কোন আচরণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসে।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ

আর যদি আমরা চাইতাম · আমরা অবশ্যই পাঠাতাম মধ্যে প্রত্যেক জনপদের একজন সতর্ককারী ∘ সুতরাং ঃ না তুমি মেনো কাফেরদেরকে

وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

এবং জেহাদ কর তাদের (সাথে) এদ্বারা জেহাদ প্রবল এবং তিনি (আল্লাহ) যিনি মিলিয়েপ্রবাহিত করেছেন দুই সমুদ্রকে

هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

এটা মিষ্ট সুপেয় এবং ওটা লোনা বিস্বাদ এবং তিনি করেছেন উভয়ের মাঝে

بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ

অন্তরায় ও আড়াল দুর্ভেদ্য এবং তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন হতে পানি

بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾

মানুষকে অতঃপর তা স্থাপন করেছেন বংশগত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক আর হলেন তোমার রব (সবকিছুর উপর) ক্ষমতাবান

---

৫১. আমরা যদি চাইতাম, তবে এক একটি জনপদে এক একজন ভয় প্রদর্শক দাঁড় করে দিতাম[১০]।

৫২. অতএব হে নবী, কাফের লোকদের কথা কস্মিন কালেও মেনো না, আর এই কুরআনকে নিয়ে তাদের সাথে বড় জেহাদ কর।

৫৩. আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিত করে রেখেছেন, তাদের একটি মিষ্ট সুস্বাদু, আর অপরটি তিক্ত লবনাক্ত। আর দুটির মাঝখানে একটি যবনিকা বিদ্যমান, একটি প্রতিবন্ধকতা এই দুটিকে পরস্পর সংমিশ্রিত হতে বাধা দান করছে[১১]।

৫৪. এবং তিনিই পানি হতে একজন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে তার হতে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক গত দুটি স্বতন্ত্র আত্মীয়তার ধারা শুরু করেছেন। তোমার আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী।

১০। অর্থাৎ এরূপ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। আমি যদি চাইতাম তবে স্থানে স্থানে নবী পয়দা করতে পারতাম। কিন্তু আমি এরূপ করি নাই। বরং সারা দুনিয়ার জন্য একজন মাত্র নবী উত্থিত করেছি যেমন একটি সূর্য সারা পৃথিবীর জন্য যথেষ্ট সেরূপভাবে হেদায়াতের এক সূর্য সমস্ত জগৎবাসীর জন্য যথেষ্ট।

১১। যেখানে কোন বড় নদী সমুদ্রে এসে পড়ে এরূপ প্রত্যেক স্থানে এ অবস্থা দেখা যায়। এ ছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মিঠা পানির উৎস দেখা যায় যা সমুদ্রের নিতান্ত কটুপানির মধ্যেও নিজের মিঠা স্বাদ বজায় রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-বাহরাইন ও অন্যান্য জায়গায় পারস্য উপসাগরের তলদেশ থেকে এই রকম বহু উৎস নির্গত আছে যার থেকে লোক মিঠা পানি গ্রহণ করে।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ

ও / তারা ইবাদত করে / পরিবর্তে / আল্লাহর / না (এমন কিছুর) যা / তাদের উপকার করতে পারে / আর / না / তাদের ক্ষতি করতে পারে / আর / হল

الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ

কাফেররা / বিরুদ্ধে / তার রবের / সাহায্যকারী (প্রত্যেক বিদ্রোহীর) / এবং / না / তোমাকে আমরা প্রেরণ করেছি / এব্যতীত যে / সুসংবাদদাতা / ও

نَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ

সতর্ককারীরূপে / বল / না / তোমাদের(নিকট) চাচ্ছি আমি / এর জন্যে / কোন / বিনিময় / তবে (এতটুকু) / যে / ইচ্ছে করে

أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

সে গ্রহণ করুক / দিকে / তার রবের / পথ / এবং / ভরসা কর / উপর / চিরঞ্জীব (আল্লাহর) / যিনি

لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

না / মরবেন (কক্ষণ) / ও / তসবীহ কর / আর তার প্রশংসাসহ / যথেষ্ট / এব্যাপারে / গোনাহসমূহ সম্পর্কে / তাঁরবান্দাদের / (তাঁরই) অবহিত হওয়া

---

৫৫. এই আল্লাহকে ত্যাগ করে লোকেরা এমন সব জিনিসের পূজা করে যা তাদের না কোন কল্যাণ করতে পারে, না পারে অকল্যাণ করতে। উপরন্তু কাফের লোক তাদের আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিদ্রোহীর সাহায্যকারী হয়ে রয়েছে।

৫৬. হে নবী! তোমাকে তো আমরা শুধু একজন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক বানিয়ে পাঠিয়েছি[১২]।

৫৭. তাদেরকে বল "আমি এই কাজে তোমাদের নিকট কোনরূপ পারিশ্রমিক বা মজুরী চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো শুধু এই যে, যার ইচ্ছা হবে সে যেন তার রবের পথ অবলম্বন করে।"

৫৮. হে নবী! সেই রবের উপর ভরসা রাখ, যিনি চিরঞ্জীব, কখনই মরবেন না। তাঁর হাম্‌দ সহকারে তাঁর তসবীহ, কর। তার বান্দাদের গুনাহ খাতা সম্পর্কে কেবল তাঁরই ওয়াকিফহাল হওয়া যথেষ্ট।

১২। অর্থাৎ তোমার কাজ না কোন ঈমান আনয়নকরীকে পুরস্কার দেয়া আর না কোন অমান্যকারীকে শাস্তি দেয়া। ঈমানের দিকে কাউকে বাধ্য করে আনা ও অমান্য করা থেকে কাউকে যবরদস্তি বিরত রাখার কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হয়নি। তোমার দায়িত্ব এর থেকে বেশী কিছু নয় - যে সঠিক পথ গ্রহণ করে তাকে সুপরিণাম সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া এবং যে নিজের অসৎ পন্থায় রত থাকে তাকে আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয় প্রদর্শন করা।

الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ

যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলি ও পৃথিবী এবং যা কিছু উভয়ের মাঝে (আছে) মধ্যে ছয়

اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚۛ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ

দিনে এরপর সমাসীনহন উপর আরশের অশেষ দয়াবান সুতরাং জিজ্ঞেস কর তাঁর সম্পর্কে

خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا

(তাদের হতে) যারা অবহিত এবং যখন বলা হয় তাদেরকে তোমরা সিজদা কর দয়াময়কে তারা বলে কে আবার

الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾ ۩ تَبٰرَكَ

(সেই) দয়াময় আমরা কি সিজদা করব (তাকে) যাকে আমাদের তুমি নির্দেশ দেবে আর তাদের বৃদ্ধি করল (এভাবে) বিমুখিতা বড়বরকতময়

الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ

(সেই সত্তা) যিনি স্থাপন করেছেন মধ্যে আকাশের বুরুজ ও স্থাপন করেছেন তার মধ্যে প্রদীপ ও

قَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾

চন্দ্র উজ্জ্বল

৫৯. যিনি ছয় দিনে যমীন ও আকাশমন্ডলকে এবং সেই সব জিনিস, যা এ দুটির মধ্যে রয়েছে, বানিয়ে দিয়েছেন। পরে তিনি নিজেই 'আরশ-এর উপর আসীন হলেন। তিনি মহান দয়াবান, তাঁর বিরাট মর্যাদা সম্পর্কে যারা যারা জানে তাদের নিকটই জিজ্ঞাসা কর।

৬০. এই লোকদেরকে যখন বলা হয় যে, এই 'রহমান'কে সিজদা কর, তখন তারা বলে "রহমান আবার কে? তুমি যাকে বলবে, কেবল তাকেই কি আমরা সিজদা করে বেড়াব?" এই আহবান তাদের ঘৃণা ও বিরক্তি-ভাব আরো বৃদ্ধি করে দেয়। (সিজদা)

রুকু ঃ ৬

৬১. বড়ই বরকতওয়ালা মহান সেই সত্তা, যিনি আকাশমন্ডলে বুরুজসমূহ স্থাপন করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ ও একটি আলোক মন্ডিত চাদ উজ্জ্বল করেছেন।

وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً

এবং | তিনিই | যিনি | বানিয়েছেন | রাতকে | ও | দিনকে | পরস্পরের অনুগামী

لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ

চায় (এসব নির্দশন) তার জন্যে যে | উপদেশ গ্রহণ করতে | অথবা | চায় | কৃতজ্ঞ হতে | আর | বান্দারা | দয়াময়ের

الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ

(তারাই) যারা | চলাফেরা করে | উপর | জমীনের | নম্রতা সহকারে | আর | যখন | তাদেরকে সম্বোধন করে

الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ

অজ্ঞলোকেরা | তারা বলে | (তোমাদেরকে) সালাম | এবং | যারা | রাত কাটায় | তাদের রবের উদ্দেশ্যে

سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

সিজদায় | ও | দাড়ান অবস্থায় | এবং | যারা | বলে | হে আমাদের রব | বিদূরিত কর | আমাদের হতে

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ

শাস্তি | জাহান্নামের | নিশ্চয়ই | তার আযাব | হল | প্রাণান্তকর | তা নিশ্চয়ই | কত নিকৃষ্ট

مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٦٦﴾

বিশ্রামস্থল | ও | বাসস্থান

৬২. তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে জ্ঞান লাভ করতে চায় কিংবা শোকর আদায়কারী হতে চায়।

৬৩. রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা যমীনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে[১৩], আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে বলে দেয় যে, তোমাদের সালাম;

৬৪. যারা নিজেদের রব-এর সম্মুখে সিজদা করে ও দাড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে;

৬৫. যারা দো'আ করে এই বলে " হে আমাদের রব, জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও। তার আযাব তো বড়ই প্রাণান্তকর ভাবে লেগে থাকে।

৬৬. বিশ্রামস্থলরূপে ও বাসস্থানরূপে তা তো বড়ই জঘন্য।

১৩। অর্থাৎ অহংকারে স্ফীত হয়ে ঔদ্ধত্য ভরে তারা চলে না। অত্যাচারী ও বিপর্যয়কারীদের ন্যায় নিজেদের চাল-চলন দ্বারা শক্তির বাহাদুরী দেখানোর চেষ্টা তারা করে না; বরং তাদের চলন এক শরীফ (সম্ভ্রম-বোধ সম্পন্ন) সুস্থ প্রকৃতি ও নেক-মেজাজ (সৎ স্বভাব বিশিষ্ট) মানুষের মত হয়ে থাকে।

وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ

এবং | তারা (এমন যে) | যখন | খরচ করে | না | অপব্যয় করে | আর | না

يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَ الَّذِيْنَ لَا

কার্পণ্য করে | বরং | থাকে | মাঝে | এই (দুয়ের) | দণ্ডায়মান | এবং | যারা | না

يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ

ডাকে | সাথে | আল্লাহর | ইলাহ | অন্যকে | আর | না | হত্যা করে | কোন প্রাণকে | যাকে

حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ

নিষিদ্ধ করেছেন | আল্লাহ | তবে | যথার্থ কারণ (হলে ভিন্ন কথা) | আর | না | ব্যভিচার করে | এবং | যে | করবে | এটা | অর্জনকরবে

اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ

গুনাহ | দ্বিগুণ করা হবে | তার জন্যে | আযাব | দিনে | কিয়ামতের | এবং | স্থায়ীহবে

فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

তার মধ্যে | হীন অবস্থায় | তবে | যে | তওবা করবে | ও | ঈমান আনবে | ও | কাজ করবে | কর্ম | সৎ

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ

তখন ঐসবলোকদেরকে | বদলিয়ে দেবেন | আল্লাহ | অন্যায়কে তাদের | ভালোয় | আর | হলেন | আল্লাহ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾

ক্ষমাশীল | মেহেরবান

৬৭. যারা খরচ করলে –না বেহুদা খরচ করে, না কার্পণ্য করে; বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকে;

৬৮. যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করে না, না ব্যভিচারে লিপ্ত হয়- এই কাজ যারা করে তারা নিজেদের গুনাহের প্রতিফল পাবে;

৬৯. কেয়ামতের দিন তাদেরকে পৌনঃপুনিক আযাব দেওয়া হবে, এবং তাতেই তারা লাঞ্ছনা সহকারে পড়ে থাকবে।

৭০. এ হতে বাঁচবে তারা যারা (এসব গুনাহ করার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং ঈমান এনে নেক্ আমল করতে শুরু করেছে। এই লোকদের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়কে আল্লাহতা'আলা ভালো দিয়ে বদলিয়ে দেবেন; আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল দয়াবান্।

وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ

এবং | যে | তওবা করে | ও | কাজ করে | নেকীর | তখন সে নিশ্চয়ই | ফিরে আসে

إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا

দিকে | আল্লাহর | অনুতপ্ত হয়ে | এবং | যারা | না | সাক্ষ্য দেয় | মিথ্যার | এবং | যখন | অতিক্রম করে

بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ

কোন অর্থহীন বিষয়কে | তারা অতিক্রম করে | ভদ্র ভাবে | এবং | তাদেরকে | যখন | স্মরণ করান হয় | আয়াতগুলোকে | তাদের রবের

لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ

না | তারা পড়ে থাকে | তার উপর | অন্ধ | ও | বধির হয়ে | এবং | যারা | বলে

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّ

হে আমাদের রব | বানিয়ে দাও | আমাদের জন্যে | আমাদের স্ত্রীদেরকে | ও | আমাদের বংশধরদেরকে | শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি) | চক্ষুসমূহের | এবং

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

আমাদেরকে বানাও | মুত্তাকীদের জন্যে | নেতা

৭১. যে ব্যক্তি তওবা করে নেক আমলের নীতি গ্রহণ করে সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসে যেমন ফিরে আসা উচিত;

৭২. (আর রহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যার সাক্ষী হয়না; আর কোন অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তারা শরীফ মানুষের মতই অতিক্রম করে।

৭৩. যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনায়ে নসীহত করা হলে তারা তার উপর অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকে না,

৭৪. যারা দোআ করতে থাকে "হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দিয়ে আমাদের চোখসমূহের শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানাও[১৪]।"

১৪। অর্থাৎ আমরা যেন তাকওয়া ও আনুগত্যে সকলের অগ্রণী হই, ভাল ও পূণ্য কাজে সকলের আগে চলি, শুধু মাত্র সৎ না হই বরং সৎ মানুষের নেতা ও চালক হই; এবং যেন আমাদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় পূণ্য ও সততার প্রসার ঘটে। এখানে এ বিষয়ের উল্লেখ আসলে এই কথা জানানোর জন্য যে ঃ এরা হচ্ছে সেই সব লোক যারা ধন-দৌলত, শান-শওকত, ওহাশমত, দবদবায়, আড়ম্বর ও ঠাঁট-বাটে নয় বরং নেকী ও পরহেযগারী, পূণ্য ও সংযম-সততায় একে অপরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।
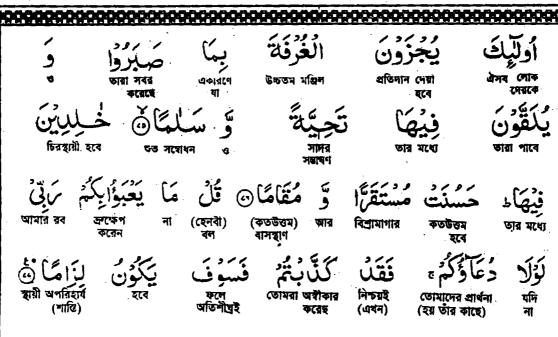
৭৫. এরাই হচ্ছে সেই লোক যারা নিজেদের সবর-এর প্রতিদানস্বরূপ উচ্চতম মনযিল পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদের সম্বর্ধনা হবে।

৭৬. তারা সব সময়ই সেখানে থাকবে। কতই না উত্তম সেই বিশ্রামস্থল, কতই না উত্তম সেই বাসস্থান।

৭৭. হে নবী! লোকদেরকে বল "আমার রব তোমাদের একটুও পরোয়া করে না, তোমরা যদি তাঁকে না ডাক[১৫]; এখন তো তোমরা অস্বীকার করছ। অতিশীঘ্র এমন শাস্তি পাবে যে, প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হবে।"

১৫। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না কর, তাঁর ইবাদত না কর, নিজের প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য তাঁকে না ডাকো তবে জেনে রাখ আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের এমন কোন গুরুত্ব নেই যে তিনি তোমাদেরকে একটা তুচ্ছ পালকের মতও গুরুত্ব দেবেন। নিছক সৃষ্টি হওয়ার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তোমাদের জন্য আল্লাহতা'আলার কিছু আটকে যায় না যে তোমরা যদি তাঁর বন্দেগী না কর, তবে তাঁর কোন কাজে বাধা হবে। যে জিনিস তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে তাঁর কাছে তোমাদের হাত প্রসারিত করা, তাঁর কাছে তোমাদের ভিক্ষা ও প্রার্থনা করা। এ যদি না কর তবে আবর্জনা-জঞ্জালের মত তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

معانى الفاظ
القرآن المجيد

المجلد الخامس

عربى - بنغالى

المترجم

مطيع الرحمن خان

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
ষষ্ঠ খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ন করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড: আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায় । (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান-এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউস সানি- ১৪১৯ হিঃ
জুলাই- ১৯৯৮ ইং
শ্রাবণ- ১৪০৫ বাং

সূচী পত্র

সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা নম্বর
২৬। সূরা আশ- শু'আরা	১৯	৫
২৭। সূরা আন- নাম্‌ল	১৯	৩৯
২৮। সূরা আল কাসাস	২০	৬৭
২৯। সূরা আল আনকাবুত	২০	১০৩
৩০। সূরা আল-রূম	২১	১২৯
৩১। সূরা লোকমান	২১	১৫২
৩২। সূরা আস সাজদা	২১	১৬৫
৩৩। সূরা আল-আহযাব	২১	১৭৬
৩৪। সূরা সাবা	২২	২১৮

সূরা আশ-শু'আরা

নামকরণ

সূরার ২২৪ নং আয়াত والشعراء يتبعهم الغاون এর আশ-শু'আরা শব্দটি এ সূরার নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগি দেখলে মনে হয়, হাদীসের বর্ণানাও এর সমর্থন করে যে, এ সূরা মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ প্রথমে সূরা 'ত্বা হা' নাযিল হয়, পরে 'ওয়াকেয়া' এবং তার পর 'আশ-শু'আরা' নাযিল হয় (রুহুল মা'আনি, ১৯ খন্ড পৃষ্ঠা ৬৪)। আর সূরা 'ত্ব-হা' সম্পর্কে এ কথা জানাই আছে যে, এ সূরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ ভাষণের পটভূমি হল এই যে, মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ) এর ইসলাম প্রচার ও নসীহতের মুকাবেলায় কেবল উপর্যুপরি অমান্য ও অস্বীকৃতিই জানাচ্ছিল। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে তারা নানা উপায় ও কৌশল খুজে বেড়াত। কখনো তারা বলতো ঃ তুমি তো কোন নিদর্শন আমাদেরকে দেখাও নি; তা হলে তুমি যে নবী, তা আমাদের বিশ্বাস হবে কি করে? কখনো নবী করীম (সঃ)-কে কবি ও গণক বলত এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষাকে কথার তুড়ি দ্বারা উড়িয়ে দিতে চাইত। কখনো নবীর অনুসরণকারীদেরকে কিছু সংখ্যক অজ্ঞ-মূর্খ যুবক কিংবা সমাজের নিকৃষ্টতম পর্যায়ের লোক বলে তাঁর আদর্শ ও মিশনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করত। তাদের এ কথার মর্ম ছিল এই যে, এ কোন উন্নত ধরণের জিনিস নয়; যদি তাই হত তবে সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা– নেতা, সরদার ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করত। নবী করীম (সঃ) অকাট্য যুক্তি ও দলীলের ভিত্তিতে এ লোকদের ভুল ধারণা-বিশ্বাস দূর করতে এবং তওহীদ ও পরকালের যৌক্তিকতা বুঝাবার জন্যে চেষ্টা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু তারা হঠকারিতার নিত্য-নতুন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করে করে বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বোধ করত না। এ অবস্থা নবীকরীম (সঃ)-এর জন্য বড় প্রাণান্তকর কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াচ্ছিল এবং এ চিন্তায় তিনি খুব বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

এরূপ পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়। এর শুরুতেই বলা হয়েছে তুমি তাদের জন্যে চিন্তায় ও দুঃখে নিজেকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ? তাদের ঈমান না আনার কারণ এ নয় যে, তারা কোন নিদর্শন দেখতে পায়নি; বরং এর কারণ এই যে, এরা আসলে হঠকারিতায় নিমজ্জিত, বুঝালেও তারা বুঝতে চায় না, মানতে প্রস্তুত নয়। জোর পূর্বক তাদের মাথা নত করে দেয়া হবে– এমন কোন নিদর্শন তারা দেখতে চায়। সে নিদর্শন যখন বাস্তবিকই আসবে, তখনই তারা বুঝতে পারবে– যে জিনিস তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছিল, তা কতই না সত্য! এ ভূমিকার কথাবার্তার পরে দশম রুকু পর্যন্ত যে বিষয় ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই যে, সত্যের সন্ধানী লোকদের জন্যে তো আল্লাহর যমীনের সর্বত্র সর্বদিকেই নিদর্শন রয়েছে। তা দেখে যে কেউ প্রকৃত নিগূঢ়

সত্যকে চিনতে ও জানতে পারে। কিন্তু হঠকারিতা যাদের মজ্জাগত রোগ, তারা কোন জিনিস দেখেও কোনদিনই ঈমান আনবে না। বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে বিস্তৃত অসংখ্য নিদর্শনাদি দেখেও তারা ঈমান আনেনি। নবীগণের মো'জেযা দেখেও তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়নি। তারা সে সময় পর্যন্ত চরম গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে যতক্ষণ না আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। এ প্রসংগে ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ জাতিগুলো তেমনি হঠকারিতায় নিমজ্জিত হয়েছিল যেমন হঠকারিতায় নিমজ্জিত রয়েছে মক্কার এই কাফেররা। আর এ ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে নিম্নরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম এই যে, নিদর্শন সমূহ দুই প্রকারের । এক ধরণের নিদর্শন আল্লাহর যমীনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তা দেখে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নবী যার প্রতি দা'ওআত দেন, তা সত্য ও নির্ভুল কিনা তা যাচাই করে দেখতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকারের- সে সব নিদর্শন ফেরাউন ও তার জাতির লোকজন দেখেছে, নূহ নবীর জাতি দেখেছে; 'আদ ও সামূদ জাতি দেখেছে, লূত নবীর জাতি দেখেছে আর দেখেছে আইকা'র অধিবাসিরা। এখন কাফেররা কোন ধরনের নিদর্শ দেখতে চায় তার ফয়সালা স্বয়ং কাফেররাই করবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল যুগে কাফেরদের মানসিকতা একইরূপ এবং অভিন্ন রয়েছে। সর্বকালে তারা একই রকমের যুক্তি পেশ করেছে, একই ধরণের প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করেছে। ঈমান না আনার ছল-চাতুরী, কলা-কৌশলও তাদের একই রকমের ছিল। পক্ষান্তরে নবী-রসূলের শিক্ষা সকল যুগে একই রকম রয়েছে। তাদের চরিত্র এবং নৈতিকতাও দেখা গিয়েছে একই রকমের। প্রতিপক্ষের সামনে তাঁরা একই প্রকারের ও একই ধরনের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করেছেন। তাদের সকলের প্রতিই আল্লাহর রহমত নাযিল করার নীতিও ছিল একই রকমের। এ দু'ধরণের নমুনা ইতিহাসে প্রকট হয়ে রয়েছে। কাফেরদের নিজেদের প্রতিচ্ছবি কোন নমুনার সঙ্গে মিলে যায়; আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহান সত্ত্বায় কোন নমুনার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তা কাফেররা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখতে পারে।

তৃতীয় যে কথাটি বার বার বলা হয়েছে, তা হলো এই যে, আল্লাহতা'আলা মহা শক্তির আধার; তিনি যেমন সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী তেমনি তিনি অতিশয় দয়াবানও বটে। ইতিহাসে তাঁর উগ্র-ভীষণ রূপও দেখা গেছে, দেখা গেছে তাঁর অপার করুণার নিদর্শনও। এখন মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহর রহমত পাওয়ার যোগ্য বানাবে, না ক্রোধ ও গযব পাবার যোগ্য, তা মানুষের নিজেদেরই বিবেচ্য।

শেষ রুকুতে এ আলোচনার সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নিদর্শন দেখতেই চাও, তাহলে সে ভয়াবহ নিদর্শন দেখার জন্যেই কোমর বেঁধে কেন লেগেছ যা ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিগুলি দেখতে পেয়েছে? এই কুরআনকে দেখলেই তো পার। এ তোমাদের নিজেদেরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। দেখ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে, দেখ তাঁর- সংগী-সাথীদেরকে। এ কালাম(কুরআন মজীদ) কি জ্বিন বা শয়তানের কালাম হতে পারে? এ কালাম যিনি পেশ করছেন তিনি কি গণৎকার হতে পারেন? সাধারণত কবিরা এবং তাদের সমপর্যায়ের লোকেরা যেরূপ হয়ে থাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের কি সেরূপ মনে হয়? জিদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা তোমাদের দিলের গভীর তলদেশকে যাচাই করে দেখ, তা কি বলে। তোমরা দিল হতেই যদি জানতে পেরে থাক যে, গণৎকারী ও কবিত্বের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক– দূরতম সম্পর্কও– নেই, তাহলে মনে রাখবে যে ,তোমরা যুলুম করছ এবং যালেমদের অনুরূপ পরিণতিই তোমাদের হবে।

রুকুঃ ১

১. ত্বা-সীন-মীম

২. এ স্পষ্টভাষী কিতাবের আয়াত[১]।

৩. হে নবী! তুমি হয়তো এ চিন্তায় প্রাণ বিনষ্ট করবে যে, এ লোকেরা ঈমান আনছে না।

৪. আমরা চাইলে আসমান হতে এমন সব নিদর্শন নাযিল করতে পারি যার সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যাবে[২]।

১. অর্থাৎ এই কিতাবের আয়াতগুলো আপন উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে খুলে খুলে বর্ণনা করে, তা পড়ে বা শুনে প্রতিটি ব্যক্তি এ বুঝতে পারে যে তা কোন জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, কোন জিনিস থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে, কোন জিনিসকে হক ও কোন জিনিসকে বাতিল গণ্য করছে। মানা বা না মানা আলাদা কথা, কিন্তু কোন ব্যক্তি কখনো এ বাহানা করতে পারে না যে এই কিতাবের শিক্ষা তার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না এবং সে এ বুঝতে ও জানতে পারছে না যে এ কিতাব তাকে কোন্ জিনিস ত্যাগ করতে বলছে ও কোন জিনিস তাকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

২. অর্থাৎ এরূপ কোন অলৌকিক নিদর্শন অবতীর্ণ করা, যা দেখে সমস্ত কাফের ঈমান্ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে– আল্লাহতা'আলার জন্য মোটেই কঠিন নয়। তিনি যদি এরূপ না করেন তবে তার কারণ এ নয় যে– এ কাজ করার সামর্থ আল্লাহর নেই। বরং তার কারণ হচ্ছে– এই প্রকারের যবরদস্তিমূলক ভাবে ঈমান আনানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ

এবং | না | তাদের (কাছে) এসেছে | কোন | নসীহত | হতে | দয়াময় | (নসীহত) নতুন | এব্যতীত যে | তারা ছিল | তাহতে

مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ

(পরাঙমুখ) মুখফিরিয়েনিত | এখন নিশ্চয়ই | তারামিথ্যারোপ করেছে | সুতরাং আসবে শীঘ্রই তাদের (কাছে) | বার্তাসমূহ | যা কিছু | তারাছিল | সে সম্পর্কে

يَسْتَهْزِئُونَ ⑥ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত | কি | তারা লক্ষ্য করে নাই | প্রতি | যমীনের | কত (বিপুল পরিমাণ) | আমরা উদ্গত করেছি

فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا

তারমধ্যে | প্রকারের | প্রত্যেক | উদ্ভিদ | চমৎকার | নিশ্চয়ই | মধ্যে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | কিন্তু | না

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ⑧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

হয়েছে | তাদের অধিকাংশ | বিশ্বাসী | নিশ্চয়ই এবং | তোমাররব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী

الرَّحِيمُ ⑨

মেহেরবানও

৫. এই লোকদের নিকট মহান রহমানের নিকট হতে যে নতুন নসীহতই আসে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৬. এখন তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা যে জিনিষের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে; অতি শীঘ্রই তার নিগূঢ় তত্ত্ব (বিভিন্ন উপায়ে) জানতে পারবে।

৭. তারা কি কখনো যমীনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি? আমরা কত বিপুল পরিমাণে সকল প্রকার চমৎকার উদ্ভিদ তাতে পয়দা করেছি।

৮. নিশ্চয়ই তাতে একটি নিদর্শন রয়েছে[৩]। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

৯. আর প্রকৃত সত্য এই যে, তোমার রব প্রবল পরাক্রান্তও এবং মহা দয়াবানও[৪]।

৩. সত্যানুসন্ধানের জন্য কারো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে বেশীদূর যাওয়ার দরকার হয় না; এই যমীনের উৎপাদন-বিকাশন শক্তির ক্রিয়াশীলতা যদি সে চোখ খুলে সামান্য দেখে, তবে সে বুঝতে পারবে এই বিশ্ব-ব্যবস্থার যে হকীকত (তৌহিদ) আল্লাহর নবীরা (আঃ) পেশ করেন তা সঠিক, না মোশরেকরা ও আল্লাহর অমান্যকারীরা যে সব মতবাদ বর্ণনা করে সেইগুলো!

৪ অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতা এতই বিপুল ও প্রবল যে তিনি কাউকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে এক পলকেই তাকে অস্তিত্ব থেকে মিটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়া করেন না, তা হচ্ছে নিতান্ত তাঁর কৃপা। তিনি বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী ঢিল দিয়ে থাকেন, চিন্তা করার ও বুঝার অবকাশ দিয়ে যান এবং পূর্ণ জীবন-কালের অবাধ্যতাকে একটি তওবা দ্বারা মাফ করে দিতে প্রস্তুত থাকেন।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং (স্মরণকর)
اِذْ	যখন
نَادٰى	ডেকেছিলেন
رَبُّكَ	তোমাররব
مُوْسٰٓى	মূসাকে
اَنِ	যে
ائْتِ	যাও
الْقَوْمَ	জাতির (নিকট)
الظّٰلِمِيْنَ ⑩	যালেম
قَوْمَ	জাতি
فِرْعَوْنَ	ফিরআউনের
اَلَا	কি না
يَتَّقُوْنَ ⑪	তারাভয়করে
قَالَ	(মূসা) বলল
رَبِّ	হে আমাররব
اِنِّىْٓ	নিশ্চয়ই আমি
اَخَافُ	আমি আশংকা করছি
اَنْ	যে
يُّكَذِّبُوْنِ ⑫	আমাকে তারা অস্বীকার করবে
وَ	এবং
يَضِيْقُ	সংকুচিতহচ্ছে
صَدْرِىْ	আমারঅন্তর
وَ	আর
لَا	না
يَنْطَلِقُ	সঞ্চালিতহয়
لِسَانِىْ	আমাররসনা
فَاَرْسِلْ	সুতরাং রেসালত দিন
اِلٰى	প্রতি ও
هٰرُوْنَ ⑬	হারূনের
وَ	এবং
لَهُمْ	তাদের আছে
عَلَىَّ	আমার বিরুদ্ধে
ذَنْۢبٌ	(অপরাধের) অভিযোগ
فَاَخَافُ	আমি তাই আশংকাকরছি
اَنْ	যে
يَّقْتُلُوْنِ ⑭	আমাকে তারাহত্যা করবে
قَالَ	(আল্লাহ) বললেন
كَلَّا	কক্ষণও না (তারা পারবে)
فَاذْهَبَا	তোমরা অতএব দু'জনে যাও
بِاٰيٰتِنَآ	আমাদের নিদর্শনাবলীসহ
اِنَّا	নিশ্চয়ই আমরা
مَعَكُمْ	তোমাদেরসাথে (আছি)
مُّسْتَمِعُوْنَ ⑮	(সদা সর্বদা) শ্রবণকারী

রুকূঃ ২

১০. তাদেরকে সেই সময়ের কাহিনী শোনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডাকলেন (এবং বললেন) "জালেম জাতির নিকট যাও"

১১. ফিরআউন জাতির নিকট– তারা কি ভয় করে না"?

১২. সে আরয করল, "হে আমার রব, আমার ভয়হচ্ছে যে, সে আমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে।

১৩. আমার অন্তর কুণ্ঠিত ও সংকুচিত হচ্ছে, আমার রসনা সঞ্চালিত হয়না। আপনি হারুনকে রেসালাত দান করুন।

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও রয়েছে। এ কারণে আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে"।

১৫. তিনি বললেন, "কক্ষণো না। তোমরা দু'জনই যাও আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে । আমরা তোমাদের সাথে সব কিছু শুনতে থাকব।
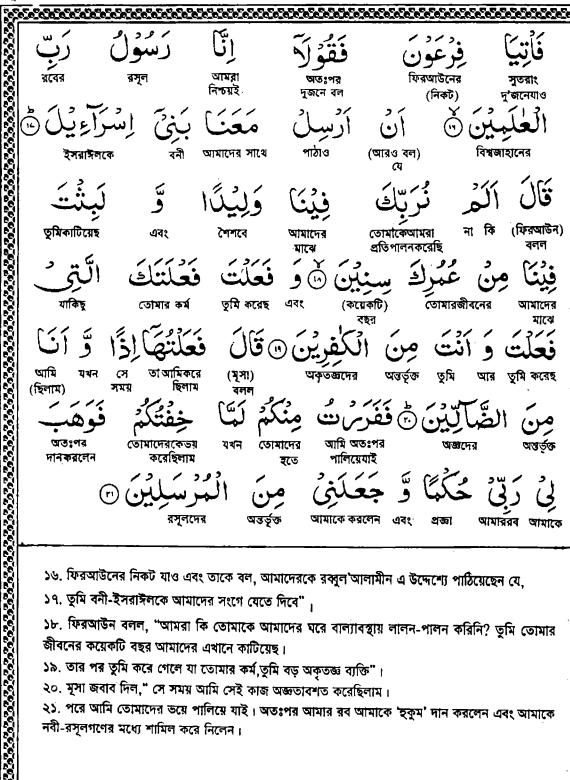
১৬. ফিরআউনের নিকট যাও এবং তাকে বল, আমাদেরকে রব্বুল'আলামীন এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে,

১৭. তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সংগে যেতে দিবে"।

১৮. ফিরআউন বলল, "আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে বাল্যাবস্থায় লালন-পালন করিনি? তুমি তোমার জীবনের কয়েকটি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছ।

১৯. তার পর তুমি করে গেলে যা তোমার কর্ম,তুমি বড় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি"।

২০. মূসা জবাব দিল," সে সময় আমি সেই কাজ অজ্ঞতাবশত করেছিলাম।

২১. পরে আমি তোমাদের ভয়ে পালিয়ে যাই। অতঃপর আমার রব আমাকে 'হুকুম' দান করলেন এবং আমাকে নবী-রসূলগণের মধ্যে শামিল করে নিলেন।
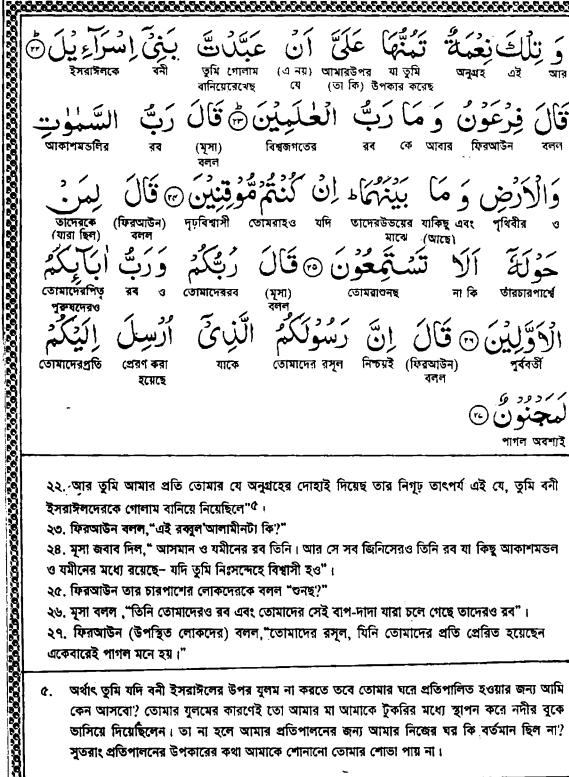
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٢٢

আর এই অনুগ্রহ যা তুমি (তা কি) উপকার করেছ আমারউপর যে (এ নয়) তুমি গোলাম বানিয়েরেখেছ বনী ইসরাঈলকে

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٣ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

বলল ফিরআউন আবার কে রব বিশ্বজগতের (মূসা) বলল রব আকাশমন্ডলির

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٢٤ قَالَ لِمَنْ

ও পৃথিবীর এবং যাকিছু তাদেরউভয়ের মাঝে (আছে) যদি তোমরাহও দৃঢ়বিশ্বাসী (ফিরআউন) বলল তাদেরকে (যারা ছিল)

حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۝٢٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ

তারচারপাশে না কি তোমরাশুনছ (মূসা) বলল তোমাদেররব ও রব তোমাদেরপিতৃপুরুষদেরও

الْاَوَّلِيْنَ ۝٢٦ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ

পূর্ববর্তী (ফিরআউন) বলল নিশ্চয়ই তোমাদের রসূল যাকে প্রেরণ করা হয়েছে তোমাদেরপ্রতি

لَمَجْنُوْنٌ ۝٢٧

পাগল অবশ্যই

২২. আর তুমি আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের দোহাই দিয়েছ তার নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলে"[৫]।

২৩. ফিরআউন বলল,"এই রব্বুল'আলামীনটা কি?"

২৪. মূসা জবাব দিল," আসমান ও যমীনের রব তিনি। আর সে সব জিনিসেরও তিনি রব যা কিছু আকাশমন্ডল ও যমীনের মধ্যে রয়েছে– যদি তুমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হও"।

২৫. ফিরআউন তার চারপাশের লোকদেরকে বলল "শুনছ?"

২৬. মূসা বলল ,"তিনি তোমাদেরও রব এবং তোমাদের সেই বাপ-দাদা যারা চলে গেছে তাদেরও রব"।

২৭. ফিরআউন (উপস্থিত লোকদের) বলল,"তোমাদের রসূল, যিনি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন একেবারেই পাগল মনে হয়।"

৫. অর্থাৎ তুমি যদি বনী ইসরাঈলের উপর যুলম না করতে তবে তোমার ঘরে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য আমি কেন আসবো? তোমার যুলমের কারণেই তো আমার মা আমাকে টুকরির মধ্যে স্থাপন করে নদীর বুকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তা না হলে আমার প্রতিপালনের জন্য আমার নিজের ঘর কি বর্তমান ছিল না? সুতরাং প্রতিপালনের উপকারের কথা আমাকে শোনানো তোমার শোভা পায় না।

قَالَ (মূসা) বলল । رَبُّ (তিনিতো) রব । الْمَشْرِقِ পূর্বদিগন্তের । وَ এবং । الْمَغْرِبِ পশ্চিমের । وَ এবং । مَا যাকিছু (আছে) । بَيْنَهُمَا তাদেরউভয়ের মাঝে ।

إِنْ যদি । كُنْتُمْ তোমরা । تَعْقِلُونَ বুঝতে ۝٢٨ قَالَ (ফিরআউন) বলল । لَئِنِ অবশ্যই যদি । اتَّخَذْتَ তুমি গ্রহণ কর । إِلَٰهًا (অন্যকে) ইলাহরূপে । غَيْرِي আমি ভিন্ন ।

لَأَجْعَلَنَّكَ আমি অবশ্যই তোমাকে করবই । مِنَ অর্ন্তভূক্ত । الْمَسْجُونِينَ কারারুদ্ধদের ۝٢٩ قَالَ (মূসা) বলল । أَوَلَوْ যদিও কি । جِئْتُكَ তোমাদের(কাছে) এনেছি আমি । بِشَيْءٍ এক জিনিষ (নিদর্শন) ।

مُبِينٍ সুস্পষ্ট (তবুও) ۝٣٠ قَالَ (ফিরআউন) বলল । فَأْتِ তবে নিয়ে আস । بِهِ তা । إِنْ যদি । كُنْتَ তুমিহও । مِنَ অর্ন্তভূক্ত । الصَّادِقِينَ সত্যবাদীদের ۝٣١

فَأَلْقَىٰ সে অতঃপর নিক্ষেপকরল । عَصَاهُ তারলাঠি । فَإِذَا তখনই । هِيَ তা (হয়েগেল) । ثُعْبَانٌ অজগর । مُبِينٌ সুস্পষ্ট ۝٣٢ وَ এবং । نَزَعَ টেনেবেরকরল (বগলহতে) । يَدَهُ তার হাত ।

فَإِذَا তখনই । هِيَ তা (হয়েগেল) । بَيْضَاءُ শুভ্রউজ্জল । لِلنَّاظِرِينَ দর্শকদের জন্যে ۝٣٣ قَالَ (ফিরআউন) বলল । لِلْمَلَإِ পরিষদবর্গকে । حَوْلَهُ তার চারপার্শ্বের । إِنَّ নিশ্চয়ই ।

هَٰذَا এতো । لَسَاحِرٌ যাদুকর । عَلِيمٌ সুদক্ষ ۝٣٤

২৮. মূসা বলল ,"পূর্ব ও পশ্চিম আর যাকিছু এই দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সবকিছুর রব তিনি, যদি তোমাদের কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি থেকে থাকে!"

২৯. ফিরআউন বলল ,"তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদ মেনে নাও তবে তোমাকেও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য করব যারা কয়েদ খানায় বন্দী হয়ে আছে।"

৩০. মূসা বলল ," আমি যদি তোমার সামনে এক সুস্পষ্ট জিনিস নিয়ে এসে থাকি, তবুও?"

৩১. ফিরআউন বলল ," আচ্ছা, তাহলে তুমি তা নিয়ে এস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক"।

৩২. (তার মুখ হতে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই তা এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল।

৩৩. পরে সে নিজের হাত (বগলের নীচ হতে) টেনে বের করল; তা সব দর্শকের সামনে ঝকমক করছিল ৬।

রুকুঃ ৩

৩৪. ফিরআউন তার চারপাশে অবস্থিত সরদার মাতব্বরদেরকে বলল ,"এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর।

৬. হযরত মূসা (আঃ) কক্ষপুট থেকে হাত বের করা মাত্র হঠাৎ সারা মহল ঔজ্জ্বল্যে ঝকমক করে উঠলো, মনে হল যেন সূর্য নির্গত হয়েছে।

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖق

সে চায় | যে | তোমাদেরকে সে বের করবে | হতে | তোমাদের দেশ | তার যাদুর বলে

فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝٣٥ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثْ

অতঃপর কি | তোমরা করতে বলো | তারা বলল | তার (ব্যাপার) স্থগিত রাখুন | ও | তার ভায়ের (ব্যাপারে) | এবং | প্রেরণ করুন

فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝٣٦ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝٣٧

মধ্যে | শহরসমূহের | সংগ্রহকারীদেরকে | আপনার নিকট নিয়ে আসবে | প্রত্যেক | বড় যাদুকরকে | সুদক্ষ

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٣٨ وَّ قِيْلَ

অতঃপর একত্রিত করা হলো | যাদুকরদেরকে | নির্দিষ্ট সময়ে | দিনের | নির্ধারিত | এবং | বলা হল

لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝٣٩

লোকদেরকে | (তাহলে) কি | তোমরা | (সম্মেলনে) সমবেত হচ্ছ

৩৫. সে চায় যে, নিজের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করবে[৭] এখন বল, তোমাদের কি নির্দেশ?"

৩৬. তারা বলল ,"তাকে এবং তার ভাইকে (শাস্তিদানের ব্যাপার) স্থগিত করে রাখুন, আর শহর-নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠিয়ে দিন,

৩৭. তারা সব দক্ষ যাদুকরকে আপনার নিকট নিয়ে আসবে।"

৩৮. তদানুযায়ী একদিন নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্রিত করা হল।

৩৯. আর লোকদেরকে বলা হল ,"তোমরা কি সম্মেলনে যাবে?

৭. এক মুহূর্ত পূর্বে ফিরআউন নিজ প্রজাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দরবারে রেসালাতের কথা বলতে ও বনী ইসরাঈলদের মুক্তির দাবী করতে দেখে তাকে পাগল গণ্য করেছিল ও ধমক দিচ্ছিল যে- যদি তুই আমাকে ছাড়া কাউকে উপাস্য বলে মানিস তবে তোকে জেলের মধ্যে পচিয়ে মারব, কিন্তু এখন নিদর্শন গুলো দেখা মাত্রই তার মধ্যে এত ভীষন ভয়ের সঞ্চার হয়ে গেল যে নিজের বাদশাহী ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হবে এই বিপদাশঙ্কা তার সামনে দেখা দিল। এর থেকে দুই মোজেযার মাহাত্ম্যের আন্দাজ করা যেতে পারে।

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝٤٠

আমরা সম্ভবত | অনুসরণকরব | যাদুকরদের(দ্বীনকে) | যদি | হয় | তারা | বিজয়ী

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا

অতঃপর যখন | আসল (ময়দানে) | যাদুকররা | তারাবলল | ফিরআউনকে | নিশ্চয়ই কি (আছে) | আমাদের জন্যে

لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝٤١ قَالَ نَعَمْ وَ

অবশ্যই পুরস্কার | যদি | আমরা হই | আমরা | বিজয়ী | (ফিরআউন) বলল | হ্যাঁ | এবং

إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝٤٢ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى

তোমরা নিশ্চয়ই | তখন | অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত (হবে) | (আমার) ঘনিষ্ঠদের | বলল | তাদেরকে | মূসা

أَلْقُوْا مَآ أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝٤٣

তোমরা নিক্ষেপকর | যাকিছু | তোমারা | নিক্ষেপকারী

৪০. সম্ভবত আমরা যাদুকরদের দ্বীনেই থেকে যাব– যদি তারা জয়ী হয় ৮"।

৪১. যাদুকররা যখন ময়দানে আসল তখন তারা ফিরআউনকে বলল, "আমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে তো যদি আমরা জয়ী হই?"

৪২. সে বলল ,"হ্যাঁ, আর তখন তোমরা নিকটবর্তীদের মধ্যে গণ্য হবে"।

৪৩. মূসা বলল ,"নিক্ষেপ কর, যাকিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে"।

৮. অর্থাৎ মাত্র ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করা হল না। বরং এই উদ্দেশ্যে চারিদিকে লোক ছোটানো হল যাতে মুকাবেলা দেখার জন্য এক এক করে লোকদেরকে সমবেত করা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায়– ভরা দরবারে হযরত মূসা (আঃ) যে মো'জেযা দেখিয়েছিলেন তার খবর সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ফিরআউনের মনে এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে দেশবাসীরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। দরবারে উপস্থিত যে সব লোকেরা হযরত মূসার (আঃ) মো'জেযা দেখেছিল এবং বাইরের যেসব লোক পর্যন্ত এর বিশ্বস্ত খবর পৌছেছিল। নিজেদের পৈত্রিক ধর্মের উপর তাদের বিশ্বাস বিচলিত হয়ে পড়ছিল। এখন তাদের ধর্মের অস্তিত্ব থাকা মাত্র একটা কথার উপর নির্ভর করছিল– হযরত মূসা (আঃ) যা দেখিয়েছেন যাদুকরেরাও যে কোন প্রকারে যদি তাই করে দেখায় তবেই রক্ষা। ফিরআউন ও তার দরবারীরা নিজেরা এ মুকাবেলাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বলে মনে করছিল। তাদের নিজেদের প্রেরিত লোক জনসাধারণের মনে এই কথা বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করে ফিরছিল যে, যদি যাদুকরেরা জয়ী হয় তবেই মূসার ধর্ম থেকে আমরা রক্ষা পাবো; অন্যথায় আমাদের দ্বীন ও ঈমানের কোন ঠিকানা নেই।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ

তারা অতঃপর নিক্ষেপ করল · তাদের রশিগুলোকে · ও · তাদের লাঠিগুলোকে · এবং · বলল · শপথ ইয্যতের

فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقٰى مُوسٰى

ফিরআউনের · নিশ্চয়ই আমরা · আমরাই · বিজয়ী (হব) · অতঃপর নিক্ষেপকরল · মূসা

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ

তার লাঠি · তখনই · তা · গ্রাসকরতে লাগল · যাকিছু · তারা মিথ্যা সৃষ্টি করে · তখন পড়ে গেল

السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

যাদুকররা · সিজদাবনত হয়ে · তারাবলল · আমরাঈমান এনেছি · রবের উপর · বিশ্বজাহানের

رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ

(যিনি) রব · মূসার · ও · হারূণের · (ফিরআউন) বলল · তোমরা কি ঈমানআনলে · তার উপর · এরপূর্বেই · যে

اٰذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

আমি দিব অনুমতি · তোমাদেরকে · নিশ্চয়ই সে · অবশ্যই প্রধান · তোমাদের · যে · তোমাদেরকে শিখিয়েছে · যাদু

৪৪. তারা অমনি নিজেদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, আর বলল,"ফিরআউনের সৌভাগ্যে আমরাই জয়ী থাকব।"

৪৫. পরে মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; তখন সহসাই তা তাদের মিথ্যা কৃতিত্বকে গিলে ফেলতে লাগল।

৪৬. এ দেখে সব যাদুকরই স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে গেল।

৪৭. এবং বলে উঠল,মেনে নিলাম আমরা রব্বুল আলামীনকে-

৪৮. মূসা ও হারূনের রবকে।

৪৯. ফেরাউন বলল,"তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমার অনুমতি দেবার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের বড় যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে ।

فَلَسَوْفَ	تَعْلَمُوْنَ ۬ۚ	لَاُقَطِّعَنَّ	اَيْدِيَكُمْ	وَ	اَرْجُلَكُمْ	مِّنْ
অতএব শীঘ্রই	তোমরা জানতে পারবে (পরিণাম)	আমি অবশ্যই কাটবই	তোমাদের হাত গুলোকে	ও	তোমাদের পা গুলোকে	হতে

خِلَافٍ	وَّ	لَاُصَلِّبَنَّكُمْ	اَجْمَعِيْنَ ﴿۴۹﴾	قَالُوْا	لَا	ضَيْرَ ؗ
বিপরীতদিক	আর	অবশ্যই তোমাদেরকে শুলেচড়াবই	সবাইকে	তারাবলল	নাই	কোন ক্ষতি

اِنَّاۤ	اِلٰى	رَبِّنَا	مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۵۰﴾	اِنَّا	نَطْمَعُ	اَنْ	يَّغْفِرَ	لَنَا
নিশ্চয়ই আমরা	দিকে	আমাদের রবের	প্রত্যাবর্তনকারী	নিশ্চয়ই আমরা	আশাকরি	যে	মাফকরবেন	আমাদেরকে

رَبُّنَا	خَطٰيٰنَاۤ	اَنْ	كُنَّاۤ	اَوَّلَ	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۱﴾	وَ	اَوْحَيْنَاۤ
আমাদেররব	আমাদেরগুনাহ গুলোকে	(এজন্যে) যে	আমরাহলাম	অগ্রণী	ঈমানদারদের	এবং	আমরা ওহী পাঠালাম

اِلٰى	مُوْسٰۤى	اَنْ	اَسْرِ	بِعِبَادِيْۤ	اِنَّكُمْ	مُّتَّبَعُوْنَ ﴿۵۲﴾
প্রতি	মূসার	যে	রাতে বের হয়েযাও	আমার বান্দাদের নিয়ে	নিশ্চয়ই তোমাদেরকে	পিছনে অনুসরণ করাহবে

فَاَرْسَلَ	فِرْعَوْنُ	فِى	الْمَدَآئِنِ	حٰشِرِيْنَ ﴿۵۳﴾	اِنَّ	هٰۤؤُلَآءِ
অতঃপর পাঠাল	ফিরআউন	মধ্যে	শহরগুলোর	লোকসংগ্রহকারী দেরকে	(এবলে যে) নিশ্চয়ই	এরা

لَشِرْذِمَةٌ	قَلِيْلُوْنَ ﴿۵۴﴾	وَ	اِنَّهُمْ	لَنَا	لَغَآئِظُوْنَ ﴿۵۵﴾
অবশ্যই একটিদল	ছোট	এবং	তারা নিশ্চয়ই	আমাদের জন্যে	অবশ্যই ক্রোধউদ্রেগকারী

আচ্ছা! এখনই তোমরা জানতে পারবে! আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কেটে দেব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।"

৫০. তারা জবাব দিলঃ "কোনই পরোয়া নেই, আমরা আমাদের রবের নিকট পৌঁছে যাব।

৫১. আর আমাদের আশা আছে যে, আমাদের রব আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। কেননা আমরা প্রথমেই ঈমান এনেছি।"

রুকূঃ ৪

৫২.আমরা[৯] মূসাকে অহী পাঠালাম যে,"রাতের মধ্যেই আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে যাও। তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।"

৫৩. এতে ফিরআউন (সৈন্যদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে) শহরে-নগরে নকীব পাঠিয়ে দিল

৫৪. এবং (বলে পাঠাল যে,)"এরা অতি অল্প সংখ্যক লোক,

৫৫. এবং এরা আমাদেরকে ক্রোধান্বিত করেছে ।

৯. এখন দীর্ঘকালের ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে সেই সময়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যখন হযরত মূসাকে (আঃ) মিশর ত্যাগ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল।

وَ اِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ

এবং | নিশ্চয়ই আমরা | একটিদল অবশ্য | সদা-সতর্ক | এভাবে | তাদেরকে আমরা বের করলাম | হতে | উদ্যানসমূহ

وَّ عُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾ وَّ كُنُوْزٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ ط وَ

ও | প্রস্রবণসমূহ | এবং | ধন-ভান্ডার | ও | (হতে) স্থানসমূহ | সুরম্য | এরূপই (ঘটেছিল) | আর

اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾ فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾

তার আমরাউত্তরাধিকারী করেছিলাম | বনী | ইসরাঈলদেরকে | তারা অতঃপর পশ্চাদ্ধাবণ করল | তাদেরকে | সূর্যোদয়কালেই

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾

অতঃপর যখন | উভয়ে দেখল | উভয়দলকে | বলল | সাথীরা | মূসার | নিশ্চয়ই আমরা | ধরা পড়ে গেলাম অবশ্যই

قَالَ كَلَّا ج اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى

(মূসা) বলল | কক্ষণনা | নিশ্চয়ই | আমারসাথে (আছেন) | আমাররব | তিনি আমাকে শীঘ্রই পথদেখাবেন | আমরা অতঃপর ওহীপাঠালাম | প্রতি

مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ

মূসার | যে | আঘাতকর | তোমার লাঠি দিয়ে | সমুদ্রকে | ফলে | ফেটেগেল অতঃপর | (সমুদ্র) হল | প্রত্যেক

فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾ وَ اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾

ভাগ | পর্বতের মত যেমন | বিশাল | এবং | আমরা নিকটে আনলাম | সেখানেই | অন্যান্যদেরকে (অপর দলকে)

৫৬. আর আমরা এমন একটি দল, সদাসতর্ক থাকাই যার স্থায়ী রীতি।"

৫৭-৫৮. এভাবে আমরা তাদেরকে তাদের বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ধন-ভান্ডার এবং তাদের অতীব উত্তম ঘর-বাড়ী হতে বের করে আনলাম।

৫৯. এ হল তাদের সাথে, আর (অপরদিকে) বনীইসরাঈলকে আমরা এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

৬০. ভোর হতেই এ লোকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করল।

৬১. উভয় দল যখন মুখোমুখি হল তখন মূসার সংগী-সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠল,"আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!"

৬২. মূসা বলল,"কক্ষণো না আমার সংগে রয়েছেন আমার রব। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।"

৬৩. আমরা মূসাকে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম "সমুদ্রের উপর তোমার লাঠি মারো"। সহসা সমুদ্র দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং তার প্রত্যেকটি অংশ এক একটি বিরাট পর্বতের মত হয়ে দাঁড়াল।

৬৪. সেখানেই আমরা অপর দলটিকেও নিয়ে উপস্থিত করলাম।

وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَ مَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا

এবং আমরারক্ষাকরলাম মূসাকে ও যারা (ছিল) তারসাথে সবাইকে এরপর আমরা ডুবিয়ে দিলাম

الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

অন্যান্যদেরকে নিশ্চয়ই মধ্যে আছে এর অবশ্যই একটিনিদর্শন কিন্তু না ছিল তাদের অধিকাংশই

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾ وَ اتْلُ

বিশ্বাসী এবং নিশ্চয়ই তোমাররব অবশ্যই তিনিই পরাক্রমশালী মেহেরবান আর শুনাও

عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾

তাদেরকে বৃত্তান্ত ইবরাহীমের যখন সে বলেছিল তারপিতাকে ও তারজাতিকে কিসের তোমরা পূজা করছ

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ

তারাবলে ছিল আমরা পূজাকরি (কিছু) মূর্তির আমরা অতঃপর লেগেথাকি তাদের জন্যে আত্মোউৎসর্গীহয়ে (ইবরাহীম) বলল কি

يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٢﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾

তোমাদেরকে তারা শুনতে পায় যখন তোমরাডাক অথবা তোমাদেরকে উপকার করতেপারে অথবা ক্ষতি করতে পারে

৬৫. মূসা ও সেই সব লোককে যারা তার সংগে ছিল আমরা বাঁচিয়ে নিলাম।

৬৬. আর অপর দলকে ডুবিয়ে দিলাম।

৬৭. এই ঘটনায় একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে অনেক লোকই তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

৬৮. আর সত্য কথা এই যে, তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

রুকূঃ ৫

৬৯. আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনাও।

৭০. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল "এই জিনিসগুলো কি তোমরা যার পূঁজা করছ?"

৭১. তারা জবাব দিল,"কিছুসংখ্যক মূর্তি, যেগুলোর আমরা পূজা করি, তাদেরই সেবায় আমরা আত্মোৎসর্গ করে আছি।"

৭২. সে জিজ্ঞাসা করল ,"এরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায় যখন তোমরা তাদের ডাক?

৭৩. কিংবা এরা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে?"

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ

তারা বলল (না) বরং আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ দাদাদেরকে এরূপই তারা করতেন সে বলল

أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ

ভেবেকি তোমরা (ভেবে) দেখেছ (ঐগুলোকে) যার তোমরা পূজা করে আসছ তোমরা ও তোমাদেরপিতৃপুরুষেরা

الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

(যারা)অতীত হয়েছে সুতরাং তারা নিশ্চয়ই শত্রু আমার ব্যতীত রব বিশ্বজাহানের

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান এবং তিনিই যিনি আমাকে খাওয়ান ও

يَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي

আমাকে পান করান এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকেআরোগ্যদান করেন এবং (তিনিই) যিনি

يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي

আমাকে মৃত্যু দেবেন এরপর পুর্নজীবিত করবেন এবং (তিনিই)যার (নিকট) আশাকরি আমি যে মাফকরবেন আমাকে

خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

আমার ত্রুটিসমূহকে দিনে বিচারের

৭৪. তারা উত্তরে বলল,"না, আমরা বরং আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি"।

৭৫-৭৬. এই কথা শুনে ইবরাহীম বলল," তোমরা কখনো(চক্ষুমেলে) এই জিনিসগুলো দেখেছ কি যেগুলোর বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীতের পূর্ব পুরুষরা করে আসছ?

৭৭. এরা সবাই তো আমার দুশমন, কেবল রব্বুল আ'লামীন ছাড়া,

৭৮. যিনি আমাকে পয়দা করেছেন , এবং অতঃপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেন,

৭৯. যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

৮০. আর যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন,

৮১. যিনি আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন;

৮২. আর যাঁর নিকট আমি আশা পোষণ করি যে, বিচার দিনে তিনি আমার ত্রুটিসমূহ মাফ করে দিবেন।"

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

(পরে বললেন) হে আমার রব – দানকর – আমাকে – জ্ঞান-বুদ্ধি – ও – মিলিত কর – সৎকর্মশীলদের সাথে

وَ اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾

এবং – দাও – আমাকে – খ্যাতি – সত্যকার – মধ্যে – পরবর্তীদের

وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾ وَ

এবং – আমাকে কর – অন্তর্ভুক্ত – উত্তরাধিকারীদের – জান্নাতের – নেয়ামতে ভরা – এবং

اغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ

মাফকর – আমার পিতাকে – নিশ্চয়ই তিনি – ছিলেন – অর্ন্তভূক্ত – পথভ্রষ্টদের – আর – না – আমাকে লাঞ্ছিতকরো – দিনে

يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا

পুনরুত্থানের – সেদিন – না – কাজেআসবে – ধন-সম্পদ – আর – না – সন্তান-সন্ততি – তবে

مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

(তাকে) যে – আসবে – আল্লাহর নিকট – অন্তরসহ – প্রশান্ত – এবং – নিকটে আনা হবে – জান্নাত

لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

মুত্তাকীদেরজন্যে

৮৩. (অতঃপর ইবরাহীম দো'আ করল) "হে আমার রব, আমাকে সত্যকার জ্ঞান-বুদ্ধি দান কর। আর আমাকে নেককার লোকদের সাথে মিলিত কর।

৮৪. আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমাকে সত্যিকার খ্যাতি দান কর।

৮৫. আমাকে নে'আমত ভরা জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শামিল কর।

৮৬. আরো নিবেদন এই যে, আমার পিতাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই সে গোমরাহ লোকদের একজন।

৮৭. আমাকে সেদিন লাঞ্ছিত করো না। যখন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে;

৮৮.যখন না ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি;

৮৯. কেবল সেই ব্যক্তি উপকৃত হবে যে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে।"

৯০. -(সেদিন[১০]) জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের নিকট নিয়ে আসা হবে।

১০. এখান থেকে ১০২ নং আয়াত পর্যন্তকার ভাষন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তির অংশ নয়; বরং আল্লাহতা'আলার পক্ষথেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তির উপর বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে।

وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾ وَ قِيْلَ لَهُمْ

এবং উন্মুক্ত করা হবে দোযখ বিভ্রান্তলোকদের জন্যে এবং বলা হবে তাদেরকে

اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ

কোথায় (তারা) যাদেরকে তোমরাইবাদতকরতে পরিবর্তে আল্লাহর কি তোমাদেরকে তারা সাহায্য করতেপারে

اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَ الْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾ وَ جُنُوْدُ

অথবা (কি) আত্মরক্ষাকরতেপারে অতঃপর তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে তারমধ্যে তাদেরকে ও বিভ্রান্তদেরকে ও সৈন্যসামন্তদেরকে

اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾ قَالُوْا وَ هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾

ইবলীসের সবাইকে তারাবলবে আর তারা তারমধ্যে ঝগড়া করতে থাকবে

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ

শপথ আল্লাহর নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম অবশ্যই মধ্যে বিভ্রান্তির সুস্পষ্ট যখন তোমাদেরকে সমান মর্যাদা দিতাম আমরা রবের সাথে

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَ مَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا

বিশ্বজাহানের এবং না আমাদেরকে পথ ভ্রষ্টকরেছে (অন্যকেউ) এ ব্যতীত অপরাধীরা সুতরাং (আজ) নাই আমাদের জন্যে

مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾

(কেউ) মধ্যেহতে সুপারিশকারীদের

৯১. আর দোযখকে উন্মুক্ত করে ধরা হবে বিভ্রান্ত লোকদের সামনে,

৯২. আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে,"এখন তারা কোথায়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে?

৯৩. তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করছে ,কিংবা নিজেরা আত্মরক্ষা করতে পারে?"

৯৪-৯৫. পরে সেই মা'বুদ ও এই বিভ্রান্ত লোকেরা আর ইবলীসের সৈন্য-সামন্ত–সকলকেই তারমধ্যে উপরে-নীচে ঠেলে দেয়া হবে।

৯৬. সেখানে তারা সকলে পরস্পর ঝগড়া করবে আর এই বিভ্রান্ত লোকেরা (নিজেদের মা'বুদদেরকে) বলবে,

৯৭. "আল্লাহর শপথ, আমরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম,

৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে রব্বুল'আলামীনের সমান মর্যাদা দিচ্ছিলাম।

৯৯. আর সেই অপরাধী লোকেরাই আমাদেরকে এই গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে।

১০০. এখন না আমাদের জন্যে সুপারিশকারী কেউ আছে।

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

আর না (আছে) কোন বন্ধু সুহৃদয় অতএব যদি আমাদের জন্যে (সম্ভব হতো) একবার (ফিরেযাওয়া)

فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

তবে আমরা হোতাম অর্ন্তভূক্ত মু'মিনদের নিশ্চয়ই মধ্যে আছে এর নিদর্শনঅবশ্যই

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

কিন্তু না হবে তাদের অধিকাংশ ঈমানদার এবং নিশ্চয়ই তোমাররব অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী

الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ

মেহেরবান মিথ্যারোপকরেছিল. জাতি নূহের রসূলদেরকে (স্মরণকর) যখন বলেছিল

لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

তাদেরকে তাদের ভাই নূহ না কি তোমরা ভয় কর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরজন্যে একজন রসূল

أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

বিশ্বস্ত

১০১. আর না আছে কোন দরদী বন্ধু।

১০২. হায়, আমাদেরকে যদি আবার একবার ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত, তবে আমরা মু'মিন হতাম!"

১০৩. -নিশ্চয়ই এতে এক বড় নিদর্শন রয়েছে[১১]। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না।

১০৪. সত্যিই তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং দয়াবানও।

রুকূঃ ৬

১০৫. নূহের জাতি নবী-রসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১০৬. স্মরণ কর, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল,"তোমরা কি ভয় করনা?

১০৭. আমি তো তোমাদের জন্যে এক আমানতদার রসূল।

১১. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনীর মধ্যে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾ وَ مَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ

তোমরা অতএব ভয়কর — আল্লাহকে — ও — আমার আনুগত্য কর — আর — না — তোমাদের(নিকট) আমি চাচ্ছি — এরজন্যে

مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا

কোন — প্রতিদান — নাই — আমারপ্রতিদান (অন্যকারো নিকট) — এব্যতীত — নিকট — রবের — বিশ্বজগতের — তোমরা সুতরাং ভয়কর

اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ

আল্লাহকে — ও — তোমরা আমার আনুগত্যকর — তারা বলল — কি — আমরা ঈমান আনব — তোমারপ্রতি — অথচ — তোমাকে অনুসরণ করেছে

الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَ مَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

নিকৃষ্টতম লোকেরা — (নূহ) বলল — আর — নাই — আমারজানা — ঐ বিষয়ে — তারা কাজ করছে

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَ مَآ اَنَا

নয় — তাদের হিসাব (অন্যকারো নিকট) — এব্যতীত — উপর — আমার রবের — যদি — তোমরা অনুভব কর — আর — না — আমি (হতেপারি)

بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا

বিতাড়নকারী — মু'মিনদেরকে — নই — আমি — এব্যতীত — সতর্ককারী (মাত্র) — সুস্পষ্ট — তারা বলল

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾

অবশ্যই যদি — না — বিরতহও — হে — নূহ — অবশ্যই তুমিহবেই — অন্তর্ভুক্ত — প্রস্তরাঘাতে নিহতদের

১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য করে চল।

১০৯. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না। আমাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আ'লামীনের।

১১০. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর (নিঃশঙ্কচিত্তে) আমার আনুগত্য কর"।

১১১. তারা জবাব দিল, "আমরা কি তোমাকে মেনে নিব? অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরাই তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছে"।

১১২. নূহ বলল "আমি কি জানি, তাদের আমল কি রকম?

১১৩. তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব তো আমার রবের উপর রয়েছে। হায় তোমরা যদি কিছুটা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করতে!

১১৪. আমার কাজ এ নয় যে, যারা ঈমান আনবে তাদেরকে আমি বিতাড়িত করব।

১১৫. আমি তো শুধু স্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী ব্যক্তি মাত্র"।

১১৬. তারা বলল, "হে নূহ, তুমি যদি বিরত না হও তাহলে ভাগ্য-বিপর্যস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَهُمْ

(নূহ) বলল | হে আমার রব | নিশ্চয়ই | আমার জাতি | আমাকে অস্বীকার করেছে | সুতরাং ফয়সালা কর | আমার মাঝে | ও | তাদের মাঝে

فَتْحًا وَّ نَجِّنِىْ وَ مَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ

(চূড়ান্ত) ফয়সালা | এবং | আমাকে রক্ষা কর | ও | যারা (আছে) | আমার সাথে | (অর্থাৎ) | ঈমানদার | অতঃপর রক্ষা করলাম তাকে আমরা

وَ مَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ

ও | যারা (ছিল) | তার সাথে | মধ্যে | নৌযানের | বোঝাই করা | এরপর | আমরা ডুবিয়ে দিলাম | বাদ

الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

(বাকীদেরকে) (অবশিষ্টদেরকে) | নিশ্চয়ই | মধ্যে (আছে) | এর | নিদর্শন অবশ্যই | আর | না | ছিল | তাদের অধিকাংশই

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

ঈমানদার

১১৭. নূহ দো'আ করল, "হে আমার রব আমার জাতির লোকরা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১১৮. এখন আমার ও তাদের মধ্যে তুমি চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সংগে যেসব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে মুক্তি দাও"।

১১৯. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে একটি ভরা নৌকাতে বাঁচিয়ে দিয়েছি[১২]।

১২০. এবং এরপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছি।

১২১. নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

১২. ভরা নৌকা অর্থাৎ সেই নৌকা যা ঈমান আনায়নকারী মানুষ ও সেই সকল পশু দ্বারা ভরা হয়েছিল যাদের এক এক জোড়া সংগে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সূরা হূদের ৪০নং আয়াতে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ
আর নিশ্চয়ই তোমাররব তিনি অবশ্যই পরাক্রমশালী মেহেরবান অস্বীকার করেছিল

عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا
আ'দ জাতিও রসূলদেরকে (স্মরণ কর) যখন বলেছিল তাদেরকে তাদের ভাই হূদ না কি

تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
তোমরা ভয় করবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্যে একজন রসূল বিশ্বস্ত অতএব তোমরা ভয়কর আল্লাহকে ও

اَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَ مَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ
তোমরা আমার আনুগত্য কর আর না তোমাদের(নিকট) আমি চাচ্ছি এরজন্যে কোন প্রতিদান নাই আমারপ্রতিদান (অন্যকারো নিকট)

اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً
এব্যতীত নিকট রবের বিশ্বজগতের তোমরা কি নির্মাণকরছ প্রত্যেক উচ্চস্থানে স্মৃতিচিহ্ন

تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾
নিরর্থক ও তোমরা তৈরী করছ দালান-কোঠা তোমরা যেন চিরস্থায়ী হবে

১২২. আর আসল কথা এই যে, তোমার রব মহা শক্তিশালী এবং দয়াবানও।

রুকুঃ ৭

১২৩. 'আদ জাতিও নবী-রসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১২৪. স্মরণ কর, যখন তাদেরকে তাদের ভাই হূদ বলল,"তোমরা কি ভয় কর না?

১২৫. আমি তোমাদের জন্যে একজন আমানতদার (বিশ্বস্ত) রসূল।

১২৬. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১২৭. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক পেতে চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো রব্বুল'আলামীনের যিম্মায় রয়েছে।

১২৮. তোমাদের এ কি অবস্থা, সব উচ্চস্থানেই যে অর্থহীনভাবে স্মৃতি চিহ্নরূপে ইমারত রচনা করছ?

১২৯. আর বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে!

وَ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

এবং যখন তোমরাপাকড়াও কর তোমরাপাকড়াও কর কঠোরহয়ে অতএব তোমরা ভয়কর আল্লাহকে ও

اَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَ اتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

আমার তোমরা আনুগত্যকর এবং তোমরাভয়কর (তাকে) যিনি তোমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন যাকিছু তোমরাজান

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾ اِنِّيْٓ

তোমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন জন্তু-জানোয়ার দিয়ে ও সন্তান-সন্ততি এবং উদ্যানসমূহ ও প্রস্রবণসমূহ (দিয়ে) নিশ্চয়ই আমি

اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ

আশংকা করছি তোমাদেরউপর আযাবের দিনের কঠিন তারা বলল সমান

عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾ اِنْ هٰذَآ

আমাদের জন্যে তুমিনসীহতকর কি অথবা না-ই তুমিহও অর্ন্তভুক্ত নসীহতকারীদের নয় এটা

اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ

এব্যতীত যে স্বভাব পূর্ববর্তীদের আর না আমরা আযাবপ্রাপ্ত হব তাকে তারা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা সাব্যস্ত করল

فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

তখন তাদেরকেআমরা ধ্বংসকরলাম নিশ্চয়ই মধ্যে আছে এর অবশ্যই নিদর্শন কিন্তু না ছিল তাদের অধিকাংশ

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

ঈমানদার

১৩০. আর যখন কাউকে পাকড়াও কর তখন অত্যাচারী হয়েই কর!

১৩১. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৩২. ভয়কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা জান।

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে জন্তু-জানোয়ার দিয়েছেন, সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন।

১৩৪. বাগ-বাগিচা দিয়েছেন, আর ঝর্ণা-প্রস্রবণ দিয়েছেন।

১৩৫. তোমাদের ব্যাপারে আমি এক অতি বড় দিনের আযাবের ভয় করছি"।

১৩৬. তারা জবাব দিল,"তুমি নসীহত কর আর না কর, আমাদের জন্যে সবই সমান।

১৩৭. এ সব (কথা বলা)তো পূর্ববর্তীদের স্বভাব।

১৩৮. আর আমরা আযাবে নিমজ্জিত হবার লোক নই"।

১৩৯. শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾ كَذَّبَتْ

আর | নিশ্চয়ই | তোমাররব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী | মেহেরবান | মিথ্যারোপকরে ছিল

ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا

সামূদজাতি | রসূলদেরকে | (স্মরণকর) যখন | বলেছিল | তাদেরকে | তাদেরই ভাই | সালেহ | না কি

تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ

তোমরা করবে ভয় | নিশ্চয়ই আমি | তোমাদের জন্যে | রসূল | বিশ্বস্ত | অতএব তোমরাভয়কর | আল্লাহকে

وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾ وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ

আর | আমারতোমরা আনুগত্যকর | এবং | না | তোমাদের(নিকট) আমি চাচ্ছি | এরজন্যে | কোন | প্রতিদান | নয়

اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا

আমার প্রতিদান (অন্যকারো নিকট) | এব্যতীত | নিকট | রবের | বিশ্বজাহানের | কি | তোমাদেরকে ছেড়েরাখাহবে | (তা সবের) মধ্যে | যা কিছু

هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَّ زُرُوْعٍ وَّ

এখানে (আছে) | নিরাপদে নিশ্চিন্তে | মধ্যে | বাগ-বাগিচার | ও | প্রস্রবন সমূহের | এবং | ক্ষেত-খামারের | ও

نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾

খেজুর বাগানের | তার ছড়াগুলি | সুকোমল রসেভরা

---

১৪০. আর সত্য কথা এই যে, তোমার রব প্রবল পরাক্রমশালী এবং অতিশয় দয়ালুও।

রুকুঃ ৮

১৪১. সামূদ জাতি নবী-রসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল।

১৪২. স্মরণ কর, যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল,"তোমরা কি ভয় কর না?

১৪৩. আমি তোমাদের জন্যে এক আমানতদার রসূল।

১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৪৫. আমি এ কাজে তোমাদের নিকট কোনরূপ পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক রব্বুল'আলামীনের যিম্মায় রয়েছে।

১৪৬. তোমাদেরকে কি এখানে যা কিছু আছে সে সব জিনিসের মধ্যে এমনিই,নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে?

১৪৭. –এইসব বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা,

১৪৮. এইসব ক্ষেত-খামার ও খেজুর বাগান, যার ছড়াগুলো রসে ভরা?

وَ تَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا فٰرِهِیۡنَ ﴿۱۴۹﴾

এবং | তোমরা খোদাই করেনির্মাণকরছ | মধ্যে | পাহাড়সমূহের | গৃহসমূহ | অহংকার বশে

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۵۰﴾ وَ لَا تُطِیۡعُوۡۤا اَمۡرَ

তোমরা তাই ভয় কর | আল্লাহকে | ও | আমার আনুগত্যকর | অ.র | না | আনুগত্য করো | আদেশের

الۡمُسۡرِفِیۡنَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِیۡنَ یُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا

সীমালংঘনকারীদের | যারা | বিপর্যয় সৃষ্টিকরে | মধ্যে | পৃথিবীর | আর | না

یُصۡلِحُوۡنَ ﴿۱۵۲﴾ قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مِنَ الۡمُسَحَّرِیۡنَ ﴿۱۵۳﴾ مَاۤ اَنۡتَ

সংশোধনের কাজ করে | তারাবলল | মূলতঃ | তুমি | অন্তর্ভুক্ত | যাদুগ্রস্তদের | নও | তুমি

اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ۚۖ فَاۡتِ بِاٰیَۃٍ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ ﴿۱۵۴﴾

এব্যতীত যে | একজন মানুষ | আমাদেরই মত | কাজেই আন | একটি নিদর্শনকে | যদি | তুমিহও | অর্ন্তভুক্ত | সত্যবাদীদের

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَۃٌ لَّهَا شِرۡبٌ وَّ لَکُمۡ شِرۡبُ یَوۡمٍ مَّعۡلُوۡمٍ ﴿۱۵۵﴾

(সালেহ) বলল | এই | একটিউষ্ট্রী | তারজন্যে | পানিপান করার | এবং | তোমাদের জন্যে | পানিপান করার | দিন | নির্দিষ্ট

وَ لَا تَمَسُّوۡهَا بِسُوۡٓءٍ فَیَاۡخُذَکُمۡ عَذَابُ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴿۱۵۶﴾

আর | না | তাকে স্পর্শকরো | মন্দভাবে | তোমাদেরকে তাহলে গ্রাসকরবে | আযাবে | দিনের | কঠিন

১৪৯. তোমরা পাহাড় খোদাই করে অহংকার বশে তাতে ইমারত নির্মাণ কর।

১৫০. আল্লাহকে ভয়কর এবং আমার আনুগত্য কর।

১৫১. সেই সীমালংঘনকারী লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না,

১৫২. যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনরূপ সংস্কার-সংশোধন করেনা।"

১৫৩. তারা জবাব দিল,"তুমি তো নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

১৫৪. তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া আরতো কিছুই নও। পেশকর কোন নিদর্শন, যদি তুমি সত্য হয়ে থাক"।

১৫৫. সালেহ বলল,এই উষ্ট্রী একদিন তার পানি পানের পালা নির্দিষ্ট, আর একদিন তোমাদের সকলের পানি পানের জন্যে পালা নির্দিষ্ট।

১৫৬. তাকে তোমরা কখনো উত্যক্ত করোনা। অন্যথায় এক বড় দিনের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে"।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿۱۵۷﴾ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ

তার(পায়েররগ) কিন্তু কেটেদিল | পরিণামে তারাহল | অনুতপ্ত লজ্জিত | অতঃপর গ্রাসকরল | তাদেরকে | আযাবে

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۸﴾ وَ

নিশ্চয়ই | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | আর | না | ছিল | তাদেরঅধিকাংশ | ঈমানদার | অথচ

اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۵۹﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨ

নিশ্চয়ই | তোমাররব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী | মেহেরবান | অস্বীকার করেছিল | জাতি | লূতের

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۶۰﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۱﴾

রসূলদেরকে | (স্মরণকর) যখন | তাদেরকে বলেছিল | তাদের ভাই | লূত | কি | না | তোমরা ভয় করবে

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿۱۶۲﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۶۳﴾

নিশ্চয়ই আমি | তোমাদের জন্যে | একজন রসূল | বিশ্বস্ত | অতএব তোমরা ভয়কর | আল্লাহকে | ও | আমার আনুগত্য কর

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۴﴾

আর | না | আমি চাচ্ছি তোমাদের(নিকট) | এরজন্যে | কোন | পারিশ্রমিক | নাই | আমারপ্রতিদান (কারো নিকট) | এব্যতীত | নিকট | রবের | বিশ্বজগতের

১৫৭. কিন্তু তারা উহার পায়ের রগ কেটে দিল এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল।

১৫৮. তাদের উপর আযাব আসল। নিশ্চয়ই এতে একটি নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু এদের অধিকাংশই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

১৫৯. আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং দয়ালুও।

রুকূঃ ৯

১৬০. লূতের জাতিও রসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

১৬১. স্মরণ কর, যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় কর না?

১৬২. আমি তোমাদের জন্যে এক আমানতদার রসূল।

১৬৩. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৬৪. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকের দাবী করছি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে।

১৬৫. তোমরা কি দুনিয়ার সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের নিকট গমন কর,

১৬৬. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের রব তোমাদের জন্যে যাকিছু পয়দা করেছেন তা পরিহার করছ? বরং তোমরা তো সীমা-ই লংঘন করে গিয়েছ!"

১৬৭. তারা বলল, "হে লূত, তুমি যদি এসব কথা হতে বিরত না হও তাহলে যারা আমাদের লোকালয় হতে বহিষ্কৃত হয়েছে তোমাকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে"।

১৬৮. সে বলল,"তোমাদের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ যারা আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত।

১৬৯. হে পরোয়ারদেগার! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে এই লোকদের অপকর্ম হতে মুক্তি দাও"।

১৭০. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে নিলাম।

১৭১. -সেই বৃদ্ধা ব্যতীত যে পিছনে পড়েথাকা লোকদের মধ্যে ছিল[১৩]।

১৭২. আর অবশিষ্ট সব লোককেই আমরা ধ্বংস করে দিলাম,

১৩. অর্থাৎ হযরত লূতের (আঃ) স্ত্রী।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ

এবং | আমরা বর্ষণ করেছিলাম | তাদের উপর | একবর্ষণ (শাস্তিমূলক) | অতএব কতনিকৃষ্ট | বর্ষণ | ভীতি প্রদর্শনকরা লোকদের(জন্যে) | নিশ্চয়ই

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَ اِنَّ

মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শন | আর | না | ছিল | তাদের অধিকাংশই | ঈমানদার | অথচ নিশ্চয়ই

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ

তোমাররব | অবশ্যই তিনি | পরাক্রমশালী | মেহেরবান | অস্বীকারকরেছিল | অধিবাসীরাও | আইকার

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

রসূলদেরকে | (স্মরণকর) যখন | বলেছিল | তাদেরকে | শু'আয়েব | কি না | তোমরা ভয় করবে

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾

নিশ্চয়ই আমি | তোমাদের জন্যে | একজন রসূল | বিশ্বস্ত | অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়কর | ও | তোমরা আনুগত্য কর আমার

وَ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ

আর | না | তোমাদের(নিকট) আমি চাচ্ছি | এরজন্যে | কোন | প্রতিদান | নাই | আমারপ্রতিদান (অন্যকারো নিকট) | ব্যতীত | নিকট | রবের

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾

বিশ্বজাহানের

১৭৩. এবং তাদের উপর একপ্রকার বর্ষণ করলাম। এই ভয় দেখানো লোকদের উপর খুব খারাব বর্ষণই বর্ষিত হল।

১৭৪. নিশ্চিত এতে এক নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা মানতে প্রস্তুত নয়।

১৭৫. অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমার রব মহা পরাক্রমশালী এবং দয়াশীলও।

রুকূঃ ১০

১৭৬. আইকাবাসীরা[১৪] রসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।

১৭৭. স্মরণ কর, যখন শু'আয়ব তাদেরকে বলেছিল,"তোমরা কি ভয় কর না?

১৭৮. আমি তোমাদের জন্যে একজন আমানতদার রসূল।

১৭৯. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

১৮০. আমি এই কাজে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিকের দাবীদার নই। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে।

১৪. 'আসহাবল আইকা'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূরা হিজরের ৭৮-৮৪ নং আয়াতে ইতি পূর্বে দেয়া হয়েছে।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

তোমরা পূর্ণদাও — মা প — ও — না — তোমরা হয়ো — অন্তর্ভূক্ত — মাপে কম দানকারীদের

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

এবং তোমরাওজন করবে — দাড়িপাল্লায় — সঠিকভাবে — আর না — তোমরা কম দেবে — লোকদেরকে

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَ

তাদের জিনিষগুলোকে — আর না — অনিষ্টকরো — মধ্যে — পৃথিবীর — বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে — এবং

اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوا

তোমরাভয় কর — (তাঁকে) যিনি — তোমাদেরকেসৃষ্টি করেছেন — ও — বংশধরদেরকেও — পূর্ববর্তী — তারাবলেছিল

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا

মুলতঃ — তুমি — অর্ন্তভূক্ত — যাদুগ্রস্তদের — আর — না — তুমি — এব্যতীত — একজন মানুষ — আমাদেরই মত

وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا

আর নিশ্চয়ই — তোমাকেআমরা মনেকরি — অবশ্যই অন্যতম — মিথ্যাবাদীদের — অতএব ফেলাও — আমাদের উপর — একটুকরো

مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّي

আকাশের — যদি — তুমিহও — অর্ন্তভূক্ত — সত্যবাদীদের — (শু'আয়েব) বলল — আমার রব

أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

খুবজানেন — যাকিছু — তোমরা করছ

১৮১. ওযনের পাত্র পুরোপুরি ভরে দিও, কাউকে ওজনে কম দিওনা।

১৮২. সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর,

১৮৩. লোকদেরকে তাদের মাল কম দিও না । যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।

১৮৪. আর সেই সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এবং বিগত বংশধরদেরকে পয়দা করেছেন"।

১৮৫. তারা বলল," তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্র।

১৮৬. আর আমাদের মতই একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নও, আর আমরা তো তোমাকে পরিষ্কার মিথ্যাবাদী মনে করি।

১৮৭.তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আকাশমন্ডলের এক টুকরা নিক্ষেপ কর"।

১৮৮. শু'আয়ব বলল,"আমার রব জানেন, তোমরা যা কিছু করছ"।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ

তাকে তারা অতঃপর প্রত্যাখ্যান করল — তখন ধরল — তাদেরকে — আযাবে — দিনের

الظُّلَّةِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾ اِنَّ

(ছায়াওয়ালা) মেঘাচ্ছন্ন — নিশ্চয়ই তা — ছিল — শাস্তি — দিনের — ভয়াবহ — নিশ্চয়ই

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾

মধ্যে আছে — এর — অবশ্যই নিদর্শন — কিন্তু — না — ছিল — তাদের অধিকাংশ — ঈমানদার

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾ وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ

আর — নিশ্চয়ই — তোমার রব — অবশ্যই তিনি — পরাক্রমশালী — মেহেরবান — এবং — নিশ্চয়ই তা — অবশ্যই — নাযিলকরা

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾ ط

রবের (পক্ষহতে) — বিশ্বজাহানের
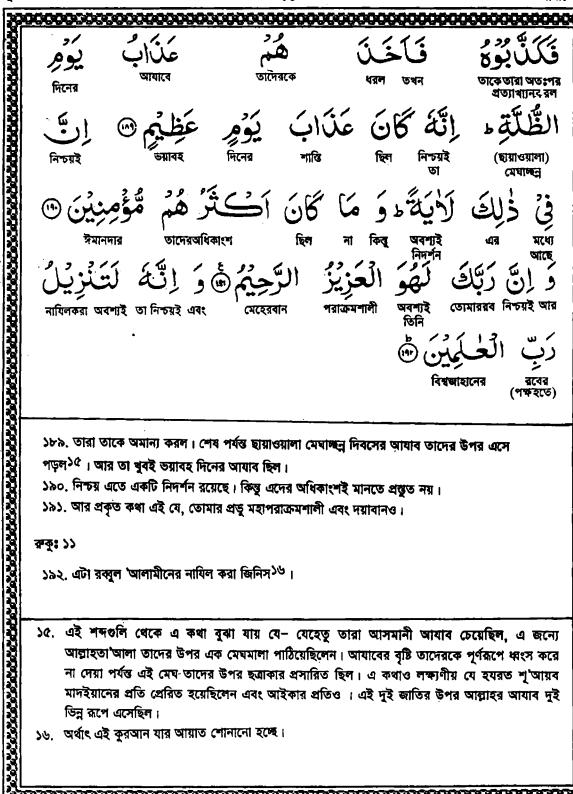
১৮৯. তারা তাকে অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত ছায়াওয়ালা মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদের উপর এসে পড়ল[১৫]। আর তা খুবই ভয়াবহ দিনের আযাব ছিল।

১৯০. নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশই মানতে প্রস্তুত নয়।

১৯১. আর প্রকৃত কথা এই যে, তোমার প্রভু মহাপরাক্রমশালী এবং দয়াবানও।

রুকুঃ ১১

১৯২. এটা রব্বুল 'আলামীনের নাযিল করা জিনিস[১৬]।

১৫. এই শব্দগুলি থেকে এ কথা বুঝা যায় যে– যেহেতু তারা আসমানী আযাব চেয়েছিল, এ জন্যে আল্লাহতা'আলা তাদের উপর এক মেঘমালা পাঠিয়েছিলেন। আযাবের বৃষ্টি তাদেরকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত এই মেঘ-তাদের উপর ছত্রাকার প্রসারিত ছিল। এ কথাও লক্ষ্যণীয় যে হযরত শূ'আয়ব মাদইয়ানের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আইকার প্রতিও । এই দুই জাতির উপর আল্লাহর আযাব দুই ভিন্ন রূপে এসেছিল।

১৬. অর্থাৎ এই কুরআন যার আয়াত শোনানো হচ্ছে।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى قَلْبِكَ

অবতরণকরেছে | তা নিয়ে | রূহ (জীবরাঈল) | বিশ্বস্ত | - | উপর | তোমারঅন্তরের

لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ

তুমিহও যেন | অন্তর্ভূক্ত | সতর্ককারীদের | ভাষায় | আরবী

مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾ وَ اِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾ اَوَ لَمْ يَكُنْ

সুস্পষ্ট | এবং | নিশ্চয়ই তা | অবশ্যই মধ্যেআছে | কিতাব সমূহের | পূর্ববর্তী | কি | নাই | হয়

لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾

তাদেরজন্যে | একটি নিদর্শন | যে | তাজানে | আলেমরা | বনী | ঈসরাইলের
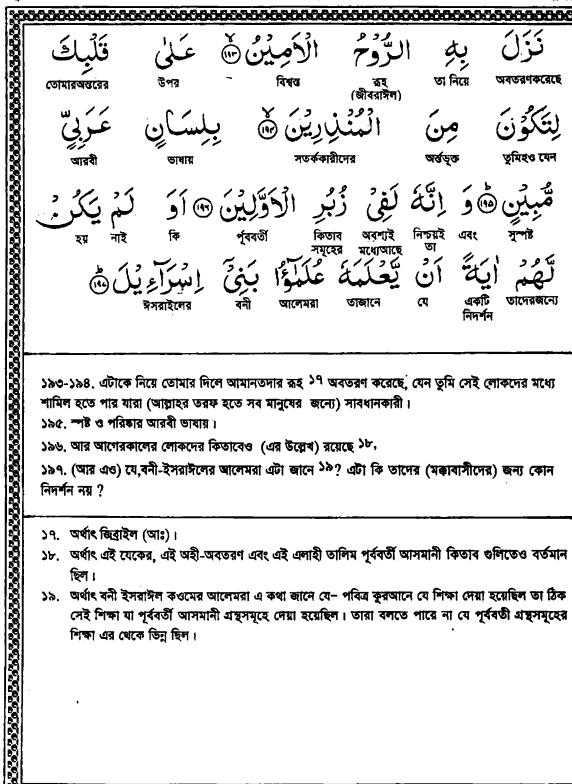
১৯৩-১৯৪. এটাকে নিয়ে তোমার দিলে আমানতদার রূহ [১৭] অবতরণ করেছে, যেন তুমি সেই লোকদের মধ্যে শামিল হতে পার যারা (আল্লাহর তরফ হতে সব মানুষের জন্যে) সাবধানকারী।

১৯৫. স্পষ্ট ও পরিষ্কার আরবী ভাষায়।

১৯৬. আর আগেরকালের লোকদের কিতাবেও (এর উল্লেখ) রয়েছে [১৮],

১৯৭. (আর এও) যে,বনী-ইসরাঈলের আলেমরা এটা জানে [১৯]? এটা কি তাদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কোন নিদর্শন নয় ?

১৭. অর্থাৎ জিব্রাইল (আঃ)।

১৮. অর্থাৎ এই যেকের, এই অহী-অবতরণ এবং এই এলাহী তালিম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব গুলিতেও বর্তমান ছিল।

১৯. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল কওমের আলেমরা এ কথা জানে যে– পবিত্র কুরআনে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা ঠিক সেই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে দেয়া হয়েছিল। তারা বলতে পারে না যে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা এর থেকে ভিন্ন ছিল।

১৯৮. এবং তা যদি আমরা কোন অনারব ব্যক্তির উপরও নাযিল করতাম

১৯৯. এবং সে তাদেরকে এটা অর্থাৎ এই কালাম পড়ে [২০] শুনাতো, তাহলেও তারা তা মেনে নিত না।

২০০. এমনিভাবে আমরা একে (নসীহত) অপরাধীদের দিলের উপর দিয়ে চালিত করেছি।

২০১. তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না কষ্টদায়ক আযাব দেখবে।

২০২. পরে তাদের অজ্ঞতসারে যখন তা তাদের উপর এসে পড়বে।

২০৩. তখন তারা বলবে ,"এখন কি আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেয়া যেতে পারে।"

২০৩. তবে কি তারা আমাদের আযাব পাবার জন্যে তাড়াহুড়া করছে?

২০৫. তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছ? আমরা যদি এই লোকদেরকে বহু বছরও অবকাশ দিই

২০. অর্থাৎ এ জিনিস সত্যপন্থীদের হৃদয়ে যেভাবে অবতীর্ণ হতো সেভাবে তাদের মধ্যে আত্মার শান্তি ও হৃদয়ের আরোগ্য রূপে অবতীর্ণ হতো না। বরং উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত তাদের অন্তররের মধ্যে এমন ভাবে তা প্রবেশ করতো যে তারা চরম অস্থির হয়ে পড়তো, এবং বিষয়-বস্তুর উপর চিন্তা করার পরিবর্তে তা খন্ডন করার জন্যে হাতিয়ার ঢুড়তে লেগে যেতো।

২০৬. এবং তার পরও সেই জিনিসই তাদের উপর আসে যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে
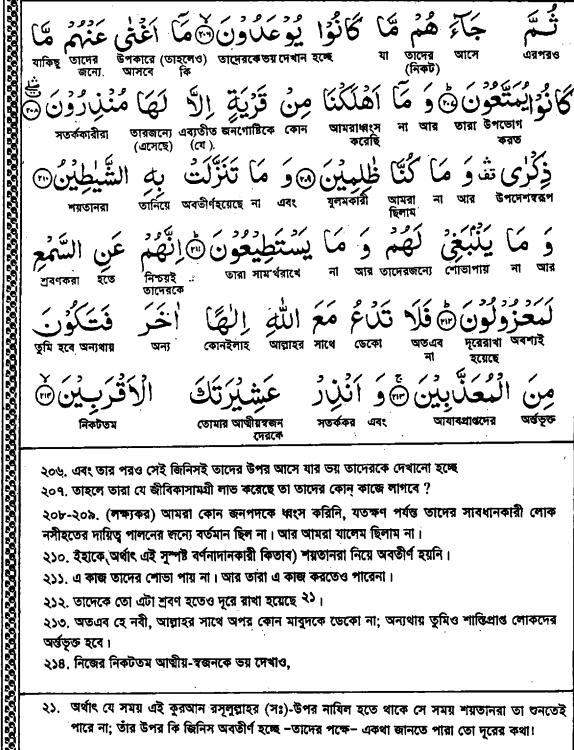
২০৭. তাহলে তারা যে জীবিকাসামগ্রী লাভ করেছে তা তাদের কোন্ কাজে লাগবে ?

২০৮-২০৯. (লক্ষ্যকর) আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাবধানকারী লোক নসীহতের দায়িত্ব পালনের জন্যে বর্তমান ছিল না। আর আমরা যালেম ছিলাম না।

২১০. ইহাকে(অর্থাৎ এই সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী কিতাব) শয়তানরা নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি।

২১১. এ কাজ তাদের শোভা পায় না। আর তারা এ কাজ করতেও পারেনা।

২১২. তাদেকে তো এটা শ্রবণ হতেও দূরে রাখা হয়েছে [২১]।

২১৩. অতএব হে নবী, আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডেকো না; অন্যথায় তুমিও শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের অর্ন্তভূক্ত হবে।

২১৪. নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও,

২১. অর্থাৎ যে সময় এই কুরআন রসূলুল্লাহর (সঃ)-উপর নাযিল হতে থাকে সে সময় শয়তানরা তা শুনতেই পারে না; তাঁর উপর কি জিনিস অবতীর্ণ হচ্ছে –তাদের পক্ষে– একথা জানতে পারা তো দূরের কথা।

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

আর | নীচুকর (অর্থাৎবিনয়ী হও) | তোমারহাত | তাদেরজন্যে (যারা) | তোমার অনুসরণ করে | (অর্থাৎ) | ঈমানদাররা

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَ تَوَكَّلْ

কিন্তু যদি | তোমার তারা অবাধ্য হয় | তবে বল | নিশ্চয়ই আমি | দায়িত্বমুক্ত | (তা) হতে যা | তোমরা কাজকরছ | এবং | ভরষাকর

عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَ

(আল্লাহর) উপর | (যিনি) পরাক্রমশালী | মেহেরবান | যিনি | তোমাকে দেখছেন | যখন | তুমিদাড়াও | ও

تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

তোমারগতিবিধি | মধ্যে | সিজদাবনত লোকদের | নিশ্চয়ই তিনি | তিনিই | সবকিছুশুনেন | সবকিছুজানেন

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ

কি | তোমাদেরকে জানাব | উপর | কার | অবতীর্ণহয় | শয়তানরা | অবতীর্ণহয় | উপর | প্রত্যেক

أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

জালিয়াত | পাপিষ্ঠদের | (যারা) পেতেরাখে | কান (শয়তানের কথায়) | আর | তাদের অধিকাংশ | মিথ্যাবাদী

২১৫. এবং ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।

২১৬. কিন্তু তারা যদি তোমার না-ফরমানী করে তাহলে তাদরকে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছ আমি তার জন্যে দায়ী নই।

২১৭. আর সেই মহা শক্তিশালী ও দয়াময়ের উপর ভরসা কর।

২১৮. যিনি তোমাকে সে সময়ও দেখতে থাকেন যখন তুমি দাড়াও [২২]।

২১৯. আর সিজদায় অবনত লোকদের মধ্যে তোমার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখেন।

২২০. তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু জানেন।

২২১. হে লোকেরা, আমি কি তোমাদেরকে বলব, শয়তান কার উপর অবতীর্ণ হয়?

২২২. তারা প্রত্যেক জালিয়াত পাপিষ্ঠের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

২২৩. শুনা কথা লোকদের কানে ফুকতে থাকে; আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে [২৩]।

২২. ওঠার বা দাঁড়ানোর অর্থ রাত্রিতে নামাযের জন্যে ওঠাও হতে পারে, আবার রেসালতের কর্তব্য পালন করাও হতে পারে।

২৩. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহকে (সঃ) কাহেন অর্থাৎ গণক বলে যে অপবাদ দিত এ হচ্ছে তার জবাব।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ

এবং | কবিদের (কথা) | তাদেরকে অনুসরণ করে | বিভ্রান্তলোকেরা | তুমিদেখ নাই কি | যে তারা | মধ্যে | প্রত্যেক

وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

উপত্যকায় | উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে | এবং | এওযে তারা | বলে (এমন কথা) | যা | না | (নিজেরা) তারা করে

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ

তবে (ব্যতিক্রম) | (তারা) যারা | ঈমানআনে | ও | কাজ করে | নেকীর | এবং | স্মরণ করেথাকে | আল্লাহকে

كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ

বেশী বেশী | ও | প্রতিশোধনেয় | এরপরে | যা | যুলম করা হয়েছে | এবং | জানবে শীঘ্রই

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

যারা | যুলম করেছে | কোন | প্রত্যাবর্তন স্থলে | তারা প্রত্যাবর্তন করছে

২২৪. আর কবিদের [২৪] কথা! তাদের পিছনে চলে বিভ্রান্ত লোকেরা।

২২৫. তোমরা কি দেখ না যে, তারা প্রতিটি প্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরে

২২৬. এবং এমন সব কথা-বার্তা বলে, যা তারা নিজেরা করেনা।

২২৭. সেই লোকেরা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, আর নেক আমল করেছে এবং আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করেছে; আর তাদের উপর যখন যুলুম করা হয়েছে তখনই শুধু তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে [২৫]। আর যালেম লোকেরা শীঘ্র জানতে পারবে যে, তারা কোন পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে [২৬]।

২৪. তারা নবী (সঃ)-কে যে কবি বলতো এও হচ্ছে তার জবাব।

২৫. এখানে কবিদের প্রতি উপরে বর্ণিত সাধারণ নিন্দাবাদ থেকে সেই কবিদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট বর্তমানঃ ১.সে মুমিন হবে ২.নিজের বাস্তব জীবনে সৎ হবে ৩. প্রচুর পরিমানে আল্লাহর যেকেরকারী হবে এবং ৪. সে নিজের স্বার্থের জন্যে কারো দূর্ণাম বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেনা। অবশ্য যালেমদের মুকাবেলায় হককে সাহায্য করার প্রয়োজনে সে যবান দ্বারা সেই কাজ নেয় একজন মুজাহিদ তীর ও তরবারী দ্বারা যে কাজ করে।

২৬. এখানে যুলমকারী অর্থে- সেইসব লোকেরা যারা হককে, ন্যায় ও সত্যকে নীচু করে দেখানোর জন্যে নিতান্ত হঠকারীতার সঙ্গে নবী করীমের (সঃ) প্রতি কবি, কাহেন, যাদুকর ও পাগল হওয়ার অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছিল- যাতে অনভিজ্ঞ লোকেরা তাঁর দাওয়াতের প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করে ও তার শিক্ষার দিকে মনোযোগ না দেয়।

সূরা আন-নাম্‌ল

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় রুকূর চতুর্থ আয়াতে وادِ النمل এর উল্লেখ রয়েছে। সূরার নাম এ থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা, যাতে النمل। এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিংবা যাতে 'আন-নামল' শব্দ রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে অবতীর্ণ সূরাগুলির সঙ্গে এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীর পুরোপুরি মিল রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ও জাবের ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'প্রথমে সূরা 'শূ'আরা' নাযিল হয়েছে এরপরে 'আন-নাম্‌ল' এবং তারপর 'আল-কাসাস'।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় দুটো ভাষন আছে। প্রথম ভাষণ সূরার শুরু হতে চতুর্থ রুকূর শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাষণ পঞ্চম রুকূর শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত । প্রথম ভাষণে বলা হয়েছে যে, কেবল সে লোকেরাই কুরআনের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করতে এবং এর প্রদত্ত সুসংবাদসমূহ পাবার অধিকারী হতে পারে যারা এ কিতাবের উপস্থাপিত মহাসত্য সমূহকে মৌলিক সত্যরূপে মেনে নেবে এবং মেনে নেবার পর নিজেদের কর্মজীবনেও তার আনুগত্য ও অনুসরণের পন্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু এ পন্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হচ্ছে পরকালের অস্বীকৃতি। কেননা পরকালকে অস্বীকার করলে মানুষ দায়িত্বহীন, নফসের দাস এবং বৈষয়িক জীবনের জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। অতঃপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার করা এবং স্বীয় নফসের লালসা-বাসনার উপর নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ প্রাথমিক আলোচনার পর তিন প্রকারের লোক-চরিত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফেরাউন, সামূদ জাতির সরদার ও লূত জাতির আল্লাহদ্রোহী লোকদের চরিত্র। পরকাল অস্বীকৃতি এবং নফসের দাসত্বই তাদের কর্মতৎপরতার সারকথা। কোন নিদর্শন দেখেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হত না। শুধু তাই নয়, যারা তাদেরকে কল্যাণ ও মংগলময় পথের নির্দেশ করতো তাদেরকেও দুশমন বলে মনে করত। তারা নিজেদের সব রকমের দুষ্কৃতি ও অনাচারের উপর মজবুত হয়েছিল, যদিও তার জঘন্যতা সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান মানুষেরই মনে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। তারা এতদূর গাফিল হয়ে ছিল যে, আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাদের হুঁশ হয়নি।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হল হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর। আল্লাহ তাঁকে এত সম্পদ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছিলেন যে, মক্কার কাফের সরদাররা তা ধারণা পর্যন্ত করতে পারতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার অনিবার্যতার তীব্র অনুভূতি তাঁর ছিল এবং তিনি যা কিছু লাভ করেছিলেন তা সবই আল্লাহর দান বলে তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতেন এ জন্যে তাঁর মাথা সব সময়ই আল্লাহর নিকট নত হয়ে থাকত; অহংকার ও দাম্ভিকতার লেশমাত্রও তাঁর চরিত্রে কখনো স্থান পায়নি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হল সম্রাজ্ঞী সাবার চরিত্রের। আরব ইতিহাসের এক প্রখ্যাত সম্পদশালী জাতির উপর রাজত্ব করছিল এ নারী। এর নিকট সে সব উপাদান বর্তমান ছিল যার ফলে যে কোন লোক দাম্ভিকতায় নিমজ্জিত হতে পারে। মানুষ সাধারণত যেসব জিনিসের কারণে গৌরব ও অহংকারে মেতে ওঠে, তা আরবদের তুলনায় তার ছিল কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। তা ছাড়া সে ছিল এক মোশরেক জাতির লোক । যেমন পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসরণের কারণে, তেমনি নিজের জাতির লোকদের উপর স্বীয় আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার জন্যেও শিরক-এর ধর্ম ত্যাগ করে তওহীদী দ্বীন কবুল করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। অধিকন্তু একজন সাধারণ মোশরেক ব্যক্তির অপেক্ষা এ যে অধিকতর কঠিন ছিল, তা না বললেই চলে। কিন্তু প্রকৃত সত্য যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন তা কবুল করতে কোন বাধাই তাকে বিরত রাখতে পারল না, কেননা তার গোমরাহী ছিল শুধু এক মোশরেক জাতির পংকিল পরিবেশে লালিত-পালিত হবার কারণে। লালসার দাসত্ব ও নফসের গোলামির কোন রোগই তাকে আক্রান্ত করেনি, আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করার তীব্র অনুভূতি তার মনকে সব সময়ই কাতর করে রাখতো।

তৃতীয় ভাষণে সর্বপ্রথম বিশ্ব-প্রকৃতির কতিপয় সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান মহাসত্যের দিকে ইংগিত করে মক্কার কাফেরদের নিকট একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছেঃ বল, এ সব মহাসত্য কি শিরক্ প্রমাণ করে- যাতে তোমরা নিমজ্জিত হয়ে আছ, না এক আল্লাহর তওহীদের সাক্ষ্য দেয়, যার দা'ওআত কুরআন মজীদে তোমাদের নিকট পেশ করা হচ্ছে? অতঃপর কাফেরদের আসল রোগ নির্দেশ করে বলা হয়েছে, যে জিনিসটা তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে, যার কারণে তারা সবকিছু দেখতে পেয়েও কিছুই দেখেনা, সবকিছু শুনতে পেয়েও কিছুই শুনেনা- সে রোগ হচ্ছে পরকাল অস্বীকার করা। এই পরকাল অস্বীকৃতিই তাদের জীবনের কোন এক বিষয়েও কোনরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বাকী রাখেনি। কেননা তাদের মতে যখন শেষ পর্যন্ত সবকিছু মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে এবং বৈষয়িক জীবনের সমস্ত তৎপরতা একেবারে নিষ্ফল হয়ে যাবে তখন মানুষের কাছে হক ও বাতিল সমান হয়ে যায়। তার জীবন-ব্যবস্থা ন্যায় ও সত্য আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, সে প্রশ্ন তাদের নিকট কোন গুরুত্ব লাভ করতে পারে না।

কিন্তু এ আলোচনার উদ্দেশ্য নৈরাশ্য সৃষ্টি নয়। এও নয় যে, এরা যখন চরম গাফিলতিতেই নিমজ্জিত হয়ে আছে তখন এদের দা'ওআত দেয়াই অর্থহীন। না, উদ্দেশ্য তা নয়। আসলে গাফিলতিতে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। এ কারণে ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকুতে পর পর এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মনে পরকালের অনুভূতি তীব্রভাবে জাগিয়ে দেয়। এ বিষয়ে গাফিলতি বিলম্বিত হলে তার পরিণাম যে অত্যন্ত মারাত্মক হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এ দিনের আগমন সম্পর্কে তাদের মনে এমন এক দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যার দরুন মানুষ নিজের চোখে দেখা সত্যকে অপর মানুষের নিকট- যারা তা দেখেনি- স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করে।

উপসংহারে কুরআনের আসল দা'ওআত -এক আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণের দা'ওআত অতীব সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত জোরালো ভাবে পেশ করে লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ কবুল করা তোমাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণকর, আর এ প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর। একে মেনে নেবার জন্যে যদি তোমরা সে সব নিদর্শন দেখার অপেক্ষায় বসে থাকো যা সামনে উপস্থিত হবার পর না মেনে কোন উপায়ই থাকে না, তাহলে মনে রেখো, তা হবে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণের অন্তিম মুহূর্ত। তখন এ মেনে নিলে তার কোন ফলই পাওয়া যাবে না।

رُكُوْعَاتُهَا ٧ | سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ (٢٧) | اٰيَاتُهَا ٩٣

৭ তার রুকু (সংখ্যা) | মক্কী আন-নামল সূরা (২৭) | ৯৩ তার আয়াত(সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরু করছি)

طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ ①

ত্বা সীন, এই, আয়াতসমূহ, কোরআনের, ও, কিতাবের, (যা) সুস্পষ্ট

هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ② الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

(এটা) হেদায়াত, ও, সুসংবাদ, জন্যে, মু'মিনদের, যারা, কায়েমকরে, নামাজ

وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③ اِنَّ

ও, আদায়করে, যাকাত, এবং, তারা, আখেরাতের উপর, তারা, দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, নিশ্চয়ই

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ

যারা, না, বিশ্বাস করে, আখেরাতেরউপর, আমরা সুশোভনকরেছি, তাদের জন্যে, তাদের কাজ কর্ম সমূহকে, ফলে তারা

يَعْمَهُوْنَ ط ④

বিভ্রান্তিতে ঘুরেবেড়াচ্ছে

রুকুঃ ১

১. ত্বা-সীন। ইহা কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত [১]।

২. ইহা হেদায়াত ও সুসংবাদ সেসব ঈমানদার লোকদের জন্যে,

৩. যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে; আর তারা এমন লোক পরকালের প্রতি যাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।

৪. প্রকৃত কথা এই যে , যারা পরকালকে মানেনা তাদের জন্যে আমরা তাদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি; এ কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

১. অর্থাৎ এই কিতাবের আয়াতগুলো যা নিজের শিক্ষা, নির্দেশাবলী ও হেদায়াতকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট-পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করে।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوٓءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ

ঐসব(লোক) | তারাই | যাদের জন্যে (রয়েছে) | (অত্যন্ত) খারাপ | শাস্তি | এবং | তারা (হবে)

فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑤ وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ

মধ্যে | আখেরাতে | তারাই | সর্বাধিক ক্ষতি গ্রস্ত | আর (হে নবী) | নিশ্চয়ই তুমি | অবশ্যই লাভ করছ | এই কোরআন

مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ⑥ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ

পক্ষহতে | মহাবিজ্ঞ | সর্বজ্ঞানী (আল্লাহর) | (স্মরণকর) যখন | বলেছিল | মূসা | তার পরিবারকে

اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۭ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ

নিশ্চয়ই আমি | দেখেছি | আগুন | তোমাদের(জন্যে) এনেদিব | তাহতে | কোনতথ্য | অথবা | তোমাদের (জন্যে) এনেদিব

بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ⑦ فَلَمَّا جَآءَهَا

জলন্ত | অঙ্গার | তোমরা যাতে | আগুন পোহাতেপার | অতঃপর যখন | সেখানে সে আসল

نُوْدِيَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا ۭ

আওয়াজ দেওয়াহল | যে | সে মোবারক (ধন্য) | যে (আছে) | মধ্যে | জ্যোতির | এবং | যে (আছে) | তারচারপাশে

৫. এরা সেই লোক, যাদের জন্যে অত্যন্ত খারাব শাস্তি রয়েছে। আর পরকালে এরাই সর্বাধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬. আর (হে নবী!) নিঃসন্দেহে তুমি এই কুরআন এক সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী মহান সত্তার নিকট হতে লাভ করছো।

৭. (এই লোকদেরকে সেই সময়ের কাহিনী শুনাও,) যখন মূসা তার পরিবার-পরিজনকে বলল,"আমি আগুনের মত কিছু দেখতে পেয়েছি আমি এখনই হয় সেখান হতে কোন খবর নিয়ে আসছি; কিংবা কোন অংগার আহরণ করে আনছি, যেন তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পার।"

৮. সেখানে পৌঁছিলেই আওয়াজ আসল "মুবারক সে, যে এই জ্যোতির মধ্যে রয়েছে, আর যে এর চারিপার্শ্বে রয়েছে।

وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨ يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ

এবং পবিত্রমহান আল্লাহ রব বিশ্বজাহানের হে মূসা (প্রকৃতব্যাপারহল) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩ وَ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ

মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ আর (হে মূসা) তুমিনিক্ষেপ কর তোমার লাঠি অতঃপর যখন তা সে দেখল গড়িয়েচলছে

كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى

তা যেন সাপ সে ফিরে পালাল পেছনদিকে আর না মুখ ফিরিয়েদেখল (বলা হল) হে মূসা

لَا تَخَفْ ۫ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠ اِلَّا

না ভয় করো আমি নিশ্চয়ই (এমনযে) না ভয় করে আমার নিকট রসূলরা কিন্তু

مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ

যে যুলমকরে এরপর বদলে নেয় (নিজের কর্মকে) সৎকর্ম (দিয়ে) পরে মন্দ কর্মের সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল

رَّحِيْمٌ ۝١١ وَ اَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ

মেহেরবান এবং (হে মূসা) প্রবেশকরাও তোমার হাত মধ্যে তোমার বক্ষপার্শ্বে (অর্থাৎ বগলে বেরহয়ে আসবে শুভ্রউজ্জ্বল হয়ে

مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهٖ ؕ

ছাড়াই কোনঅনিষ্ট (এটা) অন্তর্গত নয়টি নিদর্শনের (এ নিয়ে যাও)প্রতি ফিরআউনের ও তার জাতির (কাছে)

মহান পবিত্র আল্লাহ– সর্বজগদ্বাসীর পরোয়ারদিগার।

৯. হে মূসা, আমিই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ।

১০. তোমার লাঠি একটু নিক্ষেপ কর তো।" যখনই মূসা দেখল লাঠি সাপের মত হামাগুড়ি দিচ্ছে তখন সে পিছনে ফিরে পালাতে লাগল এবং পিছনের দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। "হে মূসা! ভয় পেওনা, আমার নিকট নবী রসূলরা ভয় পায় না কখনো।

১১. কেউ কোন কসুর করে থাকলে অন্য কথা। অতঃপর সে যদি অন্যায় কাজের পরে ন্যায় ও সুন্দর কাজের দ্বারা (নিজের কর্মকে) বদলিয়ে নেয়, তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান;

১২. এবং নিজের হাতখানা তোমার বক্ষপার্শ্বে (অর্থাৎ বগলে) ঢুকাও, ঝিকমিক করতে করতে বের হবে কোনরূপ অনিষ্টতা ছাড়া। এই (দুটি নিদর্শন) নয়টি নিদর্শনের মধ্যেই শামিল, ফেরাউন ও তার জাতির নিকট (নিয়ে যাবার জন্যে)।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ⑫ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا

তারা নিশ্চয়ই — হল — লোক — (দুষ্কর্ম পরায়ন) সত্য-ত্যাগী — অতঃপর যখন — তাদের (নিকট) আসল — আমাদের নিদর্শনাবলী

مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑬ وَجَحَدُوا بِهَا

উজ্জ্বলহয়ে — তারাবলল — এটা — যাদু — সুস্পষ্ট — এবং — তারা প্রত্যাখ্যান করল — সেগুলোকে

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ

অথচ — সেগুলো মেনে নিয়েছিল — তাদের অন্তর গুলো (কিন্তু অমান্য করল) — যুলম — ও — অহংকারবশতঃ — তাই দেখ — কেমন

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ⑭ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ

ছিল — পরিণাম — বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের — এবং — নিশ্চয়ই — আমরা দান করেছিলাম — দাউদকে

وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

ও — সুলায়মানকে — জ্ঞান — এবং — তারাদুজনে বলেছিল — সব প্রশংসা — আল্লাহরই জন্যে — যিনি — আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ⑮

উপর — অনেকের — মধ্যহতে — বান্দাদের — মু'মিন

তারা বড়ই দুষ্কর্মপরায়ণ লোক"।

১৩. কিন্তু যখন আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ সেই লোকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন তারা বলল, "এ তো সুস্পষ্ট যাদু!"

১৪. তারা সরাসরি যুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করল; অথচ তাদের দিল এই গুলিকে মেনে নিয়েছিল। এখন লক্ষ্য কর, এই বিপর্যয়কারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

রুকুঃ ২

১৫. (অপর পক্ষে) আমরা দাউদ ও সুলায়মানকে ইলম দান করেছি। তারা বলেছে, "শোকর সেই আল্লাহর যিনি তার বহু সংখ্যক মু'মিন বান্দার উপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"

وَ وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ

এবং | উত্তরাধিকারী হয়েছে | সুলায়মান | দাউদের | (সুলায়মান) এবং বলেছিল | হে | লোকেরা | আমাদেরকে শিখানহয়েছে | ভাষা

الطَّيْرِ وَ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ

পাখীদের | এবং | আমাদেরকে দেয়া হয়েছে | সব | কিছুই | নিশ্চয়ই | এটা | তা অবশ্যই | অনুগ্রহ

الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ

সুস্পষ্ট | আর | একত্রিতকরা হয়েছিল | সুলায়মানের জন্যে | তার সৈন্যবাহিনী | মধ্যহতে | জ্বিনদের | ও

الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا

মানুষদের | এবং | পাখীদের (মধ্যহতেও) | অতঃপর তাদেরকে | বিন্যস্তকরাহত (বিভিন্ন ব্যুহে) | শেষপর্যন্ত (এক যাত্রায়) | যখন | পৌছিল

عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ

নিকট | উপত্যাকার | পিপীলিকার | (তখন) বলল | একপিপীলিকা | হে | পিপীলিকার (দল)

ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَ جُنُوْدُهٗ ۙ

তোমরা প্রবেশকর | তোমাদের গৃহসমূহে | না (যেন) | তোমাদেরকে পিষে ফেলে | সুলায়মান | ও | তার সৈন্যবাহিনী

وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

অথচ | তারা | না | টেরওপাবে

১৬. আর দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছে সুলায়মান। সে বলল,"হে লোকেরা! আমাদেরকে পাখীর ভাষা শিখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সব রকমের জিনিসই দেয়া হয়েছে[২] নিঃসন্দেহে এটা (আল্লাহর) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ"।

১৭. সুলায়মানের জন্যে জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকূলের সেনাবাহিনী একত্রিত করা হয়েছিল, আর সেই সবকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হত।

১৮. (এক যাত্রায়) শেষপর্যন্ত যখন তারা সকলে মিলে পিপীলিকার প্রান্তরে পৌছল তখন একটি পিপীলিকা বলল "হে পিপীলিকার দল। নিজ নিজ গর্তে ঢুকেপড়; এমন যেন না হয় যে, সুলায়মান ও তার সৈন্য-সামন্ত তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলে, অথচ তারা তা টেরও পাবে না"।

২ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমাদের কাছে মওজুদ আছে।
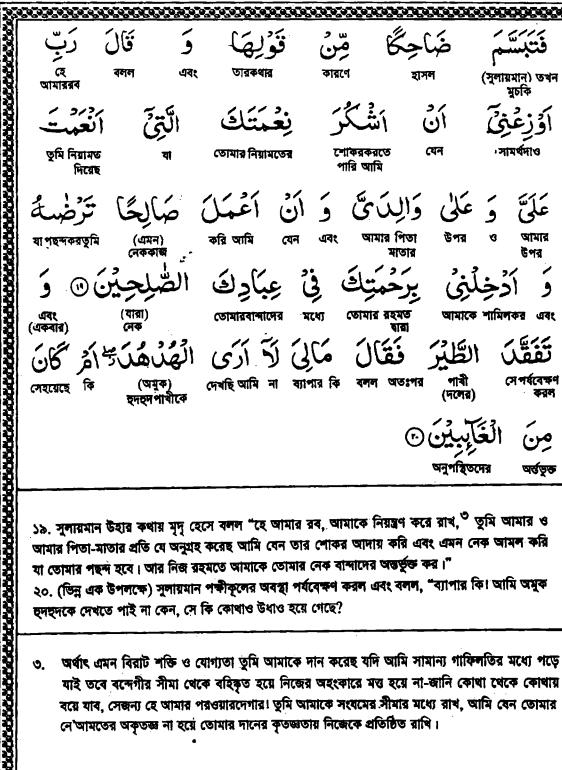
১৯. সুলায়মান উহার কথায় মৃদু হেসে বলল "হে আমার রব, আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখ,[৩] তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ আমি যেন তার শোকর আদায় করি এবং এমন নেক আমল করি যা তোমার পছন্দ হবে। আর নিজ রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।"
২০. (ভিন্ন এক উপলক্ষে) সুলায়মান পক্ষীকূলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল এবং বলল, "ব্যাপার কি! আমি অমুক হুদহুদকে দেখতে পাই না কেন, সে কি কোথাও উধাও হয়ে গেছে?

৩. অর্থাৎ এমন বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা তুমি আমাকে দান করেছ যদি আমি সামান্য গাফিলতির মধ্যে পড়ে যাই তবে বন্দেগীর সীমা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে না-জানি কোথা থেকে কোথায় বয়ে যাব, সেজন্য হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে সংযমের সীমার মধ্যে রাখ, আমি যেন তোমার নে'আমতের অকৃতজ্ঞ না হয়ে তোমার দানের কৃতজ্ঞতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখি।

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ

তাকে আমি অবশ্যই শাস্তিদিবই | শাস্তি | কঠিন | অথবা | তাকেআমিঅবশ্য জবেহকরবই

اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ

অথবা | আমাকে অবশ্যই দেবে | কোনকারণ | যুক্তিসংগত | (পাখীটি) অতঃপর অতিবাহিতকরল | অতিঅল্প সময় (এবং হাজির হল)

فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ

অতঃপর বলল | আমিঅবগত হয়েছি | ঐবিষয়ে যা | হননাই | আপনি অবগত | সে সম্পর্কে | এবং | আপনার (জন্যে) এনেছি | সম্পর্কে | 'সাবা' | (কিছু) তথ্য

يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ

নিশ্চিত | নিশ্চয়ই আমি | (দেখতে) পেয়েছি | একজন মহিলা | শাসনকরে সে | তাদেরকে | এবং | তাকে দেয়া হয়েছে

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا

সব | কিছুই | আর | তার আছে | একটি সিংহাসন | বড়মর্যাদার | তাকে(দেখতে) পেয়েছি | তারজাতিকে ও

يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ

তারা সিজদা করে | সূর্যকে | পরিবর্তে | আল্লাহর | এবং | সুশোভন করেছে | তাদের কাছে | শয়তান | তাদেরকাজগুলোকে

২১. আমি ওটাকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা যবেহ করব; নতুবা তাকে আমার নিকট যুক্তিসংগত কারণ দর্শাতে হবে"।

২২. খুব বেশী সময় অতিবাহিত না হতেই সে এসে বলল, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনার জানা নেই। আমি 'সাবা' [৪] সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য নিয়ে এসেছি।

২৩. আমি সেখানে একজন মহিলা দেখেছি, সে এই জাতির শাসনকর্ত্রী। তাকে সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হয়েছে, আর তার সিংহাসন বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন।

২৪. আমি দেখলাম যে, সে এবং তার জাতির লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজদায় অবনত হয়"। শয়তান [৫] তাদের কাজ-কর্মকে তাদের জন্যে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে

৪. 'সাবা' দক্ষিণ আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জাতি ছিল যাদের রাজধানী ছিল মারেব(সানআ থেকে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত)।

৫. কথার ধরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে- এখান থেকে ২৬নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত হুদহুদের কথার উপর আল্লাহতা'আলা নিজে বৃদ্ধি করে বলেছেন।

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝٢٤

তাদেরকেঅতঃপর বিরতকরেছে | হতে | (সৎ) পথ | তারা তাই | না | (সৎ) পথ পায়

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ

(বিরত করেছে) যেন না | তার সিজদা করে | আল্লাহর | যিনি | বেরকরেন | লুকায়িতবস্তুকে | মধ্যে | আকাশমন্ডলীর | ও

الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ۝٢٥ اَللّٰهُ

পৃথিবীর | আর | তিনিজানেন | যাকিছু | তোমরাগোপন কর | এবং | যাকিছু | তোমরা প্রকাশকর | আল্লাহ (এমনযে)

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝٢٦ السجدة قَالَ سَنَنْظُرُ

নাই | কোন ইলাহ্ | ব্যতীত | তিনি | অধিপতি | আরশের | মহান | (সুলায়মান) বলল | শীঘ্রই আমরা দেখব

اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٢٧ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ

তুমিসত্যবলেছ কি | না | তুমি | অন্তর্ভুক্ত | মিথ্যাবাদীদের | তুমি যাও | আমার চিঠিনিয়ে

هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا

এই | অতঃপর তাঅর্পণকর | তাদেরনিকট | এরপর | সরে দাঁড়াও | তাদেরহতে | অতঃপর লক্ষ্যকর | কি

يَرْجِعُوْنَ ۝٢٨

প্রতিক্রিয়াদেখায়

এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে বিরত রেখেছে। এই কারণে তারা এ সোজা পথটি পায়না।

২৫. নিবৃত্ত করেছে এজন্যে যেন তারা সেই আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও যমীনের গুপ্ত জিনিসগুলোকে বের করেন, আর তিনি সবকিছুই জানেন যা তোমরা গোপন করছ এবং প্রকাশ করছ।

২৬. আল্লাহ এমন যিনি ছাড়া বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য অধিকারী আর কেউ নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। (সেজদা)

২৭. সুলায়মান বলল, "আমরা এখনই (পরীক্ষা করে) দেখব, তুই সত্য বলেছিস, না তুই মিথ্যাবাদীদের অর্ন্তভুক্ত।

২৮. আমার এই চিঠি নিয়ে যা এবং তা সেই লোকদের নিকট ফেলে দে; পরে আলাদা হয়ে সরে দাড়া এবং লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।"

كِتٰبٌ	اِلَيَّ	اُلْقِيَ	اِنِّيْٓ	الْمَلَؤُا	يٰٓاَيُّهَا	قَالَتْ
একটি চিঠি	আমার প্রতি	অর্পণ করা হয়েছে	নিশ্চয়ই আমাকে	সভাসদবৃন্দ	হে	(রাণী) বলল

الرَّحْمٰنِ	اللّٰهِ	بِسْمِ	اِنَّهٗ	وَ	سُلَيْمٰنَ	مِنْ	اِنَّهٗ	كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾
দয়াময়	আল্লাহর	নামদিয়ে (শুরু হয়েছে)	তা নিশ্চয়	এবং	সুলায়মান	হতে	তা নিশ্চয় (এসেছে)	গুরুত্বপূর্ণ

قَالَتْ	مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾	وَاْتُوْنِيْ	عَلَيَّ	تَعْلُوْا	اَلَّا	الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾
(রাণী) বলল	আত্মসমর্পণকারী হয়ে	আমার (নিকট) এবং চলেএস	আমার বিরুদ্ধে	তোমরাবিদ্রোহ করো	(তা এই) যে না	মেহেরবান

قَاطِعَةً	كُنْتُ	مَا	اَمْرِيْ	فِيْٓ	اَفْتُوْنِيْ	الْمَلَؤُا	يٰٓاَيُّهَا
ফয়সালাকারী	আমি হই	না	আমার কাজের	ব্যাপারে	আমাকে অভিমত দাও	সভাসদবৃন্দ	হে

اُولُوْا	وَّ	قُوَّةٍ	اُولُوْا	نَحْنُ	قَالُوْا	تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾	حَتّٰى	اَمْرًا
(দক্ষতার) অধিকারী	ও	শক্তির (অর্থাৎ বড় শক্তিশালী)	অধিকারী	আমরা	(সভাসদবৃন্দ) বলল	তোমরা উপস্থিতথাক (পরামর্শে)	যতক্ষণনা	কোন কাজে

تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾	مَاذَا	فَانْظُرِيْ	اِلَيْكِ	وَالْاَمْرُ	شَدِيْدٍ	بَاْسٍ
নির্দেশ দিবেন	কি	ভেবেদেখুন তাই	আপনারই	(সিদ্ধান্তের) তবে কাজ	কঠোর	যুদ্ধ বিগ্রহে

২৯. সম্রাজ্ঞী [৬] বলল, "হে সভাসদবৃন্দ; আমার নিকট এক বড়গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পৌছেছে।

৩০. এটা সুলায়মানের নিকট হতে এসেছে এবং দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করা হয়েছে।

৩১. এতে বলা হয়েছে, "আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না এবং মুসলিম হয়ে [৭] আমার নিকট উপস্থিত হও।"

রুকূঃ ৩

৩২. (চিঠি শুনায়ে) সম্রাজ্ঞী বলল, "হে জাতির সরদারগণ, আমার এই ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও; আমি তো তোমাদের সাথে পরামর্শ না করে কোন ব্যাপারেই ফয়সালা গ্রহণ করিনা।"

৩৩. তারা জবাব দিল, "আমরা বড় শক্তিশালী, লড়াই-সংগ্রামে বিশেষ দক্ষ। এখন ফয়সালা গ্রহণের ব্যাপারটি আপনার উপরই নির্ভরশীল– কি করবেন, তা আপনিই ভেবে দেখুন।"

৬. মাঝখানের কাহিনী বাদ দিয়ে এখন সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন হুদহুদ রাণীর সামনে পত্র নিক্ষেপ করেছিল।

৭. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে অথবা নির্দেশের অনুগত হয়ে যায়।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ

(রাণী) বলল | নিশ্চয়ই | বাদশাহরা | যখন | প্রবেশকরে | কোন জনপদে | তা বিপর্যস্তকরে | ও

جَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ج وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

তারা বানিয়ে দেয় | মর্যাদাবানদেরকে | তার অধিবাসীদের | অপমান অপদস্ত | আর | এরূপই | তারা করবে

وَ اِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ

নিশ্চয়ই এবং আমি | প্রেরণকারী | তাদের প্রতি | উপঢৌকন | অতঃপর লক্ষ্য করব | কি নিয়ে | ফিরে আসে

الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ

দূতেরা | অতঃপর যখন | আসল (দূত) | সুলায়মানের (নিকট) | সে বলল | কি তোমরা আমাকে সাহায্য করছ

بِمَالٍ ز فَمَآ اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ج بَلْ اَنْتُمْ

ধনমাল দিয়ে | অথচ যা | আমাকে দিয়েছেন | আল্লাহ | উত্তম | তারচেয়ে যা | তোমাদেরকে দিয়েছেন | বরং | তোমরা

بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ

তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে | আনন্দকর | ফিরেযাও | তাদেরনিকট | অতঃপর আমরা তাদের কাছে আসবই

بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً

একসৈন্যবাহিনীসহ | নাই | মোকাবিলার শক্তি | তাদের | তার | এবং | তাদেরকে আমরা বেরকরবই অবশ্যই | সেখান হতে | অপমানিত করে

৩৪. সম্রাজ্ঞী বলল, "বাদশাহ যখন কোন দেশে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত এবং তার সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। তারা এরূপই করে থাকে।

৩৫. আমি এই লোকদের জন্যে একটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তার পর লক্ষ্য করব, আমার দূত কি জবাব নিয়ে ফিরে আসে"।

৩৬. যখন সে (সম্রাজ্ঞীর দূত) সুলায়মানের নিকট পৌছিল, তখন সে বলল," তোমরা কি মাল-সম্পদ দিয়ে আমার সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন, তা তোমাদের দেয়া পরিমানের তুলনায় অনেক অনেক বেশী ও উত্তম। তোমাদের দেয়া উপঢৌকন তোমাদেরকেই ধণ্য করুক।

৩৭. (হে দূত!) যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের নিকট ফিরে যাও; আমরা তাদের উপর এমন সেনাবাহিনী নিয়ে আসব যার সাথে মুকাবেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না এং আমরা তাদেরকে সেখান হতে এমন লাঞ্ছনার সাথে বহিষ্কার করব যে,

وَهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ

যখন — তারা — অপদস্ত (হবে) — (সুলায়মান) বলল — হে — সভাসদবৃন্দ — তোমাদের মধ্যে কে

يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ

আমাকে এনেদিবে — তার সিংহাসনকে — এর পূর্বেই — যে — আমার কাছে তারা আসবে — আত্মসমর্পণকারী হয়ে — বলল

عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ

এক শক্তিশালী জ্বিন — মধ্যহতে — জ্বিনদের — আমি — আপনাকে এনেদিব — তা — এর পূর্বেই — যে — আপনি ওঠে দাঁড়াবেন

مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ

হতে — আপনার স্থান — এবং — নিশ্চয়ই আমি — এর উপর — অবশ্যই শক্তিশালী — আমানতদার বিশ্বস্ত — (এরপর)বলল একজন

الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ

সে(এমন যে) — তারনিকট (ছিল) — জ্ঞান — কিতাবের — আমি — আপনাকে এনেদিচ্ছি — তা — (এর) পূর্বেই

اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ

যে — ফিরবে — আপনারদিকে — আপনার চোখের পলক — অতঃপর যখন — তা সে দেখল — রাখা — তার নিকট

قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ

সে বলল — এটা — কারণে — অনুগ্রহের — আমাররবের — আমাকে পরীক্ষা করারজন্যে — আমি কি কৃতজ্ঞহই — না — আমিঅকৃতজ্ঞ হই

তারা অপদস্থ হতে বাধ্য হবে"।

৩৮. সুলায়মান বলল, "হে সভাসদবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন খানি আমার সামনে এনে দিতে পারে, আমার অনুগত হয়ে আমার নিকট তাদের উপস্থিত হবার পূর্বে"।

৩৯. এক বিরাটকায় জ্বিন নিবেদন করল, "আমি তা হাজির করব, আপনার এই স্থান হতে উঠে যাওয়ার আগেই। তা করার শক্তি ও ক্ষমতা আমার আছে, আর সেই সংগে আমি বিশ্বস্ত আমানতদারও।"

৪০. কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি বলল, " আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই তা এনে দিচ্ছি"। যখনি সুলায়মান সেই সিংহাসনটি নিজের নিকট রাখা দেখতে পেল, চীৎকার করে বলে উঠল, " এ আমার রবের অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি (তার জন্যে) শোকর করি, না নেআমত অস্বীকারকারী হয়ে যাই।

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ

আর | যে | কৃতজ্ঞহয় | তবে শুধুমাত্র | সে কৃতজ্ঞহয় | তার নিজেরজন্যে | আর | যে | অকৃতজ্ঞহয়

فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ

তবে নিশ্চয়ই | আমাররব | অভাব মুক্ত | সম্মানিত মহান | (সুলায়মান) বলল | অজ্ঞাতসারে রাখ | তার সামনে | তার সিংহাসন | দেখব আমরা

أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا

সে(সঠিক)ব্যাপার বুঝতে পারছে কি | অথবা | সে হয় | অর্ন্তভুক্ত | (তাদের) যারা | না | হেদায়াত পায় | অতঃপর যখন

جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَ

(রাণী) হাজিরহল | বলাহল | এরূপই কি | তোমার সিংহাসন | সেবলল | এ যেন | সেটাই | এবং

أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا

আমাদের দেয়াহয়েছে | জ্ঞান | এর পূর্বেই | এবং | আমরা ছিলাম | আত্মসমর্পনকারী | আর | তাকে বিরতরেখেছিল (ঈমান আনা হতে)

مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ

(তাই) যা কিছু | সে ইবাদতকরত | ব্যতীত | আল্লাহ | সে নিশ্চয়ই | ছিল | অন্তর্ভুক্ত | জাতির

كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

কাফের

আর যে শোকর করে, তার শোকর তার নিজের পক্ষেই কল্যাণকর হয়ে থাকে। নতুবা কেউ না- শোকরি করলে আমার রব তো মুখাপেক্ষীতাহীন এবং স্বতঃই মহান"।

৪১. সুলায়মান বলল[৮], "অজ্ঞাতসারে তার সিংহাসন তারই সম্মুখে রেখে দাও; আমরা দেখব, সে সঠিক ব্যাপার বুঝতে পারে কি-না কিংবা সে তাদের মধ্যে গন্য হয় যারা হেদায়াত পায়না।"

৪২. সম্রাজ্ঞী যখন হাজির হল তাকে বলা হল, "তোমার সিংহাসন কি এ রকমই?" সে বলতে লাগল, "এ তো যেন সেটিই। আমরা তো পূর্বেই জানতে পেরেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যে মস্তক অবনত করে দিয়েছিলাম (কিংবা আমরা মুসলিম হয়েছিলাম)[৯]।"

৪৩. তাকে (ঈমান আনা হতে) যে জিনিস বিরত রেখেছিল তা ছিল সেই সব মা'বুদের ইবাদত, আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে যাদের বন্দেগী করত। কেননা তারা ছিল একটি কাফের জাতি।

৮. এখন সেই সময়ের কথা আরম্ভ হয়েছে যখন সাবার রাণী হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে হাযির হয়েছিলেন।

৯. অর্থাৎ এ মো'জেযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখার পূর্বেই সুলায়মান (আঃ) এর যে গুনাবলী ও অবস্থা আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি মাত্র একজন রাজ্যাধিপতি বাদশাহ নন, তিনি আল্লাহর নবী।

আরবি	অর্থ
قِيْلَ	বলাহল
لَهَا	তাকে
ادْخُلِي	প্রবেশকর
الصَّرْحَ ۚ	(এই) প্রাসাদে
فَلَمَّا	অতঃপর যখন
رَاَتْهُ	তা সেদেখল
حَسِبَتْهُ	তা মনেকরল
لُجَّةً	পানির হাউজ (জলাশয়)
وَّ	ও
كَشَفَتْ	উঠাল (কাপড়)
عَنْ	হতে
سَاقَيْهَا ۭ	তার দুই গোড়ালী
قَالَ	(সুলায়মান) বলল
اِنَّهُ	তা নিশ্চয়
صَرْحٌ	(প্রাসাদের) মেঝে
مُّمَرَّدٌ	নির্মিত
مِّنْ	দিয়ে
قَوَارِيْرَ ۬	স্বচ্ছ কাচ
قَالَتْ	(রাণী) বলল
رَبِّ	হে আমাররব
اِنِّيْ	নিশ্চয়ই আমি (আজ পর্যন্ত)
ظَلَمْتُ	যুলম করেছি
نَفْسِيْ	আমার নিজের (উপর)
وَ	আর (এখন)
اَسْلَمْتُ	আমিআত্মসমর্পণ করছি
مَعَ	সাথে
سُلَيْمٰنَ	সুলায়মানের
لِلّٰهِ	আল্লাহর (নিকট)
رَبِّ	(যিনি) রব
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾	বিশ্বজাহানের
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়ই
اَرْسَلْنَآ	আমরা প্রেরণ করেছিলাম
اِلٰى	প্রতি
ثَمُوْدَ	সামূদের
اَخَاهُمْ	তাদেরই ভাই
صٰلِحًا	সালেহকে
اَنِ	(এ পয়গামসহ) যে
اعْبُدُوا	তোমরা ইবাদত কর
اللّٰهَ	আল্লাহর
فَاِذَا	অতঃপর তখন
هُمْ	তারা
فَرِيْقٰنِ	দুইদলে
يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾	বিতর্ক করতে লাগল

৪৪. তাকে বলা হল, " প্রাসাদে প্রবেশ কর"। সে যখন দৃষ্টিপাত করে মনে করল এটা পানির হাউজ বা জলাশয় তখন তাতে নামবার জন্যে সে পায়ের দুই গোড়ালির দিকের কাপড় উত্তোলন করল। সুলায়মান বলল, "এ তো কাচের স্বচ্ছ মেঝে" তা শুনে সে চীৎকার করে বলল, "হে আমার রব, (আজ পর্যন্ত) আমি আমার নিজের উপর বড় যুলম করতেছিলাম। এখন আমি সুলায়মানের সাথে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের আনুগত্য কবুল করলাম।

রুকূঃ ৪

৪৫. এবং সামুদের প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে (এই পয়গাম সহ) পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তখন সহসাই তারা দুই কলহমুখর দলে পরিণত হয়েগেল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

(সালেহ) বলল — হে আমারজাতি — কেন — তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ — অকল্যাণকে — পূর্বে

الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

কল্যাণের — কেন — না — তোমরা ক্ষমা চাচ্ছ — আল্লাহর (নিকট) — তোমাদের(প্রতি) হয়তো — করুণা করাহবে

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ

তারা বলল — আমরাঅমঙ্গল ভাবছি — তোমাকে — ও — তাদেরকে (যারা) — তোমারসাথে (আছে) — (সালেহ) বলল — তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল

عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ كَانَ فِي

নিকট — আল্লাহর — বরং — তোমরা — (এমন)লোক — পরীক্ষাকরা হচ্ছে (যাদেরকে) — এবং — ছিল — মধ্যে

الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَ لَا

শহরের — নয় — দলপতি — তারাবিপর্যয় সৃষ্টিকরত — মধ্যে — দেশের — এবং — না

يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾

তারা সংশোধন মূলক কাজকরত

৪৬. সালেহ বলল, “হে আমার জাতির লোকেরা, ভালো ও কল্যাণের পূর্বে মন্দ ও অকল্যাণের জন্যে কেন এত তাড়াহুড়া করছ? আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও না কেন? হয়তো তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে”।

৪৭. তারা বললঃ “আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরেক অশুভ লক্ষণ স্বরূপ পেয়েছি”। সালেহ জবাব দিল, “তোমাদের শুভ-অশুভ লক্ষনের মূলসূত্র তো আল্লাহর নিকট রক্ষিত। আসল কথা এই যে, তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে”।

৪৮. সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোনরূপ সংশোধন-মূলক কাজ করতনা।

قَالُوْا	تَقَاسَمُوْا	بِاللّٰهِ	لَنُبَيِّتَنَّهٗ	وَ
তারা বলল	তোমরা শপথকর পরস্পরে	আল্লাহর (নামে)	অবশ্যই তাকে আমরা রাতে আক্রমণকরবই	ও

اَهْلَهٗ	ثُمَّ	لَنَقُوْلَنَّ	لِوَلِيِّهٖ	مَا	شَهِدْنَا	مَهْلِكَ
তারপরিবারকে	এরপর	বলব অবশ্যই	তার অভিভাবক বা দায়িত্বশীলকে	না	আমরা উপস্থিতছিলাম	ধ্বংসের সময়

اَهْلِهٖ	وَ	اِنَّا	لَصٰدِقُوْنَ ۝٤٩	وَ	مَكَرُوْا	مَكْرًا	وَّ	مَكَرْنَا
তারপরিবারের	আর	নিশ্চয়ই আমরা	সত্যবাদী অবশ্যই	এবং	তারা ষড়যন্ত্রকরল	একষড়যন্ত্র	আর	আমরা কৌশল করলাম

مَكْرًا	وَّ	هُمْ	لَا	يَشْعُرُوْنَ ۝٥٠	فَانْظُرْ	كَيْفَ	كَانَ
এক কৌশল	অথচ	তারা	না	অনুভবকরল	অতঃপর লক্ষ্যকর	কেমন	হল

عَاقِبَةُ	مَكْرِهِمْ ۙ	اَنَّا	دَمَّرْنٰهُمْ	وَ	قَوْمَهُمْ	اَجْمَعِيْنَ ۝٥١
পরিনাম	তাদের ষড়যন্ত্রের	নিশ্চয়ই আমরা	ও তাদেরকে আমরা ধ্বংসকরেছি		তাদের জাতির	সবাইকে

৪৯. তারা পরস্পরে বলল, "আল্লাহর নামে 'কসম' করে ওয়াদা কর যে, আমরা সালেহ ও তার ঘরের লোকদের উপর রাত্রিবেলায় আক্রমণ চালাব এবং পরে তার দায়িত্বশীলকে বলে দিব[১০] যে, আমরা তার বংশ পরিবারের ধ্বংস হবার সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। আমরা নিশ্চয় সত্য কথা বলছি"।

৫০. তারা তো এই চাল চালল, পরে আমরাও এক চাল চাললাম যার কোন খবরই তাদের ছিল না।

৫১. এখন দেখ, তাদের চালের পরিণাম কি হল! আমরা ধ্বংস করে দিলাম তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে।

১০. অর্থাঃ হযরত সালেহ (আঃ)-এর গোত্রের সরদারকে প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী তাদের রক্তের দাবীর হকদার বলে যাকে গণ্য করা হতো। এ হচ্ছে সেরূপ পজিশন, নবী করীমের (সঃ) যামানায় তাঁর চাচার যে পজিশন ছিল। কোরায়েশী কাফেররাও এই আশঙ্কায় নিজেদের হাতকে বিরত রেখেছিল যে যদি তারা নবী (সঃ) কে হত্যা করে তবে বনী হাশেমের সরদার আবুতালেব নিজেদের গোত্রের পক্ষথেকে রক্তের দাবী নিয়ে উঠবেন।

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

এ সবতো | তাদের ঘরবাড়ি | শূন্যহয়ে পড়ে আছে | একারণে যা | তারা যুলমকরে ছিল | নিশ্চয়ই | মধ্যে (রয়েছে) | এর

لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ

অবশ্যই নিদর্শন | লোকদেরজন্যে | (যারা) জ্ঞানরাখে | এবং | আমরা রক্ষা করলাম | (তাদেরকে) যারা | ঈমানএনেছিল | ও

كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ

(নাফরমানী হতে) বিরত থাকত | এবং | লূতকে | (স্মরণকর) যখন (পাঠিয়েছিলাম) | সে বলেছিল | তারজাতিকে | তোমরা করছ কি

الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ

অশ্লীল কাজ | যখন | তোমরা | প্রত্যক্ষ ও করছ | তোমরানিশ্চয়ই কি | তোমরা গমন করছ অবশ্যই | পুরুষদের কাছে

شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

যৌন লালসার (জন্যে) | বাদ দিয়ে | স্ত্রীদেরকে | আসলে | তোমরা | (এমন) লোক | (যারা) মূর্খতাকরছ

৫২. ঐ দেখ, তাদের ঘরগুলো শূন্য পড়ে রয়েছে সেই যুলমের প্রতিফল হিসেবে যা তারা করছিল। এতে একটি উপদেশের নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা ইলমের অধিকারী।

৫৩. আর বাঁচিয়ে দিলাম আমরা সেই লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী হতে বিরত থাকত।

৫৪. আর লূতকে আমরা পাঠালাম। স্মরণকর সেই সময়ের কথা, যখন সে আপন জাতির লোকদেরকে বলল, "তোমরা কি দেখে শুনে এই কুকাজ করছ [১১]"।

৫৫. তোমাদের চাল-চলন কি এই যে, স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের নিকট গমন কর যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যে? আসল কথা এই যে, তোমরা বড়ই মূর্খতাব্যঞ্জক কাজ করছ"।

১১. অর্থাৎ –'একে অপরের সামনে কুকর্ম করে থাকো'। এর স্পষ্ট বিবরণ সূরা আনকাবূতের ২৯নং আয়াতেও দেয়া হয়েছে যে তারা নিজেদের মজলিসগুলিতেও এ কুকর্ম করতো।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾
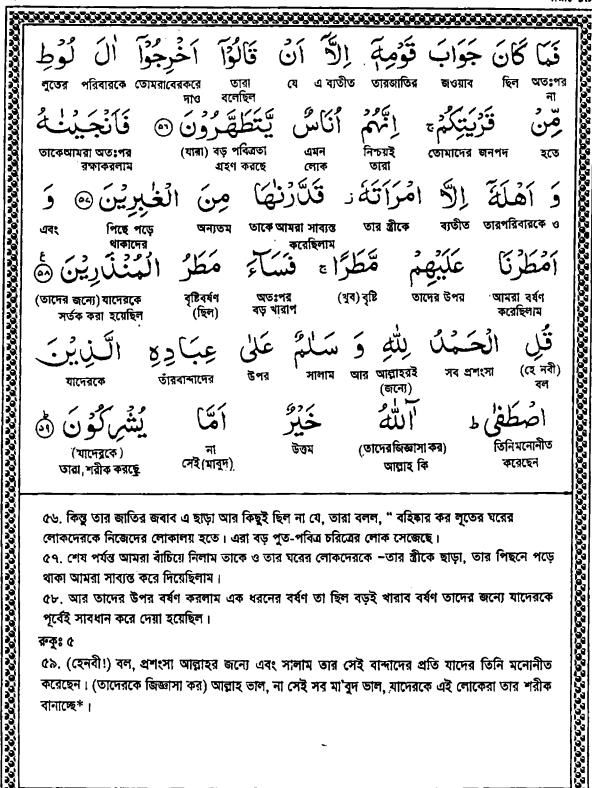
৫৬. কিন্তু তার জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল, " বহিষ্কার কর লূতের ঘরের লোকদেরকে নিজেদের লোকালয় হতে। এরা বড় পূত-পবিত্র চরিত্রের লোক সেজেছে।

৫৭. শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁচিয়ে নিলাম তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে –তার স্ত্রীকে ছাড়া, তার পিছনে পড়ে থাকা আমরা সাব্যস্ত করে দিয়েছিলাম।

৫৮. আর তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক ধরনের বর্ষণ তা ছিল বড়ই খারাব বর্ষণ তাদের জন্যে যাদেরকে পূর্বেই সাবধান করে দেয়া হয়েছিল।

রুকূঃ ৫

৫৯. (হেনবী!) বল, প্রশংসা আল্লাহর জন্যে এবং সালাম তার সেই বান্দাদের প্রতি যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। (তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর) আল্লাহ ভাল, না সেই সব মা'বুদ ভাল, যাদেরকে এই লোকেরা তার শরীক বানাচ্ছে*।
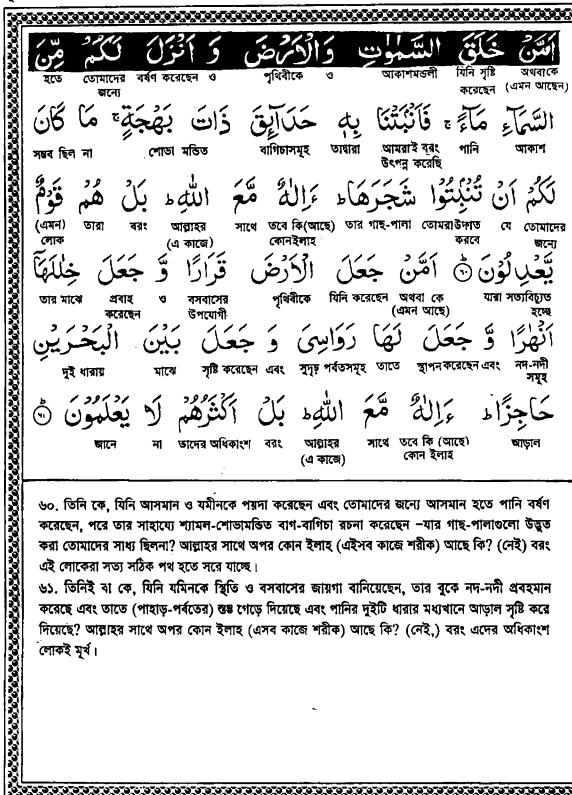
৬০. তিনি কে, যিনি আসমান ও যমীনকে পয়দা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, পরে তার সাহায্যে শ্যামল-শোভামন্ডিত বাগ-বাগিচা রচনা করেছেন –যার গাছ-পালাগুলো উদ্ভূত করা তোমাদের সাধ্য ছিলনা? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ (এইসব কাজে শরীক) আছে কি? (নেই) বরং এই লোকেরা সত্য সঠিক পথ হতে সরে যাচ্ছে।

৬১. তিনিই বা কে, যিনি যমিনকে স্থিতি ও বসবাসের জায়গা বানিয়েছেন, তার বুকে নদ-নদী প্রবহমান করেছে এবং তাতে (পাহাড়-পর্বতের) স্তম্ভ গেড়ে দিয়েছে এবং পানির দুইটি ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছে? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ (এসব কাজে শরীক) আছে কি? (নেই,) বরং এদের অধিকাংশ লোকই মূর্খ।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ يَجْعَلُكُمْ

তোমাদেরকে করেছেন | ও | কষ্ট | দূরীভূত করেন ও | তাকে সে ডাকে | যখন | আর্তকে | যিনি সাড়াদেন | অথবা কে (এমন আছেন)

خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٦٢

তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর | যা | খুব কমই | আল্লাহর (এ কাজে) | সাথে | (আছে) কি কোন ইলাহ | পৃথিবীর | খলীফা

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ

কে | আর | সমুদ্রের | ও | স্থলের | অন্ধকার সমূহের | মধ্যে | তোমাদেরকে যিনি পথ দেখান | অথবা কে (এমন আছেন)

يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ

সাথে | (আছে) কি কোন ইলাহ | তার রহমতের | পূর্বে | সু-সংবাদ স্বরূপ | বায়ুকে | প্রেরণ করেন

اللّٰهِ ط تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٦٣ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ

সৃষ্টির | যিনি সূচনা করেন | অথবা কে (এমন আছেন) | তারা শিরক করে | তাহতে যা | আল্লাহ | অতিউর্দ্ধে | আল্লাহর (এ কাজে)

ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ

(আছে) কি কোন ইলাহ | পৃথিবী (হতে) | ও | আকাশ | হতে | তোমাদেরকে রিযক দেন | কে | আর | তার পুনরাবৃত্তি করবেন | এরপর

مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦٤

সত্যবাদী হয়ে থাক | তোমরা | যদি | তোমাদের প্রমাণ | তোমরা দাও | বল | আল্লাহর (এ কাজে) | সাথে

৬২. কে তিনি যিনি ব্যাকুল ও অস্থির ব্যক্তির দো'আ শুনে যখন সে তাকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করে? আর (কে তিনি যিনি) তোমাদেরকে খলীফা নিয়োগ করেছেন? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ (এই কাজের কর্তা) আছে কি? তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাক।

৬৩. আর কে তিনি যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখায়? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠায় সুসংবাদ স্বরূপ? আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ আছে কি (যে এই কাজ করে)? এরা যে শিরক করে তাহতে আল্লাহ অতি উর্ধ্বে।

৬৪. কে তিনি যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং পরে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে? কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রেযক দান করে? আল্লাহর সংগে অপর কোন ইলাহ কি (এই সব কাজে অংশীদারী) আছে? বল, উপস্থিত কর তোমাদের দলীল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا

বল না জানে যারা আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে অদৃশ্যের (খবর) ব্যতীত

اللّٰهُ ۗ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿۶۵﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ

আল্লাহ এবং না অনুভব করতেও পারে কবে তারা পুনরুত্থিত হবে বরং বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাদের জ্ঞান

فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿۶۶﴾

ব্যাপারে পরকালের অধিকন্তু তারা মধ্যে আছে সন্দেহের সে বিষয়ে বরং তারা সে বিষয়ে অন্ধ

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا

এবং বলে যারা কুফরীকরেছে যখন কি আমরা হব মাটি ও আমাদের পূর্বপুরুষরা আমরা নিশ্চয়ই কি

لَمُخْرَجُوْنَ ﴿۶۷﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ

অবশ্যই পুনরুত্থিতহব নিশ্চয়ই আমাদেরওয়াদা দেয়া হয়েছে এটার আমরাও (পেয়েছি) এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও ইতিপূর্বের

اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۶۸﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

(কিন্তু) নয় এটা এ ব্যতীত যে উপকথা পূর্ববর্তীদের বল তোমরা পরিভ্রমণ কর পৃথিবীতে

فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۶۹﴾ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

অতঃপর লক্ষ্যকর কেমন হয়েছে পরিণাম অপরাধীদের আর না দুঃখকরো (হে নবী) তাদেরসম্পর্কে

৬৫. এদেরকে বল, আসমান-যমীনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না, আর তারা (এও) জানে না যে কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে ।

৬৬. বরং পরকালের জ্ঞানই তো এদের নিকট হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; অধিকন্তু এরা এই ব্যাপারে সন্দেহে নিমজ্জিত। বরং সে ব্যাপারে এরা অন্ধ।

রুকূঃ ৬

৬৭. এই সত্য অমান্যকারীরা বলে, "আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা যখন মাটিতে পরিনত হয়ে যাব তখন কি বাস্তবিকই আমাদেরকে কবর হতে বের করা হবে?

৬৮. এই ধরণের খবর আমাদেরকে তো অনেক দেয়া হয়েছে, পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও এরূপ খবর দেয়া হত; কিন্তু এসব শুধু রূপকথা মাত্র যা পূর্বকাল হতেই শুনে আসছি"।

৬৯. বলঃ পৃথিবীতে একটু ঘুরে-ফিরে দেখ, পাপী অপরাধীদের কি পরিণাম হয়েছে?

৭০. হে নবী, এদের অবস্থা দেখে দুঃখ করোনা,

وَ لَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝٧٠ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٧١ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝٧٢ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٧٣ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ۝٧٤ وَ مَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٧٥ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٧٦

তাদের ষড়যন্ত্র ও শঠতা দেখে মন সংকীর্ণ করোনা।

৭১. তারা বলে, “এই হুমকি ও ভীতি কবে কার্যকর হবে, তুমি যদি সত্যবাদী হও?”

৭২. বল, যে আযাবের জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছ, তার একটি অংশ যদি তোমাদের নিকটে এসে থাকে তবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

৭৩. প্রকৃতপক্ষে তোমার রব তো লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করেনা।

৭৪. নিঃসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবেই জানেন যাকিছু তাদের বক্ষদেশ লুকায়ে রাখে, আর যা কিছু তা প্রকাশ করে।

৭৫. আসমান ও যমীনের কোন গোপন জিনিসই এমন নেই, যা এক স্পষ্ট কিতাবে লিখিত অবস্থায় বর্তমান নেই[১২]

৭৬. বস্তুতঃ এই কুরআন বনী ইসরাঈলকে এমন অনেক কথারই প্রকৃত তত্ব জানিয়ে দেয়, যাতে তাদের মতভেদ রয়েছে”।

১২. স্পষ্ট গ্রন্থ অর্থাৎ তকদীর লিপি।

وَ اِنَّهٗ لَهُدًى وَّ رَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۷۷﴾ اِنَّ
এবং তানিশ্চয়ই অবশ্যই হেদায়াত এবং রহমত মু'মিনদেরজন্যে নিশ্চয়ই

رَبَّكَ يَقۡضِىۡ بَيۡنَهُمۡ بِحُكۡمِهٖ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۷۸﴾
তোমাররব ফয়সালা করেদেবেন তাদেরমাঝে তাঁরনির্দেশ অনুযায়ী আর তিনি (হলেন) পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ

فَتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الۡحَقِّ الۡمُبِيۡنِ ﴿۷۹﴾ اِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ
অতএব(হেনবী) ভরষাকর উপর আল্লাহর তুমিনিশ্চয়ই (প্রতিষ্ঠিত) উপর সত্যের সুস্পষ্ট তুমিনিশ্চয়ই না শুনাতেপার

الۡمَوۡتٰى وَلَا تُسۡمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوۡا مُدۡبِرِيۡنَ ﴿۸۰﴾
মৃতদেরকে আর না শুনাতেপার বধিরদেরকে আহবান যখন তারা ফিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকরে

وَمَاۤ اَنۡتَ بِهٰدِى الۡعُمۡىِ عَنۡ ضَلٰلَتِهِمۡ ؕ اِنۡ تُسۡمِعُ اِلَّا
এবং না তুমি পথপ্রদর্শনকারী (হতেপার) অন্ধদেরকে হতে তাদের পথভ্রষ্টতা (আর) না শুনে এব্যতীত

مَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۸۱﴾
যারা ঈমান আনে আমাদের আয়াত গুলোর প্রতি অতঃপর তারাই মুসলমান বা আত্মসমর্পনকারী

৭৭.আর এই (কিতাব) ঈমানদার লোকদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।

৭৮. নিশ্চয়ই (অনুরূপ ভাবে) তোমার রব তাদের পরস্পরের মধ্যেও স্বীয় নির্দেশে ফয়সালা করে দেবেন [১৩] তিনিতো প্রবল পরাক্রান্ত ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

৭৯. অতএব হে নবী! আল্লাহর উপর ভরসা রাখো; নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৮০. তুমি মৃতদের শুনাতে পারো না[১৪] সেই বধিরদের পর্যন্ত তুমি তোমার আহবান পৌছাতে পারো না, যারা পৃষ্ঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে।

৮১. আর না তুমি অন্ধ লোকদের পথ দেখিয়ে বিভ্রান্তি হতে রক্ষা করতে পারো। তুমি তো তোমার কথা সেই লোকদেরকেই শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং তার পর তারা আত্মসর্মাপনকারী হয়ে যায়।

১৩. অর্থাৎ কোরায়শী কাফেরও ঈমানদারদের মধ্যে।

১৪. অর্থাৎ এরূপ লোকদের যাদের বিবেক একেবারে মৃত্ত এবং তাদের যিদ, হঠকারিতা ও রসম-পূজার কারণে হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য বোঝার কোন যোগ্যতা তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

وَ	اِذَا	وَقَعَ	الْقَوْلُ	عَلَيْهِمْ	اَخْرَجْنَا	لَهُمْ
এবং	যখন	বাস্তবায়িত হবে	(ঘোষিত শাস্তির) কথা	তাদেরউপর	আমরা বেরকরব	তাদের জন্যে

دَآبَّةً	مِّنَ	الْاَرْضِ	تُكَلِّمُهُمْ	اَنَّ	النَّاسَ	كَانُوْا	بِاٰيٰتِنَا
একটি জন্তু	হতে	মাটি	তাদেরসাথে কথাবলবে	যেহেতু	লোকেরা	ছিল	আমাদের আয়াতগুলোকে

لَا	يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾	وَ	يَوْمَ	نَحْشُرُ	مِنْ	كُلِّ	اُمَّةٍ	فَوْجًا	مِّمَّنْ
না	দৃঢ় বিশ্বাসকরত	এবং (স্মরণকর)	সেদিন	আমরা সমবেতকরব	হতে	প্রত্যেক	উম্মত	এককে দলকে	তাদেরহতে যারা

يُّكَذِّبُ	بِاٰيٰتِنَا	فَهُمْ	يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾
মিথ্যারোপকরত	আমাদের আয়াতগুলোকে	অতঃপর তাদেরকে	বিন্যাস্ত করাহবে (বিভিন্ন দলে)
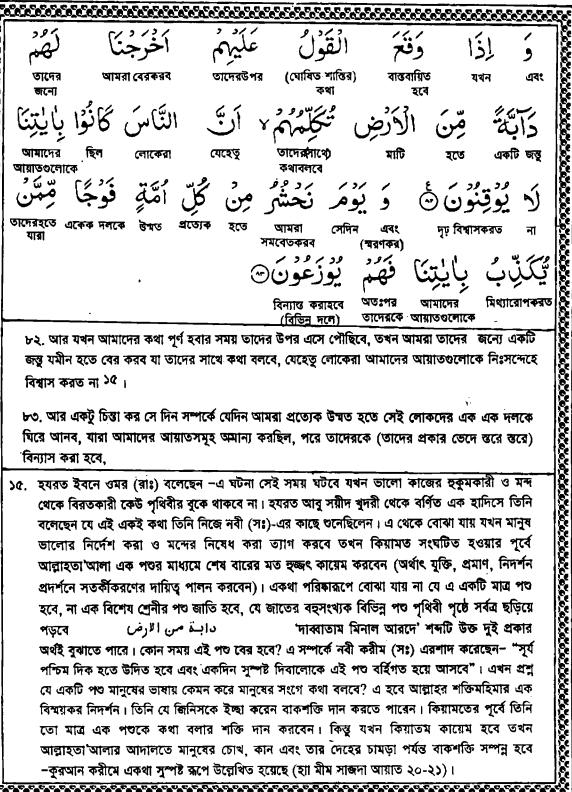
৮২. আর যখন আমাদের কথা পূর্ণ হবার সময় তাদের উপর এসে পৌছিবে, তখন আমরা তাদের জন্যে একটি জন্তু যমীন হতে বের করব যা তাদের সাথে কথা বলবে, যেহেতু লোকেরা আমাদের আয়াতগুলোকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করত না [১৫]।

৮৩. আর একটু চিন্তা কর সে দিন সম্পর্কে যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে সেই লোকদের এক এক দলকে ঘিরে আনব, যারা আমাদের আয়াতসমূহ অমান্য করছিল, পরে তাদেরকে (তাদের প্রকার ভেদে স্তরে স্তরে) বিন্যাস করা হবে,

১৫. হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন –এ ঘটনা সেই সময় ঘটবে যখন ভালো কাজের হুকুমকারী ও মন্দ থেকে বিরতকারী কেউ পৃথিবীর বুকে থাকবে না। হযরত আবু সয়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত এক হাদিসে তিনি বলেছেন যে এই একই কথা তিনি নিজে নবী (সঃ)-এর কাছে শুনেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যখন মানুষ ভালোর নির্দেশ করা ও মন্দের নিষেধ করা ত্যাগ করবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহতা'আলা এক পশুর মাধ্যমে শেষ বারের মত হুজ্জৎ কায়েম করবেন (অর্থাৎ যুক্তি, প্রমাণ, নিদর্শন প্রদর্শনে সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন করবেন)। একথা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না যে এ একটি মাত্র পশু হবে, না এক বিশেষ শ্রেনীর পশু জাতি হবে, যে জাতের বহুসংখ্যক বিভিন্ন পশু পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে دابـة من الارض 'দাব্বাতাম মিনাল আরদে' শব্দটি উক্ত দুই প্রকার অর্থই বুঝাতে পারে। কোন সময় এই পশু বের হবে? এ সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন– "সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে এবং একদিন সুস্পষ্ট দিবালোকে এই পশু বহির্গত হয়ে আসবে"। এখন প্রশ্ন যে একটি পশু মানুষের ভাষায় কেমন করে মানুষের সংগে কথা বলবে? এ হবে আল্লাহর শক্তিমহিমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। তিনি যে জিনিসকে ইচ্ছা করেন বাকশক্তি দান করতে পারেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তো মাত্র এক পশুকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। কিন্তু যখন কিয়াতম কায়েম হবে তখন আল্লাহতা'আলার আদালতে মানুষের চোখ, কান এবং তার দেহের চামড়া পর্যন্ত বাকশক্তি সম্পন্ন হবে –কুরআন করীমে একথা সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে (হা মীম সাজদা আয়াত ২০-২১)।
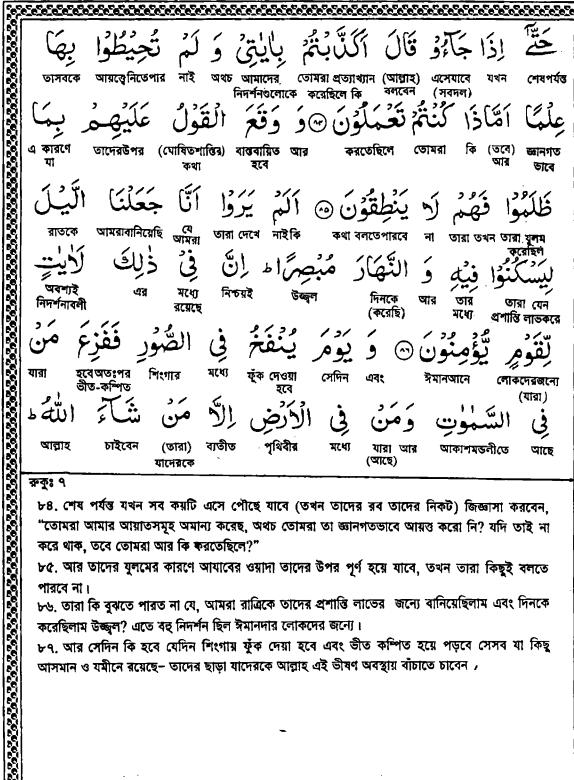
রুকূঃ ৭

৮৪. শেষ পর্যন্ত যখন সব কয়টি এসে পৌছে যাবে (তখন তাদের রব তাদের নিকট) জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমরা আমার আয়াতসমূহ অমান্য করেছ, অথচ তোমরা তা জ্ঞানগতভাবে আয়ত্ত করো নি? যদি তাই না করে থাক, তবে তোমরা আর কি করতেছিলে?"

৮৫. আর তাদের যুলমের কারণে আযাবের ওয়াদা তাদের উপর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না।

৮৬. তারা কি বুঝতে পারত না যে, আমরা রাত্রিকে তাদের প্রশান্তি লাভের জন্যে বানিয়েছিলাম এবং দিনকে করেছিলাম উজ্জ্বল? এতে বহু নিদর্শন ছিল ঈমানদার লোকদের জন্যে।

৮৭. আর সেদিন কি হবে যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভীত কম্পিত হয়ে পড়বে সেসব যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে– তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এই ভীষণ অবস্থায় বাঁচাতে চাবেন ,

وَ كُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا

এবং সবাই তাঁর(কাছে) আসবে বিনীতঅবস্থায় এবং তুমিদেখছ পর্বতমালাকে তাদেরকে মনেকরছ

جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ

অচল দৃঢ়মূল (সেদিন) কিন্তু তা চলবে চলন মেঘমালার আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য যিনি সুষমভাবে করেছেন

كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ

প্রত্যেক জিনিষকে নিশ্চয়ই তিনি খুবঅবহিত যাকিছু তোমরাকরছ যে আসবে (সেদিন) সৎ-কর্মনিয়ে

فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَ هُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

তখন তারজন্যে উত্তম (বদলা থাকবে) তারচেয়েও আর তারা হতে ভীতি সেদিন নিরাপদ থাকবে

وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ

এবং যে আসবে অসৎকর্ম নিয়ে তখন নিক্ষেপকরাহবে তাদের মুখ (উল্টোভাবে) মধ্যে আগুনে (তাদেরবলাহবে) কি

تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ

তোমাদেরকে প্রতিফল দেয়াহয়েছে এ ব্যতীত যা তোমরা কাজকরতেছিলে মূলতঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন ইবাদতকরি আমি

رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫

রবের এই শহরের (অর্থাৎ মক্কার) যিনি তা সম্মানিত করেছেন এবং তাঁরই (মালিকানায়) প্রত্যেক জিনিষ

এবং যখন সবাই বিনীত অবস্থায় তার সমীপে হাজির হয়ে যাবে।

৮৮. আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছ যে. তা বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে; কিন্তু তখন তা মেঘমালার মতই উড়তে থাকবে! এ হবে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কি করছ তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন।

৮৯. যে ব্যক্তি ভালো আমল নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষাও উত্তম ফল লাভ করবে এবং এই ধরণের লোকেরা সেদিন ভয় ও আতংক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

৯০. আর যে ব্যক্তি খারাব আমল নিয়ে আসবে, এই ধরণের সব লোকই উল্টোভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল, এছাড়া অপর কোন প্রতিফল কি তোমরা পেতে পার?

৯১. (হে নবী! এদেরকে বল), "আমাকে তো এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি এই শহরের অর্থাৎ মক্কার রবের বন্দেগী করব যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং যিনি প্রত্যেকটি জিনিসেরই মালিক।
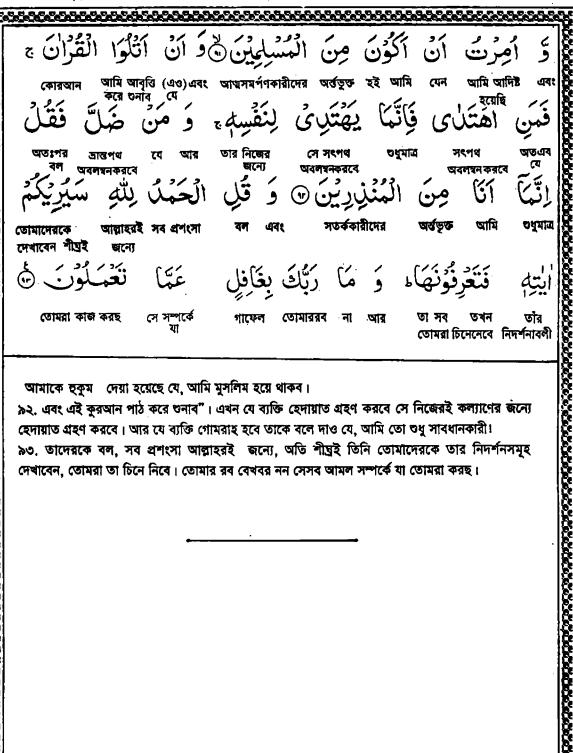
আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি মুসলিম হয়ে থাকব।
৯২. এবং এই কুরআন পাঠ করে শুনাব"। এখন যে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করবে সে নিজেরই কল্যাণের জন্যে হেদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হবে তাকে বলে দাও যে, আমি তো শুধু সাবধানকারী।
৯৩. তাদেরকে বল, সব প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, অতি শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তোমরা তা চিনে নিবে। তোমার রব বেখবর নন সেসব আমল সম্পর্কে যা তোমরা করছ।

সূরা আল-কাসাস

নামকরণ

এ সূরার ২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে..وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ..এতে উল্লেখিত 'আল-কাসাস' শব্দকেই এ সূরার নামরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এ সেই সূরা যাতে 'আল-কাসাস' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। অভিধানের দৃষ্টিতে 'কাসাস' অর্থ ধারাবাহিকভাবে ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করা। এ হিসেবে তাৎপর্যের দিক দিয়েও এ সূরার নাম হতে পারে। কেননা, এতে হযরত মূসা (আঃ) সংক্রান্ত কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরা নাম্‌ল-এর ভূমিকায় ইব্‌নে আব্বাস ও জাবের ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ)-এর একটা উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। উক্তিটা হ'ল এই যে, সূরা শু'আরা, সূরা নাম্‌ল ও সূরা কাসাস পরপর নাযিল হয়েছে। এ সূরা সমূহের ভাষা, বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেও স্পষ্ট মনে হয়, এ তিনটি সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল খুব কাছা কাছিই হবে। উপরন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর দীর্ঘ কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ এ তিনটি সূরায় ছড়িয়ে আছে, তা একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠে বলে এ সূরা তিনটির মধ্যে গভীর ঐক্য ও নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। সূরা শু'আরায় উদ্ধৃত হয়েছে, নবুয়্যতের দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মূসা (আঃ) আরজ করেছিলেন, "ফেরাউনী জাতির প্রতি করা একটা অপরাধ আমার মাথায় আছে। সে কারণে আমি সেখানে গেলে আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে বলে আমি ভয় পাচ্ছি।" পরে হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের দরবারে গেলেন, তখন সে বলেছিল, "আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে একটা বালক হিসেবে লালন-পালন করি নি? তুমি আমাদের নিকট কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থান করলে, পরে তুমি যা করার করে চলে গেলে!" কিন্তু সেখানে এ দুটো কথার কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। বর্তমান সূরায় তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। অনুরূপ ভাবে সূরা নাম্‌লে কাহিনী হঠাৎ শুরু করে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর পরিবার-পরিজন সংগে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আকস্মিকভাবে তিনি এক আগুন দেখতে পান। কিন্তু সেখানে এর কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সফরটি কি রকমের ছিল, কোথা হতে তিনি আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এ সবের বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। আলোচ্য সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এভাবে এ তিনটি সূরা পরস্পর মিলিত হওয়ায় হযরত মূসা (আঃ) সংক্রান্ত কাহিনীটি সম্পূর্ণতা লাভ করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নবী করীম (সঃ)-এর রেসালত সম্পর্কে যে সব সন্দেহ-সংশয় উত্থাপন করা হচ্ছিল, তার জবাব দান করা এবং রসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান না আনার জন্যে যেসব ওজর-আপত্তি পেশ করা হচ্ছিল, তার অযৌক্তিকতা প্রমাণই হল এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরা নাযিল হওয়াকালীন অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে কয়েকটি নিগুঢ় তত্ত্ব ও তথ্য শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে। এসব তত্ত্ব ও তথ্য গুলো নিম্নরূপ।

১. আল্লাহতা'আলা যা কিছু করতে চান, তার জন্যে তিনি অননুভূতভাবে ও সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে অর উপায় উপাদানসমূহ সংগ্রহ করে দেন। যে বালকের হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনকে সিংহাসন-চ্যুত করা আল্লাহর ফয়সালা ছিল আল্লাহ তাকে সেই ফেরাউনের ঘরে তার নিজেরই হাতে লালন-পালন করালেন। ফেরাউন জানতে পারলো না, সে কাকে লালন-পালন করছে। বস্তুতঃ এ মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে লড়তে পারে, তাঁর মর্জীর বিরুদ্ধে কার কলা-কৌশল সাফল্য লাভ করতে পারে!

২. কাউকে নবুয়্যত দান করার কাজ খুব জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে করা হয় না। সে জন্যে যমীন ও আসমান হতে কোন বজ্রধ্বনীও করা হয় না, কোন ঘোষণাও প্রচার করা হয় না। মুহাম্মদ (সঃ) হঠাৎ চুপিসারে কোথা হতে নবুয়্যত লাভ করলেন, এত সহজে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন,তা ভেবে তোমাদের মনে বিস্ময় জাগে; কিন্তু....لولا اوتى مثل ما اوتى موسى... বলে যে মূসা (আঃ)-এর দোহাই পাড়ো তোমরা নিজে, সেই মূসা (আঃ)-ও তো এমনি পথ-চলা অবস্থায় নবুয়্যত লাভ করেছিলেন, চারপাশের কেউই তা টেরও পেল না। সীনাই পর্বতের উপর আজ কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে! স্বয়ং মূসা (আঃ) এক মুহূর্ত পূর্বেও টের পাননি তাকে কি জিনিস দান করার আয়োজন করা হয়েছে। পথের মাঝখানে আগুন নিতে গেলেন, আর তখন নবুয়্যত লাভ করলেন।

৩. আল্লাহ যে বান্দাহ দ্বারা কোন কাজ করাতে চান, তাঁর প্রাথমিক জীবন হয় খুব সাধারণ, অসহায় ও নিঃসংগ রূপে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না, তাঁর নিজেরও বাহ্যত কোন শক্তিই থাকে না। কিন্তু বড় বড় সৈন্য-সামন্তের অধিকারী লোকেরা শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। আজ তোমরা নিজেদের ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ, তার তুলনায় অনেক বেশী পার্থক্য ছিল হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু লক্ষ্য কর, তার পরিণাম কি হয়েছে!

৪. তোমরা বার বার মূসা (আঃ)-এর দোহাই পাড়ো; বল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-কে সেসব কিছু দেয়া হয় নি কেন যা মূসা (আঃ) কে দেয়া হয়েছিল– লাঠি, শ্বেতহস্ত ও অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রকাশ্য মো'জেযাসমূহ। এর অর্থ এই দাড়ায় যে, তোমরা ঈমান আনবার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছো, শুধু অপেক্ষা রয়েছে সে সব মো'জেযা দেখানোর, যা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন হযরত মূসা (আঃ); কিন্তু সে মো'জেযাসমূহ যাদেরকে দেখানো হয়েছিল, তারা কি করেছিল তা কি তোমাদের জানা আছে ? তারা তো সেসব মো'জেযা দেখতে পেয়েও ঈমান আনেনি। বরং তারা এগুলিকে যাদুকরের যাদু বলে অভিহিত করেছে। এর কারণ এই ছিল যে, তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে চরম হঠকারিতা ও দুশমনিতে নিমজ্জিত ছিল। আজ তোমরাও ঠিক এ রোগেই আক্রান্ত হয়ে আছ। তোমরাও কি মো'জেযা দেখে ঈমান আনবে ? পরন্তু সেসব মো'জেযা দেখেও যারা প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল সে কথা কি তোমাদের জানা আছে? আল্লাহতা'আলা তো তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি হঠকারিতা সহকারে মো'জেযা দেখতে চেয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে চাও ?

মক্কার কাফেরী পরিবেশের যে লোকই এসব কাহিনী শুনতো, সেই-ই কোনরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব কথা বুঝতে পারত। কেননা, তখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে তেমনি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছিল ইতিপূর্বে ফেরাউন ও মূসা (আঃ)-র মধ্যে। এ পরিবেশে এ ধরনের কাহিনী শুনানোর অর্থই ছিল এই যে, তার এক একটা অংশ সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সংগে

স্বতঃই খাপ খেয়ে যাচ্ছিল। কাহিনীর কোন্ অংশ সাম্প্রতিক অবস্থার কোন্ অংশের সাথে খাপ খাচ্ছে, তা যদি স্পষ্ট বলে দেয়া নাও হয় তবুও তা বুঝতে কারো এক বিন্দু কষ্ট হত না। অতঃপর পঞ্চম রুকু হতে এ সূরার মূল বিষয়-বস্তুর আলোচনা সরাসরি শুরু হয়েছে। প্রথমে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একজন উম্মী লোক হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে সবিস্তারে বর্ণনা করছেন।একে তাঁর নবুয়্যাতের একটা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বিশেষতঃ এ অবস্থায় যখন তাঁর শহর ও কবীলার সব লোকেই ভালোভাবে জানত যে, এসব তথ্য জানবার মতো কোন উপায় তাঁর নিকট ছিল না। তাঁকে নবী নিয়োগ করার ব্যাপারকে এ লোকদের পক্ষে আল্লাহর এক বিশেষ রহমতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, তারা চরম গাফিলতিতে পড়েছিল, আর আল্লাহ তাদের হেদায়াত দানের জন্যে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

তারা বার বার যে সওয়াল পেশ করছিল, বলছিল এ নবী সে ধরনের মো'জেযা নিয়ে আসলেন না কেন যা ইতি পূর্বে মূসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন? এখানে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, যে মূসা (আঃ) সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই স্বীকার কর যে, তিনি আল্লাহর নিকট হতে মো'জেযা নিয়ে এসেছিলেন তাঁকেই তো তোমরা মেনে নাওনি। এখন এই নবীর নিকট মো'জেযা দাবী করার তোমাদের কি অধিকার আছে? তোমরা যদি নফসের লালসাবৃত্তির দাসত্ব না করতে, তাহলে প্রকৃত সত্য তোমরা এমনিই সুস্পষ্ট দেখতে পেতে। কিন্তু

যদি এ রোগে তোমরা নিমজ্জিত থাকই, তাহলে যত মো'জেযাই আসুক না কেন তোমাদের চোখ খুলতে পারে না। অতঃপর সে কালে সংঘটিত একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে লজ্জা দেয়া হচ্ছে। ঘটনা এইঃ বাইরে থেকে কতিপয় খৃষ্টান মক্কায় এসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে কুরআন শুনে ঈমান আনলো। মক্কার লোকেরা নিজেদের ঘরের এই নে'আমত লাভে ধন্য হওয়া তো দূরের কথা আবুজেহেল সেই লোকদেরকে প্রকাশ্যে বে-ইজ্জতি করল।

শেষ পর্যায়ে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্যে কাফেরদের পেশ করা মূল আপত্তি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। তারা বলত, আমরা যদি আরবদের শিরকী দ্বীন পরিহার করে এই নতুন তওহিদী দ্বীন কবুল করি তা হলে সহসাই আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কতৃত্বের অবসান ঘটবে। তখন অবস্থা এই হবে যে, আরবের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবশীল গোত্র হওয়ার মর্যদা হারিয়ে এ ভুবনে আমরা আশ্রায়হীন হয়ে পড়ব। বস্তুতঃ কুরাইশ সরদারদের ইসলামের সঙ্গে দুশমনি করার আসল কারণ ছিল এই; এতদ্ব্যতীত যেসব সন্দেহ-সংশয় পেশ করা হত, তা ছিল নিছক বাহানা মাত্র। জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্যেই তারা এ পেশ করত। এ কারণে এ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বিষয়টির আলোচনা করেছেন। তার এক একটা দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সেই মৌল রোগের প্রতিবিধান করেছেন, যার দরুন এ লোকেরা নিছক বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ দিয়ে হক ও বাতিলের চূড়ান্ত ফয়সালা করছিল।

اٰيَاتُهَا ٨٨ سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ (٢٨) رُكُوْعَاتُهَا ٩

৮৮ তার আয়াত(সংখ্যা) (২৮) সূরা আল-কাসাস মক্কী নয়তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরুকরছি) অশেষ দয়াবান অতীবমেহেরবান

طٰسٓمّٓ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② نَتْلُوْا عَلَيْكَ

ত্বা সীন-মীম | এই | আয়াত গুলো | কিতাবের | (যা) সুস্পষ্ট. | আমরা বিবৃতকরছি | তোমার নিকট

مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ③

কিছু | বৃত্তান্ত | মূসার | ও | ফিরআউনের | যথাযথভাবে | (এমন) লোকদের জন্যে (যারা) | ঈমানআনে

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا

নিশ্চয়ই | ফিরআউন | উদ্ধত হয়েছিল | মধ্যে | দেশের (অর্থাৎ মিশরে) | এবং | (বিভক্ত) করেছিল | তার অধিবাসী দেরকে | (বিভিন্ন) দলে

يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ط

দুর্বল করে রাখত | একটিদলকে | তাদেরমধ্যে হতে | সে জবেহ করত | তাদের পুত্রসন্তান দেরকে | ও | জীবিতরাখত | তাদের নারীদেরকে

اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ④

নিশ্চয়ই সে | ছিল | অর্ন্তভুক্ত | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের

রুকুঃ ১

১. ত্বা-সীন-মীম।

২. ইহা সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

৩. আমরা মূসা ও ফেরাউনের কিছু কিছু অবস্থা যথাযথ ভাবে তোমাকে শুনাচ্ছি, এমন লোকদের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে যারা ঈমান আনে।

৪. প্রকৃত ঘটনা এই যে, ফেরাউন পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করেছে এবং তার অধিবাসী জনসাধারণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছে। তম্মধ্যে একদলকে সে লাঞ্চিত ও অপমানিত করছিল। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অন্তর্ভূক্ত।

وَ	نُرِيدُ	اَنْ	نَّمُنَّ	عَلَى	الَّذِيْنَ	اسْتُضْعِفُوْا
এবং	আমরা চাই	যে	আমরা অনুগ্রহ করব	(তাদের) উপর	যাদেরকে	দুর্বল করে রাখা হয়েছিল

فِي	الْاَرْضِ	وَ	نَجْعَلَهُمْ	اَئِمَّةً	وَّ	نَجْعَلَهُمُ
মধ্যে	দেশের	এবং	তাদেরকে আমরা করব	নেতা	ও	তাদেরকে বানাব আমরা

الْوٰرِثِيْنَ ۝٥	وَ	نُمَكِّنَ	لَهُمْ	فِي	الْاَرْضِ	وَ	نُرِيَ	فِرْعَوْنَ
উত্তরাধিকারী	এবং	আমরা ক্ষমতাসীনকরব	তাদেরকে	মধ্যে	পৃথিবীর	এবং	আমরা দেখাব	ফিরআউনকে

وَ	هَامٰنَ	وَ	جُنُوْدَهُمَا	مِنْهُمْ	مَّا	كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦	وَ
ও	হামানকে	ও	তাদের উভয়ের সৈন্য বাহিনীকে	তাদের (অর্থাৎ বনি ইসরাঈল)হতে	(সেইসব) যা	তারা আশংকা করত	এবং

اَوْحَيْنَآ	اِلٰٓى	اُمِّ	مُوْسٰٓى	اَنْ	اَرْضِعِيْهِ ج	فَاِذَا	خِفْتِ
আমরা ইংগিতে বলেছিলাম	প্রতি	মায়ের	মূসার	যে	তাকে দুধপান করাও	অতঃপর যখন	তুমি আশাংকা কর

عَلَيْهِ	فَاَلْقِيْهِ	فِي	الْيَمِّ	وَ	لَا	تَخَافِيْ	وَ	لَا	تَحْزَنِيْ ج	اِنَّا
তারসম্পর্কে	তাকে তখন ভাসিয়েদাও	মধ্যে	নদীর	এবং	না	ভয়করো	আর	না	দুঃশ্চিন্তাকরো	নিশ্চয়ই আমরা

رَآدُّوْهُ	اِلَيْكِ	وَ	جَاعِلُوْهُ	مِنَ	الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧
তাকেফিরিয়ে দেব	তোমারকাছে	ও	তাকে করব	অর্ন্তভুক্ত	রসূলদের

৫.আর আমরা চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি অনুগ্রহ দান করতে। তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে।

৬. পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে এবং তাদের থেকে ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামান্তকে সে সব কিছু দেখাতে চেয়েছিলাম যাকে তারা ভয় করত।

৭. আমরা মূসার মাকে ইংগিতে[১] বলেছিলাম ,"একে দুধ খাওয়াও, পরে যদি তার জীবন সম্পর্কে তোমার মনে আশংকা জাগে, তাহলে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও এবং কোনরূপ ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা করো না। আমরা তাকে তোমার নিকটেই ফিরিয়ে আনব এবং তাকে নবী-পয়গম্বরদের মধ্যে শামিল করব।"

১. মধ্যে এ কথার উল্লেখ বাদ দেয়া হয়েছে যে,- এই অবস্থায় এক ইস্রাঈলী ঘরে সেই শিশু জন্মলাভ করবে যিনি দুনিয়ায় মূসা (আঃ) নামে পরিচিত হবেন।

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ اِنَّ

তাকে অতঃপর তুলেনিল | ফিরআউনের লোকজন | সে হয় যেন | তাদেরজন্যে | শত্রু | ও | দুঃশ্চিন্তা | নিশ্চয়ই

فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝٨ وَ قَالَتِ امْرَاَتُ

ফিরআউন | ও | হামান | ও | তাদের উভয়ের সেনা বাহিনী | ছিল | অপরাধী | এবং | বলল | স্ত্রী

فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَ لَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖۗ عَسٰۤى اَنْ

ফিরআউনের | (এই বালক) মনি | নয়নের | আমার জন্যে | ও | তোমারজন্যে | না | তাকে তোমরা হত্যা করো | হয়ত | সে

يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩ وَ اَصْبَحَ

আমাদের উপকারে আসবে | অথবা | তাকে আমরা গ্রহণকরব | পুত্রসন্তান হিসেবে | অথচ | তারা | না | টেরও পায় (এর পরিমাণ) | এবং | হয়েপড়ল

فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْ لَاۤ

অন্তর | মায়ের | মূসার | বিচলিত | নিশ্চয়ই | উপক্রম হয়েছিল যে | সে অবশ্যই প্রকাশ করবে | সে সম্পর্কে | যদি | না

اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠

আমরা দৃঢ় করতাম | তার অন্তরকে | সে হয় যেন (আমাদের ওয়াদারপ্রতি) | অর্ন্তভুক্ত | ঈমানদারদের

৮. শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের ঘরের লোকেরা (তাকে) নদী হতে তুলে আনল, যেন সে তাদের জন্যে দুশমন এবং চিন্তা ভাবনার কারণ হয়! বাস্তবিকই ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্য-সামান্ত বড়ই অপরাধী ছিল।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বলল, এই বালক আমার ও তোমার জন্যে চক্ষু-শীতলকারী। তাকে হত্যা করো না। আশ্চর্যের কি আছে, এই বালক হয়ত আমাদের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেব। অথচ তারা (পরিণাম সম্পর্কে) ছিল সম্পূর্ণ বে-খবর।

১০. এদিকে মূসার মা'র অন্তর বিচলিত হয়ে উঠছিল, সে তার গোপন কথা প্রকাশ করে বসত যদি আমরা তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিতাম, যেন সে (আমাদের ওয়াদার প্রতি) ঈমানদারদের মধ্যে হয়।

وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّ هُمْ

এবং | (তার মা) বলল | তার বোনকে | তার পিছনে পিছনেযাও | সে অতঃপর দেখতেছিল | তাকে | হতে | দূর | অথচ | তারা

لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾ وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ

না | টেরও পেল | এবং | আমরা হারাম করেদিয়েছিলাম | তার উপর | স্তন্যদানকারিনীদেরকে | পূর্বেই

فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ

বলল অতঃপর (তার বোন) | কি | তোমাদেরকে আমিসন্ধানদেব | সম্বন্ধে | একপরিবারের লোকদের | তাকে তারা লালন পালন করবে | তোমাদের জন্যে

وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ

এবং | তারা (হবে) | তারজন্যে | কল্যাণকামী | তাকে আমরা এভাবে ফিরিয়ে দেই | নিকট | তার মায়ের | যেন | জুড়ায়

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ

তার চক্ষু | না এবং | দুশ্চিন্তা করে | এবং | জানতেপারেযেন | যে | ওয়াদা | আল্লাহর | সত্য | কিন্তু

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ اسْتَوٰٓى

অধিকাংশই | তাদের | না | জানে | এবং | যখন | সে পৌঁছে | তার পূর্ণযৌবনে | ও | পরিনতবয়স্ক হল

اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ط وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

তাকে আমরা দানকরলাম | হিকমত | ও | জ্ঞান | এবং | এভাবে | আমরা পুরস্কারদেই | সৎকর্মশীলদেরকে

১১. সে বালকের ভগ্নীকে বলল, তার পিছনে পিছনে যাও। সে অনুযায়ী সে দূরে থেকে তাকে এমন ভাবে দেখতে লাগল যে, (শত্রুরা) তা টেরও পেলনা।

১২. আমরা ইতিপূর্বেই শিশুর জন্যে দুধ-সেবনকারীনীদের স্তন হারাম করে দিয়েছিলাম। (এ অবস্থা দেখে) মেয়েটি তাদেরকে বলল, "আমি কি তোমাদেরকে এমন গৃহের সন্ধান করে দেব যার লোকেরা এর লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং কল্যাণ কামনার সাথে একে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে?"

১৩. এভাবে আমরা মূসাকে তার মা'র নিকট ফিরিয়ে আনলাম, যেন তার চক্ষু শীতল হয়; সে চিন্তায় কাতর হয়ে না পড়ে এবং জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য ছিল, কিন্তু অনেক লোক তা জানে না।

রুকুঃ ২

১৪. মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছিল এবং তার লালন-পালন সম্পূর্ণ হল, তখন আমরা তাকে বুদ্ধি-মত্তা ও জ্ঞান দান করলাম। নেক্ চরিত্রের লোকদেরকে আমরা এরূপই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
دَخَلَ	সে প্রবেশ করল
الْمَدِيْنَةَ	শহরে
عَلٰى حِيْنِ	কোন এক সময়ে (যখন)
غَفْلَةٍ	অসতর্ক (ছিল)
مِّنْ اَهْلِهَا	তার অধিবাসীরা
فَوَجَدَ	অতঃপর সে পেল
فِيْهَا	তারমধ্যে
رَجُلَيْنِ	দুই ব্যক্তিকে
يَقْتَتِلٰنِ	তারা দুজনে মারামারি করছে
هٰذَا	এই (এক ব্যক্তি)
مِنْ	অন্তর্ভূক্ত
شِيْعَتِهٖ	তারদলের
وَ	এবং
هٰذَا	এই (অন্যব্যক্তি)
مِنْ	অন্তর্ভূক্ত
عَدُوِّهٖ	তার শত্রু(দলের)
فَاسْتَغَاثَهُ	তার(নিকট)অতঃপর সাহায্য চাইল
الَّذِىْ	(সে) যে(ছিল)
مِنْ	অন্তর্ভূক্ত
شِيْعَتِهٖ	তার দলের
عَلَى	বিরুদ্ধে
الَّذِىْ	(তার) যে ছিল
مِنْ	অন্তর্ভূক্ত
عَدُوِّهٖ	তার শত্রুর
فَوَكَزَهٗ	তাকে তখন ঘুষি মারল
مُوْسٰى	মূসা
فَقَضٰى	অতঃপর
عَلَيْهِ	তার ব্যাপার চুকে গেল
قَالَ	(সাথেসাথেই) সে বলল (অর্থাৎ সে মারা গেল)
هٰذَا	এটা
مِنْ	অন্তর্ভূক্ত
عَمَلِ	কাজের
الشَّيْطٰنِ	শয়তানের
اِنَّهٗ	সেনিশ্চয়ই
عَدُوٌّ	শত্রু
مُّضِلٌّ	বিভ্রান্তকারী
مُّبِيْنٌ ⑮	সুস্পষ্ট
قَالَ	সে বলল
رَبِّ	হেআমার রব
اِنِّىْ	নিশ্চয়ই আমি
ظَلَمْتُ	যুলমকরেছি
نَفْسِىْ	আমার নিজের (উপর)
فَاغْفِرْ لِىْ	আমাকে অতএব ক্ষমাকর
فَغَفَرَ	তিনি অতঃপর মাফকরলেন
لَهٗ	তাকে
اِنَّهٗ	তিনিনিশ্চয়ই
هُوَ	তিনিই
الْغَفُوْرُ	ক্ষমাশীল
الرَّحِيْمُ ⑯	মেহেরবান

১৫. (একদিন) সে এমন সময় শহরে প্রবেশ করল যখন শহরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় পড়ে ছিল। সেখানে সে দেখল দু'জন লোক মারামারি করছে। একজন তার নিজের জাতির ছিল, আর অপর জন ছিল তার শত্রু জাতির লোক। তার জাতির লোকটি শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্যে তাকে ডাকল। মূসা তাকে একটি ঘুষি মারল, এবং এতেই তার কর্ম সাংগ হয়ে গেল। (এই কার্য সংঘটিত হতেই) মূসা বলল,এ শয়তানের কান্ড। আর সে বড় শত্রু ও প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী।

১৬. পরে সে বলতে লাগল,"হে আমার আল্লাহ আমি আমার নিজের উপর যুলম করেছি, আমাকে ক্ষমা কর"। আল্লাহ তাকে মাফকরে দিলেন[২] তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২ 'মাগফেরাতের' অর্থ উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং দোষ ত্রুটি গোপন করাও হয়। হযরত মূসার (আঃ) প্রার্থনার মর্ম হচ্ছে –আমার এই গুণাহ (যা আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে করিনি) ক্ষমা করে দাও এবং তা গুপ্ত রাখ, যাতে শত্রুরা এ সম্পর্কে কিছুই অবগত হতে না পারে।

قَالَ	رَبِّ	بِمَآ	اَنْعَمْتَ	عَلَيَّ	فَلَنْ	اَكُوْنَ
সে বলল	হে আমার রব	যা কিছু	তুমি অনুগ্রহ করেছ	আমার উপর	অতঃপর কক্ষণো না	হব আমি

ظَهِيْرًا	لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾	فَاَصْبَحَ	فِي	الْمَدِيْنَةِ
সাহায্যকারী	অপরাধীদের জন্যে	অতঃপর সকালে উঠল	মধ্যে	শহরের

خَآئِفًا	يَّتَرَقَّبُ	فَاِذَا	الَّذِي	اسْتَنْصَرَهٗ	بِالْاَمْسِ
ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়	সতর্ক হয়ে	অতঃপর •তখন(দেখল)	যে	তার (কাছে) সাহায্য চেয়েছিল	গতকাল

يَسْتَصْرِخُهٗ ط	قَالَ	لَهٗ	مُوْسٰٓى	اِنَّكَ	لَغَوِيٌّ	مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾
(আজও) তাকে চিৎকার করে ডাকছে	বলল	তাকে	মূসা	নিশ্চয়ই তুমি	বিভ্রান্ত অবশ্যই	সুস্পষ্ট

فَلَمَّآ	اَنْ اَرَادَ	اَنْ	يَّبْطِشَ	بِالَّذِي	هُوَ	عَدُوٌّ	لَّهُمَا ۙ
অতঃপর যখন	সে ইচ্ছেকরল	যে	শায়েস্তা করবে	তাকে	যে (ছিল)	শত্রু	তাদের উভয়ের

১৭. মূসা ওয়াদা করল, বলল "হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করলে[৩], অতঃপর আমি কখনো পাপী লোকদের সাহায্যকারী হব না।

১৮. পরের দিন সে সকাল বেলা ভীত হয়ে ও চারিদিকে শংকা বোধ করে শহরে যাচ্ছিল। সহসা দেখতে পেল, সেই ব্যক্তি –যে গতকাল তাকে সাহায্যের জন্যে ডেকেছিল– আজ পুণরায় তাকে ডাকছে। মূসা বলল, "তুমি তো বড়ই বিভ্রান্ত ব্যক্তি"।

১৯. পরে মূসা যখন দুশমন কওমের লোকটির উপর হামলা করবার ইচ্ছা করল,

৩. অর্থাৎ আমার এ কাজ গুপ্ত রয়ে গেছে। কওমের দুশমনদের কেউই আমাকে দেখেনি এবং এইভাবে আমার অব্যহতি পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا

(ইসরাঈলী) বলল — হে — মূসা — তুমি চাচ্ছ কি — যে — আমাকে তুমি হত্যা করবে — যেমন — তুমি হত্যা করেছ — একব্যক্তিকে

بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ

গতকাল — না — তুমি চাও — এব্যতীত — যে — তুমি হবে — স্বেচ্ছাচারী — মধ্যে — এদেশের

وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ

আর — না — তুমিচাও — যে — তুমি হবে — অর্ন্তভুক্ত — সংশোধনকারীদের — এবং — (এরপর) আসল

رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ

একব্যক্তি — হতে — এক প্রান্ত — শহরের — দৌড়িয়ে — সে বলল — হে মূসা — নিশ্চয়ই

الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ

পরিষদবর্গ — পরামর্শ করছে — তোমার সম্পর্কে — তোমাকে হত্যাকরার জন্যে — সুতারাং বেরহয়েযাও — নিশ্চয়ই আমি — তোমার ব্যাপারে — অর্ন্তভুক্ত

النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

মঙ্গলকামীদের

তখন সে চিৎকার করে উঠল [8] বলল, "হে মূসা! তুমি কি আজ আমাকে তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ যেমন করে গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? তুমি কি এই দেশে অত্যাচারী হয়ে বসবাস করতে চাও, সংশোধন করতে চাও না?"

২০. এর পর শহরের এক প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে আসল এবং বলল,[৫] "মূসা! কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে পরামর্শ হয়েছে তোমাকে হত্যা করবার বিষয়ে, তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও। আমি তোমার একজন মংগলকামী"।

8. এ আহবানকারী সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিই ছিল, হযরত মূসা (আঃ) পূর্বে যাকে সাহায্য করেছিলেন। তাকে ধমক দেয়ার পর যখন তিনি মিশরীকে প্রহার করতে চলেছেন তখন ইসরাঈলী লোকটি মনে করলো যে- 'আমাকে প্রহার করতে আসছে'। সে চিৎকার করতে শুরু করে দিল; এবং নিজের মূর্খতার কারণে গতকালের হত্যাকান্ডের রহস্য ফাঁস করে ফেললো।

৫. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ায় যখন হত্যা-রহস্য ফাঁস হয়ে গেল, এবং সেই মিশরী গিয়ে এ সম্পর্কে খবর দিল তখন এই ঘটনা ঘটলো।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ

সে তখন বেরহল / সেখান হতে / ভীতঅবস্থায় / সর্তকহয়ে / (মূসা)বলল - / হেআমার রব / আমাকেউদ্ধার কর

مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ

হতে / লোকদের / যালেম / এবং / যখন / রওনাহল / অভিমুখে / মাদইয়ানের / সে বলল

عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾ وَ لَمَّا وَرَدَ

আশাকরি / আমার রব / আমাকে প্রদর্শন করবেন / সরল / পথ / আর / যখন / পৌছলো

مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۚ وَ

পানির (কূপেরনিকট) / মাদইয়ানের / সে পেল / তার কাছে / একদল / মধ্যহতে / লোকদের / পানি পান করাচ্ছে (নিজেদের জন্তুগুলোকে) / এবং

وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط

সে পেল / ছাড়াও / তাদের / দুজন স্ত্রীলোককে / দুজনে আটকে রেখেছে (তাদের জন্তুগুলোকে) / (মূসা) বলল / কি / তোমাদের দুজনের ব্যাপার

قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ سكتة وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ

দুজনে বলল / না / আমরা পানিপান করাই / যতক্ষণনা / সরে যায় / রাখালেরা (তাদের জন্তুগুলোনিয়ে) / এবং / আমাদেরআব্বা / বৃদ্ধ

كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

অতিশয় (তাই আমরাএসেছি।)

ع

২১. এই সংবাদ শুনা মাত্রই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বের হল এবং সে দোআ করল, "হে আমার রব, আমাকে যালেমদের হাত হতে রক্ষা কর"।

রুকুঃ ৩

২২. (মিশর হতে বের হয়ে) মূসা যখন মাদইয়ান অভিমুখে রওনা হল তখন সে বলল,"আশা করি আমার রব আমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করবেন৬ ।"

২৩. যখন মাদইয়ানের পানির কূপের নিকট পৌছল তখন সে দেখল, বহুসংখ্যক লোক নিজেদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন ভাবে একদিকে দু'জন স্ত্রীলোক নিজেদের জন্তুগুলোকে আটক করে রেখেছে। এই দু'জন স্ত্রীলোক জন্তুগুলোকে আটক করে রেখেছে। মূসা এই দুজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করল,"তোমাদের কি অসুবিধা?" তারা বলল, "আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ এই রাখাল লোকেরা নিজেদের জন্তুগুলোকে নিয়ে চলে না যায়। আর আমাদের পিতা একজন অতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি"।

৬. অর্থাৎ সেই রাস্তা যার দ্বারা আমি নিরাপদে মাদইয়ান পৌছব।

فَسَقٰى	لَهُمَا	ثُمَّ	تَوَلّٰٓى	اِلَى	الظِّلِّ	فَقَالَ	رَبِّ
সে তখন পানি পার করাল	তাদের দুজনের (জন্তুগুলোকে)	এরপর	ফিরেগেল	দিকে	ছায়ার	অতঃপর বলল	হেআমার রব

اِنِّىْ	لِمَآ	اَنْزَلْتَ	اِلَىَّ	مِنْ	خَيْرٍ	فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾	فَجَآءَتْهُ	اِحْدٰىهُمَا
নিশ্চয়ই আমি	যা	তুমি নাযিল করবে	আমারপ্রতি	যেকোন	কল্যাণ	(আমি তারই) কাঙ্গাল	আসল অতঃপর তারকাছে	তাদেরদু'জনের একজন

تَمْشِىْ	عَلَى	اسْتِحْيَآءٍ ز	قَالَتْ	اِنَّ	اَبِىْ	يَدْعُوْكَ	لِيَجْزِيَكَ
হেটে	সাথে	লজ্জা ও শালিনতার	(মেয়েটি) বলল	নিশ্চয়	আমারআব্বা (শোয়াইব আঃ)	আপনাকে ডাকছেন	আপনাকে প্রতিদান দেওয়ার জন্যে

اَجْرَ	مَا	سَقَيْتَ	لَنَا ط	فَلَمَّا	جَآءَهٗ	وَ	قَصَّ	عَلَيْهِ
পারিশ্রমিক কে	(তার) যা	আপনি (জন্তুগুলো) পানিপান করিয়েছেন	আমাদের পক্ষহয়ে	অতঃপর যখন	তারকাছে সে আসল	ও	বর্ণনাকরল	তারকাছে

الْقَصَصَ لا	قَالَ	لَا	تَخَفْ قف	نَجَوْتَ	مِنَ	الْقَوْمِ	الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾
সব বৃত্তান্ত	সে বলল	না	ভয়করো	তুমিবেঁচে গিয়েছ	হতে	লোকদের	যালেম

قَالَتْ	اِحْدٰىهُمَا	يٰٓاَبَتِ	اسْتَاْجِرْهُ ز	اِنَّ	خَيْرَ	مَنِ
বলল	(কন্যা)দ্বয়ের একজন	হে আমার আব্বা	তাকে চাকরীদিন	নিশ্চয়ই	(সেই) উত্তম	যাকে

اسْتَاْجَرْتَ	الْقَوِىُّ	الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾
আপনি চাকরী দিবেন	(যে) শক্তিশালী	বিশ্বস্ত

২৪. একথা শুনে মূসা তাদের জন্তুগুলোকে পানি পানকরিয়ে দিল। পরে সে এক ছায়াছন্ন স্থানে গিয়ে বসল এবং বলল ,"পরোয়ারদেগার! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করবে আমি তারই মুখাপেক্ষী"।

২৫. (অল্প সময় পরেই) এই দু'জন স্ত্রীলোকের একজন লজ্জা ও শালীনতাবোধ সহকারে তার নিকট এসে বলতে লাগল,"আমার বাবা আপনাকে ডাকছেন , আপনি আমাদের জন্যে জন্তু-গুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন তিনি আপনাকে তার প্রতিদান দেবেন।" মূসা যখন তার নিকট পৌছিল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনালো তখন সে বললঃ "ভয় করো না, এখন তুমি যালেম লোকদের হাত হতে বেঁচে গেছ"।

২৬. এই দু'জন স্ত্রীলোকের একজন তার পিতাকে বলল, "আব্বাজান! এই ব্যক্তিকে চাকরী দিন, সেই সর্বাপেক্ষা ভালো ব্যক্তি যাকে আপনি চাকরী দিবেন, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হবে"।

قَالَ	اِنِّىٓ	اُرِيْدُ	اَنْ	اُنْكِحَكَ	اِحْدَى	ابْنَتَىَّ
সে বলল	নিশ্চয়ই আমি	চাই	যে	তোমাকে আমি বিবাহ দিব	একজনের (সাথে)	আমার কন্যাদ্বয়ের

هٰتَيْنِ	عَلٰٓى	اَنْ	تَاْجُرَنِىْ	ثَمٰنِىَ	حِجَجٍۚ	فَاِنْ	اَتْمَمْتَ
এই দুয়ের	এশর্তে	যে	আমার চাকরী করবে তুমি	আট	বছর	অতঃপর যদি	তুমিপূর্ণকর

عَشْرًا	فَمِنْ	عِنْدِكَۚ	وَ	مَآ	اُرِيْدُ	اَنْ
দশ (বছর)	তবে(তাহবে) হতে	তোমার নিকট	আর	না	আমি চাই	যে

اَشُقَّ	عَلَيْكَؕ	سَتَجِدُنِىْٓ	اِنْ	شَآءَ	اللّٰهُ	مِنَ	الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾
কষ্টদিব	তোমার উপর	আমাকে তুমি পাবে	যদি"	চান	"আল্লাহ	অন্তর্ভূক্ত	নেকব্যক্তিদের

قَالَ	ذٰلِكَ	بَيْنِىْ	وَ	بَيْنَكَؕ	اَيَّمَا	الْاَجَلَيْنِ	قَضَيْتُ
(মূসা) বলল	এটা (চুক্তি)	আমারমাঝে	ও	তোমারমাঝে	যেটিই	দুইমেয়াদের	আমিপূর্ণকরব

فَلَا	عُدْوَانَ	عَلَىَّؕ	وَ	اللّٰهُ	عَلٰى	مَا	نَقُوْلُ	وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾
এরপর না।	বৃদ্ধিপাবে	আমারউপর	এবং	আল্লাহ	উপর	যা	আমরা বলছি	নেগাহবান পর্যবেক্ষণকারী

ع ٣

২৭. তার পিতা (মূসাকে) বলল, "আমি চাই আমার এই দু'টি কন্যার মধ্যে একজনের বিবাহ তোমার সাথে সম্পন্ন করে দেই; তবে এই শর্তে যে তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকুরী করবে। আর যদি দশ বছর পূর্ণ কর, তাহলে তা তোমার মর্যী। আমি তোমার প্রতি কোন কষ্ট চাপাতে চাইনা, তুমি ইনশাল্লাহ আমাকে নেক্ ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে।"

২৮. মূসা জবাব দিল, "আমার ও আপনার মধ্যে এই কথা ঠিক হয়ে গেল! এই দু'টি মিয়াদের মধ্যে আমি যাই পূর্ণ করব তার পর আমার প্রতি আর কিছু বৃদ্ধি হতে পারবে না। আর যে সব কথাবার্তা আমরা ঠিক করছি, আল্লাহ সে বিষয়ে নেগাহবান রয়েছেন।"

আরবী	অর্থ
فَلَمَّا	অতঃপর যখন
قَضٰى	পূর্ণকরল
مُوْسَى	মূসা
الْاَجَلَ	নির্দিষ্টমেয়াদ
وَ	ও
سَارَ	যাত্রাকরল
بِاَهْلِهٖٓ	তার পরিবারসহ
اٰنَسَ	সে দেখল
مِنْ	হতে
جَانِبِ	দিক
الطُّوْرِ	তুরপাহাড়ের
نَارًا	আগুন
قَالَ	(তখন) সে বলল
لِاَهْلِهِ	তারপরিবারকে
امْكُثُوْٓا	তোমরা অপেক্ষাকর
اِنِّيْٓ	নিশ্চয়ই আমি
اٰنَسْتُ	আমি দেখেছি
نَارًا	আগুন
لَّعَلِّيْٓ	সম্ভবত
اٰتِيْكُمْ	তোমাদেরজন্যে আমি আনতেপারি
مِّنْهَا	সেখানহতে
بِخَبَرٍ	কোন তথ্য
اَوْ	অথবা
جَذْوَةٍ	অঙ্গার
مِّنَ	হতে
النَّارِ	আগুন
لَعَلَّكُمْ	তোমরা যাতে
تَصْطَلُوْنَ ﴿٢٩﴾	আগুনপোহাতেপার
فَلَمَّآ	অতঃপর যখন
اَتٰىهَا	সেখানেআসল
نُوْدِيَ	তাকে ডাকাহল
مِنْ	হতে
شَاطِئِ	প্রান্ত
الْوَادِ	উপত্যকার
الْاَيْمَنِ	ডানদিকের
فِي	উপর
الْبُقْعَةِ	ভূখন্ডের
الْمُبٰرَكَةِ	পবিত্র
مِنَ	হতে
الشَّجَرَةِ	একটি বৃক্ষ
اَنْ	(এ বলে) যে
يّٰمُوْسٰٓى	হে মূসা
اِنِّيْٓ	নিশ্চয়ই
اَنَا	আমি
اللّٰهُ	আল্লাহ
رَبُّ	রব
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾	বিশ্বজাহানের

রুকুঃ ৪

২৯. মূসা যখন মিয়াদপূর্ণ করে দিল, এবং সে তার পরিবারবর্গকে সংগে নিয়ে যেতে লাগল, তখন 'তূর' পাহাড়ের দিকে সে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল,"তোমরা থাম, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান হতে কোন খবর নিয়ে আসব কিংবা এই আগুন হতে কোন অংগারই নিয়ে আসব, যা হতে তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পারবে"।

৩০. সেখানে পৌছবার পর উপত্যাকার দক্ষিণ কিনারায়[৭] অবস্থিত পবিত্র ভূখন্ডের একটি গাছের আড়াল হতে আওয়াজ উঠলঃ "হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বের মালিক"।

৭. অর্থাৎ সেই কিনারে যা হযরত মূসা (আঃ)-এর ডান হাতের দিকে ছিলো।

وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى

এবং (বলা হল) যে — নিক্ষেপ কর — তোমার লাঠিকে — অতঃপর যখন — তা সে দেখল — হামাগুড়িদিয়ে চলছে — তা যেন — সাপ — (তখন) সে ফিরে পালাল

مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ ۫

পিছন দিকে — এবং — না — মুখ ফিরে দেখল — (বলা হল) হে মূসা — সামনে এস — এবং — না — ভয়করো

اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ

নিশ্চয়ই তুমি — অর্ন্তভূক্ত — নিরাপদদের — প্রবেশ করাও — তোমার হাত — মধ্যে — তোমার বগলের — বেরহবে

بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّ اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ

উজ্জ্বলহয়ে — ব্যতীতই — কোন দোষ — এবং — চেপেধর (মিলাও) — তোমার(বুকের) উপর — তোমার হাত (বাঁচার জন্যে) — হতে

الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ

ভয় — অতএব (দেওয়া হল) এই — নিদর্শনদ্বয় — পক্ষহতে — তোমাররবের — প্রতি — ফিরআউনের — ও

مَلَا۠ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۳۲﴾

তার পরিষদ বর্গের (প্রতি) — তারানিশ্চয়ই — হলো — লোক — নাফরমান

৩১. এবং (নির্দেশ দেয়া হল যে,) তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। যখনই মূসা দেখতে পেল যে, সেই লাঠি সাপের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলছে, তখন সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে লাগল এবং মুখ ফিরিয়েও দেখল না। (এরশাদ হল), "মূসা, ফিরে এস, ভয় পেয়ো না, তুমি সম্পূর্ণ ভাবে নিরাপদ।

৩২. তুমি তোমার হাত তোমার বগলে প্রবেশ করাও, কোনরূপ কষ্ট ব্যতীতই তা উজ্জ্বল আলোক-মন্ডিত হয়ে বের হবে। আর ভয় হতে বাঁচবার জন্যে তোমার হাত বুকের উপর চেপে ধর[৮]। এই দু'টি উজ্জ্বল নিদর্শন তোমার রবের নিকট হতে ফেরাউন এবং তার সভাসদবৃন্দের সামনে পেশ করার জন্যে। তারা বড়ই নাফরমান লোক।"

৮. অর্থাৎ কখন যদি কোন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে তোমার অন্তর ভীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে তবে নিজের বাহু বুকের উপর মিলাও। এর ফলে তোমার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হবে এবং ভয়-ডরের কোন প্রভাব তোমার মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না। আর বর্তমানে নিজের হাতের লাঠি সাপ হয়ে যাওয়ায় যে ভয় হয়েছে তাও চলে যাবে

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

Arabic	বাংলা
قَالَ	সে বলল
رَبِّ	হে আমাররব
إِنِّي	নিশ্চয়ই আমি
قَتَلْتُ	আমি হত্যা করেছি
مِنْهُمْ	তাদের মধ্যহতে
نَفْسًا	একব্যক্তিকে
فَأَخَافُ	আমি-অতএব ভয়করি
أَنْ	যে
يَقْتُلُونِ	আমাকে তারা হত্যাকরবে

وَأَخِي هٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

Arabic	বাংলা
وَ	এবং
أَخِي	আমারভাই
هٰرُونُ	হারুন
هُوَ	সে
أَفْصَحُ	অধিক প্রাঞ্জল
مِنِّي	আমারচেয়ে
لِسَانًا	ভাষায়
فَأَرْسِلْهُ	তাকেপাঠাও সুতরাং
مَعِيَ	আমারসাথে
رِدْءًا	সহায়ক হিসাবে
يُصَدِّقُنِي	আমাকে (যেন) সেসমর্থনদেয়
إِنِّي	নিশ্চয়ই আমি
أَخَافُ	আশংকাকরি
أَنْ	যে
يُكَذِّبُونِ	আমাকে তারা মিথ্যাবাদী বলবে

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

Arabic	বাংলা
قَالَ	(আল্লাহ) বললেন
سَنَشُدُّ	আমরা মজবুতকরব
عَضُدَكَ	তোমার বাহুকে
بِأَخِيكَ	তোমার ভাই দ্বারা
وَ	এবং
نَجْعَلُ	আমরা দেব
لَكُمَا	তোমাদের দু'জনের জন্যে
سُلْطٰنًا	প্রতিপত্তি
فَلَا	না সুতরাং
يَصِلُونَ	তারাপৌছতেপারবে (কষ্ট দিতে)
إِلَيْكُمَا	তোমাদের দু'জনের নিকটে
بِآيٰتِنَا	আমাদেরনিদর্শন গুলোর বলে
أَنْتُمَا	তোমরা দু'জন
وَ	এবং
مَنِ	যারা
اتَّبَعَكُمَا	তোমাদের দুজনকে অনুসরণ করবে
الْغٰلِبُونَ	বিজয়ীহবে

৩৩. মূসা আরয করল, "প্রভূ! আমি তো তাদের একটি লোককে হত্যা করেছি। ভয় করি, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

৩৪. আর আমার ভাই হারূন আমার অপেক্ষা অধিক বাকপটু। তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠাও, যেন সে আমাকে সমর্থন দেয়। আমি আশংকা বোধ করছি যে, এই লোকেরা আমাকে অমান্য করবে"।

৩৫. আল্লাহ বললেন, "আমরা তোমার ভাই এর দ্বারা তোমার হাতকে মজবুত করব এবং তোমাদের দু'জনকে এমন প্রতিপত্তি দান করব যে, তারা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা। আমাদের দেয়া নিদর্শনসমূহের বলে বিজয় তোমাদের ও তোমাদের অনুসরণকারীদেরই হবে।"

فَلَمَّا	جَآءَ	هُم	مُّوسَىٰ	بِـَٔايَٰتِنَا	بَيِّنَٰتٍ
অতঃপর যখন	কাছেআসল	তাদের	মূসা	আমাদের নিদর্শনাবলিসহ	সুস্পষ্ট

قَالُوا	مَا	هَٰذَآ	إِلَّا	سِحْرٌ	مُّفْتَرًى	وَ	مَا	سَمِعْنَا	بِهَٰذَا
তারাবলল	নয়	এটা	এ ব্যতীত যে	যাদু	কৃত্রিম	এবং	না	আমরা শুনেছি	এ ধরণের (কথা)

فِىٓ	ءَابَآئِنَا	ٱلْأَوَّلِينَ ۝٣٦	وَ	قَالَ	مُوسَىٰ	رَبِّىٓ	أَعْلَمُ
নিকট	আমাদেরপিতৃ পুরুষদের	পূর্বেকার	এবং	বলল	মূসা	আমাররব	খুব ভাল জানেন

بِمَن	جَآءَ	بِٱلْهُدَىٰ	مِنْ	عِندِهِۦ	وَ	مَن	تَكُونُ	لَهُۥ
(তার)সম্পর্কে যে	এসেছে	হেদায়াত সহ	হতে	তাঁর নিকট	এবং	কে	(শুভ) হবে	তারজন্যে

عَٰقِبَةُ	ٱلدَّارِ	إِنَّهُۥ	لَا	يُفْلِحُ	ٱلظَّٰلِمُونَ ۝٣٧	وَ	قَالَ
পরিণাম	শেষ	তা নিশ্চয়ই (এমন যে)	না	সফলকাম হয়	যালেমরা	এবং	বলল

فِرْعَوْنُ	يَٰٓأَيُّهَا	ٱلْمَلَأُ	مَا	عَلِمْتُ	لَكُم	مِّنْ	إِلَٰهٍ	غَيْرِى
ফিরআউন	ওহে	সভাসদবৃন্দ	না	আমিজানি	তোমাদের জন্যে	কোন	ইলাহ	আমি ব্যতীত

৩৬. পরে মূসা যখন সেই লোকদের নিকট আমাদের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌছল তখন তারা বলল, "এ তো কিছুই না, এ শুধু কৃত্রিম যাদু মাত্র! আর এসব কথাবার্তা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার সময় হতে কখনই শুনতে পাইনি"।

৩৭. মূসা জবাব দিল,"আমার রব সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবে ওয়াকিফহাল রয়েছেন যে ব্যক্তি তাঁর নিকট হতে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং শেষ পরিণাম কার ভাল হবে তা তিনিই ভাল জানেন। বস্তুত যালেম কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারে না"।

৩৮. আর ফেরাউন বলল, " হে সভাসদবৃন্দ! আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের কোন রবকে জানিনা।

فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا

সুতারাং জ্বালাও আগুন | আমার জন্যে | হে" হামান | উপর | মাটির (অর্থাৎ ইট তৈরী কর) | অতঃপর বানাও | আমার জন্যে | সুউচ্চপ্রাসাদ

لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ

সম্ভবত | আমি চড়ে (দেখতে) পারি | প্রতি | ইলাহর | মূসার | এবং | নিশ্চয়ই আমি | তাকে আমি অবশ্য মনেকরি | অর্ন্তভূক্ত

الْكٰذِبِيْنَ ۝٣٨ وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ

মিথ্যাবাদীদের | এবং | অহংকার করল | সে | ও | তারসৈন্যবাহিনী | মধ্যে | পৃথিবীর

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۝٣٩

ব্যতীত | কোন অধিকার | এবং | তারা মনে করেছিল | তারা যে | আমাদেরদিকে | না | প্রত্যাবর্তিতহবে

فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ

অতঃপর তাকে আমরা ধরলাম | ও | তার সেনাবাহিনী কেও | তাদেরকেঅতঃপর আমরানিক্ষেপকরলাম | মধ্যে | সমুদ্রের | এখন দেখ | কেমন

كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤٠ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ

হয়েছে | পরিণাম | যালেমদের | এবং | তাদেরকে আমরা বানিয়েছিলাম | নেতৃবৃন্দ (অথচ) | তারা ডাকে (লোকদেরকে)

اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝٤١

দিকে | দোযখের | এবং | দিনে | কিয়ামতের | না | তাদের সাহায্য করা হবে

হামান! ইট তৈরী করে আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও তো! সম্ভবত আমি তাতে আরোহণ করে মূসার ইলাহকে দেখতে পাব, আমি তো তাকে মিথ্যা মনে করি"।

৩৯. সে এবং তার সৈন্য-সামন্ত পৃথিবীতে কোনরূপ অধিকার ছাড়াই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে বসল। মনে করল যে, তাদেরকে আমার নিকট কখনো ফিরে আসতে হবে না।

৪০. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। এখন দেখ, এই যালেমদের পরিণাম কি হয়েছে!

৪১. আমরা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা বানিয়ে দিয়েছি। কেয়ামতের দিন তারা কোথাও হতে কোনরূপ সাহায্য পেতে পারবে না।

وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً ۚ وَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ هُمْ

এবং / তাদেরপশ্চাতে আমরা লাগিয়েদিয়েছি / মধ্যে / এই / দুনিয়ার / অভিশাপ / এবং / দিনে / কিয়ামতের / তারা (হবে)

مِّنَ الْمَقْبُوْحِیْنَ ﴿۴۲﴾ وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ

অর্ন্তভূক্ত / দুর্দশাগ্রস্থদের / এবং / নিশ্চয়ই / আমরা দিয়েছি / মূসাকে / কিতাব / পরে

مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰی بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًی

আমরা ধ্বংস করে দেওয়ার / বংশধরদেরকে / পূর্ববর্তী / জ্ঞান-বর্তিকাস্বরূপ / লোকদেরজন্যে / এবং / হেদায়াত

وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۳﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ

ও / রহমতহিসাবে / তারা যাতে / শিক্ষাগ্রহণ করে / আর (হে নবী) / না / তুমিছিলে / কিনারে

الْغَرْبِیِّ اِذْ قَضَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسَی الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ

(তুরপাহাড়ের) পশ্চিম / যখন / আমরাদানকরেছিলাম / প্রতি / মূসার / বিধান / আর / না / তুমিছিলে / অর্ন্তভূক্ত

الشّٰهِدِیْنَ ﴿۴۴﴾ وَ لٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَیْهِمُ

প্রত্যক্ষদর্শীদের / কিন্তু / আমরাউত্থিতকরেছি / (বহু) বংশধরকে / অতঃপর অতিবাহিতহয়েছে / তাদেরউপর

الْعُمُرُ ۚ

(বহু) যুগ

৪২. আমরা এই দুনিয়ায় তাদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা বড়ই অবাঞ্ছিত অবস্থায় পতিত হবে।

রুকূঃ ৫

৪৩. অতীত বংশধরদের ধ্বংস করে দেয়ার পর আমরা মূসাকে কিতাব দানকরেছি, লোকদের অর্ন্তদৃষ্টির সামগ্রীরূপে , হেদায়াত ও রহমত হিসেবে; যেন লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৪৪. (হে নবী!) সেই সময় তুমি পশ্চিম কিনারায় অবস্থিত ছিলে না[৯] যখন আমরা মূসাকে শরীয়তের এই ফরমান দান করেছি, না তুমি সাক্ষীদের মধ্যে শামিল ছিলে।

৪৫. বরং তার পর (তোমার সময়-কাল পর্যন্ত) আমরা বহুসংখ্যক বংশধরদের উত্থিত করেছি এবং তাদের উপরও বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে ।.

৯. পশ্চিম কিনারে বলতে তূরে সাইনা বুঝাচ্ছে যা হেযায থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

تَتْلُوْا	مَدْيَنَ	اَهْلِ	فِيْٓ	ثَاوِيًا	كُنْتَ	مَا	وَ
তুমিপাঠকর(যেন)	মাদয়ান	বাসীদের	মধ্যে	বিদ্যমান	তুমিছিলে	না	আর

كُنْتَ	مَا	وَ	مُرْسِلِيْنَ ۝	كُنَّا	وَلٰكِنَّا	اٰيٰتِنَا	عَلَيْهِمْ
তুমিছিলে	না	আর	(রসূল) প্রেরণকারী	আমরাছিলাম	কিন্তু	আমাদেরআয়াত সমূহ	তাদেরউপর

رَّبِّكَ	مِّنْ	رَّحْمَةً	وَلٰكِنْ	نَادَيْنَا	اِذْ	الطُّوْرِ	بِجَانِبِ
তোমাররবের	পক্ষহতে	(এটা) অনুগ্রহ	কিন্তু	আমরা আহবান করেছিলাম	যখন	তুরপাহাড়ের	পার্শ্বে

قَبْلِكَ	مِّنْ	نَّذِيْرٍ	مِّنْ	اَتٰىهُمْ	مَّآ	قَوْمًا	لِتُنْذِرَ
তোমার	পূর্বে	সতর্ককারী	কোন	যাদের(নিকট) এসেছে	না	লোকদেরকে	সতর্ক কর তুমি যেন

مُّصِيْبَةٌ	تُصِيْبَهُمْ	اَنْ	لَآ	لَوْ	وَ	يَتَذَكَّرُوْنَ ۝	لَعَلَّهُمْ
কোন মুসিবত	তাদের (উপর) পড়ত	(হতো) যে	না	যদি	আর	উপদেশ গ্রহণকরে	তারা যাতে

اَرْسَلْتَ	لَآ	لَوْ	رَبَّنَا	فَيَقُوْلُوْا	اَيْدِيْهِمْ	قَدَّمَتْ	بِمَا
তুমি পাঠালে	না	কেন	হে আমাদের রব	তারাবলত তখন	তাদেরহাতগুলো	আগেপাঠিয়েছে	একারণে যা

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝	مِنَ	نَكُوْنَ	وَ	اٰيٰتِكَ	فَنَتَّبِعَ	رَسُوْلًا	اِلَيْنَا
মু'মিনদের	অর্ন্তভূক্ত	হোতাম আমরা	এবং	তোমার আয়াত সমূহের	আমরা তখন অনুসরণকরতাম	কোনরসূলকে	আমাদেরপ্রতি

তুমি তাদেরকে আমাদের আয়াত শুনাবার জন্যে মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে বর্তমান ছিলে না। কিন্তু (সে সময়কার এসব খবর) আজ আমরাই পাঠাচ্ছি।

৪৬. আর তুমি তুর পাহাড়ের পাদদেশেও তখন উপস্থিত ছিলেনা, যখন আমরা (মূসাকে প্রথমবার) ডেকে এনেছিলাম। বরং এ শুধু তোমার রবের রহমত বিশেষ (যে, তোমাকে এসব তথ্য জানিয়ে দেয়া হচ্ছে) যেন তুমি সেই লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দাও যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সাবধানকারী লোক আসে নি; সম্ভবত তারা সতর্ক হয়ে যাবে।

৪৭. (আর এ আমরা করেছি এজন্যে যাতে) এমন যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুণ তাদের উপর যখন কোন মুসীবত এসে পড়বে তখন বলবে, "হে আমাদের রব তুমি আমাদের প্রতি কোন রসূল পাঠালে না কেন, পাঠালে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম ও ঈমানদার লোকদের অর্ন্তভূক্ত হতাম"।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ

কিন্তু যখন — তাদের(কাছে) আসল — সত্য — হতে — আমাদের নিকট — তারাবলল — কেন — না — তাকে দেওয়া হয়েছে — (তার) মত

مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى

যেমনই — দেওয়া হয়েছে — মূসাকে — কি — নাই — তারাঅস্বীকারকরে — যা কিছু — দেওয়াহয়েছিল — মূসাকে

مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَ قَالُوْآ اِنَّا بِكُلٍّ

ইতিপূর্বে — তারা বলল — (কোরআনওতওরাত) দু'টিই যাদু — পরস্পরে সমর্থন করে — আরও — তারাবলল — নিশ্চয়ই আমরা — প্রত্যেকটিকে

كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ

অস্বীকারকারী — বল — তাহলে তোমরা আন — কোন কিতাব — হতে — নিকট — আল্লাহর — (যেন)তা (হয়)

اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ

হেদায়াতে উৎকৃষ্টতর — সেদু'টির চেয়ে — তা আমিই অনুসরণকরব — যদি — তোমরাহও — সত্যবাদী — অতঃপর যদি — না

يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ

তারা সাড়া দেয় — তোমার (ডাকে) — জেনেরাখ তবে — মূলতঃ — তারাঅনুসরণ করছে — খেয়ালখুশি গুলোর — তাদের

৪৮. কিন্তু আমাদের নিকট হতে সত্য যখন তাদের নিকট এসে গেল, তখন তারা বলতে লাগল, "তাকে সে সব কেন দেয়া হলনা, যাকিছু মূসাকে দেয়া হয়েছিল? ইতিপূর্বে মূসাকে যাকিছু দেয়া হয়েছিল[১০] তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলল, " দু'টিই যাদু[১১], এদের একটি অপরটির সাহায্য করে।" আর বলল, "আমরা কোনটিকেই মানি না।"

৪৯. (হে নবী!) তাদের বল, "ভাল, তাহলে আন আল্লাহর নিকট হতে কোন কিতাব যা এই দু'টি হতেও অধিক হেদায়াতদানকারী হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ; আমি তারই অনুসরণ অবলম্বন করব।"

৫০. এখন তারা যদি তোমার এই দাবী পূরণ না করে, তাহলে বুঝে নাও যে, এরা আসলে নিজেদের লালসা-বাসনার অনুসারী।

১০. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা, মূসাকে (আঃ) কবে মান্য করেছিল যে এখন তারা বলছে, মূসাকে (আঃ) যে মো'জেযা দেয়া হয়েছিল মুহম্মদ (সঃ) কে কেন তা দেয়া হয়নি?

১১. অর্থাৎ কুরআন ও তৌরাত উভয় কিতাব।

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ

আর | কে (আছে) | অধিক বিভ্রান্ত | (তার) চেয়ে যে | অনুসরণকরে | তার খেয়াল খুশীর | ব্যতীত | কোন হেদায়াত | হতে | আল্লাহ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۰﴾ وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | সৎপথদেখান | লোকদেরকে | (যারা) যালেম | এবং | নিশ্চয়ই | আমরাউপর্যুপরি পাঠিয়েছি

لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۱﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

তাদেরজন্যে | (হেদায়াতের) বাণী | তারা যাতে | উপদেশ গ্রহণ করে | যারা (অর্থাৎ আহলে কিতাবদেরকে) | তাদেরকে আমরাদান করেছি

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَ اِذَا يُتْلٰى

কিতাব | | এর (অর্থাৎ (কোরআনের) পূর্বে | তারা | এর উপর | ঈমানআনে | এবং | যখন | আবৃত্তি করাহয়

عَلَيْهِمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖۤ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا

তাদেরনিকট | তারাবলে | আমরাঈমান এনেছি | এরউপর | তানিশ্চয় | সত্য | পক্ষহতে | আমাদের রবের | নিশ্চয়ই আমরা | ছিলাম

مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿۵۳﴾

এর পূর্বেও | মুসলমান

আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গোমরাহ আর কে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াত ব্যতীত শুধু নিজের লালসা-বাসনার অনুসরণ করে চলে? আল্লাহ এ ধরনের যালেমকে কখনই হেদায়াত দান করেন না।

রুকূঃ ৬

৫১. আর (নসীহতের) কথা পর পর আমরা তাদের নিকট পৌছেছি যেন তারা গাফিলতি হতে জেগে উঠে।

৫২. ইতিপূর্বে আমরা যাদেরকে কিতাব দান করেছিলাম তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখে[১২]।

৫৩. আর যখন ইহা তাদেরকে শুনানো হয় তখন তারা বলে, "আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, এ বাস্তবিকই সত্য, আমাদের রবের নিকট হতে নাযিল হয়েছে, আমরা তো পূর্ব হতেই মুসলিম"।

১২. এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত আহলি-কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) এর প্রতি ঈমান আনে। বরং এই সূরা নাযিল হওয়ার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল আসলে এ ইংগিত সেই ঘটনার প্রতি। উদ্দেশ্য হচ্ছে এর দ্বারা মক্কবাসীদের লজ্জা দেয়া যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে আসা নে'আমতকে প্রত্যাখ্যান করছো কিন্তু এ নে'আমতের সংবাদ পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ চলে আসছে এবং এর মর্যাদা বুঝতে পেরে এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আবিসিনিয়া থেকে প্রায় ২০ জন খৃষ্টান রসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে কুরআন শুনে ঈমান এনেছিলেন। এ ইশারা সেই ঘটনার প্রতি।

أُولَٰئِكَ	يُؤْتَوْنَ	أَجْرَهُم	مَّرَّتَيْنِ	بِمَا	صَبَرُوا
ঐসব (লোকদেরকে	দেওয়াহবে	তাদের প্রতিফল	দু'বার	একারণে যা	তারাসবর করেছে

وَ	يَدْرَءُونَ	بِالْحَسَنَةِ	السَّيِّئَةَ	وَ	مِمَّا
ও	তারা মুকাবেলাকরে	ভালদিয়ে	মন্দকে	এবং	(তা) হতে যা

رَزَقْنَاهُمْ	يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾	وَ	إِذَا	سَمِعُوا	اللَّغْوَ	أَعْرَضُوا
তাদেরকে আমরা রিযুক দিয়েছি	তারা খরচকরে	এবং	যখন	তারা শুনে	অর্থহীন (উক্তি)	তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়

عَنْهُ	وَ	قَالُوا	لَنَا	أَعْمَالُنَا	وَ	لَكُمْ	أَعْمَالُكُمْ	سَلَامٌ
তাহতে	এবং	তারাবলে	আমাদের জন্যে (রয়েছে)	আমাদের আমল সমূহ	আর	তোমাদেরজন্যে (রয়েছে)	তোমাদের আমলসমূহ	'সালাম'

عَلَيْكُمْ	لَا	نَبْتَغِي	الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾	إِنَّكَ	لَا	تَهْدِي	مَنْ
তোমাদেরউপর	না	চাইআমরা	অজ্ঞদের (মত-পথ)	(হে নবী) তুমি নিশ্চয়	না	হেদায়াত দিতে পার	যাকে

أَحْبَبْتَ	وَلَٰكِنَّ	اللَّهَ	يَهْدِي	مَن	يَشَاءُ	وَ	هُوَ
তুমিভালবাস	কিন্তু	আল্লাহ	সৎপথদেখান	যাকে	ইচ্ছেকরেন	এবং	তিনিই

أَعْلَمُ	بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾
খুবজানেন	সৎপথপ্রাপ্তদেরকে

৫৪. এরা সেই লোক, যাদেরকে এর ফল দু'বার দেয়া হবে[১৩] সেই দৃঢ়তার বদলা স্বরূপ, যা তারা দেখিয়েছে । তারা মন্দকে ভালোদ্বারা দূরীভূত করে। আর আমরা তাদেরকে যে রেযক দান করেছি তাহতে তারা খরচ করে ।

৫৫. তারা যদি কোন অর্থহীন উক্তি শুনতে পায় তখন তারা একথা বলে তা হতে আলাদা হয়ে যায়, "আমাদের আমল আমাদের জন্যে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আর তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহেলদের মত-পথ অবলম্বন করতে চাই না[১৪] ।

৫৬. (হে নবী!) তুমি যাকে চাইবে, তাকে হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হেদায়াত দান করেন এবং তিনি সেই লোকদের খুব ভাল জানেন যারা হেদায়াত কবুল করে থাকে।

১৩. অর্থাৎ এক পুরস্কার পূর্ববর্তী গ্রন্থ-সমূহের উপর ঈমান আনার এবং দ্বিতীয় পুরস্কার কুরআনের উপর ঈমান আনার জন্য।

১৪. যখন তারা ঈমান এনেছিল আবু জেহেল তাদের গালি-গালাজ করেছিল। এখানে সেই কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
قَالُوْٓا	তারাবলে
اِنْ	যদি
نَّتَّبِعِ	আমরাঅনুসরণ করি
الْهُدٰى	সৎপথের
مَعَكَ	তোমারসাথে
نُتَخَطَّفْ	আমাদেরকে উৎপাটিতকরাহবে
مِنْ	হতে
اَرْضِنَا	আমাদেরদেশ
اَوَلَمْ نُمَكِّنْ	আমরা প্রতিষ্ঠিত করিনাই কি
لَّهُمْ	তাদেরকে
حَرَمًا	হারামে
اٰمِنًا	শান্তিপূর্ণ (পরিবেশে)
يُّجْبٰٓى	আনা হয়
اِلَيْهِ	তারদিকে
ثَمَرٰتُ	ফল-মূলসমূহ
كُلِّ	প্রত্যেক
شَيْءٍ	রকমের
رِّزْقًا	রিয্কহিসেবে
مِّنْ	হতে
لَّدُنَّا	আমাদের পক্ষ
وَلٰكِنَّ	কিন্তু
اَكْثَرَهُمْ	তাদেরঅধিকাংশই
لَا	না
يَعْلَمُوْنَ ۝٥٧	জানে
وَ	আর
كَمْ	কতই না
اَهْلَكْنَا	আমরাধ্বংসকরেছি
مِنْ قَرْيَةٍ	জনপদ
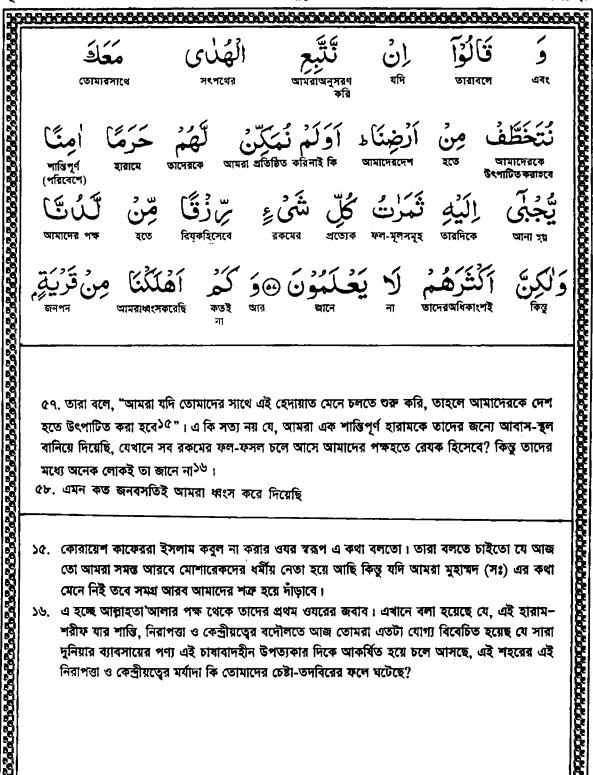
৫৭. তারা বলে, "আমরা যদি তোমাদের সাথে এই হেদায়াত মেনে চলতে শুরু করি, তাহলে আমাদেরকে দেশ হতে উৎপাটিত করা হবে[১৫]"। এ কি সত্য নয় যে, আমরা এক শান্তিপূর্ণ হারামকে তাদের জন্যে আবাস-স্থল বানিয়ে দিয়েছি, যেখানে সব রকমের ফল-ফসল চলে আসে আমাদের পক্ষহতে রেযক হিসেবে? কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই তা জানে না[১৬]।

৫৮. এমন কত জনবসতিই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি

১৫. কোরায়েশ কাফেররা ইসলাম কবুল না করার ওযর স্বরূপ এ কথা বলতো। তারা বলতে চাইতো যে আজ তো আমরা সমস্ত আরবে মোশারেকদের ধর্মীয় নেতা হয়ে আছি কিন্তু যদি আমরা মুহাম্মদ (সঃ) এর কথা মেনে নিই তবে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

১৬. এ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রথম ওযরের জবাব। এখানে বলা হয়েছে যে, এই হারাম-শরীফ যার শান্তি, নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয়ত্বের বদৌলতে আজ তোমরা এতটা যোগ্য বিবেচিত হয়েছ যে সারা দুনিয়ার ব্যাবসায়ের পণ্য এই চাষাবাদহীন উপত্যকার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসছে, এই শহরের এই নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয়ত্বের মর্যাদা কি তোমাদের চেষ্টা-তদবিরের ফলে ঘটেছে?

بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ

অহংকারকরত (তার অধিবাসীরা) | তাদেরজীবিকার | অতঃপর এই | তাদের ঘরবাড়িসমূহ | বসবাসকরে নাই

مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيلًا ۗ وَ كُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

তাদের পরে | ব্যতীত | অতিঅল্প | এবং | আমরা হলাম | আমরাই | (এ সবের) উত্তরাধিকারী

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ

আর | না | ছিলেন | তোমাররব | ধ্বংসকারী | জনবসতিগুলোকে | যতক্ষণনা | প্রেরণকরেন | মধ্যে

اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِي

তারকেন্দ্রস্থলের | কোন রসূলকে | (যে) পাঠ করেশুনাত | তাদেরনিকট | আমাদের আয়াত সমূহকে | ও | না | আমরা ছিলাম | ধ্বংসকারী

الْقُرٰٓى اِلَّا وَ اَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

জনপদ সমূহকে | যখন এ ব্যতীত যে | তারঅধিবাসীরা (ছিল) | যালেম

যে সবের অধিবাসীরা নিজেদের জীবিকার দরুন অহংকারী হয়ে গিয়েছিল। অতএব লক্ষ্যকর, ঐ তাদের আবাস-স্থল শূন্য পড়ে রয়েছে যাতে তাদের পর খুব কম লোকই বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরাই উত্তরাধিকারী হয়ে রয়েছি[১৭]।

৫৯. আর তোমার রব জনবসতিগুলোর ধ্বংসকারী ছিলেন না, যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রসূল পাঠাতেন, যে তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ শুনাত। আর আমরা জনবসতিগুলোর ধ্বংসকারী ছিলাম না, যতক্ষণনা তাতে বসবাসকারীরা যালেম হয়ে গিয়েছিল[১৮]।

১৭. এ তাদের ওযরের দ্বিতীয় জবাব। জবাবে বলা হয়েছে যে ধন-দৌলত ও সচ্ছলতার তোমরা অহংকার কর এবং যা হারাবার আশাংকায় তোমরা বাতিলের উপর জমে থাকতে ও হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও, সেই একই ধন-দৌলত আদ সামুদ এবং অন্যান্য জাতিও লাভ করেছিল, কিন্তু এই সম্পদ কি তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল?

১৮. এ তাদের ওযরের তৃতীয় জবাব। পূর্বে যে সব জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা অত্যাচারী ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করার পূর্বে রসূল পাঠিয়ে তাদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু যখন সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা নিজেদের বক্রগতি থেকে বিরত হয়নি তখন আল্লাহতা'আলা তাদের ধ্বংস করে দেন। আজ তোমরাও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন।

وَ	مَآ	اُوْتِيْتُمْ	مِّنْ	شَىْءٍ	فَمَتَاعُ	الْحَيٰوةِ
আর	যা কিছু	তোমাদের দেওয়া হয়েছে	অর্থাৎ	কোন জিনিষ	তাহলো ভোগসামগ্রী	জীবনের

الدُّنْيَا	وَ	زِيْنَتُهَا	وَ	مَا	عِنْدَ	اللّٰهِ
দুনিয়ার	ও	তার চাকচিক্য (মাত্র)	আর	যা (আছে)	নিকট	আল্লাহর

خَيْرٌ	وَّ	اَبْقٰى	اَفَلَا	تَعْقِلُوْنَ ⑥⓪	اَفَمَنْ	وَّعَدْنٰهُ
(তাই) উত্তম	ও	অধিকস্থায়ী	তবে কি না	তোমরা বুদ্ধিকাজে লাগাও	তবে কি সে	যাকে আমরা ওয়াদা দিয়েছি

وَعْدًا	حَسَنًا	فَهُوَ	لَاقِيْهِ	كَمَنْ	مَّتَّعْنٰهُ	مَتَاعَ
ওয়াদা	উত্তম	অতঃপর সে	তা লাভ করবে	(সে কি) তারমত	যাকেআমরা ভোগ সামগ্রী দিয়েছি	ভোগসামগ্রী

الْحَيٰوةِ	الدُّنْيَا	ثُمَّ	هُوَ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ	مِنَ	الْمُحْضَرِيْنَ ⑥①
জীবনের	দুনিয়ার	এরপর	সে (হবে)	দিনে	কিয়ামতের	অর্ন্তভূক্ত	উপস্থিত করা (অপরাধীদের)

وَ	يَوْمَ	يُنَادِيْهِمْ	فَيَقُوْلُ	اَيْنَ	شُرَكَآءِىَ	الَّذِيْنَ	كُنْتُمْ
এবং	সেদিন	তাদেরকে তিনি ডাকবেন	অতঃপর বলবেন	কোথায়	আমার শরীকরা	যাদেরকে	তোমরা ছিলে

تَزْعُمُوْنَ ⑥②
ধারণা করতে (শরীক হিসেবে)

৬০. তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী ও তার চাকচিক্য মাত্র। আর যাকিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ওটা অপেক্ষা উত্তম ও অধিক স্থায়ী। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি কাজেও লাগাও না।

রুকুঃ ৭

৬১. যে ব্যক্তির সাথে আমরা কোন ভাল ওয়াদা করেছি এবং সে তা লাভ করবে, সে কি কখনো সেই ব্যক্তির মতো হতে পারে যাকে আমরা শুধু বৈষয়িক জীবনের সামগ্রী দিয়েছি এবং পরে কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি ভোগের জন্যে হাজির করা হবে?

৬২. (এই লোকেরা যেন) সেই দিনটিকে ভুলে না যায়) যেদিন তিনি এই লোকদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন ," কোথায় আমার সেই সব 'শরীক' যাদেরকে 'শরীক' বলে তোমরা ধারণা করছিলে?"

قَالَ	الَّذِيْنَ	حَقَّ	عَلَيْهِمُ	الْقَوْلُ	رَبَّنَا
বলবে	তারা	প্রযোজ্য হবে	যাদের উপর	(এই) কথাটি	হে আমাররব

هٰٓؤُلَآءِ	الَّذِيْنَ	اَغْوَيْنَا ج	اَغْوَيْنٰهُمْ	كَمَا	غَوَيْنَا ج	تَبَرَّاْنَآ
এরাই	(তারা) যাদেরকে	আমরাগুমরাহ করেছিলাম	তাদেরকে আমরা গুমরাহ করেছিলাম	যেমন	আমরাগুমরাহ হয়েছিলাম	আমরা দায়মুক্ত হচ্ছি

اِلَيْكَ ز	مَا	كَانُوْٓا	اِيَّانَا	يَعْبُدُوْنَ ٦٣	وَ	قِيْلَ	ادْعُوْا
আপনার কাছে	না	তারাছিল	আমাদের	ইবাদতকরত	এবং	বলাহবে	তোমরা ডাক

شُرَكَآءَكُمْ	فَدَعَوْهُمْ	فَلَمْ	يَسْتَجِيْبُوْا	لَهُمْ	وَ	رَاَوُا	الْعَذَابَ ج
তোমাদের (বানানো) শরীকদেরকে	তাদেরকে তখন তারা ডাকবে	কিন্তু না	তারা ডাকে সাড়া দেবে	তাদেরকে	এবং	তারা দেখবে	আযাব

لَوْ	اَنَّهُمْ	كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ٦٤	وَ	يَوْمَ	يُنَادِيْهِمْ	فَيَقُوْلُ
(হায়!) যদি	(এমন হতো) যে তারা	সঠিকপথ পেতো	এবং	সেদিন	তাদেরকেতিনি ডাকবেন	বলবেন অতঃপর

مَاذَآ	اَجَبْتُمُ	الْمُرْسَلِيْنَ ٦٥
কি	তোমরা জবাব দিয়েছিলে	রসূলদেরকে

৬৩. এই কথাটি যাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে তারা বলবে,"হে আমাদের রব! আমরা নিঃসন্দেহে এই লোকদেরকেই গোমরাহ করেছিলাম। তাদেরকে আমরা সেই ভাবেই গোমরাহ করেছিলাম যেমন আমরা নিজেরাই গোমরাহ হয়েছিলাম[১৯]! আমরা আপনার সামনে নিজেদের নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করছি। এরা তো আমাদের বন্দেগীই করত না[২০]"।

৬৪. পরে তাদেরকে বলা হবে, "ডাকো তোমাদের বানানো শরীকদেরকে"। এরা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা কোন জবাব দিবে না। আর এরা আযাব দেখে নিবে। হায়, এরা যদি হেদায়াত গ্রহণকারী হত!

৬৫. (এরা যেন) সেই দিনটিও (ভুলে না যায়) যখন তিনি এদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন,"যে রসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?"

১৯. অর্থাৎ সেই সব জ্বীন-শয়তান ও মানুষ-শয়তান দুনিয়ায় যাদের আল্লাহর শরীক বানানো হয়েছিল, যাদের কথার মুকাবেলায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের কথা রদ করে দেয়া হয়েছিল এবং যাদের উপর আস্থা স্থাপন করে সরল-সঠিক পথ ত্যাগ করে জীবনে ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। এ সবকে কেউ উপাস্য ও 'রব' বলে অভিহিত করুক, বা না করুক তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য যখন সেই ভাবে করা হয়েছে যেভাবে আল্লাহতা'আলার করা উচিত তখন তাদেরকে আল্লাহর সংগে শরীক করা হয়েছে।

২০. অর্থাৎ আমার নয় বরং নিজেদের প্রবৃত্তির দাস বনেছিলো।

فَعَمِيَتْ	عَلَيْهِمُ	الْأَنْبَآءُ	يَوْمَئِذٍ	فَهُمْ	لَا
বিলুপ্তহবে তখন	তাদেরথেকে	তথ্যাদি	সেদিন	এমনকি তারা	না

يَتَسَآءَلُونَ ۝٦٦	فَأَمَّا	مَنْ	تَابَ	وَ	اٰمَنَ	وَ
পরস্পরকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে	আর(তার) ব্যাপার	যে	তওবা করল	ও	ঈমানআনল	ও

عَمِلَ	صَالِحًا	فَعَسٰى	اَنْ	يَّكُوْنَ	مِنَ	الْمُفْلِحِيْنَ ۝٦٧
কাজকরল	নেকীর	সেক্ষেত্রে আশাকরাযায়	যে	সেহবে	অর্ন্তভূক্ত	কল্যাণ লাভকারীদের

وَ	رَبُّكَ	يَخْلُقُ	مَا	يَشَآءُ	وَ	يَخْتَارُ ط	مَا	كَانَ	لَهُمُ
এবং	তোমাররব	সৃষ্টিকরেন	যাকিছু	তিনিচান	এবং	মনোনীতকরেন (নিজেরকাজে যাকে চান)	না	আছে	তাদেরজন্যে (এ ব্যাপারে)

الْخِيَرَةُ ط	سُبْحٰنَ	اللّٰهِ	وَ	تَعٰلٰى	عَمَّا	يُشْرِكُوْنَ ۝٦٨
কোন এখতিয়ার	পবিত্র মহান	আল্লাহ	এবং	বহুউর্দ্ধে	(তা) হতে যা	তারা শিরক করছে

وَ	رَبُّكَ	يَعْلَمُ	مَا	تُكِنُّ	صُدُوْرُهُمْ	وَ	مَا	يُعْلِنُوْنَ ۝٦٩
এবং	তোমাররব	জানেন	যা কিছু	লুকিয়েরাখে	তাদেরঅন্তরসমূহ	এবং	যাকিছু	তারা ব্যক্তকরে

৬৬. তখন তারা এর কোন জবাব খুঁজে পাবে না এবং একজন অপর জনকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না।

৬৭. অবশ্য আজ যে তওবা করল ও ঈমান আনল এবং নেক আমল করল সে-ই এ আশা করতে পারে যে, সেদিনকার কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে সে শামিল হবে।

৬৮. তোমাদের রব পয়দা করেন যা কিছু চান এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্যে যাকে ইচ্ছে) বাছাই করে নেন। এই বাছাই করে নেয়ার কাজ এই লোকদের করণীয় নয়। আল্লাহ পাক পবিত্র মহান, বহু উর্দ্ধে সেই শিরক হতে যা এই লোকেরা করে।

৬৯. তোমার রব জানেন যা কিছু এই লোকেরা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, আর যা কিছু এরা প্রকাশ করে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى
এবং তিনিই আল্লাহ নাই কোনইলাহ ব্যতীত তিনি তাঁরই জন্যে সব প্রশংসা মধ্যে দুনিয়ার

وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٧٠ قُلْ
ও আখেরাতে এবং তাঁরই জন্যে সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিতহবে বল

اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
তোমরা কি ভেবে দেখেছ যদি করেদেন আল্লাহ তোমাদেরউপর রাতকে সুদীর্ঘ পর্যন্ত দিন

الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا
কিয়ামতের কে (এমন আছে) ইলাহ ব্যতীত আল্লাহ (যে) তোমাদেরকে এনেদিতেপারে আলোক তবুও কি না

تَسْمَعُوْنَ ۝٧١ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ
তোমরা কর্ণপাত করবে বল তোমরা কি ভেবে দেখেছ যদি করে দেন আল্লাহ তোমাদের উপর

النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
দিনকে সুদীর্ঘ পর্যন্ত দিন কিয়ামতের কে (এমনআছে) ইলাহ ব্যতীত আল্লাহ

يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٧٢
তোমাদের(জন্যে) যে এনেদেবে রাতকে তোমরা(যেন) শান্তি পেতে পার তারমধ্যে তবুও কি না তোমরা ভেবেদেখবে

৭০. তিনিই এক আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাবার যোগ্য অধিকারী নেই। তাঁর জন্যে প্রশংসা দুনিয়ায়ও এবং পরকালেও । শাসন-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তাঁরই। আর তাঁরই নিকটে তোমাদের সকলকেই ফিরিয়ে আনা হবে।

৭১. (হে নবী! এই লোকদেরকে) বল তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লাহ যদি রাতকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর দীর্ঘ করে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারবে? তোমরা কি শুনতে পাও না?

৭২. তাদের জিজ্ঞাসা কর ,তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্যে দিন বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ রাত্রি এনে দিতে পারবে- যেন তোমরা শান্তি লাভ করতে পার? তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখনা?

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا

আর | হতে | তাঁর দয়া | তিনিসৃষ্টি করেছেন | তোমাদের জন্যে | রাতকে | ও | দিনকে | যেন তোমরা শান্তিপাও

فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

তারমধ্যে | এবং | তোমরা যেন সন্ধান কর | হতে | তাঁর অনুগ্রহ | আর (এভাবেই) | তোমরা হয়তো | শোকরগুজার হবে

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ

আর | সেদিন (কেমনহবে যখন) | তিনি তাদেরকে ডাকবেন | অতঃপর বলবেন | কোথায় | (তোমাদের বানান) আমার শরীকরা | যাদেরকে

كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝٧٤ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا

তোমরা ধারনা বিশ্বাস করতে (শরীকহিসেবে) | আর | আমরাবের করে আনব | হতে | প্রত্যেক | উম্মত | একজন সাক্ষী

فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَ

অতঃপর আমরা বলব | তোমরা দাও | তোমাদের প্রমাণ | তারাজানবে তখন | যে | প্রকৃতসত্য (এটাই যে) | (ইলাহহওয়ারঅধিকার) আল্লাহরই | এবং

ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٧٥ اِنَّ قَارُوْنَ

উধাও হয়েযাবে | তাদেরহতে | যা | তারা উদ্ভাবন করত | নিশ্চয়ই | কারূণ

ع ١٥ ١٠

كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص

ছিল | অর্ন্তভূক্ত | জাতির | মূসার | সে কিন্তু উদ্ধত্যপ্রকাশ করল | তাদেরই (জাতির) বিরুদ্ধে

৭৩. সেই রবের রহমত ছিল বলেই তিনি তোমাদের জন্যে রাত ও দিন বানিয়েছেন যেন তোমরা (রাত্রিতে) শান্তি লাভ করতে পার এবং (দিনের বেলা) তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।

৭৪. (এই লোকেরা যেন স্মরণ রাখে) সেই দিনটি, যখন তিনি এদেরকে ডেকে জিজ্ঞসা করবেন ," আমার সেই শরীক কোথায় তোমরা যার বিশ্বাস রাখতে?"

৭৫. আর আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী বের করে আনব এবং বলব ,"এখন তোমাদের দলীল পেশ কর"। তখন তারা জানতে পারবে যে, প্রকৃত সত্য আল্লাহরই দিকে। আর তাদের মনগড়া সব মিথ্যাই নিঃশেষে হারিয়ে যাবে।

রুকূঃ ৮

৭৬. এ সত্য কথা যে, কারুন মুসার জাতিরই এক ব্যক্তি ছিল। পরে সে নিজের জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল।

وَ اٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ

আর | তাকেআমরা দিয়ে ছিলাম | ধনভান্ডারসমূহ | যা (এমন ছিলযে) | নিশ্চয়ই | তার চাবীগুলো | অবশ্যই বোঝানুয়েদিত | একদললোককে (যারাছিল)

اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ

অধিকারী | শক্তির | যখন | বলেছিল | তাকে | তারজাতির লোকেরা | না | আনন্দে আত্মহারা হয়ো | নিশ্চয়ই | আল্লাহ

لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۝٧٦ وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ

না | ভালবাসেন | আনন্দে আত্মহারাদেরকে | এবং | পাওয়ার চেষ্টা কর | তাদিয়ে যা | (অর্থাৎ ধনসম্পদ) তোমাকেদিয়েছেন | আল্লাহ

الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

ঘর | আখেরাতের | তবে | না | ভুলো | তোমারঅংশ | মধ্যেকার | দুনিয়ার

وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ

এবং | অনুগ্রহকর (অপরেরপ্রতি) | যেমন | অনুগ্রহ করেছেন | আল্লাহ | তোমারপ্রতি | এবং | না | অন্বেষণ কর | ফাসাদ

فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٧٧

মধ্যে | পৃথিবীর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | পছন্দকরেন | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে

আর আমরা তাকে এত বেশী ধন-সম্পদ দিয়ে রেখেছিলাম যে, এক দল শক্তিশালী লোকের পক্ষে তার চাবিগুলো বহনকরা কষ্টকর হত। একবার যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলল, " আনন্দে আত্মহারা হয়োনা, যারা আনন্দে আত্মহারা হয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

৭৭. আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তাদ্বারা পরকালের ঘর বানাবার চিন্তা কর, অবশ্য দুনিয়া হতেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলোনা। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করোনা; আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না"।

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ
(কারূন) বলল — শুধুমাত্র — তা আমাকে দেয়া হয়েছে — একারণে যে — জ্ঞান (রয়েছে) — আমার নিকট — না কি — সে জানে — যে

ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ
আল্লাহ — নিশ্চয়ই — ধ্বংস করেছেন — তার পূর্বেও — মধ্যহতে — মানবগোষ্ঠির — অনেককে — যারা (ছিল)

أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ
অধিকতর — তারচেয়েও — শক্তিতে — ও — অনেকবেশী — জনবলে — আর — না — জিজ্ঞাসা করা হবে

عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ
সম্পর্কে — তাদের অপরাধ সমূহ — অপরাধীদেরকে — সে অতঃপর বের হয়েছিল — সম্মুখে — তার জাতির

فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
মধ্যে — তারজাঁকজমকের — বলল — যারা — চায় — জীবন — দুনিয়ার

يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ
আফসোস — আমাদের জন্যেহত — এরূপ — যা — দেয়া হয়েছে — কারূনের — সে নিশ্চয়ই — ভাগ্যবান অবশ্যই

عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾
বড়

৭৮. তখন জবাবে সে বলেছিল, "এই সবকিছুতো আমাকে আমার নিজস্ব ইলমের কারণে দান করা হয়েছে"। সে কি জানত না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে এমন অনেক লোককেই ধ্বংস করেছেন, যারা তার অপেক্ষাও অনেক বেশী শক্তি ও জনবলের অধিকারী ছিল? অপরাধীদের নিকট তাদের গুনাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় না[২১]।
৭৯. একদিন সে খুব জাঁক-জমক সহকারে তার জাতির সামনে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবনের আকাংখা করত তারা তাকে দেখে বলতে লাগল, "হায়, কারূনকে যা দেয়া হয়েছে আমরাও যদি তা পেতাম! লোকটি তো বড়ই ভাগ্যবান"।

২১. অর্থাৎ অপরাধীরাতো এই দাবী করে থাকে যে,- 'আমরা হলাম বড় ভালো লোক'। তারা কবে এ কথা স্বীকার করে যে তাদের মধ্যে কোন খারাবি আছে? তাদের শাস্তি তাদের নিজেদের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না। তাদের পাকড়াও করার সময় তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞেস করে পাকড়াও করা হয়না যে 'বল, তোমাদের পাপ কি?'

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ

কিন্তু | বলল | (তারা) যাদেরকে | দেয়া হয়েছিল | জ্ঞান | তোমাদের জন্যে দুঃখ

ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ج وَ لَا

পুরস্কার | আল্লাহরই | উত্তম | (তার)জন্যে যে | ঈমানএনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর | আর | না

يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَ بِدَارِهٖ

তা পায় (অন্যকেউ) | ব্যতীত | ধৈর্যশীলরা | আমরা অতঃপর পুতে ফেললাম | তাকে সহ | ও | তার ঘর (অর্থাৎ তার প্রাসাদসহ)

الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ

যমীনে | তখন না | ছিল | তারজন্যে | কোন | দল | তাকে তারাসাহায্যকরবে

دُوْنِ اللّٰهِ ت وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

ছাড়া | আল্লাহ | আর | না | সেছিল | একজন | আত্মরক্ষায় সক্ষমদের

৮০. কিন্তু যারা প্রকৃত ইলমের অধিকারী ছিল তারা বললঃ "তোমাদের অবস্থার জন্যে দুঃখ হয়! আল্লাহর সওয়াব তার জন্যে উত্তম যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আর এই সম্পদ ধৈর্যশীল লোক ছাড়া আর কেউ পেতে পারে না"।

৮১. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার প্রাসাদকে যমীনে পুতে ফেললাম। পরে তার সাহায্যকারী এমন আর কেউ ছিল না যে আল্লাহর মুকাবেলায় তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসত, আর না সে নিজে নিজের কোন সাহায্য করতে পেরেছে।

وَ	أَصْبَحَ	الَّذِينَ	تَمَنَّوْا	مَكَانَهُ	بِالْأَمْسِ	يَقُولُونَ
এবং	(বলতে) লাগল	যারা	কামনা করেছিল	তারমর্যাদা	গতকালকে	তারা বলতে লাগল (আজ)

وَيْكَأَنَّ	اللَّهَ	يَبْسُطُ	الرِّزْقَ	لِمَنْ	يَشَاءُ	مِنْ
বড়ই আফসোস (আমরা ভুলেগিয়েছিলাম)	আল্লাহ	সম্প্রসারিত করেন	রিয্ক	(তার) জন্যে যাকে	তিনি ইচ্ছে করেন	মধ্যহতে

عِبَادِهِ	وَ	يَقْدِرُ	لَوْ	لَا	أَنْ	مَنَّ	اللَّهُ	عَلَيْنَا	لَخَسَفَ
তার বান্দাদের	আর	পরিমিত দেন (যাকে চান)	যদি	না		অনুগ্রহ করতেন	আল্লাহ	আমাদের উপর	ধ্বসিয়ে অবশ্যই দিতেন

بِنَا ط	وَيْكَأَنَّهُ	لَا	يُفْلِحُ	الْكَافِرُونَ ۝٨٢	تِلْكَ	الدَّارُ
আমাদেরসহ (মাটিতে)	সে বিষয় বড়ই আফসোস (আমরা ভুলেছিলাম)	না	কল্যাণপায়	কাফেররা	এই	ঘর

الْآخِرَةُ	نَجْعَلُهَا	لِلَّذِينَ	لَا	يُرِيدُونَ	عُلُوًّا
আখেরাতের	তা রেখেছি আমরা	(তাদের) জন্যে যারা	না	চায়	ঔদ্ধত্য

فِي	الْأَرْضِ	وَ	لَا	فَسَادًا ط	وَ	الْعَاقِبَةُ	لِلْمُتَّقِينَ ۝٨٣
উপর	পৃথিবীর	আর	না	বিপর্যয় (সৃষ্টিকরে)	এবং	(শুভ) পরিণাম	মুত্তাকীদের জন্যে

৮২. এখন সেই লোকেরাই– যারা কাল পর্যন্ত তারই মতো মর্যাদা কামনা করছিল– বলতে লাগল, " বড়ই আফসোসের বিষয়! আমরা একথা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার রেযক চান প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা হয় পরিমিত মাত্রায় দেন। আল্লাহ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন তা হলে আমাদেরকেও যমীনে নিমজ্জিত করে দিতেন। কাফেররা যে কল্যাণ পেতে পারে না, দুঃখের বিষয়, তা আমাদের স্মরণই ছিল না"।

রুকুঃ ৯

৮৩. পরকালের ঘরতো[২২] আমরা সেই সব লোকের জন্যেই বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করে দিব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যেই।

২২. অর্থাৎ জান্নাত যা প্রকৃত সাফল্যের স্থান।

আরবী	অর্থ
مَنْ	যে
جَآءَ	নিয়েআসবে
بِالْحَسَنَةِ	সৎকর্ম
فَلَهٗ	অতঃপর তারজন্যেরয়েছে
خَيْرٌ	উত্তম (প্রতিফল)
مِّنْهَا ۚ	তা অপেক্ষা (বেশী)
وَ	আর
مَنْ	যে
جَآءَ	আসবে
بِالسَّيِّئَةِ	মন্দকর্ম সহ
فَلَا	অতঃপর না
يُجْزَى	প্রতিফল দেয়া হবে
الَّذِيْنَ	(তাদেরকে)' যারা
عَمِلُوا	করেছে
السَّيِّاٰتِ	' মন্দকর্মসমূহ
اِلَّا	এব্যতীত
مَا	যা
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٨٤	তারা কাজ করত
اِنَّ	(হে নবী) নিশ্চয়ই
الَّذِيْ	যিনি
فَرَضَ	ফরজ করেছেন
عَلَيْكَ	তোমারউপর
الْقُرْاٰنَ	(এই) কোরআন
لَرَآدُّكَ	তোমাকে অবশ্যই পৌঁছে দিবেন
اِلٰى	পর্যন্ত
مَعَادٍ ؕ	(কল্যাণকর) পরিণতি
قُلْ	বল
رَّبِّيْٓ	আমাররব
اَعْلَمُ	খুবজানেন
مَنْ	কে
جَآءَ	এসেছে
بِالْهُدٰى	হেদায়াত সহ
وَ	আর
مَنْ	কে
هُوَ	সে
فِيْ	মধ্যে
ضَلٰلٍ	বিভ্রান্তির
مُّبِيْنٍ ۝٨٥	সুস্পষ্ট
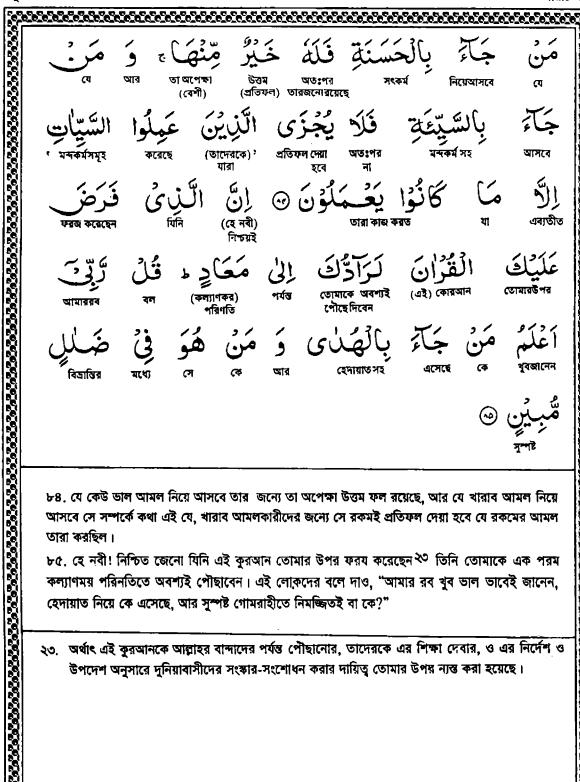
৮৪. যে কেউ ভাল আমল নিয়ে আসবে তার জন্যে তা অপেক্ষা উত্তম ফল রয়েছে, আর যে খারাব আমল নিয়ে আসবে সে সম্পর্কে কথা এই যে, খারাব আমলকারীদের জন্যে সে রকমই প্রতিফল দেয়া হবে যে রকমের আমল তারা করছিল।

৮৫. হে নবী! নিশ্চিত জেনো যিনি এই কুরআন তোমার উপর ফরয করেছেন[২৩] তিনি তোমাকে এক পরম কল্যাণময় পরিনতিতে অবশ্যই পৌছাবেন। এই লোকদের বলে দাও, "আমার রব খুব ভাল ভাবেই জানেন, হেদায়াত নিয়ে কে এসেছে, আর সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিতই বা কে?"

২৩. অর্থাৎ এই কুরআনকে আল্লাহর বান্দাদের পর্যন্ত পৌছানোর, তাদেরকে এর শিক্ষা দেবার, ও এর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে দুনিয়াবাসীদের সংস্কার-সংশোধন করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

إِلَيْكَ	يُلْقَىٰٓ	أَنْ	كُنتَ تَرْجُوٓا	مَا	وَ
তোমারপ্রতি	অবতীর্ণ করা হবে	যে	আশা করতে তুমি	না	আর

ظَهِيرًا	تَكُونَنَّ	فَلَا	رَّبِّكَ	مِّن	رَحْمَةً	إِلَّا	الْكِتٰبُ
সাহায্যকারী	তুমি কক্ষণো হয়ো	সুতারাং না	তোমার রবের	পক্ষহতে	অনুগ্রহ	কিন্তু (এটামাত্র)	কিতাব

بَعْدَ	اللّٰهِ	اٰيٰتِ	عَنْ	يَصُدُّنَّكَ	لَا	وَ	لِّلْكٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾
এরপর	আল্লাহর	আয়াত	হতে	তোমাকে কিছুতেই (যেন) ফিরিয়ে রাখতে পারে	না	এবং	কাফেরদের জন্যে

تَكُونَنَّ	لَا	وَ	رَبِّكَ	إِلَىٰ	ادْعُ	وَ	إِلَيْكَ	أُنزِلَتْ	إِذْ
তুমি কিছুতেই হয়ো	না	এবং	তোমার রবের	দিকে	আহবান কর	আর	তোমার প্রতি	নাযিল করা হয়েছে	যখন

اٰخَرَ	إِلٰهًا	اللّٰهِ	مَعَ	تَدْعُ	لَا	وَ	الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾	مِنَ
অন্যকোন	ইলাহকে	আল্লাহর	সাথে	ডেকো	না	আর	মুশরিকদের	অর্ন্তভূক্ত

وَجْهَهُ	إِلَّا	هَالِكٌ	شَيْءٍ	كُلُّ	هُوَ	إِلَّا	إِلٰهَ	لَآ
তাঁর সত্বা	ব্যতীত	ধ্বংসশীল	জিনিষ	প্রত্যেকটি	তিনি	ব্যতীত	কোন ইলাহ	নাই

تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾	إِلَيْهِ	وَ	الْحُكْمُ	لَهُ
প্রত্যাবর্তিত হবে তোমরা	তাঁরই দিকে	আর	কতৃত্ব সার্বভৌমত্ব	তাঁরই জন্যে

৮৬. তুমি তো কখনো এ আশায় বসেছিলেনা যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। এতো নিছক তোমার রবের অনুগ্রহ (যে, তোমার প্রতি এ নাযিল হয়েছে) অতএব তুমি কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

৮৭. এবং এমন যেন কখনো হতে না পারে যে, আল্লাহর আয়াত যখন তোমার প্রতি নাযিল হবে তখন কাফেররা তোমাকে তা হতে ফিরায়ে রাখবে । তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও এবং কক্ষণো মোশরেকদের মধ্যে শামিল হবে না।

৮৮. এবং আল্লাহর সাথে অপর কোন মাবুদকে ডাকবে না। তিনি ছাড়া সত্যই কেউ মাবুদ নেই । সব জিনিসই ধ্বংস হবে- কেবল সেই রবের সত্তা ছাড়া। সার্বভৌমত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব কেবল মাত্র তাঁরই এবং তোমরা সকলে তার দিকেই ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

সূরা আল আন্‌কাবুত

নামকরণ

এ সূরায় চতুর্থ রুকু'র আয়াতঃ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت থেকে নাম গৃহীত। আয়াতে উল্লেখিত 'আনকাবুত' শব্দটি এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ, এ সেই সূরা যাতে 'আন্‌কাবুত' শব্দটি উল্লখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৫৬–৬০ আয়াত হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সূরাটি মুসলমানদের হাবশায় হিজরত করার কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতে বলা বিষয়াদি হতে এবং আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ হতেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়; কেননা পটভুমিকায় সেই সময়কালীন অবস্থারই স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এতে মুনাফেকদের সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। কেবল এ কারণে কোন কোন তফসীরকার মনে করেছেন যে, এ সূরার প্রাথমিক দশটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মক্কায়; কেননা, মুনাফেক তো মক্কায় নয়, মদীনায় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা এ সূরায় যে লোকদের মুনাফেকীর কথা বলা হয়েছে তারা তো সেই মুনাফেক যারা কাফেরদের যুলম-অত্যাচার এবং কঠিন দুঃসহ দৈহিক নির্যাতনের ভয়ে মুনাফেকী আচরণ অবলম্বন করেছিল। আর এ ধরণের মুনাফেকী মক্কাতেই হতে পারতো, মদীনায় নয়। অপর কিছু তফসীরকার এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বলা হয়েছে দেখে এ সূরাটি মক্কী জীবনের সর্বশেষ সূরা বলে মনে করেছেন। অথচ মদিনার দিকে হিজরত করার পূর্বে মুসলমানরা তো হাবশার দিকে হিজরত করেছিলেন। এ সব ধারণার মূলে কোন হাদীসের বর্ণনা নেই। সূরাটিতে বলা বিষয়াদির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই এসব ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরাটির সম্পূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে ও সর্বাত্মক দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, সূরাটির ভিতরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ হতেই এ মক্কী জীবনের শেষ সূরা নয়– হাবশায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ বলেই প্রমাণিত হবে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি পড়ার সময় মনে হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিল তখন মক্কা শরীফে মুসলমানদের উপর খুব কঠিন বিপদ এসেছিল ও কঠোর নির্যাতন চালান হচ্ছিল। কাফেররা পূর্ণ শক্তিতে-ইসলামের বিরোধিতা করেছিল। যারা ঈমান আনতো কাফেরা তাদের উপর খুবই যুলম-নির্যাতন চালাত। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন। এর মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা একদিকে সত্যিকার নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের মধ্যে দৃঢ়-সংকল্প, সাহস-হিম্মত ও অনমনীয় মনোভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, আর অপর দিকে দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে লজ্জা দিতে চেয়েছেন। সেই সংগে মক্কার কাফেরদেরকেও কঠোর ভাষায় শাসন করা হয়েছে এই বলে যে, প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধবাদীরা চিরকাল এ অপরাধের দরুন যে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তারা যেন নিজেদের জন্যে সেই পরিণতিকে আহবান না জানায়।

সে সময় যুবকদের মনে যে সব প্রশ্ন জাগতো এ প্রসংগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন, তাদের পিতা-মাতা তাদের উপর চাপ দিত যে, তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগ ত্যাগ কর ও আমাদের ধর্মের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, সে কুরআনও তো পিতা-মাতার হক সবচাইতে বেশী বলে ঘোষণা করেছে। কাজেই এখন আমরা যা কিছু বলি, তা মেনে নাও। অন্যথায় তোমরা নিজেরাই নিজেদের ঈমানের বিপরীত কাজ করে বসবে। অষ্টম আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কোন কোন নও-মুসলিমকে তার কবীলার লোকেরা বলেছিল যে, আযাব আর সওয়াব যাই হোক না কেন তা আমাদের মাথায়, তোমরা আমাদের কথা শোন ও মান। তোমরা এ ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মদ(সঃ)-কে) ত্যাগ কর। আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করলে আমরা নিজেরা অগ্রসর হয়ে বলব, জনাব! এ বেচারাদের কোন দোষ নেই, আমরাই এদের ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই ধরতে হলে আমাদেরকে ধরুন। এ সমস্যার জবাব দেয়া হয়েছে ১২–১৩নং আয়াতে।

এ সূরায় যেসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও বেশীর ভাগ এ কথা ফুটে উঠেছে যে, অতীত কালের নবী-রসূলগণকে দেখ, তাদের উপর কি সব কঠিন-কঠোর মুসীবত আপতিত হয়েছে এবং কত দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের উপর নির্যাতন চলেছে! শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার তরফ হতে তাদের প্রতি সাহায্য নেমে আসে। কাজেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তবে কঠিন পরীক্ষার একটা পর্যায় অতিবাহিত করা একান্তই আবশ্যক। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষাদানের সংগে সংগে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনী সমূহে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দিক হতে পাকড়াও করায় যদি দেরি হয়ে থাকে, তবে পাকড়াও কখনই হবে না –এ কথা মনে করো না। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। তা দেখে নিশ্চিত বুঝতে পার যে, শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্য বিপর্যস্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে সাহায্যও করেছেন। মুসলমানদেরকে আরও হেদায়াত করা হয়েছে যে, যুলম ও নির্যাতন যদি তোমাদের পক্ষে একান্ত অসহ্যই হয়ে থাকে, তবে ঈমানত্যাগ করার পরিবর্তে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর দুনিয়া তো বিশাল বিস্তীর্ণ। যেখানেই নির্বিঘ্নে আল্লাহর বন্দেগী করতে পারবে সেখানেই চলে যাও। এসব কথা বলার সংগে সংগে কাফেরদেরকে বুঝাবার কাজটিও করা হয়েছে। তওহীদ ও পরকাল–এ দুটো মহা-সত্যকেও দলীল-প্রমাণ দিয়ে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিরক-এর প্রতিবাদ করা হয়েছে, তার বাতুলতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর বিশ্ব-প্রকৃতির নিদর্শনাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, এসব নিদর্শন আমাদের নবীর প্রদত্ত যাবতীয় শিক্ষার সত্যতাই তোমাদের সামনে প্রমাণিত করছে।

رُكُوْعَاتُهَا ٧ سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ (٢٩) اٰيَاتُهَا ٦٩

সাত তার রুকু(সংখ্যা) মক্কী আল-আন্‌কাবুত সূরা (২৯) উনষাট তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓمّٓ ۞ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا

আলিফ লাম, মীম; মনে করেছে কি; লোকেরা; যে; তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে; (এ কথায়) যে; তারা বলবে

اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۞ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ

"আমরা ঈমান এনেছি"; আর; তাদেরকে; না; পরীক্ষা করা হবে; অথচ; নিশ্চয়ই; আমরা পরীক্ষা করেছি; (তাদেরকে) যারা

قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ

তাদের পূর্বে (ছিল); অতএব অবশ্যই জেনে নিবেন; আল্লাহ (বাস্তব ময়দানে); (তাদেরকে) যারা; সত্য বলেছে; আর; অবশ্যই জেনে নিবেন (বাস্তব ময়দানে)

الْكٰذِبِيْنَ ۞

মিথ্যাবাদীদেরকে

রুকু-১

১. আলিফ- লাম মীম;

২. লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এ টুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

৩. অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সাচ্চা আর কে ঝুটা!

أَمْ	حَسِبَ	الَّذِينَ	يَعْمَلُونَ	السَّيِّـَٔاتِ	أَن
কি	মনেকরেছে	(তারা) যারা	কাজকরেছে	মন্দ	যে

يَسْبِقُونَا ۚ	سَآءَ	مَا	يَحْكُمُونَ ④	مَن	كَانَ	يَرْجُوا	لِقَآءَ
আমাদেরকে তারা ছাড়িয়েযাবে	কতখারাব	যা	তারা ফয়সালাকরেছে	যে		কামনাকরে	সাক্ষাত

اللَّهِ	فَإِنَّ	أَجَلَ	اللَّهِ	لَءَاتٍ ۚ	وَ	هُوَ	السَّمِيعُ	الْعَلِيمُ ⑤
আল্লাহর	(সে জানুক) নিশ্চয়ই	নির্ধারিতসময়	আল্লাহর	অবশ্যই আসবে	এবং	তিনিই	সবকিছু শুনেন	সবকিছু জানেন

وَ	مَن	جَاهَدَ	فَإِنَّمَا	يُجَاهِدُ	لِنَفْسِهِ ۚ	إِنَّ	اللَّهَ	لَغَنِيٌّ
এবং	যে	সংগ্রাম সাধনাকরে	শুধুমাত্র	সে সংগ্রাম-সাধনা করে	তার নিজেরজন্যে	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	অবশ্যই মুখাপেক্ষীহীন

عَنِ	الْعَالَمِينَ ⑥
হতে	বিশ্ববাসী

৪. যেসব লোক [১] খারাব কাজ করছে তারা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? তারা খুব ভুল ও খারাব ফয়সালাই করছে!

৫. যে কেউ আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আশা পোষণ করে (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।

৬. যে কেউ সংগ্রাম করবে সে নিজেরই কল্যাণের জন্যে করবে[২]। আল্লাহ নিঃসন্দেহে দুনিয়াজাহানের কারও মুখাপেক্ষী নন [৩]।

১. কথার ধরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'যে সব' লোক বলতে যালেমদের বুঝানো হচ্ছে যারা ঈমান আনায়নকারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছিল এবং ইসলামের দাওয়াতের ক্ষতি সাধনের জন্যে বড় বড় অপকৌশল অবলম্বন করছিল।

২. 'সংগ্রাম-সাধনা' অর্থ কাফেরদের মোকাবেলায় সত্য-দ্বীনের পতাকা উচু করা ও উচু রাখার জন্য জীবন-পণ প্রচেষ্টা চালানো।

৩. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা তোমাদের কাছে এই সংগ্রাম-সাধনার দাবী এজন্যে করছে না যে তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন- মায়াজাল্লাহ- এর জন্যে আটকে আছে; বরং এ তোমাদের নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়।

وَ (এবং) الَّذِيْنَ (যারা) اٰمَنُوْا (ঈমানআনে) وَ (ও) عَمِلُوا (কাজ করে) الصّٰلِحٰتِ (নেকীর)

لَنُكَفِّرَنَّ (আমরা অবশ্যই মিটিয়েদেব) عَنْهُمْ (তাদের হতে) سَيِّاٰتِهِمْ (তাদের দোষগুলো) وَ (এবং) لَنَجْزِيَنَّهُمْ (তাদেরকেঅবশ্যই আমরাপ্রতিফলদেব) اَحْسَنَ (অতি উত্তম) الَّذِىْ ((বদলে) যা)

كَانُوْا (করতেছিল) يَعْمَلُوْنَ (তারা কাজ) ⑦ وَ (এবং) وَصَّيْنَا (আমরা নির্দেশ দিয়েছি) الْاِنْسَانَ (মানুষকে) بِوَالِدَيْهِ (তার পিতা-মাতারপ্রতি)

حُسْنًا ط (উত্তম (ব্যবহারের)) وَ (কিন্তু) اِنْ (যদি) جَاهَدٰكَ (তোমাকে চাপদেয় দু'জনে) لِتُشْرِكَ (তুমিযেন শিরককর) بِىْ (আমার সাথে) مَا (যার) لَيْسَ (নাই) لَكَ (তোমার)

بِهٖ (সে সম্পর্কে) عِلْمٌ (কোনজ্ঞান) فَلَا (তাহলে না) تُطِعْهُمَا ط (তাদের দুয়ের আনুগত্যকরো) اِلَىَّ (আমারই দিকে) مَرْجِعُكُمْ (তোমাদের প্রত্যাবর্তন (হবে)) فَاُنَبِّئُكُمْ (তোমাদেরকে তখন আমি জানিয়েদেব) بِمَا (যা কিছু)

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑧ (তোমরা কাজ করতে)

৭. আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের দোষগুলি আমরা তাদের হতে দূর করে দেব এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করব।

৮. আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মাবুদকে) শরীক বানানোর জন্যে– যাকে তুমি(আমার শরীক বলে) জান না– তোমার উপর চাপ দেয়, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না [৪]। আমারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব যে, তোমরা কি করতেছিলে।

৪. মক্কায় যে তরুনরা ঈমান এনেছিল তাদের মাতা-পিতা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল যেন তারা ঈমান থেকে ফিরে আসে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার অধিকার নিজ স্থানে আছে। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে সন্তানকে বিরত রাখার অধিকার তাদের নেই।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

এবং যারা ঈমানএনেছে ও কাজকরেছে নেকীর

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ⑨ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ

তাদেরকে অবশ্যই আমরা শামিলকরব মধ্যে সৎকর্মশীলদের এবং মধ্যে লোকদের কেউকেউ বলে

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ

আমরাঈমান এনেছি আল্লাহরপ্রতি অতঃপর যখন নির্যাতিতহয় ব্যাপারে আল্লাহর গণ্যকরে পীড়নকে লোকদের

كَعَذَابِ اللّٰهِ ط وَ لَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ

শাস্তির মত আল্লাহর এবং অবশ্যই যদি আসে কোনসাহায্য তরফহতে তোমাররবের বলবেই অবশ্যই

اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ

নিশ্চয়ই আমরা আমরা ছিলাম তোমাদেরসাথে কি নন আল্লাহ খুবঅবহিত ঐ বিষয়ে যা মধ্যে আছে অন্তরসমূহের

الْعٰلَمِيْنَ ⑩ وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ

বিশ্ববাসীর এবং অবশ্যই জেনে নিবেন আল্লাহ (বাস্তব ময়দানে) (তাদেরকে) যারা ঈমানএনেছে এবং অবশ্যই(বাস্তবে) জেনেনিবেন

الْمُنٰفِقِيْنَ ⑪

মুনাফিকদেরকে

৯. আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদেরকে আমরা অবশ্যই সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে শামিল করব।

১০. লোকদের মধ্যে কেউ এরূপ আছে যে বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন আল্লাহর ব্যাপারে নির্যাতিত হলো, তখন লোকদের আরোপিত পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মত মনে করল, এখন যদি তোমার রবের তরফ হতে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তা হলে এ সব ব্যক্তিই বলবে, "আমরা তো তোমাদের সংগেই ছিলাম" দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি আল্লাহর খুব ভাল ভাবে জানা নেই?

১১. আর আল্লাহকে তো যাচাই করে দেখতেই হবে, কে ঈমানদার, আর কে মুনাফেক।

১২. এই কাফের লোকেরা ঈমানদার লোদেরকে বলে, তোমরা আমাদের রীতি-নীতি মেনে চল, আর তোমাদের ত্রুটি গুলিকে আমরা নিজেদের উপর চাপিয়ে নিব। অথচ তাদের ত্রুটি-অপরাধের মধ্যে কিছুই তারা নিজেদের উপর গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না। তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা বলে।

১৩. তবে তারা নিজেদের পাপের বোঝা অবশ্যই বহন করবে, আর নিজেদের বোঝার সংগে আরও অনেক বোঝাও[৫]। কেয়ামতের দিন নিঃসন্দেহে তাদের এই সব মিথ্যা রচনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যা তারা এখন করছে।

রুকু-২

১৪. আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি এবং সে পঞ্চাশ কম এক হাজার বৎসর কাল তাদের মধ্যে অবস্থান করেছে।

৫. অর্থাৎ একটি বোঝা নিজে পথভ্রষ্ট হওয়ার ও দ্বিতীয় বোঝা অন্যদের পথভ্রষ্ট করার বা পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করার জন্য।

فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ

অতঃপর গ্রাসকরেছিল | তাদেরকে | প্লাবন | এ অবস্থায় যে | তারাছিল | যালেম | তাকে আমরা অতঃপর রক্ষাকরলাম | এবং

اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَ جَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾ وَ اِبْرٰهِيْمَ

সাথীদেরকে (অর্থাৎ আরোহীদেরকেও) | নৌকার | এবং | তা আমরাকরেছি | একটি নিদর্শন | বিশ্ববাসীদের জন্যে | এবং (স্মরণ কর) | ইবরাহীমের (কথা)

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

যখন | সে বলেছিল | তারজাতিকে | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | এবং | তাঁকেই ভয়কর | এটাই | উত্তম | তোমাদের জন্যে

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

যদি | তোমরাজানতে | মূলত | তোমরা ইবাদতকরছ | ব্যতীত | আল্লাহ

اَوْثَانًا وَّ تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ

মূর্তিগুলোকে | এবং | তোমরা উদ্ভাবনকরছ | মিথ্যা | নিশ্চয়ই | যাদেরকে | তোমরা ইবাদত করছ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

ব্যতীত | আল্লাহ | না | তারা ক্ষমতা রাখে | তোমাদের জন্যে | রিযক (দেওয়ার) | সুতরাং তোমরাচাও | নিকট | আল্লাহর

الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوْهُ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

রিযক | এবং | তাঁরই তোমরাইবাদত কর | এবং | তোমরা শোকর কর | তাঁরই | তারইদিকে | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ফেলল এমন অবস্থায় যে, তারা ছিল যালেম।

১৫. পরে নূহকে ও নৌকাওয়ালাদেরকে আমরা বাচিয়ে দিলাম এবং তা দুনিয়াবাসীর জন্যে শিক্ষা গ্রহণের একটি নিদর্শন বানিয়ে দিলাম [৬]।

১৬. আর ইবরাহীমকেও পাঠিয়েছি; যখন সে তার জাতির লোকদেরকে বলল, "আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জান ও বোঝ।

১৭. তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদের পূঁজা করছ তারা তো শুধু মূর্তি। আর তোমরা একটি মিথ্যা রচনা করছ। আসলে আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা-উপসনা তোমরা করছ তারাতো তোমাদেরকে কোন রেযক দেয়ার ক্ষমতাও রাখেনা। আল্লাহর নিকট রেযক চাও, তাঁরই বন্দেগী করে চল এবং তাঁর শোকর কর, তোমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

৬. অর্থাৎ সেই নৌকাকে, যা নূহ (আঃ)-এর জাতির উপর অবতীর্ণ আযাবের এই ঘটনাকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিদর্শন স্বরূপ করা হয়েছে।

وَ اِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَ مَا عَلَى

আর যদি তোমরা মিথ্যা আরোপ কর তবে নিশ্চয়ই মিথ্যারোপ করেছিল (অনেক) জাতি তোমাদের পূর্বেও আর না উপর

الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۸﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ

(দায়িত্ব) রসূলের এব্যতীত যে পৌছান সুস্পষ্টভাবে কি নাই তারালক্ষ্য করে কিভাবে

يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى

অস্তিত্ব দেন আল্লাহ সৃষ্টিকে এরপর তা পুনঃসৃষ্টি করেন নিশ্চয়ই এটা জন্যে

اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ

আল্লাহর সহজ বল তোমরা ভ্রমন কর মধ্যে পৃথিবীর অতঃপর লক্ষ্য কর কিভাবে

بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ

তিনিসূচনা করেছেন সৃষ্টির এরপর আল্লাহ সৃষ্টিকরবেন সৃষ্টি আরএকবার নিশ্চয়ই

اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ

আল্লাহ উপর সব কিছুর ক্ষমতাবান তিনিশাস্তিদেবেন যাকে চাবেন

وَ يَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿۲۱﴾

ও অনুগ্রহ করবেন যাকে ইচ্ছেকরবেন এবং তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

---

১৮. আর তোমরা যদি অমান্য করই তাহলে তোমাদের পূর্বেও বহু জাতিই এভাবে অমান্য করেছে। আর রসূলের উপর স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই"।

১৯. এই লোকেরা কি কখনো লক্ষ্য করে দেখেও না, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, পরে তারই পুনরাবর্তন করেন? নিঃসন্দেহে তা (পুনরাবর্তন) আল্লাহর পক্ষে তো অতীব সহজ কাজ ।

২০. তাদেরকে বল যে, তোমরা পৃথিবীতে চলাফেরা কর, আর লক্ষ্য করে দেখ যে, তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন। পরে আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই করার ক্ষমতাশালী।

২১. যাকে চাবেন শাস্তি দেবেন; আর যার প্রতি ইচ্ছা দয়া ও অনুগ্রহ দান করবেন। তোমরা তারই দিকে ফিরে যাবে।

وَ مَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِي الۡاَرۡضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ۫ وَ مَا

এবং | না | তোমরা | (আল্লাহকে)অক্ষমকারী | (না) মধ্যে | পৃথিবীর | আর | না | মধ্যে | আসমানের | এবং | না (আছে)

لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيۡرٍ ﴿۲۲﴾ وَ الَّذِيۡنَ

তোমাদের জন্যে | ব্যতীত | আল্লাহ | কোন | অভিভাবক | আর | না (আছে) | কোনসাহায্যকারী | এবং | যারা

كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ لِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِيۡ

অস্বীকার করেছে | নিদর্শন সমূহকে | আল্লাহর | ও | তাঁর সাক্ষাতের | ঐ সব লোক | নিরাশহয়েছে | হতে | আমার রহমত

وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۲۳﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ

আর | ঐসবলোক | তাদেরজন্যে রয়েছে | শাস্তি | বড়ই কষ্টকর | অতঃপর না | থাকল | জওয়াব | তার জাতির

اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا اقۡتُلُوۡهُ اَوۡ حَرِّقُوۡهُ فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ

এব্যতীত | যে | তারা বলল | তাকে হত্যাকর | অথবা | তাকে অগ্নিদগ্ধকর | তাকে অতঃপর রক্ষা করলেন | আল্লাহ | হতে

النَّارِ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۲۴﴾

আগুন | নিশ্চয়ই | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | লোকদেরজন্যে | (যারা) ঈমানআনে

২২. তোমরা আল্লাহকে না পৃথিবীতে কাতর ও অক্ষম করে দিতে পার, না আসমানে; আর আল্লাহর (হাত) হতে বাঁচবার জন্যে কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তোমাদের জন্যে নেই।

রুকু-৩

২৩. যে সব লোক আল্লাহর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত হবার কথা অস্বীকার করেছে, তারা আমার রহমত হতে নিরাশ হয়েছে[৭]। আর তাদের জন্যে অতীব পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে।

২৪. অতঃপর ইবরাহীমের জাতির লোকদের জবাব এছাড়া আর কিছু ছিলনা যে, তারা বলল, "হত্যা কর তাকে কিংবা জ্বালিয়ে মারো তাকে"। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে আগুন হতে বাঁচিয়ে নিলেন। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান আনবে।

৭. অর্থাৎ আমার রহমতের মধ্যে তাদের কোন অংশ নেই। তাদের জন্য এ বিষয়ের কোন অবকাশ নেই যে, তারা আমার রহমত থেকে অংশ পাওয়ার আশা রাখতে পারে। যখন তারা পরকালকেই অস্বীকার করেছে এবং তাদের কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে- একথা যখন তারা স্বীকার করেনা, তখন তার অর্থই হচ্ছে তারা আল্লাহর কৃপা, দান ও ক্ষমার সংগে কোন আশার সম্বন্ধ আদৌ যুক্ত রাখেনি।

وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ

এবং | সে বলেছিল | মূলতঃ | তোমরা গ্রহণ করেছ | ব্যতীত | আল্লাহ | মূর্তিগুলোকে | ভালবাসার (উপায় হিসাবে)

بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ

তোমাদেরমাঝে | মধ্যে | জীবনের | দুনিয়ার | এরপর | দিনে | কিয়ামতের | অস্বীকারকরবে

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّ مَاْوٰكُمُ

তোমাদের একে | অপরকে | ও | অভিশাপদেবে | তোমাদের একে | অপরেরউপর | এবং | তোমাদের আবাস (হবে)

النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ

দোযখ | ও | না | তোমাদের জন্যে (থাকবে) | কেউ | সাহায্যকারীদের | তখন | ঈমানআনল | তারপ্রতি | লূত

وَ قَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ

এবং | (ইবরাহীম) বলল | নিশ্চয়ই আমি | হিজরতকারী | দিকে | আমাররবের | নিশ্চয়ই তিনি | তিনিই | মহাপরাক্রমশালী

الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

মহাবিজ্ঞ

২৫. আর সে বলল,"তোমরা দুনিয়ার জীবনেতো আল্লাহকে ত্যাগ করে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভালবাসার উপায় বানিয়ে নিয়েছ[৮], কিন্তু কেয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে ও একে অপরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে। আগুন তোমাদের ঠিকানা হবে এবং কেউ তোমাদের সাহায্যকারী হবে না"।

২৬. তখন লূত তাকে মেনে নিল। ইবরাহীম বলল,"আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

৮. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ-পরস্তির পরিবর্তে নফস্-পরস্তির (প্রবৃত্তি পূজার) ভিত্তির উপর নিজেদের সমষ্টিগত জীবনের সংগঠন করেছ যা পার্থিব জীবনের সীমা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় শৃংখলা বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে। কারণ এখানে যে কোন বিশ্বাস ও মতবাদের উপর তা- সত্য হোক বা মিথ্যা হোক- মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পারে। এবং যতই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হোকনা কেন এখানে প্রত্যেক ঐক্যমত ও সংঘদ্ধতা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্য সকল প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অবলম্বন স্বরূপ হতে পারে।
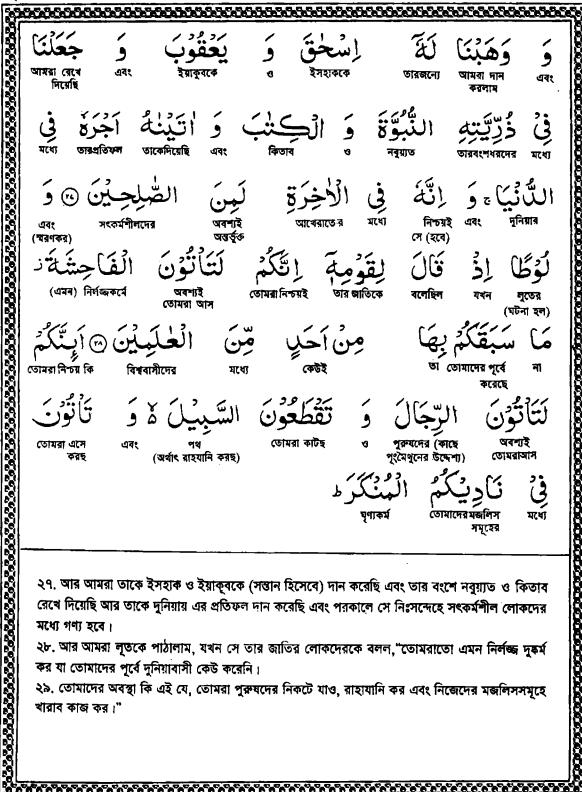
২৭. আর আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে (সন্তান হিসেবে) দান করেছি এবং তার বংশে নবুয়্যাত ও কিতাব রেখে দিয়েছি আর তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিফল দান করেছি এবং পরকালে সে নিঃসন্দেহে সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

২৮. আর আমরা লূতকে পাঠালাম, যখন সে তার জাতির লোকদেরকে বলল,"তোমরাতো এমন নির্লজ্জ দুষ্কর্ম কর যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়াবাসী কেউ করেনি।

২৯. তোমাদের অবস্থা কি এই যে, তোমরা পুরুষদের নিকটে যাও, রাহাযানি কর এবং নিজেদের মজলিসসমূহে খারাব কাজ কর।"

فَمَا	كَانَ	جَوَابَ	قَوْمِهٖٓ	اِلَّآ	اَنْ
অতঃপর না	থাকল	জবাব	তারজাতির	এ ব্যতীত	যে

قَالُوا	ائْتِنَا	بِعَذَابِ	اللّٰهِ	اِنْ	كُنْتَ	مِنَ
তারা বলল	আমাদেরকে এনেদাও	শাস্তি	আল্লাহর	যদি	তুমি হয়েথাক	অন্তর্ভূক্ত

الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾	قَالَ	رَبِّ	انْصُرْنِيْ	عَلَى	الْقَوْمِ
সত্যবাদীদের	সে বলেছিল	হে আমাররব	আমাকে সাহায্যকর	উপর	লোকদের

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾	وَ	لَمَّا	جَآءَتْ	رُسُلُنَآ	اِبْرٰهِيْمَ
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী	এবং	যখন	আসল	আমাদের প্রেরিত (ফেরেশতারা)	ইবরাহীমের (নিকট)

بِالْبُشْرٰى	قَالُوْٓا	اِنَّا	مُهْلِكُوْٓا	اَهْلِ	هٰذِهِ	الْقَرْيَةِ
সুসংবাদসহ	তারাবলল	নিশ্চয়ই আমরা	ধ্বংস করব	অধীবাসীদেরকে	এই	জনপদের

اِنَّ	اَهْلَهَا	كَانُوْا	ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾	قَالَ	اِنَّ	فِيْهَا	لُوْطًا
নিশ্চয়ই	তার অধিবাসীরা	ছিল	যালেম	(ইবরাহীম) বলল	নিশ্চয়ই	তারমধ্যে (আছে)	লূত

অতঃপর তার জাতির নিকট কোন জবাব রইল না এ বলা ছাড়া যে, তারা বলল,"নিয়ে এস তোমার আল্লাহর আযাব, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

৩০. লূত বলল,"হে আমার রব, এই বিপর্যয়কারী লোকদের মোকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর"।

রুকূ-৪

৩১. আর আমার প্রেরিতরা যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে পৌছল, তখন তারা তাকে বললঃ "আমরা এই জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেব [৯]। এখানকার লোকেরা বড় যালেম হয়ে গেছে"।

৩২. ইবরাহীম বলল,"সেখানেতো লূতও বাস করে।"

৯. 'এই জনপদ' বলে কওমে লূতের এলাকার প্রতি ইংগিত করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে সময় হাব্রুন শহরে (বর্তমানে আল-খলীল) অবস্থান করতেন। এই শহরের দক্ষিণ পূর্বে কয়েক মাইল দূরে ডেড সির সেই অংশ অবস্থিত যেখানে কওমে লূতের বাসভূমি ছিল। এখন এর উপর ডেড সির(মৃত সাগরের) জলরাশি প্রসারিত। এ এলাকা নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত ও হাব্রুনের উচ্চ পার্বত্য এলাকা থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় সুতরাং ফেরেস্তারা এর দিকে ইশারা করে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বলেন যে 'আমরা এই বস্তিকে ধ্বংস করতে এসেছি।'

তারা বলল, "আমরা ভালকরেই জানি, সেখানে কে কে রয়েছে। আমরা তাকে এবং –তার স্ত্রী ছাড়া পরিবারের আর সব লোককে বাঁচিয়ে নেব।" তার স্ত্রী পিছনে পড়েথাকা লোকদের মধ্যে ছিল।

৩৩. পরে আমার প্রেরিতরা (ফেরেশতারা) যখন লূত –এর নিকট পৌঁছিল, তখন তাদের আগমনে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এবং মানসিক সংকোচ বোধ করল। তারা বলল, "ভয় পেও না, চিন্তা ও দুঃখ করো না, আমরা তোমাকে ও তোমার ঘরের লোকজনকে বাঁচাব তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, যে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে গণ্য।

৩৪. আমরা এই জনপদের লোকদের উপর আসমান হতে আযাব নাযিল করব সেই ফাসেকী কার্যকলাপের কারণে যা এরা করে"।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়ই
تَّرَكْنَا	আমরা রেখে দিয়েছি
مِنْهَآ	তা হতে
اٰيَةً	একটিনিদর্শন
بَيِّنَةً	সুস্পষ্ট
لِّقَوْمٍ	লোকদেরজন্যে
يَّعْقِلُوْنَ ۝٣٥	(যারা) বুদ্ধি বিবেক কাজে লাগায়
وَ	এবং
اِلٰى	প্রতি
مَدْيَنَ	মাদয়ানবাসীদের
اَخَا	ভাই
هُمْ	তাদের
شُعَيْبًا	শুয়াইবকে (আমরা প্রেরণ করি)
فَقَالَ	অতঃপর সেবলে
يٰقَوْمِ	হে আমারজাতি
اعْبُدُوا	তোমরা ইবাদত কর
اللّٰهَ	আল্লাহর
وَ	ও
ارْجُوا	(ভাল) আশারাখ
الْيَوْمَ الْاٰخِرَ	শেষদিনের
وَ	এবং
لَا	না
تَعْثَوْا	তোমরা বাড়া
فِي	মধ্যে
الْاَرْضِ	পৃথিবীর
مُفْسِدِيْنَ ۝٣٦	বিপর্যয় সৃষ্টিকারীহয়ে
فَكَذَّبُوْهُ	তাকে তারা অতঃপর মিথ্যা ভাবল
فَاَخَذَتْهُمُ	তাদেরকে তখন গ্রাস করল
الرَّجْفَةُ	ভূমিকম্পে
فَاَصْبَحُوْا	তারা হয়েগেল ফলে
فِيْ	মধ্যে
دَارِهِمْ	তাদের ঘরবাড়ির
جٰثِمِيْنَ ۝٣٧	নতজানুঅবস্থায় (অর্থাৎ মরে পড়ে রইল)
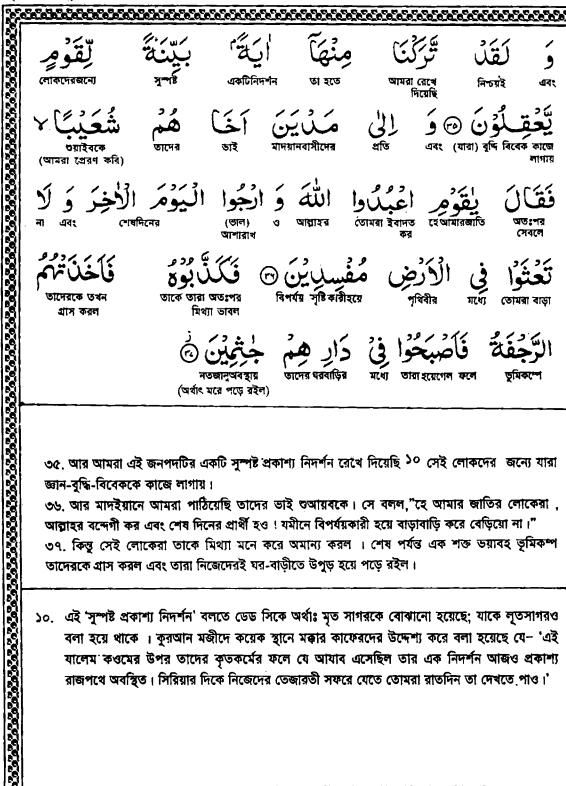
৩৫. আর আমরা এই জনপদটির একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন রেখে দিয়েছি [১০] সেই লোকদের জন্যে যারা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায়।

৩৬. আর মাদইয়ানে আমরা পাঠিয়েছি তাদের ভাই শুআয়বকে। সে বলল,"হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং শেষ দিনের প্রার্থী হও ! যমীনে বিপর্যয়কারী হয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িয়ো না।"

৩৭. কিন্তু সেই লোকেরা তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল । শেষ পর্যন্ত এক শক্ত ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদেরই ঘর-বাড়ীতে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

১০. এই 'সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন' বলতে ডেড সিকে অর্থাঃ মৃত সাগরকে বোঝানো হয়েছে; যাকে লূতসাগরও বলা হয়ে থাকে । কুরআন মজীদে কয়েক স্থানে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে- 'এই যালেম কওমের উপর তাদের কৃতকর্মের ফলে যে আযাব এসেছিল তার এক নিদর্শন আজও প্রকাশ্য রাজপথে অবস্থিত। সিরিয়ার দিকে নিজেদের তেজারতী সফরে যেতে তোমরা রাতদিন তা দেখতে পাও।'

وَ (এবং) عَادًا (আদ) وَّ (ও) ثَمُوْدَاْ (সামুদকেও (ধ্বংস করেছি)) وَ (এবং) قَدْ (নিশ্চয়ই) تَّبَيَّنَ (সুস্পষ্ট হয়েছে (তাদের ধ্বংস)) لَكُمْ (তোমাদের জন্যে)

مِّنْ (হতে) مَّسٰكِنِهِمْ قف (তাদের ঘরবাড়ি সমূহ) وَ (এবং) زَيَّنَ (সুশোভনীয় করে দেখিয়েছিল) لَهُمُ (তাদের নিকট) الشَّيْطٰنُ (শয়তান)

اَعْمَالَهُمْ (তাদের কাজগুলোকে) فَصَدَّ (অতঃপর বাধা দিয়েছিল) هُمْ (তাদেরকে) عَنِ (হতে) السَّبِيْلِ ((সঠিক) পথ)

وَ (কিন্তু) كَانُوْا (তারা ছিল) مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝٣٨ (কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ) وَ (এবং) قَارُوْنَ (কারূন) وَ (ও) فِرْعَوْنَ (ফিরাউন)

وَ (এবং) هَامٰنَ قف (হামানকেও (আমরা ধ্বংস করেছি)) وَ (এবং) لَقَدْ (নিশ্চয়) جَآءَ (এসেছিল) هُمْ (তাদের কাছে) مُّوْسٰى (মূসা) بِالْبَيِّنٰتِ (সুস্পষ্ট প্রমানাদিসহ)

فَاسْتَكْبَرُوْا (তখন তারা দম্ভ করত) فِي (মধ্যে) الْاَرْضِ (দেশের) وَ (কিন্তু) مَا (না) كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝٣٩ (তারা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিল)

فَكُلًّا (শেষপর্যন্ত প্রত্যেককে) اَخَذْنَا (আমরা পাকড়াও করেছি) بِذَنْۢبِهٖ ج (তার অপরাধের কারণে) فَمِنْهُمْ (অতঃপর তাদের মধ্য হতে) مَّنْ (কারও (ক্ষেত্রে)) اَرْسَلْنَا (আমরা প্রেরণ করেছি) عَلَيْهِ (তার উপর)

حَاصِبًا ج (প্রস্তর বর্ষনকারী ঝটিকা)

৩৮. আদ ও সামূদকেও আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমাদের কাছে তাদের ঘরবাড়ী হতে তাদের ধ্বংস সুস্পষ্ট হয়েছে। তাদের কার্যকলাপকে শয়তান তাদের জন্যে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ হতে ফিরিয়ে রাখল– অথচ তাদের কান্ড-জ্ঞান ছিল।

৩৯. আর কারুন, ফেরাউন ও হামানকেও আমরা ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট অকাট্য দলীল প্রমাণ নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে খুব বড় বলে মনে করেছিল, অথচ তারা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিলনা।

৪০. শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই আমরা তার গুনাহের দরুন পাকড়াও করেছি। অতঃপর তাদের মধ্যে কারও উপর আমরা পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠিয়েছি।

وَ	مِنْهُمْ	مَّنْ	اَخَذَتْهُ	الصَّيْحَةُ ۚ	وَ	مِنْهُمْ
আর	তাদের মধ্য হতে	কারও (অবস্থাছিল)	তাকে ধরেছিল	প্রচন্ডশব্দে	আবার	তাদের মধ্য হতে

مَّنْ	خَسَفْنَا بِهِ	الْاَرْضَ ۚ	وَ	مِنْهُمْ	مَّنْ	اَغْرَقْنَا ۚ
কাউকে	তাকেসহ আমরা ধ্বসিয়ে দিয়েছি	যমীনে	আর	তাদের মধ্যহতে	কাউকে	আমরা ডুবিয়েদিয়েছি (পানিতে)

وَ	مَا	كَانَ	اللّٰهُ	لِيَظْلِمَهُمْ	وَلٰكِنْ	كَانُوْٓا	اَنْفُسَهُمْ
অথচ	না	ছিলেন	আল্লাহ	তাদেরকে যুল্মকরার	কিন্তু	তারাছিল	তাদেরনিজেদের (উপর)

يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾	مَثَلُ	الَّذِيْنَ	اتَّخَذُوْا	مِنْ دُوْنِ
তারাযুল্মকরত	দৃষ্টান্ত	(তাদের) যারা	অবলম্বনকরেছে (অপরকে)	ব্যতীত

اللّٰهِ	اَوْلِيَآءَ	كَمَثَلِ	الْعَنْكَبُوْتِ ۖۚ	اِتَّخَذَتْ	بَيْتًا ؕ
আল্লাহ	অভিভাবক হিসেবে	যেমন দৃষ্টান্ত	মাকড়সার	সে (বানিয়ে) অবলম্বন করেছে	(তার) ঘরকে (বড় অবলম্বন হিসেবে)

وَ	اِنَّ	اَوْهَنَ	الْبُيُوْتِ	لَبَيْتُ	الْعَنْكَبُوْتِ ۘ	لَوْ	كَانُوْا
অথচ	নিশ্চয়ই	দুর্বলতম (ঘর)	সবঘরের (চেয়ে)	অবশ্যই ঘর	মাকড়সার	যদি	

يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾	اِنَّ	اللّٰهَ	يَعْلَمُ	مَا	يَدْعُوْنَ	مِنْ
তারা জানত	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	জানেন	যা	তারাডাকে	ব্যতীত

دُوْنِهٖ	مِنْ	شَيْءٍ ؕ	وَ	هُوَ	الْعَزِيْزُ	الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾
তাঁর	অন্য কোন	কিছুকে	এবং	তিনি	মহাপরাক্রমশালী	মহাবিজ্ঞ

আর কাউকে এক ভয়াবহ প্রচন্ড শব্দ পেয়ে বসল, কাউকে আমরা যমীনে ধ্বসিয়ে দিয়েছি এবং কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি । তাদের উপর আল্লাহ যুলম করেন নাই তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করেছিল।

৪১. যে সব লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মত। সে তার ঘর বানিয়ে তাকে একটা বড় অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর । হায়, এই লোকেরা যদি তা জানত!

৪২. এই লোকেরা আল্লাহকে ছেড়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তাকে খুব ভালভাবেই জানেন। আসলে তিনিই প্রবল পবাক্রমশালী এবং মহাবিজ্ঞ।

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَا

এবং এই দৃষ্টান্ত সমূহ তা পেশকরি আমরা লোকদেরজন্যে আর না তা বুঝতেপারে

اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

ব্যতীত জ্ঞানবানরা সৃষ্টিকরেছেন আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী

بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

যথাযথভাবে নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর অবশ্যই নির্দশন মু'মেনদের জন্যে

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ

(হে নবী) তেলাওয়াতকর যা ওহীকরাহয়েছে তোমারপ্রতি অর্থাৎ কিতাব এবং কায়েমকর নামাজ নিশ্চয়ই

الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ

নামাজ বিরতরাখে হতে অশ্লীলতা এবং খারাপ কাজ (হতে) এবং অবশ্যই স্মরণ আল্লাহর

اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾

সর্বশ্রেষ্ট এবং আল্লাহ জানেন যাকিছু তোমরা সম্পন্নকরছ

৪৩. এই দৃষ্টান্তগুলি আমরা লোকদের বুঝাবার জন্যে দিচ্ছি। কিন্তু এগুলিকে বুঝতে পারে তারাই, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে।

৪৪. আল্লাহ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। আসলে এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে একটি নিদর্শন রয়েছে।

রুকু-৫

৪৫. (হে নবী!) তেলাওয়াত কর এই কিতাব যা অহীর সাহায্যে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে আর নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাব কাজ হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যেকের তা হতেও অধিক বড় জিনিস[১১], আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করছ।

১১. অর্থাৎ অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখা তো সামান্য জিনিস, আল্লাহর যেকের অর্থাৎ নামাযের বরকত-কল্যাণ তার থেকে অনেক বড়।

وَ	لَا	تُجَادِلُوْٓا	اَهْلَ	الْكِتٰبِ	اِلَّا	بِالَّتِيْ
এবং	না	তোমরা বিতর্ক করো	আহলী	কিতাবের (সাথে)	এব্যতীত	সেই (পন্থায়)

هِيَ	اَحْسَنُ ۖ	اِلَّا	الَّذِيْنَ	ظَلَمُوْا	مِنْهُمْ	وَ
যা	অতিউত্তম	(তবে) ব্যতীত	(সেইলোকদের) যারা	যুলমকরেছে	তাদের মধ্য হতে	এবং

قُوْلُوْٓا	اٰمَنَّا	بِا	لَّذِيْٓ	اُنْزِلَ	اِلَيْنَا	وَ	اُنْزِلَ	اِلَيْكُمْ
তোমরাবল	আমরাঈমান এনেছি	ঐ বিষয়ে	যা	নাযিলকরা হয়েছে	আমাদেরপ্রতি	ও	নাযিলকরা হয়েছে	তোমাদের প্রতি

وَ	اِلٰهُنَا	وَ	اِلٰهُكُمْ	وَاحِدٌ	وَّ	نَحْنُ	لَهٗ	مُسْلِمُوْنَ ۝
এবং	আমাদের ইলাহ	ও	তোমাদেরইলাহ	একই	এবং	আমরা	তাঁরই নিকট	আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)

৪৬. আর উত্তম রীতি ও পন্থা ব্যতীত আহলিকিতাব লোকদের সাথে বিতর্ক করোনা,– সেই লোকদের ছাড়া . যারা তাদের মধ্যে যালেম ১২। আর তাদেরকে বল, "আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনিসের প্রতি যা আমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে এবং সেই জিনিসের প্রতি যা তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের ইলাহ তোমাদের ইলাহ একই এবং আমরা তাঁরই (অনুগত) মুসলিম ।

১২. অর্থাৎ যেসব লোক অত্যাচারমূলক পন্থা অবলম্বন করে তাদের সঙ্গে তাদের অত্যাচারের প্রকৃতি হিসেবে বিভিন্ন ব্যাবহার করা যেতে পারে। মর্ম এই যে, সব সময়, সব অবস্থায়, সব রকম লোকেদের মুকাবেলায় কোমল ও মধুর ব্যা'বহার করা চলবে না । যার ফলে সত্যের আহ্বানকারীদের শরাফত ও সম্ভ্রমশীলতাকে লোকে দুর্বলতা ও ভীরুতা মনে করবে। ইসলাম আপন অনুসারীদের ভব্যতা, সম্ভ্রমশীলতা, বিজ্ঞতা ও যৌক্তিকতা অবশ্যই শিক্ষা দেয় কিন্তু অসহায়তা ও ভীরুতা 'দুর্বলতা' শিক্ষাদেয় না যে তারা প্রত্যেক যালেমের পক্ষে কোমল ভক্ষ্যরূপে গণ্য হবে।

وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

এবং | (হে নবী) এভাবেই | আমরা নাযিল করেছি | তোমার প্রতি | কিতাব | তাই যারা | তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম | কিতাব

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَ مِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ مَا يَجْحَدُ

তারা ঈমান আনে | এর উপর | এবং | মধ্য হতে | এদেরও (অর্থাৎ উম্মীদেরও) | অনেকে | ঈমান আনে | এর উপর | আর | না | অস্বীকার করে (অন্য কেউ)

بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ

আমাদের নিদর্শনাবলীকে | এ ব্যতীত | কাফেররা | (হে নবী) এবং | না | তুমি পড়তে | এর পূর্বে

مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾

কোন | কিতাব | আর | না | তা লিখতে | তোমার ডানহাত দিয়ে | (যদি হত) তাহলে | সন্দেহ করত | বাতিল পন্থীরা

৪৭. (হে নবী!) আমরা অনুরূপ ভাবেই তোমার নিকট কিতাব নাযিল করেছি[১৩], এই কারণে আমরা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা তার প্রতি ঈমান আনে [১৪]। আর এই লোকদের [১৫] মধ্যে হতেও বহু লোক তার প্রতি ঈমান আনছে। আমাদের আয়াতসমূহ কেবল কাফের লোকেরাই অস্বীকার করে।

৪৮. (হে নবী!) তুমি এর পূর্বে কোন কিতাব পড়তে না, নিজের হাত দিয়েও কিছু লিখতে না। যদি তাই হত তবে বাতিল-পন্থীরা সন্দেহে পড়ে যেতে পারত।

১৩. এর অর্থ দুই প্রকার হতে পারে। এক যেরূপ পূর্ববর্তী নবীদের উপর আমি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলাম সেরূপ ভাবে এখন এই গ্রন্থ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি। দুই আমি এই শিক্ষা সহ এই কিতাব নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলোকে স্বীকার করে এই কিতাব মান্য করতে হবে।

১৪. পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে স্বতঃই বুঝা যায় এর অর্থ সকল আহলি-কিতাব(গ্রন্থধারীগণ) নয়, বরং সেই সব গ্রন্থধারীরা যারা আসমানী কিতাবগুলোর সঠিক জ্ঞান ও বুঝ লাভ করেছিল, যারা যথার্থ অর্থে আহলি কিতাব ছিল।

১৫. 'এই লোকদের' বলতে আরববাসীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে, আহলি-কিতাবদের মধ্য থেকে হোক বা আহলি-কিতাব নয় এমন লোকদের মধ্য থেকে হোক, প্রত্যেক জায়গায় সত্যপ্রিয় লোকেরাই এর প্রতি ঈমান আনছে।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ

বরং তা নিদর্শন সুস্পষ্ট মধ্যে অন্তরসমূহের যাদেরকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান

وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۹﴾ وَ قَالُوْا لَوْ لَاۤ

আর না অস্বীকারকরে (অন্যকেউ) আমাদের নিদর্শনাবলীকে ব্যতীত যালেমরা এবং তারাবলে কেন না

اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ

নাযিলকরা হল তারউপর নিদর্শনাবলী পক্ষহতে তাররবের বল মুলতঃ নিদর্শনাবলী (রয়েছে)

عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾ اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ

নিকট আল্লাহর আর শুধুমাত্র আমি সতর্ককারী সুস্পষ্ট কি নয় তাদের জন্যে যথেষ্ট যে আমরা

اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

আমরা নাযিল করেছি তোমারউপর কিতাব পড়েশোনানো হয় তাদেরকে নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর

لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ

অবশ্যই অনুগ্রহ ও নসীহত লোকদেরজন্যে (যারা) ঈমানআনে (হে নবী) বল যথেষ্ট আল্লাহই

بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ

আমারমাঝে ও তোমাদেরমাঝে সাক্ষীহিসেবে তিনিজানেন যাকিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে

৪৯. আসলে এগুলো উজ্জ্বল নিদর্শন বিশেষ সেই লোকদের অন্তরে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে [১৬] । আর আমাদের আয়াতসমূহ যালেম লোক ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করেনা।

৫০. এই লোকেরা বলে,"এই ব্যক্তির উপর তার রবের তরফ হতে নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন?" বল, "নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর নিকট রয়েছে! আর আমিতো শুধু সুস্পষ্টভাবে ভয় প্রদর্শক ও সাবধানকারী।"

৫১. এই লোকদের জন্যে তা (এই নিদর্শন) কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা এই লোকদের পড়ে শুনানো হয়? আসলে এতে রয়েছে রহমত ও নসীহত সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান আনে।

রুকু-৬

৫২. (হে নবী!) বল,"আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুই জানেন।

১৬. অর্থাৎ এক নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের মতো কিতাব পেশ করা এবং অকস্মাৎ এরূপ অনন্য সাধারণ উৎকর্ষতা প্রদর্শন করা- যার জন্য কোন পূর্ব-প্রস্তুততির কোন লক্ষণ কারুর গোচরে আসেনি- এটা এমন একটা জিনিস যা জ্ঞানবান ও চক্ষুষ্মান লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর পয়গম্বরীর সত্যতা প্রমানকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ

এবং যারা বিশ্বাসকরে বাতিলেরউপর এবং অস্বীকারকরে আল্লাহকে ঐসবলোক তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ لَوْ لَآ

ক্ষতিগ্রস্ত আর তোমার (নিকট) অবিলম্বে দাবীকরে শাস্তির কিন্তু যদি না (থাকত)

اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَ لَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً

সময় নির্ধারিত অবশ্যই আসত তাদের (উপর) শাস্তি এবং তাদের উপর আসবেই অবশ্যই হঠাৎকরে

وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَ اِنَّ

এ অবস্থায় যে তারা না টেরওপাবে তোমার(কাছে)অবিলম্বে দাবীকরে শাস্তির অথচ নিশ্চয়ই

جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ

জাহান্নাম রেখেছে অবশ্যই পরিবেষ্টনকরে কাফেরদেরকে সেদিন তাদেরকে ঢেকে ফেলবে আযাবে

مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا

হতে তাদেরউপর ও হতে নীচ তাদেরপায়ের আর বলবে তোমরা স্বাদ নাও যাকিছু

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

তোমরা কাজকরতে ছিলে

যে সব লোক বাতিলকে মানে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির মধ্য থাকবে।

৫৩. এই লোকেরা অবিলম্বে আযাব আনার জন্যে তোমার নিকট দাবী করছে। সে জন্যে যদি একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া না হত তবে এতদিনে তাদের উপর আযাব এসে যেত। আর নিঃসন্দেহে তা (নির্দিষ্ট সময়ে) অবশ্যই আসবে; আসবে হঠাৎ করে, এমন অবস্থায় যে, তারা তো টেরই পাবেনা।

৫৪. এরা অবিলম্বে আযাব আনার জন্যে তোমার নিকট দাবী জানাচ্ছে। অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে।

৫৫. (আর তারা তা জানতে পারবে) সে দিন যখন আযাব তাদেরকে উপরের দিক হতে ঢেকে দিবে, আর পায়ের তলা হতেও ; এবং বলবে যে, এখন নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর।

আরবি	অর্থ
يٰعِبَادِيَ	হে আমার বান্দারা
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْٓا	ঈমানএনেছ
اِنَّ	নিশ্চয়ই
اَرْضِيْ	আমার যমীন
وَاسِعَةٌ	প্রশস্ত
فَاِيَّايَ	সুতরাং শুধু আমারই
فَاعْبُدُوْنِ ﴿৫৬﴾	তোমরা ইবাদতকর
كُلُّ	প্রত্যেক
نَفْسٍ	ব্যক্তিকেই
ذَآئِقَةُ	স্বাদ গ্রহণ করতেহবে
الْمَوْتِ	মৃত্যুর
ثُمَّ	এরপর
اِلَيْنَا	আমাদের দিকেই
تُرْجَعُوْنَ ﴿৫৭﴾	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে
وَ	এবং
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْا	ঈমানআনে
وَ	ও
عَمِلُوا	কাজকরে
الصّٰلِحٰتِ	নেকীসমূহের
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ	তাদেরকে অবশ্যই বসবাস করাবোই
مِّنَ	
الْجَنَّةِ	জান্নাতে
غُرَفًا	সুউচ্চ অট্টালিকা সমূহে
تَجْرِيْ	প্রবাহিতহয়
مِنْ	
تَحْتِهَا	তার পাদদেশে
الْاَنْهٰرُ	ঝর্ণাধারাসমূহ
خٰلِدِيْنَ	তারা চিরস্থায়ীহবে
فِيْهَا	তারমধ্যে
نِعْمَ	কতউত্তম
اَجْرُ	প্রতিদান
الْعٰمِلِيْنَ ﴿৫৮﴾	আমলকারীদের
الَّذِيْنَ	যারা
صَبَرُوْا	সবর করেছে
وَ	আর
عَلٰى	উপর
رَبِّهِمْ	তাদেররবের
يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿৫৯﴾	তারা ভরসাকরে

৫৬. হে আমার বান্দাগণ যারা ঈমান এনেছ আমার পৃথিবীতো বিশাল বিস্তীর্ণ অতএব তোমরা আমারই বন্দেগীর আদর্শ গ্রহণ কর[১৭]।

৫৭. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। পরে তোমরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে থাকতে দেব ,যার তলদেশ হতে ঝর্ণাধারা-সমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিনই থাকবে। আমলকারী লোকদের জন্যে এ কতই না উত্তম প্রতিদান।

৫৯. -সেই লোকদের জন্যে, যারা সবর করেছে, আর যারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে !

১৭. এখানে হিজরতের দিকে ইশারা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যদি মক্কাতে আল্লাহর বন্দেগী করা কঠিন হয়ে থাকে তবে দেশত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর যমীন সংকীর্ণ নয়। যেখানে তোমার পক্ষে আল্লাহর বান্দারূপে জীবন-যাপন করা সম্ভব সেখানে চলে যাও।

* এখানে فَ র কোন ভিন্ন অর্থ নেই।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ
এবং এমন কত আছে জীব-জন্তু না মওজুদরাখে তাদের রিযক আল্লাহই রিযক দেন তাদেরকে আর

اِيَّاكُمْ ۖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ
তোমাদেরকেও এবং তিনি সবশুনেন সবজানেন এবং অবশ্যই যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর কে সৃষ্টিকরেছেন

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ও নিয়ন্ত্রিত করেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে তারাবলবে অবশ্যই

اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
আল্লাহ তাহলে কোথাহতে তাদেরকে ফিরান হচ্ছে আল্লাহ প্রশস্ত করেদেন রিযককে যাকে

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
তিনি ইচ্ছে করেন মধ্যহতে তাঁর বান্দাদের আবার সংকীর্ণকরে দেন যাকে (তিনি চান) নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পর্কে সব কিছুরই

عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
খুবঅবহিত এবং অবশ্যই যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর কে বর্ষনকরেন হতে আকাশ পানি

فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ
তা দিয়ে অতঃপর সঞ্জীবিত করেন ভূমিকে পরে তারমৃত্যুর তারাবলবে অবশ্যই আল্লাহ

৬০. কত জন্তু-জানোয়ারই এমন আছে, যারা নিজেদের রেযক বহন করে চলে না, আল্লাহই তাদের রেযক দান করেন। আর তোমাদের রেযক দাতাও তিনিই। তিনি সব কিছুই শুনেন ও জানেন।

৬১. তুমি যদি এদের নিকট[১৮] জিজ্ঞাসা কর যে, যমীন ও আসমান কে পয়দা করেছে এবং এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে তাহলে এরা নিশ্চয় বলবেঃ আল্লাহ! তাহলে তারা কোন দিক দিয়ে ধোকা খাচ্ছে?

৬২. আল্লাহই তো নিজের বান্দাদের মধ্যে হতে যার ইচ্ছা রেযক প্রশস্ত করে দেন, আর যার ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।

৬৩. আর তুমি যদি এদের জিজ্ঞাসা কর, আসমান হতে কে পানি বর্ষণ করালেন এবং তার সাহায্যে মৃত পড়ে থাকা যমীনকে জীবন্ত করে তুললেন, তবে তারা নিশ্চয় বলবে, আল্লাহ!

১৮. এখান থেকে ভাষণের লক্ষ্য পূনরায় মক্কার কাফেরদের প্রতি ফেরানো হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَ مَا

বল | সবপ্রশংসা | আল্লাহরই জন্যে | কিন্তু | অধিকাংশ লোকে | তাদের | না | অনুধাবনকরে | এবং | নয় (অন্যকিছু)

هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ط وَ اِنَّ الدَّارَ

এই | জীবন | দুনিয়ার | ব্যতীত | কৌতুক | ও | ক্রীড়া | আর | নিশ্চয়ই | ঘর

الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

আখেরাতের | অবশ্যই তাই | প্রকৃত জীবন | যদি | তারা জানত

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

অতঃপর যখন | তারা আরোহণ করে | মধ্যে | জলযানের (এবং বিপদেপড়ে) | তারা দোয়া করে | আল্লাহর কাছে | চিত্তে | বিশুদ্ধ | তাঁরই জন্যে

الدِّيْنَ ۵ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে) | অতঃপর যখন | তাদেরকে (আল্লাহ) বাঁচিয়েআনেন | দিকে | স্থলের | তখন | তারা | শিরককরে

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ج وَ لِيَتَمَتَّعُوْا قف فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

তারা (এভাবে) নাশুকরী করতে পারে | ঐবিষয়ে যা কিছু | তাদেরকে আমরা দান করেছি | এবং | তারা মজালুটতে পারে | কিন্তু শীঘ্রই | তারা জানতেপারবে

বল, সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যে[১৯], কিন্তু অনেক লোকই তা বুঝছে না।

রুকু-৭

৬৪. আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানো ব্যাপার মাত্র আসলে পরকালের ঘরই তো প্রকৃত জীবন। হায়, একথা যদি এরা জানত!

৬৫. এই লোকেরা যখন নৌকায় সওয়ার হয়, তখন নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি করে তার নিকট দোআ করতে থাকে। পরে যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌছে দেন তখন সহসাই তারা শিরক করতে শুরু করে,

৬৬. আল্লাহর দেয়া মুক্তির প্রতি তারা (এভাবে) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং (দুনিয়ার জীবনের) মজা লুটতে পারে। কিন্তু. শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

১৯. এখানে 'আলহামদুলিল্লাহ' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। ১. যখন এ সমস্ত কাজ আল্লাহর তখন প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। অন্যান্যরা কোথা থেকে প্রশংসার হকদার হবে? ২. আল্লাহকে ধন্যবাদ! -তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার কর।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ

কি | তারাদেখে নাই | যে আমরা | আমরাবানিয়েছি | হারামকে | শান্তিপূর্ণ | অথচ | ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় | লোকদেরকে

مِنْ حَوْلِهِمْ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ

হতে | তার চারপাশ | তবে কি | বাতিলের উপর | তারা বিশ্বাসকরবে | আর | অনুগ্রহকে | আল্লাহর

يَكْفُرُوْنَ ۝٦٧ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

অস্বীকার করবে | এবং | কে | অধিক যালেম (হতে পারে) | (তাঁর) চেয়ে যে | রচনা করে | সম্পর্কে | আল্লাহ

كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهٗ ۭ اَلَيْسَ فِيْ

মিথ্যা | অথবা | মিথ্যারোপ করে | মহাসত্যের উপর | যখন | তার (কাছে) এসেপৌছেছে | কি নয় | মধ্যে

جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝٦٨ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا

জাহান্নামের | আবাসস্থল | কাফেরদের জন্যে | এবং | যারা | সংগ্রাম-সাধনাকরে | আমাদের জন্যে

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٦٩

তাদেরকে অবশ্যই আমরা দেখাব | আমাদেরপথ | এবং | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | অবশ্যই সাথে আছেন | সৎকর্মশীলদের

৬৭. এরা কি দেখেনা, আমরা একটি শান্তিপূর্ণ হারাম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের চারিদিকে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়[২০] ? তা সত্ত্বেও কি এই লোকেরা বাতিলকে মানছে এবং আল্লাহর নে'আমতের না-শোকরী করছে।

৬৮. সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে। কিংবা প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন তা তাদের সামনে এসে পৌছে গেছে? এরূপ কাফেরদের স্থান কি জাহান্নামই হবে না?

৬৯. আর যারা আমাদের জন্যে চেষ্টা সাধনা করবে তাদেরকে আমরা আমাদের পথ দেখাব[২১] আর আল্লাহ নিশ্চিতই সৎকার্যশীল লোকদের সংগে আছেন।

২০. অর্থাৎ তাদেরই এই শহর মক্কাকে– যার আশ্রয়ে তারা পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে আছে– কোন 'লাত বা হোবল' কি 'হারাম' বানিয়েছে? আরবের চরম নিরাপত্তাহীন ও অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে মক্কাকে সমস্ত রকমের ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় থেকে ২৫০০ বছর যাবৎ সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা কি কোন দেব বা দেবীর ক্ষমতা ছিল? এ জায়গায় পবিত্রতা ও নিরাপত্তা বজায় যদি আমি না রেখে থাকি তবে কে রেখেছে?

২১. অর্থাৎ যে সকল লোক ঐকান্তিক নিষ্ঠার সংগে আল্লাহর পথে দুনিয়াভর বাদ-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপদ বরণ করে নেয় আল্লাহতা'আলা তাদেরকে সাহায্য ও পথ প্রদর্শন করেন এবং তার নিজের দিকের পথসমূহ তাদের জন্য উম্মুক্ত করে দেন। তিনি প্রতি পদক্ষেপে তাদের জানিয়ে দেন যে আমার সন্তুষ্টি তোমরা কিরূপে লাভ করতে পার। পথের প্রতিটি বাঁকে তাদেরকে তিনি আলোক দেখান যে সঠিক রাস্তা কোন দিকে ও ভ্রষ্ট পথ কোনটি। যতটা নেক দৃষ্টি ভঙ্গি ও মঙ্গলাকাংক্ষা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে আল্লাহর সাহায্য, সুযোগ ও হেদায়াত ও ততটা তাদের সঙ্গে থাকে।

সূরা আল-রূম

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের غلبت الروم এই 'রূম' শব্দটিকে নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার শুরুতেই যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময় সন্দেহাতীত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এতে বলা হয়েছে , "নিকটবর্তী অঞ্চলে রোমানরা পরাজিত হয়ে গিয়েছে।" এ সময় আরবের সঙ্গে মিলিত জর্ডান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল রোমানদের অধিকারে ছিল। এসব এলাকায় রোমানদের ওপর পারসিকদের বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল ৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এ কারণে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ সূরা ঠিক এই বছরই নাযিল হয়েছিল; আর এই বছর হাবশায় হিজরত করা হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার প্রাথমিক আয়াত কটিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা কুরআন মজীদের আল্লাহর কালাম হওয়ার এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর প্রকৃত সত্য নবী হওয়ার অকাট্য প্রমাণসমূহের মধ্যে অতীব উজ্জ্বল একটি প্রমাণ। এ প্রমাণটির তাৎপর্য বুঝবার জন্য এ আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ স্পষ্টভাবে জেনে নেয়া আবশ্যক।

নবী করীম (সঃ) -এর নবুয়্যত লাভের আট বছর পূর্বের ঘটনা। মরিস (MAURICE) নামক রোমের কাইজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। এর ফলে 'ফোকাস' (PHOCAS) নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করে বসে। এ ব্যক্তি প্রথমেতো কাইজারের চোখের সামনেই তাঁর পাঁচটি পুত্রকে হত্যা করে; পরে স্বয়ং কাইজারকে হত্যা করিয়ে পিতা ও পুত্রদের মাথা কনষ্টান্টিনোপলের রাজপথে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখে। তার কয়েকদিন পর কাইজারের স্ত্রী ও তিনটি কন্যাকেও হত্যা করে। এ ঘটনার কারণে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ রোমের ওপর আক্রমণ চালাবার একটা অতি উত্তম নৈতিক বাহানা পেয়ে যায়। মরিস (কাইজার)এর বড় অনুগ্রহ ছিল তার প্রতি। তারই সাহায্যে পারভেজ পারস্যের সিংহাসন লাভ করতে সক্ষম হয়। সে তাকে আপন পিতা বলতো। এ কারণে সে ঘোষণা করলো যে, জবরদখল-কারী ফোকাস আমার পিতৃতুল্য মরিস এবং তাঁর সন্তানদের উপর যে অমানুষিক যুলুম করেছে আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। সে ৬০৩ খৃষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই সে ফোকাস-এর সেনাবাহিনীকে পর পর পরাজিত করে একদিকে এশিয়া মাইনরে এডিসা (বর্তমান অরফা) পর্যন্ত এবং অপরদিকে সিরিয়ায় হলব্ ও ইনতাকীয়া পর্যন্ত পৌছে যায়। রোমান সম্রাটের রাজন্যবর্গ ও ফোকাস দেশকে বাঁচাতে পারবে না মনে করে আফ্রিকার শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠায়। সে তার পুত্র হেরাক্লিয়াসকে (HERACLIUS) এক বড় শক্তিশালী বাহিনীসহ কনষ্টান্টিনোপলে পাঠিয়ে দেয়। তারা এসে পৌছানো মাত্রই ফোকাসকে পদচ্যুত করা হয়। তার স্থলে হেরাক্লিয়াসকে 'কাইজার' বানিয়ে দেয়া হয়। সে ক্ষমতাসীন হয়েই ফোকাস-এর সংগে ঠিক সেই ব্যবহারই করল, যা ফোকাস করেছিল মরিস-এর সংগে। এ ৬১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আর এ বছরই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর তরফ হতে নবুয়্যাতের পদে অভিষিক্ত হন।

খসরু পারভেজ যে নৈতিক বাহানাকে ভিত্তি করে যুদ্ধ শুরু করেছিল, ফোকাস-এর পদচ্যুতি ও হত্যার পর তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার যুদ্ধের মূলে জবরদখলকারী ফোকাসের দ্বারা তার যুলমের প্রতিশোধ গ্রহণ করাই যদি উদ্দেশ্য হ'ত, তাহলে তার নিহত হওয়ার পর নতুন 'কাইজারের' সঙ্গে তার সন্ধি করে নেয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে তা না করে তার পরও যুদ্ধ জারী রাখে। শুধু তাই নয়, সে এ যুদ্ধকে মজুসী ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্মের পারস্পরিক যুদ্ধ বলে প্রচারণা চালাতে শুরু করে। যে সব খৃষ্টান দল-উপদলকে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারী গীর্জা নাস্তিক বলে ঘোষণা করে বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল। (নাসূরী ও ইয়াকুব ইত্যাদি,) তাদের সব সহানুভূতি-হৃদয়তাও মজুসী আক্রমণকারীদের প্রতি হয়ে গেল। আর ইহুদীরাও

মজুসীদের সমর্থন করলো। এমন কি খসরু পারভেজের সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হওয়া ইহুদীদের সংখ্যা ২৬ হাজার পর্যন্ত পৌছেছিল।

হেরাক্লিয়াস এসে এ প্লাবন রুখতে পারলো না। সিংহাসনে আরোহণ করার পরই পূর্বদিক হতে সে খবর পেল যে, পারসিকরা ইনতাকীয়া দখল করে নিয়েছে। অতঃপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দে দামেশক জয় হয়। পরে ৬১৪ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে পারসিকরা খৃষ্টান জগতের ওপর মহা ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে; ৯০ হাজার খৃষ্টান এ শহরে নিহত হয়। তাদের সবচাইতে বেশী পবিত্র গীর্জা 'কানীসাতুল কিয়ামা' (HOLY SEPULCHRE) ধ্বংস করে দেয়া হয়। যে মূল কাঠ সম্পর্কে খৃষ্টানদের ধারণা ছিল যে, তার ওপরই মসীহ প্রাণ দিয়েছেন, মজুসীরা তা কেড়ে নিয়ে মাদায়েন পৌছে দেয়। লাট-পাদ্রী জাকারিয়াকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। শহরের বড় বড় গীর্জাকে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। খসরু পারভেজকে বিজয়ের নেশা পেয়ে বসেছিল। এ নেশার মাত্রাতিরিক্ততা ও তীব্রতা বুঝা যায় সেই চিঠি হতে যা সে বায়তুল মুকাদ্দাস হতে হেরাক্লিয়াসকে লিখেছিল। তাতে সে লিখেছিলঃ

"সব প্রভুর চাইতে বড় প্রভু, গোটা পৃথিবীর মালিক খসরুর নিকট হতে তার নিকৃষ্ট ও চেতনাহীন বান্দা হেরাক্লিয়াসের নামে -

তুমি বল, তোমার প্রভুর ওপর তোমার ভরসা আছে। কিন্তু তোমার প্রভু জেরুজালেমকে আমার হাত হতে রক্ষা করল না কেন?"

এ বিজয় লাভের পর এক বছরের মধ্যেই পারসিক সৈন্য বাহিনী জর্ডান, ফিলিস্তিন ও সিনাই উপদ্বীপের সমগ্র এলাকা অধিকার করে মিশরের সীমানা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। ঠিক এ সময়েই মক্কায় এর থেকেও এক অতিবড় ও অধিক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ চলছিল। এখানে তওহীদের নিশানবরদার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নেতৃত্বে শিরক্-পন্থী কুরাইশদের সংগে অন্য একটা প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল। অবস্থা এতদুর পৌছেছিল যে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের এক বড় সংখ্যা নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে গিয়ে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। রাজ্যটির সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত ছিল। তখন রোমানদের ওপর পারসিকদের বিজয়ের কথা সকলের মুখে মুখে চর্চা হচ্ছিল। মক্কার মোশরেকগণ সেজন্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। তারা মুসলমানদের বলতো যে দেখ, পারসিকরা অগ্নিপূজক হয়েও জয়লাভ করছে। আর ঐ নবুয়্যত-রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়েও খৃষ্টানরা পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে এসেছে। ঠিক তেমনিভাবে আমরা আরবের মূর্তিপূজারী লোকেরাও তোমাদের দ্বীনকে নির্মূল করে ছাড়ব।

ঠিক এ পরিস্থিতিতে কুরআন মজীদের এ সূরাটি নাযিল হয়। এতে ভবিষ্যদ্বানী করে বলা হয়েছে , "নিকটবর্তী ভূখন্ডে রোমানরা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এ পরাজয়ের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আবার জয়ী হবে। আর সেই দিনই আল্লাহর দেয়া বিজয়ে ঈমানদার লোকেরা সন্তুষ্ট হবে।" এ কথায় দুটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। একটি এই যে, রোমানরা বিজয়ী হবে। আর দ্বিতীয়টি এই যে, মুসলমানরাও এই সময়েই বিজয় লাভ করবে। অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই এই ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে, বহু দূর-দূরান্তেও বাহ্যত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। একদিকে মুষ্টিমেয় মুসলমান মক্কা নগরে কেবল মার খাচ্ছিল, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিল। আর ভবিষ্যদ্বাণীর পরও আট বছর পর্যন্ত তাদের জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। অপর দিকে রোমানদের পরাজয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র মিশর পারসিকদের দখলে যায়। আর এ মজুসী সৈন্যরা ত্রিপলীর নিকটে পৌছে পতাকা উত্তোলন করে। এশিয়া মাইনরে পারসিক সৈন্যরা রোমানদের মেরে নিষ্পেষিত করতে করতে বসফোরাস পর্যন্ত পৌছে যায়। আর ৬১৭ খৃষ্টাব্দে তারা কনষ্টান্টিনোপল এর সামনে খালেকেদূন (CHALIEDON) বর্তমান নাম কাজীকুই দখল করে বসে। কাইজার খসরুর নিকট দূত পাঠিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আরজ করল যে, সে যে কোন মূল্যে সন্ধি করতে প্রস্তুত। কিন্তু এর জবাবে সে বলল: "এখন আমি কাইজারকে সেই সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা দেব না, যতক্ষণ সে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় আমার সামনে আনীত না হবে এবং শূলবিদ্ধ -খোদাকে ছেড়ে অগ্নি খোদার বন্দেগী গ্রহণ করে না নেবে"। শেষ পর্যন্ত কাইজার চরম পরাজয় বরণ করতেও রাজী হয়। সে কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করে কার্থেজ (CARRTHAGE) চলে যাবার সিদ্ধান্ত করে। ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন এর কথানুসারে কুরআন মজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরও সাত-আট বছর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্য কোন দিন পারসিকদের উপর বিজয়ী হতে পারবে এমন ধারণা পর্যন্ত কেউ করতে পারছিল না। বিজয় তো দূরের কথা, এ রাজ্যটি টিকে থাকতে পারবে এমন আশাও কারো ছিল না। (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. Vol-1, p. 788 Modern Library, Nuyork) কুরআনের এ আয়াতসমূহ যখন নাযিল হয়, তখন মক্কার কাফেররা এ নিয়ে খুব ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। উবাই ইবনে খালফ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে এ শর্ত করলো যে, তিন বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হলে আমি দশটি উট দেব। অন্যথায় তোমাকে দশটি উট দিতে হবে । নবী করীম (সঃ) এ শর্ত আরোপের কথা জানতে পারলে তিনি বললেন, "কুরআনে তো بِضْعِ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় بِضْعِ শব্দটি দশ এর কম সংখ্যা বুঝায়, কাজেই দশ বছরের মধ্যে এ সত্যতা প্রকাশিত হবার শর্ত কর। আর উটের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক'শ করে নাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই-এর সঙ্গে আবার কথা বললেন এবং নতুন করে শর্ত করা হলো যে, দশ বছরের মধ্যে উভয় পক্ষের যার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে, সে একশ'টি উট দেবে।

এদিকে ৬২২ খৃষ্টাব্দে নবী করীম (সঃ) হিজরত করে মদীনায় গমন করেন। আর ওদিকে 'কাইজার' হেরাক্লিয়াস চুপি-সারে কনষ্টান্টিনোপল হতে কৃষ্ণ সাগরের পথে তরাবজন-এর দিকে রওনা হয়। এখান হতে সে পিছনদিক হতে পারস্যের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই জবাবী হামলার প্রস্তুতি চালাবার জন্যে কাইজার গীর্জার নিকট অর্থ সাহায্য চাইল। খৃষ্টান গীর্জার সারজিস (Surgihs) নামক প্রধান বিশপ খৃষ্টান ধর্মকে মজুসী ধর্মের আক্রমণ হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গীর্জায় দান বাবদ সংগৃহীত অর্থ সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিল।

হেরাক্লিয়াস ৬২৩ খৃষ্টাব্দে 'আর্মেনিয়া' হতে আক্রমণ শুরু করল। পরের বছর ৬২৪ সনে সে আজারবাইজানে প্রবেশ করে জরথুষ্ট-এর জন্মস্থান 'আরমিয়া'(......) ধ্বংস করে ও পারস্যের সর্বাপেক্ষা বড় অগ্নিকেন্দ্রটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আল্লাহর কুদরতের মহিমা দেখুন। ঠিক এ বছরই মুসলামানরা বদর যুদ্ধে প্রথমবার মোশরেকদের উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। সূরা রূম-এ যে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা এভাবেই দশ বছর মীয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই এবং একই সংগে সত্য প্রমাণিত হল।

এর পর রোমান সৈন্যরা পারসিকদেরকে ক্রমাগত পরাজিত করতেই থাকলো। নিনওয়ার চূড়ান্ত লড়াই হয় ৬২৭ খৃঃ। এটা পারস্য সাম্রাজ্যের কোমর ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর পারস্য বাদশাহদের বাসস্থান চূর্ণকরে হেরাক্লিয়াস-এর সৈন্যবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে মূল তাইয়াসহুন-এর (CTESIPHON) ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যায়। এটাই ছিল তখনকার পারস্যের রাজধানী। ৬২৮ খৃঃ খসরু পারভেজের বিরুদ্ধে ঘরেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সে বন্দী হয়, তার সামনেই তার আঠারটি পুত্রকে হত্যা করা হয়। আরো কিছু দিন পর সে নিজে বন্দীদশার কঠোরতায় ধ্বংস হয়ে যায়। আর এ বছরই মক্কায় হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, কুরআনে যাকে 'ফতহুন আযীম' –'বিরাট বিজয়' বা 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ওদিকে এ বছরই খসরুর পুত্র দ্বিতীয় কারুদ সমগ্র রোমান অধিকৃত এলাকা হতে হাত গুটিয়ে নিয়ে ও আসল 'শূলি' ফেরত দিয়ে রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়। ৬২৯খৃঃ কাইজার 'পবিত্র শূলি'কে তার আসল স্থানে সংস্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিজে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে এবং এ বছরই নবী করীম (সঃ) 'উমরাতুল কাজা' আদায় করার উদ্দেশ্যে হিজরতের পর প্রথমবার মক্কায় যান। এ সবের পর কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও যর্থাতা সম্পর্কে কারো মনে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকলো না। আরবের অসহায় মোশরেক তার প্রতি ঈমান আনলো। উবাই ইবনে খালফ-এর উত্তরাধিকারীদেরকে পরাজয় মেনে নিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে শর্তানুযায়ী উটগুলি দিয়ে দিতে হল। তিনি সেগুলো নিয়ে নবী করীম (সঃ) এর নিকট হাজির হলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, উটগুলোকে সাদকা করে দাও কেননা, শর্ত করা হয়েছিল তখন শরীয়তে জুয়াকে হারাম করে কোন হুকুম নাযিল হয়নি। কিন্তু এখনতো তা হারামই হয়ে গেছে। এ কারণে যুদ্ধ- মান কাফের প্রতিপক্ষের নিকট হতে শর্তের বিনিময়ে পাওয়া মাল গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো; কিন্তু তাকে নিজে ভোগ- ব্যবহার করার পরিবর্তে তা দান করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, আজ রোমানরা পরাজিত হয়েছে বলে লোকেরা মনে করছে যে, এ রাষ্ট্রের ধ্বংস আসন্ন হয়ে এসেছে । কিন্তু কয়েক বছর অতিবাহিত হবার মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হবে। আর যারা পরাজিত হয়েছে, তারা বিজয়ী হবে।

এ ভূমিকা হতে এ কথাও জানা গেল যে, মানুষ তার স্থূল দৃষ্টির কারনে বাহ্যত তাই দেখতে পায় যা বাহ্যিক ভাবে তার চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ বাহ্যিক অবস্থার অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তার কোন খবরই সে রাখে না। দুনিয়ার সামান্য সামান্য ও সাধারণ সাধারণ ব্যাপারে মানুষের এ বাহ্যদৃষ্টি যখন ভুল ধারণা ও ভুল অনুমান করার কারণ ঘটে এবং 'ফলে কি হবে' তা না জানার কারণে মানুষ ভুল ধারণা অনুমান করতে বাধ্য হয় তখন সামগ্রিক ভাবে সমগ্র জীবনের ব্যাপারে বৈষয়িক জীবনের বাহ্যিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বসা এবং তারই ভিত্তিতে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজিকে ব্যয় করা যে কত বড় ভুল তা বলেও শেষ করা যায় না।

এভাবে রোম ও পারস্য সংক্রান্ত ঘটনার ভাষণের লক্ষ্য পরকালের দিকে ঘুরে গেল এবং ক্রমাগত তিন রুকু পর্যন্ত নানা ভাবে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, পরকাল খুবই সম্ভব, যুক্তিসংগত ও তার প্রয়োজনও রয়েছে এবং মানুষের জীবন-ব্যবস্থাকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্যে পরকালের প্রতি নিঃসন্দেহে ঈমান পোষণ করা ও তারই আলোকে বর্তমান জীবনের কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজনীয়। অন্যথায় শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে কোন নীতি গ্রহণ করার যে অনিবার্য পরিণাম তাইই সংঘটিত হবে।

এ পর্যায়ে পরকাল সম্পর্কে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বিশ্ব-লোকের যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তার দ্বারা তওহীদও প্রমানিত হয়। এ কারণে চতুর্থ রুকুর শুরু হতেই ভাষণের লক্ষ্য আরোপিত হয় তওহীদের প্রমাণ ও শিরক বাতিল করণের ওপর। এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য স্বভাব সম্মত দ্বীন এই হতে পারে যে, সে সর্বতোভাবে একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবে। শিরক বিশ্ব-প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ও মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণে যেখানেই মানুষ এ ভুল নীতি গ্রহণ করেছে সেখানেই বিপর্যয় হতে বাধ্য। এখানে তখনকার দুনিয়ার দুটি বড় রাষ্ট্র-শক্তির মধ্যে যুদ্ধের ফলে যে চরম, ব্যাপক ও মহা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তারই দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এও শিরক-এরই ফল। অতীত মানব ইতহাসে যেসব জাতি চরম বিপর্যয়ে নিমজ্জিত হয়েছে তারা সকলে মোশরেক ছিল।

উপসংহারে রূপকভাবে লোকদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা যমীন আল্লাহর পাঠানো বৃষ্টি ধারায় যেমন করে নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং নবজীবন ও তারুণ্যের অফুরন্ত ভান্ডার বাইরে প্রকাশ করতে শুরু করে, অনুরূপ ভাবে আল্লাহর পাঠানো অহী এবং নবুয়্যতও মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা মানবতার পক্ষে রহমতের এক অপূর্ব বর্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তার সাহায্যে মানবতার মধ্যে নব জীবনের ক্রমবৃদ্ধি ও মহা কল্যাণ এবং মংগলের বাহক হয়েছে। এর কল্যাণ পুরাপুরি গ্রহণ করলে এ আরবের মরা যমীন আল্লাহর রহমতে জীবন্ত ও শ্যামাল শোভামন্ডিত হয়ে উঠবে; সব কল্যাণের ধারা তোমাদের জন্যেই প্রবাহিত হবে। আর কল্যাণ লাভ না করলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করবে। তখন অনুতাপ ও আফসোস করলে কোনই ফায়দা হবে না, আর ক্ষতি পূরণেরও কোন সুযোগ তোমরা কখনো পাবে না।

رُكُوْعَاتُهَا ٦ — ছয় তার রুকূ (সংখ্যা)

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ (٣٠) — মক্কী আর রূম সূরা (৩০)

اٰيَاتُهَا ٦٠ — ষাট তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓمّٓ ۝١ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ

আলিফ লাম মীম, পরাজিত করা হয়েছে, রোমানদের, মধ্যে, নিকটবর্তী, অঞ্চলের, কিন্তু, তারা

بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ

পরে, তাদের পরাজয়ের, শীঘ্রই বিজয়ী হবে, মধ্যে, কয়েক, বছরের, আল্লাহরই

الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ

(আসল) ইখতিয়ার, পূর্বেও, এবং, পরেও, এবং, সেদিন, আনন্দিত হবে

الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤ بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

মু'মিনরা, সাহায্যে, আল্লাহর, তিনি সাহায্য করেন, যাকে, চান, এবং, তিনিই, পরাক্রমশালী

الرَّحِيْمُ ۝٥

মেহেরবান

রুকূ-১

১. আলিফ-লাম -মীম।

২-৫. রোমানরা নিকটবর্তী ভূখন্ডে পরাজিত হয়েছে। তাদের এই পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে[১]। আসল ইখতিয়ার আল্লাহরই রয়েছে, পূর্বেও এবং পরেও। আর তা হবে সে দিন, যেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দিত হবে[২]। আল্লাহ সাহায্য করেন যাকে চান। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও দয়াবান।

১. এ ইশারা সেই সংগ্রামের প্রতি যা সে সময় রোম ও ইরান সাম্রাজ্যের মধ্যে চলছিল। সে সময় রোমকরা বড় হীনভাবে পরাজিত হয়েছিল; এবং কেউ এ চিন্তা করতে পারেনি যে আবার তারা উত্থিত হতে পারবে। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এই আয়াতে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে- কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা আবার বিজয়ী হবে।

২. এটা আর একটা ভবিষ্যৎবাণী। এর অর্থ লোকেরা সেই সময় বুঝতে পারে- যখন বদরের যুদ্ধে একদিকে মুসলমানেরা বিজয়লাভ করে এবং অন্যদিকে রোম ও ইরানের যুদ্ধে রোমকরা জয়ী হয়।

*بِضْع শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ
(এটা) ওয়াদা আল্লাহর না খেলাফকরেন আল্লাহ তাঁর ওয়াদা কিন্তু

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ
অধিকাংশ লোক না তারাজানে (কেবল) তারাজানে বাহ্যিকদিক

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧ اَوَلَمْ
দুনিয়ার জীবনের আর তারা সম্পর্কে আখেরাত তারা গাফেল নাই কি

يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۣ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ
তারা চিন্তাকরে বিষয়ে তাদের নিজেদের না সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আকাশমন্ডলী

وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ
ও পৃথিবী এবং যা (আছে) তাদের দু'য়েরমাঝে ব্যতীত সত্যসহকারে এবং একটি কালের (জন্যে) নির্দিষ্ট

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨
এবং নিশ্চয়ই অধিকাংশ মধ্যে লোকদের সাক্ষাৎসম্পর্কে তাদেররবের অস্বীকারকারী অবশ্যই

৬. এ ওয়াদা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ নিজের করা ওয়াদার খেলাপ করেন না কখনো। কিন্তু অনেক লোকই জানে না।

৭. লোকেরা দুনিয়ার জীবনের শুধু বাহ্যিক দিকটিই জানে, আর পরকাল সম্পর্কে তারা নিজেরাই গাফিল।

৮. তারা কি কখনো নিজেরা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেনি? আল্লাহ যমীন ও আসমান এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিস সত্যতা সহকারে ও একটি নির্দিষ্ট মীয়াদের জন্যে পয়দা করেছেন। কিন্তু বহু লোক তাদের রবের সাথে মিলিত হওয়ার কথা অস্বীকার করে[৩]।

৩. অর্থাৎ মানুষ যদি বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতি সচিন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে দুটি সত্য তার দৃষ্টিতে সুস্পষ্টরূপে প্রকট হয়ে উঠবে। প্রথম –এ কোন খেলাড়ীর খেলা নয়, বরং এ প্রজ্ঞাভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক এক ব্যবস্থা। দ্বিতীয় –এ অনাদি ও চিরস্থায়ী কোন ব্যবস্থা নয়। বরং একদিন অবশ্যই এ শেষ হয়ে যাবে। এ দুটি সত্যই পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষ এ সব কিছু দেখা সত্ত্বেও পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ

কি | তারা ভ্রমণকরে নাই | মধ্যে | পৃথিবীর | তারা তাহলে দেখতেপেত | কেমন | ছিল

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

পরিনাম | (তাদের) যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | তারাছিল | প্রবলতর | এদের চেয়ে | শক্তিতে

وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَ

এবং | চাষকরত | যমীন | ও | আবাদকরত | তা | অধিকতর | (তার)চেয়েও | এরা আবাদ করেছে | যা | এবং

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ

তাদের কাছে এসেছিল | তাদের রসূলরা | স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ | বস্তুতঃ না | ছিলেন | আল্লাহ | তাদের উপর যুলম করবেন

وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ

কিন্তু | তারাছিল (এমন যে) | তাদের নিজেদের (উপর) | যুলমকরত | এরপর | হল | পরিণাম

الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ

(তাদের) যারা | মন্দ কর্ম করেছিল | মন্দ | (এজন্যে) যে | তারামিথ্যারোপ করেছিল | নিদর্শনাবলীকে | আল্লাহর | এবং

كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

তারাছিল | তা সম্পর্কে | বিদ্রূপ করত

৯. এই লোকেরা কি কখনো যমীনে চলে– ফিরে বেড়ায়নি? তাহলে তারা সে লোকদের পরিণাম দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে। তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। তারা যমীনকে খুব ভাল করে চাষাবাদ করেছিল এবং তা এতখানি আবাদ করেছিল, যতটা এরা করে নেই। তাদের নিকট তাদের রসূল উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। পরন্তু আল্লাহ তাদের উপর যুলমকারী ছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করেছিল।

১০. শেষ পর্যন্ত যারা অন্যায় কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাব হয়েছে; এজন্যে যে, তারা আল্লাহর আয়াত-সমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তারা তাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত।

* এখানে كانوا يظلمون একটা শব্দ। এর অর্থ যুলম করতেছিল কিন্তু মাঝখানে انفسهم এসে ঐ শব্দটাকে ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু সরলার্থে কোন পরিবর্তন হয়নি। অনুরূপ كانوا يستهزءون একই শব্দ

اَللّٰهُ — আল্লাহ | يَبْدَؤُا — সূচনাকরেন | الْخَلْقَ — সৃষ্টির | ثُمَّ — এরপর | يُعِيْدُهٗ — তা পুনরাবৃত্তিকরেন | ثُمَّ — এরপর | اِلَيْهِ — তাঁরইদিকে

تُرْجَعُوْنَ ⑪ — তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে | وَ — এবং | يَوْمَ — যেদিন | تَقُوْمُ — সংগঠিত হবে | السَّاعَةُ — কিয়ামত | يُبْلِسُ — হতাশহয়ে যাবে

الْمُجْرِمُوْنَ ⑫ — অপরাধীরা | وَ — এবং | لَمْ — না | يَكُنْ — হবে | لَّهُمْ — তাদেরজন্যে | مِّنْ — কেউ | شُرَكَآئِهِمْ — তাদেরশরীকদের | شُفَعٰٓؤُا — সুপারিশকারী

وَ — এবং | كَانُوْا — তারাহবে | بِشُرَكَآئِهِمْ — তাদের(বানানো)শরীকদেরকে | كٰفِرِيْنَ ⑬ — অস্বীকারকারী | وَ — এবং | يَوْمَ — যেদিন | تَقُوْمُ — সংগঠিতহবে | السَّاعَةُ — কিয়ামত

يَوْمَئِذٍ — সেদিন | يَّتَفَرَّقُوْنَ ⑭ — তারা বিভক্ত হয়ে যাবে | فَاَمَّا — অতঃপর (তাদের)ব্যাপার | الَّذِيْنَ — যারা | اٰمَنُوْا — ঈমানএনেছে | وَ — ও | عَمِلُوا — কাজকরেছে

الصّٰلِحٰتِ — নেকীসমূহের | فَهُمْ — তারা তখন | فِيْ — (হবে) মধ্যে | رَوْضَةٍ — বাগ-বাগিচার | يُّحْبَرُوْنَ ⑮ — আনন্দকরবে

রুকু-২

১১. আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন। পরে তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

১২. আর যখন সেই 'কেয়ামত' সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধী লোকেরা নিরাশ হবে[৪]।

১৩. তাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কেউ তাদের জন্যে সুপারিশকারী হবেনা। আর তারা নিজেদের বানানো শরীকদের অস্বীকার করবে[৫]।

১৪. যেদিন সেই কেয়ামত হবে সেদিন (সব মানুষ) বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

১৫. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে বাগ-বাগিচায় আনন্দ ও স্ফূর্তির মধ্যে রাখা হবে।

৪. মূলে মুবলেসূন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবলাস-এর অর্থ হতাশা ও আঘাতের কারণে কোন ব্যক্তির বিমূঢ় হয়ে যাওয়া।

৫. অর্থাৎ সে সময়ে মোশরেকরা নিজেরা এ কথা স্বীকার করবে যে,–'এদেরকে আল্লাহর শরীক গণ্য করে আমরা ভুল করেছিলাম'।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ

আর (তাদের) ব্যাপার | যারা | কুফরী করেছে | ও | মিথ্যারোপ করেছে | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | ও | সাক্ষাতকে | পরকালের

فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ

তখন ঐসব (লোককে) | মধ্যে | শাস্তির | উপস্থিত করা হবে | অতএব মহিমা ঘোষণা কর | আল্লাহর | যখন | তোমরা সন্ধ্যা কর (অর্থাৎ মাগরিব হয়)

وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ

ও | যখন | তোমরা সকাল কর (অর্থাৎ ফজর হয়) | এবং | তাঁরই জন্যে | সকল প্রশংসা | মধ্যে | আকাশমণ্ডলীর | ও

الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿۱۸﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ

পৃথিবীতে | এবং (মহিমা ঘোষণা কর) | অপরাহ্নে (অর্থাৎ আসরে) | ও | যখন | তোমাদের যোহরের সময় হয় | তিনি বেরকরেন | জীবন্তকে

مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ

হতে | মৃত | ও | বেরকরেন | মৃতকে | হতে | জীবন্ত | এবং | জীবিতকরেন

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿۱۹﴾

পৃথিবীকে | পরে | তার মৃত্যুর | এবং | এরূপেই | তোমাদের বের করা হবে
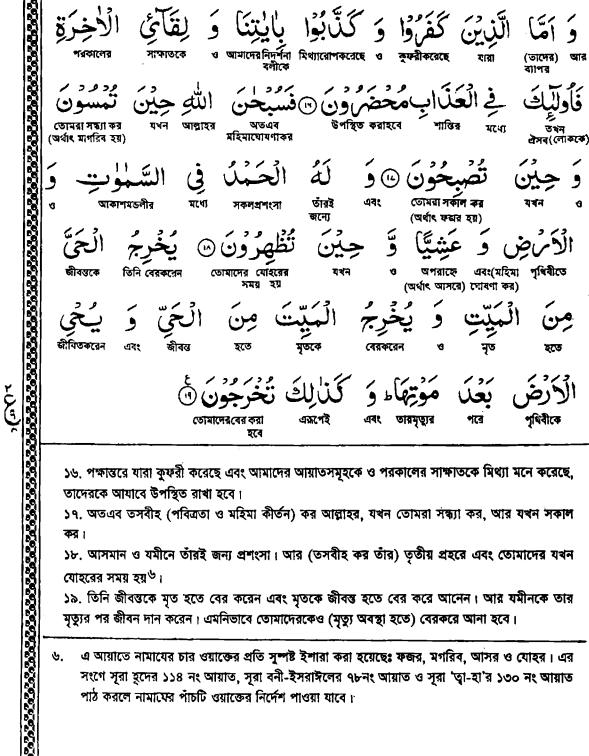
১৬. পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত রাখা হবে।

১৭. অতএব তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন) কর আল্লাহর, যখন তোমরা সন্ধ্যা কর, আর যখন সকাল কর।

১৮. আসমান ও যমীনে তাঁরই জন্য প্রশংসা। আর (তসবীহ কর তাঁর) তৃতীয় প্রহরে এবং তোমাদের যখন যোহরের সময় হয়[৬]।

১৯. তিনি জীবন্তকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত হতে বের করে আনেন। আর যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও (মৃত্যু অবস্থা হতে) বেরকরে আনা হবে।

---

৬. এ আয়াতে নামাযের চার ওয়াক্তের প্রতি সুস্পষ্ট ইশারা করা হয়েছেঃ ফজর, মগরিব, আসর ও যোহর। এর সংগে সূরা হূদের ১১৪ নং আয়াত, সূরা বনী-ইসরাঈলের ৭৮নং আয়াত ও সূরা 'ত্বা-হা'র ১৩০ নং আয়াত পাঠ করলে নামাযের পাঁচটি ওয়াক্তের নির্দেশ পাওয়া যাবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ

এবং মধ্যে (রয়েছে) তাঁরনিদর্শনাবলীর (এও) যে তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টিকরেছেন হতে মাটি এরপর এখন তোমরা মানুষ (হিসেবে)

تَنْتَشِرُوْنَ ۝٢٠ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

তোমরা ছড়িয়ে পড়ছ এবং মধ্যহতে তাঁর নিদর্শনাবলীর (এও) যে তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে মধ্যেহতে তোমাদেরনিজেদের

اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ

স্ত্রীদেরকে তোমরা যেন প্রশান্তি পাও তাদেরথেকে এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরমাঝে ভালবাসা ও দয়া নিশ্চয়ই

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ

মধ্যে (রয়েছে) এর অবশ্যই নিদর্শনাবলী লোকদের জন্যে (যারা) চিন্তা ভাবনা করে এবং মধ্যেহতে তাঁর নিদর্শনাবলীর সৃষ্টি

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ

আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর এবং পার্থক্য তোমাদের ভাষাসমূহের ও তোমাদের বর্ণ সমূহের

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝٢٢ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ

নিশ্চয়ই মধ্যে (রয়েছে) এর অবশ্যই নিদর্শনাবলী জ্ঞানী লোকদেরজন্যে এবং মধ্যেহতে তাঁরনিদর্শনাবলীর তোমাদের নিদ্রা

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ

রাতে ও দিনে এবং তোমাদের অনুসন্ধান করা মধ্যহতে তাঁরঅনুগ্রহের

রুকু-৩

২০. তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষ (হয়ে উঠে যমীনে) ছড়িয়ে পড়ছ।

২১. তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্য এও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই জাতির মধ্যে হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন নিহিত রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

২২. আর তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ-সমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষা-সমূহ ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য। বস্তুতঃ এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্যে।

২৩.আর তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাত ও দিনের বেলা নিদ্রা যাওয়া এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ

নিশ্চয়ই — মধ্যে (রয়েছে) — এর — অবশ্যই নিদর্শনাবলী — লোকদেরজন্যে — (যারা) শুনে — এবং — মধ্যহতে — তাঁরনিদর্শনাবলীর

يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

তোমাদের তিনি দেখান — বিদ্যুৎ — ভয় — ও — ভরষারূপে — এবং — বর্ষণকরেন — হতে — আকাশ — পানি

فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

অতঃপর জীবিত করেন — তা দিয়ে — যমীনকে — পরে — তার মৃত্যুর — নিশ্চয়ই — মধ্যে (রয়েছে) — এর — অবশ্যই নিদর্শনাবলী — লোকদের জন্যে

يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ

(যারা) জ্ঞান-বুদ্ধিরাখে — এবং — মধ্যেহতে — তাঁর নিদর্শন সমূহের — (এও) যে — প্রতিষ্ঠিত রয়েছে — আকাশ — ও

الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِنَ

পৃথিবী — তারইনির্দেশক্রমে — এরপর — যখন — তোমাদের ডাকদিবেন — একটি ডাক — হতে

الْأَرْضِ ۖ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي

যমীন — তখন — তোমরা — বেরহয়ে আসবে — এবং — তারই — যা কিছু — মধ্যেআছে

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿٢٦﴾

আকাশমণ্ডলীর — ও — পৃথিবীর — সবকিছু — তাঁরই — আজ্ঞাবহ

বস্তুতঃ এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে, যারা (মনোযোগ সহকারে) শুনে।

২৪. আর তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে থাকেন, ভয় সহকারে এবং আশা-বাসনা সহকারেও, আর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পরে তার সাহায্যে যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। নিশ্চিতই এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

২৫. তাঁর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এও রয়েছে যে, আসমান ও যমীন তাঁরই হুকুমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পরে যখনই তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে আহবান করবেন, শুধুমাত্র একটি বারের আহবানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।

২৬.আকাশ-মণ্ডল ও যমীনে যাকিছু আছে তারা সবই তাঁরই বান্দা। সবকিছুই তাঁর ফরমানের অধীন।

وَ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط
এবং তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | সূচনা করেন | সৃষ্টির | এরপর | তার পুনরাবৃত্তি করবেন | এবং | তা | সহজতর | তাঁর কাছে

وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج وَ هُوَ الْعَزِيْزُ
এবং | তাঁরই | গুনাবলী (মর্যাদা) | সর্বোত্তম | মধ্যে | আসমান সমূহের | এবং | পৃথিবীতে | এবং | তিনি | পরাক্রমশালী

الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ
মহাবিজ্ঞ | পেশকরেন (আল্লাহ) | তোমাদের জন্যে | একটি দৃষ্টান্ত | মধ্যহতে | তোমাদের নিজেদের | (আছে) কি | তোমাদের জন্যে

مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ
মধ্যহতে | 'তোমাদের ডানহাত মালিক করেছে যাকে' (অর্থাৎ তোমাদের দাস দাসী) | কিছু(সংখ্যক) | অংশীদার | মধ্যে | (তার) যা | তোমাদেরকে আমরা রিযক দিয়েছি

فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط
অতঃপর তোমরা | তাতে | সমান (অংশীদারিত্বে) | তাদেরকে তোমরা ভয় করবে (কি?) | তোমাদের যেমন ভয় | তোমাদের নিজেদের (সমান লোকদের ক্ষেত্রে)

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
এরূপে | আমরা বর্ণনা করি বিশদ ভাবে | নিদর্শণাবলী | লোকদের জন্যে | (যারা) বুদ্ধি কাজে লাগায়

২৭. তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, পরে তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর পক্ষে সহজতর, আকাশ মন্ডলি ও যমীনে তাঁর গুণাবলী বা মর্যাদা সর্বোত্তম এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

রুকূ-৪

২৮. তিনি তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের ব্যাপার হতে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তোমাদের মালিকানাধীন গোলামদের মধ্যে কিছু গোলাম এমন আছে কি যারা আমাদের দেয়া ধন সম্পদে তোমাদের সাথে সমান ভাবে অংশীদার হবে আর তোমরা তাদেরকে তেমনই ভয় করবে যেমন নিজেদের সমান লোকদেরকে ভয় করে থাক?[৭] – এভাবে আমরা আয়াত সমূহকে খুলে খুলে পেশ করে থাকি তাদের জন্যে যারা জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগায়।

৭. সূরা নহলের ৬২ নং আয়াতে এই একই বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে – 'তোমরা নিজেদের সম্পর্কে যখন নিজেদের দাসদের অংশীদার বানাও না, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে এ কথা কেমন করে আসে যে আল্লাহ নিজের উলুহিয়াতে নিজের দাসদের অংশীদার নির্দিষ্ট করেন।'

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ

বরং | অনুসরণ করে | যারা | যুলমকরেছে | তাদের খেয়ালখুশির | ব্যতীত | জ্ঞান | সুতরাং কে | পথ দেখাবে

مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ

যাকে | পথভ্রষ্ট করেছেন | আল্লাহ | এবং | না | তাদেরজন্যে আছে | কেউ | সাহায্যকারীদের | অতঃএব(হে নবী) প্রতিষ্ঠিত কর | লক্ষকে | তোমার

لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ

দ্বীনের জন্যে | একনিষ্ঠভাবে | (সেইদ্বীন) প্রকৃতির | আল্লাহর | যা | তিনি সৃষ্টি করেছেন | মানুষকে

عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ

তারউপর | না (হতে পারে) | কোন পরিবর্তন | সৃষ্টির | আল্লাহর | এটাই | দ্বীন | সত্য-নির্ভুল

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

কিন্তু | অধীকাংশ | লোক | না | তারা জানে

২৯. কিন্তু এই যালেম লোকেরা না বুঝে-শুনে নিজেদের ধারণা-কল্পনার পিছনে ছুটে চলছে। এখন কে সেই ব্যক্তিকে পথ দেখাবে, যাকে আল্লাহই পথভ্রষ্ট করেছেন? এই ধরণের লোকদের তো কেউ সাহায্যকারী হতে পারে না।

৩০. অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসরণকারীরা) একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে প্রতিষ্ঠিত কর, (কেন্দ্রীভূত করে দাও, দাঁড়িয়ে যাও) সেই প্রকৃতির উপর, যার উপর আল্লাহতা'আলা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারে না[৮]। ইহাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে নিজের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাঁর নিজেরই বন্দেগী করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিধারা কারুরই পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মানুষ হচ্ছে 'আল্লাহর দাস'। এই অবস্থা থেকে সে 'আল্লাহর দাস নয়' এমন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে না। এবং 'আল্লাহ নয়' এমন কাউকে 'আল্লাহ গণ্য' করলে যথার্থ পক্ষে সে 'আল্লাহ' হয়ে যেতে পারে না। মানুষ নিজের জন্যে যত সংখ্যক ইচ্ছা উপাস্য গ্রহণ করুক না কেন, এক আল্লাহ ছাড়া মানুষ কারুরই বান্দা নয়। এ আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে-" আল্লাহর সৃষ্টি ধারায় যেন পরিবর্তন না করা হয়।" অর্থাৎ যে প্রকৃতির উপর আল্লাহতা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা বিকৃত ও বিপর্যস্ত করা ঠিক নয়।

৩১. (তোমরা দাঁড়াও এ কথার উপর) আল্লাহর দিকে রুজু করে, ভয় কর তাঁকে এবং নামায কায়েম কর আর সেই মোশরেকদের মধ্যে শামিল হয়োনা।

৩২. যারা নিজেদের দ্বীনকে আলাদা বানিয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে; প্রত্যেকটি দলই নিজের নিকট যা আছে তা নিয়েই মগ্ন হয়ে রয়েছে।

৩৩. লোকদের অবস্থা এই যে যখন তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন নিজেদের রবের দিকে রুজু হয়ে তাঁকে ডাকে। পরে যখন তিনি তাদেরকে নিজের রহমতের খানিকটা স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেন তখন সহসাই তাদের কিছু লোক শিরক করতে শুরু করে দেয়।

৩৪. যেন আমাদের দেয়া অনুগ্রহের না-শোকরী করে, ঠিক আছে, মজা লুটে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫. আমরা কি তাদের উপর কোন সনদ ও দলীল নাযিল করেছি যা এরা যে শিরক্ করছে তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

وَ اِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ

এবং যখন আমরা আস্বাদন করাই লোকদেরকে রহমত তাতে তারা উৎফুল্ল হয় এবং যদি তাদের পৌছে

سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿۳۶﴾

কোন দুর্দশা এ কারণে যা আগে পাঠিয়েছে তাদের হাত তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ

কি তারা দেখে নাই যে আল্লাহ প্রশস্ত করেদেন রিয্ক (তার)জন্যে যাকে তিনি চান আবার সীমিতওকরেন

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاٰتِ

নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর অবশ্যই নিদর্শনাবলী লোকদেরজন্যে (যারা) ঈমানআনে অতএব দাও

ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ

নিকট আত্মীয়কে তার প্রাপ্য ও অভাবগ্রস্তকে ও পথিককে এটা

خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ

উত্তম (তাদের)জন্যে যারা চায় সন্তুষ্টি আল্লাহর এবং ঐ সবলোক তারাই

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

সফলকাম

৩৬. আমরা যখন লোকদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা তা পেয়ে গর্বে ফুলে ওঠে। আর যখন তাদের কৃতকাজের দরুন তাদের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন সহসাই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

৩৭. এরা কি দেখে না যে, আল্লাহই রেযক প্রশস্ত করে দেন যার জন্যে চান এবং সংকীর্ণ করে দেন (যার জন্যে চান)? নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে বহুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্যে।

৩৮. অতএব, (হে ঈমানদার লোকেরা!) আত্মীয়কে তার হক পৌছে দাও আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক[৯])। এ উত্তম পন্থা সেই লোকদের জন্যে যারা আল্লাহর সন্তোষ চায়। আর তারাই কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।

৯. এ বলেননি যে- "আত্মীয়, দরিদ্র ও মুসাফীরকে দান কর"। নির্দেশ করা হয়েছে- এ তাদের হক (প্রাপ্য) যা তোমার পরিশোধ করা উচিত, এবং হক মনে করেই আদায় করা উচিত।

وَ	مَآ	اٰتَيْتُمْ	مِّنْ	رِّبًا	لِّيَرْبُوَاْ	فِيْٓ	اَمْوَالِ
এবং	যাকিছু	তোমরা দিয়ে থাক		সুদ	বৃদ্ধি পায় যেন	মধ্যে	ধন-সম্পদে

النَّاسِ	فَلَا	يَرْبُوْا	عِنْدَ	اللّٰهِ ج	وَ	مَآ	اٰتَيْتُمْ	مِّنْ زَكٰوةٍ
লোকদের	প্রকৃতপক্ষে না	বৃদ্ধি পায়	কাছে	আল্লাহর	এবং	যাকিছু	তোমরা দিয়েথাক	যাকাত

تُرِيْدُوْنَ	وَجْهَ	اللّٰهِ	فَاُولٰٓئِكَ	هُمُ	الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾	اَللّٰهُ
(এ উদ্দেশ্যে যে) তোমরাচাও	সন্তুষ্টি	আল্লাহর	প্রকৃতপক্ষে ঐসবলোক	তারাই	সমৃদ্ধশালী	আল্লাহ (সেই সত্তা)

الَّذِيْ	خَلَقَكُمْ	ثُمَّ	رَزَقَكُمْ	ثُمَّ	يُمِيْتُكُمْ	ثُمَّ	يُحْيِيْكُمْ ط
যিনি	তোমাদের সৃষ্টিকরেছেন	এরপর	তোমাদের রিযিকদিয়েছেন	এরপর	তোমাদের মৃত্যুদেবেন	এরপর	তোমাদের পুনঃজীবিত করবেন

هَلْ	مِنْ	شُرَكَآئِكُمْ	مَّنْ	يَّفْعَلُ	مِنْ	ذٰلِكُمْ	مِّنْ
কি	মধ্যে	তোমাদের (বানানো) শরীকদের	কেউ	করতেপারে	মধ্যে	এগুলোর	কোন

شَيْءٍ ط	سُبْحٰنَهٗ	وَ	تَعٰلٰى	عَمَّا	يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ ع
কিছু	তিনি পবিত্র মহান	এবং	অনেক উর্ধ্বে	(তা)হতে যা	তারা শরীক করে

৩৯. লোকদের অর্থের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে– এই জন্যে তোমরা যে সুদ দাও তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না[১০], আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলতঃ এই যাকাত দানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে।

৪০. আল্লাহই তো তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রেযক দান করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন এবং তিনিই আবার জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসবের কোন একটি কাজও করতে পারে? তিনি পবিত্র মহান, এরা যে শিরক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

১০. সূদের নিন্দায় অবতীর্ণ এ কুরআন মজীদের প্রথম আয়াত। এ সম্পর্কে পরবর্তী বিধানগুলো আলে-ইমরান ১৩ নং আয়াতে, বাকারা ২৭৫-২৭৯নং আয়াতে দ্রষ্টব্য।

ظَهَرَ	الْفَسَادُ	فِي الْبَرِّ	وَ	الْبَحْرِ	بِمَا	كَسَبَتْ	اَيْدِي	النَّاسِ	لِيُذِيْقَهُمْ
ছড়িয়েপড়েছে	বিপর্যয়	স্থলভাগে	ও	জলভাগে	একারণে যা	অর্জন করেছে	হাত	লোকদের	তাদের তিনি যেন আস্বাদন করান

بَعْضَ	الَّذِيْ	عَمِلُوْا	لَعَلَّهُمْ	يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾	قُلْ	سِيْرُوْا
কিছুটা	যা	তারা কাজ করেছে	তারা যাতে	ফিরে আসে	বল (হে নবী)	তোমরা চলেফিরে দেখ

فِي	الْاَرْضِ	فَانْظُرُوْا	كَيْفَ	كَانَ	عَاقِبَةُ	الَّذِيْنَ	مِنْ
মধ্যে	পৃথিবীর	অতঃপর লক্ষ্যকর	কেমন	ছিল	(তাদের) পরিণাম	যারা	

قَبْلُ ؕ	كَانَ	اَكْثَرُ	هُمْ	مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾	فَاَقِمْ	وَجْهَكَ
পূর্বে (ছিল)	ছিল	অধিকাংশ	তাদের	মুশরেক	অতএব(হে নবী) প্রতিষ্ঠিত কর	তোমার লক্ষ্য

لِلدِّيْنِ	الْقَيِّمِ	مِنْ قَبْلِ	اَنْ	يَّاْتِيَ	يَوْمٌ	لَّا	مَرَدَّ لَهٗ
দ্বীনেরপ্রতি	(যা) সঠিক	(এর) পূর্বেই	যে	আসবে	একদিন	নাই (উপায়)	তা টলে যাওয়ার

مِنَ اللّٰهِ	يَوْمَئِذٍ	يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾	مَنْ	كَفَرَ	فَعَلَيْهِ
আল্লাহর পক্ষথেকে	সে দিন (মানুষ)	বিভক্ত হয়ে পড়বে	যে	কুফরীকরবে	তবে (পড়বে) তার উপর

كُفْرُهٗ ۚ	وَ	مَنْ	عَمِلَ	صَالِحًا	فَلِاَنْفُسِهِمْ	يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾
তার কুফরীর (কুফল)	এবং	যারা	কাজকরবে	নেক	তবে তাদের নিজেদেরজন্যে	তারা (সুখ) শয্যা তৈরীকরে

রুকু-৫

৪১. স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন[১১]। যেন তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন। এর ফলে হয়ত তারা ফিরে আসবে।

৪২. (হে নবী!) তাদেরকে বল, যমীনে চলে ফিরে দেখ , পূর্বের লোকদের পরিণতি কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশ মোশরেকই তো ছিল।

৪৩. অতএব (হে নবী!) তোমার লক্ষ্য মজবুতী সহকারে নিবদ্ধ কর সেই সঠিক দ্বীনের প্রতি সেই দিনের আসার আগে যার টলে যাওয়া আল্লাহর তরফ হতে কোনই উপায় নেই। সেদিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর হতে আলাদা হয়ে যাবে।

৪৪. যে ব্যক্তি কুফরী করেছে তার কুফরীর কুফল তার উপরই বর্তিবে। আর যারা নেক আমল করেছে, তারা নিজেদেরই জন্যে(কল্যাণের পথ) পরিষ্কার করছে;

১১. এখানে সেই যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা সে সময়ে পৃথিবীর দুই বিরাট শক্তি ইরান ও রোমের মধ্যে চলছিল।

لِيَجْزِىَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	مِنْ فَضْلِهٖ ط
যেন পুরস্কৃতকরেন	(তাদেরকে) যারা	ঈমানএনেছে	ও	কাজকরেছে	নেকীসমূহে	তাঁর অনুগ্রহে

اِنَّهٗ	لَا	يُحِبُّ	الْكٰفِرِيْنَ ۝٤٥	وَ	مِنْ	اٰيٰتِهٖٓ	اَنْ	يُّرْسِلَ
নিশ্চয়ই তিনি	না	ভালবাসেন	কাফেরদেরকে	এবং	হতে	তাঁর নিদর্শনাবলী	(এও) যে	তিনি পাঠান

الرِّيَاحَ	مُبَشِّرٰتٍ	وَّ	لِيُذِيْقَكُمْ	مِّنْ	رَّحْمَتِهٖ	وَ	لِتَجْرِىَ
বাতাস	সুসংবাদ বাহক হিসাবে	এবং	তোমাদেরকে স্বাদ নেয়ার জন্যে	হতে	তাঁর রহমত	ও	চলে যেন

الْفُلْكُ	بِاَمْرِهٖ	وَ	لِتَبْتَغُوْا	مِنْ	فَضْلِهٖ	وَ	لَعَلَّكُمْ
নৌযান	তাঁর বিধানে	ও	তোমরা যেন সন্ধানকর	হতে	তারঅনুগ্রহ	এবং	তোমরা যাতে

تَشْكُرُوْنَ ۝٤٦	وَ	لَقَدْ	اَرْسَلْنَا	مِنْ قَبْلِكَ	رُسُلًا	اِلٰى	قَوْمِهِمْ
শোকর কর	এবং	নিশ্চয়ই	আমরা প্রেরণ করেছি	তোমার পূর্বে	রসূলদেরকে	প্রতি	তাদের জাতির

فَجَآءُوْ	هُمْ	بِالْبَيِّنٰتِ	فَانْتَقَمْنَا	مِنَ	الَّذِيْنَ	اَجْرَمُوْا ط
তারা অতঃপর এসেছিল	তাদের কাছে	সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে	আমরা অতঃপর প্রতিশোধ নিয়েছি	হতে	(তাদের) যারা	অপরাধকরেছিল

وَ	كَانَ	حَقًّا	عَلَيْنَا	نَصْرُ	الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٤٧
এবং	(এটা) হল	দায়িত্ব	আমাদের উপর	সাহায্যকরা	মু'মেনদেরকে

৪৫. যেন আল্লাহতা'আলা ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

৪৬.তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হল এই যে, তিনি বাতাস পাঠিয়ে দেন সুসংবাদ দানের জন্যে এবং তোমাদেরকে নিজের রহমত দানে ধন্য করার জন্যে। আর এজন্যে যে, নৌকাগুলি তাঁর হুকুমে চলবে এবং তোমরা তার অনুগ্রহের সন্ধান করবে ও তাঁর শোকর আদায় করবে।

৪৭. আমরা তোমার পূর্বে নবী-রসূলদেরকে তাদের জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি। তারা তাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছে। যারা অপরাধ করেছে আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর মু'মেনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।

اَللّٰهُ	الَّذِیْ	یُرْسِلُ	الرِّیٰحَ	فَتُثِیْرُ	سَحَابًا	فَیَبْسُطُهٗ	فِی	السَّمَآءِ	کَیْفَ
আল্লাহ (তিনিই)	যিনি	প্রেরণকরেন	বায়ু	তা ফলে সঞ্চালিত করে	মেঘমালাকে	তা অতঃপর তিনি ছড়িয়ে দেন	মধ্যে	আকাশের	যেমন

یَشَآءُ	وَ	یَجْعَلُهٗ	کِسَفًا	فَتَرَی	الْوَدْقَ	یَخْرُجُ	مِنْ
তিনি চান	এবং	তা করেন	খণ্ড- বিখণ্ড	তুমি অতঃপর দেখতে পাও	বৃষ্টির ফোটা	বেরহয়	হতে

خِلٰلِهٖ ۚ	فَاِذَآ	اَصَابَ	بِهٖ	مَنْ	یَّشَآءُ	مِنْ	عِبَادِهٖٓ	اِذَا
তার ভীতর	অতঃপর যখন	পৌছে দেন	তা	যাকে	চান	মধ্যেহতে	তার বান্দাদের	তখন

هُمْ	یَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾	وَ	اِنْ	کَانُوْا	مِنْ قَبْلِ
তারা	আনন্দিত হয়েযায়	এবং	যদিও	তারাছিল	পূর্বে

اَنْ	یُّنَزَّلَ	عَلَیْهِمْ	مِّنْ قَبْلِهٖ	لَمُبْلِسِیْنَ ﴿٤٩﴾	فَانْظُرْ
(বৃষ্টি) বর্ষণের	তাদের উপর	এর পূর্বে	অবশ্যই নিরাশ	অতঃপর লক্ষ্যকর	

اِلٰٓی	اٰثٰرِ	رَحْمَتِ	اللّٰهِ	کَیْفَ	یُحْیِ	الْاَرْضَ	بَعْدَ	مَوْتِهَا ط
প্রতি	প্রভাবের	অনুগ্রহের	আল্লাহর	কেমনে	জীবিতকরেন	যমীনকে	পর	তারমৃত্যুর

اِنَّ	ذٰلِكَ	لَمُحْیِ	الْمَوْتٰی ۚ	وَ	هُوَ	عَلٰی	کُلِّ	شَیْءٍ	قَدِیْرٌ ﴿٥٠﴾
নিশ্চয়ই	এভাবে	তিনি অবশ্যই জীবন্তকারী	মৃতদেরকে	এবং	তিনিই	উপর	সব	কিছুর	ক্ষমতাবান

৪৮. আল্লাহই বাতাস পাঠিয়ে থাকেন এবং তা মেঘমালাকে উত্থিত করে। পরে তা মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয় যেমন চায় এবং তাকে টুকরা টুকরা করে দেয়। পরে তুমি দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোটা মেঘমালা হতে বিন্দু বিন্দু করে পড়তে থাকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে তার উপর যখন চান বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন, তখন সহসা তারা আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে;

৪৯. অথচ তার বর্ষণের পূর্বে তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছিল।

৫০. আল্লাহর এ রহমতের প্রভাব লক্ষ্য কর, মরে পড়ে থাকা যমীনকে তিনি কিভাবে জীবন্ত করে তোলেন! নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবন দানকারী এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সক্ষম।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ

এবং অবশ্য যদি — আমরা প্রেরণ করি — (এমন) বায়ু — তা ফলে তারাদেখে — হরিৎবর্ণ — তবুওঅবশ্যই লেগে থাকে — তার পরেও

يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ

অকৃতজ্ঞতা করতে — তুমি তাই নিশ্চয়ই — না — শুনাতেপার — মৃতদেরকে — আর — না — শুনাতেপার — বধিরকেও

الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَ مَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ

আহবান — যখন — তারাফিরায় — পৃষ্ঠ সমূহ — এবং — না — তুমি — পথপ্রদর্শক — অন্ধলোকদের

عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا

হতে — তাদের পথভ্রষ্টতা — না — তুমি শুনাতেপার — ব্যতীত — (তাকে) যে — ঈমানআনে — আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি

فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

কারণ তারা — আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)

৫১. আমরা যদি এমন কোন হাওয়া পাঠাই যার ফলে তারা নিজেদের ফসলের ক্ষেতকে হরিৎবর্ণ দেখতে পায় তা হলে তারা কুফরীই করতে থাকে[১২]।

৫২. (হে নবী!) তুমি মৃতদের শুনাতে পারো না[১৩], না সেই বধির লোকদেরকে শুনাতে পারো যারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে থাকে।

৫৩. আর না তুমি অন্ধ লোকদেরকে তাদের গোমরাহী হতে বের করে সত্য-সঠিক পথ দেখাতে পারো। তুমিতো কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারো, যারা আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে ও আনুগত্যের মস্তক নত করে দেয়।

১২. অর্থাৎ তারা আল্লাহকে নিন্দা করতে শুরু করে দেয় ও তাঁর প্রতি অভিযোগ করতে লেগে যায় যে– তিনি আমাদের উপর কেমন বিপদ চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদের উপর নানা নেয়ামত বর্ষণ করেছিলেন সে সময়ে তারা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তার অমর্যাদা করেছিল।

১৩. অর্থাৎ সেই সব লোকের যাদের বিবেক মরেই গিয়েছে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ

(তিনিই) আল্লাহ, যিনি, তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, হতে, দুর্বল অবস্থা, এরপর

جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

দানকরেছেন, পরে, দুর্বলঅবস্থার, শক্তি, এরপর, করে দিয়েছেন

مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَ هُوَ

পরে, শক্তির, দুর্বল, ও, বৃদ্ধ, তিনি সৃষ্টি করেন, যা, তিনিচান, এবং, তিনি

الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এবং, যেদিন, সংঘটিত হবে, কিয়ামত, শপথ করে বলবে

الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا

অপরাধীরা, না, অবস্থানকরেছি, ব্যতীত, মুহূর্তকাল, এরূপেই

يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَ الْاِيْمَانَ لَقَدْ

তারা ধোকাখেয়েছিল, এবং, বলবে, যাদের, দেয়া হয়েছিল, জ্ঞান, ও, ঈমান, নিশ্চয়ই

لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ

তোমরাঅবস্থান করেছিলে, লিখনে, আল্লাহর, পর্যন্ত, দিবস, পুনরুত্থানের, এটাইতো, দিবস

الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

পুনরুত্থানের, কিন্তু, তো যা, তোমরা ছিলে (এমন), না, তোমরা জানতে

রুকূ-৬

৫৪. আল্লাহই তিনি, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করছেন; অতঃপর এই দুর্বলতার পর তোমাদেরকে শক্তি দান করেছেন; পরে এই শক্তির পর তোমাদেরকে দূর্বল ও বৃদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি যাই চান সৃষ্টি করেন। আর তিনি সবকিছুই জানেন, সব জিনিসের উপর শক্তিমান তিনি।

৫৫. আর যখন সেই সময়টি[১৪] এসে পড়বে, তখন অপরাধী লোকেরা শপথ করে বলবে যে, আমরা অল্প সময়ের বেশী অবস্থান করেনি। এমনি ভাবেই তারা দুনিয়ার জীবনে ধোকা খাচ্ছিল।

৫৬. কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা বলবে যে, আল্লাহর লিখনে তো তোমরা পূনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পড়ে রয়েছো। এতো সেই হাশর (পূনরুত্থান) কিন্তু তোমরা জানতে না।

১৪. অর্থাৎ কেয়ামত– যার সংঘটনের সংবাদ দেয়া হচ্ছে।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

অতএব সেদিন না উপকার দেবে (তাদেরকে) যারা যুলমকরেছে তাদের ওযর-আপত্তি আর না তাদের ক্ষমা চাইতে বলা হবে

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

এবং নিশ্চয়ই আমরা পেশ করেছি লোকদেরজন্যে মধ্যে এই কোরআনের প্রকার প্রত্যেক দৃষ্টান্ত এবং অবশ্যই যদি তাদের নিকট তুমি নিয়েআস (যে) নিদর্শনকেই তারা বলবেই যারা কুফরীকরেছে না তোমরা এব্যতীত মিথ্যাশ্রয়ী (বতিল পন্থী)

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

এরূপে মোহর করে দিয়েছেন আল্লাহ উপর অন্তরসমূহের (তাদের) যারা না জানরাখে

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

অতএব সবরকর নিশ্চয়ই ওয়াদা আল্লাহর সত্য এবং না তোমাকে হালকাপায়(যেন) (তারা) যারা না দৃঢ়-বিশ্বাসকরে

ع ৭

৫৭. তাই এ দিনটিই এমন হবে, যেদিন যালেমদেরকে তাদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারই করবে না, আর না তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলা হবে[১৫]।

৫৮. আমরা এই কুরআনে লোকদেরকে নানা ভাবে বুঝিয়েছি। তুমি তাদের নিকট যে নিদর্শনই নিয়ে এস না কেন, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা তো এই বলবে যে, তোমরা বাতিলের উপর রয়েছ।

৫৯. আল্লাহ এমনিভাবে জাহেল লোকদের অন্তরে 'মোহর' মেরে দেন।

৬০. অতএব (হে নবী!) ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা ইয়াকীন (দৃঢ়-বিশ্বাস) আনেনা[১৬] তারা যেন কখনই তোমাকে হাল্কা না পায়।

১৫. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে- তাদের কাছে এও চাওয়া হবে না যে, তোমরা নিজেদের প্রতিপালক প্রভুকে রাযী কর।

১৬. অর্থাৎ শত্রু তোমাকে এরূপ দুর্বল না পায় যে, তাদের হৈ-চৈ দেখে তুমি দমে যাও, অথবা তাদের মিথ্যা দোষারোপ ও কল্পিত প্রচারনা অভিযান দেখে তুমি ভীত হয়ে পড় অথবা তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ দ্বারা তুমি সাহস হারিয়ে ফেল, অথবা তাদের ধমকি, শক্তির প্রদর্শনী ও যুলম নির্যাতনে তুমি ভয় পাও, অথবা প্রলোভনে তুমি প্রতারিত হও।

সূরা লোকমান

নামকরণ

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূতে আপন পুত্রের প্রতি লোকমান হাকীমের নসীহত ও উপদেশ-সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে লোকমান।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচনা ও বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে হয়, সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময় যখন ইসলামী দা'ওআতকে দমন ও প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিরোধীদের তরফ হতে অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করা ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপায় ও পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময়ে বিরুদ্ধতার তুফান তখনো পূর্ণমাত্রায় তীব্র ও কঠিন হয়ে ওঠেনি। ১৪-১৫ আয়াত হ'তে এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে নব দিক্ষীত মুসলিম যুবকদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অধিকারের পর পিতা-মাতার অধিকার নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তারা যদি তোমাদেরকে ইসলাম কবুল করতে বাধা দেয় ও শিরক্-এর দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে, তাহলে তাদের এ কথা কিছুতেই মানবে না। সূরা আন্‌কাবুত-এও এ কথা বলা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ দুটো সূরা একই কালে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু উভয়ের সামগ্রিক ও সমষ্টিগত বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু চিন্তা-বিবেচনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরা লোকমান প্রথমে নাযিল হয়েছে। কেননা তার পটভূমিতে কোন কঠিন বিরুদ্ধতার লক্ষণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সূরা আন্‌কাবুত পাঠ করার সময় স্পষ্ট মনে হয় যে, তার নাযিল হওয়াকালে মুসলমানদের ওপর কঠোর যুলুম ও অত্যাচার চালানো হচ্ছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

শিরক্ যে একটা অর্থহীন, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন ব্যাপার এবং তওহীদই যে একমাত্র সত্য মত ও যুক্তিসম্মত আদর্শ এ সূরায় সে কথাটিই লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাদেরকে দা'ওআত দেয়া হয়েছে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ পরিত্যাগ কর, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে আদর্শ-শিক্ষা আল্লাহর তরফ হতে পেশ করছেন, তা উন্মুক্ত মনে চিন্তা ও বিবেচনা কর এবং চারিদিকের বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে অবস্থিত এবং স্বয়ং নিজেদের আত্ম-সত্তায় নিহিত কত সুস্পষ্ট নিদর্শনই যে এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা খোলা চোখে লক্ষ্য করে দেখ। এ প্রসংগে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এ দা'ওয়াত এমন কোন নতুন আওয়াজ নয় যা আজ দুনিয়ায় বা আরব জগতে এই প্রথমবারাই বুলন্দ করা হয়েছে এবং লোকেরা এটা পূর্বে কোন দিনই শুনেনি, এ এমন ব্যাপার আদৌ নয়। বস্তুত পূর্বের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনাসম্পন্ন লোকেরাও এ কথাই বলতেন যা আজ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলছেন। তোমাদের নিজেদেরই দেশে লোকমান নামে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন অতীত যুগে। তাঁর জ্ঞান–বুদ্ধিসম্মত কথাবার্তা তোমাদের সমাজেই গল্পের মত সকলের মুখে প্রচলিত। তোমরা নিজেদের কথা-বার্তায় তাঁর বিজ্ঞান সম্মত কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিন-রাত উল্লেখ করে থাকো। তাঁর কথা তোমাদের কবি ও বক্তাদের মুখে মুখে সদা উচ্চারিত। তিনি কোন্ সব আকীদা ও কোন্ সব নৈতিক শিক্ষা প্রচার করতেন তা তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখ।

رُكُوْعَاتُهَا ٤ — سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ (٣١) — اٰيَاتُهَا ٣٤

চার তার রুকূ (সংখ্যা) — মক্কী লোকমান সূরা (৩১) — চৌত্রিশতার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে (শুরুকরছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

الٓمّٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝٢ هُدًى وَّ

আলিফ লাম - মীম | এই | আয়াত গুলো | কিতাবের | (যা) জ্ঞানগর্ভ | হেদায়াত (পথনির্দেশনা) | ও

رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝٣ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

রহমত (দয়া স্বরূপ) | সৎকর্মশীলদের জন্যে | যারা | কায়েম করে | নামাজ

وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

ও | দেয় | যাকাত | এবং | তারা | আখেরাতেরউপর | তারাই | দৃঢ়বিশ্বাসকরে

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ

ঐ সব (লোকই) | উপর (প্রতিষ্ঠিত) | হেদায়াতের | তরফ থেকে | তাদের রবের | এবং | ঐসব (লোক) | তারাই

الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

সফলকাম

রুকূ-১

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. ইহা বিজ্ঞান-সম্মত কিতাবের আয়াত-সমূহ[১]।

৩. এ সেই সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত বিশেষ,

৪. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষন করে।

৫. এই লোকেরাই তাদের রবের তরফ হতে সঠিক হেদায়াতের পথে রয়েছে এবং এরাই কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

১. অর্থাৎ এরূপ কিতাবের আয়াত যা জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

وَ	مِنَ	النَّاسِ	مَنْ	يَّشْتَرِىْ	لَهْوَ
এবং	মধ্যথেকে	লোকদের (এমন ও আছে)	যে	ক্রয়করে	মন ভুলানো

الْحَدِيْثِ	لِيُضِلَّ	عَنْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	بِغَيْرِ	عِلْمٍ
কথা	বিভ্রান্ত করার জন্যে	থেকে	পথ	আল্লাহর	ব্যতীত	কোন জ্ঞান

وَّيَتَّخِذَهَا	هُزُوًا	اُولٰٓئِكَ	لَهُمْ	عَذَابٌ	مُّهِيْنٌ ۝٦
এবং গ্রহণকরে তা	বিদ্রূপরূপে	ঐসব (লোক)	তাদেরজন্যে (রয়েছে)	শাস্তি	অপমানকর

وَ	اِذَا	تُتْلٰى	عَلَيْهِ	اٰيٰتُنَا	وَلّٰى	مُسْتَكْبِرًا	كَاَنْ	لَّمْ
এবং	যখন	আবৃত্তিকরাহয়	তার নিকট	আমাদের আয়াত সমূহ	সে মুখ ফিরায়	দম্ভভরে	যেন	নাই

يَسْمَعْهَا	كَاَنَّ	فِىْٓ	اُذُنَيْهِ	وَقْرًا	فَبَشِّرْهُ	بِعَذَابٍ
তা শুনতেপায়	যেন	মধ্যে (আছে)	তারদু'কানের	বধিরতা	অতএব তাকে সুসংবাদ দাও	শাস্তির

اَلِيْمٍ ۝٧
বড় কষ্ট কর

৬. লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মন ভুলানো কথা খরিদ করে আনে[২] যেন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে এবং এই পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে। এ ধরণের লোকদের জন্যে কঠিন ও অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।

৭. তাকে যখন আমাদের আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড় অহংকার সহকারে এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় যেন সে তা শুনতেই পায়নি। যেন তার কান বধির, ঠিক আছে, তাকে এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

২ মূল শব্দ হচ্ছে لهو الحديث অর্থাৎ এরূপ কথা যা মানুষকে তার মধ্যে মগ্ন রেখে অন্য সকল প্রকার জিনিস থেকে গাফেল করে দেয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে নবী করীম (সঃ)-এর নবূয়াতের তবলীগের প্রভাব ও প্রসারতা যখন কোরাইশদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোধ করা গেল না তখন তারা ইরাণ থেকে রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ারের কাহিনী সংগ্রহ করে এনে গল্প-গানের চর্চা শুরু করে দিল ও গায়িকা দাস দাসীদের নিয়ে গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা করলো যাতে লোকে এই সব জিনিসে মশগুল থেকে নবী করীমের কথায় কর্ণপাত না করে।

لَهُمْ	الصّٰلِحٰتِ	عَمِلُوا	وَ	اٰمَنُوْا	الَّذِيْنَ	اِنَّ
তাদেরজন্যে রয়েছে	নেকী সমূহের	কাজ করেছে	ও	ঈমানএনেছে	যারা	নিশ্চয়ই

حَقًّا ط	اللهِ	وَعْدَ	فِيْهَا ط	خٰلِدِيْنَ	النَّعِيْمِ ﴿٨﴾	جَنّٰتُ
সত্য	আল্লাহ	ওয়াদা	তারমধ্যে	চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে	নেয়ামতপূর্ণ	জান্নাতসমূহ

عَمَدٍ	بِغَيْرِ	السَّمٰوٰتِ	خَلَقَ	الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾	الْعَزِيْزُ	هُوَ	وَ
কোন স্তম্ভ	ব্যতীত	আসমানসমূহ	তিনি সৃষ্টিকরেছেন	প্রজ্ঞাময়	পরাক্রমশালী	তিনিই	এবং

بِكُمْ	تَمِيْدَ	اَنْ	رَوَاسِيَ	الْاَرْضِ	فِي	اَلْقٰى	وَ	تَرَوْنَهَا
তোমরাসহ	ঢলেযায়	(এমন না হয়) যে	পর্বতমালা	পৃথিবীর	মধ্যে	স্থাপন করেছেন	এবং	তা তোমরা দেখছো

السَّمَاءِ	مِنَ	اَنْزَلْنَا	وَ	دَآبَّةٍ ط	كُلِّ	مِنْ	فِيْهَا	بَثَّ	وَ
আকাশ	থেকে	আমরাবর্ষনকরেছি	এবং	জীবজন্তু	প্রত্যেক	প্রকার	তারমধ্যে	ছড়িয়ে দিয়েছেন	এবং

خَلْقُ	هٰذَا	كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾	زَوْجٍ	كُلِّ	مِنْ	فِيْهَا	فَاَنْۢبَتْنَا	مَآءً
সৃষ্টি	এটা	উত্তম কল্যাণকর	জোড়াজোড়া (উদ্ভিদ)	প্রত্যেক	প্রকার	তার মধ্যে	আমরাঅতঃপর উদগতকরি	পানি

دُوْنِهٖ ط	مِنْ	الَّذِيْنَ	خَلَقَ	مَاذَا	فَاَرُوْنِيْ	اللهِ
তিনি ছাড়া		(তারা) যারা (আছে)	সৃষ্টিকরেছে	কি	আমাকেতাহলে দেখাও	আল্লাহর

৮. অবশ্য যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে নে'আমতে পূর্ণ জান্নাত-সমূহ নির্দিষ্ট রয়েছে।

৯. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা, আর তিনি মহাশক্তিশালী ও সুবিজ্ঞ।

১০. তিনি আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছেন কোনরূপ স্তম্ভ ব্যতীতই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি যমীনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায়। তিনি সব রকমের জীব-জন্তু যমীনের বুকে বিস্তার করে দিয়েছেন, আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন। এবং যমীনের বুকে রকমারী উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছেন।

১১. এই হল আল্লাহর সৃষ্টি । এখন দেখাও দেখি, তিনি ছাড়া অন্যেরা কি জিনিস সৃষ্টি করেছে-

بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۱﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ

বরং যালেমরা মধ্যে (লিপ্ত) বিভ্রান্তির সুস্পষ্ট এবং নিশ্চয়ই আমরা দিয়ে ছিলাম লোকমানকে

الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ

বিজ্ঞতা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহরই এবং যে (আল্লাহর)কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন মূলতঃ সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۲﴾ وَ اِذْ

তার নিজেরজন্যে এবং যে অকৃতজ্ঞহয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন প্রশংসিত এবং (স্মরণকর) যখন

قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ

বলেছিল লোকমান তারপুত্রকে এবং সেতখন তাকেউপদেশ দিচ্ছিল হে আমারপুত্র না শরীককরো আল্লাহরসাথে (কাউকে)

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۳﴾ وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ

নিশ্চয়ই শিরককরা অবশ্যই যুলম অতিবড় এবং আমরা তাকিদ করেছি মানুষকে

بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ

তারমাতা-পিতার সাথে (সাদচার ও হক বুঝার জন্যে) তাকে (পেটে) বহনকরেছে তার মা কষ্টের উপর কষ্ট (করে) এবং তার দুধছাড়ান

فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۴﴾

মধ্যে দুবছরের যেন শোকরকর আমার এবং তোমার মা-বাপেরও (শুকর করে) আমারই দিকে (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন

আসল কথা হল, এই যালেম লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

রুকু-২

১২. আমরা লোকমানকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম এই উপদেশ দিয়ে যে, আল্লাহর শোকর আদায়কারী হও। যে কেউ (আল্লাহর) শোকর করবে, তার শোকর তার নিজের জন্যেই কল্যাণকর। আর যে কুফরী করে– প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন এবং স্বতঃই প্রশংসিত।

১৩. স্মরণ কর, লোকমান যখন নিজের পুত্রকে উপদেশ দান করছিল , তখন সে বলল, "পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। প্রকৃত কথা এই যে, শেরক অতি বড় যুলমের কাজ"।

১৪. আরো সত্য কথা এই যে, আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার (হক বুঝার) জন্যে নিজ হতেই তাকিদ করেছি! তার মা দুর্বলতার উপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজ পেটে বহন করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে! (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর কর এবং নিজের পিতা-মাতার শোকর আদায় কর। আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।

وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ

এবং | যদি | তোমাকে চাপদেয় | (এর) উপর | যে | তুমি শরীক কর | আমার সাথে | যা | নাই | তোমার কাছে | সে সম্পর্কে

عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

কোন জ্ঞান | তবে না | উভয়ের (কাউকে) মানবে | তবে | উভয়ের সাথে ব্যবহার করবে | মধ্যে | দুনিয়ার | ভালভাবে

وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

এবং | অনুসরণ করবে | পথ | (তার) যে | অভিমুখী হয়েছে | আমারই দিকে | এরপর | আমারই দিকে | তোমাদের প্রত্যাবর্তন (হবে)

فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ

তোমাদেরকে তখন আমিজানিয়েদেব | ঐবিষয় যা | তোমরা কাজ করতেছিলে | হে আমার পুত্র | তানিশ্চয় | যদি | হয়

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ

পরিমান | দানার | সরিষার | হয় অতঃপর | মধ্যে | শীলা-খন্ডে

اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ

অথবা | মধ্যে | আসমানসমূহের | অথবা | মধ্যে | যমীনের | তাকে (বেরকরে) আনবেন | আল্লাহ | নিশ্চয়ই

اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ

আল্লাহ | সূক্ষ্মদর্শী | খুবঅবহিত | হে আমারপুত্র | কায়েমকর | নামাজ | ও | নির্দেশদাও | সৎকাজের

১৫. কিন্তু তারা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্যে– যাকে তুমি জ্ঞান না[৩] চাপ দেয়, তাহলে তাদের কথা কিছুতেই মানতে পারবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেই থাকো। কিন্তু অনুসরণ করবে সেই লোকের পথ যে আমার দিকে ফিরে আছে। পরে তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব তোমরা কি রকম কাজ করতেছিলে।

১৬. (আর লোকমান বলেছিল যে,) "হে পুত্র! কোন জিনিস রেণু-কণার মতোও যদি হয় এবং কোন প্রস্তর-খন্ডের মধ্যে কিংবা আকাশ মন্ডলে বা যমীনের কোথাও লুকিয়ে থাকে, আল্লাহ তাকেও বের করে আনবেন । তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

১৭. পুত্র! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর,

৩. অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞানমতে যে আমার শরীক নয়।

وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰى مَا

এবং | নিষেধকর | থেকে | অসৎকাজ | এবং | সবরকর | (ঐ বিষয়ের) উপর | যা

اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ ﴿۱۷﴾ وَ لَا تُصَعِّرۡ

তোমার উপর আপতিত হবে | নিশ্চয়ই | এটা | অর্ন্তভুক্ত | দৃঢ়সংকল্পের (সাহসের) | কাজসমূহের | এবং | না | ফিরাও

خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ

তোমারমুখ* | লোকদের থেকে | আর | না | চলো | উপর | যমীনের | অহংকার বশত

اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ ﴿۱۸﴾ وَ اقۡصِدۡ

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | না | পছন্দ করেন | কোন | উদ্ধত | অহংকারীকে | এবং | মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর

فِیۡ مَشۡیِكَ وَ اغۡضُضۡ مِنۡ صَوۡتِكَ ؕ اِنَّ اَنۡكَرَ

ক্ষেত্রে | তোমার চলার | এবং | নীচুকর | তোমার কণ্ঠস্বর | নিশ্চয়ই | অধিক অপ্রীতিকর

الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِیۡرِ ﴿۱۹﴾

স্বরসমূহের মধ্যে | অবশ্যই স্বর | গাধার

খারাব কাজ হতে নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন, ধৈর্য ধারণ কর। এ কথাগুলো এমন, যে বিষয়ে খুব তাকিদ করা হয়েছে[৪]।

১৮. লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলোনা, না যমীনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করবে। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।

১৯. নিজের চাল চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের কণ্ঠস্বর কিছুটা খাটো রাখ। সব আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ"

৪. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে- এ বড় সাহসের কাজ।

* صعر خد একটি আরবী বাগধারা, এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফিরান, এটা কাউকে অবজ্ঞা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

أَلَمْ	تَرَوْا	أَنَّ	اللّٰهَ	سَخَّرَ لَكُمْ	مَّا
নাই কি	তোমরা দেখ	যে	আল্লাহ	তোমাদের জন্যে অধীন করে দিয়েছেন	যা

فِي	السَّمٰوٰتِ	وَ	مَا	فِي	الْأَرْضِ	وَ
মধ্যে আছে	আকাশমণ্ডলীর	ও	যা	মধ্যে আছে	পৃথিবীর	এবং

أَسْبَغَ	عَلَيْكُمْ	نِعَمَهُ	ظَاهِرَةً	وَّ	بَاطِنَةً	وَ	مِنَ
সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন	তোমাদের উপর	তার অনুগ্রহসমূহ	প্রকাশ্য	ও	অপ্রকাশ্য	এবং	মধ্যে

النَّاسِ	مَنْ	يُّجَادِلُ	فِي	اللّٰهِ	بِغَيْرِ	عِلْمٍ	وَّ	لَا	هُدًى
লোকদের	কেউ কেউ (এমনও আছে)	বাক-বিতণ্ডা করে	সম্পর্কে	আল্লাহ	ব্যতিরেকে	কোন জ্ঞান	আর	না	কোন হেদায়াত

وَّ	لَا	كِتٰبٍ	مُّنِيْرٍ ⑳
আর	না	কোন গ্রন্থ	দীপ্তমান

রুকু-৩

২০. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসই তোমাদের অধীন-নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন[৫] এবং নিজের প্রকাশ্য ও গোপন নে'আমত-সমূহ তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন? তা সত্ত্বেও অবস্থা এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এমন আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করে– কোনরূপ ইলম (জ্ঞান) বা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) ও কোন আলোপ্রদর্শনকারী কিতাব ছাড়াই।

৫. কোন জিনিসকে কারুর জন্য নিয়ন্ত্রিত করা দুই রকম হতে পারে। প্রথম– জিনিসটিকে তার অধীনস্ত করে দেওয়া ও তাকে ক্ষমতা দেওয়া যেন সে যেভাবে চায় নিজের ইচ্ছামত জিনিসটিকে কাজে লাগাতে ও ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয়– জিনিসটিকে এরূপ নিয়মের অনুবর্তী করে দেয়া যার ফলে তা সেই ব্যক্তির জন্য উপকারী ও লাভদায়ক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার স্বার্থের সেবা করতে থাকে। যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকে আল্লাহতা'আলা মানুষের জন্যে মাত্র এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত করেননি। বরং কতক জিনিস প্রথম অর্থে আমাদের জন্যে নিয়ন্ত্রিত এবং চাঁদ , সূর্য, প্রভৃতি আমাদের জন্য দ্বিতীয় অর্থে নিয়ন্ত্রিত।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
اِذَا	যখন
قِيْلَ	বলা হয়
لَهُمُ	তাদেরকে
اتَّبِعُوْا	তোমরা অনুসরণ কর
مَآ	যা
اَنْزَلَ	নাযিল করেছেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
قَالُوْا	তারা বলে
بَلْ	বরং
نَتَّبِعُ	আমরাঅনুসরণ করব
مَا	যা
وَجَدْنَا	আমরা পেয়েছি
عَلَيْهِ	তারউপর
اٰبَآءَنَا ط	আমার পিতৃ পুরুষদেরকে
اَوَلَوْ	যদিও কি
كَانَ	
الشَّيْطٰنُ	শয়তান (এমন যে)
يَدْعُوْهُمْ	তাদেরকে ডেকে আসছে
اِلٰى	দিকে
عَذَابِ	শাস্তির
السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾	জ্বলন্ত আগুনের (তবুও অনুসরণ করবেই)
وَ	এবং
مَنْ	যে
يُّسْلِمْ	সোপর্দকরে
وَجْهَهٗٓ	তার নিজেকে
اِلَى	কাছে
اللّٰهِ	আল্লাহর
وَ	এবং
هُوَ	সে
مُحْسِنٌ	সৎকর্মপরায়ণ
فَقَدِ	তবে নিশ্চয়ই
اسْتَمْسَكَ	সেশক্ত করে ধরেছে
بِالْعُرْوَةِ	হাতলকে (অর্থাৎ আশ্রয়কে)
الْوُثْقٰى ط	মজবুত
وَاِلَى	দিকে এবং
اللّٰهِ	আল্লাহরই
عَاقِبَةُ	পরিণাম
الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾	সব ব্যাপারের
وَ	এবং
مَنْ	যে
كَفَرَ	কুফরী করল
فَلَا	অতঃপর না যেন
يَحْزُنْكَ	তোমাকে চিন্তিত করে
كُفْرُهٗ ط	তার কুফরী
اِلَيْنَا	আমাদেরই দিকে
مَرْجِعُهُمْ	তাদের প্রত্যাবর্তন (হবে)
فَنُنَبِّئُهُمْ	তাদের তখন আমরা জানিয়ে দেব
بِمَا	ঐ বিষয়ে যা
عَمِلُوْا ط	তারাকরছে
اِنَّ	নিশ্চয়ই
اللّٰهَ	আল্লাহ
عَلِيْمٌ	খুবঅবহিত
بِذَاتِ	অবস্থাসম্পর্কে
الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾	অন্তরসমূহের

২১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, অনুসরণ করে চল সেই জিনিসের যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে আমরা তো মেনে চলব সেই জিনিস যার উপর আমাদের বাপদাদাদের আমরা পেয়েছি। তারা কি সেই জিনিসেরই অনুসরণ করবে, শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকলেও?

২২. যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং কার্যত সৎকর্মশীল হয় সে বাস্তবিকই ভরসার যোগ্য একটি আশ্রয় শক্ত করে ধরল। আর সব ব্যাপারেই চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ।

২৩. অতঃপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে। তাদেরকে তো আমাদের নিকটই ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তাদেরকে বলে দেব তারা কি সব করে এসেছে! নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরে লুক্কায়িত গোপন তত্ত্ব পর্যন্ত জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ	قَلِيْلًا	ثُمَّ	نَضْطَرُّهُمْ	اِلٰى	عَذَابٍ
তাদেরকে আমরা ভোগ করতেদিব	কিছু (কাল)	এরপর	তাদেরকে আমরা বাধ্য করব	দিকে	শাস্তির

غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾	وَ	لَئِنْ	سَاَلْتَهُمْ	مَّنْ	خَلَقَ
কঠিন	এবং	অবশ্যই যদি	তাদের তুমিপ্রশ্নকর	কে	সৃষ্টি করেছেন

السَّمٰوٰتِ	وَ	الْاَرْضَ	لَيَقُوْلُنَّ	اللّٰهُ ؕ	قُلِ	الْحَمْدُ	لِلّٰهِ ؕ
আকাশ মন্ডলী	ও	পৃথিবী	তারা অবশ্যই বলবে	আল্লাহ	বল	সবপ্রশংসা	আল্লাহরই জন্যে

بَلْ	اَكْثَرُهُمْ	لَا	يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾	لِلّٰهِ	مَا	فِى	السَّمٰوٰتِ	وَ
কিন্তু	তাদের অধিকাংশ (লোক)	না	তারা জানে	আল্লাহরই	যা কিছু আছে	মধ্যে	আকাশমন্ডলীর	ও

الْاَرْضِ ؕ	اِنَّ	اللّٰهَ	هُوَ	الْغَنِىُّ	الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾	وَ	لَوْ اَنَّ	مَا
পৃথিবীর	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	তিনিই	অভাবমুক্ত	প্রশংসিত	এবং	যদিহয়	যাকিছু আছে

فِى	الْاَرْضِ	مِنْ	شَجَرَةٍ	اَقْلَامٌ	وَّ	الْبَحْرُ	يَمُدُّهٗ	مِنْۢ
উপর	পৃথিবীর	অর্থাৎ	বৃক্ষাদি	কলমসমূহ	এবং	সমুদ্র (দোয়াত হয়)	তাকে বৃদ্ধিকরে	

بَعْدِهٖ	سَبْعَةُ	اَبْحُرٍ	مَّا	نَفِدَتْ	كَلِمٰتُ	اللّٰهِ ؕ
তার পরেও	সাত	সমুদ্র	(তবুও) না (এবং রবের কথা লেখা হয়)	শেষহবে	কথাগুলো (লেখা)	আল্লাহর

২৪. আমরা কিছুকাল তাদেরকে দুনিয়ার মজা লুটবার সুযোগ দিচ্ছি। পরে তাদেরকে অসহায় করে এক কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাব।

২৫. তোমরা যদি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, যমীন ও আসমান-সমূহ কে সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ! বল, সব প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। কিন্তু এদের অনেক লোকই জানেনা।

২৬. আসমান-সমূহে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, তা সব আল্লাহরই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন এবং নিজে নিজেই প্রংশসিত।

২৭. যমীনে যত গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হত)-তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করত, তাহলেও আল্লাহর কথাগুলি (লেখা) শেষ হবে না[৬]।

৬. এ বিষয় কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় সূরা কাহাফের ১০৯ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্যে এই ধারণা দেওয়া -যে আল্লাহ এতবড় বিশ্বকে অস্তিত্বে এনেছেন তাঁর শক্তি-মহিমার কোন সীমা নেই। তাঁর উলুহিয়াতে কোন সৃষ্টজিনিস কেমন করে অংশীদার হতে পারে?

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় নয় তোমাদের সৃষ্টি আর না তোমাদেরপুনরুত্থান এব্যতীত

كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

যেমন (সৃষ্টি ও পুনরুত্থান) প্রাণী একটিমাত্র নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনেন সব দেখেন কি নাই তুমিদেখ যে

اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ

আল্লাহ প্রবেশকরান রাতকে মধ্যে দিনের ও প্রবেশকরান দিনকে মধ্যে রাতের এবং

سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى

নিয়মাধীন করেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে প্রত্যেকে চলছে পর্যন্ত মেয়াদ নির্দিষ্ট

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ বিষয়ে যা তোমরা করছ খুব অবহিত এটা একারণে যে আল্লাহ

هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ

তিনিই হক এবং (এও) যে যাকে তারা ডাকছে ছাড়া তাঁকে (তা সবই) বাতিল

নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী।

২৮. তোমাদের সব মানুষকে পয়দা করা এবং পুনরায় জীবন্ত করে তোলা তো ঠিক (তাঁর পক্ষে) তেমনই যেমন একটি প্রাণীকে (পয়দা ও পুনরুজ্জীবিত করা) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

২৯. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে দাখিল করে নিয়ে আসেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। সবকিছুই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলছে[৭]। আর (তোমরা কি জান না যে,) তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খুবই অবহিত।

৩০. এ সবকিছু এজন্যে যে, আল্লাহই হলেন হক। আর তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যে সব জিনিসকে তারা ডাকে, সবই বাতিল

৭. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের জন্যে যে জীবন-কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া, সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। কোন জিনিসই না অনাদি না চিরস্থায়ী।

وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ

এবং (এও সত্য) যে | আল্লাহ | তিনিই | সমুন্নত | শ্রেষ্ঠতম সুমহান | তুমিদেখ নাই কি | যে | জলযান

تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ط

চলে | মধ্যে | সমুদ্রের | অনুগ্রহে | আল্লাহর | তোমাদেরদেখান যেন | কিছু | তাঁর নিদর্শনাবলী

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾ وَ اِذَا

নিশ্চয়ই | মধ্যে (আছে) | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | জন্যে প্রত্যেক | ধৈর্যশীলের | কৃতজ্ঞের | এবং | যখন

غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ

তাদের ঢেকে ফেলে | ঢেউ | চন্দ্রাতপের মত | তারাডাকে | আল্লাহকে | বিশুদ্ধ করে

لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط

তাঁরজন্যে | আনুগত্যকে | অতঃপর যখন | তাদেরকেতিনিই উদ্ধারকরেন | দিকে | স্থলের | তখন তাদের মধ্যে | (কেউ কেউ) মধ্যম নীতি গ্রহণ করে

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾

এবং না | অস্বীকারকরে (আর কেউ) | আমাদেরনিদর্শন গুলোকে | এব্যতীত | প্রত্যেক | বিশ্বাসঘাতক | অকৃতজ্ঞ

এবং (এ কারণে যে,) আল্লাহই উচ্চ, মহান ও শ্রেষ্ঠতর।

রুকু-৪

৩১. তুমি কি দেখ না যে, সমুদ্রে জলযান আল্লাহর অনুগ্রহে চলছে, যেন তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেন। আসলে এতে বহু সংখ্যক নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে সবরকারী ও শোকরকারী।

৩২. আর (নদী-সমুদ্রে) যখন চন্দ্রাতপের মতো কোন ঢেউ তাদেরকে ঢেকে ফেলে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে সম্পূর্ণরূপে কেবল তাঁর জন্যে বিশুদ্ধ করে দিয়ে। পরে যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে কুলের দিকে পৌঁছে দেন তখন তাদের মধ্যে কেউ মধ্য-নীতি গ্রহণ করে বসে[৮]। আর আমাদের নিদর্শনাদি অস্বীকার করে কেবল প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।

৮. এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। এর অর্থ যদি সত্য পরায়নতা গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে- তাদের মধ্যে কেউ কেউ সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তৌহিদের উপর কায়েম থাকে। এবং যদি এর অর্থ মধ্যমভাব' ও 'ভারসাম্য' গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে; কতক লোক নিজেদের শেরক ও নাস্তিকতার বিশ্বাস-ধারণায় পূর্ববত দৃঢ় থাকে না। অথবা কতক লোকদের মধ্যে সেই অবস্থায় সৃষ্ট এখলাসের প্রকৃতির মধ্যে শিথিলতা আসে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

হে / লোক সকল / তোমরা ভয় কর / তোমাদের রবকে / এবং / ভয়কর / সেই দিনকে (যখন) / না / বদলা দিবে / কোন পিতা / পক্ষহতে / তার সন্তানের / আর / না / সন্তান / কোন / সে / বদলা দাতা হবে / পক্ষহতে / পিতার / তার / কিছুমাত্র / নিশ্চয়ই / ওয়াদা / আল্লাহর / সত্য / সুতরাং না (যেন) / ধোকায় ফেলে / তোমাদেরকে / জীবন / দুনিয়ার / আর / না / তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে / আল্লাহর ব্যাপারে / কোন ধোকাবাজ (জ্বিন,শয়তান বা মানুষ)*

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

নিশ্চয়ই / আল্লাহ (এমন সত্ত্বা) / তাঁরইকাছে (আছে) / জ্ঞান / কিয়ামতের / এবং / তিনিই বর্ষণ করেন / বৃষ্টি / এবং / তিনিইজানেন / যা কিছু / মধ্যে (আছে) / মাতৃগর্ভ সমূহের / এবং / না / জানে / কোনপ্রাণীই / কি / সে অর্জন করবে / আগামীকাল / এবং / না / জানে / কোনপ্রাণীই / কোন / যমীনে / সে মরবে / নিশ্চয়ই / আল্লাহ / সবকিছু জানেন / সব বিষয়ে অবহিত

৩৩. হে লোকেরা! তোমাদের রবের গযব হতে দূরে সরে থাকো এবং ভয় কর সেই দিনটিকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের তরফ হতে বদলা দিবেনা, না কোন পুত্র-সন্তানই কোনরূপ বদলাদাতা হবে তার পিতার তরফ হতে। বাস্তবিকই আল্লাহর ওয়াদা সাচ্চা[৯]। অতএব এই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, না কোন ধোঁকাবাজ তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে পারে।

৩৪. নিশ্চয়ই সে সময় অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন মা'দের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোন প্রাণীই জানেনা আগামী কাল সে কি কামাই করবে, না কেউ জানে যে, তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে। আল্লাহই সবকিছু জানেন, সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল।

৯. অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি। * অর্থাৎ মানুষ বা জ্বিন শয়তানের যে কেউ।

সূরা আস্ সাজদা

নামকরণ

১৫ নম্বর আয়াতে 'সাজদা' সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তাকেই সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

বর্ণনাভঙ্গী হতে প্রতীয়মান হয়, মক্কী-জীবনের মাঝামাঝি সময়- এবং সেই মাঝামাঝি সময়েরও প্রাথমিক কালে- এ সূরা নাযিল হয়েছিল। কেননা এ সূরাটির পটভূমিতে অত্যাচার, যুলম ও নির্যাতনের তীব্রতা ও কঠোরতা দেখা যায় না- এর পরবর্তী সূরা গুলির পটভূমিতে যেমন দেখা যায়।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

সূরাটির বিষয়বস্তু হল তওহীদ, পরকাল ও রেসালাত সম্পর্কে লোকদের মনে যে সন্দেহ-সংশয় ছিল তা দূর করা এবং এ তিনটি মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনার দাওআ'ত দেয়া। মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে পরস্পর চর্চা করতো- বলাবলি করতো, এ ব্যক্তিতো বড়ই আশ্চর্যজনক কথাবার্তা রচনা করে প্রচার করছে, কখনো মৃত্যুর পরের সময়ের খবরা-খবর দিচ্ছে, আর বলছে- মাটির সঙ্গে মিলেমিশে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত ও পুনরুজ্জীবিত করা হবে, হিসাব-নিকাশ হবে ,জান্নাত-জাহান্নাম হবে। কখনো বলে, এ দেব-দেবী ও বুজর্গ লোক বলতে কিছুই নেই- কেবল এক আল্লাহই আছেন, তিনি একাই মা'বুদ। আবার কখনো বলে, আমি আল্লাহর রসূল, আসমান হতে আমার প্রতি অহী নাযিল হয়। আর এই যে কালাম আমি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি, এ আমার কথা নয় –এ সব আল্লাহর কালাম। এ ব্যক্তি যে সব কথা আমাদেরকে শুনাচ্ছে, এতো বড়ই আশ্চর্যজনক কিসসা-কাহিনী পর্যায়ের কথাবার্তা! –এ সব কাথার জবাব দেয়া হয়েছে এই সূরায় এবং এই এর মূল বক্তব্য।

এর জবাবে কাফেরদের বলা হয়েছে যে, এ কোন সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই আল্লাহর কালাম এবং নবুয়্যতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত ও গাফিলতিতে নিমজ্জিত একটি জাতিকে জাগ্রত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। একে তোমরা 'মনগড়া' বল কেমন করে, যখন তা আল্লাহর নিকট হতে নাযিল হবার ব্যাপারটি সর্বতোভাবে স্পষ্ট?

পরে তাদেরকে বলা হয়েছে, এ কুরআন তোমাদের নিকট যেসব মহাসত্যসমূহ পেশ করে, একটু বুদ্ধিসুদ্ধি খরচ করে চিন্তা করে দেখ, তাতে আশ্চর্যের জিনিস কি আছে? আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনাটাই দেখ না!

তোমাদের নিজেদের জন্ম ও দেহ সংগঠনটাই লক্ষ্য করে দেখ না! তা কি এই নবীর মুখে প্রচারিত কুরআনের শিক্ষার সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না? এ বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যবস্থা হতে তওহীদ প্রমাণিত হয়, না শিরক্? আর এই সমগ্র ব্যবস্থা দেখেও নিজেদের জন্মের ব্যাপারটি চোখের সামনে রেখে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কি এই সাক্ষ্যই দেয় যে, যিনি এখন তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তিনি আবার তোমাদেরকে পয়দা করতে পারবেন না?

এর পর পরকালের একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এবং ঈমানের সুফল ও কুফরের পরিনাম বর্ণনা করে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা যেন খারাব পরিণতি সামনে আসার পূর্বেই কুফরী ত্যাগ করে এবং কুরআনের এ শিক্ষাকে কবুল করে নেয়, যা মেনে নিলে তাদের নিজেদের পরিণামই ভাল হবে।

অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহতা'আলা মানুষের অপরাধের ব্যাপারে সহসা ও চূড়ান্ত আযাব দিয়ে তাকে পাকড়াও করেন না বরং তার পূর্বে ছোট ছোট কষ্ট ও বিপদ মুসীবত, ক্ষতি ও দুঃখ মানুষের উপর এনে দেন, খুব হালকা মত আঘাত দিতে থাকেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে যেতে পারে এবং তার চোখ খুলে যায়। এ আল্লাহতা'আলার একটি অতি বড় নেআ'মত। বস্তুতঃ মানুষ যদি এ প্রাথমিক ঘা খেয়েই সতর্ক হয়ে যায়, তবে তা তাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণ কর হবে।

এর পর বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর নিকট হতে কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারটি এ দুনিয়ায় কোন নতুন ও অভিনব ঘটনা নয়। এর পূর্বে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতিও তো আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছিল, সে কথা তোমরা সকলেই জান। আর এ ব্যাপারটাই বা এমন কি, যে জন্যে তোমরা সকলে কান খাড়া করে বসেছ! এ কথা নিশ্চয়ই জেনো এ কিতাব আল্লাহর তরফ হতেই এসেছে। এখনও ঠিক সে সব ঘটানাই ঘটবে, যা তখন ঘটেছিল। এখন যারা আল্লাহর এ কিতাবকে মেনে নেবে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কেবল তারাই লাভ করবে। আর তাকে যারা অমান্য করবে, ব্যর্থতা ও অসাফল্য তাদের ভাগ্যলিপি হয়েই আছে।

মক্কার কাফেরদেরকে এ সূরায় বলা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশ সফরকালে পুরাতন ধ্বংস-প্রাপ্ত যে সব জাতির জনপদ দেখতে পাও, তাদের এ পরিণতির কথাা তোমাদের অবশ্যই চিন্তা করবে। তোমরা কি তোমাদের নিজেদের জন্য সে রকম পরিণতিই পছন্দ কর? কেবল বাইরের অবস্থা দেখে তোমারা ধোঁকায় পড়ে যেও না। এখন তোমরা দেখছ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথা কতিপয় ছেলে-ছোকরা, গোলাম-ক্রীতদাস ও গরিব-নিস্ব ধরনের লোক ছাড়া আর কেউই শুনছে না, গ্রহণ করছে না; আর চারিদিক হতে তাঁর ওপর কেবল গালাগালি, ভর্ৎসনা, বিদ্রুপ ও ঠাট্টা ব্যাঙ্গোক্তিরই বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। এ দেখে তোমরা মনে করে বসেছ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কথা বুঝি চলবে না– বা কয়েকদিন চলে শেষ হয়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এ তোমাদের দৃষ্টিভ্রম ও অমূলক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের নিজেদের দিনরাতের অভিজ্ঞতা কি এই নয় যে, এখন হয়তো কোন যমীন শস্য ও গাছ-পালা শুণ্য হয়ে পড়ে আছে, তার গর্ভে যে উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা লুকিয়ে আছে, তা বাহ্যত আদৌ মনে হয় না। কিন্তু একবার বৃষ্টি বর্ষিত হলেই তা এমন ভাবে ফুলে ওঠে যে, তার ওপরে উর্বরতার অপূর্ব সমারোহ জেগে উঠতে শুরু করে।

শেষ দিকে নবী করীম (সঃ)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, এ লোকেরা তোমার কথাবার্তা শুনে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে, জিজ্ঞাসা করে, "জনাব, সেই চূড়ান্ত বিজয়টা আপনি কবে লাভ করবেন, তারিখটাই একটু বলুন না?" তাদেরকে বল, "তোমাদের ও আমাদের চূড়ান্ত ফয়সালার দিন যখন এসে পড়বে, তখন ঈমান আনায় কোন ফায়দা হবে না। মেনে নেবার হলে এখনি মেনে নাও। আর যদি চূড়ান্ত ফয়সালারই অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে বসে বসে অপেক্ষা কর।"

رُكُوْعَاتُهَا ٣ — তিন তার রুকু (সংখ্যা)
(٣٢) سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ — মক্কী আস সাজদাহ সূরা (৩২)
اٰيَاتُهَا ٣٠ — ত্রিশ তারআয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ

আলিফ লাম, মীম | অবতরণ (হয়েছে) | (এই) কিতাবের | নাই | সন্দেহ | তারমধ্যে | পক্ষ হতে | রবের

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

বিশ্বজাহানের | কি | তারাবলছে | তা সে মিথ্যা রচনাকরেছে | বরং | তা | সত্য | পক্ষ হতে

رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ

তোমার রবের | তুমি যেন সর্তককর | (এমন) একজাতিকে | না | তাদেরকাছে এসেছে | কোন | সর্তককারী | তোমার পূর্বে

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

তারা সম্ভবত | সঠিকপথে চলবে | (তিনিই) আল্লাহ | যিনি | সৃষ্টিকরেছেন | আকাশসমূহকে

وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

ও | পৃথিবীকে | এবং | যা কিছু | তাদের উভয়ের মাঝে (আছে) | মধ্যে | ছয় | দিনের | এরপর | সমাসীন হন

عَلَى الْعَرْشِ ۗ

উপর | আরশের

রুকূ-১

১. আলিফ লাম-মীম।

২. এই কিতাব নিঃসন্দেহে রব্বুল আ'লামীনের তরফ হতেই নাযিল হয়েছে।

৩. এই লোকেরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি তা নিজেই রচনা করে নিয়েছে? না, এ তোমার রবের তরফ হতে প্রকৃত সত্য যেন তুমি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করতে পার, যার নিকট তোমার পূর্বে অপর কোন সতর্ককারী আসেনি; সম্ভবত তারা হেদায়াত লাভ করতে পারবে!

৪. তিনি আল্লাহই; যিনি আকাশমন্ডলী ও যমীন এবং এই দুয়ের মধ্যে যত জিনিসই আছে, ছয় দিনের মধ্যে পয়দা করেছেন এবং তার পর আরশের উপর আসীন হয়েছেন।

مَا	لَكُمْ	مِّنْ دُوْنِهٖ	مِنْ	وَّلِيٍّ	وَّ	لَا
নাই	তোমাদের জন্যে	তাঁর ছাড়া	কোন	অভিভাবক	আর	না

شَفِيْعٍ ط	اَفَلَا	تَتَذَكَّرُوْنَ ۝	يُدَبِّرُ	الْاَمْرَ	مِنَ
সুপারিশকারী	তবে কি না	তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে	তিনি ব্যবস্থাপনা করেন	সবকাজের	থেকে

السَّمَآءِ	اِلَى	الْاَرْضِ	ثُمَّ	يَعْرُجُ	اِلَيْهِ	فِيْ	يَوْمٍ	كَانَ
আসমান	পর্যন্ত	যমীন	এরপর	পুনরুত্থিত হবে	তাঁরইদিকে	মধ্যে	একদিনের	হবে

مِقْدَارُهٗٓ	اَلْفَ	سَنَةٍ	مِّمَّا	تَعُدُّوْنَ ۝	ذٰلِكَ
যার পরিমান (তোমাদের কাছে)	একহাজার	বছর	সেই (হিসেব) অনুযায়ী যা	তোমরা গণনাকর	তিনিই

عٰلِمُ	الْغَيْبِ	وَ	الشَّهَادَةِ	الْعَزِيْزُ	الرَّحِيْمُ ۝	الَّذِيْٓ
জ্ঞানী	অদৃশ্যের	ও	দৃশ্যের	পরাক্রমশালী	মেহেরবান	যিনি

اَحْسَنَ	كُلَّ	شَيْءٍ	خَلَقَهٗ	وَ	بَدَاَ	خَلْقَ	الْاِنْسَانِ
অতি উত্তম করেছেন	প্রত্যেক	জিনিষকে	তা তিনি সৃষ্টি করেছেন	এবং	সূচনা করেছেন	সৃষ্টি	মানুষের

مِنْ	طِيْنٍ ۝
থেকে	কাদামাটি

তিনি ছাড়া তোমাদের না কেউ সাহায্যকারী ও সমর্থক আছে, আর না আছে কেউ তার নিকট সুপারিশকারী। তবুও কি তোমাদের হুশ হবে না?

৫. তিনিই আসমান হতে যমীন পর্যন্ত সব কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন এবং এই ব্যবস্থাপনার বিবরণ উর্দ্ধে তার সমীপে এমন একদিনে উপস্থিত হয় যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর[১]।

৬. তিনিই সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত ও অতীব দয়াবান।

৭. তিনি যা কিছুই বানিয়েছেন তা খুবই সুন্দর করে বানিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি হতে।

১. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা হাজার বছরের ইতিহাস, আল্লাহতা'আলার কাছে তা যেন এক দিনের কাজ– যার স্কীম আজ ভাগ্য ও নিয়তির কর্মচারীদের কাছে সোপর্দ করা হলে কাল তার কার্য-বিবরণী তাঁরা (ফেরেশতারা) তাঁর (আল্লাহর) সমীপে পেশ করেন, যেন দ্বিতীয় দিনের (অর্থাৎ তোমাদের হিসাব মতে এক হাজার বছরের) কাজ তাঁদের সোপর্দ করা যায়।

ثُمَّ	جَعَلَ	نَسْلَهُ	مِنْ	سُلٰلَةٍ	مِّنْ	مَّآءٍ
এরপর	উৎপন্ন করেছেন	তার বংশ	থেকে	নির্যাস		পানির

مَّهِينٍ ۝٨	ثُمَّ	سَوّٰىهُ	وَ	نَفَخَ	فِيهِ	مِنْ	رُّوحِهٖ	وَ	جَعَلَ
নিকৃষ্ট	এরপর	তাকে সুঠাম করেছেন	ও	ফুকে দিয়েছেন	তার মধ্যে	থেকে	তার রূহ	এবং	দিয়েছেন

لَكُمُ	السَّمْعَ	وَ	الْاَبْصَارَ	وَ	الْاَفْـِٕدَةَ	قَلِيلًا	مَّا	تَشْكُرُونَ ۝٩
তোমাদের জন্যে	শ্রবণশক্তি সমূহ	ও	দর্শনশক্তিসমূহ	ও	অন্তরসমূহ	কমই	যা	তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর

وَ	قَالُوٓا	ءَ	اِذَا	ضَلَلْنَا	فِي	الْاَرْضِ	ءَ	اِنَّا	لَفِيْ	خَلْقٍ
এবং	তারাবলে	কি	যখন	আমরা মিলেমিশে যাব	মধ্যে	যমীনের	কি	আমরা নিশ্চয় (হব)	অবশ্যই মধ্যে	সৃষ্টি

جَدِيدٍ ۝	بَلْ	هُمْ	بِلِقَآئِ	رَبِّهِمْ	كٰفِرُونَ ۝١٠	قُلْ
নতুন	বরং	তারা	সাক্ষাত সম্পর্কে	তাদেররবের	অস্বীকারকারী	বল

يَتَوَفّٰىكُمْ	مَّلَكُ	الْمَوْتِ	الَّذِي	وُكِّلَ	بِكُمْ	ثُمَّ
তোমাদের প্রাণ হরণকরবে	ফেরেশতা	মৃত্যুর	যাকে	নিয়োগকরা হয়েছে	তোমাদের উপর	এরপর

اِلٰى	رَبِّكُمْ	تُرْجَعُونَ ۝١١
দিকে	তোমাদের রবের	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

৮. পরে তার বংশধারা এমন এক বস্তু হতে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই।

৯. পরে তার নাক-কান ঠিক-ঠাক করে দিয়েছেন এবং তাতে তার রূহ ফুকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, চক্ষু দিয়েছেন ও দিল দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই শোকর গুজার হয়ে থাকো।

১০.আর এই লোকেরা বলে, "আমরা যখন মাটিতে মিলে মিশে নিঃশেষ হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন করে পয়দা করা হবে?" আসল কথা হল, এই লোকেরা তাদের রবের সাথে সাক্ষাত হওয়াটাই অবিশ্বাসী।

১১. তাদেরকে বল,"মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরাপুরি নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করে নিবে। পরে তোমাদেরকে তোমাদের রবের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।"

وَ	لَوْ	تَرَىٰٓ	اِذِ	الْمُجْرِمُوْنَ	نَاكِسُوْا
এবং	যদি	তুমি দেখতে	যখন	অপরাধীরা	অবনত করে দাঁড়াবে

رُءُوْسِهِمْ	عِنْدَ	رَبِّهِمْ	رَبَّنَآ	اَبْصَرْنَا	وَ
তাদের মস্তকসমূহ	কাছে	তাদেররবের	(বলবে) হে আমাদেররব	আমরা দেখেছি	ও

سَمِعْنَا	فَارْجِعْنَا	نَعْمَلْ	صَالِحًا	اِنَّا	مُوْقِنُوْنَ ⑫	وَ	لَوْ
আমরা শুনেছি	আমাদের এখন ফেরত পাঠান	আমরা কাজকরব	নেকীর	নিশ্চয়ই আমরা	দৃঢ়বিশ্বাসী	এবং	যদি

شِئْنَا	لَاٰتَيْنَا	كُلَّ	نَفْسٍ	هُدٰىهَا	وَلٰكِنْ	حَقَّ
আমরা চাইতাম	অবশ্যই আমরাদিতাম	প্রত্যেক	ব্যক্তিকে	তার হেদায়াত	কিন্তু	আপতিত হয়েছে

الْقَوْلُ	مِنِّيْ	لَاَمْلَئَنَّ	جَهَنَّمَ	مِنَ	الْجِنَّةِ	وَ	النَّاسِ
(শাস্তির) বাণী	আমার পক্ষহতে	আমি অবশ্যই (যে) পূর্ণকরব	জাহান্নামকে	দিয়ে	জ্বিনদের	ও	মানুষদের

اَجْمَعِيْنَ ⑬	فَذُوْقُوْا	بِمَا	نَسِيْتُمْ	لِقَآءَ	يَوْمِكُمْ	هٰذَا
একসাথে	সুতারাং স্বাদ নাও	একারণে যা	তোমরা ভুলে গিয়েছিলে	সাক্ষাৎ	তোমাদের দিনের	এই

اِنَّا	نَسِيْنٰكُمْ	وَ	ذُوْقُوْا	عَذَابَ	الْخُلْدِ	بِمَا	كُنْتُمْ
নিশ্চয়ই আমরাও	তোমাদের আমরা ভুলে গিয়েছি	এবং	তোমরস্বাদ গ্রহনকর	আযাবের	চিরকালীন	বিনিময়ে যা	ছিলে

تَعْمَلُوْنَ ⑭
তোমরাকাজকরতে

রুকূ-২

১২.তোমরা যদি দেখতে সেই সময়, যখন এই পাপীরা মাথা নত করে নিজেদের রবের সমীপে দাড়াবে। (তখন তারা বলতে থাকবে), "হে আমাদের রব! আমারা খুব ভালকরে দেখে-শুনে নিয়েছি, এখন আমাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। যেন আমরা সৎকাজ করতে পারি। এখন আমাদের মনে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মেছে"।

১৩. (জবাবে বলা হবে) "আমরা চাইলে পূর্বেই প্রত্যেক প্রাণীকে এর হেদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার সেই কথা পূর্ণ হয়ে গেছে যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম ভরে দিব।

১৪. অতএব এখন তোমরা তোমাদের এই কাজের স্বাদ গ্রহণ কর যে, তোমরা এই দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে। আমরাও এখন তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি। চিরকালীন আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়ে"।

إِنَّمَا	يُؤْمِنُ	بِآيَاتِنَا	الَّذِينَ	إِذَا	ذُكِّرُوا
মূলত	ঈমানআনে	আমাদের নিদর্শনাবলীতে	(তারাই) যারা	যখন	উপদেশ দেওয়াহয়

بِهَا	خَرُّوا	سُجَّدًا	وَ	سَبَّحُوا	بِحَمْدِ	رَبِّهِمْ	وَ	هُمْ	لَا
এ দ্বারা	লুটেপড়ে	সিজদায়	ও	তসবীহকরে	প্রশংসাসহ	তাদেররবের	এবং	তারা	না

يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾	تَتَجَافَىٰ	جُنُوبُهُمْ	عَنِ	الْمَضَاجِعِ
অহংকারকরে	আলাদা থাকে	তাদের পিঠগুলো	থেকে	শয্যাগুলো

يَدْعُونَ	رَبَّهُمْ	خَوْفًا	وَ	طَمَعًا	وَ	مِمَّا	رَزَقْنَاهُمْ	يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾
তারাডাকে	তাদেররবকে	ভীতি	ও	আশা(সহ)	এবং	তা হতে যা	তাদেরকে আমরা রিযকদিয়েছি	তারা খরচকরে

فَلَا	تَعْلَمُ	نَفْسٌ	مَّا	أُخْفِيَ	لَهُم	مِّن	قُرَّةِ	أَعْيُنٍ
অতঃপর না	জানে	কোনব্যক্তিই	যা	গোপনরাখা হয়েছে	তাদেরজন্যে		শীতলকারী (জিনিষ সমূহ)	চক্ষুসমূহের

جَزَاءً	بِمَا	كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾	أَفَمَن	كَانَ	مُؤْمِنًا
প্রতিদান হিসাবে	বিনিময়ে যা	তারা কাজ করতেছিল	তবে কি যে	হবে	ঈমানদার

كَمَن	كَانَ	فَاسِقًا	لَّا	يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾
(সে কি তার) মত যে	হয়	ফাসেক (দুষ্কৃতিকারী)	না	তারা সমান হতে পারে

১৫. আমাদের আয়াত-সমূহের প্রতি তো সেই লোকেরা ঈমান আনে যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হয়; "তারা সিজদা অবনত হয় ও নিজেদের রবের হামদ সহকারে তাঁর তসবীহ করে এবং অহংকার করে না।" (সিজদা)

১৬. তাদের পিঠ বিছানা হতে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের রবকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। আর যা কিছু রেযেক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা হতে খরচ করতে থাকে।

১৭. তা ছাড়া তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ তাদের জন্যে চক্ষু শীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নেই।

১৮. এ কি কখনো হতে পরে যে, যে ব্যক্তি মু'মেন সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যাবে, যে ফাসেক দুষ্কৃতিকারী? এই দু'জন সমান হতে পারে না।

الصّٰلِحٰتِ	عَمِلُوا	وَ	اٰمَنُوْا	الَّذِيْنَ	اَمَّا
নেকীসমূহের	কাজকরেছে	ও	ঈমান এনেছে	যারা	(আর তাদের) ব্যাপার

بِمَا	نُزُلًا	الْمَاْوٰى	جَنّٰتُ	فَلَهُمْ
বিনিময়ে যা	আপ্যায়ন হিসেবে	বসবাসের	(রয়েছে) জান্নাত সমূহ	অতঃপর তাদেরজন্যে

فَمَاْوٰىهُمُ	فَسَقُوْا	الَّذِيْنَ	اَمَّا	وَ	كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑲
অতঃপর তাদেরবাসস্থানহবে	ফাসেকীকরেছে	যারা	(তাদের) ক্ষেত্রে	আর	তারা কাজ করতেছিলে

فِيْهَا	اُعِيْدُوْا	مِنْهَا	يَّخْرُجُوْا	اَنْ	اَرَادُوْٓا	كُلَّمَآ	النَّارُ
তারমধ্যে	ফিরিয়ে দেওয়াহবে	তাথেকে	তারা বেরহবে	যে	তারা ইচ্ছে করবে	যখনই	দোজখ

بِهٖ	كُنْتُمْ	الَّذِىْ	النَّارِ	عَذَابَ	ذُوْقُوْا	لَهُمْ	قِيْلَ	وَ
সেসম্বন্ধে	তোমরাছিলে	যা	দোজখের	শাস্তির	তোমরাস্বাদ নাও	তাদেরকে	বলাহবে	এবং

الْاَدْنٰى	الْعَذَابِ	مِّنَ	لَنُذِيْقَنَّهُمْ	وَ	تُكَذِّبُوْنَ ⑳
দুনিয়ার	আযাব (দ্বারা)	কিছু	তাদের অবশ্যই আস্বাদন করাবই আমরা	এবং	মিথ্যারোপকরতে

يَرْجِعُوْنَ ㉑	لَعَلَّهُمْ	الْاَكْبَرِ	الْعَذَابِ	دُوْنَ
ফিরে আসবে	তারা সম্ভবত	বড়	আযাব (আখেরাতের)	ছাড়াও

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে,তাদের কর্মের বদলারূপে তাদের জন্যে তো জান্নাত–সমূহে বসবাসের স্থান রয়েছে মেহমান হিসেবে ।

২০. আর যারা ফাসেকী (দুষ্কৃতির) নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের ঠিকানা হল দোযখ। যখনি তারা তা হতে বের হতে চাইবে, তখন তাতে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এখন এই আগুনের আযাবের স্বাদই গ্রহণ কর যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।

২১. সেই বড় আযাবের আগে আমরা তাদেরকে এ দুনিয়ায়ই (কোন-না কোন ছোট) আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকব, সম্ভবত এরা (নিজেদের বিদ্রোহী আচরণ হতে) ফিরে আসবে।

২২. তার চেয়ে বড় যালেম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দান করা হয় এবং তা সত্ত্বেও সে তা হতে মুখ ফিরায়ে থাকে? এইসব পাপীদের উপর তো আমরা প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব।

রুকু-৩

২৩. এর পূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি অতএব তা লাভ করা সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এ কিতাবকে আমরা বনী-ইসরাঈলের জন্যে হেদায়াতের বিধান বানিয়েছিলাম।

২৪. আর তারা যখন সবর করে এবং আমাদের আয়াত-সমূহের প্রতি ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) আনতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে আমরা এমন সব অগ্রনেতা পয়দা করলাম, যারা আমাদেরই নির্দেশ মত(লোকদের) পথ দেখাত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
নিশ্চয়ই তোমাররব তিনিই ফয়সালা করেদেবেন তাদেরমাঝে দিনে কিয়ামতের

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ
ঐ বিষয়ে যা তারাছিল সেবিষয়ে তারামত-বিরোধ করত (এটাও) কি নাই পথপ্রদর্শনকরে তাদেরকে কতই (না)

أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
আমরা ধ্বংস করেছি তাদেরপূর্বে মধ্যহতে মানব জাতীর তারা বিচরণ করে মধ্যদিয়ে

مَسٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾
তাদেরআবাসভূমিসমূহের নিশ্চয়ই মধ্যে রয়েছে এর অবশ্যই নির্দশনাবলী তবুও কি না তারাশুনবে

أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
কি নাই তারাদেখে যে আমরা প্রবাহিতকরি পানি দিকে ভূমির তৃণ পানি বিহীন ঊষর

فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمْ ۚ
আমরাএরপর বের করি তাদিয়ে শষ্য ফসল খায় তাথেকে তাদের জন্তু-জানোয়ার এবং তারা নিজেরাও

أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾
তবুও কি না তারা লক্ষ্য করবে (বা বুঝবে)

২৫. নিঃসন্দেহে তোমার রবই কেয়ামতের দিন সেই সব কথারই ফয়সালা করে দিবেন, যেসব বিষয়ে (বনী-ইসরাঈল) পরস্পরে মতবিরোধ করতেছিল।

২৬. এই লোকেরা কি (ইতিহাসের এসব ঘটনায়) কোন হেদায়াত পেল না যে, তাদের পূর্বে কত জাতিকেই না আমরা ধ্বংস করেছি যাদের বসবাসের স্থান-সমূহের উপর দিয়ে এখন তারা চলাফেরা করছে? মূলত এতে তো অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে। –এরা কি শুনতে পায় না।

২৭. –তারা কি এই দৃশ্য কখনো দেখেনি যে, আমরা এক তৃণ-পানি বিহীন যমীনের দিকে পানি প্রবাহিত করি এবং পরে সেই যমীনেই এমন ফসল ফলাই যা হতে তাদের জন্তু-জানোয়াররাও খাদ্য লাভ করে, আর তারা নিজেরাও খাবার পেয়ে থাকে? তাহলে তারা কি কিছুই বুঝতে পারেনা?

وَ	يَقُوْلُوْنَ	مَتٰى	هٰذَا	الْفَتْحُ	اِنْ
এবং	তারাবলে	কখন (আসবে)	সেই	ফয়সালা	যদি

كُنْتُمْ	صٰدِقِيْنَ ۞	قُلْ	يَوْمَ	الْفَتْحِ	لَا	يَنْفَعُ	الَّذِيْنَ
তোমরাহও	সত্যবাদী	বল	দিন	ফয়সালার	না	উপকার দেবে	(তাদের) যারা

كَفَرُوْٓا	اِيْمَانُهُمْ	وَ	لَا	هُمْ	يُنْظَرُوْنَ ۞	فَاَعْرِضْ
কুফরীকরেছে	তাদেরঈমানআনা	আর	না	তাদের	অবকাশ দেওয়াহবে	ছেড়ে দাও সুতরাং (এ অবস্থায়)

عَنْهُمْ	وَ	انْتَظِرْ	اِنَّهُمْ	مُّنْتَظِرُوْنَ ۞
তাদেরকে	ও	অপেক্ষাকর	নিশ্চয়ই তারাও	অপেক্ষাকারী

২৮. এই লোকেরা বলে, "এই ফয়সালাটা কখন হবে- যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো?"
২৯. তাদেরকে বল যারা কুফরী করেছে, "ফয়সালার দিনটিতে ঈমান আনা সেই লোকদের জন্যে কিছু মাত্র কল্যাণকর হবে না আর তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না?"
৩০. যাই হোক, এদেরকে এদের অবস্থায়ই ছেড়ে দাও, আর অপেক্ষা কর, এরাও অপেক্ষমানই রয়েছে।

সূরা আল-আহযাব

নামকরণ

এ সূরার ২০ নং আয়াতের ... يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ... "এই এরা মনে করে যে, আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায় নাই" অংশে উল্লেখিত 'আহযাব' (দল) শব্দকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হল- ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত আহযাব যুদ্ধ,- ৫ম হিজরীর জিলক্বাদ মাসে অনুষ্ঠিত বনু কুরাইযার যুদ্ধ এবং ৫ম হিজরীর জিলক্বদ মাসে অনুষ্ঠিত হযরত যয়নবের (রাঃ) সাথে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ। এ ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের ভিত্তিতে এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল সঠিক ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

৩য় হিজরীর শওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধে নবী করীম (সঃ) কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে ইসলামী মুজাহিদদের যে পরাজয় সূচিত হয়েছিল, তার ফলে আরবের মোশরেক, ইহুদী ও মুনাফেকদের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের মনে এ আশা জাগ্রত হয়েছিল যে, ইসলাম ও মুসলমানদের খতম করে দিতে তারা সফলকাম হবে। ওহুদ যুদ্ধের পরে প্রথম বছরই যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা হতেই তাদের বৃদ্ধি পাওয়া দুরন্ত সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায়। ওহুদ যুদ্ধের পর দুমাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত না হতেই নজদের বনী আসাদ গোত্র মদীনা শরীফের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। নবী করীম(সঃ) তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'আবু-সালমা বাহিনী' পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ নামক গোত্র নবী করীম (সঃ)-এর নিকট তাদের এলাকায় গিয়ে ইসলামের প্রচার ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন লোক পাঠাবার জন্য দাবী পেশ করে। নবী করীম(সঃ) তাদের দাবী অনুসারে ছ'জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে পাঠিয় দেন। কিন্তু (জেদ্দা ও রাবেগ -এর মধ্যবর্তী) রাজী নামক স্থানে পৌছিলে হুযাইল গোত্রের কাফেরদের দ্বারা এই নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের উপর আক্রমণ চালান হয়। তাদের মধ্যে চারজনকে শহীদ করা হয় এবং হযরত যুবাইর ইবনে আদি ও হযরত জায়েদ ইবনে দাসেন্না এই দুজনকে মক্কাশরীফে নিয়ে গিয়ে দুশমনদের হাতে বিক্রী করে দেয়। এই সফর মাসে বনী আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদন ক্রমে নবী করীম (সঃ) চল্লিশ বা মতান্তরে সত্তরজন আনসার সমন্বয়ে গঠিত এক ইসলাম প্রচারক বাহিনী নজদ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের সঙ্গেও চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং বনী সুলাইম-এর উসাইয়া, রিয়াল ও যাকওয়ান গোত্রসমূহ 'বিরে মায়ূনা' নামক স্থানে অকস্মাৎ আক্রমণ করে সকলকেই শহীদ করে। এ সময়ই মদীনার ইহুদী বনী নযীর গোত্র অসীম সাহসী হয়ে ক্রমাগত কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমন কি ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবীকরীম (সঃ)-কে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে ফেলে। এর পর ৪র্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাতফানের বনু সা'লাবা ও বনু মুহারিব গোত্রদ্বয় মদীনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তাদের এ ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন করার জন্য স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-কেই অগ্রসর

হতে হয়। এভাবে ওহুদ যুদ্ধে পরাজয় হওয়ার ফলে মুসলমানদের যে শক্তি হ্রাস পেয়েছিল, পরবর্তী সাত আট মাস পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে তার জের চলতে থাকে।

কিন্তু কেবলমাত্র নবীকরীম (সঃ)-এর দৃঢ় বিশ্বাস এবং সাহাবা-এ-কেরামের আত্মদানের গভীর ভাবধারার কারণেই অল্পসময়ের মধ্যে অবস্থার গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কটের কারণে মদীনাবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। চার পাশের সকল মোশরেক কবীলা আক্রমণমূখী হয়ে উঠেছিল। মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী ও মুনাফেকরা কোঁচের সাপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সত্য-প্রাণ মু'মেন রসূলে করীম(সঃ)-এর নেতৃত্বে পরপর এমন কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার ফলে আরব দেশে ইসলামের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবল বহালই হ'ল না, পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ বৃদ্ধিও পেয়ে গেল।

আহযাব যুদ্ধের পূর্ববর্তী যুদ্ধসমূহ

সর্বপ্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ওহুদ যুদ্ধের পরে পরেই। যুদ্ধের পর ঠিক দ্বিতীয় দিনে –যখন অসংখ্য মুসলমান আহত অবস্থায় পড়েছিলেন, অনেক ঘরে নিকটাত্মীয়ের শহীদ হবার কারণে ক্রন্দনের রোল পড়ে গিয়েছিল, নবী করীম(সঃ) নিজেও ছিলেন আহত আর হযরত হামযা (রাঃ)-র শাহাদতের কারণে দুঃখ-ভারাক্রান্ত তখন –নবী করীম (সঃ) ইসলামের জন্যে প্রাণ–উৎসর্গকারী লোকদেরকে আহ্বান জানালেন কাফের সৈনিকদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য অগ্রসর হতে হবে, যেন তারা পথের মাঝখান হতেই ফিরে এসে মদীনার উপর আক্রমণ করে না বসে। রসূলে করীম (সঃ)-এর এই অনুমান ঠিকই ছিল যে কাফের কুরাইশরা উহুদ যুদ্ধে অর্জিত সাফল্য হতে কোন ফায়দা লাভ না করে ফিরে চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু পথে তারা যখন এক স্থানে পৌছে অবস্থান করবে তখন তাদের এ নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদের নিজেদেরই লজ্জিত হতে হবে এবং আবার এসে তারা মদীনার উপর আক্রমণ করে বসবে।এ কারণে নবী করীম (সঃ) তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অনতিবিলম্বে ৬৩০ জন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মুসলমান তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। মক্কার পথে 'হামরাউল' আসাদ নামক স্থানে পৌছে তিনি তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন। তখন এক সহানুভূতিসম্পন্ন অমুসলিম ব্যক্তির মারফতে রসূলে করীম (সঃ) জানতে পারলেন যে, আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন সৈনিক সংগে নিয়ে মদীনা হতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত 'আর-রাওহা' নামক স্থানে অবস্থান করছে। তারা বস্তুতই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিল; কিন্তু নবী করীম (সঃ) এক বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে আসছেন শুনতে পেয়ে তারা নিরুদ্যম হয়ে পড়ে। এর ফলে কেবল মাত্র কুরাইশের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাহস-হিম্মত বিলুপ্ত হয়নি, চতুষ্পার্শ্বের সব শত্রুগণও জানতে পারে যে, একজন অপরিসীম সজাগ ও সাহসী ব্যক্তি মুসলমানদের নেতৃত্ব করছেন এবং মুসলমানগণ তার অংগুলি সংকেতে প্রাণ কোরবান করতেও সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। (সূরা আলে-ইমরাণ এর ভূমিকায় ও ১২২ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)

অতঃপর বনী আসাদ গোত্র মদীনার উপর যখনই অতর্কিত আক্রমণ করার প্রস্তুতি শুরু করলো, নবী করীম (সঃ)-এর নিয়োজিত সংবাদ সরবরাহকারিগণ সংগে সংগেই তাদের এ প্রস্তুতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন তাদের আক্রমণের পূর্বেই নবী করীম (সঃ) হযরত আবু সালমার (উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড় শত লোকের এক বাহিনী তাদের মস্তক চূর্ণ করার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। এ সৈন্য বাহিনী অতর্কিত ভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালায়, তারা দিশেহারা হয়ে নিজেদের সবকিছু যথাস্থানে ফেলে রেখে পলায়ন করে এবং তাদের সব ধন-মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়।

অতঃপর বনী-নযীরের পালা। যে দিন তারা নবী করীম (সঃ)-কে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, সেই দিনই নবী করীম (সঃ) তাদেরকে দশদিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ পাঠান এবং ঘোষনা করেন যে, তার পর তাদের যাকেই এখানে পাওয়া যাবে, তাকেই হত্যা করা হবে। মদীনার মুনাফেকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে উস্কানি দিল যে, তোমরা শক্ত হয়ে বস এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার কর। দু'হাজার লোক দিয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করবো। তা ছাড়া বনী কুরাইযা গোত্র তোমাদের সহায়তা করবে, নজদের বনী-গাতফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় পড়ে তারা নবী করীম (সঃ)-কে বলে পাঠালো যে, তারা নিজেদের স্থান ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তিনি যা করতে পারেন তাই যেন করেন। নবী করীম (সঃ) প্রদত্ত মীয়াদ খতম হওয়ার সংগে সংগেই তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেললেন। তখন তাদের সমর্থকদের মধ্যে কেউই তাদের সাহায্য দানে এগিয়ে আসায় সাহসী হল না। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিনজন লোক একটা উটের উপরে যা কিছু মাল বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারে,তা নিয়ে যাবে; অবশিষ্ট ধন-মাল সব মদীনায় রেখে যাবে। এর ফলে মদীনার উপকন্ঠের পূর্ণ এলাকা যেখানে বনী-নযীর অবস্থান করছিল, তাদের বাগ-বাগিচা জিনিস-পত্র সবকিছু মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং এই বিশ্বাসঘাতক গোত্রের লোকেরা খায়বার, ওয়াদিউল কুরা ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর নবী করীম (সঃ) বনু গাতফান-এর দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন এরাও মদীনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তিনি চারশ লোকের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা হতে বের হন এবং "যাতুর রকা" নামক স্থানে পৌছে তাদের উপর আক্রমণ চালান। এই আকস্মিক আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং কোন প্রকার যুদ্ধ না করেই তারা ঘর-বাড়ী ও মাল-সম্পদ ফেলে রেখে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়।

৪র্থ হিজরীর শাবান মাসে নবী করীম (সঃ) আবু সুফিয়ানের ওহুদ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছিলঃ ان موعد كم بدر للعلم المقبل "আগামী বছর বদর নামক স্থানে তোমাদের সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ হবে।" নবীকরীম (সঃ)-এর জবাবে একজন সাহাবীর দ্বারা ঘোষণা করে দিলেনঃ .... وبينك موعده نعم هى بيننا "আচ্ছা, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একথা ঠিক হয়ে রইল"। এই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নবী করীম (সঃ) ১৫শ সাহাবী নিয়ে বদর নামক স্থানে উপনীত হন। ওদিক হতে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন কিন্তু মাররুলযাহরান (বর্তমান ওয়াদিয়ে ফাতেমা) হতে সামনের দিকে অগ্রসর হবার সাহস পেল না। নবী করীম (সঃ) বদর-এ আটদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এ অবসরে মুসলমানগণ ব্যবসা করে দ্বিগুণ মুনাফা লাভ করেন। এর ফলে ওহুদ যুদ্ধে বিলুপ্ত প্রভাব পুনরুদ্ধার হয় ও প্রবলভাবে জমে বসে। সমগ্র আরব দেশে এ কথা দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যে, এখন একাকী কোরাইশের পক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুকাবেলা করা সম্ভব নয়। (এ আলোচনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফহীমুল কুরআন, সূরা আলে-ইমরানের ১২৪ টীকায় উল্লেখিত হয়েছে)

মুসলমানদের প্রভাব পতিপত্তি বৃদ্ধির আরো একটি কারণ ছিল। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে 'দওমাতুলজান্দাল' (বর্তমান জাওফ) একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ইরাক, মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে ব্যবসায়ী কাফেলা এ স্থান হতেই আসা যাওয়া করতো। এ স্থানের লোকেরা ব্যবসায়ী কাফেলার লোকদের নানা ভাবে কষ্ট দিত, প্রায়ই লূঠ-তরাজ করতো। নবী করীম (সঃ) ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের উচিত

শিক্ষা দানের জন্যে নিজেই অগ্রসর হলেন। তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস পেল না, ফলে পূর্ণ এলাকা ছেড়ে পলায়ন করলো।এতে সমগ্র উত্তর আরবের উপর ইসলামের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হল। সমস্ত গোত্র বুঝতে পারলো যে, মদীনায় যে বিরাট শক্তির সমাবেশ হয়েছে, তার সঙ্গে মুকাবেলা করা একটা দুটো গোত্রের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

আহ্যাব যুদ্ধ

ঠিক এ অবস্থার মধ্যেই আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আসলে এ ছিল আরবের অসংখ্য গোত্রের এক সম্মিলিত আক্রমণ। তারা মদীনার এ উত্থানমূখী শক্তিকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এ আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। বনী নযীর গোত্রের যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মদীনা হতে বিতাড়িত হয়ে আরবে অবস্থান করছিল, এ আক্রমণের প্রস্তাব ও প্রস্তুতি তারাই চালিয়েছিল। তারা চারিদিকে ঘোরাফেরা করে কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্য অসংখ্য গোত্রের লোকদেরকে মদীনার উপর এক সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। তাদেরই চেষ্টার ফলে ৫ম হিজরীর শওয়াল মাসে সমগ্র আরব গোত্রের এক বিরাট সম্মিলিত শক্তি মদীনার ক্ষুদ্র বস্তির উপর আক্রমণ করে। এত বড় শক্তি ইতিপূর্বে কোন দিনই সম্মিলিত হতে পারেনি। এতে উত্তর এলাকা হতে বনী নযীর ও বনী কায়নুকার সেইসব ইহুদীও অগ্রসর হয়ে এল, যারা ইতিপূর্বে মদীনা হতে বহিষ্কৃত হয়ে খায়বার ও ওয়াদিউল কুরায় বসবাস শুরু করেছিল। পূর্বদিক হতে গাতফান-এর গোত্রসমূহ-বনু সুলাইম, ফাযারাহ, মুররাহ, আশজা ও আসাদ প্রভৃতি -অগ্রসর হয়। এবং দক্ষিণ দিক হতে কুরাইশগণ নিজেদের সমর্থক গোত্র সমূহ সমন্বয়ে এক দুরন্ত শক্তি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। এতে তাদের মোট জনশক্তি হয় বারো হাজার।

এ আক্রমণ যদি সহসা এবং আকস্মিকভাবে পরিচালিত হত তবে তা মদীনার পক্ষে বড়ই মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। কিন্তু নবী করীম (সঃ)মদীনায় বেখবর হয়ে বসেছিলেন না, বরং তার নিয়োজিত সংবাদ দাতা এবং ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল লোকেরা-যারা সব গোত্রেই বর্তমান ছিল- শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে তাকে সব সময়ই অবহিত করেছিল।*

এ বিরাট বাহিনী মদীনায় উপনীত হওয়ার পূর্বেই রসূলে করীম (সঃ) ছয় দিনের মধ্যে মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে একটি 'খন্দক' (পরিখা) খনন করিয়ে নেন এবং সালআ পর্বত পশ্চাৎ দিকে রেখে তিন সহস্র সৈনিক সংগে নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়ান। মদীনার দক্ষিণ দিকে বিপুল বাগিচা ছিল (এখনো বর্তমান আছে), এ কারণে এ দিক দিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা,তার উপর দিয়ে কোন ব্যাপক সৈন্য পরিচালনা সহজ ছিল না। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের অবস্থাও এইরূপ ছিল। এ কারণে কেবলমাত্র ওহুদ এর পূর্ব ও পশ্চিম কোণ হতেই আক্রমণ হতে পারতো। নবী করীম (সঃ) এ দিকে পরিখা খনন করিয়ে শহরকে সুরক্ষিত করে নিলেন। মদীনার বাইরে এরূপ একটা পরিখার সম্মুখীন হতে হবে তা কাফেরদের সামরিক পরিকল্পনার মধ্যে আদৌ ছিল না। কেননা এরূপ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

---

* জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুকাবেলায় একটা আদর্শবাদী আন্দোলন এ কারণেই শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠি কেবল স্বীয় জাতীয় লোকদের সমর্থন ও সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কিন্তু একটা আদর্শবাদী আন্দোলন স্বীয় আদর্শমূলক দাওআতের কারণে সর্বদিকে ও সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং স্বয়ং জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে হতেও তার সমর্থনকারী বের করে নেয়।

সম্পর্কে আরবের লোক সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। ফলে তাদেরকে নিরুপায় হয়ে শীতের মৌসুমে এক দীর্ঘ অবরোধ সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হতে হল, যদিও সে জন্য তারা নিজেদের ঘর হতে মোটেই প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে নি।

অতঃপর কাফেরদের জন্যে একটা মাত্র উপায়ই অবশিষ্ট থেকে যায়। আর তা হচ্ছে বনী কুরাইযার ইহুদী গোত্রসমূহকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উস্কানি দেয়া। এরা মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বসবাস করছিল। এদের সঙ্গে মুসলমানদের রীতিমত মিত্রতার চুক্তি ছিল। এ চুক্তির দৃষ্টিতে মদীনার ওপর কোন দিক দিয়ে আক্রমণ হলে মুসলমানদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে তারা বাধ্য ছিল। এ কারণে মুসলমানগণ তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে নিজেদের পুত্র-পরিজনকে বনী কুরাইযাদের অঞ্চলে অবস্থিত রক্ষাকেন্দ্রসমূহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকে প্রকৃত পক্ষে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। কাফেররা মুসলমানদের রক্ষা ব্যবস্থার এ দুর্বলতার দিকটি ভাল করে লক্ষ্য করতে পেরেছিল। তাদের পক্ষ হতে বনী নযীর -এর ইহুদী সরদার হাই ইবনে আখতারকে বনী কুরাইযার নিকট পাঠানো হল এবং তাদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভংগ করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করা হল। প্রথমত তারা এ করতে অস্বীকার করলো এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগই সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু হাই ইবনে আখতার যখন তাদেরকে বললো "দেখ আরবের মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির (হযরত মুহাম্মদ (সঃ)) উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত করে এনেছি, এখনই হচ্ছে এ ব্যক্তিকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তোমরা যদি এ সময়কে অযথা অতিবাহিত করে দাও তবে এরূপ উপযুক্ত সময় আর কখনো পাবে না" তখন ইহুদী মানসিকতার ইসলাম দুশমনী নৈতিক বোধ মানবিক ভাবধারার উপর জয়লাভ করলো এবং বনী কুরাইযা গোত্র চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হল।

নবী করীম (সঃ) এই ব্যাপার সম্পর্কে একেবারে গাফেল ছিলেন না। তিনি সঠিক সময়ে এর খবর পেয়েছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে আনসারদের সরদার সা'আদ ইব্‌নে উবাদাহ্, সা'আদ ইবনে মুয়ায, আবাদুল্লাহ ইব্‌নে রাওয়াহ ও খাওয়াত ইবনে জুবাইরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে পাঠালেন। রওনা হওয়ার সময় তিনি তাদেরকে এ হেদায়াত দিলেন যে, বনী কুরাইযা যদি চুক্তি রক্ষা করে চলতে রাজী হয় তবে ফিরে এসে এ কথা সকল সৈনিকের সম্মুখেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবে। আর তারা যদি চুক্তিভংগ করতেই চায়,তবে ইংগিতে কেবল আমাকেই তা জানিয়ে দিবে, যেন সাধারণ মুসলমান সৈনিক তা শুনে সাহস হারা হয়ে না পড়ে। এ নেতৃবৃন্দ সেখানে পৌছে বনী কুরাইযাকে অত্যন্ত নীচ কাজে উদ্বুদ্ধ ও নিযুক্ত দেখতে পেলেন। তারা এদেরকে প্রকাশ্য ভাবে বলে দিলঃ... لا عقد بيننا و بين محمد و لا عهد ... "আমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যে কোন প্রকার চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি নেই।"

এ কথা শুনে তারা মুসলিম বাহিনীর নিকট ফিরে এলেন এবং ইংগিতে নবী করীম (সঃ) কে বললেনঃ "আদাল ও কারাহ গোত্র 'রাজী' নামক স্থানে ইসলাম প্রচারকদের সঙ্গে ইতিপূর্বে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বনী কুরাইযার লোকেরা এখন ঠিক তাই করতে শুরু করেছে।"

এ দুঃসংবাদ তীব্র গতিতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের মনে এর ফলে অত্যধিক বেদনা ও কাতরতার উদয় হল। কেননা, এখন তারা উভয় দিক দিয়েই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। শহরের যে অঞ্চলে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, আর সকলের সন্তান-সন্ততিও সেখানে অবস্থিত ছিল, সে অঞ্চলই

কঠিন বিপদে পড়ে গিয়েছিল। উপরন্তু মুনাফেকদের তৎপরতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল; তারা ঈমানদার লোকদের নৈতিক ও মানসিক বল নষ্ট করার জন্যে নানা প্রকার মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল। কেউ বললো, আমাদের নিকট কাইজার ও কিসরার দেশ দখল হওয়ার ওয়াদা করা হয়েছিল, অথচ দেখছি, আমরা সাধারণ ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণার্থেও বের হতে পারছি না। কেউ আবার নিজেদের ঘর-বাড়ী বিপন্ন হওয়া এবং তা রক্ষার দোহাই দিয়ে পরিখা ফ্রন্ট হতেই বিদায় গ্রহণ করলো। কেউ কেউ আক্রমণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে নিজেদের বিষয় ঠিকঠাক করে নেবার ও মুহাম্মদ (সঃ)কে তাদের হাতে সোপর্দ করার কথা গোপন প্রপাগান্ডার সাহায্যে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল। বস্তুতঃ এ কঠিন পরীক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই গোপন অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়লো। যার মনে একবিন্দু মুনাফেকীও বর্তমান ছিল, সেও লোকসমক্ষে ধরা পড়ে গেল। এ কঠিন সময় কেবল সত্য ও একনিষ্ঠ দিলের লোকেরাই আত্মোৎসর্গকারী ও অচল-অটল প্রত্যয়-সম্পন্ন প্রমাণিত হলেন।

এ কঠিন মুহূর্তে নবী করীম (সঃ) বনী গাতফানের সংগে সন্ধির কাথাবার্তা বলতে শুরু করলেন এবং মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করতে চাইলেন। কিন্তু সা'আদ ইবনে উবাদাহ, সা'আদ ইবনে মুয়ায প্রমুখ আনসার সরদারগণের সঙ্গে নবীকরীম (সঃ) যখন এই শর্ত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন, তখন তারা বললেন : "হে আল্লাহর রসূল, এরূপ করা কি আপনার ইচ্ছা, না আল্লাহর হুকুম? ....আল্লাহর হুকুম হলে আমরা তা মেনে নিতে বাধ্য। কিংবা আপনি কেবল আমাদের রক্ষার্থে এ প্রস্তাব করছেন?" উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন "আমি কেবল তোমাদের হেফাজতের উদ্দেশ্যেই এরূপ করছি । কেননা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সমগ্র আরব সম্মিলিত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, আমি তাদের পরস্পরকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই"। এ শুনে উভয় সরদারই এক বাক্যে বললেন "আপনি যদি আমাদের খাতিরে এ চুক্তি করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তবে আপনি তা খতম করুন, আমরা যখন মোশরেক ছিলাম তখনকার সময়ও এ সব গোত্র আমাদের নিকট হতে একটা দানাও খাজনা বাবদ আদায় করতে পারেনি। আর এখন তো আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, এখন কি এরা আমাদের খাজনা নিতে পারবে? এখন তাদের ও আমাদের মধ্যে কেবল মাত্র তরবারিই সিদ্ধান্তকারী হবে যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দেন"। এ কথা বলে তারা চুক্তিনামার এ অস্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপি ছিড়ে ফেললেন।

এ সময়ই গাতফান গোত্রের শাখা আশজা গোত্রের ন'ঈম ইবনে মসউদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে রসূলে করীম (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আমার ইসলাম কবুল করার কথা এখনো কেউ জানতে পারেনি, এখন আপনি আমার দ্বারা যে কাজই করাতে চান, আমি তা সম্পন্ন করতে পারি। নবী করীম (সঃ) বললেন "তুমি ফিরে গিয়ে শত্রু বাহিনীর মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি করার কোন উপায় উদ্ভাবন কর*।" এ নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রথমে বনী কুরাইযার নিকট উপস্থিত হলেন। এদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব হতেই যথেষ্ট মেলা-মেশা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন যে, কুরাইশ ও গাতফান কবীলার লোক অবরোধের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চাদাপসারণও করতে পারে, তাতে তাদের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সংগে এখানেই থাকতে হবে। তারা চলে গেলে তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না,যতক্ষণ না এ বহিরাগত কবীলা সমূহের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে বন্ধক স্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবে। বনী কুরাইযার লোকদের মনে একথা বদ্ধমূল হয়ে বসলো এবং তারা মিলিত ফ্রন্টের গোত্র সমূহের নিকট বন্ধক দাবী করার সিদ্ধান্ত করলো। অতঃপর ন'ঈম ইবনে

*এ সময় নবী করীম (সঃ) বলেছিলেনঃ. الحرب خدعة — "যুদ্ধে ধোঁকা দেয়া সম্পূর্ণ বিধিসংগত।"

মসউদ কুরাইশ ও গাতফান সরদারদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাদের নিকট বললেন যে, বনী কুরাইযার লোকেরা কিছুটা দুর্বলতা দেখাতে শুরু করেছে বলে মনে হয়। তারা হয়তো তোমাদের নিকট বন্ধক স্বরূপ কয়েক ব্যক্তির দাবী পেশ করবে এবং তাদেরকে মুহাম্মদের নিকট আটক রেখে তার সঙ্গে সন্ধি করে নেবে এবং এ অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই তাদের সঙ্গে খুবই সতর্কতার সাথে কথাবার্তা বলা উচিত। ফলে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বনী কুরাইযা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযা সরদারদের নিকট সংবাদ পাঠালো যে, এ দীর্ঘ অবরোধ ব্যবস্থায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এখন এক চূড়ান্ত যুদ্ধ হওয়া একান্তই আবশ্যক। আগামী কাল তোমরা ঐদিক হতে আক্রমণ কর আর এদিক হতে আমরা মুসলমানদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করবো। বনী কুরাইযা এর জবাবে বলে পাঠালো যে, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে আমাদের নিকট বন্ধক স্বরূপ না রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারি না। এ জবাব শুনে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে ন'ঈমের কথা সত্য। তারা বন্ধক দিতে অস্বীকার করলো। এর দরুন বনী কুরাইযার লোকেরা বুঝতে পারলো যে, নঈম আমাদেরকে খুব ভাল পরামর্শই দিয়েছিলেন। ফলে এ সামরিক চাল সর্বতোভাবে সাফল্যমন্ডিত হল এবং এ দুশমনদের শিবিরে ভাংগন সৃষ্টি করলো।

এভাবে অবরোধ ২৫ দিন হতেও দীর্ঘ মীয়াদী হয়ে গেল। এটা ছিল শীতকাল। এতবড় সৈন্যবাহিনীর জন্যে পানি, খাদ্য ও জন্তু-জানোয়ারের রসদ সংগ্রহ করা কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল। পরস্পরের মধ্যে ভাংগন ধরার দরুণ অবরোধকারীদের সাহস-উদ্যমেও ভাটা পড়তে লাগলো। এ অবস্থায় সহসা এক রাতে প্রচন্ড ঝড় আসলো; এতে শীতের প্রকোপ, বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রের গর্জন ছিল। চারিদিক এমন কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেললো যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা গেল না। ঝড়ের তান্ডবে শত্রু বাহিনীর তাবু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, তাদের মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি হল। তারা আল্লাহর কুদরতের এ কঠিন আঘাত সহ্য করতে পারলো না। রাত থাকতে থাকতেই সকলে পলায়নপর হয়ে নিজ নিজ ঘরের দিকে চলে গেল। সকাল বেলা মুসলমানগণ যখন জাগ্রত হলেন, তখন ময়দানে একজন শত্রুও বর্তমান ছিল না। নবী করীম (সঃ) এ দেখে সংগে সংগে বলে উঠলেনঃ لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم অতঃপর কোরাইশের লোকেরা কখনো তোমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না, তোমারাই তাদের উপর চড়াও হবে।"

এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম (সঃ)-এর অনুমান ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেবল কোরাইশ নয়, সমগ্র দুশমন কবীলা সম্মিলিতভাবে ইসলামের উপর শেষ আক্রমণ চালিয়েছিলে। তাতে পরাজিত হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে মদীনার উপর অতঃপর কোন আক্রমণ চালাবার বিন্দুমাত্র সাহস অবশিষ্ট রইল না। এখন আক্রমণ করার (**OFFENSIVE**) শক্তি দুশমনেদের নিকট হতে বিচ্যুত হয়ে মুসলমানদের হস্তগত হয়ে গেল।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে নবী করীম (সঃ) যখন নিজ ঘরে পৌছিলেন, তখন যোহরের সময় হযরত জিবরাইল (আঃ) এসে হুকুম শুনালেনঃ "এখনি হাতিয়ার পরিত্যাগ করা ঠিক নয়, বনী কুরাইযার ব্যাপারটা এখনো বাকী রয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারটাও এখনই চুকিয়ে নেয়া আবশ্যক"। এ নির্দেশ পেয়েই নবী করীম (সঃ) অনতিবিলম্বে ঘোষনা করলেনঃ "যারাই আনুগত্যশীল আছ, তারা যেন বনী কুরাইযার অঞ্চলে না পৌছে আসরের নামায না পড়ে"। এ ঘোষণা প্রচারের সংগে সংগেই নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে এক বাহিনী সহকারে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে বনী কুরাইযার অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন সেখানে পৌছিলেন, তখন ইহুদী লোকেরা গৃহের ছাদে উঠে নবী করীম (সঃ) এবং মুসলমানদের উপর গালাগালের বৃষ্টি

বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তারা যে মূল লড়াইয়ের সময় চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মদীনার সমগ্র জনতাকে কঠিন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল, এ মারাত্মক অপরাধের শাস্তি হতে তারা কি করে বাঁচতে পারে! হযরত আলী (রাঃ)-র বাহিনী দেখে তারা মনে করছিল যে, তাদেরকে শুধু ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে। কিন্তু একটু পরেই রসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বে যখন সমগ্র ইসলামী বাহিনী তথায় উপনীত হল এবং গোটা এলাকাকে পরিবেষ্টন করে নিল, তখন তাদের প্রাণ উড়ে গেল। অবরোধের তীব্রতা তারা দু'তিন সপ্তাহের অধিক কাল সহ্য করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত তারা নিম্নোক্ত শর্তে নিজেদেরকে রসূলে করীম (সঃ)-এর হাতে অর্পন করলঃ "আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) তাদের সম্পর্কে যে ফয়সালাই করে দিবেন, তা উভয় পক্ষ মেনে নেবে।"

হযরত সা'আদ (রাঃ)-কে তারা সালিস মেনেছিল এ আশায় যে, জাহেলীয়াতের যুগে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই সে কথা মনে রাখবেন এবং সেদিকে খেয়াল রেখেই কথা বলবেন। আর ইতিপূর্বে বনু কায়নুকা ও বনী নযীর গোত্রদ্বয়কে যে ভাবে মদীনা হতে চলে যেতে দেয়া হয়েছিল, অনুরূপভাবে তাদেরকেও যেতে দেয়া হবে। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা'আদের নিকট মিত্র গোত্রের প্রতি উদার নীতি গ্রহণের জন্যে দাবী জানাচ্ছিল, কিন্তু হযরত সা'আদ একটু পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, মদীনা হতে যে দুটো গোত্রকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল, তারা কিভাবে চতুর্দিকের সমগ্র গোত্র-কবীলাকে উত্তেজিত করে দশ-বারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল। উপরন্তু এই শেষ পর্যায়ের ইহুদী কবীলা বহিরাক্রমণের কঠিণ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল, হযরত সা'আদ তাও ভুলতে পারেননি। এসব কারণেই তিনি ফয়সালা করে দিলেন যে, বনী কুরাইযার সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে দাস করে নেয়া হবে এবং তাদের যাবতীয় ধন সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এ ফয়সালাকে কার্যকর করা হল। মুসলমানগণ যখন বনী কুরাইযার মূল ভুখন্ডে প্রবেশ করলেন তখন জানা গেল যে, বিগত পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে এ বিশ্বাস ঘাতকরা ১৫শ তরবারি, তিনশ বর্ম, দু'হাজার বল্লম এবং ১৫শ ঢাল সংগ্রহ করে নিয়েছিল। আল্লাহ যদি মুসলমানদের সহায়তা না করতেন, তাহলে যে সময় মোশরেকেরা চূড়ান্তভাবে পরিখা অতিক্রম করে বসতো, ঠিক সে মুহূর্তে পিছন দিক হতে আক্রমণ করার জন্য এসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হত। এ কথা জেনে নেবার পর বনী কুরাইযা সম্পর্কে হযরত সা'আদের ফয়সালার যথার্ততায় এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ থাকতে পরে না।

সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলী

ওহুদ ও আহযাব এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে দু'বছরের ব্যবধান ছিল। এ মধ্যবর্তী সময় ছিল অত্যন্ত হাংগামার সময়। এ জন্যে নবী করীম (সঃ) এবং সাহাবা-এ-কেরাম এ সময় একদিনের জন্যেও শান্তি, নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু এ গোটা সময়েও নবতর মুসলিম সমাজ সংগঠন এবং সঠিক ভাবে জীবনকে সংশোধন করার কাজ নিরন্তর চলছিল। এ সময়ই মুসলমানদের বিবাহ-তালাক সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রায় সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে। মীরাসী আইন প্রণয়ন করা হয় , শরাব ও জুয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়, জীবন ও জীবিকার অন্যতর ক্ষেত্রের বহুবিধ নতুন বিধান প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হয়।

এ পর্যায়ে সবচেয়ে বড় সংশোধনযোগ্য সমস্যা ছিল পালক পুত্র বানাবার ব্যাপার। আরবের কোন লোক যাকে পালক পুত্র বানিয়ে নিত, তাকে সে একেবারে আপন ঔরসজাত সন্তান মনে করতো। তাকে মীরাসের অংশ দেয়া হত, মুখ-ডাকা মা ও মুখ-ডাকা বোন আপন সন্তান ও ভায়ের মতই সম্পর্ক রাখতো। মুখ-ডাকা পিতার কন্যার এবং এ পিতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর বিবাহ তার সঙ্গে তেমনি হারাম মনে করা হত, যেমন আপন মা ও বোনের সংগে বিবাহ হারাম। মুখ-ডাকা পুত্র মরে গেলে কিংবা সে তার স্ত্রীকে তালাক দিলেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। মুখ-ডাকা পিতার পক্ষে সেই স্ত্রী আপন পুত্রবধুর মতই নিষিদ্ধ হত। ফলে এ সব রসম-রেওয়াজের সঙ্গে প্রতি পদে পদে নিকাহ-তালাক ও মীরাস সংক্রান্ত যে সব আইনের সংঘর্ষ বেধে যেত, তা আল্লাহতা'আলা সূরা আল বাকারা ও সূরা নিসায় পূর্বেই নির্ধারিত করেছেন। আইনের দৃষ্টিতে প্রকৃত পক্ষে যারা মীরাসের উত্তরাধিকারী হত, এ রসম তাদেরকে বঞ্চিত করে এমন ব্যক্তিকে অংশ দান করতো, যারা আদৌ কোন মীরাসের অধিকারী ছিল না। যে সব নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হালাল ছিল, এ রসম তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হারাম করে দিত। আর সর্বোপরি ইসলামী আইনে যে সব নৈতিক চরিত্রহীনতাকে বন্ধ করতে চাইত, এ রসম তাদের ব্যাপক বিস্তারলাভে সাহায্য করতো। কেননা, রসম হিসাবে মুখ-ডাকা আত্মীয়তার যতই পবিত্রতার ভাব-ধারায় সৃষ্টি করা হোক না কেন মুখ-ডাকা মা-বোন ও কন্যা প্রকৃত মা-বোন ও কন্যার মতো কিছুতেই হতে পারে না। এ কৃত্রিম আত্মীয়তার রসমী পবিত্রতার উপর নির্ভর করে নর-নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের ন্যায় অবাধে মেলা-মেশার সুযোগ দেয়া হয়, তখন তারা নানাবিধ মারাত্মক পরিণাম সৃষ্টি না করে পারে না। এ সব কারণে ইসলামের বিবাহ-তালাক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন এবং জ্বেনা হারাম হওয়া, আইনের দৃষ্টিতে পালকপুত্রকে প্রকৃত সন্তানের মত মনে করার ভ্রান্তি চিরতরে দূর করে দেয়া একান্ত আবশ্যক ছিল।

কিন্তু মুখ-ডাকা আত্মীয়তা কোন প্রকৃত আত্মীয়তা নয়- আইনগত হুকুম হিসেবে কেবল এতটুকু কথা বলে দিলেই এতবড় একটা ভ্রান্তি কিছুতেই দূরীভূত হয়ে যেত না। শতাব্দীকালের পুঞ্জীভূত সংস্কার নিছক একটা কথা দ্বারা বদলে দেয়া যায় না। একটা আইন হিসেবে লোকেরা এ মেনে নিলেও মুখ-ডাকা মা ও পুত্রের মধ্যে মুখ-ডাকা ভাই ও ভগ্নির মধ্যে, মুখ-ডাকা পিতা ও কন্যার মধ্যে, মুখ-ডাকা শ্বশুর ও পুত্রবধুর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে লোকেরা ঘৃণার চক্ষেই দেখতো। অথচ তাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশার কিছু না কিছু নিয়ম অবশিষ্ট থেকেই যেত। এ কারণে কার্যত বদ-রসম ভংগ করা একান্ত আবশ্যক ছিল। আবশ্যক ছিল যে, স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-ই কার্যতঃ এই বদ-রসমকে ভেঙে চূর্ণ করে দেবেন। কেন না, যে কাজ স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ) করবেন, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ীই করবেন, সে কাজ সম্পর্কে কোন মুসলমানের মনেই একবিন্দু ঘৃণাবোধ বর্তমান থাকতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাব যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে নবী করীম (সঃ) কে স্বীয় মুখ-ডাকা পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করার নির্দেশ আল্লাহর তরফ হতে দেয়া হয়। তিনি এ হুকুম পালন করেন বনী কুরাইযা অবরোধের সময় (সম্ভবত তার ইদ্দৎ শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা এবং সামরিক ব্যস্ততার কারণে এ কাজে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল)।

যয়নব(রাঃ) এর বিবাহ সম্পর্কে অপপ্রচারের প্লাবণ

এ বিবাহ সম্পন্ন হবার পর পরই রসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচার-প্রোপাগান্ডার এক আকস্মিক প্লাবণ সৃষ্টি হয়। মোশরেক, মুনাফেক ও ইহুদী সকলেই রসূল (সঃ)-এর উর্পযুপরি সাফল্যের কারণে ক্রোধ ও আক্রোশের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছিল। ওহুদের পর আহযাব ও বনী কুরাইযা পর্যন্ত দু'বছরের মধ্যে তারা

যেভাবে আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছিল, তার ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। প্রকাশ্য ময়দানে লড়াই করে রসূল (সঃ)-কে পরাজিত করতে পারবে, এমন কোন আশা-ভরসা তাদের ছিল না। তারা এ হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তারা রসূলে করীম (সঃ)-এর এ বিবাহের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্যে আল্লাহ-প্রদত্ত একটা সুযোগ মনে করলো এবং মনে করলো যে, তারা হযরতের প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভের মূল উৎস যে নৈতিক প্রাধান্য তা এখন খতম করে দিতে পারবে। তাই তারা কল্পিত কাহিনী প্রচার করতে লাগলো যে, মুহাম্মদ (সঃ) (নাউযুবিল্লাহ) পুত্র-বধুকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। পুত্র এ প্রণয় ও আসক্তির কথা জানতে পেরে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিল এবং পিতা তার বধুকে বিবাহ করে নিল। অথচ এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। হযরত যয়নব নবী করীম (সঃ)-এর ফুফাতো ভগ্নি ছিলেন। শৈশব হতে যৌবনকাল পর্যন্ত তার সমস্ত জীবন রসূলে করীম (সঃ)-এর সম্মুখে অতিবাহিত হয়েছে। কোন এক সময় তাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তা ছাড়া রসূল (সঃ) স্বয়ং বার বার বলে কয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে তার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন।

কুরাইশ বংশের অভিজাত ঘরের একজন মেয়েকে এক মুক্ত গোলামের সঙ্গে বিবাহ দিতে সমগ্র পরিবারটিই সম্পূর্ণ নারাজ ছিল। হযরত যয়নব নিজেও এই বিবাহে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশে সকলেই রাজী হতে বাধ্য হলেন। অতঃপর হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন করে সমগ্র আরবে এ দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন যে, ইসলাম একজন মুক্ত গোলামকে উপরে তুলে মনিবদের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। নবী করীম (সঃ)-এর কোন আকর্ষণ যদি হযরত যয়নবের প্রতি বাস্তবিকই থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসের সঙ্গে তাকে বিবাহ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলনা। তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরুদ্ধবাদী লোকেরা এসব বাস্তব সত্যকে অগ্রাহ্য করে প্রেমের একটা কল্পিত কাহিনী রচনা করে তার সঙ্গে নুন-ঝাল মিশিয়ে চতুর্দিকে প্রচার করে দিল। এ মিথ্যা প্রচারণার শিংগা এত প্রবল ও ব্যাপকভাবে ফুকলো যে, মুসলমানদের মধ্যেও তাদের এ মনগড়া কল্পিত কাহিনী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো।

পর্দার প্রাথমিক বিধান

শত্রুদের মনগড়া প্রেমকাহিনী মুসলমানদের মুখেও প্রচারিত হওয়ায় এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হচ্ছিল যে, সমাজের মধ্যে যৌন উত্তেজনা, লালসা ও কলুষপূর্ণ ভাবধারা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেশী হয়ে উঠেছে। অন্যথায় রসূল (সঃ)-এর ন্যায় পবিত্র ও মহান ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারার ভিত্তিহীণ ও অশ্লীল মনগড়া কাহিনীর প্রতি সমাজের কোন লোকের পক্ষে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করাও সম্ভব হতনা, মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কথা। ঠিক এটাই ছিল পর্দা সংক্রান্ত সংশোধন মূলক আইন-বিধানকে ইসলামী সমাজে প্রাথমিক ভাবে জারী করার উপযুক্ত সময়। আর এ সূরা দ্বারাই এ বিধান জারী করার সূচনা করা হয়। এবং এর এক বছর পর সূরা 'নূর' নাযিল করে এর পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। আর এ ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ)-র উপর মিথ্যা দোষারোপের এক বিরাট ফেতনার সময় (সূরা নূর-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

রসূলে করীম (সঃ)-এর পারিবারিক জীবন

এ সময় আরো দুটো বিষয় মীমাংসার অপেক্ষায় ছিল। যদিও বাহ্যত তার সম্পর্ক ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে । কিন্তু যে মহান সত্তার জান-প্রাণ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় একান্তভাবে নিয়োজিত নিরন্তর সেই চেষ্টায়ই মশগুল তাঁর পারিবারিক জীবণে শান্তি ও স্বস্তি স্থাপন, তাঁকে সকল প্রকার

অশান্তি ও তিক্ততা হতে মুক্ত রাখা এবং লোকদের সন্দেহ-সংশয় হতেও তাকে রক্ষা করা যেন দ্বীন ইসলামেরই একটি জরুরী ব্যাপার ছিল। এ কারণে আল্লাহতা'আলা সরাসরিভাবে এই দুটো বিষয়কে নিজ ব্যবস্থাধীন করে নেন।

প্রথম সমস্যা ছিল এই যে, এ সময় রসূলে করীম (সঃ) অত্যন্ত আর্থিক অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রাথমিক চার বছর পর্যন্ত তো তার জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যাবস্থাই ছিল না। ৪র্থ হিজরী সনে বনী নযীর গোত্রকে বহিষ্কার করণের পর তাদের পরিত্যক্ত জমি-ক্ষেতের একটা অংশ আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেকই তার প্রয়োজন পূরণার্থে নির্দিষ্ট করে দেয়া হল। কিন্তু তা তার সংসারের প্রয়োজন পূরণে মোটেই যথেষ্ট ছিল না। এদিকে নবূয়্যতের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য এত বিরাট ও ব্যাপক ছিল যে, তা তাঁর দেহ, মন ও মগজের সমগ্র শক্তি এবং তাঁর প্রতিমুহূর্ত সময় সম্পূর্ণ শুষে নিচ্ছিল। ফলে তিনি স্বীয় জীবিকার জন্যে একমুহূর্ত চিন্তা বা চেষ্টা করার অবকাশ পেতেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ অর্থাভাবের দরুন তার মনের সান্ত্বনায় ব্যাঘাত ঘটাতেন, তখন তার মনের উপর দ্বিগুণ দুর্বহ বোঝা চেপে বসতো।

আর দ্বিতীয় সমস্যা এই ছিল যে, হযরত যয়নবের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে রসূলে করীম (সঃ)-এর চারজন স্ত্রী বর্তমান ছিলেন। তারা হচ্ছেন হযরত সাওদা, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা ও হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নব ছিলেন রসূলে করীম (সঃ)-এর পঞ্চম স্ত্রী। এ অবস্থায় বিরোধী দল এক কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং মুসলমান জন সাধারণের মনেও তার দরুন নানাবিধ সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হতে থাকে। তা এই যে, অপরের জন্যে তো এক সময় চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে,কিন্তু রসূল (সঃ) নিজে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলেন এ কিরূপে সম্ভব হল?

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

সূরা আহযাব নাযিল হওয়ার সময় ঠিক এ সব সমস্যাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং এ সূরায় এসব বিষয়েরই কথা বলা হয়েছে।

সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু ও পটভূমির প্রতি দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার মনে হয় যে, এ সম্পূর্ণ সূরাটা একটা মাত্র ভাষণ নয় এবং একই সময় সম্পূর্ণ নাযিল হওয়া সূরাও এ নয়। বরং এ বহুবিধ আইন-বিধান, ফরমান ও ভাষনের সমন্বয়, যা সেকালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক নাযিল হয়েছিল এবং পরে সব কিছু একত্রিত করে একটা পূর্ণ সূরার রূপ দান করা হয়েছে।

একঃ এ সূরার প্রথম রুকূ' আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি সম্মুখে রেখে বিচার করলে এ রুকু' পাঠের সময় সুস্পষ্ট মনে হয় যে, এ অংশটুকু নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দিয়েছিলেন। নবী করীম (সঃ) পালকপুত্র সম্পর্কিত জাহেলিয়াতের পুঞ্জিভূত অমূলক ধারণা ও বদ-রসম খতম করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। তিনি স্পষ্ট মনে করছিলেন যে, মুখ-ডাকা আত্মীয়দের সম্পর্কে লোকেরা নিছক আবেগ ও উচ্ছাস বশত যে ধরনের নাজুক ও গভীর ধারণা পোষণ করে, যতক্ষণ তিনি নিজে অগ্রসর হয়ে এ বদ-রসমকে খতম করে না দেবেন, ততক্ষণ তা দূর হতে পারে না। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন, অগ্রসর হতেও দ্বিধা-সংকোচ করছিলেন। স্পষ্ট মনে করছিলেন যে, তিনি নিজেই যদি এখন যায়েদের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তবে

মুনাফেক, ইহুদী ও মোশরেক লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট অপ্রপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে। তারাতো পূর্ব হতেই এজন্যে ওৎপেতে বসে আছে। এর দ্বারা তাদের নিকট একটা হাতিয়ার তুলে দেয়া হবে। ঠিক এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম রুকু'র আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে।

দুইঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকু'তে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এ রুকু'দ্বয় উক্ত যুদ্ধদ্বয়ের পরে নাযিল হয়েছে।

তিন ঃ চতুর্থ রুকু'র শুরু হতে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত দুটো বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। প্রথমাংশে নবী করীম (সঃ)-এর স্ত্রীগণকে –যারা অভাব-অনটনের সময় প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন– আল্লাহতা'আলা সতর্ক করে দিয়ে, বলেছেন যে, দুনিয়ার আনন্দ-স্ফূর্তি ,সৌন্দর্য, চাকচিক্য আল্লাহ, রসূল ও পরকালীন সুখ-শান্তি এই দুটোর যে কোন একটিকে বাছাই করে নাও। প্রথম প্রকারের জিনিস পেতে চাইলে পরিষ্কার বলে দাও, একদিনের জন্যেও তোমাদেরকে এ অভাব অনটনে নিমজ্জিত রাখা হবে না; বরং খুশীর সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের জিনিস চাইলে ধৈর্যসহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথী হতে হবে।

দ্বিতীয় অংশে সমাজ সংশোধনের সে সব দিকে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, ইসলামের ভাবধারা পরিপূর্ণ মন-মগজ নিজ হতেই যার প্রয়োজন বোধ করছিল। এ প্রসংগে সংশোধনের প্রচেষ্টা স্বয়ং রসূলে করমি (সঃ)-এর ঘর হতে শুরু করা হয়েছে এবং মহান স্ত্রীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের যাবতীয় অশ্লীলতা পরিহার কর, সম্মান, মর্যাদা ও গাম্ভীর্যসহকারে নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে থাকো, ভিন্ পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর। বস্তুতঃ এই ছিল পর্দা ব্যবস্থার সূচনা।

চারঃ ৩৬ আয়াত হতে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সঙ্গে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিবাহ সম্পর্কে বিরোধীদের পক্ষেহতে যে সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, এখানে তার সর্বপ্রকার জবাব দেয়া হয়েছে। অপর দিকে মুসলমানদের মনে যে সব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছিল, তা সবই বিদূরিত করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ)-এর মর্যাদা, স্থান ও সম্মান সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে অবহিত করা হয়েছে এবং স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-কে কাফের ও মুনাফেকদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও অমূলক অপপ্রচারের মুকাবেলায় পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পাঁচঃ ৪৯ আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আইনের একটা ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এ একটা একক আয়াত, পূর্বের ঘটনাবলীর প্রসংগে এ কোন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে।

ছয়ঃ ৫০-৫২ আয়াতে নবী করীম (সঃ)-এর জন্যে বিবাহের বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, বিবাহের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের উপর আরোপিত বহুসংখ্যক বিধি-নিষেধ হতে নবী করীম (সঃ) মুক্ত এবং তিনি তার উর্দ্ধে।

সাতঃ ৫৩-৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধানের উল্লোখ করা হয়েছেঃ

নবী করীম (সঃ)-এর ঘরে ভিন্ পুরুষের আনা-গোনা প্রসংগে বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত, দাওয়াত ও আতিথেয়তার নিয়ম-প্রণালী। নবী করীম (সঃ)-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে এ আইন করা হয় যে, তাঁদের ঘরের মধ্যে কেবল তাঁদের

নিকটাত্মীয়রাই যাতায়াত করতে পারবে। ভিন্ পুরুষদের কোন কথা বলার প্রয়োজন হলে কিংবা কোন জিনিস চাইতে হলে পর্দার আড়ালে থেকেই তা বলবে বা চাইবে। নবীর স্ত্রীদের জন্যে এ হুকুমও তখন নাযিল হয় যে, তাঁরা সাধারণ মুসলমানদের মায়ের মতো, মুসলামানদের জন্যে তারা চিরদিনের জন্য হারাম এবং নবীর ইন্তেকালের পরও তাঁদের কারো সঙ্গে কোন মুসলমানের বিবাহ হতে পারবে না।

আটঃ ৫৬–৫৭ আয়াতে নবী করীম (সঃ)-এর বিবাহ ও তার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে উথাপিত নানা কথার প্রতিবাদ এবং সে সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে ও ঈমানদার লোকদেরকে শত্রুদের এ দোষ প্রচার হতে নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে এবং নবীর প্রতি দরুদ পাঠাতে আদেশ করা হয়েছে। এ সংগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, নবী তো দূরের কথা , সাধারণ মুসলমানদের উপর অপবাদ লাগানো– মিথ্যা দোষারোপ করা হতেও ঈমানদার লোকদের দূরে সরে থাকা আবশ্যক।

নয়ঃ ৫৯ আয়াতে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এতে সকল মুসলমান নারীকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা ঘরের বাইরে গেলে যেন চাদর দ্বারা নিজেকে পূর্ণমাত্রায় আবৃত ও আচ্ছাদিত করে এবং ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে বের হয়।

এর পর সূরার শেষ পর্যন্ত মুনাফেক, নীচ ও হীনমনা লোকদের শুরু করা গোপন প্রচার অভিযান (whispering campaign) সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ ও শাসনবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

اٰيَاتُهَا ٧٣ (٣٣) سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ (٩٠) رُكُوْعَاتُهَا ٩

তিহাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা) | (৩৩) সূরা আল আহযাব মাদানী | নয় তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(শুরু করছি) নামে আল্লাহর অশেষদয়াবান অতীবমেহেরবান

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ

হে নবী ভয়কর আল্লাহকে এবং না আনুগত্যকরো কাফেরদের আর (না) মুনাফেকদেরকে

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ① وَّ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় এবং অনুসরণকর যা ওহী করা হয়েছে তোমার প্রতি

مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ②

পক্ষ হতে তোমার রবের নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকর খুব অবহিত

وَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ③ مَا جَعَلَ

এবং ভরসা কর উপর আল্লাহর এবং যথেষ্ট আল্লাহই (দায়িত্বশীল বা) কার্যনির্বাহীরূপে না রেখেছেন

اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ وَ مَا جَعَلَ

আল্লাহ কোনব্যক্তির জন্যে দুটি অন্তর মধ্যে তার বক্ষ-পিঞ্জরের এবং না বানিয়েছেন

اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئِ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ

তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাদেরকে তোমরা যেহারকর তাদের মধ্যে হতে তোমাদের মা

রুকু-১

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করোনা, প্রকৃত পক্ষে সকল জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিক তো আল্লাহতা'আলাই!

২. তুমি সে কথা মেনে চল, যার ইশারা তোমার রবের নিকট হতে তোমাকে করা হচ্ছে। তোমরা যা কিছু কর, সে সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহতা'আলা পূর্ণ খবর রাখেন।

৩. আল্লাহর উপর ভরসা কর, দায়িত্বশীল হওয়ার জন্যে আল্লাহতা'আলাই যথেষ্ট।

৪. আল্লাহ কোন ব্যক্তির বক্ষ পিঞ্জারে দুটি দিল রাখেননি। তিনি তোমাদের সেই স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা 'যেহার'[১] কর।

১. 'যেহার' এর অর্থ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা।

وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ④

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ۚ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۙ وَ لٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑤
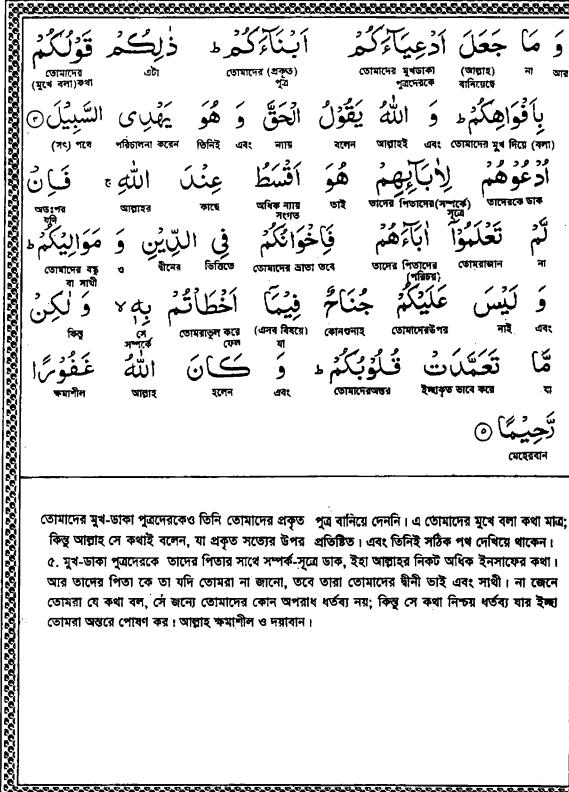
তোমাদের মুখ-ডাকা পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এ তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র; কিন্তু আল্লাহ সে কথাই বলেন, যা প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং তিনিই সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন।

৫. মুখ-ডাকা পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক-সূত্রে ডাক, ইহা আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতা কে তা যদি তোমরা না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং সাথী। না জেনে তোমরা যে কথা বল, সে জন্যে তোমাদের কোন অপরাধ ধর্তব্য নয়; কিন্তু সে কথা নিশ্চয় ধর্তব্য যার ইচ্ছা তোমরা অন্তরে পোষণ কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

নবীই | অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য | মু'মিনদের কাছে | অপেক্ষা | তাদের নিজেদের

وَ اَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ط وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى

এবং | তারস্ত্রীগণ | তাদেরমাতা | এবং | নিকট আত্মীয় স্বজনরা (মু'মিন) হলে | তাদের পরস্পরে | অধিক হকদার

بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ

পরস্পরের সাথে | অনুসারে | বিধান | আল্লাহর | চেয়ে | (সাধারণ) মু'মেনদের | ও | মুহাজেরদের

اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط كَانَ ذٰلِكَ

তবে | (এটা) যে | (চাও যদি) তোমরা করতে | সাথে | তোমাদের (এসব) বন্ধুদের | উত্তম কিছু (করতে পার) | আছে | এটা

فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝٦

মধ্যে | কিতাবের | লিখিত

৬. নিশ্চয়ই নবী তো ঈমানদার লোকদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। এবং নবীর স্ত্রীরা তাদের মা; এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী, আত্মীয়-স্বজন(মু'মিন হলে) সাধারণ ঈমানদার ও মুহাজিদদের অপেক্ষা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার। অবশ্য তোমরা তোমাদের বন্ধু ও সাথীদের সাথে কোন ভাল ব্যবহার (করতে চাইলে তা) করতে পার; এই হুকুম আল্লাহর কিতাবে লিখিত রয়েছে।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ

এবং (স্মরণকর) যখন আমরা নিয়েছিলাম থেকে নবীদের তাদের প্রতিশ্রুতি

وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى

এবং তোমার থেকেও এবং থেকে নূহ এবং ইবরাহীম এবং মূসা

وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝٧

ও ঈসা তনয় মারয়াম (থেকেও) এবং আমরা নিয়ে ছিলাম তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি দৃঢ়

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ

জিজ্ঞাসা করার জন্যে সত্যবাদীদেরকে সম্বন্ধে তাদের সত্যবাদীতা এবং তিনি প্রস্তুতকরে রেখেছেন কাফেরদের জন্যে

عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٨

শাস্তি বড়কষ্টদায়ক

৭. এবং (হে নবী!) স্মরণ রেখো সেই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি যা আমরা সকল নবীর নিকট হতেই গ্রহণ করেছি– তোমার নিকট হতেও; নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম-পুত্র ঈসার নিকট হতেও। এদের সকলের নিকট হতেই আমরা খুব পাকা প্রতিশ্রুতি[২] গ্রহণ করেছি।

৮. যেন সৎ লোকদের নিকট তাদের সততা সম্পর্কে (তাদের রব) জিজ্ঞাসা করেন এবং কাফেরদের জন্যে তো তিনি অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

২ এই আয়াতে আল্লাহতা'আলা নবী করীমকে (সঃ) এই কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমস্ত নবীদের (আঃ) মতো তাঁর কাছ থেকেও আল্লাহতা'আলা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যা কঠোর ভাবে পালন করা তাঁর কর্তব্য। উপর থেকে ক্রমাগত চলে আসা বাক্যধারা অনুধাবন করলে পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় এর অর্থ এই প্রতিশ্রুতি যে, পয়গম্বর আল্লাহতা'আলার প্রতিটি হুকুম নিজে পালন করবেন ও অন্যদের দ্বারা পালন করাবেন। আল্লাহর কথা কিছুমাত্র কম-বেশী না করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন ও সে কথাগুলো কার্যে রূপায়িত করার ব্যাপারে চেষ্টা-সংগ্রামে কোন ত্রুটি ও দ্বিধা করবেন না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এই প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– সূরা বাকারা আয়াত ৮৩, আলে-ইমরাণ আয়াত ১৮৭, মায়েদা আয়াত ৭, আল-আরাফ আয়াত ১৭১, ১৭৯, শু'আরা আয়াত ১৩।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ
ওহে যারা ঈমানএনেছ তোমরা স্মরণ কর নিয়ামতের আল্লাহর

عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا
তোমাদেরপ্রতি যখন তোমাদের(উপর) এসেছিল (শত্রু) সৈন্যবাহিনী তখন আমরা প্রেরণ করেছিলাম তাদেরউপর প্রবলঝড়

وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾
ও সৈন্যবাহিনী তা তোমরা দেখ নাই এবং হলেন আল্লাহ ঐ বিষয়ে যা তোমরা কর খুবদৃষ্টিমান

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ
যখন তোমাদের বিরুদ্ধে তারা এসেছিল হতে তোমাদের উচ্চ (অঞ্চল) ও হতে নিম্ন (অঞ্চল) তোমাদের হতে এবং যখন

زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ
ভ্রমহয়ে গিয়েছিল দৃষ্টিশক্তিসমূহ ও পৌঁছে প্রাণসমূহ কণ্ঠসমূহে এবং তোমরা মনে করতে

بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا
আল্লাহ সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা তখনই পরীক্ষা করা হয়েছিল মু'মিনদেরকে এবং প্রকম্পিত করাহয়েছিল

زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾
প্রকম্পণ তীব্রভাবে

রুকু-২

৯. হে ঈমানদাররা[৩], স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি (এইমাত্র) তোমাদের প্রতি দেখিয়েছেন, যখন শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়ে এসেছিল। তখন আমরা তাদের উপর এক প্রবল ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলাম যা তোমাদের গোচরীভূত হতনা[৪]। আল্লাহ সবকিছুই দেখছিলেন যা তোমরা তখন করছিলে।

১০. যখন শত্রুরা উপর হতে ও নীচ হতে তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসল, যখন ভয়ের কারণে চক্ষু পাথর হয়ে গেল, কলিজা উপড়ে মুখে আসল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকারের ধারণা করতে শুরু করলে,

১১. তখন ঈমানদার লোকদেরকে যথেষ্ট রকম পরীক্ষা করা হল এবং সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হল।

৩. এখান থেকে ২৭ আয়াত পর্যন্ত 'আহযাব' এর যুদ্ধ ও 'বনী কুরাইযা' যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ ফেরেশতাদের সেনাদল।

وَ	إِذْ	يَقُولُ	الْمُنٰفِقُونَ	وَ	الَّذِينَ
এবং	যখন	বলেছিল	মুনাফিকরা	ও	যাদের

فِيْ	قُلُوبِهِمْ	مَّرَضٌ	مَّا	وَعَدَنَا	اللّٰهُ	وَ	رَسُولُهٗ
মধ্যে	তাদের অন্তরসমূহের	রোগ (ছিল)	না	আমাদের ওয়াদা দিয়েছেন	আল্লাহ	ও	তাঁর রসূল

إِلَّا	غُرُورًا ⑫	وَ	إِذْ	قَالَتْ	طَّآئِفَةٌ	مِّنْهُمْ	يٰٓأَهْلَ
ব্যতীত	প্রতারণা	এবং	যখন	বলেছিল	একদল	তাদের মধ্যে হতে	হে অধীবাসী

يَثْرِبَ	لَا	مُقَامَ	لَكُمْ	فَارْجِعُوا	وَ	يَسْتَأْذِنُ	فَرِيقٌ
য়াসরিবের (অর্থাৎ মদীনার)	নাই	দাঁড়াবার স্থান	তোমাদের জন্যে	তোমরা সুতরাং ফিরেচল	এবং	অব্যহতি নিতে চায়	একদল

مِّنْهُمُ	النَّبِيَّ	يَقُولُونَ	إِنَّ	بُيُوتَنَا	عَوْرَةٌ	وَ	مَا	هِيَ
তাদের মধ্যে হতে	নবী (থেকে)	তারাবলে	নিশ্চয়ই	আমাদের গৃহসমূহ	অরক্ষিত	অথচ	না	তা (ছিল)

بِعَوْرَةٍ	إِنْ	يُّرِيدُونَ	إِلَّا	فِرَارًا ⑬	وَ	لَوْ	دُخِلَتْ
অরক্ষিত অবস্থায়	না	তারা চায়	এ ব্যতীত	পলায়ণ	এবং	যদি	প্রবেশকরত

عَلَيْهِمْ	مِّنْ	أَقْطَارِهَا	ثُمَّ	سُئِلُوا	الْفِتْنَةَ	لَآتَوْهَا
তাদেরউপর	হতে	তার চার দিক	এরপর	আহবান করাহত	বিদ্রোহের	তাতে অবশ্যই এসে পড়ত

وَ	مَا	تَلَبَّثُوا	بِهَآ	إِلَّا	يَسِيرًا ⑭
আর	না	তারা বিলম্ব করত	তারজন্যে	কিছু	সামান্য

১২. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মুনাফেক এবং সে সব লোক যাদের দিলে রোগ ছিল, পরিষ্কার ভাবে বলছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিকট যে ওয়াদা করেছিলেন তা ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু না।

১৩. তাদের একদল যখন বলল,"হে ইয়াসরেববাসী, এখন তোমাদের দাড়িয়ে থাকবার কোন অবসর নাই, ফিরে চল; তাদের একদল যখন এই কথা বলে নবীর নিকট হতে বিদায় নিতে চেয়েছিল যে, আমাদের ঘর-বাড়ী বিপদের মধ্যে রয়েছে, অথচ তা বিপদ পরিবেষ্টিত ছিল না, আসলে তারা (যুদ্ধের ফ্রন্ট হতে) পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল।

১৪. শহরের চারিদিক হতে যদি শত্রু এসে প্রবেশ করত এবং তখন এদেরকে ফেতনার দিকে আহ্বান করা হতো তা হলে তারা তার মধ্যে যেয়ে পড়ত এবং ফেতনায় শরীক হতে খুব সামান্যই কুণ্ঠাবোধ করত।

وَ لَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا
এবং নিশ্চয়ই তারা ওয়াদা করেছিল আল্লাহর (কাছে) ইতিপূর্বে (যে) না

يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿۱۵﴾
তারা ফিরাবে পৃষ্ঠসমূহ এবং হবে ওয়াদা আল্লাহর (সাথে কৃত) জিজ্ঞাসিত

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ
বল কক্ষণো না তোমাদের উপকার দেবে পলায়ন যদিও তোমরা পালাও হতে

الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۶﴾
মৃত্যু অথবা হত্যা (হতে) এবং তখন না তোমাদের ভোগকরতে দেয়াহবে কিন্তু অতিসামান্য

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ
বল কে (এমন আছে) যে তোমাদেরকে রক্ষা করবে হতে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের সাথে

سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ
অমঙ্গলের অথবা (যদি) ইচ্ছেকরেন তোমাদের সাথে অনুগ্রহের(তবে কে বন্ধ করতে পারে) এবং না তারাপাবে তাদেরজন্যে

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿۱۷﴾
ছাড়া আল্লাহ কোন অভিভাবক আর না কোন সাহায্যকারী

১৫. এরা ইতিপূর্বে আল্লাহর নিকট ওয়াদা করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; আর আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যা হতে পালিয়ে যেয়ে বাঁচতে চাও, তাহলে এই পলায়ন তোমাদের জন্যে কিছুমাত্র উপকারী হবে না। তার পর জীবনে মজা লুটবার জন্যে খুব অল্প সুযোগই তোমরা পাবে।

১৭. তাদেরকে বল, তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করতে পারে এমন কে আছে, যদি তিনিই তোমদের ক্ষতি করতে চান? আর কে তার রহমতকে রোধ করতে পারে, যদি তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান? আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তারা পেতে পারে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ

অবশ্যই | জানেন | আল্লাহ | বাধা দানকারী দেরকে | তোমাদের মধ্য হতে | ও | যারাবলে | তাদের ভাইদেরকে | চলে আস

اِلَيْنَا ۚ وَ لَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ

এবং আমাদের দিকে | না | তারা আসে | যুদ্ধে | কিন্তু | অল্পই | কৃপনতা বশত | তোমাদের ব্যাপারে

فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ

অতঃপর যখন | আসে | বিপদ | তাদেরকে তুমি দেখবে | তারা তাকাচ্ছে | তোমারপ্রতি | ঘুরছে

اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا

তাদের চোখগুলো | (তার) মত যাকে | ছেয়েনিয়েছে | তারউপর | মৃত্যু | কিন্তু যখন

ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى

চলেযায় | বিপদ | তোমাদের সাথে মিলবে শীঘ্রই | ভাষা নিয়ে | তীক্ষ্ম | লোভ বশত | ক্ষেত্রে

الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ

ধনমালের (বা স্বার্থ সুযোগের) | ঐ সব (লোক) | ঈমানআনে নাই | সুতরাং নষ্টকরে দিয়েছেন | আল্লাহ | তাদের আমলসমূহ

وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ

এবং | হল | এটা | পক্ষে | আল্লাহর | সহজ | তারা মনেকরে | (আক্রমণকারী) দলসমূহ | চলে যায় নাই

১৮. আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সেই লোকদেরকে খুব ভাল ভাবেই জানেন যারা (যুদ্ধকাজে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে; যারা নিজেদের ভাইদের বলে,"আমাদের নিকট এস", যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে থাকলেও তা করে শুধু নাম গণনা করাবার উদ্দেশ্যে।

১৯. তারা তোমাদের সংগী হতে খুব বেশী কার্পণ্যকারী। বিপদের সময় উপস্থিত হলে চক্ষু মেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদের প্রতি এমন ভাবে তাকায়, যেন কোন মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির উপর বেহুশী চেপে বসছে। কিন্তু যখন বিপদ কেটে যায় তখন এই লোকেরাই স্বার্থ-সুযোগের লোভী হয়ে কাচির মত চলমান মুখ নিয়ে তোমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এগিয়ে আসে। এই লোকেরা কক্ষণোই ঈমান আনেনা, এই কারণে আল্লাহ তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আর এমনটা করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

২০. এরা মনে করে যে, আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায়নি।

وَ	اِنْ	يَّأْتِ	الْاَحْزَابُ	يَوَدُّوْا	لَوْ	اَنَّهُمْ
এবং	যদি	(ফিরে) আসে	দলসমূহ	তারাকামনা করবে	যদি	(এমনহত) যে তারা

بَادُوْنَ	فِي	الْاَعْرَابِ	يَسْاَلُوْنَ	عَنْ	اَنْبَآئِكُمْ ط	وَ	لَوْ
মরুভূমিতে থাকত	মধ্যে	মরুবাসীদের	জিজ্ঞাসাবাদ করতো	সম্পর্কে	তোমাদের খবরাদি (সেখানে বসে)	এবং	যদি

كَانُوْا	فِيْكُمْ	مَّا	قٰتَلُوْآ	اِلَّا	قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾	لَقَدْ	كَانَ	لَكُمْ
তারাহত	তোমাদের মাঝে	না	তারা যুদ্ধকরত	কিন্তু	অল্পই	নিশ্চয়ই	রয়েছে	তোমাদের জন্যে

فِيْ	رَسُوْلِ	اللّٰهِ	اُسْوَةٌ	حَسَنَةٌ	لِّمَنْ	كَانَ	يَرْجُوا	اللّٰهَ	وَ
মধ্যে	রসূলের	আল্লাহর	আদর্শ	উত্তম	(তার)জন্যে যে		আশা রাখে	আল্লাহর	ও

الْيَوْمَ	الْاٰخِرَ	وَ	ذَكَرَ	اللّٰهَ	كَثِيْرًا ﴿٢١﴾	وَ	لَمَّا	رَاَ	الْمُؤْمِنُوْنَ
শেষ দিনের		এবং	স্মরণকরে	আল্লাহকে	অধিক	এবং	যখন	দেখে	মু'মিনরা

الْاَحْزَابَ ۙ	قَالُوْا	هٰذَا	مَا	وَعَدَنَا	اللّٰهُ	وَ	رَسُوْلُهٗ	وَ
(শত্রু) দলগুলোকে	তারাবলে	এটাই	(তা) যা	আমাদেরকাছে ওয়াদাকরেছেন	আল্লাহ	ও	তাঁর রসূল	এবং

صَدَقَ	اللّٰهُ	وَ	رَسُوْلُهٗ ز	وَ	مَا	زَادَهُمْ	اِلَّآ	اِيْمَانًا
সত্যবলেছেন	আল্লাহ	ও	তাঁর রসূল	এবং	না	তাদের বৃদ্ধিপায় (অন্য কিছু)	ছাড়া	ঈমান

وَّ	تَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾
ও	(তাঁর কাছে) আত্মসমর্পণ

তারা যদি আবার আক্রমণ করে বসে, তখন তাদের ইচ্ছা হয় যে, তখন তারা মরুভূমির বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়বে, আর সেখান হতেই তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। এতদসত্ত্বেও তারা যদি তোমাদের মধ্যে থেকেও যায়, তবে তারা যুদ্ধে খুব কমই অংশ গ্রহণ করবে।

রুকু-৩

২১.প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান রয়েছে[৫] এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে।

২২. আর সত্যিকার মু'মেনদের (অবস্থা তখন এই ছিল যে,) যখন তারা আক্রমণকারী সৈনিকদের দেখতে পেল তখন চীৎকার করে বলে উঠল, "এতো সেই জিনিসই, যার ওয়াদা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিকট করেছিলেন। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিল।" এই ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পনের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করে দিল।

৫. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে, উত্তম নমুনা আছে।

مَا	صَدَقُوْا	رِجَالٌ	الْمُؤْمِنِيْنَ	مِنَ
যা	সত্যপ্রমাণ করেছে	(কতক) লোক	ঈমানদারদের	মধ্য হতে

وَمِنْهُمْ	نَحْبَهٗ	قَضٰى	مَّنْ	فَمِنْهُمْ	عَلَيْهِ	اللّٰهَ	عَاهَدُوا
তাদের মধ্যে আবার হতে	তারব্রত	পূর্ণকরেছে	কেউ	তাদের অতঃপর মধ্যকার	তারউপর	আল্লাহকে	তারা ওয়াদা করেছিল

اللّٰهُ	لِّيَجْزِيَ	تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾	بَدَّلُوْا	مَا	وَ	يَّنْتَظِرُ	مَّنْ
আল্লাহ	পুরস্কারদেন যেন	কোনপরিবর্তন	তারা পরিবর্তন করেছে	না	এবং	অপেক্ষায় আছে	কেউ

شَآءَ	اِنْ	الْمُنٰفِقِيْنَ	يُعَذِّبَ	وَ	بِصِدْقِهِمْ	الصّٰدِقِيْنَ
ইচ্ছেকরেন	যদি	মুনাফিকদেরকে	শাস্তি দিবেন	এবং	তাদের সত্যবাদীতার কারণে	সত্যবাদীদেরকে

رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾	غَفُوْرًا	كَانَ	اللّٰهَ	اِنَّ	عَلَيْهِمْ	يَتُوْبَ	اَوْ
মেহেরবান	ক্ষমাশীল	হলেন	আল্লাহ	নিশ্চয়ই	তাদেরকে	মাফকরে দিবেন	অথবা

وَ	خَيْرًا	لَمْ يَنَالُوْا	بِغَيْظِهِمْ	كَفَرُوْا	الَّذِيْنَ	اللّٰهُ	رَدَّ	وَ
এবং	কল্যাণ	তারা হাতেপায় নাই	তাদেরমনের জ্বালাসহ	কুফরীকরেছে	(তাদেরকে) যারা	আল্লাহ	ফিরিয়ে দিলেন	এবং

عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾	قَوِيًّا	اللّٰهُ	كَانَ	وَ	الْقِتَالَ	الْمُؤْمِنِيْنَ	اللّٰهُ	كَفَى
পরাক্রমশালী	শক্তিমান	আল্লাহ	হলেন	এবং	যুদ্ধ (করার জন্যে)	ঈমানদারদের জন্যে	আল্লাহই	যথেষ্ট

২৩. ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে; তারা নিজেদের আচরণে কোন পরিবর্তন সূচিত করেনি।

২৪. (এসব হয়েছে এ কারণে) যেন আল্লাহ সত্যবাদী লোকদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার দেন, আর মুনাফেকদের ইচ্ছাহলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা হলে তাদের তওবা কবুল করে নিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২৫. আল্লাহতা'আলা কাফেরদের মুখ ফিরায়ে দিলেন, তারা কোন স্বার্থ লাভ না করেই মনের জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে গেল, আর মু'মেনদের তরফ হতে লড়াই করবার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট হলেন; আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।
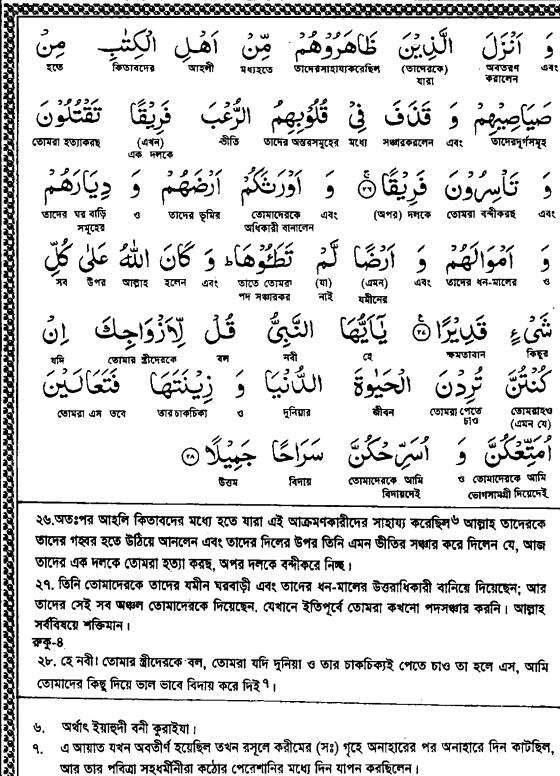
২৬.অতঃপর আহলি কিতাবদের মধ্যে হতে যারা এই আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিল[৬] আল্লাহ তাদেরকে তাদের গহ্বর হতে উঠিয়ে আনলেন এবং তাদের দিলের উপর তিনি এমন ভীতির সঞ্চার করে দিলেন যে, আজ তাদের এক দলকে তোমরা হত্যা করছ, অপর দলকে বন্দীকরে নিচ্ছ।

২৭. তিনি তোমাদেরকে তাদের যমীন ঘরবাড়ী এবং তাদের ধন-মালের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন; আর তাদের সেই সব অঞ্চল তোমাদেরকে দিয়েছেন, যেখানে ইতিপূর্বে তোমরা কখনো পদসঞ্চার করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

রুকু-৪

২৮. হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যই পেতে চাও তা হলে এস, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভাল ভাবে বিদায় করে দিই[৭]।

৬. অর্থাৎ ইয়াহুদী বনী কুরাইযা।

৭. এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন রসূলে করীমের (সঃ) গৃহে অনাহারের পর অনাহারে দিন কাটছিল, আর তার পবিত্রা সহধর্মীনীরা কঠোর পেরেশানির মধ্যে দিন যাপন করছিলেন।

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ

আর | যদি | তোমরাইও (এমন যে) | তোমরা পেতে চাও | আল্লাহকে | ও | তাঁর রসুলকে | ও | ঘরকে | আখেরাতের | নিশ্চয়ই তবে

اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ

আল্লাহ | প্রস্তুতকরে রেখেছেন | সৎকর্মশীলদের জন্যে | তোমাদের মধ্য হতে | পুরস্কার | বিরাট | হে স্ত্রীগণ | নবীর

مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا

যে | করে আসবে | তোমাদের মধ্য হতে | লজ্জাকর কাজ | সুস্পষ্ট | বাড়ান হবে | তারজন্যে

الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

শাস্তি | দ্বিগুন | এবং | হল | এটা | জন্যে | আল্লাহর | সহজ

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

এবং | যে | আনুগত্যকরবে | তোমাদেরমধ্য হতে | আল্লাহরই | ও | তাঁররসূলের | ও | কাজকরবে | নেকীর

نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

তাকে আমরা দিব | তারপুরস্কার | দু'বার | এবং | আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি | তারজন্যে | রিযক | সম্মানজনক

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালের ঘর পেতে চাও, তাহলে জেনে রেখ তোমাদের মধ্যে যারা সৎকার্যশীল, তাদের জন্যে আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৩০ হে নবীর স্ত্রীরা! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন স্পষ্ট লজ্জাকর কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে[৮]; আল্লাহর পক্ষে এই কাজ অতি সহজ ।

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল করবে তাকে আমরা দ্বিগুণ ফল দান করব এবং আমরা তার জন্যে সম্মান জনক রেযৃক নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

৮. এর অর্থ এই নয় যে– মাআযাল্লাহ্– রসূলের পবিত্র স্ত্রীদের কাছ থেকে কোন অশ্লীলতার আশংকা ছিল। বরং তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগানো উদ্দেশ্য ছিল যে- তোমরা সমগ্র উম্মতের জননী স্বরূপ; নিজেদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোন কাজ তোমাদের করা উচিত নয়।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ

হে স্ত্রীগণ | নবীর | তোমরা নও | মত | অন্যকোন | নারীদের | যদি | তোমরা ভয়কর

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ

তবে না | কোমলকরো | (অন্যপুরুষদের সাথে) কথাকে | ফলে লালসা করতেপারে | (সে) যার | আছে | তার অন্তরে

مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾ وَ قَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ

রোগ | বরং | তোমরাবল | কথা | সঙ্গত ভাবে | এবং | তোমরা অবস্থানকর | মধ্যে | তোমাদের ঘরগুলোর

وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ

এবং | না | তোমরা প্রদর্শন করো | প্রদর্শনী | অজ্ঞযুগের | পূর্বতন | এবং | তোমরা প্রতিষ্ঠিতকর | নামাজ

وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ

ও | তোমরা আদায়কর | যা[illegible] | এবং | তোমরা অনুগত্যকর | আল্লাহর | ও | তাঁররসূলের | মূলত | চান

اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ

আল্লাহ্ | দূরকরে দিতে | তোমাদেব হতে | অপবিত্রতা | (অর্থাৎ হতে) লোকদের | (নবীর) ঘরের | এবং | তোমাদেরকে পবিত্র করবেন

تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

সম্পূর্ণপবিত্র | এবং | তোমরা স্বরণকর | যা | পাঠ করাহয় | মধ্যে | তোমাদের ঘরগুলোর

اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾ ع

আয়াতসমূহ | আল্লাহর | ও | জ্ঞানের কথা | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | সূক্ষদর্শী | খুবঅবহিত

৩২. হে নবীর পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না– যাতে দুষ্টমনের কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে, বরং সোজা সোজা ও স্পষ্ট বল।

৩৩. নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজগোজ দেখিয়ে বেড়িয়ো না। নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ এই চান যে, তোমাদের-নবীর ঘরের লোকদের –হতে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দিবেন।

৩৪. স্মরণ রেখো আল্লাহর আয়াত ও হেকমতপূর্ণ সে সব কথা যা তোমাদের ঘরে শুনানো হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী[৯] ও অভিজ্ঞ।

৯. অর্থাৎ গুপ্ত থেকে গুপ্ততর কথাও তিনি জানেন।

إِنَّ	الْمُسْلِمِيْنَ	وَ	الْمُسْلِمٰتِ	وَ	الْمُؤْمِنِيْنَ	وَ	الْمُؤْمِنٰتِ
নিশ্চয়ই	মুসলমান পুরুষগণ	ও	মুসলমান নারীগণ	এবং	মু'মিন পুরুষগণ	ও	মু'মিনা নারীগণ

وَ	الْقٰنِتِيْنَ	وَ	الْقٰنِتٰتِ	وَ	الصّٰدِقِيْنَ	وَ	الصّٰدِقٰتِ
এবং	অনুগত পুরুষগণ	ও	অনুগত্যা নারীগণ	এবং	সত্যবাদী পুরুষগণ	ও	সত্যবাদিনী নারীগণ

وَ	الصّٰبِرِيْنَ	وَ	الصّٰبِرٰتِ	وَ	الْخٰشِعِيْنَ	وَ	الْخٰشِعٰتِ
এবং	ধৈর্যশীল পুরুষগণ	ও	ধৈর্যশীলা নারীগণ	এবং	বিনীত পুরুষগণ	ও	বিনীতা নারীগণ

وَ	الْمُتَصَدِّقِيْنَ	وَ	الْمُتَصَدِّقٰتِ	وَ	الصَّآئِمِيْنَ	وَ	الصّٰٓئِمٰتِ
এবং	দানশীলপুরুষগণ	ও	দানশীলানারীগণ	এবং	রোজাপালনকারী পুরুষগণ	ও	রোজাপালন কারিনী নারীগণ

وَ	الْحٰفِظِيْنَ	فُرُوْجَهُمْ	وَ	الْحٰفِظٰتِ	وَ	الذّٰكِرِيْنَ	اللّٰهَ	كَثِيْرًا
এবং	পুরুষ হেফাজতকারীগণ	তাদেরলজ্জা স্থান গুলোর	ও	হেফাজত কারিনীগণ	এবং	স্মরণকারীগণ	আল্লাহকে	অধিকমাত্রায়

وَّ	الذّٰكِرٰتِ	اَعَدَّ	اللّٰهُ	لَهُمْ	مَّغْفِرَةً	وَّ	اَجْرًا	عَظِيْمًا ۝٣٥
ও	স্মরণকারিনীগণ (আল্লাহকে)	নির্দিষ্টকরে রেখেছেন	আল্লাহ	তাদেরজন্যে	ক্ষমা	ও	পুরস্কার	বিরাট

রুকূ-৫

৩৫. নিশ্চয়ই যে সব পুরুষ ও যে সব স্ত্রী লোক মুসলমান মু'মেন, আল্লাহর অনুগত, সত্যপথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সম্মুখে অবনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহর স্মরণকারী– আল্লাহ তাদের জন্যে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ
এবং নেই অধিকার কোনঈমানদার পুরুষেরজন্যে আর না ঈমানদারনারীর (জন্যে) যখন সিদ্ধান্তদেন আল্লাহ ও তাঁররসূল

اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ
কোন বিষয়ের যে থাকবে তাদেরজন্যে এখতিয়ার কোন তাদের (সে) বিষয়ের এবং যে অমান্য করবে

اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝ وَ اِذْ
আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে তবে নিশ্চয়ই সে পথ ভ্রষ্টহবে পথ ভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট এবং (স্মরণকর) যখন

تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ
বলেছিলে সেই(ব্যক্তিকে) অনুগ্রহ করেছেন (যাকে) আল্লাহ তারউপর ও তুমি অনুগ্রহ করেছ তারউপর (বিবাহাধীনে) রাখ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ
তোমারসাথে তোমারস্ত্রীকে এবং ভয়কর আল্লাহকে আর গোপন রেখেছিলে মধ্যে তোমার মনের যা আল্লাহ

مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ ۚ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ
প্রকাশকারী তা এবং ভয় করতেছিলে লোকদেরকে অথচ আল্লাহ অধিকসংগত যে তাকে ভয়কর তুমি

৩৬. কোন মু'মেন পুরুষ ও কোন মু'মেনা স্ত্রীলোকের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করবার ইখতিয়ার রাখে। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হল।

৩৭. হে নবী! সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে যার প্রতি আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে, বলেছিলে যে "তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর[১০]।" তখন তুমি নিজের মনে সে কথা লুকিয়েছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহর অধিকার সব চাইতে বেশী যে, তুমি তাকেই ভয় করবে[১১]।

১০. সেই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত যায়েদ-বিন হারেস। যিনি রসূলুল্লাহর আযাদ করা গোলাম ও তাঁর পালিত পুত্র ছিলেন। এবং তার স্ত্রী অর্থাৎ হযরত যয়নব (রাঃ) যিনি রসূল (সঃ) এর ফুফাতো বোন ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত যায়েদের সংগে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের বনিবনাও হচ্ছিল না এবং হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১১. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে তাঁকে বিবাহ করে আরবের সেই প্রাচীন প্রথা ভংগ করবেন যে প্রথা মতে পালিত-পুত্রকে প্রকৃত পুত্র মনে করা হত। কিন্তু হুযুর (সঃ) আরববাসীদের কঠিন সমালোচনা ও নিন্দাবাদের আশংকায় এই পরীক্ষা থেকে বাঁচতে চাচ্ছিলেন। এই জন্যেই তিনি চেষ্টা করছিলেন যায়েদ যাতে তালাক না দেয়।
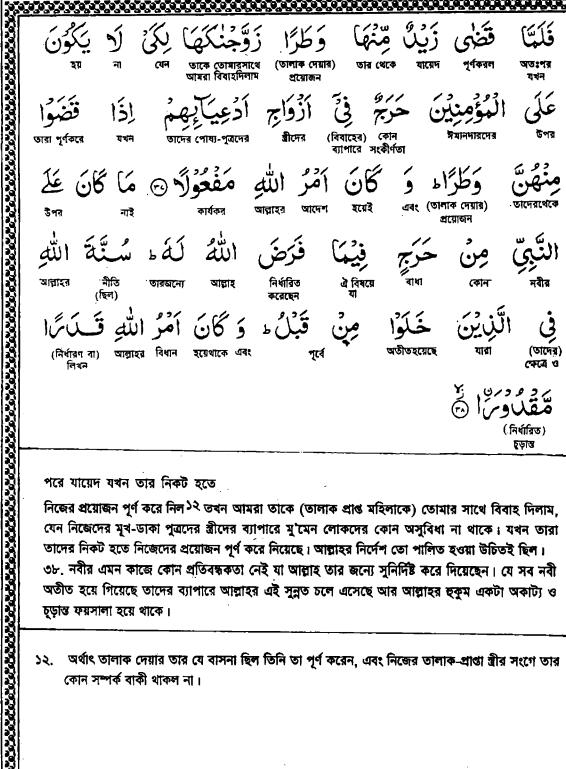
পরে যায়েদ যখন তার নিকট হতে

নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল[১২] তখন আমরা তাকে (তালাক প্রাপ্ত মহিলাকে) তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, যেন নিজেদের মুখ-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মেন লোকদের কোন অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের নিকট হতে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ তো পালিত হওয়া উচিতই ছিল।

৩৮. নবীর এমন কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা আল্লাহ তার জন্যে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর এই সুন্নত চলে এসেছে আর আল্লাহর হুকুম একটা অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে থাকে।

১২. অর্থাৎ তালাক দেয়ার তার যে বাসনা ছিল তিনি তা পূর্ণ করেন, এবং নিজের তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর সংগে তার কোন সম্পর্ক বাকী থাকল না।

৩৯. (এ আল্লাহর সুন্নত তাদের জন্যে) যারা আল্লাহর পয়গাম সমূহ পৌছায় ও তাকেই ভয় করে এবং এক আল্লাহ ভিন্ন আর কাকেও ভয় করে না। আর হিসাব দেয়ার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪০. (হে জনগণ!) মুহাম্মদ, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী[১৩]।

১৩. নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধবাদীরা এই বিবাহের প্রতি যে সব আপত্তি ও অভিযোগ করছিল এই একটি বাক্যে সে সমস্তের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল তিনি নিজের পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। এর উত্তরে বলা হলো- "মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারুরই পিতা নন"। অর্থাৎ যায়েদের তাঁর পুত্র কবে ছিল যে তাঁর (যায়েদ) তালাক-প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা তাঁর (রসূলের) পক্ষে হারাম হতো? দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল- পালিত-পুত্র যদিও প্রকৃত পুত্র না হয় তার পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করাতো আর জরুরী ছিল না? এর উত্তরে বলা হয়েছে- "কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল"। অর্থাৎ তোমাদের প্রচলিত প্রথা অনর্থক হালাল বস্তুকে হারাম করে রেখেছে; রসূল হওয়ার দিক দিয়ে এ সম্পর্কিত সব রকমের কুসংস্কারকে চিরতরে দূর করে দেয়ার এবং এর আরো বেশী তাকিদের জন্যে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেন হালাল হওয়া সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহ ও সংকোচের অবকাশ থাকতে না দেয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। এবং সে "নবীদের শেষ" অর্থাৎ তাঁর পরে কোন রসূল তো দূরের কথা কোন নবীও আর আসবেন না যে, আইন ও সমাজের কোন সংশোধন তাঁর সময়ে রূপায়িত হতে বাকী থাকলে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবী এ অভাব পূর্ণ করবেন। সুতরাং এ বিষয় আরো জরুরী হয়ে দাড়িয়েছিল যে এ মূর্খতা-সূচক প্রথাকে তিনি নিজেই চিরতরে শেষ করে দিয়ে যাবেন। এর পরে আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে- "আল্লাহ সব কিছুর জ্ঞান রাখেন"। অর্থাৎ আল্লাতা'আলা জানেন যে এই সময় মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে এই অজ্ঞতাসূচক প্রথার সমাপ্তি ঘটানো কেন জরুরী ছিল, এবং এরূপ না করার মধ্যে কি অনিষ্ট ছিল।

রুকূ-৬
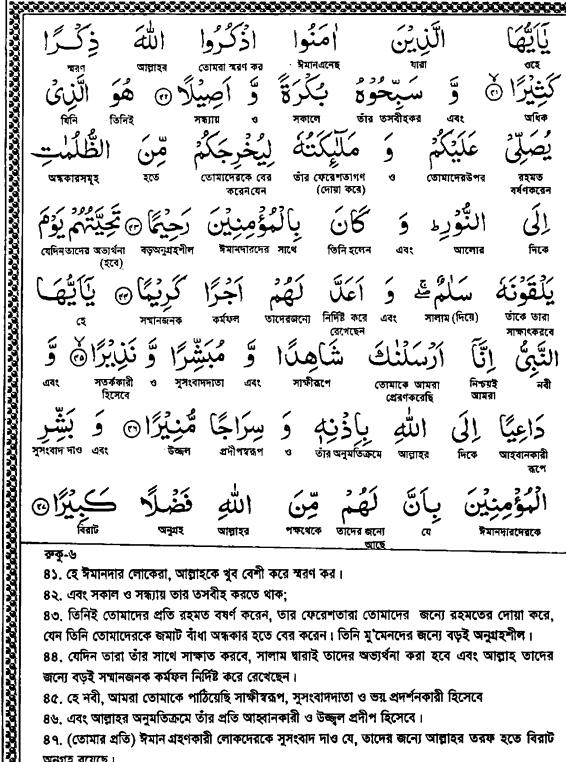
৪১. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে খুব বেশী করে স্মরণ কর।

৪২. এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তসবীহ্ করতে থাক;

৪৩. তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, তার ফেরেশতারা তোমাদের জন্যে রহমতের দোয়া করে, যেন তিনি তোমাদেরকে জমাট বাঁধা অন্ধকার হতে বের করেন। তিনি মু'মেনদের জন্যে বড়ই অনুগ্রহশীল।

৪৪. যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, সালাম দ্বারাই তাদের অভ্যর্থনা করা হবে এবং আল্লাহ তাদের জন্যে বড়ই সম্মানজনক কর্মফল নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৪৫. হে নবী, আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে

৪৬. এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।

৪৭. (তোমার প্রতি) ঈমান গ্রহণকারী লোকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহর তরফ হতে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ

এবং না আনুগত্যকর কাফেরদের ও মুনাফিকদের উপেক্ষা কর এবং তাদের নির্যাতনকে ভরসাকর এবং

عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٤٨ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

উপর আল্লাহর এবং যথেষ্ট আল্লাহই কর্মবিধায়ক হিসাবে ওহে যারা ঈমান এনেছ

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ

যখন তোমরা বিবাহ করবে মু'মিনাদেরকে এরপর তাদেরকে তালাক দিবে (এর) পূর্বেই যে

تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ

তাদেরকে তোমরা স্পর্শ করেছ তখন নাই তোমাদের জন্যে তাদের উপর কোন ইদ্দতপালন যা তোমরা গণনা করে থাক

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝٤٩

সুতরাং তোমরা সামগ্রী দাও (কিছু) তাদেরকে এবং তাদের বিদায় দাও বিদায় সুন্দরভাবে

৪৮. এবং কাফের ও মুনাফেকদের সম্মুখে আদৌ দমে যেও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না[১৪], আল্লাহর উপর ভরসা কর, আল্লাহই যথেষ্ট যে, মানুষ সমস্ত ব্যাপার তাঁরই উপর সোপর্দ করে দিক।

৪৯. হে ঈমানদাররা তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদেরকে বিবাহ করবে এবং তার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে তালাক দিবে তখন তোমাদের দিক হতে তাদের কোন ইদ্দত পালন করার আবশ্যক হবে না– যা পূর্ণ হওয়ার জন্যে তোমরা (অন্যদের ক্ষেত্রে) গণনা করে থাক। কাজেই তাদেরকে কিছু সম্পদ দাও এবং ভালভাবে তাদেরকে বিদায় কর।

১৪. অর্থাৎ এই বিবাহ সম্পর্কে তারা যে সব নিন্দবাদ ও দোষারোপ করছিল।

يٰٓاَيُّهَا	النَّبِيُّ	اِنَّآ	اَحْلَلْنَا لَكَ	اَزْوَاجَكَ	الّٰتِيْٓ	اٰتَيْتَ	اُجُوْرَهُنَّ	وَ	مَا
হে	নবী	নিশ্চয়ই আমরা	তোমারজন্যে বৈধ করেছি	তোমার স্ত্রীদেরকে	যাদের	তুমিদিয়েছে	তাদের মোহরানা গুলো	এবং	যা

مَلَكَتْ	يَمِيْنُكَ	مِمَّآ	اَفَآءَ	اللّٰهُ	عَلَيْكَ	وَ	بَنٰتِ	عَمِّكَ	وَ	بَنٰتِ
মালিক হয়েছে	তোমার ডানহাত (অর্থাৎ দাসী)	(তাদের)মধ্য হতে যা	গণীমতকরে দিয়েছেন	আল্লাহ	তোমারকাছে	এবং	বোনদেরকে	তোমারচাচাত	ও	বোনদের

عَمّٰتِكَ	وَ	بَنٰتِ	خَالِكَ	وَ	بَنٰتِ	خٰلٰتِكَ	الّٰتِيْ	هَاجَرْنَ	مَعَكَ ز
তোমারফুফাতো	ও	বোনদের	তোমারমামাত	ও	বোনদেরকে	তোমারখালাত	যারা	হিজরত করেছে	তোমারসাথে

وَ	امْرَاَةً	مُّؤْمِنَةً	اِنْ	وَّهَبَتْ	نَفْسَهَا	لِلنَّبِيِّ	اِنْ	اَرَادَ	النَّبِيُّ
এবং	(সেই) নারী	মু'মিনা	যদি	নিবেদন করে	তার নিজেকে	নবীরজন্যে	(আর) যদি	চায়	নবী

اَنْ	يَّسْتَنْكِحَهَا ق	خَالِصَةً	لَّكَ	مِنْ	دُوْنِ	الْمُؤْمِنِيْنَ ط
যে	সে তাকে বিবাহ করবে	(এটা) বিশেষভাবে	তোমার জন্যে		নয়	(অন্য) মু'মিনদের

৫০. হে নবী, আমরা তোমার জন্যে হালাল করে দিয়েছি তোমার সেই স্ত্রীদেরকে, যাদের মোহরানা তুমি আদায় করে দিয়েছ[১৫], সেই মহিলাদেরকেও (হালাল করেছি,) যারা আল্লাহর দেয়া দাসীদের মধ্যে হতে তোমার মলিকানাভুক্ত হয়েছে, তোমার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ও খালাতো ভগ্নিদেরকেও (হালাল করেছি), যারা তোমার সাথে হিজরত করে এসেছে। সেই মুমেন নারীও যে নিজে নিজেকে নবীর জন্যে হেবা করেছে– যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়[১৬]। এই সুবিধা দান খালেস ভাবে তোমারই জন্যে; অন্য ঈমানদার লোকদের জন্যে এ নয়।

১৫. এ আসলে সেই লোকদের অভিযোগের জবাব যারা বলতো মুহাম্মদ(সঃ) তো অন্য লোকদের জন্যে এক সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু নিজে তিনি এই পঞ্চম স্ত্রী কেমন করে বিবাহ করলেন? এ কথা জানা দরকার যে সে সময়ে হুযুরের ঘরে তাঁর চার বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত সাওদা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্তমান ছিলেন।

১৬. অর্থাৎ এই পাঁচ বিবি ছাড়া এই আয়াতে উল্লেখিত প্রকারের মহিলাদেরকেও নিজের স্ত্রীত্বে গ্রহণ করার অনুমতি অতিরিক্তভাবে হুযুরকে দেয়া হয়েছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ

নিশ্চয়ই | আমরা জানি | যা | আমরা নির্ধারিত করেছি | তাদেরউপর | ব্যাপারে | তাদের স্ত্রীদের | এবং | যা | মালিকহয়েছে

اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا

তাদের ডান হাত (অর্থাৎ দাসী) | যেন | না | হয় | তোমারউপর | সংকীর্ণতা | আর | হলেন | আল্লাহ | ক্ষমাশীল

رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾ تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ

মেহেরবান | দূরে রাখতে পার | যাকে | তুমিচাও | তাদের(অর্থাৎ স্ত্রীদের) মধ্যহতে | এবং | স্থানদিতেপার | তোমার কাছে | যাকে

تَشَآءُ ط وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط

তুমিচাও | এবং | যাকে | তুমিকামনাকর | তাদের মধ্য যাকে | তুমি দূরে রেখেছিলে | এক্ষেত্রে নাই | গুনাহ | তোমারউপর

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَ لَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ

এটা | বেশী সম্ভাবনা | যে | শীতল হবে | তাদেরচক্ষুগুলো | আর | না | দুঃখিতহবে | এবং | সন্তুষ্ট থাকবে

بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط

ঐ বিষয়ে যা | তাদেরকে তুমি দিয়েছ | তাদের সকলে | এবং | আল্লাহ | জানেন | যা | মধ্যে (আছে) | তোমাদের অন্তরসমূহের

وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

এবং | হলেন | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | সহনশীল

আমরা জানি, সাধারণ মু'মেন লোকদের জন্যে তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি সব বিধিনিষেধ আরোপ করে দিয়েছি। (তোমাকে এই বিধি নিষেধ হতে আমরা এজন্যে উর্দ্ধে রেখেছি) যেন তোমার পক্ষে কোন সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৫১. তোমাকে এই ইখতিয়ার দেয়া যাচ্ছে যে, তোমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখ, যাকে চাও নিজের সংগে রাখ আর যাকে ইচ্ছে দূরে সরিয়ে রাখার পর নিজের নিকটে এনে রাখ এই ব্যাপারে তোমার কোনই দোষ নেই। এভাবে অধিকতর আশা করা যায় যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যা কিছু তুমি তাদেরকে দিবে তাতেই তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের দিলের মধ্যে রয়েছে আর আল্লাহ জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল।

لَا — নয়
يَحِلُّ — বৈধ
لَكَ — তোমার জন্যে
النِّسَآءُ — (অন্য) মহিলারা
مِنْۢ
بَعْدُ — এরপরে
وَ — আর
لَآ — না (এটাও)

اَنْ — যে
تَبَدَّلَ — বদলাবে তুমি
بِهِنَّ — তাদের দিয়ে (কাউকে)
مِنْ — মধ্যহতে
اَزْوَاجٍ — (তোমার) স্ত্রীদের
وَّ — এবং
لَوْ — যদি
اَعْجَبَكَ — তোমার মন মতো (বা পছন্দ হয়)

حُسْنُهُنَّ — তাদের সৌন্দর্য
اِلَّا — (তবে) ব্যতিক্রম
مَا — যা
مَلَكَتْ — মালিক হয়েছে
يَمِيْنُكَ ط — তোমার ডানহাত (অর্থাৎ দাসী)
وَ — এবং
كَانَ — হলেন
اللّٰهُ — আল্লাহ
عَلٰى — উপরে
كُلِّ — সব

شَيْءٍ — কিছুর
رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾ — দৃষ্টিবান
يٰۤاَيُّهَا — ওহে
الَّذِيْنَ — যারা
اٰمَنُوْا — ঈমানএনেছ
لَا — না
تَدْخُلُوْا — তোমরা প্রবেশকরো
بُيُوْتَ — ঘরগুলোতে

النَّبِيِّ — নবীর
اِلَّآ — কিন্তু
اَنْ — যদি
يُّؤْذَنَ — অনুমতি দেওয়াহয়
لَكُمْ — তোমাদেরকে
اِلٰى — প্রতি
طَعَامٍ — খাওয়ার (দাওয়াতে)
غَيْرَ — (তবে এসোনা) ব্যতীত
نٰظِرِيْنَ — অপেক্ষাকরা

اِنٰىهُ لا — তা প্রস্তুতির

৫২. এদের পরে তোমার জন্যে অপর মহিলারা হালাল নয়, আর এদের স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি নেই;– তাদের রূপ-সৌন্দর্য তোমার যতই মনমতো হোক না কেন[১৭]! অবশ্য দাসীদের অনুমতি তোমার জন্যে রয়েছে[১৮]। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পাহারাদার।

রুকু-৭

৫৩. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়ো না, না এসে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকো ।

১৭. এই নির্দেশের দু'টি অর্থ– প্রথম উপরোক্ত ৫০তম আয়াতে যে সব স্ত্রীলোককে হুযুরের জন্য হালাল করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক এখন আর তাঁর জন্য হালাল নয়। দ্বিতীয় তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ যখন এ কথায় সম্মত হয়েছেন যে, অভাব ও কাঠিণ্যের মধ্যে তাঁর সংগে থাকবেন, পরকালের জন্য দুনিয়া বর্জন করবেন এবং তিনি তাদের সংগে যে ব্যবহার করবেন তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন, তখন তাদের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর স্থলে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করা আর তাঁর (রসূলের) জন্য হালাল হবে না।

১৮. এ আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছে যে বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া মালিকানাভুক্ত স্ত্রীলোকদের সংগে সহবাসের অনুমতি আছে এবং এ ছাড়া এ বিষয়ে সংখ্যার কোন শর্ত নেই। সূরা নিসার ৩নং আয়াতে, সূরা মু'মেনুনের ৬নং আয়াতে এবং সূরা মা'আরিজ এর ৩০ নং আয়াতেও এ বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে।

আরবি	অর্থ
وَلٰكِنْ	কিন্তু
اِذَا	যখন
دُعِيْتُمْ	তোমাদের ডাকা হয়
فَادْخُلُوْا	তোমরা তখন প্রবেশকর
فَاِذَا	অতঃপর যখন
طَعِمْتُمْ	তোমরা খাওয়া শেষ কর
فَانْتَشِرُوْا	তোমরা তখন চলে যাও
وَ	এবং
لَا	না
مُسْتَاْنِسِيْنَ	তোমরা মশগুলহয়ো
لِحَدِيْثٍ ط	কথা বার্তার মধ্যে
اِنَّ	নিশ্চয়ই
ذٰلِكُمْ	সেটা
كَانَ	হল (এমন যে)
يُؤْذِى	কষ্টদেয়
النَّبِىَّ	নবীকে
فَيَسْتَحْيٖ	সে কিন্তু লজ্জা পায়(বলতে)
مِنْكُمْ ز	তোমাদের হতে
وَاللّٰهُ	অথচ আল্লাহ্
لَا	না
يَسْتَحْيٖ	সংকোচ করেন
مِنَ	হতে
الْحَقِّ ط	সত্য (বলা)
وَ	এবং
اِذَا	যখন
سَاَلْتُمُوْهُنَّ	তাদের (অর্থাৎ নবী স্ত্রীদের) হতে তোমরা চাও
مَتَاعًا	কোনসামগ্রী
فَسْئَلُوْهُنَّ	তবে তাদের কাছেচাও
مِنْ	হতে
وَّرَآءِ	পিছন
حِجَابٍ ط	পর্দার
ذٰلِكُمْ	সেটাই
اَطْهَرُ	পবিত্রতর
لِقُلُوْبِكُمْ	তোমাদের অন্তর সমূহের জন্যে
وَ	এবং
قُلُوْبِهِنَّ ط	তাদের অন্তর সমূহের (জন্যেও)
وَ	এবং
مَا	না
كَانَ	(সংগত)
لَكُمْ	তোমাদের জন্যে
اَنْ	যে
تُؤْذُوْا	তোমরা কষ্টদেবে
رَسُوْلَ	রসূলকে
اللّٰهِ	আল্লাহর
وَ	আর
لَآ	না
اَنْ	(সংগত) যে
تَنْكِحُوْٓا	তোমরা বিবাহ করবে
اَزْوَاجَهٗ	তার স্ত্রীদেরকে
مِنْۢ بَعْدِهٖٓ	তার পরে
اَبَدًا ط	কখনো ও
اِنَّ	নিশ্চয়ই
ذٰلِكُمْ	সেটা
كَانَ	হল
عِنْدَ	কাছে
اللّٰهِ	আল্লাহর
عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾	গুরুতর (অপরাধ)

তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওআত দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও। কথায় মশগুল হয়ে বসো না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ্ সত্যকথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের নিকট হতে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার আড়াল হতেই চেয়ে পাঠাও। তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে ইহাই উত্তম পন্থা। তোমরা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দিবে, তা তোমাদের পক্ষে কিছুতেই জায়েয হতে পারে না, না তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে যায়েয হতে পারে। বস্তুতঃ এ আল্লাহর নিকট অতি বড় গুনাহ।
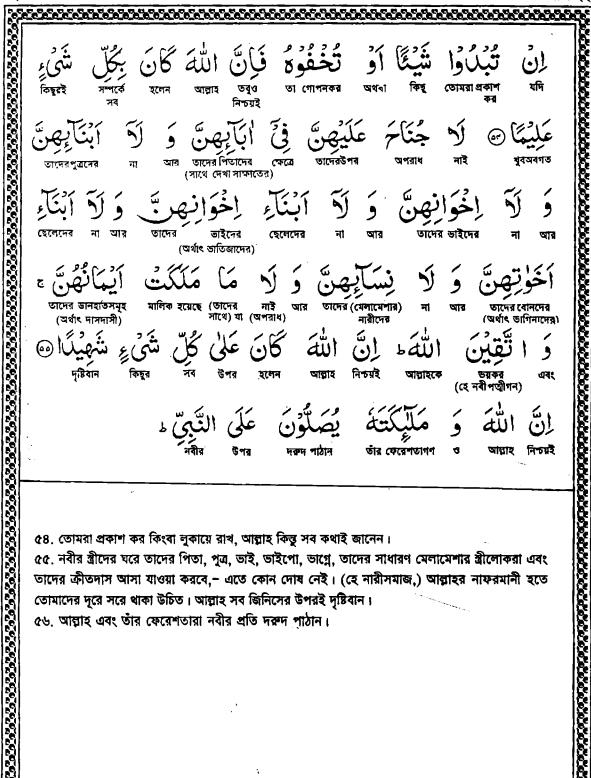
৫৪. তোমরা প্রকাশ কর কিংবা লুকায়ে রাখ, আল্লাহ কিন্তু সব কথাই জানেন।

৫৫. নবীর স্ত্রীদের ঘরে তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে, তাদের সাধারণ মেলামেশার স্ত্রীলোকরা এবং তাদের ক্রীতদাস আসা যাওয়া করবে,- এতে কোন দোষ নেই। (হে নারীসমাজ,) আল্লাহর নাফরমানী হতে তোমাদের দূরে সরে থাকা উচিত। আল্লাহ সব জিনিসের উপরই দৃষ্টিবান।

৫৬. আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ পাঠান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝٥٦ اِنَّ

ওহে | যারা | ঈমানএনেছ | দরুদ পাঠাও | তার উপর | ও | তোমরা সালাম জানাও | (অতি উত্তম) সালাম | নিশ্চয়ই

الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا

যারা | কষ্টদেয় | আল্লাহকে | ও | তাঁর রসূলকে | তাদেরকে লা'নত দেন | আল্লাহ | মধ্যে | দুনিয়ার

وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝٥٧ وَ الَّذِيْنَ

ও | আখেরাতে | এবং | প্রস্তুত করে রেখেছেন | তাদের জন্যে | শাস্তি | অপমানকর | এবং | যারা

يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا

কষ্টদেয় | মু'মিনদেরকে | ও | মু'মিনাদেরকে | এ ব্যতীত | যে | তারা অপরাধ করেছে

فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٥٨

তাহলে নিশ্চয়ই | তারা বহন করবে | অপবাদ | ও | গুনাহ | সুস্পষ্ট

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও[১৯]।

৫৭. যে সব লোক আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের উপর আল্লাহতা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্যে অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

৫৮ আর যে সব লোক মু'মেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয় তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে।

---

১৯. আল্লাহর পক্ষথেকে নিজ নবীর উপর 'সালাত' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রতি অসীম মেহেরবান; তিনি তাঁর তারিফ করেন, তাঁর কাজে বরকত দান করেন, তাঁর নাম উন্নীত করেন এবং তারা প্রতি নিজের রহমতের ধারা বর্ষণ করেন। ফেরেশতাদের পক্ষথেকে তাঁর প্রতি 'সালাতে'র অর্থ হচ্ছে তাঁরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত মহব্বত রাখেন এবং তাঁর অনুকূলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন– যেন আল্লাহতা'আলা তাকে অধিক থেকে অধিকতর উন্নত মর্যাদা দান করেন। মু'মিনদের পক্ষথেকে তাঁর প্রতি 'সালাতে'র অর্থ– তাঁরাও তাঁর জন্য যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, "আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রতি নিজের রহমত ধারা অবতীর্ণ করুন"।

يٰۤاَيُّهَا	النَّبِيُّ	قُلْ	لِّاَزْوَاجِكَ	وَ	بَنٰتِكَ	وَ	نِسَآءِ	الْمُؤْمِنِيْنَ	يُدْنِيْنَ
হে	নবী	বল	তোমার স্ত্রীদেরকে	ও	তোমাদের কণ্যাদেরকে	ও	নারীদের	মু'মিনদের (যেন)	তারা টেনেদেয়

عَلَيْهِنَّ	مِنْ	جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ	ذٰلِكَ	اَدْنٰۤى	اَنْ	يُّعْرَفْنَ	فَلَا	يُؤْذَيْنَ ؕ
তাদের উপর	কিছু অংশ (অর্থাৎ আঁচল)	তাদের চাদরের	এটা	নিকটতর	যে	তাদের চেনা যাবে	তখন না	তাদের উত্যক্ত করাহবে

وَ	كَانَ	اللّٰهُ	غَفُوْرًا	رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾	لَئِنْ	لَّمْ	يَنْتَهِ	الْمُنٰفِقُوْنَ	وَ
এবং	হলেন	আল্লাহ	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	অবশ্যই যদি	না	বিরত থাকে	মুনাফেকরা	ও

الَّذِيْنَ	فِيْ	قُلُوْبِهِمْ	مَّرَضٌ	وَّ	الْمُرْجِفُوْنَ	فِي	الْمَدِيْنَةِ
যাদের	মধ্যে আছে	তাদেরঅন্তর সমূহের	রোগ	এবং	গুজব রচনাকারীরা	মধ্যে	মদিনা (শহরের)

لَنُغْرِيَنَّكَ	بِهِمْ	ثُمَّ	لَا	يُجَاوِرُوْنَكَ	فِيْهَاۤ	اِلَّا	قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾
তোমাকে আমরা অবশ্যই প্রস্তুত করব	তাদের বিরুদ্ধে	এরপর	না	তোমার প্রতিবেশীহয়ে তারা থাকবে	তার মধ্যে	কিন্তু	স্বল্প (সময়)

مَّلْعُوْنِيْنَ ۛۚ	اَيْنَمَا	ثُقِفُوْۤا	اُخِذُوْا	وَ	قُتِّلُوْا	تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾
তারা অভিশপ্তহবে	যেখানে	তাদের পাওয়া যাবে	তাদের ধরাহবে	ও	তাদের হত্যা করা হবে	(নিদয় ভাবে) হত্যা

রুকূ-৮

৫৯. হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়[২০] এ অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও তাদের উত্যক্ত করা না হয়[২১]। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৬০. মুনাফেক লোকেরা এবং যাদের মনে দোষ রয়েছে, আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের এ কাজ হতে বিরত না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে আমরা তোমাকে প্রস্তুত করব। পরে এই শহরে তোমার সাথে তাদের বসবাস কঠিনই হবে।

৬১. তাদের উপর চারদিকে হতে লানত বর্ষিত হবে। যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা হবে।

২০. অর্থাৎ চাদর দিয়ে উপর থেকে ঢেকে নেন। অন্য কথায় –মুখমন্ডল অনাবৃত রেখে না চেলা ফেরা করেন।

২১. "যেন তাদেরকে চিনিতে পারা যায়" –এর মর্ম হচ্ছে তাদেরকে এই সরল ও শালীন পোশাক পরিহিত দেখে প্রত্যেকে এ কথা বুঝে নেবেন যে, তাঁরা সম্ভ্রমশীলা সতী মহিলা, তাঁরা উৎশৃঙ্খল ও খেলাড়ি স্ত্রীলোক নয় যে কোন দুরাচার মানুষ নিজের অন্তরের বাসনা তাঁদের দ্বারা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "তাঁদেরকে উত্যক্ত করা না হয়" -এর মর্ম হচ্ছে– তারা যেন অত্যাচারিত না হয়।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾ يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَ اَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾
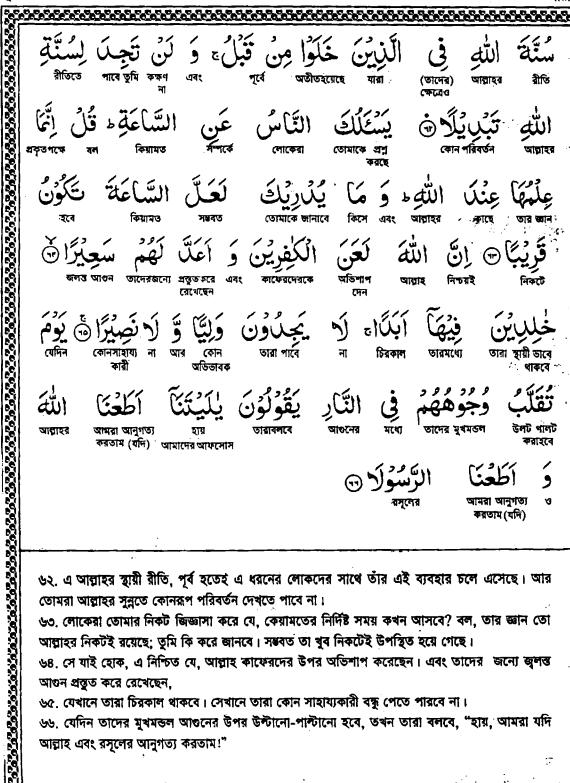
৬২. এ আল্লাহর স্থায়ী রীতি, পূর্ব হতেই এ ধরনের লোকদের সাথে তাঁর এই ব্যবহার চলে এসেছে। আর তোমরা আল্লাহর সুন্নতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

৬৩. লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কখন আসবে? বল, তার জ্ঞান তো আল্লাহর নিকটই রয়েছে; তুমি কি করে জানবে। সম্ভবত তা খুব নিকটেই উপস্থিত হয়ে গেছে।

৬৪. সে যাই হোক, এ নিশ্চিত যে, আল্লাহ কাফেরদের উপর অভিশাপ করেছেন। এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন,

৬৫. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তারা কোন সাহায্যকারী বন্ধু পেতে পারবে না।

৬৬. যেদিন তাদের মুখমন্ডল আগুনের উপর উল্টানো-পাল্টানো হবে, তখন তারা বলবে, "হায়, আমরা যদি আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করতাম!"

وَ	قَالُوْا	رَبَّنَآ	اِنَّآ	اَطَعْنَا	سَادَتَنَا
এবং	তারাবলবে	হে আমাদের রব	নিশ্চয়ই আমরা	আমরা আনুগত্য করেছি	আমাদের নেতা দের

وَ	كُبَرَآءَنَا	فَاَضَلُّوْنَا	السَّبِيْلَا ٦٧	رَبَّنَآ	اٰتِهِمْ	ضِعْفَيْنِ
ও	আমাদের বড়দের	আমাদেরকে অতঃপর তারাভ্রষ্টকরেছে	পথ	হে আমাদের রব	তাদের দিন	দ্বিগুণ

مِنَ	الْعَذَابِ	وَ	الْعَنْهُمْ	لَعْنًا	كَبِيْرًا ٦٨	يٰٓاَيُّهَا	الَّذِيْنَ
	শাস্তি	এবং	তাদেরকে অভিশপ্ত করুন	অভিশাপে	বড়	ওহে	যারা

اٰمَنُوْا	لَا	تَكُوْنُوْا	كَالَّذِيْنَ	اٰذَوْا	مُوْسٰى	فَبَرَّاَهُ	اللّٰهُ
ঈমানএনেছ	না	তোমরা হয়ো	(তাদের)মত যারা	কষ্ট দিয়েছিল	মূসাকে	তাকে অতঃপর নির্দোষ প্রমাণিতকরলেন	আল্লাহ

مِمَّا	قَالُوْا	وَ	كَانَ	عِنْدَ	اللّٰهِ	وَجِيْهًا ٦٩	يٰٓاَيُّهَا
ঐ বিষয় হতে যা	তারাবলেছিল	এবং	সেছিল	কাছে	আল্লাহর	মর্যাদাবান	ওহে

الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	قُوْلُوْا	قَوْلًا	سَدِيْدًا ٧٠
যারা	ঈমানএনেছ	তোমরা ভয়কর	আল্লাহকে	এবং	তোমরাবল	কথা	সঠিক

يُّصْلِحْ	لَكُمْ	اَعْمَالَكُمْ	وَ	يَغْفِرْ	لَكُمْ	ذُنُوْبَكُمْ
সংশোধন করবেন	তোমাদের জন্যে	তোমাদের কর্মসমূহকে	এবং	মাফ করে দেবেন	তোমাদের জন্যে	তোমাদের পাপগুলোকে

وَ	مَنْ	يُّطِعِ	اللّٰهَ	وَ	رَسُوْلَهٗ	فَقَدْ	فَازَ	فَوْزًا	عَظِيْمًا ٧١
এবং	যে	আনুগত্যকরল	আল্লাহর	ও	তাররসূলের	তাহলে নিশ্চয়ই	সে সফল হল	সাফল্য	বিরাট

৬৭. আরো বলবে "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছি, আর তারা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ হতে গোমরাহ করে রেখেছে।

৬৮. হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের উপর শক্ত অভিশাপ বর্ষণ কর"।

রুকু-৯

৬৯. হে ঈমানদার লোকেরা! সেই লোকদের মতো হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদের বানানো কথাবার্তা হতে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করলেন এবং সে আল্লাহর নিকট সম্মানার্হ ছিল।

৭০. হে ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় কর এবং ঠিক কথা বল।

৭১. আল্লাহ তোমাদের আমলকে সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের অপরাধ-সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য লাভ করল।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ

নিশ্চয়ই আমরা | আমরা পেশ করেছিলাম | আমানত | উপর | আকাশসমূহের | ও | পৃথিবীর | ও

الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ

পর্বতমালার | তারা অতঃপর অস্বীকারকরল | যে | তা তারা বহনকরবে | আর | তারা ভয়পেল | তাথেকে | এবং

حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

তা বহনকরল | মানুষ | নিশ্চয়ই সে | হল | বড়যালেম | বড়অজ্ঞ

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنٰفِقِينَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِينَ

(এর পরিনাম হল এইযে) শাস্তিদেবেন | আল্লাহ | মুনাফিকপুরুষদেরকে | ও | মুনাফিক নারীদেরকে | এবং | মুশরিক পুরুষদেরকে

وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ط

ও | মুশরিকনারীদেরকে | এবং | ক্ষমাকরবেন | আল্লাহ | উপর | মু'মিন পুরুষদের | ও | মু'মিনা নারীদেরকে

وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

এবং | হলেন | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

৭২. আমরা এই আমানতকে ২২ আকাশমন্ডলী, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম ।কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলনা, তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তাকে নিজের কাধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালেম ও মূর্খ জাহেল তাতে সন্দেহ নেই২৩ ।

৭৩. (আমানতের এই বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম হল) যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং মোশরেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শাস্তি দিবেন এবং মু'মেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের তওবা কবুল করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২২. "আমানত" এর অর্থ সেই দায়িত্বভার যা আল্লাহতা'আলা মানুষকে তাঁর পৃথিবীতে ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে অর্পণ করেছেন।

২৩. অর্থাৎ এই দায়িত্বভারের ধারক ও বাহক হয়েও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এবং আমানতের দায়িত্ব ভংগ করে নিজের উপর নিজে অত্যাচার করে।

সূরা সাবা

নামকরণ

১৫ নং আয়াতের .... لقد كان لسبا فى مسكنهم اية.... .... বাক্য হতে নাম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা, যাতে 'সাবা'র উল্লেখ রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময়-কাল যে কি, কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে তা জানা যায় না। তবে এর বর্ণনাভংগি হতে জানা যায় যে, তা মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময় অথবা প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়ে থাকলে তা সম্ভবত সেই সময় ছিল যখন কাফেরদের পক্ষ হতে যুলম নিপীড়ন তীব্রভাবে শুরু হয়নি। তখনো শুধু হাসি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, গুজবের যুদ্ধ, মিথ্যা অভিযোগ ও সন্দেহ সৃষ্টি দ্বারাই ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

বিষয়-বস্তু ও মূল বক্তব্য

নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদ ও আখেরাতকে বিশ্বাস এবং তাঁর নবুয়্যতের প্রতি ঈমান আনার দাওআ'তের উপর ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অর্থহীন অভিযোগ আকারে কাফেররা যেসব আপত্তি প্রকাশ করতো এ সূরায় তারই জবাব দেয়া হয়েছে। কোথাও সে সব আপত্তির কথা উল্লেখ করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে কোথাও ভাষণ বিশ্লেষণ হতেই এ কোন ধরনের আপত্তির জবাব তা আপনা-আপনি বুঝতে পারা যায়। জবাব সমূহের বেশীর ভাগ দেয়া হয়েছে ওয়াজ-নসীহত ও যুক্তি-প্রমাণ রূপে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি সহজে অনুধাবন করা যায়। কোথাও কোথাও কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতার মারাত্মক পরিণতির কথা বলে ভয় দেখানো হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) এবং 'সাবা' জাতির কাহিনীও পেশকরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, লোকদের সামনে ইতিহাসের এ দুটো উজ্জ্বল নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এক দিকে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) রয়েছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে বড় শক্তি ও প্রতাপ প্রতিপত্তি দান করেছিলেন যা ইতিপূর্বে খুব কম লোককেই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব কিছু লাভ করে তাঁরা অহংকার ও আত্মগৌরবে নিমজ্জিত হননি। তাঁরা নিজেদের আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিবর্তে তার শোকর-গুযার বান্দা হিসেবে জীবন-যাপন করেছেন। আর অপর দিকে 'সাবা' জাতি রয়েছে। আল্লাহ যখন তাদেরকে নিজের নেআ'মত দানকরলেন তখন তারা অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠলো এবং শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল যে, তাদের কাহিনীই শুধু দুনিয়ায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এ দুটি দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখ, তওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাস এবং নে'আমতের শোকর এর ভাবধারায় যে জীবন গড়ে-ওঠে তা উত্তম, না কুফরী-শিরক, পরকাল অবিশ্বাস ও দুনিয়া-পূঁজার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তা উত্তম?

رُكُوعَاتُهَا ٦ — سُورَةُ سَبَإٍ مَكِّيَّةٌ (٣٤) — اٰيَاتُهَا ٥٤

ছয় তার রুকূ (সংখ্যা) — মক্কী সাবা সূরা (৩৪) — চুয়ান্ন তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ لَهُ

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তারই (মালিকানায়)(এমন সত্ত্বা) জন্যে যা কিছু মধ্যে (আছে) আকাশমন্ডলির আর যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর এবং তারই জন্যে

الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

সকল প্রশংসা মধ্যে পরকালের এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় খুবঅবহিত তিনিজানেন যা কিছু প্রবেশ করে

فِى الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا

মধ্যে পৃথিবীর আর যা কিছু বেরহয় তাথেকে এবং যা কিছু অবতীর্ণহয় থেকে আকাশ আর যা কিছু

يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَ هُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝٢ وَ قَالَ الَّذِيْنَ

উত্থিতহয় তারমধ্যে এবং তিনিই মেহেরবান ক্ষমাশীল এবং বলে যারা

كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ؕ

কুফরীকরেছে (কেন) না আমাদের উপর আসছে কিয়ামত বল কেন না নিশ্চয়ই শপথ আমার রবের তোমাদের উপর অবশ্যই আসবেই

রুকূ-১

১. প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে, যিনি আকাশ-মন্ডলী ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক। আর পরকালেও তাঁরই জন্যে প্রশংসা। তিনি সুবিজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

২. যা কিছু যমীনের প্রবেশ করে, যা কিছু তা হতে বের হয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়– প্রত্যেকটি জিনিসই তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

৩. অবিশ্বাসীরা বলে, ব্যাপার কি, আমাদের উপর কেয়ামত আসছে না কেন? বল, আমার গায়েব-জানা রবের শপথ, তা তোমাদের উপর অবশ্যই আসবে।

عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ

(আমাররব) পরিজ্ঞাত | অদৃশ্যের (ব্যাপারে) | না | লুকায়িত আছে | তাঁর থেকে | (কিছু) পরিমাণও | কোন অনুর | মধ্যে | আকাশসমূহের

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي

আর | না | মধ্যে | পৃথিবীর | এবং | না | ক্ষুদ্রতর | চেয়ে | সেটার | আর | না | বৃহত্তর | কিন্তু | মধ্যে আছে

كِتٰبٍ مُّبِينٍ ۝٣ لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

(লিখিত) একটি গ্রন্থের | সুস্পষ্ট | (কেয়ামত এজন্য) যেন তিনি পুরস্কার দেন | (তাদেরকে) যারা | ঈমানএনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীসমূহের

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيٓ

ঐসব(লোক) | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | ক্ষমা | ও | রিযক | সম্মানজনক | এবং | যারা | চেষ্টাকরে | ক্ষেত্রে

اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِينَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝٥

আমদের আয়াতগুলোকে | হীনপ্রমান করতে | ঐসব (লোক) | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | শাস্তি | ভয়ংকর | মর্মান্তিক

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ

এবং | জানে | যাদের | দেয়া হয়েছে | জ্ঞান | যা | নাযিলকরা হয়েছে | তোমারপ্রতি

مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيٓ إِلٰى صِرٰطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٦

তোমার রবের পক্ষহতে | তা | সত্য | এবং | পথ দেখায় | দিকে | পথের | পরাক্রমশালী (রবের) | (যিনি) প্রশংসিত

এক অনু পরিমাণ জিনিস তাঁর নিকট হতে না আকাশ মন্ডলে লুক্কায়িত রয়েছে, না যমীনে; না তা হতে বড় কোন জিনিস, না তা হতে ক্ষুদ্র। সবকিছু এক স্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে।

৪. আর এই কেয়ামত আসবে এ জন্যে যে, আল্লাহতা'আলা পুরস্কার দান করবেন সেই লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্যে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেয্ক রয়েছে।

৫. আর যারা আমাদের আয়াত-সমূহকে হীন প্রমাণের জন্যে চেষ্টা করেছে তাদের জন্যে জঘন্য পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

৬. হে নবী! জ্ঞানবান লোকেরা ভালভাবেই জানে যে, তোমার রবের তরফ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি হক এবং তা পরাক্রান্ত মহাপ্রশংসিত (রবের) দিকে পথ দেখায়।

আরবি	অর্থ
وَ	এবং
قَالَ	বলে
الَّذِيْنَ	যারা
كَفَرُوْا	কুফরী করেছে
هَلْ	কি
نَدُلُّكُمْ	তোমাদেরকে আমরা সন্ধানদেব
عَلٰى	সম্পর্কে
رَجُلٍ	একব্যক্তির
يُّنَبِّئُكُمْ	তোমাদেরকে যে খবরদেবে
اِذَا	যখন
مُزِّقْتُمْ	(অনুকনিকায়)তোমাদেরকেছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হবে
كُلَّ	প্রত্যেক
مُمَزَّقٍ	খুবছিন্ন-বিছিন্ন
اِنَّكُمْ	তোমরা নিশ্চয়ই (হবে)
لَفِيْ	অবশ্যই মধ্যে
خَلْقٍ	সৃষ্টির
جَدِيْدٍ ۝٧	নতুন (অর্থাৎ পুনরুত্থিত হবে?)
اَفْتَرٰى	রচনা করেছে কি
عَلَى	উপর
اللّٰهِ	আল্লাহর
كَذِبًا	মিথ্যা
اَمْ	অথবা
بِهٖ	তারসাথে আছে
جِنَّةٌ ط	জিন
بَلِ	বরং
الَّذِيْنَ	যারা
لَا	না
يُؤْمِنُوْنَ	বিশ্বাসকরে
بِالْاٰخِرَةِ	আখেরাতকে
فِي	মধ্যে (রয়েছে)
الْعَذَابِ	শাস্তির
وَ	এবং
الضَّلٰلِ	বিভ্রান্তির
الْبَعِيْدِ ۝٨	সুদূর
اَفَلَمْ	তবে কি নাই
يَرَوْا	তারাদেখে
اِلٰى	দিকে
مَا	(তার) যা
بَيْنَ	সামনে (রয়েছে)
اَيْدِيْهِمْ	তাদের
وَ	এবং
مَا	যা
خَلْفَهُمْ	তাদেরপিছনে
مِّنَ	হতে
السَّمَآءِ	আসমান
وَ	এবং
الْاَرْضِ ط	যমীন
اِنْ	যদি
نَّشَاْ	আমরা
نَخْسِفْ	আমরা ধসিয়ে
بِهِمُ	তাদেরসহ
الْاَرْضَ	যমীনকে
اَوْ	অথবা
نُسْقِطْ	আমরা পতিত করব
عَلَيْهِمْ	তাদেরউপর
كِسَفًا	(কিছু) খণ্ড
مِّنَ	থেকে
السَّمَآءِ ط	আকাশ
اِنَّ	নিশ্চয়ই
فِيْ	মধ্যে (রয়েছে)
ذٰلِكَ	এর
لَاٰيَةً	অবশ্যই নিদর্শন
لِّكُلِّ	জন্যে প্রত্যেক
عَبْدٍ	বান্দার
مُّنِيْبٍ ۝٩	যে (আল্লাহ) অভিমুখী

৭. অবিশ্বাসীরা লোকদেরকে বলে, "আমরা তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলব, যে খবর দেয়, তোমাদের দেহের প্রতিটি অনুকণিকা যখন ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তখন তোমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে?

৮. জানিনা, এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করছে কিংবা তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে?" না বরং যারা পরকাল মানে না তারা আযাবে নিমজ্জিত হবে। আর তারাই অতি মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে।

৯. তারা কি সেই আসমান যমীন কখনো দেখেনি, যা তাদেরকে সামনে ও পিছন হতে ঘিরে রয়েছে? আমরা চাইলে এদেরকে যমীনে নিমজ্জিত করে দেব কিংবা আসমানের কিছু টুকরো এদের উপর ফেলে দেব। মূলতঃ এতে একটি নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক বান্দার জন্যে যে আল্লাহর দিকে রুজু করতে প্রস্তুত।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًاؕ

এবং | নিশ্চয়ই | আমরাদিয়েছি | দাউদকে | আমাদের পক্ষথেকে | অনুগ্রহ

يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَ الطَّيْرَۚ وَ اَلَنَّا لَهُ

(এবং বলে ছিলাম) হে পর্বতমালা | আনুকূল্য কর | তারসাথে | এবং | পাখীদেরকেও (হুকুম দিয়েছিলাম) | এবং | আমরা নরম করেদেই | তারজন্যে

الْحَدِيْدَ ⑩ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّ قَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَ اعْمَلُوْا

লৌহকে | (এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম)যে | তুমি নির্মাণ কর | (নিখুঁত) বর্ম সমূহের | ও | পরিমান রক্ষা কর | মধ্যে | কড়াগুলোর | এবং | তোমরা কাজকর

صَالِحًاؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ⑪ وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ

নেকীর | নিশ্চয়ই আমি | ঐবিষয়ে যা | তোমরা করছ | দৃষ্টিমান | এবং | সোলায়মানেরজন্যে (অধীনকরেদেই) | বাতাসকে

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهْرٌۚ وَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ

তারপ্রভাতেচলা | একমাসের | এবং | তারসন্ধাকালীনচলা | একমাসের | এবং | আমরা প্রবাহিত করি | তারজন্যে | প্রস্রবণ

(অর্থাৎ সে একমাসের পথ এক সকাল বা এক সন্ধায় অতিক্রম করত)

الْقِطْرِؕ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖؕ

গলিত তামার | এবং | মধ্য হতে | জ্বিনদের | কতক | কাজ করত | সামনে | তার | অনুমতি ক্রমে | তার রবের

রুকু-২

১০.. আমরা দাউদকে নিজের নিকট হতে বিপুল অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (আমরা হুকুম দিলাম যে,) হে পাহাড়, তার সাথে আনুকূল্য কর। (আর এই হুকুম আমরা) পক্ষীকূলকেও দিলাম। আমরা লোহাকে তার জন্যে নরম করে দিলাম।

১১. এই নির্দেশসহ যে, বর্মগুলো বানাও এবং তার আকার পরিমাণ মতো রাখ। (হে দাউদের বংশধর!) নেক্ আমল কর। যা কিছু তোমরা কর তা আমি দেখতে পাচ্ছি।

১২. আর সুলায়মানের জন্যে আমরা বাতাসকে অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছি, সকাল বেলা তার এক মাসের পথ চলা এবং সন্ধাকালে তার এক মাসের পথ চলা[১]। আমরা তার জন্যে গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছি। এবং এমন সব জ্বিন তার অধীন অনুগত করে দিয়েছি যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করত।

১. অর্থাৎ বায়ুকে হজরত সুলাইমান (আঃ) এর এমন অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে তিনি যখন চাইতেন বায়ুকে তার অনুকূলে দ্রুত প্রবাহিত করিয়ে এক সকাল বা এক সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতে পারতেন।

وَ مَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾

আর | যে | অমান্য করত | তাদের মধ্যকার | হতে | আমাদের নির্দেশের | তাকেআমরা আস্বাদনকরাতাম | শাস্তি | জলন্ত আগুনের

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ

তারা তৈরীকরত | তার জন্যে | যা | সে ইচ্ছে করত | যেমন | উঁচু ইমারত সমূহ | ও | (প্রাণহীন বস্তুর) প্রতিকৃতিসমূহ | ও | বড়পাত্রসমূহ

كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ط اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ط

হাউযসদৃশ | এবং | বড়ডেগসমূহ | দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত | (আরও বলেছিলাম) বংশধররা তোমরা কাজকর | (হে) | দাউদের | কৃতজ্ঞতাসহকারে

وَ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ

এবং | কমই | মধ্যে হতে | আমারবান্দাদের | কৃতজ্ঞ | অতঃপর যখন | আমরা ফায়সালা করলাম | তারউপর

الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ

মৃত্যুর | না | তাদেরজানাল | সম্পর্কে | তারমৃত্যু | কিন্তু | পোকা | মাটির (অর্থাৎ ঘুণ) | (যা) খাচ্ছিল

مِنْسَاَتَهٗ ج

তার লাঠিকে

তাদের মধ্যে যে আমার হুকুম অমান্য করত তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।

১৩. তারা তার জন্যে তাই বানাতো যা সে চাইত; উঁচু-উচু ইমারত, ছবি প্রতিকৃতি[২] বড় বড় হাউজ-থালার মত এবং নিজ স্থানে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগ –হে দাউদের বংশের লোকেরা, শোকর করার নিয়মে[৩] কাজ করতে থাক, আমার বান্দাদের মধ্যে শোকর-গুযার খুবই কম।

১৪. পরে সুলায়মানের জন্যে যখন আমরা মৃত্যুর ফয়সালা জারী করলাম, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর জানাবার জন্যে 'ঘুণ' ছাড়া আর কোন জিনিসই ছিল না, তা তার যষ্ঠিকে খেয়ে ফেলছিল।

২. চিত্র অর্থে মানুষ বা পশুর চিত্র হওয়া জরুরী নয়। হজরত সোলায়মান (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অনুসারী ছিলেন এবং হযরত মূসার শরীয়তে কোন জীবের চিত্র তৈরী করা সেরূপ ভাবেই হারাম ছিল যেমন রসূলুল্লাহর শরীয়তে তা হারাম।

৩. অর্থাৎ কৃতজ্ঞ দাসের মতো কাজ করো।

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অতঃপর যখন | সে পড়ে গেল | পরিষ্কার ভাবে জানতেপারল | জ্বিনরা | যে | যদি | তারাজানত

الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝١٤ لَقَدْ كَانَ

অদৃশ্যবিষয়ে | না | তারাঅবস্থান করত | মধ্যে | শাস্তির | লাঞ্ছনাদায়ক | নিশ্চয়ই | ছিল

لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۝

সাবা(জাতির) জন্যে | মধ্যে | তাদের বাসভূমির | একটি নিদর্শন | দুটিবাগান | ডানে | ও | বামে

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ

(বলেছিলাম) তোমরাখাও | থেকে | রিযক | তোমাদের রবের | ও | তোমরা শোকরকর | তাঁরজন্যে | (এই) দেশ | উত্তম পবিত্র | এবং

رَبٌّ غَفُوْرٌ ۝١٥ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

রব | ক্ষমাশীল | কিন্তু তারা মুখ ফিরাল | তাই আমরা প্রেরণ করলাম | তাদেরউপর | বন্যা | বাঁধ-ভাঙ্গা

وَ بَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ

এবং | তাদের আমরা পাল্টে দিলাম | তাদের দু'টি বাগানের বিনিময়ে | দুটিবাগান | সম্পন্ন | ফল-মূল | বিস্বাদ | এবং

اَثْلٍ وَّ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝١٦ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۚ

ঝাউগাছ | ও | কিছু | কুলগাছ | সামান্য | এটা | তাদের আমরা প্রতিফল দিই | এ কারণ | তারাকুফরী করেছিল

এই ভাবে সুলায়মান যখন পড়ে গেল তখন জ্বিনদের নিকট এই রহস্য উদঘাটিত হল যে, তারা যদি গায়েব জানত তা হলে এই লাঞ্ছনার আযাবে তারা নিমজ্জিত হয়ে থাকত না।

১৫. 'সাবার' জন্যে তাদের বসবাসের স্থানেই একটি চিহ্ন বর্তমান ছিল, দু'টি বাগান ডানে ও বামে[৪]। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রেযক খাও এবং তাঁর শোকর-গুযারী কর। (এই) দেশ খুবই উত্তম-পবিত্র এবং পরোয়ারদেগার হলেন ক্ষমাশীল।

১৬. কিন্তু তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর বাঁধ-ভাংগা বন্যা পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের পিছনের দুটি বাগানের পরিবর্তে অপর দুটি বাগান তাদেরকে দিলাম, তাতে তিক্ত-কটুফল ও ঝাউ গাছ ছিল এবং কিছু পরিমাণ কুল গাছও।

১৭. এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিফল –আমরা তাদেরকে দিলাম।

৪. এর অর্থ এই নয় যে সারা দেশে মাত্র দুটি উদ্যান ছিল। বরং এর মর্ম– 'সাবার' সমগ্র ভূমি উদ্যান বনে গিয়েছিল। মানুষ যেখানেই দাঁড়াতো তার ডাইনে বা বামে উদ্যান দেখা যেত।

وَ	هَلْ	نُجْزِيْٓ	اِلَّا	الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾	وَ	جَعَلْنَا	بَيْنَهُمْ	وَ	بَيْنَ
এবং	না	আমরা দেই (এমন) প্রতিফল	ব্যতীত	অকৃতজ্ঞকে	এবং	আমরা স্থাপন করেছিলাম	তাদেরমাঝে	ও	মাঝে

الْقُرَى	الَّتِيْ	بٰرَكْنَا	فِيْهَا	قُرًى	ظَاهِرَةً	وَّ	قَدَّرْنَا	فِيْهَا
জনবসতি গুলোর	যাতে	আমরা বরকত দিয়েছিলাম	তারমধ্যে	(বহু)জনপদ	দৃশ্যমান	এবং	আমরাপরিমান মত রেখেছিলাম	তারমধ্যে

السَّيْرَ	سِيْرُوْا فِيْهَا	لَيَالِيَ	وَ	اَيَّامًا	اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾	فَقَالُوْا
সফরের (দূরত্ব)	তারমধ্যে (বলেছিলাম) তোমরা চলাফেরাকর	রাতগুলোতে	ও	দিনগুলোতে	নিরাপত্তা সহকারে	কিন্তু তারা বলেছিল

رَبَّنَا	بٰعِدْ	بَيْنَ	اَسْفَارِنَا	وَ	ظَلَمُوْٓا	اَنْفُسَهُمْ
হে আমাদের রব	দূরত্ব বাড়াও	মাঝে	আমাদের সফর সমূহের	এবং	তারা যুলম করেছিল	তাদের নিজেদের (উপর)

আর অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া এমন প্রতিফল আমরা আর কাউকে দিই না।

১৮. আর আমরা তাদের ও তাদের বসতিসমূহের মাঝে– যে গুলোকে আমরা বরকত দান করেছিলাম– প্রকাশ্য বসতি স্থাপন করে দিলাম। এবং তাতে সফরের দূরত্ব একটি পরিমাণ মতো রেখে দিলাম[৫]। চলাফেরা কর এ সব পথে রাত-দিন, পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে।

১৯. কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের সফরের দূরত্ব দীর্ঘ করে দাও[৬]। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলম করল।

৫. "বরকত–পূর্ণ জনপদ" অর্থাৎ সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের এলাকা। 'প্রকাশ্য বসতি' অর্থাৎ এরূপ জনপদসমূহ যা সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত ছিল, যা কোন দূরবর্তী স্থানে নির্জনতায় লুকানো ছিল না। এবং সফরের দূরত্ব সমূহকে পরিমিত রাখার অর্থ ইয়ামান হতে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র সফর ক্রমাগত বসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হতো, যার প্রতিটি মনযিল থেকে পরবর্তী মনযিলের দূরত্ব জানা ও নির্দিষ্ট ছিল।

৬. তারা মুখে এরূপ দোয়া করেছিলেন এরূপ নিশ্চিত নাও হতে পারে। অনেক সময় মানুষ বাস্তবে এরূপ কাজ করে যার দ্বারা মনে হয় যেন সে নিজের স্রষ্টাকে এই বলছে যে– 'যে নে'আমত তুমি আমাকে দান করেছ আমি তার যোগ্য নই'। আয়াতের ভাষা দ্বারা একথা স্পষ্ট-পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, সে কওম নিজেদের জনবসতির আধিক্যকে নিজেদের জন্যে এক আপদ বলে মনে করে কামনা করছিল– যেন বসতি এতটা হ্রাস পায় যাতে সফরের মনযিলগুলো দূরে দূরে অবস্থিত হয়।

فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

তাদেরকে অতঃপর আমরা পরিণতকরলাম | গল্পসমূহে | এবং | আমরা তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্নকরলাম | প্রত্যেককে | খুবছিন্ন-ভিন্ন | নিশ্চয়ই | মধ্যে (রয়েছে) | এর

لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ

অবশ্যই নিদর্শনাবিলী | জন্যে প্রত্যেক | বড়ধৈর্যশীল | কৃতজ্ঞ ব্যক্তির | এবং | নিশ্চয়ই | সত্যপ্রমাণ করল | তাদেরউপর | ইবলীস

ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَ مَا كَانَ

তার ধারণাকে | তারা অতঃপর তারঅনুসরণকরল | ব্যতীত | একটিদল | অর্থাৎ | মু'মিনরা | এবং | না | ছিল

لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ

তার জন্যে | তাদেরউপর | কোন | আধিপত্য | কিন্তু | আমরা যেন (বাস্তবে) জানি | কে | বিশ্বাসকরে | আখেরাতের উপর

مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۲۱﴾

'তাদের' মধ্যেহতে | কে সে | তা সম্পর্কে | মধ্যে (রয়েছে) | সন্দেহের | এবং | তোমাররব | উপর | সব | কিছুর | সংরক্ষক

ع ١٢ ٨

শেষ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে 'গল্প' বানিয়ে রাখলাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে অতি বড় ধৈর্যশীল, ও শোকর আদায়কারী।

২০. তাদের ব্যাপারে ইবলীস নিজের ধারণাকে নির্ভুল পেল এবং তারা তারই অনুসরণ করল, –অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া, যারা মু'মেন ছিল।

২১. তাদের উপর ইবলীসের কোন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্যে হয়েছে যে, কে পরকাল মানে, এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তা আমরা বাস্তবভাবে দেখতে চাই। তোমার রব সব জিনিসেরই সংরক্ষক।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ

(হেনবী) বল (তাদের) (মোশরেকদেরকে) যাদেরকে তোমরা ডেকেদেখ তোমর (ইলাহ) মনেকরেছ ছাড়া আল্লাহ (প্রকৃতপক্ষে) না তারামালিক আছে

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ

পরিমান কোন অনুর মধ্যে আকাশসমূহের আর না মধ্যে যমীনের এবং নাই তাদেরজন্যে

فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ

এদুয়ের (মধ্যে আছে) কোন অংশ আর না (আছে) তাঁর জন্যে তাদের মধ্যহতে কোন সাহায্যকারী এবং না ফলপ্রসূহবে

الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن

কোন সুপারিশ তাঁরকাছে কিন্তু যাকে তিনি অনুমতিদেবেন তারজন্যে এমন কি যখন দূর হয়ে যাবে ভয় থেকে

قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ

তাদের অন্তরগুলো তারা বলবে (সুপারিশকারীদের) কি বলেছেন তোমাদের রব তারা বলবে (যা) সত্য সঠিক এবং তিনি সমুচ্চ

الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

মহান শ্রেষ্ঠ

রুকু-৩

২২. (হে নবী এই মোশরেকদেরকে) বল, তোমরা তোমাদের সেই মা'বুদদেরকে– যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের মাবুদ মনে করে নিয়েছে– ডেকে দেখ! তারা না আকাশমন্ডলে এক তিল পরিমাণ জিনিসের মালিক, না যমীনে। তারা আসমান ও যমীনের মালিকানায়ও শরীক নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।

২৩. আর আল্লাহর সমীপে কোন শাফায়াতও কারো জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না, সে ব্যক্তি ছাড়া যার জন্যে আল্লাহ সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের দিল হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদের) জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গেছে। আর তিনিতো অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط قُلِ

বল | কে | তোমাদের রিযকদেন | হতে | আসমানসমূহ | ও | পৃথিবী (হতে) | বল

اللّٰهُ لا وَ اِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

আল্লাহ | নিশ্চয়ই এবং আমাদের | অথবা | তোমাদের (কোনএকপক্ষ) | অবশ্যই উপর | হেদায়াতের | অথবা | মধ্যে (রয়েছে) | গোমরাহীর | সুস্পষ্ট

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

বল | না | তোমাদের জিজ্ঞাসা করাহবে | ঐ বিষয়ে যা | আমরা অপরাধ করেছি | আর | না | আমাদের জিজ্ঞাসা করাহবে | ঐ বিষয়ে যা | তোমরা কাজ করছ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَ هُوَ الْفَتَّاحُ

বল | একত্রিত করবেন | আমাদের মাঝে | আমাদের রব | এরপর | তিনি ফয়সালা করে দেবেন | আমাদের মাঝে | সঠিকভাবে | এবং | তিনিই | শ্রেষ্ঠবিচারক

الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط

সর্বজ্ঞ | বল | আমাকে তোমরাদেখাও | (তাদেরকে) যাদের | তোমরা সংযুক্তকরেছ | তাঁরসাথে | শরীকহিসাবে | কক্ষণনা

بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً

বরং | তিনিই | আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময় | এবং | নাই | তোমাকে আমরা প্রেরণকরেছি | এছাড়া | সমগ্র

لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

মানব জাতির (জন্যে) | সুসংবাদ দাতারূপে | ও | সতর্ককারী রূপে | কিন্তু | অধিকাংশ | লোক | না | জানে

২৪. (হে নবী) এদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ "আসমান ও যমীন হতে কে তোমাদেরকে রেযক দেয়?" বল, "আল্লাহ"। এখন নিঃসন্দেহে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন এক পক্ষই হেদায়াতের পথে কিংবা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে"।

২৫. এদেরকে বল, "আমরা যে অপরাধই করে থাকি সে বিষয়ে তোমাদের নিকট কৈফিয়ত চাওয়া হবে না। আর যা কিছু তোমরা করছ সে জন্যে কোন জবাব আমাদের নিকট চাওয়া হবে না।"

২৬. বল, "আমাদের রব আমাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর আমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে ঠিক ঠিক ফয়সালা দান করবেন। তিনি এতবড় বিচারকর্তা যে, তিনি সবকিছু জানেন"।

২৭. এদেরকে বল "আমাকে একটু দেখাও দেখি, তোমরা কোন্ সব সত্তাকে তাঁর সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছ?" কক্ষণো না, মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ তো কেবল সেই এক আল্লাহই।

২৮. আর (হে নবী!) আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যেই সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু অনেকেই তা জানে না।

وَ يَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾

এবং তারাবলে কখন সেই ওয়াদা (পূর্ণ হবে) যদি তোমরাহও সত্যবাদী

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّ لَا

বল তোমাদের জন্যে মীয়াদ (নির্দিষ্ট) দিনে (যা) না তোমরা বিলম্ব করতে পারবে তাথেকে মুহূর্তকাল আর না

تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا

তোমরাত্ব রান্বিত করতে পারবে এবং বলবে যারা কুফরী করেছে কক্ষণো না আমরা বিশ্বাস করব উপর এই

الْقُرْاٰنِ وَ لَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۭ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ

কুরআনের না আর উপর যা (কিতাব এসেছে) তার পূর্বে এবং যদি তুমিদেখতে (হায়) যখন যালেমদেরকে

مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ

দাড় করানো হবে সমীপে তাররবের (ফিরিয়ে) উত্তরদিবে তাদের একে প্রতি অপরের

الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

কথা (অর্থাৎ বাদানুবাদ) করবে বলবে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল (তাদের)কে যারা অহংকারী ছিল (বড় বনে বসেছিল)

لَوْ لَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

যদি না তোমরা অবশ্যই আমরা হোতাম (থাকতে) মু'মিন

২৯. এই লোকেরা বলে, সেই (কেয়ামতের) ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে– যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?

৩০. বল, "তোমাদের জন্যে এমন এক দিনের মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার আসার ব্যাপারে তোমরা না এক মুহূর্তের বিলম্ব করতে পারবে, আর না এক মূহূর্ত আগে তাকে আনতে পারবে।"

রুকু-৪

৩১. এই কাফেররা বলছে, "আমরা কক্ষণো এই কুরআনকে মানব না, এর পূর্বে আসা কিতাবকেও মেনে নেব না"। তুমি যদি এই লোকদের অবস্থা দেখ যখন এই যালেমরা তাদের রবের সমীপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে, তখন তারা পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে থাকবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা যারা বড় হয়ে রয়েছিল, তাদেরকে বলবে, "তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মু'মেন হতাম।"

আরবি	অর্থ
قَالَ	বলবে
الَّذِيْنَ	(তারা) যারা
اسْتَكْبَرُوْا	অহংকারী ছিল (বড় বনে বসেছিল)
لِلَّذِيْنَ	(তাদের) কে যাদের
اسْتُضْعِفُوْٓا	দুর্বল করে রাখা হয়েছিল
اَنَحْنُ	আমরা কি
صَدَدْنٰكُمْ	তোমাদেরকে আমরা বাধাদিয়েছিলাম
عَنِ	হতে
الْهُدٰى	হেদায়াত
بَعْدَ	পরে
اِذْ	যখন
جَآءَ	এসেছিল
كُمْ	তোমাদের কাছে
بَلْ	বরং
كُنْتُمْ	তোমরাছিলে
مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾	অপরাধীলোক
وَ	এবং
قَالَ	বলবে
الَّذِيْنَ	(তারা) যাদের
اسْتُضْعِفُوْا	দুর্বলকরে রাখাহয়েছিল
لِلَّذِيْنَ	(তাদের) কে যারা
اسْتَكْبَرُوْا	অহংকারী ছিল (বড় বনে বসেছিল)
بَلْ	বরং
مَكْرُ	চক্রান্ত (ছিল)
الَّيْلِ	রাতের
وَ	ও
النَّهَارِ	দিনের
اِذْ	যখন
تَاْمُرُوْنَنَآ	আমাদেরকে তোমরা নির্দেশদিতে
اَنْ	যেন
نَّكْفُرَ	আমরা অস্বীকার করি
بِاللّٰهِ	আল্লাহকে
وَ	ও
نَجْعَلَ	আমরা বানাই (যেন)
لَهٗٓ	তাঁরজন্যে
اَنْدَادًا ؕ	সমকক্ষ
وَ	এবং
اَسَرُّوا	তারা গোপন করবে
النَّدَامَةَ	অনুতাপ
لَمَّا	যখন
رَاَوُا	তারা দেখবে
الْعَذَابَ ؕ	শাস্তি
وَ	এবং
جَعَلْنَا	আমরা করে দেব
الْاَغْلٰلَ	ফাঁসসমূহ
فِيْٓ	মধ্যে
اَعْنَاقِ	গলদেশসমূহের
الَّذِيْنَ	(তাদের) যারা
كَفَرُوْا ؕ	অবিশ্বাস করেছে
هَلْ	কি
يُجْزَوْنَ	প্রতিফল দেয়া হবে
اِلَّا	এছাড়া
مَا	যা
كَانُوْا	ছিল
يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾	তারাকাজকরতে

৩২. সেই বড় হয়ে থাকা লোকেরা দাবিয়ে রাখা লোকদেরকে জবাব দিবে "তোমাদের নিকট যে হেদায়াত এসেছিল আমরা কি তা হতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম?.... না, বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।"

৩৩. সেই দাবিয়ে রাখা লোকেরা এই বড় হয়ে থাকা লোকদেরকে বলবে "না, বরং দিন-রাতের প্রতারণা ছিল, তোমরা আমাদেরকে বলছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং অন্যদেরকে তার সমকক্ষ বানাই "শেষ পর্যন্ত এই লোকেরা যখন আযাব দেখতে পাবে, তখন নিজেদের মনে আফসোস করতে থাকবে। আর আমরা এই অবিশ্বাসীদের গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে দিব। লোকেরা যেমন আমল করছিল প্রতিফল তেমনি পাবে– এ ছাড়া তাদেরকে অপর কোনরূপ বদলা দেয়া যায় কি?

وَ مَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ

এবং না আমরা প্রেরণ করেছি মধ্যে কোন জনবসতির কোন সতর্ককারী এছাড়া বলেছিল

مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ قَالُوْا نَحْنُ

তারসমৃদ্ধশালীরা নিশ্চয়ই আমরা (ঐ বিষয়ে) যানিয়ে তোমরা প্রেরিতহয়েছ তা সম্পর্কে অস্বীকারকারী এবং তারাবলত আমরা

اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ۙ وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ اِنَّ

অধিক সম্পদসমূহে ও সন্তানাদিতে এবং না আমরা শাস্তিপ্রাপ্তহব বল নিশ্চয়ই

رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

আমাররব প্রশস্তকরে দেন রিযককে যাকে তিনিইচ্ছে করেন আবার পরিমিতও দেন কিন্তু অধিকাংশ লোক

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ مَآ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ

না তারাজানে এবং না তোমাদের সম্পদসমূহ আর না তোমাদেরসন্তানাদি ঐসব যা (না)

تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ

তোমাদেরকে নিকটবর্তীকরবে আমাদেরকাছে নিকটবর্তী কিন্তু যে ঈমানআনবে ও কাজকরবে নেকীর অতঃপর ঐসবলোক

لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

তাদেরজন্যে (রয়েছে) প্রতিফল দ্বিগুণ একারণে যা তারাকাজ করেছে এবং তারা মধ্যে প্রাসাদ সমূহের নিরাপদে থাকবে

৩৪. এমন কখনো হয়নি যে, কোন জন-বসতিতে আমরা একজন সতর্ককারী পাঠিয়েছি, আর সেই বসতির সুখী- সমৃদ্ধশালী লোকেরা বলেনি, যে পয়গাম তোমরা নিয়ে এসেছো আমরা তা মানছি না।

৩৫. তারা চিরকালই এই বলেছে যে, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী, আর আমরা কিছুতেই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়।

৩৬. হে নবী, এই লোকদেরকে বল, " আমার রব যাকে চান বিপুল রেযক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে দান করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই সত্য জানে না।

রুকু-৫

৩৭. তোমাদের এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে না, তবে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত। এই লোকদের জন্যেই তাদের আমলের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে এবং তারা বিরাট আকার সুউচ্চ ইমারত-সমূহে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে।
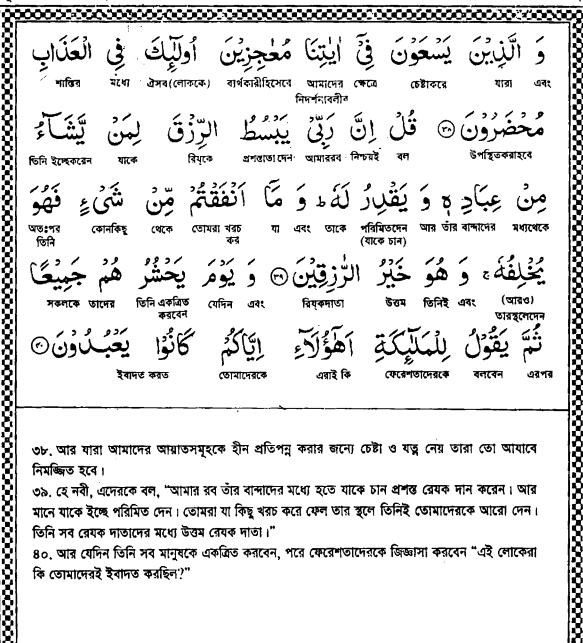
৩৮. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্যে চেষ্টা ও যত্ন নেয় তারা তো আযাবে নিমজ্জিত হবে।

৩৯. হে নবী, এদেরকে বল, "আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে যাকে চান প্রশস্ত রেযক দান করেন। আর মানে যাকে ইচ্ছে পরিমিত দেন। তোমরা যা কিছু খরচ করে ফেল তার স্থলে তিনিই তোমাদেরকে আরো দেন। তিনি সব রেযক দাতাদের মধ্যে উত্তম রেযক দাতা।"

৪০. আর যেদিন তিনি সব মানুষকে একত্রিত করবেন, পরে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন "এই লোকেরা কি তোমাদেরই ইবাদত করছিল?"

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا

তারাবলবে | আপনার সত্তা পবিত্র | আপনিই | আমাদের অভিভাবক | ব্যতীত | তারা | বরং | ছিল

يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا

তারাইবাদত করতে | জিনদের | তাদের অধীকাংশ | তাদের উপর | বিশ্বাসী (ছিল) | সুতারাং আজ | না

يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ

সক্ষমহবে | তোমাদের কেউ | করো জন্যে | উপকার করতে | আর | না | ক্ষতিকরতে | এবং | আমরা বলব | (তাদেরকে)কে যারা

ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾

যুলমকরেছিল | তোমরা আস্বাদনকর | শাস্তির | আগুনের | যা | তোমরাছিলে | সে সম্পর্কে | অস্বীকারকরতে

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ

এবং | যখন | আবৃত্তি করাহয় | তাদেরকাছে | আমাদের আয়াতগুলো | সুস্পষ্ট | তারাবলে | নয় | সে | ব্যতীত | একজন মানুষ

يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ

সে চায় | যে | তোমাদিগকে বাধাদিবে | (ঐ গুলো) হতে যার | ইবাদত করেএসেছে | পিতৃ পুরুষরা | তোমাদের

৪১. তখন তারা জবাব দিবে, "পবিত্র মহান আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্কতো আপনার সাথে, তাদের সাথে তো নয়! আসলে এরা আমাদের নয়, জ্বিনদের ইবাদত করছিল। এদের অধিকাংশ লোক তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল[৭]।

৪২. (তখন আমরা বলব,) আজ তোমাদের কেউ অপর কারো না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি । আর যালেম লোকদেরকে আমরা বলব, "এখন আস্বাদন কর এই জাহান্নামের আযাবের স্বাদ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করছিলে"।

৪৩. এই লোকদেরকে যখন আমাদের স্পষ্ট-অকাট্য আয়াত শুনানো হয়, তখন তারা বলে, "এই ব্যক্তিতো শুধু তোমাদেরকে সে সব মা'বুদ হতে বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দিতে চায় যাদের ইবাদত তোমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে"।

৭. যেহেতু আরবের মোশরেকেরা ফেরেশতাদেরকে উপাস্য গণ্য করত সে জন্যে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন যখন ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তখন তাঁরা উত্তর দেবে, "আসলে এরা আমাদের বন্দেগী (উপাসনা দাসত্ব) করতো না, বরং আমাদের নাম নিয়ে শয়তানদের বন্দেগী করতো। কারণ শয়তানরাই তাদের এই শিক্ষা দিয়েছিল যে– তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কে অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে কর এবং তাদের সামনে নযর নিয়াহ (উপঢৌকন নৈবদ্য) ও পেশ কর।"

وَ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

এবং তারাবলে নয় এই (কোরআন) এ ব্যতীত মিথ্যারচনা মনগড়া এবং বলে যারা অস্বীকারকরেছে

لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾ وَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ

সত্যকে যখন এসেছে তাদের (কাছে) নয় এটা ব্যতীত যাদু সুস্পষ্ট অথচ না তাদেরকে আমরা দিয়েছি

مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَ مَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ

(কোন গ্রন্থ) গ্রন্থসমূহের মধ্যহতে যা তারাঅধ্যয়নকরত আর না আমরা প্রেরণ করেছি তাদেরকাছে তোমারপূর্বে কোন

نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾ وَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَ مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ

সতর্ককারী এবং মিথ্যারোপ করেছিল (তারাও) যারা এদের পূর্বে (ছিল) এবং নাই (এদের) পৌছেছে এক দশমাংশও

مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ قف فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ اِنَّمَآ

যা আমরা (ওদেরকে) দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা অস্বীকার করেছিল আমার রসূলদেরকে (দেখ) তখন কেমন ছিল আমারশাস্তি বল মূলত আমি

اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ

তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি একটি (বিষয়) সম্পর্কে যে তোমরাদাঁড়াও আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুই জন অথবা একএকজন এরপর

تَتَفَكَّرُوْا قف

তোমরা চিন্তা করে দেখ

আরো বলে, এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা রচনা। এই কাফেরদের সামনে যখন প্রকৃত সত্য আসল তখন তারা বলে ফেলল, "এ তো স্পষ্ট যাদু"।

৪৪. অথচ আমরা ইতিপূর্বে এমন কোন কিতাব দিই নাই যা এরা পাঠ করতো, আর না তোমার পূর্বে এদের প্রতি কোন সাবধানকারী পাঠিয়েছিলাম।

৪৫. এদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা (রসূলদেরকে) অমান্য-অবিশ্বাস করেছে। আমরা যা কিছু ওদেরকে দিয়েছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্তও এদের পৌঁছেনি। কিন্তু ওরা যখন আমার রসূলদেরকে মিথ্যা মনে করেছিল, তখন দেখ, আমার আযাব কত কঠোর ও কঠিন ছিল।

রুকু-৬

৪৬. হে নবী, এদেরকে বল, "আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথার নসীহত করছি। আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা একা একা ও দু দু'জন মিলে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখ
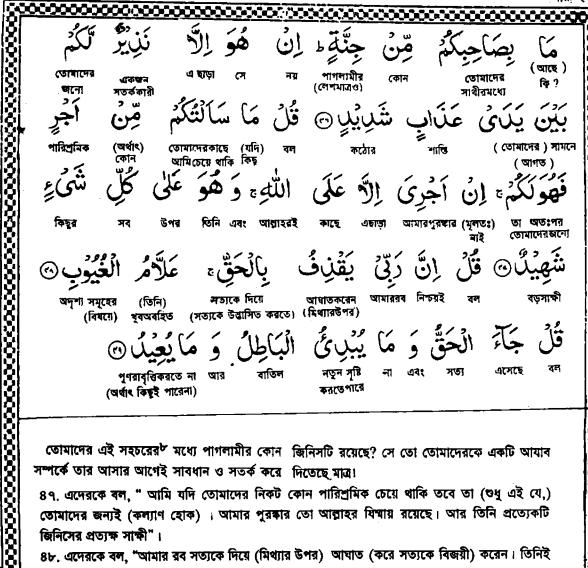
তোমাদের এই সহচরের[৮] মধ্যে পাগলামীর কোন জিনিসটি রয়েছে? সে তো তোমাদেরকে একটি আযাব সম্পর্কে তার আসার আগেই সাবধান ও সতর্ক করে দিতেছে মাত্র।

৪৭. এদেরকে বল, " আমি যদি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকি তবে তা (শুধু এই যে,) তোমাদের জন্যই (কল্যাণ হোক) ; আমার পুরস্কার তো আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। আর তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী" ।

৪৮. এদেরকে বল, "আমার রব সত্যকে দিয়ে (মিথ্যার উপর) আঘাত (করে সত্যকে বিজয়ী) করেন। তিনিই সব গোপন সত্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ?"

৪৯. বল, " সত্য এসেছে, এখন আর বাতিল না কোন কিছু নতুন সৃষ্টি করতে পারে আর না পারে তার পুনরাবৃত্তি (অর্থাৎ কিছুই করতে পারে না) ।"

৮. অর্থাৎ রসূল (সঃ) তাঁর সম্পর্কে 'তাদের সাহেব' (সহচর) এই শব্দ এই কারণে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তিনি তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না, বরং তাদেরই শহরের বাসিন্দা ও তাদেরই স্ব-গোত্রীয় ছিলেন।

৫০. বল, "আমি যদি গোমরাহ হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার গোমরাহীর খারাব পরিণতি আমাকেই ভোগ করতে হবে। আর আমি যদি হেদায়াতের উপর থাকি, তবে তা সেই অহীর কারনে যা আমার রব আমার উপর নাযিল করেন। তিনি সবকিছুই শুনেন এবং তিনি অতীব নিকটে"!

৫১. তারা যখন ভয় পেয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে এবং রক্ষা পেয়ে কোথাও যেতে পারবে না– বরং নিকট হতেই ধরে নেয়া হবে তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে!

৫২. তখন তারা বলবে, " আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি"। অথচ দুরে চলে যাওয়া জিনিস এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে!

৫৩. ইতিপূর্বে এরা কুফরী করেছিল এবং দূর থেকে (অনুসন্ধান না করে) অদৃশ্যের বিষয়ে আনুমানিক কথা নিক্ষেপ করত।

৫৪. তখন তারা যে জিনিস পাবার ইচ্ছা করবে, তা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে যেমন করে এদের পূর্ববর্তী (এক মনা) দলগুলোকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। এরা বড় বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়েছিল।

معانی الفاظ

القرآن المجید

المجلد السادس

عربی - بنغالی

المترجم

مطیع الرحمن خان

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৭ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের, যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত্ তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran(এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেও কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান- এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউল আউওয়াল ১৪১৮ হিঃ
আগষ্ট ১৯৯৭ইং
শ্রাবণ ১৪০৪ বাং

সূচী পত্র

সূরার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১। সূরা আল-ফাতের	৫
২। সূরা ইয়া-সীন	২৩
৩। সূরা আস্-সাফফাত	৪১
৪। সূরা সাদ	৬৫
৫। সূরা আয-যুমার	৮৬
৬। সূরা আল মু'মেন	১১২
৭। সূরা হা-মীম আস-সাজদা	১৪২
৮। সূরা আয্-যুখরুফ	১৬১
৯। সূরা আদ-দুখান	২১৬

সূরা আল-ফাতের

নামকরনঃ প্রথম আয়াতের 'ফাতের' শব্দটিকেই এ সূরার শিরোনামা বা নাম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, এ সেই সূরা যার কোন একটি আয়াতে 'ফাতের' ব্যবহৃত হয়েছে। এর আর একটা নাম 'আল-মালায়েকা'। এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ কথা বলার ধরণ হতে স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সূরা সম্ভবতঃ মক্কী জীবনের মাঝামাঝিকালে নাযিল হয়েছিল। আর এ কালেরও যে অংশে বিরুদ্ধতা তীব্র ও প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং নবী করীম (সঃ) -এর ইসলামী দাওআতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে যত রকমের সম্ভব নিকৃষ্ট ধরণের চেষ্টা ও অপকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল,- তখনকার সময়ে নাযিল হওয়া সূরা।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ কালামের এ অংশের বক্তব্য হচ্ছে নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদী দাওআতের বিরুদ্ধে তখনকার সময়ের মক্কাবাসী ও তাদের সরদারগণ যেরূপ আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছিল তার প্রেক্ষিতে উপদেশ দানের ভংগিতে তাদেরকে সাবধান ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষাদানের ভংগিতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাতে চেষ্টা করা। মূল কথা বা সার হল এই-হে অজ্ঞ লোকেরা! এ নবী তোমাদেরকে যে পথে আহবান জানাচ্ছে, সে পথে স্বয়ং তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে। সে জন্যে তোমাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হওয়া, তার বিরুদ্ধে তোমাদের চালবাজি ও ষড়যন্ত্র করা এবং তাকে ব্যর্থ করে দিতে চেষ্টা করা আসলে তাঁর বিরুদ্ধে নয়- তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে কাজ করা। তাঁর কথা মেনে না নিলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তাঁর কিছুই এসে যাবে না। তিনি যা কিছু বলছেন তা চিন্তা করেই দেখ না! তাতে ভুল কি আছে? তিনি শিরকের প্রতিবাদ করেন; তোমরা নিজেরাই চোখ খুলে দেখ, এ দুনিয়ায় শিরকের কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি আছে কি? তিনি তওহীদের দাওআত দেন; আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া তাঁর গুণ ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ধারক আর কেউ আছে কি কোথাও? তিনি তোমাদেরকে বলেন, তোমরা এ দুনিয়ায় দায়িত্বহীন নও। তোমাদের আল্লাহর নিকট তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং এ দুনিয়ার জীবনের পর আরো একটি জীবন আছে যেখানে প্রত্যেককে নিজের করা কাজের ফল ভোগ করতে হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা এবং একে আশ্চর্যের ব্যাপার মনে করা কতখানি ভিত্তিহীন তা তোমরা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। তোমাদের চোখ কি দেখতে পায় না এখানে রাতদিন সৃষ্টির পুনারাবৃত্তি ঘটছে?.... তাহলে তোমাদেরকে আবার সৃষ্টিকরা সেই আল্লাহর জন্যে অসম্ভব হবে কেন যিনি তোমাদেরকে সামান্য এক ফোঁটা পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?...... ভাল ও মন্দ একই রকমের পরিণতি আনে না। তোমাদের নিজেদের বুদ্ধি-জ্ঞান কি সে কথার সাক্ষ্য দেয় না!.. তা হলে যুক্তিসংগত ও বুদ্ধিসম্মত কথা কোনটি, তোমরাই বল?.... ভাল ও মন্দের পরিণাম কি তাহলে একই রকম হবে?.... আর তা কি শুধু মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হওয়া ও চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়া?... কিংবা ভালকে ভাল ফল ও মন্দকে মন্দ ফল দেয়া হবে? এখন এসব পুরোপুরি যুক্তিসংগত ও বাস্তব সত্যভিত্তিক কথাবার্তা যদি তোমরা মেনে না নাও, যদি 'মিথ্যা খোদা গণের- 'দাসত্ব ও বন্দেগী ত্যাগ না কর এবং নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে দুনিয়ায় লাগামহীন উটের মতই জীবন-যাপন করতে চাও, তবে তাতে নবীর কি ক্ষতি হতে পারে? চরম বিপর্যয় তো আসবে তোমাদের নিজেদের জীবনে। নবীর দায়িত্ব হচ্ছে শুধু বুঝিয়ে দেয়া। আর তিনি সে দায়িত্ব তো পালন করেছেন।

কথার ধারাবাহিকতার মাঝে বার বার নবী করীম (সঃ)-কে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আপনি যখন নসীহত করার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন, তখন গোমরাহীর পথে ধাবিত লোকদের হেদায়াত কবুল না করার কোন দায়িত্বই আপনার ওপর আসেনা। সে সংগে নবী করীম (সঃ)-কে এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, যারা মানতেই চায় না তাদের অবাঞ্ছনীয় আচরণে আপনার তো দুঃখ-ভারাক্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনবার চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করারও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। বরং তার পরিবর্তে আপনি লক্ষ্য আরোপ করুন সেই লোকদের প্রতি যারা কথা শুনবার জন্যে প্রস্তুত। যারা ঈমান এনেছে, এ প্রসংগে তাদেরকেও বড় সুংসবাদ শুনানো হয়েছে, -যেন তাদের দিল মজবুত হয় এবং তারা যেন আল্লাহর ওয়াদাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে সত্যের পথে অবিচল হয়ে থাকে।

পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী ফাতের সূরা (৩৫) পঁয়তাল্লিশ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে (যিনি) স্রষ্টা আকাশ মন্ডলির ও পৃথিবীর (তিনিই) নিয়োগকারী ফেরেশতাদেরকে

رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ

বাণী বাহক রূপে বিশিষ্ট (বহু) বাহু দুইটি ও তিনটি ও চারটি (করে) বাড়ীয়েদেন মধ্যে সৃষ্টি (কাঠামোর)

مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ

যেমন ইচ্ছে করেন তিনি নিশ্চয় আল্লাহ উপর সব কিছুরই ক্ষমতাবান যাকিছু খুলেদেন আল্লাহ

لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَ مَا يُمْسِكْ ۙ

লোকদের জন্যে হতে (তাঁর) অনুগ্রহ সেক্ষেত্রে নাই কোন রুদ্ধকারী তার এবং যা কিছু তিনি বন্ধ করেন -

فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

তখনও নাই কোনউন্মুক্তকারী (প্রেরণকারী) তার পরে তার এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

রুকুঃ১

১. তা'রীফ আল্লাহরই জন্যে, যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাদেরকে পয়গাম বহনকারীরূপে নিয়োগকারী, (এমন ফেরেশতা) যাদের দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চারটি বাহু রয়েছে। তিনি তাঁর সৃষ্টি কাঠামো গঠনে যেমন চান বৃদ্ধি দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২. আল্লাহ যে রহমতের দুয়ারই লোকসের জন্যে খুলে দেবেন তা রুদ্ধকারী কেউ নেই। আর যা তিনি বন্ধ করে দেবেন, আল্লাহর পরে তাকে খুলে দেবারও কেউ নেই। তিনি মহা ক্ষমতাশালী ও সুবিজ্ঞানী।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ

হে, লোকেরা, তোমরা স্মরণ কর, অনুগ্রহের (কথা), আল্লাহর, তোমাদের উপর, (আছে) কি, কোন

خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ

সৃষ্টিকর্তা, ব্যতীত, আল্লাহ, তোমাদের রিযক দেয় (যে), হতে, আকাশ, ও, পৃথিবী (হতে), নাই, কোন ইলাহ

اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣ وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ

ছাড়া, তিনি, তা হলে কোথা হতে, তোমাদের ফিরান হচ্ছে, এবং, (হে নবী) যদি, তোমাকে তারা মিথ্যারোপ করে, নিশ্চয় তবে

كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٤

মিথ্যারোপ করা হয়েছে, রসূলদেরকে, পূর্বেও, তোমার, এবং, দিকে, আল্লাহরই, প্রত্যাবর্তিত হয়, (সব) বিষয়

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ

হে, লোকেরা, নিশ্চয়, ওয়াদা, আল্লাহর, সত্য, সুতরাং না, তোমাদেরকে ধোকা দেয় (যেন), জীবন

الدُّنْيَا ٚ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٥

দুনিয়ার, না এবং, তোমাদের ধোকা দেয় (যেন), আল্লাহর ব্যাপারে, কোন বড় ধোকাবাজ (অর্থাৎ শয়তান)

৩. হে লোকেরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে সব অনুগ্রহ রয়েছে তা তোমরা স্মরণ রাখ। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে কি– যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রেযক দেয়?– তিনি ছাড়া মাবুদ আর কেউ নেই। তাহলে তোমরা কোথা থেকে ধোকা খাচ্ছ?

৪. এখন যদি (হে নবী!) এই লোকেরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তবে তা কোন নতুন কথা নয়), তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর সব ব্যাপারই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে।

৫. হে লোকেরা! আল্লাহর ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। সেই বড় ধোঁকাবাজও যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ

নিশ্চয় | শয়তান | তোমাদের জন্যে | শত্রু | সুতরাং তোমরা গ্রহণ কর | তাকে | শত্রুহিসেবে | মূলত | সে ডাকে | তার দলবলকে

لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝٦ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ

তারা হয় যেন | অন্তর্ভুক্ত | অধিবাসীদের | দোজখের | যারা | কুফরী করবে | তাদের জন্যে (রয়েছে) | শাস্তি

شَدِيْدٌ ۭ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

কঠোর | আর | যারা | ঈমান আনবে | ও | কাজ করবে | নেকীসমূহের | তাদের জন্যে (রয়েছে) | ক্ষমা

وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْۤءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۭ

ও | প্রতিদান | বড় | তবে কি যে | চাকচিক্যময় করা হয়েছে | তারকাছে | মন্দ | তার কাজকে | তা অতঃপর সে মনে করে | উত্তমহিসেবে (সে কি হেদায়াত পাবে?)

فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۖ

প্রকৃত পক্ষে নিশ্চয় | আল্লাহ | গোমরাহ করেন | যাকে | ইচ্ছে করেন তিনি | এবং | সৎ পথে পরিচালিত করেন | যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ

সুতরাং না | চলে যায় (অর্থাৎ কষ্ট পায় যেন) | তোমার প্রাণ | তাদের জন্যে | আক্ষেপ করে | নিশ্চয় | আল্লাহ | খুব অবহিত

بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٨

ঐ বিষয়ে যা | তারা তৈরী করছে

---

৬. আসলে শয়তানই তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরাও তাকে নিজেদের দুশমনই মনে কর। সে তো তার অনুসারীদেরকে নিজের পথে ডাকছে এ জন্যে, যেন এরা দোজখীদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

৭. যে সব লোক কুফরী করবে, তাদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে। আর যারা ঈমান আনবে ও নেক্ আমল করবে তাদের জন্যে মাগফেরাত ও বড় প্রতিদান রয়েছে।

রুকুঃ২

৮. যে ব্যক্তির জন্যে তার খারাব আমলকে চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে উহাকেই ভাল মনে করে (তার গোমরাহীর কোন শেষ আছে কি?), প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহীতে ডুবিয়ে দেন, আর যাকে চান হেদায়াতের পথ দেখান। কাজেই (হে নবী!) শুধু শুধুই এই লোকদের জন্যে চিন্তা ও দুঃখে যেন তোমার প্রাণ ক্ষয় হতে না থাকে। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা খুব ভাল জানেন।

শব্দ-৭/2

وَ اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا

এবং / আল্লাহ (তিনিই) / যিনি / প্রেরণ করেন / বায়ুপ্রবাহ / অতঃপর (তা) উঠায় / মেঘমালা

فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ

তা আমরা অতঃপর চালিয়ে দেই / দিকে / ভূ-খণ্ডের / (যা ছিল) নির্জীব মৃত / আমরা এভাবে সঞ্জীবিত করি / তা দ্বারা / যমীনকে

بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝٩ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ

পরে / তার মৃত্যুর / এরূপেই (হবে) / পুনরুত্থান / যে / চায়

الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ

ইয্যত-সম্মান / তবে (জেনে রাখুক) আল্লাহর জন্যে / ইয্যত- সম্মান / সবই / তাঁরই দিকে / আরোহণ করে / বাণী

الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ

পবিত্র / এবং / কাজ / নেক ই / তা উন্নীত করে / এবং / যারা / ফন্দি আটে

السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ مَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ

মন্দ (কাজের) / তাদের জন্যে (রয়েছে) / শাস্তি / কঠোর / এবং / ফন্দি / তাদের / তা

يَبُوْرُ ۝١٠

ব্যর্থ হবে

---

৯. তিনি তো আল্লাহই, যিনি বাতাসের প্রবাহ পাঠিয়ে থাকেন। পরে তা মেঘ চালিয়ে দেয়, পরে আমরা উহাকে এক উজাড় অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাই এবং সেই যমীনকেই জীবন্ত করে তুলি যা মৃত পড়েছিল। মরে যাওয়া মানুষগুলির পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠাও ঠিক এরূপ ব্যাপারই হবে।

১০. যে ব্যক্তি ইয্যত চায় তার একথা জানা আবশ্যক যে, সমস্ত ইয্যত সর্বতোভাবে আল্লাহর। তাঁর নিকট যা উপরে উত্থিত হয় তা শুধু পবিত্র কথা। আর নেক্ আমলই উহাকে উপরে উত্থিত করে। তবে যারা বেহুদা চালবাজী করে, তাদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে এবং তাদের ধোঁকা-প্রতারণা আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

এবং | আল্লাহই | তোমাদের সৃষ্টি করেছেন | থেকে | মাটি | এরপর | থেকে | শুক্রবিন্দু | এর পর

جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا

তোমাদেরকে বানিয়েছেন | জোড়া জোড়া | এবং | না | গর্ভধারণ করে | কোন | নারী | আর | না | প্রসব করে সে | এ ব্যতীত

بِعِلْمِهٖ ؕ وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ

তাঁর জানা থাকে | এবং | না | বয়স লাভ করে | কোন | বয়স্কলোক | আর | না | হ্রাসপায় | হতে | তার বয়স

اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾ وَ مَا

এছাড়া | মধ্যে আছে | একটি কিতাবে (লিখিত) | নিশ্চয় | সেটা | জন্যে | আল্লাহর | (খুব) সহজ | এবং | না

يَسْتَوِی الْبَحْرٰنِ ۖۗ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ

সমান হয় | দুই সমুদ্র | (যেমন) একটা | মিষ্ট | তৃষ্ণা নিবারক | সহজ পেয় | তার পানীয়

وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ

আর | ওটা | লোনা | তিক্ত | কিন্তু | থেকে | প্রত্যেকটা | তোমরা আহার কর | গোশত (মাছ) | তাজা | ও

تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ

তোমরা বের কর | অলংকার(অর্থাৎ মনি মুক্তা) | তা তোমরা পরিধান কর | এবং | তোমরা দেখ | নৌকা গুলো | তার মধ্যে

مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

পানিবিদীর্ণ করে চলে | তোমরা তালাশ করতে পার যেন | থেকে | তাঁর অনুগ্রহ | এবং | যাতে তোমরা | শোকর কর

---

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে। অতঃপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোন নারী গর্ভবতী হয় না, না সন্তান প্রসব করে – কিন্তু এ সব কিছুই আল্লাহর জানা মতেই হয়ে থাকে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স লাভ করেনা, না কারো বয়সে কোন হ্রাস সাধিত হয়– কিন্তু এ সব কিছুই একটি কিতাবে লিখিত রয়েছে। আল্লাহর জন্যে ইহা খুবই সহজ কাজ।

১২. আর পানির দুটি ধারা সমান নয়; একটি মিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী, পান করায় সুস্বাদু। আর অপর ধারা তীব্র লবণাক্ত; গলার ভিতর দেশের ছাল উঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই উভয় ধারা হতে তোমরা টাটকা তাজা গোশত (মাছ) লাভ করে থাক, ব্যবহারের জন্য অলংকারের জিনিস বের করে আনো। আর এই পানিতেই– তোমরা দেখছ– নৌকাগুলি উহার বুক চিরে চলে যাচ্ছে,যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর শোকর আদায়কারী হও।

১৩. তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করান। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি নিয়ন্ত্রিত ও অধীন বানিয়ে রেখেছেন। এই সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। সেই আল্লাহই (যিনি এসব কাজ করছেন) তোমাদের রব। বাদশাহী তাঁরই; তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুরও মালিক নয়।

১৪. তাদেরকে ডাকলে তারা তো তোমাদের দোআ শুনতে পায়না, শুনলেও তোমাদেরকে কোন জবাব দিতে পারে না। আর কেয়ামতের দিন উহারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এমন নির্ভুল খবর- একজন ওয়াকিফহাল ছাড়া যা তোমাদেরকে আর কেউ দিতে পারেনা।

রুকু:৩

১৫. হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।
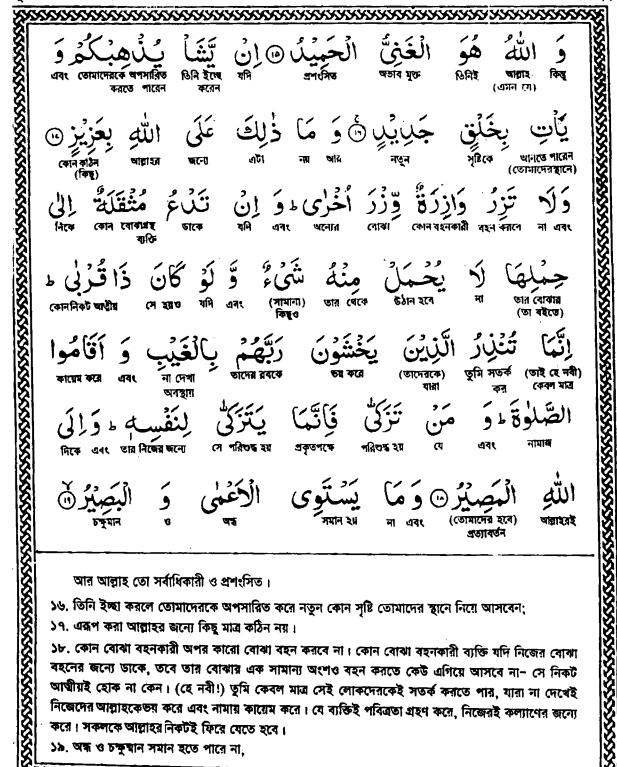
আর আল্লাহ তো সর্বাধিকারী ও প্রশংসিত।

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে নতুন কোন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন;

১৭. এরূপ করা আল্লাহর জন্যে কিছু মাত্র কঠিন নয়।

১৮. কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোন বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি নিজের বোঝা বহনের জন্যে ডাকে, তবে তার বোঝার এক সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না- সে নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন। (হে নবী!) তুমি কেবল মাত্র সেই লোকদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা না দেখেই নিজেদের আল্লাহকেভয় করে এবং নামায় কায়েম করে। যে ব্যক্তিই পবিত্রতা গ্রহণ করে, নিজেরই কল্যাণের জন্যে করে। সকলকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে।

১৯. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না,

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝٢٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝٢١

এবং না অন্ধকার সমূহ আর না আলো এবং না ছায়া আর না রৌদ্রতাপ

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ

এবং না সমান হয় জীবিতসমূহ আর না মৃতসমূহ নিশ্চয় আল্লাহ শুনান

مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝٢٢ اِنْ اَنْتَ

যাকে ইচ্ছে করেন তিনি আর না তুমি শুনাতে সমর্থ যে (আছে) মধ্যে কবরগুলোর নও তুমি

اِلَّا نَذِيْرٌ ۝٢٣ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ

এ ছাড়া একজন সতর্ককারী নিশ্চয় আমরা তোমাকে আমরা প্রেরণ করেছি সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা রূপে ও সতর্ককারী হিসেবে এবং নাই

مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝٢٤ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ

কোন (এমন) জাতি এ ছাড়া যে অতিক্রম করেছে তার মধ্যে কোন সতর্ককারী এবং যদি তোমাকে তারা মিথ্যারোপ করে তবে (নতুন কিছু নয়)

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

মিথ্যারোপ করেছে যারা (ছিল) পূর্বেও তাদের

২০. না অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে,

২১. সুশীতল ছায়া ও প্রখর রৌদ্রতাপ সমান হতে পারে না,

২২. আর না জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে। আল্লাহ যাকে চান শুনান; কিন্তু (হে নবী) তুমি সেই লোকদেরকে শুনাতে পারনা, যারা কবর-সমূহে দাফন হয়ে রয়েছে[১]।

২৩. তুমি তো শুধু একজন সাবধানকারী মাত্র।

২৪. আমরা তোমাকে প্রকৃত সত্য সহই পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। কোন উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোন না কোন সতর্ককারী আসেনি। এখন –

২৫. এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে এদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার মসীয়তের (ইচ্ছার) কথা তো স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করলে পাথরকে শ্রবণ শক্তি দান করতে পারেন। কিন্তু যেসব লোকের বুকের মধ্যে বিবেক সম্পূর্ণরূপে মরে কবরস্থ হয়েছে, তাদের অন্তরের মধ্যে নিজের কথা প্রবেশ করাতে পারা এবং যারা কথা শুনতেই প্রস্তুত নয় তাদের বধির কানে সত্যের আওয়াজ শোনাতে পারা রসূলের সাধ্য নয়। তিনি তো মাত্র সেই সব লোকদেরকে শ্রবণ করাতে পারেন যারা যুক্তিসংগত কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত।

جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ
তাদের কাছে এসেছিল তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদী সহ এবং ছোট ছোট সহীফা সহ ও

بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
গ্রন্থসহ উজ্জল এরপর আমি ধরেছি (তাদেরকে) যারা অমান্য করেছে

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ
অতঃপর (দেখ) কেমন ছিল আমার শাস্তি তুমি কি দেখ নাই যে আল্লাহ বর্ষণ করেন

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا
থেকে আকাশ পানি আমরা অতঃপর বের করি তা দিয়ে ফল মূলসমূহ বিভিন্ন

اَلْوَانُهَا ۭ وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
তার রংসমূহ এবং মধ্যেও পাহাড়সমূহের রেখাপথ (রয়েছে) সাদা ও লাল বিভিন্ন

اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ
তার রংসমূহ এবং গাঢ় কাল (রংও) এবং মধ্যে লোকদের ও জীব জন্তুগুলোর

وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۭ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ
এবং গৃহপালিত পশুদের (মধ্যেও রয়েছে) বিভিন্ন তার রংসমূহ এভাবে প্রকৃত পক্ষে ভয় করে আল্লাহকে

مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾
মধ্য হতে তাঁর বান্দাদের জ্ঞানীগনই নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল

তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ, সহীফা ও উজ্জ্বল হেদায়াত দানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিল।

২৬. তখন যারা মানেনি তাদেরকে আমি ধরে ফেললাম। আর লক্ষ্য কর, আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল।

রুকূঃ৪

২৭. তোমরা কি দেখনা আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন, পরে উহার সাহায্যে আমরা রকম-বেরকমের ফল বের করে আনি, যেগুলোর বর্ণ বিভিন্ন? পাহাড়েও সাদা, লাল, ও গাঢ় কালো রেখা পাওয়া যায়, যেগুলোর রংও নানা প্রকারের।

২৮. এমনিভাবে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ও গৃহপালিত পশু গুলোর বর্ণও হয় বিভিন্ন প্রকারের। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে[২]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী।

২ এর থেকে জানা গেল, মাত্র গ্রন্থ পাঠকারী বা কিতাবী বিদ্যায় বিদ্বানকে 'আলেম' বলা যায় না; বরং আলেম তিনি যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ أَنْفَقُوا
নিশ্চয় যারা তেলাওয়াত করে কিতাব আল্লাহর এবং কায়েম করে নামাজ ও খরচ করে

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
তা হতে যা তাদেরকে আমরা রিযক দিয়েছি গোপনে ও প্রকাশ্যে তারাই আশা করতে পারে (এমন) ব্যবসার (যার) কক্ষণ না

تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ط
লোকসান হবে যেন (আল্লাহ) দেন তাদের পূর্ণমাত্রায় তাদের প্রতিফল এবং তাদের বাড়িয়ে দেন থেকে তাঁর অনুগ্রহ

إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ
তিনি নিশ্চয় ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী এবং (হে নবী) যা আমরা ওহী করেছি তোমার প্রতি অর্থাৎ

الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ط إِنَّ اللّٰهَ
কিতাব তাই সত্য (তা) সত্যায়নকারী ও তার যা পূর্বে (এসেছে) তার নিশ্চয় আল্লাহ

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِينَ
তার বান্দাদের সম্পর্কে অবশ্যই খুব অবহিত খুব দর্শন কারী এরপর আমরা উত্তরাধিকারী বানিয়েছি কিতাবের (তাদেরকে) যাদের

اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ج
আমরা পছন্দ করেছি মধ্য হতে আমাদের বান্দাদের অতঃপর তাদের মধ্যে (কেউ হয়েছে) যুলুমকারী তার নিজের উপর

---

২৯. যেসব লোক আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যা কিছু রিযক দিয়েছি তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তাঁরা নিশ্চয় এমন এক ব্যবসায়ের জন্য আশাবাদী যাতে কখনই লোকসান হবে না।

৩০. (এই ব্যবসায়ে তারা নিজেদের সবকিছু বিনিয়োগ করেছে এ উদ্দেশ্যে) যেন আল্লাহ তাদের প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় তাদেরকে দেন এবং আরও অধিক নিজের অনুগ্রহ হতে তাদেরকে দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাকারী ও গুণগ্রাহী।

৩১. (হে নবী!) যে কিতাব আমরা তোমার প্রতি অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি তাই সত্য,- সেই কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছে, যা উহার পূর্বে এসেছিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ওয়াকিফহাল এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখেন।

৩২. পরে আমরা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি সেই লোকদেরকে যাদেরকে আমরা (এই উত্তরাধিকারী দানের জন্যে) আমাদের বান্দাদের মধ্যে হতে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে কেউ তো নিজের প্রতিই যুলুমকারী,
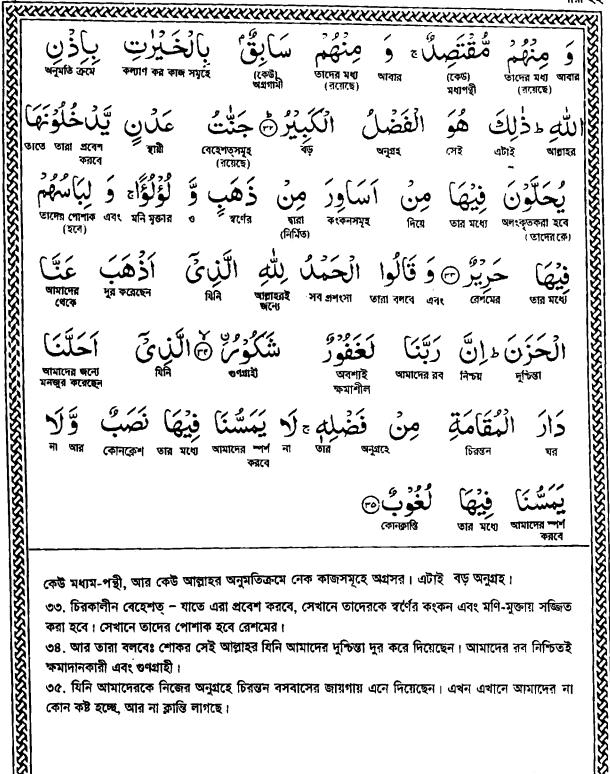
কেউ মধ্যম-পন্থী, আর কেউ আল্লাহর অনুমতিক্রমে নেক কাজসমূহে অগ্রসর। এটাই বড় অনুগ্রহ।

৩৩. চিরকালীন বেহেশত্ – যাতে এরা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মণি-মুক্তায় সজ্জিত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

৩৪. আর তারা বলবেঃ শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। আমাদের রব নিশ্চিতই ক্ষমাদানকারী এবং গুণগ্রাহী।

৩৫. যিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তন বসবাসের জায়গায় এনে দিয়েছেন। এখন এখানে আমাদের না কোন কষ্ট হচ্ছে, আর না ক্লান্তি লাগছে।

وَ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	لَهُمْ	نَارُ	جَهَنَّمَ ج	لَا
এবং	যারা	কুফরী করেছে	তাদের জন্যে (রয়েছে)	আগুন	জাহান্নামের	না

يُقْضٰى	عَلَيْهِمْ	فَيَمُوْتُوْا	وَ	لَا	يُخَفَّفُ	عَنْهُمْ	مِّنْ
চূড়ান্ত করা হবে (মৃত্যু)	তাদের উপর	যে তারা মরবে	আর	না	হালকা করা হবে	তাদের থেকে	কিছু

عَذَابِهَا ط	كَذٰلِكَ	نَجْزِيْ	كُلَّ	كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾	وَ	هُمْ	يَصْطَرِخُوْنَ
তার শাস্তি	এরূপে	প্রতিফলদেই আমরা	প্রত্যেক	অকৃতজ্ঞকে	এবং	তারা	চিৎকার করে বলবে

فِيْهَا ج	رَبَّنَآ	اَخْرِجْنَا	نَعْمَلْ	صَالِحًا	غَيْرَ	الَّذِيْ
তার মধ্যে	হে আমাদের রব	আমাদেরকে বের করুন	আমরা কাজ করব	নেকীর	(তা হতে) ভিন্নতর	যা

كُنَّا نَعْمَلُ ط	اَوَلَمْ	نُعَمِّرْكُمْ	مَّا	يَتَذَكَّرُ	فِيْهِ	مَنْ	تَذَكَّرَ	وَ
ছিলাম আমরা করতে	(বলা হবে) নাই কি	আমরা বয়স দান করেছি তোমাদের	যাতে	শিক্ষা গ্রহণ করতে	তার মধ্যে	কেউ	শিক্ষা নিতে (চাইলে)	এবং

جَآءَكُمُ	النَّذِيْرُ ط	فَذُوْقُوْا	فَمَا	لِلظّٰلِمِيْنَ	مِنْ	نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾
এসেছিল তোমাদের (কাছে)	সতর্ককারী	সুতরাং তোমরা স্বাদ নাও	অতঃপর নাই	যালিমদের জন্যে	কোন	সাহায্যকারী

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের ব্যাপার চূড়ান্ত করা হবে যে মরে যাবে, আর না তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব কোনরূপ হ্রাস করা হবে। এ ভাবে আমরা কুফরীকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিফল দান করে থাকি।

৩৭. সেখানে তারা চীৎকার করে বলবেঃ "হে আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নাও– যেন আমরা নেক আমল করি, সেই আমল হতে ভিন্নতর যেমন পূর্বে করতে ছিলাম"। (তাদেরকে জবাব দেয়া হবেঃ) "আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করেনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল ! এখন স্বাদ গ্রহণ কর। এখানে যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই"।

إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ
নিশ্চয় আল্লাহ অবগত গোপন রহস্যের আসমানসমূহের ও পৃথিবীর তিনি নিশ্চয় খুব অবহিত

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي
অবস্থা সম্পর্কে অন্তরসমূহের তিনিই (আল্লাহ) যিনি তোমাদেরকে বানিয়েছেন প্রতিনিধিহিসেবে মধ্যে

الْأَرْضِ ۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَ لَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ
পৃথিবীর অতঃপর যে কুফরী করল তার উপর তখন (পড়বে) তার কুফরীর (শাস্তি) এবং না বাড়াবে কাফেরদেরকে

كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ
কুফরী তাদের কাছে তাদের রবের এ ছাড়া ক্রোধ আর না বৃদ্ধি করবে কাফেরদেরকে

كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ
তাদের কুফরী এ ছাড়া ক্ষতি বল তোমরা (ভেবে) দেখেছ কি তোমাদের শরীকদেরকে যাদের

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۗ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
তোমরা ডেকে থাক ছাড়া আল্লাহকে আমাকে দেখাও কি তারা সৃষ্টি করেছে কিছু

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ
পৃথিবীতে বা তাদের জন্যে (আছে) অংশীদারিত্ব মধ্যে আকাশমণ্ডলির

রুকূঃ৫

৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আসমান সমূহ ও যমীনের সব গোপন জিনিস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি তো বুকের গোপন রহস্য সম্পর্কেও জানেন।

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনে খলিফা বানিয়েছেন। এখন যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরীর শাস্তি তারই উপর বর্তিবে। কুফরী কাফেরদেরকে কেবলমাত্র এই উন্নতিই দান কর যে, তাদের আল্লাহর গযবের মাত্রা তাদের প্রতি অধিক বৃদ্ধি করে দেয়। কাফেরদের জন্যে ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন উন্নতি নেই।

৪০. (হে নবী!) তাদেরকে বলঃ "তোমরা তোমাদের সেই শরীকদেরকে কখনও দেখেছ কি, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডেকে থাক ? আমাকে বল, তারা যমীনে কি পয়দা করেছে কিংবা আসমানসমূহে তাদের কি অংশীদারিত্ব রয়েছে?"

আরবি	অর্থ
أَمْ	অথবা
آتَيْنٰهُمْ	তাদেরকে আমরা দিয়েছি
كِتٰبًا	কোন কিতাব
فَهُمْ	অতঃপর তারা
عَلٰى	(প্রতিষ্ঠিত) উপর
بَيِّنَتٍ	প্রমাণাদির
مِّنْهُ ۚ	তা থেকে
بَلْ	বরং
إِنْ	না
يَّعِدُ	ওয়াদা দেয়
الظّٰلِمُوْنَ	যালেমরা
بَعْضُهُمْ	তাদের একে
بَعْضًا	অপরকে
إِلَّا	এ ছাড়া
غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾	ধোকা
إِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
يُمْسِكُ	ধরে রেখেছেন
السَّمٰوٰتِ	আসমান সমূহ
وَ	ও
الْأَرْضَ	যমীনকে
أَنْ	যেন (না)
تَزُوْلَا ۚ	টলেযায় (উভয়ে)
وَ	আর
لَئِنْ	যদি অবশ্য
زَالَتَا	টলে যায় (উভয়ে)
إِنْ	না
أَمْسَكَهُمَا	উভয়কে ধরে রাখতে পারবে
مِنْ أَحَدٍ	কেউ
مِّنْ بَعْدِهِ ۚ	তার পরে
إِنَّهُ	নিশ্চয় তিনি
كَانَ	হলেন
حَلِيْمًا	সহনশীল
غَفُوْرًا ﴿٤١﴾	ক্ষমাপরায়ণ
وَ	এবং
أَقْسَمُوْا	তারা কসম খায়
بِاللّٰهِ	আল্লাহর (নামে)
جَهْدَ	দৃঢ়
أَيْمَانِهِمْ	তাদের কসমসমূহ
لَئِنْ	যদি অবশ্যই
جَآءَ	আসে
هُمْ	তাদের কাছে
نَذِيْرٌ	কোন সতর্ককারী
لَّيَكُوْنُنَّ	তারা হবে অবশ্যই
أَهْدٰى	অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত
مِنْ	চেয়েও
إِحْدَى	যে কোনটির
الْأُمَمِ ۚ	(অন্যান্য) জাতিগুলোর
فَلَمَّا	অতঃপর যখন
جَآءَ	আসল
هُمْ	তাদের কাছে
نَذِيْرٌ	সতর্ককারী
مَّا	না
زَادَهُمْ	তাদের বৃদ্ধি করেছে
إِلَّا	এ ছাড়া
نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾	পলায়ন

(এ যদি তারা বলতে না পারে, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ) "আমরা কি তাদেরকে কোন লেখা লিখে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে এরা (তাদের এই শিরকের পক্ষে) কোন পরিষ্কার সনদ রাখে?" না–এমন কিছুই নেই। বরং এই যালেমরা পরস্পরকে শুধু ধোঁকা দিয়েই চলেছে।

৪১. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহই আসমান সমূহ ও যমীনকে টলে যাওয়া হতে ফিরিয়ে রেখেছেন। উহা যদি টলে যায়, তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় কেউ উহাকে ধরে রাখবার নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাকারী।

৪২. এই লোকেরা আল্লাহর নামে কড়া কড়া 'কসম' খেয়ে বলছিল যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী যদি এসে থাকত, তাহলে এই লোকেরা অপর প্রত্যেক জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী হেদায়াত প্রাপ্ত হত। কিন্তু সতর্ককারী যখন তাদের নিকট এসে গেল, তখন তাদের আগমন সত্যদ্বীন হতে পলায়ন ছাড়া আর কোন জিনিস বৃদ্ধি করে দেয় নি।

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ

ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করে — মধ্যে — পৃথিবীর — ও — ষড়যন্ত্র (এটে) — নিকৃষ্ট — অথচ — না — পরিবেষ্টন করে — ষড়যন্ত্র

السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ

নিকৃষ্ট — কিন্তু — তার উদ্যোক্তা দেরই — তবে কি — তারা অপেক্ষা করছে — এছাড়া যে — রীতি নীতির — পূর্ববর্তীদের (ক্ষেত্রে গৃহীত)

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

তখন কক্ষণ না — পাবে তুমি — রীতি নীতির ক্ষেত্রে — আল্লাহর — কোন পরিবর্তন — এবং — কক্ষণ না — পাবে তুমি — নিয়ম নীতিতে — আল্লাহর

تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

বিচ্যুতি — নাই কি — তারা ভ্রমন করে — মধ্যে — পৃথিবীর — তারা তখন দেখে(নাই কি) — কেমন

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ

ছিল — পরিণাম — (তাদের) যারা — পূর্বে ছিল — তাদের — অথচ — তারা ছিল — প্রবলতর — এদের চেয়েও

قُوَّةً ؕ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا

শক্তিতে — এবং — নন — আল্লাহ (এমন যে) — তাঁকে অক্ষম করতে পারে — কোন — কিছুই — মধ্যেকার — আকাশসমূহের — আর — না

فِي الْأَرْضِ ؕ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

(কোন কিছু) মধ্যেকার — পৃথিবীর — তিনি নিশ্চয় — হলেন — মহাজ্ঞানী — মহাক্ষমতাবান

৪৩. এরা পৃথিবীতে আরও বেশী অহংকার করতে লাগল, আর নিকৃষ্টতম চাল চালতে শুরু করল। অথচ খারাব চাল যারা চালে, তা তাদেরকেই ধ্বংস করে। এখন কি তারা এর অপেক্ষা করছে যে, অতীত জাতিগুলির প্রতি আল্লাহর যে রীতি ছিল তাদের সাথেও তাই প্রয়োগ করা হবে? এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কস্মিনকালেও কোন পরিবর্তন পাবেনা। আর আল্লাহর সুন্নতকে উহার জন্যে নির্দিষ্ট পথ হতে কোন শক্তিই ফিরাতে পারে তাও তোমরা দেখবে না!

৪৪. এরা যমীনে কখনো চলাফেরা করে দেখে নাই কি? তা হলে এদের পূর্বে যেসব লোক চলে গেছে এবং যারা এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল তাদের যে পরিণতি হয়েছে তা তারা দেখতে পেত। কোন জিনিসই আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারে না– না আসমান-সমূহে, না যমীনে। তিনি সব কিছুই জানেন ও সব জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতা রাখেন।
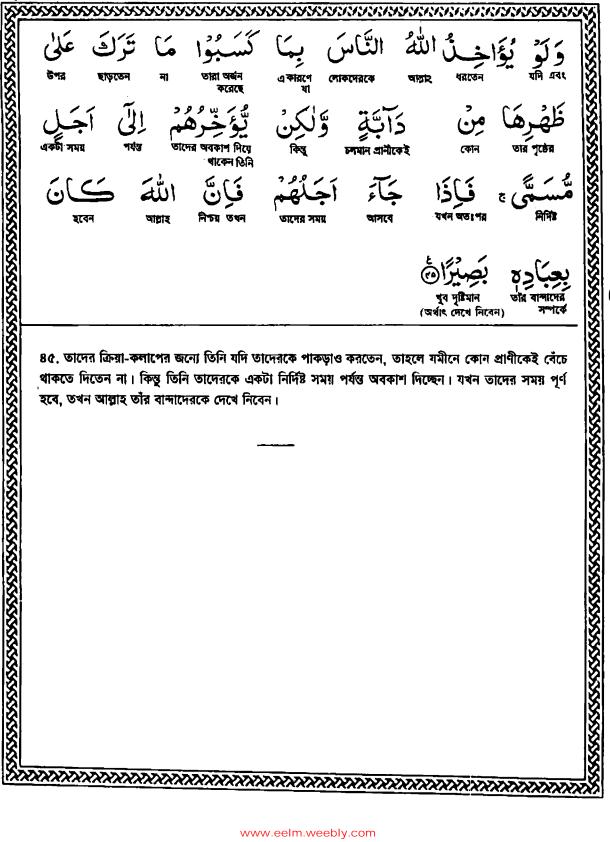
৪৫. তাদের ক্রিয়া-কলাপের জন্যে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনে কোন প্রাণীকেই বেঁচে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন। যখন তাদের সময় পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নিবেন।

সূরা ইয়া-সীন

নামকরণঃ সূরাটির শুরুর দুটি অক্ষরকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বর্ণনাভংগি চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে হয়, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল হয় মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ের শেষ ভাগ, অথবা এ একেবারে শেষ কালে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের মধ্যে একটি।

বিষয়বস্তু ও আলোচনাঃ এসূরায় যা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল হযরত মুহাম্মদ (সঃ- এর নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান না-আনা এবং তাঁর প্রতি যুল্‌ম ও ঠাট্টা-বিদ্রুপমূলক ব্যবহার করার দরুন কুরাইশ কাফেরদেরকে পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা। এতে ভয় প্রদর্শনের সুরটি খুব বেশী সোচ্চার এবং জোরদার। কিন্তু বার বার ভয় প্রদর্শনের সংগে সংগে যুক্তি-প্রমাণ ও দলিল দিয়ে মূল তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পদ্ধতিও অবলম্বিত হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছেঃ

তওহীদ সম্পর্কেঃ প্রাকৃতি নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে; পরকাল সম্পর্কেঃ প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে; হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুয়্যত ও রেসালাতের সত্যতা সম্পর্কেঃ এ পর্যায়ে প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তিনি রেসালাতের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও গরজহীন ভাবেই সমস্ত শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করছেন। সে সংগে এ কথাও যে, তিনি যেসব বিষয়ে লোকদেরকে দাওআত দিচ্ছেন তা পরিপূর্ণ বিবেকসম্মত। তা কবুল করায় মানূষের নিজেরই কল্যাণ নিহিত।

এ প্রমাণের বলে তীব্র শাসনবাণী, তিরস্কার ও সাবধানকরনের কথাগুলি খুবই জোরদার করে বার বার বলা হয়েছে– যেন দিলের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্য কবুল করার যোগ্যতা সামান্য মাত্রও রয়েছে তারা যেন অবশ্য প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ইমাম আহম্মদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌নে মাজাহ ও তিবরানী প্রমুখ মুহাদ্দিস মা'কাল ইব্‌নে ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ يس قلب القران— ।"সূরা ইয়া-সীন কুরআনের দিল"। এ উপমাটি ঠিক তেমনি যেমন বলা হয়েছে, "সূরা ফাতেহা কুরআনের মা"। ফাতেহা সূরাকে 'কুরআনের মা' বলার তাৎপর্য এই যে, ওতে কুরআন মজীদের সমগ্র শিক্ষার সারকথা বিবৃত হয়েছে । অনুরূপভাবে সূরা ইয়া-সীন কুরআনের জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দিল এ হিসেবে যে,এ সূরা কুরআনের দাওআতকে অতীব জোরালো ও বলিষ্ঠভাবে পেশ করে। এর প্রচন্ডতায় স্থবিরতা চূর্ণ হয় এবং প্রাণে গতিশীলতা সূচিত হয়।

হযরত মা'কাল ইব্‌নে ইয়াসার হতে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্‌ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ اقرؤا سورة يس على موتاكم -তোমাদের মুমূর্ষু লোকদের সামনে সূরা ইয়া-সীন পাঠ কর"। এর তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুমুখে পতিত মুসলমানের মনে এর দরুন মৃত্যুকালে সমস্ত ইসলামী আকীদাই তাজা ও নতুন হয়ে ওঠে না, বিশেষ ভাবে তার সামনে পরকালের পুরা নকশাটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার জীবন নিঃশেষ হওয়ার পর তাকে পরবর্তী কোন সব মনযিলের সম্মুখীন হতে হবে তা সে স্পষ্ট জানতে পারে। এ কল্যাণ দৃষ্টির পূর্ণতা বিধানের জন্যে আরবী বোঝে না এমন লোকদের সামনে মূল সূরা পাঠ করার সংগে সংগে তার তরজমাও পড়ে শুনানো আবশ্যক। এর সাহায্যেই নসীহত ও স্মরণ করে দেবার কাজটি পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে।

رُكُوْعَاتُهَا ٥ — سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ (٣٦) — اٰيَاتُهَا ٨٣

পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী ইয়াসীন সূরা (৩৬) তিরাশিতার আয়াত সংখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يٰسٓ ۚ ① وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ ② اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ③ عَلٰى

ইয়া-সীন, শপথ, কুরআনের (যা), হিকমতপূর্ণ (বিজ্ঞানময়), তুমি নিশ্চয়, অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই, রাসূলদের, (তুমি প্রতিষ্ঠিত) উপর

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۗ ④ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ ⑤ لِتُنْذِرَ قَوْمًا

পথের, সরল সঠিক, (এই কোরআন) অবতীর্ণ করা, পরাক্রমশালীর (পক্ষহতে), (যিনি) মেহেরবান, সতর্ক কর তুমি যেন, (এমন) জাতিকে

مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى

না, সতর্ক করা হয়েছে, তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে, অতএব তারা, গাফিল (হয়েআছে), নিশ্চয়, উপযুক্ত হয়েছে, (শাস্তির) বাণী, উপর

اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

তাদের অধিক অংশের, সুতরাং তারা, না, ঈমান আনবে

রুকুঃ১

১. ইয়া-সীন।

২. বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ;

৩. তুমি নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন।

৪. নির্ভুল সঠিক পথের অনুসারী।

৫. (এই কুরআন) পরাক্রমশালী সর্বজয়ী ও মেহেরবান মহান সত্তার নাযিল করা কিতাব।

৬. যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে পার যাদের বাপ-দাদাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা গাফলতের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

৭. এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে। এজন্যে তারা ঈমান আনে না[১]।

১. এখানে সেই সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী করীমের (সঃ) দাওআতের মুকাবেলায় যীদ ও হঠকারিতা সহ এ কথা একেবারে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে- কোন মতেই তাঁর কথা শোনা হবে না। এই সব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইহাদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে", এজন্যে এরা ঈমান আনছে না।

إِنَّا	جَعَلْنَا	فِيْٓ	أَعْنَاقِهِمْ	أَغْلٰلًا	فَهِىَ	إِلَى
নিশ্চয় আমরা	আমরা লাগিয়েছি	উপর	তাদের গলদেশ সমূহের	বেড়ীসমূহ	তা তাই	(রয়েছে) পর্যন্ত

الْأَذْقَانِ	فَهُمْ	مُّقْمَحُوْنَ ۞	وَ	جَعَلْنَا	مِنْۢ	بَيْنِ	أَيْدِيْهِمْ
চিবুকগুলো (শৃংখলিত হয়ে)	তারা এজন্য	ঊর্ধমুখী (হয়ে আছে)	এবং	আমরা স্থাপন করেছি		সম্মুখে	তাদের

سَدًّا	وَّ	مِنْ	خَلْفِهِمْ	سَدًّا	فَأَغْشَيْنٰهُمْ	فَهُمْ
প্রাচীর	ও	পেছনে	তাদের	প্রাচীর	তাদেরকে আমরা এভাবে ঢেকে দিয়েছি	তারা অতএব

لَا	يُبْصِرُوْنَ ۞	وَ	سَوَآءٌ	عَلَيْهِمْ	ءَأَنْذَرْتَهُمْ	أَمْ	لَمْ	تُنْذِرْهُمْ
না	দেখতে পায়	এবং	সমান	তাদের উপর	তাদের তুমি সতর্ক কর কি	আর	নাই	তাদের সতর্ক কর তুমি

لَا	يُؤْمِنُوْنَ ۞
না	তারা ঈমান আনবে

৮. আমরা তাদেরকে গলায় বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি, তাতে তারা থুত্‌নি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে রয়েছে। এজন্যে তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়ে রয়েছে [২]।

৯. আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে খাড়া করে দিয়েছি, আর একটি প্রাচীর তাদের পিছনে। আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না ৩।

১০. তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্যে সমান। তারা মানবে না।

২. 'তওক'– গল-শৃংখল অর্থাৎ– তাদের নিজেদের হঠকারিতা, সত্যকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে যা তাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "থুথনি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে" যাওয়া ও "মাথা তুলে দাঁড়িয়ে" থাকা অর্থ তারা "উদ্ধত গ্রীবা" হয়ে আছে যা অহংকার ও স্পর্ধার ফল ।

৩. এক প্রাচীর সামনে ও এক প্রাচীর পিছনে খাড়া করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে –এই অহংকার ও হঠকারিতার স্বাভাবিক ফলে এরা অতীত ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না ও ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কেও কখনও কোন চিন্তা করে না। এদের কুসংস্কার সব দিক থেকে এদেরকে এরূপভাবে ঢেকে ফেলেছে ও এদের বিভ্রান্তি এদের চোখের উপর এরূপ পর্দা ফেলে দিয়েছে যে, সেই সুস্পষ্ট ও উম্মুক্ত সত্যগুলিও তাদের দৃষ্টিতে পড়ে না যা প্রত্যেক সুস্থ্য-প্রকৃতি সংস্কারমুক্ত মানুষ সহজে দেখতে পায়।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ

প্রকৃতপক্ষে সতর্ক কর তুমি (তাকে) যে মেনে চলে উপদেশ ও ভয় করে দয়াময়কে

بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

না দেখা অবস্থায় সুতরাং তাকে দাও সুসংবাদ ক্ষমার ও প্রতিফলের সম্মানজনক নিশ্চয় আমরা জীবিতকরব (একদিন)

الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

মৃতদেরকে এবং আমরালিখে যাচ্ছি যা তারা আগে পাঠিয়েছে ও তাদের কীর্তিসমূহ (যা পিছনে রেখেছে) এবং প্রত্যেক জিনিষ তা আমরা সংরক্ষিত করেছি

فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ

মধ্যে একটি কিতাবের সুস্পষ্ট এবং বর্ণনা কর তাদের কাছে দৃষ্টান্ত অধিবাসীদেরকে একটি জনপদের

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

যখন সেখানে এসেছিল রসূলগণ যখন আমরা প্রেরণ করে ছিলাম তাদের প্রতি দুজনকে

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

তখন উভয়কে তারা মিথ্যারোপ করল তখন আমরা সাহায্য করলাম তৃতীয় জনকে দিয়ে তারা অতঃপর বলল নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবে (প্রেরিত হয়েছি)

১১. তুমি তো সাবধান করতে পার সেই ব্যক্তিকে যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখা দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে। তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিফলের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১২. আমরা নিশ্চিতই একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব! তারা যেসব কাজ করেছে তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পিছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিসই আমরা একটি উম্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

রুকুঃ২

১৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সেই জনবসতির কাহিনী শুনাও, যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।

১৪. আমরা তাদের প্রতি দু'জন রসূল পাঠাই, তারা এই দু'জনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পরে আমরা তৃতীয়জন সাহায্যের জন্যে পাঠালাম। তখন তাঁরা সকলেরই বললঃ "আমরা তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"।

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ

(লোকেরা) বলল — না — তোমরা — এছাড়া — মানুষ — আমাদেরই মত — এবং না — অবতীর্ণ করেছেন — দয়াময় — কোন

شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ

কিছুই — না — তোমরা — এছাড়া — মিথ্যা বলছ — (রসূলরা) বলল — আমাদের রব — জানেন

اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

নিশ্চয় আমরা — তোমাদের প্রতি — প্রেরিত অবশ্যই (রসূল হিসেবে) — এবং — না — আমাদের উপর (দায়িত্ব) — এ ব্যতীত — পৌছান — সুস্পষ্ট (পয়গাম)

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ

তারা বলল — নিশ্চয় আমরা — আমরা অমঙ্গল মনে করি — তোমাদেরকে — অবশ্যই যদি — না — তোমরা বিরত হও — তোমাদেরকে আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবই — এবং

لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ

তোমাদেরকে ধরবে অবশ্যই — আমাদের পক্ষ হতে — শাস্তি — মর্মান্তিক — (রসূলরা) বলল — তোমাদেরঅমঙ্গলের (কারণ) — তোমাদের সাথে

اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ جَآءَ مِنْ

(এ সব বলছ) যদিও কি — তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে — বরং — তোমরা — লোক — সীমালংঘনকারী — এ অবস্থায় — আসল — হতে

اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾

এক প্রান্ত — নগরের — এক ব্যক্তি — দৌড়ে — সে বলল — হে আমার জাতি — তোমরা অনুসরণ কর — রসূলগণকে

১৫. জনবসতির লোকেরা বললঃ "তোমরা তো কিছুই নও, আমাদের মতোই কয়জন মানুষ মাত্র। আর আল্লাহ দয়াময় কক্ষণই কোন জিনিস নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ"।

১৬. রসূলগণ বললঃ "আমাদের আল্লাহ জানেন আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।

১৭. এবং সুস্পষ্ট পয়গাম পৌছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই"।

১৮. বসতির লোকেরা বলতে লাগলঃ "আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করব এবং আমাদের নিকট তোমরা বড় মর্মান্তিক শাস্তি পাবে"।

১৯. রসূলগণ জবাব দিল ঃ "তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের নিজেদের সংগে লেগে রয়েছে। এ সব কথা কি তোমরা এ জন্যে বলছ যে, তোমাদেরকে নসীহত করা হয়েছে? আসল কথা হল, তোমরা বড় সীমালংঘনকারী লোক"।

২০. ইতোমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল,এবং বললঃ " হে আমার জাতির লোকেরা! রসূলগণের আনুগত্য কবুল কর,

اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

তোমরা অনুসরণ কর (তার) যে না তোমাদের কাছে চায় কোন মুজুরী এবং তারা সৎ পথপ্রাপ্ত

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

আমার জন্যে কি এবং (যুক্তি আছে যে) না ইবাদত করব আমি (তাঁর) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ও তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا

গ্রহণ করব আমি কি ছাড়া তাঁকে ইলাহ (অন্যকাউকে) (অথচ) যদি আমাকে চান দয়াময় কোন ক্ষতি করতে না

تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا

কাজে আসবে আমার জন্যে তাদের সুপারিশ কিছু মাত্র আর না আমাকে তারা উদ্ধার করতে পারবে নিশ্চয় আমি তা হলে

لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

অবশ্যই মধ্যে হব বিভ্রান্তির সুস্পষ্ট নিশ্চয় আমি আমি ঈমান এনেছি তোমাদের রবের প্রতি সুতরাং আমাকে তোমরা শোন (ও মান)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

(তাকে তারা হত্যা করল এবং তাকে) বলা হল প্রবেশ কর জান্নাতে সে বলল হায় আফসোস আমার জাতি (যদি) জানত

২১. মেনে চল সেই লোকেদেরকে যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিফল বা মজুরী চায় না এবং সঠিক পথে রয়েছে।

২২. আমি সেই সত্তার বন্দেগী করব না কেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে?

২৩. তাঁকে ছেড়ে আমি কি অন্যদেরকে মাবুদ বানিয়ে নেব?... অথচ করুণাময়(আল্লাহ)যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে না তাদের শাফায়াত আমার কোন কাজে আসতে পারে, আর না তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারে।

২৪. আমি যদি তা করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ব।

২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও"।

২৬. (শেষ পর্যন্ত তারা সেই ব্যক্তিকে হত্যা করল আর) এ ব্যক্তিকে বলে দেয়া হল যে, 'দাখিল হও জান্নাতে'। সে বললঃ "হায়, আমার জাতি যদি জানতে পারত

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا

যে কারণে / আমাকে ক্ষমা করেছেন / আমার রব / ও / আমাকে করেছেন / অন্তর্ভুক্ত / সম্মানিতদের / এবং / না / আমরা অবতীর্ণ করেছি

عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

উপর / তার জাতির / পরে / তার / কোন / সৈন্য / থেকে / আকাশ / আর / না / আমরা ছিলাম

مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

অবতীর্ণকারী / না / ছিল / এছাড়া / প্রচণ্ড ধ্বনি / একটিমাত্র / তখন / তারা

خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল / হায় / পরিতাপ / উপর / বান্দাদের / না / তাদের কাছে এসেছে / (এমন) কোন

رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا

রসূল / এব্যতীত যে / তারা ছিল / তার সাথে / ঠাট্টা বিদ্রূপ করত / তারা দেখেনি কি / কত / আমরা ধ্বংস করেছি (জাতিকে)

قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

তাদের পূর্বে / মধ্য হতে / জাতিসমূহের / যে / তারা / তাদের নিকট / না / ফিরে আসবে

---

২৭. আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে গন্য করেছেন!"

২৮. অতঃপর তার জাতির উপর আমরা আসমান হতে কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাইনি। সৈন্যবাহিনী পাঠাবার আমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না।

২৯. শুধু একটি প্রচন্ড ধ্বনি হল, আর সহসা তারা সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. আল্লাহ্‌র বান্দাদের অবস্থার জন্যে আফসোস ! তাদের নিকট যে রসূলই আসল, তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতে থাকল।

৩১. তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি, তার পর তারা তাদের নিকট ফিরে আসল না?

وَ اِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ

এবং নাই কেউ (এমন) এছাড়া সকলকেই আমাদের কাছে উপস্থিত করা হবে এবং (অন্যতম) নিদর্শন তাদের জন্যে (রয়েছে) যমীন

الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

নিস্প্রাণ তাকে আমরা সঞ্জীবিত করি ও আমরা বের করি তা থেকে শস্যদানা অতঃপর তা থেকে

يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ

তারা ভক্ষণ করে আমরা বানিয়েছি এবং তার মধ্যে বাগানসমূহ খেজুরের ও আংগুরের

وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ

এবং আমরা প্রবাহিত করেছি তার মধ্যে ঝর্ণাসমূহ তারা খেতে পারে যেন তার ফলমূল

وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۖ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ

অথচ না তা সৃষ্টিকরেছে তাদের হাত গুলো তবুও কি না তারা শুকর করে (আল্লাহ) মহান পবিত্র যিনি

خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া সব কিছুকেই তাহতে যা উদ্গত করে যমীন এবং মধ্য হতে তাদের নিজেদের (মানবজাতিরও)

وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

এবং তাহতেও যা না (এখনও) তারা জানে

৩২. তাদের সকলকেই তো একদিন আমার সামনে উপস্থিত করা হবে!

রুকুঃ৩

৩৩. এই লোকদের জন্যে নিঃস্প্রাণ যমীন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা তাকে জীবন দান করেছি, তা হতে ফসল বের করেছি, যা তারা খেয়ে থাকে।

৩৪. আমরা উহাতে খেজুর ও আংগুরের বাগান বানিয়েছি, উহার মধ্যে হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি,

৩৫. যেন তারা উহার ফল খেতে পারে। এ সব কিছু তাদের নিজেদের হাতের বানানো নয়, তাহলে এরা কেন শোকর আদায় করেনা?

৩৬. পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া পয়দা করেছেন, তা যমীনের উদ্ভিদই হোক, অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতি (অর্থাৎ মানব জাতিই) হোক, কিংবা সেসব জিনিস যা তারা জানেও না।

وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ

এবং (আরো) একটি নিদর্শন তাদের জন্যে রাত অপসারিত করি আমরা তা থেকে দিনকে

فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَ الشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ

অতঃপর তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন (হয়ে যায়) এবং সূর্য আবর্তন করে নির্দিষ্ট অবস্থানে তার

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۳۸﴾ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ

এটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা (হিসাব) পরাক্রমশালীর (যিনি) সুবিজ্ঞ এবং চন্দ্রকে আমরা নির্দিষ্ট করেছি তার মনযিলসমূহ (যার উপর চলে)

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَاۤ

অবশেষে পুনঃ হয়ে যায় খেজুর শাখার মত (এমন যা শুষ্ক) পুরান না সূর্য ক্ষমতা রাখে তার জন্যে

اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ

যে পাবে নাগাল চন্দ্রকে আর না রাত অতিক্রমকারী (হতেপারে) দিনের এবং প্রত্যেকে

فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ

উপর কক্ষের সাঁতার কাটছে এবং একটি নিদর্শন তাদের জন্যে (এও) যে আমরা আমরা আরোহন করিয়েছি তাদের বংশধরদের কে

فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۴۱﴾ وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا

মধ্যে জাহাজের বোঝাই করা এবং আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের জন্যে সেটার অনুরূপ (আরো অনেক) যাতে

يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾

তারা আরোহন করে

৩৭ এদের জন্যে আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমরা উহার উপর হতে দিন সরিয়ে দিই, তখন এদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।

৩৮. আর সূর্য, উহা নিজের মন্‌যিলের দিকে চলছে ইহা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার স্থাপিত হিসাব।

৩৯. আর চাঁদও, তার জন্যে আমরা মন্‌জিল সমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এভাবে তা তাদের উপর দিয়ে চলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খেজুরের শুষ্ক শাখার মত থেকে যায়।

৪০. সূর্যের ক্ষমতা নেই যে তা চাঁদকে ধরে ফেলে, আর না রাত দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে; সব কিছুই মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।

৪১. এদের জন্যে এটাও একটি নিদর্শন যে, আমরা এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায়[৪] সওয়ার করে দিয়েছি।

৪২. আর পরে তাদের জন্যে অনুরূপ আরও অনেক নৌকা বানিয়ে দিয়েছি, যাতে এরা সওয়ার হয়ে থাকে।

৪. ভরা নৌকা অর্থাৎ নূহ (আঃ)-এর কিশতী।

وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا
এবং যদি আমরা চাই তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি আমরা তখন না ফরিয়াদ শ্রোতা (পাবে) তাদের জন্যে আর না

هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾
তাদের রক্ষা করা হবে কিন্তু অনুগ্রহ আমাদের পক্ষ হতে এবং জীবনোপভোগ পর্যন্ত কিছুকাল

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ
এবং যখন বলা হয় তাদেরকে তোমরা ভয় কর (পরিণামের) যা সামনে তোমাদের এবং যা তোমাদের পশ্চাতে (আছে)

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ
যাতে তোমাদের (উপর) অনুগ্রহ করা যায় এবং না তাদের কাছেএসেছে (এমন) কোন নিদর্শন মধ্যহতে নিদর্শনাদির

رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ
তাদের রবের এ ছাড়া তারা ছিল তা হতে উপেক্ষাকারী এবং যখন বলা হয় তাদেরকে

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
তোমরা খরচ কর তাহতে যা তোমাদেরকে রিযকদিয়েছেন আল্লাহ

---

৪৩. আমরা চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি; তখন এদের ফরিয়াদ কেউ শুনার থাকবে না এবং এরা কোন ক্রমেই রক্ষা পেতে পারবে না।

৪৪. একমাত্র আমাদের রহমতই তাদেরকে কিনারায় পৌছায় এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়।

৪৫. এই লোকদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে তা হতে ভয় কর, আর যা তোমাদের পিছনে চলে গেছে, সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতি রহম করা হবে (তখন এরা শুনে শোনে না)।

৪৬. তাদের রবের আয়াত সমূহের মধ্যে হতে যে নিদর্শনই তাদের সামনে আসে, এরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

৪৭. আর তাদেরকে যখন বলাহয়, আল্লাহ যে রিযুক তোমাদেরকে দান করেছেন, তা হতে কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় কর,

قَالَ বলে	الَّذِيْنَ যারা	كَفَرُوْا কুফরী করেছে	لِلَّذِيْنَ তাদেরকে (যারা)	اٰمَنُوْٓا ঈমান এনেছে	اَنُطْعِمُ খাওয়াব আমরা কি			
مَنْ যাকে (এমন কাউকে)	لَّوْ যদি	يَشَآءُ ইচ্ছে করতেন	اللّٰهُ আল্লাহ	اَطْعَمَهٗٓ তাকে খাওয়াতে পারতেন	اِنْ না	اَنْتُمْ তোমরা	اِلَّا এছাড়া	فِيْ মধ্যে
ضَلٰلٍ বিভ্রান্তির	مُّبِيْنٍ সুস্পষ্ট ৪৭	وَ এবং	يَقُوْلُوْنَ তারা বলে	مَتٰى কখন (পূর্ণ হবে)	هٰذَا সেই	الْوَعْدُ (কেয়ামতের) ওয়াদা	اِنْ যদি	
كُنْتُمْ তোমরা হও	صٰدِقِيْنَ সত্যবাদী ৪৮	مَا না	يَنْظُرُوْنَ তারা অপেক্ষা করছে	اِلَّا এ ছাড়া	صَيْحَةً প্রচন্ড শব্দের	وَّاحِدَةً একটি মাত্র		
تَاْخُذُهُمْ তাদেরকে আঘাত হানবে	وَ এ অবস্থায় যে	هُمْ তারা	يَخِصِّمُوْنَ বাক বিতন্ডা করতে থাকবে ৪৯	فَلَا না তখন	يَسْتَطِيْعُوْنَ তারা সমর্থ হবে	تَوْصِيَةً ওসিয়তও করতে		
وَّ আর	لَآ না	اِلٰٓى প্রতি	اَهْلِهِمْ তাদের পরিবারের	يَرْجِعُوْنَ তারা ফিরে যেতে পারবে ৫০	وَ এবং	نُفِخَ ফুঁক দেওয়া হবে	فِي মধ্যে	الصُّوْرِ শিংগার
فَاِذَا তখন অতঃপর								
هُمْ তারা	مِّنَ হতে	الْاَجْدَاثِ কবরসমূহ	اِلٰى দিকে	رَبِّهِمْ তাদের রবের	يَنْسِلُوْنَ দ্রুত বের হয়ে আসবে ৫১			

তখন কাফের লোকেরা ঈমানদার লোকদেরকে জবাব দেয় "আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো একেবারেই গোল্লায় গেছো"।

৪৮. এই লোকেরা বলে, "এই কেয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে ? ...বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।

৪৯. আসলে এই লোকেরা যে জিনিসের পথ চেয়ে আছে, তা হল একটি প্রচন্ড শব্দ, তা সহসাই ঠিক সময়ই তাদেরকে আঘাত হানবে যখন তারা (নিজেদের বৈষয়িক ব্যাপারে) ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে।

৫০. তখন তারা অসীয়ত পর্যন্ত করতে পারবে না, না নিজেদের ঘরেই তারা ফিরে আসতে পারবে।

রুকুঃ৪

৫১. পরে এক শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের রবের ,সমীপে উপস্থিত হবার জন্যে নিজেদের কবর সমূহ হতে বের হয়ে পড়বে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ

(ভীতহয়ে) তারাবলবে | আমাদের দুর্ভোগ হায় | কে | আমাদেরকে উঠাল | হতে | আমাদের নিদ্রাস্থল | এটাই | (তাই) যার | ওয়াদা দিয়ে ছিলেন

الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا

দয়াময় | এবং | সত্যই বলেছিলেন | রসূলগণ | না | হবে | এছাড়া

صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

প্রচন্ড শব্দ | একটি মাত্র | অতঃপর তখনই | তাদের | সকলকেই | আমাদের কাছে | উপস্থিত করা হবে

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا

অতঃপর(বলাহবে) আজ | না | যুলুম করা হবে | কাউকে | কিছুই | আর | না | প্রতিফল দেওয়া হবে | এ ব্যতীত | যা

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ

তোমরা কাজ করতে ছিলে | নিশ্চয় | অধিবাসীরা | জান্নাতের | আজ | মধ্যে

شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى

(মজার) কাজের | আনন্দিত থাকবে | তারা | ও | তাদের স্ত্রীরা (হবে) | মধ্যে | ছায়ার | উপর

الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

উচ্চাসনসমূহের | হেলান দিয়ে বসবে

৫২. ভীত-শংকিত হয়ে বলবেঃ " হায়রে! আমাদেরকে কে আমাদের শয়নস্থল হতে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল?" – এ সেই জিনিস, দয়াময় আল্লাহ যার ওয়াদা করেছিলেন। আর নবী-রসূলগণের কথা তো সত্যিই ছিল[৫]।

৫৩. একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ হবে, আর সকলকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে দেয়া হবে।

৫৪. আজ কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করছিলে।

৫৫. আজ জান্নাতী-লোকেরা মজা গ্রহণের কাজে মশগুল হয়ে রয়েছে।

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ার মধ্যে আসন সমূহের উপর ঠেস লাগিয়ে রয়েছে।

৫. হতে পারে মু'মেন লোকেরা তাদেরকে এ উত্তর দেবে। হতে পারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে যে এতো সেই দিনই এসে গিয়েছে রসূল আমাদেরকে যার খবর দিয়েছিলেনা। আর এও হতে পারে যে – ফেরেশতারা তাদেরকে এ উত্তর দেবে, অথবা কেয়ামতের সমস্ত পরিবেশ দ্বারা তারা একথা বুঝতে পরবে।

لَهُمْ	فِيْهَا	فَاكِهَةٌ	وَّ	لَهُمْ	مَّا	يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾
তাদের জন্যে (থাকবে)	তার মধ্যে	ফলমূল	ও	তাদের জন্যে (থাকবে)	যা	তারা চাইবে

سَلٰمٌ قف	قَوْلًا	مِّنْ	رَّبٍّ	رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾	وَ	امْتَازُوا
"সালাম"	বলা (হবে)	পক্ষ হতে	রবের	(যিনি) বড় মেহেরবান	এবং (বলাহবে)	তোমরা পৃথক হয়ে যাও

الْيَوْمَ	اَيُّهَا	الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾	اَلَمْ اَعْهَدْ	اِلَيْكُمْ
আজ	ওহে	অপরাধীরা	আমি নির্দেশ দেইনাইকি	তোমাদের প্রতি

يٰبَنِيْٓ	اٰدَمَ	اَنْ	لَّا	تَعْبُدُوا	الشَّيْطٰنَ ج	اِنَّهٗ	لَكُمْ	عَدُوٌّ
সন্তান হে	আদমের	যে	না	তোমরা ইবাদত করো	শয়তানের	সে নিশ্চয়	তোমাদের জন্যে	শত্রু

مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾	وَّ	اَنِ	اعْبُدُوْنِيْ ط	هٰذَا	صِرَاطٌ	مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾
প্রকাশ্য	এবং	(এও) যে	আমারই তোমরা ইবাদত কর	এটাই	পথ	সরল সঠিক

وَ	لَقَدْ	اَضَلَّ	مِنْكُمْ	جِبِلًّا	كَثِيْرًا ط	اَفَلَمْ
এবং (এ সত্ত্বেও)	নিশ্চয়	সে পথ ভ্রষ্ট করেছে	তোমাদের মধ্য হতে	সৃষ্টিকে	বহু সংখ্যক	তবুও কি না

تَكُوْنُوْا	تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾	هٰذِهٖ	جَهَنَّمُ	الَّتِيْ	كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
ছিলে	তোমরা বুঝতে	এই সেই	জাহান্নাম	যার	তোমাদের ভয় দেখান হয়েছিল

৫৭. সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্যে সেখানে মওজুদ রয়েছে। তারা যা কিছুই চাইবে, তাই তাদের জন্যে রয়েছে।

৫৮. দয়াময় রবের তরফ হতে তাদেরকে সালাম বলা হয়েছে।

৫৯. আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।

৬০. হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে হেদায়াত করিনি যে, তোমরা শয়তানের বন্দেগী করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

৬১.আর আমারই বন্দেগী করবে। এটাই সরল সোজা সঠিক পথ।

৬২. কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্যে হতে এক বিরাট সংখ্যক লোককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না?

৬৩. এই সেই জাহান্নাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ
তাতে তোমরাদগ্ধহও | আজ | বিনিময়ে যা | তোমরা কুফরী করতে ছিলে | আজ | মোহর করে দিব আমরা

عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ
উপর | তাদের মুখ গুলোর | এবং | আমাদের সাথে কথা বলবে | তাদের হাত গুলো | এবং | সাক্ষ্য দিবে | তাদেরপা গুলো

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى
ঐ বিষয়ে যা | তারা অর্জন করতে ছিলে | এবং | যদি | চাই আমরা | আমরা নিভিয়ে দিতে পারি অবশ্যই

اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَ لَوْ
তাদের চক্ষুদীপ গুলোকে | তারা অতঃপর অগ্রসর হউক | পথে | তখন কোথা হতে | তারা দেখতে পাবে | এবং | যদি

نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا
চাই আমরা | তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিকৃত করে দিতে পারি | উপর | তাদের (নিজ নিজ) স্থানের | অতঃপর না | তারা সমর্থ হবে

مُضِيًّا وَّ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى
আগে যেতে | আর না | পিছনে ফিরতে | এবং | কোন ব্যক্তি | যাকে দীর্ঘায়ু দেই আমরা | তার উল্টিয়ে দেই আমরা | মধ্যে

الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾
দেহ গঠনের (... ও যোগ্যতার) | তবুও কি না | তারা জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগায়

৬৪. তোমরা দুনিয়ায় যে কফুরী করতেছিলে উহার প্রতিফল হিসেবে এখন ইহার ইন্ধন হও।

৬৫. আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, আর এদের পাগুলি সাক্ষ্য দিবে যে, এরা দুনিয়ায় কি কি করতেছিল।

৬৬. আমরা চাইলে তাদের চক্ষুদীপ নিভিয়ে দিতে পারি। পরে তারা পথে বের হয়ে দেখুক-- কোথা হতে তারা পথ দেখতে পাবে!

৬৭. আমরা চাইলে তাদেরকে তাদেরই স্থানে এমন ভাবে বিকৃত করে রাখব যে, তারা না সামনের দিকে চলতে পারবে, না পিছনে ফিরতে পারবে।

রুকূ:৫

৬৮. যে ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘ জীবন দেই, তার দেহ-সংগঠনকেই আমরা উল্টিয়ে দেই। (এই অবস্থা দেখে) তাদের জ্ঞান-চক্ষু উদয় হয় না কি?

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
مَا	না
عَلَّمْنٰهُ	তাকে আমরা শিখিয়েছি
الشِّعْرَ	কবিতা
وَ	আর
مَا	না
يَنْۢبَغِيْ	শোভা পায় (এটা)
لَهٗ ط	তার জন্যে
اِنْ	না
هُوَ	তা
اِلَّا	এছাড়া
ذِكْرٌ	নসীহত
وَّ	ও
قُرْاٰنٌ	(পাঠযোগ্য কিতাব) কোরআন
مُّبِيْنٌ ٦٩	সুস্পষ্ট
لِّيُنْذِرَ	সতর্ক করে যেন
مَنْ	(এমনপ্রত্যেককে) যে
كَانَ	হল
حَيًّا	জীবিত
وَّ	এবং
يَحِقَّ	প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (যেন)
الْقَوْلُ	(শাস্তির) বাণী
عَلَى	বিরুদ্ধে
الْكٰفِرِيْنَ ٧٠	কাফেরদের
اَوَ	কি
لَمْ	নাই
يَرَوْا	তারা দেখে
اَنَّا	যে আমরা
خَلَقْنَا	আমরা সৃষ্টি করেছি
لَهُمْ	তাদের জন্যে
مِّمَّا	তা সব যা
عَمِلَتْ	তৈরী করেছে
اَيْدِيْنَآ	আমাদের হাতগুলো
اَنْعَامًا	(যেমন) গৃহপালিত পশু
فَهُمْ	এখন তারাই
لَهَا	সেগুলোর
مٰلِكُوْنَ ٧١	মালিক
وَ	এবং
ذَلَّلْنٰهَا	সেগুলোকে আমরা আয়ত্তাধীনকরেছি
لَهُمْ	তাদের জন্যে
فَمِنْهَا	অতঃপর (রয়েছে) সেগুলোর মধ্যে
رَكُوْبُهُمْ	তাদের বাহনও (যেমন উট)
وَ	এবং
مِنْهَا	সেগুলোরমধ্য হতে
يَاْكُلُوْنَ ٧٢	তারা আহারও করে
وَ	এবং
لَهُمْ	তাদের জন্যে রয়েছে
فِيْهَا	সেগুলোর মধ্যে
مَنَافِعُ	(নানা রকম) উপকারিতা
وَ	এবং
مَشَارِبُ ط	(নানা প্রকার) পানীয়
اَفَلَا	তবুও কি না
يَشْكُرُوْنَ ٧٣	তারা কৃতজ্ঞ হবে

৬৯. আমরা তাঁকে (নবীকে) কবিত্ব শিখাইনি, না কবিত্ব তাঁর পক্ষে শোভনীয় হতে পারে। এ তো একটি নসীহত ও স্পষ্ট পাঠযোগ্য কিতাব–

৭০. যেন তা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সতর্ক করে দেয় যে জীবিত আছে, আর অবিশ্বাসী-অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল হতে পারে।

৭১. এই লোকেরা কি দেখে না যে, আমরা আমাদের হাতে তৈরী করা জিনিসগুলি হতে তাদের জন্যে গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি, আর এখন তারা এই সবের মালিক।

৭২. আমরা এগুলিকে এমন ভাবে তাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি যে, এগুলির কোনটির উপর তারা সওয়ার হয়, কোনটির গোশত তারা খায়।

৭৩. আর এগুলির মধ্যে তাদের জন্যে রকম-বেরকমের কল্যাণ ও পানীয় রয়েছে। তা হলে তারা শোকর-গুযার হয় না কেন?

لَعَلَّهُمْ	اٰلِهَةً	اللّٰهِ	مِنْ دُوْنِ	اتَّخَذُوْا	وَ
তারা যাতে	ইলাহ রূপে (অন্যদেরকে)	আল্লাহ	ছাড়া	তারা গ্রহণ করেছে	এবং (এ সত্ত্বেও)

هُمْ	وَ	نَصْرَهُمْ	لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ	يُنْصَرُوْنَ ۝٧٤
তারাই (হয়ে আছে)	বরং	তাদের সাহায্যকরতে	তারা সমর্থ হবে না	সাহায্য প্রাপ্ত হয়

اِنَّا	قَوْلُهُمْ	يَحْزُنْكَ	فَلَا	مُّحْضَرُوْنَ ۝٧٥	جُنْدٌ	لَهُمْ
আমরা নিশ্চয়	তাদের কথা	তোমাকে দুঃখ দেয়	কাজেই না(যেন)	সদা উপস্থিত	সৈন্য (রক্ষাকারী রূপে)	তাদের জন্যে

اَوَلَمْ يَرَ	يُعْلِنُوْنَ ۝٧٦	وَ مَا	يُسِرُّوْنَ	مَا	نَعْلَمُ
দেখে নাই কি	তারা প্রকাশ করে	যা আর	তারা গোপন করে	যা	জানি আমরা

خَصِيْمٌ	هُوَ	فَاِذَا	نُّطْفَةٍ	مِنْ	خَلَقْنٰهُ	اَنَّا	الْاِنْسَانُ
ঝগড়াটে	সে (হয়েছে)	পরে অথচ	শুক্রবিন্দু	থেকে	তাকে আমরা সৃষ্টি করেছি	যে আমরা	মানুষ

يُّحْيِ	مَنْ	قَالَ	خَلْقَهٗ	وَّنَسِيَ	مَثَلًا	لَنَا	وَضَرَبَ	مُّبِيْنٌ ۝٧٧
প্রাণ সঞ্চার করবে	কে	সেবলে	তার সৃষ্টিকে	সেভুলে যায় অথচ	উপমা	আমাদের জন্যে	পেশ করে এবং	সুস্পষ্ট

رَمِيْمٌ ۝٧٨	وَهِيَ	الْعِظَامَ
পচাগলা জরাজীর্ণ	তা যখন (হয়ে যাবে)	অস্থিতে

৭৪. এ সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহকে ছাড়া আরো ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, আর এ আশা পোষণ করছে যে, তাদের সাহায্য করা হবে।

৭৫. তারা এই লোকেদের কোন সাহায্যই করতে পারে না। বরং এই লোকেরাই তাদের জন্যে সর্বক্ষণ উপস্থিত সৈন্য হয়ে আছে।

৭৬. কাজেই এই লোকেরা যেসব কথা বলে তা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও দুঃখিত না করে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কথাই আমরা জানি।

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাদেরকে শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে।

৭৮ এখন সে আমাদের উপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলেঃ "কে এই অস্থিগুলিকে জীবন্ত করবে, যখন ইহা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে?"

قُلْ	يُحْيِيهَا	الَّذِىٓ	أَنْشَأَهَآ	أَوَّلَ	مَرَّةٍ ط
বল (তাদেরকে)	তাতে প্রাণসঞ্চার করবেন	(তিনিই) যিনি	তা সৃষ্টি করেছেন	প্রথম	বার

وَ	هُوَ	بِكُلِّ	خَلْقٍ	عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾	الَّذِى	جَعَلَ	لَكُمْ
এবং	তিনি	সর্বকিছু সম্পর্কে	(তাঁর) সৃষ্টির	সম্যক অবগত	যিনি	সৃষ্টি করেছেন	তোমাদের জন্যে

مِّنَ	الشَّجَرِ	الْأَخْضَرِ	نَارًا	فَإِذَآ	أَنْتُمْ	مِّنْهُ	تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾
থেকে	গাছ	সবুজ	আগুন	অতঃপর এখন	তোমরা	তা থেকে	চুলা ধরাও

أَوَلَيْسَ	الَّذِى	خَلَقَ	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْأَرْضَ	بِقٰدِرٍ	عَلٰٓى
কি ন'ন (সেই আল্লাহ)	যিনি	সৃষ্টি করেছেন	আকাশসমূহ	ও	পৃথিবীকে	সক্ষম	এক্ষেত্রে

أَنْ	يَّخْلُقَ	مِثْلَهُمْ ط	بَلٰى ق	وَ	هُوَ	الْخَلّٰقُ	الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾	إِنَّمَآ
যে	সৃষ্টি করবেন	তাদের সদৃশ	হ্যাঁ নিশ্চয়	এবং	তিনিই	মহাস্রষ্টা	সুদক্ষ	শুধুমাত্র

أَمْرُهُٓ	إِذَآ	أَرَادَ	شَيْـًٔا	أَنْ	يَّقُولَ	لَهُ	كُنْ	فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾	فَسُبْحٰنَ
তাঁর নির্দেশ হয়	যখন	ইচ্ছে করেন	কিছু (করতে)	যে	বলেন	তাকে	হও	তখনই হয়ে যায়	অতএব মহান-পবিত্র

الَّذِى	بِيَدِهٖ	مَلَكُوتُ	كُلِّ	شَىْءٍ	وَّ	إِلَيْهِ	تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾
(সেইসত্তা তিনিই)	যার হাতে (আছে)	কর্তৃত্ব	সব	জিনিষের	এবং	তাঁরই দিকে	তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

রুকু

৭৯. তাকে বলঃ এই গুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সেইগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন।

৮০. তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে শ্যামল সবুজ গাছ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন, তোমরা এদ্বারা নিজেদের চূলা ধরাও।

৮১. যিনি আকাশ সমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন, তিনি কি তাদের মত আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা।

৮২. তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে হুকুম করবেন যে, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. পবিত্র তিনি যাঁর হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

সূরা আস্-সাফফাত

নামকরণঃ প্রথম আয়াত আস্-সাফফাত হতেই নাম গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বিষয়বস্তু ও বাক-ভংগি হতে স্পষ্ট হয় যে, এ সূরাটি সম্ভবতঃ মক্কী যুগের মধ্যবর্তী সময়– বরং তারও শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। বর্ণনা-ভংগি স্পষ্ট বলে দেয় যে, এর পটভূমিকায় তীব্র ও প্রচন্ড বিরুদ্ধতা রয়েছে এবং নবী (সঃ) ও তার সংগী-সাথীগণ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ সে সময় নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের দাওআতকে নানা প্রকার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা হত। আর নবী করীম (সঃ) এর নবী হবার দাবীকে মেনে নিতে খুব শক্ত ভাবে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এ সব বিষয়ে মক্কার কাফেরদেরকে অতীব জোরদার ভাষা ও ভংগিতে ভয় দেখানো হয়েছে এ সূরায়। আর শেষ ভাগে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছো এ নবী অতি শীঘ্রই তোমাদের উপর জয়ী হবেন। আল্লাহর সৈন্য বাহিনীকে তোমরা নিজেদের ঘরের আঙিনায় উপস্থিত দেখতে পাবে (১৭১–১৭৯ আয়াতে)। এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তখন যখন নবী করীম (সঃ)-এর সাফল্য লাভের কোন দূরতম চিহ্ন বা লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। এ সূরার আয়াতে যাদেরকে আল্লাহর সেনাবাহিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে– সেই মুসলমানরা মর্মান্তিকভাবে নিপীড়িত,অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল। তাদের চার ভাগের তিন ভাগ লোকই দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল । তখন নবী করীম (সঃ)-এর সংগে খুব বেশীর পক্ষে মাত্র ৪০-৫০ জন সাহাবী থেকে গিয়েছিলেন, আর অতিশয় অসহায় অবস্থায় সব রকমের নির্যাতন সহ্য করছিলেন। এরূপ অবস্থায় বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-সাথীরাই জয়ী হবে এ কথা ধারণা করার কোন ভিত্তিই ছিল না। বরং এ অবস্থা যারা লক্ষ্য করছিল তারা মনে করতো যে, এ আন্দোলনটা মক্কার পর্বত গুহায়ই দাফন হয়ে থাকবে চিরকাল। কিন্তু পনের ষোল বছরের বেশী কাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই মক্কা বিজয়ের সেই ঘটনা ঘটনাই সংঘটিত হয় যা ইতিপূর্বে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কাফেরদেরকে ভয় দেখানোর সংগে সংগে এ সূরায় তাদেরকে নানা ভাবে বুঝাতে এবং ইসলামী দাওআতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতেও চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এতে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষাকরা হয়েছে। তওহীদ ও পরকাল-বিশ্বাস যে সত্য ও নির্ভুল, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।মোশরেকদের আকীদা বিশ্বাসের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, তাঁরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জিনিসের উপর ঈমান এনেছে। এ গোমরাহী আকীদার খারাব পরিণাম সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আর ঈমান ও নেক আমলের ফল যে অনেক ভাল এবং কল্যাণকর, তাও বলে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও পেশ করা হয়েছে। এ থেকে জানতে পারা যায়, আল্লাহতা'আলা তাঁর নবী-রসূল এবং তাঁদের জাতি সমূহের সঙ্গে কিরূপ আচরণ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসী বান্দাগণকে কিভাবে সম্মানিত করেন, আর অমান্যকারীদেরকেই বা তিনি কিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন তাও এ থেকে জানতে পারা যায়।

এ সূরায় যেসব ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে তম্মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মহান জীবনের ঘটনা। তিনি আল্লাহতা'আলার একটি ইংগিত পেয়েই স্বীয় একমাত্র পুত্রকে কোরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় কেবল সেই কুরাইশ কাফেরদের জন্যেই শিক্ষার বিষয় ছিল না যারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে নিজেদের বংশীয় সম্পর্কের গৌরব করে বেড়াত; বরং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমানদারদের জন্যেও ছিল অনেক কিছু শিখবার বিষয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও বিপ্লবী ভাবধারা বুঝানো হয়েছিল এবং এ দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন তথা জীবন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করার পর একজন নিষ্ঠাবান মু'মেনকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কিভাবে নিজে সবকিছুকে কোরবান করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে, তাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষ আয়াত সমূহে কেবল কাফেরদের জন্যেই ভীতি প্রদর্শন নেই, বরং ঈমানদার লোকেরা নবী করীম (সঃ)-এর সাহায্য ও সমর্থন করার কারণে কঠিন অবস্থার সঙ্গে মুকাবেলা করেছিলেন তাদের জন্যেও এতে অনেক কিছুই শিখবার, জানবার ও বুঝবার আছে। এ আয়াতসমূহ শুনিয়ে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছিল যে, ইসলামী দাওআতের প্রথম ভাগে তাদেরকে যেসব কঠিন বিপদ-মুসীবতের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেজন্যে তারা যেন ঘাবড়ে না যায়। শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয় লাভ করবে। বাতিল পন্থীরা এখন যতই বিজয়ী মনে হোক না কেন, তারা তাদেরই হাতে পরাজিত হবে। কয়েক বছর পরই যে ঘটনা ঘটলো তাতে প্রমাণিত হল যে, এ কথা ভিত্তিহীন সান্ত্বনার বাণীই ছিল না, বরং এ ছিল এক বাস্তব ব্যাপার। পূর্বাহ্নে তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের দিলকে অধিক মজবুত করে তোলা হয়েছিল।

رُكُوْعَاتُهَا ٥ — سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ (٣٧) — اٰيَاتُهَا ١٨٢

পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা) — মক্কী আস্‌সাফফাত সূরা (৩৭) একশত বিরাশি তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

আরবী	অর্থ
وَ	শপথ
الصّٰٓفّٰتِ	সারিবদ্ধ হয় যারা
صَفًّا ۙ﴿١﴾	কাতারে কাতারে
فَالزّٰجِرٰتِ	অতঃপর (শপথ) ভীতি প্রদর্শনকারীদের
زَجْرًا ۙ﴿٢﴾	ধমক দিয়ে
فَالتّٰلِيٰتِ	অতঃপর (শপথ তাদের) যারা শুনায়
ذِكْرًا ۙ﴿٣﴾	উপদেশবাণী
اِنَّ	নিশ্চয়
اِلٰهَكُمْ	তোমাদের ইলাহ
لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾	অবশ্যই একজন
رَبُّ	(তিনি) রব
السَّمٰوٰتِ	আকাশ মন্ডলির
وَ	ও
الْاَرْضِ	পৃথিবীর
وَ	এবং
مَا	যাকিছু (আছে)
بَيْنَهُمَا	তাদের উভয়ের মাঝে
وَ	এবং
رَبُّ	রব
الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾	উদয় স্থলসমূহের

রুকুঃ১

১. কাতারের পর কাতার বেঁধে যারা সারিবদ্ধ হয় তাদের শপথ!

২. তাদের শপথ যারা ধমক ও শাসনবাণী শুনায়।

৩. তাদেরও শপথ যারা উপদেশবাণী শুনিয়ে থাকে[১]।

৪. তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ শুধু একজনই মাত্র–

৫. যিনি যমীন ও আসমানসমূহের এবং এই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব জিনিসেরই মালিক, মালিক সব উদয় দিগন্তের[২]।

১ তফসীরকারদের অধিকাংশ এ বিষয়ে একমত যে– এই তিন দল বলতে ফেরেশতাদের দলকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা আল্লাহতা'আলার আদেশ-সমূহ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে তাঁরা ধমকি ও ধিক্কার দান করেন, এবং বিভিন্ন পন্থায় আল্লাহতা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ও উপদেশ-বাণী শোনান।

২ সূর্য সব সময় একই উদয়স্থল থেকে নির্গত হয়না; বরং প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কোণ করে উদিত হয়। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর উপর তা একই সময়ে উদিত হয় না, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উদয় ঘটে। এই কারণে পূর্বের স্থলে (পূর্বসমূহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর সংগে পশ্চিম সমূহের উল্লেখ করা হয়নি; কেননা পূর্বসমূহ শব্দটি স্বতঃই পশ্চিম সমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ দান করে।

اِنَّا	زَيَّنَّا	السَّمَآءَ	الدُّنْيَا	بِزِيْنَةِ ِۨ	الْكَوَاكِبِ ۝	وَ
নিশ্চয় আমরা	আমরা সুশোভিত করেছি	আসমানকে	নিকটবর্তী	চাকচিক্য দ্বারা	নক্ষত্র রাজির	এবং (তাকে)

حِفْظًا	مِّنْ	كُلِّ	شَيْطٰنٍ	مَّارِدٍ ۝	لَا	يَسَّمَّعُوْنَ
(আমরা করেছি) সংরক্ষণ	হতে	প্রত্যেক	শয়তানের	(যারা) বিদ্রোহী	না	তারা শুনতে পায়

اِلَى	الْمَلَاِ	الْاَعْلٰى	وَ	يُقْذَفُوْنَ	مِنْ	كُلِّ	جَانِبٍ ۝
(কোন কথা) হতে	জগৎ	উচ্চতর	এবং	নিক্ষেপ করা হয়	থেকে	প্রত্যেক	দিক

دُحُوْرًا	وَّ	لَهُمْ	عَذَابٌ	وَّاصِبٌ ۝	اِلَّا	مَنْ
বিতাড়নের (জন্যে)	এবং	তাদের জন্যে রয়েছে	শাস্তি	অবিরাম	তবে	যে

خَطِفَ	الْخَطْفَةَ	فَاَتْبَعَهٗ	شِهَابٌ	ثَاقِبٌ ۝	فَاسْتَفْتِهِمْ
হঠাৎ করে (শুনে) নেয়	হঠাৎ নেওয়া	তাকে তখন অনুসরণ করে	অগ্নিস্ফুলিংগ	জ্বলন্ত	তাদেরকে অতঃপর জিজ্ঞেসা কর

اَهُمْ	اَشَدُّ	خَلْقًا	اَمْ	مَّنْ	خَلَقْنَا	اِنَّا	خَلَقْنٰهُمْ	مِّنْ	طِيْنٍ	لَّازِبٍ ۝
তারা কি	কঠিনতর	সৃষ্টি	অথবা	(অন্য) যা কিছু	আমরা সৃষ্টি করেছি	নিশ্চয় আমরা	তাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি	থেকে	মাটি	(যা) -আঠাল

৬. আমরা দুনিয়ার আসমানকে[৩] তারকার চাকচিক্যে উদ্ভাসিত করেছি।
৭. এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে উহাকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি।
৮-৯. এই শয়তানগুলি উচ্চতর জগতের[৪] কথাবার্তা শুনতে পারে না। চারিদিক হতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করা হচ্ছে। আর তাদের জন্য অবিরাম আযাব রয়েছে।
১০. তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যদি কেউ কিছু হাত করতে পারে তাহলে একটি তেজস্বী অগ্নিস্ফুলিংগ তার পশ্চাদ্ধাবন করে।
১১. এখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তাদেরকে সৃষ্টিকরা অধিক কঠিন, না সেই জিনিসগুলিকে যা আমরা সৃষ্টি করে রেখেছি। এদেরকে তো আমরা আঠাল মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।

৩. 'দুনিয়ার আসমান' এর অর্থ নিকটস্থ আসমান, কোন দুরবীণের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে যা আমরা দেখতে পাই।
৪ এর অর্থ উর্দ্ধ-জগতের সৃষ্ট জীব অর্থাৎ ফেরেশতা।

بَلْ	عَجِبْتَ	وَ	يَسْخَرُوْنَ ⑫	وَ	اِذَا	ذُكِّرُوْا	لَا
বরং	তুমি বিস্মিত হচ্ছ	আর	তারা বিদ্রূপ করছে	এবং	যখন	তাদের বুঝান হয়	না

يَذْكُرُوْنَ ⑬	وَ	اِذَا	رَاَوْا	اٰيَةً	يَّسْتَسْخِرُوْنَ ⑭	وَ	قَالُوْٓا	اِنْ
তারা উপদেশ গ্রহণ করে	এবং	যখন	তারা দেখে	কোন নিদর্শন	তারা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়	এবং	তারা বলে	নয়

هٰذَآ	اِلَّا	سِحْرٌ	مُّبِيْنٌ ⑮	ءَاِذَا	مِتْنَا	وَ	كُنَّا	تُرَابًا	وَّ	عِظَامًا
এটা	এব্যতীত	যাদু	সুস্পষ্ট	কি যখন	আমরা মরে যাব	এবং	আমরা হয়ে যাব	মাটি	ও	অস্থিসার

ءَاِنَّا	لَمَبْعُوْثُوْنَ ⑯	اَوَ	اٰبَآؤُنَا	الْاَوَّلُوْنَ ⑰	قُلْ	نَعَمْ	وَ	اَنْتُمْ
নিশ্চয়ই কি আমরা	পুনরুত্থিত হব অবশ্যই	এবং কি	আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকেও (উঠানো হবে)	পূর্বকালের	বল	হ্যাঁ	এবং	তোমরা

دَاخِرُوْنَ ⑱	فَاِنَّمَا	هِيَ	زَجْرَةٌ	وَّاحِدَةٌ	فَاِذَا	هُمْ	يَنْظُرُوْنَ ⑲
লাঞ্ছিত হবে	মূলতঃ	তা (হবে)	বিকট শব্দ কম্পন	একটি (মাত্র)	অতঃপর তখন	তারা	প্রত্যক্ষ করবে

---

১২. তুমি তো (আল্লাহর কুদরতের কীর্তি কলাপ দেখে) আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ, আর এরা এর বিদ্রূপ করছে।

১৩. বুঝানো হলে বুঝতে প্রস্তুত হয় না।

১৪. কোন নিদর্শন দেখতে পেলে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চায়।

১৫. আর বলেঃ " এ তো সুস্পষ্ট যাদু।

১৬. এমন কি কখনো হতে পারে যে, আমরা যখন মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব এবং শুধু হাড়ের পিঞ্জর থেকে যাবে, তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবন্ত করে উঠিয়ে দাঁড় করানো হবে?

১৭. আর আমাদের পূর্বকালের পিতা-প্রপিতাদেরকেও উঠানো হবে?"

১৮. তাদেরকে বল, হ্যাঁ তোমরা (আল্লাহর মুকাবেলায়) অক্ষম-অসহায়।

১৯. একটি মাত্র ধাক্কা ও কম্পন হবে। আর সহসা এরা নিজেদের চোখে (যে সব বিষয়ে খবর দেয়া হয়েছে সে সব কিছুই) দেখতে পাবে।

وَ	قَالُوْا	يٰوَيْلَنَا	هٰذَا	يَوْمُ	الدِّيْنِ ⑳	هٰذَا	يَوْمُ	الْفَصْلِ
এবং	তারা বলবে	আমাদের দুর্ভোগ হায়	এটাই	দিন	বিচারের	এটাই	দিন	ফয়সালার

الَّذِيْ	كُنْتُمْ	بِهٖ	تُكَذِّبُوْنَ ㉑	اُحْشُرُوا	الَّذِيْنَ	ظَلَمُوْا
যা	তোমরা ছিলে	তা সম্পর্কে	মিথ্যা বলতে	(বলা হবে) একত্র করে আন	(তাদেরকে) যারা	জুলুম করেছিল

وَ	اَزْوَاجَهُمْ	وَ	مَا	كَانُوْا	يَعْبُدُوْنَ ㉒	مِنْ دُوْنِ	اللّٰهِ
এবং	তাদের সহচরদেরকে	এবং	যাদের		তারা ইবাদত করত	ছাড়া	আল্লাহ

فَاهْدُوْ	هُمْ	اِلٰى	صِرَاطِ	الْجَحِيْمِ ㉓	وَ	قِفُوْ	هُمْ	اِنَّهُمْ
তাই	তাদেরকে পরিচালিত কর	দিকে	পথের	জাহান্নামের	এবং	থামাও	তাদেরকে	তারা নিশ্চয়

مَّسْئُوْلُوْنَ ㉔	مَا	لَكُمْ	لَا	تَنَاصَرُوْنَ ㉕	بَلْ	هُمُ	الْيَوْمَ	مُسْتَسْلِمُوْنَ ㉖
জিজ্ঞাসিত হবে	(বলা হবে) কি	তোমাদের হল (যে)	না	তোমরা পরস্পরে সাহায্য করছ	বরং	তারা	আজ	পরস্পরকে আত্ম সমর্পণকারী

২০. তখন এরা বলবেঃ" হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো বিচারের দিন–

২১. এ সেই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেছিলে"[৫] ।

রুকুঃ২

২২-২৩. (হুকুম হবে) ঃ সব যালেম, তাদের সব সংগী-সাথী এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা'বুদের[৬] বন্দেগী করত তাদের সকলকেই ঘেরাও করে নিয়ে এস । অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও ।

২৪. আর এই লোকদেরকে একটু থামাও, এদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার আছেঃ

২৫. "তোমাদের কি হয়ে গেল? এখন তোমরা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসছ না কেন?

২৬. কি ব্যাপার! আজ তো এরা নিজেরা নিজেদেরকে (এবং একে অপরকে) আত্মসমর্পিত করে দিচ্ছে" !

---

৫. হতে পারে ঈমানদাররা তাদেরকে এ কথা বলবেন; হতে পারে এ ফেরেশতাদের উক্তি; হতে পারে হাশরের ময়দানের সমস্ত পরিবেশ সে সময়ে 'যবানে হাল' (অবস্থার ভাষা) দ্বারা একথা বলবে, এবং হতে পারে এ সব লোকের নিজেদের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নিজেদের অন্তরে তারা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ পৃথিবীতে সারাজীবন তোমরা এই বুঝে এসেছিলে যে– ফয়সালার কোন দিন আসবে না। এখন তোমাদের দুর্ভাগ্য-পরিণামের দিন এসে গিয়েছে যে দিনকে তোমরা মিথ্যা জানতে।

৬. এখানে 'উপাস্যগণ' বলতে ফেরেশতা, আওলিয়া, বা আমবিয়াদেরকে নয় বরং অন্যান্যদের বুঝানো হয়েছে ।যেমন উপাস্য দুই প্রকারের হয়; ১.সেই সব মানুষ আর শয়তান যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে লোকে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের বন্দেগী-উপাসনা ও দাসত্ব করুক ২. সেই সব মূর্তি, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি দুনিয়ায় যে সবের পূজা করা হয়।

وَ	اَقْبَلَ	بَعْضُهُمْ	عَلٰى	بَعْضٍ	يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾
এবং	সামনাসামনী হবে	তাদের একে	দিকে	অপরের	তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করবে

قَالُوْٓا	اِنَّكُمْ	كُنْتُمْ	تَاْتُوْنَنَا	عَنِ	الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾	قَالُوْا	بَلْ
(অনুসারীরা) বলবে	তোমরা নিশ্চয়		আমাদের কাছে আসতে	থেকে	ডানদিন (অর্থাৎ শক্তি নিয়ে)	(নেতারা) বলবে	বরং

لَّمْ	تَكُوْنُوْا	مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾	وَ	مَا	كَانَ	لَنَا	عَلَيْكُمْ	مِّنْ
না	তোমরা ছিলে	ঈমানদার	এবং	না	ছিল	আমাদের জন্যে	তোমাদের উপর	কোন

سُلْطٰنٍ ۚ	بَلْ	كُنْتُمْ	قَوْمًا	طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾	فَحَقَّ	عَلَيْنَا	قَوْلُ
কর্তৃত্ব	বরং	তোমরা ছিলে	লোক	বিদ্রোহী	সুতরাং সত্যহল	আমাদের বিরুদ্ধে	কথা

رَبِّنَآ ۖ	اِنَّا	لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾	فَاَغْوَيْنٰكُمْ		اِنَّا	كُنَّا	غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾
আমাদের রবের	নিশ্চয় আমরা	অবশ্যই (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণকারী	কারণ	তোমাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম	নিশ্চয় আমরা	ছিলাম	বিভ্রান্ত

২৭. এর পর তারা পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিবে।

২৮. (অনুসরণকারীরা নিজেদের নেতাদেরকে) বলবেঃ "তোমরা তো আমাদের নিকট সোজামুখে আসতেছিলে"[৭]।

২৯. তারা জবাবে বলবেঃ" না, আসলে তোমরাই ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলে না।

৩০. তোমাদের উপর আমাদের তো কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী।

৩১. শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এই ফরমানের যোগ্য হয়ে গেলাম যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

৩২. আসলে আমরা তোমাদেরকে গোমরাহ করেছি, আর আমরা নিজেরাই ছিলাম পথভ্রান্ত"।

৭. মূলে 'ইয়ামীন' 'ডান হাত' ব্যবহৃত হয়েছে। বাগধারা অনুসারে যদি এর অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে– তোমরা জবরদস্তিমূলক ভাবে আমাদেরকে পথ ভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। যদি এর অর্থ মংগল ও শুভ গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে– তোমরা আমাদের শুভাকাংখীর বেশ ধরে আমাদেরকে প্রতারিত করেছিলে। আর যদি এর অর্থ শপথ বলে ধরা হয় তবে মর্ম হবে– তোমরা শপথ করে করে আমাদেরকে 'নিশ্চয়তা' দান করেছিলে যে যা তোমরা পেশ করছো সেটাই সত্য।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ

অতঃপর তারা নিশ্চয় — সেদিন — মধ্যে — শাস্তির — সমঅংশীদার হবে — নিশ্চয় আমরা — এরূপই

نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ

আমরা করি — অপরাধীদের সাথে — তারা নিশ্চয় — ছিল — যখন — বলা হত — তাদেরকে — নাই — কোন ইলাহ

اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا

ছাড়া — আল্লাহ — তারা অহংকার করত — এবং — তারা বলত — নিশ্চয় আমরা কি — অবশ্যই ত্যাগকারী হব — আমাদের ইলাহদেরকে

لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾

এক কবির জন্যে — (যে) উন্মাদ — বরং — (এইনবী) এসেছে — সত্যসহকারে — এবং — সত্যতা ঘোষণা করেছে — (তার পূর্বের) রসূলদের

اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَ مَا تُجْزَوْنَ

নিশ্চয় তোমার — অবশ্যই স্বাদ গ্রহণকারী হবে — শাস্তির — মর্মন্তুদ — এবং — না — প্রতিফল দেওয়া হবে

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾

এছাড়া — যা — তোমরা কাজ করতে ছিলে — তবে — বান্দারা — আল্লাহর — (যারাছিল) বছাইকরা (রক্ষা পাবে)

---

৩৩. এভাবে তারা সকলে সেদিন আযাবে সমান শরীক হবে।

৩৪. অপরাধী লোকদের সাথে আমরা এরূপ ব্যবহারই করে থাকি।

৩৫. এই লোকেরা এমন ছিল যে, তাদেরকে যখন বলা হতঃ "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত মা'বুদ কেউ নেই" তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত।

৩৬. বলতঃ "আমরা এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মা'বুদদের ত্যাগ করব?"

৩৭. অথচ সে তো সত্য নিয়েই এসেছিল এবং সে রসূলদের সত্যতা ঘোষণা করেছিল।

৩৮. (এখন এদেরকে বলা হবে যে) তোমরা অবশ্যই পীড়াদায়ক আযাব আস্বাদন করবে।

৩৯. তোমাদেরকে যা কিছুই প্রতিফল দেয়া হবে তা তোমাদের নিজেদের কৃত কাজেরই প্রতিফল।

৪০. কিন্তু আল্লাহর বাছাই করা বান্দারা (এই দুঃখজনক পরিণাম হতে) রক্ষা পেয়ে যাবে।

أُولَٰئِكَ	لَهُمْ	رِزْقٌ	مَّعْلُومٌ (৪১)	فَوَاكِهُ	وَ	هُم	مُّكْرَمُونَ (৪২)
ঐসবলোক	তাদের জন্যে আছে	রিযক	জানা-বুঝা (নির্ধারিত)	ফলমূলসমূহ	এবং	তারা (হবে)	সম্মানিত

فِي	جَنَّاتِ	النَّعِيمِ (৪৩)	عَلَىٰ	سُرُرٍ	مُّتَقَابِلِينَ (৪৪)	يُطَافُ
মধ্যে	উদ্যানসমূহের	নিয়ামতে ভরা	উপর	আসনসমূহের (সমাসীন হবে)	মুখোমুখিহয়ে	ঘুরান হবে

عَلَيْهِم	بِكَأْسٍ	مِّن	مَّعِينٍ (৪৫)	بَيْضَاءَ	لَذَّةٍ	لِّلشَّارِبِينَ (৪৬)
তাদের কাছে	পান পাত্রকে (যা ভরাহবে)	থেকে	প্রবাহিত শরাবের ঝর্ণা	শুভ্র উজ্জ্বল	সুস্বাদু সুপেয়	পানকারীদের জন্যে

لَا	فِيهَا	غَوْلٌ	وَ	لَا	هُمْ	عَنْهَا	يُنزَفُونَ (৪৭)	وَ	عِندَ	هُمْ
না	তার মধ্যে (থাকবে)	ক্ষতিকর কিছু	আর	না	তারা	তা হতে	জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হবে	এবং	কাছে	তাদের (এমন তরুণী থাকবে)

قَاصِرَاتُ	الطَّرْفِ	عِينٌ (৪৮)	كَأَنَّهُنَّ	بَيْضٌ	مَّكْنُونٌ (৪৯)
(যারা) সংরক্ষণকারিণী	দৃষ্টি	সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট	তারা যেন	ডিম	লুকিয়ে রাখা

فَأَقْبَلَ	بَعْضُهُمْ	عَلَىٰ	بَعْضٍ	يَتَسَاءَلُونَ (৫০)	قَالَ
অতঃপর সামনা-সামনি হবে	তাদের একে	দিকে	অপরের	তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করবে	বলবে .

قَائِلٌ	مِّنْهُمْ	إِنِّي	كَانَ	لِي	قَرِينٌ (৫১)
এক কথক	তাদের মধ্যে হতে	নিশ্চয় আমার	ছিল	আমার	একজন সংগী

৪১. তাদের জন্যে জানা-বুঝা রিয্ক রয়েছে,

৪২-৪৩. সর্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি ও ফলমূল এবং নেআমতে ভরা জান্নাতও– যাতে তারা সম্মানের সাথে বসবাস করবে।

৪৪. আসনে মুখা-মুখী আসীন হবে।

৪৫. শরাবের ঝর্ণা-সমূহ হতে পান-পাত্র পূর্ণ করে তাদের মাঝে ঘুরানো হবে।

৪৬. তা উজ্জ্বল পানীয়, পানকারীদের জন্যে সুপেয়-সুস্বাদু।

৪৭. না তাদের দেহে এর দরুন কোন ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হবে।

৪৮. তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারিণী সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্ট নারীরা থাকবে।

৪৯. এমন স্বচ্ছ, যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি।

৫০. পরে তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।

৫১. তাদের একজন বলবে দুনিয়ায় আমার একজন সাথী ছিল,

يَقُولُ	أَإِنَّكَ	لَمِنَ	الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾	أَإِذَا	مِتْنَا	وَ	كُنَّا	تُرَابًا	وَ
সে বলত	তুমি কি নিশ্চয়	অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত	সত্যতাস্বীকারকারীদের	কি যখন	আমরা মারা যাব	এবং	আমরা হব	মাটি	ও

عِظَامًا	أَإِنَّا	لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾	قَالَ	هَلْ	أَنْتُمْ	مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾
অস্থি (সর্বস্ব)	আমরা কি নিশ্চয়	প্রতিফল প্রাপ্ত হব অবশ্যই	বলবে	কি	তোমরা	(সেসব লোকদেরকে) ঝুঁকে দেখতে পাও

فَاطَّلَعَ	فَرَآهُ	فِي	سَوَاءِ	الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾	قَالَ	تَاللَّهِ	إِنْ
সে তখন ঝুঁকে দেখবে	তাকে ফলে দেখতে পাবে	মধ্যে	গভীরতায়	জাহান্নামের	সে বলবে	আল্লাহর শপথ	যে

كِدْتَ	لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾	وَ	لَوْ	لَا	نِعْمَةُ	رَبِّي	لَكُنْتُ	مِنَ
তুমি প্রায়	আমাকে ধ্বংস করেই ফেলেছিলে	এবং	যদি	না	অনুগ্রহ (হতো)	আমার রবের	অবশ্যই আমি হতাম	অর্ন্তভুক্ত

الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾	أَفَمَا	نَحْنُ	بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾
(জাহান্নামে) উপস্থিত করা লোকদের	তবে কি * না	আমরা	মৃত্যু বরণকারী হব

৫২. যে আমাকে বলতঃ" তুমিও কি ইহা সত্য বলে স্বীকারকারীদের মধ্যে শামিল!

৫৩. আমরা যখন মরে যাব ও মাটিতে পরিণত হব এবং অস্থির জীর্ণ স্তুপ হয়ে যাব তখন বাস্তবিকই কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে?"

৫৪. এখন সে লোক কোথায় আছে তা কি আপনারা দেখতে চান?

৫৫. এই কথা বলে যখনই সে মস্তক অবনত করবে তখনই সে তাকে জাহান্নামের গভীরতায় দেখতে পাবে।

৫৬. তাকে সে ডেকে বলবেঃ"আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতেছিলে!

৫৭. আমার রবের অনুগ্রহ যদি না পেতাম তাহলে আজ আমিও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম যারা গ্রেফতার হয়ে এসেছে!

৫৮. আচ্ছা [৮], তো এখন কি আমরা আর কখনো মরে যাব না?

৮. কথার ধরণ থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়- নিজের সেই দোযখী বন্ধুর সংগে কথা বলতে অকস্মাৎ এই জান্নাতী ব্যক্তি স্বগত নিজে নিজেকে বলতে শুরু করেছে। এ বাক্যাংশ তার মুখ থেকে এরূপ ভাবে নির্গত হয় যেমন কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রত্যেকটি আশা ও প্রত্যেকটি অনুমান থেকে উচ্চতর অবস্থার মধ্যে পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ে ও স্ফুর্তি-আনন্দের প্রাচুর্যে নিজে নিজেই কথা বলতে শুরু করে।

* প্রশ্নবোধক অব্যায়টি এখানে নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

আরবী	অর্থ
إِلَّا	ব্যতীত
مَوْتَتَنَا	আমাদের মৃত্যু
الْأُولَىٰ	প্রথম
وَ	এবং
مَا	না
نَحْنُ	আমরা
بِمُعَذَّبِينَ ۝٥٩	শাস্তি প্রাপ্ত হব
إِنَّ	নিশ্চয়
هَٰذَا	এটা
لَهُوَ	অবশ্যই সেই
الْفَوْزُ	সাফল্য
الْعَظِيمُ ۝٦٠	বিরাট
لِمِثْلِ	অনুরূপ (সাফল্যের) জন্যে
هَٰذَا	এর
فَلْيَعْمَلِ	পরিশ্রম করা উচিৎ
الْعٰمِلُونَ ۝٦١	পরিশ্রমীদের
أَذٰلِكَ	এটাকি
خَيْرٌ	উত্তম
نُّزُلًا	আপ্যায়ন
أَمْ	না
شَجَرَةُ	বৃক্ষ
الزَّقُّومِ ۝٦٢	যাক্কুমের
إِنَّا	নিশ্চয় আমরা
جَعَلْنٰهَا	তা আমরা বানিয়েছি
فِتْنَةً	পরীক্ষা স্বরূপ
لِّلظّٰلِمِينَ ۝٦٣	যালিমদের জন্যে
إِنَّهَا	তা নিশ্চয় (এমন)
شَجَرَةٌ	একটি বৃক্ষ (যা)
تَخْرُجُ	উদগত হয়
فِيٓ	হতে
أَصْلِ	মূল
الْجَحِيمِ ۝٦٤	জাহান্নামের
طَلْعُهَا	তার ছড়াগুলো (হচ্ছে এমন)
كَأَنَّهُ	তা যেন
رُءُوسُ	মস্তকসমূহ
الشَّيٰطِينِ ۝٦٥	শয়তানগুলোর
فَإِنَّهُمْ	অতঃপর নিশ্চয় তারা
لَاٰكِلُونَ	ভক্ষণকারী হবেই
مِنْهَا	তা থেকে
فَمَالِئُونَ	এভাবে পূর্ণকারী হবে
مِنْهَا	তা থেকে
الْبُطُونَ ۝٦٦	(তাদের) উদরসমূহকে

৫৯.মৃত্যু– যা আমাদের ঘটবার ছিল তা পূর্বেই কি এসেছে? এখন আমাদের জন্যে কি কোন আযাবই নেই?"

৬০. নিঃসন্দেহে ইহাই বিরাট সাফল্য।

৬১. এরূপ সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।

৬২. বলঃ এই আতিথেয়তা উত্তম না যক্কুম গাছ?

৬৩. আমরা সেই গাছটিকে যালেমদের জন্যে ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি[৯]।

৬৪. উহা এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়।

৬৫. এর ছড়াগুলি এমনই, যেমন শয়তানগুলির মাথা।

৬৬. জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়েই পেট ভরবে।

---

৯. অর্থাৎ অমান্যকারীরা এ কথা শুনে কুরআনের প্রতি বিদ্রুপ ও নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি ঠাট্টার একটা নতুন সুযোগ পায়। তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলতে থাকে–"নাও, আবার নতুন কথা শোন –জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বৃক্ষ জন্মাবে"।

ثُمَّ — এরপর | إِنَّ — নিশ্চয় | لَهُمْ — তাদের জন্যে (থাকবে) | عَلَيْهَا — তার উপর | لَشَوْبًا — অবশ্যই মিশ্রিত পানীয় | مِّنْ حَمِيمٍ ⦿৬৭ — গরম পানির ও পূজের | ثُمَّ — এরপর | إِنَّ — নিশ্চয়

مَرْجِعَهُمْ — তাদের প্রত্যাবর্তন হবে | لَا — অবশ্যই | إِلَى — দিকে | الْجَحِيمِ ⦿৬৮ — জাহান্নামের | إِنَّهُمْ — তারা নিশ্চয় | أَلْفَوْا — পেয়েছিল | آبَاءَهُمْ — তাদের পিতৃপুরুষদেরকে | ضَالِّينَ ⦿৬৯ — বিপথগামী

فَهُمْ — অতঃপর তারা | عَلَىٰ — উপর | آثَارِهِمْ — তাদের পদাঙ্কের | يُهْرَعُونَ ⦿৭০ — ধাবিত হচ্ছে | وَ — এবং | لَقَدْ — নিশ্চয় | ضَلَّ — পথভ্রষ্ট হয়েছিল | قَبْلَهُمْ — তাদের পূর্বেও

أَكْثَرُ — অধিকাংশ | الْأَوَّلِينَ ⦿৭১ — পূর্ববর্তীদের | وَ — এবং | لَقَدْ — নিশ্চয় | أَرْسَلْنَا — আমরা পাঠিয়ে ছিলাম | فِيهِمْ — তাদের মধ্যে | مُّنذِرِينَ ⦿৭২ — সতর্ককারীদেরকে (রসূলরূপে) | فَانظُرْ — দেখ অতঃপর

كَيْفَ — কেমন | كَانَ — হয়েছিল | عَاقِبَةُ — পরিণাম (সেই লোকদের) | الْمُنذَرِينَ ⦿৭৩ — যাদের সতর্ক করা হয়েছিল | إِلَّا — তবে স্বতন্ত্র (কথা) | عِبَادَ — বান্দাদের | اللَّهِ — আল্লাহর

الْمُخْلَصِينَ ⦿৭৪ — একনিষ্ঠ করা হয়েছিল (যাদের) | وَ — এবং | لَقَدْ — নিশ্চয় | نَادَانَا — আমাদেরকে ডেকেছিল | نُوحٌ — নূহ | فَلَنِعْمَ — অতঃপর কত উত্তম | الْمُجِيبُونَ ⦿৭৫ — জওয়াবদাতা (আমরা)

---

৬৭. তারপর পান করার জন্যে তাদেরকে ফুটন্ত পানি দেয়া হবে।

৬৮. আর এর পর সেই জাহান্নামের আগুনের দিকেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন।

৬৯. এই লোকেরা তাদের বাপ-দাদাকে গোমরাহ পেয়েছে।

৭০. এবং তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে তারা দৌড়ে চলেছে।

৭১. অথচ তাদেরও পূর্বে বহু লোকই গোমরাহ হয়েছিল।

৭২. আর আমরা তাদের মধ্যে হুশিয়ারকারী রসূল পাঠিয়েছিলাম।

৭৩. এখন দেখ, এই হুঁশিয়ার করে দেয়া লোকদের পরিণাম কি হয়েছে!

৭৪. এই খারাব পরিণাম হতে আল্লাহর কেবল সেসব বান্দাই রক্ষা পেয়েছে, যাদেরকে তিনি নিজের জন্যে খালেস ও খাঁটী বানিয়ে নিয়েছেন।

রুকূ:৩

৭৫. আমাদেরকে (ইতোপূর্বে) নূহ ডেকেছিল, তোমরা লক্ষ্য কর আমরা কত উত্তম জবাবদাতা ছিলাম।

وَ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَ جَعَلْنَا

এবং | তাকে আমরা করেছিলাম উদ্ধার | ও | ঘরপরিবারকে | হতে | সংকট | কঠিন | এবং | আমরা করে ছিলাম

ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾ سَلٰمٌ

তার বংশধরকে (এমন যে) | তারাই | অবশিষ্ট ছিল | এবং | আমরা ছেড়েছি (গুণবর্ণনা) | তার সম্বন্ধে | মধ্যে | পরবর্তীদের | শান্তি (বর্ষিত হউক)

عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾

উপর | নূহের | মধ্যে | সমগ্রবিশ্বের | নিশ্চয় আমরা | এভাবে | প্রতিফল দেই আমরা | সৎকর্মপরায়ণদেরকে

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا

সে নিশ্চয় (ছিল) | অন্তর্ভুক্ত | আমাদের বান্দাদের | ঈমানদার | এরপর | আমরা ডুবিয়ে দেই

الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾ اِذْ جَآءَ

অন্যদেরকে | এবং | নিশ্চয় | মধ্যহতে | তার পন্থানু সারীদের | ইব্রাহীম অবশ্যই (অন্তর্ভূক্ত ছিল) | (স্মরণকর) যখন | সে এসেছিল

رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَاذَا

তার রবের (সমীপে) | চিত্তসহ | বিশুদ্ধ | যখন | সে বলেছিল | তার পিতাকে | ও | তার জাতিকে | কিসের

تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾

তোমরা ইবাদত করছ | কি মিথ্যা | ইলাহদের | ব্যতীত | আল্লাহকে | তোমরা পেতে চাও

৭৬. আমরা তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে মহা যন্ত্রনা ও পীড়ন হতে রক্ষা করলাম।

৭৭. এবং তারই বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখলাম।

৭৮. আর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার ধারা অবশিষ্ট রাখলাম।

৭৯. নূহের প্রতি সালাম সারা দুনিয়াবাসীর মধ্যে।

৮০. নেক আমলকারীদেরকে আমরা এমনই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

৮১. আসলে সে আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যেই একজন।

৮২. পরে অন্যদেরকে আমরা ডুবিয়ে ফেললাম।

৮৩. আর নূহেরই পন্থানুসারী ছিল ইবরাহীম।

৮৪. সে যখন তার রবের সমীপে প্রশান্ত-অনুগত মন নিয়ে আসল,

৮৫. সে যখন তার পিতা ও তার জাতির জনগণকে বললঃ "তোমরা যে গুলোর ইবাদত করছ, এগুলো কি?

৮৬. ...তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিথ্যে-মিথ্যি মনগড়া মা'বুদ পেতে চাও?
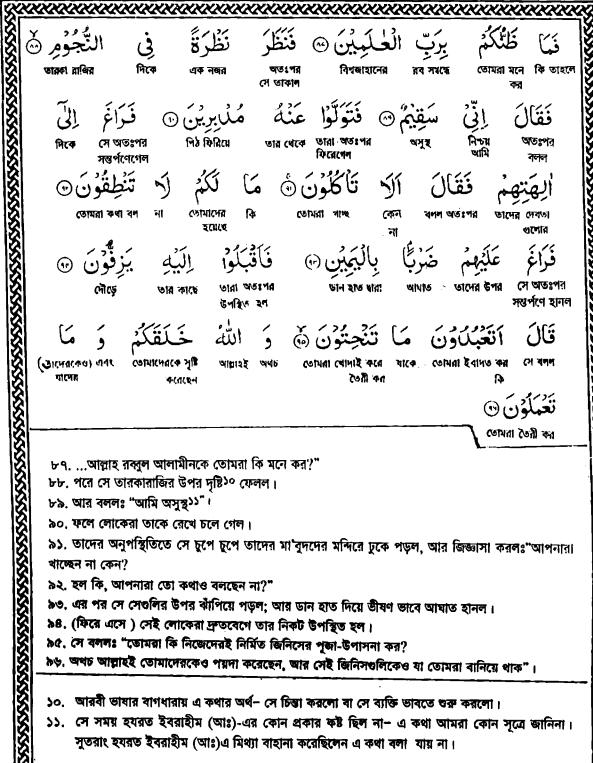
৮৭. ...আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে তোমরা কি মনে কর?"

৮৮. পরে সে তারকারাজির উপর দৃষ্টি[১০] ফেলল।

৮৯. আর বললঃ "আমি অসুস্থ[১১]"।

৯০. ফলে লোকেরা তাকে রেখে চলে গেল।

৯১. তাদের অনুপস্থিতিতে সে চুপে চুপে তাদের মা'বুদদের মন্দিরে ঢুকে পড়ল, আর জিজ্ঞাসা করলঃ"আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

৯২. হল কি, আপনারা তো কথাও বলছেন না?"

৯৩. এর পর সে সেগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; আর ডান হাত দিয়ে ভীষণ ভাবে আঘাত হানল।

৯৪. (ফিরে এসে) সেই লোকেরা দ্রুতবেগে তার নিকট উপস্থিত হল।

৯৫. সে বললঃ "তোমরা কি নিজেদেরই নির্মিত জিনিসের পূজা-উপাসনা কর?

৯৬. অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও পয়দা করেছেন, আর সেই জিনিসগুলিকেও যা তোমরা বানিয়ে থাক"।

---

১০. আরবী ভাষার বাগধারায় এ কথার অর্থ– সে চিন্তা করলো বা সে ব্যক্তি ভাবতে শুরু করলো।

১১. সে সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন প্রকার কষ্ট ছিল না– এ কথা আমরা কোন সূত্রে জানিনা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আঃ)এ মিথ্যা বাহানা করেছিলেন এ কথা বলা যায় না।

قَالُوا	ابْنُوا	لَهٗ	بُنْيَانًا	فَاَلْقُوْهُ	فِي	الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾
তারা বলল	তোমরা বানাও	তার জন্যে	প্রাচীর বেষ্টনী (অগ্নিকুন্ডের):	তাকে অতঃপর নিক্ষেপ কর	মধ্যে	প্রাচীর বেষ্টনীর অগ্নিকুন্ডে

فَاَرَادُوْا	بِهٖ	كَيْدًا	فَجَعَلْنٰهُمُ	الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾	وَ	قَالَ	اِنِّيْ
তারা অতঃপর সংকল্প করল	তার বিরুদ্ধে	একটি ষড়যন্ত্রের	তাদেরকে তখন: আমরা করলাম	অতিশয় হীন অতি নীচু	এবং	সে বলল	নিশ্চয় আমি

ذَاهِبٌ	اِلٰى	رَبِّيْ	سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾	رَبِّ	هَبْ	لِيْ	مِنَ
চললাম	দিকে	আমার রবের	পথ দেখাবেনশীঘ্রই তিনি আমাকে	(সে দোয়া করল) হে আমার রব	দাও	আমাকে (সন্তান)	মধ্যহতে

الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾	فَبَشَّرْنٰهُ	بِغُلٰمٍ	حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾	فَلَمَّا	بَلَغَ
সৎকর্মশীলদের	তাকে আমরা ফলে সুসংবাদ দিলাম	এক পুত্রের	ধৈর্যশীল সুস্থীর	অতঃপর যখন	পৌছিল

مَعَهُ	السَّعْيَ	قَالَ	يٰبُنَيَّ	اِنِّيْٓ	اَرٰى	فِي	الْمَنَامِ	اَنِّيْٓ
তার সাথে	দৌড়াদৌড়ির (বয়সে)	সে বলল	হে আমার পুত্র	নিশ্চয় আমি	দেখেছি	মধ্যে	স্বপ্নের	যে আমি

اَذْبَحُكَ	فَانْظُرْ	مَاذَا	تَرٰى ؕ	قَالَ	يٰٓاَبَتِ	افْعَلْ	مَا	تُؤْمَرُ ز
তোমাকে জবেহ করছি	তাই ভেবে দেখ	কি	তোমার মত	সে বলল	হে আমার পিতা	আপনি করুন	যা	আদিষ্ট হয়েছেন আপনি

سَتَجِدُنِيْٓ	اِنْ	شَآءَ	اللّٰهُ	مِنَ	الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾
আপনি পাবেন আমাকে	যদি	ইচ্ছাকরেন	আল্লাহ	অন্তর্ভুক্ত	ধৈর্যশীলদের

৯৭. তারা পরস্পর বলাবলি করলঃ "এর জন্যে একটি অগ্নিকুন্ড বানাও এবং একে সেই জ্বলন্ত আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর"।

৯৮. তারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল ; কিন্তু আমরা তাদেরকেই হীন করে ছাড়লাম।

৯৯. ইবরাহীম বললঃ" আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি[১২]। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

১০০. হে খোদা! আমাকে একটি পুত্র-সন্তান দান কর যে সচ্চরিত্রবানদের মধ্যে একজন হবে"।

১০১. (এই দোআর জবাবে) আমরা তাকে একটি অতীব ধৈর্যশীল (সুস্থীর)পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলাম[১৩]।

১০২. সেই ছেলেটি যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করবার বয়স পর্যন্ত পৌছিল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললঃ "পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি বল, তোমার মত কি?"সে বললঃ "যা কিছু আপনাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে তা আপনি করুন, খোদা চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন"।

১২. অর্থাৎ নিজের প্রভুর জন্যে ঘর ও স্বদেশ ত্যাগ করছি।

১৩. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

فَلَمَّآ	أَسْلَمَا	وَ	تَلَّهُۥ	لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾	وَ	نَٰدَيْنَٰهُ	أَن	يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾
যখন অতঃপর	আত্মসমর্পণ করল উভয়ে	এবং	তাকে সে শায়িত করল	কপালের উপর	এবং	তাকে আমরা আওয়াজ দিলাম	যে	হে ইব্রাহীম

قَدْ	صَدَّقْتَ	ٱلرُّءْيَآ	إِنَّا	كَذَٰلِكَ	نَجْزِى	ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾
নিশ্চয়	তুমি সত্য করেছ	স্বপ্নকে	নিশ্চয় আমরা	এরূপে	প্রতিফল দিই আমরা	সৎকর্মশীলদের

إِنَّ	هَٰذَا	لَهُوَ	ٱلْبَلَٰٓؤُا۟	ٱلْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾	وَ	فَدَيْنَٰهُ	بِذِبْحٍ
নিশ্চয়	এটা	তা অবশ্যই (ছিল)	পরীক্ষা	সুস্পষ্ট	এবং	তাকে আমরা ছাড়িয়ে নেই	কোরবানীর বিনিময়ে

عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾	وَ	تَرَكْنَا	عَلَيْهِ	فِى	ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٠٨﴾	سَلَٰمٌ	عَلَىٰٓ
বড়	এবং	আমরা প্রচলিত রাখলাম	তার উপর	মধ্যে	পরবর্তীদের (তার স্মরণ)	সালাম (বর্ষিত হউক)	উপর

إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾	كَذَٰلِكَ	نَجْزِى	ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾
ইবরাহীমের	এরূপে	প্রতিফল দিই আমরা	উত্তম কর্মশীলদেরকে

১০৩. শেষে যখন এই দুজনই আনুগত্যের মাথা নোয়ায়ে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে ললাটের অভিমুখে শোয়ায়ে দিল

১০৪. এবং আমরা আওয়াজ দিয়ে বললাম ঃ "হে ইবরাহীম,

১০৫. তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে দেখালে [১৪]। আমরা সৎ লোকদের এরূপ প্রতিফলই দান করে থাকি।

১০৬. নিঃসন্দেহে এটা একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষার ব্যাপার ছিল"।

১০৭. আর আমরা একটি বড় কোরবানীর [১৫] বিনিময়ে সেই ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিলাম।

১০৮. আর তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত রাখলাম।

১০৯. সালাম ইবরাহীমের প্রতি।

১১০. সৎ লোকদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দিয়ে থাকি।

১৪. স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল– তিনি যবেহ করছেন। তিনি যবেহ করে ফেলেছেন এমন দেখানো হয় নি। এজন্যে যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) যবেহ করার জন্যে পূর্ণ পস্তুতি গ্রহণ করেন তখন বলা হলো–" তুমি নিজের স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে!"

১৫. 'বড় কোরবানী' অর্থ একটি ভেড়া, পুত্রের পরিবর্তে যবেহ করার জন্যে সে সময় আল্লাহতা'আলার ফেরেশতা হযরত ইবরাহীমের সামনে পেশ করেছিলেন। একে বড় কোরবানী এই কারণে বলা হয়েছে যে ইবরাহীম (আঃ)-এর মতো আল্লাহর অনুগত বান্দার জন্যে তাঁর পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল ও জীবণ উৎসর্গকারী বালকের পরিবর্তে এটা ফিদিয়া (উদ্ধার মূল্য) ছিল। বড় কোরবানী বলার আরো একটি কারণ হচ্ছে আল্লাহতা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নত জারী করে দিয়েছেন যে– ঐ তারিখে সারা দুনিয়ার সমস্ত মু'মিনরা পশু কোরবানী করবে এবং আনুগত্য ও প্রাণোৎসর্গের এই বিরাট মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনা নতুন করে স্মরণ করবে।

اِنَّهٗ	مِنْ عِبَادِنَا	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١١﴾	وَ	بَشَّرْنٰهُ	بِاِسْحٰقَ	نَبِيًّا
সে নিশ্চয় (ছিল) অন্তর্ভুক্ত	আমাদের বান্দাদের	(যারা ছিল) মুমিন	এবং	তাকে আমরা সুসংবাদ দিলাম	ইসহাক সম্পর্কে	একজন নবী হিসেবে

مِّنَ	الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٢﴾	وَ	بٰرَكْنَا	عَلَيْهِ	وَ	عَلٰٓى	اِسْحٰقَ	وَ	مِنْ
অন্যতম	সৎকর্মশীলদের	এবং	আমরা বরকত দিলাম	তার উপর	ও	উপর	ইসহাকের	এবং	মধ্যহতে

ذُرِّيَّتِهِمَا	مُحْسِنٌ	وَّ	ظَالِمٌ	لِّنَفْسِهٖ	مُبِيْنٌ ﴿١١٣﴾	وَ	لَقَدْ	مَنَنَّا
তাদের দুজনের বংশধরদের	(কেউ হয়) উত্তমকর্মশীল	ও	(কেউ হয়) জুলমকারী	তার নিজের উপর	সুস্পষ্ট	এবং	নিশ্চয়	আমরা অনুগ্রহ করেছি

عَلٰى	مُوْسٰى	وَ	هٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾	وَ	نَجَّيْنٰهُمَا	وَ	قَوْمَهُمَا	مِنَ
উপর	মূসার	ও	হারুনের	এবং	উদ্ধার করেছি আমরা উভয়কে	ও	উভয়ের জাতিকে	হতে

الْكَرْبِ	الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾	وَ	نَصَرْنٰهُمْ	فَكَانُوْا	هُمُ	الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾
সংকট	কঠিন	এবং	তাদেরকে আমরা সাহায্য করেছি	অতঃপর তারা হয়েছিল	তারাই	বিজয়ী

وَ	اٰتَيْنٰهُمَا	الْكِتٰبَ	الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾	وَ	هَدَيْنٰهُمَا	الصِّرَاطَ
এবং	উভয়কে আমরা দিয়েছি	কিতাব	অতীব স্পষ্ট	এবং	উভয়কে আমরা পরিচালিত করেছি	পথে

الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾
সরল সঠিক

১১১. নিশ্চয় সে আমাদের মু'মেন বান্দাদের মধ্যের একজন ছিল।

১১২. আর আমরা তাকে ইসহাক সম্পর্কেও সুসংবাদ দিলাম। সে হল নবী– নেক্ আমলকারী লোকদের একজন।

১১৩. এবং তাকে ও ইসহাককে বরকত দিলাম[১৬]। এখন এই দু'জনের বংশের লোকদের মধ্যে কেউ তো নেককার আর কেউ নিজের উপর সুস্পষ্ট যুলমকারী।

রুকূঃ৪

১১৪. আর আমরা মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি।

১১৫. তাদেরকে এবং তাদের জাতিকে মহা প্রাণান্তকর কষ্ট হতে মুক্তিদান করেছি।

১১৬. তাদেরকে সাহায্য দান করেছি, যে কারনে তারাই বিজয়ী হল।

১১৭. তাদেরকে অতীব স্পষ্ট কিতাব দান করেছি,

১১৮. তাদেরকে নির্ভুল সঠিক পথ দেখিয়েছি

১৬. অর্থাৎ কোরবানীর এই ঘটনার পর হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ দান করেন।

عَلٰى	سَلٰمٌ	الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾	فِي	عَلَيْهِمَا	تَرَكْنَا	وَ
উপর	সালাম (বর্ষিত হউক)	পরবর্তীদের (উত্তম স্মরণ)	মধ্যে	তাদের উভয়ের সম্বন্ধে	আমরা অবশিষ্ট রেখেছি	এবং

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾	نَجْزِي	كَذٰلِكَ	اِنَّا	هٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾	وَ	مُوْسٰى
উত্তম কর্মশীলদের	প্রতিফল দেই আমরা	এরূপে	নিশ্চয় আমরা	হারূনের	ও	মূসার

لَمِنَ	اِلْيَاسَ	اِنَّ	وَ	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾	عِبَادِنَا	مِنْ	اِنَّهُمَا
অবশ্যই অন্যতম	ইল্‌য়াস	নিশ্চয়	এবং	(যারা ছিল) ঈমানদার	আমাদের বান্দাদের	অর্ন্তভুক্ত	নিশ্চয় তারা দুজনও

اَتَدْعُوْنَ	تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾	اَلَا	لِقَوْمِهٖ	قَالَ	اِذْ	الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾
তোমরা ডাকবে কি	তোমরা সাবধান হবে	না কি	তার জাতিকে	সে বলেছিল	(স্মরণকর) যখন	রসূলদের

وَ	رَبَّكُمْ	اللّٰهَ	الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾	اَحْسَنَ	تَذَرُوْنَ	وَّ	بَعْلًا
ও	(যিনি) তোমাদের রব	(অর্থাৎ) আল্লাহকে	নির্মাতাদের	যিনি শ্রেষ্ঠ	ছেড়েদেবে	আর	বা'আল (নামক মূর্তিকে)

لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾	فَاِنَّهُمْ	فَكَذَّبُوْهُ	الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾	اٰبَآئِكُمُ	رَبَّ
উপস্থিত করা হবে (শাস্তির জন্যে) অবশ্যই	নিশ্চয় তাই তাদের	তাকে তারা তখন অমান্য করল	পূর্বের	তোমাদের পিতৃ পুরুষদেরও	রব

الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾	فِي	عَلَيْهِ	تَرَكْنَا	وَ	الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾	اللّٰهِ	عِبَادَ	اِلَّا
পরবর্তীদের (উত্তম স্মরণ)	মধ্যে	তার সম্বন্ধে	আমরা অবশিষ্ট রেখেছি	এবং	(যারা) একনিষ্ঠ	আল্লাহর	বান্দারা	তবে (ব্যতিক্রম)

১১৯. এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাদের ভাল স্মরণকে জারী রেখেছি।
১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম।
১২১. নেক আমলকারীদেরকে আমরা এরূপই প্রতিফল দিয়ে থাকি!
১২২. তারা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মু'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
১২৩. আর ইল্‌য়াসও নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন ছিল।
১২৪. স্মরণ কর, সে যখন তার জাতির লোকদেরকে বলেছিলঃ" তোমরা কি ভয় কর না?
১২৫. তোমরা কি 'বায়াল' কে ডাকো, আর সর্বোত্তম সৃষ্টিকারীকে পরিত্যাগ করে চল–
১২৬. সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগে-পিছের বাপ-দাদার রব?"
১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব এখন তাদেরকে নিশ্চয় শাস্তির জন্যে পেশ করা হবে।
১২৮. আল্লাহর সেই সব বান্দাদের ছাড়া,(যাদেরকে খাঁটি করে নেয়া হয়েছিল)যারা মুখলেস।
১২৯. ই'লয়াসের ভাল স্মরণকে আমরা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছি।

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ۝١٣٠ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٣١

সালাম (বর্ষিত হউক) | উপর | ইলিয়াসের | নিশ্চয় আমরা | এরূপে | প্রতিফলদেই আমরা | উত্তম কর্মশীলদেরকে

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣٢ وَ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ

সে নিশ্চয় | অন্তর্ভুক্ত | আমাদের বান্দাদের | (যারা) ঈমানদার | এবং | নিশ্চয় | লূত ও (ছিল) | অন্যতম অবশ্যই

الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٣٣ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝١٣٤ اِلَّا عَجُوْزًا

রসূলদের | (স্মরণকর) যখন | তাকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম | এবং | তার পরিবারের | সকলকে | ব্যতীত | একবৃদ্ধাকে (অর্থাৎ তার স্ত্রীকে)

فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝١٣٥ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝١٣٦ وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ

(সে ছিল) অন্তর্ভুক্ত | পশ্চাতে অবস্থান কারীদের | এরপর | আমরা ধ্বংস করে ছিলাম | অবশিষ্টদেরকে | এবং | নিশ্চয় তোমরা | অবশ্যই গমন করে থাক

عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝١٣٧ وَ بِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٣٨ وَ اِنَّ

তাদের(ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার) উপরদিয়ে | সকালে | ও | সন্ধ্যায় | তবুও কি না | তোমরা জ্ঞান কাজে লাগাও | এবং | নিশ্চয়

يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٣٩ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝١٤٠

ইউনূসও (ছিল) | অবশ্যই অন্যতম | রসূলদের | (স্মরণকর) যখন | সে পালিয়ে ছিল | দিকে | নৌযানের | বোঝাই করা

---

১৩০. ইলিয়াসের প্রতি সালাম।

১৩১. নেক্ আমলকারীদের প্রতিফল আমরা এ রকমই দিয়ে থাকি।

১৩২. বাস্তবিকই সে আমাদের মু'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩৩. আর লূতও ছিল সেই সব লোকের একজন, যাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠান হয়েছে।

১৩৪. স্মরণ কর, আমরা যখন তাকে এবং তার ঘরের সব লোককে মুক্তি দান করেছিলাম

১৩৫. – এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের একজন ছিল।

১৩৬. অবশিষ্ট সকলকেই আমরা তছনছ করে দিয়েছি।

১৩৭-১৩৮. আজ তোমরা দিন-রাত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চল অতিক্রম করে যাতায়াত করে থাক; তোমাদের কি জ্ঞানোদয় হয় না?

রুকূ:৫

১৩৯. আর ইউনূসও নিঃসন্দেহে রসূলগনের একজন ছিল।

১৪০. স্মরণ কর, সে যখন একটি ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে যেতে লাগল,

فَسَاهَمَ	فَكَانَ	مِنَ	الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾	فَالْتَقَمَهُ	الْحُوتُ
অতঃপর লটারী করল	তখন সে হল	অন্তর্ভুক্ত	প্রত্যাখ্যাতদের (আর পানিতে নিক্ষিপ্ত হল)	তাকে অতঃপর গিলে ফেলল	মাছে

وَ	هُوَ	مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾	فَلَوْ	لَآ	أَنَّهُ	كَانَ	مِنَ	الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾	لَلَبِثَ
এবং	সে	তিরস্কৃত হল	তখন যদি	না	সে	হত	অন্তর্ভুক্ত	তসবীহকারীদের	অবশ্যই সে থাকত

فِي	بَطْنِهِ	إِلَىٰ	يَوْمِ	يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾	فَنَبَذْنَاهُ	بِالْعَرَاءِ	وَ	هُوَ
মধ্যে	তার পেটের	পর্যন্ত	দিন	পুনরুত্থানের	এরপর আমরা তাকে নিক্ষেপ করলাম	তৃণহীন প্রান্তরে	এবং	সে

سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾	وَ	أَنْبَتْنَا	عَلَيْهِ	شَجَرَةً	مِّنْ	يَّقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾
(ছিল) রুগ্ন	এবং	আমরা উদগত করলাম	তার জন্যে	গাছ		লতা-পাতাযুক্ত

১৪১. পরে লটারীতে শরীক হল এবং তাতে ধরা পড়ে গেল।
১৪২. শেষ পর্যন্ত মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল এবং সে ছিল তিরস্কৃত[১৭]।
১৪৩. এখন যদি সে তসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত,
১৪৪. তাহলে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে বাধ্য হত[১৮]।
১৪৫. শেষে আমরা তাকে বড় ক্লান্ত অবস্থায় এক মরু যমীনে নিক্ষেপ করলাম
১৪৬. এবং তার উপর একটি লতা-পাতাযুক্ত গাছ সৃষ্টি করে দিলাম।

১৭. এই বাক্যাংশগুলি সম্পর্কে চিন্তা করলে যে পরিস্থিতি বোঝা যায় তা হচ্ছে ঃ ১. হযরত ইউনুস (আঃ) যে কিশ্‌তীতে আরোহণ করেছিলেন তা নিজ ধারণক্ষমতা থেকে বেশী বোঝাই ছিল। ২. নৌকার মধ্যেই ভাগ্য-নির্দ্ধারক-পাশা নিক্ষেপণ করা হয়েছিল, যখন সামুদ্রিক সফরের মধ্যে বুঝাগেল যে নৌকার ভার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নৌকার সকল মুসাফিরের জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশা এই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, যার নাম গুটিকাতে বের হবে তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হবে। ৩. গুটিকাতে হযরত ইউনুসের (আঃ) নাম উঠেছিল সুতরাং তাঁকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো এবং একটি মৎস তাঁকে গ্রাস করলো। ৪. হযরত ইউনুস (আঃ) নিজ প্রভুর (অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার) অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কারণে এই বিপদে পতিত হয়েছিলেন। أبق . 'আবাকা' শব্দ দ্বারা এই অর্থ প্রমাণিত হয়। কেননা, আরবী ভাষায় পলাতক দাসের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।
১৮. অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কবর স্বরূপ থাকতো।

وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا

এবং | তাকে আমরা পাঠালাম | প্রতি | একশত | হাজার (অর্থাৎ একলক্ষ) | বা | ততোধিক (লোকদের কাছে) | তারা অতঃপর ঈমান আনে

فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ

তাদেরকে আমরা অতঃপর জীবনোপভোগ দিলাম | পর্যন্ত | নির্দিষ্ট কাল | তাদেরকে অতঃপর জিজ্ঞাসা কর | তোমার রবের জন্যে কি | কন্যাসমূহ (আছে)

وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ

এবং | তাদের জন্যে (আছে) | পুত্রসমূহ | অথবা | আমরা সৃষ্টি করেছি | ফেরেশতাদেরকে | নারীরূপে | আর | তারা

شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

স্বচক্ষে দেখেছে | সাবধান | তারা নিশ্চয় | হতে | তাদের মন গড়া ধারণা | অবশ্যই কথা বলছে (যে)

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى

সন্তান জন্ম দিয়েছেন | আল্লাহ | এবং | তারা নিশ্চয় | অবশ্যই মিথ্যাবাদী | তিনি পছন্দ করেছেন কি | কন্যাদেরকে | পরিবর্তে

الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

পুত্র সন্তানদের | কি | তোমাদের হয়েছে | কেমন | তোমরা বিচার কর | তবে কি না | তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে

---

১৪৭. তার পর আমরা তাকে এক লক্ষ কিংবা ততোধিক লোকদের প্রতি[১৯] পাঠালাম।

১৪৮. তারা ঈমান আনল এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী করে রাখলাম।

১৪৯. অতঃপর এই লোকদেরকে একটু জিজ্ঞাসাই কর, (এই কথাটা কি তাদের মনঃপুত হয় যে,) তোমাদের জন্যে তো হবে অনেক কন্যা, আর তাদের জন্যে হবে শুধু পুত্র সন্তানগন!

১৫০. আমরা কি ফেরেশতাদেরকে বাস্তবিকই মেয়ে করে বানিয়েছি, আর এরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে কথা বলছে?

১৫১-১৫২. ভালভাবে শুন! আসলে এরা নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে! এরা প্রকৃতই মিথ্যাবাদী।

১৫৩. আল্লাহ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তানই নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন?

১৫৪. তোমাদের হল কি, কি রকমের তোমরা. মত প্রকাশ করছ?

১৫৫. তোমাদের কি হুঁশ হবে না?

---

১৯. একলক্ষ বা তার থেকে বেশী বলার অর্থ এই নয় যে এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহতা'আলার সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ হচ্ছে– যদি কেউ তাদের বস্তি দেখতো তবে এই অনুমান করতো যে এই শহরের বসতি এক লাখ থেকে বেশী হবে; তার কম হবে না।

أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾

অথবা | তোমাদের (আছে) | দলীল প্রমাণ সনদ | সুস্পষ্ট | তাহলে তোমরা আন | তোমাদের কিতাব | যদি | তোমরাও হও | সত্যবাদী

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

এবং | তারা বানিয়েছে | তাঁর মাঝে | ও | মাঝে | জ্বিনদের | বংশীয় সম্পর্ক | এবং | নিশ্চয় | জেনেছে | জ্বিনরা

إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ

নিশ্চয় তাদেরকে | অবশ্যই উপস্থিত করা হবে | পাক-পবীত্র | আল্লাহ | তা হতে যা | তারা বর্ণনা করে | তবে ব্যাতিক্রম | (ঐসব) বান্দা

اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ

আল্লাহর | (যারা) একনিষ্ঠ | সুতরাং তোমরা নিশ্চয় | যাদেরকে এবং | তোমরা ইবাদত কর | না | তোমরা

عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا

তাঁর সম্বন্ধে (কাউকে) | বিভ্রান্ত করতে পারবে | তবে (পারবে) | তাকে | যে | ভস্মহবে | প্রজ্জলিত আগুনে | এবং | নাই | আমাদের মধ্য কেউ

إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا

এব্যতীত যে | তার জন্যে | স্থান | নির্দিষ্ট (রয়েছে) | এবং | নিশ্চয় আমরা | আমরা অবশ্যই | সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান | এবং | নিশ্চয় আমরা

لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

আমরা অবশ্যই | তসবীহকারী

১৫৬. অথবা, তোমাদের নিকট তোমাদের এইসব কথাবার্তার জন্যে কোন স্পষ্ট সনদ আছে কি?

১৫৭. থাকলে পেশ কর তোমাদের সেই কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৫৮. এই লোকেরা আল্লাহ ও জ্বিনদের[২০] মাঝে বংশীয় সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছে। অথচ জ্বিনরা ভালভাবে জানে যে, তারা অপরাধী হিসাবে উপস্থাপিত হবে।

১৫৯. (আর তারা বলে যে,) "আল্লাহ সেসব গুণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র,"

১৬০. যা তাঁর খাঁটি বান্দাগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তাঁর সম্পর্কে বলে।

১৬১-১৬২. অতএব তোমরা ও তোমাদের এই মা'বুদ আল্লাহ হতে কাউকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না–

১৬৩. পারে কেবল তাকে, যে দোযখের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলে ভস্ম হবে।

১৬৪. "আর আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে!

১৬৫-১৬৬. আমরা সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান; তসবীহকারী"।

২০. যদিও জিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এখানে ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। 'জিন্'-এর শব্দগত অর্থ গুপ্ত সৃষ্টজীব।

وَ	اِنْ	كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾	لَوْ	اَنَّ	عِنْدَنَا	ذِكْرًا
এবং	যদিও	তারা বলেই আসছে	যদি	হত	আমাদের কাছে	যিক্‌র (অর্থাৎ কিতাব)

مِّنَ	الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾	لَكُنَّا	عِبَادَ	اللّٰهِ	الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾
মত	পূর্ববর্তীদের	অবশ্যই আমরা হতাম	বান্দা	আল্লাহর	(যারা) একনিষ্ঠ

فَكَفَرُوْا	بِهٖ	فَسَوْفَ	يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾	وَ	لَقَدْ	سَبَقَتْ	كَلِمَتُنَا
কিন্তু তারা অস্বীকার করল	তাকে	শীঘ্রই তাই	তারা জানবে	এবং	নিশ্চয়	পূর্বেস্থির হয়েছে	আমাদের বাণী (ওয়াদা)

لِعِبَادِنَا	الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾	اِنَّهُمْ	لَهُمُ	الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾	وَ	اِنَّ
আমাদের বান্দাদের জন্যে	যারা প্রেরিত রসূল	(ঐ বিষয়ে যে) তারা নিশ্চয়	তারাই	সাহায্য প্রাপ্ত হবে	এবং	নিশ্চয়

جُنْدَنَا	لَهُمُ	الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾	فَتَوَلَّ	عَنْهُمْ	حَتّٰى	حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾	وَّ
আমাদের সৈন্যরা	তারাই	বিজয়ী হবে	সুতরাং ছেড়েদাও	তাদেরকে	পর্যন্ত	কিছুকাল	এবং

اَبْصِرْ	هُمْ	فَسَوْفَ	يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾	اَفَبِعَذَابِنَا	يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾
দেখতে থাক	তাদেরকে	অতঃপর শীঘ্রই	'তারাই দেখবে	আমাদের আযাব সম্পর্কে তবে কি	তারা তাড়াহুড়া করছে

---

১৬৭. এই লোকেরা আগে তো বলতঃ

১৬৮.-১৬৯. "হায়, আমাদের নিকট সেই 'যিকর' যদি হত যা অতীত জাতিগুলি লাভ করেছিল, তাহলে আমরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতাম"।

১৭০. কিন্তু (যখন তা আসল) তখন তারা একে অস্বীকার ও অমান্য করল। এখন খুব শীঘ্রই তারা (এরূপ আচরণের ফল) জানতে পারবে।

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদের নিকট আমরা পূর্বেই ওয়াদা করেছি যে,

১৭২. নিশ্চয় তাদের সাহায্য করা হবে,

১৭৩. আর আমাদের সৈন্যরাই বিজয়ী হয়ে থাকবে।

১৭৪. অতএব হে নবী! কিছুকাল পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও,

১৭৫.আর দেখতে থাক, শীঘ্রই তারা নিজেরাই দেখবে।

১৭৬. আমাদের আযাব পাবার জন্যে তারা কি খুব তাড়াহুড়া করছে?

فَاِذَا	نَزَلَ	بِسَاحَتِهِمْ	فَسَآءَ	صَبَاحُ	الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾	وَ	تَوَلَّ
অতঃপর যখন	নেমে আসবে (তা)	তাদের আঙ্গিনায়	কত মন্দ হবে তখন	প্রভাত	সতর্কীকৃতদের	এবং	ছেড়ে দাও

عَنْهُمْ	حَتّٰى	حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾	وَّ	اَبْصِرْ	فَسَوْفَ	يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾
তাদেরকে	পর্যন্ত	কিছুকাল	আর	দেখতে থাক	শীঘ্রই	তারাও দেখতে পাবে

سُبْحٰنَ	رَبِّكَ	رَبِّ	الْعِزَّةِ	عَمَّا	يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾	وَ	سَلٰمٌ
পাক পবিত্র	তোমার রব	রব	ইয্যত-সম্মানের (মালিক)	তাহতে যা	তারা আরোপ করে	এবং	শান্তি (বর্ষিত হউক)

عَلَى	الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾	وَ	الْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾
উপর	রসূলদের	এবং	সমস্ত প্রশংসা	আল্লাহরই	(যিনি) রব	বিশ্বজাহানের

---

১৭৭. তা যখন তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন সেই দিনটি তাদের জন্যে খুবই খারাব হবে যাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

১৭৮. অতএব এদেরকে কিছুকালের জন্যে ছেড়ে দাও,

১৭৯. আর দেখতে থাক – শীঘ্র তারা নিজেরাই দেখে নিবে।

১৮০. পবিত্র তোমার রব - ইয্যত-সম্মানের মালিক –সে সব কথাবার্তা হতে যা এরা বলছে।

১৮১. আর সালাম প্রেরিত পুরুষদের প্রতি।

১৮২. এবং সকল প্রশংসা রব্বুল আ'লামীনের জন্যেই।

সূরা সাদ

নামকরণঃ শুরুর ص শব্দটিকেই এই সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ পরে যেমন বলা হবে, কোন কোন হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায়, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) মক্কা মুয়াযযমায় প্রকাশ্য ভাবে দ্বীন-ইসলামের দাওআত পেশ করতে শুরু করেছিলেন এবং কুরাইশ সরদারদের মধ্যে সে জন্যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ দৃষ্টিতে তার নাযিল হওয়ার সময়-কাল নবূয়্যাতের চতুর্থ বছর নির্দিষ্ট হতে পারে। অপর কিছু হাদীসের বর্ণনা হতে এটা হযরত ওমর (রাঃ)-এ ইসলাম কবুল করার পরের ঘটনা বলে জানা যায়। আর তিনি যে হাবশার (আবিসিনীয়ার) হিজরতের পরে ঈমান এনেছিলেন তাতো সর্বজন বিদিত। হাদীসের অপর এক বর্ণনা হতে জানা যায়, আবু তালিবের শেষ রোগের সময় সে ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছিল যার দরুন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। একে সত্য মেনে নিলে নবূয়্যাতের দশম বা একাদশ বছরই হয় এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ ঈমাম আহ্‌মদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইব্‌নে জরীর, ইব্‌নে আবু শাইবা, ইব্‌নে আবু হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ পর্যায়ে যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সারকথা হল এই যে, আবু তালিব যখন রোগাক্রান্ত হলেন, কুরাইশ সরদাররা অনুভব করলো যে, এটাই তার শেষ সময়। সুতরাং তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে সব বিষয়ে কথাবার্তা বলা আবশ্যক মনে করলো তার ভাইপো ও আমাদের মধ্যে যে বিবাদটি রয়েছে তার মীমাংসা করে দিলে তো ভালই হয়। নতুবা তার মৃত্যু ঘটে যাবার পর আমরা যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে কোন শক্ত ব্যবহার করি তখন আরবের লোকেরা আমাদের মন্দ বলবে। বলবে যে, যতদিন শায়খ জীবিত ছিল ততদিন তো তার খেয়াল রাখা হয়েছে, আর এখন যখন সে মরে গেছে, তখন লোকেরা তার ভাইপোর ওপর আঘাত হেনেছে। এ কথায় সকলেই একমত হল। আর প্রায় ২৫জন কুরাইশ সরদার– আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া ইব্‌নে খালফ, আস ইব্‌নে অয়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, উকবা ইবনে আবু মুআয়ত, উতবা ও শাইবা প্রমুখ তার নিকট উপস্থিত হল। তারা প্রথমে তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু সাধারণ অভিযোগ পেশ করলো। তার পর বলল: আমরা আপনার নিকট ইনসাফের কথা পেশ করবার জন্যে এসেছি। আপনার ভাইপো আমাদেরকে আমাদের দ্বীনে থাকতে দিক। আমরা তাকে তার দ্বীনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে যে মা'বুদের ইবাদত করতে চায় করতে পারে। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই; কিন্তু সে যেন আমাদের মা'বুদদের মন্দ বলা ত্যাগ করে। আর আমরা আমাদের মা'বুদদের ত্যাগ করব– সেজন্য যেন সে চেষ্টা না করে। এ শর্তে আপনি আমাদের ও তার মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালিব নবী করীম (সঃ)-কে ডেকে পাঠাল এবং তাঁকে বললঃ " ভাইপো! তোমার জাতির এই লোকেরা আমার নিকট এসেছে। তারা চায়, তুমি একটি ইনসাফ পূর্ণ কথায় তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, যেন তোমার ও তাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ না থাকে, যা আছে তা যেন শেষ হয়ে যায়"। অতঃপর কুরাইশ সরদাররা যা বলেছিল, সে তা তাঁকে জানালো। নবী করীম (সঃ) জবাবে বললেন ঃ চাচাজান! আমিতো তাদের সামনে এমন একটি কলেমা পেশ করছি, যা এরা মেনে নিলে সমস্ত আরব এদের আদেশানুগামী ও অনারব দেশ এদের অধীন হয়ে যাবে*।

এ বর্ণনাগুলোর শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। এর অর্থ– নবী করীম (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ আমি যদি এমন একটি কথা তোমাদের সামনে পেশ করি, যা কবুল করে তোমরা সমস্ত আরব ও অনারবের মালিক হয়ে বসতে পারবে, তবে বল তাই অতি উত্তম কিনা? না সেটি ভাল, যা তোমরা ইনসাফের দোহাই দিয়ে আমার সামনে পেশ করছো? তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ এই কলেমাকে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত, না তাতে যে, তোমরা যে অবস্থায় পড়ে আছ তাতেই তোমাদেরকে পড়ে থাকতে দেয়া হবে, আর নিজের মত নিজের জায়গায় নিজের মাবুদের বন্দেগী করতে থাকবে?

---

* নবী করীম (সঃ)-এর এই কথা বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। একটা বর্ণনায় তিনি বলেছেনঃ. اريدهم على كلمة واحدة يقرلونها تدين لهم بها العرب وتؤدى اليهم بها العجم الجزية
অপর বর্ণনায় ভাষা এরূপঃ ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم

অপর এক বর্ণায় বলা হয়েছে; নবী করীম (সঃ) আবু তালিবের পরিবর্তে কুরাইশ সরদারদেরকেই সম্বোধন করে বললেনঃ كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم

এ কথা শুনে প্রথমে তো তারা জবাবহীন হয়ে গেল। এরূপ মহাকল্যাণময় বাণীকে তারা কি বলে প্রত্যাখ্যান করবে তা তাদের বুঝে আসছিল না। কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর বলল তুমিতো একটি কলেমার কথা বল, আমরা এমন দশ কলেমা বলতেও রাজী আছি। কিন্তু সে কলেমাটা কি, তাই বল না? তখন নবী করীম (সঃ) বললেনঃ তা হল لا اله الا الله একথা শুনা মাত্রই তারা সকলে চট করে উঠে দাঁড়াল। আর এ সূরার প্রাথমিক আয়াত কটিতে আল্লাহ যেসব কথা বলেছেন তা বলতে বলতে চলে গেল।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ এ সমস্ত কথাই পূর্বোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা মতে এ আবু তালিবের মৃত্যুকালীন রোগের সময়ের ঘটনা নয়। বরং এ তখনকার ঘটনা যখন নবী করীম(সঃ) সাধারণ ভাবে দ্বীনের দাওআত দিতে শুরু করেন। তখন মক্কায় পরপর খবর হচ্ছিল ঃ আজ অমুক ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে, কাল অমুক ব্যক্তি। তখন কুরাইশ সরদাররা পরপর কয়েক দফাতেই আবুতালিবের নিকট প্রতিনিধি দল নিয়ে পৌছেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে এ তবলীগ হতে বিরত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এ সময়কারই এক প্রতিনিধির সঙ্গে এরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল।

জামাখশারী, রাযী, নীশাপুরী ও অপরাপর কয়েকজন মুফাসসির বলেন, হযরত ওমর (রঃ)-এর ইসলাম কবুল করার কারনে কুরাইশ সরদাররা যখন একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তখন এ প্রতিনিধি দল আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবেই আমরা এর সূত্র খুঁজে পেলাম না। তাঁরা নিজেরাও এর সূত্রের উল্লেখ করেন নি। তা সত্ত্বেও এটাই যদি সত্য হয় তবে এ বোধগম্য হওয়ার মত কথা। কেননা তাদের মধ্যের এমন এক ব্যক্তি যিনি ভদ্রতা, নিষ্কলংক চরিত্র এবং বুদ্ধি-জ্ঞান ও গাম্ভীর্যের দৃষ্টিতে সমগ্র জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিই ইসলামের দাওআত নিয়ে উঠেছেন দেখে কাফের কুরাইশরা প্রথমেই ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর দক্ষিন হস্তরূপে দেখতে পাওয়ায় ঘাবড়াবার কারণ দ্বিগুন হয়ে গিয়েছিল। কেননা, মক্কার প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁকে অত্যন্ত শরীফ, সত্যনিষ্ঠ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলেই জানতো। এর পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় বীর, সাহসী ও উচ্চ-দৃঢ় সংকল্পশালী ব্যক্তিত্বকেও যখন এ দুইজনের সংগে মিলিত হতে দেখলো, তখন বিপদ যে ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাতে তাদের আর কোনই সন্দেহ থাকলো না।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ উপরে যে মজলিশের কথা বলা হয়েছে তার পর্যালোচনা দ্বারাই এ সূরাটি শুরু হয়েছে। কাফের ও নবী করীম (সঃ)-এর পারস্পরিক কথা-বার্তাকে ভিত্তি করে আল্লাহতা'আলা বলেছেন, ইসলামী দাওআতের কোন ত্রুটির কারনে তারা একে অমান্য বা অস্বীকার করছে না। বরং তাদের অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ও অনুসরণে মগ্ন হয়ে থাকার জন্যে বাড়াবাড়িই দাওআতে ইসলামীকে অবিশ্বাস করার কারণ। নিজেদেরই সমাজের এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী মেনে তার অনুসরণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। কাছাকাছি সময়ের লোকদের যে সব মূর্খতাপূর্ণ ধারণা-বিশ্বাসে মশগুল দেখতে পেয়েছে তাতেই তারা দৃঢ়ভাবে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চায়। আর এক ব্যক্তি যখন এ মূর্খতার পর্দা ছিন্ন করে প্রকৃত মহাসত্যকে তাদের সামনে স্পষ্ট করে ধরলো, তখন তারা সেদিকে কান খাড়া করলো এবং তাকে এক আশ্চর্যজনক কথা, অপরিচিত অজানা কথা এবং অসম্ভব কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। তাদের মতে তওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস কেবল অগ্রহণ যোগ্যই নয়, অধিকন্তু এমন প্রকারের ধারণা যাকে নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করাও চলে। এর পর আল্লাহতা'আলা সূরার প্রাথমিক অংশে ও শেষ বাক্যসমূহেও কাফের সমাজকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান ও সর্তক করেছেন যে, তোমরা আজ যে ব্যক্তির ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করছো এবং যার নেতৃত্ব কবুল করতে তোমরা আজ কঠিন ভাবে অস্বীকার করছো, খুব শীঘ্রই সে তোমাদের উপর জয়ী হবে আর এ মক্কা শহরেই যেখানে তাকে হীন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছ তার সামনে তোমাদের অবনত মস্তকে দাঁড়াতে হবে– সেদিন বড় বেশী দূরে নয়।

পরে পরপর ন'জন পয়গম্বরের কথা – হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর কথা অধিক বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করে আল্লাহতা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর সুবিচার, আইন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অকাট্য। মানুষের সঠিক আচরণই তাঁর নিকট গ্রহণীয়; অন্যায় কথা বা কাজ যে করবে তাকেই পাকড়াও করা হবে। তাঁর দরবারে তাদেরকেই পছন্দ করা হয় যারা পদস্খলন হলে তাতেই নিমজ্জিত থাকার জন্যে যীদ ধরে না, বরং সতর্ক ও হুশ হওয়ার সংগে সংগেই তওবা করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে জবাবদিহির কথা মনে রেখেই জীবন যাপন করে। এরপর আল্লাহর অনুগত বান্দা এবং আল্লাহদ্রোহী বান্দাদের পরকালীন পরিণামের চিত্র উজ্জ্বল করে ধরেছেন। এ পর্যায়ে কাফেরদেরকে দুটো কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। একটি হল এই যে, আজ যেসব সরদার ও নেতার পিছনে জাহেল লোকেরা অন্ধ হয়ে গোমরাহীর পথে চলছে, কাল তারা অনুসারীদের আগেই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। আর উভয় উভয়কে মন্দ বলতে ও দোষারোপ করতে থাকবে। দ্বিতীয় হল এই যে, আজ যে ঈমানদার লোকদেরকে এরা অধীন ও নীচ মনে করেছে, কাল চোখ খুলে বিস্ময়ের সংগে দেখতে পাবে যে, তারা কেউই জাহান্নামে যায় নি; বরং তারা নিজেরাই জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার হয়ে গিয়েছে।

আদম ও ইবলীস সংক্রান্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনী বলে পরিশেষে কুরাইশ কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামনে নত হবার পথে তোমাদের যে অহংকার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই অহংকারই আদম (আঃ)-এর সামনে নত হতে ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে যে মর্যাদা দান করেছিলেন, সেজন্যে ইবলীস হিংসা করলো, আর আল্লাহর হুকুমের মুকাবেলায় বিদ্রোহী হয়ে আল্লাহর অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য হল। অনুরূপভাবে আল্লাহতা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, সে জন্যে তোমরা হিংসায় লিপ্ত হয়েছ এবং আল্লাহ যাকে রসূল বানিয়েছেন তোমরা তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত নও। এ কারণে ইবলীসের যে পরিণাম হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তোমাদেরও সেই পরিণামই হবে।

—

رُكُوعَاتُهَا ٥ سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ (٣٨) اٰيَاتُهَا ٨٨

পাঁচ তার রুকু সংখ্যা, মক্কী সাদ সূরা (৩৮) অষ্টাশি তার আয়াত সংখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ

সাদ শপথ কোরআনের উপদেশ পূর্ণ কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে মধ্যে (লিপ্ত)

عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ② كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ

ঔদ্ধত্যের ও বিরোধিতার কত (জাতিকেই) আমরা ধ্বংস করেছি পূর্বে তাদের মধ্যহতে জাতিসমূহের

فَنَادَوْا وَّ لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ③ وَ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ

তারা তখন আর্তনাদ করেছে কিন্তু আর ছিলনা সময় পরিত্রানের এবং আশ্চর্য হয়েছে তারা যে এসেছে তাদের কাছে

مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ④ صلے

একজন সতর্ককারী তাদেরই মধ্য হতে এবং বলল কাফেররা এই (ব্যক্তি) যাদুকর বড় মিথ্যাবাদী

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ⑤

বানিয়েছে কি সে সমস্ত ইলাহকে ইলাহ একই নিশ্চয় এটা অবশ্যই ব্যাপার বিস্ময়কর

রুকুঃ১

১. সাদ। উপদেশে পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ।

২. বরং এই লোকেরাই – যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারাই চরম অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত[১]।

৩. এদের পূর্বে আমরা এরূপ কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি (তাদের দুর্ভাগ্য যখন সামনে এসেছে) তখন তারা চীৎকার করে উঠেছে! কিন্তু তখন রক্ষা পাবার সময় নয়।

৪. এ লোকেরা এই কথায় বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের মধ্যে হতেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে। অবিশ্বাসীরা বলতে শুরু করলঃ" এই ব্যক্তি যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।

৫. সে কি সকল ইলাহর পরিবর্তে একজন মাত্র ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এ তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!"

১. এই অমান্যকারীদের অমান্যতার কারণ এ ছিল না যে যে-দ্বীন তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছিল তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি ছিল; বরং এর কারণ ছিল শুধুমাত্র তাদের মিথ্যা অহংকার, তাদের মূর্খতাসূচক ঔদ্ধত্য এবং তাদের হঠকারিতা।

وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَ اصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ج

এবং | প্রস্থান করল | প্রধান কর্মকর্তারা | তাদের মধ্যকার | (এই বলে) যে, | তোমরা চলো | ও | তোমরা অবিচল থাক | উপর | তোমাদের ইলাহদের (উপাসনায়)

اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ۝٦ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ

নিশ্চয় | এটা | অবশ্যই ব্যাপার | উদ্দেশ্যমূলক | না | আমরা শুনেছি | এসম্পর্কে | মধ্যে | মিল্লাতের (লোকদের)

الْاٰخِرَةِ ج اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧ ءَ اُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ

(অতীতের) অন্যান্য | নয় | এটা | ব্যতীত | মনগড়া কথা | কি | নাযিল করা হয়েছে | তার উপর | যিক্র (কিতাব)

مِنْۢ بَیْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِیْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِیْ ج بَلْ

হতে | আমাদের মধ্যে | বরং | তারা | মধ্যে (আছে) | সন্দেহের | হতে | আমার যিক্র (অর্থাৎ কিতাব) | বরং

لَّمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨ ط

করে নাই | তারা স্বাদ গ্রহণ | আমার আযাবের

৬. আর জাতির সরদাররা এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলঃ" চল এবং নিজেদের মা'বুদদের পূজা-উপাসনায় অবিচল হয়ে থাক, এ কথাটি অন্য কোন উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে[২] !

৭. এরূপ কথা তো আমরা নিকট অতীত কালের মিল্লাতের লোকদের কারো নিকট শুনতে পাই নি। এ তো মন-গড়া কথা ছাড়া আর কিছু না।

৮. আমাদের মধ্যে কি মাত্র এই ব্যক্তিই এমন রয়েছে যার প্রতি আল্লাহর 'যিকর' নাযিল করা হয়েছে"? আসলে এরা আমার যিক্র এর প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে[৩]। আর এসব কথা বলছে এজন্যে যে, এরা আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেনি।

২. তাদের মনে হলো– এ 'ডালের মধ্যে কিছু কালো আছে ' (এর মধ্যে কিছু মতলববাজি আছে!)। আসলে এই উদ্দেশ্যে এ দাওআত দেয়া হচ্ছে– যেন আমরা সব মুহাম্মদের (সঃ) হুকুমের অনুগত হয়ে যাই এবং তিনি আমাদের উপর ফরমান চালান।

৩. অন্য কথায় আল্লাহতা'আলা বলেন 'হে মুহাম্মদ (সঃ) এরা আসলে তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে না বরং আমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে। তোমার সত্যতার প্রতি এরা সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং আমার শিক্ষার প্রতি সন্দেহ করে'।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ

কি | কাছে আছে | তাদের | ভান্ডারসমূহ | রহমতের | তোমার রবের | (যিনি) পরাক্রমশালী

الْوَهَّابِ ۝٩ اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا

মহান দাতা | কি | তাদের আছে | সার্বভৌমত্ব | আকাশমন্ডলির | ও | পৃথিবীর | এবং | যা (আছে)

بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ ۝١٠ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ

তাদের উভয়ের মাঝে | তারা আরোহন করুক তাহলে | মধ্যে | (উচ্চজগতের) কার্যকারণসমূহের | (এটাতো) একটি বাহিনী | যা | এখানেই (মক্কায়)

مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ

পরাজিত হবে | মধ্য হতে | (অনেকগুলো) দলের | মিথ্যারোপ করেছিল | তাদেরপূর্বে | জাতি | নূহের | ও | আদ

وَّ فِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝١٢ وَ ثَمُوْدُ وَ قَوْمُ لُوْطٍ وَّ اَصْحٰبُ

ও | ফিরআউনের | অধিপতি | কিলক ও স্তম্ভসমূহের | ও | সামূদ | ও | জাতি | লূতের | ও | অধিবাসী

لْـَٔيْكَةِ ط اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝١٣

আইকা'র | ঐসবই (ছিল) | (বিশাল) বাহিনীসমূহ

৯. তোমার দানশীল সর্বজয়ী –পরওয়ারদেগারের রহমতের ভান্ডার কি এদের আয়ত্তে এসে গেছে?

১০. এরা কি আসমান-যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিসের মালিক হয়ে গেছে? আচ্ছা। এরা কার্য -কারণ জগতের উচ্চতায় আরোহন করেই দেখুক।

১১. এ তো বহু কয়টি বাহিনীর মধ্যে একটা ছোট্ট বাহিনী যারা এখানেই[৪] পরাজয় বরণকারী হবে।

১২-১৩. এদের পূর্বে নূহের জাতি, 'আদ, কিলক ও স্তম্ভসমূহের অধিপতি ফেরাউন, সামূদ, লূতজাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে তারাই তো ছিল বাহিনী।

৪. 'এইখানেই' বলতে মক্কা মোআয্যমার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এরা এই সব কথা বানাচ্ছে সেই জায়গাতেই একদিন তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। আর এখানেই- সেই সময় আসছে যখন এরা মুখ নীচু করে সেই ব্যক্তির সামনে খাড়া হবে যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

না | কেউই (ছিল) | এব্যতীত যে | মিথ্যারোপ করত | রসূলদেরকে | অতঃপর কার্যকর হয়েছিল | আমার শাস্তি

وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

এবং | না | অপেক্ষা করছে | এই সব(লোক) | এব্যতীত | মহাশব্দের | একটি (মাত্র)

مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا

না | তার জন্যে (থাকবে) | কোন | বিরতি | ও | তারা বলে | হে আমাদের রব | শীঘ্র দাও | আমাদের জন্যে

قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

আমাদের প্রাপ্য | পূর্বেই | দিনের | হিসাবের | (হেনবী) ধৈর্যধর | উপর | যা | তারা বলছে

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا

এবং | বর্ণনা কর | আমাদের বান্দা | দাউদের (ঘটনা) | (যে ছিল) শক্তির অধিকারী | নিশ্চয় সে(ছিল) | (আল্লাহ্) অভিমুখী | নিশ্চয় আমরা | আমরা নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম

الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

পাহাড়সমূহকে | তার সাথে | তসবীহ করত | সন্ধ্যায় | ও | সকালে

১৪. এদের প্রত্যেকেই রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং আমার আযাবের ফয়সালা তাদের উপর কার্যকর হয়েছে।

রুকূঃ২

১৫. এই লোকেরাও শুধু একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে, যার পর দ্বিতীয় কোন বিস্ফোরণ হবে না।

১৬. আর তারা বলে ঃ"হে আমাদের রব ! হিসেবের চূড়ান্ত দিনের আগেই আমাদের অংশ আমাদেরকে অনতিবিলম্বে বুঝিয়ে দিন"।

১৭. হে নবী! ধৈর্য ধারণ কর এই লোকদের কথা-বার্তার ব্যাপারে। আর এদের সামনে আমাদের বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা কর, যে বড় শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিল, সব ব্যাপারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।

১৮. আমরা পাহাড় সমূহ তার সংগে অধীন-নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে রেখেছিলাম, সকাল-সন্ধ্যা উহা তার সাথে তসবীহ করত।

وَ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَ

এবং | পাখিগুলো | একত্রিত হত | প্রত্যেকে (ছিলো) | তাঁরই | অভিমুখী (ও অনুগত) | এবং | আমরা সুদৃঢ় করেছিলাম | তার রাজত্বকে | এবং

ءَاتَيْنَٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَ هَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ

তাকে আমরা দিয়েছিলাম | প্রজ্ঞা | ও | চূড়ান্তকারী | বাগ্মিতা | এবং | কি | তোমার কাছে পৌঁছেছে | খবর | মামলা ওয়ালাদের

إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا

যখন | তারা দেয়াল টপকিয়ে এসেছিল | বালাখানায় | যখন | তারা প্রবেশ করেছিল | কাছে | দাউদের | সে তখন ঘাবড়ে গেল | তাদের থেকে | তারা বলল

لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا

না | ভয়করবেন | (আমরা) মামলার দুইপক্ষ | সীমা লংঘন করেছে | আমাদের একজন | উপর | অপরজনের | সুতরাং বিচার করে দিন | আমাদের মাঝে

بِالْحَقِّ وَ لَا تُشْطِطْ وَ اهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَآ

ন্যায়ভাবে | এবং | না | অবিচার করবেন | এবং | আমাদের পরিচালনা করবেন | দিকে | সরল সঠিক | পথের | নিশ্চয় | এই

أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ

আমার ভাই | তার আছে | নয় | এবং | নববই (অর্থাৎ নিরানব্বইটি) | দুম্বী | ও | আমার আছে | দুম্বী | একটি

১৯. পাখিগুলি সমবেত হত, আর সকলেই তার সাথে অনুগত হয়ে তসবীহকারী ছিল (১)

২০. আমরা তার রাজত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তাকে বুদ্ধি শক্তি দান করেছিলাম এবং চূড়ান্তকথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলাম।

২১. আর তুমি কি সেই মামলাওয়ালাদের কোন খবর জানতে পেরেছ যারা দেয়াল টপকিয়ে তার বালাখানায় প্রবেশ করেছিল?

২২. তারা যখন দাউদের নিকট পৌঁছিল, তখন সে তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বললঃ "ভয় পাবেন না! আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের একজন অপর জনের উপর সীমালংঘন করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফয়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

২৩. এ আমার ভাই। এর নিকট নিরানব্বইটি দুম্বী আছে, আর আমার নিকট মাত্র একটি।

(১) বিস্তারিত দেখুন সূরা আম্বিয়া আয়াত ৭৯, সূরা সাবা আয়াত ১০

فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَ عَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

তবুও সে বলল | তা আমার জিম্মায় দাও | এবং | সে আমাকে নিল দাবিয়ে | মধ্যে | কথাবার্তার | সে বলল | নিশ্চয় | যুলম করেছে তোমার উপর

بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ

(সংযুক্তকরার) দাবীর কারণে | তোমার দুম্বী | সাথে | তার দুম্বীগুলির | এবং | নিশ্চয় | অনেকেই | মধ্যহতে | পাশাপাশি বসবাস কারীদের

لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

বাড়াবাড়ী করে অবশ্যই | তাদের একে | উপর. | অন্যের | (তবে) ব্যতিক্রম | যারা | ঈমান আনে | ও | কাজ করে | সৎকর্মসমূহ

وَ قَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَ ظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ

এবং | স্বল্পই (সংখ্যায়) | যা | তারা | এবং | বুঝতে পারল | দাউদ | যে আসলে | তাকে আমরা পরীক্ষা করেছি | তখন | সে ক্ষমা চাইল | তার রবের কাছে

وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ ﴿٢٤﴾ السجدة فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ

এবং | পড়ল | রুকুতে (সিজদায়) | এবং | সে (আল্লাহ) অভিমুখী হল | আমরা তখন মাফ করলাম | তাকে | সেই (অপরাধ)

সে আমাকে বললঃ 'এই একটি দুম্বীও আমাকে দাও', আর সে কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে নিল[৫]।

২৪. দাউদ জবাব দিলঃ " এই ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী শামীল করে নেয়ার দাবী জানিয়ে নিঃসন্দেহে তোমার উপর যুল্‌ম করেছে। আর সত্য এই যে, একত্রে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকরা পরস্পরের প্রতি প্রায়ই বাড়াবাড়ি করে থাকে। কেবল তারাই এ হতে রক্ষা পেতে পারে যাদের ঈমান আছে ও যারা নেক আমল করে। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম"। (এই কথা বলতে বলতে) দাউদ বুঝতে পারল যে, আসলে আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার রবের নিকট ক্ষমা চাইল ও সিজদায় পড়ে গেল এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করল । (সিজদা)

২৫. তখন আমরা তার সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম[৬]।

৫ অভিযোগকারী একথা বলেনি যে- আমার দুম্বী ছিনিয়ে নিয়েছে বরং এই কথা বলেছে যে- আমার কাছে আমার দুম্বী চাচ্ছে এবং অধিকন্তু এও যে- আমি নিজে আমার দুম্বী তাকে সোর্পদ করে দিই। সে বড় ব্যক্তিত্বের লোক হওয়ায় আমার উপর তার চাপ ও দাবাও পড়ছে।

৬. এর দ্বারা জানা যায়- হযরত দাউদ (আঃ) অবশ্য দোষ করেছিলেন। আর সে এমন কোন দোষ ছিল যা দুম্বীর মকদ্দমার সংগে সাদৃশ্য রাখতো। এ জন্যে এই মকদ্দমার ফয়সালা শোনাতে গিয়ে সেই সংগে তাঁর মনে হলো- 'এ আমার পরীক্ষা হচ্ছে'। কিন্তু এ দোষ এরূপ কঠিন ছিলনা যে, তা ক্ষমা করা যেতোনা বা ক্ষমা করলেও তাঁকে তাঁর উচ্চমর্যাদা থেকে অবনমিত করা হতো। আল্লাহতা'আলা নিজে এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে- যখন তিনি সিজদায় পতিত হয়ে তওবা করলেন তখন মাত্র তাকে ক্ষমা করাই হল না বরং দুনিয়া ও পরকালে তাঁর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল তাতেও কোন ভিন্নতা সৃষ্টি হলো না।

আর নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট তার জন্যে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম রয়েছে।

২৬. (আমরা তাকে বললাম)ঃ " হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্য ন্যায়ভাবে শাসন চালাও এবং নফসের খাহেশের আনুগত্য করো না। অন্যথায় উহা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দিবে। যারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায় নিশ্চয় তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে এজন্যে যে, তারা হিসাব নিকাশের দিন ভুলে গেছে"।

রুকুঃ৩

২৭. আমরা আসমানও যমীনকে এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে অনর্থক পয়দা করিনি। এ সেই লোকদের ধারনা যারা কুফরী করেছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

أَمْ	نَجْعَلُ	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ
কি	করব আমরা	(তাদেরকে) যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজ করেছে	সৎ কর্মসমূহ

كَالْمُفْسِدِينَ	فِي	الْأَرْضِ	أَمْ	نَجْعَلُ	الْمُتَّقِينَ	كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
সমতুল্য ফাসাদ সৃষ্টি কারীদের	মধ্যে	পৃথিবীর	কি	করব আমরা	মুত্তাকীদেরকে	পাপাচারীদের সমতুল্য

كِتٰبٌ	أَنْزَلْنٰهُ	إِلَيْكَ	مُبٰرَكٌ	لِيَدَّبَّرُوا	آيٰتِهِ	وَ	لِيَتَذَكَّرَ	أُولُوا
(হে নবী) এই কিতাব	আমরা তা নাযিল করেছি	তোমার প্রতি	বরকতময় (কিতাব)	তারা চিন্তা ভাবনা করে যেন	তার আয়াত সমূহকে	এবং	উপদেশ নেয় যেন	সম্পন্নরা

الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾	وَ	وَهَبْنَا	لِدَاوُدَ	سُلَيْمٰنَ	نِعْمَ	الْعَبْدُ	إِنَّهُ
বুদ্ধি-জ্ঞান	এবং	আমরা দান করেছিলাম	দাউদের জন্য	(তার পুত্র) সুলায়মানকে	অতি উত্তম	বান্দা	সে নিশ্চয় (ছিল)

أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾	إِذْ	عُرِضَ	عَلَيْهِ	بِالْعَشِيِّ	الصّٰفِنٰتُ
অতিশয়(আল্লাহ) অভিমুখী	(স্মরণ কর) যখন	পেশ করা হল	তার সমীপে	অপরাহ্নে	দ্রুতগামী ঘোড়া সমূহ

الْجِيَادُ ﴿٣١﴾	فَقَالَ	إِنِّي	أَحْبَبْتُ	حُبَّ	الْخَيْرِ	عَنْ	ذِكْرِ	رَبِّي
উৎকৃষ্ট মানের (ঘোড়া)	তখন সে বলল	নিশ্চয় আমি	আমি ভাল বেসেছি	ভালবাসা	(এই) সম্পদের	কারণে	স্মরণের	আমার রবের

২৮. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের সকলকে কি আমরা সমান করে দিব? মুত্তাকীদেরকে কি আমরা নাফরমান গুনাহগার লোকদের মত করে দিব?

২৯. ইহা এক বহু বরকত সম্পন্ন কিতাব যা, (হে নবী,) আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি; যেন এই লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-সম্পন্ন লোকেরা তা হতে সবক গ্রহণ করে।

৩০. আর দাউদকে আমরা সুলায়মান (এর মত পুত্র) দান করেছি, অতি উত্তম বান্দা, বার বার রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

৩১. উল্লেখযোগ্য সেই সময়ের কথা, যখন সন্ধ্যাকালে তার সামনে খুব শিক্ষিত সুসজ্জিত দ্রুতগামী ঘোড়া পেশ করা হল।

৩২-৩৩. তখন সে বললঃ "আমি এই মাল ভালবাসি আমার রবের স্মরনের কারণে "।

حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ط فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ

এমনকি (যখন) — অদৃশ্য হয়ে গেল — (চোখের) আড়ালে — (সে বলল) সেগুলো ফিরিয়ে আন — আমার কাছে — সে অতঃপর শুরু করল — (হাত) বুলাতে — (ঘোড়ার) পাগুলোর উপর

وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ

ও গলাগুলোতে — এবং নিশ্চয় — আমরা পরীক্ষা করেছিলাম — সুলায়মানকে — ও আমরা রেখে দিলাম — উপর — তার আসনের

جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا

একটি দেহ — অতঃপর — সে রুজুহল — সে বলল — হে আমার রব — মাফ কর — আমাকে — ও — আমাকে দাও — (এমন) রাজত্ব — না

يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

শোভনীয় হবে (যা) — কারও জন্যে — আমার পরে — তুমি নিশ্চয় — তুমিই — মহাদাতা

এমন কি সেই ঘোড়াটি যখন চোখের আড়ালে চলে গেল তখন (সে হুকুম দিল,) তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে এনে দাও এবং পরে সে উহার পা ও গলার উপর হাত মলে দিতে লাগল।

৩৪. আর (দেখ), সুলায়মানকেও আমরা পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনের উপর একটি দেহ এনে রেখেছি। পরে সে ফিরে আসল।

৩৫. এবং বললঃ "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে কারো জন্যে শোভনীয় হবে না। নিঃসন্দেহে তুমিই প্রকৃত [৭] দাতা"।

৭. কথার ধারাবাহিকতা হতে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে —এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে আল্লাহতা'আলা হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ও প্রিয় বান্দাদেরকেও পরীক্ষা না করে ছাড়েন নি। যে পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার এরূপ কোন সুনিশ্চিত বিবরণ আমাদের জানা নেই যে সম্পর্কে তফসীরকাররা একমত হতে পেরেছেন। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রার্থনার এই ভাষা "হে আমার রব আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে কারো জন্যে শোভনীয় হবে না—" যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পাঠ করা যায় তবে স্পষ্টতঃ মনে হবে— তাঁর অন্তরে সম্ভবতঃ এই বাসনা ছিল যে— তাঁর পুত্র যেন তাঁরা স্থলাভিষিক্ত হয়— এবং রাজত্ব ও শাসনাধিকার যেন ভবিষ্যতে তাঁরই বংশ-ধারার মধ্যে থাকে। এই জিনিসকেই আল্লাহতা'আলা তাঁর জন্যে পরীক্ষা ছিল বলেছেন। এবং এ সম্পর্কে তিনি সেই সময় অবহিত ও সতর্ক হন, যখন তাঁর যুবরাজ রোবআম এমন এক না-লায়েক অযোগ্য নওয়োয়ান-রূপে গড়ে উঠলো, যার লক্ষণ দেখে পরিষ্কার রূপে বোঝা গেল যে, সে দাউদ (আঃ) ও সোলায়মানের (আঃ) রাজত্বকে চারটি দিনও সামলে রাখতে পারবে না। তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ নিয়ে স্থাপন করার অর্থ সম্ভবত এই যে— যে পুত্রকে তিনি নিজ-সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল নির্বোধ অযোগ্য এক কাষ্ঠ-পুত্তলি।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَ

আমরা তখন অধীন করে দিলাম, তার জন্যে, বাতাসকে, প্রবাহিত হত, তার আদেশে, মৃদুমন্দভাবে, যেখানে, পৌছান চাইত, এবং

الشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّ غَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّ اٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي

শয়তানগুলোকেও (অধিন করেছিলাম), প্রত্যেকে (যারা ছিল), প্রাসাদ নির্মাতা, ও, ডুবুরী, এবং, অন্যান্যদেরকে, আবদ্ধ (করলাম), মধ্যে

الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

শিকলসমূহের, (আমি বললাম) এটা, আমাদের দান, দান কর সুতরাং (যাকে চাও), অথবা, রেখে দাও (নিজের জন্যে), ছাড়াই, কোন হিসাব

وَ اِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا

এবং, নিশ্চয়, তার জন্যে, আমাদের কাছে আছে, অবশ্যই নৈকট্যের মর্যাদা, ও, উত্তম, প্রত্যাবর্তন স্থান (পরিণাম), এবং, স্মরণ কর, আমাদের বান্দা

اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ عَذَابٍ ﴿٤١﴾

আইয়ুবকে, যখন, সে ডেকে ছিল, তার রবকে, নিশ্চয় আমি, আমাকে স্পর্শ করেছে, শয়তান, কষ্ট দিয়ে, ও, আযাবে

৩৬. তখন আমরা তার জন্যে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত-অধীন বানিয়ে দিলাম, তা তার হুকুমে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হত যে দিকে সে চাইত,

৩৭. এবং শয়তানগুলিকে অধীন নিয়ন্ত্রিত করে দিলাম –সব রকমের নির্মাতা এবং ডুবুরী,

৩৮.এবং অন্যান্য যারা শৃংখলাবদ্ধ ছিল।

৩৯. (আমরা তাকে বললামঃ) "এ আমাদের দান, তোমার ইচ্ছে, যাকে চাও দিতে পার, যা হতে চাও ফিরিয়ে নিতে পার; কোন হিসাব নাই"।

৪০. নিশ্চয় তার জন্যে আমাদের নিকট নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম রয়েছে।

রুকুঃ৪

৪১. আর আমাদের বান্দা আইউবের কথা স্মরণ কর সে যখন তার রবকে ডাকল যে, শয়তান আমাকে বড় কষ্ট ও আযাবে ফেলেছে[৮]।

৮. এর অর্থ এই নয় যে –শয়তান আমাকে ব্যাধিগ্রস্থ করে দিয়েছে এবং আমার উপর বিপদ-মুসীবত অবতীর্ণ করেছে। বরং এর সঠিক মর্ম– রোগের যন্ত্রণা, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও আত্মীয়-স্বজনের বিমুখতায় আমি যে দুঃখ ও কষ্টে পতিত হয়েছি– তার থেকে আমার পক্ষে অধিকতর দুঃখ ও যন্ত্রণা এই যে– শয়তান তার প্ররোচনা দ্বারা আমাকে উত্যক্ত করছে। সে এই পরিস্থিতিতে আমাকে আমার প্রভুথেকে হতাশ করার জন্যে চেষ্টা করছে, আমাকে আমার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চাইছে এবং আমি যাতে ধৈর্যচ্যুত হই তার জন্যে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টায় লেগে আছে।

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَ

(তাকে বললাম) আঘাত কর | তোমার পা দিয়ে (যমীনে) | এটা | গোসলের পানি | শীতল | ও | পানীয় | এবং

وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرَىٰ

আমরা(ফিরিয়ে) দিলাম | তার কাছে | তার পরিবারকে | আরও | তার সমান পরিমাণে | তাদের সাথে | অনুগ্রহ স্বরূপ | আমাদের থেকে | এবং | শিক্ষা।

لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ

সম্পন্নদের জন্যে | বিবেক-বুদ্ধি | এবং (তাকে বললাম) | ধর | তোমার হাত দিয়ে | একমুঠি তৃণ | অতঃপর আঘাত কর | তা দিয়ে (তোমার স্ত্রীকে)

وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ

এবং | না | তুমি শপথ ভঙ্গ করো। | নিশ্চয় আমরা | তাকে আমরা পেয়েছি | সবরকারী রূপে | অতি উত্তম | বান্দা | সে নিশ্চয় ছিল

أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

বড় (আল্লাহ) অভিমুখী

৪২. (আমরা তাকে হুকুম দিলামঃ) তুমি নিজের পা দিয়ে যমীনের উপর আঘাত দাও। এই হল ঠান্ডা পানি গোসল করবার জন্যে এবং পান করার জন্যে।

৪৩. আমরা তার পরিবারবর্গকে তার নিকট ফিরিয়ে দিলাম, আর সেই সংগে তত পরিমাণে আরো, নিজের তরফ হতে রহমত হিসেবে। আর সুস্থ চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা হিসেবে।

৪৪. (আর আমরা তাকে বললামঃ) এক মুঠি তৃণ গ্রহণ কর এবং তার দ্বারা আঘাত দাও, নিজের কসম[৯] ভঙ্গ করিও না। আমরা তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, অতি উত্তম বান্দা, নিজের রবের দিকে বড় প্রত্যাবর্তনকারী।

৯. এই শব্দগুলোর উপর চিন্তা করলে একথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে রোগগ্রস্থ অবস্থায় হযরত আইউব (আঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে কাউকে প্রহার করার শপথ করেছিলেন। (স্ত্রীকে প্রহারের শপথ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে) এই শপথে তিনি কত ঘা কশাঘাত করবেন তাও বলেছিলেন। যখন আল্লাহতা'আলা তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করলেন এবং রোগাবস্থায় যে ক্রোধ বশে তিনি এই শপথ করেছিলেন সে ক্রোধ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি এই উদ্বিগ্নতার মধ্যে পড়লেন যে যদি শপথ পালন করি তবে অনর্থক এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে প্রহার করতে হয়, আর যদি শপথ ভংগ করি তবে তাও হবে একটি পাপের কাজ। আল্লাহতা'আলা তাঁকে এই কাঠিন্য থেকে মুক্তিদান করে আদেশ দিলেন যে– একটি ঝাড়ু লও তাতে যেন তত সংখ্যক কাঠি থাকে যত ঘা কশাঘাত করার শপথ তুমি করেছিলে, ও সেই ঝাড়ু নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে মাত্র একটি আঘাত কর, এতে তোমার শপথও পালন করা হবে এবং সেই ব্যক্তিকে অন্যায় অসংগত কষ্টও দেয়া হবে না।

৪৫. আর আমাদের বান্দাগণ –ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা স্মরণ কর। তারা বড় কর্ম-ক্ষমতাসম্পন্ন ও দৃষ্টিমান লোক ছিল।

৪৬. আমরা তাদেরকে এক খাঁটি গুণের কারণে মর্যাদাবান করেছিলাম। আর তা ছিল পরকালের স্মরণ।

৪৭. নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট তারা বাছাই করা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য।

৪৮. আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ও যুল-কিফল এর কথা স্মরণ কর। তারা সকলে নেক লোকদের মধ্যে ছিল।

৪৯. এ ছিল একটি স্মরণ। (এখন শোন!) মুত্তাকী লোকদের জন্যে নিঃসন্দেহে অতি উত্তম পরিণাম রয়েছে,

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার দুয়ারগুলি তাদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে থাকবে।

৫১. তাতে তারা হেলান দিয়ে আসীন হয়ে থাকবে। প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে পাবে।

وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا
এবং কাছে (থাকবে) তাদের সু নিয়ন্ত্রিত নয়না সমবয়স্কা (সহধর্মিনী) এই (সব নিয়ামত)

مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا
যা তোমাদের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে দিনের জন্যে হিসাবের নিশ্চয় এটা অবশ্যই আমাদের রিযক

مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هٰذَا ط وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ
নাই তার কোন ঘাটতি এটাই (মুত্তাকীদের পরিণাম) আর নিশ্চয় (রয়েছে) সীমালংঘনকারীদের জন্যে

لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا لا
অবশ্যই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান জাহান্নাম তাতে তারা জ্বলবে আর কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল এটাই (তাদের পরিণাম)

فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ط ﴿٥٨﴾
সুতরাং তার তারা স্বাদনিক ফুটন্ত পানির ও পূঁজ-রক্তের এবং অন্য কিছু সেধরণের বিভিন্নপ্রকার (কষ্টের)

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ج لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ط اِنَّهُمْ صَالُوا
(তারা বলবে) এইতো একটি দল বেগে প্রবেশকারী তোমাদের সাথে নাই কোন অভিনন্দন তাদের জন্যে নিশ্চয় তারা জ্বলবে

النَّارِ ﴿٥٩﴾
(জাহান্নামের) আগুনে

---

৫২. আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে।

৫৩. .... এসব জিনিস এমন যা হিসাবের দিন দান করার জন্যে তোমাদের নিকট ওয়াদা করা যাচ্ছে।

৫৪. এ আমাদের দেয়া রিযক, এ কখনই ফুরিয়ে যাবে না।

৫৫. এ হল মুত্তাকীলোকদের পরিণাম। আর সীমা লংঘনকারী লোকদের জন্যে নিকৃষ্ট ধরনের পরিণতি রয়েছে-

৫৬. জাহান্নাম; এতে তারা জ্বলবে। এ অতি খারাব স্থান।

৫৭. এটাও তাদেরই জন্যে। অতএব তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগ করে ফোটা পানি,পূঁজ-রক্ত,

৫৮. এবং এই ধরনের আরো অনেক কষ্টের।

৫৯. (তারা নিজেদের অনুসারীদেরকে জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে পরস্পরে বলবেঃ) "এ একটি বাহিনী তোমাদের সাথে এসে প্রবেশ করছে। এদের জন্যে কোন 'শুভাগমন' নেই। তারা আগুনে জ্বলবে"।

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًاۢ بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ
(অনুসারীরা) বলবে | বরং | তোমরাও (তাতে জ্বলছ) | নাই | তোমাদের জন্যেও কোন অভিনন্দন | তোমরাই | তা তোমরাই সম্মুখীন করে দিয়েছ

لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا
আমাদের জন্যে | অতএব কতনিকৃষ্ট | আবাসস্থল | তারা বলবে | হে আমাদের রব | যে | সম্মুখিন করেছে | আমাদের জন্যে | এটা

فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى
তাকে বাড়িয়ে দাও এজন্যে | আযাব | দ্বিগুণ | মধ্যে | দোযখের | এবং | তারা বলবে | কি | আমাদের হল(যে) | না | আমরা দেখছি

رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا
লোকদেরকে | আমরা ছিলাম | তাদেরকে হিসাব করতাম | মধ্যে | খুব খারাপ (লোকদের) | আমরা গ্রহণ করতাম | তাদেরকে | বিদ্রুপের (ব্যক্তি হিসেবে)

اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ
অথবা | বিভ্রমহয়েছে | তাদের থেকে | (আমাদের) দৃষ্টিসমূহ | নিশ্চয় | এটা | সত্য অবশ্যই | বাদ-প্রতিবাদ

اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾
অধিবাসীদের | দোযখের

৬০. তারা তাদেরকে জবাব দিবেঃ " না, বরং তোমরাই জ্বলে মরছ। তোমাদের জন্যে কোন 'খোশ আমদেদ' নেই। তোমরাই তো এই পরিণাম আমাদের সম্মুখে এনে দিয়েছ। এই বসবাস স্থানটি কতই না খারাব!"

৬১.পরে তারা বলবেঃ" হে আমাদের রব। যে লোক আমাদেরকে এই পরিণাম পর্যন্ত পৌছবার ব্যবস্থা করেছে তাকে দোযখের দ্বিগুণ আযাব দাও"।

৬২. ওদিকে তারা নিজেরা আপসে বলবেঃ" কি ব্যাপার! আমরা সেই লোকদেরকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না যাদেরকে দুনিয়ায় আমরা খুব খারাব মনে করতাম?

৬৩. আমরা তো তাদের সাথে এমনিই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতাম- কিংবা তারা এখন কোথাও চোখের আড়ালে চলে গেছে? "

৬৪. নিঃসন্দেহে এ সত্য কথা! জাহান্নামী লোকদের মধ্যে এ রকমেরই ঝগড়া অনুষ্ঠিত হবে।
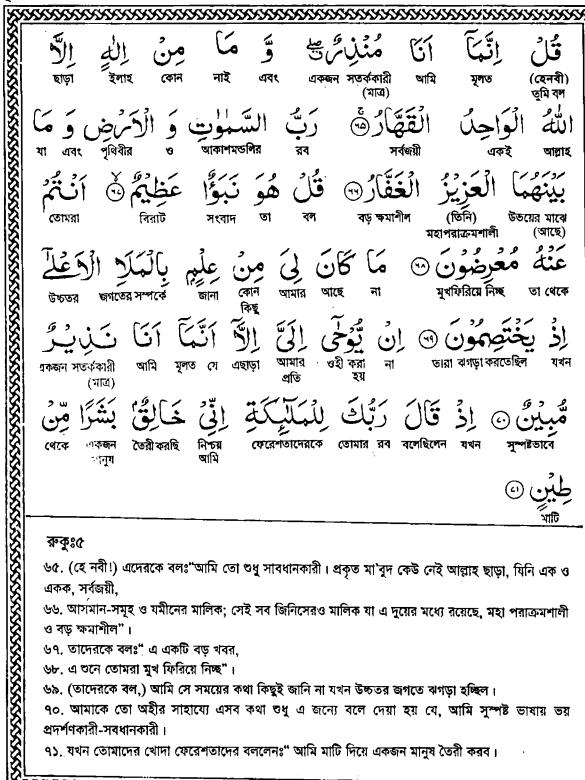
রুকুঃ৫

৬৫. (হে নবী!) এদেরকে বলঃ"আমি তো শুধু সাবধানকারী। প্রকৃত মা'বুদ কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি এক ও একক, সর্বজয়ী,

৬৬. আসমান-সমূহ ও যমীনের মালিক; সেই সব জিনিসেরও মালিক যা এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে, মহা পরাক্রমশালী ও বড় ক্ষমাশীল"।

৬৭. তাদেরকে বলঃ" এ একটি বড় খবর,

৬৮. এ শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ"।

৬৯. (তাদেরকে বল,) আমি সে সময়ের কথা কিছুই জানি না যখন উচ্চতর জগতে ঝগড়া হচ্ছিল।

৭০. আমাকে তো অহীর সাহায্যে এসব কথা শুধু এ জন্যে বলে দেয়া হয় যে, আমি সুস্পষ্ট ভাষায় ভয় প্রদর্শণকারী-সবধানকারী।

৭১. যখন তোমাদের খোদা ফেরেশতাদের বললেনঃ" আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ তৈরী করব।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ

অতঃপর যখন | তা আমি সুষম করব | ও | আমি ফুঁকে দিব | তার মধ্যে | থেকে | আমার রূহ | তোমরা তখন পড়বে | তার (সামনে)

سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ

সিজদাকারী হয়ে | অতঃপর সিজদা করল | ফেরেশতারা | তাদের সকলেই | একত্রে | ব্যতীত

اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ

ইবলীস | সে অহংকার করল | ও | হল | অন্তর্ভুক্ত | কাফেরদের | (আল্লাহ) বললেন | হে | ইবলিস

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ

কিসে | তোমাকে বাধা দিল | যে (না) | সিজদা করলে তুমি | (তাকে) যাকে | আমি সৃষ্টি করেছি | আমার দুহাত দ্বারা | তুমি কি অহংকার করলে

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ

অথবা | তুমি ছিলে | অন্তর্ভুক্ত | উচ্চমর্যাদাসম্পন্নদের | সে বলল | আমি | উত্তম | তার চেয়ে | আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন | হতে

نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ

আগুন | আর | তাকে সৃষ্টি করেছেন | হতে | মাটি | (আল্লাহ) বললেন | বের হও তাহলে | এখানথেকে | তাহলে তুমি নিশ্চয়

رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾

বিতাড়িত লাঞ্ছিত

---

৭২. পরে আমি যখন তাকে পুরামাত্রায় বানিয়ে দিব এবং তাতে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দিব তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে"।

৭৩. এই হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল।

৭৪. কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার দেখাল এবং সে কাফেরদের মধ্যে গণ্য হল।

৭৫. আল্লাহতা'আলা বলেনঃ "হে ইবলীস, কোন জিনিস সিজদা করতে তোমাকে বাধা দিল, যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে বানিয়েছি ? তুমি খুব বড় হয়ে গিয়েছ, কিংবা তুমি আসলেই উচ্চ মর্যাদার সত্ত্বাদের মধ্যে একজন ?"

৭৬. সে জবাব দিল ঃ" আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে মাটি দিয়ে"।

৭৭. বললেনঃ "আচ্ছা, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি পরিত্যাক্ত-লাঞ্ছিত।

আরবী	অর্থ
وَّ	এবং
اِنَّ	নিশ্চয়
عَلَيْكَ	তোমার উপর
لَعْنَتِيْٓ	আমার অভিশাপ
اِلٰى	পর্যন্ত
يَوْمِ	দিন
الدِّيْنِ ۝٧٨	বিচার
قَالَ	সে বলল
رَبِّ	হে আমার রব
فَاَنْظِرْنِيْٓ	আমাকে তাহলে অবকাশ দিন
اِلٰى	পর্যন্ত
يَوْمِ	দিন
يُبْعَثُوْنَ ۝٧٩	পুনরুত্থানের
قَالَ	(আল্লাহ) বললেন
فَاِنَّكَ	নিশ্চয় তাহলে তুমি
مِنَ	অন্তর্ভুক্ত
الْمُنْظَرِيْنَ ۝٨٠	অবকাশ প্রাপ্তদের
اِلٰى	পর্যন্ত
يَوْمِ	দিন
الْوَقْتِ	(এমন) সময়ের
الْمَعْلُوْمِ ۝٨١	(যা) আমার জানা
قَالَ	সে বলল
فَبِعِزَّتِكَ	আপনার ইযযতের শপথ তাহলে
لَاُغْوِيَنَّهُمْ	তাদের অবশ্যই বিভ্রান্ত করব আমি
اَجْمَعِيْنَ ۝٨٢	সকলকেই
اِلَّا	ব্যতীত
عِبَادَكَ	আপনার বান্দাদের
مِنْهُمُ	তাদের মধ্য হতে
الْمُخْلَصِيْنَ ۝٨٣	যারা খাটি একনিষ্ঠ
قَالَ	(আল্লাহ) বললেন
فَالْحَقُّ	(এটাই) সত্য তবে
وَ	আর
الْحَقَّ	সত্যই
اَقُوْلُ ۝٨٤	বলি আমি
لَاَمْلَئَنَّ	আমি অবশ্যই পূর্ণ করব
جَهَنَّمَ	জাহান্নামকে
مِنْكَ	তোমার দ্বারা
وَ	ও
مِمَّنْ	তার দ্বারা যে
تَبِعَكَ	তোমার অনুসরণ করবে
مِنْهُمْ	তাদের মধ্য হতে
اَجْمَعِيْنَ ۝٨٥	সকলের (দ্বারা)
قُلْ	(হে নবী) বল
مَآ	না
اَسْئَلُكُمْ	তোমাদের কাছে চাই আমি
عَلَيْهِ	এর উপর
مِنْ	কোন
اَجْرٍ	পারিশ্রমিক
وَّ	আর
مَآ	না
اَنَا	আমি
مِنَ	অন্তর্ভুক্ত
الْمُتَكَلِّفِيْنَ ۝٨٦	কৃত্রিমতাকারীদের

৭৮. আর তোমার উপর বিচার দিন পর্যন্ত আমার অভিশাপ"।

৭৯. সে বললঃ " হে আমার রব ! এই কথাই যদি হয়ে থাকে; তাহলে আমাকে সেই সময় পর্যন্ত অবকাশ দাও, যখন এই লোকেরা পুনরুত্থিত হবে"।

৮০-৮১. বললেনঃ "ঠিক আছে, সেই দিন পর্যন্ত তোমার অবকাশ আছে, যার সময়টা আমারই জানা আছে"।

৮২. সে বললঃ " তোমার ইয্‌যতের শপথ! আমি এ সব লোককেই বিভ্রান্ত করব,

৮৩. তোমার সেই সব বান্দা ছাড়া যাদেরকে তুমি খাঁটি করে নিয়েছ"।

৮৪-৮৫. আল্লাহ বললেন "হ্যাঁ এটাই সত্য- আর আমি সত্যই বলে থাকি যে, আমি জাহান্নামকে তোমাকে দিয়ে, আর সেই সব লোক দিয়ে ভরে দেব এই মানুষদের মধ্যে হতে যারাই তোমার অনুসরণ করবে"।

৮৬. (হে নবী) তাদেরকে বল যে, এই দ্বীন প্রচারের জন্যে আমি তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি কৃত্রিম লোকদের ...েরও কেউ নই।

اِنْ	هُوَ	اِلَّا	ذِكْرٌ	لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾	وَ	لَتَعْلَمُنَّ	نَبَاَهٗ	بَعْدَ
নয়	তা	এব্যতীত	উপদেশ	বিশ্ববাসীদেরজন্যে	এবং	তোমরা অবশ্যই জানবে	তার খবর	পরেই

حِيْنٍ ﴿٨٨﴾ ع
কিছুকাল

৮৭. এতো একটি উপদেশ সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্যে।

৮৮. আর অল্পকাল অতিবাহিত হতেই উহার অবস্থা তোমরা জানতে পারবে।
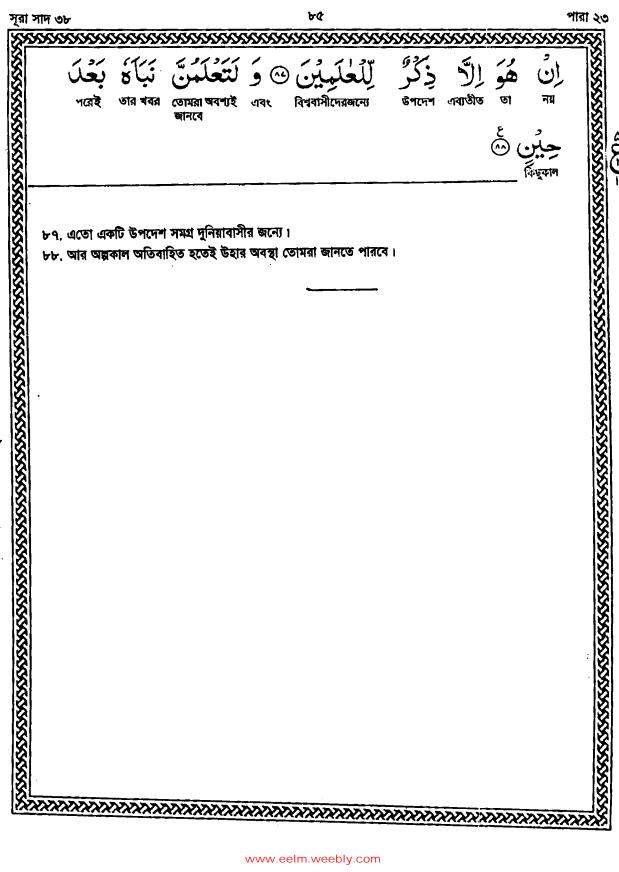
সূরা আয-যুমার

নামকরণঃ এ সূরার নাম ৭১ নং ও ৭৩ নং আয়াত হতে গৃহীত । অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে زمرا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ সূরার ১০ম আয়াত وارض الله واسعة হতে ইংগিত জানা যায় যে, এ সূরাটি আবিসীনিয়ায় হিজরতের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। কোন কোন বর্ণনা হতে স্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায় যে, হযরত জাফর ইব্‌নে আবুতালেব (রাঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীরা যখন আবিসীনিয়ায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তখন তাঁদের অনুকূলে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।(روح المعانى খন্ডহতে পৃঃ২২৬)

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ এই গোটা সূরাই এক অতীব উত্তম ও প্রভাবশালী ভাষণ। আবিসীনিয়ায় হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কাশরীফের অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত এবং শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে এ ভাষণটি নাযিল হয়েছিল। আসলে এ একটি ওয়াজ ও নসীহত, কুরাইশ-কাফেরদের লক্ষ্য করেই এর বেশীর ভাগ কথা বলা হয়েছিল। কোন কোন স্থানে ঈমানদার লোকদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। এ ভাষনে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনী দাওআতের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পেশ করা হয়েছে। আর তা হল এইঃ মানুষ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে আল্লাহর বন্দেগী কবুল করবে এবং অপর কারো বন্দেগী ও আনুগত্য করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদিগকে কলুষিত করবে না। এ মূল কথাকেই বার বার নানা ভঙ্গিতে পেশ করে অত্যন্ত জোরদার ভাবে তওহীদের সত্যতা ও তা মেনে চলার উত্তম পরিণাম ও ফলাফল এবং শির্‌ক-এর ভুল-ভ্রান্তি ও তার উপর দৃঢ় হয়ে থাকার খারাব পরিণামকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। সে সংগে লোকদেরকে নিজেদের ভুল নীতি ও আচরণ হতে বিরত থাকতে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। এ প্রসংগে ঈমানদার লোকদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যে কোন স্থান যদি সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে , তা হলে আল্লাহর যমীন খুবই প্রশস্ত। নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করার জন্যে অন্য কোন দিকে বের হয়ে চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের সবরের প্রতিফল দান করবেন। অপর দিকে রসূলে করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, কাফেররা যে অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে এ পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতে পারবে বলে মনে করছে তা হতে তাদেরকে একেবারেই নিরাশ করে দাও। আর তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে, তোমরা আমার পথ রুখবার জন্যে যা কিছু করতে চাও তা করতে পার, আমি তো আমার এ কাজ জারী রাখবই।

رُكُوْعَاتُهَا ٨ سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ (٣٩) اٰيَاتُهَا ٧٥

আট তার রুকূ মক্কী আয-যুমার সূরা (৩৯) পচাত্তর তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর , নামে(শুরু করছি)

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ① اِنَّآ اَنْزَلْنَآ

অবতীর্ণকরা (এই) কিতাব পক্ষহতে আল্লাহর (যিনি) পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় নিশ্চয় আমরা আমরা নাযিল করেছি

اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ

তোমার প্রতি (এই) কিতাবকে সত্যসহকারে সুতরাং ইবাদত কর ' আল্লাহর . একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্যে

الدِّيْنَ ② اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

দ্বীনকে (নির্দিষ্টকরে) সাবধান আল্লাহরই জন্যে দ্বীন (আনুগত্য) অবিমিশ্র এবং যারা গ্রহণ করেছে

مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ

ছাড়া তাঁকে অভিভাবকরূপে (অন্যদেরকে) (এবং বলে) না আমরা ইবাদত করি তাদের এব্যতীত আমাদের নিকটে করে দেয় যেন দিকে আল্লাহর

زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ ③

(তার) সান্নিধ্যের নিশ্চয় আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন তাদের মাঝে মধ্যে (ঐবিষয়ে) যা তারা যাতে মতবিরোধ করছে •

রুকূঃ১

১. এই কিতাব মহা পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে।

২. (হে নবী!) এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে খাঁটী করে দিয়ে।

৩. সাবধান! খাঁটী দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহরই হক। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে,(আর নিজেদের এই কাজের ব্যাখ্যা দেয় এই বলে যে,) আমরা তো তাদের এবাদত করি কেবল এ জন্যে যে তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেবে। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের মাঝে সেই সব কথারই চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে।
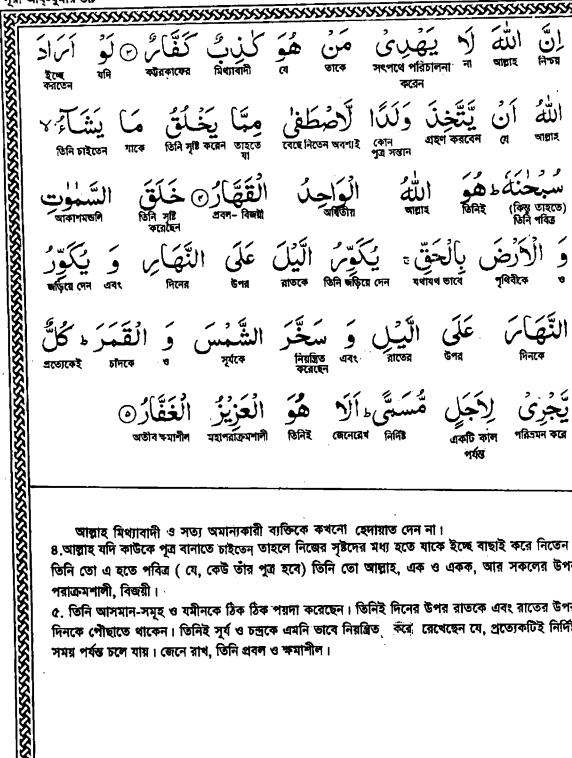
আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিকে কখনো হেদায়াত দেন না।

৪.আল্লাহ যদি কাউকে পুত্র বানাতে চাইতেন তাহলে নিজের সৃষ্টদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে বাছাই করে নিতেন। তিনি তো এ হতে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে) তিনি তো আল্লাহ, এক ও একক, আর সকলের উপর পরাক্রমশালী, বিজয়ী।

৫. তিনি আসমান-সমূহ ও যমীনকে ঠিক ঠিক পয়দা করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে এবং রাতের উপর দিনকে পৌঁছাতে থাকেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে এমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন যে, প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যায়। জেনে রাখ, তিনি প্রবল ও ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ

তোমাদেরতিনি সৃষ্টি করেছেন | থেকে | প্রাণ | একই | এরপর | বানিয়েছেন | তা হতে | তার জোড়া | ও

اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ

দিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | মধ্যহতে | গৃহপালিত পশুদের | আট | জোড়া | তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন | মধ্যে | পেটসমূহের

اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط

তোমাদের মা'দের | সৃষ্টির | পরে | সৃষ্টি | মধ্যে | অন্ধকারসমূহের | তিনটি (আবরণের)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى

সেই তোমাদের | আল্লাহ | তোমাদের রব | তাঁরই | সার্বভৌমত্ব প্রভুত্ব | নাই | কোন ইলাহ | ব্যতীত | তিনি | কোথায় সুতরাং

تُصْرَفُوْنَ ۞ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قف

তোমাদের ফিরান হচ্ছে | যদি | তোমরা অস্বীকার কর | নিশ্চয় তবুও | আল্লাহ | মুখাপেক্ষীহীন | তোমাদের থেকে

وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ج وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ط

কিন্তু | না | পছন্দ করেন তিনি | তাঁর বান্দাদের জন্যে | কুফরীকে | এবং | যদি | তোমরা কৃতজ্ঞ হও | তা তিনি পছন্দ করেন | তোমাদের জন্যে

---

৬. তিনি তোমাদেরকে একই 'প্রাণ' হতে সৃষ্টি করেছেন। পরে তিনিই সেই 'প্রাণ' হতে তার জুড়ি বানিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত পশুর মধ্যে হতে আটটি স্ত্রী-পুরুষ বানিয়েছেন[১]। তিনিই তোমাদের মা'দের গর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক রূপ দিয়ে যাচ্ছেন[২]। এই আল্লাহ, (এটা তাঁরই কাজ) তোমাদের রব। প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। তাহলে তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

৭. তোমরা যদি কুফরী কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে কুফরীকে পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি শোকর কর, তবে তাকে তিনি তোমাদের জন্যে পছন্দ করেন।

---

১. গৃহপালিত পশু বলতে উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বুঝানো হয়েছে। এর চারটি পুং-শাবক ও চারটি স্ত্রী-শাবক। মোট সংখ্যায় আট।

২. তিনটি পর্দা অর্থ পেট, গর্ভাশয় ও সেই ঝিল্লি যার দ্বারা শিশু আবৃত থাকে।

وَ	لَا	تَزِرُ	وَازِرَةٌ	وِّزْرَ	اُخْرٰى ؕ	ثُمَّ	اِلٰى	رَبِّكُمْ
এবং	না	বহন করবে	কোন বোঝাবহনকারী	বোঝা	অন্যের	এরপর	দিকে	তোমাদের রবের

مَّرْجِعُكُمْ	فَيُنَبِّئُكُمْ	بِمَا	كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ	اِنَّهٗ	عَلِيْمٌ
তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে	অতঃপর তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন	ঐ বিষয়ে যা	তোমরা কাজ করতে ছিলে	তিনি নিশ্চয়	সম্যক অবগত

بِذَاتِ	الصُّدُوْرِ ⑦	وَ	اِذَا	مَسَّ	الْاِنْسَانَ	ضُرٌّ
অবস্থা সম্পর্কে	অন্তরসমূহের	এবং	যখন	স্পর্শ করে	মানুষকে	কোন বিপদ

دَعَا	رَبَّهٗ	مُنِيْبًا	اِلَيْهِ	ثُمَّ	اِذَا	خَوَّلَهٗ	نِعْمَةً	مِّنْهُ
সে ডাকে	তার রবকে	অভিমুখী হয়ে	তাঁরদিকে	এরপর	যখন	তাকে দান করেন	অনুগ্রহ	তারপক্ষহতে

نَسِيَ	مَا	كَانَ يَدْعُوْٓا	اِلَيْهِ	مِنْ قَبْلُ	وَ	جَعَلَ	لِلّٰهِ
সে ভুলে যায়	যার (জন্য)	সে ডাকতেছিল	তারদিকে (একনিষ্ঠভাবে)	পূর্বে	এবং	বানায়	আল্লাহর জন্যে

اَنْدَادًا	لِّيُضِلَّ	عَنْ	سَبِيْلِهٖ ؕ	قُلْ	تَمَتَّعْ	بِكُفْرِكَ
সমকক্ষ	বিভ্রান্ত করে যেন	হতে	তাঁর পথ	(হেনবী) বল	উপভোগ কর	তোমার কুফরীর অবস্থায় (স্বাদ)

قَلِيْلًا ۖۗ	اِنَّكَ	مِنْ	اَصْحٰبِ	النَّارِ ⑧
স্বল্প (কাল)	তুমি নিশ্চয়	অন্তর্ভুক্ত	অধিবাসীদের	দোযখের

কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলবেন তোমরা কি করছিলে। তিনি তো অন্তরের অবস্থা পর্যন্ত জানেন!

৮. মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন সে নিজের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকে। পরে তার রব যখন তাকে স্বীয় নে'আমত দানে ধন্য করেন, তখন সে সেই বিপদ ভুলে যায় যে জন্যে সে পূর্বে রবকে ডাকতেছিল, এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে নেয়, যেন তাঁর পথ হতে গোমরাহ করে দেয়। (হে নবী!) তাকে বল যে, অল্প কিছু দিন স্বীয় কুফরীর স্বাদ আস্বাদন করতে থাক। নিশ্চয় তুমি দোজখগামী হবে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ

যে(এমন নীতির সে ভাল না) কি — যে — আদেশানুগামী — প্রহরগুলোতে — রাতের — সিজদাকারী রূপে — অথবা — দণ্ডায়মানহয়ে — ভয় করে

الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

আখেরাতকে — ও — প্রত্যাশা করে — রহমতের — তার রবের — বল — কি — সমান হয় — যারা

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

জানে — ও — যারা — না — জানে — প্রকৃত পক্ষে — শিক্ষা গ্রহণ করে — সম্প্রদায়রাই

الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ

বোধ-বুদ্ধি — বল — হে আমরা বান্দারা — যারা — ঈমান এনেছ — তোমরা ভয় কর — তোমাদের রবকে

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ

(তাদের) জন্যে যারা — উত্তম কাজ করেছে — মধ্যে — এই — দুনিয়ায় — কল্যাণ (রয়েছে) — এবং — যমীন

اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

আল্লাহর — প্রশস্ত — মূলতঃ — পূর্ণ দেওয়া হবে — সবরকারীদেরকে — প্রতিফল — তাদের — ব্যতীতই — কোন হিসাব

---

৯. (এই ব্যক্তির নীতি ও আচরণ কি ভাল, না সেই ব্যক্তির) যে আদেশানুগামী, রাত্রির সময় গুলিতে দাঁড়িয়ে থাকে ও সিজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় রবের রহমতের আশা পোষণ করে? এদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যে জানে ও যে জানেনা এরা উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে।

রুকুঃ২

১০. (হে নবী!) বলঃ হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ! – তোমাদের রবকে ভয় কর। যেসব লোক এই দুনিয়ায় সৎ আচরণ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহর যমীন বিশাল প্রশস্ত[৩]। ধৈর্য -ধারণকারীদেরকে তো তাদের প্রতিফল বে-হিসেব দেয়া হবে।

---

৩. অর্থাৎ যদি এই শহর বা অঞ্চল বা দেশ আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্যকারীদের পক্ষেও বিপদ-সংকুল হয়ে দাঁড়ায় তবে অন্যত্র চলে যাও, যেখানে এ বিপদ ও কাঠিন্য নেই।

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ

(হেনবী) বল | নিশ্চয় আমি | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যে | আমি (যেন) ইবাদত করি | আল্লাহর | একনিষ্ঠ ভাবে | তারই জন্যে

الدِّيْنَ ⑪ وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑫

আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে) | এবং | আদিষ্ট হয়েছি আমি | এজন্যেও যে | আমি হই (যেন) | প্রথম | মুসলমানদের

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ

বল | আমিনিশ্চয় | ভয় করি | যদি | আমি অবাধ্য হই | আমার রবের | আযাবের | দিনের

عَظِيْمٍ ⑬ قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ ⑭

কঠিন | বল | আল্লাহকে | ইবাদত করি আমি | এক নিষ্ঠভাবে | তাঁরই জন্যে | আমার আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে)

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ط قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ

তোমরা ইবাদত করতে পার | যাকে | তোমরা চাও | ছাড়া | তাঁকে | বল | নিশ্চয় | ক্ষতিগ্রস্থ হবে (তারাই)

الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

যারা | ক্ষতিগ্রস্ত করেছে | তাদের নিজেদেরকে | ও | তাদের পরিবারকে | দিনে | কিয়ামতের

أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑮

জেনে রাখ | এটাই | সেই | ক্ষতি | সুস্পষ্ট

---

১১. (হে নবী!) তাদেরকে বলঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটী ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে আমি তাঁরই বন্দেগী করব।

১২. আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমি নিজে মুসলিম হব।

১৩. বল ঃ আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি, তাহলে আমার বড় এক আযাবের দিনের ভয় রয়েছে।

১৪. বলে দাও, আমি তো নিজের দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটী করে তাঁরই বন্দেগী করব।

১৫. তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও– করতে থাক। বলঃ আসল দেউলিয়া তো সেই লোকেরাই, যারা কেয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে ও নিজের বংশ পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শুনে রাখ, এটাই প্রকাশ্য দেউলিয়াপনা।

لَهُم	مِّن	فَوْقِهِمْ	ظُلَلٌ	مِّنَ النَّارِ	وَ	مِنْ	تَحْتِهِمْ	ظُلَلٌ ؕ
তাদের জন্যে (রয়েছে)	হতে	তাদের উপর (দিক)	আচ্ছাদন	আগুনের	ও	হতে	তাদের নীচ	(আগুনের) আচ্ছাদন

ذٰلِكَ	يُخَوِّفُ	اللّٰهُ	بِهٖ	عِبَادَهٗ ؕ	يٰعِبَادِ	فَاتَّقُوْنِ ⑯
এটা	সাবধান করেন (ভয় দেখান)	আল্লাহ	এ দিয়ে	তারবান্দাদেরকে	হে আমার বান্দারা	আমাকে তোমরা ভয় কর তাই

وَ	الَّذِيْنَ	اجْتَنَبُوا	الطَّاغُوْتَ	اَنْ يَّعْبُدُوْهَا	وَ	اَنَابُوْٓا	اِلَى
এবং	যারা	দূরে থাকে	তাগুত (থেকে)	বন্দেগী করতে তার	এবং	অভিমুখী হয়	দিকে

اللّٰهِ	لَهُمُ	الْبُشْرٰى ج	فَبَشِّرْ	عِبَادِ ⑰	الَّذِيْنَ
আল্লাহর	তাদের জন্যে (রয়েছে)	সুসংবাদ	সুতরাং সুসংবাদ দাও	আমার বান্দাদেরকে	যারা

يَسْتَمِعُوْنَ	الْقَوْلَ	فَيَتَّبِعُوْنَ	اَحْسَنَهٗ ؕ	اُولٰٓئِكَ
মনযোগ দিয়ে শুনে	কথা	অনুসরণ করে অতঃপর	তার উত্তম (সবদিকগুলোর)	ঐ সবলোক

الَّذِيْنَ	هَدٰىهُمُ	اللّٰهُ	وَ	اُولٰٓئِكَ	هُمْ	اُولُوا	الْاَلْبَابِ ⑱
(তারাই) যাদেরকে	তাদের হেদায়েত দিয়েছেন	আল্লাহ	এবং	ঐ সবলোক	তারাই	সম্পন্ন	বিবেক বুদ্ধি

اَفَمَنْ	حَقَّ	عَلَيْهِ	كَلِمَةُ	الْعَذَابِ ؕ	اَفَاَنْتَ	تُنْقِذُ
তবে কি যে	অধবারিত হয়েছে	তার উপর	বাণী	আযাবের (পরিত্রান পেতে পারে?)	তুমি তবে কি	উদ্ধার করতে পারবে

مَنْ	فِى	النَّارِ ⑲
যে	মধ্যে (পড়েছে)	আগুনের

১৬. তাদের উপর আগুনের ছাতা উপর হতেও চেপে থাকবে, আর নীচ হতেও। আল্লাহ এই পরিণাম হতেই তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান –সাবধান করেন। অতএব হে আমার বান্দারা, আমার ক্রোধ হতে বাঁচ।

১৭. পক্ষান্তরে যারা তাগুতের বন্দেগী হতে দূরে রয়েছে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তণ করেছে তাদের জন্যে সুসংবাদ। কাজেই (হে নবী!) সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদেরকে,

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার উত্তম দিকগুলি সাধ্যমত আমল করে। এরা সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন। আর এরাই বুদ্ধিমান।

১৯. (হে নবী!) সেই ব্যক্তিকে কে বাঁচাতে পারে যার উপর আযাব হবার ফয়সালা হয়ে গেছে? তুমি কি তাকে বাঁচাতে পার যে আগুনে পড়ে গেছে?
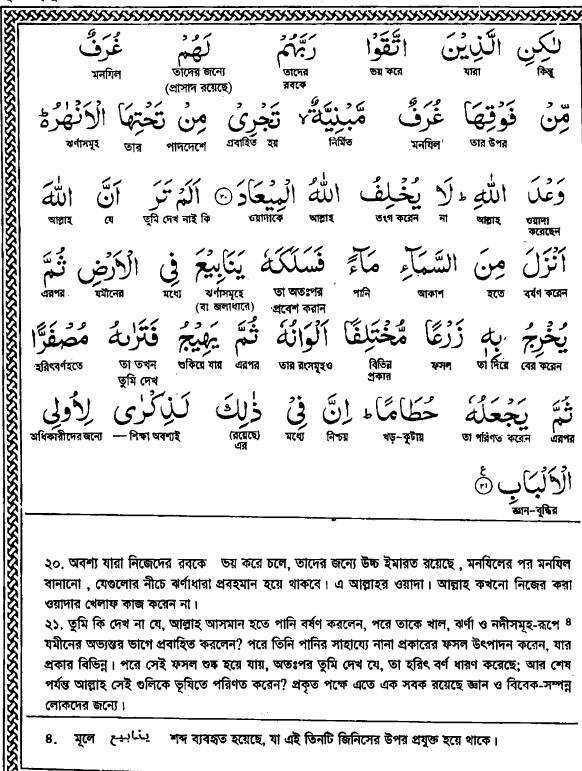
২০. অবশ্য যারা নিজেদের রবকে ভয় করে চলে, তাদের জন্যে উচ্চ ইমারত রয়েছে , মনযিলের পর মনযিল বানানো , যেগুলোর নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে। এ আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কখনো নিজের করা ওয়াদার খেলাফ কাজ করেন না।

২১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন, পরে তাকে খাল, ঝর্ণা ও নদীসমূহ-রূপে [৪] যমীনের অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত করলেন? পরে তিনি পানির সাহায্যে নানা প্রকারের ফসল উৎপাদন করেন, যার প্রকার বিভিন্ন। পরে সেই ফসল শুষ্ক হয়ে যায়, অতঃপর তুমি দেখ যে, তা হরিৎ বর্ণ ধারণ করেছে; আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সেই গুলিকে ভূষিতে পরিণত করেন? প্রকৃত পক্ষে এতে এক সবক রয়েছে জ্ঞান ও বিবেক-সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

৪. মূলে ينابيع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা এই তিনটি জিনিসের উপর প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

যার তবে কি | উন্মুক্ত করে দিয়েছেন | আল্লাহ | তার বক্ষকে | ইসলামের জন্যে

فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم

অতঃপর সে | সে (চলে) উপর | আলোর | পক্ষহতে | তার রবের (সে অন্যদের মত কি?) | ধ্বংস সুতরাং | (সেইলোকদের) জন্যে শক্ত | যাদের অন্তরসমূহ

مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ

হতে | নসীহত | আল্লাহর | ঐসবলোক | মধ্যে (রয়েছে) | গোমরাহীর | সুস্পষ্ট | আল্লাহ

نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ

নাযিল করেছেন | উত্তম | বাণী (সম্বলিত) | কিতাব | সুসামঞ্জস্য পূর্ণ | পুনরাবৃত্ত | লোম হর্ষণ হয়

مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ

তা থেকে | চামড়া সমূহে (অর্থাৎ গাত্রে) | (তাদের) যারা | ভয় করে | তাদের রবকে | এরপর | নরম হয় | তাদের-চামড়াগুলো (সারাদেহ)

وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ

ও | তাদের মনগুলো | প্রতি | স্মরণের | আল্লাহর | এটা | হেদায়াত | আল্লাহর | সৎপথে চালান তিনি | এ দিয়ে

مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

যাকে | তিনি চান | এবং | যাকে | বিভ্রান্ত করেন | আল্লাহ | তখন নাই | তার | কোন | পথ প্রদর্শক

রুকুঃ৩

২২. এখন কি সেই ব্যক্তি যার বক্ষদেশ-অন্তর্লোক-আল্লাহতা'আলা ইসলামের জন্যে খুলে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে তার রবের নিকট হতে পাওয়া একটি আলো অনুসারে চলছে, (সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে লোক এ সব কথা হতে কিছু মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস সেই লোকদের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহর নসীহতে আরো অধিক শক্ত হয়ে গেল। তারা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

২৩. আল্লাহ অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন – এ এমন এক কিতাব যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তা শুনে তাদের গাত্রে লোমহর্ষণ দেখা দেয়, যারা নিজেদের রবকে ভয় করে। পরে তাদের দেহ ও তাদের দিল নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণে উৎসাহী ও উৎসুক হয়ে ওঠে। ইহা আল্লাহর হেদায়াত, ইহা দ্বারা তিনি হেদায়াতের পথে নিয়ে আসেন যাকে তিনি চান। আর আল্লাহই যাকে হেদায়াত না করেন তার জন্যে হেদায়াতকারী কেউ নেই।

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

তবে কি যে — ঠেকাতে চাইবে — তারচেহারা দিয়ে — কঠিন — আযাবকে — দিনে — কিয়ামতের (বাঁচতে পারবে?)

وَقِيلَ لِلظّٰلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ

এবং বলা হবে — যালিমদেরকে — তোমরা স্বাদ নাও — যা — তোমরা — অর্জন করিতেছিলে — মিথ্যারোপ করেছিল

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا

যারা (ছিল) — পূর্বেও — তাদের — তাদের উপর অতঃপর এসেছিল — আযাব — (এমনদিক) হতে — যেদিকে — না

يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

তারা খেয়ালও করে — তাদেরকে ফলে আস্বাদন করালেন — আল্লাহ — লাঞ্ছনা — মধ্যে — জীবনের — পার্থিব

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ

আর — অবশ্যই — আযাব — আখেরাতের — কঠিনতর — (হায়) যদি — তারা জানত — এবং — নিশ্চয়

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

আমরা পেশ করেছি — লোকদের জন্যে — মধ্যে — এই — কুরআনের — প্রত্যেক রকম — দৃষ্টান্ত

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ

তারা যাতে — উপদেশ গ্রহণ করে — (এই) কুরআন — আরবী (ভাষায়) — (তা) নয় — বক্রতা বিশিষ্ট

২৪.এখন সেই ব্যক্তির দুরাবস্থা সম্পর্কে তুমি কি ধারণা করতে পার, যে লোক কেয়ামতের দিন আযাবের কঠিন আঘাত নিজের মুখের উপর গ্রহণ করবে? এরূপ যালেমদেরকে তো বলে দেয়া হবে যে, এখন সেই উপার্জনের স্বাদ আস্বাদন কর যা তোমরা জীবনভর করছিলে।

২৫. এদের আগেও বহু লোক এভাবেই অমান্য করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর এমন দিক হতে আযাব এসেছে-যেদিকে তাদের খেয়াল পর্যন্ত যেতে পারত না।

২৬. পরে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। আর পরকালের আযাব তো এ থেকেও কঠিনতর। হায়, এই লোকেরা যদি জানতে পারত?

২৭. আমরা এ কুরআনে লোকদের সম্মুখে নানারকম ও নানাপ্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যেন এদের হুঁশ হয়।

২৮. এ এমন কুরআন যা আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই,

لَعَلَّهُمْ	يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾	ضَرَبَ	اللّٰهُ	مَثَلًا	رَّجُلًا
তারা যাতে	(খারাব পরিণতি হতে) বেঁচে চলে	পেশ করেন	আল্লাহ	একটি দৃষ্টান্ত	এক(গোলাম) ব্যক্তির

فِيْهِ	شُرَكَآءُ	مُتَشٰكِسُوْنَ	وَ	رَجُلًا	سَلَمًا	لِّرَجُلٍ ط
তারআছে	অনেক শরীক (মনিব)	পরস্পরেবাকাস্বভাবের	এবং	এক (গোলাম) ব্যক্তি	সম্পূর্ণরূপে	একজন (জনের) (মালিকানায়)

هَلْ	يَسْتَوِيٰنِ	مَثَلًا ط	اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ ج	بَلْ	اَكْثَرُ	هُمْ
কি	দুজনের (অবস্থা) সমান	দৃষ্টান্তে	সব প্রশংসাই	আল্লাহর জন্যে	কিন্তু	অধিকাংশই	তাদের

لَا	يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾	اِنَّكَ	مَيِّتٌ	وَّ	اِنَّهُمْ	مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾	ثُمَّ
না	জানে	তুমি নিশ্চয়	মৃত্যু বরণ করবে	এবং	তারা নিশ্চয়	মৃত্যু বরণ করবে	এরপর

اِنَّكُمْ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ	عِنْدَ	رَبِّكُمْ	تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾
তোমরা নিশ্চয়	দিনে	কিয়ামতের	কাছে	তোমাদের রবের	তোমরা মামলা পেশ করবে

যেন এরা খারাব পরিণাম হতে বাঁচতে পারে।

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দেন । এক ব্যক্তি তো সে যার মালিকানায় বহু সংখ্যক বাঁকা স্বভাবের মনিব শরীক হয়ে আছে, যারা তাকে নিজেদের দিকে টানে। আর অপর ব্যক্তি পুরাপুরি ভাবে একই মনিবের গোলাম -এই দুজনের অবস্থা কি একই রকম হতে পারে? প্রশংসা সবই আল্লাহর জন্যে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে রয়েছে[৫]।

৩০. (হে নবী!) তোমাকেও মরতে হবে, আর সেই লোকরাও মরবে।

৩১. শেষ পর্যন্ত কেয়ামতের দিন তোমরা সকলেই নিজেদের রবের সামনে নিজের নিজের মামলা পেশ করবে।

---

৫. অর্থাৎ এক মনিবের দাসত্ব ও বহু মনিবের দাসত্বের মধ্যেকার পার্থক্য তো ভাল করেই বুঝতে পার; কিন্তু যখন এক আল্লাহর দাসত্ব ও বহু রবের দাসত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করা হয় তখন তোমরা অজ্ঞবনে যাও।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ

অতঃপর কে | অধিক যালিম (হতে পারে) | (তার) চেয়ে যে | মিথ্যা বলে | সম্পর্কে | আল্লাহ | ও | প্রত্যাখ্যান করে | পরমসত্যকে

اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝٣٢ وَ الَّذِىْ

যখন | এসেছে | তার কাছে | নয় কি | মধ্যে | জাহান্নামের | আবাসস্থল | (এমন সব) কাফেরদের জন্যে | এবং | যে

جَآءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝٣٣

এসেছে | পরম সত্যসহকারে | এবং | (যারা) সত্য বলে মেনে নিয়েছে | তাকে | ঐসবলোক | তারাই | মুত্তাকী

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝٣٤

তাদের জন্যে | (থাকবে) যা | তারা ইচ্ছে করবে | কাছে | তাদের রবের | এটা | প্রতিফল | উত্তম আমলকারীদের

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ

মোচন করেন যেন | আল্লাহ | তাদের থেকে | নিকৃষ্টতম | যা | তারা কাজ করেছিল | এবং | তাদের প্রতিফল দেন (যেন) | পুরস্কার | তাদের

بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٣٥ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ

উত্তমভাবে | (ঐবিষয়ের) যা | তারা কাজ করতে ছিল | কি | নহেন | আল্লাহ | যথেষ্ট | তাঁর বান্দার (জন্যে)

রুকুঃ৪

৩২. তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলল এবং পরম সত্য যখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে আসল তখন সে উহাকে অবিশ্বাস করেছে? এমন কাফেরদের জন্যে জাহান্নামে কোন ঠিকানাই নেই কি?

৩৩. আর যে ব্যক্তি পরম সত্য নিয়ে আসল, আর যারা একে সত্য বলে মেনে নিল তারাই আযাব হতে রক্ষা পাবে।

৩৪. তারা তাদের রবের নিকট সেই সবকিছুই পাবে যার ইচ্ছা তাদের মনে জাগবে। নেক আমলকারীদের জন্যে ইহাই প্রতিফল;

৩৫. যেন তারা যে নিকৃষ্টতম আমল করেছিল, তা তাদের হিসাব হতে আল্লাহতা'আলা খারিজ করে দেন এবং যে উত্তম আমল তারা করেছিল, সেই অনুপাতে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করতে পারেন।

৩৬.(হে নবী!) আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন?

وَ يُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ

এবং তোমাকে তারা ভয় দেখায় | অন্যদের সম্পর্কে | যিনি ছাড়া | অথচ | যাকে | পথভ্রষ্ট করেন | আল্লাহ | অতঃপর নাই | তার জন্যে

مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾ وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَ لَيْسَ

কোন | পথ প্রদর্শক | এবং | যাকে | পথ দেখান | আল্লাহ | তখন নাই | তার জন্যে | কোন | বিভ্রান্তকারী | নহেন কি

اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ

আল্লাহ | মহাপরাক্রমশালী | প্রতিশোধ গ্রহণকারী | এবং | অবশ্যই যদি | তাদের তুমি প্রশ্ন কর | কে | সৃষ্টি করেছে

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ

আকাশমন্ডলী | ও | পৃথিবী | অবশ্যই তারা বলবে | আল্লাহ | বল | তবে কি তোমরা (ভেবে) দেখেছ | যাদের কে | তোমরা ডাক

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ

ছাড়া | আল্লাহ | যদি | চান | আমাকে | আল্লাহ | কোন অনিষ্ট (করতে) | কি | তারা | রক্ষাকারী (হতে পারবে)

ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ

তার অনিষ্ট (হতে) | অথবা | আমাকে তিনি চান | অনুগ্রহ (করতে) | কি | তারা | বন্ধকারী (হতে পারবে) | তার অনুগ্রহকে

قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾

বল | আমার জন্যে যথেষ্ট | আল্লাহ | তারই উপর | ভরষা করে থাকে | ভরষাকারীরা

এই লোকেরা তাঁকে ছাড়া অন্যদের সম্পর্কে তোমাকে ভয় দেখায়। অথচ আল্লাহ যাকেই গোমরাহীতে ফেলবেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

৩৭. আর যাকে তিনি হেদায়াত দিবেন তাকে বিভ্রান্ত করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি বিরাট শক্তিশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

৩৮.এই লোকদেরকে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, যমীন ও আকাশ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে! তাহলে তারা নিজেরাই বলবেঃ আল্লাহ। তাদেরকে বল, এই যখন প্রকৃত কথা, তখন তোমরা কি মনে কর, আল্লাহই যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমাদের এই দেবীরা– যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকছ– আমাকে তাঁর নির্দিষ্ট করা ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চান তবে এরা কি তাঁর রহমতকে বন্ধ করতে পারবে? তাদেরকে শুধু এতটুকু বল,আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারী লোকেরা তাঁর উপরই ভরসা করে থাকে।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

বল | হে আমার জাতি | তোমরা কাজ কর | উপর | তোমাদের অবস্থার | নিশ্চয় আমি | কাজ করে যাচ্ছি | শীঘ্রই অতঃপর | তোমরা জানবে

مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اِنَّآ

কার (উপর) | আসবে | শাস্তি | লাঞ্ছিত করবে | তাকে | ও | আপতিত হবে | তার উপর | শাস্তি | স্থায়ী ভাবে | নিশ্চয় আমরা

اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى

আমরা নাযিল করেছি | তোমার উপর | (এই) কিতাব | লোকদের জন্যে | সত্য সহকারে | অতঃপর যে | সৎপথ গ্রহণ করে

فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ مَآ اَنْتَ

তা তার নিজের জন্যে | এবং | যে | পথভ্রষ্ট হয় | মূলতঃ তখন | সে বিপথে চলে | তার নিজের বিরুদ্ধে | এবং | না | তুমি

عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ

তাদের উপর | যিম্মাদার | আল্লাহই | কবজ করেন | প্রাণ সমূহকে (রূহগুলোকে) | সময় | তার মৃত্যুর | এবং

الَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا

তারও (যে) | মরে নাই (কিন্তু) | মধ্যে (থাকে) | তার ঘুমের | অতঃপর রূহকে ধরে রাখেন | যার | নির্ধারিত হয়েছে | তার উপর

الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

মৃত্যু | এবং | পাঠিয়ে দেন | অন্যদের (রূহগুলোকে) | পর্যন্ত | একটি মেয়াদ | নির্দিষ্ট

৩৯-৪০. তাদেরকে স্পষ্ট বলে দাও ঃ হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা নিজেদের মত নিজেদের কাজ করে যাও ; আমি তো আমার কাজ করতেই থাকব। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে অপমানকর আযাব কার উপর আসছে, আর কে সেই শাস্তি পাচ্ছে যা কখনোই হটে যাবে না।

৪১. (হে নবী!) আমরা সব মানুষের জন্যে এই মহাসত্য কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন যে লোক সঠিক সোজা পথ গ্রহণ করবে সে তা নিজের জন্যেই করবে। আর যে বিভ্রান্ত হবে, তার বিভ্রান্ত হবার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি তাদের জন্যে যিম্মাদার নও।

রুকুঃ৫

৪২. তিনি তো আল্লাহই, যিনি মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কব্জ করেন। আর যারা এখনো মরে নি, নিদ্রায়-তাদের রূহ কবজ্ করে নেন। পরে যার উপরই তিনি মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর করেন, তাকে তিনি আটক করে রাখেন এবং অন্যদের রূহকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ

নিশ্চয় | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | লোকদের জন্যে | (যারা) চিন্তাভাবনা করে | কি | তারা গ্রহণ করেছে | ছাড়া

اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

আল্লাহ | (অন্যান্যদেরকে) সুপারিশকারী রূপে | বল | যদিও কি | তারা হল (এমন যে) | না | ক্ষমতা রাখে | কোন কিছুরই | এবং | না | তারা বুঝেও

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

বল | আল্লাহরই (এখতিয়ারভুক্ত) | সুপারিশ | সকল | তাঁরই | সার্বভৌমত্ব | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

এরপর | তাঁরই দিকে | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

৪৩. এই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্যদেরকে শাফায়াতকারী বানিয়ে নিয়েছে[৬]? তাদেরকে বল, এরা কি শাফায়াত করবে, এদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং কিছু না বুঝলেও?

৪৪. বলঃ সমস্ত শাফায়াত তো কেবল মাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত[৭]। আকাশমন্ডল এবং পৃথিবীর বাদশাহীর তিনিই তো মালিক । পরে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

---

৬. অর্থাৎ প্রথমতঃ এই সব লোক নিজেরাই নিজেদের মতো এ ধারণা করে নিয়েছে যে– কিছু সত্তা আছে যারা আল্লাহতা'আলার সমীপে বড়ই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান, যাদের সুপারিশ কোন ক্রমেই রদ হতে পারেনা। কিন্তু প্রকৃত কথা– তাদের সুপারিশকারী হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই, এবং আল্লাহতা'আলা কখনো এ এরশাদও করেননি যে, 'আমার কাছে তাদের এরূপ মর্যাদা আছে' এবং সেই সত্তারা[illegible]খনও এ দাবী করেনি যে, "আমরা নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতায় তোমাদের সকল কাজ সম্পন্ন করে দেব"। এ ছাড়া এই সব লোকের আরো বড় মূর্খতা হচ্ছে– তারা আসল মালিককে ত্যাগ করে তাদের ধারণার সুপারিশকারীদেরকে সর্বেসর্বা বলে মনে করে নিয়েছে; এবং তাদের সকল নিবেদন ও নৈবেদ্য তাদের জন্যে সমর্পিত হয়ে থাকে।

৭. অর্থাৎ নিজের সুপারিশ মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কারুর পক্ষে থাকাতো দূরের কথা, আল্লাহতা'আলার কাছে সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতা কারো নেই। এ বিষয় একমাত্র আল্লাহতা'আলারই অধিকারভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা দেবেন না; যার অনুকূলে চাইবেন কাউকে সুপারিশ করতে অনুমতি দিবেন বা যার অনুকূলে চাইবেন দেবেন না।

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحۡدَهُ اشۡمَاَزَّتۡ قُلُوۡبُ
এবং যখন উল্লেখ করা হয় আল্লাহর তাঁর একারই সংকুচিত হয় বিরূপভাবে অন্তরসমূহ

الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِیۡنَ
(তাদের) যারা না বিশ্বাস করে আখেরাতের উপর এবং যখন উল্লেখ করা হয় (অন্যদেরকে) যারা(আছে)

مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اِذَا هُمۡ یَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿۴۵﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
ছাড়া তিনি তখন তারা আনন্দিত হয় বল হে আল্লাহ স্রষ্টা আকাশসমূহের

وَ الۡاَرۡضِ عٰلِمَ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَۃِ اَنۡتَ تَحۡكُمُ بَیۡنَ
ও পৃথিবীর খুবঅবহিত অদৃশ্যের ও দৃশ্যের তুমিই ফয়সালা করে দিও মাঝে

عِبَادِكَ فِیۡ مَا كَانُوۡا فِیۡهِ یَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿۴۶﴾ وَ لَوۡ اَنَّ لِلَّذِیۡنَ
তোমার বান্দাদের (ঐবিষয়ের) মধ্যে যা তারা ছিল তার মধ্যে মতভেদ করত এবং (এমন) যে (তাদের) জন্যে যারা

ظَلَمُوۡا مَا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا وَّ مِثۡلَهٗ مَعَهٗ
যুলুম করেছে যা কিছু মধ্যে আছে পৃথিবীর সবই (তাদের মালিকানায়) এবং তারও সম পরিমাণ তার সাথে

---

৪৫. যখন একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন পরকালের প্রতি বেঈমান লোকদের অন্তর ছটফট করতে থাকে। আর যখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তারা আনন্দে হেসে ওঠে[৮]।

৪৬. বল, "হেআল্লাহ- আকাশ-মন্ডল ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সেই জিনিসের ফয়সালা করবে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতভেদ করছে।

৪৭.এই যালেমদের নিকট দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও যদি হয় এবং তত পরিমাণ আরো,

---

৮. সারা দুনিয়ার মোশরেকানা রুচি ও মানসিকতা-সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রায় এই একই ভাব দেখা যায়। এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও যে হতভাগ্যদের এই ব্যাধি স্পর্শ করেছে তারাও এ দোষ মুক্ত নয়। মুখে তারা বলে- 'আল্লাহকে মান্য করি'- কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে তাদের কাছে এক আল্লাহর কথা উল্লেখ করুন, তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু করবে। তারা বলবে- 'এ ব্যক্তি নিশ্চিত বোযর্গদের ও ওলিদের মান্য করেনা। আর এ জন্যেই তো এ কেবল 'আল্লাহ'ই আল্লাহ'করে চলেছে'। এবং যখন অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তরের কলি যেন প্রস্ফুটিত হয় ও খুশীতে তাদের চেহারা ঝকমকাতে শুরু করে।

لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ بَدَا لَهُمْ

তারা অবশ্যই মুক্তপণ দিতে চাইতো | তা দিয়ে | হতে | কঠিন | আযাব (বাঁচতে) | দিনে | কিয়ামতের | এবং | তাদের জন্যে প্রকাশিত হবে

مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا

আল্লাহর পক্ষহতে | যা | নাই | তারা ধারণাও করে | এবং | প্রকাশ হয়ে যাবে | তাদের জন্যে | মন্দ (ফল) সমূহ | যা

كَسَبُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ

তারা অর্জন করত | এবং | তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে | যা | তারা ছিল | সে সম্পর্কে | ঠাট্টা বিদ্রূপ করত | অতঃপর যখন | স্পর্শ করে

الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ؗ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ

মানুষকে | কোন অনিষ্ট | আমাদেরকে ডাকে | এরপর | যখন | তাকে আমরা দান করি | অনুগ্রহ | আমাদের পক্ষহতে | সে বলে

اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

মূলতঃ | তা দেওয়া হয়েছিল আমাকে | কারণে | জ্ঞানের | বরং | এটা | একটি পরীক্ষা | কিন্তু | অধিকাংশই | তারা

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى

না | জানে | নিশ্চয় | তা বলেছিল | (তারাও) যারা | পূর্বে (ছিল) | তাদের | কিন্তু | না | কাজে এসেছে

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ

তাদের জন্যে | যা | তারা অর্জন করতে ছিল | তাদের উপর এরপর আপতিত হয়েছে | মন্দ ফলসমূহ | যা | তারা অর্জন করেছিল

তাহলে কেয়ামতের দিনের

কঠিন খারাব আযাব হতে বাঁচবার জন্যে সবকিছু বিনিময়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহর নিকট হতে তাদের সামনে সে সবকিছুই প্রকাশ হয়ে যাবে, যে বিষয়ে তারা কখনো ধারণা-অনুমানও করেনি।

৪৮. সেখানে নিজেদের রোজগারের সব খারাব ফলই প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর সেই জিনিসই তাদের উপর চাপবে যার তারা ঠাট্টাও বিদ্রূপ করছিল।

৪৯. এই মানুষকে এক বিন্দু বিপদ যখনই স্পর্শ করে তখন সে আমাদেরকে ডাকে। আর যখন আমরা তাকে নিজেদের তরফ হতে নে'আমত দিয়ে ধন্য করি, তখন বলে, এ তো আমাকে 'ইলমের' কারণে দেয়া হয়েছে! না, তা নয়। এতো পরীক্ষা-স্বরূপ; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

৫০. এই কথাই বলেছে এদের পূর্বে যেসব লোক অতীত হয়েছে তারাও, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করছিল তা তাদের কোন কাজেই আসল না।

৫১. পরে নিজেদের উপার্জনের খারাব পরিণাম তারা ভোগ করেছে।

وَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيۡبُهُمۡ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوۡا ؕ

এবং · যারা · যুলুমকরেছে · মধ্য হতে · এদের · তাদের উপর এসে পড়বে শীঘ্রই · মন্দ ফলসমূহ · যা · তারা অর্জন করেছে

وَ مَا هُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ ﴿٥١﴾ اَوَ لَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ

এবং · না · তারা · (আমাকে) অক্ষম করতে পারবে · কি · নাই · তারা জানে · যে · আল্লাহ · প্রশস্ত করে দেন · রিযিক

لِمَنۡ يَّشَآءُ وَ يَقۡدِرُ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿٥٢﴾

(তার)জন্যে যাকে · ইচ্ছে করেন · এবং · সংকীর্ণ করেন (যাকে চান) · নিশ্চয় · মধ্যে (আছে) · এর · অবশ্যই নিদর্শনাবলী · লোকদের জন্যে · (যারা) ঈমান আনে

قُلۡ يٰعِبَادِيَ الَّذِيۡنَ اَسۡرَفُوۡا عَلٰۤى اَنۡفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ

বল · হে আমার বান্দারা · যারা · বাড়াবাড়ি করেছে · উপর · তাদের নিজেদের · না · তোমরা নিরাশ হয়ো · হতে

رَّحۡمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ جَمِيۡعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ

অনুগ্রহ · আল্লাহর · নিশ্চয় · আল্লাহ · মাফ করেন · গোনাহসমূহকে · সমস্তই · নিশ্চয় তিনি · তিনিই

الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ﴿٥٣﴾

ক্ষমাশীল · অতীব মেহেরবান

আর এদের মধ্যে যারাই যালেম, তারা অতি শীঘ্র নিজেদের উপার্জনের খারাব ফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করতে পারবে না।

৫২. আর তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ যার রেযক ইচ্ছা হয় প্রশস্ত করে দেন, আর যার ইচ্ছা হয় তা সংকীর্ণ করে দেন। এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান রাখে।

রুকূ:৬

৫৩. (হে নবী!) বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ[৯] যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

---

৯. কোন কোন লোক এই শব্দগুলির বিস্ময়কর ব্যাখ্যাদান করে যে ঃ 'হে আমার বান্দাগণ বলে জনগণকে সম্বোধন করার জন্যে আল্লাহতা'আলা নবী করীমকে (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আসলে এ ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা বলা চলে না, এ হচ্ছে কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত পরিবর্তন, ও এটাকে আল্লাহর বাণী নিয়ে খেলা করা বলতে হবে। এ ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তবে সমগ্র কুরআনই ভুল হয়ে যায়। কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন তো মানুষকে মাত্র আল্লাহতা'আলারই দাস বলে অভিহিত করে এবং কুরআনের সমগ্র দাওআত তো এই যেঃ 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করোনা'।

وَ	أَنِيبُوٓا	إِلَىٰ	رَبِّكُمْ	وَ	أَسْلِمُوا	لَهُ
এবং	তোমরা অভিমুখী হও	দিকে	তোমার রবের	এবং	তোমরা আত্ম-সমর্পণ কর	তার কছে

مِنْ قَبْلِ	أَنْ	يَأْتِيَكُمُ	الْعَذَابُ	ثُمَّ	لَا	تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾	وَ	اتَّبِعُوٓا
(এর) পূর্বে	যে	তোমাদের উপর আসবে	আযাব	এরপর	না	তোমাদের সাহায্য করা হবে	এবং	অনুসরণ কর

أَحْسَنَ	مَآ	أُنْزِلَ	إِلَيْكُمْ	مِّنْ	رَّبِّكُمْ	مِّنْ قَبْلِ	أَنْ	يَأْتِيَكُمُ
উত্তম	যা	নাযিল করা হয়েছে	তোমাদের প্রতি	পক্ষহতে	তোমাদের রবের	(এর) পূর্বে	যে	তোমাদের উপর আসবে

الْعَذَابُ	بَغْتَةً	وَّ	أَنْتُمْ	لَا	تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾	أَنْ	تَقُولَ	نَفْسٌ
আযাব	অকস্মাৎ	যখন	তোমরা	না	টেরই পাবে	(এমন না হয়) যে	বলে	কেউ

يٰحَسْرَتٰى	عَلٰى	مَا	فَرَّطْتُّ	فِىْ	جَنْبِ	اللّٰهِ	وَ	إِنْ	كُنْتُ	لَمِنَ
হায় আমার আফসোস	(এর) উপর	যা	আমি শৈথিল্য করেছি	ক্ষেত্রে	কর্তব্যের	আল্লাহর (প্রতি)	এবং	নিশ্চয়	আমি ছিলাম	অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত

السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾
বিদ্রূপকারীদের

---

৫৪. ফিরে এস তোমাদের রবের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর, তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বে। কেননা, অতঃপর তোমরা কোন দিক হতেই সাহায্য পেতে পারবে না।

৫৫. আর অনুসরণ কর তোমাদের আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের উত্তম দিকের[১০]; তোমাদের উপর সহসা আযাব এসে যাবার পূর্বে– এমন অবস্থায় যে, তোমরা টেরও পাবে না।

৫৬. এরূপ যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে, "আমার সেই অপরাধ যা আমি রবের সমীপে করছিলাম, এবং আমি তো বিদ্রূপকারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম, সে জন্যে আফসোস"।

---

১০. আল্লাহর কিতাবের উত্তম দিকের অনুসরণ করার তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহতা'আলা যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করা, যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, এবং দৃষ্টান্ত ও কাহিনীর মাধ্যমে তিনি যা কিছু এরশাদ করেছেন তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা। অন্যপক্ষে যে ব্যক্তি তার আদেশ অমান্য করে; তাঁর নিষিদ্ধ কাজের অনুষ্ঠান করে এবং তাঁর ভাষণ ও উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিককে অবলম্বন করে অর্থাৎ সেই দিক অবলম্বন করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম বলে অভিহিত করেছে।

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدٰىنِي لَكُنتُ مِنَ

অথবা — কেউ বলে — যদি (এমন হতো) — যে — আল্লাহ — হেদায়াত দিতেন — আমাকে — অবশ্যই আমি হোতাম — অন্তর্ভুক্ত

الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي

মুত্তাকীদের — অথবা — কেউ বলে — যখন — দেখবে — আযাব — যদি (সম্ভব হতো) — আমার জন্যে

كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي

একবার প্রত্যাবর্তন — হোতাম আমি তবে — অন্তর্ভুক্ত — উত্তম আমলকারীদের — (বলাহবে) কেন নয় — নিশ্চয় — তোমার কাছে এসেছিল — আমার নিদর্শনাবলী

فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ

তুমি তখন মিথ্যা বলেছিলে — তা — এবং তুমি অহংকার করেছিলে এবং — তুমি হয়েছিল — অন্তর্ভুক্ত — কাফেরদের — এবং — দিনে

الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ

কিয়ামতের — তুমি দেখবে — (তাদেরকে) যারা — মিথ্যারোপ করেছে — উপর — আল্লাহর — তাদের মুখগুলো — কালো (হয়ে গিয়েছে)

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ

নয়কি — মধ্যে — জাহান্নামের — আবাসস্থল (যথেষ্ট) — অহংকারকারীদের জন্যে — এবং — উদ্ধার করবেন — আল্লাহ — (তাদেরকে) যারা

اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

আত্মরক্ষা করেছিল — তাদের সফলতার কারণে — না — তাদেরকে স্পর্শ করবে — অমঙ্গল — আর — না — তারা — চিন্তিত হবে

৫৭. অথবা বলবে "হায়, আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দান করতেন, তাহলে আমিও মুত্তাকী লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম"।

৫৮. কিংবা আযাব দেখে বলবে "আমাকে যদি আর একবার সুযোগ দেয়া হত, তাহলে আমিও নেক্ আমলকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।"

৫৯. (আর তখন তাকে জবাব দেয়া হবে যে,) "কেন নয়? আমার নিদর্শনসমূহ তো তোমার নিকট এসেছিল। তখন তো তুমি সেগুলিই মিথ্যা মনে করেছিলে, অহংকার দেখালে ও কাফেরদের মধ্যে শামিল হয়ে থাকলে"।

৬০. আজ যে সব লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলল কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। জাহান্নামে অহংকারীদের জন্যে যথেষ্ট জায়গা নেই কি?

৬১. পক্ষান্তরে যারা এখানে তাকওয়া অবলম্বন করল, তাদের সফলতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। তারা না কোন দুঃখ পাবে, না তারা চিন্তাক্লিষ্ট হবে।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ز وَّ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَّكِیْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِیْدُ

আল্লাহ স্রষ্টা প্রত্যেক জিনিসের এবং তিনি উপর সব জিনিসের কর্মবিধায়ক তাঁরই (কাছে রক্ষিত) চাবীসমূহ

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর এবং যারা অমান্য করেছে আয়াতগুলোকে আল্লাহর ঐসবলোক

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اَفَغَیْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّیْٓ اَعْبُدُ اَیُّهَا

তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (হেনবী) বল তবে কি ব্যতীত আল্লাহ আমাকে তোমরা নির্দেশ দিচ্ছ (যে) ইবাদতকরব আমি (অন্যকে) ও হে

الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَقَدْ اُوْحِیَ اِلَیْكَ وَ اِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ

অজ্ঞ লোকেরা এবং নিশ্চয় ওহী করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং প্রতি (তাদের) যারা তোমার পূর্বে (ছিল)

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿٦٥﴾

অবশ্য যদি তুমি শিরক কর বিনষ্ট হয়ে যাবেই তোমার কৃতকর্ম এবং তুমি অবশ্যই হয়ে যাবে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿٦٦﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ

বরং আল্লাহরই তুমি তাই ইবাদত কর এবং হয়ে যাও অন্তর্ভুক্ত শোকর কারীদের এবং না তারা কদর করল আল্লাহর

حَقَّ قَدْرِهٖ ق صلے

যেমন করা উচিৎ তাঁর কদর

৬২. আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব জিনিসের অভিভাবক ও কর্মবিধায়ক।

৬৩. যমীন ও আকাশ-মন্ডলের ভান্ডার সমূহের চাবি তাঁরই নিকট রক্ষিত। আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

রুকূঃ৭

৬৪. (হে নবী!) এই লোকদেরকে বলঃ " তাহলে হে জাহেল লোকেরা, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার জন্যে আমাকে বলছ?"

৬৫. (তাদেরকে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে, কেননা) তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী-রসূলদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শিরক কর, তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আর তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৬৬. অতএব (হে নবী!) তুমি কেবল মাত্র আল্লাহরই বন্দেগী কর এবং শোকর আদায়কারী বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।

৬৭. এই লোকেরা তো আল্লাহর কোন কদরই করল না; তাদের কদর করা যতখানি উচিত। (তাঁর পূর্ণ মাত্রার

وَ	الْاَرْضُ	جَمِيْعًا	قَبْضَتُهٗ	يَوْمَ	الْقِيٰمَةِ	وَ
অথচ	পৃথিবী	সবটাই	তাঁরই মুঠিতে হবে	দিনে	কিয়ামতের	ও

السَّمٰوٰتُ	مَطْوِيّٰتٌۢ	بِيَمِيْنِهٖ ط	سُبْحٰنَهٗ	وَ	تَعٰلٰى	عَمَّا	يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾
আকাশমন্ডলী (থাকবে)	পেঁচানো অবস্থায়	তাঁর ডান হাতের মধ্যে	তিনি মহান পবিত্র	ও	বহু উর্ধ্বে	তাহতে যা	তারা শিরক করে

وَ	نُفِخَ	فِى	الصُّوْرِ	فَصَعِقَ	مَنْ	فِى	السَّمٰوٰتِ	وَ	مَنْ	فِى
এবং	ফুঁক দেওয়া হবে	মধ্যে	শিংগার	অতঃপর মূর্ছিত হবে	যারা	মধ্যে (আছে)	আকাশমন্ডলীর	ও	যারা	মধ্যে আছে

الْاَرْضِ	اِلَّا	مَنْ	شَآءَ	اللّٰهُ ط	ثُمَّ	نُفِخَ	فِيْهِ	اُخْرٰى	فَاِذَا	هُمْ
পৃথিবীর	এ ছাড়া	যাদেরকে	ইচ্ছা করবেন	আল্লাহ	এরপর	ফুঁক দেওয়া হবে	তার মধ্যে	পুনর্বার	ফলে তখন	তারা

قِيَامٌ	يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾
দণ্ডায়মান হবে	দেখতে থাকবে

কুদরতের অবস্থা তো এই যে,) কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে হবে এবং আকাশ-মন্ডল তাঁর ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে[১১]। এই লোকেরা যে শিরক করে তা হতে তিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে।

৬৮.আর সেই দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর তারা সবাই মরে পড়ে যাবে, যারা আকাশ-মন্ডল ও যমীনে আছে, সেই লোকদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবন্ত রাখতে চান। পরে আর একবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা সকলেই উঠে দেখতে শুরু করবে,

---

১১. যমীন ও আসমানের উপর আল্লাহতা'আলার পূর্ণক্ষমতা ও আধিপত্যের চিত্র অংকনের জন্যে 'মুষ্ঠির মধ্যে' হওয়ার ও 'হাতের মধ্যে পেঁচানো থাকা'র রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি ক্ষুদ্র বল মুষ্ঠিমধ্যে দাবিয়ে রাখা এক অতি তুচ্ছ কাজ; কিংবা এক ব্যক্তি একটা রুমাল গুটিয়ে হাতের মধ্যে ধারণ করে এবং এ কাজ সে ব্যক্তির পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য নয়; অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহতা'আলার মহানত্ব ও বড়ত্বের ধারণা করতে অপারগ) তাদের নিজেদের চোখে দেখে নেবে যে সমগ্র যমীন ও আসমান আল্লাহতা'আলার ক্ষমতার হস্তে একটি তুচ্ছ বল ও এক সামান্য রুমালবৎ ছাড়া কিছু নয়।

৬৯. পৃথিবী উহার রবের নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী-রসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে সত্যসহকারে ফয়সালা করে দেয়া হবে। এবং তাদের উপর কোন যুল্‌ম করা হবে না।

৭০. আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছুই আমল করেছিল তার পুরাপুরি বদলা দেয়া হবে। লোকেরা যা কিছু করে আল্লাহ তা খুব ভাল ভাবেই জানেন।

রুকুঃ৮

৭১. (এই ফয়সালার পর) যে সব লোক কুফরী করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন উহার দুয়ার গুলো খোলা হবে এবং উহার কর্মচারীরা তাদেরকে বলবেঃ "তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে হতে এমন রসূল কি এসেছিল না, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াত সমূহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে এই কথা বলে ভয় প্রদর্শন করেছে যে, এই দিনটি একদিন তোমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে?"

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

তারা বলবে | হাঁ (এসেছিল) | কিন্তু | অবধারিত হয়েছিল | বাণী | শাস্তির | উপর | কাফেরদের

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ

বলা হবে | তোমরা প্রবেশ কর | দরজাসমূহে | জাহান্নামের | চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | অতঃপর কত নিকৃষ্ট

مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى

আবাসস্থল | অহংকারীদের | নিয়ে যাওয়া হবে এবং | (তাদেরকে) যারা | নাফরমানি হতে বিরত ছিল | তাদের রবের | দিকে

الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ

জান্নাতের | দলেদলে | শেষ পর্যন্ত | যখন | তার(কাছে) পৌছিবে | এবং | খুলে দেওয়া হবে | তার দরজাসমূহ | এবং | বলবে

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

তাদেরকে | তার রক্ষীরা | সালাম | তোমাদের উপর | তোমরা সুখী হও | তোমরা অতঃপর প্রবেশ কর | তাতে | তোমরা চিরস্থায়ী হবে (সেখানে)

তারা জবাবে বলবেঃ "হ্যাঁ এসেছিল! কিন্তু আযাব হওয়ার ফয়সালা কাফেরদের ভাগ্য লিপি হয়ে গেছে"।

৭২. বলা হবেঃ " প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজাসমূহে। এখন চিরকালই তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে। এ অহংকারীদের জন্যে খুবই খারাব জায়গা"।

৭৩. আর যেসব লোক নিজেদের রবের নাফরমানী হতে বিরতছিল, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে, উহার দরজাসমূহ পূর্ব থেকেই উম্মুক্ত হয়ে থাকবে, তখন উহার ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে " সালাম- শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি, খুব ভালাভাবেই[১] ছিলে। প্রবেশ কর এতে চিরকালর জন্য"।

১এর আরও একটি অর্থ হতে পারে !তোমরা সুখী হও"!

وَ	قَالُوا	الْحَمْدُ	لِلّٰهِ	الَّذِىْ	صَدَقَنَا	وَعْدَهٗ	وَ	اَوْرَثَنَا
এবং	তারা বলবে	সবপ্রশংসা (ও শোকর)	আল্লাহর জন্যে	যিনি	আমাদেরকে সত্য করে দেখিয়েছেন	তাঁর প্রতিশ্রুতি	এবং	আমাদেরকে ওয়ারিস করেছেন

الْاَرْضَ	نَتَبَوَّاُ	مِنَ	الْجَنَّةِ	حَيْثُ	نَشَآءُ ۚ	فَنِعْمَ	اَجْرُ
যমীনের	স্থান বানিয়ে নেব আমরা	মধ্যহতে	জান্নাতের	যেখানে	ইচ্ছে করব আমরা	অতএব কত উত্তম	পুরস্কার

الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾	وَ	تَرَى	الْمَلٰٓئِكَةَ	حَآفِّيْنَ	مِنْ	حَوْلِ
(নেক) কর্ম সম্পাদনকারীদের	আর	দেখবে তুমি	ফেরেশতাদেরকে	ঘিরে থাকতে		চতুষ্পার্শে

الْعَرْشِ	يُسَبِّحُوْنَ	بِحَمْدِ	رَبِّهِمْ ۚ	وَ	قُضِىَ	بَيْنَهُمْ
আরশের	তারা মহিমা ঘোষণা করতে থাকবে	প্রশংসাসহ	তাদের রবের	এবং	বিচার করে দেওয়া হবে	তাদের মাঝে

بِالْحَقِّ	وَ	قِيْلَ	الْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾
ন্যায়ভাবে	এবং	বলা হবে	সকল প্রশংসা	আল্লাহর জন্যে	(যিনি) রব	জগতসমূহের

৭৪. আর তারা বলবেঃ "শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাকে সত্য করে দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে যমীনের ওয়ারিস বানিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা নিজেদের স্থান বানিয়ে নিতে পারি"। অতএব অতি উত্তম প্রতিফল আমলকারী লোকদের জন্যে।

৭৫.আর তুমি দেখবে, ফেরেশতারা আরশের চারিপার্শ্বে ঘিরে থেকে নিজেদের রবের প্রশংসা ও তসবীহ করতে নিযুক্ত রয়েছে। আর লোকদের মাঝে যথাযথ সত্যতা সহকারে ফয়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে এবং ঘোষণা করে দেয়া হবে যে, যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্যে।

সূরা আল-মু'মেন

নামকরণঃ এ সূরার ২৮ নং আয়াতের অংশ وقال رجل مؤمن من ال فرعون হতে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে একজন মু'মেনের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ ইব্‌নে আব্বাস ও জাবির ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ) বলেছেন, এ সূরাটি সূরা যুমার এর পরপরই. নাযিল হয়েছে। কুরআনের সূরাসমূহের বর্তমান পরম্পরায় এর জন্যে যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে এর স্থান তাই।

নাযিল হওয়াকালীন অবস্থাঃ এ সূরাটি যে সব অবস্থার মধ্যে নাযিল হয়েছে তার দিকে সূরার বিষয়বস্তুতেই স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। মক্কার কাফেররা তখন নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে দু'রকমের কার্যক্রম শুরু করেছিল। একটি হল এই যে, চারদিকে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে, নানা প্রকার উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন তুলে ও নিত্য নতুন অভিযোগ উত্থাপন করে কুরআন শরীফের শিক্ষা, ইসলামের দাওআত এবং স্বয়ং নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে লোকদের মনে এত সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার সৃষ্টি করে দিতে চেষ্টা করছিল যে , তা পরিষ্কার করতে করতেই যেন নবী করীম (সঃ)- ও ঈমানদার সমাজ নিঃশক্তি ও হীনবল হয়ে পড়ে। আর দ্বিতীয় হল এই যে, নবী করীম (সঃ)-কে হত্যা করার জন্যে তারা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করছিল। একবার তারা কার্যতঃ পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমরু ইব্‌নে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ একদিন নবী করীম (সঃ) হেরেম শরীফের মধ্যে নামায পড়তে ব্যস্ত ছিলেন । সহসা উকবা ইব্‌নে আবু মু'আয়ত সামনের দিকে অগ্রসর হল এবং সে রসূলে করীম (সঃ)-এর গলায় একটা কাপড় পেঁচিয়ে তাকে পাকাতে ও টানতে শুরু করলো। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঠিক এ সময়েই হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এসে ধাক্কা দিয়ে উকবাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) যে সময় সেই যালেমের সংগে ধস্তাধস্তি করছিলেন, তখন তাঁর মুখে এ কথা গুলি উচ্চারিত হচ্ছিলঃ اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله — "তুমি এক ব্যক্তিকে কেবল এ অপরাধেই হত্যা করছো যে, তিনি বলেন আল্লাহই আমার রব"।

সামান্য পার্থক্য সহকারে 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ী ও ইব্‌নে আব হাতীমও এ কাহিনীই বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ তখনকার অবস্থার এ দুটি দিকই ভাষণটির শুরুতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় এ দুটি দিক সম্পর্কেই অত্যন্ত প্রাণবন্ত, প্রভাবশালী ও শিক্ষাপ্রদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

হত্যার ষড়যন্ত্রের জবাবে মু'মেন ও ফেরাউনীদের কাহিনী শুনান হয়েছে (২৩-৫৫ আয়াত)। এই কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনটি বাহিনীকে তিনটি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ

১. কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আজ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে যা কিছু ব্যবহার করতে চাও, ফেরাউন নিজের শক্তির দম্ভে ঠিক তাই করতে চেয়েছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে। তা হলে ফেরাউন যে পরিণাম ও পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল, এ কাজ করে তোমরাও কি সেই পরিণামই ভোগ করতে চাও?

২. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এ যালেমরা বাহ্যতঃ যতই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী হোক না কেন, আর তাদের মুকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল, অসহায় ও হীনবল হও না কেন, তোমাদের এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তোমরা যে আল্লাহর দ্বীনকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কাজ করছো, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা অন্য সকল শক্তি ও ক্ষমতার তুলানায় অনেক বেশী। কাজেই এরা তোমাদেরকে যত বড় ধমক ও ভয়-ভীতিই দেখাক না কেন, তার জবাবে তোমরা শুধু আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। অতঃপর সম্পূর্ণরূপে ও নির্ভয়ে কাজ করে যেতে থাকবে। যালেমের প্রতিটি ধমক ও অত্যাচারের জবাবে আল্লাহ পন্থী মানুষের নিকট একটি মাত্র জবাবই আছে এবং তা এইঃ.......

اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ -

"হিসাব ও বিচার দিনের প্রতি অবিশ্বাসী প্রত্যেক অহংকারী হতে আমি আশ্রয় নিয়েছি আমার ও তোমাদের রবের নিকট"।

আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভর করে সব রকম ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে দ্বীনের জন্যে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তাহলে বর্তমানের ফেরাউনও সে অবস্থারই সম্মুখীন হবে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সেকালের ফেরাউন। সে সময়টা আসা পর্যন্ত অত্যাচার-নিষ্পেষনের যত ঝড়ই উত্তল হয়ে আসুক না কেন, তা সবই অত্যন্ত ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে তোমাদের সহ্য করতে হবে।

৩. এ দু'ধরনের লোকদের ছাড়া সমাজে তৃতীয় এক ধরণের লোকও বর্তমান ছিল। তারা মনে মনে জানতো ও স্বীকার করতো যে, মুহাম্মদ (সঃ)-ই সত্যপন্থী, সত্যের আদর্শ নিয়েই তিনি এসেছেন, আর কাফের কুরাইশরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু এ কথা জেনে ও মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা নীরব-নিস্তব্ধ ভাবে হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্বের তামাশা দেখছিল। আল্লাহতা'আলা এ প্রসংগে তাদের মনেও গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাদেরকে বলেছেন, সত্যের দুশমনরা যখন প্রকাশ্যভাবে তোমাদের চোখের সামনে এতবড় অত্যাচারমূলক আচরণ করে যাচ্ছে,তোমাদের প্রতি ধিক্কার, এখনো যদি তোমরা নীরব-নিক্রিয় থেকে এ তামাশাই দেখতে থাক তা হলে বুঝতে হবে, তোমাদের দিল একেবারে মরে গিয়েছে। যদি কারো দিল মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে মাথা উচু করে দাঁড়ানো উচিত এবং সে কর্তব্য পালন করা উচিত যা ফেরাউনের দরবারে পালন করেছিল, তার দরবারেরই এক সত্যপন্থী মানুষ, আর করেছিল তখন যখন ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। আজ যেসব কারণে তোমরা মুখ খুলতে প্রস্তুত হও না, সেসব কারণ সেদিন সেই ব্যক্তিরও কর্তব্য পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি وافوض امرى الى الله - "আমার সব ব্যবহার আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম" বলে ও সব বিপদকে উপেক্ষা করে তার কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু তোমরা স্পষ্ট দেখলে যে, ফেরাউন তার কিছুই করতে পারলো না।

সত্য দ্বীনকে নীচু করার জন্যে মক্কাশরীফে দিন-রাতে যে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার জবাব যুক্তি ও দলীল দ্বারা তওহীদ এবং পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করে তা দেয়া হল। আর এসব বিশ্বাসই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মক্কার কাফেরদের মাঝে বিবাদ ও দ্বন্দ্বের আসল কারণ। মক্কার লোকেরা কোন দলীল ও প্রমাণ ছাড়াই যে এই মহান সত্য কথাগুলির বিরুদ্ধে শুধু শুধুই ঝগড়া করছে তাও স্পষ্ট করে তোলা হল। অপর যেসব মৌলিক কারণে কুরাইশ সরদাররা নবী করীম (সঃ)-এর সাথে বিবাদ করছিল, সে গুলোকেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেয়া হল। বাহ্যতঃ তারা দেখাচ্ছিল যে, নবী করীম (সঃ)-এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও তাঁর নবুয়্যতের দাবীর উপরই তাদের আসল আপত্তি। আর এ কারণে তারা তাঁর কথা মানতে পারছে না। কিন্তু আসলে এ ছিল তাদের ক্ষমতার লড়াই। ৫৬ নং আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত অহংকার ও গৌরব বোধই হল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কথা না মেনে নেবার আসল কারণ। তোমরা মনে কর, লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়্যত বিশ্বাস করে নিলে তোমাদের প্রাধান্য ও কতৃত্ব কায়েম থাকতে পারবে না। এ কারণে তোমরা তাঁকে আঘাত দেবার জন্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করছো।

এ প্রসংগেই কাফেরদেরকে বার বার সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক করার পরিণাম অতীত জাতিসমূহের মতোই হবে। আর পরকালে তা'হতেও নিকৃষ্ট পরিণতি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে সময় তোমরা অবশ্যই আফসোস করবে, অনুতাপে হায় হায় করবে! কিন্তু সে সময়ের অনুতাপ তোমাদের জন্যে কিছুমাত্র উপকারে আসবে না।

اٰيَاتُهَا ٨٥ — سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ (٤٠) — رُكُوْعَاتُهَا ٩

পঁচাশি তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা (৪০) আলমু'মেন মক্কী নয় তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে(শুরুকরছি) অশেষ দয়াবান অতীবমেহেরবান

حٰمٓ ① تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ②

হা মীম — অবতীর্ণ করা — (এই) কিতাব — পক্ষহতে — আল্লাহর — (যিনি) পরাক্রমশালী — সর্ববিষয়ে জ্ঞানী

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى

(যিনি) ক্ষমাকারী — পাপ — এবং — কবুলকারী — তওবা — কঠোর — দন্ডদানে — মালিক

الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③ مَا يُجَادِلُ

অনুগ্রহের — নাই — কোন ইলাহ — ছাড়া — তিনি — তাঁরই দিকে — প্রত্যাবর্তন (হবেসকলের) — না — ঝগড়া করে

فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ

ক্ষেত্রে — নিদর্শনবলীর — আল্লাহর — এ ব্যতীত — যারা — কুফরী করেছে — সুতরাং না (যেন) — তোমাকে ধোকা দেয় — তাদের চলা ফেরা

فِى الْبِلَادِ ④

মধ্যে — দেশ ও নগরসমূহের

রুকুঃ১

১. হা- মীম।

২. এই কিতাব আল্লাহর তরফ হতে নাযিল করা , যিনি মহাশক্তিশালী, সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী,

৩. গুনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহ দানকারী। তিনি ছাড়া মা'বুদ কেউ নেই, সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

৪. আল্লাহর আয়াতে ঝগড়া করে কেবল সেই সব লোক যারা কুফরী করেছে। অতঃপর দুনিয়ার দেশ ও নগর সমূহে তাদের চলাফেরা তোমাদেরকে যেন কোন ধোঁকায় না ফেলে।

كَذَّبَتْ	قَبْلَهُمْ	قَوْمُ	نُوحٍ	وَّ	الْأَحْزَابُ	مِنْ بَعْدِ
মিথ্যারোপ করেছিল	তাদেরপূর্বে	জাতি	নূহের	এবং	(অন্যান্য) দলসমূহও	পরে

هِمْ	وَ	هَمَّتْ	كُلُّ	أُمَّةٍ	بِرَسُولِهِمْ	لِيَأْخُذُوهُ	وَ	جَادَلُوا
তাদের	এবং	অভিসন্ধি করেছিল	প্রত্যেক	জাতি	তাদের রসূলের সাথে	তাকে আবদ্ধ করার জন্যে	এবং	তারা ঝগড়া করে ছিল

بِالْبَاطِلِ	لِيُدْحِضُوا بِهِ	الْحَقَّ	فَأَخَذْتُهُمْ	فَكَيْفَ
বাতিলের (অস্ত্র) দিয়ে	তা দিয়ে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে	মহাসত্যকে	ফলে আমি ধরেছি তাদেরকে	সুতরাং (দেখ) কেমন

كَانَ	عِقَابِ ﴿٥﴾	وَ	كَذَٰلِكَ	حَقَّتْ	كَلِمَةُ	رَبِّكَ	عَلَى
ছিল	আমার শাস্তি	এবং	এরূপে	কার্যকর হল	বাণী	তোমার রবের	উপর

الَّذِينَ	كَفَرُوا	أَنَّهُمْ	أَصْحَابُ	النَّارِ ﴿٦﴾	الَّذِينَ	يَحْمِلُونَ
(তাদের) যারা	অস্বীকার করেছিল	তারা যে	অধিবাসী	জাহান্নামের	যারা	বহনকরছে

الْعَرْشَ	وَ	مَنْ	حَوْلَهُ	يُسَبِّحُونَ	بِحَمْدِ	رَبِّهِمْ	وَ	يُؤْمِنُونَ
(আল্লাহর) আরশ	এবং	যারা (আছে)	তার চার পার্শে	তারা মহিমা ঘোষণা করছে	প্রশংসাসহ	তাদের রবের	এবং	তারা ঈমান রাখে

بِهِ	وَ	يَسْتَغْفِرُونَ	لِلَّذِينَ	آمَنُوا
তার উপর	এবং	তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে	(তাদের) জন্যে যারা	ঈমান আনে

৫. এদের পূর্বে নূহের জাতিও অমান্য করেছে। আর তার পর আরো অধিক জন-সমাজও এ কাজ করেছে। প্রত্যেক জাতিই তাদের রসূলের উপর হামলা চালিয়েছে, যেন তাকে গ্রেফতার করতে পারে। তারা সকলেই বাতিলের হাতিয়ার সমূহের দ্বারা সত্য দ্বীনকে নীচ দেখাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। পরে দেখ, আমার শাস্তি কত শক্ত ছিল।

৬. এমনি ভাবে তোমার আল্লাহর এই ফয়সালাও সেই সব লোকের উপর কার্যকর হয়েছে, যারা কুফরী করেছে। তারা জাহান্নামগামী হবে।

৭. আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা, আর যারা চারপার্শ্বে উপস্থিত থাকে, সকলেই তাদের আল্লাহর হামদ্ সহকারে তসবীহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্যে মাগফেরাতের দো'আ করছে।

আরবি	অর্থ
رَبَّنَا	(তারা বলে) হে আমাদের রব
وَسِعْتَ	তুমি পরিব্যপ্ত করেছ
كُلَّ	প্রত্যেক
شَيْءٍ	জিনিস
رَّحْمَةً	অনুগ্রহে
وَّ	ও
عِلْمًا	জ্ঞানে
فَاغْفِرْ	তাই মাফ কর
لِلَّذِينَ	(তাদের)কে যারা
تَابُوا	তওবা করে
وَ	ও
اتَّبَعُوا	অনুসরণ করে
سَبِيلَكَ	তোমার পথ
وَ	এবং
قِهِمْ	তাদেরকে বাঁচাও
عَذَابَ	শাস্তি(হতে)
الْجَحِيمِ ⑦	দোযখের
رَبَّنَا	হে আমাদের রব
وَ	এবং
أَدْخِلْهُمْ	তাদের প্রবেশ করাও
جَنّٰتِ	জান্নাতসমূহে
عَدْنِ	চিরস্থায়ী
الَّتِي	যা
وَعَدْتَّهُمْ	তুমি ওয়াদা করেছো তাদের
وَ	এবং
مَنْ	যারা
صَلَحَ	সৎকর্ম করেছে
مِنْ	মধ্যহতে
آبَآئِهِمْ	তাদের পিতৃ পুরুষদের
وَ	ও
أَزْوَاجِهِمْ	তাদের পতি-পত্নীদের
وَ	ও
ذُرِّيّٰتِهِمْ ط	তাদেরবংশধরদের
إِنَّكَ	তুমি নিশ্চয়
أَنْتَ	তুমিই
الْعَزِيزُ	পরাক্রমশালী
الْحَكِيمُ ⑧	প্রজ্ঞাময়
وَ	এবং
قِهِمُ	বাঁচাও তাদেরকে
السَّيِّاٰتِ ط	(সব) খারাবী (হতে)
وَ	এবং
مَنْ	যাকে
تَقِ	বাঁচাবে
السَّيِّاٰتِ	(সব) খারাবী (হতে)
يَوْمَئِذٍ	সেদিন
فَقَدْ	তাহলে নিশ্চয়
رَحِمْتَهُ ط	তাকে অনুগ্রহ করবে
وَ	এবং
ذٰلِكَ	এটা
هُوَ	সেই
الْفَوْزُ	সাফল্য
الْعَظِيمُ ⑨	বিরাট

ع ২

তারা বলেঃ "হে আমাদের রব , তুমি তোমার রহমত ও ইলম দ্বারা সকল জিনিসকে গ্রাস করে রেখেছ। অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও সেই লোকদেরকে, যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে।

৮. হে আমাদের রব ! আর তাদেরকে দাখিল কর চিরস্থায়ী জান্নাত সমূহে, তুমি তাদের নিকট যার ওয়াদা করেছ। আর তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক হবে (তাদেরকেও সেখানে তাদের সংগেই পৌছে দাও)। তুমি নিঃসন্দেহে নিরংকুশ শক্তিমান ও মহাবিজ্ঞানী।

৯. এবং তাদেরকে বাঁচাও যাবতীয় অন্যায় ও খারাবী হতে। তুমি যাকে কেয়ামতের দিন যাবতীয় খারাবী হতে বাঁচিয়ে দিলে, তুমিই তার উপর রহম করলে। বস্তুতঃ ইহাই বড় সফলতা"।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ

নিশ্চয় / যারা / কুফরী করেছে / তাদের ডেকে বলা হবে / ক্রোধ অবশ্যই (ছিল) / আল্লাহর / অধিকতর (সেদিন)

مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ

চেয়ে / তোমাদের(আজকের) ক্রোধের / তোমাদের নিজেদের (উপর) / যখন / তোমাদের ডাকা হতো / দিকে / ঈমানের

فَتَكْفُرُونَ ⑩ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا

তোমরা তখন অস্বীকার করতে / তারা বলবে / হে আমাদের রব / আমাদেরকে তুমি মৃত্যু দিয়েছ / দুবার / ও / আমাদেরকে তুমি জীবন দিয়েছ

اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ

দুবার / আমারা স্বীকার করছি এখন / আমাদের গুনাহ সমূহকে / কি এখন (আছে) / দিকে / বের হওয়ার (মুক্তির) / কোন

سَبِيلٍ ⑪ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ

রাস্তা / (বলাহবে) তোমাদের এ (অবস্থা) / একারণে যে / যখন / ডাকা হতো, / আল্লাহর (দিকে) / তাঁরএকত্বের (প্রতি) / তোমরা অস্বীকার করতে / যদি এবং

يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑫

শরীক করা হতো / তার সাথে (অন্যকাউকে) / তোমরা ঈমান আনতে / ফয়সালা বস্তুতঃ / আল্লাহর এখতিয়ারে / (যিনি) সর্বোচ্চ / মহান

রুকুঃ২

১০. যেসব লোক কুফরী করেছে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে বলা হবেঃ" আজ তোমাদের নিজেদেরই উপর তোমাদের যতখানি কঠিন ক্রোধের উদ্রেক হয়, আল্লাহ তখন তার চাইতেও অধিক ক্রুদ্ধ হতেন যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হত আর তোমরা অস্বীকার করতে থাকতে"।

১১. তারা বলবে, "হে আমাদের রব , তুমি নিশ্চয় আমাদেরকে দুবার মৃত্যু ও দুবার জীবন দান করেছ[১]। এখন আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি । এখন এখান হতে বের হবার কোন পথ আছে কি?"

১২. (জবাব দেয়া হবে,) "তোমরা যে অবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছ, তার কারণ এই যে, যখন তোমাদেরকে এক আল্লাহর দিকেই ডাকা হচ্ছিল, তখন তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করছিলে। আর যখন তাঁর সাথে অন্যদের যোগ করা হতো, তখন তোমরা মেনে নিয়েছিলে। এখন চূড়ান্ত ফয়সালা তো মহান স্রষ্টা আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ"?

১. দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন বলতে সেই জিনিস বুঝানো হয়েছে যার উল্লেখ সূরা বাকারার ২৮নং আয়াতে করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

তিনিই (আল্লাহ্) | যিনি | তোমাদের দেখান | নিদর্শনাবলী তার | ও | প্রেরণ করেন | তোমাদের জন্যে | হতে | আকাশ | রিয্ক

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

এবং | না | শিক্ষাগ্রহণ করে | এব্যতীত | যে | মনোনিবেশ করে (আল্লাহর দিকে) | সুতরাং তোমরা ডাক | আল্লাহকে | একনিষ্ঠ হয়ে

لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ

তাঁরই জন্যে | আনুগত্যেকে (নির্দিষ্ট করে) | এবং | যদিও | অপছন্দ করে | কাফেররা | সমুচ্চ | মর্যাদাসমূহের (অধিকারী)

ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ

মালিক | আরশের | প্রেরণ করেন | রূহকে (অর্থাৎ ওহী) | তার নির্দেশে | উপর | যাকে | ইচ্ছে করেন | মধ্য হতে

عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ

তাঁর বান্দাদের | যেন সতর্ক করে | দিন (সম্পর্কে) | সাক্ষাতের | সেদিন | তারা | আবরণ শূন্য হবে

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

না | গোপন থাকবে | কাছে | আল্লাহর | তাদের মধ্যে হতে | কোন কিছুই | (জিজ্ঞাসা করা হবে) কার | কর্তৃত্ব | আজ

---

১৩. তিনিই তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন এবং আসমান হতে তোমাদের জন্যে রিয্ক নাযিল করেন[২]। কিন্তু (এসব নিদর্শনাদি দেখে) শিক্ষা কেবল সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে।

১৪. (অতএব হে মনোনিবেশকারীরা) আল্লাহকেই ডাক, নিজেদের দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্যে খাঁটী ভাবে নির্দিষ্ট করে– তোমাদের এই কাজ কাফেরদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন।

১৫. তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশালী, আরশের মালিক। তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে যার প্রতি ইচ্ছা করেন নিজের নির্দেশে 'রূহ' বা ওহী নাযিল করে দেন, যেন সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।

১৬. সেই দিন যখন সকল মানুষ আবরণ শূন্য হবে, আল্লাহর নিকট তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না, (সেই দিন ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ) "আজ বাদশাহী– একচ্ছত্র আধিপত্য কার?"

---

২. অর্থাৎ বারি বর্ষণ করেন যা জীবিকার উপায় স্বরূপ; উষ্ণতা ও শীতলতা নাযিল করেন, জীবিকার উৎপাদনে যা খুবই কার্যকর।

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا

(সবাই বলবে) আল্লাহরই — (যিনি) একও একক — সর্বজয়ী — (বলাহবে) আজ — প্রতিফল দেওয়া হবে — প্রত্যেক — ঐ বিষয়ের ব্যক্তিকে যা

كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ⑰

সে অর্জন করেছে — নাই — যুলুম — আজ — নিশ্চয় — আল্লাহ — তৎপর — হিসাব গ্রহণে

وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ

এবং (হেনবী) — তাদেরকে সতর্ক কর — সেই দিন (সম্পর্কে) — (যা) আসন্ন — যখন — অন্তর সমূহ (কলিজা সমূহ) — নিকট (আসবে) — কণ্ঠসমূহের

كٰظِمِيْنَ ؕ۬ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ

দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে — না — যালিমদের জন্যে (থাকবে) — কোন — বন্ধু — আর — না — কোন সুপারিশকারী

يُّطَاعُ ⑱ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ⑲

মেনে নেওয়া হবে(যার কথা) — (আল্লাহ) জানেন — খিয়ানত — চক্ষুসমূহের (অর্থাৎ চোখের চুরিও) — এবং — যা — গোপন করে রাখে — বক্ষসমূহ

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

আল্লাহ এবং — ফয়সালা করবেন — সঠিকভাবে — এবং — যাদেরকে — তারা ডাকে — ছাড়া — তাঁকে

لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ⑳

না — ফয়সালা করবে তারা — কোন কিছুরই — নিশ্চয় — আল্লাহ — তিনিই — সবকিছু শুনেন — সবকিছুই দেখেন

(সমগ্র সৃষ্টি লোক বলে উঠবে "একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর"।

১৭. (বলা হবেঃ) আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো উপর যুলম করা হবে না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ খুবই ক্ষীপ্র।

১৮. হে নবী, ভয় দেখাও এই লোকদেরকে সেই দিন সম্পর্কে, যা নিকটে পৌছেছে, যখন কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে, আর লোকেরা চুপচাপ দুঃখ হজম করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যালেমদের কেউ দরদী বন্ধু হবে না, না এমন কোন শাফায়াতকারী, যার কথা মেনে নেয়া হবে।

১৯. আল্লাহ চোখের চুরিকেও জানেন, আর সেই গোপন কথাও জানেন, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রেখেছে।

২০. আল্লাহ নিরপেক্ষ ও যথাযথ ফয়সালা করবেন। আর (এই মোশরেকরা)আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে, উহারা তো কোন জিনিসেরই ফয়সালা করবে না। বস্তুতঃ আল্লাহই সবকিছু শোনেন এবং দেখেন।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

কি তারা ভ্রমণ করে নাই মধ্যে পৃথিবীর তাহলে তারা দেখতে পেত কেমন ছিল পরিণাম

الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ

(তাদের) যারা ছিল তাদেরপূর্বে ছিল তারা প্রবলতর এদেরচেয়েও শক্তিতে ও

آثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ

কীর্তিসমূহে মধ্যে পৃথিবীর অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ তাদেরগোনাহসমূহের কারণে এবং না ছিল

لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ

তাদের জন্যে হতে আল্লাহ কোন রক্ষাকারী এটা একারণে যে তারা কাছে আসত তাদের

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ

তাদের রসূলরা নিদর্শনাবলীসহ কিন্তু তারা অস্বীকার করত তখন তাদেরকে ধরলেন আল্লাহ নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

কঠোর দন্ডদানে

রুকুঃ৩

২১. এই লোকেরা কখনো যমীনে চলাফেরা করেনি কি? তাহলে তারা তাদের পূর্বাগামী লোকদের পরিণাম দেখতে পেত। তারা তো এদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল এবং এদের অপেক্ষা অনেক বেশী ও বিরাট নিদর্শনাদি যমীনের বুকে রেখে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের গুনাহের কারনে তাদেরকে পাকড়াও করলেন ; আল্লাহ হতে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ ছিল না।

২২.তাদের এ পরিণাম হল এ জন্যে যে, তাদের রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট-প্রমাণাদি[৩] নিয়ে এসেছেন, অতঃপর তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি বড় শক্তিধর এবং শাস্তিদানে বড় কঠোর।

৩. বাইইনাত. بَيِّنَاتٌ বলতে তিনটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, প্রথমে- এরূপ স্পষ্ট প্রকট নিদর্শন ও চিহ্নসমূহ যা আল্লাহর পক্ষথেকে তাঁর রসূল হিসেবে সাক্ষ দান করে। দ্বিতীয়- এরূপ উজ্জ্বল দলীল সমূহ যা তার উপস্থাপিত. শিক্ষার সত্য হওয়া সম্পর্কে প্রমাণ দান করে। তৃতীয়- জীবনের সমস্যা ও ব্যাপারগুলো সম্পর্কে এরূপ সুস্পষ্ট হেদায়াত দেখে প্রতিটি সুস্থ্য-বুদ্ধির মানুষ বলতে পারে যে এরূপ নির্মল নিস্কলুষ শিক্ষা দান কোন মিথ্যাচারী স্বার্থপর মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

وَ	لَقَدْ	اَرْسَلْنَا	مُوْسٰى	بِاٰيٰتِنَا	وَ	سُلْطٰنٍ
এবং	নিশ্চয়	আমরা প্রেরণ করেছিলাম	মূসাকে	আমাদের নিদর্শনাবলীসহ	ও	প্রমাণ (সহ)

مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾	اِلٰى	فِرْعَوْنَ	وَ	هَامٰنَ	وَ	قَارُوْنَ	فَقَالُوْا
সুস্পষ্ট	নিকটে	ফিরআউনের	ও	হামানের	ও	কারূনের	তারা কিন্তু বলেছিল

سٰحِرٌ	كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾	فَلَمَّا	جَآءَهُمْ	بِالْحَقِّ	مِنْ	عِنْدِنَا	قَالُوا
(সে একজন) যাদুকর	মিথ্যাবাদী	পরে যখন	তাদের কাছে নিয়ে এল	প্রকৃত সত্যকে	হতে	আমাদের নিকট	তারা বলল

اقْتُلُوْٓا	اَبْنَآءَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	مَعَهٗ	وَ	اسْتَحْيُوْا	نِسَآءَهُمْ ط
তোমরা হত্যা কর	পুত্র সন্তানদেরকে	(তাদের) যারা	ঈমান এনেছে	তার উপর	এবং	তোমরা জীবিত রাখ	তাদের মহিলাদেরকে

وَ مَا	كَيْدُ	الْكٰفِرِيْنَ	اِلَّا	فِيْ	ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾	وَ	قَالَ	فِرْعَوْنُ
নয় এবং	ষড়যন্ত্র	কাফেরদের	এব্যতীত	মধ্যে	নিষ্ফলতার	এবং	বলল	ফিরআউন

ذَرُوْنِيْٓ	اَقْتُلْ	مُوْسٰى	وَ	لْيَدْعُ	رَبَّهٗ ج	اِنِّيْٓ	اَخَافُ	اَنْ
আমাকে ছাড়	আমি হত্যা করে ফেলি	মূসাকে	এবং	সে ডাকে যেন	তাঁর রবকে	নিশ্চয় আমি	আমি আশংকা করি	যে

يُّبَدِّلَ	دِيْنَكُمْ	اَوْ	اَنْ	يُّظْهِرَ	فِى	الْاَرْضِ	الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾
সে বদলে ফেলবে	তোমাদের দ্বীনকে	অথবা		বিস্তার করবে	মধ্যে	দেশের	বিপর্যয়

২৩-২৪. আমরা মূসাকে ফেরাউন ও হামান এবং কারুনের প্রতি নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট নিয়োগ-পত্র সহকারে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা বলল " যাদুকর, মিথ্যাবাদী"।

২৫. পরে সে যখন আমাদের তরফ হতে প্রকৃত সত্য তাদের সামনে নিয়ে আসল তখন তারা বলল "যারা ঈমান এনে তাদের সাথে শামিল হয়েছে তাদের সকলের পুত্র-সন্তানকে হত্যা কর, এবং মেয়ে-সন্তানকে জীবন্ত রাখ"। কিন্তু কাফেরদের গৃহীত কর্ম-কৌশল নিষ্ফল হয়ে গেল। একদিন ফেরাউন তার দরবারের লোকদেরকে বলল:

২৬. "আমাকে ছাড়, আমি এই মূসাকে হত্যা করে ফেলি, সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, এ লোক তোমাদের দ্বীনকে বদলে ফেলবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে"।

২৭.মূসা বলল "আমি তো পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এমন প্রত্যেক অহংকারীর মুকাবেলায় আমার রব ও তোমাদের রবের পানাহ গ্রহণ করেছি"।

রুকুঃ৪

২৮. এই সময় ফেরাউনের লোকজনের মধ্যে হতে এক মু'মেন ব্যক্তি -যে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল- বলে উঠল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এই কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার মিথ্যা স্বয়ং তার উপরই ফিরে আপতিত হবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে যে ভয়াবহ পরিণতির ভয় সে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে, তার কিছু অংশতো তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত করেন না, যে সীমালঘংনকারী ও মিথ্যাবাদী।

فِي	ظٰهِرِينَ	الْيَوْمَ	الْمُلْكُ	لَكُمُ	يٰقَوْمِ
মধ্যে	তোমরা বিজয়ী	আজ	কর্তৃত্ব	তোমাদেরই	হে আমার জাতি

إِنْ	اللّٰهِ	بَأْسِ	مِنْ	يَّنْصُرُنَا	فَمَنْ	الْأَرْضِ
যদি	আল্লাহর	শাস্তি	হতে	আমাদেরকে সাহায্য করবে	কে কিন্তু	দেশের

وَمَا	أَرٰى	مَآ	إِلَّا	أُرِيكُمْ	مَآ	فِرْعَوْنُ	قَالَ	جَآءَنَا
না আর	আমি দেখছি	যা	এ ব্যতীত	তোমাদেরকে (পথ) দেখাচ্ছি	না	ফিরআউন	বলল	আমাদের উপর (তা) আসে

يٰقَوْمِ	اٰمَنَ	الَّذِىٓ	قَالَ	وَ	الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾	سَبِيلَ	إِلَّا	أَهْدِيكُمْ
হে আমার জাতি	ঈমান এনেছিল	যে	বলল	এবং	সত্য সঠিক	পথে	এ ব্যতীত	তোমাদেরকে আমি পরিচালনা করছি

دَأْبِ	مِثْلَ	الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾	يَوْمِ	مِّثْلَ	عَلَيْكُمْ	أَخَافُ	إِنِّىٓ
কর্মপন্থা	অনুরূপ	(অতীতের দল বা) জাতিসমূহের	(শাস্তির) দিনের	অনুরূপ	তোমাদের উপর	আমি ভয় করছি	নিশ্চয় আমি

وَمَا	هُمْ	بَعْدِ	مِنْ	وَالَّذِينَ	وَّثَمُودَ	وَّعَادٍ	نُوحٍ	قَوْمِ
না এবং	তাদের	পরে		যারা (ছিল) এবং	সামূদের ও	আদের ও	নূহের	জাতির

أَخَافُ	إِنِّىٓ	يٰقَوْمِ	وَ	لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾	ظُلْمًا	يُرِيدُ	اللّٰهُ
আমি ভয় করছি	নিশ্চয় আমি	হে আমার জাতি	এবং	বান্দাদের জন্যে	যুলুম	চান	আল্লাহ

---

২৯. হে আমার জাতির জনগণ! আজ তোমরাই বাদশাহী ও কর্তৃত্বের অধিকারী, যমীনে তোমরাই বিজয়ী প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের উপর এসে পড়েই, তখন কে আছে এমন যে আমাদের সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল আমি তো তোমাদেরকে সেই মতই দিব যা আমার দৃষ্টিতে সমীচীন, আর আমি সেই পথই তোমাদেরকে দেখাব যা সত্য ও সঠিক।

৩০. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের উপর যেন সেই দিনটি না আসে যা ইতোপূর্বে বহু জনসমাজের উপর এসেছে;

৩১. যেমন দিন এসেছিল নূহের জাতি, আ'দ, সামূদ ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের উপর। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যুলম করার কোন ইচ্ছা পোষণ করেন না।

৩২. হে জাতি! আমি ভয় করছি,

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ

তোমাদের উপর দিনের আর্তনাদের যেদিন তোমরা পালাবে পিঠ ফিরিয়ে না তোমাদের জন্যে (থাকবে) হতে

اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

আল্লাহ কোন রক্ষাকারী এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ তখন নাই তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ

নিশ্চয় এবং কাছে এসেছিল তোমাদের ইউসুফ পূর্বে ইতি সুস্পষ্ট প্রমাণাদীসহ তোমরা ছিলে কিন্তু সর্বদা

فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ

মধ্যে সন্দেহের ঐবিষয়ে যা তোমাদের কাছে এনেছিল সেসম্পর্কে শেষপর্যন্ত যখন সে মারা গেল তোমরা বলেছিলে কক্ষণ না

يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۖ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ

প্রেরণ করবেন আল্লাহ পরে তার কোন রসূল এরূপে বিভ্রান্ত করেন আল্লাহ

مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

তাকে যে সীমালংঘনকারী সন্দেহকারী

তোমাদের উপর যেন চীৎকার ও কান্না-কাটির দিন না এসে পড়ে,

৩৩. যখন তোমরা একজন অপর লোকদেরকে ডাকবে, আর পালিয়ে থাকতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন আল্লাহ হতে বাঁচাবার কেউ হবে না। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করে দেন তাকে পথ দেখাবার কেউ থাকে না।

৩৪. ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তোমরা তার নিয়ে আসা শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকলে। পরে যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, এখন তার পর আল্লাহ কখনোই কোন রসূল পাঠাবেন না– এমনি ভাবে [৪] আল্লাহ সেই সব লোককেই গোমরাহীর মধ্যে ফেলে দেন যারা সীমালংঘন করে যায়, যারা সন্দেহপ্রবণ লোক হয়ে থাকে,

---

৪. বাহ্যতঃ মনে হয় পরবর্তী কয়েকটি বাক্যাংশ আল্লাহতা'আলা ফেরাউন বংশীয় মু'মিনের উক্তির উপর বৃদ্ধি করে ও ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন।

আরবি	অর্থ
الَّذِينَ	যারা
يُجَادِلُونَ	ঝগড়া করে
فِيٓ	ক্ষেত্রে
اٰيٰتِ	নিদর্শনাবলীর
اللّٰهِ	আল্লাহর
بِغَيْرِ	ব্যতীত
سُلْطٰنٍ	কোন প্রমাণ (যা)
اَتٰهُمْ ؕ	তাদের কাছে এসেছে
كَبُرَ	অতিশয় হয়েছে
مَقْتًا	ঘৃণা
عِنْدَ	কাছে
اللّٰهِ	আল্লাহর
وَ	ও
عِنْدَ	কাছে
الَّذِينَ	(তাদের) যারা
اٰمَنُوْا ؕ	ঈমান এনেছে
كَذٰلِكَ	এরূপে
يَطْبَعُ	মোহরমেরে দেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
عَلٰى	উপর
كُلِّ	প্রত্যেক
قَلْبِ	অন্তরের (উপর)
مُتَكَبِّرٍ	(যা) অহংকারী
جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾	স্বৈরাচারী
وَ	এবং
قَالَ	বলল
فِرْعَوْنُ	ফিরআউন
يٰهَامٰنُ	হে হামান
ابْنِ	নির্মাণ কর
لِيْ	আমার জন্যে
صَرْحًا	সুউচ্চ প্রাসাদ
لَعَلِّيٓ	যাতে
اَبْلُغُ	পৌঁছি আমি
الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾	পথসমূহে
اَسْبَابَ	পথ সমূহ
السَّمٰوٰتِ	আকাশ মণ্ডলির
فَاَطَّلِعَ	আমি অতঃপর আরোহন করি
اِلٰٓى	কাছে
اِلٰهِ	ইলাহর
مُوْسٰى	মূসার
وَ	এবং
اِنِّيْ	আমি নিশ্চয়
لَاَظُنُّهٗ	আমি অবশ্যই তাকে মনে করি
كَاذِبًا ؕ	মিথ্যাবাদী
وَ	এবং
كَذٰلِكَ	এরূপে
زُيِّنَ	চাকচিক্যময় করা হয়েছিল
لِفِرْعَوْنَ	ফিরআউনের জন্যে
سُوْٓءُ	খারাব
عَمَلِهٖ	তার কাজ কর্ম
وَ	ও
صُدَّ	বিরত রাখা হয়েছিলতাকে
عَنِ	হতে
السَّبِيْلِ ؕ	(সঠিক) পথ

৩৫.এবং যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে– তাদের নিকট কোন সনদ বা প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও। এই নীতি ও আচরণ আল্লাহ এবং ঈমানদার লোকদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর দিলের উপর মোহর মেরে দেন।

৩৬. ফেরাউন বললঃ " হে হামান, আমার জন্যে একটি উচ্চ ইমারত বানাও, যেন আমি পথসমূহ পর্যন্ত পৌছিতে পারি–

৩৭. আকাশ মন্ডলের পথসমূহ পর্যন্ত এবং মূসার ইলাহকে চোখ দিয়ে দেখতে পারি। আমাকে তো এই মূসা মিথ্যাবাদীই মনে হয়" – এই ভাবে ফেরাউনের জন্যে তার বদ-আমল চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হল এবং তাকে সঠিক পথ হতে বিরত রাখা হল,
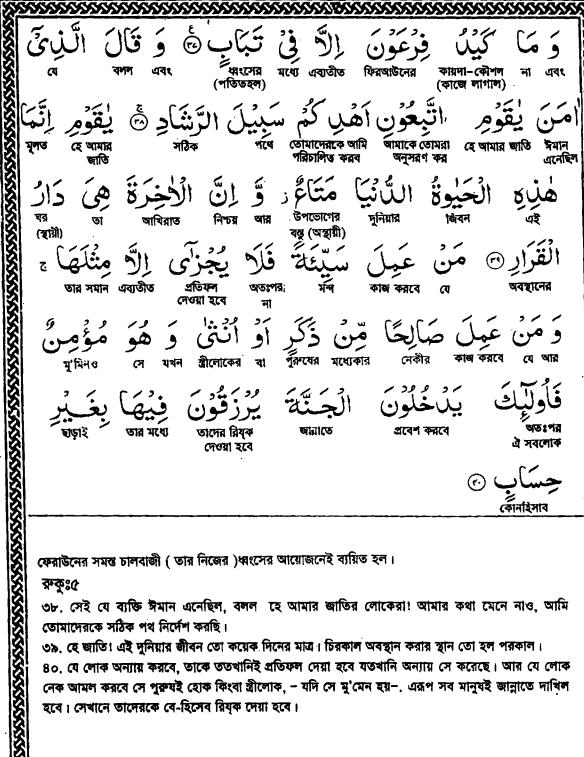
ফেরাউনের সমস্ত চালবাজী (তার নিজের)ধ্বংসের আয়োজনেই ব্যয়িত হল।

রুকূঃ৫

৩৮. সেই যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, বলল হে আমার জাতির লোকেরা! আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করছি।

৩৯. হে জাতি! এই দুনিয়ার জীবন তো কয়েক দিনের মাত্র। চিরকাল অবস্থান করার স্থান তো হল পরকাল।

৪০. যে লোক অন্যায় করবে, তাকে ততখানিই প্রতিফল দেয়া হবে যতখানি অন্যায় সে করেছে। আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীলোক, – যদি সে মু'মেন হয়–. এরূপ সব মানুষই জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে তাদেরকে বে-হিসেব রিযৃক দেয়া হবে।

وَ يٰقَوْمِ مَا لِىٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَ

এবং (সে বলল) | হে আমার জাতি | আমার সাথে (এটা) কেমন আচরণ | তোমাদের ডাকছি আমি | দিকে | পরিত্রাণের | অথচ

تَدْعُوْنَنِىٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ

আমাকে তোমরা ডাকছ | দিকে | জাহান্নামের | আমাকে তোমরা ডাকছ | যেন আমি অস্বীকার করি | আল্লাহকে | ও

اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى

শরীক করি (যেন) আমি | যা তার সাথে | নাই | আমার কাছে | সে সম্পর্কে | কোন জ্ঞান | এবং | আমি | তোমাদেরকে ডাকছি | দিকে

الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىٓ اِلَيْهِ

পরাক্রমশালীর | (যিনি) বড়ক্ষমাশীলও | নাই | কোন সন্দেহ | মূলত | আমাকে তোমরা ডাকছ | যার দিকে

لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَ اَنَّ

নাই | তার জন্যে | কোন আহবান | মধ্যে | দুনিয়ার | আর | না | মধ্যে | আখেরাতে | এবং | (এও) যে

مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

আমাদের প্রত্যাবর্তনহবে | দিকে | আল্লাহর | (এও সত্য) এবং যে | সীমালংঘনকারীরা | তারাই | অধিবাসী | দোজখের

---

৪১. হে জাতি! এ কেমন ব্যাপার! আমি তো তোমাদেরকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে!

৪২. তোমরা আমাকে এই কথার দাওআত দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং তাঁর সাথে সেই সব সত্ত্বাকে শরীক বানাই, যাদেরকে আমি জানি না ৫। অথচ আমি তোমাদেরকে সেই বিরাট মহান অতিশয় ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে ডাকছি।

৪৩. না, সত্য ইহাই। এর বিপরীত হতে পারে না। যাদের দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ তাদের জন্যে না দুনিয়ার কোন দাওআত আছে না পরকালের৬। আর আমাদের সকলকেই ফিরতে হবে আল্লাহরই দিকে । আর সীমালংঘনকারী লোকেরা জাহান্নামগামী হবে।

---

৫. অর্থাৎ আমার জ্ঞানে আমি জানিনা যে আল্লাহর সাথে তাদের কোন অংশ আছে ।

৬. এই বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারেঃ ১. না দুনিয়াতে না পরকালে তাদের হক আছে যে তাদের দর রুবুবিয়াত স্বীকার করার জন্যে আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওআত দেয়া যেতে পারে। ২. লোকে তো তাদেরকে কে জবরদস্তি আল্লাহ বানিয়েছে নচেৎ তারা নিজেরা দুনিয়াতেও রুবুবিয়াতের দাবীদার নয় এবং আখেরাতেও তারা এ দাবী নিয়ে উঠবে না- যে আমরাও তো রুবুবিয়াতে অংশীদার ছিলাম, তোমরা কেন আমাদেরকে ৩. মান্য কর নি? ৩. তাদের কাছে প্রার্থনা করার কোন ফল না এই দুনিয়াতে আছে আর না পরকালে আছে; কেননা তারা একেবারেই ক্ষমতাহীন এবং তাদেরকে ডাকা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَی اللّٰهِ ؕ

তোমরা অতঃপর শীঘ্রই স্মরণ করবে | যা | আমি বলছি | তোমাদেরকে | এবং সোপর্দ করছি আমি | আমার ব্যাপারে | কাছে | আল্লাহর

اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۴۴﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَیِّاٰتِ مَا

নিশ্চয় | আল্লাহ | সর্বশেষ দৃষ্টিবান | বান্দাদের উপর | অতঃপর তাকে বাঁচালেন | আল্লাহ | অনিষ্টসমূহ হতে | যা

مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿۴۵﴾ ۚ

তারা চক্রান্ত করেছিল | এবং | পরিবেষ্টন করল | অনুসারী লোকদেরকে | ফিরআউনের | কঠিন | শাস্তিতে

اَلنَّارُ یُعْرَضُوْنَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِیًّا ۚ وَ یَوْمَ تَقُوْمُ

(দোজখের) আগুন | তাদের পেশ করা হয় | তার উপর | সকালে | ও | সন্ধ্যায় | এবং | যে দিন | সংঘটিত হবে

السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۴۶﴾

কিয়ামত | (তখন বলা হবে) প্রবেশ করাও | অনুসারী লোকদেরকে | ফিরআউনের | কঠিনতর | আযাবে

৪৪. আজ আমি যা কিছু বলছি, অতি শীঘ্র সেই সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমার নিজের ব্যাপার আমি আল্লাহ উপর সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর নেগাহবান।

৪৫. শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা এই মু'মেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব নিকৃষ্টতম কৌশল ও ষড়যন্ত্র চালাল আল্লাহ সে সব হতে সে ব্যক্তিকে বাঁচালেন [৭]। আর ফেরাউনের সংগী-সাথীরা নিকৃষ্টতম আযাবের আওতায় পড়ে গেল।

৪৬. দোযখের আগুন, উহার উপর সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে, তখন হুকুম হবে যে, ফেরাউনী দল-বলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ কর।

৭. এর দ্বারা বুঝা যায়, এ ব্যক্তি ফেরাউনের রাজত্বে এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে পূর্ণ দরবারের মধ্যে ফেরাউনের মুখোমুখী এ সত্য বলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার সাহস করা যায়নি। সে কারণে তাঁকে হত্যা করার জন্যে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা সে ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন।

وَ اِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ

এবং (ভেবেদেখ) | যখন | তারা পরস্পরেঝগড়া করবে | মধ্যে | দোযখের | বলবে তখন | দুর্বলেরা | (তাদের) কে যারা

اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ

অহংকার করে (বড়বনে) ছিল | নিশ্চয় আমরা | ছিলাম | তোমাদের | অনুগামী | কি এখন | তোমরা | কাজে আসবে

عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا

আমাদের জন্যে | কিছু অংশ (কমাতে) | হতে | (দোযখের) আগুনের | বলবে | যারা | অহংকার করে (বড়বনে) ছিল | নিশ্চয় আমরা

كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَ قَالَ

সবাই | তার মধ্যে (একইঅবস্থায়) | নিশ্চয় | আল্লাহ | নিশ্চয় | ফয়সালাকরে দিয়েছেন | মাঝে | বান্দাদের | এবং | বলবে

الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ

যারা | মধ্যে (থাকবে) | (দোজখের) আগুনের | রক্ষীদেরকে | জাহান্নামের | তোমরা প্রার্থনা কর | তোমাদের রবের কাছে | হ্রাস করেন (যেন)

عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ

আমাদের থেকে | একদিন | হতে | আযাব | তারা বলবে | না কি | তোমাদের কাছে আসত

رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ

তোমাদেররসূলগণ | সুস্পষ্ট প্রমানাদীসহ | (দোজখীরা) বলবে | হ্যাঁ | (রক্ষীরা) বলবে | তোমরাই প্রার্থনা কর তাহলে

৪৭.অতঃপর– একটু ভেবে দেখ সেই সময়ের কথা,যখন এরা দোযখে পরস্পরের সাথে ঝগড়া করতে থাকবে। দুনিয়ায় যারা দুর্বল ছিল তারা যারা বড় বনেছিল তাহাদেরকে বলবেঃ "আমরা তো তোমাদের অধীন ছিলাম। তাই এখন কি তোমরা জাহান্নামের আযাব হতে কিছু পরিমাণেও আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে?"

৪৮. সেই বড় বনে থাকা লোকেরা জবাব দিবে ' আমরা সকলেই এখানে একইরূপ অবস্থার সম্মুখীন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন!"

৪৯. পরে এই জাহান্নামে পড়ে থাকা লোক দোযখের কর্মকর্তাদেরকে বলবে ঃ" তোমাদের রবের নিকট দো'আ কর, তিনি যেন আমাদের এই আযাব মাত্র একটি দিন হ্রাস করে দেন"।

৫০. তার জিজ্ঞাসা করবে " তোমাদের নিকট তোমাদের নবী-রসূলগণ কি অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেন নি?" তারা বলবেঃ "হ্যাঁ। জাহান্নামের কর্ম-কর্তারা বলবেঃ "তাহলে তোমরাই দো'আ কর

وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ

এবং | প্রার্থনা নয় | কাফেরদের | এব্যতীত | মধ্যে | ব্যর্থতার | নিশ্চয় আমরা | অবশ্যই সাহায্য করব | আমাদের রসূলদেরকে | এবং

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾

যারা | ঈমান এনেছে (তাদেরকে) | মধ্যে | জীবনের | দুনিয়ার | এবং | যেদিনে | দন্ডায়মান হবে | সাক্ষীরা

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

সেদিন | না | উপকার দিবে | যালিমদের (জন্য) | ওযর আপত্তি | তাদের | আর | তাদের জন্যে রয়েছে | অভিশাপ

وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى

এবং | তাদের জন্যে | নিকৃষ্ট | আবাস (হবেজাহান্নাম) | এবং | নিশ্চয় | আমরা দিয়েছি | মূসাকে | হেদায়াত

وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَّ

ও | আমরা উত্তরাধীকারী করেছিলাম | সন্তানদেরকে | ইসরাঈলের | কিতাবের | হেদায়াত | ও

ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

উপদেশ স্বরূপ | সম্পন্নদের জন্যে | বুদ্ধি-বিবেক | সুতরাং সবর কর | নিশ্চয় | ওয়াদা | আল্লাহর | সত্য

আর কাফেরদের দো'আ ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক"।

রুকূঃ৬

৫১. নিশ্চয় জেনো, আমরা নবী-রসূলগণের ও ঈমানদার লোকদের সাহায্য এই দুনিয়ার জীবনেও অবশ্যই করে থাকি আর সেই দিনও করব, যেদিন সাক্ষী দন্ডায়মান হবে,

৫২. যখন যালেমদের ওজর-আপত্তি তাদেরকে কোন ফায়দাই দিবে না, তাদের উপর লানৎ বর্ষিত হবে এবং নিকৃষ্টতম স্থান তাদের ভাগে আসবে।

৫৩. আর দেখই না, আমরা মূসাকে পথ প্রদর্শন করেছি, আর বনী-ইসরাঈলকে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি,

৫৪. যা জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্যে হেদায়াত ও নসীহতস্বরূপ ছিল।

৫৫. অতএব হে নবী, ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য-সঠিক।

وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ

এবং | ক্ষমা চাও | তোমার গুনাহের জন্যে | ও | তসবিহ কর | প্রশংসাসহ | তোমার রবের | সন্ধ্যাসমূহে | ও

الْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ

সকালসমূহে | নিশ্চয় | যারা | ঝগড়া করে | আয়াতসমূহে | আল্লাহর | ব্যতীত

سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ

কোন দলীল | তাদের কাছে (যা) এসেছে | নাই | মধ্যে | তাদের অন্তরসমূহের | এব্যতীত | (বড়ত্বের) অহংকার | (যাতে) তারা না

بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

পৌছিবে | সুতরাং | পানা চাও | আল্লাহর | নিশ্চয় তিনি | তিনিই | সবকিছু শুনেন | সব কিছু দেখেন

নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাও[৮] এবং সকাল ও সন্ধ্যা তোমার রবের প্রশংসাসহকারে তাঁর তসবীহ করতে থাক।

৫৬. প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে সব লোক তাদের নিকট আসা কোনরূপ সনদ ও দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়া করছে তাদের দিলে অহংকার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে সে পর্যন্ত তারা কিছুতেই পৌছবে না। অতএব আল্লাহর পানাহ চাও, তিনি সব কিছুই দেখেন ও শোনেন।

৮. যে পূর্বাপর প্রসংগের মধ্যে এ কথা এরশাদ হয়েছে তা চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়– এখানে 'অপরাধ' অর্থ অধৈর্যের সেই ভাব যা কঠোর বিরোধিতার সেই পরিস্থিতিতে বিশেষতঃ নিজের সাথীদের উপর অবিরত নির্যাতন দেখে দেখে নবী করীমের হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন– সত্বর এমন কোন মোজেযা প্রকাশ করা হোক যার দ্বারা কাফেররা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অথবা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সত্বর এমন কথা প্রকাশ পাক যার ফলে বিরোধিতার এ তুফান স্তিমিত হয়ে যায়। এই ইচ্ছা নিজ স্থানে কোন পাপ বলে গণ্য হতে পারে না, যার জন্য অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু যে উচ্চ মর্যাদার দ্বারা আল্লাহতা'আলা নবীকে মহিমান্বিত করেছিলেন সে উচ্চ মর্যাদার পক্ষে যে মহান দৃঢ় সংকল্প শোভনীয় ছিল সেই অনুসারে এই সামান্যতম অধৈর্যও আল্লাহতা'আলার দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদার তুলনায় নিম্নতর গণ্য হয়েছে। এজন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে– এই দুর্বলতার জন্যে নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করো এবং তোমার মত মহান মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যা শোভনীয় সেই ভাবে পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ়তার সংগে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাক।
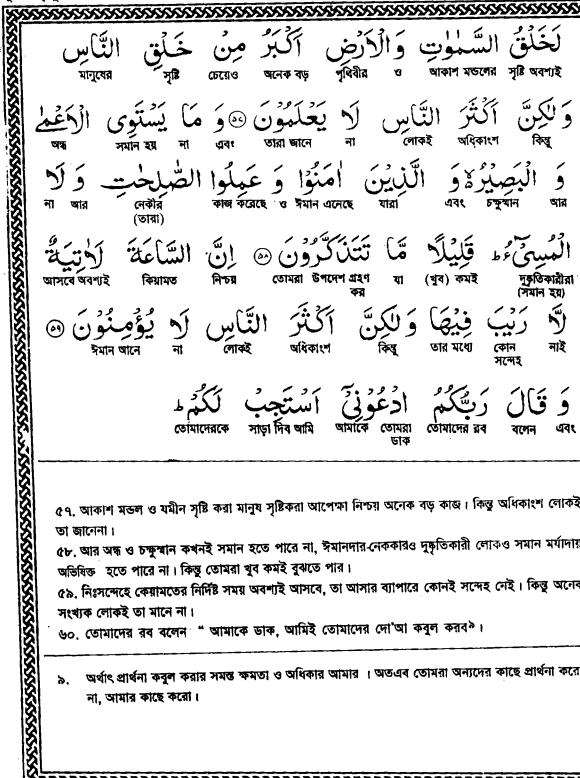
৫৭. আকাশ মন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টিকরা আপেক্ষা নিশ্চয় অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

৫৮. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনই সমান হতে পারে না, ঈমানদার-নেককারও দুষ্কৃতিকারী লোকও সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে না। কিন্তু তোমরা খুব কমই বুঝতে পার।

৫৯. নিঃসন্দেহে কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে, তা আসার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সংখ্যক লোকই তা মানে না।

৬০. তোমাদের রব বলেন "আমাকে ডাক, আমিই তোমাদের দো'আ কবুল করব[৯]।

৯. অর্থাৎ প্রার্থনা কবুল করার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আমার । অতএব তোমরা অন্যদের কাছে প্রার্থনা করো না, আমার কাছে করো।

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

নিশ্চয় — যারা — অহংকার করে (বিমুখ থাকে) — হতে — আমার ইবাদত — অবশ্যই — তারা প্রবেশ করবে — জাহান্নামে

دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ

লাঞ্ছিত হয়ে — (তিনিই) আল্লাহ — যিনি — বানিয়েছেন — তোমাদের জন্যে — রাতকে — তোমরা যেন শান্তি পাও — তার মধ্যে — এবং

النَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

দিনকে — উজ্জ্বল (বানিয়েছে) — নিশ্চয় — আল্লাহ — অনুগ্রহশীল অবশ্যই — উপর — লোকদের — কিন্তু — অধিকাংশ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ

লোকই — না — তারা শোকর করে — তোমাদের সেই — আল্লাহই — তোমাদের রব — স্রষ্টা — সব

شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ

কিছুর — নাই — কোন ইলাহ — ছাড়া — তিনি — তাহলে কোথাহতে — তোমাদের ফিরান হচ্ছে — এভাবেই

يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

ফিরান হয়েছে — (তাদেরকে) যারা — ছিল — নিদর্শনাবলীকে — আল্লাহর — অস্বীকার করত

যেসব লোক গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে আমার ইবাদত করা হতে বিমুখ থাকে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হবে"[১০]।

রুকূঃ৭

৬১. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা উহাতে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পার। এবং দিনকে তিনি উজ্জ্বল করেছেন। আসল কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশালী। কিন্তু অনেক লোকই শোকর আদায় করে না।

৬২. সেই আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্যে এ সব করেছেন) তোমাদের রব, সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া কেউই মা'বুদ নেই। তা হলে কোন দিক হতে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৬৩. এমনি ভাবে সেসব লোকই বিভ্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করছিল।

১০. এই আয়াতে দুটি কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথম– এখানে প্রার্থনা ও উপাসনা-আনুগত্যকে একার্থবোধক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে 'দো'আ' (প্রার্থনা) শব্দ দ্বারা যে জিনিসকে বুঝানো হয়েছে সেই জিনিসকে দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'ইবাদত' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা গেল যে–'দো'আ' যথার্থ ইবাদত ও ইবাদতের প্রাণবস্তু! দ্বিতীয়– আল্লাহর কাছে যারা দোয়া প্রার্থনা করে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "অহংকার বশতঃ তারা আমার ইবাদত থেকে বিমুখ" এর দ্বারা বুঝা যায়– আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা বন্দেগীর একান্ত দাবী, এবং এর থেকে বিমুখ হবার অর্থ মানুষের অহংকারে পতিত হওয়া।

اَللّٰهُ الَّذِیۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ

(তিনিই) আল্লাহ | যিনি | বানিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | পৃথিবীকে | বাসস্থান | ও | আকাশকে | এবং (চাদোয়ার মত) ছাদ

صَوَّرَكُمۡ فَاَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡ وَ رَزَقَكُمۡ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ

তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন | অতঃপর উৎকৃষ্ট করেছেন | তোমাদের আকৃতিসমূহ | এবং | তোমাদের রিযক দিয়েছেন | পবিত্র জিনিস সমূহের

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۶۴﴾ هُوَ

তোমাদের সেই | আল্লাহই | তোমাদের রব | অতএব বড় বরকতময় | আল্লাহ | রব | সারা জাহানের | তিনি

الۡحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادۡعُوۡهُ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ؕ

চিরঞ্জীব | নাই | কোন ইলাহ | ছাড়া | তিনি | সুতরাং তাঁকেই ডাক | একনিষ্ঠ হয়ে | তাঁরই জন্যে | আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۶۵﴾ قُلۡ اِنِّیۡ نُهِیۡتُ اَنۡ اَعۡبُدَ

সব প্রশংসা | আল্লাহর জন্যে | রব | বিশ্বজগতের | (হে নবী) বল | আমাকে নিশ্চয় | নিষেধ করা হয়েছে | যেন (না) | ইবাদত করি আমি

الَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الۡبَیِّنٰتُ

(তাদেরকে) যাদের | তোমরা ডাক | ছাড়া | আল্লাহ | যখন | আমার কাছে এসেছে | সুস্পষ্ট দলীলসমূহ

مِنۡ رَّبِّیۡ ۫ وَ اُمِرۡتُ اَنۡ اُسۡلِمَ لِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۶۶﴾

পক্ষহতে | আমার রবের | এবং | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যে | আত্মসমর্পণ করি আমি | রবের কাছে | বিশ্বজগতের

৬৪. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে স্থিতি গ্রহণের স্থান বানিয়েছেন এবং উপরে আসমানের গম্বুজ বানিয়েছেন, যিনি তোমাদের প্রকৃতি রচনা করেছেন, খুবই চমৎকার বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস সমূহের রিযক দান করেছেন। ... তিনিই আল্লাহ (এ সব কাজ যাঁর) তোমাদের রব, অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা বিশ্ব-লোকের সেই রব।

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা তাঁকেই ডাক; নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্যে খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিও। সব প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্যে।

৬৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, আমাকে তো সেই সব সত্তার ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডেকে থাক। (আমি এ কাজ কিরূপে করতে পারি,) যখন আমার নিকট আমার প্রভুর তরফ হতে অকাট্য দলীলসমূহ এসে পৌছেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি রাব্বুল 'আলামীনের সামনে বিনয়ের মস্তক নত করে দিব।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ

তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন হতে মাটি এরপর হতে শুক্রবিন্দু এরপর হতে

عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ

জমাট রক্ত এরপর তোমাদের বের করেন শিশু রূপে এরপর (বৃদ্ধিদেন) তোমরা যেন উপনীত হও যৌবনে তোমাদের

ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ

এরপর তোমরাও যেন হও বৃদ্ধ এবং তোমাদের মধ্য হতে কেউ মৃত্যুবরণ করে (বৃদ্ধ হওয়ার) পূর্বেই

وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ

আর (এসব এজন্যে) যেন উপনীত হও একটিমেয়াদে নির্দিষ্ট এবং যাতে তোমরা অনুধাবন কর তিনিই (আল্লাহ্)

الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

যিনি জীবনদেন ও মৃত্যুদেন অতঃপর যখন ফয়সালা করেন কোন ব্যাপারে শুধু তখন বলেন

لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ

তাকে হও তৎক্ষণাৎ হয়ে যায় তুমি দেখ নাই কি প্রতি (তাদের) যারা ঝগড়া করে

فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

ক্ষেত্রে নিদর্শনাবলীর আল্লাহর কোথা হতে তাদেরকে ঘুরান হচ্ছে (অর্থাৎ বিভ্রান্ত করা হচ্ছে)

৬৭. তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে, তার পর জমাটবাঁধা রক্ত হতে। তার পর তোমাদেরকে শিশুর আকার-আকৃতিতে বের করেন। পরে তোমাদেরকে বৃদ্ধি দান করেন, যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ পর্যন্ত পৌছতে পার। পরে আরো বৃদ্ধি দেন, যেন তোমরা বার্ধক্য পর্যন্ত পৌছাও আর তোমাদের কাউকে পূর্বেই ফেরত ডেকে পাঠানো হয়। এ সব কিছু এ জন্যে করা হয় যেন তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌছে যাও, আর এ জন্যেও যে, তোমরা প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করতে পার।

৬৮. তিনিই জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারীও তিনিই। তিনি যে বিষয়েরই ফয়সালা করেন, ব্যাস একটা হুকুম দেন যেন তা হয়ে যায় – আর অমনি তা হয়ে যায়।

রুকুঃ৮

৬৯. তোমরা কি দেখেছ সেই লোকদেরকে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়া করে? ...তাদেরকে কোথা হতে বিভ্রান্ত করা হয়?

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ﵗ فَسَوْفَ

যারা মিথ্যারোপ করে (এই) কিতাবের প্রতি এবং যা ঐবিষয়ে আমরা প্রেরণ করেছি যাসহ আমাদের রসূল দেরকে (অন্যান্য কিতাব) শীঘ্রই

يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط

তারা জানতে পারবে যখন বেড়িসমূহ (পরান হবে) মধ্যে তাদের গলদেশ সমূহে এবং শৃঙ্খলসমূহকেও (গলায় দেওয়া হবে)

يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ

তাদের টানা হবে মধ্যে ফুটন্ত পানির এরপর মধ্যে আগুনের তাদেরকে জ্বালান হবে পরে

قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط

বলা হবে তাদেরকে কোথায় (এখন) (তারা) যাদের তোমরা শরীক করতে ছিলে ছাড়া আল্লাহ

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ط

তারা বলবে তারা উধাও হয়েছে আমাদের থেকে বরং না আমরা ডাকতাম পূর্বে কোন কিছুকেই

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

এরূপে বিভ্রান্ত করবেন আল্লাহ কাফেরদের কে এটা একারণে যে তোমারা

تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾

উল্লাস করতে ছিলে মধ্যে পৃথিবীর (অন্যায় ভাবে) এবং একারণে যে তোমরা দম্ভকরতোছিলে

৭০. এই লোকেরা কি এই কিতাবকে এবং আমাদের রসূলগণের সংগে পাঠানো কিতাবসমূহকে অবিশ্বাস ও অমান্য করছে? অতি শীঘ্র তারা জানতে পারবে,

৭১-৭২. যখন তাদের গলায় শৃংখল পড়বে এবং উহাতে ধরে তাদেরকে টগবগ করে ফুটতেথাকা গরম পানির দিকে টানা হবে এবং পরে দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

৭৩-৭৪. পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এখন কোথায় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সেই সত্তা যাদেরকে তোমরা শরীক বানাচ্ছিলে? তারা জবাব দিবে তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে, বরং আমরা এর পূর্বে কোন জিনিসকেই ডাকছিলাম না। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের গোমরাহ হবার ব্যাপারটিকে সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট করে তুলবেন।

৭৫. তাদেরকে বলা হবে " তোমাদের এ পরিণাম এই কারণে হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়ায় অসত্যের উপর মগ্নছিলে এবং তা নিয়ে তোমরা গৌরবও করছিলে।

فِيهَا	خٰلِدِينَ	جَهَنَّمَ	اَبْوَابَ	اُدْخُلُوٓا
তার মধ্যে	তোমরা স্থায়ী হবে	জাহান্নামের	দ্বার সমূহে	(এখন যাও) তোমরা প্রবেশ কর

اِنَّ	فَاصْبِرْ	الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾	مَثْوَى	فَبِئْسَ
নিশ্চয়	(হেনবী) তাই সবর কর	অহংকারীদের (জন্যে)	বাসস্থান	অতএব কতনিকৃষ্ট

الَّذِىْ	بَعْضَ	نُرِيَنَّكَ	فَاِمَّا	حَقٌّ ج	اللّٰهِ	وَعْدَ
যা	কিছুটা	তোমাকে দেখাবো আমরা	সুতরাং হয়	সত্য	আল্লাহর	ওয়াদা

وَ	يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾	فَاِلَيْنَا	نَتَوَفَّيَنَّكَ	اَوْ	هُمْ	نَعِدُ
এবং	তাদের ফিরিয়ে আনা হবে	তবে আমাদের দিকে	তোমাকে মৃত্যুদান করব আমরা	অথবা	তাদের কে	ভয় দেখাচ্ছি আমরা

قَصَصْنَا	مَّنْ	مِنْهُمْ	قَبْلِكَ	مِّنْ	رُسُلًا	اَرْسَلْنَا	لَقَدْ
আমরা বর্ণনা করেছি	কারও (অবস্থা)	তাদের মধ্যে	তোমার পূর্বে		(অনেক) রসূলকে	আমরা প্রেরণ করেছি	নিশ্চয়

كَانَ	وَ مَا	عَلَيْكَ ط	نَقْصُصْ	لَّمْ	مَّنْ	مِنْهُمْ	وَ	عَلَيْكَ
(সম্ভব) ছিল	না এবং	তোমার কাছে	আমরা বর্ণনা করি	নাই	কারও (অবস্থা)	তাদের মধ্যে	আবার	তোমার কাছে

جَآءَ	فَاِذَا	اللّٰهِ ج	بِاِذْنِ	اِلَّا	بِاٰيَةٍ	يَّاْتِىَ	اَنْ	لِرَسُوْلٍ
আসল	অতঃপর যখন	আল্লাহর	অনুমতি	ব্যতীত	কোন নিদর্শনকে	আনবে	যে	কোন রসূলের জন্যে

الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾	هُنَالِكَ	خَسِرَ	وَ	بِالْحَقِّ	قُضِىَ	اللّٰهِ	اَمْرُ
বাতিল পন্থিরা (দুষ্কৃতিকারীরা)	তখন	ক্ষতিগ্রস্থ হল	এবং	ন্যায়ভাবে	ফয়সালা করে দেওয়া হল	আল্লাহর	আদেশ

ع ٨ ١٠ ١٣

৭৬. এখন যাও, জাহান্নামের দুয়ারে প্রবেশ কর, সেখানেই তোমাদেরকে চিরদিন-চিরকাল থাকতে হবে। বড়ই নিকৃষ্ট পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্যে"।

৭৭. অতএব হে নবী! ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এখন হয় তোমার সামনেই তাদেরকে সেই খারাব পরিণতির কিছু অংশ দেখিয়ে দিব যার ভয় আমরা তাদেরকে দেখাচ্ছি কিংবা (তার পূর্বে) তোমাকে উঠিয়ে নিব। তাদেরকে তো আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৭৮. হে নবী! তোমার পূর্বে আমরা অসংখ্য রসূল পাঠিয়েছি যাদের কতিপয়ের অবস্থা সম্পর্কে আমরা তোমাকে অবহিত করেছি; আর কতক সম্পর্কে কিছুই বলিনি। কোন রসূলেরই এই শক্তি ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নির্দশন নিয়ে আসবে। পরে যখন আল্লাহর হুকুম হল তখন হক মোতাবেক ফয়সালা করে দেয়া হল। আর তখন দুষ্কৃতকারীরা মহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ

(তিনিই) আল্লাহ | যিনি | সৃষ্টিকরেছেন | তোমাদের জন্যে | পশুগুলো | গৃহপালিত | তোমরাআরোহণ করতেপার যেন | তার মধ্যেহতে (কোনটির উপর) | এবং

مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوْا

তার মধ্য হতে | তোমরা খাও (কোনটির গোশত) | এবং | তোমাদের জন্যে | তার মধ্যে (রয়েছে) | (অনেক) উপকার | এবং | তোমরা পৌছিতে পার যেন

عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ

তার উপর (আরোহণ কর) | প্রয়োজন (বোধ করলে) | মধ্যে | তোমাদের মনের | এবং | তার উপর | এবং | উপর | নৌযানের

تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ

তোমাদের বহন করা হয় | এবং | তোমাদের দেখান তিনি | তাঁর নিদর্শনাবলী | কোন সুতরাং | নিদর্শনাবলী | আল্লাহর

تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

তোমরা অস্বীকার করতে পার

৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্যে এই গৃহপালিত পশুগুলিকে বানিয়েছেন,যেন তাদের কোন কোনটির উপর তোমরা সওয়ার হতে পার এবং কোন কোনটির গোশত খেতে পার।

৮০.এদের মাঝে তোমাদের জন্যে আরো অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরা এই কাজেও লাগে যে, যেখানেই তোমরা পৌছিবার প্রয়োজন মনে করবে, তোমরা এদের উপর সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছতে পার– এদের উপর এবং নৌকার উপরও তোমাদেরকে সওয়ার করা হয়।

৮১. আল্লাহ তাঁর নিজের এই নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাচ্ছেন, তোমরা তাঁর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

তারা ভ্রমণ করে নাই তবে কি | মধ্যে | পৃথিবীর | তারা দেখে অতঃপর (নাইকি?) | কেমন

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ

ছিল | পরিণতি | (তাদের) যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | তারা ছিল | অধিকতর (সংখ্যায়)

مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ

এদের চেয়েও | ও | প্রবলতর | শক্তিতে | ও | কীর্তিতে | মধ্যে | পৃথিবীর | অতঃপর না | কাজে আসল

عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ

তাদের জন্যে | যা | তারা অর্জন করতে ছিল | অতঃপর যখন | তাদের কাছে আসত

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ

তাদের রসূলরা | সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ | তারা খুশীতে মগ্ন রইল | ঐ বিষয়ে যা (ছিল) | কাছে | তাদের | অর্থাৎ | (নিজস্ব) জ্ঞান

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا

এবং | পরিবেষ্টিত করল | তাদেরকে | তাই | তারা ছিল | যে সম্পর্কে | ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত | যখন অতঃপর | তারা দেখল

بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

আমাদের শাস্তি | তারা বলল | আমরা ঈমান এনেছি | আল্লাহর উপর | তার একারই | এবং | আমরা অস্বীকার করছি | তা সবকে | আমরা ছিলাম | যার সাথে

مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

শরীককারী

৮২. এই লোকেরা কি যমীনে চলা-ফিরা করেনি যে, তারা সেই লোকদের পরিণতি দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে? তারা তো সংখ্যায় এদের অপেক্ষা বেশী ছিল, এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং যমীনে এদের অপেক্ষা অনেক বেশী চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল,শেষ পর্যন্ত তা তাদের কোন কাজে আসল?

৮৩. তাদের রসূলগণ যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট-অকাট্য দলীলাদি নিয়ে আসল তখন তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞান নিয়েই মগ্ন রইল। পরে তারা সেই জিনিসেরই আওতায়ই পড়ে গেল যাকে তারা ঠাট্টা করছিল।

৮৪. তারা যখন আমাদের আযাব দেখতে পেল তখন তারা চীৎকার করে উঠল এই বলে যে, আমরা মেনে নিলাম লা-শরীক এক আল্লাহকে, আর আমরা অমান্য করছি সেই সব মা'বূদ কে যাদেরকে আমরা শরীক বানাচ্ছিলাম।

৮৫. কিন্তু আমাদের আযাব দেখে নেয়ার পর তাদের ঈমান তাদের জন্যে কিছু মাত্র কল্যাণকর হতে পারেনি। কেন না, এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম, যা চিরকাল তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কার্যকর রয়েছে। আর তখন কাফের লোকেরা মহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

হা মীম আস্-সাজদা

নামকরণঃ এই সূরাটির নাম দু'শব্দে গঠিত। একটি 'হা মীম', আর অপরটি 'আস-সাজদাহ'। অর্থাৎ এ সেই সূরা যার সূচনা হয় "হা মীম" শব্দ দ্বারা এবং যাতে একটি 'সিজদা'র আয়াত রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হল হযরত হামযা (রাঃ)-এর ঈমান আনার পর এবং হযরত উমর (রাঃ)-এর ঈমান আনার পূর্বে। নবী করীম (সঃ)-এর প্রাচীনতম জীবনী লেখক মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইসহাক প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইব্‌নে কা'আব আল-কুরাযীর সূত্রে এ কাহিনীটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার কতিপয় কুরাইশ সরদার কা'বা ঘরে একত্র হয়ে বসেছিল। মসজিদে হারামের অপর দিকের এক কোণায় নবী করীম (সঃ) বসেছিলেন। এ সময় হযরত হামযা (রাঃ) ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশের লোকেরা মুসলমানদের দল দিন দিন ভারী হতে দেখে খুব শংকিত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল।একবার (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) উতবা ইব্‌নে রাবী'আ কুরাইশ সরদারদেরকে বলল' হে ভায়েরা, আপনারা ভাল মনে করলে আমি গিয়ে মুহাম্মদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি, আর তার সামনে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করতে পারি, সে হয়ত কোন একটা প্রস্তাব মেনে নেবে, আর আমরাও তা কবুল করে নেব। এভাবে সে হয়ত আমাদের বিরুদ্ধতা থেকে বিরত হতে পারে! উপস্থিত সকলেই এ কথা পছন্দ করলো। অতঃপর উতবা উঠে গিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট আসন গ্রহণ করলো। তিনি তার দিকে ফিরে বসলেন, তখন সে বললো "ভাইপো। জাতির মধ্যে তোমার বংশ-মর্যাদা যে কত ভাল তা তুমি জানো! কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তোমার জাতির লোকদের উপর একটা বিপদ টেনে এনেছ। তুমি আমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিচ্ছ। গোটা জাতিকে তুমি আহাম্মক বানাচ্ছো।জাতির ধর্ম ও তার মা'বুদদেরকে মন্দ বলছো। আরো এমন সব কথা বলতে শুরু করেছ, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের সকলের বাপ-দাদা যেন কাফের ছিল। এখন আমার একটা কথা শুন। তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি, তা চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখ, হয়ত তার যে কোন একটা প্রস্তাব তুমি মেনে নিতে পারবে"।

নবী করীম (সঃ) এর জবাবে বললেনঃ "হে অলীদের পিতা! আপনি বলুন, আমি শুনছি"। তখন সে বললো "ভাইপো, তুমি এই যে কাজ শুরু করেছ, এ দ্বারা যদি তোমার ধন-মাল লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তোমাকে এত ধন-সম্পদ দান করবো যার ফলে তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মালদার ও ধনী ব্যক্তি হয়ে যেতে পারবে। আর তার দ্বারা যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, তাহলে বল আমরা তোমাকে আমাদের সরদার ও নেতা করে নেব। তোমার কথা ছাড়া কোন বিষয়েরই ফয়সালা হতে পারবে না। আর যদি বাদশাহ হতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে বাদশাহ করে নেব। আর যদি তোমার উপর কোন জিনের প্রভাব পড়ে থাকে, -যাকে তুমি নিজে তাড়াতে পার না, তা হলে আমরা সুদক্ষ চিকিৎসকদের ডেকে আনব এবং নিজেদের খরচেই তোমার চিকিৎসা করাব"।

উতবা এ সব কথা বলছিল নবী করীম (সঃ) চুপচাপ বসে শুনছিলেন। পরে তিনি বললেন: "আবুল অলীদ! আপনার যা কিছু বলবার ছিল তা কি বলেছেন?" সে বললো: "হাঁ বলেছি"। তখন তিনি বললেন: "আচ্ছা, এখন আমরা কথা শুনুন"। এ সময় তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে এ সূরাটিই তেলাওয়াত শুরু করলেন। আর উতবা নিজের দু'খানা হাত পিছনে ঠেক লাগিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনতে লাগল। এ সূরার সিজদার আয়াত –৩৮ আয়াত পর্যন্ত পৌছে নবী করীম (সঃ) সিজদা করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন: "হে আবুল অলীদ! আমার জওয়াব আপনি শুনতে পেলেন। এখন আপনি জানেন আর আপনারা কাজ"।

উতবা উঠে কুরাইশ সরদারদের মজলিসের দিকে চলে গেল। দূর হতে লোকেরা দেখে বলে উঠল: আল্লাহর কসম, উতবার চেহারা বদলে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, সে চেহারা নিয়ে সে ফিরে আসছে না। সে যখন এসে বসলো তখন সকলেই বললো: 'কি শুনে আসলে?" সে বললোঃ 'আল্লাহর কসম, আমি এমন কালাম শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনই শুনতে পাইনি। আল্লাহর কসম এ কবিতা নয়, যাদুর কথা নয়, গণকদারী নয়। হে কুরাইশ সরদাররা! আমার কথা শুন। এ ব্যক্তিকে তার অবস্থায়ই থাকতে দাও। আমি মনে করি, এ কালাম কিছুটা বাস্তবায়িত হবে। মনে কর আরবরা যদি তার মুকাবিলায় জয়ী হতে পারে, তাহলে তোমরা নিজেরা নিজের ভায়ের উপর আক্রমণ করা হতে রক্ষা পেলে, অন্য লোকেরা তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। কিন্তু সে যদি আরবদের উপর জয়ী হয়, তাহলে তার বাদশাহী তো তোমাদেরই বাদশাহী হবে, তার ইয্যত ও সম্মান তোমাদের ইয্যত ও সম্মানের কারণ হবে।"কুরাইশ সরদাররা তার এ কথা শুনেই বলে উঠল: "অলীদের পিতা! এ ব্যক্তির যাদু তোমার উপরও প্রভাব ফেলেছে"। উতবা বললো: "আমার মত আমি তোমাদেরকে বললাম, এখন তোমাদের মনে যা হয় তা করতে থাক"। (ইবনে হিসাম, প্রথম খন্ড, ৩১৩-৩১৪পৃঃ)

অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস ও হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বিভিন্ন সূত্রে এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাতে শব্দগত কিছুটা পার্থক্য আছে। তাদের কোন কোন বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) সূরাটি পড়তে পড়তে এ আয়াত পর্যন্ত পৌছিলেনঃ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ـ

–এই লোকেরা যদি বিমুখ হয় তা হলে এদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদের আযাবের মত আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যা আকস্মিক ভাবে এসে পড়বে।

তখন উতবা সহসা রসূল (সঃ)-এর মুখের উপর হাত রাখলো, আর বললোঃ আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার নিজের জাতির উপর দয়া কর। পরে কুরাইশ সরদারদের নিকট তার এরূপ কাজের কারণ স্বরূপ বললোঃ "আপনারা জানেন মুহাম্মদের মুখ হতে যে কথা বের হয়, তা অবশ্যই পূর্ণ হয়। এ জন্যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আমাদের উপর আযাব না এসে পড়ে।" (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে তফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, ৯০– ৯১পৃঃ এবং আল বেদায়া ওয়ান–নেহায়া, ৩য় খন্ড ,৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বিষয়বস্তুও মূল বক্তব্যঃ উতবার এ কথাবার্তার জবাবে আল্লাহতা'আলার নিকট হতে যে কালামের ভাষন নাযিল হয়, তাতে ঐ সব অর্থহীন কথাবার্তার দিকে মাত্রই ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি যা সে নবী করীম (সঃ)-কে বলেছিল। কেননা সে যাকিছু বলেছিল, আসলে তা ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর নিয়ত ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তার হামলা। তার সব কথার পিছনেই এ ধরে নেয়া কথা নিহিত ছিল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবী এবং কুরআনের অহী হওয়া তো সম্ভব্য কোন কথা নয়। তা হলে তিনি যে এসব কথা বলছেন, এর মূলে হয় ধন-মালের লোভ বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন-প্রভূত্ব লাভই হবে উদ্বোধক। অথবা (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিতেই বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথম কারণ হলে সে রসূলের সাথে বৈষয়িক সওদাবাজি করতে চেয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হলে 'আমরা নিজেদের খরচে তোমার চিকিৎসা করাব' বলে সে রসূলে করীম (সঃ)-কে অপমান করতে চেয়েছিল। এখন বিরুদ্ধবাদীরা যখন এতদূর নীচ হতে পারে তখন তার কোন জবাব দেয়া শরীফ ব্যক্তির কাজ নয়। তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য বলে দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

এ সূরায় উতবার কথাগুলির প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করেই মক্কার কাফেরদের মূল বিরুদ্ধতাকেই আলোচ্য বিষয়-রূপে গণ্য করা হয়েছে। কেননা কাফেররা তখন কুরআন মজীদের দাওআতকে প্রতিরুদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে অত্যন্ত হঠকারিতা ও অনৈতিকতা সহকারে চেষ্টা করছিল। তারা নবী করীম (সঃ)-কে বলছিল, আপনি যাই করুন না কেন, আমরা আপনার কোন কথাই শুনব না। আমরা আমাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি -দিলকে আবৃত করে রেখেছি, আমাদের কান বন্ধ করে দিয়েছি, আমাদের ও আপনার মাঝে একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা আপনাকে ও আমাদেরকে কখনই একত্রিত হতে দেবে না।

তারা নবী করীম (সঃ)-কে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, আপনি আপনার এ দাওআতী কাজ করে যান, আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে আপনার বিরুদ্ধতা করে যাব- করতে থাকবো। তারা নবী করীম (সঃ)-কে প্রতিরুদ্ধ করার জন্যে কাজের একটা রীতিমত পরিকল্পনা তৈরী করলো। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী যখনই নবী করীম (সঃ) নিজে কিংবা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউ সাধারণ মানুষকে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাতে চেষ্টা করতেন, তখনই আকস্মিকভাবে হাংগামার সৃষ্টি করে দিত, এমনভাবে চীৎকার করতো যে, কানে তালা লেগে যেত। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের উল্টো অর্থ করে জনগণের মনে নানা ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করার কাজে পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে তৎপর হয়েছিল। ফলে কুরআনে বলা হত এ কথা , আর তারা তাকে বানিয়ে দিত অন্য কিছু। সরল-সোজা কথায় বক্রতা আবিষ্কার করতে চেষ্টিত হতে। পূবাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে কোথাও হতে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বের করে তার সঙ্গে নিজেদের তরফ হতে অনেক কথা যোগ করে দিয়ে একটা নতুন কথা দাঁড় করাত- যেন কুরআন ও তার উপস্থাপন কারী রসূল সম্পর্কে লোকদের ধারণা খারাব হয়।

আশ্চর্য ধরনের সব প্রশ্ন ও আপত্তি করতো। তার একটা নমুনা এ সূরায় পেশ করা হয়েছেঃ একজন আরব যদি আরবী ভাষায় কোন কালাম শুনাতেন , তবে তাতে মু'যিযার কি হল? আরবী তো তার মাতৃ-ভাষা! মাতৃ-ভাষায় যার ইচ্ছা সেই কোন না কোন কালাম রচনা করতে পারে। তা আল্লাহর নিকট হতে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে বলে দাবী করার কি আছে! তবে তিনি যে ভাষা জানেন না সে ভাষায় উচ্চমানের যদি কোন কালাম সহসা শুনাতে পারেন তবে না হয় বুঝা যেতে পারে যে, এ তাঁর নিজস্ব রচিত নয়, এ উপর কোন স্থান হতে নাযিল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বিরুদ্ধতার জবাবে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ কথা হল এইঃ

১.ঃএ মহান আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও কালাম। আরবী ভাষায়ই এ নাযিল হয়েছে। এতে স্পষ্ট ভাষায় যে তত্ত্ব-কথা প্রকাশ করে বলা হয়েছে মূর্খ লোকেরা তাতে কোন জ্ঞানের সন্ধান পায়নি বটে; কিন্তু সমঝদার লোকেরা তা হতে জ্ঞানের আলোও লাভ করে এবং তা হতে ফায়দাও পেতে পারছেন। আল্লাহ অনুগ্রহ করে মানুষের হেদায়াতের জন্যে এ কালাম নাযিল করেছেন। কেউ যদি তাকে বিপদ মনে করে, তবে তা তার দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এ সুসংবাদ হচ্ছে তাদের জন্যে যারা তা হতে উপকৃত হয়। আর যারা তা হতে বিমুখ হয়ে থাকে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে তাদের ভয় করা উচিত।

২.ঃ তেমরা যদি তোমাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখে থাক এবং নিজেদের শ্রবণ শক্তিকে বধির করে রেখে থাক, তাহলে যে লোক এ শুনতে চায় না তাকে শুনাবার, আর যে তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে প্রস্তুত নয় তার দিলে জোরপূর্বক নিজের কথা বসিয়ে দেবার কোন দায়িত্ব নবীর উপর অর্পন করা হয় নি। তিনি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। যারা শুনতে প্রস্তুত তিনি তাদেরকেই কথা শুনাতে পারেন, যারা বুঝতে প্রস্তুত তাদেরকেই তিনি বুঝাতে পারেন।

৩.ঃ তোমরা নিজেদের চোখ ও কান যতই বন্ধ করে রাখ না কেন, নিজেদের দিলের উপর যতই পর্দা ফেলে রাখ না কেন, আসল সত্য কথা এই যে, তোমাদের আল্লাহ তো একই আল্লাহ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বান্দা নও। তোমরা জিদ করলেই এ মহাসত্য বদলে যাবে না। তবে তোমরা যদি এ মেনে নাও এবং এ অনুযায়ী নিজেদের আমল ঠিক করে নাও, তবে তাতে নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর যদি নাই মান তবে তার দরুন নিজেরাই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

৪. ঃ তোমরা এ শিরক ও কুফরী কার সঙ্গে করছো, সে বিষয়ে কোন অনুভূতি আছে কি তোমাদের মনে? তা করছো সেই আল্লাহর সাথে যিনি এ অথৈ বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যার রচিত ও জমা করে দেয়া অসীম বরকত এ যমীন হতে লাভ করে ধণ্য হচ্ছ, যার সংগ্রহ করে দেয়া রিযক খেয়েই লালিত পালিত হচ্ছ,। তাঁর সাথে তোমরা তাঁরই নিকৃষ্ট সৃষ্টিসমূহকে শরীক বানাচ্ছ। আর তোমাদেরকে যদি বুঝাতে চেষ্টা করা হয় তাহলে জিদের বশবর্তী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নাও।

৫.ঃ যদি নাই মান, তাহলে জেনে রেখ, তোমাদের উপর তেমনি আযাব সহসাই ভেঙ্গে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে যেমন আদ ও সামুদ জাতির উপর ভেঙ্গে পড়েছিল। আর সে আযাবও তোমাদের অপরাধের শেষ শাস্তি নয়, পরে হাশরের ময়দানে তোমাদের হিসাব নেয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন তোমারদের আপেক্ষায় রয়েছে।

৬. ঃ তারা বড়ই হতভাগ্য মানুষ, যাদের সাথে এমন শয়তান, মানুষ ও জ্বিন লেগে রয়েছে যারা তাদেরকে চারদিকে কেবল শস্য-শ্যামল-মনোরম শোভাই দেখিয়ে থাকে, তাদের নিবুদ্ধিতাকে তাদের নিকট খুবই চাকচিক্যময় করে তোলে, তাদেরকে না কখনই ভাল কথা– নির্ভুল সঠিক কথা চিন্তা করবার সুযোগ দেয়, না অন্য লোকদের নিকট হতে তা শুনবার সুযোগ দেয়। এমন নাদান লোকেরা তো আজ এখানে পরস্পরকে উস্কানী দিয়ে চলেছে, আর প্রত্যেকে অপরের নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে চরম উৎসাহে মেতে উঠছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্য নেমে আসবে, তখন তাদের প্রত্যেকেই বলবে, দুনিয়ায় যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল তাদেরকে আজ নাগাল পেলে পায়ের তলায় ফেলে নিস্পেষিত করবো।

৭.ঃ এ কুরআন একখানা অটল অপরির্তনীয় কিতাব। তোমরা তোমাদের হীন কুট-কৌশল ও মিথ্যার হাতিয়ার দ্বারা তাকে পরাজিত করতে পার না। বাতিল সামনের দিক হতে আসুক কিংবা পরোক্ষ ও গোপনে হামলা করুক, কুরআনকে আঘাত হানতে পারবে না কখনই।

৮.ঃ আজ তোমাদের নিজেদের ভাষায় এ কুরআন পেশ করা হচ্ছে যেন তোমরা এ বুঝতে পার। কিন্তু তোমরা বলছো এ কুরআন কোন অনারব ভায়ায় নাযিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একে তোমাদের হেদায়াতের জন্যে যদি কোন অনারব ভাষায় নাযিল করতাম, তাহলে তোমরাই তখন বলতে যে, এ তো বিস্ময়কর ধরনের বিদ্রুপ– আরব জাতির হেদায়াতের জন্যে অনারব ভাষায় – যা কেউ বুঝে না – কথা বলা হচ্ছে, কালাম নাযিল করা হচ্ছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আসলে তোমরা হেদায়াত পেতেই চাও না। না মানবার জন্যে নিত্য নতুন বাহানা তালাস করছো।

৯. ঃ আচ্ছা, তোমরা কি এ কথা কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, কুরআন যদি সত্যই আল্লাহর কিতাব হয়ে থাকে, তা হলে তা অমান্য করে ও এমন ভাবে তার বিরুদ্ধতা করলে তোমাদের পরিণতি কতখানি মর্মান্তিক হবে?

১০.ঃ এখন তো তোমরা মানছ না; কিন্তু সে দিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন নিজেদের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, এ কুরআনের দাওআত দিগ-দিগন্তে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। আর তোমরা নিজেরা তার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছ। তখন তোমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, তোমাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা কোন মিথ্যা জিনিস ছিল না, বরং তা ছিল অতীব সত্য। বিরুদ্ধবাদীদেরকে এ জবাব দেয়ার সংগে সংগে কঠিন প্রচন্ড বিরুদ্ধতার পরিবেশে ঈমানদার লোক ও স্বয়ং নবী করীম (সঃ) যে পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করা হয়েছে। ঈমানদার লোকদের পক্ষে তখন দ্বীনের তবলীগ করা তো দুরের কথা, ঈমানের পথে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিনতর হয়ে পড়েছিল। কেউ মুসলমান হয়েছে এ কথা জানতে পারলে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তো। দুশমনদের ভয়াবহ ঐক্যজোট এবং চারদিকে সমাচ্ছন্ন শক্তির মুকাবিলায় তারা নিজেদেরকে নিতান্ত অসহায় ও বন্ধু-বান্ধবহীন মনে করছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ তাদেরকে এ কথা বলে সাহস দেয়া হয়েছে যে, আসলে তোমরা অসহায় ও বন্ধু-বান্ধাবহীন নও। বরং যে ব্যক্তিই একবার আল্লাহকে নিজের রব মেনে এ আকীদায় মজবুত ও অটল হয়ে থাকে তাঁর প্রতি আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হন এবং দুনিয়া হতে পরকাল পর্যন্ত তাকে সাহচর্য দান করেন। পরে তাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করা হয়েছে এ কথা বলে যে, যারা নেক আমল করে, অন্য লোককেআল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং শক্ত হয়ে বলে 'আমরা মুসলমান' প্রকৃতপক্ষে তারাই উত্তম মানুষ।

নবী করীম (সঃ)-এর সামনে তখন একটা প্রশ্ন কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। প্রশ্নটা ছিল এই যে, দ্বীনের এ দাওআতের পথে যখন এ কঠিন দুর্লংঘ্য পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে তখন এর মধ্যহতে ইসলাম প্রচারের পথ উম্মুক্ত হবে কেমন করে? এ প্রশ্নের জবাবে সমস্যার সমাধান হিসাবে রসূলে করীম (সঃ)-কে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব প্রদর্শনীমূলক প্রতিবন্ধকতার পাহাড় বাহ্যতঃ খুবই কঠিন ও দুর্লংঘ্য মনে হয় বটে, কিন্তু উত্তম-উন্নতমানের চরিত্রই হল এমন হাতিয়ার, যা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। অতীব ধৈর্য্য সহকারে কাজ করে যাও। শয়তান যদি কখনো উস্কানী দিয়ে অপর কোন হাতিয়ার প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

রুকুঃ১

১. হা মীম,

২. এ কিতাব দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর তরফ হতে নাযিল করা জিনিস।

৩. এ এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে বলা হয়েছে– আরবী ভাষার কুরআন– তাদের জন্যে, যারা জ্ঞানবান।

৪.এ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। কিন্তু এদের অধিকাংশ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনেও শুনে না।

৫. তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যে জিনিসের দিকে ডাক, তার প্রতি আমাদের দিলের উপর আবরণ পড়ে রয়েছে, আমাদের কান বধির হয়ে গেছে এবং আমাদের ও তোমার মাঝে একটা পর্দা আড়াল হয়ে গেছে।

فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
তুমি তাই কাজ কর | নিশ্চয় আমরা | কাজ করে যাচ্ছি | বল (হে নবী) | মূলতঃ | আমি | একজন মানুষ | তোমাদেরই মত

يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا
ওহী করা হয় | আমার প্রতি | এই যে | তোমাদের ইলাহ | ইলাহ | একই | সুতরাং | তোমরা দৃঢ় হয়ে থাক

اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ ط وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝
তার দিকে | ও | তার কাছে তোমরা ক্ষমা চাও | এবং | ধ্বংস (রয়েছে) | মুশরিকদের জন্যে

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
যারা | না | দেয় | জাকাত | এবং | তারা | আখেরাতকে | তারা

كٰفِرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
অস্বীকারকারী | নিশ্চয় | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ
তাদের জন্যে | পুরস্কার (রয়েছে) | ব্যতীত | শেষ হওয়া (অর্থাৎ অফুরন্ত) | বল | তোমরা নিশ্চয় কি | অস্বীকার করছ অবশ্যই

بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ
যিনি (তাকে) | সৃষ্টি করেছেন | যমীনকে | মধ্যে | দু'দিনের | এবং | তোমরা বানাচ্ছ | তার জন্যে

اَنْدَادًا ط
সমকক্ষ (অন্যদেরকে)

তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করতে থাকব।

৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো। আমাকে অহীর সাহায্যে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের ইলাহ তো মাত্র একই ইলাহ। অতএব তোমরা সোজা তাঁর অভিমুখী হয়ে থাক এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। সেই মুশরিকদের ধ্বংশ নিশ্চিত,

৭. যারা যাকাত দেয় না ও পরকাল অমান্যকারী।

৮. তবে যারা মেনে নিল ও সৎ কাজ করল তাদের জন্যে নিশ্চয় এমন পুরস্কার রয়েছে, যার ধারা কখনও ছিন্ন হবার নয়।

রুকুঃ২

৯. হে নবী এদেরকে বল, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছ এবং অন্যাদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে বানিয়েছেন?...

ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩ وَ جَعَلَ فِيْهَا

তিনিই | রব | বিশ্বজাহানের | এবং | বানিয়েছেন | তার মধ্যে (অর্থাৎ পৃথিবীতে)

رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَا

পর্বতমালা | তার উপরে | এবং | বরকত দিয়েছেন | তার মধ্যে | এবং | নির্ধারিত করেছেন | তার মধ্যে

اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝١٠

তার শক্তিসমূহ (অর্থাৎ খাদ্যসম্ভার) | মধ্যে | চার | দিনের | সঠিকভাবে | প্রার্থীদের জন্যে

ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ

এরপর | লক্ষ্যদিলেন | দিকে | আকাশের | এবং | তা (ছিল) | ধূয়া | অতঃপর (আল্লাহ) বললেন

لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ

তাকে | ও | পৃথিবীকে | উভয়ে আস | ইচ্ছায় | বা | অনিচ্ছায় | উভয়ে বলল

اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝١١ فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

আমরা আসলাম | অনুগত হয়ে | অতঃপর তাদেরকে পরিণত করলেন | সাত | আসমানে

فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ

মধ্যে | দুদিনের | এবং | ওহী করলেন | প্রত্যেক | আকাশে | তার বিধিবিধান

তিনিইতো সমগ্র জগৎবাসীদের রব।

১০. তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) উপর হতে তার বুকে পাহাড় দৃঢ়মূল করে দাঁড় করে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। আর তাতে সব প্রার্থীর জন্যে[১] প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক পরিমাণ মতো খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করে রেখেছেন। এই সব কাজ চার দিনে সম্পন্ন হয়ে গেল।

১১. অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন[২], তা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ "অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক"। উভয়ই বলল আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই।

১২. তখন তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আকাশ বানিয়ে দিলেন এবং প্রতি আসমানে উহার বিধি-বিধান অহী করা হল।

১. অর্থাৎ সেই সমস্ত সৃষ্টির জন্যে যারা জীবিকার সন্ধানী।

২. এর অর্থ এই নয় যে যমীন সৃষ্টির পর এবং তার মধ্যে বসতির ব্যবস্থা করার পর তিনি আসমান সৃষ্টি করছেন। এখানে 'অতঃপর' শব্দটি কাল-গত ক্রমের জন্যে নয়, বরং বর্ণনার ক্রম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যাংশ দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَ حِفْظًا ؕ

এবং | আমরা সুসজ্জিত করলাম | আকাশকে | নিকটবর্তী | প্রদীপমালা দ্বারা | এবং | সংরক্ষণ (করলাম)

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ⑫ فَاِنْ اَعْرَضُوْا

এটা | ব্যবস্থাপনা | পরাক্রমশালীর | (যিনি) সব কিছু জানেন | যদি এখন | তারা মুখ ফিরায়

فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ

বল তবে | তোমাদেরকে আমি সতর্ক করছি | বেহুশকারী আযাবের | যেমন | বেহুশকারী আযাব (এসেছিল) | আদের | ও

ثَمُوْدَ ⑬ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ

ছামূদের (উপর) | যখন | তাদের কাছে এসেছিল | রসূলরা | হতে | সম্মুখ | তাদের

وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ

ও | হতে | তাদের পিছন | (এই বলে) যে না | তোমরা ইবাদত করো | ছাড়া | আল্লাহকে | তারা বলেছিল | যদি | ইচ্ছে করতেন

رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ

আমাদের রব | অবশ্যই নাযিল করতেন | ফেরেশতাদেরকে | সূতরাং নিশ্চয় আমরা | ঐবিষয় যা | তোমরা প্রেরিত হয়েছ | সহ যা

كٰفِرُوْنَ ⑭

অস্বীকারকারী

আর দুনিয়ার আসমানকে আমরা প্রদীপ সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তাকে পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম ..... এই সব কিছুই এক মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞ সত্ত্বার পরিকল্পনা।

১৩. এখন এই লোকেরা যদি মুখ ফিরায় তা হলে এদেরকে বলঃ আমি তোমাকে তেমনি ধরনেরই সহসা ভেঙ্গে পড়া আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যেমন 'আদ ও সামূদের উপর নাযিল হয়েছিল।

১৪. আল্লাহর রসূল যখন তাদের সামনে ও পিছনে সব দিক দিয়ে আসল এবং তাদেরকে বুঝাল যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করোনা,তখন তারা বলল "আমাদের রব চাইলে তো ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। কাজেই আমরা সেই কথা মানিনা যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ"।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
আর অবস্থা (ছিল) 'আদের (এমন যে) পরে তারা অহংকার করল মধ্যে পৃথিবীর ব্যতীত

الْحَقِّ وَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
কোন অধিকার এবং তারা বলল (আর) কে অধিক শক্তিশালী আমাদের চেয়ে শক্তিতে কি তারা (ভেবে) দেখে নাই যে

اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَ كَانُوا
আল্লাহ যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই অধিক শক্তিশালী তাদের চেয়ে শক্তিতে এবং তারা ছিল

بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
আমাদের নিদর্শন গুলোকে অস্বীকার করত আমরা তাই প্রেরণ করলাম তাদের উপর হাওয়া ঝড়ো

فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
ব্যাপী (কয়েক) দিন অশুভ তাদেরকে আমরা আস্বাদন করাই যেন শাস্তি লাঞ্ছনার

فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ
মধ্যে জীবনে দুনিয়ার এবং অবশ্যই শাস্তি আখেরাতের, অধিক অপমান কর

وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
এবং তাদের না সাহায্য করা হবে আর অবস্থা (ছিল) সামুদের (এমন যে) তাদেরকে আমরা অতঃপর সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম

---

১৫. 'আদ-এর অবস্থা এই ছিল যে, তারা পৃথিবীতে কোন অধিকার ব্যতীতই বড় হয়েছিল এবং বলতে লাগলঃ আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে? তারা এ কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। ....তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকারই করতে থাকল।

১৬. শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি খারাব দিনে প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম, যেন তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমান ও লাঞ্ছনার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারি এবং পরকালের আযাবতো এ হতেও অধিক অপমানকর। সেখানে তাদের সাহায্যকারী কেউ হবে না।

১৭. তার পরে সামূদ... তাদের সামনেও আমরা নির্ভুল হেদায়াতের পথ পেশ করলাম;

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ

তারা কিন্তু পছন্দ করেছিল | অন্ধ থাকা | পরিবর্তে | সৎপথের | তখন | তাদেরকে ধরল | বেহুশকারী | আযাবে

الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑰ وَ نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ

অপমান কর | একারণে যা | তারা অর্জন করতেছিল | এবং | আমরা উদ্ধার করে ছিলাম | (তাদেরকে) যারা

اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ⑱ وَ يَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ

ঈমান এনেছিল | ও | (গুমরাহী হতে) পরহেজ করতে ছিল | এবং (স্মরণ কর) | যেদিন | সমবেত করা হবে | শত্রুদের

اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ⑲

আল্লাহর | দিকে | জাহান্নামের | অতঃপর তাদেরকে | থামিয়ে রাখা হবে

কিন্তু তারা পথ দেখার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাই পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তাদের কর্মকান্ডের বদৌলতে অপমানের আযাব তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ল।

১৮.এবং আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং গোমরাহী ও দুষ্কৃতি হতে পরহেয করছিল।

রুকুঃ৩

১৯. সেই সময়ের কথা একটু খেয়াল কর, যখন আল্লাহর এই দুশমনরা দোজখের দিকে যাবার জন্যে পরিবেষ্টিত হবে[৩]। তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরবর্তীদের আগমন পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে[৪]।

---

৩. মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কথা বলা– 'যখন তাদেরকে আল্লাহর আদালতে পেশ করার জন্যে ঘিরে নিয়ে আসা হবে'। কিন্তু যেহেতু তাদের পরিণাম শেষ পর্যন্ত দোযখে প্রবেশ করা, সেজন্যে বলা হয়েছে– 'দোজখের দিকে যাবার জন্যে পরিবেষ্টিত হবে'।

৪. অর্থাৎ এক এক বংশ ও এক এক প্রজন্মের হিসাব করে একের পর এক তাদের ফয়সালা করা হবে না। বরং সমস্ত পূর্ব ও পরের বংশকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে এবং সকলের একই সংগে হিসাব গ্রহণ করা হবে। কেন না প্রত্যেক পরবর্তী বংশধরের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারে তার পূর্ববর্তী বংশধরের পরিত্যক্ত ধর্মীয় ও নৈতিক উত্তরাধিকারের অংশ অন্তর্ভুক্ত আছে।

حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمْ وَ

অবশেষে — যখন — তারা আসবে সেখানে (সবাই) — সাক্ষ্য দিবে — তাদের বিরুদ্ধে — তাদের কান — ও — তাদের চক্ষুগুলো — ও

جُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⊙٢٠ وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ

তাদের চামড়াগুলো — ঐবিষয়ে যা — তারা কাজ করতেছিল — এবং — তারা বলবে — তাদের চর্মগুলোকে — কেন

شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْطَقَ كُلَّ

তোমরা সাক্ষ্য দিয়েছো — আমাদের বিরুদ্ধে — তারা বলবে — আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন — (সেই) আল্লাহই — যিনি — বাক শক্তি দিয়েছেন — সব

شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ⊙٢١ وَ

কিছুকে — তিনি এবং — তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন — প্রথম — বার — এবং — তারই দিকে — তোমাদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে — আর

مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَاۤ

যা — তোমরা লুকাতে ছিলে (তখন জানতেন) — যে — সাক্ষ্য দিবে — তোমাদের বিরুদ্ধে — তোমাদের কর্ণ — এবং — না (জানতে)

اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا

তোমাদের চক্ষুগুলো (সাক্ষ্য দেবে) — আর না (জানতে) — তোমাদের চামড়াগুলো (সাক্ষ্য দেবে) — কিন্তু — তোমরা ভেবেছিলে — যে — আল্লাহ — না

يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ⊙٢٢

জানেন — অধিকাংশ — ঐ বিষয়কে যা — তোমরা কাজ করতে

২০ পরে সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে,তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য দিবে তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করছিল।

২১. তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবেঃ " তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে?" এরা জবাবে বলবে আমাদেরকে সেই আল্লাহই কথা বলবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

২২. তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকাতে ছিলে, তখন তো তোমাদের এই চিন্তা ছিল না যে, কোন এক সময় তোমাদের নিজেদেরই কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।

وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
এবং সেটা (ছিল) তোমাদের ধারণা যা তোমরা ধারণা করেছিলে তোমাদের রব্ সম্পর্কে

اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ
(এটাই) তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে তোমরা হয়েছ এখন অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্থদের সুতরাং যদি

يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا
তারা ধৈর্যধরে (আর নাই ধরে) জাহান্নাম তবুও আবাস তাদের জন্যে এবং যদি তারা সন্তুষ্টি অর্জনকরতে চায়ও

فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ
তবুও না তারা (হবে) অন্তর্ভুক্ত সন্তুষ্টিলাভের সুযোগ প্রাপ্তদের এবং আমরা নির্ধারণ করেছি তাদের জন্যে (পথভ্রষ্ট) সহচরদেরকে

فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ
তারা আর শোভন করে দেখায় তাদেরকে যা কিছু (আছে) সম্মুখে তাদের এবং যাকিছু আছে তাদের পিছনে এবং

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
কার্যকর হল তাদের উপর সেইবাণী (যা কার্যকর হয়েছে) উপর জাতিসমূহের (যারা) অতীত হয়েছে পূর্বের তাদের

مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
মধ্য হতে জ্বিনের ও মানুষের তারা নিশ্চয় ছিল ক্ষতিগ্রস্থ

---

২৩. তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে এই যে ধারণা করেছিলে তাই তোমাদেরকে ডুবাল, আর এরই দরুন তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হলে।

২৪. এরূপ অবস্থায় তারা ধৈর্য ধারণ করুক (আর নাই করুক) আগুনই হবে তাদের ঠিকানা, আর যদি অনুতাপ অনুশোচনা করতে ইচ্ছে করে তাহলে তার কোন সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না।

২৫. আমরা তাদের উপর এমন সব সংগী-সাথী নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম যারা তাদেরকে পিছনের ও সামনের প্রত্যেকটি জিনিসকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপরও তেমনি আযাবের ফয়সালা কার্যকর হয়ে রইল যা তাদের পূর্বে অতীত জ্বিন ও মানুষের দল সমূহের উপর কার্যকর হয়েছিল। তারা বস্তুতই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হবার যোগ্য ছিল।
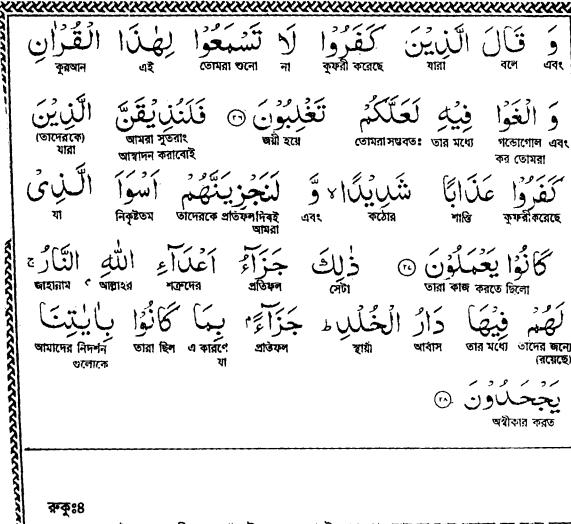
রুকুঃ৪

২৬. সত্যের এই অমান্যকারীরা বলেঃ" এই কুরআন কখনই শুনবে না। আর তা যখন শুনানো হয় তখন তাতে গন্ডগোলের সৃষ্টি কর, সম্ভবতঃ এ ভাবেই তোমরা জয়ী হবে"।

২৭. এই কাফেরদেরকে আমরা কঠোর আযাবের স্বাদ অবশ্যই আস্বাদন করাব। আর এরা যেরূপ নিকৃষ্টতম কাজ-কর্ম করছিল, তার পুরোপুরি প্রতিফল তাদেরকে দেব।

২৮. আল্লাহর দুশমনদেরকে প্রতিফল হিসেবে জাহান্নামই দেয়া হবে। এতেই তাদের চিরকালের বসতি হবে, এটাই হল শাস্তি এই অপরাধের যে, তারা আমাদের আয়াতসমূহকে অমান্য করেছিল।

وَ	قَالَ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	رَبَّنَا	أَرِنَا
এবং	বলবে	যারা	অস্বীকার করেছিল	হে আমাদের রব	আমাদেরকে দেখান

الَّذَيْنِ	أَضَلَّانَا	مِنَ	الْجِنِّ	وَ	الْإِنْسِ	نَجْعَلْهُمَا	تَحْتَ
(সেই দুই প্রজাতির লোকদেরকে) যারা	আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে	মধ্যে হতে	জ্বিনদের	ও	মানুষদের	উভয়কে আমরা (পদদলিত) করব	তলায়

أَقْدَامِنَا	لِيَكُونَا	مِنَ	الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾	إِنَّ	الَّذِينَ
আমাদের পায়ের	উভয়ে হয় যেন	অন্তর্ভুক্ত	অপমানিতদের (সর্বনিম্নের)	নিশ্চয়	যারা

قَالُوا	رَبُّنَا	اللَّهُ	ثُمَّ	اسْتَقَامُوا	تَتَنَزَّلُ	عَلَيْهِمُ
বলে	আমাদের রব	আল্লাহই	অতঃপর	তারা অটল থাকে	নাযিল হয়	তাদের উপর

الْمَلَائِكَةُ	أَلَّا	تَخَافُوا	وَلَا	تَحْزَنُوا	وَ	أَبْشِرُوا	بِالْجَنَّةِ
ফেরেশতারা (আর বলে)	যে না	তোমরা ভয় করো	আর না	তোমরা চিন্তিত হয়ো	এবং	তোমরা সুসংবাদ শুনে খুশী হও	(সেই) জান্নাতের

الَّتِي	كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾
যা	ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের

২৯. সেখানে এই কাফেররা বলবে ঃ "হে আমাদের রব আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিন সেই জ্বিন ও মানুষগুলোকে, যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় রেখে নিষ্পেষিত করব, যেন এরা ভালমতো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

৩০. যে সব লোক বলে, আল্লাহ আমাদের রব এবং তারা এর উপর অটল হয়ে থাকে[৫]; নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদেরকে বলতে থাকে, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করোনা; আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও তোমাদের নিকট যার ওয়াদা করা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ মাত্র আকস্মিক কখনো আল্লাহতা'আলাকে নিজের প্রভূ বলে স্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি। এবং এ ভুলও করেনি যে– আল্লাহকে নিজের প্রভু বলে স্বীকার করে চলার সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও নিজের প্রভূ রূপে গণ্য করে চলে। বরং একবার এই আকীদা (বিশ্বাস) গ্রহণ করার পর সারাটি জীবন এই বিশ্বাসের উপর স্থির থাকে। এর মুকাবিলার জন্যে কোন আকীদা গ্রহণ করেনি ও এই আকীদার সাথে কোন ভ্রান্ত আকীদার সংমিশ্রন ঘটায়নি এবং নিজের বাস্তব জীবনেও তৌহিদের আকীদার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে থাকে।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ

আমরা তোমাদের বন্ধু মধ্যে জীবনের দুনিয়ার এবং মধ্যে আখেরাতের এবং তোমাদেরজন্যে (রয়েছে)

فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾

তার মধ্যে যা ইচ্ছা পোষন করবে তোমাদের মন এবং তোমাদের জন্যে তার মধ্যে (রয়েছে) যা তোমরা দাবী করবে

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ

আপ্যায়ন (আল্লাহর) পক্ষহতে (যিনি) ক্ষমাশীল করুণাময় এবং কার অধিক ভাল কথা (হতে পারে) তার চেয়ে যে ডাকে

اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَ لَا

দিকে আল্লাহর কাজ করে ও নেকীর এবং বলে নিশ্চয় আমি অর্ন্তভুক্ত আত্মসমর্পণকারীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) এবং না

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ۭ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

সমান হয় ভাল আর না মন্দ প্রতিহত কর সেই (জ্ঞান) দ্বারা যা উত্তম

فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ

ফলে (দেখবে) তখন যে তোমার মাঝে ও তার মাঝে শত্রুতা (আছে) সে যেন (হয়ে যাবে) বন্ধু

حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾

অন্তরংগ

---

৩১. আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী, আর পরকালেও। সেখানে তোমাদের মন যা কিছু চাইবে তা তোমরা পাবে। আর যে যে জিনিসের তোমরা দাবী করবে তাই তোমাদের হবে।

৩২. এটাই হল মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহর তরফ হতে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

রুকুঃ৫

৩৩. আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল আমি মুসলমান।

৩৪. আর হে নবী! ভাল ও মন্দ সমান নয়। তুমি অন্যায় ও মন্দকে দুর কর সেই ভাল দ্বারা যা অতীব উত্তম। তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾

এবং — না — তা (জুটে) লাভ করে — এ ব্যতীত — যারা — সবর করে — এবং — না

তা (জুটে) লাভ করে — এব্যতীত — (যারা) ভাগ্যবান — বড়ই — আর — যদি — তোমাকে প্ররোচনা দেয় — পক্ষহতে

শয়তানের — (যে কোন) প্ররোচনা — তবে — আশ্রয় চাও — আল্লাহর — তিনি নিশ্চয় — তিনিই — সবকিছু শুনেন

সবকিছু জানেন — এবং — মধ্য হতে — তাঁর নিদর্শনা বলীর — (রয়েছে) রাত — ও — দিন — এবং — সূর্য

ও — চন্দ্র — না — তোমরা সিজদা করো — সূর্যকে — আর — না — চন্দ্রকে — এবং — তোমরা সিজদা কর

আল্লাহরই — যিনি — তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন — যদি — তোমরা হও (বাস্তবিকই) — তাঁরই শুধু — তোমরা ইবাদত কর

৩৫. এই গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়ই ভাগ্যবান।

৩৬. তুমি যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনরূপ প্ররোচণা অনুভব কর তাহলে আল্লাহর আশ্রয় নিও[৬]। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

৩৭. আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে এই রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করোনা, সিজদা কর সেই আল্লাহকে যিনি এগুলোকে পয়দা করেছেন, যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁর ইবাদকারী হয়ে থাক।

৬. শয়তানের প্ররোচনার অর্থ—ক্রোধের উদ্ভব ঘটায় যখন মানুষ অনুভব করে যে— গাল-মন্দকারী ও অপবাদ দানকারী বিরোধীদের কথায় অন্তরের মধ্যে ক্রোধের উদয় হচ্ছে এবং তর্কে-বিতর্কে জওয়াব দেবার জন্যে প্রবৃত্তি উদ্যত, তখন তার তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে— এ হচ্ছে শয়তান যে তাকে অভদ্র ও অশালীন বিরোধীদের পর্যায়ে নেমে আসার জন্যে প্ররোচিত করছে।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ

অতঃপর যদি | তোমরা অহংকার কর (তবে কোন পরোয়া নেই) | কারণ | যারা (আছে) | কাছে | তোমার রবের | তারা মহিমা ঘোষণা করছে

لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ

তাঁরই | রাতে | ও | দিনে | এবং | তারা | না | ক্লান্ত হয় | এবং | মধ্য হতে | তার নিদর্শনা বলীর

اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

(এগুলোও) যে | দেখ তুমি | যমীনকে | শুষ্ক জীর্ণ (তৃণলতা হীন) | অতঃপর যখন | আমরা বর্ষণ করি | তার উপর

الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ

পানি | উথলিয়ে উঠে | ও | স্ফীত হয় (আর শস্য জন্মে) | নিশ্চয় | যিনি | তা (অর্থাৎ যমীনকে) জীবন্ত করেন | জীবন অবশ্যই দান করবেন

الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

মৃতদেরকে | নিশ্চয় তিনি | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | নিশ্চয় | যারা

يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ

উল্টো অর্থ নেয় | আমাদের আয়াত গুলোর | নয় | তারা লুকায়ীত | আমাদের কাছে | তবে কি যাকে

يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

নিক্ষেপ করা হবে | মধ্যে | আগুনের | উত্তম | না | যে | আসবে | নিরাপদ অবস্থায় | দিনে | কিয়ামতের

৩৮. কিন্তু এই লোকগুলি যদি অহংকারে নিমগ্ন হয়ে নিজেদেরই কথার উপর জিদ ধরে থাকে তাহলে সে জন্যে কোন পরোয়া নেই। যে সব ফেরেশতা তোমার রবের নিকটবর্তী তারা দিন রাত তাঁর তসবীহ করে এবং কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।(সিজদা)

৩৯. আর আল্লাহর নির্দশন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যমীন শুষ্ক জীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। পরে যখনই আমরা তার উপর পানি বর্ষণ করলাম, সহসা তা উথলিয়ে উঠে, স্ফীত হয়। যে আল্লাহ এ মরা যমীনকে জীবন্ত করে দেন, তিনি মৃত লোকদেরকেও নিঃসন্দেহে জীবন দান করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

৪০. যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহের উল্টো অর্থ গ্রহণ করে তারা আমাদের হতে লুকায়ীত নয়। নিজেই চিন্তা করে দেখ, সেই ব্যক্তি কি ভাল যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে অথবা সে, কেয়ামতের দিন যে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় হাজির হবে?

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾ اِنَّ

তোমরা কাজ কর | যা | তোমরা ইচ্ছে কর | নিশ্চয় তিনি | ঐ বিষয়ে যা | তোমরা কাজ করছ | খুব দেখছেন | নিশ্চয়

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ

(তারা সেই লোক) যারা | মেনে নিতে অস্বীকার করেছে | নসীহতকে (কোরআনকে) | যখন | এসেছে | তাদের কাছে | নিশ্চয় এবং তা | গ্রন্থ অবশ্যই

عَزِيْزٌ ﴿۴۱﴾ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا

মহিমাময় | না | তার কাছে আসতে পারে | বাতিল | হতে | সম্মুখে | তার | আর | না

مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿۴۲﴾ مَا

হতে | তার পিছন | অবতীর্ণ করা (এই কারআন) | (আল্লাহর) পক্ষহতে | (যিনি) প্রজ্ঞাময় | সুপ্রশংসিত | (হে নবী) না

يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ

বলা হচ্ছে | তোমাকে | এ ব্যতীত | যা | বলা হয়েছে | রসূলদেরকে | পূর্বে | তোমার

করতে থাক যা তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমাদের সমস্ত গতি বিধিই আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন।

৪১. এরা সেই লোক যাদের সামনে নসীহতের কালাম আসলে তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। কিন্তু আসল কথা এই যে, এ একখানি বিরাট কিতাব;

৪২. বাতিল না সামনের দিক হতে তার উপর আসতে পারে, না পিছন হতে[৭]। ইহা এক মহা জ্ঞানী ও সু-প্রশংসিত সত্ত্বার নাযিল করা জিনিস।

৪৩.হে নবী! তোমাকে যা কিছু বলা হচ্ছে তাতে কোন জিনিস এমন নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়নি।

---

৭. সামনে থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে কুরআনের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে যদি কোন ব্যক্তি তার কোন কথাকে ভুল ও কোন শিক্ষাকে মিথ্যা ও ভ্রষ্ট প্রমাণ করতে চায় তবে তাতে সে সফলকাম হতে পারবে না। পিছন থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে- কেয়ামত পর্যন্ত কখনো কোন এরূপ তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে না যা কুরআনের উপস্থাপিত সত্যসমূহের বিপরীত হবে। কোন জ্ঞান এরূপ উদ্ভূত হতে পারেনা যাকে যথার্থ পক্ষে জ্ঞান বলা যায় এবং যা কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানকে খন্ডন করতে পারে, কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এরূপ হতে পারে না যা এ কথা প্রমান করতে পারে যে- আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা-চারিত্রিকতা, আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-সমাজনীতি এবং কৃষ্টি ও রাজনীতি বিষয়ে কুরআন মানুষকে যে পথ-প্রদর্শন করেছে তা সঠিক নয়, তা ভ্রান্ত।

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَّ ذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ

নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাপরায়ণ অবশ্যই আবার দণ্ডদাতাও বড় কষ্টদায়ক এবং যদি তা আমরা বানাতাম

قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ط ءَاَعْجَمِيٌّ

(অর্থাৎ) কুরআন অনারবী (ভাষায়) অবশ্যই তারা বলত কেন না পরিষ্কারভাবে বিবৃত হল তার আয়াত গুলো কি অনারবী (কোরআন) (আশ্চর্য নয়)

وَّعَرَبِيٌّ ط قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَّ شِفَآءٌ ط

আর আরবী (রসূল ও তার জাতি) বল তা (অর্থাৎ কোরআন) (তাদের) জন্যে যারা ঈমান এনেছে পথ নির্দেশনা ও নিরাময়তা

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ

এবং যারা না ঈমান আনে মধ্যে (আছে) তাদের কানগুলোর বধিরতা এবং তা তাদের উপর (আছে)

عَمًى ط أُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ ع

অন্ধত্ব ঐ সব লোককে ডাকা হচ্ছে তাদেরকে যেন) হতে স্থান দূরবর্তী

নিঃসন্দেহে তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, আর সেই সংগে বড়ই পীড়াদায়ক শাস্তিদাতাও।
৪৪. আমরা যদি একে আযম দেশীয় (অনারব) কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম তাহলে এই লোকেরা বলত ঃ এর আয়াতসমূহ কেন প্রকাশ করে বলা হল না? 'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! কালাম বলা হচ্ছে আযম দেশীয় আর শ্রোতা লোক[৮] হচ্ছে আরব'। এদেরকে বল এই কুরআন ঈমানদার লোকদের জন্যে তো হেদায়াত ও নিরাময়তা; কিন্তু যেসব লোক ঈমান আনে না তাদের জন্যে এটা কানের বধিরতা ও চোখের পট্টী। তাদের অবস্থা তো এমন যেন তাদেরকে দুর হতে ডাকা হচ্ছে।

৮. এ সেই হঠকারিতার একটি দৃষ্টান্ত যার দ্বারা নবী করীমের (সঃ) মুকাবিলা করা হচ্ছিল। কাফেররা বলতো– মুহাম্মদ (সঃ) একজন আরব, সুতরাং তিনি যদি আরবী ভাষায় কুরআন পেশ করেন তবে কিভাবে একথা বিশ্বাস বা ধারণা করা যায় যে– তিনি নিজেই এ কথা গড়েন নি, আল্লাহ তাঁর প্রতি এ বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এ বাণীকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বাণী বলে মাত্র তখনই মানা যেতে পারতো যখন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অজানা কোন ভাষায় যথা ফারসী বা রোমক বা গ্রীক ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে শুরু করতো। এর উত্তরে আল্লাহতা'আলা বলছেনঃ এখন তাদের নিজের ভাষায়– যে ভাষা তারা বুঝতে পারে, যখন কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে তখন তারা এই অভিযোগ করেছে যে– একজন আরবের মাধ্যমে আরবী ভাষায় কেন ঐ বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি অন্য কোন ভাষায় এ বাণী প্রেরণ করা হতো তবে তখন এই লোকেরাই অভিযোগ করতো যে,– ব্যাপারটি তো বেশ! আরব জাতির মধ্যে একজন আরবকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি বাণী অবতীর্ণ করা হলো এরূপ এক ভাষায় যা না বোঝেন নিজে রসূল, আর না বোঝেন তার জাতি।
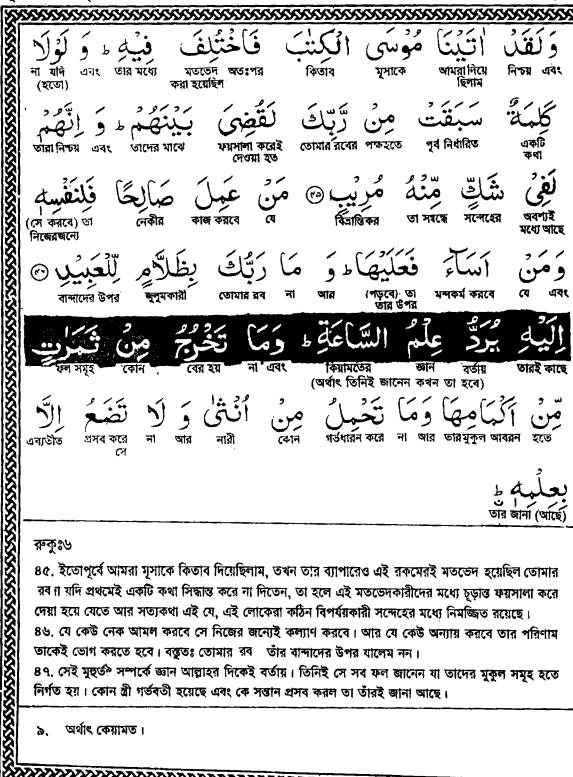
রুকু:৬

৪৫. ইতোপূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তখন তার ব্যাপারেও এই রকমেরই মতভেদ হয়েছিল তোমার রব যদি প্রথমেই একটি কথা সিদ্ধান্ত করে না দিতেন, তা হলে এই মতভেদকারীদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হয়ে যেতে আর সত্যকথা এই যে, এই লোকেরা কঠিন বিপর্যয়কারী সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

৪৬. যে কেউ নেক আমল করবে সে নিজের জন্যেই কল্যাণ করবে। আর যে কেউ অন্যায় করবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। বস্তুতঃ তোমার রব তাঁর বান্দাদের উপর যালেম নন।

৪৭. সেই মুহূর্ত[৯] সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহর দিকেই বর্তায়। তিনিই সে সব ফল জানেন যা তাদের মুকুল সমূহ হতে নির্গত হয়। কোন স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে এবং কে সন্তান প্রসব করল তা তাঁরই জানা আছে।

৯. অর্থাৎ কেয়ামত।
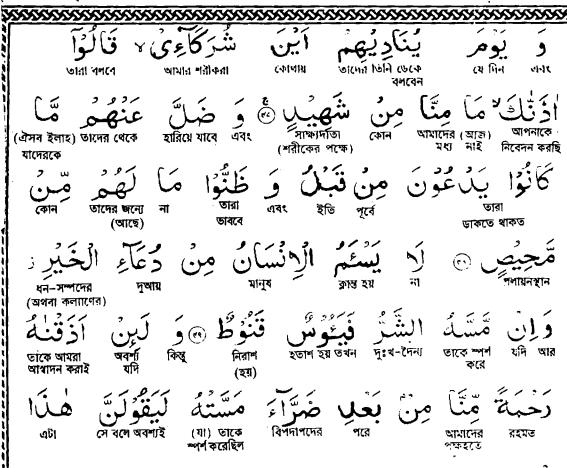
পরে যে দিন তিনি এই সকলকে ডেকে বলবেন কোথায় আমার সেই সব শরীক। এরা বলবে আমরা নিবেদন করেছি, আজ আমাদের মধ্যে কেউই এর সাক্ষ্যদাতা নেই।

৪৮. তখন সেসব মা'বুদরাই তাদের হতে হারিয়ে যাবে যাদেরকে এরা ইতোপূর্বে ডাকত। আর এই লোকরা বুঝে নিবে যে, এদের জন্যে এখন কোন আশ্রয় স্থান নেই।

৪৯. মানুষ ভালোর জন্যে দোআ প্রার্থনা করতে কখনই ক্লান্ত হয় না। আর যখন তার উপর বিপদ আসে তখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৫০. কিন্তু যখনই কঠিন সময় অতিবাহিত হবার পর আমরা তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে বলে "আমি তো এরই অধিকারী ছিলাম।

وَ মَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّ لَئِنْ رُّجِعْتُ إِلَىٰ

وَ	مَآ	أَظُنُّ	السَّاعَةَ	قَآئِمَةً	وَّ	لَئِنْ	رُّجِعْتُ	إِلَىٰ
এবং (বলে)	না	মনেকরি আমি	কিয়ামত	সংঘটিত হবে	এবং	অবশ্যই যদি	প্রত্যাবর্তিত হই আমি	দিকে

رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

رَبِّيٓ	إِنَّ	لِي	عِندَهُۥ	لَلْحُسْنَىٰ	فَلَنُنَبِّئَنَّ	الَّذِينَ	كَفَرُوا
আমার রবের	নিশ্চয়	আমার জন্যে	তাঁর কাছে (থাকবে)	অবশ্যই খুব কল্যাণ	আমরা অথচ জানিয়ে দিবই	যারা	কুফরী করেছে

بِمَا عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥٠

بِمَا	عَمِلُوا	وَ	لَنُذِيقَنَّهُم	مِّنْ	عَذَابٍ	غَلِيظٍ
ঐ বিষয়ে যা	তারা কাজ করেছিল	এবং	তাদেরকে আমরা অবশ্যই আস্বাদন করাবই		শাস্তি	কঠিন

وَ إِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَ نَـَٔا بِجَانِبِهِۦ

وَ	إِذَآ	أَنْعَمْنَا	عَلَى	الْإِنسَانِ	أَعْرَضَ	وَ	نَـَٔا	بِجَانِبِهِۦ
এবং	যখন	আমরা নেয়ামত দেই	উপর	মানুষের	সে মুখ ফিরিয়ে নেয়	এবং	এড়িয়ে চলে	তার পার্শ্ব দিয়ে (অহংকার বশতঃ)

وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ٥١ قُلْ

وَ	إِذَا	مَسَّهُ	الشَّرُّ	فَذُو	دُعَآءٍ	عَرِيضٍ	قُلْ
এবং	যখন	তাকে স্পর্শকরে	দুঃখ-দৈন্য	তখন	প্রার্থনারত (হয়)	লম্বা চওড়া (করে)	(হে নবী) বল

أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ

أَرَءَيْتُمْ	إِن	كَانَ	مِنْ	عِندِ	اللَّهِ	ثُمَّ	كَفَرْتُم	بِهِۦ
তোমরা (তেবে) দেখেছ কি	যদি	হয় (এই কোরআন)	হতে	নিকট	আল্লাহর	এরপর	তোমরা অস্বীকার করছ	তা

مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٢

مَنْ	أَضَلُّ	مِمَّنْ	هُوَ	فِي	شِقَاقٍ	بَعِيدٍ
কে	অধিকভ্রান্ত (হতে পারে)	তার চেয়ে	যে	মধ্যে	বিরুদ্ধাচরণে	বহুদূরে (চলে গিয়েছে)

আমি মনে করিনা যে, কেয়ামত কখনও আসবে। কিন্তু তবুও বাস্তবিকই যদি আমি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তীত হই তাহলে সেখানেও খুব কল্যাণ ভোগ করব"। অথচ যারা কুফরী করেছে তারা কি করে এসেছে তা আমরা তাদেরকে জানিয়ে দিব এবং তাদেরকে আমরা অত্যন্ত খারাপ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব।

৫১. মানুষকে যখন আমরা নে'আমত দিই তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে পাশ কাটিয়ে চলে। আর যখন তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তখন সে লম্বা-চওড়া দো'আ করতে শুরু করে।

৫২. হে নবী! এ লোকদেরকে বল কখনও কি তোমরা এই কথা চিন্তা করেছ যে, এ কুরআন যদি সত্যই আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে আর তোমরা একে অস্বীকারই করতে থাক, তাহলে সেই ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক ভ্রান্ত আর কে হবে যে এর বিরুদ্ধতায় অনেক দুর অগ্রসর হয়ে গেছে?

আরবী	অর্থ
سَنُرِيْهِمْ	তাদের আমরা শীঘ্রই দেখাব
اٰيٰتِنَا	আমাদের নিদর্শনাবলী
فِي	মধ্যে
الْاٰفَاقِ	দিগন্তসমূহের
وَ	এবং
فِيْٓ	মধ্যে
اَنْفُسِهِمْ	তাদের নিজেদের
حَتّٰى	যতক্ষণ না
يَتَبَيَّنَ	সুস্পষ্ট হয়ে যায়
لَهُمْ	তাদের কাছে
اَنَّهُ	(একথা) যে তা
الْحَقُّ ؕ	বাস্তবিকই সত্য
اَوَلَمْ	নয় কি
يَكْفِ	যথেষ্ট
بِرَبِّكَ	তোমার রব
اَنَّهٗ	তিনি যে
عَلٰى	উপর
كُلِّ	সব
شَيْءٍ	কিছুর
شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾	সাক্ষী
اَلَآ	সাবধান
اِنَّهُمْ	তারা নিশ্চয়
فِيْ	মধ্যে (আছে)
مِرْيَةٍ	সন্দেহের
مِّنْ	হতে
لِّقَآءِ	সাক্ষাতের
رَبِّهِمْ ؕ	তাদের রবের
اَلَآ	সাবধান (শুনে রাখ)
اِنَّهٗ	নিশ্চয়ই তিনি
بِكُلِّ	সব
شَيْءٍ	কিছুকে
مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾	পরিবেষ্টনকারী (অর্থাৎ ঘিরে রেখেছেন)

৫৩. শীঘ্রই আমরা এদেরকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দিক চক্রবালে দেখাব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যেন তাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কুরআন বাস্তবিকই সত্য। এই কথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব সব জিনিসেরই সাক্ষী।

৫৪. হুঁশিয়ার হয়ে যাও! এই লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। শুনে রাখো, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসেরই পরিবেষ্টনকারী[১০]।

১০. অর্থাৎ কোন জিনিস না আছে তাঁর অধিপত্যের বাইরে আর না আছে তাঁর জ্ঞানের অগোচরে।

সূরা আশ-শূরা

নামকরণঃ –এ সূরার ৩৮ নং আয়াত وامرهم شورى بينهم "তাহাদের যাবতীয় ব্যাপার তাহাদের পরস্পরের পরামর্শ (শূরা)-এর ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়" হতে গৃহীত। এ নামের তাৎপর্য এই যে, এটা সেই সূরা যাতে 'শূরা' (شورى) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ ঠিক কোন সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় না। কিন্তু এ সূরাটি বিষয়বস্তু চিন্তা ও বিবেচনা করলে স্পষ্ট মনে হয়, এ সূরাটি সূরা হা-মীম আস-সাজদার পরে সংগে সংগেই নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এ সূরাটাকে পূর্ববর্তী সূরার এক প্রকারের 'উপসংহার' বা 'পরিশিষ্ট' মনে হয়। পূর্ববর্তী সূরাটাকে যে লোকই গভীর ভাবে চিন্তা-গবেষণা সহকারে পাঠ করবে এবং তার পর এ সূরাটা পড়বে সেই এ ব্যাপারটা বুঝতে ও মেনে নিতে বাধ্য হবে। সে দেখতে পাবে, পূর্বের সূরায় কুরাইশ সরদারদের অন্ধ-বধির বিরুদ্ধতার উপর বড় কঠিন আঘাত হানা হয়েছে। মক্কার শরীফ ও তার আশে-পাশের অঞ্চলে যে কারো মধ্যে নৈতিকতা, ভদ্রতা-সৌজন্য ও যুক্তিবাদিতার কোন সামান্য অনুভূতিও রয়েছে, জাতির বড় লোকেরা কত অন্যায়ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধতা করছে এবং তাদের মুকাবিলায় রসূলের কথা কতই না যুক্তিপূর্ণ, তাঁর নীতি কতই না বুদ্ধিসম্মত এবং তাঁর আচরণ কতই না ভদ্রতা, সভ্যতা ও শালীনতাপূর্ণ, তা যেন তারা ভালো ভাবে বুঝতে পারে। এ কথা বুঝাবার পরে-পরেই এ সূরাটা নাযিল করা হয়েছে এ দ্বারা প্রকৃত কথা বুঝাবার হক আদায় করা হয়েছে এবং মর্মস্পর্শীভাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনী দাওআতের মর্ম সুন্দর করে বুঝিয়েদেওয়া হয়েছেযার মধ্যে সামান্য মাত্রও সত্যানুসন্ধিৎসা রয়েছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহীর প্রেমে যে লোক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায় নি, তেমন লোকের পক্ষে যেন এ দাওআত অস্বীকার করার কোন ক্ষমতাই না থাকে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা আমাদের নবীর পেশ করা কথা সম্পর্কে কি বাদ-প্রতিবাদ করছো? এ কথাগুলো তো নতুন কিছুই নয়। ইতিহাসে প্রথমবারই এ কথা বলা হচ্ছে না। এক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর অহী নাযিল হওয়া এবং মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে তাকে বিধান দেওয়ার ব্যাপারটিও এই প্রথম বারই সংঘটিত হচ্ছে না। এরূপ অহী ও এরূপ হেদায়াতই ইতিপূর্বে আল্লাহতা'আলা তাঁর বহু নবী-রসূলের নিকট পাঠিয়েছেন বহু বার। পরন্তু আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহকে মা'বুদ ও বিধানদাতারূপে মেনে নেয়াও কোন অভিনব বা আশ্চর্যের কথা নয়। অভিনব ও আশ্চর্যের কথা যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা হল, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর রাজত্বে বাস করে অপর কারো আল্লাহর-প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব –মেনে নেয়া। তওহীদের দাওআত যিনি পেশ করছেন তাঁর প্রতি তোমরা ক্ষুব্ধ হচ্ছো অথচ বিশ্বলোকের একমাত্র মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তা এমন এক বিরাট অপরাধ যে, সে জন্যে আসমান যদি তার উপর ফেটে পড়ে তবে তাও কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। তোমাদের দুঃসাহস দেখে আল্লাহর ফেরেশতাগণ হতভম্ব; কখন কোন মূহুর্তে তোমাদের উপর তাঁর গযব ভেঙে পড়বে সে ভয়ে তারা কম্পিত ও সন্ত্রত।

অতঃপর বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে নবুয়্যতের দায়িত্বে নিয়োগ করা এবং সেই ব্যক্তি নিজেকে নবীরূপে জনসমক্ষে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাকে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের ভাগ্যের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে এ দাবী নিয়েই বুঝি ময়দানে নেমেছে ! সমস্ত মানুষের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে আল্লাহর হস্তেই নিবদ্ধ। নবী আসেন শুধু গাফিল লোকদেরকে সচেতন করার জন্যে, বিভ্রান্ত ও পথহারা লোকদেরকে সঠিক পথে চালাবার জন্যে। তাঁর কথা যারা মানে না তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া এবং সে জন্যে তাদেরকে আযাব দেয়া না-দেয়া সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। এ কাজ নবীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কাজেই সমাজের পীর-ফকীররা যেমন দাবী করে যে, তাদের কথা যারা না মানবে কিংবা তাদের প্রতি যারা বে-আদবী করবে তাদেকে তারা জালিয়ে ভস্ম করে দেবে, তোমরা মনে করো না যে নবীও বুঝি এ ধরনের আজগুবী ধরনের দাবী নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। এরূপ কোন ধারণা তোমাদের মনে থাকলে তা তোমাদের মন-মগজ হতে বের করে ফেল। এ প্রসংগে লোকদেরকে এও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অকল্যাণ করার জন্যে আসেন নি। তিনি তো তোমাদের পরম কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমাদের ধ্বংস নিহিত– এ কথা তিনি তোমাদেরকে কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বলে থাকেন।

অতঃপর দুনিয়ার সব মানুষকে সঠিক পথের পথিক কেন বানিয়ে দেননি এবং চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত যেকোন পথ গ্রহণের ও মতবিরোধ করার অবকাশ কেন রেখেছেন সে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ অবকাশ আছে বলেই তো মানুষ আল্লাহর সেই বিশেষ রহমত লাভ করার অধিকারী হতে পারে, যা অপর কোন ইখতিয়ারহীন সৃষ্টির জন্যে নেই। তা আছে কেবল ইখতিয়ার-সম্পন্ন সৃষ্টির জন্যে যারা স্বভাবগতভাবে নয়, চেতনা সহকারে নিজেদের ইখতিয়ারে আল্লাহকে নিজেদের 'অলী' (Patron Guardian) বানিয়ে নেবে। যে মানুষ এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য-সহায়তা দান করবেন, সঠিক পথ দেখাবেন, নেক আমল করার তওফীক দেবেন, অতঃপর নিজের বিশেষ রহমতে শামীল করে নেবেন। আর যে মানুষ নিজের এ স্বাধীনতার সুযোগকে ভুল ও অন্যায় পথে প্রয়োগ করবে এবং প্রকৃতপক্ষে যে তার 'অলী' নয়– হতে পারেনা, তাকেই অলী বানিয়ে নেয়, সেই লোক আল্লাহর বিশেষ রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসংগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানুষের এবং সমস্ত সৃষ্টিলোকের 'অলী' প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ মাত্র । অন্যান্য কেউ না প্রকৃতপক্ষে অলী , না অলী হওয়ার মত বা তার দায়িত্ব পালনের কোন যোগ্যতা তাদের আছে। মানুষের সাফল্য নির্ভর করে এরই উপর যে, সে নিজের ইখতিয়ারে 'অলী' বাছাই ও কবুল করার ব্যাপারে ভুল করবে না। বরং প্রকৃতই যিনি তার অলী তাকেই নিজের 'অলী' বানিয়ে নেবে।

অতঃপর বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) যে দ্বীন পেশ করেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে কি রকমের দ্বীন!
তার প্রথম বুনিয়াদ হল,– আল্লাহ; যেহেতু বিশ্বলোকও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রকৃত 'অলি', এ জন্যে তিনিই মানুষের শাসক-প্রভূ ও আইন-বিধান দাতা। মানুষকে দ্বীন ও শরীয়ত– বিশ্বাস ও বাস্তব জীবন বিধান দান করার এবং মানুষের পারস্পরিক বিরোধ-বৈষম্যের ফয়সালা করা ও তম্মধ্যে কে সত্যপন্থী, কে বাতিলপন্থী তা বলে দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই। অপর কোন সত্তার মানুষের আইন দাতা (lawgiver) হওয়ার আদৌ কোন অধিকার নেই । অন্য কথায়, স্বাভাবিক সার্বভৌমত্বের ন্যায় আইনগত সার্বভৌমত্বও (legal sovereignty) কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট! মানুষ কিংবা খোদা ছাড়া অপর কোন শক্তিই এরূপ

সার্বভৌমত্বের ধারক বা অধিকারী হতে পারেনা। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর এ সার্বভৌত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে আল্লাহকে তার কেবলমাত্র 'স্বাভাবিক সার্বভৌম' মেনে নেয়ার কোনই অর্থ হয় না। এরই ভিত্তিতেই আল্লাহ্ শুরু হতেই মানুষের জন্যে একটি দ্বীন (জীবন বিধান) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

এ একই দ্বীন সর্বকালে দুনিয়ায় সব নবী-রসূলকে দেয়া হয়েছে। কোন নবীই নিজের স্বতন্ত্র কোন ধর্ম মতের রচয়িতা নহেন। প্রথম দিন হতে এ একই দ্বীন গোটা মানব-বংশের জন্যে আল্লাহর তরফ হতে নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। আর সব নবী-রসূল সেই একই দ্বীনের অনুসারী ও আহবায়ক । এ দ্বীন শুধু মেনে নেবার জন্যেই দেয়া হয়নি কখন। চিরদিন এ উদ্দেশ্যেই এই দ্বীন পাঠানো হয়েছে যে– পৃথিবীতে এ দ্বীনই কায়েম, প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয়ে থাকবে, আল্লাহর রাজ্যে এ জগতে আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অপর কারো কল্পিত-রচিত দ্বীনের প্রাধান্য যেন না চলে। নবী-রসূলগণ এ দ্বীনের শুধু 'তবলীগ' করার জন্যেই প্রেরিত হননি। প্রেরিত হয়েছিলেন এ দ্বীনকে কায়েম করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে।

মানবজাতির আসল ও প্রকৃত দ্বীন এটাই । কিন্তু নবী-রসূলগণের পরে চিরকালই এ হয়ে এসেছে যে, স্বার্থপর লোকরা আত্মম্ভরিতা, আত্মকেন্দ্রীকতা ও আত্মপ্রচারের কু-মতলবে ও নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টিকরে নতুন ধর্মমত রচনা করতে চেষ্টা পেয়েছে ও করেছে। দুনিয়ায় বর্তমানে নানা ধর্মমত যতই পাওয়া যাচ্ছে সেই আসল ও মূল দ্বীনকে নানা ভাবে বিকৃত করেই তা বানানো হয়েছে।

শেষকালে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে – এ বিভিন্ন পথ ও পন্থা, কৃত্রিম ধর্ম এবং মানব রচিত ধর্মের, মতের ও পথের পরিবর্তে সেই আসল দ্বীনকে তিনি লোকদের সামনে পেশ করবেন এবং তাকেই কায়েম করবার জন্যে চেষ্টিত হবেন। এ জন্যে তো আল্লাহর শোকর আদায় করা তোমাদের কর্তব্য । কিন্তু শোকর আদায় না করে যদি তোমরা সে জন্যে উল্টো বিশৃংখলা সৃষ্টিকর বা লড়াই-ঝগড়া কর তবে তা তো তোমাদের অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। তোমাদের এ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য নবী তো তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন না। নবীকে তো পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে নিজের নীতি ও দায়িত্বে স্থীর-অবিচল হয়ে থাকতে হবে এবং যে কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করবেন। তোমাদেরকে রাজী-খুশী রাখার জন্যে আল্লাহর দ্বীন খারাবকারী সর্বপ্রকারের কুসংস্কার- কিংবদন্তী, জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতি- রসম শামিল করবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হবেন, এমন আশা তোমরা করতে পার না। কেন না, এ সবের দ্বারা পূর্বেও দ্বীন-ইসলামকে খারাব করা হয়েছে।

আল্লাহর দ্বীনকে বাদ দিয়ে অপর কারো বানানো দ্বীন ও জীবনবিধানকে গ্রহণ করা আল্লাহর সাথে যে কত বড় দুঃসাহসিক আচরণ, তা তোমরা ধারনা করতে পার না। তোমরা তো একে একটা খুব সাধারণ ও নগণ্য ব্যাপার বলে মনে কর। এতে যে কি মারাত্মক দোষ রয়েছে তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আল্লাহর নিকট এ নিকৃষ্টতম শিরক ও কঠিনতম অপরাধ। এর কঠিন শাস্তি সে সব লোককেই ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের কল্পিত-রচিত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর যারা তাদের দ্বীন পালন ও অনুসরণ করেছে।

এভাবে দ্বীনের এক সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, লোকদেরকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনবার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা যা হতে পারে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। একদিকে আল্লাহতা'আলা নিজের কিতাব নাযিল করেছেন– এ অতি মর্মস্পর্শী ভাবে তোমাদের নিজেদের ভাষায় প্রকৃত সত্যকে তোমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করছে। আর অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন তোমাদের সামনে চির উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাব অনুসরণ করে চললে কি রকমের উন্নত মানুষ গড়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা হেদায়াত পেতে না পার তা হলে দুনিয়ার অপর কোন জিনিষই তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারবে না। এর ফল তো এ হবে যে, তোমরা শতাব্দীকাল ধরে যে গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলে তোমাদেরকে তারই মধ্যে পড়ে থাকতে দেয়া হবে। আর এরূপ গোমরাহীতে যারা নিমজ্জিত থাকে তাদের জন্যে যে পরিণতি আল্লাহর নিকট অবধারিত তাই তাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হবে।

এ সব তত্ত্বকথা আলোচনা প্রসংগে মাঝে মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে তওহীদ ও পরকালের অকাট্য দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। দুনিয়া-পূজা ও বস্তুবাদী মনোভাবের পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সাবধান করা হয়েছে। পরকালের শাস্তি ও দন্ডের ভয় দেখান হয়েছে। কাফেরদের যেসব নৈতিক দুর্বলতার কারণে আল্লাহর হেদায়াত হতে মুখ ফিরিয়ে চলে তা এক একটা করে বলা হয়েছে। উপসংহারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছেঃ

একটা এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জীবনের প্রাথমিক চল্লিশটি বছর কিতাব কাকে বলে তা জানতেন, না, এ বিষয়ে তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ শূন্য ও রিক্ত। ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ন না–ওয়াকিফ। পরে সহসাই তিনি এই উভয় জিনিস জনগণের সামনে পেশ করেছিলেন। বস্তুতঃ এ ব্যাপারটা তাঁর নবুয়্যতের সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি নিজের উপস্থাপিত শিক্ষাকে আল্লাহর দেয়া শিক্ষা বলে যে দাবী করেছেন, তার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সহিত মুখো মুখি দাঁড়িয়ে কথা বলার দাবী করেছেন। বরং এর অর্থ এই যে, তিনটি উপায়ে আল্লাহতা'আলা তাঁর নবী-রসূলগণকে এ সব কথা জানিয়েছেন। তম্মধ্যে একটা হল অহী; দ্বিতীয়– পর্দার অন্তরাল হতে উত্থিত আওয়াজ এবং তৃতীয় হল ফেরেশতাদের দ্বারা পাঠানো পয়গাম। এ কথাটা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে এ জন্যে যে– বিরুদ্ধবাদীরা যেন এ অভিযোগ করতে না পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর সাথে মুখোমুখি কথা বলার দাবী করছেন; যেন সত্যপন্থী মানুষ জানতে পারে যে, যে মানুষকে আল্লাহর তরফ হতে নবুয়্যতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কয়েকটি উপায় ও পন্থায় হেদায়াত দেয়া হয়।

رُكُوْعَاتُهَا ٥ سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ (٤٢) اٰيَاتُهَا ٥٣

পাঁচ তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী আশ্‌শূরা সূরা (৪২) তিপান্ন তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَ اِلَى

হা মীম / আইন - সীন ক্বাফ / এভাবে / ওহী পাঠান (আল্লাহ) / তোমার প্রতি / এবং / প্রতি

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ

(তাদের) যারা / তোমার পূর্বে (নবী-রসূল ছিল) / আল্লাহ / পরাক্রমশালী / প্রজ্ঞাময় / তাঁরই

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ هُوَ الْعَلِيُّ

যাকিছু / মধ্যে (আছে) / আকাশমন্ডলির / এবং / যা কিছু / মধ্যে আছে / পৃথিবীর / এবং / তিনিই / উচ্চ মর্যাদার

الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾

সর্বশ্রেষ্ঠ সুমহান

রুকূঃ১

১. হা মীম,

২. 'আইন, সীন, কাফ।

৩. সর্বজয়ী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ এমনিভাবেই তোমার ও তোমার পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের (নবী-রসূলগণের) প্রতি অহী নাযিল করতেছিলেন[১]।

৪. আকাশমন্ডল ও যমীনে যা কিছুই আছে তা সবই তাঁরই। তিনি বড় উচ্চ মর্যাদার, বিরাট মহান।

১. অর্থাৎ যে কথা কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে, এই কথাই অহী-মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা রসূলের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, এবং পূর্ববর্তী রসূলদের প্রতিও তিনি এই একই বাণী অবতীর্ণ করে এসেছেন।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

(তার সাথে শরীক করায়) উপক্রম হয় | আকাশমণ্ডলি | ভেঙ্গে পড়ার | হতে | তাদের উপর

وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

এবং | ফেরেশতারা | পবিত্রতা ঘোষণা করে | প্রশংসাসহ | তাদের রবের

وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ط اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ

এবং | ক্ষমা প্রার্থনা করে | (তাদের) জন্যে যারা | মধ্যে (আছে) | পৃথিবীর | সাবধান | নিশ্চয় | আল্লাহ

هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

তিনিই | ক্ষমাশীল | মেহেরবান | এবং | যারা | গ্রহণ করেছে

مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ز صلے وَ مَآ

ছাড়া | তাকে | পৃষ্ঠপোষক রূপে | আল্লাহই | সংরক্ষক | তাদের উপর | এবং | না

اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥

তুমি | তাদের উপর (নিযুক্ত হয়েছে) | কর্ম বিধায়ক বা ভারপ্রাপ্ত

৫.আকাশমণ্ডল উপর হতে ফেটে পড়বার[২] উপক্রম হয়েছিল। ফেরেশতারা তাদের রবের হামদ সহকারে তসবীহ করছে এবং দুনিয়াবাসীদের জন্যে ক্ষমা চাইতে ব্যস্ত রয়েছে। সাবধান, প্রকৃতই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।

৬. যে সব লোক তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্যে অপর কিছু পৃষ্ঠপোষক[৩] বানিয়ে রেখেছে, আল্লাহই তাদের সংরক্ষক। তুমি তাদের উপর ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত হওনি।

২ অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়াত কোনভাবে কোন সৃষ্টবস্তুকে অংশীদার গণ্য করা কোন মামুলি কথা নয়– এরূপ গুরুতর কঠিন কথা যে এর জন্যে যদি আসমান বিদীর্ণ হয়ে পতিত হয় তবে তা অসম্ভব কিছু নয়।

৩. মূলে "اولياء" আউলিয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যার অর্থ খুবই ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষের বিভিন্ন ধারণা-বিশ্বাস ও বহু বিভিন্ন কর্ম-পদ্ধতি রয়েছে। এসব ব্যাপারকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে নিজ 'ওলী' বানানো বলা হয়েছে। কুরআন অনুসারে মানুষ সেই সত্তাকে নিজের ওলী বলে গণ্য করলো– ১. যার কথামতো সে চলে, যার উপদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করে এবং যার নির্ধারিত পন্থা, প্রথা, বিধি ও শৃঙ্খলার সে অনুসরণ করে। ২. যার নেতৃত্বে সে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে সে তাকে সঠিক পথ দেখায় ও ভুল পথ থেকে তাকে রক্ষা করে। ৩. যার সম্পর্কে সে এই ধারণা করে যে– আমি দুনিয়াতে যা কিছু করিনা কেন তার খারাব পরিণতি থেকে এবং যদি আল্লাহ থেকে থাকেন ও পরকালের অস্তিত্বও সত্য হয় তবু তার শাস্তি থেকে সে তাকে রক্ষা করে নেবে এবং ৪. যার সম্পর্কে সে এ ধারণা করে যে সে দুনিয়াতে অলৌকিক উপায়ে তার সাহায্য করে, বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করে, তাকে জীবিকা অর্জনের উপায় দান করে, সন্তান-সন্ততি দান করে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনও পূর্ণ করে।

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا
এবং এভাবে আমরা অবতীর্ণ করেছি তোমার প্রতি কুরআনকে আরবী (ভাষায়)

لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ
যেন তুমি সতর্ক কর কেন্দ্রকে জনপদ সমূহের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে) এবং যারা তার চার পাশে (আছে) এবং

تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ
(যেন) তুমি সতর্ক কর দিন (সম্পর্কে) একত্রিকরনের (অর্থাৎ কিয়ামতের) নাই কোন সন্দেহ তার মধ্যে একদল (সেদিন হবে) মধ্যে জান্নাতের

وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً
এবং একদল (হবে) মধ্যে জাহান্নামের এবং যদি চাইতেন আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে বানাতেন উম্মত

وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ
একই কিন্তু প্রবেশ করান যাকে ইচ্ছে করেন (আল্লাহ) মধ্যে তার অনুগ্রহের

وَ الظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ۝ اَمِ
এবং যালেমদের (অবস্থা হল) নাই তাদের জন্যে কোন অভিভাবক আর না কোন সাহায্যকারী কি

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ
তারা গ্রহণ করেছে তাঁকে ছাড়া অভিভাবক রূপে (অন্যান্যদেরকে) অথচ আল্লাহ তিনিই অভিভাবক

وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ز وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতদেরকে এবং তিনি উপর সব কিছুরই ক্ষমতাবান

৭.এবং, হে নবী,এরূপেইএই আরবী কুরআনকে আমরা তোমার প্রতি "অহি" করেছি, যেন তুমি সব জনপদের কেন্দ্রস্থল (মক্কা নগর) এবং তার আশে-পাশের বসবাসকারীদেরকে সাবধান করে দাও এবং একত্রিত হবার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও– যার আগমনে কোনই সন্দেহ নেই। এক দলকে জান্নাতে যেতে হবে আর অপর দলকে জাহান্নামে।

৮.আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এই সকলকে একই 'উম্মত' বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের না কেউ পৃষ্ঠপোষক আছে, না কোন সাহায্যকারী।

৯. এই লোকেরা কি (এমনই নাদান যে) এরা তাঁকে বাদ দিয়ে অপর পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে? ওলী –পৃষ্ঠপোষক –তো আল্লাহ, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সক্ষম, ক্ষমতাবান।

وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ط

এবং | যা | তোমরা মতভেদ কর | সেক্ষেত্রে | কোন | কিছু | তার অতঃপর মীমাংসা (হবে) | কাছে | আল্লাহর

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ ۝١٠

সেই | আল্লাহই | আমার রব | তাঁরইউপর | আমি ভরসা করেছি | এবং | তাঁরই দিকে | অভিমুখীহয়েছি আমি

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

(আল্লাহই) সৃষ্টিকর্তা | আসমানসমূহের | এবং | যমীনের | তিনি বানিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | মধ্যহতে

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ج

তোমাদের নিজেদের | জোড়া জোড়া | এবং | মধ্য হতে | জানোয়ারের | জোড়া জোড়া

يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَ هُوَ السَّمِيعُ

তোমাদের বিস্তার করেন (বংশ) | তার মধ্যে | নাই | তারমত | কোন কিছুই | এবং | তিনি | সর্বশ্রোতা (সবকিছু শুনেন)

الْبَصِيرُ ۝١١ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ج

সর্বদ্রষ্টা (সবকিছুই দেখেন) | তাঁরই (নিয়ন্ত্রণে) | চাবিসমূহ | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর

রুকুঃ২

১০. তোমাদের[৪] মাঝে যে ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তার ফয়সালা করা আল্লাহরই কাজ। সেই আল্লাহই আমার রব, তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি।

১১. আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টিকারী, যিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে হতে তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপ ভাবে জানোয়ারের মধ্যেও (তাদেরই স্বজাতীয়) জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন। বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

১২. আকাশমন্ডল ও যমীনের ভান্ডারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ,

৪. এখানে ১৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ ভাষণ যদিও আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে অহী (প্রত্যাদেশ বাণী), কিন্তু এখানে বক্তা হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (সঃ), আল্লাহতা'আলা নন। মহান মহিমান্বিত আল্লাহতা'আলা যেন নিজ নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে –'তুমি এ ঘোষনা কর'। এর দৃষ্টান্ত সূরা ফাতিহা। তা আল্লাহর বাণী বটে, কিন্তু বান্দা নিজের পক্ষ থেকে প্রার্থনা স্বরূপ তা আল্লাহর সমীপে পেশ করে।

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ

প্রশস্ত করে দিন | রিযক | (তার) জন্যে যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন | এবং | পরিমিতদেন (যাকে ইচ্ছেকরেন) | তিনি নিশ্চয় | সম্পর্কে | সব | কিছু

عَلِيْمٌ ۝١٢ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ

খুব অবহিত | তিনি বিধান দিয়েছেন | তোমদেরজন্যে (একমাত্র) | দ্বীনের ই | যা | আদেশ দিয়েছিলেন | সে সম্পর্কে

نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ

নূহকে | এবং (হেনবী) | যা | আমরা ওহী করেছি | তোমার প্রতিও | এবং | যা | আমরা আদেশ দিয়েছি | সে সম্পর্কে

اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ

ইবরাহীমকে | ও | মূসাকে | ও | ঈসাকে | (এ তাকিদ সহ্য যে | তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর | দ্বীনকে

وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا

এবং | না | তোমার মতবিরোধ করো | তার মধ্যে | দুঃসহ হয়েছে | উপর | মুশরিকদের | যার

تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۚ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

আহবান করছ তুমি | তাদেরকে | তার দিকে | আল্লাহ | বেছেনেন | তার দিকে | যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন

وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝١٣

এবং | পথ দেখান | তার দিকে | যে | অভিমুখী হয় (তাঁর দিকে)

যাকে তিনি চান প্রশস্ত রিয্ক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। ১৩. তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহ-কে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম– এই তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এই দ্বীনকে এবং এতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেও না। এই কথাই এই মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি এই লোকদেরকে দাওআত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে চান, আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাবার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে।

وَ مَا تَفَرَّقُوٓا اِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ

এবং | না | তারা মতবিরোধ করেছে | এ ব্যতীত | পরে | যা | (কাছে) এসেছিল | তাদের

الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ط وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ

(অর্থাৎ) জ্ঞান | (এমন করেছে) বিদ্বেষ বশতঃ | তাদের মাঝে | এবং | যদি | না | একটি বাণী (ফয়সালার)

سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ

অতীতে সিদ্ধান্ত করা হত | পক্ষহতে | তোমার রবের | পর্যন্ত | সময় (অবকাশের) | নির্ধারিত | ফয়সালা অবশ্যই করে দেওয়া হত

بَيْنَهُمْ ط وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ

তদের মাঝে | এবং | নিশ্চয় | যাদের | উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল | কিতাবের | তাদের পরে

لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج

অবশ্যই মধ্যেআছে | সন্দেহের | তা থেকে | বিভ্রান্তিকর | (হে নবী!) এজন্যে | তাই আহবান কর

وَ اسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ج

এবং | অবিচল থাক | যেমন | তুমি আদিষ্ট হয়েছ | এবং | না | অনুসরণ করো | তাদের খেয়াল খুশীসমূহের

১৪. লোকদের মাঝে যে বিরোধ-বৈষম্য দেখা দিয়েছে তা হয়েছে তাদের নিকট ইল্‌ম এসে পৌছার পর। আর তা হয়েছে এই কারণে যে তারা পরস্পরে একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। তোমার রব পূর্ব হতেই যদি এ কথা বলে না দিয়ে থাকতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফয়সালা মুলতবী রাখা হবে, তাহলে এতদিনে তার ফয়সালা করে দেয়া হত। আর আসল কথা এই যে, আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তারা সেই ব্যাপারে বড় প্রাণান্তকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে[৫]।

১৫. (যেহেতু এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল,) এ জন্যে –হে মুহাম্মদ– তুমি এখন সেই দ্বীনের দিকে দাওআত দাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর মজবুতীর সাথে দাঁড়িয়ে থাক, কিন্তু এই লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না।

৫. অর্থাৎ পরবর্তী বংশধরদের এ নিশ্চিত বিশ্বাস নেই যে, যে গ্রন্থগুলি তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলো কতটা নিজস্ব সঠিক রূপে বর্তমান আছে ও কতটা তারমধ্যে ভেজাল ও মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের নবীরা কি শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সে কথাও তারা নিশ্চিত বিশ্বাস সহ জানেনা। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত ও তাদের মনে জটিল উদ্বিগ্নতা সৃষ্টিকরে।

وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرْتُ

এবং বল আমি ঈমান এনেছি ঐবিষয়ে যা অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ (অর্থাৎ) কিতাব এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি

لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ۖ لَنَآ اَعْمَالُنَا

আমি যেন ইনসাফ করি তোমাদের মাঝে আল্লাহ আমাদের রব ও তোমাদের রব আমাদের জন্যে আমাদের কাজসমূহ

وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ۖ اَللّٰهُ

ও তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজসমূহ নাই কোন ঝগড়া আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ

يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾ وَ الَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ

একত্রিত করবেন আমাদেরকে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন (হবে সবার) এবং যারা বিতর্ক করে

فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ

সম্পর্কে আল্লাহর দ্বীনের পরেও যা সাড়া দেওয়া হয়েছে তাকে (অর্থাৎ দ্বীন গ্রহনের পরেও) তাদের যুক্তিতর্ক

دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ

বাতিল কাছে তাদের রবের এবং তাদের উপর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে শাস্তি (রয়েছে)

شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾

কঠিন

তাদেরকে বলঃ" আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে ইনসাফ করব। আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব, আমাদের আমল আমাদের জন্যে, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমাদের মাঝে কোন ঝগড়া[৬] নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এং তাঁর নিকটই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

১৬. আল্লাহর দাওআতে সাড়া দেবার পর (সাড়া দাতা লোকদের মধ্যে হতে) যে সব লোক আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া করে, তাদের দলীল-প্রমাণ পেশকরণ তাদের রবের নিকট বাতিল। তাদের উপর তাঁর অভিসম্পাত এবং তাদর জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে।

৬. অর্থাৎ যুক্তিসংগত দলীল-প্রমাণ দ্বারা কথা বুঝানোর যে হক ছিল তা আমরা পূর্ণরূপে পালন করেছি। সুতরাং এখন অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কি? তোমরা করলেও আমরা তোমাদের সংগে ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই।

اَللّٰهُ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ

(তিনিই) আল্লাহ্ | যিনি | নাযিল করেছেন | কিতাব | সত্যসহকারে | এবং

الْمِیْزَانَ ؕ وَ مَا یُدْرِیْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

মীযান | এবং | কিসে | তোমাকে জানাবে | সম্ভবত | কিয়ামত

قَرِیْبٌ ﴿۱۷﴾ یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ

আসন্ন | তাড়াহুড়া করে | তা সম্পর্কে | (তারাই) যারা | না | ঈমান আনে | তা সম্পর্কে

وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَ یَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا

কিন্তু | যারা | ঈমান এনেছে | তারা ভয় করে | তা থেকে | এবং | তারা জানে | যে তা

الْحَقُّ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الَّذِیْنَ یُمَارُوْنَ فِی السَّاعَةِ

মহা সত্য | সাবধান | নিশ্চয় | যারা | সন্দেহ সৃষ্টি করে | সম্পর্কে | কিয়ামত

لَفِیْ ضَلٰلٍۭ بَعِیْدٍ ﴿۱۸﴾ اَللّٰهُ لَطِیْفٌۢ بِعِبَادِهٖ یَرْزُقُ

অবশ্যই মধ্যে | বিভ্রান্তির | বহু দূরে (চলে গিয়েছে) | আল্লাহ্ | অতি দয়ালু | তাঁর বান্দাদের উপর | তিনি রিযিক দান করেন

مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ ﴿۱۹﴾

যাকে | ইচ্ছে করেন | এবং | তিনি | প্রবল শক্তিমান | পরাক্রমশালী

---

১৭. তিনি আল্লাহই। যিনি পরম সত্যতার সাথে এই কিতাব ও মীযান নাযিল করেছেন[৭]। তুমি কি জানো সম্ভবতঃ ফয়সালার সময়টা অতি নিকটেই এসে পৌছেছে?

১৮. যে সব লোক এই দিনের আগমনে বিশ্বাস রাখেনা, তারা তো এর জন্যে তাড়াহুড়ো করে; কিন্তু যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে যে, নিঃসন্দেহে তা অবশ্যই আসবে। শুনে রাখ, যে সব লোক সেই দিনের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিতর্ক করে থাকে, তারা গোমরাহীতে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি যাকে যা চান দান করেন। তিনি বড়ই শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

---

৭. মীযান– তুলাদন্ড অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়ত যা তুলাদন্ডের ন্যায় ওযন দ্বারা সঠিক ও অঠিক, সত্য ও মিথ্যা, অত্যাচার ও ন্যায় বিচার, এবং ন্যায়পরতা ও অন্যায়পরতার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَ

যে | কামনা করে | ফসল | আখেরাতের | বৃদ্ধি করি আমরা | তার জন্যে | মধ্যে | তার ফসলের | এবং

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي

যে | কামনা করে | ফসল | দুনিয়ার | তাকে দেই আমরা | তা থেকে | এবং | নাই | তার জন্যে | মধ্যে

الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا

আখেরাতের | কোন | প্রাপ্য | কি | তাদের জন্যে আছে | (কতক) শরীক | (যারা) বিধান দিয়েছে

لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ

তাদের জন্যে (ভিন্নকিছু) | থেকে | 'দ্বীনের | যার | অনুমতি দেন নাই | সে সম্পর্কে | আল্লাহ | এবং | যদি | না | একটি কথা (নির্ধারিত হত)

الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ

ফয়সালার | চূড়ান্ত করে দেওয়া হত অবশ্যই | তাদের মাঝে | এবং | নিশ্চয় | যালেমরা | তাদের জন্যে (রয়েছে)

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

শাস্তি | মর্মন্তুদ

রুকুঃ৩

২০. যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না।

২১. এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা এদের জন্যে 'দ্বীন' ধরনের কোন নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নি ৮? ফয়সালার সময় পূর্ব হতেই যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া না হত, তা হলে এতদিনে তাদের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে দেয়া হত। নিশ্চিতই এই যালিমদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

৮. স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে , এই আয়াতে 'শরীকগণ ' অর্থে সেই সব শরীক নয় যাদের কাছে লোক দোআ প্রার্থনা করে, বা যাদের কাছে নিবেদন ও নৈবেদ্য সমর্পণ করে, অথবা যাদের সামনে পূজাপাঠের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বরং এখানে 'শরীকগণ' অর্থ- সেই সব মানুষ যাদেরকে লোক 'শরীক ফীল হুকুম' – আদেশ দানে শরীকরূপে গন্য ও মান্য করে। যাদের শিখানো চিন্তা ধারা ও ধারণা-বিশ্বাস এবং মতবাদ ও দর্শনে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করে , যাদের দেয়া মূল্যমানগুলোকে লোক মান্য করে, যাদের উপস্থাপিত চারিত্রিক ও নৈতিক মূলনীতি গুলি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদন্ড গুলিকে লোক গ্রহণ করে, যাদের নির্ধারিত আইন-বিধান, পন্থা–পদ্ধতিগুলিকে নিজেদের ধর্মীয় প্রথা অনুষ্ঠানে, উপাসনা-আনুগত্যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে, নিজেদের সমাজে, নিজেদের কৃষ্টিতে, নিজেদের ব্যবসায়ে ও লেনদেনে, এবং নিজেদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিধানে, এ রূপ ভাবে অবলম্বন করে যেন এগুলিই হচ্ছে সেই শরীয়ত যার অনুসরণ করা তাদের অবশ্যকর্তব্য।

تَرَى	الظّٰلِمِيْنَ	مُشْفِقِيْنَ	مِمَّا	كَسَبُوْا	وَ
দেখবে তুমি	যালিমদেরকে	ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়	ঐ বিষয়ে যা	তারা অর্জন করেছে	এবং

هُوَ	وَاقِعٌ	بِهِمْ ط	وَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ
তা	পতিত হবেই	তাদের উপর	এবং	যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজ করেছে	নেকীর

فِيْ	رَوْضٰتِ	الْجَنّٰتِ ج	لَهُمْ	مَّا	يَشَآءُوْنَ
মধ্যে (হবে)	বাগিচাসমূহের	জান্নাতের	তাদের জন্যে রয়েছে	যা	তারা ইচ্ছে করবে

عِنْدَ	رَبِّهِمْ ط	ذٰلِكَ	هُوَ	الْفَضْلُ	الْكَبِيْرُ ۝٢٢	ذٰلِكَ	الَّذِيْ
কাছে	তাদের রবের	এটাই	সেই	অনুগ্রহ	বড়	এটাই	যার

يُبَشِّرُ	اللهُ	عِبَادَهُ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ ط
সুসংবাদ দিয়েছেন	আল্লাহ	তাঁর বান্দাদেরকে	যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজ করেছে	নেকীসমূহের

قُلْ	لَّآ	اَسْئَلُكُمْ	عَلَيْهِ	اَجْرًا	اِلَّا	الْمَوَدَّةَ	فِي	الْقُرْبٰى ط
(হে নবী) বল	না	তোমাদের কাছে চাই আমি	তার উপর	কোন পারিশ্রমিক	কিন্তু	সৌহার্দ্যতা		আত্মীয়ের

২২. তুমি দেখতে পাবে, এই যালেমরা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণামকে ভয় করতে থাকবে এবং তা তাদের উপর অবশ্যই এসে পড়বে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তারা জান্নাতের গুলবাগীচায় অবস্থান করবে। যা কিছুই তারা চাইবে তাদের রবের নিকটই লাভ করবে। এটাই অতিবড় অনুগ্রহ।

২৩. এই জিনিসেরই সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাগণকে দিচ্ছেন যারা মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে। হে নবী! এই লোকদেরকে বল আমি এই কাজে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিকের দাবীদার নই। অবশ্য নৈকট্যের ভালবাসা নিশ্চয়ই পেতে চাই[৯]।

---

৯. এই আয়াতের তিন প্রকার ব্যাখা দান করা হয়েছেঃ ১. আমি তোমাদের কাছে এই কাজের জন্যে কোন পুরস্কার চাই না, কিন্তু আমি অবশ্য এ চাই যে তোমরা (অর্থাৎ কুরাইশরা) অন্ততঃ পক্ষে সেই আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা কর যা আমার ও তোমাদের মধ্যে বর্তমান। "এ কি অত্যাচার যে, সব থেকে এগিয়ে এসে তোমরাই আমার শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেছো"। ২."আমি এই কাজের জন্যে তোমাদের কাছে এ ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার চাইনা যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আকাঙ্খা সৃষ্টি হোক"। ৩. যে সব তফসীরকারেরা তৃতীয় প্রকার তফসীর করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মীয় অর্থে সমস্ত বণী আব্দুল

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

এবং | যে | অর্জন করবে | ভালকাজ | বাড়িয়ে দেই আমরা | তার জন্যে | তার মধ্যে | কল্যাণ | নিশ্চয় | আল্লাহ

غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ

ক্ষমাশীল | গুণগ্রাহী | কি | (এই লোকেরা) বলে | সে রচনা করেছে | উপর | আল্লাহর | মিথ্যা
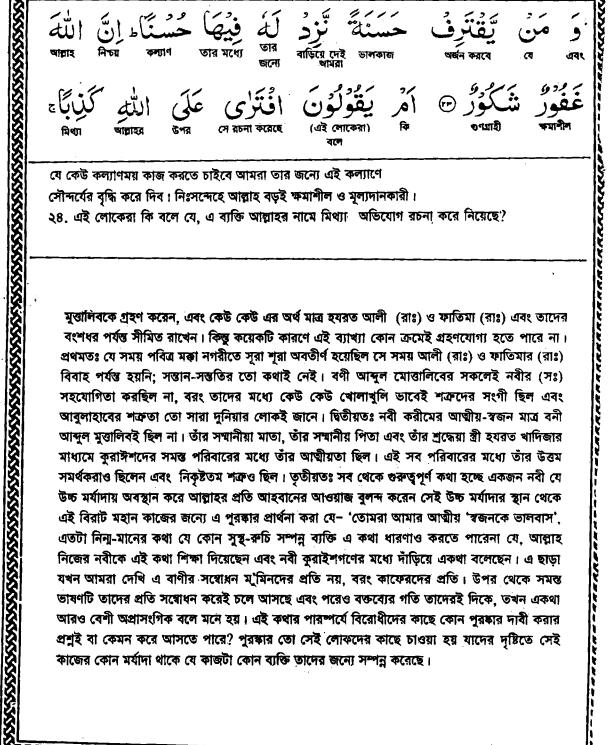
যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাইবে আমরা তার জন্যে এই কল্যাণে সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করে দিব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মূল্যদানকারী।

২৪. এই লোকেরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে নিয়েছে?

মুত্তালিবকে গ্রহণ করেন, এবং কেউ কেউ এর অর্থ মাত্র হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) এবং তাদের বংশধর পর্যন্ত সীমিত রাখেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই ব্যাখ্যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রথমতঃ যে সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে সূরা শূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সে সময় আলী (রাঃ) ও ফাতিমার (রাঃ) বিবাহ পর্যন্ত হয়নি; সন্তান-সন্ততির তো কথাই নেই। বণী আব্দুল মোত্তালিবের সকলেই নবীর (সঃ) সহযোগিতা করছিল না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলি ভাবেই শত্রুদের সংগী ছিল এবং আবুলাহাবের শত্রুতা তো সারা দুনিয়ার লোকই জানে। দ্বিতীয়তঃ নবী করীমের আত্মীয়-স্বজন মাত্র বনী আব্দুল মুত্তালিবই ছিল না। তাঁর সম্মানীয়া মাতা, তাঁর সম্মানীয় পিতা এবং তাঁর শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী হযরত খাদিজার মাধ্যমে কুরাঈশদের সমস্ত পরিবারের মধ্যে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। এই সব পরিবারের মধ্যে তাঁর উত্তম সমর্থকরাও ছিলেন এবং নিকৃষ্টতম শত্রুও ছিল। তৃতীয়তঃ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে একজন নবী যে উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করে আল্লাহর প্রতি আহবানের আওয়াজ বুলন্দ করেন সেই উচ্চ মর্যাদার স্থান থেকে এই বিরাট মহান কাজের জন্যে এ পুরস্কার প্রার্থনা করা যে– 'তোমরা আমার আত্মীয় 'স্বজনকে ভালবাস', এতটা নিম্ন-মানের কথা যে কোন সুস্থ-রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা ধারণাও করতে পারেনা যে, আল্লাহ নিজের নবীকে এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী কুরাইশগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা বলেছেন। এ ছাড়া যখন আমরা দেখি এ বাণীর সম্বোধন মু'মিনদের প্রতি নয়, বরং কাফেরদের প্রতি। উপর থেকে সমস্ত ভাষণটি তাদের প্রতি সম্বোধন করেই চলে আসছে এবং পরেও বক্তব্যের গতি তাদেরই দিকে, তখন একথা আরও বেশী অপ্রাসংগিক বলে মনে হয়। এই কথার পারম্পর্যে বিরোধীদের কাছে কোন পুরস্কার দাবী করার প্রশ্নই বা কেমন করে আসতে পারে? পুরস্কার তো সেই লোকদের কাছে চাওয়া হয় যাদের দৃষ্টিতে সেই কাজের কোন মর্যাদা থাকে যে কাজটা কোন ব্যক্তি তাদের জন্যে সম্পন্ন করেছে।

فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ
যদি তবে ইচ্ছে করতেন আল্লাহ মোহর করে দিতেন উপর তোমার দিলের আর নির্মূল করে দেন আল্লাহ

الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ
বাতিলকে এবং প্রতিষ্ঠিত করেন সত্যকে তার বাণী দিয়ে তিনি নিশ্চয় খুব অবহিত

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
অবস্থা সম্পর্কে অন্তর সমূহের এবং তিনিই (আল্লাহ) যিনি কবুল করেন তওবা

عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا
থেকে তাঁর বান্দাদের এবং মার্জনা করেন পাপসমূহ অথচ তিনি জানেন যাকিছু

تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾
তোমরা করছ
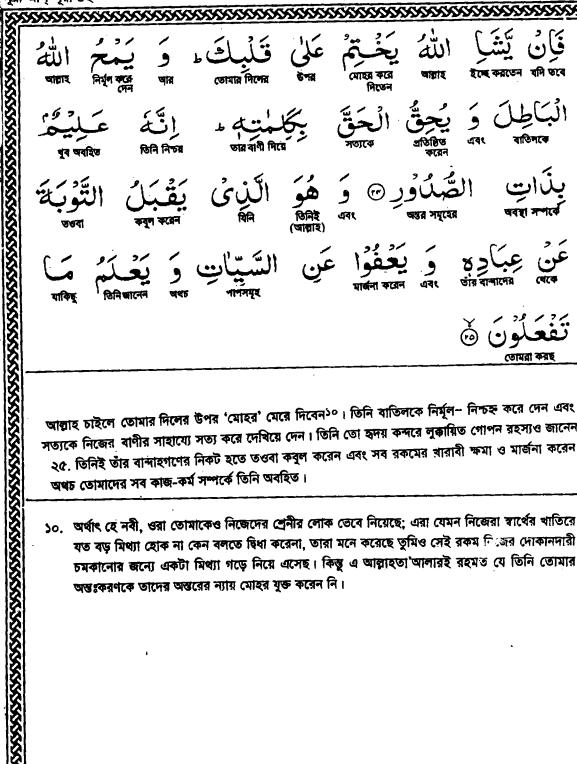
আল্লাহ চাইলে তোমার দিলের উপর 'মোহর' মেরে দিবেন[১০]। তিনি বাতিলকে নির্মূল- নিশ্চহ্ন করে দেন এবং সত্যকে নিজের বাণীর সাহায্যে সত্য করে দেখিয়ে দেন। তিনি তো হৃদয় কন্দরে লুক্কায়িত গোপন রহস্যও জানেন। ২৫. তিনিই তাঁর বান্দাহগণের নিকট হতে তওবা কবুল করেন এবং সব রকমের খারাবী ক্ষমা ও মার্জনা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত।

১০. অর্থাৎ হে নবী, ওরা তোমাকেও নিজেদের শ্রেনীর লোক ভেবে নিয়েছে; এরা যেমন নিজেরা স্বার্থের খাতিরে যত বড় মিথ্যা হোক না কেন বলতে দ্বিধা করেনা, তারা মনে করেছে তুমিও সেই রকম নিজের দোকানদারী চমকানোর জন্যে একটা মিথ্যা গড়ে নিয়ে এসেছ। কিন্তু এ আল্লাহতা'আলারই রহমত যে তিনি তোমার অন্তঃকরণকে তাদের অন্তরের ন্যায় মোহর যুক্ত করেন নি।

وَ يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
এবং তিনি দোআ কবুল করেন (তাদের) যারা ঈমান আনে ও কাজ করে নেকীর

وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ
এবং বৃদ্ধি করেন তাদেরকে হতে তার অনুগ্রহ এবং কাফেরদের (অবস্থা হল) তাদের জন্যে রয়েছে

عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ
শাস্তি কঠিন এবং যদি প্রচুর দিতেন আল্লাহ রিযক তাঁর বান্দাদের জন্যে

لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ
তারা অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত মধ্যে পৃথিবীর কিন্তু নাযিল করেন একটি পরিমাণ মত যা তিনি ইচ্ছে করেন

اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ
নিশ্চয় তিনি বান্দাদের সম্পর্কে তাঁর খুব অবহিত সর্বদ্রষ্টা (সবকিছুই দেখেন) এবং তিনিই (আল্লাহ) যিনি বর্ষণ করেন

الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَ هُوَ
বৃষ্টি পরে নিরাশ হওয়ার এবং বিস্তার করেন তার করুণা এবং তিনিই

الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾
অভিভাবক (ওলী) প্রশংসিত

২৬. তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদের দো'আ কবুল করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরো অতিরিক্ত দান করেন। অমান্যকারীদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।

২৭. আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাহগণকে উন্মুক্ত রিযক দান করতেন তাহলে তারা যমীনের বুকে আল্লাদ্রোহীতার তুফান সৃষ্টি করে দিত। কিন্তু তিনি একটা পরিমাণ অনুযায়ী যতটা চান নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

২৮. লোকদের নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং স্বীয় রহমত ব্যাপক করে দেন এবং তিনি প্রশংসনীয় ওলী।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

এবং | মধ্যহতে (রয়েছে) | তার নিদর্শনাবলীর | সৃষ্টি | আসমানসমূহের | ও | যমীনের

وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط وَهُوَ عَلٰى

এবং | যা কিছু | ছাড়িয়ে দিয়েছেন | তার উভয়ের মধ্যে | (বিভিন্ন) ধরণের | জীবজন্তু | এবং | তিনি | ক্ষেত্রের

جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ

তাদের একত্রিত করার | যখন | তিনি ইচ্ছে করবেন | সক্ষম | এবং | যা | তোমাদের পৌঁছে | কোন

مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

বিপদ | তা এ কারনে যা | অর্জন করেছে | তোমাদের হাত গুলো | এবং | তিনি ক্ষমা করেন | অনেককিছু (নিজেরথেকে)

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ صلے وَمَا لَكُمْ

এবং | না | তোমরা | অক্ষমকারী (আল্লাহকে) | মধ্যে | পৃথিবীর | আর | না | তোমাদের জন্যে (আছে)

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ

ছাড়া | আল্লাহ | কোন | অভিভাবক | আর | না | কোন সাহায্যকারী | এবং | মধ্যে রয়েছে | তার নিদর্শনাবলীর

الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

নৌযানসমূহ | মধ্যে | সাগরের | পাহাড় পর্বত সদৃশ

---

২৯. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য এই যমীন ও আকাশমন্ডলের সৃষ্টি, এবং এই জীবন্ত সৃষ্টি সমূহ যা তিনি উভয় স্থানেই ছড়িয়ে রেখেছেন। আর তিনি যখনই চাইবেন তাদেরকে একত্রিত করতে পারেন।

রুকু:৪

৩০. তোমাদের উপর যে বিপদই এসেছে তা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জনের ফল[১১]। এবং অনেক অপরাধ তো তিনি আপনা হতে এমনিই ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।

৩১. তোমরা যমীনে তোমাদের আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পার না। আল্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সাহায্যকারীও কেউ নেই।

৩২. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে জাহাজ যা সমুদ্রে পাহাড়ের মত দেখা যায়।

---

১১. সে সময়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।
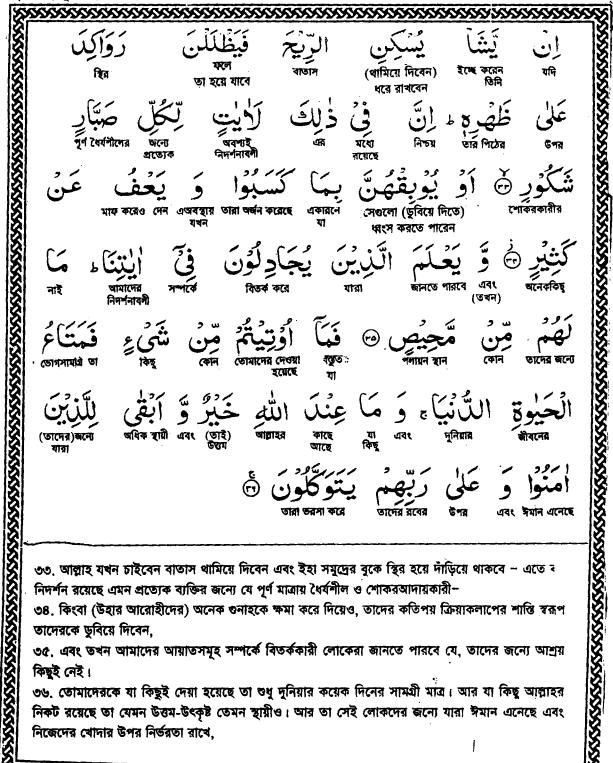
৩৩. আল্লাহ যখন চাইবেন বাতাস থামিয়ে দিবেন এবং ইহা সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে – এতে ব নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যশীল ও শোকরআদায়কারী–

৩৪. কিংবা (উহার আরোহীদের) অনেক গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েও, তাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ডুবিয়ে দিবেন,

৩৫. এবং তখন আমাদের আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ককারী লোকেরা জানতে পারবে যে, তাদের জন্যে আশ্রয় কিছুই নেই।

৩৬. তোমাদেরকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা যেমন উত্তম-উৎকৃষ্ট তেমন স্থায়ীও। আর তা সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের খোদার উপর নির্ভরতা রাখে,
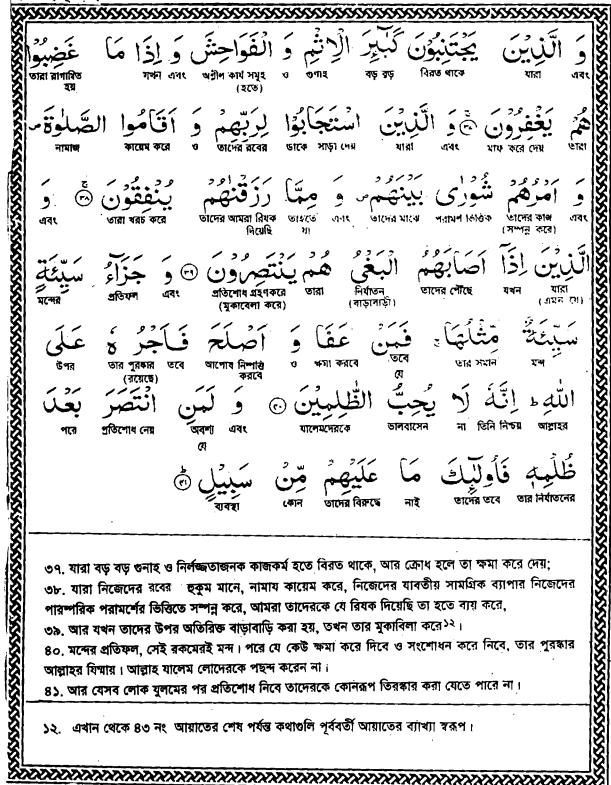
৩৭. যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতাজনক কাজকর্ম হতে বিরত থাকে, আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়;

৩৮. যারা নিজেদের রবের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে,

৩৯. আর যখন তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন তার মুকাবিলা করে[১২]।

৪০. মন্দের প্রতিফল, সেই রকমেরই মন্দ। পরে যে কেউ ক্ষমা করে দিবে ও সংশোধন করে নিবে, তার পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায়। আল্লাহ যালেম লোদেরকে পছন্দ করেন না।

৪১. আর যেসব লোক যুলমের পর প্রতিশোধ নিবে তাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা যেতে পারে না।

১২. এখান থেকে ৪৩ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত কথাগুলি পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।
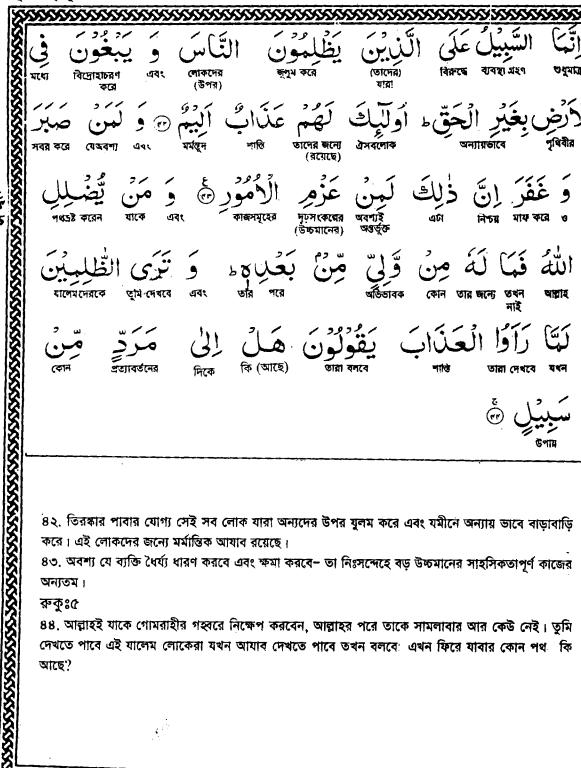
৪২. তিরস্কার পাবার যোগ্য সেই সব লোক যারা অন্যদের উপর যুলম করে এবং যমীনে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এই লোকদের জন্যে মর্মান্তিক আযাব রয়েছে।

৪৩. অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে– তা নিঃসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।

রুকুঃ৫

৪৪. আল্লাহই যাকে গোমরাহীর গহ্বরে নিক্ষেপ করবেন, আল্লাহর পরে তাকে সামলাবার আর কেউ নেই। তুমি দেখতে পাবে এই যালেম লোকেরা যখন আযাব দেখতে পাবে তখন বলবে: এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে?

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
تَرٰىهُمْ	তাদের তুমি দেখবে
يُعْرَضُوْنَ	উপস্থিত করা হচ্ছে
عَلَيْهَا	তার(অর্থাৎ জাহান্নামের) কাছে
خٰشِعِيْنَ	অবনত হয়ে থাকবে
مِنَ	
الذُّلِّ	লাঞ্ছনায়
يَنْظُرُوْنَ	তারা দেখবে
مِنْ	দিয়ে
طَرْفٍ	দৃষ্টি
خَفِيٍّ ط	গোপন
وَ	এবং
قَالَ	বলবে
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْٓا	ঈমান এনেছে
اِنَّ	নিশ্চয়
الْخٰسِرِيْنَ	ক্ষতিগ্রস্থ (তারাই)
الَّذِيْنَ	যারা
خَسِرُوْٓا	ক্ষতি গ্রস্থ করেছে
اَنْفُسَهُمْ	তাদের নিজেদেরকে
وَ	এবং
اَهْلِيْهِمْ	তাদের পরিবারকে (সংগী-সাথীদেরকে)
يَوْمَ	দিনে
الْقِيٰمَةِ ط	কিয়ামতের
اَلَآ	সাবধান
اِنَّ	নিশ্চয়
الظّٰلِمِيْنَ	যালেমরা
فِيْ	মধ্যে (থাকবে)
عَذَابٍ	শাস্তির
مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾	স্থায়ী
وَ	এবং
مَا	না
كَانَ	হবে
لَهُمْ	তাদের জন্যে
مِّنْ	কোন
اَوْلِيَآءَ	অভিভাবক
يَنْصُرُوْنَهُمْ	তাদেরকে সাহায্য করতে
مِّنْ	
دُوْنِ	ছাড়া
اللّٰهِ ط	আল্লাহ
وَ	এবং
مَنْ	যাকে
يُّضْلِلِ	পথভ্রষ্ট করেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
فَمَا	তখন নাই
لَهٗ	তার জন্যে
مِنْ	কোন
سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾	পথ
اِسْتَجِيْبُوْا	তোমরা ডাকে সাড়া দাও (মেনে নাও)
لِرَبِّكُمْ	তোমাদের রবের (কথা)
مِّنْ قَبْلِ	(এর) পূর্বেই
اَنْ	যে
يَّاْتِيَ	আসবে
يَوْمٌ	(এমন) দিন
لَّا	নাই
مَرَدَّ	প্রতিরোধ
لَهٗ	তার জন্যে
مِنَ	থেকে
اللّٰهِ ط	আল্লাহ

৪৫. আর তোমরা দেখবে, এদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে আনা হবে তখন লাঞ্চনার জন্যে তারা অবনত হয়ে থাকবে এবং গোপন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে থাকবে। যখন ঈমানদার লোকেরা বলবে, বাস্তবিকই আসল ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা আজ কেয়ামতের দিন নিজেকে ও নিজের সংগী-সাথীদেরকে কঠিন ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান হয়ে যাও! যালেম লোকেরা স্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে,

৪৬. এবং তাদের কেউ সহকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন হবে না যে আল্লাহর মুকাবিলায় তাদের সাহায্য করতে আসবে। আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে ফেলে দেন, তার জন্যে আত্মরক্ষার আর কোন পথ নেই।

৪৭. তোমাদের রবের কথা মেনে নাও সেই দিনের আসার পূর্বে যে দিনের না আসার কোন ব্যবস্থা আল্লাহর নিকট হতে নেই।

সে দিন তোমাদের জন্যে কোন আশ্রয়স্থল হবে না, তোমাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা কারীও ১৩ কেউ হবে না।

৪৮. এখন যদি এই লোকেরা মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাহলে হে নবী, আমরা তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার করে তো পাঠাইনি। কেবল কথা পৌছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে সে জন্যে ফুলে উঠে। আর যদি তাদের নিজের কৃতকর্ম কোন বিপদরূপে তাদের দিকে ফিরে আসে তখন খুব বেশী অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৪৯. আল্লাহ যমীন ও আকাশমন্ডলের বাদশাহীর মালিক।

---

১৩. মূল শব্দগুলি হচ্ছে. مالكم من نكير. এই বাক্যাংশের আরও কয়েকটি অর্থ আছেঃ প্রথম–তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের কোন একটি অস্বীকার করতে পারবে না। দ্বিতীয়– তোমরা ছদ্মবেশ বদল করে লুকাতে পারবে না। তৃতীয়– তোমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করা হোক না কেন তার বিরুদ্ধে তোমরা কোন অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবে না। চতুর্থ– তোমাদের যে অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করা হবে তার পরিবর্তন করার কোন সাধ্য তোমাদের থাকবে না।
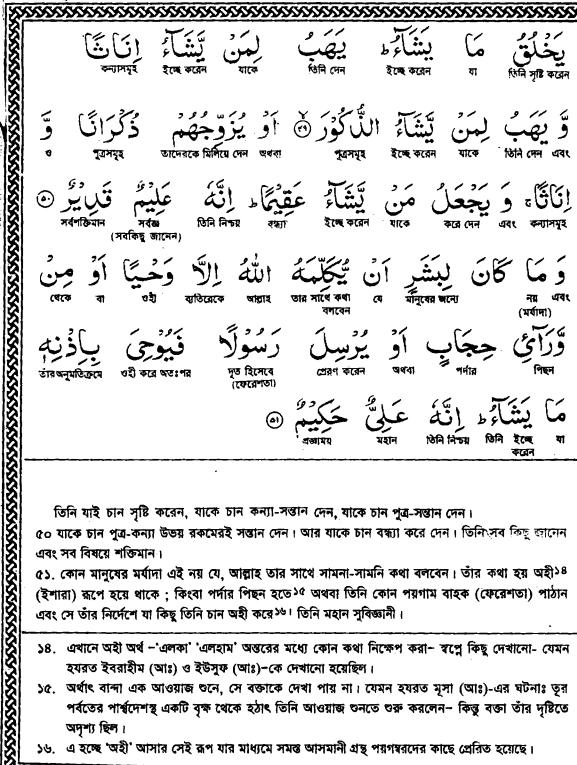
তিনি যাই চান সৃষ্টি করেন, যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র-সন্তান দেন।
৫০ যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমেরই সন্তান দেন। আর যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে শক্তিমান।
৫১. কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলবেন। তাঁর কথা হয় অহী[১৪] (ইশারা) রূপে হয়ে থাকে ; কিংবা পর্দার পিছন হতে[১৫] অথবা তিনি কোন পয়গাম বাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর নির্দেশে যা কিছু তিনি চান অহী করে[১৬]। তিনি মহান সুবিজ্ঞানী।

১৪. এখানে অহী অর্থ –'এলকা' 'এলহাম' অন্তরের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা– স্বপ্নে কিছু দেখানো- যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইউসুফ (আঃ)-কে দেখানো হয়েছিল।

১৫. অর্থাৎ বান্দা এক আওয়াজ শুনে, সে বক্তাকে দেখা পায় না। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনাঃ তূর পর্বতের পার্শ্বদেশস্থ একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ তিনি আওয়াজ শুনতে শুরু করলেন– কিন্তু বক্তা তাঁর দৃষ্টিতে অদৃশ্য ছিল।

১৬. এ হচ্ছে 'অহী' আসার সেই রূপ যার মাধ্যমে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ পয়গম্বরদের কাছে প্রেরিত হয়েছে।

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ
এবং / এভাবে / আমরা ওহী পাঠিয়েছি / তোমার প্রতি / রূহ (অর্থাৎ ওহী) বা কোরআন / আমাদের নির্দেশে

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ
না / তুমি / জানতে / কি / কিতাব / আর / না (জানতে) / ঈমান / কিন্তু

جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ
তাকে আমরা বানিয়েছি / 'আলো' / পথ দেখাই আমরা / তা দিয়ে / যাকে / ইচ্ছে করি আমরা / মধ্য হতে / আমাদের বান্দাদের

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۲﴾ صِرَاطِ
এবং / তুমি নিশ্চয় / পথ দেখাচ্ছ তুমি অবশ্যই / দিকে / পথের / সরল-সঠিক / পথ

اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ
আল্লাহর / যিনি (এমন সত্তা যে) / তারই জন্যে / যাকিছু / মধ্যে আছে / আসমানসমূহের / এবং / যা কিছু / মধ্যে আছে / পৃথিবীর

اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿۵۳﴾
সাবধান / দিকে / আল্লাহরই / ফিরে যায় / সকল বিষয়

৫২. আর এমনি ভাবে (হে নবী!) আমরা আমাদের নির্দেশে একটি রূহু তোমার দিকে অহী পাঠিয়েছি[১৭]। তুমি কিছুই জানতে না কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস! কিন্তু সেই রূহকে আমরা একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমরা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি সঠিক-সোজা দিকে লোকদেরকে পথ দেখাচ্ছ–

৫৩. সেই আল্লাহর পথের দিকে– যিনি যমীন ও আকাশমন্ডলের সব কিছুরই মালিক। সাবধান! সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

১৭. 'এই প্রকারের' এর অর্থ শেষোক্ত পদ্ধতি নয় বরং উপরের আয়াতে উল্লেখিত তিন পদ্ধতি। এবং 'রূহ' এর অর্থ 'অহী' ; অথবা সেই শিক্ষা 'অহী' মাধ্যমে যা হুযুরকে দান করা হয়েছে।

সূরা আয্-যুখরুফ

নামকরণঃ এই সূরার ৩৫ নং আয়াতের زخرفا শব্দটিকেই এর নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এ সেই সূরা যাতে 'যুখরুফ' শব্দের উল্লেখ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরা কবে কোন অবস্থায় নাযিল হয়েছিল তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় নি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ সূরাও ঠিক সেই সময়ে নাযিল হয়েছিল যখন আল-মু'মেন, হা-মীম আস-সাজদা ও আশ-শূরা নাযিল হয়েছিল। এ কয়টি সূরা একই ধারাবাহিকতার বলে মনে হয়। আর মক্কার কাফেররা যখন নবী করীমকে (সঃ)- হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছিল, দিনরাত নিজেদের বৈঠক-সভায় এ বিষয়ে পরামর্শ করছিল কেমন করে তাঁকে শেষ করা যায় এসময় তাকে হত্যা করার জন্যে একবার আক্রমণও হয়েছিল
পরিস্থিতিতেই এ সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিল। বর্তমান সূরার ৭৯-৮০নং আয়াত এ দিকে স্পষ্ট ইংগিত দিচ্ছে।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এ সূরায় অত্যন্ত জোরালোভাবে কুরাইশও আরববাসীদের জাহেলী আকায়েদ ও কুসংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। এ সব আকায়েদ ও কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাসের উপর তারা অচল-অটল হয়েছিল;এসব ত্যাগকরতে তারা কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছিল না। অত্যন্ত দৃঢ় ও মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে তাদের এ সব আকীদা-বিশ্বাসের অন্তঃসারশুন্যতা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এ সূরায়। উদ্দেশ্যে এই যে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি –যার মধ্যে একবিন্দুও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে– চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, জাতি অত্যন্ত হীন ধরনের মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসব মূর্খতার ফাঁদ হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন, সকলে মিলে তাঁকে ধ্বংস করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লেগে গেছে।

কথার সূচনা করা হয়েছে এভাবে– তোমরা নিজেদের দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা চাও যে, এ কিতাবখানি নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু আল্লাহ দুষ্টলোকদের কারণে নবী প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করা কখনো বন্ধ করে দেন নি। বরং যে সব যালেম হেদায়াতের পথ বন্ধ করতে চেয়েছে আল্লাহ তাদেরকেই ধ্বংস করেছেন; এ করাই তাঁর রীতি এবং এখনো তিনি তাই করবেন। পরে ৪১-৪৩ নং এবং ৭৯-৮০ নং আয়াতে এ কথাটার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেসব লোক নবী করীম (সঃ)-এর প্রাণের দুশমন ছিল, তাদেরকে শুনিয়ে নবী করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, তুমি জীবিত থাক আর না-ই থাক, এ যালেমদেরকে আমরা অবশ্যই শাস্তি দেব। আর সরাসরি সে লোকদেরকে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তোমরা যদি আমাদের নবীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত কর, তাহলে আমরাও তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

অতঃপর বলা হয়েছে, এ লোকেরা যে ধর্ম-মতকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে তা কি ধরনের ধর্ম এবং যেসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে মুকাবিলা করছে, তাই বা কি রকমের দলীল।

তারা নিজেরা মানে,- যমীন ও আসমানের, তাদের নিজেদের এবং তাদের বানানো সব মাবুদদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। আর যে-সব নি'আমত খেয়ে, ব্যবহার করে তারা উপকৃত হচ্ছে তা সবই যে আল্লাহতা'আলাই সৃষ্টি সে কথাও তারা জানে ও মানে। এতদসত্ত্বেও তারা অন্যান্যদেরকে আল্লাহর রুবুবিয়াতের ব্যাপারে শরীক বানাবার জন্যে শক্ত হয়ে বসেছে।

তারা মানুষ-সাধারণকে আল্লাহর সন্তান বলছে। আর সন্তানও পুত্র-সন্তান নয় কন্যা-সন্তান; যদিও তারা নিজেদের কন্যা-সন্তান হওয়াকে অত্যন্ত লজ্জা ও শরমের ব্যাপার বলে মনে করে। ফেরেশতাগণকে তারা দেবী বলে মনে করে তাদের নারী-মূর্তি বানিয়ে রেখেছে। সেগুলোকে মেয়েদের পোশাক ও অলংকারও পরিয়ে দিয়েছে। আর তারা বলছে -এরা সব আল্লাহর কন্যা। তারা তাদের পূজা-উপাসনা করে, তাদেরই নিকট নিজেদের মনোবাঞ্ছা পেশ করে ও পূর্ণ করতে বলে। কিন্তু ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এ কথা তারা কেমন করে জানতে পারলো?

এসব মূর্খতামূলক আকীদা ও আচরণ সম্পর্কে তাদের ভুল ধরিয়ে দিলে তারা নিজেদের তকদীরের দোষ বলে অভিযোগ তোলে। বলে, আল্লাহ যদি আমাদের এ কাজ পছন্দ না-ই করেন, তাহলে আমরা এ মূর্তিগুলোর পূজা করতে পারতাম কেমন করে?....... যদিও আল্লাহ কোনটা পছন্দ করেন, কোনটা করেন না, তা জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী মানুষ যেসব কাজ করে তা দ্বারা এ জানা যায় না। এ বিধানের অধীন তো কেবল মূর্তি-পূজাই নয়, চুরি, ডাকাতি, জ্বেনা-ব্যভিচার, নরহত্যা ও লুঠতরাজ সব কিছুই অনুষ্ঠিত হতে পারছে। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ায় যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা কি সবই জায়েজ বিবেচিত হবে? এ শিরক কাজের অনুকূলে এহেন ভুল দলীল ছাড়া আরো কোন সম্পদ আছে নাকি জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তারা বলে- 'বাপ-দাদার কাল হতেই তো এ কাজ এমনিভাবেই হয়ে আসছে'। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বাপ-দাদার কাল হতে চলে আসাই বুঝি কোন ধর্মমতের সত্য ও নির্ভুল হওয়ার দলীল! অথচ তারা যে হযরত ইবরাহীমের (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কথা বলে গৌরব ও অহংকার করে, তিনি তো বাপ-দাদার কাল হতে চলে আসা ধর্মমতের উপর লাথি মেরে ঘর হতে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পূর্ব-পুরুষদের এমন অন্ধ অনুসরণকে- যার স্বপক্ষে কোন যুক্তিসংগত দলীল নেই- প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা যদি বাপ-দাদার ধর্মেরই অনুসরণ করতে চায়, তাহলেও সব চাইতে সম্মানিত পূর্ব-পুরুষ হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ), তাঁদেরকে বাদ দিয়ে তারা এহেন মূর্খ ও অজ্ঞ পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ করতে শুরু করলো কোন কারণে?

আল্লাহর সাথে সাথে অন্যরাও ইবাদত পাবার যোগ্য এ কথা কোন নবী এবং আল্লাহর তরফ হতে আসা কোন কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা খৃষ্টানদের ধর্মনীতিকে দলীল হিসাবে পেশ করে; বলে, তারা তো মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে মেনে নিয়েছে ও তার পূজা করেছে! অথচ কোন নবীর উম্মতের লোকেরা কোন শিরক করেছে কিনা এ কথা জিজ্ঞাস্য ছিল না; জিজ্ঞাস্য ছিল কোন নবী নিজে এইরূপ করতে বলেছেন কিনা?......... মরিয়ম-পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) কি বলেছিলেন যে, আমি আল্লাহর পুত্র আর তোমরা আমার ইবাদত কর? বস্তুতঃ তিনি নিজে তো সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যা দুনিয়ার প্রত্যেক নবী শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তো বলেছিলেন, 'আমার রব ও আল্লাহ তোমাদের রব ও আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদত কর'।

এ লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে মানতে প্রস্তুত নয় শুধু এ কারণে যে, তাঁর নিকট ধনমাল, ক্ষমতা, সরকার, সম্মান ইত্যাদি কিছুই নেই। তারা বলে, আমাদের মধ্যে হতে কাকেও যদি আল্লাহ নবী বা রসূল বানাতে চাইতেন, তাহলে আমাদের মক্কাও তায়েফ এ দুটো শহরের বড়লোকদের মধ্য হতে কাকেও বানাতে পারতেন। ফিরাউনও ঠিক এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ)-কে হীন ও নগণ্য মনে করেছিল। বলেছিল ঃ 'আসমানের বাদশাহ যদি আমি- এই যমীনের বাদশাহর নিকট কোন দূত পাঠাতেন, তাহলে তাকে সোনার কংকন পরিয়ে ফেরেশতাদের একটা বাহিনীর পাহারাদারীতে পাঠাতেন। ..... এ ফকির ব্যক্তি কোথা হতে এসে দাঁড়াল? যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তো আমি, কেননা বাদশাহী আমার ! আর নীল নদের স্রোত-প্রবাহ আমারই অধীন চলছে। এ ব্যক্তির না আছে কোন ধন-সম্পদ, না ক্ষমতা-সার্বভৌমত্ব; সে আমার মুকাবিলায় প্রতিদন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে কোন হিসাবে?'

এমন ভাবে কাফেরদের এক একটা জাহেলী কথার তীব্র সমালোচনো করা হয়েছে, এবং তার যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ জবাবও দেয়া হয়েছে। অতঃপর স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, না আল্লাহর কোন সন্তান আছে, না আসমানের খোদা ও যমীনের আল্লাহ স্বতন্ত্রভাবে দুজন! জেনে বুঝে যারা গোমরাহীর পথে চলে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে এমন কোন শাফায়াতকারীও কোথাও নেই। আল্লাহর কোন সন্তান হবে, এ হতে আল্লাহর মহান সত্তা পবিত্র। তিনি একাকীই সমগ্র জগতের একক আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর বান্দাহ। আল্লাহর রুবুবিয়াতের গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারেও কেউ শরীক নেই। তাঁর নিকট শাফায়াত করতে পারে কেবল সেই যে নিজে সত্যপন্থী; করতে পারে কেবল তাদের জন্য, যারা দুনিয়ায় সত্য পথ অবলম্বন করে চলেছে।

رُكُوْعَاتُهَا ٧ سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ (٤٣) اٰيَاتُهَا ٨٩

সাত তার রুকু(সংখ্যা) মক্কী আয যুখরুফ সূরা (৪৩) উননব্বই তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরু করছি)

حٰمٓ ① وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا

হা মীম শপথ (এই) কিতাবের সুস্পষ্ট নিশ্চয় আমরা তাআমরা বানিয়েছি (অর্থাৎ) কুরআন

عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③ وَ اِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ

আরবী (ভাষায়) তোমরা যাতে বুঝতেপার এবং তা নিশ্চয় মধ্যে আছে মূলগ্রন্থের

لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ④

আমাদের কাছে অতীব উচ্চ মর্যাদার জ্ঞানগর্ভ

রুকুঃ১

১. হা মীম।

২. এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ!

৩. আমরা উহাকে আরবী ভাষায় কিতাব বানিয়েছি, যেন তোমরা তা বুঝতে পার[১]।

৪. আর আসলে উহা উম্মুল কিতাবে[২] সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের নিকট তা অতীব উচ্চ মর্যাদার ও যুক্তিপূর্ণ কথায় ভরপুর কিতাব।

---

১. কুরআন মজীদের শপথ এই কথার উপর করা হয়েছে যে,—এই কিতাবের রচয়িতা আমি, মুহাম্মদ (সঃ) নই। এবং কসম খাওয়ার জন্যে কুরআন মজীদের যে গুনটি নির্বাচন করা হয়েছে তা হচ্ছেঃ- এ গ্রন্থ সুস্পষ্ট। কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের এই গুণ উল্লেখ সহ (কুরআনের কসম খাওয়া) স্বতঃই এই অর্থ প্রকাশ করে যে হে লোকসকল, এই উম্মুক্ত কিতাব তোমাদের সামনেই বর্তমান , চোখ খুলে তোমরা তা দেখ ; এই কিতাবের বিষয়বস্তু এর শিক্ষা, এর ভাষা– সমস্ত জিনিসই এ সত্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করছে যেঃ এর রচয়িতা বিশ্বপ্রভুআল্লাহরছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।

২. "উম্মুল কিতাব" এর অর্থ– মূল কিতাব অর্থাৎ সেই কিতাব যা থেকে সকল নবীদের কাছে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ গৃহীত হয়েছে। সূরা বুরুজে এর জন্যে 'লওহিম মাহফুয' (সুরক্ষিত ফলক) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এরূপ ফলক যার লেখা কখনো লুপ্ত হতে পারে না, এবং যা সব রকমের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ।

৫. এখন কি আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের নিকট ইহা পাঠানো বন্ধ করে দিব শুধু ঐ জন্যে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক?

৬. আগের কালের জাতিগুলোর নিকটও আমরা বারে বারে নবী পাঠিয়েছি।

৭. এমন কখনো হয়নি যে, কোন নবী তাদের নিকট আসল, আর তারা তাকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করেনি।

৮. পরে তাদের মধ্যে যারা অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। অতীত জাতি সমূহের অবস্থা এমনই চলে গেছে।

৯. তোমরা যদি এই লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিজেরাই বলবে এইগুলিকে সেই প্রবল মহাজ্ঞানী সত্ত্বা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا

যিনি | বানিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | যমীনকে | শয্যা (আশ্রয়স্থল) | এবং | বানিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | তার মধ্যে | পথসমূহ

لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

তোমরা যাতে | (গন্তব্যস্থলের) পথ পেতে পার | এবং | যিনি | বর্ষণ করেছেন | থেকে | আকাশ | পানি

بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١١﴾

পরিমিতভাবে | আমরা অতঃপর সঞ্জিবিত করি | তা দিয়ে | ভূখণ্ডকে | মৃত (নিঃষ্প্রাণ) | এরূপেই | তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

এবং | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | জোড়া জোড়া | তার প্রত্যেকটি (জিনিষকে) | এবং | সৃষ্টি করেছেন | তোমাদের জন্যে

الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ

নৌযান | ও | চতুষ্পদ জন্তু | যার (উপর) | তোমরা আরোহণ কর | তোমরা যেন চড়ে বসতে পার | উপর | তাদেরপিঠের

ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

এরপর | তোমরা স্মরণ কর | অনুগ্রহের (কথা) | তোমাদের রবের | যখন | তোমরা চড়ে বস | উপর | তার

১০. তিনিই তো তোমাদের জন্যে এই যমীনকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং উহাতে তোমাদের কল্যাণের জন্যে পথ বানিয়ে দিয়েছেন[৩] যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের পথ পেতে পার।

১১. যিনি এক বিশেষ পরিমাণে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন যমীন হতে বের করা হবে।

১২. তিনিই এই সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তোমাদের জন্যে নৌকা ও জন্তু-জানোয়ারকে যানবাহন বানিয়েছেন,

১৩. যেন তোমরা তার পিঠে সওয়ার হতে পার। আর যখন তার পিঠে বসবে, তখন তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর

৩. পাহাড় সমূহের মাঝে মাঝে, এবং পার্বত্য অঞ্চলে ও সমতল ভূমিতে প্রাকৃতিক রাস্তা হিসেবে আল্লাহতা'আলা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসবের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করেছে। এর পর আল্লাহতা'আলার অতিরিক্ত অনুগ্রহ তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ট একরকম সৃষ্টি করেননি বরং তিনি যমীনে নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সূচক চিহ্ন সমূহ স্থাপন করেছেন যার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল চিনতে পারে এবং এক এলাকার সংগে অন্য এলাকার পার্থক্য বুঝতে পারে।

وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ

তাকে আমরা ছিলাম না এবং এটা আমাদের জন্যে বশীভূত করেছেন যিনি মহানপবিত্র (আল্লাহ) তোমরা বল এবং

مُقْرِنِیْنَ ۝١٣ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝١٤ وَ جَعَلُوْا

সাব্যস্ত করেছে তারা (এ সত্ত্বেও) এবং প্রত্যাবর্তনকারী অবশ্যই আমাদের রবের দিকে নিশ্চয় আমরা এবং বশীভূতকারী

لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِیْنٌ ۝١٥

সুস্পষ্ট ভাবে অকৃতজ্ঞ অবশ্যই মানুষ নিশ্চয় একটি অংশ তাঁর বান্দাদের মধ্যহতে (কতককে) তাঁর জন্যে

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِیْنَ ۝١٦

পুত্রদের দিয়ে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন অথচ (ফেরেশতা দেরকে)কন্যারূপে তিনি সৃষ্টি করেন তাহতে যা গ্রহণ করেছেন তিনি কি

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ

হয়ে যায় (কন্যাগ্রহণের) দৃষ্টান্ত হিসেবে দয়াময়ের জন্যে সে আরোপকরে ঐ বিষয়ে যা তাদের কাউকে সুসংবাদ দেওয়া হয় যখন অথচ

وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیْمٌ ۝١٧ اَوَ مَنْ یُّنَشَّؤُا فِی

মধ্যে প্রতিপালিত করা হয় যাকে কি(আল্লাহর ভাগেসে সন্তান) দুশ্চিন্তাগ্রস্থও (হয়েযায়) সে এ অবস্থায় কালো তার মুখমন্ডল

الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِیْنٍ ۝١٨

সুস্পষ্ট নয় বিতর্কের মধ্যে সে এবং অলংকারের

এবং বল মহান পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্যে এই জিনিসগুলিকে অধীন-নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরাতো এগুলিকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না।

১৪. আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।

১৫. (এ সব কিছু জেনে ও মেনে নেওয়া সত্ত্বেও) এই লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে কতককে তাঁর অংশ মনে করে নিয়েছে। আসল কথা এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট ভাবে অকৃতজ্ঞ।

রুকুঃ২

১৬. আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টিকূল হতে নিজের জন্যে কন্যাদেরই বাছাই করে নিয়েছেন? আর তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন?

১৭. অথচ অবস্থা এই যে, এহেন দয়াবান আল্লাহর সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের জন্মের সুসংবাদ যখন স্বয়ং এই লোকদের মধ্যে কাকেও দেয়া হয়, তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যায়, আর তা দুঃশ্চিন্তায় ভরে যায়।

১৮. আল্লাহর ভাগে কি সেই সন্তানরা আসল যাদেরকে অলংকারে প্রতিপালিত করা হয়, আর তর্ক ও বিতর্কে নিজেদের বক্তব্যও পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না?

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ

এবং | তারা গণ্য করে | ফেরেশতাদেরকে | যারা (এমন যে) | তারা | বান্দা | দয়াময়ের | নারীরূপে-

اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ

কি | তারা প্রত্যক্ষ করেছে | তাদের দেহ গঠন | লিখে রাখা হবে | তাদের সাক্ষ্য | এবং | তাদের জিজ্ঞেস করা হবে | এবং

قَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ

যদি তারা বলে | ইচ্ছে করতেন | দয়াময় | না | তাদের আমরা ইবাদত করতাম | নাই | তাদের জন্যে | এই সম্পর্কে | কোন | জ্ঞান

اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ

না | তারা | এব্যতীত | আন্দাজ অনুমান করে | কি | তাদেরকে আমরা দিয়েছি | কোন কিতাব (তার স্বপক্ষে) | পূর্বে | এর

فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿۲۱﴾ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا

অতঃপর তারা | তাকে | দৃঢ়ভাবে ধারণকারী | (না) বরং | তারা বলে | নিশ্চয় আমরা | আমরা পেয়েছি | আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে

عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۲﴾

উপর | (এই) মতাদর্শের | ও | নিশ্চয় আমরা | উপর | তাদের পদাঙ্কসমূহের | সঠিক পথপ্রাপ্ত

১৯. তারা ফেরেশতাদেরকে– যারা দয়াবান আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা–মেয়ে লোক মনে করে নিয়েছে! তাদের দৈহিক গঠন কি তারা দেখে নিয়েছে? তাদের এই সাক্ষ্য লিখে নেয়া হবে এবং সেজন্যে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

২০. এরা বলে রহমান খোদা যদি চাইতেন (যে, আমরা তাদের ইবাদত করব না) তাহলে আমরা কখনই তাদের পূজা করতাম না [৪]। এ ব্যাপারের প্রকৃত কথা এরা আদৌ জানেনা। শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর এরা কথা বলে।

২১. আমরা কি ইতোপূর্বে তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম (তাদের এই ফেরেশতা– পূজার স্বপক্ষে) যার সনদ আছে? তাদের নিকট ?

২২. না; বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা পন্থার অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি।

৪. তকদীর দ্বারা তারা আপন গোমরাহীর দলীল পেশ করেছিল যা অন্যায়কারীদের সব সময়ের নিয়ম ছিল।
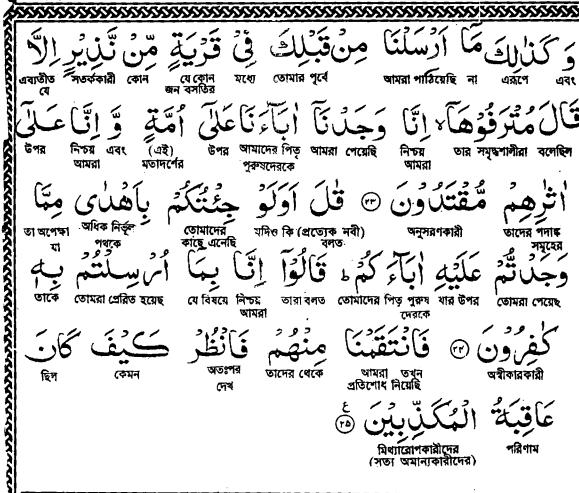
২৩. এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যে জনপদেই আমরা কোন 'ভয় প্রদর্শক' পাঠিয়েছি, সেখানকার স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।

২৪. প্রত্যেক নবীই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি যদি তোমাদের বাপ-দাদার চলার পথ হতেও অধিক নির্ভুল পথ দেখাই তাহলেও তোমরা কি সেই নির্মিত পথেই চলবে? তারা সব নবী-রসূলকে এ জবাবই দিয়েছে যে, যে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাবার জন্যে তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা তার প্রতি (অস্বীকার কারী) কাফের

২৫. শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর দেখ অমান্যকারীদের পরিণাম কত মর্মান্তিক হয়ে থাকে।

রুকু:৩
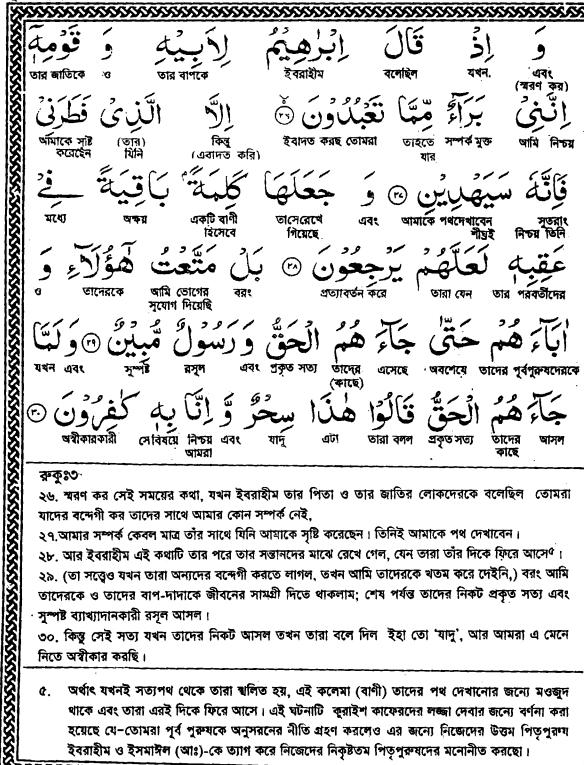
২৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতির লোকদেরকে বলেছিল তোমরা যাদের বন্দেগী কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

২৭.আমার সম্পর্ক কেবল মাত্র তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

২৮. আর ইবরাহীম এই কথাটি তার পরে তার সন্তানদের মাঝে রেখে গেল, যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে[৫]।

২৯. (তা সত্ত্বেও যখন তারা অন্যদের বন্দেগী করতে লাগল, তখন আমি তাদেরকে খতম করে দেইনি,) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাকে জীবনের সামগ্রী দিতে থাকলাম; শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট প্রকৃত সত্য এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানকারী রসূল আসল।

৩০. কিন্তু সেই সত্য যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা বলে দিল ইহা তো 'যাদু', আর আমরা এ মেনে নিতে অস্বীকার করছি।

৫. অর্থাৎ যখনই সত্যপথ থেকে তারা স্খলিত হয়, এই কলেমা (বাণী) তাদের পথ দেখানোর জন্যে মওজুদ থাকে এবং তারা এরই দিকে ফিরে আসে। এই ঘটনাটি কুরাইশ কাফেরদের লজ্জা দেবার জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে-তোমরা পূর্ব পুরুষকে অনুসরনের নীতি গ্রহণ করলেও এর জন্যে নিজেদের উত্তম পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-কে ত্যাগ করে নিজেদের নিকৃষ্টতম পিতৃপুরুষদের মনোনীত করছো।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ

এবং তারা বলে | কেন | না | নাযিল করা হল | এই | কুরআন | উপর | একব্যক্তির | মধ্যহতে

الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ط

(মক্কা ও তায়েফের) দুটিজনপদের | (যে) বড় বা প্রতিপত্তিশালী | (তাদেরকে বল) তারা কি | বন্টন করে | (দয়া-করুণা) রহমত | তোমার রবের

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ

আমরা | আমরা বন্টন করি | তাদের মাঝে | তাদের জীবিকা সামগ্রি | মধ্যে | জীবনের | দুনিয়ার | ও

رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

আমরা উন্নত করি | তাদের কাউকে | উপর | কারও | মর্যাদাসমূহে | গ্রহণ করেযেন | তাদের একে

بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

অপরকে | সেবকরূপে | আর | করুনা | তোমার রবের | উত্তম | তাহতে যা | তারা জমা করছে

---

৩১. তারা বলে, এই কুরআন উভয় শহরের বড় লোকদের মধ্য হতে কারো উপর নাযিল হল না কেন[৬]?

৩২. তোমার রবের রহমতের বন্টনকার্য এরা করে নাকি? দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন-যাপন সামগ্রী তো আমরাই তাদের মধ্যে বন্টন করেছি, আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন এরা পরস্পর হতে কাজ নিতে পারে। আর তোমার রবের রহমত (অর্থাৎ নবুয়্যত) সেই ধণ-সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান যা (তাদের ধনবানরা) দুই হাতে সংগ্রহ করছে।

---

৬. দুটি শহর অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফ। কাফেরদের বক্তব্য ছিলো যদি সত্য সত্যই আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি তাঁর উপর কোন কিতাব নাযিল করার ইচ্ছা করতেন তবে কেন্দ্রীয় শহর দুটির মধ্যে থেকে কোন বড়লোককে অবশ্য এজন্যে তিনি মনোনীত করতেন।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ

এবং যদি না (আশংকা থাকত) যে হবে সবলোক মতাবলম্বী একই (কুফরীর ক্ষেত্রে) দিতাম অবশ্যই আমরা বানিয়ে (তাদের) জন্যে যারা

يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا

অস্বীকার করে দয়াময়কে তাদের ঘরগুলোর ছাদসমূহকে দিয়ে রৌপ্য ও সিঁড়িগুলো যার উপর

يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ لِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا

তারা চড়ে ও তাদের ঘরগুলোর দরজাসমূহকে ও আসন সমূহকে যার উপর

يَتَّكِئُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ زُخْرُفًا ط وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ

তারা হেলান দেয় (রূপা) ও সোনার (বানাতাম) এবং নয় এসব ভোগসম্ভার এব্যতীত জীবনের

الدُّنْيَا ط وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾ وَ مَنْ

দুনিয়ার আর পরকালই কাছে তোমার রবের পরহেজগারদের জন্যে (নির্দিষ্ট) এবং যে

يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ

বিমুখ হয় হতে স্মরণ দয়াময়ের নিয়োজিত করি আমরা তার জন্যে শয়তানকে তখন সে তার জন্যে হয়

قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

সহচর

৩৩-৩৫. সব লোক একই নীতির অনুসারী হয়ে যাবে– এ আশংকা না হলে আমরা দয়াময় আল্লাহর অমান্যকারীদের ঘরের ছাদ ও তার সিড়িগুলি– যার সাহায্যে তারা নিজেদের বালাখানাসমূহে আরোহণ করে, আর তাদের দরজা এবং তাদের সেই আসনসমূহ যাতে তারা ঠেস দিয়ে বসে– সবই স্বর্ণ ও রৌপ্যের বানিয়ে দিতাম। এ তো শুধু দুনিয়ার জীবনের জীবিকা ও সামগ্রী। আর পরকাল তোমার রবের নিকট কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট।

রুকূঃ৪

৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন-যাপন করে আমরা তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, তা তার সংগী-সাথী হয়ে যায়।

وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ

এবং | নিশ্চয় তারা | অবশ্যই | তাদেরকে বাধা দেয় | হতে | (হেদায়াতের) পথ | ও | তারা মনে করে

اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ

যে তারা | সঠিক পথপ্রাপ্ত | শেষপর্যন্ত | যখন | আমাদের কাছে আসবে | বলবে (শয়তানকে) | হায় | আমাদের মাঝে

وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَ لَنْ

ও | তোমার মাঝে (থাকত) | দূরত্ব | দুই দিক প্রান্তের (অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের) | অতএব কত নিকৃষ্ট | সহচর (শয়তান) | (বলাহবে) এবং কক্ষণনা

يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ

তোমাদের কল্যাণ দেবে | আজ (তোমাদের অনুতাপ) | যখন | তোমরা জুলুম করেছ | (এও) যে তোমরা | মধ্যে হবে | শাস্তির

مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ

(তোমরাও শয়তান) সমঅংশ গ্রহণকারী | (হে নবী) তুমি তবে কি | শুনাবে | বধিরকে | বা | পথ দেখাবে | অন্ধকে

وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ

এবং (তাকে) যে | আছে | মধ্যে | বিভ্রান্তির | সুস্পষ্ট | সুতরাং | যদি | উঠিয়ে নেইআমরা | তোমাকে

فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾

নিশ্চয় তবুও আমরা | তাদের হতে | প্রতিশোধ গ্রহণকারী (অর্থাৎ শাস্তি দিব)

৩৭. এই শয়তানেরা এই লোকেদেরকে হেদায়াতের পথে আসতে বাধা দেয়। আর তারা নিজেরা মনে করে যে, আমরা ঠিক পথেই চলছি।

৩৮.শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তি যখন আমাদের নিকট পৌছিবে, তখন নিজের শয়তানকে বলবেঃ হায়, তোর ও আমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হত! তুই তো নিকৃষ্টতম সাথী প্রমাণিত হলি!

৩৯. তখন সেই লোকদেরকে বলা হবে- তোমরা যখন যুলুম করেই বসেছ, তখন আজ তোমার ও তোমাদের শয়তানদের একই আযাবে নিমজ্জিত হওয়া তোমাদের জন্যে কোন কল্যাণ দিতে পারবে না। এর অর্থ এও হতে পারে " আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছ। তাই তোমরা সকলেই শাস্তিতে শরীক হবে।"

৪০. হে নবী, তুমি কি এখন বধির লোকদেরকে শুনাবে? কিংবা অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত লোকদেরকে পথ দেখাবে?

৪১-৪২. এখন তো আমরা এদেরকে অবশ্যই শাস্তি দান করব, তোমাকে দুনিয়া হতে তুলে নিলেও.

فَإِنَّا عَلَيْهِم	وَعَدْنَاهُمْ	الَّذِي	نُرِيَنَّكَ	أَوْ
তাদের উপর / তবুও আমরা নিশ্চয়	তাদেরকে আমরা ওয়াদা করেছি	যা	তোমাকে দেখাই আমরা	অথবা

إِلَيْكَ	أُوحِيَ	بِالَّذِي	فَاسْتَمْسِكْ	مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾
তোমার প্রতি	ওহী করা হয়েছে	তাই যা	তুমি অতএব দৃঢ়ভাবে ধারণ কর	পূর্ণক্ষমতাবান

لَّكَ	لَذِكْرٌ	إِنَّهُ	وَ	مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾	صِرَاطٍ	عَلَىٰ	إِنَّكَ
তোমার জন্যে	অবশ্যই সম্মানের বস্তু	তানিশ্চয়	এবং	সরল সঠিক	পথের	উপর	তুমি নিশ্চয় (আছ)

تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾	سَوْفَ	وَ	لِقَوْمِكَ	وَ
তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে	শীঘ্রই	এবং	তোমার জাতির জন্যে	এবং

কিংবা তোমাকে তাদের জন্যে ওয়াদা করা সেই পরিণাম প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলেও; তাদের উপর আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান।

৪৩. অবস্থা যাই হোক, তুমি এই কিতাবকে শক্ত করে ধরে থাক যা অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে। তুমি নিঃসন্দেহে সঠিক পথের পথিক হয়ে আছ।

৪৪. প্রকৃত কথা এই যে এ কিতাব তোমার জন্যে এবং তোমার জাতির জন্যে অতি বড় মর্যাদার বিষয়। আর অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে এর জন্যে জবাবদিহী করতে হবে[৭]।

৭. অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পক্ষে এর থেকে বড় কোন সৌভাগ্য হতে পারেনা যে, সমগ্র মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ তাকে নিজ কিতাব অবতীর্ণ করার জন্যে মনোনীত করেন। এবং কোন জাতির পক্ষেও এর থেকে বড় কোন সৌভাগ্যের কল্পনা করা যেতে পারে না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে ত্যাগ করে আল্লাহতা'আলা তাদের মধ্যে নিজের নবী পয়দা করেন এবং তাদের ভাষায় নিজ কিতাব নাযিল করেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে এলাহী কালামের বাহকরূপে উত্থিত হবার সুযোগ দান করেন। যদি কুরাইশ এবং আরববাসীদের এই মহা সম্মানের অনুভূতি না থাকে এবং তারা যদি এর অমর্যাদা করতে চায় তবে এমন এক সময় আসবে যখন তাদেরকে এর জন্যে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ

এবং | জিজ্ঞেস কর | যাদেরকে | আমরা পাঠিয়েছি | পূর্বে | তোমার | মধ্য হতে | আমাদের রসূলদের

اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾

আমরা নির্দিষ্ট করেছি কি | ব্যতীত | দয়াময় | (অন্যকোন) ইলাহকে | ইবাদত করা হবে (যার)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ

এবং | নিশ্চয় | আমরা প্রেরণ করেছি | মূসাকে | আমাদের নিদর্শনাবলীসহ | প্রতি | ফির্‌আউনের | ও

مَلَا۠ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾

তার রাজন্য বর্গের (প্রতি) | সে বলল তখন | আমি নিশ্চয় | রসূল | রবের | সারা জাহানের

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ

অতঃপর যখন | কাছে আসল | তাদের | আমাদের নিদর্শনাবলীসহ | তখন | তারা | তা হতে | বিদ্রূপ করতে লাগল | এবং | না | তাদের দেখাই আমরা

مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ

কোন | নিদর্শন | এছাড়া যে | তা ছিল | বৃহত্তর | অপেক্ষা | তার (পূর্বেকার) অনুরূপ | এবং | তাদেরকে আমরা ধরেছিলাম | শাস্তি দিয়ে

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾

তারা যাতে | ফিরে আসে

৪৫.তোমার পূর্বে আমরা যত রসূল পাঠিয়েছি তাদের সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমরা কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অপর কিছু মা'বুদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যে তাদের বন্দেগী করতে হবে[৮]?

রুকুঃ৫

৪৬. আমরা মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ সহ ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের নিকট পাঠিয়েছি। আর সে যেয়ে বলল আমি রাব্বুল আ'লামীনের রসূল।

৪৭. পরে যখন সে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করল তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

৪৮. আমরা তাদের সামনে একের পর এক নিদর্শন পেশ করতে থাকলাম যার প্রত্যেকটি পূর্বটির অপেক্ষা অধিক তেজস্বী ও জোরদার ছিল। আর আমরা তাদেরকে আযাবে পাকড়াও করে নিলাম, যেন তারা নিজেদের আচরণ হতে বিরত হয়।

৮. রসূলদেরকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ– তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জানা।
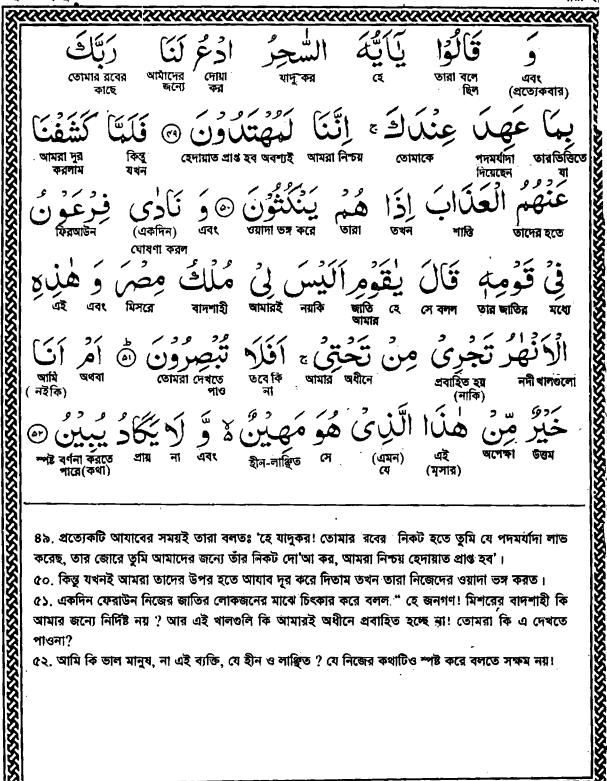
৪৯. প্রত্যেকটি আযাবের সময়ই তারা বলতঃ 'হে যাদুকর! তোমার রবের নিকট হতে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছ, তার জোরে তুমি আমাদের জন্যে তাঁর নিকট দো'আ কর, আমরা নিশ্চয় হেদায়াত প্রাপ্ত হব'।

৫০. কিন্তু যখনই আমরা তাদের উপর হতে আযাব দূর করে দিতাম তখন তারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করত।

৫১. একদিন ফেরাউন নিজের জাতির লোকজনের মাঝে চিৎকার করে বলল " হে জনগণ! মিশরের বাদশাহী কি আমার জন্যে নির্দিষ্ট নয় ? আর এই খালগুলি কি আমারই অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না! তোমরা কি এ দেখতে পাওনা?

৫২. আমি কি ভাল মানুষ, না এই ব্যক্তি, যে হীন ও লাঞ্ছিত ? যে নিজের কথাটিও স্পষ্ট করে বলতে সক্ষম নয়।

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ

না তবে কেন | নাযিল করা হল | তার উপর | কাঁকনগুলো | সোনার | বা | আসল (না কেন) | তার সাথে

ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ

ফেরেশতারা | দলবেঁধে | সে এভাবে হত বুদ্ধি করেদিল | তার জাতিকে | তখন | তাকেতারা মেনে নিল

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا

তারা নিশ্চয় | ছিল | লোক | পাপাচারী | অতঃপর যখন | আমাদেরকে ক্রুদ্ধ করল | প্রতিশোধ নিলাম | আমরা

مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا

তাদের থেকে | তখন | তাদেরকে আমরা ডুবিয়ে ছিলাম | সকলকেই | এরপর | তাদেরকে আমরা বানালাম | অগ্রগামী (ইতিহাস) | ও | (শিক্ষার) দৃষ্টান্ত

لِّلْءَاخِرِينَ ﴿٥٦﴾

পরবর্তীদের জন্যে

৫৩. তার উপর স্বর্ণের কাঁকন নাযিল করা হয়নি কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তার পাহারাদারীতেই বা আসল না কেন?"

৫৪. সে নিজের জাতির লোকদেরকে সামান্য মনে করেছিল। এর আরও একটি অর্থ হল- সে নিজের জাতির লোকদেরকে হতবুদ্ধি করে দিল। আর তারা এর কথাই মেনে নিল। আসলেই তারা ছিল ফাসেক লোক৯।

৫৫. শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাদেরকে ক্রুদ্ধ করে দিল, তখন আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম,

৫৬. আর পরববর্তীকালে লোকদের জন্যে তাদেরকে অগ্রগামী ও শিক্ষার দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম।

৯. এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে এক অতি বড় সত্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোন দেশে কোন ব্যক্তি নিজের নিরংকুশ স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার চেষ্টা করে,-সেই উদ্দেশ্যে খোলাখুলি সব রকমের অপকৌশল চালাতে থাকে, সব রকমের ধোঁকা, প্রতারণা ও দাগাবাজি অবলম্বনে কার্যসিদ্ধি করতে চায়, খোলা বাজারে মানুষের বিবেক কেনা-বেচার কারবার চালাতে থাকে এবং যারা বিক্রীত হতে স্বীকৃত না হয়- তাদেরকে কুণ্ঠাহীন ও নির্মম ভাবে দলিত ও পিষ্ট করতে থাকে তখন-মুখে সে একথা না বললেও নিজের কাজের মাধ্যমে সে স্পষ্টরূপে এ কথা প্রকাশ করে যে সে প্রকৃত পক্ষে সেই দেশবাসীদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি, চরিত্র ও পুরুষত্বের দিক দিয়ে লঘু মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে সে এই অভিমত স্থির করেছে যে- এই নির্বোধ, বিবেকহীন, ভীরু লোকদের আমি যে দিকে ইচ্ছাকরি হাকিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এর পর যদি তার এই চেষ্টা সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা তার হাত-বাধা গোলাম বনে যায় তবে তারা নিজেদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই নাপাক ব্যক্তিটি তাদের সম্পর্কে যেরূপ ভেবে ছিল বাস্তবিকই তারা তাই। আর এই অপমানকর অবস্থায় তাদের পতিত হবার মূল কারণ হচ্ছে –তারা আসলে সব ফাসেক লোক।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ

এবং যখন পেশ করা হল তনয়কে মারয়ামের দৃষ্টান্তরূপে তখন তোমার জাতি

مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوٓا ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا

তা হতে শোরগোল শুরু করল এবং বলল আমাদের ইলাহরা কি উত্তম না সে না

ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾

তা তারা পেশ করেছে তোমার জন্যে যে এ ব্যতীত বিতর্ক করার (উদ্দেশ্যে) বরং তারা লোক ঝগড়াটে

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ

নয় সে এব্যতীত (অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এক বান্দা আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম তার উপর এবং তাকে আমরা বানিয়েছি দৃষ্টান্ত সন্তানদের জন্যে

إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى

ইসরাঈলের এবং যদি আমরা চাইতাম আমরা অবশ্যই সৃষ্টি করতাম তোমাদের মধ্য হতে কতককে ফেরেশতা মধ্যে

الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾

পৃথিবীর তারা স্থলাভিষিক্ত হতো(তোমাদের)

রুকূ:৬

৫৭.আর যখনই মরিয়ম-পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হল, তোমার জাতির লোকেরা হট্টগোল করে উঠল,

৫৮. এবং বলতে লাগল আমাদের মাবুদ ভালো, না সে[১০]? এ দৃষ্টান্ত তারা তোমার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পেশ করেছে। আসলে এরা বড় ঝগড়াটে লোক।

৫৯. মরিয়ম-পুত্র আর তো কিছুই ছিল না, ছিল শুধু এক বান্দা; তার প্রতি আমরা নিয়ামত দান করেছি এবং বনী ইসরাঈলের জন্যে স্বীয় কুদরাতের এক বিশেষ নমুনা বানিয়েছি।

৬০. আমরা চাইলে তোমাদের হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারি; তারা যমীনে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

---

১০. এর পূর্বে ৪৫ নং আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে "তোমাদের পূর্বে যেসব রসূল অতীত হয়েছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ– আমি করুণাময় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যও কি উপাসনার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম?" মক্কাবাসীদের সামনে যখন এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তখন এক ব্যক্তি এই অভিযোগ উত্থাপন করে 'কেন খৃষ্টানরা মরীয়ম পুত্র ঈসাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে কি তাঁর ইবাদত করে না? তবে আমাদের উপাস্য দেবতা খারাব কি?' এ দৃষ্টান্ত পেশ হতেই কাফেরদের মজলিশ থেকে এক জোরদার অট্টহাস্য উত্থিত হয় ও চিৎকার আরম্ভ হয় "এর কি উত্তর আছে?"

وَ اِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ
এবং সে নিশ্চয় অবশ্যই নিদর্শন কিয়ামতের জন্যে সুতরাং না তোমরা সন্দেহ করো

بِهَا وَ اتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَ لَا يَصُدَّنَّكُمُ
এবং তা সম্বন্ধে আমাকে তোমরা অনুসরণ কর এটাই পথ সরল সঠিক এবং না বাধা দিতে পারে (যেন) তোমাদেরকে

الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾ وَ لَمَّا جَآءَ عِيْسٰى
শয়তান সে নিশ্চয় তোমাদের জন্যে শত্রু প্রকাশ্য এবং যখন এসেছিল ঈসা

بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِاُبَيِّنَ لَكُمْ
সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ (সে বলেছিল) নিশ্চয় আমি এসেছি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞাসহ এবং সুস্পষ্ট করার জন্যে আমি তোমাদের কাছে

بَعْضَ الَّذِیْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾
এমন কিছু যা তোমরা মতভেদ করছ তার মধ্যে সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং তোমরা আনুগত্য কর আমার

৬১. আর সে (অর্থাৎ মরিয়ম-পুত্র) আসলে কেয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা তার বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না,[১১] আর আমার কথা মেনে নাও; ইহাই সঠিক নির্ভুল পথ।

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে তা হতে বাধাগ্রস্থ না করতে পারে– সে কিন্তু তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

৬৩. আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তখন সে বলেছিলঃ " আমি তোমাদের নিকট হিকমত নিয়ে এসেছি, এ জন্যে এসেছি যে, তোমাদের সামনে এমন কিছু কথার তত্ত্ব উদঘাটিত করব, যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করছ। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল।

১১. এ অনুবাদও হতে পারে–"সে কেয়ামতের জ্ঞানের একটি উপায়"। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ঈসা (আঃ)-কে কেয়ামতের চিহ্ন বা কেয়ামতে জ্ঞানের উপলক্ষ্য কোন অর্থে বলা হয়েছে? অনেক তফসীরকার বলেন এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে, বহু হাদীসে যার সংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য দৃষ্টে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তাঁর দ্বিতীয় আগমণ সেই লোকদের জন্যে কেয়ামতের জ্ঞানের উপলক্ষ্য হতে পারে যারা সে সময়ে বর্তমান থাকবে বা তাঁর পরবর্তী কালে জন্ম লাভ করবে। মক্কার কাফেরদের জন্যে তিনি কি প্রকারে এই জ্ঞানের উপায় স্বরূপ গণ্য হতে পারেন যে– তাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা ঠিক হবে, "সুতরাং তোমরা এতে সন্দেহ করোনা?" অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা সেই ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করি এখানে হযরত ঈসার বিনা বাপে পয়দা হওয়া, তাঁর মৃত্তিকা থেকে পাখী তৈরী করা, এবং মৃতকে জীবিত করা কেয়ামতের সম্ভাবনার একটি দলীল বলা হয়েছে। এবং আল্লাহতা'আলার এরশাদের অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ বিনা পিতায় সন্তান পয়দা করতে পারেন, যে আল্লাহ একজন বান্দা মাটির পুত্তলিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে তাঁর পক্ষে তোমাদের এবং সমস্ত মানুষের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত করার কথা অসম্ভব মনে করছো কেন?

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ

নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই আমার রব ও তোমাদের রব সূতরাং তারই তোমরা ইবাদত কর এটা পথ

مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ

সরলসঠিক অতঃপর মতভেদ করল বিভিন্ন দল হতে তাদের মাঝ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ

সুতরাং দুর্ভোগ (তাদের) জন্যে যারা যুলম করেছে দ্বারা শাস্তির দিনের মর্মন্তুদ কি

يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

তারা অপেক্ষা করছে এ ব্যতীত কিয়ামতের (দিনের) যে তাদের উপর আসবে সহসা এবং তারা না

يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

টেরও পাবে

---
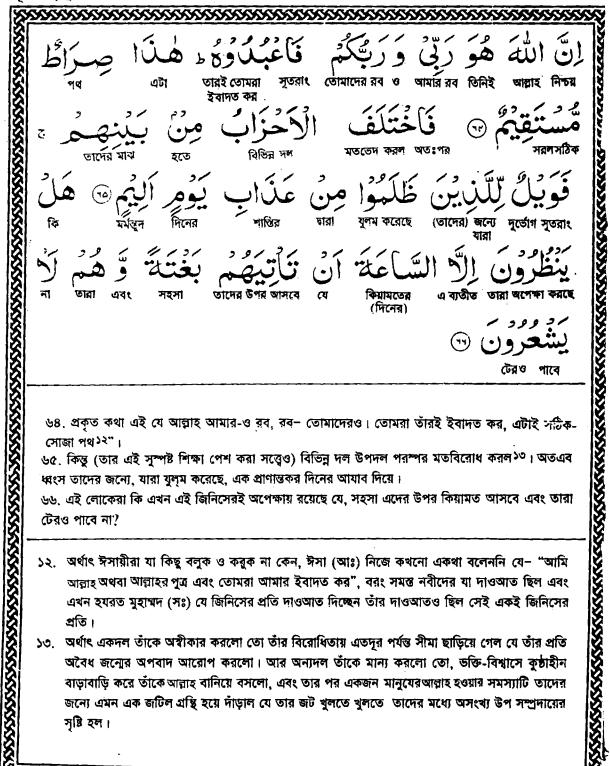
৬৪. প্রকৃত কথা এই যে আল্লাহ আমার-ও রব, রব– তোমাদেরও। তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সঠিক-সোজা পথ[১২]।

৬৫. কিন্তু (তার এই সুস্পষ্ট শিক্ষা পেশ করা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল উপদল পরস্পর মতবিরোধ করল[১৩]। অতএব ধ্বংস তাদের জন্যে, যারা যুলম করেছে, এক প্রাণান্তকর দিনের আযাব দিয়ে।

৬৬. এই লোকেরা কি এখন এই জিনিসেরই অপেক্ষায় রয়েছে যে, সহসা এদের উপর কিয়ামত আসবে এবং তারা টেরও পাবে না?

---

১২. অর্থাৎ ঈসায়ীরা যা কিছু বলুক ও করুক না কেন, ঈসা (আঃ) নিজে কখনো একথা বলেননি যে– "আমি আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র এবং তোমরা আমার ইবাদত কর", বরং সমস্ত নবীদের যা দাওআত ছিল এবং এখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে জিনিসের প্রতি দাওআত দিচ্ছেন তাঁর দাওআতও ছিল সেই একই জিনিসের প্রতি।

১৩. অর্থাৎ একদল তাঁকে অস্বীকার করলো তো তাঁর বিরোধিতায় এতদূর পর্যন্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল যে তাঁর প্রতি অবৈধ জন্মের অপবাদ আরোপ করলো। আর অন্যদল তাঁকে মান্য করলো তো, ভক্তি-বিশ্বাসে কুণ্ঠাহীন বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে বসলো, এবং তার পর একজন মানুষের আল্লাহ হওয়ার সমস্যাটি তাদের জন্যে এমন এক জটিল গ্রন্থি হয়ে দাঁড়াল যে তার জট খুলতে খুলতে তাদের মধ্যে অসংখ্য উপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল।
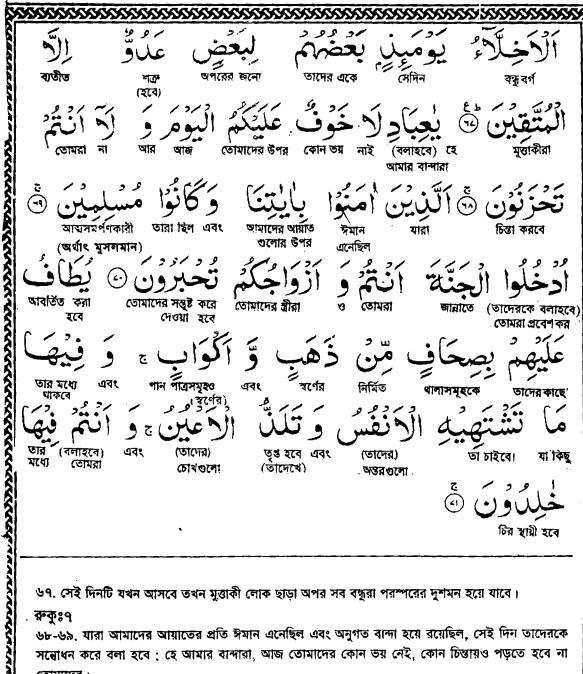
৬৭. সেই দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকী লোক ছাড়া অপর সব বন্ধুরা পরস্পরের দুশমন হয়ে যাবে।

রুকূঃ৭

৬৮-৬৯. যারা আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দা হয়ে রয়েছিল, সেই দিন তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে : হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তায়ও পড়তে হবে না তোমাদের।

৭০. তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর– তোমাদের স্ত্রীরাও। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়া হবে'।

৭১. তাদের সামনে সোনার থালা ও পান-পাত্র আবর্তিত হবে, মন ভুলানো ও চোখের আস্বাদনের জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে ' এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাকবে।

وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ

এবং — এই — জান্নাত — (সেই) যা — তার তোমাদেরকে উত্তরাধীকারী করা হয়েছে — বদলে যা — তোমরা

تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

কাজ করতেছিলে — তোমাদের জন্যে — তার মধ্যে (থাকবে) — ফলমূল — প্রচুর — তা থেকে — তোমরা খাবে

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا

নিশ্চয় — অপরাধীরা — (হবে) মধ্যে — শাস্তির — জাহান্নামের — তারা স্থায়ী হবে (সেখানে) — না

يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ

লাঘব করা হবে — তাদের থেকে (শাস্তি) — এবং — তারা — তার মধ্যে — হতাশ হয়ে পড়েথাকবে — এবং — না — তাদেরকে আমরা জুলম করেছি

وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَ نَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ

কিন্তু — ছিল — তারা — জুলুমকারী (তাদের নিজেদের উপর) — এবং — তারা ডেকে বলবে — হে মালিক (জাহান্নামের প্রহরী) — চূড়ান্ত করে দিক

عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾

আমাদের উপর (ব্যাপারটা) — তোমার রব — সে বলবে — নিশ্চয় — তোমরা — অবস্থানকারী (এভাবেই)

---

৭২. তোমরা এই জন্নাতের উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের সেই সব আমলের দরুন যা তোমরা দুনিয়ায় করতেছিলে।

৭৩. তোমাদের জন্যে এখানে বিপুল ফল-ফলাদী রয়েছে, যা তোমরা খাবে'।

৭৪. আর যারা পাপী-অপরাধী তারা চিরদিন জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত থাকবে।

৭৫. তাদের আযাবের মাত্রা কিছুমাত্র কমবে না। আর তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

৭৬. তাদের উপর আমরা তো যুল্ম করিনি ; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করতেছিল।

৭৭. তারা ডাক দিয়ে বলবেঃ" হে মালিক[১৪]। তোমার রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক, তবেই ভালো।" সে জবাব দিবেঃ তোমরা এ অবস্থায়ই পড়ে থাকবে।

---

১৪. এ কথার প্রাসংগিক তাৎপর্য থেকে স্বতঃই বোঝা যায়– 'মালিক' অর্থ জাহান্নামের দারোগা।

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾

নিশ্চয় | তোমাদের কাছে আমরা এসেছিলাম | সত্য সহকারে | কিন্তু | তোমাদের অধিকাংশ (ছিলে) | প্রতি | সত্যের | বিমুখ অসহনশীল

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ

কি | তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে | একটি বিষয়ে | নিশ্চয় তবে আমরাও | সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (তাদের ব্যাপারে) | কি | তারা মনে করেছে | যে আমরা | না | শুনি আমরা

سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾

তাদের গোপন কথাবার্তা | ও | পরামর্শ | তাদের গোপন | হ্যাঁ (সবই শুনি) | এবং | আমাদের ফেরেশতারা | তাদের কাছে | লিখছে

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ

বল | যদি | থাকত | দয়াময়ের জন্যে | কোন ছেলে | আমি তবে | প্রথম (হোতাম) | উপাসকদের (মধ্যে) | পূতপবিত্র

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

রব | আকাশসমূহের | ও | পৃথিবীর | রব | আরশের | তাহতে যা | তারা বর্ণনা করে

---

৭৮. আমরা তো তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্যকে নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই সত্য ছিল বড়ই দুঃসহ[১৫]।

৭৯. এই লোকেরা কি কোনরূপ পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করেছে[১৬]? ঠিক আছে, তা হলে আমরাও একটা ফয়সালা করে নেই।

৮০. তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদের গোপন কথাবার্তা ও তাদের কান পরামর্শ শুনতে পাইনা? আমরা তো সব কিছুই শুনছি। আর আমাদের ফেরেশতারা তাদের নিকটে থেকেই লিখছে।

৮১. তাদেরকে বলঃ বাস্তবিকই দয়াবান আল্লাহর কোন সন্তান যদি হয়ে থাকত, তা হলে সর্বপ্রথম ইবাদতকারী আমিই হতাম।

৮২. আকাশমন্ডল ও যমীনের প্রভু, আরশের মালিক পূত-পবিত্র সে সব কথা হতে যা এ লোকেরা তাঁর নামে বর্ণনা করে।

---

১৫. জাহান্নামের দারোগার এই উক্তিঃ "আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম"– এ হচ্ছে ঠিক সেই রূপ– যেমন সরকারের কোন অফিসার সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে গিয়ে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ হয়– আমাদের সরকার এ কাজ করেছেন বা এ আদেশ দিয়েছেন।

১৬. রসূলুল্লাহর (সঃ) বিরুদ্ধে কোন চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে কুরাঈশ সরদাররা নিজেদের গোপন বৈঠক গুলোতে যেসব আলোচনা করছিল এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।
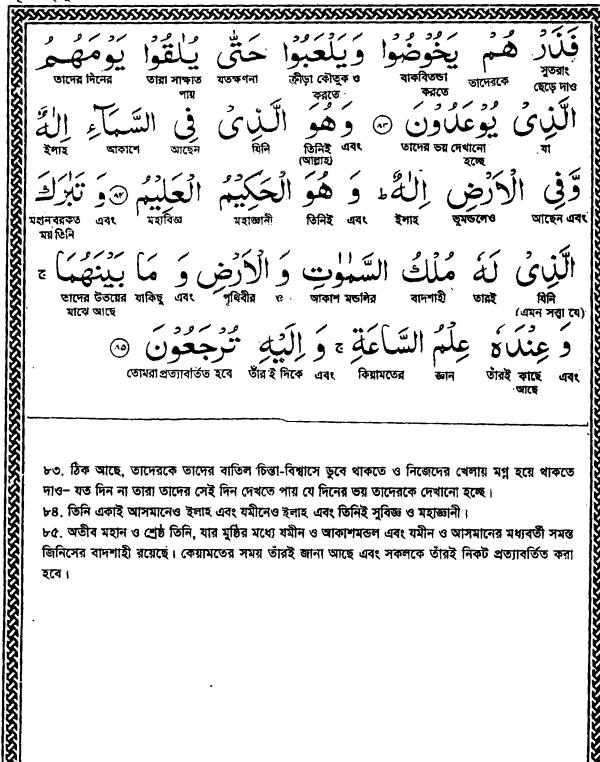
৮৩. ঠিক আছে, তাদেরকে তাদের বাতিল চিন্তা-বিশ্বাসে ডুবে থাকতে ও নিজেদের খেলায় মগ্ন হয়ে থাকতে দাও– যত দিন না তারা তাদের সেই দিন দেখতে পায় যে দিনের ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে।

৮৪. তিনি একাই আসমানেও ইলাহ এবং যমীনেও ইলাহ এবং তিনিই সুবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

৮৫. অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, যার মুষ্ঠির মধ্যে যমীন ও আকাশমন্ডল এবং যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের বাদশাহী রয়েছে। কেয়ামতের সময় তাঁরই জানা আছে এবং সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا

এবং না ক্ষমতা রাখে যাদেরকে তারা ডাকে ছাড়া তাকে সুপারিশের কিন্তু

مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم

যে সাক্ষ্যদেয় সত্যের যখন তারা জানেও এবং অবশ্যই যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর

مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ

কে তাদের সৃষ্টিকরেছে তারা বলবে অবশ্যই আল্লাহ তাহলে কোথা হতে তাদের ফিরান হচ্ছে শপথ তার(অর্থাৎ (নবীর)কথার

يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ

হে রব নিশ্চয় এসব লোকেরা না ঈমান আনবে সুতরাং ক্ষমাকর তাদেরকে

وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

এবং বল সালাম অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে

৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এই লোকেরা যে সবকে ডাকে, সুপারিশ করার কোন ইখতিয়ারই তাদের নেই, কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিলে অবশ্য অন্য কথা[১৭]।

৮৭. তোমরা যদি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা নিজেরাই বলবে যে, আল্লাহ[১৮]। তাহলে এরা কোন দিক হতে প্রতারিত হয়!

৮৮. রসূলের এই কথার শপথ যে –হে রব এরা এমন লোক, যারা মেনে চলে না[১৯]।

৮৯. অতএব হে নবী! এই লোকদেরকে ক্ষমা কর, আর বলে দাও– তোমাদের প্রতি শান্তি, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

১৭. অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে– যে সত্তাগুলিকে সে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে তারা নিশ্চিতরূপে সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে এবং আল্লাহতা'আলার দরবারে তাদের এ রূপ শক্তি আছে যে তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নেবে, তবে সে ব্যক্তি জওয়াব দিক– জ্ঞানের ভিত্তিতে সে কি এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য দান করতে পারে?

১৮. এ আয়াতের দুই প্রকার অর্থ। প্রথম– যদি তুমি তাদের প্রশ্ন কর কে তাদের নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা উত্তর দেবে– 'আল্লাহ'। দ্বিতীয়– যদি তুমি তাদের প্রশ্ন কর–'তোমাদের এই উপাস্যদের স্রষ্টা কে?' তবে তারা জবাবে বলবে–'আল্লাহ'।

১৯. অর্থাৎ শপথ রসূলের এই উক্তির যে–" হে রব, এরা হচ্ছে সেই লোক যারা মান্য করে না" কত বিস্ময়কর এই সব লোকদের আত্মপ্রতারণা, তারা নিজেরাই স্বীকার করে আল্লাহতা'আলা তাদের ও তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা, কিন্তু এর পরেও স্রষ্টাকে ত্যাগ করে তারা সৃষ্ট জিনিসের ইবাদত করার জিদ ধরে থাকে।

সূরা আদ্-দুখান

নামকরণঃ এ সূরার ১০নং আয়াতে يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ-এর..دخان শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে دخان ..(ধূঁয়া) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালও কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনার সূত্রে জানা যায় না। কিন্তু এতে আলোচিত কথা ও বিষয়ের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতে বুঝতে পারা যায় যে, সূরা যুখরুফ ও তার পূর্বের কতিপয় সূরা যে সময় নাযিল হয়েছিল, এও সেই সময়ই নাযিল হয়। অবশ্য এ তাদের পরে নাযিল হয়েছে। ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে এ মনে হয় যে, মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধতার আচরণ যখন তীব্র হতেও তীব্রতর হল , তখন নবী করীম (সঃ) দো'আ করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ্ হযরত ইউসুফের দুর্ভিক্ষের ন্যায় একটা দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর' । নবী করীম (সঃ) মনে করেছিলেন যে, এ লোকদের উপর যখন বিপদ আসবে তখন এরা আল্লাহকে মানবে এবং তাদের দিল নসীহত কবুল করার জন্যে উপযুক্ত ও নরম হবে। আল্লাহতা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করলেন এবং সমগ্র এলাকায় এমন প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, সমস্ত লোক আর্তনাদ করে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কোন কোন কুরাইশ সরদার– তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ম'সউদ বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন– নবী করীম (সঃ)-এর নিকট এল এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করলো, জাতির লোকজনকে এ বিপদ হতে পরিত্রাণ দেবার জন্যে আল্লাহর নিকট দো'আ করুন। ঠিক এ সময়ই এই সূরা নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এ সময় মক্কার কাফেরদেরকে বুঝাবার ও সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তার ভুমিকায় কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছেঃ

১. তোমরা এ কিতাবকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রচনা মনে করে মারাত্মক ভুল করছো। এ কিতাব তো স্বতঃই এ অকাট্য সাক্ষ্য দেয় যে, এ কোন মানুষের নয়, স্বয়ং আল্লাহতা'আলার কিতাব।

২.তোমরা এ কিতাবের মূল্য বুঝতে ভুল করছো। তোমরা একে একটা বিপদ মনে করছো। অথচ প্রকৃত পক্ষে সে এক অতীব মুবারক সময় ছিল যখন আল্লাহতা'আলা পুরোপুরি স্বীয় রহমতের কারণে তোমাদের মধ্যে নিজের রসূল পাঠাবার ও স্বীয় কিতাব নাযিল করার ফয়সালা করেছিলেন।

৩. তোমরা নিজেদের অজ্ঞতা-মূর্খতার কারণে এ ভুল ধারণার বশবর্তী হচ্ছ যে, তোমরা এ রসূল ও এ কিতাবের সঙ্গে মুকাবিলা করে জয়লাভ করতে পারবে! অথচ এ রসূল-প্রেরণ এবং এ কিতাবের নাযিল হওয়া সেই বিশেষ সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, যখন আল্লাহতা'আলা লোকদের ভাগ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহর ফয়সালা এমন দুর্বল হয় না যে, যার ইচ্ছা হবে সে তাকে বদলে ফেলবে। তা কোন মূর্খতা বা নাদানির ভিত্তিতে হয় না বলে তাতে কোনরূপ ভ্রান্তি বা ত্রুটি কিংবা অপরিপক্কতা থেকে যায় না। তা তো সেই বিশ্বপরিচালকের পরিপক্ক ও অটল ফয়সালা যিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন এবং সর্ববিষয়ে সুদক্ষ কর্মকর্তা। তাঁর সঙ্গে লড়াই করা সহজ কাজ নয়।

৪. আল্লাহকে তোমরা নিজেরাও যমীন, আসমান ও বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক এবং পরেয়ারদেগার মানছো। তোমরা এও মান যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ার-অধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যদেরকে মা'বুদ বানাবার জন্য বাড়াবাড়ি করছো। এর স্বপক্ষে বলাবার মত যুক্তি ও দলীল তোমাদের নিকট এ ছাড়া আর কিছুই নেই যে, বাপ-দাদার কাল হতে এ কাজই হচ্ছে এবং চলে এসেছে। অথচ যে লোক সচেতনভাবে আল্লাহকেই মালিক ও পরোয়ারদিগার এবং জীবন ও মৃত্যুর একচ্ছত্র কর্তা বলে বিশ্বাস করে .তার মনে আল্লাহ ছাড়া বা তাঁর সংগে অপর কেউ মা'বুদ হবার যোগ্য হতে পারে বলে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না। তোমাদের বাপ-দাদারা যদি এরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকে তা হলে তোমরাও চোখ বন্ধ করে তাই করবে, এর কোন যুক্তি নেই। আসলে তো তাদেরও রব সেই এক আল্লাহই ছিলেন যিনি তোমাদের রব এবং তাদেরও তাঁরই বন্দেগী করা উচিত ছিল যাঁর বন্দেগী তোমাদের করা উচিত ।

৫. আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল পেট ভরে খেতে দেবেন, এটাই তাঁর রহমত ও রবুবিয়তের দাবী হতে পারে না। সে সংগে তোমাদের হেদায়াতের ব্যবস্থা করাও তাঁর রহমতের দাবী। এ হেদায়াতের জন্যই তো তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

এ ভূমিকার কথাবার্তার পরে তখন যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষটাকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে । পূর্বে যেমন বলেছি, এ দুর্ভিক্ষ নবী করীম (সঃ)-এর দো'আর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দুর্ভিক্ষের জন্যে দো'আ করেছিলেন এই মনে করে যে, বিপদে পড়লে কাফেরদের গর্বোদ্ধত মস্তক অবনমিত হবে। সম্ভবত তখন নসীহতের কথা-বার্তা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে। আর তখন এ আশাও অনেকটা পূর্ণ হবার সম্ভবনাও দেখা দিয়েছিল। কেননা, দেখা গিয়েছে যে, বড় বড় কট্টর সত্য-দুশমনেরা কালের আবর্তে চিৎকার করে উঠে বলেছে, হে আল্লাহ, আমাদের উপর হতে এ আযাব দূর করে দাও, তাহলে আমরা ঈমান আনব। এ পর্যায়ে একদিকে নবী করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, এ রকম মুসীবতে এ লোকেরা কিন্তু শিক্ষা নেবার নয়। তারা যখন সেই রসূলের দিক হতে মুখ ফিরাল যে,রসূলের কাজ-কর্ম, ভূমিকা ও কথাবার্তা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যে- তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল, তখন একটা দুর্ভিক্ষ তাদের এ নাফরমানীকে কেমন করে দূর করতে পারে! আর অপর দিকে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এ আযাব দূর করে দিলে পরে তোমরা ঈমান আনবে বলে যে ওয়াদা করছো, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা আযাব দুর করে দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের ওয়াদা পূরণে কতখানি সত্যবাদী তা এখনি প্রমাণিত হয়ে যাবে। তোমাদের দুর্ভাগ্য তো তোমাদের সাথে লেগেই আছে। তোমরা একটা অতি বড় আঘাত চাইছ, হালাকা আঘাতে তোমাদের মাথা ঠিক হবার নয়।

এ প্রসঙ্গেই পরে ফেরাউন ও তার জাতির লোকদের কথা উল্লেখকরা হয়েছে। কেননা তারাও ঠিক এরূপ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, যেরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এখন এ কুরাইশ সরদারেরা। তাদের নিকটও এমনিই এক সম্মানিত নবী-রসূল এসেছিলেন। তিনিও তাঁর আল্লাহ প্রেরিত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শনাদি দেখিয়ে ছিলেন ও তারা দেখতেও পেয়েছিল। তারা নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা জিদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত রসূলের জান খতম করার সিদ্ধান্ত করে। আর তার ফলাফল যা দেখেছিল তা চিরদিনের তরে শিক্ষার সামগ্রী হয়ে থাকলো।

এরপর পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা মক্কার কাফেররা এ তীব্র ভাবে অস্বীকার করছিল। তারা বলতো– আমরা তো কাকেও মরার পর পুণরায় জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখি নি। তোমরা যদি পূনর্জীবনের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের মরে যাওয়া বাপ-দাদাকে উঠিয়ে এনে দেখাও। এ জবাবে পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণের জন্যে সংক্ষেপে দুটি দলীল পেশ করা হয়েছে। একটা এই যে, এর বিশ্বাসকে অস্বীকার করার পরিণাম চরিত্রের পক্ষে চিরদিনই মারাত্মক প্রমানিত হয়েছে। দ্বিতীয় এই যে, বিশ্বলোক কোন খোলোয়াড়ের খেলানার জিনিস নয়। এ এক যুক্তি-সংগত ও হিকমতে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। আর মহাবিজ্ঞানীর কোন কাজ অর্থহীন হতে পারে না। 'আমাদের বাপ-দাদাকে তুলে আন' কাফেরদের এ কথার জবাবে বলা হয়েছে যে, এ কাজ তো আর প্রতিদিন হবার নয়, প্রত্যেকের দাবীতেও এ কাজ হবে না। এ জন্যে আল্লাতা'আলা একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তখন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন এবং নিজের আদালতে তাদের হিসাব-নিকাশ নেবেন। তখনকার জন্যে কারো চিন্তা করতে হলে এখনি করে নেয়া উচিত। কেননা সেখানে কেউ নিজের বলে রক্ষা পাবে না, কেউ রক্ষা করতেও পারবে না।

আল্লাহর এ আদালতের কথা উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, সেখানে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তাদের পরিণাম মারাত্মক হবে। আর যারা সেখানে সফল কাম হবে, তারা মহা পুরস্কার লাভ করবে। পরে এ কথা বলে কথা শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে বুঝাবার জন্যেই এ কুরআন সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায়– তোমাদের নিজেদের কথা-বার্তার ভাষায়- নাযিল করা হয়েছে। তোমাদেরকে হাজার বুঝানোর পরও যদি তোমরা না বুঝ, আর নিজেদের মারাত্মক পরিণতি কবুল করতেই প্রস্তুত হয়ে থাক তাহলে অপেক্ষা কর, আমাদের নবীও অপেক্ষায় থাকবেন। যা কিছু হবার যথাসময়েই সামনে উপস্থিত হবে।

رُكُوعَاتُهَا ٣ (٤٤) سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ اٰيَاتُهَا ٥٩

তিন তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী আদ্‌ দুখান সূরা (৪৪) ঊনষাট তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

حٰمٓ ⓵ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ⓶ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ

হা মীম, শপথ, (এই) কিতাবের, সুস্পষ্ট, নিশ্চয় আমরা, তা আমরা নাযিল করেছি, এক রাতে

مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ⓷ فِيْهَا يُفْرَقُ

কল্যাণময় বরকতপূর্ণ, নিশ্চয় আমরা, আমরা (ইচ্ছে করে) ছিলাম, সতর্ক করতে, তার মধ্যে (অর্থাৎ সেই রাতে), স্থির করা হয়

كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ⓸ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا

প্রত্যেক, বিষয়, বিজ্ঞতাসূচক, নির্দেশক্রমে, হতে, আমাদের নিকট, নিশ্চয় আমরা, আমরা ছিলাম

مُرْسِلِيْنَ ⓹ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ

(এক রসূল) প্রেরণকারী, অনুগ্রহ স্বরূপ, পক্ষ হতে, তোমার রবের, নিশ্চয় তিনি, তিনিই, সব কিছুই শুনেন

الْعَلِيْمُ ⓺

সবকিছু জানেন

রুকূ : ১

১. হা মীম;

২. শপথ এই সুস্পষ্ট প্রকাশকারী কিতাবের।

৩. আমরা একে এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি [১]। কেননা আমরা লোকদেরকে সাবধান করার ইচ্ছা করেছিলাম।

৪-৬. ইহা ছিল সেই রাত যাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিজ্ঞতা-সূচক ফয়সালা আমাদের নির্দেশে প্রকাশ করা হয়ে থাকে [২]। আমরা এক রসূল প্রেরণকারী ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনিই সব কিছু শুনেন এবং জানেন।

১. অর্থাৎ– লায়লাতুল কদর।

২. এর দ্বারা জানা যায়– আল্লাহতা'আলার রাজকীয় বিধান-শৃংখলায় এ এমন একটি রাত, যার মধ্যে তিনি ব্যক্তি, জাতি ও দেশ সমূহের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে তাঁর ফেরেশতাদের উপর সোপর্দ করে দেন, এবং তারপর ফেরেশতারা সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মতৎপর হয়ে থাকে।

رَبِّ (তিনি) রব — السَّمٰوٰتِ আকাশমন্ডলির — وَ ও — الْاَرْضِ পৃথিবীর — وَ এবং — مَا যা কিছু — بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে আছে

اِنْ যদি — كُنْتُمْ তোমরা হয়ে থাক — مُّوْقِنِيْنَ বাস্তবিকই বিশ্বাসী ⑦ — لَآ নাই — اِلٰهَ কোন ইলাহ — اِلَّا ছাড়া — هُوَ তিনি — يُحْيٖ তিনি জীবন দেন — وَ এবং — يُمِيْتُ মৃত্যুও দেন ط

رَبُّكُمْ তোমাদের রব — وَ ও — رَبُّ রব — اٰبَآئِكُمُ তোমাদের পিতৃপুরুষদের — الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালের ⑧ — بَلْ এসত্ত্বেও — هُمْ তারা — فِيْ মধ্যে

شَكٍّ সন্দেহের — يَّلْعَبُوْنَ খেলাকরছে ⑨ — فَارْتَقِبْ সুতরাং অপেক্ষাকর — يَوْمَ সেই দিনের (যখন) — تَاْتِي আসবে — السَّمَآءُ আকাশ

بِدُخَانٍ ধোঁয়া দ্বারা (আচ্ছন্নহয়ে) — مُّبِيْنٍ সুস্পষ্ট ⑩ — يَّغْشَى ঢেকে নেবে — النَّاسَ লোকদেরকে ط — هٰذَا এটাই — عَذَابٌ শাস্তি

اَلِيْمٌ মর্মন্তুদ ⑪ — رَبَّنَا (এখন তারা বলে) হে আমাদেররব — اكْشِفْ দূরকর — عَنَّا আমাদের হতে — الْعَذَابَ শাস্তি — اِنَّا আমরানিশ্চয় — مُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাসী হব (ঈমান আনব) ⑫

৭. আকাশমন্ডল ও যমীনের রব এবং আসমান-যমীনের মাঝখানে যা কিছু আছে সে সব জিনিসের রব, যদি তোমরা বাস্তবিকই বিশ্বাসকারী হয়ে থাক।

৮. তিনি ছাড়া মাবুদ কেউ নেই[৩]। তিনিই জীবন দান করেন। এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনি তোমাদের রব। তোমাদের পূর্বপুরুষদের রব যারা পূর্বে চলে গেছে।

৯. (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লোকদের কোন বিশ্বাস নেই)– বরং এরা নিজেদের সংশয়ে পড়ে খেলছে।

১০. আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা কর সেই দিনের যখন আকাশমন্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে,

১১. এবং তা লোকদের উপর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তা হল পীড়াদায়ক আযাব।

১২. (এখন বলে যে,) ঃ পরওয়ারদিগার, আমাদের উপর হতে এ আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান আনছি[৪]।

৩. 'মাবুদ' অর্থ যথার্থ মাবুদ, যাঁর হক হচ্ছে ঃ মাত্র তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব ও উপাসনা) করা হবে।

৪. এই আয়াত সমূহে ও ১৬ নং আয়াতে কিয়ামতের আযাবের উল্লেখ আছে। এবং ১৫ নং আয়াতে যে আযবের কথার উল্লেখিত হয়েছে তা হচ্ছে সেই দুর্ভিক্ষের আযাব– এই সূরা নাযিল হওয়ার কালে মক্কাবাসীরা যার কবলে পতিত ছিল।

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑬

কোথায় / তাদের জন্যে / নসীহত গ্রহণ (সম্ভব হবে) / অথচ / নিশ্চয় / তাদের কাছে এসেছে / একজন রসূল / সুস্পষ্ট

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ⑭ إِنَّا

এরপরও / ফিরেযায় তারা / তা হতে / এবং / তারা বলে / (সে একজন) শিক্ষাপ্রাপ্ত / পাগল / আমরা নিশ্চয়

كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑮

দূরকরেদেই / শাস্তি / কিছুটা (তবুও) / তোমরা নিশ্চয় / পুনরায় তাই করবে (যা পূর্বে করতে)

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ⑯

যেদিন / ধরব আমরা / ধরা / বড়শক্তকরে / নিশ্চয় আমরা / প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সে দিন)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

এবং / নিশ্চয় / আমরা পরীক্ষা করেছি / তাদের পূর্বে / জাতিকে / ফিরআউনের / এবং / তাদের কাছে এসেছিল / একজন রসূল

كَرِيمٌ ⑰ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ

সম্মানিত / (সে বলেছিল) যে / তোমরা অর্পন কর / আমার কাছে / বান্দাদেরকে / আল্লাহর / নিশ্চয় আমি / তোমাদের জন্যে

رَسُولٌ أَمِينٌ ⑱ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ

রসূল / বিশ্বস্ত / এবং / না (এও বলেছিল) যে / উদ্ধত হয়ো / উপর / আল্লাহর

১৩. এদের গাফলতি কোথায় দূর হচ্ছে? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল[৫] এসে পৌছেছে।

১৪. তা সত্ত্বেও এরা তার দিকে লক্ষ্য করছে না, আর বলল " এ তো শিক্ষা প্রাপ্ত পাগল"।

১৫. আমরা আযাব খানিকটা সরিয়ে দিই, তোমরা তখন ঠিক তাই করবে, যা পূর্বে করছিলে।

১৬. যেদিন আমরা বড় আঘাত হানব সেই দিনই হবে যখন আমরা তোমাদের উপর প্রতিশোধ নিব।

১৭. আমরা এদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে এই পরীক্ষায়ই নিমজ্জিত করেছিলাম! তাদের নিকট এক অতীব ভদ্র রসূল এসেছিল,

১৮. এবং সে বললঃ 'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও, আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রসূল!

১৯. আল্লাহর উপর নিজেদের প্রাধান্য করতে যেও না।

৫. অর্থাৎ এরূপ রসূল যাঁর রসূল হওয়া সুস্পষ্ট রূপে প্রকট ছিল।

إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى

আমি নিশ্চয় — তোমাদের কাছে উপস্থিত করছি — প্রমাণ — সুস্পষ্ট — এবং — নিশ্চয় আমি — আশ্রয় নিয়েছি — আমার রবের (কাছে)

وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى

এবং — তোমাদের (প্রকৃত রবের) — (এ হতে) যে — তোমরা হত্যা করবে পাথর মেরে আমাকে — আর — যদি — নাই — তোমরা ঈমান আন — আমার উপর

فَٱعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ

তবে আমার (উপর) আক্রমণ হতে দূরে থাক — সে ডাকল অবশেষে — তার রবকে — (এবং বলল) যে — এসব — লোকেরা

مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

অপরাধী (তাদের ফয়সালা কর) — (বলা হল) রওনা হও তাহলে — আমার বান্দাদেরসহ — রাতে — নিশ্চয় তোমাদের — পিছনে (ধাওয়া) করা হবে

وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

এবং — ছেড়ে দাও — সমুদ্রকে — প্রবহমান — তারা নিশ্চয় — (অর্থাৎ ধাওয়া কারী) সৈন্যবাহিনী — নিমজ্জিত হবে

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَ

কতই না — তারা ছেড়েছিল — বাগ-বাগীচা — ও — ঝর্ণাসমূহ — এবং — ক্ষেতসমূহ — ও

مَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَٰكِهِينَ ﴿٢٧﴾

স্থান — সুরম্য (যেতে ছিল প্রসাদরাজী) — এবং — উপকরণ সুখ — তারা ছিল — যার মধ্যে — আনন্দকারী (সব ছেড়ে চলেগেল)

আমি তোমাদের সামনে (আমার রসূল হওয়ার) সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।

২০. আর আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এ হতে যে, তোমরা আমার উপর আক্রমণ করবে।

২১. আর তোমরা যদি আমার কথা নাই মান, তাহলে অন্ততঃ তোমরা আক্রমণ করা হতে বিরত থাক'।

২২.শেষ পর্যন্ত সে তার রবকে ডাকল; বলল যে, এই লোকেরা পাপী-অপরাধী।

২৩. (জবাব দেয়া হলঃ) এখন তাহলে তুমি রাত্রের মধ্যেই আমার বান্দাদেরকে নিয়ে চলতে শুরু কর! তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হবে।

২৪. সমুদ্রকে তার নিজ অবস্থায় প্রবহমান ছেড়ে দাও। এই সমস্ত বাহিনী নিমজ্জিত হবে।

২৫-২৬. কত না বাগ-বাগীচা, ঝর্ণাধারা, ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদরাজী ছিল, যা তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল!

২৭. কতই না বিলাস-সামগ্রী যাতে তারা আনন্দ করতেছিল তাদের পিছনে পড়ে রইল।

كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾ فَمَا

এরূপই (পরিণাম হয়েছিল) এবং তার আমরা উত্তরাধীকারী করেছিলাম সম্প্রদায়কে অন্যান্য না অতঃপর

بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا

কাঁদল তাদের উপর আকাশ আর (না) যমীন এবং না তারা ছিল

مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ

অবকাশপ্রাপ্ত এবং নিশ্চয় আমরা উদ্ধার করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে হতে

الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ

শাস্তি অপমানজনক ফিরআউনের সে নিশ্চয় ছিল

عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى

(শীর্ষস্থানীয়) উচ্চমর্যাদার মধ্য হতে সীমালংঘনকারীদের এবং নিশ্চয় তাদেরকে (বনীঈসরাইলকে) আমরা বেছে নিয়েছিলাম ভিত্তিতে

عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا

জ্ঞানের উপর সারা বিশ্বের (অন্যান্য জাতির) এবং তাদেরকে আমরা দিয়ে ছিলাম নিদর্শনাবলী যার

فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾

মধ্যে ছিল পরীক্ষা সুস্পষ্ট নিশ্চয় এসবলোক অবশ্যই বলে

اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾

নাই তা এ ব্যতীত আমাদের মৃত্যু প্রথম বারের এবং না আমরা পুনরুত্থিত হব

(অর্থাৎ মৃত্যুই শেষ)

২৮. এটাই হল তাদের পরিণাম! আর আমরা অন্য লোকদেরকে এই সব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানালাম ।

২৯. অতঃপর না আসমান তাদের জন্যে কাঁদল, না যমীন। তাদেরকে খানিকটা অবসরও দেয়া হল না।

রুকুঃ ২

৩০-৩১. এই ভাবে বনী-ইসরাঈলকে আমরা কঠিন অপমান লাঞ্ছনার আযাব –ফিরাউন– হতে মুক্তি দান করলাম; যে নিশ্চয় সীমালংঘনকারী লোকদের মধ্যে খুবই উচ্চ মর্যাদার মানুষ ছিল,

৩২. এবং তাদের অবস্থা বুঝে তাদেরকে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির উপর অধিক মর্যাদা দিলাম!

৩৩. তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখালাম, যাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা নিহিত ছিল।

৩৪-৩৫. এই লোকেরা বলে, "আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর তো কিছুই নেই। এর পর আমাদেরকে পূনরুত্থিত করা হবে না।
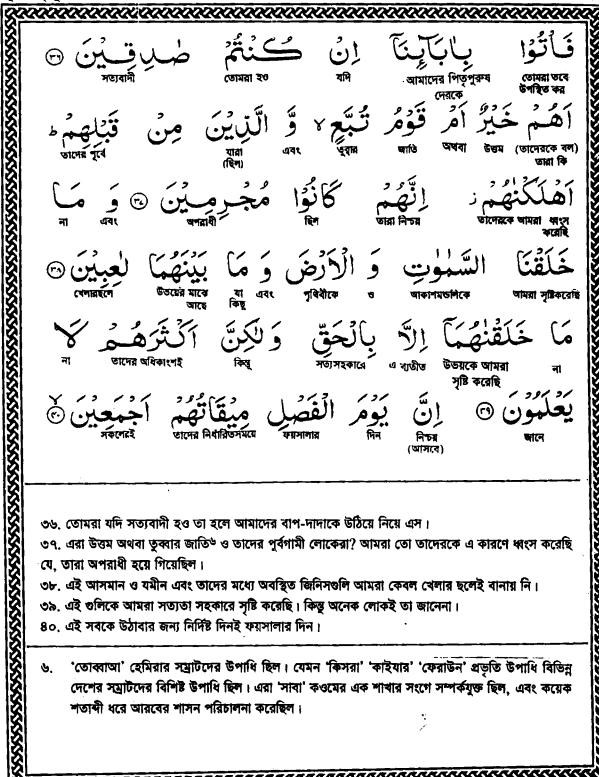
৩৬. তোমরা যদি সত্যবাদী হও তা হলে আমাদের বাপ-দাদাকে উঠিয়ে নিয়ে এস।

৩৭. এরা উত্তম অথবা তুব্বার জাতি[৬] ও তাদের পূর্বগামী লোকেরা? আমরা তো তাদেরকে এ কারণে ধ্বংস করেছি যে, তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিল।

৩৮. এই আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত জিনিসগুলি আমরা কেবল খেলার ছলেই বানায় নি।

৩৯. এই গুলিকে আমরা সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা।

৪০. এই সবকে উঠাবার জন্য নির্দিষ্ট দিনই ফয়সালার দিন।

৬. 'তোব্বাআ' হেমিরার সম্রাটদের উপাধি ছিল। যেমন 'কিসরা' 'কাইযার' 'ফেরাউন' প্রভৃতি উপাধি বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের বিশিষ্ট উপাধি ছিল। এরা 'সাবা' কওমের এক শাখার সংগে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এবং কয়েক শতাব্দী ধরে আরবের শাসন পরিচালনা করেছিল।

৪১. সেই দিন কোন নিকটাত্মীয় নিজের কোন নিকটাত্মীয়ের কোন কাজেই আসবে না, কোথা হতেও তাদেরকে কোন সাহায্যও পৌঁছাবে না।

৪২. তবে আল্লাহই যদি কারো প্রতি রহম করেন তাহলে অন্য কথা। তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং অতি দয়াবান।

রুকু: ৩

৪৩-৪৪. 'যাক্কুম' গাছ গুনাহগারের খাদ্য হবে,

৪৫-৪৬. তেলের গাদের মত পেটে এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি উথলে উঠে।

৪৭. "ধর তাকে এবং হেঁচড়ায়ে টেনে তাকে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে,

৪৮. এবং উজাড় করে ঢেলে দাও তার মাথার খুলির উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানির আযাব।

শব্দ - ৭/২২
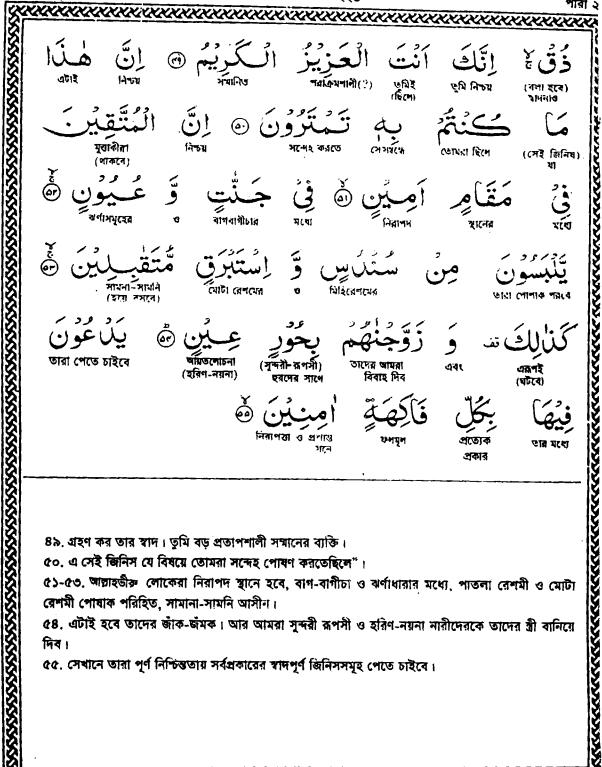
৪৯. গ্রহণ কর তার স্বাদ। তুমি বড় প্রতাপশালী সম্মানের ব্যক্তি।

৫০. এ সেই জিনিস যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতেছিলে"।

৫১-৫৩. আল্লাহভীরু লোকেরা নিরাপদ স্থানে হবে, বাগ-বাগীচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, পাতলা রেশমী ও মোটা রেশমী পোষাক পরিহিত, সামানা-সামনি আসীন।

৫৪. এটাই হবে তাদের জাঁক-জমক। আর আমরা সুন্দরী রূপসী ও হরিণ-নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দিব।

৫৫. সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ততায় সর্বপ্রকারের স্বাদপূর্ণ জিনিসসমূহ পেতে চাইবে।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ

না | তারা স্বাদ গ্রহণ করবে | তারমধ্যে | মৃত্যুর | ব্যতীত | মৃত্যু | প্রথমবারের

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ

এবং | তাদের তিনি রক্ষা করবেন | শাস্তি (হতে) | জাহান্নামের | অনুগ্রহে | পক্ষহতে | তোমার রবের

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ

এটাই | সেই | সাফল্য | বিরাট | (হেনবী) মূলতঃ | তা (অর্থাৎ এ কিতাবকে) আমরা সহজ করেদিয়েছি | ভাষায় | তোমার

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

তারা যেন | উপদেশ গ্রহণ করে | সুতরাং | অপেক্ষাকর তুমি | তারা নিশ্চয় | প্রতীক্ষমান
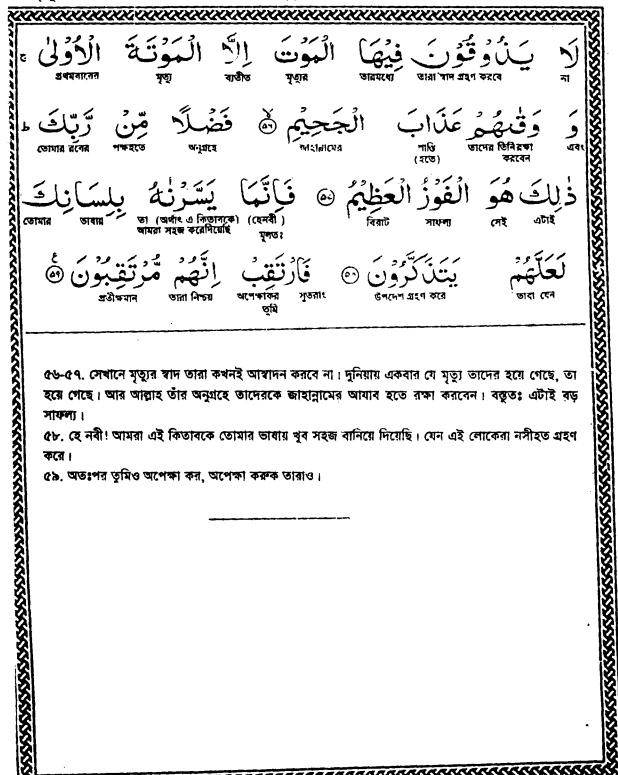
৫৬-৫৭. সেখানে মৃত্যুর স্বাদ তারা কখনই আস্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাদের হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন। বস্তুতঃ এটাই বড় সাফল্য।

৫৮. হে নবী! আমরা এই কিতাবকে তোমার ভাষায় খুব সহজ বানিয়ে দিয়েছি। যেন এই লোকেরা নসীহত গ্রহণ করে।

৫৯. অতঃপর তুমিও অপেক্ষা কর, অপেক্ষা করুক তারাও।

معانی الفاظ
القرآن المجید
المجلد السابع
عربی - بنغالی
المترجم
مطیع الرحمٰن خان

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৮ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ্ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ন করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত্ তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মুলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড: আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহ্সীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন – (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এঁর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে -- এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান–এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউল আউওয়াল ১৪১৭হিঃ
আগস্ট ১৯৯৬ ইং
শ্রাবণ ১৪০৩ বাং

সূচী পত্র

সূরার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
৪৫. সূরা আল-জাসিয়া	৫
৪৬. সূরা আল-আহ্কাফ	১৯
৪৭. সূরা মুহাম্মদ	৩৬
৪৮. সূরা আল-ফাত্হ	৫২
৪৯. সূরা আল-হুজুরাত	৭৪
৫০. সূরা ক্বাফ্	৮৫
৫১. সূরা আয্-যারিয়াহ্	৯৬
৫২. সূরা আত্-তুর	১০৮
৫৩. সূরা আন্-নাজম	১১৯
৫৪. সূরা আল-ক্বামার	১৩৩
৫৫. সূরা আর্-রহমান	১৪৪
৫৬. সূরা আল-ওয়াকে'আ	১৫৮
৫৭. সূরা আল-হাদীদ	১৭১
৫৮ সূরা আল-মুজাদালা	১৮৯

সূরা আল–জাসিয়া

নামকরণ ঃ এ সূরার ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وترى كل امة جاثية এতে যে 'জাসিয়া' শব্দটির উল্লেখ হয়েছে তাই এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে 'জাসিয়া' শব্দের উল্লেখ হয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়-কাল ঃ এ সূরাটি কবে কোন্ সময় নাযিল হয়েছে, তা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে জানা যায় না। কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়াদী ও কথাবার্তা হতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ সূরাটি সূরা 'দুখান'-এর কাছাকাছি সময় নাযিল হয়েছে। এ উভয় সূরার বিষয়বস্তুতে এমন মিল রয়েছে যে, এ দুটোকে 'এক জোড়া' মনে হয়।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তু ঃ এ সূরার মূল বক্তব্য হ'ল তওহীদ ও পরকাল সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের উত্থাপিত সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তির জবাব দান। কুরআনের দা'ওয়াতের মুকাবিলায় তারা যে আচরণ গ্রহণ করেছে তার পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করাও এর অন্তর্ভূক্ত।

শুরুতেই পেশ করা হয়েছে তওহীদের দলীল। এ পর্যায়ে মানুষের নিজের সত্তা হতে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশমন্ডল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অসংখ্য নিদর্শনাবলীর প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, প্রত্যেকটি জিনিসই সেই তওহীদেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে যা তোমরা অস্বীকার ও অমান্য করছো। এ নানা জাতের জন্তু-জানোয়ার-পশু, এ রাত-দিন, এ বৃষ্টি এবং তার ফলে উৎপন্ন গাছ-পালা-গুল্মলতা, এ বাতাস, মানুষের নিজের জন্ম–এসব জিনিসকে যদি কেউ দু'চোখ খুলে দেখে এবং কোনরূপ বিদ্বেষ-বিরাগভাব ছাড়াই স্বীয় বিবেক-বুদ্ধিকে সোজাসুজি প্রয়োগ ক'রে এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করে, তাহলে এ এই নিশ্চিত জ্ঞান দেয়ার জন্যে যথেষ্ট যে, এ বিশ্বলোক খোদাহীন নয়, বহু খোদার খোদায়ীও এখানে চলছে না। বরং এক খোদাই একে বানিয়েছেন এবং তিনি একাকীই এর পরিচালক, প্রভূ ও শাসক। অবশ্য যে লোক না মানবার কসম করে বসেছে কিংবা যে লোক সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জিত থাকারই ফয়সালা করে নিয়েছে, তার কথা স্বতন্ত্র। এ লোক দুনিয়ার কোথাও হতে ঈমান ও ইয়াকীনের দৌলত লাভ করতে পারবে না।

পরে দ্বিতীয় রুকুর শুরুতে আবার বলা হয়েছে, মানুষ এ দুনিয়ায় যত জিনিসই নিজ কাজে ব্যবহার করে, আর যে অসংখ্য অপরিমেয় দ্রব্য-সামগ্রী ও উপায়-উপাদান এ বিশ্বলোকে মানুষের খেদমত করে যাচ্ছে, তাতো আপনা-আপনি কোথাও হতে এসে যায় নি। দেব-দেবতারাও তা বানায়নি, সংগ্রহ-সঞ্চয় ও পরিবেশন করেনি। সব কিছুই সেই এক খোদা তাঁর নিজের নিকট হতে এ মানুষকে দান করেছেন এবং মানুষের জন্যে তিনি-ই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি সঠিক ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে, তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধিই চিৎকার করে বলে উঠবেঃ সে এক খোদাই মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী, মানুষের নিকট শোকর পাওয়ার তাঁর একার-ই অধিকার আছে। অতঃপর মক্কার কাফেররা কুরআনের দা'ওআতের মুকাবিলায় যে হঠকারিতা,অহংকার,ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং কুফরীর উপর বাড়াবাড়ীর নীতি অবলম্বন করেছিল। সে জন্যে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। তাদেরকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে– এ কুরআন সেই নিয়ামতই নিয়ে এসেছে, যা পূর্বে বনী-ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল। যার দরুন তারা সারা দুনিয়ার জাতিসমূহের উপর অধিক মর্যাদা লাভের অধিকারী হয়েছিল। তারা যখন এ নিয়ামতের অপমান করলো এবং দ্বীনের ব্যাপারে পারস্পরিক মতভেদ করে এ নিয়ামতকে হারাল, তখন এ নিয়ামত তাদেরকে দেয়া হল। এ এক সুস্পষ্ট হেদায়াতনামা,

মানুষকে এ দ্বীনের উদার রাজপথ দেখায়। যে সব লোক নিজেদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে প্রত্যাখান করবে, তারা নিজেদেরই ধ্বংসের ব্যবস্থা করবে। আর খোদার সাহায্য ও রহমত পাবার অধিকারী হবে কেবল তারাই, যারা তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে তাকওয়ায় নীতিতে অবিচল হয়ে থাকবে। এ প্রসংগে রসূলে করীম (সঃ)-এর অনুসরণকারী লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, খোদার ব্যাপারে নির্ভীক ও বেপরোয়া এ লোকগুলো তোমাদের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করছে, সে জন্যে তোমরা ক্ষমা ও ধৈর্যের নীতি অবলম্বন কর। তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তা হলে খোদা নিজে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন এবং তোমাদেরকে এ ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন।

এর পর পরকাল বিশ্বাস সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের জাহেলী চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। তারা বলতো এ দুনিয়ার জীবনই তো একমাত্র জীবন। এর পর আর কোন জীবন নেই। আমরা কালের স্রোতে ও আবর্তনে ঠিক তেমনিভাবেই মরি, যেমন একটা ঘড়ি চলতে চলতে থেমে যায়। মৃত্যুর পর 'রূহ' বলতে কিছু থাকে না, তাকে কবজ করার কথাও ভিত্তিহীন। অতএব আবার কখনো তাকে মানবদেহে ফিরিয়ে আনার কথাও অচল। তেমন কিছু হবে বা হতে পারে বলে যদি তোমরা দাবী কর, তাহলে আমাদের মরে যাওয়া বাপ-দাদাকে পুনরুজ্জীবিত করে দেখাও দেখি! এ কথার জবাবে আল্লাহতা'আলা পর পর কতকগুলো দলীল উপস্থাপিত করেছেনঃ

একটা দলীল হল এই যে, তোমরা এই যা বলছো, এ কোন ইল্‌মভিত্তিক কথা নয়, শুধু ধারণা-অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে তোমরা এতবড় একটা সিদ্ধান্ত করে বসেছ। মৃত্যুর পর কোন জীবন নেই, রূহ কবজ হয় না-শেষ হয়ে যায় এ কথা কি সত্যিই কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমরা বলছ?

দ্বিতীয় হল এই যে, তোমাদের এরূপ দাবীর ভিত্তি বড়জোর এই যে, তোমরা মরে যাওয়া কোন লোককে দুনিয়ায় জীবিত হয়ে ফিরে আসতে দেখনি। কিন্তু মরে যাওয়া লোক কখনো পুনরুজ্জীবিত হবে না বলে দাবী করার পক্ষে এতটুকু কথাই কি যথেষ্ট ? কোন জিনিস যদি ইতিপূর্বে না-ই হয়ে থাকে তাহলে তা কখনো হবে না এ কথা জানার জন্যে তোমাদের এতটুকু অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণই কি যথেষ্ট?

তৃতীয় হল এই যে, নেকলোক, বদ লোক, খোদানুগত ও খোদার না-ফরমান যালেম ও মযলুম- শেষ পর্যন্ত সবই একাকার ও নির্বিশেষ হয়ে যাবে, কোন ভালোর ভালো ফল এবং কোন মন্দের মন্দফল হবেনা, মযলুমের ফরিয়াদ শোনা হবে না, যালেম তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে না, বরং সকলে একই পরিণতি লাভ করবে- এ মেনে নিতে মানুষের মন কিছুতেই রাজী হতে পারে না। খোদার সৃষ্টিলোক সম্পর্কে এরূপ ধারণা যে লোক নিজের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে, সে তো অত্যন্ত ভুল ধারণা পোষণ করছে। যালেম আর বদকার লোকেরা এরূপ ধারণা পোষণ করে বটে; করে এ জন্যে যে, তারা নিজেদের কাজকর্মের খারাপ ফল দেখতে চায় না। কিন্তু খোদার এ রাজ্য তো কোন 'মগের মুল্লুক' নয়। এ এক সত্যনিষ্ঠ বিশ্ব-ব্যবস্থা। এতে ভালো-মন্দকে শেষ পর্যন্ত একাকার করে দেয়ার যুল্‌ম কিছুতেই অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

চতুর্থ হল এই যে, পরকাল অবিশ্বাস মানুষের নৈতিকতার জন্যে খুবই মারাত্মক। কেবলমাত্র নফসের বান্দারাই পরকাল অবিশ্বাস করতে পারে- করে থাকে; করে নফসের দাসত্ব করার অবাধ সুযোগ ও লাইসেন্স পাওয়ার মতলবে। কিন্তু এরূপ অবিশ্বাসের আকীদা যখন তারা গ্রহণ করে তখন এ তাদেরকে গোমরাহ হতেও গোমরাহতর করে দেয়। শেষ পর্যন্ত তাদের নৈতিক চেতনা ও অনুভূতিটা পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। হেদায়াতের সব দুয়ার তার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। এসব দলীল পেশ করার পর আল্লাহতা'আলা অত্যন্ত জোরালো ভাবে বলেছেন, তোমরা যেভাবে আপনা-আপনি জিন্দাহ হয়ে যাও নি, আমরা তোমাদেরকে জিন্দাহ করেছি বলেই তোমরা জীবিত; এমনি ভাবে তোমরা আপনা-আপনি মরে যাও না, আমরা মারি, তাই তোমরা মর। অতএব একটা সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমরা সব মানুষ একত্রিত হবে। এ কথাকে আজ যদি তোমরা মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মেনে নিতে

প্রস্তুত না হও, তবে না মানতে পার, সময় যখন আসবে, তখন তোমরা নিজেদেরকে খোদার সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে। সেখানে তোমাদের আমলনামা সঠিক ও নির্ভুল ভাবে তোমাদের এক-একটি কাজের সাক্ষ্য পেশ করে দিবে। তখন তোমরা জানতে পারবে যে, পরকাল অস্বীকৃতি ও তার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্যে তোমাদেরকে কত কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে।

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢

হা। মীম — অবতীর্ণ করা — এই কিতাব — পক্ষ হতে — আল্লাহর — (যিনি) পরাক্রমশালী — প্রজ্ঞাময়

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

নিশ্চয় — মধ্যে রয়েছে — আকাশমণ্ডলীর — ও — পৃথিবীর — অবশ্যই নির্দশনাবলী — মু'মিনদের জন্যে

وَ فِيْ خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ

এবং মধ্যেও — তোমাদের সৃষ্টির — এবং — যাকিছু — (যমীনে) ছড়িয়ে দিয়েছেন — জীবজন্তু — নির্দশনাবলী (রয়েছে) — লোকদের জন্যে

يُّوْقِنُوْنَ ۝٤

(যারা) দৃঢ়-বিশ্বাস করে

রুকুঃ১

১. হা-মীম।
২. এই কিতাব আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ যিনি মহা পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞানী।
৩. আসল কথা হল এই যে, আকাশ মন্ডল ও যমীনে অসংখ্য নির্দশন রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্যে।
৪. আর তোমাদের নিজেদের সৃষ্টিতে এবং সেই সব জন্তু জানোয়ারে যা আল্লাহ (যমীনে) ছড়িয়ে দিয়েছেন, বড় নির্দশন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

وَ مَا	النَّهَارِ	وَ	الَّيْلِ	وَ اخْتِلَافِ
যাকিছু এবং	দিনের	ও	রাতের	পরিবর্তনে এবং

فَاَحْيَا	رِّزْقٍ	مِنْ	السَّمَآءِ	مِنَ	اللّٰهُ	اَنْزَلَ
জীবন্ত করেন অতঃপর	আহার্য (অর্থাৎ পানি)		আকাশ	থেকে	আল্লাহ	নাযিল করেন

الرِّيحِ	تَصْرِيفِ	وَ	مَوْتِهَا	بَعْدَ	الْاَرْضَ	بِهِ
বায়ুর	আবর্তনে	এবং	তার মৃত্যুর	পরে	যমীনকে	তা দিয়ে

نَتْلُوهَا	اللّٰهِ	اٰيٰتُ	تِلْكَ	۞ يَّعْقِلُوْنَ	لِّقَوْمٍ	اٰيٰتٌ
তার বর্ণনা করছি আমরা	আল্লাহর	নির্দশনাবলী	এসব	বুদ্ধিবিবেক কাজে লাগায়	লোকদের জন্যে (যারা)	নির্দশনাবলী (রয়েছে)

وَ	اللّٰهِ	بَعْدَ	حَدِيثٍۭ	فَبِاَيِّ	بِالْحَقِّ	عَلَيْكَ
ও	আল্লাহর	পরে	কথার (উপর)	কোন্ সুতরাং	যথাযথভাবে	তোমার কাছে

اَثِيمٍ ۞	اَفَّاكٍ	لِّكُلِّ	۞ وَيْلٌ	يُؤْمِنُوْنَ	اٰيٰتِهِ
পাপীর	ঘোরমিথ্যাবাদীর	প্রত্যেক জন্যে	দুর্ভোগ	তারা ঈমান আনবে?	তার আয়াত গুলোর

مُسْتَكْبِرًا	يُصِرُّ	ثُمَّ	عَلَيْهِ	تُتْلٰى	اللّٰهِ	اٰيٰتِ	يَّسْمَعُ
উদ্ধত্যভাবে	অটল থাকে	এরপর	তার কাছে	পাঠকরা হয় (যা)	আল্লাহর	আয়াত সমূহ	(যে) শুনে

اَلِيمٍ ۞	بِعَذَابٍ	فَبَشِّرْهُ	يَسْمَعْهَا	لَّمْ	كَاَنْ
যন্ত্রনাদায়ক	শাস্তির	তাকে সুসংবাদ দাও তাই	তা শুনেই	নাই	যেন

৫. রাত দিনের পার্থক্যে, আবর্তনে আর সেই আহারে যা আল্লাহ আসমান হতে নাযিল করেন, পরে তার সাহায্যে মৃত যমীন জীবিত করেন; আর বাতাসের আবর্তে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

৬. এ সব হল আল্লাহর নিদর্শন, যে গুলোকে আমরা তোমার সামনে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। এখন আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত সমূহের পরে আর কোন্ কথাটি আছে যার প্রতি এই লোকেরা ঈমান আনবে?

৭. ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী অসদাচারীর জন্যে,

৮. যার সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় এবং সে তা শুনে পরে পূর্ণ অহঙ্কার-দাম্ভিকতার সাথে নিজের কুফরীর উপর এমনভাবে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, যেন সে তা শুনেনি। এরূপ ব্যক্তির জন্যে যন্ত্রণা দায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দাও।

وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ

এবং | যখন | সে অবগত হয় | মধ্যহতে | আমাদের আয়াত সমূহের | কোন কিছু | সে গ্রহণ করে | তা | বিদ্রূপ রূপে

أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِن وَرَآئِهِمْ

ঐসবলোক | তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি | অপমানকর | তাদের পিছনে (রয়েছে)

جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا۟ شَيْـًٔا وَلَا

জাহান্নাম | এবং | না | কাজে আসবে | তাদের জন্যে | যাকিছু | তারা অর্জন করেছে | (তার) কোনকিছুই | এবং | না

مَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

যাকিছু | তারা গ্রহণ করেছে | ছাড়া | আল্লাহকে | অভিভাবক রূপে | এবং | তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি

عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَٰذَا هُدًى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ

ভয়ানক | এই (কোরআন) | হেদায়াত (পূর্ণ) | এবং | যারা | অস্বীকার করেছে | নিদর্শনাবলীকে

ع

رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ ٱللَّهُ

তাদের রবের | তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি | ধরনের | (বড় কঠিন) শাস্তি | যন্ত্রনাদায়ক | (তিনিই) আল্লাহ

ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ

যিনি | অধীন করে দিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | সমুদ্রকে | যেন | চলাচল করতে থাকে | নৌযান সমূহ

فِيهِ بِأَمْرِهِۦ

তার মধ্যে | তার নির্দেশে

৯. আমাদের আয়াত সমূহের মধ্যে কোন কথা যখন সে জানতে পারে, তখন সে তা ঠাট্টা-বিদ্রূপ বানিয়ে নেয়। এ ধরণের সব লোকের জন্যে অপমানের আযাব রয়েছে।

১০. তাদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম, তারা দুনিয়ায় যা কিছুই অর্জন করেছে তা থেকে কোন জিনিষই তাদের কাজে আসবে না, না তাদের সেই পৃষ্ঠপোষকরা তাদের জন্য কিছু করতে পারবে যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের 'ওলী' বানিয়ে নিয়েছে। তাদের জন্যে বড় আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।

১১. এই কোরআন পরিপূর্ণ হেদায়াতের কিতাব। আর সেই লোকদের জন্যে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে, যারা নিজেদের খোদার আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

রুকূঃ২

১২. তিনি তো আল্লাহই যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত-অনুগত বানিয়েছেন, যেন তাঁর নির্দেশে তাতে নৌকা জাহাজ চলাচল করতে থাকে,

এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহের সন্ধান করবে ও শোকর আদায় করবে।

১৩. তিনি যমীন ও আকাশ মন্ডলের সব জিনিষকেই তোমাদের জন্যে অধীন নিয়ন্ত্রিত করেছেন, সব কিছুই তাঁর নিজের নিকট হতে[১] এতে বড়ই নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা গবেষণা করতে অভ্যস্ত। ১৪. হে নবী। ঈমানদার লোকদের বল, যে সব লোক আল্লাহর নিকট হতে খারাপ দিন আসার কোন আশংকা বোধ করে না, তাদের আচরণ-তৎপরতাকে ক্ষমা কর, যেন আল্লাহ নিজে একদল লোককে তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন।

১। এর দুটি অর্থ। ১. আল্লাহর এ দান দুনিয়ার রাজা বাদশার দানের মত নয়, যাতে প্রজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত সম্পদ প্রজাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে দান করা হয়; বরং এই বিশ্বের সকল নিয়ামত আল্লাহর নিজের সৃষ্টি এবং তিনি নিজের পক্ষথেকে মানুষকে তা দান করেছেন। ২. এ নিয়ামত সমূহের সৃষ্টিকাজে আল্লাহর কোন শরীক নেই, এবং মানুষের জন্যে এ সব নিয়ামতের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্ত্বার কোন দখল নেই। একা আল্লাহতা'আলাই এ সবের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই নিজের পক্ষথেকে মানুষকে তা দান করেছেন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
যে কাজ করবে নেক

فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
তা তার নিজের জন্যে এবং যে মন্দ করবে তা তার উপর পড়বে এরপর দিকে তোমার রবের

تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এবং নিশ্চয় আমরা দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলকে

الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
কিতাব ও কর্তৃত্ব ও নবুয়ত এবং তাদেরআমরা জীবিকা দিয়েছিলাম হতে

الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ وَ اٰتَيْنٰهُمْ
উত্তমজিনিষ এবং আমরা তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছিলাম উপর সারাদুনিয়ার (মানুষের) এবং তাদেরকে আমরা দিয়েছি

بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ
সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্পর্কে (দ্বীনের) নির্দেশ অতপরঃ না (মতবিরোধকরেছিল) বাড়াবাড়ীকরে কিন্তু এরপরে

مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
যা তাদের কাছে এসেছিল (নির্ভুল) জ্ঞান বাড়াবাড়ী করে তাদের মাঝে নিশ্চয় তোমার রব

يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ
ফয়সালা করেদিবেন তাদের মাঝে দিনে কিয়ামতের সে বিষয়ে তারা ছিল যার মধ্যে

১৫. যে কেউ নেক আমল করবে সে নিজের জন্যেই করবে আর যে অন্যায় করবে সে নিজেই তার পরিণতি ভোগ করবে। শেষ পর্যন্ত সকলকেই যেতে হবে নিজেদের খোদার নিকটে।

১৬. এর পূর্বে বণী-ইসরাঈলকে আমরা কিতাব, হুকুম ও নবুয়্যত দান করেছিলাম। তাদেরকে আমরা উত্তম জীবিকা দিয়ে ধন্য করেছিলাম, সারা দুনিয়ার মানুষের উপর তাদেরকে অধিক মর্যাদা দিয়েছিলাম।

১৭. আর দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট হেদায়াত দান করেছিলাম। পরে তাদের মধ্যে যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল (তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং) নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর হল। হল এ কারণে যে, তারা পরস্পরের উপর বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। আল্লাহ কেয়ামতের দিন সেই সব ব্যাপারেই ফয়সালা দান করবেন, যে সব বিষয়ে তারা পরস্পর

يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ

মতবিরোধ করত | এরপর | তোমাকেআমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি | উপর | শরীয়তের | সম্পর্কিত | (দ্বীনের) নির্দেশ

فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

তাই অনুসরণকর | তার | এবং | না | অনুসরণ করো | খেয়াল খুশীর | (তাদের) যারা | না | জানে

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ

তারা নিশ্চয় | কক্ষণনা | তারা কাজে আসবে | তোমার জন্যে | (পাকড়াও) হতে | আল্লাহর | কিছুমাত্র | এবং | নিশ্চয়

الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ

যালেমরা | তাদের একে | বন্ধু | অপরের | এবং | আল্লাহ | বন্ধু

الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾ هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى

মুত্তাকীদের | এটা | (সঠিক পথের) আলো | সমগ্র লোকেরজন্যে | এবং | হেদায়াত

وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

ও | রহমত | (এমন) লোকদেরজন্যে | (যারা) দৃঢ় বিশ্বাস করে

মত বিরোধ করতেছিল।

১৮. তারপর এখন, হে নবী, আমরা তোমাকে দ্বীনের ব্যাপারে এক সুস্পষ্ট উজ্জ্বল রাজপথের (শরীয়ত) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব তুমি তার উপরই চলতে থাক এবং সেই লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না, যাদের কোন বিষয়ে ইলম নেই।

১৯. আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমাদের কোন কাজেই আসতে পারে না[২]। যালেম লোকেরা পরস্পরের সঙ্গী-সাথী। আর মুত্তাকী লোকদের সাথী হলেন আল্লাহ!

২০. এটা পরম জ্ঞানের আলো– সবারই জন্যে, আর হেদায়াত ও রহমত সেই লোকদের জন্যে যারা বিশ্বাস করেছে।

২। অর্থাৎ যদি তুমি তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন কর তবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

২১. যে সব লোক অন্যায়-পাপ কাজ করেছে তারা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদেরকে এবং ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে একই রকম করে দেব, তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হয়ে যাবে? তারা এই যে ফয়সালা করছে তা অত্যন্ত খারাপ।

রুকূঃ৩

২২. আল্লাহতো আকাশ মন্ডল ও যমীন যথাযথ সৃষ্টি করেছেন, এ জন্যে যে প্রত্যেকটি প্রাণীকে যেন তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া যায়। তবে একথা ঠিক যে, লোকদের উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

২৩. তা হলে তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে লোক নিজ নফসের খাহেশকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ ইলম্ থাকা সত্ত্বেও[৩] তাকে গোমরাহীতে ফেলে রেখেছেন?

৩। আসল শব্দগুলো হচ্ছে أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ এই শব্দ গুলির এক অর্থ এ হতে পারে যেঃ সে ব্যক্তি আলেম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষথেকে পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কেননা সে প্রকৃতির দাস বনে গিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হতে পারেঃ আল্লাহ নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে- যে ব্যক্তি নিজে প্রবৃত্তির কামনাকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে-তাকে পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

وَ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ

এবং / মোহর মেরে দিয়েছেন / উপর / তার কানের / ও / তার অন্তরের / ও / রেখেদিয়েছেন / উপর / তার চোখের

غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ط اَفَلَا

পর্দা / সুতরাং / কে / তাকে সৎপথ দেখাবে / পরে / আল্লাহর / না তবুও কি

تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে / এবং / তারা বলে / না / সেটা (অর্থাৎ পূনরুত্থান) / (যদি থাকে) তবে / আমাদের এ জীবন / দুনিয়ার

نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ج

মরি আমরা / বা / বাঁচি আমরা (তাসব এখানেই) / এবং / না / আমাদের ধ্বংস করে / এ ব্যতীত / কালের (আবর্তন)

وَ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلَّا

এবং / নাই / তাদের কাছে / এ সম্বন্ধে / কোন / জ্ঞান / না / তারা / এব্যতীত

يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ

অনুমানকরে / এবং / যখন / আবৃত্তি করা হয় / তাদের কাছে / আমাদের আয়াত সমূহকে / সুস্পষ্ট

مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا

না / থাকে / তাদের যুক্তি / এ ব্যতীত / যে / তারা বলে / তোমরা উপস্থিত কর

بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ

আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে / যদি / তোমরা হও / সত্যবাদী / বল / আল্লাহই

তার দিল ও কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে হেদায়াত দেয়ার আর কে-বা আছে? তোমরা কি সবক গ্রহণ করবে না?

২৪. এই লোকেরা বলে ঃ "জীবন তো শুধু আমাদের এই দুনিয়ারই জীবন। জীবন ও মৃত্যু সবতো এখানেই। আর কালের আবর্তণ ছাড়া আমাদেরকে আর কেউ ধ্বংস করেনা"। আসল কথা এই যে, এ ব্যাপারে তাদের নিকট কো-ই ইলম্ নেই। নিছক ধারণা-অনুমানের উপর ভিত্তি করেই তারা এ সব কথা বলছে।

২৫. আর আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ যখন তাদেরকে শুনান হয়, তখন তাদের নিকট এ কথা ছাড়া আর কিছুই পাল্টা জবাব দেবার থাকে না যে, উঠিয়ে আনো আমাদের বাপ-দাদাকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

২৬. হে নবী, এই লোকদেরকে বলঃ আল্লাহই

يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ

তোমাদেরকেজীবন দেন | এরপর | তোমাদেরকেমৃত্যুদেন | এরপর | তোমাদেরকে একত্রিত করবেন | | দিনে

الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

কিয়ামতের | নাই | কোন সন্দেহ | তার মধ্যে | কিন্তু | অধিকাংশ | লোক

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

না | তারাজানে | এবং | আল্লাহরই | সার্বভৌমত্ব | আকাশমণ্ডলীর | ও | পৃথিবীর

ع

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

এবং | যেদিন | সংঘটিত হবে | কিয়ামত | সেদিন | ক্ষতিগ্রস্থ হবে | বাতিলপন্থীরা

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ

এবং | দেখবে তুমি | প্রত্যেক | দলকে | নতজানু অবস্থায় | প্রত্যেক | দলকে | ডাকা হবে

إِلَىٰ كِتَابِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

প্রতি | তার আমলনামার | (বলাহবে) আজ | তোমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে | যা | তোমরা কাজকরতেছিলে

هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا

এই | আমাদের(তৈরীকরা) আমলনামা | কথা বলছে | তোমাদের বিরুদ্ধে | যথাযথভাবে | আমরা নিশ্চয়

كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেম | যা কিছু | তোমরা কাজকরতেছিলে

তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দেন। পরে তিনিই তোমাদেরকে সেই কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যে দিনের আগমনে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক লোকই এ কথা জানেনা।

রুকূঃ৪

২৭. পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের বাদশাহী এক আল্লাহরই। আর যে দিন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিল পন্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

২৮. সে সময় তুমি প্রত্যেকটি দলকে হাঁটুর উপর পড়ে থাকতে দেখতে পাবে। প্রত্যেক দলকে ডেকে বলা হবে, 'এস নিজ নিজ আমল নামা দেখে নাও'। তাদেরকে বলা হবে ঃ 'আজ তোমাদেরকে সে সব আমলের বদলা দেয়া হবে যা তোমরা করতেছিলে'। ২৯. এটা আমাদের তৈরী করানো "আমল নামা"। এটা তোমাদের ব্যাপারে ঠিকভাবে নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যা কিছুই করতেছিলে, আমরা তা লিখায়ে রাখতেছিলাম।

فَأَمَّا	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَ	عَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ	فَ	يُدْخِلُهُمْ
আর	যারা	ঈমানআনবে	ও	কাজকরবে	নেকীর	তখন	তাদের প্রবেশ করাবেন

رَبُّهُمْ	فِي	رَحْمَتِهِ ۚ	ذَٰلِكَ	هُوَ	الْفَوْزُ	الْمُبِينُ ۝٣٠
তাদেররব	মধ্যে	তার রহমতের	এটাই	সেই	সাফল্য	সুস্পষ্ট

وَأَمَّا	الَّذِينَ	كَفَرُوا	أَفَلَمْ تَكُنْ	آيَاتِي	تُتْلَىٰ
আর	যারা	অস্বীকার করেছিল	(তাদের বলা হবে) হয়নাই তবে কি	আমার নির্দশন গুলো	পঠিত

عَلَيْكُمْ	فَ	اسْتَكْبَرْتُمْ	وَ	كُنْتُمْ	قَوْمًا	مُجْرِمِينَ ۝٣١
তোমাদের নিকট	কিন্তু	তোমরা অহংকার করেছিলে	এবং	তোমরা ছিলে	লোক	অপরাধী

وَ	إِذَا	قِيلَ	إِنَّ	وَعْدَ	اللَّهِ	حَقٌّ	وَ	السَّاعَةُ
এবং	যখন	বলা হত	নিশ্চয়	ওয়াদা	আল্লাহর	সত্য	এবং	কিয়ামত (এমন যে)

لَا	رَيْبَ	فِيهَا	قُلْتُمْ	مَا	نَدْرِي	مَا	السَّاعَةُ
নাই	কোন সন্দেহ	তার মধ্যে	তোমরাবলতে	না	আমরাজানি	কি (জিনিষ)	কিয়ামত

إِنْ	نَظُنُّ	إِلَّا	ظَنًّا	وَ	مَا	نَحْنُ	بِمُسْتَيْقِنِينَ ۝٣٢
না	আমরা ধারণা করি	এ ব্যতীত	(সাধারণ) ধারণা মাত্র	এবং	নই	আমরা	দৃঢ়বিশ্বাসী

৩০. অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল ও নেক আমল করতেছিল তাদেরকে তাদের রব নিজ রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। আর এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

৩১. আর যারা কুফরী করেছিল, (তাদেরকে বলা হবে) 'আমার আয়াত সমূহ কি তোমাদের শুনানো হত না? কিন্তু তোমরা অংহকার করেছ, আর অপরাধী লোক হয়েছিলে'।

৩২. আর যখন বলা হতঃ 'আল্লাহর ওয়াদা 'সত্য' আর কেয়ামত আসার কোনই সন্দেহ নেই' তখন তোমরা বলতেছিলে, 'কেয়ামত কি তা আমরা জানি না। আমরা তো শুধু একটা ধারণা মাত্র রাখি বিশ্বাস আমাদের নেই'।

وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا

এবং · প্রকাশ হবে · তাদের কাছে · মন্দ কাজগুলো · যা কিছু · তারা করেছিল · এবং · পরিবেষ্টন করবে · তাদেরকে · যা

كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ قِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ

তারাছিল · সে সম্বন্ধে · বিদ্রূপ করত · এবং · বলা হবে · আজ · তোমাদেরকে ভুলে যাব আমরা

كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَ مَاْوٰكُمُ النَّارُ

যেমন · তোমরা ভুলে গিয়েছিলে · সাক্ষাতকে · তোমাদের দিনের · এই · এবং · তোমাদের আশ্রয়স্থল · দোযখ

وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ

এবং · নাই · তোমাদের জন্যে · কেউ · সাহায্যকারীদের · এটা · একারণে যে · তোমরা গ্রহণ করেছিলে

اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ع

নিদর্শনাবলীকে · আল্লাহর · বিদ্রূপরূপে · ও · তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছিল · জীবন · দুনিয়ার

فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

সুতরাং · আজ · না · তাদের বেরকরা হবে · তা থেকে · এবং · না · তাদেরকে · সন্তুষ্টি লাভের সুযোগদেওয়া হবে

৩৩. তখন তাদের সামনে তাদের আমলের দোষ-ত্রুটিগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর তারা সেই জিনিষ দিয়ে পরিবেষ্টিত হবে যা সম্বন্ধে তারা ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করতেছিল।

৩৪. আর তাদেরকে বলা হবে যে, আজ আমরাও ঠিক সে ভাবেই তোমাদেরকে ভুলে যাব যেমন করে তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎ হওয়াকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা এখন জাহান্নাম; তোমাদের সাহায্যকারীও কেউ নেই।

৩৫. তোমাদের এই পরিণাম এ জন্যে হল যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের জিনিষ বানিয়ে নিয়েছিলে। আর দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে বড় ধোকায় ফেলে রেখেছিল। কাজেই আজ না তাদেরকে দোজখ হতে বের করা হবে, না তাদেরকে বলা হবে যে, ক্ষমা চেয়ে নিজ খোদাকে রাজী করিয়ে নাও [৪]।

৪। এই শেষ বাক্যাংশ এই ধরনে বলা হয়েছেঃ যেমন কোন মনিব নিজের কিছু খাদেমদেরকে ধমক দেওয়ার পর অন্যকে উদ্দেশ্য করে বলে-"আচ্ছা, এখন এই অপদার্থদের জন্যে শাস্তি হচ্ছে এই"।

৩৬. অতএব প্রশংসা আল্লাহর জন্যেই যিনি যমীন ও আসমান সমূহের মালিক ও সমগ্র জগৎবাসীদের পরওয়ারদিগার।
৩৭. যমীন ও আসমান সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য তাঁরই জন্যে, তিনিই মহা পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী।

সূরা আল-আহকাফ

নামকরণঃ এই সূরার ২১ নম্বর আয়াতের বাক্য اذا نذر قومه بالاحقاف হতে এর নাম গৃহিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরার ২৯-৩২ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। তার ভিত্তিতেই এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কালের কথা জানতে পারা যায়। এতে জ্বিনদের আগমন ও কুরআন শুনে চলে যাওয়ার যে ঘটনাটির উল্লেখ হয়েছে, হাদীস ও ঐতিহাসিক বর্ণনার দৃষ্টিতে তা সংঘটিত হয়েছিল তখন যখন নবী করীম (সঃ) তায়েফ হতে মক্কা শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনানুযায়ী হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে নবী করীম (সঃ) তায়েফ যাত্রা করেছিলেন। এ দৃষ্টিতে এ কথা নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি নবুয়্যতের ১০ম বছরের শেষ কিংবা ১১শ বছরের শুরুতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ নবুয়্যতের ১০ম বছরটি নবী করীম (সঃ)-এর জীবনে অত্যন্ত কষ্টের বছর ছিল। কুরাইশের সব কটি গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে বনু হাশেম ও মুসলমানদের সঙ্গে ক্রমাগত তিন বছর যাবৎ বয়কট নীতি গ্রহণ করেছিল। এই সময় নবী করীম (সঃ) তাঁর বংশ-পরিবার ও সংগী-সাথী সহ আবু তালেব মহল্লায় অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন*। কুরাইশের লোকেরা চারদিক হতে এই মহল্লাটিকে পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ফলে এ বেষ্টনী অতিক্রম করে কোন খাদ্য রসদ ভিতরে পৌছতে পারত না। কেবলমাত্র হজ্জের সময় এ অবরুদ্ধ লোকেরা বাইরে এসে কিছু খরীদ্দারী করতে পারত। কিন্তু আবু লাহাব যখন তাদের মধ্যে কাকেও বাজার কিংবা কোন ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে যেতে দেখতে পেত, তখনই ব্যবসায়ীদেরকে ডেকে বলে দিত, এ লোক যা কিছু ক্রয় করতে চাইবে তার দাম এত বেশী দাবী করবে, যেন তা ক্রয় করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে যায়। পরে সে জিনিস তোমাদের নিকট হতে আমি কিনে নেব। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হতে দেব না। ক্রমাগত তিন বছর কাল পর্যন্ত অব্যহতভাবে চলা এ 'বয়কট আচরণ' মুসলমান ও বনু হাশেমের মেরুদন্ড একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছিল। এ সময় তাদেরকে এমন মারাত্মক অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে, ঘাস ও গাছের পাতা খাওয়াও তাদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহর অনুগ্রহে যে বছর এ বয়কট শেষ হয়, সে বছরই নবী করীম (সঃ)-এর চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। যেহেতু দশ বছরকাল ধরে এ আবু তালেবই ছিলেন নবী করীম (সঃ)-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিরক্ষার ঢাল, এ কারণে তার এ আকস্মিক মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ দুর্ঘটনার পর এক মাসকালও অতিবাহিত হয়ে যায় নি, এরই মধ্যে নবী করীম(সঃ)-এর জীবন-সঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রাঃ)-রও ইন্তেকাল হয়ে গেল। নবুয়্যতের সূচনাকাল হতেই এ সময় পর্যন্ত হযরত খাদীজা (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর জন্য সান্ত্বনা ও সাশ্রয়ের অতিবড় অবলম্বন হয়েছিলেন। এই পর-পর সংঘটিত দুঃখ ও কষ্টের ঘটনাবলীর দরুন নবী করীম (সঃ) এ বছরটিকে 'দুঃখের বৎসর' নামে অভিহিত করেছেন। হযরত খাদীজা

*'শিয়াবে আবু তালেব' মক্কার একটা মহল্লার নাম। বনু হাশেম গোত্র এখানে বসবাস করতো। 'শিয়াব' অর্থ ঘাঁটি, এ মহল্লাটি যেহেতু আবু কুরাইশ পর্বতের একটা ঘাঁটিতে অবস্থিত ছিল এবং আবু তালেব ছিলেন বনু হাশেম গোত্রের সরদার, এ কারণে তাকে 'শিয়াবে আবু তালেব' বলা হত। স্থানীয় বর্ণনানুযায়ী নবী করীম (সঃ)-এর জন্মস্থান নামে মক্কার যে স্থানটি পরিচিত এ ঘাঁটিটি তারই নিকটে অবস্থিত। বর্তমানে তাকে 'শিয়াবে আলী' 'শিয়াবে বনু হাসেম' বলা হয়।

(রাঃ) ও আবু তালেবের ইন্তেকালের পর মক্কার কাফের সমাজ নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধতা ও শত্রুতায় অত্যধিক সাহসী হয়ে পড়ে তাদের শত্রতামূলক কার্যক্রম পূর্ব হতেও অনেক বেশী তীব্র ও ব্যাপক হয়ে পড়ে। এমনকি নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষে ঘর হতে বের হওয়াও এ সময় অতিশয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ কালে সংঘটিত একটা ঘটনা ঐতিহাসিক ইব্‌নে হিশাম উল্লেখ করেছেন– কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি প্রকাশ্য বাজারে নবী করীম (সঃ)-এর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) তায়েফ যাত্রার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বনু সকীফ গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না-ও করে, তবুও অন্ততঃ তাদের নিকট নির্বিঘ্নে থেকে দ্বীন প্রচারের কাজ করবার সুযোগ করে দিতে তারা রাজি হবে বলে তিনি আশা করছিলেন। এ সময় এই তায়েফ যাত্রার উপযোগী কোন যানবাহনও তিনি পাননি। মক্কা হতে তায়েফ পর্যন্ত দীর্ঘপথ তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করলেন। কোন কোন বর্ণনানুযায়ী তিনি একাকীই এ সফরে গিয়েছিলেন। আর কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, কেবলমাত্র হযরত যায়দ ইব্‌নে হারেসা (রাঃ) তাঁর সংগে গিয়েছিলেন। তায়েফ পৌঁছিয়ে নবী করীম (সঃ) কিছুদিন অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি সকীফ গোত্রের সরদার ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের এক-একজনের নিকট উপস্থিত হয়ে কথাবার্তা বলেছেন এবং ইসলামের দাওআত পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই তাঁর কথার প্রতি একবিন্দু কর্ণপাত করেনি। শুধু তাই নয় তারা নবী করীম (সঃ)-কে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিল ও তায়েফ ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিল। কেননা তাঁর প্রচারকার্যের ফলে তাদের সমাজের যুবকদের গোমরাহ্ (?) হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি তায়েফ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তিনি যখন তায়েফ হতে চলে যেতে লাগলেন, তখন সকীফ সরদাররা তাদের গুন্ডাশ্রেণীর লোকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিল। তারা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর প্রতি অপমান-সূচক বিকট শব্দ করছিল, গালাগালি করছিল এবং পাথরও নিক্ষেপ করছিল। এর ফলে তাঁর দেহ আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। দেহ হতে প্রবাহিত রক্তে তাঁর পায়ের জুতাও ডুবে গেল। এরূপ অবস্থায় তিনি তায়েফের বাইরে একটা বাগানের প্রাচীরের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহর নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করলেনঃ

"হে আমার খোদা! আমি তোমারই নিকট আমার অসহায়ত্ব, নিরুপায়তা এবং আমার প্রতি লোকদের অসম্মান ও অপমানের অভিযোগ পেশ করছি। হে দয়াময়, করুণা নিধান! তুমি তো সকল দুর্বল লোকদের খোদা। আমার খোদাও একমাত্র তুমিই। তুমি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করছো? এমন লোকদের নিকট আমাকে ন্যস্ত করছো যারা আমার সঙ্গে নির্মম-কঠোর ও রূঢ় আচরণ করবে? কিংবা কোন শত্রুর হাতে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, যে আমাকে পরাস্ত করে রাখবে? হে খোদা! তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে থাক তা হলে আমি কোন বিপদকেই ভয় করি না! তোমার নিকট হতে আমি যদি নিরাপত্তা লাভ করি, তা হলে আমি অধিক প্রশস্ততা লাভ করতে পারব। আমি তোমার নিকট সেই নূর-এর আশ্রয় চাচ্ছি যা অন্ধকারে আলো দেবে এবং ইহকাল ও পরকালের সব ব্যাপার সঠিক করে দেবে। আমার উপর তোমার গযব হওয়া হতে আমাকে তুমি রক্ষা কর। আমি যেন তোমার রোষ-অসন্তোষের পাত্র না হয়ে পড়ি। তোমার সন্তোষেই আমি সন্তুষ্ট, তুমি যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক। তোমাকে ছাড়া কোথাও শক্তি বা বল বলতে কিছুই নেই"(ইব্‌নে হিশাম, ২য় খন্ড, ৬২পৃঃ)।

নবী করীম (সঃ) তায়েফ হতে খুবই মর্মাহিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় মক্কায় ফিরে আসলেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি যখন 'কারনুল-মানাযিল' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন তখন দেখা গেল, আকাশে যেন এক খন্ড মেঘ জমেছে। তিনি দৃষ্টি তুলে তাকাতেই দেখতে পেলেন জিবরাঈল (আঃ) সম্মুখে উপস্থিত। তিনি ডেকে বললেনঃ 'আপনার লোকেরা আপনার দ্বীনের দা'ওআতের জবাবে যা কিছু বলেছে আল্লাহতা'আলা তা শুনতে পেয়েছেন। পর্বতসমূহের ব্যবস্থাকারী ফেরেশতাকে তিনি আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনি তাকে যে নির্দেশ চান দিতে পারেন'। অতঃপর পর্বতসমূহের ফেরেশতা তাঁকে সালাম করে বললোঃ 'আপনি হুকুম করলে দু'দিকের

পাহাড়গুলো এ লোকদের উপর ফেলে এদেরকে নিষ্পেষিত করে দিব'। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ 'না, আমি তো বরং এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহতা'আলা এ লোকদের বংশে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা এক লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগী কবুল করবে'। (বোখারী, মুসলিম,নাসায়ী)।

এর পর নীব করীম (সঃ) 'নাখলা' নামক স্থানে গমন করে তথায় কিছুদিন অবস্থান করলেন। এখন মক্কায় কি করে ফিরে যাবেন তাই ছিল এ সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ও ভাবনা। কেননা তায়েফে যা কিছু ঘটেছে তার সংবাদ তো ইতিপূর্বেই মক্কায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর পর মক্কার কাফেররা আরও অনেক বেশী দুঃসাহসী হয়ে পড়বে। এ সময়ের মধ্যে কোন এক রাত্রিবেলা নবী করীম (সঃ) নামাযে কুরআন মজীদ পাঠ করছিলেন। এ সময় জ্বিনদের একটা দল এ দিক হতে চলে যাচ্ছিল। তারা কুরআন শুনতে পেল, ঈমান আনলো এবং ফিরে গিয়ে নিজেদের জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করে দিল। আল্লাহতা'আলা তাঁর নবীকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। বললেন, মানুষ আপনার দা'ওআত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও অসংখ্য জ্বিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তারা তা নিজেদের মধ্যে প্রচার করছে।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এরূপ অবস্থা ও প্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়। এক দিকে এ সূরার নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা এবং অপর দিকে এই গোটা সূরাটি সামনে রেখে গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকবে না যে, এ কুরআন বস্তুতঃই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিজের কালাম নয়। এর অবতরণ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে হয়েছে। কেন না পূর্ব বর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে সব মানবীয় হৃদয়াবেগ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে এ সূরার শূরু হতে শেষ পর্যন্ত কোথাও তার এক বিন্দুও পরিলক্ষিত হয় না। এ যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কালাম হ'ত তা হলে এ সময় রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন তার কিছু-না-কিছু প্রতিফলন এ সূরাটিতে অবশ্যই লক্ষ্য করা যেত। কেননা এ সময় বিপদের পর বিপদ ও দুঃখের ওপর দুঃখের কঠিন আঘাত এসে রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়-মনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। তায়েফের হৃদয় বিদারক ও দুঃসহ ঘটনাটি কয়েকদিন পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত প্রার্থনা-বাণীটি স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত ফরিয়াদ। তার প্রতিটি শব্দে তীব্র তীক্ষ্ণ অভিযোগ প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময় ও সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হওয়া এ সূরাটি স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-এর মুখে উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে এ ভাবধারার বিন্দুমাত্র প্রভাবও দেখা যাবে না।

কাফেররা তখন যে সব বিভ্রান্তি ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল তার ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। তারা তীব্র অহংকার ও বড়ত্ব বোধের পৌনপুনিকতা সহকারে সে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর উপর শক্ত আসন গড়ে বসেছিল। তারা এ বিভ্রান্তি ও গোমরাহী হতে মুক্ত হতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। যিনি তাদেরকে এ গোমরাহী হতে মুক্ত করতে প্রানপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তারা বরং তাঁকেই তীব্র তিরস্কার, নির্যাতন ও শত্রুতার শিকার বানিয়ে নিয়েছিল। এ দুনিয়াকে তারা একটা উদ্দেশ্যহীন খেলনা মনে করে নিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে এ দুনিয়ায় দায়িত্বহীন মনে করতো, কারও নিকট জবাবদিহি করতে হবে, এমন কোন চিন্তাই তাদের ছিল না। তাদের মতে আল্লাহর তওহীদ- তথা একত্ব ও একত্বের প্রতি ঈমান আনার দা'ওআত ছিল অযৌক্তিক। তাদের মেনে নেয়া প্রভুগণকে তারা মনে করতো মহান আল্লাহর সাথে বাস্তবিকই অংশীদার। কুরআন মজীদ মহান আল্লাহর কালাম এ কথা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। 'রিসালাত' সম্পর্কে তাদের মনে একটা আশ্চর্য ধরনের জাহেলী ধারণা বর্তমান ছিল। নবী করীম (সঃ)-এর রসূল হওয়ার দাবীকে যাচাই করার জন্যে তারা নানা ধরনের মানদন্ড উপস্থাপিত করছিল। ইসলাম সত্য দ্বীন নয় বলে তারা মনে করতো। তাদের বড় বড় পীর, গোত্রপতি ও তাদের জাতির এক শ্রেনীর বুদ্ধিজীবীরা তা মানে না; বরং তাদের

স্থলে মুষ্টিমেয় যুবক, অতি অল্প সংখ্যক দরিদ্র বা দাস শ্রেণীর লোকেরাই কেবল তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, এটাই ছিল তাদের মতের সমর্থনে বড় প্রমাণ। কিয়ামত, মৃত্যুর পর জীবন, প্রতিফল ইত্যাদি বিষয় গুলিকে তারা মনগড়া গল্প-কাহিনী মনে করতো। এ সব ঘটনা কোনদিনও সংঘটিত হবে তা তারা আদৌ বিশ্বাস করতো না।
আলোচ্য সূরাটিতে এসব গোমরাহীর এক একটির প্রতিবাদ করা হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে। সে সংগে কাফের সমাজকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে প্রকৃত মহাসত্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করার পরিবর্তে তোমরা যদি হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতা সহকারে কুরআনের দা'ওআত ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর রিসালাতকে অগ্রাহ্য ও অমান্য কর তা হলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ করে বসবে এবং সেই মারাত্মক পরিণতি হতে তোমরা কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পেতে পারবে না।

আরবী	অর্থ
حٰمٓ ۝١	হা মী-ম
تَنْزِيْلُ	অবতীর্ণ করা
الْكِتٰبِ	এই কিতাব
مِنَ	পক্ষহতে
اللّٰهِ	আল্লাহর
الْعَزِيْزِ	(যিনি) পরাক্রমশালী
الْحَكِيْمِ ۝٢	মহাবিজ্ঞ
مَا	না
خَلَقْنَا	আমরা সৃষ্টি করেছি
السَّمٰوٰتِ	আসমানসমূহকে
وَ	আর (না)
الْاَرْضَ	পৃথিবীকে
وَ	এবং
مَا	যা কিছু (আছে)
بَيْنَهُمَآ	উভয়ের মাঝে
اِلَّا	ব্যতীত
بِالْحَقِّ	যথাযথভাবে
وَ	এবং
اَجَلٍ	একটাসময়ের (জন্যে)
مُّسَمًّى ؕ	নির্দিষ্ট
وَ	কিন্তু
الَّذِيْنَ	যারা
كَفَرُوْا	অস্বীকার করেছে
عَمَّآ	সে সম্পর্কে যার
اُنْذِرُوْا	সতর্ক করা হয়েছে
مُعْرِضُوْنَ ۝٣	(তাহতে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

রুকূঃ১

১. হা-মীম।
২. এই কিতাবের অবতরণ হয়েছে মহা পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে।
৩. আমরা পৃথিবী ও আকাশ মন্ডল এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা সবই সত্যতাসহ ও একটি বিশেষ সময়ের নির্ধারণ সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এই কাফের লোকেরা সেই মহাসত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

قُلْ	أَرَءَيْتُمْ	مَّا	تَدْعُونَ
(হেনবী) বল	তোমরা কি (ভেবে)দেখেছ	যাদেরকে	তোমরা ডাক

مِن دُونِ	اللَّهِ	أَرُونِي	مَاذَا	خَلَقُوا	مِنَ	الْأَرْضِ
ছাড়া	আল্লাহকে (তারা কারা?)	আমাকে দেখাও	কি	তারা সৃষ্টি করেছে	মধ্যহতে	পৃথিবীর

أَمْ	لَهُمْ	شِرْكٌ	فِي	السَّمَٰوَاتِ	ائْتُونِي	بِكِتَابٍ مِّن
অথবা কি	তাদেরজন্যে আছে	কোন অংশী দারিত্ব	মধ্যে	আকাশসমূহের	আমার কাছে আন	কোন গ্রন্থ (এর সমর্থনে)

قَبْلِ	هَٰذَا	أَوْ	أَثَارَةٍ	مِّنْ عِلْمٍ	إِن	كُنتُمْ	صَادِقِينَ ④
পূর্বের	এর	অথবা	অবশিষ্ট	কোনজ্ঞান	যদি	তোমরা হও	সত্যবাদী

وَ	مَنْ	أَضَلُّ	مِمَّن	يَدْعُوا	مِن دُونِ	اللَّهِ	مَن
এবং	কে	অধিকবিভ্রান্ত (হতেপারে)	তারচেয়ে যে	ডাকে	ছাড়া	আল্লাহ	(এমনসত্তাকে) যা

لَّا	يَسْتَجِيبُ	لَهُ	إِلَىٰ	يَوْمِ	الْقِيَامَةِ	وَ	هُمْ	عَن
না	জওয়াব দিতে পারবে	তাকে	পর্যন্ত	দিন	কিয়ামতের	এবং	তারা	সম্বন্ধে

دُعَائِهِمْ	غَافِلُونَ ⑤	وَ	إِذَا	حُشِرَ	النَّاسُ	كَانُوا	لَهُمْ	أَعْدَاءً
তাদেরডাক	অনবহিত	এবং	যখন	একত্রিত করাহবে	সব মানুষকে	তারা হবে	তাদের জন্যে	শত্রু

৪. হে নবী! তাদেরকে বল, তোমরা কি কখনও চোখ মেলে দেখেছ যে, তোমরা এক খোদাকে বাদ দিয়ে যে সব দেব-দেবীকে ডাক, আসলে তারা কারা? আমাকে খানিকটা দেখাওনা পৃথিবীতে তারা কি সৃষ্টি করেছে; কিংবা আকাশ মন্ডলের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কি অংশ রয়েছে? এর পূর্বে আসা কোন কিতাব কিংবা জ্ঞানের কোন অবশিষ্ট (এ সব বিশ্বাসের সমর্থনে) তোমাদের নিকট থাকলে তা নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৫. সে লোকের তুলনায় অধিক বিভ্রান্ত আর কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কেয়ামত পর্যন্তও তাকে জওয়াব দিতে পারে না [১] ? তারা বরং এ লোকদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও অনবহিত।

৬. আর যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন তারা যাদেরকে ডেকেছিল তাদের শত্রু হবে

১। জওয়াব দেওয়ার অর্থ–কারুর আবেদনে ফয়সালা দান করা। অর্থাৎ এই উপাস্যদের সে ক্ষমতাই নেই যার ভিত্তিতে তারা এদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদনের উপর কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারে।

এবং তাদের ইবাদতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করবে[২]।

৭. আমাদের স্পষ্ট-অকাট্য আয়াত সমূহ যখন এই লোকদেরকে শুনানো হয় এবং প্রকৃত মহাসত্য তাদের সামনে যখন পরিস্কার হয়ে পড়ে, তখন এই কাফেররা এ সম্পর্কে বলে যে এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।

৮. তারা কি বলতে চায় যে, রসূল এটা নিজেই রচনা করে নিয়েছে? তাদেরকে বলঃ 'আমি যদি তা নিজে রচনা করে থাকি তাহলে খোদার পাকড়াও হতে তোমরা আমাকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যে সব কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে বেড়াচ্ছ, আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষ্য দানের জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং দয়াবান[৩]।

২। অর্থাৎ তারা পরিস্কার রূপে বলে দেবে-"আমরা কখনও তাদের এ কথা বলিনি যে- তোমরা সাহায্যের জন্য আমাদের প্রতি আহবান ও প্রার্থনা করতে থাক, আমরা তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী"। আর আমরা একথা জানিও না যে- এরা আমাদের কাছে প্রার্থনা জানাতো। তারা নিজেরাই অনুমান করে নিয়েছিল যে- আমরা তাদের অভাব পূরণকারী আর তারপর তারা নিজেরাই আমাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে আরম্ভ করেছিল"।

৩। এখানে এ বাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ পায়- প্রথম অর্থঃ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতা'আলার দয়া ও তাঁর ক্ষমাগুণের জন্যই এসব লোক যারা খোদার কালামের প্রতি মিথ্যারোপ করতে এতটুকুও সংকোচ বোধ করে না, পৃথিবীতে শ্বাস গ্রহণের অবকাশ পাচ্ছে; নচেৎ যদি কোন নির্দয় ও কঠোর খোদা এই বিশ্বের মালিক হতেন, তবে এরূপ দুঃসাহসীদের ভাগ্যে একটি শ্বাস গ্রহণের পর দ্বিতীয় শ্বাসটি গ্রহণের অবকাশই মিলতো না। এই বাক্যাংশের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হচ্ছেঃ যালেমগণ! এখনও এই হঠকারিতা থেকে বিরত হও, তাহলে আল্লাহতা'আলার করুনার দুয়ার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছো তা মাফ হতে পারে।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَآ أَدْرِى مَا
বল নই আমি (কোন রসূল) অভিনব মধ্যহতে রসূলদের এবং না জানি আমি কি

يُفْعَلُ بِى وَ لَا بِكُمْ ؕ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى
(আচারণ) করাহবে আমার সাথে আর না তোমাদের সাথে না এব্যতীত আমি অনুসরণ করি যা ওহী করাহয়

إِلَىَّ وَ مَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ
আমার প্রতি এবং নই আমি (আরকিছু) এব্যতীত একজন সতর্ককারী সুস্পষ্ট বল তুমি (ভেবে) দেখেছকি যদি

كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ
হয় (এটা) হতে নিকট আল্লাহর আর তা তোমরাঅস্বীকারকরছ (তবে কি পরিণতি হবে) এবং সাক্ষ্য দিয়েছে একজন সাক্ষী

مِّنْ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهٖ فَـَٔامَنَ وَ
মধ্যহতে বনী ইসরাঈলের উপর এ ধরণের (কালামের) এরপরে সে ঈমান আনল অথচ

اسْتَكْبَرْتُمْ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ⑩
তোমরা অহংকার করলে নিশ্চয় আল্লাহ না হেদায়াতদেন (এমন) লোকদেরকে (যারা) যালিম

ع

৯. এই লোকদের বলঃ 'আমি কোন অভিনব রসূলতো নই[৪]। আমি জানিনা কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে, আর আমার প্রতিই বা কি করা হবে। আমি তো শুধু সেই অহী অনুসরণ করে চলেছি যা আমার নিকট প্রেরণ করা হয়। আর আমি সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নই'।

১০. হে নবী তাদের বল ঃ 'তোমরা কখনও চিন্তা করে দেখেছ কি যে, এই কালাম যদি আল্লাহর নিকট হতেই এসে থাকে, আর তোমরা তাকে অমান্য-অগ্রাহ্য করে বস (তা হলে তোমাদের পরিণতি কি হবে)?' এ ধরণেরই এক কালামের সত্যতা সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে। সে ঈমান আনল, আর তোমরা তোমাদের অহংকারের মধ্যে ডুবে থাকলে[৫]! এ ধরণের যালেম লোকদেরকে আল্লাহ কখনও হেদায়াত করেন না।

৪। অর্থাৎ প্রথমে যেমন সকল রসূল মানুষই হতেন এবং খোদায়ী গুন ও ক্ষমতায় যেমন তাঁদের কোন অংশ ছিলনা আমিও একজন সেই প্রকারের রসূল।

৫। এখানে সাক্ষীর অর্থ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়; বরং বনীইসরাঈলের একজন সাধারণ ব্যক্তি। আল্লাহর এরশাদের অর্থ হচ্ছে– কুরআন মজীদ তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা এমন কোন অপরিচিত অদ্ভুত জিনিস নয় যা এই প্রথম বার দুনিয়াতে তোমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে– যে জন্যে তোমরা এ ওযর করতে পার যে– "আমরা এরূপ অদ্ভুত কথা কেমন করে মেনে নিতে পারি যা মানব জাতির সামনে পূর্বে কখনো পেশ করা হয়নি"। ইতিপূর্বে তওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবও অনুরূপ শিক্ষা নিয়ে এসেছে এবং একজন সাধারণ লোকও তা মেনে নিয়েছে।
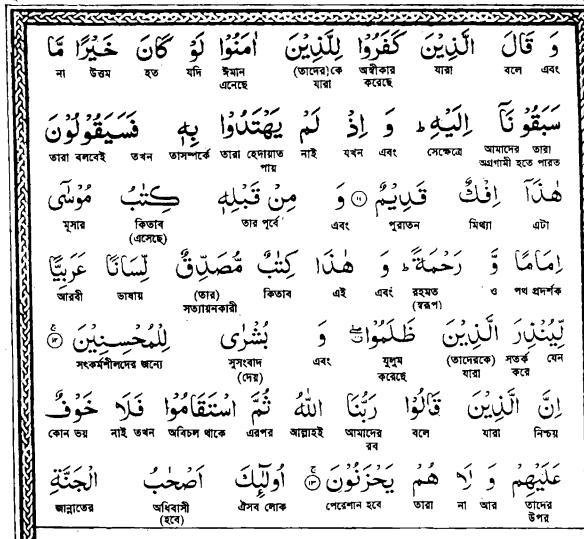
রুকূঃ২

১১. যে সব লোক মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা ঈমান গ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলে যে, এই কিতাব মেনে নেয়া যদি কোন ভাল কাজ হত তা হলে এই লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হতে পারত না[৬]। এরা যেহেতু তা থেকে হেদায়াত পায় নি, সে কারণে এরা অবশ্য বলবে যে এটাতো সেই পুরানো মিথ্যা।

১২. অথচ ইতিপূর্বে মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত হয়ে এসেছিল। আর এই কিতাব তার সত্যতা নিরূপনকারী আরবী ভাষায় এসেছে, যেন যালেম লোকদের সতর্ক করে দিতে পারে এবং নেক্ আচরণ অবলম্বনকারীদের দিতে পারে সুসংবাদ।

১৩. নিঃসন্দেহে যারা বলেছে 'আল্লাহ-ই আমাদের রব'; পরে তার উপরে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়েছে তাদের জন্যে কোন ভয় নেই, না তারা চিন্তা-ভারাক্রান্ত হবে। ১৪. এই ধরণের সব লোকই জান্নাতে যাবে।

৬। তাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ গুটি কয়েক নির্বোধ লোক এই কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে। নচেৎ এ যদি কোন উত্তম কাজ হতো ,তবে আমাদের মত বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে কেমন করে পশ্চাতে পড়ে থাকতে পারতাম।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ وَ

তারা চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | পুরস্কার | বিনিময়ে যা | তারা কাজকরতেছিল | এবং

وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۭ حَمَلَتْهُ

আমরা নির্দেশ দিয়েছি | মানুষকে | তার পিতামাতার সাথে | নেক আচরণের | তাকে গর্ভেধারণ করেছে

اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ

তার মা | কষ্টকরে | ও | তাকে প্রসব করেছে | কষ্টে | এবং | তার গর্ভধারণ | ও | তার স্তন্যছাড়াতে (লেগেছে)

ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ

ত্রিশ | মাস | এমনকি | যখন | সেপৌঁছে | তারপূর্ণশক্তিতে | ও | পৌঁছে (বয়স) | চল্লিশ

سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ

বছরে | সেবলে | হে আমার রব | আমাকে তৌফিক দাও | যেন | শোকরকরি আমি | তোমারনিয়ামতের | যা

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا

তুমি নিয়ামত দান করেছ | আমার উপর | ও | উপর | আমারপিতা-মাতার | এবং | যেন | কাজকরি আমি | নেক

تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ

যাতে খুশীহও তুমি | এবং | নেকবানাও | আমার জন্যে | আমার সন্তানদেরকে | আমি নিশ্চয় | তওবাকরছি

اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٥﴾

তোমার কাছে | এবং | আমি নিশ্চয় | অন্তর্ভূক্ত | আত্মসমর্পনকারীদের

যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের সে সব আমলের বিনিময়ে যা তারা করতেছিল।

১৫. আমরা মানুষকে পথ নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক্ আচরণ করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে রেখেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণে ও দুধ পান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে যখন নিজ পূর্ণ শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বছরের হয়ে গেল, তখন সে বললঃ 'হে আমার খোদা! তুমি আমাকে তওফিক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ এবং যেন এমন নেক্ আমল করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানকেও নেক বানিয়ে আমাকে শান্তি-সুখ দাও। আমি তোমার সামনে তওবা করছি এবং আমি অনুগত-অবনত (মুসলিম) বান্দাদের মধ্যে শামিল আছি'।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ

ঐসব লোক (তারাই) যাদের গ্রহণকরি আমরা তাদের থেকে সর্বোত্তম যা তারা কাজ করেছে এবং মার্জনাকরি আমরা

عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي

তাদের মন্দকাজ গুলোকে হতে অধিবাসীদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি সত্য যা

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا

তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং যে বলে তার পিতামাতাকে উহ (আফসোস) তোমাদের দুজনের জন্যে

أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে পুনরুত্থিত হব আমি অথচ নিশ্চয় অতীত হয়েছে বহু বংশ আমার পূর্বে

وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

এবং তারাদুজন ফরিয়াদকরে আল্লাহরকাছে (এবং বলে) তোমার জন্যে দুর্ভোগ ঈমানআন নিশ্চয় ওয়াদা আল্লাহর

حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

সত্য অতঃপর সেবলে নয় এটা এ ব্যতীত উপকথা সমূহ পুরাতনকালের লোকদের

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ

ঐসব লোক তারাই সত্যহয়েছে যাদেরউপর (আল্লাহর) বাণী (তারাহবে) শামিল (শাস্তিপ্রাপ্ত) সম্প্রদায়গুলোর (যারা) অতীত হয়েছে

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

তাদেরপূর্বে মধ্যহতে জ্বিন ও মানুষের তারা নিশ্চয় তারাছিল ক্ষতিগ্রস্থ

১৬. এ ধরণের লোকদের নিকট হতে আমরা তাদের সর্বোত্তম আমল সমূহ গ্রহণ করি, আর তাদের অন্যায় ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেই। তারা জান্নাতি লোকদের মধ্যে শামিল হবে, সেই সত্য ওয়াদা অনুযায়ী যা তাদের প্রতি করা হয়েছিল।

১৭. আর যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বললঃ 'উঃ, তোমরা দুজন জ্বালায়ে মারলে। তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাও যে, আমি মরার পর আবার কবর হতে বের হব? অথচ আমার পূর্বে বহু বংশ অতীত হয়ে গেছে (তাদের মধ্য হতে তো কেউ উঠে আসল না)'। মাতা এবং পিতা আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলেঃ 'ওরে হতভাগা! ঈমান আন, আল্লাহর ওয়াদা তো সত্য'। কিন্তু সে বলেঃ 'এ সব তো পুরানোকালের বার বার বলা গল্প-কাহিনী'।

১৮. এরা সেই লোক যাদের উপর আযাব হবার ফয়সালা হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষের যে গোষ্ঠি (এই চরিত্রের) অতীত হয়েছে তারাও এদের মধ্যে শামীল হবে। নিঃসন্দেহে এ লোকেরা বিরাট ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৯. উভয় গোষ্ঠির মধ্য হতে প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী নিরূপিত হবে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। তাদের উপর কখনই যুল্‌ম করা হবে না।

২০. পরে এই কাফেরদেরকে যখন আগুনের মুখে এনে দাঁড় করে দেয়া হবে তখন তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমরা তোমাদের অংশের নিয়ামত সমূহ নিজেদের বৈষয়িক জীবনেই নিঃশেষ করেছ, তার স্বাদ তোমরা গ্রহণ করেছ। এখন তোমরা পৃথিবীতে কোন অধিকার ছাড়াই যে অহংকার করতেছিলে, আর যে সব নাফরমানী তোমরা করেছ, তার প্রতিফল হিসেবে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে'।

রুকুঃ৩

২১. এই 'লোকদেরকে' 'আদ-এর ভাই (হূদ)-এর কাহিনী খানিকটা শুনাও।

إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ
যখন | সে সতর্ক করেছিল | তারজাতিকে | আহকাফ (উপত্যকায়) | এবং | নিশ্চয় | অতীত হয়েছে

النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا
সতর্ককারীরা | তার আগেও | এবং | তার পরেও (এই বলে) | যে | না | তোমরাএবাদতকরো (অন্যকারো)

إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾
ব্যতীত | আল্লাহ | আমি নিশ্চয় | ভয়করি | তোমাদের উপর | শাস্তির | (এমন এক) দিনের | (যা) বড় কঠিন

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
তারা বলেছিল | আমাদের কাছেতুমি এসেছকি | যেন | আমাদেরকে ফিরাবেতুমি | হতে | আমাদেরউপাস্য গুলো | আমাদের কাছে আন তাহলে | ঐবিষয় যার | আমাদেরকে ভয়দেখাচ্ছ

إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ
যদি | তুমিহও | অন্তর্ভুক্ত | সত্যবাদীদের | সে বলল | প্রকৃতপক্ষে | এজ্ঞান (আছে) | (শুধুমাত্র) নিকট

اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا
আল্লাহরই | এবং | তোমাদের পৌঁছাইআমি | সেই (পয়গাম) | আমি প্রেরিত হয়েছি | যাদিয়ে | আমি কিন্তু | তোমাদেরকে দেখছি | (এমন) লোক

تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ
(যারা) মূর্খতা করছ | অতঃপর | যখন | তারা দেখল | তা | মেঘমালারূপে | অগ্রসরমান | তাদের উপত্যকা গুলোর(দিকে)

যখন সে আহকাফ-এ নিজ জাতির লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করেছিল– এ রকম সাবধান সতর্ককারী লোক এর পূর্বেও এসেছিল এবং এর পরও এসেছে – যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কারও বন্দেগী করবে না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা বোধ করছি'।

২২. লোকেরা বলেছিলঃ 'তুমি কি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে আমাদের মা'বুদের প্রতি বিদ্রোহী ও অনমনীয় বানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ? ঠিক আছে, তুমি তোমার সেই আযাবটাই নিয়ে এস যার কথা বলে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, তুমি যদি বাস্তবিক সত্যবাদী হয়ে থাক'।

২৩. সে বলল, 'এ বিষয়ের জ্ঞানতো আল্লাহরই রয়েছে[৭]! আমি তো তোমাদের নিকট শুধু সেই পয়গামই পৌছে দিচ্ছি, যা সহ আমাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা মুর্খতামূলক আচরণ করছ'।

২৪. পরে তারা যখন সে আযাবকে নিজেদের উপত্যাকার দিকে আসতে দেখল

৭। অর্থাৎ তোমাদের উপর কখন আযাব পাঠানো হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হবে এই কথার জ্ঞান।

قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَاؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖؕ
তারা বলল | এটা | মেঘমালা | আমাদেরকে বৃষ্টিদেবে | না বরং | সেই (জিনিষ) | যা | তোমরা তাড়াহুড়া করতেছিলে | তার

رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ
(এটা) ঝড়োবাতাস | তারমধ্যে আছে | শাস্তি | বড়যন্ত্রনাদায়ক | ধ্বংস করেদেবে | প্রত্যেক | জিনিষকে | নির্দেশে

رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّاۤ مَسٰكِنُهُمْؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى
তার রবের | তারা হয়েগেল তখন (এমন যে) | না | দেখাযাচ্ছিল (আরকিছু) | এব্যতীত | তাদেরবসতিগুলো | এভাবে | কর্মফলদেই আমরা

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَاۤ اِنْ
লোকদেরকে | (যারা) অপরাধী | এবং | নিশ্চয় | তাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিয়েছিলাম | এমন বিষয়ে যার | না

مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ
তোমাদেরকেআমরা ক্ষমতা দিয়েছি | সেসব বিষয়ে | এবং | তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম | কান | ও | চোখ | ও

اَفْئِدَةًؗۖ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُهُمْ
হৃদয় | না অতঃপর | কাজে আসল | তাদের জন্যে | তাদের কান | এবং | না | চোখ | তাদের

وَلَاۤ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
আর | না | তাদরে অন্তর | কোন | কিছুই | যখন | তারা অস্বীকার করতেছিল | আল্লাহর আয়াতগুলোকে

তখন বলতে লাগলঃ এটা মেঘপুঞ্জ, এটা আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে– 'না'[৮] বরং এটা সেই জিনিস যার জন্যে তোমরা খুব তাড়াহুড়াকরছিলে। এটা বাতাসের ঝঞ্ঝাতুফান। এর মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব চলে আসছে।

২৫. তা তার খোদার নির্দেশে প্রত্যেকটি জিনিসই ধ্বংস করে দিবে'। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের থাকার স্থানটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুতঃ এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি।

২৬. তাদেরকে আমরা সে সবই দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দিই নাই। তাদেরকে আমরা কান, চোখ ও হৃদয়-মন সব কিছুই দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সে কান কোন কাজে আসেনি, চোখও নয়, হৃদয়ও নয়। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অমান্য করতেছিল।

৮। এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে কে তাদেরকে এই উত্তর দিয়েছিল। কথার ধরণ থেকে স্বতঃই বোঝা যায়– অবস্থাগত রূপ বাস্তবে তাদেরকে এই জওয়াব দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল এ হচ্ছে মেঘ যা তাদের উপত্যাকাকে সিক্ত করতে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ছিল এক হাওয়ার তুফান যা তাদেরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়ে আসছিল।

وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ لَقَدْ

এবং | তাদেরকে ঘিরেনিল | তাই | তারা ছিল | যেসম্পর্কে | ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত | এবং | নিশ্চয়

اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَ صَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ

আমরা ধ্বংস করেছি | যা | তোমাদের চারপার্শ্বে (আজ দেখছ) | মধ্যহতে | জনপদ সমূহের | এবং | আমরাবিভিন্নভাবে বর্ণনাকরেছি | আমার নিদর্শন সমূহকে

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْ لَا نَصَرَ هُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

তারাযাতে | ফিরে আসে | কেনঅতঃপর | না | সাহায্য করল | তাদেরকে | (সেসব সত্তা) যাদেরকে | তারা গ্রহণ করেছিল

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ

ছাড়া | আল্লাহকে | নৈকট্যের মাধ্যম | উপাস্যরূপে | বরং | তারা হারিয়ে গেল | তাদেরথেকে

وَ ذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

এবং | এটাই (পরিণতি) | তাদের মিথ্যার | এবং | যা | তারা রচনা করতেছিল

আর সে জিনিসেরই পরিবেষ্ঠনির মধ্যে তারা পড়ে গেল, যার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ তারা করতেছিল।

রুকুঃ৪

২৭. তোমাদের চারপার্শ্বের বিশাল অঞ্চলে বহুসংখ্যক জনবসতিই আমরা ধ্বংস করেছি। আমরা আমাদের নিজের আয়াত সমূহ পাঠিয়ে বারে বারে ও নানা উপায়ে তাদেরকে বুঝিয়েছি, যেন তারা বিরত হয় ও ফিরে আসে।

২৮. তখন সে সব সত্তা তাদের সাহায্য কেন করেনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল[৯]? বরং তারাতো তাদের নিকট হতে হারিয়ে গেল। আসলে তা ছিল তাদের মিথ্যে ও সেই কৃত্রিম মনগড়া আকিদা-বিশ্বাসের পরিণতি যা তারা রচনা করে নিয়েছিল।

৯। অর্থাৎ এই সত্তাগুলির প্রতি তারা প্রথমে এই ধারনার বশবর্তী হয়ে ভক্তি-বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করেছিল যে-'এরা খোদার অনুগৃহীত দাস; এদের মাধ্যমে আমরা খোদার নৈকট্য লাভ করবো।' কিন্তু কালক্রমে তারা এই সত্তাগুলোকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়ে সাহায্যের জন্যে আহবান করতে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করলো এবং তাদের সম্পর্কে এই ধারনা করে বসলো যে এরাই ক্ষমতা পরিচালনার অধিকারী, এরা আমাদের অভিযোগ শ্রবণ করতে ও বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম। এই গোমরাহীর চক্র থেকে তাদের মুক্ত করতে আল্লাহতা'আলা নিজের রসূলদের মাধ্যমে নিজের আয়াতসমূহ পাঠিয়ে নানা প্রকারে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা নিজেদের মিথ্যা খোদার বন্দেগীতে অটল হয়ে জিদ করতে থাকে যে- 'আমরা আল্লাহর পরিবর্তে এদেরই আশ্রয় ধারণ করে থাকব।' এখন বল, নিজেদের গোমরাহীর কারণে যখন এই মোশরেকদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছে, তখন তাদের সেই অভিযোগ শ্রবণকারী বিপদতারণ উপাস্যরা কোথায় সরে গিয়েছে? এই দুঃসময়ে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না কেন?
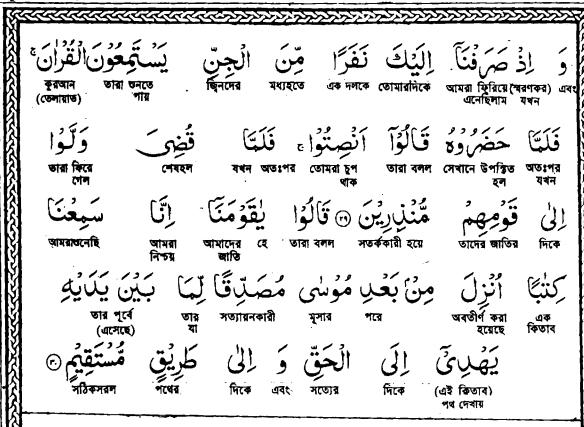
২৯. (সেই ঘটনাও উল্লেখ্য) যখন আমরা জ্বিনদের একটি গোষ্ঠিকে তোমারদিকে ঘুরিয়ে এনেছিলাম, যেন তারা কুরআন শুনতে পায়[১০]। তারা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হল (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন তারা পরস্পর বলল, 'চুপ হয়ে থাক'। পরে তা যখন পড়া হয়ে গেল, তখন তারা সাবধানকারী হয়ে নিজেদের জাতির নিকট ফিরে গেল।

৩০. তারা ফিরে গিয়ে বললঃ 'হে আমাদের জাতির লোকেরা। আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে; তা নিজের পূর্বে আসা কিতাব সমূহের সত্যতা বিধানকারী। তা পরিচালিত করে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল পথের দিকে[১১]।

১০। তায়েফের সফর থেকে মক্কা ফেরার পথে যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। হুযুর (সঃ) নামাযে কুরআন তেলায়াত করছিলেন, এমন সময় জ্বিনদের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা হুযুরের কুরআন পাঠ শোনার জন্যে সেখানে থামে। এ সম্পর্কে সকল বর্ণনাতেই এই কথা পাওয়া যায় যে- এই ঘটনায় জ্বিনেরা হুযুরের সামনে দেখা দেয়নি এবং হুযুরও তাদের আগমনের কথা জানতে বা বুঝতে পারেননি। অবশ্য পরে আল্লাহতা'আলা অহী মাধ্যমে হুযুরকে তাদের আসার ও কুরআন শোনার সংবাদ দিয়েছিলেন।

১১। এর দ্বারা জানা গেল- এ জ্বিন-দল প্রথম থেকেই হযরত মূসা (আঃ) ও আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান এনেছিল। কুরআন শোনার পর তারা অনুভব করলো যে-এ সেই একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী নবীগণ দিয়ে এসেছেন। সুতরাং তারা এই কিতাব ও তাঁর আনয়নকারী রসূলের (সঃ) প্রতি ঈমান এনেছিল।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ

হে | আমাদের জাতি | তোমরা সাড়া দাও | আহবানকারীর (ডাকে) | আল্লাহর (দিকে) | এবং | ঈমান আন | তার উপর | মাফকরবেন (আল্লাহ) | তোমাদের জন্যে

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَ مَنْ

তোমাদের গোনাহ গুলোকে | এবং | তোমাদের রক্ষা করবেন | হতে | শাস্তি | বড় কষ্টকর | আর | যে

لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَ

না | সাড়াদেয় | আহবানকারীর (ডাকে) | আল্লাহর (দিকে) | তবে | না | (আল্লাহকে)অক্ষম করতে পারবে | মধ্যে | পৃথিবীর | আর

لَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ

নাই | তারজন্যে | ব্যতীত | তিনি | কোন পৃষ্ঠপোষক | ঐসবলোক | (পড়ে আছে) মধ্যে | বিভ্রান্তির

مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

সুস্পষ্ট | কি | না | তারাঅনুধাবন করে | যে | আল্লাহ | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আসমানসমূহকে

وَ الْاَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ

ও | পৃথিবীকে | এবং | নাই | ক্লান্তহন | তাদের সৃষ্টিতে | (তিনিইতো) সক্ষম | (এর) উপর | যে

يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

তিনি জীবিত করবেন | মৃতদেরকে | কেন নয়? | তিনি নিশ্চয় | উপর | সব | কিছুর | সক্ষম

৩১. হে আমাদের জাতির লোকেরা! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর দাওয়াত গ্রহণ করে নাও এবং তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে উৎপীড়ক আযাব হতে রক্ষা করবেন'।

৩২. আর যে লোক আল্লাহর আহ্বানকারীর কথা মেনে নেয় না, সে না পৃথিবীতে নিজে এমন কোন শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী যা আল্লাহকে হারায়ে দিতে সক্ষম, আর না তার এমন কোন বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক আছে, যে আল্লাহ হতে তাকে রক্ষা করবে। এই শ্রেণীর লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে গেছে।

৩৩. আর এই লোকদের কি বোধোদয় হয় না যে, যে আল্লাহ এই পৃথিবী ও আকাশমন্ডল সৃষ্টি করলেন এবং এসব সৃষ্টি কাজে যিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন না, তিনি তো অবশ্যই মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে খুবই সক্ষম। কেন নয়? নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান।

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ اَلَيْسَ

এবং | যেদিন | উপস্থিত করা হবে | (তাদেরকে) যারা | অস্বীকার করেছে | উপর | আগুনের | (বলাহবে) নয়কি

هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوْا بَلٰى وَ رَبِّنَا ۖ قَالَ فَذُوْقُوا

এটা | সত্য | তারাবলবে | হাঁ নিশ্চয় | আমাদের রবের শপথ (এটা সত্য) | (আল্লাহ) বলবেন | এখন | তোমরা স্বাদনাও

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا

শাস্তির | একারণে যা | তোমরা অস্বীকার করতেছিলে | অতএব | (হেনবী) সবর কর | যেমন

صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ

সবরকরেছে | দৃঢ়সংকল্পসম্পন্ন | রসূলগণ | এবং | না | তাড়াহুড়া করো

لَّهُمْ ۖ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ

তাদের জন্যে | তারাযেন (ভাববে) | যেদিন | তারা দেখবে | যা (আজ) | তাদেরকে ভয় দেখান হচ্ছে | নাই

يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۖ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ

তারা অবস্থান করে | এ ব্যতীত | একদন্ড | দিনের | পৌছান হল (কথা) | কি অতঃপর | ধ্বংসকরা হবে (অন্যকাউকে)

اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع

এ ব্যতীত | (যারা) লোক | নাফরমান

৩৪. যে দিন এই কাফের লোকেরা আগুনের সামনে উপস্থাপিত হবে তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ 'ইহা কি সত্য নয়' তারা বলবেঃ 'হাঁ আমাদের খোদার শপথ (ইহা বাস্তবিকই সত্য)' আল্লাহ্ বলবেনঃ 'তা হলে এখন আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর তোমাদের সেই অস্বীকৃতি-অমান্যতার প্রতিফল রূপে যা তোমরা করতে ছিলে'।

৩৫. অতএব হে নবী! ধৈর্য্য ধারণ কর যেভাবে উচ্চ সংকল্প সম্পন্ন রসূলগণ ধৈর্য্য ধারণ করেছেন। আর এই লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া কর না। যে দিন এই লোকেরা সে জিনিস দেখতে পাবে, যে বিষয়ে এদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, তখন তাদের মনে হবে, তারা দুনিয়াতে দিনের একটি ক্ষণের অধিক অবস্থান করেনি। কথাতো পৌছে দেয়া হল! এখন নাফরমান লোকদের ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?

সূরা মুহাম্মদ

নামকরণঃ দু'নম্বর আয়াতের وامنوا بما نزل على محمد বাক্যাংশ হতে এর নাম গৃহিত। এতে যে 'মুহাম্মদ' শব্দটি রয়েছে তাকেই এ সূরার নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এ সেই সূরা যাতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র নামটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরাটির আর একটা প্রখ্যাত নামও রয়েছে। তা হ'ল 'কেতাল' قتال এই শব্দটা বিশ নম্বর আয়াতের وذكر فيها القتال........বাক্যাংশ হতে গৃহিত।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরায় যে সব বক্তব্য রাখা হয়েছে তা সাক্ষ্য দেয় যে, এ সূরাটি হিজরতের পর মদীনা তাইয়্যেবায় নাযিল হয়েছে। নাযিল হয়েছে তখন যখন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কার্যত যুদ্ধ তখনও শুরু হয়ে যায় নি। ৮ নম্বর টীকায় এ পর্যায়ের সমস্ত দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ যে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন অবস্থা এই ছিল যে, বিশেষ ভাবে মক্কা শরীফে, আর সাধারণভাবে আরবের বিশাল অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র মুসলমানদের উপর অমানুষিক যুলম-নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো হচ্ছিল। তাদের জীবন-পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। মুসলিম জনতা চারদিক হতে মদীনার শান্তিপূর্ণ ভূমিতে একত্রিত হচ্ছিল। কিন্তু কুরাইশ-কাফেররা এখানেও তাদেরকে নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে বসবাস করবার সুযোগটুকু দিতেও প্রস্তুত ছিল না। মদীনার ছোট্ট ও স্বল্পায়তন জনপদটি চতুর্দিক হতে কাফেরদের পরিবেষ্টনে আটক হয়ে পড়েছিল। তারা তাকে নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। মুসলমানদের জন্যে এ অবস্থায় দু'টিমাত্র উপায়ই অবশিষ্ট ছিল। হয় তারা দ্বীন ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার ও আন্দোলন চালানোই শুধু নয়, ইসলাম পালন ও অনুসরণ ত্যাগ করে জাহেলিয়াতের প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করবে, অথবা তারা মারবার ও মৃত্যুবরণ করার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করে আরবভূমিতে ইসলাম থাকবে কি জাহেলিয়াত থাকবে এর চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলবে। এ সময় আল্লাহতা'আলা মুসলমানদেরকে সে চূড়ান্ত পর্যায়ের ও উচ্চতম মানের কাজের পথ দেখালেন যা মুসলমানদের জন্যে একমাত্র পথ। তিনি প্রথমে সূরা হজ্জে (৩৯ নম্বর আয়াত) তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। পরে সূরা আল-বাকারায় (১৯০ নম্বর আয়াত) এর নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় দিলেন। কিন্তু এ সময় ও এ অবস্থায় যুদ্ধ করার অর্থ ও তাৎপর্য যে কি তা তখন সকলে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন। মদীনায় ছিল মুষ্টিমেয় মুসলমানদের একটা বাহিনী। তারা এক হাজার যোদ্ধা-পুরুষ সংগ্রহ করতেও সমর্থ ছিল না। এ অবস্থায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল যে, সমগ্র আরবের জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ করার জন্যে তরবারি নিয়ে বের হয়ে পড়। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধ করার জন্যে যে সব সাজ-সরঞ্জাম অপরিহার্য ছিল, তা মদীনার ন্যায় এক দরিদ্র জনপদের পক্ষে না খেয়ে থেকেও সংগ্রহ সম্ভবপর ছিল না। কেননা এ সময় শত শত মুহাজির এমন ছিল যাদেরকে পুনর্বাসিত করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আরবের লোকেরা চারদিক হতে অর্থনৈতিক 'বয়কট' করে তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবার উপক্রম করেছিল।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এরূপ অবস্থায়ই আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়েছিল। ঈমানদার লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা, তাদেরকে এ পর্যায়ে জরুরী হেদায়াত দেয়াই এ সূরাটির আলোচ্য বিষয়। এ কারণেই এ সূরাটির আর এক নাম قتال 'যুদ্ধ' রাখা হয়েছে। এ সূরাটিতে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছেঃ

শুরুতে বলা হয়েছে যে, এখন দু'টো দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র ভাবে বর্তমান। একটা দলের অবস্থা এই যে,

তা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর দেখানো পথসমূহে দূরতিক্রম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দ্বিতীয় দলটির অবস্থা এই যে, তা সে মহাসত্যকে মেনে নিয়েছে, যা আল্লাহতা'আলার নিকট হতে তাঁর প্রিয় বান্দাহ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এক্ষণে আল্লাহতা'আলার চূড়ান্ত ও অকাট্য ফয়সালা এই হয়েছে যে প্রথম দলটার সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কার্যক্রমকে তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় দলটার অবস্থা সুষ্ঠু ও স্থিত করে দিয়েছেন।

এর পর মুসলিম জনগণকে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাথমিক উপদেশাবলী দিয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা ও হেদায়াত বা পথের দিশা দানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষা উপস্থাপনের সর্বোত্তম শুভ ফলের আশা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এরূপ নিশ্চিন্ততা দেয়া হয়েছে যে, সত্যের পথে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয়ে যাবে না। বরং ইহকাল হতে পরকাল পর্যন্ত তারা তার উত্তম হতেও উত্তমতর ফল লাভ করতে পারবে।

পরে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ও পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত। ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধতায় তাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাই কার্যকর হবে না। উপরন্তু তারা দুনিয়ায়ও এবং পরকালেও অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হবে। তারা আল্লাহর নবীকে মক্কা হতে বহিষ্কৃত করে মনে করে নিয়েছে যে, তারা অতিবড় সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে অথচ প্রকৃতপক্ষে এ কাজ করে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

এ সব কথা বলার পর মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বে এরা খুব 'মুসলমান' এমন ভাব জাহির করে বেড়াত। কিন্তু এ নির্দেশটি আসার পর তারা দিশাহারা হয়ে গেল। তারা নিজেদের নিরাপত্তার চিন্তায় অধীর হয়ে কাফেরদের সাথে নানা রূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যুদ্ধের ঝুঁকি হতে নিজেদেরকে কি করে রক্ষা করা যায়, তাই ছিল তাদের চিন্তার একমাত্র বিষয়। এ পর্যায়ে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে মুনাফিকী অবলম্বনকারীদের কোন কাজই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। এখানে একটা মৌল প্রশ্নের ভিত্তিতেই ঈমানের দাবীদার সমস্ত লোকের পরীক্ষা করা হচ্ছে। সে প্রশ্নটা হল– তুমি সত্যের পক্ষে রয়েছ, না বাতিলের পক্ষে? ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তুমি সহানুভূতি ও একাত্মতা পোষণ কর, না কুফরী ও কাফেরদের সাথে? নিজের সত্তা ও স্বীয় স্বার্থই তোমার নিকট বড় ও অধিক প্রিয়, না যে সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবী করছো সে সত্য তোমার নিকট অধিক বড় ও প্রিয়? এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি মেকী ও কৃত্রিম প্রমাণিত হবে সে আদৌ মু'মিন নয়। তার নামায-রোযা ও যাকাত ইত্যাদি খোদার নিকট কোন সুফল পাওয়ার অধিকারী হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

এরপর মুসলমান জনতাকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা যেন তাদের সংখ্যাল্পতা, সাজ-সরঞ্জামহীনতা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও তাদের সাজ-সরঞ্জামের বিপুলতা দেখে কোনরূপ সাহসহীন হয়ে না পড়ে, তাদের নিকট সন্ধি-সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করে কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করে না বসে। কেননা তা করা হলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহস অনেক বৃদ্ধি পাবে। তারা যেন কেবলমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরতা গ্রহণ করে মাথা তুলে দাঁড়ায় ও কুফরীর এ সুউচ্চ পর্বতের উপর সর্বশক্তি প্রয়োগে আঘাত হানে। বস্তুতঃই আল্লাহ মুলমানদের পক্ষে রয়েছেন। তারাই বিজয়ী হবে, আর এ পর্বত তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার দা'ওআত দিয়েছেন। যদিও তখন মুসলমান জনগণের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ; কিন্তু সম্মুখবর্তী সমস্যা ছিল– আরব দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বেঁচে থাকা ও রক্ষা পাওয়ার কিংবা চিরতরে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার। এ সমস্যার তীব্রতা ও সঙ্গীনতার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানরা নিজেদের এবং নিজেদের দ্বীনের অস্তিত্ব রক্ষা এবং কুফর-এর আধিপত্য হতে বেঁচে আল্লাহর

দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে নিজেদের জান-প্রাণও লুটিয়ে দেবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণার্থে নিজেদের আর্থিক শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করে দেবে। এ কারণে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, এ সময় যে ব্যক্তিই কার্পণ্য করবে, সে আসলে আল্লাহর একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না, নিজেদেরকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে কোন মানব সমাজ যদি কুণ্ঠিত হয় তাহলে আল্লাতা'আলা তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে অপর একটা দলকে তাদের স্থানে দাঁড় করিয়ে দেবেন।
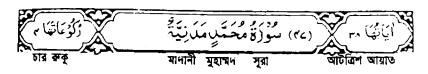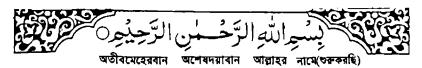
اَلَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	وَ	صَدُّوْا	عَنْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	اَضَلَّ	اَعْمَالَهُمْ ۝١
যারা	কুফরীকরেছে	ও	বাধাদিয়েছে (লোকদেরকে)	হতে	পথ	আল্লাহর	নিষ্ফলকরে দিয়েছেন তিনি	তাদের কর্ম সমূহকে

وَ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	وَ	اٰمَنُوْا	بِمَا	نُزِّلَ	عَلٰى
আর	যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজকরেছে	নেকীর	এবং	ঈমান এনেছে	(তার উপর) যা	অবতীর্ণকরা হয়েছে	উপর

مُحَمَّدٍ	وَّ	هُوَ	الْحَقُّ	مِنْ	رَّبِّهِمْ	كَفَّرَ	عَنْهُمْ	سَيِّاٰتِهِمْ
মুহাম্মদের	এবং	তা	সত্য	পক্ষহতে	তাদের রবের	(আল্লাহ) দূরকরবেন	তাদের হতে	তাদের ত্রুটিসমূহ

وَ	اَصْلَحَ	بَالَهُمْ ۝٢	ذٰلِكَ	بِاَنَّ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوا	اتَّبَعُوا	الْبَاطِلَ
ও	সুসংহত করবেন	তাদের অবস্থা	এটা	একারণে যে	যারা	কুফরীকরেছে	তারা অনুসরণ করেছে	বাতিলকে

রুকুঃ১

১. যে সব লোক কুফরী করেছে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাদের সমস্ত আমলকে নিষ্ফল ও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

২. আর যারা ঈমান আনল ও যারা নেক আমল করল, আর সেই জিনিস মেনে নিল যা মুহাম্মদের প্রতি নাযিল হয়েছে– বস্তুতঃ তা পুরোপুরি মহাসত্য তাদের খোদার নিকট হতে– আল্লাহ তাদের দোষত্রুটি সমূহ তাদের হতে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিয়েছেন।

৩. এটা এ কারণে যে, কুফরীকারীরা বাতিলের অনুসরণ করেছে

وَ اَنَّ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اتَّبَعُوا	الْحَقَّ	مِنْ	رَّبِّهِمْ ط
আর	যারা	ঈমানএনেছে	তারা অনুসরণ করেছে	সত্যকে	(আগত) পক্ষহতে	তাদেররবের

كَذٰلِكَ	يَضْرِبُ	اللّٰهُ	لِلنَّاسِ	اَمْثَالَهُمْ ۝٣	فَاِذَا
এভাবে	বর্ণনা করেন	আল্লাহ	লোকদের জন্যে	তাদের দৃষ্টান্তসমূহ	যখন অতঃপর

لَقِيْتُمُ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	فَضَرْبَ	الرِّقَابِ ط	حَتّٰٓى	اِذَآ
তোমরা মুকাবিলা কর	তাদের সাথে (যারা)	কুফরীকরেছে	আঘাতকরা তখন (প্রথমকাজ)	(তাদের) গর্দানে	এমনকি	যখন

اَثْخَنْتُمُوْ	هُمْ	فَشُدُّوا	الْوَثَاقَ ق	فَاِمَّا	مَنًّا	بَعْدُ	وَاِمَّا
তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ করেদাও	তাদেরকে	তোমরা এরপর শক্ত করবে	(বন্দীদের) বাধন	হয়ত অতঃপর	অনুকম্পা করবে	পরে	কিম্বা

فِدَآءً	حَتّٰى	تَضَعَ	الْحَرْبُ	اَوْزَارَهَا قف	ذٰلِكَ ط
মুক্তিপণ নেবে	যতক্ষণনা	সংবরণ করবে	যুদ্ধ	তার অস্ত্রসমূহকে	এটা (বিধান)

এবং ঈমান গ্রহণ কারীরা সেই মহা সত্যের অনুসরণ করেছে যা তাদের খোদার নিকট হতে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ লোকদেরকে তাদের আসল ও যথার্থ অবস্থা বলে দিয়ে থাকেন।

৪. অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজ হল গলাসমূহ কেটে ফেলা। এমন কি তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেধে ফেলবে। অতঃপর (তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে) অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে; কিম্বা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নিবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ-অস্ত্র সংবরণ করে[১]। এটাই হল তোমাদের করার মত কাজ।

১। আয়াতের শব্দসমূহ এবং পূর্বাপর প্রসংগ থেকে একথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়– যুদ্ধের হুকুম আসার পর এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।"এই কাফেরদের সহিত যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংগঠিত হইবে"–এই শব্দ গুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখনও মুকাবিলা হয়নি; এবং মোকাবিলা হওয়ার পূর্বে এই হেদায়াত দেয়া হচ্ছে যে যখন মুকাবিলা ঘটবে তখন মুসলমানদের কর্তব্য হবে সব থেকে প্রথমে শত্রুর সামরিক শক্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করার প্রতি নিজেদের মনোযোগ ও শক্তি নিয়োগ করা। এরপর যাদের গ্রেফতার করা হবে, তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের এই স্বাধীনতা থাকলো– ফিদিয়া নিয়ে অথবা নিজেদের কয়েদীদের বিনিময়ে তাদের তারা মুক্তি দান করতে পারে অথবা বন্দী রেখে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারে, কিংবা সমীচিন বিবেচনা করলে সদ্ব্যবহারের নিদর্শন স্বরূপ তাদেরকে বিনাপণে এমনিই মুক্তি দানও করতে পারে।

وَ	لَوْ	يَشَآءُ	اللّٰهُ	لَانْتَصَرَ	مِنْهُمْ ۚ	وَلٰكِنْ	لِّيَبْلُوَا۟	بَعْضَكُمْ
এবং	যদি	ইচ্ছে করতেন	আল্লাহ (তবে)	অবশ্যই বদলা নিতেন	তাদের হতে	কিন্তু	(এ পন্থানিয়েছেন) পরীক্ষাকরারজন্যে	তোমাদের পরস্পরকে

بِبَعْضٍ ؕ	وَ	الَّذِيْنَ	قُتِلُوْا	فِيْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ	فَلَنْ
পরস্পরকে দিয়ে	এবং	যারা	নিহতহয়		পথে	আল্লাহর	সেক্ষেত্রে কক্ষণনা

يُّضِلَّ	اَعْمَالَهُمْ ۝	سَيَهْدِيْهِمْ	وَ	يُصْلِحُ	بَالَهُمْ ۝	وَ
তিনি নিষ্ফল করবেন	তাদের কর্মসমূহকে	তাদেরকে পরিচালিত করবেন সৎপথে	ও	সুসংহত করবেন	তাদের অবস্থা	এবং

يُدْخِلُهُمُ	الْجَنَّةَ	عَرَّفَهَا	لَهُمْ ۝	يٰۤاَيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْۤا
তাদের প্রবেশ করাবেন	জান্নাতে	তা চিনিয়ে দিয়েছেন	তাদেরকে	ওহে	যারা	ঈমানএনেছ

اِنْ	تَنْصُرُوا	اللّٰهَ	يَنْصُرْكُمْ	وَ	يُثَبِّتْ	اَقْدَامَكُمْ ۝
যদি	তোমরাসাহায্য কর	আল্লাহকে	তোমাদের সাহায্য করবেন তিনি	ও	সুদৃঢ়করবেন	তোমাদের পদক্ষেপগুলোকে

আল্লাহচাইলে তিনি নিজেই সব কিছু বুঝাপড়া করে নিতেনকিন্তু তিনি (এ কর্মপন্থা এ জন্যে অবলম্বন করেছেন) যেন তোমাদেরকে একজনের দিয়ে অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন[২]। আর যে সব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না।

৫. তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন [৩], তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন,

৬. এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে দাখিল করাবেন যে বিষয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করায়েছেন।

৭. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমারা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন [৪] এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।

২। অর্থাৎ মাত্র মিথ্যার মস্তকচূর্ণ করাই যদি আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা হ'তো তবে তার জন্যে তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। একটি ভূমিকম্প দ্বারা বা একটি তুফান দ্বারা তিনি তো চক্ষের নিমিষেই এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর তো উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষের মধ্যে যারা হকপরস্ত সত্যবাদী ও সত্য-পন্থী মিথ্যা-পন্থীদের সঙ্গে তাদের সংঘাত হোক, তাদের বিরুদ্ধে তারা ন্যায়-যুদ্ধ করুক- যাতে যার মধ্যে যে গুণ নিহিত আছে এই পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়ে পূর্ণরূপে তা প্রকাশ পেতে পারে এবং যাতে প্রত্যেককে তার কর্ম ও যোগ্যতা হিসেবে সে যে মর্যাদার উপযুক্ত তা দান করা যেতে পারে।

৩। অর্থাৎ জান্নাতের পথ দেখাবে।

৪। আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর কলেমা উচ্চকরা এবং সত্যকে জয়যুক্ত করার কাজে অংশগ্রহণ করা।

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٨

এবং | যারা | অস্বীকার করেছে | দুর্গতি সেক্ষেত্রে | তাদের জন্যে | এবং | নিস্ফল করে দিয়েছেন তিনি | তাদের কর্মসমূহকে

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٩

এটা | একারণে যে তারা | অপছন্দ করেছে | যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | অতএব তিনি নষ্টকরে দিয়েছেন | তাদেরকর্ম সমূহকে

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

নাইতবেকি | তারা ভ্রমণকরে | মধ্যে | পৃথিবীর | তখন তারা দেখে (নাই) | কেমন | ছিল | পরিণাম

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَ لِلْكَافِرِينَ

(তাদের) যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | ধ্বংস করে দিয়েছেন | আল্লাহ | তাদের কে | এবং | কাফেরদের জন্যে (নির্দিষ্ট হয়েআছে)

أَمْثَالُهَا ۝١٠ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ

তার সমপরিণতি | এটা | এজন্যে যে | আল্লাহ | অভিভাবক | (তাদের) যারা | ঈমানএনেছে | এবং | (এও) যে

الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۝١١

কাফেরদের | নাই | কোন অভিভাবক | তাদের জন্যে

৮. আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্যে ধ্বংস নিশ্চিত এবং আল্লাহ তাদের কার্যাবলী বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন।

৯. কেননা তারা সে জিনিস অপছন্দ করেছে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন।

এ কারণে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

১০. তারা কি পৃথিবীতে চলে ফিরে বেড়ায়নি? তাহলে তারা সেই লোকদের অবস্থা দেখতে পারত যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের সব কিছুই উল্টিয়ে দিয়েছেন, আর এই কাফেরদের জন্যে এরূপ পরিণতিই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে[৫]।

১১. এটা এ কারণে যে, ঈমানদার লোকদের সাহায্যকারী ও সমর্থক হচ্ছেন আল্লাহতা'আলা; আর কাফেরদের সাহায্যকারী ও সমর্থক কেউ নেই।

৫। এর দুটি অর্থঃ প্রথম- সেই কাফেররা যেরূপে ধ্বংস হয়েছিল মুহম্মদ (সঃ)-এর দাওয়াতকে যারা অমান্য করছে এই কাফেরদের ভাগ্যেও অনুরূপ ধ্বংস অবধারিত। দ্বিতীয়- কেবল দুনিয়ার আযাব ভোগই শেষ নয়, পরকালেও তাদের জন্যে বিপর্যয় রয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ প্রবেশকরাবেন (তাদেরকে) যারা

اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

ঈমান এনেছে ও কাজকরেছে নেক জান্নাতে প্রবাহিতহয় তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَ يَاْكُلُوْنَ كَمَا

ঝর্ণাধারাসমূহ এবং যারা কুফরীকরেছে তারা ভোগবিলাস করছে ও তারা খাচ্ছে যেমন

تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَ كَاَيِّنْ مِّنْ

খায় চতুষ্পদজন্তু এবং জাহান্নামই নিবাস তাদেরজন্যে এবং কতইনা

قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْٓ اَخْرَجَتْكَ ج

জনপদ (বিলীনহয়েছে) (ছিল) যা অধিকতর দৃঢ় শক্তিতে চেয়েও তোমার জনপদের যা (হতে) বহিষ্কার করেছে তোমাকে

اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ

তাদেরকে আমরা ধ্বংস করেদিয়েছি অতঃপর না (ছিল) কোন সাহায্যকারী তাদের জন্যে তবে কি যে হয় (হেদায়াতের) উপর সুস্পষ্ট

مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَ اتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٤﴾

পক্ষহতে তাররবের (তার) মত যাকে মনোহর করা হয়েছে তার জন্যে খারাপ তার কাজকে এবং অনুসরণ করেছে তাদের কামনা বাসনার

রুকুঃ২

১২. ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে আল্লাহতা'আলা সে সব জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সতত প্রবহমান। পক্ষান্তরে কাফেররা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের স্বাদ-আনন্দ লুটে নিচ্ছে, জন্তু জানোয়ারের মতই পানাহার করছে, আর তাদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম।

১৩. হে নবী! কত জনপদ এমন বিলীন হয়ে গেছে যেগুলো তোমার সেই জনপদ হতে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন ছিল, যা তোমাকে বাহির করেছে[৬]। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদের বাঁচাবার কেউ ছিল না।

১৪. এমনটা কি কখনও হতে পারে যে, যে লোক তার খোদার নিকট হতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সেই লোকদের মত হয়ে যাবে, যাদের জন্যে তাদের খারাপ কাজ সমূহ মনোহর বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসারী হয়ে গেছে?

৬। অর্থাৎ মক্কা-যেখান থেকে কুরাইশরা হুযুরকে (সঃ) হিজরত করতে বাধ্য করেছিল।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ

একটি দৃষ্টান্ত | জান্নাতের | যা | ওয়াদাকরা হয়েছে | মুত্তাকীদের (জন্যে) | তারমধ্যে আছে | ঝর্ণাধারাসমূহ

مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ

পানির | নয় | পরিবর্তনীয় (তার রং গন্ধ) | এবং | ঝর্ণা সমূহ | দুধের | না | পরিবর্তন হয় | তার স্বাদ

وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ

এবং | ঝর্ণাসমূহ | সুরার | সুস্বাদু | পানকারীদের জন্যে | এবং | ঝর্ণাসমূহ

عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

মধুর | পরিশোধিত পরিচ্ছন্ন | এবং | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | তারমধ্যে | সব (ধরণের) | ফলমূল

وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَ

এবং | ক্ষমা | পক্ষহতে | তাদের রবের | (এসবেরঅধিকারীকি) তারমত | যে | স্থায়ীহবে | মধ্যে | জাহান্নামের | ও

سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ⑮ وَ مِنْهُمْ

পানকরান হবে | পানি | উত্তপ্ত | কেটেদেবে ফলে | তাদের অন্ত্রসমূহকে | এবং | তাদের মধ্যে

مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ

কেউকেউ (এমন আছে) | যে শুনে | তোমারদিকে | এমনকি | যখন | বেরহয়ে যায় | হতে | তোমার নিকট

১৫. মুত্তাকী লোকদের জন্যে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে ঝর্ণা ধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে- স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির। ঝর্ণা ধারা প্রবহমান থাকবে এমন দুধের যা কখনও বিস্বাদ হবে না। ঝর্ণা ধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু-সুপেয় হবে। ঝর্ণা ধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন মধুর[৭]। সেখানে তাদের জন্যে সকল প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের খোদার নিকট হতে থাকবে ক্ষমা। (যে ব্যক্তির ভাগে এই জান্নাত আসবে সে কি) সেই লোকদের মত হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের অন্ত্র পর্যন্ত কেটে দিবে?

১৬. এদের কিছুলোক এমন যারা কান লাগিয়ে কথা শুনে, পরে যখন তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায়,

৭। হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যা জানা যায় যে- সে দুগ্ধ প্রাণীর স্তন থেকে নির্গত হবে না, সে পাণীয় পচনশীল ফলকে নিষ্পেষিত করে নিষ্কাষিত হবে না, সে মধু মক্ষিকার উদর থেকে নির্গত নয়। বরং এ সকল জিনিস স্বাভাবিক উৎসরূপেই বর্তমান থাকবে।

قَالُوْا	لِلَّذِيْنَ	اُوْتُوا	الْعِلْمَ	مَاذَا	قَالَ	اٰنِفًا	اُولٰٓئِكَ
তারা বলে	যাদের (আহলে-কিতাবদেরকে)	দেওয়া হয়েছে	জ্ঞান	কি	বলল	এইমাত্র	ঐসবলোক

الَّذِيْنَ	طَبَعَ	اللّٰهُ	عَلٰى	قُلُوْبِهِمْ	وَ	اتَّبَعُوْٓا	اَهْوَآءَهُمْ ⑯
(তারাই) যাদের	মোহর মেরে দিয়েছেন	আল্লাহ	উপর	তাদের অন্তর গুলোর	এবং	তারাঅনুসরণ করে	তাদের খেয়ালখুশীর

وَ	الَّذِيْنَ	اهْتَدَوْا	زَادَهُمْ	هُدًى	وَّ	اٰتٰىهُمْ	تَقْوٰىهُمْ ⑰
এবং	যারা	সৎপথ পেয়েছে	তাদেরকে (আল্লাহ) বাড়িয়েছেন	হেদায়াত	এবং	তাদের দান করেন	তাদের তাকওয়া

فَهَلْ	يَنْظُرُوْنَ	اِلَّا	السَّاعَةَ	اَنْ	تَاْتِيَهُمْ	بَغْتَةً
তবে (কি)	তারাঅপেক্ষা করছে	এছাড়া	কিয়ামতের	যে	তাদেরকাছে আসবে	আকস্মিকভাবে

فَقَدْ	جَآءَ	اَشْرَاطُهَا	فَاَنّٰى	لَهُمْ	اِذَا	جَآءَتْهُمْ	ذِكْرٰىهُمْ ⑱
নিশ্চয়	এসেছে	তার লক্ষণসমূহ	অতএব কেমনে	তাদের জন্যে	যখন আসবে	তাদের কাছে (কিয়ামত)	তাদের উপদেশ (গ্রহণ সম্ভব হবে?)

তখন তারা যাদেরকে জ্ঞানের নিয়ামত দেয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেঃ এই মাত্র উনি কি বলেছেন[৮]? এরা সেই লোক যাদের দিলের উপর আল্লাহতা'আলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং এরা নিজেরা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে।

১৭. আর যারা হেদায়াত লাভ করেছে– আল্লাহ তাদেরকে আরও বেশী হেদায়াত দেন এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেন।

১৮. এখন এই লোকেরা শুধু কি কেয়ামতেরই প্রতিক্ষায় রয়েছে যে, তা আকস্মিকভাবে তাদের উপর এসে পড়বে? তার নিদর্শনাদি তো এসে পড়েছে। যখন তা নিজে এসে পড়বে তখন এ লোকদের পক্ষে নসিহত কবুল করার আর কোন্ সুযোগটি অবশিষ্ট থাকবে?

৮। এখানে সেইসব কাফের, মোনাফেক ও আহলি-কিতাবদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা মজলিশে এসে বসতেন ও তাঁর আদেশ–উপদেশ বা পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনতেন; কিন্তু তাদের অন্তর এ সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে দূরে থাকার কারণে হুযুর (সঃ) তাঁর পবিত্র যবানে যা কিছু বলতেন তা সবকিছু শোনা সত্ত্বেও তারা কিছুই শুনতো না, এবং হুযুরের মজলিশ থেকে বাইরে এসে তারা মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞাসা করতো– 'এই মাত্র তিনি কি বলছিলেন'?

فَاعْلَمْ	اَنَّهٗ	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	اللّٰهُ	وَ	اسْتَغْفِرْ
অতএব জেনেরাখ	যে	নাই	কোন ইলাহ (যে ইবাদত পেতেপারে)	ছাড়া	আল্লাহ	এবং	ক্ষমা প্রার্থনাকর

لِذَنْۢبِكَ	وَ	لِلْمُؤْمِنِيْنَ	وَ	الْمُؤْمِنٰتِ ط	وَ	اللّٰهُ	يَعْلَمُ
তোমার গোনাহর জন্যে	এবং	মু'মিনদের জন্যে	এবং	মু'মিনাদের	এবং	আল্লাহ	জানেন

مُتَقَلَّبَكُمْ	وَ	مَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾	وَ	يَقُوْلُ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	لَوْ لَا
তোমাদের গতিবিধি	ও	তোমাদের অবস্থান	এবং	বলে	যারা	ঈমান এনেছে	কেন না

نُزِّلَتْ	سُوْرَةٌ ج	فَاِذَآ	اُنْزِلَتْ	سُوْرَةٌ	مُّحْكَمَةٌ	وَّ
নাযিল করা হয়	একটি সূরা (যুদ্ধাদেশদিয়ে)	যখন অতঃপর	নাযিলকরাহল	একটি সূরা	দ্ব্যর্থহীন	এবং

ذُكِرَ	فِيْهَا	الْقِتَالُ لا	رَاَيْتَ	الَّذِيْنَ	فِيْ	قُلُوْبِهِمْ
উল্লেখ করাছিল	তারমধ্যে	যুদ্ধের (নির্দেশ)	তুমিদেখলে	(তাদেরকে) যাদের	আছে	তাদের অন্তর সমূহে

مَّرَضٌ	يَّنْظُرُوْنَ	اِلَيْكَ	نَظَرَ	الْمَغْشِيِّ	عَلَيْهِ	مِنَ	الْمَوْتِ ط
রোগ	তারা তাকাচ্ছে	তোমারদিকে	(এমন) নজরে	ছেয়েগেছে	যার উপর		মৃত্যু

১৯. অতএব হে নবী! ভালভাবে জেনে নাও– আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাবার কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের অপরাধের জন্যেও এবং মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্যে[৯]। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতাও জানেন এবং তোমাদের ঠিকানার সাথেও তিনি সুপরিচিত।

রুকূ'৩

২০. যারা ঈমান এনেছে [১০] তারা বলতেছিল যে, কোন সূরা নাযিল করা হয় না কেন (যাতে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হবে); কিন্তু যখন একটি সুদৃঢ় সূরা নাযিল করা হল যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তুমি দেখতে পেলে যে, যাদের দিলে রোগ ছিল তারা তোমার প্রতি এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন কারও উপর মৃত্যু আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

৯। ইসলাম মানুষকে যে চরিত্র–নীতি শিক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে এও একটি যে– বান্দা নিজ প্রভুর বন্দেগী ও ইবাদতের কর্তব্য পালনে ও তাঁর দীনের জন্যে প্রাণপণ সাধনা-সংগ্রামে নিজের সাধ্যমত যতই চেষ্টা–যত্ন করতে থাকুক না কেন কখনও তার এই ধারণার বশবর্তী হওয়া উচিৎ নয় যে– 'যা কিছু আমার করার ছিল তা আমি সম্পাদন করেছি'। বরং সর্বদা তার এই মনে করা উচিৎ যে– 'আমার উপর আমার প্রভুর যা হক ছিল তা আমি যথাযথরূপে পালন করতে পারেনি'। এবং সব সময় নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে আল্লাহর কাছে বান্দার এই প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ যে– "হে প্রভু তোমার কাছে যা কিছু আমি অপরাধ ও দোষত্রুটি করেছি তুমি তা ক্ষমা কর" আল্লাহতা'আলা যে আদেশ করেছেন– হে নবী। "ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের অপরাধের জন্যও" -এর মূলভাব প্রেরণা হচ্ছে এটাই।

১০। অর্থাৎ যারা সাচ্চা মুসলমান ছিল তারা যুদ্ধের আদেশের জন্যে অধীরভাবে আগ্রহী ছিল কিন্তু যারা ঈমানহীন হয়েও মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়েছিল যুদ্ধের আদেশ আসা মাত্রই তাদের প্রাণ যেন উড়ে গেল।

فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ

আফসোসসুতরাং | তাদের জন্যে | (তাদের মুখেতো) আনুগত্য | ও | উক্তি | ন্যায়সংগত

فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا

যখন কিন্তু | সিদ্ধান্তহল | (জিহাদের) ব্যাপারে | যদি তখন | সত্য প্রমাণ করত | আল্লাহকে (দেওয়া ওয়াদা) | হত অবশ্যই | উত্তম

لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى

তাদের জন্যে | কি তবে | তোমাদের হতে এ সম্ভবনা আছে? | যদি | তোমরা ফিরে যাও | তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টিকরবে | মধ্যে

الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

পৃথিবীর | এবং | তোমরা ছিন্ন করবে | তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন সমূহকে | ঐসব লোক | তারাই

لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ اَفَلَا

যাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন | আল্লাহ | তাদেরকে বধির এরপর করে দিয়েছেন | ও | অন্ধকরে দিয়েছেন | তাদের দৃষ্টিশক্তিকে | না তবেকি

يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

তারা চিন্তাগবেষণা করে | কুরআন (সম্বন্ধে) | অথবা | উপর | অন্তরসমূহের | তাদের তালা (পড়েছে)

তাদের এই অবস্থার জন্যে বড়ই আফসোস।

২১. (তাদের মুখে তো) আনুগত্যের স্বীকারোক্তি ও ভাল ভাল কথাবার্তা ধ্বনিত হয়; কিন্তু যখন চূড়ান্ত নিদের্শ দেয়া হল তখন তারা যদি আল্লাহর নিকট নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করত, তাহলে তাদের জন্যে তা ভালই হত।

২২. এখন তোমাদের হতে এর চেয়ে আরও কিছু আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি উল্টা মুখে ফিরে যাও, তাহলে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরে একজন অপরজনের গলা কাটবে[১১]?

২৩. এই লোকেরাই তারা যাদের উপর আল্লাহতা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন।

২৪. তারা কি কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করেনি? না তাদের দিল সমূহে তালা পড়ে গেছে?

১১। এ এরশাদের অর্থ- যদি এ সময় তোমরা ইসলামের প্রতিরক্ষায় দ্বিধা-সংকোচ কর এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ঈমানদারগণ যে বিরাট মহান সংস্কার-সংশোধনমূলক বিপ্লবের জন্যে চেষ্টা-সাধনা করছেন তার জন্যে নিজেদের ধন ও জীবন পণ করতে কুণ্ঠিত ও বিমুখ হও, তবে এর ফল শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে তোমরা আবার সেই মূর্খতার অন্ধকারময় সমাজ জীবনের দিকে ফিরে যাবে যার মধ্যে থেকে তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরস্পরের গলা কাটাকাটি করছিলে, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে জীবন্ত প্রোথিত করছিলে এবং খোদার পৃথিবীকে যুলম ও ফাসাদে পূর্ণ করছিলে।
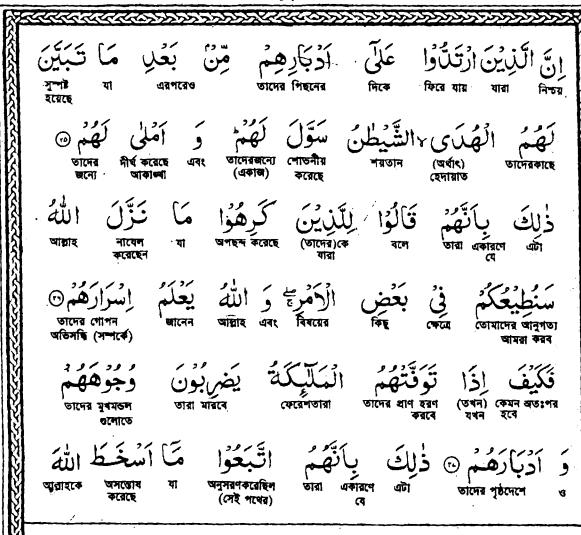
২৫. আসল কথা হল এই যে, যারা হেদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবার পর তা হতে ফিরে গেছে তাদের জন্যে শয়তান এ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যে আশা আকাংখার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে রেখেছে।

২৬. এ কারণেই তারা আল্লাহর নাযিল করা দ্বীন অপছন্দকারীদেরকে বলে দিয়েছে যে, কোন কোন ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে মানব[১২]।

২৭. আল্লাহ তাদের এই গোপন কথাসমূহ খুব ভাল করেই জানেন। তাহলে তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেস্তাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর মারতে মারতে তাদেরকে নিয়ে যাবে?

২৮. এটাতো এ কারণেই হবে যে তারা সেই পথ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে

১২। অর্থাৎ ঈমানের একরার ও মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ভিতরে ভিতরে ইসলামের শত্রুদের সংগে শলা পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে যে কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবো।
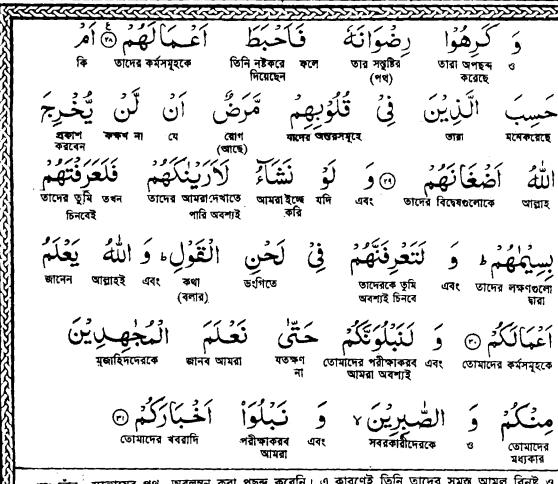
এবং তাঁর সন্তোষের পথ অবলম্বন করা পছন্দ করেনি। এ কারণেই তিনি তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন[১৩]।

রুকূঃ৪

২৯. যে সব লোকের দিলে রোগ রয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের দিলের গোপন কপটতার ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন না?

৩০. আমরা ইচ্ছা করলে সেগুলো তোমাদেরকে প্রত্যক্ষ করাতে পারি, আর তোমরা তাদের মুখাবয়ব দেখে চিনে নিতে পারবে। তাদের কথা-বার্তার ধরণ দেখে তোমরা তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের সকলের সব আমল খুব ভাল করেই জানেন।

৩১. আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন করব, যেন আমরা তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও নিজ স্থানে অবিচল কে কে তা জানতে পারি।

১৩। 'সকলকাজ' অর্থ সেই সমস্ত কাজ মুসলমান হয়ে তারা যা সম্পাদন করেছিল। তাদের নামায, তাদের রোযা, তাদের যাকাত মোটকথা তাদের সেইসব ইবাদত ও সেই সমস্ত নেকী (পূণ্যকাজ) যা বাহ্যতঃ সৎকাজ বলে গণ্য করা হয়, এই কারণে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন এবং ইসলামী মিল্লাতের সংগে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ব্যবহার করেনি, বরং নিছক ষড়যন্ত্র ও শলা পরামর্শ করতে থাকে এবং আল্লাহর পথে জেহাদের মওকা আসতেই নিজেরা নিজেদেরকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার চিন্তায় রত হয়।
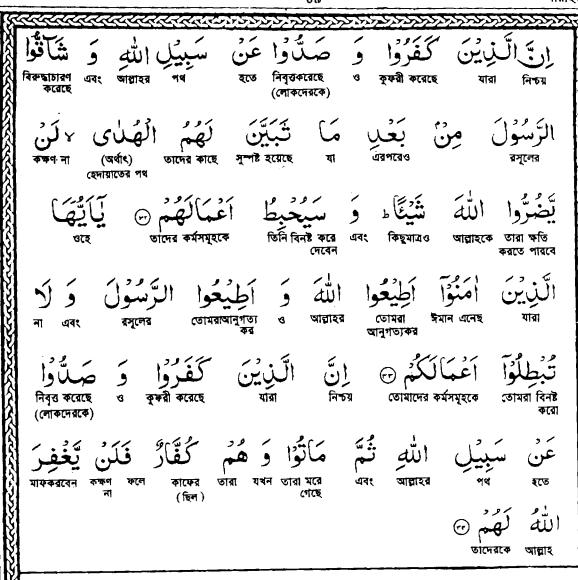
৩২. যে সব লোক কুফরী করেছে, আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রেখেছে এবং রসূলের সাথে ঝগড়া করেছে– যখন তাদের সামনে হেদায়াতের নির্ভুল পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল– মূলতঃ তারা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারে না; বরং আল্লাহই তাদের সব কৃতকর্ম ধ্বংস করে দেবেন।

৩৩. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের অনুসরণ কর, আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না[১৪]।

৩৪. যারা কুফরী করেছে, আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রেখেছে ও মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীর মতে শক্ত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে তো আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

১৪। অন্য কথায়, কর্মসমূহের মঙ্গলজনক ও সফল হওয়া পূর্ণভাবে নির্ভর করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর। আনুগত্যচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর কোন কাজই আর সৎকাজ থাকেনা যার জন্যে মানুষ কোন পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে।
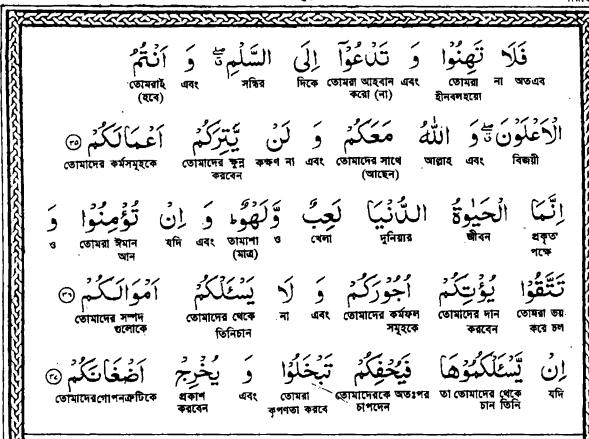
৩৫. অতএব তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়ো না এবং সন্ধি-সমঝোতার আবেদন করে বসো না [১৫]। আসলে তোমারাই বিজয়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং তোমাদের আমল তিনি কক্ষণই বিনষ্ট করবেন না।

৩৬. এই দুনিয়ার জীবনটাতো একটা খেলা এবং তামাসার ব্যাপার। তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার নীতি ও আচরণ রক্ষা করে চলতে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের শুভ কর্মফল তোমাদেরকে দেবেন; তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট হতে চাবেন না[১৬]।

৩৭. তিনি যদি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের নিকট চেয়ে বসেন এবং তোমাদের সব কিছুই পেতে চান তাহলে তোমরাতো কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের গোপন দোষটি বাইরে প্রকাশ করে দেবেন।

১৫। একথা এখানে লক্ষ্যে রাখা দরকার যে, এ এরশাদ করা হয়েছিল সেই সময়ে যখন মাত্র মদীনার ক্ষুদ্র বস্তিতে কয়েক শত মোহাজের ও আনসারের এক মুষ্টিমেয় দল ইসলামের পতাকা বহন করেছিল, এবং তার মুকাবিলায় ছিল মাত্র কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রগুলিই নয়, বরং সমগ্র আরব দেশের কাফের ও মুশরেকগণ। এই পরিস্থিতিতে এরশাদ করা হচ্ছে যে-হিম্মতহারা হয়ে শত্রুদের কাছে সন্ধির আবেদন করতে লেগে যেওনা, বরং জীবনপণ করে মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬। অর্থাৎ তিনি ঐশ্বর্যবান- অভাবহীন, তোমার কাছ থেকে তাঁর নিজের জন্যে কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর পথে কিছু খরচ করার জন্যে যদি তোমাকে নির্দেশ দেন, তবে তা তাঁর নিজের জন্যে নয়, বরং তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে।

هَاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ
তোমরা দেখ | ঐসব লোক (যাদের) | আহবান করাহচ্ছে | তোমরা খরচকরবেন | | পথে

اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا
আল্লাহর | তখন তোমাদের মধ্যেহতে | কেউ কেউ | কৃপণতাকরে | অথচ | যে | কৃপণতাকরে | প্রকৃতপক্ষে

يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ
সে কৃপণতা করে | সাথে | তার নিজের | এবং | আল্লাহ | অভাবমুক্ত | কিন্তু | তোমরা | অভাবগ্রস্থ

وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا
আর | যদি | তোমরামুখফিরাও (তবে) | তিনি পরিবর্তন করে আনবেন | (অন্যএক) জাতিকে | তোমাদের ব্যতীত | এরপর | না

يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ﴿۳۸﴾ ع
তারা হবে | তোমাদের মত

৩৮. লক্ষ্য কর, তোমাদেরকে আহ্বানই জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় কর। জবাবে তোমাদের কিছু লোক কার্পণ্য করে অথচ যে কার্পণ্য করে সে আসলে নিজের সাথেই নিজে কার্পণ্য করে। আল্লাহতো ঐশ্বর্যের মালিক, তোমরাই বরং তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন মানবগোষ্ঠিকে নিয়ে আসবেন; আর তারা তোমাদের মত হবে না নিশ্চয়।

সূরা আল-ফাত্‌হ

নামকরণঃ সূরার প্রথম আয়াত انا فتحنا لك فتحا مبينا হতে এর নাম গৃহিত। এতে যে 'ফাত্‌হ' শব্দটি রয়েছে তাকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে এ শুধু নাম-ই নয়, এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদিরও এটাই শিরোনাম। কেননা সেই বিরাট 'ফাত্‌হ' বা বিজয় সম্পর্কে এ সূরায় কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহতা'আলা হুদাইবিয়ার সন্ধিরূপে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মুসলিম জাতিকে দান করেছিলেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ হাদীসের সব বর্ণনার ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ষষ্ঠ হিজরী সনের জিল্‌-কা'দ মাসে ঠিক তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল যখন নবী করীম (সঃ) মক্কার কাফেরদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত করার পর মদীনা শরীফের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ যে সব ঘটনার ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, নবী করীম (সঃ) একদা স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সংগী-সাথীদের সঙ্গে নিয়ে মক্কাশরীফ চলে গিয়েছেন এবং সেখানে 'উমরা' পালন করলেন। নবীর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন ও অমূলক চিন্তা-কল্পনার ফলশ্রুতিই হয় না, প্রকৃতপক্ষে এও এক প্রকারের অহী বিশেষ। সূরার ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহতা'আলা নিজেই এ কথা সত্যায়িত করেছেন যে, এ স্বপ্নটি তিনি নিজেই তাঁর রসূল (সঃ)-কে দেখিয়েছিলেন। কাজেই আসলে এ স্বপ্ন মাত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল আল্লাহরই এক ইংগিত। এ পালন ও কাজে পরিণত করণ নবীর পক্ষে একান্তই কর্তব্য ছিল।

কিন্তু তখনকার আয়াত্তাধীন বাহ্যিক কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে এ ইংগিতকে বাস্তবায়িত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে হয় নি। কুরাইশ কাফেররা ছ'টি বছর হতে মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর ঘরের পথ বন্ধ করে রেখেছিল। এ দীর্ঘ সময় কোন মুসলমানকেই তারা হজ্জ বা উমরা'র জন্য হারাম শরীফের নিকটেও যেতে দেয়নি। এক্ষণে তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ)-কে সাহাবীদের দলবল সহকারে মক্কা শরীফে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে, তা কি করে আশা করা যেতে পারে! উমরার নিয়ত করে ও ইহরাম বেঁধে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সহকারে বের হওয়া তো যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ারই নামান্তর ছিল। আর সশস্ত্র না হয়ে নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়াও তো নিজের ও সংগী-সাথীদের জীবন-প্রাণের জন্যে কঠিন বিপদ টেনে আনা ছাড়া অন্য কোন পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা যায় না। এ রূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলার এ ইংগিতকে কি করে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারে তা কারও বোধগম্য হচ্ছিল না।

কিন্তু নবী পয়গম্বরের পদ ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। তাঁর খোদা তাঁকে যে নির্দেশই দিবেন, কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ব্যতীতই তা যথাযথরূপে পালন করাই তাঁর ঐকান্তিক কর্তব্য। এ কারণে রসূলে করীম (সঃ) নিঃসংকোচে তাঁর স্বপ্নের বিবরণ তাঁর সাহাবীগণকে শুনালেন ও সফর যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। আশে-পাশের গোত্রসমূহেও সাধারণ ভাবে ঘোষণা করিয়ে দিলেন– আমরা উমরার জন্যে মক্কা যাচ্ছি। যারাই আমাদের সংগে যেতে চাইবে, তারা যেন আমাদের কাফেলায় শামিল হয়ে যায়। যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নিবদ্ধ ছিল তারা স্পষ্ট মনে করে নিয়েছিল যে, এ লোকগুলি তো মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই রসূলে করীম (সঃ)-এর সংগী হতে প্রস্তুত হ'ল না। কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি যাদের সত্যিকার ঈমান ছিল তারা এ যাত্রার পরিণতি কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী হ'ল না। এ আল্লাহরই ইংগিত এবং তাঁরই রসূল এ ইংগিত কার্যে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এটাই ছিল তাদের সান্ত্বনা লাভের একমাত্র অবলম্বন। অতঃপর রসূলের সংগী হতে তাদেরকে বাধা দিতে পারে এমন কোথাও কিছু ছিল না। পরে চৌদ্দশ'

সাহাবী রসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বে এই কঠিন বিপদ সংকুল সফরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ষষ্ঠ হিজরীর যিল-কাদ মাসের শুরুতে এ কাফেলা মদীনা হতে যাত্রা করলো। যুলহুলাইফা* নামক স্থানে পৌছে সকলেই উমরার এহরাম বাঁধলেন। কুরবানী করার উদ্দেশ্যে ৭০টি উট সংগে নিলেন। উটগুলোর গলায় 'কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তু' হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ রশি বেঁধে দেয়া হ'ল। জিনিসপত্রের মধ্যে এক-একখানি তরবারিও সংগে নেয়া হ'ল। এ কোন বে-আইনী কাজ ছিল না। বরং তখনকার সময় আরবের প্রচলিত নিয়মে হারাম-জিয়ারতকারীদের জন্য এর পুরাপুরি অনুমতি ছিল। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের অন্য কোন সমগ্রীই সংগে নেয়া হয় নি। অতঃপর এ কাফেলা 'লব্বাইকা'র ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বায়তুল্লাহ'র দিকে যাত্রা শুরু করে দিল।

এ সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল –যে ধরনের ও যে রূপের সম্পর্ক ছিল, তা আরবের প্রত্যেকটি লোকই জানতো। এই বিগত বছরই ৫ম হিজরী সনের শওয়াল মাসে– আরবের সমস্ত গোত্র–গোষ্ঠী সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল এবং এরই ফলে আহ্যাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে রসূলে করীম (সঃ) যখন এত বিপুল সংখ্যক জনতার একটা কাফেলা নিয়ে তাঁদের সকলেরই রক্তের পিপাসু দুশমনদের ঘরের দিকে রওনা হলেন তখন এ আশ্চর্য ধরনের অভিযাত্রার দিকে সমগ্র আরবের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। অবশ্য লোকেরা এও লক্ষ্য করলো যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য নয়, হারাম মাসে এহ্রাম বেঁধে কুরবানীর উট সংগে নিয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে, যাচ্ছে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে।

নবী করীম (সঃ)-এর এ অগ্রযাত্রায় কুরাইশের লোকেরা ভীষণ ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। যিল-কা'দ মাস ছিল হারাম মাসসমূহের মধ্যে একটা। শত শত বছর ধরে আরবের লোকেরা এ মাসগুলোকে হজ্জ ও যিয়ারত করার জন্য সংরক্ষিত ও অত্যন্ত সম্মানার্হ মাস মনে করে এসেছে। এ মাস সমূহে যে কাফেলাই এহরাম বেঁধে হজ্জ বা উমরা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, তার প্রতিরোধ করার অধিকার কারও ছিল না। এমন কি কোন গোত্রের সঙ্গে সে কাফেলার লোকদের জানের দুশমনি থাকলেও আরবের সর্ববাদী সম্মত ও সর্বসমর্থিত বিধান অনুযায়ী তার এলাকা হতে তাদেরকে অতিক্রম করে যেতে দিতে বাধা দান করতে পারে না। এ কারণে কুরাইশ বংশের লোকেরা বিশেষভাবে ভাবিত হয়ে পড়লো। তারা মনে করলো, মদীনার এ কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে মক্কাশরীফে প্রবেশ করতে না দিলে সমগ্র আরবে সে জন্য কঠিন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠবে, আরবের প্রত্যেকটি লোকই এ কাজকে অন্যায় বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করবে। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ মনে করতে শুরু করবে– আমরা বুঝি আল্লাহর ঘরের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসতে চাচ্ছি। প্রত্যেক গোত্রই চিন্তা করবে, ভবিষ্যতে কাকেও হজ্জ ও উমরা করতে দেয়া না দেয়া বুঝি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমরা যার প্রতি বিরাগভাজন হব, তাকে বুঝি বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে তেমনি বাধাগ্রস্থ করবো, যেমন আজ এ যিয়ারত ইচ্ছুক লোকদের বাধা দিচ্ছি! এটা তো একটা মস্তবড় ভুল পদক্ষেপ হবে, সমস্ত আরব জনতা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে পড়বে! কিন্তু আমরা যদি মুহাম্মদকে এত বড় একটা কাফেলা সথে নিয়ে বিনা বাধায় আমাদের শহরে প্রবেশ করার সুযোগ দিই তাহলে সারাদেশে আমাদের আর কোন প্রতিপত্তি ও হাঁক-ডাক অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা মনে করবে, আমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেছি। বস্তুতঃ এ ছিল কুরাইশদের জন্যে একটা মস্তবড় সমস্যা। তারা এতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের জাহেলিয়াতের আত্মসম্মানবোধ ও বিদ্বেষই বিজয়ী হয়ে পড়লো। তারা নিজেদের নাক উঁচু রাখার সিদ্ধান্ত করলো, তারা কোনক্রমেই এ কাফেলাকে তাদের শহরে প্রবেশ করতে দেবে না।

---

*এই স্থানটা মদীনা হতে মক্কার দিকে প্রায় ছ'মাইল দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে তাকে 'বীরে আলী' 'আলীর কূপ' বলা হয়। মদীনা হতে হজ্জযাত্রীরা এ স্থান হতে হজ্জ ও উমরার এহরাম বেঁধে থাকেন।

রসূলে করীম (সঃ) বনুকা'আব-এর এক ব্যক্তিকে 'সংবাদদাতা' হিসেবে আগে-ভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুরাইশদের মনোভাব, ইচ্ছা, তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে জেনে রসূলে করীম (সঃ)-কে আগাম জানিয়ে দেয়াই ছিল তার কর্তব্য। নবী করীম (সঃ) যখন 'উসফান' (মদীনা হতে উটের গাড়ীতে মক্কা যাওয়ার পথে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটা স্থান) পৌছিলেন তখন সে লোকটি এসে সংবাদ জানাল যে, কুরাইশের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে (মক্কার বাইরে উসফানের পথে) 'যী-তাওয়া' নামক স্থানে এসে পৌছে গেছে। আর খালেদ ইবনে অলীদকে তারা দু'শ' উটের গাড়ীর আরোহী সৈন্যসহ (উসফান হতে মক্কার দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত) 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানের দিকে আগে-ভাগে পাঠিয়ে দিয়েছে রসূলুল্লাহর অগ্রযাত্রা রোধ করার উদ্দেশ্যে। রসূলে করীম (সঃ)-এর কাফেলার সাথে খোঁচাখুঁচি করে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য- যেন, যুদ্ধ সংঘটিত হলে সমগ্র দেশে রটিয়ে দেয়া যায় যে, এ লোকেরা আসলে লড়াই করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসে ছিল; যদিও বাহানা করেছিল উমরা করার, এবং ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা এহরাম বেঁধে রেখেছিল। নবী করীম(সঃ) এ সংবাদ জানতে পেরেই চলার পথ পরিবর্তন করে দিলেন এবং অত্যন্ত বন্ধুর-দুরাতক্রম্য পথ ধরে বিশেষ কষ্ট সহকারে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এ স্থানটা 'হারাম'-এর বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্তে অবস্থিত।এখানে বনুখুযা' আর সরদার বুদাইল ইব্‌নে আরকা তার গোত্রের কয়েকজন লোক সংগে নিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞাসা করলোঃ আপনি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেনঃ আমরা কারও সংগে যুদ্ধ করতে আসি নি, কেবল মাত্র বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তার তওয়াফ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সে লোক ক'জন কুরাইশ সরদারদের নিকট এ কথা পৌছে দিল এবং হারাম শরীফের যিয়ারাত-ইচ্ছুক এ কাফেলার পথ রোধ না করার পরামর্শ দিল। কিন্তু কুরাইশ সরদাররা তাদের একগুঁয়েমী ও জিদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হ'ল না। তারা কুরাইশের বন্ধু সম্পর্ক গোত্র-সমষ্টি 'আহাবীশ' সরদার হুলাইস ইবনে আলকামাকে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিল যেন সে তাঁকে ফিরে যেতে প্রস্তুত করে। কুরাইশ সরদারদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার কথা না মানলে সে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে অতঃপর 'আহাবীশে'র সমস্ত শক্তি আমাদের পক্ষে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হতে পারবে। কিন্তু সে কার্যতঃ এসে যখন দেখতে পেল যে, সমস্ত কাফেলা-কাফেলার সব লোকই এহরাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, কোরবানীর জন্তুগুলির গলায় চিহ্ন বাঁধা রয়েছে ও সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এঁরা লড়াই করবার জন্যে না- বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন, তখন সে নবী করীম (সঃ)-এর সাথে কোন কথা না বলেই মক্কায় ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে কুরাইশ সরদারদের নিকট স্পষ্টভাষায় বলে দিল-এ লোকেরা বায়তুল্লাহর মহানত্ব মেনেই তার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছেন। তোমরা যদি তাঁদের কে বাধা দাও তাহলে 'আহাবীশ' এ কাজে তোমাদের সাথে কোন সহযোগিতাই করবে না। তোমরা কা'বার মর্যাদা ও সম্মান-মাহাত্ম্য পদদলিত করবে, আর সে কাজে আমরা তোমাদের সহযোগিতা করবো এই উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের 'মিত্র' হইনি।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ হতে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী আসলো। সে নিজস্বভাবে নানা কথা বুঝিয়ে রসূলে করীম (সঃ)-কে মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা হতে বিরত থাকবার জন্যে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নবী করীম (সঃ) বললেন, আমরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। বনু খুযা'আকে তিনি এ জবাবই দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মহানত্ব মেনে নিয়ে ও একটা দ্বীনী কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। উরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশের লোকদেরকে বললেনঃ 'আমি কাইযার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারেও গিয়েছি ; কিন্তু খোদার শপথ! আমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগী-সাথীদেরকে তাঁর জন্য যতখানি উৎসর্গীকৃত দেখতে পেয়েছি, এইরূপ দৃশ্য কোন বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখতে পাইনি। এ লোকদের অবস্থা এই যে, মুহাম্মদ (সঃ) অযু করেন, আর তাঁর সংগী-সাথীরা পানির একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেন না, তার সবই নিজেদের দেহ ও কাপড়ে মেখে নেন। এরূপ অবস্থায় তোমাদের প্রতিপক্ষ কে তা তোমরা ভাল করেই অনুধাবন করে নাও'।

দূতদের পর পর আসা-যাওয়া ও কথা বলার এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকলো। এ সময়-কালে কুরাইশরা চুপেচুপে রসূলে করীম (সঃ)-এর ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাহাবীগণকে উত্তেজিত করে তুলতো এবং কোন-না কোন ভাবে এমন কোন কাজ করতে তাঁদেরকে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকে যাতে লড়াই বাধানোর সুযোগ ঘটে। তারা এ ষড়যন্ত্র করতে লাগলো কিন্তু প্রতিবারই সাহাবীদের ধৈর্য এবং নবী করীম (সঃ)-এর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাদের সমস্ত কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিল। একবার তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক রাত্রিবেলা এল ও মুসলমানদের তাঁবুর উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগলো। সাহাবীগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে নবী করীম (সঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করলেন। কিন্তু তিনি এ সকলকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। অন্য এক সময় তানয়ীম*-এর দিক হতে ৮০জন লোক ঠিক ফজরের নামাযের সময় এল এবং আকস্মিক ভাবেই তারা আক্রমণ চালালো। এ লোকেরাও গ্রেফতার হ'ল, কিন্তু নবী করীম (সঃ) এদেরকেও মুক্তি দিলেন। কুরাইশদের প্রত্যেকটি কৌশলই এভাবে একের পর এক ব্যর্থ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত স্বয়ং নবী করীম (সঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-কে নিজের তরফ হতে দূত বানিয়ে মক্কা পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ সরদারদের নিকট পয়গাম পাঠালেন, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসিনি, যিয়ারত ও তওয়াফের উদ্দেশ্য কুরবানীর জন্তুসহ এসেছি। আমরা তওয়াফ ও কুরবানী সম্পন্ন করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা একথা মানলো না; উপরন্তু তারা হযরত উসমান (রাঃ)-কেই আটক করে রাখলো। এ সময়ই এদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত উসমান (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। তিনি ফিরে না আসায় মুসলমান জনতা এ সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন।----এ এক কঠিন সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। অধিক সহ্য করার ও চুপচাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার সুযোগ ছিল না। মক্কায় প্রবেশকরার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার জন্য শক্তি প্রয়োগ বাঞ্ছিত ও প্রার্থিত ছিল না। কিন্তু ব্যাপার যখন দূত হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে তখন মুসলিম জনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকলো না। এ জন্যে নবী করীম (সঃ) তাঁর সমস্ত সংগী-সাথীদেরকে একত্রিত করে তাঁদের নিকট হতে এ কথার উপর 'বায়'আত' গ্রহণ করলেন যে, 'অতঃপর আমরা এখান হতে মৃত্যু পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করবো না'। অবস্থার নাযুকতা লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এ কোন সাধারণ ও নগণ্য ধরনের 'বায়'আত' ছিল না। মুসলমান ছিলেন মাত্র ১৪ শত, সংগে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বা অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না। এ সময় তাঁরা নিজেদের আবাস-কেন্দ্র হতে আড়াই শত মাইল দূরে, মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে শত্রু পক্ষ পূর্ণ শক্তিতে তাঁদের উপর অতি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। আর আশ-পাশ হতে নিজেদের মিত্র ও সমর্থক গোত্রসমূহকে সংগে নিয়ে তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে ফেলতেও কোন অসুবিধা ছিল না। এতদ'সত্ত্বেও মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র কাফেলা-ই নবী করীম (সঃ)-এর হাতে মরতে ও মারতে প্রস্তুত থাকার জন্য 'বায়'আত' করতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হ'লনা। তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং খোদার পথে আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকার ইহাপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ আর কি হতে পারে? বস্তুতঃ এই 'বায়'আতেই' 'বায়'আতে রিযওয়ান'– খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মদানমূলক শপথ ও অংগীকার নামে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে এবং চিরদিনই তা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পরবর্তী সময় জানা গেল, হযরত উসমানের নিহত হওয়ার সংবাদ ভুল ছিল। তিনি নিজেও যথাস্থানে ফিরে এলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল ইবনে-আমরের নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধিদলও সন্ধির কথা-বার্তা বলার জন্যে রসূলে করীম (সঃ)-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হ'ল। রসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতেই দেয়া হবেনা এরূপ জিদ ও একগুঁয়েমী তারা ত্যাগ করেছিল। অবশ্য নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্য

---

*এ মক্কার হারাম-সীমার বাইরে অবস্থিত একটা স্থান। মক্কার লোকেরা সাধারণত উমরা করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে গিয়ে এহরাম বাঁধতো এবং তারপর ফিরে এসে উমরা আদায় করতো।

তারা বার বার শুধু বলতে লাগলোঃ আপনি এ বছর ফিরে যান, আগামী বৎসর উমরা করার জন্য আসতে পারেন। দীর্ঘ কথাবার্তার পর নিম্নোদ্ধৃত শর্তসমূহের ভিত্তিতে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

১. দশ বছর কাল পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন রকমেরই তৎপরতা চালাবে না।

২. এ সময়-কালের মধ্যে কুরাইশদের কোন ব্যক্তি তার নেতার অনুমতি ব্যতীত পালিয়ে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর তাঁর সংগী-সাথীদের মধ্য হতে কেউ কুরাইশদের নিকট চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

৩. আরব গোত্রসমূহের মধ্যে যে গোত্র পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এ চুক্তিতে শামিল হতে চাইবে, সে অবশ্যই শামিল হতে পারবে, এ করার তার অধিকার রয়েছে।

৪. মুহাম্মদ (সঃ) এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরা করার উদ্দেশ্যে এসে মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। অবশ্য অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে মাত্র একখানা করে তরবারি সংগে নিয়ে আসতে পারবেন। এ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগে আনতে পারবেন না। এ তিন দিনের জন্যে মক্কাবাসীরা তাঁদের জন্য শহর খালি করে দেবে, যেন কোনরূপ সংঘর্ষ সৃষ্টি হবার আশংকাও না থাকে। কিন্তু তারা এখান হতে ফিরে যাওয়ার সময় কোন এক ব্যক্তিকেও সংগে করে নিয়ে যেতে পারবেন না।

যে সময় এ সন্ধি চুক্তির শর্ত সমূহ ঠিক করা হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের সমগ্র বাহিনী খুবই উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। ঠিক যে সব কল্যাণময় দিকের উপর দৃষ্টি রেখে নবী করীম (সঃ) এ শর্তসমূহ মেনে নিচ্ছিলেন, অন্য কারও দৃষ্টি সেই দূরবর্তী লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ ছিলনা। ফলে এ সন্ধির পরিণতিতে যে মহাকল্যাণ সাধিত হতে যাচ্ছিল, তা কেউই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কাফের কুরাইশগণ এ শর্তসমূহকে নিজেদের সাফল্য মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। কিন্তু মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল– আমরা দুর্বলতা দেখিয়ে এ অপমানকর শর্তগুলো মেনে নেব কেন? হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর ন্যায় একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জননেতার অবস্থাও খুবই উদ্বেগজনক ছিল। তিনি বলতে লাগলেনঃ 'ইসলাম কবুল করার পর আমার দিলে কখনও কোনরূপ সংশয় মাথা চাড়া দেয়নি। কিন্তু এ সময় আমিও তা হতে রক্ষা পেলাম না'। তিনি অস্থির হয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেনঃ 'নবী করীম (সঃ) কি প্রকৃতই আল্লাহর রসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? তারা কি মুশরিক নয়?----- তা হলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এ অপামান ও লাঞ্ছনা কেন মাথা পেতে নেব? 'তিনি বললেনঃ 'হে উমর! তিনি সত্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ কখনই তাঁকে বিনষ্ট করবেন না'। এ শুনে তিনি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। তিনি রসূলে করীম (সঃ)-কেও এ প্রশ্ন গুলোই জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও তাঁকে সে রকম জবাবই দিলেন, যেমন দিয়েছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। উত্তরকালে হযরত উমর (রাঃ) দীর্ঘদিন পর্যন্ত নফল নামায পড়া ও দান সাদকার কাজ করেছেন, যেন আল্লাহতা'আলা সে দিনের বেয়াদবীর অপরাধ ক্ষমা করে দেন যা তিনি নবী করীম (সঃ) এর ব্যপারে করে ছিলেন।

এই সন্ধি চুক্তির দুটো কথা লোকদের মনে সর্বাধিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। একটা কথা হ'ল দু'নম্বর শর্ত। লোকেদের মতে এ সুস্পষ্টরূপে সমতা ভংগকারী শর্ত। মক্কা হতে পালিয়ে আসা লোককে যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই তা হলে মদীনা হতে পালিয়ে আসা লোককে তারা কেন ফিরিয়ে দেবে না? নবী করীম (সঃ) এ বিষয়ে বললেনঃ আমাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে তাদের নিকট চলে যাবে, তারা আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? আল্লাহতা'আলা তাদেরকে আমাদের নিকট হতে দূরে রাখেন এটাই তো মংগল, আর তাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে আমাদের নিকট আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দিই, তা হলে আল্লাহতা'আলা তাদের জন্যে মুক্তি ও নিষ্কৃতির অপর কোন পথ বের করে দেবেন। এ ছাড়া চতুর্থ শর্তটিও লোকরা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারছিল না। মুসলমানরা মনে করছিলেন, এই শর্তটা মেনে নেবার অর্থ হ'ল আমরা সমগ্র আরবদের সম্মুখে ব্যর্থ

হয়ে ফিরে যাচ্ছি। এ ছাড়া আরও একটা প্রশ্ন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) তো স্বপ্নে দেখেছিলেন আমরা মক্কায় তওয়াফ করছি, অথচ বাস্তবে আমরা তওয়াফ না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী করীম (সঃ) লোকদেরকে বুঝালেনঃ এ বছর তওয়াফ করা হবে, স্বপ্নে তা তো স্পষ্ট করে দেখানো হয় নি। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ বছর না হলেও আগামী বছর তো ইনশা-আল্লাহ তওয়াফ করা হবেই!

এ সময়ই একটা ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনাটি– বলা যেতে পারে- আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করেছে। সন্ধিরচুক্তি পত্র লিখিত হচ্ছিল, এ মুহূর্তেই সুহাইল ইবনে 'আমরের পুত্র আবু জান্দাল– যিনি ইতিপূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন এবং মক্কার কাফেরগণ তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল– কোন না কোন রকমে পালিয়ে এসে নবী করীম (সঃ)-এর ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তাঁর পায়ে বেড়ি লাগানো ছিল, আর তাঁর সমগ্র দেহের উপর অত্যাচার-নিপীড়নের স্পষ্ট চিহ্ন অংকিত ছিল। তিনি নবী করীম (সঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করলেন, 'আমাকে এ অন্যায় অকারণ বন্দীদশা হতে মুক্তি দিন'। এ মর্মান্তিক অবস্থা সহ্য করে নেয়া উপস্থিত সাহাবীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সুহাইল ইবনে-আমর বললেন, সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ না হলেও তার শর্তাবলী আমাদের পরস্পরে চূড়ান্তরূপে গৃহিত হয়েছে। কাজেই শর্তানুযায়ী আমার এ পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে আপনি বাধ্য। নবী করীম (সঃ) তার যুক্তি মেনে নিলেন এবং আবু জান্দালকে এ যালেমদের নিকটই সোপর্দ করে দেয়া হ'ল।

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কাজটা চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) সমবেত সাহাবীগণকে বললেন, এখানেই কোরবানী করে মাথা মুন্ডন করে ফেল ও এহরাম খুলে ফেল। কিন্তু একজন লোকও নিজ স্থান হতে নড়লেন না। নবী করীম (সঃ) পর পর তিনবার এই নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এ সময় যে দুঃখ মর্মবেদনা, হতাশা ও অন্তর্জ্বালার সুগভীর সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাতে একজন লোকের পক্ষেও নিজ স্থান হতে এতটুকু নড়াচড়া করাও সম্ভবপর হ'ল না। অথচ নবী করীম (সঃ) সাহাবীগণকে কোন কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁরা তা পুরোপুরি পালন করার জন্য সংগে সংগেই সক্রিয় হয়ে উঠেননি, রসূলে করীম (সঃ)-এর সমগ্র নবুয়্যত–রিসালাতের জীবনে এটাই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘটনা। এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কখনও ঘটেনি। এরূপ অবস্থা দেখে নবী করীম (সঃ) খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি তাঁর ক্যাম্পে পৌছে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর নিকট তাঁর এ দুঃখ ও ক্ষোভের কথা প্রকাশ করলেন। তিনি নিবেদন করলেনঃ আপনি নিজে চুপচাপ চলে গিয়ে নিজের উটটা যবাই করে দিন এবং ক্ষৌরকার ডেকে নিজের মস্তক মুন্ডন করিয়ে নিন। এর পর লোকেরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে আপনার পদাংক অনুসরণ করবেন এবং তাঁরা বুঝে নেবেন যে, যা কিছু ফয়সালা হয়েছে তা আর পরিবর্তিত হবে না। কার্যতঃ হলও তাই। রসূলে করীম (সঃ)-এর কাজ দেখে লোকেরাও কোরবানী করলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন বা চুল কাটালেন এবং এহরাম খুলে ফেললেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হৃদয় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল, হতাশা ও দুঃখে-ক্ষোভে তাঁদের কলিজাটা যেন ছিঁড়ে গিয়েছিল– এমনই ছিল তাঁদের মানসিক অবস্থা।

এর পর এ কাফেলা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা ও অপমান-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতীক মনে করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিল। তখন মক্কা হতে প্রায় ২৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত যাজনান নামক স্থানে (কারো কারো ও কথানুযায়ী 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানে) এ সূরাটি নাযিল হ'ল। এতে মুসলমান জনতাকে বলা হয়েছে যে তোমরা এ সন্ধিকে নিজেদের চরম পরাজয় মনে করলেও আসলে এটাই তোমাদের মহা বিজয়– 'ফতহুন আযীম'। এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) সমস্ত মুসলিম জনতাকে একত্রিত করলেন এবং বললেনঃ আজ আমার উপর এমন একটা জিনিস নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তার অভ্যন্তরস্থ সবকিছুরই তুলনায় অধিক মূল্যবান। অতঃপর তিনি এ পাঠ করে সকলকে শুনিয়ে দিলেন এবং বিশেষ করে হযরত উমর (রাঃ)-কে ডেকে এটা শুনালেন। কেননা, হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক দুঃখিত ও মর্মাহত।

ঈমানদার লোকগণ আল্লাহতা'আলার এ মহাবাণী শুনেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই যখন এ সন্ধির কল্যাণ এক একটা করে প্রকাশ হতে শুরু হ'ল তখন এ সন্ধির যে বাস্তবিকই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক মহা বিজয় সূচক ছিল তাতে কারো এক বিন্দু সন্দেহ থাকলো না।

১.এ সন্ধি চুক্তিতে আরব দেশে সর্ব প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে যথারীতি স্বীকৃতি ও সমর্থন দেয়া হল। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সংগী-সাথীদের মর্যাদা ছিল এই যে, তাঁরা কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি দল বা গোষ্ঠী মাত্র। তারা এদেরকে তাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বহির্ভূত (outlaw) মনে করতো। এখন সেই কুরাইশরাই রসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি করে ইসলামী রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলের উপর তার স্বাধীন সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নিল। আর আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহের জন্য এ দুটো রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে কোন একটার সাথে ইচ্ছা হবে মিত্রতার সন্ধি চুক্তি করবার দ্বার ও সুযোগ উন্মুক্ত করে দিল।

২. মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার অধিকার মেনে নিয়ে কুরাইশরা যেন আপনা-আপনি একথাও স্বীকার করে নিল যে 'ইসলাম' ধর্ম বহির্ভূত ব্যবস্থা নয়– আজ পর্যন্ত তারা যদিও এ কথাই মনে করে এসেছে– বরং তা আরবে অবস্থিত ও বিরাজিত ধর্মসমূহের মধ্যেই একটা এবং অন্যান্য আরবদের ন্যায় হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি পালন করার অধিকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও রয়েছে। কুরাইশদের এ যাবৎ কালীন মিথ্যা প্রচারণার ফলে আরববাসীদের দিলে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল, এই সন্ধি চুক্তির ফলে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল।

৩. দশ বছরকাল যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হওয়ায় মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করলেন। এর ফলে তাঁরা আরবের সর্বদিক ও সর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করার অবাধ সুযোগ পেলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ ১৯ বছরে যত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এর পর মাত্র দুটো বছরেই তার অনেক বেশী সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম (সঃ)-এর সংগী ছিলেন মাত্র ১৪শ' জন মুসলমান, আর এর মাত্র দু'বছর পরই কুরাইশদের চুক্তি ভংগের ফলে নবী করীম (সঃ) যখন মক্কার উপর চড়াও হলেন, তখন দশ হাজার লোক তাঁর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– প্রকৃত পক্ষে এ হুদাইবিয়ার সন্ধিরই ফলশ্রুতি ছিল।

৪. কুরাইশদের পক্ষহতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) ইসলাম-অধিকৃত ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইসলামী আইন-বিধান জারী করে মুসলিম সমাজকে একটা পূর্ণাংগ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদায় উন্নতি করার অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ ছিল আল্লাহতা'আলার দেয়া একটা অতি বড় নিয়ামত। সূরা আল-মায়েদার তৃতীয় আয়াতে এ নিয়ামত সম্পর্কেই আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেনঃ 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে কবুল করিয়া লইলাম'। (ব্যাখ্যার জন্য তফহীমুল কুরআনের সূরা মায়েদা– তফসীরের ভূমিকা ও ১৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫.কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র দক্ষিণ দিক হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করলো। এতে বড় একটা ফায়দা এ হল যে, মুসলমানগন উত্তর আরব ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী গোত্রগুলোকে অতি সহজেই অধীন করে নিতে পারলো। হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মাত্র তিনটে মাসই অতিবাহিত হয়েছিল, এর মধ্যেই ইহুদীদের শক্তি কেন্দ্র খায়বর জয় হয়ে গেল। অতঃপর ফাদাক, ওয়াদিউল-কুরা, তাইমা ও তাবুকের ইহুদী জন-বসতিসমূহ ইসলামের অধীন হয়ে গেল। এ ছাড়া মধ্য আরবের যে সব গোত্র ইহুদী ও কুরাইশদের সাথে জোটবন্দী ছিল, তারা একটা একটা করে মুসলমানদের অধীনতা পাশে বন্ধী হয়ে গেল। এ

ভাবেই হুদাইবিয়ার সন্ধি মাত্র দুটো বছরের মধ্যেই সমগ্র আরবে শক্তির ভারসাম্য এমন ভাবে বদলে দিল যে, কুরাইশও মুশরিকদের শক্তি চাপা পড়ে গেল এবং ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অবধারিত হয়ে গেল। বস্তুতঃ মুসলমানগণ যে সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা এবং কুরাইশরা নিজেদের সাফল্য মনে করছিল তার বিপুল ও বিরাট কল্যাণময় অবদানসমূহ উপরোক্ত ধরনের ছিল। এ সন্ধির ব্যাপারে যে জিনিসটা সর্বাধিক দুঃসহ ছিল এবং কুরাইশগণ যে জিনিসটাকে নিজেদের বিজয় বলে ধরে নিয়েছেল তা ছিল মক্কাহতে প্রাণ নিয়ে মদীনায় পালিয়ে যাওয়া লোকদেরকে কুরাইশদের হাতে প্রত্যার্পণ করার এবং মক্কায় যাওয়া লোকদেরকে ফিরিয়া না দেয়ার শর্ত। কিন্তু অতি অল্প কাল অতিবাহিত হতে না হতেই এ শর্তটাও কুরাইশদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরূদ্ধে হয়ে গেল। নবী করীম (সঃ)-এর দূরদৃষ্টি সুদূর প্রসারী কোন্ সব কল্যাণ স্পষ্ট দেখতে পেয়ে এ শর্ত কবুল করে নিয়েছিল- তা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকটিত ও তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে পড়লো। সন্ধির কিছুদিন পরই মক্কাহতে আবু বসীর নামক একজন মুসলমান কুরাইশদের কয়েদ হতে পালিয়ে বের হয়ে মদীনায় উপস্থিত হ'ল। কুরাইশরা তাঁর প্রত্যার্পণের দাবী জানালে, নবী করীম (সঃ) সন্ধি চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে সে লোকদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন যাদেরকে তাঁকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে মক্কাহতে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে তিনি তাদের হাত হতে আবার ছাড়া পেয়ে বের হয়ে গেলেন এবং লোহিত সাগরের বেলাভূমিতে গিয়ে অবস্থান শুরু করলেন, যেখান হতে কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা যাতায়াত করতো। অতঃপর যে মুসলমানই কুরাইশদের কয়েদ হতে মুক্তি পেয়ে বের হওয়ার সুযোগ পেতেন, তিনিই মদীনা যাওয়ার পরিবর্তে আবু বসীরের অবস্থান স্থানে পৌছে যেতেন। এভাবে একজন একজন করে ক্রমশঃ ৭০জন মুসলমান এ স্থানে একত্রিত হয়ে গেলেন। তারা কুরাইশদের কাফেলার উপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাদেরক চরমভাবে বিপর্যস্ত ও জর্জরিত করে দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কুরাইশরা নিজেরাই নবী করীম (সঃ)-এর নিকট এই লোকদেরকে মদীনায় ডেকে নেবার জন্যে আবেদন জানাল। এর ফলে হুদাইবিয়ার সন্ধির সে শর্তটা স্বতঃই প্রত্যাহৃত হয়ে গেল। এ ঐতিহাসিক পটভূমি সম্মুখে রেখেই সূরাটা পাঠ করা আবশ্যক। তা হলেই এর নিগূঢ় তত্ত্ব যথার্থভাবে অনুধাবণ করা সম্ভব হবে।

رُكُوعَاتُهَا ٤ — سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ (٤٨) — آيَاتُهَا ٢٩

চার রুকূ — মাদানী আলফাত্‌হ সূরা (৪৮) — উনত্রিশ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

আরবী	অর্থ
إِنَّا	নিশ্চয় আমরা
فَتَحْنَا	আমরা বিজয় দিয়েছি
لَكَ	তোমাকে (হেনবী)
فَتْحًا	বিজয়
مُّبِينًا ۝١	সুস্পষ্ট
لِّيَغْفِرَ	মাফকরেন যেন
لَكَ	তোমাকে
اللَّهُ	আল্লাহ
مَا	যা
تَقَدَّمَ	পূর্বে হয়েছে
مِن ذَنبِكَ	তোমার গোনাহ
وَ	ও
مَا	যা
تَأَخَّرَ	পরেহয়েছে
وَيُتِمَّ	সম্পূর্ণকরেন এবং (যেন)
نِعْمَتَهُ	তাঁর অনুগ্রহ
عَلَيْكَ	তোমার উপর
وَيَهْدِيَكَ	তোমাকে পরিচালনা করেন
صِرَاطًا	পথে
مُّسْتَقِيمًا ۝٢	সরল সঠিক
وَ	এবং
يَنصُرَكَ	তোমাকে সাহায্য করেন (যেন)
اللَّهُ	আল্লাহ
نَصْرًا	সাহায্য
عَزِيزًا ۝٣	বলিষ্ঠ

রুকূঃ১

১। হে নবী! আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি[১]।

২। যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন[২], এবং তোমার উপর তার নিয়ামত দান সম্পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সঠিক সরল পথ দেখান[৩]।

৩। আর তোমাকে প্রবল পরাক্রান্ত সাহায্য দান করেন।

১। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর বিজয়ের এ সুসংবাদ শোনানো হলে লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল যে– 'এই সন্ধিকে কেমন করে বিজয় বলা যেতে পারে; কাফেররা আমাদের দ্বারা যে শর্তগুলি মানাতে চাচ্ছিল এর মাধ্যমে আমরা তার সব কটি বাহ্যতঃ মেনে নিয়েছি'। কিন্তু অল্পকাল পরেই বুঝতে পারা গেল যে– এ সন্ধি প্রকৃত পক্ষে ছিল এক বিরাট বিজয়!

২। যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এ বাক্য এরশাদ হয়েছিল তা লক্ষ্যে রাখলে পরিষ্কার রূপে বোঝা যায় যে– এখানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে রসূলে করীমের (সঃ) নেতৃত্বে বিগত ১৯ বৎসর যাবৎ মুসলমানরা ইসলামের সফলতা ও বিজয়ের যে চেষ্টা-সাধনা করে আসছে তার মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছিল। এ কমি-খামিগুলি কোন মানুষের গোচরে নেই, বরং মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিতো এই চেষ্টা–সংগ্রামে কোন ত্রুটির সন্ধান পেতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহতা'আলার দৃষ্টিতে পূর্ণতার যে উচ্চতর মানদণ্ড আছে তার বিচারে এর মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল যার জন্যে এত সত্বর মুসলমানদের পক্ষে আরবের মোশরেকদের উপর চরম বিজয় সম্ভব হতে পারতো না। আল্লাহতা'আলার এরশাদের অর্থ হচ্ছে– এই ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ যদি তোমরা চেষ্টা-সংগ্রাম করতে থাকতে, আরবকে তোমাদের আধিপত্যের অধীনে আনতে এখনও এক দীর্ঘকালের প্রয়োজন হতো; কিন্তু আমি তোমাদের সেই সমস্ত দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ও ক্ষমা করে নিছক নিজের অনুগ্রহ দ্বারা তার পূর্ণতা সাধন করে দিয়েছি এবং হোদাইবিয়ায় তোমাদের জন্য সেই বিজয় ও গৌরবের দরওয়াজা উন্মুক্ত করে দিয়েছি যা সাধারণ রীতিতে তোমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সম্ভব হতো না।

৩। এখানে রসূলুল্লাহকে (সঃ) সোজা রাস্তা দেখানোর অর্থ তাঁকে বিজয় ও সফলতার পথ দেখানো।

৪। সেই আল্লাহই মুমিনদের অন্তর সমূহে প্রশান্তি নাজিল করেছেন[৪], যেন তাদের ঈমানের সাথে তারা আরো একটি ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৈন্য-সামন্ত আল্লাহর কুদরতের কব্জায় রয়েছে এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী।

৫। (তিনি এ কাজ করেছেন এজন্যে) যেন মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীদের চিরস্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করান যার নীচে ঝর্ণাধারা চিরপ্রবহমান হবে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি সমূহ তাদের থেকে দূর করে দিবেন– আল্লাহর নিকট এটা বড় রকমের সাফল্য;

৪। 'সকিনাত' অর্থ– স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা ও হৃদয়ের প্রশান্তি। অর্থাৎ– হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় যেরূপ উত্তেজনামূলক অবস্থাসমূহের উদ্ভব ঘটেছিল সে সবের মধ্যে মুসলমানদের ধৈর্য ধারণ করা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে নিরাপদে ভালভাবে নিষ্ক্রান্ত হওয়া, মাত্র আল্লাহতা'আলারই অনুগ্রহের ফল ছিল। নচেৎ সে সময় সামান্য একটু ত্রুটি সমস্ত কাজ পন্ড ও বিনষ্ট করে দিতো।

وَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ
এবং শাস্তি দেবেন মুনাফেক পুরুষদেরকে ও মুনাফেক নারীদেরকে এবং

الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ
মুশরিক পুরুষদেরকে ও মুশরিক নারীদেরকে (যারা) ধারণাকারী আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা

السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ
খারাপ তাদের উপর (পড়েছে) আবর্তন অমঙ্গলের এবং রুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ

عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ
তাদের উপর ও তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্যে জাহান্নাম এবং (তা) অতি নিকৃষ্ট

مَصِيْرًا ۝ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ
প্রত্যাবর্তন স্থল এবং আল্লাহরই সৈন্যসমূহ আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর

وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ
এবং হলেন আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী নিশ্চয় আমরা তোমাকে আমরা প্রেরণ করেছি

شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ
সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদদাতা হিসেবে এবং সতর্ককারী রূপে যাতে তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর ও তাঁর রসূলের উপর

৬. –এবং সেই সব মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রী এবং মুশরিক পুরুষ ও স্ত্রীগণকে শাস্তি দেবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। দোষ ও খারাবীর আবর্তনে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। আল্লাহর গজব হয়েছে তাদের উপর এবং তিনি তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর তাদের জন্যে জাহান্নাম সু-সজ্জিত করে দিয়েছেন, যা অত্যন্ত বেশী খারাপ স্থান।

৭. আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৈন্য-সামন্ত আল্লাহরই কুদরতের কব্জার মধ্যে রয়েছে এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

৮. হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদাতা[৫], সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।

৯. যেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন

৫। শাহ্ অলিউল্লাহ সাহেব 'শাহেদ'-এর অনুবাদ করেছেন– 'সত্যের প্রকাশকারী' অর্থাৎ সত্যের সাক্ষ্যদাতা।
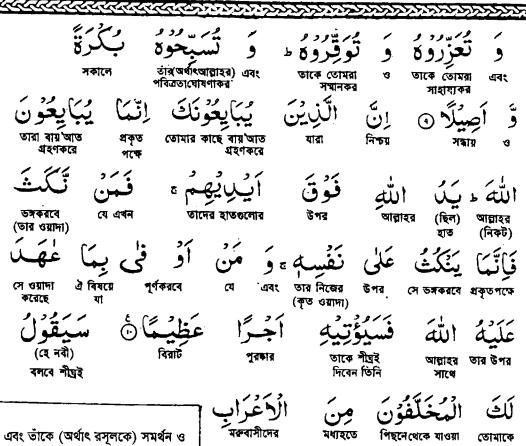
এবং তাঁকে (অর্থাৎ রসূলকে) সমর্থন ও শক্তি দাও, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দাও; আর সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহর তসবীহ্ করতে থাক।

১০. হে নবী! যে সব লোক তোমার নিকট বায়'আত করতেছিল[৬] তারা আসলে আল্লাহর নিকট বায়'আত করতেছিল। তাঁদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল[৭]।এক্ষণে যারা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই সত্তার উপর পড়বে এবং যে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে যা সে আল্লাহর সাথে করেছে, আল্লাহ খুব শীঘ্রই তাকে বড় শুভ প্রতিফল দান করবেন।

রুকূঃ২

১১. হে নবী! বদ্দু আরবদের মধ্যে যাদেরকে পিছনে রেখে দেয়া হয়েছিল[৮] এক্ষণে তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবেঃ

৬। মক্কা মু'আয্‌যমাতে হযরত উসমানের (রাঃ) শহীদ হয়ে যাবার সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের কাছ থেকে হোদাইবিয়াতে যে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন- এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ অংগীকার এই সম্পর্কে লওয়া হয়েছিল যে- হযরত উসমানের (রাঃ) শাহাদতের ব্যাপার যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে মুসলমানেরা এখানে এবং এক্ষুনিই কুরাইশদের সাথে চরম বোঝাপড়া করে নেবে, তাতে যদি সকলেরই হত হ'তে হয় তাও স্বীকার।

৭। অর্থাৎ যে হাতে হাত রেখে সে সময় লোক অংগীকার করছিল তা ব্যক্তি হিসাবে রসূলের হাত ছিল না বরং আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল। এবং এই বয়'আত রসূলের (সঃ) মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলারই সংগে করা হচ্ছিল।

৮। উমরার প্রস্তুতি শুরু করার সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) সাথে চলার জন্য যাদের আহ্বান করেছিলেন এখানে মদীনার চতুঃপার্শ্বস্থ সেইসব লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঈমানের দাবী সত্ত্বেও তারা মাত্র নিজেদের প্রাণের মায়ার খাতিরে ঘর থেকে বহির্গত হয়নি। তারা মনে করছিল- ঠিক এমন সময় উমরার জন্য কুরাইশদের গৃহে যাওয়ার অর্থ মরণের মুখেই নিজেদেরকে নিক্ষেপ করা।

شَغَلَتۡنَآ اَمۡوَالُنَا
আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল আমাদের ধনসম্পদ

وَ اَهۡلُوۡنَا فَاسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ۚ يَقُوۡلُوۡنَ بِاَلۡسِنَتِهِمۡ
ও আমাদের পরিবার পরিজন তাই ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আমাদের জন্যে তারাবলে তাদের জিহবা দিয়ে (এমন কথা)

مَّا لَيۡسَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ ؕ قُلۡ فَمَنۡ يَّمۡلِكُ لَكُمۡ
যা না মধ্যে আছে তাদের অন্তরে বল কে তবে ক্ষমতা রাখে তোমাদেরজন্যে

مِّنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔا اِنۡ اَرَادَ بِكُمۡ ضَرًّا اَوۡ اَرَادَ
হতে আল্লাহর কিছুমাত্র (বাঁচাতে) যদি ইচ্ছেকরেন তিনি তোমাদেরকে ক্ষতি করতে অথবা ইচ্ছেকরেন

بِكُمۡ نَفۡعًا ؕ بَلۡ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا ﴿۱۱﴾
তোমাদেরকে কল্যাণের (কে বুঝতে পারে) বরং হলেন আল্লাহ ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকরছ খুব অবহিত

بَلۡ ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ لَّنۡ يَّنۡقَلِبَ الرَّسُوۡلُ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ
বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে কক্ষণ না ফিরে আসতে পারবে রসূল ও মু'মিনরা

اِلٰٓى اَهۡلِيۡهِمۡ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِىۡ قُلُوۡبِكُمۡ
প্রতি তাদের পরিবারের কখনও এবং সুখকর লেগেছিল এটা মধ্যে তোমাদের অন্তরের

وَ ظَنَنۡتُمۡ ظَنَّ السَّوۡءِ ۖۚ وَ كُنۡتُمۡ قَوۡمًۢا بُوۡرًا ﴿۱۲﴾
এবং তোমরা ধারণা করেছিলে একটা ধারণা খারাপ এবং তোমরা ছিলে লোক বড় খারাপ (মানসিকতার)

'আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তাই ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করুন' এই লোকেরা নিজেদের মুখে সে সব কথা বলছে যা তাদের দিলে থাকে না। তাদেরকে বল! ঠিক আছে, এটাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালাকে কার্যকর হওয়া হতে বাধা দেবার সামান্য ক্ষমতাও কি কারো আছে, যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান; কিম্বা চান কোন কল্যাণ দান করতে? তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তো আল্লাহই ভালভাবে অবহিত।

১২. (কিন্তু আসল কথা তো তা নয় যা তোমরা বলছ) বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ নিজেদের পরিবার পরিজনদের কাছে কখনই প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। এই খেয়ালটা তোমাদের দিলে খুবই ভাল লেগেছিল, এবং তোমরা খুবই খারাপ ধারণা মনে করেছ; আসলে তোমরা সাংঘাতিক খারাপ মন-মানসিকতার লোক।
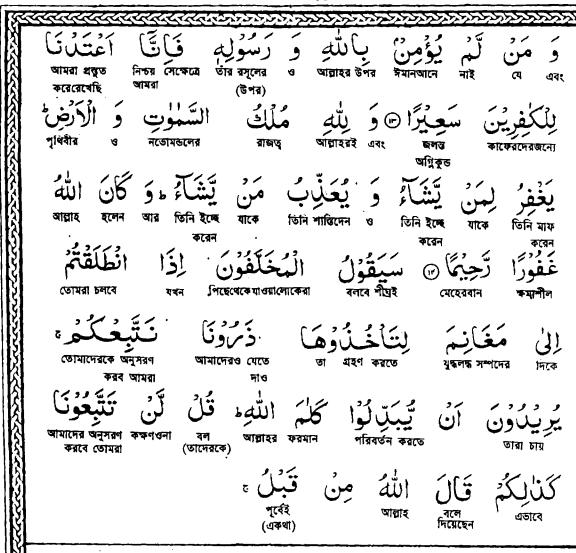
১৩. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যে সব লোক ঈমানদার নয় এমন কাফেরদের জন্যে আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুন্ডলি প্রস্তুত করে রেখেছি।

১৪. আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর বাদশাহী, প্রভুত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন; এবং তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৫. তোমরা যখন গণীমতের মাল লাভ করার জন্যে যেতে থাকবে তখন এই পিছে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাদেরকে অবশ্যই বলবে আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও[৯]। এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাওঃ 'তোমরা কখনই আমাদের সঙ্গে যেতে পারনা, আল্লাহ তো পূর্বেই একথা বলে দিয়েছেন'।

৯। অর্থাৎ সত্বর এমন সময় আসবে যখন এইসব লোকই যারা আজ বিপদ-সংকুল অভিযানে তোমার সংগে যেতে কুণ্ঠিত হচ্ছে, তারা তোমাকে এমন এক অভিযানে যাত্রা করতে দেখবে যার মধ্যে অনায়াসলব্ধ জয় ও বহু যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী লাভের সম্ভাবনা আছে বলে তারা ধারণা করবে; আর সে সময় তারা নিজেরাই ছুটে ছুটে তোমার কাছে আসবে ও বলবে– "আমাদেরও সাথে নিয়ে চলো"।

فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ط بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ

অতঃপর অবশ্যই — তারা বলবে — বরং — আমাদেরকে তোমরা হিংসাকরছ — আসলে — তারাছিল (এমন লোক যে) — না — তারাবুঝে

إِلَّا قَلِيلًا ⑮ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ

এছাড়া — অতিসামান্য — বল — পিছেথেকেযাওয়া লোকদেরকে — মধ্যহতে — মরুবাসীদের — তোমাদের ডাকাহবে শীঘ্রই (যুদ্ধ করতে)

إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ج

দিকে — এক জাতির — সম্পন্ন — শক্তি — প্রবল — তাদেরসাথে তোমাদের যুদ্ধ করতেহবে — কিম্বা — তারা আত্মসমর্পন করবে

فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ج وَإِنْ

যদি অতঃপর — তোমরা আনুগত্য কর — তোমাদেরকে দিবেন — আল্লাহ — পুরস্কার — উত্তম — আর — যদি

تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا

তোমরা পিছে ফের — যেমন — তোমরা পিছে ফিরেছ — ইতিপূর্বে — তোমাদের শাস্তিদেবেন — শাস্তি

أَلِيمًا ⑯ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ

যন্ত্রনাদায়ক — নাই — জন্যে — অন্ধের — কোনঅপরাধ (জিহাদে না গেলে) — আর — না — জন্যে — পঙ্গুর

حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ط وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ

কোন অপরাধ — এবং — না — জন্যে — রোগীর — কোনঅপরাধ — এবং — যে — আনুগত্যকরে — আল্লাহর

وَرَسُولَهُ

ও — তার রসূলের

এরা বলবেঃ 'না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর'। (অথচ এটা কোন হিংসার কথা নয়) আসলে এরা সঠিক কথা খুব কমই বুঝে।

১৬. এই পিছে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাওঃ 'খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্যে ডাকা হবে যারা বড়ই শক্তিসম্পন্ন। তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে; কিংবা তারা অনুগত হয়ে যাবে। সে সময় তোমরা যদি জিহাদের নির্দেশ পালন কর, তাহলে আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দিবেন। আর তোমরা যদি তেমনই পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে পিছনে ফিরে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন।

১৭. যদি অন্ধ, পঙ্গু ও রোগাক্রান্ত লোক জিহাদে না আসে তাহলে কোন দোষ নাই। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে

مِنْ تَحْتِهَا	تَجْرِيْ	جَنّٰتٍ	يُدْخِلْهُ
তার পাদদেশে	প্রবাহিত হয়	জান্নাতে	তাকে প্রবেশ করাবেন তিনি

اَلِيْمًا ﴿١٧﴾	عَذَابًا	يُعَذِّبْهُ	يَّتَوَلَّ	مَنْ	وَ	الْاَنْهٰرُ
মর্মন্তুদ	শাস্তি	তাকে তিনি শাস্তি দিবেন	পিঠফিরাবে	যে	এবং	ঝর্ণাধারাসমূহ

٢ ع

يُبَايِعُوْنَكَ	اِذْ	الْمُؤْمِنِيْنَ	عَنِ	اللّٰهُ	رَضِيَ	لَقَدْ
তোমারকাছে বায়'আত গ্রহণকরে তারা	যখন	মু'মিনদের	প্রতি	আল্লাহ	সন্তুষ্ট হয়েছেন	নিশ্চয়

فَاَنْزَلَ	قُلُوْبِهِمْ	فِيْ	مَا	فَعَلِمَ	الشَّجَرَةِ	تَحْتَ
অবতীর্ণ - এজন্যে করলেন	তাদের অন্তরসমূহের	মধ্যে (ছিল)	যা	জানতেন তখন তিনি	বৃক্ষটির	নীচে

مَغَانِمَ	وَّ	قَرِيْبًا ﴿١٨﴾	فَتْحًا	اَثَابَهُمْ	وَ	عَلَيْهِمْ	السَّكِيْنَةَ
যুদ্ধলব্ধ সম্পদসমূহ	এবং	আসন্ন	বিজয়ের	তাদের পুরস্কার দিলেন	এবং	তাদের উপর	প্রশান্তি

حَكِيْمًا ﴿١٩﴾	عَزِيْزًا	اللّٰهُ	كَانَ	وَ	يَّاْخُذُوْنَهَا	كَثِيْرَةً
মহাবিজ্ঞ	পরাক্রমশালী	আল্লাহ	হলেন	এবং	তা তারা গ্রহণ করবে	বহুল পরিমানে

আল্লাহ তাকে সে সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণা সমূহ প্রবহমান হয়ে থাকবে; আর যে লোক মুখ ফিরিয়ে থাকবে তাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক আযাব দিবেন।

রুকূঃ৩

১৮. আল্লাহতা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের তলায় তোমার নিকট বায়'আত করতেছিল। তাদের দিলের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। এ জন্যে তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন[১০]। পুরস্কার দান হিসেবে তাদেরকে তিনি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।

১৯. এতদ্ব্যতীত আরও বহু গণীমতের সামগ্রী তাদেরকে দিলেন, যা তারা (শীঘ্রই) অর্জন করবে[১১]। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।

১০। এখানে 'সকিনাত' অর্থ- অন্তরের সেই অবস্থা যার ভিত্তিতে একজন মানুষ কোন মহান উদ্দেশ্যের জন্য- নিরুদ্বিগ্ন ও স্থিরচিত্তে হৃদয়ের পূর্ণ প্রসন্নতা ও প্রশান্তিসহ নিজেকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে; এবং কোন ভয় ও চিত্তচাঞ্চল্য ছাড়াই এ চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে- যে কোন অবস্থায় এ কাজ সম্পন্ন করতেই হবে, তাতে ফল যাই হোক না কেন।

১১। এখানে খয়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ

তোমাদের ওয়াদা দিয়েছেন | আল্লাহ | যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সমূহের | বিপুল পরিমানে | তা তোমরা গ্রহণকরবে | ত্বরিৎভাবে এখন দিলেন

لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ

তোমাদের জন্যে | এটা | এবং | বিরত রাখলেন | হাতগুলোকে | লোকদের | তোমাদের থেকে | এবং | এটাই হয়যেন

آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

একটি নিদর্শন | মু'মিনদের জন্যে | ও | তোমাদের পরিচালনা করেন | পথে | সরল সঠিক

وَّأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ

এবং | অন্যটি | নাই | তোমারা সক্ষম হও | তারউপর | নিশ্চয় | পরিবেষ্টন করে রেখেছেন | আল্লাহ | তা

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ

এবং | হলেন | আল্লাহ | উপর | সব | কিছুরই | ক্ষমতাবান | এবং | যদি | তোমাদের সাথে যুদ্ধকরত

الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ

যারা | কুফরীকরেছে | ফিরাত অবশ্যই তারা | পৃষ্ঠ সমূহকে

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক গণীমতের সম্পদ দান করার ওয়াদা করছেন যা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে[১২]। ত্বরিতভাবে তো এই বিজয় তিনি তোমাদেরকে দিলেনই[১৩] আর লোকদের হাত তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হওয়া হতে বিরত রাখলেন[১৪] যেন এটা মু'মিনদের জন্যে একটি নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে, আর আল্লাহ সহজ সঠিক নিভুল ঋজু পথের হেদায়াত দান করেন।

২১. এছাড়া আরো অনেক গণীমত দেওয়ারও তিনি তোমাদের নিকট ওয়াদা করছেন যা অর্জন করতে তোমরা এখন পর্যন্ত সক্ষম হওনি। আর আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[১৫]। আল্লাহ তো সব কিছুর উপরই শক্তিমান।

২২. এ কাফেররা যদি এ সময়ই তোমাদের সাথে লড়াই শুরু করে দিত তাহলে নিশ্চিতই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত

১২। খয়বরের পর অন্যান্য যে সমস্ত বিজয় মুসলমানরা ক্রমাগত লাভ করতে থাকে এখানে সেই সবকে বুঝানো হয়েছে।

১৩। এখানে হোদাইবিয়ার সন্ধিকে বোঝানো হয়েছে, সূরার সুচনায় যাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১৪। অর্থাৎ হোদাইবিয়াতে তোমাদের সাথে সংগ্রাম করার মত সাহস তিনি কুরাইশ কাফেরদেরকে দেননি যদিও সমস্ত বাহ্য অবস্থার দিক দিয়ে তারা অনেক বেশী উত্তম পজিশানে ছিল এবং সামরিক দিক থেকে তোমাদের পাল্লা তাদের তুলনায় খুবই দুর্বল দেখাচ্ছিল।

১৫। খুব সম্ভব এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো মক্কা তোমাদের অধীনস্থ হয়নি কিন্তু আল্লাহ তাকে নিজ বেষ্টনীতে নিয়েছেন এবং হোদাইবিয়ার এই জয়ের ফলস্বরূপ মক্কাও তোমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে।

ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا
এরপর না তারাপেত কোন পৃষ্ঠপোষক

وَّ لَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ
আর না কোন সাহায্যকারী স্থায়ীরীতি আল্লাহর যা নিশ্চয় অতীত হয়েছে

قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَ هُوَ
পূর্বেও এবং কক্ষণনা পাবে তুমি রীতিতে আল্লাহর কোন পরিবর্তন এবং তিনিই

الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ
যিনি বিরত রেখেছিলেন তাদের হাতগুলোকে তোমাদের হতে ও তোমাদের হাতগুলোকে তাদের হতে

بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ
উপত্যকায় মক্কার এরপরেও যে তোমাদের বিজয় দিয়েছিলেন তাদের উপর

وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ
এবং হলেন আল্লাহ্ ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকর খুবদেখছেন তিনিই যারা

كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
কুফরী করেছে ও তোমাদের বাধা দিয়েছে হতে মসজিদে হারাম

এবং তারা কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পেতনা।

২৩. এটা আল্লাহর স্থায়ী রীতি, এটা পূর্ব হতেই চলে আসছে। আর তোমরা আল্লাহর সুন্নাতে কোন রকম পরিবর্তন পাবে না।

২৪. তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে বিরত রেখেছিলেন। অথচ তিনি তাদের উপর তোমাদেরকে আধিপত্য ও বিজয় দান করেছিলেন। আর তোমরা যা কিছু করতেছিলে, আল্লাহ্ তা দেখতেছিলেন।

২৫. এরাই তো সেই লোক যারা কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পোছাতে দেয়নি

وَ الْهَدْيَ

এবং কোরবাণীর পশুগুলোকেও

مَعْكُوفًا أَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ

(যা ছিল) 'আবদ্ধ' | পৌছুতে | তার কোরবাণীর জায়গায় | এবং | যদি | না (আশংকা থাকত), | (এমন কিছু) পুরুষ | ঈমানদার

وَ نِسَاءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ

ও | স্ত্রীলোক | ঈমানদার | না | যাদেরকে তোমরা জানতে | যে | তাদেরকে পিষ্ট করতে তোমরা

فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِّيُدْخِلَ

ফলে তোমাদের পৌছুত | তাদের কারণে | কলংক | অজ্ঞতাবশতঃ (তবে ফয়সালা হয়ে যেত) | (এটাকরেছেন এজন্যে) যেন প্রবেশ করান

اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا

আল্লাহ | মধ্যে | তাঁর রহমতে | যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন | যদি | তারা পৃথকহত | অবশ্যই আমরা শাস্তি দিতাম

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

(তাদেরকে) যারা | কুফরী করেছে | তাদের মধ্যহতে | শাস্তি | মর্মন্তুদ

এবং কোরবানীর উটগুলোকেও কোরবানীর স্থানে পৌছাতে বাধা দিয়েছে। (মক্কায়) যদি এমন মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বর্তমান না থাকত যাদেরকে তোমরা জাননা এবং এ আশংকা না থাকত যে, অজ্ঞতাবশতঃই তোমরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দেবে ও তার ফলে তোমাদের উপর কলংক আসবে (তাহলে যুদ্ধ বিরত রাখা হত না; এটা বিরত রাখা হয়েছে এজন্যে) যেন আল্লাহ তাঁর রহমতে যাকে ইচ্ছে শামিল করে নিতে পারেন। সেই মু'মিনরা যদি পৃথক হত তাহলে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফের ছিল তাদেরকে আমরা অবশ্যই কঠিন শাস্তি দিতাম[১৬]।

১৬। এই মোসলেহাতের কারণেই আল্লাহতা'আলা হোদাইবিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি। মক্কা শরীফে সে সময় এমন অনেক মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ বর্তমান ছিলেন যারা নিজেদের ঈমান গুপ্ত রেখেছিলেন অথবা যাদের ঈমান প্রকাশ্যে জানা থাকলেও তারা নিজেদের উপায়হীনতার কারণে হিজরত করতে সক্ষম ছিলেন না,এবং এর ফলে যুলম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হচ্ছিলেন। এই অবস্থায় যদি যুদ্ধ ঘটতো এবং মুসলমানেরা কাফেরদেরকে পিষ্ট করে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতেন তবে, কাফেরদের সাথে সাথে মুসলমানেরাও অনবধানবশতঃ মুসলমানদের হাতে নিহত হতো। এই মোসলেহাতের আর একটি দিক হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করে মক্কা জয় করতে ইচ্ছা করেন নি,বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল দু'বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক দিক থেকে বেষ্টিত করে তাদেরকে এমন ভাবে নিরূপায় করে দেওয়া যেন তারা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই পরাজিত হয় এবং এক একটি সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে যেন আল্লাহর রহমতের মধ্যে দাখিল হতে পারে। মক্কা বিজয়ে সেরূপই ঘটেছিল।
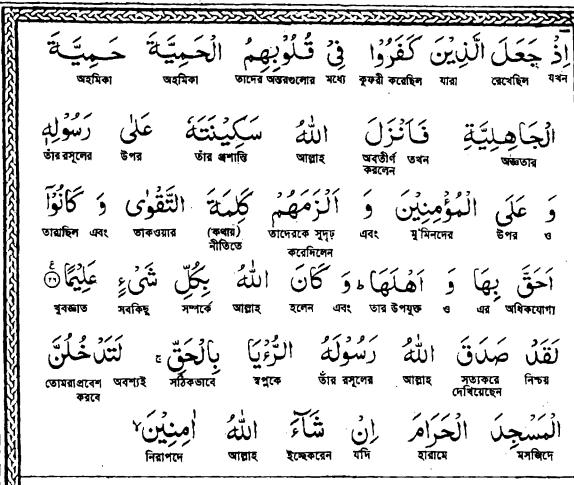
২৬. (এ কারণেই) এ কাফেররা যখন নিজেদের মনে বর্বরতামূলক আত্ম-গর্ব ও বিদ্বেষ বসিয়ে নিল তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও মু'মিনদের প্রতি পরম প্রশান্তি নাযিল করলেন[১৭]; এবং মু'মিনদেরকে তাকওয়ার নীতির অনুসারী করে রাখলেন, এবং তারাই এর অধিক উপযুক্ত ও অধিকার-সম্পন্ন ছিল। আল্লাহ তো সব বিষয়ে জ্ঞানবান।

রুকুঃ৪

২৭। বস্তুতঃ আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূলকে সঠিক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যা পুরাপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল[১৮]। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণমাত্রায় শান্তি-নিরাপত্তাসহ প্রবেশ করবে[১৯],

১৭। এখানে 'সকিনাত'– এর অর্থ ধৈর্য ও শোভন গাম্ভীর্য, যার সাহায্যে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানগণ কাফেরদের জাহেলানা দুঃসাহসের মুকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা তাদের এই স্পষ্ট বাড়াবাড়িতে উত্তেজনাবশতঃ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেননি এবং তাদের জবাবে এমন কোন কিছু করেননি যার দ্বারা সত্যের সীমালংঘন ঘটে বা যা ন্যায়-পরতার খেলাফ হয়, অথবা যার ফলে ব্যাপার সুভাবে সমাধা হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর বিগড়ে যায়।

১৮। এ সেই প্রশ্নের উত্তর যে প্রশ্ন মুসলমানদের অন্তরে বারবার খটকাচ্ছিল। তারা বলছিল– রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি মসজিদে হারামের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহের তওয়াফ করেছেন। কিন্তু এ কেমন হলো? আমরা উমরা সম্পন্ন না করেই ফিরে চলেছি?

১৯। পরবর্তী বৎসর যিলকদ মাসে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল। ইতিহাসে এ উমরা "উমরাতুল কাদা" নামে বিখ্যাত।

নিজেদের মাথা-মুন্ডন করাবে ও চুল কাটাবে। আর তোমরা কোন ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সে কথা জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ কারণে সে স্বপ্ন পূর্ণ হবার পূর্বে তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান করেছেন।

২৮. তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন সহ পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। আর এ মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট[২০]।

২৯. মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। আর যে সব লোক তার সঙ্গে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি শক্ত,কঠোর[২১]

২০। এখানে এ কথা বলার কারণ হচ্ছে– হোদাইবিয়াতে যখন সন্ধির চুক্তি-পত্র লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কাফেররা হুযুরের সম্মানিত নামের সংগে 'রসূলুল্লাহ' এই শব্দ লেখার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছিল এর উত্তরে বলা হয়েছে – রসূলের রসূল হওয়া এমন এক সত্য ব্যাপার কেউ তা মানুক বা না মানুক তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। যদি কিছু লোক এ বিষয়ে মানতে না চায়, তো না মানুক। এ বিষয়ের সত্য হওয়া সম্পর্কে মাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট!

২১। আরবী ভাষায় বলা হয় فلان شديد عليه –অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর। অর্থাৎ তাকে চাপ দিয়ে নত করা, বশে আনা ও নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূল বানানো তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সাহাবা কেরামদের কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ হচ্ছে– তারা মোমের পুতুল নন যে কাফেররা যেদিকে ইচ্ছা করবে সেই দিকে তাঁদের ফেরাবেন, তাঁরা কোমল তৃণ নয় যে কাফেররা অনায়াসে তাদের চর্ব্বন করে নেবে। কোন ভয় ডর দ্বারা তাদের দাবানো যাবে না; কোন প্রলোভন ও প্ররোচনা দ্বারা তাদের খরিদ করা যাবে না। যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা জীবন-মরণ পণ করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর সংগে সহযোগিতা করার জন্য উত্থিত হয়েছেন তা থেকে তাঁদের বিচ্যুত করার শক্তি কাফেরদের মধ্যে নেই।

رُحَمَاءُ	بَيْنَهُمْ	تَرٰىهُمْ	رُكَّعًا	سُجَّدًا	يَّبْتَغُوْنَ
ভারাদয়াশীল	তাদের(নিজেদের) মাঝে	তাদের দেখবে তুমি	রুকূকারী	সিজদাকারী হিসেবে	তারা সন্ধানকরে

فَضْلًا	مِّنَ	اللّٰهِ	وَ	رِضْوَانًا	سِيْمَاهُمْ	فِيْ	وُجُوْهِهِمْ
অনুগ্রহ	নিকটহতে	আল্লাহর	ও	(তাঁর) সন্তুষ্টি	তাদের চিহ্ন (উজ্জ্বল হয়ে আছে)		তাদের মুখমন্ডলে

مِّنْ	اَثَرِ	السُّجُوْدِ	ذٰلِكَ	مَثَلُهُمْ	فِي	التَّوْرٰىةِ	وَ
	প্রভাবে	সিজদাসমূহের	এই	তাদের গুণপরিচয়	মধ্যে (রয়েছে)	তাওরাতের	এবং

مَثَلُهُمْ	فِي	الْاِنْجِيْلِ	كَزَرْعٍ	اَخْرَجَ	شَطْئَهٗ	فَاٰزَرَهٗ
তাদেরগুণ পরিচয়	মধ্যে (রয়েছে)	ইনজীলেরও	(তাদের) দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছের	(যা) নির্গতকরে	তার অংকুর	এরপর তাকে শক্তিশালীকরে

فَاسْتَغْلَظَ	فَاسْتَوٰى	عَلٰى	سُوْقِهٖ	يُعْجِبُ	الزُّرَّاعَ
অতঃপর শক্তহয়	অতঃপর দৃঢ়ভাবে দাড়ায়	উপর	তার কান্ডের	আনন্দদেয়	চাষীদেরকে

لِيَغِيْظَ	بِهِمُ	الْكُفَّارَ	وَعَدَ	اللّٰهُ	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ
গাত্রদাহ যেন করে	তাদের কারণে	কাফেরদের	ওয়াদাদিয়েছেন	আল্লাহ	(তাদেরকে) যারা	ঈমান এনেছে	ও

عَمِلُوا	الصّٰلِحٰتِ	مِنْهُمْ	مَّغْفِرَةً	وَّ	اَجْرًا	عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾
কাজকরেছে	নেকীর	তাদের মধ্যে হতে	ক্ষমা	ও	পুরস্কার	বিরাট

এবং পরস্পর পূর্ণ দয়াশীল[২২]। তোমরা তাদেরকে রুকূ'তে, সিজদায় ও আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষের সন্ধানে আত্ম-নিমগ্ন দেখতে পাবে। সিজদা সমূহের চিহ্ন তাদের মুখাবয়বে ভাস্বর হয়ে আছে যার দ্বারা তারা স্বতন্ত্রতা সহকারে পরিচিত হয়[২৩]। তাদের এই গুণ পরিচিতি তাওরাতে উল্লেখিত; আর ইনজীলে তাদের চিহ্ন এরূপ যে, যেন একটা কৃষিক্ষেত, তা প্রথমে অংকুর বের করেছে, পরে তাকে শক্তিশালী করেছে। পরে তা মোটা ও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তা নিজ কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়। চাষকারীদেরকে তা সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এ সবের ফুলে ফলে সুশোভিত হবার দরুন জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক-আমল করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ প্রতিফলের ওয়াদা করেছেন।

২২। অর্থাৎ তাঁদের যা কিছু কঠোরতা তা ধর্মের শত্রুদের জন্য– মু'মিনদের জন্য নয়, মু'মিনদের পক্ষে তাঁরা কোমল, দয়ালু, স্নেহপ্রবণ, সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল। নীতি ও আদর্শের ঐক্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, ঐক্যভাব ও আনুকূল্য সৃষ্টি করে দিয়েছে।

২৩। এর অর্থ কপালের সেই দাগ নয় সিজদার ফলে কোন কোন নামাযীর চেহারাতে যা দেখা যায় বরং এর অর্থ– খোদা ভীরুতা, সদাশয়তা, সম্ভ্রমশীলতা, সচ্চরিত্রতার সেই সমস্ত চিহ্ন খোদার সামনে অবনত হওয়ার করণে যা স্বাভাবিকভাবে মানুষের চেহারাতে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লাহতা'আলার এরশাদের মর্ম হচ্ছে– মুহম্মদ (সঃ)-এর সহচরবৃন্দ তো এরূপ যে তাঁদের দেখা মাত্র এক ব্যক্তি প্রথম দৃষ্টিতেই একথা বুঝতে পারে যে–এঁরা সৃষ্টির সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ, কেননা খোদা পরস্তির নূর –,আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্যের জ্যোতি এঁদের চেহারাতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

সূরা আল-হুজুরাত

নামকরণঃ এ সূরার চতুর্থ আয়াত ان الذين ينادونك من وراء الحجرات হতে এর নাম গৃহিত এবং আয়াতে উক্ত 'আল-হুজুরাত' শব্দটিকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এ সেই সূরা যাতে 'আল-হুজুরাত' শব্দটি রয়েছে। ('হুজুরাত' অর্থ ঘরের চার দেয়াল)।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরাটি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় নাযিল হওয়া আইন-বিধান ও খোদায়ী হেদায়াতের সমন্বয় ও সমষ্টি। মূল বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে এ গুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন-বিধান ও হেদায়াতকে একটি সূরায় একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। সূরার আলোচিত বিষয়াদি দেখলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা হতেও এ কথা জানা যায়। হাদীসের বর্ণনা হতে এ কথাও জানা যায় যে, উক্ত আইন-বিধানের অধিকাংশই মদীনা শরীফে নবী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়েছিল। যেমন ৪নং আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন এটা বনুতামীম সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। এ গোত্রের প্রতিনিধি এসে নবীর বেগমগণের হুজুরাতসমূহের বাইরে থেকে নবী করীম (সঃ)-কে ডাকাডাকি শুরু করেছিল। নবী-চরিত সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থে এ প্রতিনিধি আগমনের সময়-কাল ৯ম হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে ৬নং আয়াত সম্পর্কে বহু কটি হাদীস হতে জানা যায় যে, এ আয়াতটি অলীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। নবী করীম (সঃ) তাঁকে বনুল-মুস্তালিক গোত্র হতে যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। আর অলীদ ইবনে উকবা (রাঃ) যে মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হয়েছিলেন একথা তো জানাই রয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এ সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় হ'ল মুসলমানদেরকে ঈমানদার-উপযোগী আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেয়া। প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আচার-আচরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। পরে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে কোন গুনা খবর বিশ্বাস করে নেয়া এবং তার উপর নির্ভর ও ভিত্তি করে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনক্রমেই উচিত হতে পারে না। কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির বিরুদ্ধে কোন সংবাদ পাওয়া গেলে প্রথমতঃ চিন্তা করতে হবে, সংবাদটি পাওয়ার সূত্রটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য কি-না! বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত না হলে সে সম্পর্কে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সূক্ষ ভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে চেষ্টা করতে হবে যে, মূল সংবাদটি সত্য কি না ! এরপর মুসলমানদের দু'টো বিবাদমান দল যদি কোন সময় পারস্পরিক সংঘর্ষ ও লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তখন মুসলমান জনগণের পক্ষে কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য তা বলা হয়েছে।

অতঃপর মুসলমান জনগণকে সে সব অন্যায় ও অবাঞ্ছনীয় কাজকর্ম হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যা সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে বিপর্যয়, ভাঙ্গন ও অশান্তির সৃষ্টি করে; যার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। বস্তুতঃ পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, ভর্ৎসনা করা, গালাগালি করা,এক-একজনের খারাপ নামকরণ করা, অন্য লোক সম্পর্কে খারাপ ধারণা মনে পোষণ করা, অন্যদের অবস্থা আতিপাতি করে খুঁজে জানতে চেষ্টা করা, লোকদের অজ্ঞাতসারে-অনুপস্থিতিতে তাদের দোষ বলা ও প্রচার করে বেড়ানো- এসব অত্যন্ত খারাপ ও অশান্তির বীজ বপনকারী কাজ। এ গুলো মূলতঃ ও স্বতঃই গুনাহের কাজ। এ কাজগুলো সমাজে চরম ভাঙ্গন-বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে। আল্লাতা'আলা এ গুলোর এক একটা নাম নিয়ে তার প্রত্যেকটাকেই হারাম ঘোষণা করেছেন।

এর পর যে সব জাতীয় ও বংশীয়-গোত্রীয় বৈষম্য-পার্থক্য মানব সমাজে ও জগতে ব্যাপক বিপর্যয় ও অশান্তির সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে, সে গুলোর উপর প্রচন্ড আঘাত হানা হয়েছে। বস্তুতঃ বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশ পরিবারের নিজেদের মর্যাদা ও আভিজাত্য নিয়ে গৌরব-অহংকার করা এবং অন্যলোকদেরকে নিজেদের অপেক্ষা হীন ও নীচ জ্ঞান,আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং অন্য লোকদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা– এগুলোই হচ্ছে সমগ্রিকভাবে দুনিয়া ও মানব-সমাজের যুলুম-নির্যাতন ও নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে পড়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহতা'আলা একটা সংক্ষিপ্ত আয়াতে এ সবের মুলোৎপাটন করেছেন। বলেছেন, সমস্ত মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত, একই বংশ হতে উদ্ভুত। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও শ্রেণীতে তাদের বিভক্ত হয়ে পড়া নিছক পারস্পরিক পরিচিতির জন্য মাত্র। এ গুলো পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার করার উপকরণ নয়। উপরন্তু একজন মানুষের উপর অপর একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য ও মর্যাদা কেবলমাত্র নৈতিক মর্যাদার দরুনই স্বীকৃত হতে পারে। এ ব্যতীত তার বৈধ ভিত্তি আর কিছুই নেই।

সূরার শেষদিকে জনগণকে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবীই আসল জিনিস নয়। প্রকৃত আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ)-কে মেনে নেয়া, কার্যত অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সংগে আল্লাহর পথে নিজের জান ও মাল অকাতরে সঁপে দেয়াই হ'ল প্রকৃত জিনিস। যে লোক এ নীতি ও আচরণ অবলম্বন করবে, সে-ই প্রকৃত মু'মিন। কিন্তু যারা দিল দিয়ে সত্যকে মেনে নেয় না, শুধু মৌখিকভাবেই ইসলামকে স্বীকার করে এবং পরে এমন আচরণ অবলম্বণ করে যে, তারা যেন ইসলাম কবুল করে বিরাট অনুগ্রহ করেছে। দুনিয়ায় সামাজিকভাবে এ লোকেরা মুসলমানরূপে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সঙ্গে মুসলমানদের মত আচরণ করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহতা'আলার নিকট তারা মু'মিন রূপে গণ্য হতে পারে না।

اٰيَاتُهَا ١٨ (٤٩) سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আঠার আয়াত (৪৯) সূরা আল-হুজুরাত মাদানী দুই রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি) অশেষদয়াময় অতীবমেহেরবান

يٰۤاَيُّهَا (ওহে) الَّذِيْنَ (যারা) اٰمَنُوْا (ঈমানএনেছ) لَا (না) تُقَدِّمُوْا (তোমার অগ্রসর হয়ো (কোন বিষয়ে)) بَيْنَ يَدَيِ (আগে) اللّٰهِ (আল্লাহর)

وَ (ও) رَسُوْلِهٖ (তাঁর রসূলের) وَ (এবং) اتَّقُوا (ভয়কর) اللّٰهَ (আল্লাহকে) ؕ اِنَّ (নিশ্চয়) اللّٰهَ (আল্লাহ) سَمِيْعٌ (সবকিছু শুনেন) عَلِيْمٌ (সবকিছু জানেন) ①

يٰۤاَيُّهَا (ওহে) الَّذِيْنَ (যারা) اٰمَنُوْا (ঈমানএনেছ) لَا (না) تَرْفَعُوْۤا (তোমার উচুঁকরো) اَصْوَاتَكُمْ (তোমাদের কণ্ঠস্বরকে) فَوْقَ (উপর)

صَوْتِ (কণ্ঠস্বরের) النَّبِيِّ (নবীর) وَ (এবং) لَا (না) تَجْهَرُوْا (তোমরা উচ্চকরো (আওয়াজ)) لَهٗ (তার কাছে) بِالْقَوْلِ (কথাবলার ক্ষেত্রে) كَجَهْرِ (যেমন উচ্চহয় (আওয়াজ))

بَعْضِكُمْ (তোমাদের একে) لِبَعْضٍ (অপরের (সাথে)) اَنْ (এমন না হয়) যে) تَحْبَطَ (নষ্ট হয়েযায়) اَعْمَالُكُمْ (তোমাদের আমলগুলো) وَ (এবং) اَنْتُمْ (তোমরা)

لَا (না) تَشْعُرُوْنَ (টেরওপাবে) ②

রুকূঃ১

১. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে এগিয়ে যেও না[১]। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।

২. হে ঈমানগ্রহণকারী লোকেরা! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ করো না। নবীর সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথাও বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পরে করে থাক। তোমাদের সৎ কাজ সমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমনভাবে যে, তোমরা তা টেরও পাবে না।

১। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে এগিয়ে যেও না, পিছনে চল; অগ্রগামী হয়ো না, অনুসারী অনুগত হয়ে থাক। নিজেদের ব্যাপারে অগ্র পদক্ষেপ করে আপনা থেকে ফয়সালা করতে লেগে যেও না। প্রথমে দেখ- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ ও পথ প্রদর্শন পাওয়া যায় কিনা।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ

নিশ্চয় | যারা | অনুচ্চরাখে | তাদের আওয়াজ | নিকট

رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ

রসূলের | আল্লাহর | ঐসব লোক | (তারাই) যাদের | যাচাই করে নিয়েছেন | আল্লাহ

قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ط لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③

তাদের অন্তর সমূহকে | তাকওয়ার জন্যে | তাদের জন্যে রয়েছে | ক্ষমা | ও | পুরস্কার | বিরাট

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ

নিশ্চয় | যারা | তোমাকে ডাকাডাকি করে | হতে | পেছন | হুজরাগুলির | তাদেরঅধিকাংশই

لَا يَعْقِلُونَ ④ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ

না | জ্ঞানবুদ্ধি রাখে | এবং | যদি (এমন হতো) | যে তারা | সবরকরতো | যতক্ষণ না | তুমি বের হতে

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

তাদেরদিকে | হতো অবশ্যই | উত্তম | তাদেরজন্যে | এবং | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | পরম মেহেরবান

৩. যে সব লোক খোদার রসূলের সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজ অনুচ্চ রাখে তারা আসলে সেই লোক যাদের দিল সমূহকে আল্লাহতা'আলা তাকওয়ার জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন[২]। তাদের জন্যে ক্ষমা এবং বড় শুভফল রয়েছে।

৪. হে নবী! যে সব লোক তোমাকে হুজরাগুলোর বাহির হতে ডাকাডাকি করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করত তাহলে সেটা তাদের জন্যে ভাল ছিল[৩]। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।

২। অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহতা'আলার পরীক্ষায় পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যারা এ প্রমাণ দিয়েছেন যে তাঁদের অন্তঃকরণে প্রকৃতপক্ষে খোদাভীরুতা বর্তমান আছে তাঁরাই মাত্র আল্লাহর রসূলের প্রতি শিষ্টাচার ও তাঁর সম্মান বজায় রাখেন। খোদার এই এরশাদ থেকে স্বতঃই একথা প্রমাণিত হয় যে– যে অন্তরের মধ্যে রসূলের প্রতি সম্মানবোধ নেই সে অন্তরে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া-খোদাভীরুতাও নেই।

৩। আরবের বিভিন্ন দিক থেকে যারা আসতেন তাঁদের মধ্যে অসভ্য লোকও ছিল যারা রসূলল্লাহর (সঃ) সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য কোন খাদেম দ্বারা অন্দরে সংবাদ পাঠানোর কষ্টটুকুও স্বীকার করতো না বরং রসূলুল্লাহর পবিত্র বিবিগণের কামরার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করে বাহির থেকে তাকে চীৎকার করে করে ডাকতো। এই সব লোকের এই ব্যবহারে রসূলুল্লাহ (সঃ) খুবই কষ্ট বোধ করতেন। কিন্তু নিজ স্বভাবের ভদ্রতা, নম্রতাবশতঃ তিনি তা বরাবর সহ্যকরে নিতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, ও এই অমার্জিত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের এই নির্দেশ দেন যে, রসূলুল্লাহর সংগে সাক্ষাৎ করতে এসে যদি তাঁকে উপস্থিত না পাওয়া যায় তবে চিৎকার করে করে ডাকার পরিবর্তে যেন ধৈর্য সহকারে তাঁর বাহিরে না-আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা হয়।

আরবী	অর্থ
يَٰٓأَيُّهَا	ওহে
الَّذِينَ	যারা
اٰمَنُوٓا	ঈমানএনেছ
اِنْ	যদি
جَآءَكُمْ	তোমাদের কাছে আসে
فَاسِقٌۢ	কোন ফাসেক
بِنَبَاٍ	কোন খবরনিয়ে
فَتَبَيَّنُوٓا	তোমরা তখন পরীক্ষাকর
اَنْ	(এমন নাহয়) যে
تُصِيبُوا	তোমরা ক্ষতি করে বস
قَوْمًاۢ	লোকদেরকে
بِجَهَالَةٍ	অজ্ঞতাবশতঃ
فَتُصْبِحُوا	অতঃপর তোমরাহও
عَلٰى	এর উপর
مَا	যা
فَعَلْتُمْ	তোমরাকরেছ
نٰدِمِينَ	অনুতাপকারী
وَ	এবং
اعْلَمُوٓا	তোমরা জেনে রাখ
اَنَّ	যে
فِيكُمْ	তোমাদের মধ্যে (আছে)
رَسُولَ	রসূল
اللّٰهِ	আল্লাহর
لَوْ	যদি
يُطِيعُكُمْ	তোমাদের মেনে নেয় সে
فِى	
كَثِيرٍ	অধিকাংশ
مِّنَ الْاَمْرِ	ব্যাপারে
لَعَنِتُّمْ	অবশ্যই তোমরা কষ্ট পাবে
وَلٰكِنَّ	কিন্তু
اللّٰهَ	আল্লাহ
حَبَّبَ	মহব্বত দিয়েছেন
اِلَيْكُمُ	তোমাদেরমধ্যে
الْاِيمَانَ	ঈমানের (প্রতি)
وَ	এবং
زَيَّنَهٗ	তা হৃদয়গ্রাহী করেছেন
فِى	মধ্যে
قُلُوبِكُمْ	তোমাদের অন্তরের
وَ	এবং
كَرَّهَ	ঘৃণাসৃষ্টি করেদিয়েছেন
اِلَيْكُمُ	তোমাদের মধ্যে
الْكُفْرَ	কুফরী
وَ	ও
الْفُسُوقَ	ফাসেকী
وَ	এবং
الْعِصْيَانَ	নাফরমানীর (প্রতি)

৬. হে ঈমান গ্রহণকারী জনগণ! কোন ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তার সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়বে[৪]।

৭-৮. খুব ভাল করে জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রসূল বর্তমান। সে যদি বহু সংখ্যক ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নিতে শুরু করে তাহলে তোমরা নিজেরাই কঠিন অসুবিধার মধ্যে ফেঁসে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের মমতা দিয়েছেন এবং ওটাকে তোমাদের জন্যে মনঃপুত করে দিয়েছেন। আর কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদেরকে ঘৃণাপোষণকারী বানিয়ে দিয়েছেন।

৪। এই আয়াতে মুসলমানদের এই নীতিগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে–এরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-যার ফলে কোন বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে– যখন তোমাদের কাছে পৌছায়,তখন তা সত্য বলে গ্রহণ করার পূর্বে প্রথমে এটা লক্ষ্য কর যে, সংবাদবাহক কিরূপ লোক। যদি সংবাদদাতা কোন ফাসেক লোক হয়ে থাকে অর্থাৎ এরূপ লোক যার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বোঝা যায় যে তার কথা বিশ্বাস যোগ্য নয়, তবে তার দেয়া সংবাদ অনুসারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে প্রকৃত ব্যাপার কি তা অনুসন্ধান করে জানো।
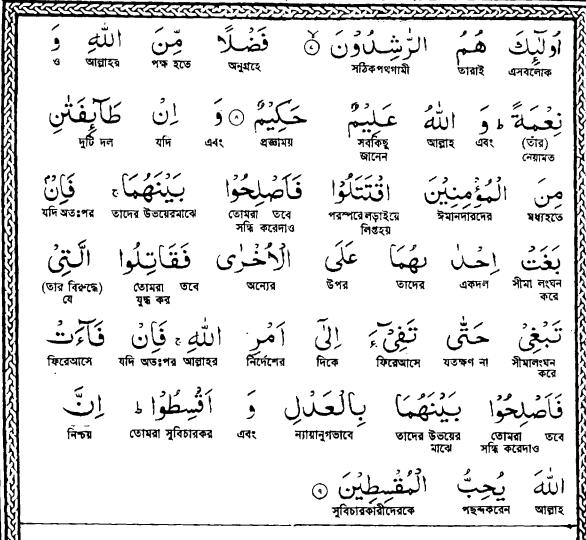
এ ধরণের লোকেরাই আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া-করুণার ফলে সঠিক পথগামী। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী।

৯. আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্যে হতে দু'টি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে[৫], তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে যদি তাদের মধ্যে হতে একটি দল অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির সাথে লড়াই কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসবে, অতঃপর সে যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের মাঝে সুবিচারসহ সন্ধি করিয়ে দাও। আর ইনসাফ কর, আল্লাহ তো ইনসাফকারী লোকদের পছন্দ করেন।

৫। এ কথা বলা হয়নি যে- "ঈমানদারদের দুই দল যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে", বরং বলা হয়েছে-"যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য হইতে দুইটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে"। এই শব্দগুলি দ্বারা একথা স্বতঃই বোঝা যায় যে- নিজেদের মধ্যে লড়াই করা মুসলমানদের রীতি নয়। এ কাজ তাদের শোভা পায় না। তাদের কাছ থেকে এটা আশাকরা যায় না যে, তারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। অবশ্য যদি কখনও এরূপ ঘটে যায় তবে সে অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন আবশ্যক পরে তার বর্ণনা দান করা হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
প্রকৃত পক্ষে মু'মিনরা (পরস্পরে) ভাই ভাই অতএব তোমরা মীমাংসা করেদাও মাঝে

أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑩
তোমাদের দুই ভাইয়ের এবং তোমরা ভয়কর আল্লাহকে তোমাদের উপর সম্ভবত অনুগ্রহ করাহবে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ
ওহে যারা ঈমান এনেছ না বিদ্রুপকরে (যেন) কোন পুরুষ

قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا
(অন্য) (যাদের বিদ্রুপ করা হচ্ছে) কোন পুরুষকে হয়তো তারাহবে উত্তম তাদেরচেয়ে আর না

نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ٦
মহিলারা (অন্য) মহিলাদেরকে হয়তো তারা হবে উত্তম তাদের চেয়ে

وَ لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ٨
এবং না তোমরা দোষারোপ করো তোমাদের নিজে দেরকে এবং না তোমরা ডেকো পরস্পরে (মন্দ) উপনামে

১০. মু'মিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুর্নগঠিত করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। খুবই আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

রুকুঃ২

১১. হে ঈমানদার লোকেরা! না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তির বিদ্রুপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভাল হবে; আর না স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় উত্তম হবে[৬]। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের উপর দোষারোপ[৭] করো না। এবং তোমরা একজন অপর জনকে খারাপ উপমাসহ ডাকবে না[৮]।

৬। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার অর্থ মাত্র মুখেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা নয়, বরং কারুর অনুকরণ করা, কারুর প্রতি ইংগিত করা, কারুর কথায় বা কাজে বা তার আকৃতি কিংবা তার পোষাক দেখে হাস্য করা, অথবা কারুর কোন দোষ ও ত্রুটির প্রতি এরূপ ভঙ্গীতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, লোক তার প্রতি হাস্য করে; এ সকল ব্যবহারই বিদ্রুপের মধ্যে গণ্য।

৭। আঘাত করা, পরিহাস করা, অপবাদ দেয়া, আপত্তি করা, ছিদ্র খুঁজে বেড়ানো এবং খোলাখুলিভাবে অথবা প্রচ্ছন্ন ইংগিত-ঈশারায় কাউকে নিন্দার পাত্র বানানো- এসব কাজই এর ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত।

৮। এ হুকুমের উদ্দেশ্য- কোন ব্যক্তিকে এরূপ নাম দ্বারা না ডাকা অথবা এরূপ উপাধি না দেয়া যার দ্বারা সে অপমানিত হয়। যথা- কাউকে ফাসেক বা মুনাফেক বলা, কাউকে খোঁড়া, কানা বা অন্ধ বলা, কাউকে তার নিজের অথবা তার মা-বাপের বা তার বংশের কোন দোষ-ত্রুটি উল্লেখে আখ্যায়িত করা, কাউকে তার মুসলমান হবার পরও তার পূর্বের ধর্মের ভিত্তিতে ইহুদী বা নাসারা বলা, কোন ব্যক্তি বা বংশ বা দলকে নিন্দা-সুচক বা অপমান-সুচক নাম দেয়া। বাহ্যতঃ খারাব শোনালেও নিন্দার উদ্দেশ্যে নয় বরং চেনার জন্যেই লোকদের প্রতি যেসব আখ্যা দেয়া হয় মাত্র সেইগুলি এই হুকুমের আওতার মধ্যে পড়ে না। যথা- কোন চক্ষুহীন হকীমকে অন্ধ হকীম বলা হয়। এর উদ্দেশ্য মাত্র তার পরিচিতি- নিন্দা করা নয়।

ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যে সব লোক এরূপ আচার-আচরণ হতে বিরত না থাকবে তারাই যালেম।

১২. হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক, কেননা কোন কোন ধারনা পাপ হয়ে থাকে[৯]। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না[১০]। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে[১১]।

৯। অনুমান করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয় নি; বরং খুব বেশী অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা এবং সব রকম অনুমাণের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এবং তার কারণস্বরূপ বলা হয়েছে– কোন কোন অনুমান পাপ। আসল কথা, যে অনুমান পাপ তা হচ্ছে– বিনা কারণে কোন মানুষের প্রতি কুধারণা করা বা কারুর সম্পর্কে রায় কায়েম করার ব্যাপারে সর্বদা কুধারণা থেকে সুচনা করা; অথবা সেইসব লোকদের ব্যাপারে কুধারণা নিয়ে কাজ করা যাদের বাহ্য অবস্থা নির্দেশ করে যে তারা সৎ ও সম্ভ্রমশীল লোক। এরূপ কোন লোকের কোন কথা বা কাজের মধ্যে যদি সমানভাবে ভাল ও মন্দের সম্ভাবনা থাকে তবে মাত্র কুধারণার বশবর্তী হয়ে তা মন্দ বলে স্থির করাও পাপ কাজ।

১০। অর্থাৎ মানুষের গুপ্ত রহস্য অন্বেষণ করো না, একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না, অন্যের অবস্থা ও ব্যাপারে অনুসন্ধান করে ফিরো না, লোকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দুই ব্যক্তির কথোপকথন কান লাগিয়ে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নানা উপায়ে অন্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চেষ্টা করা, এসব কিছুই নিষিদ্ধ অনুসন্ধানের মধ্যে গণ্য।

১১। রসূলুল্লাহকে (সঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল– 'গীবত' কাকে বলে। উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ তুমি যদি নিজের ভাইয়ের কথা এমন ভাবে উল্লেখ কর, যা তার খারাব লাগে, তবে এর নাম 'গীবত'। রসূলুল্লাহর কাছে নিবেদন করা হলোঃ আমি যা বলি তা যদি আমার ভায়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রসূলুল্লাহ উত্তর দিলেনঃ যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে তা বর্তমান থাকে– তবে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে– তবে তুমি তার প্রতি 'বোহতান' (মিথ্যা অপবাদ) দিলে। অবশ্য কোন ব্যক্তির পশ্চাতে বা তার মৃত্যুর পর তার দোষ বর্ণনা করার যদি এরূপ কোন প্রয়োজন দেখা দেয়– শরীয়তের দৃষ্টিতে যা সংগত প্রয়োজন বলে গণ্য, এবং গীবত ছাড়া যদি সে প্রয়োজন পূর্ণ করার কোন পথ না থাকে, বা যদি গীবত না করা হয় তবে গীবত অপেক্ষা বৃহত্তর খারাবি সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত– তবে এরূপ অবস্থাসমূহে 'গীবত' নিষিদ্ধ নয়। নবী করীম (সঃ) এই ব্যতিক্রমকে নীতিগত ভাবে এরূপ বর্ণনা করেছেনঃ 'জঘন্যতম অত্যাচার হচ্ছে– কোন মুসলমানের সম্মানের প্রতি নাহক আক্রমণ করা'। এই এরশাদের মধ্যে–'না-হক' (অন্যায়)– এর শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, হকের ভিত্তিতে অর্থাৎ ন্যায়ভাবে এরূপ করা বৈধ। যথা- অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত তার অভিযোগ এরূপ যেকোন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করতে পারে যার কাছ থেকে সে এ আশা পোষণ করে যে সেব্যক্তি অত্যাচার নিবারণে কিছু করতে পারে। সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা দলের দোষ এরূপ লোকদের সামনে উল্লেখ করা যাদের সম্পর্কে এ আশা করা যায় যে, তারা সে দোষ দূর করার জন্যে কিছু করতে পারবে; ফৎওয়া জানার প্রয়োজনে কোন মুফতীর সামনে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার মধ্যে কোন ব্যক্তির গলৎ কাজের উল্লেখ করতে বাধ্য হওয়া। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দুষ্টামি থেকে লোকদের সতর্ককরা যাতে লোকে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আওয়াজ উঠানো ও তাদের দোষ সমালোচনা করা যারা দুষ্কৃতি, দুর্নীতি, অনাচার বিস্তার করছে, বেদআত ও গোমরাহীর প্রচার-প্রসার করছে, আল্লাহর সৃষ্টিকে ধর্মহীনতা ও যুলম-জবরদস্তির ফেতনাতে জড়িত করছে।
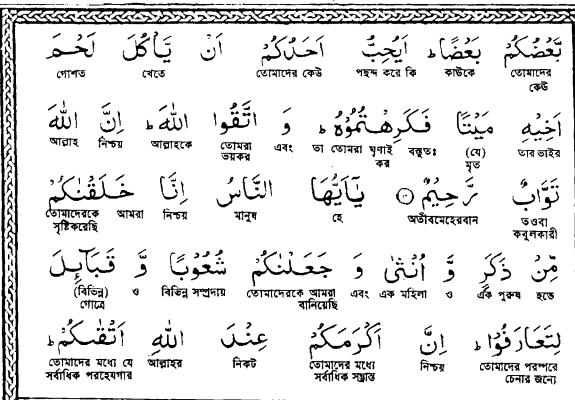
তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভায়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে[১২]? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ খুব বেশী তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। ১৩. হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠি বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ণ[১৩]।

১২। গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সংগে এই জন্যে উপমা দেয়া হয়েছে যে, যার গীবত করা হয় সে বেচারা কে কোথায় তার ইয্যাতের উপর হামলা করছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর থাকে।

১৩। পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদের সম্বোধন করে সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যা মুসলীম সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্যে আবশ্যক। এখন এই আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে সেই মহা গোমরাহীর সংশোধন করা হয়েছে যা জগতে সর্বকালে বিশ্বব্যাপী ফাসাদের কারণ স্বরূপ হয়ে আছে; অর্থাৎ-বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কুসংস্কার। এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহতা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌল সত্য বর্ণনা করেছেন। প্রথম- তোমাদের সকলের মূল এক। একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে তোমাদের সমগ্র জাতি অস্তিত্বে এসেছে এবং বর্তমানে তোমাদের যত বংশই পৃথিবীর বুকে দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাথমিক বংশের বিভিন্ন শাখা যার সূচনা হয়েছে এক মাতা ও এক পিতা থেকে। দ্বিতীয়- মূলের হিসাবে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিভিন্নতার দাবী কখনো এই ছিল না যে- এর ভিত্তিতে উচ্চ ও নীচ, সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত, বড় ও ছোটোর বৈষম্য হবে, এক বংশ অন্য বংশের উপর নিজেদের শ্রেষ্টত্বের বড়াই করবে; এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের লোকদের হীন ও ঘৃণ্য জ্ঞান করবে; এবং এক জাতি অন্য জাতির উপর নিজেদের আধিপত্য জমাবে। স্রষ্টা মানব-গোষ্ঠীসমূহকে যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে রূপ দান করেছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে- তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিচিতির স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে এটাই। তৃতীয়ত- মানুষ ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার যদি কোন ভিত্তি থাকে ও থাকতে পারে, তবে তা হচ্ছে মাত্র নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব।

إِنَّ	اللّٰهَ	عَلِيْمٌ	خَبِيْرٌ ⑬	قَالَتِ	الْأَعْرَابُ	اٰمَنَّا ط
নিশ্চয়	আল্লাহ	সবকিছু জানেন	খুব অবহিত	বলে	মরুবাসীরা	আমরা ঈমান এনেছি

قُلْ	لَّمْ	تُؤْمِنُوْا	وَلٰكِنْ	قُوْلُوْٓا	أَسْلَمْنَا	وَ	لَمَّا
বল	নাই	তোমরা ঈমান আনো	বরং	তোমরা বল	আমরা বশ্যতা স্বীকারকরেছি	এবং	এখনওনা

يَدْخُلِ	الْإِيْمَانُ	فِيْ	قُلُوْبِكُمْ ط	وَ	إِنْ	تُطِيْعُوا
প্রবেশকরেছে	ঈমান	মধ্যে	তোমাদের অন্তর সমূহের	এবং	যদি	তোমরা আনুগত্য কর

اللّٰهَ	وَ	رَسُوْلَهٗ	لَا	يَلِتْكُمْ	مِّنْ	أَعْمَالِكُمْ	شَيْئًا ط
আল্লাহর	ও	তাঁর রসূলের	না	তোমাদেরকমকরবেন (প্রতিফলদানে)		তোমাদের কর্মসমূহের	কিছুমাত্র

إِنَّ	اللّٰهَ	غَفُوْرٌ	رَّحِيْمٌ ⑭	إِنَّمَا	الْمُؤْمِنُوْنَ
নিশ্চয়	আল্লাহ	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	প্রকৃতপক্ষে	(তারাই) মু'মিন

الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	بِاللّٰهِ	وَ	رَسُوْلِهٖ	ثُمَّ	لَمْ	يَرْتَابُوْا
যারা	ঈমান এনেছে	আল্লাহর উপর	ও	তাঁর রসূলের (উপর)	পরে	নাই	তারাসন্দেহ করে

وَ	جٰهَدُوْا	بِأَمْوَالِهِمْ	وَ	أَنْفُسِهِمْ	فِيْ	سَبِيْلِ	اللّٰهِ ط
এবং	তারা জিহাদ করেছে	তাদেরমালসমূহ দিয়ে	এবং	তাদের জানজীবন (দিয়ে)		পথে	আল্লাহর

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।

১৪. এই মরুচারী লোকেরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'[১৪]। এদেরকে বলে দাও, 'তোমরা ঈমান আন নি; বরং বল যে, আমরা অনুগত হয়েছি'। ঈমান এখনও তোমাদের দিলে প্রবিষ্ট হয়নি। তোমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য-অনুসরণ অবলম্বন করে নাও, তা হলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের প্রতিফল দানে কোনরূপ কমতি করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাদানকারী ও দয়াবান।

১৫. প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ করে না এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে।

১৪। সমস্ত বেদুইনদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়নি; বরং এখানে কয়েকটি বিশেষ বেদুইন দলের কথা বলা হচ্ছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি লক্ষ্যকরে মাত্র এই ধারণায় মুসলমান হয়েছিল যে, এইভাবে তারা মুসলমানদের আঘাত থেকে নিরাপদেও থাকবে এবং ইসলামী বিজয়সমূহের ফলও ভোগ করবে। এরা প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতার সংগে ঈমান আনেনি, মাত্র মৌখিক ঈমানের স্বীকৃতি জানিয়ে সুবিধা ভোগের জন্যে নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ⑮ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ

ঐসব লোক | তারাই | সত্যবাদী লোক | (হে নবী) বল | কি | তোমরা জানাচ্ছ | আল্লাহকে

بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

তোমাদের দ্বীন (পালন)সম্পর্কে | অথচ | আল্লাহ | জানেন | যা কিছু | মধ্যে (আছে) | আকাশসমূহের | ও | যা কিছু

فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑯ يَمُنُّونَ

মধ্যে (আছে) | পৃথিবীর | এবং | আল্লাহ | সম্পর্কে | সব জিনিষের | খুব জানেন | তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করে

عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ

তোমার উপর | যে | তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে | বল | না | তোমরা অনুগ্রহ রেখো | আমার উপর

إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ

তোমাদের ইসলাম কবুলের | বরং | আল্লাহ | অনুগ্রহ করেছেন | তোমাদের উপর | দিয়ে | তোমাদেরকে হেদায়েত

لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑰ إِنَّ اللَّهَ

ঈমানের | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী (ঈমানের দাবিতে) | নিশ্চয় | আল্লাহ

يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ

জানেন | অদৃশ্য (সম্পর্কে) | আকাশসমূহের | ও | পৃথিবীর | এবং | আল্লাহ

بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑱

সবকিছু দেখেন | ঐ বিষয়েও যা | তোমরা করছ

ع

তারাই সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ লোক।

১৬. হে নবী! (এ সব ঈমানের দাবীদার লোকদেরকে) বল, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের দ্বীন পালনের সংবাদ জানাচ্ছ? ...... অথচ আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটি জিনিষকেই জানেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিষ সম্পর্কে অবহিত।

১৭. এই লোকেরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। এদেরকে বলে দাও, তোমরা ইসলাম কবুলের অনুগ্রহ আমার উপর রেখো না। আল্লাহই বরং তোমাদের প্রতি নিজের অনুগ্রহ রেখেছেন যে, তিনিই তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েছেন– যদি তোমরা তোমাদের (ঈমানের দাবীতে) বাস্তবিকই সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাক।

১৮. আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটি গোপন বিষয়ের খবর রাখেন। আর তোমরা যা কিছু কর তা সবই তাঁর গোচরে অবস্থিত।

সূরা ক্বা-ফ

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ ق (ক্বাফ)-কেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরাটি ঠিক কখন নাযিল হয়েছিল তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় নি। তবে সূরার বিষয়বস্তু চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে করা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নবুয়্যত লাভ করার তৃতীয় বর্ষ হতে শুরু হয়ে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে। মক্কী জীবনের এটাই দ্বিতীয় পর্যায়। এ পর্যায়ের বিশেষত্ব সূরা আল-আন'আমের আলোচনার শুরুতে আমরা আগেই বলে এসেছি। সে সব বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় এ সূরাটি নবুয়্যত লাভের পঞ্চম-বর্ষে নাযিল হয়ে থাকবে। তখন কাফেরদের বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা যথেষ্ট তীব্রতা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু প্রকাশ্য অত্যাচার নিপীড়ন তখনো শুরু হয়ে যায়নি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রসূলে করিম (সঃ) দুই ঈদের নামাজে এ সূরাটা প্রায়ই পাঠ করতেন। উম্মে হিশাম নামের এক মহিলা রসূলে করিম (সঃ)-এর প্রতিবেশিনী ছিলেন। তিনি বলেন, জুম'আর খুতবা-সমূহে আমি নবী করীম (সঃ)-এর মুখে এ সূরাটা প্রায়ই শুনতে পেতাম এবং এভাবে শুনতে শুনতেই তা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অন্য আরও কয়েকটা বর্ণনা হতে জানা যায়, নামাযেও নবী করীম (সঃ) এ সূরা প্রায় পাঠ করতেন। এ হতে জানা যায়, নবী করীম (সঃ)-এর দৃষ্টিতে এ সূরাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে কারণে তিনি খুব বেশী-বেশী লোকেদের নিকট বার বার পাঠের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তু পৌঁছে দেয়ার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। সূরাটি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে অতি সহজেই এর গুরুত্বের কারণ অনুধাবন করা যায়। গোটা সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হচ্ছে পরকাল। রসূলে করীম (সঃ) মক্কা শরীফে যখন তাঁর দ্বীনী দা'ওআত ও আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখন তাঁর যে কথাটা শুনে লোকেরা খুব বেশী স্তম্ভিত হয়েছিল, তা হল মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুত্থিত হবে এবং সেখানে তাদেরকে নিজেদের যাবতীয় কাজের হিসাব দিতে হবে। লোকেরা বলতো, এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা। এরূপ হতে পারে তা বিবেক-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে না। আমাদের দেহের বিন্দু যখন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন এ বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পুণরায় একত্রিত হয়ে আমাদের এ দেহাবয়ব সম্পূর্ণ নূতনভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াব, এ কি করে সম্ভবপর হতে পারে?....... এরই জবাব স্বরূপ আল্লাহতা'আলার নিকট হতে এ ভাষণটি অবতীর্ণ হয়। এ সূরাতে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে পরকালের সম্ভাব্যতা এবং তার সংঘটিত হওয়ার পক্ষের প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অপর দিকে লোকদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও- স্তম্ভিত হও বা একে বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূতই মনে কর, অথবা একে মিথ্যামনে করে উড়িয়ে দাও, তাতে প্রকৃত সত্য কখনই পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য হল এই যে, তোমাদের দেহের এক-একটি অনু মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় বটে কিন্তু তা কি অবস্থায় পড়ে আছে তা আল্লাহতা'আলা স্পষ্ট ভাবে জানেন। এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও মাটির সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাওয়া অনু পুনরায় একত্রিত করে তোমাদের দেহাবয়বকে পূর্বের মতই আবার দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লতহতা'আলার একটু ইংগিতই যথেষ্ট। তোমরা যে মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদেরকে এখানে সম্পূর্ণ উম্মুক্ত, বাধা-বন্ধনহীন ও লাগাম ছাড়া করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে কারও নিকট জবাব দিহি করতে হবে না, এ নিতান্তই ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ নিজে সরাসরিভাবে তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ- শুধু তাই নয়, তোমাদের অন্তর-মনে আবর্তনশীল চিন্তা-কল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত।

তাঁর নিয়োজিত ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রত্যেকেরই সংগে ছায়ার মত থেকে তোমাদের প্রত্যেকটি গতি-বিধির রেকর্ড গ্রহণ ও সংরক্ষণ করছে। যখন সময় হবে তখন একটা ডাকে তোমরা সকলে ঠিক তেমনিভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যেমন করে বৃষ্টির এক পশলা পড়তেই মাটির বুক দীর্ণ করে উদ্ভিদের অংকুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর যে আবরণ পড়ে আছে তা সম্পূর্ণ দীর্ণ হবে, তোমাদের জ্ঞানের আলো দিনের মতই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আজ যে মহাসত্যকে তোমরা মেনে নিতে পারছো না বলে অস্বীকার করছো, তখন তা তোমরা নিজেদের চক্ষেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন তোমরা এও জানতে পারবে যে, দুনিয়ায় তোমরা কিছুমাত্র দায়িত্বহীন ও শৃগাল-কুকুরের মত বাধা-বিমুক্ত ছিলে না। তোমরা বাস্তবিকই দায়িত্বশীল ছিলে। তোমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কর্মফল ভাল বা মন্দ, পুরস্কার ও শাস্তি, আযাব ও সওয়াব, জান্নাত ও দোযখ ইত্যাদিকে আজ তোমরা বিস্ময় উদ্দীপক গল্প-কাহিনী বলে মনে করছো; কিন্তু সেই দিন এ সব তোমাদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত মহাসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে, যাকে আজ তোমরা অবাস্তব ও অবোধগম্য মনে করছো। আর মহান খোদাকে ভয় করে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনকারী লোকেরা তোমাদের চোখের সামনে সেই জান্নাতেই প্রবেশ করবে যার কথা শুনে আজ তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছো।

اٰيَاتُهَا ٤٥ (٥٠) سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٣

পয়তাল্লিশ আয়াত (৫০) সূরা ক্বাফ মক্কী তিন রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(শুরুকরছি) নামে আল্লাহর অশেষদয়াবান অতীবমেহেরবান

আরবী	বাংলা
قٓ	ক্বা-ফ
وَ	শপথ
الْقُرْاٰنِ	কুরআনের
الْمَجِيْدِ ۝	সম্মানিত
بَلْ	বরং
عَجِبُوْٓا	তারা বিস্ময়বোধ করছে
اَنْ	যে
جَآءَهُمْ	তাদের কাছে এসেছে
مُّنْذِرٌ	একজন সতর্ককারী
مِّنْهُمْ	তাদের মধ্যহতে
فَقَالَ	বলে তাই
الْكٰفِرُوْنَ	অস্বীকারকারীরা
هٰذَا	এটা
شَيْءٌ	জিনিষ
عَجِيْبٌ ۝	আশ্চর্য
ءَاِذَا	যখন কি
مِتْنَا	আমরা মরে যাব
وَ	এবং
كُنَّا	আমরা হব
تُرَابًا	মাটি (তখন পুনরুত্থিত হব)
ذٰلِكَ	সেই
رَجْعٌ	প্রত্যাবর্তন (হবে)
بَعِيْدٌ ۝	সুদূর পরাহত
قَدْ	নিশ্চয়
عَلِمْنَا	আমরা জানি
مَا	যা
تَنْقُصُ	ক্ষয় করে
الْاَرْضُ	মৃত্তিকা
مِنْهُمْ	তাদের যে অংশ

রুকূঃ১

১. ক্বা-ফ্। কুরআন মজীদের শপথ।

২. –বরং এই লোকদের বিস্ময়বোধ হয়েছে এ জন্যে যে, একজন সাবধানকারী স্বয়ং তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এসেছে[১]। ফলে অমান্যকারীরা বলতে শুরু করল যে, "এটাতো বড়ই আশ্চর্যজনক কথা।

৩. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে পরিণত হব (তখন পুনরায় উত্থিত হব)? এই প্রত্যাবর্তন তো বিবেক-বুদ্ধির অগম্য"[২]।

৪. (অথচ) পৃথিবী তাদের দেহ হতে যা কিছু ভক্ষণ করে তা সবই আমাদের জ্ঞানের আওতাভূক্ত।

১। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কোন যুক্তিসংগত ভিত্তিতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর রেসালত মান্য করতে অস্বীকার করেনি, বরং তারা সম্পূর্ণ এই অযৌক্তিক ভিত্তিতে অস্বীকার করেছিল যে তাদের নিজেদেরই মত একজন মানুষের ও তাদের নিজেদেরই কওমের এক ব্যক্তির খোদার পক্ষ থেকে সতর্ককারী সংবাদদাতারূপে আগমন তাদের পক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

২। এ ছিল তাদের দ্বিতীয় বিস্ময়। একজন মানুষ খোদার রসূল হয়ে এসেছে-এই ছিল তাদের প্রথম বিস্ময়; এবং তাদের পক্ষে আরো একটা অতিরিক্ত বিস্ময় ছিল এই কথা যে- মৃত্যুর পর সব মানুষকে আবার নূতন করে জীবিত করা হবে ও সকলকে একত্রিত করে আল্লাহর আদালতে উপস্থাপিত করা হবে।
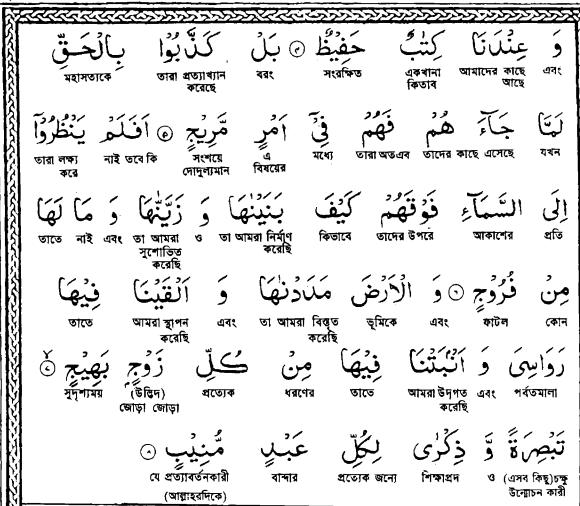
আর আমাদের নিকট একখানি কিতাব রয়েছে যাতে সব কিছু সংরক্ষিত।

৫. বরং এই লোকেরা তো মহাসত্য যখন তাদের নিকট আসল- সে সময়ই তাকে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল। এই কারণেই এক্ষণে তারা এই জটিলতার মধ্যে পড়ে আছে।

৬. সে যাই হোক, এরা কি কখনও নিজেদের উপরে অবস্থিত আকাশমন্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখেনি কিভাবে আমরা তা নির্মাণ করেছি ও সুসজ্জিত-সুবিন্যস্ত করেছি; এবং তাতে কোন ফাঁক ও ফাটল নেই?

৭. আর পৃথিবীকে আমরা বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে পাহাড়সমূহ সংস্থাপিত করেছি ও তাতে সকল প্রকার সুদৃশ্যময় উদ্ভিদরাজি উদ্গত করেছি।

৮. এই সব কিছুই চক্ষু উন্মোচনকারী ও অতীব শিক্ষাপ্রদ এমন প্রত্যেক বান্দার জন্যে যে (প্রকৃত সত্যের দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী।

وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّ
এবং আমরা অবতীর্ণ করেছি | থেকে | আকাশ | পানি | বরকতময় | আমরা এরপর উদগত করেছি | তা দিয়ে | বাগানসমূহ | ও

حَبَّ الْحَصِيْدِ ۙ﴿۹﴾ وَ النَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ﴿۱۰﴾
শস্যাদি | পরিপক্ক | এবং | খেজুরগাছসমূহ | সমুন্নত | তার আছে | খেজুরগুচ্ছ | সারিসারি

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَ اَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ
জীবিকা | বান্দাদের জন্যে | এবং | আমরা জীবিত করি | তাদিয়ে | ভূমিকে | মৃত | এভাবেই

الْخُرُوْجُ ﴿۱۱﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ
পুনরুত্থান (হবে) | মিথ্যা বলে অস্বীকার করেছে | তাদের পূর্বে | জাতি | নূহের | ও | ওয়ালারা | কূপ

وَ ثَمُوْدُ ۙ﴿۱۲﴾ وَ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ﴿۱۳﴾ وَّ اَصْحٰبُ
ও | সামূদ | এবং | আদ | ও | ফিরআউন | ও | ভাইয়েরা | লুতের | এবং | অধিবাসীরা

الْاَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾
আইকার | ও | জাতি | তুব্বা | প্রত্যেকে | মিথ্যাবলে অমান্য করেছে | রসূলদেরকে | ফলে সত্য হয়েছে | আমার ধমক (শাস্তিপেয়েছে)

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۵﴾
আমরা তবে অসমর্থ ছিলাম কি | সৃষ্টিতে | প্রথম | অথচ তারা | মধ্যে আছে | সন্দেহের | সম্পর্কে | সৃষ্টি | নতুন

৯-১০. আর উর্দ্ধলোক হতে আমরা বরকতপূর্ণ পানি অবতীর্ণ করেছি। পরে তার সাহায্যে বাগান ও কৃষিজাত শস্যাদি এবং উচ্চ-উন্নত খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যাতে ফলের সম্ভারপূর্ণ ছড়া একটার পর একটা ধরে থাকে।

১১. এটা বান্দাদের জন্যে রিযক দেবার ব্যবস্থা মাত্র। এই পানি হতে আমরা মৃত জীর্ণ যমীনকে জীবন-দান করে থাকি। (মৃত মানুষগুলোর মাটির বুক হতে) আত্মপ্রকাশ করার ব্যাপারটিও এমনিভাবেই সংঘঠিত হবে।

১২-১৪-এদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আসহাবে রাস্ এবং সামূদ, 'আদ, ফিরআউন ও লূত-এর ভায়েরা আর আইকাবাসী এবং তুব্বা জাতির লোকেরাও অমান্য-অস্বীকারকারী হয়েছে; প্রত্যেকেই রসূলদেরকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত আমার ধমক তাদের উপর সত্য হয়ে দেখা দিল।

১৫. আমরা কি প্রথম বারে সৃষ্টি কাজে অসমর্থ ছিলাম? অথচ একটি নতুন সৃষ্টির কাজ সম্পর্কে এই লোকেরা সংশয়ে পড়ে আছে।

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ
এবং নিশ্চয়ই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে এবং জানি আমরা যা কুমন্ত্রণাদেয় তাকে

نَفْسُهٗ ۚ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ⑯
(অর্থাৎ) তার প্রবৃত্তি এবং আমরা অধিক নিকটে তার চেয়েও শিরার গলার

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ
যখন গ্রহন করে (অর্থাৎ লিখে) দুজন গ্রহণকারী (লেখক) ডানদিকে ও বামদিকে

قَعِيْدٌ ⑰ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ
উপবিষ্ট হয়ে না উচ্চারণকরে সে কোন কথা এছাড়া যে তার কাছে (থাকে) পর্যবেক্ষক

عَتِيْدٌ ⑱ وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ
সদা প্রস্তুত এবং আসবে যন্ত্রণা মৃত্যুর সত্যসহকারে (বলা হবে এটা) তাই

مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ⑲ وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ
যা তুমিছিলে তাহতে পাশকাটাতে এবং ফুক দেওয়া হবে মধ্যে শিংগার (এটাই) সেই

يَوْمُ الْوَعِيْدِ ⑳
দিন (যার) ভয় দেখানো হতো

রুকূঃ২

---

১৬. আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তার দিলে নিত্য জাগ্রত কুচিন্তাগুলি (অস্‌অসাগুলি) পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা তার গলার শিরা হতে অধিক নিকটবর্তী।

১৭. (আর আমাদের এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে প্রত্যেকটি জিনিষ লিখে রাখছে।

১৮. কোন শব্দও তার মুখে উচ্চারিত হয় না যার সংরক্ষণের জন্যে একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ না থাকে।

১৯. অতঃপর লক্ষ্য কর, এই মৃত্যু-যাতনা পরম সত্য নিয়ে সমুপস্থিত। এটা তাই যা হতে তুমি পালিয়ে বেড়াতেছিলে।

২০. এর পর শিংগা ফুঁকা হল। এটা সেইদিন যার ভয় তোমাদেরকে দেখান হত।

وَجَآءَتْ	كُلُّ	نَفْسٍ	مَّعَهَا	سَآئِقٌ	وَّ
এবং আসবে	প্রত্যেক	ব্যক্তি	তার সাথে (থাকবে)	একজন চালক	ও

شَهِيْدٌ ﴿٢١﴾	لَقَدْ	كُنْتَ	فِىْ	غَفْلَةٍ	مِّنْ	هٰذَا	فَكَشَفْنَا
একজন সাক্ষী	নিশ্চয়ই	তুমি ছিলে	মধ্যে	উদাসীনতার	হতে	এটা	আমরা এখন উন্মোচন করলাম

عَنْكَ	غِطَآءَكَ	فَبَصَرُكَ	الْيَوْمَ	حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾	وَ	قَالَ
তোমার হতে	তোমারআবরণ	ফলে তোমার দৃষ্টি	আজ	প্রখর	এবং	বলবে

قَرِيْنُهٗ	هٰذَا	مَا	لَدَىَّ	عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾	اَلْقِيَا	فِىْ	جَهَنَّمَ
তার সঙ্গী	এই	যে (ছিল)	আমার কাছে	উপস্থিত	(বলা হবে) নিক্ষেপকর দুজনে	মধ্যে	জাহান্নামের

كُلَّ	كَفَّارٍ	عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾	مَّنَّاعٍ	لِّلْخَيْرِ	مُعْتَدٍ	مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾	الَّذِىْ
প্রত্যেক	কট্টর কাফেরকে	(যেছিল) উদ্ধত	প্রবল বাধাদান কারী	কল্যাণ (কাজের)	সীমা লংঘনকারী	সন্দেহপোষণকারী	যে

جَعَلَ	مَعَ	اللّٰهِ	اِلٰهًا	اٰخَرَ	فَاَلْقِيٰهُ	فِى	الْعَذَابِ	الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾
বানিয়েছিল	সাথে	আল্লাহর	উপাস্য	অন্যান্যকেও	তাকে তাই দুজনেনিক্ষেপকর	মধ্যে	শাস্তির	কঠিন

২১. প্রত্যেক ব্যক্তি এ অবস্থায় আসল যে ,তার সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার একজন রয়েছে, আর একজন সাক্ষ্যদাতা।

২২. এ ব্যাপারে তুমি তো অসতর্কতার মধ্যে ছিলে। আমরা সে আবরণ সরিয়ে দিয়েছি যা তোমার সামনে পড়েছিল। আর আজ তোমার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ[৩]।

২৩. তার সঙ্গী নিবেদন করল [৪]ঃ এই সেই লোক যে আমার নিকট সোপর্দ করা ছিল ,উপস্থিত হয়েছে।

২৪. নির্দেশ দেয়া হলঃ 'জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে, যে মহাসত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত;

২৫. পরম কল্যাণের প্রতিবন্ধককারী ও সীমালংঘনকারী ছিল। ছিল মহা সংশয়ে নিপতিত,

২৬. আর আল্লাহর সাথে অন্য একজনকে খোদা বানিয়ে বসেছিল। নিক্ষেপ কর তাকে কঠিন আযাবে'।

৩। অর্থাৎ এখনতো তুমি খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছ- আল্লাহর নবী তোমাকে যে সবের খবর দিতেন তার সব কিছুই এখানে বর্তমান আছে।

৪। সঙ্গীর অর্থ- যে ফেরেশতা হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। সেই ফেরেশতা আল্লাহতা'আলার আদালতে পৌছে আবেদন করবে- "এই ব্যক্তিকে- যে আমার তত্ত্বাবধানে ছিল-সরকারের হুযুরে পেশ করা হলো"।

আরবি	অর্থ
قَالَ	বলবে
قَرِينُهُ	তার সঙ্গী (অর্থাৎ শয়তান)
رَبَّنَا	হে আমাদের রব
مَا	না
أَطْغَيْتُهُ	তাকে আমি অবাধ্য করেছি
وَلَٰكِن	কিন্তু
كَانَ	(নিজেই) সে ছিল
فِي	মধ্যে
ضَلَالٍ	গোমরাহীর
بَعِيدٍ ۝٢٧	(অনেক) দূরে
قَالَ	(আল্লাহ) বলবেন
لَا	না
تَخْتَصِمُوا	তোমরা ঝগড়া করো
لَدَيَّ	আমার কাছে
وَقَدْ	নিশ্চয় এবং
قَدَّمْتُ	আমি পূর্বে পাঠিয়েছি
إِلَيْكُم	তোমাদের প্রতি
بِالْوَعِيدِ ۝٢٨	(খারাপ পরিণতির) সতর্কবাণী
مَا	না
يُبَدَّلُ	পরিবর্তন হয়
الْقَوْلُ	কথার
لَدَيَّ	আমার কাছে
وَ	এবং
مَا	না
أَنَا	আমি
بِظَلَّامٍ	জুলুমকারী
لِّلْعَبِيدِ ۝٢٩	বান্দাদেরকে
يَوْمَ	সেদিন
نَقُولُ	বলব আমরা
لِجَهَنَّمَ	জাহান্নামকে
هَلِ	কি
امْتَلَأْتِ	তুমিপূর্ণ হয়েছ
وَ	এবং
تَقُولُ	সে বলবে
هَلْ	(আছে) কি
مِن	
مَّزِيدٍ ۝٣٠	আরও
وَ	এবং
أُزْلِفَتِ	নিকটে আনা হবে
الْجَنَّةُ	জান্নাত
لِلْمُتَّقِينَ	মুত্তাকীদের জন্যে
غَيْرَ	না
بَعِيدٍ ۝٣١	দূরত্বে (থাকবে)

২৭. তার সঙ্গী নিবেদন করল[৫] ঃ হে মহান খোদা, আমি একে বিদ্রোহী বানায়নি, বরং এ নিজেই সুদূর গোমরাহীর মধ্যে পড়েছিল।

২৮. জওয়াবে বলা হল ঃ 'আমার সামনে ঝগড়া করোনা, আমি তোমাকে পূর্বেই খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ককরে দিয়েছিলাম।

২৯. আমার সামনে কথা পাল্টানো হয় না। আর আমি আমার বান্দাদের উপর যুলম-নির্যাতনকারী নই'।

রুকূ-৩

৩০. সেদিন যখন আমরা জাহান্নামের নিকট জিজ্ঞাসা করবঃ তুমি কি পুরো মাত্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছ? আর তা বলবেঃ আরও কিছু আছে নাকি[৬]?

৩১. আর ওদিকে জান্নাত মুত্তাকীদের অতি নিকটে নিয়ে আসা হবে, তা কিছুমাত্র দূরে অবস্থিত হবে না।

৫। এখানে সঙ্গীর অর্থ শয়তান, যে সেই অবাধ্য ব্যক্তির সংগে দুনিয়াতে সংশ্লিষ্ট ছিল।

৬। এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম– আমার মধ্যে এখন আর অতিরিক্ত মানুষের জন্যে স্থান নেই দ্বিতীয়– যত সংখ্যক অপরাধীই থাকুক না কেন সকলকে আমার মধ্যে দাও।

هٰذَا	مَا	تُوْعَدُوْنَ	لِكُلِّ	اَوَّابٍ	حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾
(বলা হবে) এটা	(তাই) যার	তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল	জন্যে প্রত্যেক	প্রত্যাবর্তনকারীর (আল্লাহর দিকে)	হেফাজতকারীর (আল্লাহর সীমার)

مَنْ	خَشِيَ	الرَّحْمٰنَ	بِالْغَيْبِ	وَ	جَآءَ	بِقَلْبٍ
যে	ভয়করত	দয়াময়কে	নাদেখেই	এবং	এসেছে	অন্তরসহ

مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾	ادْخُلُوْ	هَا	بِسَلٰمٍ	ذٰلِكَ	يَوْمُ
বিনীত	প্রবেশ কর	তাতে	শান্তি ও নিরপত্তা সহ	(এটা) সেই	দিন

الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾	لَهُمْ	مَّا	يَشَآءُوْنَ	فِيْهَا	وَ	لَدَيْنَا	مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾
চিরন্তন (জীবনের)	তাদের জন্যে (থাকবে)	(তাই) যা	তারা চাইবে	তার মধ্যে	এবং	আমাদেরকাছে (আছে)	আরও অনেক

وَ	كَمْ	اَهْلَكْنَا	قَبْلَهُمْ	مِّنْ	قَرْنٍ	هُمْ	اَشَدُّ	مِنْهُمْ
এবং	কত	আমরা ধ্বংস করেছি	তাদের পূর্বে		জনগোষ্ঠীকে	তারা (ছিল)	অধিকতর	তাদের চেয়েও

بَطْشًا	فَنَقَّبُوْا	فِي	الْبِلَادِ	هَلْ	مِنْ	مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾
শক্তিতে	তারা অতঃপর ভ্রমণ করত	মধ্যে	দেশ বিদেশের	(ছিল) কি	কোন	আশ্রয়স্থল (তাদের জন্যে)

৩২. বলা হবেঃ এটা তাই যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হচ্ছিল– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই যে খুব বেশী প্রত্যাবর্তনকারী[৭] এবং বেশী সংরক্ষণকারী ছিল[৮],

৩৩. যে না দেখা রহমানকে ভয় করত ও যে আসক্ত দিলসহ উপস্থিত হয়েছে।

৩৪. প্রবেশ কর জান্নাতে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে। সেই দিনটি চিরন্তন জীবনের দিন হবে।

৩৫. সেখানে তাদের জন্যে সে সব কিছুই হবে যা তারা চাইবে । আর আমাদের নিকট তা হতেও বেশী অনেক কিছুই তাদের জন্যে রয়েছে।

৩৬. আমরা এদের পূর্বে বহু সংখ্যক জাতিকে ধ্বংস করেছি যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন ছিল, আর দুনিয়ার দেশ সমূহকে তারা ছেকে-লুটে নিয়েছিল। চিন্তা কর, তারা কি কোন আশ্রয়-স্থান লাভ করতে পেরেছিল?

৭। এর দ্বারা সেইরূপ ব্যক্তি বোঝানো হয়েছে যে অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির লালসা-বাসনার পথ ত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্যের ও তাঁর সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করেছে, যে খুব অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং নিজের সব ব্যাপারে তাঁর প্রতি রুজু করে।

৮। এর দ্বারা সেইরূপ লোক বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর সীমা সমূহের, তাঁর নির্দেশিত কর্তব্যসমূহের, তাঁর নিষেধগুলির, তাঁর ন্যাস্ত করা দায়িত্ব ও আমানতগুলির হেফাযত করে; যে সব সময় নিজে নিজেকে যাচাই করে দেখতে থাকেঃ নিজের কথা ও কাজে কোথাও নিজের প্রতিপালক–প্রভুর নাফরমানি তো করছি না?

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى
নিশ্চয় মধ্যে (রয়েছে) এর অবশ্যই উপদেশ তারজন্যে আছে যার অন্তর অথবা নিবিষ্টকরে

السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَٰوَٰتِ وَ
কান এবং সে উপস্থিত (মনেপ্রাণে) এবং নিশ্চয় আমরা সৃষ্টি করেছি আকাশমন্ডলি এবং

الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا
পৃথিবীকে এবং যাকিছু (আছে) উভয়ের মাঝে মধ্যে ছয় দিনের এবং না আমাদের স্পর্শ করেছে

مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
কোন ক্লান্তি অতএব সবরকর উপর যা তারা বলছে এবং পবিত্রতা ঘোষণাকর প্রশংসাসহ

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾
তোমাররবের পূর্বে উদয়ের সূর্যের ও পূর্বে (সূর্য) অস্তের

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾
এবং কিছু অংশে রাতের তার অতঃপর পবিত্রতাঘোষণা কর এবং পরে (নামাজের) সিজদাসমূহের ও

৩৭. এই ইতিহাসে অত্যন্ত শিক্ষামূলক সবক রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যার দিল আছে কিম্বা যে খুব লক্ষ্য দিয়ে কথা শুনে।

৩৮. আমরা পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলকে এবং এ দুটির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিষকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাতে কোন ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করেনি।

৩৯. অতএব হে নবী! যে সব কথাবার্তা এ লোকেরা রচনা করে, সে জন্যে ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তোমার খোদার প্রশংসার সাথে তাঁর তসবীহ করতে থাক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে,

৪০. আর রাত্রি কালে আবার তসবীহ কর, আর সিজদাবনত হওয়া হতে অবসর গ্রহণের পরও[৯]।

৯। প্রভূর হামদ (প্রশংসা) ও তাঁর তসবীহর (পবিত্রতা কীর্তন) অর্থ এখানে নামায। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের (উষাকালীন) নামায; সূর্যাস্তের পূর্বে দুইটি নামাযঃ ১. যোহর ২. আসর। "রাত্রি কালে" মাগরিব ও এশার নামায এবং ৩. তাহাজ্জুদও রাত্রির তসবীহর মধ্যে গণ্য।

وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ

এবং, শুন, যে দিন, ডাকবে, একজন ঘোষণাকারী, হতে, স্থান, নিকটবর্তী, সেদিন, তারা শুনতেপাবে

الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾ اِنَّا نَحْنُ

মহানাদ, যথাযথভাবে, এটা, দিন, (কবরহতে) বের হওয়ার, নিশ্চয় আমরা, আমরাই

نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ

জীবন দেই, এবং, মৃত্যুদেই আমরাই, এবং, আমাদের দিকেই, প্রত্যাবর্তন করতেহবে, যেদিন, বিদীর্ণ হবে

الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ط ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

পৃথিবী, তাদের ভিতর হতে, ব্যস্তভাবে মানুষ বেরহবে, এই, সমাবেশকরা, আমাদের উপর, খুবই সহজ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَ مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ قف

(হে নবী) আমরা, খুবজানি, ঐ বিষয়ে যা, তারা বলছে, এবং, না, তুমি, তাদের উপর, জবরদস্তিকারী

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾ ع

সুতরাং উপদেশদাও, কুরআনের সাহায্যে, (তাকে) যে, ভয়করে, আমার সতর্কীকরণকে

৪১-৪২. আর শোন, যেদিন ঘোষণা দানকারী (প্রত্যেক ব্যক্তির) নিকট হতেই ডাক দেবে[১০], যেদিন সমস্ত মানুষ হাশরের ধ্বনি যথাযথ শুনতে থাকবে, তা ভূগর্ভ হতে মৃতদের আত্মপ্রকাশ লাভের দিন হবে।

৪৩-৪৪. আমরাই জীবন দান করি, আমরাই মৃত্যু দিই। আর আমাদের নিকটই সেদিন সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, যখন পৃথিবী দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, আর লোকেরা তার ভিতর হতে বের হয়ে দ্রুততার সাথে পালিয়ে যেতে থাকবে। এই একত্রিতকরণ আমাদের জন্যে খুবই সহজ।

৪৫. হে নবী! যে সব কথাবার্তা এই লোকেরা রচনা করে সেগুলোকে আমরা ভাল করেই জানি। আর তোমার কাজ জোরপূর্বক তাদের দিয়ে মানিয়ে নেয়া নয়। তুমি শুধু এই কুরআনের সাহায্যেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দাও যারা আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে।

১০। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেখানেই মৃত্যু-প্রাপ্ত হবে বা পৃথিবীতে যেখানেই তার মৃত্যু ঘটেছিল সেখানেই খোদার ঘোষণাকারীর আওয়াজ পৌছাবেঃ ওঠো, নিজের হিসাব দেওয়ার জন্য নিজের প্রভূর কাছে চলো। এ শব্দ এমন ধরনের হবে যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে মানুষ জীবিত হয়ে উঠুক না কেন সে অনুভব করবে ঘোষণাকারী যেন কোথাও তার নিকট থেকেই তাকে আহ্বান করেছে।

সূরা আয্-যারিয়াহ্

নামকরণ ঃ সূরাটির প্রথম শব্দ الذاريات -কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হ'ল এই, এ সেই সূরা যার সূচনা 'আয-যারিয়াহ্'শব্দ দিয়ে হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী দেখে স্পষ্ট মনে করা যায় যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময়ে যখন নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদী দা'ওআতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অমান্যতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, মিথ্যা দোষারোপ ও অভিযোগ করে খুব প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধতা করা হচ্ছিল; কিন্তু যুল্‌ম ও জোর-জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগ তখনও শুরু হয়নি। এ কারণে মনে হয়, যে সময়ে সূরা 'কাফ' নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও নাযিল হয়েছিল ঠিক সেই সময়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ এ সূরাটির প্রধান অংশে পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর শেষের দিকে তওহীদের দা'ওআত পেশ করা হয়েছে। সে সংগে লোকদেরকে এ বিষয়েও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলগণের কথা অমান্য করা ও নিজেদের জাহেলী ধ্যান-ধারণার উপর অবিচল হয়ে থাকার নীতি যারাই অবলম্বন করেছে, তাদের সকলের পরিণতিই অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।

এ সূরার ছোট ছোট ও তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যসমূহে পরকাল সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা এই যে, মানব জীবনের পরিণতি-পরিণাম পর্যায়ে লোকদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা রয়েছে। আর এটাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এর কোন একটা আকীদাও সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং প্রত্যেকেই অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে নিজস্বভাবে যে মত বা ধারণাই রচনা করে নিয়েছে তাকেই তারা তাদের স্থায়ী আকীদা বানিয়ে নিয়েছে। কেউ মনে করেছে, মৃত্যুর পর কোন জীবন হবে না। কেউ মৃত্যুর পর জীবন আছে বলে বিশ্বাস করলেও তা করেছে জন্মান্তরবাদরূপে। কেউ পরকালীন জীবন ও শাস্তি-পুরস্কার হবে বলে মানলেও কর্মের কুফল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নানা প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। অথচ পরকালীন জীবন সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করার পরিণতিতে সমগ্র জীবনটারই ভুলপূর্ণ হয়ে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যৎ চিরকালের তরে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক সমস্যা-সংক্রান্ত ব্যাপার। অকাট্য জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে কোন একটিকে নিজের আকীদা বানিয়ে নেয়া একটা মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরিণামে একটা বিরাট ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে সমস্ত জীবন জাহেলী অসতর্কতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে দেয় এবং মৃত্যুর পর সহসা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়া অনিবার্য, যার জন্য সে কখনই এক বিন্দু প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনি। এরূপ ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল মত গ্রহণে একটিমাত্রই উপায় হতে পারে; তা এই যে, পরকাল পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর নবী যে জ্ঞান মানুষকে দেন, সে বিষয়ে গুরুত্ব ও গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করবে, পৃথিবী ও উর্ধ্বলোকের ব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন এবং স্বয়ং নিজের অস্তিত্ব ও সত্তার উপর উদার-উন্মুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং যাচাই করে দেখবে যে, এ জ্ঞানের নির্ভুল হওয়ার সাক্ষ্য চতুর্দিক হতে পাওয়া যায় কি না? এ প্রসংগে বাতাস ও বৃষ্টি-ব্যবস্থা, ভূ-গঠন-প্রকৃতি ও তাতে অবস্থানরত সৃষ্টিকুল, মানুষের নিজের আত্মা ও সত্তা, আকাশমন্ডলের সৃষ্টি, আর দুনিয়ার সমস্ত জিনিস জোড়ায় জোড়ায় বানানোকে পরকালের সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। উপরন্তু মানব-ইতিহাস হতে দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বলোক-সাম্রাজ্যের প্রকৃতি প্রতিশোধ গ্রহণের একটা অমোঘ ও সদা কার্যকর বিধানের অনিবার্য কার্যকরিতার দাবীদার।

এর পর খুবই সংক্ষিপ্ত ভংগিতে তওহীদের দা'ওআত পেশ করা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদেরকে অন্যদের দাসত্ব-বন্দেগী করার জন্যে নয়, তাঁর নিজের বন্দেগী করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের নিজেদের বানিয়ে নেয়া কৃত্রিম মা'বুদগুলোর মতো নন। এরা তো তোমাদের নিকট ভোগ চায়। তোমাদের সাহায্য ছাড়া এদের খোদায়ী বা উপাস্যতা চলতে পারেনা। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা এমন মা'বুদ যিনি নিজেই সকলের রিয্‌কদাতা। তিনি কারও নিকট হতে রিয্‌ক পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন, তাঁর খোদায়ী– প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব, তাঁর নিজের শক্তির বলেই প্রতিষ্ঠিত, সদাকার্যকর ও চলমান।

এ প্রসংগে আরও বলা হয়েছে যে, নবী-রসূলগণের বিরুদ্ধতা যখনই করা হয়েছে, তা কোন বিবেকসম্মত ভিত্তির উপর করা হয়নি, করা হয়েছে জিদ, হঠকারিতাও জাহেলী অহংকার-আত্মম্ভরিতার দরুন। আলোচ্য সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধতা করার মূলেও এ কারণই নিহিত রয়েছে। সীমালংঘণ ও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির প্রকৃতি-প্রবৃত্তি ছাড়া এর মূলে আর কিছুই নেই। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, এসব দাম্ভিক ও সীমালংঘনকারী লোকের প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করো না। স্বীয় দা'ওআত ও উপদেশ-নসীহত দানের কাজ অবিচল ও নিরন্তরভাবে করে যাও। কেননা, তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হোক আর নাই হোক, ঈমানদার লোকদের জন্য তা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু যে সব যালেম নিজেদের বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহাত্মক ভূমিকার উপর অবিচল হয়ে থাকবে, তাদের সম্পর্কে স্মরণীয় যে, ইতিপূর্বে যারাই এ আচরণ নীতি অনুসরণ করে চলেছে তারা নিজেদের ভাগের প্রাপ্য আযাব পুরাপুরি পেয়েছে। আর এখানকার লোকদের ভাগের আযাবও তাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

وَ — শপথ | الذّٰرِيٰتِ — বিক্ষিপ্তকারীদের (অর্থাৎ বাতাসের) | ذَرْوًا ① — বিক্ষিপ্ত করে (যা ধুলাবালি) | فَالْحٰمِلٰتِ — অতঃপর বহনকারী | وِقْرًا ② — বোঝা (অর্থাৎ মেঘ) | فَالْجٰرِيٰتِ — অতঃপর প্রবাহিত হয়ে চলে

يُسْرًا ③ — সহজে | فَالْمُقَسِّمٰتِ — অতঃপর বন্টনকারী | اَمْرًا ④ — একটি বিষয়ের (অর্থাৎ বৃষ্টির) | اِنَّمَا — প্রকৃতপক্ষে (যা) | تُوْعَدُوْنَ — তোমাদের ওয়াদাদেওয়া হচ্ছে

لَصَادِقٌ ⑤ — সত্য অবশ্যই | وَّ — এবং | اِنَّ — নিশ্চয় | الدِّيْنَ — কর্মফলদিবস | لَوَاقِعٌ ⑥ — অবশ্যই ঘটবে | وَ — শপথ | السَّمَآءِ — আকাশের | ذَاتِ — সম্পন্ন

الْحُبُكِ ⑦ — বিভিন্নরূপ

রুকুঃ১

১. শপথ সেই সব বাতাসের যা ধূলাবালি উড়াবার কাজ করে,

২. পরে পানি-ভরা মেঘমালা বহন করে,

৩. পরে দ্রুত গতিশীলতার সাথে প্রবহমান।

৪. পরন্তু তা একটি বড় জিনিসের (বৃষ্টির) বন্টনকারী।

৫. সত্য কথা এই যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে তা নিশ্চয় বাস্তব ও যথার্থ।

৬. কর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই হবে[১]।

৭. শপথ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-রূপ-সম্পন্ন আকাশের।

১। এই কথার জন্যই শপথ করা হয়েছে। শপথের মর্ম হচ্ছে- যে অতুলনীয় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সংগে সৃষ্টির এই বিরাট মহান ব্যবস্থা তোমাদের চোখের সামনে চলেছে, এবং যে জ্ঞান-কৌশল ও বিচক্ষণতা এর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে কার্যকরী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা এই সত্যের সাক্ষ্য দান করে যে- এ জগৎ এমন কোন উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক খেলাঘর নয়, যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বছর ধরে এক মস্তবড় খেলা এমনিই আপনা-আপনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলে আসছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এ এক পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কৌশলময় ব্যবস্থাপনা যার মধ্যে এটা সম্ভব নয় যে মানুষকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা দিয়ে শুধু এমনিই ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কখনো তার কাছ থেকে এ হিসাব গ্রহণ করা হবে না যে- এই ক্ষমতা ও অধিকারগুলি সে কিভাবে প্রয়োগ করেছে।
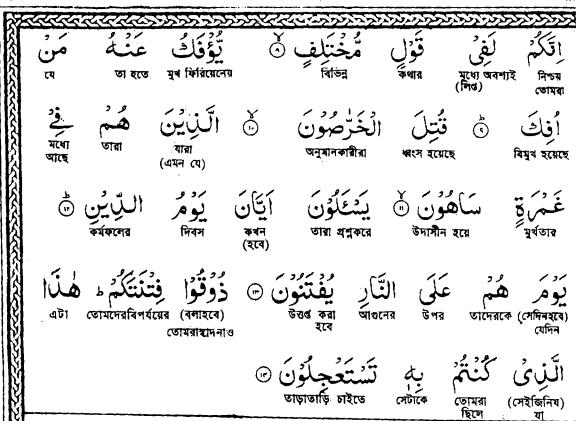
৮. (পরকাল সম্পর্কে) তোমাদের কথাবার্তা পরস্পর বিভিন্ন[২]।

৯. উহা মেনে নিতে কেবল সে লোকই অপ্রস্তুত হয় যে প্রকৃত সত্য হতে বিমুখ।

১০. ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে।

১১. তারাই মূর্খতায় নিমজ্জিত ও চরম গাফিলতিতে বিভোর হয়ে আছে[৩]।

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, সেই প্রতিফল দানের দিনটি কখন আসবে?

১৩. তা আসবে সেদিন, যখন এই লোকদেরকে আগুনে উত্তপ্ত করা হবে।

১৪. (তাদেরকে বলা হবে) এখন স্বাদ গ্রহণ কর নিজেদেরই বিপর্যয় ও আযাবের। এটাতো সেই জিনিষই যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করতেছিলে[৪]।

২। অর্থাৎ আকাশে মেঘমালা এবং তারকাগুচ্ছের আকার যেরূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয় ও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ পরকাল সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন প্রকার কথা বলে চলেছ, এবং প্রত্যেকের কথা অন্যের কথা থেকে ভিন্ন। তোমাদের উক্তির এই বিভিন্নতা স্বতঃই এই ব্যাপার প্রমাণ করে যে- অহী (প্রত্যাদেশবাণী) ও রেসালত নিরপেক্ষ হয়ে মানুষ যখনই নিজের ও এই দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে কোন রায় কায়েম করেছে, তখন তারা জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই তা করেছে। নতুবা, মানুষের কাছে এই বিষয়ে যথার্থ পক্ষে যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কোন উপায় থাকতো তবে এত বিভিন্ন পরস্পর-বিপরীত মত-বিশ্বাসের সৃষ্টি হতো না।

৩। অর্থাৎ নিজেদের এই ভ্রান্ত অনুমান সমূহের কারণে তারা কোন্ পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে- সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। প্রকৃত কথা পরকাল সম্পর্কে ভ্রান্ত রায় কায়েম করে যে পথই অবলম্বন করা হয়েছে তা ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়।

৪। "সেই প্রতিফল দিবস কবে আসবে?"- কাফেরদের এই প্রশ্নের মধ্যে স্বতঃই এই অর্থ নিহিত ছিল যে- "সেদিন আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? যখন আমরা তা অস্বীকার করছি এবং তা অস্বীকার করার শাস্তি যখন আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী তখন সে শাস্তি শীঘ্র এসে যাচ্ছেনা কেন?"
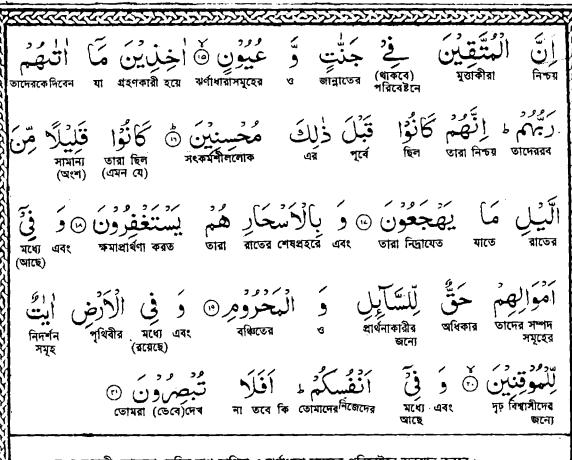
১৫. অবশ্য মুত্তাকী লোকেরা সেদিন বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা সমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে।

১৬. তাদের রব তাদেরকে যা কিছুই দেবেন, তা তারা সানন্দে সোৎসাহে গ্রহণে নিরত হবে। তারা সে দিনটির আগমনের পূর্বে সদাচারী ও ন্যায়-নিষ্ঠ ছিল।

১৭. তারা রাত্রিতে খুব কম সময় শয়ন করত।

১৮. এবং তারা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

১৯. আর তাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্যে[৫] স্বত্ব ও অধিকার ছিল।

২০. পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক নিদর্শনাদী রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণকারী লোকদের জন্যে।

২১. আর স্বয়ং তোমাদের নিজেদের সত্তায়ও। তোমরা কি কিছুই উপলব্ধি করতে পার না?

৫। অন্য কথায়, একদিকে তারা নিজেদের প্রভুর হক জানতো ও তা পালন করতো এবং অন্য দিকে বান্দাহদের সাথে তাদের ব্যবহার ছিল এরূপ যে, যা কিছু আল্লাহতা'আলা তাদের দিয়েছিলেন তা কম হোক বা বেশী হোক তারমধ্যে তারাকেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হক আছে বুঝতো না, বরং তাদের এ অনুভূতি ছিল যে- আমাদের এই সম্পদের মধ্যে খোদার সেরূপ প্রত্যেক বান্দাহর হক আছে যে সাহায্য পাবার উপযুক্ত।
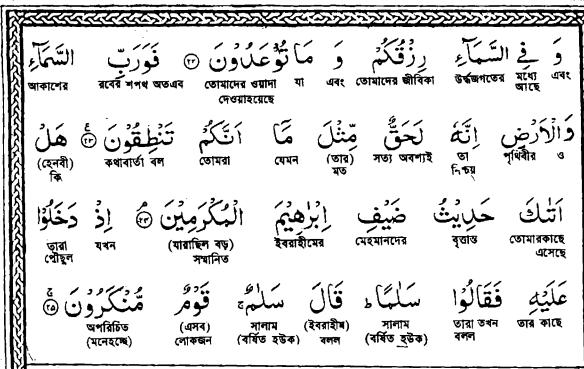
২২. আকাশমন্ডলেই রয়েছে তোমাদের জীবিকা এবং সেই জিনিষ যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হচ্ছে[৬]।

২৩. অতএব শপথ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারীর। এটা পরম সত্য- এমনই দৃঢ় প্রত্যয় পূর্ণ যেমন তোমাদের বাকস্ফূর্তি।

রুকুঃ২

২৪. হে নবী, ইব্‌রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের কাহিনী তোমার নিকট পৌছেছে কি?

২৫. তারা যখন তার নিকট পৌছল তখন বললঃ তোমার প্রতি সালাম। সে বললঃ তোমাদের প্রতিও সালাম; মনে হচ্ছে তারা অপরিচিত লোক[৭]।

৬। এখানে আসমানের অর্থ উর্ধ্ব জগৎ। রিয্‌কের (জীবিকা) অর্থ- সেই সব কিছু যা পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ করার ও কাজ করার জন্য দেয়া হয়। এবং যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে- এর অর্থ কিয়ামত ও পুনরুত্থান, হিসাব ও কৃতকর্মের বিচার ও কৈফিয়ত তলব, শাস্তি ও পুরস্কার, স্বর্গ ও নরক-সমস্ত আসমানী কিতাবে যে সবের সংঘটনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং কুরআনেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। আল্লাহর এরশাদের অর্থ হচ্ছে- তোমাদের কাকে দুনিয়াতে কি দেয়া হবে উর্ধ্ব জগৎ থেকেই তার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, এবং তোমাদের বিচারের ও কর্মফল দানের জন্যে কবে তোমাদের আহ্বান করা হবে তার সিদ্ধান্তও সেই উর্ধ্বজগৎ থেকেই হবে।

৭। পূর্বাপর প্রসংগ দৃষ্টে এই ব্যাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম-,হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজে মেহমানদের বলেনঃ "আপনাদের সংগে এর পূর্বে কখনো পরিচয়ের সম্মান লাভ ঘটেনি, আপনারা সম্ভবতঃ এই এলাকায় নূতন তশরীফ এনেছেন"। দ্বিতীয়- তাদের সালামের উত্তর দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বগত নিজের মনে বলেন অথবা অতিথিদের ভোজের ব্যবস্থা করতে অন্দরে যেতে যেতে নিজের খাদেমদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ এঁরা অচেনা লোক, এর পূর্বে কখনো এই এলাকায় এই ধরনের সম্ভ্রম ও মর্যাদা ব্যঞ্জক চেহারা ও চালচলন-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা যায়নি।
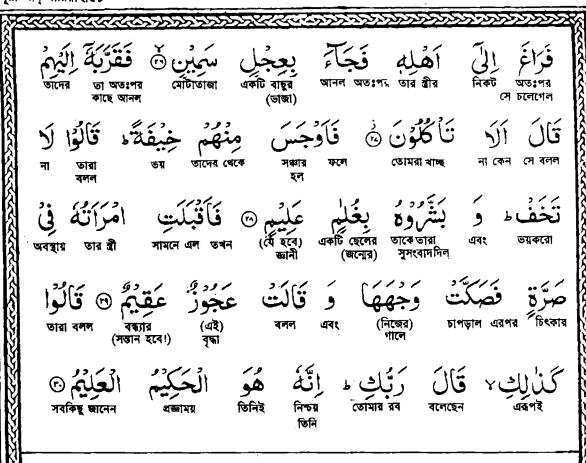
২৬-২৭. তার পর সে গোপনে তাঁর স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটা মোটাতাজা (কষা) বাছুর এনে অতিথিদের সামনে রাখল এবং বললঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন?

২৮. তারপর সে তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভয় পেল। তারা বললঃ ভয় পেয় না, ও তাকে এক গুণ-সম্পন্ন পুত্রের জন্মের সুসংবাদ[৮] দান করল।

২৯. এ শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে আসল এবং আপন গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগল– এই বৃদ্ধা, বন্ধ্যার[৯]?

৩০. তারা বললঃ "তোমার রব এটাই বলেছেন। তিনি বিজ্ঞ ও সবকিছু জানেন।

৮। সূরা হূদে পরিষ্কার ব্যক্ত করা হয়েছে– এ ছিল হযরত ইসহাক (আঃ) এর জন্ম লাভের সুসংবাদ।

৯। অর্থাৎ একেতো আমি বৃদ্ধা, তার উপর বন্ধ্যা। এখন আমার হবে সন্তান? বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী সে সময় হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল একশত বৎসর, এবং হযরত সারার বয়স ছিল নব্বুই (জন্মবৃত্তান্ত -১৭–১৮)।

৩১. ইবরাহীম বলল ঃ হে খোদা-প্রেরিত লোকেরা আপনারা কোন অভিযানে এসেছেন?

৩২. তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি [১০]।
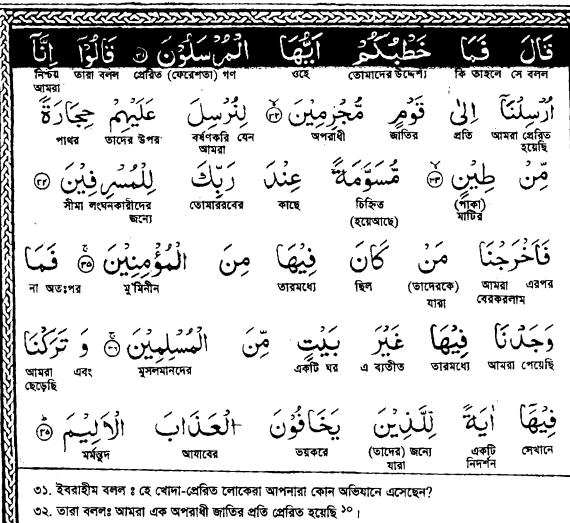
৩৩. যেন তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি,

৩৪. যা আপনার খোদার সীমালঙ্গনকারী লোকদের জন্যে চিহ্নিত হয়ে আছে[১১]।

৩৫. পরে আমরা[১২] সে সব লোককেই বের করে নিলাম যারা এই জনপদে মু'মিন ছিল,

৩৬. এবং আমরা সেখানে একটি ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোন ঘর পেলাম না।

৩৭. এরপর আমরা সেখানে শুধু একটি নিদর্শন[১৩] সে লোকদের জন্যে রেখে দিলাম যারা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাবকে ভয় করে।

১০। অর্থাৎ লূতের (আঃ) জাতি। তাদের অপরাধ এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মাত্র "অপরাধী জাতি"-এই শব্দটি বলা কোন্ জাতির সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১১। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রস্তর খন্ডটিকে আপনার প্রভূর পক্ষ থেকে চিহ্নযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল যে- কোন্‌টি কোন্ অপরাধীর মস্তক চূর্ণ করবে।

১২। হযরত ইবরাহীমের (আঃ)- কাছ থেকে ফেরেশতাগণ কিভাবে হযরত লূত (আঃ)-এর কাছে পৌছেছিলেন এবং সেখানে তাদের ও লূত (আঃ)-এর কওমের মধ্যে কি সব ব্যাপার ঘটেছিল সে কাহিনী মাঝে বাদ দেয়া হয়েছে।

১৩। 'একটি নিদর্শন'- এর অর্থ মরু সাগর (dead sea) আজও যার দক্ষিণ অঞ্চলে এ বিরাট ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ বর্তমান আছে।

وَ	فِيْ	مُوْسٰى	اِذْ	اَرْسَلْنٰهُ	اِلٰى	فِرْعَوْنَ	بِسُلْطٰنٍ
এবং (নিদর্শনআছে)	মধ্যে	মূসার (কাহিনীর)	যখন	তাকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম	প্রতি	ফিরআউনের	প্রমাণসহ

مُّبِيْنٍ ﴿۳۸﴾	فَتَوَلّٰى	بِرُكْنِهٖ	وَ	قَالَ	سٰحِرٌ	اَوْ	مَجْنُوْنٌ ﴿۳۹﴾
সুস্পষ্ট	সে অতঃপর মুখ ফিরায়	তারশক্তিবলে	এবং	বলেছিল	(সে একজন) যাদুকর	অথবা	উন্মাদ (জ্বিনআশ্রিত)

فَاَخَذْنٰهُ	وَ	جُنُوْدَهٗ	فَنَبَذْنٰهُمْ	فِى	الْيَمِّ	وَهُوَ	مُلِيْمٌ ﴿۴۰﴾
অবশেষে তাকে আমরাধরেছিলাম	ও	তার সৈন্যদেরকে	এরপর আমরা তাদের নিক্ষেপকরেছিলাম	মধ্যে	সমূদ্রের	এবং সে	তিরস্কৃত (হয়েছিল)

وَ	فِىْ	عَادٍ	اِذْ	اَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمُ	الرِّيْحَ	الْعَقِيْمَ ﴿۴۱﴾	مَا
এবং (আছে)	মধ্যে (নিদর্শন)	আদ জাতির (ঘটনায়)	যখন	আমরা পাঠিয়ে ছিলাম	তাদের উপর	বায়ুপ্রবাহ	অকল্যাণকর	না

تَذَرُ	مِنْ	شَيْءٍ	اَتَتْ	عَلَيْهِ	اِلَّا	جَعَلَتْهُ	كَالرَّمِيْمِ ﴿۴۲﴾
ছেড়েছিল	কোন	কিছুই	এসেছিল	যার উপর (দিয়ে)	এছাড়া যে	তাকে করেছিল	যেন চূর্ণবিচূর্ণ

وَ	فِىْ	ثَمُوْدَ	اِذْ	قِيْلَ	لَهُمْ	تَمَتَّعُوْا	حَتّٰى	حِيْنٍ ﴿۴۳﴾
এবং (আছে)	মধ্যে (নিদর্শন)	সামুদজাতির (ঘটনায়)	যখন	বলাহয়েছিল	তাদেরকে	তোমরা উপভোগ কর	পর্যন্ত	একটা নির্দিষ্টসময়

৩৮. আর (তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে) মূসার কাহিনীতে। আমরা যখন তাকে সুস্পষ্ট সনদসহ ফিরাউনের নিকট পাঠালাম[১৪]।

৩৯. তখন সে নিজের শক্তি-সামর্থের উপর নির্ভর করে ঘাড় ঘুরায়ে থাকল এবং বললঃ এ লোক যাদুকর কিম্বা জিন-আশ্রিত।

৪০. শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করলাম এবং সকলকেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর তারা উপেক্ষিত ও তিরস্কৃত হয়ে থাকল।

৪১-৪২. আর (তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে) আদ জাতির ঘটনায়। আমরা যখন তাদের উপর এমন অকল্যাণময় বায়ু-প্রবাহ পাঠালাম যা যে জিনিষের উপর দিয়েই চলে গেছে, তাকেই ছিন্ন-ভিন্ন ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

৪৩. এবং (তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে) সামূদ জাতির ঘটনায়, তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করে নাও।

১৪। অর্থাৎ এরূপ স্পষ্ট মুজেযা ও এরূপ উন্মুক্ত নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছিলাম যার দ্বারা এ ব্যাপারে সন্দেহাতীত ছিল যে, তিনি আসমান-যমীনের স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন।
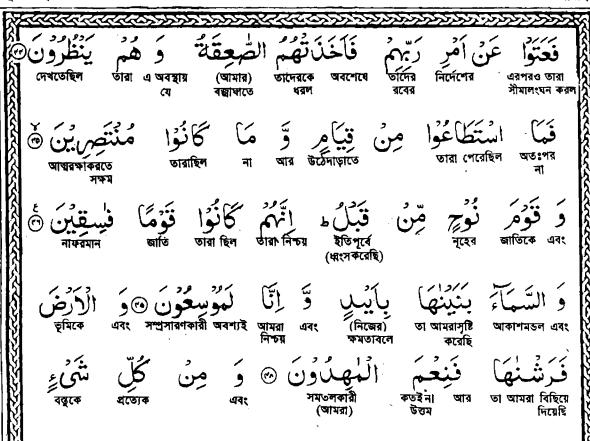
৪৪. কিন্তু এই সতর্ক-সংকেতের পরও তারা তাদের খোদার বিধানের পরিপন্থী আচরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর তাদের চোখের সামনে দেখতে দেখতে এক আকস্মিক আযাব চেপে বসল।

৪৫. অতঃপর না তাদের উঠবার শক্তি ছিল, না তারা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছিল।

৪৬. আর এ সবের পূর্বে আমরা নূহের সময়কার লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, কেননা তারা ফাসেক লোক ছিল।

রুকূ-৩

৪৭. আকাশমন্ডল আমার নিজের শক্তি-বলে সৃষ্টি করেছি। আর আমরাই সে শক্তি রাখি[১৫]।

৪৮. ভূ-পৃষ্ঠকে আমরাই বিস্তীর্ণ করে বিছিয়েছি। আর আমরা উত্তম সমতল রচনাকারী।

৪৯. আর প্রত্যেকটি জিনিসেরই

১৫। মূল শব্দগুলো হচ্ছে وانا لموسعون - موسع এর অর্থ শক্তিমান ও ক্ষমতাশালীও হতে পারে এবং প্রসারকারীও হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুসারে এরশাদের মর্ম হচ্ছে– এ আসমান আমি কারুর সাহায্যে নয় বরং নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেছি। আর এর সৃষ্টি আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। সুতরাং তোমাদের মস্তিষ্কে এ ধারণা কেমন করে স্থান লাভ করেছে যে– আমি দ্বিতীয় বার তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবো না? দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে মর্ম হচ্ছে– এই বিশ্বকে আমি একবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে যায়নি, বরং ক্রমাগত এর মধ্যে প্রসারতা সৃষ্টি করে চলেছি, এবং প্রতি মুহূর্তেই এর মধ্যে আমার সৃষ্টির নব নব মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। এরূপ যবরদস্ত পরমস্রষ্টা সত্তাকে তোমরা পুনর্বার সৃষ্টি করতে অক্ষম জ্ঞান করছো কেন?

اِلَى	فَفِرُّوْٓا	تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾	لَعَلَّكُمْ	زَوْجَيْنِ	خَلَقْنَا
দিকে	তোমরা অতএব দৌড়াও	শিক্ষা গ্রহণকর	তোমরা যাতে	জোড়ায় জোড়ায়	আমরা সৃষ্টি করেছি

مَعَ	تَجْعَلُوْا	لَا	وَ	مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾	نَذِيْرٌ	مِّنْهُ	لَكُمْ	اِنِّيْ	اللّٰهِ ط
সাথে	তোমরা বানাবে	না	এবং	সুস্পষ্ট	একজন সতর্ককারী	তারপক্ষ হতে	তোমাদের জন্যে	নিশ্চয় আমি	আল্লাহর

كَذٰلِكَ	مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾	نَذِيْرٌ	مِّنْهُ	لَكُمْ	اِنِّيْ	اٰخَرَ ط	اِلٰهًا	اللّٰهِ
এভাবে	সুস্পষ্ট	একজন সতর্ককারী	তাঁরপক্ষ হতে	তোমাদের জন্যে	নিশ্চয় আমি	অন্যকোন	উপাস্য	আল্লাহর

سَاحِرٌ	قَالُوْا	اِلَّا	رَّسُوْلٍ	مِّنْ	قَبْلِهِمْ	مِنْ	الَّذِيْنَ	اَتَى	مَا
(সে একজন) যাদুকর	তারাবলে ছিল	এছাড়া যে	রসূল	কোন	তাদের পূর্বে (ছিল)		(তাদের কাছে) যারা	এসেছে	না

طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾	قَوْمٌ	هُمْ	بَلْ	بِهٖ	اَتَوَاصَوْا	مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾	اَوْ
সীমালংঘনকারী	জাতি	তারা (ছিল)	(না) বরং	সে বিষয়ে	তারাপরস্পরে কি পরামর্শ করেনিয়েছে	উন্মাদ	বা

আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি[১৬]। -সম্ভবতঃ তোমরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে[১৭]।

৫০. অতএব দৌড়াও আল্লাহর দিকে। আমি তোমাদের জন্যে তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১. আর আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কোন মাবুদ বানিয়ো না। আমি তোমাদের জন্যে তাঁর দিক হতে সুস্পষ্ট সাবধানকারী[১৮]।

৫২. এ ভাবেই হয়ে এসেছে। এদের পূর্ববর্তী জাতি-সমূহের নিকটও কোন রসূল এমন আসেনি যাকে তারা বলেনি যে,এ যাদুকর কিম্বা জ্বিন-প্রভাবিত।

৫৩. এরা কি পরস্পরে কোন চুক্তি করে নিয়েছে? না, এরা সকলে সীমালংঘনকারী লোক[১৯]।

১৬। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুকে 'জোড়ার' নীতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সারা বিশ্ব-ব্যবস্থা এই নিয়মে চলছে যে কতক জিনিসের সংগে কতক জিনিসের 'জোড়' লাগে। এবং এই সংযুক্তির ফলে নানা প্রকার বিন্যাস ও গঠনের উদ্ভব ঘটে। এখানে এমন কোন একক বস্তু নেই যার জোড়া অন্য কোন বস্তু না হয়, বরং প্রত্যেকটি বস্তুই নিজের 'জোড়ার' সংগে মিলিত হয়ে ফলপ্রসূ ও সার্থক হয়ে থাকে।

১৭। অর্থাৎ এই শিক্ষা যে- দুনিয়ার জোড় হচ্ছে আখেরাত, এ ছাড়া এই পার্থিব জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

১৮। এই বাক্যাংশগুলি যদিও আল্লাহতা'আলারই বাণী এখানে বক্তা আল্লাহতা'আলা নন বরং নবী করীম (সঃ)। প্রকৃতপক্ষে যেন আল্লাহতা'আলা নবীর যবানে বলাচ্ছেন ঃ আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তাঁর পক্ষথেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছি।

১৯। অর্থাৎ নবীগণের দাওআতের মুকাবিলায় হাজার হাজার বছর ধরে প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের একই রূপ ব্যবহার করার কারণ এ হতে পারেনা যে, এই সব পূর্বের ও পরের বংশধারাসমূহ একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে এই স্থির করে নিয়েছিল যে, যখনই কোন নবী এসে এ দা'ওআত পেশ করবে তখন তাকে এই একই উত্তর দেয়া হবে। প্রকৃত কথা, এদের এরূপ ব্যবহারের কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে- তাদের সকলের মধ্যে বিদ্রোহ-অবাধ্যতার একই দোষ বর্তমান।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ

فَتَوَلَّ	عَنْهُمْ	فَمَآ	أَنتَ	بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾	وَ	ذَكِّرْ	فَإِنَّ	الذِّكْرَىٰ
মুখ তাই ফিরাও	তাদের হতে	নও আর	তুমি	তিরষ্কৃত	এবং	উপদেশ দাও	নিশ্চয় কেননা	উপদেশ

تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا

تَنفَعُ	الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾	وَ	مَا	خَلَقْتُ	الْجِنَّ	وَ	الْإِنسَ	إِلَّا
উপকারদেবে	মু'মিনদেরকে	এবং	না	আমি সৃষ্টি করেছি	জ্বিনকে	ও	মানুষকে	এছাড়া যে

لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن

لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾	مَآ	أُرِيدُ	مِنْهُم	مِّن	رِّزْقٍ	وَ	مَآ	أُرِيدُ	أَن
আমাকে তারা যেন ইবাদত করে	না	চাই আমি	তাদের নিকট হতে	কোন	জীবিকা	আর	না	চাই আমি	যে

يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾	إِنَّ	اللَّهَ	هُوَ	الرَّزَّاقُ	ذُو	الْقُوَّةِ	الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾
আমাকে তারা খাওয়াবে	নিশ্চয়	আল্লাহ	তিনিই	রিযকদাতা		শক্তিসম্পন্ন	প্রবল পরাক্রান্ত

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ

فَإِنَّ	لِلَّذِينَ	ظَلَمُوا	ذَنُوبًا	مِّثْلَ	ذَنُوبِ	أَصْحَابِهِمْ
অতএব নিশ্চয়	তাদের জন্যে	(যারা) যুলুম করেছে	(তাদের আছে) গুনাহর শাস্তি	যেমনি	(প্রাপ্য ছিল) গুনাহর শাস্তি	তাদের সাথীদের

فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن

فَلَا	يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾	فَوَيْلٌ	لِّلَّذِينَ	كَفَرُوا	مِن
না তাই (যেন)	আমার কাছে তারা তাড়াহুড়া করে	দুর্ভোগ অতঃপর	(তাদের) জন্যে যারা	কুফরীকরেছে	

يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

يَوْمِهِمُ	الَّذِي	يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾
তাদের (সেই) দিনের	যার	তাদের ভয় দেখান হয়েছে

৫৪. অতএব হে নবী! তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমার উপর কোন তিরষ্কার নেই।

৫৫. অবশ্য নসীহত করতে থাক। কেননা নসীহত ঈমানদার লোকদের জন্যে উপকারী।

৫৬. আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি কেবল এ জন্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বন্দেগী করবে[২০]।

৫৭. আমি তাদের নিকট কোন রিয্ক চাই না। এও চাইনা যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮. আল্লাহ নিজেই তো রিয্ক-দাতা, বিরাট মহান শক্তিধর ও প্রবল পরাক্রান্ত।

৫৯. কাজেই যে সব লোক যুল্ম করেছে[২১] তাদের অংশেরও তেমনি আযাব প্রস্তুত, যেমন তাদের মত লোকেরা তাদের ভাগের আযাব পেয়েছে। তার জন্যে এরা যেন তাড়াহুড়া না করে।

৬০. শেষ পর্যন্ত ধবংস কুফরকারী লোকদের জন্যে সেদিন যার ভয় তাদেরকে দেখানো হয়েছে।

২০। আমি তাদেরকে অন্যের বন্দেগীর জন্যে নয় বরং নিজের বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের স্রষ্টা– আর এই কারণেই আমার বন্দেগী করা তাদের কর্তব্য। অন্য কেউ যখন তাদের সৃষ্টি করেনি তখন অন্যের বন্দেগী করার কি হক তাদের আছে? এবং তাদের পক্ষে কেমন করে এ বৈধ হতে পারে যে– আমিতো হলাম তাদের স্রষ্টা, কিন্তু তারা বন্দেগী করে ফিরবে অন্যদের?

২১। যুল্ম অর্থ এখানে প্রকৃত তত্ত্ব ও সত্যের প্রতি যুল্ম করা, এবং নিজের নিজের প্রকৃতির উপর যুল্ম করা।

সূরা আত-তূর

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ الطور -কেই এ সূরাটির নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ঃ এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-সাবুদ হতে অনুমান করা যায়, এ সূরাটিও মক্কা শরীফে থাকাকালীন জীবনের সেই অধ্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন সূরা 'যারিয়াহ্' নাযিল হয়েছিল। এ সূরাটি পড়াকালে এ কথা স্পষ্টভাবেই মনে হয় যে, এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়ে নবী করীম (সঃ)-এর উপর নানা প্রশ্ন, অভিযোগ, দোষারোপ ও বদনামী-দুর্নামের তীর বৃষ্টির ফোঁটার মত বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু যুল্‌ম ও নিপীড়নের যাঁতাকল খুব প্রচন্ডভাবে চলতে শুরু করেছিল, তা এ সূরা পড়াকালে মনে হয় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এ সূরার প্রথম রুকুর আলোচ্য বিষয় পরকাল। ইতিপূর্বে সূরা'যারিয়াহ্'-এ তার সম্ভাব্যতা, ও বাস্তবতা পর্যায়ের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ কারণে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। অবশ্য পরকালের সত্যতা প্রমাণকারী কথাগুলো মহাসত্যের ও কতিপয় নিদর্শনাদির কসম করে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে– পরকাল অবশ্য অবশ্যই হবে। তা যে হবে, তাতে একবিন্দুও সন্দেহের অবকাশ নেই। তার সংঘটিত হতে বাধা দিতে পারে, তাকে রুখতে পারে এমন শক্তি কারও নেই। এর পর বলা হয়েছে, তা যখন সংঘটিত হবে তখন পরকাল-অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের পরিণতি কি হবে! আর যারা তাকে বিশ্বাস ক'রে তাক্‌ওয়ামূলক আচরণ করবে তাদেরকে আল্লাহতা'আলার নিয়ামতসমূহ দিয়ে কিভাবে ধন্য করা হবে।.......... এ সব কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় রুকুতে কুরাইশ সরদারদের সে আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে যা তারা রসূলে করীম (সঃ)-এর পেশ করা দ্বীনি দা'ওআতের ব্যাপারে গ্রহণ করেছিল। তারা তাঁকে কখনও গণক, কখনও পাগল, জ্বিন-আহত, আর কখনও কবি বলে আখ্যায়িত করে জনগণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করতো। জনতা রসূলে করীম (সঃ)-এর দ্বীনী দা'ওআত কবুল করার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করার যাতে সুযোগই পেতে না পারে তাই ছিল তাদের চরম লক্ষ্য। তারা রসূলে করীম (সঃ)-এর ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্বকে তাদের পক্ষে একটা হঠাৎ উড়ে আসা কঠিন বিপদ মনে করতো এবং প্রকাশ্য ভাবে বলে বেড়াত যে, এর উপর কোন কঠিন বিপদ আসলেই আমরা এর প্রচার অভিযান জনিত অসুবিধা হতে রক্ষা পেতে পারি। তারা রসূলে করীম (সঃ) এঁর উপর দোষারোপ করতো এই বলে যে, তিনি নিজে কুরআন রচনা করে খোদার নামে প্রচার করেছেন আর নাউযুবিল্লাহ–এ একটা প্রতারণা, তিনি এ প্রতারণার জালে সকলকে জড়াচ্ছেন। খোদা নবুয়্যাত দেয়ার জন্যে এ ব্যক্তিকেই পেয়েছিলেন– এঁকে ছাড়া তিনি আর কাকেও পান নি! .... এ বলে তারা বার বার ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতো। রসূলে করীম (সঃ)- এর দ্বীনী দা'ওআত ও প্রচারকার্যের প্রতি এমন অনীহা ও অসন্তোষ প্রকাশ করতো যে, মনে হত, যেন নবী করীম (সঃ) তাদের নিকট হতে কিছু ভিক্ষা চাইছেন, তারা দিতে রাজী হয় না বলে তিনি তাদের পিছনে লেগে গেছেন এবং তারা তা দেয়া হতে নিজেদেরকে রক্ষাকরার জন্যে তাঁর নিকট হতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন্ কূটকৌশলটা চালালে তাঁর এই দ্বীনী দাওআত প্রচার অভিযান খতম হয়ে যেতে পারে, তা নিয়ে তারা একত্রে বসে বৈঠক-মজলিস করে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা চালাত। আর এ সব কিছু করতে গিয়ে তারা যে কত বড় মূর্খতামূলক ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তার অনুভূতিটুকুও তাদের থাকতো না। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তো তাদেরকে অন্ধকার হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে প্রাণ-

পাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অথচ তাঁরই বিরুদ্ধে তাদের এসব ষড়যন্ত্র! আল্লাহতা'আলা তাদের এ সব আচরণের তীব্র সমালোচনা করে পর পর কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটা হয় তাদের কোন আপত্তির জবাব; কিংবা তাদের কোন মূর্খতার সমালোচনা। তার পর বলা হয়েছে, এ লোকদেরকে আপনার নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাসী বানাবার জন্যে মু'জেযা দেখানো একেবারেই নিরর্থক। কেন না এরা এমন হঠকারী লোক যে, তাদেরকে যাই দেখানো হোক না কেন, তারা তার মন্দ অর্থ করে তাঁর প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা চালাবে।

এ রুকূর শুরুতেও রসূলে করীম (সঃ)-কে এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, এসব বিরুদ্ধবাদী ও শত্রু মনোভাব-সম্পন্ন লোকদের অভিযোগ-দোষারোপের কোনরূপ পরোয়া না করেই স্বীয় দা'ওআত ও নসীহতের অভিযান ক্রমাগত ও অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যান। আর শেষ দিকেও তাঁকে তাকীদ করে বলা হয়েছে যে, অত্যন্ত ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে এসব প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মুকাবিলা করতে থাকুন– যতক্ষণ না আল্লাহতা'আলার চূড়ান্ত ফয়সালা এসে পৌছায়। সে সংগে তাঁকে নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ততা দেয়া হয়েছে যে, আপনার খোদা আপনাকে সত্যের শত্রুদের সম্মুখে ঠেলে দিয়ে অসহায় করে ছেড়ে দেন নি। বরং তিনি প্রতি মুহূর্তে আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালার মুহূর্ত এসে না পৌছায় ততক্ষণ আপনি সব কিছু সহ্য করে যেতে থাকুন এবং আপনার খোদার হামদ্ ও তসবীহ্ করে এমন শক্তি অর্জন করতে থাকুন যা এরূপ অবস্থায় আল্লাহর কাজ করার জন্যে একান্তই প্রয়োজনীয়।

سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ (٥٢) — اٰيَاتُهَا ٤٩ — رُكُوْعَاتُهَا ٢

দুই রুকু — মক্কী আত-তূর সূরা (৫২) উনপঞ্চাশ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(শুরুকরছি) আল্লাহর নামে অশেষদয়াবান অতীবমেহেরবান

وَ الطُّوْرِ ۝ وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝

শপথ তুর (পাহাড়ের) এবং (শপথ) একখানা কিতাবের (যা) লিখিত মধ্যে চামড়ার কাগজের উন্মুক্ত

وَّ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝ وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝ وَ الْبَحْرِ

এবং (শপথ) ঘরের চির আবাদ এবং (শপথ) ছাদের (অর্থাৎ আকাশের) সুউচ্চ এবং (শপথ) সাগরের

الْمَسْجُوْرِ ۝ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝

উদ্বেলিত নিশ্চয় আযাব তোমাররবের ঘটবে অবশ্যই নাই তারজন্যে কোন প্রতিরোধকারী

রুকুঃ১

১. তূর এর শপথ,

২-৩. আর এমন একখানি উন্মুক্ত কিতাবের যা পাতলা চর্মপৃষ্ঠায় লিখিত হয়ে আছে;

৪. আর চির আবাদ ঘরের;

৫. আর উচ্চ ছাদের;

৬. আর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের;

৭. এই যে, তোমার খোদার আযাব অবশ্যই সংগঠিত হবে;

৮. যার কেউই প্রতিরোধকারী নেই[১];

১। এখানে প্রভূর শাস্তির অর্থ হচ্ছে পরকাল, কেননা অমান্যকারীদের পক্ষে পরকালের সংঘটনই শাস্তিস্বরূপ। পরকালের সংঘটন সম্পর্কে পাঁচটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। কেননা এ জিনিসগুলি পরকালের আগমন সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ দান করেঃ ১ তুর, এখানে এক অত্যাচারিত জাতিকে উত্থিত ও এক অত্যাচারী জাতিকে পতিত করার ফয়সালা করা হয়েছিল। এ ফয়সালা এ সত্যের নিদর্শন স্বরূপ যে খোদার খোদায়ী 'আন্ধের নগরী'–উদ্দেশ্যহীন স্বেচ্ছাচারমূলক রাজত্ব নয়। ২.পবিত্র আসমানী গ্রন্থ সমূহের সমষ্টি– প্রাচীন কালে যা পাতলা চর্মপত্রে লিখিত হতো– সাক্ষ্যদান করে যে প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষথেকে আগত পয়গম্বরগণ পরকালের আগমন সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন। ৩. 'আবাদ ঘর' অর্থাৎ কাবাঘর– মরুভূমির বুকে তা নির্মিত হয়েছিল এবং আল্লাহতা'আলা তাকে সেরূপ আবাদী দান করেন যা দুনিয়াতে অন্য কোন ইমারতকে দান করা হয়নি। এ ব্যাপারটি এই সত্যের নিদর্শন যে, আল্লাহর পয়গম্বরগণ শুন্যগর্ভ কথা বলেন না। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন জনশুন্য পাহাড়সমূহের মধ্যে এ ঘর নিমার্ণ করে হজ্জের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে সময় কেউ ধারণাও করতে পারতো না যে হাজার হাজার বৎসর ধরে জগৎবাসী তার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসতে থাকবে। ৪. উচ্চছাদ অর্থাৎ আসমান এবং ৫. مسجور উদ্বেলিত সমুদ্র– আল্লাহর শক্তি-মহিমার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন– সাক্ষ্যদান করে যে, তার নির্মাতা পরকাল সংঘটনে অক্ষম হতে পারে না;

৯. তা সেই দিন সংগঠিত হবে যখন আকাশমন্ডল খুব মারাত্মকভাবে থরথর করে কাঁপবে,
১০. আর পর্বত সমূহ উড়ে বেড়াবে।
১১-১২. ধ্বংস সেদিন সেই অমান্যকারীদের জন্যে যারা আজ হুজ্জতবাজিতে মেতে আছে।
১৩. যে দিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,
১৪. তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এটা সেই আগুন যাকে তোমরা অসত্য ও ভিত্তিহীন মনে করতেছিলে।
১৫. এখন বল এটা কি যাদু না কি, তোমাদের সাধারণ কান্ডজ্ঞানটুকুও নেই?
১৬. এখন যাও তার ভিতরে ভস্ম হতে থাক, তোমরা তা সহ্য করতে পার, আর না পার; তোমাদের জন্যে সবই সমান। তোমাদেরকে সে রকম প্রতিফলই দেয়া হচ্ছে যেমন তোমরা আমল করতেছিলে!

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ

নিশ্চয় | মুত্তাকীরা (অবস্থিত হবে) | মধ্যে | জান্নাতের | ও | নিয়ামতসমূহের | স্বাদনেবে তারা | ঐ জিনিষের যা | তাদের দান করবেন | তাদেররব

وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

এবং | তাদেরকেরক্ষা করবেন | তাদের রব | শাস্তি (হতে) | দোযখের | (বলা হবে) তোমরা খাও | ও | তোমরা পান কর | মজাকরে

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ۖ وَ

তার বদলে যা | তোমরা কাজকরতেছিলে | তারাহেলান দিয়ে বসবে | উপর | আসনসমূহের | সারিবদ্ধভাবে | এবং

زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ

তাদেরকে আমরা বিবাহদিব | হুরদের সাথে | (যারা হবে) সুলোচনা | এবং | যারা | ঈমানএনেছে | ও | তাদেরকে অনুসরণ করেছে

ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ

তাদের সন্তানরা | ঈমানসহ | তাদের সাথে আমরা মিলাব | তাদের সন্তানদেরকে | এবং | না | তাদের আমরা হ্রাস করব

مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

হতে | তাদের আমল | কোন | কিছুই | প্রত্যেক | ব্যক্তি | ঐবিষয়ে যা | সে অর্জন করেছে | বন্ধক (আছে)

১৭. মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগান সমূহে ও নিয়ামত-সম্ভারের মধ্যে অবস্থিত হবে,

১৮. মজা নিতে ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সে সব জিনিষ হতে যা তাদের খোদা তাদেরকে দেবেন। আর তাদের খোদা তাদেরকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা করবেন।

১৯. (তাদেরকে বলা হবে) খাও ও পান কর স্বাদ ও মজাসহকারে, তোমাদের সে সব কাজের প্রতিফলরূপে যা তোমরা করতেছিলে।

২০. তারা সামনা-সামনি বসানো আসন সমূহে ঠেস লাগায়ে বসবে। আর আমরা সুলোচনা হুরদেরকে তাদের সাথে বিয়ে দেব।

২১. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের কোন এক মাত্রায় তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সেই সন্তানদেরকেও আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করব, আর তাদের আমলে কোন হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে গচ্ছিত[২] রাখা আছে।

২। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে যেমন বন্ধকী বস্তু ছাড়াতে পারে না; সেইরূপ কেউ ফরজ (অবশ্য পালনীয়) পালন না করে নিজেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারে না। সন্তান নিজে যদি সৎ না হয় তবে পিতা-পিতামহের পুণ্য তার বন্ধক-মুক্তি করাতে পারে না।
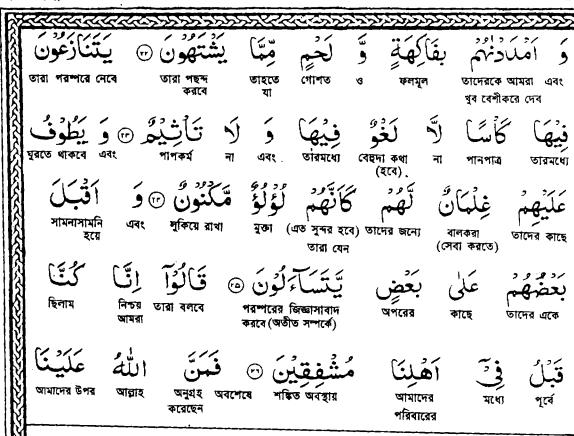
২২. আমরা তাদেরকে সর্বপ্রকার ফল ও গোশত– যে জিনিষই তাদের মন চাইবে- খুব বেশী বেশী দিয়ে যেতে থাকব।

২৩. তারা পান-পাত্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আগায়ে আগায়ে গ্রহণ করতে থাকবে। সেখানে কোনরূপ হল্লা কোলাহল বা চরিত্র হীনতা[৩] হতে পারবে না,

২৪. আর তাদের সেবা-যত্নে সে সব বালক দৌড়া-দৌড়ি করতে নিযুক্ত থাকবে যারা কেবলমাত্র তাদের জন্যেই হবে। এরা এমন সুন্দর-সুশ্রী, যেমন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

২৫. এরা পারস্পরিকভাবে একে অপরের নিকট (দুনিয়ায় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

২৬. তারা বলবে যে, আমরা এর পূর্বে নিজেদের ঘরের লোকদের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবন-যাপন করতে ছিলাম[৪],

২৭. শেষে আল্লাহতা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন

৩। অর্থাৎ সে 'শরাব' নেশাকর দ্রব্য নয় যে, তা পান করে বেহুদা কথা শুরু করবে বা গালি মন্দ ও ঝগড়া বিবাদে রত হবে; বা সেরূপ অশ্লীল ও অশোভন আচরণ করতে আরম্ভ করবে যেমন দুনিয়ার মদ্যপেরা করে থাকে।

৪। অর্থাৎ আমরা সেখানে আয়েশ-আরাম মত্ত হয়ে নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে পরিপূর্ণ মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন-যাপন করেনি। বরং সব সময় এই আকাঙ্খা আমাদের মনে জাগ্রত থাকতো–আমরা এরূপ কোন কাজ যেন না করে ফেলি যার জন্যে খোদার কাছে আমরা ধৃত হবো। এখানে বিশেষ ভাবে নিজের পরিজন– পরিবারবর্গের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন-যাপন করার কথা এই জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির সুখ-সাধনের ও তাদের দুনিয়া বানানোর চিন্তাতেই সব থেকে বেশী করে পাপে লিপ্ত হয়।
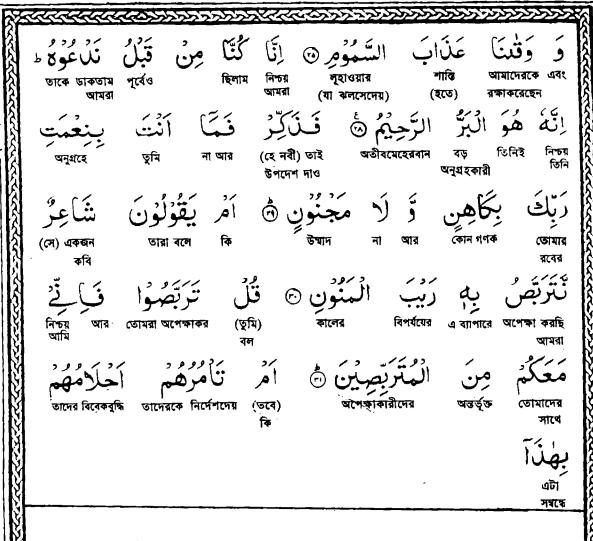
এবং আমাদেরকে ঝলসায়ে দেওয়া বাতাসের আযাব হতে রক্ষা করলেন।

২৮. আমরা বিগত জীবনে তাঁর নিকটই দো'আ করতাম। তিনি বস্তুতঃই অতি বড় অনুগ্রহকারী ও দয়াবান।

রুকূঃ২

২৯. অতএব হে নবী! তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাক। তোমার খোদার অনুগ্রহে, না তুমি গণক, না পাগল[৫]।

৩০. এই লোকেরা বলে নাকি যে, এই ব্যক্তি কবি, যার জন্যে আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি?

৩১. এদেরকে বলঃ ঠিক আছে, অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

৩২. এদের বিবেক-বুদ্ধি কি এদেরকে এ ধরণের কথাবার্তা বলতে আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করে?

৫। পরকালের চিত্র পেশ করার পর এখন মক্কার কাফেররা যেসব হঠকারিতাসহ রসূলুল্লাহর দা'ওআতের মুকাবিলা করতো, সে সবের দিকে ভাষণের গতি ফেরানো হয়েছে। এই আয়াতে বাহ্যতঃ দেখতে গেলে সম্বোধন রসূলুল্লাহকে করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোই হচ্ছে উদ্দেশ্য।
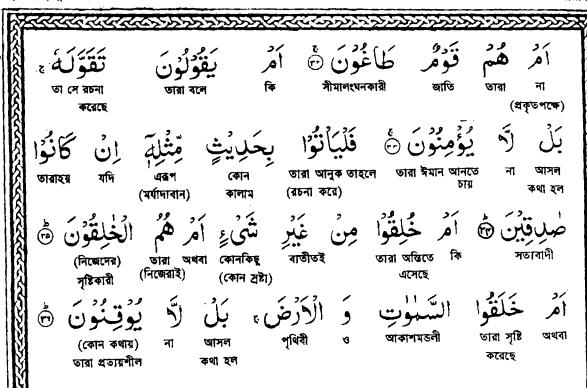
কিংবা প্রকৃতপক্ষে এরা শত্রুতা বশতঃ সীমা-লংঘনকারী লোক[৬]?

৩৩. এরা বলে না কি যে, এই ব্যক্তি কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে? আসল কথা হল এরা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না।

৩৪. এরা যদি নিজেদের এই কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তা হলে তারা এরূপ মর্যাদার একটা কালাম বানিয়ে আনুক না!

৩৫. এরা কি কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজেরাই অস্তিত্ব লাভ করেছে? কিংবা এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?

৩৬. অথবা পৃথিবী ও আকাশ মন্ডল এরাই সৃষ্টি করেছে? আসল কথা হল এরা কোন কথায় প্রত্যয়শীল নয়[৭]।

৬। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ গুলিতে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচারকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। যুক্তির সার কথা হচ্ছে- কুরাইশ সর্দার ও শেখরা তো বড় বুদ্ধিমান সেজে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি তাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে-যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বল; যাকে সমস্ত জাতি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে জানে তাকে পাগল বল; এবং যে ব্যক্তির সংগে কাহেনের (ভবিষ্যৎ-বক্তা-গণকের) কাজ-কারবারের দূরতম সম্পর্কও নেই তাকে অনর্থক 'কাহেন' বল। তাছাড়া, যদি তারা জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে কোন কথা বলতো, তাহলে কোন একটি কথাই বলতো- একই সংগে নানা পরস্পর-বিরোধী কথা বলতে পারতো না। একই লোক একই সময়ে কেমন করে কবি, পাগল ও 'কাহেন' হতে পারে।

৭। অর্থাৎ মুখে তো স্বীকার করে যে তাদের ও সারা দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ! কিন্তু যখন বলা হয়- তবে বন্দেগী একমাত্র সেই খোদারই কর; তখন তারা লড়তে উদ্যত হয়ে যায়। তাদের এ ব্যবহার এই কথা প্রামাণ করে যে- আল্লাহতে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই।
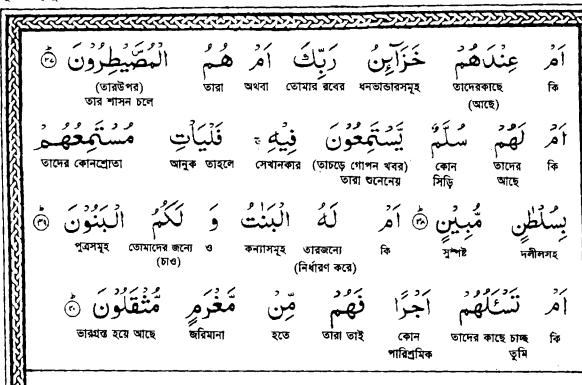
৩৭. তোমার খোদার ধন-ভান্ডার কি এদের মুঠির মধ্যে? কিংবা তার উপর এদেরই শাসন চলে[৮]?

৩৮. এদের নিকট কোন সিঁড়ি আছে নাকি, যার উপর চড়ে এরা উচ্চতর জগতের কথা গোপনে শুনে নেয়? এদের মধ্যে যে লোকই গোপনে কিছু শুনে নিয়েছে, সে আনুক না কোন অকাট্য স্পষ্ট দলীল।

৩৯. এ কেমন কথা যে, আল্লাহর জন্যে তো কেবল কন্যা-সন্তান আর তোমাদের জন্যে আছে পুত্র-সন্তান[৯]?

৪০. তুমি কি এদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, এরা জোঁর পূর্বক গ্রহণ করা জরিমানার বোঝার তলায় পড়ে নিস্পেষিত হচ্ছে?

৮। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের এই আপত্তির উত্তর যে, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সঃ)-কে রসূল বানানো হয়েছে কেন? এ উত্তরের মর্ম হচ্ছেঃ এদেরকে গুমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্যে যে, কোন অবস্থায় কাউকে না কাউকে তো রসূল নিযুক্ত করতেই হতো। এখন প্রশ্ন, খোদা কাকে নিজের রসূল বানাবেন ও কাকে বানাবেন না এ সিদ্ধান্ত করা কার কাজ? যদি এরা খোদার বানানো রসূলকে মানতে অস্বীকার করে তবে তার অর্থ হয়– হয় তারা নিজেদেরকে খোদার খোদায়ীর মালিক বলে মনে করে অথবা তাদের ধারণা, নিজের খোদায়ীর মালিকতো স্বয়ং খোদা কিন্তু সে ব্যাপারে হুকুম চলবে তাদেরই।

৯। অর্থাৎ যদি রসূলের কথা স্বীকার করতে তোমরা না চাও তবে তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য তত্ত্ব জানবার অন্য কোন্ উপায় আছে? তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি উর্দ্ধ জগতে পৌছে আল্লাহতা'আলা অথবা তাঁর ফেরেশতাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে একথা জেনে নিয়েছে যে তোমরা যে বিশ্বাস ও ধর্মের উপর তোমাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করে রেখেছ তা ঠিক সত্য-সম্মত? যদি তোমরা এরূপ দাবী না করতে পারো তবে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো– জগতের প্রভূ আল্লাহর জন্যে সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করা কিরূপ হাস্যকর ধারণা-বিশ্বাস? –আবার তাও হলো কন্যাসন্তান– যা তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে অপমানকর মনে কর!

أَمْ	عِندَهُمُ	ٱلْغَيْبُ	فَهُمْ	يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾	أَمْ	يُرِيدُونَ
কি	আছে তাদেরকাছে	অদৃশ্যের জ্ঞান	তারা ফলে	লিখে দিতে পারে	কি	তারা চাচ্ছে

كَيْدًا	فَٱلَّذِينَ	كَفَرُوا۟	هُمُ	ٱلْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾	أَمْ	لَهُمْ
কোন ষড়যন্ত্র (করতে)	তাহলে যারা	অস্বীকার করেছে	তারাই	ষড়যন্ত্রের শিকার হবে	কি	তাদের আছে

إِلَٰهٌ	غَيْرُ	ٱللَّهِ	سُبْحَٰنَ	ٱللَّهِ	عَمَّا	يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾	وَإِن
কোন ইলাহ	ব্যতীত	আল্লাহ	মহান পবিত্র	আল্লাহ	তাহতে যার	তারা শিরককরছে	এবং যদি

يَرَوْا۟	كِسْفًا	مِّنَ	ٱلسَّمَآءِ	سَاقِطًا	يَقُولُوا۟	سَحَابٌ
তারা দেখে	এক অংশ	হতে	আকাশ মন্ডল	পড়তে	(তবুও) তারাবলবে	(সেটা) মেঘ

مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾	فَذَرْهُمْ	حَتَّىٰ	يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ	ٱلَّذِى	فِيهِ
পুঞ্জীভূত	(হেনবী) অতএব তাদেরকে ছেড়েদাও	যতক্ষণ না	তাদের সেই দিনের তারা সাক্ষাৎ করবে	যা (এমন যে)	তারমধ্যে

يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾
বেহুশ করাহবে

৪১. এদের নিকট কি অদৃশ্য তত্ত্ব সমূহের জ্ঞান আছে যে, এরা তার ভিত্তিতে লিখছে[১০]?

৪২. এরা কি কোন চাল চালতে চায়? (তাই যদি হয়ে থাকে) তাহলে কুফরকারী লোকদের উপর তাদের চাল উল্টোভাবে পড়বে।

৪৩. আল্লাহ ছাড়া এদের আরও কোন মাবুদ আছে না কি? আল্লাহ মহান পবিত্র সেই শির্ক হতে যা এই লোকেরা করছে।

৪৪. এরা আকাশ মন্ডলের ভগ্নাংশ পড়ে যেতে দেখলেও বলবে, এ তো মেঘমালা, যা চারিদিক হতে পুঞ্জিভূত হয়ে আসছে।

৪৫. কাজেই হে নবী! এদেরকে এদের অবস্থায় থাকতে দাও– শেষ পর্যন্ত যেন এরা এদের সেই দিনটিতে পৌছে যেতে পারে, যে দিন এদেরকে বেহুঁশ করে ফেলা হবে।

১০। অর্থাৎ তারা কি একথা লিখে দিতে পারে যে– তারা গায়েবের (অদৃশ্য জগতের) পর্দাভেদ করে দেখতে পেয়েছে যে রসূল অদৃশ্য জগতের সত্যসমূহ সম্পর্কে যা বর্ণনা করছেন সত্য তা নয়, এবং তাদের এই প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতেই তারা রসূলের কথাকে মিথ্যা বলছে।
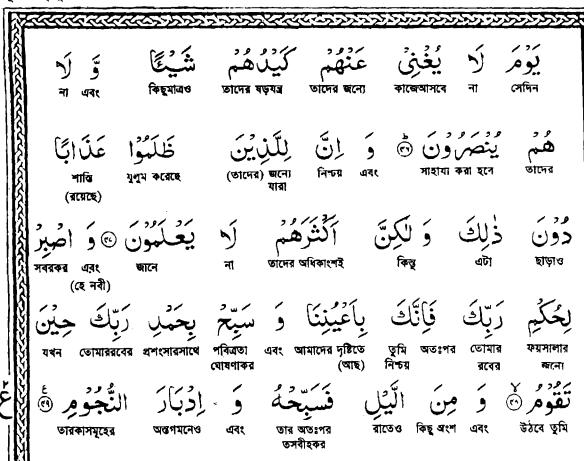
৪৬. যে দিন না এদের নিজেদের কোন চাল এদের কোন কাজে আসবে, না এদের সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসবে।

৪৭. আর সেই সময়ের উপস্থিতির পূর্বেও যালেমদের জন্যে একটি আযাব রয়েছে, কিন্তু এদের অনেক লোক তা জানে না,

৪৮. হে নবী! তোমার খোদার চূড়ান্ত ফয়সালা আসা পর্যন্ত তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। তুমি তো আমাদেরই দৃষ্টিপথে রয়েছ। তুমি যখন উঠবে, তখন তোমার খোদার হাম্‌দসহ তাঁর তসবীহ করবে[১১]।

৪৯. রাতের বেলায়ও তার তসবীহ করতে থাক এবং তারকা সমূহ যখন অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেই সময়ও[১২]।

১১। অর্থাৎ যখন তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াও তখন আল্লাহতা'আলার হামদ (প্রশংসা) ও তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা) দ্বারা নামাযের সূচনা কর। এই আদেশ পালনে রসূলুল্লাহ (সঃ) তকবীর তহরীমার পর নিম্ন শব্দগুলির দ্বারা নামাযের সূচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেনঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুমা অ-বেহামদেকা অ-তাবারাকাছমুকা অ-তআ'লা জাদ্দুকা অ-লাইলাহা গায়রুকা'।

১২। এর অর্থ – উষাকালীন নামায।

সূরা আন্-নাজম

নামকরণঃ সূরার প্রথম শব্দ والنجم ই এর নাম রূপে গৃহীত হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে এটা সূরার শিরোনাম নয়। শুধুমাত্র লক্ষণ হিসেবেই এ শব্দটিকে এ সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থসমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ اول سورة انزلت فيها سجدة النجم -সিজদার আয়াত আছে এমন সূরা এই আন্-নাজ্ম্-ই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইব্নে মস'উদ (রাঃ) হতেই এ হাদীসের যে সব অংশ ও টুকরা আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ, আবু ইসহাক ও যুহাইর ইব্নে মু'আরিয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা হতে জানা যায়– এ কুরআন মজীদের এমন একটা সূরা যা নবী করীম (সঃ) কুরাইশদের একটা সাধারণ সভায় (আর ইব্নে মারদুইয়ার বর্ণনানুযায়ী হেরেম শরীফে) সর্বপ্রথম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সভায় কাফের ও মু'মিন উভয় শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিল। শেষের দিকে তিনি যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করলেন, তখন উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সংগে সংগে সিজদায় চলে গেল। মুশরিকদের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত– যারা সকলের অপেক্ষা বেশী বিরোধী ছিল– সিজদা না করে পারল না। হযরত ইব্নে মস'উদ (রাঃ) বলেন– আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র একজন উমাইয়া ইব্নে খাল্ফকে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে নিল– এবং বলল, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। পরে আমি দেখেছি যে, লোকটি কুফরী অবস্থায়ই নিহত হ'ল।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবু অদা'আ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেন নি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের দেয়া বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে– নবী করীম (সঃ) যখন সূরা 'নাজ্ম্' পাঠ পূর্বক সিজদা করলেন এর্বং উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সংগে সংগে সিজদায় পড়ে গেল, তখন আমি সিজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতি পূরণ আমি এভাবে করি যে, এ সূরাটি পাঠ কালে আমি কক্ষণই সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইব্নে সা'আদ বলেছেন, ইতিপূর্বে নবূয়্যতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবা-এ কেরামের একটি সংক্ষিপ্ত দল আবিসিনীয়ার দিকে হিজরত করেছিল। এ বছরই রমজান মাসে রসূলে করীম (সঃ) কুরাইশদের সাধারণ সম্মেলনে সূরা আন্-নাজ্ম্ তেলাওয়াত করলেন এবং মু'মিন ও কাফের সকলেই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে গেল। আবিসিনীয়ায় হিজরত করে যাওয়া লোকদের নিকট এ খবর পৌছিল ভিন্ন এক রূপ নিয়ে। তাতে বলা হল যে, মক্কার কাফেররা সব মুসলমান হয়ে গেছে। এরূপ সংবাদ পেয়ে হিজরতকারীদের মধ্যে কিছু লোক নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁরা এখানে ফিরে এসে দেখতে পেলেন, যুল্মের চাকা পূর্বানুরূপই সব কিছু নিষ্পিষ্ট করে চলছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পুনরায় হিজরত করে আবিসিনীয়ায় চলে যান। এ প্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, এ সূরাটি নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ নাযিল হওয়ার সময়-কাল সংক্রান্ত এ বিস্তারিত আলোচনা হতে যে অবস্থার মধ্যে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তাও জানা যায়। নবুয়্যত লাভের পর পাঁচটি বছর পর্যন্ত রসূলে করীম (সঃ) কেবলমাত্র অপ্রকাশ্য বৈঠক-মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে শুনিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ জন-সমাবেশে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাবার কোন সুযোগই তাঁর হয়নি। কাফেরদের কঠিন প্রতিরোধই ছিল তার পথের

প্রতিবন্ধক। রসূলে করীম (সঃ)-এর ব্যক্তিত্বে, তাঁর তাবলীগী কার্যাবলী ওতৎপরতায় কি তীব্র আকর্ষন ছিল এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে কি সাঙঘাতিক রকমের প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা সবিশেষ অবহিত ছিল। এ কারণেই তারা নিজেরাও এ কালাম না শুনবার এবং অন্যরাও যাতে শুনতে না পারে, সে জন্যে চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটি করতো না। রসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা প্রকারের ভুল ধারণা প্রচার করে কেবলমাত্র নিজেদের মিথ্যা প্রচারণার বলে তাঁর এই দ্বীনী আন্দোলনের দা'ওআতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মদ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এক্ষণে অন্য লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে। অপর দিকে তিনি যেখানেই কুরআন শুনাবার জন্যে চেষ্টা করতেন সেখানে হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে কি কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে তা জানতেই না পারে, এরূপ করার মূলে তাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এরূপ অবস্থায় একদিন রসূলে করীম (সঃ) হারাম শরীফের মধ্যে ভাষণ দেবার জন্যে আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। এখানে কুরাইশ বংশের লোকদের একটা বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। এ সময় আল্লাহতা'আলার তরফ হতে রসূলে করীম (সঃ)-এর মুখে যে ভাষণটি বিঘোষিত হয়, তাই আমাদের সামনে রয়েছে সূরা আন্‌-নাজ্‌ম্‌ রূপে। এ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তিনি যখন এ শুনাতে শুরু করলেন, তখন তার বিপরীত চিৎকার ও কোলাহল করার কোন হুঁশই বিরুদ্ধবাদীদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী করীম (সঃ) যখন সিজদায় পড়ে গেলেন, তখন তারাও সিজদায় পড়ে গেল। এ ছিল তাদের একটা বড় দুর্বলতা। এ দুর্বলতা যখন তারা দেখিয়ে ফেললো, তখন তারা বিশেষ ভাবে বিব্রত হয়ে পড়লো। সাধারণ লোকেরাও তাদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল এ বলে যে, যে কালাম শুনতে তারা অন্য লোকদেরকে নিষেধ করে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেরাই সে কালাম শুধু যে মনোযোগ সহকারে শুনেছে তাই নয়, বরং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে তারা সিজদাও করেছে। লোকদের এ ভর্ৎসনা হতে বাঁচবার জন্যে তখন তারা একটা মিথ্যা কথাও বলতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগল, দেখুন আমরা তো শুনতে পাচ্ছিলাম যে, মুহাম্মাদ (সঃ)افرايتم اللت والعزى ومنوة الثالثة الاخرى পড়ার পর যেন পড়ছেন- تلك الغر القة العلى وان شفاعتهن لترجى 'এই উচ্চসম্মানিত দেবী। আর তাদের শাফাআত পাওয়ার খুবই আশা করা যায়'। এ কারণে আমরা মনে করেছিলাম, মুহাম্মদ আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে। এ কারণেই আমরা তাঁর সংগে একত্রিত হয়ে সিজদা করতে কোন দোষ মনে করিনি।

অথচ তারা যে বাক্য ক'টি শুনতে পেয়েছে কালে দাবী করেছে,এই গোটা সূরার পূর্বাপর প্রেক্ষিতের সাথে তার বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্য আছে এবং তাতে এই বাক্য ক'টিও পড়া হয়ে থাকতে পারে, এরূপ কথা কেবলমাত্র পাগলেরাই চিন্তা করতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ মক্কার কাফেরগণ কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যে আচরণ অবলম্বন করে আছে, তা যে একান্তই ভুল সে কথা জানিয়ে দেয়া ও তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়াই এ ভাষণটির মূল বিষয়বস্তু।

কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোন বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন, তোমরা যেমন তার সম্পর্কে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। ইসলামের এই শিক্ষা ও দা'ওআত তিনি নিজের কল্পনা হতেও বানিয়ে নেন নি- যেমন তোমরা মনে করে নিয়েছ। বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন, তা একান্তই অহী- অহী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়। তোমাদের সামনে তিনি যে মহাসত্য বর্ণনা করেন, তা তাঁর নিজের ধারণা-অনুমান-কল্পনায় রচিত নয়। তা সবই তাঁর নিজ চোখে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা মহাসত্য-বিশেষ। এ জ্ঞান তাঁকে যে ফেরেশতার

মাধ্যমে দেয়া হয়, তাঁকে তিনি নিজে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর খোদার বিরাট মহান নিদর্শনাবলী তাকে প্রত্যক্ষভাবে ও সরাসরি দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি নিজের কল্পনার ভিত্তিতে কোন কথা বলেন না, যা বলেন, নিজের চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখে তবে বলেন। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি দৃষ্টিমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে– এমন জিনিস নিয়ে যা সে নিজে দেখতে পায় না, দেখতে পায় চক্ষুষ্মান ব্যক্তি, তাহলে যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এক্ষণে ঠিক তাই হচ্ছে। এরপর পর-পর তিনটি বিষয়ে কথা বলা হয়েছেঃ

১. শ্রোতাদের বুঝানো যে, তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ কর নিছক ধারণা-অনুমান ও মনগড়াভাবে ধরে- নেয়া কতকগুলো কথার উপরই তার ভিত্তি সংস্থাপিত। তোমরা লাত-মানাত ও উযযার ন্যায় কতিপয় দেবীকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছ, অথচ প্রকৃত 'ইলাহ্' হওয়ার ব্যাপারে এগুলোর একবিন্দুও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাগণকে মনে করে বসেছো খোদার কন্যা-সন্তান। অথচ তোমরা নিজেরা কন্যা-সন্তানকে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে কর। তোমরা নিজেরা ধরে নিয়েছ যে, তোমাদের এ সব মা'বুদ আল্লাহতা'আলা দ্বারা তোমাদের কাজ উদ্ধার করিয়ে দিতে পারে। অথচ আসল ব্যাপার এই যে, তারা তো দূরের কথা, স্বয়ং খোদার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও একত্রিত হয়ে আল্লাহ দ্বারা কোন কথা মানিয়ে নিতে পারে না। তোমরা এ ধরনের যে সব আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছ, তার মধ্যে কোন একটাও কোনরূপ নির্ভুল জ্ঞান কিংবা কোন প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং এর পশ্চাতে রয়েছে কিছু কামনা-বাসনা, যার কারণে তোমরা কতিপয় ভিত্তিহীন ধারণাকে প্রকৃত সত্য মনে করে নিয়েছ। তোমরা এরূপ একটা অতিবড় ও মৌলিক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছ। বস্তুতঃ দ্বীন তো সেটিই সত্য ও যথার্থ যা প্রকৃত ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীল। প্রকৃত সত্য তো লোকদের কামনা-বাসনার অধীন হয়না কখনও। তারা নিজেদের ইচ্ছামত যেটিকেই প্রকৃত সত্য মনে করবে, সেটিই প্রকৃত সত্য হয়ে যাবে এমন কথা কখনও হতে পারে না। প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতির জন্য নিছক ধারণা-অনুমান কোন কাজ করতে পারে না, এ তার সাধ্যের অতীত। বরং প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতি হতে পারে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে। এ জন্যে সঠিক বিবেক-বুদ্ধি ও নির্ভুল জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু সেই নির্ভুল জ্ঞান ও সত্যিকার বিবেক-বুদ্ধির কথা তোমাদের সামনে পেশ করা হলে তোমরা তা হতে বিমুখ হয়ে থাক, তা গ্রহণ কর না। বরং সত্য-সঠিক কথা যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে পেশ করে তাকেই তোমরা বল 'গুমরাহ'– 'পথভ্রষ্ট'। এ ধরনের একটা মারাত্মক ভুল ও বিভ্রান্তিতে তোমাদের নিমজ্জিত হয়ে পড়ার আসল কারণ হ'ল, তোমরা পরকালের বিষয় কোন চিন্তাই কর না। ইহকাল ও বৈষয়িকতাই তোমাদের একমাত্র প্রার্থিত ও কাম্য হয়ে রয়েছে। এ কারণে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান লাভ করার দিকেও তোমাদের কোন আকর্ষণ নেই, যে সব আকীদা-বিশ্বাস তোমরা অনুসরণ করে চলেছ, তা প্রকৃত সত্য-অনুরূপ ও তার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ কি না, সে ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনও তোমরা বোধ কর না।

২.লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলাই সমগ্র বিশ্বলোকের একচ্ছত্র মালিক ও নিরংকুশ অধিকর্তা। যে লোক তাঁর দেখানো পথের অনুসারী, সেই সত্যানুসারী। যে লোক তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক নয়, সেই পথভ্রষ্ট। পথভ্রষ্টের ভ্রষ্টতা ও সত্যানুসারীর সত্যানুসরণ তাঁর কিছুমাত্র অজানা নয়, নয় অগোচরীভূত। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত। আর তাঁর নিকট অন্যায়ের প্রতিফল খারাপ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিফল ভাল ও উত্তম হওয়া একান্তই অবশ্যম্ভাবী। তোমরা তোমাদের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে নিজেদেরকে কি মনে কর, আর নিজেদের পবিত্র হওয়ার কথা নিজেদের মুখে যতই প্রচার করে এবং নিজেদের সম্পর্কে যত বড় বড় দাবী করে বেড়াও না কেন, চূড়ান্ত ফয়সালা তো তার ভিত্তিতে কক্ষণই হবে না। বরং চূড়ান্ত ফয়সালা হবে এ কথার ভিত্তিতে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে 'মুত্তাকী' বলে জানেন; কিংবা গুমরাহ বলে। তোমরা যদি বড় বড় গুনাহের কাজ পরিহার করে চল তাহলে আল্লাহর রহমত এতই ব্যাপক যে, তিনি ক্ষুদ্র অপরাধ নিজ হতেই মা'ফ করে দেবেন।

৩.কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার শতশত বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে সত্য দ্বীনের যে ক'টি মৌলিক বিষয় বিবৃত হয়েছে, তা এ সূরার মাধ্যমে লোকদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) কোন অভিনব ও অপূর্ব দ্বীন নিয়ে এসেছেন এরূপ কোন ভুল ধারণায় লোকেরা নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে, বরং তারা যেন জানতে পারে যে, এ গুলো হল মৌলিক মহাসত্য এবং শাশ্বত ও চিরন্তন– খোদার নবী ও রসূলগণ চিরকালই এ মহাসত্য লোকদের সম্মুখে পেশ করে এসেছেন। সে সব সহীফা হতে এ কথাও এতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, 'আদ, সামূদ, নূহের জাতি ও লূতের জাতির ধ্বংস কোন তাৎক্ষণিক ও আকস্মিকভাবে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিণতি নয়। আল্লাহতা'আলা তাদেরকে যে যুল্‌ম ও খোদাদ্রোহিতার অনিবার্য প্রতিফল হিসাবেই ধ্বংস করেছিলেন যা হতে আজকের মক্কার কাফেররা বিরত থাকার জন্য কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছে না।

এ কথা ও বিষয়সমূহের উল্লেখের পর ভাষণের সমাপ্তি করা হয়েছে এ কথা দিয়ে যে, চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে নির্দিষ্ট সময় সমুপস্থিত প্রায়। তাকে কেউই প্রতিরুদ্ধ করতে পারে না। সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তটির উপস্থিতির পূর্বেই মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে ঠিক সেভাবেই সতর্ক ও সাবধান করে দেয়া হয়েছে যেমন করে পূর্ববর্তী লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছিল। এখন তোমরা কি এ ব্যাপারটিকে অভিনব ও বিরল বলে মনে করছো? ---- এ জন্যই কি তোমরা একে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করছো? আর এ কথা শুনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ না ? আওয়াজ আসলেই তোমরা হট্টগোল ও কোলাহল করতে শুরু করে দাও– যেন অন্য কেউই তা শুনতে না পায় ? তোমাদের এ নির্লজ্জতার জন্যে তোমাদের কি কান্নার উদ্রেক হয় না ? তোমাদের এ আচরণ হতে বিরত হও, আল্লাহর নিকট নতি স্বীকারের– অবনমিত হও এবং একমাত্র তাঁরই বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল কর।

সূরাটির উপসংহারের এ কথাগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, অতিশয় প্রভাবশালী। এ কথাগুলো শুনে কঠিন-কঠোর খোদাদ্রোহী লোকেরাও নিজেদেরকে সংবরণ করতে পারেনি। রসূল করীম (সঃ) যখন খোদার কালামের এ বাক্যসমূহ পাঠ করে সিজদায় পড়ে গেলেন তখন উপস্থিত সমস্ত লোকই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সংগে সংগে সিজদায় পড়ে গেল।

রুকুঃ১
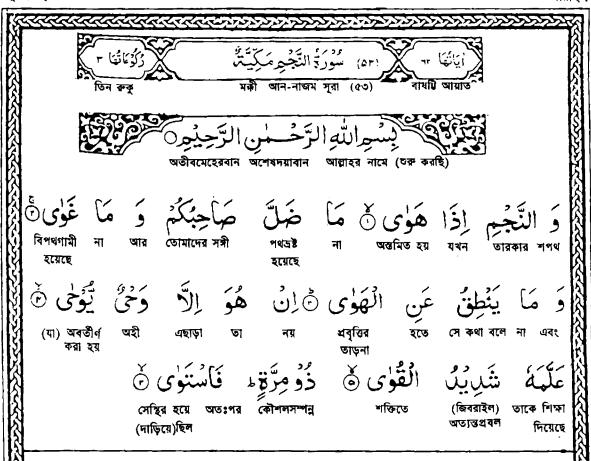
১. শপথ তারকার– যখন তা অস্তমিত হল[১],

২. তোমাদের সঙ্গী না পথ ভ্রষ্ট হয়েছে, না বিভ্রান্ত[২];

৩. সে নিজের মনের ইচ্ছায় বলেনা।

৪. ইহা একটি ওহী যা তার প্রতি নাযিল করা হয়।

৫-৬ তাকে মহাশক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে, যে বড় কৌশলী[৩]। সে সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

১। অর্থাৎ যখন শেষ তারা অস্তমিত হয়ে উষার আবির্ভাব হলো।

২। রফীক (সহচর) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ)। তাঁকে রফীক বলা হয়েছে, কারণ তিনি মক্কার কাফেরদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। বরং তিনি তাঁদের মধ্যেই জন্মলাভ করে শৈশবকাল থেকে যৌবণ ও যৌবন থেকে পৌঢ় বয়সে উপনীত হয়েছেন। –অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের জানা-শোনা অতি পরিচিত ব্যক্তি। উজ্জল প্রভাতের মত একথা অতিস্পষ্ট পরিষ্কার যে তিনি ভ্রান্ত বা ভ্রষ্ট মানুষ নন।

৩। এখানে আল্লাহতা'আলাকে বোঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ জিবরাঈল (আঃ)। পরবর্তী বর্ণনা থেকে একথা স্বতঃই প্রকাশ পায়।
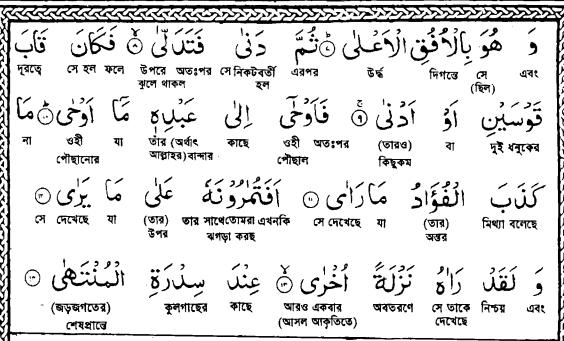
৭. যখন সে উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিল[৪],

৮. পরে নিকটে আসল এবং উপরে ঝুলে থাকল-

৯. এমনকি দুই ধনুকের সমান কিম্বা তা হতে কিছুটা কম দুরত্ব থেকে গেল[৫],

১০. তখন সে আল্লাহর বান্দাকে ওহী পৌঁছাল, তাকে যে ওহী-ই পৌঁছানোর ছিল।

১১. দৃষ্টি যা কিছু দেখল, দিল্ তাতে মিথ্যা সংমিশ্রন করেনি[৬]।

১২. এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর যাসে নিজ চোখে দেখেছে।

১৩-১৪ আর একবার সে সিদরাতুল মুনতাহার[৭] নিকট তাকে অবতীর্ণ হতে দেখেছে।

৪। দিগন্ত অর্থাৎ আসমানের পূর্বপ্রান্ত যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো বিকশিত হয়। অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) যখন প্রথমবার নবী করীমের দৃষ্টিপথে পড়েন সে সময় তিনি আকাশের পূর্বপ্রান্তে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

৫। অর্থাৎ আসমানের পূর্বপ্রান্তে উর্ধ্বে দৃশ্যমান হওয়ার পর জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সঃ) দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন; এবং অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তিনি রসূলুল্লাহর উর্ধ্বে শূন্যে অবস্থিত হলেন। তারপর তিনি তাঁর দিকে নেমে এসে তাঁর এতটা নিকটবর্তী হন যে তাঁদের মধ্যে মাত্র দুইধনুক বা তার থেকে কিঞ্চিত কম ব্যবধান বর্তমান ছিল। সমস্ত ধনুক এক প্রকারের হয় না, সেজন্যে দুরত্বের পরিমাপ বলতে গিয়ে দুই ধনুকের সমান বা তার থেকে কিছু কম বলা হয়েছে।

৬। অর্থাৎ দিনের আলোকে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় উন্মুক্ত চক্ষে মুহাম্মদ (সঃ) যে দিব্যদর্শন করলেন তার প্রতি তাঁর অন্তর এ সাক্ষ্য দিলোনা যে- এ দৃষ্টি-ভ্রম বা কোন দানব বা শয়তান আমার দৃষ্টিতে উদয় হয়েছে, অথবা আমার সামনে কোন কাল্পনিক মূর্তি উদিত হয়েছে; আর আমি জাগ্রত অবস্থায় কোন স্বপ্ন-দর্শন করছি। বরং তাঁর চক্ষু যে দৃশ্য অবলোকন করছিল তাঁর অন্তকরণ যথার্থরূপেই তা উপলব্ধি করছিল। এ বিষয়ে তাঁর অন্তকরণে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় ছিলনা যে- তিনি যা'কে দেখছিলেন, তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল (আঃ), এবং যে-বাণী তিনি দান করছিলেন তা ছিল প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতা'আলারই পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ-বাণী।

৭। আরবী ভাষায় বদরী বৃক্ষকে 'সিদরা' বলে। মুনতাহা অর্থ শেষপ্রান্ত। 'সিদরাতুলমুনতাহা'- এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-"সেই বদরীবৃক্ষ যা শেষ প্রান্তে অবস্থিত"। জড়জগতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সেই বদরী গাছ কি রকম এবং তার যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমাদের পক্ষে জানা দুঃসাধ্য। এ হচ্ছে খোদার বিশ্বকারখানার সেইসব গুপ্ত রহস্যের অন্তর্গত যা আমাদের বোধগম্যতার বহির্ভূত। যা হোক, অন্ততঃ এতটুকু বোঝা যায় যে- তা এরূপ কোন বস্তু আল্লাহতা'আলার কাছে যার জন্যে মানবিক ভাষায় 'বদরী' ছাড়া অন্য কোন শব্দ সংগতভাবে প্রযুক্ত হতে পারেনি।
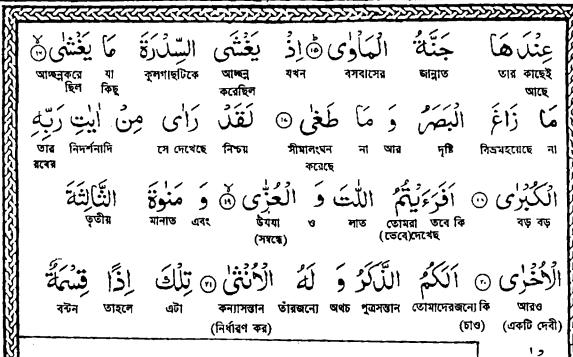
১৫. যেখানে নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে।
১৬. তখন 'সিদরার' উপর সমাচ্ছন্ন হতেছিল, যা কিছুই আচ্ছন্ন হতেছিল।
১৭. দৃষ্টি না ঝলসে গেছে, না সীমা অতিক্রমকারী হয়েছে।
১৮. আর সে তার খোদার বড় বড় নির্দশনাদি দেখেছে[৮]।
১৯-২০. এখন বল, তোমরা কি এই 'লাত' এই 'উজ্জা' এবং তৃতীয় আর একটি দেবী 'মানাত' এর প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে কখনও কিছু চিন্তা-বিবেচনা করেছ[৯]?
২১. তোমাদের জন্যে কি পুত্র সন্তান! আর কন্যাগুলো খোদার জন্যে[১০]?
২২. এতো বড় প্রতারণা-পূর্ণ বন্টন!

৮। এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহতা'আলাকে নয় বরং তাঁর মহান মহিমান্বিত নিদর্শনসমূহ দেখেছিলেন; এবং যেহেতু পূর্বাপর প্রসংগ অনুযায়ী এ দ্বিতীয় সাক্ষাৎও সেই সত্তার সংগে হয়েছিল যাঁর সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, সে জন্যে বাধ্য হয়ে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে ঊর্ধ্ব দিগন্তে প্রথমবার তিনি যাঁকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না, এবং দ্বিতীয় বার তিনি সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ নন। তিনি যদি এই ঘটনার মধ্যে কোন অবস্থায় আল্লাহ জাল্লাশানুহুকে দেখতেন- তবে তো তা এতবড় কথা ছিল যে, এখানে অবশ্যই তা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করা হতো।
৯। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) যে শিক্ষা তোমাদেরকে দিচ্ছেন তোমরা তাকে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করছো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে এ শিক্ষা দান করা হচ্ছে; এবং তিনি যে সত্য সমূহের সাক্ষ্য তোমাদের সামনে দিচ্ছেন আল্লাহতা'আলা তাঁকে তাঁর স্বচক্ষে সে সব দর্শন করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যে ধারণা ও বিশ্বাসের আনুগত্যের জন্যে তোমরা জিদ করে চলেছ তা কিরূপ অযৌক্তিক; এবং এর মুকাবিলায় যে ব্যক্তি তোমাদের সরল পথ দেখাচ্ছেন তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা শেষ পর্যন্ত কাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছো?
১০। অর্থাৎ এই দেবীগুলিকে তোমরা বিশ্বপ্রভু আল্লাহতা'আলার কন্যা মনে করে নিয়েছো, এবং এই অর্থহীন ভ্রষ্ট মনগড়া ধারণা করার সময় তোমরা এ কথাও চিন্তা করনি যে, তোমাদের নিজেদের জন্যে তো তোমরা কন্যা-সন্তানের জন্মকে অপমানকর মনে কর এবং কামনা কর তোমাদের পুত্র-সন্তান লাভ হোক; কিন্তু আল্লাহতা'আলার জন্যে যখন তোমরা সন্তান কল্পনা কর তখন কন্যা-সন্তান-ই কল্পনা কর।
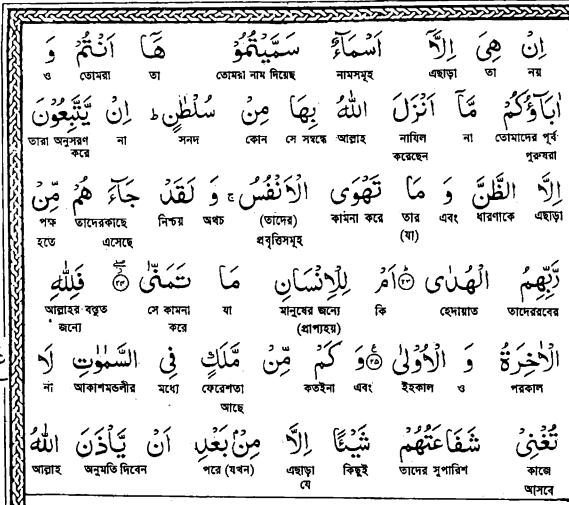
২৩. আসলে এ কিছু নয়, শুধু কতগুলো নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা রেখে নিয়েছে। আল্লাহ এ সবের জন্যে কোন সনদ নাযিল করেননি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকেরা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে, আর মনের কামনা-বাসনার ভক্ত সেজেছে। অথচ তাদের খোদার নিকট হতে তাদের নিকট হেদায়াত এসে গেছে।

২৪. মানুষ যাই কামনা করে তাই কি তার প্রাপ্য অধিকার[১১]?

২৫. ইহকাল ও পরকালের মালিক তো এক আল্লাহই।

রুকূঃ২

২৬. আকাশ মন্ডলে কত না ফেরেশ্তা রয়েছে! তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহতা'আলা এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে তার অনুমতি দেবেন,

১১। এই আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার মর্ম এও গ্রহণ করা যায় যে– মানুষের কি এই অধিকার আছে যে সে যাকে ইচ্ছা তাকে উপাস্য গণ্য করবে ? এবং তৃতীয় প্রকার এক অর্থ এও হতে পারে যে– মানুষ এই উপাস্যগুলির কাছ থেকে নিজের কামনা সিদ্ধির যে আশা পোষণ করে তা কখনো কি পূর্ণ হতে পারে?

যার জন্যে তিনি কোন আবেদন শুনতে ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন।

২৭. কিন্তু যে সব লোক পরকাল মানে না, তারা ফেরেশ্তাদেরকে দেবীদের নামে অভিহিত করে।

২৮. অথচ এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা নিছক অনুমান-ধারণার অনুসরণ করছে। আর ধারণা-অনুমান দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে কোন কাজই দিতে পারে না।

২৯. অতএব হে নবী! যে লোক আমাদের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন ছাড়া যার লক্ষ্য অন্য কিছু নয়, তাকে তারই অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।

৩০. তাদের[১২], জ্ঞানের দৌড় শুধু এ পর্যন্তই। তাঁর পথ হতে কে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, আর কে সরল-সঠিক পথে রয়েছে তা তোমার খোদাই বেশী জানেন।

১২। ভাষণের পারম্পর্য ছিন্ন করে মাঝখানে পূর্ববর্তী কথার ব্যাখ্যা স্বরূপ এ বাক্যটি উক্ত হয়েছে।

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ

এবং আল্লাহরই মালিকানায় — যা কিছু — মধ্যে আছে — আকাশ মন্ডলীর — এবং — যা কিছু — মধ্যে আছে — পৃথিবীর — যেন — প্রতিফল দেন

الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا

(তাদেরকে) যারা — মন্দ করেছে — ঐ বিষয়ে যা — তারা কাজ করেছে — এবং — প্রতিফলদেন (যেন) — (তাদেরকে) যারা — নেকী করেছে

بِالْحُسْنٰى ﴿۳۱﴾ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا

উত্তম (প্রতিফল) — যারা — বিরতথাকে — বড় বড় — গোনাহ (হতে) — ও — অশ্লীল কাজসমূহ (হতে) — কিন্তু

اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ

ছোট অপরাধ (হয়ে যায়) — নিশ্চয় — তোমাররব (সেক্ষেত্রে) — ব্যাপক বিশাল — ক্ষমায় — তিনি — খুব জানেন — তোমাদেরকে — যখন — তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ

হতে — মাটি — এবং — যখন — তোমরা (ছিলে) — ভ্রূন অবস্থায় — মধ্যে — গর্ভসমূহের — তোমাদের মাদের

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

তাই — না — তোমরা প্রশংসা করো — তোমাদের নিজেদের — তিনি — খুব জানেন — (তার) সম্বন্ধে যে — পরহেজগারী করে

ع

৩১. আর পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের প্রত্যেকটি জিনিষের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ।-যেন[১৩] আল্লাহতা'আলা অন্যায়কারীদেরকে তাদের আমলের প্রতিফল দেন এবং নেক ও ভাল আচরণকারীদেরকে শুভ প্রতিফল দিয়ে ধন্য করেন।

৩২. যারা বড় বড় গুনাহ ও প্রকাশ্য স্পষ্ট অশ্লীল জঘন্য কাজকর্ম হতে বিরত থাকে– তবে কিছু অপরাধ তাদের দ্বারা ঘটে যায়। (স ক্ষেত্রে) তোমার খোদার ক্ষমাশীলতা যে অনেক ব্যাপক-বিশাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি তোমাদেরকে সেই সময় হতে খুব ভালভাবেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী (মাটি) হতে সৃষ্টি করেছেন আর যখন তোমরা তোমাদের মায়েদের গর্ভে ভ্রূণ-অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা তোমাদের আত্মপবিত্রতার দাবি করো না। প্রকৃত মুত্তাকি কে, তা তিনিই ভাল জানেন।

১৩। উপর থেকে যে ভাষণ চলে আসছিল এখান থেকে পুনরায় সেই ভাষণেরধারা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ মাঝখানে বলা বাক্যটি ত্যাগ করে ভাষণের পারম্পর্য হবে নিম্নরূপঃ তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ কুকর্মকারীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।

রুকূ:৩
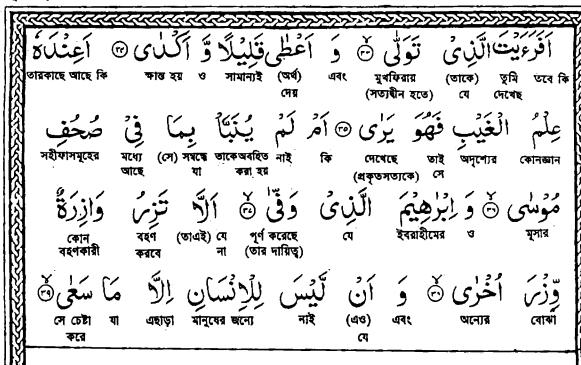
৩৩. হে নবী! তুমি কি সেই ব্যক্তিকেও দেখেছ, যে খোদার পথ হতে ফিরে গেছে,

৩৪. এবং সামান্য দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে[১৪]?

৩৫. তার নিকট কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে প্রকৃত ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছে?

৩৬-৩৭. সে কি সে সব বিষয়ে অবহিত হয়নি যা মূসার সহীফা সমূহে এবং সেই ইবরাহীমের সহীফা সমূহে বলে দেয়া হয়েছে– যে ওয়াদা পালন ও আত্মোৎসর্গ-করনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে[১৫]?

৩৮. –এই যে ,কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না[১৬];

৩৯. এবং এই যে, মানুষের জন্যে কিছুই নেই; কিন্তু শুধু তাই যার জন্যে সে চেষ্টা করেছে[১৭]।

১৪। এখানে কুরাইশদের বড় সরদারদের অন্যতম অলীদ-বিন্ মুগীরার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এ ব্যক্তি প্রথমে রসূলুল্লাহর (সঃ) দা'ওআত গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু যখন তার এক অংশীবাদী বন্ধু একথা জানতে পারলো যে অলীদ মুসলমান হওয়ার সংকল্প করেছে তখন সে তাকে বললোঃ তুমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করোনা, যদি তোমার পরকালের শাস্তির আশংকা হয় , তবে আমাকে এত অর্থ দাও, আমি তোমার পরিবর্তে সেখানে শাস্তি ভোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। অলীদ এ কথা মেনে নিলো এবং খোদার পথে আসতে আসতে আবার ফিরে গেল। কিন্তু সে তার মুশরিক বন্ধুকে যে অর্থ দেয়ার সংকল্প করেছিলো তাও মাত্র কিছু পরিমান দিয়ে অবশিষ্ট দিলো না।

১৫। এরপর সেই শিক্ষা-সমূহের সার বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ইবরাহীমের (আঃ) গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৬। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। এক ব্যক্তির দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো যেতে পারেনা। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেও অন্য ব্যক্তির কৃতকর্মের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে গ্রহণ করতে পারেনা। অপরাধীর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করার জন্যে নিজেকে পেশ করার কারণে প্রকৃত অপরাধীকে মুক্তি দেয়া যেতে পারেনা।

১৭। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু পাবে নিজের কৃতকর্মের ফলই পাবে। একজনের কর্মফল অন্য জন লাভ করতে পারেনা; এবং চেষ্টা ও কর্ম ছাড়া কোন ব্যক্তি কিছু পেতে পারেনা।
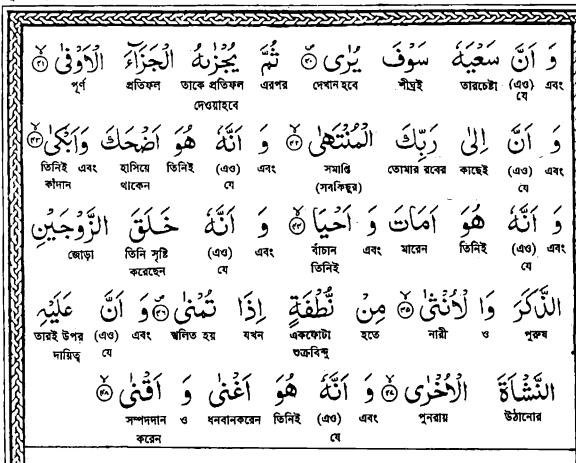
৪০. এবং এই যে, তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখা হবে;
৪১. এবং এর পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেয়া হবে।
৪২. আর এই যে, শেষ পর্যন্ত তোমার খোদার নিকটই পৌঁছাতে হবে।
৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন[১৮]।
৪৪. আর এই যে, তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন।
৪৫-৪৬. আর এই যে, তিনিই পুরুষ ও স্ত্রীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এক ফোঁটা শুক্র হতে, যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়।
৪৭. আর এই যে, দ্বিতীয় জীবন দানও তাঁরই দায়িত্বভুক্ত।
৪৮. আর এই যে, তিনিই ধনী বানিয়েছেন এবং বিষয়-সম্পত্তি দিয়েছেন।

১৮। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ উভয়েরই কারণ তাঁরই পক্ষ থেকে ঘটে থাকে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উৎস-মূল তাঁরই হাতে। এই বিশ্ব-জগতের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ নেই ভাগ্যের ভাঙ্গা গড়ায় যার কোন প্রকারের সামান্যতম ক্ষমতাও থাকতে পারে।
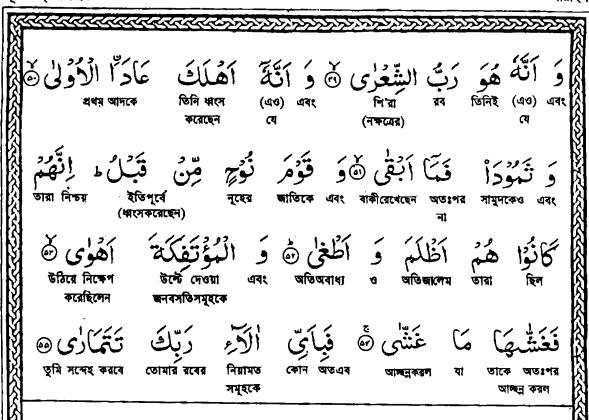
৪৯. আর এই যে, তিনিই শে'রার খোদা[১৯]।

৫০. আর এই যে, প্রথম 'আদকে তিনিই ধ্বংস করেছেন,

৫১. এবং সামুদ-কে এমনভাবে নির্মূল করেছেন যে, তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেননি।

৫২. আর তাদের পূর্বে নূহের জাতির জনগণকে ধ্বংস করেছেন। কেননা তারা আসলেই বড় কঠিন অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী দুর্বিনীত লোক ছিল।

৫৩. এবং উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জন-বসতি সমূহকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করলেন।

৫৪. পরে বিছিয়ে দিলেন তাদের উপর সেই জিনিষ (তোমরাতো জানই যে) যা বিছিয়ে দিলেন[২০]।

৫৫. অতএব হে শ্রোতা! তোমার খোদার কোন্ নিয়ামত সমূহকে তুমি সন্দেহ বোধ করবে?

১৯। শে'রা' -আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা। মিশর ও আরববাসীদের বিশ্বাস ছিল- এই তারা মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে। এ জন্যে এ তারকা তাদের উপাস্য দেবতার মধ্যে গণ্য হতো।

২০। 'উপুড় হইয়া থাকা জনবসতি' অর্থাৎ লূত (আঃ)- এর কওমের বসতি, এবং 'বিছাইয়া দিলেন তাহাদের উপর সেই জিনিস' অর্থ- সম্ভবতঃ মরুসাগরের জলরাশি যা ভূ-মধ্যে ধ্বসে যাবার পর তাদের বসতিকে প্লাবিত করেছিল এবং আজ পর্যন্ত সেই অঞ্চলকে নিমজ্জিত করে রেখেছে।
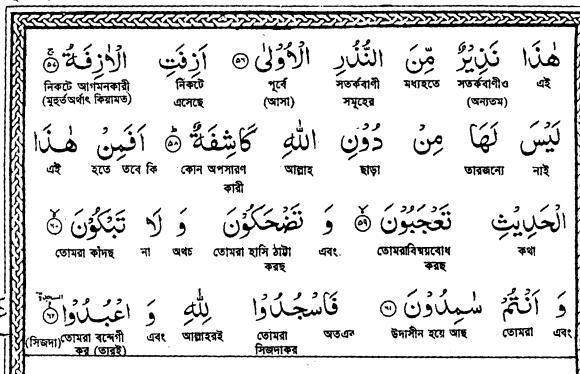
৫৬. বস্তুতঃ এ এক সাবধান বাণী পূর্বে আসা সাবধানবাণী সমূহের মধ্য হতে।
৫৭. আগমনকারী মুহূর্ত নিকটে এসে পৌছেছে।
৫৮. আল্লাহ ছাড়া তা হটাতে পারে এমন কেউ নেই।
৫৯. তাহলে এসব কথায় কি তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ?
৬০. হাসছ, অথচ কাঁদছ না?
৬১. আর গান বাজনায় মগ্ন হয়ে এ সব এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ?
৬২. ধুলোয় লুটিয়ে পড় আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আর বন্দেগী কর। (সিজদা)

সূরা আল-ক্বামার

নামকরণঃ সূরার প্রথম বাক্য وانشق القمر এর القمر শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এ সেই সূরা যাতে القمر শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এতে شق القمر 'চন্দ্র দীর্ণ' হওয়ার ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। এ হতে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনাটি হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কাশরীফে 'মিনা' নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়ে সমস্ত হাদীসবিদ ও তফসীরকার সম্পূর্ণ একমত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ রসূলে করীম (সঃ)-এর দ্বীনী দা'ওআতের মুকাবিলায় মক্কার কাফেরগণ যে হঠকারিতা ও অনমনীয় আচরণ অবলম্বন করেছিল এ সূরায় সে বিষয়টি সম্পর্কে তাদেরকে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করছিল যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগাম সংবাদ দিচ্ছিলেন; তা বাস্তবিকই সংঘটিত হতে পারে, তা সংঘটিত হওয়া কোনক্রমেই এবং কিছুমাত্রই অসম্ভব ব্যাপার নয়। উপরন্তু তার সংঘটিত হওয়ার বেশী দেরী নেই, তা অতি নিকটে এসে পৌঁছেছে। চন্দ্র একটি বিরাটায়তন উপগ্রহ। তা লোকদের চোখের সম্মুখেই দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার দুটো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর হতে এতদূরে চলে গিয়েছিল যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা তার একটা অংশকে পাহাড়ের একপাশে আর অন্য অংশ তার অন্য পাশে দেখতে পেয়েছিল। পরে নিমেষের মধ্যে এ দু' অংশ পরস্পরের সাথে মিলে জুড়ে ও সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করছিল যে, বিশ্বলোক ও বিশ্ব-ব্যবস্থা অনাদি, অনন্ত ও অবিনশ্বর নয়। তা চূর্ণ-বিচূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হতে পারে। বৃহদায়তন গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি দীর্ণ-বিদীর্ণ হতে পারে, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হতে পারে। পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ লাগতে পারে এবং কিয়ামতের যে বিস্তারিত ঘটনাবলী কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে পারে। শুধু তাই নয়, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা হতে এ কথাও প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, এ বিশ্বব্যবস্থার চূর্ণ-বিচূর্ণ ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার কাজটা শুরু হয়ে গিয়েছে। মূল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খুব বেশী বিলম্ব নেই। কিয়ামত হওয়ার মুহূর্তটি অতি নিকটে উপস্থিত। নবী করীম (সঃ) এ বিষয়ে লোকদেরকে এ হিসেবেই অভিহিত করেছেন, এদিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেনঃ তোমরা দেখ, লক্ষ্য কর এবং সাক্ষী থাক। কিন্তু কাফেররা একে যাদুর কীর্তি বলে চিহ্নিত করেছে। তারা তাদের এ অস্বীকৃতি ও অমান্যতায় অবিচল হয়ে রয়েছে। আলোচ্য সূরায় তাদের এ হঠকারিতা ও অনমনীয়তার জন্যে তাদেরকে তিরস্কৃত করা হয়েছে।

কথা শুরু করতে গিয়ে বলা হয়েছে- এ লোকেরা না বুঝালে বুঝে না ও মানে না, ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না। নিজেদের চোখে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করেও ঈমান আনে না। মনে হয় তারা কিয়ামত কার্যত অনুষ্ঠিত হলে তার পরেই মানবে যে, কিয়ামত সত্য, তার পূর্বে মানবে না। কিয়ামতের দিন কবরসমূহ হতে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে যখন দৌড়াতে থাকবে, তখনই স্বীকার করবে যে, কিয়ামতের কথা যা বলা হয়েছিল তার সত্যতায় কোনই সন্দেহ নেই।

এর পর তাদের সামনে নূহ, 'আদ, সামুদ, লূত জাতিসমূহ এবং আলে-ফিরাউনের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে-খোদার পাঠানো নবী-রসূলগণের সাবধান ও সতর্কবাণীসমূহকে মিথ্যা মনে করে এ জাতি সমূহ কতই না তীব্র ও মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হয়েছে। এক একটা জাতির কাহিনী বলার পর বারবার এ কথার পুনরুল্লেখ

করা হয়েছে যে, এ কুরআন হ'ল উপদেশ ও হেদায়াত গ্রহণের সহজতম মাধ্যম ও উপায়। এর সাহায্যে কোন জাতি শিক্ষা গ্রহণপূর্বক যদি হেদায়াতের সহজ-সরল নির্ভুল পথে আসে, তা হলে এ ধরনের আযাব ভোগ করার কোন কারণই থাকবে না যাতে এ জাতিসমূহ নিমজ্জিত হয়েছে। কিন্তু লোকেরা এ সহজ মাধ্যমের সাহায্যে উপদেশ ও হেদায়াত গ্রহণের পরিবর্তে কার্যতঃ আযাব নিজেদের চোখে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত হবে না, এ অপেক্ষা বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে।

অনুরূপভাবে অতীত জাতি সমূহের ইতিহাস হতে শিক্ষামূলক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করার পর মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যে কর্মপথ ও পন্থা গ্রহণের পরিণামে দুনিয়ার ইতিহাসের অন্যান্য জাতিসমূহ কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে, তোমরা ঠিক অনুরূপ কর্মপথ ও পন্থা অবলম্বন করে অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে না তার কি কারণ থাকতে পারে? তোমাদের সাথে স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ গ্রহণ করা হবে এমন কি কারণ ঘটেছে? কিংবা তোমাদের প্রতি কোন বিশেষ ক্ষমার সনদ এসে গিয়েছে যে, যে-অপরাধে অন্যান্যরা ধরা পড়েছে ও শাস্তি পেয়েছে, অনুরূপ অপরাধ তোমরাও করবে অথচ ধরাও পড়বে না, শাস্তিও পাবে না? তোমরা যদি তোমাদের জন-শক্তির বলে এতটা স্ফীত ও গৌরবান্বিত হয়ে থাক, তা হলে মনে রেখ– তোমাদের এ দলীয়-শক্তি ও জন-বল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ও তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতেও দেরী করবে না। কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে এ অপেক্ষাও কঠোর আচরণ গ্রহণ করা হবে।

সবশেষে কাফেরদের বলা হয়েছে– কিয়ামত সৃষ্টির জন্যে আল্লাহতা'আলাকে খুব বেশী কিছু প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। বরং তাঁর অনুমতি বা নির্দেশ হওয়া মাত্রই নিমেষ-কালের মধ্যে তা সংঘটিত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের ন্যায় বিশ্ব-ব্যবস্থা ও মানবজাতির জন্যও একটা 'তকদীর' নির্দিষ্ট রয়েছে। এ হিসেবে এ কাজের জন্য যে সময় পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট, সেই নির্দিষ্ট সময়ই তা সংঘটিত হবে, তার পূর্বে নয়। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তখনই কিয়ামত খাড়া করে দেয়া হবে, এমনটা তো হতে পারে না। কিন্তু তাকে সংঘটিত হতে দেখ না বলে যদি কেউ খোদাদ্রোহীতার নীতি অবলম্বন কর তা হলে নিজেদের কুকর্মের দুঃখময় ফল নিজেরাই ভোগ করতে বাধ্য হবে। তোমাদের সব ভাল-মন্দ কাজের রেকর্ড খোদার নিকট তৈরী হচ্ছে, তোমাদের ছোট বা বড় কোন কাজই লিপিবদ্ধ হওয়া হতে বাদ পড়ে যাবে না– যাচ্ছে না।

رُكُوْعَاتُهَا ٣ — سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ (٥٤) — اٰيَاتُهَا ٥٥

তিন রুকু — মক্কী আলক্বামার সূরা (৫৪) — পঞ্চান্ন আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

আরবি	অর্থ
اِقْتَرَبَتِ	নিকটবর্তী হয়েছে
السَّاعَةُ	কিয়ামত
وَ	এবং
انْشَقَّ	বিদীর্ণ হয়েছে
الْقَمَرُ ①	চাঁদ
وَ	কিন্তু
اِنْ	যদি
يَّرَوْا	তারা দেখেও
اٰيَةً	কোনানদর্শন
يُّعْرِضُوْا	তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়
وَ	এবং
يَقُوْلُوْا	তারা বলে
سِحْرٌ	(এটা) যাদু
مُّسْتَمِرٌّ ②	চিরাচরিত
وَ	এবং
كَذَّبُوْا	তারা মিথ্যারোপ করেছে
وَ	ও
اتَّبَعُوْٓا	অনুসরণকরেছে
اَهْوَآءَهُمْ	তাদের নফসের কামনা বাসনার
وَ	এবং
كُلُّ	প্রত্যেক
اَمْرٍ	কাজই
مُّسْتَقِرٌّ ③	লক্ষ্যে পৌছবে
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়
جَآءَهُمْ	তাদের কাছে এসেছে
مِّنَ	হতে
الْاَنْۢبَآءِ	সংবাদ গুলো (অতীত জাতিসমূহের)
مَا	যার
فِيْهِ	মধ্যে আছে
مُزْدَجَرٌ ④	হুশিয়ারী

রুকূঃ১

১. কিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে[১]।

২. কিন্তু এই লোকদের অবস্থা এই যে, কোন স্পষ্ট-প্রকট নির্দশন দেখতে পেলেও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলেঃ এ তো পূর্ব থেকে চলে আসা যাদু।

৩. এরা (এই ঘটনাটিও) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এবং নিজেদের নফসের কামনা-বাসনাই অনুসরণ করে চলেছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিণতি পর্যন্ত অবশ্যই পৌছাতে হবে।

৪. এই লোকদের সামনে (অতীত জাতিসমূহের) সেই অবস্থা এসে গেছে, যাতে খোদাদ্রোহিতা হতে বিরত রাখার বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণই নিহিত রয়েছে,

১। অর্থাৎ চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ,- যে কোন সময় তার সংঘটন সম্ভব। এই বাক্যাংশও পরবর্তী বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে যে, সে সময় চাঁদ প্রকৃত পক্ষে বিদীর্ণ হয়েছিল। যাঁরা স্বচক্ষে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা বর্ণনা করেন- চতুর্দশী রাত্রে উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চন্দ্র বিদীর্ণ হল, এবং তার দুটি খন্ড সামনের পাহাড়ের দুই দিকে দৃষ্টি গোচর হলো। এবং পরমুহূর্তেই দুটি খণ্ড পুনঃ সংযুক্ত হয়ে গেলো। হাদিস অনুসারে দেখতে গেলে, ধর্মীয় প্রচারকদের এই বর্ণনা মধ্যে কোন সত্যতা নেই যে-এই ঘটনা হুযুরের (সঃ) ইংগিতে সংঘটিত হয়েছিল বা মক্কার কাফেররা মুজেযার দাবী করলে এই মুজেযা দেখানো হয়েছিল।

حِكْمَةٌ	بَالِغَةٌ	فَمَا	تُغْنِ	النُّذُرُ ۝٥	فَتَوَلَّ	عَنْهُمْ م
বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি	উদ্দেশ্যপূর্ণকারী	না কিন্তু	কাজেআসে	সতর্কবাণী (তাদের জন্যে)	(হেনবী) অতএব মুখ ফিরাও	তাদের হতে

يَوْمَ	يَدْعُ	الدَّاعِ	اِلٰى	شَيْءٍ	نُّكُرٍ ۝٦	خُشَّعًا	اَبْصَارُ
যেদিন	আহবানকরবে	এক আহবান কারী	দিকে	একটিজিনিষের	কঠিন দুঃসহ	অবনমিতঅবস্থায় (থাকবে)	দৃষ্টি

هُمْ	يَخْرُجُوْنَ	مِنَ	الْاَجْدَاثِ	كَاَنَّهُمْ	جَرَادٌ
তাদের	তারা বেরহবে (সেদিন)	হতে	কবরসমূহ	(মনে হবে) তারা যেন	পঙ্গপাল

مُّنْتَشِرٌ ۝٧	مُّهْطِعِيْنَ	اِلَى	الدَّاعِ ط	يَقُوْلُ	الْكٰفِرُوْنَ
বিক্ষিপ্ত	তারা দৌড়াবে (ভীতবিহ্বল হয়ে)	দিকে	আহবানকারীর	বলবে	কাফেররা

هٰذَا	يَوْمٌ	عَسِرٌ ۝٨	كَذَّبَتْ	قَبْلَهُمْ	قَوْمُ	نُوْحٍ
এটা	দিন	কঠিন	মিথ্যারোপ করেছিল	তাদের পূর্বে	জাতি	নূহের

فَكَذَّبُوْا	عَبْدَنَا	وَ	قَالُوْا	مَجْنُوْنٌ	وَّ	ازْدُجِرَ ۝٩
তারাঅমান্য আর করেছিল	আমাদের বান্দাকে	এবং	বলেছিল	সেউন্মাদ	ও	তাকে ধমকানো হয়েছিল

فَدَعَا	رَبَّهٗٓ	اَنِّيْ	مَغْلُوْبٌ	فَانْتَصِرْ ۝١٠
সে তখন ডেকেছিল	তার রবকে	যে আমি	পরাভূতহয়েছি	অতএব প্রতিশোধ নাও

৫. এবং এমন বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিও রয়েছে যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধান-সতর্কবাণী তাদের উপর কার্যকর হয় না।

৬-৭. অতএব হে নবী। এদের হতে লক্ষ্য ফিরিয়ে নাও। যে দিন আহ্বানকারী এক কঠিন দুঃসহ জিনিষের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন লোকেরা শংকাগ্রস্থ, কুণ্ঠিত চোখে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল।

৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর এই অমান্যকারীরাই (যারা দুনিয়ায় তার সত্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করত) তখন বলবেঃ এ দিনটি তো বড়ই কঠিন কষ্টময়।

৯. ইতিপূর্বে নূহের জাতির জনগণ অমান্য করেছে। তারা আমাদের বান্দাহকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল। আর বলেছিল, এ তো দিক ভ্রান্ত, পাগল। এবং সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত ও উপেক্ষিত হয়েছে।

১০. শেষ পর্যন্ত সে তার খোদাকে ডেকেছে এই বলেঃ 'আমি পরাভূত ও বিজিত হয়েছি। এখন তুমিই এদের উপর প্রতিশোধ নাও'।

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ⑪ وَّ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ

তখন আমরা খুলে দিয়েছিলাম | দ্বারসমূহকে | আকাশের | বৃষ্টিদ্বারা | প্রবল বর্ষণের | এবং | আমরা দীর্ণকরে বের করলাম | যমীন (হতে)

عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑫ وَ

প্রস্রবণ সমূহকে | অতঃপর মিলেগেল | (সমস্ত) পানি | উপর | এক কাজ (সম্পূর্ণকরতে) | (যা ছিল) নির্দিষ্ট করা | এবং

حَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ ⑬ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا

তাকে আমরা আরোহণ করালাম | (নৌকার) উপর | (তৈরি) বিশিষ্ট | (অনেক) তক্তা | ও | (বহু) পেরেকের | চলে | আমাদের পর্যবেক্ষণে

جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑭ وَ لَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً

পুরস্কার | তারজন্যে যে | হয়েছিল | প্রত্যাখ্যাত | এবং | নিশ্চয় | তা আমরা রেখেছি | একটি নিদর্শন হিসেবে

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑮ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَ نُذُرِ ⑯

কি তবে (আছে) | কোন | উপদেশ গ্রহণকারী | তখন | কেমন | ছিল | আমারশাস্তি (তা লক্ষ্যকর) | ও | আমার সতর্ক বাণী

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑰

এবং | নিশ্চয় | আমরা সহজ করেছি | কুরআনকে | উপদেশ গ্রহণের জন্যে | তবে কি (আছে) | কোন | উপদেশ গ্রহণ কারী

১১. তখন আমরা আকাশের দুয়ার সমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষায়েছি,

১২. এবং যমীন দীর্ণ করে প্রস্রবনে পরিণত করে দিয়েছি। আর এ সমস্ত পানিই সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লেগে গেল, যা পূর্বহতে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল।

১৩. আর নূহকে আমরা কাষ্ঠফলক ও লৌহ শলাকাধারী জিনিষের উপর সওয়ার করে দিলাম[২]

১৪. যা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন চলতেছিল। এ ছিল পুরস্কার সেই ব্যক্তির নিমিত্ত যাকে অমান্য করা হয়েছিল।

১৫. সেই নৌকাটিকে আমরা নিদর্শন বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এরূপ অবস্থায় উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী কেউ আছে কি?

১৬. আমার দেওয়া আযাবটা কি রকম ছিল এবং ভীতি প্রদর্শনটাই বা কত ভয়াবহ ছিল তা একবার লক্ষ্য কর।

১৭. আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি[৩]। ইহা হতে উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত কেউ আছে কি?

২। অর্থাৎ তুফান আসার পূর্বেই আল্লাহতা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আঃ) যে নৌকা নির্মাণ করেছিলেন।

৩। অর্থাৎ অবাধ্য জাতিদের উপর খোদার যে শিক্ষনীয় আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতো উপদেশের এক পন্থা স্বরূপ, কিন্তু উপদেশের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে- এ কুরআন, যা যুক্তি-প্রমাণ উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তোমাদের সোজা-সরল পথ দেখাচ্ছে। পূর্বোক্ত পন্থার তুলনায় এ পন্থা খুবই সহজ। তবে কেন তোমরা এর থেকে উপকার গ্রহণ না করে আল্লাহর আযাব দেখার জন্যে জিদ করে চলেছো?

كَذَّبَتْ	عَادٌ	فَكَيْفَ	كَانَ	عَذَابِيْ	وَ	نُذُرِ ⑱	اِنَّا
মিথ্যারোপ করেছিল	'আদ'	কেমন অতঃপর	ছিল	আমার শাস্তি	ও	আমার সতর্কবাণী (তা লক্ষ্যকর)	নিশ্চয় আমরা

اَرْسَلْنَا	عَلَيْهِمْ	رِيْحًا	صَرْصَرًا	فِيْ	يَوْمِ	نَحْسٍ
আমরা প্রেরণকরে ছিলাম	তাদের উপর	ঝড়ো বাতাস	প্রবল বেগে		দিনে	অশুভ

مُّسْتَمِرٍّ ⑲	تَنْزِعُ	النَّاسَ	كَاَنَّهُمْ	اَعْجَازُ	نَخْلٍ	مُّنْقَعِرٍ ⑳
ক্রমাগত	উঠিয়ে নিক্ষেপ করে	লোকদেরকে	তারা যেন	কান্ডসমূহ	খেজুরগাছের	উৎপাটিত (মূলহতে)

فَكَيْفَ	كَانَ	عَذَابِيْ	وَ	نُذُرِ ㉑	وَ	لَقَدْ	يَسَّرْنَا
কেমন অতএব	ছিল	আমার শাস্তি	ও	আমার সতর্কবাণী (লক্ষ্যকর)	এবং	নিশ্চয়	আমরা সহজ করেছি

الْقُرْاٰنَ	لِلذِّكْرِ	فَهَلْ	مِنْ	مُّدَّكِرٍ ㉒	كَذَّبَتْ	ثَمُوْدُ
কুরআনকে	উপদেশ গ্রহণের জন্যে	তবে কি (আছে)	কোন	উপদেশ গ্রহণকারী	মিথ্যারোপ করেছিল	'সামুদ'

ع

بِالنُّذُرِ ㉓
সতর্কবাণী সমূহকে

১৮. 'আদ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদের প্রতি আমাদের আযাবটা কি রকম ছিল এবং আমার সাবধান-সতর্কবাণী, তা লক্ষ্য কর।

১৯. আমরা এক বড় ও ক্রমাগত অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো-বাতাস তাদের উপর প্রেরণ করেছি;

২০. তা লোকদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে নিক্ষেপ করতেছিল, যেন তারা মূল হতে উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড।

২১. অতএব লক্ষ্য কর, কি রকমের ছিল আমাদের আযাব আর কত তীব্র ছিল আমার সাবধান-সতর্ক বাণী।

২২. আমরা এই কুরআন উপদেশ দানের জন্যে সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত এমন কেউ আছে কি?

রুকূঃ২

২৩. সামুদ সাবধান বাণী ও হুঁশিয়ারী সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে।

২৪. এবং বলেছেঃ একজন একা মানুষ, যে আমাদেরই একজন, আমরা কি এখন তারই পিছনে চলতে শুরু করব? তার অনুসরণ করতে শুরু করলে তার অর্থ এই হবে যে, আমরাই-ই বিভ্রান্ত হয়ে গেছি এবং আমাদের বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেছে।

২৫. আমাদের মধ্যে শুধু এই এক ব্যক্তিই কি এমন ছিল যার প্রতি খোদার বিধান নাযিল করা হয়েছে?..... না, বরং এই ব্যক্তিই বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃবিভ্রান্ত। (আমরা আমাদের নবীকে বললামঃ)

২৬. শীঘ্রই এরা জানতে পারবে, কে বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃ-বিভ্রান্ত।

২৭. আমরা উষ্ট্রীকে তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করে পাঠাইতেছি, এখন খানিকটা ধৈর্য্য সহকারে দেখ ও লক্ষ্য কর যে, এই লোকদের কি পরিনামটা হয়।

২৮. এই লোকদের জানিয়ে সতর্ক করে দাও যে, পানি এদের ও উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টিত হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্যে নির্দিষ্ট দিন ক্ষণে পানি-পান করতে আসবে[৪]।

৪। এ ব্যাখ্যা হচ্ছে আল্লাহর এই এরশাদের যে- "আমি উষ্ট্রীকে তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করে পাঠাচ্ছি"। পরীক্ষাটি ছিল হঠাৎ একটি উটনী নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত করে দিয়ে তাদেরকে বলা হল- 'একদিন একাকী এ উটনী পানি পান করবে, এবং দ্বিতীয় দিন তোমরা সব লোক নিজেদের জন্যে ও নিজেদের পশুদের জন্যে পানি সংগ্রহ করতে পারবে। উটনীর পালার দিনে তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজে পানি সংগ্রহের জন্যে অথবা নিজের পশুদের পানি পান করাতে যেন কোন ঝরনা বা কূপে না আসে'। এই চ্যালেঞ্জ সেই ব্যক্তির পক্ষথেকে দেয়া হয়েছিল যার সম্পর্কে তারা নিজেরা বলতো যে, এ ব্যক্তির সহায়তায় না আছে কোন সাজ ও সৈন্য, আর না আছে কোন বৃহৎ দল।

আরবি	অর্থ
فَنَادَوْا	তারা অতঃপর ডাকল
صَاحِبَهُمْ	তাদের এক সঙ্গীকে
فَتَعَاطَىٰ	সে আর দায়িত্ব নিল
فَعَقَرَ ۝٢٩	সে অতঃপর (উষ্ট্রীকে) হত্যাকরল
فَكَيْفَ	কেমন তখন
كَانَ	ছিল
عَذَابِي	আমার শাস্তি
وَ	ও
نُذُرِ ۝٣٠	আমার সতর্কবাণী (তা লক্ষ্যকর)
إِنَّا	নিশ্চয় আমরা
أَرْسَلْنَا	আমরা পাঠাই
عَلَيْهِمْ	তাদের উপর
صَيْحَةً	প্রচন্ড শব্দ
وَاحِدَةً	একটি (মাত্র)
فَكَانُوا	তারা হয়ে গেল তখন
كَهَشِيمِ	বিচূর্ণ শুষ্ক তৃণপল্লব যেমন'
الْمُحْتَظِرِ ۝٣١	খোয়াড় প্রস্তুতকারীর
وَ	এবং
لَقَدْ	নিশ্চয়
يَسَّرْنَا	আমরা সহজ করেছি
الْقُرْآنَ	কুরআনকে
لِلذِّكْرِ	উপদেশ গ্রহণের জন্যে
فَهَلْ	কি তবে (আছে)
مِنْ	কোন
مُدَّكِرٍ ۝٣٢	উপদেশ গ্রহণকারী
كَذَّبَتْ	মিথ্যারোপ করেছিল
قَوْمُ	জাতি
لُوطٍ	লূতের
بِالنُّذُرِ ۝٣٣	সতর্কবাণীকে
إِنَّا	আমরা নিশ্চয়
أَرْسَلْنَا	আমরা পাঠাই
عَلَيْهِمْ	তাদেরউপর
حَاصِبًا	প্রস্তরবর্ষণকারী ঝটিকা
إِلَّا	তবে
آلَ	পরিবারকে
لُوطٍ	লূতের (রক্ষাকরি)
نَجَّيْنَاهُمْ	তাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম
بِسَحَرٍ ۝٣٤	রাতের শেষে
نِعْمَةً	অনুগ্রহে
مِنْ	হতে
عِنْدِنَا	আমাদের নিকট

২৯. শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা নিজেদের লোককে ডাকল, সে এই কাজের দায়িত্ব নিল এবং উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল।

৩০. তার পর দেখ আমার আযাব কত ভয়াবহ ছিল, এবং আমার হুঁশিয়ারী ছিল কত ভয়াবহ।

৩১. আমরা তাদের উপর শুধু একটি মাত্র ধ্বনি ছেড়েছি, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডালপালার মতই ভূষি হয়ে গেল[৫]।

৩২. আমরা এই কুরআনকে উপদেশ লাভের জন্যে সহজতম উপায় ও মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

৩৩. 'লূত' জাতির লোকেরা সমস্ত সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীকে মিথ্যা মনে করেছে।

৩৪-৩৫. আমরা প্রস্তর নিক্ষেপকারী প্রবল বাতাস পাঠিয়ে দিয়েছি। কেবলমাত্র 'লূত'এর ঘরবাসীরাই তা হতে রক্ষা পেয়ে গেছে। তাদেরকে আমরা নিজেরই অনুগ্রহে রাতের শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিয়েছি।

৫। যারা গৃহপালিত পশুপালন করে তারা নিজেদের পশুদের অবস্থান-ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত করার জন্যে কাঠ বা গুল্মাদি দ্বারা এক বেষ্টনী নির্মাণ করে দেয়। এই বেষ্টনীর তৃণ-গুল্মাদি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে ও পশুদের যাতায়াতে পদ-পিষ্ট ভূষিহয়ে যায়। সামূদ জাতির পদদলিত-পিষ্ট, জীর্ণ লাশগুলিকে সেই ভূষির সংগে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَ لَقَدْ
এভাবেই পুরস্কার দেই আমরা যে শোকরকরবে এবং নিশ্চয়

اَنْذَرَ هُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَ لَقَدْ رَاوَدُوْهُ
তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমাদেরপাকড়াও (সম্পর্কে) তারা সন্দেহ তবে করেছিল সতর্কবাণীকে এবং নিশ্চয় তারাচেষ্টা করেছিল তার হতে

عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَ
সম্পর্কে তারমেহমান (দের) আমরা তখন নিষ্প্রভ করেছিলাম তাদের চোখ গুলোকে তোমরা এখন স্বাদলও আমার শাস্তির ও

نُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾
আমার সতর্ক বাণীর এবং নিশ্চয় তাদের উপর ভোরে এসেছিল খুব ভোরে শাস্তি বিরামহীন

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَ نُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ
তোমরা এখন স্বাদলও আমার আযাবের ও আমার সতর্ক বাণীর এবং নিশ্চয় আমরা সহজ করেছি কুরআনকে

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَ لَقَدْ جَآءَ اٰلَ
উপদেশ গ্রহণের জন্যে কি তবে (আছে) কোন উপদেশ গ্রহণকারী এবং নিশ্চয় এসেছিল লোকদের (কাছে)

فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾
ফিরআউনের সতর্কবাণী

ع

এরূপ প্রতিফল আমরা এমন প্রত্যেককেই দিয়ে থাকি, যে কৃতজ্ঞতা-সম্পন্ন হয়।

৩৬. লূত নিজের জাতির লোকদেরকে আমাদের পাকড়াও সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল; কিন্তু তারা সমস্ত সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীকে সংশয়পূর্ণ মনে করে কথায় কথায় তা উড়িয়ে দিল।

৩৭. পরে তারা তাকে তার অতিথিদের রক্ষণাবেক্ষণ হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের চক্ষু নিষ্প্রভ করে দিলাম যে, এখন আমার আযাবের ও আমার সাবাধানবাণী হুঁশিয়ারীর স্বাদ গ্রহণ কর।

৩৮. অতি প্রত্যুষেই একটি বিরামহীন অপ্রতিরোধ্য আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নিল।

৩৯. আস্বাদন কর এখন আমার আযাবের ও হুঁশিয়ারীর স্বাদ।

৪০. আমরা তো এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ মাধ্যম বানিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

রুকূ:৩

৪১. আর ফিরআউনের লোকদের নিকটও সাবধানবাণী ও হুঁশিয়ারী এসেছিল।

كَذَّبُوْا	بِاٰيٰتِنَا	كُلِّهَا	فَاَخَذْنٰهُمْ	اَخْذَ	عَزِيْزٍ
তারা মিথ্যা বলেছিল	আমাদের নিদর্শনের	সবগুলোকেই	তখন আমরা তাদেরকে ধরেছিলাম	ধরায়	পরাক্রমশালীর

مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾	اَكُفَّارُكُمْ	خَيْرٌ	مِّنْ	اُولٰٓئِكُمْ	اَمْ	لَكُمْ
মহাশক্তিমানের	তোমাদের কাফেররাকি	উত্তম	চেয়ে	ঐসব লোকদের	কিংবা	তোমাদের জন্যে আছে

بَرَآءَةٌ	فِي	الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾	اَمْ	يَقُوْلُوْنَ	نَحْنُ	جَمِيْعٌ
(লিখিত) অব্যাহতি	মধ্যে	(পূর্বের) গ্রন্থসমূহের	অথবা (কি)	তারা বলে	আমরা	সংঘবদ্ধ দল

مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾	سَيُهْزَمُ	الْجَمْعُ	وَ	يُوَلُّوْنَ	الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾	بَلِ	السَّاعَةُ
প্রতিরোধ করতে সক্ষম	শীঘ্রই পরাজিত করাহবে	(এই) সংঘবদ্ধ দলকে	এবং	তারা ফিরাবে	পৃষ্ঠ	বরং	কিয়ামত

مَوْعِدُهُمْ	وَ	السَّاعَةُ	اَدْهٰى	وَ	اَمَرُّ ﴿٤٦﴾	اِنَّ	الْمُجْرِمِيْنَ
তাদের নির্ধারিত সময় (বুঝাপড়ার)	এবং	কিয়ামত	বড় ভয়াবহ	ও	তিক্ততর	নিশ্চয়	অপরাধীরা (রয়েছে)

فِيْ	ضَلٰلٍ	وَّ	سُعُرٍ ﴿٤٧﴾
মধ্যে	বিভ্রান্তির	ও	বিকৃতবুদ্ধির মধ্যে

৪২. কিন্তু তারা আমাদের সমস্ত নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষকালে আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম যে ভাবে কোন প্রবল পরাক্রমশালী পাকড়াও করে।

৪৩. তোমাদের কাফেররা কি সেই লোকদের অপেক্ষা ভাল[৬]? কিম্বা আসমানী গ্রন্থটিতে তোমাদের জন্যে কোন ক্ষমা লেখা হয়েছে?

৪৪. অথবা তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা এক সুগঠিত-সুদৃঢ় গণবাহিনী, নিজেদের সংরক্ষণ নিজেরাই সম্পন্ন করে নিব?

৪৫. অতি শীঘ্র এই গণবাহিনী পরাজয় বরণ করবে, এবং এই সব লোককে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যেতে দেখা যাবে।

৪৬. বরং তাদের সাথে বুঝা-পড়া করার জন্যে আসল প্রতিশ্রুত সময় তো হল কিয়ামত এবং তা বড়ই ভয়াবহ এবং অতিশয় তিক্ত মুহূর্ত।

৪৭. এই পাপী-অপরাধী লোকেরা আসলে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং এদের বিবেক-বুদ্ধি তিরোহিত।

৬। কোরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। মর্ম হচ্ছেঃ তোমাদের মধ্যে এমন কি ভাল গুণ আছে– তোমাদের কোন্ সে মানিক লটকানো আছে যে, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করার কারণে যখন অন্য জাতিদের শাস্তি দেয়া হয়েছে তখন তোমরা সেই একই পথ অবলম্বন করলেও তোমাদের শাস্তি দেয়া হবেনা?
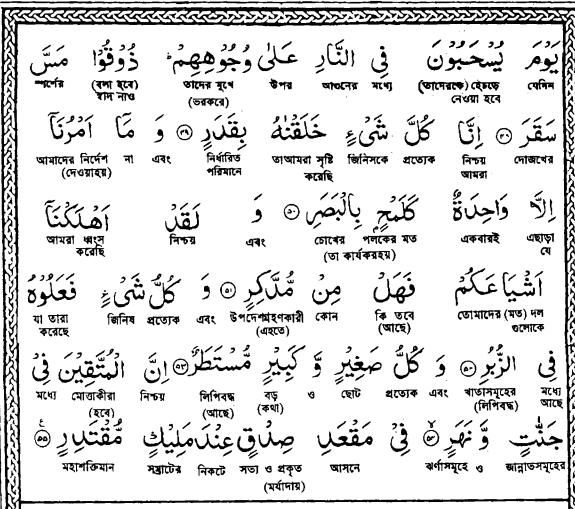
৪৮. যে দিন এরা উল্টোভাবে আগুনে হেচড়ায়ে নিক্ষিপ্ত হবে , সেদিন তাদেরকে বলা হবেঃ এখন আস্বাদন কর জাহান্নামের আগুনের স্বাদ।

৪৯. আমরা প্রত্যেকটি জিনিস একটি তকদীর সহকারে সৃষ্টি করেছি[৭]।

৫০. আর আমাদের সিদ্ধান্ত একটি একক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে এবং নিমেষ মধ্যে তা কার্যকর হয়ে যায়।

৫১. তোমাদের ন্যায় বহু 'কেউ-কেটা'-কে আমরা ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি । তা হলে আছে কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?

৫২. যা কিছু তারা করেছে তা সবই খাতা কলমে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে,

৫৩. এবং সমস্ত ছোট-বড় কথা লিপিবদ্ধ আছে।

৫৪. খোদার নাফরমানী হতে বিরত থাকা লোকেরা নিশ্চিতরূপেই বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে হবে;

৫৫. প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার স্থানে, মহাশক্তিমান সম্রাটের নিকট।

৭। অর্থাৎ দুনিয়ার কোন বস্তুই 'আলালটপ' পয়দা করে দেয়া হয়নি, বরং প্রত্যেক জিনিসের একটি তকদীর, নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ আছে যে অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা সৃষ্টি হয়, একটি বিশেষ আকৃতি প্রাপ্ত হয়, এক বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ করে, এক নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত বাকী থাকে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায়।

সূরা আর্-রহমান

নামকরণঃ প্রথম শব্দটিকেই এ গোটা সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হ'ল এই সেই সূরা যা 'আর-রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও আসল বক্তব্যের সাথে এ নামকরণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এ সূরাটিতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার রহমতের গুণ-পরিচয়ের বাহ্যিক প্রকাশ, প্রতিফল ও নিদর্শনাদিরই ব্যাপক উল্লেখ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল তফসীর বিশারদগণ সাধারণত এ সূরাটিকে মক্কী সূরা বলেছেন। যদিও হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস, ইকরামা ও কাতাদাহ হতে এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে যে, এ সূরাটি মদীনী। কিন্তু এ ব্যক্তিগণ হতে বর্ণিত অপর কিছু কিছু বর্ণনায় এর বিপরীত কথাও বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য মদীনী সূরার পরিবর্তে মক্কী সূরার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধু এই নয়, মূল বক্তব্যের দৃষ্টিতে এ মক্কী জীবনেরও সেই প্রথিমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা বলে মনে হয়। উপরন্তু বহু ক'টি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি মক্কা শরীফেই– হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে– অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে হযরত আসমা বিন্‌তে আবু বকর (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলে করীম (সঃ)-কে হারাম শরীফে কাবা ঘরের সেই কোণের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি, যেখানে হাজরে আস্‌ওয়াদ অবস্থিত। এ সেই সময়ের কথা, যখন পর্যন্ত فاصدع بما تؤمر 'তোমাকে যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তুমি তাহা উদাত্তকণ্ঠে চতুর্দিকে প্রচার করে দাও'– আয়াতটি নাযিল হয়নি। মুশরিক লোকেরা এ নামাযে রসূল করীম (সঃ)-এর মুখে فبای الاء ربکما تکذبان শব্দগুলো শুনছিল। এ হতে জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি সূরা আল-হিজর-এর পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আল-বাযযার ইব্‌নে যরীর, ইব্‌নুল মুন্‌যির, দারে কুতনী (ফিল-আফরাদ), ইবনে মারদুইয়া ও আল-খতীব (ইতিহাস গ্রন্থ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, একবার রসূলে করীম (সঃ) সূরা আর-রহমান নিজে তেলাওয়াত করলেন; কিংবা তাঁর সামনে এ সূরাটি পড়া হ'ল। অতঃপর তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ জ্বিনেরা তাদের খোদার এ প্রশ্নের যে রকম উত্তম জবাব দিয়েছিল, তোমাদের নিকট হতে এ প্রশ্নের সে রকম উত্তম জবাব শুনতে পাইনা কেন? লোকেরা জিজ্ঞাসা করলোঃ তাদের জবাব কি রকমের ছিল? রসূলে করীম (সঃ) বললেনঃ আমি যখন আল্লাহতা'আলার জিজ্ঞাসা.... فبای الاء ربکما تکذبان.....পাঠ করতাম, তখন তারা জবাব প্রসংগে বলে যেতঃ لا بشيء من نعمة ربنا نكذب..'আমরা আমাদের খোদার কোন একটা নিয়ামতও অস্বীকার করি না'। তিরমিযী, হাকিম ও হাফেজ আবু বকর, বাযযার, হযরত জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ হতে প্রায় এ ধরনের কথাই উদ্ধৃত করেছেন। এ বর্ণনাটির বক্তব্য হ'ল– লোকেরা সূরা আর-রহমান শুনে যখন নির্বাক ও চুপ চাপ হয়ে থাকল, তখন নবী করীম (সঃ) বললেনঃ...................................

لقد قراتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم كنت كلما اتيت على قوله فبای الاء ربکما تکذبان قالوا لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد ـ

যে রাতে জ্বিনেরা.. কুরআন শুনবার জন্যে একত্রিত হয়েছিল,আমি সে রাতে এ সূরাটি জ্বিনদেরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তারা এর জবাব তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভালভাবে দিচ্ছিল। আমি যখনই এ কথাটি পাঠ করতামঃ 'হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার বা অসত্য মনে করবে?' তখন তারা এর জবাবে

বলতোঃ 'হে আমাদের পরোয়ারদিগার খোদা! আমরা তোমার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার বা অসত্য মনে করছি না। অতএব সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্যে'।

এ বর্ণনা হতে জানা গেল, সূরা আল-আহকাফ (২৯-৩২নম্বর আয়াত)-এ রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র মুখে জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের যে ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তখন নবী করীম (সঃ) নামাযে সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করছিলেন। এ নবুয়্যত লাভের দশম বছরের ঘটনা। নবী করীম (সঃ) তখন তায়েফ সফর হতে প্রত্যাবর্তন কালে 'নাখলা' নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। যদিও অন্যান্য কিছু কিছু বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, জ্বিনেরা যে রসূলে করীম (সঃ)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করছে, তা তিনি নিজে জানতেন না। বরং পরে আল্লাহতা'আলাই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাঁর কুরআন পাঠ শুনছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা যে ভাবে নবী করীম (সঃ)-কে জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনি তাঁকে এ কথাও জানিয়ে দিয়ে থাকবেন যে, জ্বিনেরা কুরআন শুনার সময় এ জিজ্ঞাসার জবাবে কি বলেছিল– এ কিছু মাত্র ধারণাতীত ব্যাপার নয়।

এ সব বর্ণনা হতে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, সূরা আর-রহমান, সূরা হিজর ও সূরা আহকাফ-এর পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এর পর আর একটা বর্ণনা আমাদের সামনে থাকে। তা হতে জানা যায়, এ মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের মধ্যে একটা। ইব্‌নে ইসহাক হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, একদা সাহাবা-এ-কেরাম (রাঃ) পরস্পর বলাবলি করলেন যে, কুরাইশরা কখনও কাকেও প্রকাশ্যভাবে ও উচ্চ স্বরে কুরআন পড়তে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তাদেরকে একবার আল্লাহর এ পবিত্র কালাম শুনিয়ে দেবে? হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মস'উদ (রাঃ) বললেনঃ আমি এ কাজটি করবো। সাহাবা-এ-কেরাম আশংকা বোধ করলেন যে, তারা কুরআন শুনে হয়ত বাড়াবাড়ি বা অত্যাচার করতে পারে। আমাদের মতে এ কাজটি এমন ব্যক্তির করা উচিত যার বংশ ও পরিবার খুব প্রবল পরাক্রমশালী হবে। তা হলে কুরাইশরা তেমন কিছু বাড়াবাড়ি করলে তার গোটা বংশ ও পরিবারই তার সাহায্যার্থে মাথা তুলে দাঁড়াবে। হযরত 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ আমাকে এ কাজটি করতে দাও, আল্লাহই আমার রক্ষক। অতঃপর কিছুটা বেলা হলে তিনি হারাম শরীফে প্রবেশ করলেন। কুরাইশ-সরদাররা এ সময় সেখানে নিজের নিজের মজলিস বেশ জমিয়ে বসেছিল। হযরত 'আবদুল্লাহ মাকামে ইবরাহীম-এ পৌছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করা শুরু করে দিলেন। কুরাইশের লোকেরা প্রথমে ভাবতে চেষ্টা করলো, 'আবদুল্লাহ কি বলছে। পরে তারা যখন টের পেয়ে গেল যে, এ সেই কালাম, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা খোদার কালামরূপে পেশ করছেন, তখন তারা হযরত 'আবদুল্লাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা তাঁর মুখের উপর থাপ্পড় মারতে শুরু করলো। কিন্তু হযরত 'আবদুল্লাহ কিছুমাত্র পরোয়া করলেন না। এক দিকে তাঁকে পিটান হচ্ছিল, অন্যদিকে তিনি কুরআন পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দেহে যতক্ষণ জীবনী শক্তি অবশিষ্ট থাকল, ততক্ষণ তিনি তাদেরকে কুরআন শুনিয়ে যেতে থাকলেন। শেষ কালে তিনি যখন তাঁর আহত ক্ষতবিক্ষত ও ফুলে উঠা মুখমন্ডল নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন, তখন সংগী-সাথীরা বললেন, আমরা তো এরই ভয় করছিলাম। তিনি জবাবে বললেন, খোদার এ দুশমনরা আজকের তুলনায় আমার জন্য অধিক গুরুত্বহীন আর কখনও ছিল না। তোমরা বললে আমি আবার তাদেরকে কুরআন শুনাব। সকলে বললেন, না আর নয়, এ পর্যন্তই যথেষ্ট। তারা যা শুনতে চায় না, তুমি তো তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছ (সীরাতে ইবনে হিসাম, ১মখন্ড, ৩৩পঃ)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ কুরআন মজীদের এই একটি সূরাই এমন যাতে মানুষের সংগে সংগে পৃথিবীতে দ্বিতীয় ইচ্ছা-ক্ষমতা সম্পন্ন জীব জীনদেরকেও সরাসরিভাবে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। আর উভয়কেই আল্লাহতা'আলার কুদরাতের পরিপূর্ণতা, অপরিসীমতা, তাঁর সীমা-শেষহীন দয়া-অনুগ্রহ, তাঁর মুকাবিলায় এদের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব এবং তাঁর নিকট এদের জবাবদিহি করার চেতনা ও অনুভূতি জাগিয়ে খোদার না-ফরমানি করার অতীব সাংঘাতিক পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। সে সংগে খোদানুগত্য করার অতীব উত্তম ও কল্যাণময় ফল অবহিত করা হয়েছে। অবশ্য কুরআন মজীদে আরও কয়েকটা স্থানে এমন সুস্পষ্ট কথা-বার্তা রয়েছে যার দরুন মনে হয় যে, জ্বিনও মানুষের মতই স্বাধীন ইচ্ছা-ক্ষমতা সম্পন্ন এবং জবাবদিহি করতে বাধ্য জীব; আল্লাহর সাথে কুফরী করা, ঈমান আনা, তাঁর আনুগত্য করা ও নাফরমানী করা– এই উভয় ধরনের কাজের স্বাধীনতা তাদের রয়েছে এবং তাদের মধ্যেও মানব-সমাজের মতই কাফের-মু'মীন, অনুগত– নাফরমান উভয় ধরনের 'লোক' রয়েছে। নবী রসূল এবং আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণকারী গোষ্ঠী তাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু এই সূরাটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রসূলে করীম (সঃ) ও কুরআন মজীদের দা'ওয়াত জ্বিন ও মানুষ উভয়ের জন্যই উপস্থাপিত হয়েছে এবং রসূলে করীম (সঃ)-এর রিসালত কেবলমাত্র মানুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়।

সূরার সূচনায় তো কেবলমাত্র মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা পৃথিবীর খিলাফত মানুষই পেয়েছে, খোদার নবী-রসূল মানুষের মধ্য হতেই এসেছেন, খোদার কিতাবসমূহ মানুষের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পরে ১৩ নম্বর আয়াত হতে মানুষ ও জ্বিন উভয়কে সমানভাবেই সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে এই দা'ওআত পেশ করা হয়েছে। সূরার মূল বক্তব্য ছোট ছোট বাক্যে একটা বিশেষ পরম্পরা ও বিন্যাস সহকারে পেশ করা হয়েছেঃ

১-৪ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এ কুরআনের সব কিছুই আল্লাহতা'আলার নিকট হতে এসেছে। এ আদর্শ শিক্ষা দ্বারা মানব জাতির হেদায়াতের ব্যাবস্থা করে দেয়া আল্লাহতা'আলার মূল রহমতেরই অনিবার্য দাবী। কেননা মানুষকে এক সচেতন ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব হিসেবে তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

৫-৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, বিশ্বলোকের সমগ্র ব্যবস্থা আল্লাহতা'আলার আনুগত্যের ভিত্তিতে চলছে। পৃথিবী ও সমগ্র আকাশমন্ডলের সমস্ত জিনিসই আল্লাহর বিধানের অধীন ও অনুগত। এখানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও খোদায়ী চলছে না।

৭-৯ নম্বর আয়াতে অন্য একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তা হ'ল এই যে, আল্লাহতা'আলা বিশ্বলোকের এ গোটা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ভারসাম্যতা সহকারে 'ইনসাফের' উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ বিশ্বব্যবস্থার প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাতে বসবাসকারী সকলকেই নিজেদের ইচ্ছামূলক কাজের সীমার মধ্যেও 'মূল ইনসাফ ও সুবিচার-নীতি'র উপর অবিচল হয়ে থাকবে এবং ভারসাম্যকে কোনক্রমেই চূর্ণ বা ক্ষুন্ন করবে না।

১০-২৫ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে আল্লাহতা'আলার কুদরত ও বিস্ময়কর কার্যকলাপের কথা বলার সংগে সংগে মানুষ ও জ্বিন যে সব নিয়ামত সামগ্রী ভোগ করছে তার দিকেও ইংগিত করা হয়েছে।

২৬-৩০ নম্বর পর্যন্তকার আয়াত ক'টিতে মানুষ ও জ্বিন উভয়কেই একটা মহাসত্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তা এই যে– এ বিশ্বলোকে এক খোদা ছাড়া চিরন্তন ও শাশ্বত সত্তা আর কেউ নেই, কিছু নেই। আর ক্ষুদ্র হতে বিরাটাকারের কোন সত্তাই এমন নেই যা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অপরিহার্য দ্রব্যাদি পাওয়ার জন্যে প্রতিমূহূর্ত খোদার মুখাপেক্ষী নয়। পৃথিবী হতে নভোমন্ডল পর্যন্ত দিনরাত যা কিছুই হচ্ছে, ঘটছে, তা সবই একমাত্র আল্লাহর কার্যকারিতার দরুনই সুসম্পন্ন হচ্ছে।

৩১-৩৬ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে এই উভয় শ্রেণীর সত্তাকে সাবধান করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের নিকট জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব নেয়া হবে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে; সে দিন মোটেই দূরে নয়। এই হিসাব-নিকাশ দেয়া ও জবাবদিহি করা হতে তোমরা কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। খোদার খোদায়ী শক্তি তোমাদেরকে চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। তা হতে বের হয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কোন সাধ্যই তোমাদের নেই। তাঁর এই বেষ্টন ও বন্ধন হতে পালিয়ে যেতে পার মনে করে যদি তোমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাক, তাহলে একবার পালিয়ে গিয়ে দেখাও না, পরিণতিটা কি হয় তা তখনই বুঝতে পারবে।

৩৭-৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, এ জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ কিয়ামতের দিনই অনুষ্ঠিত হবে।

৩৯-৪৫নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে দুনিয়ায় আল্লাহর না-ফরমান জ্বিন ও মানুষের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

আর ৪৬ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কথা বলা হয়েছে। এ নিয়ামত সে সব মানুষ ও জ্বিনদেরকে দেয়া হবে যারা দুনিয়ায় তাকওয়া-পরহেযগারীমূলক জীবন-যাপন করেছে এবং একদিন খোদার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, এ কথা মনে করে ও মনে রেখে কাজ করেছে।

এই গোটা সূরাই ভাষণ ও সম্বোধনমূলক বক্তৃতার ভাষায় রয়েছে। এ এক অত্যন্ত আবেগময়ী ও অতি উচ্চভাব সম্পন্ন ভাষণ। এতে আল্লাহতা'আলার শক্তি ও কুদরতের এক একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের মধ্য হতে এক একটি নিয়ামত, তাঁর সর্বাত্মক আধিপত্য ও মহাপরাক্রমশীলতার বহিঃপ্রকাশের এক একটি প্রকাশের এবং তাঁর শাস্তিদান ও পুরস্কার দানের বিস্তারিতরূপ হতে এক একটি জিনিস উল্লেখ পূর্বক জ্বিন ও মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতটির آلَاءِ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এ ভাষণের বিভিন্ন স্থানে এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জ্বিন ও মানুষের নিকট জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নটি ক্ষেত্র ও স্থান বিশেষে এক-একটা বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য পেশ করে।

رُكُوْعَاتُهَا ٣ — (٥٥) سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ — اٰيَاتُهَا ٧٨

তিন রুকূ — মক্কী আর রহমান সূরা (৫৫) — আটাত্তর আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীবমেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরুকরছি)

الْبَيَانَ ④	عَلَّمَهُ	الْاِنْسَانَ ③	خَلَقَ	الْقُرْاٰنَ ②	عَلَّمَ	اَلرَّحْمٰنُ ①
ভাব প্রকাশ করতে	তাকে শিখিয়েছেন	মানুষদেরকে	তিনি সৃষ্টি করেছেন	(এই) কুরআন	শিক্ষাদিয়েছেন	অশেষ দয়ালু (আল্লাহ)

الشَّجَرُ	وَ	النَّجْمُ	وَّ	بِحُسْبَانٍ ⑤	الْقَمَرُ	وَ	اَلشَّمْسُ
গাছপালা	ও	তারকা	এবং	হিসাব মত (চলছে)	চন্দ্র	ও	সূর্য

اَلَّا	الْمِيْزَانَ ⑦	وَضَعَ	وَ	رَفَعَهَا	السَّمَآءَ	وَ	يَسْجُدٰنِ ⑥
(ঐকান্তিক দাবি) না যেন	মানদন্ড	স্থাপন করে ছেন	ও	তা সমুন্নত করেছেন	আকাশকে	এবং	উভয়ে সিজদারত

لَا	وَ	بِالْقِسْطِ	الْوَزْنَ	اَقِيْمُوا	وَ	الْمِيْزَانِ ⑧	فِي	تَطْغَوْا
না	এবং	ন্যায্যভাবে	ওজন	তোমরাপ্রতিষ্ঠা কর	এবং	মানদন্ডে		তোমরাসীমা লংঘনকর

الْمِيْزَانَ ⑨	تُخْسِرُوا
দাড়িপাল্লায়	তোমরা কম দিয়ো

রুকূঃ১

১-২. অতি বড় মেহেরবান (খোদা) এই কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. তিনিই মানুষদের সৃষ্টি করেছেন।

৪. এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।

৫. সূর্য ও চন্দ্র একটা হিসাব অনুসরণে বাধ্য

৬. এবং তারকা ও গাছপালা সিজদায় অবনত[১],

৭. আকাশমন্ডলকে তিনি উচ্চ-উন্নত করেছেন এবং মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন[২]-

৮. ইহার ঐকান্তিক দাবী এই যে, তোমরা মানদন্ডে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না।

৯. সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন কর এবং পাল্লায় দাঁড়ি বাকা করো না[৩]।

১। অর্থাৎ অনুগত, আল্লাহর আদেশ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হয়না।

২। প্রায় সমস্ত তফসীরকার এখানে 'মীযান' (তুলাদন্ড)-এর অর্থ ন্যায় বিচার গ্রহণ করেছেন; এবং মীযান কায়েম করার অর্থ তারা এই বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহতা'আলা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থাকে ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

৩। অর্থাৎ যেহেতু তোমরা এক ভারসাম্য বিশিষ্ট বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করছো - যার সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেজন্যে তোমাদেরও ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। যে সীমারেখার মধ্যে তোমাদের স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে যদি তোমরা অন্যায়-অবিচার কর, তবে তোমাদের পক্ষে তা হবে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি বিদ্রোহ।

১০. পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্যে বানিয়েছেন।

১১. তাতে সকল প্রকারের বিপুল পরিমাণের সুস্বাদু ফল রয়েছে, খেজুর গাছ রয়েছে, উহার ফল আবরণে আচ্ছাদিত।

১২. রকম বেরকমের শস্য , উহাতে ভূষিও হয় এবং দানা হয়।

১৩. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামত সমূহকে[৪] অসত্য মনে করবে?

১৪.মানুষকে তিনি মাটির ঢিলের ন্যায় পচা শুষ্ক গারা হতে বানিয়েছেন।

১৫. আর জ্বিনকে আগুনের শিখা হতে সৃষ্টি করেছেন।

১৬. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তুমি তোমার খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

১৭. উভয় উদয়স্থল এবং অস্তস্থল[৫]- সব কিছুরই মালিক ও পরোয়ারদিগার তিনিই।

১৮. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে মিথ্যা মনে করবে?

৪। মূলে آلاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন স্থানে এর মর্ম বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছি। এর অর্থ নিয়ামতসমূহও হয়, শক্তির মহিমার পূর্ণতাও হয় এবং প্রশংসনীয় গুণরাজিও হয়। পূর্বাপর প্রসংগ অনুযায়ী যেখানে যে মর্ম গ্রহণ সমীচীন সেখানে সেই মর্ম গ্রহণ করতে হবে।

৫। 'উভয় উদয়স্থল এবং অস্তস্থল- 'দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম'- এর অর্থ শীতকালের সব থেকে ছোট দিন ও গ্রীষ্মকালের সব থেকে বড় দিনের পূর্ব (উদয়স্থল), পশ্চিম (অস্তস্থল) হতে পারে এবং পৃথিবীর দুই গোলার্ধের পূর্ব ও পশ্চিমও হতে পারে।
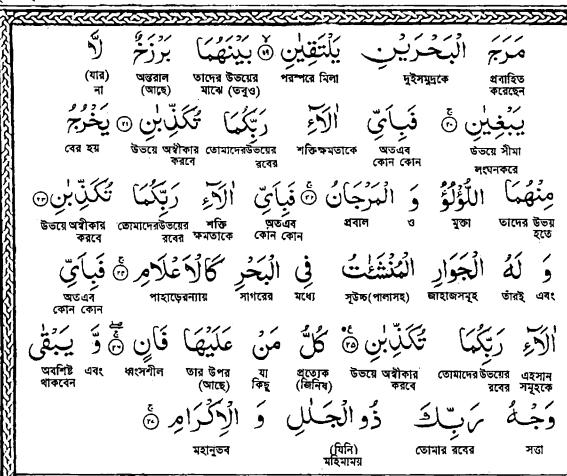
১৯. দুটি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পর মিলিত হয়।

২০. তা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা সেই দুটি অতিক্রম বা লংঘন করে না।

২১. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার শক্তি-ক্ষমতার কোন্ কোন্ কার্যকলাপকে অস্বীকার করবে?

২২. এসব সমুদ্র হতে মণি মুক্তা ও প্রবাল বের হয়।

২৩. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার শক্তি-ক্ষমতার কোন্ কোন্ অসামান্যতাকে অস্বীকার করবে?

২৪. আর এ জাহাজ তাঁরই, যা সমুদ্র সমূহে পর্বতের ন্যায় উচু হয়ে রয়েছে।

২৫. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দয়া-অনুগ্রহকে অবাস্তব মনে করবে?

রুকুঃ২

২৬. প্রত্যেকটি জিনিষ– যা পৃথিবীতে রয়েছে ধ্বংসশীল।

২৭. এবং কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান গরিয়ান খোদার মহান সত্ত্বাই অবশিষ্ট থাকবে।
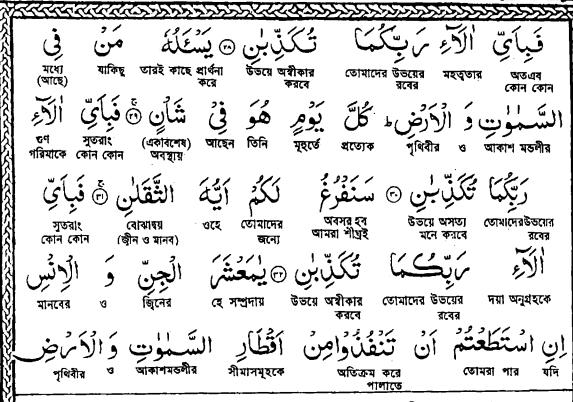
২৮. কাজেই হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ মহত্ত্বতার মিথ্যা মনে করবে?

২৯. আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রয়োজন তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তিনি নব মহিমায় বিরাজ করেন[৬]।

৩০. অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ গুণ-গরিমাকে অসত্য মনে করবে?

৩১. হে পৃথিবীর বোঝারা[৭], অতি শীঘ্রই আমরা তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পূর্ণ অবসর সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছি[৮]।

৩২. (তখন দেখব) তোমরা তোমাদের খোদার কোন কোন দয়া অনুগ্রহকে অস্বীকার কর।

৩৩. হে জ্বিন ও মানুষের দল! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমন্ডলের সীমানা লংঘন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হও,

৬। অর্থাৎ সব সময়ে এই বিশ্ব-কারখানার মধ্যে তাঁর কার্যকারিতার এক সীমাহীন পরম্পরা জারী আছে, এবং তিনি সীমাহীন অসংখ্য বস্তু নূতন নূতন ভংগী, আকৃতি ও গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর দুনিয়া কখনো একই অবস্থায় নেই, প্রতি মুহূর্তে তার অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং তার স্রষ্টা প্রতিবারে তাকে এক নূতন আকারে সংগঠন করছেন, যা পূর্ববর্তী সমস্ত আকার থেকে ভিন্ন।

৭। মূলে ثقل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাহনের উপর চাপানো বোঝাকে ثقلن বলে। ثقلن এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'দুই চাপানো বোঝা'। এখানে এ শব্দ জ্বিন (দানব) ও মানুষকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে; কেননা এরা উভয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত হয়েছে। এবং সম্বোধন বিশ্বপ্রভূর অবাধ্য জ্বিন ও মানুষদের করা হয়েছে– অর্থাৎ যেন ভূপৃষ্ঠের স্রষ্টা নিজ সৃষ্টির এই দুই অযোগ্য দলকে নির্দেশ করে বলেছেনঃ হে জ্বিন ও মানুষের দল– তোমরা যারা আমার পৃথিবীর বোঝা স্বরূপ হয়ে আছো সত্ত্বর আমি তোমাদের খবর নেয়ার জন্যে অবকাশ গ্রহণ করছি।

৮। এর মর্ম এই নয় যে– এ সময় আল্লাহতা'আলা এত ব্যস্ত আছেন যে এই অবাধ্য বান্দাহদের কৈফিয়ত নেয়ার তাঁর অবকাশই মিলছে না; বরং এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে– আল্লাহতা'আলা এ জন্যে এক সময় সূচী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে অনুসারে মানুষ ও জ্বিনের শেষ বিচারের সময় এখনো আসেনি।
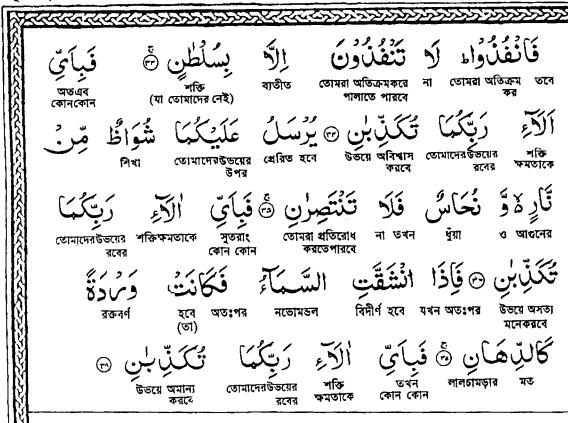
তবে পালিয়ে দেখ-না, পালিয়ে যেতে পার না, সে জন্যে তো খুব বেশী শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন[৯]।

৩৪. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে তোমরা অস্বীকার করবে?

৩৫. (পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে) তোমাদের উপর আগুনের শিখা ও ধূঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে, তোমরা যার মুকাবেলা করতে পারবে না।

৩৬. হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে অসত্য মনে করে অস্বীকার করবে?

৩৭. (অতঃপর কি হবে তখন) যখন নভোমন্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে[১০] ও লাল চামড়ার মত রক্তবর্ণ ধারণ করবে?

৩৮. হে জ্বিন ও মানুষ! (তখন) তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ মহাশক্তিকে অমান্য করবে?

৯। 'যমীন' ও 'আসমান' -এর অর্থ বিশ্ব-জগৎ বা অন্য কথায় খোদার খোদাত্ব। আয়াতের মর্ম হচ্ছে- খোদার পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যে নেই। খোদার যে বিচারের সংবাদ তোমাদের দেয়া হচ্ছে তার সময় এলে তোমরা যেখানেই যে অবস্থায় থাকনা কেন, তোমাদেরকে ধৃত করে আনা হবে। এ পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে হলে তোমাদেরকে খোদার খোদায়ী থেকে পালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি নিজেদের মনে এরূপ শক্তির দম্ভ তোমাদের থাকে, তবে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে একবার দেখ না!

১০। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ আকাশের বন্ধন খুলে যাওয়া, বিশ্ব-শৃঙ্খলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া।
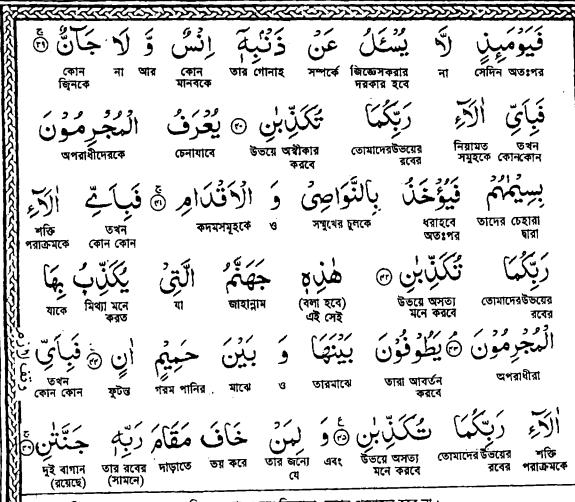
৩৯. সেদিন কোন মানুষ ও কোন জ্বিনকে তার গুনাহ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না।

৪০. (তখন দেখা যাবে) তোমরা উভয় সম্প্রদায় নিজেদের খোদার কোন্ কোন্ দয়া অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পার?

৪১. অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দিয়েই পরিচিত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে হেঁচড়ায়ে টেনে নেয়া হবে।

৪২. সেই সময় নিজেদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি পরাক্রমকে অসত্য মনে করবে?

৪৩. (তখন বলা হবে) ইহাই সেই জাহান্নাম, অপরাধী পাপীরা যাকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল।

৪৪. সেই জাহান্নাম ও টগ্‌বগ্ করে ফুটন্ত উত্তপ্ত পানির মধ্যে তারা আবর্তন করতে থাকবে।

৪৫. তাহলে তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ শক্তি পরাক্রমকে অবিশ্বাস করবে?

রুকূঃ৩

৪৬. আর খোদার সামনে পেশ হবার ভয় পোষণ করে এমন[১১] প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যেই দুখানি বাগান রয়েছে।

১১। যে দুনিয়াতে ভয় করে জীবন-যাপন করেছে এবং এই বুঝে কাজ করেছে যে একদিন আমাকে নিজের প্রভুর সমনে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের কাজের হিসাব দান করতে হবে।

تُكَذِّبٰنِ ৫৫ উভয়ে অস্বীকার করবে
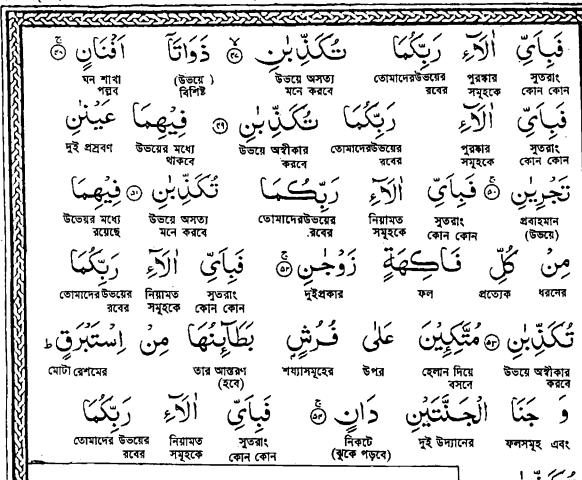
৪৭. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কার তোমরা অস্বীকার করবে?
৪৮. সবুজ সতেজ ডাল-পালায় ভরপুর।
৪৯. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কারকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে?
৫০. দুটি বাগানে দু'ধারা সদা প্রবহমান,
৫১. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৫২. উভয় বাগানে প্রত্যেকটি ফলের দু'টি রকম হবে[১২]।
৫৩. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৫৪. জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস লাগিয়ে বসে থাকবে যার আস্তরণ মোটা রেশমের তৈরী হবে আর বাগানের ডাল-পালা ফলের ভারে ঝুঁকে পড়া থাকবে।
৫৫. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

১২। এর এক অর্থ হতে পারেঃ দুটি উদ্যানের ফলের প্রকৃতি অনন্য হবে। একটি উদ্যানে গেলে দেখা যাবে শাখা-প্রশাখা এক প্রকৃতির ফলভারে ভারাক্রান্ত, তো দ্বিতীয় উদ্যানে গেলে দেখা যাবে তার ফলের প্রকৃতি ভিন্নরূপ। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারেঃ উভয় উদ্যানের প্রত্যেকটিতে এক প্রকারের ফল থাকবে যা পরিচিত, দুনিয়াতে সে ফল জানা ছিল, স্বাদে তা পার্থিব ফল থেকে যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন। এবং দ্বিতীয় প্রকার ফল হবে অসাধারণ, দুনিয়াতে যা কখনো তাদের স্বপ্নে এবং কল্পনায়ও দেখা দেয়নি।

৫৬. এই নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাবনত-নয়না[১৩] ললনারাও থাকবে– তাদেরকে এই জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শও করেনি[১৪]।

৫৭. তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে অসত্য মনে করবে?

৫৮. তারা এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মুক্তা।

৫৯. তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে?

৬০. শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে?
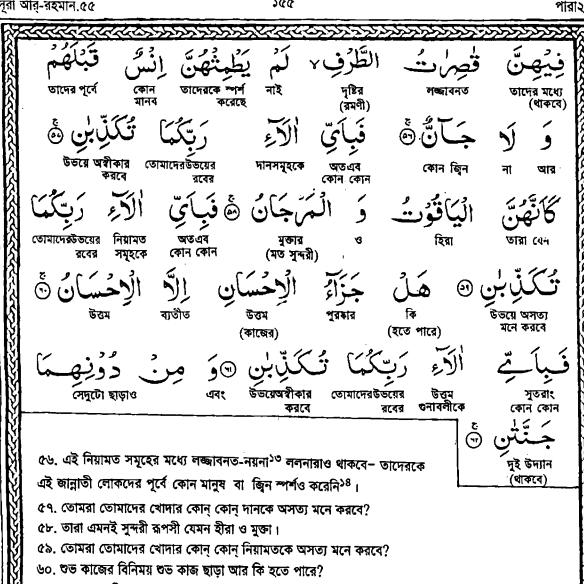
৬১. তাহলে হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন কোন উত্তম গুণাবলীকে অসত্য মনে করবে?

৬২. আর সেই দু'টি বাগান ছাড়াও আরো দু'টি বাগান হবে[১৫]।

১৩। নারীর আসল সৌন্দর্য হচ্ছে বে-সরম ও প্রগলভ না হওয়া– তার চক্ষুতে লজ্জা থাকা। এই কারণে আল্লাহতা'আলা জান্নাতের নেয়ামত সমূহের মধ্যে নারীর উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের নয় বরং তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। রূপবতী নারীগণ তো যৌথ ক্লাবে ও সিনেমা স্টুডিওতেও জমা হতে পারে এবং রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় তো বেছে বেছে এক এক করে রূপবতী নারীদের নিয়ে আসা হয়; কিন্তু কু-রুচি ও কু-স্বভাব বিশিষ্ট লোকেরাই মাত্র তাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। সে রূপ ও সৌন্দর্য কোন সম্ভ্রমশীল মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করতে পারে না যা প্রতিটি কু-দৃষ্টিকে দৃষ্টি-পাতের আমন্ত্রন জানায় ও প্রতিটি অংকের শোভা বর্ধন করতে প্রস্তুত।

১৪ এর থেকে জানা গেল জান্নাতে সৎ মানুষদের ন্যায় সৎ জ্বিনও প্রবেশ করবে। মানুষের জন্যে মানবী স্ত্রী লোক ও জ্বিনদের জন্যে থাকবে জ্বিন জাতীয় নারী এবং আল্লাহর কুদরতে (শক্তি মহিমায়) সকলকে কুমারী করে দেওয়া হবে।

১৫। সম্ভবতঃ প্রথম দুই উদ্যান বাসস্থান ও দ্বিতীয় দুই উদ্যান প্রমোদ-ক্ষেত্র হবে।
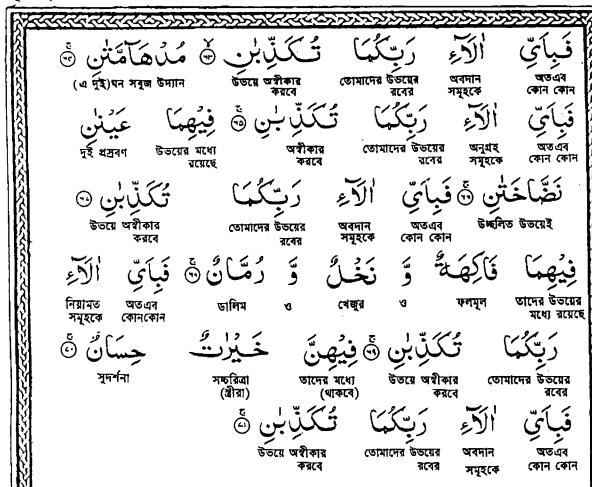
৬৩. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৬৪. ঘন সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল সতেজ বাগান।
৬৫. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে?
৬৬. দু'টি বাগানে দু'টি ধারা ঝর্ণার মত উৎক্ষিপ্তমান।
৬৭. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অবদানকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে?
৬৮. তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও ডালিম থাকবে।
৬৯. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে?
৭০. এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীরা।
৭১. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে?
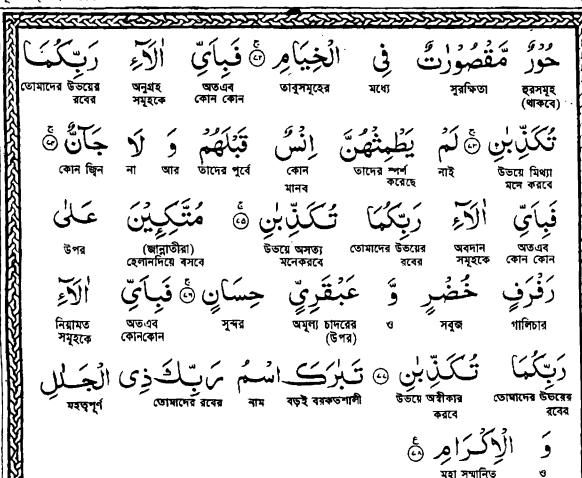
৭২. তাঁবু সমূহের মধ্যে সুরক্ষিত হুররাও থাকবে[১৬]।
৭৩. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে?
৭৪. এই বেহেশ্‌তী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন তাদেরকে স্পর্শও করেনি।
৭৫. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে?
৭৬. এই জান্নাতবাসী লোকরা সবুজ গালিচা এবং সুন্দর ও অমূল্য চাদরের উপর ঠেস লাগিয়ে বসবে।
৭৭. তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে অস্বীকার করবে?
৭৮. বড়ই বরকতশালী মহান মহাসম্মানিত মাহাত্মপূর্ণ তোমার খোদার নাম।

১৬। তাঁবুর মর্ম সম্ভবতঃ সেই রকমের শিবির, রাজ-রাজণ্যদের জন্য যা ভ্রমণ স্থলে স্থাপন করা হয়। ভ্রমণ ক্ষেত্রগুলির স্থানে স্থানে তাঁবু স্থাপিত থাকবে, যেখানে হুরগণ (পবিত্রা স্বর্গীয়া রমণীগণ) তাঁদের ভোগ ও আনন্দ বর্ধনের উপকরণ স্বরূপ অবস্থান করবে।

সূরা আল-ওয়াকে'আ

নামকরণঃ প্রথম আয়াতের الواقعة-কেই গোটা সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ সূরাসমূহের নাযিল হওয়ার পরম্পরা পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তাতে তিনি বলেছেন- প্রথমে সূরা ত্বা-হা নাযিল হয়েছে, তার পর আল-ওয়াকে'আ, তারপর আশ্-শুরা (আল্-ইতকান সুয়ূতী)। ইকরামাও এই পরম্পরাই বলেছেন (বায়হাকী, দালায়েলুন্নবুয়াত)।

ঐতিহাসিক ইব্নে হিশাম, ইব্নে ইসহাক হতে হযরত উমরের ঈমান গ্রহণের যে কাহিনী ও বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তা হতেও উপরোক্ত পরম্পরার কথা জানা যায়। সে কাহিনীতে বলা হয়েছে, হযরত উমর (রাঃ) যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে সূরা ত্বা-হা পড়া হচ্ছিল। তার পদধ্বনি শুনতে পেয়ে পাঠরত লোকেরা কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ লুকিয়ে ফেললেন। হযরত উমর প্রথমে তো তাঁর ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন! বোন যখন তাঁকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলেন তখন তিনি তাঁকেও মারধোর করলেন। এর ফলে তাঁর (বোনের) মাথা ফেটে গেল। বোনের রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে হযরত উমর (রাঃ) খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তিনি বললেনঃ আমাকে সে 'সহীফা' দেখাও যা তোমরা লুকিয়ে ফেলেছ। তাতে কি লেখা আছে তা একবার দেখিই না! বোন বললেনঃ আপনি শিরকী আকীদার কারণে অপবিত্রঃ وانه لا يمسها الا الطاهر কুরআনের এ সহীফা কেবল মাত্র পবিত্র লোকই ছুঁতে ও ধরতে পারে। এই কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) গোসল করলেন ও পরে সেই সহীফাখানি হাতে নিয়ে পাঠ করলেন।

এ বিবরণ হতে জানা যায়, এ সময় অর্থাৎ- হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই- সূরা 'আল-ওয়াকে'আ' নাযিল হয়েছিল। কেননা لا يمسه الا المطهرون আয়াতাংশটি তো এ সূরাতেই রয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) হাবশায় হিজরত করে যাওয়ার ঘটনার পর নবুয়্যতের ৫ম বর্ষে ঈমান এনেছিলেন,এ তো ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ পরকাল, তওহীদ ও কুরআন মজীদ সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের মনে যে সব সন্দেহ ও সংশয় ছিল তার প্রতিবাদ করাই হ'ল এ সূরাটির বিষয়বস্তু। কোন দিন কিয়ামত হবে, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের বর্তমান গোটা ব্যবস্থাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর সমস্ত মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে, তাদের হিসাব-নিকাশ হবে, নেক্কার মানুষকে জান্নাতের বাগ-বাগিচায় থাকতে দেয়া হবে এবং পাপী গুনাহগার মানুষ দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে- এ সব কথাই তাদের নিকট খুব বেশী অবিশ্বাস্য ছিল। তারা এসব কথার প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস স্থাপন করতেই প্রস্তুত ছিল না। তারা বলতোঃ এ সবই কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন কথা-বার্তা। এ বাস্তবায়িত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

এ সূরায় তাদের এ সব কথার জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বস্তুতই যখন কিয়ামতের এ ঘটনা সংঘটিত হবে, তখন তো আর কেউ বলতে পারবে না যে, এ সংঘটিত হয়নি। তাকে সংঘটিত হতে কেউ বাধাও দিতে পারবে না, ঘটনাকে অ-ঘটনা বানিয়ে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। সে সময় সমস্ত মানুষ অনিবার্যভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ভাগের লোক 'সাবেকীন'- সেই প্রাথমিক পর্যায়ের লোকরূপে গণ্য হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোক হবে সব 'সালেহীন'- নেক্কার, সৎকর্মশীললোক; আর তৃতীয় ভাগে গণ্য হবে সে সব লোক, যারা পরকাল অবিশ্বাস করেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত কুফরী, শিরক ও বড় বড় গুনাহে দারুনভাবে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এ তিন শ্রেণীর সাথে যেরূপ আচরণ ও ব্যবহার হবে ৭-৫৬ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এর পর ৫৭-৭৪ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে তওহীদ ও পরকাল- ইসলামের এ দুটি মৌলিক বিশ্বাসের

সত্যতা-যথার্থতা প্রমাণের দলীলাদি ক্রমাগত ভাবে পেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের অন্যান্য সমস্ত জিনিস বাদ দিয়ে মানুষের নিজের সত্তা ও অস্তিত্বের প্রতি, তার খাদ্য-পানীয়ের প্রতি, খাদ্য রান্না করার মাধ্যমে আগুনের প্রতি লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাকে একটি কঠিন প্রশ্ন সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশ্নটি হ'ল এই যে- খোদার সৃষ্টির কারণে- হে মানুষ তুমি অস্তিত্বশীল, যার দেয়া জীবন-সামগ্রী ও উপকরণে তুমি লালিত-পালিত, তাঁর আনুগত্য না ক'রে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী হওয়া কিংবা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর বন্দেগী ও দাসত্ব গ্রহণ করা- পালন করার তোমার কি অধিকার আছে? তিনি এক বার তোমাকে অস্তিত্বদান করার পর এমন অক্ষম ও সামর্থ্যহীন হয়ে পড়েছেন যে, পুনরায় তোমাকে অস্তিত্ব দিতে চাইলেও তা তিনি করতে পারবেন না এমন কথা তুমি তাঁর সম্পর্কে কেমন করে ভাবতে পারলে?

৭৫-৮২নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে মক্কার কাফেরদের মনে কুরআন সম্পর্কিত পুঞ্জীভূত যাবতীয় সন্দেহের প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদেরকে এরূপ বলে সচেতন বানাতে চেষ্টা করা হয়েছেঃ হে হতভাগারা! এতো তোমাদের প্রতি আল্লাহতা'আলার একটি অতীব বড় ও মহা মূল্যবান নিয়ামত। এ নিয়ামতের প্রতি তোমরা নিজেদের করণীয়রূপে এ আচরণ গ্রহণ করেছ যে, তোমরা একে অসত্য মনে করতে থাকছ এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ। কুরআনের সত্যতা পর্যায়ে দুটো সংক্ষিপ্ত বাক্য বলা হয়েছে ও তাতে দুটো তুলনাহীন প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তা এই যে, এ কুরআনে যদি কেউ চিন্তা-গবেষণা চালায়, তাহলে সে দেখতে পাবে, এতেও সেরূপ দৃঢ় সুসংবদ্ধ শৃংখলা-ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন আকাশ-বিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝে রয়েছে এক সুদৃঢ় শৃংখলা-ব্যবস্থা আর এ জিনিসই অকাট্য ভাবে প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থের রচয়িতাও সে মহান খোদাই, যিনি বিশ্বলোকে নিহিত নিয়ম-শৃংখলা ব্যবস্থা কার্যকর করেছেন। এরপর কাফেরগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, এই কিতাব খানি সেই নিয়তি লেখনীতে উৎকীর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত যা সৃষ্টিকুলের হস্তক্ষেপ ও হাত সাফাইর পরিধি-পরিসীমার আওতা-বহির্ভূত। তোমরা হয়ত মনেকর, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট শয়তান এ কুরআন আনয়ন করে। অথচ 'লওহে মাহফুজ' হতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যে মাধ্যমে এ কুরআন পৌঁছায়, তাতে পবিত্র-আত্মা ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কারও এক বিন্দু হস্তক্ষেপেরও সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই।

সূরার শেষের দিকে মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তুমি যতই হাঁক-ডাক ছাড় না কেন এবং স্বীয় স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার অহংকার-অহমিকায় পড়ে প্রকৃত মহাসত্যকে তুমি যতই উপেক্ষা-অবজ্ঞা করতে থাক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তে তোমার বিবেক-চক্ষু অবশ্যই উন্মীলিত হবে, মৃত্যু যন্ত্রণাই তোমার বিবেকের বদ্ধ কপাট খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ সময় তুমি নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়বে। কেউ নিজের মা-বাপকে বাঁচাতে পারেনা, কেউ নিজের প্রিয়তম কলিজার টুকরা সন্তানদেরকেও বাঁচাতে পারনা; কেউ নিজের অনুসারী, অগ্রনেতা বা প্রিয়তম রাষ্ট্রনায়কগণকেও বাঁচাতে সক্ষম হয় না। প্রত্যেকেই এবং সকলেই তোমার চোখের সামনে মরে যায়। তুমি নীরব-নিষ্ক্রিয় হয়ে শুধু দেখতেই থাক- করবার মত কিছুই তোমার থাকে না। কোন উচ্চতর প্রশাসক তোমার উপর নেই- এটাই যদি সত্য হয়, দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আর কেউ নেই- তোমার এ অহংকারও যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তা হলে কোন মরে যাওয়া ব্যক্তির প্রাণ তুমি ফিরিয়ে আন না কেন'?............না তা করার কোন ক্ষমতাই তোমার নেই। এ ব্যাপারে তুমি নিতান্তই অসহায়। অনুরূপভাবে খোদার জিজ্ঞাসাবাদ করা, হিসাব-নিকাশ লওয়া ও তার ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার দানকে প্রতিরোধ করা- হতে না দেওয়াও তোমার সাধ্যের সম্পূর্ণ বাইরে। তুমি মানো আর নাই মানো, মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় জীবনের পরিণতি সুস্পষ্ট দেখতে পাবে। নিকটবর্তী লোকদের মধ্যে হলে তাদের পরিণতি দেখতে পাবে, সালেহীন-নেককার পুণ্যশীলদের মধ্যে হলে তাদের পরিণতি দেখতে পাবে। আর মিথ্যা মনে করেছে যারা তাদের মধ্যে হলে এরূপ অপরাধীদের জন্য যে পরিণতি, তাই সে দেখতে পাবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারবে না কোনক্রমেই।

রুকূঃ১

১. যখন সে সংঘটিত হবার ঘটনাটি সংঘটিত হয়ে যাবে,

২. তখন তা সংঘটিত হবার ব্যাপারটিকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবেনা;

৩. –তা হবে উচু-নীচুকারী মহা-প্রলয়!

৪. পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করে নড়িয়ে কাঁপিয়ে দেয়া হবে[১],

৫. আর পাহাড় এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে

৬. যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে।

৭. তোমরা তখন তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

৮. ডান বাহুর লোক;ডান বাহুর লোকদের (সৌভাগ্যের কথা) আর কি বলা যায়!

৯. এবং বাম বাহুর লোক,-.......

১। অর্থাৎ তা কোন স্থানীয় ভূমিকম্প হবে না, বরং সমগ্র পৃথিবী একই সময়ে কম্পিত হবে।

مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ (৯) وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ (১০)

কি(দুর্ভাগা) | লোকগুলো | বামহাতের | এবং | অগ্রবর্তীরা (তো) | অগ্রবর্তীই

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ (১১) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (১২) ثُلَّةٌ

তারাই | নৈকট্যপ্রাপ্ত | (তারা থাকবে) মধ্যে | জান্নাতের | সুখের | বেশীসংখ্যক (হবে)

مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ (১৩) وَ قَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (১৪) عَلٰى

মধ্যহতে | পূর্ববর্তীদের | এবং | অল্পসংখ্যক (হবে) | মধ্যহতে | পরবর্তীদের | (তারা বসবে) উপর

سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ (১৫) مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ (১৬)

আসন সমূহের | স্বর্ণখচিত | হেলানদিয়ে বসবে | তার উপর | মুখোমুখি হয়ে

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ (১৭) بِاَكْوَابٍ

ঘুরাফিরা করবে | তাদেরকাছে | কিশোররা | চিরন্তন | পানপাত্রগুলোসহ

وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ (১৮) لَّا يُصَدَّعُوْنَ

ও | হাতলওয়ালা সূরাভান্ড(সহ) | এবং | পেয়ালা (ভরা) | হতে | প্রবাহিত সূরারঝর্ণা | না | মাথাঘুরাবে

عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ (১৯) وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ (২০)

তাথেকে | আর | না | তারা জ্ঞানহারা হবে | এবং | ফলমূল (থাকবে) | তাহতে যা (চাইবে) | তারাবেছেনেবে

.বাম বাহুর লোকদের (দুর্ভাগ্য দুর্দশার) আর সীমা-পরিসীমা কি!

১০. আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো অগ্রবর্তীই।

১১. তারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক;

১২. নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে।

১৩. আগের কালের লোকদের মধ্যে বেশী সংখ্যক হবে,

১৪. আর পিছনের লোকদের মধ্যে কম সংখ্যক।

১৫-১৬. মনি-মুক্তা খচিত আসন সমূহের উপর হেলান দিয়ে মুখোমুখী হয়ে আসিন হবে।

১৭-১৮. তাদের মজলিশ সমূহে চিরন্তন ছেলেরা[২] প্রবহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পানপাত্র ও হাতলধারী সুরাভান্ড ও আচখোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে।

১৯. তা পান করায় তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পাবে না।

২০. আর তারা তাদের সামনে রকম-বেরকমের সুস্বাদু ফল পেশ করবে-যেন যেটা পছন্দ সেটাই তুলে নিতে পারে।

২। এর মর্ম এরূপ বালক যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তাদের বয়স চিরস্থায়ীভাবে একই অবস্থায় থাকবে।

وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٢١ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ۝٢٢

এবং গোশত (থাকবে) | পাখীর | তাহতে যা | তারা চাইবে (নিতেপারবে) | এবং | হুরসমূহ (থাকবে) | সুন্দর চোখ ওয়ালা

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝٢٣ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا

যেমন দৃষ্টান্ত | মুক্তার | লুকিয়েরাখা | পুরস্কার | ঐ বিষয়ের যা | ছিল

يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًا ۝٢٥

তারা কাজ করতে | না | তারা শুনতেপাবে | তারমধ্যে | বেহুদাকথা | আর | না | পাপের (কথা)

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝٢٦ وَ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۵ مَآ

তবে | বলাহবে | সালাম (আর) | সালাম | এবং | লোকগুলো | ডানহাতের | কি (ভাগ্যবান)

اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۝٢٧ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۝٢٨ وَّ طَلْحٍ

লোকগুলো | ডানহাতের | অবস্থিত হবে | কুলবৃক্ষসমূহে | কাটাহীন | এবং | কলাসমূহে

مَّنْضُوْدٍ ۝٢٩ وَّ ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝٣٠ وَّ مَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝٣١

থরে থরে সাজানো | ও | ছায়ায় | সম্প্রসারিত | এবং | পানির (কাছে) | (সদা) প্রবহমান

২১. এছাড়া পাখীর গোশত্ও সামনে রাখবে। যেটির গোশত্ ইচ্ছে হবে নিতে পারবে।

২২. আর তাদের জন্যে সুন্দর চক্ষুধারী হুরগণও থাকবে।

২৩. তারা সুশ্রী-সুন্দরী হবে- লুকিয়ে রাখা মুক্তার মত।

২৪. এ সব কিছুই সে সব আমলের শুভ প্রতিফল স্বরূপ তারা পাবে, যা তারা দুনিয়ার জীবনে করতেছিল।

২৫. সেখানে তারা কোন বাজে কথা ও পাপের বুলি শুনতে পাবে না।

২৬.যে কথা-বার্তাই হবে, তা ঠিক ঠিক ও যথার্থ হবে।

২৭. আর ডান বাহুর লোকেরা, ডান বাহুর লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কি বলা যায়!

২৮. তারা কাঁটাহীন কুল-বৃক্ষ সমূহ[৩],

২৯. থরে থরে সাজানো কলা সমূহ,

৩০. বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী ছায়া,

৩১. সর্বদা প্রবহমান পানি,

৩। অর্থাৎ এরূপ বদরী যার গাছে কাঁটা থাকবে না। বদরী যতটা উৎকৃষ্ট হয় তার গাছে কাঁটাও কম হয়। এই কারণে জান্নাতের বদরী ফলের এই বলে প্রশংসা করা হয়েছে যে, তার গাছে কাঁটা আদৌও থাকবে না এরূপ উৎকৃষ্ট ধরনের ফল হবে, যা দুনিয়াতে পাওয়া যেতে পারেনা।

৩২-৩৩. শেষহীন অবারিত ও বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাবে এমন ফল,

৩৪. এবং উচ্চ আসন সমূহে অবস্থিত হবে।

৩৫. তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নূতন করে সৃষ্টি করব,

৩৬. এবং তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেব।

৩৭. নিজেদের স্বামীদের প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ,

৩৮. এ সব কিছু ডানবাহুর লোকদের জন্যে।

রুকুঃ২
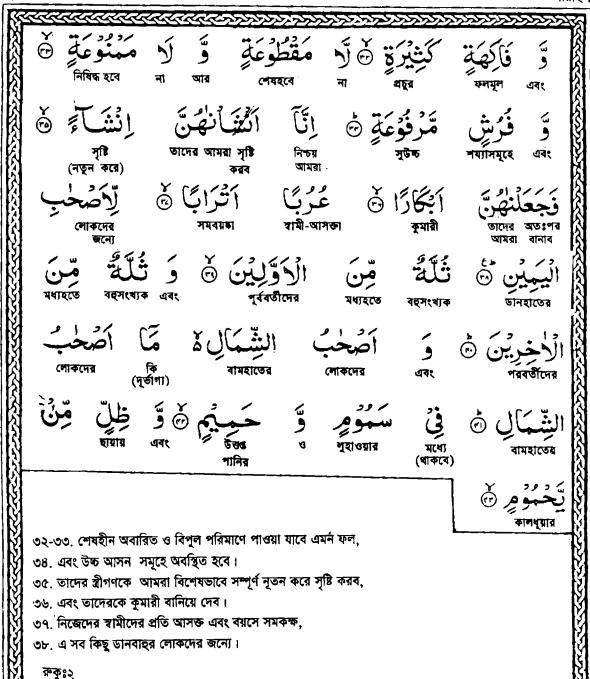
৩৯. তারা আগের কালের লোকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক হবে,

৪০. আর পিছনের কালের লোকদের মধ্যে হতেও বহু।

৪১. আর বাম হাতের লোকেরা! বাম হাতের লোকদের চরম (দুর্ভাগ্যের) কথা আর কি জিজ্ঞাসা করবে!

৪২-৪৩. তারা 'লু' হাওয়ার প্রবাহ ও টগ্‌বগ্‌ করা ফুটন্ত পানি ও কাল কাল ধূঁয়ার ছায়ার অধীন থাকবে।
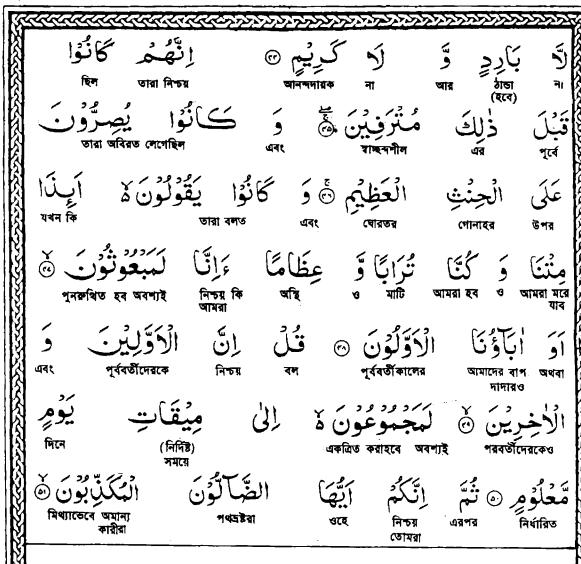
৪৪. তা না ঠান্ডা-শীতল হবে, না শান্তিপ্রদ।

৪৫. এরা এমন লোক যে, এই পরিণতি পর্যন্ত পৌছার পূর্বে তারা খুবই স্বচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ ছিল।

৪৬. আর বড় বড় গুনাহ বার বার পৌনপুনিকভাবে করতে থাকত।

৪৭. তারা বলতঃ 'আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব এবং অস্থি-পিঞ্জরটা শুধু পড়ে থাকবে, তখন কি আমাদেরকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে?

৪৮. আর আমাদের সেই বাপ-দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা পূর্বেই চলে গেছে?'

৪৯. হে নবী! এই লোকদেরকে বল ঃ

৫০. নিশ্চয় নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সকলকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে, তার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

৫১. তা হলে হে ভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত ও অমান্য-অবিশ্বাসকারী লোকেরা,

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۝٥٢ فَمَالِئُونَ
আহার অবশ্যই করবে — থেকে — বৃক্ষ — যাক্কুমের — অতঃপর — পূর্ণকরবে

مِنْهَا الْبُطُونَ ۝٥٣ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ
তা'থেকে — পেটসমূহকে — অতঃপর — পানকরবে — তারউপর

الْحَمِيمِ ۝٥٤ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ۝٥٥ هَٰذَا
ফুটন্তপানি — অতঃপর — পানকরবে — পানকরার (মত) — তৃষ্ণার্তউটসমূহের — এটা

نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝٥٦ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا
তাদের আপ্যায়ন (হবে) — দিনে — প্রতিফলদানের — আমরা — তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি — কেন তবুও — না

تُصَدِّقُونَ ۝٥٧ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝٥٨ أَأَنتُمْ
তোমরা সত্যতা স্বীকার কর — তোমরা (ভেবে) দেখেছ কি তাহলে — যা — তোমরা বীর্যপাত কর — তোমরাকি

تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝٥٩ نَحْنُ قَدَّرْنَا
সৃষ্টিকর — তা — না — আমরা — সৃষ্টিকারী — আমরা — নির্ধারিত করেছি

بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝٦٠
তোমাদের মাঝে — মৃত্যু — এবং — না — আমরা — অক্ষম হব

৫২. তোমরা যক্কুম বৃক্ষের খাদ্য অবশ্যই খাবে।

৫৩. তা দিয়েই তোমরা পেট ভর্তি করবে,

৫৪-৫৫. আর উপর হতে টগ্‌বগ্ করা ফুটন্ত পানি পিপাসা কাতর উষ্ট্রের ন্যায় পান করবে।

৫৬. এটাই হবে (সেই বামবাহুর লোকদের) আতিথ্যের জন্যে নির্দিষ্ট সামগ্রী, প্রতিফল দানের দিনে।

৫৭. আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তাহলে তোমরা এর সত্যতা স্বীকার করবে না কেন[৪]?

৫৮. তোমরা কি কখনও চিন্তা-বিবেচনা করে দেখছ, তোমরা এই যে শুক্র নিক্ষেপ কর,

৫৯. তা হতে তোমরা সন্তান সৃষ্টি কর, না উহার সৃষ্টিকর্তা আমরা?

৬০. আমরাই তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে বন্টন ও নির্ধারণ করেছি; আর আমরা কিছুমাত্র অক্ষম নই।

৪। অর্থাৎ এ কথার সত্যতা স্বীকার যে, আমিই তোমাদের প্রতিপালক প্রভু ও উপাস্য এবং আমি তোমাদের দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম।
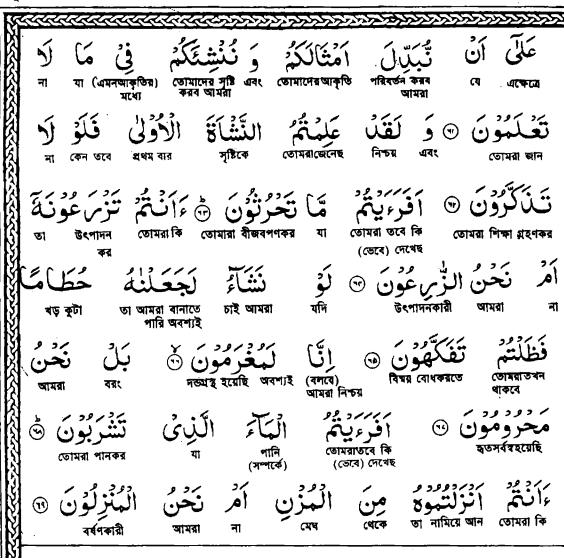
৬১. এ কাজ হতে যে, তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দেব এবং এমন এক আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করব, যা তোমরা জাননা।
৬২. নিজেদের প্রথম সৃষ্টি লাভকে তো তোমরা জান, তা হলে তোমরা কেন শিক্ষা লাভ করবে না?
৬৩. তোমরা কি কখনও চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছ, তোমরা এই যে বীজ বপণ কর,
৬৪. তা'হতে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, কিম্বা তার উৎপাদনকারী আমরা?
৬৫. আমরা চাইলে এই ফসলকে ভূষি বানিয়ে ফেলতে পারি। আর তোমরা শুধু কথা বানাতে থাকবে,
৬৬. বলবে যে, আমাদের উপর তো দন্ড পড়েছে;
৬৭. বরং আমাদের ভাগ্যই বিড়ম্বিত হয়ে গেছে।
৬৮. তোমরা কখনও চক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখেছ কি, এই যে পানি, যা তোমরা পান কর?
৬৯. তা মেঘমালা থেকে তোমরা বর্ষণ করিয়েছ, কিম্বা তার বর্ষণকারী আমরা?
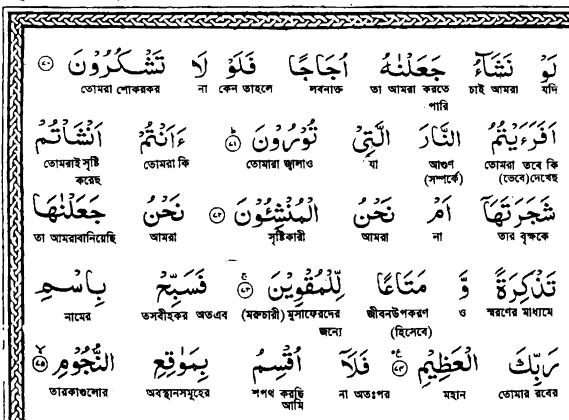
৭০, আমরা চাইলে তাকে তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তা হলে তোমরা শোকর আদায় করবে না কেন?
৭১. তোমরা কখনও চিন্তা করেছ, এ আগুন যা তোমরা জ্বালাও?
৭২. তার গাছ তোমরা বানিয়েছ, না তার সৃষ্টিকারী আমরা[৫]?
৭৩. আমরা উহাকে স্মরণের মাধ্যম এবং প্রয়োজনশীলদের জন্যে জীবন-উপকরণ বানিয়েছি।
৭৪. অতএব হে নবী। তোমার বিরাট মহান খোদার নামে তসবীহ করতে থাক[৬]।

রুকু:৩

৭৫. অতএব নয়[৭], আমি শপথ করছি তারকা সমূহের অবস্থিতির স্থানের।

৫। অর্থাৎ যে সব গাছের কাঠ থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও সে-সব তোমরা সৃষ্টি করেছ না আমি?
৬। অর্থাৎ তার পূণ্য নাম উল্লেখে এ কথা ব্যক্ত ও ঘোষণা কর যে, কাফের ও মুশরেকরা তার প্রতি যা কিছু আরোপ করে, এবং কুফর ও শেরেকের প্রতিটি ধারণা-বিশ্বাসের এবং পরকাল-অবিশ্বাসীদের প্রতিটি যুক্তি-ধারার মধ্যে যা কিছু অন্তর্নিহিত থাকে তিনি সে-সবকিছু দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।
৭। অর্থাৎ কথা তা নয় যা তোমরা বুঝেছ। এখানে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে শপথ করার পূর্বে 'না' -এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে- লোকে এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে এমন কিছু মন-গড়া কথা রটাচ্ছিল যা খন্ডনের জন্যে এই শপথ করা হচ্ছে।
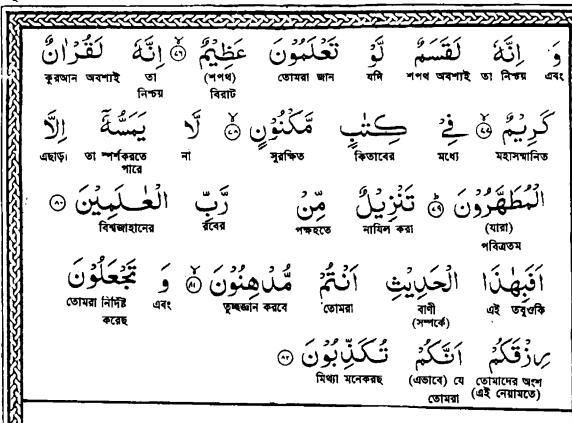
৭৬. তোমরা যদি বুঝতে পার ,তা হলে এটা একটি অতি বড় শপথ।
৭৭. বস্তুতঃ এটা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন[৮],
৭৮. এক সুরক্ষিত গ্রন্থে দৃঢ় লিপিবদ্ধ,
৭৯. যা 'পবিত্রতম' ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারে না[৯]।
৮০ এটা রব্বুল আ'লামীনের নাযিল করা।
৮১. তা সত্ত্বেও কি তোমরা উহার প্রতি উপেক্ষার আচরণ গ্রহণ করবে?
৮২. আর এই নিয়ামতে তোমরা নিজেদের এই অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছ , অবিশ্বাস করছ?

৮। নক্ষত্র ও গ্রহদের 'মওআকে'র অর্থঃ তাদের অবস্থান-স্থল; তাদের অবস্থান-পর্যায় এবং তাদের কক্ষপথগুলি। এবং কুরআনের উচ্চমর্যাদা-বিশিষ্ট গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে এ শপথ করার অর্থঃ ঊর্ধ্ব জগতে জ্যোতিষ্কমন্ডলীর শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা যেরূপ দৃঢ় ও অটল সেরূপ অটল ও দৃঢ় এই বাণীও! যে খোদা এই শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন তিনি এই বাণীও অবতীর্ণ করেছেন।
৯। অর্থাৎ বাণী পবিত্রাত্মা ফেরেশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে শয়তানদের কোন অধিকার নেই।
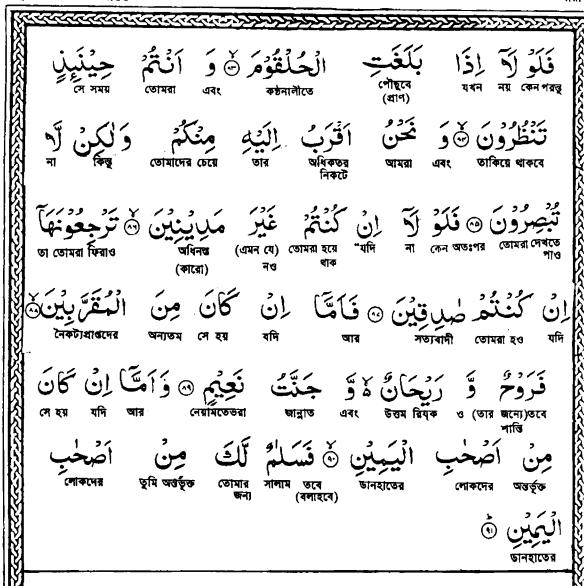
৮৩-৮৭. এখন তোমরা যদি কারও অধীন হয়ে না থাক, এবং এ মতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তা'হলে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ যখন গলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে থাক যে, সে মরছে, তখন তার নিষ্ক্রমণকারী প্রাণকে তোমরা ফেরৎ নিয়ে আসনা কেন? তখন তোমাদের তুলনায় আমরা অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকি; কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।

৮৮. অনন্তর সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকদের কেউ হয়ে থাকে,

৮৯. তা'হলে তার জন্যে শান্তি-আরাম; উত্তম রেয্ক ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত রয়েছে।

৯০. আর সে যদি ডান হাতধারীদের মধ্যে হতে হয়ে থাকে,

৯১. তা'হলে তার সম্বর্ধনা এ'ভাবে হয় যে, তোমার প্রতি সালাম, তুমি ডানহাতধারীদের মধ্যে গণ্য।
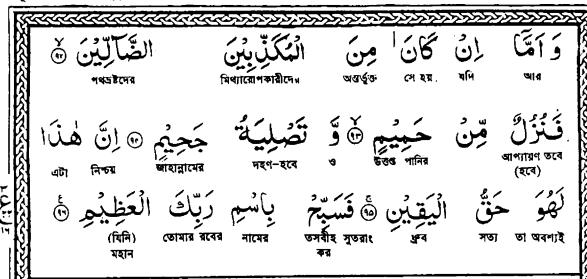
৯২. আর সে যদি অবিশ্বাসী-পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্যে হতে হয়,

৯৩. তা'হলে তার আতিথ্যের জন্যে উত্তপ্ত পানি রয়েছে,

৯৪. এবং জাহান্নামে ঠেলে দেয়া অবধারিত।

৯৫. এই সব কিছুই চুড়ান্তভাবে সত্য।

৯৬. অতএব হে নবী! তোমার মহান-বিরাট খোদার নামে তসবীহ্ করতে থাক[১০]।

১০। এই নির্দেশ অনুযায়ী নবীকরীম (সঃ) রুকু'তে "সুবহানা রব্বিআল আযীম" -বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূরা আল-হাদীদ

নামকরণঃ ২৫নম্বর আয়াতের বাক্যাংশ وانزلنا الحديد হতে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সর্বসম্মতিক্রমে মদীনী সূরা। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে হয়, এই সূরাটি সম্ভবতঃ ওহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল। ঠিক এ সময়ই মদীনা কেন্দ্রীক ইসলামী রাষ্ট্রটিকে সর্বদিক দিয়ে কাফেররা তাদের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছিল। আর অত্যন্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থার মধ্যে মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদের জামাআত সমগ্র আরব শক্তির মুকাবিলা করছিল। এ সময় ইসলামের জন্য তার অনুসারীদের নিকট হতে কেবল প্রাণের কুরবানীই জরুরী ছিলনা, উদার হাতে আর্থিক দানেরও প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশী। বর্তমান সূরাতে এ আর্থিক দানের জন্যেই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে আবেদন রাখা হয়েছে। ১০নম্বর আয়াতে এ ধারণাটিকে অধিকতর বলিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহতা'আলা ঈমানদার লোকদের সমাজকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর যারা নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করবে ও খোদার পথে যুদ্ধ করবে, তারা সেই লোকদের সমান ও সমমর্যদা সম্পন্ন কখনই হতে পারেনা– যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী দিয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস হতেও এরই সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে মারদুইয়া হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি কুরআনের আয়াতঃ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ -

সম্পর্কে বলেছেন যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সূচনা হতে ১৭ বছর পর ঈমানদার লোকদেরকে কাঁপিয়ে তুলবার জন্যে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এ হিসাবে আলোচ্য সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়-কাল ৪র্থ ও ৫ম হিজরীর মধ্যবর্তী বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ এ সূরার আলোচ্য বিষয় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের উপদেশ দান। ইসলামী ইতিহাসের ঐ সংকটকালে যখন আরবের জাহেলিয়াতের সংগে ইসলামের চূড়ান্ত ফয়সালাদানকারী যুদ্ধ হচ্ছিল,তখন এ সূরাটি আল্লাহতা'আলা নাযিল করেছিলেন। নাযিল করেছিলেন মুসলমান জনগণকে বিশেষভাবে আল্লাহর পথে আর্থিক কুরবানী দানে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। সে সংগে এ কথাটিও তাদের মনে দৃঢ়মূল করে দেয়া উদ্দেশ্যে ছিল যে, কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি ও কতিপয় বাহ্যিক আমলের নাম ঈমান নহে। আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অকপট, অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ হওয়াই হ'ল ঈমানের মৌল ভাবধারা ও প্রকৃত মহাসত্য। যে লোক এ প্রাণ-উদ্দীপক মূল ভাবধারার সাথে পরিচিত নয়, যাদের দিল এ ভাবধারা শূন্য এবং যারা খোদা ও তাঁর দ্বীনের মুকাবিলায় নিজেদের জান-মাল ও স্বার্থটাকেই অধিক প্রিয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তাঁর ঈমানের স্বীকৃতি ও অংগীকার নিতান্তই অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহর নিকট এ ঈমানের এক বিন্দু মূল্য নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহতা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে এ কোন মহান সত্তার নিকট হতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে সে বিষয়ে শ্রোতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট অনুভূতি লাভ করাতে পারে। অতঃপর নিম্নোক্ত বিষয়াবলী পর পর বলা হয়েছেঃ

–ঈমানের অনিবার্য দাবী এই যে, কেউ খোদার পথে অর্থ ব্যয় করা হতে বিরত থাকতে পারে না। একাজ হতে বিরত থাকা শুধু ঈমানেরই পরিপন্থী নয়, প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত ভুল। কেননা ধন-মাল আসলে খোদারই সম্পদ, খোদারই মালিকানা। তার উপর তোমাকে খলীফা– প্রতিনিধি হিসেবেই হস্তক্ষেপ করার, ব্যয়-

ব্যবহার করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আগে এসব মাল-সম্পদ অন্য এক জনের দখলে ছিল, আজ তোমার দখলে এসেছে। পরে অন্য এক জনের দখলে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত তা খোদার নিকটই থেকে যাবে। বস্তুতঃ তিনিই সব কিছুরই উত্তরাধিকারী। তবে এ মাল-সম্পদের কোন অংশ যদি তোমার কাজে আসতে পারে তবে তা তাই, যা তুমি তোমার মালিকানা আমলে খোদার পথে ব্যয় করেছ, খোদার কাজে লাগিয়েছ।

–খোদার পথে জান-মালের কুরবানী দেয়া যদিও সর্বাবস্থায়ই বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ, কিন্তু অবস্থা ও ক্ষেত্রের নাজুকতার দৃষ্টিতে এ সব আর্থিক ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যায়ণ হয়ে থাকে। একটা সময় এমন আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে থাকে। তখন প্রতি মূহূর্তে ইসলাম কুফরীর মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে না পড়ে– এ ভয় ও আতংক থাকে। এমন একটা ক্ষেত্র বা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে ইসলামী শক্তির পাল্লা ভারী হয়ে পড়বে এবং দ্বীন-ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় ঈমানদার লোকেরা বিজয় ও আধিপত্য লাভ করবে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ উভয় অবস্থা কোনক্রমেই এক সমান ও অভিন্ন নয়। ফলে অবস্থার দৃষ্টিতে আর্থিক কুরবানীর নব মূল্যায়ণ হয় এবং বিভিন্ন অবস্থায় তার মূল্য ও গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ইসলামের দুর্বল অবস্থায় যারা তাকে শক্তিশালী, বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে আত্মদান করবে এবং অর্থ ব্যয় করবে, তাদের যে মর্যাদা তা ও পরবর্তী বিজয় যুগের ঐ ধরনের ত্যাগীদের মর্যাদা এক হতে পারে না।

–সত্যের পথে– অন্যকথায় দ্বীন ইসলামের জন্য যে অর্থ-সম্পদই ব্যয় করা হবে, তা আল্লাহর দায়িত্বে ঋণদান সমতুল্য হবে। আর আল্লাহ তার কয়েকগুণ বেশী বৃদ্ধ করে ফেরত দেবেন তাই নয়, বরং নিজের পক্ষ হতে অতিরিক্ত সওয়াবও সে সংগে দান করবেন।

–পরকালে 'নূর' লাভ করবে সেই সব ঈমানদার লোকেরা যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-মাল ব্যয় করেছে। আর যে সব মুনাফিক দুনিয়ায় কেবল নিজেদের স্বার্থটাই বড় করে দেখেছে এবং দুনিয়ায় সত্য দ্বীন বিজয়ী হ'ল,না বাতিল আদর্শ বিজয়ী হ'ল এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় গাফিল হয়ে থাকলো– সে ব্যাপারে যারা কোন পরোয়াই করলো না, তারা এ দুনিয়ায় মু'মিনদের সাথে মিলে-মিশে থাকলেও পরকালে তাদেরকে মু'মিনদের হতে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেবেন। তারা 'নূর' হতে বঞ্চিত থাকবে এবং কাফেরদের সাথেই তাদের হাশর সংঘটিত হবে।

–মুসলমানদের সেই আহলি-কিতাবের মত হওয়া কখনও উচিত নয়, যাদের সমস্ত জীবন কেবলমাত্র দুনিয়া-পূজায়ই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং দীর্ঘ কালের গাফিলতির কারণে যাদের দিল পাথরের মত কঠিন ও নির্মম হয়ে গিয়েছে। যাদের দিল খোদার যিক্‌র-এ বিগলিত হয় না এবং তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সম্মুখে যাদের দিল বিনীত ও অবনমিত হয় না, তারা কি রকমের মু'মিন? তারা মু'মিন পদবাচ্য হতে পারে কিভাবে?

–আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক'ও 'শহীদ'কেবলমাত্র সেই সব ঈমানদার লোক, যারা কোনরূপ প্রদর্শনী ভাবধারা ব্যতিরেকেই হৃদয়-মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও সত্যতার সাথে নিজেদের ধন-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

–দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য ও প্রতারণার সম্পদ মাত্র। এখানকার খেল-তামাসা, এখানকার স্ফূর্তি-আনন্দ-আকর্ষণ এখানকার জাঁক-জমক ও সাজ-সজ্জা, এখানকার বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গৌরব-অহংকার এবং এখানকার ধন-দৌলত– যা নিয়ে লোকেরা পারস্পরিক প্রচন্ড প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত হয়ে থাকে– সব কিছুই অস্থায়ী, ক্ষণ-ভংগুর ও অ-শাশ্বত ও তা যেন এমন একটা ক্ষেত-ফসল যা প্রথমে হয় সবুজ-শ্যামল, পরে পীতবর্ণ ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ভূষিতে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী শাশ্বত জীবন আসলে কেবলমাত্র পরকালীন জীবন। পরকালের এ জীবনেই সব কাজের বড় বড় ফলাফল প্রকাশিত হবে। তোমরা পরস্পরের সাথে যে সব প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হও, এক জন অন্য সকলকে পিছনে ফেলে সকলের আগে চলে যেতে চেষ্টিত

হও, তা সবই হওয়া উচিত কেবল মাত্র জান্নাতে যাওয়ার জন্যে; জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে যে প্রতিযোগিতা, তাই যথার্থ, তাইই কাম্য।

–দুনিয়ায় সুখ-শান্তি ও বিপদ-মুসীবত যাই আসুক-না কেন, তা আল্লাহতা'আলার পূর্ব হতে লিখিত ফয়সালা অনুযায়ীই এসে থাকে। এ উভয় ক্ষেত্রে ঈমানদার লোকের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তা এই যে, বিপদ আসলে কোন ক্রমেই সাহস হারাবে না। আর সুখ-শান্তি আসলে গৌরবে মেতে যাবে না। আল্লাহতা'আলা নিয়ামত দিলে আত্মগতভাবে গৌরব বোধে ফুলে যাওয়া, আত্ম-অহংকার প্রকাশ করা এবং সেই খোদার কাজে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে নিজে অতীব সংকীর্ণমনা হওয়ার পরিচয় দেয়া এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে কার্পণ্য দেখাবার পরামর্শ দেয়া নিঃসন্দেহে ও সুস্পষ্টরূপে মুনাফেকী আচরণ মাত্র।

–আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূলকে সুস্পষ্ট-প্রকট নিদর্শনসমূহ এবং কিতাব ও সুবিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদন্ড সহকারে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন ইনসাফের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে সংগে তিনি লৌহও নাযিল করেছেন। এর উদ্দেশ্য সত্যদ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও বাতিল মতাদর্শ ও রীতি-রেওয়াযকে পরাজিত করার জন্য এ শক্তি পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা। এরও মূলে চরম লক্ষ্য হ'ল, মানব সমাজে কোন্ সব লোক আল্লাহতা'আলার দ্বীনের সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত, এ সবের মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা তাই দেখতে চান। এসব সুযোগ ও ক্ষেত্র আল্লাহতা'আলা সৃষ্টি করেছেন তোমাদের নিজেদেরই উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে। অন্যথায় আল্লাহতা'আলা তাঁর কাজের জন্য কারও প্রতি এক বিন্দু মুখাপেক্ষী নন।

–আল্লাহতা'আলার নিকট হতে প্রথমে নবী-রসূল আসতে থাকেন। তাঁদের দেয়া দা'ওআতের ফলে বেশ কিছু লোক সত্যপথ গ্রহণ করে। তবে অধিকাংশই ফাসেক হয়ে থাকে। অতঃপর এক সময় হযরত ঈসা (আঃ) এলেন। তাঁর দেয়া শিক্ষার ফলে লোকদের মধ্যে বহু অতীব উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জেগে উঠলো। কিন্তু উত্তরকালে তাঁর উম্মতের লোকেরা রাহবানিয়াতের বেদ'আত অবলম্বন করলো। এর পর শেষবারের জন্যে আল্লাহতা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাঠালেন। তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে ও খোদাকে ভয় করে আদর্শ জীবন-যাপন করবে, আল্লাহতা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রহমতের দ্বিগুণ অংশ দান করবেন এবং তাদেরকে তিনি সেই নূর দান করবেন, যার দরুন দুনিয়ার জীবনে তারা প্রতি পদে– পথের প্রতি বাঁকে-বাঁকে ও চড়াই-উৎরাইয়ে বাঁকা-ভ্রান্ত পথসমূহের মধ্য হতে সরল-সোজা-ঋজু-সঠিক পথ সুস্পষ্টরূপে দেখতে-চিনতে ও তাতে চলতে সক্ষম হয়। আহলি-কিতাবগণ নিজেদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহের যতই এক চেটিয়া 'ঠিকাদার' মনে করুক না কেন, আল্লাহর অনুগ্রহ তো তাঁর নিজেরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ সূরাটিতে পর-পর যেসব বিষয় ক্রমাগতভাবে আলোচিত হয়েছে, এখানে তারই সার নির্যাস তুলে দেয়া হ'ল।

ايَاتُهَا ٢٩ — سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ (٥٧) — رُكُوعَاتُهَا ٤

উনত্রিশ আয়াত — আল হাদীদ সূরা (৫৭) মাদানী — চার রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে (শুরুকরছি) অশেষ দয়াবান অতীবমেহেরবান

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ

মহিমা ঘোষণা করছে আল্লাহরই যা কিছু মধ্যে আছে নভোমন্ডলের ও পৃথিবীতে এবং তিনি পরাক্রমশালী

الْحَكِيْمُ ① لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَ

মহাবিজ্ঞ তারইজন্যে রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) নভোমন্ডলের ও পৃথিবীর তিনি জীবন দানকরেন ও

يُمِيْتُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ② هُوَ الْاَوَّلُ

মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই উপর সব কিছুরই ক্ষমতাবান তিনিই প্রথম

وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

ও (তিনিই) শেষ এবং (তিনিই) প্রকাশমান ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সব সম্বন্ধে কিছু

عَلِيْمٌ ③

খুব অবহিত

১. আল্লাহর তসবীহ করেছে, এমন প্রত্যেকটি জিনিষই যা পৃথিবী ও আকাশ লোকে রয়েছে। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।

২. পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের রাজত্ব-সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক একমাত্র তিনিই। জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন তিনিই এবং সবকিছুর উপর তিনি শক্তিমান।

৩. তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশমানও তিনি গুপ্তও[১] এবং তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে অবহিত।

১। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না। তখন তিনি ছিলেন এবং যখন কিছু থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। তিনি সব প্রকাশ্য থেকেও অধিক প্রকাশ্য, কেননা দুনিয়াতে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁরই গুণ, তাঁরই কাজ এবং তাঁরই আলোর প্রকাশ। এবং তিনি প্রতিটি গুপ্ত জিনিস থেকেও অধিক গুপ্ত; কেননা অনুভূতি দ্বারা তার সত্তা অনুভব করা তো দূরের কথা, জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-কল্পনাও তার স্বরূপ ও প্রকৃত তত্ত্বের নাগাল পায়না।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

তিনিই যিনি সৃষ্টিকরেছেন আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে মধ্যে ছয় দিনের অতঃপর সমাসীন হন উপর আরশের তিনি জানেন যা কিছু প্রবেশকরে মধ্যে মাটির এবং যা বের হয় তাথেকে এবং যাকিছু অবতীর্ণহয় হতে আকাশ ও যাকিছু উত্থিতহয় তার মধ্য হতে এবং তিনি (আছেন) তোমাদের সাথে যেখানেই তোমরা থাক এবং আল্লাহ ঐসম্বন্ধে যা তোমরা কাজ করছ খুবদেখেন তারই জন্যে রাজত্ব (সার্বভৌমত্ব) নভোমন্ডলের ও পৃথিবীর এবং দিকে আল্লাহরই প্রত্যাবর্তিত হয় (সমস্ত) ব্যাপারে

৪. তিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হলেন। যা কিছু মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, যা কিছু তা হতে নিসৃত হয়, আর যা কিছু আকাশমন্ডল হতে অবতীর্ণ হয়, ও যা কিছু তাতে উত্থিত হয়[২] তা সবই তাঁর জানা আছে। তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন; যেখানেই তোমরা থাক, যে কাজই তোমরা কর তা তিনি দেখতেছেন।

৫. তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের রাজত্ব-সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী। সমস্ত ব্যাপার সিদ্ধান্তের ও মীমাংসার জন্যে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

২। অন্যকথায় তিনি মাত্র সমগ্রের জ্ঞান রাখেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-সমূহেরও জ্ঞান রাখেন। প্রতিটি বীজ যা ভূমিস্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, প্রতিটি পত্র ও অঙ্কুর যা ভূমি থেকে উদ্ভূত হয়, বৃষ্টির এক এক বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয়, বাষ্পের প্রতিটি পরিমাণ যা সমুদ্র জলাশয় থেকে উত্থিত হয়ে আকাশপানে ধাবিত হয় সবই তাঁর গোচরীভূত। তিনি জানেন কোন বীজ ভূমির কোন স্থানে পতিত হয়েছে; তবেই তো তিনি তা দীর্ণ করে তা থেকে অংকুর উদ্গত করেন এবং তাকে লালন করে বিকাশ ও বৃদ্ধি করেন। তিনি জানেন– বাষ্পের কতটা পরিমাণ কোথা থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় তা পৌঁছেছে, তবেই তো তিনি তা সবকে একত্রিত করে মেঘ প্রস্তুত করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক জায়গায় এক হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

يُولِجُ	الَّيْلَ	فِي	النَّهَارِ	وَ	يُولِجُ	النَّهَارَ	فِي
তিনি প্রবেশ করান	রাতকে	মধ্যে	দিনের	ও	প্রবেশকরান	দিনকে	মধ্যে

الَّيْلِ ط	وَ	هُوَ	عَلِيمٌۢ	بِذَاتِ	الصُّدُورِ ۝	اٰمِنُوا
রাতের	এবং	তিনিই	খুবঅবহিত	অবস্থা সম্বন্ধে	অন্তর সমূহের	তোমরাঈমান আন

بِاللّٰهِ	وَ	رَسُولِهٖ	وَ	اَنْفِقُوا	مِمَّا	جَعَلَكُمْ	مُسْتَخْلَفِينَ
আল্লাহরউপর	ও	তাঁর রসূলের উপর	এবং	তোমরাখরচ কর	তাহতে	তোমাদের করেছেন	খলীফা (বা উত্তরাধিকারী)

فِيهِ ط	فَ	الَّذِينَ	اٰمَنُوا	مِنْكُمْ	وَ	اَنْفَقُوا	لَهُمْ	اَجْرٌ
যার উপর	অতএব	যারা	ঈমানআনে	তোমাদের মধ্যে হতে	ও	খরচকরে	তাদেরজন্যে (রয়েছে)	প্রতিফল

كَبِيرٌ ۝	وَ	مَا	لَكُمْ	لَا	تُؤْمِنُونَ	بِاللّٰهِ ج	وَ	الرَّسُولُ
বিরাট	এবং	কি	তোমাদের হয়েছে	(যে) না	তোমরা ঈমান আন	আল্লাহর উপর	অথচ	রসূল

يَدْعُوكُمْ	لِتُؤْمِنُوا	بِرَبِّكُمْ	وَ	قَدْ	اَخَذَ	مِيثَاقَكُمْ
তোমাদেরকে ডাকছেন	তোমরা ঈমান যেন আন	তোমাদের রবের উপর	এবং	নিশ্চয়	তিনি নিয়েছেন	তোমাদের প্রতিশ্রুতি

৬. তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। আর দিল সমূহের গোপন-প্রচ্ছন্ন তত্ত্বও তিনি জানেন।

৭. ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর[৩] এবং ব্যয়কর সে সব জিনিস হতে যে সবের উপর তিনি তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে হতে যে সব লোক ঈমান আনবে এবং সম্পদ ব্যয় করবে, তাদের জন্যে বিরাট প্রতিফল রয়েছে।

৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না? অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের খোদার প্রতি ঈমান আনার জন্যে আহ্বান করছে [৪]। আর সে তোমাদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে[৫]

৩। এখানে ঈমান আনার অর্থ ইসলামের মাত্র মৌখিক স্বীকৃতি নয়, বরং আন্তরিকতাসহ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।

৪। এখানেও ঈমান আনার অর্থ খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা।

৫। অর্থাৎ আনুগত্যের অংগীকার।
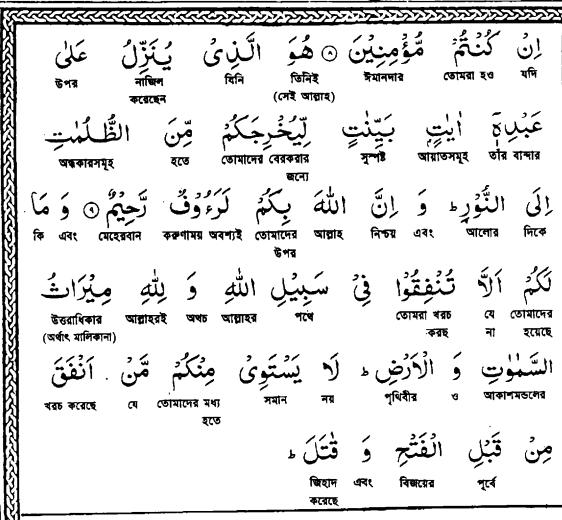
যদি তোমরা বাস্তবিকই মেনে নিতে প্রস্তুত হও।

৯. তিনি তো সেই আল্লাহ-ই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট প্রকট আয়াত সমূহ নাযিল করতেছেন, তোমাদেরকে পুঞ্জিভূত অন্ধকারের মধ্য হতে বেরকরে আলোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্যে। আর সত্যকথা এই যে, আল্লাহতা'আলা তোমাদের প্রতি অতীব করুণাময় ও মেহেরবান।

১০. আর কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় কর না? অথচ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্যে[৬]! তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় ও জিহাদ করবে, তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে।

৬। এর দুটি অর্থ। প্রথম- এ ধন তোমাদের কাছে চিরদিন থাকার নয়,একদিন তোমাকে অবশ্যই সমস্ত ত্যাগ করে যেতে হবে; এবং আল্লাহ এর উত্তরাধিকারী হবেন। দ্বিতীয় অর্থ- আল্লাহর পথে ব্যয় করতে গিয়ে তোমার মনে দারিদ্রের ও অসচ্ছলতার আশঙ্কা হওয়া ঠিক নয়, কেননা যে খোদাঙ্ক জন্য তুমি সম্পদ খরচ করবে তিনি যমীন-আসমানের সমগ্র ধনভান্ডারের মালিক। তিনি আজ তোমাকে যতটা দিয়ে রেখেছেন, তোমাকে দেবার জন্যে মাত্র ততটাই তাঁর কাছে ছিল না। বরং তিনি কাল তোমাকে এর থেকে অনেক বেশী দিতে পারেন।

أُولَٰئِكَ	أَعْظَمُ	دَرَجَةً	مِّنَ	الَّذِينَ	أَنفَقُوا
ঐসব লোক	শ্রেষ্ঠতর	মর্যাদায়	(তাদের) চেয়ে	যারা	খরচ করেছে

مِن	بَعْدُ	وَ	قَٰتَلُوا	وَ	كُلًّا	وَعَدَ	اللَّهُ	الْحُسْنَىٰ
(বিজয়ের) পরে		ও	যুদ্ধ করেছে	তবে	প্রত্যেককে	ওয়াদা দিয়েছেন	আল্লাহ	উত্তম

وَ	اللَّهُ	بِمَا	تَعْمَلُونَ	خَبِيرٌ ⑩	مَن	ذَا	الَّذِي	يُقْرِضُ
এবং	আল্লাহ	ঐ বিষয়ে যা	তোমরা কাজ করছ	খুব অবগত	কে (আছে)	সেই (ব্যক্তি)	যে	কর্জ দেবে

اللَّهَ	قَرْضًا	حَسَنًا	فَيُضَٰعِفَهُ	لَهُ	وَ	لَهُ	أَجْرٌ	كَرِيمٌ ⑪
আল্লাহকে	কর্জ	উত্তম	অতঃপর বহুগুণ তা বৃদ্ধি করবেন	তার জন্যে	এবং	তার জন্যে	প্রতিফল (আছে)	সম্মানজনক

يَوْمَ	تَرَى	الْمُؤْمِنِينَ	وَ	الْمُؤْمِنَٰتِ
সেদিন	দেখবে	মু'মিনরা	ও	মু'মিনারা

তাদের মর্যাদা পরে ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী ও বিরাট, যদিও আল্লাহতা'আলা উভয়ের নিকটই ভাল প্রতিশ্রুতি করেছেন[৭]। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সব বিষয়ে অবহিত।

রুকূঃ২

১১. এমন কে আছে, যে আল্লাহতা'আলাকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ?- যেন আল্লাহ তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এবং তার জন্যে অতীব উত্তম প্রতিফল রয়েছে[৮]।

১২. সে দিন যখন তোমরা মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে দেখবে যে,

৭। কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের ফয়সলা ইসলামের অনুকূলে হয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর) যারা কুরবানি দেয়, তারা মর্যাদায় সেই সব ব্যক্তিদের তুল্য হতে পারে না যারা যে সময় ইসলামের উপর কুফর ও কাফেরদের পাল্লা খুব ভারী থাকে এবং বাহ্যতঃ ইসলামের বিজয়ের কোন দূরবর্তী সম্ভাবনাও দেখা যায়না, সে সময়ে ইসলামের সহায়তায় জীবনপণ সংগ্রাম করে ও অর্থ ব্যয় করে।

৮। আল্লাহতা'আলার উদার মর্যাদা-মহিমার এ এক নিদর্শন যে, মানুষ তাঁরই প্রদত্ত ধন তাঁরপথে ব্যয় করলে তিনি নিজের দায়িত্বে তা ঋণ বলে গণ্য করেন। তবে শর্ত এই যে, এ ঋণেকে উত্তম ঋণ হতে হবে অর্থাৎ শুদ্ধ সংকল্পে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে দিতে হবে। এ ঋণ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা দুটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ১. তিনি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তা ফিরিয়ে দেবেন। ২. তিনি এর জন্য তাঁর পক্ষথেকে উৎকৃষ্ট পুরষ্কার দান করবেন।

يَسْعٰى	نُوْرُهُمْ	بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ	وَ	بِاَيْمَانِهِمْ
দৌড়াতে	তাদেরনূর	তাদের সামনে	ও	তাদের ডানে

بُشْرٰىكُمُ	الْيَوْمَ	جَنّٰتٌ	تَجْرِىْ	مِنْ تَحْتِهَا	الْاَنْهٰرُ
(বলাহবে)তোমাদের জন্যে সুসংবাদ	আজ	এক জান্নাতের	প্রবাহিত হয়	তার পাদদেশে	ঝর্ণাসমূহ

خٰلِدِيْنَ	فِيْهَا ؕ	ذٰلِكَ	هُوَ	الْفَوْزُ	الْعَظِيْمُ ﴿۱۲﴾	يَوْمَ
তারা স্থায়ী হবে	তারমধ্যে	এটাই	সেই	সাফল্য	বিরাট	সেদিন

يَقُوْلُ	الْمُنٰفِقُوْنَ	وَ	الْمُنٰفِقٰتُ	لِلَّذِيْنَ	اٰمَنُوا
বলবে	মোনাফেক পুরুষরা	ও	মোনাফেক নারীরা	(তাদের) কে যারা	ঈমান এনেছিল

انْظُرُوْنَا	نَقْتَبِسْ	مِنْ	نُّوْرِكُمْ ۚ	قِيْلَ	ارْجِعُوْا
আমাদের দিকে একটু দেখ	(আলোনিয়ে) আমরা উপকৃতহব	হতে	তোমাদের আলো	বলাহবে	তোমরা ফিরে যাও

وَرَآءَكُمْ	فَالْتَمِسُوْا	نُوْرًا ؕ	فَضُرِبَ	بَيْنَهُمْ	بِسُوْرٍ	لَّهٗ بَابٌ ؕ
তোমাদের পিছনে	তোমরা অতঃপর সন্ধান কর	আলো	অতঃপর দাড়করান হবে	তাদেরমাঝে	প্রাচীর	একটি তাতে দরজা থাকবে

بَاطِنُهٗ	فِيْهِ	الرَّحْمَةُ	وَ	ظَاهِرُهٗ	مِنْ	قِبَلِهِ	الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾
তার ভিতর দিকে	সেখানে আছে	রহমত	এবং	তারবহির্ভাগে	হতে	তার সামনের দিক	শাস্তি

তাদের আলো তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াতে থাকবে[৯]। (তাদেরকে বলা হবে যে,) 'আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্যে'।জান্নাত সমূহ হবে যে-সবের নিম্ন দেশে ঝর্ণা ধারাসমূহ প্রবহমান হয়ে থাকবে, যাতে তারা চিরকাল থাকবে।এটাই হল বড় সাফল্য।

১৩. সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই হবে যে, তারা মু'মিনদেরকে বলবেঃ আমাদের দিকেও একটু দেখ, যেন আমরা তোমাদের 'আলো' হতে কিছুটা উপকার লাভ করতে পারি। কিন্তু তাদেরকে বলা হবেঃ পিছনে সরে যাও, অন্য কোথাও হতে নিজেদের জন্যে 'নূর' সন্ধান করে নাও। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাড় করানো হবে, যাতে একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভিতরে রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আযাব।

৯। এখানে মানুষের মনে একটি প্রশ্ন খটকা সৃষ্টি করতে পারেঃ আগে আগে আলোক ধাবিত হওয়ার কথা তো বোঝা যায়; কিন্তু আলোকের মাত্র ডানদিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ কি? তার বাম দিকে কি অন্ধকার হবে? এর উত্তর হচ্ছে– একটি লোক নিজের ডানহাতে আলো নিয়ে চললে আলোকের রশ্মিতে তার বাম দিকও আলোকিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলো তার ডান হাতে অবস্থিত।

১৪. তারা মু'মিন লোকদের ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মু'মিনরা জবাব দিবে, হ্যাঁ; কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করেছ। সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত ছিলে, সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাংখা তোমাদেরকে প্রতারিত করতেছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফয়সালা এসে গেল। আর শেষ পর্যন্ত সেই বড় প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে থাকল।

১৫. কাজেই আজ না তোমাদের নিকট হতে কোন বিনিময় কবুল করা হবে, আর না সেই লোকদের হতে যারা প্রকাশ্যভাবে কুফরী করেছিল। তোমাদের ঠিকানা, চূড়ান্ত আশ্রয়– জাহান্নাম। সেই জাহান্নামই তোমাদের খবরা-খবর গ্রহণকারী এবং অতিশয় নিকৃষ্ট পরিণতি।

১৬. ঈমানদার লোকদের জন্যে[১০], এখনো কি সেই সময় আসেনি যে,

১০। এখানে ঈমান আনয়নকারীর অর্থ– সকল মুসলমান নয়। বরং মুসলামানদের সেই বিশেষ গোষ্ঠী যারা ঈমানকে স্বীকার করে রসূলুল্লাহর (সঃ) মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের অন্তর ইসলামের প্রতি অনুরাগশুন্য ছিল।

مَا نَزَلَ		وَ	اللّٰهِ	لِذِكْرِ	قُلُوْبُهُمْ	تَخْشَعَ	اَنْ
নাযিল হয়েছে	যা	এবং	আল্লাহর	স্মরণে	তাদের অন্তরগুলো	বিগলিত হওয়ার	

الْكِتٰبَ	اُوْتُوا	كَالَّذِيْنَ	يَكُوْنُوْا	لَا	وَ	الْحَقِّ	مِنَ
কিতাব	দেওয়া হয়েছিল	(তাদের) মত যাদের	তারাহবে	না	এবং	সত্য	

قُلُوْبُهُمْ	فَقَسَتْ	الْاَمَدُ	عَلَيْهِمُ	فَطَالَ	قَبْلُ	مِنْ
তাদের অন্তর গুলো	এখন শক্ত হয়েগিয়েছে	বহুকাল	তাদের উপর	অতিবাহিত অতঃপর হল	ইতিপূর্বে	

اللّٰهَ	اَنَّ	اِعْلَمُوْٓا	فٰسِقُوْنَ ⑯	مِّنْهُمْ	كَثِيْرٌ	وَ
আল্লাহ	যে	তোমরা জেনে রাখ	ফাসেক	তাদের মধ্য হতে	অধিকাংশই	এবং

لَكُمُ	بَيَّنَّا	قَدْ	مَوْتِهَا	بَعْدَ	الْاَرْضَ	يُحْيِ
তোমাদের জন্যে	আমরা বর্ণনা করেছি	নিশ্চয়	তার মৃত্যুর	পরে	যমীনকে	জীবিত করেন

تَعْقِلُوْنَ ⑰	لَعَلَّكُمْ	الْاٰيٰتِ
অনুধাবণকরবে	তোমরা সম্ভবত	নিদর্শন গুলোকে

তাদের দিল আল্লাহর যিক্‌র-এ বিগলিত হবে এবং তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সামনে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মত হয়ে যাবে না যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাতে তাদের দিল শক্ত হয়ে গেছে, আজ তাদের অনেকেই ফাসেক হয়ে রয়েছে?

১৭. ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহতা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন[১১]। আমরা তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছি, সম্ভবতঃ তোমরা অনুধাবন করবে।

১১। যে প্রসংগে এখানে এ কথা এরশাদ হয়েছে তা ভাল করে বুঝে লওয়া দরকার! পবিত্র কুরআনে কয়েক স্থানে নবুয়্যত ও কিতাবের অবতরণকে বৃষ্টির কল্যাণের সংগে তুলনা করা হয়েছে। কেননা মানুষের উপর তার সেইরূপ প্রভাব পতিত হয় যেমন পৃথিবীর উপর বৃষ্টি ধারার প্রভাব। যে যমীনের মধ্যে কিছু মাত্রও উর্বরা শক্তি বর্তমান থাকে তা শ্যামলিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অবশ্য বন্ধ্যাভূমি যেরূপ অনুর্বর ছিল তেমনই পড়ে থাকে।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

নিশ্চয় | পুরুষরা | দানশীল | ও | দানশীল নারীরা | এবং | যারা কর্জ দিয়েছে | আল্লাহকে | কর্জ | উত্তম

يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ

তাদের জন্যে | বহুগুণ বড়িয়ে দেওয়াহবে | এবং | তাদের জন্যে রয়েছে | প্রতিফল | সম্মানজনক | এবং | যারা | ঈমান এনেছে | আল্লাহর উপর

وَرُسُلِهِۦٓ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ

ও | তার রসূলদের (উপর) | ঐসব লোক | তারাই | সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ) | এবং | (তারাই) শহীদ

عِندَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ

কাছে | তাদের রবের | তাদেরজন্যে রয়েছে | তাদের পুরস্কার | ও | তাদের জ্যোতি | এবং | যারা

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ

কুফরীকরেছে | ও | মিথ্যা মনে করেছে | আমাদের আয়াত গুলোকে | ঐসবলোক | অধিবাসী (হবে)

الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

জাহান্নামের

১৮. পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা দান খয়রাত করে এবং যারা আল্লাহতা'আলাকে শুভ ঋণ[১২] দিয়েছে, তাদেরকে নিশ্চয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আর তাদের জন্যে সর্বোত্তম প্রতিফল রয়েছে।

১৯. আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই তাদের খোদার নিকট 'সিদ্দিক'[১৩] ও 'শহীদ' [১৪]। তাদের জন্যে তাদের প্রতিফল ও তাদের নূর রয়েছে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াত সমূহ মিথ্যা মনে করেছে, তারা জাহান্নামী।

১২। 'সাদকা' উর্দু ভাষায় তো খুবই খারাব অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় সেই দানকে সাদকা বলা হয় যা নির্মল অন্তকরণে শুদ্ধ সংকল্পে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দেওয়া হয় এবং যার মধ্যে কোন লোক দেখানো বা কারুর প্রতি উপকারের খোঁটা থাকে না।

১৩। এ 'সিদক' এর superlative degree। 'সাদক' অর্থ সাচ্চা, সিদ্দীক অত্যন্ত-সাচ্চা। অর্থাৎ এরূপ খাঁটি ন্যায় পরায়ণ মানুষ যার মধ্যে কোনই খোঁট নেই, যে কখনও সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়নি; যার থেকে এ আশা করা যেতেই পারে না যে সে বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে, যে ব্যক্তি কোন কথা যখন মানে পূর্ণ আন্তরিকতার সংগে মান্য করে; সে তা মান্য করার হক আদায় করে, দায়িত্ব পালন করে, এবং নিজের কাজের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করে যে- সে বাস্তবিক পক্ষে সে রূপ একজন মান্যকারী, প্রকৃত একজন মান্যকারীর পক্ষে যেরূপ হওয়া উচিত।

১৪। 'শহীদ' -এর অর্থ এখানে সেই ব্যক্তি যে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য দান করে।

اِعْلَمُوْٓا	اَنَّمَا	الْحَيٰوةُ	الدُّنْيَا	لَعِبٌ	وَّ
তোমরা জেনে রাখ	প্রকৃতপক্ষে	জীবন	(এই) দুনিয়ার	ক্রীড়া	ও

لَهْوٌ	وَّ	زِيْنَةٌ	وَّ	تَفَاخُرٌۢ	بَيْنَكُمْ	وَ	تَكَاثُرٌ	فِي
কৌতুক (মাত্র)	এবং	চাকচিক্য	ও	পারস্পারিক গৌরব অহংকার	তোমাদের মাঝে	ও	অধিকঅর্জনের প্রতিযোগিতা	ক্ষেত্রে

الْاَمْوَالِ	وَ	الْاَوْلَادِ ؕ	كَمَثَلِ	غَيْثٍ	اَعْجَبَ	الْكُفَّارَ
সম্পদসমূহের	ও	সন্তানাদিতে	(এর) উপমা যেমন	বৃষ্টি (হলে)	চমৎকৃতকরে	কৃষককে

نَبَاتُهٗ	ثُمَّ	يَهِيْجُ	فَتَرٰىهُ	مُصْفَرًّا	ثُمَّ	يَكُوْنُ
তার উদ্ভিদ সম্ভার	এরপর	শুষ্ক হয়ে যায়	তা তুমি অতঃপর দেখ	হরিৎবর্ণ (হতে)	এরপর	হয়ে যায়

حُطَامًا ؕ	وَ	فِي	الْاٰخِرَةِ	عَذَابٌ	شَدِيْدٌ ۙ	وَّ	مَغْفِرَةٌ
খড়কুটা	আর	মধ্যে আছে	আখেরাতের	শাস্তি	কঠোর	আর (আছে)	ক্ষমা

مِّنَ	اللّٰهِ	وَ	رِضْوَانٌ ؕ	وَ	مَا	الْحَيٰوةُ	الدُّنْيَآ
পক্ষ হতে	আল্লাহর	এবং	সন্তুষ্টিও	এবং	নয়	জীবন	দুনিয়ার

اِلَّا	مَتَاعُ	الْغُرُوْرِ ۝٢٠
এছাড়া	সামগ্রী	ধোকার

রুকূ:৩

২০. ভালভাবে জেনে নাও, এ দুনিয়ার জীবনটা শুধু এই যে, এটা একটা খেলা–মন ভুলানোর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অন্যজন হতে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এ রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা হতে উৎপন্ন সবুজ শ্যামল গাছপালা-উদ্ভিদ দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল।পরে সেই ক্ষেতের ফসল পাকে, আর তোমরা দেখ যে তা হরিৎবর্ণ ধারণ করেছে। পরে তা ভূষি হয়ে যায়। তার বিপরীত হচ্ছে পরকাল। তা এমন স্থান যেখানে কঠিন আযাব রয়েছে; আর আল্লাহর ক্ষমা-মার্জনা, এবং তাঁর সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।
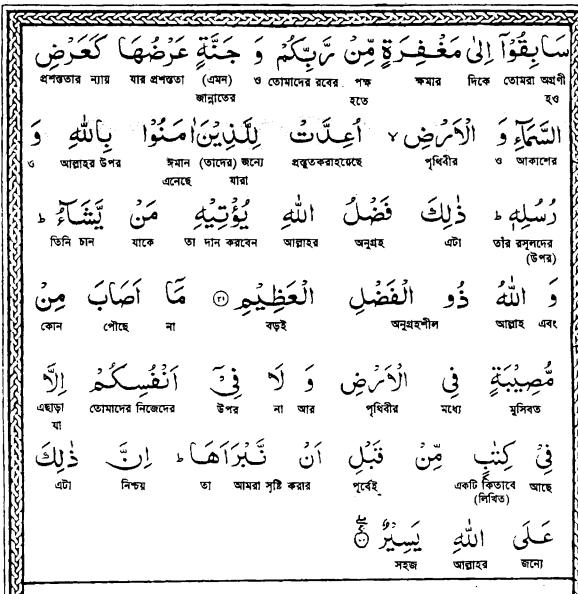
২১. দৌড়াও ও একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা কর, তোমাদের খোদার ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়[১৫], যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা একান্তভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। তা তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

২২. এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিম্বা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়, আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাব (অর্থাৎ ভাগ্যলিপিতে) লিখে রাখিনি। এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে খুব সহজ কাজ।

১৫। সূরা আলে-ইমরানের ১৩৩নং আয়াতের সংগে এ আয়াতে মিলিয়ে পাঠ করলে মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে- জান্নাতে এক ব্যক্তি যে উদ্যান ও প্রাসাদাদি লাভ করবে তা মাত্র তার বাসস্থানের জন্যে- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব হবে তার ভ্রমণ ক্ষেত্র।

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ

না এটা এজন্যে যে | তোমরাহতাশ হও | উপর | যা | তোমরা হারাও | এবং

لَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ط وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ

না | উল্লাসিত হও তোমরা | ঐ বিষয়ে যা | তোমাদের দানকরেন তিনি | এবং | আল্লাহ | না | ভালবাসেন

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝٢٣ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ

কোন | উদ্ধত | অহংকারীকে | যারা | কৃপণতাকরে

وَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط وَ مَنْ يَّتَوَلَّ

ও | নির্দেশদেয় | লোকদেরকে | কৃপণতার | এবং | যে কেউ | মুখফিরায় (সেজেনে রাখুক)

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٢٤ لَقَدْ اَرْسَلْنَا

নিশ্চয় তবে | আল্লাহ | তিনিই | অভাবমুক্ত | প্রশংসিত | নিশ্চয় | আমরা প্রেরণ করেছি

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

আমাদের রসূল দেরকে | সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ | এবং | আমরা নাযিল করেছি | তাদের সাথে | কিতাব

وَ الْمِيْزَانَ

ও | ন্যায়দন্ড

২৩. (এ সব কেবল এ জন্যে) যেন যা কিছু ক্ষতি তোমাদের হয় সে জন্যে তোমরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে না পড়, আর যা কিছু আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দান করেন, তা পেয়ে তোমরা গৌরব-স্ফীত হয়ে না পড়। আল্লাহতা'আলা সেই লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা নিজেদেরকে খুব একটা কিছু মনে করে এবং অহংকার প্রকাশ করে,

২৪. যারা কার্পণ্য করে এবং অন্যদের ও কার্পণ্য করার জন্য উৎসাহিত করে। এখন যদি কেউ বিপরীত তৎপরতা গ্রহণ করে তা হলে আল্লাহ অনন্য নির্ভর ও স্বয়ং প্রশংসিত সত্তা।

২৫. আমরা আমাদের রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি,

لِيَقُوْمَ	النَّاسُ	بِالْقِسْطِ ۚ	وَ	اَنْزَلْنَا	الْحَدِيْدَ
প্রতিষ্ঠিত করে যেন	লোকেরা	ইনসাফকে	ও	আমরাঅবতীর্ণ করেছি	লোহা

فِيْهِ	بَأْسٌ	شَدِيْدٌ	وَّ	مَنَافِعُ	لِلنَّاسِ
যারমধ্যে রয়েছে	শক্তি	প্রচন্ড	এবং	উপকারিতা সমূহ	লোকদেরজন্যে

وَ	لِيَعْلَمَ	اللّٰهُ	مَنْ	يَّنْصُرُهٗ	وَ	رُسُلَهٗ	بِالْغَيْبِ ؕ
এবং	(এউদ্দেশ্যে) জানেন যেন	আল্লাহ	কে	তাঁকে সাহায্য করে	ও	তাঁর রসূলদের	(তাঁকে)না দেখা অবস্থায়

اِنَّ	اللّٰهَ	قَوِيٌّ	عَزِيْزٌ ﴿۲۵﴾	وَ	لَقَدْ	اَرْسَلْنَا	نُوْحًا	وَّ
নিশ্চয়	আল্লাহ	শক্তিমান	পরাক্রমশালী	এবং	নিশ্চয়	আমরা প্রেরণ করেছি	নূহকে	ও

اِبْرٰهِيْمَ	وَ	جَعَلْنَا	فِيْ	ذُرِّيَّتِهِمَا	النُّبُوَّةَ	وَ	الْكِتٰبَ
ইবরাহীমকে	এবং	আমরা দিয়েছি	মধ্যে	উভয়ের বংশধরদের	নবুয়্যত	ও	কিতাব

যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে [১৬] এবং লোহাও অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে [১৭]। এ এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহতা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখেই তাঁর ও তাঁর রসূলদের সাহায্য সহযোগিতা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহতা'আলা বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।

রুকু:৪

২৬. আমরা নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছি এবং এই দুজনের বংশে নবুয়্যত ও কিতাব রেখে দিয়েছি।

১৬। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে নবীগণের মিশনের পূর্ণ সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে কত রসূলই এসেছেন তাঁরা সকলে তিনটি জিনিস নিয়ে এসেছিলেনঃ ১. অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, উজ্জ্বল যুক্তি-প্রমাণ ও সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন বা উপদেশ-নির্দেশ ; ২. গ্রন্থ-যার মধ্যে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা লিখিত, যাতে মানুষ পথ নির্দেশের জন্যে সে গ্রন্থের দিকে আত্মনিয়োগ করতে পারে। ৩. মীযান (তুলাদন্ড) অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার সেই মানদন্ড যা ঠিক ঠিক তুলাদণ্ডে ওজন করে নির্দেশ দেয় চিন্তা, নৈতিকতা ও ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে আতিশয্য ও ন্যূনতার বাড়াবাড়ি ও কমি-খামির বিভিন্ন প্রান্তিকতার মধ্যে ন্যায় বিচারের কথা কোনটি।

১৭। নবীগণের মিশন বর্ণনার সাথে সাথে এ কথার উক্তি স্বতঃই এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে যে- এখানে লৌহের অর্থ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এবং বাণীর মর্ম হলোঃ আল্লাহতা'আলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে মাত্র একটি পরিকল্পনা পেশ করতে নিজের রসূলদের প্রেরণ করেন নি;... বরং তা কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা-সাধনা করা ও সেই শক্তি সংগ্রহ করাও নবীদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত যার সাহায্যে বাস্তবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার বিনষ্টকারীদের শাস্তি বিধান করা যেতে পারে এবং তার প্রতিরোধকারীদের শক্তি চূর্ণ করা যেতে পারে।

فَمِنْهُمْ	مُّهْتَدٍ	وَ	كَثِيرٌ	مِّنْهُمْ	فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾	ثُمَّ
তাদের অতঃপর মধ্য হতে	(কিছুহয়েছে) সৎপথপ্রাপ্ত	আর	অনেকেই	তাদের মধ্যে হতে	ফাসেক	এরপর

قَفَّيْنَا	عَلٰٓى	اٰثَارِهِمْ	بِرُسُلِنَا	وَ	قَفَّيْنَا	بِعِيسَى
আমরাঅনুগামী করেছি	উপর	তাদের পদাঙ্কের	আমাদের রসূল দেরকে	এবং	আমরাএরপর অনুগামীকরেছি	ঈসাকে

ابْنِ	مَرْيَمَ	وَ	اٰتَيْنٰهُ	الْاِنْجِيلَ	وَ	جَعَلْنَا	فِي
'মরিয়মেরতনয়'		এবং	তাকে আমার দিয়েছি	ইঞ্জিল	এবং	আমরাদিয়েছিলাম	মধ্যে

قُلُوبِ	الَّذِينَ	اتَّبَعُوهُ	رَاْفَةً	وَّ	رَحْمَةً	وَ	رَهْبَانِيَّةَ
অন্তরসমূহের	(তাদের) যারা	তার অনুসরণ করেছে	করুণা	ও	দয়া	আর	বৈরাগ্যবাদ

ابْتَدَعُوهَا		مَا	كَتَبْنٰهَا	عَلَيْهِمْ	اِلَّا	ابْتِغَآءَ	رِضْوَانِ
তারা প্রবর্তন করেছিল	তা	না	তার আমরা বিধান দিয়েছি	তাদের উপর	কিন্তু	(তারা করেছিল) সন্ধানে	সন্তুষ্টির

اللهِ	فَمَا		رَعَوْهَا	حَقَّ	رِعَايَتِهَا	فَاٰتَيْنَا		الَّذِينَ
আল্লাহর	কিন্তু	না	তা পালন করেছিল	যথাযথ ভাবে	তা পালন করা (উচিৎ যেমন)	অতঃপর	আমরা দিয়েছিলাম	(তাদেরকে) যারা

اٰمَنُوا	مِنْهُمْ	اَجْرَهُمْ	وَ	كَثِيرٌ	مِّنْهُمْ	فٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾
ঈমান এনেছিল	তাদের মধ্য হতে	তাদের পুরস্কার	এবং	অধিকাংশ	তাদের মধ্যকার	সত্যত্যাগী (ফাসেক)

উত্তর কালে তাদের সন্তানদের মধ্য হতে কেউ বা হেদায়াত গ্রহণ করেছে, আর অনেক লোকই ফাসেক হয়ে গেছে। ২৭. এর পর আমরা পরপর রসূলদেরকে পাঠিয়েছি। আর এ সবের পর মরিয়ম পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি, এবং তাকে ইন্জিল দান করেছি । যারা তা মেনে চলেছে , তাদের দিলে আমরা দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছি আর 'রাহবানিয়াত'[১৮] তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভবন করে নিয়েছে । আমরা তা তাদের প্রতি ফরজ করে দেয়নি। কিন্তু আল্লাহর সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এই 'বেদ'আত' বানিয়েছে। আর তা যথার্থ পালন করার যে কর্তব্য ছিল তারা তা করেনি । তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহন করেছিল, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুফল আমরা দান করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ফাসেক।

১৮। 'রাহবানিয়াৎ'- এর অর্থ ঃ সংসার ত্যাগী হওয়া, বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করে পাহাড় পর্বত এবং বন-জংগলে আশ্রয় গ্রহণ করা বা নির্জনতার কোণায় গিয়ে অবস্থান করা।
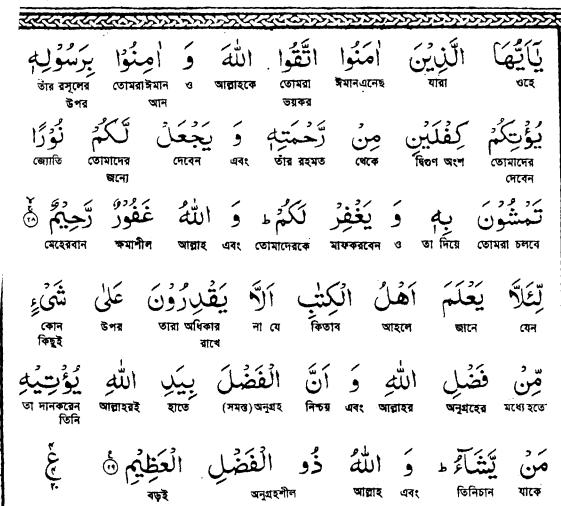
২৮. হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূল (হযরত মুহাম্মদ (সঃ))-এর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদেরকে তার রহমতের দ্বিগুন অংশ দান করবেন, যার আলোয় তোমরা চলবে এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২৯. (তোমাদের এমন আচরণ অবলম্বন করা আবশ্যক) যেন আহলি-কিতাবেরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের উপর তাদের কোন একচেটিয়া অধিকার নেই এবং এই কথাও যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ তার নিজেরই ইচ্ছাধীন, যাকে তিনি চান তাকে তা দান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

সূরা আল-মুজাদালা

নামকরণঃ এই সূরার নাম 'আল্-মুজাদালা' এবং 'আল-মুজাদিলা' এই দু'টি-ই। সূরার প্রথম আয়াতের تجادلك শব্দ হতে এ নাম গৃহিত। সূরার শুরুতেই এমন একজন মহিলার উল্লেখ হয়েছে যে রসূলে করীম (সঃ)-এর সম্মুখে নিজ স্বামীর 'যিহার' (–স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে রূপকভাবে বলা যে, তুমি আমার প্রতি হারাম) সংক্রান্ত মামলা পেশ করেছিল এবং বারবার দাবী জানাচ্ছিল যে, আপনি এমন কোন উপায় ও ব্যবস্থা করে দিন, যার ফলে তার ও তার সন্তানদের জীবন নিশ্চিত ধ্বংস ও বিপর্যয় হতে রক্ষা পেতে পারে। তার এরূপ পৌনপুনিক কথাকে আল্লাহতা'আলা 'মুজাদিলা' শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন। আর এ কারণে তাকেই এই সূরার নাম রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ শব্দটিকে যদি 'মুজাদালা' পড়া যায়, তাহলে এর অর্থ হবে 'তর্ক-বিতর্ক'; আর 'মুজাদিলা' পড়া হলে অর্থ হবে 'তর্ক-বিতর্ককারী নারী'।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ 'মুজাদালা'র এ ঘটনা কবে ও কখন সংঘটিত হয়েছিল, হাদীসের কোন বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য মূল সূরার বিষয়বস্তুতে এ বিষয়ে কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ ঘটনা 'আহযাব' যুদ্ধের (৫ম হিজরীর শওয়াল মাস) পরে সংঘঠিত হয়েছিল। সূরা আহ্যাবে 'মুখে ডাকা পুত্র প্রকৃত পুত্র নয়' এ কথার পর শুধু এতটুকু বলা হয়েছিলঃ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِى تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ -

'তোমরা তোমাদের যে সব স্ত্রীদের সহিত 'যিহার' কর আল্লাহতা'আলা তাহাদিগকে তোমাদের মা বানাইয়া দেন নাই'।

কিন্তু 'যিহার' করা যে কোন পাপ বা অপরাধ, তা সেখানে কিছুই বলা হয়নি। এ ধরনের কাজ– যিহার করা সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কি, সে সম্পর্কেও কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু আলোচ্য সূরায় 'যিহার' সংক্রান্ত সমস্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ হতে জানা গেল যে, সূরা আহ্যাবে বলা উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা তারপর এ সূরায় নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনাঃ সে সময়ে মুসলিম সমাজ যে সব বিভিন্ন সমস্যা ও অবস্থার সম্মুখীন ছিল, আলোচ্য সূরায় সে সব বিষয়ে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। সূরার শুরু হতে ৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যিহার সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে সংগে খুব দৃঢ়তা ও গুরুত্ব সহকারে মুসলমানদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, ইসলাম গ্রহণের পরও জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির উপর অবিচল হয়ে থাকা, আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমাসমূহ লংঘন করা কিংবা তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানানো কিংবা তার বিপরীতে নিজের ইচ্ছা ও মর্যী মত অন্য ধরনের কিছু নিয়ম-নীতি ও আইন-বিধান বানিয়ে নেয়া ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী আচরণ। আর এরূপ আচরণের শাস্তি হবে দুনিয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনা এবং পরকালে সে জন্যে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ।

৭-১০নম্বর আয়াতে মুনাফিকদের অসদাচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এ লোকেরা পরস্পরের সংগে গোপনে কান-পরামর্শ করে নানাবিধ দুস্কৃতির পরিকল্পনা তৈরী করছিল। তাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ লুকিয়ে ছিল ব'লে তারা রসূলে করীম (সঃ)-কে সালাম করতো তেমনিভাবে যেমন করতো ইহুদীরা। তাতে সালামের মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হ'ত। তাতে দো'আ ও শুভ কামনার পরিবর্তে বদ-দো'আ ভাবটাই প্রবল হ'ত। এ প্রসংগে মুসলিম জনগণকে সান্তনা দেয়া হয়েছে এই বলে যে, মুনাফিকদের এরূপ আচরণে তোমাদের কোন অনিষ্ট বা

অকল্যাণ হবে না। তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কাজেই তোমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে নিশ্চিন্তে নিজেদের কাজ করতে থাক। সে সংগে তাদেরকে বিশেষ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে পাপ, যুলম, বাড়াবাড়ি ও রসূলের না-ফরমানী করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কান-পরামর্শ করা সত্যিকার ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকের কাজ হতে পারে না। তারা পরস্পরে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে কোন কথা বললেও তা অবশ্যই নেক কাজ ও তাকওয়া-পরহেযগারী সংক্রান্ত কথা-বার্তা হতে হবে।

১১-১৩নম্বর আয়াতে মুসলমান জনগণকে মজলিসি সভ্যতা সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম-নীতি ও কায়দা-কানুন শিখানো হয়েছে। সে সংগে আগে হতে চলে আসা ও তৎকালে প্রচলিত কতগুলি সামাজিক দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করে তা দূর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন মজলিসে যদি বহু লোক আসন গ্রহণ করে থাকে এবং এরূপ অবস্থায় বাইরে থেকে আরো কিছু লোক এসে পড়ে, তা হলে আগে থেকে উপস্থিত লোকেরা সামান্য একটু সরে গিয়ে তাদের জন্যে বসবার স্থান করে দেয়ার মত উদারতা ও সামান্য ভদ্রতাটুকু দেখাতেও কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। এর ফলে শেষে আগত লোকেরা বৈঠকে দঁড়িয়ে থাকে, কিংবা বাইরে দলিজে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অথবা কোনরূপ স্থান না পেয়ে বৈঠক ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অনেক সময় তারা বৈঠকে এখনো অনেক লোকের সংকুলান হতে পারে মনে ক'রে উপবিষ্ট লোকদের গায়ের উপর বা কাঁধের উপর ভর দিয়ে ভিতরের দিকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। নবী করীমের (সঃ) মজলিস সমূহে এ ধরনের অবস্থা প্রায়ই সৃষ্টি হ'ত। এ কারণে– এ সম্পর্কে সঠিক নিয়ম-নীতি জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। এ প্রসংগে আল্লাহতা'আলা বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের সভা-সম্মেলন ও বৈঠকে, মজলিসে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিও না। শেষে-আসা লোকদের জন্যে উদার-উন্মুক্ত হৃদয়ে আসন করে দেয়া তোমাদের একান্তই কর্তব্য।

এ পর্যায়ে লোকদের মধ্যে নানারূপ ত্রুটিপূর্ণ স্বভাব ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়। কারও সঙ্গে– বিশেষ করে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে গেলে সেখানে শক্তভাবে আসন গেড়ে বসে থাকা লোকদের মধ্যে একটা সাধারণ বদ-অভ্যাস। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু সময়ও যে তার নষ্ট হতে দেয়া উচিৎ নয়– দিলে সংশ্লিষ্ট লোকের ক্ষতি হতে পারে; কিংবা মানসিক অসন্তোষের কারণ ঘটতে পারে, এতটুকু চেতনাও তাদের মনে জাগে না। সে লোক অতিষ্ঠ হয়ে যদি বলে 'জনাব, এখন আপনি চলেযান, কিংবা আমি তো আপনাকে আর সময় দিতে পারি না' অথবা যদি তাকে বসিয়ে রেখে নীরবে উঠে চলে যায় তখন কিন্তু লোকটি দুর্ব্যবহারের জন্যে চিৎকার করতে শুরু করে। সে যদি ইশারা-ইংগিতে বলেও যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। সে জন্যে তাকে যেতে বা সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে তা হলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করে না। এ ধরনের আচরণ মূলতঃ এবং স্বভাবতঃই অশালীন ও ভদ্রতা বিবর্জিত। নবী করীম (সঃ)ও এ ধরনের আচরণের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাঁর সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে বসবার আগ্রহাতিশয্যে লোকেরা এতটুকুও বুঝতে পারতো না যে, তারা অনেক অমূল্য কাজকর্মের ক্ষতি সাধন করছে। এ অশোভন অভ্যাস ও আচরণ খতম করার জন্যে শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলাকেই এ নির্দেশ জারী করতে হল। তিনি বলে দিয়েছেন– যখনি সভা বা মজলিস বরখাস্ত করার কথা বলা হবে তখনি স্থান ত্যাগ করতে হবে। বিনা কারণে আর মুহূর্ত-কালও বিলম্ব করা চলবে না।

লোকদের মধ্যে আর একটা ত্রুটি ছিলঃ প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নবী করীমের (সঃ) সাথে নিবিড় একাকীত্বে কথা বলবার বাসনা প্রকাশ করতো এবং এর পিছনে তেমন কোন বিশেষ কারণ থাকতো না। কিংবা সর্বসাধারণের উপস্থিতিতেই কেউ কেউ তাঁর নিকটে গিয়ে কানে কানে কথা বলতে চেষ্টা করতো। কিন্তু এ ধরনের সব আচরণই নবী করীম (সঃ)-এর জন্য খুবই দুঃসহ ও কষ্টদায়ক হ'ত এবং মজলিসে উপস্থিত অন্যান্য লোকদের পক্ষেও এ খুবই অসহ্য ঠেকতো। এ কারণে আল্লাহতা'আলা এ বাধ্য-বাধকতা আরোপ করে দিলেন যে, যে লোকই নবী করীম (সঃ)-এর সাথে একাকীত্বে কথা বলতে চায় সে যেন পূর্বেই সাদকা দেয়। বস্তুতঃ লোকদের এ বদ-অভ্যাস

ছাড়ানো এবং এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল। আর এ বাধ্য-বাধকতাও কার্যতঃ অতঃপর খুব অল্পকাল পর্যন্তই চালু ছিল। পরে লোকেরা যখন নিজেদের আচরণ ঠিক-ঠাক করে নিল তখন এ বাধ্য-বাধকতা প্রত্যাহার করা হয়।

১৪ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের লোকদের– যাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান ঈমানদার, মুনাফিক এবং না-ঈমানদার না-বেঈমান প্রভৃতি সকল রকমের লোকই শামিল ছিল- অকাট্য ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হ'ল সেই মানদন্ডের কথা যার ভিত্তিতে দ্বীন ইসলামে প্রকৃত নিষ্ঠাবান লোক কে তা যাচাই করা হয়। এক ধরনের মুসলমান এমন যারা দ্বীন-ইসলামের দুশমনদের সাথে আন্তরিক বন্ধুতা পোষণ করে। তারা যে দ্বীন-ইসলামের প্রতি ঈমানদার হওয়ার দাবী করে নিতান্ত স্বার্থপরতার দরুণ সেই দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও একবিন্দু দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করে না এবং ইসলাম সম্পর্কে নানা প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের ধুম্রজালের কুন্ডলি সৃষ্টি ক'রে লোকদের মনে নানা ধরনের ভুল ধারণার উদ্রেক ক'রে, আল্লাহর বান্দাহদের আল্লাহর পথে আসতে ও চলতে দেয় না– কঠিন বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা যেহেতু মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত এ কারণে ঈমানের মিথ্যা অংগীকার তাদের জন্যে বিশেষ রক্ষাকবচ হয়ে দেখা দেয়। এদের বাইরে ছিল আর এক ধরনের মুসলমান। তাঁরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে অন্যকারো পরোয়া করা তো দূরের কথা, নিজেদের পিতা, ভাই, সন্তান ও বংশ-পরিবারের প্রতিও একবিন্দু ভ্রুক্ষেপ করতেন না– পরোয়া করতেন না। আল্লাহ, রসূল ও ইসলামের দুশমনদের প্রতি তাঁদের মনে ছিলনা একবিন্দু ভালোবাসা। এ পর্যায়ের আয়াতসমূহে আল্লাহতা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, প্রথমোক্ত ধরনের লোকেরা নিজেদের মুসলিম হওয়ার কথা যতই কসম খেয়ে বলুক না কেন, মূলতঃ তারা শয়তানের দলের লোক। আর আল্লাহর দলে গণ্য হবার সৌভাগ্য কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ের মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট। সত্যিকার মুসলমান হওয়ার গৌরব কেবল তাদেরই। আল্লাহও তাদেরই প্রতি রাজী ও খুশী এবং প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য কেবল তারাই পেতে পারে।
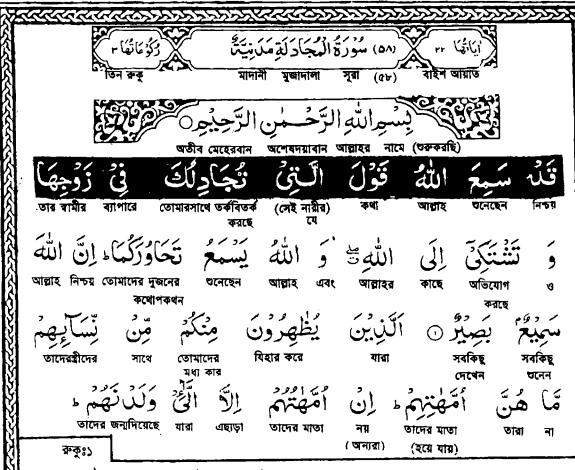
১.আল্লাহ [১] শুনতে পেয়েছেন সেই মেয়েলোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করতে থাকছে। আল্লাহ তোমাদের দুজনেরই কথাবার্তা শুনেছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

২. তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করে[২], তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে।

১। এই আয়াত এক মহিলা খাওলা-বিন্‌তে সালাবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে যিহার (মায়ের সংগে তুলনা) করেছিলেন। এই মহিলা নিজে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন- ইসলামে এ সম্পর্কে হুকুম কি? সে সময় পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। সে জন্যে হুযুর (সঃ) বলেছিলেন যে- 'আমার মনে হয় তুমি তোমার স্বামীর পক্ষে হারাম হয়ে গিয়েছো'। এ কথায় মহিলাটি অভিযোগ করতে থাকেন যে- 'আমার ও আমার সন্তানদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে'। এই অবস্থায় যখন তিনি কেঁদে কেঁদে হুযুরের নিকট নিবেদন করেছিলেন যে- "এরূপ কোন বিধান দেয়া হোক যাতে তাঁর ঘর ভাঙন থেকে রক্ষা পায়- আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ করে সমস্যার হুকুম বর্ণনা করা হয়"।

২। আরবে অনেক সময় এরূপ ঘটনা ঘটতো যে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলতো- "তুই আমার পক্ষে আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত হারাম।" এ কথার প্রকৃত মর্ম ছিল- "তোর সঙ্গে যদি আর সংগম করি তবে আমার পক্ষে নিজের মায়ের সংগে সংগম করার সমতুল্য হবে"। এ যুগেও অনেক নির্বোধ লোক স্ত্রীর সংগে ঝগড়া-বিবাদ করে তাকে মা, ভগ্নী ও কন্যার সংগে তুলনা দিয়ে থাকে। এর পরিষ্কার মর্ম হচ্ছে- এখন থেকে সে যেন স্ত্রীকে স্ত্রী নয় বরং সেই সব স্ত্রীলোকের মত জ্ঞান করবে যারা তার পক্ষে হারাম। এই কাজকে 'যিহার' বলা হয়। প্রাক ইসলামী মূর্খতার যুগে আরববাসীদের কাছে একে তালাক বরং তার থেকেও অনেক কঠিন সম্পর্ক-ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হতো।

وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ
এবং তারা নিশ্চয় বলে অবশ্যই অতিঘৃণ্য কথা ও মিথ্যা এবং নিশ্চয় আল্লাহ

لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ
অবশ্যই মার্জনাকারী ক্ষমাশীল এবং যারা যিহার করে সাথে তাদেরস্ত্রীদের

ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ
এরপর ফিরেযায় (তা হতে) যা তারা বলে ছিল মুক্ত করতে হবে একজনদাস পূর্বে

يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
পরস্পরকে স্পর্শ করার এসব তোমাদের উপদেশ দেওয়াহচ্ছে এদ্বারা এবং আল্লাহ ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকর

خَبِيْرٌ ۝
খুবঅবহিত

এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহতা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনা দানকারী[৩]।

৩. যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, পরে নিজেদের সেই কথা হতে ফিরে যায় যা তারা বলেছিল[৪], পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটা দাস মুক্ত করতে হবে। এ কথা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত[৫]।

৩। অর্থাৎ এ এরূপ কাজ যার জন্যে এক ব্যক্তির খুবই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহতা'আলার মেহেরবানী-তিনি প্রথমতঃ তো যিহারের ব্যাপারে মূর্খতার যুগের নিয়মকে রহিত করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন; দ্বিতীয়তঃ এরূপ কুকর্মকারীদের জন্যে তিনি সেই শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে যা সব থেকে লঘু দন্ড হতে পারে।

৪। এর দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম- তারা যা বলে ছিল তার সংশোধন করতে চায়। দ্বিতীয়- তারা এ কথা বলে যে জিনিষকে হারাম করতে চেয়েছিল তা নিজেদের জন্যে তারা হালাল চায়।

৫। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি চুপে চুপে নিজ গৃহের মধ্যে স্ত্রীর সংগে যিহার করে বসে এবং তারপর কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) স্বরূপ দন্ড আদায় না করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্বের মতো দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে থাকে, তবে দুনিয়ার কোন লোক তা না জানলেও আল্লাহ তো অবশ্যই সে কথা জানবেন। আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে কোন প্রকারে সম্ভব হবে না।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
যে অতঃপর না পায়(কোন দাস) তবে রোজা রাখবে দু'মাস ধারাবাহিকভাবে

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّاط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ
পূর্বে পরস্পরে স্পর্শকরার যে অতঃপর না সমর্থহবে তবে খানা খাওয়াবে ষাটজন

مِسْكِيْنًاط ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖط وَ تِلْكَ حُدُوْدُ
মিছকীনকে এটা (এজন্যে) যেন তোমরা ঈমানআন আল্লাহরউপর ও তাঁর রসূলের (উপর) এবং এটা সীমাসমূহ

اللّٰهِط وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ
আল্লাহর এবং কাফেরদের জন্যে (রয়েছে) শাস্তি মর্মান্তিক নিশ্চয় যারা বিরুদ্ধাচারণ করে

اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ
আল্লাহর ও তার রসূলের তাদের লাঞ্ছিত করাহবে যেমন লাঞ্ছিতকরা হয়েছিল (তাদেরকে) যারা তাদের পূর্বে (ছিল) এবং নিশ্চয়

اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍط وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝
আমরা নাযিল করেছি আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট এবং কাফিরদের জন্যে (রয়েছে) আযাব অপমানকর

৪.আর যে লোক দাস পাবেনা, সে যেন ধারাবাহিক ভাবে দু'মাস রোজা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে [৬]। আর যে লোক তা করতেও সমর্থ হবে না, সে যেন ষাট জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায় [৭]। এরূপ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এ জন্যে যেন তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো [৮]। বস্তুতঃ ইহা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বিশেষ, আর কাফেরদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রয়েছে।

৫.যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে , তাদেরকে ঠিক এমনি ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন ভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আমরা তো স্পষ্ট 'বয়ান'-সম্বলিত আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্যে অপমানকর আযাব।

৬। অর্থাৎ ক্রমাগত দুই মাস রোযা করে যাবে- এর মাঝে কোন দিন রোযা ত্যাগ করবে না।

৭। অর্থাৎ দুইবেলা পেট ভরে আহার দেবে, রন্ধন করা খাবার বা রন্ধন না করে আহারীয় বস্তুও দেয়া যাবে। ষাটজন লোককে একদিন খাওয়ালে চলবে অথবা একজন লোককে ষাট দিন খাওয়ালেও চলবে।

৮। এখানে ঈমান আনার অর্থ খাঁটি ও অকপট মু'মিনের ন্যায় চলা।
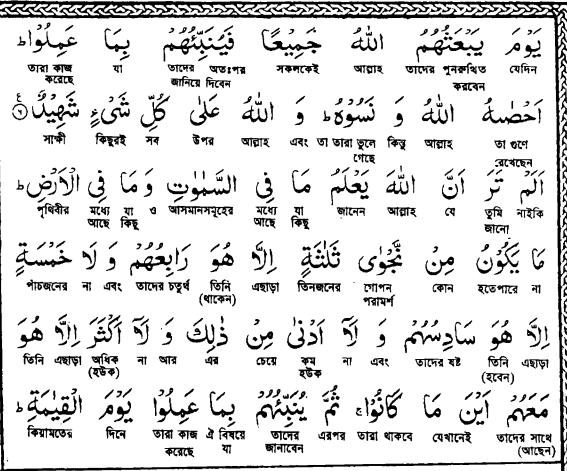
৬.(এই অপমানকর আযাব) সে দিন হবে, যখন আল্লাহতা'আলা এদের সকলকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা যা কিছু করে আসছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। তারা তো ভুলে গেছে, কিন্তু আল্লাহতা'আলা তাদের যাবতীয় কৃত-কর্ম গুনে গুনে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আর আল্লাহ- এক এক জিনিষের ব্যাপারে সাক্ষী।

রুকুঃ২

৭.তুমি কি জাননা [৯] যে, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটা জিনিষই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত? এমন কখনও হয় না যে, তিনজন লোকের মধ্যে কোন কান-পরামর্শ হবে, এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থ হবেন না; কিম্বা পাঁচ জনের কান-পরামর্শ হবে, আর তাদের মধ্যে ষষ্ঠ আল্লাহ হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা এর কম হোক কি বেশী- যেখানেই তারা হবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবেন। পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা কি কি কাজ করেছে।

৯। এখানে থেকে দশ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগত মুসলিম সমাজের মধ্যে মুনাফেকরা যে কার্যধারা অবলম্বন করেছিল তার সমালোচনা করা হয়েছে । তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের দলের মধ্যে শামিল হয়েছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মু'মিনদের থেকে পৃথক নিজেদের এক উপদল বানিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরা যখনই তাদের দেখতো, তারা দেখা পেত- পরস্পরে একত্র হয়ে তারা কানে-কানে ফিসফাস করছে। এই গুপ্ত পরামর্শসমূহে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে, ঝগড়া-বিবাদ বাধাতে এবং হতাশা বিস্তার করতে নানা রকম পরিকল্পনা তৈরী ও নূতন নূতন গুজব রচনা করতো।

আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে অবহিত।

৮. তুমি কি সেই লোকদের দেখনি যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা সে তৎপরতাই চালিয়ে যাচ্ছে,যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এ লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে পাপ, বাড়াবাড়ি ও রসূলের না-ফরমানীর কথাবার্তা বলছে। আর যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন পদ্ধতিতে সালাম করে, যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি সালাম করেন নি[১০], আর নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এ সব কথাবার্তার দরুন আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তারই ইন্ধন হবে। -তা হবে তাদের অতীব দুঃখময় পরিণতি!

৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বল,

১০। ইহুদী ও মুনাফেকদের এ ছিল সাধারণ গতি। কতিপয় রেওয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে -কয়েকজন ইহুদী নবী করীমের (সঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলে- আসসামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম। অর্থাৎ তারা আসসামু আলাইকা এরূপ ধরনে উচ্চারণ করে যাতে শ্রোতার যেন মনে হয় যে তারা 'সালাম' বলেছে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বলেছিল-'সাম' যার অর্থ হচ্ছে 'মৃত্যু'।
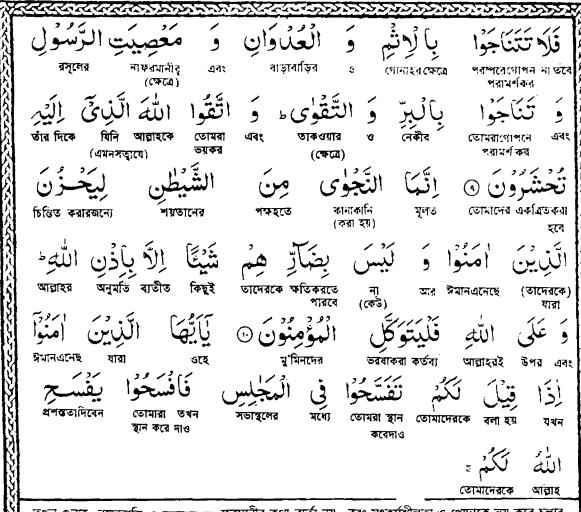
তখন গুনাহ, বাড়াবাড়ি ও রসূলের না- ফরমানীর কথা-বার্তা নয়– বরং সৎকর্মশীলতা ও খোদাকে ভয় করে চলার (তাক্ওয়ার) কথা-বার্তা বল এবং সেই খোদাকে ভয় করতে থাক যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে।

১০. কানা-ফুঁসি করা তো একটা শয়তানী কাজ। আর তা করা হয় এ জন্যে যে, ঈমানদার লোকেরা যেন তার দরুণ দুঃখিত ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ খোদার অনুমতি ভিন্ন তা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারে না। আর মু'মিন লোকদের কর্তব্য হল কেবল মাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা।

১১. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদেরকে যখন বলা হবে নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি কর, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন[১১]।

১১। আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুসলমানদের যে সমস্ত শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে– যখন কোন মজলিসে পূর্ব থেকে কিছু লোক উপবিষ্ট থাকে এবং পরে আর কিছু লোক উপস্থিত হয় তখন পূর্ব থেকে বসে থাকা লোকদের মধ্যে শিষ্টতা থাকা উচিত যে, তারা নিজেরা নূতন যারা এসেছে তাদের স্থান দেবে, এবং যতদূর সম্ভব কিছুটা সরে সরে সংকুচিত হয়ে তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবে; এবং পরবর্তী আগমনকারীদের মধ্যে এতটা ভব্যতা থাকা দরকার যে, তারা যবরদস্তি তাদের মধ্যে ঢুকে যাবে না, এবং কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা করবে না।

وَ	اِذَا	قِيۡلَ	انۡشُزُوۡا	فَانۡشُزُوۡا	يَرۡفَعِ	اللّٰهُ
এবং	যখন	বলাহয়	তোমরা উঠেযাও	তোমরা তখন উঠে যেয়ো	উন্নত করবেন	আল্লাহ

الَّذِيۡنَ	اٰمَنُوۡا	مِنۡكُمۡ	وَ	الَّذِيۡنَ	اُوۡتُوا	الۡعِلۡمَ	دَرَجٰتٍ
(তাদেরকে) যারা	ঈমান এনেছে	তোমাদের মধ্য হতে	এবং	যাদের	দেয়া হয়েছে	জ্ঞান	মর্যাদায় (উন্নতকরবেন)

وَ	اللّٰهُ	بِمَا	تَعۡمَلُوۡنَ	خَبِيۡرٌ ⑪	يٰۤاَيُّهَا	الَّذِيۡنَ	اٰمَنُوۡۤا
এবং	আল্লাহ	সেবিষয়ে যা	তোমরা কাজ করছ	খুবঅবহিত	ওহে	যারা	ঈমানএনেছ

اِذَا	نَاجَيۡتُمُ	الرَّسُوۡلَ	فَقَدِّمُوۡا	بَيۡنَ	يَدَىۡ	نَجۡوٰىكُمۡ
যখন	তোমরা একাকিত্বে কথাবলবে	রসূলের সাথে	তখন তোমরা পেশ করবে		পূর্বে	তোমাদের একাকিত্বে কথা বলার

صَدَقَةً	ذٰلِكَ	خَيۡرٌ لَّكُمۡ	وَ	اَطۡهَرُ	فَاِنۡ	لَّمۡ	تَجِدُوۡا
সদকা	এটা	তোমাদেরজন্যে উত্তম	ও	পবিত্রতর	যদি আর	না	তোমরাপাও (কিছুই)

فَاِنَّ	اللّٰهَ	غَفُوۡرٌ	رَّحِيۡمٌ ⑫	ءَاَشۡفَقۡتُمۡ	اَنۡ	تُقَدِّمُوۡا	بَيۡنَ يَدَىۡ
নিশ্চয়তবে	আল্লাহ	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	কি তোমারা ভয় পাও	যে	তোমরা দিবে	পূর্বে

نَجۡوٰىكُمۡ	صَدَقٰتٍ
তোমাদের একাকিত্বে কথাবলার	সদকা

আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাও[১২]। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।

১২. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন রসূলের সাথে গোপনে একাকিত্বে কথাবার্তা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে কিছু সাদ্‌কা দাও[১৩]। তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অবশ্য সাদ্‌কা দেবার মত যদি কিছুই তোমরা না পাও, তা হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১৩. তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে এজন্যে যে একাকী কথা বলার পূর্বে তোমাদেরকে সাদ্‌কা দিতে হবে?

১২। অর্থাৎ যখন বৈঠক সমাপ্তির কথা ঘোষণা করা হবে, তখন উঠে চলে যাওয়া উচিৎ, তখনো জমে বসে থাকা উচিত নয়।

১৩। হযরত আবদুল্লা-বিন আব্বাস(রাঃ) এই আদেশের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন– লোকে অত্যাধিকভাবে ও বিনা প্রয়োজনে রসূলুল্লাহর সংগে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করার জন্যে আবেদন করতে আরম্ভ করেছিল।

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا
যদি অতঃপর না তোমরাকরতে পার আর মাফ করে দিলেন আল্লাহ তোমাদেরকে তবে তোমরা কায়েমকর

الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ
নামাজ এবং তোমরা দাও জাকাত ও তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও তাঁর রসূলের

وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑬ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
এবং আল্লাহ খুবঅবহিত ঐ বিষয়ে যা তোমরা কাজকর নাই কি তুমি দেখ প্রতি (তাদের) যারা

تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ
বন্ধুবানায় (এমন) লোকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ যাদের উপ- না তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত

وَ لَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ⑭
এবং না তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা কসমখায় উপর মিথ্যার যখন তারা জানেও

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا
প্রস্তুত রেখেছেন আল্লাহ তাদেরজন্যে আযাব কঠোর তারা নিশ্চয় অতিমন্দ যা কিছু

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑮
তারা কাজ করে আসছে

ঠিক আছে, তোমরা যদি তা না কর– আর আল্লাহ তোমাদেরকে তা হতে ক্ষমা করে দিলেন– তা হলে নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পুরাপুরি অবহিত[১৪]।

রুকূ:৩

১৪. তুমি কি দেখ নাই সেই লোকদেরকে, যারা এমন লোকদেরকে বন্ধু বানিয়েছে যারা আল্লাহর অভিশপ্ত? তারা না তোমাদের লোক, না তাদের। আর তারা জেনে বুঝে মিথ্যা কথার উপর কসম খায়।

১৫. আল্লাহতা'আলা তাদের জন্যে কঠোর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারা যা কিছু করে, তা অতীব মন্দ কাজ।

১৪। এ দ্বিতীয় আদেশ উপরোক্ত আদেশের কিছু সময় পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এর দ্বারা সাদকা দেয়ার বাধ্যতা রহিত করা হয়। সাদকার এই হুকুম কতদিন কার্যকরী ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাতাদা বলেন– এক দিনের থেকে কম সময়ও হুকুম জারি ছিল, তারপর রহিত করে দেয়া হয়। মুকাতিল বিন হাইয়ান বলেন– দশ দিন জারী ছিল। এই হুকুমের স্থায়ীত্বকাল সম্পর্কে যত বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে দশ দিন হচ্ছে সব থেকে বেশী পরিমাণ।

اِتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ

তারা গ্রহণ করেছে | তাদের শপথ গুলোকে | ঢালস্বরূপ | তারা অতঃপর বাধা দেয় | হতে | পথ

اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تُغْنِيَ

আল্লাহর | তাদের অতএব জন্যে (রয়েছে) | আযাব | অপমানকর | কক্ষণই না | কাজে লাগবে

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ط

তাদের জন্যে | তাদের মালগুলো | আর | না | তাদের সন্তানাদি (বাঁচার জন্যে) | হতে | আল্লাহ | কিছুমাত্র

أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ

ঐ সব লোক | অধিবাসী | দোজখের | তারা | তারমধ্যে | চিরকাল থাকবে | যেদিন

يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ

তাদের উঠাবেন | আল্লাহ | সকলকেই | তারা তখনও শপথকরবে | তাঁরকাছে | যেমন | তারা শপথকরে | তোমাদের কাছে

وَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ط أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٨﴾

ও | তারা মনেকরে | যে তারা | (প্রতিষ্ঠিত) উপর | কোন কিছুর | সাবধান | তারা নিশ্চয় | তারাই | মিথ্যাবাদী

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط أُولٰٓئِكَ حِزْبُ

প্রভূত্ব বিস্তার করেছে | তাদের উপর | শয়তান | তাদের অতঃপর ভুলিয়েদিয়েছে | স্মরণ | আল্লাহর | ঐসব লোক (অন্তর্ভূক্ত) | দলের

الشَّيْطٰنِ ط أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

শয়তানের | সাবধান | নিশ্চয়ই | দল | শয়তানের | তারাই | ক্ষতিগ্রস্ত (হবে)

১৬. তারা নিজেদের 'কসম'গুলোকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। এর সাহায্যে তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। এ কারণে তাদের জন্যে অপমানের আযাব রয়েছে।

১৭. আল্লাহ হতে বাঁচাবার জন্যে না তাদের ধন-মাল কোন কাজে আসবে, না তাদের সন্তানাদি। তারা দোজখের বন্ধু, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।

১৮. যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে উঠাবেন, তারা তাঁর সামনেও ঠিক সে রকম কসম করবে, যেভাবে তারা তোমাদের সামনে করছে। আর মনে মনে ভাববে যে, এ দিয়ে তাদের কিছুটা কাজ সমাধা হয়ে যাবে। ভালভাবে জেনে নাও, তারা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী।

১৯. শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে খোদার স্মরণ তাদের দিল হতে ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলের লোক। জেনে রাখ, শয়তানের দলের লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

নিশ্চয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের ঐসব লোক অন্তর্ভুক্ত অধিক লাঞ্ছিতদের

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

লিখে দিয়েছেন আল্লাহ বিজয়ীহব অবশ্যই আমি ও আমাররসূলরা নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান পরাক্রমশালী

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ

না তুমি পাবে (এমন যে) লোকদেরকে বিশ্বাস করে আল্লাহর উপর ও উপর শেষ দিনের (আবার তারা) বন্ধুত্বও করে

مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ

(তাদেরসাথে) যারা বিরোধীতা করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের এবং যদিও তারাহয় তাদের পিতা বা তাদের পুত্র

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

বা তাদের ভাইয়েরা বা তাদের বংশ-পরিবার ঐসব লোক (আল্লাহ) দৃঢ়মূল করেদিয়েছেন মধ্যে তাদের অন্তরসমূহের

الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

ঈমান ও তাদের শক্তিশালী করেছেন রূহ দিয়ে তাঁর পক্ষ হতে এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে প্রবাহিত হয়

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

যার পাদদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ তারা চিরকাল থাকবে তারমধ্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ তাদেরপ্রতি ও তারাসন্তুষ্ট হয়েছে

عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ ع

তাঁরপ্রতি ঐসব লোক (অন্তর্ভুক্ত) দলের আল্লাহর জেনেরাখ নিশ্চয় দল আল্লাহর তারাই সফলকাম

২০. নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিততম লোক হল তারা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে বিরোধিতা করে।

২১. আল্লাহতা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রসূলরাই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী থাকব। বস্তুতঃ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী।

২২. তোমরা কখনও এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধতা করেছে- তারা তাদের পিতাই হোক, কিংবা তাদের পুত্রই হোক বা ভাই-ই হোক অথবা হোক তাদের বংশ পরিবারের লোক। এরা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহতা'আলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা 'রুহ্' দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করাবেন যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি। এরাই আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।
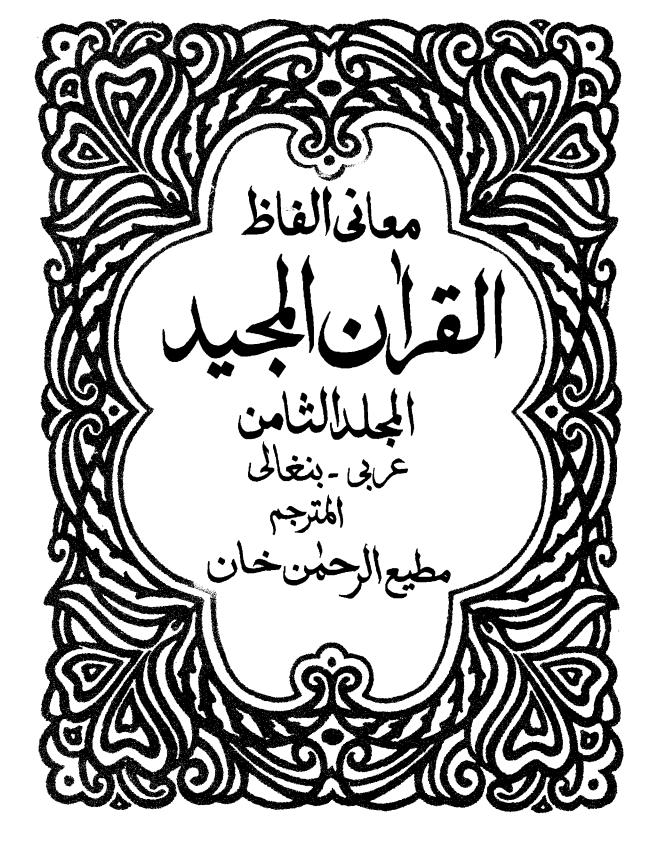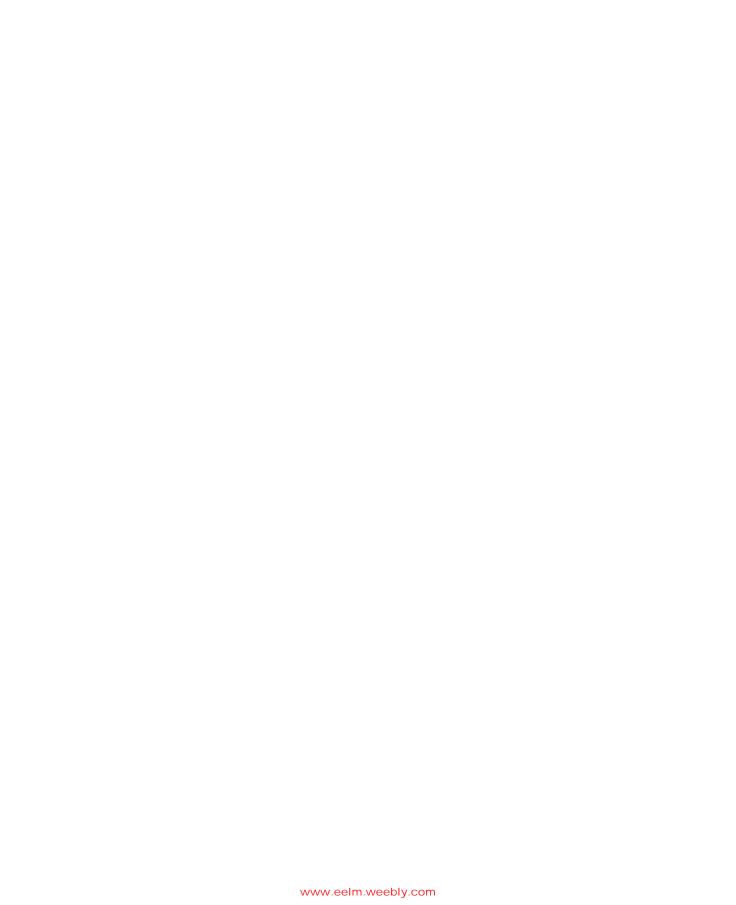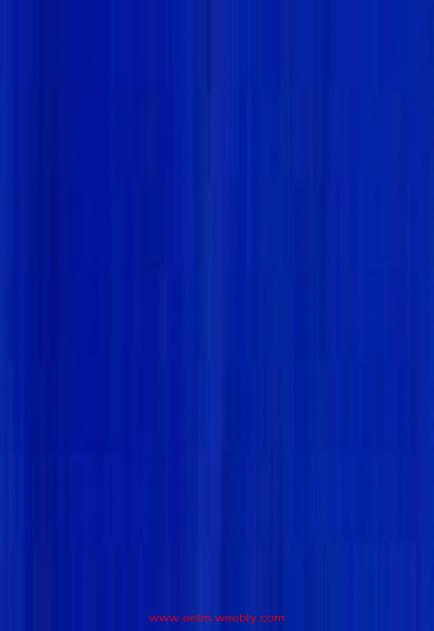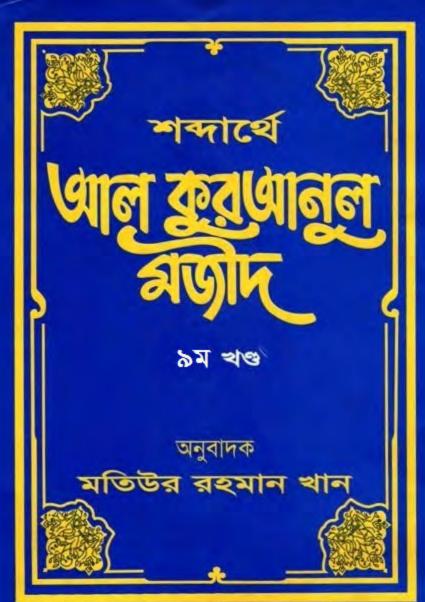
معانى الفاظ
القرآن المجيد
المجلد الثامن
عربى - بنغالى
المترجم
مطيع الرحمن خان

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৯ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি অনুবাদ ও তাফসীর ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অর্থ অনুধাবন করা অনেকাংশে সহজ হলেও আরবী ভাষায় কম অভিজ্ঞ লোকদের সরাসরি শব্দে শব্দে অর্থ বুঝার মত অনুবাদের অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। ইতিপূর্বে সূরা আল ফাতিহা থেকে আলে ইমরান পর্যন্ত প্রথম ও শেষ পারা ১০ম খন্ড হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এখন ৯ম খন্ডও প্রকাশিত হচ্ছে- আলহামদুলিল্লাহ। তবে শব্দার্থ দ্বারা অনেক সময় মুল বক্তব্য জানা সম্ভব হয় না তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর তরজমা-এ-কুরআন থেকে নামকরণ, ভাবার্থ, শানেনুযূল, বিষয়বস্তু ও সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোগ করা হয়েছে। যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

পবিত্র কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ চয়নের ক্ষেত্রে আমি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সীরগণের গ্রহ্‌ণীয় অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। এক্ষেত্রে শাহ্‌ রফিউদ্দিন দেহলভী (রঃ) এর শাব্দিক অনুবাদ (উর্দূ) তফসীর মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ) ও ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশিত আল কুরআনুল করিম (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর তাফহীমুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ), মক্কাশরীফে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর **Vocabulary of the Holy Quran** (আরবী-ইংরেজী) তাফসিরে জালালাইন ও মিশরের প্রখ্যাত মুফতি হাসানাইন মুহাম্মদ মখলুদের 'কালিমাতুল কুরআন'-এর সহযোগিতা নিয়েছি। এ সত্ত্বেও কোন ত্রুটি যদি কোন গবেষকের সামনে ধরা পড়ে তা অনুবাদককে অবহিত করতে অনুরোধ রইল। বিদেশে অবস্থানের কারণে মুদ্রণ জনিত ত্রুটিও রয়ে গিয়েছে। আগামীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বঙ্গানুবাদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে বাংলা শব্দার্থগুলোকে ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে পড়ার পরিবর্তে আরবী শব্দের নীচে দেয়া বাংলা শব্দার্থ ও আয়াতগুলোর দেয়া ভাবার্থ পড়তে হবে। এভাবে শব্দার্থ ও ভাবার্থ বুঝে কিছুদুর অধ্যয়ন করতে পারলে পরবর্তীতে কুরআনের বাকী অংশের অর্থ অনুধাবন সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এর পরও পূর্ণ কুরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্যে কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সহযোগিতা নেয়াই উত্তম হবে।

এ কাজে জনাব মাওলানা সাঈদুর রহমান সাহেব সহ বেশ কিছু সংখ্যক সাথী ভাইয়ের সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি।

সব শেষে এ কাজে যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমার এ ক্ষুদ্র মেহনত যাতে আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন তার জন্য তারই দরগায় কাতরভাবে মোনাজাত করছি।

মতিউর রহমান খান

খুলনা

রবিউসসানি ১৪১৩ হি'

অক্টোবর ১৯৯২ইং

সূচীপত্র

সূরার নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
৫৯ সূরা হাশর	৫
৬০ সূরা মুমতাহিনা	২৪
৬১ সূরা আস-ছফ	৩৪
৬২ সূরা জুমু'আ	৪১
৬৩ সূরা আল মুনাফিকুন	৪৯
৬৪ সূরা আত তাগাবুন	৬০
৬৫ সূরা আত তালাক	৬৯
৬৬ সূরা আত তাহ্‌রীম	৭৮
৬৭ সূরা আল মূলক	৮৮
৬৮ সূরা আল কালাম	৯৭
৬৯ সূরা আল হাক্কাহ	১০৬
৭০ সূরা আল মা'আরিজ	১১৫
৭১ সূরা নূহ	১২২
৭২ সূরা আল-জ্বিন্	১২৯
৭৩ সূরা আল মুয্‌যাম্মিল	১৩৯
৭৪ সূরা আল মুদ্দাস্‌সির	১৪৬
৭৫ সূরা আল কিয়ামাহ্‌	১৫৭
৭৬ সূরা আদ দাহ্‌র	১৬৫
৭৭ সূরা আল মুরসালাত	১৭৪

সূরা আল–হাশর

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াতের অংশ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ এর 'হাশর' শব্দটিকে এ সূরা'র নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ এমন সূরা যাতে 'আল–হাশর' শব্দটি রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস–গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বলা হয়েছেঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর নিকট সূরা 'হাশর' সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেনঃ এ বনু–নযীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল সূরা 'আনফাল।' হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের অপর একটি বর্ণনায়, ইবনে আব্বাসের এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ

অর্থাৎ–সূরা হাশর না বলে বল ঃ 'সূরা নযীর'। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়দ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণও এরূপই বর্ণনা করেছেন। এদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা হ'ল এইঃ এ সূরায় যে–আহলি–কিতাব লোকদের বহিষ্কার করার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা বনু–নযীর সম্পর্কেই বলা হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হ'ল ঃ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই গোটা সূরাটিই বনু–নযীর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, বনু–নযীরের এ যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছে? ইমাম যুহরী এ প্রসংগে ওরওয়া ইবনে যুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ বদর যুদ্ধের ছ'মাস পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু ইবনে সা'আদ, ইবনে হিশাম ও বালাযুরীর বর্ণনায় এ ৪র্থ হিজরীর রবিউল–আউআল মাসে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর এটাই ঠিক। কেননা সর্ববর্ণনাই এ ব্যাপারে একমত যে, বীরে মা'উনার মর্মান্তিক ঘটনার পর এ ঘটেছিল। আর বীরে মা'উনার ঘটনা যে বদর যুদ্ধের পরেই সংঘটিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই প্রমাণিত।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরায় আলোচিত বিষয়–বস্তু ভালোভাবে বুঝবার জন্যে মদীনা ও হেজাযের ইহুদীদের ইতিহাস সম্পর্কিত সম্যক তথ্য সামনে রাখা আবশ্যক। কেননা, এ ছাড়া ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তার প্রকৃত কারণ জেনে নেয়া সম্ভব নয়। আরবের ইহুদীদের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তাদের অতীত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আলোকপাত করতে পারে এমন কোন রচনা তারা কোন কিতাব কিংবা শিলালিপিরূপেও রেখে যায় নি। আর আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক ও গ্রন্থপ্রণেতাগণও আরব দেশের ইহুদীদের সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করে নি। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, এ ইহুদীরা আরব উপদ্বীপে আসার পর তাদের স্বজাতির অন্যান্য লোকদের হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে দুনিয়ার অন্যান্য ইহুদীরা তাদেরকে নিজেদের সমাজের ও স্বজাতির লোক বলে মনেই করতো না। কেননা তারা ইবরীয় সভ্যতা, ভাষা এমনকি নামকরণও পরিহার করে সর্বক্ষেত্রে আরবতন্ত্র গ্রহণ করে বসেছিল। হেজাযের প্রত্নতত্ত্ব পর্যায়ে যেসব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তাতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে আরব দেশে ইহুদীদের কোন নামচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এ সময়ও মাত্র কয়েকটি ইহুদী নামই পাওয়া যায়। এ কারণে আরব–বাসীদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত বর্ণনাসমূহের ওপরই আরব দেশীয় ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ অংশ নির্ভরশীল। এরও অধিকাংশ বর্ণনা স্বয়ং ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত। হেজাযের ইহুদীদের দাবী ছিল–তারা সর্বপ্রথম হযরত মূসা'র জীবনকালের শেষ অধ্যায়ে এ দেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল। এর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে তারা বলতো হযরত মূসা (আঃ) ইয়াসরিব অঞ্চল হতে আমালিকাদেরকে বহিষ্কৃত করার উদ্দেশ্যে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এ জাতির একটা লোককেও যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলীয় এ সৈন্য বাহিনী এখানে এসে নবীর আদেশকে বাস্তবায়িত করে। কিন্তু আমালিকা–

বাদশাহর একটি পুত্র ছিল খুবই সুশ্রী–সুদর্শন। তাকে তারা মারলো না, জীবিত রেখে দিল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে তারা ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এ সময় হযরত মূসা'র ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্থলাভিষিক্তরা তাদের প্রতি খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ ও মূসা প্রদত্ত শরীঅতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা ও অমান্যতার অপরাধ। এ কারণে তাঁরা এ বাহিনীর লোকদেরকে নিজেদের জামা'আত হতে বের করে দিলেন। ফলে তারা ইয়াসরিব প্রত্যাবর্তন করতে ও এখানেই বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। (–কিতাবুল–আগানী ১৯ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা ঃ)। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরবের ইহুদীদের দাবী ছিল – তারা খৃষ্টপূর্ব চারশ' বছর হতে এদেশের বাসিন্দা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবতঃ এ কাহিনী তারা মনগড়াভাবে প্রচার করে দিয়েছিল, যেন আরবদের তুলনায় নিজেদেরকে প্রাচীন বংশজাত ও উচ্চতর বংশসম্ভূত প্রমাণ করে অন্যান্য সকলের ওপর নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে পারে।

এদেশে ইহুদীদের আগমন আরও একবার সংঘটিত হয়। স্বয়ং ইহুদীদের দাবী অনুযায়ী তা খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সনের কথা। বেবিলনের সম্রাট বখৃতানাসার বায়তুল মাক্‌দিসকে ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা দুনিয়ায় বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, এ সময় আমাদের অনেক কবীলা এসে আরবের ওয়াদিউল কুরা, তাইমা ও ইয়াসরিবে পুনর্বাসিত হয়েছিল। (ফুতুহুল বুলদান– বালাদরী। কিন্তু এরও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এরূপ কাহিনী প্রচার করেও যে তারা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল তা মনে করা কিছুমাত্র অমূলক নয়।

বস্তুতঃ এ পর্যায়ে যে কথাটি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, তা হ'ল ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করেছিল এবং পরে ১৩২ খৃষ্টাব্দে তাদেরকে এ ভূখন্ড হতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করেছিল সে সময় অসংখ্য ইহুদী গোত্র হেজায অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কেননা এ অঞ্চলটি ফিলিস্তিন হতে দক্ষিণ দিকে অতি নিকটেই অবস্থিত। এখানে এসে তারা যেখানে যেখানে পানির সঞ্চয় ও শস্য–শ্যামল বনভূমি ছিল সে সব স্থানেই অবস্থান করেছিল। পরে তারা নানা কৌশল ও ষড়যন্ত্র করে এবং সূদী কারবারের সুযোগে এ সব স্থানের ওপর স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। আইলা, মাক্‌না, তাবুক, তাইমা, ওয়াদিউল–কুরা, পাদাক ও খায়বার–এর ওপর তাদের আধিপত্য এ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর বনুকুরাইজা, বনু–নযীর, বনু বাহদল ও বনু কাইনুকা প্রভৃতি গোত্রগুলিও এ সময়ই এসে ইয়াসরিব এলাকা দখল করে বসে।

ইয়াসরিব এলাকায় বসবাস গ্রহণকারী গোত্রসমূহের মধ্যে বনু নযীর ও বনু কুরাইজা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল। কেননা তারা পুরোহিত বা গণকঠাকুর (Priests or Cohens) শ্রেণীর লোক ছিল। ইহুদীদের সমাজে তাদেরকে উচ্চ বংশজাত মনে করা হ'ত। তাদের নিজস্ব সমাজের ওপর ধর্ম–আত্মীয় কর্তৃত্ব তাদের করায়ত্ত ছিল। এরা যখন মদীনায় (ইয়াসরিব) এসে বসবাস শুরু করেছিল, তখন তথায় অন্যান্য কয়েকটি আরব গোত্রও বাস করতো। ইহুদীরা তাদেরকে নিজেদের অধীন বানিয়ে নিয়েছিল এবং কার্যত তারাই সে শস্য–শ্যামল সবুজ শোভাকাঙ্খিত অঞ্চলের মালিক হয়ে বসেছিল। এর প্রায় তিনশ' বৎসর পর ৪৫০ কিংবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেনের সেই মহা–প্লাবনের ঘটনা সংঘটিত হয় যার উল্লেখ সূরা 'সাবা'র দ্বিতীয় রুকূ'তে করা হয়েছে। এ প্লাবনের কারণে 'সাবা জাতির বিভিন্ন গোত্র ইয়েমেন হতে বের হয়ে আরবের বিস্তীর্ণ' অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। গ্যাস্‌সানীরা সিরিয়ায়, লাখ্‌মীরা হীরায় (ইরাকে), বনু খুজায়া জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে এবং আওস ও খাজরাজরা ইয়াসরিবে বসবাস করতে থাকে। ইয়াসরিবে যেহেতু ইহুদীরা আগে হতেই প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে রেখেছিল, সে কারণে তারা প্রথম দিক দিয়ে আওস ও খাজরাজকে নিজেদের কর্তৃত্ব চালাবার কোন সুযোগ দিল না। ফলে এ দুটি আরব গোত্র–ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক– অনুর্বর ও বন্ধ্যা জমির ওপর আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। সেখানে তাদেরকে জীবন–ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খুব কষ্টের সঙ্গেই সংগ্রহ করতে হ'ত। শেষ পর্যন্ত তাদের গোত্র–সরদারদের মধ্য হতে একজন গ্যাস্‌সনী, ভাইদের নিকট সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করলো এবং সেখান হতে একটি সৈন্য বাহিনী ডেকে এনে ইহুদীদের শক্তি কিছুটা খর্ব করে দিল। এবং এভাবে ইয়াসরিবের আওস ও খাজরাজের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হ'ল। ফলে বনু নজীর ও বনু কুরাইজা–ইহুদীদের এ দুটি বড় গোত্রকে শহরের বাইরে গিয়ে বসবাস গ্রহণ করতে বাধ্য করা হ'ল। তৃতীয় গোত্রের নাম ছিল বনু–কাইনুকা। এদের ছিল উপরোক্ত দু'টি গোত্রের সাথে ভয়ানক অমিল ও মনোমালিন্য। এ কারণে এরা শহরের মধ্যেই অবস্থান করতে লাগলো। কিন্তু শহর–ভ্যন্তরে বসবাস করার জন্য খাজরাজ গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'ল। এর বিরুদ্ধে বনু নজীর ও বনু কুরাইজাকে আওস গোত্রের আশ্রয় নিতে হ'ল– যেন ইয়াসরিবের উপকন্ঠে তারা নিরাপদে

বসবাস করতে পারে। নবী করীমের (সঃ) মদীনা আগমনের পূর্বে হিজরতের শুরু সময় পর্যন্ত সাধারণ ভাবে হেজাযের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবের ইহুদীদের মোটামুটি পরিচয় নিম্নরূপ ছিল ঃ

– ভাষা, পোশাক–পরিচ্ছদ ও সভ্যতা–সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা পুরোপুরিভাবে আরবীয় ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। এমনকি, তাদের অধিকাংশের–ই নামকরণও আরবী হয়ে গিয়েছিল। হেজাযে যে ১২টি ইহুদী গোত্র বসতী স্থাপন করেছিল তন্মধ্যে বনু জায়ুরা ব্যতীত অন্য কোন গোত্রের নাম ইবরীয় ভাষায় রাখা হ'ত না। তাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন আলেম ছাড়া ইবরানী ভাষা আর কেউ জানতও না। জাহেলিয়াতের যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্য–গাথা পাওয়া যায়, তার ভাষা, বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা আরব কবিদের কাব্য–গাথা হতে ভিন্নতর কিছু ছিল না। তাতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যার দৌলতে তারা স্বতন্ত্র কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তাদের ও আরবদের মাঝে বিবাহ–শাদীর সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। বস্তুতঃ দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে তাদের ও সাধারণ আরবদের মাঝে কোন পার্থক্যই ছিল না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যায়নি। তারা কঠোর সতর্কতা ও যত্ন সহকারে নিজেদের ইহুদী আত্মাভিমানকে অক্ষুন্ন রেখেছিল। বাহ্যতঃ আরবত্ব তারা গ্রহণ করেছিল কেবলমাত্র এ জন্যে যে, তা না করলে তারা আরবদের মধ্যে তিষ্টিতেই পারতো না।

– তাদের এ আরবত্ব গ্রহণের ফলে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা মস্তবড় ভুল বোঝা–বুঝির মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এরা বুঝি বনী–ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তারা মনে করেছেন, এরা বুঝি ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব ছিল, কিংবা অন্ততঃ তাদের অধিকাংশই বুঝি আরব–ইহুদী ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যে হেজাযে কখনও ধর্ম প্রচারমূলক কাজ করেছে, অথবা তাদের ধর্ম পন্ডিতরা খৃষ্টান পাদ্রী ও মিশনারীদের ন্যায় আরবদেরকে কখনও ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করার আহবান দিয়েছে তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে আমরা দেখছি, তাদের মধ্যে ইসরাঈলী হওয়ার তীব্র আত্মাভিমান এবং বংশীয় অহংকার ও গৌরববোধ প্রচন্ডভাবে বর্তমান ছিল। আরবদেরকে তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলতো। এর অর্থ কেবল 'পড়া–লেখাহীন'ই নয় বর্বর ও মূর্খও। তাদের বিশ্বাস ছিল, ইসরাঈলীদের যে মানবীয় অধিকার আছে তা এদের নেই। এদের ধন–মান বৈধ–অবৈধ যে কোন উপায়ে কেড়ে নেয়া, ভোগ করা ইসরাঈলীদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল ও পবিত্র। তারা আরব সরদারদের ছাড়া সাধারণ আরবলোকদেরকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত ক'রে তাদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার যোগ্য আদৌ মনে করতো না। কোন আরব গোত্র কিংবা বড় কোন আরব বংশ যে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছে ইতিহাসে তার না কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, না আরব প্রচলনের মধ্যে এমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কতিপয় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যে ইহুদী হয়েছিল, তার উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায়। আর আসলেও ধর্ম প্রচার অপেক্ষা নিজেদের কাজ–কারবারের দিকেই ইহুদীদের সর্বাধিক লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। এ কারণে হেজাযে ইহুদীবাদ একটা ধর্ম হিসাবে কখনো বিস্তার লাভ করেনি। তা কতিপয় ইসরাঈলী গোত্রের গৌরব ও আত্মাভিমান প্রকাশের মূলধন হয়েছে। তবে ইহুদী আলেমরা দো'আতাবীজ–তুমার, ফাল লওয়া ও যাদুর কারবারে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এর কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও আমলের একটা প্রতাপ বর্তমান ছিল।

–অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত মজবুত ছিল। যেহেতু তারা ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য এলাকা হতে এখানে এসেছিল, এ কারণে তারা এমন সব শিল্প বিষয়ে দক্ষতা সম্পন্ন ছিল, যা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বাইরের জগতের সংগে তাদের ব্যবসায়ী সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। এ সব কারণে ইয়াসরিব ও হেজাযের উত্তর অঞ্চলে শস্য আমদানি এবং এখান হতে খেজুর রফতানি করার বাণিজ্য তাদেরই করায়ত্ব হয়েছিল। মোরগ পালন ও মাংস শিকারের ক্ষেত্রেও তাদের প্রাধান্য ছিল। বয়ন শিল্পের কাজও কেবল তারাই করতো। স্থানে স্থানে মদ্যপানের আড্ডাও তারাই বসিয়েছিল। সে সব কেন্দ্রে তারা সিরিয়া হতে মদ্য আমদানি করে বিক্রয় করতো। বনু কায়নূকা গোত্রের লোকেরা বেশীর ভাগই স্বর্ণকার, কামার ও তৈজসপত্র নির্মাণকারী ছিল। এ সমস্ত কাজ–কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক পরিমাণে মুনাফা লুট করতো। কিন্তু তাদের সর্বাপেক্ষা বড় কারবার ছিল সুদখুরীর। চারপার্শ্বের সমস্ত আরব জনতাকে তারা সুদী কারবারের জালে জড়িয়ে ফেলেছিল।

বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের সরদার ও শেখরা–এ জালে ফেঁসে গিয়েছিল, কেননা কর্জ নিয়ে বিলাসিতা ও জাঁকজ'মক করার রোগে এরা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে মোটা হারের সুদে কর্জ দেয়া হত এবং সূদের–চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য হ'ত। অবস্থা এমন ছিল যে, এর জালে একবার কেউ জড়িয়ে পড়লে তা হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর হ'ত না। এভাবে ইহুদীরা আরবদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশুন্য করে

ফেলেছিল। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এ ছিল যে, সাধারণভাবে আরবদের মনে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন তীব্রভাবে জ্বলছিল।

–আরবদের মধ্যে কারও বন্ধু হয়ে অপর কারও সঙ্গে অমিল ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি না করা এবং আরবদের পারস্পরিক লড়াই–ঝড়গায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থানুকূল নীতি। অন্যদিকে এও তাদের স্বার্থানাকূল ছিল যে, তারা আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে দিবে না বরং তাদেরকে পারস্পরিক লড়াই–ঝগড়ায় লিপ্ত রাখবে। কেননা তারা জানতো যে, আরবগোত্রগুলি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হলেই তারা মুনাফাখুরী ও সুদখুরী করে যে বিপুল সম্পদ–সম্পত্তি, বাগ–বাগিচা ও শস্য–শ্যামল জমি–জায়গা করায়ত্ত করেছে, তা হতে তাদেরকে উৎখাত হতে হবে। উপরন্তু নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাদের প্রত্যেক গোত্রকে কোন–না–কোন শক্তিশালী আরব গোত্রের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কও স্থাপন করতে হবে– যেন অপর কোন পরাক্রমশালী গোত্র তাদের ওপর কোনরূপ আক্রমণ চালাতে না পারে। এ কারণে তারা আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক লড়াই ঝগড়ায় বারংবার যে কেবল অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তাই নয়, অনেক সময় তাদের এক ইহুদী গোত্রকে স্বীয় মিত্র আরব–গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপর এক ইহুদী গোত্রের সঙ্গেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কেননা সেই ইহুদী গোত্রটি অপর এক আরবগোত্রের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিয়েছিল ও সে কারণে উক্ত মিত্র আরব গোত্রের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিল। ইয়াসরিবে বনু কুরাইজা ও বনু নযীর 'আওস্' গোত্রের মিত্র ছিল। আর বনু কাইনুকা ছিল খাজরাজের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'আওস' ও খাজরাজের মধ্যে 'বুয়াস' নামক স্থানে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়েছিল, তাতে এ ইহুদীরা নিজ নিজ মিত্র গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুগোত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল।

এরূপ অবস্থার মধ্যে মদীনায় ইসলাম উপস্থিত হ'ল। শেষ পর্যন্ত তথায় নবী করীমের (সঃ) আগমনের ফলে ও তার পরে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পর তিনি সর্বপ্রথম যে কাজ করলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, আওস ও খাজরাজ এবং মুহাজিরদের সমন্বয়ে একটি ভ্রাতৃসংঘ রচনা করলেন। আর দ্বিতীয় ছিল এই যে, এই মুসলিম সমাজ ও ইহুদীদের মধ্যে সুস্পষ্ট শর্তের ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করলেন। তাতে পরিষ্কার ভাষায় লিখে দিলেন যে, কেউই অপর কারও অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। আর বহিঃশত্রুর মুকাবিলায় এরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে, প্রতিরক্ষামূলক কাজে নিযুক্ত হবে। এগুলিই হ'ল এ চুক্তি নামার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ হতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইহুদী ও মুসলমানরা পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ঃ

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم- وان بينهم النصر على من حارب اهل هذا الصحيفه
وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم- وانه لم ياثم امرؤ بحليفه' وان النصر للمظلوم' وان
اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين' وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفه....
وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عز وجل
والى محمد رسول الله..... وانه لا تجار قريش ولا من نصرها' وان بينهم النصر على من دهم يثرب
على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم (ابن هشام- ج ٢ ص ١٤٧ - ١٥٠)

- ইহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে, আর মুসলমানরা নিজেদের।
- এ চুক্তির অংশীদাররা আক্রমণকারীর মুকাবিলায় পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।
- তারা নিষ্ঠা ও ঐক্যান্তিকতা সহকারে পরস্পরের কল্যাণ ও মংগল কামনা করবে। তাদের মধ্যে কল্যাণ ও অধিকার পৌঁছে দেয়ার সম্পর্ক থাকবে, গুনাহ ও সীমালংঘনমূলক কাজের সম্পর্ক থাকবে না।
- কেউ নিজের মিত্রের সংগে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করবে না।
- মযলূম-নির্যাতিত ও অত্যাচারিতের সাহায্য করতে হবে।
- যুদ্ধ চলতে থাকা পর্যন্ত ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিতভাবে তার ব্যয়-ভার বহন করবে।
- এ চুক্তির অংশীদারদের প্রত্যেকেরই পক্ষে ইয়াসরিবে কোন প্রকারের অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম।
- এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের পরস্পরের মধ্যে যদি এমন কোন ঝগড়া বা মতবিরোধের সৃষ্টি হয় যাতে কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হতে পারে, তা হলে তার মীমাংসা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুহাম্মদ (সঃ) করবেন।
- কুরাইশ ও তাদের মিত্র সাহায্যকারীদের কিছু মাত্র প্রশ্রয় দেয়া হবে না।
- ইয়াসরিবের ওপর যেই আক্রমণ করবে, তার মুকাবিলায় চুক্তি-স্বাক্ষর কারীরা পরস্পরের সাহায্য করবে। প্রত্যেক পক্ষ নিজের দিকের প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে।

বস্তুতঃ এ এক সুস্পষ্ট ও অকাট্য চুক্তিনামা ছিল। এর শর্তাবলী ইহুদীরা নিজেরা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু খুব বেশী দিন যেতে না যেতেই তারা নবী করীম (সঃ), ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করে দিল। তাদের এ শত্রুতা উত্তরোত্তর তীব্র ও প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করলো। এর মূলে তিনটি বড় বড় কারণ নিহিত ছিল ঃ-

একটি এই যে, তারা নবী করীম (সঃ) কে নিছক একজন 'নরপতি' রূপেই দেখতে চেয়েছিল। তিনি তাদের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক চুক্তি করেই ক্ষান্ত হবেন এবং নিজের লোকজনের কেবল বৈষয়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মধ্যেই ব্যস্ত থাকবেন, এই ছিল তাদের ধারণা। কিন্তু তারা দেখলো, তিনি তো আল্লাহ, পরকাল, নবুয়্যত-রিসালাত ও খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতেছেন (এতে অবশ্য স্বয়ং তাদের নিজেদের নবী-রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দা'ওয়াত-ও শামিল রয়েছে- এবং গুনাহ-নাফরমানী পরিত্যাগ করে খোদার সেইসব আইন-বিধান পালন করার ও সেইসব নৈতিক সীমা রক্ষার বাধ্যবাধকতা গ্রহণের দা'ওয়াত দিচ্ছেন- যেগুলির দিকে স্বয়ং তাদের নবী-রসূলগণ-ও নিজ নিজ যুগে দুনিয়াবাসীকে আহবান জানাতেন। কিন্তু এ জিনিসই ছিল তাদের পক্ষে অসহনীয়। তাঁরা আশংকাবোধ করলো যে, এ বিশ্বজনীন (universal) আদর্শভিত্তিক আন্দোলন যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে তার প্রচন্ড গতিবেগ তাদের বন্ধ্যা-ধার্মিকতা ও তাদের বংশভিত্তিক জাতীয়তাকে তৃণখন্ডের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় এই যে, আওস, খাজরাজ ও মুহাজিরদেরকে পরস্পরের ভাই হতে দেখে এবং আশে-পাশের আরব গোত্রসমূহ হতে যারাই ইসলাম কবুল করে তারাও যে মদীনার এই ইসলামী ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে একই মিল্লাতের শরীক হয়ে যাচ্ছে তা দেখে তাদের ভয় হ'ল যে, নিজদের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ভাঙ্গন ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য সাধনের যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে, এ নূতন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা বোধ হয় আর চলতে পারবে না। এখন বরং তাদেরকে আরবদের এক সম্মিলিত শক্তির সম্মুখীন হতে হবে। এ শক্তির মুকাবিলায় তাদের হীন অপকৌশল আর চলতে পারবে না।

তৃতীয় এই যে, নবী করীম (সঃ) সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যে সংশোধনী কার্য পরিচালনা করছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যাবতীয় অবৈধ উপায় বন্ধ করে দেয়া একটি বিশেষ লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। সর্বোপরি, সুদকে তিনি না-পাক উপার্জন ও হারামখুরী বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের ভয় ছিল, আরব জনগণ যদি নবী করীমের (সঃ) নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয় তাহলে তিনি তো সুদকে আইনের বলে বন্ধ করে দিবেন। আর তাতে তাদের (ইহুদীদের) অর্থনৈতিক মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত।

এসব করণে নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা করাকে তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ্য রূপে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়ার জন্য সম্ভাব্য কোন কৌশল, ষড়যন্ত্র বা উপায় অবলম্বনে তারা বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হ'ত না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা প্রচার করে বেড়াত। সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ুক, এই ছিল তাদের বাসনা। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে তারা নানা রকমের সন্দেহ ও ভুল ধারনার সৃষ্টি করতো, যেন তারা দ্বীন-ইসলামই ত্যাগ করতে প্রবৃত্ত হয়। নিজেরা মিথ্যা-মিথ্যি ইসলাম কবুল করে 'মুর্তাদ'- ইসলাম ত্যাগকারী হয়ে যেত, যেন লোকদের মনে রসূলে করীম (সঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বেশী বেশী ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। নানারূপ সামাজিক অশান্তি ও দুর্যোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা মুনাফিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিনরাত ষড়যন্ত্র করতো। ইসলামের শত্রু,বিরুদ্ধবাদী প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গোত্রের সঙ্গে তাদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মুসলিম জনগণের মধ্যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি এবং তাদেরকে আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত করা এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে তারা প্রাণপণে চেষ্টা চালাত। আওস ও খাজরাজের লোকেরা এ দিক দিয়ে তাদের বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল; কেননা, তাদের সঙ্গে তাদের অনেক পুরাতন সম্পর্ক ছিল। তারা 'বুয়াস' যুদ্ধের তিক্ত ও মর্মান্তিক স্মৃতি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের পুরাতন শত্রুতার আগুন নতুন করে জ্বালাবার চেষ্টা করতো- যেন তাদের মধ্যে আবার অস্ত্র ঝনঝন করে ওঠে এবং ইসলামের নতুন বন্ধনে বাঁধা ভ্রাতৃত্ব যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতেও তারা নানারূপ ছলচাতুরী গ্রহণ করতো। যাদের সঙ্গে তাদের পুরাতন লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল তাদের কেউ ইসলাম কবুল করলে তার ক্ষতি সাধনে লেগে যেত। কারও নিকট কিছু পাওনা থাকলে সেজন্যে তাকাদার পর তাকাদা করে তাকে উত্যক্ত করে তুলতো। কারও নিকট কিছু দেনা থাকলে তা বেমালুম হজম করে ফেলতো। প্রকাশ্যভাবে বলে বেড়াত- তোমার সংগে যখন কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্য। এখন তুমি তোমার ধর্মই বদলে ফেলেছ, কাজেই এখন আমাদের ওপর তোমার কোন দাবীই চলতে পারে না। তফসীরে তাবারী, তফসীরে নীসাপুরী, তফসীরে তাবরুসী ও তফসীরে রুহুল মা'আনীতে সূরা আলে-ইমরানের ৭৫ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে।

বস্তুতঃ ইহুদীদের এ সব তৎপরতা স্বাক্ষরিত-চুক্তিনামার স্পষ্ট বিরোধী ছিল এবং বদর যুদ্ধের পূর্ব হতেই তারা এ আচরণ ও তৎপরতা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যখন নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানগণ সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলেন, তখন তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন তাদের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ; কেননা, কুরাইশদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসার ফলে মুসলিম শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের বড় আশা ও মনের ঐকান্তিক কামনা। এ কারণে তারা ইসলামের বিজয় লাভের খবর পৌছার পূর্বেই মদীনায় এ গুজব ছড়িয়ে দিল যে, রসূলে করীম (সঃ) শহীদ হয়েছেন এবং মুসলিম বাহিনী চরম পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। আর এক্ষণে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত ফলাফল যখন তাদের আশা-আকাঙ্খার সম্পূর্ণ বিপরীত হতে দেখা গেল, তখন ক্রোধ ও আক্রোশে তাদের বুকটা যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হ'ল। বনু-নজীর গোত্রের সরদার কায়াব ইবনে আশরাফ চিৎকার করে বলে উঠলো : 'খোদার শপথ, মুহাম্মদ যদি আরব দেশের এই অভিজাত ও সরদার লোকদের হত্যা করেই থাকেন, তাহলে আমাদের জন্য ভূগর্ভ ভূপৃষ্ঠ হতে উত্তম।' পরে সে মক্কায় উপনীত হ'ল এবং বদরে নিহত কুরাইশ সরদারদের নামে অতীব উত্তেজনাপূর্ণ মর্সীয়া গাথা গেয়ে মক্কাবাসীদের এর প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলো। এর পর মদীনায় ফিরে এসে নিজেদের মনের ঝাল মেটাবার জন্যে এমন সব গজল গাথা গেয়ে শুনাতে লাগল যাতে (অহেতুক) মুসলিম বধূ-কন্যাদের সঙ্গে প্রকাশ্য প্রেম নিবেদনের কথাও বলা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার দুষ্কৃতিতে অতিষ্ঠ হয়ে নবী করীম (সঃ) ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করিয়ে দিলেন (ইবনে সায়াদ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

ইহুদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গোত্রটি বদর যুদ্ধের পরে সমষ্টিগতভাবে মৈত্রী চুক্তি ভংগ করেছিল, তারা ছিল বনুকাইনুকা এই লোকেরা মদীনা শহরেরই একটি মহল্লায় বসবাস করতো। তারা ছিল স্বর্ণকার, কামার এবং তৈজসপত্র নির্মাতা। এই কারণে তাদের বাজারে মদীনার লোকদেরকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হ'ত। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তাদের মনে খুবই গৌরব বোধ জাগরুক ছিল। কামার ও লৌহকার হওয়ার কারণে তাদের প্রত্যেকটি মানুষ ছিল সশস্ত্র। সাত শ' সামরিক পুরুষ তাদের মধ্যে ছিল। খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে তাদের পুরাতন মৈত্রী বন্ধন থাকা এবং খাজরাজ সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কারণেও তাদের কম গৌরব ছিল না। বদরের

ঘটনায় এরা এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের বাজারে যাতায়াতকারী মুসলমানদেরকে জ্বালা–যন্ত্রণা দেওয়া এবং বিশেষ করে তাদের স্ত্রীলোকদেরকে সর্বসাধারণের সমক্ষে টানাটানি করা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমশঃ অবস্থার এতটা পতন ঘটলো যে, তারা একদিন তাদের বাজারে একজন মুসলিম মহিলাকে প্রকাশ্য ভাবে উলংগ করে ফেললো। এ নিয়ে প্রচন্ড ঝগড়ার সৃষ্টি হ'ল এবং সংঘর্ষে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী নিহত হ'ল। অবস্থার এতটা পতন ঘটার কারণে নবী করীম (সঃ) তাদের মহল্লায় উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করে ন্যায়, সত্য ও সততার পথে আসার জন্যে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উত্তরে তারা বললোঃ 'হে মুহাম্মদ,, তুমি হয়ত আমাদেরকেও কুরাইশই মনে করে নিয়েছ? তারা লড়াই করতে জানে না বলে তুমি তাদেরকে মারতে পেরেছ; আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে পুরুষ কাকে বলে তা আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেব।"

বস্তুতঃ এ ছিল স্পষ্ট ভাষায় যুদ্ধ ঘোষণা। শেষ পর্যন্ত ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে (কোন কোন বর্ণনা মতে যিলকা'দ মাসে) নবী করীম (সঃ) ইহুদীদের মহল্লা পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করেন। মাত্র পনের দিন পর্যন্ত এ অবরোধ চলতেই তারা অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য হ'ল এবং তাদের যুদ্ধ–ক্ষমতা সম্পন্ন সমস্ত লোকই বন্দী হ'ল। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সমর্থনে মাথা তুলে দাঁড়াল এবং বারবার দাবী জানাতে লাগল, তিনি (নবী) যেন তাদের ক্ষমা করে দেন। নবী করীম সঃ) তার অনুরোধক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন এই শর্তে যে, বনূ কাইনুকা নিজেদের সব মাল–সম্পদ, অস্ত্র–শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি রেখে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাবে (ইবনে সায়াদ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)

বনূ কাইনুকাদের বহিষ্করণ ও কায়াব ইবনে আশরাফের হত্যা–এ দুটি কঠোর কার্যক্রমের পর কিছু দিন পর্যন্ত ইহুদীরা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে। অতঃপর কোন দুষ্কৃতি করতে তারা সাহস পেলনা। কিন্তু এর পর তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যাপক প্রস্তুতি সহকারে মদীনার ওপর চড়াও হ'ল। এ ইহুদীরা দেখতে পেল–কুরাইশদের তিন হাজার সেনা–বাহিনীর মুকাবিলায় রসূলে করীমের (সঃ) মাত্র এক হাজার লোক লড়াই করবার জন্যে ময়দানে নেমেছে। আর তাদের মধ্য হতেও তিন শ' মুনাফিক বিচ্ছিন্ন হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছে। ঠিক এ সময়ই ইহুদীরা প্রথমবার চুক্তিনামার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবী করীমের (সঃ) সঙ্গে যোগদান করলো না, যদিও চুক্তি অনুযায়ী এ করা তাদের কর্তব্য ছিল। পরে ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা যখন কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হলেন তখন ইহুদীদের দুঃসাহস আরও বৃদ্ধি পেল। এমন কি, বনূ–নযীর রসূলে করীম (সঃ) কে হত্যা করার জন্যে রীতিমত একটি কঠিন ষড়যন্ত্র করে বসলো, তবে তা যথাসময়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে বীরে মায়ুনা দুর্ঘটনার পর আমর ইবনে উমাইয়া জমীরী প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম হিসাবে ভুলবশতঃ বনূআমের গোষ্ঠীর দু' ব্যক্তিকে হত্যা করে। আসলে এ দুই ব্যক্তি একটা মৈত্রী–চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীর লোক ছিল। কিন্তু আমর তাদেরকে দুশমন গোষ্ঠীর লোক বলে সন্দেহ করেছিল। এ ভুলের কারণে ঐ দুই ব্যক্তির রক্ত–বিনিময় আদায় করা মুসলমানদের ওপর কর্তব্য হয়ে পড়লো। আর বনূ আমেরের সঙ্গে কৃত চুক্তিতে বনূ–নযীরও শরীক ছিল। এ কারণে রসূলে করীম (সঃ) নিজে কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে তাদের বস্তীতে গমন করলেন। রক্ত বিনিময় আদায়করণে তাদেরকেও শরীক হবার জন্যে আহবান জানানোই উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে তারা নবী করীম (সঃ) কে মন ভুলানো কথাবার্তায় মশগুল করে রাখলো এবং ভেতরে ভেতরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে লেগে গেল। ষড়যন্ত্রটি ছিল এরূপ যে, যে বাড়ীর দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে নবী করীম (সঃ) আসন গ্রহণ করেছিলেন, একব্যক্তি তার ছাদ হতে তার উপর একটি বড় ভারী পাথর ঠেলে ফেলার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু সে তার এ কুকীর্তি শুরু করার পূর্বেই আল্লাহতা'আলা তাকে সতর্ক করে দিলেন ও সমস্ত ব্যাপার তাঁর নিকট স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি সহসাই সেখান হতে উঠে পড়লেন ও মদীনায় চলে গেলেন।

এমন একটা হীন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে কোনরূপ দয়ার আচরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। নবী করীম (সঃ) অনতিবিলম্বে তাদের প্রতি চূড়ান্ত নির্দেশ পাঠালেন–'তোমাদের বিশ্বাস–ভংগমূলক ষড়যন্ত্রের কথা আমি জানতে পেরেছি, কাজেই বেশীর পক্ষে দশ দিনের মধ্যে তোমরা মদীনা ত্যাগ করে চলে যাও। এ সময়ের পরও যদি তোমরা এখানে থাক তাহলে তোমাদের বস্তিতে যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে।' অপর দিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে সংবাদ পাঠাল–দু হাজার লোক দিয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করবো এবং বনূ কুরাইজা ও বনূ–গাতফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। তোমরা দৃঢ় হয়ে থাক! নিজেদের স্থান কিছুতেই ত্যাগ করবে না। এ মিথ্যা আশ্বাসবাণীর ওপর নির্ভর করে তারা নবী করীমের (সঃ) 'চূড়ান্ত নির্দেশের' জওয়াবে বলে পাঠাল ঃ 'আমরা এখান হতে চলে যাব না, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।' এর পর ৪র্থ হিজরীর রবিউল–আউয়াল মাসে রসূলে করীম (সঃ)

তাদেরকে অবরুদ্ধ করলেন। মাত্র কয়েক দিন পর্যন্ত অবরোধ চলবার পর (কোন কোন বর্ণনা মতে ছ'দিন, আর কোন কোনটির মতে পনের দিন) তারা মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হ'ল এ শর্তের ভিত্তিতে যে, অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া আর যা কিছুই তারা নিজেদের উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে, তা নিয়ে যাবে। ইহুদীদের এ দ্বিতীয় দুষ্ট ও দুষ্কৃতকারী গোষ্ঠীর অধিষ্ঠান হতে মদীনার ভূমিকে মুক্ত করা এভাবেই সম্ভবপর হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল। অবশিষ্টরা সিরিয়া ও খায়বরের দিকে চলে গেল। বর্তমান সূরায় এই ঘটনাই আলোচিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছে, বনু-নযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। মোটামুটি চারটে বিষয় এ সূরাটিতে আলোচিত হয়েছে ঃ

১· প্রথম চারটি আয়াতে দুনিয়াবাসীকে বনু-নযীরের সদ্য লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। তারা ছিল একটি বিরাট গোষ্ঠী বা গোত্র। জনসংখ্যা সে সময়কার মুসলমানদের সংখ্যা হতে কিছুমাত্র কম ছিল না। সামরিক অস্ত্রশস্ত্রও তাদের ছিল বিপুল পরিমাণ। তাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাত্র কয়েক দিনের অবরোধ সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। এবং কোন এক ব্যক্তির হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়া ছাড়াই শত শত বছরের অধিবাস ত্যাগ করে নির্বাসন দন্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ'ল। এ প্রসংগে আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ এ মূলত মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্যের ফলশ্রুতি নয়। এর আসল কারণ এ ছিল যে, ইহুদীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। আর যারাই আল্লাহর শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবার দুঃসাহস করবে, তারাই যে এ নির্মম পরিণতির সম্মুখীন হবে তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

২· ৫ম আয়াতে যুদ্ধ-আইনের ধারা হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সামরিক প্রয়োজনে শত্রু এলাকায় যে সব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা করা হয়, তা কুর'আনে নিষিদ্ধ 'ফাসাদ ফিল আরজ'-'পৃথিবীর বুকে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ' পর্যায়ে গণ্য হয় না।

৩· ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে-যুদ্ধ কিংবা সন্ধির ফলে যেসব জমি-জায়গা ও বিত্ত-সম্পত্তি ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তগত হবে, তার বিলিব্যবস্থা কিভাবে করতে হবে, সেই বিষয়। একটি বিজিত অঞ্চল এই প্রথমবার মুসলমানদের করায়ত্ত হয়েছিল। এ কারণে এখানেই এ বলে দেয়া হ'ল।

৪· ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বনু-নযীর যুদ্ধ চলাকালে মুনাফিকদের গৃহিত নীতি ও আচরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। তাদের-এরূপ আচরণের মূলীভূত কারণ কি ছিল, তাও এখানে নির্দেশিত হয়েছে।

৫· সূরার শেষ রুকু'টি পুরোপুরি একটি উপদেশবাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলিম সমাজে শামিল হয়েছে-অথচ ঈমানের আসল প্রাণশক্তি হতে রিক্ত ও বঞ্চিত, এমন সব লোককেই এতে সম্বোধন করা হয়েছে। ঈমানের আসল দাবী কি ; তাক্‌ওয়া ও ফাসেকীর মধ্যে পার্থক্য কি, যে কুর'আন মেনে নেবার তারা দাবী করে, তার আসল গুরুত্ব কি এবং যে খোদার প্রতি ঈমান আনার কথা তারা দাবী করে, তাঁর প্রয়োজনীয় গুণাবলী কি- এ সব কথাই এ প্রসংগে বলা হয়েছে।

তিন তার রুকু মাদানী হাশর সূরা (৫৯) তার আয়াত
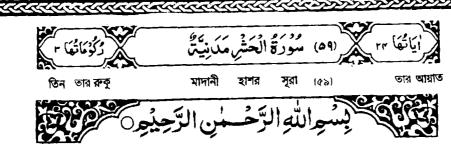
অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

মহাবিজ্ঞ পরাক্রমশালী তিনিই এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু ও আকাশসমূহের মধ্যে যা কিছু আল্লাহ্‌রজন্যে তসবীহ করে

① هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ

তাদের ঘরবাড়ীগুলো হতে কিতাবদের আহলে মধ্যে কুফুরি করেছিল যারা বের করেছেন যিনি তিনিই

لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ

তাদেররক্ষাকারী তারা যে তারাধারণা করেছিল ও তারা বের হবে যে তোমরা ধারণা কর নাই সমাবেশেই প্রথম

حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ

তারা ভাবে ও নাই যেখানে (এমনদিক) হতে আল্লাহ তাদের (কাছে) আসলেন কিন্তু আল্লাহ হতে তাদের দুর্গগুলো

১· আল্লাহ'রই তসবীহ করিয়াছে এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে রহিয়াছে। আর তিনিই বিজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী।

২· তিনিই আহলি-কিতাব কাফেরদিগকে প্রথম আক্রমণেই তাহাদের ঘর-বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন[১]। তাহারা যে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে তাহা তোমরা কখনই ধারণা করিতে না। আর তাহারাও মনে করিয়া বসিয়াছিল যে, তাহাদের দৃঢ় দূর্গ প্রতিষ্ঠানসমূহই তাহাদিগকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু আল্লাহ এমন দিক হইতে তাহাদের উপর আসিলেন, যে দিক সম্পর্কে তাহারা ধারণা পর্যন্ত করিতে পারিল না[২]।

১। এখানে আহলি-কিতাব কাফের বলতে, বনী নযীর ইহুদী গোত্রকে বুঝানো হয়েছে ; এরা মদীনার একাংশে বাস করতো। এ গোত্রের সংগে রসূলুল্লাহর (সঃ) সন্ধি-চুক্তি ছিল। কিন্তু এরা বার বার চুক্তি ভংগ করে। শেষে ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূল (সঃ) তাদেরকে জানিয়ে দেন যে-হয় তোমরা মদীনা ত্যাগ ক'রে চলে যাও নতুবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। তারা চলে যেতে অস্বীকার করলো। সুতরাং রসূল (সঃ) মুসলিম সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধার আগেই তারা বহিষ্কার দন্ড মেনে নিতে প্রস্তুত হলো, যদিও তাদের দুর্গগুলো খুব মজবুত ছিল, এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জামও ছিল তাদের প্রচুর।

২। তাদের উপর আল্লাহতা'আলার আসার অর্থ এ নয় যে-আল্লাহ্ অন্য কোন স্থানে ছিলেন তারপর সেখান হতে তাদের উপর আক্রমণ করেন। বরং এ মাত্র এক বাক-পদ্ধতি। এর আসল উদ্দেশ্য এই বুঝানো যে-মুসলমানদের আক্রমণের পূর্বে তারা এই ধারণায় নিশ্চিত ছিল যে বাহির থেকে যদি কোন আক্রমণ হয় তবে-আমরা নিজেদের গড়বন্দি দ্বারা তা প্রতিরোধ করবো। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এরূপ রাস্তা দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেন যে দিক থেকে কোন বিপদ আসার কোন আশংকা তাদের মনে ছিল না। আর সে রাস্তা হলো ঃ আল্লাহতা'আলা ভিতর থেকে তাদের সাহস ও প্রতিরোধ শক্তি এরূপ শূণ্য-গর্ভ করে দিয়েছিলেন যে তারপর তাদের হাতিয়ার না কোন কাজে এসেছিল, আর না তাদের গড়।
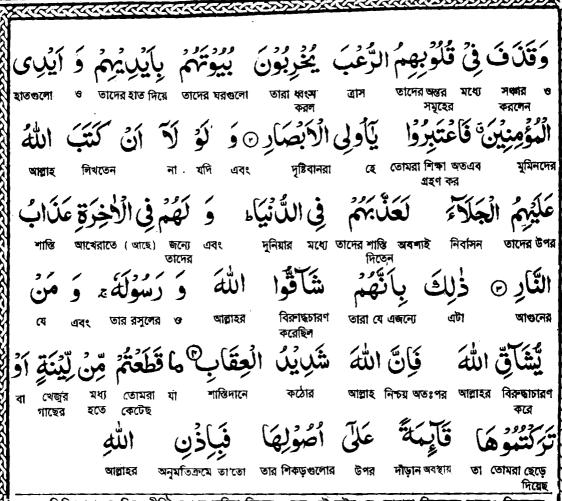
তিনি তাহাদের দিলে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিলেন। ফল এই হইল যে, তাহারা নিজেদের হাতেও নিজেদের ঘর–বাড়ী ধ্বংস করিতেছিল, আর মুমিনদের হাতেও ধ্বংস করাইতেছিল। অতএব শিক্ষা গ্রহণ কর হে দৃষ্টিবান ব্যক্তিরা।

৩· আল্লাহ যদি তাহাদের ভাগ্যে নির্বাসন লিখিয়া না দিতেন তাহা হইলে দুনিয়ায়–ই তিনি তাহাদিগকে আযাব দিয়া দিতেন[৩]। আর পরকালে তো তাহাদের জন্য দোযখের আযাব রহিয়াছেই।

৪· এইসব কিছু এই কারণে হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের সহিত প্রবল বিরোধিতা করিয়াছে এবং যে লোকই আল্লাহ'র বিরোধিতা করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে শাস্তিদানে বড়ই শক্ত ও কঠোর।

৫· তোমরা খেজুরের যে গাছ কাটিয়াছ কিংবা যেগুলিকে উহাদের শিকড়ের ওপর দাড়াইয়া থাকিতে দিলে, এই সবই আল্লাহ'রই অনুমতিক্রমে ছিল[৪]।

৩। দুনিয়ার শাস্তির অর্থ নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া। যদি তারা সন্ধি ক'রে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর পরিবর্তে যুদ্ধ করতো তবে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।

৪। এখানে এই ব্যাপারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে বনী নযীর গোত্রের বসতির চুতর্দিকে যে খেজুরের বাগান ছিল তার মধ্যে অনেক গাছকে মুসলমানরা অবরোধ করার সূচনায় কেটে ফেলেছিল অথবা জ্বালিয়ে দিয়েছিল যাতে সহজে অবরোধ করা যায়; এবং যেসব গাছ সামরিক চলাচলে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি সেগুলিকে যথাযথ অবস্থায় বহাল রেখেছিল। এই ব্যাপারের উপর মুনাফেক ও ইহুদীরা চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল যে– "মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তোমরা দেখে নাও শ্যামল ফলবতী গাছগুলি এরা কেমন করে কেটে চলেছে। এর নাম 'ফাসাদফিল আরদ'–পৃথিবীতে বিপর্যয়–সৃষ্টি ছাড়া আর কি? এই প্রসংগে আল্লাহতা'আলা এই হুকুম অবতীর্ণ করেন যে–তোমরা যে গাছগুলো কেটেছো ও যেগুলি খাড়া থাকতে দিয়েছো এর মধ্যে কোন কাজই অবৈধ নয়, বরং উভয় কাজই আল্লাহ'র অনুমোদিত।

وَ لِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ۞ وَ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

এবং লাঞ্ছিত করার জন্যে ফাসেকদের এবং যা ফায় দিয়েছেন আল্লাহ নিকট তার রসূলের

مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ

তাদের থেকে নাইএ জন্য তোমরা দৌড়াও তার উপর কোন ঘোড়া এবং না উট কিন্তু আল্লাহ

يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

আধিপত্য দেন তাঁর রসূলদেরকে উপর যার তিনি ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ উপর সব কিছুর

قَدِيْرٌ ۞

ক্ষমতাবান

আর (আল্লাহ এই অনুমতি এই জন্য দিয়াছিলেন) যেন ফাসেকদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া দেন[৫]।

৬. আর যে-ধনমাল[৬] আল্লাহতা'আলা তাহাদের দখল হইতে বাহির করিয়া তাঁহার রসূলের নিকট ফিরাইয়া দিলেন[৭] তাহা এমন নয় যাহার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়াইয়াছ; বরং আল্লাহ তাঁহার রসূলগণকে যাহার ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করিয়া দেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই শক্তিশালী[৮]।

৫। অর্থাৎ আল্লাহ'র ইচ্ছা ছিল এই গাছগুলি কাটার মধ্য দিয়ে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা হোক, এবং এগুলি না কাটার মধ্যে দিয়েও তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতা হোক। কাটার মধ্যে তাদের লাঞ্ছনা ও হীনতার বিষয় ছিলো গাছগুলি তারা নিজেদের হাতে রোপণ করেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে যে বাগানগুলির তারা মালিক ছিল তাদের চোখের সামনেই তার গাছগুলো কেটে যাওয়া হচ্ছিল, অথচ কর্তনকারীদের কোন প্রকার বাধা দেয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অপর পক্ষে গাছগুলো না কাটার মধ্যে হীনতার বিষয় ছিল এই যে-যখন তারা মদীনা থেকে বাহির হয় তখন তারা স্বচক্ষে দেখেছিল যে, কাল পর্যন্ত যে সরস-শ্যামল উদ্যান তাদের সম্পত্তি ছিল আজ তা মুসলমানদের অধিকারে চলে যাচ্ছে। তাদের ক্ষমতা যদি চলতো, তবে তারা এগুলিকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে তবে মদীনা ত্যাগ করতো এবং একটিও অক্ষত বৃক্ষকে তারা মুসলমানদের অধিকারে যেতে দিতো না। কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় তারা সব কিছু যেমন ছিল তেমন অবস্থায় ত্যাগ করে হতাশা ও মনোবেদনার সংগে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

৬। এখানে সেই ধন-সম্পত্তির উল্লেখ করা হচ্ছে যা প্রথমে বনী নযীর গোত্রের অধিকারে ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ত্তে এসেছে। এ সম্পর্কে এখান থেকে ১০ম আয়াত পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা ধন-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কিরূপে করা হবে তা নির্দেশ করেছেন।

৭। এই শব্দগুলি স্বতঃই এই অর্থ প্রকাশ করে যে-এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু বস্তু পাওয়া যায় সে সবের উপর প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন হ'ক নেই, যারা মহিমান্বিত আল্লাহতা'আলার বিদ্রোহী। এই কারণে এক বৈধ ও ন্যায় যুদ্ধের ফলে যেসব ধন সম্পত্তি কাফেরদের অধিকার থেকে মু'মিনদের অধিকারে এসেছে সেসব সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা এই যে-সে ধনের মালিক আপন বিশ্বাস ঘাতক ও আত্মসাৎকারী কর্মচারীদের আয়ত্ত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজ অনুগত কর্মচারীদের প্রতি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামী কানুনের পরিভাষায় এই ধন-সম্পত্তিকে 'ফাই' (প্রত্যাবৃত্ত ধন) বলা হয়।

৮। অর্থাৎ সংগ্রামী সৈন্যবাহিনীর প্রত্যক্ষ বাহুবলের ফলে মাত্র এই ধন মুসলমানদের কব্জায় আসেনি। বরং আল্লাহতা'আলা নিজ রসূল ও তাঁর উম্মত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন এ হচ্ছে তার সমষ্টিগত শক্তির ফল। তাই এ ধন যুদ্ধ-লব্ধ লুণ্ঠিত ধন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সংগ্রামকারী সৈন্য দলের মধ্যে এ ধন যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রীর মত বন্টন করে দেয়া যেতে পারে না; এ ধনের উপর সৈন্যদের এরূপ ভাগ পাওয়ার হক নেই। শরী'অতে 'ফাই' ও গণীমতের হুকুমকে এইরূপভাবে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধে শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে যে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়া যায় তাকে গণীমত বলা হয়। এ ছাড়া শত্রুদেশের ভূমি গৃহাদি ও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি গণীমত নয়; 'ফাই'-এর অন্তর্গত।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ

যা ফায় দিয়েছেন আল্লাহ তার রাসূলকে হতে বাসীদের জনপদ তা আল্লাহ্‌র জন্যে ও

لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ

রসূলের জন্যে এবং জন্যে নিকট আত্মীয় স্বজনদের ও য়াতীমদের ও অভাবগ্রস্তদের ও পথিকদের যাতে

لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ

না হয় আবর্তিত মাঝে ধনীদের তোমাদের মধ্যে এবং যা তোমাদের দান করেন রসূল

فَخُذُوْهُ ۚ وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَ اتَّقُوا

অতঃপর তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে অতঃপর তোমরা বিরত হও এবং তোমরা ভয়কর

اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ

আল্লাহকে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানে জন্যে অভাবগ্রস্তদের মোহাজিরদের যারা

৭· যাহা কিছুই আল্লাহ্ এই জনপদের লোকদের হইতে তাঁহার রসূলের দিকে ফিরাইয়া দিলেন তাহা আল্লাহ ; রসূল এবং আত্মীয় –স্বজন,[৯] ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য ; –যেন উহা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হইতে না থাকে[১০] । রসূল তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর । আর যে জিনিস হইতে তিনি তোমাদিগকে বিরত রাখেন তাহা হইতে তোমরা বিরত হইয়া যাও । আল্লাহ'কে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা[১১] ।

৮· (উপরন্তু সেই মাল) সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যও যাহারা

৯। আত্মীয়–স্বজন বলতে এখানে রসূলুল্লাহর আত্মীয়–স্বজনকে বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব । রসূল (সঃ) যাতে নিজের, নিজ পরিবার পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়–স্বজনেরও হক যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী বা যাঁদের সাহায্য করা তিনি প্রয়োজন বোধ করেন–আদায় করতে পারেন সেজন্য এই অংশ নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল । নবী করীমের (সঃ) মৃত্যুর পর এ অংশ একটি পৃথক ও স্থায়ী অংশরূপে বর্তমান থাকেনি, বরং মুসলমানদের মধ্যেকার অন্যান্য দরিদ্র, পিতৃহীন ও মুসাফিরদের সাথে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের অভাবগ্রস্থ লোকদের হকও বায়তুল মালের (সাধারণ কোষাগারের) উপর ন্যস্ত হয় ; অবশ্য যাকাতে তাদের অংশ না থাকায় তাদের হক অন্যদের উপর অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়েছে ।

১০। এ কুরআন মজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী নির্দেশ । এর মধ্যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির এই বুনিয়াদী নিয়ম বিবৃত করা হয়েছে যে–ধনের আবর্তন সমগ্র সমাজে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে হওয়া চাই, ধন মাত্র ধনবানদেরই মধ্যে আবর্তন করতে থাকবে এবং ধনী দিন দিন অধিকতর ধনী ও দরিদ্র দিন দিন দরিদ্রতর হতে চলবে কোনমতে এরূপ যেন না হয় ।

১১। যদিও এ আদেশ বনী নযীরের সম্পত্তি–বন্টনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এ আদেশের ভাষা সাধারণ ; সে জন্যে এর মর্ম হচ্ছে–সমস্ত ব্যাপারে যেন মুসলমানেরা রসূলের আদেশ–নির্দেশের আনুগত্য করে । এই কথার দ্বারা এ মর্ম আরও সুস্পষ্ট হয়েছে যে–"যা কিছু রসূল তোমাদের দেয়"–এর মুকাবিলায় "যা কিছু তোমাদের না দেয়" এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়নি । বরং বলা হয়েছে "যে জিনিস হইতে তিনি তোমাদিগকে বিরত রাখেন তাহা হইতে তোমরা বিরত হইয়া যাও ।"

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ

বহিষ্কৃত হয়েছে হতে তাদের ঘরবাড়ীগুলো ও তাদের সম্পদগুলো তারা পেতে চায় অনুগ্রহ থেকে আল্লাহ

وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۸﴾

ও সন্তুষ্টি এবং তারা সাহায্য করে আল্লাহকে ও তার রসূলকে ঐসবলোক তারাই সত্যবাদী

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ

এবং যারা বসবাস করেছে (এই) নগরীতে ও ঈমান (এনেছে) তাদের পূর্বে তারা ভালবাসে (তাদেরকে) যারা

هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ

হিজরত করেছে তাদের দিকে এবং না তারাপায় মধ্যে তাদের অন্তরগুলোর প্রয়োজনের (অনুভূতি) (যা) তা থেকে

أُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ

তাদের দেয়া হয় এবং তারা প্রাধান্য দেয় উপর তাদের নিজেদের এবং যদিও আছে তাদের সাথে

خَصَاصَةٌ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۹﴾

অভাব অনটন এবং যে রক্ষা করবে কৃপণতা (থেকে) তারনিজেকে অতঃপর ঐসব লোক তারাই সফলকাম

নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিত্ত-সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই লোকেরা আল্লাহ'র অনুগ্রহ এবং তাহার সন্তুষ্টি পাইতে চাহে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের সাহায্য-সমর্থনের জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারাই সত্য পথের পথিক।

৯· (সেই ধনমাল সেই লোকদের জন্যও) যাহারা এই মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করিয়া দারুল হিজরাতেই বসবাসকারী ছিল[১২]। তাহারা ভালোবাসে সেই লোকদিগকে যাহারা হিজরাত করিয়া তাহাদের নিকট আসিয়াছে। তাহাদিগকে যাহাই দেওয়া হয় তাহার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত তাহারা নিজেদের দিলে অনুভব করে না এবং নিজেদের তুলনায় অন্যদিগকে অগ্রাধিকার দেয়-নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হউক না কেন। বস্তুতঃ যে সব লোককে তাহাদের দিলের সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা করা হইয়াছে তাহারাই কল্যাণ লাভ করিবে।

১২। আনসারদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই'-তে যে মাত্র মুহাজিরদের হক আছে তা নয়। বরং প্রথম থেকে যে মুসলমানরা দারুল ইসলামে বসবাস করছে তাঁরাও এ থেকে অংশ পাবার হকদার।

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

এবং যারা এসেছে তাদের পরে তারা বলে হে আমাদের রব আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের ভাই দেরকে

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ

যারা আমাদের অগ্রণী হয়েছে ঈমানের ক্ষেত্রে এবং না রেখো মধ্যে আমাদের অন্তর গুলোর হিংসা বিদ্বেষ যারা (তাদের) জন্যে

آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑩ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا

ঈমান এনেছে হে আমাদের রব তুমি নিশ্চয় দয়ালু মেহেরবান নাইকি তুমি দেখ প্রতি (তাদের) যারা মুনাফেকী করেছে

يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ

তারা বলে তাদের ভাইদেরকে যারা কুফরি করেছে মধ্যে আহলে কিতাবদের নিশ্চয় যদি তোমরা বহিষ্কৃত হও

لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ

অবশ্যই আমরা বেরহব তোমাদের সাথে এবং না আনুগত্য করব আমরা তোমাদের ব্যাপারে কারও কখনও এবং যদি তোমাদের (বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করা হয়

لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑪

অবশ্যই আমরা সাহায্য করব তোমাদের এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন তারা নিশ্চয় অবশ্যই মিথ্যাবাদী

১০. (তাহা সেই লোকদের জন্যও) যাহারা এই অগ্রবর্তীদের পরে আসিয়াছে[১৩]। যাহারা বলে : হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমাদান কর যাহারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে। আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা ও শত্রুতাভাব রাখিও না,-হে আমাদের খোদা। তুমি বড়ই অনুগ্রহ-সম্পন্ন এবং করুণাময়[১৪]।

রুকূ : ২

১১. তোমরা[১৫] কি দেখ নাই সেই লোকদিগকে যাহারা মুনাফেকীর আচার-আচরণ অবলম্বন করিয়াছে? তাহারা তাহাদের কাফের আহলি-কিতাব ভাইদিগকে বলে, "তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহা হইলে আমরাও তোমাদের সংগে বাহির হইব। উপরন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমরা কাহারো কথা কক্ষণই শুনিব না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে আমরা তোমাদের সাহায্য করিব।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী এই লোকেরা নিশ্চয়-ই মিথ্যাবাদী।

১৩। অর্থাৎ 'ফাই'-এর ধনে যে মাত্র বর্তমান বংশধরদের হক আছে তা নয়; পরবর্তীদের হকও আছে।

১৪। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এ গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে-তারা যেন কোন মুসলমানের প্রতি নিজেদের অন্তরে হিংসা পোষণ না করে, এবং নিজেদের পূর্বে যে-সব মুসলমান গত হয়েছেন তাদের অনুকূলেও যেন দোয়ায়ে মাগফেরাত (অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে,তাঁদের প্রতি নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষণ করা যেন না হয়।

১৫। সমগ্র রুকূটিতে মুনাফেকদের মতিগতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর (সঃ) যখন বনী নযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য দশ দিনের নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাদের অবরোধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক দিন বাকী ছিল তখন মদীনার মুনাফেক লিডাররা তাদেরকে বলে পাঠাল যে-আমরা ২ হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্যার্থে যাব এবং বনী কুরাইশ ও বনী গত্ফানও তোমাদের সাহায্যে উপস্থিত হবে। সুতরাং মুসলমানদের মুকাবিলায় তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর, এবং কিছুতেই অস্ত্র সমর্পণ করো না; যদি তারা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে তবে আমরা যুদ্ধে তোমাদের সাথী হব এবং তোমাদের যদি এখান থেকে বহিষ্কার করা হয় তবে আমরাও এখান থেকে বহির্গত হ'য়ে যাবো।

১২· উহারা বহিষ্কৃত হইলে ইহারা তাহাদের সংগে কখনই বাহির হইবে না। আর তাহাদের ওপর আক্রমণ করা হইলে ইহারা কখনই তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে না। আর ইহারা যদি তাহাদের সাহায্য করেও, তাহা হইলে ইহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। অতঃপর কোথাও হইতে কোন সাহায্য তাহারা পাইবে না।

১৩· ইহাদের দিলে আল্লাহর অপেক্ষাও তোমাদের ভয় অনেক বেশী প্রবল। ইহা এই কারণে যে, ইহারা এমন লোক যাহাদের কোনরূপ বিবেক-বুদ্ধি নাই[১৬]।

১৪· ইহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া (প্রকাশ্য ময়দানে) তোমাদের সহিত লড়াই করিতে কখনই আসিবে না। লড়াই করিলেও দূর্গ পরিবেষ্টিত জনবসতিতে বসিয়া কিংবা প্রাচীরের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া করিবে। পারস্পরিক বিরুদ্ধতায় ইহারা বড়ই কঠিন ও অনমনীয়। তুমি তো ইহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর, কিন্তু তাহাদের দিল পরস্পর বিদীর্ণ। ইহাদের এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, ইহারা নিজেরাই নির্বোধ লোক।

১৬। এই ক্ষুদ্র বাক্যে এক বৃহৎ সত্য বিবৃত করা হয়েছে। যে ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি বুঝ সমুঝ আছে সে তো জানে-আসলে ভয় করার যোগ্য হচ্ছে আল্লাহতা'আলার শক্তি-মানুষের শক্তি নয়। সেজন্যে খোদার কাছে পাকড়ে যাওয়ার আশংকা যে কাজে আছে, এরূপ প্রতিটি কাজ থেকে সে বিরত থাকবে, কোন মানবীয় শক্তি পাকড়াওকারী থাকুক বা না থাকুক। এবং সেই ফরযের (অবশ্যপাল্য কর্তব্যগুলির) প্রতিটি পালনের জন্যে-যার দায়িত্ব খোদা তার প্রতি অর্পণ করেছেন-সে পূর্ণদ্যমে উদ্যোগী হবে, সারা জগতের শক্তি এ ব্যাপারে তার প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধকারী হলেও। কিন্তু একজন-বোধহীন মানুষ সকল ব্যাপারে নিজের কর্ম-পদ্ধতির সিদ্ধান্ত খোদার পরিবর্তে মানবীয় শক্তির দিকে চেয়ে করে। সে যদি কোন জিনিস থেকে বিরত হয় তবে খোদার কাছে ধৃত হওয়ার ভয়ে বিরত হয় না, বরং সে বিরত হয় এই জন্যে যে কোন মানবীয় শক্তি তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার সামনে বিদ্যমান, এবং কোন কাজ যদি সে করে তবে খোদার হুকুমের কারণে করে না বরং কোন মানবীয় শক্তির হুকুমের বা পছন্দের কারণে করে থাকে। এই বোধ ও বোধহীনতার পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর চরিত্র ও ব্যবহারকে পরস্পর ভিন্ন করে দেয়।
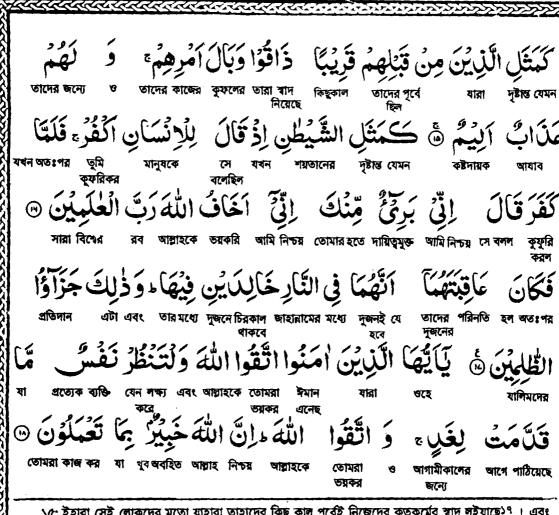
১৫· ইহারা সেই লোকদের মতো যাহারা তাহাদের কিছু কাল পূর্বেই নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ লইয়াছে[১৭]। এবং তাহাদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রহিয়াছে।

১৬· তাহাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মতো। প্রথমে সে লোকদিগকে বলে ঃ 'কুফরী কর'। আর যখন সে কুফরী করিয়া বসে, তখন সে বলে ঃ 'আমি তোমার দায়িত্ব হইতে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনকে ভয় পাই'।

১৭· পরে তাহাদের উভয়ের পরিণাম ইহাই নিশ্চিত যে, তাহারা দুইজন চিরকালের জন্য জাহান্নামী হইবে। আর যালেম লোকদের প্রতিফল ইহাই হইয়া থাকে।

রুকূ ঃ ৩

১৮· হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহতা'আলাকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে[১৮]। আল্লাহকেই ভয় করিতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেই সব আমল সম্পর্কে অবহিত যাহা তোমরা করিতে থাক।

১৭। এখানে কুরাইশ কাফের ও বনী কাইনুকার ইহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে; তারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও এই সমস্ত দুর্বলতারই কারণে মুষ্টিমেয় নিঃসম্বল মুসলিম দলের হাতে পরাজয় বরণ করে।

১৮। 'কাল' অর্থাৎ পরকাল। দুনিয়ার সমগ্র জীবনটি যেন 'আজ' এবং 'কাল' হচ্ছে কিয়ামতের দিন যা এই 'আজ'-এর পরে আসবে।

১৯· তোমরা সেই লোকদের মত হইয়া যাইও না যাহারা আল্লাহ'কে ভুলিয়া গিয়াছে। ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে আত্মভোলাবানাইয়াদিয়াছেন[১৯]। এই লোকেরাই ফাসেক।

২০· জাহান্নামগামী লোকেরা ও জান্নাতগামী লোকেরা কখনও এক রকম হইতে পারে না। জান্নাতগামী লোকেরাই প্রকৃত পক্ষে সফল।

২১· আমরা যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপরও অবতীর্ণ করিয়া দিতাম তাহা হইলে তুমি দেখিতে যে, উহা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসিয়া যাইতেছে ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হইতেছে[২০]। এই দৃষ্টান্তগুলি আমরা লোকদের সম্মুখে এই উদ্দেশ্যে পেশ করিতেছি যে, তাহারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) চিন্তা-বিবেচনা করিবে।

১৯। অর্থাৎ খোদাকে ভুলে থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে নিজেকে ভুলে যাওয়া। যখন মানুষ এ কথা ভুলে যায় যে সে-কারুর দাস, তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে সে পৃথিবীতে নিজের এক ভ্রান্ত স্বরূপ নির্দিষ্ট করে বসে; এবং তার সারাটি জীবন এই বুনিয়াদী বিভ্রান্তির কারণে ভ্রান্ত হয়ে থেকে যায়। অনুরূপভাবে যখন সে এ কথা ভুলে যায় যেন-সে এক খোদা ছাড়া অন্য কারুর দাস নয়, তখন সেই অদ্বিতীয় একের প্রকৃত পক্ষে সে যার বান্দাহ্-দাসত্ব তো করে না, কিন্তু অন্য অনেকের দাসত্ব সে করতে থাকে প্রকৃতপক্ষে যাদের সে প্রকৃত দাস নয়।

২০। এই উপমার মর্ম হচ্ছে-কুরআন যেরূপভাবে খোদার মহানত্ব ও তাঁর কাছে বান্দাহর দায়িত্ব ও জবাবদিহির সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করছে যদি পাহাড়ের মত বিরাট সৃষ্টিরও সে বোধ থাকতো এবং সে জানতে পারতো যে কিরূপ শক্তিমান প্রভুর সম্মুখে তাকে কাজের জবাবদিহি করতে হবে, তবে সেও ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠতো।

২২· তিনি আল্লাহই, তাঁহার ছাড়া কোন মা'বুদ[২১] নাই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রহীম।

২৩· তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালিক-বাদশা। অতীব মহান পবিত্র[২২]। পুরাপুরি শান্তি-নিরাপত্তা[২৩]। শান্তি-নিরাপত্তা দাতা[২৪], সংরক্ষক[২৫], সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ-বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ্ পবিত্র মহান সেই শিরক হইতে যাহা লোকেরা করিতেছে।

২১। অর্থাৎ যিনি ছাড়া কারুর এ মর্যাদা, স্থান ও মোকাম নেই যে তার বন্দেগী ও উপাসনা করা যেতে পারে, যিনি ছাড়া খোদায়ী গুণ ও ক্ষমতা কারুরই নেই যে তার উপাস্য হওয়ার হক থাকতে পারে।

২২। অর্থাৎ তিনি এর থেকে বহুগুণে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর যে তার সত্তার কোন দোষ বা ত্রুটি বা কোন মন্দ গুণ পাওয়া যাবে ; বরং তিনি এক পবিত্রতম সত্তা যাঁর সম্পর্কে কোন খারাবের ধারণা পর্যন্ত করা যায় না।

২৩। বিপদ অথবা দুর্বলতা অথবা ত্রুটি তাঁর হতে পারে বা তাঁর পূর্ণত্বের কখনো হ্রাস ঘটতে পারে-এরূপ সকল সম্ভাবনা থেকে তাঁর সত্তা উচ্চতর ও পবিত্র।

২৪। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট বস্তু তাঁর সম্পর্কে নিরাপদ যে, তিনি কখনো তার প্রতি যুলুম করবেন না, অথবা তার হক নষ্ট করবেন না, অথবা তার পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না, অথবা তাঁর প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না।

২৫। মূলে 'আল-মোহাইমিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে ঃ প্রথমত ঃ রক্ষণা-বেক্ষণকারী ; দ্বিতীয়তঃ পরিদর্শক, সাক্ষী যিনি দেখছেন-কে কি করছে, তৃতীয় সেই সত্তা যিনি মানুষের প্রয়োজন ও অভাব পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ

তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা উদ্ভাবনকর্তা আকৃতিদানকারী তার আছে নামসমূহ উত্তম

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ

তসবিহ করে তারই যা কিছু মধ্যে আসমানসমূহে ও যমিনে এবং তিনিই

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

মহাপরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ

২৪· তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি–পরিকল্পনা রচনকারী ও উহার বাস্তবায়নকারী এবং সেই অনুযায়ী আকার–আকৃতি রচনাকারী। তাঁহার জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ বিদ্যমান। আসমান–যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস তাঁহার তসবীহ করে[২৬]। আর তিনি অতীব প্রবল মহা পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ–বিজ্ঞানী।

২৬। অর্থাৎ কথার ভাষায় বা অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে–তার স্রষ্টা প্রতিটি দোষ ও ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

সূরা আল-মুমতাহিনা

নামকরণ

এ সূরার ১০ নম্বর আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আসবে ও মুসলমান হওয়ার দাবী করবে তাদের যাচাই ও পরীক্ষা করতে হবে। এ সম্পর্কের দিক দিয়ে এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে 'আল-মুমতাহিনা।' এ শব্দটির উচ্চারণ 'মুমতাহানা' ও 'মুমতাহিনা' উভয় ধরনেরই হতে পারে। প্রথম উচ্চারণের দিক দিয়ে এর অর্থ 'সেই স্ত্রীলোক যার পরীক্ষা লওয়া হয়েছে।' আর দ্বিতীয় উচ্চারণের দিক দিয়ে এর অর্থ 'পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।'

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় এমন দুটি ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, যার সময়কাল ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন জ্ঞাত। প্রথম ব্যাপার হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) সম্পর্কিত। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে কুরাইশ সরদারদেরকে রসূলে করীমের মক্কা আক্রমণের সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে একখানি গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হ'লঃ- হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যেসব মুসলমান স্ত্রীলোক মক্কা হতে হিজরাত করে মদীনায় আসছিলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমান পুরুষদের ন্যায় মুসলমান স্ত্রী লোকদেরকেও কাফেরদের হাতে প্রত্যার্পণ করতে হবে কি হবে না এ বিষয়ে একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল,- এ দুটি ব্যাপারের উল্লেখে একথা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছিল। এ সূরাটির শেষ ভাগে একটি তৃতীয় বিষয়েরও উল্লেখ হয়েছে। আর তা হ'লঃ- স্ত্রী লোকেরা ঈমান এনে যখন নবী করীমের (সঃ) সম্মুখে 'বয়আত' গ্রহণের জন্য উপস্থিত হবে তখন তাদের নিকট হতে তিনি কি কি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবেন। সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান এই যে, এ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। কেননা মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ পুরুষদের ন্যায় তাদের বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকদেরও একই সময়ে ইসলামে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আর তখনই সামষ্টিকভাবে তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশ সূরার শুরু হতে ৯ম আয়াত পর্যন্ত। সূরার শেষ ১৩ নম্বর আয়াতও এরই সঙ্গে সম্পর্কিত। হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) শুধু নিজের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করার মানসে রসূলে করীমের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যথা- সময়ে এ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া না হলে মক্কা বিজয়কালে ব্যাপক রক্তপাত হ'ত। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যেত। কুরাইশদেরও বহু লোক নিহত হ'ত- যারা পরবর্তী কালে ইসলামের ব্যাপারে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মক্কা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিজিত হওয়ার কারণে যে শুভ ফল লাভ সম্ভব হয়েছিল তারও কোন পথ থাকতো না। আর এ অপূরণীয় ক্ষতি কেবলমাত্র এ কারণেই সাধিত হ'ত যে, মুসলমানদেরই একজন নিজের পরিবার পরিজনকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সূরার এই আয়াতসমূহে এ আচরণের তীব্র সমালোচনা পেশ করা হয়েছে। হযরত হাতিবের এ মারাত্মক ত্রুটি সম্পর্কে হুশিয়ার করে আল্লাহ তা'আলা সব ঈমানদার লোককে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন অবস্থায়ই এবং কোন উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সংগে বন্ধুতা-ভালোবাসার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখাও কোন মুসলমানের উচিৎ নয়। কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে কাফেরদের পক্ষে সুবিধাজনক কোন কাজই মুসলমানদের

করা সম্পূর্ণ অনুচিত। অবশ্য যে কাফের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যত শত্রুতা ও কষ্টদানের আচরণ করেনি, তার প্রতি অনুগ্রহমূলক ব্যবহার অবলম্বনে কোন আপত্তির কারণ নেই।

১০ম–১১শ আয়াত দুটি মূল আলোচ্যের দ্বিতীয় অংশ। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। সমস্যাটি তখন খুব জটিলতার সৃষ্টি করছিল। সমস্যাটি ছিল এইঃ মক্কায় বহু সংখ্যক মুসলিম নারীর স্বামী কাফের ছিল। তারা কোন না কোন উপায়ে হিজরাত করে মদীনায় উপস্থিত হতেন। অনুরূপভাবে বহু সংখ্যক মুসলিম পুরুষ এমন ছিলেন যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের আর তারা মক্কাতেই থেকে গিয়েছিল। অতঃপর এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষত আছে কি না সেই সম্পর্কে তীব্র প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহতা'আলা এ আয়াত কটিতে এ সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষের জন্যেও জায়েজ নয় কাফের নারীকে নিজের স্ত্রী করে রাখা। বস্তুতঃ এ সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফল সম্পন্ন। [তাফহীমুল কুরআনের টীকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে]

১২ নম্বর আয়াত আলোচ্যের তৃতীয় অংশ। এতে রসূলে করীম (সঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে সব স্ত্রী লোক ইসলাম কবুল করবে, তাদের নিকট হতে জাহেলিয়াতের যুগে আরব নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত বহু বড় বড় দোষ–ত্রুটি হতে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। সে সংগে এ কথারও অংগীকার গ্রহণ করুন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রসূলে করীমের তরফ হতে উপস্থাপিত যাবতীয় কল্যাণ ও মংগলময় নিয়ম–নীতি ও আইন–কানুন অনুসরণ–পালন করে চলতে বাধ্য ও প্রস্তুত থাকবেন।

রুকূ ঃ ১

১· 'হে ঈমানদার লোকেরা[১]। তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তোষ লাভের মানসে (দেশ ছাড়িয়া ঘর হইতে) বাহির হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার ও তোমাদের শত্রুদিগকে বন্ধু বানাইও না। তোমরা তো তাহাদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন কর অথচ যে সত্য তোমাদের নিকট আসিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে তাহারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করিয়াছে। আর তাহাদের আচরণ এই যে, তাহারা রসূল এবং স্বয়ং তোমাদিগকে শুধু এই কারণে দেশ হইতে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের রব্ব আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনিয়াছ। তোমরা গোপনে তাহাদিগকে বন্ধুতাপূর্ণ বাণী পাঠাও,

১। তফসীরকারকগণ এ বিষয়ে একমত যে, যখন মক্কায় মুশরেকদের নামে লিখিত হযরত হাতেব বিন্‌আবি বালতাআর (রাঃ)–পত্র–যাতে তিনি পূর্বাহ্নে শত্রুদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা আক্রমণ করতে চলেছেন– ধরা পড়েছিল সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ

আমি অথচ | সম্যক অবগত | যা কিছু | তোমরা গোপন কর | ও | যা | তোমরা প্রকাশ কর | এবং | যে | তা করবে

مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ① إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟

তোমাদের মধ্যে | অতঃপর | নিশ্চয় | ভ্রষ্ট হয়েছে | সোজা | পথ | যদি | তোমাদের কাবু করতে পারে | তারা হয়

لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم

তোমাদের জন্য | শত্রু | ও | তারা সম্প্রসারিত করে | তোমাদের দিবে | তাদের হাতগুলো | ও | রসনাগুলো | তাদের

بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ② لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ

মন্দের সাথে | ও | তারা কামনা করে | যদি | তোমরা কাফের হও | কখন না | তোমাদের উপকার দেবে | তোমাদের আত্মীয়রা | এবং

لَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا

না | তোমাদের সন্তানেরা | দিনে | কিয়ামতের | বিচ্ছেদ করবেন তিনি | তোমাদের মাঝে | এবং | আল্লাহ | যা

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③

তোমরা কাজ কর | খুব দেখেন

অথচ তোমরা যাহা কিছু গোপনে কর, আর যাহা কর প্রকাশ্যে, প্রত্যেকটি ব্যাপারই আমি ভালভাবেই জানি। তোমাদের যে ব্যক্তিই এইরূপ করে, নিশ্চিত জানিও, সে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২· তাহাদের আচরণ তো এই যে, তাহারা তোমাদিগকে কাবু ও জব্দ করিতে পারিলে তোমাদের সহিত শত্রুতা করে, হাত ও মুখের ভাষা দ্বারা তোমাদিগকে জ্বালাতন দেয়। তাহারা তো ইহাই চায় যে, কোন না কোন ভাবে তোমরা কাফের হইয়া যাও।

৩· কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমাদের কোন কাজে আসিবে, না তোমাদের সন্তান-সন্তুতি[২]। সেই দিন আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন[৩]। আর তিনিই তোমাদের কাজ-কর্মের দর্শক।

২। হযরত হাতেব (রাঃ) এ কাজ এই উদ্দেশ্যে করেছিলেন যে মক্কায় তাঁর যে পরিবারবর্গ আছে যুদ্ধের সময় তারা যেন নিরাপদে থাকে;

৩। অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও সংযোগ সেখানে ছিন্ন করে দেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে স্বকীয় সত্তায় সেখানে উপস্থিত হবে। সুতরাং দুনিয়ার কোন লোকেরই কোন ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব বা দলবদ্ধতার খাতিরে কোন অবৈধ কাজ করা উচিত নয়। কেননা নিজের কাজের শাস্তি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে, তার নিজের দায়িত্বের মধ্যে অন্য কেউ অংশীদার হবে না।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ

তার সাথে যারা ও ইবরাহীমের মধ্যে উত্তম আদর্শ তোমাদের জন্যে রয়েছে নিশ্চয়

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا

যা (তা) থেকে ও তোমাদের হতে নিঃসম্পর্ক আমরা নিশ্চয় তাদের জাতিকে তারা বলেছিল যখন

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا

আমাদের মাঝে সৃষ্টি হল ও তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি আল্লাহ ছাড়া তোমরা ইবাদত কর

وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ

আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান আন যতক্ষণ না চিরকালের বিদ্বেষ ও শত্রুতা তোমাদের মাঝে ও

وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ

ও তোমার জন্যে আমি ক্ষমা চাইব অবশ্যই তার বাপের জন্যে ইবরাহীমের উক্তি তবে ব্যতিক্রম তার একার

مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ

তোমার উপর হে আমাদের রব কিছুই কোন আল্লাহ হতে তোমার জন্যে সাধ্য রাখি আমি না

تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ④

প্রত্যাবর্তন স্থল তোমারই কাছে ও আমরা অভিমুখী তোমার দিকে ও আমরা ভরসা করেছি

৪· তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার সংগী–সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেঃ "আমি তোমাদের হইতে এবং খোদাকে ছাড়িয়া যে–মাবুদের তোমরা পূজা–উপাসনা কর তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ও বিমুখ। আমরা তোমাদের অস্বীকার করিয়াছি[৪] এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হইয়াছে ও বিরোধ–ব্যবধান শুরু হইয়া গিয়াছে–যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ'র প্রতি ঈমান না আনিবে।" তবে ইবরাহীমের তাঁহার পিতার জন্য এই কথা বলা (ইহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যাপার) যে, "আমি আপনার জন্য মাগফিরাত চাহিয়া অবশ্যই আবেদন করিব। আর আল্লাহ'র নিকট হইতে আপনার জন্য কিছু আদায় করিয়া লওয়া আমার সাধ্যের বাহিরে[৫]।" (আর ইবরাহীম ও তাহার সংগী–সংগী–সাথীদের প্রার্থনা ছিল এইঃ) "হে আমাদের রব্! তোমার ওপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রাখিয়াছি ও তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এবং তোমার সমীপে আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

৪। অর্থাৎ আমরা তোমাদের কাফের (অমান্যকারী)। তোমরা সত্যপন্থী বলে আমরা মানিনা এবং তোমাদের ধর্মকে মানি না।

৫। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছেঃ– তোমাদের জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর এই কথা অনুসরণযোগ্য যে, তিনি নিজের কাফের ও মুশরেক কওমকে পরিষ্কারভাবে তাঁর অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে নিজের মুশরেক পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কার্যতঃ তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন– এ বিষয়টি তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় নয়।
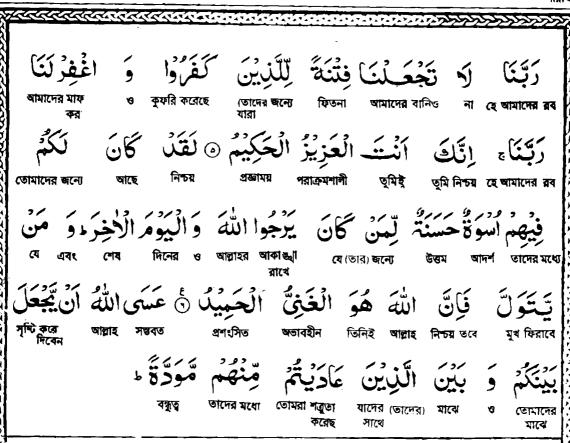
৫· হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে কাফেরদের জন্য 'ফিতনা' বানাইয়া দিও না৬। –হে আমাদের রব্ব, আমাদের অপরাধগুলিকে মাফ করিয়া দাও। নিঃসন্দেহ যে, তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ–বিচক্ষণ।"

৬· এই লোকদের কর্মপদ্ধতিতেই তোমাদের জন্য ও এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উন্নত মানের আদর্শ রহিয়াছে যে আল্লাহ ও পরকালের দিনের আকাঙ্খী। তাঁহার দিক হইতে যে লোক বিমুখ হইবে— তবে আল্লাহ্ তো অনন্য নির্ভর এবং স্বতঃই প্রশংসিত।

রুকূ ঃ ২

৭· অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও সেই লোকদের মধ্যে কখনও বন্ধুতা–ভালোবাসার সঞ্চার করিয়া দিবেন, যাহাদের সহিত আজ তোমরা শত্রুতার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছ৭।

৬। কাফেরদের পক্ষে 'ফিতনা' স্বরূপ হওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে ঃ যথা–কাফেররা মু'মিনের উপর বিজয়ী হ'য়ে নিজেদের এই জয়কে এ কথার প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করে যে আমরা সত্যের উপর আছি এবং মু'মিনরা অসত্যের উপর আছে; বা মু'মিনদের উপর কাফেরদের যুলুম অত্যাচারের বাড়াবাড়ি মু'মিনদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে এবং অবশেষে মু'মিনরা কাফেরদের কাছে অবনত হয়ে নিজেদের ধর্মের ও চরিত্র বিক্রয় করতে প্রস্তুত হয়; অথবা সত্য ধর্মের প্রতিনিধিত্বের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মু'মিনরা সেই মর্যাদার উপযোগী নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে এবং জগৎ তাদের চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্যে সেই একই দোষ লক্ষ্য করে যা জাহেলিয়াতের সমাজে সাধারণভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এতে কাফেরদের এ কথা বলার সুযোগ হয় যে– এই ধর্মে কি এমন ভাল জিনিস আছে যার জন্য আমাদের কুফরীর উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে মানা যাবে?

৭। উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে নিজের কাফের আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা দেয়ার পর এ আশাও দেয়া হয়েছে যে– এমন সময়ও আসতে পারে যখন তোমাদের এই আত্মীয়–স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের শত্রুতা কাল পুনরায় বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে।
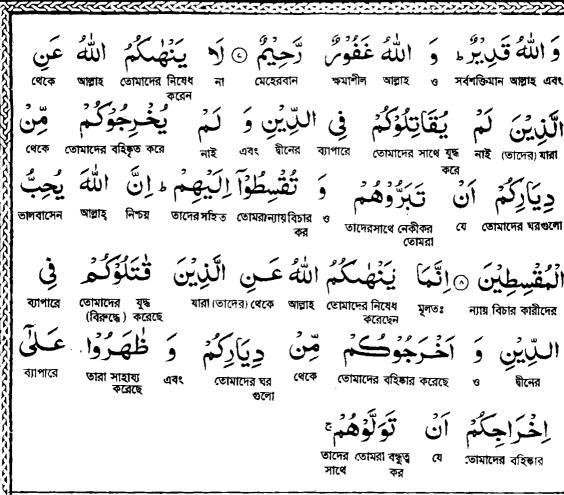
আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৮ আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না এই কাজ হইতে যে, তোমরা সেই লোকদের সহিত কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করিবে যাহারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর–বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করে নাই। সুবিচারকারীদিগকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন৮।

৯ তিনি তোমাদিগকে যে কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলেন, তাহা হইতেছেঃ তোমাদের বন্ধুতা করা সেই লোকদের সহিত যাহারা তোমাদের সংগে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে তোমাদের ঘর–বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে ও তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য–সহযোগিতা করিয়াছে।

৮। মর্ম হচ্ছে– যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না, বিচারের দাবী হচ্ছে– তোমরাও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে না। শত্রু ও অশত্রু উভয়কে একই পর্যায়ে গণ্য করা এবং উভয়ের সংগে একরূপ ব্যবহার করা বিচার–সম্মত নয়। সেই সব লোকদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করার হক আছে যারা ঈমান আনার জন্যে তোমাদের উপর অত্যাচার করেছে ও তোমাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, এবং তোমরা দেশ ত্যাগ করার পরও যারা তোমাদের পিছন ছাড়েনি। কিন্তু যেসব লোক এই অত্যাচারে কোন অংশগ্রহণ করেনি, বিচারের দাবী হচ্ছে– তোমরা তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে এবং সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের উপর তাদের যেসব হক আছে তা পালন করতে কোন ত্রুটি করবে না।

وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

এবং | যে | তাদের বন্ধুত্ব করে (সাথে) | ঐসব লোক অতঃপর | তারা | যালিম | ওহে | যারা

اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ

ঈমান এনেছ | যখন | তোমাদের কাছে আসবে | মুমিন মহিলারা | মুহাজির হয়ে | তাদের তোমরা পরীক্ষা তখন

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا

আল্লাহ | খুব জানেন | তাদের ঈমান সম্পর্কে | যদি অতএব | তাদের তোমরা জানতে পার | মুমিন রূপে | না তখন

تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ

তাদের ফেরত দিও | দিকে | কাফেরদের | না | তারা ((মুমিননারী)) | হালাল | তাদের জন্য (কাফিরদের | ও | না | তারা | হালাল

لَهُنَّ ؕ وَ اٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ

তাদের জন্যে (মুমিননারীদের) | ও | তাদেরদাও তোমরা | যা | তারা খরচ করেছে | এবং | নাই | গুনাহ | তোমাদের উপর | যে | তাদের তোমরা বিবাহ কর

اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ

যখন | তাদের তোমরা দাও | তাদের মোহর

এই লোকদের সহিত যাহারা বন্ধুতা করে তাহারাই যালেম।

১০· হে ঈমানদার লোকেরা, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরাত করিয়া তোমাদের নিকট আসিবে, তখন তাহাদের (ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটি) যাচাই–পরখ করিয়া লও– আর তাহাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ–ই– ভালো জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না[৯]। না তাহারা কাফেরদের জন্য হালাল, না কাফের পুরুষরা তাহাদের জন্য হালাল। তাহাদের কাফের স্বামীরা যে মোহরানা তাহাদিগকে দিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও। তোমাদের নিজেদের তাহাদিগকে বিবাহ করায় কোনই দোষ নাই– যদি তোমরা তাহাদের মোহরানা তাহাদিগকে আদায় করিয়া দাও[১০]।

৯। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর প্রথম প্রথম তো মুসলমান পুরুষ মক্কা থেকে পালিয়ে পালিয়ে মদীনায় আসতে থাকে এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের ফিরিয়ে পাঠানো হতে থাকে; কিন্তু এরপর মুসলিম নারীদের ক্রমাগত আগমন শুরু হয়ে যায় এবং কাফেররা চুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের ফিরে পাবারও দাবী জানায়। এ সম্পর্কে এই প্রশ্ন উঠে– হোদাইবিয়ার চুক্তি কি স্ত্রীলোকদের উপরও প্রযোজ্য হবে? আল্লাহতা'আলা এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে– যদি সে মুসলমান হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বস্তুতঃ ঈমানের খাতিরেই সে হিজরত করে এসেছে– অন্য কোন কারণে আসেনি তবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এ আদেশের ভিত্তি হচ্ছে– চুক্তিপত্রে লিখিত শর্তে 'রাজুলুন' (পুরুষ) শব্দ লিখিত ছিল– যেমন বোখারীর বর্ণনায়উল্লেখিত আছে।

১০। মর্ম হচ্ছে– তাদের কাফের স্বামীদের যে মোহর ফিরিয়ে দেয়া হবে সেই মোহরই এই স্ত্রী লোকদের মোহর বলে গণ্য হবে না। বরং এখন যে মুসলমানই তাদের মধ্যে কোন স্ত্রী লোককে বিবাহ করতে ইচ্ছা করবে সে যেন তার মোহর আদায় করে তাকে বিবাহ করে।

وَ لَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوْا

এবং | না | তোমরা ধরে রেখ | বিবাহ বন্ধন | কাফের স্ত্রীদের | ও | তোমরা চাও | যা | তোমরা খরচ করেছ | ও | তারা চেয়ে নেবে

مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑩

যা | তারা খরচ করেছে | এটা | নির্দেশ | আল্লাহর | তিনি ফয়সালা দেন | তোমাদের মাঝে | এবং | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময়

وَ اِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا

এবং | যদি | তোমাদের হাত ছাড়া হয় | কিছু | থেকে | তোমাদের স্ত্রীদের (মোহর) | নিকট | কাফেরদের | অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও | তবে | তোমরা দাও

الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ

তাদের | চলে গেছে | যাদের স্ত্রী | সমান | যা | তারা খরচ করেছে | এবং | তোমরা ভয়কর | আল্লাহকে | যাঁর | তোমরা

بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ⑪ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ

তাঁর উপর | ঈমানদার | হে | নবী | যখন | তোমার কাছে আসবে | মু'মিন নারীরা | তোমার কাছে বয়াত করবে

عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ

(এ কথার) উপর | যে | না | তারা শিরক করবে | আল্লাহর সাথে | কোন কিছু | এবং | না | তারা চুরি করবে

আর তোমরা নিজেরাও কাফের মেয়ে-লোকদিগকে নিজেদের বিবাহে আটকাইয়া রাখিও না। তোমরা যে মোহরানা তোমাদের স্ত্রীদিগকে দিয়াছিলে তাহা তোমরা ফেরত চাহিয়া লও। আর যে মোহরানা কাফেররা তাহাদের মুসলমান স্ত্রীদের দিয়াছিল তাহা তাহারা ফেরত চাহিয়া লউক। ইহা আলাহতা'আলার নির্দেশ। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী।

১১· তোমাদের কাফের স্ত্রীদিগকে দেওয়া মোহরানা হইতে কিছু অংশ যদি তোমরা কাফেরদের নিকট হইতে ফিরাইয়া না পাও, আর ইহার পরই তোমাদের সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে যাহাদের স্ত্রীরা ঐ দিকে রহিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে এতটা সম্পদ আদায় করিয়া দাও যাহা তাহাদের দেওয়া মোহরানার সমান হইবে। আর সেই খোদাকে ভয় করিতে থাক যাঁহার প্রতি তোমরা ঈমান আনিয়াছ।

১২· হে নবী! তোমার নিকট মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যদি এই কথার ওপর 'বয়আত' করার জন্য আসে[১১] এবং এই কথার প্রতিশ্রুতি দান করে যে, তাহারা আল্লাহ'র সহিত কোন জিনিসই শরীক করিবে না, চুরি করিবে না,

১১। এ আয়াত মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এরপর যখন মক্কা বিজয় হলো তখন কুরাইশরা দলে দলে হযুরের কাছে বয়আত করার জন্যে উপস্থিত হতে শুরু করলো। তিনি সাফা পাহাড়ের উপর নিজে পুরুষদের বয়আত গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীলোকদের বয়আত গ্রহণের জন্যেও এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়সমূহের অংগীকার নওয়ার জন্যে তিনি নিজের পক্ষ থেকে হযরত ওমরকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। এর পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি স্থানে আনসারদের স্ত্রীলোকদের একত্র করতে নির্দেশ দেন এবং হযরত ওমরকে (রাঃ) তাদের বয়আত গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করেন।

জ্বেনা–ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করিয়া আনিবে না[১২], এবং কোন স্পষ্ট পরিচিত ন্যায্য ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করিবে না[১৩], তবে তুমি তাহাদের 'বয়আত' গ্রহণ কর এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ'র নিকট মাগফিরাতের দোআ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১৩· হে লোকেরা– যাহারা ঈমান আনিয়াছ, সেই লোকদিগকে বন্ধু বানাইও না যাহাদের ওপর আল্লাহতা'আলা গযব নাযিল করিয়াছেন, যাহারা পরকাল সম্পর্কে তেমনি নিরাশ, যেমন কবরে সমাধিস্থ কাফেররা

১২। এর দ্বারা দুই প্রকার মিথ্যা দোষারোপ বোঝানো হয়েছে। প্রথম কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্য স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে পরস্পরের সংগে প্রেম করার অপবাদ দেয়া এবং এই প্রকারের কাহিনী লোকদের মাঝে প্রচার করা। দ্বিতীয়– স্ত্রীলোকের পক্ষে পর পুরুষের ঔরষে সন্তান জন্ম দিয়ে স্বামীকে বিশ্বাস দান করা যে– 'এ তোমারই সন্তান।'

১৩। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে দুইটি বড় গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম– নবী করীম (সঃ) এর প্রতি আনুগত্যের বিষয়েও ভাল "কাজের অনুগত্য"–এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অথচ হুযুর সম্পর্কে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, তিনি কখনও খারাবের হুকুম দিতে পারেন। এর দ্বারা স্বতঃই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, দুনিয়াতে কোন সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্য খোদায়ী কানুনের সীমা লঙ্ঘন করে করা যেতে পারে না; কেননা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য পর্যন্ত যখন 'ভাল কাজে আনুগত্য' এই শর্তযুক্ত, তখন অন্য কারুর এ মর্যাদা কি করে হতে পারে যে সে শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার হকদার হবে এবং কি করে তার এরূপ কোন হুকুমের বা আইনের বা পদ্ধতির ও প্রথার অনুসরণ করা যেতে পারে যা খোদায়ী কানুনের প্রতিকূল? এই আয়াতে ৫টি নেতিবাচক হুকুম দেয়ার পর ইতিবাচক হুকুম মাত্র একটিই দেয়া হয়েছে। আইনগত দিক দিয়ে এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ভাল কাজে এ নবী (সঃ)–এর আদেশ পালন করতে হবে। মন্দ কাজ সম্পর্কে সেই বড়বড় দোষগুলি উল্লেখ করা হ'ল জাহেলিয়াতের যুগে স্ত্রী লোকেরা যাতে লিপ্ত ছিল, এবং সে দোষগুলি থেকে বেঁচে থাকার অংগীকার গ্রহণ করা হ'ল। কিন্তু ভাল কাজ সম্পর্কে, ভাল কাজের কোন তালিকা পেশ করে অংগীকার গ্রহণ করা হয়নি যে– তোমরা অমুক অমুক কাজ করবে। বরং এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হয়েছিল যে হুযুর (সঃ) যে সৎকাজের হুকুম দান করবেন তা তোমাদের পালন করতে হবে।

সূরা আস্‌-সাফ

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের বাক্যাংশ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا হতে এর নাম গৃহীত । অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে সাফ্ শব্দটি এসেছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি । কিন্তু এর বিষয়বস্তু হতে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ সূরাটি ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে নাযিল হয়ে থাকবে । কেননা এতে যে অবস্থাবলীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এ সময়ই বিরাজ করছিল ।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ঈমানের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ ও আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করাই হ'ল এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য । এতে দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । ঈমানের মিথ্যা দাবী করে যারা ইসলামে অনুপ্রবেশ লাভ করেছিল তাদেরকেও অনেক কথা এতে বলা হয়েছে। যারা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিল তাদেরকেও কোন কোন আয়াতে উভয় শ্রেণীর লোককে সম্বোধন করা হয়েছে । আর কোন কোন আয়াতে কেবল মুনাফিকদেরকে । কোন কোনটির লক্ষ্য কেবল মুনাফিকদের প্রতি, কোন কোনটির কেবল নিষ্ঠাবানদের প্রতি । কোন্ আয়াতে কোন্ ধরনের লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে তা কথার ধরন হতেই বুঝতে পারা যায় । শুরুতে সমস্ত ঈমানদার লোককে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহ'র দৃষ্টিতে সর্বাধিক ঘৃণ্য ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা মুখে বলে এক কথা আর কাজে করে তার বিপরীত । পক্ষান্তরে অতিশয় প্রিয় লোক তারা যারা আল্লাহ'র পথে লড়াই করার জন্যে ইস্পাত নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় ।

৫ম-৭ম আয়াত পর্যন্ত রসূলে করীমের উম্মতের লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে, তোমাদের রসূল ও তোমাদের দ্বীন ইসলামের সঙ্গে তোমাদের সেরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয়, যা মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে বনী-ইসরাঈলের লোকেরা অবলম্বন করেছিল । হযরত মূসা (আঃ) কে তারা আল্লাহ'র সত্য নবী ও রসূল জানতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকে নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত । আর হযরত ঈসার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়েও তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকতো না । এর ফলে এ জাতির লোকদের মন-মেজাজের গঠন-প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গেল । আর হেদায়াত গ্রহণের তওফিক হতেই তাদের বঞ্চিত করা হ'ল । বস্তুতঃ এ কোন আদর্শস্থানীয় অবস্থা নয় । অন্য কোন জাতিই এ অবস্থা লাভের জন্য আগ্রহী হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না ।

৮ম-৯ম আয়াতে পূর্ণ বলিষ্ঠতা সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী খৃষ্টান ও তাদের সঙ্গে যোগ-সাজশকারী মুনাফিকরা আল্লাহ'র এ নূরকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্যে যত চেষ্টাই করুক না কেন এ পূর্ণ জাক-জ'মক সহকারে দুনিয়ায় বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকবেই । আর মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন, মহান রসূলের প্রচারিত দ্বীন ইসলাম অন্যান্য প্রত্যেকটি দ্বীন ও ধর্মের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিজয়ী হবেই ।

এর পর ১০-১৩শ আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বলা হয়েছে-ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি মাত্র উপায়ই আছে । আর তা হ'ল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহ'র পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা । পরকালে এর ফলশ্রুতিতে আযাব হতে মুক্তি-নিষ্কৃতি, গুনাহসমূহের ক্ষমা ও মার্জনা এবং চিরকালের জন্যে জান্নাত লাভ হবে । আর দুনিয়ায় এর পুরস্কার হবে খোদার সাহায্য-সহযোগিতা এবং বিজয় ও সাফল্য ।

সূরার শেষ ভাগে ঈমানদার লোকদেরকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসার (আঃ) 'হাওয়ারীরা' যেভাবে আল্লাহ'র পথে তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল, অনুরূপভাব তারাও যেন আল্লাহ'র আনসার-আল্লাহ'র সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় । তাহলে কাফেরদের মুকাবিলায় তারাও ঠিক তেমনি আল্লাহ'র সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারবে, যেমন আগের কালের ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিল ।

১ম রুকু

১. আল্লাহ'র তস্‌বীহ করিয়াছে এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বুকে বিরাজ করিতেছে। তিনিই সর্বজয়ী ও মহা বিজ্ঞানী।

২. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কেন সেই কথা ব'ল যাহা কার্যতঃ কর না ?

৩. আল্লাহ'র নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলিবে এমন কথা যাহা কর না।

৪. আল্লাহ্‌তো ভালোবাসেন সেই লোকদিগকে যাহারা তাঁহার পথে এমনভাবে কাতার বন্দী হইয়া লড়াই করে যেন তাহারা ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর[১]।

১। এর থেকে তো প্রথমতঃ জানা গেল-আল্লাহতা'আলা সেই মু'মিনরাই আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি লাভে কৃতার্থ হয় যারা তাঁর রাস্তায় প্রাণপাত করতে ও বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়তঃ এ কথাও জানা গেল যে- আল্লাহতা'আলা সেই সেনাদলকে পছন্দ করেন যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যায় ঃ ১ তারা খুব বুঝে-সুঝে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, এমন কোন পথে লড়াই করেনা যা আল্লাহর পথ নয়। ২. তারা বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতার লিপ্ত হয় না বরং দৃঢ় শৃঙ্খলার সংগে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। ৩. শত্রুর মুকাবিলায় তারা লৌহপ্রাচীরবৎ হয়ে থাকে।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ

এবং যখন বলেছিল মূসা তার জাতিকে জাতি হে আমার কেন আমাকে কষ্টদাও তোমরা অথচ তোমরা জান নিশ্চয়

اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ

আমি যে রসূল আল্লাহর তোমাদের প্রতি অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল বক্র করে দিলেন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

এবং আল্লাহ না পথ দেখান জাতিকে ফাসেক এবং যখন বলল ঈসা পুত্র মারয়ামের

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

হে বনী ইসরাইল আমি নিশ্চয় রসূল আল্লার তোমাদের প্রতি সত্যায়নকারী জন্যে যা

يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ

আমার পূর্বে (এসেছে) তওরাত এবং সুসংবাদদাতা একজন রসূলের আসবেন আমার পরে তার নাম (হবে)

اَحْمَدُ ؕ

আহ্‌মদ

৫. আর স্মরণ কর মুসার সে কথা, যাহা সে নিজ জাতির লোক জনকে বলিয়াছিল ঃ হে আমার জাতির জনগণ তোমরা কেন আমাকে উৎপীড়িত কর ? ..... অথচ তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌'র প্রেরিত রসূল[২] । পরে তাহারা যখন বক্রতা অবলম্বন করিল, তখন আল্লাহ্‌ও তাহাদের দিলকে বাঁকা করিয়া দিলেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ ফাসেক লোকদিগকে হেদায়াত দান করেন না[৩] ।

৬. আর স্মরণ কর মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যাহা সেই কথা যাহা সে বলিয়াছিল ঃ 'হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌'র পাঠানো রসূল[৪] ; সত্যতা বিধানকারী সেই তওরাতের, যাহা আমার পূর্বে আসিয়াছে ; আর সুসংবাদ দাতা এমন একজন রসূলের যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহ্‌মাদ[৫]

২। একথা এজন্যে বলা হয়েছে-বনী ইসরাঈল নিজ নবীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছিল মুসলমান নিজ নবীর সংগে যেন সেরূপ ব্যবহার না করে । অন্যথায় বনী ইসরাঈলদের ভাগ্যে যে পরিণাম ঘটেছে তারাও অনুরূপ পরিণাম থেকে রক্ষা পাবে না ।

৩। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার রীতি এ নয় যে যারা নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায় তিনি অহেতুক তাদের সোজা পথে চালাবেন, এবং যেসব লোক তাঁর অমান্যতায় উৎসাহী ও তৎপর তিনি তাদের বলপূর্বক সত্য-সঠিক পথে এনে কৃতার্থ করবেন ।

৪। এ বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত । প্রথম নাফরমানী তারা- নিজেদের উত্থান যুগের সূচনায় করেছিল । আর দ্বিতীয় নাফরমানী তারা করেছিল এই যুগের শেষ পর্যায়ে একেবারে সমাপ্তিতে যার পরে তাদের উপর চিরদিনের জন্যে আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয়েছে । এই দুই ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে-খোদার রসূলের সাথে বনী ইসরাঈলদের ন্যায় ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করা ।

৫। রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এ হচ্ছে হযরত ঈসার স্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণীর উল্লেখ । তাফহীমুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এর বিস্তারিত প্রমাণ দিয়েছি ।
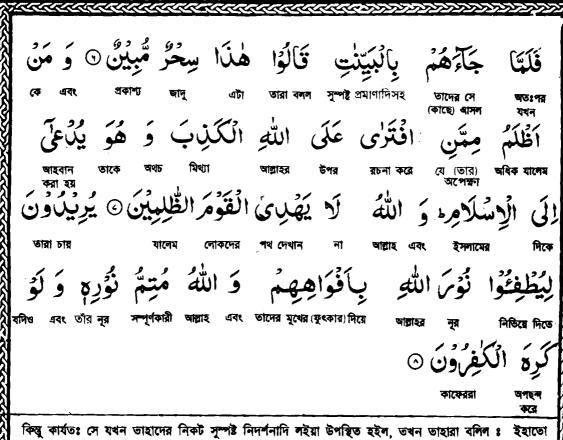
কিন্তু কার্যতঃ সে যখন তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি লইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল ঃ ইহাতো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র[৬]।

৭. এক্ষণে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় অত্যাচারী আর কে হইবে যে আল্লাহ'র উপর মিথ্যা দোষারোপ করে[৭], অথচ তাহাকে ইসলামের (আল্লাহ'র সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করিবার) আহবানই জানানো হইতেছিল[৮]? ...এইরূপ যালেমদিগকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়াত দান করেন না।

৮. এই লোকেরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ'র নূরকে নির্বাপিত করিতে চাহে। আর আল্লাহ'র নূরকে নির্বাপিত করিতে চাহে। আর আল্লাহ'র সিদ্ধান্ত হইল, তিনি তাঁহার নূরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত ও প্রসারিত করিবেনই, কাফেরদের পক্ষে তাহা যতই অসহনীয় হউক না কেন।

৬। মূলে سِحْرٌ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যাদু অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি,-ধোকা ও প্রতারণার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে 'যাদু'র ন্যায় এ শব্দের অর্থও প্রচলিত। আয়াতের মর্ম হচ্ছে-ঈসা (আঃ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন তিনি যখন নিজের নবী হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করলেন তখন বনী ইসরাঈল ও ঈসা (আঃ)-এর উম্মত তার নবী হওয়ার দাবিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারণা বলে অভিহিত করলো।

৭। অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করে এবং নবীর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীকে নবীর মন-গড়া কথা বলে গণ্য করে।

৮। অর্থাৎ প্রথমতঃ সত্য নবীকে মিথ্যা দাবীদার বলা কম যুলুম নয়। তারপর তার উপর আরো এ অতিরিক্ত যুলুম করা যে-আহবানকারী তো খোদার বন্দেগীর ও আনুগত্যের দিকে আহবান করে আর শ্রবণকারী তার উত্তরে তাকে গালিমন্দ দেয় ও তাকে হতমান করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অপবাদ এবং কল্পিত দোষারোপ প্রভৃতি অপকৌশল অবলম্বন করে!
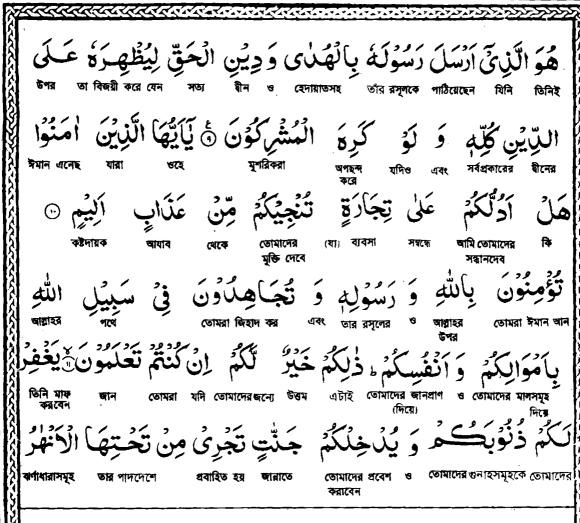
৯. তিনিই তো নিজের রসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন সহকারে পাঠাইয়াছেন, যেন উহাকে সর্ব প্রকারের দ্বীনের উপর বিজয়ী করিয়া দেয়,–তাহা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হুউক না কেন ।

রুকূ ঃ ২

১০. হে লোকেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, আমি কি তোমাদিগকে সেই ব্যবসায়ের[১] কথা বলিব যাহা তোমাদিগকে পীড়াদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে ?

১১. তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি । আর জিহাদ কর আল্লাহ'র পথে মাল–সম্পদ ও নিজেদের জানপ্রাণ দ্বারা । ইহাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান ।

১২. আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্–খাতা মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন সব বাগ–বাগিচায় প্রবেশ করাইবেন যে সবের নীচ দিয়া ঝর্ণা ধারা সদা প্রবাহিত

১। ব্যবসায়ে মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের অর্থ, শ্রম, সময়, বুদ্ধি ও যোগ্যতা নিয়োগ করে থাকে । এই হিসাবে এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদকে ব্যবসায় বলা হয়েছে । মর্ম হচ্ছে–যদি এই পথে নিজেদের সবকিছু নিয়োগ কর তবে তোমরা সেই লাভ প্রাপ্ত হবে যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

এবং বাসগৃহসমূহ উত্তম মধ্যে জান্নাতের চিরস্থায়ী এটা সাফল্য মহা

وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَ بَشِّرِ

এবং অন্যটি যা তোমরা পছন্দ কর সাহায্য থেকে আল্লাহর ও বিজয় আসন্ন এবং সুসংবাদ দাও

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ

মুমিনদের ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা হও সাহায্যকারী আল্লাহর যেমন বলেছিল

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ

ঈসা তণয় মারয়ামের হাওয়ারীদেরকে কে আমার সাহায্যকারী দিকে আল্লাহর বলেছিল

الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ

হাওয়ারীরা আমরা সাহায্যকারী আল্লাহর অতঃপর ঈমান আনল একদল মধ্যে বনী ইসরাইল

وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ

এবং কুফরি করল এক দল অতঃপর আমরা সাহায্য করলাম (তাদেরকে) যারা ঈমান এনেছিল উপর তাদের দুশমনের

فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

অতঃপর তারা হলো বিজয়ী

৩

এবং চিরকাল অবস্থিতির জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদিগকে দান করিবেন। ইহা বড় সাফল্য।

১৩. আর অন্যান্য যেসব জিনিস তোমরা চাহ, তাহাও তোমাদিগকে দিবেন। আল্লাহ'র মদদ এবং খুব নিকটবর্তী বিজয়। হে নবী! ঈমানদার লোকদিগকে ইহার সুসংবাদ জানাইয়া দাও।

১৪. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন করিয়া ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম হাওয়ারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ কে আছ আল্লাহর দিকে (আহবান জানাইবার কাজে) আমার সাহায্যকারী'? এবং হাওয়ারীগণ জওয়াব দিয়াছিল; "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী? এই সময় বনী ইসরাঈলের একটি দল ঈমান আনিল, আর অন্য লোক-সমষ্টি অস্বীকার করিল। পরে আমরা ঈমান গ্রহণকারীদের তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিলাম। আর তাহারাই বিজয়ী হইয়া থাকিল[১০]।

১০। 'মসিহ'র অমান্যকারীরা হচ্ছে ইহুদী এবং তাঁর মান্যকারীদের অন্তর্গত হচ্ছে–খ্রীষ্টান ও মুসলমান। আল্লাহতা'আলা প্রথমে খ্রীষ্টানদেরকে ইহুদীদের উপর বিজয়ী করেন। তারপর মুসলমানরাও তাদের উপর বিজয়ী হয়। এইভাবে মসিহ'র অমান্যকারীরা উভয়েরই কাছে পরাজিত হয়েছে। এখানে এ ব্যাপারে মুসলমানদের এই বিশ্বাস দানের জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে-ভাবে পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)–এর মান্যকারীরা তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয়ী হয়েছে সেরূপভাবেই এখন মহম্মদের (সঃ) মান্যকারীরাও তাঁর অমান্যকারীদের উপর বিজয় হবে।

সূরা আল-জুমু'আ

নামকরণ

নবম আয়াতের অংশ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ হতে এ সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এ সূরায় জুমু'আর নামাযের বিধানও উল্লেখিত হয়েছে বটে, কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়াদির দৃষ্টিতে জুমু'আ এর সামষ্টিক শিরোনাম নয়। অন্যান্য সূরার মত এখানেও একটি চিহ্ন হিসাবে এ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ৭ম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। আর সম্ভবতঃ তা 'খায়বার' বিজয়কালে কিংবা তারপর নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে জরীর হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) র একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেনঃ আমরা নবী করীমের (সঃ) দরবারে বসেছিলাম, সে সময়ই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর ইতিহাস হতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হুদাইবিয়া সন্ধির পর ও খায়বর বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। আর ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী খায়বর বিজয় ৭ম হিজরীর মুহাররমে, আর ইবনে সা'আদের কথানুযায়ী (ঐ বছরের) জমাদিয়াল আউ'আল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব অনুমান করা যায়, ইহুদীদের এ সর্বশেষ প্রাণ-কেন্দ্র জয় করার পরই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক এ আয়াতসমূহ নাযিল করে থাকবেন। কিন্তু এ নাযিল হয়েছে তখন যখন খায়বর-এর পরিণতি-দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদী বসতিগুলি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গিয়েছিল।

সূরার দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহ হিজরাতের পর নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। কেননা নবী করীম (সঃ) মদীনা শরীফ উপস্থিত হয়েই পঞ্চম দিনে জুমু'আর নামায কায়েম করেছিলেন। আর এ রুকূ'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা স্পষ্ট বলছে যে, 'জুমুআ' কায়েম হওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হওয়ার পর তা অবশ্যই এমন কোনসময় সংঘটিত হয়ে থাকবে, যখন লোকেরা দ্বীনী সভা-সম্মেলনের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা তখনও পর্যন্ত পুরামাত্রায় শিক্ষালাভ করতে পারেনি।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

ওপরে যেমন আমরা বলেছি, এ সূরা'র দুটো রুকূ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। এ কারণে উভয়ের মূল আলোচ্য বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন, আর ভিন্ন ভিন্ন লোককে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এ দু'টো অংশের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে বলেই এ দু'টো অংশকে একই সূরা'র মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এ সামঞ্জস্য কি তা জানবার পূর্বে উভয় অংশের আলোচ্য বিষয় আলাদা আলাদা ভাবেই বুঝবার জন্যে আমাদেরকে চেষ্টিত হতে হবে।

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তখন, যখন ইসলামী দা'ওয়াতের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ইহুদীদের বিগত ছ' বছরের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে মদীনায় তাদের তিন-তিনটি শক্তিশালী গোত্র রসূলে করীম (সঃ)-কে দুর্বল করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। আর এর ফল তারা এ দেখতে পেল যে, একটা গোত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল। আর দু'টো গোত্রকে নির্বাসিত হতে হ'ল। পরে তারা ষড়যন্ত্র ও যোগ-সাজশ করে আরবের বহু কয়টি গোত্রকে মদীনার ওপর চড়াও হতে আহবান জানালো। কিন্তু আহযাব যুদ্ধে সকলেই আঘাত খেল। এর পর তাদের সর্বাপেক্ষা বড় লীলাকেন্দ্র ছিল খায়বর। মদীনা হতে বহির্গত বহুসংখ্যক ইহুদী এখানে এসে একত্রিত হয়েছিল। এ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় তাও খুব সহজেই জয় হয়ে গিয়েছিল। আর ইহুদীরা নিজেরা আবেদন-নিবেদন করে তথায় মুসলমানদের জমি চাষকারী

হিসাবে বসবাস করার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। এই শেষ পরাজয়ের পরে আরবে ইহুদী শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক, তাইমা, তাবুক- সবই এক এক করে অস্ত্র সংবরণ করলো। শেষ পর্যন্ত আরবের সমস্ত ইহুদী সেই ইসলামের অধীন সাধারণ প্রজা হয়ে বসবাস করতে লাগলো যার অস্তিত্ব সহ্য করা তো দূরের কথা, এর নাম শুনতেও তারা প্রস্তুত ছিল না। ঠিক এ সময়ই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহতা'আলা আর একবার তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বললেন। আর সম্ভবতঃ কুরআন মজীদে তাদেরকে সম্বোধন করে বলা এই শেষ বারের কথা। এ প্রসংগে তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনটি কথা বলা হয়ছেঃ

১. তোমরা এ রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছ শুধু এই জন্যে যে, তিনি সেই জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন যাদেরকে ঘৃণা করে তোমরা 'উম্মী' বলতে। তোমাদের মনে এ ভিত্তিহীন ধারণা জন্মেছিল যে, রসূল অবশ্যই তোমাদের নিজ জাতির লোকদের মধ্যে হতে হবে। তোমরা এ সিদ্ধান্ত করে বসেছিলে যে, তোমাদের নিজেদের জাতির বাইরে যে লোকটি রসূল হওয়ার দাবী করবে, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী হবে। কেননা তোমাদের ধারণায় এ পদটি কেবলমাত্র তোমাদের বংশের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। 'উম্মী'দের মধ্যে কখনই কোন নবী আসতে পারে না, এটাই তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ এ উম্মীদের মধ্যেই একজন রসূল পাঠালেন। তিনি তোমাদের চোখের সামনেই আল্লাহর কিতাব শুনাচ্ছেন, লোকদের আত্মা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি করান এবং যাদের গুমরাহীর কথা তোমরা জান, তিনি তাদেরকেই হেদায়াত দান করছেন। মূলতঃ এ আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপার। তিনি যাকে এ দেন, সেই এ পেতে পারে। তাঁর অনুগ্রহ দানের ওপর তোমাদের তো কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা নেই। কাজেই তোমরা যাকে চাইবে তাকেই তিনি এ'দান করবেন, আর তোমরা যাকে না দিতে তথা বঞ্চিত রাখতে চাইবে তাকে বঞ্চিত করা হবে, এমনটা হওয়া তো সম্ভবপর নয়। কেননা তার ওপর তোমাদের কোন একচেটিয়া কর্তৃত্ব নেই।

২. তোমাদেরকে তওরাত কিতাবের বাহক বানানো হয়েছিল। কিন্তু তার কোন দায়িত্বই তোমরা বুঝতে পার নি, পালনও কর নি। যেসব গাধার পিঠে কিতাবাদি বহন করা হয়, তোমাদের অবস্থা ঠিক তাদের মতই। এ গাধারা জানে না যে, তারা কোন জিনিসের বোঝা বহন করছে। তোমরাও জান না কোন্ জিনিসের বাহন তোমাদেরকে বানানো হয়েছে। বরং তোমাদের অবস্থা গর্দভ হতেও নিকৃষ্ট। গর্দভের তো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। কিন্তু তোমাদের তো তা আছে। উপরন্তু তোমরা আল্লাহর কিতাবের ধারক হওয়ার দায়িত্ব হতে শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছ না, জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতে ও অস্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হও না। এ সত্ত্বেও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং রেসালতের নিআমত চিরদিনের জন্যে কেবল তোমাদের নামেই লিখে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছো। সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, তোমরা আল্লাহর কিতাবের 'হক্ব' আদায় কর আর না-ই কর, সর্বাবস্থায় আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকেই তাঁর কিতাবের ধারক ও বাহক বানাতে একান্তভাবে বাধ্য।

৩. তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর 'আদুরে ও প্রিয় পাত্র' হতে এবং তাঁর নিকট তোমাদের জন্যে বড় মান-সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষিত রয়েছে- এ বিষয়ে যদি তোমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় থাকত তাহলে তোমাদের মনে মৃত্যু ভয় এতটা তীব্র হ'ত না যে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার জীবন কবুল, কিন্তু মরতে প্রস্তুত নও কোন ক্রমেই। মূলতঃ এ মৃত্যুর ভয়ই এমন যে, এর কারণেই তোমরা বিগত কয়েক বছর পর্যন্ত পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছ। তোমাদের এ অবস্থা স্বতঃই প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের কৃতকার্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছ। এ সব কার্যকলাপ নিয়ে মরলে আল্লাহর নিকট দুনিয়া অপেক্ষাও অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে বাধ্য হবে- এ বিষয়ে তোমাদের মন ও বিবেক খুব বেশী সজাগ ও নিঃসন্দেহ।

প্রথম রুকু'র আয়াতসমূহে বলা কথার সার ও নির্যাস এটাই। এরপর এর দ্বিতীয় রুকু'র আয়াতসমূহ। এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল কয়েক বৎসর পূর্বে। একটি বিশেষ সম্পর্ক-সামঞ্জস্যের কারণে তা এ সূরায় শামিল করে দেয়া হয়েছে। আর তা এই যে, আল্লাহতা'আলা ইহুদীদের জন্য 'সাবত্' বা শনিবারের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে 'জুমু'আ' দান করেছেন। তিনি মুসলমানগণকে সাবধান করে দিতে ইচ্ছা করেছেন যে, তারা যেন 'জু'আর' সংগে সেরূপ আচরণ না করে যা ইহুদীরা করেছে 'সাবত্' এর সংগে। এর রুকু'র আয়াতসমূহ নাযিল

হয়েছিল ঠিক সে সময় যখন এক জুমু'আর দিনে নামাযের সময় মদীনায় এক ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছিল এবং তার ঢোল–বাদ্যের আওয়াজ শুনে মাত্র বার জন লোক ছাড়া উপস্থিত সমস্ত নামাযী মসজিদে নববী হতে বের হয়ে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। অথচ এ সময় রসূলে করীম (সঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। এ কারণেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জুমু'আর আযান হওয়ার পর সর্বপ্রকার ক্রয়–বিক্রয়,ব্যবসা–বাণিজ্য ও অন্যান্য সব ব্যস্ততা সম্পূর্ণ হারাম। এ সময় সমস্ত কাজ–কর্ম পরিহার করে আল্লাহর যিক্র–এর জন্য দৌড়ে যাওয়া ঈমানদার লোকদের কর্তব্য। তবে নামায শেষ হওয়ার পর নিজেদের কাজ–কারবার চালাবার জন্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার অধিকার তাদের রয়েছে। জুমু'আর নামায সংক্রান্ত হুকুম–আহ্‌কাম সম্বলিত এ রুকূ'টিকে একটা স্বতন্ত্র সূরাও বানানো যেত। কিংবা অন্য কোন সূরায়ও একে শামিল করে দেয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তা করা হয়নি। তার পরিবর্তে বিশেষভাবে এ আয়াত ক'টিতে এখানে সে আয়াতসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে ইহুদীদের মর্মান্তিক দুঃখময় পরিণতির কার্যকারণ উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এর অন্তর্নিহিত মূল কথা যা তাই আমরা উপরে লিখেছি।
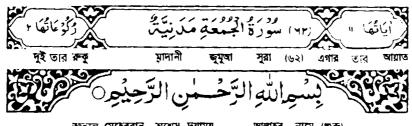
يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

মহিমা ঘোষণা করে | আল্লাহরই | যা মধ্যে (আছে) | আকাশ জগতের | ও | যা মধ্যে (আছে) | পৃথিবীর | অধিপতি | মহান পবিত্র | মহাপরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময়

রুকূ : ১

১. আল্লাহর তসবীহ্‌ করিতেছে, এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশ মন্ডলে রহিয়াছে এবং এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা পৃথিবীতে রহিয়াছে– রাজাধিরাজ, মহান–পবিত্র, মহা পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী তিনি।
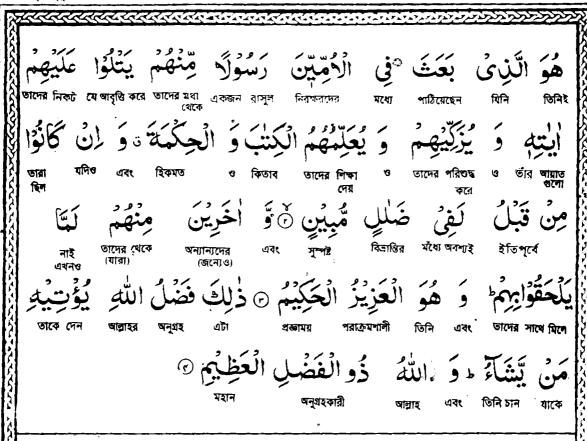
২. এ তিনিই যিনি উম্মীদের১ মধ্যে একজন রসূল স্বয়ং তাহাদেরই মধ্য হইতে দাঁড় করিয়াছেন যিনি তাহাদিগকে তাঁহার আয়াত শুনান, তাহাদের জীবন পরিশুদ্ধ–সুগঠিত করেন এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। অথচ ইহার পূর্বে তাহারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।

৩. আর (এই রসূলের আগমন) অন্যান্য সেইসব লোকদের জন্যও যাহারা এখনও তাহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয় নাই২। আল্লাহ্ মহা শক্তিধর এবং সবকিছুর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত৩।

৪. ইহা তাঁহার অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে চাহেন, ইহা দান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহদানকারী।

১। এখানে ইহুদী পরিভাষা হিসাবে 'উম্মী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; এবং এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন আছে। এর মর্ম হচ্ছে, যে আরবদেরকে ইহুদীরা তাচ্ছিল্যের সংগে নিরক্ষর বলে ও নিজেদের তুলনায় হীন মনে করে সর্বজ্ঞাতা সর্বজয়ী আল্লাহ্ তাঁদেরই মধ্যে এক রসূল উত্থিত করেছেন। রসূল নিজে উত্থিত হননি, বরং তাঁর উত্থানকারী হচ্ছেন তিনি যিনি এই বিশ্ব-জগতের সম্রাট, প্রবল ও বিজ্ঞ; যাঁর শক্তির সংগে সংগ্রাম করে এসব লোক নিজেদেরই ক্ষতি করবে। তাঁর কিছু ক্ষতি তারা করতে পারবে না।

২। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)–এর রেসালত মাত্র আরব জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং সারা দুনিয়ার সেইসব অন্যান্য জাতি ও বংশের জন্যেও তিনি নবী, যারা এখনও এসে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

৩। অর্থাৎ এ তাঁরই শক্তি ও জ্ঞান-মহিমা যে, তিনি এরূপ অসংস্কৃত উম্মী কওমের মধ্যে এরূপ মহান নবী পয়দা করেছেন যাঁর শিক্ষা ও উপদেশ-নির্দেশ এরূপ উন্নত বিপ্লবাত্মক ও এরূপ বিশ্বজনীন চিরন্তন নীতিসমূহের ধারক যে– তার উপর সমগ্র মানব জাতি মিলিত হয়ে একটি উম্মতে (আদর্শগত দলে) পরিণত হতে পারে, এবং চিরকাল সেই আদর্শ ও নীতিসমূহ থেকে পথ নির্দেশ লাভ করতে পারে।
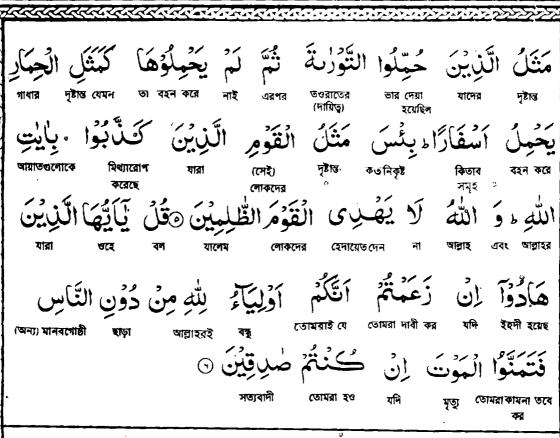
৫. যেসব লোককে তওরাতের ধারক বানানো হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার ভার বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের ন্যায়, যাহার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহা হইতেও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হইল সেই সব লোকেরা, যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করিয়া অমান্য করিয়াছে[৪] । এই ধরনের যালেম লোকদিগকে আল্লাহতা'আলা হেদায়াত দান করেন না ।

৬. এই লোকদিগকে বল ঃ "হে লোকেরা, যাহারা ইয়াহুদী হইয়া গিয়াছে[৫], তোমাদের যদি এই আত্ম-অহংকার থাকিয়া থাকে যে, অন্যান্য সব লোককে বাদ দিয়া কেবল তোমরাই আল্লাহর আহলাদের দুল্য ! তাহা হইলে তোমরা মৃত্যুর কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের এই আত্মবিশ্বাসে সত্য হইয়া থাক[৬]

৪। অর্থাৎ তাদের অবস্থা গাধা থেকেও নিকৃষ্টতর । গাধার জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকার সে নিরুপায় । কিন্তু এ সব লোক জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন, তারা তওরাত পড়ে ও পড়ায় ও এর অর্থ তারা অজ্ঞাত নয়, তবুও এর পথ-নির্দেশ থেকে তারা জেনেশুনে বিচ্যুত হচ্ছে; এবং সেই নবীকেও তারা মানতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করছে তওরাত অনুসারে যিনি সম্পূর্ণরূপে সত্য নবী । এরা না বুঝতে পারার দোষে দোষী নয় বরং এরা জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যারোপ করার অপরাধে অপরাধী ।

৫। এ বিষয়ে লক্ষণীয় যে হে "ইহুদীগণ" বলা হয়নি, বরং "হে লোকেরা যাহারা ইহুদী হইয়া গিয়াছে" বা "যারা ইহুদীত্ব গ্রহণ করেছো" বলা হয়েছে । এর কারণ হচ্ছে- আসল ধর্ম যা মুসা (আঃ) এবং তাঁর পূর্বের ও পরের নবীরা এনেছিলেন তা তো ছিল 'ইসলাম'ই । এই নবীগণের মধ্যে কেউই ইহুদী ছিলেন না, এবং তাঁদের সময়ে ইহুদীত্বের জন্মই হয়নি । এই নামসহ এই ধর্ম-মত অনেক পরে সৃষ্ট হয়েছে ।

৬। আরবের ইহুদীরা নিজেদের সংখ্যা ও শক্তিতে মুসলমানদের থেকে কোন প্রকারে কম ছিল না, এবং উপায় উপকরণের দিক থেকেও অনেক সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু এই অ-সমান দ্বন্দ্বে যে জিনিস মুসলমানদের বিজয়ী ও ইহুদীদেরকে পরাজিত করেছিল তা হচ্ছে মুসলমানেরা খোদার পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তারা এ মৃত্যু বরণের জন্যে উৎসুক ছিল । এবং তারা প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হত । পক্ষান্তরে ইহুদীদের অবস্থা ছিল- তারা কোন পথেই জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল না, না খোদার পথে, না জাতির পথে, না নিজের প্রাণ, ধন ও সম্মানের পথে । তাদের শুধু প্রয়োজন ছিল জীবনের, সে জীবন যেরূপই হোক না কেন । এই জিনিসই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ করে রেখেছিল ।

وَ لَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ

এবং | না | তারা কামনা করবে তা | কখনও | যা একারণে | আগে পাঠিয়েছে | তাদের হাতগুলো | এবং | আল্লাহ | খুবঅবহিত

بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ

যালিমদের সম্পর্কে | বল | নিশ্চয় | মৃত্যু | যা (থেকে) | তোমরা পলায়ন কর | তা থেকে | তা অতঃপর নিশ্চয়

مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ

তোমাদের মিলবে | এরপর | তোমরা প্রত্যানীত হবে | দিকে | পরিজ্ঞাতার | অদৃশ্যের | ও | দৃশ্যের

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا

তোমাদের অতঃপর জানিয়ে দিবেন | যা কিছু | তোমরা কাজ করতেছিলে | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | যখন

نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ

ডাকা হয় | নামাজের জন্যে | দিনে | জুমুয়া'র | তোমরা ধাবিত তখন হও | দিকে | স্মরণের | আল্লাহর | ও

ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ

ত্যাগকর | কেনাবেচা

৭. কিন্তু আসলে ইহারা কক্ষণই এইরূপ কামনা করিবে না, তাহারা যেসব কীর্তি-কলাপ করিয়াছে সেই কারণে। আর আল্লাহ এই যালেম লোকদিগকে খুব ভাল করিয়াই জানেন।

৮. ইহাদিগকে বলঃ "যে মৃত্যু হইতে তোমরা পালাইতেছ তাহাতো তোমাদের নিকট আসিবেই। অতঃপর তোমরা সেই মহান সত্তার নিকট উপস্থাপিত হইবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। আর তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহা সবই, যাহা তোমরা করিতেছিলে।"

রুকু ঃ ২

৯. হে সেই লোকেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, জুম'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেওয়া হইবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর[৭]।

৭। এই আদেশে 'যিকর'-এর অর্থ খোতবা। কেননা আযানের পর প্রথম কাজ যা নবী (সঃ) সম্পাদন করতেন তা নামায নয় বরং খোতবা। আর তিনি নামায সর্বদা খোতবার পরে আদায় করতেন। আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও-এর মর্ম এই নয় যে দৌড়াদৌড়ি করে এসো বরং এর মর্ম হচ্ছে-যথা সত্বর ওখানে পৌঁছাবার চেষ্টা করা। "কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর"- এর মর্ম মাত্র ক্রয় ও বিক্রয় ত্যাগ করা নয় বরং নামাযের জন্যে যাওয়ার চিন্তা ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যস্ততা ও তৎপরতা ত্যাগ করা। ইসলামী ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে একমত যে, জুম'আর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় ও প্রত্যেক প্রকারের কারবার নিষিদ্ধ। অবশ্য হাদীস অনুযায়ী নাবালক, স্ত্রীলোক, দাস, রোগী ও মুসাফিরদেরকে জুম'আর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।
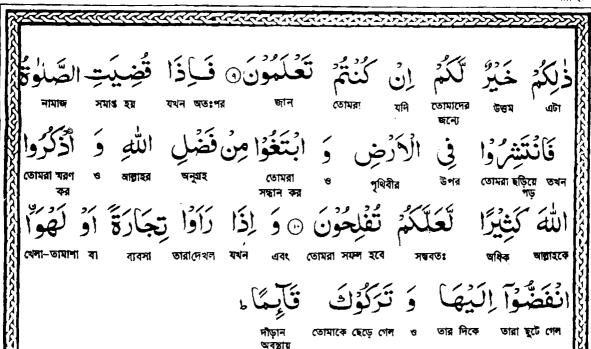
ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম-যদি তোমরা জান।

১০. পরে নামায সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং খোদার অনুগ্রহ সন্ধান কর[৮]। আর আল্লাহকে খুব বেশী বেশী যখন স্মরণ করিতে থাক। সম্ভবতঃ তোমরা সাফল্যলাভ করিতে পারিবে[৯]।

১১. আর তাহারা যখন ব্যবসায় বা খেল-তামাশা হইতে দেখিল, তখন সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া দ্রুত চলিয়া গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া গেল[১০]।

৮। এর মর্ম এই নয় যে, জুম'আর নামাজের পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ও জীবিকা সন্ধানে দৌড়-ধাপে লিপ্ত হওয়া জরুরী। বরং এ এরশাদ অনুমতির অর্থে করা হয়েছে। জুম'আর আযান শ্রবণে সমস্ত কারবার ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল; এজন্য বলা হলো নামায শেষ হওয়ার পর তোমাদের অনুমতি দেয়া গেল, তোমরা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যাও এবং নিজেদের কোনকাজ কারবার করতে চাও তো কর। এহরাম সমাপ্তিতে শিকারের অনুমতির সংগে একথা তুলনীয়। যেমন এহরামের অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ ক'রে তারপর বলা হয়েছে- যখন তোমরা এহরাম থেকে মুক্ত হও,তখন শিকার কর (সূরা মায়েদা, আয়াত-২)। এর মর্ম এই নয় যে- তোমরা অবশ্যই শিকার কর, বরং এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা এরপর শিকার করতে পারো। সুতরাং এ আয়াতের ভিত্তিতে যারা এ যুক্তি পেশ করে যে কুরআন অনুসারে ইসলামে জুম'আর ছুটি নেই তারা ভুল কথা বলে। সপ্তাহে যদি একদিন ছুটি করতে হয় তবে মুসলমানদের জুম'আর দিনে তা করা উচিত যেমন ইহুদীরা শনিবার ও খৃষ্টানরা রবিবার ক'রে থাকে।

৯। এ রকম অবস্থায়-------- 'সম্ভবতঃ' শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ তায়ালার মা-আয-আল্লাহ্ কোন সন্দেহ আছে। বরং আসলে এটা রাজকীয় বর্ণনার ধরন। যেমন কোন দয়ালু প্রভু নিজের কর্মচারীকে বলে- 'তুমি অমুক খেদমত আঞ্জাম দাও, সম্ভবতঃ এ দ্বারা তোমাদের পদোন্নতি মিলতে পারে।' এর মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিশ্রুতি প্রচ্ছন্ন থাকে; যার আশায় কর্মচারী আন্তরিক আগ্রহে ও উৎসাহের সংগে সেই খেদমত আঞ্জাম দেয়।

১০। এ মদীনার প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সিরিয়া থেকে একটি তেজারতী কাফেলা (ব্যবসায়ী দল) ঠিক জুম'আর নামাযের সময় এসেছিলো; বস্তির লোকদের তাদের আগমন সংবাদ জানানোর জন্যে তারা ঢোল-তাশা বাজাতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সে সময়ে খোত্‌বা দান করছিলেন। ঢোল-তাশার শব্দ শুনে অধীর হ'য়ে বারোজন ছাড়া বাকী সব লোক কাফেলার দিকে দৌড়ে যায়।

قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ؕ

বল যা কিছু কাছে আল্লাহর উত্তম অপেক্ষা খেলা-তামাশা ও থেকে ব্যবসা

وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝١١

এবং আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতাদের

তাহাদিগকে বলঃ আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে তাহা খেল-তামাশা ও ব্যবসায় অপেক্ষা উত্তম[১১]। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিক্‌দাতা[১২]।

১১। সাহাবাদের দ্বারা যে ত্রুটি ঘটেছিল এই বাক্যাংশে তার প্রকৃতি সূচিত হয়েছে। যদি-মাআয-আল্লাহ- এর কারণ ঈমানের কমি ও পরকালের উপর দুনিয়াকে জ্ঞাতসারে অগ্রগণ্যতা দেয়া হতো, তবে আল্লাহতা'আলার ক্রোধ ধমকি ও তিরস্কারের ধরন অন্যরূপ হতো। কিন্তু যেহেতু সেখানে এরূপ কোন খারাবি ছিল না বরং যা কিছু ঘটেছিল তা তরবিয়তের (শিক্ষার) কমির জন্যে ঘটেছিল, এজন্যে প্রথমে শিক্ষাসুলভ পদ্ধতিতে জুম'আর শিষ্টাচার নির্দেশ করা হয়েছে, তারপর ঐ ত্রুটি নির্দেশ করে অভিভাবকসুলভ ধরনে বুঝানো হয়েছে যে জুম'আর খোত্‌বা (ভাষণ) শোনার ও জুম'আর নামায আদায় করার জন্যে খোদার কাছে যা-কিছু তোমরা প্রতিদান পাবে, তা এই দুনিয়ার ব্যবসায় ও খেলা-তামাশা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

১২। অর্থাৎ এই দুনিয়াতে অপ্রকৃত অর্থে যে কেউই জীবিকা দানের উপায় স্বরূপ হোকনা কেন, তাদের সকলের চেয়ে উত্তম জীবিকাদাতা হচ্ছেন আল্লাহতা'আলা।

সূরা আল্‌-মুনাফিকূন

নামকরণ

সূরা'র প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ হ'তে এ নামটি গৃহীত । মূলতঃ এটা এ সূরাটির নাম এবং এতে আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনামাও । কেননা এ গোটা সূরাতে মুনাফিকদের আচরণ ও কর্মনীতির সমালোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রসূলে করীমের প্রত্যাবর্তনকালে এই সূরাটি নাযিল হয়, কিংবা মদীনায় পৌছে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই এটা নাযিল হয়েছে । 'সূরা নূর'-এর আলোচনা-ভূমিকায় আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি যে, বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরী সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল । এ সূরাটির নাযিল হওয়া সংক্রান্ত ইতিহাস এভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় ।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে; তার উল্লেখের পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাস পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা আবশ্যক । কেননা যে বিশেষ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাযিল হয়, তা কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল না । তার পশ্চাতে বহু ঘটনা পরম্পরার একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং অই শেষ পর্যন্ত সেই ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়েছে ।

(মক্কা হতে হিজরতের পর) মদীনা শরীফে নবী করীমের (সঃ) উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আওস্ ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ার পর শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্যে জনগণ ঐক্যমতে উপনীত হয়েছিল । তাকে নিজেদের বাদশাহ বানিয়ে তার রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান পালনের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল । তার জন্যে মুকুটও তৈরী করা হয়েছিল । এই লোকটি ছিল খাযরাজ গোত্রের প্রবীন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল । ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন, খাযরাজ গোত্রে তার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি সর্বজনমান্য ছিল । যদিও আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই ইতিপূর্বে আর কোন এক ব্যক্তির-নেতৃত্ব কর্তৃত্বে কখনই একত্রিত ও সুসংঘবদ্ধ হয় নি । (ইবনে হিশাম-২য় খন্ড, ২৩৪ পৃঃ)

ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে গেল এবং এই দুইটি গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ইসলাম কবুল করতে শুরু করলো । হিজরতের পূর্বে 'আকাবা'র দ্বিতীয় বয়'আত-কালে যখন নবী করীম (সঃ)-কে মদীনা যাওয়ার আহবান জানানো হচ্ছিল, তখন হযরত আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাজলা আনছারী এই আহবান বিলম্বিত করতে চাচ্ছিলেন এই কথা চিন্তা করে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইও এই বয়'আত ও আহবানে যেন শরীক হতে পারে । তাহলে মদীনা সর্বসম্মতভাবে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হতে পারে । কিন্তু যে প্রতিনিধি দল বয়'আতের জন্যে হাযির হয়েছিল, তারা এরূপ সমঝোতামূলক চিন্তার প্রতি কোনই গুরুত্ব আরোপ করলো না । প্রতিনিধি দলে শামিল উভয় গোত্রের ৭৫জন লোক সর্বপ্রকারের বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নবী করীম (সঃ)-কে মদীনায় আগমনের আহবান জানালেন (-ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড ৮৯ পৃঃ) । সূরা আনফাল-এর আলোচনা ভূমিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা পেশ করে এসেছি ।

এর পর নবী করীম (সঃ) মদীনায় উপস্থিত হলেন । তাঁর মদীনা পৌছাবার পূর্বেই আনসারদের প্রত্যেকটি ঘরে ও পরিবারে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল । এ কারণে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অসহায় হয়ে পড়লো ।

স্বীয় নেতৃত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অন্যান্যদের ন্যায় নিজেরও মুসলমান হওয়া ছাড়া তার অন্য কোন উপায়ই থাকলো না । এ কারণে সে উভয় গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং তার বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো । কিন্তু তাদের এই ইসলাম গ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ বাহ্যিক ও লোক দেখানো ব্যাপার । ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের তীব্রতায় তাদের সকলের অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল । বিশেষভাবে ইবনে উবাইর মনে বড়ই দুঃখ ও হতাশা জন্মেছিল এই জন্যে যে, রসূলে করীম (সঃ) তার সম্ভাব্য বাদশাহী কেড়ে নিচ্ছিলেন । তার এই মুনাফিকীতে ভরা ঈমান ও স্বীয় বাদশাহী হারাবার এই দুঃখ ও ক্ষোভ কয়েকটি বছর ধরে নানাভাবে বিষ্ফোরিত হতে থাকে । এক দিকে অবস্থা ছিল এই যে, প্রত্যেক জুম'আয় নবী করীম (সঃ) যখনই খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বারের উপর বসতেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করে বলতোঃ ভাইসব ! আল্লাহর এই রসূল আপনাদের সামনে রয়েছেন । এর কারণে আল্লাহতা'আলা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন । কাজেই আপনারা সকলে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করুন । তিনি যা কিছু বলেন, তা মনোযোগ সহকারে শুনুন ও তাঁর আনুগত্য করুন (-ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃঃ) । আর অপর দিকে অবস্থা এই ছিল যে, প্রত্যেক দিনই তার মুনাফিকীর গোপন কারসাজী প্রকাশ হয়ে পড়তো ও প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের নিকট এই তত্ত্ব উদঘাটিত হয়ে পড়তো যে, এই লোকটি এবং এর সংগী-সাথীদের মনে ইসলাম, রসূলে করীম (সঃ) ও মুসলমান সমাজের প্রতি কঠিন শত্রুতা ও বিদ্বেষ রয়েছে ।

নবী করীম (সঃ) একবার একটা পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তখন ইবনে উবাই নবী করীমের (সঃ) সাথে বেআদবীমূলক আচরণ করলো । তিনি হযরত সা'আদ ইবনে উবাদাহর নিকট এর উল্লেখ করলেন । হযরত সা'আদ বললেন ঃ হে রসূল ! এই লোকটির প্রতি আপনি দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন করুন । কেননা আপনার আগমনের পূর্বে আমরা তার জন্যে রাজমুকুট তৈরী করেছিলাম । এক্ষণে এই লোকটি মনে করে, আপনিই তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন । (- ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ২৩৭ পৃঃ ।)

বদর যুদ্ধের পর বনু কাইনুকার ইহুদীদের সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাকতা ও অকারণ সীমালংঘনমূলক আচরণের দরুন নবী করীম (সঃ) যখন তাদের উপর আক্রমণ করলেন, তখন এই লোকটি তাদের সমর্থনে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে এবং নবী করীমের বর্ম ধরে বলতে লাগলো, 'এই সাত'শ যুদ্ধ পারদর্শী বীর পুরুষ প্রত্যেক দুশমনের মুকাবিলায় আমার সংগে সহযোগিতা করেছে, এদেরকে আজ আপনি এক দিনে শেষ করে দিতে চান? খোদার শপথ ! আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই মিত্রদেরকে নিষ্কৃতি না দিবেন, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না ।" (-ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, ৫১-৫২ পৃঃ)

ওহুদ যুদ্ধকালে এ লোকটি সুস্পষ্টভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো । সম্মুখ সমরের পূর্ব মুহূর্তে নিজের তিন শ' সংগী-সাথী নিয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে পিছনে হটে গেল । অথচ এটা ছিল অত্যন্ত জটিল মুহূর্ত । অনুমান করা যেতে পারে, কুরাইশরা তিন সহস্র লোকের বাহিনী নিয়ে মদীনার উপর হামলা চালাবার জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছে । রসূলে করীম (সঃ) তাদের মুকাবিলায় মাত্র একহাজার ব্যক্তি নিয়ে প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এ এক হাজার লোকের মধ্য হতেও 'তিনশ' ব্যক্তি ময়দান হতে বের হয়ে চলে গেল । ফলে নবী করীম (সঃ) মাত্র সাতশ' মুজাহিদ সংগে নিয়ে তিন হাজার লোকের শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন । অবস্থার নাজুকতা ও সময়ের গুরুত্ব বিচারেও ইবনে উবাইর এই কাজটি যে কত বড় অপরাধ ছিল, তা সহজেই বুঝতে পারা যায় ।

এ ঘটনার পর মদিনায় সর্বসাধারণ মুসলমানের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুনাফিক । মুনাফিকী কাজে তার যে সব সংগী-সাথী রয়েছে, তারাও রীতিমত চিহ্নিত হ'ল । এই কারণে ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তী প্রথম জুম'আয় রসূলে করীমের (সঃ) খুত্বা দেওয়ার প্রাক্কালে এই ব্যক্তি যখন পূর্বানুরূপ বক্তৃতা করতে উঠলো, তখন লোকেরা তার গায়ের জামা ধরে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ 'বসে পড় এসব কথা তোমার মত লোকের মুখে শোভা পায় না ।' মদীনায় এ প্রথমবার প্রকাশ্যভাবে এ লোকটিকে অপমানিত করা হ'ল । ফলে লোকটি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'ল ও বসা লোকদের মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে মসজিদের বাইরে চলে গেল । মসজিদের দ্বারদেশে কিছু সংখ্যক আনসার তাকে বললেন ঃ 'কি করছো ? ফিরে গিয়ে রসূলে করীমের নিকট মাগফিরাত

চাওয়ার জন্য দরখাস্ত কর ।' লোকটি রাগতঃস্বরে বললো, আমি তার দ্বারা কোন ইস্তিগ্‌ফার করাতে চাই না ।' (-ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃঃ)

৪র্থ হিজরী সনে বনুনযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় । এ সময় এ ব্যক্তি ও তার সংগী-সাথীরা অধিকতর প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রু পক্ষের সাহায্য ও সমর্থন করে । একদিকে রসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁর জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন । আর অপরদিকে মুনাফিকরা গোপনে ও ভিতরে ইহুদীদেরকে শক্ত হয়ে থাকার পরামর্শ পাঠাচ্ছিল এবং জানিয়ে দিচ্ছিল যে, আমরা তোমাদের সঙ্গে রয়েছি । তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হ'লে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো । আর তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করা হ'লে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাব । তাদের এই গোপন কারসাজির কথা আল্লাহতা'আলা নিজেই প্রকাশ করে দিলেন । সূরা হাশর-এর দ্বিতীয় রুকু'তে এ কথা আলোচিত হয়েছে ।

কিন্তু সেই লোকটির এবং তার সংগী-সাথীদের এই মুনাফিকী প্রকাশিত হয়ে পড়া সত্ত্বেও রসূলে করীম (সঃ) লোকটির প্রতি মার্জনামূলক আচরণ করছিলেন । তার কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদের একটা বিরাট বাহিনী তার সাথে যুক্ত হয়েছিল । আওস্ ও খাযরাজ উভয় গোত্রের বহু সরদার ছিল তার বড় সমর্থক । মদীনার অধিবাসীদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ তার সংগী হয়েছিল- ওহুদ যুদ্ধকালে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে । এরূপ অবস্থায় বাইরের শত্রুদের সাথে লড়াই করার সময় ভিতরের শত্রুদের সংগেও লড়াই সৃষ্টি করা কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না । এ কারণে মুনাফিকদের সব কর্মতৎপরতা জানা থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (সঃ) দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের বাহ্যিক ঈমানের দাবী অনুযায়ীই তাদের প্রতি আচরণ করছিলেন । অন্য দিকে এ লোকদেরও প্রকাশ্যভাবে কাফের হয়ে গিয়ে ঈমানদার লোকদের সাথে যুদ্ধ করবার মতো কিংবা কোন আক্রমণকারী দুশমনের সাথে একত্রিত হয়ে প্রকাশ্যভাবে ময়দানে নেমে যাবার মত দুঃসাহসও তাদের ছিল না ; এতটা শক্তির অধিকারীও তারা ছিল না । বাহ্যত ঃ তারা নিজেদের একটা বাহিনী বানিয়ে নিয়েছিল । কিন্তু তাদের ভিতরেও নানারূপ দুর্বলতা বর্তমান ছিল । সূরা হাশর-এর ১২-১৪ আয়াতে আল্লাহতা'আলা তাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার চিত্র সুস্পষ্টভাবে অংকিত করেছেন । এ কারণে তারা বাহ্যতঃ মুসলমান হয়ে থাকাই নিজেদের মঙ্গল মনে ক'রে নিয়েছিল । তারা মসজিদে আসতো, নামাজ পড়তো, যাকাতও দিয়ে দিত । মুখে ঈমানের এমন বড় বড় ও লম্বা-চওড়া দাবী করতো যা করার প্রকৃত ঈমানদার মুসলমানের জন্যে কোন প্রয়োজনই হ'ত না । তাদের প্রত্যেকটি মুনাফেকী আচরণের হাজারও ব্যাখ্যা তারা পেশ করতো । এরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে তারা বিশেষভাবে তাদের নিজস্ব গোত্রের আনসারদেরকে প্রতারিত করতে ও বুঝাতে চাইত যে, আমরাতো তোমাদের সংগেই রয়েছি । আনসার ভ্রাতৃত্ব হতে বিছিন্ন হয়ে যাবার পর তাদের যেসব ক্ষতি লোকসান হবার আশংকা ছিল, এই সব উপায় অবলম্বন করে তারা সেই সব ক্ষতি লোকসান হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাচ্ছিল । সেই সংগে এই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শামিল থেকে ফায়দা লাভের যত উপায় ও পন্থা সম্ভব হ'ত তা সবই তারা অবলম্বন করতো ।

বস্তুতঃ এসব কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সংগী মুনাফিকরা বনুল মুস্তালিক অভিযানে রসূলে করীমের সংগে যাবার সুযোগ পেয়েছিল । তারা এক সংগে এমন দুটি বড় বড় ফিত্‌নার সৃষ্টি করলো, যা মুসলমানদের সংহতি ও সুসংঘবদ্ধতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারতো । কিন্তু কুরআন মজীদের শিক্ষা ও রসূলে করীমের (সঃ) সংস্পর্শে ঈমানদার লোকেরা যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, তার দরুন এ উভয় প্রকারের ফিত্‌নার মূলোৎপাটন যথাসময়ে সম্ভব হয়েছিল । আর এই মুনাফিকরা নিজেরাই লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে থাকলো । তন্মধ্যে একটি ফিত্‌নার উল্লেখ হয়েছে সূরা নূর-এ ; আর দ্বিতীয় ফিত্‌নার উল্লেখ এ সূরাটিতে হয়েছে ।

বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী,তাবরানী, ইবনে মারদুইয়া, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জরীর তাবারী, ইবনে সা'আদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বহু সংখ্যক সনদে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন । কোন কোন বর্ণনায় সেই অভিযানের নাম বলা হয় নি যাতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । আর কোন কোন বর্ণনায় একে তাবুক যুদ্ধের ঘট্‌না বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্তু মাগাজী (কেবল মাত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাস) ও জীবনচরিত

বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, এই ঘটনাটি বনূল মুস্তালিক যুদ্ধ–কালে সংঘটিত হয়েছিল । এ পর্যায়ের সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে ঘটনার যে রূপ গড়ে ওঠে তা এই ঃ

মুরাইসী নামক পানির কূপের পার্শে একটি জনবসতি ছিল । বনূল মুস্তালিকদেরকে পরাজিত করার পর মুসলিম বাহিনী এখানে অবস্থান করছিল । এই সময় সহসা পানি নিয়ে দু'ই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় । এদের একজনের নাম ছিল জাহ্‌জাহ্‌ ইব্‌নে মসউদ গিফারী । তিনি ছিলেন হযরত উমরের কর্মচারী । তাঁর ঘোড়া সামলানোর দায়িত্বও এ লোকটিই পালন করতেন । আর দ্বিতীয়জন ছিলেন সিনান ইব্‌নে আবার আল–জুহানী । তাঁর গোত্র খাযরাজের একটি গোত্রের মিত্র ছিল । ঝগড়া–মুখের তিক্ত কথা–বার্তা ছাড়িয়ে হাতা–হাতি পর্যন্ত পৌছেছিল । জাহ্‌জাহ সিনানকে একটা লাথি মেরেছিলেন । প্রাচীন ইয়ামনী ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে আনসাররা এই ব্যাপারটিকে খুবই অপমানকর মনে করতেন । তখন সিনান আনসারদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকলেন । আর জাহ্‌জাহ্‌ মুহাজিরদেরকে সাহায্যের জন্যে আহবান করলেন । ইব্‌নে উবাই এ ঝগড়ার কথা শুনতে পেয়েই আওস ও খাযরাজের লোকদেরকে উস্‌কানি দেয়ার জন্যে চিৎকার ক'রে ক'রে বলতে লাগল ঃ শীঘ্র দৌড়াও এবং মিত্র গোত্রের লোককে সাহায্য কর । অপরদিক হতে কতিপয় মুহাজিরও বার হয়ে আসলেন । খুব বিরাট ধরনের সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার উপক্রম হ'ল এবং তখন–তখনই আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারতেন এমন এক স্থানে, যেখানে অল্প দিন পূর্বেই এরা সকলে সম্মিলিতভাবে এক দুশমন গোত্রের সাথে লড়াই ক'রে তাকে পরাজিত করে বিজয়ীর বেশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন । চিৎকার শুনে রসূলে করীম (সঃ) বার হয়ে আসলেন এবং বললেন ঃ---------

'এ বর্বরতার চিৎকার কেন ? তোমরা কোথায়, আর এই জাহেলিয়াতের চিৎকার কোথায় ? (অর্থাৎ এটা তোমাদের জন্যে শোভা পায় না) তোমরা এ ত্যাগ কর । এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন কাজ ।' *

তখন উভয় দিকের নেক্‌কার লোকেরা অগ্রসর হয়ে আসলেন এবং ব্যাপারটি সঠিকরূপে মিটমাট করে দিলেন । সিনান জাহ্‌জাহ্‌কে মা'ফ করে দিয়ে সন্ধি করলেন ।

অতঃপর যার যার দিলে মুনাফিকী ছিল, এমন প্রত্যেকটি লোক আবদুল্লাহ ইব্‌নে উবাইর নিকট উপস্থিত হ'ল । তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাকে বললো ঃ 'এতদিন তোমার প্রতি তো আমাদের অনেক আশা–ভরসা

* বস্তুত ঃ এই সময় নবী করীমের (সঃ) বলা এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । ইসলামের সঠিক ভাবধারা বুঝবার জন্যে এই কথাটির তাৎপর্য যথার্থভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক । ইসলামের নিয়ম হ'ল দুইজন লোক যদি নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া–বিবাদে অন্য লোকদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকতে চায়, তাহলে তারা বলবে ঃ 'হে মুসলমানরা ! এস, আমাদের সাহায্য কর' । অথবা বলবে, হে লোকেরা ! আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এস । কিন্তু দুইজনের প্রত্যেকেই যদি এরূপে না ডেকে নিজ নিজ গোত্রকে, বংশের লোকদের কিংবা বংশ, গোষ্ঠী বা বর্ণ ও অঞ্চলের ভিত্তিতে লোকদেরকে ডাকে, তবে এটা জাহেলিয়াতের–ইসলামের বিপরীত পদ্ধতির আহবান হবে । আর এই ডাকে সাড়া দিয়ে যারা আসবে, তারা যদি প্রকৃত ব্যাপারে দোষী কে এবং মযলুম কে তা নির্ণয় না করে এবং হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে মযলুমের সাহায্য করার পরিবর্তে নিজ নিজ গোত্র ও গোষ্ঠির সমর্থনে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম–সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা হলে এটা সম্পূর্ণ জাহেলিয়াতের কাজ হবে । এ ধরনের কাজ দ্বারা দুনিয়ার শান্তি নয় – বিপর্যয়েরই সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই কারণে রসূলে করীম (সঃ) এই কাজকে অত্যন্ত হীন, নিকৃষ্ট পূতিগন্ধময় ও জঘন্য বলে অভিহিত করেছেন । মুসলমানদেরকে বলেছেন ঃ এই জাহেলিয়াতের ডাকের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? তোমরা তো ইসলামের ভিত্তিতে একটি মিল্লাত হয়েছিলে । এখন 'আনছার' ও 'মুহাজির' নামে ডাকা–ডাকি কি করে হতে পারে ? আর এইরূপ ডাকে তোমরা কোথায় দৌড়িয়ে যাচ্ছ ? আল্লামা সুহাইলী 'রওজুল–উনুফ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোনরূপ ঝগড়া–বিবাদে জাহেলিয়াতের আওয়াজ উচ্চারণ করাকে ইসলামী আইনে রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে । কারও মতে তার দন্ড পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত, অন্যদের মতে দশটি । আর তৃতীয়দের মতে অবস্থা অনুপাতে তার দন্ড সাব্যস্ত করতে হবে । কোন কোন অবস্থায় শুধু ভয় প্রদর্শনই যথেষ্ট । কোন কোন অবস্থায় এইরূপ আওয়াজ–উচ্চারণকারীকে কারারুদ্ধ করতে হবে । আর যদি সে অধিক দুষ্কৃতকারী হয়, তা হলে অপরাধীকে আরও অধিক শাস্তি দিতে হবে ।

ছিল। তুমি প্রতিরোধ করছিলেও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এ কাংগালীদের* সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছ।' ইবনে উবাই আগে হতেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বসেছিল। লোকদের এই কথা শুনে সে যেন ক্রোধে ফেটে পড়লো। বললো : 'এ সবকিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম। তোমরাই এই লোকদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ। নিজেদের ধন-মাল এদের মধ্যে বন্টন করেছ। শেষ পর্যন্ত এরা ফুলে ফেঁপে খোদ্ আমাদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে গিয়েছে। নিজের কুকুরকে খাইয়ে পরিয়ে মোটা তাজা করেছ তোমাদেরকেই ছিন্ন ভিন্ন করার উদ্দেশ্যে'-এই উপমাটা আমাদের ও এই কুরাইশ কাংগাল (হযরত মুহাম্মদের সাহাবী)-দের সম্পর্কে হুবহু খেটে যায়। তোমরাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর-হাত গুটিয়ে লও, তখন এরা কোথায়ও থাকবে না। খোদার শপথ, মদীনায় পৌঁছার পর আমাদের সম্মানিতপক্ষ হীন ও লাঞ্ছিত পক্ষকে বহিষ্কৃত করবে।'

এই বৈঠকে ঘটনাবশতঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি ছিলেন এক অল্প বয়স্ক বালকমাত্র। তিনি এইসব কথা-বার্তা শুনে তাঁর চাচাকে বলেছিলেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি গিয়ে সমস্ত কথা-বার্তা রসূলে করীমের নিকট পেশ করে দিলেন। নবী করীম (সঃ) হযরত যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আদ্যপান্ত সবকিছুই শুনিয়ে দিলেন**। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ 'সম্ভবতঃ তুমি ইবনে উবাইর কথা শুনতে ভুল করেছ। ইবনে উবাই এই কথা বলেছে এ ব্যাপারে তোমার হয়তো সংশয় বা সন্দেহ হয়ে থাকবে।' কিন্তু হযরত যায়েদ এই কথার জবাবে বললেন : 'না, হুযুর। খোদার শপথ, আমি তাকেই এই সব কথা-বার্তা বলতে শুনেছি। অতঃপর নবী করীম (সঃ) ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করা হলে সে সুস্পষ্ট রূপে অস্বীকার করলো। শপথ করে বলতে লাগল, আমি এইসব কথা কক্ষণই বলিনি।' আনসাররাও বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্ একটি বালকের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? সম্ভবতঃ তার ভ্রম হয়েছে। ইবনে উবাইতো আমাদের খুবই সম্মানিত ও বুজর্গ ব্যক্তি। তার বিপরীতে একজন বালকের কথা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না।' গোত্রের বড়-বৃদ্ধরাও হযরত-যায়েদকে ভৎসনা করলেন। তিনি অবস্থা দেখে দুঃখে ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ) যেমন যায়েদকে জানতেন, তেমনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকেও জানতেন। কাজেই প্রকৃত ব্যাপার যে কি ঘটেছিল, তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) এই ব্যাপারটি জানতে পেরে রসূলে করীমের (সঃ) কাছে উপস্থিত হলেন। বললেনঃ 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। আর আমাকে অনুমতি দেয়া সমীচীন মনে না হলে মু'আয ইবনে জাবাল, উব্বাদ ইবনে বাশার, সা'আদ ইবনে মু'আয, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম প্রমুখ

* যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসছিল এমন সমস্ত লোককে মদীনার মুনাফিকরা 'জালাবীব' বলতো। শাব্দিক অর্থে এটা ছেঁড়া কিংবা মোটা কাপড় পরিধানকারী বুঝায় ; কিন্তু আসলে তারা গরীব মুহাজিরদেরকে অবজ্ঞা ও অপমান করার উদ্দেশ্যেই তাদের সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করতো। আমাদের ভাষায় 'কাংগালী' (ভিখারী, দরিদ্র, লোভী, লোলুপ) বললে যা বুঝায়, সে কালে 'জালাবীব' বলে ঠিক তাই বোঝানো হ'ত।

** ফিকাহ্‌বিদরা এ ব্যাপারটি হতে একটি শরী'অতী মস্‌লা গ্রহণ করেছেন। তা হ'ল এক ব্যক্তির কোন খারাব কথা যদি কোন দীনী, নৈতিক কিংবা জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে অন্য লোকের নিকট পৌঁছানো হয়, তা হলে একে 'চোগলখুরী' বলা যাবে না। শরী'অতে যে-চোগলখুরী-একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের নিকট লাগানো-হারাম, তা হ'ল পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-লড়াই ও বিপর্যয়-অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা চোগলখুরী।

আনসারদের মধ্যে হতে কোন একজনকে হত্যা করার নির্দেশ দিন * । কিন্তু নবী করীম (সঃ) বললেন, না তা কোরও না । লোকেরা বলবে ঃ 'দেখ ! মুহাম্মদ নিজেই তাঁর সংগী-সাথীদের হত্যা করাচ্ছেন । অতঃপর তিনি সংগে সংগেই সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যদিও রসূলে করীমের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তখনও রওয়ানা হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নি । ক্রমাগত ৩০ ঘন্টা চলতে থাকলেন । লোকেরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লো । পরে একটি স্থানে অবস্থিতি গ্রহণ করলেন । ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকেরা মাটিতে পা রাখার সংগে সংগেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন । বস্তুতঃ মুরাইসী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রভাব যেন লোকদের মন-মগজ হতে বিলীন করার উদ্দেশ্যেই নবী করীমের (সঃ) এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । পথিমধ্যে আনসার সরদার হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর নবী করীমের (সঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলেন । বললেন ঃ 'ইয়া রসূলুল্লাহ' আজ আপনি এমন সময় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন যখন সফরের উপযুক্ত সময় ছিল না । আপনিও কখনও এইরূপ সময় সফর শুরু করতেন না । নবী করীম (সঃ) জবারে বললেন ঃ 'তুমি শোননি । তোমাদের সেই সাহেব কি কথাটা বলেছেন ?

হযরত উসাইদ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কোন সাহেব'?

বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ।'

জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তিনি কি বলেছেন ?

তিনি জবাবে বললেন ঃ 'বলেছেন ঃ মদীনায় পৌঁছাবার পর সম্মানিত হীন-নিকৃষ্টকে বহিষ্কৃত করবে ।

উসাইদ বললেন ঃ খোদার শপথ, 'সম্মানিত' তো আপনি । আর হীন নিকৃষ্ট তো সে । আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কৃত করতে পারেন ।

ক্রমে ক্রমে কথাটি আনসার গোত্রের সমস্ত লোকদের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়লো ও ইবনে উবাইর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হ'ল । লোকেরা ইবনে উবাইকে বললো ঃ গিয়ে রসূলে করীমের নিকট ক্ষমা চাও; কিন্তু সে তীব্র বিদ্রুপাত্মক স্বরে জবাব দিল ঃ'তোমরা বলেছ, তাঁর প্রতি ঈমান আন । আমি ঈমান এনেছি' । তোমরা বললে ঃ 'নিজের ধন-মালের যাকাত দাও ; আমি যাকাতও দিয়ে দিয়েছি । এখন তো বাকী আছে শুধু এতটুকু যে, আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে সিজদা করবো ।' এইসব কথার দরুন তার বিরুদ্ধে মু'মিন আনসারদের মনে অসন্তোষ ও রোষ-ক্ষোভ অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং চারদিক হতে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগলো । 'এই কাফেলা যখন মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে লাগলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্র আবদুল্লাহ নগ্ন তরবারি উত্তোলিত করে তাঁর বাবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন । বললেন ঃ 'আপনি বলেছিলেন, মদীনা পৌঁছে সম্মানিত অসম্মানিতকে বহিষ্কৃত করবেন । কিন্তু সম্মানিত আপনি, না আল্লাহ ও তাঁর রসূল, তা এখন আপনি জানতে পারবেন । খোদার শপথ, রসূলে করীম (সঃ) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না, এই কথা শুনে ইবনে উবাই চিৎকার করে বললো ঃ 'হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, দেখে যাও,

* বিভিন্ন বর্ণনায় আনসার গোত্রের বিভিন্ন বুজর্গের নাম উল্লেখিত হয়েছে । হযরত উমর এ'দের মধ্যে কোন একজনকে এই কাজের নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, আমি মুহাজিরদের মধ্যের লোক, আমার দ্বারা এই কাজটি হলে বড় বিপর্যয় দেখা দেয়ার আশংকা বোধ হলে এই করুন ।

হচ্ছে আমার নিজের পুত্র-ই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। লোকেরা নবী করীমের নিকট এই সংবাদ পৌছাল। নবী করীম (সঃ) আবদুল্লাহ্কে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর পিতাকে নিজের ঘরে যেতে দেন।' আবদুল্লাহ এই কথা শুনে বললেন, 'নবী করীম (সঃ)-ই যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি ঘরে যেতে পারেন।' তখন নবী করীম (সঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে বললেন ঃ 'হে উমর! কি মনে কর, তুমি যে সময় ইবনে উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলে, তখন তাকে হত্যা করা হলে নানা রকমের কথা উঠতো। কিন্তু আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিই, তবে তা অনায়াসেই করা যেতে পারে।' হযরত উমর (রাঃ) নিবেদন করলেন ঃ 'খোদার শপথ, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার অপেক্ষা আল্লাহর রসূলের কথা অধিকতর বিচক্ষণতাপূর্ণ।' **

এই পটভূমিতেই এই সূরাটি নাযিল হয় এবং নাযিল হয় সম্ভবতঃ নবী করীমের (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর।

** এই কথাটি হতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা জানা যায়। একটি এই যে, ইবনে উবাই যে কার্যক্রম ও তৎপরতা শুরু করেছিল, মুসলিম মিল্লাত থেকে কোন লোক অনুরূপ আচরণ করলে সে মৃত্যুদন্ড পাওয়ার যোগ্য হবে। আর দ্বিতীয় এই যে, নিছক আইনের দৃষ্টিতে কেউ মৃত্যুদন্ড পাওয়ার যোগ্য হলেই তাকে কার্যতঃও হত্যা করতে হবে, তা জরুরী নয়। এরূপ চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে এই হত্যাকান্ড অধিকতর বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয় কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। অবস্থার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে নির্বিচারে আইনের প্রয়োগ অনেক সময় আইন প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল নিয়ে আসে। কোন মুনাফিক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর সমর্থনে কোন অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক শক্তি বর্তমান থাকলে তাকে শাস্তি দিয়ে অধিকতর বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ঘটানোর তুলনায় বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে সেই আসল রাজনৈতিক শক্তির মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক, যার জোরে সেই লোকটি দুষ্কৃতি করার দুঃসাহস করে। ঠিক এই কল্যাণ চিন্তার কারণেই নবী করীম (সঃ) ইবনে উবাইকে তখনও শাস্তি দিলেন না, যখন শাস্তি দেয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। বরং তার সাথে অব্যাহতভাবে নম্র আচরণই গ্রহণ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই মদীনার মুনাফিকদের শক্তি ও প্রভাব চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেল।

রুকু : ১

১. হে নবী ! এই মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহারা বলে : 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল । হ্যাঁ, আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই তাঁহার রসূল । কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, 'এই মুনাফিকরা চরমভাবে মিথ্যাবাদী'[১] ।

২. তাহারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানাইয়া লইয়াছে । আর এইভাবে তাহারা আল্লাহর পথ হইতে নিজেরা বিরত থাকে ও অন্যান্যদিগকে বিরত রাখে । ইহারা যাহা করিতেছে, তাহা কতই নিকৃষ্ট ধরনের তৎপরতা ।

৩. এইসব কিছু শুধু এই কারণে যে, এই লোকেরা ঈমান আনিয়া পরে আবার কুফরী গ্রহণ করিয়াছে । এই জন্য তাহাদের দিলের ওপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

১। অর্থাৎ যে কথা তারা নিজেদের যবানে বলছে, তাতো নিজ স্থানে সত্য, কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে যেহেতু তাদের বিশ্বাস তা নয়, সে জন্যে তারা তোমার রসূল হওয়া সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দান করছে তাদের সে উক্তিতে তারা মিথ্যুক ।
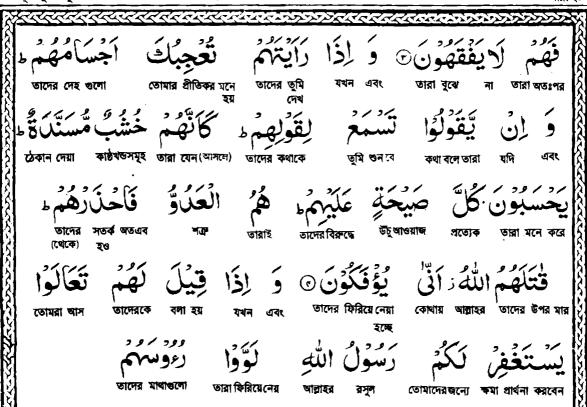
এখন তাহারা কিছুই বুঝে না[২] ।

৪. ইহাদের প্রতি তাকাইলে ইহাদের অবয়ব তোমাদের খুবই আকর্ষণীয় মনে হইবে । আর ইহারা কথা বলিলে তাহাদের কথা শুনিতে মগ্ন হইয়া যাইবে । কিন্তু আসলে ইহারা খোদাইকৃত কাষ্ঠ খণ্ডমাত্র, যাহা প্রাচীরের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে [৩]। প্রত্যেকটি জোর আওয়াজকে ইহারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে । ইহারা পাকা শত্রু । ইহাদের হইতে সতর্ক হইয়া থাক । ইহাদের ওপর খোদার মা'র । ইহাদিগকে কোন্ উল্টা দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে[৪]?

৫. আর ইহাদিগকে যখন বলা হয় 'এস, তাহা হইলে আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য মাগ্ফিরাতের দো'আ করিবেন', তখন তাহারা মাথা ঝাঁকানি দেয় ।

২। এই আয়াতে 'ঈমান' আনার অর্থ- ঈমানের একরার করে মুসলমানদের দলভুক্ত হওয়া । আর 'কুফর' করার অর্থ হচ্ছে- অন্তরে ঈমান না আনা ও নিজেদের বাহ্যিক একরার ও ঈমানের পূর্বে যে কুফরীর উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল তার উপর কায়েম থাকা । আল্লাহর পক্ষ থেকে কারুর অন্তরে মোহর করে দেয়ার অর্থ যে সমস্ত আয়াতে সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করা হয়েছে এ আয়তটি তার মধ্যে অন্যতম । এ মুনাফিকদের এরূপ অবস্থা এ কারণে হয়নি যে, আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তরসমূহে মোহর মেরে দিয়েছিলেন সেজন্যে ঈমান তাদের মধ্যে প্রবেশ করতেই পারেনি ; ফলে তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক থেকে গিয়েছিল । বরং আল্লাহতা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর সেই সময় এ মোহর মেরে দিয়েছিলেন যখন তারা ঈমানের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দান করা সত্ত্বেও কুফরীর উপর কায়েম থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের কাছ থেকে অকপট শুদ্ধ ঈমানের সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের অবলম্বিত মুনাফিকির (কপটতার) সুযোগ তাদেরকে দান করা হ'ল ।

৩। অর্থাৎ এরা যারা দেওয়ালে ঠেস লাগিয়ে বসে এরা মানুষ নয়, বরং কাঠের পুতুল । এদের কাঠের সঙ্গে তুলনা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এরা চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়ে-যা মানুষের সার-বস্তু-একেবারে শূণ্যগর্ভ । আবার দেওয়ালে সংলগ্ন খোদাই করা কাষ্ঠ-খন্ডের সংগে তাদের তুলনা করে এ কথাও বোঝানো হয়েছে যে এরা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য । কেননা কাঠ তখনই কাজে লাগে যখন তা কোন ছাদ বা দরওয়াজা বা কোন কার্নিচারে ব্যবহৃত হয় । দেওয়ালে সজ্জিত খোদাই করা কাষ্ঠ-খন্ড কোন কাজেরই নয় ।

৪। তাদের ঈমান থেকে কপটতার দিকে বিপরীতগামী করায় কে সে কথা বলা হয়নি । পরিষ্কার-রূপে এ কথা না বলায় স্বতঃই এ মর্ম বুঝা যায় যে, তাদের এই উল্টা চালের প্ররোচক কোনো একটি মাত্র জিনিস নয়, বরং এর মধ্যে বহু রকমের প্ররোচণাদানকারী আছে । শয়তান আছে, খারাব বন্ধু আছে ; তাদের নিজেদের প্রবৃত্তির বাসনা-কামনা আছে । কারুর স্ত্রী প্ররোচণাদাত্রী, কারুর সন্তান তার প্ররোচক, কারুর দুষ্ট আত্মীয় কুটুম্বরা তার প্ররোচণাদাতা এবং কারুর অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারই তাকে সেই পথে পরিচালিত করেছে ।

وَ	رَاَيْتَهُمْ	يَصُدُّوْنَ	وَ	هُمْ	مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑤	سَوَآءٌ	عَلَيْهِمْ
এবং	তাদের তুমি দেখ	বিরত থাকে (আসা থেকে)	এবং	তারা	অহংকারী	সমান	তাদের জন্যে

اَسْتَغْفَرْتَ	لَهُمْ	اَمْ	لَمْ	تَسْتَغْفِرْ	لَهُمْ ط	لَنْ	يَّغْفِرَ
তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর	তাদের জন্য	অথবা	প্রার্থনা নাই কর	তুমি ক্ষমা	তাদের জন্যে	কক্ষণ না	ক্ষমা করবেন

اللّٰهُ	لَهُمْ ط	اِنَّ	اللّٰهَ	لَا	يَهْدِى	الْقَوْمَ	الْفٰسِقِيْنَ ⑥	هُمُ
আল্লাহ	তাদেরকে	নিশ্চয়	আল্লাহ্	না	পথ দেখান	লোকদের	ফাসেক	(ঐলোক) তারা

الَّذِيْنَ	يَقُوْلُوْنَ	لَا	تُنْفِقُوْا	عَلٰى	مَنْ	عِنْدَ	رَسُوْلِ	اللّٰهِ	حَتّٰى
যারা	বলে	না	তোমরা খরচ করো	(তাদের) জন্য	যারা (আছে)	কাছে	রসূলের	আল্লাহর	যতক্ষণ না

يَنْفَضُّوْا ط	وَ	لِلّٰهِ	خَزَآئِنُ	السَّمٰوٰتِ	وَ	الْاَرْضِ	وَلٰكِنَّ
তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়	অথচ	আল্লাহরই	ধনভান্ডারসমূহ	আসমানসমূহের	ও	যমীনের	কিন্তু

الْمُنٰفِقِيْنَ	لَا	يَفْقَهُوْنَ ⑦	يَقُوْلُوْنَ	لَئِنْ	رَّجَعْنَآ	اِلَى	الْمَدِيْنَةِ
মুনাফেকরা	না	তারা বুঝে	তারা বলে	যদি অবশ্যই	আমরা ফিরে যেতে পারি	দিকে	মদীনার

لَيُخْرِجَنَّ	الْاَعَزُّ	مِنْهَا	الْاَذَلَّ ط
বহিষ্কার করবেই	অধিক সম্মানিত	তা থেকে	হীনতরকে

আর তোমরা লক্ষ্য করিতেছ, উহারা আসা হইতে বড়ই অহমিকা সহকারে বিরত থাকে।

৬. হে নবী। তুমি ইহাদের জন্য মাগ্‌ফিরাতের দো'আ কর আর না-ই কর, ইহাদের জন্য সমান কথা, আল্লাহ কখন-ই ইহাদিগকে মা'ফ করিবেন না। ... আল্লাহ ফাসেক লোকদিগকে কখনই হেদায়াত দেন না।

৭. ইহারা সেই লোক যাহারা বলে যে, রসূলের সঙ্গী-সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ করিয়া দাও, যেন ইহারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। অথচ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের সমস্ত ধন-ভান্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহ-ই, কিন্তু এই মুনাফিকরা বুঝে না।

৮. ইহারা বলে : আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে যে সম্মানিত সে হীনকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিবে ৫।

৫। অর্থাৎ মাত্র এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হতোনা ; রসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে না এসেই মাত্র তারা ক্ষান্ত হতো না, বরং একথা শুনে অহংকার ও গর্বে তারা মাথা ঝাঁকাতো, ও রসূলের কাছে আসা ও মাফ চাওয়াকে নিজেদের পক্ষে অপমানকর মনে করে আপন জায়গায় জমে বসে থাকতো। তাদের মু'মিন না হওয়ার এ হচ্ছে সুস্পষ্ট চিহ্ন।

وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا

অথচ আল্লাহরই জন্যে সম্মান ও তার রসূলের ও মুমিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা না

يَعْلَمُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ

তারা জানে ওহে যারা ঈমান এনেছ না (যেন) তোমাদের গাফিল করে তোমাদের সম্পদগুলো ও না

اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

তোমাদের সন্তানরা থেকে স্মরণ আল্লাহর এবং যে করবে এটা ঐসব লোকঅতঃপর তারাই

الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

ক্ষতিগ্রস্ত এবং তোমরা খরচ কর তা (যা) থেকে তোমাদের আমরা রিজিক দিয়েছি পূর্বে যে আসে

اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ

তোমাদের কারও মৃত্যু অতঃপর সে বলবে হে আমার রব কেন না আমাকে অবকাশ তুমি দিলে পর্যন্ত কাল

قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ

কিছু আমি তাহলে সদকা করতাম এবং আমি হোতাম অন্তর্ভুক্ত সৎকর্মশীলদের অথচ কক্ষণনা অবকাশ দেন

اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে যখন আসে তার নির্ধারিত মেয়াদ আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত যাকিছু তোমরা কাজকর

অথচ মানমর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁহার রসূল এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু এই মু'নাফিকরা জানে না।

রুকূ ঃ ২

৯. হে লোকেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফিল করিয়া না দেয়। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১০. যে রিযূক্ আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর-এর পূর্বে যে, তোমাদের কাহারও মৃত্যু সময় আসিয়া উপস্থিত হয় ও তখন সে বলে ঃ হে আমাদের রব্ব, তুমি আমাকে আরও একটু অবকাশ দিলে না কেন, যখন আমি দান-সাদ্কা করিতাম ও নেক-চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতাম।'

১১. অথচ যখন কাহারও কর্ম-সময় পূর্ণ হইয়া যাওয়ার মূহূর্ত আসিয়া পড়ে, তখন আল্লাহ তাহাকে কক্ষণই অধিক অবকাশ দেন না। আর তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন।

সূরা আত্-তাগাবুন

নামকরণ

সূরার ৯নং আয়াতের - ذلك يوم التغابن অংশের تغابن শব্দটিকে এ সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে । অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে ·تغابن 'তাগাবুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুকাতিল ও কলবী বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর অপর অংশ মদীনায় । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, শুরু হতে ১৩শ আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মক্কী, আর ১৪শ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মদীনী । কিন্তু অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এ পূর্ণ সূরাটিই মদীনী । এ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে । যদিও এ সূরায় এমন কোন ইশারা-ইংগিত এমন পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু এর মূল বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করলে একটা ধারণা এ হয় যে, সম্ভবতঃ এ হিজরাতের পর মদীনী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে । এ কারণেই হয়তো এতে কিছুটা মক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মদীনী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায় ।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হ'ল ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণের আহবান ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান । কথার পরম্পরা এরূপ যে, প্রথম চারটি আয়াতে নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । ৫ম আয়াত হতে ১০ম আয়াত পর্যন্ত সে সব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহবানকে অগ্রাহ্য করেছে । এর পর ১১শ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াত সমূহে কুরআনের আহবান যারা মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে । নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিম্নোদ্ধৃত চারটি মৌলতত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ-

১. এ বিশ্ব-লোক যেখানে হে মানুষ, তোমরা বসবাস ও জীবন-যাপন করছো, মোটেই খোদাহীন নয় । এর সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রশাসক-পরিচালক আছেন এবং তিনি নিরংকুশ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী এক খোদা । তিনি যে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এবং সর্বোতভাবে নিখুঁত ও ত্রুটিহীন তার উদাত্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে এই বিশ্বলোকের ছোট বড় প্রত্যেকটি জিনিসই ।

২. এ বিশ্ব-লোক উদ্দেশ্যহীন নয়, যুক্তিহীন কিংবা অযৌক্তিক নয় । বস্তুতঃ এর সৃষ্টিকর্তা একে পুরোপুরি সত্য ভিত্তিক ও যুক্তি সংগত করে সৃষ্টি করেছেন । এ বিশ্ব-লোক একটা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন তামাশা- একেবারে নিরর্থকভাবেই এ শুরু হয়েছে এবং সম্পূর্ণ অর্থহীনভাবেই এ চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবে- এ ভুল ধারণায় যেন তোমরা নিমজ্জিত না হও ।

৩. আল্লাহতা'আলা যে অতীব উত্তম আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর যেভাবে কুফর ও ঈমান এ দুটির কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার তোমাদের দেয়া হয়েছে, এ কোন নিষ্ফল ও তাৎপর্যহীন কাজ নয় । এ এমন ব্যাপার নয় যে, তোমরা কুফর গ্রহণ কর কিংবা ঈমান গ্রহণ কর, উভয় অবস্থায় তার কোন পরিণতি বা ফলশ্রুতি দেখা যাবে না । এরূপ মনে করা মুলতঃই বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় । এরূপ করে আসলে আল্লাহতা'আলা দেখতে চান, আল্লাহর দেয়া এ ইখতিয়ার- এ বাছাই ও গ্রহণ-অধিকারকে তোমরা কিভাবে ব্যবহার করছো ।

৪. তোমরা, মানুষেরা– দায়িত্বহীন নও, জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত নও ; শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের মহান স্রষ্টার নিকটই ফিরে যেতে হবে । তোমাদের অবশ্য সেই মহান সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্বলোকের সব কিছু সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে অবহিত, যাঁর নিকট তোমাদের কোন কিছুই গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন নয়, তাঁর নিকট মানব মনের প্রচ্ছন্ন খেয়াল–অন্তর্নিহিত চিন্তা ও ধারণার সব কিছুই প্রকট সমুজ্জ্বল ।

বিশ্বলোক ও মানুষ সম্পর্কিত মহা সত্য পর্যায়ে এ চারটি মৌলিক কথা বলার পর কথার মোড় ঘুরে গেছে সেই লোকদের প্রতি যারা কুফর–এর পথ অবলম্বন করেছে । ইতিহাসের পটভূমির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে । এ পটভূমিতে মানুষের ইতিহাসে ক্রমাগত লক্ষ্য করা গেছে যে, জাতির পর জাতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায় । মানুষ নিজেদের বিবেক–বুদ্ধির সাহায্যে এ পটভূমির বহু শত ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনটিই যথার্থ হয় না । আল্লাহতা'আলাই নিগূঢ় সত্য উদঘাটিত করে দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ দুনিয়ায় জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মৌল কারণ মাত্র দু'টি– একটি হ'ল এই যে, আল্লাহতা'আলা মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে যেসব নবী ও রসূল পাঠিয়েছিলেন, মানুষ তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে । এর ফল এ দেখা দিয়েছে যে, আল্লাহতা'আলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন । আর তারা নিজেরা সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে নিত্য নতুন দার্শনিক মত রচনা করে একটি বিভ্রান্তি হ'তে আর একটি চরম বিভ্রান্তির দিকে উত্তরণ করেছে ও চূড়ান্ত ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে । আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ লোকেরা পরকাল বিশ্বাসকেও প্রত্যাখ্যান করেছে । তারা নিজেদের মতে চূড়ান্তভাবে মনে করে নিয়েছে যে, এ দুনিয়া এবং এ দুনিয়ার জীবনই সবকিছু । এর পর অপর কোন জগত নেই, নেই পরবর্তী কোন জীবন যেখানে মানুষকে খোদার সামনে নিজেদের জন্যে কোন জবাবদিহি করতে হতে পারে । পরকাল–অস্বীকৃতির এ 'কারণটি' তাদের গোটা জীবন–চরিত ও আচার–স্বভাবকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে । তাদের জঘন্য চরিত্র ও স্বভাবের ক্লেদ ও পংকিলতা এতই মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত খোদার আযাব এসেই তাদের অস্তিত্ব হ'তে দুনিয়াকে মুক্ত ও পবিত্র করেছে ।

মানব ইতিহাসের এ দু'টি শিক্ষাপ্রদ মহাসত্য বিবৃত করার পর সত্য দ্বীন অমান্যকারীদেরকে এ বলে আহবান দেয়া হয়েছে যে, তাদের সচেতন হওয়া উচিত । তারা যদি অতীত কালের দ্বীন–অমান্যকারীদের অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কুরআন মজীদরূপে খোদার নাযিল করা হেদায়াতের প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্তই কর্তব্য । সে সংগে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, শেষ পর্যন্ত সে দিনটি অবশ্যই আসবে যে দিন সর্বকালের সমস্ত মানুষকে এক স্থানে একত্রিত করা হবে । তখন তোমাদের প্রত্যেকের 'ধোঁকাবাজি' সকলের সম্মুখে উদ্ঘাটিত ও সম্প্রকাশিত হয়ে পড়বে । অতঃপর সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা চিরকালের তরে করা হবে এ ভিত্তির উপর যে কোন লোক ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করেছিল, আর কোন লোক কুফর ও সত্য অমান্য করার পথে চলেছিল । প্রথম পর্যায়ের লোক চিরন্তন জান্নাত লাভের অধিকারী হবে । আর দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদের জন্যে চিরকালের জন্য জাহান্নাম লিখে দেয়া হবে ।

এর পর ঈমানের পথ অবলম্বনকারী লোকদেরকে সম্বোধন করে কতিপয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেয়া হয়েছে । হেদায়াতগুলো এই ঃ

১. দুনিয়ায় যে বিপদই আসে তা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই আসে । এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি ঈমানের উপর অবিচল হয়ে থাকবে, আল্লাহতা'আলা তার দিলকে হেদায়াত দান করেন। নতুবা ঘাবড়ে গিয়ে কিংবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে যে ব্যক্তি ঈমানের পথ হতে বিচ্যুত হবে, তার বিপদ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া দূর তো হতে পারেনা, অবশ্য সে

এরূপ করে অপর একটি অতি বড় বিপদ ডেকে আনে । আর সে বিপদ হ'ল- তার দিল আল্লাহর হেদায়াত হ'তে বঞ্চিত হয়ে যায়।

২. মু'মিন ব্যক্তির কাজ কেবল ঈমান আনাই নয়, ঈমান আনার পর কার্যতঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য-অনুসরণ করা তার একান্তই কর্তব্য । আনুগত্য স্বীকার ও বাস্তব অনুসরণ এড়িয়ে গেলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে, সে জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে । কেননা রসূলে করীম (সঃ) তো প্রকৃত ও সত্য দ্বীন পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গিয়েছেন ।

৩. মুমিনের ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি-সামর্থ বা দুনিয়ার কোন শক্তির ওপর থাকে না । মু'মিনকে ভরসা ও নির্ভর করতে হবে কেবল এক আল্লাহর ওপর ।

৪. মু'মিন ব্যক্তির জন্যে তার ধন-মাল এবং বংশ-পরিবার একটা বহু বড় পরীক্ষার ব্যাপার । কেননা সাধারণতঃ এসব জিনিজের মায়ায় পড়েই মানুষ ঈমান ও খোদানুগত্যের পথ হতে বিরত থাকে ও বিপরীত পথে চলতে বাধ্য হয় । এ কারণে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য নিজের নিজের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা, যেন কোন আপনজন তাদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খোদার পথ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে । তাদের ধনমাল খোদার পথে ব্যয় করতে থাকা কর্তব্য, যেন তাদের মন অর্থ পূজার কঠিন রোগে নিমজ্জিত হ'তে না পারে ও তা হ'তে সুরক্ষিত থাকতে পারে ।

৫. প্রত্যেকটি মানুষ তার সামর্থানুযায়ী শরীয়াত পালনের জন্য দায়িত্বশীল । মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থের বাইরে কাজ করবে, তা আল্লাহতা'আলা চান না । অবশ্য প্রত্যেককে নিজের শক্তি-সামর্থ অনুপাতে খোদাকে ভয় করে চলতে হবে। সে জন্যে প্রত্যেককে প্রাণ-পণে চেষ্টাও করতে হবে । যতদূর সম্ভব খোদাকে ভয় করেই জীবন-যাপন করা তার কর্তব্য । এ ব্যাপারে এক বিন্দু ত্রুটি করা উচিত নয় । তার কথা বলা, কাজ-কর্ম করা ও নৈতিক ভূমিকা পালনে নিজের ত্রুটির কারণে খোদা নির্ধারিত সীমা যেন লংঘিত না হয়- সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ।

১ম রুকূ

১. আল্লাহর তসবীহ্ করিতেছে এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা আকাশ জগতে রহিয়াছে এবং এমন প্রত্যেকটি জিনিস যাহা পৃথিবীর বুকে রহিয়াছে। বাদশাহী তাঁহারই এবং তা'রীফ-প্রশংসাও তাঁহারই জন্য। আর তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তির অধিকারী[১]।

২. তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ কাফের ও কেহ মু'মিন। আর আল্লাহ্ সেই সব কিছুই দেখেন যাহা তোমরা করিয়া থাক।

৩. তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তোমাদের আকার-আকৃতি বানাইয়াছেন এবং অতীব উত্তম বানাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে।

১। অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, কোন শক্তি তাঁর ক্ষমতাকে রোধ করতে পারে না।

৪. পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি জানেন । তোমরা যাহা কিছু গোপন কর, আর যাহা কিছু প্রকাশ কর[২] তাহা সবই তিনি জানেন । তিনি দিলসমূহের অবস্থাও জানেন ।

৫. ইতিপূর্বে যাহারা কুফর করিয়াছে এবং তাহার পর নিজেদের কুকর্মের স্বাদ আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদের কোন খবর তোমাদের নিকট কি পৌঁছে নাই?.... তাহাদের জন্য সামনের দিকেও যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে ।

৬. তাহারা এইরূপ পরিণতির সম্মুখীন এই জন্য হইয়াছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদের নবী-রসূলগণ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ লইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তাহারা বলিয়াছে, 'মানুষ আমাদিগকে হেদায়াত দিবে নাকি?' এইভাবে তাহারা মানিয়া লইতে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয় । তখন আল্লাহও তাহাদের ব্যাপারে বে-পরোয়া হইয়া গেলেন । আর আল্লাহ তো স্বতঃই পরোয়াহীন ও স্বীয় সত্তায় সুপ্রশংসিত ।

৭. অমান্যকারীরা ধৃষ্টতা সহকারে বলিল, মৃত্যুর পর কখনই তাহাদিগকে পুনরায় উঠানো হইবে না।৷ ।

২। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে- "তোমরা গোপনে যা-কিছু কর এবং প্রকাশ্যে যা কিছু কর ।"

তাহাদিগকে বলঃ না, আমার খোদার শপথ, তোমাদিগকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হইবে[৩]। পরে তোমাদিগকে অবশ্যই জানাইয়া দেওয়া হইবে তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি করিয়াছ। আর এইরূপ করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

৮. অতএব ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাহার রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যাহা আমরা নাযিল করিয়াছি[৪]। যাহা তোমরা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

৯. (এই বিষয়ে তোমরা টের পাইবে) যখন একত্রিত হওয়ার দিন তিনি তোমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন[৫]। সেই দিনটি হইবে তোমাদের পরস্পরের হার-জিতের দিন[৬]।

৩। এখানে এ প্রশ্ন ওঠে,- একজন পরকাল অবিশ্বাসীকে আপনি পরকালের সংবাদ কসম খেয়ে দিন বা কসম না খেয়ে দিন- তাতে কি পার্থক্য আসে যায়? যখন সে ঐ জিনিস মানে না, তখন আপনি শপথ করে তাকে বলছেন বলে সে কেমন করে তা মেনে নেবে? এর উত্তর হচ্ছে- রসূলুল্লাহ (সঃ) যাদের সম্বোধন করছিলেন, তারা ছিল সেই সব লোক যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা ভালভাবে জানতো যে, তিনি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি, সুতরাং তারা মুখে তার বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা অপবাদ রচনা করতে থাকুক না কেন, নিজেদের অন্তরের মধ্যে তারা ধারণাই করতে পারতো না যে- এরূপ সাচ্চা মানুষ কখনো খোদার শপথ করে এমন কথা বলতে পারে, যার সত্য হওয়া সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয় না থাকে।

৪। এখানে পূর্বাপর প্রসংগ থেকে স্বতঃই একথা বোঝা যায় যে, "নূরের প্রতি যাহা আমরা নাযিল করিয়াছি"-এর অর্থ কুরআন। আলোক (নূর) যেরূপ নিজেই প্রকাশ পায় ও চারি পাশের সমস্ত জিনিসকে প্রকাশিত করে দেয় যা পূর্বে অন্ধকারের মধ্যে লুকায়িত ছিল, সেইরূপ কুরআন এমন একটি প্রদীপ যার সত্যতা স্বতঃই প্রকট; এবং তার আলোকে মানুষ সে সমস্ত সমস্যার প্রত্যেকটি বুঝতে ও সমাধান করতে পারে, যা বোঝার পক্ষে তার নিজের জ্ঞানের উপায় উপকরণ ও বুদ্ধি যথেষ্ট নয়।

৫। 'ইজতেমার (একত্রীকরণ) দিন'-এর অর্থ- কিয়ামত। এবং সকলের একত্র করার অর্থ- সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যত মানুষ পয়দা হয়েছে তাদের সকলকে একই সময়ে পুনরুজ্জীবিত ক'রে একত্রিত করা।

৬। অর্থাৎ আসল হার-জিত কিয়ামতের দিন হবে। সেখানে গিয়ে জানা যাবে প্রকৃতপক্ষে কে ক্ষতিগ্রস্ত ও কে লাভবান হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে কে প্রতারিত হয়েছে ও কে বুদ্ধিমান ছিল, প্রকৃত পক্ষে কে নিজের সমস্ত জীবনের পুঁজি এক মিথ্যা কারবারে লাগিয়ে নিজেকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে এবং কে নিজের শক্তি, সামর্থ, চেষ্টা, সময় ও সম্পদকে লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োগ করে সমস্ত মুনাফা লুটে নিয়েছে- যা প্রথম ব্যক্তিও অর্জন করতে পারতো যদি সে দুনিয়ার হকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) বোঝার ক্ষেত্রে প্রতারিত না হ'ত।

وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ
এবং যে ঈমান আনে আল্লাহর উপর ও কাজ করে নেক মোচন করবেন তার থেকে

سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
তার গুনাহগুলো এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে প্রবাহিত হয় হতে তার পাদদেশ

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨
ঝর্ণাধারাগুলো বসবাসকারী স্থায়ী তার মধ্যে চিরকাল এটা সাফল্য বড়

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
এবং যারা কুফরি করেছে ও মিথ্যারোপ করেছে আমাদের আয়াত গুলোকে ঐসব লোক অধিবাসী

النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩ مَآ اَصَابَ مِنْ
দোজখের বসবাসকারী স্থায়ী তার মধ্যে এবং কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল না আপতিত হয় কোন

مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ
মুসিবত ব্যতিরেকে অনুমতি আল্লাহর এবং যে ঈমান আনে আল্লাহর উপরে হেদায়াত দেন তিনি

قَلْبَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑪
তার অন্তরকে এবং আল্লাহ সব সম্পর্কে কিছু খুব অবগত

ع ۱۵

যে লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করে, আল্লাহ তাহার গুনাহ ঝাড়িয়া ফেলিবেন এবং তাহাকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, যে সবের নীচদেশে ঝর্ণা ধারা সদা প্রবহমান থাকিবে। এই লোকেরা চিরকাল উহাতে থাকিবে। ইহাই বড় সাফল্য।

১০. আর যেসব লোক কুফর করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহারা দোযখের অধিবাসী হইবে। উহাতে তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর উহা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনের স্থান।

রুকূ : ২

১১. কোন বিপদ কখনও আসে না, কিন্তু আসে আল্লাহর অনুমতিক্রমেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তাহার দিলকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।
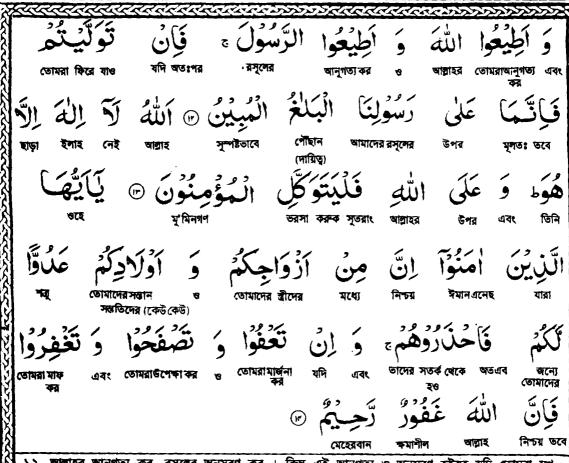
১২. আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের অনুসরণ কর । কিন্তু এই আনুগত্য ও অনুসরণ হইতে যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে সুস্পষ্ট সত্য পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া আমাদের রসূলের ওপর অন্য কোন দায়িত্ব নাই ।

১৩. আল্লাহ্ তো তিনিই যিনি ছাড়া কেহই খোদা নয় । অতএব ঈমানদার লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা[৭] ।

১৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের সন্তান-সন্তুতিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু । তাহাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকিবে । আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার ব্যবহার কর ও ক্ষমা করিয়া দাও, তাহা হইলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও নিরতিশয় দয়াবান[৮] ।

৭। অর্থাৎ 'খোদায়ী'র সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহতা'আলারই হাতে । তোমার ভাগ্যকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বানাবার আদৌ কোন ক্ষমতা অন্য কারুর নেই । সুসময় আসতে পারে, তিনিই যদি তা নিয়ে আসেন, দুঃসময় কাটতে পারে, তিনিই যদি তা কাটিয়ে দেন । সুতরাং অকপট অন্তরে যে-ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য প্রভু বলে মান্য করে, তার জন্যে এ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই যে, সে আল্লাহর উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে একজন মু'মিনের ন্যায় এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করে যাবে যে- সর্বাবস্থায় কল্যাণ মাত্র সেই পথেই আছে যে পথ আল্লাহতা'আলা প্রদর্শন করেছেন ।

৮। অর্থাৎ পার্থিব সম্বন্ধের দিক দিয়ে যদিও এরা তারাই যারা মানুষের কাছে প্রিয়তম, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'শত্রু' । এ শত্রুতা এ হিসেবে হতে পারে যে তারা তোমাদেরকে সৎ ও পুণ্য কাজে বাধা দেয়, ও অসৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে, বা এ হিসেবে হতে পারে যে- তারা তোমাদের ঈমান থেকে রোধ করে ও কুফরীর দিকে আকর্ষণ করে, বা এই হিসেবে হতে পারে যে- তাদের সহানুভূতি কাফেরদের প্রতি থাকে। যাই হোক- এসব এমন ব্যাপার যার প্রতি তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক । এবং এদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে নিজের পরিণাম বিনষ্ট করা উচিত নয় । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে- তোমরা তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করে তাদের সংগে কঠোর ব্যবহার করতে থাকবে; বরং এর মর্ম মাত্র এই যে- যদি তাদের সংশোধন করতে না পারো তবে অন্ততঃপক্ষে নিজেদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখো ।

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ

মূলতঃ তোমাদের মালগুলো ও তোমাদের সন্তান সন্ততিরা পরীক্ষা এবং আল্লাহ তাঁর কাছে (আছে)

أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑮ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا

প্রতিফল বড় অতএব তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যতটা তোমরা পার ও তোমরা শুন

وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ

ও তোমরা আনুগত্য কর ও তোমরা খরচ কর উত্তম তোমাদের নিজেদের জন্যে এবং যে রক্ষা পেল

شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑯ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ

সংকীর্ণতা (থেকে) তার মনের তবে ঐসবলোক তারাই সফলকাম যদি তোমরা কর্জ দাও আল্লাহকে

قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ

কর্জ উত্তম তা বহু গুণ করবেন তোমাদের জন্যে ও মাফ করবেন তোমাদের কে এবং আল্লাহ

شَكُورٌ حَلِيمٌ ⑰ عَٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑱

গুণগ্রাহী ধৈর্যশীল পরিজ্ঞাতা অদৃশ্যের ও দৃশ্যের মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

১৫. তোমাদের ধন মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহ্‌ই এমন সত্তা, যাঁহার নিকট বড় প্রতিফল রহিয়াছে।

১৬. কাজেই তোমাদের মধ্যে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা পাইয়া গেল, শুধু সে-ই কল্যাণ ও সাফল্য-প্রাপ্ত হইবে।

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তবে তিনিই তোমাদিগকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মা'ফ করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ বড়ই মূল্য দানকারী ও অতীব ধৈর্যশীল।

১৮. উপস্থিত ও অদৃশ্য সব কিছুই তিনি জানেন, তিনি বড়ই প্রবল-পরাক্রান্ত-সর্বজয়ী, মহাবিজ্ঞানী।

সূরা আত্‌-তালাক

নামকরণ

এ সূরার নাম আত্‌-তালাক । কেবল নামই নয়, এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও তালাক । কেননা এতে তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মস'উদ (রাঃ) একে 'সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা' নাম দিয়েছেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মস'উদ (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সূরায় আলোচিত বিষয়াদির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি অবশ্যই সূরা বাকারা'র তালাক সংক্রান্ত আইন-বিধান সম্বলিত প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতসমূহের পর নাযিল হয়েছে । যদিও নাযিল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ঠিক করা সহজ নয় ; কিন্তু হাদীসের বর্ণনাসমূহ হতে এতটা কথা অবশ্যই জানা যায় যে, সূরা বাকারায় দেয়া আইন-বিধানসমূহ বুঝবার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতঃও তাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখা যেতে লাগলো, তখনো আল্লাহতা'আলা তাদের সংশোধনের জন্যে এ হেদায়াতসমূহ নাযিল করেছিলেন ।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, এ সূরার বিধি-বিধানসমূহ অনুধাবন করার জন্যে সে সব হেদায়াত নূতন করে স্মরণ করে নেয়া আবশ্যক । মোটামুটিভাবে তা এইঃ الطلاق مرتٰن فامساك بمعروف او تسريح باحسان (البقرة - ٢٢٩)

-'তালাক দুইবার । অতঃপর হয় সোজাসুজিভাবে স্ত্রীকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে, নতুবা ভালোভাবে বিদায় করিয়া দিতে হইবে ।' (আল-বাকারা ঃ ২২৯)

-'আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরা (তালাক পাওয়ার পর) তিন হায়েয পর্যন্ত নিজদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে..... আর তাদের স্বামী এই সময়কালে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকারী-যদি তাহারা সংশোধনের জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত হয় ।' (আল-বাকারা ঃ ২২৮)

'-পরে সে যদি তাহাকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহা হইলে অতঃপর সে তাহার জন্য হালাল হইবে না, যতক্ষণ না সেই স্ত্রী লোকটি অন্য কাহাকেও বিবাহ করে ।' (আল-বাকারা ঃ ২৩০)

-'তোমরা যখন মুমিন স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর, পরে তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়া দাও' তাহা হইলে তোমাদের জন্য তাহাদের কোন ইদ্দত পালন করা কর্তব্য নয় যাহা পূরণ হওয়ার তোমরা দাবী করিতে পার ।' (আল্-আহ্‌যাব ঃ ৪৯)

-'তোমাদের মধ্যে যাহারা মরিয়া যায় এবং স্ত্রীদের রাখিয়া যায়, এই স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত নিজদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে ।' (আল-বাকারা ঃ ২৩৪)

এই সব আয়াতে যে সকল নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা ছিল এই ঃ

১. একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বেশীর পক্ষে তিনটি তালাক দিতে পারে ।

২. এক বা দু' তালাক দেয়া হলে ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর সেই স্বামী-স্ত্রী পুনঃবিবাহ করতে চাইলে করতে পারে, সেজন্যে তাহ্‌লীল-স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণের শর্ত নেই। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় তাহলে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে না, আর তারা পুনরায় বিবাহ করতে পারে না যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য একজন পুরুষকে বিবাহ করবে ও সে নিজ ইচ্ছায় তাকে তালাক না দিবে (কিংবা সে মরে যাবে)।

৩. স্বামী-সংগম গ্রহণকারী স্ত্রী-যার হায়য হয়-তার ইদ্দত হ'ল, তালাক দেয়ার পর তিন হায়য-কাল। এক তালাক বা দু'তালাক হলে এ ইদ্দতের অর্থ হবে-স্ত্রীটি এখন পর্যন্ত সেই পুরুষটির স্ত্রীত্বে রয়েছে এবং ইদ্দতের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে এ ইদ্দত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার সুযোগের জন্যে হবেনা, বরং তা হবে শুধু এই জন্যে যে, তা শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীলোকটি অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারে না।

৪. স্বামীর সঙ্গে সংগম হয়নি এমন স্ত্রীলোক – স্পর্শ করার পূর্বেই স্বামী যে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে-তার কোন ইদ্দত নেই। সে ইচ্ছা করলে তালাক পাওয়ার পরই অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

৫. যে স্ত্রীলোকের স্বামী মরে গেছে, তাকে চার মাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে যে, এসব নিয়ম-বিধানের কোন একটিকে বাতিল করার বা তাতে কোনরূপ সংশোধনী আনার উদ্দেশ্যে সূরা 'তালাক' নিশ্চয়ই নাযিল হয়নি। বরং এ নাযিল হয়েছে দু'টো উদ্দেশ্য নিয়ে-

একটা হ'ল এই যে' স্ত্রীকে তালাক দেয়ার যে ক্ষমতা ও অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে তা ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্যে এমন সুবিবেচনা সম্বলিত সুষ্ঠু পন্থা বলে দিতে হবে যাতে যথা সম্ভব উভয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ ঘটার মত অবস্থার সৃষ্টি না হয়। আর যদি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটেই তা হলে, শেষ পর্যন্ত যেন এমনভাবে বিচ্ছেদ ঘটে, যখন পারস্পরিক মিল-মিশ রক্ষার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কেননা খোদার শরী'য়াতে তালাক দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে একটা অপরিহার্য ও নিরুপায়ের উপায় রূপে। কোন পথই যখন খোলা থাকবে না, তখন যেন এ পথ গ্রহণ করা হয়-এ জন্যে। কেননা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মাঝে যে বিবাহ স্থাপিত হয় তা কখনও ভেঙ্গে যাবে, আল্লাহতা'আলা তা কিছুমাত্র পছন্দ করেন না। নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

–'আল্লাহতা'আলা তালাকের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেন নি।" (আবুদাউদ)

'সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহতা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য জিনিস হল তালাক।" (আবু দাউদ)

এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল – সূরা বাকারায় দেয়া আইন-বিধানের পর আরও যেসব বিষয়ের জবাব দেয়া বাকী রয়ে গিয়েছিল তা দিয়ে ইসলামের পারিবারিক বিধানকে সম্পূর্ণ করে তোলা। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যেসব স্বামী সংগম গ্রহণকারী স্ত্রীর হায়য আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিংবা যাদের হায়য হওয়া এখনও শুরু হয় নি, তালাক হ'লে তাদের ইদ্দতের মীয়াদ কি হবে। আর যে স্ত্রী গর্ভবতী, তাকে তালাক দেয়া হলে কিংবা তার স্বামী মরে গেলে তার ইদ্দতের কি হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার তালাক-প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদের খোরাক-পোশাক ও বাসস্থান সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যাবে। আর যেসব সন্তানদের পিতা-মাতা তালাকের কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাদের (এই সন্তানদের) লালন-পালন ও দুগ্ধ সেবনের কি ব্যবস্থা করা হবে। (এ প্রেক্ষিতেই সূরা তালাক পাঠ করা আবশ্যক)

১ম রুকূ
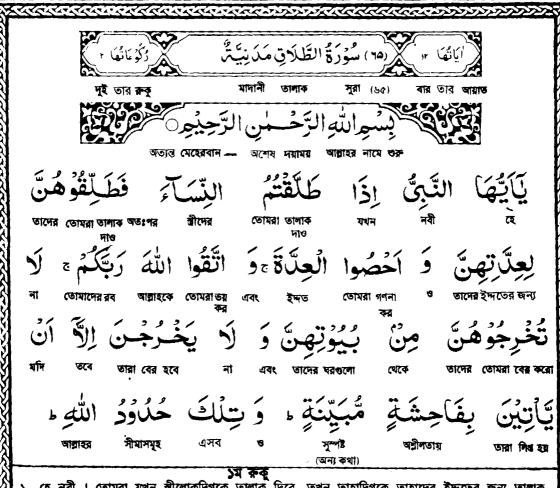
১. হে নবী ! তোমরা যখন স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দিবে, তখন তাহাদিগকে তাহাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও[১] । আর ইদ্দতের সময়–কাল ঠিকভাবে গণনা কর । আর আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদের রব[২] । (ইদ্দত–কালে) না তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের বসবাস ঘর হইতে বহিষ্কৃত কর, আর না তাহারা নিজেরা বাহির হইয়া যাইবে[৩] । তবে যদি তাহারা কোন সুস্পষ্ট অন্যায় কাজ করিয়া বসে তবে অন্য কথা[৪]–ইহা আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমা ।

১। 'ইদ্দতের জন্যে তালাক দেয়া'র দুইটি মর্ম হতে পারে । প্রথম–হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিওনা ; বরং এমন সময় তালাক দাও যে সময় থেকে তার 'ইদ্দত' শুরু হতে পারে । দ্বিতীয়–ইদ্দতের মধ্যে রুজুর (পুনঃগ্রহণের) অবকাশ রেখে তালাক দাও, এরূপভাবে তালাক দিওনা যার দ্বারা 'রুজু'র অবকাশ–ই–না থাকে । হাদীস–সমূহে এই আদেশের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সে অনুসারে তালাকের পদ্ধতি হচ্ছে ঃ হায়েযের সময় তালাক না দেয়া ; বরং সেই তোহোরে তালাক দেয়া যার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সংগে সংগম করেনি বা সেই অবস্থায় তালাক দেয়া যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া জানা যায়; এবং একই সময় তিন তালাক না দিয়ে ফেলা ।

২। অর্থাৎ তালাককে 'খেল–তামাশা' মনে করোনা, যে তালাকের গুরুত্বপূর্ণ' ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর এটাও স্মরণ রাখা না হয় যে–কখন তালাক দেয়া হয়েছিল, কখন ইদ্দত শুরু হ'ল ও কখন তা শেষ হবে । যখন তালাক দেয়া হয়, তখন তার তারিখ ও সময় স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং এও স্মরণ রাখা দরকার যে কোন্ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে ।

৩। অর্থাৎ পুরুষ ক্রোধ বশে স্ত্রীকে যেন ঘর থেকে বের করে না দেয় এবং স্ত্রীও যেন ক্রোধ ভরে গৃহত্যাগ না করে । ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘর তার, সেই ঘরেই উভয়কে থাকতে হবে ; যাতে কোন পারস্পরিক আনুকূল্যের অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়, তবে তা থেকে যেন ফায়দা উঠানো যায় । উভয়ে যদি এক ঘরে অবস্থান করে তবে তিন মাস বা তিন হায়েয আসা পর্যন্ত বা গর্ভবতী অবস্থায় প্রসব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ বারবার আসার সম্ভাবনা আছে ।

৪। অর্থাৎ যদি কুচলন চলে বা ইদ্দতের মধ্যে ঝগড়া লড়াই করে ও কুবাক্য বলতে থাকে ।
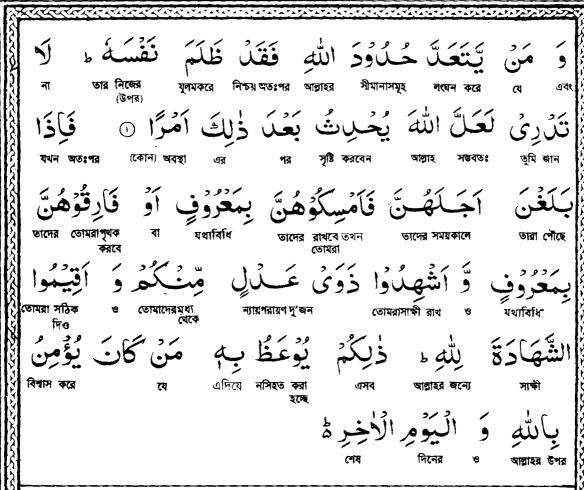
আর যে কেহ আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমাসমূহ লংঘন করিবে, সে নিজের উপর যুলুম করিবে । তোমরা জান না, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ উহার পর (মিল-মিশের) কোন আস্থা সৃষ্টি করিয়া দিবেন ।

২. পরে যখন তাহারা নিজেদের (ইদ্দতের) সময়-কালের শেষে পৌছিবে, তখন হয় তাহাদিগকে ভালভাবে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) বাঁধিয়া রাখিবে, কিংবা ভালভাবে তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে । আর এমন দুই জন লোককে সাক্ষী বানাইবে যাহারা তোমাদের মধ্যে সুবিচারবাদী হইবে[৫] । আর (হে সাক্ষীদ্বয়!) সাক্ষ্য ঠিক ঠিকভাবে আল্লাহর জন্য আদায় কর । এই সব তোমাদিগকে নসীহতস্বরূপ বলা হইতেছে-এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই নসীহত যে আল্লাহ্ ও পরকালের দিনের প্রতি ঈমানদার[৬] ।

৫। এর মর্ম-তালাকে সাক্ষী রাখা ও রুজু করার সময়ও সাক্ষী রাখা ।

৬। এই শব্দগুলো দ্বারা স্বতঃই বোঝা যায় যে – উপরে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে তা উপদেশ স্বরূপ বলা হয়েছে, কানুন হিসেবে তা নির্দেশ দেয়া হয়নি । যদি কেউ উপরে বর্ণিত পদ্ধতি ভংগ ক'রে তালাক দিয়ে বসে, ইদ্দত ঠিকভাবে গণনা না করে স্ত্রীকে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই ঘর থেকে বহিষ্কার করে, ইদ্দতের পর যদি রুজু করে তো স্ত্রীকে নির্যাতন করার জন্যে রুজু করে, এবং বিদায় করে দেয় তো ঝগড়া বিবাদের সঙ্গে বিদায় করে এবং তালাক, 'মোফারেকত' যাই হোক না কেন, কোন অবস্থা যদি সাক্ষী না রাখে তবে তার জন্যে তালাক, রুজু ও মোফারেকতের আইনগত পরিণতির মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না । অবশ্য আল্লাহতা'আলার উপদেশের বিরোধী কাজ করায় একথা প্রমাণিত হবে যে তার অন্তরে আল্লাহ ও 'শেষ দিন' সম্পর্কে সঠিক ঈমান বর্তমান নেই; এই কারণে সে এমন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছে বা একজন সাচ্চা মু'মিনের পক্ষে করা উচিত নয় ।

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ

এবং | যে | ভয় করে | আল্লাহকে | তিনি করে দেন | তারজন্যে | নিষ্কৃতির পথ | ও | তাকে রিজিক দেন | থেকে

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ

যেখান | না | সে ধারণাও করে | এবং | যে | ভরসা করে | উপর | আল্লাহর | সে অতঃপর

حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ

তার জন্যে যথেষ্ট | নিশ্চয় | আল্লাহ | অর্জনকারী | তারকাজ | নিশ্চয় | বানিয়েছেন | আল্লাহ | সব জন্যে | কিছুর

قَدْرًا ﴿٣﴾ وَ الّٰٓـِٔیْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ

নির্দিষ্ট মাত্রা | এবং | যারা | নিরাশহয়েছে | হতে | হায়েয | মধ্য হতে | তোমাদের স্ত্রীদের | যদি

ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔیْ لَمْ یَحِضْنَ ؕ

তোমরা সন্দেহ কর | তবে | ইদ্দত | তাদের | তিন | মাস | এবং | (তাদের জন্যও) যাদের | নাই | হায়েজ হয়

وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ

এবং | গর্ভবতীদের | তাদের সময়কাল | পর্যন্ত | প্রসব করা | তাদের গর্ভ

যে লোক আল্লাহকে ভয় করিয়া কাজ করিবে, আল্লাহ তাহার জন্য অসুবিধাজনক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন–না কোন পথ করিয়া দিবেন ।

৩. আর তাহাকে এমন উপায়ে রেযক দিবেন, যে দিক সম্পর্কে তাহার ধারণাও হইবে না । যে লোক আল্লাহর উপর ভরসা করিবে তাহার জন্য তিনিই যথেষ্ট । আল্লাহ্তো নিজের কাজ সম্পূর্ণ করিবেনই । আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি তকদীর নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ।

৪. আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে যাহারা হায়েয হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনরূপ সন্দেহ জাগে, তাহা হইলে (তোমরা জানিয়া রাখ), তাহাদের ইদ্দত তিন মাস । আর এই হুকুম তাহাদের জন্যও যাহাদের এখনো হায়েয আসে নাই[৭] । আর গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের সীমা হইল তাহাদের গর্ভ প্রসব করা পর্যন্ত[৮]।

৭। কম বয়েসের কারণে হায়েয যদি না আসে, বা অনেক স্ত্রীলোকের বহু বিলম্বে হায়েয আসে সেই কারণে যদি হায়েয না আসে , কোন কোন স্ত্রীলোকের জীবনভরও হায়েয আসেনা– যদিও এরূপ ঘটনা খুবই বিরল, যাই হোক, এসকল অবস্থাতে এরূপ স্ত্রীলোকদের ইদ্দতকাল হায়েয থেকে নিরাশ স্ত্রীলোকের ইদ্দতের ন্যায় অর্থাৎ–তিনমাস ।

৮। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যদি স্ত্রী গর্ভমুক্ত হয় অথবা গর্ভকাল যদি চারমাস দশদিন থেকেও বেশী দীর্ঘ সময় চলতে থাকে, সর্ব অবস্থাতেই সন্তান প্রসব হওয়ার সংগে সংগে স্ত্রীলোকের ইদ্দত শেষ হবে।
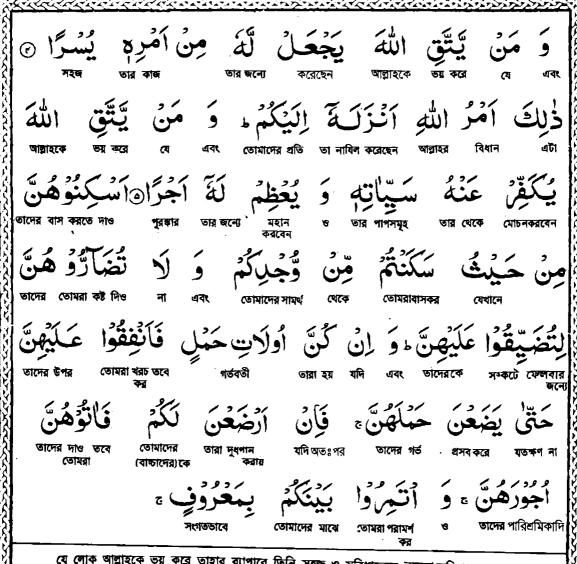
যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তাহার ব্যাপারে তিনি সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়া দেন ।

৫. ইহা আল্লাহর বিধান; যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করিয়াছেন । যে লোক আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ্ তাহার পক্ষে অকল্যাণসমূহ দূর করিয়া দিবেন এবং তাহাকে বড় শুভফল দান করিবেন ।

৬. তাহাদিগকে (ইদ্দতের সময়-কালে) সেই স্থানে থাকিতে দাও, যেখানে তোমরা বসবাস কর, যে রকম স্থানই তোমাদের হউকনা কেন । এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না । আর তাহারা যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যয়ভার বহন কর সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাহাদের গর্ভ প্রসব হয় । পরে সে যদি তোমাদের জন্য (বাচ্চাকে) স্তন দেয়, তবে উহার পারিশ্রমিক তাহাদিগকে দাও এবং (পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি) ভালোভাবে পারস্পরিক কথা-বার্তার মাধ্যমে মীমাংসা করিয়া লও ।

কিন্তু তোমরা (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলিতে চাও, তাহা হইলে বাচ্চাকে অপর কোন স্ত্রীলোক স্তন দিবে।

৭. সচ্ছল অবস্থার লোক নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করিবে। আর যাহাকে কম রেযক দেওয়া হইয়াছে, সে তাহার সেই সম্পদ হইতে ব্যয় করিবে যাহা আল্লাহ তাহাকে দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে যতটা দিয়াছেন, তাহার বেশী ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তাহার উপর চাপাইয়া দেন না। ইহা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ অসচ্ছলতার পর প্রাচুর্যও দান করিবেন।

রুকূ ঃ ২

৮. কত জনপদ-জন-বসতি[১] এমন রহিয়াছে যাহারা নিজেদের খোদা এবং তাঁহার নবী রসূলগণের আইন-বিধানকে অমান্য করিয়াছে, ফলে তাহাদের উপর অত্যন্ত কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়াছি।

১। আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাব মাধ্যমে যে সব আদেশ-নির্দেশ দান করা হয়েছে যদি মুসলমানরা সেগুলি অমান্য করে তবে ইহকাল ও পরকালে তাদের পরিণাম কি ঘটবে এবং যদি তারা আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে তবে কি পুরস্কার বা তারা লাভ করবে- এ সম্পর্কে এখন মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে-
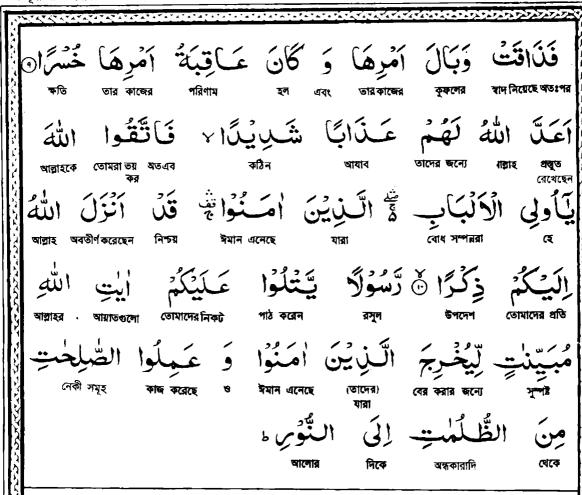
৯. তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত ক্ষতিপূর্ণ হইয়া গেল ।

১০. আল্লাহতা'আলা (পরকালে) তাহাদের জন্য কঠিন তীব্র আযাবের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন । অতএব তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় কর, হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা, যাহারা ঈমান আনিয়াছ । আল্লাহতা'আলা তোমাদের প্রতি একটা উপদেশ নাযিল করিয়াছেন–

১১. এমন একজন রসূল[১০], যে তোমাদিগকে আল্লাহতা'আলার স্পষ্ট-প্রকট হেদায়াত দানকারী আয়াতসমূহ শুনাইতেছে, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদিগকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে লইয়া আসে ।

১০। তফসীরকারদের অনেকে 'উপদেশ' এর অর্থ–কুরআন এবং রসূল–এর অর্থ–মুহাম্মদ (সঃ) গ্রহণ করেছেন । আবার অনেক তফসীরকারের অভিমত হ'লো : উপদেশ–এর অর্থ –খোদ রসূল্লাহ (সঃ), অর্থাৎ রসূলের সত্তাই আদ্যোন্ত জীবন্ত নসীহত । আমি এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে সঠিকতর মনে করি ।

وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ

এবং | যে | ঈমানআনবে | আল্লাহর উপর | ও | কাজ করবে | নেক | তাকে প্রবেশ করাবেন তিনি

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

জান্নাতে | প্রবাহিত হয় | থেকে | তারা পাদদেশ | ঝর্ণধারাসমূহ | বসবাসকারী স্থায়ীভাবে | তার মধ্যে

اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿۱۱﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ

চির কাল | নিশ্চয় | অতি উত্তম করেছেন | আল্লাহ | তার জন্যে | রিয্ক | আল্লাহ | (তিনিই) যিনি

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ

সৃষ্টি করেছেন | সাত | আসমান | ও | পৃথিবীর পর্যায় হতে | তাদের অনুরূপ

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى

নাযিল হয় | নির্দেশ | তাদের মাঝে | তোমরা জান যেন | যে | আল্লাহ | উপর

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | ও | বাস্তবিকই | আল্লাহ | পরিবেষ্টন করে রেখেছেন | সব | কিছুকে

عِلْمًا ﴿۱۲﴾

জ্ঞানে

আর যে কেহই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, আল্লাহতা'আলা তাহাকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার নীচ হইতে ঝর্ণাধারাসমূহ সদা প্রবহমান থাকিবে। এই লোকেরা তাহাতে চিরকাল ও সব সময়ই বসবাস করিবে। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহতা'আলা অতীব উত্তম রেযক রাখিয়া দিয়াছেন।

১২. আল্লাহ্তো তিনিই যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পৃথিবী-পর্যায় হইতেও উহারই মতো[১১]। এই দুই এর মধ্যে বিধান নাযিল হইতে থাকে। (এই কথা তোমাদিগকে এই জন্য বলা হইতেছে) যেন তোমরা জানিতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান এবং এই যে, আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

১১। 'উহারই' মতো'-এর অর্থ এই নয় যে-যতগুলি আসমান সৃষ্টি করেছেন ততগুলি যমীনও সৃষ্টি করেছেন। বরং এর মর্ম হচ্ছে-যেমন তিনি কতিপয় আসমান তৈরী করেছেন সেরূপ তিনি কতকগুলি যমীনও সৃষ্টি করেছেন; এবং 'যমীনের ন্যায়'-এর অর্থ যেরূপ এই যমীন যার উপর মানুষ অবস্থান করছে নিজের উপরিস্থিত জিনিসের পক্ষে শয্যা ও দোলনা স্বরূপ, সেরূপ আল্লাহতা'আলা এই সৃষ্টির মধ্যে অন্য এমন যমীন-সমূহও নির্মাণ করে রেখেছেন যেগুলি নিজের নিজের উপরিস্থিত বসতির পক্ষে শয্যা ও দোলনা স্বরূপ। অন্য কথায়-আসমানে এই যে অসংখ্য গ্রহ-তারা দৃষ্টিগোচর হয় এ সমস্ত শূন্য পতিত হ'য়ে নেই, বরং পৃথিবীর মতো সেগুলির অনেকের মধ্যে বহু দুনিয়া আবাদ হয়েছে।

সূরা আত্-তাহরীম

নামকরণ

এ সূরার নাম সূরার প্রথম শব্দ لِمَ تُحَرِّمُ হতে গৃহিত । এটা এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির শিরোনাম নয় । এরূপ নামকরণের অর্থ হ'ল এ সেই সূরা যাতে 'তাহ্রীম (হারাম করণ) সংক্রান্ত একটা ঘটনার উল্লেখ হয়েছে ।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় তাহ্রীম-কোন কিছু হারাম ক'রে নেয়া-সংক্রান্ত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে দু'জন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এ দু'জন মহিলা তখন রসূল করীমের হেরেমভুক্ত ছিলেন । তাঁদের একজন হলেন হযরত সফীয়া, আর দ্বীতীয় জন হয়রত মারীয়া কিবতীয়া (রাঃ) । এদের একজন – হযরত সফীয়া (রাঃ)– খায়বর বিজয়ের পর নবী করীমের (সঃ) সহিত বিবাহিতা হন । এ খায়বর বিজয় সর্বসম্মতভাবে ৭ম হিজরী সনে হয়েছিল । দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারীয়াকে ৭ম হিজরী সনে মিশর অধিপতি মুকাউকাস নবী করীমের খেদমতে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিল তাঁর গর্ভে ৮ম হিজরীর যিল্হাজ্জ মাসে নবী করীমের পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন । এ সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হতে এ কথা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম বা ৮ম হিজরীর কোন এক সময় নাযিল হয়েছিল ।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এতে রসূলে করীমের মহান বেগমদের সম্পর্কে কতিপয় ঘটনার দিকে ইংগিত ক'রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে ।

প্রথম কথা, হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার অধিকার ও ইখ্তিয়ার অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতরূপে একমাত্র আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ । সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহ্র নবীর প্রতিও তার কোন অংশ প্রত্যর্পিত হয় নি । নবী, নবী হিসেবে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করতে পারেন এ কথা ঠিক । কিন্তু তা কেবল তখন, যখন আল্লাহ্ নিজেই তার দিকে কোন ইংগিত দিয়ে থাকেন । সে ইংগিত কুরআন মজীদে নাযিল হয়েছে, কি হয় নি ; কিংবা তা গোপন অহীর মাধ্যমে জানা গিয়েছে, সে কথা স্বতন্ত্র । কিন্তু মূলতঃ ও নিজস্বভাবে আল্লাহ্র হালাল বা মোবাহ্ করা কোন জিনিসকে হারাম করে নেয়ার কোন্ অধিকার নবীরও নেই, নবী ছাড়া অন্য লোকদের এ অধিকার থাকতেই পারে না ।

দ্বিতীয় কথা, মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী তো দূরের কথা– বড় বড় ঘটনাও তেমন কোন গুরুত্বের দাবী রাখে না । কিন্তু নবীর জীবনে সংঘটিত সাধারণ ঘটনাও আইন (বা আইনের উৎস) হয়ে দাঁড়ায় । এ কারণে নবী-রসূলগণের জীবনের ওপর আল্লাহ্র তরফ হতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-তীব্র দৃষ্টি রাখা হয়, যেন তাদের সামান্যতম কাজ-কর্মও খোদার ইচ্ছা ও মর্যীর বিপরীত না হতে পারে । এ ধরনের কোন কাজই যদি নবী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়ে পড়ে কোন মুহূর্তে, তাহলে তা সংগে সংগেই এবং অনতিবিলম্বেই সংশোধন করে দেয়া হয়েছে । যেন ইসলামী আইন ও বিধান কেবল খোদার কিতাবেই নয়, নবীর সুন্নত ও উত্তম আদর্শেও স্বীয় আমলও সঠিকরূপে বর্তমান থাকতে ও বান্দাহদের নিকট কিতাবেই নয়, নবীর সুন্নত ও উত্তম আদর্শে ও স্বীয় আমল ও সঠিকরূপে বর্তমান থাকতে ও

বান্দাহদের নিকট পৌঁছিতে পারে এবং তাতে এমন বিন্দু পরিমাণও কিছু শামিল হ'তে না পারে যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

তৃতীয় কথা পূর্বোক্ত তত্ত্ব কথা হতে স্বতঃই নিঃসৃত হয়। আর তা হ'ল এই যে, এক বিন্দু পরিমাণ কাজের দরুনও যখন নবী করীম (সঃ) এর ভুল ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার কেবল সংশোধন করে দেয়াই হয় নি, তাকে রেকর্ডভুক্তও ক'রে নেয়া হয়েছে, তখন এ জিনিসই নিঃসন্দেহরূপে আমাদের দিলকে আশ্বস্ত ও আস্থাবান বানিয়ে দেয় যে, রসূলে করীমের (সঃ) পবিত্র জীবন হতে আমরা এখন যেসব কাজ-কর্ম ও হুকুম-হেদায়াত লাভ করি এবং যে বিষয়ে আল্লাহর নিকট হতে কোন আপত্তি বা সংশোধন রেকর্ডভুক্ত নেই, তা পুরোপুরি সত্য ও সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল। তা আল্লাহর মর্যীর সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্যশীল ও সংগতিপূর্ণ। আর আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে তা হ'তে হেদায়াত ও কর্ম নির্দেশ লাভ করতে পারি।

আলোচ্য কালামে যে চতুর্থ কথাটি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, তা এই যে, আল্লাহতা'আলা যে মহান রসূল করীমের ইজ্জত ও মান-মর্যাদাকে বান্দাহ্দের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ ও অংশরূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরায় বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর বেগমদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একবার আল্লাহ্'র হালাল করা একটা জিনিস নিজের উপর হারাম ক'রে নিয়েছিলেন এবং যে 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' কে আল্লাহতা'আলা নিজে সমস্ত ঈমানদার লোকদের 'মা' বলেছেন এবং যাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যে তিনি নিজে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদেরকেই তিনি কোন কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্যে এ সূরায় তীব্র ভাষায় সতর্ক করেছেন। এ ছাড়া এ কথাও লক্ষণীয় যে নবীর ভুল ধরা ও 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাতে'র প্রতি এ সতর্কবাণী গোপনে করা হয়নি; বরং এ সেই কিতাবেই শামিল ক'রে দেয়া হয়েছে যা সমস্ত মুসলিম উম্মতকে সারাটি জীবন ধরে সব সময়ই তেলাওয়াত করতে হয়। এরূপ উল্লেখ দ্বারা আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূল ও উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে ঈমানদার লোকদের দৃষ্টিতে হীন করতে চান, এরূপ কথা কখনও সত্য নয় এবং তা হতেও পারে না। আর এ কথাও সত্য যে, কুরআন মজীদের এ সূরাটি পাঠ করে কোন মুসলমানের দিল হতে তাঁদের সম্মান উঠে যায় না বা নির্মূল হয়ে যায় না। তাহলে কুরআন মজীদে এ কাহিনী উল্লেখ করার মূল লক্ষ্য এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, আল্লাহতা'আলা ঈমানদার লোকদেরকে তাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন ব্যক্তিদের সম্মান-শ্রদ্ধার সঠিক সীমার কথা জানিয়ে দিতে চান। বস্তুতঃ নবী নবীই, খোদা নন। তাই নবীর কোন ভুল হতে পারে না, তা ঠিক নয়। নবীর ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব নয় বলেই তিনি মর্যাদার অধিকারী নন। নবীর সম্মান, মর্যাদা ও সম্ভ্রম এ জন্য যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্যীর পূর্ণাঙ্গ প্রতীক- পূর্ণ পরিণত প্রতিনিধি এবং তাঁর সামান্যতম পদস্খলন-ভুল-ভ্রান্তিও আল্লাহতা'আলা সংশোধন না ক'রে ছাড়েন নি। এ হতে আমরা এ নিশ্চিন্ততা ও পূর্ণ আশ্বস্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া উত্তম আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্যীসম্মত এবং তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি। অনুরূপভাবে সাহাবা-এ-কেরাম ও নবীর পবিত্র বেগমগণও সকলে মানুষই ছিলেন, ফেরেশতা বা অতি মানুষ ছিলেন না। তাঁদেরও ভুল হতে পারে। তাঁরা যে সম্মান মর্যাদা-ই লাভ করেছেন, তা করেছেন এ জন্যে যে, আল্লাহর হেদায়াত ও আল্লাহর রসূলের প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম প্রতীকে পরিণত করেছিল। তাঁদের যা কিছু সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবার অধিকার, তা শুধু এ কারণে; এরূপ মনগড়া কারণে নয় যে, তাঁরা বুঝি ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ ত্রুটি হ'তে মুক্ত ও পবিত্রা ছিলেন। এ জন্যেই নবী করীমের সোনালী যুগে সাহাবী বা নবী করীমের বেগমদের কর্তৃক- তাঁরা মানুষ ছিলেন বলে- কোন সময় কোন ভুল ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি হ'য়ে গেলে সে জন্যে সে ভুল বা ত্রুটি ধরা হয়েছে। তাঁদের কোন কোন ভুল-ত্রুটি স্বয়ং নবী করীম (সঃ) সংশোধন করেছেন; বহু সংখ্যক হাদীসে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আর কোন কোন ভুল-ত্রুটির উল্লেখ কুরআন মজীদে করা হয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহতা'আলাই তার সংশোধন করেছেন, যেন মুসলমানরা সম্মানিত লোকদের মান-মর্যাদার ব্যাপারে এমন কোন আতিশয্যপূর্ণ মনগড়া ধারণা পোষণ করতে শুরু না করে, যার দরুন তাঁদেরকে মানবতার পর্যায় হ'তে উপরে উঠিয়ে দেব-দেবী ও দেবতাদের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। আপনারা উদার উন্মুক্ত দৃষ্টিতে কুরআন মজীদ পাঠ করুন, দেখতে পাবেন এ ধরনের অসংখ্য সংশোধনীবাণী পর পর আপনার সম্মুখে স্পষ্টরূপে এসে যাচ্ছে। সূরা আলে-ইমরান-এ ওহুদ যুদ্ধের কথা উল্লেখ প্রসংগে সাহাবা -এ-কিরামকে সম্বোধন করে বলা

হয়েছেঃ আল্লাহতা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের নিকট করিয়াছিলেন, তাহা তো তিনি পূরা করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারই হুকুমে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতেছিলে; কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখাইলে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মত পার্থক্য করিলে এবং যখনই আল্লাহ তোমাদিগকে সেই জিনিস দেখাইলেন যাহার ভালবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গণীমতের মাল), তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করিয়া বসিলে- কেননা, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিল, আর কিছুসংখ্যক লোক ছিল পরকালের সন্ধানকারী, তখন আল্লাহতা'আলা কাফেরদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে পশ্চাদবর্তী করিয়া দিলেন, যেন তোমাদের যাচাই-পরীক্ষা করিতে পারেন। আর সত্য কথা এই যে, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমাই করিলেন ঃ কেননা ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহতা'আলা বড় অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। (সূরা আলে ইমরান-আয়াত ১৫২)

সূরা নূর-এ হযরত আয়েশার ওপর দোষারোপের উল্লেখ করে সাহাবীগণকে বলা হয়েছেঃ

তোমরা যে সময় এ কথা শুনিতে পাইয়াছিলে সে সময়ই মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করিল না কেন? আর কেনইবা বলিয়া দিল না যে, ইহা সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা অভিযোগ?... তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি না হইত তাহা হইলে যেসব কথা-বার্তায় তোমরা জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলে তাহার প্রতিশোধ হিসাবে বড় আযাব আসিয়া তোমাদেরকে গ্রাস করিত। (একটু ভাবিয়া দেখ, তখন তোমরা কত বড় ভুলই না করিতেছিলে,) যখন তোমাদের এক মুখ হইতে অন্য মুখে এই মিথ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেইসব কথাই বলিয়া বেড়াইতেছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না; তোমরা উহাকে একটি সাধারণ কথা মনে করিতেছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট ইহা ছিল অনেক বড় কথা! ইহা শুনিতেই তোমরা কেন বলিয়া দিলে না, "এই ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না ঃ পাক মহান আল্লাহ। ইহা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।" আল্লাহ তোমাদেরকে নসীহত করেন। ভবিষ্যতে যেন কখনও তোমরা এইরূপ কাজ আর কখনো না কর- যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক। (১২-১৭ আয়াত)

সূরা আহ্যাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছেঃ

হে নবী! তোমার স্ত্রীদিগকে বলঃ তোমরা যদি দুনিয়া ও উহার চাকচিক্যই পাইতে চাও তাহা হইলে এস, আমি তোমাদের কিছু দিয়া ভালভাবে বিদায় করিয়া দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁহার রসূল ও পরকালের ঘর পাইতে চাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখিও তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্যশীল, তাহাদের জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। (২৮-২৯ আয়াত)

সূরা জুম'আয় সাহাবাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

আর তাহারা যখন ব্যবসায় ও খেলা-তামাশা হইতে দেখিল, তখন সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া দ্রুত চলিয়া গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া গেল। তাহাদিগকে বলঃ- আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে তাহা খেল-তামাশা অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রেযেকদাতা। (১১ আয়াত)

সূরা মুমতাহিনা'য় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতা'আকে একটি কাজের জন্য শক্তভাবে পাকড়াও করা হয়েছে। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নবী করীমের মক্কা আক্রমণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের গোপন খবর-কুরাইশ কাফেরদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ সব দৃষ্টান্তই কুরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে- সেই কুরআনে যাতে সাহাবা ও নবীর পবিত্রা বেগমদের মান-মর্যাদা ও সম্মান-সম্ভ্রমের কথা নিজেই বলেছেন। এবং তাঁদেরকে 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা অ-রাযু আনহু'র সুসংবাদ শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি এই ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাই মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই ঘূর্ণাবর্তে পতিত হওয়া হতে রক্ষা করেছে যাতে ইহুদী ও খৃষ্টানরা পড়েছে। আর এরই ফলে হাদীস, তফসীর ও

ইতিহাস বিষয়াদি সম্পর্কে আহলি-সুন্নাতের যেসব বড় বড় লোক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, তাতে এক দিকে যেমন সাহাবায়ে কিরাম, আজওয়াযে মুতাহ্হারাত ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনিই অপর দিকে তাঁদের দুর্বলতা, পদস্খলন ও ভুল-ত্রুটি সংক্রান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করা হয়নি। অথচ বুজর্গদের প্রতি সম্মান দেখানোর আজকের দাবীদারদের তুলনায় এ গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ সব মহা সম্মানিত লোকদের মান-মর্যাদা বেশী জানতেন ও চিনতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমার সাথে তাঁরা বেশী পরিচিত ছিলেন।

এ সূরায় যে পঞ্চম কথাটি পুরাপুরিভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তাহ'ল আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিরপেক্ষ। এ দ্বীনে প্রত্যেকের জন্যে শুধু তাই আছে যা সে নিজের ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে পাবার যোগ্য ও অধিকারী। বড় কোন সত্তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক কাকেও বিশেষ ফায়দা দিতে পারে না এবং কোন নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কও কারও জন্যে কিছু মাত্র ক্ষতিকর নয়। এ পর্যায়ে নবী করীমের বেগমগণের সামনে তিন ধরনের স্ত্রীলোকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত হযরত নূহ ও হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী দ্বয়ের। তারা ঈমান আনলে এবং নিজেদের মহা-সম্মানিত স্বামীগণের সঙ্গে সহযোগিতা করলে মুসলিম উম্মতের নিকট তাদের মান-মর্যাদা তাই হ'ত যা রয়েছে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বেগমগণের। কিন্তু তারা যেহেতু এর বিপরীত নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে এ কারণে নবীর স্ত্রী হওয়া তাদের কোন কাজেই আসলো না। তারা জাহান্নামে যাবে, কেউই তা হতে রক্ষা পাবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ফেরাউনের স্ত্রীর। তিনি ছিলেন খোদার নিকৃষ্টতম শত্রুর স্ত্রী কিন্তু তিনি যেহেতু ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফিরাউনী জাতির কাজ ও কর্মনীতি হতে নিজের জন্যে কাজ ও কর্মনীতির সম্পূর্ণ ভিন্নতর পথ গ্রহণ করেছিলেন, এ কারণে ফেরাউনের ন্যায় এক অতিবড় কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর জন্যে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। আল্লাহতা'আলা তাঁকে জান্নাতের অধিকারী করেছেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হযরত মরিয়ম (আঃ) এর। তাঁকে এ বিরাট মহান-মর্যাদা দেয়া হয়েছে শুধু এ জন্যে যে, আল্লাহতা'আলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তিনি সেজন্যে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করে দিয়েছিলেন। হযরত মরিয়ম ছাড়া দুনিয়ার অপর কোন সচ্চরিত্রবান, সদাচারী ও নেক আমলকারী মেয়েকে কখনও এতবড় কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়নি। তিনি ছিলেন কুমারী; এ অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মু'জেযা হিসাবে তাঁর গর্ভে সন্তানের সঞ্চার করে দেয়া হ'ল। তাঁর খোদা তাঁর দ্বারা কি মহান কার্য সম্পন্ন করতে চান তা তাঁকে বলে দেয়া হ'ল। হযরত মরিয়ম সে জন্যে কোন কান্নাকাটি, চিৎকার-হাহাকার বা বিলাপ করলেন না। একজন সত্যিকার নিষ্ঠাবতী মু'মিনের ন্যায় তিনি সব কিছু সহ্য করে নেয়ার জন্যে অকপটে প্রস্তুত হলেন। কেননা আল্লাহর মর্জী পূরণের জন্যে এ সহ্য করে নেয়া ছিল একান্তই অপরিহার্য। ঠিক তখনই আল্লাহতা'আলা তাঁকে سيدة النساء في الجنة 'জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা' নামে অভিহিত করলেন। (মুসনাদে আহমদ)।

এসব ছাড়াও আরও একটা মহা সত্য এ সূরা হতে জানতে পারা যায়। তাহ'ল এই যে, নবী করীমের নিকট আল্লাহর নিকট হতে কেবল এই 'ইলমই আসত না যা কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সূরার ৩য় আয়াত এর অকাট্য প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) তাঁর বেগমদের মধ্যে একজনকে গোপনে একটা কথা বললেন। তিনি তা অন্য একজনকে বলে দিলেন। আল্লাহতা'আলা এ ব্যাপারটি নবী করীম (সঃ)-কে জানিয়ে দিলেন। পরে নবী করীম (সঃ) যখন সেই স্ত্রীকে তাঁর এ ভুলের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এ ভুলের কথা আপনাকে কে বললো, নবী করীম (সঃ) বললেনঃ 'আমাকে সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত আল্লাহতা'আলাই এ কথা জানিয়েছেন।' এখন কথা হ'ল এই যে, সারা কুরআন মজীদে কোথাও এরূপ কোন আয়াত নেই যাতে বলা হয়েছে, হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট যে গোপন কথাটি বলেছিলে, তা সে অন্য একজনকে-কিংবা অমুক ব্যক্তিকে বলে দিয়েছে।'-আর যখন তা নেই তখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ছাড়াও নবী করীমের প্রতি আল্লাহর অহী নাযিল হ'ত। নবী করীমের প্রতি কুরআন ছাড়া অন্য কোন অহী আসতো না বলে যারা দাবী করে বা বলে তারা ভ্রান্ত।

১. হে নবী ! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যাহা আল্লাহতা'আলা তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন?১ (তাহা কি এই জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পাইতে চাও?২ –আল্লাহ্ ক্ষমাদানকারী অনুগ্রহকারী ।

২. আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন৩ । আল্লাহ্ তোমাদের মনিব–মালিক । আর তিনিই সর্বজ্ঞ ও সুষ্ঠু সুদৃঢ় কর্ম–সম্পাদনকারী ।

১। প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্ন নয়– এ না পছন্দ করার অভিব্যক্তি; অর্থাৎ নবীর (সঃ) কাছ থেকে এ কথা জানা উদ্দেশ্য নয় যে– তিনি কেন এ কাজ করেছেন; বরং এর উদ্দেশ্য– তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করা যে– আল্লাহর নির্ধারিত হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার যে কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে আল্লাহতা'আলা তা পছন্দ করেন না । যেহেতু তাঁর স্থান ও মর্যাদা এক সাধারণ মানুষের মত নয়; বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল; তিনি কোন জিনিস নিজের উপর হারাম করে নিলে এ আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে যে– উম্মতও সে জিনিসকে হারাম বা কমপক্ষে মকরূহ (অপছন্দনীয়) ধারণা করতে থাকবে । এজন্যে আলাহতা'আলা তাঁর এ কাজের দোষ ধরেছেন এবং তাঁকে এই 'হারাম করা' থেকে বিরত হ'তে আদেশ দিয়েছেন । এর থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে– রসূলের (সঃ) ও নিজের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম করার অধিকার নেই ।

২। এর দ্বারা জানা গেল– হুযুর (সঃ) হারাম করার এই কাজ– নিজে নিজের কোন ইচ্ছাবশে করেননি, বরং তাঁর বিবিরা চেয়েছিলেন যে– তিনি এরূপ করুন এবং তিনি মাত্র তাঁর বিবিদের সন্তুষ্ট করার জন্যে একটি হালাল জিনিসকে নিজের জন্যে হারাম গণ্য করেছিলেন । হাদীসের বিশস্ত বর্ণনা থেকে জানা যায়– রসূলের (সঃ) এক বিবির (হেযরত যয়নব রাঃ) গৃহে কোন স্থান থেকে মধু এসেছিল, হুযুর যা বড় পছন্দ করতেন । এ জন্যেই তিনি তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে তাঁর ঘরে বেশী সময় অবস্থান করতে থাকেন । এতে অন্য কোন কোন বিবির ঈর্ষা সৃষ্টি হয়, এবং তাঁরা পরামর্শ করে এই মধুর প্রতি তাঁর এরূপ ঘৃণা জন্মালো যে– তিনি তা ব্যবহার না করার অঙ্গীকার করেন ।

৩। মর্ম হচ্ছে– কাফ্‌ফারা দিয়ে শপথের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়ার যে পদ্ধতি আল্লাহতা'আলা সূরা মায়েদার ৮৯তম আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা পালন করে তিনি সে অঙ্গীকার ভংগ করেন যার দ্বারা তিনি হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন ।
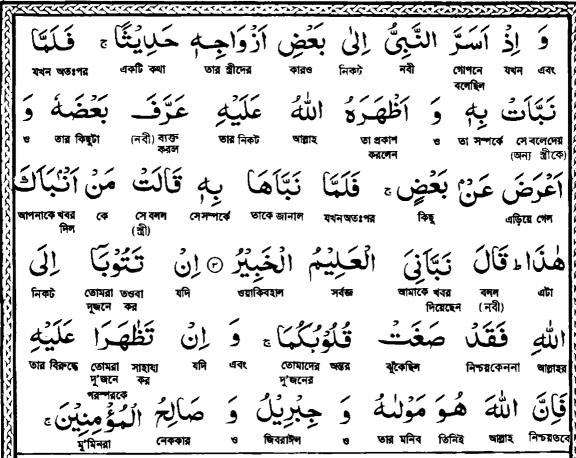
৩. (এই ব্যাপারটি বিবেচ্য যে) নবী একটি কথা নিজের একজন স্ত্রীর নিকট অতি গোপনীয়তা সহকারে বলিয়াছিল, পরে সেই গোপন কথা প্রকাশ করিয়াছিল এবং আল্লাহতা'আলা নবীকে এই (গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার) বিষয়টি জানাইয়া দিলেন, তখন নবী (তাঁহার স্ত্রীকে) এই বিষয়ে কতকটা সতর্ক করিয়াছিল, আর কতকটা ছাড়িয়া দিয়াছিল । পরে নবী যখন তাহাকে (গোপন কথা প্রকাশ করার) এই ব্যাপারটি বলিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে ইহা কে জানাইয়া দিল?" নবী বলিল, 'আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন তিনি যিনি সবকিছুই জানেন এবং সর্বজ্ঞ'[৪] ।

৪. তোমরা দুইজন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর (তবে ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম), কেননা তোমাদের দিল সঠিক-নির্ভুল পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে[৫] । আর যদি নবীর মুকাবিলায় তোমরা সংঘবদ্ধ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তাহার মালিক; আর তাহার পর জিবরাঈল এবং সমস্ত নেককার ঈমানদার লোক

৪। সে গুপ্ত কথাটি কি ছিল কোন রেওয়ায়েত থেকে নির্দিষ্টরূপে এ কথা জানা যায় না । এবং যে উদ্দেশ্য সাধনে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সে দিক দিয়ে এ প্রশ্নের আদৌ কোন গুরুত্বও নেই যে, সে গুপ্ত কথাটি কি । যে আসল উদ্দেশ্যের জন্যে কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে রসূলুল্লাহর পবিত্র স্ত্রীগণের ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সমস্ত দায়িত্বশীল লোকদের স্ত্রীদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা যে তাঁরা গুপ্ত কথা হেফাযত করার ব্যাপারে যেন অসাবধানতা অবলম্বন না করেন । তিনি যত বড় মর্যাদার অধিকারী তাঁর গৃহের গুপ্ত কথা প্রকাশ পাওয়া ততই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক । কথা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা গুরুত্বপূর্ণ না হোক, গোপন রহস্য হেফাযত করার ব্যাপারে অবহেলার অভ্যাস থাকলে লঘু কথার মত কোন এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাও প্রকাশ হ'য়ে যেতে পারে ।

৫। এই দু'জন বলতে- হযরত ওমরের (রাঃ) বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফ্সা (রাঃ) কে বোঝানো হয়েছে; এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থঃ হযরত ওমরের বর্ণনা মতে- এই দুই বিবি হযুরের সাথে কিছু বেশী সাহসের সংগে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন আল্লাহতা'আলা যা পছন্দ করেননি; এবং সেজন্য তাঁদের ভর্ৎসনা করেন ।

ও সব ফেরেশতা তাহার সঙ্গী–সাথী সাহায্যকারী৬ ।

৫. অসম্ভব নয় যে, নবী যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিবেন, যাহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে৭ । –সত্যিকার মুসলমান ঈমানদার, আনুগত্যশীল, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী হউক কিংবা কুমারী ।

৬. হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে সেই আগুন হইতে রক্ষা কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর৮ । সেখানে অত্যন্ত কর্কশ–রূঢ় নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকিবে, যাহারা কখনই আল্লাহর হুকুমের অমান্য করে না । আর যে হুকুমই তাহাদিগকে দেওয়া হয, তাহা ঠিক ঠিকই পালন করে ।

৬। অর্থাৎ রসূলুল্লাহর মুকাবিলায় তোমরা দল বেঁধে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে । কেননা যাঁর অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং জিবরাঈল ও ফেরেশতারা ও সমস্ত সৎ মু'মিনরা যাঁর সংগে আছেন তাঁর মুকাবিলায় দল বেঁধে কেউই সফলকাম হতে পারে না ।

৭। এ থেকে জানা যায়– দোষ মাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসারই (রাঃ) ছিল না, বরং রসূলুল্লাহর অন্যান্য পবিত্রা বিবিগণও কিছু না কিছু দোষী ছিলেন । এ জন্যে তাঁদের দু'জনের পর এই আয়াতে বাকী সব বিবিগণকেও ভর্ৎসনা করা হয়েছে । হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় সে সময়ে হুযূর (সঃ) বিবিদের প্রতি এতদূর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে– এক মাস পর্যন্ত তিনি তাঁদের সংগে সম্পর্ক রাখেননি, এবং সাহাবাদের মধ্যে একথা রটে যায় যে– তিনি তাঁর বিবিদের তালাক দিয়েছেন ।

৮। এ আয়াত থেকে জানা যায়ঃ এক ব্যক্তির দায়িত্ব মাত্র নিজেকেই খোদার শাস্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করা পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং প্রাকৃতিক শৃংখলা ব্যবস্থা যে পরিবারের কর্তৃত্বভার তার উপর অর্পণ করেছে, নিজের সাধ্যমত তাদের এরূপ শিক্ষা–দীক্ষা দান করাও তার দায়িত্ব– যাতে তারা খোদার পছন্দনীয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে, এবং যদি তারা জাহান্নামের পথে চলে তবে যথাসাধ্য তাদেরকে সে রাস্তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা । 'জাহান্নামের ইন্ধন হইবে পাথর' অর্থাৎ– পাথরের কয়লা সম্ভবতঃ । ইবনে মাসউদ (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), মোজাহেদ (রাঃ), ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ), সুদ্দি (রাঃ) বলেন– গন্ধকের পাথর ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ

ওহে | যারা | কুফরি করেছ | না | তোমরা ওজর পেশ করো | আজ | প্রকৃতপক্ষে | তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى

যা | তোমরা কাজ করতেছিলে | ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | তোমরা তওবা কর | নিকট

ع ১৭

اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۖ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ

আল্লাহর | তওবা | খালেস | সম্ভবতঃ | তোমাদের রব | মোচনকরবেন

عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ

তোমাদের থেকে | তোমাদের দোষগুলো | এবং | তোমাদের প্রবেশ করাবেন | জান্নাতে | প্রবাহিত হয় | থেকে

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ

তার পাদদেশ | ঝর্ণাধারাসমূহ | সেদিন | না | লাঞ্ছিত করবেন | আল্লাহ | নবীকে | ও

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ

যারা | ঈমান এনেছে | তার সাথে | তাদের নূর | দৌড়াবে | তাদের সামনে | ও

بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ

তাদের ডানে | তারা বলবে | হে আমাদের রব | পূর্ণকর | আমাদের জন্যে | আমাদের নূর | ও | মাফ কর | আমাদেরকে

৭. (তখন বলা হইবে) হে কাফেররা! আজ কোন ওযর-অক্ষমতার বাহানা পেশ করিও না। তোমাদিগকে তো সেই রকমই কর্মফল দেওয়া হইবে, যে রকম আমল তোমরা করিতেছিলে।

রুকু ঃ ২

৮. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর নিকট তওবা কর– খাঁটি ও সত্যিকার তওবা। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের দোষ-ত্রুটিগুলি তোমাদের হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করিয়া দিবেন যেসবের নিম্নদেশ হইতে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকিবে। ইহা সেই দিন হইবে, যেদিন আল্লাহ্ তাঁহার নবীকে এবং তাঁহার ঈমানদার সংগী-সাথীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন না[১]। তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান পাশ দিয়া দৌড়াইতে থাকিবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবেঃ হে আমাদের খোদা! আমাদের নূর আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমাদান কর।

১। অর্থাৎ তাদের সৎকাজের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না। কাফের ও মুনাফিকদের এ বলার অবকাশ কখনো দেবেন না যে- এরা খোদার উপাসনা-আনুগত্য করেছিলো তো তার কি প্রতিদান পেল?' লাঞ্ছনা-অপমান বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের ভাগ্যে ঘটবে; অনুগত ও আদেশ পালনকারীদের ভাগ্যে নয়।

তুমিই সর্বশক্তিমান ।
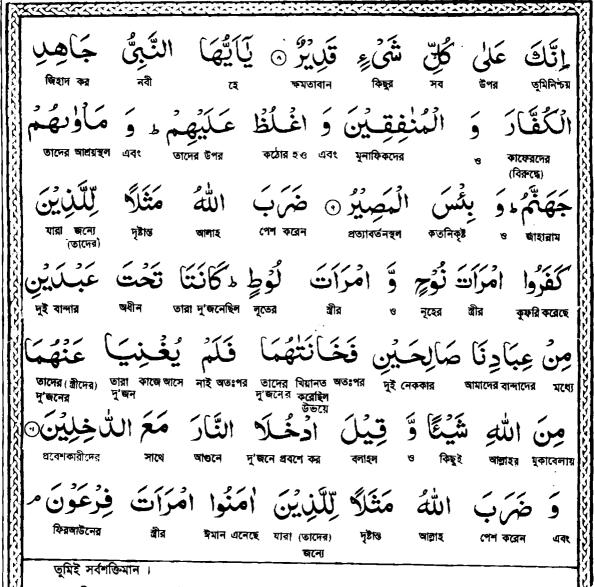
৯. হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং তাহাদের সহিত কঠোর নীতি প্রয়োগ কর । তাহাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম এবং পরিণতি হিসাবে উহা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান ।

১০. আল্লাহ্ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ ও লূত-এর স্ত্রীদিগকে দৃষ্টান্তরূপে পেশ করিতেছেন । ইহারা আমাদের দুইজন নেক বান্দাহর স্ত্রী ছিল । কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে[১০] এবং তাহারা আল্লাহর মুকাবিলায় তাহাদের কোন কাজেই আসিতে পারিল না । দুইজনকেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ 'যাও আগুনে প্রবেশকারী লোকদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর' ।

১১. আর ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন,

১০। 'এ বিশ্বাসঘাতকতা' এই অর্থে নয় যে তারা ব্যভিচার করেছিল, বরং এই অর্থে যে তারা ঈমানের পথে হযরত নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর সহযোগিতা করেনি বরং তাঁদের বিরুদ্ধে দ্বীনের শত্রুদের সংগে সহযোগিতা করেছিল ।
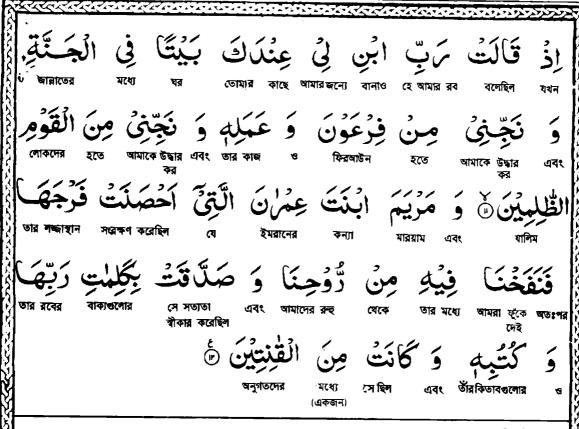
যখন সে দো'আ করিয়াছিলঃ হে আমার খোদা, আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একখানি ঘর বানাইয়া দাও এবং আমাকে ফেরাউন ও তাহার কার্যকলাপ হইতে রক্ষা কর, আর যালেম লোকজন হইতে আমাকে মুক্তি দান কর' ।

১২. আর ইমরানের কন্যা মরিয়মের[১] দৃষ্টান্ত দিতেছেন, যে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করিয়াছিল[২] । পরে আমরা তাহার ভিতরে নিজের পক্ষ হইতে রুহ ফুঁকিয়া দিলাম[৩] । এবং সে স্বীয় খোদার বাক্য-সমূহ এবং তাঁহার কিতাব-সমূহের সত্যতা স্বীকার করিল । আর আসলে সে অনুগত-বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল[৪] ।

১১। হতে পারে- হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল-ইমরান; অথবা তিনি ইমরানের-বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে তাঁকে ইমরান কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে ।

১২। এ ছিল ইহুদীদের এই অপবাদের খন্ডন যে- তাঁর গর্ভ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মলাভ-মা'আযাল্লাহ-কোন পাপের পরিণাম-ফল । সূরা নিসার ১৫৬তম আয়াতে এই যালেমদের এই অভিযোগকে বিরাট অপবাদ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে ।

১৩। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে কোন পুরুষের সংযোগ ছাড়াই, আমি তাঁর গর্ভাশয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রাণ নিক্ষেপ করি ।

১৪ হযরত মরিয়মকে এখানে যে উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে- কুমারী অবস্থায় অলৌকিকভাবে তাঁকে গর্ভবতী করে আল্লাহতা'আলা তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যসহকারে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

সূরা আল্‌–মুল্‌ক

নামকরণ

সূরাটির প্রথম বাক্যাংশ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ –এর 'আল্‌–মুলক' শব্দটিকে এ সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

এ সূরাটি ঠিক কখন নাযিল হয়েছিল, তা নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা হতে জানা যায়নি। কিন্তু সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা ভংগী হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এটা মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এ সূরায় একদিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামের মৌল শিক্ষা উপস্থাপিত করা হয়েছে, আর অপরদিকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভংগীতে অবচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা লোকদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তাতে ইসলামের যাবতীয় মৌল শিক্ষা উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং রসূলে করীম (সঃ)–এর প্রেরিত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা বিস্তারিতভাবে নয়; অতি সংক্ষেপে, যেন তা লোকদের মন–মগজে গভীরভাবে দৃঢ়মূল হয়ে বসতে পারে। সে সংগে তাতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এ কথার উপর, যেন লোকদের বেখেয়ালী ও অসতর্কতা দূর হয়ে যায়, তাদেরকে চিন্তা–ভাবনা করতে বাধ্য করা যায়, তাদের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগ্রত করা সম্ভবপর হয়।

সূরাটির প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করতে চাওয়া হয়েছে যে, তারা যে বিশ্বলোকে বসবাস করছে তা একটা অতীব সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য বিশেষ। তাতে আঁতিপাতি করে খুঁজলেও কোনরূপ ত্রুটি–বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা বা ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না। আল্লাহতা'আলা নিজেই এই বিরাট–বিশাল সাম্রাজ্যকে অনস্তিত্বের অন্ধকার হতে অস্তিত্বের আলোকোজ্জ্বল পটভূমিতে নিয়ে এসেছেন। তার কার্যপরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ–প্রশাসনের সমস্ত অধিকার–ইখতিয়ার সম্পূর্ণ ও নিরংকুশভাবে সেই এক আল্লাহতা' আলারই মুষ্ঠিতে একান্তভাবে নিবদ্ধ। তাঁর শক্তি–ক্ষমতা ও কুদরাত অনন্ত ও সীমাহীন। সেই সংগে মানুষকে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এই পরম বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় মানুষকে আদৌ উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মানুষকে এ দুনিয়ায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। এ পরীক্ষায় তার উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র অবলম্বন হলো উত্তম আমল।

৬ হতে ১১ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুফরীর ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ পরিণতি দেখা যাবে পরকালে। লোকদেরকে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহতা' আলা তাঁর নবী–রসূলগণকে পাঠিয়ে তোমাদেরকে সেই পরিণতি সম্পর্কে এ দুনিয়ায়ই অবহিত করেছেন। এখন তোমরা যদি নবী–রসূলগণের কথা অনুযায়ী নিজেদের আচার–আচরণ যথার্থ ও সঠিক করে না নাও, তা হলে পরকালে তোমরা এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, তোমাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা পাবার জন্যে তোমরা বাস্তবিকই উপযুক্ত। তোমাদের নিজেদের আমল ও চরিত্রের জন্যেই যে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা বুঝতেও কোন অসুবিধা হবে না।

১২ হতে ১৪ পর্যন্ত আয়াত কটিতে এ মহাসত্য মানসপটে দৃঢ়মূল করানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বে–খবর হয়ে থাকতে পারেন না। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি ব্যাপার এমন কি তোমাদের অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন চিন্তাধারা পর্যন্ত সব কিছুই তিনি জানেন। কাজেই নৈতিকতার নির্ভুল ভিত্তি হলো মানুষ সেই না দেখা খোদাকে, খোদার নিকট জওয়াবদিহিকে ভয় করে সর্বপ্রকার পাপ, অপরাধ ও অন্যায় কাজ–কর্ম হতে বিরত থাকবে, দুনিয়ার কোন শক্তি

তাকে সেজন্য পাকড়াও করুক আর না–ই করুক, দুনিয়ায় তার কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিক আর না–ই দিক, তার সম্ভাবনা থাকুক আর না–ই থাকুক, তাতে কোনরূপ পার্থক্য হবে না। এ কর্মনীতি যারাই অবলম্বন করবে, পরকালে তারাই ক্ষমা ও বিরাট শুভ ফল পাবার অধিকারী হবে।

১৫ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কতগুলো চিরন্তন ও শাশ্বত মহাসত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ সত্যসমূহকে মানুষ সাধারণত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার মনে ক'রে এগুলোর প্রতি খুবই কম গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এ আয়াত ক'টিতে সেই মহাসত্য ক'টির প্রতি বারবার ঈশারা–ইংগিত করে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হযেছে, তোমরা এ পৃথিবীর মাটির প্রতি লক্ষ্য আরোপ কর। তোমরা এর ওপর নিশ্চিন্তে বসবাস করছো। এ হতেই তোমরা লাভ করছো তোমাদের জীবন–জীবিকা ও প্রয়োজনীয় রুটি–রুযি। এ যমীনকে তোমাদের অধীন ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহতা'আলাই। নতুবা এ পৃথিবীতে যে কোন মুহূর্তে এমন ভয়াবহ ও প্রলয়ংকর ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে যার ফলে তোমরা সকলে মাটির সঙ্গে মিশে একাকার ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পার অথবা এমন সর্বগ্রাসী ঝড়–তুফান আসতে পারে যা তোমাদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম। আকাশের শূন্যলোকে উড়ন্ত পক্ষীকুলকে তোমরা লক্ষ্য কর। কেবলমাত্র আল্লাহতা'আলাই তাদেরকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখছেন। তোমাদের নিজেদের যাবতীয় উপায়–উপকরণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আল্লাহ নিজেই যদি তোমাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করতে চান, তাহলে তা হতে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহই যদি তোমাদের রিয্ক লাভের উৎস ও উপায় বন্ধ করে দেন, তা হলে কে তোমাদের জন্যে তা খুলে দেবার ক্ষমতা রাখে?–––প্রকৃত সত্যের সঙ্গে তোমাদেরকে পরিচিত করার জন্যে এসব জিনিসই বর্তমান আছে। কিন্তু তোমরা তা দেখ–––ঠিক জন্তু–জানোয়ারের দৃষ্টিতে ও নিতান্তই উদ্দেশ্যহীনভাবে। জন্তু–জানোয়াররাও এগুলো দেখে বটে, কিন্তু তা হতে কোন ফল বা শিক্ষা গ্রহণের কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। আর আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে মানুষ হওয়ার কারণে যে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি এবং চিন্তা–ভাবনা ও অনুধাবনের জন্যে যে মন–মগজ দিয়েছেন, তোমরা তা কোন কাজেই ব্যবহার করো না। আর ঠিক এ কারণেই তোমরা প্রকৃত সত্য ও কল্যাণের পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭ পর্যন্ত আয়াত ক'টিতে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত খোদার সমীপে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু সে সময়টা বাস্তবিকই কখন তা আগেভাগে বলে দেয়া নবীর কাজ নয়। তাঁর কাজ হলো সেই দিনটি আগমনের সংবাদ তোমাদেরকে আগাম জানিয়ে দেয়া। আজ তোমরা তা জানছো না, সে সময়টিকে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে দেখাবার জন্যে তোমরা নবীর কাছে দাবী জানাচ্ছ। কিন্তু বস্তুতই সেই সময়টি যখন এসে উপস্থিত হবে, তোমরা তা নিজেদের চোখে দেখে নেবে, তখন তোমরা দিশাহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। তখন তোমাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা এ জিনিসটিকেই তো অবিলম্বে এনে উপস্থিত করার জন্যে বার বার দাবী জানাচ্ছিলে!

২৮ ও ২৯ আয়াতে মক্কার কাফেরদের সে সব কথার জওয়াব দেয়া হয়েছে যা তারা নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর সংগী–সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী করীম (সঃ)কে নানাভাবে উত্যক্ত ও গালাগাল করতো। ঈমানদার লোকদের ধ্বংস ও বিনাশের জন্যে তারা দো'আ প্রার্থনা করতো। এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যে লোক তোমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি ধ্বংসই হন কিংবা আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া–অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, তাতে তোমাদের ভাগ্য পরিবর্তিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে। তোমাদের নিজেদের সম্পর্কেই তোমাদের চিন্তা–ভাবনা করা উচিত। খোদার আযাব যদি তোমাদেরকে পরিবেষ্টিত করে তা হলে তা হতে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং যারা তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করেছে, তোমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করছো। কিন্তু সত্য ব্যাপার যে কি, তা একদিন অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হবে।

সূরার শেষদিকে লোকদের সামনে একটি প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। আর এই বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করার জন্যে তাদেরকে বলা হয়েছে। প্রশ্নটি হলোঃ আরবের উষর–ধূষর মরুভূমি ও পর্বত–সংকুল অঞ্চলে তোমাদের জীবন যে পানির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তা একটি স্থান হতে উৎসারিত হয়েছে। এ পানি যদি যমীনে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া আর কে তোমাদেরকে এই সঞ্জীবনী এনে দিতে পারে?

১। অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁহার মুঠির মধ্যে রহিয়াছে (সমগ্র সৃষ্টিলোকের) কর্তৃত্ব–সার্বভৌমত্ব। প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই তাঁহার কর্তৃত্ব সংস্থাপিত[১]।

২। তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করিয়াছেন, যেন তোমাদিগকে পরখ করিয়া দেখিতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়া সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?[২] তিনি যেমন সর্বজয়ী শক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীলও।

৩। তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করিয়াছেন। তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোনরূপ অসংগতি পাইবে না[৩]। দৃষ্টি আবার ফিরাইয়া দেখ, কোথায়ও কোন দোষ–ত্রুটি[৪] দৃষ্টিগোচর হয় কি?

১। অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না যে, তিনি কোন কাজ করতে চাইবেন,আর তা করতে পারবেন না।

২। অর্থাৎ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে এবং কোন মানুষের কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্যে তিনি দুনিয়াতে মানুষের জীবন–মরণের পরম্পরা শুরু করেছেন।

৩। মূলে আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অসংগতি, একটি জিনিসের অন্য জিনিসের সংগে মিল না থাওয়া। যুগলের মধ্যে অমিল হওয়া।

৪। মূলে আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ—ফাটল, ফাঁক, ছিদ্র, দীর্ণতা, ভগ্ন হওয়া। অর্থাৎ সারা বিশ্বের সংযোগ–সূত্র এরূপসম্পন্ন এবং যমীনের একটি অণু থেকে আরম্ভ করে বিশাল মহান ছায়াপথসমূহ পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস এরূপ সুসংবদ্ধ যে, কোথাও বিশ্ব–শৃংখলার মধ্যেকার পারম্পর্য ভংগ হয় না। তোমরা যতই অনুসন্ধান কর না কেন, তোমরা কোন স্থানেই এই শৃংখলা–ব্যবস্থায় সামান্যতম ছিদ্র বা ত্রুটি পাবে না।

৪। বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত- শ্রান্ত ও ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবে।
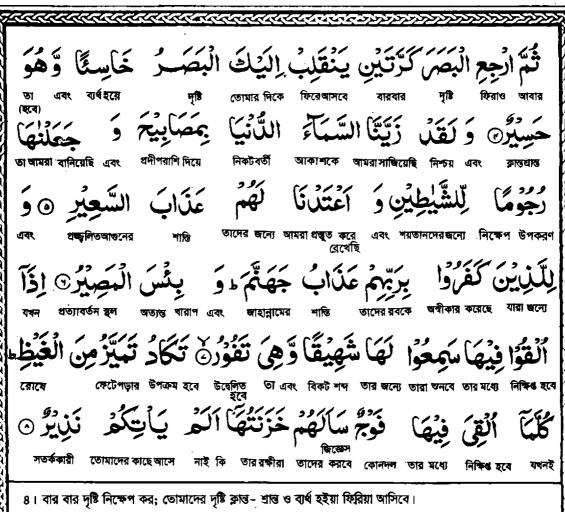
৫। আমরা তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে[৫] বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত সমুদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছি। শয়তানগুলিকে মারিয়া তাড়াইবার জন্য এইগুলিকে উপায় ও মাধ্যম বানাইয়াছি। এই শয়তানগুলির জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড আমরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৬। যেইসব লোক তাহাদের রব্‌কে অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছে তাহাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে। উহা মূলতই অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান।

৭। তাহারা যখন উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহার ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনিতে পাইবে[৬]। উহা তখন উথাল-পাতাল করিতে থাকিবে,

৮। ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় উহা দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইবে। প্রতিবারে যখনই উহাতে কোন জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার কর্মচারীরা সেই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেঃ কোন সাবধানকারী কি তোমাদের নিকট আসে নাই?

৫। নিকটস্থ আসমানের অর্থ— দূরবীন ছাড়া খোলা চোখে গ্রহ-নক্ষত্রখচিত যে আসমান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

৬। এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ খোদ জাহান্নামের আওয়াজ হবে বা এও হতে পারে যে, এ আওয়াজ জাহান্নাম থেকে উত্থিত হতে শোনা যাবে যেখানে তাদের পূর্বে পতিত লোকেরা চীৎকার করতে থাকবে।

৯। তাহারা জওয়াবে বলিবেঃ হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট আসিয়াছিল বটে; কিন্তু আমরা তাঁহাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই'। আসলে তোমরা খুব বেশী গুমরাহীতে নিমজ্জিত হইয়া আছ।

১০। আর তাহারা বলিবেঃ 'হায়, আমরা যদি শুনিতাম ও অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হইতাম না'।

১১। এইভাবে তাহারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া লইবে। এই দোজখীদের উপর অভিশাপ!

১২। যাহারা নিজেদের অ–দেখা খোদাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও অতিবড় শুভ ফল।

১৩। তোমরা চুপেচাপে কথা বল কিংবা উচ্চস্বরে (উভয় অবস্থাই আল্লাহর জন্য সমান) তিনি তো মনের নিভৃত গহনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ

কি না জানেন তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী খুব অবগত তিনিই যিনি বানিয়েছেন

لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ

তোমাদের জন্যে ভূতলকে অধীন তোমরা অতঃপর চল তার বক্ষের উপর এবং তোমরা খাও থেকে তার রিযক

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ

এবং তাঁরই দিকে পুনরুত্থান কি তোমরা নিরাপদ হয়েছ (তাঁর থেকে) যিনি আছেন আসমানে যে ধসিয়ে দেবেন

بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

তোমাদেরসহ মাটিকে অতঃপর তখন তা কাঁপবে অথবা তোমরা নির্ভয় হয়েছে (তাঁর থেকে) যিনি আছেন আসমানে

أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

যে পাঠাবেন তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্জা তখন তোমরা জানবে কেমন আমার সতর্কীকরণ

১৪। তিনিই কি জানিবেন না যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন৭? অথচ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিজ্ঞ।

১৫। সেই আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূতলকে অধীন বানাইয়া রাখিয়াছেন, তোমরা চলাচল কর উহার বক্ষের উপর এবং ভক্ষণ কর খোদার রিযক; তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে পুনর্জীবিত হইয়া যাইতে হইবে।

১৬। তোমরা কি নির্ভয় হইয়া গিয়াছ সেই মহান সত্তা সম্পর্কে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন৮, তিনি তোমাদিগকে মাটির মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া দিবেন এবং এই ভূতল সহসা হ্যাচকা টানে টল-টলায়মান হইয়া কাঁপিতে শুরু করিবে?

১৭। তোমরা কি এই ব্যাপারে নির্ভয় হইয়া গিয়াছ যে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রবল বায়ু প্রবাহিত করিবেন? পরে তোমরা জানিতে পারিবে যে, আমার সতর্কীকরণ কি রকম হইয়া থাকে।

৭। দ্বিতীয় প্রকারের অনুবাদ এও হতে পারেঃ "তিনি কি নিজের সৃষ্টিকেই জানবেন না?"

৮। এর মর্ম এ নয় যে, আল্লাহতা'আলা আসমানে থাকেন বরং এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীতে এ কথা বলা হয়েছে-মানুষ যখন নিজেকে খোদার দিকে রুজু করতে চায় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া প্রার্থনা করতে হ'লে সে উর্ধে হাত উঠায়। বিপদের সময় যখন সে সব আশ্রয় থেকে নিরাশ হয় তখন সে আসমানের দিকে মুখ তুলে খোদার কাছে ফরিয়াদ জানায়। কোন আকস্মিক বিপদাপাদ ঘটলে মানুষ বলে, 'উপর থেকে বিপদ নাযিল হয়েছে।' অস্বাভাবিকভাবে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে মানুষ বলে-'এ উর্ধলোক থেকে এসেছে'। আল্লাহতা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। এসব কথা হতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, মানুষ যখন খোদা সম্পর্কে ধারণা করে তখন তার খেয়াল নিচে যমীনের দিকে নয় বরং উপরে আসমানের দিকে যায়: এ ব্যাপারটি মানুষের প্রকৃতিগত।
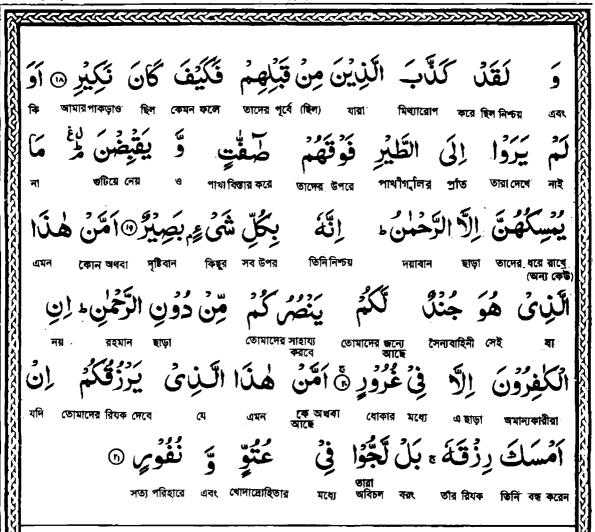
১৮। ইহাদের পূর্বে অতীত হইয়া যাওয়া লোকেরা তো অমান্য ও অবিশ্বাস করিয়াছে। লক্ষ্য কর আমার পাকড়াওটা কত কঠিন ও কঠোর ছিল।

১৯। এই লোকেরা কি নিজেদের উপর উড়ন্ত পাখীগুলিকে পক্ষ বিস্তার করিতে ও গুটাইয়া লইতে দেখে না? মহান রহমান ছাড়া উহাদিগকে অন্য কেহ ধরিয়া রাখে না। তিনিই সব জিনিসের সংরক্ষক।

২০। বল, তোমাদের নিকট এমন কোন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হইয়া আছে যাহারা রহমানের বিরুদ্ধে যাইয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে[১]? সত্য কথা এই যে, এই অমান্যকারীরা ধোঁকায় পড়িয়া রহিয়াছে।

২১। অথবা বল, তোমাদিগকে কে রিয্‌ক দিতে পারে রহমানই যদি তাঁহার রিয্‌ক দান বন্ধ করিয়া দেন? আসল কথা হইল, এই লোকেরা খোদাদ্রোহিতা ও সত্য পরিহার করার উপর অবিচল হইয়া আছে।

১। দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে- "রহমান ছাড়া কে আছে যে, তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদের সাহায্য করে?"
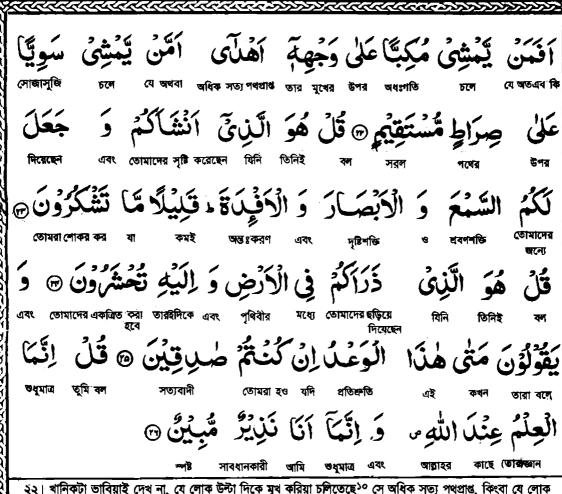
২২। খানিকটা ভাবিয়াই দেখ না, যে লোক উল্টা দিকে মুখ করিয়া চলিতেছে[১০] সে অধিক সত্য পথপ্রাপ্ত, কিংবা যে লোক মাথা উঁচু করিয়া সোজাসুজি একটি সমতল সড়কের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে?

২৩। ইহাদিগকে বল, কেবল আল্লাহই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদিগকে শুনিবার ও দেখিবার শক্তি দান করিয়াছেন এবং চিন্তা–গবেষণা–অনুধাবনকারী দিল্ দিয়াছেন। কিন্তু তোমরা তো খুব কমই শোকর আদায় করিয়া থাক[১১]।

২৪। এই লোকদিগকে বল, কেবল আল্লাহই তোমাদিগকে ভূতলে ছড়াইয়া দিয়াছেন আর তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে গুটাইয়া লইয়া একত্রে উপস্থিত করা হইবে।

২৫। এই লোকেরা বলেঃ 'তোমরা যদি প্রকৃতই সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হইবে?

২৬। বলঃ এই বিষয়ের জ্ঞান তো আল্লাহর নিকটই রহিয়াছে। আমি তো শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র।

১০। অর্থাৎ পশুর ন্যায় মুখ নিম্নমুখি করে ঠিক সেই পথ রেখা ধ'রে চলে যাচ্ছে যে রেখা বরাবর কেউ তাদেরকে চালিয়ে দিয়েছে।

১১। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা জ্ঞান, বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির নে'আমতসমূহ তোমাদেরকে সত্যকে চিনবার ও জানবার জন্যে দান করেছিলেন। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো;–এই নে'আমতগুলো দ্বারা তোমরা সব রকমের কাজসম্পন্ন করছো কিন্তু মাত্র সেই একটি কাজই সম্পাদন করছো না, যে কাজের জন্যে এগুলো তোমাদেরকে দান করা হয়েছিল।

২৭। পরে তাহারা যখন এই জিনিসকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পাইবে তখন উহার অবিশ্বাসী–অমান্যকারী লোকদের মুখাবয়ব বিকৃত হইয়া যাইবে। আর তখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ইহাই সেই জিনিস যাহার জন্যে তোমরা তাকীদ দিয়া বলিতেছিলে।

২৮। এই লোকদিগকে বল, তোমরা কি কখনও এই কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, আল্লাহতা'আলা চাই আমাকে ও আমার সংগী–সাথীগণকে ধ্বংস করিয়া দেন কিংবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, কিন্তু কাফেরদিগকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব হইতে কে রক্ষা করিবে[১২]?

২৯। এই লোকদিগকে বল, তিনি বড়ই দয়াবান, তাঁহারই প্রতি আমরা ঈমান আনিয়াছি আর তাঁহারই উপর আমাদের নির্ভরতা। খুব শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে যে, সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আছে কে?

৩০। এই লোকদিগকে বলঃ তোমরা কি কখনও এই কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, তোমাদের কূপের পানি যদি যমীনে তলাইয়া যায়, তাহা হইলে এই পানির প্রবাহমান ধারাসমূহ তোমাদিগকে কে বাহির করিয়া আনিয়া দিবে?

১২। মক্কা শরীফে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বীনের দাও'আতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং কুরাইশ গোত্রের বিভিন্ন পরিবার ও বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল তখন হুযুর (সঃ) ও তাঁর সহচরদের প্রতি ঘরে ঘরে অভিশাপ দেয়া হতে লাগলো, জাদুটোনা করা হ'তে লাগলো যাতে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যান; এমন কি হত্যার পরিকল্পনাও চিন্তা করা হ'তে লাগলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এ কথা বলা হয়েছে–এই লোকদেরকে বলঃ আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা খোদার অনুগ্রহে আমরা বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? তোমরা নিজেদের ভাবনা ভাব— খোদার আযাব থেকে তোমরা কিরূপে বাঁচবে?

সূরা আল–কালাম

নামকরণ

এ সূরাটির নাম দু'টোঃ 'নূন' ও 'আল–কালাম'। এ দু'টো শব্দই সূরার শুরুতে উদ্ধৃত রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

এ সূরাটিও মক্কাশরীফের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম। তবে এতে আলোচিত বিষয়াদি হতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, মক্কাশরীফে ঠিক যে সময় রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা ও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা অনেকটা তীব্র হয়ে উঠেছিল, আলোচ্য সূরাটি ঠিক সে সময় নাযিল হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

সূরাটিতে তিনটি মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। তা হলোঃ বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রশ্ন বা আপত্তির জবাব, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও সদুপদেশ দান এবং রসূলে করীম (সঃ)কে ধৈর্য, স্থৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার উপদেশ দান। শুরুর কথায় রসূলে করীম (সঃ)কে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে, এই কাফেররা তোমাকে 'পাগল' বলে অথচ তুমি যে কিতাব পেশ করছো এবং নৈতিকতার যে উচ্চমানে তুমি অধিষ্ঠিত, তাই এদের এ মিথ্যা কথা–বার্তার প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট। সেদিন খুব দূরে নয় যখন প্রকৃত পাগল কে বা কারা তা সকলেই দেখতে পাবে। অতএব তোমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধতার যে প্রচন্ড তুফানের সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার কোন চাপই তুমি কখনই মেনে নেবে না। তুমি কোন না কোনভাবে নমনীয় হ'য়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি–সমঝোতা (compromise) করে নাও, কেবল মাত্র এ উদ্দেশ্যেই তোমার বিরুদ্ধে এসব কথা বলা হচ্ছে। এছাড়া তার অন্য কোন কারণ নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নামের উল্লেখ না করেই বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। মক্কার লোকেরা সকলেই সেই ব্যক্তিকে চিনতো। তখন নবী করীমের (সঃ) পবিত্র ও স্বচ্ছ চরিত্রও সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধতায় মক্কার যে সরদার সর্বাগ্রবর্তী তার সঙ্গে কোন্ স্বভাব–চরিত্রের লোক শামিল রয়েছে, প্রত্যেক দৃষ্টিবান ব্যক্তি তাও লক্ষ্য করতেছিল।

এর পর ১৭–৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ লোকেরা আল্লাহর নিকট হতে নি'আমত লাভ করেও তাঁর না–শোক্‌রি করেছে। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম তাঁর উপদেশ–নসীহত অগ্রাহ্য করেছে। ফলে শেষ পর্যন্ত তারা সে নি'আমত হতেই বঞ্চিত হয়ে গেল। অতঃপর তাদের সবকিছু যখন বরবাদ হয়ে গেল এবং তারা সর্বসান্ত হলো, তখনই তাদের চক্ষু উন্মীলিত হলো। এ দৃষ্টান্তটি দিয়ে মক্কাবাসীদিগের সাবধান ও সতর্ক করতে চাওয়া হয়েছে। তাদেরকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, রসূলে করীমের (সঃ) আগমনের ফলে তাদের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন ক'রে দেয়া হয়েছে, যেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল এই বাগানের মালিকরা। তোমরা যদি রসূলে করীমের (সঃ) উপস্থাপিত শিক্ষা ও আদর্শ মেনে না নাও, তাহলে দুনিয়ায়ও তোমাদের আযাব ভোগ করতে হবে, আর পরকালে যে আযাব ভোগ করতে হবে তা তার থেকেও অধিক কঠিন ও ভয়াবহ।

৩৪–৪৭ নম্বর আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে ক্রমাগতভাবে উপদেশ–নসীহত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কোথাও সরাসরিভাবে তাদেরকে সম্বোধন ক'রে কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও রসূলে করীম (সঃ)কে সম্বোধনপূর্বক তাদেরকে সাবধান করতে চাওয়া হয়েছে। এ প্রসংগে যা কিছু বলা হয়েছে তার সার এই যে, যেসব লোক দুনিয়ায় খোদাকে ভয় ক'রে জীবন–যাপন করেছে পরকালীন কল্যাণ কেবলমাত্র এবং অনিবার্যভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহতা'আলার অনানুগত বান্দাহ্‌রা তাঁর অনুগত ও নাফরমান বান্দাহ্‌দের উপযোগী পরিণতির সম্মুখীন হবে—তা

সাধারণ বিবেক–বুদ্ধিরও পরিপন্থী। কাফেররা নিজেদের জন্যে যে ব্যবহার ও আচরণ পেতে চায় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ আচার–আচরণ গ্রহণ করবেন, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাফেররা এরূপ ধারণা ক'রে থাকলে তা নিতান্তই ভুল ধারণা। এরূপ ধারণা যে সত্য তার কোন নিশ্চয়তাও তাদের কাছে নেই। যে লোকদের দুনিয়ায় খোদার সম্মুখে অবনত হবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, অথচ তারা এ করতে প্রস্তুত হচ্ছে না, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করতে চাইলেও তা করতে পারবে না। ফলে পরম লাঞ্ছ নাময় পরিণতির সম্মুখীন হওয়া তাদের জন্য অবধারিত। কুরআন মজীদকে অমান্য–অগ্রাহ্য ক'রে—অসত্য মনে ক'রে খোদার আযাব হ'তে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। দুনিয়ায় অবশ্য তাদের যথেষ্ট ঢিল ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। আর এরই দরুন তারা বিরাট ধোঁকায় পড়ে গেছে। তারা মনে করছে, কুরআন ও রসূল (সঃ)কে অমান্য–অগ্রাহ্য করার পরও যখন তাদের ওপর কোনরূপ আযাব আসছে না, তখন তারা নিশ্চয়ই নির্ভুল পথে আছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা অজ্ঞাতসারে কঠিন ধ্বংসের দিকে তীব্র গতিতে চলে যাচ্ছে। আসলে রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা করার কোন যুক্তিসংগত কারণই নেই। কেননা তিনি তো এক নিঃস্বার্থ দ্বীন–প্রচারক মাত্র। তিনি তাদের নিকট হ'তে নিজে কিছুই পেতে চান না। আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আসলে আল্লাহর রসূল ন'ন এবং তিনি যা কিছু বলছেন তা ভুল— এ ধরনের কোন দাবী করাও কাফেরদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে একবিন্দু জ্ঞানও তাদের নেই।

সর্বশেষে রসূলে করীম (সঃ)কে বিশেষ হেদায়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আসা পর্যন্ত দ্বীন প্রচারে যত কঠোরতা ও দুঃখ–কষ্টেরই সম্মুখীন হতে হোক না কেন, তা যেন তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে অতিক্রম করে যান। কেননা, ধৈর্যহীনতা বিপদের কারণ। হযরত ইউনুস (আঃ) এই ধৈর্যহীনতার দরুনই কঠিন বিপদে নিপতিত হয়েছিলেন। অতএব এ ধৈর্যহীনতা তাঁকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

آيَاتُهَا ٥٢ | سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ (٦٨) | رُكُوْعَاتُهَا ٢

বায়ান্ন তার আয়াত (৬৮) সূরা আল-কালাম মক্কী দুই তার রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্‌র নামে অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

نٓ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢

নূন শপথ কলমের এবং যা তারা লিখছে না তুমি অনুগ্রহে তোমার রবের পাগল

وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤

এবং নিশ্চয় তোমার জন্যে অবশ্যই পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন এবং নিশ্চয় তুমি অবশ্যই উপর (অধিষ্ঠিত) চরিত্রের মহান

فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ

অতএব শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারা দেখবে তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত নিশ্চয় তোমার রব তিনিই

اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧

খুব জানেন কে ভ্রষ্ট হয়েছে থেকে তার পথ আর তিনিই খুব জানেন পথ প্রাপ্তদেরকে

সূরা আল–কালাম
(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৫২, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১। নূন, কলমের শপথ, লেখকগণ যাহা লেখে উহার শপথ[১]!

২। তুমি তোমার খোদার অনুগ্রহে পাগল নও[২]।

৩। আর নিশ্চয়ই তোমার জন্য এমন শুভ কর্মফল রহিয়াছে যাহার ধারাবাহিকতা কখনই নিঃশেষ হইবার নয়[৩]।

৪। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত[৪]।

৫। খুব শীঘ্রই তুমিও দেখিতে পাইবে, আর তাহারাও দেখিবে,

৬। তোমাদের মধ্যে আসলে কে পাগলামীতে নিমজ্জিত।

৭। যেসব লোক তাহাদের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে তোমার খোদা তাহাদিগকে খুব ভাল করিয়াই জানেন, আর কোন্ সব লোক সঠিক–নির্ভুল পথে অবস্থিত তাহাদিগকেও তিনি খব ভালভাবে জানেন।

১। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ বলেনঃ কলমের অর্থ সেই কলম যার দ্বারা কুরআন লেখা হচ্ছিল। এর দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, যে জিনিস লিখা হচ্ছিল তা কুরআন মজীদ।

২। এখানে বাহ্যত সম্বোধন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে করা হলেও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কার কাফেররা যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে পাগল ব'লে মিথ্যা অপবাদ দিতো তার প্রতিবাদ করা ও উত্তর দেয়া। মর্ম হচ্ছে, অহী–লেখকদের হাতে যে কুরআন লেখা হচ্ছে সেই কুরআন নিজেই তাদের এই মিথ্যা অপবাদ খণ্ডনের জন্যে যথেষ্ট।

৩। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) খোদার সৃষ্টির হেদায়াতের জন্যে যে চেষ্টা–সাধনা করে চলেছেন তার উত্তরে তাঁকে যেরূপ যন্ত্রণাদায়ক কথা শুনতে ও সহ্য করতে হচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও তিনি যে নিজ কর্তব্যসম্পন্ন করে চলেছেন সেহেতু তাঁর জন্যে অসীম ও অবিনশ্বর পুরস্কার বর্তমান আছে।

৪। অর্থাৎ কুরআন ছাড়া তাঁর উচ্চমানের নৈতিকতা এবং উন্নত চরিত্রও এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কাফেররা তাঁর উপর পাগল হওয়ার যে অপবাদ দান করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কেননা উন্নত নৈতিকতা–––চারিত্রিক মহত্ব এবং পাগলামি কখনও একত্র সমাবিষ্ট হতে পারে না।

৮। কাজেই তুমি এই অমান্যকারীদের কোনরূপ চাপে পড়িয়া কিছু করিও না।

৯। এই লোকেরাতো চায় যে, তুমি কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে তাহারাও কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে[৫]।
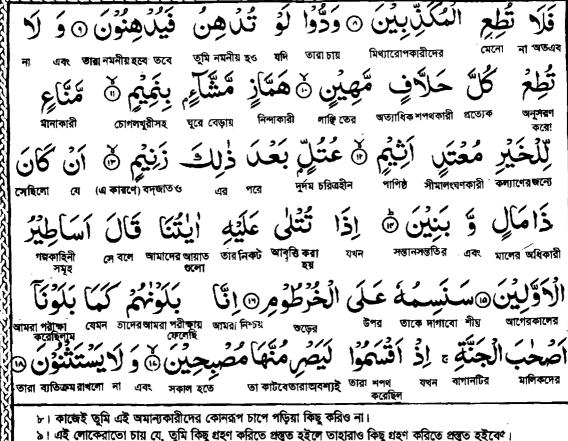
১০। তুমি এমন ব্যক্তির আনুগাত্য–অনুসরণ করিও না যে খুব বেশী কসম করে ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি,

১১। যে লোক গালাগাল করে ও অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করিয়া বেড়ায়,

১২। ভাল কাজের প্রতিবন্ধক, যুল্‌ম ও সীমালংঘনমূলক কাজে লিপ্ত,

১৩। বড়ই অসৎকর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন আর এই সবের সংগে সংগে বদ্‌জাতও–

১৪। এই কারণে যে, সে বিপুল ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততির অধিকারী[৬]।

১৫। আমাদের আয়াতসমূহ যখন তাহাকে শুনানো হয়, তখন সে বলে যে, ইহাতো আগেরকালের লোকদের গল্পপ–কাহিনী মাত্র।

১৬। খুব শীঘ্রই আমরা উহার শুঁড়ের উপর দাগ লাগাইয়া দিব[৭]।

১৭। আমরা ইহাদিগকে (মক্কাবাসীদিগকে) সেইরূপ পরীক্ষায় ফেলিয়াছি যেমন করিয়া একটি বাগানের মালিকগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া দিয়াছিলাম। তাহারা যখন কসম করিয়া বলিল যে, আমরা খুব সকাল বেলা অবশ্য অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল পাড়িব,

১৮। তাহারা এই কথায় কোনরূপ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা রাখিতেছিল না[৮]।

৫। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারে তুমি যদি কিছু শিথিলতা প্রদর্শন কর, তবে এরাও তোমার বিরোধিতায় কিছু মৃদুতা অবলম্বন করবে। অথবা তুমি যদি তাদের পথভ্রষ্টতার প্রতি কিছুটা কোমলতা প্রদর্শন করে নিজের দ্বীনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হও, তবে এরাও তোমার সংগে একটা সন্ধি–মীমাংসা করে নিতে প্রস্তুত।

৬। এই বাক্যাংশের সম্পর্ক উপরের এক পরম্পরায় সংগে হ'তে পারে এবং পরবর্তী বাক্যের সংগেও হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এর মর্ম হবেঃ এরূপ মানুষের দাপট তার ধন–জন ও সন্তান–সন্ততির বহুলত্বের কারণে মেনে নিও না। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে—অনেক সন্তান–সন্ততি ও সম্পদ থাকার কারণে সে অহংকারে স্ফীত হয়ে গিয়েছে, আমার আয়াতসমূহ যখন তাকে শোনালো হয়, সে বলে,–''এ পূর্বকালের অলীক গল্প–কথা।'

৭। যেহেতু সে নিজেকে বড় নাকওয়ালা (খুব উঁচু দরের লোক) মনে করতো সেজন্য তার নাককে "শুঁড়" বলা হয়েছে। আর নাকের উপর দাগ লাগানোর অর্থ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা অর্থাৎ আমি ইহকালে ও পরকালে তাকে এরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো যে, এই হীনতা থেকে সে চিরদিনের জন্যে কখনোও নিষ্কৃতি পাবে না।

৮। অর্থাৎ তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও নিজেদের আধিপত্যের উপর এতটা ভরসা ছিল যে, তারা কুণ্ঠাহীনভাবে শপথ করে বলে ছিল যে, "আমরা কাল অবশ্যই নিজেদের বাগানে ফল তুলবো।" "যদি আল্লাহ চান তবে আমরা এ কাজ করবো"—এ কথা বলার কোন আবশ্যকতা তারা বোধ করলো না।
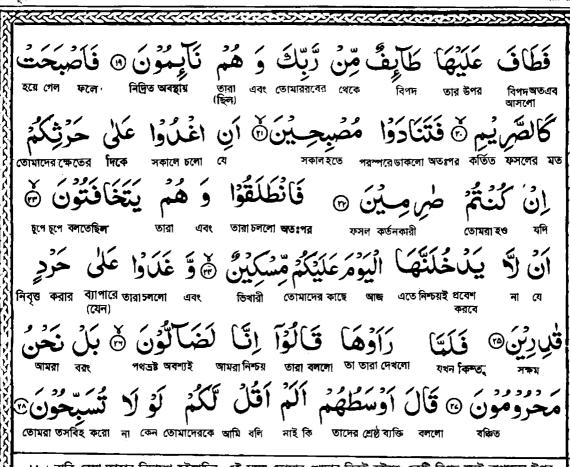
১৯। রাত্রি বেলা তাহার নিদ্রামগ্ন হইয়াছিল, এই সময় তোমার খোদার নিকট হইতে একটি বিপদ সেই বাগানের উপর আপতিত হইল,

২০। এবং উহার অবস্থা যেন কর্তিত ফসলের মত হইয়া গেল।

২১। সকাল বেলা তাহারা একজন অপর জনকে ডাকিল

২২। যে, ফল পাড়িতে হইলে খুব সকাল সকালই নিজেদের ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হইয়া চল।

২৩। অতঃপর তাহারা রওয়ানা হইল। তাহারা পরস্পরে চুপে চুপে বলিয়া যাইতেছিল

২৪। যে, আজ যেন কোন ভিখারী বাগানে তোমাদের নিকট আসিতে না পারে।

২৫। তাহারা কাহাকেও কিছু না দেওয়ার ফয়সালা করিয়া খুব ভোরে ভোরে ও তাড়াতাড়ি করিয়া তথায় এমনভাবে উপস্থিত হইল, যেন তাহারা (ফল পাড়ার ব্যাপারে) খুব সক্ষম।

২৬। কিন্তু বাগানটি যখন তাহারা দেখিল, তখন বলিতে লাগিলঃ আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলিয়া গিয়াছি।

২৭। না, বরং আমরা বঞ্চিতই রহিয়া গিয়াছি।

২৮। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খুব উত্তম ছিল সে বলিলঃ আমি কি তোমাদের বলি নাই যে, তোমরা তসবীহ্ কর না কেন১?

১। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে স্মরণ করতো না কেন? এ কথা তারা কেন ভুলেছিল যে, পাক পরওয়ারদিগার উপরে মওজুদ আছেন?

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى

তারা বললো | পবিত্র | আমাদের রব | নিশ্চিত | আমরা ছিলাম | যালেম | অতএব | তারা মুখোমুখি হলো | তাদের একে | প্রতি

بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

অপরের | তিরস্কার করতে লাগলো | তারা বললো | আমাদের আফসোস | আমরা নিশ্চয় | ছিলাম | সীমালংঘণকারী

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا

সম্ভবত | আমাদের রব | বদলে দেবেন | আমাদের | উত্তম | তা হতেও | আমরা নিশ্চিত | দিকে | আমাদের রবের

رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ

অভিমুখী হলাম | এমনই | আযাব | এবং | আযাব অবশ্যই | আখিরাতের | অনেক বড়

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ

যদি | তারা জানত | নিশ্চয় | পরহেজগারদের জন্যে | কাছে রয়েছে | তাদের রবের | জান্নাতসমূহ

النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ

নিয়ামত ভরা | অতএব কি বানাব আমরা | আত্মসমর্পন কারীদেরকে | যেমন | অপরাধীদের | কি হয়েছে তোমাদের

كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

কেমন | বিচার কর | তোমরা

২৯। তাহারা উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলঃ 'মহান-পবিত্র আমাদের খোদা। আমরা বাস্তবিকই বড় গুনাহ্‌গার ছিলাম'।

৩০। পরে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

৩১। শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিলঃ আমাদের অবস্থার জন্য বড়ই আফ্‌সোস! আমরা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী হইয়া গিয়াছিলাম।

৩২। অসম্ভব নয় যে, আমাদের খোদা আমাদিগকে ইহা হইতেও উত্তম বাগান দান করিবেন। আমরা আমাদের খোদার দিকে ফিরিয়া যাইতেছি।'

৩৩। এমনিই হইয়া থাকে আযাব! আর পরকালের আযাব তো ইহাপেক্ষাও অনেক বড়। কতই না ভাল হইত, যদি এই লোকেরা জানিত!

৩৪। খোদাভীরু লোকদের জন্য তাহাদের খোদার নিকট নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ রহিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই১০।

৩৫। আমরা কি অনুগত লোকদের অবস্থা অপরাধী লোকদের মত করিব?

৩৬। তোমাদের কি হইয়াছে, কি রকমের কথা-বার্তা তোমরা বলিতেছ?

১০। মক্কার বড় বড় সরদাররা মুসলমানদেরকে বলতো— 'দুনিয়াতে আমরা এই যে সব নি'আমত পাচ্ছি, আমরা যে আল্লাহর প্রিয় এগুলো তারই নিদর্শন এবং তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা এই কথারই প্রমাণ যে, তোমরা অপ্রিয় ও ক্রোধ-ভাজন। সুতরাং তোমাদের কথামত যদি কোন পরকালের অস্তিত্ব থাকেই বা, তবে আমরা সেখানেও মজা লুটবো আর তোমরাই পাবে শাস্তি, আমরা নয়।' এই আয়াতে তাদের এ কথার উত্তর দেয়া হয়েছে।

أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا

অথবা তোমাদের জন্যে কিতাব(আছে) তার মধ্যে তোমরা পড় নিশ্চয় তোমাদের জন্য তার মধ্যে যা

تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ

তোমরা পছন্দ কর অথবা তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রতিশ্রুতি আমাদের উপর বলবৎ পর্যন্ত দিন কিয়ামতের

إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ

নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছ তাদের জিজ্ঞেস কর তাদের মধ্যে কে এই ক্ষেত্রে যিম্মাদার অথবা

لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ

তাদের জন্যে আছে অংশীদার অতএব তারা উপস্থিত করুক তাদের শরীকদের যদি হয় তারা সত্যবাদী সেদিন

يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

উন্মোচিত হবে থেকে পিন্ডলী এবং তাদের ডাকা হবে দিকে সিজদাসমূহের তখন না তারা পারবে

خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى

অবনত হবে তাদের দৃষ্টিগুলো তাদের আচ্ছাদিত করবে অপমান এবং নিশ্চয় তাদের ডাকা হতো দিকে

ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

সিজদাসমূহের অথচ তারা নিরাপদ ছিল

৩৭। তোমাদের নিকট কি এমন কোন কিতাব[১১] আছে, যাহাতে তোমরা পড় যে,

৩৮। তোমাদের জন্য অবশ্যই সেখানে সেই সব কিছুই রহিয়াছে যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর?

৩৯। অথবা তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এমন কিছু ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি আমাদের উপর অবশ্য পালনীয় হইয়া আছে যে, তোমরা যাহা বলিতেছ তোমাদিগকে সেই সব কিছুই দেওয়া হইবে?

৪০। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের মধ্যে কে ইহার জন্য দায়িত্বশীল?

৪১। কিংবা ইহাদের স্বনিয়োজিত কিছু অংশীদার আছে (যাহারা ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে)? তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সেই শরীকদিগকে লইয়া আসুক, যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে।

৪২। যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হইবে এবং লোকদিগকে সিজ্‌দা করিবার জন্য ডাকা হইবে, তখন ইহারা সিজ্‌দা করিতে পারিবে না।

৪৩। তাহাদের দৃষ্টি নীচু হইবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাহাদের উপর চাপিয়া বসিবে। ইহারা যখন সুস্থ নিরাপদ ছিল, তখন তাহাদিগকে সিজ্‌দার জন্য ডাকা হইতেছিল (কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিতেছিল)।

১১। অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার পাঠানো কিতাব।

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم

আমাকে ছেড়ে অতএব দাও — এবং — যে — মিথ্যারোপ করে — উপর — এই — কথার — নিয়ে শীঘ্রই যাব আমরা — তাদের ক্রমে ক্রমে

مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

থেকে — যেখান — না — তারা জানতেও পারবে — এবং — আমি অবকাশ দিচ্ছি — তাদের জন্যে — নিশ্চয় — আমার কৌশল — বলিষ্ঠ

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ

কি — তুমি চাচ্ছ তাদের কাছে — কোন পারিশ্রমিক — তারা অতএব — থেকে — জরিমানা — বোঝাগ্রস্ত — কি — তাদের কাছে আছে

الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن

গায়েবের(জ্ঞান) — তারা যা — লিখে রাখে — অতএব সবর কর — ফয়সালার জন্যে — তোমার রবের — এবং — না — হয়ো

كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَّوْلَا

মত ওয়ালার — মাছ — যখন — সে ডেকেছিল — এবং — সে — বিষন্ন ছিল — যদি — না

أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

পেতো — তাকে — অনুগ্রহ — তার রবের — নিক্ষিপ্ত অবশ্যই হতো — উন্মুক্ত প্রান্তরে — এবং — সে — নিন্দিত (হতো)

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

অতঃপর তাকে মনোনীত করলেন — তার রব — তাই তাকে করলেন — অন্তর্ভূক্ত — নেক বান্দাদের

৪৪। অতএব হে নবী! এই কালাম অমান্যকারীদের সমস্ত ব্যাপারটি আমার উপর ছাড়িয়া দাও। আমরা তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমাগত পন্থায় ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইব যে, তাহারা জানিতেও পারিবে না।

৪৫। আমি ইহাদের রশি লম্বা করিয়া দিতেছি! আমার কৌশল অত্যন্ত দৃঢ় ও অমোঘ।

৪৬। তুমি কি ইহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকের দাবী করিতেছ যে, ইহারা এই ঋণের বোঝার তলে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে?

৪৭। ইহাদের নিকট কি গায়বের কোন জ্ঞান আছে, যাহা তাহারা লিখিয়া লইতেছে?

৪৮। অতএব তোমরা খোদার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক এবং মাছওয়ালা (ইউনুস আঃ)-এর মত হইও না[১২]। স্মরণ কর, সে যখন ডাক দিয়াছিল চিন্তায়–দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায়।

৪৯। তাহার খোদার অনুগ্রহ তাহার প্রতি বর্ষিত না হইলে সে পরিত্যক্ত–প্রত্যাহৃত অবস্থায় ধূ-ধূ বালুকাময় প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত।

৫০। শেষ পর্যন্ত তাহার খোদা তাহাকে সাদরে মনোনীত করিয়া লইলেন এবং তাহাকে নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করিয়া লইলেন।

১২। অর্থাৎ ইউনুস (আঃ)-এর মত কাজে অধৈর্য হয়ো না, নিজের অধৈর্যের কারণে তাকে মাছের পেটের মধ্যে যেতে হয়েছিল।

وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

এবং — যেন — মনে হয় — যারা — অস্বীকার করেছে — তোমাকে পদস্খলন অবশ্যই করাবে — তাদের দৃষ্টিগুলো দিয়ে

لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَ مَا

যখন — তারা শুনে — উপদেশ (কুরআন) — এবং — তারা বলে — সে নিশ্চয় — পাগল অবশ্যই — এবং — নয়

هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ ﴿٥٢﴾

তা — ছাড়া — উপদেশ — জন্যে — সারা বিশ্বের

৫১। এই কাফের লোকেরা যখন উপদেশের কালাম (কুরআন) শ্রবণ করে, তখন তাহারা তোমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখে, যেন মনে হয়, তাহারা তোমার মূলোৎপাটন করিয়া ছাড়িবে। আর বলে যে, লোকটি নিশ্চয়ই পাগল!

৫২। অথচ ইহাতো সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি মহান উপদেশ মাত্র।

সূরা আল্‌–হাক্কাহ্‌

নামকরণ

এ সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এও মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি সূরা। এতে আলোচিত বিষয়াদি হতে জানা যায় যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন যখন রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা মক্কায় শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু তখন পর্যন্ত তা খুব বেশী তীব্র হয়ে ওঠেনি। মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি বলেনঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি একদা রসূলে করীম (সঃ)কে জ্বালা–যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর হতে বের হলাম। কিন্তু আমার পৌছবার পূর্বেই তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছিলেন। আমি পৌছে দেখলাম, তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে সূরা আল্‌–হাক্কাহ্‌ পাঠ করছেন। আমি তখন তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে গেলাম ও শুনতে লাগলাম; কুরআনের কালামের মহিমা বুঝতে পেরে আমি বিস্মিত–স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সহসাই আমার মনে জেগে উঠলোঃ লোকটি সম্ভবত কবি! কুরাইশরা তো তাই বলে! সংগে সংগে শুনতে পেলাম, রসূলে করীমের (সঃ) কণ্ঠে উচ্চারিত বাণীঃ 'এ এক মহাসম্মানিত কথা, কোন ব্যক্তির বাক্য নয়'। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'কবি না হবেন তো গণকদার অবশ্যই হবেন'। আর তখনই তাঁর মুখে উচ্চারিত হলোঃ 'এ কোন গণকদারের কথাও নয়। তোমরা চিন্তা–বিবেচনা খুব কমই করে থাক। এ তো রব্বুল 'আলামীনের নিকট হতে অবতীর্ণ'। এ কথা শুনার ফলে ইসলাম আমার মনে–মগজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হযরত ওমরের (রাঃ) এ কথা হতে জানতে পারা যায়, এ সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহনের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। কেননা এ ঘটনার পরও বহুদিন পর্যন্ত তিনি ঈমান গ্রহণ করেননি। এ দিনগুলোতে সংঘটিত নানা ঘটনা তাঁকে ক্রমশ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। শেষ পর্যন্ত তাঁর বোনের ঘরে তাঁর মন–মগজ–হৃদয়ের উপর প্রচন্ড আঘাত পড়ে। এ আঘাতই তাঁকে ঈমানের মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে সূরা মরিয়াম–এর ভূমিকা ও সূরা আল–ওয়াকে'আ–এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহে পরকাল সম্পর্কিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে আলোচিত হয়েছে কুরআনের খোদার নিকট হতে অবতীর্ন হওয়া ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সত্য নবী হওয়ার কথা।

প্রথম রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছেঃ কিয়ামত ও পরকাল সংঘটিত হওয়া এটা অনস্বীকার্য সত্য। এটা অমোঘ, অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য: এটা সংঘটিত হবেই। পরে ৪–১২ আয়াতে বলা হয়েছে, অতীতে যেসব জাতি পরকালকে অস্বীকার করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত খোদার আযাব পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। আযাব হতে তারা নিষ্কৃতি পায়নি। এরপর ১৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের বাস্তব চিত্র অংকিত হয়েছে এবং কিভাবে সংঘটিত হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। ১৮–৩৭ পর্যন্তকার আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে সেই আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা যার জন্যে আল্লাহতা'আলা দুনিয়ার বর্তমান জীবনের পর মানব জাতির জন্য আর একটা জীবন সুনির্দিষ্ট ও অনিবার্য করে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর আদালতের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে। আল্লাহর নিকট নিজ নিজ কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে-এ বিশ্বাস মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে পোষণ করে যারা এই দুনিয়ায় জীবন-যাপন করেছে, আর যারা দুনিয়ার জীবনে নেক আমল করে পরকালীন কল্যাণের অগ্রিম ব্যবস্থা করে নিয়েছে, তারা নিজ নিজ হিসাব পরিষ্কার দেখতে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তারা জান্নাতের চিরন্তন ও শাশ্বত সুখ ও শান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক খোদার হক্ক আদায় করেনি,

বান্দাহদের হক্কও আদায় করেনি, তাদেরকে খোদার পাকড়াও হতে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ কোথাও নেই। শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এ কুরআনকে তোমরা কবি বা গণকের কালাম বলে মনে কর; অথচ এ আল্লাহর নাযিল করা কিতাব। এ এক মহান রসূলের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। রসূল নিজে এ কালামে নিজের পক্ষ হতে একটা শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারেন না। তা করার কোন অধিকারই তাঁর নেই। তিনি যদি এতে নিজের মনগড়া কোন জিনিস শামিল করে দেন, তাহলে আমরা তাঁর গলার শিরা (বা দিলের শিরা) কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিব। এ এক দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ মহাসত্যবাণী। একে যারা অবিশ্বাস-অমান্য করবে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এ জন্যে চরমভাবে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হতে হবে।
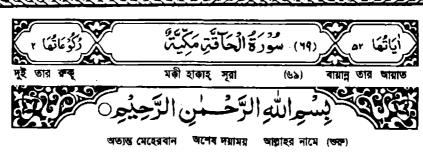
বায়ান্ন তার আয়াত (৬৯) মক্কী হাক্কাহ্ সূরা দুই তার রুকূ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু)

اَلْحَآقَّةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْحَآقَّةُ ۚ﴿۲﴾ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ؕ﴿۳﴾ كَذَّبَتْ

সুনিশ্চিত ঘটনা কি সেই সুনিশ্চিত ঘটনা এবং কি জান তুমি কি সেই সুনিশ্চিত ঘটনা মিথ্যারোপ করেছিল

ثَمُوْدُ وَ عَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿۴﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿۵﴾

সামূদ এবং আদ মহাপ্রলয়কে আর সামূদ অতঃপর ধ্বংস করা হয়েছে তীব্রঝন্‌ঝাবায়ু দিয়ে

وَ اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ﴿۶﴾

আর আদ অতঃপর ধ্বংস করা হয়েছে বায়ু দিয়ে ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড

সূরা আল–হাক্কাহ্
(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৫২, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে—

১। অনিবার্য সংঘটিতব্য[১]

২। কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য?

৩। আর তুমি কি জান, সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য কী?

৪। সামূদ ও আদ সে আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহা বিপদকে[২] অবিশ্বাস করিয়াছে।

৫। ফলে সামূদ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৬। আর 'আদকে ধ্বংস করা হইয়াছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবাত্যার আঘাতে।

১। মূলে 'আল-হাক্কা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে, এমন ঘটনা যা অবশ্য অবশ্য সংঘটিত হবেই। অর্থাৎ তোমরা যত পারো অস্বীকার কর কিন্তু এ ঘটনাতো এতই নিশ্চিত যেন তা ঘটেই আছে বলা যেতে পারে।

২। কিয়ামতকে অবশ্যই সংঘটিতব্য বলার পর এর ভয়াবহ বিভীষিকাকে বুঝানোর জন্যে এই দ্বিতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
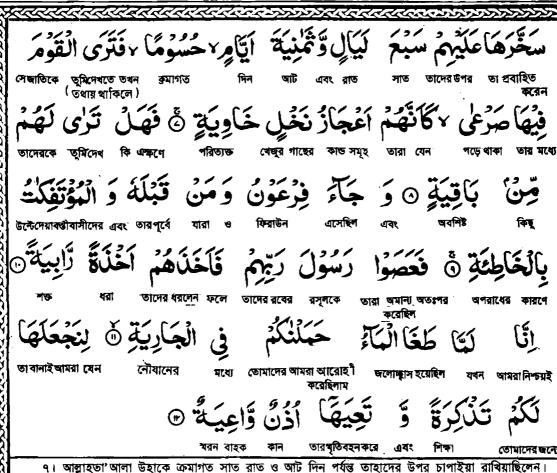
৭। আল্লাহতা'আলা উহাকে ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাহাদের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছিলেন। (তুমি তথায় থাকিলে) দেখিতে পাইতে যে, তাহারা সেখানে এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কান্ডসমূহ পড়িয়া থাকে।

৮। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কেহ রক্ষা পাইয়া অবশিষ্ট আছে বলিয়া তোমরা কি দেখিতে পাও?

৯। ফিরাউন, তাহার পূর্বগামী লোকেরা এবং উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকা জন–বসতিসমূহ[৩] এই বিরাট মারাত্মক ভুল ও অপরাধই করিয়াছিল।

১০। এই লোকেরা নিজেদের খোদার প্রেরিত রসূলের কথা মানে নাই। ফলে তিনি তাহাদিগকে কঠোর–কঠিনভাবে পাকড়াও করিলেন।

১১। পানির উচ্ছসিত স্রোত যখন সীমালংঘন করিয়া গেল[৪] তখন আমরা তোমাদিগকে নৌকায় আরোহী বানাইয়া দিয়াছিলাম।[৫]

১২। যেন এই ঘটনাটিকে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানাইয়া দিই এবং স্মরণবাহক কান উহার স্মৃতিকে সংরক্ষিত করিয়া রাখে।

৩। অর্থাৎ লূত (আঃ)–এর কওমের বসতি যাকে উপুড় করে দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

৪। এখানে নূহ (আঃ)–এর সময়কার তূফানের কথা ইংগিত করা হয়েছে।

৫। নূহের (আঃ) জাহাজের আরোহী যারা ছিলেন তাঁরা আজ হতে কয়েক হাজার বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে গত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী সমগ্র মানব বংশই তাঁদের বংশধর ও অধঃস্তন পুরুষ যারা সে সময়ে তূফান থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, এ জন্যে বলা হয়েছে–"আমরা তোমাদিগকে নৌকায় আরোহী বানাইয়া দিয়াছিলাম।"
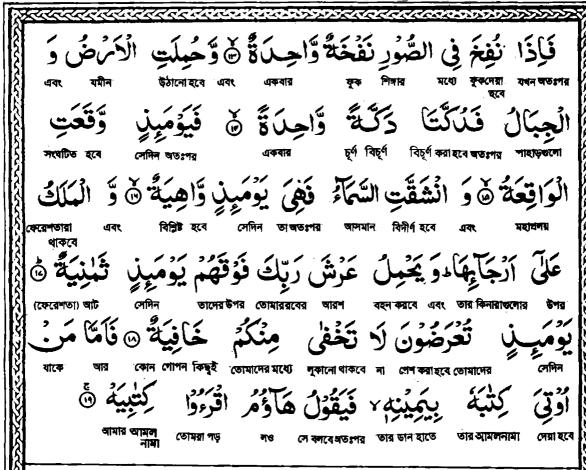
১৩। পরে একবার যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হইবে,

১৪। এবং ভূতল ও পর্বতরাশিকে উপরে তুলিয়া একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে

১৫। সেই দিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হইবে।

১৬। সেই দিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হইবে এবং উহার বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িবে।

১৭। ফেরেশতাগণ তাহার আশে পাশে উপস্থিত থাকিবে। আর আটজন ফেরেশতা সেই দিন তোমার খোদার আরশ নিজেদের উপরে বহন করিতে থাকিবে।৬

১৮। এই দিনটিতেই তোমাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে; তোমাদের কোন তত্ত্বই লুকাইয়া থাকিবে না।

১৯। সেই সময় যাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবেঃ 'দেখ দেখ, পড় আমার আমলনামা।

৬। এ আয়াতটি 'মুতাশাবিহাত' -এর অন্তর্গত। এর অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন, কেননা প্রকৃতপক্ষে আরশ কি বস্তু তা আমরা জানতে পারি না এবং কিয়ামতের দিন ৮ জন ফেরেশতার তা বহন করার বাস্তব রূপটি কি তাও আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক, এ কথা ধারণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহতা'আলা আরশের উপর অধিষ্ঠিত থাকবেন ও ৮ জন ফেরেশতা আরশসহ তাঁকে তুলে বহন করবেন। আয়াতে এ কথা বলাও হয়নি যে, আল্লাহতা'আলা সে সময় আরশের উপর আসীন থাকবেন। কুরআন মজীদে স্রষ্টার সত্তার যে ধারণা আমাদের দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী এ ধারণা পোষণ করা যেতে পারে না যে তিনি-দেহ, দিক ও স্থান থেকে নির্মুক্ত সত্তা-কোন স্থানে আসীন হবেন এবং কোন সৃষ্ট তাঁকে তুলে বহন করবে। সুতরাং তন্ন তন্ন করে এর অর্থ নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা নিজেকে নিজে পথভ্রষ্টতার বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করারই শামিল।

২০। আমি মনে করিতেছিলাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাইবে[৭]।

২১। ফলে তাহারা বাঞ্ছিত সুখ সম্ভোগে লিপ্ত থাকিবে,

২২। উচ্চতম স্থানের জান্নাতে,

২৩।যাহার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলিয়া থাকিবে।

২৪। (এই লোকদিগকে বলা হইবে) স্বাদ লইয়া খাও, পান কর-তোমাদের সেই সব আমলের বিনিময়ে যাহা তোমরা অতীত দিনসমূহে করিয়াছ।

২৫। আর যাহার আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবেঃ 'হায়, আমার আমলনামা আমাকে যদি না-ই দেওয়া হইত।

২৬। আর আমার হিসাব কি তাহা যদি আমি না-ই জানিতাম![৮]

২৭। হায়, আমার (দুনিয়ায় হওয়া) মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হইত!

৭। অর্থাৎ নিজের সৌভাগ্যের কারণ স্বরূপ সে এ কথা বলবে যে, দুনিয়াতে সে পরকাল সম্পর্কে উদাসীন ছিল না, বরং সে এটা বুঝে জীবন-যাপন করতো যে, এক দিন তাকে খোদার সামনে হাযির হয়ে নিজের হিসাব দান করতে হবে।

৮। এ আয়াতের দ্বিতীয় প্রকার মর্ম এও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশ দেয়া কি, তা আমি আগে কখনও জানতাম না। একদিন যে আমাকে নিজের হিসাব দিতে হবে এবং আমার সমস্ত কৃতকর্ম আমার সামনে উপস্থাপিত করা হবে এ কথা কখনও আমার কল্পনায়ও আসেনি।

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ۞ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۞ خُذُوْهُ

না কাজে আসল আমার জন্যে আমার ধনমাল বরবাদ হয়েছে আমার থেকে আমার ক্ষমতা (বলা হবে) তাকে ধর

فَغُلُّوْهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۞ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

তাকে বেড়ি পরাও অতঃপর এরপর দোজখে তাকে নিক্ষেপ করব অতঃপর মধ্যে শিকল তার দীর্ঘতা

سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۞ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

সত্তর হাত তাকে বেঁধে ফেল অতঃপর সে নিশ্চয় না বিশ্বাস করতো আল্লাহর উপর

الْعَظِيْمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ فَلَيْسَ

মহান এবং না উৎসাহ দিত উপর খাওয়ানোর মিসকীনকে নাই অতএব

لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۞ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۞

তার জন্যে আজ এখানে কোন বন্ধু এবং না খাবার ব্যতীত ক্ষতনিঃসৃত রস

لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۞

না তা খায় (আর কেউ) ছাড়া অপরাধীরা

২৮। আজ আমার ধন-মাল আমার কোন কাজে আসিল না।

২৯। আমার সব ক্ষমতা, আধিপত্য-প্রভুত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে[৯]।

৩০। (তখন নির্দেশ দেওয়া হইবে) ধর লোকটিকে, উহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দাও,

৩১। অতঃপর উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

৩২। আর ইহার পর উহাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকলে বাঁধিয়া দাও।

৩৩। সে লোকটি না মহান আল্লাহতা'আলার প্রতি ঈমান আনিয়াছে,

৩৪। আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়াইবার উৎসাহ দান করিত।[১০]

৩৫। এই কারণে আজ এখানে তাহার সহানুভূতিশীল সহমর্মী বন্ধু কেহ নাই;

৩৬। আর না আছে ক্ষত-নিঃসৃত রস ছাড়া তাহার কোন খাদ্য।

৩৭। নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া যাহা আর কেহই খায় না।

৯। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে ক্ষমতা বলে আমি দর্পভরে চলতাম, তা এখানে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে কেউ আমার সৈন্য নয়, কেউ আমার আদেশ মান্যকারী নেই; এখানে আমি একজন ক্ষমতাহীন উপায়হীন দাসরূপে খাড়া আছি,-নিজেকে রক্ষা করতে যার কোন কিছুই করার সামর্থ নেই।

১০। অর্থাৎ কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে নিজে আহার দান করা তো দূরের কথা, কাউকে এ কথা বলাও পছন্দ করতো না যে, 'খোদার ক্ষুধার্ত বান্দাদের কিছু অন্ন দাও।'

৩৮। অতএব নয়[১১], আমি কসম করিতেছি সেই জিনিসগুলির যাহা তোমরা দেখিতে পাও,

৩৯। এবং সেই সব জিনিসেরও যাহা তোমরা দেখিতে পাও না।

৪০। ইহা এক মহা সম্মানিত রসূলের বাণী,

৪১। কোন কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান গ্রহণ কর।

৪২। ইহা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব কমই চিন্তা-বিবেচনা কর।

৪৩। ইহা রব্বুল 'আলামীনের নিকট হইতে নাযিল হইয়াছে।

৪৪। এই (নবী) যদি নিজে রচনা করিয়া কোন কথা আমার নামে চালাইয়া দিয়া থাকিত,

৪৫। তাহা হইলে আমরা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম,

৪৬। এবং তাহার কণ্ঠ-শিরা ছিন্ন করিয়া ফেলিতাম।

১১। অর্থাৎ তোমরা যা বুঝেছ, কথা তা নয়।
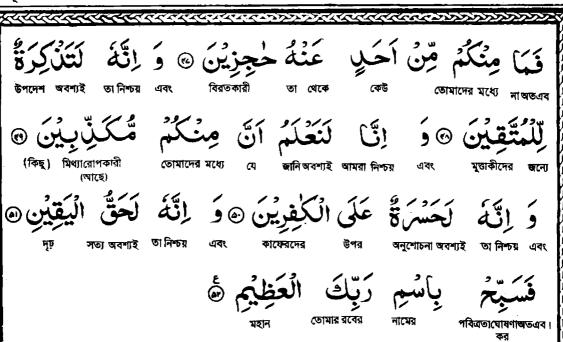
৪৭। তখন তোমাদের কেহই (আমাকে) এই কাজ হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইত না[১২]।

৪৮। মূলত ইহা নীতিবাদী-সদাচারী লোকদের জন্য একটি উপদেশনামা।

৪৯। আর আমরা জানি, তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক অবশ্যই অমান্যকারী হইবে।

৫০। এই ধরনের কাফেরদের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখ ও হতাশার কারণ।

৫১। আর ইহা সম্পূর্ণত দৃঢ় প্রত্যয়মূলক মহাসত্য।

৫২। অতএব হে নবী; তোমার মহামহিম খোদার নামের তসবীহ্ কর।

১২। এখানে কালামের তাৎপর্য হচ্ছে-অহীর মধ্যে কম-বেশী করার অধিকার নবীর নেই। সে যদি এরূপ কিছু করে তবে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দান করবো। কিন্তু এখানে কথার বর্ণনা-ভংগী দ্বারা চোখের সামনে এ চিত্র এঁকে দেয়া হয়েছে যে, সম্রাট নিযুক্ত কোন কর্মচারী যদি সম্রাটের নামে কোনও কারসাজি করে তবে সম্রাট তার হাত পাকড়ে শিরচ্ছেদ করে। কিছু লোক এই আয়াত দ্বারা এ ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করে যে, কোন ব্যক্তি নবূয়্যতের দাবী করলে যদি অতি সত্বর তার হৃদয়-শিরা ও কন্ঠ-শিরা আল্লাহতা'আলা কেটে না ফেলেন তবে এইটাই তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতে সত্য নবী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, নবূয়্যতের মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। মিথ্যা দাবীদার শুধুমাত্র নবূয়্যতেরই নয় খোদায়ীর দাবীও করে থাকে, তবুও পৃথিবীর বুকে তারা দাপটের সংগেই চলা ফেরা করে। সুতরাং এ ব্যাপারটা তাদের দাবীর সত্যতার কোনও প্রমাণ নয়।

সূরা আল্–মা'আরিজ

নামকরণ

সূরার তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত ذى المعارج হতে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্ববর্তী সূরা আল্–হাক্কাহ্ যে অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল এ সূরাটিও প্রায় অনুরূপ অবস্থায়ই নাযিল হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

কাফেররা কিয়ামত, পরকাল এবং জান্নাত ও দোযখ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে বিদ্রূপ করতো এবং রসূলে করীম (সঃ)কে এই বলে চ্যালেঞ্জ করতো যে, তুমি সত্যবাদী হলে এবং তোমাকে অবিশ্বাস–অমান্য করে আমরা জাহান্নামের আযাব পাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে থাকলে সেই কিয়ামতটাই নিয়ে এস, যার কথা বলে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ। এ সূরাটিতে এসব কাফেরদেরকে সাবধান–সতর্ক ও নসীহত করা হয়েছে। এই গোটা সূরাটি কাফেরদের সেই চ্যালেঞ্জের জওয়াবস্বরূপই নাযিল হয়েছে।

সূরার শুরুতে বলা হয়েছেঃ سال سائل بعذاب واقع —'প্রার্থনাকারী আযাব চাহিয়াছে, যাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।' অর্থাৎ আযাবের সম্ভাব্যতা অস্বীকারকারীদের ওপর অবশ্যই আপতিত হবে। আর যখন তা আপতিত হবে তখন তার প্রতিরোধ কেউই করতে পারবে না। তবে তা নির্দিষ্ট সময়েই সংঘটিত হবে। আল্লাহর কাজে দেরী হতে পারে– হয়, কিন্তু অবিচার হয় না কখনই। অতএব এ লোকেরা যে তা নিয়ে ঠাট্টা–মশ্‌করা করছে, সে জন্যে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। এ লোকেরা তো মনে করে, তা অনেক দূরে রয়েছে; কিন্তু আমরা তো দেখছি, তা অতি নিকটে অবস্থিত।

এর পর বলা হয়েছে, যে কিয়ামতকে অবিলম্বে সংঘটিত করবার জন্যে এ লোকেরা নিতান্ত হাসি–তামাশা স্বরূপ দাবী জানাচ্ছে তা যখন বাস্তবিকই সংঘটিত হবে তখন এই পাপী–অপরাধী লোকদের কি চরম দুর্দশা ও মর্মান্তিক পরিণতি হবে তাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। তখন তো এরা সেই মর্মান্তিক পরিণতি হতে নিজেদেরকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে নিজেদের স্ত্রী–পুত্র–পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের পর্যন্ত 'বিনিময়' স্বরূপ দিয়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারবে না।

এর পর লোকদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, সেদিন মানুষের ভাগ্যের ফয়সালা করা হবে সেই লোকদের আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিকতা ও কাজ–কর্মের ভিত্তিতে। যেসব লোক এই দুনিয়ায় প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করতে অনীহা দেখিয়েছে, আর ধন–মাল গুটিয়ে একত্র করে রেখেছে ও সাপের ডিমে 'তা' দেয়ার মত তার সংরক্ষণ করেছে, তারা জাহান্নামী হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যারা এখানে খোদার আযাবে[illegible]য় রেখেছে, পরকালকে বিশ্বাস করেছে, নামায রীতিমত আদায় করেছে, স্বীয় ধন–মাল হতে অভাবী লোকদের অংশ ও হক্ দিয়েছে, সর্বপ্রকার পাপ–পংকিল কাজ হতে নিজের চরিত্রকে পবিত্র রেখেছে, আমানতের খেয়ানত করেনি, বিশ্বাস ভংগ করে[illegible] ওয়াদা–প্রতিশ্রুতি যাথাযথভাবে রক্ষা করেছে, সাক্ষ্যদানে পরম সত্য ও সততার ওপর অবিচল হয়ে রয়েছে, তারা জান্নাতে সম্মানজনক স্থান লাভ করবে।

যেসব কাফের রসূলে করীম (সঃ)কে দেখে তাঁকে হাসি–মশ্‌করা করবার ও উপহাস বা বিদ্রূপ করবার জন্য চারদিক হতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, সূরার শেষ ভাগে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমরা যদি দ্বীন

ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নবুয়্যত-রেসালাত) মেনে নিতে প্রস্তুত নাই হও তাহলে আল্লাহতা' আলা তোমাদের স্থানে অন্য লোকদের নিয়ে আসবেন। আর স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ)কে বুঝানো হয়েছে এই বলে যে, এ লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপকে আপনি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেবেন না, তার পরোয়া করবেন না। এ লোকেরা কিয়ামতের দিনে সংঘটিতব্য অপমান-লাঞ্ছনা ভোগ করবার জন্যে যদি আসামীই হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। এদেরকে তাদের পছন্দমত অর্থহীন কাজ-কর্মে মশগুল হয়ে থাকতে দিন; এর ফলে তাদের যে দুঃখময় পরিণতি অনিবার্য, তা তারা দেখতে পাবে।

দুই তার রুকূ মক্কী মা'আরিজ সূরা (৭০) চুয়াল্লিশ তার আয়াত

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরু)

চাইল প্রার্থনাকারী আযাব অবধারিত কাফিরদের জন্যে নেই তার

دَافِعٌ ۙ﴿٢﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ﴿٣﴾

কোন প্রতিরোধকারী থেকে আল্লাহ মালিক সোপান সমূহের
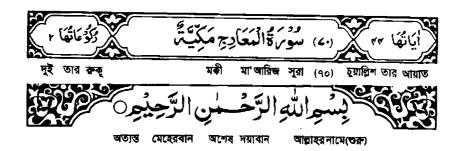
সূরা আল-মা'আরিজ

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৪৪, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে-

১। প্রার্থনাকারী আযাব পাইতে চাহিয়াছে (সেই আযাব) যাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

২। কাফেরদের জন্য, কেহ উহার প্রতিরোধকারী নাই।

৩। সেই খোদার নিকট হইতে যিনি উর্ধগমনের সিঁড়িগুলির মালিক।

৪। ফেরেশতা ও 'রূহ'[১] তাঁহার সমীপে আরোহণ করিয়া[২] পৌছায় এমন একটা দিনে যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর[৩]।
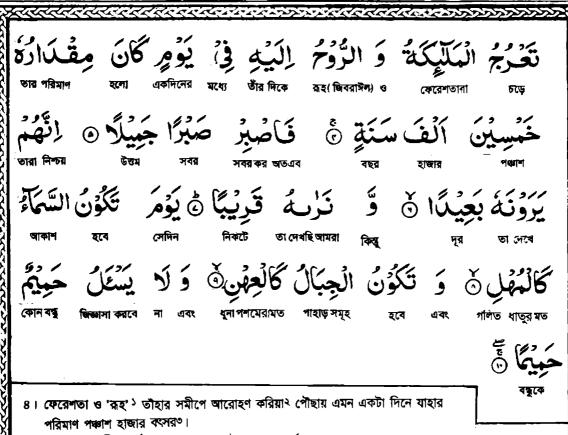
৫। অতএব হে নবী ! ধৈর্য ধারণ কর, সুন্দর সৌজন্যমূলক ধৈর্য[৪]।

৬। এই লোকেরা উহাকে দূরবর্তী মনে করে,

৭। আর আমরা উহাকে নিকটে দেখিতে পাইতেছি।

৮। (সেই আযাব হইবে সেই দিন) যে দিন আকাশমন্ডল বিগলিত রৌপ্যের মত হইয়া যাইবে[৫]।

৯। আর পর্বতগুলি রঙ-বেরঙের ধুনা পশমের মত হইয়া যাইবে।

১০। আর কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞাসা করিবে না।

১। 'রূহ' অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ)। তাঁর মহানত্বের কারণে ফেরেশতাগণ থেকে পৃথকভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

২। এ বিষয়টি মোতাশাবেহাতের অন্তর্গত যার অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমরা না ফেরেশতাদের সঠিক স্বরূপ জানি; আর না তাদের আরোহণ করার প্রকৃত রূপটি কি তা বুঝতে পারি, আর না এ কথা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির নাগালের মধ্যে যে, সে সোপান বা কিরূপ যার উপর ফেরেশতারা আরোহণ করে এবং আল্লাহতা'আলা সম্পর্কে এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, তিনি কোন স্থানে অবস্থান করেন, কেননা তাঁর সত্তা —স্থান ও কালের বন্ধন থেকে নির্মুক্ত ও পবিত্র।

৩। সূরা হজ্জের ৪৭ নং আয়াতে ও সূরা সিজদায় ৫নং আয়াতে হাজার বৎসরে ১ দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে আযাবের দাবীর উত্তরে আল্লাহতা'আলার ১ দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বৎসর বলা হয়েছে। এর দ্বারা এই মর্ম বোঝানো হচ্ছে যে, মানুষ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং নিজের চিন্তা ও মননের সীমার সংকীর্ণতার কারণে খোদার ব্যাপারসমূহকে নিজ সময়ের মানদন্ডে পরিমাপ করে এবং ৫০-১০০ বছর কাল তাদের কাছে খুব দীর্ঘ মনে হয়। কিন্তু আল্লাহতা'আলার এক একটি পরিকল্পনা হাজার হাজার বছর ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার বছর কালব্যাপী হয়ে থাকে এবং কালের এই ব্যাপ্তির কথাও নিছক দৃষ্টান্তস্বরূপ।

৪। এরূপ ধৈর্য যা একজন উদার হৃদয় উচ্চমনা ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়।

৫। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বর্ণ পাল্টাবে।

১১। অথচ তাহারা পরস্পর প্রদর্শিত হইবে। অপরাধী লোক চাহিবে, সেই দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজের সন্তান,

১২। স্ত্রী, ভাই,

১৩। তাহাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবারকে,

১৪। এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোককে বিনিময়ে দিয়া দিতে, যেন এই উপায়টি তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে।

১৫। নয়, কক্ষণই নয়। উহাতো হইবে তীব্র, উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা।

১৬। উহা চর্ম-মাংস লেহন করিয়া লইবে,

১৭। উচ্চস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া নিজের দিকে আহ্বান করিবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে,

১৮। এবং ধন-মাল সঞ্চয় করিয়াছে ও সেঁক দিয়া রাখিয়াছে।

১৯। মানুষ খুবই সংকীর্ণমনা (ছোট আত্মার) সৃষ্ট হইয়াছে৬।

২০। তাহার উপর যখন বিপদ আসে, তখন ঘাবড়াইয়া উঠে

২১। এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য-স্বচ্ছলতা হাতে আসে তখন সে কার্পণ্য করিতে শুরু করে।

২২। কিন্তু সেই সব লোক (এই জন্মগত দুর্বলতা হইতে মুক্ত) যাহারা নামাযী;

৬। যে কথাকে আমরা নিজেদের ভাষায় এরূপ বলে থাকি, -"এ কথা মানুষের স্বভাবগত" বা "এটা মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতা"। এই জিনিসকেই আল্লাহতা'আলা এরূপভাবে বর্ণনা করছেন যে- "মানুষকে এরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে।"

২৩। যাহারা নিজেদের নামায রীতিমত আদায় করে;

২৪–২৫। যাহাদের ধন–মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রহিয়াছে;

২৬। যাহারা বিচার দিনকে সত্য মানে;

২৭। যাহারা তাহাদের খোদার আযাবকে ভয় করে–

২৮। কেননা তাহাদের খোদার আযাব এমন নয়, যাহার ভয় না করা কাহারও পক্ষে সম্ভব;

২৯। যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে–

৩০। –নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বীয় মালিকানাধীন মেয়েলোক ছাড়া যাহাদের হইতে সংরক্ষিত না রাখায় তাহাদের প্রতি কোন তিরস্কার ভর্ৎসনা নাই।

৩১। তবে ইহা ছাড়াও যাহারা আরও চাহিবে তাহারাই সীমালংঘনকারী লোক।

৩২। যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজেদের ওয়াদা–প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালন করে,

৩৩। যাহারা সাক্ষ্যদান ব্যাপারে পরম সততার উপর অবিচল হইয়া থাকে,

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ

এবং যারা তারাই তাদের নামাযের সংরক্ষণ করে ঐসব লোক মধ্যে হবে জান্নাতসমূহের

مُّكْرَمُوْنَ ۞ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۞ عَنِ

সম্মানিত অতএব কি হয়েছে যারা (তাদের) কুফরী করেছে তোমার সামনে দৌড়ে আসছে থেকে

الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۞ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ

ডান দিক ও থেকে বাম দিক দলে দলে লোভকরে কি প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের মধ্যে যে

يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۞ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۞ فَلَآ

প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে নিয়ামতের কখনওনয় আমরা নিশ্চয় তাদের আমরা সৃষ্টি করছি যা (তা) থেকে তারা জানে না অতএব

اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَ الْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۞

কসম আমি করছি রবের উদয়াচল সমূহের ও অস্তাচল সমূহের আমরা নিশ্চয় সক্ষম অবশ্যই

৩৪। আর যাহারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে–

৩৫। এই লোকেরা সম্মান সহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করিবে।

রুকূ' ঃ ২

৩৬–৩৭। অতএব হে নবী ! কি ব্যাপার হইয়াছে, এই কাফের লোকেরা ডান দিক ও বাম দিক হইতে দলে দলে তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে কেন[৭]?

৩৮। তাহাদের প্রত্যেকেই কি এই লোভ পোষণ করে যে, তাহাকে নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিয়া দেওয়া হইবে?

৩৯। কক্ষণই নয়। আমরা যে জিনিস দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা তাহারা নিজেরাই জানে।

৪০। অতএব নয়, আমি শপথ করিতেছি, উদয়–স্থলসমূহ ও অস্তস্থলসমূহের মালিক[৮] খোদার! আমরা তাহাদের হইতে উত্তম লোক লইয়া আসিতে পারি।

৭। এখানে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা নবীর (সঃ) দাওয়াত, তবলীগ ও কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে ঠাট্টা–তামাশা ও বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়ার জন্যে চারদিক থেকে দৌড়ে আসতো।

৮। 'উদয়স্থলসমূহ ও অস্তস্থলসমূহ' শব্দ (বহুবচনে) ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, বৎসরের মধ্যে সূর্য প্রতিদিন এক নতুন কোণে উদয় হয় ও এক নতুন কোণে অস্ত যায়। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্য পৃথক পৃথক সময়ে ক্রমপর্যায়ে উদিত হতে ও অস্ত যেতে থাকে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে উদয়স্থল ও অস্তস্থল এক নয় বরং বহু।

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾

উপর | বদলাবো আমরা | উত্তম | তাদের চেয়ে | এবং | নাই | আমাদের | অতিক্রমকারী

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَ يَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ

অতএব তাদের ছাড় | ঝগড়াতে থাকুক | এবং | খেলাতামাশা করুক | যতক্ষণ না | সম্মুখীন হয় তারা | তাদের দিনের

الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا

যার | তাদের ওয়াদা করা হয়েছে | যেদিন | তারা বের হবে | থেকে | কবরগুলো | দ্রুতভাবে

كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ

তারা যেন | দিকে | বেদীর | দৌড়াচ্ছে | অবনত | তাদের দৃষ্টিসমূহ | তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করবে

ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

হীনতা | এটা | সেদিন | যার | হয়েছিল | ওয়াদা করা
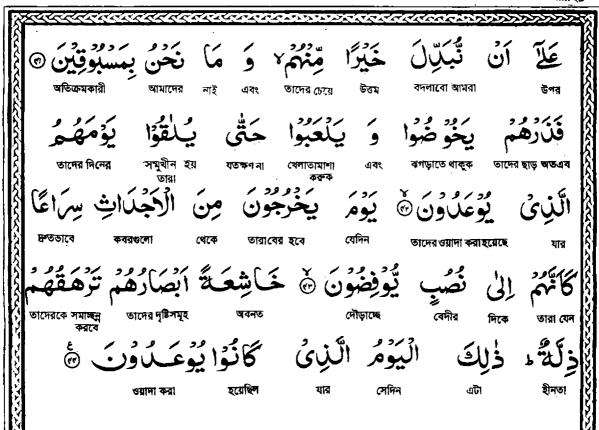
৪১। আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে এমন কেহই নাই।

৪২। কাজেই এই লোকদিগকে তাহাদের অশ্লীল কথা ও খেল-তামাশায় লিপ্ত হইয়া থাকিতে দাও, যতদিন না তাহাদের নিকট করা ওয়াদার দিনটি পর্যন্ত তাহারা পৌঁছিয়া যায়।

৪৩। ইহারা নিজেদের কবর হইতে নির্গত হইয়া এমনভাবে দৌড়াইয়া যাইতে শুরু করিবে, যেন নিজেদের দেবতাদের স্থানসমূহের দিকে দৌড়াইতেছে।

৪৪। তখন তাহাদের দৃষ্টি অবনত হইবে, অপমান-লাঞ্ছনা তাহাদের উপর সমাচ্ছন্ন থাকিবে, এই দিনটিরইতো ওয়াদা তাহাদের সহিত করা হইতেছিল।

সূরা নূহ্

নামকরণ

এ সূরাটির নাম 'নূহ্' । এতে আলোচিত বিষয়াদির শিরোনামও এটাই। কেননা, এতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত হযরত নূহে'র (আঃ) কাহিনীই বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মক্কা শরীফে অবস্থানকালের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এটাও একটা। কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতে জানা যায়, এটা নাযিল হয়েছিল তখন যখন রসূলে করীমের (সঃ) দ্বীনী দাও'আত ও তবলীগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শত্রুতামূলক কর্মতৎপরতা খুবই তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় হযরত নূহের (আঃ) কাহিনী বলা হয়েছে; কিন্তু তা কেবলমাত্র কাহিনী শুনাবার ও গল্প বলবার ছলেই বলা হয়নি, মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান ও সতর্ক করবার উদ্দেশ্যেই এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা তাদেরকে বলতে চেয়েছেন, হযরত নূহের (আঃ) সঙ্গে তাঁর সময়কার জনগোষ্ঠী যে আচরণ ও ব্যবহার করেছিল, আজ তোমরা (যুগ ও শতাব্দীর পরও) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে ঠিক সেই আচরণ ও ব্যবহারই করছো। এক্ষণে তোমরা যদি তোমাদের এই আচরণ হতে বিরত না থাক, তাহলে তোমাদেরকে ঠিক সেই পরিণতিরই সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন হযরত নূহের (আঃ) জনগোষ্ঠী। এ কথাটা গোটা সূরার কোথাও স্পষ্ট ভাষায় বলা না হলেও যে ক্ষেত্র ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মক্কাবাসীদের এ কাহিনী শুনানো হচ্ছে, সে পটভূমিতে এ বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে হযরত নূহ্‌কে (আঃ) রসূলের পদে নিয়োজিত করাকালে যে কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তার কথা।

২-৪ নম্বর আয়াত কটিতে বলা হয়েছে, তিনি কিভাবে স্বীয় দাও'আতী কার্যক্রম শুরু করলেন এবং নিজের জাতি ও জনগোষ্ঠীর সামনে কি কথা পেশ করলেন।

এরপর দীর্ঘ কাল পর্যন্ত দাও'আত ও তবলীগের কঠিন দায়িত্ব পালনে অকথ্য কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার পর হযরত নূহ্ (আঃ) যে কার্যবিবরণী আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সমীপে পেশ করেছিলেন তা ৫-২০ নম্বর আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। তিনি কি কি ভাবে স্বীয় জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে সত্য ও সঠিক পথে আনবার জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং জাতির লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে কিরূপ হঠকারিতার আচরণ করেছে, তা সবই তিনি এ পর্যায়ে নিবেদন করেছেন।

এর পর ২১-২৪ নম্বর আয়াত কটিতে হযরত নূহের (আঃ) সর্বশেষ আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে তিনি তাঁর খোদার নিকট নিবেদন করেছেন এ জাতি আমার দাও'আত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করেছে। তারা নিজেদের নাকে বাঁধা রশি তাদের প্রধান (নেতা)-দের হাতে সঁপে দিয়েছে। আর তারা সর্বত্র এক ব্যাপক বিরাট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে এখন হেদায়াত কবুল করার মৌল যোগ্যতা বা সুযোগটাই তাদের হতে কেড়ে নেয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। হযরত নূহ্ (আঃ) এরূপ কথা ধৈর্যহীনতা বা সহনশীলতার শেষমাত্রা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দরুনই বলেছেন, এমন কথা মনে করা যায় না। শত শত বছর কাল ধরে অত্যন্ত কঠিন প্রতিকূল ধৈর্যের বাঁধ চূর্ণকারী অবস্থার মধ্যে দ্বীনী দাও'আত প্রচারের দায়িত্ব তিলে তিলে পালন করার পর তিনি তাঁর জাতির জনগণের দিক হতে যখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন

ঠিক তখনই তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন যে, এ জাতি, এ জনগোষ্ঠীর হেদায়াত গ্রহণের আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই। বস্তুত তাঁর এ মত স্বয়ং আল্লাহতা'আলার ফয়সালার সঙ্গে পুরামাত্রায় সংগতিপূর্ণই ছিল। ঠিক এ কারণেই এর পরবর্তী ২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, এ জাতির লোকদের ওপর তাদের নিজেদের দুষ্কৃতির দরুনই আল্লাহর আযাব নাযিল হয়ে গিয়েছে।

শেষ আয়াতে হযরত নূহের (আঃ) একটি দো'আ উদ্ধৃত হয়েছে। ঠিক আযাব নাযিল হওয়াকালেই তিনি এ দো'আটি তাঁর খোদার নিকট করেছিলেন। এ দো'আয় একদিকে তিনি নিজের ও সমস্ত ঈমানদার লোকদের জন্যে মাগফিরাত প্রার্থনা করেছেন এবং অপর দিকে তাঁর জাতির কাফের লোকদের সম্পর্কে তিনি আল্লাহর নিকট বলেছেনঃ তাদের একজনকেও পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রেখ না; কেননা, তাদের মধ্যে এখন একবিন্দু কল্যাণও আর অবশিষ্ট নেই, তাদের বংশে যে অধঃস্তন পুরুষই মাথা তুলবে তারা কাফের, ফাসেক ও অত্যাচারী, বর্বর, পাপীষ্ঠ হয়েই উঠবে।

এ সূরাটি অধ্যয়নকালে হযরত নূহের (আঃ) বিস্তারিত ঘটনাবলী কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে যা যা বলা হয়েছে তাও সমানে থাকা আবশ্যক। এ জন্যে সূরা আল অা'রাফ ৫৯-৬৬ নম্বর আয়াত, ইউনুস ৭১, ৭৩, হূদ ২৫-৪৯, আল মু'মিনুন ২৩-৩১, আশ্‌শু'আরা ১০৫-১২২, আল-আনকাবুত ১৪, ১৫, আস-সাফফাত ৭৫-৮২, আল-ক্বামার ৯-১৬ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য।

أَيَاتُهَا ٢٨ (٧١) سُوْرَةُ نُوْحٍ مَّكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আটাশ তার আয়াত (৭১) সূরা নূহ মক্কী দুই তার রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে(শুরু) অশেষ দয়াবান অত্যন্ত মেহেরবান

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ

আমরা নিশ্চয় আমরা পাঠিয়েছি নূহকে প্রতি তার জাতির যে তুমি সতর্ক কর তোমার জাতিকে পূর্বে

أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝١ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ

যে তাদের উপর আসবে আযাব কষ্টদায়ক বলেছিল আমারজাতি হে আমি নিশ্চয় তোমাদের জন্যে সতর্ককারী

مُّبِيْنٌ ۝٢ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَ أَطِيْعُوْنِ ۝٣ يَغْفِرْ لَكُمْ

সুস্পষ্ট যেন তোমরা এবাদত কর আল্লাহর এবং তাঁকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর মাফ করবেন তিনি তোমাদের জন্য

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا

তোমাদের গুনাহ সমূহকে এবং তোমাদের অবকাশ দেবেন পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট নিশ্চয় নির্ধারিত কাল আল্লাহর যখন

جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٤

আসে না বিলম্বিত করা হয় যদি তোমরা হতে অবগত

১। আমরা নূহ্কে তাহার জাতির জনগণের প্রতি পাঠাইয়াছি (এই নির্দেশ সহকারে) যে, সে তাহার জাতির জনগণকে সাবধান করিবে তাহাদের উপর এক ভয়ানক উৎপীড়ক আযাব আসার পূর্বে।

২। সে বলিলঃ 'হে আমার জাতির জনগণ! আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী (নবী)।

৩। তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি যে, তোমরা সকলে এক আল্লাহর দাসত্ব কর, তাঁহাকে ভয় করিয়া চল ও আমার আনুগত্য করিয়া কাজ কর।

৪। আল্লাহ তোমাদের গুনাহখাতা মা'আফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিবেন[১]। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় যখন আসে তখন আর উহাকে রোধ করা যায় না[২]। তোমরা যদি জানিতে, তবে কতই না ভাল হইত'।

১। অর্থাৎ যদি তোমরা এ তিনটি কথা মেনে নাও তবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করেছেন সে সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে তোমাদের জীবন ধারণের অবকাশ দান করা হবে।

২। এই দ্বিতীয় সময়ের অর্থ—আল্লাহতা'আলা কোন জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ করার জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করে দেন। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েক স্থানে পরিষ্কাররূপে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোন জাতির জন্যে আযাব অবতরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয় তখন তারপর তারা যদি ঈমান আনেও তবুও তাদের আর ক্ষমা করা হয় না।

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّ نَهَارًا ۝ فَلَمْ یَزِدْ

সে বলল | আমার রব হে | নিশ্চয় আমি | আমি ডেকেছি | আমার জাতিকে | রাতে | ও | দিনে | অতঃপর নাই | বৃদ্ধি পায়

هُمْ دُعَآءِیْۤ اِلَّا فِرَارًا ۝ وَ اِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ

তাদের | আমার ডাকে | ছাড়া | পলায়ন | এবং | আমি নিশ্চয় | যখনই | আমি ডেকেছি তাদের | যাতে | তুমি মাফ কর

لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ

তাদেরকে | তারা রেখেছিল | তাদের আঙুলগুলকে | মধ্যে | তাদের কানগুলোর | ও | তারা ঢেকেছে | তাদের কাপড় (দ্বারা)

وَ اَصَرُّوْا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝

ও | অনমনীয় হয়েছে | এবং | অহংকার করেছে তারা | বড়ই অহংকার | অতঃপর | আমি নিশ্চয় | তাদের ডেকেছি | প্রকাশ্যে

ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝ فَقُلْتُ

এরপর | আমি নিশ্চয় | আমি ঘোষণা দিয়াছি | তাদের জন্যে | এবং | আমি গোপনে বলেছি | তাদেরকে | গোপনে বলা | অতঃপর আমি বলেছি

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ

তোমরা মাফ চাও | তোমাদের রবের (কাছে) | তিনি নিশ্চয় | হলেন | বড় ক্ষমাশীল | পাঠাবেন তিনি | আকাশ (থেকে) | তোমাদের উপর

مِّدْرَارًا ۝

বৃষ্টি

৫। সে নিবেদন করিল[৩] ঃ 'হে আমার খোদা! আমি আমার জাতির জনগণকে দিন রাত ডাকিয়াছি।

৬। কিন্তু আমার ডাক তাহাদের এড়াইয়া চলার মাত্রা বৃদ্ধিই করিয়া দিয়াছে।

৭। আর যখনই আমি তাহাদিগকে ডাকিয়াছি—যেন তুমি তাহাদিগকে মা'আফ করিয়া দাও, তাহারা তাহাদের কানে অংগুলি ঠুসিয়া দিয়াছে এবং নিজেদের কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া[৪] লইয়াছে। নিজেদের আচরণে তাহারা অনমনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং খুব বেশী অহংকার করিয়াছে।

৮। পরে তাহাদিগকে আমি উচ্চস্বরে ডাকিয়াছি।

৯। পরে আমি প্রকাশ্যভাবেও তাহাদের নিকট দ্বীনের দাও'আত পৌঁছাইয়াছি; গোপনে-গোপনেও তাহাদিগকে—বুঝাইয়াছি।

১০। আমি বলিয়াছি, তোমরা তোমাদের খোদার নিকট ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

১১। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন।

৩। মধ্যে এক দীর্ঘকালের ইতিহাস ত্যাগ করে এখন হযরত নূহের (আঃ) সেই আবেদনটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যা তিনি তাঁর রেসালতের শেষ পর্যায়ে আল্লাহতা'আলার সমীপে পেশ করেছিলেন।

৪। মুখ ঢাকার কারণ হয় এই ছিল যে, হযরত নূহের (আঃ) কথা শোনা তো দূরের কথা তারা তাঁকে চোখে দেখতেও পছন্দ করতো না; অথবা তারা এ জন্যে এ রকম করতো যাতে তাঁর সম্মুখ থেকে যাওয়ার সময় তারা মুখ লুকিয়ে চলে যেতে পারে; হযরত নূহ (আঃ) তাদের চিনতে পেরে তাদের সংগে কথা বলার সুযোগ যেন না পান।

وَ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ

এবং | তোমাদের সাহায্য করবেন | মালসমূহ দিয়ে | ও | সন্তানসন্ততি দিয়ে | এবং | সৃষ্টি করবেন | তোমাদের জন্যে | বাগবাগিচা সমূহ | ও | বানাবেন

لَّكُمْ اَنْهٰرًا ⑫ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ⑬ وَ قَدْ

তোমাদের জন্যে | ঝর্ণাসমূহ | তোমাদের কি হয়েছে | না | তোমরা আশা কর | আল্লাহর জন্যে | মর্যাদা | এবং | নিশ্চয়

خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ⑭ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের | পর্যায়ক্রমে | নাই কি | তোমরা দেখ | কেমনে | সৃষ্টি করেছেন | আল্লাহ | সাত | আসমান

طِبَاقًا ⑮ وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑯

স্তরে স্তরে | এবং | বানিয়েছেন | চাঁদকে | তার মধ্যে | আলো | এবং | বানিয়েছেন | সূর্যকে | প্রদীপ রূপে

وَ اللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ⑰ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ

এবং | আল্লাহ | তোমাদের উদ্ভূত করেছেন | থেকে | মৃত্তিকা | (বিস্ময়করভাবে উদ্ভূত) | এরপর | তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন

فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ⑱

তার মধ্যে | এবং | তোমাদেরকে বের করবেন | (সম্পূর্ণরূপে) বহিষ্কার

১২। তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সরঞ্জামাদি দিয়া ধন্য করিয়া দিবেন। তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচার সৃষ্টি করিবেন, আর তোমাদের জন্য ঝর্ণা ও খাল প্রবাহিত করিবেন।

১৩। তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা আল্লাহর জন্য কোনরূপ মান-মর্যাদারও আশা পোষণ কর না[৫]।

১৪। অথচ তিনি তো নানা পর্যায়ে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন[৬]।

১৫। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ্ কিভাবে সাত আসমান স্তরে স্তরে নির্মাণ করিয়াছেন।

১৬। আর উহাতে চন্দ্রকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানাইয়াছেন?

১৭। আর আল্লাহতা'আলা তোমাদিগকে ভূতল হইতে বিস্ময়করভাবে উদ্ভূত করিয়াছেন[৭]।

১৮। পরে তিনি তোমাদিগকে এই মাটিতেই ফিরাইয়া লইবেন, আর উহা হইতে সহসাই তোমাদিগকে বাহির করিয়া দিবেন।

৫। অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট ধনী ও সরদার শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে তোমরা তো এই মনে কর যে, তাদের মর্যাদার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা বিপদজনক, কিন্তু বিশ্বপ্রভুও যে কোন মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা এ কথা তোমরা মনেও কর না। তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ কর, তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত কর, তাঁর আদেশ-নির্দেশের অবাধ্যতা কর, তবুও তোমাদের মনে এ আশংকা দেখা দেয় না যে, তিনি এর শাস্তি দান করবেন।

৬। অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যের বিভিন্ন পর্যায় ও পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় এনেছেন।

৭। এখানে মৃত্তিকার উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টিকে উদ্ভিদ উদ্গমের সংগে তুলনা করা হয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন এই ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ বর্তমান ছিল না। তার পর আল্লাহতা'আলা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ উদ্গত করেন। মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। এক সময় এমন ছিল যখন ভূপৃষ্ঠের উপর মানুষ বলতে কিছু ছিল না; পরে আল্লাহতা'আলা এখানে মানুষের চারা লাগালেন।

১৯। বস্তুত আল্লাহ্ ভূতলকে তোমাদের জন্য শয্যার ন্যায় সমতল করিয়া বিছাইয়া দিয়াছেন,

২০। যেন তোমরা উহার মধ্যে উন্মুক্ত পথ-ঘাট দিয়া চলাচল করিতে পার।'

২১। নূহ্ বলিলঃ 'হে আমার খোদা! উহারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও সে সব (সমাজ প্রধান)-দের আনুগত্য অনুকরণ করিয়াছে যাহারা ধন-মাল ও সন্তান পাইয়া আরও অধিক ব্যর্থকাম হইয়াছে'।

২২। এই লোকেরা বড় সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

২৩। তাহারা বলিলঃ 'তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদের ত্যাগ করিবে না, ছাড়িবে না অদ এবং সূয়াকে ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকেও নয়[৮]।

২৪। তাহারা বিপুল সংখ্যক লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। আর তুমিও এই লোকদিগকে গুমরাহী ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে উন্নতি দিবে না[৯]।

৮। এখানে নূহের জাতির উপাস্য দেবতাদের মধ্যে সেইগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আরববাসীরা পরে যেগুলোকে পূজা করতে শুরু করেছিল। ইসলামের সূচনায় সময় আরবে স্থানে স্থানে এই দেবতাদের মন্দির দেখা যেতো।

৯। বস্তুত নূহের (আঃ) এই অভিশাপের কারণ তাঁর অধৈর্য নয়, বরং কয়েক শতাব্দী ধরে তবলীগের যথাযথ দায়িত্ব পালন করার পরও যখন তিনি নিজের জাতির কাছ থেকে পরিপূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে তাদের জন্যে এ বদদোআ (অশুভ প্রার্থনা) নির্গত হয়েছিল।
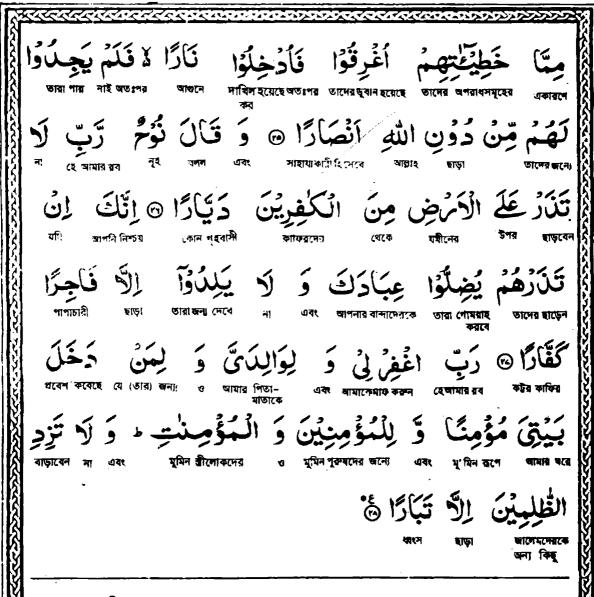
২৫। তাহাদের নিজেদের অপরাধের দরুনই তাহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছে এবং অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিতে রক্ষাকারী সাহায্যকারীরূপে পাইল না।

। আর নূহ্ বলিলঃ 'হে আমার খোদা; এই কাফেরদের মধ্য হইতে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী একজনকেও ছাড়িও না।

২৭। তুমি যদি ইহাদিগকে এখানে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে ইহারা তোমার বান্দাহদিগকে গুমরাহ্ করিয়া দিবে। আর ইহাদের বংশে যাহারাই জন্মিবে–দুরাচারী ও কট্টর কাফেরই হইবে।

২৮। হে আমার খোদা। আমাকে ও আমার পিতা–মাতাকে এবং আমার ঘরে মু'মিনরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, আর সব মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকদের ক্ষমা করিয়া দাও। আর যালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কোন জিনিস বৃদ্ধি দান করিও না'।

সূরা আল–জ্বিন্

নামকরণ

আল–জ্বিন্' এ সূরাটির নাম। সে সংগে সূরাটিতে আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও এটাই। কেননা, জ্বিনদের কুরআন শুনে যাওয়া ও নিজ জাতির সামনে ইসলামের দাও'আত প্রচার করার ঘটনা এ সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) তাঁর কয়েকজন সংগী–সাথী সমভিব্যাহারে উকায্ নামক বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নাখ্লা নামক স্থানে তিনি ফযরের নামায পড়ালেন। এ সময় জ্বিন্দের একটা বাহিনী এতদঞ্চল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তারা থমকে দাঁড়াল ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন শ্রবণ করতে থাকলো। এ সূরায় এ ঘটনারই আলোচনা করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক তফসীরকার এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেছেন, আসলে এটা প্রখ্যাত তায়েফ যাত্রাকালীন এক ঘটনা। হিজরতের তিন বছর পূর্বে দশম নববীতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণা ঠিক নয়। কথিত তায়েফ সফরে জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের যে ঘটনাটি ঘটে, তা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। সে ঘটনার বিবরণ সূরা আহকাফের ২৯–৩২ নম্বর আয়াত ক'টিতে বলে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত কটি পাঠ করলেই জানা যেতে পারে যে, এ সময় যে জ্বিন কুরআন মজীদ শুনে ঈমান এনেছিল সে পূর্বেই হযরত মূসা (আঃ) ও আসমানী কিতাবাদির প্রতিও ঈমানদার ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য সূরার ২–৭ পর্যন্তকার আয়াত কটিতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এ সময় কুরআন শ্রবণকারী জ্বিনেরা ছিল বহু সংখ্যক এবং তারা মুশরিক ছিল। তারা পরকাল ও নবূয়্যত–রিসালাতের প্রতিও ঈমানদার ছিল না, ছিল তার প্রতি অবিশ্বাসী, তার অমান্যকারী। অধিকন্তু ইতিহাস হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত তায়েফ যাত্রায় হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ রসূলে করীমের (সঃ) সংগী ছিল না। আলোচ্য সফরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ সফর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেন, এতে কয়েকজন সাহাবী রসূলে করীমের (সঃ) সংগী ছিলেন। উপরন্তু বহু ক'টি হাদীসের বর্ণনা হতে এই একটা কথাই জানা যায় যে, এ সফরে জ্বিন কুরআন শুনে ছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) তায়েফ হতে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে নাখ্লা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর আলোচ্য সফরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) মক্কা হতে উকায বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এসব কারণে নির্ভুল কথা এটাই হতে পারে বলে মনে হয় যে, সূরা আহ্কাফ ও সূরা জ্বিন এ দুটি সূরায় একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। মূলত এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা এবং দুটি ভিন্ন ভিন্ন সফরকালে এটা সংঘটিত হয়েছিল।

সূরা আহ্কাফ–এ যে ঘটনাটির বিবরণ দেয়া হয়েছে, হাদীসসমূহ সে সম্পর্কে এক বাক্যে বলেছে যে, তা দশম নববী সনের সফরকালে তায়েফে সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর প্রশ্ন থাকে, এই দ্বিতীয় ঘটনাটি কবে সংঘটিত হয়েছিল? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এ প্রশ্নের জবাব অনুপস্থিত। উপরন্তু নবী করীম (সঃ) কিছু সংখ্যক সাহাবী সমভিব্যাহারে 'উকায' বাজারের দিকে কবে যাচ্ছিলেন, তা কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা হতেও জানা যায় না। অবশ্য আলোচ্য সূরার ৮–১০ পর্যন্তকার আয়াত কটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে মনে হয়, এটা নবুয়তের প্রাথমিককালে সংঘটিত একটা ঘটনা হতে পারে! এ আয়াত ক'য়টিতে বলা হয়েছে, নবী করীমের (সঃ) নবূয়্যত লাভের পূর্বে উচ্চতর জগতের খবরাখবর জানবার জন্যে জ্বিনরা আকাশলোক হতে কিছু একটা শুনে জেনে নেবার কোন না কোন সুযোগ পেয়ে যেত। কিন্তু তার পর তারা সহসা দেখতে পেল যে, চতুর্দিকে ফেরেশতাদের অত্যন্ত কড়া প্রহরা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর সে সংগে জ্যোতিষ্কমন্ডলি বর্ষিত হচ্ছে। তার ফলে কোথাও দাঁড়িয়ে কান লাগিয়ে কিছু একটা শুনে নেবে এমন স্থান তারা কোথাও পাচ্ছে না। এর দরুন পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটে গেল যার জন্যে এরূপ কঠোর ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে, তা জানবার জন্য তারা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত এ সময় জ্বিনদের বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন

বাহিনী এর সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি ও ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছিল। এদেরই একটা বাহিনী নবী করীমের (সঃ) পবিত্র মুখে কুরআন শুনতে পেয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, এটাই সেই জিনিস যার দরুন উর্ধলোকে কান লাগিয়ে শুনবার সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জ্বিন্ সম্পর্কিত আসল তত্ত্ব

আলোচ্য সূরাটির অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বেই জ্বিন্ সম্পর্কিত আসল তত্ত্ব ও তথ্য জেনে নেয়া আবশ্যক। কেননা, এ পর্যায়ে মন-মগজকে সকল প্রকার দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত রাখার অন্য কোন উপায় নেই। বর্তমান কালের বহুসংখ্যক লোক এ ব্যাপারে খুব বেশী ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। তারা মনে করে নিয়েছে, 'জ্বিন্' বলতে কিছুই নেই, কোন বাস্তব জিনিসের নাম 'জ্বিন্' নয়। বরং এটা প্রাচীন কালের কুসংস্কারপূর্ণ ধারণাবলীর মধ্যেকার একটা ভিত্তিহীন বিশ্বাস মাত্র। তারা বিশ্বলোকের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য জেনে-শুনেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং জ্বিন্ বলতে কোথাও কিছু নেই বলে নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছে এমন কথা আদৌ নয়। এমন কোন সংশয়মুক্ত নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী তারা নিজেরাও করতে পারে না, করেও না। বিশ্বলোকে ইন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্যে যা কিছু তাদের গোচরীভূত হচ্ছে কেবল তাই আছে, তাছাড়া আর কিছুই নেই এরূপ কথা তারা নিতান্ত গায়ের জোরেই বলছে। এ কথার পশ্চাতে কোন অকাট্য যুক্তি বা প্রমাণই বর্তমান নেই। অথচ এ বিশাল বিশ্বলোকের বিশালতা ও পরিব্যাপ্তির তুলনায় মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুলোকের পরিধি সমুদ্রের তুলনায় একবিন্দু পরিমাণও নয়। যদি কেউ ধারণা করে থাকে যে, যা ইন্দ্রিয়ানুভূত নয় তা বর্তমানও নয়, যা কিছুই আছে তা অবশ্যই ইন্দ্রিয়ানুভূত হতে হবে; তবে সে নিজের মন-মানসিকতার অতীব সংকীর্ণতারই প্রমাণ পেশ করছে। উপরোক্ত ধরনের নীতিকে চূড়ান্ত মনে করে নিলে শুধু জ্বিনই নয়, সরাসরি পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের আওতাভুক্ত নয় এমন কোন সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না—অন্য কোন ইন্দ্রয়ানুভূতি বহির্ভূত জিনিসকে বাস্তব বলে মেনে নেয়া তো দূরের কথা!

কিছু সংখ্যক মুসলমান এ ধরনের মন-মানসিকতার অধিকারী রয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদকেও তারা অসত্য বলতে পারে না, পারে না তার সত্যতায় অবিশ্বাস করতে। ফলে তারা বাধ্য হয়ে কুরআনে উদৃত 'জ্বিন্', ইবলীস ও শয়তান সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের নানারূপ অপব্যাখ্যা দিয়ে সে সবের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হয়েছে। তারা বলে এসব জিনিস কোন বাস্তব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পন্ন সত্তা নয়, এ কোন লুকিয়ে থাকা সৃষ্ট সত্তাও নয়। বরং কোন কোন আয়াতে তার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত পাশবিক শক্তিসমূহ বুঝানো হয়েছে, যদিও তাকে শয়তান নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর কোন কোন আয়াতে তার দ্বারা বুঝানো হয়েছে বন্য আরণ্যিক ও পার্বতীয় জাতিসমূহ। কোথাও বুঝিয়েছে সে সব লোক যারা আত্মগোপন করে থেকে কুরআন মজীদ শুনছিল। কিন্তু এরূপ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! কুরআন মজীদে এসব কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় বলা সে সব কথার এরূপ অপব্যাখ্যা প্রদান সম্পূর্ণ আজগুবী ব্যাপার। কুরআন মজীদে কোন একটা জায়গায়ই নয়, বহু জায়গায়ই জ্বিন্ ও মানুষের উল্লেখ হয়েছে এভাবে যে, তারা দু'টি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূরা আ'রাফ-৩৮, হূদ-১১৯, হা-মীম-আস্‌সাজদাহ্ -২৫, ২৯, আল-আহকাফ -২৮, আয্-যারীয়াহ্ -৫৬, আন্‌নাস-৬ এবং আর-রহমান নামক সম্পূর্ণ সূরাটির কথা উল্লেখ করা যায়। শেষোক্ত সূরাটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, জ্বিনদের এক ধরনের মানুষ—মানুষের মধ্যেকারই কোন সম্প্রদায় মনে করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। তার কোন অবকাশই তাতে রাখা হয়নি।

সূরা আ'রাফ- ১২ নম্বর আয়াত, সূরা আল-হিজর ২৬-২৭ নম্বর আয়াত ও সূরা আর-রহমান ১৪-১৫ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মৌল উপাদান মাটি, আর জ্বিনদের সৃষ্টি করার মৌল উপকরণ আগুন।

সূরা আল-হিজর-২৭ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, জ্বিনদেরকে মানুষের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আদম ও ইবলীস সংক্রান্ত কাহিনী কুরআনের সাতটি স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি স্থানের বর্ণনা হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির সময় (পূর্ব হতেই) শয়তান বর্তমান ছিল (তার অর্থ শয়তান মানুষের পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে)। সূরা কাহাফ-৫০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ইবলীস জ্বিনদেরই একজন। সূরা আ'রাফ-এর ২৭ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, জ্বিনেরা মানুষকে দেখতে পারে; কিন্তু মানুষ জ্বিনদের দেখতে পায় না।

সূরা আল–হিজর ১৬–১৮ নম্বর আয়াতে, সূরা আস–সাফফাত ৬–১০ নম্বর আয়াতে ও সূরা মূলক–৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, জ্বিনেরা ঊর্ধলোক পানে উড়তে পারে বটে; কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সে সীমা লংঘন বা অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। সে সীমা লংঘন করতে চাইলে এবং তারও উর্ধে যেতে চেষ্টা করলে 'মালা–এ–আ'লা ঊর্ধ সাম্রাজ্যের লোকের গোপন তত্ত্ব শুনতে–জানতে চাইলে, তা প্রতিরোধ করা হয়। কোনরূপ গোপন উপায় অবলম্বন করে শুনতে চাইলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এসব কথা বলে আরবের মুশরিকদের একটা ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, 'জ্বিনেরা গোপন ইলম্ জানে অথবা খোদায়ী গোপন নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার ও সে পর্যন্ত পৌঁছাবার কোন না কোন ক্ষমতা বা সুযোগ তাদের আছে। সূরা সাবা–১৪ নম্বর আয়াতেও তার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

সূরা আল–বাকারা ৩০–৩৪ নম্বর আয়াত ও সূরা কাহাফ–৫০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায়, পৃথিবীতে আল্লাহতা'য়ালা মানুষকেই খিলাফত দান করেছেন। আর মানুষ জ্বিনদের অপেক্ষা উত্তম সৃষ্টি, যদিও জ্বিনদেরকে কোন কোন অস্বাভাবিক–অসাধারণ শক্তি দান করা হয়েছে। সূরা নমল–৭ নম্বর আয়াতেও তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনুরূপ কিছু কিছু শক্তি মানুষের তুলনায় জন্তু –জানোয়ারদেরকেও অনেক বেশী দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ , তার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না কখনও।

কুরআন আরও বলেছে, জ্বিন্ মানুষের মতই এক ইচ্ছা ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টি। খোদানুগত্য বা নাফরমানী, কুফর বা ঈমান, যা ইচ্ছা গ্রহণ করার ক্ষমতা জ্বিনদেরও আছে– যেমন আছে মানুষের। ইবলীসের কাহিনী এবং সূরা আহকাফ, সূরা জ্বিন্–এ কোন কোন জ্বিনের ঈমান গ্রহণের ঘটনা হতে তা অকাট্য ও নিঃসন্দেহভাবেই জানা যায়।

কুরআনের বহু আয়াতে একটা বিরাট সত্য সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তা হলো– মানব সৃষ্টির সময় হতেই ইবলীস মানব প্রজাতিকে পথ ভ্রষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল। আর সে সময় হতেই জ্বিন্ শয়তানেরা মানুষকে গোমরাহ্ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় নিরত হয়ে আছে। কিন্তু মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তার উপর চড়ে বসে জোরপূর্বক তার দ্বারা কিছু করাবার ক্ষমতা ইবলীসের নেই। তাই নিছক অসঅসা দেয়াই তার একমাত্র কর্মপন্থা। শয়তান ইবলীস মানুষকে প্ররোচিত, প্রতারিত করে। ভুল ও মিথ্যা কথাকে সহীহ্ ও সত্য বলে তাদের মনে–মগজে বদ্ধমূল করে দিতে চেষ্টা চালায়। পাপ ও পথভ্রষ্টতাকে তাদের সম্মুখে খুবই চাকচিক্যময় আকর্ষণীয় ও মনোলোভা বানিয়ে উপস্থাপিত করে। এ পর্যায়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা আন্–নিসা ১১৭–১২০ নম্বর আয়াত, আল–আ'রাফ ১১–১৭ নম্বর আয়াত, ইবরাহীম ২২ নম্বর আয়াত, আল–হিজর ৩০–৪২ নম্বর আয়াত, আন–নহ্ল ৯৮–১০০ নম্বর আয়াত, বনী–ইসরাঈল ৬১–৬৫ নম্বর আয়াত, দ্রষ্টব্য।

কুরআন মজীদে আরও বলা হয়েছে, আরব মুশরিকরা জাহেলিয়তের যুগে জ্বিন্দেরকে খোদার সঙ্গে শরীক মনে করতো। তারা তাদের ইবাদত, পূজা–উপাসনা করতো এবং তারা বংশের দিক দিয়ে খোদার অধঃস্তন (নাউযুবিল্লাহ) মনে করতো (এ পর্যায়ে সূরা আল–আন'আম ১০০ নম্বর আয়াত, সাবা ৪–৪১ নম্বর আয়াত ও আস–সাফ্ফাত ১৫৮ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য)।

উপরে যে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জ্বিন্ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাহ্যিক অস্তিত্বসম্পন্ন সত্তা। তা মানুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্বতন্ত্র একটা প্রজাতীয় সৃষ্টি মাত্র। তাদের সত্তা ও অবয়ব মানবীয় দৃষ্টিতে গোচরীভূত নয়, এ কারণে জাহেল লোকেরা তাদের সত্তা ও ক্ষমতা সম্পর্কে নানারূপ অতিশয়োক্তি, আতিশয্য ও বাড়াবাড়িমূলক ধারণা নিজেদের মনে বদ্ধমূল করে নিয়েছে ও প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এমন কি, তাদের পূজা–উপাসনা করতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু কুরআন মজীদ তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য এবং তাদের সম্পর্কে আসল তত্ত্বকথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছে, অজ্ঞাত রহস্য উদঘাটিত করে সাধারণের ধারণা পরিষ্কার ও প্রতিভাত করে দিয়েছে। ফলে তারা আসলে যে কি এবং কি নয় তা এখন দিবালোকের মতই স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সর্বজনজ্ঞাত।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটিতে প্রথম আয়াত হতে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে, জ্বিনদের একটা দল কুরআন মজীদ শুনতে পেয়ে

তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। পরে তারা নিজেদের বিশেষ এলাকায় ফিরে গিয়ে অন্যান্য জ্বিনদেরকে তার সংবাদ দেয়। এ পর্যায়ে তারা যত কথাই বলেছে ও পরস্পরে কথোপকথন করেছে, এখানে তা সবই আল্লাহতা'আলা উদ্ধৃত করেননি। করেছেন বিশেষ বিশেষ অংশ, যা তিনি উল্লেখযোগ্য গণ্য করেছেন। ফলে এখানকার বর্ণনাভংগী ধারাবাহিক কথোপকথনের মত হয়নি, তার বিভিন্ন অংশকে এখানে এমনভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা এটা বলেছে, ওটা বলেছে। জ্বিনদের জবানীতে উচ্চারিত এসব উক্তি মানুষ গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনার সঙ্গে পাঠ করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, তাদের ঈমান গ্রহণের এ ঘটনা এবং তাদের জাতির অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের কথোপকথন কুরআন মজীদে উদ্ধৃত করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

এরপর ১৬-১৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত লোকদেরকে শির্‌ক পরিহার করতে ও তা হতে বিরত থাকতে এবং সত্য সঠিক পথে অবিচল হয়ে চলতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা তা করলে তাদের প্রতি নি'আমতের বর্ষণ হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ-নসীহত প্রত্যাখান করলে ও মেনে না চললে তার পরিণতিতে কঠোর কঠিন আযাব ভুগতে তাদেরকে বাধ্য হতে হবে। ১৯-২৩ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে মক্কার কাফেরদের তিরষ্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহর রসূল (সঃ) যখন আল্লাহর দিকে লোকদেরকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহবান জানান, তখন তারা তার ওপর আক্রমণাত্মক হয়ে ভেঙ্গে পড়তে উদ্যত হয়। অথচ রসূলের (সঃ) কাজ হচ্ছে শুধু আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেয়া! লোকদেরকে ফায়দা বা ক্ষতি কিছু একটা করে দেয়ার নিরংকুশ ক্ষমতা তাঁর আছে বলে রসূল (সঃ) কখনই দাবী করেন না। ২৪-২৫ নম্বর আয়াতে কাফের সমাজকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ তারা রসূলকে (সঃ) সহায়হীন দেখে তাঁকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু সহায়হীন কে, তা জানবার সময় অবশ্যই একদিন আসবে। সময় নিকটে কি দূরে, তা রসূলের (সঃ) নিজের জানা নেই। কিন্তু সে সময়টি যে অবশ্যই আসছে তাকে আসতেই হবে, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই। শেষের দিকে লোকদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, গায়েব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের প্রকৃত আলেম হচ্ছেন মহান আল্লাহতা'আলা। রসূল (সঃ) শুধু ততটুকুই জানতে পারেন, যতটুকু আল্লাহতা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন বা দিতে চান। আর সে জ্ঞানও হয় তা যা রিসালাত সংক্রান্ত কর্তব্যাদি সম্পর্কে অপরিহার্যরূপে গণ্য। এ জ্ঞান দেয়া হয় এমন সংরক্ষিত ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পন্থায় যাতে কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপ হওয়ার একবিন্দু সম্ভাবনা বা আশংকাও থাকতে পারে না।
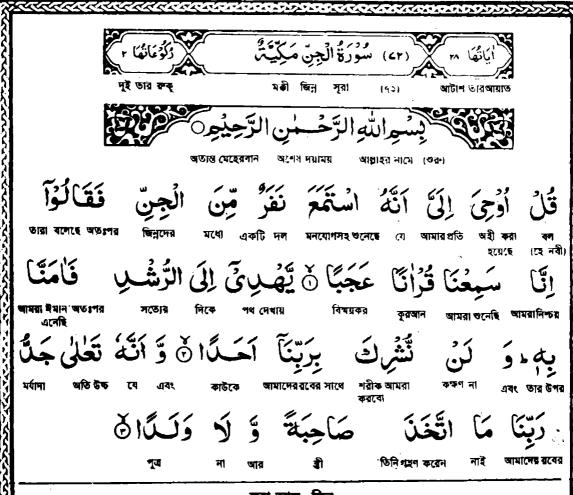
সূরা আল–জ্বিন

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ২৮, মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। হে নবী: বল, আমার প্রতি অহী করা হইয়াছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছে[১], (পরে নিজেদের এলাকায় গিয়া নিজেদের জাতির লোকদের নিকট) বলিয়াছে, আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআন শুনিয়াছি,

২। যাহা সত্য–সঠিক নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে। এই জন্য আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতঃপর আমরা আর কক্ষণই আমাদের খোদার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।

৩। 'আরও এই যে, আমাদের খোদার মান–মর্যাদা–সম্ভ্রম অতীব উচ্চ মহান। তিনি কাহাকেও স্ত্রী বা পুত্র–সন্তানরূপে গ্রহণ করেন নাই।

১। এর দ্বারা বুঝা যায় সে সময় জ্বিন' রসূলুল্লাহর (সঃ) দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং তারা যে কুরআন–পাঠ শ্রবণ করছিল এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ) জানতে পারেননি। বরং পরে অহীর মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা তাঁকে এ ঘটনার কথা জানান। এই কাহিনীর বর্ণনা দান করতে গিয়ে হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও পরিষ্কাররূপে বলেছেন–'রসূলুল্লাহ (সঃ) জ্বিনদের সামনে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি' (মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ইবনে জরীর)।

وَّ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ

ভেবেছিলাম আমরা যে এবং সীমাহীন মিথ্যা আল্লাহর উপর আমাদের নির্বোধরা বলত যে এবং আমরা

اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَّ اَنَّهٗ كَانَ

যে এবং মিথ্যা আল্লাহ সম্পর্কে জিন্ন ও মানুষ বলবে কখনও না যে

رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ

তাদের বাড়িয়েছিল এভাবে জিন্নদের মধ্যের কিছু লোকের আশ্রয় চাইত মানুষের মধ্যে কিছু লোক

رَهَقًا ﴿٦﴾ وَّ اَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿٧﴾

কাউকে (রাসুলরূপে) আল্লাহ পাঠাবেন কখন না যে তোমরা ভেবেছ যেমন ভেবেছিল তারা যে এবং অহংকার

وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ

ও কঠোর পাহারাদারে পরিপূর্ণ তা আমরা পেয়েছি ফলে আসমানে আমরা তালাশ করেছি আমরা যে এবং

شُهُبًا ﴿٨﴾ وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ

শুনবে যে কিন্তু শুনার জন্যে আসনগুলোতে সেখানে বসতাম আমরা যে এবং অগ্নিশিখা সমূহে

الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

পেতে রাখা অগ্নিশিখা তার জন্যে সে পাবে এখন

৪। 'আরও এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধ–মূর্খ লোকেরা[২] আল্লাহ সম্পর্কে অনেক কিছু অসত্য কথা–বার্তা বলিতেছিল।

৫। 'আরও এই যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলিতে পারে না।'

৬। 'আরও এই যে, মানুষের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক কিছু সংখ্যক জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিল। এইসব করিয়া তাহারা জিনদের অহংকার ও অহমিকতা আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।'

৭। 'আরও এই যে, তোমরা যেমন ধারণা করিতেছিলে মানুষেরাও তেমনি ধারণা পোষণ করিতেছিল যে, আল্লাহ্ কাহাকেও রসূল বানাইয়া পাঠাইবেন না।'

৮। 'আরও এই যে, আমরা আকাশমন্ডল আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছি। ফলে দেখিয়াছি যে, উহা পাহারাদারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলির বর্ষণ হইতেছে।'

৯। 'আরও এই যে, পূর্বে আমরা কোন কিছু শুনিতে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আকাশমন্ডলে আসন গ্রহণ করার স্থান পাইয়া যাইতাম। কিন্তু এক্ষণে যে–ই লুকাইয়া গোপনে কিছু শুনিতে চেষ্টা করে সে নিজের জন্য ঘাঁটিতে একটি জ্যোতিষ্ক নিয়োজিত ও প্রস্তুত পায়।'

وَّ اَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ

তাদের সাথে　চান　কিম্বা　যমীনের　উপর　যারা সাথে　অভিপ্রেত　অকল্যাণ　জানি আমরা　না　আমরা যে　এবং

رَبُّهُمْ رَشَدًا ⑩ وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ

এ　ছাড়াও (আছে)　আমাদের　আবার　সৎলোক (কিছু)　আমাদের মধ্যে (আছে)　যে　এবং　কল্যাণ　তাদের রব

كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ⑪ وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ

আল্লাহকে　অক্ষম আমরা করতে পারবো　কখন না　যে　আমরা ভেবেছিলাম　আমরা যে　এবং　বিভক্ত　বিভিন্ন　পথে　আমরা ছিলাম

فِي الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ⑫ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا

আমরা শুনেছি　যখন　আমরা যে　এবং　পলায়ন করে　তাঁকে　পরাভূত করতে পারবো　আমরা　কখন না　এবং　পৃথিবীর　মধ্যে

الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ

সে ভয় করবে　না অতএব　তার রবের উপর　ঈমান আনবে　যে অতএব　তার উপর　আমরা ঈমান এনেছি　হেদায়াত

بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ⑬

জুলুমের　না　এবং　অবিচারের

১০। 'আরও এই যে, আমরা বুঝিতে পারিতাম না, পৃথিবীবাসীদের প্রতি কোন খারাব আচরণ করার সংকল্প করা হইয়াছে, কিংবা তাহাদের খোদা তাহাদিগকে সঠিক–সরল পথ প্রদর্শন করিতে চাহেন[৩]?'

১১। 'আরও এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সদাচারী আছে, আর কিছু আছে উহাদের তুলনায় হীন, নীচ। আমরা বিভিন্ন পন্থায় বিভক্ত হইয়া আছি।'

১২। 'আরও এই যে, আমরা মনে করিতেছিলাম যে, না পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে অক্ষম করিতে পারি, না পালাইয়া গিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারি[৪]।'

১৩। 'আরও এই যে, আমরা যখন হেদায়াতের শিক্ষা শুনিতে পাইলাম, তখন আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। এক্ষণে যে কেহ তাহার খোদার প্রতি ঈমান গ্রহণ করিবে, তাহার কোন হক্ নষ্ট হওয়ার বা যুলুমের ভয় থাকিবে না।'

২। মূলে 'সাফীহুনা' سفيهنا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এক ব্যক্তির জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং একটি দলের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি এ শব্দকে এক মূর্খ ব্যক্তির অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে এর মর্ম হবে—ইবলীস এবং যদি একে একটি দলের অর্থে গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে—জ্বিনদের মধ্যে অনেক আহাম্মক ও নির্বোধ লোক এরূপ কথা বলতো।

৩। এর দ্বারা জানা গেল যে এ জ্বিন্ আসমানের এ অবস্থা দেখে এই অনুসন্ধান করতে বের হয়েছিলো যে, পৃথিবীর উপর এরূপ কি ঘটনা ঘটেছে অথবা ঘটতে চলেছে যার সংবাদ সংরক্ষিত রাখার জন্যে এরূপ কঠোর ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছে, যে জন্যে আমরা ঊর্ধ্বজগতের সামান্য কিছু শুনে নেয়ারও সুযোগ পাচ্ছি না এবং আমরা যে দিকেই যাই না কেন আমাদেরকে মেরে বিতাড়িত করা হচ্ছে।

৪। অর্থাৎ আমাদের এই ধারণা আমাদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছে। যেহেতু আমরা আল্লাহ থেকে নির্ভয় ছিলাম না এবং আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তবে আমরা কিছুতেই তার পাকড়াও থেকে অব্যাহতি পাবো না; এ জন্যে আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সত্য পথ দেখানোর জন্যে যে বাণী এসেছিল যখন আমরা তা শুনলাম তখন আমাদের এ সাহস হয়নি যে, সত্য জেনে নেয়ার পরও আমরা সেই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো যা আমাদের অজ্ঞ লোকেরা আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করে রেখেছিল।

১৪। 'আরও এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলিম (আল্লাহর অনুগত) আছে, আর কিছু সংখ্যক সত্য বিমুখ। ফলে যাহারা ইসলাম (খোদানুগত্যের পথ) অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ খুঁজিয়া লইয়াছে।'

১৫। 'আর যাহারা সত্য-বিমুখ, সত্য-পরিপন্থী পথ অবলম্বনকারী তাহারা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে অবশ্যম্ভাবীরূপে[৫]।'

১৬। 'আর (হে নবী, বল, আমার নিকট এই অহীও পাঠানো হইয়াছে যে,) লোকেরা যদি সত্য-সঠিক নির্ভুল পথে দৃঢ়তা সহকারে চলিত, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে প্রাচুর্য সহকারে পানি পান করাইতাম,

১৭। যেন আমরা এই নি'আমত দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারি। আর যে-ই স্বীয় খোদার যিক্‌র হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার খোদা তাহাকে কঠিন-কঠোর নির্মম আযাবে নিমজ্জিত করিবেন।'

১৮। 'আরও এই যে, মসজিদসমূহ কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য; কাজেই উহাতে আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও ডাকিও না[৬]।'

১৯। 'আরও এই যে, আল্লাহর বান্দাহ যখন তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দাঁড়াইল, তখন লোকেরা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত হইল।'

৫। প্রশ্ন করা হয়, কুরআনের কথা অনুযায়ী জ্বিনতো নিজেরা অগ্নিজাত সৃষ্টি। সুতরাং জাহান্নামের আগুনে তাদের কি কষ্ট হতে পারে? উত্তরে বলা যেতে পারে– কুরআন অনুযায়ী মানুষ তো মাটি দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু যদি মানুষকে মাটি বা ঢেলা বানিয়ে মারা হয় তবে তার আঘাত লাগে কেন?

৬। অর্থাৎ আল্লাহর সংগে অন্য কারুর ইবাদত-উপাসনা -আনুগত্য করো না। অর্থাৎ কারুর কাছে প্রার্থনা জানাইও না, অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না।
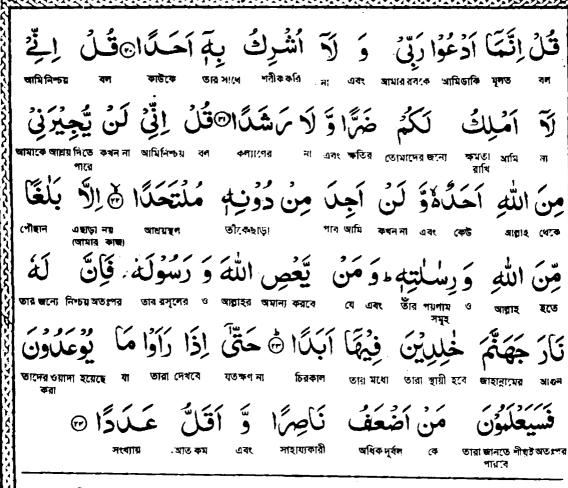
২০। হে নবী! বলঃ আমি তো আমার খোদাকে ডাকি এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।

২১। বলঃ আমি তোমাদের জন্য না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি, না কোন কল্যাণ করার।

২২। বলঃআমাকে আল্লাহর পাকাড়াও হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারে না, আর না আমি তাঁহার আশ্রয় ছাড়া কোন আশ্রয় স্থল পাইতে পারি।

২৩। আমার কাজ শুধু ইহাই–এবং ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমি আল্লাহর কথা ও তাঁহার পয়গামসমূহ পৌঁছাইয়া দিব। 'এক্ষণে যে কেহই আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের কথা অমান্য করিবে, তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে। আর এই ধরনের লোকেরা উহাতে চিরকাল থাকিবে।'

২৪। (এই লোকেরা নিজেদের এই আচার–আচরণ হইতে বিরত হইবে না) যতক্ষণ না তাহারা সেই জিনিসটি দেখিতে পাইবে যাহার ওয়াদা তাহাদের নিকট করা হইতেছে। তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, কাহার সাহায্যকারী দুর্বল এবং বাহিনী কম সংখ্যক[৭]।

৭। কুরাইশ বংশের যেসব লোক সে সময় রসূলুল্লাহকে (সঃ) আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে শোনা মাত্র তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা এই ধারণায় মত্ত ছিল যে, তাদের দলবল বড় শক্তিশালী এবং রসূলুল্লাহর (সঃ) সংগে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক, সুতরাং তারা খুব সহজেই তাঁকে দমন করে দেবে।

শব্দ– ২/১৮

২৫। বলঃ আমি জানি না, যে জিনিসটির ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হইতেছে উহা নিকটবর্তী, না আমার খোদা উহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

২৬। তিনি তো গায়েব–অবহিত, স্বীয় গায়েব সম্পর্কে কাহাকেও অবিহত করেন না।

২৭। সেই রসূল ভিন্ন, যাহাকে তিনি (গায়েবী কোন জ্ঞান দেওয়ার জন্য) পছন্দ করিয়া লইয়াছেন[৮]। তখন তাহার সম্মুখে ও পিছনে তিনি প্রহরা লাগাইয়া দেন[৯]।

২৮। যেন সে জানিতে পারে যে, তাহারা তাহাদের খোদার পয়গামসমূহ পৌছাইয়া দিয়াছে[১০] এবং তিনি তাহাদের গোটা পরিমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করিয়া লইয়াছেন এবং এক একটি জিনিসকে তিনি গণিয়া রাখিয়াছেন[১১]।

৮। অর্থাৎ রসূল (সঃ) নিজে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না; আল্লাহতা'আলা যখন তাঁকে রিসালতের দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনীত করেন তখন অদৃশ্য বিষয়সমূহের মধ্যে যে যে জিনিসের জ্ঞান তিনি ইচ্ছা করেন রসূলকে (সঃ) দান করেন।

৯। প্রহরা অর্থ ফেরেশতাগণ। এর তাৎপর্য যখন আল্লাহতা'আলা অহী (প্রত্যাদেশ–বাণী) মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রসূলের (সঃ) কাছে প্রেরণ করেন তখন তা সংরক্ষণের জন্যে চারদিকে ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যাতে সে জ্ঞান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় রসূল (সঃ) পর্যন্ত পৌছাতে পারে এবং তাতে কোনরূপ সংমিশ্রণ যেন ঘটতে না পারে।

১০। এর দ্বারা জানা গেল, রিসালতের দায়িত্ব পালনের জন্যে অদৃশ্য জগতের যে জ্ঞান দান করা আবশ্যক তা তাঁকে দেয়া হয় এবং রসূলের (সঃ) কাছে এ জ্ঞান যাতে সঠিক ও নির্ভুল অবস্থায় পৌছাতে পারে ও রসূল (সঃ) যাতে তাঁর প্রভুর বাণী প্রভুর বান্দাহদের কাছে ঠিক ঠিকভাবে পৌছে দিতে পারেন সেজন্যে ফেরেশতারা এ ব্যাপারে সংরক্ষণ করেন।

১১। অর্থাৎ রসূল (সঃ) এবং ফেরেশতাগণের উপর আল্লাহতা'আলার শক্তি–মহিমা এরূপ ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে যে, তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হলে তৎক্ষণাৎ ধৃত হবেন এবং যে বাণী আল্লাহতা'আলা প্রেরণ করেন তার প্রতিটি বর্ণ গনে রাখা হয়; তা থেকে একটি অক্ষরও কম–বেশী করার কোন ক্ষমতা রসূল (সঃ) বা ফেরেশতা কারুরই নেই।

সূরা আল-মুয্যাম্মিল

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ المزمل কেই সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

এটা শুধু মাত্র নাম। এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে এ নামের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণে একে সূরার বিষয়বস্তু শিরোনাম মনে করা যেতে পারে না।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির দুটি রুকূ'। রুকূ' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ মক্কাশরীফে নাযিল হয়েছে-এটা সর্বসম্মত কথা; এতে কারও দ্বিমত নেই। এর বিষয়বস্তু এবং হাদীসের বর্ণনাসমূহ এ উভয় দলীল হতেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত; এটা মক্কী জীবনের কোন অধ্যায়ে নাযিল হয়েছিলো? এ প্রশ্নের জওয়াব হাদীসের বর্ণনাসমূহে পাওয়া যায় না। তবে এ রুকূ'র আয়াতসমূহে আলোচিত মূল বিষয়গুলির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হ'তে এর নাযিল হওয়ার সময় নির্ধারণে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ এতে রাসূল করীম (সঃ)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে আপনি রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠুন ও আল্লাহর ইবাদতে মন দিন। তাহলে নবুয়তের বিরাট দুর্বহ বোঝা বহন এবং তার ফলে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার শক্তি আপনার মধ্যে অর্জিত হবে। এ হতে জানা গেল, নবী করীমের (সঃ) প্রাথমিক নবী জীবনে এ নির্দেশ নাযিল হয়েছিল। কেননা, এ প্রাথমিক পর্যায়ে নবুয়ত পদের দায়িত্ব পালনের জন্য রসূলে করীম (সঃ)-কে আল্লাহর তরফ হতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এতে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত্র পর্যন্ত কিংবা তা হতে কিছুটা কম সময় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ স্বতঃই জানিয়ে দেয় যে, রুকূ'র আয়াত কয়টি যখন নাযিল হয়েছিল, তখন কুরআন মজীদের অন্তত এতটা অংশ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘ সময় ধরে পাঠ করা যায়।

তৃতীয়তঃ এ আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সঃ)-কে তার বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকারের অত্যাচারমূলক আচরণের মুকাবিলায় পরম ধৈর্য গ্রহণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর সে সংগে মক্কার কাফেরগণকে আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ হতে প্রমাণিত হয় যে এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেছিলেন এবং মক্কায় তার বিরুদ্ধতা প্রবলরূপ পরিগ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহ সম্পর্কে বহু সংখ্যক তফসীরকার যদিও এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তাও মক্কাতেই নাযিল হয়েছিলো; কিন্তু অপর কয়েক জন মুফাস্সীরের মতে তা মদীনায় নাযিল হয়েছিল। আয়াতসমূহের মূল বিষয়বস্তু হতেও এ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, এ আয়াতসমূহেই আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মক্কায় যে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। এতে ফরয যাকাত আদায় করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যাকাত যে একটা নির্দিষ্ট হার ও ফরয হওয়ার পরিমাণ (নেসাব)সহ মদীনা শরীফেই ফরয হয়েছিল তা সর্বজন বিদিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরার প্রথম ৭টি আয়াতে রসূলে করীম (সঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে বিরাট কাজের বোঝা আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছে, তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। আর এ আত্মপ্রস্তুতির কর্ম পদ্ধতি স্বরূপ বলা হয়েছে যে, রাত্রিকালে আপনি শয্যা ত্যাগ করে উঠে অর্ধেক রাত্রিকাল বা তা

অপেক্ষা কিছুটা কম অথবা বেশী সময় ধরে নামায পড়ুন।

৮ নম্বর হ'তে ১৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত নবী করীম (সঃ)কে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই এক আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে যান, যিনি সমগ্র বিশ্বলোকের একচ্ছত্র মালিক। আপনার নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর ওপর অর্পণ করে আপনি নিশ্চিত হয়ে থাকুন। বিরুদ্ধবাদীরা আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু করে ও যা কিছু বলে, আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করে থাকুন, তাদেরকে তার জবাব দেবেন না। তাদের ব্যাপারটি আপনি খোদার উপর ন্যস্ত করুন, তিনিই তাদের সঙ্গে বুঝাপড়া করবেন।

এর পর ১৪ নম্বর হ'তে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মক্কার সে সব লোককে-যারা রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা করছিল-সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, আমরা তাদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমন করে ফিরাউনের প্রতিও রসূল পাঠিয়ে ছিলাম। অতঃপর লক্ষ্য কর, ফিরাউন যখন আল্লাহর রসূলকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করলো, তখন সে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হলো। (তোমরাও রসূলকে অমান্য করলে তোমাদেরকেও অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে,) মনে কর, তোমাদের ওপর দুনিয়ায় কোন আযাবই এল না। তা হতে পারে; কিন্তু তাই বলে কিয়ামতের নিশ্চিত কঠিন দিনেও তোমরা এ পাপের শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে তা কেমন করে হতে পারে?

এ পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ সম্পর্কেই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে প্রথম রুকূ'র নাযিল হওয়ার পূর্ণ দশটি বছর পর। হযরত সঈদ ইব্‌নে যুবাইর এরূপই বর্ণনা করেছেন। এ রুকূ'তে প্রথম রুকূ'তে বলা তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশটি অনেকটা হালকা ও সহজ সাধ্য করে দেয়া হয়েছে। এ রুকূ'তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে পড়া যায়, সে চেষ্টাই করবে। কিন্তু মুসলমান জনগণকে সর্বাপেক্ষা বেশী সতর্কতা ও আয়োজন অবলম্বন করতে হবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা ও সুষ্ঠুতা সহকারে আদায় করার জন্যে। যাকাতও ফরয, তাও যথাযথভাবে আদায় করতে হবে এবং নিজেদের ধনমাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকতে হবে খাঁটি নিয়েতের সঙ্গে। এ রুকূ'র শেষ দিকের আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তারা দুনিয়ায় যে যে ভাল ও শুভ কাজ সম্পন্ন করবে, তা কখনই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাবে না। বরং তা তো সেই সরঞ্জাম-সামগ্রী যা বিদেশযাত্রী স্বীয় স্থায়ী বাসস্থানে পূর্ব হতেই পাঠিয়ে দিয়ে সঞ্চয় করে রাখে। তোমরা আল্লাহর নিকট পৌঁছে সে সব কিছুই যথাযথভাবে মওজুদ পাবে যা তোমরা দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছ! এ অগ্রিম পাঠানো সামগ্রী-সরঞ্জাম তোমাদের দুনিয়ায় রেখে যাওয়া দ্রব্য-সামগ্রীর তুলনায় শুধু উত্তমই নয়, আল্লাহর নিকট তোমরা তোমাদের প্রেরিত আসল সম্পদ হতে অনেক বেশী শুভ ফল পাবে।

সূরা আল-মুযযাম্মিল

(মক্কায় অবতীর্ণ)

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১। হে জড়াইয়া আবৃত শয়নকারী!

২। রাত্রিকালে নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া থাক; কিন্তু কম,

৩। অর্ধেক রাত্র কিংবা উহা হইতে কিছুটা কম করিয়া লও।

৪। অথবা উহাপেক্ষা কিছু বেশী বৃদ্ধি কর। আর কুরআন থামিয়া থামিয়া পড়।

৫। আমরা তোমার উপর একটা দুর্বহ কালাম নাযিল করিব।

৬। প্রকৃতপক্ষে রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব বেশী কার্যকর এবং কুরআন যথাযথভাবে পড়ার জন্য যথার্থ।

৭। দিনের বেলায় তো তোমার খুব বেশী ব্যস্ততা।
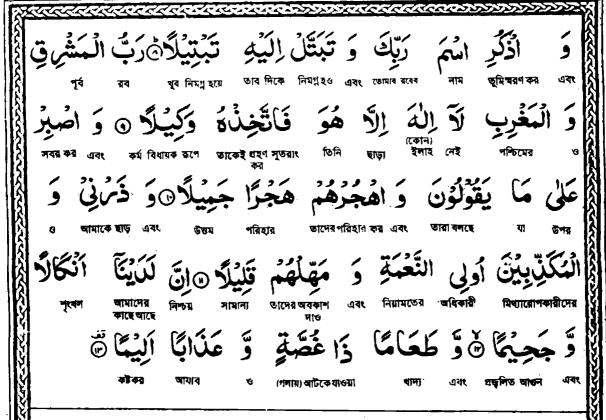
৮। তোমার খোদার নামের যিক্‌র করিতে থাক, আর সব কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারই হইয়া থাক।

৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া কেহই খোদা নাই। কাজেই তাঁহাকেই নিজের উকিল[১] বানাইয়া লও।

১০। আর লোকেরা যেসব কথাবার্তা রচনা করিয়া বেড়াইতেছে সে জন্য তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আর সৌজন্য রক্ষা সহকারে তাহাদের হইতে সম্পর্কহীন হইয়া যাও[২]।

১১। এই সব অমান্যকারী সচ্ছল অবস্থার লোকদের সহিত বুঝাপাড়া করার কাজটি তুমি আমার উপরই ছাড়িয়া দাও। আর এই লোকদিগকে কিছু সময়ের জন্য এই অবস্থার উপরই থাকিতে দাও।

১২। আমাদের নিকট (ইহাদের জন্য) দুর্বহ বেড়ি আছে, আর দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকা আগুন,

১৩। গলায় আটকিয়া যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আযাব।

১। উকিল সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার উপর আস্থা স্থাপন করে কেউ নিজের ব্যাপারের দায়িত্ব তার উপর সমর্পণ করে। আমরা নিজ ভাষায়ও উকিল এমন ব্যক্তিকে বলে থাকি, যার উপর কেউ নিজের মামলা-মকদ্দমার দায়িত্বভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয় যে -তার পক্ষ থেকে তিনি উত্তমরূপে মকদ্দমা লড়বেন এবং সে ব্যক্তির পক্ষে নিজে মকদ্দমা পরিচালনার কোন প্রয়োজন হবে না।

২। 'সম্পর্কহীন হয়ে যাও' -এর অর্থ এই নয় যে, তাদের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজের দ্বীন প্রচারের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর মর্ম হচ্ছে -তাদের সংগে কথাবার্তা বলো না বিতর্কে রত হয়ো না। তারা যেসব আজেবাজে অর্থহীন কথা বলে ও কাজ করে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে চলো। তারা যেসব বেয়াদবী ও অন্যায় আচার-আচরণ করে চলে তার কোন জবাবই তুমি দিও না। কিন্তু তোমার এই বিরত হওয়ায়ও যেন কোন ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিরক্তি-অস্থিরতার সংগে না হয়। একজন ভদ্র এবং সৌজন্য ও মর্যাদা বোধসম্পন্ন ব্যক্তি কোন বাউন্ডুলে লোকের গালমন্দ শুনে তা যেমন উপেক্ষা করে অন্তরে কোন মালিন্য আসতে দেয় না, তোমার সংযম সেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৪। ইহা হইবে সেই দিন যখন পৃথিবী ও পর্বত কাঁপিয়া উঠিবে। আর পর্বতসমূহের অবস্থা এমন হইবে যেন বালুকাস্তূপ, যাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

১৫। তোমাদেরও নিকট আমরা তেমনিভাবে একজন রসূলকে তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা বানাইয়া পাঠাইয়াছি যেমন করিয়া আমরা ফিরাউনের প্রতি একজন রসূল পাঠাইয়াছিলাম।

১৬। (পরে দেখ, যখন) ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করিল তখন আমরা উহাকে শক্ত করিয়া পাকড়াও
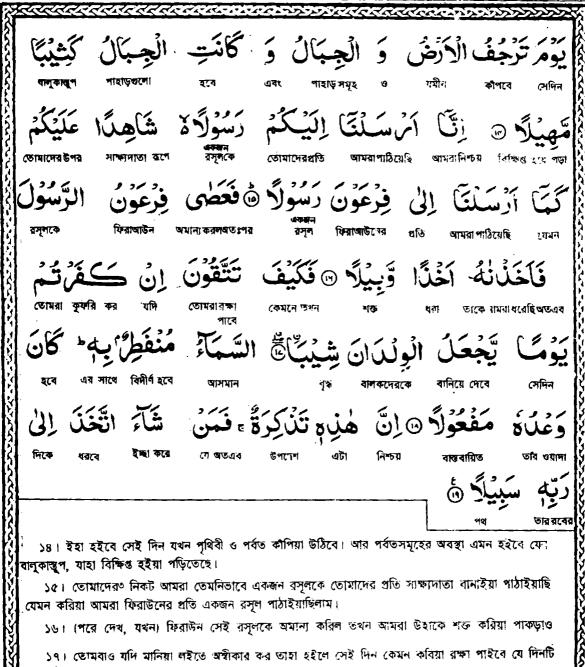
১৭। তোমরাও যদি মানিয়া লইতে অস্বীকার কর তাহা হইলে সেই দিন কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে যে দিনটি বালকদিগকে বৃদ্ধ বানাইয়া দিবে,

১৮। এবং যাহার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতে থাকিবে। আল্লাহর ওয়াদা তো পূর্ণ হইবে অবশ্যই,

১৯। ইহা একটি নসীহত মাত্র। অতঃপর যাহার দিল চাহিবে সে নিজের খোদার দিকে যাইবার পথ গ্রহণ করিয়া লইবে।

৩। মক্কার যেসব কাফের রসূলে করীমকে (মিথ্যা অবিশ্বাস ও অমান্য) করছিল এবং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর ছিল তাদের সম্বোধন করে এখন কথা বলা হচ্ছে।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে তুমি (ইবাদতে) দাঁড়াও প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রাতের এবং তার অর্ধেক

وَ ثُلُثَهُ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ

এবং এক তৃতীয়াংশ এবং একদল থেকে (তাদের) যারা তোমার সাথে এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন

الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

রাতকে ও দিনকে তিনি জেনেছেন যে পারবে না তা হিসাব রাখতে অতএব তিনি মাফ করলেন তোমাদেরকে

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم

অতএব তোমরা পড় যা সহজসাধ্য হয় থেকে কুরআন তিনি জেনেছেন যে হবে তোমাদের মধ্যে (কতক)

مَّرْضَىٰ ۙ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ

রোগী এবং অন্য অনেকে ভ্রমণ করবে মধ্যে পৃথিবীর অনুসন্ধান করবে থেকে অনুগ্রহ

اللَّهِ ۙ وَ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا

আল্লাহর এবং অন্য অনেকে যুদ্ধ করবে পথে আল্লাহর সুতরাং তোমরা পড় যা

تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ أَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَ آتُوا الزَّكَوٰةَ وَ أَقْرِضُوا

সহজ হয় তা থেকে এবং তোমরা কায়েম কর নামায এবং তোমরা দাও যাকাত এবং তোমরা কর্জ দাও

اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

আল্লাহকে কর্জ উত্তম

রুকূ': ২

২০। হে নবী[৪]! তোমার খোদা জানেন যে, তুমি কখনও রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশ সময়, আর কখনও অর্ধেক রাত্র এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত্র ইবাদতে দাঁড়াইয়া থাক। আর তোমার সংগী-সাথীদের মধ্য হইতেও কিছু সংখ্যক লোক এই কাজ করে। রাত্র ও দিনের হিসাব আল্লাহই রাখিতেছেন। তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের গণনা যথাযথভাবে রাখিতে পার না। এই কারণে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। এক্ষণে যতটা কুরআন তোমরা সহজে পাঠ করিতে পার ততটাই পড়িতে থাক[৫]। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক রোগী হইতে পারে, অন্য কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করে; আর অন্য লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। কাজেই যতটা কুরআন খুব সহজেই পড়া যায় তাহাই পড়িয়া লও। নামায কায়েম কর। যাকাত দাও[৬]। আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাক।
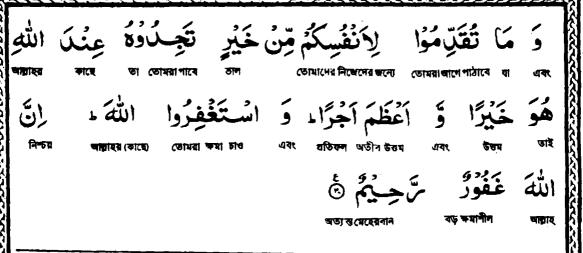
যাহা কিছু ভাল ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিবে, উহাকে আল্লাহর নিকট সঞ্চিত মওজুদরূপে পাইবে। উহাই অতীব উত্তম। আর উহার শুভ প্রতিফলও খুব বড়। আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতে থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৪। এ রুকু' প্রথম রুকু'র ১০ বছর পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

৫। নামাযে দীর্ঘ সময় সাধারণত বিলম্বিত হয় দীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াতের কারণেই। এ কারণেই বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ নামাযে যতটা কুরআন সহজে পড়তে পার ততটাই পড়। এর ফলে নামাযের দীর্ঘতা অবশ্যই হ্রাস পাবে।

৬। এই আয়াতটি দ্বারা ৫ ওয়াক্ত ফরয নামায ও ফরয যাকাত আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। এবিষয়ে সব তফসীরকার একমত।

সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির

নামকরণ

প্রথম আয়াতের المدثر শব্দটিকেই এ সূরাটির নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা নাম মাত্র। আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার প্রাথমিক সাতটি আয়াত মক্কা শরীফে এবং নবূয়্যতের প্রাথমিক সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে এতদূর বলা হয়েছে যে, এটা রসূলে করীমের (সঃ) প্রতি নাযিল হওয়া কুরআন মজীদের প্রাথমিক আয়াত। কিন্তু মুসলিম উম্মাতের নিকট এ কথা সর্বসম্মত ও সর্বসমর্থিত যে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি সর্ব প্রথম নাযিল হওয়া অহীর আয়াত হলোঃ اقرأ باسم ربك الذى خلق হতে مالم يعلم পর্যন্ত। তবে সহীহ্ বর্ণনাসমূহ হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই প্রাথমিক অহীর পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলে করীমের (সঃ) প্রতি অহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। বন্ধ থাকার পর নূতনভাবে অহী নাযিল হওয়া শুরু হলে সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির-এর এই প্রাথমিক আয়াত কটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল। ইমাম জুহরী এর বিস্তারিত বিবরণ দান করে বলেছেনঃ

একটা দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত নবী করীমের (সঃ) প্রতি অহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। এ সময়ে তাঁর মনে তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ জেগেছিল। ফলে তিনি কখনও পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতেও উদ্যত হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি যখনই কোন পর্বত চূড়ায় আরোহণ করতেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলতেনঃ 'আপনি আল্লাহর নবী।' এটা শুনে তাঁর অস্থির মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করতো এবং অস্থিরতা ও উদ্বেগ জর্জরিত অবস্থার উপশম হয়ে যেত (ইবনে জরীর)।

'ফাত্‌রাতুল অহী' -অহী বন্ধ থাকা, এ সময়ের উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ 'একদা আমি পথে চলছিলাম! সহসা আমি ঊর্ধলোক হতে একটা আওয়াজ শুনতে পাই। উপরের দিকে তাকালেই দেখতে পাই, সেই ফেরেশ্‌তা-যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটা আসনে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। এটা দেখে আমি ভয়ানক ভীত ও শংকিত হয়ে পড়লাম। অতঃপর ঘরে প্রত্যাবর্তন করে আমি বললামঃ আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' ঘরের লোকেরা এ শুনে আমাকে কম্বল (বা লেপ) জড়িয়ে দিল। এ সময় আল্লাহতা'আলা অহী নাযিল করলেনঃ অতঃপর অব্যাহত ও ধারাবহিকভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জরীর)।

সূরার অবশিষ্ট অংশ ৮ নম্বর আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে তখন, যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়ে যাওয়ার পর মক্কায় প্রথমবার হজ্জ পালন করার সুযোগ এসেছিলো। 'সীরাতে ইব্‌নে হিশাম' গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। পরে আমরা তা উদ্ধৃত করবো।

মূল বিষয়বস্তু

উপরে যেমন বলা হয়েছে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি সর্বপ্রথম অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল সূরা আল-আলাক-এর প্রাথমিক পাঁচটি আয়াত। তাতে শুধু এই কথাগুলো বলা হয়েছিলঃ

-"পড় তোমার নিজের খোদার নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এক টুকরা মাংসপিন্ড হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। পড়, আর তোমার খোদা বড়ই বদান্যশীল; তিনি লেখনী দ্বারা জ্ঞান শিখাইয়াছেন। মানুষকে তিনি সেই

জ্ঞান দিয়াছেন যাহা সে জানিত না।"

অহী নাযিল হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতার এ ঘটনাটি সহসাই রসূলে করীমের (সঃ) সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। তাঁকে কোন বিরাট মহান কাজের দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাঁকে কি কি করতে হবে, সে বিষয়ে এতে কিছুই বলা হয়নি। কেবলমাত্র একটা প্রাথমিক পরিচিতি ঘটিয়ে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দেয়া হ'ল, এই প্রথম অহী নাযিলের অভিজ্ঞতায় তাঁর মন-মগজ ও প্রকৃতির ওপর যে তীব্র কঠিন চাপ পড়েছে, এ সময়ের মধ্যে যেন তা দূর হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অহী গ্রহণের ও নবুয়তের কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মানসিকভাবে যেন প্রস্তুত হতে পারেন। এ অবসর কালটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার অহী নাযিল হওয়ার ধারা যখন শুরু হ'ল, তখন এ সূরার প্রাথমিক সাতটি আয়াত নাযিল করা হ'ল। এতেই প্রথমবারের মত তাঁকে নির্দেশ দেয়া হ'ল আপনি উঠুন এবং বিশ্বমানব যে পথে ও পন্থায় চলছে, তার মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করুন-ভীত ও সচেতন করে তুলুন। আর এ দুনিয়ায় তখন যদিও অন্যান্যদের বড়ত্ব-প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের ডংকা বাজত সেখানে আপনি সার্বিকভাবে খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করে দিন। সে সংগে তাঁকে এ নির্দেশও দেয়া হ'ল যে, অতঃপর আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার প্রেক্ষিতে আপনার জীবন সর্বোতভাবে অতীব পবিত্র হতে হবে এবং আপনি সমস্ত বৈষয়িক স্বার্থ ও সুবিধার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে পরিপূর্ণ ঐকান্তিকতা নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা সহকারে মানব সাধারণের সার্বিক সংশোধন ও উন্নয়নের কর্তব্য পালন করুন। এ সূরার সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে উপদেশ দেয়া হয়েছে এই বলে যে, এ কর্তব্য পালনে যে কঠিন অসুবিধা, সমস্যা, বন্ধুরতা ও কঠোরতার সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে সে সব ক্ষেত্রে আপনি অগাধ-অশেষ ধৈর্য ধারণ করুন।

আল্লাহর এ ফরমান যথাযথভাবে পালন করার জন্য নবী করীম (সঃ) যখন কার্যতঃ ইসলাম প্রচার শুধু করে দিলেন এবং কুরআন মজীদের পরপর নাযিল হওয়া সূরাসমূহ পাঠ করে লোকদেরকে শুনাতে শুরু করলেন, তখন মক্কায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধতার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ব্যাত্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। এ অবস্থার মধ্যে কয়েকটি মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্বের সময় এসে পৌঁছাল। তখন মক্কার লোকদের মনে চিন্তা-ভাবনা জেগে উঠলো, হজ্বের সময় সমস্ত আরব দেশ হতে হাজীদের কাফেলা এসে মক্কায় উপস্থিত হবে। মুহাম্মদ (সঃ) যদি এ সব কাফেলার অবস্থান স্থলে উপস্থিত হয়ে সমাগত হাজীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হজ্ব সংক্রান্ত সমাবেশসমূহে দাঁড়িয়ে কুরআনের ন্যায় তুলনাহীন ও মর্মস্পর্শী কালাম পাঠ করে শুনাতে শুরু করে দেন তাহলে সমগ্র আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর দাও'আত পৌঁছে যাবে। আর তার দরুন কত মানুষ যে প্রভাবিত হয়ে পড়বে তার কোন ইয়ত্তা থাকবেনা। এ কারণে কুরাইশ সরদাররা একটা সম্মেলনের অনুষ্ঠান করলো। তাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল, হাজীদের মক্কায় উপস্থিত হতে শুরু হওয়ার সংগে সংগে মুহাম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ও প্রোপগান্ডা শুরু করে দিতে হবে। এ কথায় সকলের এক মত হওয়ার পর অলীদ ইবনে মুগীরা সমবেত আরবদেরকে সম্বোধন করে বললো, তোমরা যদি মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা লোকদেরকে বল তাহলে আমাদের প্রতি কারও কোন আস্থা থাকবে না। কাজেই তার সম্পর্কে কোন একটা কথা আমাদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সে কথাটিই সকলের নিকট বলবে। তখন কয়েকজন বললো, আমরা বলবোঃ মুহাম্মদ (সঃ) গণক। অলীদ বললোঃ না, খোদার নামের শপথ, সে তো গণক নয়! গণক আমরা অনেক দেখেছি। তারা গুন গুন করে যেসব শব্দ উচ্চারণ করে, আর যে ধরনের বাক্য রচনা করে, কুরআনের সঙ্গে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। অন্য কিছু লোক বললোঃ তাঁকে জ্বিন্ প্রভাবিত বলে প্রচার করতে হবে। অলীদ বললো, 'জ্বিন্ প্রভাবিতও তিনি নন। পাগল ও মজনুন ধরনের লোকতো আর কম দেখিনি! এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের অসংলগ্ন ও অর্থহীন প্রলাপ বকতে থাকে, উদ্দেশ্যহীন কাজ-কর্ম করে, তা তো সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ (সঃ) যে কালাম পেশ করছেন, তা পাগলের প্রলাপ কি বলবে? জ্বিন্ প্রভাবিত ব্যক্তির মুখ হতে যেসব অর্থহীন শব্দ উচ্চারিত হয়, কুরআনের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য আছে কি?' লোকেরা বললোঃ তাহলে আমরা বলব, তিনি কবি। অলীদ বললোঃ না, তিনি কবিও নন। যত প্রকার কবিতা হতে পারে-তা সবই আমাদের জানা আছে। কুরআনের কালামকে কাব্য বা কবিতা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। লোকেরা বললোঃ তাহলে তাঁকে জাদুকর বলতে হবে। অলীদ বললোঃ তাঁকে জাদুকর

বলার তো কোন অবকাশই নেই। জাদুকরদের আমরা জানি। তারা যে সব পন্থার উদ্ভাবন করে জাদুগিরি করবার জন্য, তাও আমাদের নখদর্পণে। মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি এ কথা কিছুতেই আরোপ করা যায় না। অতঃপর অলীদ বললোঃ এ সবের মধ্য হতে যা কিছুই তোমরা তাঁর সম্পর্কে বল না কেন, লোকেরা তাঁকে একটা অবাঞ্ছিত অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেবে। খোদার নামে শপথ করে বলি, এ কালামে খুব বেশী মাধুর্য রয়েছে। তার শিকড় অতিশয় গভীর। তার শাখা-প্রশাখা প্রচুর ফল ধারক। এ কথা শুনে আবু জেহেল অলীদের প্রতি সংশয় প্রকাশ করলো। বললো, তুমি নিজে যতক্ষণ মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তোমার নিজের অভিমত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না করবে, তোমার জাতির জনগণ তোমার প্রতি ততক্ষণে কিছুতেই রাজী (আস্থাশীল) হতে পারে না। সে বললো, তাহলে আমাকে ভাবতে দাও। পরে চিন্তা-ভাবনা করে সে বললোঃ তাঁর সম্পর্কে গ্রহণ যোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে, তা'হ'ল এই, তোমরা সমগ্র আরবদের নিকট বলবে, তিনি একজন জাদুকর। তিনি এমন কালাম পেশ করেন, যা ব্যক্তিকে তার পিতা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র ও গোটা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অলীদের এ কথাটি উপস্থিত সকলেই গ্রহণ করলো। পরে একটা পরিকল্পনার ভিত্তিতে হজ্জের মৌসুমে কুরাইশ বংশের প্রতিনিধিদল হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তারা দূরাগত হজযাত্রীদের আগামভাবে জানিয়ে দিতে লাগলো যে, এখানে একজন বড় জাদুকর মাথা জাগিয়েছে। তার জাদু পরিবারসমূহের মধ্যে বিচ্ছেদ্য-ব্যবধান, বিসম্বাদ-মনোমালিন্যের ও ভাঙনের সৃষ্টি করে। তার সম্পর্কে তোমাদের সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু এরূপ প্রচারণার বিপরীত ফল দেখা দিল। কুরাইশের লোকেরা নিজেরাই হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সংবাদ সমগ্র আরব দেশে ছড়িয়ে ও বিস্তার করে দিল। (-সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, ২৮৮-২৮৯ পৃঃ। এ বিবরণের যে অংশে বলা হয়েছে যে, আবু জেহেলের দাবীতে অলীদ বললো, ইকরামার সূত্রে ইবনে জরীর স্বীয় তফসীরে এটা উদ্ধৃত করেছেন) আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। তার বিষয়বস্তুর বিন্যাস এইঃ

৮-১০ নম্বর আয়াতে সত্য দ্বীন অমান্যকারীদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ তা তারা যা কিছু করছে তার মারাত্মক পরিণতি তারা নিজেরাই কিয়ামতের দিন দেখে নেবে।

১১-২৬ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে অলীদ ইবনে মুগীরার নাম না নিয়েই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ লোকটিকে অফুরন্ত নি'আমত দিয়েছিলেন; কিন্তু তার বিনিময়ে সে কি নির্লজ্জভাবে সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধতায় মেতে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে লোকটির মানসিক দ্বন্দ্বের স্পষ্ট চিত্র অংকিত হয়েছে। একদিকে লোকটি মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআন মজীদের সত্যতার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু অন্যদিকে সে নিজ জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত স্বীয় প্রাধান্য আধিপত্য ও কর্তৃত্বকেও বিপন্ন করে দিতে প্রস্তুত ছিলনা। এ কারণে সে কেবল ঈমান গ্রহণ হতে বিরত রয়েছে তাই নয়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকার পর শেষ পর্যন্ত একটা কথা রচনা করে বললোঃ মানব সাধারণকে এ কালামের প্রতি ঈমান আনা হতে বিরত রাখার জন্যে তাকে জাদু নামে অভিহিত করতে হবে। লোকটির এই জঘণ্য মানসিকতার বীভৎস রূপকে এখানে উদঘাটিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিজের এসব হীন কার্যকলাপের পরও আরও অসংখ্য নি'আমতসমূহ তাকে দেয়া হোক বলে দাবী জানাতে এ ব্যক্তি কোনরূপ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেনা। অথচ এখন লোকটি কোন পুরস্কার পাওয়ার নয়, দোযখের কঠিন শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য হয়েছে।

এরপর ২৭-৪৮ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে দোযখের ভয়াবহতার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন্ সব চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী লোকেরা এ দোজখের যোগ্য সাব্যস্ত হবে!

৪৯-৫৩ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে কাফেরদের রোগের আসল কারণের ও মূল্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হ'ল এই, তারা পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভীক ও বেপরোয়া। এ দুনিয়ার জীবনকেই তারা মনে করে সব কিছু; বিশ্বাস করে এখানেই সব শেষ। এ কারণে তারা কুরআন হতে দূরে-অতি দূরে পালিয়ে যায়, ঠিক বন্য গর্দভ যেমন ব্যাঘ্রকে ভয় করে দূরে সরে যায় তেমনভাবে। এরা ঈমান গ্রহণের জন্যে নানা প্রকারের অযৌক্তিক শর্তসমূহ পেশ করে। অথচ তাদেরই উপস্থাপিত শর্তের মধ্যে কোন একটি শর্তও যদি পূরণ করে দেয়া হয়, তবুও তারা পরকাল অস্বীকৃতি করে ও ঈমানের পথে এক কদমও অগ্রসর হতে পারেনা।

সূরার শেষভাগে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো কারও ঈমানের মুখাপেক্ষী নন, কেউ ঈমান গ্রহণ করুক আর নাই করুক তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। কাজেই তিনি সকলের দাবী অনুযায়ী কেবল শর্ত পূরণ করে বেড়াবেন, এমন কথা যুক্তিসংগত নয়। কুরআন সর্বসাধারণের জন্য নসীহতের কিতাব। তা সকলের সামনে পেশ করে দেয়া হয়েছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর যার ইচ্ছা হবে না ঈমান আনবে না। তবে আল্লাহর নাফরমানী করার ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করা উচিৎ। যে ব্যক্তিই তাক্ওয়া ও খোদাভয়ের আচরণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন, পূর্বে সে যতবারই নাফরমানী করে থাকুক না কেন।

সূরা আল–মুদ্দাসসির

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াতঃ ৫৬

মোট রুকূঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। হে আবৃত শয্যা–গ্রহণকারী[১]!

২। উঠ, আর সাবধান কর

৩। ও তোমার খোদার শ্রেষ্ঠত্ব–বড়ত্বের ঘোষণা কর।

৪। আর নিজের কাপড় পবিত্র রাখ।

৫। আর মলিনতা পূতিগন্ধময়তা হইতে দূরে থাক।

৬। আর অনুগ্রহ করিও না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

৭। আর নিজের খোদার জন্য ধৈর্য ধারণ কর।

১। এই সূরার প্রাথমিক ৭টি আয়াতেই রসূলুল্লাহ (সঃ)কে সর্ব প্রথম ইসলাম প্রচারের আদেশ দেয়া হয়। "একরা বিসমে..." "তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ কর"ঃ এরপর এই হচ্ছে দ্বিতীয় অহী যা রসূলুল্লাহর (সঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى

যখন অতঃপর — ফুক দেয়া হবে — শিঙ্গায় — অতএব সেই — (হবে) দিন — দিন — কঠিন — উপর

الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَ

কাফিরদের — নয় — সহজ — আমাকে ছাড় — আর — যাকে — আমি সৃষ্টি করেছি — একেলা — এবং

جَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ

আমিবানিয়েছি — তার জন্যে — সম্পদ — বিপুল — এবং সন্তানাদি — সদা উপস্থিত — এবং — আমি সুগম করেছি

لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ

তার জন্যে — প্রচুর স্বচ্ছলতা — এরপর — সে লালসা করে — যে — অধিক দিব আমি — কক্ষণও না — সে নিশ্চয় — হল

لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَ

আমাদের নিদর্শনাদির প্রতি — শত্রুতা ভাবাপন্ন — শীঘ্রই আমি তাকে চড়াব — কঠিন চড়াইয়ে — সে নিশ্চই — চিন্তা করল — এবং

قَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

সে সিদ্ধান্ত নিল — সে নসাৎ তাই হয়েছে — কেমন — সে সিদ্ধান্ত নিল

৮। স্মরণ কর, যখন[২] শিংগায় ফুঁ দেওয়া হইবে,

৯। সেই দিনটি বড়ই কঠোর সাংঘাতিক হইবে,

১০। কাফেরদের জন্য কিছু মাত্র সহজ হইবে না।

১১। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাহাকে আমি একলা সৃষ্টি করিয়াছি।

১২। বিপুল পরিমাণ ধন-মাল তাহাকে দিয়াছি,

১৩। তাহার সহিত সদা উপস্থিত থাকা বহু পুত্র দিয়াছি।

১৪। আর তাহার জন্য নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের পথ সুগম করিয়া দিয়াছি।

১৫। তাহা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এই জন্য যে, আমি তাহাকে আরও অধিক দিব।

১৬। কক্ষণও নয়, আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি সে অত্যন্ত শত্রু মনোভাবসম্পন্ন।

১৭। আমি তো তাহাকে শীঘ্রই একটা কঠিন চড়াইতে চড়াইব।

১৮। সে চিন্তা করিয়াছে এবং কিছু কথা-বার্তা রচনার চেষ্টা চালাইয়াছে।

১৯। ফলে খোদার মার তাহার উপর, কি রকমের কথা রচনার জন্য চেষ্টা করিয়াছে!

২। এ অংশ প্রাথমিক আয়াত কয়টির কয়েক মাস পরে সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়ে যাবার পর প্রথমবার হজ্জের মৌসুম উপস্থিত হয়েছিল এবং কুরাইশ সরদাররা একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সিদ্ধান্ত করেছিল যে, বাহির থেকে আগত হাজীদের মধ্যে কুরআন ও মুহাম্মদ সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টির জন্য প্রোপাগান্ডার এক প্রচন্ড অভিযান চালাতে হবে।

২০। হ্যাঁ, খোদার মার তাহার উপর, কি রকমের কথা রচনার চেষ্টা করিয়াছে[৩]।

২১। পরে (লোকদের প্রতি) তাকাইল,

২২। পরে কপোল সংকোচিত করিল, মুখ বাঁকা করিল,

২৩। পরে ফিরিয়া গেল ও অহংকারে পড়িয়া গেল।

২৪। শেষ পর্যন্ত বলিল, ইহা কিছুই নয়, শুধু জাদু মাত্র, ইহা তো পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে,

২৫। ইহা তো একটা মানবীয় কালাম।

২৬। খুব শীঘ্রই আমি তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিব।

২৭। আর তুমি কি জান, সে দোযখটি কি?

২৮। উহা অবশিষ্ট রাখে না, ছাড়িয়াও দেয় না[৪];

২৯। চামড়া ঝলসাইয়া দেয়।

৩০। উনিশ জন কর্মচারী তাহার উপর নিয়োজিত।

৩। এখানে অলীদ-বিন-মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন যে খোদার কালাম এ কথা সে অন্তরে অন্তরে বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু মক্কায় নিজের সরদারী কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সে উক্ত সম্মেলনে হযুরকে (সঃ) জাদুকর ও কুরআনকে জাদু বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্যে কাফেরদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল।

৪। অর্থাৎ আযাব পাওয়ার যোগ্য একজন ব্যক্তিকেও বাকী থাকতে দেবে না যে তার পাকড়াওয়ের মধ্যে না এসে থেকে যাবে। আর যে ব্যক্তিই তার পাকড়াওয়ের মধ্যে আসবে তাকে সে আযাব না দিয়ে ছাড়বে না।
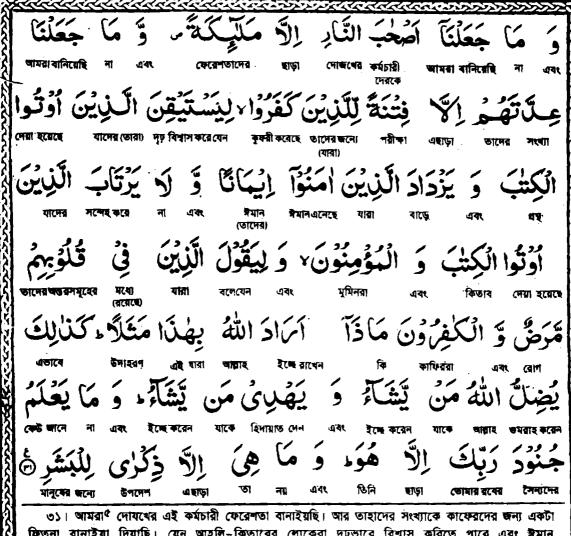
৩১। আমরা[৫] দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতা বানাইয়াছি। আর তাহাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা ফিতনা বানাইয়া দিয়াছি। যেন আহ্‌লি-কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে পারে এবং ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমান যেন বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহ্‌লি-কিতাব ও মু'মিন জনগণ কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে[৬] এবং দিলের রোগী ও কাফেরগণ বলিবে, 'এই ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলিয়া আল্লাহ্‌ কি বুঝাইতে চাহেন'; এইভাবে আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন গুমরাহ করিয়া দেন, আর যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। আর তোমার খোদার সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেহই জানেন না।—আর এই দোযখের উল্লেখ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে যে, লোকদের পক্ষে ইহা হইতে নসীহত লাভ সম্ভব হয়।

৫। এখান থেকে শুরু করে "তোমার খোদার সৈন্যবাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না" পর্যন্ত সমগ্র অংশটি ভাষণের মধ্যে বাক্যের পারম্পর্য ছিন্ন করে মাঝখানে বলা কথা হিসাবে সেই অভিযোগকারীদের উত্তরে বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহর (সঃ) মুখ থেকে এই কথা শুনে যে, দোযখের কর্মচারীদের সংখ্যা হবে ১৯, এ কথার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এ কথা তাদের কাছে বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়েছিলঃ একদিকে তো আমাদের শোনানো হচ্ছে -আদমের (আঃ) সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে যত লোক কুফরী ও বড় বড় পাপ করেছে তাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আবার অন্যদিকে আমাদের এ খবর দেয়া হচ্ছে যে এত বড় বিরাট বিশাল দোযখের মধ্যে সীমা সংখ্যাহীন মানুষের আযাব দেয়ার জন্যে মাত্র ১৯ জন কর্মচারীই নিযুক্ত থাকবে!"

৬। যেহেতু আহলি-কিতাব ও মু'মিনরা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তির কথা জানে, সুতরাং দোযখের ব্যবস্থাপনার জন্যে ১৯ জন ফেরেশতা যথেষ্ট। এ বিষয় তাদের সন্দেহ থাকতে পারে না।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى

একটি নিশ্চয় তানিশ্চয় উজ্জ্বলহয় যখন প্রভাতের এবং প্রত্যাবর্তন করে যখন রাতের শপথ চাঁদের শপথ কক্ষণ নয়

الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

পিছিয়ে যাবে অথবা অগ্রসর হবে যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছে করে (তার) যে জন্যে মানুষের জন্যে সতর্ককারী বড়গুলোর

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي

মধ্যে ডানদিকস্থ ব্যক্তিগণ ছাড়া দায়ে আবদ্ধ অর্জনকরেছে যা বিনিময়ে ব্যক্তি প্রত্যেক।

جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾

দোজখের মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিয়েছে কিসে অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাপরস্পরে করবে বেহেশতের

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

মিছকিনকে খাওয়াতাম আমরা না এবং নামাজীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম আমরা না তারা বলবে

৩২। কক্ষণও নয়[৭]! চন্দ্রের শপথ,

৩৩। শপথ রাত্রের-যখন উহা প্রত্যাবর্তন করে,

৩৪। আর প্রভাতকালের-যখন উহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

৩৫। এই দোযখ বড় বড় জিনিসগুলির মধ্যের একটি[৮]

৩৬। মানুষের জন্য ভীতি প্রদানকারী।

৩৭। তোমাদের মধ্যকার এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভীতিপ্রদ, যে সম্মুখে অগ্রসর হইতে চাহে; কিংবা পিছনে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছুক।

৩৮। প্রতিটি প্রাণী স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে রেহনবন্দী;

৩৯। দক্ষিণ বাহওয়ালা লোকদের ব্যতীত।

৪০-৪১। ইহারা জান্নাতসমূহে থাকিবে। তথায় তাহারা অপরাধী লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেঃ

৪২। কোন্ জিনিসটি তোমাদিগকে জাহান্নামে লইয়া গিয়াছে[৯]?

৪৩। তাহারা বলিবেঃ 'আমরা নামায পড়া লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না,

৪৪। মিসকীনদিগকে খাবার খাওয়াইতে ছিলাম না,

৭। অর্থাৎ এ কোন আজগুবি কথা নয়, এইভাবে যার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যেতে পারে।

৮। অর্থাৎ চাঁদ, রাত, দিন যেরূপ আল্লাহতা'আলার শক্তি-মহিমার মহান নিদর্শনাবলী সেইরূপ দোযখও আল্লাহর শক্তি মহিমার মহান নিদর্শনসমূহের অন্যতম একটি বস্তু।

৯। অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে বসে বসে সে দোযখের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলবে ও এই প্রশ্ন করবে।

৪৫। আর প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে কথা রচনাকারীদের সহিত মিলিত হইয়া আমরাও অনুরূপ কথা–বার্তা রচনা করার কাজে মশগুল হইয়াছিলাম।

৪৬। সেই সংগে প্রতিফল দেওয়ার দিনটিকে আমরা মিথ্যা–অসত্য মনে করিতাম।

৪৭। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই দৃঢ় প্রত্যয়মূলক জিনিসটিরই সম্মুখীন হইয়া পড়িলাম।'

৪৮। এই সময় সুপারিশকারী লোকদের সুপারিশ তাহাদের কোন কাজেই আসিবে না।

৪৯। বলতো, এই লোকদের কি হইয়াছে যে, ইহারা এই নসীহত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আছে?

৫০। যেন ইহারা বন্যগাধা,

৫১। ব্যাঘ্রের ভয়ে পালাইয়া যাইতে ব্যতিব্যস্ত[১০]।

১০। এটা আরবীভাষার একটি বাগধারা। বন্য গাধার স্বভাব হলো, বিপদের একটু আঁচ পেলেই এরা দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে। অন্য কোন জন্তুই এমন করে পালায় না।

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

বরং চায় প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের মধ্যে যে দেয়া হোক গ্রন্থ সমূহ উন্মুক্ত

كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ

কক্ষণনা বরং না তারা ভয় করে আখেরাতকে কক্ষণনা তা নিশ্চয় উপদেশ যে অতএব

شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾ وَ مَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ

ইচ্ছা করে তার শিক্ষানিক এবং না তারা শিক্ষা নেবে এ ছাড়া যে ইচ্ছা করেন আল্লাহ তিনিই

اَهْلُ التَّقْوٰى وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

যোগ্য ভয়ের এবং অধিকারী মাফ করার

৫২। বরঞ্চ ইহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই চাহে যে, তাহার নামে খোলা চিঠি প্রেরিত হউক[১১]।

৫৩। কক্ষণই নয়, আসল কথা হইল, এই লোকেরা পরকালকে মাত্রই ভয় করে না।

৫৪। কক্ষণই নয়[১২]। ইহা একটি উপদেশ মাত্র।

৫৫। এক্ষণে যাহার ইচ্ছা, ইহা হইতে সে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

৫৬। আর ইহারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করিবে না –তবে আল্লাহই যদি তাহা চাহেন। তিনিই ইহার উপযুক্ত যে, তাঁহার প্রতি তাক্ওয়া পোষণ করা হইবে। আর তিনিই ইহার যোগ্য যে, (তাক্ওয়া পোষণকারী লোকদিগকে) তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন।

১১। অর্থাৎ এরা চায়, আল্লাহতা'আলা সত্য সত্যই যদি মুহাম্মদকে (সঃ) নবী মনোনীত করে থাকেন তবে মক্কার প্রতিটি সরদার ও প্রতিটি শেখের নামে তিনি এক একটি পত্র এই মর্মে লিখে পাঠান যে–'মুহাম্মদ আমার নবী' তোমরা সকলে তার আনুগত্য গ্রহণ করো।'

১২। অর্থাৎ তাদের এরূপ কোন দাবী কস্মিনকালেও পূর্ণ করা হবে না।

সূরা আল-কিয়ামাহ্

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের শব্দটিকেই القيمة এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আর কার্যতঃ এটা এ সূরার কেবল নামই নয়, এ সূরায় আলোচিত বিষয়ের শিরোনামও এটাই। কেননা, এ সূরায় কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হাদীসের কোন বর্ণনা হতে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল জানা যায় না। কিন্তু তাতে আলোচিত বিষয়ে এমন একটি অন্তর্নিহিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যা হতে জানা যায়, এ মক্কার প্রাথমিক কালে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের একটি। ১৫ নম্বর আয়াতের পর কথার ধারাবাহিকতা চূর্ণ করে সহসাই রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছেঃ 'এই অহীকে দ্রুত স্মরণ করিয়া লওয়ার জন্য স্বীয় জিহ্বাকে নাড়াইও না। ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া ও পড়াইয়া দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পড়িতে থাকি, তখন তুমি উহার পাঠকে গভীর মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাক। পরে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়াও আমাদেরই দায়িত্ব।' এর পর ২০ নম্বর আয়াত হতে পুনরায় সে বিষয়ে কথা বলা শুরু হয়ে যায় যা শুরু থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলে আসা হচ্ছিল। এই মাঝখানে বলা বাক্যটি ক্ষেত্র ও স্থান উভয় দিক দিয়ে এবং হাদীসের বর্ণনাসমূহের দৃষ্টিতেও প্রসঙ্গতঃ ভাবে বলা হয়েছে। যে সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এ সূরাটি নবী করীম (সঃ) কে পড়ে শুনাচ্ছিলেন, তখন পরে তা ভুলে না যান এই ভয়ে তিনি তার শব্দসমূহ স্বীয় মুবারক মুখে উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছিলেন। এ হ'তে জানা যায়, এ ঘটনাটি সেই সময়ের যখন নবী করীম (সঃ) অহী নাযিল হওয়ায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছিলেন এবং অহী গ্রহণের অভ্যাস পুরোপুরিভাবে তাঁর আয়ত্তাধীন হয়ে আসেনি কুরআন মজীদে এর আরও দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত সূরা ত্বা-হা-র। তাতে রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

-'কুরআন পাঠে তুমি যেন তাড়াহুড়া না কর যতক্ষণ না তোমার প্রতি উহার অহী পূর্ণতায় পৌছিয়া যায়' (১১৪ নম্বর আয়াত)

আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সূরা আলা আ'লায়। তাতে নবী করীমকে (সঃ) সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এই বলেঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى

-'আমরা শীঘ্রই তোমাকে পড়াইয়া দিব। উহার পর তুমি উহা ভুলিয়া যাইবে না' (৬ নম্বর আয়াত)।

উত্তরকালে নবী করীম (সঃ) অহী গ্রহণে যথেষ্ট এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তখন আর এ ধরনের হেদায়াত দেয়ার কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট ছিল না। এ কারণেই কুরআনে এ তিনটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও এর অপর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরা হ'তে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলি সূরা আছে, তার অধিকাংশই বিষয়-বস্তু ও বাচনভঙ্গীর দৃষ্টিতে সেই সময়কালে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়, যখন সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর প্রাথমিক সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কুরআন নাযিল হওয়ার ধারা বৃষ্টি বর্ষণের মত অব্যাহতভাবে পুনরায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরপর নাযিল হওয়া এ সূরাসমূহে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ও প্রভাবশালী পন্থায় অতীব ব্যাপক ও সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর সঙ্গে

ইসলাম ও তার মৌল আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক শিক্ষার আর্দশসমূহ পেশ করা হয়েছে। মক্কাবাসীদেরকে তাদের গুমরাহী সম্পর্কে প্রচণ্ডভাবে সাবধান ক'রে দেয়া হয়েছে। এ শুনে কুরাইশ সরদাররা ঘাবড়ে গেল এবং প্রথম হজ্জমৌসুম আসার পূর্বেই রসূলে করীম (সঃ)-কে বাধাগ্রস্থ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে তারা সম্মেলনে মিলিত হ'য়ে শলা-পরামর্শ করেছিল। এ সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর প্রথম আলোচনায় দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় পরকাল অবিশ্বাসী-অমান্যকারী লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে কথা বলা হয়েছে। তাতে তাদের এক একটা সন্দেহ ও প্রশ্ন-আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। খুবই অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাব্যতা সংগঠণ ও অপরিহার্যতা প্রকট ক'রে তোলা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট ক'রে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারাই পরকালকে অস্বীকার করে, তার আসল কারণ এ নয় যে, তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাকে অসম্ভব মনে করে। তার আসল কারণ হ'ল এই-তাদের মনের কামনা-বাসনাই তা মেনে নিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নয়। এ প্রসঙ্গে লোকদেরকে সাবধান ক'রে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো, সে সময়টি অবশ্যই আসবে। তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদের সম্মুখেই উদঘাটিত ক'রে দেয়া হবে। আর নিজ নিজ আমলনামা নিজ চোখে দেখার পূর্বেই প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতঃই জানে যে, সে দুনিয়ায় কি কর্ম ক'রে এসেছে। কেননা, কোন ব্যক্তিই নিজ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত নয়। দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এবং স্বীয় মনকে প্রবোধ দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় কাজ-কর্মের সমর্থনে যতই বাহানা দেখাতে চেষ্টা করুক না কেন, যতই যৌক্তিকতা দেখাক না কেন, নিজেকে চিনতে কারও দেরী হয় না, বাকী থাকে না।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় ও আসল বক্তব্য হ'ল দুনিয়ায় মানুষের প্রকৃত স্থান ও মর্যাদা (Position) সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তারা যদি নিজেদের এ প্রকৃত স্থান ও মর্যাদার কথা হৃদয়ংগম ক'রে খোদার শোকর আদায়মূলক আচরণ অবলম্বন্ করে তাহলে তার পরিণতি অত্যন্ত কল্যাণময় হবে এবং কুফর ও অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক ও ধ্বংসমূলক। কুরআন মজীদের বড় বড় সূরাসমূহে এ বিষয়টি তো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু প্রাথমিককালের মক্কী পর্যায়ের সূরাসমূহের বিশেষ বাচনভংগী হ'ল, যেসব কথা পরবর্তীকালে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে তাই এ পর্যায়ে অতি সংক্ষেপে অথচ অতীব মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে হৃদয়-মনে দৃঢ় মূল করে দেয়া হয়েছে, এবং এমন ছোট ছোট বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে যে তা শ্রবণকারীদের খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেতে পারে।

এ সূরায় সর্বপ্রথম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের উপর দিয়ে এমন একটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে যখন তারা উল্লেখ্য কিছুই ছিল না। উত্তরকালে একটি সংমিশ্রিত শুক্র হতে তার অস্তিত্বের অত্যন্ত হীন সূচনা হয়েছিল। তখন তার গর্ভধারিণীও তার অস্তিত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার কথা জানতেও পারেনি। তখনকার সে অনুবীক্ষণী অস্তিত্ব দেখে তা কোন মানবীয় সত্তা এবং পরে এ পৃথিবীর বুকে 'আশরাফুল মাখ্‌লুকাত' হয়ে দাঁড়াবার মত কোন সত্তা বলে ধারণা হওয়াও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এর পর মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ পন্থায় তোমার সৃষ্টি-কর্ম সুসম্পন্ন করে তোমাকে এখন যা কিছু বানিয়ে দিয়েছি তার পশ্চাতে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং সে উদ্দেশ্য হ'ল, আমরা তোমাদেরকে দুনিয়ায় রেখে তোমার পরীক্ষা নিতে চাই। এ কারণেই দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত তোমাকে কাণ্ডজ্ঞান ও চেতনাবিবেক সম্পন্ন বানানো হয়েছে এবং তোমার সম্মুখে শোকর ও কুফর এ দু'টি পথ সমানভাবে সুসমতল ও সুগম করে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে! যেন এখানে কাজ করার যে অবকাশ ও সুযোগ-সুবিধা তোমাকে দেয়া হয়েছে তাতে এ পরীক্ষায় তুমি শোকরকারী বান্দাহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে, না কাফের বান্দাহ হয়ে,-তা তুমি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিতে সক্ষম হও।

অতঃপর মাত্র একটি আয়াতে স্পষ্ট-অকাট্য নিয়মে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরীক্ষায় যারা কাফের প্রমাণিত হবে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

৫ নম্বর আয়াত থেকে ২২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে সে সব নি'আমতের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে, যা দিয়ে খোদার বন্দেগী পালনের দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় আদায়কারী লোকদেরকে ধন্য করা হবে। এসব আয়াতে তাদের কেবলমাত্র সর্বোত্তম শুভ প্রতিফলের কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়নি, সংক্ষেপে তাদের সেসব আমলের কথাও বলে দেয়া হয়েছে যার দরুন তারা এ নামের শুভ ফল পাওয়ার অধিকারী হবে। মক্কী পর্যায়ের প্রাথমিক সূরাসমূহের সর্বাধিক প্রকট ও স্পষ্ট বিশেষত্ব হ'ল, তাতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও ধারণাসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে বলার সংগে সংগে কোথাও ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুত্ববহ নৈতিক গুণাবলী ও নেক আমলসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, আর কোথাও যেসব খারাব আমল ও চরিত্র হতে ইসলাম মানুষকে পবিত্র করতে চায় যে সবের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ দু'টি বিষয়ে ভাল বা মন্দ পরিণতি এ দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনে কি হবে সে দিক দিয়ে কিছুই বলা হয়নি; পরকালের চিরন্তন ও শাশ্বত জীবনে তার স্থায়ী ফল ও পরিণতি কি হবে, সে দৃষ্টিতেই এ দু'টি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। কোন খারাপ গুণ কল্যাণকর কিনা এবং কোন ভাল গুণ ক্ষতিকর কিনা সে প্রশ্ন এখানে তোলা হয়নি।

এ পর্যন্ত প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের উল্লেখ করা হ'ল। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে তিনটি কথা বলা হয়েছে। একটি হ'ল, তোমার প্রতি অল্প অল্প করে যে কুরআন মজীদ নাযিল করা হচ্ছে তা এই আমিই করছি, অন্য কেউ নয়। এ কথাটির আসল লক্ষ্য নবী করীম (সঃ)-কে নয়-কাফেরদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিজে কুরআন মজীদ মনগড়াভাবে রচনা করছেন না, তার নাযিল করার মূলে আমি রয়েছি-আমিই তা নাযিল করেছি এবং একেবারে নয় বারে বারে অল্প অল্প করে নাযিল করা আমার কর্মকৌশলেরই অনিবার্য দাবী। রসূলে করীম (সঃ) কে সম্বোধন করে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে, তা হ'ল তোমার খোদার ফয়সালা, প্রকাশিত হতে যত বিলম্বই হোক এবং এ সময়ে তোমার উপর দিয়ে বিপদ-আপদের যে ঝড়-ঝঞ্ঝাই প্রবাহিত হোক, সর্বাবস্থায় তুমি পরমত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে থাকবে। এসব দুরাচার ও সত্য অমান্যকারী লোকদের কোন চাপের মুখে একবিন্দু নতি স্বীকার করবে না।

তাঁকে তৃতীয় কথা এ বলা হয়েছে যে, রাত দিন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক। নামায পড় এবং রাত্রিকাল আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত কর। কেননা, কুফরীর আকাশ-ছোয়া তুফানের বিরুদ্ধে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের দৃঢ়তা ও স্থিতি লাভের এটাই হ'ল একমাত্র উপায় ও অবলম্বন এর সাহায্যেই তা লাভ করা সম্ভব।

পরে একটি বাক্যে কাফেরদের ভুল আচার-আচরণের আসল কারণ বলে দেয়া হয়েছে। তা হ'ল, তারা পরকালকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে পড়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তোমরা নিজেরাই হয়ে যাওনি, আমরাই তোমাদরকে সৃষ্টি করেছি। চেপটা-চওড়া বুক ও দৃঢ় শক্ত বাহু ও হাত-পা তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে বানিয়ে লওনি। তার আসল নির্মাতা তো আমরাই। তোমাদের সাথে যে আচরণই আমরা করতে চাইব তা আমরা সহজেই করতে পারি, করার সাধ্য ও ক্ষমতা পুরোপুরিই আমাদের রয়েছে। আমরা তোমাদের আকার-আকৃতিসমূহ বিকৃত ও পরিবর্তিতও করতে পারি। তোমাদেরকে ধ্বংস করে অপর কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। তোমাদেরকে মেরে পুনরায় যে আকার-আকৃতিতেই চাই, আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারি।

সর্বশেষে এই বলে কথা শেষ করা হয়েছে যে, এ হচ্ছে নসীহতের বাণী। এখন যার ইচ্ছা এ কবুল করে খোদাকে পাওয়ার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে পারে-তা তার করা উচিৎ। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের চাওয়াটাই আসল কথা নয়-তাই সব কিছু নয়। আল্লাহ-ই যদি না চাহেন, তা হলে মানুষের চাওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু

আল্লাহর চাওয়াও তো অন্ধ অযৌক্তিকভাবে হয় না। তিনি যদি কিছু চানই তা হলে তা স্বীয় 'ইলম্ ও বিশেষ কর্মকৌশলের ভিত্তিতে চান। সে 'ইলম ও কর্মকৌশলতার ভিত্তিতে যাকে তিনি তাঁর রহমত পাওয়ার উপযুক্ত মনে করবেন তাকে স্বীয় রহমতে শামিল করে নেবেন এবং যাকে তিনি তিনি যালেম দেখতে পান, তাঁর জন্যে তিনি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উৎপীড়ক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

সূরা আল–কিয়ামাহ্
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. না[১], আমি কসম খাইতেছি কিয়ামতের দিনের[২]।

২. আর না, আমি কসম খাইতেছি তিরস্কারকারী মনের[৩]।

৩. মানুষ কি মনে করিয়া বসিয়াছে যে, আমরা তাহার অস্থিগুলি একত্রিত করিতে পারিব না?

৪. – কেন নয়? আমরা তো তাহার অংগুলি গুলির গিড়া গিড়া পর্যন্ত যথাযথ বানাইয়া দিতে সক্ষম।

৫. কিন্তু মানুষ চায় যে, ভবিষ্যতেও কুকর্মসমূহ করিতে থাকিবে[৪]।

১। কথা শুরু করা হয়েছে 'না' দিয়ে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় পূর্ব হতে কোন কথা চলছিল, যে কথার প্রতিবাদে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এখানে 'না' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে–'যা কিছু তোমরা বুঝছো তা ঠিক নয়, আমি শপথ করে বলছি– আসল কথা হচ্ছে এই।'

২। কিয়ামতের সংঘটন সুনিশ্চিত–তাই কিয়ামত আসার ব্যাপারে খোদ কিয়ামতেরই কসম খাওয়া হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব–ব্যবস্থা সাক্ষ্য দিচ্ছে–এ বিশ্ব অনাদিও নয়, চিরস্থায়ীও নয়। এই বিশ্ব এক সময় নাস্তি থেকে অস্তিত্বে এসেছে এবং এক সময় একে অবশ্য শেষ হতেই হবে।

৩। অর্থাৎ বিবেকের যা মানুষকে অন্যায়ের জন্যে তিরস্কার করে, এবং মানুষের মধ্যে যার বিদ্যমানতা; এই সাক্ষ্য দেয় যে মানুষ নিজের কাজের জন্যে দায়ী–তার জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৪। অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকার করার আসল কারণ হচ্ছে এই। এরূপ কোন যুক্তিগত ও জ্ঞান–গত প্রমাণ এর কারণ নয় যার ভিত্তিতে মানুষ বলতে পারে–কিয়ামত কিছুতে সংঘটিত হবে না বা কিয়ামতের সংঘটন অসম্ভব।

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨

চাঁদ আলোকহীনহবে এবং চক্ষু স্থীর হয়ে যাবে যখন অতঃপর কিয়ামতের দিন কবে সেজিজ্ঞেস করে

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠

পালাবার জায়গা কোথায় সেইদিন মানুষ বলবে চাঁদ ও সূর্য একত্রিত করাহবে এবং

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ

মানুষকে জানিয়েদেয়া হবে অবস্থানস্থল সেদিন তোমাররবের দিকে আশ্রয়স্থল নাই কক্ষণ না

يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ

তার নিজের সম্পর্কে মানুষ বরং পিছে ছেড়েছে এবং সে আগে পাঠিয়েছে যা ঐ বিষয়ে সেদিন

بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ

তোমার জিহ্বা এর সাথে নাড়াবে না তার অজুহাতসমূহ পেশ করে সে যদিও এবং খুব অবগত

لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦

এর সাথে তাড়াতাড়ির জন্যে

৬. জিজ্ঞাসা করেঃ 'আচ্ছা, কবে পর্যন্ত আসিবে সেই কিয়ামতের দিনটি?

৭. পরে দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তরীভূত হইয়া যাইবে।

৮. এবং চাঁদ আলোহীন হইয়া যাইবে

৯. এবং চাঁদ ও সূর্য মিলাইয়া একাকার করিয়া দেওয়া হইবে,

১০. তখন এই মানুষই বলিবেঃ কোথায় পালাইয়া যাইব?

১১. কক্ষণই নয় ! তথায় কোনই আশ্রয় স্থল হইবে না।

১২. সেই দিন তোমার খোদারই সম্মুখে যাইয়া অবস্থান গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩. সেই দিন মানুষকে তাহার আগের পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪. বরং মানুষ নিজেই নিজেকে খুব ভালভাবে জানে,

১৫. সে যতই অক্ষমতা[৫] পেশ করুক না কেন।

১৬. –হে নবী[৬]। এই অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিয়া লওয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াইও না।

৫। অর্থাৎ মানুষের নামায়ে আমল (কর্মতালিকা) তার সামনে পেশ করার আসল উদ্দেশ্য অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে জানানো নয়। প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূর্ণ হয় না– এ কারণেই এটা আবশ্যক। নতুবা প্রত্যেক–মানুষ খুব ভাল করেই জানে–সে নিজে কি।

৬। এখান থেকে আরম্ভ করে পরে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়াও আমাদেরই দায়িত্বে" রহিয়াছে পর্যন্ত সমস্ত কথাই মাঝখানে বলা একটা কথা। পূর্ব থেকে বলে আসা কথার ধারাবাহিকতা ভংগ করে নবীকে সম্বোধন করে এ কথাটি বলা হয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) যখন হুযুরকে এ সূরা শুনাচ্ছিলেন সে সময় তিনি 'পাছে ভুলে না যাই' –এই আশংকায় যবান দ্বারা তা পুনঃ আবৃত্তির চেষ্টা করছিলেন।

১৭. উহা মুখস্ত করাইয়া দেওয়া ও পড়াইয়া দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

১৮. কাজেই আমরা যখন উহা পড়িতে থাকি, তখন তুমি উহার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাক।

১৯. পরে উহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রহিয়াছে।

২০. কক্ষণ-ও নয়[৭] আসল কথা হইল, তোমরা খুব দ্রুত ও অবিলম্বে অর্জনযোগ্য জিনিস (অর্থাৎ ইহজগত)-কে ভালবাস,

২১. আর পরকালকে উপেক্ষা কর।

২২. সেই দিন কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উজ্জ্বল সুস্মিত হইবে,

২৩. নিজেদের খোদার দিকে দৃষ্টিমান হইবে।

২৪. আর কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উদাস-ম্লান হইবে।

২৫. মনে করিতে থাকিবে যে, তাহাদের সহিত কোমর চূর্ণকারী আচরণ করা হইবে।

২৬. কক্ষণও নয়[৮]। প্রাণ যখন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে,

২৭. এবং বলা হইবে যে, ঝাড়-ফুঁক দেওয়ার কেহ আছে কি?

২৮. মানুষ মনে করিবে, দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইহাই সময়।

৭। মাঝখানে অন্য কথা শেষ হয়ে যাবার পর আবার পূর্ব প্রসংগের সংগে ভাষণের ধারাবাহিকতা যুক্ত হয়েছে। এখানে 'কক্ষণ-ও-নয়' -কথাটির তাৎপর্য হলো বিশ্ব লোকের স্রষ্টা মহান আল্লাহকে তোমরা কিয়ামত সৃষ্টি করতে ও মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম মনে করার কারণে যে পরকালকে অস্বীকার করছো তা নয়। বরং আসল কারণ হলো এই।

৮। উপর থেকে চলে আসা ভাষণের প্রসংগের সংগে এই 'কক্ষণ-ও নয়' কথাটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ 'তোমরা মৃত্যুতে নাস্তি হয়ে যাবে নিজেদের প্রভুর সমীপে ফিরে যেতে হবেনা' -তোমাদের এ ধারণা মিথ্যা।

وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

এবং জড়িয়ে যাবে পিন্ডলির পিন্ডলি সাথে দিকে তোমার রবের সেদিন যাত্রা

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ

না অতঃপর সত্য মানল এবং না নামাজ পড়ল বরং মিথ্যারোপকরল ও ফিরেগেল পরে, গেল দিকে পরিবারের তার

يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ

সদম্ভে দুর্ভোগ তোমার জন্যে অতঃপর দুর্ভোগ এরপর দুর্ভোগ তোমার জন্যে অতঃপর দুর্ভোগ মনে করেছেকি মানুষ যে

يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً

ছেড়েদেয়াহবে লাগামহীন না কি সেছিল একফোটা শুক্র স্খলিত পরে হয় জমাট রক্ত

فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾

অতঃপর আকৃতি দিলেন তিনি অতঃপর সুঠাম করলেন অতঃপর বানালেন তা থেকে দুইজোড়া পুরুষ ও নারী

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

নয় কি সেই সক্ষম এতে যে জীবিত করবেন মৃত্যুকে

২৯. আর পা পায়ের সাথে জড়াইয়া যাইবে।

৩০. সেই দিনটি হইবে তোমার খোদার পানে যাত্রা করার

৩১. কিন্তু সে সত্য না মানিয়া লইল, না নামায পড়িল;

৩২. বরং সত্যকে মিথ্যা মনে করিল এবং ফিরিয়া গেল।

৩৩. পরে অহমিকতা সহকারে নিজের ঘরের লোকদের দিকে রওয়ানা হইয়া গেল।

৩৪. এইরূপ আচরণ তোমার জন্যই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়।

৩৫. হাঁ, এই আচরণ তোমার জন্যই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়।

৩৬. মানুষ কি মনে করিয়া লইয়াছে যে, তাহাদিগকে এমনিতেই[১] ছাড়িয়া দেয়া হইবে?

৩৭. সে কি নিকৃষ্টতম পানির একটি শুক্র ফোঁটা ছিল না, যাহা (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়?

৩৮. পরে উহা একটি মাংসপিন্ড হইল। পরে আল্লাহ উহার দেহ বানাইলেন, উহার অংগ-প্রত্যংগ সুসমান ও সংগতিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

৩৯. পরে উহা হইতে পুরুষ ও নারী দুই ধরণের (মানুষ) বানাইলেন।

৪০. এই খোদা কি মৃতদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

১। মূল سُدًى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সেই উটকে 'ইবিলুন সুদা' বলা হয় যা এমনি ছাড়া থাকে, যেদিকে ইচ্ছা বিচরণ করে, কেউ তার তত্বাবধায়ক বা দেখাশুনা করার থাকে না। আমরা 'লাগামহীন উট'-কথাটি এই অর্থেই ব্যবহার করে থাকি।

সূরা আদ-দাহর

নামকরণ

এ সূরাটির একটি নাম الدهر আর একটি নাম الانسان- এ দু'টি নামই এর প্রথম আয়াত হতে গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, এ সূরাটি মক্কী। আল্লামা জামাখ্‌শারী, ইমাম রাযী, কাযী বাইযাবী, আল্লামা নিযামুদ্দীন নীশাপুরী, হাফেজ ইবনে কাসীর ও অন্যান্য বহু তফসীরকার-ই লিখেছেন, এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা আ'লুমী'র মতে এটাই সর্বসাধারণ সমর্থিত কথা। কিন্তু অন্যান্য কিছু সংখ্যক তফসীরকার গোটা সূরাটিকেই 'মদীনী' বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সূরাটি আসলে তো মক্কী, তবে ৮-১০ নম্বর আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছিল।

সূরাটিতে আলোচিত বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বাচনভংগী হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বরং বিষয়টি গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এ কেবল মক্কী-ই নয়, মক্কাশরীফেও এ নাযিল হয়েছিল। সূরা মুদ্দাস্‌সির-এর প্রাথমিক সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়। ৮-১০ নম্বর আয়াতে - অর্থাৎ ويطعمون الطعام হতে يوما عبوسا قمطريرا পর্যন্ত- সমগ্র সূরার বর্ণনা ধারাবাহিকতায় পুরোপুরি সংগতির সঙ্গে মিলে-মিশে আছে। পূর্বাপর সহকারে তা পাঠ করলে তার পূর্বের ও পরের কথা ১৫-১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং তার এত বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে ইচ্ছামত বসিয়ে দেয়া হয়েছে- এমন কথা আদৌ মনে হয় না।

এ সূরাটিকে কিংবা এর কোন কোন আয়াতকে 'মদীনী' মনে করার কারণ হ'ল হাদীসের একটি বর্ণনা। আতা ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত হাসান ও হোসাইন একবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ) এবং বহু সংখ্যক সাহাবী তাদেরকে দেখবার জন্যে উপস্থিত হলেন। কোন কোন সাহাবী হযরত 'আলী (রাঃ)-কে পরামর্শ দিলেন, আপনি বাচ্চা দু'টির নিরাময়তার জন্যে আল্লাহর নামে কিছু মানত করুন। এ পরামর্শনুযায়ী হযরত 'আলী, হযরত ফাতিমা এবং তাদের সেবিকা 'ফিযযা' (রা) মানত করলেন এই বলে যে, আল্লাহ বাচ্চা দু'টির রোগ সারিয়ে দিলে এ তিনজন তার শোকর স্বরূপ তিনটি রোযা রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করলেন, দুটি বাচ্চাই সুস্থ ও নিরাময় হয়ে গেলেন। ফলে এ মানতকারী তিনজন-ই এক সংগে মানতের রোযা রাখতে শুরু করলেন। হযরত আলীর ঘরে আহার্য কিছুই ছিল না। তারা কিছু পরিমাণ গম ধার স্বরূপ গ্রহণ করলেন (একটি বর্ণনা মতে শ্রম করে মজুরীস্বরূপ উপার্জন করলেন)। প্রথম রোযাটির ইফতার করে তারা যখন খেতে বসলেন, তখন একজন মিসকিন এসে খাবার চাইল। তাঁরা সমস্ত আহার্য ভিখারীকে দিয়ে দিলেন, আর নিজেরা পানি পান করে শুয়ে রইলেন। দ্বিতীয় রোযার ইফতার করার পর খাবার খেতে বসলে একটি এতীম এসে খাবার চাইল। সেদিনও সমস্ত খাবার তাঁরা তাকে দিয়ে দিলেন এবং পানি পান করে শুয়ে থাকলেন। তৃতীয় দিন রোযা খুলে খেতে বসেছেন এমন সময় একজন 'কয়েদী' খাবার চাইল। তাঁরা সমস্ত খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। চতুর্থ দিনে হযরত আলী (রাঃ) বাচ্চা দু'জনকে সংগে নিয়ে রসূলে করীমের (সঃ) খেদমতে হাজির হলেন। তিনি দেখতে পেলেন, পিতা-পুত্র তিনজনই ক্ষুধার তীব্র দুঃসহ যাতনায় জর্জরিত। তিনি তাদেরকে সংগে নিয়ে হযরত ফাতিমার ঘরে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ঘরের এক কোণে পড়ে ক্ষুধায় ছটফট করছেন। এ অবস্থা দেখে রসূলে করীম (সঃ) কান্নাভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় হযরত জিবারাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেনঃ গ্রহণ করুন, আল্লাহ'আলা আপনার ঘরের লোকদের প্রতি মোবারকবাদ জানিয়েছেন। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেটা কি? এর জবাবে হযরত জিবারঈল এই গোটা সূরা পাঠ

করে তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। (ইবনে সিহব্যানের বর্ণনায় বলা হয়েছে, ان الابرار يشربون হতে শেষ আয়াত পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। কিন্তু ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক ইবনে 'আব্বাস হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ويطعمون الطعام আয়াতটি হযরত 'আলী ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ঘটনার তাতে উল্লেখ নেই। 'আলী ইবনে আহমাদ আল্-ওআহেদী তাঁর تفسير البسيط গ্রন্থে এ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন। জামাখ্শারী, রাযী ও নীশাপুরী প্রমুখ সম্ভবতঃ এ হতেই এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন।')

ওপরে উদ্ধৃত এ বর্ণনাটি সনদের বিচারে অত্যন্ত দুর্বল, গ্রহণ অযোগ্য। বৈজ্ঞানিক ও বিবেক-বুদ্ধি বিচারে প্রশ্ন উঠে, একজন মিসকীন, একটি এতীম ও একজন কয়েদী খাবার চাইলে ঘরের পাঁচ ব্যক্তির জন্য তৈরী আহার্য সম্পূর্ণ রূপে তাকে দিয়ে দেয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? একজন লোকের খাবার প্রার্থীকে দিয়ে অবশিষ্ট চারজনের খাবার পাঁচজনে মিলে খেয়ে অতি সহজেই পরিতৃপ্তি অর্জন করতে পারতেন, ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত থাকার কোন কারণই থাকতে পারে না। এতদ্ব্যতীত সদ্য রোগমুক্ত অতিশয় দূর্বল নিঃশক্তি দুজন বালককে ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত অভুক্ত ও ক্ষুধা কাতর করে রাখাকে হযরত 'আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)-র ন্যায় দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয় সওয়াবের কাজ মনে করতে পারেন, তা বোধগম্য হতে পারে না। উপরন্তু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কয়েদীকে ভিক্ষা চাইবার জন্যে ছেড়ে দেয়ার নিয়ম কখনই ছিল না। কয়েদী সরকারী ব্যবস্থাধীন থাকলে সরকারই তার খাওয়া পরার জন্য দায়ী হ'ত। কোন ব্যক্তির উপর তার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলে, সেই ব্যক্তিই তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করার জন্য দায়ী থাকতো। এ কারণে মদীনা শরীফের ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন কয়েদীর ভিক্ষা করার জন্যে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। মন্দ ও যৌক্তিক বিচারে ধরা পড়া এই সব দুর্বলতা বাদ দিয়ে এই গোটা কাহিনীকে সত্য ও সঠিক মেনে নিলেও তাতে বেশীর পক্ষে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ঘরের লোকদের দ্বারা যখন এরূপ একটি তুলনাহীন মানবতাবাদী ঘটনা সংঘটিত হ'ল তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে রসূলে করীম (সঃ)-কে তাঁর ঘরের লোকদের এ মহতি কাজটি মহান আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে সুসংবাদ দিলেন। কেননা, তাঁরা যে মহান নেক কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন সূরা 'দাহর'-এর আলোচ্য আয়াত ক'টিতে তারই প্রশংসা করেছেন ও শুভ প্রতিফলের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ আয়াত ক'টিও এ ঘটনার উপলক্ষে নাযিল হয়েছে বলে কিছুতেই মনে করা যেতে পারে না। 'শানে নুযুল' পর্যায়ে বর্ণিত অনেক ঘটনার অবস্থাই এরূপ। কোন আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, এ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তখন তার অর্থ এই হয় না যে, এ ঘটনাটি যখন সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তখনই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। তার অর্থ হয়, এ আয়াত এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে বা তা এ ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। ইমাম 'সুয়ূতি তাঁর আল্-ইত্কান গ্রন্থে হাফেয ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেনঃ বর্ণনাকারী যখন বলে, এ আয়াত অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন কখনও তার অর্থ হয়, এ ঘটনাই তার নাযিল হওয়ার কারণ; আর কখনও তার তাৎপর্য হয়, এ ব্যাপারটি এ আয়াতের ঘোষণায় অন্তর্ভূক্ত, যদিও তার নাযিল হওয়ার এটাই কারণ নয়। পরে তিনি ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী লিখিত 'আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন' 'গ্রন্থ' হতে তাঁর এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ সাহাবী ও তাবেঈন-এর প্রচলিত ও সর্বজন পরিচিত অভ্যাস ছিল, তাঁদের মধ্যে হতে কেহ যখন বলতেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, তখন তার অর্থ হয়, এ আয়াতের ঘোষণা এ ব্যাপারের ওপর খাটে। এ ঘটনার কারণেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে, এমন অর্থ বুঝায় না। আসলে এর তাৎপর্য হয়, এ আয়াতটির ঘোষণা দ্বারা এ বিষয়ের দলীল পেশ করা যায়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এরূপ, তা নয়।
খন্ড ১: পৃষ্ঠা ১৩)

সূরা আদ–দাহর

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১. মানুষের উপর কি সীমাহীনকালের একটা সময় এমন-ও অতিবাহিত হইয়াছে, যখন তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না[১]?

২. আমরা মানুষকে এক সংমিশ্রিত শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন আমরা তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারি। আরও এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা তাহাদিগকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন বানাইয়াছি[২]।

৩. আমরা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছি- ইচ্ছা হইলে শোকরকারী হইবে; কিংবা হইবে কুফরকারী[৩]।

১। উদ্দেশ্য প্রশ্ন করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে এ কথার স্বীকৃতি আদায় করা যেঃ হাঁ তার উপর দিয়ে এরূপ এক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এছাড়া তাকে এ চিন্তা করতে বাধ্য করা যে- যদি এর পূর্বে তাকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনা হয়ে থাকে, তবে তার পক্ষে দ্বিতীয় বার পয়দা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

২। অর্থাৎ তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও বিবেকবান করে সৃষ্টি করেছি।

৩। অর্থাৎ অবাধ্যতা-অকৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করার স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে অবাধ্যতা-অকৃতজ্ঞতার পথ কোনটি ও কৃতজ্ঞতার পথ কোনটি।

৪. কুফরকারীদের জন্য আমরা শিকল, কন্ঠকড়া ও দাউ দাউ করিয়া জ্বলা আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।
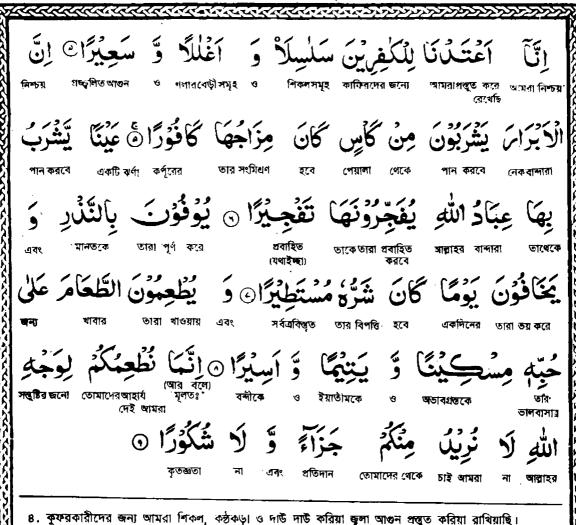
৫. নেক্কার লোকেরা (জান্নাতে) শরাবের এমন সব পাত্র পান করিবে যাহার সহিত কর্পূর সংমিশ্রণ হইবে।

৬. ইহা একটি প্রবহমান ঝর্ণা হইবে, যাহার পানির সংগে আল্লাহর বান্দাহরা শরাব পান করিবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই উহার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া লইবে।

৭. ইহারা সেই লোক হইবে যাহারা (দুনিয়ায়) মানত[৪] পূরণ করে, এবং সেই দিনটিকে ভয় করে যাহার বিপদ সর্বত্র বিস্তৃত হইবে,

৮. এবং আল্লাহর ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়।

৯. (আর তাহাদিগকে বলে,) আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহর জন্যই খাওয়াইতেছি। আমরা তোমাদের নিকট হইতে না কোন প্রতিদান চাহি, না কৃতজ্ঞতা।

৪। 'মানত' অর্থ খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ফরযের অতিরিক্ত কোন সৎকার্য সম্পন্ন করার জন্যে খোদার কাছে প্রতিশ্রুতি দান করা।

১০. আমরা তো খোদার প্রতি সেই দিনের আযাবের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত, যে দিনটি কঠিন বিপদের অতিশয় দীর্ঘ দিন হইবে।

১১. অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তাহাদিগকে সেই দিনের অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে সতেজতা ও আনন্দ-সুখ দান করিবেন।

১২. আর তাহাদের ধৈর্য-সহিষ্ণুতার[৫] বিনিময়ে তাহাদিগকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করিবেন।

১৩. তথায় তাহারা উচ্চ আসন-সমূহে ঠেশ দিয়া বসিবে। তাহাদিগকে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করিবে, না শীতের প্রকোপ।

১৪. জান্নাতের ছায়া তাহাদের উপর অবনত হইয়া থাকিবে এবং উহার ফলসমূহ সর্বদা তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকিবে (তাহারা ইচ্ছামত উহা পাড়িতে পারিবে)।

৫। ঈমান আনার পর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খোদার আদেশ-নিষেধ পালন করার এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার অর্থে এখানে 'সবর' (ধৈর্য-সহিষ্ণুতা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দ - ৯/২২
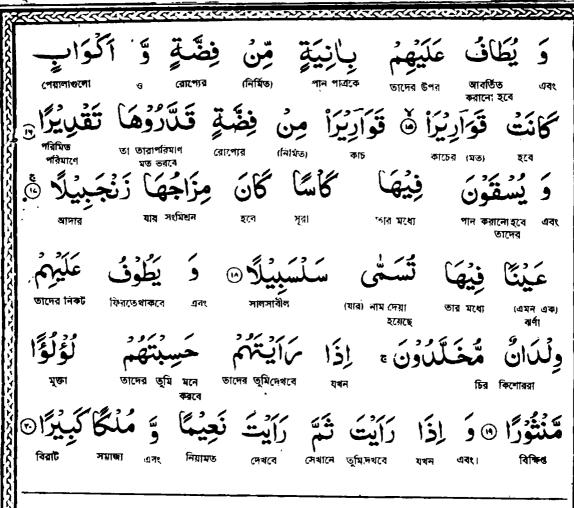
১৫. তাহাদের সম্মুখে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হইবে। সেই কাঁচ যাহা রৌপ্য জাতীয় হইবে[৭]

১৬. এবং সেগুলিকে (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মত ভর্তি করিয়া রাখিবে।

১৭. তাহাদিগকে তথায় এমন সূরা পান করানো হইবে যাহাতে শুঁটের সংমিশ্রণ থাকিবে[৮]।

১৮. ইহা হইবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, উহাকে 'সাল্‌সাবীল' বলা হয়।

১৯. তাহাদের সেবাকার্যে এমন সব বালক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিতে থাকিবে যাহারা চিরকালই বালক থাকিবে। তোমরা তাহাদিগকে দেখিলে মনে করিবে, ইহারা যেন মুক্তা-ছড়াইয়া দেওয়া।

২০. তথায় যেদিকেই তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, শুধু নি'আমত আর নি'আমতই- এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তুমি দেখিতে পাইবে।

৬। সূরা যুখরুফের ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছে তাদের সামনে স্বর্ণপাত্র আবর্তিত করানো হতে থাকবে। এ থেকে জানা গেল কখনও সেখানে স্বর্ণপাত্র ব্যবহৃত হবে এবং কখনও রৌপ্য পাত্র।

৭। অর্থাৎ রৌপ্য নির্মিত হবে, কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ ঝকঝকে।
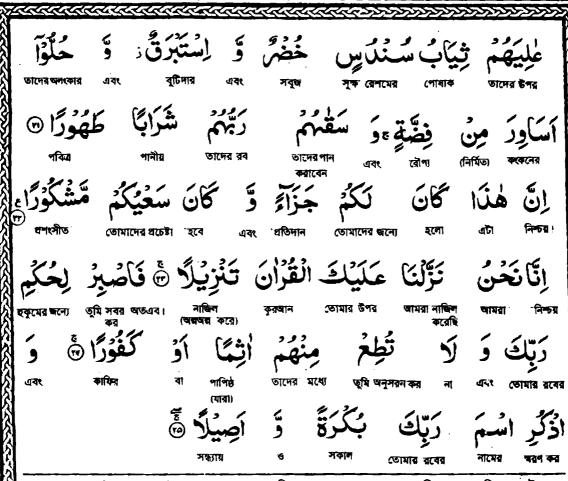
২১. তাহাদের উপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোষাক, কিংখাব ও মখমলের কাপড় থাকিবে। তাহাদিগকে রৌপ্যের কংকন[৯] পরানো হইবে এবং তাহাদের খোদা তাহাদিগকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাইবেন।

২২. ইহাই হইল তোমাদের শুভ প্রতিফল। আর তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবানরূপে গৃহীত হইয়াছে।

২৩. হে নবী! আমরাই তোমার প্রতি এই কুরআন অল্প-অল্প করিয়া নাযিল করিয়াছি[১০]।

২৪. অতএব তুমি তোমার খোদার আদেশ-নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ কর[১১]। আর ইহাদের মধ্য হইতে কোন দুষ্কৃতিকারী কিংবা সত্য অনান্যকারীর কথা মানিও না।

২৫. তোমার খোদার নাম সকাল সন্ধ্যা স্মরণ কর।

৮। আরববাসীরা মদের সংগে শুটমিশ্রিত পানির সংমিশ্রণ খুব পছন্দকরতো। এ কারণে বলা হয়েছে তাদের সেখানে সেই ধরনের শরাব পান করানো হবে যাতে শুটের সংমিশ্রণ থাকবে।

৯। সূরা হজ্জের ২৩নং আয়াত ও সূরা ফাতেরের ৩৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে তাদের সোনার কংকন পরানো হবে। এর থেকে জানা গেল তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী কখনও সোনার কঙ্কন পরিধান করবে, কখনও রূপার কঙ্কন পরিধান করবে এবং কখনও উভয়কে মিলিয়ে পরিধান করবে।

১০। এখানে বাহ্যতঃ নবীকে (সঃ) সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে কাফেরদের একটি আপত্তির উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা বলতো – 'মুহাম্মদ (সঃ) চিন্তা ক'রে ক'রে এই কুরআন নিজে রচনা করেছে, যদি সেরূপ না হ'য়ে আল্লাহ্‌তা'আলার পক্ষ থেকে কোন আদেশ অবতীর্ণ হ'তো তবে তা একসংগে একত্রে অবতীর্ণ হ'তো।

১১। অর্থাৎ তোমার প্রভু যে মহান কাজের দায়িত্বে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন, সে পথের কাঠিন্যে ও বিপদ আপদে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। যা কিছু ঘটুক না কেন প্রফুল্লভাবে তা সহ্য ক'রে যাও কোন ক্রমেই বিচলিত ও শংকিত হ'য়োনা।

وَ مِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ

এবং রাতে অতঃপর সিজদা করো তাঁকে এবং তাঁর তসবীহ কর রাতে দীর্ঘ নিশ্চয়।

هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

ঐসবলোক ভালবাসে দ্রুত অর্জিত (বৈষয়িক স্বার্থ) এবং তারা উপেক্ষা করে তাদের পিছনে দিনকে ভারী

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَ شَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَ اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ

আমরা আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের এবং আমরা সুদৃঢ় করেছি তাদের জোড়ন এবং যখন আমরা চাইবো আমরা বদলে দেবো

اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ

সমূহ আকৃতি তাদের পরিবর্তন করে নিশ্চয়। এটা নসীহত অতএব যে চায়

اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾

গ্রহণ করবে দিকে তার রবের পথ
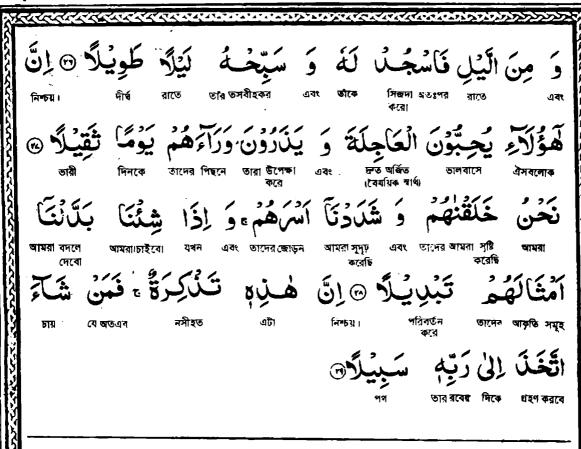
২৬. রাত্রেও তাহার সমীপে সিজদায় অবনত হও, আর রাত্রির দীর্ঘ সময়ে তাঁহার তস্‌বীহ করিতে থাক[১২]।

২৭. এই লোকেরা তো দ্রুত অর্জিতব্য জিনিস, (বৈষয়িক স্বার্থ) ভালবাসে। আর পরে যে ভয়াবহ দিন আসিতেছে উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

২৮. আমরাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের জোড়াসমূহ মজবুত করিয়া দিয়াছি। আমরা যখনই চাহিব, তাহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া ফেলিব।

২৯. ইহা একটি নসীহত বিশেষ। এক্ষণে যাহার ইচ্ছা নিজের খোদার নিকট যাওয়ার পন্থা অবলম্বন করিতে পারে।

১২। যখন সময় নির্ধারণসহ আল্লাহর 'যিক্‌রের' কথা বলা হয়, তখন তার অর্থ– নামায। আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম বলা হয়েছেঃ– "তোমরা খোদার নাম সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ কর"। আরবী ভাষায় 'বোকরা' উষাকালকে বলা হয়। আর 'আসিলা' শব্দটি মধ্যাহ্ন সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত সময় বুঝায়। যোহর ও আসরের সময় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপর বলা হয়েছেঃ 'রাত্রেও তাঁহার সমীপে সিজদায় অবনত হও'। রাত্রিকাল সূর্যাস্তের পর শুরু হয়। সুতরাং রাত্রিকালে 'সিজদা করার নির্দেশের মধ্যে মাগরিব ও এশা এই দুই ওয়াক্তের নামায অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর বলা হয়েছে, 'রাত্রির দীর্ঘ সময়ে তাঁহার তসবীহ করিতে থাক" –এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত করা হয়েছে।
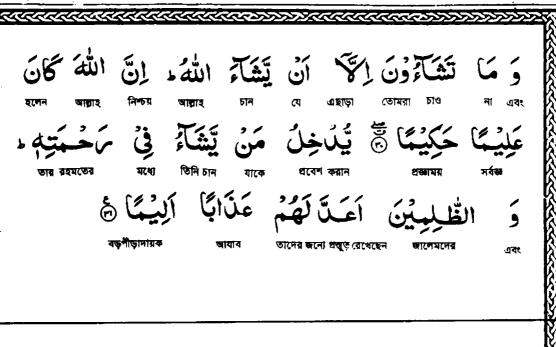
৩০. আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ চাহিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী।

৩১. স্বীয় রহমতের মধ্যে যাহাকে চাহেন গ্রহণ করেন। আর যালেমদের জন্য তিনি বড় পীড়াদায়ক আযাব নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সূরা আল–মুরসালাত

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ المرسلت কেই এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়–কাল

এ সূরার গোটা বিষয়বস্তু হতেই এ কথা প্রকাশ পায় যে, এ সূরাটি মক্কাশরীফের প্রাথমিক পর্যায়েই নাযিল হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দু'টি সূরা, সূরা আল কিয়ামাহ্‌ ও সূরা দাহর এবং এর পরবর্তী দু'টি সূরা–নাবা ও সূরা নাযিয়াত এক সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা হলে স্পষ্ট মনে হয়, এ সব ক'টি সূরা–ই একই সময়–কালে অবতীর্ণ এবং এ সূরা ক'টির মাধ্যমে মূলতঃ একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে লোকদের মনে দৃঢ়মূল ক'রে দিতে চাওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু কিয়ামত ও পরকাল–প্রমাণ এবং এসব মহা সত্য অস্বীকার করা ও মেনে নেয়ার যে ফলশ্রুতি অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে, সে বিষয়ে সকলকে অবহিত করা।

প্রথম সাতটি আয়াতে বায়ু–ব্যবস্থাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত ক'রে এ মহা সত্য উদঘাটিত করতে চাওয়া হয়েছে যে, কুরআন ও মুহাম্মদ (সঃ) যে কিয়ামতের দিনের আগমনের আগাম সংবাদ দিচ্ছেন তা অবশ্যই আসবে, অনিবার্য রূপেই সংঘটিত হবে। তা অমোঘ, তা থেকে নিষ্কৃতি নেই'। এ যুক্তিটির বিশ্লেষণ এই যে, যে মহা শক্তিমান সত্তা পৃথিবীর ওপর এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা সংস্থাপিত করেছেন, কিয়ামত সৃষ্টি করতে সেই মহাশক্তি কিছুমাত্র অক্ষম ও অসমর্থ হতে পারেন না। এতে একটা সুস্পষ্ট কর্মকুশলতা ও যৌক্তিকতা পরিদৃশ্যমান। পরকাল যে অবশ্যই হবে, হওয়া একান্তই অনিবার্য, এ তারই অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা সুবিজ্ঞানী ও কুশলী সত্তার কোন কাজই অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হ'তে পারে না। পরকাল সংঘটিত না হলে এই গোটা বিশ্বলোক–কারখানাটি নিতান্তই অর্থহীন ও তাৎপর্যহীন হয়ে যায়।

মক্কাবাসীরা বার বার বলতো, তুমি যে কিয়ামতের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো তাকে এনে আমাদের দেখাও। তা দেখালেই আমরা তার বাস্তবতা মেনে নেব। ৮–১৫ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে তাদের এ আবদারের কথা উল্লেখ না ক'রে এর জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তা কোন খেলা–তামাসার ব্যাপারতো নয়। কোন অর্বাচীন তা দেখবার আবদার করলেই তৎক্ষণাৎ তা ঘটিয়ে দেখানো যেতে পারে না। মূলতঃ তা সমগ্র মানবজাতি ও প্রত্যেকটি ব্যক্তি–মানুষের সব মামলা–মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচারের দিন। তার জন্যে আল্লাহতা'আলা একটা বিশেষ দিন বহু পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তা সেই পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই সংঘটিত হবে। আর যখন সংঘটিত হবে, তখন তা এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হ'য়ে আসবে যে, আজ যারা তামাসাচ্ছলে তার জন্যে আবদার করছে, তখন তারা দিশেহারা হ'য়ে যাবে। তারা যে রসূলগণের আজকের দিনে দেয়া আগাম সংবাদকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মিথ্যা মনে ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছে কিয়ামতের দিন সেই রসূলগণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তাদের মামলার ফয়সালা করা হবে। তারা নিজেরাই নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন কেমন ক'রে সুসম্পন্ন ক'রে নিয়েছে তা সেদিন সুস্পষ্টরূপে জানা যাবে।

১৬–২৮ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে ক্রমাগতভাবে কিয়ামত ও পরকাল সংঘটিত হওয়ার ও তার অনিবার্যতার দলীল প্রমাণ উল্লেখিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তাদের নিজেদের জন্ম, এবং যে জমির ওপর তারা জীবন–যাপন করছে তার নির্মাণ প্রক্রিয়া অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কিয়ামত হওয়া এবং পরকালীন জীবন সংঘটিত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কুশলতার অনিবার্য দাবীও তা।

মানবীয় ইতিহাস হ'তে জানা যায় যে, যে জাতিই পরকাল অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, ধ্বংসের মুখে পৌছেছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পরকাল এক মহাসত্য। কারও জীবন-ধারা ও আচার-আচরণ তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হ'লে, তার অনিবার্য পরিণতি হবে সেই অন্ধের ন্যায় যে সম্মুখদিক হ'তে দ্রুত বেগে আগমণকারী রেলগাড়ীর দিকে চলে যাচ্ছে। এর আরও একটা তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশ্বলোক-রাজ্যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক আইনেরই (Physical Laws) রাজত্ব নয়। সে সঙ্গে একটা নৈতিক বিধান (Moral Law) পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়ে আছে। আর এ আইনের কারণে এ দুনিয়ায়ও কার্যফল প্রদানের রীতি সদা কার্যরত হ'য়ে চালু রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ার জীবনে এ কার্যফল প্রদান-রীতিটি পূর্ণাংশভাবে সংঘটিত হয় না। এ কারণে বিশ্বলোকে বিরাজিত নৈতিক বিধানের অনিবার্য দাবী হ'ল, এমন একটা সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন তা পুরোপুরিভাবে কার্যকর হবে। যেসব ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল এ দুনিয়ায় পূর্ণমাত্রায় দেয়া হয়নি-দেয়া যেতে পারে না, তা সে সময় পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। যারা এখানে অপরাধের শাস্তি পাওয়া হ'তে কোন না কোনভাবে রক্ষা পেয়ে গেছে, তারা সকলেই সেখানে পুরো মাত্রার শাস্তি পেয়ে যাবে। আর এ জন্যেই এখানে মৃত্যু সংঘটিত হবার পর আর একটা জীবন হওয়া একান্তই অপরিহার্য। এ দুনিয়ায় মানুষের জন্ম যেভাবে সংঘটিত হয়, তা গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করলে এ কথা অস্বীকার করা কারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না যে, যে খোদা একটা নগণ্যসামান্য ফোঁটা শুক্র হ'তে শুরু করে একটা পূর্ণাবয়ব মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন সে খোদার পক্ষে সে মানবদেহটিকে পুনরায় বানিয়ে দেয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়; বরং পুরোপুরি সম্ভব। মানুষ যে যমীনে সারাটি জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর সে মানব দেহের অংশসমূহ এই যমীন ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। তার এক একটা বিন্দু এ পৃথিবীতেই বর্তমান থাকে। এ যমীনের সম্পদ ও উপকরণ হ'তেই তা গড়ে উঠে, লালিত-পালিত ও স্ফীতি-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পরে তা এ যমীনেরই ভান্ডারে সঞ্চিত হ'য়ে যায়। যে খোদা প্রথমে তাকে এ যমীনের ভান্ডার সমূহ হ'তে বের ক'রে এনেছিলেন, তা এখানে সঞ্চিত হবার পর তাকে পুনরায় বের ক'রে আনা সেই খোদার পক্ষে কোনই কঠিন কাজ নয়। খোদার অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে এ যে কিছুমাত্র কঠিন নয়, তা খোদার কুদরত চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। যে খোদা পৃথিবীতে মানুষকে কর্মের যে ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রয়োগের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা মানুষ যথাযথভাবে ব্যবহার করেছে, না ভুল ভাবেও ভুল পথে ব্যবহার করেছে, তার পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ ও যাচাই-পরখ করা আল্লাহর কর্মকুশলতা ও যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে একান্তই অপরিহার্য। এ হিসাব-নিকাশ না নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া কোনক্রমেই যুক্তি সংগত বিবেচিত হতে পারে না।

এর পর ২৮-৪০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে পরকাল অমান্যকারীদের এবং ৪১-৪৫ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে পরকাল বিশ্বাস ক'রে তাকে বিপদ মুক্ত করার জন্যে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায়ই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণকারী লোকদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেসব আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণ অত্যন্ত খারাব, তা দুনিয়ায় সুখ-শান্তি বিধানে যতই সহায়ক হো'ক, পরকালের দিক দিয়ে তা অত্যন্ত মারাত্মক,-তা যারা পরিহার ক'রে চলেছে, তাদেরও পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির কথা এ প্রসংগেই বলা হয়েছে।

সূরার শেষভাগে পরকাল অমান্যকারী ও খোদার বন্দেগী বিমুখ লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যত ইচ্ছা স্বাদ আস্বাদন ক'রে নাও, আনন্দ-স্ফূর্তি ক'রে নাও তোমাদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মারাত্মক হবে। আর কথা শেষ করা হয়েছে এই বলে যে, এ কুরআন হ'তেও যে লোক হেদায়াত পেল না, তাকে হেদায়াত দিতে পারে এমন কোন জিনিসই এ দুনিয়ায় নেই।
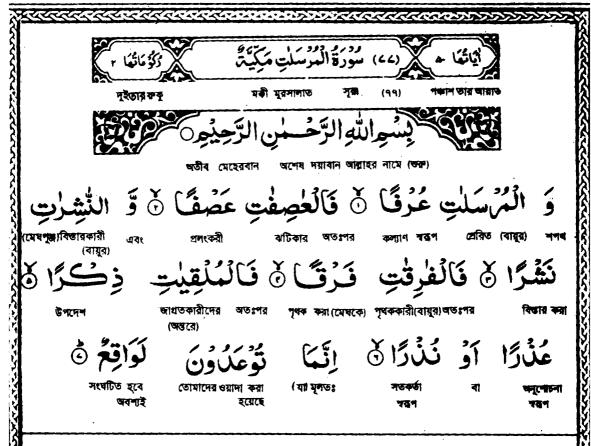
সূরা আল—মুরসালাত

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১. শপথ সেই (বাতাস সমূহের), যারা পর পর ও ক্রমাগতভাবে প্রেরিত হয়,

২. পরে প্রচন্ড ঝড়ের বেগে চলিতে থাকে

৩. এবং (মেঘমালাকে) উর্ধ্বে লইয়া (মহাকাশে) ছড়াইয়া দেয়।

৪. পরে (উহাকে) টুকরা টুকরা করিয়া আলাদা করিয়া দেয়,

৫. পরে (লোকদের মনে খোদার) স্মরণ জাগাইয়া দেয়

৬. ওযর হিসাবে, কিংবা ভয় প্রদর্শন রূপে[১]।

৭. তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হইতেছে, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে[২]।

১। অর্থাৎ কখনও বাতাস রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ও দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়ায় মানুষের অন্তর দ্রবীভূত হয় ও তারা অনুতাপ-অনুশোচনাসহ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ও তাদের পাপ ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে শুরু করে; আর কখনও এই বাতাস আল্লাহর করুণার ধারা বৃষ্টি আনয়ন করায় লোকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আবার কখনও এই বাতাসের প্রবল ঝটিকার প্রচণ্ডতা দেখে মানুষের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং ধ্বংসের ভয়ে মানুষ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

২। অর্থাৎ বাতাসের এই ব্যবস্থাপনা সাক্ষ্য দেয়-এক সময় কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। বাতাস যদিও সৃষ্টির জীবন রক্ষার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, কিন্তু আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন এই বাতাসকেই ধ্বংসের কারণ স্বরূপ করতে পারেন, এবং তা ক'রে থাকেন।
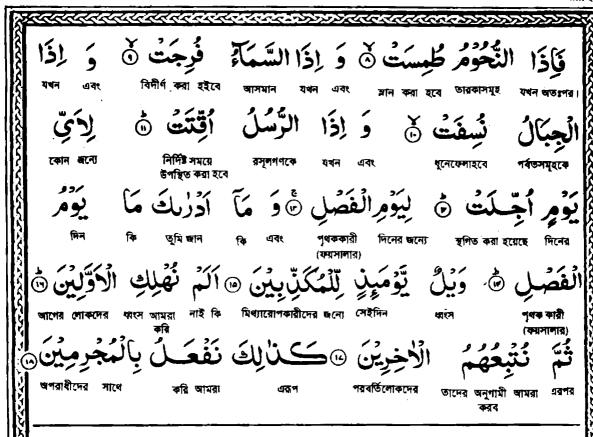
৮. পরে যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হইয়া যাইবে,

৯. আকাশ বিদীর্ণ করা হইবে,

১০. পাহাড় ধুনিয়া ফেলা হইবে

১১. এবং রসূলগণের উপস্থিতির সময় আসিয়া পড়িবে[৩]

১২. (সেই দিনই সে জিনিস সংঘটিত হইবে)। কোন্ দিনের জন্য এই কাজটি তুলিয়া রাখা হইয়াছে?

১৩. চূড়ান্ত বিচার ফয়সালার দিনের জন্য।

১৪. সেই ফয়সালার দিনটি কি, তাহা কি তোমার জানা আছে?

১৫. সেই দিন চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় হইবে অমান্যকারী লোকদের জন্য।

১৬. আমরা কি আগের কালের লোকদিগকে ধ্বংস করি নাই?

১৭. পরে উহাদের পিছনে আমরা পরবর্তী লোকদিগকে চালাইয়া দিব।

১৮. অপরাধীদের সহিত আমরা এইরূপ আচরণই গ্রহণ করিয়া থাকি।

৩। মহান কুরআনের মধ্যে কয়েক স্থানে এ কথা বলা হয়েছে যে-হাশরের ময়দানে মানব জাতির মকদ্দমা যখন খোদার আদালতে পেশ হবে তখন সাক্ষ্যদানের জন্য প্রত্যেক মানব গোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত রসূলকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত করা হবে, এবং রসূল সাক্ষ্য দান করবেন যে-আল্লাহর পয়গাম তিনি তাদের নিকট পৌছে দিয়েছেন।

১৯. ধ্বংস নিশ্চিত সেই দিন অমান্যকারীদের জন্য[৪]।

২০. আমরা কি নগণ্য–সামান্য পানি হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করি নাই?

২১–২২. একটা নির্দিষ্ট সময়–কাল পর্যন্ত উহাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে কি আটক করিয়া রাখি নাই?

২৩. লক্ষ্য কর, আমরা এইরূপ করিতে ক্ষমতাবান ছিলাম। অতএব, মনে রাখিও, আমরা অতীব উত্তম ক্ষমতার অধিকারী।

২৪. ধ্বংস সেই দিন অমান্যকারী–অবিশ্বাসীদের জন্য[৫]।

২৫. আমরা কি পৃথিবীকে সামলাইয়া গুটাইয়া রাখিতে সক্ষম বানাই নাই,

২৬. জীবিতদের জন্যও, মৃতদের জন্যও?

২৭. আর উহাতে উচ্চশির পর্বতমালা গাড়িয়া শক্ত করিয়া বসাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদিগকে সুমিষ্ট পানি পান করাইয়াছি।

৪। এখানে এ বাক্যাংশের অর্থ–দুনিয়াতে তাদের যা পরিণাম ঘটেছে অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের উপর আসল শাস্তি বা ধ্বংস তো পরকালে শেষ সিদ্ধান্তের দিনে অবতীর্ণ হবে।

৫। অর্থাৎ মৃত্যুপর জীবনের সম্ভাবনার এই সুস্পষ্ট যুক্তি–প্রমাণ সামনে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা আজ তাকে মিথ্যা বলছে সেদিন তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ

ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে তোমরা চলো (তার) দিকে যা তোমরা সে সম্পর্কে

تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْآ اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

মিথ্যারোপ করতে তোমরা চলো দিকে ছায়ার (সেই) বিশিষ্ট তিন শাখা

لَّا ظَلِيْلٍ وَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِىْ

না (যা) শৈত্যদাতা আর না রক্ষা করবে থেকে আগুনের শিখা তা নিশ্চয় নিক্ষেপ করবে

بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

স্ফুলিংগকে প্রাসাদের ন্যায় তা যেন উট সমূহ হলুদ বর্ণের ধ্বংস সেদিন

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ

মিথ্যারোপকারীদের জন্যে এই (সেই) দিন না তোমরা কথা বলবে আর না অনুমতি দেওয়া হবে তারেদকে

فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

তারা ওজর পেশ যে করবে

২৮. ধ্বংস সেই দিন অমান্যকারীদের জন্য অনিবার্য[৬]।

২৯. চলিতে থাক[৭] এক্ষণে সেই জিনেসের দিকে যাহাকে তোমরা মিথ্যা ও অসত্য মনে করিতেছিলে।

৩০. চল সেই ছায়ার পানে যাহা তিনটি শাখা[৮] সমন্বিত।

৩১. না শৈত্যদাতা, না আগুনের লেলিহান হলকা হইতে রক্ষাকারী

৩২. সে আগুন প্রসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করিবে।

৩৩. উহা লাফাইতে থাকিবে, মনে হইবে। যেন উহা হলুদ বর্ণের উষ্ট্র।

৩৪. ধ্বংস অনিবার্য সেইদিন অমান্যকারীদের জন্য।

৩৫. ইহা সেই দিন, যে দিন তাহারা কিছু বলিবে না,

৩৬. তাহাদিগকে কোনরূপ ওযর পেশ করারও সুযোগ দেওয়া হইবে না[৯]।

৬। অর্থাৎ যারা খোদার শক্তি-মহিমা ও জ্ঞান-কৌশলের বিস্ময়কর ক্রিয়াকান্ড দেখেও পরকালের সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করে, তারা নিজেদের এই খাম-খেয়ালীর মধ্যে নিজেরা মগ্ন থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু যেদিন তাদের ধারণার বিপরীত এ সব কিছু সংঘটিত হবে সেদিন তারা এ কথা জানতে পারবে যে, তাদের মূর্খতার জন্যে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে।

৭। পরকালের সত্যতার যুক্তিপ্রমাণ দেয়ার পর এখন জানানো হচ্ছে, যখন তা সংঘটিত হবে তখন সেখানে অমান্যকারীদের কি অবস্থা ঘটবে।

৮। ছায়া বলতে ধূঁয়ার ছায়া বোঝানো হয়েছে। তিনটি শাখার অর্থঃ-যখন খুব বৃহদাকার কোন ধূম্র-পিন্ড উত্থিত হয়, তখন উর্ধ্বে গিয়ে তা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হ'য়ে পড়ে।

৯। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা এরূপ মজবুত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, তারা সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং তাদের জন্য নিজেদের অনুকূলে কোন ওযর-ওজুহাত পেশ করার কোন অবকাশই বাকী থাকবে না।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ ۚ جَمَعۡنٰكُمۡ

ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে এটা দিন ফয়সালার তোমাদেরকে আমরা একত্র করেছি

وَ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ ﴿٣٩﴾

ও (তোমাদের) পূর্ববর্তীদেরকে যদি এখন হয়(সম্ভব) তোমাদের পক্ষে কৌশল কোন তোমরা কৌশল কর তবে

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّ

ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে নিশ্চয় মুত্তাকীরা মধ্যে (হবে) ছায়ার ও

عُيُوۡنٍ ﴿٤١﴾ وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـئًۢا

প্রস্রবণে এবং ফলমূল (পাবে) যা (তা) থেকে তারা চাইবে তোমরা খাও ও পানকর স্বাদ নিয়ে

بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿٤٤﴾

যা বিনিময়ে তোমরা করতে আমরা নিশ্চয় এরূপে প্রতিফলদেই আমরা নেকলোকদের

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوۡا وَ تَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ

ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্যে তোমরা খাও ও আস্বাদন কর কিছুকাল তোমরা প্রকৃত পক্ষে

مُّجۡرِمُوۡنَ ﴿٤٦﴾

অপরাধী

৩৭. ধ্বংস সেইদিন অমান্যকারীদের জন্য

৩৮. ইহা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। আমরা তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়া যাওয়া লোকদিগকে একত্রিত করিয়া দিয়াছি।

৩৯. এক্ষণে তোমরা যদি আমার বিরুদ্ধে কোন কৌশল অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখ।

৪০. ধ্বংস সেই দিন অবিশ্বাসকারীদের জন্য।

রুকু' ঃ ২

৪১. মুত্তাকী লোকেরা আজ ছায়া ও প্রস্রবনে অবস্থান করিতেছে।

৪২. তাহারা যে ফলই চাহিবে (তাহাই তাহাদের নিকট উপস্থিত)।

৪৩. তোমরা খাও, পান কর স্বাদ লইয়া লইয়া, সেই সব কাজকর্মের বিনিময়ে যাহা তোমরা করিতেছিলে।

৪৪. বস্তুতঃ আমরা নেক লোকদিগকে এই রকমেরই প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪৫. ধ্বংস এই দিন অমান্যকারীদের জন্য নির্ধারিত।

৪৬. খাইয়া লও[১০], আর স্বাদ আস্বাদন করিয়া লও কিছু কাল পর্যন্ত; প্রকৃতপক্ষে তোমরা অপরাধকারী।

১০। ভাষণের সমাপ্তিতে মাত্র মক্কার কাফেরদের নয়, বরং দুনিয়ার সমস্ত কাফেরদের সম্বোধন ক'রে [illegible] হয়েছে।

৪৭. ধ্বংস এইদিন অমান্যকারীদের জন্য অবধারিত।

৪৮. ইহাদিগকে যখন বলা হয় যে, (আল্লাহর সম্মুখে) অবনত হও, তখন তাহারা অবনত হয় না।

৪৯. ধ্বংস এই দিন অবিশ্বাসীদের জন্য।

৫০. এক্ষণে এই (কুরআনের) পরে আর কোন্ কালাম এমন থাকিতে পারে, যাহার প্রতি ইহারা ঈমান আনিবে?

"সমাপ্ত"

শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
১০ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের, যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত্‌ তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দু শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহ্‌সীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran(এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেও কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুযুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুযুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান- এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউল আউওয়াল ১৪১৮ হিঃ
আগষ্ট ১৯৯৭ইং
শ্রাবণ ১৪০৪ বাং

সূচীপত্র

৭৮. সূরা আন নাবা ৫
৭৯. সূরা আন নাযি'য়াত ১৩
৮০. সূরা আবাসা ২০
৮১. সূরা আত তাকবীর ২৬
৮২. সূরা আল ইনফিতার ৩০
৮৩. সূরা আল মুতাফফিফীন ৩৪
৮৪. সূরা আল ইনশিকাক ৪০
৮৫. সূরা আল বুরূজ ৪৪
৮৬. সূরা আত তারিক ৪৮
৮৭. সূরা আল আ'লা ৫১
৮৮. সূরা আল গাশিয়া ৫৫
৮৯. সূরা আল ফজর ৫৯
৯০. সূরা আল বালাদ ৬৫
৯১. সূরা আশ শামস ৬৯
৯২. সূরা আল লাইল ৭৩
৯৩. সূরা আদ দোহা ৭৭
৯৪. সূরা আল ইনশিরাহ ৮০
৯৫. সূরা আত ত্বীন ৮৩
৯৬. সূরা আল আলাক ৮৬
৯৭. সূরা আল ক্বাদর ৯২
৯৮. সূরা আল বাইয়্যেনাহ ৯৪
৯৯. সূরা আল যিলযাল ৯৮
১০০. সূরা আল আদিয়াত ১০১
১০১. সূরা আল ক্বারিয়াহ ১০৪
১০২. সূরা আত তাকাসুর ১০৭
১০৩. সূরা আল আসর ১১০
১০৪. সূরা আল হুমাযাহ ১১২
১০৫. সূরা আল ফীল ১১৫
১০৬. সূরা আল কুরাইশ ১২৩
১০৭. সূরা আল মা'উন ১২৭
১০৮. সূরা আল কাওসার ১২৯
১০৯. সূরা আল কাফিরূন ১৩৩
১১০. সূরা আন নাসর ১৩৭
১১১. সূরা আল লাহাব ১৪১
১১২. সূরা আল ইখলাস ১৪৭
১১৩. সূরা আল ফালাক ১৫২
১১৪. সূরা আন নাস ১৫২

সূরা আন-নাবা

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াত عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ এর النَّبَا শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে এ কেবল নামই নয় সূরার আলোচিত বিষয়াদির শিরোনামও। কেননা 'নাবা' শব্দের অর্থ কিয়ামত ও পরকালের সংবাদ দান। আর সূরার সমস্ত আলোচনাই কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বর্তমান সূরার পূর্ববর্তী সূরা 'আল মুরসালাত-এর ভূমিকায় আমরা যেমন বলেছি, সূরা কিয়ামাহ হতে সূরা নাযিয়াত পর্যন্ত সব কটি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের। আর এ সবকটি সূরাই রসূলে করীমের মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু আলোচনা

এ সূরায় প্রায় সে সব কথাই বলা হয়েছে, যা ইতি পূর্বে সূরা 'আল মুরসালাত-এ বলা হয়েছে। আর তা হ'ল কিয়ামত ও পরকালের প্রমাণ এবং তা মেনে নেয়া ও অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে লোকদিগকে অবহিতকরণ। মক্কা শরীফে নবী করীম (সঃ) যখন প্রথম ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন, তখন তার কাজের ভিত্তি ছিল তিনটি। প্রথম, উলুহিয়াতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও শরীক না করা- শরীক না মানা। দ্বিতীয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে রসূল বানিয়েছেন। আর তৃতীয়, একদিন এ জগত ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অতঃপর আর একটি জগত তৈরী হবে; তখন সমস্ত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে ও হাশরের ময়দানে ঠিক সেই দেহ ও শরীরসহ উপস্থিত করা হবে যে দেহ ও শরীর নিয়ে তারা দুনিয়ার জীবনে কাজ করেছে। পরে তাদের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের হিসাব নেয়া হবে। এ হিসাব-নিকাশে যারা দুনিয়ায় ঈমানদার ও নেক-চরিত্রবান ছিল বলে প্রমাণিত হবে, তারা চিরকালের জন্যে জান্নাতে যাবে ও সেখানেই বসবাস করবে, পক্ষান্তরে যারা কাফের ও 'ফাসেক' প্রমাণিত হবে, তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামবাসী হবে।

এ তিনটি কথার মধ্যে প্রথম কথাটি মেনে নেয়া যদিও মক্কাবাসীদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল- যদিও এ তাদের মোটেই পছন্দ ছিল না, কিন্তু তবুও মোটামুটিভাবে তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো না। তারা এ কথাও মানতো যে, আল্লাহই সর্বোচ্চ রব তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। আল্লাহ ছাড়া আর যেসব সত্তাকে তারা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল সে সবকে তারা আল্লাহরই সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতো। এ কারণে উলুহিয়াতের গুণ ও ক্ষমতা ইখতিয়ার এবং ইলাহর মূল সত্তায় ঐসবের কোন অংশীদারিত্ব আছে বা নেই, কেবলমাত্র এই প্রশ্ন নিয়েই তাদের সাথে মতবিরোধ ঘটেছিল।

দ্বিতীয় কথাটি মক্কার লোকেরা মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সঃ) নবুয়্যতের দাবী প্রকাশ করার পূর্বে দীর্ঘ চল্লিশটি বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যেই জীবন-যাপন করেছেন এবং এ সময় তারা তাঁকে কখনও মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ কিংবা আত্মস্বার্থের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারীরূপে দেখতে পায়নি,-এ ব্যাপারটা অস্বীকার করার তাদের কোনই উপায় ছিল না। নবী করীমের (সঃ) বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, সুস্থমতিত্ব এবং উন্নত চরিত্রের কথা তারা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতো। এ কারণে শত রকমের টালবাহানা ও অভিযোগ রচনা সত্ত্বেও

তা অন্য লোকদের বিশ্বাস করানো দূরের কথা, তাদের নিজেদের পক্ষেও এসব কথা সত্য বলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল না। নবী করীম (সঃ) সব ব্যাপারেই যখন সত্যবাদী ও সত্যপন্থী, তখন কেবল নবুয়্যতের ব্যাপারে তিনি (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী হবেন, এ কথা নিজেরাই বা কিভাবে সত্য বলে মানবে, আর অন্যদেরকে বা তা কিভাবে বিশ্বাস করাবে, এ ছিল তাদের জন্যে একটি মুশকিল ব্যাপার। তৃতীয় কথাটি মক্কাবাসীদের পক্ষে প্রথম দু'টো কথার চাইতে অনেক বেশি আপত্তিকর ছিল। এ কথাটা যখন তাদের সম্মুখে পেশ করা হ'ল তখন এ কথাকে তারা সবচাইতে অধিক বিদ্রুপ করলো। এ কথাটাই তাদের সর্বাধিক বিস্ময়কর মনে হ'ল। তাকে তাদের জ্ঞান-বিবেক বিপরীত ও বাস্তবতার দিক দিয়ে অসম্ভব মনে করে নানা স্থানে তারা তাকে বিশ্বাস-অযোগ্য ও ধারনারও অতীত বলে প্রচার করতে শুরু করলো। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করার জন্য সর্ব প্রথম পরকাল বিশ্বাসী বানানো ছিল একান্তই অপরিহার্য। পরকালের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে না নিলে হক ও বাতিলের ব্যাপারে নির্ভুল চিন্তা পদ্ধতি গ্রহণ, ভালো-মন্দ নির্ধারণের মানদন্ড পরিবর্তন, এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে ইসলাম প্রদর্শিত পথে চলা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ঠিক এ কারণেই মক্কী জীবনের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরা সমূহে লোকদের মনে পরকাল বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে দেয়ার জন্যেই সর্বাধিক চেষ্টা চালানো হয়েছে, এর ওপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এতে উচ্চতর বলিষ্ঠ ভাষাও গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য সেজন্যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে এমন ভংগি অবলম্বন করা হয়েছে যাতে আল্লাহর একত্ব ও তওহীদ বিশ্বাস আপনা-আপনিই লোকদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসে যায়। মাঝে মাঝে রসূলে করীম ও কুরআন মজীদের সত্যতা প্রমাণের যুক্তিসমূহও সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে।

এ আলোচনা হ'তে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহে পরকালের কথা বার বার আলোচিত হবার কারণও স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। অতঃপর সূরাটিতে আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেয়া আবশ্যক। পরকাল হবার কথা শুনতে পেয়ে মক্কাবাসীরা প্রতিটি অলি-গলি ও সভা-সমিতিতে যেসব আলোচনা পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছিল, এ সূরার প্রথম বাক্যেই সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। অতঃপর পরকাল অবিশ্বাসী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে; তোমরা কি এ পৃথিবী-এ যমীন দেখতে পাও না? একে তো আমিই তোমাদের শয্যারূপে বানিয়ে দিয়েছি। এ উচ্চ শৃংগ পর্বতমালা কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না? তাকে তো আমিই মাটিতে পুঁতে রেখেছি। তোমরা কি নিজেদেরকেও দেখতে পাওনা? তোমাদেরকে পুরুষ ও নারীর জোড়া জোড়া রূপে আমি বানিয়েছি, তা কি কখনো ভেবে দেখ না? তোমাদেরকে বৈষয়িক কাজের যোগ্য করে রাখার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং প্রতি কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর কয়েক ঘন্টা কাল বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে তোমাদেরকে বাধ্য করেছি- এ কি তোমাদের বিবেচনার বিষয় বলে মনে হয় না? রাত-দিনের নিয়মিত আবর্তন কি তোমাদের চোখে পড়ে না? এ তো তোমাদেরই প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা সহকারে ও অব্যাহতভাবে কার্যকর করে রেখেছি। তোমাদের উর্ধ্বলোকে- আকাশমন্ডলে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার প্রতি কি তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না? সূর্যটা দেখতে পাও না? তার দ্বারাই তো তোমরা আলো ও উত্তাপ লাভ করে থাক। শূন্যলোকে ভাসমান মেঘমালা গলে গলে এই যে বৃষ্টিপাত হয়, তার সাহায্যে শস্য, শাক-সব্জি ও ঘন-সন্নিবেশিত বাগ-বাগিচা উদ্ভুত হয় এও কি তোমাদের চোখে পড়ে না? এই সমস্ত জিনিস কি তোমাদেরকে এ কথা বলে যে, যে নিরংকুশ সৃষ্টিকর্তা এসবকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি কিয়ামত সৃষ্টি করতে ও পরকাল আনয়নে অক্ষম? সৃষ্টিলোকের এই বিশাল-বিরাট কারখানায় যে উচ্চ ও পরিপূর্ণ মানের বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশীলতা সুস্পষ্ট ও ভাস্বর হয়ে রয়েছে তা কি তোমাদের বোধগম্য হয়েছে? এই কারখানার প্রতিটি অংশ ও প্রত্যেকটি কাজের তো একটা উদ্দেশ্য বা কার্যকারীতা আছে-যা অনস্বীকার্য, তাহলে এ সম্পূর্ণ কারখানাটির কোন সামগ্রিক ও সম্যক উদ্দেশ্য নেই-বরং তা

উদ্দেশ্যহীন, এ কথা কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে? এ কারখানায় মানুষকে ফোরম্যান (Foreman) এর পদে অধিষ্ঠিত করে তাকে প্রচুর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তাকে তোমরা দেখতে পাও এবং বুঝতে পার; কিন্তু সে যখন কারখানার কাজ সমাপ্ত করে এখান হতে বিদায় নিয়ে চলে যাবে, তখন তাকে এমনি ই ছেড়ে দেয়া হবে? ভালো কাজ করার জন্যে তাকে কোন পুরস্কার বা পেনশন এবং খারাপ কাজ করার দরুণ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা শাস্তি দেয়া হবে না,- এ যে একেবারে অর্থহীন ও বোকামির কথা, তাও কি তোমাদের মাথায় আসে না?

এসব যুক্তি ও দলীল প্রমাণ দেয়ার পর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত বিচারের দিন নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট সময়ই উপস্থিত হবে তার আসার জন্য শিংগায় একটি ফুঁক দেয়ার অপেক্ষা মাত্র। আজ তোমাদেরকে যেসব অবস্থার কথা আগাম বলা হচ্ছে তা সবই সেদিন অবশ্যই এসে উপস্থিত হবে। আজ তোমরা এ মানো আর না-মানো সে সময় তোমরা যেখানেই মরে পড়ে থাকবে, সেখান হতেই নিজেদের হিসাব-নিকাশ পেশ করার জন্যে দলে দলে বের হয়ে আসবে। তোমাদের আজকের অস্বীকার ও অমান্যতা সে দিনটির উপস্থিতিও অবস্থিতিকে মাত্রই রুখতে পারে না।

এর পর ২১-৩০ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, যেসব লোক হিসাব-নিকাশ হবে বলে আশা পোষণ করেনা এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদের প্রতিটি কাজ পুরোপুরিভাবে আমাদের নিকট লিখিত রয়েছে এবং তাদের শাস্তিদানের জন্যে জাহান্নাম উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে। সেখানে তাদের আমলের পুরোপুরি প্রতিদান তাদেরকে দেয়া হবে। যেসব লোক নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করে দুনিয়ার জীবনে পরকালীন জীবনকে সুখী ও সুন্দর বানাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, পরবর্তী ৩১-৩৬ নম্বর পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদেরকে অতি উত্তম প্রতিফল দানের কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে এই বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই উত্তম কাজসমূহের কেবল প্রতিফল-ই দেয়া হবেনা, তার-ও অধিক যথেষ্ট পুরস্কার তাদেরকে দেয়া হবে।

শেষ দিকের আয়াতসমূহে আল্লাহর বিচারালয়ের চিত্র পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেখানে কারো পক্ষে ঘাড় বাঁকা করে বসার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। নিজস্ব দল-বল, সংগী-সাথী ও মুরীদ-মু'তাকিদদের ক্ষমা করিয়ে দেয়ারও সাধ্য কারো থাকবে না। শুধু তাই নয়, অনুমতি দেয়া হলেও তা দেয়া হবে এই শর্তে যে যার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি হবে, সে কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারবে এবং সে সুপারিশ করার অনুমতিও দেয়া হবে কেবলমাত্র সেই লোকদের জন্যে যারা দুনিয়ায় ইসলামের কলেমায় বিশ্বাসী ছিল, আর শুধু গুনাহগার তারা, অন্য কিছু নয়। বস্তুতঃ আল্লাহদ্রোহী ও সত্যদ্বীন-অমান্যকারী লোক কোনরূপ সুফারিশ লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হবে না।

এক সাবধান বাণী উচ্চারণ করে সূরাটি শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দিনটির (কিয়ামতের) আগমন সম্পর্কে আগাম খবর দেয়া হয়েছে তার আগমন সন্দেহাতীতভাবে সত্য। উপরন্তু সেদিনটি দূরে নয়, খুবই নিকটে অবস্থিত। এখন যার ইচ্ছা সে সেই দিনটি মেনে নিয়ে স্বীয় আল্লাহর পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ সাবধানবাণী শুনার পরও যারা তাকে অস্বীকার করবে তার যাবতীয় কৃত-কর্ম তারই চোখের সামনে পেশ করা হবে। অতঃপর অনুতাপ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। সে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলবেঃ হায়! আমি যদি দুনিয়ায় পয়দা-ই-না হতাম তা হলে কতইনা ভালো হ'ত। সেদিন তার এরূপ অনুভূতি হবে সেই জগত সম্পর্কে যার জন্যে আজ সে পাগলপারা হয়ে ছুটেছে।

দুই তার রুকু মক্কী নাবা সূরা চল্লিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ

কি সম্পর্কে, তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, সম্পর্কে, সংবাদ, বিরাট (অর্থাৎ কিয়ামত), তা (এমন যে), তারা, সে বিষয়ে

مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ

(নিজেরাই) মতানৈক্যকারী, কক্ষণওনা, তারা শীঘ্র জানবে, আবার (বলি), কক্ষণওনা, তারা শীঘ্র জানবে, নাই কি, আমরা বানাই

الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨

যমীনকে, বিছানা স্বরূপ, এবং, পাহাড়-পর্বত সমূহকে, কীলক স্বরূপ, এবং, তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি, জোড়া জোড়া

وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩

এবং, আমরা বানিয়েছি, তোমাদের ঘুমকে, বিশ্রাম (শান্তির বাহন)

সূরা আন-নাবা

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৪০ মোট রুকু ঃ ২

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। এই লোকেরা কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
২। সেই বড় সংবাদ সম্পর্কে কি?
৩। যে বিষয়ে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের উক্তি করতে লিপ্ত?
৪। কক্ষণও নয়[১] অতি শীঘ্রই তাহারা জানতে পারবে।
৫। আবার বলি কক্ষণই নয় অতি শীঘ্রই তাহারা জানতে পারবে।
৬। ইহা কি সত্য নয় যে, আমরাই যমীনকে শয্যা বানিয়েছি,
৭। পাহাড় পবর্তসমূহকে কীলক স্বরূপ গেড়ে দিয়েছি।
৮। এবং তোমাদেরকে (নারী -পুরুষের) জোড়ারূপে পয়দা করেছি'
৯। তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন করেছি।

১। অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে এরা যেসব মনগড়া কথা রচনা করে, তা সবই মিথ্যা আর যা কিছু বুঝে রেখেছে তা আদৌ ঠিক নয়।

وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١

এবং | আমরা বানিয়েছি | রাতকে | আবরণ স্বরূপ | এবং | আমরা বানিয়েছি | দিনকে | জীবিকা অর্জনের সময়

وَّ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّ جَعَلْنَا سِرَاجًا

এবং | আমরা নির্মাণ করেছি | তোমাদের উপর | সাত | সুদৃঢ় (আসমান) | এবং | আমরা বানিয়েছি | প্রদীপ (সূর্য)

وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ

উজ্জ্বল | এবং | আমরা বর্ষণ করেছি | হতে | মেঘমালা | পানি | অবিশ্রান্ত | এজন্য যে বের করব আমরা

بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ۝١٥ وَّ جَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ

তা দিয়ে | শস্য | ও | উদ্ভিদ | এবং | বাগিচা সমূহ | ঘন সন্নিবিষ্ট | নিশ্চয় | দিন | বিচারের

كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ

আছে | নির্দিষ্ট | সেদিন | ফুঁদেওয়া হবে | মধ্যে | শিঙ্গার | অতঃপর তোমরা আসবে

اَفْوَاجًا ۝١٨ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝١٩ وَّ

দলে দলে | এবং | সেদিন উন্মুক্ত করা হবে | আকাশ | অতঃপর তা হবে | দরজা দরজা | এবং

سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠

চালিয়ে দেয়া হবে | পাহাড়গুলো | অতঃপর তা হবে | মরীচিকা

১০-১১। রাতকে আচ্ছাদনকারী ও দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় বানিয়ে দিয়েছি;
১২। তোমাদের উপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশ-মন্ডল সংস্থাপিত করেছি।
১৩। এবং এক অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত প্রদীপ [২] বানিয়েছি ;
১৪। মেঘমালা থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি
১৫-১৬। এই উদ্দেশ্যে যে, এর সাহায্যে শস্য, শাক-সবজি ও ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উদ্ভাবন করব।
১৭। চূড়ান্ত বিচারের দিন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দিন।
১৮। সেই দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে ;তখন তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।
১৯। আর আকাশ মন্ডল উন্মুক্ত করে দেয়া হবে- ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ার হয়ে দাঁড়াবে।
২০। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে তা কেবল মরীচিকায় পরিণত হবে।

২। অর্থাৎ সূর্য। মূলে وهّاج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অত্যন্ত গরমও হয় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বলও হয়। এ কারণে অনুবাদে দু'টি অর্থই লিখিত হয়েছে।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ

নিশ্চয় জাহান্নাম হলো ঘাঁটি সীমা লংঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল তারা অবস্থানকারী হবে

فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا

তার মধ্যে যুগ যুগ ধরে না তারা স্বাদ গ্রহণ করবে তার মধ্যে ঠান্ডা আর না পানীয় এব্যতীত

حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ (এটাই তাদের) প্রতিদান উপযুক্ত নিশ্চয় তারা (এমন) ছিলো যে না আশা করতো

حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ

হিসাবের এবং তারা মিথ্যারোপ করত আমাদের আয়াত গুলোকে (সম্পূর্ণ ভাবে) মিথ্যা এবং সব কিছু

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

তা আমরা গুনে রেখেছি লিখিত (আকারে) তোমরা অতএব স্বাদ লও অতঃপর কক্ষণ না তোমাদের আমরা বাড়াবো (অন্যকিছু) এছাড়া শাস্তি

২১। প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম একটি ঘাঁটি বিশেষ[৩]

২২। খোদাদ্রোহীদের জন্যে আশ্রয়স্থল।

২৩। যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে[৪]।

২৪। সেখানে তারা ঠান্ডা ও পানোপযোগী কোন জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না।

২৫। কিছু পেলেও পাবে কেবল উত্তপ্ত পানি ও ক্ষতের ক্ষরণ।

২৬। (তাদের কীর্তি-কলাপের) পূর্ণমাত্রার প্রতিফল।

২৭। তারা তো কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার আশা পোষণ করত না,

২৮। এবং আমাদের আয়াতসমূহকে তারা সম্পূর্ণ (মিথ্যা মনে করে) অবিশ্বাস করত।

২৯। আর অবস্থা এই ছিল যে, আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ই গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।

৩০। এখন স্বাদ লও, আমরা তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না।

৩। শিকার ধরার জন্যে নির্মিত বিশেষ স্থানকে ঘাঁটি বলা হয়। শিকার অসাবধানে আসে এবং তাতে আটকা পড়ে। জাহান্নামকে ঘাঁটি বলার কারণ খোদাদ্রোহী লোকেরা জাহান্নামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বে-পরওয়া হয়ে দুনিয়ার বুকে নেচে-কুদে বেড়ায়, তারা মনে করে খোদার এই বিশাল জগৎ যেন তাদের জন্যে এক উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্র, এবং এখানে ধরা পড়ে যাওয়ার কোনই আশংকা নেই। কিন্তু জাহান্নাম তাদের জন্যে এক প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি স্বরূপ হয়ে আছে। এর মধ্যে তারা আকস্মিকভাবে আটকে পড়বে এবং এভাবেই আটকে পড়ে থাকবে।

৪। কুরআনে ব্যবহৃত মূল শব্দটি হলো আহকাব। এর অর্থ ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ সময়, পরপর আগত এমন যুগ-সমূহ যার একটির অবসানের সংগে সংগে দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়ে যায়।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ۝ وَّ كَوَاعِبَ
নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্যে সাফল্য (রয়েছে) বাগিচাসমূহ ও আংগুর সমূহ এবং নব্য যুবতীরা

اَتْرَابًا ۝ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ
সমবয়স্কা এবং পানপাত্র উচ্ছসিত না তারা শুনবে তার মধ্যে কোন বেহুদা কথা আর

لَا كِذّٰبًا ۝ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ
না মিথ্যা প্রতিদান পক্ষ হতে তোমার রবের (এছাড়াও) দান যথোচিত (পক্ষ হতে) রবের আসমানসমূহের

وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝
এবং পৃথিবীর এবং যা কিছু তাদের দুইয়ের মাঝে আছে অশেষ দয়াবানের (পক্ষ হতে) না তারা সক্ষম হবে তাঁর সাথে কথা বলতে

রুকু ঃ ২

৩১। নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্যে একটা সাফল্যের মর্যাদা রয়েছে।

৩২। বাগ-বাগিচা, আংগুর

৩৩। ও সমবয়স্কা নব্য যুবতীরা

৩৪। এবং উচ্ছসিত পান-পাত্র।

৩৫। সেখানে তারা কোনরূপ অপ্রয়োজনীয়, তাৎপর্যহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না,

৩৬-৩৭ প্রতিফল এবং পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার [৫], তোমাদের রবের নিকট হতে, সেই অতীব দয়াবান খোদার নিকট হতে, যিনি যমীন ও আসমানসমূহের এবং তার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র মালিক, যাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই [৬]।

৫। প্রতিদানের পর পূর্নমাত্রায় পুরস্কারদানের উল্লেখের মর্ম হচ্ছে-এই লোকদেরকে কেবলমাত্র কৃতকর্মের অনুপাতে ফলদান করেই ক্ষান্ত হওয়া হবেনা, বরং তাদেরকে এর অতিরিক্ত পরিপূর্ণ মাত্রাতে পুরস্কার দান করা হবে।

৬। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের প্রতাপ এরূপ হবে যে, কি পৃথিবীবাসী আর কি আসমানবাসী কারো পক্ষেই নিজ হতে খোদার সম্মুখে মুখ খোলার কিংবা বিচার-কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার একবিন্দু সাহস করা সম্ভব হবেনা।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ

সেদিন দাঁড়াবে রূহ (জিবরাইল) ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে না তারা কথা বলতে পারবে (সে) ছাড়া যাকে

اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿۳۸﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ

অনুমতি দেবেন তার জন্যে দয়াময় এবং বলবে যথাযথ সেই দিন সত্য

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿۳۹﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا

অতএব যে চায় গ্রহণ করুক (আজ) দিকে তার রবের প্রত্যাবর্তনের (পথ) নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আমরা সতর্ক করছি আযাবের

قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ

নিকট সেদিন দেখবে মানুষ যা আগে পাঠিয়েছে তার দু'হাত এবং বলবে

الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤۰﴾

কাফের আমার আফসোস হায় যদি আমি হতাম মাটি

৩৮। যেদিন রূহ[৭] ও ফেরেশতা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, কেউ 'টু' শব্দ করবে না- সে ব্যতীত, যাকে পরম দয়াবান অনুমতি দিবেন এবং যে যথাযথ কথা বলবে।

৩৯। সে দিনটি সত্য- অনিবার্য। এখন যার ইচ্ছা নিজের খোদার নিকট প্রত্যাবর্তন করার পথ গ্রহণ করুক।

৪০। আমরা তোমাদেরকে খুব নিকটে উপস্থিত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি। যেদিন মানুষ সে সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে- সেদিন কাফের চীৎকার করে বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।

৭। 'রূহ' বলতে জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর নিকট তাঁর উচ্চ মর্যাদা হওয়ার কারণে সাধারণ ফেরেশতা থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আন-নাযি'য়াত

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সূরাটি সূরা আন-নাবার পরে নাযিল হয়েছে। সূরায় আলোচিত বিষয়ের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এটা প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

'কিয়ামত' ও মৃত্যুর পর জীবন প্রমাণ করাই এ সূরার বিষয়বস্তু। সে সংগে এতে আল্লাহর রসূলকে (সঃ) মিথ্যা মনে করে অমান্য করলে তার পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শুরুতে জান কব্জকারী আল্লাহর হুকুম অবিলম্বে পালনকারী ও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এরূপ কথা দ্বারা নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে, মৃত্যুর পর আর এক জীবন অবশ্যই যাপন করতে হবে। এ দু'টো ব্যাপারে একবিন্দু সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কেননা যেসব ফেরেশতা'র হাতে এখানে জান কব্জ করানো হচ্ছে, তাদের হাতেই পুনরায় তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার করানো কঠিন কিছুই নয় এবং সে ফেরেশতারাই সেদিন সেই আল্লাহর হুকুম মুতাবিকই সমগ্র সৃষ্টিলোকের বর্তমান শৃংখলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবেন এবং নতুনভাবে অপর একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব কিছু হবে না।

অতঃপর লোকদেরকে বলা হয়েছে, যে কাজকে তোমরা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে কর আল্লাহতাআলার পক্ষে তা করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এর জন্যে কোন বড় ও ব্যাপক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন নেই। একটা ধাক্কা বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। অতঃপর অপর একটা জগত পুনরায় সৃষ্টি হওয়া এবং তাতে সমস্ত মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠার জন্যে আর একটা ধাক্কারই প্রয়োজন মাত্র। আজ যারা এই পুনরুজ্জীবনকে অমান্য বা অবিশ্বাস করছে, সেদিন তারাই ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। ভীত -সন্ত্রস্ত চোখে তারা সেইসব কিছু অনুষ্ঠিত হতে দেখতে থাকবে যাকে তারা অসম্ভব বলে মনে করছিল।

অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রসূলকে অমান্য ও অবিশ্বাস করার, তাঁর হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনে বাধা দান করার এবং হীন কৌশলের সাহায্যে তাকে পরাজিত করার চেষ্টা করার পরিণামে ফিরাউন অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। তা হ'তে শিক্ষা গ্রহণ করে অনুরূপ চাল-চলন হতে বিরত না থাকলে তোমাদেরকে অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে নিঃসন্দেহে।

২৭-৩৩ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতসমূহে পরকাল ও মৃত্যুর পর জীবন হওয়ার স্বপক্ষে দলীল ও প্রমাণ পেশ করা

হয়েছে। এ প্রসংগে প্রথমত অমান্যকারী ও অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, তোমরাই বল, তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন কাজ কিংবা, মহাশূন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিস্তীর্ণ এই বিরাট বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর পক্ষে এই কাজটি করা কঠিন ছিল না তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? পরকাল হবার সম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্যে এই অকাট্য যুক্তি একটি বাক্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। তারপর পৃথিবী এবং তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে প্রদত্ত সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এখানের প্রতিটি জিনিসই উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা অতীব উচ্চ কর্মকুশলতা সহকারে কোন না কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে তৈরী করা হয়েছে। এদিকে ইংগিত করে একটা অতি বড় প্রশ্ন মানুষের বিবেকের নিকট রাখা হয়েছে। তা হলো এই যে, বিরাট-বিশাল বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টিলোকে মানুষকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়ার পর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা অধিক বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তি সংগত মনে হয়, না পৃথিবীতে বিচরণ করা ও স্বেচ্ছাচারিতা করে মৃত্যুবরণ করা ও মাটির সাথে চিরকালের জন্যে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ করেছে, কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে কোন হিসাব নিকাশ না নেয়া অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসংগত মনে হয়? এ প্রশ্নটা নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। তার পরিবর্তে ৩৪-৪১ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে বলা হয়েছে যে হাশরের দিন সমস্ত মানুষের চিরন্তন ও চিরকালীন ভবিষ্যতের ফয়সালা করা হবে। দুনিয়ার কোন লোক দাসত্বসীমা অতিক্রম করে আল্লাহদ্রোহীতা করেছে, বৈষয়িক স্বার্থ ও সুখ-সুবিধাকে একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে, আর কে আল্লাহর সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্যে দাঁড়াতে বাধ্য হওয়াকে ভয় করেছে এবং নফসের অবৈধ খাহেশকে পূরণ করতে অস্বীকার করেছে, এ প্রশ্নই হবে সেদিনকার এ ভবিষ্যত ফয়সালার একমাত্র মানদন্ড। বস্তুত যে লোক জিদ্‌ ও হঠকারিতা হতে মুক্ত হয়ে পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে এ বিষয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করে সেইই উপরোক্ত প্রশ্নের নির্ভুল জবাব অতি সহজে লাভ করতে পারে। কেননা, দুনিয়ার মানুষকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ভিত্তিক ও নৈতিক দাবীই হল এই যে, শেষ পর্যন্ত এরই ভিত্তিতে তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে ও তদানুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

শেষাংশে মক্কার কাফিরদের একটা প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন ছিল, যে কিয়ামতের কথা এত জোরের সাথে বলা হচ্ছে তা কবে হবে-কবে আসবে সেই কিয়ামতের দিন? নবী করীমের (সঃ) কাছে এ প্রশ্ন তারা বারবার পেশ করতো। এর জবাবে বলা হয়েছে, ঠিক কোন মূহুর্তে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না, আর কেউই বলতে সক্ষম নয়। রসূলের দায়িত্ব শুধু এই যে, তিনি তার নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ আগমন সম্পর্কে লোকদের শুধু সতর্ক ও সাবধান করে দেবেন। এখন যার ইচ্ছা তার আগমনকে ভয় করে নিজের নীতি ও আচরণকে সঠিক করে নেবে। আর যার ইচ্ছা নির্ভীক হয়ে লাগামছাড়া ঘোড়ার ন্যায় জীবন পরিচালিত করবে। কিন্তু আজ যারা এ দুনিয়ার জীবনকেই সব কিছু ও সর্বশেষ মনে করছে, কিয়ামত যখন হবে তখন তারাই মনে করবে যে, দুনিয়ায় তো তারা খুব অল্প সময়ই বসবাস করেছে, তার অধিক নয়। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্যে তারা তাদের চিরকালীন ভবিষ্যতকে কিভাবে চূড়ান্তভাবে বরবাদ করেছে, বরবাদ করে কিই না নির্বুদ্ধিতা করেছে, তা সেদিন তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে।
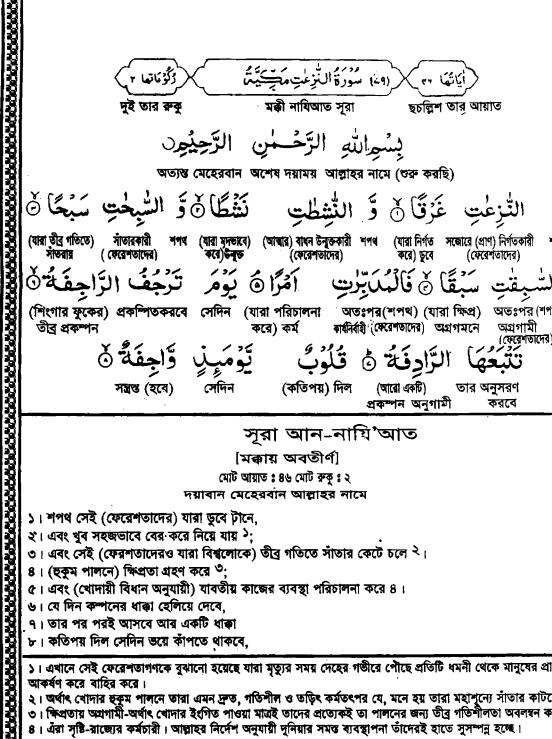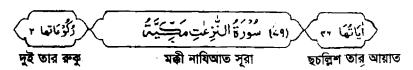
দুই তার রুকু মক্কী নাযিআত সূরা ছচল্লিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿۱﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿۲﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿۳﴾

শপথ (ফেরেশতাদের) সজোরে (প্রাণ) নির্গতকারী (যারা নির্গত করে) ডুবে শপথ (ফেরেশতাদের) (আত্মার) বাধন উন্মুক্তকারী (যারা মৃদুভাবে করে) উন্মুক্ত শপথ (ফেরেশতাদের) সাঁতারকারী (যারা তীব্র গতিতে) সাঁতরায়

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿۴﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿۵﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿۶﴾

অতঃপর (শপথ) অগ্রগামী (ফেরেশতাদের) (যারা ক্ষিপ্র) অগ্রগমনে অতঃপর(শপথ) কার্যনির্বাহী (ফেরেশতাদের) (যারা পরিচালনা করে) কর্ম সেদিন প্রকম্পিতকরবে (শিংগার ফুকের) তীব্র প্রকম্পন

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿۷﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿۸﴾

তার অনুসরণ করবে (আরো একটি) প্রকম্পন অনুগামী (কতিপয়) দিল সেদিন সন্ত্রস্ত (হবে)

সূরা আন-নাযি'আত

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৪৬ মোট রুকূ ঃ ২

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা ডুবে টানে,
২। এবং খুব সহজভাবে বের করে নিয়ে যায় [১];
৩। এবং সেই (ফেরশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) তীব্র গতিতে সাঁতার কেটে চলে [২]।
৪। (হুকুম পালনে) ক্ষিপ্রতা গ্রহণ করে [৩];
৫। এবং (খোদায়ী বিধান অনুযায়ী) যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা পরিচালনা করে ৪।
৬। যে দিন কম্পনের ধাক্কা হেলিয়ে দেবে,
৭। তার পর পরই আসবে আর একটি ধাক্কা
৮। কতিপয় দিল সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে,

১। এখানে সেই ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে যারা মৃত্যুর সময় দেহের গভীরে পৌছে প্রতিটি ধমনী থেকে মানুষের প্রাণকে আকর্ষণ করে বাহির করে।
২। অর্থাৎ খোদার হুকুম পালনে তারা এমন দ্রুত, গতিশীল ও তড়িৎ কর্মতৎপর যে, মনে হয় তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।
৩। ক্ষিপ্রতায় অগ্রগামী-অর্থাৎ খোদার ইংগিত পাওয়া মাত্রই তাদের প্রত্যেকই তা পালনের জন্য তীব্র গতিশীলতা অবলম্বন করে।
৪। এঁরা সৃষ্টি-রাজ্যের কর্মচারী। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁদেরই হাতে সুসম্পন্ন হচ্ছে।

আরবি	অর্থ
أَبْصَارُهَا	তার দৃষ্টিসমূহ
خَاشِعَةٌ ۝٩	ভীতসন্ত্রস্ত (হবে)
يَقُولُونَ	তারা বলে
أَإِنَّا	অবশ্যই কি আমরা
لَمَرْدُودُونَ	অবশ্যই প্রত্যাবর্তনকারী হবো
فِي	মধ্যে
الْحَافِرَةِ ۝١٠	পূর্বাবস্থার
أَإِذَا	যখন কি
كُنَّا	আমরা হবো (পরিনত)
عِظَامًا	অস্থিসমূহে
نَّخِرَةً ۝١١	গলিত
قَالُوا	তারা বলল
تِلْكَ	এটা
إِذًا	তা হলে
كَرَّةٌ	প্রত্যাবর্তন
خَاسِرَةٌ ۝١٢	বড়ই ক্ষতিকর (হবে)
فَإِنَّمَا	প্রকৃতপক্ষে
هِيَ	তা
زَجْرَةٌ	মহাশব্দ
وَاحِدَةٌ ۝١٣	একটি মাত্র
فَإِذَا	অতঃপর তখনই
هُم	তারা
بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤	ময়দানে (হবে) খোলা
هَلْ	কি
أَتَاكَ	তোমার কাছে এসেছে
حَدِيثُ	বৃত্তান্ত
مُوسَىٰ ۝١٥	মুসার
إِذْ	যখন
نَادَاهُ	তাকে ডেকেছিলেন
رَبُّهُ	তার রব
بِالْوَادِ	উপত্যকায়
الْمُقَدَّسِ	পবিত্র
طُوًى ۝١٦	তুয়ার
اذْهَبْ	(আল্লাহ বললেন তাকে) যাও
إِلَىٰ	নিকট
فِرْعَوْنَ	ফিরআউনের
إِنَّهُ	নিশ্চয় সে
طَغَىٰ ۝١٧	বিদ্রোহ করেছে
فَقُلْ	অতঃপর বল
هَل	(আছে) কি
لَّكَ	তোমার (আগ্রহ)
إِلَىٰ	(এর) প্রতি
أَن	যে
تَزَكَّىٰ ۝١٨	তুমি পবিত্র হবে

৯। তাদের দৃষ্টি সমূহ ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে।

১০। এই লোকেরা বলেঃ আমাদেরকে কি সত্যই পুনরায় ফিরিয়ে আনা হবে?

১১। আমরা যখন পচা-গলা জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হব (তখন)?

১২। বলতে লাগল, এই প্রত্যাবর্তন তো বড় ক্ষতিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে [৫]।

১৩। অথচ এ তো এতটুকু মাত্র কাজ যে, একটি প্রবল আকারের হুমকি পড়বে।

১৪। এবং সহসাই তারা উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হয়ে পড়বে।

১৫। তোমাদের নিকট মূসা'র ঘটনার খবর পৌঁছেছে কি?

১৬। তার রব যখন তাকে তুয়া'র পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছিল।

১৭। ফিরআউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘনকারী হয়ে গিয়েছে।

১৮। এবং তাকে জিজ্ঞেস করঃ তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে প্রস্তুত?

৫। অর্থাৎ যখন তাদের জবাব দেওয়া হলো যে হ্যাঁ এইরূপই হবে। তখন তারা বিদ্রূপ করে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলোঃ দোস্ত! বাস্তবিক যদি আমাদের ফিরে দ্বিতীয়বার বেঁচে উঠতে হয়, তবে তো আমরা মরেছি!!

وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾

এবং | তোমাকে আমি পথ দেখাবো | দিকে | তোমার রবের | তুমি যেন ভয় কর | তাকে অতঃপর সে দেখালো | একটি নিদর্শন | বড়

فَكَذَّبَ وَ عَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ

সে কিন্তু মিথ্যারোপ করলো | এবং | অবাধ্য হলো | এর পরে | পিঠ ফিরালো | (প্রতিকারে) সচেষ্ট হল | পরে সমবেত করল

فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ

আর ঘোষণা করলো | অতঃপর বলল | আমি | তোমাদের রব | সর্বশ্রেষ্ঠ | তখন তাকে ধরলেন | আল্লাহ | শাস্তি (দিয়ে)

الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

আখেরাতের | ও | দুনিয়ার | নিশ্চয় | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই শিক্ষা | তার জন্যে যে | ভয় করে

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾

তোমরা কি | কঠিনতর | সৃষ্টি | অথবা | আকাশ | তা তিনি নির্মাণ করেছেন

১৯। এবং আমি কি তোমাকে তোমার খোদার দিকে পথদেখাবো, যেন (উহার ফলে) তুমি তাকে ভয় করতে থাক?

২০। পরে মূসা (ফিরাউনের নিকট গিয়ে) তাকে বড় নিদর্শন দেখাল৬।

২১। কিন্তু সে অবিশ্বাস ও অমান্য করল।

২২। পরে চালবাজি করার মতলবে পিছনে ফিরে গেল।

২৩-২৪। এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললঃ আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব।

২৫। শেষকালে আল্লাহ তাকে পরকাল ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন।

২৬। বস্তুত এমন প্রত্যেক লোকের জন্য এতে বড় উপদেশ রয়েছে যারা ভয় করে৭।

২৭। তোমাদের সৃষ্টি কি অধিক শক্ত ও কঠিন কাজ, কিংবা আসমান সৃষ্টি? আল্লাহই তো তা নির্মাণ করেছেন।

৬। 'বড় নিদর্শন অর্থ' -লাঠির অজগররূপ ধারণ করা। পবিত্র কুরআনে কয়েক স্থানে এর উল্লেখ আছে।

৭। অর্থাৎ খোদার রসূলকে (সঃ) অমান্য ও অস্বীকার করার সেই পরিণতিকে ভয় করে যে পরিণতির সম্মুখীন ফিরাউন হয়েছিল।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾ وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ

তিনি উঁচু করেছেন | তার উচ্চতর স্তর (ছাদ) | তা তিনি অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন | এবং | অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন | তার রাত | এবং | বের করেছেন

ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾ وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا

তার দিবালোক | এবং | যমীনকে | পরে | এর | তা বিস্তীর্ণ করেছেন | বের করেছেন | তা হতে | তার পানি

وَ مَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَ الْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ

ও | তার উদ্ভিদ | এবং | পর্বতমালাকে | তা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন | জীবিকা সামগ্রী রূপে | তোমাদের জন্য

وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ

এবং | তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য | অতঃপর যখন | আসবে | দুর্ঘটনা | মহা | সেদিন | স্মরণ করবে

الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ

মানুষ | যা | সে চেষ্টা করেছিল | এবং | প্রকাশ করা হবে | জাহান্নাম | তার জন্যে যে | দেখে | আর (তার) ব্যাপার | যে

طَغٰى ﴿٣٧﴾

বিদ্রোহ করেছে

রুকু ঃ ২

২৮। তার ছাদ যথেষ্ট উচ্চে তুলেছেন, পরে তার সমতা স্থাপন করেছেন।

২৯। এবং তার রাত্র আচ্ছন্ন করেছেন, তার দিন প্রকাশ করেছেন।

৩০। অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন।

৩১। তার ভিতর হতে উহার পানি ও উদ্ভিদ, খাদ্য বের করেছেন।

৩২-৩৩। আর তাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন জীবিকার সামগ্রীরূপে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য।

৩৪। অতএব যখন সেই মহা দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে[৮]।

৩৫। যেদিন মানুষ তার সব কৃতকর্ম স্মরণ করবে।

৩৬। এবং দৃষ্টিমানের সামনে দোযখ উন্মুক্ত করে রাখা হবে।

৩৭। তখন যে লোক (দুনিয়ায়) খোদাদ্রোহিতা করেছিল।

৮। অর্থাৎ কিয়ামত।

وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾ وَاَمَّا مَنْ

যে আর (তার) তাই দোযখই অতঃপর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার এবং
(তার)ব্যাপার বাস স্থান (হবে) নিশ্চয় দিয়েছে

خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ

অতঃপর খারাপ কামনা হতে প্রবৃত্তিকে বিরত এবং তার রবের দাঁড়াতে ভয় করেছে
নিশ্চয় রেখেছে সম্মুখে

الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ

সে ব্যাপারে তা ঘটবে কখন কিয়ামত সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা (তার) তাই জান্নাত
করে তারা বাসস্থান (হবে)

اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ

যে সতর্ককারী তুমি শুধুমাত্র তার চূড়ান্ত তোমার নিকট তার উল্লেখ তোমার
(মাত্র) (জ্ঞান) রবের করা (দায়িত্ব নয়)

يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

তার এক অথবা এক এছাড়া তারা অবস্থান তা দেখবে যে দিন তারা যেন তা ভয় করে
সকাল সন্ধ্যা করে নাই (মনে করবে)

৩৮। এবং দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল।
৩৯। এই দোযখই হবে তার পরিণাম।
৪০। আর যে লোক নিজের খোদার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছিল এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ কামনা-বাসনা হতে বিরত রেখেছিল।
৪১। জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।
৪২। এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, সেই ক্ষণটি কখন এসে পৌছবে?
৪৩। তার নির্দিষ্ট সময় বলা তো তোমার কাজ নয়,
৪৪। তার সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ পর্যন্তই শেষ।
৪৫। তুমিতো শুধু সাবধানকারী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে উহার ভয় করে।
৪৬। যেদিন এ লোকেরা তা দেখতে পাবে, তখন তারা মনে করবে, (এ দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) শুধু একদিনের বিকেল কিংবা সকাল বেলাই তারা অবস্থান করেছে মাত্র।

সূরা 'আবাসা'

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

তফসীরকার ও হাদীসবিদ্ সকলেই একমত হ'য়ে এর নাযিল হওয়ার যে কারণ ও উপলক্ষের উল্লেখ করেছেন তা এই যে, একবার নবী করীমের (সঃ) দরবারে মক্কার কিছু বড় সরদার ও সমাজপতি বসেছিল। নবী করীম (সঃ) তাদেরকে ইসলাম কবুল করবার আহবান দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ইব্নে উম্মে মকতুম নামক একজন অন্ধ নবী করীমের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীমের নিকট ইস্লাম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। এ সময় তাঁর বাক্যালাপ চালু রাখার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় নবী করীম (সঃ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এ প্রসংগেই আল্লাহর তরফ হতে এই সূরা নাযিল হয়। এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এ ঘটনার দৃষ্টিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল সহজেই নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে উম্মে মক্তুম নবী করীমের (সঃ) নিকট সেই প্রাথমিক পর্যায়েই ইস্লাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। হাফেয ইবনে হাজার, হাফেয ইবনে কাসীর প্রমুখ তফ্সীরকারদ্বয় স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন اسلم بمكة قديما তিনি মক্কায় প্রাচীন কালেই ইসলাম কবুল করেছিলেন' এবং هو من اسلم قديما 'তিনি প্রাচীন কালে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ('প্রাচীন কালের' অর্থ একেবারে শুরুতে)।'

দ্বিতীয়ত ঃ হাদীসের যে- সব বর্ণনায় এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কোন-কোনটি হতে জানতে পারা যায় যে, যে সময় এ ঘটনাটি ঘটে তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন কোনটি হতে জানা যায় যে এ সময় তিনি ইসলা-মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন মাত্র এবং সত্যের সন্ধানেই তিনি রসূলে করীমের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি এসে বলেছিলেনঃ يا رسول الله ارشد نى 'ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাকে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হাব্বান, ইবনে জরীর, আবু ইয়ালা)। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্নে 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ তিনি (ইবনে উম্মে মক্তুম) এসে কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

বলেছিলেনঃ يا رسول الله علمنى يا علمك الله ইয়া রাসূলুল্লাহ 'আল্লাহআপনাকে যে ইলম দিয়েছেন, তা আমাকে শিক্ষা দিন' (ইব্নে জারীর ইব্নে আবু হাতেম)। এসব বর্ণনা হতে জানা যায়, এ সময় তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম মেনে নিয়েছিলেন। এ হ'ল একটা দিক অপর দিকে যে সব বর্ণনা রয়েছে, তা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সময় তাঁর মনে সত্য সন্ধানের গভীর বাসনা ও আবেগ জেগেছিল। তিনি নবী করীমকে হেদায়াতের উৎস মনে করে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর সেই বাসনা ও আবেগ চরিতার্থ করা-ই ছিল সেখানে আগমনের ও কিছু প্রশ্ন করার মূলে তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বাহ্যিক অবস্থা হতেও বুঝা যাচ্ছিল যে, তাঁকে হেদায়াত দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন ও উপকৃত হতেন। সূরার ৩ নং আয়াত لعله يزكى এর অর্থ ইবনে যায়দ বলেছেন لعله يسلم সম্ভবতঃ সে ইসলাম গ্রহণ করতো (ইবনে জারীর)। খোদার নিজের কালামও তাইঃ তুমি কি জান, সম্ভবতঃ সে ঠিক হয়ে যেত; কিংবা নসীহতের প্রতি মনোযোগ দিত এবং উপদেশ দান তার জন্যে কল্যাণকর হ'ত। এবং যে লোক তোমার নিকট নিজেই দৌড়ে আসে এবং যে ভয়ও পোষণ করে তার প্রতি তুমি অমনোযোগিতা দেখাও'। এসব-ই এই দ্বিতীয় কথার সমর্থক।

তৃতীয়তঃ নবী করীমের দরবারে এই সময় যারা বসেছিল, হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় তাদের নামের উল্লেখ হয়েছে। উতবা, শাইবা, আবুজেহেল, উমাইয়া ইবনে খালফ, উবাই ইবনে খালফ প্রভৃতি ইসলামের বড় বড় দুশমনের নাম এ তালিকার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ হতে জানা যায়, এঘটনা সে সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন এ লোকদের সাথে নবী করীমের

মেলামেশা চালু ছিল, তখনও তাদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ও শক্রতা এতখানি বৃদ্ধি পায়নি যার দরুন তাঁর নিকট এ লোকদের যাতায়াত ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সব ব্যাপার হতেই প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি প্রাথমিক অবতীর্ণ সূরা সমূহের মধ্যে একটি।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

বাহ্যতঃ শুরু করার ভংগি দেখে মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগিতা ও বড় বড় মাতব্বর-সরদার লোকদের প্রতি সাগ্রহ বেশী গুরুত্ব প্রদর্শন করায় এ সূরায় নবী করীমের প্রতি শাসন, তিরস্কারমূলক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সূরাটি সম্পর্কে সম্যক ও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, এ সূরায় মূলত কাফের কুরাইশ সরদারদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা এবং সত্যবিমুখতার কারণে নবী করীমের দ্বীনি দাওআত প্রচারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। আর সেই সংগে নবী করীমকে দ্বীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তিনি নবুয়্যতের কাজ সম্পাদনের শুরুতে যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ভ্রান্তিও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তির প্রতি কম আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংগে কুরাইশ সরদারদের প্রতি দেখিয়েছিলেন অনেক বেশী আগ্রহ ও ব্যাগ্রতা কিন্তু তা এজন্য ছিল না যে, তিনি বুঝি বড় লোকদের সম্মানের প্রতি ও অন্ধকে ঘৃণার পাত্র হীন-নগন্য মনে করতেন, আর তাঁর মধ্যে বুঝি নৈতিক বক্রতা পাওয়া যেত, যার দরুন আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। না, ব্যাপার মূলত'ই তা ছিল না, ব্যাপারটির মূল রূপ ছিল ভিন্নতর। বস্তুতঃ কোন মতাদর্শ প্রচারক যখন তার প্রচার কার্য শুরু করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার লক্ষ্য আরোপিত হয় এদিকে যে সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা তা কবুল করুক, যেন প্রচারকার্য সহজতর হয়। নতুবা সাধারণ, প্রভাব-কর্তৃত্বহীন, অক্ষম ও দুর্বল লোকেরা যদি সে আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণও করে এবং তা ব্যাপকতাও লাভ করে তবু তাতে মূল ব্যাপারে কোন বড় রকমের পার্থক্যই সূচিত হয় না। নবী করীম(সঃ) ইসলাম প্রচার আরম্ভ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় এ মনোভাব ও এ কর্মনীতি-ই গ্রহণ করেছিলেন। আর এর মূলে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দ্বীনি দা'ওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতা-ই ছিল একমাত্র কারণ। বড় লোকদের সম্মান ও ছোট লোকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ কখনো লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলা নবী করীম (সঃ)-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের এ নির্ভুল ও সঠিক পন্থা নয়। বরং ইসলামী আদর্শ ও দাওআতের দৃষ্টিতে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, সে যতই দুর্বল প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন, দ্বীনি আন্দোলনের দৃষ্টিতে সে একেবারেই গুরুত্বহীন। এ কারণে বলা হ'ল যে ইসলামী আদর্শ আপনি যত লোককে শুনান - না, কেন, আপনার নিকট আসল লক্ষ্য ও আগ্রহ পাওয়ার অধিকারী তো সেই সব লোক, যাদের মনে সত্য আদর্শ গ্রহণের আগ্রহ ও মানসিক প্রস্তুতি রয়েছে। পরন্তু যে সব অহংকারী দাম্ভিক লোক, আত্মম্ভরিতার দরুন মনে করে যে আপনি তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী, আপনার প্রতি তাদের কোন মুখাপেক্ষিতা নেই, কেবল তাদের সম্মুখেই এ দ্বীনী আদর্শের দাওআত পেশ করতে থাকা এর উচ্চ ও মহান মর্যাদার পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর।

শুরু থেকে ১৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ কথাগুলোই বলা হয়েছে। অতঃপর ১৭ নম্বর আয়াত হতে সরাসরি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে সেই কাফেরদের প্রতি যারা নবী করীমের দ্বীনী দাওআতকে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই পর্যায়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা, রেযকদাতা ও প্রতিপালক খোদার প্রতি যে আচরণ অবলম্বন করেছিল, তার প্রতি প্রথমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শেষে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

رُكُوْعُهَا ١ سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ (٨٠) اٰيَاتُهَا ٤٢

এক তার রুকু মক্কী আবাসা সূরা বিয়াল্লিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

عَبَسَ وَ تَوَلّٰىٓ ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ

সে হয়তো তোমাকে জানাবে কিসে এবং একঅন্ধ তার (কাছে) এসেছে (এজন্যে) যে (মুখ ফিরালো) অনাগ্রহ দেখালো ও (ভ্রুকুঞ্চিত করল) বেজার মুখ হল

يَزَّكّٰىٓ ﴿٣﴾ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾

বেপরোয়া হল (উন্নাসিকা দেখাল) যে (তার) ব্যাপারে উপদেশ তাকে উপকার দিত অতঃপর উপদেশ গ্রহণ করতো বা পরিশুদ্ধ হতো

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ

যে আর (তার) ব্যাপার সে পরিশুদ্ধ হয় যদি না তোমার উপর (দায়িত্ব) নাই কিন্তু মনযোগ দিচ্ছো তার জন্যে তুমি অথচ

جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَ هُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾

ভয় করে সে এবং দৌড়ে তোমার কাছে আসে

সুরা আবাসা [মক্কায় অবতীর্ণ] মোট আয়াত ঃ ৪২ মোট রুকু ঃ ১

দয়বান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। বেজার মুখ হল ও অনাগ্রহ দেখাল

২। এ জন্য যে, সে অন্ধ ব্যক্তি তাহার নিকট এসেছে [১]

৩। তুমি কি জানো, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,

৪। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হত?

৫। যে লোক উন্নাসিকতা দেখায়

৬। তার প্রতি তো তুমি লক্ষ্য দিতেছ ;

৭। অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে তোমার উপর এর -দায়িত্ব নাই

৮। আর যে লোক তোমার নিকট দৌড়ে আসে

৯। এবং সে ভয় করে ,

১। পরবর্তী বাক্য সমূহ থেকে জানা যায় বেজার মুখ হওয়া ও অনাগ্রহ প্রদর্শনের এ কাজটি স্বয়ং নবী করীমের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে যে অন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত ইবনে উম্মে মকতুম (রাঃ),হযরত খাদীজার (রাঃ) ফুফাতো ভাই । মক্কার বড় বড় কাফের সর্দারদের প্রতি নবী করীম (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দিতে রত ছিলেন , (এমন সময় এই অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চান।) ঠিক এই সময় কথায় বাধাদান করায় নবী (সঃ) এর বিরক্তি সৃষ্টি হয়।
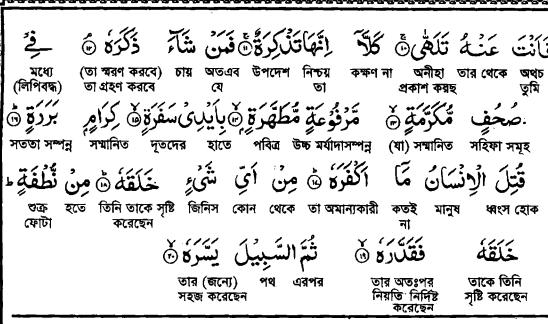
১০। তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছ।
১১। কক্ষণও নয় ২। এ তো এক উপদেশ।
১২। যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করবে।
১৩। তা এমন সহীফায় লিপিবদ্ধ, যা সম্মানিত,
১৪। উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন পবিত্র৩।
১৫-১৬। তা সুসম্মানিত ও নেককার লেখকদের হাতে থাকে৪।
১৭। অভিশাপ৫ বর্ষিত হোক এ মানুষদের উপর; এরা কতই না সত্য-অমান্যকারী।
১৮। আল্লাহ্ এ মানুষকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?
১৯। শুক্রের একটি ফোটা দিয়ে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার নিয়তি নির্দিষ্ট করেছেন,
২০। পরে তার জন্য জীবনের পথ সহজ বানিয়ে দিয়েছেন।

২। অর্থাৎ কখনও এরূপ করবে না। যারা খোদাকে ভুলে আছে ও নিজেদের পার্থিব মান-মর্যাদায় ফুলে আছে সেই লোকদের প্রতি অসংগত গুরুত্ব দিয়ো না। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা এমন মূল্যহীন জিনিস নয় যে যারা তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তাদের সামনে অনুনয় বিনয় সহকারে তা পেশ করতে হবে। তাছাড়া এই অহংকারী লোকদের ইসলামের দিকে আনার জন্যে এমন ভংগী গ্রহণ করা- এমনভাবে চেষ্টা করা তোমার মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয় যাতে এই লোকেরা মনে করবে যে - তোমার কোন স্বার্থ এদের কাছে আটকা পড়ে আছে। তারা যদি ইসলাম কবুল করে তবে তোমার দাওয়াত উৎকর্ষ লাভ করবে ; না হ'লে তা ব্যর্থ হবে। সত্য তাদের থেকে ততটাই বেপরওয়া যতটা বেপরওয়া তারা সত্যের প্রতি।

৩। অর্থাৎ সব রকমের ভেজাল ও মিশাল হতে মুক্ত ও পবিত্র। এতে বিশুদ্ধ সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোন প্রকারের বাতিল এবং নষ্ট ও ভ্রষ্ট চিন্তা-বিশ্বাস বা মতাদর্শ এর মধ্যে অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র অবকাশ পায়নি।

৪। এখানে সেই ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে যারা পবিত্র কুরআনের লিপিসমূহ আল্লাহ তা'য়ালার সরাসরি হেদায়েত অনুযায়ী লিখছিলেন, সেগুলির সংরক্ষণ ও হেফাযত করছিলেন এবং রসূলুল্লাহ পর্যন্ত সেগুলিকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।

৫। এখান থেকে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে সেই কাফেরদের প্রতি যারা সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল। এর পূর্বে সূরার শুরু থেকে ১৬নং আয়াত পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) কে সম্বোধন ও উপলক্ষ্য করেই কথা বলা হয়েছে। এবং কাফেরদের প্রতি পরোক্ষ ভাবে রোষ-অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছিল। এর বাচনভংগী ছিল এরূপঃ হে নবী! সত্যের সন্ধানকারী ব্যক্তির পরিবর্তে তুমি এ কোন সব লোকদের প্রতি বেশি লক্ষ্য আরোপ করছো? সত্য দ্বীনের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদেরতো কোনই মূল্য ও গুরুত্ব নেই। আর তোমার মত মহা সম্মানিত নবী কুরআনের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন গ্রন্থকে তাদের সামনে যে পেশ করবে এরও যোগ্য তারা নয়।

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا

এরপর | তাকে মৃত্যু দেন | তাকে অতঃপর কবরস্থ করেন | এরপর | যখন | চাইবেন | তাকে পুনরায় জীবিত করবেন | কক্ষণ না | না যা

يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا

সে সম্পাদন করেছে | যা | তাকে আদেশ করেছেন তিনি | অতঃপর লক্ষ্য করুক | মানুষ | প্রতি | তার খাদ্যের | নিশ্চয় আমরা | আমরা বর্ষণ করেছি

الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

পানি | (প্রচুর) বর্ষণ | এরপর | আমরা বিদীর্ণ করেছি | মাটিকে | (খুব) বিদীর্ণ | আমরা অতঃপর উৎপন্ন করেছি | তার মধ্যে | শস্য

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ

ও | আংগুর | ও | শাকসবজি | এবং | যয়তুন | ও | খেজুর | এবং | বাগিচাসমূহ

غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

ঘন সন্নিবেশিত | এবং | ফল | ও | উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য | ভোগ্য সামগ্রী (রূপে) | তোমাদের জন্যে | ও | তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর জন্যে

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَ

অতঃপর যখন | আসবে | কর্ণবিদারক ধ্বনি | সে দিন | পালাবে | মানুষ | হতে | তার ভাই | ও

২১। তার পর তাকে মৃত্যু দিলেন ও কবরে পৌঁছবার ব্যবস্থা করলেন।

২২। শেষে যখন চাইবেন তিনি তাকে পুনরায় উঠিয়ে দাঁড় করে দিবেন।

২৩। কক্ষণও নয়, সে সেকর্তব্য পালন করে নাই যার নির্দেশ আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।

২৪। তা ছাড়া মানুষ খানিকটা তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক।

২৫। আমরা প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি।

২৬। এদিকে মাটিকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি।

২৭-৩১। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, তরি-তরকারী, যয়তুন, খেজুর, ঘন-সন্নিবেশিত বাগিচা, আর রকম-বেরকমের ফল ও উদ্ভিদ-খাদ্য।

৩২। তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর জীবিকার সামগ্রীরূপে।

৩৩-৩৬। সবশেষে যখন সেই কান-বধিরকারী-ধ্বনি উচ্চারিত হবে[৬] সেদিন মানুষ নিজের ভাই,

---

৬। এহলো সর্বশেষ বারের শিংগায় ফুৎকারজনিত ভয়াবহ আওয়াজ। এই শব্দধ্বনিত হওয়ার সংগে সংগেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, মৃত সমস্ত মানুষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

وَأُمِّهٖ وَأَبِيْهِ ۝٣٥ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝٣٦ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

তার মা ও তার বাপ (হতে) ও তার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের (হতে) জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির তাদের মধ্যকার

يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝٣٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ

সেদিন (বিশেষ) অবস্থা তাকে ব্যতিব্যস্ত করবে (অনেক) মুখ সেদিন উজ্জ্বল (হবে) সহাস্য

مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤٠ تَرْهَقُهَا

প্রফুল্ল (হবে) এবং (অনেক) মুখ সেদিন তার উপর মলিনতা (আসবে) তাকে আচ্ছন্ন করবে

قَتَرَةٌ ۝٤١ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝٤٢

অন্ধকার ঐ সব লোক তারাই (যারা) কাফের পাপী

নিজের মা, নিজের পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালাবে।

৩৭। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেদিন এমন সময় আসবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য থাকার মত অবস্থা থাকবে না।

৩৮-৩৯। সেদিন কিছু কিছু চেহারা ঝকমক্ করতে থাকবে, হাসিখুশিভরা ও সন্তুষ্ট স্বচ্ছন্দ হবে।

৪০। আবার কতিপয় মুখমন্ডল ধুলি মলিন হবে,

৪১। অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করবে।

৪২। আর এরাই হল কাফের ও পাপী লোক।

সূরা আত-তাকবীর

নামকরণ

প্রথম আয়াতের كورت শব্দ হতে تكوير গ্রহণ করে তাকেই নামরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর كورت শব্দের অর্থ 'গুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে -পেচানো হইয়াছে।' একে নামরূপে গ্রহণ করার তাৎপর্য হলো এ এমন সূরা যাতে পেচানোর কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এতে আলোচিত বিষয়াদি এবং কথার ভংগি দেখে স্পষ্ট মনে হয়, এটা মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটা।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় দু'টি বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। একটি হলো পরকাল এবং অপরটি হলো রেসালাত। প্রথম ছ'টি আয়াতে কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সূর্য রশ্মিহীন হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা ছিন্ন-ভিন্ন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে শুরু করবে, আপনার এবং প্রিয়তম জিনিসগুলোর প্রতিও লোকদের লক্ষ্য থাকবে না। বন-জংগলের জন্তু-জানোয়ার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এক স্থানে একত্রিত হয়ে যাবে, সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। এর পরবর্তী সাতটি আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ সময় সব রূহ নুতন করে দেহের মধ্যে স্থান পাবে, আমলনামা খোলা হবে , অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশমন্ডলের সমস্ত আড়াল-আবডাল দূর করা হবে এবং বেহেশ্ত-দোজখ সব জিনিসই চোখের সমুখে উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। পরকালের এ চিত্র অংকনের পর মানুষকে চিন্তা করার আহবান জানান হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কি সম্বল নিয়ে এসেছে।

এরপর 'রেসালাত' বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। এই পর্যায়ে মক্কাবাসীদের বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের সমুখে যা পেশ করছেন, তা কোন পাগলের প্রলাপোক্তি নয়; নয় কোন শয়তানের প্রতারণাপ্রসূত কথা; বরং এ আল্লাহ প্রেরিত এক মহান উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিশ্বস্ত পয়গাম বাহকের বর্ণনা বিশেষ। মুহাম্মদ (সঃ) উন্মুক্ত আকাশের দূরদিগন্তে দিনের উজ্জ্বল আলোকে নিজ চোখে তা প্রত্যক্ষ করেছেন, এই মহান ও নির্ভুল আদর্শ হতে বিমুখ হয়ে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣

চালানো হবে পর্বতমালা যখন এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে তারকাগুলো যখন এবং গুটানো হবে সূর্য যখন

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ

সমুদ্র যখন এবং একত্রিত করা হবে বন্য পশুদের যখন ও উপেক্ষিত হবে পূর্ণ গর্ভবতী উষ্ট্রী যখন এবং

سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨

জিজ্ঞাসা করা হবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে যখন এবং জুড়ে দেয়া হবে (শরীরের সাথে) আত্মাসমূহকে যখন এবং প্রজ্জ্বলিত করা হবে

সূরা আত তাকবীর

[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াত ঃ ২৯, মোট রুকূ ঃ ১
দয়াবান মেহেরেমান আল্লাহর নামে

১। যখন সূর্য গুটিয়ে দেয়া হবে [১]

২। যখন তারকাসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে

৩। যখন পর্বতসমূহ চলমান করে দেয়া হবে,

৪। যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলোকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে [২],

৫। আর যখন সব জন্তু-জানোয়ার চারদিক হতে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে,

৬। এবং সমুদ্র যখন প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

৭। আর যখন প্রাণগুলোকে (শরীরের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে [৩],

৮।যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে যে

১। অর্থাৎ সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যে আলোক রশ্মি দুনিয়াতে বিস্তৃত হয় তা সূর্যতে গুটিয়ে দেয়া হবে ও তার বিস্তীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

২। আরববাসীদের কাছে আসন্ন প্রসবা উটনী থেকে অধিকতর মূল্যবান সম্পদ আর কিছু ছিল না। এই প্রকার উটনীর খুব বেশী হেফাযত ও দেখাশুনা করা হতো। এরূপ উষ্ট্রী থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়ার অর্থ - সে সময় মানুষের উপর এরূপ কঠিন বিপদ আপতিত হবে যে নিজেদের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণের খেয়াল ও চেতনা পর্যন্ত তাদের থাকবে না।

৩। অর্থাৎ মানুষকে নতুন করে সেইভাবে জীবিত করা হবে দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বে দেহ ও আত্মাসহ যেরূপ সে জীবিত ছিল।

بِاَيِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۝٩ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ۝١٠ وَ اِذَا السَّمَآءُ

কোন কারণে গুনাহের তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে এবং যখন আকাশ

كُشِطَتۡ ۝١١ وَ اِذَا الۡجَحِيۡمُ سُعِّرَتۡ ۝١٢ وَ اِذَا الۡجَنَّةُ اُزۡلِفَتۡ ۝١٣ عَلِمَتۡ

আবরণ অপসারিত হবে এবং যখন জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হবে এবং যখন জান্নাত নিকটে আনা হবে জানবে

نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡ ۝١٤ فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ۝١٥ الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ۝١٦

(প্রত্যেক) ব্যক্তি যা উপস্থিত করেছে অতঃপর না আমি শপথ করছি পশ্চাদপসরণকারী চলমান অদৃশ্যমান (নক্ষত্রগুলোর)

وَ الَّيۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ ۝١٧ وَ الصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ

এবং রাতের যখন বিদায় নেয় ও প্রভাতের যখন শ্বাস নেয় নিশ্চয়ই তা অবশ্যই বানী বার্তা বাহকের

كَرِيۡمٍ ۝١٩ ذِيۡ قُوَّةٍ عِنۡدَ ذِي الۡعَرۡشِ مَكِيۡنٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ۝٢١

সম্মানিত শক্তি সম্পন্ন কাছে মালিকের আরশের মর্যাদাশালী মান্যকরা হয় সেখানে (এবং সে) বিশ্বস্ত

৯। সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল ?

১০। আর যখন আমলনামা সমূহ উম্মুক্ত হবে,

১১। যখন আকাশ মন্ডলের অন্তরাল দূরীভূত হবে,

১২। যখন জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত হবে,

১৩। আর যখন জান্নাত নিকটে আনা হবে,

১৪। তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি নিয়ে এসেছে।

১৫-১৬। পরন্তু নয় [৪], আমি শপথ করে বলছি আবর্তনশীল ও লুকিয়ে যাওয়া নক্ষত্রসমূহের,

১৭। আর রাত্রির, যখন তা বিদায় নিল,

১৮। আর প্রভাতকালের, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করল।

১৯। তা মূলত এক সম্মানিত পয়গাম বাহকের উক্তি। [৫]

২০। যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

২১। সেখানে তার আদেশ মান্য করা হয় [৬] তিনি আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত;

৪। কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা যাচ্ছে তা কোন পাগলের প্রলাপ অথবা কোন শয়তানী প্রতারণামূলক উক্তি- তোমাদের এ ধারনা ও অনুমান ঠিক নয়।

৫। এখানে মহান পয়গম্বর (রসূলিন করীম) অর্থ-অহী আনয়নকারী ফেরেশতা; এর পূর্বের আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। কুরআনকে পয়গামবাহকের উক্তি বলার অর্থ এই নয় যে, এটা সেই ফেরেশতার নিজস্ব কালাম। 'পয়গামবাহকের উক্তি' এই শব্দ ক'টি হতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এটা সেই মহান সত্তার বাণী যিনি ফেরেশতাকে পয়গাম-বাহকরূপে পাঠিয়েছেন।

৬। অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের নেতা। সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নেতৃত্বাধীনে কাজ করেন।

وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾ وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

এবং না তোমাদের সাথী পাগল এবং নিশ্চয় সে তাকে দেখেছে দিগন্তে সুস্পষ্ট

وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

এবং না সে ব্যাপারে গায়েবের কৃপণ এবং না তা উক্তি শয়তানের অভিশপ্ত

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَآءَ

অতএব কোথায় চলেছ তোমরা নয় তা এ ছাড়া উপদেশ বিশ্ব জগতের জন্যে তার জন্যে যে চায়

مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে এবং না (যা) তোমরা চাও (তা কিছু হয়) এ ছাড়া যা চান আল্লাহ

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

রব জগতসমূহের

২২। এবং (হে মক্কাবাসী) তোমাদের সঙ্গী পাগল নয়[৭]

২৩। সে সেই পয়গামবাহককে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে।

২৪। আর সে গায়েবের (এই জ্ঞানকে লোকদের পর্যন্ত পৌঁছাবার) ব্যাপারে কৃপণ নয়।

২৫। তা কোন অভিশপ্ত শয়তানের উক্তি নয়।

২৬। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ?

২৭-২৮। তা তো সমগ্র জগতবাসীর জন্য একটি উপদেশ,তোমাদের মধ্য হতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য - যে নির্ভুল পথে চলতে চায়।

২৯। আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না - যতক্ষণ না আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান।

৭। সংগী বলতে রসূল করীমকে (সঃ) বুঝানো হয়েছে।

সূরা আল ইনফিতার

নামকরণ

প্রথম আয়াতের انفطرت শব্দ হতে নাম গৃহীত হয়েছে; 'ইনফিতার' শব্দের অর্থ হলো দীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া। এরূপ নামের তাৎপর্য এই যে, এটা সেই সূরা যাতে আসমান দীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরা এবং এর পূর্ববর্তী সূরা 'তাকবীর'-এর বিষয়বস্তু পরস্পর সদৃশ। এ হ'তে বুঝতে পারা যায় যে, এ উভয় সূরা প্রায় একই ও কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো পরকাল। মুসনাদে আহমদ, তীরমিযী, ইবনুল মুনযির, 'তাবরানী, হাকেম ও ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন, হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে' উমর রসূলে করীমের (সঃ) নিম্নোদ্ধৃত কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَأْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

- 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায়, সে যেন সূরা আত তাকবীর, সূরা আল ইনফিতার, সূরা আল ইনশিকাক্ পাঠ করে।

এ সূরায় সর্বপ্রথম কিয়ামতের চিত্র অংকন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ দিন যখন উপস্থিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার নিজের যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত হবে। অতঃপর মানুষের মধ্যে আত্ম সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে, যে মহান খোদা তোমাকে জীবন দিয়েছেন, যাঁর ঐকান্তিক দয়া ও অনুগ্রহে আজ তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে উত্তম দেহ অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়েছ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধোঁকায় তোমরা কেমন করে পড়লে যে, তিনি সত্যিই দয়া ও অনুগ্রহই করেন, সুবিচার ও ইনসাফ করেন না? তিনি সত্যিই দয়া ও অনুগ্রহই করেন এ কথা ঠিক; তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর ইনসাফকারীতাকে তোমরা ভয় করবে না। এরপর মানুষকে কোনরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, তোমাদের আমলনামা তৈরী করা হচ্ছে। নির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত লেখকরা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের প্রতিটি কাজ ও গতিবিধি লিখে রাখছে। শেষে অতীব বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে কিয়ামত হবে। সেদিন নেককার লোকেরা জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে এবং পাপী লোকেরা জাহান্নামের আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। সেদিন কেউই অপর কারো কাজে আসবে না। আর চূড়ান্ত ফয়সালার ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে রয়েছে।

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ

যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং যখন তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হবে এবং যখন সাগর

فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

বিদীর্ণ করা হবে এবং যখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে জানবে প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে আগে পাঠিয়েছে

وَأَخَّرَتْ ۝٥ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝٦

এবং পিছনে ছেড়েছে হে মানুষ কিসে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে তোমার রবের ব্যাপারে যিনি মহান

সূরা আল ইনফিতার

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১৯, মোট রুকু ঃ ১

১। যখন আকাশমন্ডল চূর্ণ - বিদীর্ণ হবে,

২। যখন তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে,

৩। যখন সমুদ্রসমূহ দীর্ণ - বিদীর্ণ করা হবে,

৪। আর যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে[১],

৫। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে।

৬। হে মানুষ, কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান খোদার ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে?

১। কবরসমূহ খুলে দেয়ার অর্থ -মানুষের পুনরুজ্জীবিত করে উত্থিত করা।

الَّذِىْ	خَلَقَكَ	فَسَوّٰىكَ	فَعَدَلَكَ ۙ﴿۷﴾	فِىْٓ	اَىِّ	صُوْرَةٍ
যিনি	তোমাকে সৃষ্টি করেছেন	তোমাকে অতঃপর সম্পূর্ণতা দিয়েছেন	তোমাকে অতঃপর ভারসাম্য করেছেন	মধ্যে	যে	আকৃতিতে

مَّا	شَآءَ	رَكَّبَكَ ﴿۸﴾	كَلَّا	بَلْ	تُكَذِّبُوْنَ	بِالدِّيْنِ ﴿۹﴾	وَ	اِنَّ
(যা) যেমন	চেয়েছেন	তোমাকে গঠন করেছেন	কক্ষণও নয়	বরং	তোমরা মিথ্যা মনে করছ	শেষ বিচারকে	এবং	নিশ্চয়

عَلَيْكُمْ	لَحٰفِظِيْنَ ﴿۱۰﴾	كِرَامًا	كَاتِبِيْنَ ﴿۱۱﴾	يَعْلَمُوْنَ	مَا	تَفْعَلُوْنَ ﴿۱۲﴾	اِنَّ
তোমাদের উপর	তত্ত্বাবধায়করা (আছে) অবশ্যই	সম্মানিত	লেখকবৃন্দ	তারা জানে	যা	তোমরা কর	নিশ্চয়

الْاَبْرَارَ	لَفِىْ	نَعِيْمٍ ﴿۱۳﴾	وَ	اِنَّ	الْفُجَّارَ	لَفِىْ	جَحِيْمٍ ﴿۱۴﴾
পুন্যবান ব্যক্তিরা	মধ্যে অবশ্যই (থাকবে)	আনন্দে (সুখে-শান্তিতে)	এবং	নিশ্চয়	পাপাচারীরা	অবশ্যই মধ্যে (যাবে)	দোজখের

يَّصْلَوْنَهَا	يَوْمَ	الدِّيْنِ ﴿۱۵﴾	وَ	مَا	هُمْ	عَنْهَا	بِغَآئِبِيْنَ ﴿۱۶﴾
সেখানে তারা প্রবেশ করবে	দিনে	বিচার	এবং	না	তারা	তা থেকে	অনুপস্থিত (থাকতে সক্ষম হবে)

৭। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুস্থ-সঠিক বানিয়েছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন

৮। এবং যে প্রতিকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সংযোজিত করেছেন ?

৯। কক্ষণও নয়,[২] বরং (আসল কথা হল) তোমরা পুরস্কারকে ও শাস্তিকে মিথ্যা মনে করছ[৩]।

১০-১২। অথচ তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে এমন সম্মানিত লেখক যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানেন।

১৩। নিঃসন্দেহে সত্যপন্থী লোকেরা সুখ-শান্তিতে থাকবে।

১৪। এবং নিশ্চয় পাপাচারী লোকেরা জাহান্নামে যাবে।

১৫-১৬। বিচারের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং তাথেকে কক্ষণই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

২। অর্থাৎ এই ধোঁকার মধ্যে পড়ার কোন যুক্তি-সংগত কারণ নেই।

৩। অর্থাৎ যে কারণে তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছো তার পিছনে কোন যুক্তি প্রমান নেই। এ তোমাদের এ নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণারই ফলশ্রুতি মাত্র। তোমরা মনে করে বসে আছো ঃ এ কর্মক্ষেত্রের পরিণামে কর্মফল লাভের কোন ক্ষেত্র নেই। এই ভ্রান্ত ধারণাই তোমাদেরকে খোদার ব্যাপারে বেখেয়াল, তাঁর ন্যায়বিচার সম্পর্কে নির্ভয় এবং নিজেদের নৈতিক আচার-আচরণে দায়িত্বহীন করে দিয়েছে।

وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ⑰ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا

এবং কিসে তোমাকে জানাবে কি (সেই) দিন বিচারের অতঃপর কিসে তোমাকে জানাবে কি সেই

يَوْمُ الدِّيْنِ ⑱ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۭ وَ الْاَمْرُ

দিন বিচারের সেদিন না সক্ষম হবে কেউ কারও জন্যে কিছু (করতে) এবং কর্তৃত্ব

يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ⑲

সেদিন (হবে শুধুমাত্র) আল্লাহর জন্যে

১৭। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ?

১৮। অতপর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ?

১৯। সে দিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারেই থাকবে।

সূরা আল মুতাফ্ফিফীন

নামকরণ

প্রথম আয়াতের وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ হ'তে নাম গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার বাচন ভংগী ও বিষয় বস্তু হ'তে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। এ সময় মক্কাবাসীদের মন-মগজে পরকালের বিশ্বাস বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে পরপর কয়েকটি সূরা অব-তীর্ণ হয়। মক্কাবাসীরা যখন মুসলমানদের প্রতি পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে ও মজলিস-বৈঠকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো এবং তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা করতে শুরু করেছিল, কিন্তু অত্যাচার, যুলুম, দৈহিক নিপীড়ন ও মারপিট তখনো শুরু করেনি. ঠিক সেই সময়ই বর্তমান সূরাটি নাযিল হয়। কোন কোন মুফাস্‌সীরের মতে এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে। আসলে এ একটা ভুল ধারণা এবং এ ভুল ধারণার কারণ হলো হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, 'নবী করীম (সঃ) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজন ও মাপে কম করার ও ঠকাবার রোগ ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখন আল্লাহতা'আলা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ নাযিল করলেন। এরপর লোকেরা ঠিক ঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে শুরু করে (নাসায়ী, ইব্‌নে মাজাহ্‌, ইব্‌নে মারদূয়া, ইব্‌নে জরীর, বায়হাকী)।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা দাহ্‌র-এর ভূমিকায় বলেছি, সাহাবা ও তাবেঈন সাধারণত কোন আয়াত কোন বিষয় বা ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খেলে অমনি বলতেন এটা অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যদিও আসলে আয়াতটি ঠিক সে বিষয় বা ব্যাপার উপলক্ষে নাযিল হয়নি। কাজেই ইব্‌নে আব্বাস বর্ণিত হাদীস হতে শুধু এতটুকুই প্রমানিত হয় যে, হিজরতের পর নবী করীম (সঃ) মদীনায় উপস্থিত হ'য়ে লোকদের মধ্যে উল্লেখিতরূপ বদঅভ্যাস দেখতে পেয়ে এ সূরাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। এতে তাদের এই বদঅভ্যাস দূর হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু পরকাল। প্রথম ছ'টি আয়াতে কাজ-কারবারে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অবস্থিত বেঈমানীর সমালোচনা করা হয়েছে। তারা অন্যদের নিকট হ'তে গ্রহণকালে পুরোমাত্রায় মেপে ও ওজন করে গ্রহণ করতো; কিন্তু অন্যদের দেবার সময় ওজন ও মাপে প্রত্যেককে কিছু কম অবশ্যই দিতো। বর্তমান সূরার প্রাথমিক ছ'টি আয়াতে এরই প্রতিবাদ এবং এরই মন্দতা ও বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য দোষ-ত্রুটির মধ্যে এটা ছিল একটা অত্যন্ত মন্দ দোষ। একে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উপেক্ষা ও উদাসীনতাই হচ্ছে এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে হাযির হ'তে হবে এবং কড়া-ক্রান্তির হিসাব দিতে হবে, এ বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়-মনে বদ্ধমূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লোকের পক্ষেই বৈষয়িক কাজ-কর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। সততা ও বিশ্বস্ততাকে কেউ ভালো 'পলিসি' মনে করে ছোট-খাটো ব্যাপারে তা পালন করলেও করতে পারে এ বিচিত্র নয়; কিন্তু সেই-ই যখন অন্য কোন ক্ষেত্রে বেঈমানী ও দুর্নীতিকেই ভালো 'পলিসি' মনে করবে, তখন তার পক্ষে সততা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত মানুষের চরিত্রে স্থায়ী বিশ্বস্ততা ও সততা কেবল মাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের প্রত্যয়ের ফলেই আসতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় সততা ও

বিশ্বস্ততা কোন পলিসি নয়, ঐকান্তিক মানবিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ওপর স্থায়ী ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুনিয়ায় এ নীতির সুবিধাজনক কিংবা অসুবিধাজনক হওয়ার উপর নির্ভরশীল হয় না।

নৈতিক চরিত্রের সাথে পরকাল বিশ্বাসের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা মর্মস্পর্শী ভাষায় স্পষ্ট করে বলার পর ৭-১৭ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী লোকদের আমলনামা প্রথমেই অপরাধপ্রবণ লোকদের খাতায় (Black list) লিখিত হচ্ছে এবং পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। এর পর ১৮-২৮ নম্বর আয়াতে সৎলোকদের অতীব উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে, সে সঙ্গে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আর এ লেখনের কাজে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতারা নিযুক্ত আছে।

শেষে ঈমানদার লোকদের সান্তনা দেয়া হয়েছে, সেই সংগে কাফেরদেরকে সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, আজ যারা ঈমানদার লোকদের অপমান ও লাঞ্ছনা করছে কিয়ামতের দিন এই অপরাধীরা নিজেদের এহেন আচরণের অত্যন্ত খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে এবং এই ঈমানদার লোকরাই এই পাপীদের খারাপ পরিণতি দেখে নিজেদের চক্ষু শীতল করবে।
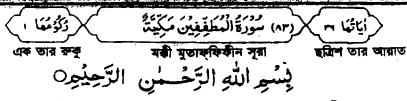
এক তার রুকু — মক্কী মুতাফ্‌ফিফীন সূরা — ছত্রিশ তার আয়াত

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢

তারা পুরা নেয় | লোকদের | থেকে | মেপে নেয় | যখন | যারা | ঠকবাজদের জন্যে | ধ্বংস

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم

যে তারা | ঐসব লোকরা | চিন্তাকরে | না কি | তারা কম করে দেয় | তাদের ওজন করে দেয় | বা | তাদের মেপে দেয় | যখন | কিন্তু

مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦ كَلَّا

কক্ষণ না | বিশ্ব জাহানের | রবের সম্মুখে | মানুষ | দাঁড়াবে | যেদিন | এক মহা | দিনের জন্যে | পুনরুত্থিত হবে

إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۝٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝٨

কয়েদখানা | (কি) সেই | তোমাকে বুঝাবে | কিসে | এবং | কয়েদখানার | অবশ্যই মধ্যে (আছে) | পাপীদের | আমলনামা | নিশ্চয়

সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত : ৩৬, মোট রুকু : ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। ধ্বংস হীন ঠকবাজদের জন্য

২-৩। যাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে গ্রহণের সময় পুরামাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু তাদেরকে যখন ওজন বা পরিমাপ করে দেয় তখন তারা কম করে দেয়

৪-৫। এই লোকেরা কি বোঝেনা যে, একটা মহাদিনে [১] তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে?

৬। তা সেদিন, যখন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।

৭। কক্ষণই নয়, [২] নিশ্চয় পাপী লোকদের আমল-নামা 'কয়েদখানা'র দফতরভুক্ত হয়ে আছে।

৮। তুমি কি জানো সে কয়েদখানার দফতর'টা কি?

১। কিয়ামতের দিনকে মহাদিন বলা হয়েছে, কারণ এই দিনে সমস্ত মানুষ ও জিনের হিসাব-নিকাশ খোদার আদালতে একই সময় গ্রহণ করা হবে, এবং শাস্তি ও পুরস্কারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা করা হবে।

২। অর্থাৎ দুনিয়ায় এই ধরণের অপরাধ করার পর তাহাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে-তাদের এ ধারণা ভুল।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ

খাতা | চিহ্নিত | ধ্বংস | সেদিন | মিথ্যারোপকারী-দের জন্যে | যারা | মিথ্যারোপ করে | দিন সম্পর্কে

الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ اِذَا تُتْلٰى

বিচারের | এবং | না | মিথ্যারোপ করে | এর উপর | এ ছাড়া | প্রত্যেক | সীমালংঘন কারী | পাপী | যখন | পাঠ করা হয়

عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى

তার উপর | আমাদের আয়াতসমূহ | বলে | (এসব) উপকথা | পূর্ব কালের লোকদের | কক্ষণ না | বরং | মরিচা ধরেছে | উপর

قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ

তাদের অন্তর গুলোর | যা | আয় করতেছিল | তারা | কক্ষণ না | নিশ্চয় তারা | থেকে | তাদের রবের

يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦ ثُمَّ

সেদিন | তারা দর্শন বঞ্চিত হবেই | অতঃপর | নিশ্চয় তারা | অবশ্যই প্রবেশ করবে | জাহান্নামে | অতঃপর

يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧

(তাদেরকে) বলা হবে | এই | সেই (দিন) | তোমরা ছিলে | যে ব্যাপারে | মিথ্যারোপ করতে

৯। একখানা কিতাব-লিখিত।

১০। সে দিন মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

১১। যারা বিচারের দিনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১২। আসলে সে দিনটিকে কেহই মিথ্যা মনে করেনা-করে কেবল সেই ব্যক্তি যে সীমা লংঘনকারী পাপী।

১৩। তাকে যখন আমাদের আয়াত শুনানো হয় [৩] তখন বলে, এ তো আগের কালের লোকদের কাহিনী।

১৪। কক্ষণই নয়, বরং এই লোকদের দিলের উপর তাদের পাপ কাজের মরিচা জমে গিয়েছে। [৪]

১৫। কক্ষণই নয়,নিঃসন্দেহে সেদিন এই লোকদেরকে তাদের খোদার দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

১৬। পরে তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে।

১৭। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে যে, এ সেই দিন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।

৩। অর্থাৎ সেই সব আয়াত যাতে প্রতিফল-দিবসের সংবাদ দেয়া হয়েছে।

৪। অর্থাৎ শাস্তি ও পুরস্কার দানের ব্যাপারটিকে অমূলক উপকথা মনে করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু যে কারণে তারা এ ব্যাপারকে অমূলক মনে করে তা হচ্ছে-এদের পাপ কাজের মলিনতা এদের মন-মগজকে পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এজন্য একান্ত যুক্তিসংগত কথাও তাদের কাছে যুক্তিহীন গল্প-কথা মনে হচ্ছে।

১৮। কক্ষণই নয়[৫]। নেক ব্যক্তিদের আমল-নামা 'উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে' রয়েছে।

১৯। আর তুমি কি জানো, কি সেই 'উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন লোকদের দফতর'?

২০। তা একটি সুলিখিত কিতাব,

২১। নিকটবর্তী ফেরেশতারাই তার রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

২২। নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত নি'আমতের মধ্যে থাকবে

২৩। উচ্চ আসনের উপর আসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে।

২৪। তাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করবে।

২৫। তাদেরকে উত্তম-উৎকৃষ্ট মুখ বন্ধ শরাব পান করানো হবে।

২৬। তার উপর মিশ্‌ক-এর সিল লাগানো থাকবে। যে সব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এই জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে।

২৭। সেই শরাব তাসনীম[৬] মিশ্রিত হবে।

৫। অর্থাৎ কোনরূপ বিচার-আচার ও শাস্তি পুরস্কার হবে না বলে তাদের যে ধারণা তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬। 'তাসনীম'-এর অর্থ উচ্চতা। কোন ঝর্ণাকে তাসনীম বলা অর্থ -তা উচ্চস্থান থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে অবতরণ করছে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ

(এই তাসনীম) একটি ঝর্ণা | পান করবে | তা থেকে | নৈকট্যপ্রাপ্তগণ | নিশ্চয় | যারা | অপরাধ করেছে | তারা ছিল | সাথে | যারা

اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَ

ঈমান এনেছে | বিদ্রূপ করত (তাদের সাথে) | এবং | যখন | অতিক্রম করত | তাদের পার্শ্ব দিয়ে | তারা কটাক্ষ করত | এবং

اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾ وَ اِذَا رَاَوْهُمْ

যখন | ফিরে যেত | দিকে | তাদের পরিজনের | তারা ফিরে যেতো | উৎফুল্ল হয়ে | এবং | যখন | তাদের দেখত

قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ مَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

তারা বলত | নিশ্চয় | এসব লোক | বিভ্রান্ত অবশ্যই | এবং | না | পাঠানো হয়েছে (কাফেরদেরকে) | তাদের উপর | তত্ত্বাবধায়ক রূপে

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ

আজ অতএব | (সে দিন) যারা | ঈমান এনেছিল | সাথে | কাফেরদের | উপহাস করবে | উপর | উচ্চাসন সমূহের (বসে)

يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

তারাদেখবে | কি | সওয়াব দেয়া হল | কাফেরদের | যা | তারা করতেছিল

২৮। এটা একটা ঝরণা যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।

২৯। পাপী লোকরা দুনিয়ায় ঈমানদার লোকদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপ করত।

৩০। তাদের পাশ দিয়ে যখন তারা অতিক্রম করত, তখন কটাক্ষ করে তাদের প্রতি ইশারা করত।

৩১। নিজেদের ঘরে যখন ফিরে যেত তখন তারা সুখ-সম্ভোগ সহকারে ফেরত।

৩২। আর যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত, এরা বিভ্রান্ত লোক।

৩৩। অথচ তাদেরকে তাদের ব্যাপারে রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠানো হয়নি।

৩৪। কিন্তু আজ ঈমানদার লোকেরা কাফেরদের উপর হাসছে।

৩৫। বিশেষ আসনে বসে তাদের অবস্থা অবলোকন করছে।

৩৬। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের 'সওয়াব' পেল তো [৭] ?

৭। এই বাক্যাংশে এক সূক্ষ্ম-বিদ্রূপ নিহিত আছে। মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া কাফেররা একটা পূণ্য কাজ বলে বিবেচনা করতো। এজন্য এখানে বলা হয়েছে - পরকালে মু'মিনেরা আনন্দ সহকারে জান্নাতের মধ্যে অবস্থান ক'রে জাহান্নামে কাফেরদেরকে দগ্ধ হতে দেখে মনে মনে বলতে থাকবে - এদের কাজের বেশ চমৎকার পূণ্যফল এরা প্রাপ্ত হচ্ছে।

সূরা আল ইনশিকাক

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শব্দ انشقت হ'তে গৃহীত। ইন্‌শিকাক' انشقاق অর্থ দীর্ণ হওয়া। এ নামের তাৎপর্য এই যে, এ সেই সূরা যাতে আকাশ মন্ডলের দীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরাটিও মক্কীজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম। এতে আলোচিত বিষয়াদি হ'তে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর কাফেরদের যুল্‌ম-পীড়ন শুরু হয়নি। অবশ্য কুরআনের আদর্শ ও আহ্বানকে মক্কায় প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা মনে করা হচ্ছিল এবং কোন সময় যে কিয়ামত হ'তে পারে এবং তাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্যে খোদার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে হবে, এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে মক্কার কাফেররা স্পষ্ট অস্বীকার করছিল।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

কিয়ামত ও পরকালই- এর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেবল কিয়ামতের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়নি; তা যে নিঃসন্দেহে সত্য এবং অবধারিত, তার যুক্তিও দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, সেদিন আসমান দীর্ণ হবে, যমীন সম্প্রসারিত করে সমতল বানিয়ে দেয়া হবে। মাটির গর্ভে যা কিছু লুকানো রয়েছে (মৃত মানুষের দেহাবশেষ এবং তাদের আমলের প্রমানাদি), তা সবই বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কিছুই থাকবেনা। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের প্রতি এটাই হবে আল্লাহর নির্দেশ। আর উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি, এ জন্যে তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধতা বা অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই তাদের জন্যে বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর ৬-১৯ নম্বর পর্যন্তকার আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এর চেতনা, থাকুক আর নাই থাকুক- তাদের আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবার দিকে তারা-ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক- তীব্র গতিতে চলে যাচ্ছে। অতঃপর সব মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগের লোকদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে এবং কোনরূপ কঠিন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোকদের আমল-নামা তাদের পিছনের দিক হ'তে সামনে ফেলে দেয়া হবে। যেকোন ভাবে তাদের মৃত্যু আসুক.এটাই হবে তাদের মনের একমাত্র কামনা। কিন্তু মৃত্যুতো নেই, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যেহেতু দুনিয়ায় একটা বড় ভুল ধারণার বশবর্তী হ'য়ে পড়েছিল। তারা মনে করে নিয়েছিল যে, জবাবদিহির জন্যে কখনই খোদার সম্মুখে হাজির হ'তে হবেনা। তাদের ঐরূপ পরিণাম হবে ঠিক এ কারণেই। কেননা, আল্লাহতো তাদের সব আমলই দেখছিলেন। তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হ'তে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়ারও তো কোনই কারন নেই। দুনিয়ার জীবন হ'তে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীত ব্যাপার। সূর্যাস্তের পর রঙীন উষার উদয়, দিনের অবসানে রাতের আগমন, তাতে মানুষ ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলির নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরে আসা এবং চন্দ্রের প্রথম হাঁসুলির আকার হ'তে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ লাভ যতটা নির্ভুল ও সন্দেহাতীত, এ ব্যাপারটিও তেমনিই নিশ্চিত।

যেসব কাফের কুরআন শুনে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার পরিবর্তে উল্টা তাকেই মিথ্যা মনে করে- সেই কাফেরদেরকে শেষের আয়াতে মর্মান্তিক আকারের আগাম খবর দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে যারা ঈমান এনে নেক আমল গ্রহণ করে তাদেরকে বে-হিসাব সুফল দানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

এক তার রুকু মক্কী ইনশিক্বাক সূরা পচিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتْ ۝٢ وَ اِذَا الْاَرْضُ

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং সে নির্দেশ পালন করবে তার রবের ও তার জন্যে এটাই যথার্থ এবং যখন যমীন

مُدَّتْ ۝٣ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ۝٤ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا

সম্প্রসারিত করা হবে এবং নিক্ষেপ করবে যা তার মধ্যে আছে এবং তা শূন্য হয়ে যাবে এবং সে নির্দেশ পালন করবে তার রবের

وَ حُقَّتْ ۝٥ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا

এবং এটাই তার জন্যে যথার্থ হে মানুষ নিশ্চয় তুমি শ্রম সাধন করে চলেছে দিকে তোমার রবের (কঠোর) শ্রম সাধনা

فَمُلٰقِيْهِ ۝٦

অতঃপর তাঁর (সাথে) সাক্ষাত করবে

সূরা আল-ইনশিক্বাক

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ২৫ মোট রুকু' ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে

২. এবং স্বীয় খোদার নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্য ইটাই যথার্থ (যে, নিজের খোদার নির্দেশ মানবে,)

৩. যমীন সম্প্রসারিত করা হবে [১],

৪. এবং তার গর্ভে যা কিছু আছে তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে শূন্য হয়ে যাবে [২]

৫. তা করে তার রবেরই নির্দেশ পালন করবে, আর তাই তার জন্য বাঞ্ছনীয় (যে তা পালন করে)।

৬. হে মানুষ! তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের রবের দিকেই চলে যাচ্ছ এবং তাঁর সাথেই সাক্ষাৎ করবে।

১। যমীন সম্প্রসারিত করার অর্থ-সমুদ্র ও নদী ভর্তি করে দেয়া হবে, পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছড়িয়ে দেয়া হবে ও পৃথিবীর সব বন্ধুরতা ও অসমতলতা একাকার করে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেয়া হবে।

২। অর্থাৎ যত মৃত মানুষ তার গর্ভে পতিত হয়ে আছে সে- সবকে সে বাইরে নিক্ষেপ করবে। অনুরূপভাবে মানুষের কৃতকর্মের যত সাক্ষ্যপ্রমাণ তার মধ্যে বর্তমান থাকবে তা সবই সম্পূর্ণরূপে বহির্গত হয়ে আসবে। কোন জিনিসই তার মধ্যে লুকায়িত বা চাপা দেয়া থেকে যাবে না।

৭-৮. অতঃপর যার আমল-নামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে ৩।

৯. এবং সে তার আপন জনের দিকে সানন্দচিত্তে ফিরে যাবে ৪।

১০-১২, আর যে ব্যক্তির আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে ৫, সে মৃত্যুকে ডাকবে ও জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিপতিত হবে।

১৩. সে নিজের ঘরে লোকজন নিয়ে আনন্দে মগ্ন ছিল।

১৪. সে মনে করছিল যে, তাকে কক্ষনই ফিরতে হবে না।

১৫. না ফিরে পারবে কিরূপে! তার রব তার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

৩। অর্থাৎ তার হিস্যাব গ্রহণে কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না- তুমি অমুক অমুক কাজ কেন করেছিলে? অমুক কাজ যে তুমি করেছিলে তার জন্যে তোমার কি কৈফিয়ত দেয়ার আছে? তার ভালো ভালো ও নেক কাজসমূহের সাথে তার পাপ কাজসমূহও তার আমলনামায় লিখিত থাকবে। কিন্তু ভালো কাজের ওজন যেহেতু পাপ কাজের তুলনায় বেশী হবে, সে জন্যে তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৪। 'আপনার জন' বলতে এক ব্যক্তির সেই সব পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সংগী-সাথীকে বুঝাচ্ছে যাদেরকে তার ন্যায় মাফ করে দেয়া হবে।

৫। সূরা আল-হাক্কায় বলা হয়েছে- "যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে"। আর এখানে বলা হয়েছে। "পিছন দিক হইতে দেওয়া হইবে"। সম্ভবতঃ ব্যাপারটা এরূপ হবে যে- সারা সৃষ্টির সামনে বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ করতে সে লজ্জা ও অপমানবোধ করবে, সে জন্যে সে নিজের হাত পিছনের দিকে রাখবে। কিন্তু সে হাত বাড়িয়ে সামনা-সামনি গ্রহণ করুক বা পিছনের দিকে হাত লুকিয়ে গ্রহণ করুক, সর্বাবস্থায় তার আমলনামা অবশ্যই তাকে স্বহস্তে গ্রহণ করতে হবে।

فَلَآ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿۱۶﴾ وَ الَّیۡلِ وَ مَا وَسَقَ ﴿۱۷﴾ وَ الۡقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿۱۸﴾

অতএব না | আমি শপথ করছি | সন্ধ্যা লালিমার | এবং | রাতের | ও | যা | সমাবেশ ঘটায় | এবং | চাঁদের | যখন | পূর্ণ হয়

لَتَرۡکَبُنَّ طَبَقًا عَنۡ طَبَقٍ ﴿۱۹﴾ فَمَا لَهُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۲۰﴾ وَ اِذَا قُرِئَ

তোমরা অবশ্য আরোহণ করবে | স্তর | হতে | স্তরে | অতএব হলো কি | তাদের | না | তারা ঈমান আনে | এবং | যখন | পাঠ করা হয়

عَلَیۡهِمُ الۡقُرۡاٰنُ لَا یَسۡجُدُوۡنَ ﴿۲۱﴾ بَلِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یُکَذِّبُوۡنَ ﴿۲۲﴾

তাদের কাছে | কুরআন | না | তারা সিজদা করে | বরং | যারা | কুফরি করেছে | মিথ্যারোপ করছে

وَ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا یُوۡعُوۡنَ ﴿۲۳﴾ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿۲۴﴾ اِلَّا

এবং | আল্লাহ | ভাল জানেন | ঐবিষয়ে যা | তারা পোষণ করছে | তাদের কাজেই সুসংবাদ দাও | আযাবের | মর্মন্তুদ | তার ব্যতিক্রম

الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ اَجۡرٌ غَیۡرُ مَمۡنُوۡنٍ ﴿۲۵﴾

(ঐসব লোক) যারা | ঈমান এনেছে | ও | আমল করেছে | নেকীর | তাদের জন্য রয়েছে | পুরস্কার | নিরবিচ্ছিন্ন

১৬-১৮. অতএব নয়- আমি শপথ করছি সন্ধ্যা লালিমার,রাত্রের, এবং তা যা কিছু আচ্ছন্ন করে তার; আর চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হয়;

১৯. তোমাদেরকে অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে [৬]।

২০ পরন্তু এই লোকদের কি হয়েছে, তারা ঈমান আনে না কেন?

২১. আর তাদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করেনা কেন? (সিজদার আয়াত)

২২. বরং এই কাফেররা তো উল্টা তাকেই মিথ্যা মনে করে।

২৩. অথচ তারা (নিজেদের আমল-নামায়) যা কিছু সঞ্চয় করেছে আল্লাহ্ তা ভালোভাবেই জানেন [৭]।

২৪. কাজেই এদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

২৫. অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে, আর যারা নেক আমল করেছে তাদের জন্য অশেষ অফুরন্ত শুভ প্রতিফল রয়েছে।

৬। অর্থাৎ তোমরা একটি অবস্থায় অবিচল হয়ে থাকবে না। যৌবন থেকে বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যুর পর বরযখ তারপর পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন হতে হাশরের ময়দান, এরপর হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কার প্রভৃতি অসংখ্য স্তর তোমাদেরকে অবশ্য অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে। এ কথাটি বলার জন্যে তিনটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে;- সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার লালিমা, দিনের পর রাত্রের অন্ধকার এবং দিনের বেলা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া সব মানুষ ও জীবজন্তুর দিন-শেষে গুটিয়ে আসা, চাঁদের প্রথম উদয় অবস্থা হতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হওয়া- এই কয়টি ব্যাপার প্রকাশ্য সাক্ষ্য দান করছে যে, যে বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে মানুষ বসবাস করে তার মধ্যে কোথাও চিরস্থিতি ও অপরিবর্তনীয়তা নেই। প্রতি নিয়ত পরিবর্তন-বিবর্তন ও স্তরে স্তরে ক্রম-অগ্রগতি সর্বত্র বিরাজ করছে। কাজেই মৃত্যুর শেষ হে' চকির সাথে সাথে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে-কাফেরদের এ ধারণা আদৌও সত্য নয়।

৭। এর অপর এক অর্থ হতে পারেঃ কুফরী, হিংসা-বিদ্বেষ, সত্যের প্রতি শত্রুতা, অসদিচ্ছা ও দুষ্ট মানসিকতার পুতিগন্ধময় যে আবর্জনা -স্তুপ তারা নিজেদের বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত করে রেখেছে- তা সব কিছু আল্লাহতাআলা খুব ভালভাবে জ্ঞাত আছেন।

সূরা আল-বুরূজ

নাম করণ

প্রথম আয়াতের শব্দ البروج কে নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এতে আলোচিত কথাগুলো হতে স্বতঃই স্পষ্ট হয় যে, এ সূরাটি রসূলে করীমের মক্কীজীবনের ঠিক সেই অবস্থায় নাযিল হয়েছিল, যখন মুসলমানরা কঠিন অত্যাচার ও যুলুম-পীড়নের সম্মুখীন হয়েছে। এ সময় মক্কার কাফেররা মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও যুলুম চালিয়ে তাদেরকে ঈমান হতে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল।

মূল বিষয়-বস্তু

কাফেররা ঈমানদারদের ওপর যেঅত্যাচার ও পীড়ন চালাচ্ছিল, তার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং সে সংগে মুসলমানদেরকে এই সান্ত্বনা দেয়া যে, তারা যদি এই যুলুম - পীড়ন ও নিস্পেষণের মুখেও নিজেদের ঈমান ও আদর্শের ওপর সুদৃঢ় ও অবিচল হযে থাকতে পারে তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দেয়া হবে এবং আল্লাহ এই যালেমদের ওপর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন-এটাই হ'ল এ সূরার বিষয়বস্তু এবং মূল বক্তব্য।

এ প্রসংগে সূরাটিতে প্রথমে উখদুদ-ওয়ালাদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদার লোকদেরকে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিল। এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। একটি এই যে, উখদুদ-ওয়ালারা যেভাবে আল্লাহর অভিশাপ ও আঘাত পেয়েছে মক্কার কাফের-সরদাররাও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয়, তখনকার সময় ঈমানদার লোকেরা যেভাবে অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হতে ও প্রাণের কোরবানী দিতে প্রস্তুত হয়েছিল, ঈমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে কোনক্রমেই প্রস্তুত হয়নি, অনুরূপভাবে বর্তমানের ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হ'ল সর্বপ্রকার অত্যাচার-নিপীড়ন অকাতরে বরদাশত করে নেয়া-কিন্তু ঈমানের ধন কোন অবস্থায়ই হারাতে প্রস্তুত না হওয়া।

তৃতীয়, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কাফেররা ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ঈমানদার লোকেরাও তার-ই ওপর অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর, সেই আল্লাহ সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান। তিনিই যমীন ও আসমানের একচ্ছত্র মালিক। স্বীয় সত্তায়-ই তিনি প্রশংসার্হ। তিনি উভয় সমাজের লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করছেন। কাজেই কাফেররা তাদের কুফরীর শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে-শুধু এটাই শেষ নয়, বরং তা ছাড়াও তারা এদের ও যুলুমের শাস্তি স্বরূপ দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার লোকেরা নেক আমল করে জান্নাতে যাবে, এটাই তাদের বিরাট ও চূড়ান্ত সাফল্য-এও নিঃসন্দেহ। এরপর কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর পাকড়াও আমোঘ ও অত্যন্ত শক্ত। তোমাদের মনে জনশক্তির কারণে যদি কোন অহমিকা জেগে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমাদের পূর্বে ফিরাউন ও নমরূদের জনশক্তি কিছুমাত্র কম ছিল না। তা সত্ত্বেও এদের জনতার যে পরিণতি ঘটেছে, তা দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহর আমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদের গ্রাস করে আছে। এই গ্রাস হতে তোমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। তোমারা যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার ও অবিশ্বাস করার জন্যে বদ্ধপরিকর, সেই কুরআনের প্রতিটি কথা অটল, অপরিবর্তনীয়। তা এমন সুরক্ষিত প্রস্তরে অংকিত যে, তার লেখা পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই।

এক তার রুকু মক্কী বুরূজ সূরা বাইশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣

যা পরিদৃষ্ট হয় ও দর্শকের শপথ প্রতিশ্রুত দিনের এবং বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের শপথ

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا

তার পাশে তারা (ছিল) যখন (প্রজ্জ্বলিত) ইন্ধন বিশিষ্ট আগুনের গর্তের কর্তারা ধ্বংস হয়েছে

قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

প্রত্যক্ষকারী মু'মিনদের সাথে তারা করতেছিল যা ঐ সম্পর্কে তারা (ছিল) এবং উপবিষ্ট

সূরা আল-বুরূজ
[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াত ঃ ২২,মোট রুকু' ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহ'র নামে

১-২. শপথ সুদৃঢ় দুর্গময় আকাশ-মন্ডলের [১], এবং সেই দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে (অর্থাৎ কিয়ামত)

৩. শপথ দর্শকের এবং সেই জিনিসের যা পরিদৃষ্ট হয় [২]।

৪-৭. ধ্বংস হয়েছে গর্তকর্তারা, (সেই গর্তকর্তারা) যাতে দাউদাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল,-যখন তারা সেই গর্তের মুখে উপবিষ্ট ছিল, আর তারা ঈমানদার লোকদের সাথে যাকিছু করতেছিল তা দেখতেছিল।[৩]

১। আকাশমন্ডলের বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র রাজি।

২। 'দর্শক' অর্থাৎ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে। আর 'দৃষ্ট জিনিস' অর্থাৎ কিয়ামত, যার ভয়ংকর বিভীষিকাময় অবস্থা সব দর্শকরাই সেদিন দেখতে পাবে।

৩। গর্ত-কর্তারা অর্থাৎ সেই সব লোক যারা বড় বড় গর্তে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাতে ঈমানদার লোকদেরকে নিক্ষেপ করেছে এবং স্বচক্ষে তাদের দগ্ধ হওয়ার দৃশ্য কৌতুক-সহকারে দেখেছে। 'ধ্বংস হইয়াছে' অর্থ-তাদের উপর খোদার অভিশাপ পড়েছে এবং তারা খোদার আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে।

وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

এবং না প্রতিশোধ নিচ্ছে তারা তাদের থেকে (অন্যকারণে) এছাড়া যে তারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর পরাক্রমশালী প্রশংসিত

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

যিনি (এমন সত্ত্বা যে) তাঁরই রাজত্ব নভোমন্ডলের ও পৃথিবীর এবং আল্লাহই উপর সব কি্ছুর

شَهِيْدٌ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ

সূক্ষ্মদর্শী নিশ্চয় যারা নিপীড়ন করেছিল মু'মিনদের ও মু'মিনাদের (উপর) অতঃপর নাই

يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠ اِنَّ

তওবা করে তাদের জন্যে (রয়েছে) তাই আযাব জাহান্নামের ও তাদের জন্যে (রয়েছে) আযাব দহনের নিশ্চয়

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ

যারা ঈমান এনেছে এবং আমল করেছে নেকীর তাদের জন্য (রয়েছে) জান্নাত প্রবাহিত হচ্ছে হতে

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ

তার নীচ ঝর্ণাসমূহ সেটাই সাফল্য বিরাট নিশ্চয়ই পাকড়াও তোমার রবের

لَشَدِيْدٌ ۝١٢ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ ۝١٣

অবশ্যই কঠিন নিশ্চয় তিনি তিনিই অস্তিত্বদান করেন ও তিনি পুনঃসৃষ্টি করবেন

---

৮. এই ঈমানদার লোকদের সাথে তাদের শত্রুতা ছিল কেবল মাত্র এই কারণে যে, তারা সেই খোদার প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্ত্বায় স্বপ্রশংসিত,

৯. যিনি আকাশমন্ডল ও ধরিত্রী সাম্রাজ্যের অধিকারী। আর সেই খোদা সবকিছু দেখেছেন।

১০. যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের উপর যুলুম পীড়ন চালিয়েছে এবং অতঃপর তা থেকে তওবা করে নি, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে এবং তাদের জন্য ভস্ম হওয়ার শাস্তি নির্দিষ্ট।

১১. যেসব লোক ঈমান আনল এবং যারা নেক আমল করল, নিশ্চিতই তাদের জন্য জান্নাতের বাগিচা রয়েছে, যার নিচ হতে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান। এটা বিরাট সাফল্য।

১২.মূলতঃ তোমার খোদার পাকড়াও বড় শক্ত।

১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا

এবং তিনিই ক্ষমাশীল প্রেমময় মালিক আরশের সম্মানিত সম্পন্নকারী যা

يُرِيْدُ ﴿١٦﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَ

তিনি চান কি তোমার কাছে পৌঁছেছে বৃত্তান্ত সৈন্যদের ফিরআউনের ও

ثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾ وَّ اللّٰهُ مِنْ

সামূদের বরং যারা কুফরী করেছে মধ্যে (রত) মিথ্যারোপে অথচ আল্লাহ হতে

وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِيْ لَوْحٍ

তাদের অলক্ষ্য (তাদেরকে) পরিবেষ্টনকারী বরং তা কুরআন সম্মানিত মধ্যে ফলকের

مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

সুরক্ষিত

১৪-১৫ আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশ-অধিপতি, মহান শ্রেষ্ঠতর।
১৬. নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্নকারী।
১৭-১৮, তুমি কি সৈন্যদের খবর জানতে পাও নি? ফিরাউন ও সামুদ-এর (সৈন্যদের)?
১৯. কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা তো সদা অমান্যতায় নিয়োজিত।
২০. অথচ আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে আছেন,
২১-২২.(তাদের অমান্যতায় এই কুরআনের কোনই ক্ষতি হবার নয়) বরং এই কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুরক্ষিত ফলকে [৪] (লিপিবদ্ধ)।

৪। অর্থাৎ কুরআনের লেখন অটল-অক্ষয়; তা খোদার সেই সুরক্ষিত ফলকে খোদিত যাতে কোনরূপ রদ-বদল সম্ভব নয়।

সূরা আত-তারিক

নাম করণ

প্রথম আয়াতের الطارق শব্দকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার বিষয়বস্তুর বাচন ভংগী মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিককালের সূরাসমূহের অনুরূপ বলে মনে হয়। কিন্তু এটা নাযিল হয়েছে তখন, যে সময়ে মক্কার কাফেররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর ইসলামী দাওআতের উপর আঘাত হানবার জন্যে সকল প্রকার অপকৌশল অবলম্বন করছিল।

মূল বিষয়-বস্তু

এ সূরার বক্তব্য দু'টি। প্রথম, মানুষ মৃত্যুর পর আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে অবশ্যই বাধ্য হবে। আর দ্বিতীয়, কুরআন এক চূড়ান্ত বাণী। কাফেরদের কোন কৌশল, কোন ষড়যন্ত্রই এর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

সর্বপ্রথম এক মহান সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিজ স্থানে স্থিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। পরে মানুষের নিজের সত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করাহয়েছে। মানব সৃষ্টির মূল সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, একবিন্দু শুক্র কীট দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে জীবন্ত-চলন্ত ও পূর্ণাংগ সত্তায় পরিণত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা এভাবে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে পারেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মানুষকে পুনর্বার পয়দা করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষের যে সব তত্ব ও তথ্য অজ্ঞানতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়ে গেছে, পরবর্তী জীবনে তার যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। এ সময় মানুষ তার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ ফল ভোগ হতে মানুষ না নিজের শক্তি বলে রক্ষা পেতে পারে, না এ উদ্দেশ্যে কেউ তার সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতে পারে।

উপসংহারে বলা হয়েছে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাত এবং যমীনে গাছপালা ও শষ্যের উৎপাদন যেমন কোন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়, বরং এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিরাট কাজ, কুরআনের যেসব সত্য ও তথ্য বিবৃত হয়েছে তাও ঠিক তেমনি কোন হাসি-তামাসার ব্যাপার নয়। এ অতীব পাকা-পোখ্ত ও অবিচল-অটল বাণী। কাফেররা নানা কৌশল দ্বারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবে বলে যে মনে করছে, এ তাদের মারাত্মক ভুল ধা-রণা মাত্র। তারা জানে না, আল্লাহও তাঁর এক নিজস্ব পরিকল্পনা-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার মুকাবিলায় কাফেরদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরে একটি বাক্যাংশে রসূলে করীম-(সঃ)কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। আর এ সান্ত্বনা বাণীর অন্তরালে কাফেরদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন। কাফেরদেরকে কিছুদিন তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দিন। অপেক্ষা করুন বেশী দিন লাগবে না। তাদের অপকৌশল কুরআনকে আঘাত দিতে সমর্থ হয় না,যেখানে তারা কুরআনকে আঘাত দেবার কৌশলে লিপ্ত ঠিক সেখানে কুরআন বিজয়ী হয়, তা তারা অল্প দিনের মধ্যেই জানতে এবং নিজেদের চোখে দেখতে পারবে।

এক তার রুকূ মক্কী তারিক সূরা সতেরো তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ۙ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ﴿۲﴾

শপথ আসমানের এবং রাত্রে আত্মপ্রকাশ কারী (নক্ষত্রের) এবং কিসে তোমাকে জানাবে কি সেই রাতে আত্মপ্রকাশ কারী

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ﴿۳﴾ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ؕ﴿۴﴾ فَلْيَنْظُرِ

নক্ষত্র উজ্জ্বল নেই কোন ব্যক্তি এ ছাড়া যে তার উপর তত্ত্বাবধায়ক অতএব লক্ষ্য করা উচিৎ

الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ؕ﴿۵﴾ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ﴿۶﴾

মানুষের কি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (তাকে) সৃষ্টি করা হয়েছে থেকে পানি স্ববেগে স্খলিত

সূরা আত-তারিক

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১৭,মোট রুকূ ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. আসমানের শপথ, এবং শপথ রাত্রে আত্মপ্রকাশকারীর।

২. তুমি কি জানো রাত্রে আত্মপ্রকাশকারী কি?

৩. এটা একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র

৪. এমন কোন প্রাণ নেই যার উপর কোন সংরক্ষক নিযুক্ত নেই [১]।

৫. মানুষ এটুকুই লক্ষ্য করুক না যে, তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬. স্ববেগে স্খলিত পানি দিয়ে সৃষ্টিকরা হয়েছে,

১। নেঘাবান-সংরক্ষক অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহতা'আলা। তিনিই পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের ছোট বড় প্রত্যেকটি সৃষ্টির দেখা-শুনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন। রাত্রিকালে আকাশে যে অসংখ্য অগণন তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহ জ্বল-জ্বল করতে দেখা যায়, এর প্রত্যেকটির অস্তিত্ব সাক্ষ্য দেয় যে, অবশ্যই কেউ আছেন, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, আলোকোজ্জ্বল করেছেন এবং এদের সংরক্ষণ এমনভাবে করছেন যে,না তারা নিজেদের স্থান থেকে বিচ্যুত হতে পারছে, আর না অসংখ্য-গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন-কালে কোন পারস্পরিক সংঘর্ষ ঘটছে। এইভাবে আল্লাহতা'আলা সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন।

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۞ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۞

যা বের হয় | থেকে | মাঝ | পিঠ | ও | বক্ষপাঞ্জরের | নিশ্চয় তিনি | ব্যাপারে | তার প্রত্যাবর্তনে | অবশ্যই সক্ষম

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۞ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ

সেদিন | পরীক্ষা করা হবে | গোপন বিষয়াবলী | অতঃপর না | তার (থাকবে) | কোন শক্তি | আর | না | কোন সাহায্যকারী | শপথ আকাশের | ধারণকারী

الرَّجْعِ ۞ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۞ وَّمَا

বৃষ্টি | এবং | যমীনের (যা) | বিদীর্ণ (বক্ষ) বিশিষ্ট | নিশ্চয় তা | অবশ্যই বাণী | মীমাংসাকারী | এবং | না

هُوَ بِالْهَزْلِ ۞ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۞ وَّاَكِيْدُ

তা | হাসি-ঠাট্টার কথা | নিশ্চয় তারা | ষড়যন্ত্র করছে | এক ষড়যন্ত্র | এবং | আমি কৌশল করছি

كَيْدًا ۞ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۞

এক কৌশল | তাই অবকাশ দাও | কাফেরদেরকে | তাদের অবকাশ দাও | কিছুক্ষণের

৭. যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থির মধ্য হইতে নির্গত হয় [২]।

৮. নিঃসন্দেহে তিনি (স্রষ্টা) তাকে পুনরায় পয়দা করতে সক্ষম।

৯-১০. যেদিন গোপন-অজানা তত্ত্বসমূহ যাচাই-পরখ করা হবে [৩], তখন মানুষের নিকট না নিজের কোন শক্তি থাকবে, না কোন সাহায্যকারী তার জন্য আসবে।

১১-১২. শপথ বৃষ্টিবর্ষণকারী আকাশমন্ডলের এবং (উদ্ভিদ উৎপাদনকালে) বিদীর্ণবক্ষ যমীনের।

১৩-১৪. এ এক পরীক্ষিত-চূড়ান্ত বাণী, কোন হাসি-ঠাট্টা-মূলক কথা নয় [৪]।

১৫. এ লোকেরা (মক্কার কাফেরগণ) কিছু ষড়যন্ত্র করছে।

১৬. আর আমিও একটা বিশেষ পরিকল্পনা-ব্যবস্থাপনা করছি।

১৭. অতএব হে নবী, কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও, কিছুটা সময় এদেরকে এদের অবস্থায় ছেড়ে দাও।

২। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রজনন-শুক্র যেহেতু মানুষের পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী দেহ-সত্তা হতে নিঃসৃত হয় এ জন্য বলা হয়েছে-মানুষকে সেই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পিঠ ও বুকের মাঝ থেকে বহির্গত হয়।

৩। 'গোপন তত্ত্ব' বলতে মানুষের সেই সব কার্যকলাপকেও বুঝান হয়েছে যা দুনিয়াতে এক গুপ্ত রহস্য হয়েছিল, এবং সেই ব্যাপারগুলোকেও বুঝানো হয়েছে যার বাহ্যিকরূপ তো মানুষের সামনে স্পষ্ট-প্রকট ছিল, কিন্তু তার পশ্চাতে যে মনোভাব ও সংকল্প, যে স্বার্থ, প্রবণতা, উদ্দেশ্য যে কামনা-বাসনা সক্রিয় ছিল, তার প্রকৃত অবস্থা মানুষের কাছে গুপ্ত থেকে গিয়েছিল।

৪। অর্থাৎ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ ও ভূপৃষ্ঠ দীর্ণ হয়ে য ার মধ্যদিয়ে উদ্ভিদের উদ্‌গমন যেমন কোন ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার নয়, এ যেমন একটা বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ সত্য, অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ যে ভবিষ্যৎ-সংবাদ দান করেছে : 'মানুষকে আবার তার খোদার কাছে ফিরে যেতে হবে'-এ কথাও কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপর নয়, বরং এ এক অকাট্য অমোঘ-বাণী।

সূরা আল-আ'লা

নামকরণ

প্রথম আয়াত سبح اسم ربك الاعلى -এর الاعلى শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা হতে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এর ৬ নম্বর আয়াতের কথা 'আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব, অতঃপর তুমি আর ভুলে যাবে না' হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই সূরাটি একেবারে প্রাথমিকভাবে সেই সময়ে অবতীর্ণ যখন নবী করীম (সঃ) অহী গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। অহী নাযিল হবারকালে তাঁর মনে আশংকা জাগতো যে, আমি এর শব্দ ও ভাষা যেন ভুলে না যাই। এ আয়াতের সঙ্গে সূরা ত্বা-হা ১৪৪ নম্বর এবং সূরা কিয়ামাহ ১৬-১৯ নম্বর আয়াত যদি মিলিয়ে দেখা হয় এবং সে সংগে এই তিনটি আয়াতের বাচনভংগি, ক্ষেত্র ও পরিবেশ বিবেচনা করা যায়, তাহলে ঘটনার পরম্পরা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন জানতে পারা যাবে যে, সর্বপ্রথম এ সূরার মাধ্যমে নবী করীম (সঃ)কে এই বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, স্মরণ রাখতে পারার ব্যাপার নিয়ে আপনি ভাবিত হবেন না। আমরা এ কালাম আপনাকে পড়িয়ে দেব। আপনি এটা ভুলে যাবেন না। অতঃপর দীর্ঘ দিন পর অপর এক সময়ে যখন সূরা 'কিয়ামাহ নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) অবচেতনভাবে অহীর শব্দসমূহ বারবার পড়ে আয়ত্ত ও মুখস্থ করতে লাগলেন। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ "হে নবী, এই অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার জন্য দ্রুত চেষ্টা করবেন না। ইহা মুখস্ত করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া তো আমাদের কাজ-আমাদেরই দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পাঠ করি তখন তুমি ইহার পাঠ মনোযোগ সহকারে শুনতে থাক তাছাড়া উহার অর্থ-তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্ব।" শেষ বারে সূরা ত্বা-হা - যা একসংগে ও ক্রমাগত নাযিল হলো- কোন একটি অংশও যেন তাঁর স্মৃতির বহির্ভূত হয়ে না যায় এ জন্য তিনি তা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই উপলক্ষ্যে নবী করীম (সঃ)কে বলা হলো, "আর কুরআন পড়ায় খুব তাড়াহুড়া করো না- যতক্ষণ না এই অহী পুরামাত্রায় তোমার নিকট পৌছে যায়"। অতঃপর আর কোন সময় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি, ভুলে যাওয়ার আশংকা কখনও হয়নি এবং এ বিষয়ে আর কোন কথা বলারও কখনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কেননা, এ তিনটি স্থান ছাড়া কুরআনের আর কোন স্থানেই এ ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই ছোট সূরাটিতে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। তা হলো তওহীদ, নবী করীম (সঃ)কে বিশেষ উপদেশ নির্দেশ এবং পরকাল।

প্রথম আয়াতের একটি মাত্র বাক্যাংশে তওহীদের শিক্ষাকে সীমিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'আল্লাহর নামে তসবীহ কর'। অর্থাৎ আল্লাহকে এমন নামে ডেকো না যাতে কোনরূপ দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা কিংবা সৃষ্টির সঙ্গে কোন রকমের তুলনা বা মিল থাকবে। এ হতে মুক্ত ও পবিত্র যেসব নাম, সে নামেই তাঁকে ডাক। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে কোন না কোন ভুল ধারণা পোষণের ফলেই দুনিয়ার বহু প্রকারের বাতিল আকীদা ও মতাদর্শের উদ্ভব ঘটেছে। এতেই আল্লাহর মহান পবিত্র সত্তার জন্য ভুল নামের প্রচলন ঘটেছে। অতএব আকীদা ও মৌল বিশ্বাস ও মতাদর্শকে নির্ভুল ও সঠিক করার জন্য মহান আল্লাহতা'আলাকে কেবল সেসব সুন্দর নির্দোষ নামে স্মরণ করতে হবে, যা তাঁর উপযুক্ত ও শোভনীয় বিবেচিত হতে পারে।

এর পর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের রব-যাঁর নামের তস্‌বীহ্ করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে-যিনি সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই সৃষ্টি করেছেন, তাতে ভারসাম্য সংস্থাপন করেছেন, তার তকদীর নির্ধারণ করেছেন, তাকে যে উদ্দেশ্যে, যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ ও পন্থা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদরাজি সৃষ্টিও করেন এবং পরে তাকে আবার তিনিই আবর্জনায় পরিণত করেন-আল্লাহর কুদরাতের এ বিস্ময়কর বৈচিত্র তোমরা নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহ ছাড়া এখানে কেউ না বসন্ত আনতে সক্ষম, না শীতের আগমন রোধ করতে সমর্থ।

অতঃপর দু'টি আয়াতে নবী করীম (সঃ)কে উপদেশ ও সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এ কুরআন যা আপনার ওপর নাযিল করা হচ্ছে, তা শব্দে শব্দে কেমন করে আপনার মুখস্থ থাকবে, সে বিষয়ে আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না। কেননা, আপনার স্মৃতিপটে তাকে মুদ্রিত করে দেয়া তো আমার কাজ। পরন্তু তা সুরক্ষিত ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা আপনার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয়। এ সম্পূর্ণরূপে আমারই অনুগ্রহের ফলশ্রুতি। নতুবা আমি চাইলে এটা ভুলিয়ে দেয়া আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়।

এ কথার পর নবী করীম (সঃ)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজ শুধু মাত্র মহাসত্যের প্রচার করা। আর এ প্রচারের সোজা নিয়ম হলো এই যে, যে লোক এ উপদেশ শুনতে ও তা কবুল করতে প্রস্তুত তাকেই দিতে হবে। আর যে সে জন্য প্রস্তুত নয়, তার জন্য ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। যার মনে পথভ্রষ্টতার মারাত্মক পরিণতির ভয় আছে, সত্য দ্বীনের আহ্বান শুনতে পেয়ে সে অবশ্যই তা কবুল করবে। আর যে তা শুনতে ও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না- তা হতে দূরে পালাবে, সে তার খারাপ পরিণতি নিজেই ভোগ করতে বাধ্য হবে।

উপসংহারে বলা হয়েছে, প্রকৃত কল্যাণ কেবলমাত্র তারাই পাবে, যারা আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও আমলের ক্ষেত্রে পরম পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের আল্লাহর' নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকদের অবস্থা এই যে, তারা কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, স্বার্থ-সুখ, সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-সম্ভোগের জন্যই দিন-রাত চিন্তা ভাবনায় লিপ্ত হয়ে আছে। অথচ তাদের আসল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত পরকাল। পরকালীন কল্যাণই হওয়া উচিত তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কেননা এ দুনিয়া তো নশ্বর-ধ্বংসশীল। অবিনশ্বর কেবলমাত্র পরকাল। আর দুনিয়ার নি'আমতসমূহের তুলনায় পরকালের অফুরন্ত নি'আমত অধিক মূল্যবান, অধিক আরাম ও শান্তিদায়ক। এ মহাসত্য কেবল মাত্র কুরআন মজীদেই বলা হয়নি, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসার (আঃ) নিকট প্রেরিত সহীফাসমূহেও মানুষকে এ মহাসত্যের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়েছে।
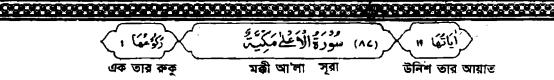
উনিশ তার আয়াত মক্কী আ'লা সূরা এক তার রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

আরবী	অর্থ
سَبِّحِ	তসবীহ কর
اسْمَ	নামের
رَبِّكَ	তোমার রবের
الْأَعْلَى ①	সুমহান শ্রেষ্ঠ
الَّذِي	যিনি
خَلَقَ	সৃষ্টি করেছেন
فَسَوّٰى ②	অতঃপর সম্পূর্ণ করেছেন
وَ	এবং
الَّذِي	যিনি
قَدَّرَ	তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন
فَهَدٰى ③	অতঃপর পথ দেখিয়েছেন
وَ	এবং
الَّذِيْٓ	যিনি
أَخْرَجَ	উৎপাদন করেছেন
الْمَرْعٰى ④	উদ্ভিদ
فَجَعَلَهٗ	তা অতঃপর পরিণত করেছেন
غُثَآءً	আবর্জনায়
أَحْوٰى ⑤	কালো
سَنُقْرِئُكَ	তোমাকে শীঘ্রই আমরা পড়িয়ে দিব
فَلَا	অতঃপর না
تَنْسٰىٓ ⑥	তুমি ভুলবে

সূরা আল-আ'লা
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ১৯, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১ ।(হে নবী!) তোমার মহান-শ্রেষ্ঠ খোদার নামে তসবীহ কর,

২ । যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন, [১]

৩ । তিনি তকদীর [২] নির্দিষ্ট করেছেন, পরে পথ দেখিয়েছেন । [৩]

৪ । যিনি উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন,

৫ । পরে সেগুলোকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন ।

৬ । আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব, তারপর তুমি ভুলে যাবে না । [৪]

---

১ । অর্থাৎ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিস তিনিই পয়দা করেছেন। আর যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটিকে সম্পূর্ণ সঠিক ও যথাযথ সৃষ্টি করেছেন, তার ভারসাম্য ও আনুপাতিকতা ঠিকভাবে কায়েম করেছেন, তাকে এমন আকার-আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে জিনিসের তার থেকে উৎকৃষ্টতর কোনরূপ চিন্তাই করা যায় না।

২ । অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করার পূর্বে এ ব্যাপার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, সে কাজের পরিমাণ কি হবে, তার গুণাবলী কি হবে, কোথায় তার স্থান ও অবস্থিতি হবে, তার স্থিতি অবস্থান ও কাজের জন্য ক্ষেত্র ও উপায়-উপকরণ কি কি সংগ্রহ করতে হবে, কোন সময় তা অস্তিত্বে আসবে, কতদিন পর্যন্ত তা নিজের জন্য নির্দিষ্ট কাজ করবে, আর কখন কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। -এই পুরা পরিকল্পনার সমষ্টিগত নামকেই তার 'তকদীর' বলা হয়।

৩ । অর্থাৎ কোন জিনিসকেই মাত্র সৃষ্টি করেই তিনি ছেড়ে দেননি, বরং তিনি যে জিনিসই যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই কাজ সুসম্পন্ন করার পন্থাও জানিয়ে দিয়েছেন।

৪ । প্রাথমিক যুগে যখন অহী অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপার সবেমাত্র শুরু হয়েছিল তখন কখনও কখনও এরূপ ঘটতো যে, জিবরাঈল (আঃ) অহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই নবী করীম (সঃ) ভুলে যাওয়ার আশংকায় প্রথম অংশ আবৃত্তি করতে শুরু করতেন। এই কারণে আল্লাহতা'আলা নবী করীমকে (সঃ) নিশ্চয়তা দিলেন যে, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তুমি নীরবে শুনতে থাক, আমরা তোমাকে তা পড়িয়ে দিব এবং চিরকালের জন্য তা তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ও তোমার কণ্ঠস্থ থেকে যাবে।

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ

এ ব্যতীত যা | আল্লাহ চান | নিশ্চয় তিনি | জানেন | প্রকাশ্য (বিষয়) | ও | যা কিছু | কেউ গোপন করে | এবং | তোমাকে আমরা সহজ করে দেব

لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

সহজ (পন্থাকে) | অতঃপর উপদেশ দাও | যদি | কল্যাণকর হয় | উপদেশ | সে শীঘ্রই শিক্ষা নেবে | যে | ভয় করে।

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ

আর | তা পাশ কাটাবে | বড় হতভাগা | যে | পৌঁছবে | আগুনে | ভয়াবহ | অতঃপর | না | সে মরবে

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

তার মধ্যে | আর | না | বাঁচবে | নিশ্চয় | সে কল্যাণ পেলো | যে | পবিত্র হল | এবং | স্মরণ করল | নাম | তার রবের | সে অতঃপর নামাজ পড়ল

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

বরং | অগ্রাধিকার দিচ্ছ তোমরা | জীবনকে | দুনিয়ার | অথচ | পরকাল | উত্তম | ও | স্থায়ী

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

নিশ্চয় | এটা (ছিল) | অবশ্যই মধ্যে | ছহীফাসমূহের | পূর্ববর্তী | সহীফাসমূহে | ইবরাহীমের | ও | মুসার

৭। তা ছাড়া যা আল্লাহ চাইবেন [৫]। তিনি বাহ্যিক অবস্থাকেও জানেন, আর যা লুকিয়ে আছে তাও।

৮। আর আমরা তোমাকে সহজ পন্থার সুবিধা দিচ্ছি।

৯। কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ কল্যাণকর হয়। [৬]

১০। যে ব্যক্তি ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

১১-১২। আর তা থেকে পাশ কটিয়ে চলবে সেই চরম হতভাগা যে ভয়াবহ আগুনে পৌছবে।

১৩। অতঃপর সে তাতে না মরবে, না বাঁচবে।

১৪-১৫। কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রতা অবলম্বন করল এবং নিজের খোদার নাম স্মরণ করল, নামাযও পড়ল।

১৬। কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছ!

১৭। অথচ পরকাল অধিক কল্যাণময় এবং চিরস্থায়ী।

১৮-১৯। পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাসমূহেও এ কথাই বলা হয়েছিল-ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

৫। অর্থাৎ সমগ্র কুরআন প্রতিটি শব্দসহ রসূলুল্লাহর (সঃ) স্মরণ শক্তিতে সুরক্ষিত থেকে যাওয়া তাঁর নিজের শক্তির কোন কীর্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁরই দেয়া তওফীক- সুযোগের ফলশ্রুতি মাত্র। নতুবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ভুলিয়ে দিতে পারেন।

৬। অর্থাৎ আমি দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপারে তোমাকে কোন কঠিণ্যে নিক্ষেপ করতে চাই না, বধিরকে শুনানো ও অন্ধকে পথ দেখানোর কোন দায়িত্ব তোমার নয়। তোমাকে এ জন্য একটি সহজ পন্থা দান করছি ঃ তুমি নসিহত করতে থাক, যতক্ষণ তুমি অনুভব কর যে, কেউ না কেউ তোমার নসীহত থেকে উপকৃত হতে প্রস্তুত আছে। যেসব লোক সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তুমি জানতে ও বুঝতে পার যে, তারা উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, তাদের পিছনে পড়ার তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

সূরা আল-গাশিয়া

নামকরণ

প্রথম আয়াতের الْغَاشِيَة শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরাটিতে যা কিছু বলা হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এও মক্কার প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম। কিন্তু এটা নাযিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) দ্বীন-প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আর মক্কার লোকেরা তা শুনে শুনে তাকে উপেক্ষা করে চলার নীতি অবলম্বন করেছিল।

মূল বিষয়বস্তু

এ সূরার মূল বক্তব্য বুঝবার জন্য মনে রাখা আবশ্যক যে, একেবারে প্রাথমিককালে নবী করীম (সঃ) দ্বীনের তবলীগ প্রসংগে মাত্র দু'টো কথা লোকদের মনে বদ্ধমূল করার মধ্যেই তাঁর যাবতীয় চেষ্টা কেন্দ্রীভূত ও সীমাবদ্ধ রাখতেন। একটা হলো তওহীদ আর দ্বিতীয়টা পরকাল। মক্কার লোকেরা এ দু'টি কথা মেনে নিতে কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছিল না। এ দু'টো কথা মেনে নিতে তারা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করছিল। এ পটভূমি বুঝে নেয়ার পরই এ সূরার মূল বক্তব্য অনুধাবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

এ সূরায় সর্বপ্রথম মানুষকে সন্ত্রস্ত ও সচকিত করার উদ্দেশ্যে সহসা তাদের সামনে একটা প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি খবর রাখো সেই সময়ের, যখন সমগ্র জগত আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদ এসে পড়বে? এই প্রশ্নের পরই তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বলা হয়েছে, তখন সমস্ত মানুষ দুটো ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দুটো ভিন্নতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। একটা দল জাহান্নামে যাবে এবং তাদেরকে নানাবিধ আযাব ভোগ করতে হবে। আর অপর দলের লোক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে গমন করবে এবং তাদেরকে রকম-বেরকমের নেয়ামতসমূহ দেয়া হবে।

এভাবে লোকদেরকে হতচকিত করে দেয়ার পর সহসাই বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কুরআনের তওহীদ শিক্ষা ও পরকাল সংক্রান্ত সংবাদ শুনে যারা নাক সিটকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে, তারা কি সামনে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করে দেখে না? আরবের বিশাল মরুভূমিতে উটের ওপরই তাদের জীবন-যাত্রা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এ উটগুলোকে যে তাদের মরু জীবনের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম ও উপযোগী বিশেষত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে-মরুভূমিতে চলতে পারে যেসব যোগ্যতা-দক্ষতা থাকলে তা দিয়েই যে তাকে বানানো হয়েছে, এ কথা কি তারা কখনো বিবেচনা করে দেখে না? তারা যখন সুদূর পথে যাত্রা করে, তখন তারা হয় নীল আকাশ দেখতে পায়, নয় পাহাড় কিংবা ধূ ধূ করা মাটি। এ তিনটি জিনিস সম্পর্কে তাদের চিন্তা-বিবেচনা করা কর্তব্য। উর্ধলোকে এ আকাশ কিভাবে চতুর্দিকে আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টন করে আছে? সম্মুখের ঐ পাহাড় কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? নিম্নের ধরণীতল কি করে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে? এসব কোন কোন মহাশক্তিমান নিরংকুশ ক্ষমতাধর ও সুবিজ্ঞ সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সম্ভব হয়েছে কি? এক সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসীম ক্ষমতাবলে এসব তৈরী করেছেন এবং এ ব্যাপারে অপর কেউই তাঁর শরীক নেই, এ কথা যদি তারা স্বীকার করে ও মেনে নেয়, তাহলে তাঁকেই এক ও একক রব মেনে নিতে এরা অস্বীকার করবে কেন? তিনি এসব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন এ কথা যদি তারা মানে, তাহলে তিনিই যে কিয়ামত সৃষ্টিতে সক্ষম-মানুষকে পুনরায় পয়দা করতে পারবেন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বানাতেও তিনি সমর্থ-এ কথা মেনে নিতে তারা দ্বিধান্বিত ও অনিচ্ছুক হবে কেন? তাদের এ দ্বিধা ও অনিচ্ছার পশ্চাতে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি?

বস্তুত ঃ অতীব সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত ধীসম্মত যুক্তির ভিত্তিতে মূল বক্তব্য এখানে পেশ করা হয়েছে এবং তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর কাফেরদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নবী করীম (সঃ)কে সম্বোধন করা হয়েছে, এ লোকেরা এহেন যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত কথা যদি না-ই মানে, তো না মানুক। তোমাকে এদের ওপর 'জবরদস্তিকারী' বানিয়ে পাঠানো হয়নি তো, কাজেই জোরপূর্বক এদের দ্বারা কোন কথা স্বীকার করানোর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তোমার কাজ হলো শুধু নসীহত করতে থাকা-নসীহত করে যাওয়া। অতএব আপনি তা-ই করে যান- করতে থাকুন। এদেরকে শেষ পর্যন্ত তো আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে। তখন আমি এর পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করবো এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি দেব।

এক তার রুকূ — মক্কী গাশিয়া সূরা — ছাব্বিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝

কি — তোমার কাছে পৌছেছে — বৃত্তান্ত — আচ্ছন্নকারী (কিয়ামতের) — (অনেক) মুখমন্ডল — সেদিন — ভীত সন্ত্রস্ত হবে

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝

কঠোর শ্রম নিরত (হবে) — ক্লান্ত শ্রান্ত (হবে) — ভস্মিভূত হবে — আগুনে — উত্তপ্ত — পান করানো হবে (পানি) — থেকে — ঝর্ণা — ফুটন্ত
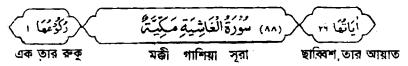
সূরা আল-গাশিয়া
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ২৬, মোট রুকূ ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে-

১। তোমার নিকট সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদ (অর্থাৎ কিয়ামত)-এর বার্তা পৌছেছে কি?

২-৪। সেই দিন কতক মুখমন্ডল [১] ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কঠোর শ্রমে নিরত হবে, শ্রান্ত-ক্লান্ত কাতর হবে, তীব্র অগ্নি শিখায় ভস্মিভূত হবে।

৫। টগবগ করে ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে।

১। 'মুখমন্ডল' শব্দ এখানে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানব দেহের মধ্যে সবচাইতে বেশী প্রকাশমান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার মুখমন্ডল। এ জন্য 'কতিপয় ব্যক্তি' না বলে 'কতক মুখমন্ডল' বলা হয়েছে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑥ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِىْ

নেই তাদের জন্যে (অন্য কোন) খাদ্য এছাড়া থেকে কাটাযুক্ত ঝাড় না পুষ্ট করবে (তা) আর না উপশম করবে

مِنْ جُوْعٍ ⑦ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑧ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨ فِىْ جَنَّةٍ

ক্ষুধা (অনেক) মুখমন্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে তার প্রচেষ্টার জন্যে সন্তুষ্ট হবে (তারা থাকবে) মধ্যে জান্নাতের

عَالِيَةٍ ⑩ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ⑪ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫ فِيْهَا

উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন না শুনবে তার মধ্যে কোন অর্থহীন কথা তার মধ্যে (থাকবে) ঝর্ণা প্রবাহমান তার মধ্যে (থাকবে)

سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ⑬ وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ⑭ وَّ نَمَارِقُ

আসন সমূহ সুউচ্চ এবং পানপাত্রগুলো (হবে) সুসজ্জিত এবং ঠেশবালিশসমূহ (থাকবে)

مَصْفُوْفَةٌ ⑮ وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ⑯ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ

সারিবদ্ধ এবং সুকোমল শয্যা বিছানো (থাকবে) তবে কি না তারা লক্ষ্য করে প্রতি উটের

كَيْفَ خُلِقَتْ ⑰ وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ⑱ وَ اِلَى

কেমন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দিকে আকাশের কেমন উচু করা হয়েছে এবং দিকে

الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑲

পর্বতমালার কেমন স্থাপন করা হয়েছে

৬-৭ কাটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না, যা না পরিপুষ্ট বানাবে, না ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে।

৮। কতিপয় চেহারা সেদিন চাকচিক্যময় সমুদ্ভাসিত হবে।,

৯। নিজেদের চেষ্টা সাধনার জন্য সন্তুষ্টচিত্ত হবে।

১০। উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।

১১। কোন বাজে কথা সেখানে শুনবে না।

১২। তথায় ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হবে,

১৩। তাতে উচ্চ আসনসমূহ থাকবে;

১৪। পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত থাকবে,

১৫-১৬। ঠেশ বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং মূল্যবান সুকোমল শয্যা বিছানো থাকবে।

১৭। (এ লোকেরা যে মানছে না) এরা কি উষ্ট্রসমূহকে দেখতে পায় না- কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮। আকাশমন্ডল দেখে না, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

১৯। পর্বতমালা দেখে না, কিরূপে সেগুলোকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে?

وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠ فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١

এবং দিকে যমীনের কেমন বিছাইযা দেয়া হয়েছে অতএব উপদেশ দাও মূলতঃ তুমি উপদেশদাতা (মাত্র)

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ ۝٢٣ فَيُعَذِّبُهُ

তুমি নও তাদের উপর জবরদস্তিকারী অবশ্য যে মুখ ফিরায় ও অস্বীকার করে অতঃপর তাকে আযাব দেবেন

اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝٢٤ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا

আল্লাহ আযাব কঠিন নিশ্চয় আমাদের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে অতঃপর নিশ্চয় আমাদের উপর (দায়িত্ব)

حِسَابَهُمْ ۝٢٦

তাদের হিসাবের

২০। ভূমন্ডল দেখে না, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? ২

২১। সে যা হোক, (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাক! কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র।

২২। তাদের উপর জবরদস্তিকারী তো নও।

২৩-২৪। অবশ্য যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে আল্লাহ তাকে কঠিন-কঠোর শাস্তি দেবেন।

২৫। তাদেরকে তো প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমাদেরই নিকট।

২৬। অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ আমাদেরই দায়িত্ব।

২। অর্থাৎ পরকাল সংক্রান্ত কথাবার্তা শুনে এরা যদি বলে এসব কেমন করে সম্ভব; তাহলে এরা কি তাদের চতুর্দিকের পরিবেশের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। এই উষ্ট্রি কিরূপে সৃষ্টি হলো? এ আকাশমন্ডল কিভাবে উন্নীত হলো? এই পাহাড় কিভাবে সংস্থাপিত হলো? এই ধরণী কিভাবে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে- এ সমস্ত জিনিস যদি সৃষ্টি হতে পারে এবং সৃষ্ট হয়েই তাদের চোখের সামনে বর্তমান আছে, তাহলে কিয়ামত হতে পারবে না কেন? পরকালে আর একটি জগত কেন গড়ে উঠতে পারবে না? বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্ব কেন সম্ভব নয়?

সূরা আল-ফজর

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিই এর নামরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু ও আলোচিত কথা হতে জানতে পারা যায় যে, মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর অত্যাচার-যুলুমের স্টীম রোলার চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। এ কারণে এ সূরায় মক্কার লোকদেরকে আদ, সামুদ ও ফিরাউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার প্রমাণ করাই এর বিষয়বস্তু- কেননা মক্কাবাসীরা একে বিশ্বাস করতো না। এ উদ্দেশ্যে এ সূরাটিতে ক্রমাগত ও পর পর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সেই পরম্পরা অনুযায়ী যুক্তিসমূহ বিবেচনা করা যাচ্ছে ঃ

সূরা'র শুরুতেই ফযর, দশ রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের শপথ করা হয়েছে এবং শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, তোমরা যে কথাকে মানছো না- অস্বীকার করছো, তার সত্যতার সাক্ষী বা প্রমাণ হিসেবে এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ট নয়? এ জিনিসগুলোর নামে শপথ করা হয়েছে এবং প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আল্লাহর কায়েম করা এ বিজ্ঞানসম্মত মহাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের পর এটা যিনি কায়েম করেছেন, তিনি যে পরকাল কায়েম করতে পারেন এবং মানুষের নিকট তার যাবতীয় আমলের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করাই যে যুক্তির অনিবার্য দাবী তা অকাট্যভাবে প্রমাণের জন্য অপর কোন সাক্ষ্য বা প্রমাণের প্রয়োজন থেকে যায় কি?

এরপর মানুষের ইতিহাস হতে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। ইতিহাসখ্যাত 'আদ, সামুদ ও ফিরাউনের মর্মান্তিক পরিণতি পেশ করে বলা হয়েছে, এরা যখন সীমালংঘন করলো এবং পৃথিবীতে অকথ্য বিপর্যয় সৃষ্টি করলো, তখন আল্লাহর আযাবের চাবুক তাদের ওপর বর্ষিত হলো। এ ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থা কতিপয় অন্ধ ও বধির শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না। এ দুনিয়া কোন 'মগের মুল্লুক' নয়। বরং এক মহাবিজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ-কুশলী শাসক এর ওপর রাজত্ব করছেন। তাঁর বিজ্ঞতা ও সুবিচার নীতির অনিবার্য কার্যকারিতা এ দুনিয়ায়ই মানবেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমাগত ও বারবার অমোঘভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বুদ্ধি-বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে যাকে তিনি এ জগতে ক্ষমতা চালানোর ইখতিয়ার দিয়েছেন তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার নিকট হতে যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে তাকে শাস্তি বা ভালো প্রতিফল দান করা তারই এক অপরিবর্তনীয় নীতি। এর ব্যতিক্রম কখনো হয়নি- হতে পারে না।

অতঃপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরব জাহেলিয়াতের অবস্থা তো তখন সকলের সামনে কার্যতই স্পষ্ট ছিল। এ সূরায় তার দুটো দিকের বিশেষ দৃষ্টিতে সমালোচনা পেশ করা হয়েছে। একটা হলো, লোকদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এ কারণেই তারা নৈতিকতার ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে নিছক বৈষয়িক ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য-বৈভব ও মান-মর্যাদা লাভ না হওয়াকেই সম্মান ও লাঞ্ছনার মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছিল। ঐশ্বর্যশীলতা যে কোন পুরস্কার নয়, রিযকের স্বল্পতাও যে কোন শাস্তি নয় এ কথা তারা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিল। আল্লাহতা'আলা যে মানুষকে এই উভয় অবস্থায় ফেলে তার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তিনি এর মাধ্যমে বাস্তবভাবে দেখতে চান যে ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েই বা মানুষ কিরূপ আচরণ গ্রহণ করে, আর্থিক সংকটের মধ্যেই বা তার আচরণ কি রকম হয়- এ কথা প্রত্যক্ষ করাই তার লক্ষ্য।

আর দ্বিতীয় এই যে, পিতার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ইয়াতীম সন্তান চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। গরীব লোকদের পৃষ্ঠপোষক কোথাও কেউ নেই, সুযোগ বা সুবিধা পেলেই ইয়াতীমের সব উত্তরাধিকার হরণ করা হয়; দুর্বল, অক্ষম অংশীদারদেরকে বঞ্চিত করা হয়। অর্থলোভ এক অতৃপ্ত পিপাসার মত মানুষকে পেয়ে বসেছে, যত সম্পদই করায়ত্ত হোক না কেন, মানুষের ধন-পিপাসা কোনক্রমেই চরিতার্থ হয় না- এটাই হলো মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা। আলোচ্য সূরা'য় এরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হলো মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসা জাগ্রত করা যে, এ দুনিয়ায় যে লোকদের এরূপ অবস্থা- এরূপ আচরণ ও কর্মনীতি, পরকালে তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে না কেন? তাদেরকে শাস্তি ও শুভ প্রতিফলের সম্মুখীন না করে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে কেন?

সূরার শেষ পর্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ হবে, অবশ্যই হবে। হবে সেদিন, যখন আল্লাহতা'আলার আদালত কায়েম হবে। এ হিসাব-নিকাশ অমান্যকারীরা সেদিন সে কথাটা বুঝতে পারবে, যা আজ শত বুঝানোর ফলেও বুঝতে পারছে না। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারলে কোনই লাভ হবে না। অমান্যকারীরা সেদিন আফ্‌সোস করবে, দুনিয়ার জীবনে আমরা আজকের দিনের জন্য কোন ভালো ব্যবস্থা করিনি কেন? কিন্তু এ আফসোস সেদিন আল্লাহর আযাব হতে তাকে বাঁচাতে পারবে না। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা আসমানী সহীফা ও নবী-রসূল উপস্থাপিত মহাসত্যকে পরম আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সেদিন রাযি হবেন, আর তারাও আল্লাহর দান পেয়ে রাযি হবে। তাদেরকে সেদিনে আল্লাহর মনোনীত বান্দাহদের মধ্যে শামিল হবার এবং জান্নাতে দাখিল হবার উদাত্ত আহবান জানানো হবে।

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤

ফযরের শপথ, রাতের শপথ দশ, শপথ জোড়ের ও বেজোড়ের, শপথ রাতের যখন তা যেতে থাকে

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

কি মধ্যে (আছে) এর কোন শপথ (কোন প্রমাণ) জন্য বিবেকসম্পন্নদের তুমি দেখ নাই কি কেমন করেছেন তোমার রব

بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨

আদের সাথে এরামের স্তম্ভের অধিকারী যা (এমন ছিল যে) নাই সৃষ্টি করা হয় তার সমতুল্য (কোন জাতি) দেশ সমূহে

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝١٠

এবং (কেমন করেছেন) সামুদরে (সাথে) যারা খোদাই করেছিল প্রস্তর (ভূমিসমূহ) উপত্যকার (কেমন করেছেন) এবং ফিরআউনের (সাথে) (যে ছিল) অধিপতি লৌহ শলাকার (সেন্য শিবিরের)

সূরা আল-ফযর
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ৩০, মোট রুকূ ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-৪। শপথ ফযরের, দশ রাতের, জোড় ও বে-জোড়ের এবং রাতের- যখন তার অবসান হয়।

৫। এ সবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোন শপথ [১] আছে কি?

৬-৭। তুমি কি দেখ নাই তোমার রব উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী আদ-ইরামের জাতির সাথে কি ব্যবহারটা করেছেন,

৮। যাদের মত কোন জাতি দুনিয়ার দেশসমূহে পয়দা করা হয় নাই।

৯। আর সামূদের সাথে, যারা উপত্যকায় প্রস্তর ভূমিসমূহ খোদাই করেছিল?

১০। সে সংগে লৌহশলাকাধারী ফিরাউনের সংগে কি ব্যবহারটা হয়েছিল।

১। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়- রসূলুল্লাহ (সঃ) ও কাফেরদের পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কার ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছিল, হুযুর (সঃ) এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন এবং অমান্যকারীরা তা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছিল। এ প্রসংগে চারটি বস্তুর শপথ করে বলা হয়েছে- এই সত্য কথার সমর্থনে ও প্রমাণে সাক্ষ্যদানের জন্য এরপর আর কোন শপথের প্রয়োজন বাকী থাকে কি?

১১। এই লোকেরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সীমালংঘন করেছিল,

১২। এবং সেই সব স্থানে বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

১৩। শেষে তোমার খোদা তাদের উপর আযাবের চাবুক বর্ষণ করলেন।

১৪। বস্তুত তোমার খোদা ঘাটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে আছেন [২]।

১৫। কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, তার খোদা যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নি'আমত দান করেন, তখন সে বলে ঃ আমার খোদা আমাকে সম্মানিত করেছেন।

১৬। আর যখন তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন এবং তার রিযক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার খোদা আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন [৩]।

১৭। কক্ষণও নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না,

---

২। ঘাঁটি বলা হয়- এমন গোপন স্থানকে যেখানে কোন লোক কারুর অপেক্ষায় আত্মগোপন করে বসে থাকে এই উদ্দেশ্যে যে, সেই লোকটি যখনি সেখানে আসবে তখনি অতর্কিতে তার উপর আক্রমণ করা হবে। লোকটি তার পরিণতি সম্পর্কে বেখবর ও নিশ্চিন্ত হয়ে সে স্থান অতিক্রম করতে যায় এবং সহসা শিকারে পরিণত হয়। যেসব লোক দুনিয়ায় অশান্তি-বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করে রাখে এবংআল্লাহ যে আছেন যিনি তাদের গতিবিধি ও কার্য-কলাপের উপর লক্ষ্য রাখছেন এ কথা যারা মনেই করে না, আল্লাহর মুকাবিলায় সেই সব যালেমদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থাই হয়ে থাকে। তারা সম্পূর্ণ নির্ভীকতার সাথে দিনের পর দিন তাদের দুষ্টামি, দুষ্কৃতি, যুলুম-পীড়নের মাত্রা অধিক থেকে অধিকতর বৃদ্ধি করতে থাকে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে তারা যখন সেই সীমাটি অতিক্রম করতে চায় যার পর তাদের এগিয়ে যেতে দিতে আল্লাহ প্রস্তুত নন, তখন অকস্মাৎ আল্লাহর আযাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হয়।

৩। বস্তুত একেই বলে মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিকোণ। দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি ও পদ-প্রতিপত্তি লাভ করাকেই এই প্রকারের দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন লোকেরা ইজ্জত সম্মান ও তা না পাওয়াকে হীনতা ও অমর্যাদা মনে করেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তারা এই আসল সত্য তত্ত্বটি বুঝেনা। যে, আল্লাহতা'আলা দুনিয়াতে যাকে যা কিছু দিন না কেন, তা পরীক্ষার জন্য দিয়ে থাকেন। সম্পদ ও ক্ষমতা দ্বারা হয় পরীক্ষা এবং অভাব ও দারিদ্র দ্বারাও হয় পরীক্ষা।

১৮। এবং গরীব মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

১৯। মীরাসের সব মাল সম্যকভাবে খেয়ে ফেল।

২০। ধন-সম্পদের মায়ায় তোমরা খুব বেশী কাতর।

২১-২৩। কক্ষণও নয় [৪] পৃথিবী যখন ক্রমাগত কুটে কুটে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে এবং তোমার খোদা আত্মপ্রকাশ করবেন- এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হবে এবং জাহান্নাম সেদিন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু তখন তার বোধ শক্তি জাগ্রত হওয়ায় কি লাভ হবে।

২৪। সে বলবে, হায়! আমি যদি এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম!

২৫। অতঃপর সেদিন আল্লাহ যে আযাব দিবেন, তেমন আযাব দেবার আর কেউ নেই,

২৬। এবং আল্লাহ যেমন বাঁধবেন তেমন বাঁধবারও কেউ নেই।

---

৪ অর্থাৎ তোমরা যে মনে করে নিয়েছ, দুনিয়ায় বেঁচে থাকা অবস্থায় তোমরা যা ইচ্ছা সব কিছু করতে থাকবে এবং কখনও তোমাদের কৃতকর্মের জবাবদিহির সময় আসবে না- তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।
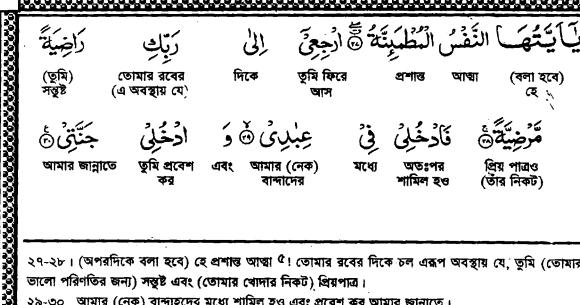
২৭-২৮। (অপরদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা [৫]! তোমার রবের দিকে চল এরূপ অবস্থায় যে, তুমি (তোমার ভালো পরিণতির জন্য) সন্তুষ্ট এবং (তোমার খোদার নিকট) প্রিয়পাত্র।

২৯-৩০ আমার (নেক) বান্দাহদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।

৫। 'প্রশান্ত আত্মা' বলে সেই লোককে বুঝানো হয়েছে, যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া পূর্ণ প্রশান্তি ও চিত্তের স্থিরতা সহকারে 'লা শরীক' একমাত্র আল্লাহর নিজস্ব রব ও নবী-রসূলগণের আনীত সত্য দ্বীনকে নিজের জীবন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেছে।

সূরা আল-বালাদ

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াত لاأقسم بهذ البلاد -এর 'আল-বালাদ' শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মূল বক্তব্য ও বাচনভংগী মক্কী জীবনের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মতই। কিন্তু এতে এমন একটা ইংগিত পাওয়া যায়, যা হতে বুঝা যায় যে, এটা নাযিল হয়েছিল তখন, যখন মক্কার কাফেররা নবী করীমের (সঃ) সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর যে কোন অত্যাচার ও পীড়ন চালানোকে তারা সম্পূর্ণ হালাল মনে করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরায় একটা অনেক বড় বক্তব্যকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে ভরে দেয়া হয়েছে। এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন এ ক্ষুদ্রায়তন সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যের মাধ্যমে অতীব মর্মস্পর্শী ভংগীতে বিবৃত হয়েছে, যদিও এ কথা বলার জন্য এক বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট হবে না। বস্তুত এ কুরআন মজীদের সংক্ষেপে কথাবলা ক্ষমতার এক বিরাট ও তুলনাহীন নিদর্শন। দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক মর্যাদা বা হিসাব কি তা বুঝানোই হলো এ সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু। সে সংগে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লাভের দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা দেখবার ও বুঝবার এবং সে পথে চলার উপায়উপকরণওতিনিইপরিবেশনকরে দিয়েছেন। এখন মানুষ কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে, কিংবা দুর্ভাগ্য ও অমংগলের পথে চলে অত্যন্ত অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হবে, তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজের চেষ্টা ও শ্রম-মেহনতের উপর নির্ভর করে।

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য এই যে, এ দুনিয়া মানুষের জন্য কোন বিশ্রাম লাভের স্থান নয়। এখানে তাকে কেবল মজা লুটবার ও স্বাদ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে মানুষের সৃষ্টিই হয়েছে কঠোর কষ্ট ও শ্রম অবস্থার মধ্যে। এ মহাসত্যটি সপ্রমাণিত ও স্পষ্ট করে তোলার জন্য সূরার শুরুতেই মক্কা নগর ও তাঁতে স্বয়ং রসূলে করীমের (সঃ) ওপর আপতিত বিপদ-মুসীবত এবং গোটা আদম সন্তানের সার্বিক অবস্থাকে পেশ করা হয়েছে। উপরোক্ত কথাটি যদি সূরা নজম-এর ৩৯ নম্বর আয়াত ليس للانسان الاماسعى "মানুষের জন্য শুধু তাই যার জন্য সে চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করে"- এর সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাহলে পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দুনিয়ার এ কর্ম ক্ষেত্রে মানুষের ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র তার নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

এরপর মানুষের একটা ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ মনে করে যে, এ দুনিয়ায় সেই আছে, সে ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই। তার কাজের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে পারে এবং তার কাজকর্মের জন্য তাকে পাকড়াও করতে পারে, এমন কোন উচ্চতর শক্তি বা সত্তা আছে এ কথা মানুষ মনেই করে না। অথচ এটাই হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল ধারণা। অতঃপর মানুষের অসংখ্য মুর্খতাব্যঞ্জক নৈতিক ধারণার মধ্য হতে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের একটা ভ্রান্ত মানদন্ড নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়ত্বের প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সে তার এ রাজকীয়

ব্যয়-বিলাসিতার কথা বলে গৌরব করে। সাধারণ মানুষও সে জন্য তাকে খুব বাহ্‌বা দিয়ে থাকে। অথচ যে মহান সত্তা তার কাজের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন,- কোন্ উপায়ে সে অর্থোপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে কি নিয়ত নিয়ে ও কি উদ্দেশ্যে সে এ অর্থ ব্যয় করছে তা তিনি অবশ্যই দেখছেন।

এরপর আল্লাহতা'আলা বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞান অর্জনের উপায় ও পন্থা এবং চিন্তা করার, উপলব্ধি করার ও প্রকাশ করার ক্ষমতা-যোগ্যতা দিয়ে তার সম্মুখে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য-কল্যাণ এবং অকল্যাণের উভয় পথই উন্মুক্ত ও সুপ্রকট করে দিয়েছি। একটা পথ মানুষকে নৈতিকতার চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্টই স্বীকার করতে হয়না। বরং এ পথে চলতে নফ্‌স খুবই আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করে। অন্য পথটি নৈতিকতার উচ্চতম পর্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। তা অত্যন্ত দুর্গম, বন্ধুর ও কষ্টসাধ্য উচ্চ ঘাঁটি বিশেষ। এ পথে চলার জন্য মানুষকে নিজেরে ওপর জোর প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু মানুষ তার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে এ ঘাঁটির ওপর আরোহণ করার পরিবর্তে অধঃপতনের গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাওয়াকেই পছন্দ করে ও অগ্রাধিকার দেয়।

শেষে আল্লাহতা'আলা উচ্চতর-উন্নত স্থানের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ঘাঁটি পথের পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন, দেখানোপোনা, গৌরব-অহংকার ও প্রদর্শনীমূলক অর্থ ব্যয়ের পথ পরিহার করে ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাহায্যার্থে নিজের অর্থ ব্যয় করা, আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমানদার লোকদের জামায়াতে শামিল হয়ে ধৈর্যের সাথে সত্য পথে চলার দায়িত্ব পালনকারী ও আল্লাহর সৃষ্টি নিখিলের প্রতি দয়াশীল এক সমাজ ও জাতি গঠনের বিরাট কাজে অংশগ্রহণ করাই কর্তব্য। বস্তুত এ পথে যারা চলে তাদের পরিণতি হলো আল্লাহর রহমত পাওয়া। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পথ অবলম্বনকারীর পরিণাম জাহান্নাম। তা হতে বের হওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার সব দরজাই সম্পূর্ণ বন্ধ।
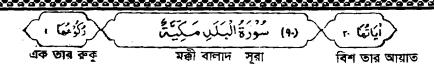
এক তার রুকূ মক্কী বালাদ সূরা বিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَ اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢ وَ وَالِدٍ

না আমি শপথ করছি এই শহরের (অর্থাৎ মক্কার) আর তুমি হালাল (হয়েছে) এই শহরে (আরও) শপথ পিতা (আদম আঃ)

وَّ مَا وَلَدَ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤ اَيَحْسَبُ

এবং যা জন্ম দিয়েছেন (সেই সন্তানের) নিশ্চয় আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে মধ্যে কষ্টের মনে করেছে কি সে

اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝٥ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦

যে কক্ষণ না ক্ষমতাবান হবে তার উপর কেউ সে বলে আমি নিঃশেষ করেছি ধনমাল স্তূপ (পরিমাণ)

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝٧

সে মনে করে কি যে তাকে দেখে নাই কেউ

সূরা আল-বালাদ

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াত ঃ ২০, মোট রুকূ ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। 'না'[১] আমি শপথ করছি এই শহরের (মক্কার)।

২। আর অবস্থা এই যে. (হে নবী) এই শহরেই তোমাকে হালাল বানিয়ে নেয়া হয়েছে।[২]

৩। আরো শপথ করছি পিতার (অর্থাৎ আদম (আঃ) এবং সেই সন্তানের যা তার হতে জন্মগ্রহণ করেছে।

৪। বস্তুত আমি মানুষকে কঠোর কষ্ট-শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।[৩]

৫। সে কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না?

৬। বলে, আমি স্তূপ পরিমাণ ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।

৭। সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখে নি[৪]।

১। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য তত্ত্ব তা নয় যা তোমরা মনে বুঝে রেখেছ।

২। অর্থাৎ যে শহরে পশুদের জন্যেও নিরাপত্তা রয়েছে, সেখানে তোমার উপর জুলুম করাকে বৈধ করে নেয়া হয়েছে।

৩। অর্থাৎ এই দুনিয়া মানুষের জন্য মজা লুটবার ও সুখের বাঁশী বাজাবার জায়গা নয়, বরং এ পৃথিবী শ্রম ও কষ্ট-কাঠিন্য স্বীকার করার স্থান, কোন মানুষই এখানে এ অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

৪। অর্থাৎ এই গর্বকারী কি এ কথা বুঝে না যে, উপরে কোন খোদাও আছেন যিনি দেখছেন, সে কোন্ কোন্ উপায়ে সম্পদ অর্জন করছে আর কি কি কাজে তা ব্যয় করছে?

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنَاهُ

নাই কি | আমরা দিই | তার জন্য | দু'চোখ | এবং | জিহ্বা | ও | দু'ঠোট | এবং | তাকে আমরা প্রদর্শন করেছি

النَّجْدَيْنِ ۝١٠ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢

(ভাল মন্দ) দুই পথের | কিন্তু না | সে অবলম্বন করেছে | বন্ধুর গিরিপথ | এবং | কিসে | তোমাকে জানাবে | কি সেই | বন্ধুর গিরিপথ

فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥

মুক্তি | দাস | অথবা | খানাখাওয়ানো | দিনে | অভাব অবস্থার | ইয়াতীমকে | নিকট আত্মীয় সম্পর্কের

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

অথবা | মিসকীনকে | ধুলিমলিন | আর (এর সাথে) | সে হল | শামিলও | (তাদের মধ্য) যারা | ঈমান এনেছে | ও

تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝١٧ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

তারা পরস্পরের উপদেশ দিয়েছে | সবরের | ও | তারা উপদেশ দিয়েছে | দয়া প্রদর্শনের | ঐসব | লোক

الْمَيْمَنَةِ ۝١٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝١٩

ডান দিকের (অর্থাৎ সৌভাগ্যশীল) | এবং | যারা | অস্বীকার করেছে | আমাদের আয়াতগুলোকে | তারাই | লোক | বাম দিকের (অর্থাৎ হতভাগ্য)

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝٢٠

তাদের উপর | আগুন | পরিবেষ্টনকারী (হয়ে থাকবে)

৮-৯ আমি কি তাকে দুই চোখ, একটি জিহ্বা এবং দুইটি ওষ্ঠ দেই নি।[৫]

১০। আর (ভাল ও মন্দের) উভয় স্পষ্ট পথ কি তাকে দেখাইনি?

১১। কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।

১২। তুমি কি জানো সেই দুর্গম বন্ধুর ঘাঁটিপথ কি?....

১৩। কোন গলা দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্ত করা।

১৪-১৬ কিংবা উপবাসের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধূলি-মলিন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো।

১৭। আর (সেই সঙ্গে) শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে। যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও (সৃষ্টিকূলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।

১৮-১৯। ... এই লোকেরাই দক্ষিণপন্থী আর যারা আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী।[৬]

২০। তাঁদের উপর আগুন একেবারে বেষ্টনকারী হয়ে থাকবে।

৫। অর্থাৎ আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপায় ও উপকরণ দান করিনি?

৬। 'দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী'- এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা ওয়াকে'আর ৮-৯, ২৭ ৪১ আয়াত দ্রষ্টব্য।

সূরা আশ-শাম্‌স

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ الشمس কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হতে বুঝতে পারা যায় যে, এও মক্কী জীবনের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে মক্কায় যে সময় রসূলে করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা খুব জোরে-শোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময়ই এটা নাযিল হয়।

মূল বিষয়বস্তু

নেকী ও বদী-পাপ ও পূণ্যের পার্থক্য বুঝানো এর বিষয়বস্তু। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে, তাদেরকে খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করা হয়েছে।

মূল বক্তব্যের দৃষ্টিতে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ সূরার শুরু হতে ১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সম্পূর্ণ। ১১ নম্বর আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত তার দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। একঃ সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত, যমীন ও আসমান পরস্পর হতে ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী পূণ্য ও পাপ ন্যায় ও অন্যায় পরস্পর হতে ভিন্নতর এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। এ দু'টো তাদের বাহ্যরূপের দিক দিয়ে যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ফলাফলও কখনো এক হতে পারে না। দুইঃ আল্লাহতা'আলা মানুষকে দেহ-ইন্দ্রিয় ও মানসশক্তি দান করে দুনিয়ায় সম্পূর্ণ বে-খবর করে ছেড়ে দেননি। বরং এক স্বভাবজাত 'ইল্‌হামের' সাহায্যে তার অবচেতনায় পাপ-পূণ্যের পার্থক্য, ভালো-মন্দের তারতম্য এবং কল্যাণের কল্যাণ হওয়ার ও অকল্যাণের অকল্যাণ হওয়ার অনুভূতিও জাগিয়ে দিয়েছেন। তিনঃ আল্লাহতা'আলা মানুষের মধ্যে পার্থক্যবোধ, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেসব শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সেগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সে নিজের মধ্যকার ভালো ও মন্দ প্রবণতাসমূহ হতে কোনটিকে তেজস্বী করে আর কোনটিকে দমন করে, এর ওপরই তার ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সে যদি ভালো প্রবণতাসমূহ সমৃদ্ধ ও তেজস্বী করে তোলে এবং খারাপ প্রবণতা হতে নিজের নফসকে পবিত্র বানায়, তাহলে সে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে এবং সব খারাপ প্রবণতাকে তেজস্বী ও সমৃদ্ধ করে, তবে তার ব্যর্থতা ও অকল্যাণ অবধারিত।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করে 'রেসালাত' ও নবুয়্যতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ভালো ও মন্দ পর্যায়ে মানব প্রকৃতির রক্ষিত ও গচ্ছিত ইল্‌হামী জ্ঞানই নিজ স্বভাবে মানুষের হেদায়াতের জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়, তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে না পারার দরুন মানুষ ভালো ও মন্দ পর্যায়ে ভুল দর্শন ও মানদন্ড নিরূপণ করে পথভ্রষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহতা'আলা এই স্বভাবজাত ইল্‌হামের সাহায্যের জন্য নবী ও রসূলগণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল অহী নাযিল করেছেন। তারা পাপ ও পূণ্য এবং ভালো ও মন্দকে লোকদের সামনে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ধরবেন, দুনিয়ায় নবী ও রসূল প্রেরণের এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য এবং কারণ। সামূদ জাতির লোকদের প্রতি হযরত সালেহ্ (আঃ)কে এ রকমেরই একজন নবী করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি ও জনগণ নিজেদের নফসের দোষযুক্ত ভাবধারায় ডুবে গিয়ে এমনভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে, তারা এ নবীকে সত্য বলে মানলো না- তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করলো। তাদের দাবী অনুযায়ী একটা উটনীকে যখন তিনি মুযিযারূপে তাদের সামনে পেশ করলেন, তখন তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও জাতির দুষ্টতম ব্যক্তি গোটা জাতির

ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী তাকেও হত্যা করে দিল। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করা হলো। সামূদ জাতির এ কাহিনী পেশ করে সমগ্র সূরা'র কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, 'হে কুরাইশ জনগণ! তোমরাও যদি সামূদ জাতির ন্যায় তোমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে মিথ্যা মনে কর ও অমান্য কর, তাহলে তোমরা সামূদ জাতির পরিণতির সম্মুখীন হবে। সামূদ জাতির দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হযরত সালেহ্র (আঃ) জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করেছিল মক্কায় তখন ঠিক অনুরূপ অবস্থারই উদ্ভব হয়েছিল। এই কারণে সে অবস্থার এ কাহিনী শুনানো স্বতঃই মক্কাবাসীকে এ কথা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, সামূদ জাতির এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাদের ওপর পুরোপুরি খেটে যাচ্ছে।

آيَاتُهَا ١٥ — سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ (٩١) — رُكُوْعُهَا ١

পনেরো তার আয়াত — সূরা শামস মক্কী — এক তার রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا

শপথ সূর্যের এবং তার রোদের শপথ চন্দ্রের যখন তার পিছে আসে শপথ দিনের যখন

جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا

তাকে প্রকট করে শপথ রাতের যখন তাকে আচ্ছাদিত করে শপথ আকাশের এবং যিনি

بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

তা বানিয়েছেন শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন

সূরা আশ-শাম্স
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ১৫, মোট রুকু ঃ ১

১। সূর্য ও তার রৌদ্রের শপথ।

২। চন্দ্রের শপথ- যখন তা তার পিছনে আসে।

৩। দিনের শপথ- যখন তা (সূর্যকে) প্রকট করে তোলে।

৪। এবং রাত্রের শপথ- যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছাদিত করে নেয়।

৫। আকাশমন্ডলের এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তা সংস্থাপিত করেছেন।

৬। আর পৃথিবীর এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন।

৭। মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।[১]

৮। পরে তার পাপ ও তার পরহেজগারী তার প্রতি ইল্‌হাম করেছেন।[২]

৯। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফ্‌সের পবিত্রতা বিধান করল,

১০। এবং ব্যর্থ হল সে যে তাকে দমন করল।[৩]

১১। সামূদ নিজেদের সীমা লংঘনের দ্বারা অমান্য করল।

১২-১৩ সেই জাতির সর্বাপেক্ষা অধিক দুষ্ট (পাষাণ হৃদয় ও হতভাগ্য) ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললঃ সাবধান আল্লাহর উষ্ট্রীকে (স্পর্শ কর না) এবং তার পানি পান করায় (বাধা দানকারী হয়ো না)।

১। অর্থাৎ তাকে এরূপ দেহ ও মস্তিষ্ক দান করা হয়েছে, এরূপ ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি, এরূপ শক্তি ও সামর্থ দান করা হয়েছে যার বদৌলতে সে পৃথিবীর বুকে মানুষের উপযোগী কাজ-কর্ম করার যোগ্যতা লাভ করেছে।

২। এর দুটি অর্থ আছে ঃ প্রথম, প্রকৃতির মধ্যে স্রষ্টা পাপ ও পূণ্য উভয়ের প্রবণতা ও ঝোঁক নিহিত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়, প্রত্যেক মানুষের চেতনার মূলে আল্লাহতায়ালা এ ধারণা ও বিশ্বাস প্রোথিত করে দিয়েছেন যে, নৈতিক চরিত্রে ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় বলে একটি জিনিস আছে। ভাল চরিত্র বা ন্যায় কাজ এবং মন্দ চরিত্র বা অন্যায় কাজ কখনো সমান বা অভিন্ন হতে পারে না। 'ফুজুর'-পাপ ও চরিত্রহীনতা একটা অত্যন্ত খারাপ ও বীভৎস জিনিস। এবং 'তাকওয়া'-পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সতর্কতা এক অতি উত্তম জিনিস। বস্তুত এ সব ধারণা মানুষের জন্য কোন অপরিচিত জিনিস নয়। মানুষের প্রকৃতি এর সংগে সুপরিচিত। সৃষ্টিকর্তা, ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যবোধ জন্মগতভাবে মানুষকে দান করেছেন।

৩। নফসের পবিত্রতা বিধান, পরিশুদ্ধিকরণের অর্থ খারাপ ও মন্দ প্রবণতা থেকে প্রবৃত্তিকে শুদ্ধ করা এবং তার মধ্যে ভাল গুণের উৎকর্ষ সাধন। আর এটাকে দমিত করার অর্থ নফসের খারাপ প্রবণতার বিকাশ করা ও ভাল প্রবণতাকে দমিত করা।

فَكَذَّبُوهُ	فَعَقَرُوهَا ۖ	فَدَمْدَمَ	عَلَيْهِمْ	رَبُّهُمْ	بِذَنْبِهِمْ
তাকে তারা কিন্তু মিথ্যা ভাবল	তা অতঃপর তারা হত্যা করল	ফলে ধ্বংস করে দিলেন	তাদেরকে	তাদের রব	তাদের গুনাহর কারণে

فَسَوّٰىهَا ۖ ⑭	وَ	لَا	يَخَافُ	عُقْبٰهَا ⑮
তাদেরকে অতঃপর (মাটি) সমান করে দিলেন	এবং	না	ভয় করেন তিনি	তার (কাজের) পরিণতির

১৪। কিন্তু সেই লোকেরা তার কথাকে মিথ্যা মনে করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের শাস্তিস্বরূপ তাদের খোদা তাদের উপর এমন বিপদ চাপিয়ে দিলেন যে, এক সংগে সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। ৪

১৫। আর (তাঁর এই কাজের) কোনরূপ খারাপ পরিণতির কোন ভয়ই তাঁর নেই।

৪। "সেই দুর্বৃত্ত ব্যক্তি যেহেতু জাতির অনুমতি বরং তাদের দাবী অনুযায়ী উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল- যেমন সূরা কমরের ২৯তম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- সে জন্য সমগ্র জাতির উপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরা আল-লাইল

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের সঙ্গে সূরা আশ্-শাম্স-এর অনেকখানি মিল রয়েছে। এ মিল এতখানি যে, মনে হয়, সূরা দু'টির একটি অপরটির তফসীর। মূল বক্তব্য একই, অভিন্ন। তবে সূরা আশ-শামস্-এ তা একভাবে বুঝানো হয়েছে, আর এ সূরায় তাই বুঝানো হয়েছে ভিন্নভাবে। এ কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, এ দু'টি সূরা প্রায় একই সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু

মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তার পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এর মূল বক্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত ঃ শুরু হতে ১১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তার প্রথম ভাগ। আর ১২ নম্বর আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত তার দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম ভাগে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে, মানব জাতির ব্যক্তি, জাতি ও দলসমূহ দুনিয়ায় যে শ্রম-মেহনত ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে, তা স্বীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধী, যেমন পরস্পর বিরোধী দিন ও রাত এবং পুরুষ জীব ও স্ত্রী জীব। এরপর কুরআনের সংক্ষিপ্ত সূরাসমূহের বর্ণনাভংগি অনুযায়ী এ চেষ্টা ও শ্রমের এক বিশাল সমষ্টি হতে এক ধরনের নৈতিক বিশেষত্ব সম্পন্ন তিনটি এবং অপর এক ধরনের নৈতিক বিশেষত্বসম্পন্ন তিনটি জিনিস নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কোন ধরনের বিশেষত্ব কোন ধরনের জীবন-পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে তা এ কথাগুলো শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পারে। কেননা, এক ধরনের নৈতিক বিশেষত্ব হতে যে এক ধরনের জীবন পদ্ধতি বুঝতে পারা যায় এবং তার বিপরীত ধরনের নৈতিক বিশেষত্ব যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক জীবন পদ্ধতি বুঝায় তাতো স্পষ্ট কথা। এ উভয় প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বের কথা ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ও সুবিন্যস্ত বাক্যে বলা হয়েছে। এ বাক্যগুলো এতই সুন্দর যে, এ শোনা মাত্রই শ্রোতার দিলে বসে যায় ও মুখস্ত হতে একটুও বিলম্ব লাগে না। প্রথম প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বসমূহ এই ঃ দান-সাদকা করা, খোদা-ভীতি ও পরহেযগারী অবলম্বন এবং ভালো ও কল্যাণকে ভালো ও কল্যাণ বলে মেনে নেয়া। অপর ধরনের বিশেষত্বগুলো এইঃ কার্পণ্য ও বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ-অসন্তোষ সম্পর্কে নির্ভীক বা বেপরোয়া হওয়া,ভালো কথাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করা। পরে বলা হয়েছে, এ দু'ধরনের কর্মপদ্ধতি সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী। অতএব তা ফলাফলের দৃষ্টিতে কখনই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। বরং সত্য কথা এই যে, এ বিশেষত্বসমূহ নিজস্ব দিক দিয়ে যতটা পরস্পর বিরোধী, তাদের ফলাফলও ঠিক অনুরূপভাবেই পরস্পর বিরোধী। প্রথম ধরনের কর্মনীতি যে ব্যক্তি বা দল ও সমাজ অবলম্বন করবে, আল্লাহতা'আলা তার জন্য জীবনের সুস্পষ্ট ও সোজা, ঋজু পথ সহজ বানিয়ে দেবেন। ফলে ভালো ও পুণ্যের কাজ করা তার পক্ষে সহজ এবং পাপ ও অন্যায় কাজ করা তার পক্ষে কঠিনতর বানিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধরনের কর্মনীতি যেই গ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বাঁকা ও দুষ্কর পথ সহজ করে দেবেন। ফলে পাপ তার জন্য সহজ এবং পূণ্য ও ভালো কাজ তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ কথাটিকে এক অতীব 'মর্মস্পর্শী ও তীরের ন্যায় কলিজায় আসন গ্রহণকারী' বাক্যে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ার এ

ধন-সম্পদ যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত- তা তার মালিকের সাথে কবরে তো যাবে না। তাহলে মৃত্যুর পর তা মালিকের কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় অংশেও অনুরূপ সংক্ষেপে তিনটি মৌল তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনবহিত করে ছেড়ে দেননি। জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে ঠিক কোন পথটি সুষ্ঠু ও ঋজু তা মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে-বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের ওপর গ্রহণ করেছেন। তিনি যে নিজের রসূল ও স্বীয় কিতাব পাঠিয়ে নিজের নেয়া এ দায়িত্ব পালন করেছেন, তা এখানে বলে দেয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়নি- প্রয়োজন ছিলও না কিছুই। কেননা রসূল (সঃ) এবং কুরআন হেদায়াতের এ দুটো ব্যবস্থা জনগণের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত ছিল। দ্বিতীয় মৌল তত্ত্ব বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাত-ইহকাল ও পরকাল উভয়ের নিরংকুশ মালিক এক আল্লাহই। দুনিয়া পেতে চাইলে তা তাঁরই নিকট পেতে হবে। আর পরকাল চাইলে তার দাতাও সেই আল্লাহই। এখন তুমি বান্দাহ তাঁর নিকট হতে কি চাইবে, তার ফয়সালার দায়িত্ব তোমার নিজের। তৃতীয়ত বলা হয়েছে, রসূল ও কিতাবের সাহায্যে যে কল্যাণ বিধান পেশ করা হচ্ছে তা যে হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে অমান্য ও অস্বীকার করবে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত হয়ে আছে। অপরদিকে আল্লাহভীরু ব্যক্তি পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থতার সঙ্গে নিজের আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্য নিজেরই ধন-মাল কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতি রাযি ও খুশী হবেন এবং তাঁর দান পেয়ে সে সন্তুষ্টচিত্ত হবে।

সূরা আল-লাইল
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ২১, মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। রাত্রির শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয়,

২। শপথ দিনের যখন তা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

৩। শপথ সেই সত্তার, যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন।

৪। আসলে তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরন ও প্রকারের।[১]

৫-৭। পরন্ত যে লোক (খোদার পথে) ধন-মাল দিল, (খোদার নাফরমানী হতে) আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দিব।[২]

৮-১০। আর যে কার্পণ্য করল (খোদার প্রতি) বিমুখ হল এবং কল্যাণ ও মংগলকে অমান্য করল তার জন্য আমি শক্ত দুষ্কর পথের সহজতা বিধান করবো।[৩]

১১। তার ধন-মাল তার কোন্ কাজে আসবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে?

১২। পথ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমাদের দায়িত্ব।

১৩। আর ইহকাল ও পরকালে সত্যিকার মালিক আমিই।

১৪। অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড সম্পর্কে।

১। অর্থাৎ রাত ও দিন, পুরুষ ও স্ত্রী যেমন পরস্পর ভিন্ন এবং এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন পরস্পর বিরোধী, অনুরূপভাবে মানুষ যেসব পথে ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যে নিজেদের চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করে সেগুলোও স্বরূপতার দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী।

২। অর্থাৎ সেই পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেব যে পথ মানুষের নিজস্ব প্রকৃতির অনুকূল।

৩। অর্থাৎ স্বভাব বিরুদ্ধ পথ চলা তার জন্য সহজ করে দেব।

لَا	يَصْلٰىهَآ	اِلَّا	الْاَشْقَى ۝١٥	الَّذِىْ	كَذَّبَ	وَ	تَوَلّٰى ۝١٦
না	এতে ভস্মীভূত হবে	এছাড়া	চরম পাপী	যে	মিথ্যারোপ করল	এবং	মুখ ফিরালো

وَ	سَيُجَنَّبُهَا	الْاَتْقَى ۝١٧	الَّذِىْ	يُؤْتِىْ	مَالَهٗ	يَتَزَكّٰى ۝١٨	وَ
এবং	এ থেকে দূরে রাখা হবে	পরম মুত্তাকীকে	যে	দান করে	তার মাল	আত্মশুদ্ধির জন্য	এবং

مَا	لِاَحَدٍ	عِنْدَهٗ	مِنْ	نِّعْمَةٍ	تُجْزٰٓى ۝١٩	اِلَّا	ابْتِغَآءَ
নাই	কারও	তার উপর	কোন	অনুগ্রহ (যার)	বদলা দিতে হবে	এছাড়া	সে অন্বেষণ করে

وَجْهِ	رَبِّهِ	الْاَعْلٰى ۝٢٠	وَ	لَسَوْفَ	يَرْضٰى ۝٢١
সন্তুষ্টি	তার রবের	সর্বশ্রেষ্ঠ	এবং	শীঘ্র অবশ্যই	তিনি সন্তুষ্ট হবেন (তার প্রতি)
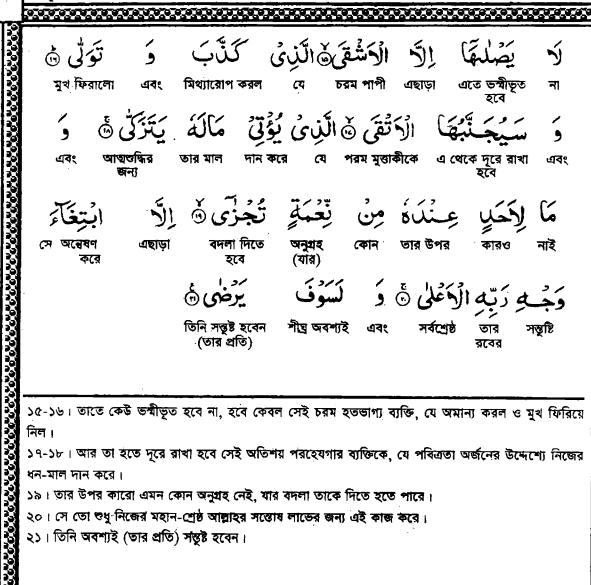
১৫-১৬। তাতে কেউ ভস্মীভূত হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি, যে অমান্য করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল।

১৭-১৮। আর তা হতে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে।

১৯। তার উপর কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই, যার বদলা তাকে দিতে হতে পারে।

২০। সে তো শুধু নিজের মহান-শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য এই কাজ করে।

২১। তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

সূরা আদ-দোহা

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ 'الضحى' কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার আলোচিত বিষয়বস্তু হতে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। হাদীসের বর্ণনা হতে জানতে পারা যায়, কিছুদিন পর্যন্ত অহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম (সঃ) বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে বার বার আশংকা জাগছিল, আমার দ্বারা এমন কোন অপরাধ তো হয়ে পড়েনি, যার দরুন আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন ও আমাকে পরিত্যাগ করতে পারেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় এ সূরাটি তাঁর প্রতি নাযিল হয়। এতে নবী করীম (সঃ)কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনরূপ অসন্তোষ নেই এবং অহী নাযিল হওয়াও এ কারণে বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং এ এক বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। দিনের আলোর পর রাতের নিঝুম অন্ধকারের প্রশান্তি ঘনীভূত করায় যে লক্ষ্য কার্যকর থাকে, এর পশ্চাতেও ঠিক তাই নিহিত রয়েছে। সোজা কথায় বলা যায়, অহীর তীব্র রশ্মি যদি আপনার উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে আপতিত হতে থাকতো এবং এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া না হতো তাহলে আপনার স্নায়ুমন্ডলীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়তো। এ কারণে মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। এই বিরতিকালে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন, এটাই উদ্দেশ্য। বস্তুত অহী নাযিল হওয়ার প্রাথমিককালে নবী করীমের (সঃ) স্নায়ুমন্ডলীর ওপর এক তীব্র ও দুঃসহ প্রভাব পড়তো। তখন পর্যন্তও অহীর তীব্র চাপ সহ্য করার অভ্যাস তাঁর হয়নি। এ কারণে এ ব্যাপারে মাঝে-মধ্যে অবকাশ ও বিরতি দেয়া অপরিহার্য ছিল। সূরা মুদ্দাস্সির-এর ভূমিকায় এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছি। পরে অবশ্য এ চাপ সহ্য করার মত শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল। সে জন্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর অহী নাযিল হওয়ার ব্যাপারে বিরতি দেয়ার তেমন কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি।

মূল বিষয়বস্তু

এই সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু হলো নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দান। অহী নাযিল হওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে নবী করীমের (সঃ) মনে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল তা দূর করাই এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরার শুরুতেই দিনের দীপ্তি ও রাতের প্রশান্তির শপথ করা হয়েছে এবং নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এই বলে যে, আপনার আল্লাহ আপনাকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্টও নন। অতঃপর নবী করীম (সঃ)কে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি যে সব দূরতিক্রম্য বাধা ও প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, এটা কোন স্থায়ী বা দীর্ঘদিনের ব্যাপার নয়। অল্পদিনের মধ্যেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। অবস্থা পরিবর্তন পর্যায়ে তাঁকে নীতিগতভাবে বলে দেয়া হয়েছে, আপনার পক্ষে প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উত্তম হবে এবং পরিবর্তন অব্যাহত ধারায় কার্যকর হতে থাকবে। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দান ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তা পেয়ে আপনি যার পর নেই তৃপ্ত ও গভীরভাবে সন্তুষ্ট হবেন। মূলত এটা কুরআন মজীদের অসংখ্য সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যতম। উত্তরকালে এ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে

পুরোপুরিভাবে। অথচ যে অবস্থায় এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পেশ করা হয়েছিল তখন এর বাস্তবতার কোন চিহ্ন দূরে ও নিকটে কোথাও পরিলক্ষিত হতো না। সেকালে মক্কানগরে যে অসহায় নিরবলম্ব ব্যক্তি সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে এত দূর সাফল্য লাভ কোন সময় সম্ভব হবে তখন তার কল্পনা করাও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সঃ)কে সম্বোধন করেছেন। বলেছেন ঃ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি, এমন ধারণা তোমার মনে কেন এলো? আর আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি এ ধারণা মনে করে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেই বা কেন? আমি তো তোমার জন্মদিন হতেই তোমার প্রতি ক্রমাগত ও অব্যাহত ধারায় অনুগ্রহ বর্ষণ করে আসছি। তুমি জন্মগত ইয়াতীম ছিলে। তখন তোমার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে, আমিই তোমাকে পথ দেখিয়েছি। তুমি দরিদ্র ছিলে, আমিই তোমাকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছি। এসব কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তুমি শুরু হতেই আমার লক্ষ্য ও দৃষ্টির আওতাভুক্ত ছিলে। আমাদের দয়া ও অনুগ্রহ তোমার প্রতি স্থায়ীভাবে বর্ষিত হচ্ছিলো। এখানে সূরা ত্বা-হা'র ৩৭-৪২ নম্বর আয়াত সম্মুখে রাখা আবশ্যক। হযরত মূসাকে (আঃ) ফিরাউনের মত অত্যাচারী দুর্ধর্ষ শাসকের সঙ্গে বুঝা-পড়া করার উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় তাঁর মানসিক উদ্বেগ দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতা'আলা তাঁকে বলেছিলেন ঃ তোমর জন্ম মুহূর্ত হতেই তোমার প্রতি আমার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছিল। অতএব এ ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী ও নিঃসংগ হবে না, আমার অনুগ্রহ তোমার প্রতি থাকবে- এ ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পার।

সূরার শেষ ভাগে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সঃ)কে বলেছেন, তোমার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ দান করেছি, তার প্রত্যুত্তর স্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তোমার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং আমার নিয়ামত সমূহের শোকর তোমাকে কিভাবে আদায় করতে হবে, তা তুমি ভালোভাবে বুঝে নাও এবং স্মৃতিপটে অংকিত করে রাখ।
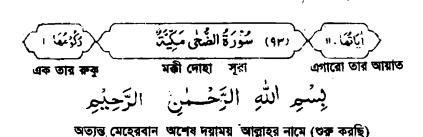
وَ الضُّحٰى ۙ وَ الَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ۙ

নারাজ হয়েছেন | না | আর | তোমার রব | তোমাকে ত্যাগ করেছেন | না | অন্ধকারাচ্ছন্ন | যখন | রাতের | শপথ | উজ্জ্বল দিনের | শপথ

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۙ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ

তোমাকে দান করবেন | শীঘ্রই অবশ্য | এবং | পূর্ববর্তী | অপেক্ষা (সময়) | তোমার জন্য | উত্তম | পরবর্তী (সময়) নিশ্চয় | এবং

رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۙ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۙ

অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন | ইয়াতীম রূপে | তোমাকে তিনি পান নাই কি | তুমি ফলে খুশী হবে | তোমার রব

সূরা আদ্-দোহা
(মক্কায় অবতীর্ণ)
মোট আয়াত ঃ ১১,মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২ শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং শপথ রাত্রির যখন তা প্রশান্তির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
৩. (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কক্ষণই ত্যাগ করেন নি, না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।
৪. নিঃসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় অতীব উত্তম ও কল্যাণময়।
৫. আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দিবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পান নি এবং পরে আশ্রয় দান করেন নি?

وَ	وَجَدَكَ	ضَآلًّا	فَهَدٰى ﴿٧﴾	وَ	وَجَدَكَ	عَآئِلًا	فَاَغْنٰى ﴿٨﴾
এবং	তোমাকে তিনি পেয়েছিলেন	পথ অনবহিত (রূপে)	তিনি অতঃপর পথ দেখিয়েছেন	এবং	তোমাকে পেয়ে ছিলেন	নিঃস্ব দরিদ্র	অতঃপর স্বচ্ছল বানিয়েছেন

فَاَمَّا	الْيَتِيْمَ	فَلَا	تَقْهَرْ ﴿٩﴾	وَاَمَّا	السَّآئِلَ	فَلَا	تَنْهَرْ ﴿١٠﴾	وَ	اَمَّا
তাই ক্ষেত্রে	ইয়াতীমের	তাই না	কঠোর হয়ো	আর ক্ষেত্রে	প্রার্থীর	তাই না	তিরস্কার করো	আর	প্রসঙ্গ

بِنِعْمَةِ	رَبِّكَ	فَحَدِّثْ ﴿١١﴾
নিয়ামতের	তোমার রবের	অতঃপর প্রকাশ কর

৭. এবং তোমাকে পথ-অনভিজ্ঞরূপে পেয়েছেন, পরে হেদায়াত দান করেছেন।

৮. আর তোমাকে নিঃস্ব-দরিদ্র পেয়েছেন, পরে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছেন।

৯. অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবে না,

১০. এবং প্রার্থীকে ধিক্কার-তিরস্কার করবে না।

১১. আর তোমার রবের নি'আমতকে প্রকাশ করতে থাক।

সূরা আল-ইনশিরাহ্

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যাংশকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য সূরা আদ দোহার মতই মনে হয়, এ দু'টো সূরা প্রায় একই সময়ে ও একই ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে সূরা আদ দোহার পর নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দানই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নবুয়্যত লাভের পর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ শুরু করার ফলে নবী করীম (সঃ) যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার পূর্বে তিনি কক্ষণই অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হননি। এই ব্যাপারটা স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) জীবনে এক বিরাট বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছিল। নবুয়্যত লাভের পূর্বে তিনি নিজেই এরূপ অবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখতেন না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করতেই সমগ্র সমাজ ও জাতিই যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। অথচ এ সমাজ ও জাতিই তাঁকে বড় সম্মান, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, গোত্রের লোক ও পাড়া-প্রতিবেশী তাঁকে যারপর নেই স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করতো, তারাই তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলো। তখন মক্কা শহরে তাঁর কথা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিলো না। পথ চলাকালে লোকেরা তাঁকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ

করতো। প্রতি পদে পদে তাঁর সম্মুখে নানাবিধ অসুবিধা, সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করতে লাগলো। যদিও ক্রমশ তিনি এই সব অবস্থা-বরং এ হতেও অনেক গুণ বেশী দুঃখ-কষ্ট ও কঠিনতা ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তার পক্ষে এসব খুবই মর্মন্তুদ ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক ছিল। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য প্রথমে সূরা আদ দোহা নাযিল করা হয় এবং পরে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সঃ)কে সর্বপ্রথম বলেছেন ঃ আমি আপনাকে তিনটা বড় বড় নি'আমত দান করেছি। এ নি'আমতসমূহ বর্তমান থাকতে আপনি নিরুৎসাহ ও ভারাক্রান্ত হৃদয় হবেন, তার কোনই কারণ থাকতে পারে না। একটা হলো 'শরহে সাদর'-এর নি'আমত। দ্বিতীয়, নবুয়্যতের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা আপনার মেরুদন্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা আপনার ওপর হতে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো তার উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখ-এর নি'আমত। এ এমন একটা নি'আমত যা আপনার তুলনায় অধিক তো দূরের কথা, আপনার সমানও কোন লোককে কোন দিন দেয়া হয়নি।

এ তিনটি নি'আমতের সঠিক তাৎপর্য কি এবং এগুলো কত বড় নি'আমত তা পরে আমরা বিশ্লেষণ করছি অতঃপর বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ ও রসূল (সঃ)কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন, বর্তমানের এ কঠিনতাপূর্ণ ও দুষ্কর সময় খুব বেশী দীর্ঘ হবে না। এ সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা ও প্রশস্ততার ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। সূরা দোহায়ও এ কথা বলা হয়েছে এইভাবে ঃ আপনার পক্ষে প্রত্যেক পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় অনেক উত্তম ও কল্যাণময় হবে এবং অতি শীঘ্রই আপনার আল্লাহ আপনাকে এত দেবেন যে, আপনার দিল সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ)কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের এ কঠিনতা ও কঠোরতা, সমস্যা ও সংকটের মুকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে একটি জিনিস হতেই আসবে। আর তা হলো আপনি যখনই আপনার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে অবসর পাবেন, তখন আপনি ইবাদত-বন্দেগীর শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হবেন। আর সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে আপনার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকবেন। সূরা মুযযাম্মিলেও ঠিক এ হেদায়াতই তাঁকে দেয়া হয়েছে ১-৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত।

সূরা আল-ইনশিরাহ্

(মক্কায় অবতীর্ণ)

মোট আয়াত ঃ ৮ , মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। (হে নবী!) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেই নি?[১]
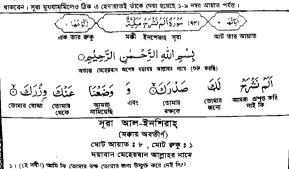
২ এবং তোমার উপর হতে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি

اَلَّذِيْٓ	اَنْقَضَ	ظَهْرَكَ ۙ	وَ	رَفَعْنَا	لَكَ	ذِكْرَكَ ۝
যা	ভেঙে দিচ্ছিলো	তোমার পিঠ	এবং	আমরা সুউচ্চ করছি	তোমার জন্যে	তোমার উল্লেখ

فَاِنَّ	مَعَ	الْعُسْرِ	يُسْرًا ۙ	اِنَّ	مَعَ	الْعُسْرِ	يُسْرًا ۝
অতএব নিশ্চয়	সাথে	কষ্টের	স্বস্তি (আছে)	নিশ্চয়	সাথে	কষ্টের	স্বস্তি (আছে)

فَاِذَا	فَرَغْتَ	فَانْصَبْ ۙ	وَ	اِلٰى	رَبِّكَ	فَارْغَبْ ۝
অতএব যখন	তুমি অবসর হও	তুমি তখন ইবাদত কর	এবং	প্রতি	তোমার রবের	তখন মনোনিবেশ কর

৩। যা তোমার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল।২

৪। আর তোমারই জন্য তোমার উল্লেখ-ধ্বনি সুউচ্চ করে দিয়েছি।

৫। প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সংগে সংগে প্রশস্ততাও রয়েছে।

৬। নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সংগে আছে প্রশস্ততাও।৩

৭। অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করবে,

৮। এবং তোমার রবের প্রতিই গভীর মনোযোগে আকৃষ্ট হবে।৪

১। বক্ষ উন্মুক্ত করার কথা কুরআন মজীদে যে কয়টি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তা একত্রে মিলিয়ে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, এর দুটি অর্থ হতে পারে ঃ এক, সব রকমের মানসিক উৎকণ্ঠা ও দ্বিধা-সংকোচ মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততাসহকারে স্থির প্রত্যয় পোষণ করা যে, ইসলামের পথই মাত্র সত্য-সঠিক। দুই, উদ্যম ও সাহসিকতা, মানসিক দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, লক্ষ্য ও আকাংখা উন্নত হওয়া, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কোন অভিযান বা কঠিন থেকে কঠিনতর কোন কার্যক্রমে রত হতে দ্বিধা-সংকোচ না করা এবং নবুয়াতের বিরাট মহান দায়িত্বভার গ্রহণের সাহস ও উদ্যম তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া।

২। অর্থাৎ নিজ জাতির মূর্খতাসূচক ও অজ্ঞতামূলক আচরণ প্রতিনিয়ত দেখে দেখে তাঁর অনুভূতিশীল মন-মানসিকতার উপর দুঃখ-বেদনার এবং চিন্তা-উদ্বেগের যে ভারি বোঝা চেপে বসেছিল, তিনি নিদারুণ মর্মপীড়া অনুভব করতেন, কিন্তু এই বিকৃতির প্রতিবিধানের কোন উপায় ও পন্থা তিনি দেখতে পেতেন না। এই চিন্তায় বোঝা তাঁর কোমর চূর্ণ করে দিচ্ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করে এই দুর্বহ বোঝা থেকে তাঁকে মুক্ত করেন, তাঁর মনের উপর চেপে বসা সমস্ত ভারকে লাঘব করেন ; তিনি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হন যে, ইসলামের সাহায্যে তিনি মাত্র আরবকে নয় বরং সমগ্র মানব জাতিকে সেই সমস্ত ভ্রষ্টতা ও কু-আচার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন যার জটিল জালে আরবের বাইরেও সমসাময়িক সমস্ত দুনিয়া আবদ্ধ ছিল।

৩। এই কথাটির দু'বার পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে-রসূল করীমকে (সঃ) পূর্ণ মাত্রায় আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করা যে, এ সময় তিনি যে কঠিন ও সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছেন তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বরং এর অবসানে অতি সত্বর ভাল দিন ও কল্যাণময় অবস্থার উদ্ভব ঘটবে।

৪। অর্থাৎ যখন কোন ব্যস্ততা ও লিপ্ততা থাকবে না, তখন এই অবসর সময়কে ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট স্বীকারে ও আধ্যাত্ম সাধনায় অতিবাহিত কর এবং অন্য সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে-অন্য সব ঝামেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র স্বীয় খোদার দিকে অন্তর ও মন একান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ও নিবদ্ধ রাখ।

সূরা আত-ত্বীন

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ التين কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কাতাদাহ্ বলেন, এই সূরাটি মাদানী। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে দু'টো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটা কথা অনুযায়ী এটা মক্কায় অবতীর্ণ এবং অপরটা অনুযায়ী এটা মদীনায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। وهذا البلد الامين এটা মক্কী সূরা হওয়ার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ হলো এতে মক্কাশরীফ সম্পর্কে এই শান্তির শহর শব্দ ক'টি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যদি মদীনায় অবতীর্ণ হয়ে থাকতো, তাহলে মক্কা শহরকে এই শহর বলে নিশ্চয় অভিহিত করা হতো না। এছাড়া সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু চিন্তা করলেও স্পষ্ট মনে হয় এটা মক্কা শরীফে নবুয়্যাতের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। কেননা, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় কুফর ও ইসলামের মাঝে দুটো শক্তি হিসেবে কোন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এমন কোন চিহ্ন বা ইংগিতই সূরাটিতে পাওয়া যায় না। অথচ মাদানী পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের এ একটা বিশেষ লক্ষণ। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে বাচনভংগী- সংক্ষিপ্ত আয়াত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা-ধারা তা এতে পুরোপুরি বর্তমান। পরকালের শুভ কর্মফল ও শাস্তি অপরিহার্য এবং অতীব যুক্তিসংগত-এ কথাই এতে বুঝানো হয়েছে। ভালো কাজের ভালো ফল ও মন্দ কাজের শাস্তি প্রমাণ করাই এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য। এ কথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহামান্য নবী-রসূলগণের অভ্যুদয়ের স্থানসমূহের নামে শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহতা'আলা মানুষকে অতীব উত্তম আকার-আকৃতি ও দেহ সংগঠন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্য কথাটি বিভিন্নভাবে ও ভংগিতে বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বানিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাদের সিজদাবনত হবার নির্দেশ দিয়াছেন (বাকারা ৩-৩৪, আন'আম-১৬৫, আ'রাফ ১১, হিজর ২৮-২৯, নমল ৬২, সা'আদ ৭১-৭৩ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য)। কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষ সেই আল্লাহর দেয়া আমানতের ধারক হয়েছে, যা বহন করার শক্তি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী, পর্বতমালা কোন কিছুরই ছিল না। (আহ্যাব-৭২ নম্বর আয়াত)। একস্থানে বলা হয়েছেঃ আমি বনী আদমকে সম্মান-মর্যাদা দিয়েছি এবং অসংখ্য সৃষ্টির ওপর তাকে বিশিষ্টতা দান করেছি (বনী ঈসরাইল-৭০)। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে নবী রসূলগণের আত্মপ্রকাশ স্থানের শপথ করে বলা হয়েছে, মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, মানব জাতিকে এত উত্তম কাঠামো ও সুউচ্চমান দান করা হয়েছে যে, নবুয়্যাতের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদার ধারক লোক তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছেন। আর এর এতই উচ্চ মর্যাদা যে, আল্লাহর অপর কোন সৃষ্টিই এ মর্যাদার অধিকারী হয়নি।

মূল বিষয়বস্তু

এরপর বলা হয়েছে, মানুষ দু'প্রকারের। এক প্রকারের মানুষ হলো, যারা অতি উত্তম মান ও কাঠামোয় সৃষ্ট হওয়ার পর খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধঃপতনের দিকে যেতে যেতে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যার নীচে অন্য কোন সৃষ্টি যেতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে এর পতন হতে রক্ষা পেয়ে যায় এবং উত্তম

মান ও কাঠামোয় সৃষ্টি হওয়ার অনিবার্য দাবীস্বরূপ উচ্চতম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এ দু' প্রকারের লোকের বর্তমান থাকা এক অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা। মানব সমাজে সর্বত্র ও সকল সময়ই এ বাস্তবতার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে। কোন সময়ই এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সূরার শেষ ভাগে উপরোক্ত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, মানুষের মাঝে যখন এই দুই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ও পরস্পর হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্বভাবের মানুষ বর্তমান দেখা যায়, তখন কর্মফলকে অস্বীকার করা যেতে পারে কিভাবে! অধঃপতনে পতিত লোকদেরকে কোন শাস্তি এবং উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকা লোকদেরকে কোন শুভ প্রতিফল যদি নাই দেয়া হয়, উভয় প্রকারের মানুষের পরিণাম যদি এক ও অভিন্ন হয়, তা হলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর এ জগতে ইনসাফ ও সুবিচার বলতে কোন জিনিস নেই। অথচ মানব প্রকৃতি ও মানুষের সাধারণ বিবেক অনিবার্যভাবে দাবী করে যে, বিচারক মাত্রই সুবিচার করা উচিত। তা হলে আল্লাহ-যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক-ইনসাফ ও সুবিচার করবেন না, এটা কি করে ধারণা করা যেতে পারে!
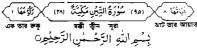
وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

শপথ আনজিরের এবং যয়তুনের ও তুর পর্বতের সিনাই ও এই শহরের নিরাপদ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

নিশ্চয় আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে মধ্যে অতি উত্তম কাঠামোর

সূরা আত্-ত্বীন

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৮, মোট রুকূ ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২। শপথ আঞ্জীর ও যয়তুনের[১] এবং সিনাই প্রান্তবর্তী তুর পর্বতের

৩। এবং এই শান্তিপূর্ণ শহর (মক্কা)-এর শপথ।

৪। আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।

১। অর্থাৎ যে অঞ্চলে এই সব ফল উৎপন্ন হয় (সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন) যেখানে নবীগণ অধিক সংখ্যায় পয়দা হয়েছেন।

ثُمَّ	رَدَدْنٰهُ	اَسْفَلَ	سٰفِلِيْنَ ۝٥	اِلَّا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَ	عَمِلُوا
এরপরে	তাকে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি	অতি নীচে	সব নীচুর	(তবে) ব্যাতিক্রম	(তাদের) যারা	ঈমান এনেছে	এবং	আমল করেছে

الصّٰلِحٰتِ	فَلَهُمْ	اَجْرٌ	غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦	فَمَا	يُكَذِّبُكَ	بَعْدُ
নেকীর	তাদের জন্য	প্রতিফল (রয়েছে)	নিরবিচ্ছিন্ন	অতঃপর কে	তোমাকে মিথ্যারোপ করতে পারে	এরপরে

بِالدِّيْنِ ۝٧	اَلَيْسَ	اللّٰهُ	بِاَحْكَمِ	الْحٰكِمِيْنَ ۝٨
বিচার দিনের ব্যাপারে	নন কি	আল্লাহ	বড় বিচারক	সব বিচারকের

৫। পরে আমরা তাকে উল্টা ফিরিয়ে সর্বনিম্নে পৌছে দিয়েছি।

৬। সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করতে থেকেছে। তাদের জন্য অশেষ শুভ প্রতিফল রয়েছে।

৭। অতএব (হে নবী!) এরূপ অবস্থায় শুভ প্রতিফল ও শাস্তির ব্যাপারে তোমাকে কে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে?

৮। আল্লাহ কি সব বিচারকের তুলনায় অধিক বড় বিচারক নন? ২

২। অর্থাৎ যখন তোমরা পৃথিবীর ছোট ছোট হাকীমদের কাছ থেকে এই আশা কর যে, তারা ইনসাফ করুক, অপরাধীদের শাস্তি দান করুক এবং ভাল ও সৎকার্যকারীদের তাদের কাজের প্রতিদান ও পুরস্কার দান করুক, তখন খোদার সম্পর্কে তোমরা কি ধারণা পোষণ কর? তোমরা কি মনে কর যে, সেই সব হাকীমদেরও হাকীম কোন বিচার করবেন না? তোমরা তাঁর কাছে থেকে এই আশা কর যে, তিনি ভাল ও মন্দকে একইরূপ করে দেবেন? ভাল ও মন্দের সাথে একইরূপ ব্যবহার করবেন? তাঁর জগতে দুষ্কর্মকারী ও সৎকর্মশীল উভয়েই মৃত্যুতে একইভাবে মৃত্তিকাতে পরিণত হবে? এবং কারুরই না দুষ্কর্মের শাস্তি মিলবে আর না সৎ কর্মের পুরস্কার?

সূরা আল-আলাক

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত শব্দ علق কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির দুটো অংশ। একাংশ শুরু হতে পঞ্চম আয়াত مالم يعلم পর্যন্ত শেষ হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশ كلا ان الانسان ليطغى হতে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশ সম্পর্কে তাফসীর বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই ঐক্যবদ্ধভাবে এ মত পোষণ করেন যে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ এটাই হলো সর্বপ্রথম অহী। ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বহু সনদসূত্রে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, এ পর্যায়ে তা-ই সর্বাধিক সহীহ ও নির্ভুল হাদীস। হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজে স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) মুখে শুনে 'অহীর সূচনা সম্পর্কে পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ),আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এবং বিপুলসংখ্যক সাহাবী হতেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। এ সকল সূত্র হতেই অতীব নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায় যে, নবী করীমের (সঃ) প্রতি সর্বপ্রথম এই পাঁচটি আয়াতই নাযিল হয়েছিল।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। নবী করীম (সঃ) যখন হারাম শরীফের মধ্যে নামায পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আবু জেহেল ধমক দিয়ে এ কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময়ই এর দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দীসগণ নিজ নিজ সনদসূত্রে ইমাম যুহরী হতে তিনি উরওআহ ইব্‌নে যুবাইর হতে এবং তিনি তাঁর খালা হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে প্রথম অহী নাযিল হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন নবী করীমের (সঃ) প্রতি অহী নাযিল হওয়ার সূচনা হয়েছিল সত্য (কোন কোন বর্ণনা মতে ভালো ভালো) স্বপ্নরূপে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের উজ্জ্বল আলোকে দেখার মতই (বাস্তব) হতো। পরে তিনি একাকী ও নিঃসঙ্গ থাকা পছন্দ করতেন ও তাতে অভ্যস্ত হতে লাগলেন এবং একাধারে কয়েক রাত ও দিন হেরা গুহায় থেকে ইবাদত করতে লাগলেন। হযরত আয়িশার (রাঃ) এই কথা বুঝাবার জন্য تحنث শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহরী এর অর্থ করেছেন। تعبد সম্ভবত এটা এমন এক প্রকার ইবাদতের নাম যা তখন নবী করীম (সঃ) করতেন। কেননা তখন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তাঁকে ইবাদতের কোন বিশেষ পদ্ধতি বলে দেয়া হয়নি। এ সময় তিনি খাদ্য ও পানীয় ঘর হতে সংগে করে নিয়ে যেতেন ও তথায় কতিপয় দিন অতিবাহিত করতেন। পরে হযরত খাদীজা (রাঃ)'র নিকট ফিরে আসতেন। তখন তিনি আরো কয়েক দিনের জরুরী সামগ্রী সংগ্রহ করে নিতেন। একদিন হেরা গুহায় থাকাকালে সহসা তাঁর প্রতি অহী নাযিল হলো। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললো, পড়। এরপর হযরত আয়িশা (রাঃ) স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন আমি বললাম, আমি পড়তে শিখিনি। এটা শুনে ফেরেশতা আমাকে ধরে চাপ দিল- চাপে আমার সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেল। পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং বললো পড়। আমি বললামঃ আমি তো পড়তে পারি না। সে আবার আমাকে চাপলো। আমার সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেল। পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং বললো اقرأ باسم ربك الذى خلق (ইক্‌রা বিসমে রাব্বিকাল্লাযি খালাক) পড় তোমার সেই খোদার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং مالم يعلم 'যা সে জানে না' পর্যন্ত পৌছলো। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন অতঃপর নবী করীম (সঃ) ভীত-কম্পিত অবস্থায় সে স্থান হতে ফিরে এলেন। হযরত খাদীজার (রাঃ) নিকট পৌছে বললেন আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। - আমাকে

কম্বল জড়াও। তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেয়া হলো। পরে যখন তাঁর ভীত-কম্পিত অবস্থা শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, 'হে খাদীজা! এ আমার কি হয়ে গেল।' অতপর সমস্ত ঘটনার বিবরণ তাঁকে শুনালেন এবং বললেন 'আমার নিজের জীবনের ভয় হয়ে গেছে'। হযরত খাদীজা (রাঃ) বললেন কক্ষণই না; আপনি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর শপথ, আপনাকে আল্লাহ কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন (একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত উদ্ধৃত হয়েছে আমানতসমূহ যথাযথ ফিরিয়ে দেন)। অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, দরিদ্র লোকদেরকে নিজে উপার্জন করে দান করেন। আতিথ্য রক্ষা করেন ও ভালো কাজে সাহায্য-সহায়তা করেন। পরে তিনি নবী করীম (সঃ)কে সংগে নিয়ে আরাকা ইব্‌নে নওফলের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ও হিব্রু ভাষায় ইন্‌জীল লিখতেন। এ সময় তিনি খুব বেশী বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ ভাইজান! আপনার ভাইপোর ঘটনার বিবরণ শুনুন। আরাকা নবী করীম (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন 'ভাইপো! তুমি কি দেখতে পেয়েছ'? নবী করীম (সঃ) যা কিছু দেখতে পেয়েছিলেন, তা বললেন। আরাকা বললেন এ তো নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা'র (আঃ) প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়, আমি আপনার নব্যুয়তকালে যদি যুবক বয়সের হতাম! হায়, আপনার জাতির লোকেরা যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম! রসূলে করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকেরা কি আমাকে বের করে দেবে? আরাকা বললো হ্যা, আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কেউ নিয়ে আসবে, অথচ তার সঙ্গে শত্রুতা করা হবে না, এমন তো কখনও হয়নি। আপনার সেইকালে আমি যদি জীবিত থাকি তা হলে আমি বলিষ্ঠভাবে আপনার সাহায্য করবো। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই আরাকা'র ইন্তেকাল হয়ে যায়।

এ বিবরণ অকাট্য ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, ফেরেশতার আগমনের এক মুহূর্তকাল পূর্বে নবী করীম (সঃ) জানতেন না, তাঁর চিন্তা ও কল্পনায়ও কখনো এ কথা আসেনি যে, তাঁকে নবীরূপে বরণ করা হয়েছে। নব্যুয়ত প্রার্থী হওয়া কিংবা তার আশা মনে পোষণ করা তো দূরের কথা। এ ধরনের একটা ঘটনা তাঁকে নিয়ে সংঘটিত হবে বা হতে পারে তার আভাসও তাঁর মনে কখনো জাগেনি। তাঁর সামনে ফেরেশতার আগমন ও অহী নাযিল হওয়ার ব্যাপারটা একটা আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনামাত্র। এ কারণে এ ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর তাই দেখা দিয়েছে যা এক বে-খবর লোকের ওপর এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে অতি স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে। আর এ জন্যই ইসলামের দাওয়াত পেশ করার কাজ শুরু করলে মক্কার লোকেরা নবী করীমের (সঃ) ওপর নানাবিধ প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে, কিন্তু কেউ এ কথা বলেনি যে, হ্যাঁ, আপনি যে কিছু একটা হওয়ার দাবী করবেন তা আগেই আমাদের জানা ছিল। কেননা আপনি তো অনেকদিন হতে নবী হওয়ার চেষ্টা-প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন।

এ কাহিনী হতে অকাট্যভাবে আরো একটা কথা জানা যায়, নবুয়্যতের পূর্বে নবী করীমের (সঃ) জীবন ছিল অতীব পবিত্র এবং তাঁর চরিত্র ছিল অতীব উন্নত। হযরত খাদীজা (রাঃ) কোন অল্প বয়স্কা অবুঝ মহিলা ছিলেন না। এ ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সঃ) জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্বামীর কোন দুর্বলতা থাকলে তা অন্তত স্ত্রীর নিকট গোপন থাকতে পারে না। তিনি এ দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে নবী করীম (সঃ)কে অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পেয়েছিলেন। হেরা গুহায় সংঘটিত ঘটনা যখন তিনি শুনতে পেলেন তখনই তিনি নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ফেরেশতাই তাঁর নিকট অহী নিয়ে এসেছিলেন। আরাকা বিন্ নওফলের কথাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি মক্কারই একজন বয়বৃদ্ধ লোক। বাল্যকাল হতেই নবী করীমকে (সঃ) চোখের সামনে দেখে এসেছেন। পনের বছরের নিকটাত্মীয়তার কারণে তাঁর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আরো নিকট হতে জানবার ও গভীরভাবে বুঝবার কারণ বর্তমান ছিল। তিনিও ঘটনার বিবরণ শুনে তাকে কোনরূপ ধোঁকাবাজি বা প্রতারণামূলক ব্যাপার মনে করলেন না। বরং সংগে সংগেই উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন এতো হযরত মূসার (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁর দৃষ্টিতেও নবী করীম (সঃ) অতীব উচ্চ মর্যাদারসম্ভ্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। নবুয়্যতের মহান পদে তাঁর অভিষিক্ত

হওয়াটা তাঁর নিকট মোটেই আশ্চর্যের বা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হয়নি।

দ্বিতীয় অংশের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য

এ সূরার দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয়েছে তখন, যখন নবী করীম (সঃ) হারাম শরীফের অভ্যন্তরে পুরোপুরি ইসলামী পদ্ধতিতে নামায শুরু করেছিলেন এবং আবু জেহেল তাঁকে ভয় দেখিয়ে ও ধমক দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করছিল। স্পষ্ট মনে হয়, নবুয়্যত লাভ করার পরই এবং প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার পূর্বে নবী করীম (সঃ) হারাম শরীফের মধ্যে আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর এই জিনিস দেখেই কুরাইশরা সর্বপ্রথম অনুভব করতে পারে যে, নবী করীম (সঃ) কোন নতুন ধর্মমতের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা তো রসূলের (সঃ) এ কাজকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখছিল, কিন্তু এতে আবু জেহেলের জাহেলী আত্মসম্মানে যেন ঘা লাগলো এবং সে তাঁকে এই বলে ধমকাতে লাগলো যে, হারামের মধ্যে এই পদ্ধতিতে ইবাদত করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এ পর্যায়ে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আবু জেহেলের এ ধরনের জাহেলী কার্যক্রমের উল্লেখ হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আবু জেহেল কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করলো, মুহাম্মদ (সঃ) কি তোমাদের সামনে মাটির উপর কপাল রাখে? লোকেরা বললো হ্যাঁ। সে বললো 'লাত ও উজ্জা'র শপথ' আমি যদি তাঁকে এভাবে নামায পড়তে দেখতে পাই, তাহলে তাঁর গর্দানের ওপর পা রাখবো এবং তাঁর মুখ মাটির সাথে ঘষে দেব'। একবার আবু জেহেল তাঁকে নামায পড়তে দেখতে পেলো। আবু জেহেল তাঁর গর্দানের ওপর পা রাখবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো, কিন্তু সহসাই লোকেরা দেখতে পেলো যে, সে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং কোন জিনিস হতে নিজের মুখ রক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। তার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো তাঁর (হযরত মুহাম্মদের) ও আমার মাঝে একটা অগ্নি গহ্বর ও একটা ভয়াবহ জিনিস ছিল। আর কিছু পক্ষ ছিল। রসূলে করীম (সঃ) বললেনঃ ও যদি আমার নিকটে আসতো, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতো (আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জরীর, আবু হাতিম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নঈম ইসফাহানী, বায়হাকী)।

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আবু জেহেল বললোঃ আমি যদি মুহাম্মদ (সঃ)কে কাবার নিকটে নামায পড়তে দেখতে পাই, তাহলে তাঁর গর্দান পায়ের তলায় চেপে ধরবো। এ সংবাদ নবী করীমের (সঃ) শ্রুতিগোচর হয়। তখন তিনি বলেনঃ ও যদি এ রকম কিছু করে, তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যভাবে ওকে ধরবে (বুখারী , তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌নে জরীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া)।

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে আরো একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন। আবু জেহেল সেখানে উপস্থিত হলো, বললো হে মুহাম্মদ (সঃ) আমি কি তোমাকে এটা করতে নিষেধ করিনি? এরপর সে তাঁকে ধমক দিতে শুরু করে। উত্তরে নবী করীম (সঃ) তাকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিলেন। তখন সে বললে হে মুহাম্মদ! তুমি কিসের বলে আমাকে ভয় দেখাও? আল্লাহর শপথ এ উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেশী (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জরীর, ইব্‌নে আবু শাইবা, ইব্‌নুল মুনযির, তাবরানী, ইবনে মারদুইয়া)।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল-আলাকের দ্বিতীয় অংশ নাযিল হয়। এটা كلا ان الانسان ليطغى হতে শুরু হয়েছে। পরে নাযিল হওয়া এই অংশ প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন। কেননা প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এই নামাযের মাধ্যমে। কাফেরদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এই নামাযের কারণেই শুরু হয়েছিল।

এক তার রুকু — মক্কী আলাক সূরা — উনিশ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢

(হে নবী) পড় — নামে — তোমার রবের — যিনি — সৃষ্টি করেছেন — সৃষ্টি করেছেন — মানুষকে — থেকে — জমাট রক্তপিন্ড

اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ

পড় — আর — তোমার রব — বড়ই অনুগ্রহশীল — যিনি — শিখিয়েছেন — কলম দিয়ে — শিখিয়েছেন — মানুষকে (এমন জ্ঞান)

مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

যা — না — সেজানতো

সূরা আল আলাক

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১৯,মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. পড়, (হে নবী!) তোমার রবের নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন।
২. জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
৩. পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।
৪. যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।
৫. মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না[১]।

১। এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াতসমূহ।

كَلَّآ	إِنَّ	الْإِنسَانَ	لَيَطْغَىٰٓ ⑥	أَن	رَّاٰهُ	اسْتَغْنَىٰ ⑦	إِنَّ	إِلَىٰ
কক্ষণও নয়	নিশ্চয়	মানুষ	সীমা লংঘন করে অবশ্যই	(এ কারণে) যে	তাকে সে দেখে	অভাবমুক্ত	নিশ্চয়	দিকে

رَبِّكَ	الرُّجْعَىٰ ⑧	أَرَءَيْتَ	الَّذِي	يَنْهَىٰ ⑨	عَبْدًا	إِذَا	صَلَّىٰ ⑩
তোমার রবের	প্রত্যাবর্তন হবে	তুমি দেখেছ কি	(তাকে) যে	নিষেধ করে	এক বান্দাকে	যখন	সে নামায পড়ে

أَرَءَيْتَ	إِن	كَانَ	عَلَى	الْهُدَىٰٓ ⑪	أَوْ	أَمَرَ	بِالتَّقْوَىٰ ⑫	أَرَءَيْتَ
তুমি (ভেবে) দেখেছ কি	যদি	সে হয়	উপর	সঠিক পথের	অথবা	নির্দেশ দেয়	তাকওয়ার	তুমি (ভেবে) দেখেছ কি

إِن	كَذَّبَ	وَ	تَوَلَّىٰ ⑬	أَلَمْ يَعْلَم	بِأَنَّ	اللَّهَ	يَرَىٰ ⑭	كَلَّا	لَئِن
যদি	সে অমান্য করে	ও	মুখ ফিরায় (কি পরিণাম হবে)	সে জানে নাকি	যে	আল্লাহ	দেখছেন (সব কিছু)	কক্ষণই নয়	অবশ্যই যদি

لَّمْ	يَنتَهِ	لَنَسْفَعًا	بِالنَّاصِيَةِ ⑮
না	সে বিরত হয়	আমরা অবশ্যই ধরে টানবো	সামনের কেশগুচ্ছ

৬-৭. কক্ষণও নয়২। মানুষ সীমা লংঘন করে এই কারণে যে, সে নিজেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ দেখতে পায়।

৮. (অথচ) ফিরে যেতে হবে নিঃসন্দেহে তোমার রবের দিকেই।

৯-১০. তুমি দেখেছ সেই লোকটিকে যে একজন বান্দাহকে নিষেধ করে যখন সে সালাত আদায় করতে থাকে।

১১-১২. তুমি কি মনে কর, যদি সেই (বান্দাহ) সঠিক পথে থাকে কিংবা পবিত্রতা-সতর্কতার শিক্ষা দান করে?

১৩. তোমার কি ধারণা, যদি (এই নিষেধকারী ব্যক্তি সত্যকে) অমান্য করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?

১৫. কক্ষণ-ই নয়। সে যদি বিরত না হয়, তা হলে আমরা তার সামনের চুল ধরে তাকে টানব!

২। নবুয়্যাতের পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার পর রসূলে করীম যখন হারাম শরীফে নামায পাঠ করতে শুরু করেছিলেন ও আবুজেহেল তাঁর নামাযে বাধা দান করতে চেয়েছিল সেই সময় এ আয়াত অবতীর্ণ।

نَاصِيَةٍ	كَاذِبَةٍ	خَاطِئَةٍ ⑯	فَلْيَدْعُ	نَادِيَهٗ ⑰	سَنَدْعُ
সামনের কেশগুচ্ছ (টানব)	মিথ্যুকের	পাপীর	সে যেন ডাকে তখন	তার পারিষদ বর্গকে	আমরা শীঘ্র ডাকবো

الزَّبَانِيَةَ ⑱	كَلَّاؕ	لَا	تُطِعْهُ	وَ	اسْجُدْ	وَ	اقْتَرِبْ ⑲
জাহান্নামের প্রহরীদেরকে	কক্ষণও নয় (সাবধান)	না	তার কথা মানবে	এবং	তুমি সিজদা কর	ও	নৈকট্য লাভ করো (তোমার রবের)

---

১৬. সেই মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে টানবো যে মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধকারী।
১৭. সে ডেকে নিক নিজের সমর্থকদের দলকে।
১৮. আমরাও আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডেকে নিব।
১৯. কক্ষণই-নয়, তার কথা শুনো না। আর সিজদা কর এবং (তোমার রবের) নৈকট্য লাভ কর। (সিজদার আয়াত)।

সূরা আল-ক্বাদর

নামকরণ

প্রথম আয়াতের القدر শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটি মক্কী না মাদানী, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবু হায়য়ান তাঁর البحر المحيط নামক গ্রন্থে দাবি করে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ সূরাটি মাদানী। আলী ইব্‌নে আহমদ আল ওআহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, মদীনায় এ সূরাটিই সর্বপ্রথম নাযিল হয়। কিন্তু এর বিপরীত মতও রয়েছে। আল্লামা আল-মাওয়ার্দী বলেন, অধিক সংখ্যক কুরআনবিশারদের মতে এটা মক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী 'আল-ইতকান' গ্রন্থে এ কথাই লিখেছেন। ইব্‌নে মারদুইয়া, ইব্‌নে আব্বাস, ইবনুযযুবাইর ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু চিন্তা করলেও মনে হয়, এ সূরাটি মক্কার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব এটা অবশ্যই মক্কায় নাযিল হয়ে থাকবে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

কুরআন মজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই এই সূরাটির মূল বক্তব্য। কুরআনের পরম্পরা সজ্জায়নে এ সূরাটিকে সূরা 'আল-আলাকে'র পর রাখা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্বতঃই মনে হয়। সূরা আল-আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে যে মহান গ্রন্থ অবতরণ শুরু হয়েছিল, সেই কুরআন সম্পর্কেই এ সূরায় বলা হয়েছে যে, এ কুরআন যে রাতে অবতীর্ণ হতে শুরু করেছিল তা এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী ও মানুষের ভাগ্য রচনাকারী রাত ছিল। এ কিতাব অতীব মর্যাদাসম্পন্ন ও মহামূল্য গ্রন্থ এবং এর নাযিল হওয়া বড় তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এ সূরায় আল্লাহতা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন "আমিই এ কিতাব নাযিল করেছি।" অর্থাৎ এটা মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিজস্ব কোন রচনা নয়। বরং এটা আমরাই নাযিল করা কিতাব। এরপর বলেছেন 'আমি এ কিতাব ক্বদরের রাত্রে নাযিল করেছি"। 'ক্বদরের রাত' কথাটির দুটো অর্থই এখানে গ্রহণীয়। একটা এইঃ এটা সেই রাত, যে রাতে ভাগ্যসমূহের ফয়সালা করে দেয়া হয়। অন্য কথায় এটা অন্যান্য রাতের মত কোন সাধারণ রাত নয়। এটা ভাগ্য রচনা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের রাত। এ রাতে এ কিতাবের অবতরণ একখানি কিতাবের অবতরণই শুধু নয়, এ এমন একটা কাজ, যা কেবল কুরাইশ নয়, কেবল আরব জাতিই নয়, সমগ্র মানবজাতি ও জগতের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবে, সূরা আদ্-দোখানেও এই কথাটি বলা হয়েছে- (সূরা দোখান-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ বড়ই সম্মান, মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও সম্ভ্রমের রাত। পরে এ কথার ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন "এ হাজার মাসের তুলনায়ও অধিক উত্তম"। এ কথা দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, তোমরা মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক পেশ করা এ কিতাবখানিকে নিজেদের জন্য বিপদ মনে করছো এবং কি মুসীবত হলো বলে তাকে তোমরা তিরস্কৃত করছ কেবলমাত্র নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে। অথচ যেরাতে এ কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তা অতীব কল্যাণ ও অশেষ মংগলময় রাত। এ রাতে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য সেই বিরাট কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে যা মানবেতিহাসের হাজার হাজার মাসেও করা হয়নি। সূরা দোখান-এর ৩ নম্বর আয়াতে এ কথাটি বলা হয়েছে স্বতন্ত্র এক ভংগীতে। ঐ সূরার ভূমিকায় আমরা তার ব্যাখ্যাও করেছি।

সূরার শেষ ভাগে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতা ও জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে (সূরা দোখান-এর ৪ নম্বর আয়াতে امر حكيم 'সুদৃঢ় হুকুম' বলা হয়েছে)। আর সন্ধ্যা হতে সকাল বেলা পর্যন্ত এ এক পরিপূর্ণ শান্তির রাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ রাতে কোনরূপ অনিষ্টের স্থান হতে পারে না। কেননা, আল্লাহতা'আলার সমস্ত ফয়সালাই যে মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ রাতে কোন অন্যায় প্রার্থিত হয় না। এমনকি কোন জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার ফয়সালা হলেও তা অবশ্যই গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে, অকল্যাণের জন্য নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

আরবি	অর্থ
اِنَّآ	নিশ্চয় আমরা
اَنْزَلْنٰهُ	তা আমরা নাযিল করেছি
فِيْ لَيْلَةِ	রাতের মধ্যে
الْقَدْرِ ١	ক্বদরের
وَ	এবং
مَآ	কিসে
اَدْرٰىكَ	তোমাকে জানাবে
مَا	কি সেই
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٢	ক্বদরের রাত
لَيْلَةُ	রাত
الْقَدْرِ	ক্বদরের
خَيْرٌ	উত্তম
مِّنْ	হতেও
اَلْفِ	হাজার
شَهْرٍ ٣	মাস
تَنَزَّلُ	অবতীর্ণ হয়
الْمَلٰٓئِكَةُ	ফেরেশতারা
وَ	এবং
الرُّوْحُ	রূহ (অর্থাৎ জিবরাঈল)
فِيْهَا	তার মধ্যে
بِاِذْنِ	অনুমতি ক্রমে
رَبِّهِمْ	তাদের রবের
مِّنْ كُلِّ	সব
اَمْرٍ ٤	হুকুম (সহ)
سَلٰمٌ	শান্তির
هِيَ	সেই (রাত)
حَتّٰى	পর্যন্ত
مَطْلَعِ	উদয় হওয়া
الْفَجْرِ ٥	ফজরের

সূরা আল-ক্বাদর
[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৫, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. আমরা তা (কুরআন) ক্বদরের রাত্রিতে নাযিল করেছি।
২. তুমি কি জান ক্বদরের রাত্রি কি?
৩. ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস থেকেও অধিক উত্তম।
৪. ফেরেশতা ও রূহ এই (রাত্রিতে) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়।
৫. সেই রাত্রি পুরাপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার-ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

সূরা আল-বাইয়্যেনাহ

নামকরণ

প্রথম আয়াতের البينة শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী বা মাদানী হওয়া পর্যায়ে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় তফসীরকার বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ সূরাটি মক্কী। আর অপর কিছুসংখ্যক মুফাসসীর বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এটি মাদানী। ইবনুয যুবাইর ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেছেন, এটি মাদানী সূরা। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহর এ পর্যায়ে দুটো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটা কথা অনুযায়ী এটা মক্কী, আর অপর কথা অনুযায়ী এটি মাদানী। হযরত আয়েশা (রাঃ) একে মক্কী সূরা বলেছেন। আল-বাহারুল মুহীত গ্রন্থকার আবু হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবদুল মুনইম ইবনুল ফারাস এ সূরাটি মক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সূরার বক্তব্য ও বিষয়বস্তুতে এমন কোন নির্দশন বা ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে যে, এটি মক্কী কিংবা মাদানী।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

কুরআন মজীদের সূরা বিন্যাসে একে সূরা আল আলাক ও সূরা আল-ক্বাদর-এর পরে স্থান দেয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আল-আলাক-এ প্রথম অহীতে অবতীর্ণ আয়াত ক'টি রাখা হয়েছে। আর সূরা আল- ক্বদর এ তা নাযিল হওয়ার সময় তারিখ বলা হয়েছে। এ কিতাবের সাথে একজন রসূল পাঠানোও যে অতীব প্রয়োজনীয় ছিল, তা বলা হয়েছে বর্তমান সূরাটিতে।

সূরাটিতে সর্বপ্রথম রসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। আর সংক্ষেপে সে কথাটা হলো এই, দুনিয়ার মানুষ আহলি কিতাব বা মুশরিক যাই হোক না কেন, যে কুফরী অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল, তা হতে মুক্তি লাভের জন্য এমন একজন রসূল তাদের কাছে প্রেরণ অপরিহার্য ছিল যার নিজ সত্তাই হবে তাঁর রসূল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তিনি আল্লাহর কিতাব লোকদের সামনে তার আসল ও অবিকৃত অবস্থায় পেশ করবেন এবং এ কিতাব বাতিলের সকল স্পর্শ ও সংমিশ্রণ হতে চিরকালই সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যেভাবে বাতিল অনুপ্রবেশ করেছে ও তার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে এতে তা কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না। এ কিতাব সম্পূর্ণরূপে যথাযথ সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ হবে।

এরপর আহলি-কিতাব জাতিগুলোর গুমরাহির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাননি বলেই যে তারা বিভিন্ন পথে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এমন কথা নয়। তাদের ভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার এটাই কারণ নয়। বরং সত্য কথা হবে যে, সঠিক পথের নির্দেশ ও বিধান তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার আগে নয়। এ হতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাদের গুমরাহির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এ হলো পূর্ব সম্পর্কে কথা। কিন্তু বর্তমানেও এ রসূলের মাধ্যমে এক সুস্পষ্ট ও সুউজ্জ্বল বিধান তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এখনো যদি তারা বিভ্রান্তই হতে থাকে, তাহলে তাদের এ বিভ্রান্তির জন্য তাদের দায়িত্ব অধিক বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

এ প্রসংগেই বলা হয়েছে, আল্লাহতা'আলার তরফ হতে যে নবী ও রসূলই এসেছেন ও যে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, তার সবই একটি মাত্র নির্দেশ দিয়েছে। আর সে নির্দেশ হলো সকল পথ-পন্থা ও নিয়ম পরিত্যাগ করে আল্লাহর নির্ভেজাল বন্দেগী করার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য-উপাসনাকে তার সঙ্গে শামিল করা যেতে পারে না। নামায কায়েম করতে হবে ও যাকাত আদায় করতে

হবে আর চিরকালের জন্য এটাই হলো সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন। এটাই হলো চিরকালের নবী-রসূল ও অবতীর্ণ কিতাবসমূহের একমাত্র ঘোষণা। এ ঘোষণা ছাড়া অন্য কিছু কিংবা এ ঘোষণার বিপরীত ঘোষণা আদৌ এবং কক্ষণই ছিল না।

এ হতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলিকিতাবও আসল ও প্রকৃত দ্বীন হতে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের ধর্মমতে যেসব নতুন নতুন মত, পথ ও কথার উদ্ভাবন বা বৃদ্ধি করে নিয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণ বাতিল। আল্লাহর এই শেষ নবী যিনি এখন এসেছেন তিনিও সেই আসল দ্বীনের দিকে ফিরে আসবার জন্য তাদেরকে আকুল আহ্বান জানাচ্ছেন।

সূরার শেষ ভাগে স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, যে আহলি কিতাব ও মুশরীক এ রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা নিকৃষ্টতম জীব। চিরকাল জাহান্নামই তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে নেক আমলের পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে দুনিয়ার জীবন যাপন করবে, তারা অতীব উত্তম সৃষ্টি। তারা চিরকালই বেহেশতে বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি এবং তারাও রাজি আল্লাহর প্রতি। বস্তুত এ লোকদের জন্য এটাই শুভ কর্মফল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

لَمْ	يَكُنِ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	مِنْ	اَهْلِ	الْكِتٰبِ	وَ	الْمُشْرِكِيْنَ	مُنْفَكِّيْنَ
না	ছিল (প্রস্তুত)	যারা	কুফরি করেছে	মধ্য হতে	আহলি	কিতাবদের	এবং	মুশরিকদের (মধ্যহতে)	(কুফরী হতে) বিরত

حَتّٰى	تَاْتِيَهُمُ	الْبَيِّنَةُ ۝	رَسُوْلٌ	مِّنَ	اللّٰهِ	يَتْلُوْا	صُحُفًا	مُّطَهَّرَةً ۝
যতক্ষণ না	তাদের কাছে আসবে	অকাট্য দলিল (অর্থাৎ)	একজন রাসূল	পক্ষ হতে	আল্লাহর	যে পড়বে	সহীফাসমূহ	পবিত্র

فِيْهَا	كُتُبٌ	قَيِّمَةٌ ۝	وَ	مَا	تَفَرَّقَ	الَّذِيْنَ	اُوْتُوا	الْكِتٰبَ	اِلَّا
তার মধ্যে (থাকবে)	বিধানাবলী	সঠিক	এবং	না	বিভেদে লিপ্ত হয়েছে	(তারা) যাদের	দেয়া হয়েছিল	কিতাব	কিন্তু

مِنْ بَعْدِ	مَا	جَآءَتْهُمُ	الْبَيِّنَةُ ۝
পরে	যা	তাদের কাছে এসেছিল	সুস্পষ্ট প্রমাণ

সূরা আল-বাইয়্যেনাহ

[মদীনায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত-৮, মোট রুকূ-১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। আহলি-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফের ছিল (তারা নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না- যতক্ষণ তাদের নিকট উজ্জ্বল-অকাট্য দলীল না আসবে।

২। (অর্থাৎ) আল্লাহর নিকট থেকে একজন রসূল,১ যে পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবে,

৩। যাতে সম্পূর্ণ শাশ্বত ও সঠিক লেখাসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে।২

৪। পূর্বে যে লোকদিগকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের নিকট (সঠিক, নির্ভুল পথের) সুস্পষ্ট উজ্জ্বল বিবরণ আসার পর ব্যতীত তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় নি।৩

১। এখানে স্বয়ং রসূলে করীমকে একটি উজ্জ্বল দলিল বলা হয়েছে।

২। অর্থাৎ এরূপ পবিত্র লিপি-গ্রন্থ যাতে কোনপ্রকার বাতিল কথা, কোন প্রকারের বিভ্রান্তি, ভ্রষ্টতা ও কোন নৈতিক পংকিলতার সংমিশ্রণ নেই।

৩। অর্থাৎ এর পূর্বে গ্রন্থধারীগণ যে বিভিন্ন প্রকার ভ্রষ্টতায় বিভ্রান্ত হয়ে অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল তার কারণ এই নয়, যে আল্লাহ তা'আলা তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কোন উজ্জ্বল অকাট্য দলীল প্রেরণ করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেছিলেন। বরং আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন ও হেদায়েত আসার পর তারা এই গতি অবলম্বন করেছিল সুতরাং তারা নিজেরাই তাদের পথ-ভ্রষ্টতার জন্য দায়ী।

وَ مَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ

এবং | না | তারা আদিষ্ট হয়েছে | এছাড়া যে | তারা ইবাদত করুক | আল্লাহর | খালেসভাবে | তাঁরই জন্যে | আনুগত্যকে | একমুখী করে

وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝ إِنَّ

এবং | তারা কায়েম করবে | নামায | ও | তারা দেবে | যাকাত | এবং | এটাই | দ্বীন | সঠিক | নিশ্চয়ঃ

الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

যারা | কুফরি করেছে | মধ্য হতে | আহলি | কিতাবদের | এবং | মুশরিকদের | মধ্যে (থাকবে) | আগুনের | জাহান্নামের

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَ

চিরস্থায়ী (হবে) | তার মধ্যে | ঐসবলোক | তারাই | নিকৃষ্ট | সৃষ্টি | নিশ্চয় | যারা | ঈমান এনেছে | এবং

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

আমল করেছে | নেকীর | ঐসব লোক | তারাই | উত্তম | সৃষ্টি | তাদের পুরস্কার (রয়েছে) | কাছে | তাদের রবের

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۭ

জান্নাত | চিরস্থায়ী | প্রবাহিত হয় | দিয়ে | তার তলদেশ | ঝর্ণা ধারা | চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | সর্বদা

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

রাযি রয়েছেন | আল্লাহ | তাদের প্রতি | এবং | তারা রাযি হয়েছে | তাঁর প্রতি | এটা | তাঁর জন্যে যে | ভয় করে | তার রবকে

৫। আর তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহর বন্দেগী করবে, -নিজেদের দ্বীনকে তারই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে, আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। মূলত এটাই অতীব সত্য-সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন।

৬। আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যেসব লোক কুফরী করেছে [৪] তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে। এই লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৭। যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম সৃষ্টি।

৮। তাদের শুভ কর্মফলরূপে তাদের রবের নিকট চিরস্থায়ী বেহেশতসমূহ রয়েছে যেগুলোর তলা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। তারা তাতে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি রাযি হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাযি হয়েছে । এই সবকিছু তার জন্য যে নিজের রবকে ভয় করেছে।

৪। এখানে কুফরের অর্থ মুহাম্মদকে (সঃ) মান্য করতে অস্বীকার করা।

সূরা আল-যিল্‌যাল

নামকরণ

প্রথম আয়াতের زلزالها শব্দ হতে এর নাম গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী কি মাদানী এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে মাস'উদ, আতা, জাবির ও মুজাহিদ বলেন, এটা মক্কী সূরা। ইবনে আব্বাসের (রাঃ)ও একটা উক্তি এরই সমর্থনে উদ্ধৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, এটা মাদানী সূরা। ইব্‌নে 'আব্বাস (রাঃ)-এর অপর একটা উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইবনে আবু হাতিম হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, এ সূরার মাদানী হওয়া সম্পর্কে তাকেই দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ○

আয়াতটি যখন নাযিল হলো, তখন আমি নিবেদন করলাম, হে রাসূলুল্লাহ (সঃ), আমি কি আমার আমল দেখবো? নবী করীম (সঃ) জবাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটা কি বড় বড় গুনাহ সম্পর্কে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, ছোট ছোট গুনাহও কি দেখবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে আমি বললাম, তাহলে তো আমি বড় বিপদে পড়বো। নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ 'সন্তুষ্ট হও-আনন্দ কর হে আবু সাঈদ! কেননা, প্রত্যেকটি নেক কাজ তারই মত দশটি নেক আমলের সমান হবে'। এ হাদীসটির ভিত্তিতে বলা হয় যে, এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে। তাও এভাবে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মদীনার অধিবাসী ছিলেন এবং ওহুদের যুদ্ধের পর পূর্ণ বয়স্কতা পেয়েছেন। তার কথা হতে বরং বুঝা যায় এ সূরাটি যদি তাঁর উপস্থিতিতে নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই মাদানী সূরা হবে। কিন্তু আয়াত ও সূরার নাযিল হওয়ার উপলক্ষ বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনের অবলম্বিত নীতির যে ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে সূরা 'দাহর'-এর ভূমিকায় করে এসেছি, তার ভিত্তিতে বলা যায়, কোন সাহাবী যদি বলেন যে, এ আয়াতটি অমুক অবস্থায় বা ক্ষেত্রে কিংবা উপলক্ষ্যে নাযিল হয়েছে, তবে বুঝতে হবে যে ঠিক সে সময়ই যে তা প্রথম নাযিল হয়েছে এটা প্রমাণের জন্য এটা অকাট্য দলীল নয়। কেননা এও তো হতে পারে যে সূরাটি হয়তো প্রথমে কখনো নাযিল হয়েছে। কিন্তু হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর নবী করীমের (সঃ) মুখে এ সর্বপ্রথম শুনতে পেয়ে তার শেষাংশ দ্বারা ভীত হয়ে পড়েন ও নবী করীমকে (সঃ) উক্তরূপ প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করেন। আর এর বিবরণ বলতে গিয়ে এমনভাবে তা বলেছেন যে, মনে হয়, তিনি বলতে চান, যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন আমি নবী করীমের (সঃ) নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলাম। এ বর্ণনাটি সামনে না থাকলে কুরআন বুঝে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্পষ্ট বুঝবে যে, এ মাদানী নয়, মক্কী সূরা। শুধু তাই নয়,তার বিষয়বস্তু ও বাচনভংগী দেখলে তো স্পষ্ট মনে হয়, এটা মক্কী পর্যায়েরও সেই প্রাথমিককালে হয়তো অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কেননা, এতে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে ইসলামের মৌল আকীদাসমূহ লোকদের সামনে পেশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বারের জীবন এবং দুনিয়ায় করা ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সব রকমের গুনাহ্ ব্যক্তির সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠা। সর্বপ্রথম তিনটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলা হয়েছে- মৃত্যুর

পর দ্বিতীয় বারের জীবন কিভাবে হবে এবং তা মানুষের জন্য কিভাবে বিস্ময়য়ের উদ্রেককারী হবে। পরে দুটো ছোট বাক্যে বলা হয়েছে এই যে, এ যমীনের ওপর থেকে মানুষ নিশ্চিতভাবে সকল প্রকার কাজ করেছে এবং এ নিষ্প্রাণ নির্জীব জিনিস কোন এক সময় তার কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে তা তার চিন্তা-কল্পনায়ও কখনো আসেনি। অথচ তা-ই একদিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলে উঠবে এবং কোন সময়, কোথায় কোন কাজ করেছে তাও এক এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলে দেবে। এরপর বলা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীর কোণা-কোণা হতে মানুষ দলে দলে নিজেদের সমাধি ক্ষেত্র হতে বের হয়ে আসবে। তখন তাদের করা আমলসমূহ তাদেরকে দেখানো হবে। আর আমল দেখানোর এ অনুষ্ঠান এমন পরিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে হবে যে, কোন বিন্দু পরিমাণ নেক আমল কিংবা বদ আমলও গোপন থাকতে পারবে না।

آيَاتُهَا ٨ — سُورَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ (٩٩) — رُكُوعُهَا ١

আট তার আয়াত — যিলযাল সূরা — এক তার রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ② وَ

যখন — কম্পিত করা হবে — পৃথিবী — তার (ভীষণ) কম্পনে — এবং — বের করবে — পৃথিবী — বোঝা গুলোকে — তার — এবং

قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ

বলবে — মানুষ — তার কি হয়েছে — সেদিন — সে বর্ণনা করবে — তার-খবরাদি — কেননা

رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا

তোমার রব — হুকুম দেবেন (এইরূপ করার) — তাকে — সেদিন — ফিরে আসবে — মানুষ — বিচ্ছিন্ন অবস্থায় — দেখানোর জন্য

أَعْمَالَهُمْ ⑥ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦ وَمَنْ

তাদের আমলসমূহকে — অতঃপর যে — আমল করবে — পরিমাণ — অণু — ভাল — তা সে দেখবে — এবং — যে

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧

আমল করবে — পরিমাণ — অণু — মন্দ — তা সে দেখবে

সূরা আল-যিলযাল

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৮, মোট রুকু ঃ ১

১. যখন পৃথিবী তার কম্পোনে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হবে।

২. এবং যমীন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরেনিক্ষেপ করবে,

৩. এবং মানুষ বলে উঠবে, তার কি হয়েছে?

৪. সেইদিন তা নিজের (উপরে ঘটিত) সমস্ত অবস্থা বলে দিবে।

৫. কেননা, তোমার রব তাকে (এইরূপ করার) নির্দেশ দিয়ে দিবেন।

৬. সেদিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়।

৭. পরন্তু যে লোক বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে, সে তা দেখে নিবে।

৮. এবং যে লোক বিন্দু পরিমাণ বদ্ আমল করে থাকবে সেও তা দেখতে পাবে।

সূরা আল-আদিয়াত

নামকরণ

সূরার প্রথম 'আল-আদিয়াত' শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী কি মাদানী, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), জাবির (রাঃ), হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা প্রমুখ মনীষী একে মক্কী সূরা বলেছেন, পক্ষান্তরে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) ও কাতাদাহ বলেন, এটা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ উভয় কথাই উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটা কথা অনুযায়ী এটা মক্কী ও অপর কথা অনুযায়ী এটা মাদানী। কিন্তু সূরাটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে এটি কেবল যে মক্কী তাই নয়, মক্কী জীবনেরও সেই প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা।

মূল বিষয়বস্তু

পরকালে অবিশ্বাসী কিংবা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হলে মানুষ যে কতখানি নৈতিক অধঃপতনে চলে যেতে পারে, লোকদেরকে তা বুঝিয়ে দেয়াই এ সূরা'র মূল উদ্দেশ্য। সেই সংগে এ বিষয়ে লোকদেরকে সতর্ক করে তোলাও এর লক্ষ্য যে, পরকালে তাদের কেবল বাহ্যিক কাজেরই নয়, তাদের দীলের গোপন তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ যাচাই এবং পরখ করা হবে।

এ উদ্দেশ্যে তদানীন্তন আরব সমাজের সাধারণ অশান্তি ও উচ্ছৃংখলতাকে যুক্তি ও প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। তার কারণে তখন সমস্ত দেশের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। সাধারণ মানুষের জীবন সংকীর্ণতর হয়ে এসেছিল। চারদিকে মারা-মারি ও কাটা-কাটির প্রাবল্য, লুঠতরাজ ও চুরি-ডাকাতির দৌরাত্ম্য। এক গোত্র অপর গোত্রের ওপর অতর্কিত হামলা চালাচ্ছিল। জীবনের নিরাপত্তা বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে রাত কাটানো কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কখন কোন শত্রু সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্তে এসে গোটা জনবসতির ওপর নির্মম আক্রমণ চালায়, তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। আরবের সমস্ত লোকই এ অবস্থা জানতো ও এর তীব্রতা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পেরেছিল। যদিও লুণ্ঠিত ব্যক্তি ফরিয়াদ করতো, আর লুণ্ঠনকারী আনন্দের উৎসব করতো। কিন্তু সে নিজে যখন বিপন্ন হয়ে পড়তো তখন গোটা দেশবাসী যে কি কঠিন দূরবস্থার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তা পুরোপুরি অনুভব করতে পারতো। সাধারণভাবে বিরাজমান এই অবস্থার দিকে ইংগিত করে এ সূরায় বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন এবং তখন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি ও হিসার-নিকাশ দেয়ার ব্যাপারে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞতা থেকে মানুষ তার আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। আল্লাহর দেয়া শক্তিসমূহকে সে যুলুম-নিপীড়ন ও হত্যা-লুন্ঠন প্রভৃতি অন্যায় কাজে ব্যবহার করছে। ধন ও সম্পদের লোভে অন্ধ হয়ে যে কোন উপায়ে তা অর্জনের জন্য নির্বিচারে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তা যতই হারাম ও বীভৎস পন্থায়ই অর্জন করা হউক না কেন, তাতে তার মনে একটুও পরোয়া বা সংকোচ জাগে না। তার অবস্থা স্বতঃই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহর দেয়া শক্তিসমূহকে ভুল পথে ব্যবহার করে সে তার নিকট চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ছে। পরকালে তাকে যখন কবর হতে জীবিত হয়ে উঠতে হবে, তখন যেসব স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার তাকীদে দুনিয়ায় সে নানা ধরনের কাজ করেছে তা দিলের গোপন জগত হতে বের করে সামনে পেশ করে দেয়া হবে- এ কথা যদি সে এ দুনিয়ায় জানতো তা হলে সে কক্ষণই এরূপ মারাত্মক আচরণ করতো না। দুনিয়ায় কে কি করে এসেছে এবং আজ কার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা বাঞ্ছনীয়, তা সে সময় মানুষের আল্লাহ খুব ভালো করেই জানাবেন।
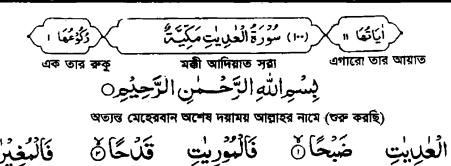
অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ	الْعٰدِيٰتِ	ضَبْحًا ①	فَالْمُوْرِيٰتِ	قَدْحًا ②	فَالْمُغِيْرٰتِ
শপথ	ধাবমান (ঘোড়াগুলোর)	(যারা দৌড়ায়) হ্রেসা ধ্বনি দিয়ে	যারা অতঃপর ঝাড়ে	(ক্ষুরাঘাতে) অগ্নিস্ফুলিংগ	যারা অতঃপর অভিযান চালায়

صُبْحًا ③	فَاَثَرْنَ	بِهٖ	نَقْعًا ④	فَوَسَطْنَ	بِهٖ	جَمْعًا ⑤	اِنَّ
প্রভাতে	অতঃপর উড়ায়	এভাবে	ধুলাবালী	অতঃপর (ঢুকে পড়ে) অভ্যন্তরে	এভাবে	(শত্রু) দলে	নিশ্চয়

الْاِنْسَانَ	لِرَبِّهٖ	لَكَنُوْدٌ ⑥	وَ	اِنَّهٗ	عَلٰى	ذٰلِكَ	لَشَهِيْدٌ ⑦
মানুষ	তার রবের প্রতি	অবশ্যই অকৃতজ্ঞ	এবং	সে নিশ্চয়	উপর	এর	সাক্ষী অবশ্যই

সূরা আল-আদিয়াত

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১১, মোট রুকু ঃ ১

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. শপথ সেই (ঘোড়াগুলোর), যা হ্রেসা ধ্বনি করে দৌড়ায়,

২. পরে (নিজের ক্ষুর দিয়ে) স্ফুলিংগ ঝাড়ে,

৩. আর অতি প্রভাতকালে আকস্মিক আক্রমণ চালায়,

৪-৫. আর এই সময় ধুলি-ধু'য়া উড়ায় এবং এরূপ অবস্থায়ই কোন ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

৬. বস্তুতঃ মানুষ তার রবের বড় অকৃতজ্ঞ১।

৭. আর সে নিজেই এর সাক্ষী।২

---

১. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা তাকে যে শক্তি-ক্ষমতা দান করেছেন তা সে অত্যাচার-নির্যাতনের কাজে ব্যবহার করে।

২। অর্থাৎ তার বিবেক-এর সাক্ষী, তার কর্ম-এর সাক্ষী, এবং অনেক কাফের মানুষ নিজেরা নিজেদের মুখে ও প্রকাশ্যে তাদের নিজেদের অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে।

وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۞ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا

এবং | নিশ্চয় সে | মহব্বতের ক্ষেত্রে | মালের | বড়ই প্রবল | তবে কি না | সে জানে | যখন

بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۞ اِنَّ

উত্থিত হবে | যা কিছু | মধ্যে আছে | কবরগুলোর | এবং | প্রকাশ করা হবে | যা কিছু | মধ্যে আছে | বক্ষসমূহের | নিশ্চয়

رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۞

তাদের রব | তাদের সাথে | সেদিন | অবশ্যই খুব অবহিত হবেন

---
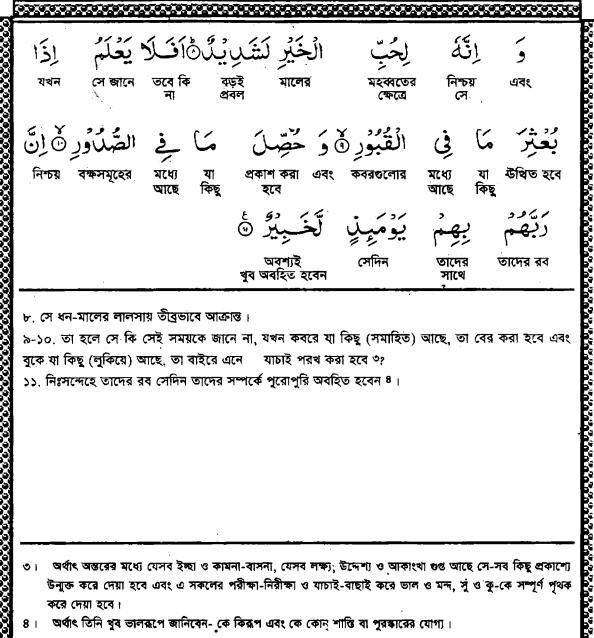
৮. সে ধন-মালের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত।

৯-১০. তা হলে সে কি সেই সময়কে জানে না, যখন কবরে যা কিছু (সমাহিত) আছে, তা বের করা হবে এবং বুকে যা কিছু (লুকিয়ে) আছে, তা বাইরে এনে যাচাই পরখ করা হবে ৩?

১১. নিঃসন্দেহে তাদের রব সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হবেন ৪।

৩। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যেসব ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা, যেসব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আকাংখা গুপ্ত আছে সে-সব কিছু প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং এ সকলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে ভাল ও মন্দ, সুঁ ও কু-কে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়া হবে।

৪। অর্থাৎ তিনি খুব ভালরূপে জানিবেন- কে কিরূপ এবং কে কোন্ শাস্তি বা পুরস্কারের যোগ্য।

সূরা আল-ক্বারিয়াহ

নামকরণ

সূরা'র প্রথম শব্দ القارعة কেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মূলত এ কেবল নামই নয়, এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যের শিরোনামও হলো এই। কেননা, এতে কিয়ামত সম্পর্কেই কথা বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী। এর মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনই মতভেদ নেই। এর বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, এটা মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়-বস্তু ও আলোচনা

এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হলো 'কিয়ামত ও পরকাল'। সর্বপ্রথম এ কথা বলে লোকদেরকে কাঁপিয়ে তোলা হয়েছে ঃ 'বিরাট দুর্ঘটনা, কি সেই বিরাট দুর্ঘটনা? তুমি কি জান, সেই বিরাট দুর্ঘটনাটা কি? এভাবে কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার খবর শুনবার জন্য শ্রোতৃমন্ডলিকে উৎকর্ণ করে তোলার পর দু'টো বাক্যে কিয়ামতের অবস্থা তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। বাক্য দু'টো এই ঃ সেই দিন মানুষ ঘাবড়ানো অবস্থায় চারিদিকে এমনভাবে দৌড়িয়ে বেড়াবে যেমন আলোর চারধারে পোকাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকে। আর পাহাড়গুলো নিজেদের স্থান হতে উৎপাটিত হয়ে যাবে, সেগুলোর সাথে মাটির বাঁধন ছিন্ন হয়ে যাবে ও ধুনা পশমের মত বয়ে যাবে'। পরে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন লোকদের হিসাব পাবার জন্য যখন আল্লাহতা'আলার আদালত কায়েম হবে তখন- কোন্ লোকের নেক আমল তার খারাপ আমলের তুলনায় অধিক এবং কার নেক আমলের ওজন তার বদ আমলের তুলনায় কম- এটাই হবে ফয়সালা করার ভিত্তি। প্রথম ধরনের লোক এমন সুখভোগের অধিকারী হবে যা পেয়ে তারা সন্তুষ্ট হবে এবং দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকে আগুনে ভর্তি গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে।

এক তার রুকু মক্কী ক্বারিয়াহ সূরা এগারো তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ

ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা এবং কিসে তোমাকে জানাবে কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা সেদিন হবে

النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥

মানুষ পতঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত এবং হবে পাহাড়সমূহ পশমের মত ধুনা

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧

অতঃপর তার (ব্যাপার) যার ভারী হবে তার (নেকীর) পাল্লাসমূহ সে অতঃপর (হবে) মধ্যে জীবনের সন্তোষপূর্ণ

সূরা আল-ক্বারিয়াহ

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ১১ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. ভয়াবহ দুর্ঘটনা!

২. কি সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা?

৩, তুমি কি জান সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি?

৪-৫. সেইদিন- যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার ন্যায় এবং পাহাড় রং-বেরং-এর ধুনা পশমের মত হবে।

৬-৭, অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে [১] সে পছন্দমত সুখে থাকবে।

১। অর্থাৎ পূন্যের পাল্লাভারী হবে।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَ مَآ اَدْرٰىكَ

আর (তার) ব্যাপার	যার	হালকা হবে	তার পাল্লাসমূহ নেকীর	অতঃপর তার আশ্রয়স্থল	গভীর গহ্বর হবে	এবং	কিসে	তোমাকে জানাবে

مَاهِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

কি	সেটা	(সেটা হলো) আগুন	জ্বলন্ত

৮-৯. আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বর-ই হবে তার আশ্রয়স্থল।

১০. তুমি কি জান তা কি জিনিস?

১১. জ্বলন্ত আগুন!

সূরা আত-তাকাসুর

নামকরণ

প্রথম আয়াতের التكاثر শব্দটিকেই এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

আবু হাইয়ান ও শওকানী বলেন, সব তফসীরকারকের মতেই এ সূরাটি মক্কী। ইমাম সুয়ূতী বলেন, সবচেয়ে বেশী পরিচিত কথা যে, এটা মক্কী সূরা। কিন্তু হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনাসমূহ এই ঃ

ইবনে আবু হাতিম আবু বুরাইদা'র বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, বনী হারিসা ও বনীল হারস্ নামক আনসারদের দুটো গোত্র প্রসংগে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। উভয় গোত্রই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করলো। পরে কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে নিজেদের মরে যাওয়া লোকদের গৌরবগাঁথা পেশ করলো। এই ব্যাপার উপলক্ষ্যেই আল্লাহর কালাম الهاكم التكاثر নাযিল হয়েছে। কিন্তু সূরা বা আয়াতের নাযিল হবার উপলক্ষ পর্যায়ে সাহাবী ও তাবেঈনদের যে নীতি রয়েছে সেদিকে যদি লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে বরং বলা যেতে পারে এই গোত্রদ্বয়ের এই ব্যাপারের সঙ্গে এ সূরার কথাগুলোর বেশ মিল আছে।

ইমাম বুখারী ও ইব্নে জরীর হযরত উবাই ইব্নে কা'ব-এর এ কথাটা উদ্ধৃত করেছেন ঃ

'আদম সন্তান যদি দু' উপত্যকা ভর্তি সম্পদ পায়, তবুও সে তৃতীয় উপত্যকা পেতে চাইবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন জিনিস দিয়েই ভরতে পারে না।' নবী করীমের (সঃ) এ কথাটা আমরা প্রথমে কুরআনের অংশ মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত الهاكم التكاثر নাযিল হলো।

এ হাদীসটির ভিত্তিতে সূরা তাকাসুরকে মাদানী সূরা মনে করা হয়। কেননা হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী হযরত উবাই মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম উপরোক্ত হাদীসটিকে কোন অর্থে কুরআনের অংশ মনে করতেন, তা হযরত উবা'ইর উপরোক্ত কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় না। এর অর্থ যদি এই হয় যে, তাঁরা একে কুরআনের একটা আয়াত মনে করতেন, তাহলে বলবো, এ কথা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অধিকাংশ সাহাবীই কুরআনের এক একটা অক্ষরের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা এ হাদীসটিকে কুরআনের আয়াত মনে করার মত মারাত্মক ভুল করবেন তার কোনই কারণ থাকতে পারে না। মূলত এ একটা অসম্ভব কথা। আর তার কুরআনের অংশ হবার অর্থ যদি এই হয় যে, এটা কুরআন হতে গৃহীত ও কুরআনের মৌল ভাবধারার সঙ্গে এর মিল আছে, তা হলে হযরত উবাই'র কথার অর্থ এও হতে পারে যে, মদীনায় যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁরা নবী করীমের (সঃ) মুখে এ সূরাটি শুনে মনে করেছিলেন যে, এটা এখনি নাযিল হয়েছে। আর নবী করীমের (সঃ) পূর্বোদ্ধৃত কথাটা এ সূরা হতেই গৃহীত বলে তাঁদের ধারণা হয়েছিল।

ইবনে জরীর, তিরমিযী ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ মুহাদ্দীসগণ হযরত আলীর (রাঃ) একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমরা কবরের আযাব সম্পর্কে সবসময় সন্দেহের মধ্যে পড়েছিলাম- শেষ পর্যন্ত

আল্‌হাকুমুত্ তাকাসুর নাযিল হলো। এই কথাটিকে সূরা 'তাকাসুর'-এর মাদানী হবার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। কেননা কবরের আযাবের উল্লেখ মদীনাতেই হয়েছিল। মক্কায় হিযরতের পূর্বে এর কোন উল্লেখ হয়নি। কিন্তু এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের সূরাসমূহের বহু স্থানে কবরের আযাবের উল্লেখ রয়েছে এবং তা এতই স্পষ্ট যে, তাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। সূরা আল-আনআম-৯৩ নম্বর আয়াত, নহল-২৮ নম্বর, আল-মুমিনূন-৯৯-১০০ নম্বর, আল-মুমিন ৪৫-৪৬ নম্বর আয়াতসমূহ দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সবকটি সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। কাজেই হযরত আলীর (রাঃ) কথা হতে শুধু এতটুকুই বুঝা যায় যে, এ ক'টি মক্কী সূরার নাযিল হবার পূর্বেই সূরা 'তাকাসুর' অবতীর্ণ হয়েছিল। অতঃপর কবরের আযাব সম্পর্কে সাহাবীদের আর কোন সন্দেহ থাকলো না।

এ কারণে এসব হাদীস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাসসীর এ সূরাটি মক্কী হবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। আর তাই সূরা 'তাকাসুর' কেবল যে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা তাই নয়, এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য এবং এর বাচনভংগী হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটা মক্কার প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মানুষ দুনিয়া পূজা ও বৈষয়িক দৃষ্টিভংগীর ফলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেশী ধন-সম্পদ, বৈষয়িক স্বার্থ ও স্বাদ-সুখ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করতে সচেষ্ট থাকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করে সকলকে ছেড়ে আগে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় মেতে যায়। এসব জিনিস লাভ করে গৌরব-অহংকার করতে থাকে। এই একক চিন্তা মানুষকে এতই তন্ময় ও মশগুল করে রাখে যে, এটা হতে উর্ধের কোন জিনিসের দিকে লক্ষ্য দেয়ার একবিন্দু হুঁশই কারো থাকে না। এ অবস্থার মর্মান্তিক পরিণতি হতে সাবধান করাই এ সূরাটির উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, এখানে তোমরা যে নিশ্চিন্ততার সঙ্গে এ নি'আমতসমূহকে একত্রিত করছো, এটা কেবল সুখ, স্বাদ ও আনন্দ ভোগের নি'আমতই নয়, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পরীক্ষার সামগ্রীও এটা। এর প্রত্যেকটি নি'আমত সম্পর্কে তোমাদেরকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

এক তার রুকু | মক্কী তাকাসুর সূরা | আট তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ

তোমাদের গাফিল করে রেখেছে | অধিক প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা | যতক্ষণ না | তোমরা উপস্থিতহও | কবরসমূহে | কক্ষণও না | শীঘ্রই

تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ

তোমরা জানবে | আবার (শুন) | কক্ষণই না | শীঘ্রই | তোমরা জানবে | কক্ষণই না | যদি | তোমরা জানতে

عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧

জ্ঞানে | প্রত্যয় | অবশ্যই দেখবে তোমরা | দোযখ | আবার (শুন) | তা অবশ্যই তোমরা দেখবে | চোখে | প্রত্যয়

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

পরে | তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবেই | সে দিন | সম্পর্কে | নিয়ামতসমূহ

সূরা আত-তাকাসুর [মক্কায় অবতীর্ণ] মোট আয়াত ঃ ৮ মোট রুকু ঃ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. তোমাদিগকে বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় অধিক সুখ ও সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে।

২. ...এমন কি (এই চিন্তায়ই) তোমরা কবরের মুখ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হও।

৩. কক্ষণ-ই নয়। অতি শীঘ্রই ১ তোমরা জানতে পারবে।

৪. আবার (শুন), কক্ষণ-ই নয়। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

৫. কক্ষণ-ই নয়। তোমরা যদি নিঃসন্দেহ জ্ঞান হিসেবে (এই আচরণের পরিণতি) জানতে (তা হলে তোমরা এরূপ আচরণ কখনই করতে না)।

৬. তোমরা অবশ্যই দোযখ দেখবে।

৭. আবার (শুন), তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে তাকে দেখতে পাবে।

৮. পরে সেদিন তোমাদের নিকট এসব নি'আমত সম্পর্কে অবশ্যই জবাব চাওয়া হবে।

১। এখানে 'অতিশীঘ্রই' অর্থ পরকালও হতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে, কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ এ কথা সুস্পষ্টরূপে জানতে ও বুঝতে পারে যে-যে সব লিপ্ততা ও ব্যস্ততার মধ্যে সে নিজের সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছে তা তার সৌভাগ্যের কারণ ছিল, না তার দুর্ভাগ্য ও অশুভ পরিণতির কারণ।

সূরা আল-আসর

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ العصر কেই এর নাম বানানো হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল প্রমুখ এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যক তফসীরকার একে 'মক্কী সূরা' বলেছেন। এর বিষয়বস্তুও সাক্ষ্য দেয় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা এ সময় খুব ছোট ও সংক্ষিপ্ত এবং মর্মস্পর্শী বাক্যে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা পেশ করা হতো। ফলে তা একবার শুনে নেয়ার পর স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে যেতো এবং ভুলে যেতে চাইলেও তা কেউ ভুলতে পারতো না। তা স্বতস্ফূর্তভাবে লোকদের মুখে লেগে থাকতো ও সহজেই পঠিত হতো। বর্তমান সূরাও ঠিক এ গুণ নিয়ে অবতীর্ণ। কাজেই এর মক্কী হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ ব্যাপক অর্থবোধক ও সংক্ষিপ্ত বাক্য সম্বলিত কালামের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এতে কয়েকটা ছোট ছোট শব্দে অর্থ ও ভাবের এক মহাসমুদ্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এর এই বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে বর্ণনা করার জন্য একটা পূর্ণ গ্রন্থও যথেষ্ট হবে না। বস্তুত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ কোনটি, কোনটি ধ্বংস ও চরম বিপর্যয়ের উন্মুক্ত পথ-এ সূরায় তা স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। ইমাম শাফেঈ সত্যই বলেছেন, মানুষ যদি এ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করে ও পুরোপুরি বুঝে নিতে পারে, তাহলে তাদের হেদায়াতের জন্য এটাই যথেষ্ট। সাহাবা-ই-কিরামের দৃষ্টিতে এ সূরাটির খুব বেশী গুরুত্ব ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিসন দারেমী আবু মাদীনা একটি বর্ণনায় বলেছেন, রসূলের (সঃ) কোন দু'জন সাহাবী যখন পরস্পরের সংগে মিলিত হতেন তখন একজন অপরজনকে সূরা আল-'আসর' না শুনিয়ে তারা কখনো পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতেন না (তাবরানী)। সাহাবীদের নিকট এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল এ কথা হতে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।
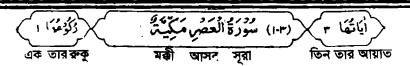
এক তার রুকু মক্কী আসর সূরা তিন তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ الْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

শপথ কালের নিশ্চয় মানুষ রয়েছে অবশ্যই মধ্যে ক্ষতির (তাদের) ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

আমল করেছে নেকীর এবং উপদেশ দিয়েছে পরস্পরে হকের ও উপদেশ দিয়েছে পরস্পরে সবরের

সূরা আল-আসর

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৩,মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. কালের শপথ১

২. মানুষ মূলতঃই বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত

৩. সে লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক্ উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যধারণের উৎসাহ দিয়াছে।

১। 'কাল'-এর অর্থ অতীত কাল এবং চলমান বর্তমান কালও। 'কাল-এর শপথ'-এর অর্থ ইতিহাসও সাক্ষী এবং এখন যে সময় চলমান রয়েছে তাও সাক্ষ্য দান করছে যে, -যে কথা এর পর বর্ণনা করা হচ্ছে তা সত্য ও সঠিক।

সূরা আল হুমাযাহ

নামকরণ

প্রথম আয়াতের هُمَزَةٍ শব্দটিকেই এর নাম বানানো হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সমস্ত তফসীরকারই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, এ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরন্তু এর বিষয়বস্তু ও বাচনভংগী বিবেচনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কীজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

ইসলাম-পূর্বকাল জাহেলিয়াতের যামানায় আরব সমাজে অর্থপূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বর্তমান ছিল। এই সূরায় তারই বীভৎসতা ব্যক্ত করে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আরবের প্রত্যেকটি লোকই জানতো যে, তাদের সমাজে এ দোষগুলো সত্যিই বর্তমান রয়েছে। ঐগুলোকে তারা সকলেই খারাপ মনে করতো। তাকে কেউই ভালো মনে করতো না। এ ঘৃণ্য স্বভাবের প্রতিবাদ করার পর এ স্বভাবের লোকদের পরকালীন পরিণামের কথা বলিষ্ঠ ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে এ ঘৃন্য স্বভাব এবং অপরদিকে তাদের পরকালীন পরিণাম এ দুটো কথাই সূরায় এমন ভংগীতে বলা হয়েছে যে, এরূপ চরিত্রের এরূপ পরিণতি হওয়াকে শ্রোতা মাত্রের নিকট স্বতঃই খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হবে। যেহেতু এরূপ স্বভাবের লোকদের সাধারণত দুনিয়ায় কোন শাস্তিই হয় না। বরং তারাই এখানে 'আংগুল ফুলে কলাগাছ' হয়ে ওঠে এবং ফুলে-ফলে ও শাখা-প্রশাখায় ক্রমশ বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধই হয়ে থাকে। এ কারণে পরকাল অনুষ্ঠিত হওয়া অকাট্যভাবে অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা, তা না হলে এই লোকদের বিচার কোন দিনই হতে পারবে না।

সূরা আল যিল্‌যাল হতে বর্তমান সূরা পর্যন্ত চলে আসা ধারাবাহিকতার প্রেক্ষিতে এ সূরাটি সম্পর্কে বিবেচনা করলে আর একটা কথা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মক্কার প্রাথমিক যুগে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস এবং তার নৈতিক আদর্শ ও শিক্ষা-দীক্ষাকে তখনকার অবস্থায় কিভাবে লোকদের মন-মগজে বসানো হতো, এ হতে তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। সূরা 'যিলযাল'-এ বলা হয়েছে, পরকালে মানুষের পূর্ণাঙ্গ আমলনামা মানুষের সামনে পেশ করা হবে। দুনিয়ায় করা এক বিন্দু আমলও,তা নেক আমল হোক কি বদ আমল- তার নিকট উপস্থিত হওয়া হতে বাদ পড়ে যাবে না। সূরা আল-আদিয়াত-এ তদানীন্তন আরবের সর্বত্র বিরাজিত ব্যাপক ও মারাত্মক লুটতরাজ, মারামারি, রক্তপাত ও জোর-জবরদস্তির মোটামুটি বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাতে আল্লাহর দেয়া শক্তি-সামর্থ এরূপ অন্যায় ও অবাঞ্ছনীয় কাজে ব্যয় করাকে আল্লাহর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ব্যাপার এ দুনিয়ায়ই শেষ হয়ে যাবে না। মৃত্যুর পর পরবর্তী জীবনে তোমাদের কেবল বাহ্যিক কাজেরই নয়, তোমাদের নিয়ত ও মন-মানসিকতারও যাচাই-পরখ করা হবে। সেখানে কোন্ লোক কি ধরনের ব্যবহার পাবার যোগ্য, তা তোমাদের আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। সূরা আল ক্বারিয়াহ্'য় কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র পেশ করার পর লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পরকালে তাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী হলো, না হালকা হলো এরই ভিত্তিতে সেদিন তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত

ফয়সালা গ্রহণ করা হবে। সূরা আত-তাকাসুর-এ বস্তুবাদী মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগীর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এরই দরুন মানুষ মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ-আস্বাদ, আয়েশ-আরাম ও মান-মর্যাদা বেশী বেশী অর্জন করার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশী দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চিন্তায় এ চেষ্টায় দিনরাত তন্ময় হয়ে থাকে। অতঃপর এই তন্ময়তার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে লোকদেরকে বলা হয়েছে, এই দুনিয়া কোন লুঠতরাজের ক্ষেত্র নয়, তাতে যথেচ্ছাভাবে লুটতরাজ চালিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তোমাদের নেই। এখন তোমাদেরকে যে যে নি'আমত দেয়া হয়েছে। তার এক একটি সম্পর্কে তোমাদের আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তা তোমরা কিভাবে ও কোন্ পথে উপার্জন করেছ এবং কিভাবে ব্যয় ও ব্যবহার করেছ, সে বিষয়ে তোমাদেরকে পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে। সূরা আল আসর-এ অকাট্যভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঈমান ও নেক আমল না হলে এবং সমাজের লোকেরা পরস্পরকে হকের নসীহত ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়ার কাজ সাধারণ পর্যায়ে না করলে এক এক ব্যক্তি, এক একটি সমাজ, এক একটি জাতি-সমগ্র মানব জাতি কঠিন ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে বাধ্য। এভাবে সূরা 'হুমাযাহ্' তে সে সময়ে জাহেলী সমাজের প্রাধান্য ও নেতৃত্বের নমুনা পেশ করে প্রকারান্তরে লোকদের নিকট এ প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে যে, এ ধরনের স্বভাব-চরিত্রের পরিণামে ধ্বংস ও ক্ষতি হবে না কেন?
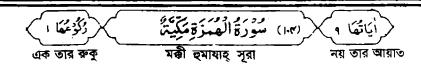
এক তার রুকু — মক্কী হুমাযাহ্ সূরা — নয় তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَيْلٌ	لِّكُلِّ	هُمَزَةٍ	لُّمَزَةِ ۙ ①	الَّذِيْ	جَمَعَ	مَالًا	وَّ	عَدَّدَهٗ ۙ ②
ধ্বংস	জন্যে প্রত্যেক	সামনে নিন্দা কারীর	পিছনে দোষ প্রচারকারীর	যে	জমা করেছে	মাল	এবং	তা গণনা করে রেখেছে

يَحْسَبُ	اَنَّ	مَالَهٗۤ	اَخْلَدَهٗ ③	كَلَّا	لَيُنْۢبَذَنَّ	فِي	الْحُطَمَةِ ④	وَ
সে মনে করে	যে	তার মাল	তাকে চিরস্থায়ী করবে	কক্ষণ না	সে নিক্ষিপ্ত হবে অবশ্যই	মধ্যে	বিচূর্ণকারী স্থানের	এবং

مَاۤ	اَدْرٰىكَ	مَا	الْحُطَمَةُ ⑤	نَارُ	اللّٰهِ	الْمُوْقَدَةُ ۙ ⑥	الَّتِيْ	تَطَّلِعُ
কি	তুমি জান	কি	বিচূর্ণকারী স্থান	আগুন	আল্লাহর	(যে আগুন) উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত	যা	পৌঁছে যাবে

عَلَى	الْاَفْـِٕدَةِ ⑦	اِنَّهَا	عَلَيْهِمْ	مُّؤْصَدَةٌ ۙ ⑧	فِيْ	عَمَدٍ	مُّمَدَّدَةٍ ⑨
উপর	অন্তরসমূহের	নিশ্চয়ই তা	তাদের উপর	অবরুদ্ধ করে দেয়া হবে	মধ্যে	স্তম্ভসমূহের	দীর্ঘায়িত

সূরা আল-হুমাযাহ্ [মক্কায় অবতীর্ণ] মোট আয়াত ঃ ৯, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের উপর গালাগাল এবং (পিছনে) দোষ প্রচারে অভ্যস্ত।

২. যে লোক ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং তাহা গুনে গুনে রেখেছে,

৩. সে মনে করে যে, তার ধন-মাল চিরকাল তার নিকট থাকবে১।

৪. কক্ষণ-ই নয়। সে ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে।

৫. আর তুমি কি জান সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটা কি ?

৬-৭. আল্লাহর আগুন, প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে।

৮. নিশ্চয়ই তা তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

৯. (এমতাবস্থায় যে, তারা) উচু-উচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত হবে ২)।

১। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে- সে মনে করে তার ধন-সম্পদ তাকে চিরঞ্জীব করে রাখবে, সে কখনও এ চিন্তাও করেনি যে- এমন এক সময় আসবে যখন এসব কিছু ত্যাগ করে তাকে দুনিয়া থেকে শূন্য হাতে বিদায় নিতে হবে।

২। 'ফী আমাদিম মুমাদ্দাদাহ'-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে ঃ ১. জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে তার উপর উঁচু উঁচু স্তম্ভ প্রোথিত করে দেয়া হবে, ২. অপরাধীগণকে উঁচু উঁচু স্তম্ভের সংগে আবদ্ধ করা হবে, ৩. জাহান্নামের আগুনের শিখা-দীর্ঘ সুউচ্চ স্তম্ভের রূপে উর্ধ্বে উত্থিত হবে।

সূরা আল-ফীল

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের اصحب الفيل বাক্যাংশের الفيل শব্দটিকে গোটা সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরাটির মক্কী হওয়ার ব্যাপারটি সর্বসম্মত। এর ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয়, এই সূরাটিও সম্ভবত মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাজরানে ইয়েমেনের ইহুদী শাসক যু-নাওয়াস হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ওপর যুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ স্বরূপ হাব্শার (আবিসিনিয়ার) খৃস্টান সরকার ইয়েমেনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে হেমইয়ারী সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। এভাবে ৫২৫ খৃস্টাব্দেই এ সমগ্র অঞ্চলের উপর হাব্শীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সমস্ত কার্যকলাপ মূলত কনস্টান্টিনোপলের রোমান সরকার ও হাবশী সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল। কেননা, সেকালে হাবশীদের নিকট কোন উল্লেখযোগ্য নৌ-শক্তি বর্তমান ছিল না। রোমানরা এ নৌ বাহিনী গঠন করে এবং হাবশা তারই সাহায্যে নিজের ৭০ হাজার সৈন্য ইয়েমেনের উপকূলে নামিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সব ব্যাপার বুঝার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া আবশ্যক যে, এসব কিছু শুধু মাত্র ধর্মীয় আবেগ-উচ্ছাসের কারণেই করা হয়নি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও এর পিছনে প্রবলভাবে কাজ করছিল। বরং তাই বোধ হয় এর আসল কার্যকরণ। আর খৃস্টান নির্যাতিতদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটা বাহানা মাত্র। এর অধিক কিছুই নয়। রোমান সাম্রাজ্য যে সময় হতে মিসর ও সিরিয়া অধিকার করেছিল, সে সময় হতেই তারা এ জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে এসেছিল। পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ ও রোমান অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে চলিত ব্যবসায়ের ওপর শত শত বছর ধরে আরবদের কর্তৃত্ব চলে আসছিল। আরবদের অধিকার হতে তা মুক্ত করে নিজেদের দখলে নিয়ে আসাই ছিল তার আসল লক্ষ্য। কেননা, এ ব্যবসায়ে যে বিপুল মুনাফা অর্জিত হয়, আরব ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতা শেষ হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণ তাদেরই করায়ত্ত হতে পারে এ উদ্দেশ্যে খৃস্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ সনে কাইজার আগস্টস রোমান জেনারেল ইলিয়স গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটা বিরাট বাহিনী আরবের পশ্চিম উপকূলে নামিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণ আরব হতে সিরিয়া পর্যন্ত অবস্থিত সমুদ্র পথ দখল করাই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু আরবের কঠিন রুক্ষ ভৌগোলিক অবস্থা এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। তখন কেবলমাত্র স্থলপথই তাদের জন্য উন্মুক্ত থেকে যায়। আর এ স্থল পথকেও দখল করার উদ্দেশ্যে তারা হাবশার খৃস্টান সরকারের সংগে যোগসাজশ করে এবং নৌবাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করে তার দ্বারা ইয়েমেন অধিকার করায়। ইয়েমেনের ওপর যে হাবশী সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন বিবরণ পেশ করেছেন। ঐতিহাসিক হাফেয ইব্নে কাসীর লিখেছেন, এ বাহিনী দু'জন সেনাধ্যক্ষের অধীন ছিল। একজনের নাম ছিল আরইয়াত, আর দ্বিতীয় জনের নাম আবরাহা। মুহাম্মদ ইব্নে ইসহাক বর্ণনা রেছেন, বাহিনীর মূল সেনাধ্যক্ষ ছিল আরইয়াত। আর আবরাহা ছিল সে বাহিনীর মধ্যে শামিল একজন যোদ্ধা। অবশ্য এ দু'জন ঐতিহাসিকই একমত হয়ে লিখেছেন যে, পরে আবরাহা ও 'আরইয়াত'-এর মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বেধে যায়। শেষে রইয়াত নিহত হয় এবং আবরাহা গোটা দেশ দখল করে বসে। পরে সে নিজেকে ইয়েমনে হাবশা সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে মেনে নবার জন্য হাবশা সম্রাটকে রাজী করে নেয়।

কিন্তু গ্রীক ও সুরয়ানী ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ধরনের বিবরণ দিয়েছেন। তারা বলেন, ইয়েমেন বিজয়ের পর যখন হাবশীরা প্রতিরোধকারী ইয়েমেন সরদারদের সকলকে এক একজন করে হত্যা করতে শুরু করলো, তখন তাদের মধ্য হতে আস্ সুমায়ফে আশওআ নামক একজন সরদার (গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম লিখেছে Esymphacus) হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে ও জিযিয়া দেয়ার চুক্তি করে হাবশা সম্রাটের নিকট হতে ইয়েমেনের গবর্নর পদের নিয়োগপত্র লাভ করে বসলো। কিন্তু হাবশী সেনারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং আবরাহাকে তার স্থানে গবর্নর বানিয়ে দিল। এ ব্যক্তি ছিল হাবশার সামুদ্রিক বন্দর আদুলিস-এর এক গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। সে তার নিজেরে যোগ্যতা বলে ইয়েমেনদখলকারী হাবশী সৈন্যদের ওপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে যে সৈন্যবাহিনী পাঠায়, হয় তারা তার সাথে মিলিত হয়, নতুবা সে তাদেরকে পরাজিত করে। হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী আবরাহাকে ইয়েমেন নিজের প্রতিনিধি শাসকরূপে মেনে নেয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এ প্রতিনিধি শাসকের নাম লিখেছেন Abrahmes, আর সুরয়ানী ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন Abraham। আর আবরাহা সম্ভত এরই হাবশী উচ্চারণ। কেননা আরবী ভাষায় এ নামের উচ্চারণ হলো 'ইবরাহীম'।

এ ব্যক্তি ক্রমশ ইয়েমেনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। হাবশী সম্রাটের প্রাধান্য সে স্বীকার করতো নামেমাত্র। নিজেকে সে 'সম্রাট প্রতিনিধি' বলেই পরিচিত করতো। সে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। একটা ঘটনা হতেই সে বিষয়ে ধারণা করা চলে। ৫৪৩ খৃস্টাব্দে সে মায়ারিব্ প্রাচীরের মেরামতের কাজ শেষ করার পর এক বিরাট উৎসব উদযাপন করলো। রোমের কাইজার, ইরান সম্রাট, হীরা-সম্রাট ও গাস্সান সম্রাটের প্রতিনিধিবৃন্দ এ উৎসবে যোগদান করে। সদ্দে-মায়ারিবে তার লাগানো শিলালিপিতে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আজ পর্যন্ত তা বর্তমান ও অক্ষুণ্ন হয়ে আছে। GLASER এটা উদ্ধৃত করেছেন।

ইয়েমেনে নিজের ক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করে নেবার পর আব্‌রাহা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজ করতে শুরু করলো। এ অভিযানের গোড়া হতেই রোমান সাম্রাজ্য এবং তার মিত্র হাবশী খৃস্টানদের সামনে সেই উদ্দেশ্যই বর্তমান ছিল। আর তা হলো একদিকে আরব দেশে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করা, আর অন্য দিকে প্রাচ্য দেশসমূহ ও রোমান অধিকৃত অঞ্চলের মাঝে আরবদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় করায়ত্ত করা। বিশেষত ইরানের সাসানীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোমানদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে রোমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য সব পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে উক্ত উদ্দেশ্য লাভ তরান্বিত করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়েমনের রাজধানী সানায় একটা গীর্জা নির্মাণ করলো (আরব ঐতিহাসিকগণ তার নাম লিখেছেন 'আল-কাশীস' কিংবা আল-কুলাইস অথবা 'আল-কুল্লাইস'। এ শব্দটি গ্রীক শব্দ EKKLESIA'র আরবীকরণ)। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, এই কাজটি সুসম্পন্ন করার পর সে হাবশা সম্রাটকে লিখলো যে, আমি আরবদের হজ্জ অনুষ্ঠান কা'বা হতে এ গীর্জায় স্থানান্তরিত না করে ছাড়বো না। ঐতিহাসিক ইব্‌নে কাসীর লিখেছেন, ইয়েমেন সে তার এ ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিল এবং চারদিকে এ কথা ঘোষণা করায়।*আমাদের মতে তার এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল আরবদের রাগান্বিত করে তোলা। কেননা তারা রাগান্বিত হয়ে যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে তাকে একটা উপলক্ষ্য বানিয়ে সে মক্কার উপর আক্রমণ চালাবার ও কা'বা শরীফ বিধ্বস্ত করার সুযোগ পাবে। মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক এও লিখেছেন যে, আবরাহার উক্তরূপ ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব কোন না কোনরূপে গীর্জায় প্রবেশ করে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করেছিল। ইব্‌নে কাসীরের বর্ণনা মতে, জনৈক কুরাইশ এ কাজ করেছিল। আর মুকাতিল ইবনে সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, কুরাইশের কতিপয় যুবক মিলিত হয়ে এ গীর্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ধরনের ঘটনা যদি আদৌ ঘটে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তা যেমন অস্বাভাবিক ও অকারণ কিছু নয়, তেমনি নয় বিস্ময়কর কিছু। কেননা, আবরাহার উক্ত ঘোষণাই ছিল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। ফলে প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগে কোন আরব কিংবা কুরাইশ

*ইয়েমেনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পর খৃষ্টানরা কা'বার প্রতিকূলে অপর এক কা'বা নির্মাণের জন্যে ক্রমাগতভাবে চেষ্টা চালিয়েছিল। আরবেই তার কেন্দ্রীয় মর্যাদা কায়েম করতে চেয়েছিল। এ কারণে নাজরানেও একটা কা'বা বানিয়েছিল।

ব্যক্তি অথবা কতিপয় যুবকের উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে অপবিত্র করে দেয়া কিংবা তাতে আগুণ ধরিয়ে দেয়া কোন দুর্বোধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আরো একটি সম্ভাবনা রয়েছে। আবরাহা নিজেই হয়তো নিজের কোন লোক দ্বারা এরূপ কাজ করিয়েছিল। কেননা, একে ছুতা বানিয়ে সে সহজেই মক্কার ওপর আক্রমণ চালাতে পারতো এবং কুরাইশকে ধ্বংস করে ও সমগ্র আরবকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের দুটো উদ্দেশ্যই সে একসংগে লাভ করতে পারতো। সে যাই হোক, কা'বা ভক্তরা তার নির্মিত গীর্জার অপমান করেছে বলে আবরাহা যখন রিপোর্ট পেল, তখন সে কা'বা বিধ্বস্ত না করা পর্যন্ত একবিন্দু স্থির হয়ে বসবে না বলে শপথ বা কসম করে বসলো।

অতপর আবরাহা ৫৭০ বা ৫৭১ খৃস্টাব্দে ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হাতি (কোন কোন বর্ণনা মতে ৯টি হাতি) নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করলো। পথে প্রথমে ইয়েমেনের যুনফর নামক জনৈক সরদার আরবদের একটা বাহিনী নিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু সে পরাজয় বরণ করে ও ধৃত হয়। তারপর খাশআম অঞ্চলে নুফাইল ইব্‌নে হাবীব খাশআমী নামক জনৈক আরব গোত্রপতি নিজের গোত্রের লোকজন নিয়ে আবরাহা বাহিনীর মুকাবিলা করে। কিন্তু সেও পরাজিত হয় এবং গ্রেফতার হয়। সে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার পথ প্রদর্শকের কাজ গ্রহণ করে। তায়েফের নিকটে পৌছলে বনু সকীফ এত বড় শক্তির সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারবে না মনে করে পিছনে হটে গেল। আবরাহা যাতে এদের মাবুদ 'লাত'-এর মন্দির ধ্বংস করে না দেয় তাদের মনে এ ভয় জাগলো। এ কারণে তাদের মাসউদ নামক জনৈক সরদার একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। বললো, আপনি যে উপাসনা কেন্দ্র ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসেছেন, তা আমাদের উপাসনালয় নয়। আপনার লক্ষ্যস্থল তো মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদের উপাসনালয়ের ওপর আক্রমণ করবেন না। আমরা আপনাকে মক্কার পথ দেখাবার জন্য লোক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহা এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। বনু সকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে আবরাহার সংগে পাঠিয়েছিল। মক্কায় পৌছতে যখন ত্রিশ ক্রোশ পথ বাকি ছিল, তখন আল-মুগাম্মাস (অথবা আল মুগাম্মিস) নামক স্থানে আবু রিগাল মরে গেল। আবরাহাকে পথ প্রদর্শন করা ছিল তার একটা জাতীয় অপরাধ। তাই আরব জাতির জনগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কবরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। বনু সকীফের লোকেরা যে নিজেদের মাবুদ 'লাতের' মন্দির রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, সে জন্যও আরববাসীরা বহুদিন পর্যন্ত তাদের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।

মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক লিখেছেন, আল-মুগাম্মাম নামক স্থান হতে আবরাহা তার অগ্রবর্তী বাহিনীকে আগে পাঠিয়ে দিল। এরা তোহামা অধিবাসী ও কুরাইশদের অনেক পালিত পশু লুট করে নিয়ে গেল। নবী করীমের (সঃ) দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শ উট তারা নিয়ে যায়। আবরাহা একজন দূতের মাধ্যমে মক্কার লোকদের নিকট পয়গাম পাঠাল- আমি তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি। কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমরা যদি লড়াই করতে সম্মুখে এগিয়ে না আস, তাহলে তোমাদের জান-মাল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে। মক্কার সরদাররা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তারা আবরাহার সঙ্গে দেখা করতে পারে, এ কথাও দূতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো। এ সময় মক্কার প্রধান সরদার ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। দূত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ পয়গাম পৌছালে তিনি বললেন, আবরাহার সঙ্গে লড়াই করার কোন শক্তি আমাদের নেই। কা'বা তো আল্লাহর ঘর, তিনি চাইলে তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বললো, আপনি আমার সংগে চলুন আবরাহার সাথে দেখা করবেন। তিনি এতে রাযি হলেন ও দেখা করতে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব অতিশয় সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। আবরাহা তাঁকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তাঁর পাশে বসলো। জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার যেসব উট লুট করে আনা হয়েছে তা ফেরত দিন। আবরাহা বললো, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এ কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোন মর্যাদা থাকলো না। কেননা, আপনি নিজের উটগুলো ফেরত নিতে চাইলেন, কিন্তু আপনারও আপনার পিতৃধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার ব্যাপারে আপনি কোন কথাই বললেন না। তিনি বললেন আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট দরখাস্ত করতে এসেছি।

এ ঘরের ব্যাপার স্বতন্ত্র। এর একজন রব আছেন। তিনি নিজে এর হেফাযত করবেন। আবরাহা বললোঃ সে আমার আঘাত হতে এ ঘরকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বললেনঃ এ ব্যাপারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও জানেন আর তিনিও (এই ঘরের মালিক)। এ কথা বলে তিনি আবরাহার নিকট হতে চলে এলেন। পরে সে তাঁর উটগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিল।

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা ভিন্ন কথা বলে- এ বর্ণনায় উটের দাবি করার কোন উল্লেখ নেই। 'আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু-নাঈম ও বায়হাকী তার সূত্রে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, আবরাহা যখন আস-সিফাহ নামক স্থানে উপস্থিত হন (আরাফা ও তায়েফের মাঝখানে পর্বতমালার মাঝে ও হারামের সীমার মধ্যে এ স্থানটি অবস্থিত), তখন আবদুল মুত্তালিব নিজে তার কাছে গেলেন এবং বললেন, আপনার নিজের এ পর্যন্ত আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন জিনিসের আবশ্যক হয়ে থাকলে আমাদেরকে বলে পাঠাতেন, আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে হাজির হতাম। সে বললো. আমি শুনেছি এটা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর এ শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করে দেয়ার জন্য এসেছি। 'আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত এর ওপর তিনি কাকেও চড়াও হতে দেননি'। আবরাহা উত্তরে বললোঃ 'আমরা একে বিধ্বস্ত না করে ফিরে যাবো না।' 'আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আপনি যা কিছু চান আমাদের নিকট হতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। কিন্তু আবরাহা সে কথা মানতে অস্বীকার করলো ও 'আবদুল মুত্তালিবকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সংগের সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিল।

উভয় বর্ণনার এ পার্থক্য যদি আমরা যথাযথভাবে মেনে নিই এবং কোনটিকে কোনটির ওপর অগ্রাধিকার না দিই, তা হলে প্রকৃত অবস্থা যাই হয়ে থাকুক না কেন, একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে তা এই যে, মক্কা ও তার আশে-পাশের গোত্রসমূহের আবরাহার এত বড় সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করে কাবা শরীফ রক্ষা করা বিন্দুমাত্র সম্ভব ছিল না। কাজেই কুরাইশরা যে বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করতেও চেষ্টা করেনি তা সুস্পষ্ট। কুরাইশরা আহযাব যুদ্ধকালে মুশরিক ও ইহুদী গোত্রসমূহ মিলিয়ে সর্বমোট মাত্র ১০-১২ হাজার লোকের একটি বাহিনী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এ সময় আবরাহার ষাট হাজার সৈন্যের এক বিরাট সুগঠিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে তারা কিভাবে সক্ষম হতে পারতো?

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সেনানিবাস হতে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সাধারণ হত্যাকান্ড হতে বাঁচবার জন্য বংশ-পরিবার নিয়ে পর্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। পরে তিনি কুরাইশদের আরো কতিপয় সরদারকে সংগে নিয়ে হারাম শরীফে উপস্থিত হন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর নিকট দো'আ করলেন, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর সেবকদের রক্ষা করেন। এই সময় কা'বার মধ্যে ৩৬০টি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ কঠিন সময়ে তাদের কথা তাদের স্মরণে আসেনি। তারা কেবল আল্লাহর দরবারেই সাহায্যের জন্য ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে দিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের এ সময়কার দো'আসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। এ দো'আয় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। ইবনে হিশাম তাঁর "সীরাত" গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাসমূহের উল্লেখ করেছেন ঃ

لَاهُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ رِحْلَهٗ فَامْنَعْ رِحَلاً لَكَ

لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ وَ مِحَالُهُمْ غَدْوًا مِحَالَكَ

اِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ وَقِبْلَتَنَا فَاَمْرٌ مَا بَدَالَكَ

-'হে খোদা বান্দাহ নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে

তুমিও রক্ষা কর তোমার নিজের ঘর।

কাল যেন তাদের ক্রুশ এবং চেষ্টা-যত্ন তোমার ব্যবস্থাপনার মুকাবিলায় জয়ী হতে না পারে। তুমি যদি তাদেরকে ও আমাদের কেবলা-ঘরকে এমনিই ছেড়ে দিতে চাও, তাহলে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর'।

সুহাইলী রওযুল উনুফ গ্রন্থে এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কবিতাংশও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وَانْصُرْنَا عَلٰى اٰلِ الصَّلِيْبِ وَعَابِدِيْهِ اَلْيَوْمَ اٰلَكَ

ক্রুশধারী ও তার পূজারীদের মুকাবিলায় আজ তোমার আপন পক্ষের লোকদেরকে সাহায্য কর, হে আল্লাহ ইব্‌নে জরীর আবদুল মুত্তালিবের দো'আ প্রসংগে পড়া নিম্নোক্ত কবিতা ছত্র দুটোরও উল্লেখ করেছেন ঃ

يَا رَبِّ لَا اَرْجُوْلَهُمْ سِوَاكَا يَارَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا

اِنَّ عَدُوَّا الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَ اِمْنَعْهُمْ اَنْ يُّخَرِّبُوا قُرَاكَا

-হে আমার রব এ লোকদের মোকাবিলায় আমি তোমাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোন আশা রাখি না। হে আমার রব তাদের হতে তুমি তোমার হেরেমের হেফাযত কর।

এ ঘরের শত্রু তোমারও শত্রু। তোমার জনবসতি ধ্বংস করা হতে এদেরকে বিরত রাখ।"

আল্লাহর নিকট এসব দো'আ করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু নিজের হাতি যা সকলের অগ্রভাগে চলছিল-সহসা বসে পড়লো। হাতিটিকে খুব থাপড়ানো হলো, চাবুক দিয়ে মারা হলো এবং মারতে মারতে তাকে আহত করা হলো, কিন্তু তবুও তা একবিন্দু নড়লো না। তাকে দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব দিকে ঘুরিয়া চালাতে চেষ্টা করলে তা দৌড়াতে শুরু করতো। কিন্তু মক্কার দিকে ফিরিয়ে চালাতে চেষ্টা করা হলে সংগে সংগে বসে পড়তো। তখন কোনক্রমেই সামনের দিকে চলতে প্রস্তুত হতো না। এ মুহূর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাখায় ও ঠোঁটে পাথর টুকরো নিয়ে উড়ে এলো এবং কা'বা আক্রমণকারী এই সৈন্য বাহিনীর উপর পাথরকুচির বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। যার ওপর এ পাথর কুচি পড়তো, তার দেহ তখনি বিগলিত হতে শুরু হতো। মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক ও ইক্‌রামের বর্ণনা হলো- পাথরকুচির স্পর্শ লাগলেই দেহে বসন্ত শুরু হয়ে যেতো। আরব দেশসমূহে এ রোগের প্রাদুর্ভাব এ বৎসরই সর্বপ্রথম দেখা দেয়। ইব্‌নে আব্বাসের বর্ণনা হলো যারই ওপর পাথরকুচি পড়তো, সংগে সংগে তার দেহে ভয়ানক রকমের চুলকানি শুরু হয়ে যেত। এ চুলকানীর ফলেই চামড়া ফেটে যেত ও মাংস খসে ঝড়ে পড়তে শুরু করতো। ইব্‌নে আব্বাসের অপর বর্ণনা মতে- দেহের মাংস ও রক্ত পানির মত ঝরতে শুরু করতো এবং হাড় বের হয়ে আসতো। স্বয়ং আব্‌রাহারও এ অবস্থা দেখা দিল। তার শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে যেতে লাগলো। আর যেখানেই একটা একটা খন্ড পড়তো সেখান হতেই পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। এরূপ অবস্থা দেখে নিরুপায় ও পাগলপারা হয়ে তারা ইয়েমেনের দিকে পালাতে লাগলো। খাশআম অঞ্চল হতে নুফাইল ইব্‌নে হাবীব খাশআমী নামক যে ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে সংগে নিয়ে এসেছিল, তাকে খুঁজে বের করে এনে বললো, ফেরত যাবার পথ দেখাও। কিন্তু সে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করলো এবং বললো ঃ

اَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْاِلٰهُ الطَّالِبُ وَالْاَشْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

-এখান হতে পালিয়ে যাবার স্থান কোথায় পাবে? আল্লাহ নিজেই যখন পশ্চাদ্ধাবন করছেন (তখন আর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না)। আবরাহা নাক কাটা তো পরাজিত। সে কিছুতেই বিজয়ী হতে পারে না। পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে এরা নানা জায়গায় পড়ে মরতে লাগলো কিংবা মরে পড়তে লাগলো। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, এ লোকেরা সকলেই ঠিক সে সময়ই মরে শেষ হয়ে যায়নি। কিছু লোক তো সেখানেই ধ্বংস হলো। আর কিছু লোক পালিয়ে যাবার সময় পথের মধ্যে মরে পড়ে থাকলো। আবরাহা নিজে খাশআম অঞ্চলে পৌছে মারা গেল।*

আল্লাহতা'আলা হাবশীদের কেবল এ শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। অতঃপর তিন চার বছরের মধ্যে ইয়েমেন হতে হাবশী শাসনের অবসান করলেন। ইতিহাস হতে জানা যায়, এ হস্তি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ইয়েমেনে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেল। দিকে দিকে ইয়েমনী সরদাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে লাগলো। পরে সাইফ ইব্‌নে যী-ইয়াযান নামক জনৈক ইয়েমনী সরদার পারস্য সম্রাটের নিকট হতে সামরিক সাহায্য চাইলো। পারস্যের মাত্র এক হাজার সৈন্য শুধু ছ'টি জাহাজে এসেছিল এবং হাবশী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য এটাই যথেষ্ট হয়েছিল। এটা খৃষ্টীয় ৫৭৫ সনের ঘটনা।

এ ঘটনাটি হয় মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে মুহাসাব উপত্যকার নিকটে ও 'মুহাস্সির' নামক স্থানে। মুসলিম ও আবু দাউদ, হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনা মতে, ইমাম যাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের হতে- তিনি হযরত জাবির ইব্নে আবদুল্লাহ হতে নবী করীমের (সঃ) বিদায় হজ্জের যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) যখন মুযদালিফা হতে মিনার দিকে চললেন, তখন মুহাস্সির উপত্যকায় চলার গতি তিনি খুব তীব্র করে দিলেন। ইমাম নববী তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হাতিওয়ালাদের ঘটনা ঠিক এ স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াই সুন্নাত। মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মুযদালিফা হলো পুরোপুরি অবস্থান করার জায়গা। কিন্তু মুহাস্সির উপত্যকায় অবস্থান করা উচিত নয়। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে সে এ ঘটনার চোখেদেখা বিবরণ দিয়েছে ঃ

رُدَيْنَةُ لو رأيتِ وَلاَ تَريه   لَدى جنب المحصَّب مَا راينَا
حَمدتُ اللهِ اذا بَصُرتُ طَيراً   وَخِفتُ حِجَارَةً تُلقى عَلَينَا
وكُلُّ القَومِ لِيسَالُ عَن نُفَيلٍ   كَأن عَلَيَّ لِلحَبشَانِ دَيْنَا

-হে রুদাইনা! তুমি যদি দেখতে- তুমি তো দেখতে পারবে না মুহাসাব উপত্যকার কাছে আমরা যা দেখেছি। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করেছি যখন আমি পাখীগুলো দেখেছি, আমি ভয় পাচ্ছিলাম পাথর আমাদের উপর না পড়ে। সে লোকদের সকলে নুফাইলকে খুঁজছিল। যেন আমার উপর হাবশীদের কোন ঋণ চেপেছিল।

এই ঘটনাটা ছিল একটা অসাধারণ বিস্ময়কর ব্যাপার। সমগ্র আরবে এ খবর অল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। বহুসংখ্যক কবি এ জন্য বহু কবিতা রচনা করে। এ সময় রচিত সব কবিতায় একটি মূল সুর সাধারণভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এ ঘটনাটিকে প্রত্যেক কবিই নিজ নিজ কবিতায় আল্লাহতা'আলার বিশেষ অসাধারণ শক্তির এক অতি বড় প্রকাশ-'মুযিযা' বলে উল্লেখ করেছে। এ ব্যাপারে কা'বায় পূজিত দেব-দেবীদের এক বিন্দু হাত আছে সে কথা ইশারা-ইংগিতেও কোথাও বলা হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনিযযিবা'রীর কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

سِتُّونَ الفًا لَم يَؤبُوا أرضَهُم   وَلَم يَعِش بعد الاياب سَقِيمُهَا
كَانَت بِهَا عَادٌ وَجُرهُم قَبلَهُم   وَاللهُ مَن فوق العباد يُقِيمُهَا

-ওরা ষাট হাজার ছিল, নিজেদের জন্মভূমির দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারলো না। ফিরে যাওয়ার পর তাদের রুগ্ন ব্যক্তি (আব্রাহা) জীবিতও থাকতে পারলো না।

তাদের পূর্বে এখানে 'আদ ও জুরহুম জাতির লোকেরা ছিল। আর আল্লাহ সব লোকের উপর বর্তমান। তিনিই এদেরকে রক্ষা করেন।

আবু কাইস ইবনে আস্‌লাফের কবিতা ঃ

فَقُومُوا فَصَلُّوا رَبَّكُم وَتَمَسَّحُوا بار كان هذا البيت بين الاخاشب

فلما اتاكم نصرى ذى العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب

'ওঠো। তোমার রবের বন্দেগীতে লেগে যাও এবং মক্কা ও মিনার পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত আল্লাহর ঘরের স্তম্ভসমূহ স্পর্শ কর। আরশ অধিপতির সাহায্য যখন তোমাদের প্রতি এলো, তখন সেই বাদশাহর সৈন্য সামন্ত এই লোকদেরকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে দিল যে, কেউ ধুলায় লুণ্ঠিত, আর কেউ পাথর নিক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ।

কথা এখানেই শেষ নয়। হযরত উম্মেহানী ও হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওআম বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কুরাইশরা ১০ বছর, কোন কোন বর্ণনা মতে ৭ বছরকাল এক ও লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করেনি। উম্মেহানীর বর্ণনাটি ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ও তাবরানী, হাকেম ইব্‌নে মারদুইয়া ও বায়হাকী নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর হযরত যুবাইরের বর্ণনা তাবরাণী ইব্‌নে মারদুইয়া ও ইব্‌নে আসাকির উদ্ধৃত করেছেন। খতীব বাগদাদী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের যে 'মুরসাল' বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, তা হতে এর আরো সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় আরববাসীরা সে বছরটিকে 'হস্তি-বর্ষ' নামে অভিহিত করে। হযরত নবী করীমের (সঃ) পবিত্র জন্মও এ বছরই হয়। হাতি সংক্রান্ত ঘটনাটি মুহাররম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়ে মুহাদ্দেসীন ও ইতিহাসবিদ্‌দের মাঝে কোন মতভেদ নেই। আর নবী করীমের (সঃ) জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। অনেকের মতে নবী করীমের (সঃ) জন্ম ঘটনা হাতি সংক্রান্ত ঘটনার ঠিক পঞ্চাশ দিন পরে সংঘটিত হয়।

মূল বক্তব্য

এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হলো, এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা 'ফীল' সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। এ সূরায় এত সংক্ষিপ্তভাবে হাতি সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে কেবলমাত্র হাতিওয়ালাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা এবং তাকেই যথেষ্ট মনে করা হলো কেন, তা এ ঐতিহাসিক পটভূমিতে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। তার কারণ এই যে, এ সূরাটি নাযিল হওয়াকালে হাতি সংক্রান্ত ঘটনা কিছু মাত্র পুরাতন হয়ে যায়নি। মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিকটই এ ছিল একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সকলেই এটা জানতো। আরবের কোন ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। সমগ্র আরববাসীর ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল, আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হেফাযতের এই কাজটি কোন দেব-দেবী কর্তৃক হয়নি। এ নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহরই বিশেষ অবদান। কুরাইশ সরদাররা একমাত্র আল্লাহর নিকটই দো'আ ও প্রার্থনা করেছিল। পরে একাধারে কয়েক বছর পর্যন্ত কুরাইশ লোকেরা এ ঘটনা দ্বারা এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা এ সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। এ কারণেই সূরা 'ফীল'-এ কোন বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কেবল মাত্র ঘটনাটির উল্লেখ ও তা স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল, যেন এ উল্লেখের ফলেই বিশেষভাবে কুরাইশের লোকেরা এবং সাধারণভাবে আরববাসীরা নিজেদের মনে মনে চিন্তা ও বিবেচনা করতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা অন্যান্য সব মা'বুদ পরিত্যাগ করে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগী করার দাওয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সংগে এ কথাও যেন তারা ভেবে দেখে যে, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) এ সত্য দ্বীনের দাওয়াতকে যদি তারা জোরপূর্বক দমন করতে চেষ্টা করে, তাহলে যে আল্লাহ হাতিওয়ালাদেরকে তছনছ করে দিয়েছিলেন, তারা সেই আল্লাহর ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে পড়ে চিরতরে ভস্ম হয়ে যেতে পারে। সূরা 'আল-ফীল-এর মূল বক্তব্য হলো এটাই এবং এটাই হলো এর নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য।

এক তার রুকু মক্কী ফীল সূরা পাঁচ তার আয়াত
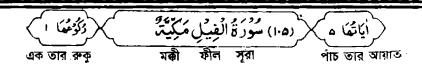
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۞ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

নাই কি তুমিদেখ কেমন করেছেন তোমার রব ওয়ালাদের সাথে হাতী তিনি পর্যবসিত করে দেন নাই কি তাদের কৌশলকে

فِيْ تَضْلِيْلٍ ۞ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۞ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

নিষ্ফলতার মধ্যে এবং পাঠিয়েছেন তাদের উপর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে (যা) তাদের উপর নিক্ষেপ করে পাথরসমূহকে

مِّنْ سِجِّيْلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۞

কংকরের অতঃপর তাদেরকে করেদেন যেমন ভূষি ভক্ষণ করা

সূরা আল-ফীল

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৫, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। তুমি কি দেখনি তোমার খোদা হস্তিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?

২। তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি ?

৩-৪। আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠায়ে দিলেন যা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল?

৫। ফলে তাদের অবস্থা এমন করে দিল, যেমন (জন্তু-জানোয়ারের) ভক্ষণ করা ভূষি১।

১। রসূলুল্লাহের (সঃ) পুন্যময় জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে সংঘটিত এক বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনের হাবশী রাজ্যের খৃষ্টান সম্রাট আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা অভিযান করে। সৈন্যবাহিনীতে কয়েকটি হস্তিও ছিল। যখন তারা মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছে তখন অকস্মাৎ সমুদ্রের দিক থেকে পক্ষী দল ঝাঁকে ঝাঁকে চঞ্চু ও নখরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখন্ড নিয়ে এসে সৈন্যবাহিনীর উপর ব্যাপক প্রস্তরবর্ষণ শুরু করে। যার উপরই এই প্রস্তরখন্ড আপতিত হয় তার গাত্র-মাংস গলিত হয়ে খসে খসে পড়তে শুরু করে। এইভাবে সমগ্র সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। আরবে এ ঘটনা ছিল খুবই প্রখ্যাত এবং এই সূরা অবতীর্ণকালে পবিত্র মক্কানগরীতে এরূপ হাজার হাজার ব্যক্তি জীবিত বর্তমান ছিলেন, যাঁরা ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যাঁদের নিজেদের চোখের সামনেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সমগ্র আরববাসীগণও এ কথা স্বীকার করতো যে, হস্তীপতিদের (আবরাহা ও তার সৈন্যদল) এই ধ্বংস একমাত্র আল্লাহতা'আলার শক্তি-মহিমার কুদরতে সংঘটিত হয়েছিল।

সূরা কুরাইশ

নামকরণ

প্রথম আয়াতের قريش শব্দটিকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

দহ্হাক ও কল্‌বী এ সূরাটিকে মাদানী বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সীর এর মক্কী হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এর মক্কী হওয়ার বড় প্রমাণ হলো এ সূরারই رب هذا البيت এই ঘরের রব একথাটি, এ যদি মদীনায় অবতীর্ণ হতো তাহলে কা'বা ঘরকে এই ঘর বলে ইংগিত করা কিছুতেই শোভন হতে পারতো না। বস্তুত এ সূরার মূল কথা ও বক্তব্যের সঙ্গে সূরা 'ফীল'-এর মূল বিষয়বস্তুর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, উক্ত সূরা নাযিল হওয়ার পর-পরই ও সংগে সংগেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে বলে স্পষ্ট ধারণা হয়। উভয় সূরার পারস্পরিক এই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের কারণে কোন কোন মহান ব্যক্তি এতখানি বলেছেন যে, আসলে এ দুটি একই সূরা। কতিপয় হাদীসের বর্ণনা হতেও এ ধারণা বলিষ্ঠতা পেয়েছে। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'আবের (নিকট রক্ষিত) মসহাফে এ দুটো সূরা এক সংগে লিখিত রয়েছে, দুটোর মাঝে 'বিসমিল্লাহ' লিখে পার্থক্য করা হয়নি। হযরত ওমর (রাঃ)ও একবার এ সূরা দুটোকে একসংগে মিলিয়ে পড়েছিলেন, এদের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য করেননি। এসব কারণে একশ্রেণীর লোকের ধারণা হয়েছে যে, এ দুটো সূরা অভিন্ন। কিন্তু এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত উসমান (রাঃ) বিপুল সংখ্যক সাহাবীর বাস্তব সহযোগিতায় কুরআন মজীদের যেসব সংকলন সরকারীভাবে তৈরী করিয়ে ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এ দুটো সূরার মাঝে বিস্‌মিল্লাহ লেখা ছিল। সে সময় হতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সব মসহাফে এ দুটো ভিন্ন ভিন্ন সূরা হিসেবে লিখিত হয়ে এসেছে। উপরন্তু উভয় সূরার বাচনভংগীও পরস্পর হতে এতই ভিন্ন ধরনের যে এ দুটো ভিন্ন ভিন্ন সূরা হওয়া অকাট্য ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচনা

এ সূরাটির সঠিক তাৎপর্য বুঝবার জন্য এর ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর উজ্জ্বল দৃষ্টি সংস্থাপন আবশ্যক। কেননা এ দিক দিয়েই এর বিষয় বস্তুর সাথে সূরা ফীল-এর বিষয়বস্তুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

নবী করীমের (সঃ) প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কেলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ বংশের লোক হেযাযে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কুসাই-ই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্রিত করে। আল্লাহর ঘরের মুতাওয়াল্লী পদ এ গোত্রের হাতে আসে। এ কারণে কুসাইকে একত্রকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ ব্যক্তি স্বীয় উচ্চতম মানের ব্যবস্থাপনা, যোগ্যতা ও প্রতিভার বলে মক্কা নগরে একটা নগর-রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। আরবের নানাদিক হতে আগত হাজীদের খেদমত করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে আরবের সমস্ত গোত্র ও অঞ্চলের ওপর কুরাইশ বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হলো। কুসাই'র পর মক্কার নগর- রাষ্ট্রের পদসমূহ তার দুই পুত্র আবদে মনাফ-ও আবদুদ্দারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু উভয় পুত্রের মধ্যে আবদে মনাফ তার পিতার আমল হতেই সর্বাধিক

খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। সারা আরবে তার বিশেষ মর্যাদা সর্বজন-স্বীকৃত হয়েছিল। আবদে মনাফের চার পুত্র ছিল। হাশেম, আব্‌দে শাম্‌স, মুত্তালিব ও নওফাল।তার মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবেরপিতা ও নবী করীমের (সঃ)পিতামহ হাশিম সর্বপ্রথম ব্যবসায়-বানিজ্য মনোনিবেশ করেনআরবের পথে প্রাচ্যদেশ এবং সিরিয়া ও মিসরের মাঝে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বহুপূর্বকাল হতেই চলে আসছিল তাতে অংশগ্রহণের চিন্তা সর্বপ্রথম তার মনে জাগে। আর সে সংগে আরববাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাহির হতে ক্রয় করে আনার ইচ্ছাও জাগে। এর ফলে উক্ত দীর্ঘ পথের মাঝে অবস্থিত গোত্রসমূহ যেমন তাদের নিকট হতে পণ্যদ্রব্য খরিদ করবার সুযোগ পেতে পারে তেমনি মক্কার বাজারে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীরাও ক্রয়-বিক্রয় করবার জন্য এখানে যাতায়াত শুরু করে দেবে। এ সে সময়ের কথা যখন উত্তর অঞ্চলসমূহ ও পারস্য উপসাগরীয় পথে রোমান সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মাঝে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় চলছিল, তার ওপর পারস্যের সাসানীয় সরকার আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। ফলে দক্ষিণ আরব হতে লোহিত সাগরের বেলাভূমির সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া ও মিসরের দিকে যে বাণিজ্য পথ চলে গেছে তার ব্যবসার যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। অন্যান্য আরব গোত্রের তুলনায় কুরাইশদের একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। তারা আল্লাহর ঘরের সেবক ছিল বলে পথে অবস্থিত সব গোত্র তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশের লোকেরা যে উদারতা ও বদান্যতার সঙ্গে হাজীদের খেদমত করতো, সে জন্য সব লোকই তাদের অনুগৃহীত ছিল। পথের মাঝে তাদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর কোন আক্রমণ হওয়ার কিংবা ডাকাত পড়ার কোন ভয় তাদের ছিল না। উপরন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট হতে যে মোটা পথ কর কিংবা শুল্ক আদায় করা হতো তাদের নিকট হতে সেরূপ কর আদায় করাও সহজ ছিল না। হাশিম এসব সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবসায় চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো এবং নিজের পরিকল্পনায় তার তিন ভাইকে শরীক করলো। সিরিয়ার গাসসানী বাদশার নিকট হতে হাশিম, হাবশার বাদশাহর নিকট হতে আব্‌দে শাম্‌স, ইয়েমনী রাজন্যবর্গের নিকট হতে মুত্তালিব এবং ইরাক ও পারস্যের সরকারসমূহের নিকট হতে নওফল নানাবিধ ব্যবসায়ী সুযোগ-সুবিধা লাভ করলো। এর ফলে তাদের ব্যবসায় খুব দ্রুততার সংগে উন্নতি লাভ করে। উত্তরকালে এই চার ভাই 'মুত্তাজিরীন'-'ব্যবসায়ী' নামে পরিচিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আশে-পাশের গোত্র ও রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তাদের যে নিবিড় সম্পর্ক ও সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তার দরুন তাদেরকে আসহাবুল 'ঈলাফ'-'সম্পর্ক' সম্বন্ধ ও বন্ধুতা স্থাপনকারী লোক বলা হতে লাগলো।

এ ব্যবসায় — বাণিজ্য ব্যপদেশে কুরাইশ বংশের লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরাক, পারস্য, ইয়েমন ও হাবশা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পেয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং এর ফলে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা ও মননশীলতার মান খুবই উন্নত হয়েছিল। এ ব্যাপারে আরবের অন্য কোন গোত্র তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। ধন-সম্পদের দিক দিয়েও তারা সারা আরবের মধ্যে বিশেষ অগ্রসর হয়েছিল। মক্কা এভাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হলো। এসব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধে একটা বড় কল্যাণময় দিক এ ছিল যে কুরাইশের লোকেরাই ইরাক হতে বর্ণমালা নিয়ে এল। পরে সেই বর্ণমালাই কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরাইশদের মধ্যে যত লেখা-পড়া জানা লোক ছিল, আরবের অন্য কোন গোত্রই সেরূপ ছিল না। এসব কারণে নবী করীম (সঃ) বলেছিলেন قريش قادة النّاس কুরাইশ বংশের লোক অন্যসব লোকের নেতা (মুসনদে আহমদ, -আমর ইবনুল আ'স-এর বর্ণনা)। বায়হাকীতে হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ كَانَ هذَا الأمرُ فِى حِميَرَ فَنَزَعَهُ اللّهُ مِنهُم وَجَعَلَه فِى قُرَيشٍ -

-আরবের সরদারী ও নেতৃত্ব প্রথমে হিমইয়ার লোকদের নিকট ছিল। পরে আল্লাহ তাদের নিকট হতে তা কেড়ে নেন এবং তা কুরাইশদের দান করেন।

কুরাইশরা এমনিভাবে উন্নতির পর উন্নতির দিকে চলে যাচ্ছিল, এ সময়ই মক্কার ওপর আব্‌রাহা বাহিনীর আক্রমণ ঘটনা সংঘটিত হয়। তখন আব্‌রাহা যদি এ পবিত্র শহর জয় করতে ও কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হতো তাহলে আরব দেশে কেবল কুরাইশদের নয়, কা'বার সুনাম-সুখ্যাতিও চিরতরে শেষ হয়ে যেত। জাহেলিয়াতের যুগের আরবরা যে এই ঘর সত্যই আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করতো ও মানতো তা আর অবশিষ্ট থাকতো না। এ ঘরের সেবক হওয়ার দরুন কুরাইশদের যে সম্মান ও মর্যাদা সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যেতো। মক্কা পর্যন্ত হাবশীদের অগ্রগতি লাভের পর রোমান সাম্রাজ্য অগ্রসর হয়ে সিরিয়া ও মক্কার মধ্যবর্তী ব্যবসায়ের পথের উপরও নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে নিতো। আর কুরাইশরা কুসাই ইব্‌নে কিলাবের পূর্বে যে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিল অতঃপর তারা এ হতেও কঠিনতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো। কিন্তু আল্লাহতাআলা যখন নিজের অসাধারণ কুদরতের মহিমা দেখিয়ে পাখীর দ্বারা পাথরকুচি বর্ষণ করিয়ে আব্‌রাহার ষাট হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মক্কা হতে ইয়েমেন পর্যন্ত সমস্ত পথে এ ধ্বংস-প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা এখানে-ওখানে পড়ে পড়ে মরে থাকলো, তখন কা'বা যে আল্লাহর ঘর এ বিশ্বাস সমগ্র আরববাসীদের মনে পূর্ব হতেও অধিক দৃঢ়মূল হয়ে বসলো। সে সংগে কুরাইশদের প্রতিপত্তি সমগ্র দেশে পূর্বাপেক্ষাও অনেক বেশী বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। আরবদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগলো যে, তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। তারা নির্ভিক চিত্তে আরবের সর্বত্র যাতায়াত করতো। নিজেদের ব্যবসায়-কাফেলা নিয়ে সবদিকেই চলে যেতে পারতো। তাদের পথে বাধা বা কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করার দুঃসাহস কারো হতো না। শুধু তাদের ব্যাপারই নয়, তাদের নিরাপত্তার অধীন অন্য কোন লোককেও কেউ 'টু' শব্দ বলতে সাহস পেত না।

মূল বক্তব্য

নবী করীমের (সঃ) নবুয়্যতকালে আরবের সব লোকেরই এ কথা জানা ছিল। এ কারণে এখানে এর বিস্তারিত উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। এ জন্যই এ সূরাটিতে চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে কুরাইশদেরকে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজেরাই যখন এ ঘরকে দেব-দেবীর ঘর নয়- একমাত্র আল্লাহর ঘর মানছো আর কেবল আল্লাহ-ই-আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নয়- তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এরূপ নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করেছেন এবং তোমাদেরকে দারিদ্র ও অনশনের কষাঘাত হতে রক্ষা করে এইরূপ স্বাচ্ছন্দ' ও ঐশ্বর্যের অধিকারী বানিয়েছেন, তখন কেবলমাত্র সেই এক খোদারই বন্দেগী করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

এক তার রুকু মক্কী কুরাইশ সূরা চার তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا

যেহেতু অভ্যস্থ হয়েছে | কুরাইশরা | তাদের অভ্যস্ত হওয়া | সফরে | শীতের | ও | গ্রীষ্মের | তাদের উচিৎ সুতরাং ইবাদত করা

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ

রবের | এই | ঘরের | যিনি | তাদের আহার দিয়েছেন | হতে | ক্ষুধা | এবং | তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন

مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

হতে | ভয়

সূরা কুরাইশ

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৪, মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে।

২। (অর্থাৎ) শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত১।

৩। কাজেই তাদের কর্তব্য হল এই ঘরের২ রবের ইবাদত করা।

৪। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খেতে দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন।৩

১। শীত ও গ্রীষ্মকালীনসফর বা বিদেশযাত্রার অর্থ বাণিজ্যিক যাত্রা গ্রীষ্মকালে কুরাইশগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করতো এবং শীতকালে তাদের বাণিজ্য যাত্রা হতো দক্ষিণ আরবের দিকে। এই বাণিজ্য পর্যটনসমূহের বদৌলতে তারা ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠে ছিল।

২। এই ঘর অর্থ- পবিত্র কা'বা ঘর।

৩। মক্কাতে হারাম শরীফের অবস্থা হেতু তা পবিত্র ও নিষিদ্ধ নগরীরূপে থাকায় এ নগরীর উপর আরবের কোন গোত্রের আক্রমণের আশংকা কুরাইশদের ছিল না এবং কুরাইশরা পবিত্র কা'বা ঘরের সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক থাকার কারণে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা আরবের সর্বত্র বিনা বাধায় অতিক্রম করতো, তাদের অনিষ্ট বা তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে সকলে বিরত থাকতো।

সূরা আল-মা'উন

নামকরণ

সূরার শেষ আয়াতের শেষ শব্দ 'আল মা'উন'কে এর নাম রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইব্‌নে মারদুইয়া হযরত ইব্‌নে 'আব্বাস (রাঃ) ও ইব্‌নুযযুবাইর (রাঃ)-এর যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে তাঁরা একে মক্কী সূরা বলেছেন। 'আতা' ও জাবির প্রমুখ কুরআনবিদদেরও এই মত। কিন্তু আবু হাইয়ান তাঁর আল বাহরুল মুহিত গ্রন্থে ইব্‌নে 'আব্বাস, কাতাদাহ ও দহ্‌হাকের যে উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন, তাতে একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। আমাদের মতে প্রকৃতপক্ষে এ সূরার অভ্যন্তরেই এমন একটা সাক্ষ্য বর্তমান যা হতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি মক্কায় নয়, মদীনায় নাযিল হয়েছে। এ সূরায় নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী নামাযী ও প্রদর্শনীমূলক নামায পাঠকারীদের সম্পর্কে এক তীব্র-কঠোর অভিসম্পাতের বাণী সংযোজিত হয়েছে আর এটাই হলো এ সূরার মাদানী হওয়ার একটি বড় ও অকাট্য প্রমাণ। কেননা, সূরার এ কথাটি মুনাফিকদের সম্পর্কে। আর এ ধরনের মুনাফিক মক্কা শরীফে দেখা যায়নি, কেবলমাত্র মদীনার সমাজেই তারা বর্তমান ছিল, কেননা ইসলামী আদর্শবাদী লোকেরা মদীনায় ক্ষমতাশালী হয়েছিল। ফলে অনেক লোক নিতান্ত আত্মরক্ষামূলক কৌশল স্বরূপ ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়েছিল। আর নিজেদের মুসলমানিত্ব জাহির করার জন্য তাদেরকে মসজিদে আসতে, নামাযের জামা'আতে শরীক হতে ও প্রদর্শনীমূলক নামায পড়তে হতো। যতটুকু কাজ করলে তারা মুসলমান গণ্য হতে পারতো এবং কেউ তাদেরকে অমুসলমান মনে করতে পারতো না কেবল সেটুকু কাজই তারা করতো। কিন্তু মক্কায় এই ধরনের অবস্থা আদৌ ছিল না। সেখানে কাউকে লোক দেখানো নামায পড়তে হতো না। সেখানকার সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ঈমানদার লোকদের পক্ষে জামা'আতের সঙ্গে নামায পড়া খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য ছিল। লুকিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যভাবে নামায পড়লে সেখানে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তো। মুনাফিক সেখানে একেবারেই পাওয়া যেত না এমনও নয়। তবে লোক দেখানো ঈমান গ্রহণকারী,প্রদর্শনীমূলক নামায পড়ার যে মুনাফিকী, তা সেখানে ছিল না। তবে ছিল, যারা নবী করীম (সঃ) যে সত্য নবী তা জানতো এবং মানতোও বটে, কিন্তু কেবলমাত্র নিজেদের সরদারী, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য-কর্তৃত্ব বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হতো না। ঈমান এনে তারা এমন বিপদে পড়তে রাজী ছিল না, যাতে তখনকার মুসলমানদেরকে তারা নিজেদের চোখে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছিল। মক্কী পর্যায়ের এ ধরনের মুনাফিকদের অবস্থা সূরা 'আনকাবুত' ১০-১১ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

পরকালের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের কি রকমের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে, তা বিশ্লেষণ করাই এ সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ নম্বর আয়াতে প্রকাশ্যভাবে পরকালে অবিশ্বাসী কাফিরদের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর শেষ চারটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ লোকেরা বাহ্য মুসলমান হলেও তাদের অন্তরে পরকাল ও পরকালীন শুভ-অশুভ ও সওয়াব-শাস্তি সম্পর্কে তাদের কোনই ধারণা ছিল না। মোটামুটিভাবে উভয় ধরনের লোকদের কার্যকলাপ ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো লোকদের মনে এ কথা দৃঢ়মূল করে বসানো যে, পরকালের প্রতি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঈমান না থাকলে মানুষের মধ্যে সুদৃঢ়, স্থায়ী ও পবিত্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কখনো গড়ে উঠতে পারে না।

সাত তার আয়াত সূরা মাউন মক্কী এক তার রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝

তুমি দেখেছ কি (তাকে) যে অবিশ্বাস করে বিচার দিনকে সে অতঃপর ঐ (লোক) যে ধাক্কা দেয় ইয়াতীমকে

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝

এবং না উৎসাহিত করে ব্যাপারে খাদ্যদানের মিস্‌কীনকে অতএব ধ্বংস (ঐসব) নামাযীদের জন্য

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝

যাদের (বৈশিষ্ট্য হল) তারা হতে তাদের নামায় উদাসীন যাদের (বৈশিষ্ট্য হল) তারা লোকদের দেখানোর (কাজ করে)

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

এবং বিরত থাকে দেওয়া হতে সাধারণ প্রয়োজনের জিনিসের

সূরা আল-মাউন
[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াত ঃ ৭,মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১। তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে পরকালের শুভ প্রতিফল ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে?

২-৩। এতো সেই লোক যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় আর মিস্‌কীনের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না ১।

৪-৫। পরন্তু ধ্বংস সেই মুসল্লিদের জন্য যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে অবজ্ঞা দেখায় ২।

৬। যারা লোক দেখানোর কাজ করে।

৭। আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস (লোকদিগকে) দেয়া থেকে বিরত থাকে।

১। অর্থাৎ নিজেকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজ পরিবারবর্গকেও দরিদ্রকে অন্ন দান করতে বলে না এবং অপর লোকদেরকেও দরিদ্রদের সাহায্যে প্রেরণাদান করে না।

২। এর অর্থ-নামাযের মধ্যে ভুল করা নয়, বরং এর অর্থ-নামাযের প্রতি অমনোযোগী ও উদাসীন থাকা।

সূরা আল-কাওসার

নামকরণ

انا اعطينك الكوثر -এর الكوثر শব্দটিকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইব্নে মারদুইয়া হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস,হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন; এ সূরাটি মক্কী। কালবী ও মুকাতিল প্রমূখও একে মক্কী বলেছেন। বেশীরভাগ মুফাসসীরদেরও এই মত। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদহ একে মাদানী সূরা বলেছেন। ইমাম সূয়ুতী তাঁর আল-ইত্কান গ্রন্থে এ মতকেই সঠিক মত বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর তার কারণ হলো ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইব্নে আবু শাইবা, ইবনুল মুনযির, ইব্নে মারদুইয়া ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দীস গণ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসই হলো এর ভিত্তি। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) আমাদের মাঝে বসেছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর ওপর যেন তন্দ্রা আচ্ছন্ন হয়ে এলো। পরে তিনি স্মিত হাসি সহকারে মাথা তুললেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি কারণে হাসছেন? আর অপর কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি নিজেই লোকদেরকে বললেন, এইমাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হয়েছে'। পরে তিনি বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়ে সূরা কাওসার পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান কাওসার কি? লোকেরা বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল বেশী জানেন। বললেন, তা একটা ঝর্ণাধারা যা আমার খোদা আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। এ বর্ণনার যুক্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলা হয়েছে এ কারণে যে হযরত আনাস (রাঃ) মক্কায়ী নয়, মদীনায় ছিলেন। তিনি যখন বললেন যে, এ সূরাটি আমাদের উপস্থিতিতে নাযিল হয়েছে, তখন স্বতঃই প্রমাণিত হলো যে, এটা মদীনায় নাযিল হয়েছে।

কিন্তু অপর বর্ণনা হতে এর বিপরীত কথা জানা যায়। এটা হযরত আনাস (রাঃ) হতেই আহমদ,বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইব্নে জরীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, জান্নাতের এই নহর (কাওসার) রসূলে করীম (সঃ)কে মিরাজের সফরকালে দেখানো হয়েছে। আর সকলেই জানেন, মিরাজ হিজরাতের পূর্বে মক্কা শরীফে থাকাকালে হয়েছিল। এই হলো প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, মিরাজে নবী করীম (সঃ)কে এই দানের কেবল খবরই দেয়া হয়নি, তার পর্যবেক্ষণও করানো হয়েছিল। এই যদি হয়ে থাকে তাহলে নবী করীম (সঃ) কে এর সুসংবাদ দেয়ার জন্য মদীনা শরীফে সূরা 'কাওসার' নাযিল করার কোন কারণ ছিল না। তৃতীয় তত্ত্ব হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীস হতে যেমন জানা যায়, নবী করীম (সাঃ) নিজেই যদি সাহাবীদের এক মজলিসে সূরা কাওসার নাযিল হওয়ার কথা বলে থাকেন, আর তখনি এ সূরা নাযিল হয়েছে বলে যদি মনে করা হয় তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে জুবাইরের (রাঃ) ন্যায় সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল সাহাবী একে 'মক্কী' সূরা মনে করতে পারেন, আর অধিকাংশ মুফাসসির-ই বা একে 'মক্কী' বলতে পারেন কিভাবে? এ ব্যাপারটি চিন্তা করলে হযরত আনাসের (রাঃ) প্রথমোক্ত বর্ণনায় কিছুটা শূন্যতা বা অস্পষ্টতা আছে বলে পরিষ্কার মনে হয়। সে শূন্যতা ও অস্পষ্টতা হলো,যে মজলিসে নবী করীম (সঃ) উক্তরূপ কথা বলেছিলেন, তাতে শুরু হতে কি সব কথাবার্তা চলছিল তা বিস্তারিত বলা হয়নি। সম্ভবত তখন নবী করীম (সঃ) কোন বিষয়ে কিছু বলছিলেন। আর সে মুহূর্তে অহী'র সাহায্যে তাঁকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, এ বিষয়টির ওপর সূরা 'কাওসার' হতে আলো পাওয়া যেতে পারে। আর অমনি তিনি এ কথাটি এমনভাবে প্রকাশ করলেন, যাতে মনে হলো যেন তিনি বলছেন, যে আমার প্রতি এ সূরা (এখনি) নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছে। আর তাফসীরকারগণ এ কারণেই কোন কোন আয়াত দু'বার নাযিল

নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোন আয়াতের দ্বিতীয়বার নাযিল হওয়ার আসল অর্থ হলো আয়াতটি মূলত পূর্বে একবার নাযিল হয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সে আয়াতের প্রতি নবী করীমের (সঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে মাত্র। এ ধরনের বর্ণনা দ্বারা কোন আয়াত সম্পর্কে তা মক্কী কি মাদানী তার চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না, আর ঠিক কোন সময় তা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য এ ধরনের বর্ণনা যথেষ্ট দলিলও হতে পারে না।

তবু বলা যেতে পারে, হযরত আনাসের প্রথমোক্ত বর্ণনা কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি করে। নতুবা সূরা কাওসার-এর মূল বক্তব্যই অকাট্যভাবে বলে দেয় যে, এ সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে তখন যখন নবী করীম (সঃ) অত্যন্ত কঠিন ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এর পূর্বে সূরা দোহা ও সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্‌তে আপনারা দেখেছেন যে, নব্যুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীম (সঃ) অত্যন্ত কঠিন বিপদ ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। গোটা জাতিই তার শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তার সাথে শত্রুতা করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। সব দিকেই বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধের পাহাড় দূরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে দিকেই তিনি তাকাতেন সেদিকেই প্রবল বিরোধিতা তাকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগীসাথী দূরে দূরেও কোন সাফল্যের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলেন না। এরূপ পরিস্থিতিতে নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁর মধ্যে সাহস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহতা'আলা পর পর কতিপয় আয়াত নাযিল করেন। সূরা 'দোহা'য় এ সময়ই তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

-নিঃসন্দেহে তোমার প্রত্যেকটি পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে ভালো ও মংগলময় হবে এবং শীঘ্রই তোমার খোদা তোমাকে এমন কিছু দিবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। সূরা আল ইন্‌শিরাহতে বলা হয়েছে ঃ 'এবং আমি তোমার উল্লেখ ধ্বনি অত্যন্ত উচ্চ করিয়া দিয়াছি।' অর্থাৎ শত্রুরা তো সারাদেশে তোমার দুর্নাম করে বেড়ায় কিন্তু আমি তাদের ইচ্ছা ও চেষ্টার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তোমার সুনাম-সুখ্যাতি করার ও তোমাকে সঠিক প্রসিদ্ধি-পরিচিতি দানের আয়োজন করে দিয়েছি।

এ সূরায় আরো বলা হইয়াছে ঃ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

-'সত্য কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা আসবে। নিশ্চয়ই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে।'

অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কঠিনতা ও বিপদ-আপদ দেখে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ো না। এ দুঃখ ও বিপদের সময় শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে এবং সাফল্য ও সফলতার যুগ অবশ্যই আসবে।

ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে সূরা 'কাওসার'ও নাযিল হয়েছে। এ সূরা নাযিল করে আল্লাহতা'আলা একদিকে যেমন নবী করীম (সঃ)কে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সে সংগে অপরদিকে শত্রু পক্ষের চরম ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যাওয়ার সুসংবাদও দিয়াছেন। কুরাইশ কাফেররা বলতো, মুহাম্মদ (সঃ) সমগ্র জাতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তার এখন নিতান্ত বন্ধু-বান্ধবহীন, অসহায়, নিরুপায় অবস্থা। ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন নবীরূপে প্রেরিত হলেন এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন কুরাইশ লোকেরা বলতে লাগলো। بتر محمد منا (ابن جرير) অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) স্বজাতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হয় এবং কিছুকাল পর তা শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়। তাঁরও ঠিক সে অবস্থাই হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক বলেন, মক্কার সরদার আস-ইব্‌নে ওয়াইল সহমী'র সামনে কখনো নবী করীমের (সঃ) উল্লেখ হলে সে বলতোঃ 'ওর কথা আর বলো না। ওতো 'আব্‌তার' (শিকড় কাটা) ব্যক্তি, তাঁর কোন সন্তানই নেই। মরে গেলে পর তাঁর নাম নেয়ারও কেউ থাকবে না। শিমর ইবনে 'আতীয়া বলেন, 'উকবা ইব্‌নে আবু মুআইতও নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে এ ধরনের কথা-বার্তাই বলতো (ইব্‌নে জরীর)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

মদীনার ইহুদী সরদার কা'আব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় এলে কুরাইশ সরদাররা তাকে বললো ঃ

أَلاَ تَرى اِلى هذَا الصَّبِيِّ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهِ يَزْعَمُ اَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَّا وَنَحْنُ اَهْلُ الْحَجِيجِ وَاَهْلُ السِّدَانَةِ اَهْلُ السِّقَايَةِ -

-'এ ছেলেটাকে দেখোতো। এ নিজ জাতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ নিজেকে আমাদের অপেক্ষা উত্তম মনে করে। অথচ আমরাই হজ্ব ও হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থাপক'(বায্যার)। এ প্রসংগে ইক্‌রামার বর্ণনা হলো কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে الصنبور المنبتر من قومه বলে অভিহিত করতো। এর অর্থ হলো ঃ দুর্বল, অসহায়, নিরুপায় ও নিঃসন্তান এবং নিজ জাতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি (ইবনে জরীর)। ইব্‌নে সাআদ ও ইব্‌নে আসাকির-এর বর্ণনা হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করীমের (সঃ) সন্তানদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন কাসিম (রাঃ) তাঁর ছোট ছিলেন হযরত জয়নাব (রাঃ) তাঁর ছোট ছিলেন আবদুল্লাহ। এদের পরে পরপর তিনজন কন্যা-উম্মে কুলসুম (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ) ও রুকাইয়া (রাঃ) ছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত কাসিমের ইন্তেকাল হয়। তাঁর পর হযরত 'আবদুল্লাহ ইহকাল ত্যাগ করেন। এ সময় আস-ইবনে অয়েল বললো ঃ তাঁর (নবী করীমের) বংশ শেষ হয়ে গেছে। এখন তিনি 'আব্‌তার' (অর্থাৎ তাহার শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে 'আস বলেছিল ঃ

اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْتَرُ لَا اِبْنَ لَهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ فَاِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ

-'মুহাম্মদ 'আব্‌তার'। তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন পুত্র সন্তান তাঁর কেউ নেই। তিনি যখন মরে যাবেন, তখন তাঁর নাম-চিহ্ন দুনিয়া হতে মুছে যাবে এবং তাঁর কারণে তোমরা যে অসুবিধায় পড়েছ, তা হতে তোমরা মুক্তি পেতে পারবে'।

'আব্‌দ ইবনে হুমাইদ হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা হতে জানা যায়, নবী করীমের (সঃ) পুত্র 'আবদুল্লাহর ইন্তেকাল হলে আবু জেহেলও এ ধরনের কথাই বলেছিল। ইব্‌নে আবু হাতিম শিমার ইব্‌নে 'আতীয়া হতে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন-নবী করীমের (সঃ) এ মর্মন্তুদ দুঃখে উকবা ইব্‌নে আবু মু'আইত আনন্দের উৎসব করে চরম নীচতার পরিচয় দিয়েছিল। আতা বলেন, নবী করীমের (সঃ) দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তেকাল হলে তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব (নবী করীমের ঘরের সংগেই লাগানো ছিল তার ঘর) দৌড়ে মুশরিকদের নিকট গেল এবং তাদেরকে সুসংবাদ(?) দিয়ে বললো ঃ بتر محمد الليلة আজ রাতে মুহাম্মদ (সঃ) পুত্রহীন হয়েছেন' (বা তাঁর শিকড় কেটে গেছে)!

নবী করীমের (সঃ) এই মর্মবিদারক অবস্থার মধ্যে সূরা কাওসার তাঁর প্রতি নাযিল হয়। তিনি যেহেতু কেবল মাত্র এক আল্লাহর বন্দেগী ও ইবাদত করতেন ও কাফেরদের মুশরেকী আকীদা ও আচরণকে তিনি স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করেছিলেন, কেবলমাত্র এ কারণেই সমস্ত কুরাইশ রসূলের (সঃ) শত্রু হয়ে যায়। নবুয়তের পূর্বে সমগ্র জাতির মাঝে তাঁর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল তা কেড়ে নেয়া হয়। তিনি যেন গোটা সমাজে একজন পরিত্যক্ত ও আত্মীয়হীন ব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-সাথীও সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়লেন। চারদিক হতে তাঁদেরকে বিতাড়িত ও প্রপীড়িত করে তোলা হলো। উপরন্তু নবী করীমের পুত্র একজনের পর আর একজনের মৃত্যুতে তার ওপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। এরূপ অবস্থায় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রের লোক ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মনে সহানুভূতি ও আন্তরিকতা জেগে ওঠার পরিবর্তে তারা যেন আনন্দের আতিশয্যে ফেটে পড়লো। যে লোক কেবল আপনজনেই নয়, অনাত্মীয় লোকদের প্রতিও যার পর নেই সহানুভূতিমূলক আচরণ করেছেন, এমন এক মহান ব্যক্তির প্রতি এরূপ আচরণ তার মন ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলা এক সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাকায় সূরা নাযিল করে নবী করীম (সঃ)কে একটা বড় সুসংবাদ দিলেন। এ ছোট সূরার এক বাক্যে তাঁকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, অনুরূপ সুসংবাদ দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিনই দেয়া হয়নি। সে সংগে এ সিদ্ধান্তও শুনানো হলো যে আপনি শিকড় কাটা নন, প্রকৃত নির্বংশ ও শিকড় কাটা তো আপনার শত্রুরা, আপনার বিরুদ্ধবাদীরা।
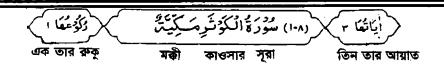
এক তার রুকু মক্কী কাওসার সূরা তিন তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَانْحَرْ ۞	لِرَبِّكَ	فَصَلِّ	الْكَوْثَرَ ۞	اَعْطَيْنٰكَ	اِنَّا
তুমি কুরবানী এবং দাও	তোমার রবের	তুমি অতঃপর নামায পড়	কাওসার	তোমাকে আমরা দিয়েছি	নিশ্চয় আমরা

الْاَبْتَرُ ۞	هُوَ	شَانِئَكَ	اِنَّ
শিকড়-কাটা নির্মূল	সেই	তোমার শত্রু	নিশ্চয়

সূরা আল-কাওসার

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৩ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. (হে নবী!) আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি ১।

২. অতএব তুমি তোমার রবের জন্যই নামায পড় এবং কোরবানী দাও।

৩. তোমার শত্রু-ই প্রকৃত শিকড়-কাটা নির্মূল ২।

১। 'কাওসার'-এর অর্থ ইহকাল ও পরকালের অগণন কল্যাণ, যার মধ্যে হাশরের দিনের (পুনরুত্থান দিবসের) 'হাওয কাওসার' এবং জান্নাতের 'নহর কাওসার'ও অন্তর্ভুক্ত।

২। কাফেররা নবী করীম (সঃ)কে এই অর্থে 'আবতার'-'ছিন্নমূল' বলতো যে, তিনি নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং তাঁর পুত্র-সন্তানও জীবিত নেই। এ জন্য তারা মনে করতো ভবিষ্যতে দুনিয়াতে তাঁর নাম ও নিশানা থাকবে না। এর উত্তরে বলা হয়েছে- তিনি নাম ও নিশানাহীন হবেন না, বরং তাঁর শত্রুরাই নামহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সূরা আল-কাফিরূন

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াত قل يايها الكفرون এর كفرون শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ), হযরত হাসান বসরী ও 'ইকরামা বলেন, এ সূরাটি মক্কী। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এটা মাদানী সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও কাতাদাহ হতে দুটো মত উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম মত অনুযায়ী এটা মক্কী এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটা মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসীরের মতে এটা মক্কী সূরা। এর বিষয়বস্তু হতেও এর মক্কী হওয়ার কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কা শরীফে একটা সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন নবী করীমের (সঃ) দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজ বিরুদ্ধতার প্রচন্ড তুফান সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে সময়ও কুরাইশ সরদাররা নবী করীমের (সঃ) ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়নি- তখনো তারা তাঁর সাথে কোন না কোন রকমের সন্ধি-সমঝোতা করে নিতে পারবে বলে আশা পোষণ করছিল। এ আশায় তারা বিভিন্ন সময় নবী করীমের (সঃ) নিকট বিভিন্ন প্রকারের সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হতো। তার মধ্যে কোন একটা প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর ও তাদের মধ্যে উদ্ভুত বিবাদ-বিসম্বাদ সহজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, এটাই ছিল তাদের এ চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। এ পর্যায়ে হাদীসের বহু বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)'র বর্ণনা হলো কুরাইশরা নবী করীম (সঃ)কে বললো ঃ আমরা আপনাকে এত ধন-সম্পত্তি দেব, যাতে আপনি সর্বাপেক্ষা বড় ধনী ব্যক্তি হয়ে যাবেন, আপনার পছন্দসই যে কোন মেয়ের সাথে আপনার বিবাহ সম্পন্ন করে দেব, আমরা আপনার নেতৃত্ব মেনে আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। তবে সে জন্য শর্ত এই যে, আপনি আমাদের মা'বুদের বিরুদ্ধতা ও তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা হতে বিরত থাকবেন। আমাদের এ প্রস্তাব মেনে নিতে আপনি যদি প্রস্তুত না-ই হন, তাহলে এর বিকল্প প্রস্তাবও আমরা আপনার সামনে পেশ করছি। এ প্রস্তাব মেনে নিলে আপনার পক্ষেও ভালো, ভালো আমাদের পক্ষেও। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'তোমাদের সেই বিকল্প প্রস্তাবটি কি?' তারা এর জবাবে বললোঃ'আপনি এক বছরকাল আমাদের মা'বুদ লাত ও উজ্জা'র এবাদত করবেন, আর এক বৎসরকাল আমরা আপনার মা'বুদের উপাসনা করবো।' নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ 'তোমরা অপেক্ষা কর। এ বিষয়ে আমার আল্লাহর নিকট হতে কি নির্দেশ আসে, আমাকে সর্বপ্রথম তাই দেখতে হবে'।*

---

* নবী করীম (সঃ) তাদের এ প্রস্তাবকে কোনরূপে গ্রহণযোগ্য তো দূরের কথা, বিবেচনাযোগ্যও মনে করতেন, তা নয়। তিনি আল্লাহর নিকট হতে এ প্রস্তাব মেনে নেয়ার স্বপক্ষে কোনরূপ অনুমতি আসবে মনে করে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন- মায়াযাল্লাহ এরূপ অর্থও এর নয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা রসূলের এ "অপেক্ষা" কর কথার তাৎপর্য বুঝা যেতে পারে। নিম্নস্থ ব্যক্তি উপরস্থ আফসারের নিকট কোন অবান্তর দাবি পেশ করলে অফিসার সে দাবি সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় জেনেও নিজে স্পষ্ট অস্বীকার করার পরিবর্তে বলে যে, ঠিক আছে, আমি দরখাস্ত উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখান হতে যে উত্তর আসবে তা জানিয়ে দেব। রসূলে করীমের কথা 'অপেক্ষা কর' আল্লাহর নিকট হতে কি নির্দেশ আসে দেখা যাক'- ঠিক এ পর্যায়ের-ই কথা। তাদের আবদার গ্রহণযোগ্য নয় জেনেও নবী করীম (সঃ) নিজেই তা অস্বীকার করলেন না, খোদার ওপর ছেড়ে দিলেন। নিজেই অস্বীকার করলে কুরাইশদের আবদার চলতে থাকতো। আর খোদা-ই এ দাবি গ্রহণ করেন নি শুনলে তারা চিরদিনের জন্যে নিরাশ হয়ে যাবে। নিজেই অস্বীকার করলে তারা মনে করতো, এ বুঝি তাঁর নিজস্ব ব্যাপার আর আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়ায় তারা বুঝলেন যে, এ ব্যাপারে নবী করীমেরও কোন ইখতিয়ার নাই। নবী করীমের এরূপ উত্তরের মাহাত্ম এখানেই।

এ প্রসঙ্গেই অহী নাযিল হলো ঃ قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ বল, হে কাফেরগণ।

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ (الزمر ٦٤ ايت)

'বল, হে মূর্খরা! তোমরা আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করতে বলছো"? (ইবনে জরীর ইবনে হাতিম তাবরানী)

ইব্‌নে আব্বাস বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে বললোঃ হে মুহাম্মদ! এসো যদি আমাদের উপাস্য দেবতা মূর্তিগুলোকে চুম্বন কর, তা হলে আমরা তোমার মা'বুদের ইবাদত করবো। তখন এই 'কাফিরুণ' সূরাটি নাযিল হয় (আব্‌দ্ ইব্‌নে হুমাইদ)।

আবুল বখতরীর মুক্ত দাস সঈদ ইব্‌নে মাইনা বর্ণনা করেছেন, অলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবৃনে ওয়াইল, আস্‌ওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ রসূলে করীমের (সঃ) নিকট এলো এবং বললো, 'হে মুহাম্মদ! এসো আমরা তোমার মা'বুদের ইবাদত করি, আর তুমি আমাদের মা'বুদের ইবাদত কর। আমরা তোমাকে আমাদের সব কাজে শরীক করে নেব। তোমার উপস্থাপিত জিনিস যদি আমাদের নিকট রক্ষিত জিনিসের তুলনায় উত্তম প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা তোমার জিনিসে শরীক হয়ে যাব এবং তা হতে নিজেদের অংশ গ্রহণ করবো। পক্ষান্তরে আমাদের জিনিস যদি তোমার উপস্থাপিত জিনিস হতে উত্তম হয়, তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে তাতে শরীক হবে এবং তা হতে নিজের অংশগ্রহণ করবে। এর পরই অহী নাযিল হলো قل يايها الكفرون (ইব্‌নে জরীর, ইবনে আবু হাতিম, ইব্‌নে হিশামও তার সীরাত গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন)।

ওহাব ইব্‌নে মুনাব্বাহ বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা নবী করীম (সঃ)কে বললোঃ আপনি যদি পছন্দ করেন, তাহলে আমরা এক বছর আপনার দ্বীনে শামিল হবো। আর এক বছর আপনি আমাদের দ্বীনে শরীক হবেন। (আব্‌দ্ ইব্‌নে হুমাইদ, ইব্‌নে আবু হাতিম)।

এসব বর্ণনা হতে স্পষ্ট জানতে পারা যায় যে, একবার একই বৈঠকে নয়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুযোগে কাফের কুরাইশরা নবী করীমের (সঃ) নিকট এ ধরনের প্রস্তাবাবলী পেশ করেছিল। এ কারণে এ সম্পর্কে একবার চূড়ান্ত কথা বলে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) দ্বীনের ব্যাপারে 'কিছু দাও কিছু নাও' নীতি অনুযায়ী আমল করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কিছুমাত্র সন্ধি-সমঝোতা করতে প্রস্তুত হতে পারেন- কাফেরদের মনে এ বিষয়ে যে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলেছিল, তা চিরতরে নিভিয়ে দেয়া একান্তই অপরিহার্য ছিল। এ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে বর্ণিত পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে স্পষ্টরূপে মনে হয়, ধর্মীয় উদারতা বা সহ-অবস্থান নীতি ঘোষণার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাযিল হয়নি। এতে এ ধরনের কোন ভাবধারা আদৌ বর্তমান নেই। বর্তমানকালের কিছু কিছু লোক যে এটা হতে এরূপ ভাবধারা প্রকাশ করতে চেষ্টা পেয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুত কাফিরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা, অশ্রদ্ধা ও অনমনীয়তার চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। কুফরী ধর্ম ও দ্বীন ইসলাম যে পুরামাত্রায় পরস্পর বিরোধী, এ দু'টির কোন একটা দিক দিয়েও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, এ কথাটা তেজস্বী ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার অবশ্যকতা ছিল। বর্তমান সূরাটি সেই আবশ্যকতাই পূরণ করেছে (কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভূল ধারণা)। এ কথাটি যদিও শুরুতে কুরাইশ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে তাদের সমঝোতা প্রস্তাবের জবাবস্বরূপ বলা হয়েছিল, কিন্তু এর মূল বক্তব্য কেবলমাত্র তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন মজীদের এ সূরা কিয়ামত পর্যন্তকার সমস্ত মুসলমানকে এ চিরন্তন শিক্ষা দান করছে যে, কুফর যেখানে যেরূপেই থাকুক না কেন, মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে। দ্বীনের ব্যাপারে মুসলমানরা

যে কাফিরদের সঙ্গে কোনরূপ নমনীয়তা বা সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না, তা কোনরূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় বলে ও জানিয়ে দিতে হবে। এ সূরা যাদের আবদারের জবাবে নাযিল হয়েছেল, তারা যখন মরে শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনো এই সূরা পড়া হতো। আর এটা নাযিল হওয়ার সময় যারা কাফির ও মুশরিক ছিল তারাও মুসলমান হওয়ার পর এই সূরা পাঠ করতো। এই লোকদের অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার শত শত বছর পর আজকের মুসলমানরাও এই সূরা পাঠ করছে, কিন্তু এই সূরার মূল বক্তব্য নিয়ে না কোন বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে কোন দিন, না এ ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করা হয়েছে। কেননা কুফর ও কাফিরী আদর্শ ও রীতি-নীতির প্রতি অসন্তোষ ও তার সঙ্গে চূড়ান্ত নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করা মুসলমানদের প্রতি ঈমানের শাশ্বত দাবী। কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই এ দাবী উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

নবী করীমের (সঃ) দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি হাদীস হতেই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বহুবার নবী করীম (সঃ)কে ফযরের নামাযের পূর্বের ও মাগরিবের নামাযের পরের দু'রাকাআত নামাযে قل يايها الكفرون + قل هو الله পড়তে দেখেছি। (সামান্য) শাব্দিক পার্থক্যের সঙ্গে এ কথাটির বহু বর্ণনা ইমাম আহ্‌মদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌নে মাজাহ, ইব্‌নে হাব্বান ও ইব্‌নে মারদুইয়া হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হতে উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি যখন ঘুমাবার জন্য শয্যায় শায়িত হবে, তখন قل يايها الكفرون পড়বে। স্বয়ং নবী করীমেরও (সঃ) এই নিয়ম ছিল। তিনি ঘুমাবার জন্য বিছানায় শুলে এই সূরাটি পাঠ করতেন (বাযযার, তাবরানী, ইব্‌নে মারদুইয়া)।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) লোকদেরকে বলেছেন ঃ 'তোমাকে শিরক্ হতে বাঁচাতে ও সুরক্ষিত রাখতে পারে এমন বাণী কি আমি তোমাকে বলবো?.... তা এই যে, শোবার কালে قل يايها الكفرون পড়বে' (আবু ইয়া'লা, তাবরানী)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) হযরত মা'আয ইব্‌নে জাবাল (রাঃ)কে বললেন ঃ শোবারকালে قل يايها الكفرون পড়বে, কেননা এটা শিরক-এর সঙ্গে নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করে (বায়হাকী)।

ফরওয়া ইব্‌নে নওফল ও আবদুর রহমান ইব্‌নে নওফল উভয়ের বর্ণনা হলো, তাদের পিতা নওফল ইব্‌নে মু'আবীয়া আল আশজাঈ রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন ঃ আমাকে এমন কিছু বলে দিন যা আমি ঘুমাবার সময় পড়বো। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ قل يايها الكفرون শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে যাও। কেননা এ হলো শিরক হতে নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌নে আবু শাইবা, হাকেম ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী)। হযরত যাইদ ইব্‌নে হারেসার ভাই হযরত জাবলা ইব্‌নে হারেসা (রাঃ) এ ধরনেরই আবেদন নবী করীমের নিকট করেছিলেন এবং তাঁকেও তিনি এ জবাবই দিয়েছিলেন (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী)।
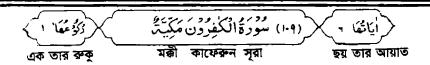
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ① لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ② وَ لَآ اَنْتُمْ

বল হে কাফেররা না ইবাদত করি আমি (তাদের) যাদের ইবাদত কর তোমরা এবং না তোমরা

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ③ وَ لَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ④ وَ لَآ

ইবাদতকারী (তার) যার ইবাদত করি আমি আর না আমি ইবাদত কারী যাদের তোমরা ইবাদত করেছ আর না

اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ⑥

তোমরা ইবাদত কারী (তার) যার ইবাদত করি আমি তোমাদের জন্য তোমার দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন

সূরা আল-কাফেরুন

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৬ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২। বলে দাওঃ হে কাফেররা ১। আমি সেই রবের ইবাদত করিনা যাদের ইবাদত তোমরা কর। ২

৩। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত কর, যার ইবাদত আমি করি। ৩

৪। আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই যাদের ইবাদত তোমরা করেছ। ৪

৫। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত যার ইবাদত আমি করি।

৬। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন। ৫

১। অর্থাৎ হে লোক সকল তোমরা যারা আমার রেসালত (প্রেরিতত্ব) ও আণীত আমার শিক্ষাকে মান্য করতে অস্বীকার করছো।

২। যদিও কাফেররা অন্যান্য উপাস্যের সাথে আল্লাহতা'আলার ইবাদত করতো কিন্তু যেহেতু শেরকের সংগে আল্লাহর ইবাদত আদৌ আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে না- সে জন্য মুশরিকদের সকল উপাস্যের ইবাদতকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৩। অর্থাৎ যে গুণরাজি সম্পন্ন খোদার ইবাদত আমি করি তোমরা সে গুণ সম্পন্ন খোদার উপাসক নও।

৪। অর্থাৎ এর পূর্বে তোমরা যে সব উপাস্যের উপাসনা করেছো এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও করেছে আমি সে সব উপাস্যের উপাসক নই।

৫। অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন মিল নেই। আমার পথ পৃথক এবং তোমাদের পথও পৃথক।

সূরা আন-নাসর

নামকরণ

প্রথম আয়াত إذا جاء نصر الله এই نصر শব্দটিকে এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এটা কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরা। এর পর অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নবী করীমের প্রতি নাযিল হয়নি* (মুসলিম, নাসায়ী, তাবরানী ইবনে আবু শাইবা, ইবনে মারদুইয়া)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায়-হজ্জকালে আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে মিনাতে নাযিল হয়েছে। এরপর নবী করীম (সঃ) নিজের উষ্ট্রী (স্ত্রী উটের) পিঠে সওয়ার হয়ে তাঁর প্রখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন (তিরমিযী, বাজ্জার, বায়হাকী, ইবনে আবু শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা, ইবনে মারদুইয়া)। বায়হাকী কিতাবুল হজ্জ-এ হযরত সাররা বিনতে নাবাহানের বর্ণনা সূত্রে নবী করীমের (সঃ) সেই প্রখ্যাত ভাষণটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত সাররা বলেন ঃ

- আমি বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সঃ)কে এ কথা বলতে শুনেছি হে লোকেরা! তোমরা কি জান আজ কোন দিন? লোকেরা বললো, আল্লাহ এবং তার রসূলই বেশী জানেন। বললেন, আজ আইয়ামে তাশরীকের মধ্যের দিন। পরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এ কোন স্থান? লোকেরা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন। বললেন, এটা মশ্‌য়ারে হারাম। পরে তিনি বললেনঃ আমি জানিনা অতঃপর তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো কিনা-সম্ভবত না। সাবধান থেকো তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের মান-সম্মান পরস্পরের প্রতি তেমনি হারাম যেমন আজকের এই দিনটি এবং এই স্থানটি- যতদিন না তোমরা তোমাদের আল্লাহর সম্মুখে হাযির হবে এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। শুন! এই কথা তোমাদের নিকটবর্তী ব্যক্তি যেন দূরবর্তী ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে দেয়। শুন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি? অতঃপর আমরা যখন মদীনা ফিরে গেলাম তখন বেশী দিন গত না হতেই নবী করীমের ইন্তেকাল হয়ে গেল।

এ দুটো বর্ণনা মিলিয়ে পাঠ করলে স্পষ্ট মনে হয়, সূরা 'নাসর' নাযিল হওয়া ও নবী করীমের (সঃ) ইন্তেকাল হওয়ার মাঝে তিন মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিদায় হজ্জের ও নবী করীমের ইন্তেকালের মাঝে ঠিক এতটা দিনেরই পার্থক্য ছিল।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে। আমার আয়ুস্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে (মুসনাদে আহমদ, ইবনে জরীর, তাবরানী, নাসায়ী, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)।

---

* হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায়, এ সূরার পর কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু নবী করীমের (সঃ) প্রতি সবশেষে কোন আয়াতটি নাযিল হয়েছে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত বরা-ইবনে আযেব (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে নবী করীমের (সঃ) প্রতি সবশেষে অবতীর্ণ আয়াতটি হলো يستفتونك قل الله يفتيكم في الكللة ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) একটা কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, যে আয়াত দ্বারা সুদ হারাম করা হয়েছে, তা-ই হলো কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত ওমর (রাঃ) হতে যে ক'টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তা হতেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব বর্ণনায় তাকে সবশেষে অবতীর্ণ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত ওমরের কথা হলো এই যে, এটা সবশেষে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মধ্যে একটি। আবু উবাইদ তার 'ফাযা-এলুল কুরআন' গ্রন্থে ইমাম যুহরীর এবং ইবনে জরীর তার তফসীরে হযরত সাঈদ ইবনুল মু[illegible]ইয়েবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূদের আয়াত ও সূরা বাকারার ৩৮-৩৯ নম্বর রুকূ আয়াত সবশেষে নাযিল হয়েছে। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) অপর একটা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা হলো واتقوا يوما ترجعون فيه সূরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াতটি কুরআনের সব শেষ আয়াত। আল-ফিরয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের (রাঃ) যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে আরো বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি নবী করীমের (সঃ) ইন্তেকালের ৮১ দিন পূর্বে নাযিল হয়েছিল। আর ইবনে আবু হাতিম সাঈদ ইবনে জুবাইয়ের (রাঃ) যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীমের (সঃ) মৃত্যু ও এ আয়াতটির নাযিল হওয়ার মাঝে ৯ দিনের ব্যবধান। ইমাম আহমদের মুসনাদ ও হাকেমের আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে হযরত উবাই ইবনে কা'অবের বর্ণনা হলো সূরা তওবার ১২৮, ১২৯ নম্বর আয়াত সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ এ বছর আমার ইন্তেকাল হবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে উঠলেন। তা দেখে তিনি বললেনঃ আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। এ কথা শুনে তিনি (হযরত ফাতিমা) হেসে উঠলেন (ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)। বায়হাকী প্রায় এ ধরনের কথাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় বয়স্ক সম্মানিত লোকদের সংগে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আমাকেও ডাকতেন। কারো কারো নিকট এ অসহ্য হলো। তারা বললেন ঃ আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলের মতই, তাহলে একে বিশেষভাবে আমাদের মজলিসে শরীক করা হয় কেন? (ইমাম বুখারী ও ইবনে জরীর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এ কথাটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেছিলেন)। উত্তরে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ইলমের দিক দিয়ে এর যোগ্যতা-মর্যাদা তো আপনারা জানেন। পরে তিনি একদিন বদর যুদ্ধে শরীক বয়স্ক লোকদেরকে ডাকলেন। আমাকেও তাঁদের সংগে উপস্থিত থাকতে বললেন। আমি বুঝলাম, তাঁদের মজলিসে আমাকে কেন শরীক করা হয়, তা দেখাবার জন্যই আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। কথা-বার্তা চলাকালে হযরত ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে শরীক বয়স্ক লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা اذا جا نصر الله والفتح সম্পর্কে কি বলেন? কেউ বললেন, যখন আল্লাহর মদদ আসবে ও আমাদের বিজয় লাভ হবে তখন আমরা আল্লাহর হামদ করবো ও তাঁর নিকট ইসতেগফার করবো- এ সূরায় এ নির্দেশই আমাদেরকে দেয়া হয়েছে'। অন্য একজন বললেন এর অর্থ শহর, নগর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অন্যরা চুপচাপ থাকলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ ইবনে আব্বাস! তোমারও কি এ মত? আমি বললাম না। তিনি বললেন তাহলে তোমার কি মন্তব্য বল? আমি বললাম, এর অর্থ ঃ নবী করীমের মহাপ্রায়ণ। এ সূরায় নবী করীম (সঃ)কে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য আসলে ও বিজয় লাভ হলে তা হতে বুঝা যাবে যে, নবী করীমের আয়ুস্কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি যেন আল্লাহর হামদ ও ইসতিগফার করেন। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি যা বললে আমিও এছাড়া অন্য কিছু জানি না। অপর একটা বর্ণনায় একটু বেশী কথা এ আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে শরীক হওয়া বয়ঃবৃদ্ধ লোকদেরকে বললেন এ বালককে এ মজলিসে শরীক করার আসল কারণ তো আপনারা নিজেরাই দেখলেন। তা হলে এ জন্য আমাকে আপনারা কি করে তিরস্কার করতে পারেন (বুখারী, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জরীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগভী, বায়হাকী, ইবনুল মুনযির)?

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ হতে যেমন জানা গেল, এ সূরায় আল্লাহতায়ালা রসূলে করীম (সঃ)কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আরব দেশে ইসলামের বিজয় যখন সম্পূর্ণতা লাভ করবে এবং লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করবে, তখন স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, ঠিক যে উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ)কে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন আল্লাহর হামদ ও তাঁর তসবীহ করতে নিমগ্ন হন। কেননা তাঁর অনুগ্রহেই তো তিনি এত বড় কাজ সুসম্পন্ন করতে সফল ও সক্ষম হয়েছেন। তিনি যেন আল্লাহর নিকট দো'আ করেন যে, অর্পিত দায়িত্ব পালনে যে ভুল-ত্রুটি কিংবা তাঁর দুর্বলতা দ্বারা হয়ে থাকবে, তা যেন তিনি মা'আফ করে দেন। একজন নবী ও দুনিয়ার একজন সাধারণ জননেতার মাঝে যে কত বড় পার্থক্য থাকে, তা উক্ত ব্যাপারটি বিবেচনা করলেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। দুনিয়ার কোন জননেতা যদি তার জীবনের চরম লক্ষ্য যে মহা বিপ্লব সৃষ্টি তা বাস্তবায়িত করতে নিজের জীবনেই সফল ও সক্ষম হয়, তাহলে সে জন্য ব্যাপক উৎসবের অনুষ্ঠান করে। আর তার নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের ও স্বীয় যোগ্যতার গৌরব প্রচারের এটাই হয় অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু আল্লাহর নবীর ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তিনি মাত্র তেইশ বছরের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে একটা গোটা জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, দৃষ্টিকোণ-দৃষ্টিভংগি, অভ্যাস-স্বভাব, নৈতিকতা,

সভ্যতা, সামাজিকতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং সামরিক যোগ্যতা-প্রতিভার আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। মূর্খতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত একটা জাতিকে জাগ্রত করে তিনি এতখানি যোগ্য বানিয়ে দিলেন যে, তারা দুনিয়াকে জয় করলো এবং বিশ্বজাতিসমূহের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে বসলো। কিন্তু যে নবীর (সঃ) দ্বারা এত বিরাট বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর তাঁকে উৎসব উদযাপনের নয়, আল্লাহর হামদ ও তসবীহ্ করার এবং তাঁর নিকট মাগফিরাতের জন্য দো'আ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ বিনয়-নম্রতার সঙ্গে এ নির্দেশ পালনে মনোযোগ দেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ দো'আ খুব বেশী করে পড়তেন ঃ

سُبحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمدِكَ استَغفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيكَ

অপর একটা বর্ণনা অনুযায়ী দো'আটি ছিল এইঃ

سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِه اَستَغفِرُ اللهَ وَاَتُوبُ اِلَيه

'আমি নিবেদন করলাম, 'হে রসূলুল্লাহ! আপনি এখন এ কি সব কথা পড়তে শুরু করেছেন? তিনি বললেন ঃ আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দেয়া হয়েছে, আমি যখনি তা দেখব, তখনি যেন আমি এ কথাগুলো বলি, এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর সে নিদর্শন হলো ঃ اذا جاء نصر الله والفتح (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, ইবনে জরীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া)। অনুরূপ অন্য কয়েকটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন নবী করীম (সঃ) রুকু ও সিজদায় খুব বেশী করে এ দো'আ পড়তেন سبحنك اللهم وبحمدك এটাই ছিল কুরআনের (সূরা নাসর-এর) ব্যাখ্যা। নবী করীম (সঃ) নিজেই এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন (বুখারী মুসলিম, আবুদাযুদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে জরীর)।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীমের (সঃ) পবিত্র মুখে তাঁর জীবনের শেষভাগে উঠতে-বসতে ও যেতে-আসতে এ দো'আই সব সময় উচ্চারিত হতো ঃ سُبحَانَ اللهِ و بِحَمدِه আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, হে রসূলুল্লাহ! আপনি প্রায়ই এ কথাগুলো কেন বলতে থাকেন? তিনি বললেন, আমাকে এটা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন (ইবনে জরীর)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হলো তখন নবী করীম (সঃ) খুব বেশী করে এ দো'আ পাঠ করতে লাগলেন ঃ

سُبحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمدِكَ اللّٰهُمَّ اغفِرلِى سُبحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ اللّٰهُمَّ اغفِرلِى اِنَّكَ اَنتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ۔

(ইবনে জরীর, মুস্‌নাদে আহমদ, ইব্‌নে আবু হাতিম)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) পরকালের জন্য শ্রম-মেহনত ও সাধনা করার কাজে এত বেশী মগ্ন হয়ে পড়লেন যে, পূর্বে সেরূপ কখনো হয়নি (নাসায়ী, তাবরানী, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে মারদুইয়া)।
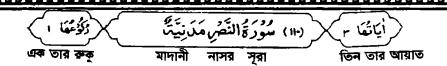
এক তার রুকূ মাদানী নাসর সূরা তিন তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۝١ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

যখন আসবে সাহায্য আল্লাহর ও বিজয় এবং তুমি দেখবে লোকদেরকে প্রবেশ করছে

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

মধ্যে দীনের আল্লাহর দলে দলে তখন তুমি তসবীহ করবে প্রশংসার সাথে তোমার রবের

وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

এবং তাঁর (নিকট) ক্ষমা চাও তিনি নিশ্চয় হলেন তওবাগ্রহণ কারী

সূরা আন-নাস্‌র

[মদীনায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৩, মোট রুকূ ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. যখন[১] আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে

২. আর (হে নবী!) তুমি দেখতে পাবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে,

৩. তখন তুমি তোমার রবের হাম্‌দ্‌ সহকারে তাঁর তসবীহ কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা কর[২]। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী

১। প্রামাণিক বর্ণনা অনুসারে এ হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ সূরা। নবী করীমের (সঃ) মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পূর্বে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। এরপর কোন কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু কোন পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি।

২। হাদীস-সূত্রে জানা যায়- এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) নিজের শেষ দিনগুলোতে খুবই অধিক পরিমাণে আল্লাহর পবিত্রতা ও গুণকীর্তন, তসবীহ ও হামদ্‌, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (এসতেগফার) করতেন।

সূরা আল-লাহাব

নামকরণ

প্রথম আয়াতের لَهَب শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি যে মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে তফসীরকারদের মধ্যে কোন মত-পার্থক্য নেই। কিন্তু মক্কী জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে এটা ঠিক কোন্ অধ্যায়ে, কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আবু লাহাবের যে ভূমিকা ছিল, সে দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় যে, যে সময় নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতা ও শত্রুতায় সে সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং তার আচরণ ইসলামের পথে একটা বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে এও সম্ভব যে, কুরাইশের লোকেরা যখন নবী করীম (সঃ) এবং তার গোটা বংশ-পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁদেরকে আবু তালিব গুহায় অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই এমন ব্যক্তি ছিল যে নিজের বংশ-পরিবারের লোকদের সংস্পর্শ পরিহার করে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করেছিল। এ সূরাটি সে সময় নাযিল হয়ে থাকবে। এ আমাদের অনুমান এবং এ অনুমানের একটা বলিষ্ঠ ভিত্তি রয়েছে। আবু লাহাব নবী করীমের (সঃ) আপন চাচা ছিল। নিজেই ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হবে এবং তার সীমা অতিক্রমকারী আচরণ জনসাধারণের চোখে প্রকট হয়ে উঠবে এরূপ অবস্থা সৃষ্টির পূর্বেই এ সূরাটি নাযিল হলে ভাইপোর মুখে চাচার বিরুদ্ধে এরূপ উক্তি শুনতে পেলে লোকেরা নৈতিকতার দিক দিয়ে একে খুবই অবাঞ্ছিত ও অশোভন বলে দোষারোপ করতো।

মূল বিষয়বস্তু

কুরআন মজীদের এই একটি মাত্র স্থানেই ইসলামের এক শত্রুর নাম নিয়ে তার দোষ প্রচার করা হয়েছে। যদিও মক্কা-মদীনা উভয় স্থানেই ইসলাম ও নবী করীমের সঙ্গে শত্রুতায় আবু লাহাব হতেও অধিক অগ্রসর অনেক লোক বর্তমান ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কারো নাম নিয়ে কুরআনে তার দোষ বলা হয়নি। তাই প্রশ্ন জাগে, কোন্ বিশেষ কারণে কুরআনে এ ব্যক্তির নাম তুলে তার দোষের কথা বলা হলো? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য তদানীন্তন আরব সমাজকে বুঝতে এবং সে সমাজে আবু লাহাবের ভূমিকার কথা স্পষ্ট করে জানতে হবে।

প্রাচীনকালের সমগ্র আরব ভূমির সর্বত্র ব্যাপক অশান্তি, উচ্ছৃংখলতা, লুটতরাজ, মারামারি ও চরম অরাজকতা বিরাজিত ছিল। নিজের বংশ-পরিবার ও রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত সে সমাজে কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের জান-মাল ও মান-মর্যাদা রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। শত শত বছর পর্যন্ত এ অবস্থাই চলছিল। এ কারণে আরব সমাজের নৈতিক মূল্যমানে নিকটাত্মীয় লোকদের সাথে ভালো আচরণ ও সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিল। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা না করা ও তার হক আদায় না করা সে সমাজে বহু বড় পাপ বলে মনে করা হতো। নবী করীম (সঃ) যখন ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন তখন কুরাইশদের অপরাপর বংশ-পরিবার এবং তাদের সরদাররা তাঁর তীব্র বিরুদ্ধতা করতে শুরু করলেও বনী হাসিম ও বনু মুত্তালিব (হাসিমের ভাই মুত্তালিবের বংশধররা) নবী করীমের কেবল যে বিরুদ্ধতাই করেনি তাই নয় তারা প্রকাশ্যভাবে তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছিল অথচ তাদের অনেকে তখনো তাঁর নবুয়্যতের প্রতি ঈমানও আনেনি। বস্তুত এর মূলে আরবের সেই শতাব্দীকালের 'আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, তাদের অধিকার বুঝে দেয়ার' ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ প্রভাবই বর্তমান ছিল। কুরাইশের অপরাপর বংশ-পরিবারের লোকেরাও নবী করীমের (সঃ) প্রতি তাঁর রক্তসম্পর্কের লোকদের এ সমর্থন জানানোকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল মনে করছিল। এ কারণে বনুহাসিম ও বনু মুত্তালিবকে একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম পেশকারী ব্যক্তির সমর্থন করে তারা নিজেদের পৈতৃক ধর্মের সীমালংঘন করেছে বলে কখনও

দোষারোপ করেনি। তারা এ কথা খুব ভালোভাবে জানতো ও মানতো যে, এ লোকেরা নিজেদের বংশ-পরিবারের এক ব্যক্তিকে কোন অবস্থায়ই তার শত্রুদের হাতে সঁপে দিতে পারে না এবং তাদের স্ববংশজাত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা কুরাইশ ও আরব সকলের দৃষ্টিতেই একটা অতীব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

এ নৈতিক আদর্শকে জাহেলিয়াতের যামানার আরবের লোকেরাও খুবই সম্মানার্হ ও অবশ্য পালনীয় মনে করতো। কিন্তু সে সমাজের একটি মাত্র লোক ইসলামের শত্রুতা করতে গিয়ে এ আদর্শ লংঘন করে বসলো। এ লোকটি ছিল আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবু লাহাব। সে ছিল নবী করীমের (সঃ) আপন চাচা। তাঁর পিতা ও এ লোকটি একই পিতার পুত্র। আরবে তখন চাচাকে পিতার সমান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানর্হ মনে করা হতো। বিশেষত ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃহীন হলে চাচাই তাকে নিজের সন্তানের মত ভালো বাসবে, তদানীন্তন আরব সমাজে চাচার প্রতি এটাই ছিল একমাত্র আশা-ভরসা। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলামের শত্রুতা ও কুফর প্রীতির দরুন আরব সমাজের এ চিরন্তন রীতি লংঘন করতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না।

মুহাদ্দীসগণ বিভিন্ন সনদসূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীমকে (সঃ) যখন ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হলো এবং আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম ভয় দেখান ও সতর্ক করুন বলে কুরআন মজীদে হিদায়াত নাযিল হলো, তখন একদিন সকাল বেলা নবী করীম (সঃ) 'সাফা' পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বললেনঃ 'হায় সকাল বেলার বিপদ'! তদানীন্তন আরবে যদি কেউ অতি প্রত্যুষে কোন শত্রুকে নিজের কবীলার ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য আসতে দেখতে পেতো, তাহলে সে পাহাড়ের উপর উঠে এরূপ চীৎকার করতে থাকতো। এ ছিল তখনকার সময়ের আরবের সাধারণ নিয়ম। নবী করীমের (সঃ) এ চীৎকার শুনে লোকেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলো কে চীৎকার করছে? বলা হলো মুহাম্মদ (সঃ)। তখন কুরাইশের সব বংশের লোকেরা দৌড়ে তার নিকটে এসে উপস্থিত হলো।যে নিজে আসতে পারলো সে নিজেই এলো আর যার নিজের আসা সম্ভব হলো না সে কাউকে পাঠিয়ে দিলো বৃত্তান্ত জানবার জন্য। সব লোক যখন সমবেত হলো তখন নবী করীম (সঃ) এক এক বংশের নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ হে বনু হাসিম, হে বনু আবদুল মুত্তালিব. হে বনু ফহর, অমুক বংশ, হে অমুক বংশ! আমি যদি তোমাদেরকে বলি এ পাহাড়ের ওধারে এক শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো 'অবশ্যই, তোমার কাছে তো আমরা কখনো মিথ্যা কথা শুনতে পাইনি'? তখন নবী করীম (সঃ) ঘোষণা করলেন আমি তোমাদেরকে সাবধান করছিঃ সম্মুখে এক কঠিনতম আযাব আসছে। এ কথা শুনার সংগে সংগে এবং অন্য কারো কিছু বলার পূর্বেই নবী করীমের আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠলোঃ ؛ تبالك ، الهذا جمعتنا 'তোমার সর্বনাশ হোক! এ কথা বলবার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করছো"?

একটা বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, নবী করীমের প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আবু লাহাব একটা পাথরও তুলে নিয়েছিল (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জরীর প্রভৃতি)।

ইবনে যায়িদ বর্ণনা করেছেন, আবু লাহাব নবী করীম (সঃ)কে একদিন জিজ্ঞাসা করলো, আমি যদি তোমার প্রচারিত দ্বীন কবুল করি তাহলে আমি কি পাব? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেনঃ সব ঈমানদার লোক যা পাবে, আপনিও তাই পাবেন। সে বললো, আমার জন্য বাড়তি মর্যাদা কিছু হবে না? নবী করীম (সঃ) বললেনঃ আপনি আর কি চান? তখন সে বললোঃ

تَبًّا الِهٰذَا الدِّيْنِ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَ هٰؤُلاَءِ سَوَاءٌ

'এ দ্বীনের সর্বনাশ হোক, যাতে আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে সমান হয়ে যাব, (ইবনে জরীর)

মক্কায় আবু লাহাব নবী করীমের (সঃ) নিকটতম প্রতিবেশী ছিল। একটা দেয়ালের মধ্যেই উভয়ের বসতবাটি ছিল। তা ছাড়া হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের পিতা), উকবা ইবনে আবু মু'আয়াত, আদী ইবনে হামরা ও

ইবনে আসদাএল হুজালীও নবী করীমের প্রতিবেশী ছিল। এ লোকেরা ঘরেও নবী করীম (সঃ)কে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে দিত না। তিনি কখনও নামায পড়তে থাকলে এরা ওপর হতে ছাগলের নাড়ি-ভুঁড়ি তাঁর ওপর ফেলতো ঘরের আংগিনায় রান্না হতে থাকাকালে হাঁড়ির ওপর ময়লা নিক্ষেপ করতো। নবী করীম (সঃ) বাইরে এসে তাদের বলতেন হে বনু আবদে মনাফ! তোমরা তো আমার পাড়া-প্রতিবেশী লোক, কিন্তু তোমাদের এ ব্যাবহারটা কি রকম? আবু লাহাবের স্ত্রী রাতের বেলা নবী করীমের (সঃ) দরজার সামনে কাঁটাযুক্ত আগাছা ফেলে রাখতো। এ ছিল তার নিত্যকার অভ্যাস। তার উদ্দেশ্য ছিল, সকালবেলা ঘরের বাইরে আসার সময় তাঁর বা তাঁর সন্তানাদির পায়ে যেন কাঁটা বিদ্ধ হয় ও কষ্ট পায় (বায়হাকী, ইবনে আবু হাতিম, ইবনে জরীর, ইবনে আসাকির, ইবনে হিশাম)।

নবুয়্যত লাভের পূর্বে নবী করীমের (সঃ) দুই মেয়ে আবু লাহাবের উতবা ও উতাইবা নামক দুই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। নবুয়্যতের পর নবী করীম (সঃ) যখন সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে শুরু করলেন, তখন আবু লাহাব তার দুই ছেলেকে বললো তোমাদের সঙ্গে আমার মেলামেশা হারাম যদি তোমরা মুহাম্মদের (সঃ) মেয়ে দুটোকে তালাক না দাও। ফলে উভয়ই তালাক দিয়ে দিল। উতাইবা মুর্খতা ও বর্বরতার সীমা লয়ংঘন করে গেল। একদা সে নবী করীমের সামনে এসে বললোঃ 'আমি النجم اذا هوى এবং الذى دنا فتدلى কে অস্বীকার করি।' এ বলে নবী করীমের (সঃ) প্রতি থু থু নিক্ষেপ করলো-যদিও তা তাঁর গায়ে লাগেনি। নবী করীম (সঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! তার উপর তোমার কুকুরগুলোর মধ্য হতে একটা কুকর লেলিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার পিতার সাথে সিরীয়া সফরে যাত্রা করে। সফরকালে একটা স্থানে কাফিলা রাত কাটানোর উদ্দেশ্যে অবস্থান করলো। এখানকার স্থানীয় লোকেরা বললো, সাবধান থাকবে। এখানে রাতে হিংস্র জন্তু এসে থাকে। আবু লাহাব সংগের কুরাইশ লোকদেরকে বললো তোমরা আমার ছেলেটির জীবন রক্ষার ব্যবস্থা কর। মুহাম্মদের (সঃ) বদদোয়াকে আমি বড় ভয় করি। কাফিলার লোকেরা উতাইবার চার পাশে উট শুইয়ে দিল এবং সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। গভীর রাতে একটি বাঘ উটের বেষ্টনি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করলো ও উতাইবাকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে গেল (আল ইস্তিআরে ইবনে আবদুলবার, আল-ইসাবা-ইবনে হাজার, দালায়েলুন্নুবুয়্যত আবুনয়ম ইসফাহানী, রওযুল উদুফ-সুহায়লী বর্ণনাসমূহে কিছুটা পার্থক্য আছে)। কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে তালাক সংক্রান্ত ঘটনা নবুয়্যতের পরে সংঘটিত হয়। আবার কারো মতে তা হয় তাব্বাতইয়াদা- নাযিল হওয়ার পর। থুথু নিক্ষেপকারী উতবা ছিল না উতাইবা এ ব্যাপারেও কিছুটা মতপার্থক্য আছে। তবে উতবা যেহেতু মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম কবুল করে নবী করীমের (সঃ) হাতে 'বয়'আত গ্রহণ করেছিল বলে নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত। এই কারণে এ লোকটি যে উতবা নয়-উতাইবা ছিল, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।)

এই লোকটি মন ও মানসিকতার দিক দিয়ে যে কি ভয়ানক খবীস ছিল, তা একটা ঘটনা হতেই প্রকট হয়ে ওঠে। নবী করীমের (সঃ) পুত্র হযরত কাসিমের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহরও ইন্তেকাল হয়ে গেল। তখন সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের শোকে শরীক হওয়ার পরিবর্তে বিশেষ আনন্দে ও অত্যন্ত খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং কুরাইশ সরদারদের নিকট উপস্থিত হয়ে যেন একটা অতি বড় সুসংবাদ (?) দিতে লাগলো এই বলে- 'নাও, আজ তো মুহাম্মদের নাম-নিশানাও মুছে গেল'।

নবী করীম (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে যেতেন এ লোকটি তাঁর পিছনে-পিছনে চলে যেতো এবং লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনা হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করতো। হযরত রাবী'আ ইবনে আব্বাদদেয়লী বলেন, 'আমি অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি যখন পিতার সাথে যুল্-মাজায-এর বাজারে গেলাম, সেখানে দেখলাম, নবী করীম (সঃ) এরূপ কথা বলছেন 'হে লোকেরা বল, আল্লাহ ভিন্ন কেউ মা'বুদ নেই। তাহলে তোমরা কল্যাণ পেতে পারবে। দেখলাম, তাঁর পিছনে পিছনে আর একটি লোক বলছে 'এ লোকটি মিথ্যাবাদী'। এ লোক পৈতৃক ধর্ম হতে ফিরে গেছে'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো,

'এতো তাঁর (নবী করীমের) চাচা আবু লাহাব' (মুস্‌নাদে আহমদ, বায়হাকী)। হযরত রাবী'আর অপর একটা বর্ণনা এই তিনি বলেন, 'আমি নবী করীম (সঃ)কে দেখলাম, তিনি এক এক গোত্রের তাবুতে যাচ্ছেন এবং বলছেন 'হে অমুক বংশের লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রসূল, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত করছি, তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী মেনে নাও এবং আমাকে সমর্থন কর যেন আমি সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি যে কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন'। তাঁর পিছনে পিছনে আর এক ব্যক্তি আসে ও বলতে থাকে, 'হে অমুক বংশের লোকেরা! এই লোকটি তোমাদেরকে 'লাত ও উজ্জা'র দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে এর নিজের নিয়ে আসা বেদ'আত ও গুমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে চায়। এই লোকটির কথা আদৌ শুনবে না এবং এর অনুসরণ করবে না'। আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? তখন তিনি বললেন এ লোকটি নবী করীমের (সঃ) চাচা আবু লাহাব, (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী)। তারিক ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ আল-মুহারেবীর বর্ণনাও এরূপ। তিনি বলেন 'আমি যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, নবী করীম (সঃ) লোকদেরকে বলে যাচ্ছেন 'হে লোকেরা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলো, কল্যাণ লাভ করতে পারবে' আর পিছন হতে এক ব্যক্তি তাঁকে পাথর মারছে। এমনকি প্রস্তরের আঘাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী রক্তে ভিজে যেতে লাগলো। আর সে লোকটি বলে যেতে লাগলো 'এ মিথ্যাবাদী এর কথায় তোমরা কান দেবে না'। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এ লোকটি কে? লোকেরা বললো' এ লোকটি এঁর চাচা আবু লাহাব'(তিরমিযী)।

নবুয়্যত লাভের সপ্তম বছরে কুরাইশের সব গোত্র ও পরিবার একত্রিত হয়ে বনু হাসিম ও বনু মুত্তালিবের সঙ্গে সম্মিলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আর এ দুই বংশের লোকেরা নবী করীমের (সঃ) সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতায় অবিচল থেকে আবু তালিব গুহায় অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের বংশ-পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতা করার পরিবর্তে কাফির কুরাইশের সমর্থন জানালো ও তাদের সংগী হয়ে থাকলো। দীর্ঘ তিনটি বছর পর্যন্ত এ 'বয়কট' চললো। এ সময় বনু হাসিম ও বনু মুত্তালিবের লোকেরা অনশন-অর্ধানশনে জর্জরিত হয়ে গেল। এ অবস্থায়ও আবু লাহাব এদের সঙ্গে শত্রুতা করা হতে নিরস্ত হলো না। মক্কায় কোন বিদেশী ব্যবসায়ী কাফিলা আসলেও আবু তালিব গুহার অবরুদ্ধ কোন লোক তাদের নিকট হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে চাইলে তাও অসম্ভব করে দিত। আবু লাহাব ব্যবসায়ী লোকদেরকে ডেকে বলতো 'এদের নিকট দ্রব্যের এতটা মূল্য দাবী কর, যাতে এরা কিছুই ক্রয় করতে না পারে। এর দরুন তোমাদের কোন আর্থিক ক্ষতি হলে আমি তা পূরণ করে দেব।' ফলে ব্যবসায়ীরা অতি উচ্চ মূল্য দাবী করতো এবং ক্রয় ইচ্ছুক ব্যক্তি ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করতে করতে তার অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত পরিবারবর্গের নিকট রিক্ত হস্তে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। পরে আবু লাহাব নিজে সে সব দ্রব্য প্রচলিত মূল্যে খরিদ করে নিত (ইব্‌নে সা'আদ, ইব্‌নে হিসাম)।

মোট কথা, আবু লাহাব নবী করীম (সঃ) ও ইসলামের বিরুদ্ধতা ও এ ধরনের অত্যন্ত নীচ ও হীন কাজে সদাসর্বদা লিপ্ত হয়ে থাকতো। সে জন্য এ সূরায় আবু লাহাবের নামের উল্লেখ করে তার হীন কাজকর্মের সমালোচনা করা হয়েছে। এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মক্কার বাইরের আরবদের মধ্যে যারা হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় আসতো কিংবা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাজারসমূহে একত্রিত হতো, তাদের সামনে নবী করীমের (সঃ) নিজের চাচাই যখন তার পিছনে পিছনে উপস্থিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধতা করতো, তখন আরবের প্রচলিত রীতি নীতির সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ আচরণ হতো। কেননা কোন চাচা যে অন্য লোকের সামনে নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্রের অকারণ বিরুদ্ধতা করতে পারে, পাথর নিক্ষেপ করে তাকে আহত করতে পারে ও নানাবিধ মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাকে অপদস্থ করতে চেষ্টিত হতে পারে এ যেমন ছিল ধারণাতীত ব্যাপার, তেমনি নিতান্ত অশোভনও। এ কারণে তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হতো ও নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে সংশয়ে পড়ে যেত। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর আবু লাহাব যখন ক্রোধান্বিত হয়ে পাগলের ন্যায় বাজে বকতে শুরু করলো, তখন লোকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে, রসূলের করীমের (সঃ) বিরুদ্ধে এ ব্যক্তির কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা, এ লোকটি নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধতায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে, পাগল হয়ে গেছে।

এছাড়া এতে নাম ধরে যখন নবী করীমের (সঃ) চাচার দোষ বলা হলো, তখন লোকেরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো যে, দ্বীনের ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) কারো সঙ্গে একবিন্দু খাতির করতে কিংবা কোনরূপ দুর্বলতা দেখাতে প্রস্তুত নন। যখন প্রকাশ্যভাবেই নবী করীমের (সঃ) চাচার হীন চরিত্র ও নীচু মন-মানসিকতার কথা প্রচার করে দেয়া হলো, তখন লোকেরা নিঃসন্দেহে বুঝলো যে, দ্বীন ইসলামে আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্কেরও কোন বিশেষ স্থান নেই। এখানে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় না। ইসলামে নিতান্ত পরও আপন হয়ে যেতে পারে, যদি সে ঈমান গ্রহণ করে। আর আপনও একান্তই পর হয়ে যায় যদি সে ঈমান না এনে কুফরী অবলম্বন করে। এ ব্যাপারে কে কার পুত্র আর কে কার চাচা বা ভাইপো, এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।

এক তার রুকু — মক্কী লাহাব সূরা — পাঁচ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۞ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ

ধ্বংস হলো — দুহাত — আবু লাহাবের — এবং — সেও ধ্বংস হলো — না — কাজে আসলো — তার জন্য — তার মাল — আর

مَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّ امْرَاَتُهٗ

যা — সে উপার্জন করেছিল — শীঘ্রই জ্বলবে — আগুনে — শিখা সমন্বিত — এবং — তার স্ত্রীও

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

(কুটনী বুড়ী বা) বহনকারিণী — কাঠ — তার গলায় — রশি (বাঁধা থাকবে) — পাকানো

সূরা আল-লাহাব
[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াত ঃ ৫,মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. চূর্ণ হলো আবু লাহাবের [১]হাত এবং সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল [২]।
২. তার ধন-সম্পদ, আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজেই আসল না।
৩-৪. সে অবশ্যই লেলিহান শিখা সমন্বিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, আর (তার সংগে) তার স্ত্রীও [৩]। কুটনী বুড়ি,
৫. তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

১। এ ব্যক্তি নবী করীমের পিতৃব্য ছিল এবং আবু লাহাব নামে পরিচিত ও খ্যাত ছিল।

২। অর্থাৎ ইসলামের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়েছিল। এই বাক্যাংশে যদিও পরবর্তীকালে ঘটবে এমন এক ঘটনার ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে, কিন্তু তার বর্ণনা এমনভাবে করা হয়েছে, যেন সে ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে।

৩। এই স্ত্রী লোকের নাম ছিল উম্মেজমীল। এ আবু সুফিয়ানের ভগ্নী ছিল এবং ইসলামের প্রতি শত্রুতায় এ নিজের স্বামীর থেকে কম ছিল না।

সূরা আল-ইখলাস

নামকরণ

'আল-ইখলাস' হলো এই সূরাটির নাম। কেবল নামই নয়, এতে বলা কথার শিরোনামাও হচ্ছে এটা। কেননা, এ সূরায় খালিস তওহীদ-একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল তওহীদের কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরায় সাধারণভাবে এতে উল্লেখিত কোন একটি শব্দকে নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ সূরায় 'ইখলাস' শব্দটির উল্লেখ কোথাও হয়নি। এর অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতেই এর নামকরণ করা হয়েছে। বস্তুত যে ব্যক্তিই এ সূরাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে এর মূল কথার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক্ হতে নিষ্কৃতি পেতে পারবে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি মক্কী কিংবা মাদানী এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে হাদীসের যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তা-ই হলো এ মতবিরোধের উৎস। এখানে সে গুলোর উল্লেখ করা হল ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশের লোকেরা নবী করীম (সঃ)কে বললো, আপনার আল্লাহর বংশ-পরিচয় আমাদেরকে বলুন।* তখন এ সূরাটি নাযিল হয় (তাবরানী)।

২. আবুল 'আলীয়া হযরত উবাই ইব্‌নে কা'আবের সূত্রে বলেছেন, মুশরিকরা নবী করীম (সঃ)কে বললো আপনার আল্লাহর বংশ-পরিচয় আমাদেরকে বলুন। তখন আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করলেন (মুসনাদে আহমদ ইব্‌নে আবু হাতিম, ইব্‌নে জরীর, তিরমিযী বুখারী ইতিহাস গ্রন্থ, ইবনুল মুনযির হাকেম, বায়হাকী)। তিরমিযী এ বিষয়বস্তু সমন্বিত একটা বর্ণনা আবুল 'আলীয়া হতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত উবাই ইব্‌নে কা'আবের সূত্রের উল্লেখ নেই এবং তাকে সব থেকে 'সহী' বলেছেন।

৩. হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, একজন আরব (কোন কোন বর্ণনানুযায়ী লোকেরা) নবী করীম (সঃ)কে বললো আপনার আল্লাহর বংশ-পরিচয় আমাদেরকে বলুন, তখন আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন (আবুইয়ালা, ইব্‌নে জরীর, ইবনুল মুনযির, তাবরানী, আল-আওসাত, বায়হাকী, আবু নঈম-আলহুলিয়া)।

৪. ইকরামা ইব্‌নে 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, ইহুদীদের একদল লোক রসূলে করীমের (সঃ) নিকট উপস্থিত হলো। কা'আব ইব্‌নে আশরাফ ও হুই ইবনে আখতাবও তাদের মধ্যে ছিল। তারা বললো হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনার সেই রব কি রকম যে আপনাকে পাঠিয়েছে, তা বলুন'। তখন আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন (ইব্‌নে আবু হাতিম ইব্‌নে আদী, বায়হাকী-আল-আস্‌মা আস-সিফাত)।

এসব বর্ণনা ছাড়াও ইবনে তাইমিয়া (রাঃ) তার সূরা ইখলাসের তফসীরে আরো কতিপয় বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তা এই ঃ

৫. হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, খায়বরের কতিপয় ইহুদী রসূলে করীমের (সঃ) নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলে ঃ 'হে আবুল কাসিম! আল্লাহতা'আলা ফেরেশতাদেরকে আবরণের নূর হতে, আদমকে মাটির পচাগলা হতে, ইবলীসকে অগ্নিশিখা হতে, আকাশমন্ডল ধুঁয়া হতে এবং পৃথিবী পানির ফেনা হতে তৈরী করেছেন। এখন আপনি আপনার আল্লাহ সম্পর্কে বলুন, তাঁকে কি দিয়ে বানানো হয়েছে? নবী করীম (সঃ) তাদের এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিলেন না। পরে জিব্‌রাইল (আঃ) এলেন এবং তিনি বললেনঃ 'হে মুহাম্মদ (সঃ) এ লোকদেরকে বলে দিন هو الله احد

* আরবরা যখন কোন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে চাইতো তখন তারা তার বংশতালিকা জানতে চাইতো, বলতো انسبه لنا এর বংশ তালিকা আমাদেরকে বল। কেননা কারো সঙ্গে পারাচত হওয়ার ও পরিচয় লাভ করার জন্য তার বংশতালিকা ও গোত্র জানাই ছিল তাদের চিরাচরিত রীতি। তাই তারা যখন নবী করীমের (সঃ) নিকট জানতে চাইল যে, আপনার রব কে এবং কি রকম তখন তারা বললো ঃانسب لنا ربك আপনার রবের বংশপরিচয়আমাদিগকে বলুন।

৬. আমের ইবনতোফাইল নবী করীম (সঃ)কে বললো হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি আমাদেরকে কোন জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন? নবী করীম (সঃ) বললেন আল্লাহ তায়ালার দিকে। আমের বললো 'আচ্ছা তা হলে আপনি তার বিবরণ আমাকে বলুন,তিনি স্বর্ণনির্মিত, না রৌপ্য দ্বারা তৈরী অথবা লোহার বানানো? এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়।

৭. দহহাক, কাতাদাহ ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, ইহুদীদের কতিপয় আলিম নবী করীমের (সঃ) নিকট এলো। তারা বললো হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনার আল্লাহর বিবরণ আমাদেরকে বলুন, আমরা আপনার প্রতি হয়তো ঈমান আনতেও পারি! আল্লাহ তাওরাতে নিজের পরিচিতি নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কি জিনিস দ্বারা তৈরী, কোন্ পদার্থের-স্বর্ণ-নির্মিত, না তামা,পিতল লোহা কিংবা রৌপ্যনির্মিত? আর তিনি কি পান-আহার করেন? তিনি দুনিয়াকে কার নিকট হতে উত্তরাধিকার স্বরূপ পেয়েছেন? এবং তাঁর পর তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে? এরপর আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন।

৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল সাতজন পাদ্রীসহ নবী করীমের (সঃ) সমীপে উপস্থিত হলো। তারা নবী করীম (সঃ)কে বললো আমাদেরকে বলুন, আপনার রব কি রকমের? কি জিনিস দ্বারা তৈরী? নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার রব কোন জিনিস দ্বারা তৈরী নন। তিনি সব জিনিস হতে স্বতন্ত্র। এ সময় আল্লাহতা'আলা এ সূরাটি নাযিল করেন।

এসব বর্ণনা হতে জানা যায় নবী করীম (সঃ) যে মাবুদের বন্দেগী কবুল করার ও ইবাদত করার দাওয়াত দিচ্ছিলেন তাঁর প্রকৃত রূপ ও পরিচিতি লোকেরা তাঁর নিকট জানতে চেয়েছিল। আর সর্বক্ষেত্রেই উত্তরে তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এই সূরাটি পেশ করেছেন। সর্বপ্রথম মক্কার কুরাইশ বংশের মুশরিকরা তাঁর কাছে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে।তখন এর জবাবস্বরূপ এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। এরপর মদীনা শরীফে কখনো ইহুদীরা কখনো খৃষ্টানরা এবং কখনো আরবের অন্যান্য লোকেরা নবী করীমের নিকট এ ধরনের প্রশ্ন করেছে। আর প্রত্যেকবারই আল্লাহর নিকট হতে উত্তরে এ সূরাটি পেশ করারই নির্দেশ হয়েছে। এ সবকটি বর্ণনার প্রত্যেকটিতেই বলা হয়েছে যে, এ সময় সূরাটি নাযিল হয়।এর দরুন কারো এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, এ বর্ণনাসমূহ বুঝি পরস্পর বিরোধী। না আসল ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপার হলো কোন বিষয়ে একবার কোন আয়াত বা সূরা নাযিল হয়ে থাকলে পরে উক্ত বিষয়ে যখনি নবী করীম (সঃ)কে প্রশ্ন করা হয়েছে তখনি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নের জবাব অমুক আয়াত বা সূরায় আছে, কিংবা এর উত্তর অমুক আয়াত বা সূরা, লোকদেরকে পড়ে শুনিয়ে দিন। হাদীসসমূহের বর্ণনাকারীরা এরূপ ঘটনার বর্ণনা করেন এ ভাষায় যে, অমুক ব্যাপার ঘটেছিল কিংবা অমুক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন এ আয়াত বা এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ব্যাপারকে পুনরায় নাযিল হওয়াও বলা হয় অর্থাৎ বিশেষ-কোন আয়াত কিংবা সূরার একাধিকবার নাযিল হওয়া।

অতএব প্রকৃত কথা এই যে, এ সূরাটি মক্কী-সর্বপ্রথম মক্কা শরীফেই এটা নাযিল হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এর বিষয়বস্তু চিন্তা করলে স্পষ্ট মনে হয় এটা মক্কারও প্রথম যুগে নাযিল হয়েছিল। সে সময় পর্যন্ত আল্লাহর মূল সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে অন্য কোন আয়াত নাযিল হয়নি। অথচ লোকেরা নবী করীমের নিকট আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত শুনে এ কথা জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল যে, যে আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীর দিকে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তিনি কি রকমের,কি তাঁর পরিচয়? এ যে একেবারে প্রাথমিক-কালে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম তার আরো একটা প্রমাণ আছে। মক্কায় হযরত বিলালের (রাঃ) মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ্ তাঁকে প্রচন্ড রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত বালুরাশির উপর চিৎ করে শুইয়ে বুকের ওপর একটা বড় ভারী পাথর রেখে দিত, তখন তিনি কেবল মাত্র احد – احد (আহাদ.আহাদ) বলে আল্লাহকে ডাকতে থাকতেন। এই 'আহাদ' শব্দটি এ সূরা হতেই গৃহীত। এটা হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে এ সূরাটি রসূলে করীমের মক্কী জীবনে প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য বিশ্লেষণ পর্যায়ে ওপরে উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ওপর এক সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে রসূলে করীম (সঃ) যখন তওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেছিলেন তখন এ সম্পর্কে দুনিয়ার ধর্মসমূহের ধারণা কি ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূর্তি পূজক মুশরিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্য দিয়ে তৈরী দেব-দেবীর পূজা করছিল। এগুলোই ছিল তাদের রব। তাদের রবের আকার-আকৃতি ছিল, দেহ ছিল। দেব-দেবীর যথারীতি বংশধারা চলছিল। তাদের কোন দেবী স্বামীহীনা ছিল না, কোন দেবতা ছিল না স্ত্রী হারা। তাদের পানাহারের প্রয়োজন হতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এর ব্যবস্থা করে দিতো। মুশরিকদের মধ্যে অনেক লোক বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ মানবীয় আকার-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। আর কোন কোন লোক তার অবতার হয়ে থাকে। তখনকার খৃষ্টানরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে বলে দাবী করতো, কিন্তু তাদের সেই এক আল্লাহর অন্তত একজন পুত্র তো অবশ্যই ছিল। আর রববিয়তের ক্ষেত্রে রুহুল কুদুস পিতা-পুত্রের সহিত অংশীদার ছিল। এমনকি তাদের রবের মাও ছিল, তার শ্বাশুড়ীও ছিল। ইহুদীরাও এক আল্লাহর বিশ্বাসী হওয়ার দাবীদার ছিল। কিন্তু তাদের সেই এক রবও বস্তুত দেহ ও অন্যান্য মানবীয় গুণের উর্ধে ছিল না।তাদের সেই রব ভ্রমণ করতো, মানবীয় আকার-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতো, নিজেরই কোন বান্দাহর সাথে কুস্তি লড়তো,মুষ্টি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। একটি পুত্রেরও (উজাইর) জন্মদাতা ছিল। এসব ধর্মবিশ্বাসী লোকদের বাইরে ছিল অগ্নিপূজক-মজুসী ও নক্ষত্র পূজক-সাবেয়ী। এরূপ অবস্থায় লোকদেরকে যখন এক ও লাশরীক আল্লাহর বন্দেগী করার আহবান দেয়া হলো, তখন তাদের মনে সেই রব সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। দীর্ঘ দিন ধরে উপাস্য হিসেবে চলে আসা সব রব ও সব মা'বুদকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র এক ও একক রব ও মা'বুদকে মেনে নেয়ার এই যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সেই রব কে এবং কি ধরনের, কি তাঁর পরিচয় এ প্রশ্ন তখনকার লোকদের মনে তীব্র হয়ে জেগে উঠেছিল। কুরআন মজীদ এ প্রশ্নের জবাবে মাত্র কয়েকটি শব্দসম্পন্ন একটি ছোট সূরা নাযিল করে আল্লাহতা'আলার মহান সত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে। কুরআনের এ জবাবে রব সম্পর্কে সব রকমের মুশরেকী ধারণা-কল্পনার মুলোৎপাটন হয়ে গেছে। শিরকী আকীদার সূচীভেদ্য অন্ধকারের চির অবসান ঘটিয়েছে। ফলে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে সৃষ্টিকূলের মধ্যে কারো কোন গুণের বিন্দুমাত্র মিল হওয়ার কোনই অবকাশ থাকলো না। বস্তুত এ কুরআন মজীদের এক অতি বড় মু'যিযা তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সূরাটির ফজিলত ও গুরুত্ব

আর এ কারণেই নবী করীমের (সঃ) নিকট এ সূরাটির খুব বেশী গুরুত্ব, মাহাত্ম ও বিরাট মর্যাদা ছিল। তিনি মুসলমানদেরকে নানাভাবে এর গুরুত্ব অনুভব করাতে চেষ্টা করতেন। মুসলমানরা এ সূরাটি খুব বেশী করে পাঠ করুক এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী বেশী প্রচার করুক এটাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। কেননা, এ সূরাটিতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-তওহীদ মাত্র চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অতবী বলিষ্ঠ ভাষা ও ভংগিতে বলে দেয়া হয়েছে। এ বাক্য কটি শুনামাত্রই তা মানসপটে স্থায়ী ও সুদৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় এবং অতি সহজেই ঠোঁটস্থ হয়ে থাকে। হাদীসসমূহে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বিভিন্নভাবে ও পন্থায় লোকদেরকে বলেছেন, এ সূরাটি এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, তাবরানী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ পর্যায়ে বহুসংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীসসমূহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ), আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ), আবু দরদা (রাঃ), মুআয-ইবনে জাবাল (রাঃ),জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কাআব, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত, ইবনে ওমর, মসউদ, কাতাদাহ, ইবনে নুমান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তফসীরকারগণ নবী করীমের (সঃ) এ কথাটির অনেক ধরনের ব্যাখ্যা বলেছেন। তবে

সহজ ও সুস্পষ্ট কথা এই যে, কুরআন মজীদ যে দ্বীন ইসলাম পেশ করে,তিনটি প্রধান আকীদাই তার ভিত্তি; প্রথম-তওহীদ, দ্বিতীয়-রিসালাত এবং তৃতীয়-পরকাল। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল ও অকাট্য তাওহীদের আকীদা পেশ করে, এ কারণেই নবী করীম (সঃ) এই সূরাটিকে এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি বর্ণনা বুখারী-মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি হলো এই-নবী করীম (সঃ) একজন লোককে একটি বিশেষ অভিযানে নেতা বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে পাঠালেন। এই গোটা অভিযানে তার স্থায়ী নিয়ম ছিল, সে প্রত্যেক নামাযে قل هو الله পড়ে কিরাত শেষ করবে। ফিরে আসার পর তার সংগীরা নবী করীমের (সঃ) নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করলো। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর, সে এরূপ কেন করছিল? তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো, যেহেতু এ সূরায় 'রহমান' (আল্লাহ)-এর পরিচয় ও গুণ বলা হয়েছে, এ কারণে তা পাঠ করতে আমার বড় ভালো লাগে। নবী করীম (সঃ) এই কথা শুনে বললেন, اخبروه ان الله يحبه ঐ ব্যক্তিকে বল, আল্লাহতা'আলা তাকে পছন্দ করেন-ভালোবাসেন।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে এ ধরনেরই অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি কুবা মসজিদে নামায পড়াতেন। তার নিয়ম ছিল, প্রত্যেক রাক'আতে প্রথম قل هو الله পড়তেন। পরে অপর কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন। লোকেরা এতে আপত্তি জানিয়ে বললোঃ তুমি একি করছো, قل هو الله পাঠের পর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আরো কোন সূরা তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করছো, এ ঠিক নয়। হয় কেবল এ সূরাটি পড় অথবা এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পড়। সেই লোক বললেন, আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা চাইলে আমি এভাবে সূরা এখলাস নামাযে পড়াবো, না হয় ইমামতী ছেড়ে দেব। কিন্তু লোকেরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে ইমাম বানানোও পছন্দ করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি নবী করীমের (সঃ) কাছে পেশ করা হলো। তিনি সেই লোককে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার সংগীরা যা চায়, তা মেনে নিতে তোমার বাধা কোথায়? প্রত্যেক রাক'আয়াতে এ সূরাটি পাঠ করতে তোমাকে কি জিনিস উদ্বুদ্ধ করেছে? সেই লোকটি বললেন এ সূরাটিকে আমি যারপরনাই ভালোবাসি। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন حبك إياها ادخلك الجنة এ সূরার প্রতি তোমার এহেন ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়েছে।

এক তার রুকু মক্কী ইখলাস সূরা চার তার আয়াত

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۙ وَ

বল তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ মুখাপেক্ষহীন তিনি (কাউকে) জন্ম দেন নাই এবং

لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

তাঁকে জন্ম দেয়া হয় নাই এবং নাই তার সমতুল্য কেউই

সূরা আল-ইখলাস

[মক্কায় অবতীর্ণ]

মোট আয়াত ঃ ৪,মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১. বল [১] তিনি আল্লাহ[২] একক[৩]।

২. আল্লাহ সবকিছু হতে নিরপেক্ষ মুখাপেক্ষীহীন-সবই তার মুখাপেক্ষী,

৩. না তাঁর কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান,

৪. এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।

১। কাফের ও মুশরিকরা রসূলুল্লাহকে (সঃ) প্রশ্ন করতো-আপনার রব (প্রতিপালক প্রভু)-সমস্ত উপাস্যকে বর্জন করে একমাত্র যার ইবাদত করতে যাঁকে উপাস্য বলে করতে চান, তিনি কি ও কিরূপ? তাঁর বংশ পরিচয় কি? কোন বস্তু দ্বারা তিনি গঠিত? কার থেকে তিনি এই সৃষ্টি জগতের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন? কে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী হবেন, এই সব প্রশ্নে জবাবে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

২। অর্থাৎ যে সত্তাকে তোমরা নিজেরা আল্লাহ বলে জানো, এবং যাঁকে নিজেদের ও সারা সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে মান্য কর তিনিই আমার রব। আল্লাহতা'আলা সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের যে ধারণা-বিশ্বাস ছিল পবিত্র কুরআনে স্থানে স্থানে তার বর্ণনা দান করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ ইউনুস-আয়াত ২২-৩১ বনী ইসরাইল আয়াত ৬৭, মু'মেনুন আয়াত ৮৪ থেকে ৮৯, আনকাবুত আয়াত ৬১ থেকে ৬৩, যুখরুখ আয়াত ৮৭।

৩। 'ওয়াহেদ'-এর স্থলে 'আহাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও উভয় শব্দের অর্থ 'এক' কিন্তু আরবী ভাষায় 'ওয়াহেদ' শব্দটি এরূপ সমস্ত জিনিসের প্রতি প্রযুক্ত হয়, যার মধ্যে বহুত্ব বর্তমান থাকে। যথা একটি মানুষ, একটি জাতি, একটা দেশ, এক পৃথিবী,-এসব বস্তুর প্রতি 'ওয়াহেদ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, অথচ এ সবের মধ্যে অসংখ্য বহুত্ব বর্তমান আছে। কিন্তু 'আহাদ' শব্দটি মাত্র সেই জিনিসের প্রতি প্রযুক্ত হয় যা বিশুদ্ধ 'এক' সব দিক দিয়ে যা 'এক' যার মধ্যে কোন প্রকারের বহুত্ব বর্তমান নেই। এই কারণে আরবী ভাষায় এই শব্দটি বিশেষভাবে মাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়।

সূরা আল-ফালাক, সূরা আন-নাস

নামকরণ

সূরা দু'টো যদিও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পন্ন এবং মূল লিপিতে (মুসহাফে) আলাদা আলাদা নামেই সূরা দু'টো লিখিত আছে। কিন্তু এ দু'টো সূরার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সূরা দু'টোর বিষয়বস্তু পরস্পরের এতই নিবিড় সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, সূরা দু'টোর একটি যুক্ত নাম রাখা হয়েছে। সে নাম হলো معوذتين 'মু' আব্বেযাতায়ন'-আল্লাহর পানাহ চাইবার দু'টো সূরা। ইমাম বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়্যত' গ্রন্থে লিখেছেনঃ 'এ দু'টো সূরা নাযিলও হয়েছে একই সংগে। এ কারণে এ দুটোর উপরোক্তরূপ যুক্ত নামকরণ করা হয়েছে। এজন্যে উভয় সূরার ভূমিকা একত্রে লেখা হয়েছে। কেননা এ দু'টো সূরা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। তবে সূরা দুটোর তফসীর আলাদা ভাবে দেওয়া হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, 'আতা ও জাবির ইবনে যায়দ বলেন, এ সূরা দু'টো মক্কী-মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপ একটা বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু তার অপর একটা বর্ণনায় এ সূরা দু'টোকে 'মাদানী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও কাতাদাহরও মত এই। হাদীসের কয়েকটি বর্ণনার কারণেই এ মত বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত 'উকবা ইবনে আমের (রাঃ) কর্তৃক'বর্ণিত। মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (সঃ) একদিন আমাকে বললেন ঃ

الم تَرَ ايَاتٍ أنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم يُرَ مِثلُهُنَّ أعوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ أعوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

-'আজকে রাতে আমার প্রতি কি ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে তা কি তুমি জানো?... এ তুলনাহীন আয়াত। আর তা হলো 'আউযু বি-রব্বিল ফালাক ও 'আ'উযু বি-রব্বিন নাস'। এ সূরা দুটোর মাদানী হওয়ার স্বপক্ষে এ হাদীসটি একটি বিশেষ দলীল। কেননা, হযরত 'উকবা ইবনে 'আমের (রাঃ) হিজরতের পর মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবু দা'উদ ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থদ্বয় স্বয়ং তাঁর জবানীতে এই কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে সা'আদ, বাগাভী, ইমাম নসাফী, ইমাম বায়হাকী, হাফেজ ইবনে হাজার, হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী, 'আবদ্-ইবনে হুমাইদ প্রমুখ বর্ণিত অপর একটি বর্ণনাও সূরা দুটোকে মাদানী প্রমাণের স্বপক্ষে। সে বর্ণনার বক্তব্য হ'লঃ মদীনায় ইহুদীরা যখন নবী করীমের উপর যাদু করেছিল এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা দুটো নাযিল হয়েছিল। ইবনে সা'আদ-ও আকেদীর সূত্রে বলেছেন, এ ৭ম হিজরী সনের ঘটনা। এ কারণে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-ও এই সূরা দুটোকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু এরূপ যুক্তি যথার্থ নয়। কেননা সূরা ইখলাসের শুরু আলোচনায় যেমন আমরা বলেছি --কোন সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, এ অমুক ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তখন তা অনিবার্যভাবে সে ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এমন অর্থ করা জরুরী নয়। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, একটি সূরা বা আয়াত পূর্বে নাযিল হয়েছে, পরে কোন একটা বিশেষ ঘটনা সংঘটিত বা বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আল্লাহতা'আলা পুনরায় কোন কোন ক্ষেত্রে বারবার- তার দিকে নবী করীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাহ্যত তখন এটাই মনে হয় যে, এ বুঝি এখনি নতুন করে নাযিল হলো, অথচ আসল ব্যাপার তা হয় না। আমাদের মতে আলোচ্য সূরা দুটোর অবস্থাও ঠিক এরূপ। সূরা দুটোর মূল বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয় হতেও এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্পষ্ট মনে হয়

সূরা দুটো প্রথমঃ মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছিল। নাযিল হয়েছিল তখন, যখন সেখানে নবী করীমের তীব্র বিরোধিতা ও বিরুদ্ধতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরে মদীনা শরীফে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা যখন নবী করীমের বিরুদ্ধতায় প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন আল্লাহতা'আলা পুনরায় নবী করীম (সঃ) কে এ সূরা দুটো পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণিত পূর্বোদ্ধৃত হাদীসটি হতেও এ কথাই জানা যায়। আরো পরে নবী করীমের ওপর যখন যাদু করা হলো এবং তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আঃ) এসে এ সূরা দুটো পাঠ করার আবার হুকুম দিলেন। এ কারণে যেসব তফসীরকার এই সূরা দুটোকে মক্কী বলেছেন, তাদের কথাই আমাদের দৃষ্টিতে অধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। এ সূরা দুটোকে কেবল যাদু সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেয়াও সমীচীন নয়। কেননা এই প্রসংগের সম্পর্ক বড় জোর সূরা ফালাক এর ومن شرالنفثت في العقد অংশের সঙ্গে-ই বলা যেতে পারে। এ সূরার অবশিষ্ট অংশসমূহ এবং সূরা 'নাস' সম্পূর্ণ এ ঘটনার সঙ্গে সরাসরি কোনই সম্পর্ক রাখে না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা শরীফে এ সূরা দুটো যখন সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিলো, তখন সেখানে অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থা বিরাজিত ছিল। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু হতেই স্পষ্ট মনে হলো, যে নবী করীম (সঃ) ভিমরুলের চাকে হাত দিয়ে বসেছেন। তার দ্বীনি দাওয়াতের কাজ যতই অগ্রসর হতে লাগলো, যতই তা বিস্তার লাভ করতে লাগলো, তার সঙ্গে মক্কার কাফের কুরাইশের বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা ততই তীব্র ও কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো, প্রথম দিক দিয়ে তারা মনে করছিল যে, কোনরূপ আদান প্রদান করে কিংবা বলে কয়ে ও বুঝিয়ে শুনিয়ে নবী করীম (সঃ)কে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কাজ হতে বিরত রাখতে ও তার 'আঘাত' হতে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে পারবে। এ কারণে প্রথম পর্যায়ে শত্রুতা খুব প্রচন্ড রূপ ধারণ করেনি। কিন্তু উত্তরকালে নবী করীম (সঃ) যখন তাদেরকে কোনরূপ আপোস রফা করার বা কাজ হতে বিরত থাকার সব সম্ভাবনা খতম করে দিলেন, তখন তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল। নবী করীম (সঃ) তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ সন্ধি-সমঝোতা করতে প্রস্তুত হবে না বলে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলো। এ সময় সূরা 'কাফেরুণ' নাযিল হয়ে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাটা আরো অকাট্যভাবে ঘোষণা করে দিল। তাতে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো যে, 'তোমরা যার বন্দেগী কর, আমি তাঁর বন্দেগী করতে প্রস্তুত নই এবং যার বন্দেগী আমি করি তোমরা তার বন্দেগী করতে ইচ্ছুক নও'। বিশেষভাবে যেসব পরিবারের পুরুষ, নারী বা ছেলে মেয়েরা ইসলাম কবুল করেছিল, সে সব পরিবারের কর্তাদের মনে তো নবী করীমের বিরুদ্ধে শত্রুতার অগ্নিকুন্ড দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিলো। ঘরে ঘরে তাকে গাল-মন্দ দেয়া হতো, তার তীব্র সমালোচনা করা হতো। তাঁকে রাত্রিবেলা গোপনে অতর্কিতে হত্যা করার উদ্দেশ্যে শলাপরামর্শ হতে লাগলো, যেন বনু হাসেম হত্যাকারীকে চিনতে না পারে ও এর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন পথ উন্মুক্ত না থাকে। এ সময় তাঁর উপর যাদু করতেও চেষ্টা হয়েছিল। যেন তিনি হয় মরে যান কিংবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, অথবা পাগল হয়ে যান। মানুষ ও জ্বিন শয়তান তখন বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল এবং চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নবী করীমের (সঃ) এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টা হতে লাগলো। যেসব কারণে সাধারণ লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে, তাকে ত্যাগ করে দূরে চলে যেতে পারে, সে সব কারণ সৃষ্টি করতেও কসুর করা হলো না। অনেক লোকের কলিজা তাঁর প্রতি হিংসায় জ্বলতে লাগলো। কেননা, তারা নিজের ছাড়া, নিজের গোত্রের লোক ছাড়া অন্য কারো ঘরে আলো জ্বলতে দেখবার জন্যও প্রস্তুত ছিল না। আবু জেহেল ছিল এ লোকদের মধ্যে সকলের তুলনায় বেশী অগ্রসর। সে নবী করীমের (সঃ) বিরুদ্ধতায় সীমালংঘন করে গিয়েছিল। এর কারণ সে নিজেই এক সময় ব্যক্ত করেছিলো। বলেছিল 'বনু আবদে মনাফ (নবী করীমের বংশ) ও আমাদের মাঝে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তারা

লোকদেরকে খাওয়ালে আমরাও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতাম। তারা লোকদেরকে সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিলে আমরাও তাই করতাম। তারা দান করলে আমরাও দান করতাম। এমনকি, আমরা ও তারা যখন মান-মর্যাদায় সমান সমান হয়ে গেলাম, তখন তারা (আবদে মনাফ বংশের লোকেরা) বলতে শুরু করলো যে, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন, তার নিকট আসমান হতে অহী নাযিল হয়। তখন আমরা তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কুলাতে পারলাম না। এ ক্ষেত্রে আমরা কি করে তাদের সমকক্ষতার দাবী করতে পারি। খোদার শপথ, আমরা কক্ষণই এবং কিছুতেই তাঁকে মানবো না। তাঁর সত্যতা স্বীকার করবো না। (ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃঃ)।

এহেন সংকটপূর্ণ অবস্থায় আল্লাহর নিকট হতে নবী করীম (সঃ)কে নির্দেশ দেয়া হলো 'এই লোকদিগকে বল, আমি পানাহ চাই সকাল বেলার রবের নিকট সমস্ত সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে, রাত্রির অন্ধকার ও যাদুকর যাদুকারিনীর দুষ্কৃতি হইতে ও হিংসুকদের অনিষ্ট হইতে' আরো বল 'আমি আশ্রয় চাহি সমস্ত মানুষের খোদার নিকট-সমস্ত মানুষের বাদশাহ ও সমস্ত মানুষের মা'বুদের নিকট বার বার ফিরিয়া আসা ও লোকদের কুপরামর্শ দাতার সব রকমের কুপরামর্শের অনিষ্টতা হইতে, তাহারা জ্বিন শয়তান হউক, কিংবা মানুষ শয়তান হউক'।

বস্তুতঃ এ কথা এবং হযরত মূসা (আঃ) এর বলা উক্তির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান। ফিরাউন যখন তার জনাকীর্ণ দরবারে হযরত মূসা (আঃ)কে হত্যা করার ইচ্ছা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ وَاِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

-'আমি আমার ও তোমাদের খোদার আশ্রয় লইয়াছি হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি বেঈমান সব অহংকারী-দাম্ভিক হইতে'। (আল মু'মিন-২৭)। وَاِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم اَن تَرْجُمُوْنَ

-'তোমরা আমার উপর আক্রমণ করিবে- ইহা হইতে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় লইয়াছি'। (আদ-দোখান-২০)

যে কঠিন মুহূর্তে এ কথাগুলো বলা হয়েছিল, উভয় মহান নবীর (সঃ) জীবনে তা সমান ও সাদৃশ্যপূর্ণভাবে অত্যন্ত সংকটময় ছিল। উভয়ই এ সময় ছিলেন সর্বপ্রকার সহায় সম্বল হতে রিক্ত ও বঞ্চিত। আর প্রতিপক্ষে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী বিপুল উপায়-উপকরণ সম্বলিত ও প্রভাব প্রতিপত্তির নিরংকুশ অধিকারী। উভয় অবস্থায় উভয় নবীই মহাশক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে নিজ নিজ দ্বীনী দাওয়াতের ওপর অবিচল ও দৃঢ়সংকল্প হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অথচ এরূপ শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত কোন বস্তুগত শক্তি তাদের কারো নিকট ছিল না। তা সত্ত্বেও উভয় নবীই নিজ নিজ শত্রুর ভ্রুকুটি, কুটিল কটাক্ষ, বজ্রকঠোর হুমকি, মারাত্মক ষড়যন্ত্র ও কুটিল শত্রুতামূলক কলাকৌশলকে কেবল এ কথা বলে নিতান্ত অবজ্ঞা স্বরূপ উপেক্ষা করেছিলেন 'তোমাদের মুকাবিলায় আমরা বিশ্ব স্রষ্টা মহানআল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।' বস্তুতঃ এরূপ উচ্চ মানসিকতা, উন্নত মনোবল ও নীতিদৃঢ়তা দেখানো কেবল মাত্র সে ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যার মনে এ গভীর প্রত্যয় বর্তমান যে, আল্লাহই সর্বোচ্চ শক্তি ও ক্ষমতার মালিক, তাঁর প্রতিকূলে দুনিয়ার সর্বশক্তিই হীন ও নগণ্য। সে আল্লাহর আশ্রয় যে লোক লাভ করতে পেরেছে দুনিয়ার কেউ তাঁর এক বিন্দু ক্ষতি করতে পারে না। এ ধরনের দৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তিই উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারে সত্য দ্বীন প্রচারের কাজ হতে আমি কিছুতেই বিরত হবো না। আমার আদর্শ হতে আমি কস্মিনকালেও বিচ্যুত হবো না, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। আমি তা বিন্দুমাত্র ভয় করি না। কেননা আমি তো তোমার, আমার ও সারা বিশ্বলোকের রবের। আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

নবী করীম (সঃ)-এর ওপর জাদুর ক্রিয়া

সূরা দুটোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তা হলো; বিভিন্ন বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীমের (সঃ) উপর জাদু করা হয়েছিল। এর ক্রিয়ায় তিনি অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জাদুর এ ক্রিয়া দূর করার জন্য জিব্রাঈল (আঃ) এসে নবী করীম (সঃ)কে এ সূরা দুটো পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। এ হলো হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে প্রমাণিত কথা। এর ওপর প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদী লোকেরা ভয়ানক আপত্তি তুলেছে। তাদের বক্তব্য হলো, এ সব বর্ণনাকে সত্য মেনে নিলে গোটা শরীয়তই সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা নবীর ওপর যদি জাদুর ক্রিয়া হতে পারে, আর এ সব বর্ণনার ভিত্তিতে যদি তা সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে বিরুদ্ধবাদীরা নবীর (সঃ) ওপর জাদু করে তাঁর দ্বারা কত কি বলিয়ে ও করিয়ে নিয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষায় কত অংশ আল্লাহ প্রদত্ত এবং কত অংশ জাদুর প্রতিক্রিয়া প্রসূত তা নির্ধারণ করা কঠিন। তাদের কথা এ পর্যন্তই শেষ নয়। তারা এও বলেছে যে, জাদু করার এ কথা যদি সত্যি মেনে নেয়া হয়, তাহলে জাদুর দ্বারা নবীকে (সঃ) নবুয়্যতের দাবী উত্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিনা এবং তাঁর নিকট ফেরেশতা আসার ভ্রান্তিতে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন কিনা, তা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে না। তারা আরো অগ্রসর হয়ে বলেছে, এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কুরআনে তো কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এই বলে যে, তারা নবীকে (সঃ) একজন 'জাদু প্রভাবিত ব্যক্তি' مسحور বলেন ঃ

يَقُولُ الظّٰلِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا (بنی اسرائیل-٤٧)

আর এ হাদীসসমূহ কাফেরদের এ অভিযোগকে সত্য প্রমাণ করছে। বলছে, সত্যই নবীর ওপর জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। এ বিষয়টার মীমাংসা করার জন্য সর্বপ্রথম একটা কথা বিচার্য। রসূলে করীমের (সঃ) ওপর যে জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল, তা কি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত? যদি ক্রিয়া হয়েথাকে, তাহলে তা কি রকম ছিল এবং কত দূর ছিল? তার পর বিচার করতে হবে যে, ইতিহাসের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত, তার ওপর যে প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছে তা কি যুক্তিসঙ্গত?

প্রাথমিককালের মুসলিম মনীষীগণ নিজেদের কল্পনা ও ধারণার ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিকৃত করতে কিংবা সত্যকে গোপন করতে চেষ্টা করেননি, বস্তুত এ তাঁদের সততা ও ন্যায়পরতার অকাট্য প্রমাণ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐতিহাসিক বিচার-বিবেচনায় তাঁরা যা কিছু সত্য পেয়েছেন, তাকে তাঁরা যথাযথভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন এবং পরবর্তীকালের লোকদের পর্যন্ত তা কিছুমাত্র বিকৃত ও রদ্ বদল ব্যতিরেকেই পৌছাবার স্থায়ী ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁদের সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা স্বার্থবাদী লোকেরা কোনরূপ বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এ আশংকা বা সম্ভবনাকে তারা বিন্দুমাত্র আমল দেননি এবং এ ভয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণিত সত্যকে লুকাতে বা কিছুমাত্র বিকৃত করতেও সচেষ্ট হননি। তাই কোন কথা যদি প্রকৃত নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ই, তাহলে তাকে সত্য মেনে নিলে মারাত্মক খারাপী দেখা দেবে এরূপ আশংকা করে ইতিহাসকেই অস্বীকার করে বসা কোন ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানবাদী ব্যক্তির নীতি হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইতিহাস হতে ঠিক যতটুকু সত্য প্রমাণিত হয়, কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে আরো অধিক বিস্তীর্ণ করে দেয়া এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কথা নিজের থেকে উদ্ভাবিত করে জুড়ে নেয়াও কোন ক্রমেই সুবিচারের নীতি হতে পারে না। এ ধরনের সীমালংঘনকারী দুর্নীতির প্রশ্রয় না দিয়ে ইতিহাসকে ঠিক ইতিহাস হিসেবে মেনে নেয়া এবং তা হতে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু প্রমাণিত হয়, আর কি প্রমাণিত হয় না, তা নির্ধারণ করাই একজন ন্যায়বাদী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, নবী করীমের (সঃ) ওপর জাদুর ক্রিয়া হওয়ার

ঘটনাটি অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ও যাচাই-পরখের সাহায্যে তাকে যদি মিথ্যা প্রমাণ করা হয়, তাহলে বলতে হবে, দুনিয়ার কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই সত্য প্রমাণিত হতে পারে না। হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত যায়দ এবনে আরকাম (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, হুমাইদী, বায়হাকী, তাবরানী, ইবনে সা'আদ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে আবু শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ মুহাদ্দীস এতে বিভিন্ন ও বিপুল সনদ সূত্রে এতদসংক্রান্ত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, তার মূল কথাটি 'মূতাওাতির' বর্ণনা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যদিও তার এক একটি বর্ণনা 'খবরে ওয়াহিদ' পর্যায়ের। বর্ণনাসমূহে এর যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে, তার সমস্ত বর্ণনার সমষ্টি রচনা করে একটা সুসংবদ্ধ ঘটনারূপে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী করীম (সঃ) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ৭ম হিজরী সনের মুহররম মাসে খাইবার হতে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হলো ও লবীদ ইবনে আ'সম নামক একজন প্রখ্যাত জাদুকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। আনসার বংশের বনু যুরাইক্ গোত্রের সঙ্গে এ লোকটির বিশেষ সম্পর্ক ছিল।* তারা তাকে বললোঃ 'মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তা তুমি ভালো করেই জান। আমরা তাঁর ওপর জাদু করার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু সাফল্য লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ কারণে এখন আমরা তোমার নিকট আসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা জানি, তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জাদুকর। আমরা তোমাকে তিনটি 'আশরাফী' (তদানীন্তন বহুমূল্যবান স্বর্ণমুদ্রা) দিচ্ছি। তুমি এটা গ্রহণ কর ও মুহাম্মদের উপর খুব শক্ত ও তীব্র ক্রিয়াসম্পন্ন জাদুর আঘাত হান। এ সময় নবী করীমের (সঃ) নিকট একটা ইহুদী ছেলে তাঁর খাদেম ছিল। সে ছেলেটির সঙ্গে যোগ-সাজশ করে সে লোকেরা নবী করীমের (সঃ) চিরুনীর এক টুকরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। এতে ছিল তাঁর চুল। এ চুল ও চিরুনীর দাঁতের ওপর জাদু করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লবীদ ইব্‌নে আসম নিজে জাদু করেছিল। অপর কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে, তার বোনেরা তার অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী জাদুকর ছিল, তাদের দ্বারা এ কাজ করা হয়। সে যাই হোক, এ জাদু একটা পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে*

---

* কোন কোন বর্ণনাকারী তাকে 'ইহুদী' বলেছেন। আবার কেউ বলছেন, সে ছিল মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধু বা মিত্র। তবে সে যে বনু যুরাইক্ গোত্রের লোক ছিল, এ বিষয়ে সকলেই একমত। আর বনু যুরাইক যে ইহুদীদের কোন গোত্র নয়, খাযরাজ ও আনসারদেরই গোত্র; তা সকলেই জানে। কাজেই সে হয় মদীনার ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যের একজন ছিল, কিংবা ইহুদীদের মধ্যে হওয়ার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদীই মনে করতো। তবুও তাকে 'মুনাফিক' বলায় এ কথা বুঝা যায় যে, সে বাহ্যত মুসলমানই ছিল।

* প্রথমে খেজুরের ছড়া একটা আবরণের দ্বারা পরিবেশিষ্টত থাকে। আর পুরুষ খেজুর গাছের এ আবরণের বর্ণ মানুষের বর্ণের সঙ্গে মিলে যায়। মানুষের শুক্রের গন্ধের মত তার গন্ধ হয়ে থাকে।

রেখে লবীদ বনু যাইকের 'যারওয়ান' কিংবা 'যী-আরওয়ান' নামক কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। নবী করীমের (সঃ) ওপর এ জাদুর ক্রিয়া হওয়ায় এক বছর সময় লেগেছিল। দ্বিতীয় ছয় মাসে নবী করীমের (সঃ) স্বাস্থ্যে কিছুটা বিকৃতি অনুভুত হতে শুরু হয়।শেষ চল্লিশ দিন অবস্থা কঠিন এবং শেষ তিনদিন কঠিনতর হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু রসূলে করীমের (সঃ) ওপর এর খুব বেশী প্রতিক্রিয়া যা দেখা দিয়েছিল, তা শুধু এতটুকু ছিল যে, তিনি ক্রমশ নিস্তেজ নিবীর্য হয়ে আসছিলেন। কোন কাজ করেছেন মনে হলেও দেখা যায়, তা করা হয়নি। তাঁর বেগমদের সম্পর্কে মনে হচ্ছিল যে, তিনি তাঁদের নিকট গিয়েছেন, কিন্তু আসলে যান নি। কোন কোন সময় দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগতো। মনে হতো একটা জিনিস তিনি দেখেছেন অথচ আসলে তিনি তা দেখেননি। এ সব প্রতিক্রিয়া তাঁর নিজ সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, তাঁর ওপর কি ঘটে যাচ্ছে, তা নিকটের লোকেরা জানতেও পারতো না। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, তা যথাযথ পালন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারেনি। এ সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুলে গেছেন, কিংবা কোন আয়াত তিনি ভুল পড়েছেন, অথবা তাঁর সংস্পর্শে, ওয়ায ও বক্তৃতায়, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষায় কোনরূপ পার্থক্য বা ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে, অহীর মাধ্যমে নাযিল না হওয়া কোন কালামকে তিনি অহীরূপে পেশ করেছেন, নামায তরক হয়ে গেছে এবং তিনি মনে করে নিয়েছেন যে তা পড়েছেন,অথচ পড়েননি,-এগুলো ও এধরনের কোন একটা কথাও ইতিহাসের এ বিপুল সম্ভারে কোন একটা ক্ষুদ্র বা ইংগিতপূর্ণ বর্ণনায়ও পাওয়া যাবে না। কেননা. খোদা না করুন এমন কোন ব্যাপার যদি আদৌ এবং কোন এক মুহূর্তেও ঘটে থাকতো তাহলে তা চারদিকে অবশ্যই রাষ্ট্র হয়ে যেতো। সমগ্র আরব চীৎকার করে উঠতো যে,যে নবীকে কোন শক্তিই পরাস্ত করতে পারেনি একজন সাধারণ জাদুকরের জাদুই তাঁকে হেস্তনেস্ত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। বস্তুত নবী করীমের ওপর জাদুর ক্রিয়া শুধু তাঁর দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি নিজ শরীরে ও স্বাস্থ্যে এ প্রতিক্রিয়া অনুভব করে কিছুটা অস্থির হয়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁর নবুয়্যাতের মর্যাদা তিনি যে আল্লাহর নবী ছিলেন ও এ হিসেবে যে সব দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিশেষ গুণাবলী তাঁর ছিল তা পালনে ও আচরণে সম্পূর্ণ অপ্রভাবিত বা প্রভাবমুক্ত ছিল। জাদুর ক্রিয়া এর ওপর আদৌ কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। শেষদিকে তিনি একদিন হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি আল্লাহর নিকট পর পর দো'আ করলেন। সে মুহূর্তে তিনি নিদ্রাকাতর হয়ে পড়লেন কিংবা তন্দ্রা তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। পরে তিনি জাগ্রত হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বললেন 'আমি আমার খোদার নিকট যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন'। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন 'তা কি'? নবী করীম (সঃ) বললেন 'দু'জন লোক (অর্থাৎ ফিরেশতা দু'জন লোকের বেশে) আমার নিকট এলো। একজন মাথার দিকে বসলো ও অপরজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞাসা করলো 'এর কি হয়েছে'? অপরজন উত্তর দিল এর ওপর জাদু করা হয়েছে'। সে জিজ্ঞাসা করলো 'কে জাদু করেছে'? উত্তরে বলা হলো 'লবীদ ইব্‌নে আসম'। জিজ্ঞাসা করলো 'কিসে জাদু করা হয়েছে? বলা হলো চিরুনী ও চুলে একটা পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণের মধ্যে রেখে তা করা হয়েছে'। জিজ্ঞাসা করা হলো তা কোথায়? বলা হলো বনু যুরাইকের 'যী-যারওয়ান' কূপের তলায় পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে'। এখন কি করা যেতে পারে জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হলো ঃ 'কূপের সব পানি সেঁচে দিয়ে পাথরের তলা হতে তা বের করতে হবে'। অতঃপর নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ), হযরত 'আম্মার ইব্‌নে ইয়াসার (রাঃ) ও হযরত জুবাইর (রাঃ)কে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। যুবাইর ইব্‌নে এয়াস যুরকী ও কায়স-ইব্‌নে মিহসন যুরকী- অর্থাৎ বনু যুরাইকের এ ব্যক্তিদ্বয়ও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পরে নবী করীম (সঃ) নিজেও কতিপয় সাহাবী সংগে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। কূপ হতে পানি তোলা হলো এবং সেই খেজুর গাছের চূড়ার আবরণও উদ্ধার করা হলো। তাতে চিরুনি ও চুলের সংগে পেচানো 'একগাছি সূতোয় এগারোটি গেরো লাগানো ছিল। সে সংগে একটি মোমের পুটলি ছিল এবং তাতে কয়েকটি সুঁই বসানো ছিল। জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে বললেন আপনি 'মু আব্বেযাতায়ন'- সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করুন'। এ নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) এক একটি আয়াত পাঠ করতেন এবং এতে এক একটা গেরো

খুলে যেত ও পুতলি হতে এক একটা সুঁই বের করা হতো। শেষ পর্যন্ত পৌছার সংগে সংগে সব ক'টি গেরো খুলে গেল। সব সুঁই বের করা হলো এবং তিনি জাদুর প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেলেন। মনে হলো, আঁট-সাঁট বাঁধা এক ব্যক্তি যেন সহসা বন্ধনমুক্ত হয়ে গেছে। এরপর নবী করীম (সঃ) লবীদকে ডেকে তার নিকট এ জন্য কৈফিয়ত চাইলেন। সে নিজের অপরাধ স্বীকার করলো, নবী করীম (সঃ)ও তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কেননা, তিনি ব্যক্তিগত কারণে কারো ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি এ ঘটনার চর্চা করতেও অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, আল্লাহই যখন আমাকে জাদু ক্রিয়া হতে মুক্ত করে সম্পূর্ণ নিরাময় করে দিয়েছেন, তখন আমি লোকদেরকে কারো বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাই না।

জাদু সংক্রান্ত ঘটনার মোটামুটি কাহিনী এতটুকুই এবং নবী করীমের (সঃ) নবুয়্যতের পরিপন্থী কিংবা তার পক্ষে ক্ষতিকর কোন ব্যাপারই এতে নেই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে যদি আহত করা যেতে পারে ওহুদ যুদ্ধে যেমন হয়েছিল, অশ্বপৃষ্ঠ হতে যদি তিনি পড়ে যেতে পারেন- যেমন বহু হাদীস হতে প্রমাণিত, বিচ্ছু যদি তাঁকে দংশন করতে পারে- অন্য কিছু হাদীস হতে যেমন জানা যায় এবং এর মধ্যে কোন ঘটনাও যদি নবী হিসেবে তাঁর সংরক্ষণের জন্য দেয়া আল্লাহর ওয়াদার পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে নবী করীমের (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে জাদুক্রিয়ায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া অসম্ভব হবে কেন? নবীর (সঃ) ওপর যে জাদুক্রিয়া কার্যকর হতে পারে, তা তো কুরআন হতেও প্রমাণিত। সূরা আ'রাফে ফিরাউনের জাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা যখন হযরত মূসার (আঃ) মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল, তখন এ 'জাদুকরদের' প্রতিযোগিতা দেখার জন্য উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টির ওপর তারা জাদুর প্রভাব বিস্তার করে দিল ঃ سحروا اعين الناس (১১৬ নম্বর আয়াত)। সূরা 'ত্বা-হা'য় বলা হয়েছে যে সব লাঠি ও রশি তারা নিক্ষেপ করেছিল, সেগুলো দেখে কেবল সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মূসা (আঃ)ও মনে করলেন, সেগুলো সাপের মত তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। এতে হযরত মূসা (আঃ) ভীত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রতি অহী নাযিল করে বললেনঃ'ভয় পেয়ো না, জয়ী তুমিই হবে। নিজের লাঠিখানা নিক্ষেপ করতো'। আয়াতটি হলো ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُم وَعِصِيُّهُم يُخَيَّلُ اِلَيهِ مِن سِحرِهِم اَنَّهَا تَسعى   فَاَوجَسَ فِى نَفسِه خِيفَةً مُّوسى قُلنَا لَا تَخَف اِنَّكَ اَنتَ الاَعلى   وَاَلقِ مَا فِى يَمِينِكَ -

'তাহাদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠি গুলি মনে হইল যেন তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসছে এতে মূসা ভয় পেল। আমি বললাম, ভয় পাইও না, তুমিই বিজয়ী হইবে। তোমার ডান হাতের যষ্ঠি নিক্ষেপ কর' (৬৬-৬৯ নম্বর আয়াত)।

নবী করীমের (সঃ) ওপর জাদুর প্রভাব হতে পারে বা হয়েছিল, এ কথা মেনে নিলে মক্কার কাফেরদের প্রচারনাই সত্য প্রমাণিত হয়। তারা বলেছিল 'এ লোকটি জাদু প্রভাবিত'। এ তো ভালো কথা নয়। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, পূর্বোল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মনে হয়। মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ)কে 'জাদু প্রভাবিত' বলতো এ কথা ঠিক, কিন্তু তাদের এ কথার অর্থ এই ছিল না যে, তিনি কোন জাদুকরের ক্রিয়ায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এ অর্থে তারা এ কথাটি বলতোও না। বরং তাদের এরূপ কথার অর্থ ছিল এবং আসলে তারা বুঝাতে চাচ্ছিল যে, কোন জাদুকর নবী করীম (সঃ)কে নাউযুবিল্লাহ পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর এ পাগলামীর কারণেই তিনি নবুয়্যতের দাবী করে বসেছেন ও বেহেশ্‌ত-দোযখের প্রলাপ বকছেন (এক কথায় নবুয়্যতকে তারা পাগলামীর ফলশ্রুতি ও নবীর প্রদত্ত শিক্ষাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলে প্রচারণা চালাতো)। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যখন এই যে, জাদুক্রিয়া নবী করীমের (সঃ) ব্যক্তিসত্তা, তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তা নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত কিন্তু নবী করীমের (সঃ) নবুয়্যতের ওপর তার বিন্দুমাত্র প্রভাবও প্রতিফলিত হয়নি, তা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন অব্যাহত ছিল, তখন উক্ত ধরনের প্রশ্নের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এ প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা উল্লেখ্য যেসব লোক 'জাদু'কে একটা নিছক কুসংস্কার মনে করে, তাদের এ ধারণার মূলে একটা ধারণাই কাজ করছে। তারা মনে করে, জাদু'র কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। কাজেই তাকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই আছে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেই শুধু আসে, কিন্তু তা কিভাবে, তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া যায় না তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোন কথা নেই।জাদু মূলতঃ একটা মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া। তা মন হতে সংক্রামিত হয়ে দেহকে প্রভাবিত করতে পারে যেমন দৈহিক প্রভাব সংক্রামিত হয়ে মনকে প্রভাবিত করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ভয় একটা মনস্তাত্বিক জিনিস। কিন্তু তা দেহে সংক্রামিত হয়ে ভয়ে লোমহর্ষণ ঘটে। দেহ থর থর করে কাঁপতে শুরু করে। জাদুর দ্বারা আসল ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটে না বটে, কিন্তু তার দরুন মানুষের মন ও ইন্দ্রয়নিচয় প্রভাবিত হয়। তখন আসল ব্যাপারই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে অনুভূত হয়। হযরত মূসার প্রতি জাদুকররা লাঠি ও রশি নিক্ষেপ করেছিল। তা প্রকৃত পক্ষে সাপ হয়ে যায়নি। কিন্তু উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের চোখের ওপর এমন জাদু করা হয়েছিল যে তারা সেগুলোকে সাপই মনে করেছিল। এমনকি হযরত মূসার (আঃ) ইন্দ্রয়নিচয়ও এ জাদুর প্রভাব হতে মুক্ত থাকেনি। সূরা আল বাকারার ১০২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'বেবিলনে হারুত মারুতের নিকট হতে লোকেরা এমন জাদু শিখত যাহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত।' আসলে এও একটি মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়াই ছিল মাত্র। আর বাস্তব অভিজ্ঞতায় মানুষ যদি এ প্রক্রিয়ার সাফল্য ও সম্ভাবতা বুঝতে ও জানতে না পারতো, তাহলে কেউ এ জিনিসের একবিন্দু গুরুত্ব দিত না। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বন্দুকের গুলী ও বিমান নিক্ষিপ্ত বোমার মত জাদুর কার্যকারীতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সহসা সহস্র বছর ধরে যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিছক হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এ দুটো সূরা প্রসংগে আরও একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা হলো, ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান কোথায়। ইসলাম কি এটা সমর্থন করে ও জায়েয বলে ঘোষণা করে? দ্বিতীয়ত ঝাড়-ফুঁকের আসলেই কোন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আছে কি? এ প্রশ্ন উথাপিত হওয়ার বিশেষ কারণ রয়েছে। বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) নিজে প্রতি রাতে শোবার সময় আর বিশেষ করে অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে এই 'ফালাক' ও 'নাস' সূরা অথবা কোন কোন বর্ণনা মতে 'কুলহু আল্লাহু' ও এদুটো সূরা তিন তিন বার পড়ে নিজের দুই হাতে ফুঁ দিতেন ও মাথা হতে পা পর্যন্ত পূর্ণদেহে-যতদুর তাঁর হাত পৌছাত -হাত দুখানি মলতেন। সর্বশেষ রোগে তিনি নিজে যখন এরূপ করতে পারছিলেন না, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ হতে কিংবা নবী করীমের (সঃ) নির্দেশে এ সূরা কটি পড়ে বরকতের আশায় তাঁরই হাত মুবারকে সারা শরীরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ, আবু দাউদ, মুয়াত্তা ও ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। আর হযরত আয়েশা অপেক্ষা রসূলে করীমের ঘরোয়া জীবন সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল যে কেউ ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আমরা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ বুঝতে চেষ্টা করবো। এ বিষয়ে হযরত 'আবদুল্লাহ' ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটা দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন : 'আমার উম্মতের সেই সব লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে যারা দাগ্ দেয়ার চিকিৎসা করায় না এবং ঝাড়-ফুঁক করায় না, ফাল' গ্রহণ করে না! বরং নিজেদের আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে (মুসলিম)। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার বর্ণনা হলো, নবী করীম (সঃ) বললেন . 'যে লোক দাগানোর চিকিৎসা করালো ও ঝাড়-ফুঁক করালো, সে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল' (তিরমিযী)। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণীত হয়েছে রসূলে করীম (সঃ) দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন। তন্মধ্যে একটা হলো ঝাড়-ফুঁক। তবে 'সূরা ফালাক' ও 'সূরা নাস' পড়া কিংবা 'কুলহু-আল্লাহু'সহ এ দুটো সূরা পড়া অপছন্দ করতেন না (আবু দাউদ,

আহমদ, নাসায়ী, ইব্‌নে হাব্বান, হাকেম)। কোন কোন হাদীস হতে জানা যায়, শুরুতে নবী করীম (সঃ) ঝাড়-ফুঁকের কাজ সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এ শর্তে তা করার অনুমতি দিলেন যে, তাতে শিরক হবে না, আল্লাহর পবিত্র নাম কিংবা তাঁর পাক কালাম পড়ে ঝাড়তে হবে। কালাম বোধগম্য হতে হবে, তাতে যে কোন গুনাহের ব্যাপার নেই, তা জানা থাকবে। আর ভরসা ঝাড়-ফুঁকের ওপর থাকবে না, তা নিরাময় করতে পারে- এরূপ বিশ্বাস মনে রাখবে না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে, তিনি চাইলে তার উপকার দিবেন, এ আশাতেই এ কাজ করা যেতে পারে।

শরীয়তের এ দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করার পর হাদীসসমূহ হতে কি জানা যায় তাই বিবেচ্য। তাবরানী 'সগীর' গ্রন্থে হযরত 'আলীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, 'নবী করীমের (সঃ) নামায পড়াকালে একবার এক বৃিচ্ছু তাঁকে দংশন করে। নামায পড়া শেষ করে তিনি বললেন বিচ্ছুর ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এ না কোন নামাযীকে রেহাই দেয়, না অন্য কাকেও! পরে তিনি পানি ও নুন আনালেন এবং ক্ষতস্থানে নূনের পানি লাগাতে লাগাতে সূরা আল-কাফিরুন, সূরা ইখলাস ও এই শেষ দুটো সূরা পড়তে লাগলেন'

হযরত ইবনে 'আব্বাসেরও (রাঃ) একটা বর্ণনাহাদীসসমূহেউদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (সঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইনের (রাঃ) ওপর নিম্নোদ্ধৃত দোয়া পড়তেন ঃ

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

-'আমি তোমাদের দুজনকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিচ্ছি-প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক হতে এবং সব খারাপ নজর হতে' (বুখারী, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

মুসলিম, মুআত্তা, তাবরানী ও হাকেম প্রমুখ সামান্য শব্দগত পার্থক্য সহকারে উসমান ইব্‌নে 'আবুল আস সকফী সম্পর্কে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নবী করীমের (সঃ) নিকট অভিযোগ করে বললেন, 'আমি যে সময় হতে মুসলমান হয়েছি আমি একটা ব্যথা অনুভব করছি। ব্যাথাটি আমাকে যেন মেরে ফেলতে চায়'। নবী করীম (সঃ) বললেন তোমার ডান হাত ব্যথার স্থানে রাখ এবং তিন বার বিসমিল্লাহ বল আর এই দোয়াটি সাত বার পড়ে তার ওপর হাত ফেরাও ঃ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

-'আমি আল্লাহ এবং তাঁর কুদরতের পানাহ্ চাই সে জিনিসের অনিষ্ট হতে যা আমি অনুভব করি আর যা লেগে যাওয়ার আমি ভয় পাই'।

মুআত্তা গ্রন্থে এ কথাও রয়েছে যে, উসমান ইবনে আবুল আস বললেনঃ 'এরূপ করার পর আমার সে ব্যাথা দূর হয়ে যায়। আমি আমার ঘরের লোকদেরকেও এ জিনিসের শিক্ষা দিচ্ছি'।

মুসনাদে আহমদ ও তাহভী গ্রন্থে তুলুক ইবনে আলীর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন ঃ নবী করীমের উপস্থিতিতে বিচ্ছু আমাকে দংশন করে। নবী করীম (সঃ) কিছু পড়ে আমার ওপর ফুঁক দিলেন ও ক্ষতস্থানে হাত লাগালেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'হে মুহাম্মদ! আপনি কি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন'? তিনি বললেন হাঁ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ
حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

'আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন সব জিনিস হতে, যা আপনাকে পীড়া দেয় এবং প্রত্যেক নফ্‌স ও হিংসুকের দৃষ্টির অনিষ্ট হতে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।'

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে অনুরূপ কথা হযরত উবাদাহ্ ইব্‌নে সামেত হতে উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) অসুস্থ ছিলেন। আমি দেখতে গেলে তাঁকে খুব কষ্টের মধ্যে পেলাম। সন্ধ্যাকালে পুনরায় গেলে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখলাম। এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন জিবরাঈল এসেছিলেন। তিনি কিছু 'কালেমা' দিয়ে আমাকে ঝাড়লেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের কথাগুলো তাঁকে শুনালেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্‌সার (রাঃ) একটা বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। "একদিন নবী করীম (সঃ) আমার ঘরে এলেন। আমার নিকট তখন 'শিফা'* নামে এক মহিলা বসেছিলেন। তিনি নামেলাকে (যুবাব) ঝাড়তেন। নবী করীম (সঃ) বললেন 'হাফ্‌সাকেও সে প্রক্রিয়া শিখিয়ে দাও'। শিফা বিনতে আবদুল্লাহর এ বর্ণনাটি তাঁর নিজের জবানীতে মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন নবী করীম (সঃ) নিজেই আমাকে বললেন 'তুমি হাফসাকে যেভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছ, নামেলাকে ঝাড়বার প্রক্রিয়াও সেভাবে তাকে শিখিয়ে দাও'।

মুসলিম শরীফে 'আউফ ইব্‌নে মালেক আশজায়ীর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ জাহেলিয়াতের জামানায় আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা রসূলে করীম (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম এ বিষয়ে তাঁর অভিমত কি? নবী করীম (সঃ) বললেন 'তোমরা যে সব জিনিস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করতে তা আমার নিকট পেশ কর। ঝাড়-ফুঁকে কোন দোষ নেই, যদি তাতে শিরক্ না থাকে'।

মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ও ইব্‌নে মাজা'য় হযরত জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। পরে হযরত আমর ইব্‌নে হাজমের বংশের লোকেরা এলো ও বললো 'আমরা একটা প্রক্রিয়া জানতাম, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর (বা সাপের) দংশন হলে ঝাড়তাম। কিন্তু আপনি এটা নিষেধ করে দিলেন।' পরে তারা নবী করীম (সঃ)কে ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র পড়ে শুনাল। তিনি বললেন 'এতে তো কোন দোষ দেখি না। তোমাদের কেউ যদি কোন ভাইকে উপকার দিতে পারে তবে সে যেন তা অবশ্যই করে'।

জাবির ইব্‌নে 'আবদুল্লাহ বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'হাজম বংশের লোকদের নিকট সর্প-দংশন চিকিৎসার একটা প্রক্রিয়া ছিল, নবী করীম (সঃ) তা প্রয়োগের অনুমতি দেন'। মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ও ইব্‌নে মাজায় উদ্ধৃত হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিতে তার সমর্থন রয়েছে হাদীসটিতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) আনসারদের এক বংশকে বিষাক্ত জীবের দংশন চিকিৎসায় ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, মুসলিম ও ইব্‌নে মাজায় হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত অনুরূপ কথার কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নবী করীম (সঃ) বিষধর জীবের দংশন, যুবাব রোগ ও কুদৃষ্টি ঝাড়ার অনুমতি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ ও হাকেমে হযরত উমাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হলো, 'জাহেলিয়াতের জামানায় একটা প্রক্রিয়া আমার জানা ছিল, আমি তার দ্বারা ঝাড়ফুঁকের কাজ করতাম। আমি নবী করীমের (সঃ) সমীপে তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'এ হতে অমুক জিনিস বাদ দাও। অবশিষ্ট দ্বারা তুমি ঝাড় ফুঁকের কাজ চালাতে পার।'

মুআত্তা গ্রন্থে বলা হয়েছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা'র (রাঃ) ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, তিনি অসুস্থ হয়ে আছেন এবং একটা ইহুদী মেয়ে লোক তাঁকে ঝাড়ছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পড়ে ঝাড়। এ হতে জানা গেল, আহলি কিতাবের লোক যদি তওরাত বা ইন্‌জীলের আয়াত পড়ে ঝাড়ে তা হলেও জায়েয হবে।

* মহিলার আসল নাম ছিল 'লাইলা'। শিফা বিন্‌তে আবদুল্লাহ নামে সাধারণত পরিচিতা ছিলেন। হিজরাতের পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। বনু আদী নামক একটি কুরাইশ বংশের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত ওমর (রাঃ)ও এ বংশেরই লোক ছিলেন। এভাবে উক্ত মহিলা হযরত হাফসা'র (রাঃ) আত্মীয়া ছিলেন।

এর পর প্রশ্ন থাকে ঝাড়-ফুঁকে কোনউপকারসত্যই হয় কি? এর উত্তর হলো, নবী করীম (সঃ) ওষুধ ব্যবহার ও রোগের চিকিৎসা করতে কখনো নিষেধ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহতা'আলা প্রত্যেক রোগের ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তোমরা ওষুধ ব্যবহার ও রোগের চিকিৎসা কর।' নবী করীম (সঃ) নিজে কোন কোন রোগের ওষুধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে 'কিতাবুত-তিব' 'চিকিৎসা গ্রন্থ দেখলেই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। কিন্তু আসল কথা, ওষুধও উপকার করে আল্লাহর অনুমতিতে, তাঁর হুকুমে। নতুবা সকল প্রকার ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি যদি অমোঘ হতো, অনিবার্যভাবে উপকার করতো ও কার্যকর হতো, তাহলে অন্ততঃ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে কেউ মরতো না। কাজেই ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের সংগে সংগে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর পবিত্র নামসমূহ পড়ে ফায়দা পেতে চাওয়া হয়, কিংবা যেখানে কোনরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণের কোন উপায় নেই, সেখানে যদি একান্তভাবে আল্লাহর দিকে 'রুজু' করে তাঁর কালাম ও 'আসমায়েহাসানা' পড়ে ফায়দা পেতে চেষ্টা করা হয়, তা হলে বস্তুবাদীদের ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই আপত্তির কারণ হবে না- সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত হবে না* তবে ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার এ সুযোগে কিছু লোকের আমল-তাবীজ ইত্যাদির দোকান খুলে বসা ও তাকেই উপার্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করা- এ কখনই শোভনীয়, বাঞ্ছনীয় ও উচিত হতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর একটা বর্ণনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাযায় উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনাটা তার সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) তাঁর কতিপয় সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠালেন হযরত আবু সাঈদ খুদরীও (রাঃ) তাঁদের মধ্যে ছিলেন। এ লোকেরা রাতে আরবের এক গোত্রের বস্তিতে গিয়ে থাকলেন। তারা গোত্রের লোকদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা আমাদের মেহ্‌মানদারীর ব্যবস্থা কর'। তারা এটা করতে অস্বীকৃতি জানালো। ইতিমধ্যে গোত্রপতিকে বিচ্ছু দংশন করলো। লোকেরা এ পথিকদের নিকট দৌড়ে এলো, বললো 'তোমাদের কাছে কোন ওষুধ কিংবা প্রক্রিয়া আছে নাকি, যার দ্বারা তোমরা আমাদের সরদারের চিকিৎসা করতে পার'? হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন 'আছে তো বটে। কিন্তু তোমরা যেহেতু আমাদের মেযবানী করতে অস্বীকার করেছ এ জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কিছু দিতে রাজি না হবে, ততক্ষণ তার চিকিৎসা করবো না। তারা চিকিৎসার বিনিময়ে এক পাল কিংবা ৩০টি ছাগল দেয়ার ওয়াদা করলো। অতঃপর আবু সাঈদ খুদরী গিয়ে সরদারের উপর সূরা ফাতেহা পড়তে শুরু করলেন এবং মুখের থুথু ক্ষতস্থানে লাগাতে লাগলেন*। শেষ পর্যন্ত বিষক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা যত ছাগল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তারা সবই এনে পেশ করলো। কিন্তু তাঁরা আপসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এসব ছাগল গ্রহণ করবেন না- যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করা না হবে। এ কাজে কোনরূপে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি না, তা তো জানা নেই। পরে এরা নবী করীমের নিকট উপস্থিত হয়ে সব বিবরণ পেশ করলেন। নবী করীম (সঃ) হেসে উঠে বললেন এই সূরা দ্বারা ঝাড়-ফুকও করা যায়, তা তোমরা কিভাবে জানতে পারলে?... ছাগলগুলো গ্রহণ কর এবং তাতে আমার অংশও ঠিক কর।

---

* বস্তুবাদী জগতের বহু চিকিৎসাবিশারদ স্বীকার করেছেন যে, দো'আ ও আল্লাহর দিকে 'রুজু রোগীর আরোগ্য লাভে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। আমি নিজের জীবনে দুবার এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছি। ১৯৪৮ সনে আমাকে বন্দী করা হলে কয়েকদিন পর আমার মূত্রনালীতে একটি পাথর টুকরা এসে আটকে যায়। ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত প্রস্রাব বন্ধ থাকে। আমি আল্লাহর নিকট দো'আ করলাম। বললাম ঃ আল্লাহ! আমি যালেমদের নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করবো না, তুমিই আমার রোগ সারিয়ে দাও, কষ্ট দূর করে দাও। পরে দেখা গেল, সে পাথর সরে গেছে। ২০ বছর পর্যন্ত তা সরেই থাকলো। ১৯৬৮ সালে আবার কষ্ট দেখা দিল। তাকে অপারেশন করে বের করা হল। ১৯৫৬ সালে আমাকে দ্বিতীয়বার যখন আটক করা হয়, তখন আমার উভয় পায়ে দাদের ভয়ানক কষ্ট দেখা দিল। কোনরূপ চিকিৎসায়ই তা সারছিল না। তখন আমি আল্লাহর কাছে আবার দো'আ করলাম- যেমন ১৯৪৮ সনে করেছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহে কোনরূপ ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যতীতই এ রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেল এবং আজ পর্যন্ত সে রোগ আমার হয়নি।

অনেক ক'টি বর্ণনায়ই এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, এ প্রক্রিয়া প্রয়োগকারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীই (রাঃ) ছিলেন। এমনকি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) এ অভিযানে শরীক ছিলেন সে কথাও অনেক হাদীসে বলা হয়নি। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনায় এ দুটো কথাই স্পষ্ট বলা হয়েছে।

এ হাদীসের ভিত্তিতে তাবীজ, তুমার ও ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালনা জায়েয বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু এ মত নির্দিষ্ট করার পূর্বে তদানীন্তন আরবের সে পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক, যাতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এ কাজ করেছিলেন এবং নবী করীম (সঃ) তাকে শুধু জায়েযই বলেননি তার আয়ে নিজের অংশও নির্দিষ্ট করতে বলেছিলেন। আর এর দরুন এ লোকদের মনে এ কাজের জায়েয বা না-জায়েয হওয়ার সন্দেহ যেন অবশিষ্ট থাকলো না। তদানীন্তন আরব দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বড়ই আশ্চর্য ধরনের ছিল। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ,শত শত মাইল চলেও সেখানে কোন লোকবসতি দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল তখনকার সময়ই নয়। এখনো সে অবস্থা সর্বত্র বিরাজিত। আর এ বিরল জনবসতিও এমন যে, কোথাও হোটেল কিংবা সরাইখানা নেই। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও পাওয়া যায় না। পথিক একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত চলেও কোথাও খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবার সুযোগ পায় না। এ পরিস্থিতিতে পথিক কোন বস্তিতে পৌঁছলে সেখানকার লোকদের পক্ষে তার আতিথ্য করা কর্তব্য। উক্তরূপ অবস্থায় এ ছিল আরবের সাধারণ সামাজিক ও প্রচলিত নৈতিক আদর্শ। কেননা, এরূপ অবস্থায় মেহমানদারী করা না হলে অনেক সময় পথিক মৃত্যুমুখে পতিত হতে বাধ্য। সে জন্যে আতিথ্য না করা আরব সমাজে খুবই অপছন্দ করা হতো। এ কারণে গোত্রের লোকেরা যখন এ লোকদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছিল, তখন তাদের গোত্রপতির চিকিৎসা করার বিনিময়ে কিছু জিনিস দাবী করা তাদের পক্ষে জায়েয ছিল বলে নবী করীম (সঃ) ঘোষণা করেছিলেন। চিকিৎসার পর সরদার যখন নিরাময় হয়ে গেল ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেয় এনে পেশ করলো, তখন তা গ্রহণ করাকেও নবী করীম (সঃ) নাজায়েয বললেন না। বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত ইব্‌নে আব্বাসের (রাঃ) যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে নবী করীমের (সঃ) কথা এ ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তোমরা অন্য কোনরূপ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার পরিবর্তে কুরআন পড়ে যে তার পারিশ্রমিক নিয়েছ, এটাই অধিক ভালো কাজ হয়েছে'।

নবী করীম (সঃ) এ কথা বলেছেন এ জন্য যে, অন্যসব আমল বা প্রক্রিয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কালামের স্থান অনেক উর্ধে। এছাড়া আরবের সে গোত্রের লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কাজও এভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। তারা নবী করীমের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কালামের বরকত বুঝতে পেরেছে। কাজেই যারা শহর কিংবা গ্রামে ঘুরে ফিরে ঝাড়ফুঁকের ব্যবসায় চালায় ও তাকেই যারা জীবিকা নির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করেছে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) সংক্রান্ত এ ঘটনায় তাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাদের এ কাজ জায়েয হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সঃ), সাহাবা-এ কিরাম, তাবেঈন এ কাজকে জীবিকা নির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে না।

সূরা ফাতিহার সঙ্গে এ সূরা দুটোর সম্পর্ক

সূরা ফাতিহা কুরআন মজীদের প্রথম সূরা। আর সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' কুরআনের সর্বশেষে সংযোজিত সূরা। এ সূরা দুটোর সঙ্গে সূরা ফাতিহা'র সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য কি, ঐ পর্যায়ে তাই আমাদের আলোচ্য।

কুরআন মজীদের সূরাসমূহ নাযিল হওয়ার পারম্পর্য অনুসারে গ্রন্থাকারে সাজানো হয়নি। কিন্তু তেইশ বছরের দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন অবস্থা, ক্ষেত্র ও প্রয়োজন অনুযায়ী অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাসমূহকে নবী করীম (সঃ) নিজের ইচ্ছামত নয়, তার অবতীর্ণকারী স্বয়ং আল্লাহতা'আলার নির্দেশ অনুযায়ীই তা সুসজ্জিত ও গ্রন্থবদ্ধ করেন। বর্তমান সময়ে কুরআন মজীদকে আমরা সেভাবেই পাচ্ছি। এপরম্পরা অনুযায়ী কুরআনের সূচনাতে রয়েছে সূরা 'ফাতিহা' তার সমাপ্তি হয়েছে সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' দ্বারা। এ শুরু ও শেষের সূরা ক'টির ওপর সম্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ

করলেই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। শুরুর সূরায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রহমান, রহীম ও বিচার দিনের মালিকের হামদ্ ও স্তুতি করে বান্দা প্রার্থনা করে। 'হে রব! আমি তোমারই বন্দেগী করি। তোমরই কাছে সাহায্য চাই। আর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সাহায্য আমার দরকার, তা হলো, আমাকে সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন কর।' জবাবে আল্লাহ্তা'আলার তরফ হতে সত্য নির্ভুল পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে পূর্ণ কুরআন মজীদ তাকে দেয়া হয়। আর সেই কুরআন শেষ করা হয়েছে যে কথা বলে, তা হলোঃ বান্দাহ রব্বুল ফালাক, রব্বুন নাস, মালেকুন্নাস ও ইলাহুন্নাস আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছে আমি সব সৃষ্টির সব রকমের বিপর্যয়-অশান্তি ও অনিষ্ট হতে সুরক্ষিত থাকার জন্য (হে আল্লাহ!) তোমারই পানাহ্ চাই। বিশেষ করে মানুষ ও জ্বিন শয়তানদের অসঅসা-ধোঁকা প্রতারণা হতে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, হেদায়াতের সত্য-সঠিক-নির্ভুল পথে চলার ব্যাপারে তারাই সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে কুরআন মজীদের 'শুরু' ও 'শেষে'র মাঝে যে এক মর্মস্পর্শী নিবিড় সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য গড়ে উঠেছে, তা কোন দৃষ্টিবানের নিকটই গোপন থাকতে পারে না।

أُعِيذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِّن كُلِّ شَيطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِن كُلِّ عَينٍ لَّامَّةٍ
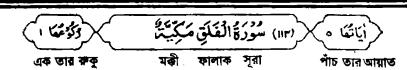
এক তার রুকু মক্কী ফালাক সূরা পাঁচ তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

বল তুমি, আমি আশ্রয় চাই, রবের নিকট, উষার, হতে, অনিষ্টঃ, যা, তিনি সৃষ্টি করেছেন, হতে এবং, অনিষ্ট, অন্ধকারকারী

اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَ مِنْ

যখন, আচ্ছন্ন হয়, হতে এবং, অনিষ্ট, ফুঁকদানকারীর (রাতের) অনিষ্ট, মধ্যে, গিরাগুলোর, এবং, হতে

شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

অনিষ্ট, হিংসুকের, যখন, সে হিংসা করে

সূরা আল্-ফালাক
[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াতঃ ৫ মোট রুকু ঃ ১

দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-২. বল আমি আশ্রয় চাই সকাল বেলার স্রষ্টা রবের নিকট [১] সে সব প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

৩. আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় [২]।

৪. এবং গিরায় ফুঁক দানকারী (বা ফুঁক দানকারিনী)'র অনিষ্ট থেকে [৩]

৫। ও হিংসুকের অনিষ্ট থেকে - যখন সে হিংসা করে[৪]।

১। অর্থাৎ সেই প্রভুর যিনি রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে উজ্জ্বল প্রভাতের বিকাশ ঘটান।
২। কারণ বেশীর ভাগ অপরাধ, অত্যাচার ও পাপ রাত্রিতেই সংঘটিত হয় এবং ক্ষতিকর ও অনিষ্টকারী জন্তু জানোয়ারও অধিকাংশ রাতেবাহির হয়।
৩। অর্থাৎ পুরুষ যাদুকর ও স্ত্রী যাদুকারিনী।
৪। অর্থাৎ যখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে কোন ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে।

এক তার রুকু মক্কী নাস সূরা ছয় তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অত্যন্ত মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلٰهِ النَّاسِ ۝٣

তুমি বল | আমি পানাহ চাই | রবের নিকট | মানুষের | বাদশাহর (নিকট) | মানুষের | ইলাহর (নিকট) | মানুষের

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝٤ الْخَنَّاسِ ۝٥ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ

হতে | অনিষ্ট | অসঅসাদাতার | যে বার বার ফিরে আসে | যে | অস্অসা দেয় | মধ্যে

صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۝٦

অন্তরসমূহের | মানুষের | মধ্য হতে | জ্বীনের | ও | মানুষের

সূরা আন্-নাস
[মক্কায় অবতীর্ণ]
মোট আয়াতঃ ৬,মোট রুকু ঃ ১
দয়াবান মেহেরবান আল্লাহর নামে

১-৩। বল, আমি পানাহ চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মা'বুদের নিকট
৪। বার বার ফিরিয়ে আসা অস্অসা উদ্রেককারীর অনিষ্ট থেকে [১],
৫-৬। যে লোকের দিলে অস্অসার উদ্রেক করে, সে জ্বিনের মধ্য হতে হোক, কি মানুষের মধ্য হতে [২]।

১। অর্থাৎ একবার 'অস্অসা'-'কুপ্ররোচনা' নিক্ষেপ করে যখন ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে সক্ষম না হয়, তখন সরে যায় এবং পুনরায় এসে অন্তরে কু-প্ররোচনা নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং ক্রমাগতভাবে পুনঃ পুনঃ এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।
২। এই 'অস্অসা'-দাতা-এই পৌনঃ পুনিক কু-প্ররোচনা নিক্ষেপকারী মানুষই হোক বা জ্বিন (শয়তান) হোক-উভয়েরই কু ও অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।